॥ শ্রীহরিঃ ॥

2034

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

(প্রথম খণ্ড)

(বালকাণ্ড হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত)

वाल्मीकीय रामायण, बँगला (प्रथम खण्ड)

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

।। শ্রীহরিঃ ।। 2034

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

(প্রথম খণ্ড)

(বালকাণ্ড হইতে কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পর্যন্ত)

वाल्मीकीय रामायण, बँगला (प्रथम खण्ड)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

প্রাক্‌কথন

মহর্ষি বাল্মীকি বা তাঁর রচিত রামায়ণের সম্পর্কে কোনো ভূমিকা বা কোনো পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা। তবুও সেরকম প্রচেষ্টা হয়নি এমন নয়। বরং কিছু বেশি পরিমাণেই হয়েছে, সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। যাদের সেদিকে আগ্রহ তারা আজকের যান্ত্রিক প্রগতির সুবাদে খুব সহজেই সেগুলি হস্তগত করতে পারেন। আমরা মনে করি আদি কবি ও তাঁর রচনা সম্পর্কে অন্যদের আলোচনা-সমালোচনার ভারে নিজের বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত না করে মূল গ্রন্থটির প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বাল্মীকীয় রামায়ণের এই সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এই গ্রন্থে প্রতিটি মূল সংস্কৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরেই তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠকের অভিনিবেশের ব্যাঘাত না ঘটে। মূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলে আত্মগর্বী পণ্ডিতদের **'মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষঃ'**— এরও মূল্যায়ন করতে সুবিধা হবে।

শুধু আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বেরই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রামকথার বহুবিধ রূপান্তরণের খণ্ডিত বা সামূহিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বর্তমান কালে এর প্রাচীনতা ও লোকপ্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহামুনি তাঁর নিজের রচনার মধ্যেই একটি শ্লোকে এই রামায়ণী কথার মূল্যায়ন করে গেছেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

সত্যদর্শী ঋষির এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের আবহমান কালের মনোলোকের চিরন্তন ইতিহাস দুখানি গ্রন্থে বিধৃত আছে, একটি মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, অপরটি এই রামায়ণ। এই দুটি মহাগ্রন্থের তুলনা এরা নিজেই, সারা পৃথিবীতেই আর কোনো গ্রন্থ এদের সঙ্গে এক সারিতে বসানোর যোগ্য নয়।

কিন্তু এ সবই বহিরঙ্গগত বিষয় বিস্তার। আমরা পাঠককে নিয়ে যেতে চাই সেই তমসা তীরবর্তী তপোবনে, যেখানে 'অকর্দম' ঘাটটিতে স্নানের জন্য উপস্থিত সশিষ্য ঋষির চোখের সামনেই ঘটে সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা, আর তার ফলে জন্ম নেয় মানব-সভ্যতার প্রথম কবিতা। যাগ-যোগ-তপস্যা, স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা নিরাসক্তহৃদয়, সংসার-মোহহীন সন্ন্যাসী কি এক পক্ষিণীর বিলাপে এমনভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন যে সেই পাপকর্মের অনুষ্ঠাতা 'নিষাদ'কে সরাসরি অভিশাপ দিয়ে বসেন? আর তা-ও বা কেমন অভিশাপ?— না, সে যেন 'প্রতিষ্ঠা' লাভ না করতে পারে দীর্ঘকালের মধ্যে! একি দূর-সুদূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্রান্তদর্শী এক বিশ্বপ্রেমিক ঋষি-হৃদয়ের স্বত-উৎসারিত সাবধান-বাণী —'হে নিষাদ! হে 'প্রতিষ্ঠা-লোলুপ' বিশ্বগ্রাসী নিষ্ঠুর নিষাদ! তোমার করুণা-হীন স্বার্থ-সিদ্ধির আগ্রাসী অভিযান যতই এই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে, বিশ্বপ্রেমের নিয়মকে, বিশ্বধর্ম বা ঋতকে আঘাত করবে ততই সিদ্ধি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, অনন্তকালেও সে আর তোমার করায়ত্ত হবে না।' সমগ্র রামায়ণই এই দৃক্‌পাতহীন ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রেমের জয়গান। এবং সে প্রেম শুধু মানব প্রেম নয়, সর্বজীবে প্রেম, জড়-চেতন-নির্বিশেষে বিশ্বজগতের প্রতি প্রেম! এর নায়ক তাই যেন তৃণভূমির শ্যামলতা অঙ্গে মেখে দূর্বাদলশ্যাম, বনবাসী মানব-বানর-ঋক্ষ-বিহঙ্গমের সহচর, শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী

('রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্' গীতা ১০।৩১) হওয়া সত্ত্বেও বীররূপে নয়, কিন্তু করুণার্দ্র-হৃদয়রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তাঁর পরিচিতি রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়—

"কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম।
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক।
কে লয়েছে নিজশিরে, রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে-সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'

হ্যাঁ, ধরামাঝে মহত্তম দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণকারী এই সহায়-সম্বলহীন নায়ককে বাল্মীকি দাঁড় করিয়েছেন তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী মদমত্ত অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে এবং তাকে জিতিয়েও এনেছেন। সংসারে সচরাচর আমরা পাপের জয় দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু তবু আমাদের ভিতরে ভিতরে ধর্মের, সত্যের, ন্যায়ের জয় দেখার জন্য যে আকূতি মাথা কুটে মরে সেই অন্তরতর বোধের জগতে বাল্মীকির এই চিরদুঃখী রাজপুত্র নায়ক জয়ের সিংহাসনে নিত্য বিরাজমান। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধেও আমরা যখনই ন্যায়ের পক্ষে যোগ দিই তখনই তাঁর প্রেরণা আমাদের শক্তি যোগায়। ক্রৌঞ্চীর বিরহব্যথায় কাতর-হৃদয় সেই ঋষি এবং তাঁর মানসপুত্র এইভাবে এই বিশাল দেশের বিপুল জনসমাজের হৃদয়াসনে "নিত্য প্রতিষ্ঠা" লাভ করেছেন, সেখান থেকে তাঁদের আর বিচ্যুতি নেই।

মূল সংস্কৃত এবং তার বাংলা অনুবাদসহ এই বিশাল গ্রন্থরত্ন যতদূর সম্ভব সুলভ মূল্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস আমরা নিচ্ছি। প্রথম খণ্ডে প্রথম চারটি কাণ্ড অর্থাৎ বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড), অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত হল। আশা করি, বাকি তিনটি কাণ্ড-সমেত দ্বিতীয় খণ্ডটিও অচিরে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের এই অমৃতময় চরিতকথা পাঠকের জীবনে অমৃতের স্পর্শ এনে দেবে—এই আশা ও প্রার্থনা।

—প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নম্র নিবেদন

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুননাথয় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥
বেদবেদ্য পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্ রাময়ণাত্মনা॥

বেদ যে পরমাত্মাতত্ত্বের বর্ণনা করে, সেই নারায়ণ-তত্ত্ব রামায়ণে শ্রীরামরূপে নিরূপিত হয়েছে। বেদবেদ্য পরমপুরুষোত্তম শ্রীদশরথনন্দন শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হলে সাক্ষাৎ বেদ-ই বাল্মীকির মুখ থেকে শ্রীরামায়ণরূপে প্রকটিত হয়েছে, এইরূপ মান্যতা আস্তিক ব্যক্তির চিরকাল ধরে রয়েছে। সেইজন্য শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণের প্রতিষ্ঠা বেদতুল্যই বটে। মহর্ষি বাল্মীকি একজন আদিকবি, তাই তিনি বিশ্বের সমস্ত কবিদের গুরু। তাঁর 'আদিকাব্য' শ্রীমৎ বাল্মীকীয় রামায়ণ পৃথিবীর প্রথব কাব্য। এটি সকলের জন্যই পূজনীয়। ভারতের পক্ষে তো এই কাব্য পরম গৌরবের বিষয় এবং দেশের প্রকৃত বহুমূল্য রাষ্ট্রীয় নিধি। সেইজন্যই এটি সকলের জন্য অতি অবশ্যই সংগ্রহ, পঠন, মনন এবং শ্রবণ করার বিষয়। এর এক-একেকটি অক্ষর মহাপাপনাশকারী—

একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতকনাশনম্।'

এটি সমস্ত কাব্যের বীজ—

'কাব্যবীজং সনাতনম্।'

(বৃহদ্ধর্মপুরাণ ১।৩০।৪৭)

শ্রীব্যাসদেবাদি সকল কবিগণ এটি অধ্যয়ন করে পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি রচনা করেছেন।[১] 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত রয়েছে। শ্রীব্যাসদেব অনেক পুরাণে রামায়ণের মাহাত্ম্য গীত করেছেন। স্কন্দপুরাণের রামায়ণ মাহাত্ম্য তো এই গ্রন্থের আরম্ভেই উল্লিখিত রয়েছে, কোনো কোনো স্থানে অল্প-স্বল্প মাহাত্ম্য আলাদাভাবেও রয়েছে। এ-ও প্রসিদ্ধ যে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বাল্মীকি রামায়ণের একটি ব্যাখ্যা লিখেছিলেন এবং তার একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি আজও পাওয়া যায়।[২] যার নাম হল 'রামায়ণতাৎপর্যদীপিকা'। দীবানবহাদুর রামশাস্ত্রী লিখিত 'স্টাডিজ ইন রামায়ণ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই বইয়ের উল্লেখ রয়েছে। এই পুস্তক ইংরাজি ১৯৪৪ সালে বরোদা থেকে প্রকাশিত হয়। দ্রোণপর্বের ১৪৩।৬৬-৬৭ শ্লোকে মহর্ষি বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডের ৮১।২৮-এ এটির ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩] 'অগ্নিপুরাণের' ৫ থেকে ১৩ পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতে 'বাল্মীকির' নাম উল্লেখপূর্বক রামায়ণ-সারের বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ডের ১৪৩তম অধ্যায়েও ঠিক এরূপ শ্লোকের দ্বারা রামায়ণসারের কথা উল্লিখিত আছে। তেমনই হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ৯৩।৬-৩৩)-এ যদুবংশীয়দের দ্বারা বাল্মীকি রামায়ণের নাটিকার উল্লেখ আছে—

'রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দিশ্য নাটকং কৃতম্।'

শ্রীব্যাসদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 'স্কন্দপুরাণ'

---

[১](ক) পঠ রামায়ণং ব্যাস কাব্যবীজং সনাতনম্। যত্র রামচরিত্রং স্যাৎ তদহং তত্র শক্তিমান্॥

(বৃহদ্ধর্মপুরাণ, প্রথমখণ্ড ৩০।৪৭, ৫১)

(খ) রামায়ণং পঠিতং মে প্রসন্নোঽস্মি কৃতস্ত্বয়া। করিষ্যামি পুরাণানি মহাভারতমেব চ॥

(বৃহদ্ধর্মপুরাণ, প্রথমখণ্ড ১।৩০।৫৫)

[২]A curuous Ms. is that of 'Rāmāyanātattparyadipika which is said to have been an exposition of the meaning of the Ramayana' by Vyasa at the request of Yudisthira.

('Studies in Rāmāyana', 'Riddles of Rāmāyana' By K. S. Rāmāsastri, Book II, P.I.)

[৩]এই শ্লোকটি এইরূপ—

অপি চায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি। ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্‌ব্রবীষি প্লবঙ্গম।........
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎস্যাৎ কর্তব্যমেব তত॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৪৩।৬৭-৬৮)
ভট্টি কাব্যের ১৭।২২ শ্লোকও এর ওপর আধরিত।

বৈষ্ণবখণ্ড, বৈশাখমাহাত্ম্য ১৭ থেকে ২০ অধ্যায় পর্যন্ত, ('কল্যাণ মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত 'স্কন্দপুরাণাঙ্ক' পৃষ্ঠা. ৩৭৪ থেকে ৩৮১ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য), আবন্ত্যখণ্ড অবন্তীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের ২৪ তম অধ্যায়ে ('কল্যাণ' সংক্ষিপ্ত স্কন্দ-পুরাণাঙ্ক পৃ. ৭০৮-৯), প্রভাসখণ্ডের ২৭৮ তম অধ্যায়ে (সংক্ষিপ্ত স্কন্দপুরাণাঙ্ক পৃষ্ঠা ১০২৫-২৭ এবং অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৬।৬৪।৯২)-এর বর্ণনা করেছেন। মৎস্যপুরাণ ১২।৬১ তে তিনি এটিকে 'মার্গসত্তমে' রূপে স্মরণ করেছেন।[১] আর ভাগবত ৫।১৮।৫-এ করেছেন 'মহাযোগী' দ্বারা।

এইরূপ কবিকুলতিলক কালিদাস রঘুবংশে আদি-কবিকে দুবার স্মরণ করেছেন। এক হল—**'কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ। নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্ব-মাপদ্যত যস্য শোকঃ[২]॥** (১৪।৭০) এই শ্লোকে, দ্বিতীয়বার ২।৪ এর **'পূর্বসূরিভিঃ'**তে। ভবভূতিকে করুণ-রসের আচার্য বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি এই শিক্ষা আদিকবির থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনিও উত্তর-রামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে **'বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্যটামি' 'মুনয়স্তমেব হি পুরাণ-ব্রহ্মবাদিনং প্রচেতসমৃষিং..........উপাসতে'** ইত্যাদির দ্বারা তাঁকেই স্মরণ করে লিখেছেন। 'সুভাষিতপদ্ধতি'র নির্মাতা শার্ঙ্গধর তাঁর এই ঋণকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে লিখেছেন—

কবীন্দ্রং নৌমি বাল্মীকিং যস্য রামায়ণীকথাম্।
চন্দ্রিকামিব চিম্বন্তি চকোরা ইব সাধবঃ॥

এইভাবে মহাকবি ভাস, আচার্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণ, রাজা ভোজ ইত্যাদি পরবর্তী বিদ্বানদের থেকে আরম্ভ করে হিন্দি সাহিত্যের প্রাণ শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী **'বন্দউঁ মুনি পদ কঞ্জু রাময়ন জেহিঁ নিরময়উ।' 'জান আদিকবি নাম প্রতাপূ', 'বাল্মীকি ভে ব্রহ্ম সমানা'** (শ্রীশ্রীরামচরিতমানস), **'জহাঁ বাল্মীকি ভয়ে ব্যাধতে মুনিন্দু সাধু' 'মরা মরা' 'জপেঁ সিখ সুনি রিষি সাতকী'** (কবিতাবলী, উত্তরকাণ্ড ১৩৮ থেকে ১৪০) **'কহত মুনীস মহেস মহাতম উলটে সীধে নামকো' 'মহিমা উলটে নামকী মুনি কিয়ো কিরাতো।'** (বিনয়পত্রিকা ১৫১), **'উলটা জপত কোলতে ভএ ঋষিরাব'** (বরবৈ রামায়ণ ৫৪), **'রাম বিহাই মরা জপতে বিগরী সুধরী কবি কোকিলহূ কী'** (কবি. ৩।৮৮) ইত্যাদি পদসমূহ দ্বারা বারংবার এঁকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেছেন ; কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কিছু লোক মহর্ষি বাল্মীকিকে নীচু জাতির বলে থাকেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ ৭।৯৩।১৭, ৭।৯৬।১৯ এবং অধ্যাত্মরামায়ণ ৭।৭।৩১-এ তিনি স্বয়ং নিজেকে প্রচেতার পুত্র বলে জানিয়েছেন।[৩] মনুস্মৃতি ১।৩৫-এ **'প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ'** — প্রচেতাকে বশিষ্ঠ, নারদ, পুলস্ত্য, কবি প্রভৃতির ভাই বলে লিখেছেন। স্কন্দপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এঁকে জন্মান্তরের ব্যাধ বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি জন্মান্তরে ব্যাধ ছিলেন। ব্যাধ-জন্মের পূর্বেও স্তম্ভ নামক শ্রীবৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যাধ-জন্মে শঙ্খ ঋষির সৎসঙ্গ দ্বারা, রামনাম জপ করে তিনি পরবর্তী জন্মে 'অগ্নিশর্মা' (মতান্তরে রত্নাকর) হন। সেখানেও ব্যাধেদের সাহচর্যে প্রাক্তন সংস্কারবশত কিছুদিন ব্যাধকর্মেই প্রবৃত্ত থাকেন। পরে সপ্তর্ষিদের সৎসঙ্গের প্রভাবে 'মরা-মরা' জপ করে বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হন এবং বাল্মীকিরামায়ণ রচনা করেন। ('কল্যাণ' সংক্ষিপ্ত স্কন্দপুরাণাঙ্ক পৃ. ৩৮১ ; ৭০৯ ; ১০২৪)। বাংলার কৃত্তিবাস রামায়ণ, শ্রীশ্রীরামচরিতমানস, অধ্যাত্মরামায়ণ ২।৬।৬৪ থেকে ৯২, আনন্দরামায়ণ রাজ্যকাণ্ড ১৪। ২১—৪৯, ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গ. ৪।১০-এও এই বিষয়ে যৎসামান্য ভিন্নরূপে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। গোস্বামী তুলসীদাস মহাশয় এই কথা প্রকৃতপক্ষে কোনো আধার ছাড়া লেখেননি। সুতরাং এঁকে নীচ জাতি বলে মনে করা

---

[১] বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ।

[২] আদিকবি বাল্মীকি তখন কুশ, সমিধ ইত্যাদি নিতে বেরিয়েছিলেন। ব্যাধের দ্বারা নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং সেটিই শ্লোকরূপে পরিণত হয়। 'ধ্বন্যালোক'-এর লেখক শ্রীআনন্দবর্ধনও এর বর্ণনাও এর সামঞ্জস্য দেখা যায়—

'ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।' (ধ্বন্যালোক ১।৫)

বস্তুতঃ এই দুটি পদ্যের মূল হলেন স্বয়ং আদিকবি (বাল্মী. ১।২।৪০)রই শ্লোক, যা এইরূপ—

'সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।'

[৩] 'প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।'

সর্বতোভাবে ভ্রমমূলক।

প্রাচীন সংস্কৃত টীকাসমূহ

বাল্মীকি রামায়ণে অগণিত প্রাচীন টীকা আছে, যেমন —১) কতক টীকা (নাগোজীভট্ট এবং গোবিন্দ-রাজাগণ এর বহুবার উল্লেখ করেছেন), ২) নাগোজী-ভট্টের তিলক বা রামাভিরামী ব্যাখ্যা, ৩) গোবিন্দরাজের ভূষণ টীকা, ৪) শিবসহায়ের রামায়ণ-শিরোমণি ব্যাখ্যা, (এই পূর্বোক্ত তিনটি টীকা গুজরাতী প্রেস বোম্বাই থেকে একত্রে ছাপা হয়।), ৫) মাহেশ্বরতীর্থের তীর্থব্যাখ্যা বা তত্ত্বদীপ, ৬) কন্দাল রামনুজের রামানুজীয় ব্যাখ্যা ; (এই টীকাগুলি বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই থেকে ছাপা হয়।), ৭) বরদরাজ কৃত বিবেকতিলক, ৮) ত্র্যম্বকরাজ মখানীর ধর্মাকৃত ব্যাখ্যা (এটি খণ্ডত মাদ্রাজ এবং শ্রীরঙ্গম থেকে ছাপা হয়) এবং ৯) রামনন্দতীর্থের রামায়ণ-কূট-ব্যাখ্যা। এছাড়া চতুরর্থদীপিকা, রামায়ণ-বিরোধপরিহার, রামায়ণসেতু, তাৎপর্যতরণি, শৃঙ্গার-সুধাকর, রামায়ণসপ্তবিম্ব, মনোরমা ইত্যাদি বহু টীকা আছে। 'রীডিংস্ ইন রামায়ণ' (Readings in Ramayan) অনুসারে আরোও টীকাগুলি হল — ১) অহোবলের 'বাল্মীকি-হৃদয়' (তনিশ্লোকের ব্যাখ্যা), তাঁর শিষ্যের বিরোধভঞ্জিনী টীকা, মাধবাচার্যের রামায়ণতাৎপর্য-নির্ণয়-ব্যাখ্যা ; শ্রী অপ্পয় দীক্ষিতেন্দ্রেরও এই নামে অন্য এক ব্যাখ্যা (যাতে তিনি রামায়ণকে শিবপরক সিদ্ধ করেছেন), প্রবালমুকুন্দসূরির রামায়ণভূষণ ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামভদ্রাসনের সুবোধিনী টীকা। ডক্টর এম. কৃষ্ণমাচারী তাঁর পুস্তক (হিস্ট্রী অফ ক্লাসিকাল সংস্কৃত লিট্‌রেচার)-এ এমনই কিছু টীকার উল্লেখ করেছেন, যার লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উদাহরণ হল—অমৃত-কতক, রামায়ণ সারদীপিকা, গুরুবালা চিত্তরঞ্জিনী, বিদ্যুৎমনোরঞ্জিনী ইত্যাদি। তাঁরা বরদারাজাচার্যের রামায়ণসারসংগ্রহ, দেবরামভট্টের বিষয়পদার্থব্যাখ্যা, নৃসিংহ শাস্ত্রীর কল্পবল্লিকা, বেঙ্কটাচার্যের রামায়ণার্থ-প্রকাশিকা, বেঙ্কটাচার্যের রামায়ণকথাবিমর্শ ইত্যাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও কিছু টীকা 'মধ্ববিলাস' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এগুলির সবই হল সংস্কৃতে। অজ্ঞাত সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমূহ, হিন্দীর অনেক দ্বৈত, অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতাদি-মতাবলম্বীগণ, আর্য সমাজের ব্যাখ্যা, বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা এবং ফরাসি, ইংরাজি ইত্যাদি অন্য বিদেশি ভাষায় করা অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনীর সম্বন্ধে এখানে কোনো উল্লেখ করা হয়নি, কারণ তার কোনো অন্তই হয় না।

রামায়ণের কাব্যগুণ, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কিছু ব্যক্তি এমনও বলেছেন যে রামায়ণের নির্দেশনার আধারেই দণ্ডী ইত্যাদি কাব্যের পরিভাষা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বকরাজ মখানী সুন্দরকাণ্ডের ব্যাখ্যায় প্রায় সমস্ত শ্লোকের অলংকার রসযুক্ত মেনে নিয়ে 'কাণ্ড' নামের সার্থকতা দেখিয়েছেন। বাস্তব কথাও তাই। সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সত্যই অতীব সুন্দর। শ্রীমখানী সমস্ত কিছুর উদাহরণ দিয়েছেন। এ অতি আশ্চর্যের বিষয় যে আদিকবি কোনো প্রাচীন কাব্য না দেখে, কোনো গ্রন্থের সাহায্য না নিয়েই এই সর্বোত্তম কাব্য রচনা করেছেন। এর প্রাকৃতিক বর্ণনা তো সুন্দর বটেই, সর্বাধিক সুন্দর হল এর বিষয়বস্তু। শ্রীহনুমানের কথা বলার কৌশল সর্বত্র দেখা যায়। শ্রীরামের প্রতিপাদনশৈলী, শ্রীদশরথের সম্ভাষণপদ্ধতি (অযোধ্যাকাণ্ড ২য় সর্গ), কম-বেশি কোনো কোনো স্থানে রাবণের কথনও (লঙ্কাকাণ্ড ষোড়শ সর্গ) অত্যন্ত সুন্দর। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রকেও প্রমাণ রূপে মেনেছেন। ত্রিজটার স্বপ্ন, শ্রীরামের যাত্রাকালের মুহূর্তবিচার, বিভীষণ দ্বারা লঙ্কার অশুভ বিষয়ের প্রতিপাদন (লঙ্কাকাণ্ড, দশম সর্গ) ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞাপক এবং সমর্থক। শ্রীরাম যখন অযোধ্যা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন নয়টি গ্রহ একত্র হয়ে যায়[১]—এই জন্যই লঙ্কাযুদ্ধ হয়। শ্রীদশরথ শ্রীরামকে জ্যোতিষিগণের দ্বারা অনিষ্ট ফলাদেশের কথা জানিয়েছেন। (অযোধ্যা.৪।১৮)[২]। যুদ্ধকাণ্ড ১০২।৩২-৩৪-এর শ্লোকসমূহে রাবণমৃত্যুর সময়ও গ্রহস্থিতি লক্ষণীয়। যুদ্ধকাণ্ডের ৯১তম সর্গে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের কথা আছে। যুদ্ধকাণ্ডের ১৮তম সর্গ এবং ৬৩।২ থেকে ২৫ শ্লোক পর্যন্ত রাজনীতির সারভূত অদ্ভুত বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধকাণ্ড ৭৩।২৪—২৮-এ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রক্রিয়ারও উল্লেখ আছে। সেখানে রাবণ এবং মেঘনাদকে

---

[১] দেখুন—'দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ।' (অযোধ্যা. ৪১।১১) উপর তিলক ও শিরোমণি-ব্যাখ্যা।

[২]'অবষ্টব্ধং চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ। আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥'

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তান্ত্রিকরূপে দেখানো হয়েছে। মেঘনাদের সমস্ত বিজয় তন্ত্রমূলক। তিনি যখন জ্যান্ত কৃষ্ণছাগলের বলি দেন, তখন তপকাঞ্চন তুলা অগ্নির দক্ষিণাবর্ত শিখা তার বিজয় সূচনা করে— **'প্রদক্ষিণাবর্ত-শিখস্তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভঃ।'** (৬।৭৩।২৩)। রাবণও খুব বড় তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর ধ্বজার ওপর (তান্ত্রিকের চিহ্ন) নরমুণ্ডকপাল—মানুষের মাথার চিহ্ন ছিল। (৬।১০০।১৪)। কিন্তু তাঁর পরাজয় ইত্যাদি দ্বারা মহর্ষি বাল্মীকি বামমার্গের বলি-মাংস-সুরা ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিকে অসমীচীনরূপে দেখিয়েছেন। (তুলসীদাস গোস্বামীও **'তজি শ্রুতি পন্থ বাম মগ চলহীঁ'** (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬৮।৭-৮), **'কৌল কামবস কৃপন বিমূঢ়া'** (লঙ্কাকাণ্ড) ইত্যাদি দ্বারা এই বিষয়কে সমর্থন করেছেন)। এইভাবে আমরা মহর্ষি বাল্মীকির রচনায় প্রাচীনতমকালেও জ্যোতিষ, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ আদি শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রাক্-লক্ষণের সূচনা যথার্থভাবে জ্ঞাত হই। বস্তুত এটি হল পরম আস্তিকের দৃষ্টি। ধর্মশাস্ত্রের জন্য এই গ্রন্থ পরম প্রমাণ, এতে অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয়ও রয়েছে, অর্থশাস্ত্রেরও বহু সামগ্রী আছে। ব্যবহার এবং আচার-আচরণের কথা আছে, কুশল-মার্গও দর্শিত হয়েছে।

পবিত্র দার্শনিকতা

মহর্ষি বাল্মীকির অদ্ভুত কবিতা এবং অন্যান্য মহত্ত্বের হেতু হল তাঁর তপস্যা। বাল্মীকি রামায়ণই তার সাক্ষী **'তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্'** থেকে এই কাব্য 'তপ' শব্দ থেকেই আরম্ভ হচ্ছে এবং প্রথম শ্লোকের প্রথম দুটি চরণেই দুবার 'তপ' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে এবং 'তপস্বী' শব্দ দ্বারা মহর্ষি বস্তুত তাঁর জীবনী অঙ্কিত করেছেন। তপস্যা দ্বারাই তিনি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন, রামায়ণরূপী দিব্য কাব্য রচনার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং রামচরিত্র দর্শন করেন। তারপরে বিশ্বামিত্রের বিচিত্র তপস্যার বর্ণনা, গঙ্গাদেবীর আগমনের মূলে ভগীরথের অদ্ভুত তপস্যা, চূলী ঋষির তপস্যা, ভৃগুর তপস্যা ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। এঁর মতে স্বর্গ ইত্যাদি সকল সুখভোগের হেতু হল তপ। কিমধিকং ; রাবণ ইত্যাদির রাজ্য-লাভ, সুখ, শক্তি, আয়ু ইত্যাদির মূল-ও হল তপ। শ্রীরাম তো একজন শুদ্ধ তপস্বী। তিনি তপস্বীদের আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বৈখানস, বালখিল্য, সম্প্রক্ষাল, মরীচিপ (শুধুমাত্র চন্দ্রকিরণ পানকারী), পত্রাহারী, উন্মজক (সর্বদা আকণ্ঠ জলে ডুবে তপস্যাকারী), পঞ্চাগ্নিসেবী, বায়ুভক্ষী, জলভক্ষী, স্থণ্ডিলশায়ী, আকাশনিলয়ী এবং ঊর্ধ্ববাসী (পর্বত, শিখর-বৃক্ষ, মাচা ইত্যাদিতে বাসকারী) তপস্বীদের দর্শন করেন। তাঁরা সকলেই জপে লীন ছিলেন। (অরণ্যকাণ্ড ষষ্ঠ সর্গ) এঁদের জপ সম্ভবত 'শ্রীরাম' মন্ত্র ছিল। কারণ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রীরামকে দর্শন করেই যোগাগ্নিতে শরীর ত্যাগ করেন। বস্তুত কাব্যবিধি দ্বারা কান্তাসম্মিত মধুর বাণীতে শ্রীবাল্মীকির এটিই দার্শনিক উপদেশ। তাঁর মূল তত্ত্ব হল এইভাবে পবিত্রতাপূর্বক তপ অনুষ্ঠান করে ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং অধর্ম থেকে সর্বদাই দূরে থাকা।

শ্রীরামের পর-ব্রহ্মভাব

কিছু মানুষ রামায়ণে রামের জীবনকে নরচরিত্র বলে মনে করেন এবং শ্রীরামের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদক (দেখুন বালকাণ্ড ১৫ থেকে ১৮ সর্গ, পুনরায় ৭৬।১৭, ১৯, অযোধ্যাকাণ্ড ১।৭, অরণ্যকাণ্ড ৩।৩৭, সুন্দরকাণ্ড ২৫।২৭, ৩১ ; ৫১।৩৮, যুদ্ধকাণ্ড ৫৯।১১০ ; ৯৫।২৫ ; সম্পূর্ণ ১১১ এবং ১১৭ তম সর্গ, ১১৯।১৮, ১১৯।৩২-এ সুস্পষ্ট 'ব্রহ্ম' শব্দ উত্তরকাণ্ড ৮।২৬, ৫১।১২—২২ ; ১০৪।৪ ইত্যাদি ; বঙ্গ এবং পশ্চিম শাখাতেও এইসব শ্লোক আছে, এমনকী কোনো কোনো স্থানে এর থেকেও বেশি আছে।) হাজার হাজার বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে শ্রীরামের ঐশ্বর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতিটি শ্লোকই শ্রীরামের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা ; লোকোত্তর ধর্মপ্রিয়তা, আশ্রিত বাৎসল্য, ঈশরত্বের প্রতিপাদক ঘোষণা করে। বিভীষণের শরণাগতির সময় যদিও কোনো ঐশ্বর্য লক্ষণযুক্ত কথা বলা হয়নি, কিন্তু শ্রীরামের অপ্রতিম মার্দব, কপোতের আতিথ্য সৎকারের উদাহরণ, পরমর্ষি কণ্ডুর গাথা এবং তাঁর শরণাগত সমস্ত প্রাণীকে[১] সমস্ত প্রাণী থেকে অভয়দান দেওয়ার স্বাভাবিক নিয়ম ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিবাদী সুগ্রীবকে বিবশ হয়ে বলতে হয় যে 'ধর্মজ্ঞ ! লোকনাথের শিরোমণি ! আপনার এই বক্তব্যে কিছু আশ্চর্য নেই ; কারণ, কারণ আপনি মহাশক্তিশালী এবং সৎপথে আরূঢ়—

কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।

[১] এখানে 'সর্বভূতেভ্যঃ'পদে প্রায় সকল টীকাকারগণ চতুর্থী ও পঞ্চমী দুটিকেই মেনে এই পদটির দুবার অর্থ করেছেন।

যৎ ত্বমার্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ॥
(৬।১৮।৩৬)

এইরূপ হনুমান সীতাদেবীর সামনে ও রাবণের সামনে শ্রীরামের যে গুণের কথা বলেছেন, তাতে তিনি শ্রীরামকে ঈশ্বর তো বলেননি, কিন্তু তিনি যে বলেছেন 'শ্রীরামের এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি এক মুহূর্তেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বকে সংহৃত করে দ্বিতীয় মুহূর্তেই এই জগৎ একইভাবে পুনর্নির্মাণ করে ফেলতে পারেন' এই কথায় কি ঈশ্বরতত্ত্বের ভাব স্পষ্ট হয় না ? কতটা স্পষ্ট—

সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম।
রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ॥
সর্বাল্লোঁকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্।
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ॥
(বাল্মীকীয় রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৫১।৩৮-৩৯)

সত্য কথা হল এই যে, তপস্বী বাল্মীকি 'রাম'কেই ভজনা করতেন। (তাঁর 'মরা-মরা' জপ করার কথা অনেকেই নির্মূল মনে করেন, কিন্তু একথা অধ্যাত্ম-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, আনন্দরামায়ণের রাজ্যকাণ্ড ১৪ এবং সুন্দরপুরাণেও কয়েকবার বলা হয়েছে, শ্রীতুলসীদাসও বিভিন্ন স্থানে লিখেছেন।) এর দ্বারাই তাঁর এবং অন্যদের সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাই এতে 'শ্রীমন্নারায়ণ'কেই কাব্যরূপে গীত করা হয়েছে। নাহলে তখনকার কন্দ-মূল-ফলাশী বনবাসী সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ তপস্বীর কোনো রাজার চরিত্র বর্ণনায় কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় বিশাল রচনা 'যোগবাসিষ্ঠ'-তেও, তিনি গুপ্তভাবে শ্রীরামের বিস্তৃত চরিত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে এবং অন্যস্থানেও তাঁর নারায়ণতত্ত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদন করেছেন। বস্তুত প্রেমের মাধুর্য তাঁর গূঢ়তাতেই আছে। দেবগণের সম্বন্ধে তো এই প্রসিদ্ধি আছেই যে তাঁরা 'পরোক্ষপ্রিয়' হন—'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষঃ' (ঐতরেয়. ১।৩।১৪) ; (বৃহদা. ৪।২।২), সুতরাং মহর্ষির এই বর্ণনাপ্রণালী গূঢ় প্রেমেরই বর্ণনা, কিন্তু সাধকের নিকট এটি সর্বত্রই স্পষ্ট প্রকাশিত নয়। এর সপক্ষে প্রায় শতাধিক সংস্কৃত ব্যাখ্যা এর সাক্ষী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি

বাল্মীকির বর্ণনা আধুনিক ঐতিহাসিক শৈলীতে নয়, তাই লোকে এটিকে ইতিহাসরূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু বাল্মীকির সময়কাল হাজার-দুহাজার বছরের নয়। তাহলে কোটি কোটি বছরের পুরনো ইতিহাস কি এখনকার পরিকাঠামোতে পাওয়া সম্ভব ? এরূপ অবস্থায় কেবল আবশ্যক ব্যক্তিসমূহের ইতিহাসই লাভদায়ক হয়ে থাকে। তাই আমাদের শাস্ত্র ইতিহাসের পরিভাষা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্ ।
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥
(বিষ্ণুধর্ম. ৩।১৫।১)

এবং বিস্তৃত ও দীর্ঘকালীন বিশ্বের ইতিহাস তো রামায়ণ-মহাভারতের মতোই হতে পারে এবং ধর্ম-অর্থ-লোকব্যবহার, পরলোকের সুখের দৃষ্টিতে তা লাভজনকও প্রমাণিত হয়।

ভৌগোলিক বিবরণ

রামায়ণে উল্লিখিত ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও বহু অনুসন্ধান হয়েছে। 'কল্যাণের' রামায়ণাঙ্ক, কনিঘ্নমের 'এনশেন্ট ডিক্‌শনারী', শ্রীদের 'জিওগ্রাফিকল্ ডিক্‌শনারী' তে এর ওপর বহু অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিছু মানুষ স্বতন্ত্রভাবে লিখেছেনও। লন্ডনের 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল'-এ একটি মহত্ত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়েছিল। 'বেদ ধরাতল'-এও (প. গিরীশচন্দ্র) কিছু সুন্দর সামগ্রী ছিল। শুধু 'লঙ্কা' নিয়েই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। 'সর্বেশ্বরের' একটি লেখায় 'মালদীপ'কে লঙ্কা প্রমাণ করা হয়েছে। কিছু মানুষ একে ধ্বস্ত, মজ্জিত বা দুর্জ্ঞেয় বলেও মনে করেন। বাল্মী. ১।২২-অনুসারে কৌশাম্বী হল প্রয়াগ থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোসম গ্রাম। ধর্মারণ্য আজকের গয়া। 'মহোদয়' নগর, কুশনাভের কন্যাদের কুবু হওয়ায় পরবর্তীকালে 'কান্যকুবু',[১] পরে কনৌজ হয়েছে, গিরিব্রজ হল 'রাজগির' (বিহার)। ১।২৪-এর মলদ-করূষ আরা জেলার উত্তর ভাগ। কিছু লোক 'গজনী'কে এবং কিছু লোক ঝেলম এবং কীকনাকে কৈকয়দেশ বলেন। বালকাণ্ড ২।৩-৪-এ উদ্ধৃত তমসা নদীর তীরে শ্রীবাল্মীকির আশ্রম ছিল। এটি সেই তমসা থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন, যার উল্লেখ গঙ্গার উত্তর এবং অযোধ্যার দক্ষিণে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-আশ্রমের উল্লেখ

[১]এর উৎপত্তির একটি অন্য মনোগ্রাহী বর্ণনা 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকায় বর্ষ ৩৪, অঙ্ক ১২র ১৩৮৯ পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

২।৫৬।১৬ তেও উল্লেখ করা আছে। পশ্চিমোত্তর শাখার রামায়ণের ২।১১৪ তেও এই আশ্রমের উল্লেখ আছে। বি.এইচ.বড়ের 'কল্যাণ'-এর রামায়ণাঙ্কে ৪৯৬ পৃষ্ঠায় একে প্রয়াগ থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে বলা হয়েছে। সম্মেলন পত্রিকার ৪৩।২-এর ১৩৩ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে বাল্মীকি-আশ্রম প্রয়াগ-ঝাঁসীরোড এবং রাজাপুর-মাণিককুর রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। তুলসীদাস গোস্বামীর মতে তাঁর আশ্রম ছিল 'বারিপুর-দিগপুরের মধ্যভাগে (বিলসতিভূমি)। মূল গোঁসাই-চরিতকার 'দিগবারিপুরা এবং সীতামঢ়ী' মধ্যভাগকে বাল্মীকি-আশ্রম বলে মানেন। কিছু মানুষ কানপুরের বিঠূরকেই বাল্মীকির আশ্রম বলে মানেন।[১] ২।৫৬।১৬র টীকায় কতক, তীর্থ, গোবিন্দরাজ, শিরোমণিকার ইত্যাদি এর সমাধান করে লিখেছেন যে, ঋষি-মুনিগণ প্রায়ই ভ্রমণ করতেন। শ্রীরামের বনবাসের সময় ইনি চিত্রকূটের কাছে এবং রাজ্যাভিষেকের সময় গঙ্গাতটে (বিঠূরে) ছিলেন। বাল্মী. ৭।৬৬।১ এবং ৭।১১।১৪ থেকেও বাল্মীকি আশ্রম বিঠূরে বলেই প্রমাণিত হয়। অন্য বিবরণ প্রায়শ উপস্থিত গ্রন্থের টিপ্পনীতে দেওয়া হয়েছে।

রামায়ণে রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান

বাল্মীকি রামায়ণের রাজনীতি অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর। তাঁর কাছে সকল রাজনীতির বিচার তুচ্ছ বলে প্রতীত হয়। শ্রীহনুমান তো নীতির মূর্তি বলে প্রতীত হতেন। বিভীষণ শ্রীরামের সকাশে এলে শ্রীরাম সবার কাছে সম্মতি চান। সুগ্রীব বলেন, 'ইনি তো শত্রুরই ভাই, না জানি হঠাৎ করে তিনি কেন আমাদের সেনাদলে প্রবেশ করতে চান ? সম্ভবত, সুযোগ পেলে পেঁচা যেমন কাকেদের বধ করে, ইনিও সেভাবেই আমাদের মেরে ফেলবেন। ইনি তো প্রকৃতিতে রাক্ষস, এঁকে কী বিশ্বাস ?' সেই সঙ্গে নীতি হল এই যে মিত্রের প্রেরিত, মূল্যের বিনিময়ে কেনা কিংবা জংলি জাতির সাহায্যও গ্রহণীয়, কিন্তু শত্রুর সহায়তা সর্বদা আশঙ্কামূলক। অঙ্গদও প্রায় এমন কথাই বলেন। জাম্ববান বলেন যে আমারও এঁকে অসময়ে আসতে দেখে অত্যন্ত শঙ্কা হচ্ছে। শরভ বলেন এঁর পিছনে গুপ্তচর লাগানো হোক। অশ্বিপুত্র মৈন্দ বলেন এঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হোক, তার উত্তর থেকেই এঁর ভাব জেনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু শ্রীহনুমান এইসব এমনভাবে খণ্ডন করেন যা আজও অভূতপূর্ব। তিনি বলেন—'প্রভো ! আপনার সামনে বৃহস্পতির ভাষণও অতি তুচ্ছ। কিন্তু আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি বিবাদ, তর্ক, স্পর্ধা ইত্যাদির কারণে নয়, কার্যের গুরুত্বের জন্য কিছু নিবেদন করতে চাই।'

'আপনার মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ বিভীষণের পিছনে গুপ্তচর লাগানোর মত দিয়েছেন, কিন্তু গুপ্তচর তো লাগানো হয় দূরে থাকা ''অদৃষ্ট অজ্ঞাতবৃত্ত'' মানুষের পিছনে, কিন্তু ইনি তো প্রত্যক্ষ সামনেই আছেন, নিজের নাম-কাজও নিজেই জানাচ্ছেন, এখানে গুপ্তচরের কী কাজ ? কিছু ব্যক্তি বলেছেন, ''ইনি অসময়ে এসেছেন'' কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে যে এই হল তাঁর আসার উপযুক্ত সময়। আপনার দ্বারা বালীকে মারা হয়েছে এবং সুগ্রীব অভিষিক্ত হয়েছেন জেনে, আপনার পরম শত্রু এবং বালীর মিত্র রাবণ-সংহারের জন্যই এসেছেন। একে প্রশ্ন করার কথাও দোষযুক্ত মনে হয়, কারণ এতে তাঁর মৈত্রীভাবেও বাধা আসবে এবং তা মিত্রদূষিত করার কার্য হয়ে উঠবে। এমনিতেই আপনি কথা বলার সময় তাঁর স্বরভেদ, আকার, মুখের ভাব ইত্যাদি দ্বারা এঁর মনের অবস্থা জানতেই পারবেন। সুতরাং আমি আমার তুচ্ছ বুদ্ধি অনুযায়ী এই কথা নিবেদন করছি, প্রমাণ তো আপনি নিজেই।' এইভাবে হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশের পর ত্রয়োদশ সর্গে বিমর্ষ সীতার সঙ্গে কথা বলার আগে, 'কী ভাষায় কীভাবে কথা বলব' ইত্যাদি পরামর্শ, পরে সীতাদেবীর সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাবার সময় দূতাদির কর্তব্য এবং লঙ্কার শক্তি-সামর্থ ইত্যাদি জানার জন্য করা তাঁর চিন্তা-ভাবনা, সুগ্রীবের ভোগলিপ্সা দেখে তাঁকে পরামর্শ প্রদান এবং রাবণকে যে উপদেশ দেন, এতে তাঁর অপূর্ব নীতিমত্তা, রামভক্তি, বিচারপ্রবণতা, সাধুত্ব এবং অপ্রতিম বুদ্ধিমত্তা প্রকট হয়। এই সব কারণেই তাঁকে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।' শ্রীরাম স্বয়ং বারবার তাঁর ভাষণ-চাতুর্য ও বুদ্ধিকৌশলে আশ্চর্যান্বিত হতেন। (কিষ্কিন্ধা. ৪।২৫—৩৫ ; যুদ্ধকাণ্ড ১)। শ্রীরামের নৈতিকতা, সাধুতা, সদ্‌গুণসম্পন্নতা তো সর্বোপরি ছিল। শ্রীলক্ষ্মণও কিছু কম নন। তিনি মারীচকে প্রথমেই রাক্ষস জানিয়ে সাবধান

---

[১]স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ড ১।২৪এ এঁর আশ্রম বিদিশা (এখনকার মেলসা মধ্যভারত) এবং ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব ৪।১০।৫৪ তে উৎপলারণ্য-উৎপলাবর্ত (বিঠূর, কানপুর)-এ মনে করা হয়।

করেছিলেন। সীতাদেবীকে বারংবার বলেছেন যে 'শ্রীরামের কোনো বিপদ নেই, আপনার ওপর বিপদ আসছে মনে হয়। এ সবই রাক্ষসদের মায়া' ইত্যাদি। এইভাবে বিভীষণ ইত্যাদির কথাও কোনো কোনো স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উপসংহার

এই সমস্ত গুণের আকর হওয়ার ফলেই এই কাব্য সর্বাধিক লোকপ্রিয়, অজর, অমর, দিব্য এবং কল্যাণকারী[১]। সাধুদের ভাষায় এটি হল 'রামায়ণ শ্রীরামতনু'। এর পাঠ, মনন, অনুষ্ঠান সাক্ষাৎ প্রভু শ্রীরামেরই সন্নিধান প্রাপ্ত করায়।[২] শ্রীরামের প্রসন্নতার জন্য শ্রীরামচরিত গীত করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। (এতে শ্রীহনুমান-চরিত্রও নিরুপম উজ্জ্বল এবং দিব্য)। তাই অনাদিকাল থেকে এর পঠন, শ্রবণ ও অনুষ্ঠানের পরম্পরা চলে আসছে। রামলীলারও এটিই ছিল প্রথম আধার। আমরা আগে যদুবংশীয়দের দ্বারা হরিবংশে বর্ণিত রামায়ণ নাটক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে এর অত্যন্ত সুরুচিকর বর্ণনা আছে। সুপুরে যখন এটি সাফল্য লাভ করে তখন বজ্রনাভে, বজ্রপুরে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তিনি লোভপাদ দ্বারা শৃঙ্গঋষির আনয়ন, পুনরায় দশরথ-যজ্ঞ, গঙ্গাবতরণ, রম্ভাভিসার, ইত্যাদি নাটক অনুষ্ঠান করেন।

রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দিশ্য নাটকং কৃতম্।
লোভপাদো দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গং মহামুনিম্॥
শান্তামপ্যানয়ামাস গণিকাভিঃ সহানঘ।
(২।৯৩।৮)

লয়তালসমং শ্রুত্বা গঙ্গাবতরণং শুভম্।
(২।৯৩।২৫)

সেখানে প্রদ্যুম্ন, গদ এবং সাম্ব নান্দী বাজনা বাজাচ্ছিলেন। (নাকাড়ার ধ্বনিকে এখানে নান্দী বলা হয়েছে)। শূর নামের যাদবই 'রাবণের' অভিনয় করছিলেন। (শ্লোক ১৮)। প্রদ্যুম্ন হয়েছিলেন নলকুবের এবং সাম্ব বিদূষক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকেই সফল রামলীলা-কার্য আরম্ভ হয়েছিল। এমনি তো **'খেলৌ তহাঁ বালকন মীলা। করৌঁ সদা রঘুনায়ক লীলা'** দ্বারা রামকথার মতো রামলীলা ইত্যাদিরও অনাদিত্ব প্রমাণিত হয়, তবুও ঐতিহাসিক বিদ্বানদের ঔৎসুক্যের জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করা হল। এর পরে হনুমান নাটক, প্রসন্ন রাঘব নাটক, অনর্ঘরাঘব নাটক, মহানাটক, বালরামায়ণ নাটক ইত্যাদি অগণিত রামলীলা-নাটকগ্রন্থই লিখে ফেলা হয়েছিল। এই সমস্ত নাটক গ্রন্থেরই একমাত্র আধার হল বাল্মীকি রামায়ণ। শুধু তাই নয়, এই বাল্মীকি রামায়ণ এবং রামকথার প্রচার-বিস্তার জাভা, বালী ইত্যাদি দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ভারতে এর চারটি পাঠ প্রচলিত। পশ্চিমোত্তর শাখা (লাহোরের ১৯৩১-এর সংস্করণ), বঙ্গ শাখার (Gorresio's edition গোরেশিয়া সংস্করণ), দাক্ষিণাত্য সংস্করণ (গুজরাতী প্রিন্টিং প্রেস বোম্বইয়ের তিন টীকা-সম্পন্ন সংস্করণ ও মধ্ববিলাস বুক ডিপো, কুম্ভ-কোণমের সংস্করণ) এবং উত্তর ভারতের সংস্করণ (কাশ্মীরী সংস্করণ)। এতে দাক্ষিণাত্য এবং ঔদীচ্য সংস্করণ সর্বতোভাবে একই। এর মধ্যে কোথাও নামমাত্রও পার্থক্য নেই। পশ্চিম-পূর্বের মধ্যে অধ্যায়-গুলিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেগুলির কোনো সংস্কৃত টীকা পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়শাখার উপরে কেবলমাত্র লোকনাথচরিত মনোরম টীকা পাওয়া যায়। তাই দাক্ষিণাত্য সংস্করণেরও (ঔদীচ্যও সেটি-ই) সর্বত্র প্রচার ও প্রামাণ্য থাকে। বহুদিন ধরে গীতা প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। তাই এই দাক্ষিণাত্য পাঠের টিপ্পনী এবং চিত্রসম্বলিত শুদ্ধ সটীক এবং সুলভ সংস্করণ জনগণের সেবায় প্রকাশিত করা হল। এর সঙ্গে একটি সুলভ কেবলমাত্র মূলপাঠের সংস্করণও প্রকাশিত করা হচ্ছে। শুধুমাত্র হিন্দি-জানা ব্যক্তিদের জন্য পৃথকভাবে শুধুমাত্র হিন্দি ভাষাতেই একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে সজ্জন ব্যক্তিগণ এর থেকে যথাযোগ্য লাভবান হবেন।

—জানকীনাথ শর্মা

---

[১]শ্রীব্রহ্মা বলেছেন—

ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ (বালকাণ্ড ২।৩৫-৩৭)

[২]বাল্মীকিয় রামায়ণ পঠন-শ্রবণ এবং অনুষ্ঠানে কী লাভ হয়, তা পরবর্তী রামায়ণ-মাহাত্ম্য, যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮তম সর্গের ১০৪ থেকে ১২২ শ্লোক পর্যন্ত এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ডের ২৫ থেকে ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

অনুবাদকের কথা

হরিঃ ওঁ

ওঁ শ্রীসীতা-রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ

ওঁ শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

ওঁ সত্যায় সত্যসন্ধায় সত্যরূপায় বেধসে।
সর্বসত্যস্বরূপায় রামচন্দ্রায় তে নমঃ॥
ভারতজননীং সীতাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং দেবীং নমামি ত্রিলোকেশ্বরীম্॥
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
প্রণমাদৌ পিতরং মে শিবপদং সমাখ্যাতম্।
মাতরঞ্চ শিবদাসীং প্রণামামি মুহুর্মুহুঃ॥
আচার্যঞ্চ শশধরং শিক্ষাগুরূন্ যথোচিতান্।
সাষ্টাঙ্গঞ্চ প্রণমামি দীক্ষাগুরুং বীরেশ্বরম্॥
প্রণমামি কবিগুরুং বাল্মীকিং তপসোজ্জ্বলম্।
ভারতাদর্শং সত্যঞ্চ যস্য কাব্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥
প্রভুভক্ত্যা বীর্যেণ চ যঃ সর্বৈঃ খলু পূজিতঃ।
বীরভক্তং হনুমন্তং মুহুর্মুহুঃ নমাম্যহম্॥

'রামায়ণম্' অর্থ রামস্য অয়নম্ ; অয়নম্ অর্থ চলন বা গতি (ই + অনট্ +সু [ক্লীব])। অতএব রামায়ণ অর্থ মর্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নরদেহ ত্যাগ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের জীবনগতি। সশক্তিক পরব্রহ্ম নারায়ণ নরদেহ ধারণ করে এই নরজগতে যে সকল কর্ম সাধন করেছিলেন তারই কাহিনী রামায়ণ। যখন মানুষ স্ব-স্বরূপ বিস্মৃতিহেতু পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে অপরকে ক্লেশ দেয় এবং নিজেও ক্লেশ ভোগ করে তখনই শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করে অসাধুর বিনাশ এবং সাধুর রক্ষাকার্যে ব্রতী হন। তাই রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীর রক্ষাকার্যে সশক্তিক শ্রীনারায়ণের সীতারামরূপে মর্ত্যে আগমন।

সশক্তিক শ্রীরামচন্দ্র ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, ধরিত্রীকন্যা ভারতজননী সীতা তাঁর শক্তি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস। এই আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জড়-জগৎকে অস্বীকার করে না। তাই, এখানে জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কর্মকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্যজীবন, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মময় জীবন।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের চিরন্তন ইতিহাস এবং ভারতসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় ইতিহাস রাজা বা কোনও শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর এবং তৎসহ তৎকালীন সমাজের ইতিহাস ; কালে, কালে শাসকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বা জাতির বা সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু, ভারতের উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ে এবং পুরাণ সাহিত্যে ভারতের যে ইতিহাস বিধৃত আছে তা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস ধর্মমূল ; এই ধর্ম জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে প্রেমধর্ম। সততা, প্রেম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদিই মনুষ্যসমাজকে স্থায়িত্ব দান করে। রামায়ণ-মহাভারত এই মনুষ্যধর্মেরই ইতিহাস ; রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণ এই ধর্মেরই রক্ষক।

চিরন্তন ভারত-সংস্কৃতি কেবল প্রচিন ভারতের আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনেই গড়ে ওঠেনি ; পরবর্তীকালে বিভিন্ন বহির্ভারতীয় জাতির আগমনে এবং তাদের প্রভাবে সেই সকল জাতির সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগে ইসলামীয় এবং পরবর্তী বর্তমান যুগে ইংরাজ-প্রভাবিত ইউরোপীয় সংস্কৃতিও ভারত-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, এবং এই সকলের মিলনে বর্তমান ভারতে যে মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব দৃষ্ট হয়, তা' সবার মিলনে ভারতীয় সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনভূমি। ভারত-সংস্কৃতির মূল কথা বর্জন নয়, গ্রহণ।

সকল সংস্কৃতির গ্রহণেও কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব সর্বোপরি। রামায়ণের আরম্ভই হচ্ছে 'তপঃ' (সত্যের তপস্যা) দিয়ে, [আদিকাণ্ডের প্রথম পদ], আর উত্তরকাণ্ডের শেষ শ্লোকের শেষ পদ

'প্রবর্দ্ধতাম্' অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ভারতের তপস্যা প্রেমের তপস্যা, আর তারই বৃদ্ধি ভারতের কাম্য। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মসভায় উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে ভ্রাতৃসম্বোধন করে বলেছিলেন—"My dear Sisters and Brothers" [আমার প্রিয়, ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ]।

ভারতবর্ষের সমাজে ও সাহিত্যে রামায়ণের সমধিক প্রভাব অনস্বীকার্য। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আগত দেবর্ষি নারদের কাছে মহর্ষি সর্বাগুণান্বিত একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা জানতে চাইলে দেবর্ষি রামচরিত্র এবং মর্ত্যে রামের কর্মময় জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করেন ; তারই কাব্যগাথা রামায়ণ। ভারতীয় সমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথার উৎস রামায়ণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, ভৃত্যবাৎসল্য ও তৎসহ প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের উজ্জ্বল প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র। পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীসীতা। ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভরত ও লক্ষ্মণ। প্রভুভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমৎ হনুমান। উল্লিখিত মানবিক গুণগুলিই যে কোনও সভ্য সমাজের ধারক ও বাহক এবং রামায়ণ সেই গুণগুলির উৎস। অপরপক্ষে ভারতীয় সাহিত্যেও রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। রামায়ণ অবলম্বনে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন অনেক কাব্য-নাটকাদি রচিত হয়েছে, সেইরকম ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতেও বহু কাব্যনাটকাদি রচিত হয়েছে। তাই তো মহর্ষি বাল্মীকি কবিগুরু।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —"রামায়ন-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমালয়ের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষমাত্র। ...ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। আর কিছুই বাকি রাখে নাই.........। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ......ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস—এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।...বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ....এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে ; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে ; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য। .....**রামায়ণে ভারত যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।** .....বাল্মীকির রামচরিতকথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।......।"

এমন একটি মহান আর্ষ গ্রন্থের মূলানুসারী অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করে 'সংস্কৃত রামায়ণের' মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ কার্যে ব্রতী হই। বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই কার্যে বিলম্ব ঘটায় আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. (সংস্কৃত), বি.এড. আমার এই কার্যে সাহায্যে ব্রতী হয়ে এই অনুবাদ কার্য দ্রুত সমাপন করছে। শ্রীমানের দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

পরিশেষে, যাঁদের করুণা ও আশীর্বাদ আমার ব্যক্তিগত জীবনে সর্বপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা-রূপে কাজ করেছে, তাঁদের সকলের উদ্দেশে একান্ত প্রণতি নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কিমধিকমিতি শম্।

—শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরুপূর্ণিমা
১৪ই শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
(৩১ শে জুলাই, ২০১৫ খৃষ্টাব্দ)

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

অযোধ্যাকাণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

অরণ্যকাণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

—o—

ওঁ শ্রীং স্রাং আপদামহর্তারমিত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ওঁ হ্রীং স্রীং দাতারমিতি তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ রোং রূং সর্বসম্পদামিতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।

ওঁ শ্রীং রৈং লোকাভিরামমিত্যনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং রৌং শ্রীরামমিতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।

ওঁ রৌং রঃ ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহমিতি করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এইসব মন্ত্রাদি দ্বারা এইভাবে হৃদয়াদি[1] ন্যাস করবেন। পরে আবার—

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্বে দেবা সর্ষিগণাস্ত্বিহ॥

—ইতি দিগবন্ধঃ।

এই বলে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে শেষে আবার এইভাবে ধ্যান করবেন—

বামে ভূমিসুতা পুরস্তু হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসুতঃ।
শত্রুঘ্নো ভরতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বায়্বাদিকোণেষু চ॥
সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসুতো জাম্ববান্।
মধ্যে নীলসরোজকোমলরুচিং রামং ভজে শ্যামলম্॥
'আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥'

এ হল সম্পুটের মন্ত্র। এর দ্বারা সম্পুটিত পাঠ করলে সমস্ত মনস্কামনার সিদ্ধি হয়।

এর পরে[2] নিম্ন প্রকারে মঙ্গলাচরণ করে পাঠ আরম্ভ করতে হবে—

শ্রীগণপতির ধ্যান

শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥

শ্রীগুরু বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণোর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীসরস্বতীর স্মরণ

দোর্ভির্যুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা।
হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং পুস্তকং চাপরেণ॥
ভাসা কুন্দেন্দুশঙ্খস্ফটিকমণিনিভা ভাসমানাসমানা।
সা মে বাগ্‌দেবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না॥

শ্রীবাল্মীকির বন্দনা

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥
যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥

শ্রীহনুমানকে নমস্কার

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্॥

---

[1]হৃদয়াদি ন্যাসের বিধি হল 'অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ'র স্থানে 'হৃদয়ায় নমঃ' বলে পাঁচ আঙ্গুলে হৃদয় স্পর্শ করবে। 'তর্জনীভ্যাং নমঃ'র স্থানে 'শিরসে স্বাহা' বলে মস্তকের অগ্রভাগ স্পর্শ করবে। 'মধ্যমাভ্যাং নমঃ'র স্থানে 'শিখায়ৈ বৌষট্' বলে শিখা স্পর্শ করবে। 'অনামিকাভ্যাং নমঃ'-র পরিবর্তে 'কবচায় হুম্' বলে ডান হাতে বাঁ কাঁধ এবং বাঁ হাতে ডান কাঁধ স্পর্শ করবে। 'কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ'-র পরিবর্তে 'নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' বলে নেত্র স্পর্শ করবে এবং 'করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ'-র পরিবর্তে 'অস্ত্রায় ফট্' বলে তিনবার তালি দেবে।

[2]'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' অনুসার রামায়ণ পারায়ণের আগে রামায়ণকবচ পাঠ করা উচিত। সেটি মঙ্গলাচরণের পূর্বে করা উচিত। কমপক্ষে প্রথম দিন এটির পাঠ অবশ্যই করা উচিত। কবচ এইপ্রকার—

ওঁ নমোঽষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায়। মা নিষাদেতি মূলং শিরোঽবতু। অনুক্রমণিকাবীজং মুখমবতু। ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানমৃষির্জিহ্বামবতু। জানকীলাভোঽনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽবতু গলম্। কেকয্যাজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবতু। সীতালক্ষ্মণানুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ প্রমাণং জঠরমবতু। ভগবদ্ভক্তিঃ শক্তিরবতু মে মধ্যমম্। শক্তিমান্ ধর্মো মুনীনাং পালনং মমোরূ রক্ষতু। মারীচবচনং প্রতিপালনমবতু পাদৌ। সুগ্রীবমৈত্রমর্থোঽবতু স্তনৌ। নির্ণয়ো হনুমচ্চেষ্টাবতু বাহূ। কর্তা সম্পাতিপক্ষোদ্গমোঽবতু স্কন্ধৌ। প্রয়োজনং বিভীষণরাজ্যং গ্রীবাং মমাবতু। রাবণবধঃ স্বরূপমবতু কর্ণৌ। সীতোদ্ধারো লক্ষণমবতু নাসিকে। অমোঘস্তব সংস্তবোঽবতু জীবাত্মানম্। নয়ঃ কাললক্ষ্মণসংবাদোঽবতু নাভিম্। আচরণীয়ং শ্রীরামাদিধর্মং সর্বাঙ্গং মমাবতু। ইতি রামায়ণকবচম্।

(বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, পূর্বখণ্ডম্ ২৫তম অধ্যায়)

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্॥
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং
কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং
ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্॥
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥

শ্রীরামের ধ্যানের ক্রম

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং
ব্যাখ্যান্তং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥
বামে ভূমিসুতা পুরস্তু হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসুতঃ
শত্রুঘ্নো ভরতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বায়্বাদিকোণেষু চ।
সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসুতো জাম্ববান্
মধ্যে নীলসরোজকোমলরুচিং রামং ভজে শ্যামলম্॥

শ্রীরামপরিকরগণকে নমস্কার

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥
নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায় দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রয়মানিলেভ্যো নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ॥

রামায়ণকে নমস্কার

চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতকনাশনম্॥
বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্॥

পাঠ আরম্ভ করার পরে অধ্যায়ের মধ্যখানে থেমে যাওয়া উচিত নয়। থেমে গেলে সেই অধ্যায় পুনরায় প্রথম থেকে পড়া উচিত। মাঝারি স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণ করে, শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে পাঠ করা উচিত। গান করতে করতে, মাথা নেড়ে, তাড়াতাড়ি করে বা অর্থ না বুঝে পাঠ করা ঠিক নয়। সন্ধ্যাকালে নিম্নলিখিত স্থানে প্রতিদিন বিরতি দেওয়া উচিত।

প্রথম দিন	অযোধ্যাকাণ্ডের	৬ সর্গের সমাপ্তিতে	প্রথম	বিরতি
দ্বিতীয় "	"	৮০ "	" দ্বিতীয়	"
তৃতীয় "	অরণ্যকাণ্ডের	২০ "	" তৃতীয়	"
চতুর্থ "	কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের	৪৬ "	" চতুর্থ	"
পঞ্চম "	সুন্দরকাণ্ডের	৪৭ "	" পঞ্চম	"
ষষ্ঠ "	যুদ্ধকাণ্ডের	৫০ "	" ষষ্ঠ	"
সপ্তম "	"	৯৯ "	" সপ্তম	"
অষ্টম "	উত্তরকাণ্ডের	৩৬ "	" অষ্টম	"
নবম "	"	অন্তিম সর্গের পাঠ সমাপ্তির পর পুনরায়		

যুদ্ধকাণ্ডের অন্তিম সর্গে পড়ে বিরতি করা উচিত।[১]

---

[১]প্রথমে তু অযোধ্যায়াঃ ষট্‌সর্গান্তে শুভা স্থিতিঃ। তস্যোবাশীতিসর্গান্তে দ্বিতীয়ে দিবসে স্থিতিঃ॥
তথা বিংশতিসর্গান্তে চারণ্যস্য তৃতীয়কে। দিনে চতুর্থে ষট্‌চত্বারিংশৎসর্গে কথাস্থিতিঃ॥
কিষ্কিন্ধাখ্যস্য কাণ্ডস্য পাঠবিস্তিরুদাহৃতা। সুসপ্তচত্বারিংশৎকে সর্গান্তে সুন্দরেস্থিতিম্॥
পঞ্চমে দিবসে কুর্যাদথ ষষ্ঠে তথোচ্যতে। যুদ্ধকাণ্ডস্য পঞ্চাশৎসর্গান্তে বিমলা স্থিতিঃ॥
তথা চোত্তরকাণ্ডস্য ষট্‌ত্রিংশৎসর্গপূরণে। অষ্টমে দিবসে কৃত্বা স্থিতিং চ নবমে দিনে॥
শেষং সমাপ্য যুদ্ধস্য চান্ত্যং সর্গং পুনঃ পঠেৎ। রামরাজ্যকথা যস্মিন্ সর্ববাঞ্ছিতদায়িনী॥
এবং পাঠক্রমঃ পূর্বৈরাচার্যৈশ্চ বিনির্মিতঃ।

(অনুষ্ঠানপ্রকাশ)

এছাড়াও অন্য বিরতি স্থল আছে। একটি পরায়ণ-ক্রম এমনও আছে, যাতে উত্তরকাণ্ড পাঠ করা হয় না। তার বিশ্রামের জায়গা ক্রমশ এইরূপ—

প্রথম দিবস	বালকাণ্ডের	৭৭	তম সর্গের সমাপ্তিতে
দ্বিতীয় "	অযোধ্যাকাণ্ডের	৬০	তম সর্গের সমাপ্তিতে
তৃতীয় "	অযোধ্যাকাণ্ডের	১১৯	তম সর্গের সমাপ্তিতে
চতুর্থ "	অরণ্যকাণ্ডের	৬৮	তম সর্গের সমাপ্তিতে
পঞ্চম "	কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের	৪৯	তম সর্গের সমাপ্তিতে
ষষ্ঠ "	সুন্দরকাণ্ডের	৫৬	তম সর্গের সমাপ্তিতে
সপ্তম "	যুদ্ধকাণ্ডের	৫০	তম সর্গের সমাপ্তিতে
অষ্টম "	"	১১১	তম সর্গের সমাপ্তিতে
নবম "	"	১৩১	তম সর্গের সমাপ্তিতে

প্রতিদিন কথা সমাপ্তির পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির দ্বারা মঙ্গলাশাসন করে পারায়ণ সম্পূর্ণ করবেন।

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং
ন্যায্যেন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ।
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু॥
কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী সস্যশালিনী।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ॥
অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ।
অধনাঃ সধনাঃ সন্তু জীবন্তু শরদাং শতম্॥
চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
একৈকমক্ষরং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্॥
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
মঙ্গলং কোসলেন্দ্রায় মহনীয়গুণাত্মনে।
চক্রবর্তিতনূজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্॥
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥
ত্রীন্ বিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু তব সর্বদা॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ে তৎ॥

পৃথক পৃথক কাণ্ডের সকাম[১] পাঠের ঋষ্যাদিন্যাস হল এইপ্রকারের—

বালকাণ্ডের বিনিয়োগ

ওঁ অস্য শ্রীবালকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা। রাং বীজম্। নমঃ শক্তিঃ। রামায়েতি কীলকম্। শ্রীরামপ্রীত্যর্থে বালকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ।

---

[১]বৃহদ্ধর্মপুরাণে পৃথক পৃথক কাণ্ডের পাঠের প্রয়োজন এইরূপ বলা হয়েছে—
অনাবৃষ্টির্মহাপীড়াগ্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ। আদিকাণ্ডং পঠেয়ুর্যে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ॥
পুত্রজন্মবিবাহাদৌ গুরুদর্শন এব চ। পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কাণ্ডমুত্তমম্॥
বনে রাজকুলে বহ্নিজলপীড়াযুতো নরঃ। পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃণুয়াদ্ বা স মঙ্গলী॥
মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ গবেষণে। শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈষ্কিন্ধ্যং কাণ্ডং তত্তৎ ফলং লভেৎ॥
শ্রাদ্ধেষু দেবকার্যেষু পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্। শত্রোর্জয়ে সমুৎসাহে জনবাদে বিগর্হিতে॥
লঙ্কাকাণ্ডং পঠেৎ কিং বা শৃণুয়াৎ স সুখী ভবেৎ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি কাণ্ডমভ্যুদয়োত্তরম্। আনন্দকার্যে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোঽত্র চ॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্তার্থী ভক্তিমেব চ। জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বোপলম্ভকম্॥
(বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড অধ্যায় ২৬।৯-১৫)

ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ ঋষ্যশৃঙ্গঋষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ রাং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ রামায় কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ সুপ্রসন্নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শান্তমনসে তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সত্যসন্ধায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ধর্মজ্ঞায় নয়সারজ্ঞায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ রাজ্ঞে দাশরথয়ে জয়িনে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্রদ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে হৃদয়াদির ন্যাস করে নিম্ন প্রকারে ধ্যান করবেন—

শ্রীরামমাশ্রিতজনামরভূরুহেশ-
মানন্দশুদ্ধমখিলামরবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
সীতাঙ্গনাসুমিলিতং সততং সুমিত্রা-
পুত্রান্বিতং ধৃতধনুঃশরমাদিদেবম্॥
ওঁ সুপ্রসন্নঃ শান্তমনাঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মজ্ঞো নয়সারজ্ঞো রাজা দাশরথির্জয়ী॥

এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীরামের পূজা করবেন এবং এর দ্বারা অথবা শ্রীরামমন্ত্রদ্বারা সম্পুটিত করে বালকাণ্ড পাঠ করবেন। এর দ্বারা গ্রহশান্তি, ঈতি-ভীতি-শান্তি এবং পুত্রপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

অযোধ্যাকাণ্ডের বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য শ্রীঅযোধ্যাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। ভরতো দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা। ভং বীজম্। নমঃ শক্তিঃ। ভরতায়েতি কীলকম্। মম ভরতপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থময়োধ্যাকাণ্ড-পারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বশিষ্ঠঋষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিভরতপরমাত্ম-দেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ ভং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ ভরতায় কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ ভরতায় নমস্তস্মৈ — অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সারজ্ঞায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ মহাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ তাপসায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ অতিশান্তায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শত্রুঘ্নসহিতায় চ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

পরে এইভাবে হৃদয়াদিরও ন্যাস করে নিম্নলিখিত শ্লোক অনুসারে ধ্যান করা উচিত—

শ্রীরামপাদদ্বয়পাদুকান্তসংসক্তচিত্তং কমলায়তাক্ষম্।
শ্যামং প্রসন্নবদনং কমলাবদাতশত্রুঘ্নযুক্তমনিশং ভরতং নমামি॥
ভরতায় নমস্তস্মৈ সারজ্ঞায় মহাত্মনে।
তামসায়াতিশান্তায় শত্রুঘ্নসহিতায় চ॥

এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চোপচারপূর্বক ভরতের পূজা করবেন। ইচ্ছা হলে এই মন্ত্রদ্বারা অর্থ-প্রাপ্তির জন্য অযোধ্যাকাণ্ডের সম্পুটিত পাঠ করবেন।

অরণ্যকাণ্ডের বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য শ্রীমদরণ্যকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীরামো দাশরথিঃ পরমাত্মা মহেন্দ্রো দেবতা। ঈং বীজম্। নমঃ শক্তি। ইন্দ্রায়েতি কীলকম্। ইন্দ্রপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে অরণ্যকাণ্ডপারায়ণে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ দাশরথিশ্রীরামপরমাত্মমহেন্দ্র-দেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ ঈং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ ইন্দ্রায় কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ সহস্রনয়নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ দিব্যবজ্রধরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহেন্দ্রায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শচীপতয়ে করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এই শ্লোক দ্বারা ধ্যান করা উচিত।

শচীপতিং সর্বসুরেশবন্দ্যং সর্বার্তিহর্তারমচিন্ত্যশক্তিম্।
শ্রীরামসেবানিরতং মহান্তং বন্দে মহেন্দ্রং ধৃতবজ্রমীড্যম্॥

তারপর—

সহস্রনয়নং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্।
দিব্যবজ্রধরং বন্দে মহেন্দ্রং চ শচীপতিম্॥

এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করবেন এবং নষ্ট-দ্রব্য-প্রাপ্তি ইত্যাদির কামনায় এর দ্বারাই সম্পুট পাঠ করবেন।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য শ্রীকিষ্কিন্ধাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। সুগ্রীবো দেবতা। সুং বীজম্। নমঃ শক্তি। সুগ্রীবেতি কীলকম্। মম সুগ্রীবপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ সুগ্রীব-দেবতায়ৈ নমঃ হৃদয়ে। ওঁ সুং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ সুগ্রীবায় কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ সুগ্রীবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সূর্যতনয়ায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ সর্ববানরপুঙ্গবায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ বলবতে অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ রাঘবসখায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু ইতি করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এইভাবে ধ্যান করবেন—

সুগ্রীবমর্কতনয়ং কপিবর্যবন্দ্য-
মারোপিতাচ্যুতপদাম্বুজমাদরেণ।
পাণিপ্রহারকুশলং বলপৌরুষাঢ্য-
মাশাস্যদাস্যনিপুণং হৃদি ভাবয়ামি॥

আবার সুং সুগ্রীবায় নমঃ তথা—

সুগ্রীবঃ সূর্যতনয়ঃ সর্ববানরপুঙ্গবঃ।
বলবান্ রাঘবসখা বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু॥

এই মন্ত্র দ্বারা সুগ্রীবের পূজা করে ইচ্ছা হলে এই শ্লোক দ্বারা কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সম্পুটিত পাঠ করবেন।

সুন্দরকাণ্ডের বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য শ্রীমৎসুন্দরকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ হনুমান্ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীজগন্মাতা সীতা দেবতা। শ্রীং বীজম্। স্বাহা শক্তিঃ। সীতায়ৈঃ কীলকম্। সীতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সুন্দরকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্ধনুমদৃষয়ে নমঃ শিরসি। অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ মুখে। শ্রীজগন্মাতৃসীতাদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। শ্রীং বীজায় নমঃ গুহ্যে। স্বাহা শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। সীতায়ৈঃ কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ সীতায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিদেহরাজসুতায়ৈ তর্জনীভ্যাং নমঃ। রামসুন্দর্যৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। হনুমতা সমাশ্রিতায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভূমিসুতায়ৈ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ শরণং ভজে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

পরে এই মন্ত্রের দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এইভাবে ধ্যান করবেন—

সীতামুদারচরিতাং বিধিসাম্ববিষ্ণু-
বন্দ্যাং ত্রিলোকজননীং শতকল্পবল্লীম্।
হেমৈরনেকমণিরঞ্জিতকোটিভাগৈ-
র্ভূষাচয়ৈরনুদিনং সহিতাং নমামি॥

সুন্দরকাণ্ড পাঠ করার বিশেষ নিয়ম হল, প্রতিদিন একোত্তরবৃত্তি দ্বারা এক একটি সর্গ ক্রমশ পাঠ করে একাদশ দিনে পাঠ সমাপ্ত করতে হবে। দ্বাদশতম দিনে অবশিষ্ট দুটি সর্গের আরম্ভের ১০ম সর্গ পড়তে হবে। ত্রয়োদশতম দিন একাদশ থেকে ত্রিবিংশ পর্যন্ত— এইভাবে তিনটি আবৃত্তির পাঠে সমস্ত কার্য সিদ্ধি হয়। দ্বিতীয় ক্রম হল—প্রতিদিন পাঁচ অধ্যায় পাঠ করা। এতেও পূর্বের ন্যায় চতুর্দশ দিনে শেষের তিন এবং প্রারম্ভের দুটি সর্গ পাঠ করবেন। সম্পুট পাঠের মন্ত্র হল— 'শ্রীসীতায়ৈ নমঃ।'[১]

লঙ্কাকাণ্ডের বিনিয়োগ এবং ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য শ্রীযুদ্ধকাণ্ডমহামন্ত্রস্য বিভীষণ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিধাতা দেবতা। বং বীজম্। নমঃ

[১]রামভদ্র মহেষ্বাস রঘুবীর নৃপোত্তম। ভো দশাস্যান্তকাস্মাকং রক্ষাং দেহি শ্রিয়ং চ তে॥
এই মন্ত্রের সম্পুট দ্বারা সুন্দরকাণ্ডের পাঠও করা যেতে পারে।

শক্তিঃ। বিধাতেতি কীলকম্‌। শ্রীধাতৃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে যুদ্ধকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিভীষণঋষয়ে নমঃ শিরসি। ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ মুখে। ওঁ বিধাতৃদেবতায়ৈ নমঃ হৃদি। ওঁ বং বীজায় নমঃ গুহ্যে। ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ পাদয়োঃ। ওঁ বিধাতেতি কীলকায় নমঃ সর্বাঙ্গে।

করন্যাস

ওঁ বিধাত্রে নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহাদেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ভক্তানমাভয়প্রদায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ সর্বদেবপ্রীতিকরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভগবৎপ্রিয়ায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঈশ্বরায় করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

আবার এই মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়াদিন্যাস করে এইভাবে ধ্যান করা উচিত—

দেবং বিধাতারমনন্তবীর্যং ভক্তাভয়ং শ্রীপরমাদিদেবম্‌।
সর্বামরপ্রীতিকরং প্রশান্তং বন্দে সদা ভূতপতিং সুভূতিম্‌॥

তারপর—

বিধাতারং মহাদেবং ভক্তানামভয়প্রদম্‌।
সর্বদেবপ্রীতিকরং ভগবৎপ্রিয়মীশ্বরম্‌॥

এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করে ইচ্ছা হলে এই মন্ত্র দ্বারাও সম্পুটিত পাঠ করবেন। এর দ্বারা শত্রুর ওপর বিজয় লাভ হয় এবং অপ্রতিষ্ঠা নাশ হয়।

পুনর্বসু থেকে আরম্ভ করে আদ্রা পর্যন্ত ২৭ দিনেও পূর্ণ রামায়ণ পাঠের নিয়ম আছে। ৪০ দিনেরও এক পরায়ণ-বিধির উল্লেখ আছে। নবরাত্রের সময়ও এর নবাহ্ন-পাঠের বিধান রয়েছে।

———০———

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ মাহাত্ম্য

প্রথম অধ্যায় (১)

কলিযুগের স্থিতি, কলিকালের মানুষদের উদ্ধারের উপায়, রামায়ণ পাঠ, তার মহিমা, তা শ্রবণের জন্য উত্তম কালাদির বর্ণনা

শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতী।
রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্যং নমঃ।
রামাৎ ত্রস্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বং বশে।
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ[১] ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত জগতের আশ্রয়দানকারী। শ্রীরাম ব্যতীত অন্য কোনও গতি নেই। শ্রীরাম কলিযুগের সমস্ত দোষ বিনাশ করেন ; তাই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা উচিত। শ্রীরামকে কালরূপী ভয়ংকর সর্পও ভয় পায়। জগতের সব কিছু ভগবান শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামের প্রতি আমার অখণ্ড ভক্তি যেন বজায় থাকে। হে রাম ! আপনিই আমার একমাত্র আধার।

চিত্রকূটালয়ং রামমিন্দিরানন্দমন্দিরম্।
বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥ ২

চিত্রকূটনিবাসী, ভগবতী লক্ষ্মীর (সীতার) আনন্দ-নিকেতন এবং ভক্তদের অভয়প্রদানকারী পরমানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ।
নমামি দেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥ ৩

সম্পূর্ণ জগতের অভীষ্ট মনোরথ প্রদানকারী (অথবা সৃষ্টি, পালন এবং সংহার দ্বারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা প্রদানকারী), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি দেবতা যাঁর অভিন্ন অংশমাত্র, সেই পরম বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মদেব শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি এবং তাঁর ভজন-চিন্তায় মনোনিবেশ করি।

ঋষয় ঊচুঃ

ভগবন্ সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টং বিদুষা ত্বয়া।
সংসারপাশবদ্ধানাং দুঃখানি সুবহূনি চ ॥ ৪

ঋষিগণ বলেন— ভগবন্ ! আপনি বিদ্বান, জ্ঞানী। আমরা যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছি, সেসব আপনি ভালোভাবে আমাদের বলেছেন। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ জীবেদের জীবন অনেক দুঃখে ভরা।

এতৎ সংসারপাশস্যচ্ছেদকঃ কতমঃ স্মৃতঃ।
কলৌ বেদোক্তমার্গাশ্চ নশ্যন্তীতি ত্বয়োদিতাঃ ॥ ৫

কে এই সংসারবন্ধন উচ্ছেদকারী ? আপনি বলেছেন যে কলিযুগে বেদোক্ত পথ নষ্ট হয়ে যাবে।

অধর্মনিরতানাং চ যাতনাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতে ॥ ৬
পাখণ্ডত্বং প্রসিদ্ধং বৈ সর্বৈশ্চ পরিকীর্তিতম্।

অধর্মপরায়ণ পুরুষদের দেওয়া যন্ত্রণারও আপনি বর্ণনা করেছেন। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হলে

[১] এই শ্লোকে সম্বোধনসহ সকল বিভক্তিসমূহে 'রাম' শব্দরূপ এসে গেছে।

বেদোক্ত পথ যখন লুপ্ত হয়ে যাবে, সেই সময় ভণ্ডামি ছড়িয়ে পড়বে —এই কথা প্রসিদ্ধ। প্রায় সকলেই একই কথা বলেছেন।

কামার্তা হ্রস্বদেহাশ্চ লুব্ধা অন্যোন্যতৎ পরাঃ॥ ৭
কলৌ সর্বে ভবিষ্যন্তি স্বল্পায়ুর্বহুপুত্রকাঃ।

কলিযুগের সকল মানুষই কামবেদনায় পীড়িত, বেঁটে এবং লোভী হবে এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয় ত্যাগ করে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হবে। প্রায় সকলেই অল্প আয়ু ও অধিক সন্তানসম্পন্ন হবে[১]।

স্ত্রিয়ঃ স্বপোষণপরা বেশ্যাচরণতৎপরাঃ॥ ৮
পতিবাক্যমনাদৃত্য সদান্যগৃহতৎপরাঃ।
দুঃশীলেসু করিষ্যেন্তি পুরুষেষু সদা স্পৃহাম্॥ ৯

সেই যুগে নারীগণ নিজ দেহ-পোষণে তৎপর হয়ে বেশ্যাদের মতো আচরণে প্রবৃত্ত হবে। তারা নিজ নিজ পতির আদেশ অমান্য করে সর্বদা অন্যের গৃহে যাতায়াত করবে। দুরাচারী পুরুষের সঙ্গে সর্বদা মিলনের আকাঙ্ক্ষা করবে।

অসদ্বার্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ॥ ১০

উত্তম কুলনারীগণও পরপুরুষের সঙ্গে মর্যাদাহীন বাক্যালাপ করবে, রূঢ় ও অসত্য কথা বলবে এবং শরীরকে শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত রাখার সদ্‌গুণ থেকে বিরত হবে।

বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রায়েণ যোষিতঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ॥ ১১

কলিযুগে অধিকাংশ নারী বাচাল (বৃথা বাক্যবাগীশ) হবে। ভিক্ষাবৃত্তিধারী সন্ন্যাসীও বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা থাকবেন।

অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ বধ্নন্তি লোলুপাঃ।
উভাভ্যামপি পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ॥ ১২
কুর্বন্ত্যো গৃহভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।

তাঁরা খাদ্যের জন্য চিন্তাগ্রস্ত থাকায় লোভবশত শিষ্য তৈরি করবেন। নারীরা দুই হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে স্বামীর আদেশ জেনে-বুঝে অমান্য করবে।

পাখণ্ডালাপনিরতাঃ পাখণ্ডজনসঙ্গিনঃ॥ ১৩
যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ।

যখন ব্রাহ্মণ পাষণ্ডদের সঙ্গে পাষণ্ডপূর্ণ বার্তালাপ করতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে কলিযুগের অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ হয়েছে।

ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মিণাম্॥ ১৪
মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ।

ব্রহ্মন্ ! এইরূপ ঘোর কলিযুগ এলে সর্বদা পাপ-পরায়ণ থাকায় যাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হতে পারে না, সেইসব ব্যক্তিদের মুক্তি কীভাবে হবে ?

যথা তুষ্যতি দেবেশো দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ॥ ১৫
ততো বদস্ব সর্বজ্ঞ সূত ধর্মভৃতাং বর।

ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ সূতদেব ! দেবাধিদেব দেবেশ্বর জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যাতে সন্তুষ্ট হন, আমাদের সেই উপায় বলুন।

বদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বমেতদশেষতঃ॥ ১৬
কস্য নো জায়তে তুষ্টিঃ সূত ত্বদ্বচনামৃতাৎ॥ ১৭

মুনিশ্রেষ্ঠ সূতদেব ! এই সমগ্র বিষয়টি আপনি পূর্ণভাবে বর্ণনা করুন। আপনার বচনামৃত পানে কে না সন্তুষ্ট হন ?

সূত উবাচ

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্বে যদিষ্টং বো বদাম্যহম্।
গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা॥ ১৮
রামায়ণং মহাকাব্যং সর্ববেদেষু সম্মতম্।
সর্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্॥ ১৯

শ্রীসূতদেব বলেন— মুনিবরগণ ! আপনারা সকলে শুনুন। আপনারা যা শুনতে চান, আমি তা বলছি। মহাত্মা নারদদেব সনৎকুমারকে রামায়ণ নামক মহাকাব্যের যে গান শুনিয়েছিলেন, তা সমস্ত পাপের বিনাশকারী এবং দুষ্টগ্রহ বাধার নিবারণকারী। এটি সমস্ত বেদার্থের তাৎপর্যের অনুকূল।

দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।

---

[১]কোনো কোনো স্থানে 'স্বল্পায়ুর্বহুপুত্রকাঃ'র স্থানে 'স্বল্পরায়োর্বহুপ্রজাঃ' পাঠ আছে। সেই অনুযায়ী কলিযুগে প্রায় সকলেই অল্প ধন ও অধিক সন্তানসম্পন্ন হবেন ; এমনই অর্থ বুঝতে হবে।

রামচন্দ্রকথোপেতং সর্বকল্যাণসিদ্ধিদম্॥ ২০

এর সাহায্যে সমস্ত দুঃস্বপ্নের বিনাশ হয়। এটি ধন্যবাদের যোগ্য এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলপ্রদানকারী। এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা বর্ণিত আছে। এই কাব্য পাঠক এবং শ্রোতাদের সমস্ত কল্যাণময়ী সিদ্ধি প্রদান করে।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্।
অপূর্বং পুণ্যফলদং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ২১

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ —এটি এই চার পুরুষার্থের সিদ্ধি-দায়ক, মহান ফলদায়ক। এই অপূর্ব কাব্য পুণ্যময় ফল প্রদান করার শক্তি রাখে। আপনারা একাগ্রচিত্তে এটি শ্রবণ করুন।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ।
শ্রুত্বৈতদার্ষং দিব্যং হি কাব্যং শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ২২
রামায়ণেন বর্তন্তে সুতরাং যে জগদ্ধিতাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ॥ ২৩

মহাপাতক অথবা সম্পূর্ণ উপপাতকযুক্ত মানুষও ঋষিপ্রণীত এই দিব্যকাব্য শ্রবণ করলে শুদ্ধি (অথবা সিদ্ধি) লাভ করেন। সমস্ত জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত যে ব্যক্তি সর্বদা রামায়ণের অনুসারে ব্যবহার করেন, তিনিই সম্পূর্ণ শাস্ত্রের মর্ম অনুভবকারী এবং কৃতার্থ হয়ে থাকেন।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং চ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রোতব্যং চ সদা ভক্ত্যা রামায়ণপরামৃতম্॥ ২৪

বিপ্রবরগণ ! রামায়ণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন এবং পরম অমৃতরূপ ; সুতরাং সর্বদা ভক্তিভাবে তা শ্রবণ করা উচিত।

পুরার্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ।
রামায়ণে মহাপ্রীতিস্তস্য বৈ ভবতি ধ্রুবম্॥ ২৫

যে ব্যক্তির পূর্বজন্মের সর্বপাপের বিনাশ হয়, তাঁরই রামায়ণে অধিক প্রেম হয়। এই কথা নিশ্চিত।

রামায়ণে বর্তমানে পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ।
অনাদৃত্য অসদ্গাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে॥ ২৬

যিনি পাপে আবদ্ধ, তিনি রামায়ণকথা শুনলেই তাকে অবহেলা করে নানা নিম্নশ্রেণীর কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়েন। নিজ বুদ্ধির দোষে সেইসব অসৎ-বিষয়ে আসক্ত হওয়ায় তিনি সেই মতো আচরণ করতে আরম্ভ করেন।

রামায়ণং নাম পরং তু কাব্যং
সুপুণ্যদং বৈ শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ।
যস্মিন্ শ্রুতে জন্মজরাদিনাশো
ভবত্যদোষঃ স নরোঽচ্যুতঃ স্যাৎ॥ ২৭

সেইজন্য দ্বিজেন্দ্রগণ ! আপনারা রামায়ণ নামক পরম পুণ্যদায়ক উত্তম কাব্য শ্রবণ করুন ; যা শ্রবণ করলে জন্ম-জরা ও মৃত্যুভয়ের বিনাশ ঘটে এবং শ্রবণকারী ব্যক্তি পাপ-দোষ রহিত হয়ে অচ্যুতস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

বরং বরেণ্যং বরদং তু কাব্যং
সন্তারয়ত্যাশু চ সর্বলোকম্।
সংকল্পিতার্থপ্রদমাদিকাব্যং
শ্রুত্বা চ রামস্য পদং প্রযাতি॥ ২৮

রামায়ণ কাব্য অত্যন্ত উত্তম, বরণীয় এবং মনোবাঞ্ছাপূরণকারী বর প্রদান করে। এটির পাঠ ও শ্রবণ সমস্ত জগৎকে অতি সত্বর সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ করায়। এই আদিকাব্য শ্রবণ ও পাঠ করে মানুষ শ্রীরামচন্দ্রের পরম পদ লাভ করে।

ব্রহ্মেশবিষ্ণ্বাখ্যশরীরভেদৈ-
র্বিশ্বং সৃজত্যত্তি চ পাতি যশ্চ।
তমাদিদেবং পরমং বরেণ্য-
মাধায় চেতস্যুপযাতি মুক্তিম্॥ ২৯

যিনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু নামক ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধারণ করে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই আদিদেব পরম উৎকৃষ্ট পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করে মানুষ মোক্ষের ভাগী হয়।

যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ
পরাবরাণাং পরমঃ পরঃ স্যাৎ।
বেদান্তবেদ্যঃ স্বরুচা প্রকাশঃ
স বীক্ষ্যতে সর্বপুরাণবেদৈঃ॥ ৩০

যিনি নাম এবং জাতি ইত্যাদি বিকল্পরহিত, কার্য-কারণের অতীত, সর্বোৎকৃষ্ট, বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা জানার যোগ্য এবং স্বপ্রকাশে প্রকাশিত পরমাত্মা, সমস্ত বেদ ও পুরাণ দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে (এই রামায়ণ অনুশীলন দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়)।

ঊর্জে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৩১

বিপ্রবরগণ ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নয়দিন রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করা উচিত।

ইত্যেবং শৃণুয়াদ্ যস্তু শ্রীরামচরিতং শুভম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রামুত্র চোত্তমান্॥ ৩২

যিনি এভাবে শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় চরিত্র শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকেও সমস্ত উত্তম কামাবস্তু লাভ করেন।

ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ।
প্রযাতি রামভবনং যত্র গত্বা ন শোচতে॥ ৩৩

তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে একুশ পুরুষের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সেই পরমধামে গমন করেন, যেখানে গেলে মানুষকে কখনও শোকগ্রস্ত হতে হয় না।

চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ সিতে পক্ষে চ বাচয়েৎ।
নবাহস্সু মহাপুণ্যং শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ॥ ৩৪

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকের শুক্লপক্ষে পরম পুণ্যময় রামায়ণ কথার নবাহ-পারায়ণ (নয়দিনে সম্পূর্ণ পাঠ) করা উচিত এবং নয়দিন পর্যন্ত এটি যত্নপূর্বক শোনা উচিত।

রামায়ণমাদিকাব্যং স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্।
তস্মাদ্ ঘোরে কলিযুগে সর্বধর্মবহিষ্কৃতে॥ ৩৫
নবভির্দিনৈঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

রামায়ণ আদিকাব্য। এটি স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদানকারী। সুতরাং সম্পূর্ণ ধর্মরহিত ঘোর কলিযুগ আগত হলে নয়দিন ধরে রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করা উচিত।

রামনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥ ৩৬
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্।

ব্রাহ্মণগণ ! যাঁরা ভয়ংকর কলিকালে শ্রীরাম-নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরাই কৃতার্থ হয়ে যান। কলিযুগে কোনো বাধাই তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

কথা রামায়ণস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে॥ ৩৭
তদ্ গৃহং তীর্থরূপং হি দুষ্টানাং পাপনাশনম্।

যে গৃহে প্রতিদিন রামায়ণ কথা হয়, সেটি তীর্থরূপ হয়ে যায়। সেখানে গেলে দুষ্টদের পাপের বিনাশ হয়।

তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্ নিবসন্তি তপোধনাঃ॥ ৩৮
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্রামায়ণং নরৈঃ।

তপোধনগণ ! এই শরীরে ততক্ষণ পাপ বিরাজ করে, যতক্ষণ মানুষ রামায়ণ-কথা ভালোভাবে শ্রবণ না করে।

দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্রামায়ণোদ্ভবা॥ ৩৯
কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে।

সংসারে শ্রীরামায়ণ কথা পরম দুর্লভ। কোটি কোটি জন্মের পুণ্য যখন উদয় হয়, তখনই তার প্রাপ্তি হয়।

ঊর্জে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৪০
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সৌদাসোঽপি বিমোচিতঃ।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ! কার্তিক, মাঘ ও চৈত্রের শুক্ল পক্ষে রামায়ণ শ্রবণ করা মাত্রই (রাক্ষসভাবাপন্ন) সৌদাসও শাপমুক্ত হয়েছিলেন।

গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুম্॥ ৪১
রামায়ণপ্রভাবেণ বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ।

মহর্ষি গৌতমের শাপে সৌদাস রাক্ষস-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি রামায়ণের প্রভাবেই পুনরায় সেই শাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা রামভক্তিপরায়ণঃ॥ ৪২
স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ পুরুষঃ পাতকাদিভিঃ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে প্রেমপূর্বক এই কথা শ্রবণ করেন, তিনি ভয়ংকর পাপসমূহ এবং পাতকাদি থেকে মুক্তিলাভ করেন।

———o———

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে কল্পানুকীর্তনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীস্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য বিষয়ক কল্পের অনুকীর্তন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

———o———

দ্বিতীয় অধ্যায় (২)

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ, সুদাস বা সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের রাক্ষস-অবস্থা প্রাপ্তি এবং রামায়ণ-কথা শ্রবণের দ্বারা উদ্ধার লাভ

ঋষয় ঊচুঃ

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
প্রোক্তবান্ সকলান্ ধর্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ॥ ১
কস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তৎ ত্বং ব্রূহি মহামুনে॥ ২

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—মহামুনে ! দেবর্ষি নারদমুনি রামায়ণ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ ধর্মযুক্ত রামায়ণকথা মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তা আমাদের বলুন। সেই দুই ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণের কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁরা কোথায় অবস্থান করেছিলেন, তাও বলুন।

সূত উবাচ

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ।
নির্মমা নিরহংকারাঃ সর্বে তে হ্যূর্ধ্বরেতসঃ॥ ৩

শ্রীসূত বলেন—মুনিবরগণ ! সনকাদি মহাত্মাগণকে ভগবান ব্রহ্মার পুত্র বলা হয়। তাঁদের মধ্যে মমতা ও অহংকারের নাম-গন্ধ নেই। তাঁরা সকলেই হলেন ঊর্ধ্বরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী)।

তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনৎকুমারশ্চ তথা সনাতন ইতি স্মৃতঃ॥ ৪

আমি তাঁদের নাম আপনাদের জানাচ্ছি, শ্রবণ করুন। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার এবং সনাতন—এই চারজনকে সনকাদি বলে মানা হয়।

বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
সহস্রসূর্যসংকাশাঃ সত্যবন্তো মুমুক্ষবঃ॥ ৫

তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত এবং মহাত্মা। সর্বদা ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অত্যন্ত সত্যবাদী। সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং মোক্ষ অভিলাষী।

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
মেরুশৃঙ্গে সমাজগ্মুর্বীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্॥ ৬

একদিন তাঁরা—সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মপুত্র সনকাদি, শ্রীব্রহ্মার সভা দেখার জন্য মেরু পর্বতের শিখরে যান।

তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং নদীম্।
নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্যুক্তাঃ সীতাখ্যাং প্রথিতৌজসঃ॥ ৭

সেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ থেকে প্রকটিত পরম পুণ্যময় শ্রীগঙ্গা, যাঁকে সীতাও বলা হয়, প্রবাহিত হচ্ছিলেন। তাঁকে দর্শন করে সেই তেজস্বী মহাত্মাগণ সেই জলে স্নান করতে উদ্যত হলেন।

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
আজগামোচ্চরন্ নাম হরের্নারায়ণাদিকম্॥ ৮

ব্রাহ্মণগণ ! এর মধ্যেই দেবর্ষি নারদ ভগবানের 'নারায়ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন।

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দন।
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ রাম বিষ্ণো নমোঽস্তু তে॥ ৯
ইত্যুচ্চরন্ হরের্নাম পাবয়ন্নখিলং জগৎ।
আজগাম স্তুবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্॥ ১০

'নারায়ণ ! অচ্যুত ! অনন্ত ! বাসুদেব ! জনার্দন ! যজ্ঞেশ ! যজ্ঞপুরুষ ! রাম ! বিষ্ণো ! আপনাকে নমস্কার।' এইভাবে ভগবৎনাম উচ্চারণ করতঃ সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে এবং একমাত্র লোকপাবনী গঙ্গার স্তুতি করতে করতে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন।

অথায়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
যথার্হমর্হণং চক্রুর্ববন্দে সোঽপি তান্ মুনীন্॥ ১১

তাঁকে আসতে দেখে মহাতেজস্বী সনকাদি মুনিগণ যথাযোগ্যভাবে তাঁর পূজা করলেন এবং নারদও সেই মুনিদের প্রতি মাথা অবনত করলেন।

অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥ ১২

তখন সেই মুনিদের সভায় শ্রীসনৎকুমার ভগবান নারায়ণের পরমভক্ত মুনিবর নারদকে এই কথা বলেন।

সনৎকুমার উবাচ

সর্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনীশানাং চ নারদ।
হরিভক্তিপরো যস্মাত্ত্বত্তো নান্যপরোঽধিকঃ॥ ১৩

সনৎকুমার বলেন— মহাপ্রাজ্ঞ নারদদেব ! আপনি সকল মুনীশ্বরদের মধ্যে সর্বজ্ঞ। সর্বদা শ্রীহরির ভক্তিতে তৎপর থাকেন, সুতরাং আপনার থেকে বড় অন্য কেউ নেই।

যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
গঙ্গা পাদোদ্ভবা যস্য কথং স জ্ঞায়তে হরিঃ॥ ১৪

অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।

আমি তাই জিজ্ঞাসা করি, যাঁর থেকে সমস্ত জগৎ-চরাচরের উৎপত্তি হয়েছে এবং গঙ্গা যাঁর চরণ থেকে প্রকটিত হয়েছেন, সেই শ্রীহরির স্বরূপের জ্ঞান কীভাবে হয় ? আমাদের ওপর যদি আপনার কৃপা থাকে, তাহলে আমাদের এই জিজ্ঞাসার যথার্থভাবে সমাধান করুন।

নারদ উবাচ

নমঃ পরায় দেবায় পরাৎপরতরায় চ॥ ১৫
পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ।

শ্রীনারদ বলেন— যিনি পর থেকেও পরতর, সেই পরমদেব শ্রীরামকে নমস্কার। যাঁর নিবাস-স্থান (পরমধাম) উৎকৃষ্টের থেকেও উৎকৃষ্টতর এবং যিনি সগুণ ও নির্গুণরূপ, সেই শ্রীরামকে আমার নমস্কার।

জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্মাধর্মস্বরূপিণে॥ ১৬
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্বস্বরূপায় তে নমঃ।

জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম এবং বিদ্যা-অবিদ্যা—এইসব যাঁর নিজেরই স্বরূপ এবং যিনি সকলের আত্মস্বরূপ, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার।

যো দৈত্যহন্তা নরকান্তকশ্চ
ভুজাগ্রমাত্রেণ চ ধর্মগোপ্তা॥ ১৭
ভূভারসংঘাতবিনোদকামং
নমামি দেবং রঘুবংশদীপম্।

যিনি দৈত্যদের বিনাশ এবং নরকের অন্তকারী, যিনি নিজ হস্তের সংকেতমাত্রে অথবা নিজ বাহুবলে ধর্মরক্ষা করেন, পৃথিবীর ভার বিনাশ যাঁর মনোরঞ্জন এবং যিনি সদাই সেই মনোরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষা রাখেন, সেই রঘুকুলদীপ ভগবান শ্রীরামকে আমি নমস্কার করি।

আবির্ভূতশ্চতুর্দ্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ॥ ১৮
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে।

যিনি এক হয়েও চার স্বরূপে অবতীর্ণ হন, যিনি বানরসৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসসেনা সংহার করেন, সেই দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের আমি ভজনা করি।

এবমাদীন্যনেকানি চরিতানি মহাত্মনঃ॥ ১৯
তেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নাব্দকোটিভিঃ।

ভগবান শ্রীরামের এরূপই নানা চরিত্র আছে, যার বর্ণনা কোটি কোটি বছরেও করা সম্ভব নয়।

মহিমানং তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুং ন শক্যতে॥ ২০
মনুভিশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ কথং তং ক্ষুল্লকো ভজেৎ।

যাঁর নামের মহিমাকে মনু এবং মুনীশ্বরও বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না, আমার মতো ক্ষুদ্র জীব তাঁর পারে-কাছেও কীভাবে পৌঁছতে পারে ?

যন্নাম্নঃ স্মরণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে॥ ২১
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুদ্রধীঃ।

যাঁর নাম স্মরণ করা মাত্রই অতিবড় পাপাচারীও পবিত্র হয়ে যান, সেই পরমাত্মার স্তব-স্তুতি আমার মতো তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী কীভাবে করতে পারে ?

রামায়ণপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥ ২২
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ তেষাং নিত্যং নমোঽস্তু তে।

যে দ্বিজ ঘোর কলিযুগে রামায়ণ-কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি কৃতকৃত্য হন। তাঁকে তোমার সর্বদা নমস্কার করা উচিত।

ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে মাঘে তথৈব চ॥ ২৩
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

শ্রীসনৎকুমার ! ভগবানের মহিমা জানার জন্য কার্তিক, মাঘ, চৈত্রের শুক্ল পক্ষে রামায়ণের অমৃতময় কথার নবাহ্-পারায়ণ (নয়দিনে সম্পূর্ণপাঠ) শ্রবণ করা উচিত।

গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সুদাসো রাক্ষসীং তনুম্॥ ২৪
রামায়ণপ্রভাবেণ বিমুক্তিং প্রাপ্তবানসৌ।

সুদাস ব্রাহ্মণ গৌতম মুনির শাপে রাক্ষস-দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি রামায়ণের প্রভাবেই সেই শাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

সনৎকুমার উবাচ

রামায়ণং কেন প্রোক্তং সর্বধর্মফলপ্রদম্॥ ২৫
প্রাপ্তঃ কথং গৌতমেন সৌদাসো মুনিসত্তম।
রামায়ণপ্রভাবেণ কথং ভূয়ো বিমোক্ষিতঃ॥ ২৬

সনৎকুমার বলেন — মুনিশ্রেষ্ঠ ! সম্পূর্ণ ধর্মের ফলপ্রদানকারী রামায়ণ কথার বর্ণনা কে করেছিলেন ? সৌদাস কীভাবে গৌতমমুনির দ্বারা শাপপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ? পরে তিনি কীভাবে শাপমুক্ত হয়েছিলেন ?

অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।
সর্বমেতদশেষেণ মুনে নো বক্তুমর্হসি॥ ২৭
শৃণ্বতাং বদতাং চৈব কথা পাপবিনাশিনী।

মুনে ! আপনার যদি আমাদের ওপর অনুগ্রহ থাকে তাহলে সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বলুন। এই সমস্ত বিষয় আমাদের অবগত করান ; কারণ ভগবৎ কথা, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই পাপনাশকারী হয়।

নারদ উবাচ

শৃণু রামায়ণং বিপ্র যদ্ বাল্মীকিমুখোদ্গতম্॥ ২৮
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

নারদ বলেন — ব্রহ্মন্ ! মহর্ষি বাল্মীকির মুখ থেকে রামায়ণের আবির্ভাব হয়। তুমি তা শ্রবণ করো। রামায়ণের অমৃতময় কথা নয়দিনে শ্রবণ করা উচিত।

আস্তে কৃতযুগে বিপ্রো ধর্মকর্মবিশারদঃ॥ ২৯
সোমদত্ত ইতি খ্যাতো নাম্না ধর্মপরায়ণঃ।

সত্যযুগে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁর ধর্ম-কর্মের বিশেষ জ্ঞান ছিল, যাঁর নাম হল সোমদত্ত। তিনি সর্বদাই ধর্ম-পালনে তৎপর থাকতেন।

বিপ্রস্তু গৌতমাখ্যেন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা॥ ৩০
শ্রাবিতঃ সর্বধর্মাংশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে।
পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেনাসৌ বোধিতোঽপি চ॥ ৩১
শ্রুতবান্ সর্বধর্মান্ বৈ তেনোক্তানখিলানপি।

(সেই ব্রাহ্মণ সৌদাস নামেও বিখ্যাত ছিলেন।) সেই ব্রাহ্মণ গৌতম মুনির কাছে গঙ্গার মনোরম তীরে সম্পূর্ণ ধর্মের উপদেশ শুনেছিলেন। গৌতমমুনি পুরাণ ও শাস্ত্র-কথার দ্বারা তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান করিয়েছিলেন। সৌদাস গৌতম মুনি কথিত সম্পূর্ণ ধর্ম শ্রবণ করেছিলেন।

কদাচিৎ পরমেশস্য পরিচর্যাপরোঽভবৎ॥ ৩২
উপস্থিতায়াপিতস্মৈ প্রণামং ন চকার সঃ।

একদিনের কথা, সৌদাস পরমেশ্বর শিবের আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময় তাঁর গুরু সেখানে এসে পৌঁছলেন ; কিন্তু সৌদাস তাঁর সম্মুখে উপস্থিত গুরু গৌতমকে উঠে প্রণাম করলেন না।

স তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ॥ ৩৩
শাস্ত্রোদিতানি কর্মাণি করোতি স মুদং যযৌ।

পরম বুদ্ধিমান গৌতম ছিলেন তেজের নিধি, তিনি শিষ্যের আচরণে রুষ্ট না হয়ে শান্ত-ই রইলেন। তিনি এই জেনে প্রসন্ন হলেন যে আমার শিষ্য সৌদাস শাস্ত্র-কর্মেরই অনুষ্ঠান করছে।

যস্ত্বর্চিতো মহাদেবঃ শিবঃ সর্বজগদ্‌গুরুঃ॥ ৩৪
গুর্ববজ্ঞাকৃতং পাপং রাক্ষসত্বে নিযুক্তবান্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়েষু চ কোবিদঃ॥ ৩৫

কিন্তু সৌদাস যাঁর আরাধনা করেছিলেন, সেই সম্পূর্ণ জগতের গুরু মহাদেব শিব গুরুর অবহেলায় হওয়া পাপ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সৌদাসকে রাক্ষস জন্ম-গ্রহণের শাপ দিলেন। তখন সেই বিনয়ী ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে গৌতমকে বলেন—

বিপ্র উবাচ

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর।
ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্বমপরাধঃ কৃতো ময়া॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ বলেন — হে সর্ব ধর্মের জ্ঞাতা ! সর্বদর্শী ! সুরেশ্বর ! ভগবন্ ! আমি যা অপরাধ করেছি, সেসব আপনি ক্ষমা করে দিন।

গৌতম উবাচ

ঊর্জে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণকথামৃতম্।
নবাহ্না চৈব শ্রোতব্যং ভক্তিভাবেন সাদরম্॥ ৩৭
নাত্যন্তিকং ভবেদেতদ্ দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যতি।

গৌতম বলেন — বৎস ! কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে তুমি রামায়ণের অমৃতময় কথা ভক্তিভাবে সমাদরপূর্বক শ্রবণ করো। নয়দিন ধরে এই কথা শুনতে হবে। এরূপ করলে এই শাপ বেশিদিন স্থায়ী হবে না, কেবল বারো বছরই থাকবে।

বিপ্র উবাচ

কেন রামায়ণং প্রোক্তং চরিতানি তু কস্য বৈ॥ ৩৮
এতৎ সর্বং মহাপ্রাজ্ঞ সংক্ষেপাদ্ বক্তুমর্হসি।
মনসা প্রীতিমাপন্নো ববন্দে চরণৌ গুরোঃ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন— রামায়ণের কথা কে বলেছেন ? এবং তাতে কার চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে ? মহামতে ! সেসব সংক্ষেপে কৃপা করে বলুন। এই কথা বলে মনে মনে প্রসন্ন হয়ে সৌদাস শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম করলেন।

গৌতম উবাচ

শৃণু রামায়ণং বিপ্র বাল্মীকিমুনিনা কৃতম্।
যেন রামাবতারেণ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ॥ ৪০
হতাস্তু দেবকার্যং হি চরিতং তস্য তচ্ছৃণু।
কার্তিকে চ সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য তু॥ ৪১
নবমেঽহনি শ্রোতব্যা সর্বপাপপ্রণাশিনী।

গৌতম বলেন — ব্রহ্মন্ ! শোনো ! রামায়ণ-কাব্য নির্মাণ করেছেন বাল্মীকি মুনি। যে ভগবান শ্রীরাম অবতাররূপ ধারণ করে রাবণ ইত্যাদি রাক্ষসদের সংহার করেছিলেন এবং দেবতাদের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, তাঁর চরিত্রই রামায়ণ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তুমি সেটি শ্রবণ করো। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে নয়দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে নবমী তিথি পর্যন্ত রামায়ণ-কথা শোনা উচিত। এটি সর্বপাপনাশকারী হয়।

ইত্যুক্ত্বা চার্থসম্পন্নো গৌতমঃ স্বাশ্রমং যযৌ॥ ৪২
বিপ্রোঽপি দুঃখমাপন্নো রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ।

এই কথা বলে পূর্ণকাম গৌতমঋষি নিজ আশ্রমে চলে গেলেন। অন্যদিকে সোমদত্ত বা সুদাস নামক ব্রাহ্মণ দুঃখমগ্ন চিত্তে রাক্ষস-শরীর গ্রহণ করলেন।

ক্ষুৎপীড়িতঃ পিপাসার্তো নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ॥ ৪৩
কৃষ্ণপক্ষদ্যুতিভীমো বভ্রাম বিজনে বনে।

তিনি সর্বদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং ক্রোধের বশীভূত হয়ে থাকতেন। তাঁর দেহের বর্ণ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতো কালো ছিল। তিনি ভয়ংকর রাক্ষস মূর্তি ধারণ নির্জন বনে ঘোরাফেরা করতেন।

মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র মনুষ্যাংশ্চ সরীসৃপান্॥ ৪৪
বিহগান্ প্লবগাংশ্চৈব প্রসভাত্তানভক্ষয়ৎ।

সেখানে তিনি নানাপ্রকারের পশু, মানব, সাপ-বৃশ্চিক ইত্যাদি জন্তু, পাখি এবং বানরদের জোর করে ধরে খেয়ে নিতেন।

অস্থিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতরক্তকলেবরৈঃ॥ ৪৫
রক্তাদপ্রেতকৈশ্চৈব তেনাসীদ্ ভূর্ভয়ঙ্করী।

ব্রহ্মর্ষিগণ ! সেই রাক্ষসের জন্য এই পৃথিবী বহু অস্থি এবং লাল-হলুদ শরীরসম্পন্ন রক্তপায়ী প্রেতে পরিপূর্ণ হয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

ঋতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তরাম্॥ ৪৬
কৃত্বাতিদুঃখিতাং পশ্চাদ্বনান্তরমগাৎ পুনঃ।

ছয় মাসেই শত যোজন বিস্তৃত ভূভাগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করে সেই রাক্ষস পুনরায় অন্য কোনো বনে চলে যায়।

তত্রাপি কৃতবান্ নিত্যং নরমাংসাশনং তদা॥ ৪৭
জগাম নর্মদাতীরে সর্বলোকভয়ঙ্করঃ।

সেখানেও সে প্রতিদিন নরমাংস ভোজন করত। সমস্ত লোকের মনে ভয়-উৎপন্নকারী সেই রাক্ষস ঘুরতে ঘুরতে নর্মদা নদীতীরে গিয়ে পৌঁছাল।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্ বিপ্রোঽতিধার্মিকঃ॥ ৪৮
কলিঙ্গদেশসম্ভূতো নাম্না গর্গ ইতি স্মৃতঃ।

সেই সময় অত্যন্ত ধর্মাত্মা এক ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলিঙ্গ দেশে। লোকের কাছে তিনি গর্গ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

বহন্ গঙ্গাজলং স্কন্ধে স্তুবন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্॥ ৪৯
গায়ন্ নামানি রামস্য সমায়াতোঽতিহর্ষিতঃ।

কাঁধে গঙ্গাজল নিয়ে ভগবান শ্রীবিশ্বনাথের স্তুতি এবং শ্রীরাম-গান করতে করতে অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে, উৎসাহ ভরে সেই ব্রাহ্মণ এই পুণ্য প্রদেশে আসেন।

তমায়ান্তং মুনিং দৃষ্ট্বা সুদাসো নাম রাক্ষসঃ॥ ৫০
প্রাপ্তো নঃ পারণেত্যুক্ত্বা ভুজাবুদ্যম্য তং যযৌ।
তেন কীর্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবস্থিতঃ॥ ৫১
অশক্তস্তং দ্বিজং হন্তুমিদমূচে স রাক্ষসঃ।

গর্গ মুনিকে সেইদিকে আসতে দেখে রাক্ষস সুদাস বলে উঠল, 'আমার আহার প্রাপ্ত হয়ে গেছে।' এই কথা বলে দুই হাত উপরে তুলে সে মুনির দিকে ছুটল, কিন্তু গর্গ মুনির দ্বারা উচ্চারিত ভগবৎনাম শুনে সে দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। সেই ব্রহ্মর্ষিকে মারতে না পেরে সেই রাক্ষস তাঁকে বলল—

রাক্ষস উবাচ

অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে॥ ৫২
নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি দূরগাঃ।
ময়া প্রভক্ষিতাঃ পূর্বং বিপ্রাঃ কোটিসহস্রশঃ॥ ৫৩

রাক্ষস বলল—এ তো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। ভদ্র ! মহাভাগ ! আপনাকে, মহাত্মাকে নমস্কার। আপনি যে ভগবৎনাম স্মরণ করছেন, তাতে রাক্ষসও দূরে পালিয়ে যাবে। আমি আগে কোটি কোটি ব্রাহ্মণদের আহার করেছি।

নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি ত্বাং মহাভয়াৎ।
নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি ভো বয়ম্॥ ৫৪
পরাং শান্তিং সমাপন্না মহিমা কোঽচ্যুতস্য হি।

ব্রহ্মন্ ! আপনার কাছে যে নামরূপ কবচ আছে, রাক্ষসদের মহাভয় থেকে সেটিই আপনাকে রক্ষা করে। আপনি নাম স্মরণ করা মাত্রই আমরা, রাক্ষসেরা পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়েছি। ভগবান অচ্যুতের এ কী অপূর্ব মহিমা !

সর্বথা ত্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো দ্বিজ॥ ৫৫
রামকথাপ্রভাবেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকাধমাৎ।

মহাভাগ ব্রাহ্মণ ! আপনি শ্রীরামকথার প্রভাবে সর্বদা রাগাদি (আসক্তি) দোষ থেকে রহিত হয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাকে এই অধম পাপ হতে রক্ষা করুন।

গুর্ববজ্ঞা ময়া পূর্বং কৃতা চ মুনিসত্তম॥ ৫৬
কৃতশ্চানুগ্রহঃ পশ্চাদ্ গুরুণোক্তমিদং বচঃ।

মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি পূর্বে নিজের গুরুকে অবহেলা করেছিলাম। কিন্তু শ্রীগুরু আমাকে অনুগ্রহ করে একথা বলেছেন।

বাল্মীকিমুনিনা পূর্বং কথা রামায়ণস্য চ॥ ৫৭
উর্জে মাসে সিতে পক্ষে শ্রোতব্যা চ প্রযত্নতঃ।

পূর্বকালে বাল্মীকি মুনি রামায়ণের যে কথা শুনিয়েছিলেন, কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে তা যত্নপূর্বক শ্রবণ করা উচিত।

গুরুণাপি পুনঃ প্রোক্তং রম্যং তু শুভদং বচঃ॥ ৫৮
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রাময়ণকথামৃতম্।

একথা বলে গুরুদেব পুনরায় এই সুন্দর ও শুভময়

কথা বলেন — 'রামায়ণের অমৃতময় কথা নয়দিনে শ্রবণ করা উচিত।'

তস্মাদ্ ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ॥ ৫৯
কথাশ্রবণমাত্রেণ পাহ্যস্মাৎ পাপকর্মণঃ।

অতএব সম্পূর্ণ শাস্ত্রাদির তত্ত্বজ্ঞ মহাভাগ ব্রাহ্মণ ! রামায়ণ কথা শুনিয়ে আপনি আমাকে এই পাপকর্ম থেকে রক্ষা করুন।

নারদ উবাচ

ততো রামায়ণং খ্যাতং রামমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৬০
নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ।
ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো রামনামপরায়ণঃ॥ ৬১
সুদাসরাক্ষসং নাম চেদং বাক্যমথাব্রবীৎ।

শ্রীনারদ বলেন — তখন সেখানে রাক্ষসের মুখে রামায়ণের পরিচয় এবং শ্রীরামের উত্তম বর্ণনা শুনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গর্গ আশ্চর্যান্বিত হয়ে উঠলেন। শ্রীরামের নামই ছিল তাঁর অবলম্বন। সেই ব্রাহ্মণদেবতা সেই রাক্ষসের প্রতি দয়ায় দ্রবিত হয়ে সুদাসকে বললেন—

বিপ্র উবাচ

রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মতিস্তে বিমলাভবৎ॥ ৬২
অস্মিন্নূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু।
শৃণু ত্বং রামমাহাত্ম্যং রামভক্তিপরায়ণ॥ ৬৩

ব্রাহ্মণ বলেন—মহাভাগ ! রাক্ষসরাজ ! তোমার বুদ্ধি নির্মল হয়ে গেছে। বর্তমানে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষ চলছে। এখন রামায়ণ-কথা শোনো। রামভক্তিপরায়ণ রাক্ষস ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করো।

রামধ্যানপরাণাং চ কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
রামভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ॥ ৬৪
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ রামায়ণপরা নরাঃ।

শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে তৎপর থাকা মানুষদের কে বাধা দিতে সক্ষম ? যেখানে শ্রীরাম-ভক্ত থাকেন, সেখানেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজ করেন। সেখানেই দেবতা, সিদ্ধ ও রামায়ণের আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষ থাকেন।

তস্মাদূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু॥ ৬৫
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং সাবধানঃ সদা ভব।

অতএব এই কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে তুমি রামায়ণ-কথা শোনো। নয়দিন যাবৎ এই কথা শ্রবণের বিধান আছে। সুতরাং তুমি সর্বদা সাবধানে থাকো।

ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস রামায়ণকথাং মুনিঃ॥ ৬৬
কথাশ্রবণমাত্রেণ রাক্ষসত্বমপাকৃতম্।
বিসৃজ্য রাক্ষসং ভাবমভবদ্ দেবতোপমঃ॥ ৬৭
কোটিসূর্যপ্রতীকাশো নারায়ণসমপ্রভঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্হরেঃ সদ্ম জগাম সঃ॥ ৬৮
স্তুবন্ তং ব্রাহ্মণং সম্যগ্ জগাম হরিমন্দিরম্॥ ৬৯

একথা বলে গর্গ মুনি তাকে রামায়ণকথা শোনালেন। রামায়ণকথা শুনতেই তার রাক্ষসত্ব দূর হয়ে গেল। রাক্ষসভাব পরিত্যাগ করে সে দেবতাদের মতো সুন্দর, কোটি সূর্যের মতো তেজস্বী এবং ভগবান নারায়ণের মতো কান্তিমান হয়ে উঠল। সে নিজ চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে শ্রীহরির বৈকুণ্ঠধামে চলে গেল। ব্রাহ্মণ গর্গের ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে করতে সে ভগবানের উত্তম ধামে চলে গেল।

নারদ উবাচ

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্।
ত তস্য মহিমা তত্র উর্জে মাসি চ কীর্ত্যতে॥ ৭০

শ্রীনারদ বলেন— বিপ্রবরগণ ! সুতরাং আপনারাও রামায়ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ করুন। এটি শ্রবণের মহিমা সর্বদাই বর্তমান, কিন্তু কার্তিক মাসকে বিশেষ বলা হয়েছে।

যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্॥ ৭১

রামায়ণ নাম স্মরণ করলেই মানুষ কোটি কোটি মহাপাপ এবং অন্যান্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

রামায়ণেতি যন্নাম সকৃদপ্যুচ্যতে যদা।
তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৭২

মানুষ যখন একবারও 'রামায়ণ' নাম উচ্চারণ করেন, তখনই তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে যান এবং অন্তকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লোকে গমন করেন।

যে পঠন্তি সদাঽঽখ্যানং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ।
গঙ্গাস্নানাচ্ছতগুণং তেষাং সঞ্জায়তে ফলম্॥ ৭৩

যে ব্যক্তি সর্বদা ভক্তিভাবে রামায়ণ কথা পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি গঙ্গাস্নানের থেকে শতগুণ পুণ্যফল লাভ করেন।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে রাক্ষসমোক্ষণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

শ্রীস্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রাক্ষস-উদ্ধার নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় (৩)

মাঘমাসে রামায়ণ-শ্রবণের ফল—রাজা সুমতি ও সত্যবতীর পূর্বজন্মের ইতিহাস

সনৎকুমার উবাচ

অহো বিপ্র ইদং প্রোক্তমিতিহাসং চ নারদ।
রামায়ণস্য মহাত্ম্যং ত্বং পুনর্বদ বিস্তরাৎ॥ ১

সনৎকুমার বলেন—ব্রহ্মর্ষি নারদদেব ! আপনি এই অদ্ভুত ইতিহাস শোনালেন। এবার রামায়ণের মাহাত্ম্যের কথা পুনরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

অন্যমাসস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
কস্য নো জায়তে তুষ্টির্মুনে ত্বদ্বচনামৃতাৎ॥ ২

(আপনি কার্তিক মাসে রামায়ণ শ্রবণের মহিমার কথা বলেছেন।) এখন কৃপাপূর্বক অন্য মাসের মাহাত্ম্যের কথা বলুন। আপনার বচনামৃত শ্রবণে কে না সন্তুষ্ট হবেন ?

নারদ উবাচ

সর্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।
যতঃ প্রভাবং রামস্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ॥ ৩

শ্রীনারদ বলেন — মহাত্মাগণ ! আপনারা সকলেই অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং কৃতকৃত্য, এতে কোনো সংশয় নেই ; কারণ আপনারা ভক্তিভাব নিয়ে ভগবান শ্রীরামের মহিমা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্য রাঘবস্য কৃতাত্মনাম্।
দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৪

ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ! পুণ্যাত্মা পুরুষদের পক্ষেও ভগবান শ্রীরামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা পরম দুর্লভ বলে জানিয়েছেন।

শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্বপাপপ্রশমনং সর্বরোগবিনাশনম্॥ ৫

মহর্ষিগণ ! এখন আপনারা এক বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শুনুন, যা সর্বপাপ ও সর্বরোগ বিনাশক।

আসীৎ পুরা দ্বাপরে চ সুমতির্নাম ভূপতিঃ।
সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপৈকনায়কঃ॥ ৬

পূর্বকালের কথা, দ্বাপরে সুমতি নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা ছিলেন। তিনি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন এবং সাতটি দ্বীপের একমাত্র রাজা।

ধর্মাত্মা সত্যসম্পন্নঃ সর্বসম্পদ্বিভূষিতঃ।
সদা রামকথাসেবী রামপূজাপরায়ণঃ॥ ৭

তাঁর মন সর্বদা ধর্মেই ব্যাপৃত থাকত। তিনি সত্যবাদী এবং সর্বপ্রকার সম্পত্তি সুশোভিত ছিলেন। সর্বদা রামকথা সেবন ও শ্রীরামের আরাধনাতেই সংলগ্ন থাকতেন।

রামপূজাপরাণাং চ শুশ্রূষুরনহংকৃতিঃ।
পূজ্যেষু পূজানিরতঃ সমদর্শী গুণান্বিতঃ॥ ৮

শ্রীরামের পূজার্চনায় ব্যাপৃত ভক্তদের সেবায় তিনি সর্বদা নিরত থাকতেন। তাঁর মনে অহংকারের কোনো নাম-গন্ধ ছিল না। তিনি পূজনীয় পুরুষদের পূজায় তৎপর ছিলেন এবং সমদর্শী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন।

সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিমান্ নৃপঃ।
তস্য ভার্যা মহাভাগা সর্বলক্ষণসংযুতা॥ ৯

রাজা সুমতি সর্বপ্রাণীর হিতৈষী, শান্ত, কৃতজ্ঞ এবং যশস্বী ছিলেন। তাঁর পরম সৌভাগ্যশালিনী পত্নীও সমস্ত শুভ লক্ষণে সুশোভিতা ছিলেন।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সত্যবতী শ্রুতা।
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং রামায়ণপরায়ণৌ॥ ১০

তাঁর নাম ছিল সত্যবতী, তিনি ছিলেন পতিব্রতা। পরম প্রিয় পতিই ছিল তাঁর প্রাণ। এই দুই পতি-পত্নী সর্বদা রামায়ণ পঠন-পাঠনেই ব্যাপৃত থাকতেন।

অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ।
তড়াগারামবাপ্যাদীনসংখ্যাতান্ বিতেনতুঃ॥ ১১

সর্বদা অন্নদান ও প্রতিদিন জলদানে এঁরা প্রবৃত্ত থাকতেন। তাঁরা অসংখ্য পুষ্করিণী, বাগান এবং সরোবর নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সোঽপি রাজা মহাভাগো রামায়ণপরায়ণঃ।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ॥ ১২

মহাভাগ রাজা সুমতিও সর্বদা রামায়ণ অনুশীলনেই লেগে থাকতেন। ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে তিনি রামায়ণ পাঠ করতেন অথবা শুনতেন।

এবং রামপরং নিত্যং রাজানং ধর্মকোবিদম্।
তস্য প্রিয়াং সত্যবতীং দেবা অপি সদাস্তুবন্॥ ১৩

এই নরেশ এভাবেই সর্বদা শ্রীরামের আরাধনায় তৎপর থাকতেন। তাঁর প্রিয় পত্নী সত্যবতীও তেমনই ছিলেন। দেবতারাও এই দম্পতির ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতেন।

বিশ্রুতৌ ত্রিষু লোকেষু দম্পতী তৌ হি ধার্মিকৌ।
আযযৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্দ্রষ্টুকামো বিভাণ্ডকঃ॥ ১৪

একদিন ত্রিভুবনবিখ্যাত বিভাণ্ডক মুনি তাঁর বহু শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই ধর্মাত্মা রাজা-রাণীকে দর্শন করার জন্য সেখানে এলেন।

বিভাণ্ডকং মুনিং দৃষ্ট্বা সুখমাপ্তো জনেশ্বরঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ সপত্নীকঃ পূজাভির্বহুবিস্তরম্॥ ১৫

বিভাণ্ডক মুনিকে সেখানে আসতে দেখে রাজা সুমতি অত্যন্ত সুখী হলেন। তিনি পূজার বহু সামগ্রী সঙ্গে করে পত্নীকে নিয়ে তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন।

কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শান্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্।
নিজাসনগতো ভূপঃ প্রাঞ্জলির্মুনিমব্রবীৎ॥ ১৬

মুনির অতিথিসৎকার সম্পন্ন হয়ে গেলে তিনি আসনে শান্তভাবে বিরাজমান হলেন। তখন রাজা আসনে উপবিষ্ট মুনিকে হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন—

রাজোবাচ

ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽদ্য ত্বদভ্যাগমনেন ভোঃ।
সতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্॥ ১৭

রাজা বললেন —ভগবন্ ! আজ আপনার শুভ আগমনে আমি কৃতার্থ হয়েছি, কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সন্তদের আগমনকে সুখদায়ক বলে প্রশংসা করে থাকেন।

যত্র স্যান্মহতাং প্রেম তত্র স্যুঃ সর্বসম্পদঃ।
তেজঃ কীর্তির্ধনং পুত্র ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ॥ ১৮

মহাপুরুষদের ভালোবাসা যেখানে থাকে, সমস্ত সম্পদ আপনা-আপনিই সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে তেজ, কীর্তি, ধন, পুত্র— সর্ব বস্তুই হাজির হয়— বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই কথা বলেন।

তত্র বৃদ্ধিং গমিষ্যন্তি শ্রেয়াংস্যনুদিনং মুনে।
যত্র সন্তঃ প্রকুর্বন্তি মহতীং করুণাং প্রভো॥ ১৯

মুনে ! প্রভো ! সন্ত-মহাত্মাগণ যেখানে বিশেষ কৃপা করেন, সেখানে প্রতিদিন কল্যাণময় সাধনার বৃদ্ধি হয়।

যো মূর্ধ্নি ধারয়েদ্ ব্রহ্মন্ বিপ্রপাদতলোদকম্।
স স্নাতো সর্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০

ব্রহ্মন্ ! যিনি নিজ মস্তকে ব্রাহ্মণের পাদোদক ধারণ করেন, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যে সর্ব-তীর্থে স্নান করেছেন—এতে কোনো সংশয় নেই।

মম পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সম্পদশ্চ সমর্পিতাঃ।
সমাজ্ঞাপয় শান্তাত্মন্ বয়ং কিং করবাণি তে॥ ২১

শান্তস্বরূপ মহর্ষে ! আমার পুত্র, পত্নী এবং সর্ব সম্পত্তি আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত। আমি আপনার জন্য কী সেবা করব, আমাকে আদেশ করুন।

ইত্থং বদন্তং ভূপং তং স নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ।
স্পৃশন্ করেণ রাজানং প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ॥ ২২

রাজা সুমতিকে এইভাবে বলতে দেখে মুনিবর বিভাণ্ডক অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজ হস্তদ্বারা তাঁকে স্পর্শ করে বললেন—

ঋষিরুবাচ

রাজন্ যদুক্তং ভবতা তৎসর্বং ত্বৎ কুলোচিতম্।
বিনয়াবনতাঃ সর্বে পরং শ্রেয়ো ভজন্তি হি॥ ২৩

ঋষি বললেন— রাজন্ ! তুমি যা বলেছ, সে সবই তোমার কুলের অনুরূপ। যাঁরা এইভাবে বিনয়ে অবনত হন, তাঁরা সকলেই পরম কল্যাণভাগী হন।

প্রীতোঽস্মি তব ভূপাল সন্মার্গপরিবর্তিনঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ যৎ পৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্॥ ২৪

ভূপাল ! তুমি সৎপথ অবলম্বনকারী। আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। মহাভাগ ! তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমায় বলো।

হরিসন্তোষকান্যাসন্ পুরাণানি বহূন্যপি।
মাঘে মাসি চোদ্যতোঽসি রামায়ণপরায়ণঃ॥ ২৫
তব ভার্যাপি সাধ্বীয়ং নিত্যং রামপরায়ণা।
কিমর্থমেতদ্ বৃত্তান্তং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥ ২৬

ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্টকারী বহু পুরাণ যদিও রয়েছে—যা তুমি পাঠ করতে পারতে। তবুও এই মাঘমাসে

সর্বপ্রকারে যত্নশীল হয়ে তুমি যে রামায়ণপরায়ণেই ব্যাপৃত আছ এবং তোমার সাধ্বী পত্নীও যে সর্বদা শ্রীরামের আরাধনাতেই নিরত থাকে, এর কারণ কী ? এর বৃত্তান্ত যথাযথরূপে আমাকে বলো।

রাজোবাচ

শৃণুষ্ব ভগবন্ সর্বং যৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ।
আশ্চর্যং যদ্ধি লোকানামাবয়োশ্চরিতং মুনে॥ ২৭

রাজা বলেন—ভগবন্ ! শুনুন, আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন, সেসব আমি আপনাকে জানাচ্ছি। মুনে ! আমাদের দুজনের জীবনচরিত সমস্ত জগতের পক্ষে আশ্চর্যজনক।

অহমাসং পুরা শূদ্রো মালতির্নাম সত্তম।
কুমার্গনিরতো নিত্যং সর্বলোকাহিতে রতঃ॥ ২৮

সাধুশিরোমণি ! পূর্বজন্মে আমি মালতি নামক শূদ্র ছিলাম। সর্বদা কুমার্গে চলতাম এবং সর্বলোকের অহিত সাধনে তৎপর থাকতাম।

পিশুনো ধর্মবিদ্বেষী দেবদ্রব্যাপহারকঃ।
মহাপাতকিসংসর্গী দেবদ্রব্যোপজীবকঃ॥ ২৯

অন্যের কুৎসা রটনাকারী, ধর্মদ্রোহী, দেবতাদের দ্রব্য অপহরণকারী এবং মহাপাতকদের সংসর্গে বসবাস করতাম। আমি দৈব-সম্পত্তি দ্বারা জীবনযাপন করতাম।

গোঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা চৌরো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ।
নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাপী বেশ্যাপরায়ণঃ॥ ৩০

গোহত্যা, ব্রাহ্মণহত্যা, চুরি করা—এইসব ছিল আমার রোজকার কাজ। আমি সর্বদা অপর প্রাণীদের প্রতি হিংসায় রত থাকতাম। প্রত্যহ অন্যদের কঠোর বাক্য বলা, পাপ করা এবং বেশ্যাসক্ত ছিলাম।

কিঞ্চিৎ কালে স্থিতো হ্যেবমনাদৃত্য মহদ্বচঃ।
সর্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বনমুপাগমম্॥ ৩১

এইভাবে কিছুদিন ঘরে থাকি, পরে বয়স্ক লোকেদের আদেশ অমান্য করায় আমার ভাই-বন্ধু সকলেই আমাকে ত্যাগ করেন আর আমি দুঃখিত চিত্তে বনে চলে আসি।

মৃগমাংসাশনং নিত্যং তথা মার্গবিরোধকৃৎ।
একাকী দুঃখবহুলো ন্যবসং নির্জনে বনে॥ ৩২

সেখানে প্রতিদিন মৃগ-মাংস আহার করতাম এবং কণ্টকাদি বিছিয়ে মানুষের আসা-যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ করতাম। এইভাবে একাকী বহু দুঃখ ভোগ করে আমি সেই নির্জন বনে বাস করতাম।

একদা ক্ষুৎপরিশ্রান্তো নিদ্রাঘূর্ণঃ পিপাসিতঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং দৈবাদপশ্যং নির্জনে বনে॥ ৩৩

একদিনের কথা, আমি ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত, ক্লান্ত-অবসন্ন, নিদ্রায় অভিভূত হয়ে এক নির্জন বনে আসি। সেখানে দৈব অনুগ্রহে শ্রীবশিষ্ঠের আশ্রমের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

হংসকারণ্ডবাকীর্ণং তৎসমীপে মহৎসরঃ।
পর্যন্তে বনপুষ্পৌঘৈশ্ছাদিতং তন্মুনীশ্বর॥ ৩৪

সেই আশ্রমের কাছে এক বিশাল সরোবর ছিল। সেখানে হংস এবং বহু জলপক্ষী থাকত। মুনীশ্বর ! সেই সরোবর চারদিকে বন্য পুষ্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত ছিল।

অপিবং তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ।
উন্মূল্য বৃক্ষমূলানি ময়া ক্ষুচ্চ নিবারিতা॥ ৩৫

সেখানে গিয়ে আমি জলপান করি এবং তীরে বসে ক্লান্তি দূর করি। পরে কিছু বৃক্ষের মূল তুলে তার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করি।

বসিষ্ঠস্যাশ্রমে তত্র নিবাসং কৃতবানহম্।
শীর্ণস্ফটিকসংধানং তত্র চাহমকারিষম্॥ ৩৬

বশিষ্ঠের সেই আশ্রমের কাছেই আমি বাস করতে থাকি। ভাঙা-ভাঙা স্ফটিকের টুকরো দিয়ে আমি এখানে দেওয়াল তৈরি করি।

পর্ণৈস্তৃণৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকল্পিতম্।
তত্রাহং ব্যাধসত্ত্বস্থো হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্॥ ৩৭
আজীবিকাং চ কুর্বাণো বৎসরাণাং চ বিংশতিম্।

পরে পত্র, তৃণ এবং কাষ্ঠ দিয়ে এক সুন্দর ঘর তৈরি করি। সেই ঘরে বাস করে আমি ব্যাধবৃত্তি গ্রহণ করে নানাপ্রকার মৃগবধ করে বিশ বছর ধরে তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।

অথেয়মাগতা সাধ্বী বিন্ধ্যদেশসমুদ্ভবা॥ ৩৮
নিষাদকুলসম্ভূতা নাম্না কালীতি বিশ্রুতা।

বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা॥ ৩৯

তারপর এই আমার সাধ্বী পত্নী সেইস্থানে আমার কাছে আসে। পূর্বজন্মে এর নাম ছিল কালী। সে ছিল নিষাদকুলের কন্যা এবং বিন্ধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করে। তার আত্মীয়-বন্ধু তাকে ত্যাগ করে। সে ছিল অত্যন্ত দুঃখী। সে বৃদ্ধা হয়ে যাচ্ছিল।

ব্রহ্মন্ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তা শোচন্তী ভৌক্তিকীং ক্রিয়াম্।
দৈবযোগাৎ সমায়াতা ভ্রমন্তী বিজনে বনে॥ ৪০

ব্রহ্মন্ ! সেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিল। চিন্তায় অস্থির ছিল যে আহার কীভাবে জোগাড় করবে ! দৈবযোগে ঘুরে ঘুরে সে এই নির্জন বনে আসে, যেখানে আমি বাস করছিলাম।

মাসে গ্রীষ্মে চ তাপার্তা হ্যন্তস্তাপপ্রপীড়িতা।
ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্ট্বা জাতা মে বিপুলা ঘৃণা॥ ৪১

গরমের সময় ছিল। বাইরে গরম কষ্টদায়ক ছিল আর অন্তরে মানসিক সন্তাপ কষ্ট দিচ্ছিল। সেই দুঃখিনী নারীকে দেখে আমার অত্যন্ত দয়া হল।

ময়া দত্তং জলং চাস্যৈ মাংসং বনফলং তথা।
গতশ্রমা তু সা পৃষ্টা ময়া ব্রহ্মন্ যথাতথম্॥ ৪২

আমি তাকে পানের জল এবং খাবার জন্য মাংস ও জংলি ফল দান করি। কালীর বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেলে আমি তার কাছে সমস্ত কথা শুনতে চাই।

ন্যবেদয়ৎ স্বকর্মাণি তানি শৃণু মহামুনে।
ইয়ং কালী তু নাম্না বৈ নিষাদকুলসম্ভবা॥ ৪৩

মহামুনে ! আমি জিজ্ঞাসা করায় সে তার নিজ জন্ম-কর্মের কথা যা নিবেদন করেছিল, তা আপনাকে জানাচ্ছি। ওর নাম ছিল কালী এবং সে ছিল নিষাদকুলের কন্যা।

দাম্ভিকস্য সুতা বিদ্বন্ ন্যবসদ্ বিন্ধ্যপর্বতে।
পরস্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী॥ ৪৪

বিদ্বন্ ! তার পিতার নাম ছিল দাম্ভিক (বা দাবিক)। সে তার কন্যা ছিল এবং বিন্ধ্যপর্বতে বাস করত। সর্বদা অন্যের ধন অপহরণ করা এবং পরনিন্দা করাই ছিল তার কাজ।

বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতো হতবতী পতিম্।
কান্তারে বিজনে ব্রহ্মন্ মৎসমীপমুপাগতা॥ ৪৫

একদিন সে তার পতিকে হত্যা করে ; তাই তার আত্মীয়বন্ধুরা তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে। ব্রহ্মন্ ! এই ভাবে পরিত্যক্তা হয়ে কালী সেই দুর্গম-নির্জন বনে আমার কাছে এসেছিল।

ইত্যেবং স্বকৃতং কর্ম সর্বং মহ্যং ন্যবেদয়ৎ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে অহং চেয়ং চ বৈ মুনে॥ ৪৬
দম্পতীভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশিনৌ তদা।

এভাবে সে তার সমস্ত ইতিহাস আমাকে জানায়। মুনে ! তখন শ্রীবশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমের কাছে আমি এবং কালী — দুজনে পতি-পত্নীরূপে মাংসাহার করে জীবন কাটাতে থাকি।

উদ্যমার্থে গতৌ চৈব বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তদা॥ ৪৭
দৃষ্ট্বা চৈব সমাজং চ দেবর্ষীণাং চ সত্তম।
রামায়ণপরা বিপ্রা মাঘে দৃষ্ট্বা দিনে দিনে॥ ৪৮

একদিন আমরা দুজনে জীবন-নির্বাহের আশায় কোনো কর্মের খোঁজে শ্রীবশিষ্ঠের আশ্রমে যাই। মহাত্মন্! তখন সেখানে দেবর্ষিদের আসর বসেছিল। তাই দেখে আমরাও সেখানে বসে পড়ি। সেখানে মাঘমাসে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করতেন।

নিরাহারৌ চ বিক্রান্তৌ ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতৌ।
অনিচ্ছয়া গতৌ তত্র বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি॥ ৪৯
রামায়ণকথাং শ্রোতুং নবাহ্না চৈব ভক্তিতঃ।
তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবন্মুনে॥ ৫০

অনাহারে আমাদের সময় কাটছিল এবং কাজ করতে সমর্থ হলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন আমরা মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়েছিলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে নয়দিন পর্যন্ত ভক্তিপূর্বক রামায়ণ কথা শোনার জন্য আমরা সেখানে যাতায়াত করতে থাকি। মুনে ! তখনই আমাদের দুজনের মৃত্যু হয়।

কর্মণা তেন তুষ্টাত্মা ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাৎ॥ ৫১

আমাদের ওইরূপ কর্মে ভগবান মধুসূদনের মন প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আমাদের নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণ করেন।

আরোপ্য মাং বিমানে তু জগ্মুস্তে চ পরং পদম্।

আবাং সমীপমাপন্নৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥ ৫২

সেই দূত আমাদের দুজনকে বিমানে বসিয়ে ভগবানের পরমপদে (উত্তমধামে) নিয়ে যান। আমরা দুজন দেবাধিদেব চক্রপাণির কাছে পৌঁছে যাই।[১]

ভুক্তবন্তৌ মহাভোগান্ যাবৎকালং শৃণুষ্ব মে।
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ॥ ৫৩
উষিত্বা রামভবনে ব্রহ্মলোকমুপাগতৌ।
তাবৎকালং চ তত্রাপি হ্যৈন্দ্রপদমাগতৌ॥ ৫৪

সেখানে আমরা যেসব দুর্লভ ভোগ আস্বাদ করেছি, তা আপনাকে জানাচ্ছি। শুনুন—কোটি সহস্র এবং কোটি যুগ পর্যন্ত শ্রীরামের ধামে বাস করে আমরা ব্রহ্মলোকে আসি। সেখানেও ততকাল পর্যন্ত বাস করে আমরা ইন্দ্রলোকে এসে যাই।

তত্রাপি তাবৎকালং চ ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্।
ততঃ পৃথ্বীং বয়ং প্রাপ্তাঃ ক্রমেণ মুনিসত্তম॥ ৫৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রলোকেও ততকাল পর্যন্ত অবস্থান করে পরম উত্তম সুখভোগ করার পর আমরা ক্রমশ এই পৃথিবীতে আসি।

অত্রাপি সম্পদতুলা রামায়ণপ্রসাদতঃ।
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মুনে॥ ৫৬

এখানেও রামায়ণের প্রসাদে আমরা অতুল সম্পত্তি লাভ করেছি। অনিচ্ছাতে রামায়ণ কথা শ্রবণ করেও আমরা এরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়েছি।

নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
ভক্তিভাবেন ধর্মাত্মন্ জন্মমৃত্যুজরাপহম্॥ ৫৭

ধর্মাত্মন্! যদি নয়দিন ধরে ভক্তিভাবে রামায়ণের অমৃতবচন শোনা যায়, তাহলে তা জন্ম-মৃত্যু-জরা-নাশকারী হয়ে থাকে।

অবশেনাপি যৎকর্ম কৃতং তু সুমহৎ ফলম্।
দদাতি শৃণু বিপ্রেন্দ্র রামায়ণপ্রসাদতঃ॥ ৫৮

বিপ্রবর! শুনুন, বাধ্য হয়েও যে কর্ম করা হয়, রামায়ণের প্রসাদে তাও পরম মহান ফল প্রদান করে।

নারদ উবাচ

এতৎ সর্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ।
অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযযৌ স্বতপোবনম্॥ ৫৯

শ্রীনারদ বলেন — এই সব শুনে মুনীশ্বর বিভাণ্ডক রাজা সুমতিকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজের তপোবনে গমন করলেন।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
রামায়ণকথা চৈব কামধেনূপমা স্মৃতা॥ ৬০

বিপ্রবরগণ! অতএব আপনারা দেবাধিদেব চক্রপাণি ভগবান শ্রীহরির কথা শুনুন। রামায়ণ কথা কামধেনুর মতো অভীষ্ট ফলদায়ক বলা হয়।

মাঘে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণং প্রযত্নতঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বধর্মফলপ্রদম্॥ ৬১

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে রামায়ণের নবাহ্ন-কথা শোনা উচিত। এটি সর্বধর্মের ফল প্রদানকারী।

য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি রামভক্তশ্চ জায়তে॥ ৬২

এই পবিত্র আখ্যান সর্বপাপনাশকারী। যিনি এটি শোনেন ও মনন করেন, তিনি ভগবান শ্রীরামের ভক্ত হয়ে ওঠেন।

———o———

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে মাঘফলানুকীর্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

শ্রীস্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মাঘ মাসে রামায়ণকথা শ্রবণের ফলের বর্ণনা নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

———o———

[১]এখানে যে পরমধামে যাবার বর্ণনা আছে, সেটি ব্রহ্মলোক ছাড়া অন্য কোনো উত্তমলোক ছিল, যেখানে ভগবান মধুসূদনের সান্নিধ্য ও শ্রীরামের দর্শন-সুখ অনুভব হত। একে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বা সাকেত বলে মানা উচিত নয়, কারণ সেখানে গেলে পুনরাগমন হয় না। অনিচ্ছাতে কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁরা অপুনরাবর্তীলোক লাভ করেনি।

চতুর্থ অধ্যায় (৪)

চৈত্রমাসে রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের মাহাত্ম্য, কলিক নামক ব্যাধ ও উত্তঙ্ক মুনির কথা

নারদ উবাচ

অন্যমাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্॥ ১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চৈব যোষিতাম্।
সমস্তকামফলদং সর্বব্রতফলপ্রদম্॥ ২
দুঃস্বপ্ননাশননং ধন্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ॥ ৩

শ্রীনারদ বলেন—মহর্ষিগণ! এখন আমি রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের জন্য উপযোগী অন্য মাসের বর্ণনা করছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। রামায়ণের মাহাত্ম্য সর্বপাপহারক, পুণ্যজনক এবং সম্পূর্ণ দুঃখ নিবারণকারী। এটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নারী—সকলেরই মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী। এর সাহায্যে সর্বপ্রকার ব্রতের ফল পাওয়া যায়। এটি দুঃস্বপ্ননাশক, অর্থ প্রাপ্তিকারী এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদানকারী। সুতরাং যত্নপূর্বক রামায়ণপাঠ শ্রবণ করা উচিত।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৪

এই বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেই ইতিহাস পাঠক এবং শ্রোতা—উভয়েরই সমস্ত পাপ নাশ করে।

আসীৎ পুরা কলিযুগে কলিকো নাম লুব্ধকঃ।
পরদারপরদ্রব্যহরণে সততং রতঃ॥ ৫

প্রাচীনকালে কলিযুগে কলিক নামে এক ব্যাধ বাস করত। সে সর্বদা পরস্ত্রী ও পরধন অপহরণ করায় ব্যাপৃত থাকত।

পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীড়াকরস্তথা।
হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৬

তার নিত্যকর্ম ছিল পরনিন্দা করা। সে সর্বদা সকল জন্তুকে কষ্ট দিত এবং বহু ব্রাহ্মণ এবং শত শত গোরু হত্যা করেছিল।

দেবস্বহরণে নিত্যং পরস্বহরণে তথা।
তেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ॥ ৭

অপরের ধন তো সে নিত্যই অপহরণ করত, দেবতাদের ধনও আত্মসাৎ করত। সে তার জীবনে বহু গুরুতর পাপকাজ করেছিল।

ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ।
স কদাচিন্মহাপাপো জন্তূনামন্তকোপমঃ॥ ৮
সৌবীরনগরং প্রাপ্তঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতম্।
যোষিদ্ভির্ভূষিতাভিশ্চ সরোভির্বিমলোদকৈঃ॥ ৯
অলংকৃতং বিপণিভির্যযৌ দেবপুরোপমম্।

তার পাপের গণনা কোটি বৎসরেও করা সম্ভব নয়। একসময় সেই মহাপাপী ব্যাধ,—যে জীবজন্তুদের কাছে যমের মতো ভয়ংকর ছিল, সৌবীর নগরে যায়। সেই নগর ছিল সর্ববৈভবসম্পন্ন, বস্ত্রাভূষণ-বিভূষিত যুবতিগণ দ্বারা সুশোভিত, স্বচ্ছ সরোবরে অলংকৃত, নানাপ্রকার বিপণি দ্বারা সুসজ্জিত, দেবনগরীর মতো সুন্দর শোভা পরিবৃত। ব্যাধ সেই নগরে গেল।

তস্যোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্॥ ১০
ছাদিতং হেমকলশৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ।
হরাম্যত্র সুবর্ণানি বহূনীতি বিনিশ্চিতঃ॥ ১১

সৌবীর নগরের উপবনে ভগবান কেশবের অত্যন্ত সুন্দর একটি মন্দির ছিল, সেটি ছিল বহু স্বর্ণকলস দ্বারা সুসজ্জিত। তা দেখে ব্যাধ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। সে স্থির করে যে, সে ওইখান থেকে বহু স্বর্ণ অপহরণ করে নিয়ে যাবে।

জগাম রামভবনং কীনাশশ্চৌর্যলোলুপঃ।
তত্রাপশ্যদ্ দ্বিজবরং শান্তং তত্ত্বার্থকোবিদম্॥ ১২
পরিচর্যাপরং বিষ্ণোরুত্তঙ্কং তপসাং নিধিম্।
একাকিনং দয়ালুং চ নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্॥ ১৩

এরূপ স্থির করে সেই চৌর্যকর্মে নিপুণ ব্যাধ শ্রীরামের মন্দিরে যায়। সেখানে সে শান্ত, তত্ত্বার্থবেত্তা ও ভগবৎ আরাধনায় তৎপর উত্তঙ্ক মুনির দর্শন লাভ করে, যিনি ছিলেন তপস্যার নিধি। তিনি একাকী বাস করতেন। তাঁর হৃদয়ে সবার প্রতি দয়া ছিল। তিনি সর্বপ্রকারে নিঃস্পৃহ ছিলেন। তাঁর মনে শুধু ভগবৎ ধ্যানেরই লোভ বজায় থাকত।

দৃষ্ট্বাসৌ লুব্ধকো মেনে তং চৌর্যস্যান্তরায়িণম্।
দেবস্য দ্রব্যজাতং তু সমাদায় মহানিশি॥ ১৪

তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে ব্যাধ তাঁকে চৌর্যকার্যের বিঘ্নকারী বলে মনে করল। তারপর যখন রাত্রি

হল তখন সে অর্ধরাত্রে দেবতার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে রওনা হল।

উত্তঙ্কং হন্তুমারেভে উদ্যতাসির্মদোদ্ধতঃ।
পাদেনাক্রম্য তদ্বক্ষো গলং সংগৃহ্য পাণিনা॥ ১৫

মদোন্মত্ত হয়ে সেই ব্যাধ এক পায়ে উত্তঙ্ক মুনির বুক চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে তলোয়ার দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

হন্তুং কৃতমতিং ব্যাধং উত্তঙ্কো প্রেক্ষ্য চাব্রবীৎ।

উত্তঙ্ক যখন দেখলেন ব্যাধ তাঁকে বধ করতে চায়, তখন তিনি তাকে বললেন।

উত্তঙ্ক উবাচ

ভো ভোঃ সাধো বৃথা মাং ত্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্॥ ১৬

উত্তঙ্ক বললেন — ওহে ভালো মানুষ। তুমি বৃথাই আমাকে মারতে চাইছ। আমি তো সর্বতোভাবে নিরপরাধ।

ময়া কিমপরাদ্ধং তে তদ্ বদ ত্বং চ লুব্ধক।
কৃতাপরাধিনো লোকে হিংসাং কুর্বন্তি যত্নতঃ॥ ১৭
ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য সজ্জনা অপ্যপাপিনম্।

লুব্ধক ! ঠিক করে বলো তো, আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি ? জগতে লোকে অপরাধীরই ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়। সৌম্য সজ্জনপুরুষ নিরপরাধীকে বৃথা হিংসা করে না।

বিরোধিষ্বপি মূর্খেষু নিরীক্ষ্যাবস্থিতান্ গুণান্॥ ১৮
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ।

শান্তচিত্ত সাধুপুরুষ নিজের বিরোধী এবং মূর্খ মানুষদের মধ্যেও সদ্‌গুণের অবস্থান দেখলে তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করেন না।

বহুধা বাধ্যমানোঽপি যো নরঃ ক্ষময়ান্বিতঃ॥ ১৯
তমুত্তমং নরং প্রাহুর্বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং তথা॥ ২০

যে ব্যক্তি বারংবার অন্যের কুকথা শুনেও ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন, তাঁকে উত্তম বলা হয়। তাঁকে বলা হয় তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়জন।

সুযজো ন যান্তি বৈরং পর হিতনিরতো বিনাশকালেঽপি।
ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভীকরোতি মুখং কুঠারস্য॥ ২১

অপরের হিতসাধনে ব্যাপৃত সাধু ব্যক্তি কারো দ্বারা তাঁর বিনাশকাল উপস্থিত হলেও তার সঙ্গে শত্রুতা করেন না। চন্দনবৃক্ষকে কুঠার দিয়ে কর্তন করলেও, বৃক্ষ সেই কুঠারের ধারকে সুগন্ধিত রাখে।

অহো বিধির্বৈ বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্।
সর্বসঙ্গবিহীনোঽপি বাধ্যতে তু দুরাত্মনা॥ ২২

অহো ! বিধাতা অত্যন্ত বলবান। তিনি লোকেদের নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাকেন। যিনি সর্বপ্রকার আসক্তিবর্জিত, দুরাত্মা মানুষ তাঁকেও কষ্ট দিয়ে থাকে।

অহো নিষ্কারণং লোকে বাধন্তে দুর্জনা জনান্।
ধীবরাঃ পিশুনা ব্যাধা লোকেঽকারণবৈরিণঃ॥ ২৩

অহো ! দুষ্ট ব্যক্তি এই জগতে বহু জীবকে বিনা কারণে পীড়া দিয়ে থাকে। এই জগতে জেলেরা মাছেদের, নিন্দুকেরা সজ্জন ব্যক্তিদের এবং ব্যাধ মৃগদের সঙ্গে অকারণে শত্রুতা করে থাকে।

অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদ্যৈঃ সর্বদুঃখেন যোজ্যতে॥ ২৪

অহো ! মায়া অত্যন্ত প্রবল। এই মায়া সমস্ত জগৎকে মোহে আবদ্ধ করে এবং স্ত্রী-পুত্র-মিত্রাদির দ্বারা সকলকে সর্বপ্রকার দুঃখদ্বারা সংযুক্ত করে রাখে।

পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং পোষিতং চ যৎ।
অন্তে তৎ সর্বমুৎসৃজ্য এক এব প্রযাতি বৈ॥ ২৫

মানুষ পরধন অপহরণ করে নিজ পত্নী ইত্যাদির পালন-পোষণ করে, তাতে কী স্বার্থ সিদ্ধি হয়, কারণ শেষকালে এদের সবাইকে ছেড়ে একাকীই পরলোকের পথ ধরতে হয়।

মম মাতা মম পিতা মম ভার্যা মমাত্মজাঃ।
মমেদমিতি জন্তূনাং মমতা বাধতে বৃথা॥ ২৬

'আমার মাতা, আমার পিতা, আমার পত্নী, আমার পুত্র এবং আমার ঘর-সংসার' — এইরূপ মমতা প্রাণীদের বৃথাই কষ্ট প্রদান করে।

যাবদর্পয়তি দ্রব্যং তাবদ্ ভবতি বান্ধবঃ।
অর্জিতং তু ধনং সর্বে ভুঞ্জন্তে বান্ধবাঃ সদা॥ ২৭
দুঃখমেকতমো মূঢ়স্তৎপাপফলমশ্নুতে।

মানুষ যতক্ষণ অর্জন করা ধন খরচ করে, ততক্ষণ লোকে তার ভাই-বন্ধু হয়ে বিরাজ করে এবং তার অর্জিত ধন সকলে ভোগ করতে থাকে ; কিন্তু মূর্খ মানুষ তার কৃত পাপের ফলস্বরূপ দুঃখ একাকীই ভোগ করে।

ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং বিমৃশ্য ভয়বিহ্বলঃ॥ ২৮
কলিকঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ।

উত্তঙ্কমুনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তাঁর সেই সকল কথা চিন্তা করে কলিক নামক ব্যাধ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে হাতজোড় করে বারবার বলতে লাগল — 'প্রভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

তৎসংগস্য প্রভাবেণ হরিসান্নিধ্যমাত্রতঃ॥ ২৯
গতপাপো লুব্ধকশ্চ সানুতাপোঽভবদ্ ধ্রুবম্।

সেই মহাত্মার সঙ্গ-প্রভাবে এবং ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি হওয়ায় লুব্ধকের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এবং তার মনে অবশ্যই অত্যন্ত অনুতাপ জন্মে।

ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহূনি চ॥ ৩০
তানি সর্বাণি নষ্টানি বিপ্রেন্দ্র তব দর্শনাৎ।

সে বলে— বিপ্রবর ! আমি জীবনে অনেক বড় বড় পাপ করেছি। কিন্তু সেসব আপনার দর্শন পেয়েই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

অহং বৈ পাপধীর্নিত্যং মহাপাপং সমাচরম্॥ ৩১
কথং মে নিষ্কৃতির্ভূয়াৎ কং যামি শরণং বিভো।

প্রভো ! আমার বুদ্ধি সর্বদা পাপেই নিমগ্ন। আমি নিরন্তর বড় বড় পাপাচরণই করতাম, তার থেকে আমার উদ্ধার কীভাবে হবে ? আমি কার শরণ গ্রহণ করব ?

পূর্বজন্মার্জিতৈঃ পাপৈর্লুব্ধকত্বমবাপ্তবান্॥ ৩২
অত্রাপি পাপজালানি কৃত্বা কাং গতিমাপ্নুয়াম্।

পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে আমি ব্যাধ হয়েছি, এখানে আমি পাপের জাল ছড়িয়েছি। এই পাপের জন্য আমি কী গতি প্রাপ্ত হব ?

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কলিকস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৩
উত্তঙ্কো নাম বিপ্রর্ষিরিদং বাক্যমথাব্রবীৎ।

মহামনা কলিকের এই কথা শুনে ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক এই কথা বললেন—

উত্তঙ্ক উবাচ

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ মতিস্তে বিমলোজ্জ্বলা॥ ৩৪
যস্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীপ্সসি।

উত্তঙ্ক বলেন— মহামতে ব্যাধ ! তুমি ধন্য, ধন্য। তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল এবং উজ্জ্বল ; কারণ তুমি সংসারের দুঃখ-নাশের উপায় জানতে চাও।

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য চ॥ ৩৫
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা ভক্তিভাবেন সাদরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩৬

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে ভক্তিভাবে সমাদরপূর্বক তোমার রামায়ণ-কথা নয়দিন ধরে সম্পূর্ণ শ্রবণ করা উচিত। তা শ্রবণ করলেই মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

তস্মিন্ ক্ষণেঽসৌ কলিকো লুব্ধকো বীতকল্মষঃ।
রামায়ণকথাং শ্রুত্বা সদ্যঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥ ৩৭

সেই সময় কলিক ব্যাধের সর্বপাপ নাশ হয়ে যায়, রামায়ণের কথা শুনে তখনই সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

উত্তঙ্কঃ পতিতং বীক্ষ্য লুব্ধকং তং দয়াপরঃ।
এতদ্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতশ্চ অস্তৌষীৎ কমলাপতিম্॥ ৩৮

ব্যাধকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দয়ালু উত্তঙ্ক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তখন তিনি ভগবান কমলাপতির স্তব করলেন।

কথাং রামায়ণস্যাপি শ্রুত্বা চ বীতকল্মষঃ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেতদথাব্রবীৎ॥ ৩৯

রামায়ণের কথা শুনে নিষ্পাপ হওয়া ব্যাধ দিব্য বিমানে আরূঢ় হওয়ার সময় উত্তঙ্ক মুনিকে এই কথা বললে—

বিমুক্তস্ত্বৎ প্রসাদেন মহাপাতকসঙ্কটাৎ।
তস্মান্নতোঽস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে॥ ৪০

বিদ্বন্ ! আপনার আশীর্বাদে আমি মহাপাতকের সংকট থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। তাই আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি। আমি যা করেছি, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরৎ।
প্রদক্ষিণাত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং চকার হ॥ ৪১

সূতদেব বলেন— এই কথা বলে কলিক মুনিশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্কের ওপর দেবকুসুম বর্ষণ করে এবং তিনবার তাঁকে পরিক্রমা করে বারবার নমস্কার করে।

ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমন্বিতম্।
অপ্সরোগণসংকীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্॥ ৪২

তারপর অপ্সরা-পরিবৃত সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত ভোগপরিপূর্ণ বিমানে আরোহণ করে সে ভগবান শ্রীহরির পরমধামে গিয়ে পৌঁছায়।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ কথাং রামায়ণস্য চ।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ॥ ৪৩
নবাহ্না কিল রামস্য রামায়ণকথামৃতম্।

সুতরাং বিপ্রগণ ! আপনারা সকলে রামায়ণ-কথা শুনুন। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে রামায়ণের অমৃতময় কথা নবাহ্ন-পরায়ণ অবশ্যই শোনা উচিত।

তস্মাদৃতুষু সর্বেষু হিতকৃদ্ধরিপূজকঃ॥ ৪৪
ঈপ্সিতং মনসা যদ্যৎ তদাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।

সেইজন্য রামায়ণ সকল ঋতুতেই হিতকারী। এর দ্বারা ভগবানের পূজাকারী ব্যক্তি মনে মনে যা চায়, নিঃসন্দেহে তা লাভ করে।

সনৎকুমার যৎ পৃষ্টং তৎ সর্বং গদিতং ময়া॥ ৪৫
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪৬

সনৎকুমার ! তুমি যে রামায়ণের মাহাত্ম্যের কথা জানতে চেয়েছিলে, তা আমি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করলাম। এখন আর কী শুনতে চাও ?

———o———

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে চৈত্রমাসফলানুকীর্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

শ্রীস্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে চৈত্র মাসে রামায়ণ শ্রবণের ফলের বর্ণনা নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

———o———

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণের নবাহ্নশ্রবণ-বিধি, মহিমা এবং ফলের বর্ণনা

সূত উবাচ

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা প্রীতো মুনীশ্বরঃ।
সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ নারদং মুনিসত্তমম্॥ ১

সূতদেব বলেন — রামায়ণের এই মাহাত্ম্য শুনে মুনীশ্বর সনৎকুমার অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে আবার জিজ্ঞাসা করেন।

সনৎকুমার উবাচ

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কথিতং বৈ মুনীশ্বর।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং রামায়ণস্য চ॥ ২

সনৎকুমার বলেন—মুনীশ্বর ! আপনি রামায়ণের যে মাহাত্ম্য বলেছেন, এখন আমি তার বিধি শুনতে চাই।

এতচ্চাপি মহাভাগ মুনে তত্ত্বার্থকোবিদ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥ ৩

মহাভাগ মুনে ! আপনি তত্ত্বার্থ-জ্ঞানে কুশল ; অতএব অত্যন্ত কৃপা করে এই বিষয়টি যথার্থভাবে বলুন।

নারদ উবাচ

রামায়ণবিধিং চৈব শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্বর্গমোক্ষবিবর্ধনম্॥ ৪

শ্রীনারদ বলেন — মহর্ষিগণ ! তোমরা একাগ্রচিত্তে রামায়ণের এই বিধি শোনো— যা সকল লোকে বিখ্যাত। এটি স্বর্গ এবং মোক্ষ—সম্পদ বৃদ্ধিকারী।

বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম।
রামায়ণকথাং কুর্বন্ ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ॥ ৫

আমি রামায়ণ-কথা শ্রবণের বিধি জানাচ্ছি, তোমরা সকলে তা শোনো। রামায়ণ-কথার অনুষ্ঠানকারী বক্তা এবং শ্রোতার ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে সেই বিধি পালন করা উচিত।

যেন চীর্ণেন পাপানাং কোটিকোটিঃ প্রণশ্যতি।
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ পঞ্চম্যামথবাহ্হরভেৎ॥ ৬

সেই বিধি পালন করলে কোটি কোটি পাপ বিনাশ হয়। চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কথা আরম্ভ করা উচিত।

সংকল্পং তু ততঃ কুর্যাৎ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
অহোভির্নবভিঃ শ্রাব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৭

প্রথমে স্বস্তিবাচন করে পরে এই সংকল্প করবে যে 'আমি নয়দিন ধরে রামায়ণ-কথা শুনব'।

অদ্য প্রভৃত্যহং রাম শৃণোমি ত্বৎ কথামৃতম্।
প্রত্যহং পূর্ণতামেতু তব রাম প্রসাদতঃ॥ ৮

তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে— 'শ্রীরাম ! আজ থেকে প্রতিদিন আমি আপনার অমৃতময় কথা শুনব। আপনার কৃপাপ্রসাদে তা পূর্ণ হোক।'

প্রত্যহং দন্তশুদ্ধিং চ অপামার্গস্য শাখয়া।
কৃত্বা স্নায়ীত বিধিবদ্ রামভক্তিপরায়ণঃ॥ ৯

প্রতিদিন অপামার্গের শাখার দ্বারা দন্ত-শুদ্ধি করে রামভক্তিতে তৎপর হয়ে বিধিপূর্বক স্নান করবে।

স্বয়ং চ বন্ধুভিঃ সার্ধং শৃণুয়াৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।

স্নানং কৃত্বা যথাচারং দন্তধাবনপূর্বকম্॥ ১০
শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধো গৃহমাগত্য বাগ্যতঃ।
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরেন্নারায়ণং প্রভুম্॥ ১১

ইন্দ্রিয় সংযমে রেখে ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে বসে কথা শুনবে। প্রথমে নিজ কুলাচার অনুযায়ী দন্তধাবন করে, স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে শুদ্ধভাবে ঘরে এসে মৌনভাবে দুই পা ধুয়ে আচমন করে ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করবে।

নিত্যং দেবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ সংকল্পপূর্বকম্।
রামায়ণপুস্তকং চ অর্চয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ১২

পরে প্রত্যহ দেবপূজা করে সংকল্পপূর্বক ভক্তিভাবে রামায়ণ গ্রন্থের পূজা করবে।

আবাহনাসনাদ্যৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রতী।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি পূজয়েদ্ ভক্তিতৎপরঃ॥ ১৩

ব্রতী পুরুষ আবাহন, আসন, গন্ধ, পুষ্প ইত্যাদির দ্বারা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপরায়ণ হয়ে পূজা করবে।

একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ।
হোমং কুর্যাৎ প্রযত্নেন সর্বপাপনিবৃত্তয়ে॥ ১৪

সম্পূর্ণ পাপ নিবৃত্তির জন্য নিজ শক্তি অনুসারে এক, দুই বা তিনবার যত্নপূর্বক হোম করবে।

এবং যঃ প্রযতঃ কুর্যাদ্ রামায়ণবিধিং তথা।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ১৫

যিনি এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রেখে রামায়ণবিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর ধামে গমন করেন ; সেখান থেকে তিনি আর এই জগৎ-সংসারে ফিরে আসেন না।

রামায়ণব্রতধরো ধর্মকারী চ সত্তমঃ।
চাণ্ডালং পতিতং বাপি বস্ত্রান্নেনাপি নার্চয়েৎ॥ ১৬

যিনি রামায়ণসম্বন্ধী ব্রতধারণকারী এবং ধর্মাত্মা, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ চণ্ডাল অথবা পতিত মানুষকে বস্ত্র ও অন্ন দ্বারাও সৎকার করবেন না।

নাস্তিকান্ ভিন্নমর্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুনানপি।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥ ১৭

যে নাস্তিক, ধর্মমর্যাদা ভঙ্গকারী, পরনিন্দুক, রামায়ণ ব্রতধারী পুরুষ বাক্য দ্বারাও তাকে সম্মান করবেন না।

কুণ্ডাশিনং গায়কং চ তথা দেবলকাশনম্।
ভিষজং কাব্যকর্তারং দেবদ্বিজবিরোধিনম্॥ ১৮
পরান্নলোলুপং চৈব পরস্ত্রীনিরতং তথা।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥ ১৯

যে পতির জীবিতকালেই পরপুরুষের সমাগমে মাতা দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই জারজ পুত্রকে 'কুণ্ড' বলা হয়। এরূপ কুণ্ডের কাছে যে আহার করে, গান-বাজনা দ্বারা জীবন-যাপন করে, দেবতাদের কাছে উৎসর্গিত বস্তু উপভোগ করা মানুষের অন্ন খায়, বৈদ্য, লোকের মিথ্যা প্রশংসা করে কবিতা রচনাকারী, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিরোধকারী, পর-অন্ন লোভী, পরস্ত্রী আসক্ত,—এরূপ মানুষদেরও রামায়ণব্রতী ব্যক্তি বাক্যের দ্বারাও সম্মান করবেন না।

ইত্যেবমাদিভিঃ শুদ্ধো বশী সর্বহিতে রতঃ।
রামায়ণপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ২০

এই সকল দোষ থেকে দূরে এবং শুদ্ধভাবে থেকে জিতেন্দ্রিয় এবং সবার হিতে তৎপর থেকে যিনি রামায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥ ২১

গঙ্গার তুল্য তীর্থ, মাতার ন্যায় গুরু, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সদৃশ দেবতা এবং রামায়ণ থেকে বড় কোনো উত্তম বস্তু নেই।

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্।
নাস্তি শান্তিপরং জ্যোতির্নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥ ২২

বেদের ন্যায় শাস্ত্র, শান্তির মতো সুখ, শান্তির থেকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এবং রামায়ণের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো কাব্য নেই।

নাস্তি ক্ষমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্।
নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥ ২৩

ক্ষমার তুল্য বল, কীর্তি তুল্য ধন, জ্ঞানের সদৃশ লাভ এবং রামায়ণের থেকে উত্তম কোনো গ্রন্থ নেই।

তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সদক্ষিণাম্।
রামায়ণং পুস্তকং চ বস্ত্রালঙ্করণাদিকম্॥ ২৪

রামায়ণের কথা শেষ হলে বেদজ্ঞ বাচককে দক্ষিণা-সহ গাভী দান করবে। তাঁকে রামায়ণ পুস্তক এবং বস্ত্রালংকার দান করবে।

রামায়ণপুস্তকং যো বাচকায় প্রযচ্ছতি।
স যাতি বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ২৫

যে বাচককে রামায়ণ পুস্তক দেয়, সে ভগবান বিষ্ণুর

ধামে গমন করে, সেখানে গেলে তাকে কখনও শোক করতে হয় না।

নবাহ্নফলং কর্তুঃ শৃণু ধর্মবিদাং বর।
পঞ্চম্যাং তু সমারভ্য রামায়ণকথামৃতম্॥ ২৬
কথাশ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমার নয়দিন ধরে রামায়ণের কথা শ্রবণ করলে যজমান যে ফলপ্রাপ্ত করেন, তা শোনো। পঞ্চমী তিথিতে রামায়ণের অমৃতময় কথা আরম্ভ করে তা শুনলেই মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যদি দ্বয়ং কৃতং তস্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥ ২৭
ব্রতধারী তু শ্রবণং যঃ কুর্যাৎ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে॥ ২৮
চতুঃকৃত্বঃ শ্রুতং যেন কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টসম্ভবম্॥ ২৯

দুবার যদি এই কথা শ্রবণ করা হয়, তাহলে শ্রোতা পুণ্ডরীযজ্ঞের ফল লাভ করেন। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ব্রতধারণ করে রামায়ণ কথা শোনেন, তিনি দুই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। মুনিবরগণ ! যিনি চারবার এই কথা শোনেন, তিনি আট অগ্নিষ্টোমের পরম পুণ্যফলের ভাগী হন।

পঞ্চকৃত্বো ব্রতমিদং কৃতং যেন মহাত্মনা।
অত্যগ্নিষ্টোমজং পুণ্যং দ্বিগুণং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩০

যে মহামনস্বী ব্যক্তি পাঁচবার রামায়ণব্রত-কথা শ্রবণ করেছেন, তিনি অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বিগুণ পুণ্য-ফলের ভাগীদার হন।

এবং ব্রতং চ ষড়্‌বারং কুর্যাদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ॥ ৩১

যিনি একাগ্রচিত্তে এইভাবে ছ'বার রামায়ণ-ব্রতকথা অনুষ্ঠান পূর্ণ করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আটগুণ ফলের ভাগী হন।

নারী বা পুরুষঃ কুর্যাদষ্টকৃত্বো মুনীশ্বরাঃ।
নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পঞ্চগুণং লভেৎ॥ ৩২

মুনীশ্বরগণ ! নারী হন বা পুরুষ, যিনি আটবার রামায়ণ কথা শোনেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের পাঁচগুণ ফল প্রাপ্ত হন।

নরো বাপ্যথ নারী বা নববারং সমাচরেৎ।
গোমেধসবজং পুণ্যং স লভেৎ ত্রিগুণং নরঃ॥ ৩৩

যে নারী বা পুরুষ এই ব্রত নয়বার পালন করেন, তিনি তিন গোমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল প্রাপ্ত হন।

রামায়ণং তু যঃ কুর্যাচ্ছান্তাত্মা প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
স যাতি পরমানন্দং যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ৩৪

যে ব্যক্তি শান্তচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হয়ে রামায়ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই পরমানন্দময় ধামে গমন করেন, যেখানে গেলে কখনও শোক করতে হয় না।

রামায়ণপরো নিত্যং গঙ্গাস্নানপরায়ণঃ।
ধর্মমার্গপ্রবক্তারো মুক্তা এবং ন সংশয়ঃ॥ ৩৫

যিনি প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, গঙ্গাস্নান করেন ও ধর্মপথের উপদেশ দেন, তিনি যে সংসার-সাগর থেকে মুক্ত, তাতে কোনো সংশয় থাকে না।

যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং প্রবীরাণাং চ সত্তমাঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ॥ ৩৬

মহাত্মাগণ ! যতিগণ, ব্রহ্মচারীগণ এবং প্রবীর-গণেদেরও রামায়ণের নবাহ্ন-কথা শোনা উচিত।

শ্রুত্বা নরো রামকথামতিদীপ্তোঽতিভক্তিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমোদতে॥ ৩৭

রামকথাকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক শুনে মানুষ মহাতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ব্রহ্মলোকে গিয়ে সেই আনন্দ অনুভব করেন।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্।
শ্রোতৃণাং চ পরং শ্রাব্যং পবিত্রাণামনুত্তমম্॥ ৩৮

সেইজন্য বিপ্রেন্দ্রগণ ! আপনারা রামায়ণের অমৃতময় কথা শুনুন। শ্রোতাদের জন্য এটি সর্বোত্তম শ্রবণীয় বস্তু এবং পবিত্রের মধ্যে পরম পবিত্র।

দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং শ্রোতব্যং চ প্রযত্নতঃ।
নরোঽত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ॥ ৩৯
পঠতে মুচ্যতে সদ্যো হ্যুপপাতককোটিভিঃ।
সতামেব প্রযোক্তব্যং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং তু যৎ॥ ৪০

দুঃস্বপ্ন বিনাশকারী এই কথা ধন্য। এটি যত্নপূর্বক শ্রবণ করা উচিত। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এর একটি শ্লোক বা অর্ধেক শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎই কোটি কোটি উৎপাত থেকে মুক্তিলাভ করেন। এটি গুহ্য থেকেও গুহ্যতম বস্তু, এটি সৎপুরুষদেরই শোনানো উচিত।

বাচয়েদ্ রামভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি।
ব্রহ্মদ্বেষরতানাং চ দম্ভাচাররতাত্মনাম্॥ ৪১
লোকবঞ্চকবৃত্তীনাং ন ব্রূয়াদিদমুত্তমম্।

ভগবান শ্রীরামের মন্দিরে বা কোনো পুণ্যক্ষেত্রে, সৎপুরুষদের সভায় রামায়ণ-কথার প্রবচন করা উচিত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মদ্রোহী, পাষণ্ডপূর্ণ আচরণে তৎপর এবং লোকঠকানো বৃত্তিতে যুক্ত, তাকে এই পরম উত্তম কথা শোনানো উচিত নয়।

ত্যক্তকামাদিদোষাণাং রামভক্তিরতাত্মনাম্॥ ৪২
গুরুভক্তিরতানাং চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্।

যিনি কামাদি দোষ ত্যাগ করেছেন, যাঁর মন রাম-ভক্তিতে অনুরক্ত থাকে এবং যিনি গুরুজনেদের সেবায় তৎপর, তাঁর সামনে মোক্ষের সাধনভূত এই রামকথা আলোচনা করা উচিত।

সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতশ্চার্তিপ্রণাশনঃ॥ ৪৩
সদ্ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা।

শ্রীরামকে সর্বদেবময় বলে মানা হয়। তিনি আর্তপ্রাণীর পীড়ানাশকারী এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তের ওপর সর্বদা স্নেহ রাখেন। তিনি ভক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে বা স্মৃতেঽপি বা॥ ৪৪
বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে।

মানুষ বিবশ হয়েও তাঁর নামকীর্তন করলে বা স্মরণ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদের ভাগী হয়।

সংসারঘোরকান্তারদাবাগ্নির্মধুসূদনঃ ॥ ৪৫
স্মর্তৃণাং সর্বপাপানি নাশয়ত্যাশু সত্তমাঃ।

মহাত্মাগণ ! ভগবান মধুসূদন সংসাররূপী ভয়ংকর এবং দুর্গম বন ভস্ম করার জন্য দাবানলের সমান। তিনি তাঁর স্মরণকারী মানুষের পাপ শীঘ্রই বিনাশ করে দেন।

তদর্থকমিদং পুণ্যং কাব্যং শ্রাব্যমনুত্তমম্॥ ৪৬
শ্রবণাৎ পঠনাদ্ বাপি সর্বপাপবিনাশকৃৎ।

এই পবিত্র কাব্যের এটিই হল প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব এই পরম উত্তম কাব্য সর্বদা শ্রবণযোগ্য। এর শ্রবণ অথবা পাঠ করলে সমস্ত পাপের বিনাশ হয়।

যস্য রামরসে প্রীতির্বর্ততে ভক্তিসংযুতা॥ ৪৭
স এব কৃতকৃত্যশ্চ সবশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।

যার শ্রীরামরসে প্রীতি এবং ভক্তি থাকে, তিনি সমস্ত শাস্ত্রাদির অর্থজ্ঞানে নিপুণ ও কৃতকৃত্য।

তদর্জিতং তপঃ পুণ্যং তৎ সত্যং সফলং দ্বিজাঃ॥ ৪৮
যদর্থশ্রবণে প্রীতিরন্যথা ন হি বর্ততে।

ব্রাহ্মণগণ ! তার উপার্জিত তপস্যা পবিত্র, সত্য এবং সফল ; কারণ রামরসে প্রীতি না হলে রামায়ণের অর্থ-শ্রবণে প্রেম হয় না।

রামায়ণপরা যে তু রামনামপরায়ণাঃ॥ ৪৯
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ।

যে দ্বিজ এই ঘোর কলিকালে রামায়ণ ও শ্রীরামনামের সাহায্য নেন, তিনিই কৃতকৃত্য হন।

নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৫০
তে কৃতজ্ঞা মহাত্মানস্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ।

রামায়ণের এই অমৃতময় কথা নবাহ্ন (নয়দিনে) শ্রবণ করা উচিত। যে মহাত্মা এরূপ করেন, তিনি কৃতজ্ঞ। তাঁকে প্রত্যহ আমার নমস্কার জানাই।

রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্॥ ৫১
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

শ্রীরামের নাম—কেবল শ্রীরাম নামই আমার জীবন। কলিযুগে আর কোনো উপায়ে জীবেরা সদ্গতি লাভ করে না।

সূত উবাচ

এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা॥ ৫২
সম্যক্ প্রবোধিতঃ সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ।

সূতদেব বললেন—মহাত্মা নারদের থেকে এইরূপ জ্ঞান ও উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীসনৎকুমার তৎক্ষণাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্॥ ৫৩
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

সুতরাং বিপ্রবরগণ ! তোমরা সকলে রামায়ণের অমৃতময় কথা শোনো। নয়দিন ধরে রামায়ণ কথা শোনা উচিত। সেইরূপ করলে সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ হয়।

শ্রুত্বা চৈতন্মহাকাব্যং বাচকং যস্তু পূজয়েৎ॥ ৫৪
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাৎ শ্রিয়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ।

দ্বিজোত্তমগণ ! এই মহান কাব্য শ্রবণ করে যিনি বাচকের পূজা করেন, লক্ষ্মীসহ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ওপর প্রসন্ন হন।

বাচকে প্রীতিমাপন্নে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ৫৫
প্রীতা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্যা বিচারণা।

বিপ্রেন্দ্রগণ ! বাচক প্রসন্ন হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবও প্রসন্ন হন। এই বিষয়ে অন্য আর কিছু চিন্তা করা উচিত নয়।

রামায়ণবাচকায় গাবো বাসাংসি কাঞ্চনম্॥ ৫৬

রামায়ণপুস্তকং চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ।

রামায়ণের বাচককে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী গাভী, বস্ত্র, স্বর্ণ এবং রামায়ণ গ্রন্থ ইত্যাদি দেওয়া উচিত।

তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৫৭
ন বাধন্তে গ্রহাস্তস্য ভূতবেতালকাদয়ঃ।
তস্যৈব সর্বশ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তে চরিতে শ্রুতে॥ ৫৮

সেই দানের পুণ্যফল জানাচ্ছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। সেই দাতাকে গ্রহ এবং ভূত-বেতাল ইত্যাদি কখনও বাধাপ্রদান করতে পারে না। শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণ করলে শ্রোতার সম্পূর্ণ শ্রেয়ের বৃদ্ধি হয়।

ন চাগ্নির্বাধতে তস্য ন চৌরাদিভয়ং তথা।
এতজ্জন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥ ৫৯
সপ্তবংশসমেতস্তু দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।

তিনি অগ্নির থেকেও বাধাপ্রাপ্ত হন না এবং চোরাদির ভয়ও পান না। তিনি ইহজন্মে সর্বপাপ থেকে তখনই মুক্ত হয়ে যান। এই শরীরের অন্ত হলে তিনি সাত পুরুষের সঙ্গে মোক্ষের ভাগী হন।

ইত্যেতদ্বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্॥ ৬০
সনৎকুমারমুনয়ে পৃচ্ছতে ভক্তিতঃ পুরা।

পূর্বকালে সনৎকুমার মুনির ভক্তিপূর্বক জিজ্ঞাসায় শ্রীনারদ তাঁকে যা বলেছিলেন, সেসব আপনাদের জানালাম।

রামায়ণমাদিকাব্যং সর্ববেদার্থসম্মতম্॥ ৬১
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্।
সমস্তপুণ্যফলদং সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্॥ ৬২

রামায়ণ আদিকাব্য। এটি সম্পূর্ণ বেদার্থের সম্মতির অনুকূল। এর সাহায্যে সর্বপাপ নিবারণ হয়। এই পুণ্যময় কাব্য সমস্ত দুঃখের বিনাশক এবং সর্ব পুণ্য ও যজ্ঞের ফলদানকারী।

যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ।
ন তেষাং পাপবন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥ ৬৩

যে বিদ্বান ব্যক্তি এর এক বা অর্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি কখনও পাপ-বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

রামার্পিতমিদং পুণ্যং কাব্যং তু সর্বকামদম্।
ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি বিদন্তি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু॥ ৬৪

শ্রীরামকে সমর্পিত এই পুণ্যকাব্য সমস্ত কামনা প্রদানকারী। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এটি শোনেন ও বোঝেন এবারে তাঁর পুণ্যফলের বর্ণনা শোনো।

শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ।
সহস্রকুলসংযুক্তৈঃ প্রযান্তি পরমং পদম্॥ ৬৫

তাঁরা শত জন্মে অর্জিত পাপ হতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে তাঁর শত শত পূর্বপুরুষের সঙ্গে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

কিং তীর্থৈর্গোপ্রদানৈর্বা কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
অহন্যহনি রামস্য কীর্তনং পরিশৃণ্বতাম্॥ ৬৬

যিনি প্রতিদিন শ্রীরামের কীর্তন শ্রবণ করেন, তাঁর জন্য তীর্থসেবা, গোদান, তপস্যা এবং যজ্ঞাদির কী প্রয়োজন ?

চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ রামায়ণকথামৃতম্।
নবৈরহোভিঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্॥ ৬৭

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকে রামায়ণের অমৃতময় কথার নবাহ্ন-পরায়ণ শ্রবণ করা উচিত।

রামপ্রসাদজনকং রামভক্তিবিবর্ধনম্।
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্॥ ৬৮

রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা প্রাপ্তকারক, শ্রীরাম-ভক্তি বৃদ্ধিকারী, সর্বপাপ বিনাশক এবং সর্বসম্পদ বৃদ্ধিকারী হয়ে থাকে।

যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি পঠেদ্ বা সুসমাহিতঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৬৯

যিনি একাগ্রচিত্তে রামায়ণ শোনেন বা পড়েন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লোকে গমন করেন।

———o———

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদসনৎকুমারসংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে ফলানুকীর্তনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

শ্রীস্কন্দপুরাণের উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার সংবাদের অন্তর্গত রামায়ণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ফলের বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

———o———

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড)

প্রথম সর্গ (১)

মহর্ষি বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন এবং শ্রবণের ফলকথন

ওঁ তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥ ১

তপস্যা ও (নিত্য) বেদাদি পাঠরত বিদ্বদ্বরেণ্য (শ্রেষ্ঠ বিদ্বান) মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে তপস্বী বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন—

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতংলোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥ ৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥ ৪

'মুনে ! বর্তমানে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মহাত্মা আছেন, যিনি সর্বগুণান্বিত মহাবীর, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতসাধনকারী, বিদ্বান, কর্মদক্ষ, প্রিয়দর্শনও। সংযতাত্মা ক্রোধজয়ী, কান্তিমান, অদোষদর্শী এবং যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হলে (তাঁকে দেখে) দেবতারাও ভীত হন ?

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৫

'হে মহর্ষে ! (কেবল) আপনি-ই এরূপ পুরুষ সম্বন্ধে জানতে সমর্থ। তাঁর সম্বন্ধে আমার পরম কৌতূহল। (আপনার কাছ থেকে) আমি এইসকল কথা (তাঁর কথা) শুনতে ইচ্ছা করি।'

শ্রুত্বা চৈতৎত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬

(মহর্ষি) বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করে ত্রিলোকজ্ঞ (দেবর্ষি) নারদ তাঁকে সম্বোধন করে 'শ্রবণ করুন' বলে প্রসন্নচিত্তে (আনন্দিত হয়ে) বললেন—

বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥ ৭

'হে মুনিবর ! আপনি যে সকল দুর্লভ গুণের কথা বললেন, আমি বিচার করে (স্মরণ করে) সেই সকল গুণসমন্বিত ব্যক্তির কথা বলছি, (আপনি) শ্রবণ করুন।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ৮

'ইক্ষ্বাকুবংশজাত, জনগণ যাঁকে 'রাম' নামে জানেন, (তিনি) সংযতাত্মা, মহাবলবান, কান্তিমান, ধৈর্যশীল এবং জিতেন্দ্রিয়।

বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমাঞ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥ ৯

'তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সুবুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রুসংহারক, তাঁর স্কন্ধদেশ সুদৃঢ়, বাহুযুগল দীর্ঘ, শঙ্খের ন্যায় তাঁর গ্রীবাদেশ এবং গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদিক সুপুষ্ট।

মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥ ১০

'শ্রীরামচন্দ্রের বক্ষোদেশ বিশাল, বিশাল ধনু তাঁর, তাঁর কণ্ঠাস্থি মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত ; তিনি শত্রুদমনকারী,

আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় তাঁর, সুন্দর মস্তক ও উন্নত ললাট এবং তাঁর গমনাগমন মনোহর বিক্রমশালী।

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ॥ ১১

'শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিভক্ত, তাঁর গাত্রবর্ণ সুস্নিগ্ধ। তিনি তেজস্বী। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল এবং নেত্রদ্বয় আয়ত। তিনি লক্ষ্মীবান ও শুভলক্ষণযুক্ত।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্॥ ১২

'(শ্রীরামচন্দ্র) ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজা-কল্যাণব্রতী, যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং যোগসমাধিমান পুরুষ।

প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৩

'(শ্রীরামচন্দ্র) প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় বিশ্বের পালক, সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, শত্রুমর্দনকারী এবং সকল প্রাণীর ও ধর্মের সংরক্ষক।

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪

'(তিনি) স্বধর্ম এবং স্বজনদের প্রতিপালক, বেদ ও বেদাঙ্গগুলির গূঢ়রহস্যজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥ ১৫

'(তিনি) সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সাধু, উদার ও বিচক্ষণ।

সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৬

'নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রূপ সাধু-সজ্জনগণ সর্বদা তাঁর শরণাগত হন। তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন, সর্বদাই সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন।

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥ ১৭

'তিনি সর্বগুণান্বিত হয়ে মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী। গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের মতো এবং হিমালয়ের মতো ধৈর্যশীল।

বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥ ১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।

'(শ্রীরামচন্দ্র) ভগবান বিষ্ণুর মতো বীর্যবান, চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধদর্শন। ক্রুদ্ধ হলে তিনি প্রলয়াগ্নির মতো (ভয়ঙ্কর) আবার ধরিত্রী মাতার ন্যায় তিনি ক্ষমাশীল। মহান ত্যাগী হলেও তাঁর ধন কুবেরের মতো অক্ষয় এবং সত্যপালনে তিনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়।

তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া॥ ২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।

'রাজা দশরথ প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন, সত্যসন্ধ, প্রজাদের কল্যাণকামী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয় রামচন্দ্রকে প্রীতচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করলেন।

তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্যাথ কৈকেয়ী॥ ২১
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ২২

'তখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দ্রব্যাদি দেখে, (রাজা দশরথের) স্ত্রী দেবী কৈকেয়ী দশরথ কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত (দুটি) বর প্রার্থনা করলেন—রামের নির্বাসন (বনবাস) এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক।

স সত্যবচনাদ্ রাজা ধর্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্॥ ২৩

'রাজা দশরথ সত্যরক্ষার কারণে ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠালেন।

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয়্যাঃ প্রিয়কারণাৎ॥ ২৪

'বীর (রামচন্দ্র) পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কারণে তাঁর নির্দেশে কৈকেয়ীর প্রীতিসাধনের জন্য বনে গেলেন।

তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।

'(মাতা) সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত, বিনয়ী প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শন করে প্রীতিবশতঃ বনে গমনকারী ভ্রাতার (রামচন্দ্রের) অনুগমন করলেন।

রামস্য দয়িতা ভার্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা॥ ২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ॥ ২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ॥ ২৮

'রাজা জনকের বংশজাতা, যেন দেবতাদের মায়ায় নির্মিতা সর্ব সুলক্ষণযুক্তা এবং নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য কল্যাণকারিণী প্রাণসমা প্রিয়া ভার্যা বধূ সীতাও, রোহিণী যেমন চন্দ্রকে অনুগমন করে সেইরকমভাবে রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন। পিতা দশরথ এবং পুরবাসী জনগণও তাঁকে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্॥ ২৯

'শৃঙ্গবেরপুরে (আধুনিক চুনারে) গঙ্গা-তীরে নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে মিলিত হয়ে (শ্রীরামচন্দ্র) প্রিয় সারথি (সুমন্ত্রকে) অযোধ্যার উদ্দেশ্যে বিদায় দিলেন।

গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ॥ ৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ॥ ৩১
দেবগন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্।

'গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র অরণ্যের পর অরণ্য এবং সলিলসমৃদ্ধা অনেক নদী উত্তীর্ণ হয়ে চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে (গুহকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়ে) তাঁরা তিনজন (রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা) ভরদ্বাজ মুনির অনুমতিক্রমে রমণীয় কুটির নির্মাণ করে দেবতা ও গন্ধর্বদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন।

চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা॥ ৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।

'রামচন্দ্র চিত্রকূটে চলে গেলে পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে (এবং তাঁর নাম করতে করতে) স্বর্গে গমন করলেন।

গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ।
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ॥ ৩৪

'রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলে বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য নিযুক্ত করতে চাইলে মহাবলশালী ভরত রাজত্ব করতে চাইলেন না। তিনি পূজ্যপাদ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করবার জন্য বনে গেলেন।

গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্যভাবপুরস্কৃতঃ॥ ৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।

'সম্ভাবনাপরায়ণ ভরত (বনে) গিয়ে সত্যসন্ধ মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, "আপনি ধর্মজ্ঞ, (তাই) আপনি-ই রাজা।"

রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ॥ ৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্ রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৩৭
নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।

'পরম উদার প্রসন্নবদন মহাযশস্বী ও মহাবলশালী রামচন্দ্র পিতার আদেশ পালনের জন্য রাজ্যগ্রহণ করলেন না। ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র বারবার (রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে) নিজের পাদুকা দুটি রাজ্যের জন্য (চিহ্নস্বরূপ) অর্পণ করে পরে ভরতকে নিবৃত্ত করলেন।

স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্॥ ৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।

'ভরত স্বীয় কামনা অপূর্ণ রেখেই শ্রীরামের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন এবং (সেখান থেকে প্রতিগমন করে) রামের প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষায় নন্দিগ্রামে (সাময়িক-ভাবে) রাজত্ব করতে লাগলেন।

গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ॥ ৪০

'ভরত চলে গেলে কীর্তিমান সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র সেই চিত্রকূটে অযোধ্যার জনগণের পুনরাগমন লক্ষ্য করে (আশঙ্কা করে) বনবাসকে একাগ্রমনে গ্রহণ করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ॥ ৪১
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যং চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।

'রাজীবলোচন রামচন্দ্র মহারণ্যে প্রবেশ করে বিরাধ নামক রাক্ষসকে হত্যা করলেন এবং পরে ঋষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভ্রাতাকে দেখলেন (অর্থাৎ ঐ সকল ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হলেন)।

অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্॥ ৪২

খড়্গং চ পরমপ্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।

'(রামচন্দ্র) মহামুনি অগস্ত্যের নির্দেশে পরমপ্রীত হয়ে ইন্দ্রপ্রদত্ত ধনুঃ, খড়্গ, অক্ষয় দুটি বাণ এবং তূণ গ্রহণ করলেন।

বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ॥ ৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে॥ ৪৪

'(রামচন্দ্র) সেই বনে বনবাসী জনগণের সঙ্গে বাস করতে থাকলে রামচন্দ্রের কাছে ঋষিরা সকলে এসে অসুর ও রাক্ষসদের বধের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তাঁদের (ঋষিদের) কাছে রাক্ষসদের বধের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্॥ ৪৫

'দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ঋষিদের নিকট রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করবেন।

তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ৪৬

'সেখানেই (সেই দণ্ডকারণ্যে) বসবাস করার সময় রামচন্দ্র ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারিণী লোকালয়বাসিনী রাক্ষসী শূর্পণখার (লক্ষ্মণের দ্বারা নাসাকর্ণ ছেদন করে) রূপ বিকৃত করে দিলেন।

ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্॥ ৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্।
বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্॥ ৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।

'অতঃপর শূর্পণখার কথায় উত্তেজিত হয়ে আক্রমণকারী রাক্ষস খর, ত্রিশিরা, দূষণ এবং তাদের অনুগামী অন্য সকল রাক্ষসকে রামচন্দ্র যুদ্ধে হত্যা করলেন ; এইভাবে সেই বনের জনস্থানবাসী চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়েছিল।

ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।

'অতঃপর রাবণ আত্মীয়দের হত্যার কথা শুনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হয়ে (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে) মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করল।

বার্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ॥ ৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ॥ ৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা।

"হে রাবণ ! সেই বলবান রামের সঙ্গে আপনার বিরোধ করা উচিত হবে না," এই কথা বলে মারীচ রাবণকে বহুভাবে নিষেধ করলেও (যেন) মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত হয়েই রাবণ মারীচের নিষেধ অমান্য করেই মারীচের সঙ্গে তাঁর (রামচন্দ্রের) আশ্রমে গেলেন।

তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ॥ ৫২
জহার ভার্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্।

'রাবণ মায়াবী মারীচের সহায়তায় রাজকুমার দুজন রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করল এবং (এই অপকর্মের বাধা সৃষ্টিকারী) গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করল।

গৃধ্রং নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্॥ ৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

'রামচন্দ্র জটায়ুকে আহত (এবং পরে মৃত) দেখে (এবং তারই মুখ থেকে) সীতার অপহরণের কথা শুনে ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্॥ ৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ।
কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্॥ ৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্॥ ৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।

'অতঃপর শোকাকুল রামচন্দ্র জটায়ুর দাহকার্য সম্পন্ন করে বনে বনে সীতার অন্বেষণ করতে করতে কবন্ধ নামে এক বিকৃতরূপী রাক্ষসকে দেখে তাকে হত্যা করে দাহ করলেন, এবং সেই কবন্ধ তখন স্বর্গে গমন করল। স্বর্গে গমনকালে সে রামচন্দ্রকে বলেছিল, "হে রাঘব ! আপনি ধর্মশীলা তপশ্চারিণী সন্ন্যাসিনী শবরীর আশ্রমে গমন করুন।"

সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ॥ ৫৭
শবর্যা পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ।

'মহাতেজস্বী শত্রুহন্তা দশরথ তনয় রামচন্দ্র শবরীর আশ্রমে গেলেন এবং শবরী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা ও পূজা করলেন।

পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ॥ ৫৮
হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।

'অতঃপর রামচন্দ্র পম্পা নামক সরোবরের তীরে হনুমান নামক বানরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং হনুমানের কথানুসারেই সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ॥ ৫৯
আদিতস্তদ্ যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ।

'মহাবলবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের কাছে প্রথম থেকে সমস্ত ঘটনা বিশেষত সীতার বৃত্তান্ত সবকিছু বর্ণনা করলেন।

সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ॥ ৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্।

'বানররাজ সুগ্রীবও রামচন্দ্রের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তাঁর (রামচন্দ্রের) সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি॥ ৬১
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্ দুঃখিতেন চ।

'তখন বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রতি প্রীতিবশত (বালীর সঙ্গে নিজের) শত্রুতার সকল বিষয় দুঃখিতচিত্তে তাঁর (রামচন্দ্রের) নিকট নিবেদন করলেন।

প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি॥ ৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে॥ ৬৩

'তখন রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। বানররাজ সুগ্রীব তখন বালীর বীর্যবত্তার কথা (রামকে) জানালেন, কারণ সুগ্রীব রাঘব রামচন্দ্রের বীরত্বের বিষয়ে খুবই শঙ্কিত ছিলেন।

রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্॥ ৬৪

'(বালীর বীরত্ব সম্বন্ধে) রামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সুগ্রীব (বালী কর্তৃক নিহত) দুন্দুভি নামক দৈত্যের মহান পর্বততুল্য বিশাল দেহটি দেখালেন।

উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্॥ ৬৫

'দীর্ঘবাহু মহাবলশালী রামচন্দ্র (দুন্দুভি দৈত্যের) অস্থিরাশি দেখে উপহাসের হাসি হেসে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙুল) দিয়ে (ঠেলে) সেগুলি দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন।

বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা।
গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা॥ ৬৬

'পুনরায় সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন করে একটিমাত্র বাণ দ্বারা সাতটি তালবৃক্ষ, একটি পর্বত এবং রসাতলকে ভেদ করলেন।

ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥ ৬৭

'তখন (শ্রীরামচন্দ্রের) সেই কর্ম দর্শন করে বানররাজ (সুগ্রীব, রামচন্দ্রের প্রতি) বিশ্বস্ত ও প্রসন্ন হয়েছিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের সঙ্গে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্তী গুহার নিকট গমন করলেন।

ততোঽগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ॥ ৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ॥ ৬৯

'সেখানে (গুহার নিকটে) এসে স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব গর্জন করতে লাগলেন। সেই ভীষণ শব্দে বানররাজ বালী (স্বীয় পত্নী) তারাকে আশ্বস্ত করে (গুহা থেকে) নির্গত হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন রাঘব রামচন্দ্র একটিমাত্র বাণের দ্বারা তাঁকে (বালীকে) হত্যা করলেন।

ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥ ৭০

'অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের কথানুসারে যুদ্ধে বালীকে হত্যা করে সুগ্রীবকেই সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্॥ ৭১

'তখন বানররাজ সুগ্রীব বানরগণকে একত্র করে সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরণ করলেন।

ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্॥ ৭২

'অতঃপর (জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সম্পাতি নামক গৃধ্রের নির্দেশে বলবান হনুমান শতযোজন বিস্তৃত লবণসমুদ্র অতিক্রম করলেন।

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্॥ ৭৩

'সেখানে রাবণের দ্বারা সুসজ্জিত লঙ্কাপুরীতে

উপস্থিত হয়ে অশোকবনে (রামচন্দ্রের) ধ্যানে নিরতা সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন।

নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্‌॥ ৭৪

'(হনুমান) বৈদেহীর নিকট নিজের আগমনের কারণ, রামের সংবাদ নিবেদন করে এবং রামচন্দ্রের স্মারকচিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয় দেখিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, পরে (লঙ্কা নগরীর) প্রবেশদ্বারটি বিধ্বস্ত করলেন।

পঞ্চ সেনাগ্রগান্‌ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ॥ ৭৫

'(পরে হনুমান) পাঁচজন সেনাপতিকে ও সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে এবং বীর অক্ষ নামক রাক্ষসকে নিষ্পিষ্ট করে (পিষে ফেলে) নিজে স্বেচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ করলেন।

অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্‌ বরাৎ।
মর্ষয়ন্‌ রাক্ষসান্‌ বীরো যন্ত্রিণস্তান্‌ যদৃচ্ছয়া॥ ৭৬

'পিতামহ ব্রহ্মার বরে নিজেকে সকল অস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত জেনেও বীর (হনুমান) সেই বন্ধনকারী রাক্ষসদের প্রতি স্বেচ্ছায় সহনশীল হলেন (তাদের ক্ষমা করলেন)।

ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্‌।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ॥ ৭৭

'অতঃপর মহাকপি হনুমান মৈথিলী সীতা ব্যতীত (সীতার বন্দীশালা বাদে) সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে রামচন্দ্রকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পুনরায় (কিষ্কিন্ধ্যায়) প্রত্যাবর্তন করলেন।

সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্‌।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ॥ ৭৮

'অপরিমিত বুদ্ধিশালী হনুমান মহাত্মা রামের কাছে গিয়ে এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নিবেদন করলেন, "সীতা সত্য সত্যই দৃষ্টা হয়েছেন" (আমি সত্যসত্যই সীতাকে দেখেছি)।

ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ॥ ৭৯

'অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মহাসাগরের তীরে গিয়ে সূর্যের ন্যায় প্রখর বাণ দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করলেন।

দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ॥ ৮০

'সরিৎপতি সমুদ্র দেখা দিলেন। সমুদ্রের কথানুসারে (রামচন্দ্র) নলের দ্বারা (ভারত থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সমুদ্রের উপর) সেতু নির্মাণ করালেন।

তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ॥ ৮১

'সেই সেতুর সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গিয়ে যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে ফিরে পেলেন এবং পরে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন।

তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥ ৮২

'রামচন্দ্র জনসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোর বাক্য বললেন। সেই মিথ্যা কঠোর বাক্য সহ্য করতে না পেরে সতী সাধ্বী সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্‌।
কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্‌॥ ৮৩
সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ॥ ৮৪

'অতঃপর রামচন্দ্র অগ্নিদেবের কথায় সীতাদেবীকে অপাপবিদ্ধা ও কলঙ্কহীনা জেনে, গুরুজনদের আজ্ঞায় তাঁকে (সীতাকে) গ্রহণ করলেন।

'মহাত্মা রাঘবের (শ্রীরামচন্দ্রের) এই মহৎ কর্মের জন্য স-চরাচর ত্রিলোকবাসী ও দেবর্ষিগণসহ সকলে সন্তুষ্ট হলেন। তখন দেবতাদের দ্বারা পূজিত রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট হলেন।

অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্‌।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ॥ ৮৫

'তখন রামচন্দ্র লঙ্কার (রাজসিংহাসনে) রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে অভিষিক্ত করে কৃতার্থ ও চিন্তাশূন্য হয়ে সাতিশয় প্রহৃষ্ট হলেন।

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্‌।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৮৬

'শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের নিকট বর লাভ করে এবং বানরদের সঞ্জীবিত করে বন্ধুবর্গ পরিবৃত হয়ে পুষ্পকরথে চড়ে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বারামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকে রামো হনূমন্তং ব্যসর্জয়ৎ॥ ৮৭

'ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সত্যসন্ধ, পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র সকলকে বিশ্রাম দান করে (ভাই) ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করলেন।

পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা॥ ৮৮

'অতঃপর সুগ্রীবের সঙ্গে অতীতের ঘটনাবলী আলোচনা করতে করতে সেই পুষ্পকযানেই আরোহণ করে নন্দিগ্রামে গমন করলেন।

নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯

'নিষ্পাপ শ্রীরামচন্দ্র নন্দিগ্রামে ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জটাভার ত্যাগ করে সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ-ভয়বর্জিতঃ॥ ৯০
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ ৯১
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা॥ ৯২
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ॥ ৯৩
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।

'রামরাজ্যে জনগণ প্রসন্ন, সুখী, সন্তুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট, ধার্মিক এবং ব্যধিমুক্ত হবে ; দুর্ভিক্ষের ভয় তাদের থাকবে না।

'কোনও পুরুষ কখনও পুত্রের মৃত্যু দর্শন করবেন না ; নারীগণ হবেন অবিধবা ও পতিপরায়ণা।

'কোনও প্রাণীরই অগ্নি ভয়, জলে ডুবে যাওয়ার ভয় বা ঝঞ্ঝার (প্রবল ঝড়ের) ভয় থাকবে না, এমনকি জ্বরের ভয়ও থাকবে না।

'সেই রামরাজ্যে ক্ষুধার ভয় এবং চোরের ভয় থাকবে না। নগর এবং রাষ্ট্রগুলি ধনধান্যে সমৃদ্ধ থাকবে।

'যেমন সত্যযুগে তদ্রূপ এই (ত্রেতাযুগেও রামরাজ্যে) সকলেই সদানন্দময় থাকবে।

অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ॥ ৯৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ॥ ৯৫
রাজবংশাঞ্ছতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি॥ ৯৬

'মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্র প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিদ্বানদের দশ সহস্র কোটি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের অসংখ্য ধন দান করে শতগুণে গুণান্বিত রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই সংসারে তিনি চাতুর্বর্ণের লোকেদের নিজ নিজ ধর্মপালনে নিযুক্ত করবেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ ৯৭

'শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে এগারো হাজার বছর ধর্মের সঙ্গে রাজ্য পালন করে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করবেন।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৮

'যিনি বেদের ন্যায় পবিত্র, পুণ্যজনক এবং পাপনাশক এই রামচরিত পাঠ করবেন, তিনি সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ৯৯

'আয়ুবর্ধক এই রামায়ণ কাহিনী যে ব্যক্তি (শ্রদ্ধা সহকারে) পাঠ করবেন তিনি পুত্র-পৌত্র এবং আত্মীয়বর্গসহ ইহলোক থেকে প্রস্থান করে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়া-
জ্জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০০

'এই রামায়ণ-পাঠের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করবেন, বণিক তথা বৈশ্য বাণিজ্যে সাফল্য এবং সাধারণ শূদ্রজন (সংসার জীবনে) প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হবেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ (২)

রামায়ণ কাব্যের সূচনা—বাল্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা, তমসা তীরে ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে ক্রৌঞ্চের হত্যা দর্শনে শোকার্ত বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাধকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের দ্বারা অভিশাপ প্রদান এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বাল্মীকিকে রামচরিত কাব্য লেখার উপদেশ

**নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্॥ ১**

'বাণী বিশারদ ধর্মাত্মা (বাল্মীকি) নারদের মুখে সেই কাহিনী (রামচরিত) শ্রবণ করে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে মহামুনি নারদের অর্চনা করলেন।

**যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্॥ ২**

'অনন্তর তাঁর দ্বারা (মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক) যথাবিধি পূজিত হয়ে দেবর্ষি নারদ বিদায় প্রার্থনা করলেন এবং (বাল্মীকির) অনুমতি নিয়ে আকাশপথে চলে গেলেন।

**স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরতঃ॥ ৩**

'দেবর্ষি নারদ দেবলোকে চলে গেলে মহর্ষি বাল্মীকি মুহূর্তকাল পরেই গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে গেলেন।

**স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্॥ ৪
অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥ ৫
ন্যস্যতাং কলশস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ ৬**

'মহর্ষি তমসানদীর তীরে এসে জলে অবতরণের ঘাটকে কর্দমহীন দেখে পার্শ্বে অবস্থিত শিষ্যকে বললেন, ''ভরদ্বাজ! দেখো এই তীর্থ (ঘাট) কর্দমহীন, সাধু ব্যক্তির (সজ্জনের) মনের মতো স্বচ্ছ ও রমণীয় এর জল। হে বৎস! কলস রাখো, আমার বল্কল দাও। এই উত্তম তমসাতীর্থেই (আমি) অবগাহন করব।''

**এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ॥ ৭**

'মহাত্মা বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে গুরুসেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ বাল্মীকি মুনিকে তাঁর বল্কলটি দিলেন।

**স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্বতো বিপুলং বনম্॥ ৮**

'জিতেন্দ্রিয় মুনি শিষ্যের হাত থেকে বল্কলবসনটি গ্রহণ করে সেই বিশাল বনের শোভা দেখতে দেখতে চারিদিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

**তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারুনিঃস্বনম্॥ ৯**

'সেই বনের নিকটে ভগবান বাল্মীকি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বিচরণশীল ও মধুর কূজনরত এক ক্রৌঞ্চমিথুনকে (একটি ক্রৌঞ্চ ও একটি ক্রৌঞ্চীকে) দেখতে পেলেন।

**তস্মাৎ তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ॥ ১০**

'তাঁর (মহর্ষি বাল্মীকির) দৃষ্টির সমক্ষেই পাপকর্মা, (পশুদের প্রতি) সর্বদাই শত্রুতাপরায়ণ কোনও এক ব্যাধ সেই ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে (পুরুষ) ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করল।

**তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥ ১১**

'পতি ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য (বাঁচবার জন্য) পাখা ঝটপট করতে দেখে স্ত্রী ক্রৌঞ্চী করুণ স্বরে রোদন করতে লাগল।

**বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥ ১২**

'তাম্রবর্ণ যার মস্তক, যে সহচারী পতি পক্ষদ্বয় প্রসারিত করে কামোন্মত্ত হয়ে (মিলিত হয়েছিল) সেই পতি থেকে বিযুক্তা হল।

**তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত॥ ১৩**

'ব্যাধ কর্তৃক নিহত পক্ষীটিকে সেই অবস্থায় দেখে ধর্মাত্মা ঋষির (হৃদয়) করুণায় পূর্ণ হল।

**ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪**

'তখন করুণায় অভিভূত ব্রাহ্মণ (মহর্ষি বাল্মীকি) ক্রৌঞ্চীকে বিলাপ করতে দেখে, এটা অধর্ম (অন্যায়) এই মনে করে বললেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৫

'হে ব্যাধ ! যেহেতু তুমি প্রেমনিবেদনরত ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে একটিকে হত্যা করেছ, সেইহেতু তুমি সংসার জীবনে নিরন্তর শান্তি (প্রতিষ্ঠা) পাবে না।'

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥ ১৬

'সেই (শোকার্ত) পক্ষীকে দেখে এইরূপ বলার পর তাঁর মনে চিন্তা উদিত হল—'শোকার্ত হয়ে আমি এ কী বললাম !'

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।
শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ ১৮

'বিদ্বান মহাজ্ঞানী সেই মুনিশ্রেষ্ঠ চিন্তা করে স্থির নিশ্চয় হয়ে শিষ্যকে (ভরদ্বাজকে) বললেন—'বৎস ! শোকে কাতর হয়ে আমি সমান অক্ষর সমন্বিত ও পাদে বিন্যস্ত (চারিটি পাদ ও প্রতিপাদে আটটি করে অক্ষর সমন্বিত), বীণা ও বাদ্যের (পাখোয়াজ ইত্যাদির) সুর ও তালে গীতযোগ্য, যে বাণী উচ্চারণ করলাম তা শ্লোক নামে অভিহিত হবে।'

শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্।
প্রতিজগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ॥ ১৯

'শিষ্য (ভরদ্বাজ) মুনির অত্যুত্তম বাক্যকে প্রফুল্লিত চিত্তে গ্রহণ করলেন, এবং মুনিও শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।

সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ॥ ২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ॥ ২১

'অতঃপর মহর্ষি সেই তমসা তীর্থে বিধিপূর্বক স্নানক্রিয়া সমাপন করে তাঁর উচ্চারিত শ্লোকের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিনয়ী ও শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে গুরুকে অনুসরণ করলেন।

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ।
উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ২২

'সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে উপবিষ্ট হয়ে (তাঁর উচ্চারিত শ্লোক বিষয়ে) ধ্যানস্থ হলেন ; (পরে ধ্যানোত্থিত হয়ে) অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্॥ ২৩

'অতঃপর জগৎস্রষ্টা মহাতেজস্বী চতুরানন পরমেশ্বর ব্রহ্মা সেই মুনিপ্রবরকে দর্শন করতে এলেন।

বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ॥ ২৪

'মহর্ষি বাল্মীকি অকস্মাৎ তাঁকে (পিতামহ ব্রহ্মাকে) দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সংযত হয়ে মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বাচৈব নিরাময়ম্॥ ২৫

'তিনি (মহর্ষি বাল্মীকি) ভগবান ব্রহ্মাকে বিধিবৎ প্রণাম করে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দান ও বন্দনা দ্বারা তাঁর পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ॥ ২৬

তখন ভগবান ব্রহ্মা উত্তম আসনে উপবেশন করে মহর্ষি বাল্মীকিকেও আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে।
উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে॥ ২৭
তদ্গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।
পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা॥ ২৮
যৎ তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ॥ ২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।

'ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাল্মীকি আসনে উপবেশন করলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা (বাল্মীকি প্রদত্ত) আসনে উপবিষ্ট হলে তাঁর সম্মুখেই বাল্মীকি তদ্গত অন্তরে ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন —'পাপাত্মা শত্রুস্বভাব ব্যাধ কি দুঃখজনক কাজই না করেছে ! বিনা কারণে সে সেই শ্রুতিসুখকর মধুর কূজনরত ক্রৌঞ্চকে হত্যা করেছে।' এইরূপে অনুশোচনা করতে করতে পুনরায় ক্রৌঞ্চীর শোকে ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই পূর্বোচ্চারিত

শ্লোকটি আবার উচ্চারণ করলেন।

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩০
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী॥ ৩১

'তখন ব্রহ্মা হাসতে হাসতে সেই মুনিবরকে বললেন—'হে ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছানুসারেই তোমার মুখ থেকে এই বাণী উদ্গত হয়েছে। এই ছন্দোবদ্ধ পদ শ্লোক নামেই অভিহিত হোক, এ বিষয়ে আর কোনও বিচারের প্রয়োজন নেই।

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥ ৩২
বৃত্তং কথয় ধীরস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্ বৃত্তংতস্য ধীমতঃ॥ ৩৩

'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি রামচন্দ্রের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা করুন। নারদের কাছে যেমন শুনেছেন সেইরকমভাবেই ধর্মাত্মা, ধীমান, ধীরচরিত্র ভগবান রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে প্রচার করুন। সেই ধীমানের গোপন ও প্রকাশ্য সকল ঘটনাই প্রচার করুন।

রামস্য সহসৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্ বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥ ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ ৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।

'শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদের প্রকাশ্য বা গোপন সকল অজ্ঞাত বিষয়ই আপনার জ্ঞাত হবে। এই (রামায়ণ) কাব্যে আপনার কোনও কথাই মিথ্যা হবে না। আপনি শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যকথা মনোরম শ্লোকবদ্ধ করুন।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥ ৩৬
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎ-কৃতা প্রচরিষ্যতি॥ ৩৭
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

'যতকাল এই পৃথিবীতে পর্বতসমূহ ও নদীসমূহ থাকবে ততকাল এই সংসারে (পৃথিবীতে) রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকবে। যতকাল আপনা কর্তৃক রচিত শ্রীরামচন্দ্রের এই লীলাকাহিনী প্রচারিত থাকবে ততকাল আপনি ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকে তথা ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবেন।'

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাযযৌ॥ ৩৮

'এই কথা বলেই ভগবান ব্রহ্মা সেখানেই (তৎক্ষণাৎ) অন্তর্হিত হলেন। সেই দৃশ্য দেখে সশিষ্য ভগবান মহর্ষি বাল্মীকি পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।

তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ॥ ৩৯
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোহনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥ ৪০

'তখন তাঁর শিষ্যেরা সকলে সানন্দে সেই শ্লোকটি বারবার গান করতে লাগলেন এবং পরম বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—'মহর্ষি চারটি সমান অক্ষরযুক্ত পাদে (চারটি পাদ এবং প্রতিপাদে আটটি অক্ষর) যে গীত রচনা করেছেন পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করায় (ক্রৌঞ্চের মৃত্যুহেতু) শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কাব্য হয়েছে।'

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্॥ ৪১

'তখন ভাবাবিষ্ট মহর্ষির অন্তঃকরণে এই বুদ্ধি জাগ্রত হল—'আমি এরূপ শ্লোকের দ্বারাই সমগ্র রামায়ণ কাব্যটি রচনা করব।'

উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈস্তদাস্য রামস্য চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ॥ ৪২

তখন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি সমাক্ষরযুক্ত গভীর অর্থসমন্বিত রমণীয় পদরাজি দ্বারা বহুশত শ্লোকে (চব্বিশ হাজার শ্লোকে) সেই কীর্তিমান রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে মনোহর কাব্য রচনা করলেন।

তদুপগত-সমাস-সন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্॥ ৪৩

অতএব (হে ভাবুকজন!) মহর্ষি প্রণীত সমাস-সন্ধি প্রকৃতিপ্রত্যয়যুক্ত দোষরহিত মধুর ও প্রসাদগুণময় বাক্যে গ্রথিত রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং দশানন রাবণের বধবার্তা শ্রবণ করুন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

———○———

তৃতীয় সর্গ (৩)

বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥ ১

'ধর্ম, অর্থ (এবং কাম— এই ত্রিবর্গ) যুক্ত হিতকর সমগ্র রামকাহিনী শুনে (মহর্ষি বাল্মীকি) সেই ধীমান রামচন্দ্রের জীবনের আরও মূল বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্॥ ২

'পূর্বাগ্র কুশাসনে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবেশন করে মহর্ষি বাল্মীকি বিধি অনুসারে আচমনান্তে সমাধিযোগে রামচরিতের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সভার্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ॥ ৩
হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎ সর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি॥ ৪

'শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা এবং প্রজাগণসহ রাজা দশরথ এবং রানিরা জীবনে যা যা পেয়েছেন, তাঁদের হাসি, কথাবার্তা, গমনাগমন এবং রাজ্যপালনাদি যাবতীয় চেষ্টা, সে সকলই মহর্ষি যোগশক্তিপ্রভাবে যথাযথ দেখতে পেলেন।

স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎ সর্বঞ্চান্ববৈক্ষত॥ ৫

'সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা — এই তিনজন বনে বিচরণকালে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সে সকলই (তিনি) যথাযথ সুষ্ঠু দর্শন করলেন।

ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যৎ তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা॥ ৬

'পূর্বে যা কিছু ঘটেছিল সে সকলই ধর্মাত্মা মুনি যোগবলে হস্তামলকের ন্যায় (হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতো) স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ।
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্তুমুদ্যতঃ॥ ৭

মহামনস্বী বাল্মীকি অভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ নিরীক্ষণ করে ধর্মীয় কর্তব্যবোধে (মানব-কল্যাণের জন্য) তা রচনা করতে উদ্যোগী হলেন।

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্॥ ৮
স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥ ৯

'মহাত্মা নারদ রঘুবংশের চরিতকথা যেরূপ বলেছিলেন, ভগবান মহর্ষি (বাল্মীকি) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ গুণযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় রত্নাকর এবং সকলের শ্রুতিসুখকর কাব্যোৎকর্ষের তিন বিষয় গুণ-অলঙ্কার-রীতি সমন্বিত (শ্রুতিবাক্য রামায়ণ) রচনা করলেন।

(এই অধ্যায়ে এর পর থেকে প্রতিটি শ্লোক পাঠের পর **'চকার ভগবান্ ঋষিঃ'** (ভগবান্ মহর্ষি রচনা করলেন) — এই বাক্যটি অধ্যাহার করে অর্থাৎ এই শ্লোক থেকে আহরণ করে অনুধ্যান করতে হবে)।

জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥ ১০

'শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, মহান পরাক্রম, সকলের জন্য প্রিয়কর্মসাধন, জনপ্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যভাব এবং সত্যনিষ্ঠা—(এই সকল বিষয় মহামুনি বাল্মীকি তাঁর রচিত কাব্যে বর্ণনা করলেন)।

নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে।
জানক্যাশ্চ বিবাহং চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্॥ ১১

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায় (শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীলক্ষ্মণের জীবনের) বিচিত্র ঘটনা, (মিথিলায় শ্রীরাম কর্তৃক) হরধনু ভঙ্গ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের সঙ্গে যথাক্রমে শ্রীসীতাদেবী উর্মিলা-মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্তির বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা—মহর্ষি রচনা করলেন।

রাম-রাম-বিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা।
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবতাম্॥ ১২
বিঘাতং চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্।
রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্॥ ১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা॥ ১৪

'(দাশরথি) শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে (জামদগ্ন্য) শ্রীপরশুরামের বিবাদ, শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী, বিঘ্ন ও নির্বাসন (বনবাস) এবং সেইজন্য রাজা দশরথের শোক-বিলাপ ও পরলোকগমন, প্রজাসাধারণের (প্রিয়

রাজকুমারের বিচ্ছেদে) বিষণ্ণতা (শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের) অনুগমনকালে (পথিমধ্যে) শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক (তাদের) পরিত্যাগ, নিষাদরাজ গুহের সংবাদ (শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার কথা) এবং (গঙ্গাকূলে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণকে রেখে) সারথি সুমন্ত্রের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন—(ইত্যাদি ঘটনা মহামুনি বিবৃত করলেন)।

গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্॥ ১৫

'[শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণ] গঙ্গানদীর অপর পারে গিয়ে ভরদ্বাজ ঋষির দর্শন পেলেন এবং তাঁর নির্দেশে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে (তার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করলেন)—(এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

বাস্তুকর্ম নিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা।
প্রসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্॥ ১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা॥ ১৭

'(চিত্রকূটে) কুটীর নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের বাস, (শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য) ভরতের (চিত্রকূটে) আগমন, (ভরত কর্তৃক) শ্রীরামের প্রসন্নতাবিধান, (শ্রীরাম কর্তৃক) স্বর্গত পিতার জলতর্পণ, (শ্রীরামের) শ্রেষ্ঠ পাদুকার অভিষেক ও (ভরতের) নন্দিগ্রামে বাস ; (পরে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের) দণ্ডকারণ্যে গমন ও (পথে শ্রীরাম কর্তৃক) বিরাধ নামক রাক্ষস বধ (এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।
অনসূয়াসমাখ্যাঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্॥ ১৮

'শরভঙ্গ নামক ঋষির সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎকার, সুতীক্ষ্ণ নামক ঋষির সঙ্গেও তাঁর মিলন, অনসূয়াদেবীর সঙ্গে সীতাদেবীর মিলন এবং অনসূয়াদেবী কর্তৃক সীতাদেবীকে অঙ্গরাগ প্রদান—(এইসকল..... করেন)।

দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণং তথা॥ ১৯
বধং খরত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ।
মারীচস্য বধং চৈব বৈদেহ্যা হরণং তথা॥ ২০

'(ঐ চিত্রকূটেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা) ঋষি অগস্ত্যকে দর্শন করলেন এবং (শ্রীরামচন্দ্র) ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক প্রদত্ত (বৈষ্ণবীয়) ধনুঃ গ্রহণ করলেন। (এদিকে আবার) শূর্পণখার সংবাদ—(শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করে) তাকে বিরূপা করলেন ; (সেইহেতু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে বধের জন্য রাক্ষসেরা যুদ্ধ করতে আসলে) শ্রীরাম খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে হত্যা করেন। অতঃপর সীতাহরণের জন্য রাবণের অভ্যুত্থান, মারীচ-বধ ও সীতাহরণ বৃত্তান্ত।

রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্॥ ২১
শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূলাশনং তথা।
প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনূমদ্দর্শনং তথা॥ ২২

সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ, রাবণ কর্তৃক পক্ষিরাজ জটায়ুর নিধন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক কবন্ধ নামক রাক্ষসের সাক্ষাৎ ও পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দর্শন। অতঃপর শ্রীরাম কর্তৃক শবরীকে দর্শন এবং শবরী কর্তৃক প্রদত্ত ফলমূলাদি ভক্ষণ, পরে পম্পার সৌন্দর্য দর্শনে সীতার বিরহে শ্রীরামের বিলাপ এবং ঐ পম্পা তীরেই হনুমানের সাক্ষাৎ লাভ—ভগবান মুনি বর্ণনা করেন।

ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালিসুগ্রীববিগ্রহম্॥ ২৩
বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রনিবাসনম্॥ ২৪
কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্।
দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্॥ ২৫

'(শ্রীমদ্‌হনুমানের সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের) ঋষ্যমূক পর্বতে গমন, সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিলন, নিজের বীরত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা স্থাপন, বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্তৃক বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক ; বালিপত্নী তারার বিলাপ, সীতান্বেষণার্থে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা, বর্ষাসমাগমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মাল্যবান পর্বতে বর্ষাকাল যাপন ; (রাজ্যসুখাসীন সুগ্রীবের সীতান্বেষণে বিলম্ব দেখে সুগ্রীবের প্রতি) রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ প্রদর্শন, অনুতপ্ত সুগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণার্থে সৈন্য সংগ্রহ এবং তাদের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ এবং পৃথিবীর দ্বীপ সমুদ্রাদির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়—।

অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্।
প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্॥ ২৬
পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্॥ ২৭

নিজের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, ঋক্ষ নামক পর্বতের স্বয়ংপ্রভ বিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে প্রায়োপবেশন এবং

সম্পাতিকে দর্শন ; মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ, সাগর উল্লঙ্ঘন এবং সাগরের কথানুসারে মৈনাকপর্বত দর্শন।

রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈবচ্ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্।
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা-মলয়দর্শনম্॥ ২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশং চ একস্যাপি বিচিন্তনম্।
আপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্॥ ২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্॥ ৩০

'হনুমানের প্রতি রাক্ষসীদের তর্জন এবং হনুমান কর্তৃক ছায়াগ্রাহিণী (জলের উপর প্রাণীর ছায়া দেখে যে মায়াবলে সেই প্রাণীকে আকর্ষণ করে ভক্ষণ করে) সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীর দর্শন ও নিধন, লঙ্কানগরী এবং মলয় পর্বত দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ করে একাই আপন কর্তব্যের চিন্তা, রাবণের মদ্যপানস্থানে গমন ও অন্তঃপুরিকাদের দর্শন, পুষ্পক রথ দর্শন, অশোকবনে গমন ও শ্রীসীতাদেবীর দর্শন— (বর্ণনা করেছেন)।

অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্।
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্॥ ৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গংতথৈব চ।
রাক্ষসীবিদ্রবঞ্চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্॥ ৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্।
প্রতিপ্লবনমেবাথ মধূনাং হরণং তথা॥ ৩৩

'শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীসীতাদেবীকে শ্রীরামের স্মারক অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং শ্রীহনুমানের সঙ্গে শ্রীসীতাদেবীর কথোপকথন, রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, শ্রীহনুমানকে শ্রীসীতার চূড়ামণি প্রদান, শ্রীহনুমান কর্তৃক অশোকবাটিকার বৃক্ষভঙ্গ এবং ভয়ে রাক্ষসীদের পলায়ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ কিঙ্করদের হত্যা, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বায়ুপুত্র শ্রীহনুমানের বন্ধন পরে তাঁর দ্বারা লঙ্কাদহন, ভয়ঙ্কর গর্জন এবং পুনরায় সমুদ্রলঙ্ঘন করে শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন, অতঃপর বানরগণ কর্তৃক মধুবনে মধুহরণ — (বর্ণিত হয়েছে)।

রাঘবাশ্বাসনঞ্চৈব মণি নির্যাতনং তথা।
সংগমশ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্॥ ৩৪
প্রতারশ্চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্।
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্॥ ৩৫

'শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বস্ত-করণ ও শ্রীসীতাপ্রদত্ত চূড়ামণি প্রদান, সমুদ্রের সঙ্গে শ্রীরামের মিলন এবং নল কর্তৃক সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, বানরসেনাসহ শ্রীরামের সমুদ্র-উত্তরণ এবং রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ, বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা এবং রাবণবধের উপায় নির্ধারণ—

কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে॥ ৩৬
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্॥ ৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্।
রামাভিষেকাভ্যুদয়ংসর্বসৈন্যবিসর্জনম্ ।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্॥ ৩৮

'শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কুম্ভকর্ণের এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদের নিধন, অতঃপর রাবণবধ ও শত্রুর গৃহে শ্রীসীতাদেবীকে ফিরে পাওয়া ; বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, শ্রীরাম কর্তৃক পুষ্পকরথ দর্শন এবং সীতা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং পথে ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে শ্রীরামের মিলন, সেখান থেকে ভরতের নিকট দূতরূপে হনুমানকে প্রেরণ ও ভরতের সঙ্গে মিলন, শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক, রাজ্যের অভ্যুদয়, বানরসৈন্যদের স্বদেশে প্রেরণ এবং পরে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য সীতা বিসর্জন—এই সকল বিষয় ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর কাব্যে রচনা করেন।

অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥ ৩৯

'এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে শ্রীরামচন্দ্রের যা কিছু ভবিষ্যৎ লীলা তা সবই ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর কাব্যের উত্তর ভাগে রচনা করেছেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩ ॥

———o———

চতুর্থ সর্গ (৪)

মহর্ষি বাল্মীকির চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করে লব এবং কুশকে তা শেখান এবং মুনিদের সভায় ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় সেই রামায়ণ গান করে লব ও কুশের প্রশংসা-প্রাপ্ত হওয়া, কাব্যের কথারম্ভরূপেই এই সর্গে তার বর্ণনা

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ ১

'শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যলাভ করার পর তাঁর জীবনচরিত ভগবান মহর্ষি বাল্মীকি মনোরম অর্থযুক্ত সুন্দর পদবিন্যাসে রচনা করেন।

চতুর্বিংশৎ-সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি ততোত্তরম্॥ ২

'এই কাব্যে মহর্ষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ এবং ছয়টি কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড (উত্তর কাণ্ড সহ মোট সাত কাণ্ড) রচনা করেছেন।

(চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত পাঁচ শত সর্গে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচিত হয়েছে)

কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎপ্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ॥ ৩

'মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারাসহ, উত্তরকাণ্ড সমন্বিত সেই মহাকাব্য রচনা করে চিন্তা করতে লাগলেন—এমন কে আছে যে এই কাব্য জনসমাজে প্রচার করতে সমর্থ!

তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অগ্রহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশীলবৌ॥ ৪

'এমন সময় কুশ এবং লব মুনির বেশ ধারণ করে এসে ভাবাবিষ্ট চিন্তামগ্ন মহর্ষির পদযুগল বন্দনা করলেন।

কুশীলবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ॥ ৫
স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ॥ ৬

'মহর্ষি বাল্মীকি আশ্রমবাসী কুশ ও লব ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রখ্যাত রাজকুমার, ধর্মজ্ঞ, কীর্তিমান, মেধাবী, শুদ্ধ স্বরজ্ঞানসম্পন্ন ও বেদে পারঙ্গম দেখে তাদের দুজনকে বেদপ্রচারে উপযুক্ত বিবেচনা করে গ্রহণ করলেন।

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধমিত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ॥ ৭

'রামায়ণ প্রচারে ধৃতব্রত মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীসীতার মহৎ চরিত্র অবলম্বনে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য, যা অপরনাম পৌলস্ত্যবধ বা রাবণবধ, রচনা করেন (এবং কুশ ও লবকে শিক্ষা দান করেন)।

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥

'সুখপাঠ্য ও মাধুর্যমণ্ডিত, ত্রিতাল যুক্ত সপ্তজাতি সুর-লয় সমন্বিত এবং শৃঙ্গারাদি রস যুক্ত এই কাব্য (কুশ ও লব) গান করতে লাগলেন।

তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ॥

'(কুশ ও লব) ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ, সঙ্গীতের স্থান ও মূর্চ্ছন তত্ত্বজ্ঞ, মধুর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন এবং গন্ধর্বের ন্যায় রূপবান।

রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাৎ তথাপরৌ॥

'কুশ ও লব ভ্রাতৃদ্বয় রূপবান এবং শুভলক্ষণযুক্ত, মধুর স্বরে আলাপকারী এবং জলবিম্ব থেকে উত্থিত জলবিম্ববৎ তাঁরা যেন শ্রীরামের দেহ থেকে জাত শ্রীরামের দুটি প্রতিবিম্ব।

তৌ রাজপুত্রৌ কার্ৎস্ন্যেন ধর্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।
বাচোবিধেয়ং তৎ সর্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ॥
ঋষীণাঞ্চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাঞ্চ সমাগমে।
যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ॥

'অনিন্দ্যসুন্দর তত্ত্বজ্ঞানী রাজপুত্রদ্বয় সেই ধর্মীয় উত্তম আখ্যান কাব্যটি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে ঋষি, দ্বিজ এবং সাধুদের সভায় (মহর্ষির) শিক্ষানুরূপ সমাহিত চিত্তে গান করতেন।

মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ।
তৌ কদাচিৎ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥
মধ্যে সভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ॥

সাধু সাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।
তে প্রীতমনসঃসর্বে মুনয়ো ধর্মবৎসলাঃ॥ ১৬

'একদিন সমবেত আত্মজ্ঞানী ঋষিদের সভায় মহনীয় চরিত্র সৌভাগ্যবান সর্বসুলক্ষণযুক্ত সেই ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত হয়ে এই মহাকাব্যটি গান করলেন। তা শুনে পরমপ্রীত সেই ধার্মিক মুনিগণ বিস্মিত হয়ে বাষ্পাকুললোচনে তাঁদের দুজনকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশীলবৌ।
অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্লোকানাং চ বিশেষতঃ॥ ১৭

'আহা ! গানের, বিশেষত শ্লোকগুলির কী মাধুর্য !' এই বলে ঋষিরা প্রশংসনীয় গায়কদ্বয় কুশ ও লবকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।
প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথাভাবমগায়তাম্॥ ১৮
সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।

'তাঁরা দুই ভাই মুনিদের সভায় প্রবেশ করে এক সঙ্গে স্বরসম্পদে মধুর, ভাবময়, মাধুর্যমণ্ডিত এমন গান গাইলেন যে, তাতে সুদূর অতীতের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ বলে মনে হল।

এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃ-শ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ১৯
সংরক্তরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্।

'তপঃপ্রশস্য (তপস্যার জন্য প্রশংসনীয়) মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে তাঁরা দুজন (কুশ ও লব) হৃদয়ের দরদভরা অতি মধুর গান করলেন।

প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলসং দদৌ॥ ২০
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্ দদৌ তাভ্যাংমহাযশাঃ।
অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রং তথাপরঃ॥ ২১
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যো মহামুনিঃ।
বৃষীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ॥ ২২
তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।
কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ॥ ২৩
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ।
যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ॥ ২৪
ঔদুম্বরীং বৃষীমন্যঃ স্বস্তি কেচিৎ তদাবদন্।
আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ॥ ২৫
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।

'(কুশ ও লবের দরদভরা গান শুনে উৎফুল্ল মুনিরা তাঁদের সাধ্যানুসারে দান করলেন কিছু পার্থিব উপহার ও অন্তরের আশীর্বাদ)—কোনও মুনি উঠে এসে তাঁদের দুজনকে দান করলেন কলস, কেউ দিলেন বল্কল, কেউ বা দিলেন কৃষ্ণাজিন, কেউ বা যজ্ঞসূত্র ; কোনও মুনি দিলেন কমণ্ডলু, কেউ দিলেন মৌঞ্জী, অপর এক মুনি দিলেন কুশাসন, আবার একজন দিলেন কৌপীন। একজন খুশী হয়ে দিলেন কাষ্ঠচ্ছেদনের জন্য একটি কুঠার, একজন দিলেন কাষায় বস্ত্র, কেউ বা দিলেন (ঋষিবালকের উপযুক্ত) চীর। একজন দিলেন জটাবন্ধনের জন্য রজ্জু, অপরজন দিলেন যজ্ঞকাষ্ঠ বন্ধনের রজ্জু। কেউ দিলেন যজ্ঞপাত্র আবার কেউ দিলেন যজ্ঞার্থ কাষ্ঠভার, একজন ঋষি দিলেন যজ্ঞডুমুর কাঠের আসন। একজন মহর্ষি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন, আর এক মহর্ষি আশীর্বাদ করলেন 'আয়ুষ্মান্ হও' বলে। সকলেই সত্যাশ্রয়ী ঋষি ; সকলেই বালক দুজনকে করলেন বরদান।

(ঋষিদের উপহার ও বরদান দেখে বোঝা যায় — প্রাচীন ভারতে পার্থিব বিষয় অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ লাভই ছিল সকলের কাম্য, তাই তাঁদের পার্থিব বিষয়ের চাহিদাও ছিল সামান্য।)

আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনিনা সম্প্রকীর্তিতম্॥ ২৬
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।
অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতিষু কোবিদৌ॥ ২৭
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।

'মহর্ষি কর্তৃক বর্ণিত এই আশ্চর্য কাহিনী পরবর্তী কবিদের কাব্য রচনার পরম আশ্রয়। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হে কুমারদ্বয় ! সকলের শ্রুতিসুখকর, আয়ুবর্দ্ধক ও সৌভাগ্যজনক এই গীত তোমরা দুজনে সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রমানুসারে সুন্দর গান করেছ।

প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিৎ তত্র গায়কৌ॥ ২৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ।
স্ববেশ্ম চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশীলবৌ॥ ২৯
পূজয়মাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনির্বহণঃ।
আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ॥ ৩০
উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ॥ ৩১
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা।
শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ॥ ৩২
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্ গায়কৌ সমচোদয়ৎ।
তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়তনিঃস্বনম্॥ ৩৩
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্।
হ্লাদয়ৎ সর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।

শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্ বভৌ জনসংসদি॥ ৩৪

'অযোধ্যার গলিতে ও রাজপথে সর্বত্র প্রশংসিত সেই গায়ক ভ্রাতৃদ্বয়কে ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র একদিন দেখতে পেলেন। শত্রুমর্দনকারী শ্রীরাম সম্মাননীয় ভ্রাতৃদ্বয় কুশ ও লবকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে সমাদর করলেন। পরে নিকটে উপবিষ্ট মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতৃগণ সমন্বিত দিব্য স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন হয়ে রাজা রামচন্দ্র রূপবান ও বিনয়ী ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়ে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বললেন—এই দেবোপম ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে বিচিত্র পদবিন্যাস ও গভীর অর্থযুক্ত মধুর আখ্যান তোমরা শ্রবণ কর। এই বলে গায়কদ্বয়কে গান করতে বললেন। তাঁরা দুজনও নিজেদের সামর্থ্যানুসারে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে বীণার স্বরের ন্যায় মধুর রাগে গভীর অর্থযুক্ত গান করতে লাগলেন। শ্রবণ সুখকর সেই গান শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর, মন ও হৃদয়কে আহ্লাদিত করল।

ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ
কুশীলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্ ভূতিকরং প্রচক্ষতে
মহানুভাবং চরিতং নিবোধত॥ ৩৫

'(শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে বললেন), 'এই ঋষি বালকদ্বয় রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত ; কুশলী সঙ্গীতশিল্পী হয়েও মহাতপস্বী। তাদের এই চরিতগাথা অভ্যুদয়কর (মহাকল্যাণকর) বলে আমার মনে হচ্ছে। এই মহদ্-ভাবযুক্ত চরিতগাথা (তোমরা) মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো।'

ততস্তু তৌ রামবচঃ-প্রচোদিতা-
বগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্গতঃশনৈ-
র্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব॥ ৩৬

'তখন শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা দুই ভাই মার্গসঙ্গীতের (উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের) বিধি অনুসারে গান করতে লাগলেন। সভায় উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রও অভ্যুদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ধীরে ধীরে (সঙ্গীতের সুরে) তন্ময় হয়ে গেলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ (৫)

রাজা দশরথ কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যানগরীর বর্ণনা

সর্বা পূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্॥ ১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্যবারয়ন্॥ ২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্॥ ৩

'পূর্বকাল থেকে এই সমগ্র পৃথিবী প্রজাপতি মনুসহ অন্যান্য যে সকল বিজয়শালী রাজাদের অধিকারে ছিল, যিনি সাগর খনন করেছিলেন এবং যাঁর গমনকালে ষাট হাজার পুত্র তাঁর অনুগমন করতেন সেই সগর রাজা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পবিত্র ইক্ষ্বাকু বংশে জাত মহাত্মাদের মহতী ঐতিহাসিক কাহিনীই রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

তদিদং বর্তয়িষ্যাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা॥ ৪

'আমরা এখন চতুর্বর্গফল প্রদানকারী এই রামায়ণ মহাকাব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গান করব ; আপনারা সকলে দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করে (শ্রদ্ধাসহকারে) এই গান শ্রবণ করুন।

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫

'সরযূ নদীর তীরে সমৃদ্ধ, আনন্দদায়ক ও প্রভূত ধনধান্যেপূর্ণ কোশল নামে এক বিশাল রাজ্য অবস্থিত ছিল।

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্॥ ৬

'সেই রাজ্যে অযোধ্যা নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ এক নগরী ছিল, যে নগরী শ্রেষ্ঠ মানব মনু স্বয়ং নির্মাণ করেছিলেন।

আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭

'সেই ঐশ্বর্যশালিনী মহানগরী দৈর্ঘ্যে বারো যোজন এবং প্রস্থে তিন যোজন ; সুপরিকল্পিত বিশাল রাজপথযুক্ত হওয়ায় (অন্য নগরীর থেকে) তার পার্থক্য বোঝা যায়।

রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮

'বৃক্ষচ্যুত ইতস্তত বিকীর্ণ পুষ্পে সুদৃশ্য, প্রত্যহ জলসিঞ্চনে সিক্ত, সুষ্ঠু বিভক্ত রাজপথগুলি দ্বারা (সেই অযোধ্যা নগরী) ছিল সুশোভিত।

তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের অমরাবতীতে (বাস করেন) সেইরূপ ধর্ম ও ন্যায়ের দ্বারা বিশাল রাষ্ট্রের মহিমাবর্ধনকারী রাজা দশরথ মর্ত্যের অমরাবতী অযোধ্যাপুরীতে বাস করতেন।

কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ॥ ১০

'প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের গায়ে (মধ্যে মধ্যে) কপাট ও তোরণযুক্ত, সর্বপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত এবং সর্বপ্রকার শিল্পী যেখানে বাস করেন (এইরূপ পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥ ১১

'সূত এবং মাগধদের দ্বারা সমাবৃত, ঐশ্বর্যসমন্বিত, অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন, উচ্চ অট্টালিকা এবং তাদের শীর্ষদেশে উড্ডীন পতাকাযুক্ত এবং বহুসংখ্যক শতঘ্নীবাণ সংযুক্ত (অযোধ্যাপুরীতে রাজা বাস করতেন)।

বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্॥ ১২

'নারীদের দ্বারা অভিনয়যোগ্য বহু নাট্যশালা সমন্বিত, নগরীর সর্বত্র সুদৃশ্য উদ্যান এবং আম্রকানন সমাবৃত, মেখলাসদৃশ বিশাল বিশাল শালতরু-শ্রেণীশোভিত (পুরীতে রাজা বাস করতেন)।

দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩

'চতুর্দিকে শত্রুদের অগম্য পরিখাবেষ্টিত এবং অশ্ব, গজ, গো, উষ্ট্র ও গর্দভ প্রভৃতি পশুসম্পদে পরিপূর্ণ (পুরীতে রাজা বাস করতেন)।

সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বনিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্॥ ১৪

'রাজস্বদান কর্মরত সামন্তরাজগণ পরিবৃত এবং বিভিন্ন দেশবাসী বনিকগণ সমাবৃত (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

প্রাসাদৈরত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ১৫

'দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত রত্ন নির্মিত পর্বতসদৃশ প্রাসাদ এবং নারীদের লীলানিকেতনে পরিপূর্ণ (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬

'বিচিত্র শোভাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীগণসমাবৃত, সর্বপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট সপ্ততল প্রাসাদসমূহে সুশোভিত (পুরীতে.......)।

গৃহগাঢামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্ ॥ ১৭

'সমভূমিতে অবস্থিত পরস্পর গাঢ়-সন্নিবিষ্ট অট্টালিকাসমূহ সমাবৃত, শালিধানের চাউলে সমৃদ্ধ এবং ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট পানীয় জলপূর্ণ (পুরীতে.....)

দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥ ১৮

'দুন্দুভি-মৃদঙ্গ-বীণা-পণবাদির নিনাদে মুখরিত পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পুরীতে (রাজা বাস করতেন) (এই অযোধ্যানগরীর জনগণ ছিলেন গীতবাদ্যাদি-নিপুণ সংস্কৃতিমান)।

বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥ ১৯

'সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ দেবলোকস্থ সুপরিকল্পিত প্রবেশপথযুক্ত রাজপ্রাসাদতুল্য গৃহ শ্রেষ্ঠ-পুরুষগণ দ্বারা

পরিবেষ্টিত (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।

যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্।
শব্দবেধ্যং চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ॥ ২০
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্ বাহুবলৈরপি॥ ২১
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা॥ ২২

'যে সকল ক্ষিপ্রহস্ত, অস্ত্রপ্রয়োগে পারদর্শী সৈনিকেরা ভয়ত্রস্ত পলায়নপর ও শব্দশ্রবণেই ভীত শত্রুকে বাণবিদ্ধ করে না (অর্থাৎ হত্যা করে না), পরন্তু অরণ্যে চিৎকাররত ভয়ঙ্কর সিংহ-ব্যাঘ্র-শূকরদের বাহুবলে বা শাণিত অস্ত্রে ক্ষিপ্র হস্তে হত্যা করতে সমর্থ, তদ্রূপ সহস্র সহস্র মহারথ সৈন্যে পরিপূর্ণ সেই (অযোধ্যা) পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন।

তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈর্বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভি-
র্মহর্ষিকল্পৈ ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ॥ ২৩

'অগ্নিহোত্রী, শমদমাদি গুণসম্পন্ন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ, ষড়ঙ্গবেদ-নিষ্ণাত, সহস্রদাতা, সত্যনিষ্ঠ, মহর্ষিতুল্য মহাত্মা ঋষিদের দ্বারা পরিবৃত সেই (পুরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন)।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ (৬)

অযোধ্যায় রাজা দশরথের শাসনকালে তৎকালীন অযোধ্যার এবং নাগরিকদের অবস্থার বর্ণনা

তস্যাং পুর্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ॥ ১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ২
বলবান্ নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ॥ ৩
যথা মনুর্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা॥ ৪

'সেই অযোধ্যাপুরীতে বেদজ্ঞ, সকল উপযোগী বিষয়ের সংগ্রাহক, দূরদর্শী, মহাতেজস্বী, সকলের প্রিয়, অতিরথ, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পরম ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, মহর্ষিতুল্য রাজর্ষি, ত্রিভুবনে যশস্বী, বলবান, শত্রুজয়ী, মিত্রবান, ধনসম্পদ রক্ষণে ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য রাজা দশরথ ত্রিভুবনরক্ষক মনুর ন্যায় জনসাধারণের রক্ষক ছিলেন।

তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী॥ ৫

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে পালন করতেন তদ্রূপ সত্যসন্ধ, ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানকারী রাজা দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীকে পালন করতেন।

তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ॥ ৬

'সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন আনন্দিত, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, নির্লোভ, সত্যবাদী এবং স্ব-স্ব উপার্জিত ধনে সদাই সন্তুষ্ট।

নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীৎ তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্বধনধান্যবান্॥ ৭

'সেই উত্তম পুরীতে আত্মীয়বৎসল এমন কেউ ছিল না যে অল্পসঞ্চয়ী, পুরুষার্থহীন এবং গোরু-অশ্ব-ধন-ধান্যবান নয়।

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ॥ ৮

'অযোধ্যাতে কোথাও কখনও কামুক ব্যক্তি, কৃপণ, নিষ্ঠুর বা ক্রূর ব্যক্তি, অশিক্ষিত এবং নাস্তিক ব্যক্তি দেখা যেত না।

সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।

মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ॥ ৯

'অযোধ্যার সকল নরনারীই ছিল ধর্মপরায়ণ, সংযমী এবং সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত ; (অধিক কি !) স্বভাব এবং আচরণে তারা ছিল মহর্ষিদের মতো নির্মল চিত্ত।

নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্।
নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে॥ ১০

'অযোধ্যায় কেউই কুণ্ডলবিহীন, মুকুটহীন এবং পুষ্পমাল্যহীন ছিল না ; কারও ভোগ্যবস্তু অল্প ছিল না ; সকলেই শরীর মার্জন করত, অঙ্গে চন্দন লেপন করত এবং সুগন্ধ দ্রব্যসকল ব্যবহার করত।

নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্॥ ১১

'অযোধ্যাপুরীতে অশুদ্ধ অন্নভোজী কেউই ছিল না ; বাহুভূষণ, কণ্ঠভূষণ এবং হস্তভূষণহীনও কেউই ছিল না ; অধিকন্তু কেউই আত্মজ্ঞানহীন ছিল না।

নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ॥ ১২

'অগ্নিহোত্রী নয় এবং অযাজ্ঞিক এমন কেউই অযোধ্যায় ছিল না ; (এমনকি) নীচমনা, চোর এবং অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কেউই সেখানে ছিল না।

স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে॥ ১৩

'(অযোধ্যাপুরীতে) ব্রাহ্মণেরা ছিলেন স্বকর্মরত, জিতেন্দ্রিয়, দান এবং অধ্যয়নপরায়ণ ; তাঁরা দানগ্রহণ ব্যাপারে সংযত ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন অপরিগ্রহী।

নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ১৪

'কেউই (কোনও ব্রাহ্মণই) নাস্তিক বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না ; কেউই অশিক্ষিত, পরদোষদর্শী বা (সাধনায়) অসমর্থ ছিলেন না।

নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন॥ ১৫

'(অযোধ্যায়) কেউই বেদের ষড়ঙ্গে জ্ঞানহীন ছিলেন না ; সহস্রদান করেন না এমন কেউ ছিলেন না ; কেউই ব্রতহীন, দুঃখী, দরিদ্র বা বিক্ষিপ্তমনা ছিলেন না।

কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্ নাপ্যরূপবান্।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্॥ ১৬

'অযোধ্যায় কোনও পুরুষ বা নারী কেউই শ্রীহীন এবং রূপহীন ছিল না ; এমনকি রাজার প্রতি ভক্তিহীন কাউকে দেখা যেত না।

বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ॥ ১৭

'ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সকলেই ছিলেন দেবতা ও অতিথির পূজক, কৃতজ্ঞ, উদার, মিষ্টভাষী, বীর এবং প্রতাপশালী।

দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমে॥ ১৮

'সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে সকল মানুষ ধর্মাশ্রয়ী ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে পুত্র-পৌত্র এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে (সুখে) থাকত।

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্মনিরতাস্ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥ ১৯

'অযোধ্যাপুরীতে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের এবং বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দের আজ্ঞানুবর্তী ছিল ; শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবা দ্বারা নিজেদের কর্তব্য পালন করত।

সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা।
যথা পুরস্তান্মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা॥ ২০

'প্রাচীনকালে মানবশ্রেষ্ঠ মনস্বী মনুর মতো ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্।
সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব॥ ২১

'গুহা যেমন তেজস্বী বীর সিংহের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, অযোধ্যাপুরীও তদ্রূপ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ এবং অপমান-অসহনশীল যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ॥ ২২

'ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য কাম্বোজ, বাহ্লীক, বনায়ু এবং সিন্ধুনদতীরবর্তী দেশসমূহে জাত অশ্বে সেই অযোধ্যাপুরী পূর্ণ ছিল।

বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ॥ ২৩

'বিন্ধ্যাচল এবং হিমালয়-জাত পর্বতাকার মদমত্ত অতিশক্তিশালী মাতঙ্গ দ্বারা সেই অযোধ্যানগরী পূর্ণ ছিল।

ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা।
অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ॥ ২৪

ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা।
ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী॥ ২৫
নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ।

'ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন এবং বামন নামক দিগ্‌গজদের দ্বারা আর ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ নামক হস্তীদের দ্বারা এবং ঐ ভদ্র-মন্দ্র-মৃগ হস্তীদের পরস্পর মিলনজাত ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ এবং মৃগমন্দ্র জাতীয় সঙ্কর মদোন্মত্ত ও পর্বতাকার হস্তীদের দ্বারা সেই (অযোধ্যা)-পুরী সর্বদা পূর্ণ থাকত।

সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।
যস্যাং দশরথো রাজা বসন্‌ জগদপালয়ৎ॥ ২৬

'(তিন যোজন বিস্তৃত অযোধ্যাপুরী) দুই যোজন বিস্তারের মধ্যেই সার্থকনামা বলে প্রকাশিত (যাকে যুদ্ধ দ্বারা জয় করা অসম্ভব সেই-ই অযোধ্যা), সেখানেই বাস করে রাজা দশরথ পৃথিবী পালন করতেন।

তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্‌।
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ॥ ২৭

'চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী শত্রুজয়ী মহারাজ দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীকে পালন করতেন।

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং
গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্‌।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসংকুলাং
শশাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ॥ ২৮

'ইন্দ্রের ন্যায় [মহাতেজস্বী] মহারাজ দশরথ, বিচিত্র বর্ণময় গৃহশোভিত সহস্র সহস্র নরনারী পরিপূর্ণ দৃঢ় অর্গলবদ্ধ তোরণযুক্ত কল্যাণময়ী সার্থকনাম অযোধ্যা-পুরীকে পালন করতেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

———o———

সপ্তম সর্গ (৭)

রাজমন্ত্রীদের গুণ ও নীতির বর্ণনা

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ॥ ১
অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ॥ ২
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
অকোপো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ॥ ৩

'বীর ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজা দশরথের ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল এবং অস্ত্রশাস্ত্রবেত্তা সুমন্ত্র— এই আটজন মন্ত্রী ছিলেন— যাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক মন্ত্রণায় এবং ইঙ্গিতের দ্বারাই অপরের অভিপ্রায় বুঝতে অভিজ্ঞ, সর্বদাই রাজার প্রিয় ও হিতকর কার্যে রত, সর্বগুণান্বিত, কীর্তিমান, শুদ্ধাচারী এবং সর্বদাই রাজকার্যে অনুরক্ত।

ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে॥ ৪
সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ॥ ৫

'বশিষ্ঠ এবং বামদেব নামে শ্রেষ্ঠ ঋষিদ্বয় তাঁর অতীব প্রিয় রাজপুরোহিত ছিলেন ; এতদ্ব্যতীত অন্য মন্ত্রীরা ছিলেন—সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, বর্ষীয়ান মার্কণ্ডেয় এবং দ্বিজ কাত্যায়ন।

এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ॥ ৬
শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শাস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতা যথাবচনকারিণঃ॥ ৭
তেজঃক্ষমাযশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ।
ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ॥ ৮

'বিদ্যাহেতু বিনয়ী, লজ্জাশীল, কর্মকুশল, জিতেন্দ্রিয়, কীর্তিমান, মহাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ়-পরাক্রমী, যশস্বী, কর্মে সমাহিতচিত্ত, তেজঃ-ক্ষমা ও যশঃসম্পন্ন বংশ-পরম্পরাগত নিযুক্ত ঋত্বিকগণ এই ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞানুসারে সর্বদা কর্ম করতেন, তাঁরা মৃদু হাস্যপূর্বক

কথা বলতেন এবং ক্রোধ, কাম বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না।

তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতংবাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্॥ ৯

'এই সকল মন্ত্রীদের কাছে নিজেদের বা শত্রুপক্ষীয় রাজাদের কোনও কিছুই অবিদিত থাকত না। শত্রুপক্ষীয় রাজারা যা করছেন, যা করেছেন বা যা করতে ইচ্ছা করেন সব কিছুই তাঁরা গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারতেন।

কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ।
প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি॥ ১০

'সেই মন্ত্রীগণ আইনশাস্ত্রে ছিলেন সুপণ্ডিত, (রাজার প্রতি এবং দেশের প্রজাদের প্রতি) তাঁদের বন্ধুত্ব (সৌহার্দ্য) ছিল অকৃত্রিম (সুপরীক্ষিত) ; এমনকি তাঁদের সন্তানগণ দণ্ডনীয় অপরাধ করলে তাদের প্রতিও শাস্তিবিধানে তাঁরা পশ্চাৎপদ হতেন না।

কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে।
অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্॥ ১১

'(তাঁরা) রাজকোশাগারে ধনবৃদ্ধি এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে সর্বদা নিযুক্ত থাকতেন ; অনপরাধী শত্রুকেও তাঁরা হিংসা করতেন না।

বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।
শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্॥ ১২

'তাঁরা (সেই মন্ত্রীরা) ছিলেন বীর, সর্বদাই উদ্যমশীল এবং রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রানুসারে কর্তব্যপরায়ণ ; (আরও তাঁরা) পবিত্র চরিত্র দেশবাসীদের সর্বদাই রক্ষা করতেন।

ব্রহ্মক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সংপ্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্॥ ১৩

'তাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের প্রজাদের কষ্ট না দিয়ে ন্যায়ানুসারে রাজকোশ পূর্ণ করতেন, অপরাধী ব্যক্তির ক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করে তাদের প্রতি কঠিন বা মৃদু দণ্ড বিধান করতেন।

শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সম্প্রজানতাম্।
নাসীৎ পুরে বা রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ॥ ১৪
ক্বচিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতির্নরঃ।
প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরং চ তৎ॥ ১৫

'পবিত্রচরিত্র, স্থিরবুদ্ধি এবং সম্যক্ জ্ঞানী সেই মন্ত্রীদের অভিজ্ঞতায় অযোধ্যাপুরীতে এবং সমগ্র কোশলরাজ্যে কোনও ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী বা দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন বা পরস্ত্রীগামী ছিল না ; সেই অযোধ্যাপুরী এবং কোশল-রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত।

সুবাসসঃ সুবেষাশ্চ তে চ সর্বে শুচিব্রতাঃ।
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা॥ ১৬

'উত্তম বস্ত্র পরিহিত, সুসজ্জিত, পবিত্রকর্মা, রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী সেই মন্ত্রীরা নীতিরূপ চক্ষুকে উন্মীলিত রেখে সর্বদা সজাগ থাকতেন।

গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ।
বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ॥ ১৭

'তাঁরা ছিলেন গুরুজনদের গুণগ্রাহী এবং নিজগুণে সকলের নিকট সমাদৃত, বীরত্বে প্রসিদ্ধ ; বিদেশেও (গুণগ্রাহীদের কাছে) সমাদৃত এবং সর্ববিষয়ে স্থির বুদ্ধিতে কার্য সম্পাদনকারী।

অভিতো গুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ।
সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদান্বিতাঃ॥ ১৮

'তাঁরা সকলেই ছিলেন সর্বদেশে ও সর্বকালে গুণবান বলে প্রসিদ্ধ, কেউই গুণহীন ছিলেন না, ছিলেন যুদ্ধনীতির সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ ও প্রকৃতই ঐশ্বর্যশালী।

মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু।
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ॥ ১৯

'তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজকীয় মন্ত্রণা গোপন রাখতে সমর্থ, বিচারে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সর্বদাই প্রিয়ভাষী।

ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ।
উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্॥ ২০

'এইরূপ গুণবান মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষ্পাপ রাজা দশরথ বসুন্ধরা তথা রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

অবেক্ষমাণশ্চারেণ প্রজা ধর্মেণ রক্ষয়ন্।
প্রজানাং পালনং কুর্বন্নধর্মং পরিবর্জয়ন্॥ ২১
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্॥ ২২

'গুপ্তচরদের সহায়তায় স্বরাজ্যের এবং শত্রুরাজ্যের সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে প্রজাদের ধর্মপথে রক্ষা করে (প্রজাদের স্বধর্মপালনে সহায়তা করে) অধর্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রজাপালন দ্বারা ত্রিভুবনে বিখ্যাত দানশীল, (প্রিয়ভাষী), সত্যসন্ধ পুরুষসিংহ (রাজা দশরথ)

অযোধ্যায় অবস্থান করে এই পৃথিবীকে (নিজ রাজ্যকে) শাসন (পালন) করতেন।

নাধ্যগচ্ছদ্ বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুমাত্মনঃ।
মিত্রবান্নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ।
স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতির্যথা॥ ২৩

'রাজা দশরথ নিজের চেয়ে বেশি বা সমশক্তিসম্পন্ন কোনও শত্রুর সম্মুখীন হননি। তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন এবং সামন্ত রাজারা সর্বদাই তাঁর সামনে নতমস্তকে থাকতেন। স্বীয় প্রতাপে কণ্টকতুল্য শত্রুদের বিনষ্ট করে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে শাসন করেন, সেইরকম তিনি পৃথিবীকে (নিজ রাজ্যকে) শাসন করতেন।

তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতেনিবিষ্টৈ-
র্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।
স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্ত-
স্তেজোময়ৈর্গোভিরিবোদিতোঽর্কঃ॥ ২৪

'উজ্জ্বল কিরণমালাযুক্ত উদিত সূর্যের মতো রাজা দশরথ, সুমন্ত্রণা দ্বারা কল্যাণ সাধনে নিরত, অনুরক্ত, দক্ষ, শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে শোভা পেতেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ (৮)

পুত্রলাভের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব এবং ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের দ্বারা তার অনুমোদন

তস্য চৈবংপ্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুতঃ॥ ১

'এইরূপ প্রভাবশালী ধর্মজ্ঞ মহাত্মা রাজা (দশরথ) পুত্রের জন্য তপস্যা করেও বংশধর পুত্র লাভ করতে পারেননি।

চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ।
সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্॥ ২

'চিন্তারত সেই মহাত্মা রাজা দশরথের সহসা মনে হল, পুত্রলাভের জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি না কেন!

স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মাত্মা সর্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ॥ ৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তম।
শীঘ্রমানয় মে সর্বান্ গুরূংস্তান্ সপুরোহিতান্॥৪

'অনন্তর সেই মহাতেজস্বী পরম ধার্মিক বুদ্ধিমান রাজা দশরথ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার করে 'যজ্ঞ করতে হবে' এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রীবর সুমন্ত্রকে বললেন, "মুনিবর! আপনি শীঘ্র পুরোহিতদের সঙ্গে আমার গুরুজনদের সকলকে নিয়ে আসুন।"

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্॥ ৫

তখন ত্বরিতগতি সুমন্ত্র শীঘ্র গিয়ে বেদবিদ্যায় (ও বৈদিক যজ্ঞাদিতে) পারঙ্গম সকলকে নিয়ে এলেন।

সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চাপ্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ৭

'সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং আরও অন্য যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁদের সকলকে ধর্মাত্মা রাজা দশরথ অর্চনা করে ধর্ম ও অর্থযুক্ত মধুর বাক্যে বললেন—

মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্।
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম॥ ৮

"পুত্রলাভের জন্য আমি সর্বদাই বিলাপ করি, আমার মনে একটুও সুখ নেই। সেইজন্য (পুত্রলাভের আশায়) আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অভিলাষ করেছি।

তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
কথং প্রাপ্স্যাম্যহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্॥ ৯

"আমি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি; অতএব তার জন্য বাঞ্ছিত বস্তু কীভাবে লাভ করব সেই বিষয়ে চিন্তা করে বলুন।"

ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্॥ ১০

'তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ রাজার মুখনিঃসৃত সেই কথাকে "সাধু সাধু" বলে অভিনন্দিত করলেন।

উচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্বে দশরথং বচঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্॥ ১১
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব॥ ১২
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বৈতদ্ দ্বিজভাষিতম্॥ ১৩

'ঋষিরা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাজা দশরথকে বললেন—"হে রাজন্! যজ্ঞার্থ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন, যজ্ঞাশ্বটি মুক্ত করে দিন, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করান; যেহেতু পুত্রলাভের জন্য আপনার এই পবিত্র বুদ্ধি হয়েছে সেইজন্য আপনি নিশ্চয়ই প্রার্থিত পুত্র লাভ করবেন।" ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষব্যাকুললোচনঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ॥ ১৪
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্॥ ১৫
শান্তয়শ্চাপি বর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি।
শক্যঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা॥ ১৬
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে।
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ১৭
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি।
তদ্ যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে॥ ১৮
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ সাধনেষ্বিতি।

'ব্যাকুল হৃদয়ে ও আনন্দোৎফুল্ললোচনে রাজা দশরথ তাঁর মন্ত্রীদের বললেন—"আপনারা আমার গুরুজনদের আজ্ঞানুসারে এখানে যজ্ঞসামগ্রী একত্র করুন; শক্তিশালী রক্ষীবর্গ এবং উপাধ্যায় (পুরোহিত) সঙ্গে দিয়ে যজ্ঞাশ্ব ছেড়ে দিন। সরযূর উত্তরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। বেদাঙ্গ কল্পশাস্ত্রবিধি এবং অন্য যজ্ঞীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে শান্তিকর্মসমূহের ব্যবস্থা করুন। যদি এই যজ্ঞে কষ্টকর কোনও অপরাধ না হয়, তবে সকল রাজাই এই যজ্ঞানুষ্ঠান করতে পারেন। (কিন্তু তা কষ্টসাধ্য; কারণ) বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই যজ্ঞের ত্রুটি সন্ধান করে ফেরে। অধিকন্তু বিধিহীন যজ্ঞের কর্তা সদাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব আমার এই যজ্ঞ যাতে বিধিমতো সম্পন্ন হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন; কারণ আপনারাই এই কার্যসাধনে সমর্থ।"

তথেতি চাব্রুবন্ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ॥ ১৯
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্ বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্য তে।

'মন্ত্রীরা সকলে নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের সেই কথা যথাযথ শ্রবণ করে এবং (রাজার নিকট) সম্মানিত হয়ে বললেন —"তাই হবে"।

তথা দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞা বর্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্॥ ২০
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্।

'তদ্রূপ সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সকলে মহারাজের অভ্যুদয় কামনা করে, যেমন এসেছিলেন আবার সেইরকমভাবে অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বিসর্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ২১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপসংদিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্।
ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্॥ ২২
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ।

'নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের আবার বললেন—"পুরোহিতগণ কর্তৃক উপদিষ্ট যজ্ঞ যথাযথ পূর্ণ করুন।" উপস্থিত মন্ত্রীদের এই কথা বলে এবং তাঁদের বিদায় দিয়ে মহামতি মহারাজ নিজ আলয়ে (অন্তঃপুরে) প্রবেশ করলেন।

ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ॥ ২৩
উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ।

'অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রিয়তমা পত্নীদের বললেন—"(তোমরা যজ্ঞে) দীক্ষা গ্রহণ করো, কারণ আমি পুত্রার্থে যজ্ঞ করব।"

তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্।
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে॥ ২৪

'সেই মধুরবচন শ্রবণ করে দীপ্তিমতী (সুন্দরী) রানিদের মুখপদ্মগুলি বসন্তের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো শোভা ধারণ করেছিল।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮ ॥

নবম সর্গ (৯)

যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার জন্য রাজাকে সুমন্ত্রের পরামর্শ তথা ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ ময়া শ্রুতম্॥ ১

'পুত্রের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনে সারথি সুমন্ত্র একান্তে রাজাকে বললেন—"মহারাজ! পুরাণে আমি যে পুরাবৃত্ত শুনেছি তা শুনুন।

ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্॥ ২
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি।

"পুরাকালে ঋষিগণ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যে অশ্বমেধ যজ্ঞের উপদেশ দিয়েছিলেন, ঋষিগণ কর্তৃক কথিত সেই পুরাবৃত্ত আমি শুনেছি। ভগবান সনৎকুমার পূর্বে এই কথা ঋষিদের কাছে বলেছিলেন। হে মহারাজ ! আপনার পুত্রপ্রাপ্তির প্রতিও এই কথা প্রযোজ্য।

কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ॥ ৩
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা॥ ৪

"পরমপূজ্যপাদ সনৎকুমার বললেন—ঋষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। তাঁর ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। সর্বদা বনে বিচরণকারী সেই মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ বনেই লালিত-পালিত হবেন।

নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্তনাৎ।
দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ॥ ৫
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা।
তস্যৈবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত॥ ৬
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরং চ যশস্বিনম্।

"সবসময়ই পিতার অনুসরণ ব্যতীত এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আর কাউকেই জানেন না। হে মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বর্ণিত এবং পৃথিবীতে বিখ্যাত দুই প্রকার ব্রহ্মচর্যই এই মহাত্মা পালন করবেন। অগ্নি এবং যশস্বী পিতার সেবা দ্বারাই তাঁর সময় অতিবাহিত হবে।

এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্॥ ৭
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা॥ ৮
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।

"সেই সময় অঙ্গদেশে মহাবীর্যবান ও প্রতাপশালী রোমপাদ নামে এক বিখ্যাত রাজা রাজত্ব করবেন ; তাঁর ব্যভিচারিতার জন্য (তাঁর রাজ্যে) সকল মানুষের দুঃখদায়ক ভয়াবহ ঘোর অনাবৃষ্টি হবে।

অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ॥ ৯
ব্রাহ্মণাঞ্ছ্রুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি।
ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ॥ ১০
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ।

"রাজ্যে অনাবৃষ্টিহেতু দুঃখিত রাজা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সমাদর করে নিয়ে এসে বলবেন, 'আপনারা শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্মকুশল এবং লোকচরিত্র ও সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। অতএব, যাতে (আমার পাপের) উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেইরকম কোনও বিধির নির্দেশ দিন।'

ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজ্ঞা সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ॥ ১১
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদ-পারগাঃ।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয়॥ ১২
আনায্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসৎকৃতম্।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ॥ ১৩

"অতঃপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ রাজার দ্বারা এইরূপে অনুরুদ্ধ হয়ে বলবেন—'রাজন্ ! যে কোনও উপায়ে বিভাণ্ডক মুনির পুত্রকে এখানে (অঙ্গরাজ্যে) নিয়ে আসুন। হে পৃথিবীশ্বর ! বিভাণ্ডক মুনির পুত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে এসে সংবর্ধনা জানিয়ে শুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁর হাতে স্বীয় কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করুন।'

তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে।
কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্যবান্॥ ১৪

"সেই ব্রাহ্মণদের কথা শুনে রাজা চিন্তা করবেন —কী উপায়ে সেই বীর্যবান ব্রাহ্মণকে এখানে আনা যায়।

ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরাত্মবান্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সৎকৃতান্॥ ১৫

"অতঃপর মনস্বী রাজা (রোমপাদ) মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনান্তে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পুরোহিত এবং মন্ত্রীদের সম্মানিত করে (বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে) পাঠাবেন।

তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতা বিনতাননাঃ।

ন গচ্ছেম ঋষের্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্॥ ১৬

"তাঁরা (পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা) রাজার নির্দেশ শুনে ঋষির (ক্রোধের) ভয়ে ভীত হয়ে ব্যথিত চিত্তে অবনত মস্তকে যাব না বলে রাজার কাছে অনুনয় বিনয় করবেন।

বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্।
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি॥ ১৭

"অতঃপর তাঁরা (ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে নিয়ে আসার) উপযুক্ত উপায়সকল চিন্তা করে রাজাকে বললেন—'আমরা কোনও উপায়ে ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসব, এতে কোনও দোষ হবে না।'

এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভির্ঋষেঃ সুতঃ।
আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে॥ ১৮

"এইভাবে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে অঙ্গরাজ রোমপাদ রূপোপজীবিনীদের (গণিকাদের) সহায়তায় ঋষিপুত্রকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) নিয়ে আসবেন ; (তখন) দেবরাজ (ইন্দ্র) বৃষ্টিপাত করবেন এবং (অঙ্গরাজকন্যা) শান্তা তাঁর (ঋষ্যশৃঙ্গের) হস্তে প্রদত্তা হবেন।

ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি।
সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ ব্যাহৃতং ময়া॥ ১৯

"জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার পুত্রপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। ঋষি সনৎকুমার কর্তৃক কথিত (কাহিনী) এই পর্যন্ত আমি আপনাকে বললাম।"

অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্॥ ২০

'তখন রাজা দশরথ হর্ষান্বিত হয়ে সুমন্ত্রকে বললেন—"যে উপায়ে এবং যেরূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হয়েছিল তা বলো।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯ ॥

দশম সর্গ (১০)

সনৎকুমার কর্তৃক প্রতিপাদিত এবং সুমন্ত্রকর্তৃক কথিত অঙ্গদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসা এবং শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজ্ঞা প্রোবাচেদং বচস্তদা।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন মন্ত্রিভিঃ।
তন্মে নিগদিতং সর্বং শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ॥ ১

'রাজা দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সুমন্ত্র বললেন—"মন্ত্রীগণ কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গ যেমনভাবে এবং যে উপায়ে আনীত হয়েছিলেন, সেই সকল বিষয়ই আমি বলছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে আপনি শ্রবণ করুন।

রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ।
উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ॥ ২

"মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এসে পুরোহিত রাজা রোমপাদকে বললেন—বিঘ্নহীন উপায় আমরা চিন্তা করেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ॥ ৩

"ঋষ্যশৃঙ্গ বনবাসী তপস্বী এবং সর্বদা বেদপাঠরত। তিনি নারী, বিষয়ভোগ এবং সুখের বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন।

ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ।
পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রং চাধ্যবসীয়তাম্॥ ৪

"মানুষের চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য লোভনীয় বিষয়ের সাহায্যে (ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে) নগরে (অঙ্গরাজ্যে) নিয়ে আসতে সাহায্য করব বা আনয়ন করাব। (আপনি) শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করুন।

গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সৎকৃতাঃ॥ ৫

"নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা রূপবতী গণিকারা আপনার দ্বারা পুরস্কৃতা হয়ে সেখানে (ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির তপোবনে) গিয়ে নানাভাবে (তাঁকে) প্রলোভিত করে এখানে নিয়ে আসবেন।

শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্।

পুরোহিতো মন্ত্রিণশ্চ তদা চক্রুশ্চ তে তথা॥ ৬

"রাজা (রোমপাদ) সেই কথা শুনে পুরোহিতকে বললেন— 'তাই করুন'। তখন পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা রাজার আদেশে সেইরূপই ব্যবস্থা করলেন।

বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ।
আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্‌ যত্নং কুর্বন্তি দর্শনে॥ ৭

"রাজা রোমপাদের আদেশ শুনে প্রধানা বারাঙ্গনারা গভীর বনে প্রবেশ করে আশ্রমের নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ।
পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ॥ ৮

"ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অতীব ধীর স্বভাবের এবং পিতার নিকট সর্বদা অবস্থান করেই তৃপ্ত। তিনি সর্বদাই আশ্রমে থাকেন, কখনই আশ্রমের বাইরে যাননি।

ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা।
স্ত্রী বা পুমান্‌ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্‌॥ ৯

"সেই তপস্বী ঋষিকুমার জন্ম থেকেই কোনও স্ত্রী বা (নিজ পিতা ব্যতীত অন্য) কোনও পুরুষ অথবা নগরে রাষ্ট্রে জাত কোনও প্রাণীই দেখেননি।

ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।
বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যাদ্‌ বরাঙ্গনাঃ॥ ১০

"একদিন বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ স্বেচ্ছাক্রমে বেড়াতে বেড়াতে সেখানেই এলেন এবং সেই সুন্দরী নারীদের দেখতে পেলেন।

তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্‌।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্‌॥ ১১
কস্ত্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মঞ্জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্‌।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ॥ ১২

"আকর্ষণীয় ও অদ্ভুত বেশধারিণী সেই সুন্দরী রমণীরা সকলে মধুর স্বরে গান করতে করতে ঋষিকুমারের কাছে এসে বললেন — হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি কে ? কী করেন ? লোকালয় থেকে দূরে এই নির্জন বনে কেন একাকী বিচরণ করছেন ? আমরা জানতে চাই, আমাদের বলুন।

অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ।
হার্দাত্তস্য মতির্জাতা আখ্যাতুং পিতরং স্বকম্‌॥ ১৩

"বনে কমনীয় রূপা সেইরূপ স্ত্রীলোক তিনি পূর্বে কখনও দেখেননি, (তাই) নিজের পিতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁর হৃদয় থেকে ইচ্ছা জাগল।

পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি॥ ১৪

"ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন— 'আমার পিতা ঋষি বিভাণ্ডক, আমি তাঁর আত্মজ। ঋষ্যশৃঙ্গ আমার নাম। তপস্যা কর্মের দ্বারাই আমি পৃথিবীতে পরিচিত।

ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্‌॥ ১৫

'এই নিকটেই আমাদের আশ্রম। হে সুন্দরীগণ ! আপনারা আমাদের আশ্রমে আসুন। বিধিপূর্বক আপনাদের সেবা করব।'

ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিরাস বৈ।
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ॥ ১৬

"ঋষিপুত্রের কথা শুনে তাঁদের সকলের আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা হল। তখন সুন্দরীরা সকলে আশ্রম দর্শন করতে গেলেন।

গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলং চ নঃ॥ ১৭

"তাঁরা [বারাঙ্গনারা] আশ্রমে গেলে ঋষিকুমার, এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই মৎপ্রদত্ত ফলমূল, এই বলে তাঁদের পূজা করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষের্ভীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ॥ ১৮

"সেই বারাঙ্গনারা সকলে আগ্রহান্বিতা হয়ে (ঋষ্যশৃঙ্গের) পূজা গ্রহণ করলেন ; কিন্তু ঋষি বিভাণ্ডকের ভয়ে সেই স্থান থেকে শীঘ্র চলে যাওয়ার জন্য মনঃস্থির করলেন।

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্‌॥ ১৯

"সুন্দরীরা বললেন, 'হে ব্রহ্মন্‌ ! আমাদেরও এই উত্তম ফলগুলি গ্রহণ করো। এগুলি ভোজন করো। বিলম্ব করো না। হে সজ্জন ! তোমার কল্যাণ হোক।'

ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্‌ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাঞ্ছুভান্‌॥ ২০

"তখন সেই বারাঙ্গনারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং মোদক (মোয়া) ও নানাবিধ উত্তম

খাদ্য খেতে দিলেন।

তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।
অনাস্বাদিতপূর্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্॥ ২১

"তেজস্বী ঋষিকুমার সেই ফলগুলি (এবং অন্যান্য ভক্ষ্যবস্তুগুলি) আস্বাদন করে চিন্তা করলেন এইরূপ ভক্ষ্যবস্তু পূর্বে তো কখনও আস্বাদন করিনি ! নিত্য বনবাসীদের নিকট এরূপ খাদ্যবস্তু কীরূপ আস্বাদ্য হবে ?

আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্যাং নিবেদ্য চ।
গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২২

"অনন্তর সেই রমণীগণ তাঁর (ঋষ্যশৃঙ্গের) পিতার (ঋষি বিভাণ্ডকের) ভয়ে ছলনা করে ব্রতের কথা নিবেদন করে (সেখান থেকে) চলে গেলেন।

গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ।
অস্বস্থহৃদয়শ্চাসীদ্দুঃখাচ্চ পরিবর্ততে॥ ২৩

"সেই রমণীগণ সকলে চলে গেলে কাশ্যপ ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গ চঞ্চল হৃদয়ে দুঃখিত হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্যবান্।
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসাচিন্তয়ন্মুহুঃ॥ ২৪

"অনন্তর অহরহ মনে মনে চিন্তা করতে করতে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র বীর্যবান রূপবান ঋষ্যশৃঙ্গ, যেখানে সেই অলঙ্কারসজ্জিতা সুন্দরী প্রধান বারাঙ্গনারা দৃষ্ট হয়েছিল, পরের দিন সেইস্থানে উপস্থিত হলেন।

দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ॥ ২৫
উপসৃত্য ততঃ সর্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ।
এহ্যাশ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্॥ ২৬

"তখন সেই ব্রাহ্মণকে আসতে দেখেই বারাঙ্গনারা হৃষ্টচিত্তে তাঁর (ঋষ্যশৃঙ্গের) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন —'হে সৌম্য ! আমাদের আশ্রমে আসুন।'

চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্মূলানি চ ফলানি চ।
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণ বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্॥ ২৭

'যদিও এই বনে বহুবিচিত্র ফলমূল পাওয়া যায়, সেখানেও (আমাদের আশ্রমেও) সেইরূপ বিশেষ-প্রকার ফলমূল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্।
গমনায় মতিং চক্রে তং চ নিন্যুস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ২৮

"তাঁদের সকলের আন্তরিক আহ্বান শুনে ঋষ্যশৃঙ্গ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এবং সেই সুন্দরীরাও তাঁকে অঙ্গদেশে নিয়ে গেলেন।

তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্ মহাত্মনি।
ববর্ষ সহসা দেবো জগৎ প্রহ্লাদয়ংস্তদা॥ ২৯

"সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ অঙ্গদেশে আনীত হলে সহসা পর্জন্যদেব (বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র) জগৎবাসীকে আহ্লাদিত করে বারিবর্ষণ করতে লাগলেন।

বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মুনিং প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীংগতঃ॥ ৩০

"বর্ষণের দ্বারাই অঙ্গরাজ তপস্বী ব্রাহ্মণের আগমন বুঝতে পেরে পথে অগ্রসর হয়ে মুনিকে অভ্যর্থনা করে বিনম্র হয়ে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন।

অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।
বব্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রাম্মা বিপ্রং মন্যুরাবিশেৎ॥ ৩১

"সমাহিতচিত্তে বিধি অনুসারে তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করে প্রার্থনা করলেন তাঁর যেন ক্রোধ উৎপন্ন না হয়। (কপটতার সাহায্যে ব্রহ্মচারী ঋষিকুমারকে আশ্রম থেকে নগরে নিয়ে আসার জন্য ঋষি বিভাণ্ডক এবং ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের মনে যেন ক্রোধ না হয় এই বর প্রার্থনা করলেন অঙ্গরাজ)।

অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।
শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ॥ ৩২

"ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজান্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে শান্তা নাম্নী কন্যাকে যথাবিধি সম্প্রদান করে রাজা রোমপাদ প্রশান্ত চিত্তে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

এবং স ন্যবসত্তত্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্যয়া॥ ৩৩

"এইরূপে সেই মহাতেজস্বী ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ রোমপাদ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে সকল কাম্যবস্তু সহ স্ত্রী শান্তাকে নিয়ে সেই অঙ্গরাজ্যে বাস করতে লাগলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ সর্গ (১১)

সুমন্ত্রকথিত কাহিনী শ্রবণ করে সপরিবারে রাজা দশরথের অঙ্গরাজ্যে গমন ও সেখান থেকে শান্তা এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্।
যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্॥ ১

'সুমন্ত্র আরও বললেন—"হে মহারাজ ! আমার আরও হিতকর কথা শুনুন, যা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান সনৎকুমার ঋষিদের বলেছিলেন।

**ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ২**

"তারা বলেছিলেন ইক্ষ্বকুবংশে পরমধার্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শ্রীমান দশরথ নামে রাজা জন্মগ্রহণ করবেন।

**অঙ্গরাজেন সখ্যং চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি।
কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি॥ ৩
পুত্রস্ত্বঙ্গস্য রাজ্ঞস্তু রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ॥ ৪
অনপত্যোঽস্মি ধর্মাত্মন্ শান্তাভর্তা মম ক্রতুম্।
আহরেত ত্বয়াঽঽজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ॥ ৫**

"অঙ্গরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হবে। তাঁর শান্তা নাম্নী পরম সৌভাগ্যশালিনী এক কন্যা সন্তান হবে। অঙ্গরাজের পুত্র রোমপাদ নামে পরিচিত মহাযশস্বী রাজা দশরথ তাঁর কাছে গিয়ে বলবেন—'হে ধর্মাত্মন্ ! আমি সন্তানহীন। আপনার আজ্ঞায় শান্তার স্বামী যদি আমার পুত্র প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করেন তবে আমার বংশ রক্ষা হয়।'

**শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্ বাক্যং মনসা স বিচিন্ত্য চ।
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্তারমাত্মবান্॥ ৬**

"তখন রাজার (দশরথের) সেই অনুরোধ শুনে আত্মজ্ঞানী (রাজা রোমপাদ) মনে মনে চিন্তা করে, পুত্রবান শান্তার পতিকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) রাজা দশরথের নিকট প্রেরণ করবেন।

**প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৭**

"রাজা দশরথ ব্রাহ্মণকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) সঙ্গে পেয়ে মনস্তাপশূন্য হয়ে প্রসন্নচিত্তে যজ্ঞের জন্য ব্যবহার্য বিষয়-সমূহ আহরণ করবেন।

**তং চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ॥ ৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থং চ স্বর্গার্থং চ নরেশ্বরঃ।
লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখাদ্ বিশাম্পতিঃ॥ ৯**

"যশাভিলাষী ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথ পুত্রলাভের আশায় যজ্ঞ এবং স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে করজোড়ে বরণ করবেন তথা সেই প্রজাপালক রাজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে নেবেন।

**পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ॥ ১০**

"রাজা দশরথের অমিতবলশালী, বংশের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং সর্বজনের মধ্যে যশস্বী চার পুত্র হবে।

**এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ॥ ১১**

"হে মহারাজ ! পুরাকালে সত্যযুগে মনস্বী দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান সনৎকুমার (ঋষিদের সমক্ষে) এই কাহিনী বলেছিলেন।

**স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসৎ-কৃতম্।
স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ॥ ১২**

"হে পুরুষসিংহ মহারাজ দশরথ ! আপনি নিজেই সৈন্য এবং রথাদি বাহন নিয়ে গিয়ে (অঙ্গদেশ থেকে) ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে সসম্মানে সৎকারপূর্বক এখানে (অযোধ্যায়) নিয়ে আসুন।"

**সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশারথোঽভবৎ।
অনুমান্য বসিষ্ঠং চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ॥ ১৩
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ।**

'সুমন্ত্রের কথা শুনে রাজা দশরথ আহ্লাদিত হলেন। তিনি মুনিবর বশিষ্ঠকে সুমন্ত্রের কথা শুনিয়ে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদের এবং অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে, যেখানে সেই বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ বাস করতেন সেখানকার (অঙ্গদেশের) উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন॥

**বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ।**

'(রাজা দশরথ সহচরদের সঙ্গে যেতে যেতে পথে) অনেক বন এবং অনেক নদী অতিক্রম করে যেখানে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ (ঋষ্যশৃঙ্গ) অবস্থান করছিলেন ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হলেন।

আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্॥ ১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথো দীপ্যমানমিবানলম্।

'অনন্তর সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে (রাজা দশরথ) রোমপাদের নিকটে উপবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ঋষিকুমারকে দেখতে পেলেন।

ততো রাজা যথাযোগ্যাং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ॥ ১৬
সখিত্বাৎ তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে॥ ১৭
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ।

'তখন রাজা রোমপাদ বন্ধুত্বের সূত্রে প্রসন্ন হৃদয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বিশেষরূপে রাজা দশরথের সেবা করেছিলেন। তিনি ধীমান ঋষিপুত্রের নিকট দশরথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্বন্ধ জানালেন। তখন ঋষিপুত্রও দশরথকে প্রতিসম্মান প্রদর্শন করলেন।

এবং সুসৎকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ॥ ১৮
সপ্তাষ্টদিবসান্ রাজা রাজনমিদমব্রবীৎ।
শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে॥ ১৯
মদীয়ং নগরং যাতু কার্যং হি মহদুদ্যতম্।

'নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ এইরূপে যথোচিত সুসম্বর্ধিত হয়ে, রাজা রোমপাদের সঙ্গে (অঙ্গরাজ্যে) সাত-আটদিন অবস্থান করে (একদিন) রাজা রোমপাদকে বললেন— "হে প্রজাপালক রাজন্! আপনার কন্যা শান্তা পতির সঙ্গে আমার নগরে পদার্পণ করুক ; (যেহেতু) সেখানে একটি মহৎ কার্য সম্পাদিত হতে চলেছে।"

তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ॥ ২০
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্যয়া।
ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা॥ ২১

'রাজা রোমপাদ, "তাই হবে" বলে ধীমান ঋষিকুমারের যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে বললেন, "তুমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে (অযোধ্যায়) যাও।" রাজার নির্দেশ পেয়ে তখন ঋষিপুত্র রাজা দশরথকে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "তাই হবে"।

স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্যয়া।
তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা॥ ২২
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্যবান্।
ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ॥ ২৩

'ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা রোমপাদের অনুমতিক্রমে সেখান থেকে (অঙ্গরাজ্য থেকে) পত্নীসহ (অযোধ্যার উদ্দেশ্যে) প্রস্থান করলেন। দশরথ এবং বীর্যবান রোমপাদ করজোড়ে পরস্পর সস্নেহে বক্ষে বক্ষে (হৃদয়ে হৃদয়ে) আলিঙ্গন করে অভিনন্দিত করলেন। অতঃপর রঘুকুলনন্দন দশরথ মিত্রের নিকট বিদায় নিয়ে সেখান থেকে (অঙ্গরাজ্য থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে) প্রস্থান করলেন।

পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ।
ক্রিয়তাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলঙ্কৃতম্॥ ২৪
ধূপিতং সিক্তসম্মৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।

'রাজা দশরথ শীঘ্রগামী দূতদের প্রেরণ করে (অযোধ্যার) পুরবাসীদের সংবাদ পাঠালেন—সমগ্র নগরকে ধূপের ধোঁয়ায় সুগন্ধিত, পথগুলি জলসেচনদ্বারা মার্জিত এবং পতাকাশোভিত করে শীঘ্র সুসজ্জিত করা হোক।

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্॥ ২৫
তথা চক্রুশ্চ তৎ সর্বং রাজ্ঞা যৎ প্রেষিতং তদা।

'তখন পুরবাসীরা রাজার আগমনবার্তা শ্রবণ করে উল্লসিত হয়ে রাজা যে নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন, সেই সকলই যথাযথ সমাধান করেছিল।

ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ॥ ২৬
শঙ্খদুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভম্।

'শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সম্মুখে রেখে রাজা সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন।

ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্॥ ২৭
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্মণা।
যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্॥ ২৮

'সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সঙ্গে কাশ্যপকে (কশ্যপনন্দন বামনদেবকে) স্বর্গে প্রবেশ করতে দেখে দেবতাদের মতো, (অযোধ্যাবাসী) নাগরিকেরা সকলে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী রাজা দশরথের সঙ্গে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে) অযোধ্যায় প্রবেশ করতে দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ॥ ২৯

'রাজা দশরথ ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে নিয়ে

এসে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পূজা করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্।
সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমন্॥ ৩০

'বিশাললোচনা (ডাগর চোখ) শান্তাকে স্বামীর সঙ্গে এইভাবে আসতে দেখে রাজান্তঃপুরবাসিনীরা সকলে প্রসন্ন ও আনন্দমগ্ন হয়েছিলেন।

পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ।
উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সহদ্বিজা॥ ৩১

'রাজমহিষীদের বিশেষত রাজার কাছে এইরূপে সৎকৃত (সম্মানিত) হয়ে শান্তা স্বামী বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সেখানে কিছুদিন সুখে বাস করতে লাগলেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

———o———

দ্বাদশ সর্গ (১২)

যজ্ঞ করার জন্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট রাজা দশরথের প্রস্তাব এবং যজ্ঞের আবশ্যকীয় বিষয় আহরণের জন্য ঋষিকর্তৃক রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দান

ততঃ কালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে।
বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ॥ ১

'অনন্তর অনেকদিন গত হলে মনোরম বসন্ত-ঋতুর আগমনে যজ্ঞ করার জন্য একদিন রাজার ইচ্ছা হল। (বসন্ত নাতিশীতোষ্ণ ঋতু ; সুতরাং এই ঋতু যজ্ঞাদি শুভকর্মের উপযুক্ত কাল।)

ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্।
যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ॥ ২

'তখন দেবোপম বর্ণবিশিষ্ট সেই বিপ্রকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করে (রাজা) বংশরক্ষার্থে সন্তান প্রাপ্তির আশায় (সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে) যজ্ঞকার্যে বরণ করলেন।

তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্॥ ৩
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।

'তখন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ পৃথ্বীপতি দশরথকে বললেন — "তাই হোক। যজ্ঞ-সামগ্রী সংগ্রহ করা হোক, যজ্ঞাশ্ব মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করা হোক।"

ততোঽব্রবীনৃপো বাক্যং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্॥ ৪
সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রমৃত্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ।
সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিমথ কাশ্যপম্॥ ৫
পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।

'তখন রাজা বললেন—"সুমন্ত্র ! তুমি, বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণদের, ব্রহ্মবাদী ঋত্বিকদের এবং সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে শীঘ্র সাদর আবাহন কর। অন্য যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সকলকেও সাদর আহ্বান জানাবে।"

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ॥ ৬
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্।

'তখন শীঘ্রগামী সুমন্ত্র দ্রুত সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সাদরে নিয়ে এলেন।

তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা॥ ৭
ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্॥ ৮
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম।
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা॥ ৯
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্।

'তখন ধর্মাত্মা রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্ম ও অর্থযুক্ত মধুর বাক্যে বললেন—"রাজ্য-লাভ করেও পুত্রের কামনায় আমার হৃদয়ে একটুও সুখ নেই। তাই পুত্র কামনায় আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছি। এই সঙ্কল্পিত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবেই পুত্রপ্রাপ্তির কামনা পূর্ণ হবে, এই আমার বিশ্বাস।"

ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্॥ ১০
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখাচ্চ্যুতম্।

'তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ রাজার মুখনির্গত সেই কথাকে 'সাধু সাধু' বলে অভিনন্দিত করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ-পুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা॥ ১১
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্॥ ১২

'তখন ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রমুখ ঋষি রাজাকে বললেন "মহারাজ ! যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করুন। যজ্ঞাশ্বটিকে মুক্ত করে দিন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।

সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্।
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা॥ ১৩

"পুত্রলাভের জন্য যেহেতু আপনার ধর্মীয় বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাই আপনি অমিতবিক্রমশালী চার পুত্র লাভ করবেন।"

ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্।
অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্॥ ১৪

'ব্রাহ্মণদের কথা শুনে রাজা প্রীতিলাভ করলেন এবং আনন্দিত হয়ে মন্ত্রীদের মঙ্গলকর বাক্যে বললেন—

গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্॥ ১৫

"গুরুজনদের নির্দেশানুসারে আমার (মঙ্গলের) জন্য যজ্ঞীয় সামগ্রী শীঘ্র সংগ্রহ করুন এবং বীর রক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণে ও পুরোহিতের সঙ্গে যজ্ঞাশ্বকে মুক্ত করে দিন।

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাভিবর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি॥ ১৬

"সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। অন্যান্য ধর্মীয় বিধানানুসারে বিঘ্ননাশক শান্তিকর্মসকল অনুষ্ঠিত হোক।

শক্যঃ কর্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে॥ ১৭

"যদি এই সর্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞে কষ্টপ্রদ কোনও অপরাধ না হয়, তবে সকল রাজাই এই যজ্ঞ করতে সমর্থ হবেন।

ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি॥ ১৮

"কিন্তু এই যজ্ঞ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ, বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা সর্বদাই এই যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায় ; আর বিধিহীন যজ্ঞের কর্তা সদ্য বিনাশপ্রাপ্ত হন।

তদ্ যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ॥ ১৯

"অতএব, যাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সমাপ্ত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করুন, কারণ আপনারা এই কার্যে সমর্থ।"

তথেতি চ ততঃ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্ বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্বত॥ ২০

'তখন মন্ত্রীরা সকলে রাজরাজেশ্বর দশরথের কথাকে "তাই হবে" এই বলে সমাদর করে তাঁর নির্দেশানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।

ততো দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্।
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্॥ ২১

'অতঃপর ব্রাহ্মণেরা সকলে ধর্মজ্ঞ রাজেশ্বর দশরথের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে, যিনি যেখান থেকে এসেছিলেন তিনি সেখানেই আবার চলে গেলেন।

গতেষু তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্ নরাধিপঃ।
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ॥ ২২

'সেই ব্রাহ্মণেরা চলে গেলে মহিমময় রাজা দশরথ মন্ত্রীগণকে বিদায় দিয়ে নিজ গৃহে (কক্ষে) প্রবেশ করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

রাজা দশরথের মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ, মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক যজ্ঞকার্যে সেবক নিযুক্তি, রাজার আদেশে বিভিন্ন দেশের রাজাদের নিমন্ত্রণ এবং সপত্নীক রাজার যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ।
প্রসবার্থং গতো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্যবান্॥ ১
অভিবাদ্য বসিষ্ঠং চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্॥ ২

'আবার বসন্ত ঋতু ফিরে আসায় এক বৎসর পূর্ণ হল। বীর দশরথ সন্তান কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করানোর জন্য বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। প্রণাম ও বিধিপূর্বক অর্চনা করে সন্তান কামনায় তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সুমিষ্ট বাক্যে বললেন—

যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্॥ ৩

"হে ব্রহ্মন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। যজ্ঞে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে তারও ব্যবস্থা করুন।

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্।
বোঢব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ॥ ৪

"আপনি আমার প্রতি স্নেহশীল, আমার পরম সুহৃৎ এবং মহান গুরু। তাই উপস্থিত যজ্ঞের ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।"

তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
করিষ্যে সর্বমেবৈতদ্ ভবতা যৎ সমর্থিতম্॥ ৫

'সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজাকে বললেন, "তাই-ই হবে। আরও আপনার প্রার্থিত সকল কাজই করব।"

ততোঽব্রবীদ্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্॥ ৬
কর্মান্তিকাঞ্ছিল্পিকারান্ বর্ধকীন্ খনকানপি।
গণকাঞ্শিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্॥ ৭
তথা শুচীঞ্শাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্।
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ॥ ৮

'তখন বশিষ্ঠদেব যজ্ঞকর্মে নিপুণ বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে, সুদক্ষ স্থপতিদিগকে, পরম ধার্মিক বয়স্কগণকে, নিপুণ শিল্পীদিগকে, সূত্রধরদিগকে, ভূমি খননকারীদের, জ্যোতিষীদের, অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের এবং শাস্ত্রজ্ঞ পবিত্র বহুশ্রুত ব্যক্তিদের বললেন—"রাজার নির্দেশে আপনারা সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞের জন্য নিজ নিজ কর্ম আরম্ভ করুন।

ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
উপকার্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ॥ ৯

"শীঘ্রই সহস্র সহস্র ইষ্টক আনয়ন করে (নিমন্ত্রিত) রাজাদের বাসযোগ্য বিবিধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গৃহসকল নির্মিত হোক।

ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ॥ ১০

"ব্রাহ্মণদের জন্য নানাপ্রকার অন্ন-পান-ভোজ্য-সমন্বিত, সুপরিকল্পিত শতশত রমণীয় গৃহ নির্মাণ করুন।

তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্॥ ১১

"আবার, পুরবাসীদের জন্য সুবিস্তৃত, এবং দূর দেশ থেকে আগত রাজাদের জন্য পৃথক পৃথক গৃহসকল নির্মাণ করতে হবে।

বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ।
ভটানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্॥ ১২

"অশ্বশালা, হস্তিশালা, সাধারণ লোকের জন্য শয়ন গৃহসকল এবং বৈদেশিক সৈন্যদের জন্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহসকল (অর্থান্তরে স্তুতিপাঠক পণ্ডিতদের জন্য গৃহসকল) নির্মাণ করতে হবে।

আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্॥ ১৩
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া।

"নগরবাসীদের বাসস্থানগুলি যেন বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যে এবং সর্ববিধ মনোরম সামগ্রীতে পূর্ণ থাকে। মনোরম খাদ্যসমূহ জনসাধারণকে সৎকারপূর্বক বিধিমতো দান করতে হবে, অবশ্যই অবহেলাপূর্বক দান করলে চলবে না।

সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ॥ ১৪
ন চাবজ্ঞা প্রযোক্তব্যা কামক্রোধবশাদপি।

"যাতে সকল বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) জনগণই উত্তমরূপে সৎকার এবং সেবা প্রাপ্ত হন, তা দেখতে হবে। কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা॥ ১৫

তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্।

"যে সকল ব্যক্তি এবং যে সকল শিল্পী যজ্ঞকার্যে উৎসাহী, তাদেরও যথাক্রমে (বড়-ছোট বয়ঃক্রমানুসারে বা কর্মক্ষমতানুসারে) বিশেষরূপে সেবা করতে হবে। (যার যতটা প্রাপ্য, বিচার করে তাকে ততটুকু দিতে হবে)।

যে স্যুঃ সম্পূজিতাঃ সর্বে বসুভির্ভোজনেন চ॥ ১৬
যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা॥ ১৭

"যারা (যে কর্মীরা) অর্থ এবং অন্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় তারা সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তাদের কোনো কাজেই ত্রুটি হয় না। অতএব আপনারা প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে সেই কর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করুন।"

ততঃ সর্বে সমাগম্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।
যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে॥ ১৮
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।

'তখন সকলে বশিষ্ঠের কাছে এসে বললেন, "সব কিছুই আপনার অভিষ্ট মতো সম্পন্ন করা হবে। আপনি যেরূপ বলেছেন, সবই করব ; কিছুই বাদ যাবে না।"

ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৯
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যাঞ্ছূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ২০

'অতঃপর বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে আহ্বান করে বললেন — "পৃথিবীতে যত ধার্মিক রাজা আছেন তাঁদের এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের ও সহস্র সহস্র শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করে আসুন।

সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্॥ ২১
তমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।
পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে॥ ২২

"বিভিন্ন দেশের লোকেদের সমাদর করে নিয়ে আসুন। মিথিলার অধিপতি সেই সত্যবাদী বীর মহামহিম জনককে, (তাঁর সঙ্গে) পূর্বের সম্বন্ধ (আত্মীয়তা) স্মরণ করে আপনি নিজেই প্রথমেই নিয়ে আসুন — এই কথাই আপনাকে বলতে চাই।

তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ॥ ২৩

"তদ্রূপ, স্নেহশীল, প্রিয়ভাষী, সদাচারী, দেবোপম কাশীরাজকে (আপনি) স্বয়ং নিয়ে আসুন।

তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়॥ ২৪

"আরও মহারাজ দশরথের শ্বশুর পরমধার্মিক বৃদ্ধ কেকয়রাজকে সপুত্র নিয়ে আসুন।

অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসৎকৃতম্।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়॥ ২৫

"মহারাজ দশরথের বন্ধু মহাধনুর্ধর অঙ্গরাজ রোমপাদকে সপুত্র মহাসমাদরে নিয়ে আসুন।

তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসৎকৃতম্।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্॥ ২৬
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সৎকৃতং পুরুষর্ষভম্।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্।
প্রাচীনান্ সিন্ধুসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্॥ ২৭
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ।
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে॥ ২৮
তানানয় যথাক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্।
এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া॥ ২৯

"কোশলরাজ ভানুমানকে, সর্বশাস্ত্রবিশারদ-পরম উদার-পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর মগধরাজ প্রাপ্তিযজ্ঞকে, পূর্বদেশীয়, সিন্ধু-সৌবীর-সুরাষ্ট্রদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় নৃপতিগণকে এবং পৃথিবীতে মহারাজ দশরথের প্রতি স্নেহশীল আর যে সব রাজারা আছেন, সানুচর ও সবান্ধব সেই সকল রাজাদের মহান দূতগণের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ সংবাদ পাঠান। মহারাজের আদেশানুসারে তাঁদের সকলকে সমাদরের সঙ্গে সৎকারপূর্বক যথাশীঘ্র নিয়ে আসুন।"

বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা।
ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্॥ ৩০

'বশিষ্ঠদেবের সেই কথা শুনে রাজাদের শীঘ্র সেখানে নিয়ে আসার জন্য সুমন্ত্র যোগ্য পুরুষদের আদেশ দিলেন।

স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রয়াতো মুনিশাসনাৎ।
সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহামতিঃ॥ ৩১

'মহামুনি বশিষ্ঠের নির্দেশে মহাবুদ্ধিমান ধর্মাত্মা সুমন্ত্র নিজেই রাজাদের নিয়ে আসার জন্য শীঘ্রগামী হয়ে প্রস্থান করলেন।

তে চ কর্মান্তিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।
সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্॥ ৩২

'কর্মচারীরা সকলে যজ্ঞের জন্য আয়োজিত সকল বিষয় (দ্রব্যসামগ্রী) সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠকে জানালেন।

ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ।

অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা॥ ৩৩
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্দাতারং নাত্র সংশয়ঃ।

'তখন সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠমুনি তাঁদের সকলকে বললেন—"কাউকেই অবহেলা বা অনাদর করে কিছু দান করা উচিত নয়। (কারণ) অবজ্ঞাপূর্বক কৃত দান দাতাকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করে।"

ততঃ কৈশ্চিদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ॥ ৩৪
বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ।

'অনন্তর কয়েকদিনের মধ্যেই রাজা দশরথের জন্য বহু রত্নসম্ভার নিয়ে (বিভিন্ন দেশের) রাজারা (অযোধ্যায়) উপস্থিত হলেন।

ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ৩৫
উপযাতা নরব্যাঘ্র রাজানস্তব শাসনাৎ।
ময়াপি সৎকৃতাঃ সর্বে যথার্হং রাজসত্তম॥ ৩৬

'তখন বশিষ্ঠ সুপ্রসন্ন হয়ে রাজা দশরথকে বললেন—"হে পুরুষসিংহ ! আপনার নির্দেশে (অনুরোধে) রাজারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমিও সকলকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানিয়েছি।

যজ্ঞিয়ঞ্চ কৃতং সর্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
নির্যাতু চ ভবান্ যষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকম্॥ ৩৭

"সুনিপুণ কর্মীরা যজ্ঞের জন্য সকল কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। আপনিও যজ্ঞ করার জন্য যজ্ঞভূমির নিকট গমন করুন।

সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ।
দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্মিতম্॥ ৩৮

"হে মহারাজ ! (আপনি) দেখে আসুন, যজ্ঞভূমির চারিদিকে প্রয়োজনীয় বস্তুসকল আনীত ও একত্রিত করা হয়েছে ; (মনে হবে) যেন কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে (কল্পনা দ্বারা রূপায়িত হয়েছে)।"

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ।
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ॥ ৩৯

'তখন মুনিবর বশিষ্ঠ এবং ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি নিয়ে মহারাজ দশরথ শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিনে (রাজভবন থেকে যজ্ঞভূমির দিকে) প্রস্থান করলেন।

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্মারভংস্তদা॥ ৪০
যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ॥ ৪১

'তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোভাগে নিয়ে যজ্ঞভূমিতে গমন করলেন। অতঃপর তাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করলে শ্রীমান রাজা দশরথ মহিষীদের সঙ্গে যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দশ সর্গ (১৪)

অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে।
সরয়্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্তত॥ ১

'অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হলে, সেই (যজ্ঞার্থে মুক্ত) অশ্বটি (পৃথিবী ঘুরে) ফিরে এল ; তখন সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজার (সঙ্কল্পিত) যজ্ঞ আরম্ভ হল।

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ॥ ২

'মনস্বী রাজা দশরথের সেই মহান অশ্বমেধ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোভাগে রেখে যজ্ঞকর্ম করতে লাগলেন।

কর্ম কুর্বন্তি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ।
যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ॥ ৩

'বেদজ্ঞ যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্রীয় নির্দেশানুসারে বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানাদি শুরু করলেন।

প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ।
চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ॥ ৪

'বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রবর্গ্য-কর্ম সম্পাদন করে উপসদ কর্ম করলেন ; তৎপরে দেশাচার ও কুলাচার কর্মসকল বিধিমতো সম্পন্ন করলেন।

অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্বে চক্রুর্যথাবিধি।
প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৫

'অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠগণ সানন্দে দেবপূজাদি সম্পন্ন করে যথাবিধি প্রাতঃসবনাদি ক্রিয়া করলেন।

ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্ দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ।
মধ্যন্দিনং চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্॥ ৬

'রাজাও ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে নিষ্পাপ সোমরস যথাবিধি দান করে ক্রমে মাধ্যন্দিনসবনে প্রবৃত্ত হলেন।

তৃতীয়সবনং চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।
চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্ট্বা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ॥ ৭

'(অতঃপর) দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ শাস্ত্রীয়বিধি দর্শন করে সেই মহাত্মা রাজা দশরথের জন্য (তাঁর মঙ্গলার্থে) তৃতীয় সবন বিধিবৎ সম্পাদন করলেন।

আহ্বয়াঞ্চক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্।
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ॥ ৮

'ঋষ্যশৃঙ্গাদি ঋষিগণ শিক্ষাশাস্ত্রের উপদেশানুসারে অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণসহ মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণকে সেই যজ্ঞস্থলে আহ্বান করেছিলেন।

গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ।
হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্॥ ৯

'ঋত্বিকগণ স্নিগ্ধ মধুর গীতিময় সামমন্ত্রে আবাহন করে দেবতাদের হবির ভাগ যথাযথ দান করেছিলেন।

ন চাহুতমভূৎ তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন।
দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে॥ ১০

'সেই যজ্ঞে কিছুই আহুতিহীন বা ত্রুটিযুক্ত আহুতি হয়নি। কোনও কিছুই পতিত বা বিচ্যুত হয়নি। সব কিছুই ব্রহ্ম ভাবনায় দৃষ্ট হওয়ায় মঙ্গলযুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।

ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।
নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা॥ ১১

'কোনও ঋত্বিকই যজ্ঞের সময় দিবাভাগে শ্রান্ত বা ক্ষুধিত হননি। (যজ্ঞে উপস্থিত) কোনও ব্রাহ্মণই বিদ্যাহীন ছিলেন না এবং কোনও ব্রাহ্মণেরই শতসংখ্যক অপেক্ষা কম শিষ্য ছিলেন না।

ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে॥ ১২

বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে॥ ১৩

'এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ তথা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নিত্য ভোজন করতেন। (ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের) অধীন শূদ্রেরাও ভোজন করতেন। তপস্বী এবং শ্রমণেরা ভোজন করতেন। (এতদ্ব্যতীত) বৃদ্ধ, ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা, স্ত্রীলোকেরা এবং বালকেরা পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করতেন (তাঁদের তৃপ্তির শেষ নেই)

দীয়তাং দীয়তামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ।
ইতি সঞ্চোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ॥ ১৪

"অন্ন দাও ; নানারূপ বস্ত্র দাও"—এইরূপ আদিষ্ট হয়ে (কর্মীরা) বারংবার সেইরূপ (দান) করতে লাগলেন।

অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবৎ তদা॥ ১৫

'সেখানে প্রতিদিন রান্না করা অন্নের স্তূপগুলি পর্বতের মতো দেখায়।

নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ॥ ১৬

'মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ থেকে আগত পুরুষ ও স্ত্রীগণকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়েছিল।

অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ॥ ১৭

"খাদ্য বিধিমতো রান্না করা হয়েছে এবং সুস্বাদুও বটে"—এই বলে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ প্রশংসা করতে লাগলেন। রঘুবংশতিলক দশরথ ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে শুনতে পেলেন—"আমরা পরিতৃপ্ত, আপনার কল্যাণ হোক"।

স্বলংকৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্যবেষয়ন্।
উপাসন্তে চ তানন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ॥ ১৮

'সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুরুষগণ ব্রাহ্মণদের অন্ন পরিবেশন করছিলেন এবং উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারী অপর পুরুষেরা তাঁদের পরিবেশণে সহায়তা করছিলেন।

কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া॥ ১৯

'অতঃপর যজ্ঞে একাংশের সমাপ্তি ও অপরাংশের আরম্ভের মধ্যবর্তী বিশ্রামপর্বে সুবক্তাধীর ব্রাহ্মণগণ তর্কে পরস্পর জয়াভিলাষী হয়ে নানাবিধ যুক্তিবাদ উল্লেখ করে পরস্পর শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে লাগলেন।

দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ।

সর্বকর্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ॥ ২০

'সেই যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত কুশল ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন শাস্ত্রসম্মতভাবে যজ্ঞীয় কর্মসকল করতে লাগলেন।

নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলো দ্বিজঃ॥ ২১

'রাজা দশরথের এই যজ্ঞে ব্রতী কোনও ঋত্বিক্‌ই ষড়্‌বেদাঙ্গে অজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যহীন, নানা শাস্ত্রে অজ্ঞ (অবহুশ্রুত) কিংবা শাস্ত্রবিচারে অদক্ষ ছিলেন না।

প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড়্‌-বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা।
তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে॥ ২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টৌ দেবদারুময়স্তথা।
দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ॥ ২৩

'যূপকাষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করার সময় হলে, ছয়টি বিল্বশাখা, ছয়টি খদির শাখা (খয়ের গাছের ডাল) তারপর বিল্বশাখার সঙ্গে সমসংখ্যক পলাশ শাখা স্থাপিত হল। একটি বহেড়া বৃক্ষের এবং দুটি দেবদারু বৃক্ষের শাখাও (অশ্বমেধ যজ্ঞে যূপ নির্মাণে) নির্দিষ্ট আছে। প্রসারিত দুটি বাহুর মতো করে এই দেবদারু শাখা দুটি সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। (যজ্ঞের পশুবন্ধনের খুঁটিকে যূপ বলে)।

কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রজ্ঞৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ।
শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালংকৃতা ভবন্॥ ২৪

'এই যূপনির্মাণ কার্যসকল শাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করেছিলেন এবং এই যজ্ঞের সৌন্দর্য বিধানের জন্য যূপকাষ্ঠগুলিকে স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়েছিল।

একবিংশতিযূপাস্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।
বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলংকৃতাঃ॥ ২৫

'এক একটি একুশ অরত্নি পরিমাণ (অর্থাৎ পাঁচশ চার অঙ্গুলি পরিমাণ) সেই একুশটি যূপকাষ্ঠ একুশটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা একটি একটি করে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ সুকৃতা দৃঢ়াঃ।
অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব এব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ॥ ২৬

'শিল্পীদের দ্বারা সুদৃঢ়রূপে নির্মিত যূপকাষ্ঠগুলি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে স্থাপিত। সবগুলি যূপকাষ্ঠই অষ্টকোণযুক্ত এবং চিক্কণ ও সুন্দরাকৃতি বিশিষ্ট।

আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি॥ ২৭

'সেই যূপকাষ্ঠগুলি বস্ত্রাচ্ছাদিত ও গন্ধ-পুষ্পদ্বারা পূজিত হয়ে, আকাশে বিরাজিত উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো যজ্ঞস্থলে বিরাজ করছে।

ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি॥ ২৮

'সূত্রগ্রন্থোক্ত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রমাণমতো ইষ্টক নির্মাণ করিয়ে শিল্পকর্মকুশল ব্রাহ্মণদের দ্বারা (সেই ইষ্টক নির্মিত যজ্ঞস্থলে) যজ্ঞাগ্নি আহৃত হয়েছিল।

স চিত্যো রাজসিংহস্য সঞ্চিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ।
গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ॥ ২৯

'মহারাজ দশরথের কুশলী ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্মিত (ছয় হস্তের) তিনগুণ, অর্থাৎ অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত বিস্তৃত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত গরুড়ের আকৃতিবিশিষ্ট যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি সংগৃহীত হল।

নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ॥ ৩০

'বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে সেই যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে পশু, সর্প এবং পক্ষী আনীত হয়েছিল।

শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋষিভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা॥ ৩১

'অতঃপর যূপকাষ্ঠে যজ্ঞাশ্ব এবং জলচর প্রাণীদের নিয়ে এসে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই সকল কার্য ঋষিরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারেই করেছিলেন।

পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ॥ ৩২

'সেই যূপকাষ্ঠগুলিতে তিনশত পশু এবং রাজা দশরথের উত্তম অশ্বরত্নটি বদ্ধ ছিল।

কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥ ৩৩

'অতঃপর মহারাণী কৌশল্যা সেই অশ্বটিকে সর্বতোভাবে পরিচর্যা করে পরম আনন্দের সঙ্গে তাকে (অশ্বটিকে) খড়্গের দ্বারা তিনবার প্রহার করে হত্যা করলেন।

পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া॥ ৩৪

'তদনন্তর মহারাণী কৌশল্যা ধর্মকামনায় সেই পক্ষবিশিষ্ট অশ্বটির সঙ্গে এক রাত্রি বাস করলেন।

হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হস্তেন সময়োজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা॥ ৩৫

'অতঃপর হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্‌গাতা মহিষী কৌশল্যা এবং (রাজা দশরথের অপরা দুই স্ত্রী) পরিবৃত্তি ও বাবাতাকে হাতে হাতে (সেই অশ্বকে) স্পর্শ করালেন।

পতত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ॥ ৩৬

'পরম জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের মেদ সংগ্রহ করে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে পাক করেছিলেন।

ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ॥ ৩৭

'যথাসময়ে রাজা দশরথ নিজের পাপ বিনাশের জন্য বিধিপূর্বক মেদের ধোঁয়ার ঘ্রাণ নিলেন।

হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ॥ ৩৮

'অশ্বের সবগুলি অঙ্গই ষোলোজন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলেন।

প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে॥ ৩৯

'অন্যান্য যজ্ঞে পাকুড় গাছের শাখার সাহায্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়; কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতের পাত্রে হবিঃ রেখে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়।

ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্॥ ৪০
উক্থ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্।
কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ॥ ৪১

'ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে তিনদিনব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম দিনে চতুষ্টোম বা অগ্নিষ্টোম নামক যজ্ঞ, দ্বিতীয় দিনে উক্থ্য এবং তৃতীয় দিনে অতিরাত্র নামক যজ্ঞের বিধান আছে। শাস্ত্রদৃষ্টিতে আরও অনেক প্রকার যজ্ঞের বিধান আছে।

জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ।
অভিজিদ্বিশ্বজিচ্চৈবমাপ্তোর্যামৌ মহাক্রতুঃ॥ ৪২

'(চতুষ্টোম-উক্থ্য-অতিরাত্র যজ্ঞের অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে) জ্যোতিষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম যজ্ঞ, দু'বার অতিরাত্র যজ্ঞ, অতঃপর অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ এবং দু'বার আপ্তোর্যাম যজ্ঞ— (মোট আটবার যজ্ঞ) করা হল। এই যজ্ঞগুলিকে একত্রে মহাক্রতু বলা হয়।

প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্ধনঃ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্॥ ৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণৈষা বিনির্মিতা।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে স্বয়ম্ভূবিহিতে পুরা॥ ৪৪

'স্বীয় বংশের গৌরব বর্ধনকারী রাজা দশরথ হোতাকে (অযোধ্যায়) পূর্বদিকের রাজ্য, অধ্বর্যুকে (অযোধ্যার) পশ্চিম দিকের রাজ্য, ব্রহ্মাকে (অযোধ্যার) দক্ষিণ দিকের রাজ্য এবং উদ্গাতাকে (অযোধ্যার) উত্তর দিকের রাজ্য (যজ্ঞের) দক্ষিণারূপে দান করলেন। প্রাচীনকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণার এইরূপই বিধান করেছিলেন।

ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্ধনঃ॥ ৪৫

'বংশগৌরববর্ধক নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ বিধিপূর্বক যজ্ঞ সমাপন করে ঋত্বিকগণকে সমগ্র পৃথিবী দান করলেন।

এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্বে রাজানং গতকিল্বিষম্॥ ৪৬
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে॥ ৪৭
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥ ৪৮
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতম্।
তৎ প্রয়চ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্॥ ৪৯

'এইরূপ দক্ষিণা দিয়ে ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক শ্রীমান রাজা দশরথ অতীব আনন্দিত হলেন। কিন্তু, ঋত্বিকগণ সকলেই সেই নিষ্পাপ রাজাকে বললেন —"আপনি একাই সমগ্র পৃথিবী পালন করতে সমর্থ। আমাদের (দক্ষিণাস্বরূপ) রাজ্যের প্রয়োজন নেই; কারণ, আমরা রাজ্যপালনে সমর্থ নই। হে মহারাজ! আমরা সর্বদাই স্বাধ্যায় কার্যে বা বেদপাঠে রত থাকি; অতএব আপনি মূল্য হিসাবে সামান্য কিছু দান করুন। মণিরত্ন, স্বর্ণ, গোধন অথবা অন্য কোনও বস্তু আমাদের দিন—রাজ্যের প্রয়োজন নেই।"

এবমুক্তো নরপতির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গবাং শতসহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ॥ ৫০
দশকোটিং সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্।

'সেই রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়ে তাঁদের দশ লক্ষ গাভী, দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং (স্বর্ণমুদ্রার) চতুর্গুণ (অর্থাৎ চল্লিশ কোটি) রৌপ্য মুদ্রা দান করলেন।

ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু॥ ৫১
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে।

'তখন ঋত্বিক্গণ সকলে মিলিত হয়ে (তাঁদের প্রদত্ত) সমস্ত সম্পদ ঋষ্যশৃঙ্গকে এবং ধীমান বশিষ্ঠদেবকে সমর্পণ করলেন।

ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫২

সুপ্রীতমনসঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্‌।

'তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ (দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত) সেই ধনরাশি পরস্পর ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে নিয়ে সকলেই আহ্লাদিত হয়ে বললেন—"আমরা খুবই খুশি হয়েছি।"

ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ ॥ ৫৩
জাম্বূনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।

'অতঃপর রাজা দশরথ একাগ্রচিত্ত হয়ে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ (সোনা) এবং কোটি সংখ্যক (এক কোটি) স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্‌ ॥ ৫৪
কস্মৈচিৎ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ।

'(সকল সম্পদ দান করা হয়ে গেলে, যখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সেই সময়) প্রার্থনারত কোনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রঘুনন্দন রাজা দশরথ নিজের হাতের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার খুলে নিয়ে দান করলেন।

ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্‌ দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ ॥ ৫৫
প্রণামমকরোৎ তেষাং হর্ষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।

'অতঃপর ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হলে ব্রাহ্মণবৎসল আনন্দ-বিহ্বল-ইন্দ্রিয় রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের বিধিমতো প্রণাম করলেন।

তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ ॥ ৫৬
উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ।

'তখন ভূমিতে প্রণত সেই উদার নরবীরের প্রতি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিবিধ আশীর্বাণী কথিত হয়েছিল।

ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্‌ ॥ ৫৭
পাপাপহং স্বর্নয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ।

'তখন রাজা দশরথ পাপ-বিনাশক, স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফলদায়ক, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজাদের পক্ষে দুষ্কর, অত্যুত্তম যজ্ঞ সমাপন করে এবং তার ফল প্রাপ্ত হয়ে অতীব প্রীত হলেন।

ততোঽব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা ॥ ৫৮
কুলস্য বর্ধনং তৎ তু কর্তুমর্হসি সুব্রত।

'অতঃপর যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে বললেন—"হে সুব্রত ! আমার বংশবৃদ্ধিকারী কর্ম করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।"

তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ভবিষ্যন্তি সুতা রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ ॥ ৫৯

'তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ রাজাকে বললেন—"হে রাজন্‌ ! তাই হবে। আপনার বংশরক্ষক চারটি পুত্র হবে।"

স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য
প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ।
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা
তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ ॥ ৬০

'সংযমী নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আবারও বললেন। (রাজা দশরথ পুত্র-প্রাপ্তির জন্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞ করতে অনুরোধ করলেন)।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ কর্তৃক রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞারম্ভ, দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মার রাবণ বধের উপায় নির্ধারণ এবং দেবতাদের প্রার্থনাক্রমে ভগবান বিষ্ণুর আশ্বাস দান

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্‌।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ ॥ ১

'অতঃপর মেধাবী ও বেদজ্ঞ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। পরে ধ্যানভঙ্গের পর চেতনায় ফিরে এসে রাজা দশরথকে বললেন—

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ ॥ ২

"আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য বিধি অনুসারে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রে পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করব, যাতে মনস্কামনা অবশ্যই সিদ্ধ হবে।"

ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৩

'তখন সেই তেজস্বী ঋষি রাজা দশরথের পুত্রের কারণে (পুত্রলাভের জন্য) সেই পুত্রেষ্টি (যজ্ঞ) আরম্ভ করে মন্ত্রোল্লিখিত রীতি-অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভাগপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি॥ ৪

'তখন গন্ধর্বদের সঙ্গে নিয়ে দেবগণ, সিদ্ধনামক উপদেবতারা এবং মহর্ষিবৃন্দ স্ব-স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য যথাবিধি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।

তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবঁল্লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ॥ ৫

'দেবতারা সকলে যথানিয়মে সেই যজ্ঞসভায় সমবেত হয়ে লোককর্তা ব্রহ্মাকে বললেন—

ভগবংস্ত্বৎ প্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্ নো বাধতে বীর্যাচ্ছাসিতুং তং ন শক্নুমঃ॥ ৬

''ভগবন্! আপনার কৃপায় বলীয়ান রাবণ নামক রাক্ষস স্বীয় বলবত্তার দ্বারা আমাদের সকলকে উৎপীড়িত করছে। তাকে আমরা কিছুতেই শাসন করতে পারছি না।

ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তং নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে॥ ৭

''ভগবন্! আপনি রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দান করেছেন। (আপনার প্রদত্ত) সেই বরকে সর্বদা সম্মান জানিয়েই আমরা রাবণের সব অপরাধ সহ্য করে চলেছি।

উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি॥ ৮

''সেই দুষ্ট ত্রিভুবনকে উদ্বিগ্ন করছে। উন্নতচরিত্রের ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করছে। আবার দেবরাজ ইন্দ্রকেও সে নিগৃহীত করতে চায়।

ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তদা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ॥ ৯

''আপনার প্রদত্ত বরে মোহগ্রস্ত হয়ে সেই পরাক্রান্ত (রাবণ) ঋষিগণকে, যক্ষদের, গন্ধর্বদের, তদ্রূপ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে অত্যাচার করে।

নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে॥ ১০

''সূর্য তার কাছে তাপ বিকীরণ করতে পারে না। বায়ু তার পাশে প্রবাহিত হতে পারে না। চঞ্চল তরঙ্গময় সমুদ্রও তাকে দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তন্মহন্নো ভয়ং তস্মাদ্ রাক্ষসাদ্ ঘোরদর্শনাৎ।
বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্তুমর্হসি॥ ১১

''সেই ভীষণ দর্শন রাক্ষস থেকে আমরা অত্যন্ত ভীত। তাই হে ভগবন্! তার বধের কোনও উপায় স্থির করুন।''

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ।
হন্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ॥ ১২

'দেবতাদের দ্বারা এইরূপ কথিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা চিন্তা করে বললেন—''একে হত্যা করা হবে। এই দুরাত্মার বধের উপায় স্থির হয়ে আছে।''

তেন গন্ধর্বযক্ষাণাং দেবতানাং চ রক্ষসাম্।
অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তং চ তন্ময়া॥ ১৩

''সে বর প্রার্থনা করেছিল— 'আমি গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসদের অবধ্য যেন হতে পারি।' আমিও বলেছিলাম—'তথাস্তু—তাই হোক'।

নাকীর্তয়দবজ্ঞানাৎ তদ্ রক্ষো মানুষাংস্তদা।
তস্মাৎ স মানুষাদ্ বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে॥ ১৪

''সেই রাক্ষস তখন (বর প্রার্থনার সময়) অবজ্ঞাভরে মানুষের কথা বলেনি। সেইজন্যই সে মানুষেরই বধ্য হবে। তার মৃত্যু অন্যভাবে হবে না।''

এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।
দেবা মহর্ষয়ঃ সর্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা॥ ১৫

'প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে এইরকম খুশির কথা শুনে দেবতারা এবং মহর্ষিরা সকলে উল্লসিত হয়েছিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপয়াতো মহাদ্যুতিঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ॥ ১৬
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা।
তপ্তহাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ॥ ১৭
ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তস্থৌ সমাহিতঃ।

'ইত্যবসরে দীপ্তিমান পীতবসন শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী সুবর্ণকেয়ূরবান দেবপূজিত বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু মেঘবাহন সূর্যের ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠারূঢ় হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মার

নিকট উপবেশন করলেন।

তমব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে সমভিষ্টূয় সন্নতাঃ॥ ১৮
ত্বাং নিযোক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া।

'দেবতারা সকলে বিনীতভাবে স্তব করে তাঁকে বললেন — "হে ভগবন্ বিষ্ণো ! ত্রিভুবনের কল্যাণ কামনায় আপনাকে ব্যবস্থা করার অনুরোধ করছি।

রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিভো ॥ ১৯
ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ।
অস্য ভার্যাসু তিসৃষু হ্রীশ্রীকীর্ত্যুপমাসু চ॥ ২০
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাঽঽত্মানং চতুর্বিধম্।
তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্॥ ২১
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্।

"হে সর্বব্যাপিন্ নারায়ণ ! ধর্মজ্ঞ, দানশীল ও মহর্ষিতুল্য তেজস্বী অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের হ্রী-শ্রী-কীর্তি-স্বরূপা তিন পত্নীর গর্ভে আপনি চার পুত্ররূপে আগমন করুন (জন্মগ্রহণ করুন)। হে বিষ্ণো ! আপনি মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করে দেবতাদের অবধ্য, ত্রিলোকের কণ্টকরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করুন।

স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসত্তমান্॥ ২২
রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্যোদ্রেকেণ বাধতে।

"সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ স্বীয় বলবৃদ্ধিহেতু সগন্ধর্ব দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিশ্রেষ্ঠদের পীড়িত করছে।

ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ ২৩
ক্রীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ।

"অধিকন্তু সেই উগ্রস্বভাব রাক্ষসরাজ ঋষিদের এবং স্বর্গের নন্দনবনে ক্রীড়ারত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নিক্ষেপ করেছে।

বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ॥ ২৪
সিদ্ধগন্ধর্বযক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ।

"তাই তার (রাবণের) বধের উদ্দেশ্যেই, মুনিদের সঙ্গে আমরা (দেবতারা) এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যক্ষগণ আপনার শরণাগত হয়ে এসেছি।

ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ॥ ২৫
বধায় দেবশত্রূণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু।

"হে দেব ! আপনিই আমাদের সকলের পরম আশ্রয়স্থল। অতএব, হে শত্রুসন্তাপক ! দেবশত্রুদের বধের কারণে মনুষ্যলোকে আবির্ভাবের বা জন্মগ্রহণের জন্য আপনি মনঃস্থির করুন।"

এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপুঙ্গবঃ॥ ২৬
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
অব্রবীৎ ত্রিদশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্॥ ২৭

'ত্রিলোকবন্দিত, দেবাধিপতি, দেবশ্রেষ্ঠ, সর্বব্যাপী নারায়ণ, এইরূপে স্তুত হয়ে ধর্মমূর্তি সমবেত ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণকে বললেন—

ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।
সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রিজ্ঞাতিবান্ধবম্॥ ২৮
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহম্।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ২৯
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।

"হে দেবগণ ! ভয় পরিত্যাগ করুন। আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনাদের মঙ্গলের জন্য, দেবতা ও ঋষিদের ভয় উৎপাদক, দুর্ধর্ষ, ক্রূরস্বভাব রাবণকে পুত্র-পৌত্র-অমাত্য-মন্ত্রী-জ্ঞাতি-বন্ধুগণসহ যুদ্ধে হত্যা করে, একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্যলোকে বাস করে এই পৃথিবীকে পালন করব।"

এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্॥ ৩০
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ।

'দেবতাদের এইরূপ বর দান করে, আত্মস্থ ভগবান বিষ্ণু, অনন্তর মনুষ্যলোকে নিজের যোগ্য জন্মস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাঽঽত্মানং চতুর্বিধম্ ॥ ৩১
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।

'অনন্তর পদ্মপলাশনেত্র (পদ্মপত্রের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট) ভগবান বিষ্ণু নিজেকে চার অংশে বিভক্ত করে রাজা দশরথকে পিতৃত্বে মনোনীত করলেন।

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩২

'তখন দেবর্ষি এবং গন্ধর্বগণ একাদশ রুদ্র ও অপ্সরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিব্য স্তোত্রদ্বারা ভগবান মধুসূদনের স্তব করেছিলেন —

তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং
প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধুতপস্বিকণ্টকং
তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্॥ ৩৩

"হে প্রভু ! সেই উদ্ধত, উগ্রতেজঃসম্পন্ন, বলদর্পী, সাধু-তপস্বীদের (যন্ত্রণাদায়ক) কণ্টকস্বরূপ, দেবরাজ-বিদ্বেষী ভয়ঙ্কর রাবণের মূলোৎপাটন করে (পৃথিবীকে রাবণহীন করে) সাধু-তপস্বীদের উদ্ধার (রক্ষা) করুন।

তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং
বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং
সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষকল্মষম্॥ ৩৪

"সেই বলবান উদ্ধত বিক্রমশালী রাবণের সবংশে বিনাশসাধন দ্বারা পৃথিবীকে রাবণহীন করে সন্তাপহীন হৃদয়ে ইন্দ্ররক্ষিত পাপদোষশূন্য স্বর্গলোকে প্রত্যাগমন করুন।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫ ॥

———o———

ষোড়শ সর্গ (১৬)

শ্রীবিষ্ণু ও দেবতাদের মধ্যে রাবণবধ বিষয়ে আলোচনা, রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞকুণ্ড থেকে পায়স-হস্তে প্রাজাপত্যপুরুষের আবির্ভাব ও রাজহস্তে পায়সদান এবং রাজা কর্তৃক রাণীদের মধ্যে ঐ পায়স বিতরণ ও পায়স ভক্ষণে রাণীদের গর্ভধারণ

ততো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ।
জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ১

'অনন্তর সর্বব্যাপী নারায়ণ দেবতাদের দ্বারা (অবতার গ্রহণের জন্য) নিযুক্ত (অনুরুদ্ধ) হয়ে, সকল বিষয় জেনেও দেবতাদের মধুর বচনে বললেন—

উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।
যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্॥ ২

"হে দেবগণ ! সেই রাক্ষসরাজের বধের উপায় কী, যে উপায় অবলম্বন করে আমি ঋষিদের নিকট কণ্টকস্বরূপ শত্রুকে হত্যা করতে পারি ?"

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে॥ ৩

'(ভগবান নারায়ণ কর্তৃক) এইরূপ কথিত হয়ে দেবতারা সকলে সেই সর্বব্যাপী নারায়ণকে প্রত্যুত্তরে বললেন—"আপনি মানুষের রূপ অবলম্বন করে যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করুন।"

স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
যেন তুষ্টোঽভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ॥ ৪

"সেই শত্রুজিৎ রাবণ দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেছিল ; যে কারণে জগৎসৃষ্টির পূর্বে জাত লোককর্তা ব্রহ্মা সেই রাবণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ॥ ৫

"তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সেই রাক্ষসকে বর দিলেন—'মানুষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণী থেকে তোমার কোনও ভয় নেই।'

অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ।
এবং পিতামহাৎ তস্মাদ্ বরদানেন গর্বিতঃ॥ ৬

"প্রাচীনকালে বরদানের সময় সেই রাক্ষস কর্তৃক মানুষ উপেক্ষিত হয়েছিল। এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্মার বর লাভ করে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ গর্বিত হয়েছে।

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাৎ তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ॥ ৭

"(সেই দুষ্ট রাবণ) ত্রিভুবনকে বিপর্যস্ত করছে ; করছে নারী-অপহরণ। সেইজন্যই, হে শত্রুতাপক ! মানুষের হাতেই তার ধ্বংস নিশ্চিত।"

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্॥ ৮

তখন আত্মবান বিষ্ণু দেবতাদের কথা শুনে রাজা দশরথকে পিতৃত্বে বরণ করার ইচ্ছা করলেন।

স চাপ্যপুত্রো নৃপতিস্তস্মিন্ কালে মহাদ্যুতিঃ।
অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুররিসূদনঃ॥ ৯

'ঠিক সেই সময়েই সমুজ্জ্বলকান্তি শত্রুহন্তা রাজা দশরথ অপুত্রত্বহেতু পুত্রলাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছিলেন।

স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্।
অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ১০

'তখন ভগবান বিষ্ণু রাজা দশরথকে পিতৃত্বে নিশ্চিত স্থির করে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে বিদায় নিলেন এবং দেবতা ও মহর্ষিদের দ্বারা বন্দিত হয়ে, অন্তর্ধান করলেন।

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্॥ ১১

'অনন্তর যজ্ঞকর্তা রাজা দশরথের যজ্ঞাগ্নি থেকে অতুলনীয় দীপ্তিসম্পন্ন, অতীব বীর্যবান, মহাবলশালী, বিশালকায় এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হলেন।

কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবরমূর্ধজম্ ॥ ১২

'সেই পুরুষের অঙ্গকান্তি কৃষ্ণবর্ণ, মুখ রক্তবর্ণ, দুন্দুভির ন্যায় কণ্ঠস্বর, সিংহের ন্যায় চিক্কণ শ্মশ্রু (দাড়ি) ও দীর্ঘকেশযুক্ত এবং তিনি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত।

শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্॥ ১৩

'তিনি শুভলক্ষণযুক্ত, স্বর্গীয় আভরণে ভূষিত, পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় উন্নতদেহ এবং দৃপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী।

দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।
তপ্তজাম্বুনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্॥ ১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব॥ ১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্।
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ॥ ১৬

'সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান উজ্জ্বল অগ্নিশিখার তুল্য সেই পুরুষ তপ্ত স্বর্ণময়, উজ্জ্বল রৌপ্যখচিত বস্ত্রাচ্ছাদিত, (যেন) ইন্দ্রজাল দ্বারা সৃষ্ট স্বর্গীয় পায়েসপূর্ণ পাত্রটিকে প্রিয় পত্নীর ন্যায় বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করে নিয়ে রাজা দশরথকে অবলোকন করে বললেন—"রাজন্ ! এখানে অভ্যাগত আমাকে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ বলে জানবেন।"

ততঃ পরং তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে॥ ১৭

'অতঃপর তখন রাজা (দশরথ) বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বললেন—"ভগবন্ ! আপনাকে স্বাগত জানাই। (বলুন), আমি আপনার জন্য কী করতে পারি ?"

অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ।
রাজন্নর্চয়তা দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং ত্বয়া॥ ১৮

'তখন প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় বললেন—"হে রাজন্ ! আজ আপনি দেবগণকে অর্চনা করে এই দিব্য পায়েস প্রাপ্ত হয়েছেন।

ইদং তু নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্।
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্॥ ১৯

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! সন্তানোৎপাদক, আরোগ্যবর্ধক, দেবপক্ক, প্রশংসনীয় এই পায়েস (আপনি) গ্রহণ করুন।

ভার্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রয়চ্ছ বৈ।
তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ॥ ২০

"হে রাজন্ ! আপনি অনুরূপ ভার্যাদের এই পায়েস দিয়ে বলুন, তোমরা ভোজন করো। তাহলে আপনি যে জন্য এই যজ্ঞ করছেন, তাঁদের গর্ভে সেই পুত্ররত্ন লাভ করবেন।"

তথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।
পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্॥ ২১
অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্।
মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্॥ ২২

'রাজা দশরথ প্রসন্নচিত্তে 'তাই হবে' এই কথা বলে দেবতার প্রসাদান্নে পূর্ণ দেবপ্রদত্ত সেই স্বর্ণময় পাত্রটিকে মস্তকে ধারণ করে এবং সেই অদ্ভুত প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন করে সানন্দে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন।

ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্।
বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ॥ ২৩

'অতঃপর রাজা দশরথ দেবনির্মিত পায়েস প্রাপ্ত হয়ে (সহসা) সম্পদ প্রাপ্ত নির্ধনের ন্যায় পরম আহ্লাদিত হলেন। অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি সহসা সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে যেরূপ উৎফুল্ল হয় তদ্রূপ রাজা দশরথ দেবনির্মিত পায়েস প্রাপ্ত হয়ে পরমাহ্লাদিত হলেন।

ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্।
সংবর্তয়িত্বা তৎ কর্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৪

অনন্তর অলৌকিক দর্শন পরম জ্যোতির্ময় সেই পুরুষ 'নির্দিষ্ট কর্ম সমাপন করে সেখানেই তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করলেন।

হর্ষরশ্মিভিরুদ্দ্যোতং তস্যান্তঃপুরমাবভৌ।
শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোংশুভিঃ॥ ২৫

'মনোরম চন্দ্রের কিরণমালায় উদ্ভাসিত শরৎকালীন আকাশের মতো দশরথের রাজান্তঃপুরিকাবর্গ হর্ষোৎফুল্ল কিরণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন।

সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।
পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ॥ ২৬

'রাজা দশরথ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেই কৌশল্যাকে বললেন—"স্বীয় পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ করো।"

কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ॥ ২৭
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্॥ ২৮
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্॥ ২৯

'রাজা দশরথ ঐ পায়েসের অর্ধেক কৌশল্যাকে দিলেন এবং বাকি অর্ধেকের অর্ধেক সুমিত্রাকে দিলেন। পুত্রের কারণে অবশিষ্টের অর্ধেক কৈকেয়ীকে দিয়ে পুনরায় চিন্তা করে সেই পায়েসের অমৃতোপম অবশিষ্ট সুমিত্রাকে দিলেন। এইভাবে রাজা দশরথ তাঁর ভার্যাদের মধ্যে সেই (যজ্ঞীয়) পায়েস ভাগ করে দিলেন।

তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ॥ ৩০

'রাজা দশরথের সেই প্রধানা মহিষীগণ এইভাবে পায়েস প্রাপ্ত হয়ে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নিজেদের সম্মানিত মনে করলেন।

ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তমুত্তমস্ত্রিয়ো
মহীপতেরুত্তমপায়সং পৃথক্।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসো-
ঽচিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা॥ ৩১

'তখন রাজা দশরথের শ্রেষ্ঠ মহিষীরা পৃথক পৃথক ভাবে সেই উত্তম পায়েস ভোজন করে শীঘ্রই অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করলেন।

ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ
প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ
সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ ॥ ৩২

'তখন রাজা দশরথ প্রিয় মহিষীদের গর্ভবতী দেখে, পূর্ণমনোরথ হয়ে, স্বর্গে যেমন ইন্দ্র, সিদ্ধগণ এবং ঋষিগণ দ্বারা পূজিত হয়ে শ্রীহরি হৃষ্ট হন, তদ্রূপ আহ্লাদিত হলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ (১৭)

প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন দেবতার বানর-দলপতিরূপে আবির্ভাব বর্ণন

পুত্রত্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্॥ ১

'ভগবান বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রত্ব গ্রহণ করায় ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদের সকলকে বললেন—

সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ॥ ২
মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে।
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্॥ ৩
অসংহার্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্।
সর্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥ ৪

"(হে দেবগণ!) সকলের হিতকামী, সত্যসন্ধ বীর বিষ্ণুর (কর্মে) এমন সহায়ক (পুত্রদের) সৃষ্টি করুন যাঁরা বলবান, স্বেচ্ছায় নানা রূপ ধারণে সক্ষম, মায়াবিদ, বীর, বায়ুর ন্যায় বেগবান; যাঁরা নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী, সর্ববিষয়ে উপায়জ্ঞ, সর্বজয়ী, অস্ত্রবিদ এবং অমৃতভোজী দেবগণের ন্যায় অবধ্য।

অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনূষু চ।
যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু চ॥ ৫
কিন্নরীণাং চ গাত্রেষু বানরীণাং তনূষু চ।
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্॥ ৬

"প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষী, সর্পকন্যা তথা ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী এবং বানরীদের গর্ভে নিজেদের তুল্য পরাক্রমী বানররূপী পুত্রদের সৃষ্টি করুন।

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত॥ ৭

"পূর্বেই আমি জাম্ববানকে সৃষ্টি করেছি। আমার জৃম্ভণকালে সহসা সে আমার মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে।"

তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্।
জনয়ামাসুরেবং তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ॥ ৮

'ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে এবং সেই আদেশ স্বীকার করে নিয়ে, তাঁরা বানররূপী পুত্রদের জন্ম দিলেন।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ॥ ৯

'মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, নাগগণ এবং চারণগণ বনচারী বীর পুত্রদের সৃষ্টি করলেন।

বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ॥ ১০

'দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের আভাযুক্ত স্বপুত্র বানররাজ বালীকে এবং তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ (তাপদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) সূর্যদেব সুগ্রীবকে জন্ম দিলেন।

বৃহস্পতিস্ত্বজনয়ৎ তারং নাম মহাকপিম্।
সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্॥ ১১

'দেবগুরু বৃহস্পতি, প্রধান প্রধান বানরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান 'তার' নামে বিশালদেহ বানরের জন্ম দিলেন।

ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ।
বিশ্বকর্মা ত্বজনয়ন্নলং নাম মহাকপিম্॥ ১২

'যক্ষপতি কুবেরের পুত্র শ্রীমান গন্ধমাদন নামে বানর ; আর, বিশ্বকর্মা নল নামক বানরশ্রেষ্ঠকে জন্ম দিয়েছিলেন।

পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্ নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ।
তেজসা যশসা বীর্যাদত্যরিচ্যত বীর্যবান্॥ ১৩

'অগ্নিদেবের পুত্র অগ্নির মতোই উজ্জ্বল, বীর শ্রীমান নীল তেজস্বিতায়, যশ ও বীরত্বে সকলকে অতিক্রম করেছিলেন।

রূপদ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ।
মৈন্দং চ দ্বিবিদং চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্॥ ১৪

'রূপ এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় অনুরূপ রূপবান মৈন্দ এবং দ্বিবিদ নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন।

বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্।
শরভং জনয়ামাস পর্জন্যস্তু মহাবলঃ॥ ১৫

'বরুণদেব সুষেণকে এবং মহাবলবান পর্জন্যদেব শরভকে জন্ম দিয়েছেন।

মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনূমান্ নাম বানরঃ।
বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবে॥ ১৬

'মারুতের ঔরসপুত্র শ্রীমান হনুমান বজ্রসদৃশ দৃঢ়দেহ ও গরুড়সদৃশ গতিসম্পন্ন ছিলেন।

সর্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান বলবানপি।
তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ॥ ১৭

'হনুমান বানরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও বলবান। এইভাবে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে বহুসহস্র (হাজার হাজার) বানর সৃষ্ট হয়েছিল।

অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ।
তে গজাচলসঙ্কাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ॥ ১৮

'সেই বানরেরা ছিল অপরিমেয় বলবান, বীর, পরাক্রমী ও স্বেচ্ছারূপধারী ; তাদের ছিল হস্তী ও পর্বতের ন্যায় মহাবলশালী বিশাল দেহ।

ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজ্ঞিরে।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং বেষো যশ্চ পরাক্রমঃ॥ ১৯
অজায়ত সমং তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্।
গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ॥ ২০

'ভল্লুক এবং গোপুচ্ছ নামক বানরেরা শীঘ্রই সৃষ্ট হল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, বেশভূষা এবং পরাক্রম সেই সেই রকম রূপ, বেশভূষা এবং পরাক্রম নিয়ে এই বানরেরা (সেই সেই দেবতার থেকে) জাত হয়েছিল। এদের মধ্যে গোপুচ্ছ বা গোলাঙ্গুল নামক বানরজাতিতে যে দেবতাদের জন্ম তাঁদের বিক্রম কিঞ্চিৎ অধিক ছিল।

ঋষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ।
দেবা মহর্ষিগন্ধর্বাস্তার্ক্ষ্যযক্ষা যশস্বিনঃ॥ ২১
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ॥ ২২

'কোনো কোনো বানর ভল্লুকীর গর্ভে, কেউ কেউ তদ্রূপ কিন্নরীর গর্ভে জন্মেছিল। বহুসংখ্যক যশস্বী দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্বগণ, গরুড়জাতীয় পক্ষিগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, কিম্পুরুষেরা, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ এবং সর্পজাতীয়েরা (রাবণ বধের জন্য) হৃষ্টচিত্তে সহস্র

সহস্র বীর পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ।
বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্বান্ বৈ বনচারিণঃ॥ ২৩
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ।
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্বীণাং তনূষু চ।
কামরূপবলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ॥ ২৪

'সেই সময় (রাবণবধোপলক্ষে) চারণেরা প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা এবং গন্ধর্বীদের গর্ভে বিশালদেহী, বীর বনবাসী বানরদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সকল বানর পুত্রেরা ছিল স্বেচ্ছায় শক্তিধারণক্ষম ও স্বেচ্ছায় বিচরণকারী এবং বনের ফলমূলাহারী।

সিংহ-শার্দূলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ।
শিলাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে পর্বতযোধিনঃ॥ ২৫

'তারা সকলেই দর্প এবং শক্তিতে সিংহ ও ব্যাঘ্র-সদৃশ ; সকলেই বড় বড় শিলা-নিক্ষেপে পর্বত বিদীর্ণ করতে সমর্থ।

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে সর্বে সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।
বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্॥ ২৬

'সকলেই নখ ও দন্তকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করতে এবং সকল প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ ; সকলেই পর্বতকে চালিত করতে এবং স্থির বৃক্ষকে ভেদ করতে সমর্থ।

ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্॥ ২৭

'তারা সরিৎপতি সমুদ্রকে সবলে সংক্ষুব্ধ করতে, পৃথিবীকে পদাঘাতে বিদীর্ণ করতে এবং মহাসমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করতে সমর্থ।

নভস্তলং বিশেয়ুশ্চ গৃহ্ণীয়ুরপি তোয়দান্।
গৃহ্ণীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মত্তান্ প্রব্রজতো বনে॥ ২৮

'(সেই বীর বানরেরা) আকাশে উড়ে বেড়াতে এবং মেঘগুলিকে ধরে আনতে সমর্থ। বনে বিচরণরত মত্ত হস্তীদেরও বন্দী করতে সমর্থ।

নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্।
ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্॥ ২৯
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্।
তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ॥ ৩০

'আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ঘোর শব্দে ভূপাতিত করতে সমর্থ এইরকম ইচ্ছানুসারে রূপধারী, ঘোর গর্জনকারী দলপতি মহাকায় বানর এক কোটি জন্মেছিল। তারা ছিল প্রধান প্রধান দলগুলির দলপতি।

বভূবুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্।
অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ॥ ৩১

'উক্ত মহাকায় বানরেরা দলপতিশ্রেষ্ঠ বীর বানরদের জন্ম দিয়েছিল। তাদের মধ্যে হাজার হাজার বানর ঋক্ষবান পর্বতের সানুদেশে অবস্থান করছিল।

অন্যে নানাবিধাঞ্ছৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে।
সূর্যপুত্রং চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রং চ বালিনম্॥ ৩২
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ।
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্॥ ৩৩
তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
বিচরন্তোঽর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহব্যাঘ্রমহোরগান্॥ ৩৪

'অন্য বানরেরা বিভিন্ন পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই বানরদলপতিরা সকলে সূর্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালী—এই ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য বানরদলপতিদের আশ্রয়ে থেকে গেল। গরুড়ের ন্যায় বলশালী ও যুদ্ধ পারঙ্গম তারা সকলে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহান সর্পদের দমন করে বিচরণ করতে লাগল।

মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ।
জুগোপ ভুজবীর্যেণ ঋক্ষ-গোপুচ্ছ-বানরান্॥ ৩৫

'মহাবলবান, বিপুলবিক্রমশালী মহাবাহু বালী বাহুবলের দ্বারা ভল্লুক ও গোপুচ্ছ নামক বানরদের রক্ষা করতে লাগলেন।

তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বতবনার্ণবা।
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ॥ ৩৬

'নানা আকৃতিবিশিষ্ট ও বিবিধ বৈশিষ্ট্যবোধক লক্ষণ-যুক্ত বীর বানরদের দ্বারা পর্বত-বন-সমুদ্রবিশিষ্টা এই পৃথিবী পরিব্যাপ্তা হল।

তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈ র্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ॥ ৩৭

'শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তার জন্য মেঘরাজি ও পর্বত-শিখরের আকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ বিশালাকারবিশিষ্ট), ভয়ঙ্কর রূপ ও শরীরধারী, মহাবলবান সেই বানরাধি-পতিদের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণা (ভরে) ছিল।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

—o—

অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

যজ্ঞশেষে ঋষি ও রাজাদের বিদায় গ্রহণ, দ্বাদশমাসে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম ও অযোধ্যায় মহোৎসব এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন

**নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহ্যামরা ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্॥ ১**

'মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দেবগণ যজ্ঞের স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ করে, যেখান থেকে এসেছিলেন আবার সেখানেই প্রতিগমন করলেন।

**সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ২**

'দীক্ষার নিয়মাদি সমাপ্ত হলে পত্নীগণসহ সেবক, সৈন্য ও অশ্বাদি বাহন নিয়ে রাজা রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন।

**যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ।
মুদিতাঃ প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩**

'(রাজা দশরথ কর্তৃক নিমন্ত্রিত) বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণ রাজা দশরথ কর্তৃক যথোপযুক্ত সম্মানিত হয়ে হৃষ্টচিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ (বশিষ্ঠদেবকে) প্রণাম করে স্ব-স্ব দেশে প্রস্থান করলেন।

**শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাৎ ততঃ।
বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে॥ ৪**

'অযোধ্যাপুরী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সেই শ্রীসম্পন্ন রাজাদের বিমল সৌন্দর্য বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী আনন্দে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

**গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্॥ ৫**

'রাজারা (স্বদেশে) চলে গেলে শ্রীমান রাজা দশরথ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের সম্মুখে নিয়ে পুনরায় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

**শান্তয়া প্রযযৌ সার্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ।
অনুগম্যমানো রাজ্ঞা চ সানুযাত্রেণ ধীমতা॥ ৬**

'(রাজা দশরথ কর্তৃক) সুপূজিত হয়ে (ঋষি) ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার সঙ্গে (স্বগৃহে) চলে গেলেন ; আর অনুসরণকারী সেবকদের সঙ্গে সুবুদ্ধিমান রাজা (কিছুদূর পর্যন্ত) তাঁদের অনুগমন করলেন।

**এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্॥ ৭**

'এইভাবে অতিথিদের বিদায় দিয়ে রাজা দশরথ পূর্ণমনোরথ হয়ে, পুত্রজন্মের চিন্তায় সুখে বাস করতে লাগলেন।

**ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ॥ ৯
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্॥ ১০**

'অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্তির পর ছয়টি ঋতু চলে গেল। অতঃপর দ্বাদশ মাসে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রোদয়ে, (রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র) পঞ্চগ্রহ স্ব-স্ব উচ্চস্থানে অবস্থিত হলে, এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সঙ্গে উদিত হলে, কর্কট লগ্নে দেবী কৌশল্যা স্বর্গীয় লক্ষণযুক্ত, সর্বজনবন্দিত জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম দিলেন।

**বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্॥ ১১**

'দেবী কৌশল্যা, ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দদায়ক, লোহিত নেত্র, রক্তাধরোষ্ঠ দুন্দুভিনিনাদ স্বর, আজানুলম্বিতবাহু পুত্র, ভগবান বিষ্ণুর অর্ধাংশ মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম দিলেন।

**কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা॥ ১২**

'দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রপাণি পুত্র ইন্দ্রের দ্বারা দেবমাতা অদিতির ন্যায় অমিত তেজস্বী পুত্র রামের দ্বারা দেবী কৌশল্যা শোভান্বিতা হলেন।

**ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥ ১৩**

'ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থাংশ, সর্বপ্রকার গুণসমন্বিত, সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী ভরত কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মালেন।

**অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্ধসমন্বিতৌ॥ ১৪**

'অনন্তর দেবী সুমিত্রা, ভগবান বিষ্ণুর অর্ধাংশযুক্ত,

সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যাকুশল, বীর পুত্রদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম দিলেন।

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥ ১৫

'পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মীনলগ্নে উদারবুদ্ধি ভরত এবং অশ্লেষা নক্ষত্রযুক্ত কর্কটলগ্নে, সূর্যোদয়কালে, সুমিত্রা-নন্দনদ্বয় (লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন) জন্মগ্রহণ করেন।

রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্।
গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ॥ ১৬

'রাজা দশরথের চার পুত্র পৃথক পৃথক ভাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান, অনুরূপ গুণবান, সুন্দর ও ভদ্রপদ নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।

জগুঃ কলং চ গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ॥ ১৭

'তাঁদের জন্মসময়ে গন্ধর্বগণ মধুর গান করেছিল, অপ্সরাগণ নৃত্য করেছিল, দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছিল আর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নটনর্তকসংকুলাঃ॥ ১৮

'প্রভূত জনসমাবেশে অযোধ্যায় শুরু হল মহান উৎসব। রাজপথসমূহ মানুষের ভিড়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেল, পরিপূর্ণ হয়ে গেল অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা।

গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ॥ ১৯

'গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও নানাবিধ আনন্দধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত এবং সর্বপ্রকার রত্নের প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূতমাগধবন্দিনাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ॥ ২০

'রাজা সারথি, স্তুতিপাঠক এবং বন্দীদের পুরস্কার প্রদান করলেন আর ব্রাহ্মণদের দান করলেন সহস্র সহস্র মুদ্রা ও গোধন।

অতীত্যৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকয়ীসুতম্॥ ২১
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরং তথা।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা॥ ২২

'একাদশ দিবস অতীত হলে (অর্থাৎ পুত্রদের জন্মের এগারো দিন পর) পরমপ্রীত কুলগুরু বশিষ্ঠদেব রাজকুমারদের নামকরণ করলেন—মহাত্মা জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম লক্ষ্মণ ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখলেন শত্রুঘ্ন।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌরজানপদানপি।
অদদদ্ ব্রাহ্মণানাং চ রত্নৌঘমমলং বহু॥ ২৩

'রাজা ব্রাহ্মণদের এবং পুরবাসীদের ও গ্রামবাসীদের ভোজন করালেন ; এবং ব্রাহ্মণদের অনেকানেক উজ্জ্বল রত্নসমূহ দান করলেন।

তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ।
তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ॥ ২৪

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজাকে দিয়ে সময়ে সময়ে কুমারদের জাতক্রিয়াদি সকল মাঙ্গল্যকর্ম করিয়েছিলেন। রাজকুমারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ছিলেন রঘুবংশের কীর্তিধ্বজা সদৃশ এবং পিতার আনন্দদায়ক।

বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভূরিব সম্মতঃ।
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ॥ ২৫

'শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মতো সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ই (চার ভাই-ই) ছিলেন বেদজ্ঞ, বীর এবং সকল প্রাণীর কল্যাণব্রতী।

সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২৬
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্যাসু সম্মতঃ॥ ২৭
ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।

'তাঁরা সকলেই (চারভাই-ই) ছিলেন জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সকল সদ্গুণান্বিত। তাঁদের মধ্যে আবার মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সত্যরক্ষায় পরাক্রমী। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র, চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ; হস্তিস্কন্ধে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে এবং রথচালনায় সুদক্ষ এবং ধনুর্বিদ্যায় নিষ্ণাত। পিতৃসেবায় তিনি সদা নিরত।

বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ॥ ২৮
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ॥ ২৯

'সৌন্দর্যবর্ধক, স্নিগ্ধস্বভাব লক্ষ্মণ বাল্যকাল থেকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কর্মে এমনকি তাঁর শারীরিক সেবাতেও সর্বদাই নিরত থাকতেন।

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ॥ ৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা।

যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ॥ ৩১
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্‌।

'শ্রীমান লক্ষ্মণ শ্রীরামের বহিঃস্থিত অপর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ব্যতীত নিদ্রা যেতে পারতেন না, পরিবেশিত অন্ন তাঁকে ছাড়া গ্রহণ করতেন না। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যেতেন তখন লক্ষ্মণ তাঁকে রক্ষা করার জন্য ধনুর্বাণ হস্তে অনুসরণ করতেন।

ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ॥ ৩২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ।

'লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন ; (আবার) ভরতও শত্রুঘ্নের নিত্যপ্রিয় ছিলেন।

স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ॥ ৩৩
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ।

'পিতামহ ব্রহ্মা চার দিকপাল দেবতাদের দ্বারা যেমন পরম প্রীত, তদ্রূপ রাজা দশরথ চার মহান প্রিয় পুত্রের দ্বারা অতীব আনন্দিত ছিলেন।

তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ॥ ৩৪
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ সর্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ।
তেষামেবংপ্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্‌॥ ৩৫
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা।

'পিতা দশরথ পুত্রদের পরমজ্ঞানী, সর্বগুণান্বিত, লজ্জাশীল, কীর্তিমন্ত, সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী এবং মহাতেজস্বী ও জ্ঞানদীপ্ত দেখে লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ॥ ৩৬
পিতৃশুশ্রূষণরতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।

'সেই পুরুষসিংহ রাজপুত্রগণ স্বাধ্যায়রত ও ধনুর্বেদে নিষ্ণাত হয়েও মাতৃপিতৃসেবায় নিরত ছিলেন।

অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি॥ ৩৭
চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ॥ ৩৮
অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।

'অনন্তর একদিন ধর্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় (পুরোহিত) এবং সুহৃদ্‌বর্গসহ মিলিত হয়ে রাজপুত্রদের বিবাহবিষয়ে চিন্তাভাবনা (আলোচনা) করতে লাগলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে মহাত্মা দশরথের ঐ বিষয়ে আলোচনাকালে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র (সেখানে) উপস্থিত হলেন।

স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ॥ ৩৯
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্‌।

'রাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই মুনি দ্বাররক্ষীদের বললেন —"আমি কুশিকগোত্রীয় মহারাজ গাধির পুত্র ; মহারাজ দশরথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, এই কথা রাজাকে শীঘ্র জানাও।"

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৪০
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ।

'বিশ্বামিত্র মুনির সেই কথা শুনে এবং তার দ্বারা (সেই কথায়) প্রেরিত হয়ে দ্বাররক্ষীরা সকলে সসম্ভ্রমে রাজদরবারে ছুটে গেল।

তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা॥ ৪১
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা।

'তখন দ্বাররক্ষীরা রাজভবনে গিয়ে "বিশ্বামিত্র ঋষি এসেছেন", এই কথা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথকে নিবেদন করল।

তেষাং তদ্‌ বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ॥ ৪২
প্রত্যুজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।

'দ্বাররক্ষীদের কথা শুনে অবহিত চিত্তে রাজা দশরথ ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের মতো পুরোহিতের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুদ্‌গমন করলেন (পথে অগ্রসর হয়ে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানালেন)।

স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্‌॥ ৪৩
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।

'তখন কঠোর ব্রতপরায়ণ তপস্বীকে তেজঃ-সমুজ্জ্বল দেখে রাজা দশরথ প্রফুল্লবদনে ঋষিকে অর্ঘ্য দান করলেন।

স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৪৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব পর্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্‌।
পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ॥ ৪৫
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্যপৃচ্ছৎ সুধার্মিকঃ।
অপি তে সন্নতাঃ সর্বে সামন্তরিপবো জিতাঃ॥ ৪৬
দৈবং চ মানুষং চৈব কর্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্‌।

'ধর্মপরায়ণ কৌশিক ঋষি (ঋষি বিশ্বামিত্র) রাজার (দশরথের) কাছ থেকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করে রাজার কাছে জানতে চাইলেন—নগরের, কোশাগারের, রাজ্যের এবং বন্ধুবান্ধব সকলের অক্ষয় কুশল ; জানতে চাইলেন—রাজ্যের সীমান্তবর্তী শত্রু রাজারা পরাজিত এবং বিনত আছে কি না ! দেবারাধনা ও

মনুষ্যসেবাকর্ম সুষ্ঠু সম্পাদিত হচ্ছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন।

বসিষ্ঠং চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪৭
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ।

'সেই মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ঋষিদের কাছে এসে যথানিয়মে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্॥ ৪৮
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ।

'তাঁরা সকলে প্রসন্নচিত্তে রাজসভায় প্রবেশ করে এবং (মহারাজ কর্তৃক) যথাযথ পূজিত হয়ে (যথাযোগ্য) আসনে উপবেশন করলেন।

অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্॥ ৪৯
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে॥ ৫০
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাপ্রজস্য বৈ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ॥ ৫১
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
কং চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ॥ ৫২

'তখন প্রসন্নচিত্ত, পরম উদার রাজা (দশরথ) হৃষ্টচিত্তে সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সসম্মানে বললেন—"হে মুনিবর ! মরণশীল জীবের পক্ষে অমৃতপ্রাপ্তিতে, জলহীন দেশে বারিবর্ষণে, সন্তানহীন ব্যক্তির নিজ অনুরূপ যোগ্য পত্নীতে সন্তানলাভে, সবকিছু ধ্বংস হয়েছে এমন ব্যক্তির পুনরায় সম্পদপ্রাপ্তিতে যেমন মহোৎসবের আনন্দ, আপনার আগমনে তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হয়েছি। আপনাকে স্বাগত ! (আপনি আমায় আদেশ করুন) আপনার কোন অভিলাষ আমি সানন্দে পূর্ণ করতে পারি ?

পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং চ সুজীবিতম্॥ ৫৩

"অপরকে সম্মানদানকারী হে ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার সেবাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। সৌভাগ্যবশত আপনাকে পেয়েছি। আমার জন্ম এবং জীবনধারণ আজ সফল হল।

যস্মাদ্ বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ॥ ৫৪
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
তদদ্ভুতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রং পরমং মম॥ ৫৫

"ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের দর্শন লাভে আজ আমার রাত্রি সুপ্রভাত হয়েছে। আপনি পূর্বেই রাজর্ষি শব্দ দ্বারা লক্ষিত ছিলেন এবং তপস্যার দ্বারা প্রভাযুক্ত ভাস্বর হয়ে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি সর্বতোভাবে আমার পূজ্য ; হে ব্রহ্মন্ ! আমার নিকট (আপনার আগমন) চমকপ্রদ এবং পরম পবিত্র।

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সংদর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্যমাগমনং প্রতি॥ ৫৬

"হে প্রভো ! আপনার দর্শনে আমার আলয় পবিত্র হল। বলুন, কোন শুভ কামনায় আপনার এখানে আগমন ?

ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে।
কার্যস্য ন বিমর্শং চ গন্তুমর্হসি সুব্রত॥ ৫৭

"হে শুভব্রতিন্ ! আপনার সন্তোষ বৃদ্ধির জন্য অনুগৃহীত হতে ইচ্ছা করি। আপনি কার্যসিদ্ধি ব্যাপারে কোনওরূপ সংশয়কেই মনে স্থান দেবেন না।

কর্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।
মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ।
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ॥ ৫৮

"আপনিই আমার দেবতা। আপনার আদেশ আমি সম্পূর্ণ পালন করব। হে দ্বিজ ! এটাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ, এতেই আমার মহান অভ্যুদয় (উন্নতি)। হে ব্রাহ্মণ ! আপনার আগমনে আমার শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাপ্তি হল।"

ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং
শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ
পরমঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্॥ ৫৯

'এইরূপ হৃদয়ানন্দদায়ক (মনোমুগ্ধকর) ও শ্রুতি সুখকর বিনয়মধুর বাক্য শ্রবণ করে, আত্মজ্ঞানী প্রথিতযশা সর্বগুণান্বিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডেঽষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশ সর্গ (১৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মারীচ ও সুবাহুর বর্ণনা, উৎপাত নিবারণের জন্য রাজা দশরথের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা ও শ্রীরামের বীর্যবত্তার বর্ণনা এবং রামবিরহজনিত ভাবী শোকে রাজার মূর্ছাপ্রাপ্তি

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১

'নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের সেই অদ্ভুত বিস্তারিত কথা শ্রবণ করে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে লাগলেন—

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ॥ ২

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠের উপদেশে চালিত মহদ্-বংশজাত আপনার তুল্য (রাজা) পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

যৎ তু মে হৃদ্গতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ম্।
কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ৩

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার মনোগত বিষয় শ্রবণ করে সেই কার্যকে সুনিশ্চিত করুন। আপনার সত্য রক্ষা করুন।

অহং নিয়মমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ॥ ৪

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি সিদ্ধিলাভের জন্য একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু মায়াবী দুই রাক্ষস তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ॥ ৫
তৌ মাংসরুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে॥ ৬
কৃতশ্রমৌ নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব॥ ৭

"ব্রতের অধিকাংশ করা হয়ে গেলে সমাপ্তিকালে মারীচ ও সুবাহু নামে সুশিক্ষিত বীর্যবান দুই রাক্ষস সেই যজ্ঞবেদিতে রক্ত ও মাংস বর্ষণ করতে লাগল। সমাপ্তিকালে ব্রত এইভাবে বিঘ্নিত হলে ব্যর্থশ্রমহেতু নিরুৎসাহ হয়ে আমি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে এসেছি। হে রাজন্! আমার মনে কিন্তু সেইজন্য একটুও ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে না।

তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ৮
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা॥ ৯
রাক্ষসা যে বিকর্তারস্তেষামপি বিনাশনে।
শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ॥ ১০

"যজ্ঞ আরম্ভ হলে কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হবে না, এটাই আচরণীয় বিধি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যসন্ধ কাকপক্ষধর (কাকের পাখার মতো কৃষ্ণবর্ণ কেশধারী) বীর রামচন্দ্রকে আমায় দিন ; আমার দ্বারা সুরক্ষিত সে নিজের দিব্য তেজের দ্বারা সৎকর্মের বিনাশকারী রাক্ষসদের বিনাশ করতে সমর্থ। বহুভাবে আমি তার মঙ্গল বিধান করব, এ বিষয়ে কোনও সংশয় করবেন না।

ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি।
ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন॥ ১১

"এইরূপ (রাক্ষসবধরূপ) কর্মের দ্বারা সে (রাম) ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করবে। সেই রাক্ষসদ্বয় রামের সম্মুখে তিষ্ঠোতেই (দাঁড়াতেই) সমর্থ হবে না।

ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্।
বীর্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশং গতৌ॥ ১২
রামস্য রাজশার্দূল ন পর্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ।

"রাঘব রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষই তাদের দুজনকে হত্যা করতে উৎসাহিত হচ্ছে না। বলগর্বিত সেই দুই পাপী মৃত্যুপাশের বশীভূত হয়েছে। হে রাজসিংহ! তারা দুজন মহাত্মা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নয়।

ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব॥ ১৩
অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ।

"হে রাজন্! পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে (আমার উদ্দেশ্য কর্মে বাধা সৃষ্টি) করবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, জেনে রাখুন, (শ্রীরামের হাতে) ঐ রাক্ষসদ্বয় যেন নিহত হয়েই আছে।

অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৪
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ।

"আমি মহাত্মা রামকে সত্যসন্ধ ও পরাক্রমী বলে জানি। মহাতেজা বশিষ্ঠ এবং যাঁরা তপস্যায় রত আছেন তাঁরাও (জানেন)।

যদি তে ধর্মলাভং তু যশশ্চ পরমং ভুবি॥ ১৫
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি।

"হে রাজেন্দ্র ! আপনি যদি পরম ধর্ম এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী যশ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমায় দিন।

যদ্যভ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ॥ ১৬
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয়।

"হে কাকুৎস্থ ! বশিষ্ঠ প্রমুখ আপনার মন্ত্রীরা সকলে যদি অনুমতি দান করেন, তবে রামকে (আমার হাতে) ছেড়ে দিন।

অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি॥ ১৭
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্।

"যজ্ঞের অবশিষ্ট দশরাত্রির জন্য, আসক্তিশূন্য হয়ে আপনি, আমার অভিপ্রেত পদ্মপলাশলোচন আপনার আত্মজ রামকে আমায় দিন।

নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথায়ং মম রাঘব॥ ১৮
তথা কুরুষ্ব ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।

"হে রঘুনন্দন ! আমার যজ্ঞের প্রকৃষ্ট সময় যাতে উত্তীর্ণ হয়ে না যায়, তাই করুন। আপনার কল্যাণ হোক। মনে কোনও শোক করবেন না।"

ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ॥ ১৯
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।

'মহাতেজস্বী পরম বুদ্ধিমান পরম ধার্মিক ঋষি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলে (কথা থেকে) বিরত হলেন।

স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্॥ ২০
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্তদোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ॥ ২১

'শ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ, বিশ্বামিত্রের সেই শুভবাক্যসকল শ্রবণ করে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত ও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অনন্তর জ্ঞান লাভ করে উঠে বসে ভয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

ইতি হৃদয়মনোবিদারণং
মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্ মহান্ মহাত্মা
ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ॥ ২২

'এইরূপে সেই মহামনস্বী মহারাজ, অতীব হৃদয় বিদারণকারী মুনিবচন শ্রবণ করে, ব্যথিত হৃদয়ে বিচলিত হয়ে আসন থেকে পড়ে গেলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ (২০)

রামকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাতে রাজা দশরথের অসম্মতি ও তজ্জন্য রাজার প্রতি ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধ প্রকাশ

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্।
মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ॥ ১

'নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন ; (অতঃপর) পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে বললেন—

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ ২

"আমার কমললোচন রামের বয়স এখনও ষোলো বছর হয়নি ; সুতরাং রাক্ষসদের সঙ্গে তার যুদ্ধ করার যোগ্যতা আমি দেখছি না।

ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ।
অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ॥ ৩

"এই আমার অক্ষৌহিণী সেনা, আমি যার প্রভু এবং পরিচালক। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে আমি

নিশাচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

**ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ।
যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি॥ ৪**

"অস্ত্রপরিচালনায় দক্ষ আমার এই ভৃত্য সৈনিকেরা বীর এবং পরাক্রমী ; এরা রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ। অতএব রামকে নিয়ে যাওয়া আপনার উচিত হবে না।

**অহমেব ধনুষ্পানির্গোপ্তা সমরমূর্ধনি।
যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবৎ যোৎস্যে নিশাচরৈঃ॥ ৫**

"যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি ধনুর্হস্তে যুদ্ধের পুরোভাগে থেকে নিশাচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যজ্ঞ রক্ষা করব।

**নির্বিঘ্না ব্রতচর্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা।
অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি॥ ৬**

"আপনার ব্রতানুষ্ঠান সুরক্ষিত ও সুষ্ঠু সম্পাদিত হবে। আমি সেখানে যাব। রামকে নিয়ে যাবেন না।

**বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্।
ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ॥ ৭**

"রাম এখনও বালকমাত্র। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেনি ; শত্রুর যুদ্ধবল এবং বলহীনতা বিষয়েও সে অজ্ঞ। সে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেনি এবং যুদ্ধে পারদর্শীও নয়।

**ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ।
বিপ্রযুক্তো হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে॥ ৮
জীবিতুং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি।
যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুব্রত॥ ৯
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয়।**

"রাক্ষসেরা কপট যুদ্ধপরায়ণ ; অতএব, রাম রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে অযোগ্য। রামের বিরহে আমি মুহূর্তকালও জীবনধারণে অক্ষম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেইজন্যই, রামকে নিয়ে যাবেন না। হে সুব্রতপরায়ণ ব্রহ্মন্ ! যদি আপনি রামকে নিয়ে যেতে চান, তবে তার সঙ্গে চতুরঙ্গবলযুক্ত আমাকেও নিয়ে চলুন।

**ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক॥ ১০
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি।**

"হে কুশিকনন্দন ! আমার জন্মের ষাট হাজার বছর পরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে রামকে পুত্ররূপে পেয়েছি। অতএব রামকে নিয়ে যাবেন না।

**চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম॥ ১১
জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি।**

"আমার চার পুত্রের মধ্যে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতিই স্নেহ সর্বাধিক, তাই রামকে নিয়ে যাবেন না।

**কিং বীর্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে॥ ১২
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব।
কথং চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্॥ ১৩**

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই রাক্ষসেরা কীরূপ পরাক্রমী ? তারা কার সন্তান ? তারাই বা কারা ? তারা কীরকম আকৃতিবিশিষ্ট ? কারাই বা এদের রক্ষা করে ? রাম কীভাবে সেই রাক্ষসদের প্রতিরোধ করবে ?

**মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্।
সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে॥ ১৪
স্থাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ।**

"হে ব্রহ্মন্ ! আমি ও আমার সৈন্যবাহিনী কীরূপে দুষ্টস্বভাব কপটযোদ্ধা বলদর্পী রাক্ষসদের যুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হব ? হে ভগবন্ ! তা আমাকে বলুন।"

**তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১৫
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যে বাধতে ভৃশম্॥ ১৬
মহাবলো মহাবীর্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ১৭
সাক্ষাদ্-বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।**

'রাজা দশরথের সেই কথা শুনে বিশ্বামিত্র মুনি বলতে লাগলেন—"মহারাজ ! পৌলস্ত্য বংশজাত মহাবলবান ও বীর্যশালী রাক্ষসরাজ রাবণ নামে রাক্ষস ব্রহ্মার বরে বহু রাক্ষস পরিবৃত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-এই ত্রিলোককে অত্যন্ত উৎপীড়িত করছে। শোনা যায়, বিশ্রবা মুনির পুত্র সেই রাবণ সাক্ষাৎ কুবেরের ভাই।

**যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা মহাবলঃ॥ ১৮
তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ॥ ১৯**

"যখন মহাবলবান রাবণ নিজে যজ্ঞের বিঘ্নসৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে না (তুচ্ছ কাজ মনে করে), তখন তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে মারীচ ও সুবাহু নামে মহাবলশালী রাক্ষসদ্বয় যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।"

**ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা।
ন হি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ॥ ২০**

'বিশ্বামিত্র মুনি এইরকম বললে রাজা তখন মুনিকে বললেন, "আমি সেই দুরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধে স্থির থাকতে পারব না।

স ত্বং প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে।

মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ॥ ২১

"আপনি ধর্মজ্ঞ। আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনিই আমার মতো মন্দভাগ্যের দেবতা তথা গুরু।

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কিং পুনর্মানবা যুধি॥ ২২

"দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পক্ষী এবং সর্প জাতীয়েরা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ নয়, মানুষ কীভাবে সমর্থ হবে ?

স তু বীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ ॥ ২৩
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ।
কথমপামরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্॥ ২৪
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্ নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রাবণ-যুদ্ধকালে বলবানদের বল হরণ করে নেয়। আমার সৈন্যবল এবং আমার পুত্রদের সাথে মিলিত ভাবেও আমি তার সঙ্গে বা তার সৈন্যবলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নই। হে ব্রহ্মন্ ! দেবপ্রতিম এবং যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ আমার বালকপুত্রকে আমি কোনও ভাবেই দেব না।

অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥ ২৫
যজ্ঞবিঘ্নকারৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ॥ ২৬
তয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সসুহৃদ্গণঃ।
অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ॥ ২৭

"সুন্দ এবং উপসুন্দের পুত্রদ্বয় মারীচ এবং সুবাহু যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী ; তারা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বীর্যবান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুদেবতা যম সদৃশ ভয়ঙ্কর। সেইজন্য (তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে) আপনার হাতে আমার প্রিয়পুত্রকে দেব না। বরং আমি-ই বন্ধুদের সাহায্যে তাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব। তা না হলে (যুদ্ধার্থে রামকে না নেওয়ার জন্য) বন্ধুদের সঙ্গে নিতে আপনাকে অনুরোধ করব।"

ইতি নরপতিজল্পনাদ্ দ্বিজেন্দ্রং
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশমন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ
সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ ॥ ২৮

'রাজার এইরূপ বৃথা তর্কমূলক কথা শ্রবণ করে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের মনে মহান ক্রোধ প্রবেশ করল, অর্থাৎ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ঘৃতাহুত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় তাঁর ক্রোধবহ্নি সমুজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

———o———

একবিংশ সর্গ (২১)

রামকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসনিধনে পাঠাতে রাজা দশরথের আপত্তির কারণসূচক কথা শুনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তখন রাজা দশরথের প্রতি কুলগুরু বশিষ্ঠের উক্তি

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্যাকুলাক্ষরম্।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্॥ ১

'কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র রাজার সেই স্নেহপূর্ণ আকুল বচন শ্রবণ করে সক্রোধে রাজাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ॥ ২

"পূর্বে প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাইছেন ; এটা রাঘবদের পক্ষে অনুচিত এবং বংশের বিনাশসূচক।

যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্বৃতঃ॥ ৩

"হে রাজন্ ! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে যদি আপনি উচিত বলে মনে করে থাকেন তবে, আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাই। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হে ককুৎস্থ কুলনন্দন ! আপনি বন্ধু-পরিবৃত হয়ে সুখে থাকুন।"

তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবানাং চ ভয়ং মহৎ॥ ৪

'ধীমান বিশ্বামিত্রের ক্রোধের ফলে সমগ্রা ধরিত্রী

চঞ্চলা এবং দেবতারাও ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন।

ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহানৃষিঃ।
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

'সমগ্র বিশ্বকে ভয়ত্রস্ত বুঝতে পেরে ব্রতধারী ধীরস্বভাব মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন—

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি॥ ৬

"ধৈর্যশীল মহান ব্রতপরায়ণ শ্রীমান, হে রাজন্! আপনি মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন; অতএব ধর্মত্যাগ করতে পারেন না।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢুমর্হসি॥ ৭

"রঘুকুলভূষণ দশরথ ধর্মাত্মা, এই কথা ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ। অতএব, হে রাজন্! স্বধর্মকে প্রতিপালন করুন; অধর্মের ভার বহন করবেন না।

প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাৎ রামং বিসর্জয়॥ ৮

"প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোনও কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পরে সেই কাজ না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ অর্থাৎ ধর্মহানি হয়। অতএব (ধর্মরক্ষার জন্য আপনি) রামকে বিদায় দিন।

কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা॥ ৯

"রাম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হোক বা না হোক রাক্ষসেরা এর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, অমৃত যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সুরক্ষিত, তদ্রূপ কৌশিক বিশ্বামিত্র রামকে রক্ষা করবেন।

এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্॥ ১০

"(গাধিরাজ তনয়) মহর্ষি বিশ্বামিত্র মূর্তিমান ধর্ম, শ্রেষ্ঠ বীর, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তথা শ্রেষ্ঠ তপস্বী।

এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন॥ ১১

"সচরাচর ত্রিভুবনে তিনি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। অন্য কেউই তা জানেন না এবং জানতে সক্ষমও হবেন না।

ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ১২

"অমর দেবগণ, ঋষিগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগগণও (ঋষি বিশ্বামিত্র জ্ঞাত অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হবে) না।

সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।
কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৩

"এই অস্ত্রগুলি ছিল মহামুনি কৃশাশ্বের পরম ধার্মিক পুত্র এবং পূর্বে কৌশিক (কুশিকের বংশধর বিশ্বামিত্র) যখন রাজ্য শাসন করতেন তখন তাঁকে প্রদত্ত হয়েছিল।

তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ॥ ১৪

জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সূতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্॥ ১৫

"দক্ষ প্রজাপতির দুই সুন্দরী কন্যা জয়া ও সুপ্রভা অত্যন্ত দীপ্তিমান একশত অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করেছিলেন। প্রজাপতিকন্যার পুত্রেরা অনেক রূপবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী, দীপ্তিমান ও বিজয়প্রদ। তাহারা মহামুনি কৃশাশ্বেরই ঔরসপুত্র।

পঞ্চাশতং সুতাঁল্লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ॥ ১৬

"অসুর সৈন্যদের বধের জন্য জয়া বর লাভ করে, অপরিমিত শক্তিশালী রূপহীন পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ (অস্ত্ররূপী) পুত্র লাভ করেছিলেন।

সুপ্রভাজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চাশতং পুনঃ।
সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ॥ ১৭

"এদিকে আবার সুপ্রভাও সংহার নামক দুর্জয়, দুরতিক্রমণীয় ও বলবান পঞ্চাশটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

তানি চাস্ত্রাণি বেত্ত্যেষ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ॥ ১৮

"কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সেই অস্ত্রগুলির ব্যবহার যথাযথ জানেন। এই ধর্মজ্ঞ ঋষি আবার অনাবিষ্কৃত অস্ত্রগুলিরও উৎপাদনে সমর্থ।

তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব॥ ১৯

"সেইজন্য হে রঘুকুলনন্দন দশরথ! এই মুনিশ্রেষ্ঠ পরমধার্মিক মহাত্মা (বিশ্বামিত্রের কাছে) ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত নেই।

এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি॥ ২০

"মহাতেজাঃ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এইরূপই বীর্যবান ও প্রভাবশালী। অতএব, হে রাজন্! রামের গমনে

সংশয়ান্বিত হবেন না।

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে॥ ২১

"কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসদের হত্যা করতে সমর্থ ; কেবল আপনার পুত্রদের মঙ্গলের জন্যই তিনি আপনার পুত্রদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণকে) চাইছেন।"

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো
রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবাগ্র্যঃ।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য
প্রথিতযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা॥ ২২

'মহামুনি বশিষ্ঠের কথা শুনে রঘুবংশতিলক নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ প্রসন্নচিত্ত ও হৃষ্ট হলেন। তখন বুদ্ধিদ্বারা বিচার করে, কুশিককুলনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রসন্নতার কারণে রামের গমন মহাযশস্বী রাজার আকাঙ্ক্ষিত হল।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

রাজা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ এবং পথে বিশ্বামিত্রের নিকট রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা-লাভ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্॥ ১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্॥ ২

'ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সেইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ নিজেই হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে আহ্বান করলেন। মাতা কৌশল্যা এবং পিতা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করা হলে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মাঙ্গল্যক্রিয়া দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে করলেন অভিমন্ত্রিত।

স পুত্রং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥ ৩

'তখন রাজা দশরথ পুত্রের (রাম-লক্ষ্মণের) মস্তক আঘ্রাণ করে প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়কে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্॥ ৪
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি॥ ৫

'অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের গমনকালে ধূলিবিহীন সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে যেতে দেখে দেবদুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। মহাত্মা রামচন্দ্রের গমনকালে শঙ্খদুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল।

বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তং চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ॥ ৬

'বিশ্বামিত্র আগে আগে চলতে লাগলেন ; তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধর মহাযশস্বী ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) অনুসরণ করতে লাগলেন।

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ॥ ৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ॥ ৮

'অনিন্দ্যসুন্দর, উদারমনা, একস্কন্ধে তূণীর ও অপর হস্তধৃত স্কন্ধসংযুক্ত ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) ত্রিশীর্ষধারী সর্পের ন্যায় মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করলেন। তাঁদের সৌন্দর্যে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুগমন করছেন।

তদা কুশিকপুত্রং তু ধনুষ্পাণী স্বলংকৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী॥ ৯

চঞ্চলা এবং দেবতারাও ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন।

ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহানৃষিঃ।
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

'সমগ্র বিশ্বকে ভয়ত্রস্ত বুঝতে পেরে ব্রতধারী ধীরস্বভাব মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন—

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি॥ ৬

"ধৈর্যশীল মহান ব্রতপরায়ণ শ্রীমান, হে রাজন্! আপনি মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন ; অতএব ধর্মত্যাগ করতে পারেন না।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢুমর্হসি॥ ৭

"রঘুকুলভূষণ দশরথ ধর্মাত্মা, এই কথা ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ। অতএব, হে রাজন্! স্বধর্মকে প্রতিপালন করুন ; অধর্মের ভার বহন করবেন না।

প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাৎ রামং বিসর্জয়॥ ৮

"প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোনও কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পরে সেই কাজ না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ অর্থাৎ ধর্মহানি হয়। অতএব (ধর্মরক্ষার জন্য আপনি) রামকে বিদায় দিন।

কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা॥ ৯

"রাম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হোক বা না হোক রাক্ষসেরা এর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, অমৃত যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সুরক্ষিত, তদ্রূপ কৌশিক বিশ্বামিত্র রামকে রক্ষা করবেন।

এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্॥ ১০

"(গাধিরাজ তনয়) মহর্ষি বিশ্বামিত্র মূর্তিমান ধর্ম, শ্রেষ্ঠ বীর, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তথা শ্রেষ্ঠ তপস্বী।

এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন॥ ১১

"সচরাচর ত্রিভুবনে তিনি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী। অন্য কেউই তা জানেন না এবং জানতে সক্ষমও হবেন না।

ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ১২

"অমর দেবগণ, ঋষিগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগগণও (ঋষি বিশ্বামিত্র জ্ঞাত অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হবে) না।

সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।
কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৩

"এই অস্ত্রগুলি ছিল মহামুনি কৃশাশ্বের পরম ধার্মিক পুত্র এবং পূর্বে কৌশিক (কুশিকের বংশধর বিশ্বামিত্র) যখন রাজ্য শাসন করতেন তখন তাঁকে প্রদত্ত হয়েছিল।

তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ॥ ১৪

জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সূতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্॥ ১৫

"দক্ষ প্রজাপতির দুই সুন্দরী কন্যা জয়া ও সুপ্রভা অত্যন্ত দীপ্তিমান একশত অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করেছিলেন। প্রজাপতিকন্যার পুত্রেরা অনেক রূপবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী, দীপ্তিমান ও বিজয়প্রদ। তাহারা মহামুনি কৃশাশ্বেরই ঔরসপুত্র।

পঞ্চাশতং সুতাঁল্লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ ॥ ১৬

"অসুর সৈন্যদের বধের জন্য জয়া বর লাভ করে, অপরিমিত শক্তিশালী রূপহীন পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ (অস্ত্ররূপী) পুত্র লাভ করেছিলেন।

সুপ্রভাজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চাশতং পুনঃ।
সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ॥ ১৭

"এদিকে আবার সুপ্রভাও সংহার নামক দুর্জয়, দুরতিক্রমণীয় ও বলবান পঞ্চাশটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

তানি চাস্ত্রাণি বেত্ত্যেষ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ॥ ১৮

"কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সেই অস্ত্রগুলির ব্যবহার যথাযথ জানেন। এই ধর্মজ্ঞ ঋষি আবার অনাবিষ্কৃত অস্ত্রগুলিরও উৎপাদনে সমর্থ।

তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব॥ ১৯

"সেইজন্য হে রঘুকুলনন্দন দশরথ! এই মুনিশ্রেষ্ঠ পরমধার্মিক মহাত্মা (বিশ্বামিত্রের কাছে) ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত নেই।

এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি॥ ২০

"মহাতেজাঃ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এইরূপই বীর্যবান ও প্রভাবশালী। অতএব, হে রাজন্! রামের গমনে

সংশয়ান্বিত হবেন না।

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে॥ ২১

"কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসদের হত্যা করতে সমর্থ ; কেবল আপনার পুত্রদের মঙ্গলের জন্যই তিনি আপনার পুত্রদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণকে) চাইছেন।"

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো
রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবাগ্র্যঃ।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য
প্রথিতযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা॥ ২২

'মহামুনি বশিষ্ঠের কথা শুনে রঘুবংশতিলক নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ প্রসন্নচিত্ত ও হৃষ্ট হলেন। তখন বুদ্ধিদ্বারা বিচার করে, কুশিককুলনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রসন্নতার কারণে রামের গমন মহাযশস্বী রাজার আকাঙ্ক্ষিত হল।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

———o———

দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

রাজা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ এবং পথে বিশ্বামিত্রের নিকট রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা-লাভ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্॥ ১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্॥ ২

'ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সেইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ নিজেই হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে আহ্বান করলেন। মাতা কৌশল্যা এবং পিতা দশরথ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করা হলে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মাঙ্গল্যক্রিয়া দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে করলেন অভিমন্ত্রিত।

স পুত্রং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥ ৩

'তখন রাজা দশরথ পুত্রের (রাম-লক্ষ্মণের) মস্তক আঘ্রাণ করে প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়কে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্॥ ৪
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি॥ ৫

'অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের গমনকালে ধূলিবিহীন সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে যেতে দেখে দেবদুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। মহাত্মা রামচন্দ্রের গমনকালে শঙ্খদুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল।

বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তং চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ॥ ৬

'বিশ্বামিত্র আগে আগে চলতে লাগলেন ; তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধর মহাযশস্বী ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে (শ্রীরামচন্দ্রকে) অনুসরণ করতে লাগলেন।

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ॥ ৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ॥ ৮

'অনিন্দ্যসুন্দর, উদারমনা, একস্কন্ধে তূণীর ও অপর হস্তধৃত স্কন্ধসংযুক্ত ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) ত্রিশীর্ষধারী সর্পের ন্যায় মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করলেন। তাঁদের সৌন্দর্যে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুগমন করছেন।

তদা কুশিকপুত্রং তু ধনুষ্পাণী স্বলংকৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী॥ ৯

কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ॥ ১০
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী।

'সু-অলঙ্কার শোভিত, অনিন্দ্যসুন্দর দীপ্তিমান ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ এবং খড়্গ ও ধনুর্ধারণ করে অচিন্ত্য শক্তিশালী দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগামী অগ্নিদেবের পুত্রদ্বয়ের ন্যায় কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করছিলেন।

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা সরয্বা দক্ষিণে তটে॥ ১১
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ॥ ১২

'সরযূ নদীর দক্ষিণ তটে সার্ধযোজন পথ অতিক্রম করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে মধুর স্বরে আহ্বান করলেন এবং বললেন—''রাম কালক্ষেপ না করে শীঘ্র সরযূর জলে আচমন করো।

মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা।
ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়॥ ১৩

''তুমি বলা এবং অতিবলা নামক মন্ত্রসমুদয় গ্রহণ করো ; তাহলে তোমার শ্রমজনিত বা জ্বরজনিত কষ্ট থাকবে না এবং রূপেরও কোনও পরিবর্তন ঘটবে না।

ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ।
ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন॥ ১৪

''নিদ্রিত অথবা প্রমত্ত অবস্থাতেও রাক্ষসেরা তোমাকে নিগৃহীত করতে পারবে না। পৃথিবীতে বীরত্বে ও বাহুবলে তোমার সদৃশ কেউ থাকবে না।

ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥ ১৫

''হে বৎস রঘুকুলনন্দন রাম ! তুমি বলা এবং অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে, ত্রিভুবনে তোমার সমান কেউই হতে পারবে না।

ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
নোত্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ॥ ১৬

''হে নিষ্পাপ ! এই বলা এবং অতিবলা বিদ্যা লাভ করলে শুভাদৃষ্টবিষয়ে, দক্ষতায়, প্রজ্ঞায়, বুদ্ধির গভীরতায়, প্রশ্নোত্তরদানে, যুক্তিতর্কে—কোনও বিষয়েই কেউই তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না।

এতদ্‌বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ॥ ১৭

''সর্বপ্রকার জ্ঞানের উৎস এই বলা এবং অতিবলা বিদ্যা লাভ করতে পারলে কেউই তোমার তুল্য হতে পারবে না।

ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম।
বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥ ১৮
গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন।

''হে নরোত্তম রাম ! বলা এবং অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে তোমার ক্ষুধা এবং পিপাসাজনিত কষ্ট থাকবে না। রঘুকুলনন্দন হে বৎস রাঘব ! ত্রিভুবন রক্ষার জন্য তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করো।

বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ ভুবি।
পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে॥ ১৯

''পিতামহ ব্রহ্মা-প্রসূত তেজোময় এই বিদ্যাদ্বয় অধ্যয়ন করলে পৃথিবীতে তোমার যশ বিস্তৃত হবে।

প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পার্থিব।
কামং বহুগুণাঃ সর্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।

''হে কাকুৎস্থ কুলনন্দন রাজকুমার ! আমার তপঃ-সঞ্চিত ও বহুফলপ্রদাতা এই মন্ত্রদ্বয় তোমাকেই প্রদান করতে ইচ্ছা করি ; কারণ, এই বিদ্যাগ্রহণে তোমার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে।''

ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ॥ ২১
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।

'তখন রামচন্দ্র সরযূর জলে আচমন করে পবিত্র হয়ে প্রফুল্ল বদনে শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট সেই বিদ্যাদ্বয় গ্রহণ করলেন।

বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ॥ ২২
সহস্ররশ্মির্ভগবাঞ্ছরদীব দিবাকরঃ।

'পরাক্রমশালী রামচন্দ্র বিদ্যাসমুজ্জ্বল হয়ে শরৎকালীন সহস্রকিরণমালী ভগবান সূর্যের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন।

গুরুকার্যাণি সর্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে।
ঊষুস্তাং রজনীং তত্র সরয্বাং সমুখং ত্রয়ঃ॥ ২৩

'রামচন্দ্র, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের জন্য গুরুর প্রতি করণীয় সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করলেন এবং তাঁরা তিনজন (বিশ্বামিত্র, রাম এবং লক্ষ্মণ) সরযূ নদীর তীরে সুখে রাত্রিবাস করলেন।

দশরথনৃপসূনুসূত্তমাভ্যাং
তৃণশয়নেঽনুচিতে তদোষিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং
সুখমিব সা বিববৌ বিভাবরী চ॥ ২৪

'রাজা দশরথের সাধুশ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় (তাঁদের) অনুপযুক্ত তৃণশয্যায় শায়িত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে লালিত হয়ে সেই রাত্রি তাঁদের কাছে সুখময়ী হয়ে উঠেছিল।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

ত্রিসন্ধ্যা-উপাসনার জন্য রাম-লক্ষ্মণের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ এবং গঙ্গা-সরযূ সঙ্গম সমীপস্থ মনোরম আশ্রমে তাঁদের বিশ্রাম গ্রহণ

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে॥ ১

'অতঃপর রজনী প্রভাত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শায়িত কাকুৎস্থ কুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্॥ ২

''হে রাম! তোমাকে জন্ম দিয়ে কৌশল্যা সুপুত্রের জননী বলে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। হে নরশার্দূল! এখন প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত। অতএব ওঠো, এখনই তোমাকে পূজাহ্নিক করতে হবে।''

তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ।
স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্॥ ৩

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরম উদার কথা শুনে নরশ্রেষ্ঠ বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ স্নান করে জল দ্বারা দেবতর্পণাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রেষ্ঠ জপমন্ত্র গায়ত্রী জপ করলেন।

কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
অভিবাদ্যাতিসংহৃষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ॥ ৪

'মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ আহ্নিককৃত্যাদি সমাপন করে হৃষ্টচিত্তে তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন জানিয়ে পুনরায় অগ্রগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

তৌ প্রয়ান্তৌ মহাবীর্যৌ দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীম্।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে॥ ৫

'অনন্তর পথে চলতে চলতে সেই মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) সরযূ নদীর পুণ্য সঙ্গমস্থলে ত্রিপথগামিনী স্বর্গীয় গঙ্গানদীকে (যিনি স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী রূপে ত্রিপথগামিনী) দেখতে পেলেন।

তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ॥ ৬

'সেখানে বহুসহস্রবর্ষব্যাপী গভীর তপস্যারত আত্মস্থ ঋষিদের পবিত্র আশ্রম বিরাজিত।

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্।
ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ॥ ৭

'সেই পবিত্র আশ্রমটি দেখে রঘুনন্দন রাম-লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কো ন্বস্মিন্ বসতে পুমান্।
ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ॥ ৮

''হে ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রমটি কার? কোন্ মহাপুরুষ এখানে বাস করেন? আমরা জানতে চাই, জানবার জন্য বড় কৌতূহল হচ্ছে।''

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ॥ ৯

'তাঁদের দুজনের সেই কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র হাসতে হাসতে বললেন— ''হে রাম! এই আশ্রমটি পূর্বে যাঁর ছিল তাঁর কথা শোনো।

কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্॥ ১০

কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্‌গণম্।
ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা॥ ১১
অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্বগাত্রাণি দুর্মতেঃ॥ ১২

"হে রঘুনন্দন রাম ! যাঁকে জ্ঞানিগণ কামদেব বলেন, সেই কন্দর্পদেব দেহধারী ছিলেন। এই আশ্রমে ভগবান স্থাণু (মহাদেব) নিয়মিত তপস্যাহেতু সমাধিমগ্ন থাকতেন। একদা সেই দেবশ্রেষ্ঠ শিব বিবাহ করে মরুদ্‌গণের সঙ্গে যাওয়ার সময় দুষ্টবুদ্ধি কামদেব তাঁকে আক্রমণ করেন (অর্থাৎ মহাদেবের মনে কামের উদ্রেক হয়)। তখন মহাত্মা রুদ্রদেব হুঙ্কার দিয়ে অবজ্ঞাভরে তাঁর (কামদেবের) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সেই দুর্মতির শরীরের অঙ্গগুলি বিশীর্ণ হয়ে দেহ থেকে স্খলিত হয়ে যায়।

তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনঃ।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাৎ দেবেশ্বরেণ হ॥ ১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ॥ ১৪

"সেই মহাত্মার দগ্ধ দেহ সেখানেই নিঃস্প্রাণ হল। দেবেশ্বর মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবকে দেহহীন করলেন। হে রঘুকুলনন্দন ! তখন থেকে তিনি অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হলেন। যেখানে সেই শ্রীমান কামদেব দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই স্থান অঙ্গদেশ নামে বিখ্যাত।

তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যেমে মুনয়ঃ পুরা।
শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে॥ ১৫

"এই পুণ্য আশ্রমটি মহাদেবের। এই মুনিরা পুরাকালে তাঁর ধর্মপরায়ণ শিষ্য ছিলেন। হে বীর ! তাঁদের কোনও পাপ নেই।

ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন।
পুণ্যয়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্তরিষ্যামহে বয়ম্॥ ১৬

"হে শুভদর্শন রাম ! আজ রাত্রিতে আমরা এই পুণ্য নদীদ্বয়ের (গঙ্গা-সরযূর) সঙ্গমস্থলে এই আশ্রমে অবস্থান করি। আগামীকাল নদী পার হয়ে যাব।

অভিগচ্ছামহে সর্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্।
ইহ বাসঃ পরোঽস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্॥ ১৭
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম।

"হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পবিত্র হয়ে পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করব। স্নানান্তে জপ করে এবং (অগ্নিতে) ঘৃতাহুতি দিয়ে সুখে রাত্রিবাস করব। এখানে অবস্থান আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হবে।"

তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা॥ ১৮
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্।

'তাঁরা (বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ) যখন (আশ্রমের বাইরে) এইরকম কথাবার্তা করছিলেন, তখন সেই আশ্রমস্থ মুনিরা দীর্ঘ তপস্যাহেতু অন্তশ্চক্ষুদ্বারা তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পেরে অত্যন্ত প্রীত ও উৎফুল্ল হলেন।

অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাঽঽতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে॥ ১৯
রামলক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্।

'আশ্রমের মুনিরা মহামুনি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা আতিথ্য নিবেদনান্তে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করলেন।

সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্॥ ২০
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামৃষয়স্তে সমাহিতাঃ।

'যথাযথ অতিথি-সৎকারাদির পর (তাঁদের) মধুরালাপে মনোরঞ্জন করে ঋষিরা সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যা-জপাদি করতে লাগলেন।

তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ॥ ২১
ন্যবসন্ সসুখং তত্র কামাশ্রমপদে তথা।

'সেই আশ্রমের অধিবাসী মুনিগণ অন্যান্য ব্রতধারী মুনিগণকে সঙ্গে নিয়ে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রমে নিয়ে আসলেন। মনোমতো সেই পবিত্র আশ্রমে তাঁরা (বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ) সুখেই অবস্থান করতে লাগলেন।

কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ।
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২২

'ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, সকলের মনোহরণকারী রাজকুমার দুজনকে (সকলের আদরের রাম-লক্ষ্মণকে) মনোমুগ্ধকর কথায় (আলাপে) আনন্দিত করেছিলেন (আনন্দে রেখেছিলেন)।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

গঙ্গা উত্তরণের সময় গঙ্গাবক্ষে তুমুলধ্বনি শুনে রামচন্দ্র কর্তৃক তার কারণ জিজ্ঞাসায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তার উত্তর দান এবং তাড়কাসুরের বাসস্থলের ভয়ঙ্করত্ব বর্ণনান্তে রামচন্দ্রের প্রতি তাড়কাবধের নির্দেশ দান

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ॥ ১

'অনন্তর নির্মল প্রভাতে শত্রুমর্দনকারী বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ, নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত হলেন।

তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্॥ ২
আরোহতু ভবান্ নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ॥ ৩

'উত্তম ব্রতধারী মহাত্মা মুনিগণ একটি উত্তম নৌকা নিয়ে এসে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—"আপনি রাজপুত্রদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করুন। কালক্ষেপ করবেন না ; আপনার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।"

বিশ্বমিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ প্রতিপূজ্য চ।
ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্॥ ৪

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র "তাই হবে" এই কথা বলে এবং ঋষিদের প্রতি সংবর্ধনা জানিয়ে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সাগরগামিনী গঙ্গানদী পার হতে লাগলেন।

তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্ধিতম্।
মধ্যমাগম্য তোয়স্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্॥ ৫
জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা।

'নদীর মাঝামাঝি এসে মহাতেজস্বী রাম জলবৃদ্ধির গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেলেন এবং ছোট ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গেই সেই শব্দের কারণ নিশ্চিতরূপে জানতে ইচ্ছা করলেন।

অথ রামঃ সরিন্মধ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্॥ ৬
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।

'তখন নদীর মাঝখানেই রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—"(নৌকা যে) নদীর জল কেটে যাচ্ছে, এটা কি তারই তুমুল শব্দ ?"

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্॥ ৭
কথয়ামাস ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।

'রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্রের কৌতূহলাক্রান্ত কথা শুনে ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র সেই শব্দের সুনিশ্চিত কারণ সম্বন্ধে বললেন—

কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্॥ ৮
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।

"হে পুরুষসিংহ রাম ! কৈলাসপর্বতে ব্রহ্মা মনের সঙ্কল্প দ্বারা একটা পরম রমণীয় সরোবর সৃষ্টি করেছেন ; সেইজন্য ঐ সরোবরটি মানসসরোবর নামে খ্যাত।

তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে॥ ৯
সরঃ প্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।

"সেই সরোবর থেকে প্রবাহিতা নদী অযোধ্যাকে বেষ্টন করে আছে। সরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তার নাম সরযূ এবং ব্রহ্ম সরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সেই নদী পবিত্রা।

তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে॥ ১০
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু।

"জাহ্নবীর সঙ্গে সরযূর মিলনের ফলে উভয় নদীর জলরাশির সংঘর্ষজাত এই অতুলনীয় তুমুল ধ্বনি। হে রাম ! সংযতচিত্তে (এই দেবনদীদ্বয়কে) প্রণাম করো।"

তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্মিকৌ॥ ১১
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ।

'পরমধার্মিক ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) নদীদ্বয়কে প্রণাম করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হয়ে লঘু পাদবিক্ষেপে দ্রুত চলতে লাগলেন।

স বনং ঘোরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ॥ ১২
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।

'(মানবের) গমনাগমন চিহ্নরহিত সেই ঘনঘোর বনভূমি দর্শন করে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজপুত্র (শ্রীরামচন্দ্র) মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্॥ ১৩
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ॥ ১৪

"অহো ! এই বন অতি দুর্গম, ঝিল্লিরবে মুখরিত। ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু দ্বারা সমাকীর্ণ। অশুভবার্তাবহ (শকুন)

পক্ষীদের নিদারুণ রবে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত এই বন।

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্।
ধবাশ্বকর্ণককুভৈর্বিল্বতিন্দুকপাটলৈঃ ॥ ১৫
সংকীর্ণং বদরীভিশ্চ কিং ন্বিদং দারুণং বনম্।

"সিংহ-ব্যাঘ্র-শূকর-হস্তি পরিবৃত, কম্পমান শালবৃক্ষ ও কুরচিপুষ্পের বৃক্ষ এবং বেল-কুল-পাটলবৃক্ষ-সমাকীর্ণ এই বন কী ভয়ঙ্কর !"

তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৬
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্ দারুণং বনম্।

'মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে বললেন —"ককুৎস্থ-কুলনন্দন বৎস রাম ! যার এই ভয়ঙ্কর বন, তার সম্বন্ধে শ্রবণ করো—

এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং নরোত্তম॥ ১৭
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ।

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! প্রাচীনকালে এই স্থানে দেবগণের নির্মাণশৈলী দ্বারা নির্মিত মলদ এবং করূষ নামে দুটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্॥ ১৮
ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ।

"হে রাম ! পুরাকালে বৃত্রাসুরবধজনিত মালিন্য সহস্রলোচন ইন্দ্রকে লিপ্ত করল এবং ক্ষুধা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল।

তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১৯
কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ৎ।

"দেবতা এবং তপঃশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ইন্দ্রকে মালিন্যমুক্ত করার জন্য কলসপূর্ণ (পবিত্র) জল দ্বারা স্নান করিয়ে তাঁকে মালিন্য মুক্ত করেছিলেন।

ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কারূষমেব চ॥ ২০
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে।

"অতঃপর দেবতারা এই ভূমিতে মহেন্দ্রের দেহজ মল এবং কারূষ ঢেলে দিয়ে প্রসন্নতা লাভ করলেন।

নির্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাভবৎ॥ ২১
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্।
ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ॥ ২২
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ।

"দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ববৎ নির্মল, ক্ষুধাহীন ও পবিত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর সন্তুষ্ট হয়ে এই দেশকে অতি উত্তম বর দান করলেন—আমার অঙ্গের মল (ময়লা) ধারণ করে এই জনপদ দুটি মলদ এবং করূষ নামে সমৃদ্ধিশালী জনপদরূপে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করবে।

সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্॥ ২৩
দেশস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা।

"ধীমান ইন্দ্র কর্তৃক এই দেশকে এইরূপে প্রশংসা করতে দেখে, দেবতারা (পাক নামক দৈত্যের শাসক) সেই (শক্রকে—ইন্দ্রকে) সাধুবাদ দিলেন।

এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দীর্ঘকালমরিন্দম॥ ২৪
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতা ধনধান্যতঃ।

"হে শত্রুদমন রাম ! মলদ এবং করূষ নামে এই জনপদ দুটি দীর্ঘকালব্যাপী ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষিণী কামরূপিণী॥ ২৫
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা হ্যভূৎ।

"অনন্তর কিছুকাল পরে সহস্র হস্তীর বলধারিণী স্বেচ্ছারূপধারিণী এক যক্ষিণী এখানে এসে উপস্থিত হল।

তাটকা নাম ভদ্রং তে ভার্যা সুন্দস্য ধীমতঃ॥ ২৬
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ।
বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্যতনুর্মহান্॥ ২৭
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ।

"সেই স্বেচ্ছারূপধারিণী যক্ষিণী বুদ্ধিমান সুন্দর স্ত্রী তাড়কা নাম্নী রাক্ষসী। তার পুত্র, ইন্দ্রের ন্যায় বলশালী বর্তুলাকার বাহুবিশিষ্ট বিশাল মস্তক ও মুখবিশিষ্ট এবং বিশাল দেহধারী মারীচ নামক রাক্ষস। সেই ভীষণাকার রাক্ষস (মারীচ) নিত্যই মানুষের ভীতি উৎপাদন করে।

ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব॥ ২৮
মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাটকা দুষ্টচারিণী।

"হে রঘুনন্দন রাম ! সেই দুরাচারিণী তাড়কা, মলদ এবং করূষ নামক জনপদ দুটি ধ্বংস করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট।

সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্ধযোজনে॥ ২৯
অত এব চ গন্তব্যং তাটকায়া বনং যতঃ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্॥ ৩০
মন্নিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ।

"সেই তাড়কা দেড় যোজনব্যাপী পথ অবরোধ করে অবস্থান করে আছে। অতএব আমার নির্দেশে যেখানে তাড়কার বন, সেখানে গিয়ে নিজ বাহুবল অবলম্বনে সেই দুরাচারিণীকে হত্যা করে এই দেশকে পুনরায় নিষ্কণ্টক করো।

ন হি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্।। ৩১
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহ্যয়া।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতৎ দারুণং বনম্।
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্বমদ্যাপি ন নিবর্ততে।। ৩২

"হে রাম ! ভয়ঙ্করী এবং অসহনীয়া সেই যক্ষিণী এই রমণীয় দেশটিকে বিনষ্ট করেছে। কেউই এখানে আসতে সক্ষম হচ্ছে না। যেরূপভাবে এই দারুণ-অরণ্যটিকে সেই যক্ষী উৎসন্নে পাঠিয়েছে, তা সবই তোমাকে বললাম। আজও পর্যন্ত কেউই তাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।। ২৪।।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।। ২৪।।

———o———

পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক তাড়কার জন্ম, বিবাহাদি এবং তার প্রতি অভিশাপাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাড়কাবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণা দান

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনের্বচনমুত্তমম্।
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।। ১

'অতঃপর অপরিমেয় প্রভাবশালী ঋষি বিশ্বামিত্রের অত্যুত্তম কথা শ্রবণ করে পুরুষসিংহ রামচন্দ্র কল্যাণকর বাক্যে বললেন—

অল্পবীর্যা যদা যক্ষী শ্রূয়তে মুনিপুঙ্গব।
কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্।। ২

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই যক্ষী অল্পবীর্যসম্পন্না অবলা (নারী) বলে শোনা যায়, অতএব কীপ্রকারে সে সহস্র হস্তীর বল ধারণে সক্ষম ?"

ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
হর্ষয়ঞ্শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্।। ৩
বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা।
বরদানকৃতং বীর্যং ধারয়ত্যবলা বলম্।। ৪

'অমিতবিক্রমশালী রামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র খুশি হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে মধুর বাক্যে বললেন—"শোনো, যেভাবে শক্তিমদমত্তা অবলা নারী বরদানকৃত বলবীর্য ধারণ করেছে।

পূর্বমাসীন্মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্যবান্।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ।। ৫

"পুরাকালে সুকেতু নামে বীর্যবান এক মহাযক্ষ ছিল। সন্তানহীনতা হেতু সে শুদ্ধাচারে কঠোর তপস্যা করেছিল।

পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তটকাং নাম নামতঃ।। ৬

"হে রাম ! তখন পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সেই যক্ষপতিকে তার অভীষ্ট যে কন্যারত্ন দান করলেন, তার নাম তাড়কা।

দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ।
ন ত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ।। ৭

"পিতামহ ব্রহ্মা সেই তাড়কাকে সহস্র হস্তীর বল দান করলেন। মহাযশস্বী ব্রহ্মা কিন্তু সেই যক্ষকে পুত্রসন্তান দান করলেন না।

তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপযৌবনশালিনীম্।
জম্ভপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্যাং যশস্বিনীম্।। ৮

"বালিকা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা ও রূপযৌবনবতী হয়ে উঠলে সুকেতু সেই যশোবতী কন্যাকে জম্ভপুত্র সুন্দকে ভার্যারূপে দান করল।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।
মারীচং নাম দুর্ধর্ষং যঃ শাপাদ্ রাক্ষসোঽভবৎ।। ৯

"কিছুকাল পরে সেই যক্ষী (তাড়কা) মারীচ নামে দুর্জয় পুত্রের জন্ম দিল ; যে (পরে) মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয়েছিল।

সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
তাটকা সহপুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।। ১০

"রাম ! (মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপে) সুন্দ নিহত

হলে তাড়কা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল।

ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী সাভ্যধাবত।
আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ॥ ১১
রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ।

"সে (তাড়কা) ক্রুদ্ধ হয়ে (ঋষিকে) ভক্ষণ করার জন্য গর্জন করতে করতে (ঋষির প্রতি) ধাবিত হল। ভগবান অগস্ত্য ঋষি তাকে (তাড়কাকে) আসতে দেখে মারীচকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—তুমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হও।

অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাটকামপি শপ্তবান্॥ ১২
পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে॥ ১৩

"মহর্ষি অগস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়কাকেও অভিশাপ দিলেন— বর্তমান রূপ ত্যাগ করে শীঘ্রই তোর ভয়ঙ্কর বিকৃতাঙ্গ, বীভৎসমুখ, নরভোজী, মহারাক্ষসী রূপ হোক।

সৈষা শাপকৃতামর্ষা তাটকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
দেশমুৎসাদয়ত্যেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্॥ ১৪

"শাপগ্রস্তা হয়ে ক্রোধে মোহগ্রস্তা এই সেই তাড়কা যে, অগস্ত্যের মঙ্গলময় দেশটিকে উৎসন্ন বা ধ্বংস করছে।

এনাং রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্।
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্॥ ১৫

"হে রঘুনন্দন রামচন্দ্র! পৃথিবীর এবং ধার্মিকদের মঙ্গলের জন্য এই অতীব ভয়ঙ্করী পরাক্রমশালিনী দুষ্কর্মকারিণী রাক্ষসীকে তুমি হত্যা করো।

নহ্যেনাং শাপসংসৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান্।
নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন॥ ১৬

"হে রঘুনন্দন রাম! ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষই (বীরই) এই শাপগ্রস্তাকে হত্যা করতে সমর্থ নয়।

ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥ ১৭

"হে নরোত্তম! (এই রাক্ষসী-বধ ক্ষেত্রে) স্ত্রীবধজনিত (পাপবোধহেতু) ঘৃণা বা দয়া কোরো না। চতুর্বর্ণের তথা মনুষ্যসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজপুত্রের এইরূপ কর্তব্য।

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥ ১৮

"প্রজারক্ষাহেতু রক্ষকের সর্বদা নিষ্ঠুর অথবা অনিষ্ঠুর, পাপকার্য বা দোষযুক্ত কার্য, যে কোনও কার্যই করা উচিত।

রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥ ১৯

"যাঁদের উপর রাজ্যভার অর্পিত, তাঁদের এটাই চিরন্তন (সনাতন) ধর্ম। হে কাকুৎস্থ রাম! যেহেতু এর (রাক্ষসী তাড়কার) মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নেই, তাই এই ধর্মহীনাকে (তুমি) হত্যা করো।

শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ॥ ২০

"হে রাজন্! পুরাকালে পৃথিবীকে ধ্বংসকামা বিরোচনকন্যা মন্থরাকে দেবরাজ ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন, এইরূপ শ্রুত হয় (শোনা যায়)।

বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা॥ ২১

"হে রাম! পুরাকালে শুক্রাচার্যের মাতা, মহর্ষি ভৃগুর পতিব্রতা পত্নী, পৃথিবীকে ইন্দ্রহীন করতে ইচ্ছা করলে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন (ভগবান বিষ্ণু তাঁকে হত্যা করেন)।

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভী রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
অধর্মসহিতা নার্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ॥ ২২

"এইরূপ আরও অনেক রাজপুত্র এবং মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্তৃক অধর্মচারিণী নারী নিহতা হয়েছে। অতএব, হে রাজন্! আমার নির্দেশে করুণা তথা ঘৃণা ত্যাগ করে এই তাড়কাকে হত্যা করো।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

———o———

ষড়্‌বিংশ সর্গ (২৬)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কাবধ

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে দৃঢ়সঙ্কল্প রাজপুত্র রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

পিতুর্বচননির্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া॥ ২
অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ॥ ৩

"অযোধ্যায় অন্যান্য গুরুজনদের সম্মুখে মহাত্মা পিতা দশরথ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—পিতার নির্দেশে, পিতৃগৌরব রক্ষার্থে মহাত্মা কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের বাক্য অবজ্ঞা না করে নিঃশঙ্কচিত্তে পালনীয়, (অর্থাৎ মুনিবাক্য অবজ্ঞা করো না)।

সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাটকাবধমুত্তমম্॥ ৪

"পিতার বাক্যানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির (আপনার) নির্দেশে তাড়কাবধরূপ উত্তম কর্মটি আমি নিঃসন্দেহেই করব।

গোব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ॥ ৫

"পৃথিবীর এবং ধার্মিক জনের তথা দেশের মঙ্গলের জন্য অপরিমেয় প্রভাবশালী আপনার আদেশ পালনে আমি প্রস্তুত।"

এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধ্বা মুষ্টিমরিন্দমঃ।
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্॥ ৬

'এই বলে শত্রুহন্তারক (রামচন্দ্র) ধনুকের মধ্যভাগ বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করে ভয়ঙ্কর শব্দে দশদিক নিনাদিত করে ছিলায় তীব্র টঙ্কার দিলেন।

তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাটকাবনবাসিনঃ।
তাটকা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা॥ ৭

'সেই (ভয়ঙ্কর) শব্দে তাড়কা-অধিকৃত বনের অধিবাসী প্রাণীরা ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাড়কাও সেই শব্দে (প্রথমে) মোহগ্রস্তা বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে (পরে) সাতিশয় ক্রুদ্ধ হল।

তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ॥ ৮

'অভিনিবেশ (মনোযোগ) সহ সেই শব্দ শ্রবণ করে রাক্ষসী (তাড়কা) ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে যে দিকে শব্দটি হয়েছে সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হল।

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্।
প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাং চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত॥ ৯

'সাধারণ অপেক্ষা বিশাল দেহবিশিষ্টা, বিকৃতরূপা, বিকটমুখী সেই (রাক্ষসী তাড়কাকে) দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন।

পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং দারুণং বপুঃ।
ভিদ্যেরন্ দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ॥ ১০

"লক্ষ্মণ ! দেখো, এই যক্ষিণীর (রাক্ষসীর) কী বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা ! এর দর্শনমাত্রই ভীরুদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়াবলসমন্বিতাম্।
বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১১

"দেখো, আজ আমি এই মায়াবিনী দুর্ধর্ষ যক্ষিণীর (রাক্ষসীর) কর্ণ এবং নাসিকার অগ্রভাগ ছেদন করে এর অগ্রগতিকে নিবৃত্ত করছি।

ন হ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্।
বীর্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামিতি হি মে মতিঃ॥ ১২

"নারীত্বহেতু (নারী বলে) এ রক্ষণীয়া ; তাই একে হত্যা করতে চাই না। তবে, এর অগ্রগতি এবং বল (বীর্য) নষ্ট করব (অর্থাৎ, এর হাত-পা কেটে দেব) ; এটাই আমার ইচ্ছা।"

এবং ব্রুবাণে রামে তু তাটকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
উদ্যম্য বাহুং গর্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত॥ ১৩

'রাম যখন এই কথা (লক্ষ্মণকে) বলছিলেন, সেইসময় ক্রোধে সম্মোহিতা তাড়কা বাহু প্রসারিত করে রামের প্রতি ধাবিত হল।

বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষির্হুঙ্কারেণাভিভর্ৎস্য তাম্।
স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ং চৈবাভ্যভাষত॥ ১৪

'(তখন) ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার দ্বারা তাড়কাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—"রঘুকুলের রাজকুমার দুজনের কল্যাণ হোক এবং তারা জয়ী হোক।"

উদ্ধুন্বানা রজো ঘোরং তাটকা রাঘবাবুভৌ।
রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা ব্যমোহয়ৎ॥ ১৫

'সেই তাড়কা রাক্ষসী ভয়ঙ্কর ধূলিঝড় উড়িয়ে ধূলির মেঘে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে (রাম-লক্ষ্মণকে) মুহূর্তকালের জন্য মোহগ্রস্ত করে ফেলল।

ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ।
অবাকিরৎ সুমহতা ততশ্চুক্রোধ রাঘবঃ॥ ১৬

'অতঃপর মায়ার আশ্রয় নিয়ে সে (তাড়কা) রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি প্রচণ্ড শিলাবর্ষণ করতে লাগল। তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন।

শিলাবর্ষং মহত্তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ।
প্রতিবার্যোপধাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ॥ ১৭

'তাড়কাকর্তৃক বর্ষিত ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিকে রামচন্দ্র বাণবৃষ্টির দ্বারা প্রতিরোধ করে, তাঁর প্রতি ধাবমানা তাড়কার বাহুদ্বয় বাণ দ্বারা ছেদন করলেন।

ততশ্ছিন্নভুজাং শ্রান্তামভ্যাশে পরিগর্জতীম্।
সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাদ্ধৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১৮

'তখন ছিন্নবাহু হয়ে অবসন্না রাক্ষসী (দ্রুত রাম-লক্ষ্মণের) নিকটে এসে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে (তাড়কা রাক্ষসীকে) কর্ণ-নাসাগ্রহীনা করে দিল (তার কর্ণ ও নাসাগ্রভাগ ছেদন করল)।

কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।
অন্তর্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া॥ ১৯

'ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারণে সমর্থা সেই যক্ষী নানাপ্রকার রূপ ধরে নিজের মায়ায় রাম-লক্ষ্মণকে সম্মোহিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা।
ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্যমাণৌ সমন্ততঃ॥ ২০
দৃষ্ট্বা গাধিসুতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী॥ ২১
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া।
বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে॥ ২২
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি।

'সেই যক্ষী প্রস্তরবর্ষণ করতে করতে ভয়ঙ্করভাবে বিচরণ করতে লাগল। তখন তাঁদের দুজনকে (রাম-লক্ষ্মণকে) চারিদিকে বিকীর্ণ (ছড়িয়ে পড়া) প্রস্তর খণ্ডে আবৃত (যেন ঢাকা পড়েছে) দেখে শ্রীমান গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এই কথা বললেন—"হে রাম ! পাপীয়সী দুষ্টস্বভাবা যজ্ঞ বিঘ্নকারিণী এই যক্ষী স্বীয় মায়ায় প্রবলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর প্রতি দয়া প্রদর্শন কোরো না। সম্মুখে সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অতএব শীঘ্র একে হত্যা করো। কারণ, সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে।"

ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীম্॥ ২৩
দর্শয়ঞ্ছব্দবেধিত্বং তাং রুরোধ স সায়কৈঃ।

'(মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক) এরূপ কথিত হয়ে রামচন্দ্র প্রস্তরবর্ষণকারিণী সেই যক্ষীকে শব্দবেধী (শব্দভেদী) বাণ চালনার স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করে বাণ দ্বারা তাকে (যক্ষীকে) অবরুদ্ধ করে ফেললেন।

সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা॥ ২৪
অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণং চ বিনেদুষী।
তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব॥ ২৫
শরেণোরসি বিব্যাধ সা পপাত মমার চ।

'মায়াশক্তিসম্পন্না সেই যক্ষী (শ্রীরাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) বাণজালে অবরুদ্ধা হয়ে, ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বেগে ধাবিত হল। ভয়ঙ্কর বজ্রের ন্যায় তাকে (যক্ষীকে) সবেগে আসতে দেখে রাম বাণ দ্বারা তার বক্ষোদেশ-বিদীর্ণ করলেন এবং তাতেই সে ভূমিতে পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

তাং হতাং ভীমসংকাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা॥ ২৬
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্।

'ভীষণাকৃতি সেই রাক্ষসীকে নিহত দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারাও ককুৎস্থ কুলনন্দন রামচন্দ্রকে 'সাধু সাধু' বলে অভিনন্দিত করলেন।

উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥ ২৭
সুরাশ্চ সর্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।

'অনন্তর সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীত হয়ে এবং দেবতারাও সকলে উল্লসিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—

মুনে কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্‌গণাঃ ॥ ২৮
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে।

"কুশিকনন্দন হে মহামুনি বিশ্বামিত্র ! আপনার কল্যাণ হোক। এই মহৎ কর্মহেতু ইন্দ্রসহিত মরুদ্‌গণসহ সকল দেবতাকে আপনি সন্তুষ্ট করেছেন। রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্রের প্রতি (আরও) স্নেহ প্রদর্শন করুন।

প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্॥ ২৯
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়।

"হে ব্রহ্মন্ ! প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপঃপ্রাপ্ত (অতএব তপস্যার তেজঃধারী), সত্যপরাক্রমী (স্থির লক্ষ্যে পরাক্রমশালী অস্ত্ররূপী) পুত্রদের রাঘব রামচন্দ্রকে সমর্পণ করুন।

পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ॥ ৩০
কর্তব্যং সুমহৎ কর্ম সুরাণাং রাজসূনুনা।

"হে ব্রহ্মর্ষি ! সর্বদা আপনার অনুগত রাম (দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে) সুযোগ্য পাত্র। সেই রাজপুত্র রাম কর্তৃক দেবতাদের সুমহৎ কার্যসমূহ সম্পাদিত হবে।"

এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্॥ ৩১
বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে।

'এই বলে দেবতারা সকলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দিত করে প্রসন্নচিত্তে আকাশপথে চলে গেলেন। অতঃপর সন্ধ্যা নেমে এলো।

ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাটকাবধতোষিতঃ॥ ৩২
মূর্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ।

'অতঃপর তাড়কাবধহেতু সন্তুষ্ট মুনিবর বিশ্বামিত্র প্রীতিভরে রামের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—

ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন॥ ৩৩
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম।

"হে শুভদর্শন রাম ! আজ রাত্রিতে আমরা এই বনে বাস করে কাল প্রভাতে আমার পুণ্য আশ্রমে চলে যাব।"

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ॥ ৩৪
উবাস রজনীং তত্র তাটকায়া বনে সুখম্।

'বিশ্বামিত্রের কথা শুনে দশরথতনয় রাম হৃষ্টচিত্তে তাড়কার সেই বনে সুখে রাত্রিযাপন করলেন।

মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্॥ ৩৫

'অতঃপর সেই দিনই সেই অরণ্য শাপমুক্ত হয়ে চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করল।

নিহত্য তাং যক্ষসুতাং স রামঃ
প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্ মুনিনা সহৈব
প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ॥ ২৮

'রামচন্দ্র যক্ষকন্যা তাড়কাকে হত্যা করলে দেবতা এবং সিদ্ধগণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন ; তিনি (সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রও) পরদিবস প্রভাতকালে জাগরণের প্রতীক্ষায় সেই রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সেই বনে বাস করতে লাগলেন (রাত্রিযাপন করতে লাগলেন)।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

———০———

সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র-দান

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্॥ ১

'সেই বনে রাত্রিবাস করে, (পরদিবস প্রভাতে) মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র হাস্যসহকারে রাঘবকে মধুর স্বরে বললেন—

পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ॥ ২

"হে মহাযশস্বী রাজকুমার ! তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। সানন্দেই আমি সকল প্রকার অস্ত্র তোমাকে দান করছি।

দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ ভুবি।
যৈরমিত্রান্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যাসি॥ ৩

"এই ভূতলে (পৃথিবীতে) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ শত্রুদের, তারা দেবতা বা অসুর, গন্ধর্ব বা নাগ যাই হোক না কেন, এই অস্ত্রের দ্বারা সকলকেই বশীভূত করে তুমি জয়ী হবে।

তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।
দণ্ডচক্রং মহদ্ দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব॥ ৪
ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ।
বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ॥ ৫

"হে রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র ! তোমার কল্যাণ হোক। সেই দিব্য অস্ত্র সবগুলিই তোমাকে দিচ্ছি। এতদ্ব্যতীত, হে

বীর ! মহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র এবং বিষ্ণুচক্র ; তদ্রূপ অত্যুগ্র ঐন্দ্রচক্র—সবই তোমাকে দেব।

বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবরং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব॥ ৬
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্।

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাঘব ! তোমাকে দেব (ইন্দ্রের) অস্ত্র বজ্র, শিবের মহাস্ত্র ত্রিশূল ; (দেব) ব্রহ্মশিরঃ এবং ঐষীক নামক অস্ত্রও। হে মহাবীর ! অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্রও দেব।

গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে॥ ৭
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাত্মজ।
ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ॥ ৮
বারুণং পাশমস্ত্রং চ দদাম্যহমনুত্তমম্।

"কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাজকুমার ! মোদকী এবং শিখরী নামক কল্যাণকর দুটি অত্যুজ্জ্বল গদা দেব। হে নরসিংহ রাম ! তোমাকে আমি অত্যুত্তম ধর্মপাশ, কালপাশ এবং বরুণপাশ নামক অস্ত্রগুলিও দেব।

অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন॥ ৯
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণংতথা।

"হে রঘুনন্দন ! তোমাকে (প্রাণশোষণকারী) শুষ্ক ও মৃদু বা আর্দ্র দুটি বজ্র এবং পিনাক ও নারায়ণ অস্ত্র দেব।

আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ॥ ১০
বায়ব্যং প্রথমং নাম দদামি তব চানঘ।

"হে নির্মলহৃদয় রাম ! তোমাকে আমি অগ্নিদেবের প্রিয় শিখর নামক আগ্নেয় অস্ত্র এবং বায়ব্য নামক প্রধান অস্ত্র দান করব।

অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ॥ ১১
শক্তিদ্বয়ং চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব।

"কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাঘব ! তোমাকে হয়শির নামক অস্ত্র, ক্রৌঞ্চনামক অস্ত্র এবং দুটি শক্তি অস্ত্র দান করব।

কঙ্কালং মুসলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিণীম্॥ ১২
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ।

"রাক্ষসদের বধের জন্য (যে অস্ত্র সকল প্রয়োজন) সেই কঙ্কালনামক অস্ত্র, মুসলনামক অস্ত্র, ভয়ঙ্কর কাপাল নামক অস্ত্র আর কিঙ্কিণী (কুৎসিত রবকারী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, যার শব্দ রাক্ষসদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে)—এই সবগুলিই তোমাকে দেব।

বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ॥ ১৩
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ।

"হে মহাবীর রাজকুমার ! বিদ্যাধরদের নন্দন নামক মহা-অস্ত্র এবং উত্তম তরবারি তোমাকে দেব।

গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ॥ ১৪
প্রস্বাপনং প্রশমনং দদ্মি সৌমঞ্চ রাঘব।

"হে রাঘব ! (তোমাকে আমি) গন্ধর্বদের প্রিয় সম্মোহন নামক অস্ত্র এবং প্রস্বাপন, প্রশমন এবং সৌম্য নামক অস্ত্র দান করছি।

বর্ষণং শোষণং চৈব সন্তাপন-বিলাপনে॥ ১৫
মাদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ॥ ১৬
পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ॥ ১৭

"মহাযশস্বী হে পুরুষব্যাঘ্র রাজকুমার ! তুমি বর্ষণ শোষণ সন্তাপন এবং বিলাপন নামক অস্ত্র, কামদেবের প্রিয় অস্ত্র দুর্ধর্ষ মাদন, গন্ধর্বদের প্রিয় মানব নামধেয় অস্ত্র এবং পিশাচপ্রিয় মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো।

তামসং নরশার্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্।
সংবর্তং চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাত্মজ॥ ১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্॥ ১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানবম্॥ ২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ॥ ২১

"হে নরব্যাঘ্র মহাবলশালিন রাজকুমার রাম ! (তোমাকে আমি দেব) তামস, মহাবলশালী সৌমন, সংবর্ত, দুর্ধর্ষ, মৌসল, সত্য এবং মায়াময় নামক উত্তম অস্ত্রসকল ; তদ্রূপ, পরের তেজঃ সংহারকারী তেজোময় সৌর নামক (সূর্যের) অস্ত্র, সোমদেবের শিশির নামক অস্ত্র, বিশ্বকর্মার সুদারুণ নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র, ভগদেবের দারুণ নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র এবং ভগবান মনুর শীতেষু নামক (মানব) অস্ত্র। ইচ্ছানুসারে রূপগ্রহণকারী, মহাবলশালী অতীব উৎকৃষ্ট এই অস্ত্রগুলি শীঘ্র গ্রহণ করো।"

স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্॥ ২২

'তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হয়ে প্রীতিসহকারে রামকে (অস্ত্র ব্যবহারের) অত্যুত্তম মন্ত্রসমূহ দান করলেন।

সর্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ২৩

'দেবতাদেরও দুর্লভ অস্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রাঘব রামচন্দ্রকে দান করলেন।

জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্॥ ২৪
উচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার কিংকরাস্তব রাঘব॥ ২৫
যদ্যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎ সর্বং করবাম বৈ।

'ধীমান ঋষি বিশ্বামিত্র জপ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরম পূজ্য অস্ত্রসকল মূর্তিমান হয়ে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়ে সানন্দে করজোড়ে বলল—"হে পরম উদার রাঘব! এই আমরা সকলে আপনার ভৃত্য। আপনার কল্যাণ হোক। আপনি যা যা ইচ্ছা করেন সে সবই আমরা করব।"

ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ॥ ২৬
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ॥ ২৭

'তখন কাকুৎস্থকুলতিলক রামচন্দ্র মহাবলশালী (মূর্তিমান) অস্ত্রগুলি দ্বারা এইরূপ উক্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে তাদের গ্রহণ করলেন এবং হস্ত দ্বারা তাদের স্পর্শ করে বললেন—"তোমরা আমার অন্তরে বিরাজ করো।" এই বলে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন।

ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে॥ ২৮

'তখন মহাতেজস্বী রামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে যাত্রার উপক্রম করলেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

———o———

অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

অস্ত্রসংহারবিধি বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ, বিশ্বামিত্রের নিকট থেকে রামচন্দ্রের অন্যান্য অস্ত্রলাভ এবং আশ্রম ও যজ্ঞস্থান বিষয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে রামচন্দ্রের প্রশ্ন

**প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।
গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ১**

'অনন্তর পবিত্র চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র অস্ত্রগুলি গ্রহণ করে প্রফুল্লিত মনে (পথে) যেতে যেতে বিশ্বামিত্রকে বলতে লাগলেন—

**গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্ মুনিপুঙ্গব॥ ২**

"ভগবন্! আমি অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে দেবতাদেরও অজেয় হলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এখন আমি অস্ত্রসমূহের নিয়ন্ত্রণের উপায় জানতে চাই।"

**এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংহারান্ ব্যাজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ॥ ৩**

'অনন্তর কাকুৎস্থকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র এইরকম বললে, মহাতপস্বী ধৈর্যশীল উত্তম ব্রতধারী পবিত্র চরিত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র অস্ত্রসমূহের নিয়ন্ত্রণের বিধি (শ্রীরামচন্দ্রকে) উপদেশ (শিক্ষা) দিলেন।

**সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্॥ ৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভসুনাভকৌ।
দশাক্ষশতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষশতোদরৌ॥ ৫
পদ্মনাভমহানাভৌ দুন্দুনাভস্বনাভকৌ।
জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাস্যবিমলাবুভৌ॥ ৬
যৌগন্ধরবিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।
শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা।
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা॥ ৭
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূতমকরাবুভৌ।
পরবীরং রতিং চৈব ধনধান্যৌ চ রাঘব॥ ৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা।
জৃম্ভকং সর্পনাথং চ পন্থানবরুণৌ তথা॥ ৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ।
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রং তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব॥ ১০**

"হে রাম! তোমার কল্যাণ হোক। হে রঘুকুল-তিলক! কৃশাশ্ব নামক প্রজাপতির সন্তান (কৃশাশ্ব থেকে উৎপন্ন) উজ্জ্বল ও তেজস্বী এবং কামরূপী (ইচ্ছানুসারে

রূপগ্রহণকারী) —সত্যবান, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাস্য, বিমল, দৈত্যনাশকারী যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, সার্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, পরবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান, এবং বরুণ নামক আমার (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের) মন্ত্রপূত এই অস্ত্রগুলি তুমি গ্রহণ করো। (কারণ) তুমি-ই (এই অস্ত্রগুলির ব্যবহার করার) উপযুক্ত পাত্র।''

বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ॥ ১১

'কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ''বেশ তাই হোক'', বলে সেই অস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন। সেই অস্ত্রগুলি ছিল স্বর্গীয় উজ্জ্বল দেহধারী, মূর্তিমান ও সুখপ্রদ।

কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্ধূমোপমাস্তথা।
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা॥ ১২
রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাব্রুবন্ মধুরভাষিণঃ।
ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে॥ ১৩

'আবির্ভূত দেহধারী সেই অস্ত্রগুলির মধ্যে কেউ কেউ অঙ্গারসদৃশ রক্তবর্ণ, কেউ কেউ ধূম্রবৎ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ কেউ আবার সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান। মধুরভাষী সেই অস্ত্রগুলি নম্র তথা কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—''হে পুরুষসিংহ! এই আমরা উপস্থিত; আপনার জন্য কী করতে পারি, আদেশ করুন।''

গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ॥ ১৪

'শ্রীরামচন্দ্র তাদের (সশরীরী অস্ত্রদের) বললেন —''তোমরা এখন অভীষ্ট স্থানে চলে যাও; পরে মানসিকভাবে আমার কাজের সময় উপস্থিত হলে আমাকে সাহায্য করবে।''

অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্॥ ১৫

'তখন তারা (সেই অস্ত্রগুলি) কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে বিদায় অভিনন্দন জানাল এবং ''তাই-ই হোক'', এই কথা বলে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল।

স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬
কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ১৭

'রাঘব রামচন্দ্র (অস্ত্রবিষয়ক) মন্ত্রগুলি জেনে নিয়ে পথে চলতে চলতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—''ভগবন্! পর্বতের অদূরে ঐ যে মেঘপুঞ্জের মতো তরুরাজি শোভা পাচ্ছে ঐটি কী? এই বিষয়ে জানবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।

দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্॥ ১৮

''(বিচরণশীল) হরিণদের দ্বারা স্থানটি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মধুর কূজনরত বিহগকুল সমাবেশে স্থানটি সুশোভিত।

নিঃসৃতাঃ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাৎ।
অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া॥ ১৯

''হে মুনিবর! আমরা (তাড়কা রাক্ষসীর) ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক গভীর অরণ্য থেকে বহির্গত হয়ে এসেছি, এবং সেইজন্যই এই স্থানের সুখকর অবস্থা অনুভব করতে পারছি।

সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্।
সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ॥ ২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে।
ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী॥ ২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো॥ ২২

''হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবন্! যেখানে এসেছি সেই আশ্রমটি কার? হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! যেখানে পাপী ব্রহ্মহত্যাকারী দুষ্টাচার দুরাত্মা আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারক রাক্ষসদের বধ করে আপনার যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করতে হবে, সেই দেশটি (আপনার সেই আশ্রমটি) কোথায়? আমি এই সকল শুনতে চাই, আমাকে সব বলুন।''

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

—o—

উনত্রিংশ সর্গ (২৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দান এবং সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ১

'তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অপরিমেয় প্রভাবশালী রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে শুরু করলেন—

ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।
বর্ষাণি সুবহূনীহ তথা যুগশতানি চ॥ ২
তপশ্চরণযোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ।
এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

"হে মহাবীর রাম ! দেবপূজিত মহান তপস্বী ভগবান বিষ্ণু এই আশ্রমে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন। যোগসাধনায় এখানে তাঁর শত শত যুগ কেটে গিয়েছিল। এইটি ছিল মহাত্মা বামনদেবেরও তপোভূমি।

সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ॥ ৪
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্ গণান্।
কারয়ামাস তদ্‌রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৫

"এখানে মহাতপস্বী বিষ্ণু সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত। সেই সময়ে বিরোচনপুত্র রাজা বলি (দেবরাজ) ইন্দ্র এবং মরুদ্‌গণসহ দেবগণকে পরাজিত করে সেই স্বর্গরাজ্যকে নিজ অধিকারে নিয়ে এসে ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করেন।

যজ্ঞঞ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ।
বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে॥ ৬

"মহাবলশালী মহান অসুরাধিপতি বলি একটা যজ্ঞ করেছিলেন। বলিরাজের সেই যজ্ঞ চলাকালীন দেবতারা নিজেরাই অগ্নিদেবকে মুখপাত্র করে এই আশ্রমে এসে ভগবান বিষ্ণুকে বললেন—

বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্যমভিপদ্যতাম্॥ ৭

—হে সর্বব্যাপিন পরমেশ্বর ! বিরোচনপুত্র বলি একটি উত্তম যজ্ঞের আয়োজন করেছে। সেই ব্রত (যজ্ঞ) সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই (অসমাপ্ত থাকতে থাকতেই) আপনি আমাদের জন্য নিজকার্য সমাপন করুন (ঐ যজ্ঞ নষ্ট করে বলি কর্তৃক বলপূর্বক অধিকৃত স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করুন।)

যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥ ৮

—নানা দিক্ (দেশ) থেকে আগত প্রার্থীরা তার (বলির) নিকট উপস্থিত হয়ে যা কিছু এবং যে ভূমি (অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবর দ্রব্যাদি) প্রার্থনা করছে, (দৈত্যরাজ) তাদেরকে সেই সব কিছুই দান করছে।

স ত্বং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ।
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্॥ ৯

—হে ভগবান বিষ্ণু ! দেবতাদের কল্যাণের জন্য আপনি যোগমায়াদেবীর আশ্রয়ে (মায়া তথা ছলনার দ্বারা) বামন রূপ ধারণ করে (উক্ত যজ্ঞস্থলে গমন করুন এবং দেবতাদের তথা জগজ্জীবের) পরম কল্যাণ সাধন করুন।

এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা॥ ১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্॥ ১১

"হে রাম ! ইত্যবসরে স্বীয় তেজে উদ্দীপ্ত অগ্নিসম সমুজ্জ্বল মহর্ষি কশ্যপ (ধর্মপত্নী) অদিতির সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাম ! দেবী অদিতির সঙ্গে ভগবান কশ্যপ সহস্র দিব্যবৎসর ব্যাপী ব্রত সমাপন করে বরদাতা ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করে বললেন —

তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকম্।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥ ১২

—হে ভগবন্ ! কঠোর তপঃপ্রভাবে আমি দেখছি যে, আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তপোময় ও তপঃসমৃদ্ধ ; (আপনিই) তপস্যার প্রতিমূর্তি তপঃস্বরূপ !

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩

—হে প্রভো ! আপনার শরীরে বিরাজিত এই নিখিল জগৎ আপনাকে নির্দিষ্টরূপে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি অনাদি (অনাদি অনন্তও বটে)। আমি আপনার শরণ নিলাম।

তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম॥ ১৪

"শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে বিগত পাপ কশ্যপমুনিকে বললেন— আমার বিচারে তুমি বরলাভের উপযুক্ত পাত্র,

অতএব বর প্রার্থনা করো। তোমার কল্যাণ হোক।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
অদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্॥ ১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ॥ ১৬

"ভগবান শ্রীহরির সেই কথা শুনে মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপ বললেন —উত্তম ব্রতধারিন, বরদাতা হে নিষ্পাপ ভগবন্! দেবতাদের, দেবমাতা অদিতির এবং আমারও সনির্বন্ধ প্রার্থনা, আপনি সুপ্রসন্ন হয়ে এই বর দান করুন যে, আপনি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন।
শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি॥ ১৭

—হে দানবদলন! আপনি ইন্দ্রের ছোট ভাই হয়ে এসে (জন্মগ্রহণ করে) শোকার্ত দেবতাদের সাহায্য করুন।

অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাৎ তে ভবিষ্যতি।
সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ॥ ১৮

—হে দেবেশ্বর! আপনার তপস্যা সিদ্ধ হওয়ায় আপনার আশীর্বাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হবে। হে ভগবন্! আপনি এখন এখান থেকে উঠুন।

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ॥ ১৯

"অনন্তর মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু (কশ্যপ-পত্নী) অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করে বিরোচনপুত্র বলির নিকটে গেলেন।

ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাঁল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ॥ ২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিয়ম্য বলিমোজসা।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ॥ ২১

"ত্রিভুবনের কল্যাণে নিরত (ভগবান বামনদেবরূপী) বিষ্ণু ত্রিভুবনের প্রার্থী হয়ে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা (ভিক্ষা) করে পৃথিবীকে গ্রহণ করলেন এবং অপর লোকদ্বয় অতিক্রম করে (আহরণ করে) মহেন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোক প্রদান করলেন। সেই মহাতেজস্বী পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বলিকে সংযত (বন্ধন) করে এইভাবে ত্রিলোকের আধিপত্য পুনরায় ইন্দ্রকে প্রদান করলেন।

তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।
ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে॥ ২২

"পূর্বে ভগবান বামনদেব এই আশ্রমে বাস করেছিলেন, তাই এই আশ্রম সকল শ্রম (দুঃখ-শোকাদি) বিনাশকারী। সেই বামনদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমিও এখানে বাস করি।

এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ।
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ॥ ২৩

"হে পুরুষসিংহ! যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী রাক্ষসেরা এই আশ্রমে আসছে, সেই দুরাচারীদের তোমায় হত্যা করতে হবে।

অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম॥ ২৪

"রাম! আজ আমরা সেই অত্যুত্তম মনোরম সিদ্ধাশ্রমে যাচ্ছি। বৎস! এই পবিত্র আশ্রমটি যেমন আমার, তেমনি তোমারও।" (রামচন্দ্র যে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুরই অবতার এটি নিশ্চয়ই তপঃসিদ্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বুঝতে পেরেছেন ; এই সর্গেরই ২ এবং ৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ।
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ॥ ২৫

'এই কথা বলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সানন্দে রাম ও লক্ষ্মণের হাত ধরে সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেই সময় তিনি যেন পুনর্বসুনক্ষত্রদ্বয়যুক্ত তুষারমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্॥ ২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্॥ ২৭

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিরা সকলে ছুটাছুটি করে এসে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা (আশ্রমবাসী মুনিরা) মহর্ষিকে যেভাবে অর্চনা করলেন সেই একইরকমভাবে রাজকুমারদ্বয়কে আতিথ্য (অভ্যর্থনা) জানালেন।

মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতু রঘুনন্দনৌ॥ ২৮

'অনন্তর শত্রুনিধনকারী রঘুকুলনন্দন রাজপুত্রদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) ক্ষণকাল বিশ্রাম করে করজোড়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—

অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব।

সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃস্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব॥ ২৯

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আজই (যজ্ঞের জন্য) দীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার কল্যাণ হোক। (আপনার যজ্ঞ কর্ম দ্বারা) এই সিদ্ধাশ্রম আবার সিদ্ধ (পবিত্র) হোক। আপনার বাক্য সত্য হোক।"

এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ।
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ॥ ৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্॥ ৩২

'এইরূপ কথিত হয়ে মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সংযত চিত্তে নিয়মপূর্বক (যজ্ঞের) দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রাজকুমারদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) সেখানে সংযত চিত্তে রাত্রি-বাসান্তে প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে পবিত্রভাবে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শ্রেষ্ঠ জপনীয় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন এবং পরে যথাবিধি অগ্নিহোত্রাদি সমাপনান্তে উপবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শ্রীরাম কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষস নিধন

অথ তৌ দেশকালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ॥ ১

'অনন্তর যথাস্থানে ও যথাকালে কর্তব্য সম্পাদনে অভিজ্ঞ এবং বাক্যপ্রয়োগকুশল, শত্রুদমনকারী রাজকুমারদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্॥ ২

"ভগবন্! যে সময়ে (মারীচ ও সুবাহু নামক) রাক্ষসদ্বয়ের আক্রমণ থেকে যজ্ঞ রক্ষা করতে হবে সেই ক্ষণটি (সময়) বলুন; আমরা (দুই ভাই) শুনতে চাই। সেই ক্ষণ যেন অতিক্রান্ত না হয় (চলে না যায়)।"

এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া।
সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ॥ ৩

'এই কথা বলে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ (ভ্রাতৃদ্বয়) যুদ্ধার্থে দ্রুত অগ্রসর হলেন। তখন আশ্রমস্থ মুনিরা সকলে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

অদ্য প্রভৃতি ষড্রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্।
দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বং চ গমিষ্যতি॥ ৪

'মুনিরা বললেন—"হে রাঘব (ভ্রাতৃদ্বয়)! তোমরা দুজন আজ থেকে ছয় রাত্রি যজ্ঞ রক্ষা করো; কারণ, মহর্ষি (বিশ্বামিত্র) যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ করে (এই ছয় দিবস-রাত্রি) মৌনাবলম্বন করে থাকবেন।"

তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
অনিদ্রং ষডহোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্॥ ৫

'মুনিদের সেই কথা শুনে, যশস্বী রাজপুত্রদ্বয় (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ) ছয়দিন ধরে অনিদ্রায় থেকে দিবারাত্র তপোবন রক্ষা করতে লাগলেন।

উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ॥ ৬

'মহাধনুর্ধারী ও শত্রুমর্দনকারী সেই বীর কুমারদ্বয় সেখানে সাবধানে অবস্থান করে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে (তাঁর যজ্ঞকেও) রক্ষা করতে যত্নবান হলেন।

অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তদাগতে।
সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ॥ ৭

'অতঃপর সময় অতিবাহিত হয়ে ষষ্ঠ দিবস আগত হলে রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন, "সাবধান এবং একাগ্র হও।"

রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা॥ ৮

'যুদ্ধার্থে তৎপর রামচন্দ্র এই কথা বললে, যজ্ঞের উপদেষ্টা ব্রহ্মা এবং পুরোহিতগণ-পরিবেষ্টিত যজ্ঞবেদি

প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

সদর্ভচমসস্রুক্কা সসমিৎ-কুসুমোচ্চয়া।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা॥ ৯

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ঋত্বিকগণ (যজ্ঞবেদিপার্শ্বে) উপবিষ্ট হলে কুশ-যজ্ঞপাত্র-ঘৃতপাত্র-যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সুশোভিত এবং কুসুমরাজিসমাকীর্ণ যজ্ঞবেদি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সম্প্রবর্ততে।
আকাশে চ মহাঞ্ছব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ ভয়ানকঃ॥ ১০

'মন্ত্রধ্বনিসহ যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হল। এমন সময় আকাশে ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ শোনা গেল।

আবার্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।
তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্॥ ১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা।
আগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্॥ ১২

'মারীচ এবং সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়, বর্ষাকালে আকাশে মেঘবিস্তারের মতো, মায়া বিস্তার দ্বারা আকাশকে আবৃত করে ছুটে এল। তাদের ভীষণদর্শন অনুচরেরাও ছুটে এসে (যজ্ঞ স্থলে) প্রভূত রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করল (রক্ত বর্ষণ করতে লাগল)।

তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদীং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্।
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যৎ ততো দিবি॥ ১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।
লক্ষ্মণং ত্বভিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১৪

'শোণিতপ্রবাহে সেই বেদিকে সিক্ত দেখে কমললোচন রাম সহসা দৌড়ে এসে সেই রাক্ষসদের দেখতে পেলেন এবং তাদের দুজনকে (মারীচ ও সুবাহুকে) আক্রমণোদ্যত হয়ে আসতে দেখে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্॥ ১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্।

''লক্ষ্মণ ! দেখ, আমমাংসভোজী (কাঁচামাংস ভক্ষণকারী) এই রাক্ষসদের আমি মানব নামক অস্ত্রপ্রয়োগে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো ছিন্ন-ভিন্ন করে বিতাড়ন করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ঈদৃশ (এইরকম) দুর্বৃত্তদের হত্যা করতে (আমি) উৎসাহী নই (চাই না)।''

ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্॥ ১৬
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ॥ ১৭

'এই কথা বলে রঘুকুলতিলক বেগশালী রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শক্তিশালী ও তেজস্বী মানব নামক অস্ত্রটি ধনুকে যোজনা করে মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন।

স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে॥ ১৮

'সেই ভয়ানক মানবাস্ত্রের প্রহারে আহত হয়ে মারীচ শতযোজন দূরে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হল।

বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১৯

'শীতেষু নামক অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান মারীচকে (যুদ্ধে) নিরস্ত দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥ ২০

''লক্ষ্মণ ! মনুপ্রযুক্ত শীতেষু নামক মানব-অস্ত্রের প্রভাব দেখো, (এই অস্ত্র) মারীচকে মূর্ছিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাণে মারছে না।

ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ।
রাক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্॥ ২১

''নির্দয়, দুরাচারী, পাপকর্মী, যজ্ঞবিনাশকারী এই রাক্ষসদেরও (আমি) বধ করব।''

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব।
বিগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ॥ ২২
সুবাহূরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারা মুনীনাং মুদমাবহন্॥ ২৩

'শ্রীলক্ষ্মণকে এই কথা বলে রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র নিজের ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে শীঘ্রই মহৎ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করে সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপ করলে, বাণবিদ্ধ সুবাহু ভূমিতে পতিত হল। পরম উদার মহাযশস্বী রঘুকুলতিলক শ্রীরাম নিশাচরদেরও বায়ব্য-অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে মুনিদের আনন্দ উৎপাদন করলেন।

স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা॥ ২৪

'পুরাকালে অসুর বিজয় করে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন, তদ্রূপ রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের হত্যা করে সেখানে (সেই সিদ্ধাশ্রমে) ঋষিদের দ্বারা পূজিত হলেন।

অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীতিকা দিশো দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ২৫

'অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সকল দিক বিঘ্নশূন্য দেখে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বললেন—

কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ।
স হি রামং প্রশস্যৈনং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ॥ ২৬

"হে মহাবীর ! তুমি গুরুবাক্য পালন করায় (গুরুরূপে) আমি কৃতার্থ হয়েছি। হে মহাযশস্বী বীর, তুমি এই সিদ্ধাশ্রম নাম সার্থক করেছ।" মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইভাবে রামের প্রশংসা করে তাঁদের দুই ভাই-এর (রাম ও লক্ষ্মণের) সঙ্গে সন্ধ্যাপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ (৩১)

রাম-লক্ষ্মণ এবং ঋষিদের নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা, পথে সায়ংকালে শোণভদ্র নদীতীরে বিশ্রামগ্রহণ

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ঊষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ১

'অনন্তর (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষায়) কৃতকৃত্য বীর রাম-লক্ষ্মণ হর্ষোৎফুল্ল হলেন এবং সিদ্ধাশ্রমে সেই রাত্রি সানন্দে অতিবাহিত করলেন।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং কৃতপৌর্বাহ্নিকক্রিয়ৌ।
বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ॥ ২

'রাত্রি প্রভাত হলে তাঁরা দুই ভাই পূর্বাহ্ণকালীন কৃত্যাদি (প্রাতঃসন্ধ্যাদি) সমাপন করে একসঙ্গে বিশ্বামিত্র এবং অন্য ঋষিদের নিকটে গেলেন।

অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
ঊচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ॥ ৩

'প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পবিত্র ও উজ্জ্বল মুনিশ্রেষ্ঠকে (মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে) অভিবাদন জানিয়ে মধুরভাষী ভ্রাতৃদ্বয় অতীব মধুর বাক্যে বললেন—

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্॥ ৪

"হে মুনিপ্রবর ! এই আমরা দুজন আপনার কিঙ্কর এখানে উপস্থিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করুন, আমরা কী করব ?"

এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্॥ ৫

'তাঁরা দুজন (রাম-লক্ষ্মণ) এই কথা বললে, মহর্ষিরা সকলে বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে রামকে বললেন—

মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি।
যজ্ঞ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্॥ ৬

"হে নরশ্রেষ্ঠ ! মিথিলাধিপতি জনকের একটা মহান ধর্মীয় যজ্ঞ হবে। আমরা সেখানে যাব। (মিথিলাধিপতি জনক একটা ধর্মীয় যজ্ঞ করবেন।)

ত্বঞ্চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি।
অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ৭

"হে পুরুষসিংহ ! তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। সেখানে তুমি একটা বিস্ময়কর ধনুরত্ন (রত্নের ন্যায় মহামূল্য ধনু) দেখতে পাবে।

তদ্ধি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্॥ ৮

"হে পুরুষপ্রবর ! পূর্বে কোনও এক যজ্ঞসভায় দেবতারা এই অপরিমিত শক্তিশালী ভয়ঙ্কর অত্যুজ্জ্বল ধনুকটি রাজা জনককে দান করেন।

নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ॥ ৯

"এই ধনুকে জ্যা আরোপ করতে দেবতা, গন্ধর্ব,

অসুর এমনকী রাক্ষসেরাও সমর্থ হয়নি ; মানুষেরা তো কোনও প্রকারেই নয়।

ধনুষস্তস্য বীর্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ॥ ১০

"সেই ধনুকের শক্তিমত্তা জানতে ইচ্ছুক মহাবলশালী নৃপতিবর্গ এবং রাজপুত্রেরা তাতে (সেই ধনুকে) জ্যা আরোপণ করতে সমর্থ হননি।

তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞং চ পরমাদ্ভুতম্॥ ১১

"কাকুৎস্থকুলনন্দন হে পুরুষসিংহ (রাম)! সেখানে তুমি মহাত্মা মিথিলাধিপতির যজ্ঞ এবং সেই পরম অদ্ভুত ধনুকটি দেখতে পাবে।

তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্বদৈবতৈঃ॥ ১২

"হে পুরুষপ্রবর! মিথিলাধিপতি যজ্ঞের ফলস্বরূপে উত্তম মধ্যভাগবিশিষ্ট ধনুকটি যাচ্ঞা (প্রার্থনা) করলে, দেবগণকর্তৃক তা (তাঁকে) প্রদত্ত হয়েছে।

আয়াগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ॥ ১৩

"হে রঘুনন্দন! রাজা জনকের গৃহে (দেবপ্রদত্তহেতু) অর্চনীয় সেই ধনুকটি বিবিধ গন্ধদ্রব্য, ধূপ ও অগুরুগন্ধ দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে।"

এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোৎ তদা।
সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ॥ ১৪

'অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এই কথা বলে এবং বনদেবতাদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ঋষিগণ এবং রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্॥ ১৫

'মুনিবর বনদেবতাদের বললেন — "আপনাদের মঙ্গল হোক। এই সিদ্ধাশ্রমে থেকে (যজ্ঞকার্যে) সিদ্ধিলাভ করে (আমি) জাহ্নবীর উত্তর কূলে হিমালয় পর্বতে চলে যাচ্ছি।"

ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে॥ ১৬

'এই কথা বলে মহাতপস্বী মুনিপুঙ্গব কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলতে শুরু করলেন।

তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।
শকটীশতমাত্রং তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৭

'যাওয়ার সময় (উপস্থিত হলে) মুনিবর চলতে শুরু করলেন এবং তাঁকে অনুসরণকারী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের (যজ্ঞীয় দ্রব ও দানাদিতে পূর্ণ) একশত শকট তাঁর অনুগমন করেছিল।

মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্॥ ১৮

'সেই সিদ্ধাশ্রমনিবাসী পশু-পক্ষীরাও তপস্বিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করেছিল।

নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ।
তে গত্বা দূরম্ ধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে॥ ১৯
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।
তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ॥ ২০

'ঋষিদের সঙ্গে মহর্ষি বিশ্বামিত্র (সিদ্ধাশ্রমের) পশু-পক্ষীদের অনুগমন থেকে নিবৃত্ত করলেন। অনন্তর দীর্ঘপথ যাওয়ার পর, সূর্য অস্তাচলগামী হলে, ঋষিগণ শোণভদ্র নদীর কূলে অবস্থান করলেন এবং সূর্যাস্তের পর তাঁরা স্নানান্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন।

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ।
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ॥ ২১
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

'অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ঋষিরা বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে উপবেশন করলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের সঙ্গে রামচন্দ্রও সেই মুনিদের বন্দনা করে প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করলেন।

অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোধনম্॥ ২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমন্বিতম্।

'তখন মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে তপঃশ্রেষ্ঠ মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্ কো ন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ॥ ২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।

"ভগবন্! বনশোভাযুক্ত সমৃদ্ধিশালী এইটি কোন দেশ, যথাযথ জানতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি সানন্দে সব বলুন।"

নোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।

তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ॥ ২৪

'শ্রীরামচন্দ্রের কথায় উৎসাহিত হয়ে উত্তম ব্রতধারী মহাতপস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে সেই দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ (৩২)

ব্রহ্মার চার পুত্রের, তন্মধ্যে অন্যতম পুত্র কুশনাভের শতকন্যার কুব্জাত্ব প্রাপ্তির এবং শোণভদ্র তটবর্তী প্রদেশের বর্ণনা

**ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ॥ ১**

'(মহর্ষি বিশ্বামিত্র বললেন— হে রাম !) "ব্রহ্মার মহনীয় চরিত্র, মহাতপস্বী, ব্রতপালনে ক্লান্তিহীন, ধর্মজ্ঞ (ধার্মিক) এবং সাধুজনসেবক কুশ নামে এক পুত্র ছিলেন।

**স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্॥ ২**

"সেই মহাত্মা (কুশ) সৎকুলসম্ভবা সুযোগ্যা স্ত্রী বৈদর্ভীর (বিদেহ রাজতনয়ার) গর্ভে নিজের উপযুক্ত মহাবলশালী চার পুত্রের জন্মদান করেন।

**কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া॥ ৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্॥ ৪**

"মহারাজ কুশ (প্রজারক্ষণরূপ) ক্ষত্রিয় ধর্মপালনেচ্ছায় মহতেজস্বী, অত্যুৎসাহী, ধর্মপ্রাণ ও সত্যবাদী কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ এবং বসু নামক পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ ! তোমরা প্রজাদের (ধর্মপথে) পালন করো ; তাহলে প্রভূত পুণ্য লাভ করবে।

**কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বরো লোকসত্তমাঃ।
নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা॥ ৫**

"তখন (নিজ পিতা মহারাজ) কুশের সেই কথা শুনে সেই চারজন নরশ্রেষ্ঠ লোকবরেণ্য রাজকুমার সকলেই (পৃথক পৃথক) নগরী স্থাপন করলেন।

**কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্॥ ৬
অসূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্॥ ৭**

"মহাতেজস্বী রাজা কুশাম্ব 'কৌশাম্বী' নামক পুরী স্থাপন করলেন। ধর্মাত্মা কুশনাভ 'মহোদয়' নামক নগর নির্মাণ করলেন। অসূর্তরজাঃ 'ধর্মারণ্য' নামক নগর এবং তদ্রূপ, মহামতি বসু নামক রাজা 'গিরিব্রজ' নামক শ্রেষ্ঠ নগর স্থাপন করলেন।

**এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ॥ ৮**

"সেই মহাত্মা বসুর এই 'গিরিব্রজ' নগরীটি 'বসুমতী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার চতুর্দিকে পাঁচটি মহান পর্বত বিরাজিত।

**সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতাহহযযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে॥ ৯**

"সুমাগধী নামে বিখ্যাতা রমণীয়া নদীটি মগধদেশের মধ্য দিয়ে এসে (প্রবাহিতা হয়ে) মহান পর্বত পাঁচটির মধ্যে মালার মতো শোভা পাচ্ছে।

**সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পূর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী॥ ১০**

"রাম ! সেই মহাত্মা বসুর রাজ্যের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিতা এই সেই মাগধী নদী। (এই নদীপ্রবাহের জন্য) এই ভূমি উর্বরা এবং শস্যমালা দ্বারা অলঙ্কৃতা।

কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন॥ ১১

"হে রঘুনন্দন রাম ! ধর্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ (অপ্সরা) ঘৃতচীর গর্ভে অনিন্দ্যসুন্দর শতকন্যার জন্ম দেন।

তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ॥ ১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ॥ ১৩

"হে রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র ! সেই কন্যারা যৌবনপ্রাপ্তা হয়ে বর্ষাকালীন বিদ্যুতের মতো রূপবতী হয়ে উঠল। (একদিন তারা) মনোরম শ্রেষ্ঠ বসন-ভূষণে ভূষিতা হয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে উদ্যানভূমিতে এল এবং অতীব আনন্দে মেতে উঠল।

অথ তাশ্চারুসর্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে॥ ১৪

"পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই কন্যারা উদ্যানভূমিতে এসে মেঘের আড়ালে তারকারাজির মতো শোভা পেতে লাগল।

তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপযৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৫

"তাদের সকলকে (কুশাভের কন্যাদের) সর্বগুণসম্পন্না এবং রূপবতী ও যৌবনবতী দেখে সর্বস্বরূপ (সর্বত্রগতিসম্পন্ন) বায়ুদেবতা এই কথা বললেন—

অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভার্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্ত্যজ্যতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ॥ ১৬

—আমি তোমাদের সকলকে (পত্নীরূপে) কামনা করি ; তোমরা আমার স্ত্রী হও। মানুষের ভাব ত্যাগ করো ; তাহলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে।

চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্যশ্চ ভবিষ্যথ॥ ১৭

—বিশেষত মানুষের যৌবন নিত্য চঞ্চল। (আমার স্ত্রী হলে তোমরা) অক্ষয় যৌবন লাভ করে দেবীত্ব প্রাপ্ত হবে।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ॥ ১৮

"তখন অক্লান্তকর্মী বায়ুদেবতার সেই কথা শুনে শতকন্যা উপহাস করে বলল—

অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে॥ ১৯

—হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি সকল প্রাণীর মধ্যে (প্রাণবায়ুরূপে) বিচরণ করেন (অতএব সকলের মনের কথা আপনি জানেন)। আপনার প্রভাব আমরা জানি। (তথাপি, আপনার প্রতি আমাদের কোনও আকর্ষণ নেই ; একথা আপনি জানেন)। অতএব, কেন (আমাদের) অপমান করছেন ?

কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্॥ ২০

—দেবশিরোমণি হে দেব ! আমরা সকলে রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আপনাকে দেবপদ থেকে বিচ্যুত করতে পারি। (কিন্তু করব না, কারণ ;) আমরা আপনার তপস্যা রক্ষা করছি।

মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে॥ ২১

—হে দুষ্টচিত্ত ! সত্যসন্ধ পিতাকে অবজ্ঞা করে, আমরা কামনার বশবর্তী হয়ে স্বয়ম্বরা হব, সেই দিন যেন না আসে।

পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমং চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি॥ ২২

—পিতাই আমাদের প্রভু, তিনিই আমাদের পরম দেবতা। পিতা যাঁর হাতে আমাদের দান করবেন, তিনিই হবেন আমাদের স্বামী।

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২৩
অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।

"তাঁদের (কুশনাভ-কন্যাদের) কথা শুনে অতীব কোপনস্বভাব সর্বঐশ্বর্যশালী প্রভু বায়ুদেব তাঁদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে দিলেন। অরত্নি (হাতের কনুই থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পরিমাণ) পরিমাণ ভগ্নপ্রায় শরীরে তাঁরা ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ॥ ২৪

"সেই রাজকন্যারা বায়ুদেবতা কর্তৃক ভগ্নদেহ হয়ে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে তাঁরা লজ্জায় ও

ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ॥ ২৫

"রাজা (কুশনাভ) তখন সেই পরমাসুন্দরী প্রিয়া কন্যাদের ভগ্নশরীরা হওয়ায় শোকার্তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—

কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ।
এবং রাজা বিনিঃশ্বস্য সমাধিনং সন্দধে ততঃ॥ ২৬

—অয়ি পুত্রীগণ! কী হয়েছে, বলো! কে ধর্মের অবমাননা করেছে? কে তোমাদের কুব্জা করে দিয়েছে? চেষ্টা করেও তোমরা বলতে পারছ না!" এই বলে রাজা (কুশনাভ) দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমাধি অবলম্বন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

রাজা কুশনাভ কর্তৃক কন্যাদের ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার প্রশংসা ও মহামতি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহদান

**তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত॥ ১**

"প্রজ্ঞাবান কুশনাভের সেই কথা শুনে তাঁর শতকন্যা স্বীয় মস্তকদ্বারা (পিতার) চরণদ্বয় স্পর্শ করে বললেন—

**বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে॥ ২**

—রাজন্! সর্বত্রগামী বায়ুদেবতা অন্যায়পথে আমাদের শীল নষ্ট করতে চেয়েছিলেন; ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি।

**পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।
পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব॥ ৩**

(আমরা কিন্তু তাঁকে বলেছিলাম)—আপনার কল্যাণ হোক! আমরা পিতৃমতী (আমাদের পিতা বর্তমান), স্বাধীন নই। আপনি আমাদের পিতার নিকট (আমাদের বরণ করার জন্য) অনুরোধ করুন; তিনি যদি আপনার হাতে আমাদের দান করেন (তাহলে আমরা আপনার হয়ে যাব)।

**তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম্॥ ৪**

—আমরা এই কথা বললেও, পাপের দ্বারা আবদ্ধ এবং আমাদের কথা শুনতে অনিচ্ছুক বায়ুদেবতা আমাদের সকলকে ভয়ঙ্কর ভাবে আঘাত হেনেছে।

**তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যাশতমনুত্তমম্॥ ৫**

"অতুলনীয়া (পরম রমণীয়া) শত কন্যার সেই কথা শুনে পরম ধার্মিক মহাতেজস্বী রাজা কুশনাভ তখন তাঁদের বললেন—

**ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম॥ ৬**

—অয়ি কন্যাগণ! ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের ক্ষমা করাই কর্তব্য কর্ম। তোমরা (কাম দ্বারা তাড়িত না হয়ে বায়ুদেবতাকে ক্ষমা করে) অতি মহৎ কর্মই করেছ এবং একমত হয়ে আমার বংশমর্যাদা রক্ষা করে আমাকে সম্মানিত করেছ।

**অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ॥ ৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।**

—নারীই হোক বা পুরুষই হোক, ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। অয়ি পুত্রীগণ! তোমরা সকলের প্রতি নির্বিশেষে যেভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছ, তা দেবগণেও দুর্লভ।

ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ॥ ৮

আশ্রয় করে পরম রমণীয়া দিব্য পুণ্যসলিলা নদীরূপে প্রবাহিতা।

ততোঽহং হিমবৎ-পার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন॥ ১০

"হে রঘুকুলনন্দন রাম ! সেইজন্যই আমি ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশত হিমালয়ের পার্শ্বে (ঐ নদীতটে) সংযতচিত্তে সুখে বাস করি।

সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা॥ ১১

"সেই পুণ্যবতী সত্যবতী সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিতা ও পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন, এখন তিনিই মহাসৌভাগ্য-দায়িনী নদীশ্রেষ্ঠা কৌশিকীরূপে প্রবাহিতা।

অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধোঽস্মি তব তেজসা॥ ১২

"রাম ! আমি (যজ্ঞসম্বন্ধী) নিয়মসিদ্ধির কামনায় তাঁর (কৌশিকীর) সান্নিধ্য ত্যাগ করে এই সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলাম ; তোমার বীর্যতেজে যজ্ঞফলপ্রাপ্তি দ্বারা আমি সিদ্ধ হয়েছি।

এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি॥ ১৩

"হে মহাবীর রাম ! তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছ — আমার, আমার বংশের এবং এই স্থানের (সিদ্ধাশ্রমের) উৎপত্তির কথা, তা তোমাকে বললাম।

গতোঽর্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামভ্যেতি ভদ্রং তে মা ভূদ্বিঘ্নোঽধ্বনীহ নঃ॥ ১৪

"হে কাকুৎস্থ রাম ! আমার কথা বলতে বলতে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। (আমাদের সকলের) ঘুম আসছে (অতএব কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক)। তোমার মঙ্গল হোক। অধিক রাত্রি জাগরণের জন্য আমাদের যাত্রাপথে যেন কোনও বিপদ না হয়।

নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগপক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন॥ ১৫

"হে রঘুনন্দন রাম ! এই গভীর রাত্রিতে বৃক্ষসকল স্পন্দনহীন। পশুপক্ষীরা (নিজ নিজ) বাসায় বিশ্রামরত। রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত।

শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্রতারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে॥ ১৬

"সন্ধ্যা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। নেত্রসদৃশ তারকা-নক্ষত্র দ্বারা পূর্ণ আকাশ যেন জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উত্তিষ্ঠতে শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়নং প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া॥ ১৭

"পৃথিবীর অন্ধকার অপনোদনকারী শীতল-কিরণমালী চন্দ্র নিজ প্রভা দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত ও প্রাণিহৃদয়কে আহ্লাদিত করে উদিত হয়েছে।

নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ॥ ১৮

"নিশাচর প্রাণীরা, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং অপক্ব-মাংসভোজী ভয়ঙ্কর পিশাচেরা ইতস্তত বিচরণ করছে।"

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধুসাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্॥ ১৯

'এই কথা বলে তপস্তেজসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিরত হলেন (চুপ করে গেলেন)। তখন অন্যান্য মুনিরা সকলে তাঁকে সাধু সাধু বলে অভিনন্দিত করে বললেন—

কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ॥ ২০

"কুশিকদের (কুশপুত্রগণের) এই বংশ মহান এবং সর্বদাই ধর্মপরায়ণ। কুশবংশীয় মানবশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মসদৃশ মহাত্মা।

বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্যোতকরী তব॥ ২১

"বিশেষত মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আপনি মহান যশস্বী ; আর (আপনার ভগিনী) কৌশিকী নদীশ্রেষ্ঠারূপে বংশের যশঃ প্রকাশকারিণী।"

মুদিতৈর্মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তংগত ইবাংশুমান্॥ ২২

'কুশিকনন্দন শ্রীমান বিশ্বামিত্র হর্ষোৎফুল্ল মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে অস্তগামী সূর্যের ন্যায় নিদ্রামগ্ন হলেন।

রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে॥ ২৩

'লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্রও কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করলেন এবং পরে নিদ্রামগ্ন হলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

শোণনদ উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বামিত্রাদি সকলের গঙ্গাতটে রাত্রিবাস এবং শ্রীরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র কর্তৃক গঙ্গাদেবীর এবং উমাদেবীর উৎপত্তির বর্ণনা

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১

'শোণনদের তীরে মহর্ষিগণসহ অবশিষ্ট রাত্রি অবস্থান করে (যাপন করে) রাত্রিপ্রভাতে বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয়॥ ২

"রাম ! রাত্রি প্রভাত হয়েছে। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তোমার কল্যাণ হোক। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।"

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ৩

'তাঁর (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের) সেই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে যেতে যেতে বললেন—

অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্॥ ৪

"হে ভগবন্ ! এই শোণনদ পবিত্র ও স্বচ্ছ জলপূর্ণ, সুগভীর এবং (উভয়দিকে) সুন্দর তটভূমিমণ্ডিত। আমরা কোন পথে এই নদ অতিক্রম করব ?"

এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ॥ ৫

'রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বামিত্র বললেন —"মহর্ষিরা যে পথে গমন করেন (শোণনদ পার হন), আমি সেই পথই নির্দেশ করেছি।"

এবমুক্তা মহর্ষয়ো বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
পশ্যন্তস্তে প্রযাতা বৈ বনানি বিবিধানি চ॥ ৬

'ধীমান বিশ্বামিত্র এই কথা বললে, মহর্ষিরা নানাবিধ বনের শোভা দেখতে দেখতে প্রস্থান করলেন।

তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্॥ ৭

'অতঃপর দূরের পথ অতিক্রম করে দ্বিপ্রহর বেলায় (দুপুর বেলায়) তাঁরা (শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রসহ মুনিরা) মুনিগণসেবিতা নদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবীকে দেখতে পেলেন।

তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংসসারসসেবিতাম্।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ॥ ৮

'হংস ও সারসসমাবৃত পুণ্যসলিলা সেই জাহ্নবী নদীকে দেখে রামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সহ মুনিরা সকলে আনন্দিত হলেন।

তস্যাস্তীরে তদা সর্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্।
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥ ৯
হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ।
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভা মুদিতমানসাঃ॥ ১০
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য সমন্ততঃ।

'তখন সকলে সেই (জাহ্নবীর) তীরে অবস্থান করলেন। তারপর স্নানান্তে যথাবিধি পিতৃতর্পণ ও দেবপূজাদি সমাপন করলেন। তদনন্তর অগ্নিহোত্র সমাপনান্তে অমৃতবৎ যজ্ঞীয় হবিঃ (যজ্ঞীয় পায়সান্ন) ভোজন করে সেই কল্যাণমূর্তি মহর্ষিরা হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের চতুর্দিক পরিবৃত করে সেই জাহ্নবীতীরে উপবেশন করলেন।

বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হতঃ।
সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ১১

'মহর্ষিগণ এবং রাম ও লক্ষ্মণ যথাযথভাবে উপবেশন করলেন। অনন্তর রাম প্রহৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে বললেন—

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদনদীপতিম্॥ ১২

"ভগবন্ ! ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল) পরিভ্রমণ করে (ত্রিপথগা) গঙ্গা কীভাবে নদনদীদের পতি সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে—এই বিষয়ে আমি শুনতে চাই।"

চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে॥ ১৩

'রামচন্দ্রের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র গঙ্গার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥ ১৪

"রাম ! সকল ধাতুর আকর (খনি) মহান পর্বতরাজ হিমালয়। তাঁর দুই কন্যা পৃথিবীতে রূপে অতুলনীয়া।

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥ ১৫

"হে রাম ! সুমেরুপর্বতের মনোহারিণী সুন্দর

কটিদেশসম্পন্না মেনা (মেনকা) নাম্নী সুন্দরী কন্যা হিমালয়ের প্রিয়া পত্নী এবং কন্যাদ্বয়ের মাতা।

তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব॥ ১৬

"হে রঘুনন্দন রাম ! তাঁর (মেনকার) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই গঙ্গা এবং দ্বিতীয়া কন্যা উমা।

অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥ ১৭

"অনন্তর দেবতারা সকলে দেবকার্য সিদ্ধির জন্য পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রিপথগা (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালগামিনী) গঙ্গানদীকে প্রার্থনা করেছিলেন।

দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥ ১৮

"ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য ত্রিলোক পবিত্রকারিণী এবং স্বচ্ছন্দগামিনী কন্যা গঙ্গাকে হিমালয় ধর্মানুসারে (দেবতাদের) দান করলেন।

প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা॥ ১৯

"ত্রিভুবনের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবতারা ত্রিভুবনের জন্য (গঙ্গাকে) প্রতিগ্রহণ করে আন্তরিক কৃতার্থ হলেন এবং গঙ্গাকে নিয়ে চলে গেলেন।

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাঽঽসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥ ২০

"রঘুনন্দন হে রাম ! গিরিরাজের অপরা যে কন্যা ছিলেন, সেই কন্যা কঠোর ব্রত অবলম্বনে তপস্যা করে তপস্যার সুফল লাভ করেছিলেন।

উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥ ২১

"গিরিরাজ হিমালয় উগ্রতপস্বিনী লোকপূজ্যা কন্যা উমাকে দান করলেন অদ্বিতীয় প্রভাবশালী রুদ্রের হস্তে।

এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব॥ ২২

"হে রঘুনন্দন রাম ! গিরিরাজ হিমালয়ের এই দুই লোকপূজ্যা কন্যা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী এবং উমাদেবী।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।
খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর॥ ২৩
সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা।
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাশা জলবাহিনী॥ ২৪

"জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বৎস রাম ! যেরূপে সেই ত্রিপথগা (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-প্রবাহিণী) গঙ্গা প্রথমে আকাশে (আকাশগঙ্গারূপে) প্রবাহিতা হয়েছেন, তৎপরে সেই রমণীয়া শৈলসুতা সুরনদী পাপনাশিনী জলরূপে সুরলোকে (দেবলোকে) আরোহণ করেছেন — তা সকলই তোমাকে বললাম।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

———o———

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৩৬)

দেবতাদের ও পৃথিবীর প্রতি উমাদেবীর অভিশাপ

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্॥ ১

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা (গঙ্গাদেবীর ও উমাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত) বললে উভয় বীর (বীর ভ্রাতৃদ্বয়) রাম ও লক্ষ্মণ মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দিত করে বললেন—

ধর্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি।
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্॥ ২

"হে ভগবন্ ! আপনি অতি মধুর ধর্মময় কাহিনী শুনালেন। (এখন) গিরিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার (গঙ্গার)

স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোকের (মর্ত্যলোকের) মধ্যে সম্বন্ধ হওয়ার কারণ বিস্তৃতভাবে বলুন ; কারণ (আপনি) বিস্তৃতভাবে সবই জানেন।

ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা॥ ৩

"বিশ্বপাবনী কেন তিনটি পথে প্রবাহিতা ? নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা কেন ত্রিপথগা নামে বিখ্যাতা ?

ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ॥ ৪
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ।

"হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষে ! ত্রিভুবনে (তিন ধারায় প্রবাহিতা গঙ্গা) কোন কোন কর্মে যুক্তা ছিলেন ?" কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তপঃশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে (গঙ্গা সম্বন্ধীয়) সকল বিষয় পুরাপুরি নিবেদন করলেন—

পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ॥ ৫
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে।

"হে রাম ! পুরাকালে মহান তপস্বী নীলকণ্ঠ ভগবান শিব বিবাহ করলেন এবং দেবীকে দেখে রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করলেন।

তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্॥ ৬

"সেই প্রজ্ঞাবান দেবতা নীলকণ্ঠ মহাদেবের ক্রীড়াবিহার করতে করতে দিব্য শতবর্ষ অতীত হয়ে গেল।

ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ।
সর্বে দেবাঃ সমুদ্যুক্তাঃ পিতামহপুরোগমাঃ॥ ৭

"হে শত্রুতাপন রাম ! দিব্য শতবর্ষ অতীত হয়ে গেলেও তাঁর (উমাদেবীর) গর্ভে কোনও পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়ায় পিতামহ ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি।
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্॥ ৮

"এঁর (উমার) গর্ভে (শিবের বীর্যে) যে প্রাণের উৎপত্তি হবে, কে সেই তেজঃকে সহ্য করতে সক্ষম হবে ? (এই চিন্তা করে) দেবতারা সকলে শিবের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রণিপাত পূর্বক বললেন—

দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ৯

—হে দেবাদিদেব মহাদেব ! আপনি (সর্বদাই) ত্রিভুবনের কল্যাণসাধনে নিরত। দেবতারা আপনাকে প্রণাম করছেন ; আপনি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর॥ ১০

—হে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব ! ত্রিলোকের দেবমনুষ্যাদি কেউই আপনার তেজ ধারণে সমর্থ নয়। অতএব আপনি উমাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈদিকী তপস্যায় নিরত হোন।

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি॥ ১১

জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার তেজকে নিজের তেজের মধ্যেই ধারণ করুন ; এই জগৎকে রক্ষা করুন। বিশ্বকে ধ্বংস করবেন না।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ॥ ১২

"ত্রিভুবনের মহান ঈশ্বর মহাদেব দেবতাদের কথা শুনে দেবগণকে বললেন, — বেশ, তাই হবে। তিনি আবার বললেন—

ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু॥ ১৩

—আমি উমার সঙ্গে একসাথে স্বীয় শক্তির দ্বারাই তেজকে ধারণ করব। দেবতারা এবং বিশ্ববাসী ভূতগণ শান্তি লাভ করুক।

যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ॥ ১৪

—কিন্তু, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমায় বলুন, আমার এই যে অত্যুত্তম স্খলিত তেজ (শুক্র, রেতঃ) স্থানচ্যুত হয়েছে, কে তা ধারণ করবে ?

এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যূচুর্বৃষভধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যদ্য তদ্বরা ধারয়িষ্যতি॥ ১৫

"এইরূপ কথিত হয়ে (মহাদেব এই কথা বললে) দেবগণ বৃষধ্বজ মহাদেবকে বললেন— আজ আপনার যে তেজ (রেতঃ) স্খলিত হয়েছে, ধরিত্রীদেবী তা ধারণ করবেন।

এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা॥ ১৬

"দেবগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে (দেবতারা এই কথা বললে), মহাতেজস্বী দেবেশ্বর শিব (স্বীয়) তেজ মোচন করলেন, যে তেজঃ পর্বত ও অরণ্যসহ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।

ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ॥ ১৭

"অতঃপর দেবতারা পুনরায় অগ্নিদেবকে বললেন—আপনি বায়ুদেবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রুদ্রদেবের মহাতেজে প্রবেশ করুন।

তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবণঞ্চৈব পাবকাদিত্যসন্নিভম্॥ ১৮

"সেই রুদ্রতেজ আবার অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শ্বেতপর্বত ও দিব্য শরবণে পরিণত হল।

যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ।
অথোমাং চ শিবং চৈব দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা॥ ১৯
পূজয়ামাসুরত্যর্থং সুপ্রীতমনসস্তদা।

"সেখানে (সেই শরবণে) অগ্নি থেকে উদ্ভূত কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলেন। তখন ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে উমাদেবী এবং শিবকে অত্যন্ত প্রীতমনে পূজা করলেন।

অথ শৈলসুতা রাম ত্রিদশানিদমব্রবীৎ॥ ২০
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা।

"রাম ! তখন ক্রোধে আরক্তলোচনা গিরিরাজ-নন্দিনী (উমা) সক্রোধে দেবতাদের সকলকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—

যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাময়া॥ ২১
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ।
অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চাত্মজান্॥ ২২

—আমি সন্তানকামনায় পতি শিবের সঙ্গে মিলিত হলে, তোমরা বাধা দান করলে ; (তাই তোমাদেরও আমি অভিশাপ দিচ্ছি) তোমরাও নিজেদের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না। আজ থেকে তোমাদের পত্নীরা সন্তান-উৎপাদনে অক্ষমা হয়ে সন্তানহীনা হবে।

এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বাঞ্ছশাপ পৃথিবীমপি।
অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্যা ভবিষ্যসি॥ ২৩

"(দেবী উমা) দেবতাদের এই কথা বলে ধরিত্রীকেও অভিশাপ দিয়ে বললেন—হে পৃথিবী ! তুমি একরূপিণী থাকবে না, অনেকের স্ত্রী হয়ে বহুভোগ্যা হবে।

ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
প্রাপ্স্যসি ত্বং সুদুর্মেধো মম পুত্রমনিচ্ছতী॥ ২৪

"অয়ি মন্দবুদ্ধে ! আমার পুত্রের জন্ম তোমার অনীপ্সিত (আকাঙ্ক্ষিত নয়) বলে আমার ক্রোধে কলুষিতা হয়ে তুমি পুত্রপ্রাপ্তিজনিত প্রীতি (সুখ) লাভ করতে পারবে না।

তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্॥ ২৫

"তখন দেবাধিপতি শিব দেবতাদের সকলকে বেদনাহত (উমাদেবীর অভিশাপে পীড়িত) দেখে পশ্চিম দিকে যাত্রার উদ্যোগ করলেন।

স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥ ২৬

"সেই পর্বতের উত্তর পার্শ্বে হিমপ্রভাবিত এক শিখরে গিয়ে মহাদেব উমাদেবীর সঙ্গে (একত্রে) তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।
গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ॥ ২৭

"(রঘুকুলতিলক) হে রাম ! গিরিরাজতনয়া উমার কাহিনী তোমাকে বিস্তৃতভাবে বললাম। এখন তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে (লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে) আমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তিকাহিনী শ্রবণ করো।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

———o———

সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্ত এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্॥ ১

"মহাদেব তপস্যায় নিরত হলে, সেনাপতি লাভের অভিলাষে ইন্দ্রসহ দেবতারা অগ্নিদেবকে মুখপাত্র করে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।

ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্।
প্রণিপত্য সুরারাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ২

"দেবাশ্রয় হে রাম ! তখন ইন্দ্রসহ অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ভগবান পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—

যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোমযা॥ ৩

—হে প্রভো ! আপনি পূর্বে যে ভগবান মহেশ্বরকে আমাদের সেনাপতিরূপে প্রদান করেছিলেন, তিনি এখন কঠোর তপস্যা অবলম্বন করে উমাদেবীর সঙ্গে সাধনায় নিমগ্ন আছেন।

যদত্রানন্তরং কার্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ॥ ৪

—বিধানজ্ঞাতা হে দেব পিতামহ ! লোকহিতের জন্য যা কর্তব্য তার নির্দেশ করুন। আপনিই আমাদের পরম আশ্রয়।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্ মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ॥ ৫

"দেবতাদের কথা শুনে সর্বলোকপিতামহ (ত্রিভুবনের দেব-মানব-দানবের পিতামহ) ব্রহ্মা দেবতাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নীষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ৬

"গিরিরাজনন্দিনী (উমা) যা বলেছেন, তোমাদের নিজ পত্নীতে কোনও সন্তান হবে না, তা সত্য হবেই (এ বিষয়ে) কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর বচন অমোঘ।

ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্॥ ৭

—এই আকাশগঙ্গা ; যাঁর গর্ভে অগ্নিদেব (ভগবান মহাদেবের তেজোময় রেতঃ স্থাপন করে) শত্রুদমনকারী দেবসেনাপতি পুত্রের (কার্তিকেয়র) জন্ম দেবেন।

জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৮

—জ্যেষ্ঠা গিরিরাজনন্দিনী (গঙ্গা) সেই পুত্রকে স্বীকার করে নেবেন। কনিষ্ঠা উমারও সেই পুত্র মান্য হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্॥ ৯

"হে রঘুনন্দন রাম ! তাঁর (পিতামহ ব্রহ্মার) সেই কথা শুনে কৃতকৃত্য দেবগণ সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পূজা করলেন।

তে গত্বা পরমং রাম কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ॥ ১০

"রাম ! দেবগণ সকলে ধাতুসমুজ্জ্বল পরমরমণীয় কৈলাস পর্বতে গিয়ে পুত্রোৎপাদনের জন্য অগ্নিদেবকে নিয়োজিত করলেন।

দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ॥ ১১

"মহাতেজস্বী হে অগ্নিদেব ! শৈলসুতা গঙ্গার গর্ভে (ভগবান শিবের) তেজঃযুক্তরেতঃ উৎসর্গ করে এই দেবকার্যটি সমাধান করুন।

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্॥ ১২

"অগ্নিদেব দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গঙ্গার কাছে এসে বললেন—দেবি গঙ্গে ! দেবতাদের প্রিয় এই গর্ভ ধারণ করুন।

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্যত॥ ১৩

"(অগ্নিদেবের) এই কথা শুনে (গঙ্গাদেবী) দিব্য নারীরূপ ধারণ করলেন। (অগ্নিদেব) তাঁর (গঙ্গাদেবীর) মহিমা দেখে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেলেন।

সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ।
সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন॥ ১৪

"অগ্নিদেব তখন গঙ্গাদেবীকে (শিববীর্য দ্বারা) সর্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করলেন। হে রঘুনন্দন রাম ! গঙ্গার স্রোত সকল তখন (শিববীর্যের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে গেল।

তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্॥ ১৫
দহ্যমানাগ্নিনা তেন সম্প্রব্যথিতচেতনা।

"তখন দেবগণের পুরোভাগে অবস্থিত অগ্নিদেবকে গঙ্গা বললেন—দেব ! আপনার প্রদত্ত তীব্র তেজ ধারণে আমি অসমর্থ। অগ্নিনিষিক্ত (সেই শিববীর্যের) তেজে আমি দগ্ধ হচ্ছি এবং আমার চেতনা অতীব বেদনা অনুভব করছে।

অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ॥ ১৬
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সংনিবেশ্যতাম্।

"তখন দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুত হবিঃ বহনকারী (অগ্নিদেব) গঙ্গাকে বললেন—হিমালয়ের পার্শ্বে গর্ভটি সংস্থাপিত করুন।

শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্॥ ১৭
উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।

"হে নিষ্পাপ রাম ! তখন অগ্নিদেবের কথা শুনে, মহাতেজস্বিনী গঙ্গা সেই সমুজ্জ্বল গর্ভটি (স্বীয়) স্রোতোরাশি থেকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

যদস্যা নির্গতং তস্মাৎ তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্॥ ১৮
কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।
তাম্রং কার্ষ্ণায়সং চৈব তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত॥ ১৯

"গঙ্গাগর্ভ থেকে নির্গত তপ্ত কাঞ্চনের প্রভাযুক্ত তেজঃ পৃথিবীতে স্থাপিত হলে তার থেকে অতুলনীয় প্রভাযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সৃষ্টি হল। তেজের তীক্ষ্ণতাহেতু তার থেকে তাম্র ও লৌহ উৎপন্ন হল।

মলং তস্যাভবৎ তত্র ত্রপু সীসকমেব চ।
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত॥ ২০

"তেজের মলিন অংশ রাং এবং সীসায় পরিণত হল। সেই তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়ে নানাপ্রকার ধাতুতে পরিবর্তিত হল।

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্বং পর্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবৎ বনম্॥ ২১

"ঐ গর্ভ (ভূমিপরে) নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই পর্বত-সন্নিহিত বনসমূহ তেজঃপ্রদীপ্ত হয়ে সুবর্ণময় হয়ে গেল।

জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্।
তৃণবৃক্ষলতাগুল্মং সর্বং ভবতি কাঞ্চনম্॥ ২২

"পুরুষশ্রেষ্ঠ হে রামচন্দ্র ! তখন থেকেই অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণ (সোনা) জাতরূপ নামে পরিচিত হল, এবং (ঐ গর্ভের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) ঐ স্থানের তৃণ-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সকলও সুবর্ণময় হয়ে গেল।

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহ মরুদ্গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সময়োজয়ন্॥ ২৩

"অতঃপর এক কুমারের জন্ম হলে মরুদ্গণসহ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাকে দুগ্ধ পান করাবার জন্য কৃত্তিকাগণকে (ছয় কৃত্তিকাকে) নিযুক্ত করলেন।

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ॥ ২৪

"এই পুত্র আমাদের সকলের, এই দৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করে কৃত্তিকারা উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়ে নবজাতককে দুগ্ধ দান করলেন।

ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৫

"তখন দেবতারা সকলে বললেন, —এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত হবে, এতে কোনও সংশয় নেই।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্॥ ২৬

"তাঁদের (দেবতাদের) সেই কথা শুনে, গর্ভ থেকে নিঃসৃত হওয়ায় (ক্লেদ পরিস্কারের জন্য কৃত্তিকাগণ সেই শিশুকে) স্নান করিয়ে দিলে সে অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্॥ ২৭

"কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাবীর কার্তিকেয় গর্ভ থেকে স্কন্ন বা পতিত (স্খলিত) হওয়ায় দেবতারা তাঁকে স্কন্দ নাম দিয়েছিলেন।

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
ষণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ॥ ২৮

"তখন কৃত্তিকাদের (স্তন থেকে) অত্যুত্তম দুগ্ধ নির্গত হল এবং কার্তিকেয় ছয় মুখে ছয় কৃত্তিকার স্তনজ দুগ্ধ পান করলেন।

গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ স্বেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ॥ ২৯

"অনন্তর একদিনমাত্র (কৃত্তিকামাতৃগণের) দুগ্ধ পান করেই সুকুমারদেহী শক্তিশালী (কার্তিকেয়) স্বীয় বীর্যের দ্বারা দৈত্যসৈন্যদের পরাজিত করলেন।

সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ৩০

"তখন অগ্নিদেবকে পুরোভাগে নিয়ে দেবতারা সকলে মিলিত হয়ে সেই দীপ্তিসমুজ্জ্বল কার্তিকেয়কে

দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন।

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ॥ ৩১

"রাম ! আমি তোমাকে গঙ্গার কাহিনী এবং কুমারের (কার্তিকেয়র) উদ্ভব কাহিনী বিস্তৃতভাবে বললাম, যা শ্রবণে ধন্য এবং পুণ্যাত্মা হওয়া যায়।

ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্রপৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ॥ ৩২

"হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! পৃথিবীতে (জীবৎকালে) যে ব্যক্তি কার্তিকেয়ে ভক্তিমান হবে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রগণসহ দীর্ঘায়ু লাভ করে (মৃত্যুর পর) স্কন্দপুরে (কার্তিকেয়র বাসভূমে) গমন করবে।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

———o———

অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৩৮)

ভৃগুমুনির বরে রাজা সগরের পুত্রপ্রাপ্তি এবং পরে যজ্ঞের অভিলাষ ও প্রস্তুতি

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ১

'কুশিককুলনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের নিকট মধুর অক্ষরযুক্ত সেই কাহিনী নিবেদন করে পুনরায় অপর কাহিনী বললেন—

অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পূর্বমাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ॥ ২

'পূর্বে অযোধ্যার অধিপতি রাজা সগর ছিলেন ধর্মাত্মা ও বীর। তিনি ছিলেন অপুত্রক তাই তাঁর পুত্রের কামনা ছিল।

বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী॥ ৩

"রাম ! বিদর্ভরাজের কন্যা কেশিনী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি ছিলেন সগররাজের জ্যেষ্ঠা পত্নী, ধর্মপ্রাণা ও সত্যবাদিনী।

অরিষ্টনেমের্দুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা॥ ৪

"অরিষ্টনেমি কশ্যপের কন্যা এবং সুপর্ণ গরুড়ের ভগিনী সুমতি ছিলেন মহারাজ সগরের দ্বিতীয় পত্নী।

তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ॥ ৫

"মহারাজ সগর দুই পত্নীর সঙ্গে হিমালয় পর্বতে এসে ভৃগুপ্রস্রবণ নামক পর্বতশিখরে তপস্যা করতে লাগলেন।

অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসাঽঽরাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ॥ ৬

"অনন্তর তপস্যার শতবর্ষ পূর্ণ হলে, শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী মহর্ষি ভৃগু তপস্যায় তৃপ্ত হয়ে রাজা সগরকে বর দান করলেন—

অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্তিঞ্চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ॥ ৭

'হে নিষ্পাপ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! আপনার বহু পুত্র লাভ হবে এবং পৃথিবীতে আপনি অতুলনীয় যশ লাভ করবেন।

একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি॥ ৮

'বৎস ! তোমার এক স্ত্রী বংশরক্ষাকারী একটিমাত্র পুত্রের জন্মদাত্রী হবেন এবং অপরা স্ত্রী ষাট হাজার পুত্রের জন্ম দেবেন।

ভাষমাণং মহাত্মানং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।
উচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা॥ ৯

"তখন মহাত্মা ভৃগু এই কথা বললে, রাজকন্যা দুজন (সগররাজের দুই পত্নী) তাঁকে প্রসন্ন করে অতীব প্রীতমনে করজোড়ে বললেন—

একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূঞ্জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব॥ ১০

—ব্রহ্মন্! (আমাদের দুজনের মধ্যে) কার একটি পুত্র জন্মাবে, কে-ই বা বহুপুত্রের জননী হবে, আমরা (দুজন) তা শুনতে চাই। আপনার কথা সত্য হোক।

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্॥ ১১
একো বংশকরো বাস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি॥ ১২

"তাঁদের দুজনের (রাজপত্নীদ্বয় কেশিনীর এবং সুমতির) সেই কথা শুনে পরমধার্মিক মহর্ষি ভৃগু উদার ভাষায় বললেন—এ বিষয়ে তোমরা স্বীয় (নিজের) অভিমত প্রকাশ করো—বংশ সংরক্ষক একটিমাত্র পুত্র অথবা মহাবলশালী, যশস্বী এবং অত্যুৎসাহী বহু পুত্র ; কে কোন্ বরের কামনা পোষণ করো!

মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ॥ ১৩

"রঘুনন্দন হে রাম! মুনির কথা শুনে (সগররাজের প্রথমা পত্নী) কেশিনী রাজার সম্মুখেই বংশরক্ষাকারী একটিমাত্র পুত্র কামনা করলেন।

ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহান্ কীর্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্॥ ১৪

"তদনন্তর (কেশিনীর বরপ্রাপ্তির পরে) সুপর্ণ গরুড়ের ভগিনী সুমতি মহা উৎসাহী, যশস্বী ষাট হাজার পুত্রপ্রাপ্তির বর গ্রহণ করলেন।

প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্যো রঘুনন্দন॥ ১৫

"হে রঘুনন্দন! রাজা সগর পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে সেই ঋষিকে (মহর্ষি ভৃগুকে) প্রদক্ষিণ ও নতমস্তকে প্রণাম করে নিজপুরী অযোধ্যায় চলে গেলেন।

অথ কালে গতে তস্যা জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যাজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্॥ ১৬

"অনন্তর কিছুকাল পরে তাঁর (সগরের) জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী অসমঞ্জ নামে সগরের আত্মজ পুত্রের জন্ম দিলেন।

সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যাজায়ত।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥ ১৭

"হে নরশার্দূল! সুমতি কিন্তু গর্ভস্থ একটি অলাবুর (লাউ-এর) জন্ম দিয়েছিলেন। সেই লাউ ভেদ করে ষাট হাজার পুত্র বহির্গত হয়েছিল।

ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্ধয়ন্।
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে॥ ১৮

"ধাত্রীরা সেই পুত্রদের ঘৃতপূর্ণ কলসে রেখে সংবর্ধিত করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তারা সকলে যৌবনপ্রাপ্ত হল।

অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপযৌবনশালিনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা॥ ১৯

"তদনন্তর দীর্ঘকাল পরে সগরের ষাট সহস্র পুত্র রূপযৌবনশালী হয়ে উঠল।

স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন॥ ২০
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তান্ নিরীক্ষ্য বৈ।

"রঘুকুলনন্দন হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! রাজা সগরের সেই জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ প্রায়ই নগরের বালকদের নিয়ে সরযূনদীর জলে নিক্ষেপ করে তাদের নিমজ্জিত হতে দেখে হাসতে থাকত।

এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ॥ ২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ।

"অসমঞ্জ এইভাবে পাপাচারী হয়ে সজ্জনদের পীড়নে এবং পুরবাসীদের অনিষ্টসাধনে নিরত থাকায় পিতা কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিল।

তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্যবান্॥ ২২
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ংবদঃ।

"সেই অসমঞ্জের বীর, সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী (তাই) সর্বজনপ্রিয়, অংশুমান নামে এক পুত্র ছিল।

ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত॥ ২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা।

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অনন্তর বহুকাল পরে রাজা সগরের মনে দৃঢ় ইচ্ছার উদয় হল—আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করব।

স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা।
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৪

"তখন বেদজ্ঞ রাজা সগর যজ্ঞের জন্য স্থির নিশ্চয় করে উপাধ্যায়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞকার্যে উদ্যোগ নিলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ (৩৯)

ইন্দ্র কর্তৃক সগররাজের যজ্ঞাশ্ব হরণ এবং সগরপুত্রগণ কর্তৃক পৃথিবীর সর্বত্র যজ্ঞাশ্বের অনুসন্ধান—ব্রহ্মার নিকট দেবগণ কর্তৃক এই কাহিনী বর্ণন

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্॥ ১

'বিশ্বামিত্রকথিত কাহিনী শ্রবণ করে, (উক্ত) কাহিনীর শেষে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র অতীব প্রীত হয়ে অনলসদৃশ তেজস্বী মহর্ষিকে বললেন—

শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্।
পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ॥ ২

"হে ব্রহ্মর্ষি ! আমার পূর্বপুরুষ (মহারাজ সগর) কীভাবে যজ্ঞ সমাপন করেছিলেন, সেই কাহিনী (আমি) বিস্তৃতভাবে শুনতে চাই। আপনি মঙ্গলময় হোন।"

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ৩

'শ্রীরামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিশ্বামিত্র কৌতূহলী হয়ে হাসতে হাসতে কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন—

শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥ ৪
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্।
তয়োর্মধ্যে সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম॥ ৫

"হে রাম ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করো ! ভগবান শঙ্করের শ্বশুর হিমালয় নামে বিখ্যাত। সেই হিমালয় বিন্ধ্য পর্বতের (তথা বিন্ধ্য পর্বতও হিমালয়ের) পরস্পর নিকটে এসে একে অন্যকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হে পুরুষোত্তম রাম ! এই হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে (আর্যাবর্তে) সগররাজের সেই যজ্ঞ হয়েছিল।

স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি।
তস্যাশ্বচর্যাং কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ॥ ৬
অংশুমানকরোৎ তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ।

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! সেই দেশই যজ্ঞকর্মের জন্য প্রশস্ত। কাকুৎস্থকুলনন্দন বৎস রাম ! মহারাজ সগরের ইচ্ছানুসারেই (সম্মতিক্রমেই) সুদৃঢ় ধনুর্ধর মহারথ (মহাবীর) অংশুমান সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পরিচর্যা ও রক্ষাকার্য স্বীকার করেছিলেন।

তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ॥ ৭
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞীয়াশ্বমপাহরৎ।

"সেই পর্বদিনে যজমানের (যজ্ঞকারীর) যজ্ঞ-কর্মস্থানে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্র রাক্ষসদেহ ধারণপূর্বক যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করেছিলেন।

হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ॥ ৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্।
অয়ং পর্বণি বেগেন যজ্ঞীয়াশ্বোঽপনীয়তে॥ ৯
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ॥ ১০
তৎ তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ।

"হে কাকুৎস্থ রাম ! মহাত্মা সগরের সেই যজ্ঞাশ্ব যখন চুরি হচ্ছিল, সেই সময় উপাধ্যায়গণ (যজ্ঞের পুরোহিতগণ) সকলে যজমানকে (রাজা সগরকে) বললেন—হে কাকুৎস্থ সগর ! আজ এই পর্বদিনে (পবিত্র উৎসবের দিনে) যজ্ঞাশ্বটিকে কোনও চোর অপহরণ করে দ্রুত পলায়ন করছে। চোরকে হত্যা করে যজ্ঞাশ্বটি নিয়ে আসুন। যজ্ঞে এই বিঘ্ন আমাদের সকলের অমঙ্গলের কারণ হবে। অতএব, হে রাজন্ ! যজ্ঞ যাতে নিশ্ছিদ্র হয়, তাই করুন।

সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ॥ ১১
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ।
গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ॥ ১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতো হি মহাক্রতুঃ।
তদ্ গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ॥ ১৩

"সেই যজ্ঞসভায় উপাধ্যায়গণের (পুরোহিতগণের) কথা শুনে রাজা সগর তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে বললেন—বৎসগণ ! এই মহাযজ্ঞ মহান পুরোহিতগণের মন্ত্রে পবিত্র ; সুতরাং এখানে রাক্ষসদের উপস্থিতির সম্ভাবনা দেখছি না। তথাপি, হে পুত্রগণ ! তোমরা যাও অন্বেষণ করো। তোমাদের মঙ্গল হোক।

সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ।
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছত॥ ১৪
যাবৎ তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।
তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া॥ ১৫

—বৎসগণ ! সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবীর সর্বত্র যাও ; প্রতি

যোজন বিস্তৃত স্থান নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করো। যতক্ষণ সেই অশ্বচোরের অনুসন্ধান না পাওয়া যায়, আমার নির্দেশে, ততক্ষণ তার অনুসন্ধানে পৃথিবীকে খনন করো।

দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্।
ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবৎ তুরগদর্শনম্॥ ১৬

—আমি যজ্ঞে দীক্ষিত। অতএব তোমাদের এবং যজ্ঞাশ্বের মঙ্গল-দর্শন পর্যন্ত, পৌত্র (অংশুমান) এবং উপাধ্যায়গণের সঙ্গে এখানে থাকব (অপেক্ষা করব)।

তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ॥ ১৭

"রাম ! সেই মহাবলশালী রাজপুত্রেরা পিতার আদেশে যন্ত্রচালিতের মতো প্রসন্নমনে পৃথিবী-পরিভ্রমণে (অশ্বচোরের অন্বেষণে) বহির্গত হল।

গত্বা তু পৃথিবীং সর্বামদৃষ্ট্বা তং মহাবলাঃ।
যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ॥ ১৮

"মহাবলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রেরা সমগ্র ভূতলে (পৃথিবীতে) গিয়ে অন্বেষণ করে সেই অশ্বের খোঁজ না পেয়ে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের বজ্রসদৃশ হস্ত দ্বারা ভূতলের এক এক যোজন বিস্তৃত স্থান খনন করতে লাগল।

শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন॥ ১৯

"হে রঘুনন্দন রাম ! ভয়ঙ্কর বজ্রতুল্য শূল এবং হলের (লাঙ্গলের) আঘাতে বিদীর্ণা ধরণী আর্তনাদ করতে লাগলেন।

নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ॥ ২০

"রাঘব ! (পৃথিবীকে খননকালে) নিহত ও মরণাপন্ন নাগ, অসুর, রাক্ষস এবং অন্যান্য প্রাণীদের অসহনীয় আর্তনাদ হতে লাগল (শোনা যেতে লাগল)।

যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিং তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্॥ ২১

"রঘুকুলনন্দন হে রাম ! সগরসন্তানগণ প্রত্যেকে ষাট হাজার যোজন (স্থান) করে পৃথিবীকে খুঁড়তে লাগল, মনে হল যেন সর্বোত্তম রসাতলের অনুসন্ধান করছে।

এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ॥ ২২

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ রাম ! এইভাবে রাজপুত্রগণ শৈলসঙ্কুল জম্বুদ্বীপ খনন করতে করতে সর্বত্র অশ্বের সন্ধানে পরিভ্রমণ করতে লাগল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্॥ ২৩

'তখন দেবতারা সকলে গন্ধর্ব, অসুর ও নাগদের সঙ্গে নিয়ে ভীতিবিহ্বল চিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।

তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
ঊচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ॥ ২৪

"তখন অতীব সন্ত্রস্ত দেবগণ মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে বিষণ্ণবদনে বললেন—

ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ॥ ২৫

—ভগবন্ ! রাজা সগরের পুত্রগণ সমগ্রা পৃথিবীকে খনন করছে, আর তাতে বহু মহাত্মা ও জলচরপ্রাণী নিহত হচ্ছেন।

অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ॥ ২৬

—এই-ই আমাদের যজ্ঞবিঘ্নকারী ; এই-ই আমাদের অশ্বকে অপহরণ করেছে।—এই কথা বলে সগরতনয়গণ প্রাণীদের হত্যা করছে।"

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

—o—

চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক দেবতাদের সান্ত্বনা প্রদান এবং কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর-সন্তানদের মৃত্যু

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্॥ ১

"দেবতাদের কথা শুনে ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা যমসদৃশ বলবান সগরসন্তানদের বলে সন্ত্রস্ত ও মূর্চ্ছিত দেবতাদের বললেন—

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ॥ ৩

—যে ধীমান বাসুদেবের এই সমগ্রা ধরণী, সেই ভগবান মাধবেরই মহিষী এই ধরিত্রী। ভগবান বাসুদেবই (মাধব) কপিল মুনির রূপধারণ করে এই পৃথিবীকে অবিরত ধারণ করে আছেন, সেই ভগবান কপিলের ক্রোধাগ্নিতে এই রাজপুত্রেরা দগ্ধ হয়ে যাবে।

পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্॥ ৪

—পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এটা অবশ্যম্ভাবী ; সগররাজের পুত্রদের বিনাশও দূরদর্শীদের দ্বারাই দৃষ্ট হয়েছে।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্॥ ৫

"পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে তেত্রিশজন শত্রুদমনকারী দেবতা যেখান থেকে এসেছিলেন অতীব হৃষ্টচিত্তে আবার সেখানেই চলে গেলেন।

সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ॥ ৬

"পৃথিবী বিদীর্ণ হতে থাকলে প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় শব্দ এবং সগরতনয়গণের প্রবল কোলাহল উত্থিত হতে লাগল।

ততো ভিত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্॥ ৭

"তখন সমগ্র ধরণী বিদারণ এবং পরিক্রমা করে সগরসন্তানগণ একসঙ্গে এসে পিতাকে বললেন—

পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেবদানবরক্ষাংসি পিশাচোরগপন্নগাঃ॥ ৮
ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে অশ্বহর্তারমেব চ।
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্যতাম্॥ ৯

—পিতঃ ! আমরা সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করেছি। দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প আদি সকল প্রাণীকেই হত্যা করেছি ; (কিন্তু) আপনার যজ্ঞাশ্ব এবং অশ্বাপহারককে দেখতে পাইনি। আপনার মঙ্গল হোক ! আমরা এখন কী করব, তা বিবেচনা করে বলুন।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্ বাক্যং সগরো রঘুনন্দন॥ ১০

"রঘুনন্দন হে রাম ! নৃপশ্রেষ্ঠ সগর পুত্রদের সেই কথা শুনে সক্রোধে তাঁদের বললেন—

ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্।
অশ্বহর্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্তত॥ ১১

—পুনরায় খনন করো। পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করে অশ্বচোরকে ধরে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো। তোমাদের কল্যাণ হোক।

পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্॥ ১২

"মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র (ষাট হাজার) পুত্র পিতার বচনানুসারে রসাতল পর্যন্ত খনন করেছিলেন।

খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্॥ ১৩

"অনন্তর পুনরায় পৃথিবীকে খনন করতে করতে সগরসন্তানেরা বিরূপাক্ষ নামক পর্বতাকার এক দিগ্‌হস্তীকে দেখতে পেলেন, যে পৃথিবীকে (স্বীয় মস্তকে) ধারণ করে আছে।

সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ॥ ১৪

"রঘুনন্দন রাম ! সেই মহান হস্তী বিরূপাক্ষ পর্বত ও অরণ্যসহ সমগ্রা পৃথিবীকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেছিল।

যদা পর্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রমার্থং মহাগজঃ।
খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ॥ ১৫

"কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! বিশেষ পর্বদিনে ক্লান্তিবশতঃ বিশ্রামের জন্য সেই মহাগজ যখন মস্তক কম্পিত করে তখনই ভূমিকম্প হয়।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।
মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্বা রসাতলম্॥ ১৬

"রাম ! তাঁরা সেই দিক্‌পাল মহাগজকে সম্মান

প্রদর্শন এবং প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর তাঁরা রসাতলকে বিদীর্ণ করে চলতে লাগলেন।

ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।
দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্॥ ১৭

"অনন্তর পূর্বদিক বিদীর্ণ করে তাঁরা পুনরায় দক্ষিণ দিক বিদীর্ণ করলেন। দক্ষিণদিকেও একটি মহাগজ দেখতে পেলেন।

মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্বতোপমম্।
শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্॥ ১৮

"তাঁরা দেখলেন মহাপদ্ম নামক এক মহান হস্তী পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে আছে। তাকে দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্॥ ১৯

"মহাত্মা সগরের সেই ষাট হাজার সন্তান সেই মহাগজকে প্রদক্ষিণ করে পশ্চিমদিক খনন করতে লাগলেন।

পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ॥ ২০

"সেই মহাবলশালী সগরসন্তানেরা পশ্চিমদিকেও সৌমনস নামক মহান পর্বতসদৃশ দিগ্‌গজকে দেখতে পেলেন।

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা॥ ২১

"সেই সগরসন্তানেরা গজকে প্রদক্ষিণ এবং নিরাময় (কুশল) জিজ্ঞাসা করে খনন করতে করতে উত্তরদিকে উপস্থিত হলেন।

উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্॥ ২২

"হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! উত্তরদিকে তাঁরা দেখলেন, তুষারশুভ্র ভদ্র নামক মহাগজ মঙ্গলময় রূপে এই পৃথিবীকে ধারণ করে দণ্ডায়মান।

সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্॥ ২৩

"অনন্তর সগররাজের সেই ষাট হাজার পুত্র সকলে মিলে তাকে সমাদর ও প্রদক্ষিণ করে ভূতল খনন করতে লাগলেন।

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্য খনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ॥ ২৪

"অতঃপর সগরপুত্রেরা সকলে মিলিত হয়ে সুবিখ্যাত পূর্বোত্তর দিকে গিয়ে রোষভরে ভূতল খনন করতে লাগল।

তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫

"সেই মহাবলশালী, দ্রুতগতিসম্পন্ন মহামনা সগর সন্তানেরা সকলে সেখানে সনাতন বাসুদেবস্বরূপ ভগবান কপিলদেবকে দেখতে পেলেন।

হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে তে রঘুনন্দন॥ ২৬

"হে রঘুনন্দন রাম! সেই কপিল দেবের অনতিদূরে অশ্বটিকে বিচরণ করতে দেখে সগরসন্তানেরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্রলাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষশিলাধরাঃ॥ ২৭
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।

"তাঁরা (সগরসন্তানেরা) ভগবান কপিল মুনিকে যজ্ঞবিঘ্নকারী বলে বুঝতে পেরে ক্রোধে আরক্তনয়নে খন্তা, লাঙ্গল, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি নিয়ে দ্রুত তাঁর প্রতি (ভগবান কপিলের প্রতি) ধাবিত হয়ে সক্রোধে বলতে লাগলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও।

অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি॥ ২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্।

—হে দুর্বুদ্ধে! তুমিই তাহলে আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করেছ! তুমি জেনে রাখো, আমরা সগরসন্তানেরা এখানে উপস্থিত।

শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন॥ ২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোৎ তদা।

—রাম! তখন ভগবান কপিল তাঁদের সেই কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ॥ ৩০

"হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম! তখন অনন্তপ্রভাবশালী মহাত্মা কপিল সগরসন্তানদের সকলকে ভস্মীভূত করে দিলেন।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

———o———

একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

মহারাজ সগরের আদেশে অংশুমান কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের আনয়ন এবং পিতৃপুরুষদের নিধনসংবাদ জ্ঞাপন

পুত্রাংশ্চিরগতাঞ্জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন।
নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ১

"হে রঘুনন্দন রাম ! পুত্রেরা অনেকদিন হলো গেছে, এই চিন্তা করে রাজা সগর, স্বীয় তেজে উজ্জ্বল পৌত্রকে বললেন—

শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা।
পিতৃণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ॥ ২

—তুমি বীর এবং বিদ্বান। তেজস্বিতায় তুমি পূর্বপুরুষদের তুল্য। যে যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছে, পিতৃপুরুষদের অনুসৃত পথে, সেই চোরের অনুসন্ধান করো।

অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ।
তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্নীষ্ব কার্মুকম্॥ ৩

—পৃথিবীর অন্তঃস্থলে অবস্থিত প্রাণীরা বিশালদেহী এবং বীর। তাদের প্রত্যাঘাত করার জন্য তুমি তরবারির সঙ্গে ধনুকও গ্রহণ করো।

অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংস্ত্বং হত্বা বিঘ্নকরানপি।
সিদ্ধার্থঃ সংনিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ॥ ৪

—প্রণম্যদের প্রণাম এবং কর্তব্যকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের হত্যা করে সিদ্ধমনোরথ হয়ে ফিরে এসো। আমার যজ্ঞকে সফল করো।

এবমুক্তোঽংশুমান্ সম্যক্ সগরেণ মহাত্মনা।
ধনুরাদায় খড়্গং চ জগাম লঘুবিক্রমঃ॥ ৫

"মহাত্মা সগর এই কথা বলার পর অংশুমান ধনু এবং খড়্গ নিয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।

স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ।
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ॥ ৬

"নরশ্রেষ্ঠ হে রাম ! রাজা সগর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে অংশুমান মহাত্মা পিতৃপুরুষগণ কর্তৃক খনিত পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন।

দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত॥ ৭

"মহাতেজস্বী অংশুমান দেখতে পেলেন—দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী এবং নাগগণ এক দিগ্‌গজকে পূজা করছেন।

স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।
পিতৄন স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ॥ ৮

"তিনি (অংশুমান) সেই দিগ্‌গজকে প্রদক্ষিণ এবং তাঁর সুস্থতা ও কুশল জিজ্ঞাসা করে পিতৃপুরুষগণের এবং অশ্বচোরের বিষয় জানতে চাইলেন।

দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি॥ ৯

"মহামতি দিগ্‌গজ তাঁর (অংশুমানের) কথা শুনে বললেন—অসমঞ্জপুত্র অংশুমান ! তুমি কৃতকার্য হয়ে অশ্ব নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ১০

"তাঁর (প্রথম দিগ্‌গজের) সেই কথা শুনে (অংশুমান) ক্রমানুসারে (অন্য) সকল দিগ্‌গজকেই যথারীতি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগন্তাসীত্যভিচোদিতঃ॥ ১১

"সেই দিগ্‌হস্তীরা সকলেই বাক্যের অর্থজ্ঞ এবং বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ। তাঁরা সকলেই অংশুমানকে সম্মান এবং শুভ কামনা জানিয়ে বললেন—তুমি অশ্ব নিয়ে ফিরে আসবে।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ।
ভস্মরাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ॥ ১২

"অংশুমান তাঁদের (দিগ্‌হস্তীদের) সেই কথা শুনে, যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষ সগরসন্তানেরা ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।

স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা।
চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাৎ তেষাং সুদুঃখিতঃ॥ ১৩

"তখন সেই অসমঞ্জপুত্র অংশুমান তাঁদের (পিতৃগণের) নিধনহেতু অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

যজ্ঞিয়ং চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখশোকসমন্বিতঃ॥ ১৪

"দুঃখে-শোকে অভিভূত নরশ্রেষ্ঠ অংশুমান যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অনতিদূরে বিচরণ করতে দেখলেন।

স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপস্যজ্জলাশয়ম্॥ ১৫

"মহাতেজস্বী অংশুমান জলের দ্বারা রাজপুত্রদের

(নিজের পিতৃগণের) তর্পণ করার অভিপ্রায়ে জলের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাওই জলাশয় দেখতে পেলেন না।

বিসার্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্।
পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্॥ ১৬

"রাম ! তখন অংশুমান নিপুণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করে পিতৃগণের মাতুল, বায়ুর ন্যায় গতিশীল, পক্ষিরাজ গরুড়কে দেখতে পেলেন।

স চৈনমব্রবীদ্বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ॥ ১৭

"মহাবলশালী বিনতানন্দন গরুড় তাঁকে (অংশুমানকে) বললেন—হে পুরুষসিংহ ! শোক কোরো না ; এই বিনাশ (জগতের মঙ্গলের জন্য) ত্রিলোকের সকলের দ্বারা সমর্থিত।

কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ।
সলিলং নার্হসি প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্॥ ১৮

—এই মহাবীরগণ অপরিমেয় (তপ) শক্তিসম্পন্ন মহর্ষি কপিল কর্তৃক দগ্ধীভূত হয়েছেন। হে বিদ্বন্ ! এঁদের লৌকিক জল দান করা উচিত হবে না (সাধারণ পার্থিব জলে এঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত হবে না)।

গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।
তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্॥ ১৯

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। হে মহাবীর ! সেই গঙ্গাতেই পিতৃগণের তর্পণ করো।

ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি॥ ২০

—জগৎকে পবিত্রকারিণী গঙ্গা ভস্মরাশিকৃত এই ষাট হাজার (সগর) সন্তানকে প্লাবিত করুন। জনমনোহারিণী (লোকবাঞ্ছিতা) সেই গঙ্গাজল দ্বারা সিক্ত ভস্মরাশি স্বর্গলোকে গমন করবে। অর্থাৎ সগর রাজের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মীভূত দেহ লোকবাঞ্ছিতা লোকপাবনী গঙ্গাবারিতে সিক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করবে।

নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি॥ ২১

—হে মহান পুরুষপ্রবর ! যজ্ঞাশ্ব নিয়ে চলে যাও। হে বীর ! তোমার পিতামহ কর্তৃক আয়োজিত যজ্ঞ তোমার সম্পন্ন করা উচিত।

সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ॥ ২২

"গরুড়ের কথা শুনে মহাবীর তপস্বী অংশুমান অশ্বসহ পুনরায় দ্রুত (স্বদেশে) প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথাবৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা॥ ২৩

"হে রঘুনন্দন ! তখন অংশুমান যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা সগরের নিকট এসে সমস্ত ঘটনা এবং গরুড়ের কথা যথাযথ নিবেদন করলেন।

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।
যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি॥ ২৪

"রাজা সগর অংশুমানের নিকট সেই ভয়ঙ্কর সমাচার শ্রবণ করে, কল্পশাস্ত্রের বিধানানুসারে যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করলেন।

স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত॥ ২৫

"বাঞ্ছিত যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীমান রাজা সগর নিজপুরে (নিজ রাজধানীতে) চলে গেলেন ; কিন্তু গঙ্গার আনয়ন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হতে পারলেন না।

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহতা মহান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ॥ ২৬

"মহান রাজা সগর বহুকাল ধরেও (গঙ্গার আনয়ন ব্যাপারে) স্থির নিশ্চয় করতে না পেরেই ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গে গমন করলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য অংশুমান ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথকে গঙ্গা আনয়নের বরদান এবং গঙ্গার পতনবেগ ধারণের জন্য শিবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরামর্শ দান

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ।
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্॥ ১

"রাম ! কালধর্মবশত রাজা সগর মৃত্যুমুখে পতিত হলে প্রজাবর্গ সুধার্মিক অংশুমানকে রাজা রূপে পছন্দ করলেন।

স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্ দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ২

"হে রাঘব ! রাজা অংশুমান ছিলেন অতীব মহান। দিলীপ নামে খ্যাত তাঁর পুত্রও ছিলেন মহান ব্যক্তি।

তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ৩

"রঘুনন্দন রাম ! দিলীপের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করে অংশুমান হিমালয়ের রমণীয় শিখরদেশে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ॥ ৪

"মহাযশস্বী তপস্বী রাজা অংশুমান বত্রিশ লক্ষ বৎসর তপোবনে তপস্যান্তে স্বর্গলাভ করলেন।

দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত॥ ৫

"মহাতেজস্বী দিলীপও পিতামহগণের নিধনবার্তা শ্রবণ করে শোকাকুল হলেন কিন্তু বহু চিন্তাভাবনা করেও কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না।

কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ৬

"কীরূপে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ সম্ভব, কী করে তাঁদের পিতৃপুরুষদের তর্পণ করা যাবে, কীভাবেই বা তাঁদের উদ্ধার করব, এই সকল চিন্তায় দিলীপ মগ্ন হয়ে গেলেন।

তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ॥ ৭

"সর্বদা ধর্মচিন্তায় আত্মমগ্ন রাজা দিলীপের ভগীরথ নামে এক পরমধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করল।

দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৮

"মহাতেজঃসম্পন্ন রাজা দিলীপ বহু যজ্ঞ সম্পাদন করে ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্॥ ৯

"নরসিংহ রাম ! রাজা দিলীপ তাঁদের (পিতৃপুরুষদের) উদ্ধারের কোনও উপায় স্থির করতে পারলেন না। কালক্রমে ব্যাধিপীড়িত হয়ে মহাকালের কোলে পতিত হলেন (মৃত্যু বরণ করলেন)।

ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ॥ ১০

"নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে স্বোপার্জিত কর্মফলের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করলেন।

ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন।
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ॥ ১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্ রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।
তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন॥ ১২

"হে রঘুনন্দন ! ধার্মিক রাজর্ষি ভগীরথ ছিলেন সন্তানহীন। তাই হে রাম ! সেই মহারাজ সন্তান কামনায় এবং গঙ্গাকে অবতরণের জন্য মন্ত্রীদের উপর প্রজাদের এবং রাজ্যের ভার অর্পণ করে গোকর্ণ নামক তীর্থে গিয়ে দীর্ঘ তপস্যায় রত হলেন।

ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ॥ ১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ॥ ১৪

"হে মহাবীর রামচন্দ্র ! সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথ ইন্দ্রিয়জয়ী ও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, মাসে একবারমাত্র আহার করে কঠোর পঞ্চতপাঃ তপস্যায় রত হলেন। এইভাবে তাঁর বহুসহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেল। তখন সর্বজীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রীত হলেন।

ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।
ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ॥ ১৫

"তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পরে তপস্যানিরত মহাত্মা ভগীরথকে বললেন—

ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।
তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত॥ ১৬

—জনগণের অধিপতি হে মহারাজ ভগীরথ ! আপনার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীত। অতএব হে সুষ্ঠু ব্রতধারিন ! আপনি আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১৭

"মহাতেজস্বী মহাবীর রাজা ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—

যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ॥ ১৮

—ভগবন্ ! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, যদি তপস্যার কোনও ফল থাকে, তাহলে সগরসন্তানেরা সকলেই যেন মৎপ্রদত্ত (আমার দেওয়া) তর্পণের গঙ্গাজল লাভ করেন।

গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ॥ ১৯

—এই মহাত্মাদের (প্রপিতামহগণের) ভস্ম গঙ্গাজলে সিক্ত হলে আমার সেই প্রপিতামহগণ সকলে গঙ্গাজলস্পর্শে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।

দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ॥ ২০

—দেব ! সন্তানলাভের জন্যও প্রার্থনা করছি। আমাদের বংশ পরম্পরা যেন নষ্ট না হয়। ভগবন্ ! ইক্ষ্বাকুবংশ রক্ষার জন্য এইটি আমার উত্তম বর প্রার্থনা।

উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্॥ ২১

"রাজা ভগীরথ এই কথা বললে, সর্বলোকের (ত্রিভুবনের) পিতামহ ব্রহ্মা সুমিষ্টবাক্যে কল্যাণময়ী মধুর বাণীতে তাঁকে বললেন—

মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন॥ ২২

—ইক্ষ্বাকুবংশবর্দ্ধক হে মহাবীর ভগীরথ ! তাই-ই হোক ; তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক এবং তোমার কল্যাণ হোক।

ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্॥ ২৩

—হে রাজন্ ! হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই হৈমবতী গঙ্গা। তাঁকে (তাঁর পতনবেগকে) ধারণ করার জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত করা হোক।

গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ॥ ২৪

—রাজন্ ! পৃথিবী গঙ্গার পতনের বেগ সহ্য করতে পারবে না। আবার, তাঁর পতনের বেগ ধারণের জন্য হে রাজন্ ! ত্রিশূলধারী মহাদেব ব্যতীত অন্য কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।"

তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্‌গণৈঃ॥ ২৫

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এই কথা বলে এবং গঙ্গাকে রাজা ভগীরথের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়ে সকল দেবতা এবং মরুদ্‌গণের সঙ্গে স্বর্গে চলে গেলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

———o———

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৪৩)

ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব কর্তৃক স্বশিরে গঙ্গাকে ধারণ, গঙ্গার অহঙ্কার খণ্ডন, বিন্দুসরোবরে গঙ্গাকে নিক্ষেপ এবং গঙ্গার সপ্তধারার বর্ণনা। জহ্নুমুনির কথা এবং ভগীরথের পিতৃপুরুষদের মুক্তিপ্রাপ্তি

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্।
কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত॥ ১

"রাম ! দেবদেব ব্রহ্মা চলে গেলে ভগীরথ পৃথিবীকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত করে (পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) এক বৎসরকাল যাবৎ শিবের উপাসনা করতে লাগলেন।

অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

"অনন্তর তপস্যার এক বৎসরকাল পূর্ণ হলে সর্বলোকপূজ্য উমানাথ পশুপতি মহাদেব রাজাকে বললেন—

প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্॥ ৩

—হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমি (তোমার তপস্যায়) তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি। তোমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করব। আমি গিরিরাজ দুহিতাকে নিজ মস্তকে ধারণ করব।

ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা।
তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগং চ দুঃসহম্॥ ৪
আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত।

"রাম ! অতঃপর ত্রিভুবনপূজনীয়া জ্যেষ্ঠা হৈমবতী (হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) গঙ্গা অতিকায় রূপ ধারণ করে দুঃসহ বেগে আকাশ থেকে মঙ্গলময় শিবমস্তকে পতিত হলেন।

অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা॥ ৫
বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্।

"যাঁকে ধরে রাখা দুঃসাধ্য, সেই গঙ্গাদেবী চিন্তা করলেন—আমি স্রোতের বেগে শঙ্করকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করি।

তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ॥ ৬
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা।

"ভগবান শিব গঙ্গার অহঙ্কারের কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হলেন। তখন ত্রিনয়ন মহাদেব গঙ্গাকে অদৃশ্য করার বুদ্ধি স্থির করলেন।

সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি॥ ৭
হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।
সা কথঞ্চিন্মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা॥ ৮

"রাম ! পবিত্রা গঙ্গা ভগবান রুদ্রের পবিত্র মস্তকে, হিমালয়ের মতো জটিল, জটামণ্ডলের গহ্বরে পতিত হলেন। কিন্তু তিনি বহু যত্নেও কিছুতেই পৃথিবীতে অবতরণ করতে সমর্থা হলেন না।

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ।
তত্রৈবাবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্॥ ৯

"সেই জটাজালের মধ্য থেকে গঙ্গা নির্গত হতে পারলেন না। সেখানেই তিনি বহুবৎসর যাবৎ ভ্রমণ করতে লাগলেন।

তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন॥ ১০

"রঘুনন্দন রাম ! ভগীরথ গঙ্গাকে সেই অবস্থায় (শিবের জটাজালে বদ্ধ) দেখে, সেখানেই পুনরায় কঠোর তপস্যায় অবস্থান করলেন। তাঁর তপস্যায় মহাদেব অত্যন্ত তুষ্ট হলেন।

বিসসর্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে॥ ১১

"তখন মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরে বিসর্জন দিলেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে সাতটি স্রোতোধারার সৃষ্টি হল।

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ॥ ১২

"হ্লাদিনী, পাবনী এবং নলিনী নামে তিনটি মঙ্গলময়ী কল্যাণসলিলা গঙ্গাস্রোতোধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হল।

সচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং চ দিশং শুভাঃ॥ ১৩

"সুচক্ষু, সীতা এবং মহানদী সিন্ধু— এই তিনটি পবিত্র দিঙ্নদী (দিক্-নদী) পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হল।

সপ্তমী চান্বগাৎ তাসাং ভগীরথরথং তদা।

ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ॥ ১৪
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজৎ।
গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণীমাগতা॥ ১৫

"তাদের মধ্যে সপ্তম ধারাটি ভগীরথের রথের অনুগমন করেছিল। মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরূঢ় হয়ে আগে আগে চলছিলেন, আর গঙ্গাও তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। গঙ্গা প্রথমে আকাশ থেকে ভগবান শঙ্করের মস্তকে, সেখানে থেকে পৃথিবীতে এসেছেন।

অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্।
মৎস্যকচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা॥ ১৬
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা।

"জলতরঙ্গ তীব্র শব্দ করতে করতে মৎস্য, কচ্ছপ ও শুশুক নামক জলজন্তুদের নিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। (জলজন্তুদের নিয়ে জলতরঙ্গের) উত্থান-পতনে পৃথিবী হল সুশোভিতা।

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধগণাস্তথা॥ ১৭
ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাং গতাং তদা।
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা ॥ ১৮

"তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব তথা যক্ষ ও সিদ্ধগণ নগরের আকৃতিবিশিষ্ট বিমানে, অশ্বে এবং গজরাজপৃষ্ঠে আরোহণ করে, আকাশ থেকে ভূতলে পতিতা ও প্রবাহিতা গঙ্গাকে অবলোকন করতে লাগলেন।

পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্॥ ১৯
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ।

"প্লাবিত হওয়ার (ভেসে যাওয়ার) আশঙ্কায় দেবতারা ঐ সকল বাহনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পৃথিবীতে গঙ্গাবতরণের সেই অদ্ভুত আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখবার জন্য অমিততেজস্বী দেবগণ দলে দলে সম্মিলিত হয়েছিলেন।

সম্পতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা॥ ২০
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।

"দেবগণ দ্রুতগতিতে যেতে থাকলে, তাঁদের অলঙ্কারের দ্যুতিতে মেঘমুক্ত আকাশকে শত সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত মনে হচ্ছিল।

শিশুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ॥ ২১
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবৎ তদা।

"জলমধ্যে শুশুক, সর্প ও মৎস্যগণের বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যে গঙ্গার উপরের আকাশকে চঞ্চল বিদ্যুৎ দ্বারা উদ্ভাসিতের মতো দেখাচ্ছিল।

পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রধা॥ ২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্প্লবৈঃ।

"আকাশ, উৎক্ষিপ্ত শ্বেতবর্ণ সহস্রধারায় বিকীর্ণ জলকণায়, হংসসমাযুক্ত শরৎকালীন শুভ্রমেঘে সমাকীর্ণ মনে হচ্ছিল।

ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্॥ ২৩
বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ॥ ২৪

"গঙ্গার জলধারা কখনও দ্রুততর কখনও বা বক্রগতিতে, এবং কখনও বা বিস্তৃত হয়ে প্রবাহিত ; কখনও নিম্নে কখনও উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কখনও চলছিল ধীর গতিতে। আবার কখনও ঊর্মিমালায় (ঢেউ-এ) পরস্পর আঘাত লেগে জল ছিটকে পড়ছিল।

মুহূরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।
তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ॥ ২৫
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্।

"গঙ্গার তরঙ্গমালা মুহূর্তে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে পুনরায় ভূমিতে পতিত হচ্ছিল। সেই জল মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়ে আবার ভূমিতলে পতিত হতে লাগল। এইভাবে সেই নির্মল নিষ্কলুষ জলধারা শোভা পাচ্ছিল।

তত্রর্ষিগণগন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ॥ ২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ।

"তখন ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ এবং পৃথিবীবাসী সকলেই ভগবান শঙ্করের মস্তক থেকে পতিত সেই গঙ্গাবারি পবিত্রজ্ঞানে বারবার স্পর্শ করতে লাগলেন।

শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্॥ ২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ।
ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভান্বিতাঃ॥ ২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে।
মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা॥ ২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ।

"যাঁরা অভিশাপবশত স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে পতিত হয়েছিলেন, তাঁরা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে পাপরহিত হলেন ; সেই জলে পাপবিধৌত ও পবিত্র হয়ে পুনরায়

আকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁরা স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করলেন। প্রসন্ন ভূতলবাসীগণ সেই সমুজ্জ্বল প্রকাশমান গঙ্গাবারিতে স্নান করে পাপরহিত হয়ে প্রসন্ন হলেন।

**ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ॥ ৩০
প্রায়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ॥ ৩১
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ।
সর্পাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ॥ ৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে।**

"রাম ! রাজর্ষি মহারাজ ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ করে আগে চলতে লাগলেন আর গঙ্গা তাঁর পশ্চাতে চলতে লাগলেন। ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে, দৈত্য-দানব এবং রাক্ষসেরা, গন্ধর্ব ও যক্ষশ্রেষ্ঠগণ, কিন্নরগণ সহ মহান সরীসৃপগণ, সর্পগণ, অপ্সরাগণ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীরা সকলে প্রীত হয়ে ভগীরথের রথের পশ্চাৎ গঙ্গাকে অনুগমন করতে লাগলেন।

**যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী॥ ৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।**

"রাজা ভগীরথ যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সর্বপাপবিনাশিনী পতিতপাবনী নদীশ্রেষ্ঠা কীর্তিময়ী গঙ্গাও সেই পথে ভগীরথকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন।

**ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্মণঃ॥ ৩৪
গঙ্গা সম্প্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।**

"সেই সময় গঙ্গা, অদ্ভুত পরাক্রমী যজ্ঞনিরত মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করে গেলেন।

**তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব॥ ৩৫
অপিবৎ তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।**

"রাঘব ! রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গার ঔদ্ধত্য বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি অদ্ভুতভাবে গঙ্গার সব জল পান করে ফেললেন।

**ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সবিস্মিতাঃ॥ ৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।**

"তখন গন্ধর্বগণসহ দেবগণ এবং ঋষিগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে পুরুষপ্রবর মহাত্মা জহ্নুর বন্দনা করতে লাগলেন।

**গঙ্গাং চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ॥ ৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ॥ ৩৮**

"গন্ধর্বগণসহ দেবগণ ও ঋষিগণ গঙ্গাকে মহাত্মা জহ্নুর কন্যারূপে স্বীকার করে নিলেন। তখন মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নু সন্তুষ্ট হয়ে নিজ কর্ণদ্বয় থেকে গঙ্গাকে পুনঃসৃষ্টি করলেন। সেইজন্য গঙ্গা জহ্নুকন্যা জাহ্নবী নামে পরিচিতা হলেন।

**জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভগীরথরথানুগা।
সাগরঞ্চাপি সম্প্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা॥ ৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্মণঃ।**

"গঙ্গা পুনরায় ভগীরথের রথের অনুগমন করে চললেন। অতঃপর নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা সাগরে মিলিত হলেন। পরে, ভগীরথের উদ্দিষ্ট কার্য সিদ্ধির জন্য রসাতলে গমন করলেন।

**ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ॥ ৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।**

"রাজর্ষি ভগীরথও সযত্নে গঙ্গাকে রসাতলে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিচেতন ভস্মীকৃত পিতামহদের দেখতে পেলেন।

**অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম॥ ৪১**

"হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ! তখন পবিত্র গঙ্গাবারি সেই ভস্মরাশিকে প্লাবিত করল এবং নিষ্পাপ সগরসন্তানগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হলেন।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

———o———

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

ব্রহ্মা কর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণের উপদেশ দান ; গঙ্গাবতরণের মহিমা বর্ণন

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ॥ ১

"রাজা ভগীরথ গঙ্গার অনুগমন করে সাগরে গেলেন এবং ভূতলে প্রবেশ করলেন, যেখানে সেই সগরসন্তানেরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ।
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

"রাম ! গঙ্গার বারিধারায় সেই ভস্মরাশি প্লাবিত হলে, সর্বলোকের পতি ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে বললেন—

তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

—হে নরশ্রেষ্ঠ ! মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র দেবতাদের মতো স্বর্গে চলে গেছেন এবং তুমিই তাদের উদ্ধারকর্তা।

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ॥ ৪

—হে রাজন্ ! পৃথিবীতে সাগরের জল যতদিন থাকবে, সগরের সন্তানেরাও ততদিন স্বর্গেই দেবতাদের মতোই অবস্থান করবেন।

ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা॥ ৫

—এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে তোমার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই (ভগীরথ-কন্যা) ভাগীরথী নামে বিশ্ববিশ্রুতা হবেন।

গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা॥ ৬

—গঙ্গা দিব্যা, ত্রিপথগা এবং ভাগীরথী— এই তিন নামে প্রসিদ্ধা। তিন পথে (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) প্রবাহিতা বলে ত্রিপথগা নামে প্রসিদ্ধা।

পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ।
কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয়॥ ৭

—নরাধিপ ! তুমি এই গঙ্গায় পিতামহদের সলিল তর্পণ করো। হে রাজন্ ! পূর্বপুরুষদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করো।

পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা।
ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ॥ ৮

—রাজন্ ! তোমার পূর্বপুরুষ মহাযশস্বী ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ সগর তখন তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর পর গঙ্গা আনয়নরূপ এই মনোভিলাষ পূরণ করতে সমর্থ হননি।

তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা॥ ৯

—বৎস ! তদ্রূপ পৃথিবীতে অমিত তেজস্বী অংশুমান গঙ্গাকে আনয়নের প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু তাতে সফলকাম হননি।

রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা।
মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ॥ ১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ॥ ১১

—হে নিষ্পাপ ভগীরথ ! তোমার পিতা দিলীপ ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত, মহর্ষিতুল্য তেজস্বী, ক্ষাত্রধর্মে স্থিত হয়েও আমার (ব্রহ্মার) মতো তেজস্বী। হে সৌভাগ্যবান! সেই তপস্যার তেজে তেজস্বী দিলীপও গঙ্গাকে প্রার্থনা করেও মর্ত্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হননি।

সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্॥ ১২

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তোমার পূর্বপুরুষকৃত সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করে তুমি জগতে সর্বোত্তম মহান যশের অধিকারী হলে।

তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম্।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মস্যায়তনং মহৎ॥ ১৩

—হে অরিন্দম্ ! তুমি ভূতলে গঙ্গার সেই অবতরণ কার্য পূর্ণ করে ধর্মের মহৎ আবাসস্থল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলে।

প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব॥ ১৪

—হে নরশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ! সর্বদা স্নানযোগ্য সেই পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করে পুণ্যফল লাভ করো এবং পবিত্র হও।

পিতমহানাং সর্বেষাং কুরুষ্ব সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ॥ ১৫

—হে রাজন্ ! পিতামহদের সকলের উদ্দেশ্যে তর্পণ ক্রিয়া সমাধা করো। তোমার মঙ্গল হোক। আমি চলে যাই। তুমিও স্বস্থানে গমন করো।

ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ॥ ১৬

"সর্বলোকের (ত্রিজগতের) পিতামহ মহাযশস্বী দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যেমন এসেছিলেন, সেইরকমভাবে দেবলোকে চলে গেলেন।

ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহযশাঃ॥ ১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ॥ ১৮

"হে নরোত্তম রাম ! মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথ শাস্ত্রবিধি অনুসারে বয়ঃক্রমানুসারে সগরসন্তানদের উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন করে স্নানান্তে পবিত্র হয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন। অনন্তর অর্থসমৃদ্ধ হয়ে রাজা স্বরাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ॥ ১৯

"হে রাঘব রামচন্দ্র ! প্রজাগণ রাজাকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শোক দূর হয়ে গেল এবং তারা ধনসমৃদ্ধ ও চিন্তারোগশূন্য হল।

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ততে॥ ২০

"রাম ! গঙ্গার (মর্ত্যে আগমন) বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তোমাকে বললাম। স্বস্তি লাভ করো। তোমার কল্যাণ হোক। এখন সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হচ্ছে।

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ॥ ২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্॥ ২২

"এই শুভ আয়ুবর্ধক গঙ্গাবতরণ কাহিনী শ্রবণে ধন, যশ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, পুত্র এবং স্বর্গ প্রাপ্তিও হয়। এই মঙ্গলজনক কাহিনী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্য বর্ণীয়দের শ্রবণ করালে পিতৃপুরুষ এবং দেবতারা প্রীত হন।

যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতে॥ ২৩

"হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! যিনি এই গঙ্গাবতরণ কাহিনী শ্রবণ করেন, তাঁর সকল কামনা পূর্ণ হয়, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং আয়ু ও যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

———○———

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

নিজের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের বিস্ময়, বিশালা নগরী দর্শন, দেবাসুরের ক্ষীরসমুদ্র মন্থন, ভগবান শিব কর্তৃক মন্থনজাত হলাহল পান, পাতাল থেকে ধনন্তরির, অপ্সরা, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি ও অমৃতের উৎপত্তি এবং দেবাসুর সংগ্রাম ও ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যলাভ

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ১

'তখন বিশ্বামিত্রের কথা শুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামচন্দ্র অতীব বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্॥ ২

"হে ব্রহ্মন্ ! গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ এবং গঙ্গাবারিতে সাগরের পূরণ, এই যে পুণ্য কাহিনী আপনি বললেন, তা অতি মহৎ ও অদ্ভুত ঘটনা।

ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ।
ইমাং চিন্তয়তোঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব॥ ৩

"কাম-ক্রোধাদি শত্রুনাশক হে মহর্ষে ! আপনার

কথিত এই সমগ্র কাহিনী পুরোপুরি চিন্তা করতে করতে আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের এই দীর্ঘ রাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত হল।

**তস্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ।
জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্র কথাং শুভাম্॥ ৪**

"হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ! গঙ্গাবতরণের সেই পবিত্র কাহিনীর বিষয় চিন্তা করতে করতে ভাই সৌমিত্রির সঙ্গে আমার সারা রাত্রি চলে গেল।"

**ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ॥ ৫**

'অতঃপর নির্মল প্রভাতে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র আহ্নিককৃত্য সমাধা করলে, শত্রুদমন রামচন্দ্র তাঁকে এই কথা বললেন—

**গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমং শ্রুতম্।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্॥ ৬**

"রাত্রিদেবী চলে গেলেন। রমণীয় শ্রোতব্য বিষয় শুনলাম। এখন আমরা নদীশ্রেষ্ঠ পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী অতিক্রম করব।

**নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা॥ ৭**

"মহাশয়কে (আপনাকে) এখানে উপস্থিত জানতে পেরে পুণ্যকর্মা ঋষিদের প্রেরিত সুখকর আস্তরণ (চাদর) বিছানো এই নৌকা দ্রুত এসে উপস্থিত হয়েছে।"

**তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ॥ ৮**

'মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণসহ তাঁকে (সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে) গঙ্গা পার করিয়ে দিলেন।

**উত্তরং তীরমাসাদ্য সম্পূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্॥ ৯**

'অনন্তর বিশ্বামিত্র নিজে নদীর উত্তর কূলে এসে ঋষিগণের অর্চনা করলেন, পরে তাঁরা সকলে গঙ্গাতীরে বসেই বিশালা নামক নগরীকে দেখতে পেলেন।

**ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা॥ ১০**

'তদনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়ের (শ্রীরামলক্ষ্মণের) সঙ্গে সেই দিব্য স্বর্গতুল্য রমণীয় বিশালা নাম্নী নগরীর উদ্দেশ্যে দ্রুত যাত্রা করলেন।

**অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্॥ ১১**

'অনন্তর মহাজ্ঞানী রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে (হাত জোড় করে) মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকট রমণীয়া বিশালা পুরীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

**কতমো রাজবংশোঽয়ং বিশালায়াং মহামুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে॥ ১২**

"হে মহামুনে ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি জানতে ইচ্ছা করি, বিশালা নগরীতে এখন কোন রাজবংশ রাজত্ব করছে ! এ বিষয়ে খুবই কৌতূহল হচ্ছে।"

**তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্॥ ১৩**

'মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিশালা নগরীর পুরাতনী কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন—

**শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্।
অস্মিন্ দেশে হি যৎ বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব॥ ১৪**

"রাম ! ইন্দ্র কর্তৃক কথিত যে কাহিনী শুনেছি, তা শোনো। হে রঘুকুলনন্দন ! এই দেশে যা ঘটেছে তা যথার্থত শ্রবণ করো।

**পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ॥ ১৫**

"রাম ! পূর্বে সত্যযুগে দিতির পুত্র দৈত্যরা ছিলেন মহাবলশালী এবং অদিতির পুত্র আদিত্যেরাও ছিলেন মহাভাগ্যমান বীর ও পরম ধার্মিক।

**ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ॥ ১৬**

"হে পুরুষসিংহ ! অনন্তর একদা সেই মহাত্মাদের মনে হল, আমরা কেমন করে মৃত্যুরহিত (অমর), জরাহীন (নির্জর) এবং নীরোগ হব ?

**তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ॥ ১৭**

"এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই জ্ঞানীদের (দৈত্য ও আদিত্যদের) বুদ্ধিতে এল (সেই বিদ্বান পুত্রেরা ভাবলেন) —আমরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে সেখান থেকে (অমৃত) রস লাভ করব।

**ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥ ১৮**

"তখন অমিত তেজস্বী দৈত্য এবং আদিত্যেরা সমুদ্র মন্থনবিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে বাসুকি নাগকে মন্থন রজ্জু এবং মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড করে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন

করতে লাগলেন।

অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ॥ ১৯

"এইভাবে হাজার বছর ধরে সমুদ্র মন্থন চলতে থাকলে রজ্জুরূপী সর্প তার সহস্র মুখ (ফণা) দিয়ে ভীষণ বিষ বমন করতে এবং দন্ত দ্বারা পর্বতের শিলা দংশন করতে লাগল।

উৎপপাতাগ্নিসংকাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ২০

"তার থেকে (সেই বিষ বমন থেকে) অগ্নির ন্যায় প্রদাহক হলাহল নামক মহাবিষ উৎপাদিত হয়ে সেই বিষে দেবাসুর মানুষসহ সমগ্র জগৎ দগ্ধীভূত হতে লাগল।

অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ॥ ২১

"তখন দেবতারা সকলে বিশ্বের মঙ্গলকর্তা, মহান দেবতা ভগবান পশুপতি রুদ্রের শরণাগত হয়ে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীৎ ততোঽত্রৈব শঙ্খচক্রধরো হরিঃ॥ ২২

"দেবগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর শঙ্খচক্রধর শ্রীহরিও সেখানে আবির্ভূত হলেন।

উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ।
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎ পূর্বং সমুপস্থিতম্॥ ২৩
তৎ ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো॥ ২৪

"শ্রীহরি স্মিত হাস্য করে শূলপাণি রুদ্রদেবকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ! দেবগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থনে যা পূর্বে উত্থিত হয়েছে, দেবতাদের অগ্রগণ্যরূপে আপনারই তা প্রাপ্য। অতএব হে প্রভো! এখানে অবস্থান করে পূজাগ্রভাগরূপে এই বিষ আপনি গ্রহণ করুন।"

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ॥ ২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ॥ ২৬

"দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি এই কথা বলে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তখন দেবাদিদেব ভগবান হর দেবতাদের ভয় দেখে এবং শার্ঙ্গপাণি শ্রীবিষ্ণুর কথানুসারে হলাহল নামক সেই ভয়ঙ্কর বিষ অমৃতের মতো গ্রহন করলেন এবং দেবতাদের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ততো দেবাসুরাঃ সর্বে মমন্থু রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ॥ ২৭

"হে রাঘব রামচন্দ্র! অতঃপর দেবতা এবং অসুরেরা সকলে মিলিত হয়ে আবার সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করলেন। তখন মন্থনদণ্ডরূপী পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দার পাতালে প্রবেশ করল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্॥ ২৮
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।

"তখন গন্ধর্বদের সঙ্গে দেবতারা মিলিতভাবে মধুসূদনের স্তব করতে লাগলেন— হে মহাবীর! আপনিই সকল প্রাণীর, বিশেষত দেবতাদের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের রক্ষা করুন। এই মন্থনদণ্ডরূপী মন্দার পর্বতকে উদ্ধার করুন।

ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ॥ ২৯
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ।

"হৃষীকেশ শ্রীহরি দেবতাদের এই প্রার্থনা শুনে কচ্ছপের রূপ ধরে মন্দার পর্বতকে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করলেন এবং সমুদ্রে শয়ন করলেন।

পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ॥ ৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।

"বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম কেশব, দেবতাদের মধ্যে অবস্থিত হয়ে পর্বতের অগ্রভাগ হস্ত দ্বারা ধারণ করে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন।

অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্॥ ৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ॥ ৩২

"সহস্রবৎসরব্যাপী মন্থনের ফলে সমুদ্রতল থেকে উঠে এলেন, প্রথমে দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে ধর্মাত্মা আয়ুর্বেদময় পুরুষ ধন্বন্তরি এবং পরে উঠলেন উজ্জ্বলকান্তিময়ী অপ্সরাগণ।

অপ্সু নির্মথনাদেব রসাৎ তস্মাদ্বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্॥ ৩৩

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! জলে মন্থন করার ফলে সেই জলের রস থেকে যে সুন্দরী স্ত্রীগণ উৎপাদিত হয়েছিলেন, তাঁরাই অপ্সরা নামে পরিচিতা।

ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্।
অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ॥ ৩৪

"হে কাকুৎস্থ রাম ! সেই উজ্জ্বলকান্তি অপ্সরাদের সংখ্যা ষাট কোটি, কিন্তু তাঁদের পরিচারিকা অসংখ্য।

ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেবদানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৫

"দেবতারা এবং দানবেরা কেউই তাঁদের (সেই অপ্সরাদের) স্ত্রীরূপে স্বীকার করলেন না। অস্বীকৃতিহেতু তাঁরা (অপ্সরারা) সাধারণনারী রূপেই পরিগণিত হলেন।

বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্॥ ৩৬

"হে রঘুনন্দন ! অতঃপর বরুণের কন্যা বারুণী আবির্ভূতা হলেন। সেই মান্যবরা পরিগ্রহের (বিবাহের) জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্॥ ৩৭

"বীর রাম ! দিতির পুত্র দৈত্যেরা বরুণের কন্যাকে গ্রহণ করলেন না ; অদিতির পুত্র আদিত্যেরা কিন্তু সেই অনিন্দ্য সুন্দরীকে গ্রহণ করলেন।

অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ॥ ৩৮

"দিতির পুত্রগণ সেই হেতু (সুরার দেবী বারুণীকে গ্রহণ না করার জন্য) 'অসুর' নামে পরিচিত হলেন ; আর অদিতির পুত্রেরা (সুরার দেবী বারুণীকে গ্রহণ করার জন্য) 'সুর' নামে পরিচিত হলেন। সুরগণ বারুণীকে গ্রহণ করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নং চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্॥ ৩৯

"হে নরশ্রেষ্ঠ ! অতঃপর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ এবং তদ্রূপ উত্তম অমৃত সমুদ্র থেকে উত্থিত হল।

অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানযোধয়ন্॥ ৪০

"রাম ! তখন সেই অমৃতের জন্যই হল (মহর্ষি কশ্যপের) কুলক্ষয়। অদিতির পুত্র আদিত্যগণ তখন দিতির পুত্র দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্॥ ৪১

"হে বীর রামচন্দ্র ! অসুরেরা রাক্ষসদের সঙ্গে একতাবদ্ধ (মিলিত) হলেন। অতঃপর ত্রিভুবনের মহাবিস্ময়কর ভয়ঙ্কর দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরৎ তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্॥ ৪২

"যুদ্ধ করতে করতে যখন দেবাসুরেরা সকলে দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু মায়ায় মোহিনী নারীমূর্তি ধারণ করে দ্রুত অমৃত হরণ করে নিয়ে গেলেন।

যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুণা প্রভবিষ্ণুনা॥ ৪৩

"যে অসুরেরা পুরুষোত্তম অবিনাশী ভগবান বিষ্ণুর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, তাঁরাই যুদ্ধে প্রভাবশালী বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্॥ ৪৪

"সুরাসুরের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসমরে অদিতির বীর পুত্র আদিত্যেরা দিতির পুত্র দৈত্যদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন।

নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্॥ ৪৫

"পুরন্দর দেবরাজ ইন্দ্র দিতির পুত্র দৈত্যদের যুদ্ধে সংহার করে ত্রিলোকের রাজ্য লাভ করলেন এবং সানন্দে ঋষিকুল ও চারণকুল সমন্বিত ত্রিভুবনকে শাসন করতে লাগলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

পুত্রহন্তা ইন্দ্রের বধের জন্য পতি কশ্যপের নিকট দিতির উপযুক্ত বীরপুত্রের প্রার্থনা এবং পতির অনুমতিক্রমে তপশ্চর্যা। তপোনিরতা দিতির পরিচর্যাকারী ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভস্থ সন্তানের সাতখণ্ডে ছেদন এবং দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনা

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং নাম ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১

"পুত্রগণ নিহত হওয়ায় অতীব শোকার্তা দিতি স্বামী মরীচিনন্দন কশ্যপকে এই কথা বললেন—

হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাবলৈঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোর্জিতম্॥ ২

—ভগবন্ ! তোমার মহাবলশালী পুত্র দেবতাগণ আমার পুত্রদের হত্যা করায় আমি মৃতপুত্রা হয়েছি। দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা অর্জনীয় ইন্দ্রহন্তা পুত্রের কামনা করি।

সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ৩

—আমি তসপ্যা করব, তুমি অনুমতি দাও। সর্বশক্তিমান ইন্দ্রহন্তা পুত্র আমার গর্ভে দান করো।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্॥ ৪

"তখন মরীচিনন্দন মহাতেজস্বী কশ্যপমুনি অতীব শোকার্তা দিতির সেই কথা শুনে প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন—

এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে॥ ৫

—অয়ি তপোধনে ! তাই-ই হবে। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি পবিত্রা থাকো। যুদ্ধে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সমর্থ এমন পুত্রকে তুমি জন্ম দেবে।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িস্যাসি॥ ৬

"পূর্ণ এক সহস্র বৎসর যদি তুমি পবিত্র থাকতে পার, তবে আমার কাছ থেকে ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্রের হত্যাকারী পুত্রের জন্ম দিতে সমর্থ হবে।

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সম্মমার্জ তাম্।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ॥ ৭

"মহাতেজস্বী কশ্যপ এই কথা বলে, তাঁর (দিতির) সর্ব অঙ্গ হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত করলেন (সস্নেহে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন)। তারপর তাঁকে স্পর্শ করে, তোমার মঙ্গল হোক—এই বলে তপস্যা করতে চলে গেলেন।

গতে তস্মিন্ নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ৮

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! মহর্ষি কশ্যপ তপস্যার জন্য চলে গেলে দিতি পরম উল্লসিতা হয়ে কুশপ্লব নামক তপোবনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় নিরতা হলেন।

তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা॥ ৯

"হে পুরুষপ্রবর রাম ! তিনি (দিতি) যখন তপস্যা করছিলেন, তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র (বিনয়াদি) গুণসম্পন্ন হয়ে তাঁর (দিতির) সেবা করতে লাগলেন।

অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্॥ ১০

"অগ্নি, কুশরাশি, যজ্ঞকাষ্ঠ, জল, ফল-মূল, তদ্রূপ আরও যে সকল দিতির আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, সে সকলই সহস্রলোচন ইন্দ্র তাঁকে (দিতিকে) নিবেদন করেছিলেন।

গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা।
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ॥ ১১

"ইন্দ্র সব সময়ই দিতির পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য গাত্রসংবাহনাদি দ্বারা দিতির সেবা করতে লাগলেন।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ॥ ১২

"রঘুনন্দন রাম ! দিতির তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হতে আর মাত্র দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকাকালীন সময়ে দিতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বললেন—

তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্যবতাং বর।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ॥ ১৩

— হে বীরশ্রেষ্ঠ ! আমার তপস্যাচরণের আর মাত্র

দশ বৎসর অবশিষ্ট আছে। তারপর তুমি তোমার প্রিয় ভাইকে দেখতে পাবে।

যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জয়োৎসুকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষসি বিজ্বরঃ॥ ১৪
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি॥ ১৫

—হে পুত্র দেবরাজ ! তোমাকে জয় করে বিনাশ করার জন্য তোমার মহাত্মা পিতার নিকট যে পুত্রের প্রার্থনা করেছিলাম, তাতে সহস্র বৎসর তপস্যান্তে তদ্রূপ পুত্রলাভের বর তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু, পুত্র ! তোমার ত্রিভুবন বিজয়ের সহায়করূপে তাকে (সেই পুত্রকে) নিযুক্ত করে দেব ; তার সাহায্যে তুমি চিন্তাশূন্য হয়ে ত্রিভুবন বিজয়ের সুখ ভোগ করবে।

ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ॥ ১৬

"সূর্য মধ্যগগনে উপস্থিত হলে দ্বিপ্রহর বেলায় দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি এই কথা বলে তন্দ্রাহেতু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে পাদদ্বয়ের উপর মস্তকের কেশরাশি পতিত হল, এবং তিনি নিদ্রাভিভূতা হলেন।

দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়ৌ কৃতমূর্ধজাম্।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জগাস চ মুমোদ চ॥ ১৭

"শয্যাতে চরণদ্বয়-স্থাপনের স্থানে মস্তক এবং মস্তক স্থাপনের স্থানে চরণদ্বয় স্থাপন করায় তাঁকে (দিতিকে) অপবিত্র দেখে ইন্দ্র হেসে উঠলেন এবং উল্লসিতও হলেন।

তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
গর্ভং চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাত্মবান্॥ ১৮

"রাম ! এই সুযোগে অত্যন্ত আত্মমঙ্গলাভিলাষী ইন্দ্র দিতির উদরে প্রবেশ করে গর্ভকে সাত ভাগে বিভক্ত করে দিলেন।

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত॥ ১৯

"রাম ! শতপর্ব নামক বজ্র দ্বারা গর্ভ বিদীর্ণ হলে ঐ গর্ভস্থ শিশুটি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগল ; তখন দিতি জেগে উঠলেন।

মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ॥ ২০

"ইন্দ্র গর্ভকে (গর্ভস্থ শিশুকে) বললেন— রোদন কোরো না, রোদন কোরো না। তথাপি ক্রন্দন করতে থাকলে মহাতেজস্বী ইন্দ্র ক্রন্দনরত সেই সপ্তখণ্ডিত গর্ভকেও খণ্ডিত করলেন।

ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ॥ ২১

"তখন দিতি বললেন—মেরো না, মেরো না। তখন মাতৃবাক্যে গুরুত্ব (সম্মান) দিয়ে ইন্দ্র গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা॥ ২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে।
অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ২৩

"ইন্দ্র বজ্রসহ কৃতাঞ্জলি হয়ে দিতিকে বললেন — দেবি ! মাথার চুল পায়ে রেখে অশুচি অবস্থায় আপনি নিদ্রিতা ছিলেন। পাপের সেই ছিদ্রপথে আপনার গর্ভে প্রবেশ করে আমি যুদ্ধে ইন্দ্রহন্তাকে (আমি ইন্দ্র, সেই আমার হত্যাকারীকে) পেয়ে সাত খণ্ডে খণ্ডিত করে হত্যা করেছি। দেবি ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৬॥

—o—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

দিতির পুত্রদের 'মারুত' নামকরণ এবং দিতির অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক তাদের দেবলোকে স্থাপন, দিতির তপস্যাস্থলে 'ইক্ষ্বাকু পুত্র বিশাল' কর্তৃক 'বিশালা' নগরী স্থাপন এবং সেই নগরীর তৎকালীন রাজা 'সুমতি' কর্তৃক 'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের' অভ্যর্থনা

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ॥ ১

"নিজের গর্ভকে সাত খণ্ডে খণ্ডিত করায় অতীব শোকার্তা দিতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অনুনয় করে বললেন—

মমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।
নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন॥ ২

—বলবান শত্রুবিনাশক হে দেবরাজ ! আমার অপরাধেই আমার গর্ভ সাত ভাগে খণ্ডিত হয়েছে ; এই ব্যাপারে তোমার কোনও অপরাধ নেই।

প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্যয়ে।
মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে॥ ৩

—আমার এই গর্ভ বিপর্যস্ত হওয়ায়, তোমার জন্য প্রিয়কার্য করতে ইচ্ছা করি। এই সাতটি খণ্ড প্রাণবন্ত হয়ে তোমার সপ্ত বায়ুলোকের সপ্ত প্রতিপালক হোক।

বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।
মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ॥ ৪

—হে পুত্র ! আমার এই সাত পুত্র মারুত নামে বিখ্যাত হোক এবং দিব্য রূপ লাভ করে বায়ুদেবতার স্কন্ধে আরূঢ় হয়ে স্বর্গে বিচরণ করুক।

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।
দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ॥ ৫

—আমার সাত পুত্রের মধ্যে একজন (প্রথম জন) ব্রহ্মলোকে বিচরণ করুক ; তদ্রূপ ; অন্য (দ্বিতীয় জন) ইন্দ্রলোকে বিচরণ করুক। তৃতীয় মহাকীর্তিমান দিব্যবায়ু নামে খ্যাত হোক এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করুক।

চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।
সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি সমাত্মজাঃ॥ ৬
ত্বৎ কৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ।

—হে দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ! তোমার মঙ্গল হোক। আমার অপর চার পুত্র তোমার দেওয়া মারুত নামে খ্যাত হয়ে তোমারই নির্দেশে যথাসময়ে চারিদিকে বিচরণ করবে।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥ ৭
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ।
সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেব রূপাস্তবাত্মজাঃ।

"তাঁর (দিতির) সেই কথা শুনে, বল নামক অসুর-নিধনকারী সহস্রলোচন ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—মা ! আপনি যা বললেন, সে সবই (যথাযথ) হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনার পুত্রেরা দেবতারূপেই সর্বত্র বিচরণ করবে এবং তাতে আপনার কল্যাণ হবে।

এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে॥ ৯
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্।

"রাম ! আমরা এইরকম শুনেছি যে, তাঁরা মাতা-পুত্র দুজনে একত্র তপোবনে বসে এইরকম স্থির সিদ্ধান্ত করে কৃতকৃত্য হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা॥ ১০
দিতিং যত্র তপঃ সিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ।

"হে কাকুৎস্থ রাম ! এই সেই স্থান যেখানে মহেন্দ্র বাস করতেন এবং এখানেই তপঃসিদ্ধা দিতিকে এইভাবে পরিচর্যা করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ॥ ১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।
তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা॥ ১২

"হে পুরুষসিংহ ! মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অলম্বুষা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বিশাল নামে এক পরমধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। তিনিই এই স্থানে 'বিশালা' নামক পুরী নির্মাণ করান।

বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ॥ ১৩

"রাম ! বিশালের পুত্র ছিলেন মহাবীর হেমচন্দ্র, তিনি ছিলেন অতীব বলশালী, সুপ্রসিদ্ধ সুচন্দ্র তাঁরই পুত্র।

সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত॥ ১৪

"রাম ! সুচন্দ্রের পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। সৃঞ্জয় নামে ধূম্রাশ্বের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।

কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ॥ ১৫

"সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রতাপশালী শ্রীমান সহদেব ; আর সহদেবের পুত্র পরমধার্মিক কুশাশ্ব।

কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১৬

"কুশাশ্বের পুত্র প্রতাপশালী মহাতেজস্বী সোমদত্ত ; আর সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ নামে খ্যাত।

তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সম্প্রত্যেষ পুরীমিমাম্।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ॥ ১৭

"কাকুৎস্থের সুমতি নামে খ্যাত দুর্জয় মহাতেজস্বী পুত্র সম্প্রতি এই পুরীতে বাস করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ॥ ১৮

"মহারাজ ইক্ষ্বাকুর প্রসন্ন আশীর্বাদে বিশালা পুরীর সকল রাজাই ছিলেন দীর্ঘজীবী, মহাপ্রাণ, পরাক্রমী এবং অতীব ধর্মপরায়ণ।

ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ১৯

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! আমরা আজ এখানে এক রাত্রি সুখে নিদ্রা যাব। আগামীকাল প্রভাতে রাজা জনককে দেখবে পাবে।"

সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ॥ ২০

'মহাতেজস্বী কীর্তিমান নৃপশ্রেষ্ঠ সুমতি, বিশ্বামিত্রকে পুরীর নিকটে উপস্থিত জেনে প্রত্যুদ্‌গমন করতে এগিয়ে এলেন।

পূজাং চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ২১

'অতঃপর উপাধ্যায় (পুরোহিত) এবং বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রাজা সুমতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বিশেষভাবে অর্চনান্তে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে করজোড়ে বললেন—

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে।
সম্প্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম॥ ২২

"হে মুনিবর ! যেহেতু আপনি আমার মতো একজন সাধারণ রাজার রাজ্যে এসেছেন এবং আমাকে দর্শন দিয়েছেন, সেইজন্য আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হয়েছি। আমার অপেক্ষা অধিকতর ধন্য আর কেউ-ই হয়নি।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

রাজা সুমতি কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের প্রশংসা ও বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের উত্তর দান, অতঃপর মিথিলার নিকটবর্তী মুনি-পরিত্যক্ত আশ্রম সম্বন্ধে রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র কর্তৃক অহল্যার প্রতি ঋষি গৌতমের অভিশাপ বর্ণন

পৃষ্ট্বা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে।
কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্॥ ১

'সেখানে বিশ্বামিত্র ও সুমতির পরস্পর সাক্ষাৎকালে পরস্পর কুশল বিনিময় করে আলাপান্তে সুমতি মুনিবরকে বললেন—

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ॥ ২

"হে মুনিবর ! আপনার সৌভাগ্য বর্ধিত হোক। এই কুমার দুজন দেবতার ন্যায় পরাক্রমশালী, হস্তী ও সিংহের ন্যায় ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন এবং ব্যাঘ্র ও বৃষের তুল্য বীর।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ॥ ৩

"পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্রবিশিষ্ট এবং নবীন যৌবনপ্রাপ্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশ রূপবান কুমারদ্বয় তরবারি তূণীর এবং ধনুর্ধারণ করে আছে।

যদৃচ্ছয়ৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥ ৪

"হে মুনিবর ! দেবলোক থেকে স্বেচ্ছায় যেন দুজন দেবতা পৃথিবীতে নেমে এসেছেন ! কেনই বা এঁরা পায়ে হেঁটে এখানে এসেছেন ? কী কারণ ! এঁরা কারই বা পুত্র ?

ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্যাবিবাম্বরম্।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ॥ ৫

"আকাশকে চন্দ্র এবং সূর্য যেমন ভূষিত করে সেইরকম, হৃদ্‌গত ভাব ও আচরণে পরস্পর সদৃশ এই কুমারদ্বয় এই দেশকে অলঙ্কৃত করেছেন।

কিমর্থং চ নরশ্রেষ্ঠৌ সম্প্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৬

"শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী বীর এই নরশ্রেষ্ঠদ্বয় কেন এই দুর্গম পথে এসেছেন, তা আমি যথার্থত শুনতে ইচ্ছা করি।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
সিদ্ধাশ্রমনিবাসং চ রাক্ষসানাং বধং যথা।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ॥ ৭

'তাঁর (রাজা সুমতির) সেই কথা (জানবার ইচ্ছা) শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সিদ্ধাশ্রমে তাঁদের বাস এবং রাক্ষসবধের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বললেন (জানালেন)। বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ॥ ৮

'মহাবলশালী এবং সেব্য রাজা দশরথের পুত্রদ্বয়কে অতিথিরূপে পেয়ে রাজা সুমতি বিধিপূর্বক তাঁদের আতিথ্য সৎকার করলেন।

ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ॥ ৯

'অনন্তর রঘুবংশীয় কুমারদ্বয় সুমতির নিকট উত্তমরূপে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয়ে সেখানে (বিশালা নগরীতে) একরাত্রি বাস করলেন এবং তারপর মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্।
সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্॥ ১০

'রাজা জনকের সেই কল্যাণময়ী নগরী দর্শন করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গী মুনিরা সকলে সাধু সাধু বলে সেই নগরীর সশ্রদ্ধ প্রশংসা করলেন।

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্॥ ১১

'সেখানে মিথিলার উপকণ্ঠে উপবনে একটি প্রাচীন নির্জন রমণীয় আশ্রম দেখে রাঘব রামচন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ইদমাশ্রমসংকাশং কিং ন্বিদং মুনিবর্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ॥ ১২

"এই আশ্রমসদৃশ স্থানটি মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত কেন ? এটি পূর্বে কার আশ্রম ছিল ? ভগবন্ ! আমি এই সকল বিষয় শুনতে ইচ্ছা করি।"

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৩

'রাঘব রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বাক্‌পটু মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ॥ ১৪

"যে মহাত্মার ক্রোধবশত এই আশ্রমস্থানটি অভিশপ্ত হয়েছিল, যথার্থত তা আমি তোমাকে বলব ; হে রাঘব ! তুমি শ্রবণ করো।

গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ॥ ১৫

"হে নরবর রামচন্দ্র ! পূর্বে মহাত্মা গৌতমের স্বর্গসদৃশ এই আশ্রমটি দেবতাদের দ্বারাও সশ্রদ্ধ প্রশংসিত ছিল।

স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ॥ ১৬

"হে মহাযশস্বিন রাজপুত্র (রাম) ! পূর্বে এখানে (এই তপোবনে) মহর্ষি গৌতম স্ত্রী অহল্যার সঙ্গে অনেক অনেক বর্ষব্যাপী তপস্যা করেছিলেন।

তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষ ধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥ ১৭

"আশ্রমে মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতি জানতে পেরে শচীর স্বামী সহস্রলোচন ইন্দ্র ঋষি গৌতমের বেশ ধারণ করে অহল্যাকে বললেন—

ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥ ১৮

—অয়ি অনন্যনিষ্ঠাপরায়ণে ! মিলনকামীরা ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। অয়ি কৃশোদরে সুন্দরি ! আমি তোমার সঙ্গে মিলনাভিলাষী।

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিং চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥ ১৯

"হে রঘুনন্দন রাম ! মুনিবেশধারীকে সহস্রলোচন ইন্দ্র বলে জানতে পেরেও মন্দমতি অহল্যা কৌতূহলবশত দেবরাজের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সম্মত হলেন।

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো॥ ২০
আত্মানংমাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।

"অনন্তর সুরতক্রীড়াসমাপনান্তে অহল্যা সন্তৃপ্ত চিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—হে দেবরাজ ! আমি কৃতার্থ হলাম। হে প্রভো ! আপনি শীঘ্র এখান থেকে চলে যান ; মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ থেকে আপনি নিজেকে এবং আমাকে রক্ষা করুন।

ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ॥ ২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।
এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাৎ ততঃ॥ ২২

"ইন্দ্র তখন হাসতে হাসতে বললেন—অয়ি সুন্দরি ! আমিও কৃতার্থ হলাম। এখন আমি যেমন এসেছিলাম তেমনই চলে যাচ্ছি। এইভাবে, সঙ্গম সমাপনান্তে ইন্দ্র তখনই সেই পর্ণকুটীর থেকে নির্গত হলেন।

স সম্ভ্রমাৎ ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।
গৌতমং স দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্॥ ২৩
দেবদানবদুর্ধর্ষং তপোবন সমন্বিতম্।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্॥ ২৪
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্।

"রাম ! তখন ইন্দ্র মহামুনি গৌতমের আগমনের আশঙ্কায় ভয়জনিত আবেগে শীঘ্র (কুটীর থেকে) নির্গত হওয়ার সময়, দেবতা ও দানবদের নিকট অপরাজেয় তপোবলে বলীয়ান, তীর্থজলে আর্দ্রদেহ, কুশ ও যজ্ঞীয় কাষ্ঠধারণকারী অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতমকে প্রবেশ করতে দেখলেন।

দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ॥ ২৫
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ॥ ২৬

"মহর্ষি গৌতমকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভয়ে বিষণ্ণবদন হয়ে পড়লেন। তখন সদাচারী ঋষি (গৌতম) মুনির বেশধারী দুশ্চরিত্র সহস্রলোচন ইন্দ্রকে দেখে রুষ্ট হয়ে বললেন—

মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৭

—রে দুষ্টবুদ্ধি ! যেহেতু তুমি আমার রূপ ধারণ করে এই অকরণীয় (পরস্ত্রীতে মিলন রূপ-পাপ) কর্ম করেছ, সেই হেতু তুমি অণ্ডকোষহীন হবে।

গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ॥ ২৮

"মহাত্মা গৌতম সরোষে (ক্রুদ্ধ হয়ে) এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রলোচন ইন্দ্রের পুরুষত্বের চিহ্ন অণ্ডকোষ দুটি মাটিতে খসে পড়ে গেল।

তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্যামপি চ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি॥ ২৯
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥ ৩০
যদা ত্বেতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥ ৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বঃ বপুর্ধারয়িষ্যসি॥ ৩২

"ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়ে স্বীয় ভার্যাকেও অভিশাপ দিলেন—অয়ি পাপীয়সি ! তুমি এই আশ্রমে সকল প্রাণীর অদৃশ্যা হয়ে বহু সহস্র বৎসর যাবৎ বাস করবে। অনাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় শায়িতা হয়ে প্রায়শ্চিত্তরূপ তপস্যা করবে। যখন দশরথাত্মজ বীর রামচন্দ্র এই গহন অরণ্যে আসবেন, তখনই লোভ-মোহ ত্যাগ করে তাঁকে আতিথ্য দ্বারা তুমি পবিত্র হবে। অতঃপর নিজদেহ ধারণ করে সানন্দে আমার নিকট আসবে।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধচারণ সেবিতে।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ॥ ৩৩

"মহাতেজস্বী মহান তপস্বী ঋষি গৌতম পাপাচারিণী স্ত্রীকে এইরকম বলে এই আশ্রম ত্যাগ করে সিদ্ধ এবং চারণগণ দ্বারা সেবিত (সিদ্ধ এবং চারণদের বাসভূমি) হিমালয়ের রমণীয় শিখরে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।"

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডেঽষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

—o—

একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

পিতৃদেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রের মেষের অণ্ডকোষ প্রাপ্তি, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যার উদ্ধার ও ঋষি গৌতমের পুনর্মিলন এবং উভয় কর্তৃক শ্রীরামবন্দনা

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীৎ ত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্॥ ১

"তখন অণ্ডকোষহীন ইন্দ্র ভয়ার্তনেত্রে অগ্নি প্রমুখ দেবগণকে এবং উপদেবতা সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের বললেন—

কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্যহি ময়া সুরকার্যমিদং কৃতম্॥ ২

—মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন করে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এর দ্বারা আমি দেবকার্যই সম্পন্ন করেছি।

অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া॥ ৩

—সেই মুনির ক্রোধে আমি হয়েছি অণ্ডকোষহীন এবং অহল্যাও হয়েছেন পরিত্যক্তা। এইভাবে তাঁকে দিয়ে ভয়ঙ্কর শাপপ্রদান করিয়ে আমি তাঁর তপঃশক্তিকে অপহরণ করেছি।

তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
সুরকার্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ॥ ৪

—আমি দেবকার্য সম্পন্ন করেছি। অতএব ঋষিগণ এবং চারণগণসহ আপনারা সকল দেবতা আমাকে সফল তথা অণ্ডকোষযুক্ত করুন।

শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ॥ ৫

"ইন্দ্রের কথা শুনে অগ্নিদেবকে পুরোভাগে নিয়ে মরুৎগণসহ দেবতারা সকলে পিতৃদেবগণের নিকটে গিয়ে বললেন—

অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত॥ ৬

—এই মেষটির অণ্ডকোষ আছে ; ইন্দ্রকে কোষহীন করা হয়েছে। মেষটির কোষ দুটি নিয়ে শীঘ্র ইন্দ্রকে দান করুন।

অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্॥ ৭

—কোষহীন মেষ আপনাদের পরম তৃপ্তি দান করবে। যে মানুষেরা আপনাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কোষহীন মেষ দান করবে, আপনারা তাদের (দানের) প্রভূত ও অক্ষয় ফল প্রদান করবেন।

অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবশেয়ন্॥ ৮

"অগ্নিদেবের কথা শুনে সমাগত পিতৃদেবগণ মেষের কোষ দুটি উৎপাটিত করে ইন্দ্রের শরীরের যথাস্থানে সংস্থাপিত করলেন।

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্॥ ৯

"কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! তখন থেকেই সমাগত পিতৃদেবগণ অণ্ডকোষহীন মেষমাংস ভোজন করতে লাগলেন, এবং ঐ কোষহীন মেষ প্রদানকারী মানবগণকে মেষদানের উপযুক্ত ফল প্রদান করতে থাকেন।

ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ॥ ১০

"রঘুকুলনন্দন হে রাম ! মহাত্মা গৌতমের তপস্যার প্রভাবেই কিন্তু তখন থেকে ইন্দ্র হলেন মেষবৃষণ (মেষের অণ্ডকোষধারী)।

তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্॥ ১১

"অতএব, হে মহাতেজস্বিন্ রামচন্দ্র ! পুণ্যকর্মা মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে এসো ; এই দেবরূপিণী মহীয়সী অহল্যাকে উদ্ধার করো।"

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমঃ প্রবিবেশ হ॥ ১২

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে সেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥ ১৩

'সেখানে, তপস্যাহেতু জ্যোতিঃ-প্রভায় উজ্জ্বলা এবং সেইহেতু দেবগণ, দানবগণ ও মনুষ্যগণও তার দিকে তাকাতে পারেন না এমন, সেই মহাসৌভাগ্যবতী অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্র দেখতে পেলেন।

প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তিমগ্নিশিখামিব॥ ১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব॥ ১৫

'(শ্রীরামচন্দ্র সেই আশ্রমে অহল্যাকে যেন,) বিধাতা কর্তৃক অতি যত্নসহকারে নির্মিত দিব্য মায়াময়ীর মতো, ধূমের দ্বারা আবৃত দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো, তুষারাবৃত ও মেঘপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের মতো এবং অকম্প (যা কাঁপছে না এমন) স্থির জলের মধ্যে পতিত প্রদীপ্ত সূর্যপ্রভার মতো দেখলেন।

সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্।
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা॥ ১৬

মহর্ষি গৌতমের শাপবশত শ্রীরামের দর্শনের পূর্বে ত্রিলোকের কোনও প্রাণীই অহল্যাকে দেখতে সক্ষম ছিলেন না। শ্রীরামের দর্শনান্তে তাঁর পাপক্ষয় হলে তিনি সকলের দৃষ্ট হতে লাগলেন।

রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ॥ ১৭
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাঽঽতিথ্যং চকার সুসমাহিতা।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা॥ ১৮

'তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অতি প্রসন্নচিত্তে অহল্যার চরণযুগল স্পর্শ করলেন। মহর্ষি গৌতমের বাক্য স্মরণ করে অহল্যা অতি সতর্কতার সঙ্গে ভ্রাতৃযুগলকে অতিথিরূপে বরণ করে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা আতিথ্য-সৎকার করলেন। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে অহল্যার আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসাংচৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ॥ ১৯

'শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যা উদ্ধারের দৃশ্য দর্শন করে, স্বর্গ থেকে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, বেজে উঠল দেবদুন্দুভি—মনে হচ্ছে যেন, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের মহান উৎসব শুরু হয়েছে।

সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্॥ ২০

'মহর্ষি গৌতমের অনুবর্তিনী, তপোবলে পবিত্রদেহা অহল্যাকে দেবগণ সাধু সাধু বলে (সাধুবাদ দ্বারা) অভিনন্দিত করলেন।

গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী।
রামং সম্পূজ্য বিধিবৎ তপস্তেপে মহাতপাঃ॥ ২১

'অহল্যাকে সঙ্গে পেয়ে মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী গৌতমও রামকে বন্দনা করে যথাবিধি তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন।

রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
সকাশাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ॥ ২২

'অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রও মহামুনি গৌতমের নিকট শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

———o———

পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মিথিলায় গমন, রাজা জনক কর্তৃক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অর্চনা এবং রাম-লক্ষ্মণের পরিচয়গ্রহণ

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ॥ ১

'অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোভাগে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম থেকে উত্তর-পূর্বকোণ অভিমুখে গিয়ে মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন।

রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ২
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশ নিবাসিনাম্।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্॥ ৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্॥ ৪

'তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন—"হে মহাত্মন্! মহাত্মা জনকের যজ্ঞের সমারোহ প্রশংসনীয়। এখানে নানাদিগ্‌দেশবাসী বেদ-অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণদের সমাগম এবং শতশত পূর্ণ ঋষিদের বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! এমন কোনও স্থান নির্দিষ্ট করুন যেখানে আমরাও অবস্থান করতে পারি।"

রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে॥ ৫

'শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র, জলের সুবিধা আছে এমন নির্জনস্থানে বাসের ব্যবস্থা করলেন।

বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ॥ ৬
ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্।
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্।

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে, অনিন্দ্যচরিত্র নৃপশ্রেষ্ঠ জনক মহাত্মা ঋত্বিকগণের সঙ্গে কুলপুরোহিত শতানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে সত্বর সবিনয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং ধর্মানুসারে তাঁকে ধর্মীয় অর্ঘ্য প্রদান করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ৮
প্রপচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।
স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ॥ ৯
যথার্হমৃষিভিঃ সর্বৈঃ সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ।

'তিনি (বিশ্বামিত্র) মহাত্মা জনকের আতিথ্য প্রতিগ্রহণ করে রাজার কুশলবার্তা এবং যজ্ঞের নির্বিঘ্নতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর উপাধ্যায়সহ পুরোহিত ও মুনিদেরও কুশল জিজ্ঞসা করে সেই ঋষিদের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হলেন।

অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।

'তখন রাজা জনক কৃতাঞ্জলি হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন—"ভগবন্! আপনি মুনিপুঙ্গবদের (শ্রেষ্ঠ মুনিদের) সঙ্গে আসন গ্রহণ করুন।"

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ॥ ১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ।
আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ॥ ১২

'রাজা জনকের প্রার্থনানুসারে মহামুনি বিশ্বামিত্র উপবেশন করলেন। অতঃপর কুলপুরোহিত, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ এবং মন্ত্রিগণসহ রাজাও চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে যথোচিত আসন গ্রহণ করলেন।

দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা॥ ১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৪
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽস্মি মুনিভিঃ সহ।

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেখানে উপস্থিত দেখে রাজা জনক বললেন—"দেবগণ আজ আমার যজ্ঞের আয়োজন সফল করেছেন। আজ মহাত্মার দর্শনে আমি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রহ্মন্! মুনিগণসহ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।

দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মণীষিণঃ॥ ১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক।

"হে ব্রহ্মর্ষে! মনীষিগণ বলেছেন, আমার দীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের আর বারোদিন অবশিষ্ট আছে। হে কুশিকনন্দন! তারপরই আপনি যজ্ঞের ভাগগ্রহণকারী

দেবগণকে দেখতে পাবেন।''

ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা॥ ১৬
পুনস্তং পরিপ্রপচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।

'মুনিবরকে এই কথা বলে সংযতচিত্ত রাজা জনক আনন্দোজ্জ্বলমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ॥ ১৭
গজতুল্যগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণীধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ॥ ১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥ ১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্যাবিবাম্বরম্॥ ২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ২১

''হে ঋষে! আপনার তপস্যা শুভময় হোক! হে মুনিবর! দেবতুল্য পরাক্রমশালী, হস্তীর ন্যায় দৃঢ় অথচ ধীর গতিসম্পন্ন, কিন্তু ব্যাঘ্র ও বৃষ তুল্য বীর, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল এবং খড়্গ তূণীর ও ধনুর্ধারী বীর, এরা কারা? নবযৌবনপ্রাপ্ত এবং পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নয়নদ্বয়যুক্ত, এরা রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তুল্য; এদের দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে দুজন দেবতা যেন স্বেচ্ছায় মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য যেমন আকাশের সৌন্দর্য বিধান করে, এরা দুজন তদ্রূপ আমার এই দেশের সৌন্দর্য বিধান করেছে। কাকপক্ষধর (সুন্দর জুল্‌পিধারী) বীর, পরস্পর হৃদয়ের ভাবপ্রকাশে-তুল্যরূপ এই কুমারদ্বয় কার পুত্র? কেনই বা পদব্রজে এরা এখানে এসেছে? এই সকল তথ্য আমি পুরাপুরি শুনতে ইচ্ছা করি।''

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ॥ ২২

'মহাত্মা জনকের সেই অনুরোধ শুনে, মহাত্মা ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন— ''এরা দুজন দশরথের পুত্র।''

সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্॥ ২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্।
মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্তুমাগমনং তথা॥ ২৪

'অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সিদ্ধাশ্রমে বাস, রাক্ষস নিধন, ধীরে সুস্থে বিশালানগরীতে আগমন এবং ঐ নগরী দর্শন, অহল্যাকে দর্শন, ঋষি গৌতমের সঙ্গে মিলন এবং মহান ধনুকটির বিষয়ে জানবার জন্য মিথিলায় আগমন—এই সকল বিষয় জানালেন।

এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ২৫

'মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনককে এই সব বিষয় অবগত করে বিরত হলেন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

———০———

একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্রের উত্তর দান, অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পূর্বপরিচয় বর্ণন

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ॥ ১

'প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে মহাতেজস্বী, মহান তপস্বী শতানন্দ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা জ্যোতিতপ্রভঃ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ॥ ২

'মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ তপস্যাহেতু সমুজ্জ্বলপ্রভ (তপস্যাহেতু উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত)। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখামাত্রই অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন।

এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ।
সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ৩

'তখন শতানন্দ রাজপুত্রদ্বয়কে সুখাসনে উপবিষ্ট

দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপোদীর্ঘমুপাগতা॥ ৪

"হে মুনিপ্রবর ! দীর্ঘকাল তপস্যারতা আমার যশস্বিনী মাকে কি আপনি রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করিয়েছেন ?

অপি রামে মহাতেজা মম মাতা যশস্বিনী।
বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্॥ ৫

"আমার মহাতেজস্বিনী যশস্বিনী জননী বন্য ফল-মূল-পুষ্পাদি উপহার দ্বারা সর্বজীবের পূজ্য শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করেছেন তো ?

অপি রামায় কথিতং যথ্বৃত্তং তৎ পুরাতনম্।
মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্॥ ৬

"হে মহাতেজস্বিন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতার প্রতি যে অন্যায় করেছিলেন, সেই পুরাতন ঘটনা রামকে বলেছেন কি ?

অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণা মম সঙ্গতা।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ॥ ৭

"হে মুনিবর কৌশিক! আপনার তপস্যার মঙ্গল হোক। রামচন্দ্রের দর্শনের পর থেকে (অথবা, রামচন্দ্রের দর্শনহেতু) আমার মাতা আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তো ?

অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ॥ ৮

"হে কুশিকনন্দন ! আমার গুরু (পিতা) রামকে অর্চনা করেছেন তো ? সেই মহাত্মার (আমার পিতা গৌতমের) পূজা নিয়ে কি মহাতেজস্বী রাম এখানে এসেছেন ?

অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ॥ ৯

"হে কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ! এখানে (মিথিলায়) আসার সময় আমার পিতামাতা কর্তৃক সম্মানিত রামচন্দ্র শান্তমনে আমার পূজ্য পিতাকে অভিবাদন করেছেন তো ?"

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্॥ ১০

'তাঁর (শতানন্দের) সেই কথা শুনে বাক্‌নিপুণ মহামুনি বিশ্বামিত্র বাক্‌কুশলী শতানন্দকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা॥ ১১

"হে মুনিবর ! যা করণীয়, সবই আমি করেছি, কিছুই অনাদৃত হয়নি (কিছুই অকৃত ফেলে রাখিনি)। ভৃগুতনয় মহর্ষি পরশুরামের সঙ্গে তৎপত্নী রেণুকার মতো মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে তৎপত্নী অহল্যা মিলিতা হয়েছেন।"

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ॥ ১২

'ধীমান (প্রজ্ঞাবান) বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে বললেন—

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্॥ ১৩

"হে নরশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে স্বাগত জানাই। আমার সৌভাগ্যবশত তুমি অপরাজেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোভাগে (সম্মুখে) নিয়ে এখানে এসেছ।

অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্॥ ১৪

"মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তপস্যার প্রভাবে অচিন্তনীয় কর্মসকল সাধন করেছেন। অপরিমিত তপ প্রভায় সমুজ্জ্বল এই ব্রহ্মর্ষি ! এঁকে আমি জগতের পরম আশ্রয় বলে মনে করি।

নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ॥ ১৫

"রাম ! এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে অধিকতর ধন্য কেউ নেই, যেহেতু যিনি মহতী তপস্যা করেছেন, সেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক।

শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
যথাবলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ১৬

"শোনো, মহাত্মা কৌশিকের তপঃশক্তি এবং স্বরূপ যথাযথ বলছি ; সেই সকল তত্ত্ব আমি বলছি, তুমি মনোযোগসহ শ্রবণ করো ।

রাজাঽঽসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ॥ ১৭

"এই ধর্মাত্মা বহুকাল যাবৎ শত্রুজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী, ধর্মজ্ঞ ও বিদ্বান নৃপতি।

প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ॥ ১৮

"কুশ নামে রাজা ছিলেন প্রজাপতির পুত্র। কুশের পুত্র ছিলেন বলবান ও ধার্মিক কুশনাভ।

কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৯

"কুশনাভের পুত্র ছিলেন গাধি নামে খ্যাত। গাধির পুত্র হচ্ছেন মহাতেজস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ ২০

"মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর-ব্যাপী পৃথিবীকে পালন করে রাজ্য শাসন করেছিলেন।

কদাচিৎ তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্॥ ২১

"একদা মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র সেনাবাহিনী একত্র করে এক অক্ষৌহিণী সেনা পরিবৃত হয়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোলেন।

নগরানি চ রাষ্ট্রাণি সরিতশ্চ মহাগিরীন্।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ॥ ২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্॥ ২৩

"রাজা বিশ্বামিত্র নানা নগর, রাষ্ট্র, নদী, পর্বত ও আশ্রমে বিচরণ করে ক্রমে নানা বৃক্ষ-লতা পুষ্পশোভিত, নানা পশুসমাকীর্ণ এবং সিদ্ধগণ ও চারণগণসেবিত মহর্ষি বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

দেব-দানব গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতম্॥ ২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ॥ ২৫
সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মকল্পৈর্মহাত্মভিঃ।

"মহারাজ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে এলেন। এই আশ্রম দেব, দানব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণের সমাবেশে ছিল পরিপূর্ণ। শান্ত হরিণ এবং কূজনরত পক্ষিকুলের সমাবেশে ছিল মনোরম। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ এবং তপস্যাসিদ্ধ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও ব্রহ্মার ন্যায় মহাত্মাদের দ্বারা পরিপূরিত সেই আশ্রম।

অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণপর্ণাশনৈস্তথা॥ ২৬
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপহোমপরায়ণৈঃ॥ ২৭
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্।
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ॥ ২৮

"মহর্ষি বশিষ্ঠের পুণ্য আশ্রমে দোষজয়ী এবং ইন্দ্রিয়জয়ী ঋষিগণ কেউ কেবল জলপান, কেউ বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবনধারণ করেন। কেউ কেবল শুষ্ক পত্রাহারী, কেউ ফলমূলাহারী। এখানে জপ ও হোমপরায়ণ বালখিল্য মুনিগণ এবং বৈখানস (বানপ্রস্থী) তাপসগণ আশ্রমের সর্বত্র অবস্থান করে আশ্রমের শোভা বর্ধন করেন। এইরকম দ্বিতীয় ব্রহ্মালোকসদৃশ পুণ্য বশিষ্ঠাশ্রমটি শ্রেষ্ঠ বিজেতা মহাবলবান বিশ্বামিত্র দর্শন করলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে আতিথ্যপ্রদান এবং শ্রেষ্ঠ আতিথ্য প্রদানের জন্য কামধেনুর প্রতি অভীষ্ট-বিষয় সৃষ্টির নির্দেশ

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতা বরম্॥ ১

"সেই আশ্রমটি দেখে পরম প্রীত মহাবলশালী বীর বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ জাপক (শ্রেষ্ঠ জপকারী) বশিষ্ঠদেবকে সবিনয়ে প্রণাম করলেন।

স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ॥ ২

"মহাত্মা বশিষ্ঠদেব বললেন—আপনাকে স্বাগত। অতঃপর পূজনীয় ভগবান বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রকে আসন দানের জন্য শিষ্যকে আদেশ দিলেন।

উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফলমূলমুপাহরৎ॥ ৩

"তখন প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রকে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব শাস্ত্রবিধি অনুসারে ফলমূলাদি উপহার দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্যপৃচ্ছত॥ ৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্॥ ৫

"মহাতেজস্বী রাজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট পূজা (আতিথ্য) প্রতিগ্রহণ করে আশ্রমস্থ ঋষি ও শিষ্যদের তপস্যা ও অগ্নিহোত্রের, তদ্রূপ বনস্পতি ও বৃক্ষলতাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠও রাজশ্রেষ্ঠকে সর্বত্র কুশল জ্ঞাপন করলেন।

সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ৬

"ব্রহ্মার পুত্র জাপকশ্রেষ্ঠ মহান তপস্বী বশিষ্ঠদেব সুখাসনে উপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্মেণ রঞ্জয়ন্।
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক॥ ৭

—হে রাজন্ ! আপনার কুশল তো ? হে ধর্মনিষ্ঠ রাজন্ ! ধর্মানুসারে প্রজাদের সন্তুষ্ট করে, রাজকর্তব্যবোধে তাদের পালন করছেন তো ?

কচ্চিত্তে সম্ভৃতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন॥ ৮

—আপনার ভৃত্যদের সম্যক্ ভরণপোষণ হচ্ছে তো ? তারা আপনার শাসনে আছে তো ? হে শত্রুদমন ! আপনার শত্রুগণ পরাজিত হয়েছে তো ?

কচ্চিদ্বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্র পৌত্রে তথানঘ॥ ৯

—হে নরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ক নিষ্পাপ রাজন্ ! আপনার সৈন্যবাহিনীতে, ধনভাণ্ডারে, মিত্রবর্গে তথা পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সব কুশল তো !

সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্॥ ১০

"মহাতেজা রাজা বিশ্বামিত্র বিনয়ী বশিষ্ঠদেবকে প্রত্যুত্তরে বললেন—সর্বত্রই কুশল।

কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা।
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্॥ ১১

"তখন সেই ধর্মনিষ্ঠ মহাপুরুষদ্বয় দীর্ঘকাল সেইরকম আলাপ করে পরস্পর পরমপ্রীত ও আহ্লাদিত হলেন।

ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ১২

"হে রঘুনন্দন রাম ! অতঃপর ভগবান বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আলাপান্তে সানন্দে হাসতে হাসতে বিশ্বামিত্রকে বললেন—

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সম্প্রতীচ্ছ মে॥ ১৩

—হে মহাবীর রাজন্ ! আপনার এবং এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর যথাযোগ্য আতিথ্য করতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমোদন করুন।

সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৪

—হে রাজন্ ! আপনি আমার পূজনীয় শ্রেষ্ঠ অতিথি। অতএব সযত্নে কৃত আমার এই আতিথেয়তা আপনি গ্রহণ করুন।

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া॥ ১৫

"বশিষ্ঠদেব কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে মহামতি রাজা বিশ্বামিত্র বললেন— আপনার সম্মানসূচক বাক্যেই আমার প্রতি আতিথেয়তা সম্পন্ন হয়েছে।

ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যৎ তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ॥ ১৬

—হে দেব ! আপনার আশ্রমে লভ্য ফলমূল এবং পাদ্য ও আচমনীয়ের দ্বারাই, বিশেষত আপনার দর্শনেই আমার আতিথ্য সম্পাদিত হয়েছে।

সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা॥ ১৭

—হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি সর্বপ্রকারে পূজনীয় হয়েও আমাকে সম্মানিত করেছেন ; আপনাকে প্রণাম ! আমি এখন যাব। আমার প্রতি মৈত্রীর দৃষ্টি রাখবেন।

এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ॥ ১৮

"রাজা বিশ্বামিত্র এই কথা বললেও, পুনরায় ধর্মপ্রাণ উদারচেতা বশিষ্ঠদেব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য বারবার আমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

বাঢমিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব॥ ১৯

"তখন গাধিরাজতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবকে প্রত্যুত্তরে বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বেশ, তাই হোক। পরম

পূজ্য আপনার যা ইচ্ছা তাই হোক।

এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্॥ ২০

"তখন রাজা বিশ্বামিত্র কর্তৃক 'তাই হোক' এরূপ কথিত হয়ে জাপকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব প্রীত হয়ে পাপধৌতা (পাপমুক্ত) বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে (শবলা গাভীকে) আহ্বান করলেন।

এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্।
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে॥ ২১

—অয়ি শবলে (নন্দিনী)! শীঘ্র এসো। আমার কথা (অনুরোধ) শোনো। আমি উৎকৃষ্ট সুরস ভোজ্যের দ্বারা সেনাবাহিনীসহ এই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করতে উদ্যোগী হয়েছি। আমার পক্ষে তার ব্যবস্থা করো।

যস্য যস্য যথাকামং ষড়্‌রসেষ্বভিপূজিতম্।
তৎ সর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম॥ ২২

—অয়ি স্বর্গীয়া কামধেনু (নন্দিনী)! আমার অনুরোধে, খাদ্যের ছয় প্রকার রসের মধ্যে যার যার যে যে রসের খাদ্য ইঙ্গিত (আকাঙ্ক্ষিত) তাকে তাকে সেই সেই রসের খাদ্য প্রদান করো।

রসেনান্নেন পানেন লেহ্য-চোষ্যেণ সংযুতম্।
অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর॥ ২৩

—অয়ি শবলে! সরস খাদ্য পেয় (পানের যোগ্য), লেহ্য (চেটে খাওয়ার যোগ্য), চোষ্য (চুষে খাওয়ার যোগ্য), তথা চর্ব্য (চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য) খাদ্যসমূহ সব উৎপন্ন করো। শীঘ্র করো, বিলম্ব কোরো না।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

শবলা প্রদত্ত অন্নে সসৈন্য বিশ্বামিত্র প্রকৃত তৃপ্ত হয়ে বশিষ্ঠের নিকট ঐ কামধেনুটি প্রার্থনা করলে, তাঁর প্রার্থনা পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকৃতি

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।
বিদধে কামধুক্ কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা॥ ১

"হে অরিন্দম রামচন্দ্র! বশিষ্ঠদেব এই কথা বললে, কামধেনু শবলা তখন যার যার যা যা আকাঙ্ক্ষিত সেইরকম খাদ্য তৈরি করল।

ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি॥ ২
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ॥ ৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ॥ ৪

"কামধেনু শবলা সসৈন্য রাজা বিশ্বামিত্রের আহারের জন্য আখের রস, মধু, খৈ, মৈরেয় নামক উৎকৃষ্ট পানীয় (সরবত), ভালোমন্দ নানাবিধ খাদ্য, পর্বতপ্রমাণ উষ্ণ অন্নের রাশি, সুস্বাদু ব্যঞ্জন (তরকারি) ও সূপ (ডাল) প্রভূত পরিমাণ দধি এবং রসময় গুড়নির্মিত নানাপ্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য সহস্র সহস্র পাত্রপূর্ণ করে সৃষ্টি করল।

সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্টপুষ্টজনাযুতম্।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্॥ ৫

"রাম! বিশ্বামিত্রের অযুতসংখ্যক হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সৈন্য-দলের সকলে বশিষ্ঠকর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যে সুতৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল।

বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষির্হৃষ্টপুষ্টস্তদাভবৎ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণপুরোহিতঃ॥ ৬

"তখন অন্তঃপুরিকা পরিবেষ্টিত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গসহ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও সেই আহারে আনন্দিত ও পুষ্ট হয়েছিলেন।

সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ॥ ৭

"অমাত্য, মন্ত্রী এবং ভৃত্যগণসহ সম্মানিত রাজা বিশ্বামিত্র সানন্দে বশিষ্ঠদেবকে বললেন—

পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ॥ ৮

—হে ব্রহ্মন্ ! আপনিই আমার পূজনীয়, অথচ আপনিই আমাকে সম্মান এবং উত্তমরূপে আতিথেয়তা দেখালেন। হে বাক্যনিপুণ ! আমি একটি কথা বলছি, শ্রবণ করুন।

গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ॥ ৯
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ।

—ভগবন্ ! শতসহস্র (একলক্ষ) গাভীর বিনিময়ে এই রত্নস্বরূপা শবলাকে আমায় দিন, (যেহেতু) রাজাই রত্নের অধিকারী ও রক্ষক। অতএব শবলাকে আমায় দিন। ব্রাহ্মণ ! ধর্মত এ আমার।

এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।

"বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা ভগবান বশিষ্ঠকে এই কথা বললে, প্রত্যুত্তরে বশিষ্ঠদেব বললেন—

নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্॥ ১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা।
ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম॥ ১২

—হে মহারাজ ! শতসহস্র এমনকি শতকোটি গাভী, অথবা রাশি রাশি রৌপ্যের বিনিময়েও আমি শবলাকে দেব না। হে শত্রুজিৎ ! শবলা কিছুতেই আমার কাছ থেকে পরিত্যক্তা হতে পারে না।

শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ॥ ১৩

—যশ যেমন আত্মার সঙ্গে একীভূত, তদ্রূপ শবলা আমার আত্মার মতো (একইরূপ)। আমার প্রতিদিনের যজ্ঞের নিমিত্ত হবনীয় ঘৃত (হব্য) এবং পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে দাতব্য ঘৃত (কব্য) এতদ্ব্যতীত আমার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রতিদিনের দুগ্ধ-ঘৃতাদি আমি শবলার কাছেই পাই।

আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকার-বষট্কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা॥ ১৪

—অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রদেয় হব্য, (বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদেয়) পূজাপোহার, হোমকরণের জন্য ঘৃত, তদ্রূপ স্বাহাকার (স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে দাতব্য ঘৃত), বষট্কার (বষট্ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে দাতব্য পূজাপোহার) এবং তদ্রূপ বিভিন্ন বিদ্যা (এই শবলার) আয়ত্তে (অধীন)। উক্ত বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে প্রয়োজনীয় দুগ্ধ-ঘৃতাদি এই কামধেনু শবলাই দান করে।

আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা॥ ১৫
কারণৈর্বহুভী রাজন্ ন দাস্যে শবলাং তব।

—হে রাজর্ষে ! এখানে এই আশ্রমে সব কিছুই শবলার আয়ত্তে (অধীন), এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। সত্য করে বলছি, এ শবলা আমার সর্বস্ব ধন তথা সন্তুষ্টি বিধায়িকা। হে রাজন্ ! এই সকল কারণেই, আপনার কাছে শবলাকে দিতে পারব না।

বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রোঽব্রবীৎ তদা॥ ১৬
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।

"বশিষ্ঠদেব এই রকম বললে, বাক্যকথনে নিপুণ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন—

হৈরণ্যকক্ষগ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্॥ ১৭
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ।
হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্॥ ১৮
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণীকবিভূষিতান্।
হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্॥ ১৯
সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত।
নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ।
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম॥ ২০

—উত্তম ব্রতধারিন হে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ! আমি আপনাকে সুবর্ণময় বন্ধনরজ্জুযুক্ত, সুবর্ণময় কণ্ঠভূষণে ভূষিত এবং সুবর্ণময় অঙ্কুশ দ্বারা ভূষিত চতুর্দশসহস্র (চোদ্দহাজার) হস্তী দান করছি ; কিঙ্কিণী (ঘুঙুর) ভূষিত চারটি করে শ্বেত অশ্ব দ্বারা চালিত আট হাজার সোনার রথ আপনাকে দিচ্ছি ; উত্তমদেশে জাত মহাতেজস্বী এগারো হাজার অশ্ব আপনাকে দিচ্ছি এবং নানা বর্ণের ও নানান বয়সের এক কোটি গাভী আপনাকে দিচ্ছি ; আপনি আমাকে শবলা গাভীটি দান করুন।

যাবদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম॥ ২১

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যত রত্ন বা সুবর্ণ (সোনা) আপনি

আকাঙ্ক্ষা করেন, তা সবই আপনাকে দিচ্ছি ; আপনি আমায় শবলাকে দিন।

এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন॥ ২২

"প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্র এই রকম বললে, পূজনীয় বশিষ্ঠদেব বললেন—হে রাজন্ ! আমি শবলাকে কোনও ভাবেই দিতে পারব না।

এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্॥ ২৩

—এই-ই শবলাই আমার মূল্যবান সম্পদ, আমার সর্বস্ব ধন ; এই শবলাই আমার জীবনস্বরূপ।

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।
এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা॥ ২৪
অতো মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্॥ ২৫

—রাজন্ ! এই-ই শবলাই আমার অমাবস্যাকৃত্য এবং পৌর্ণমাসীকৃত্য তথা প্রভৃত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের মূলীভূত কারণ। হে রাজন্ ! নিঃসংশয়ে এই-ই আমার সকল ধর্মীয় কর্মের কারণ। অতএব বেশি কথার কি প্রয়োজন, এই কামধেনুকে আমি কিছুতেই দেব না।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

বিশ্বামিত্র কর্তৃক বলপূর্বক বশিষ্ঠের কামধেনু শবলাকে হরণের চেষ্টা এবং বশিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে শবলা থেকে শক-যবন-পহ্লবাদির উৎপত্তি ও তাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যনিধন

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত॥ ১

শতানন্দ বলতে লাগলেন—"হে রাম ! যখন বশিষ্ঠ মুনি কামধেনু শবলাকে ছাড়তে চাইলেন না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে লাগলেন।

নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা॥ ২

"রাম ! মহাত্মা রাজা বিশ্বামিত্র শবলাকে জোর করে ছিনিয়ে নিলে শোককাতরা শবলা দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চিন্তা করতে লাগল।

পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা।
যাহং রাজভৃতৈর্দীনা হ্রিয়েয় ভৃশদুঃখিতা॥ ৩

"মহাত্মা বশিষ্ঠদেব কি আমাকে পরিত্যাগ করলেন ? কারণ অসহায়া আমাকে কেন রাজার বেতনভোগী সৈনিকগণ অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে অপহরণ করছে !

কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ॥ ৪

"আমি সেই শুদ্ধচিত্ত মহর্ষির কি কোনও ক্ষতি করেছি যে, ধার্মিক মহর্ষি আমাকে নিষ্পাপা জেনেও আমার মতো ভক্তকে পরিত্যাগ করছেন ?

ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্॥ ৫
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যাঞ্ছতশঃ শত্রুসূদন।
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ॥ ৬

"শত্রুবিনাশক হে রাম ! সেই কামধেনু শবলা এইরকম চিন্তা করে সেই শতশত রাজভৃত্যদের নিরস্ত করে (তাদের হাত ছাড়িয়ে) বারবার গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বায়ুবেগে পরমতেজস্বী মহাত্মা বশিষ্ঠের পাদমূলে গিয়ে উপস্থিত হল।

শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিঃস্বনা॥ ৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃ সুত।

যস্মাদ্ রাজভটা মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ॥ ৮

"শবলা মহামুনি বশিষ্ঠের সামনে মেঘগম্ভীর স্বরে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র! আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে যে, এই রাজভৃত্যেরা (রাজার সৈনিকেরা) আমাকে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে!

এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্॥ ৯

"শবলা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে এইরকম বললে, বশিষ্ঠদেব শোকসন্তপ্তহৃদয়া দুঃখিতা ভগিনীসদৃশা শবলাকে বললেন—

ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ॥ ১০

"অয়ি শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি, তুমিও আমার কোনও অপকার (ক্ষতি) করনি। এই মহাবলশালী রাজা শক্তিমদমত্ত হয়ে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ন হি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ॥ ১১

—আজ আমার এঁর সমান বল (শক্তি নেই)। বিশেষত ইনি রাজা, বলবান ক্ষত্রিয় এবং পৃথিবীর প্রভু।

ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা।
হস্তিধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তরঃ॥ ১২

—হস্তী, অশ্ব এবং রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এঁর এক অক্ষৌহিণী সেনা। হস্তি-পতাকা সমন্বিত সেনা নিয়ে ইনি আমার চেয়ে অধিকতর বলবান।

এবমুক্ত্বা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্॥ ১৩

"বশিষ্ঠদেব এই কথা বললে, বাক্যনিপুণ সেই শবলা অনুপম দীপ্তিমান ব্রহ্মর্ষিকে বিনীত বচনে বলল—

ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণা বলবত্তরাঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষাত্রাচ্চ বলবত্তরম্॥ ১৪

—হে ব্রহ্মন্! পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষত্রিয়ের বল (শক্তি) বলই না; ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর বলবান। ব্রাহ্মণের দিব্যশক্তি ক্ষত্রিয়ের শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল।

অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্যস্তেজস্তব দুরাসদম্॥ ১৫

—আপনার তপস্যার বল অপরিমেয়। মহাবীর বিশ্বামিত্র বীর্যে আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান নহেন। আপনার তেজঃ অসহ্য।

নিযুঙ্ক্ষ্ব মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্।
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ॥ ১৬

—হে মহাতেজস্বিন্! আমি আপনার ব্রহ্মবলে বলীয়সী। আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি ঐ দুরাত্মার অহঙ্কার, সৈন্যবল এবং আমাকে অপহরণের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিই।

ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্॥ ১৭

"রাম! সে (শবলা) এই কথা বললে, মহাযশস্বী বশিষ্ঠদেব তাকে বললেন,—শত্রুসৈন্য ধ্বংসকারী বল (সৈন্য) সৃষ্টি করো।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজৎ তদা।
তস্যা হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ॥ ১৮

"হে রাজকুমার রাম! বশিষ্ঠদেবের সেই কথা শুনে সুরভি (শবলা) তখন সৃষ্টি করতে শুরু করল—শত শত পহ্লব সৈন্য তার হাম্বা রব থেকে সৃষ্টি হল।

নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥ ১৯

"সেই পহ্লব সৈন্যেরা বিশ্বামিত্রের চোখের সামনেই তাঁর সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট (ধ্বংস) করতে লাগল। রাজা ক্রোধ বিস্ফারিত নেত্রে তা দেখতে লাগলেন।

পহ্লবান্ নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি।
বিশ্বামিত্রার্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবাঞ্ছতশস্তদা॥ ২০
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্ছকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ॥ ২১

"বিশ্বামিত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা অস্ত্র দ্বারা পহ্লব সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। তখন শত শত পহ্লব সেনাকে বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিনষ্ট হতে দেখে সুরভিগাভী পুনরায় যবনদের সঙ্গে শকদেরও সৃষ্টি করল। সেই শক-সমন্বিত যবনদের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্যৈর্হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ॥ ২২

নির্দগ্ধং তদ্বলং সর্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ।
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ॥ ২৩

"স্বর্ণবর্ণ-পুষ্পরেণুর ন্যায় উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুবর্ণবর্ণময় বস্ত্রপরিহিত মহাবীর্যবান শক-যবনেরা তীক্ষ্ণ তরবারি ও পট্টিশ নামক অস্ত্র ধারণ করে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিশ্বামিত্রের সমস্ত সেনাবলকে যেন দগ্ধ করে দিতে লাগল। তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করে সেই যবন-কম্বোজ-বর্বর জাতীয় সৈন্যদের বিপর্যস্ত করে তুললেন।"

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

———০———

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

মহর্ষি বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ও সৈন্যদের নিধন, তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে দিব্যাস্ত্রদান এবং বিশ্বামিত্র কর্তৃক তা প্রয়োগকালে বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড ধারণ

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্।
বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ॥ ১

"তখন তাদের (যবন, কাম্বোজ এবং বর্বরদের) বিশ্বামিত্রের অস্ত্রাঘাতে অভিভূত (মোহাবিষ্ট) ও কাতর দেখে, বশিষ্ঠদেব শবলা গাভীকে প্রেরণা দিয়ে বললেন, অয়ি কামধেনো! তুমি যোগবলে আরও সৈন্য সৃষ্টি করো।

তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ২
যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।
রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ॥ ৩

"তার (কামধেনু শবলার) হুঙ্কার থেকে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কাম্বোজ-সৈন্যসকল সৃষ্ট হল। তারপর তার স্তন থেকে শস্ত্রধারী বর্বর সৈন্য সকল, যোনিদেশ থেকে যবন সৈন্যগণ, মলদ্বার থেকে শকসৈন্যেরা এবং রোমকূপ থেকে কিরাত, ম্লেচ্ছ ও হারীত সৈন্যগণ উদ্ভূত হল।

তৈস্তৈর্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতিগজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন॥ ৪

"হে রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই পদাতিক, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং রথারোহী—এই চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী তাদের দ্বারা (শবলা গাভী থেকে উৎপন্ন যবনাদি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা) তৎক্ষণাৎ নিহত হল।

দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্॥ ৫
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্ নির্দদাহ মহানৃষিঃ॥ ৬

"মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে দেখে, বিশ্বামিত্রের শত পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রেষ্ঠ জাপক (জপই তপস্যা যাঁর) বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ হুঙ্কারের দ্বারা তাদের সকলকে নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেললেন।

তে সাশ্বরথপাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বামিত্রসুতাস্তথা॥ ৭

"এইভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্যসহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবৎ তদা॥ ৮

"তখন পুত্রদের এবং সৈন্যবলকে বিনষ্ট দেখে মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র লজ্জায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।

সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ॥ ৯

"বিশ্বামিত্র বলহীন ও পুত্রহীন হয়ে গতিহীন সমুদ্রের মতো, দন্তহীন সর্পের মতো এবং সদ্য রাহুগ্রস্ত নিষ্প্রভ সূর্যের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।

হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সম্পাদ্যত॥ ১০

"পুত্রগণ এবং সৈন্যগণ নিহত হওয়ায় মহারাজ বিশ্বামিত্র ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মতো মনের সকল উৎসাহ ও শক্তি হারিয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত॥ ১১

"তখন বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট এক পুত্রকে,—ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করে নিজে বনে চলে গেলেন।

স গত্বা হিমবৎ-পার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ॥ ১২

"সেই মহান তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবের প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য হিমালয়ের পার্শ্বদেশে, যেখানে কিন্নরগণ এবং নাগগণ বাস করে, সেখানে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করলেন।

কেনচিৎ ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্॥ ১৩

"অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে, বৃষবাহন বরদাতা দেবাদিদেব মহাদেব মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দর্শন দিলেন।

কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্॥ ১৪

"শিব বললেন—রাজন্ ! কেন এই তপস্যা করছো ? তোমার যা বলার আছে তা আমাকে বলো। আমি বর দিতে এসেছি। যে বর তোমার আকাঙ্ক্ষিত তা প্রার্থনা করো।

এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্॥ ১৫

"মহাতপস্বী বিশ্বামিত্রকে মহাদেব এই কথা বললে, বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—

যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্॥ ১৬

"হে পুণ্যবিগ্রহ মহাদেব ! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমাকে সাঙ্গ ও উপাঙ্গসহ উপনিষদ্ এবং রহস্যসহ ধনুর্বেদ বিদ্যা প্রদান করুন।

যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ॥ ১৭

তব প্রসাদাদ্ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা॥ ১৮

—হে পুণ্যবিগ্রহ ! দেবতা, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের আয়ত্তে যে সকল অস্ত্র আছে, সেগুলি আমার মধ্যে প্রতিভাত হোক (আমার আয়ত্তে আসুক)। হে দেবাদিদেব ! আপনার অনুগ্রহে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। তখন দেবেশ্বর মহাদেব—তাই হোক—এই কথা বলে চলে গেলেন।

প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবৎ তদা॥ ১৯

"তখন মহাবলশালী বিশ্বামিত্র দেবেশ্বর মহাদেবের নিকট থেকে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হয়ে বীরত্বের অহঙ্কারে দাম্ভিক হয়ে উঠলেন।

বিবর্ধমানো বীর্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্॥ ২০

"হে রাম ! বিশেষ তিথিতে সমুদ্রের মতো বীরত্বে বিবর্ধিত বিশ্বামিত্র তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে মৃতই মনে করলেন।

ততো গত্বাঽঽশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
যৈস্তৎ তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা॥ ২১

"অতঃপর রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে গিয়ে অনেক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই সকল অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে গেল।

উদীর্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ॥ ২২

"ধীমান বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অস্ত্র দেখে শত শত ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত মুনি দিগ্‌বিদিকে দ্রুত পলায়ন করলেন।

বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ভীতা নানাদিগ্‌ভ্যঃ সহস্রশঃ॥ ২৩

"মহামুনি বশিষ্ঠের যে সকল শিষ্য ছিলেন, এবং ঐ আশ্রমে যে সকল পশুপক্ষী ছিল—সেই সহস্র সহস্র প্রাণী ভয়ভীত হয়ে দিক থেকে দিগন্তরে পলায়ন করল।

বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যবাসীন্মহাত্মনঃ।
মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্॥ ২৪

"মহাত্মা বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমটি মুহূর্তের মধ্যেই জনহীন ঊষর মরুভূমির মতো নিঃশব্দ হয়ে গেল।

বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়ামদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ২৫

"বশিষ্ঠদেব বারবার বলতে লাগলেন, ভয় কোরো না ; সূর্য যেমন শিশিরকে নাশ করে সেইরকম আমি

গাধিপুত্রকে আজই নাশ করব।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ॥ ২৬

'তখন জাপকশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ এই কথা বলে, বিশ্বামিত্রকে সক্রোধে বললেন—

আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্ বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যন্মূঢ়স্তস্মাৎ ত্বং ন ভবিষ্যসি॥ ২৭

—তুমি দুরাচারী মূর্খ ! যেহেতু দীর্ঘকালের সমৃদ্ধ এই আশ্রমকে বিনষ্ট করেছ, সেই হেতু তুমিও বাঁচবে না।'

ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্॥ ২৮

"এই কথা বলে, ধূমহীন কালাগ্নির মতো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ দ্বিতীয় যমদণ্ডের মতো দণ্ড উত্তোলন করে বিশ্বামিত্রকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।"

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫॥

———o———

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক সেইসকল অস্ত্রের প্রতিবিধান ; তখন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যাভিলাষ

এবমুক্তো বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ১

"বশিষ্ঠদেব এইরকম বললে, মহাবলশালী বিশ্বামিত্র তখন আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করে বললেন— দাঁড়াও দাঁড়াও।

ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২

"ভগবান বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করে বললেন—

ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্বিদর্শয়।
নাশয়াম্যদ্য তে দর্পং শস্ত্রস্য তব গাধিজ॥ ৩

—রে ক্ষত্রিয়াধম ! এই আমি দাঁড়ালাম ; তোমার ক্ষমতা দেখাও। হে গাধিরাজসুত ! আজ তোমার অস্ত্রের অহঙ্কার নাশ করব।

ক্ব চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন॥ ৪

—কোথায় ক্ষত্রিয়বল আর কোথায় মহান ব্রহ্মবল ! রে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক ! আমার দিব্য ব্রহ্মবল দেখো।

তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা॥ ৫

"জলের দ্বারা যেমন অগ্নির জ্বলন বেগ বা প্রসার প্রশমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের সেই ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষী অস্ত্রের ক্রিয়া প্রশমিত তথা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

বারুণঞ্চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
ঐষীকঞ্চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ॥ ৬

"গাধিতনয় বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বরুণাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র এবং ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

মানবং মোহনঞ্চৈব গান্ধর্বং স্বাপনং তথা।
জৃম্ভণং মাদনঞ্চৈব সন্তাপনবিলাপনে॥ ৭
শোষণং দারণঞ্চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ॥ ৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ॥ ৯
ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা॥ ১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্॥ ১১
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কঙ্কণম্।
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন॥ ১২

"হে রঘুকুলনন্দন রাম ! অতঃপর বিশ্বামিত্র বিভিন্ন অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন— মানব, মোহন,

গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মাদন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, বজ্র, সুদুর্জয় ব্রহ্মপাশ এবং কালপাশ, বারুণ, পাশ, পিনাক, দয়িত, শুষ্ক নামক অশনি এবং আর্দ্র নামক অশনি, দণ্ড নামক অস্ত্র, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, কঙ্কাল এবং মুসল নামক দুটি শক্তি (অস্ত্র), বৈদ্যাধর নামক মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ভয়ঙ্কর ত্রিশূল, এতদ্ব্যতীত কপাল এবং কঙ্কণ নামক অস্ত্র— এই সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ১৩

"শ্রেষ্ঠ জাপক বশিষ্ঠের প্রতি সেই অস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত হলে, এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল—ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব সেই অস্ত্রগুলি ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা গ্রাস করলেন।

তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।
তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে॥ ১৫

"সেই অস্ত্রগুলি প্রশমিত (নিষ্ক্রিয়) হয়ে গেলে, গাধিসুত বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে বশিষ্ঠের প্রতি উদ্যত দেখে অগ্নি প্রমুখ দেবগণ, দেবর্ষিগণ এবং মহানাগসহ গন্ধর্বগণ শঙ্কিত হলেন। ব্রহ্মাস্ত্র বশিষ্ঠের প্রতি উদ্যত হলে ত্রিলোকবাসিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব॥ ১৬

"হে রঘুনন্দন ! সেই মহাভয়ঙ্কর ব্রাহ্ম-অস্ত্রগুলিও বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মতেজের দ্বারা ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগে ব্যর্থ করে দিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্॥ ১৭

"ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করার সময় মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই রৌদ্র মূর্তি, ত্রিলোকের সামনে নিদারুণ হয়ে উঠেছিল।

রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চিষঃ॥ ১৮

"মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রতিটি রোমকূপ থেকে ধূমাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল।

প্রাজ্বলদ্‌ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নের্যমদণ্ড ইবাপরঃ॥ ১৯

"বশিষ্ঠের হস্তের উদ্যত অপর মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ডটি প্রলয়কালীন ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা॥ ২০

"তখন মুনিগণ জাপকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে স্তুতি করে বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনার শক্তি অব্যর্থ ; আপনি আপনার তেজের দ্বারা এই বজ্রতেজকে ধারণ করুন।

নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ॥ ২১

—ব্রহ্মন্ ! মহাবলশালী বিশ্বামিত্রকে আপনি নিগৃহীত করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার শক্তি অব্যর্থ। এখন আপনি প্রসন্ন হোন, ত্রিভুবনের সকলে বিপন্মুক্ত হোক।

এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ॥ ২২

"মহাতেজস্বী মহবলী বশিষ্ঠদেব এইরূপ কথিত হয়ে শান্ত হলেন। বশিষ্ঠদেব কর্তৃক নিপীড়িত বিশ্বামিত্র তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—

ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥ ২৩

—ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্, ব্রহ্মতেজ শক্তিই প্রকৃত শক্তি (ব্রহ্মতেজঃ শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি)। যেহেতু একটিমাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই আমার সকল অস্ত্র নষ্ট (ধ্বংস) হয়ে গেল।

তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্॥ ২৪

—অতএব আমি এই ঘটনার সুবিবেচনা করে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করে, যা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কারণ সেই মহতী তপস্যায় স্থিত হব।"

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

———০———

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বশিষ্ঠকে প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বশিষ্ঠপুত্রদের নিকট গমন

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা॥ ১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ॥ ২

"হে রঘুনন্দন! মহাত্মা বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতাহেতু নিজের নিগ্রহের বিষয় স্মরণ করে, মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র সন্তপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মহিষীর সঙ্গে দক্ষিণদিকে গিয়ে অতীব মহতী তপস্যা শুরু করলেন।

ফলমূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ॥ ৩
হবিষ্পন্দো মধুষ্পন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ।

"তিনি (বিশ্বামিত্র) ইন্দ্রিয়সংযমী ও ফলমূলাহারী হয়ে কঠিন তপস্যাচরণ করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র এবং মহারথ নামে চার পুত্রের জন্ম হয়।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৪
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ॥ ৫
অনেন তপসা ত্বং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে।

"বিশ্বামিত্রের তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপোধন বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—হে কুশিকতনয়! তুমি তপস্যায় রাজর্ষিলোক জয় করেছ। এই তপস্যার কারণে তোমাকে রাজর্ষি বলে জানলাম।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ॥ ৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ।

"মহাতেজস্বী, ত্রিভুবনের পরমেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলে দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গলোক হয়ে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ৭
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ।
তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ॥ ৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃ ফলম্।

"এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হয়ে গভীর দুঃখে নিমগ্ন হলেন এবং সক্রোধে বললেন—আমি কঠোর তপস্যা করলাম, তথাপি ঋষিগণ এবং দেবতারা সকলে আমাকে রাজর্ষি বলে মানলেন! মনে হয় তপস্যার কোনও ফল নেই।

এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ॥ ৯
তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্।

"হে কাকুৎস্থকুলনন্দন! ধর্মাত্মা আত্মনিষ্ঠ মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরকম স্থির করে, পুনরায় তপস্যা শুরু করলেন।

এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।

"সেই সময় ইক্ষ্বাকু কুলের গৌরববর্ধক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব॥ ১১
গচ্ছেয়ং স্বশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্।

"হে রঘুনন্দন! তাঁর (ত্রিশঙ্কুর) মনে হল, আমি এমন যজ্ঞ করব, যার ফলে, সশরীরে স্বর্গে যাব। আমার এই শরীর নিয়েই স্বর্গে যাব।

বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্।
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা॥ ১২

"রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠদেবকে নিজের ভাবনার বিষয় জানালে মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন—এ অসম্ভব।

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১৩
ততস্তৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ।
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে॥ ১৪

"তখন বশিষ্ঠের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজা দক্ষিণদিকে চলে গেলেন। স্বকার্যসিদ্ধির জন্য রাজা বশিষ্ঠপুত্রদের কাছে গেলেন। সেখানে দীর্ঘতপস্যার সঙ্কল্প নিয়ে বশিষ্ঠপুত্রগণ তপস্যা করছিলেন।

ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ॥ ১৫

"সেখানে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের মতিমান এবং তপস্যাহেতু উজ্জ্বলমূর্তি শতপুত্রদের দেখতে

পেলেন।

সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্বেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।

"ত্রিশঙ্কু গুরু বশিষ্ঠের মহাত্মা পুত্রদের কাছে গিয়ে আনুপূর্বিক সকলকে অভিবাদন জানিয়ে লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে (সকল মহাত্মাকে) বললেন—

শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যাঞ্ছরণং গতঃ॥ ১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ॥ ১৮

—আপনারা আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয়স্থল। আমি আপনাদের শরণাগত। একটা মহান যজ্ঞ করার কামনা জানিয়ে আমি মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। আপনারা সেই যজ্ঞ অনুমোদন করে শরণাগতের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আপনাদের মঙ্গল হোক।

গুরুপুত্রানহং সর্বান্ নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে।
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্॥ ১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ।
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্॥ ২০

—আপনারা আমার গুরুপুত্র। তপস্যানিরত ব্রাহ্মণ গুরুপুত্রগণকে আমি অবনত মস্তকে প্রণাম করে প্রার্থনা করছি—যাতে আমি সশরীরে দেবলোকে যেতে পারি সেইজন্য আপনারা সমাহিত চিত্তে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করুন।

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্বান্নাহং পশ্যামি কাঞ্চন॥ ২১

—হে তপঃশ্রেষ্ঠগণ ! বশিষ্ঠদেবের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমি গুরুপুত্রদের ছাড়া আর কাউকেই গত্যন্তররূপে দেখতে পাচ্ছি না।

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম॥ ২২

—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলের নিকট পুরোহিতই পরম গতি (আশ্রয়স্থল)। বর্তমানে তিনি (আমার গুরু বশিষ্ঠদেব) ব্যতীত আপনারা (বশিষ্ঠপুত্রেরা) সকলেই আমার দেবতা।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে পৌরহিত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, অন্য পুরোহিত অন্বেষণহেতু গুরুপুত্রগণ কর্তৃক অভিশপ্ত ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি এবং বিশ্বামিত্রের নিকট শরণাগতি

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্।
ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা।
তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্॥ ২

"রাম ! ত্রিশঙ্কুর অনুরোধ শুনে ঋষি বশিষ্ঠের শতপুত্র ক্রোধান্বিত হয়ে রাজা ত্রিশঙ্কুকে বললেন —রে দুর্বুদ্ধে ! সত্যবাদী গুরু বশিষ্ঠদেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কেন তুমি অন্য আশ্রয় অবলম্বন করছ ?

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ॥ ৩

—পুরোহিতই ইক্ষ্বাকু বংশীয় সকলের পরম আশ্রয়। সত্যবাদী ঋষি বশিষ্ঠের বাক্য উল্লঙ্ঘন করতে কেউই সমর্থ হয় না।

অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চন॥ ৪

—ভগবান ঋষি বশিষ্ঠ যে যজ্ঞকে অসাধ্য বলেছেন (যে যজ্ঞ করতে অসামর্থ্য প্রকাশ করেছেন), আমরা (তাঁর পুত্রগণ) সেই যজ্ঞ করতে কীরূপে সমর্থ হব ?

বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবাঞ্ছক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব॥ ৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্।

—হে নরনাথ ! আপনি মূর্খ। এখন নিজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করুন। হে রাজন্ ! ভগবান বশিষ্ঠ ত্রিভুবনের যজ্ঞ করাতে সমর্থ ! আমরা কীরূপে তাঁর অবমাননা করব ?

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্।। ৬
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ।
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব হি।। ৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ।

"রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁদের (গুরুপুত্রদের) সেই ক্রোধপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে আবার বললেন—হে তপ শ্রেষ্ঠগণ ! ভগবান বশিষ্ঠদেব এবং গুরুপুত্র আপনারা (আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন ! অতএব এখন আমি অন্যের আশ্রয়ে যাব। আপনাদের মঙ্গল হোক।

ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।। ৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্।। ৯

"ঋষিপুত্রেরা ত্রিশঙ্কুর সেই ভয়ানক অভিসন্ধিমূলক কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও। এই বলে সেই মহাত্মারা নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ।। ১০
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।

"অনন্তর রাত্রিশেষে (প্রভাতে) রাজা ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেন। তাঁর দেহের বর্ণ এবং বস্ত্রের বর্ণ নীল হয়ে গেল, মাথার চুল হল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও রুক্ষ। শ্মশানের চিতাভস্ম এবং মৃতদেহের মাল্য আর লৌহবলয় হল তাঁর অঙ্গভূষণ।

তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে ত্যজ্য চণ্ডালরূপিণম্।। ১১
প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ।
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্।। ১২
দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

"রাম ! তাঁর (রাজা ত্রিশঙ্কুর) চণ্ডালরূপ দেখে, মন্ত্রীরা সকলে এবং সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর (রাজার) অনুগামী পুরবাসীরা সকলে, তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন। হে কাকুৎস্থ ! স্থিতচিত্ত রাজা ত্রিশঙ্কু একাকীই দিবারাত্র অন্তরে দগ্ধ হয়ে তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকটে গেলেন।

বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্।। ১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যামাগতঃ।
কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ।। ১৪
ইদং জগাদ ভদ্রং তে রাজানং ঘোরদর্শনম্।
কিমাগমনকার্যং তে রাজপুত্র মহাবল।। ১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ।

"রাম ! মহামুনি বিশ্বামিত্র বিফলমনোরথ চণ্ডালরূপী রাজাকে দেখে করুণায় দ্রবীভূত হলেন। মহাতেজস্বী পরমধার্মিক ঋষি করুণাবশত সেই বিকটদর্শন রাজাকে বললেন— অযোধ্যাধিপতি হে মহাবলী রাজকুমার ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কী ? মনে হয়, অভিশাপবশতই আপনার এই চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি !

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।। ১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।

"তখন চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত বাক্যনিপুণ রাজা সেই কথা শুনে করজোড়ে বাক্যার্থজ্ঞ বিশ্বামিত্রকে বললেন—

প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ।। ১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্যয়ঃ।

—গুরু এবং গুরুপুত্রগণ আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু কাম্য বিষয় পেলাম না ; ঘটল এই বিপর্যয়।

সশরীরো দিবং যায়ামিতি মে সৌম্যদর্শন।। ১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।

—হে সৌম্যদর্শন ঋষি ! সশরীরে স্বর্গে যাব, এই আমার বাসনা ছিল। সেইজন্য শতযজ্ঞ করলাম, কিন্তু ফল পেলাম না।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।। ১৯
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে।

'হে সৌম্য ! ক্ষত্রিয়ধর্মের নামে শপথ করে আপনাকে বলছি—বহু কষ্টের মধ্যে পড়েও আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা বলিনি, কখনও বলবও না।

যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ।। ২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ।। ২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্।। ২২

—বহুবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করেছি, ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেছি ; সদাচার দ্বারা গুরু এবং মহাত্মাদের পরিতুষ্ট করেছি। ধর্মনিষ্ঠ হয়ে যত্নসহকারে যজ্ঞ করে তার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করায় কিন্তু গুরুগণ (গুরু বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণ) পরিতুষ্ট হলেন না। হে মুনিপুঙ্গব ! সেইজন্য আমি মনে করি, দৈবই সার্থক (শ্রেষ্ঠ) আর পৌরুষ ব্যর্থ (নিরর্থক)।

দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ।
তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ।

কর্তুমর্হসি ভদ্রং তে দৈবোপহতকর্মণঃ॥ ২৩

—সকলেই দৈব দ্বারা আক্রান্ত (দৈবাধীন)। দৈবই পরম আশ্রয়। দৈব কর্তৃক পরাভূত আর্ত আমি আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী, আপনিই আমার কল্যাণ করতে সমর্থ। আপনার শুভ হোক।

নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি॥ ২৪

—আপনাকে ছাড়া আমি অন্য কারও আশ্রয়ে যাব না। আমার অন্য কোনও গতি (আশ্রয়) নেই। আপনিই পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে নিবারিত করতে সক্ষম।''

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডেঽষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

———০———

একোনষষ্টিতম সর্গ (৫৯)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণের আশ্বাস দান এবং যজ্ঞকরণার্থে মুনি-ঋষিদের আহ্বান, তাঁর আহ্বান অমান্যহেতু ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক মহোদয় নামক ঋষি এবং বশিষ্ঠ পুত্রদের প্রতি অভিশাপ ও তাঁদের বিনাশ সাধন

**উক্তবাক্যং তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্॥ ১**

''সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু পূর্বোক্ত নিজের দুঃখের কথা বলায়, কুশিকপুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র কৃপাবশত মিষ্ট কথায় বললেন—

**ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিকম্।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব॥ ২**

—নৃপশ্রেষ্ঠ হে ইক্ষ্বাকুকুমার! তোমাকে স্বাগত। তোমাকে অতীব ধার্মিক বলেই জানি। বৎস! ভয় নেই, আমিই তোমায় আশ্রয় দেব।

**অহমামন্ত্রয়ে সর্বান্ মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ।
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ॥ ৩**

—যজ্ঞে সাহায্য করার জন্য পুণ্যকর্মা মহর্ষিদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করে আনব। হে রাজন্! তখন তুমি নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করবে।

**গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে।
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি॥ ৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ॥ ৫**

—হে নরনাথ! তুমি যে শরণযোগ্য (আশ্রয়যোগ্য) কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্রের শরণাগত হয়েছ, আমি মনে করি স্বর্গ তোমার হস্তগত হয়ে গেছে। গুরুজনদের (গুরুপুত্রদের) অভিশাপে তোমার এই যে (চণ্ডাল)রূপ হয়েছে, এই রূপ নিয়েই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবে।

**এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ॥ ৬**

''মহাতেজস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলে যজ্ঞসামগ্রী আহরণের জন্য নিজের মহাজ্ঞানী, পরমধার্মিক পুত্রদের নির্দেশ দিলেন।

**সর্বাঞ্ছিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ।
সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া॥ ৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্।
যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ॥ ৮
তৎ সর্বমখিলেনোক্তং মমাখ্যেয়মনাদৃতম্।**

''শিষ্যদের সকলকে আহ্বান করে বললেন—আমার নির্দেশে শিষ্য ও সুহৃৎগণসহ বহুশ্রুত (মহাজ্ঞানী) ঋত্বিকদের এবং বশিষ্ঠপুত্রগণসহ ঋষিদের সকলকে নিয়ে এসো। আমার বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যদি অনাদর করে কোনও কথা বলে তবে সেই সব কথা পুরোপুরি আমাকে জানাবে।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দিশো জগ্মুস্তদাজ্ঞয়া॥ ৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্॥ ১০
উচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্।

"বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে, তাঁর নির্দেশে শিষ্যেরা সকলে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর বিভিন্ন দেশ থেকে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা আসতে লাগলেন। শিষ্যেরা তেজঃপ্রোজ্জ্বল মুনির কাছে এসে সকল ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সব কথা জানালেন।

শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ১১
সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্।
বাসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্বং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্॥ ১২
যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব।

—আপনার কথা শুনে অন্যান্য সকল দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা সকলে আসছেন। কেবল কুশস্থলবাসী ঋষি মহোদয় ব্যতীত অন্য ঋষিরা এখানে আসার জন্য প্রস্থান করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠের যে শতপুত্র, তাঁরা সকলে ক্রোধপূর্ণবচনে যা বলেছেন সেই সব কথা আপনি শ্রবণ করুন।

ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ॥ ১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মনো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্॥ ১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ।
এতদ্বচনৈনৈষ্ঠুর্যমূচুঃ সংরক্তলোচনাঃ॥ ১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহমহোদয়াঃ।

—যে চণ্ডালের যজ্ঞের পুরোহিত ক্ষত্রিয়, সেই যজ্ঞের সভায় দেবর্ষিগণ কীরূপে হবিঃ (যজ্ঞে আহুত ঘৃত) ভোজন করবেন ? বিশ্বামিত্র কর্তৃক পালিত চণ্ডালের অন্ন ভোজন করে মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা কীরূপে স্বর্গে যাবেন ? হে মুনিপুঙ্গব ! মহোদয়গণের (কুশস্থলবাসী ঋষিগণের) সঙ্গে বশিষ্ঠপুত্রগণ সকলে আরক্তলোচনে এই নিষ্ঠুর বাক্য বললেন।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ।

"তাঁদের শিষ্যদের সেই কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে সরোষে বললেন—

যদ্দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্॥ ১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
অদ্য তে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ১৮

—আমি কঠোর তপস্যারত ও নির্দোষ। সেই আমাকে দুরাত্মারা দোষী বলছে! অতএব তারা নিঃসন্দেহে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আজই তারা কালপাশে বদ্ধ হয়ে যমালয়ে নীত হবে।

সপ্তজাতিশতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে।
শ্বমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ॥ ১৯

—তারা সাতশতজন্ম ধরে চণ্ডাল হয়ে এবং কুকুর-মাংসভোজী ঘৃণাহীন নির্দয় ডোম হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্ত্বিমান্।
মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ॥ ২০
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদত্বং গমিষ্যতি।
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ॥ ২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাৎ দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি।

—বশিষ্ঠপুত্রগণ বিকৃতাঙ্গ হয়ে কুৎসিত রূপে জগতে বিচরণ করবে। দুষ্টবুদ্ধি মহোদয় নির্দোষ আমাকে দোষ দিয়েছে (দূষিত বলেছে), তাই সে দূষিত হয়ে এই জগতে নির্দয় ঘাতক ব্যাধত্ব (ব্যাধের রূপ) প্রাপ্ত হবে। আমার রোষে সে দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করবে।

এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ॥ ২২

"মহান তেজস্বী ও মহান তপস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে এই পর্যন্ত বলে বিরত হলেন (কথা থামালেন)।"

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৫৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

———○———

ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

বিশ্বামিত্রের অনুরোধে ঋষিগণ কর্তৃক ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞকরণ এবং ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন কিন্তু ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়ন। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক নতুন স্বর্গ নির্মাণোদ্যোগ কিন্তু দেবানুরোধে ঐ কর্ম থেকে বিরতি

তপোবলহতাঞ্জাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১

"মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তাঁর নিজের তপস্যার প্রভাবে মহোদয়সহ বশিষ্ঠপুত্রেরা নিহত হয়েছেন জানতে পেরে, ঋষিদের মধ্যে বলতে লাগলেন—

অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।
ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ॥ ২

"(হে ঋষিবরগণ)! ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত এই ইক্ষ্বাকু-বংশধর ধর্মনিষ্ঠ এবং দানশীল। ইনি আমার শরণাগত হয়েছেন।

স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া।
যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি॥ ৩
তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ।

—ইনি সশরীরে দেবলোক জয় করতে ইচ্ছুক। যাতে ইনি নিজ শরীরসহ দেবলোকে যেতে পারেন, সেইজন্য আপনারা আমার সঙ্গে অনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ॥ ৪
উচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্।
অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ॥ ৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্যং ন সংশয়ঃ।
অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ॥ ৬
তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি।
গচ্ছেদিক্ষ্বাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা॥ ৭

"বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা সকলে সহসা একত্রিত (মিলিত) হয়ে ধর্মসঙ্গত কথা বললেন (পরামর্শ করলেন)—কুশিকবংশধর অতিকোপনস্বভাব এই মুনি (বিশ্বামিত্র) যে কথা বললেন, নিঃসংশয়ে তা যথাযথ পালন কর্তব্য, নচেৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেবেন। অতএব ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু যাতে বিশ্বামিত্রের তেজঃপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন, সেইরকম যজ্ঞ আরম্ভ করা হোক।

ততঃ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত।
এবমুক্ত্বা মহর্ষয়ঃ সংজহ্রুস্তাঃ ক্রিয়াস্তদা॥ ৮

"অতএব, সকলে একত্রিত হয়ে যজ্ঞকার্য সমাধা করুন। এই কথা বলে মহর্ষিরা সকলে সেই কর্তব্য পালন করলেন।

যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ।
ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ॥ ৯
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি।

"সেই যজ্ঞে মহাতেজস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র হলেন অধ্বর্যু বা প্রধান পুরোহিত। মন্ত্রবিৎ অন্যান্য ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্‌গণ কল্পশাস্ত্রের বিধানানুসারে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আনুপূর্বিক সকল যজ্ঞীয় কর্ম করেছিলেন।

ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ॥ ১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ।
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ॥ ১১

"অতঃপর মহাতপা বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবতাদের অনেকক্ষণ ধরে আহ্বান করলেন, কিন্তু দেবতারা যজ্ঞ ভাগ গ্রহণের জন্য সেখানে আসলেন না।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ॥ ১২

"তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। স্রুব উত্তোলন করে (উঠিয়ে) সক্রোধে ত্রিশঙ্কুকে বললেন—

পশ্য মে তপসো বীর্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা॥ ১৩

—হে রাজন্! আমার স্ব-চেষ্টার্জিত তপস্যার শক্তি দেখ। এই আমি স্বীয় শক্তির প্রভাবে তোমাকে সশরীরে (তোমার নিজের শরীরসহ) স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি (প্রেরণ করছি)।

দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।
স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্॥ ১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।

—হে নরনাথ! নিজ শরীরসহ স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব; তথাপি তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও। আমার তপস্যার ফল কিছু অর্জিত হয়েছে, তার শক্তিতে তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন করো।

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ॥ ১৫

দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।

"হে কাকুৎস্থ রাম! বিশ্বামিত্র মুনি এই কথা বললে, অন্যান্য মুনিদের সম্মুখেই রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যেতে লাগলেন।

স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ॥ ১৬
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ।

"ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে যেতে দেখে, অন্যান্য দেবতাদের সকলের সঙ্গে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বললেন—

ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাস্তি স্বর্গকৃতালয়ঃ॥ ১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্‌শিরাঃ।

—রে মূর্খ ত্রিশঙ্কু! তুমি গুরুদের দ্বারা অভিশপ্ত, স্বর্গে তোমার স্থান নেই। অতএব, আবার ফিরে যাও, নীচের দিকে মাথা করে পৃথিবীতে পতিত হও।

এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ॥ ১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

"মহেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বললে, ত্রিশঙ্কু তপস্বিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্যে বাঁচান বাঁচান—বলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আবার পৃথিবীতে পড়ে গেলেন।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ॥ ১৯
রোষমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।

"চিৎকার করে ক্রন্দনরত ত্রিশঙ্কুর বাঁচান বাঁচান কথা শুনে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র অতীব রুষ্ট হয়ে বললেন—থামো থামো। (এ কথায় ত্রিশঙ্কু মধ্যাকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে গেলেন)।

ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ॥ ২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ২১

"ঋষিদের মধ্যে তেজস্বী বিশ্বামিত্র ছিলেন দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার তুল্য। (তাই তিনি ব্রহ্মর্ষি) তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দক্ষিণদিকে নতুন সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করে পুনরায় অপর নতুন নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করলেন।

দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।
সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশং চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ॥ ২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ।
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৩

"ঋষিদের মধ্যে মহান যশস্বী (বিশ্বামিত্র) ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ দিকে নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টি করে, অপর এক ইন্দ্রকে সৃষ্টি করব, অথবা আমার বিরচিত স্বর্গলোক ইন্দ্রবিহীনই থাক, এইরূপ নিশ্চিত করে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি অন্য দেবতাদের সৃষ্টি করতে উৎসাহিত হলেন।

ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ॥ ২৪

"তখন ঋষিমণ্ডলী এবং দেবতা ও অসুরেরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে অনুনয় করে বললেন—

অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন॥ ২৫

—হে মহাত্মন্! এই রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুর অভিশাপে নষ্টপুণ্য হয়ে বিপর্যস্ত। অতএব হে তপোধন! ইনি সশরীরে স্বর্গে যেতেই পারেন না।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ সুমহদ্বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ॥ ২৬

"মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবতাদের সেই কথা শুনে দেবগণকে সুমধুর বাক্যে বললেন—

সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে॥ ২৭

—হে দেবগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আমি রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করানোর প্রতিজ্ঞা করেছি; সেই প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা হতে দিতে পারি না।

স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ॥ ২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
যৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ॥ ২৯

—ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরস্থায়ী স্বর্গলাভ হোক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্রগুলি চিরস্থায়ী হোক। যতদিন বিশ্বভুবন থাকবে, ততদিন এই যা কিছু আমি করেছি তা সব থাক। দেবগণ আমার এই সৃষ্ট বিষয়গুলি অনুমোদন করুন।

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রং তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ॥ ৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ।
নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্॥ ৩১
অবাক্‌শিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ।
অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্॥ ৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তং চ স্বর্গলোকগতং যথা।

"দেবতারা সকলে বিশ্বামিত্র কর্তৃক এইরকম কথিত

হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরে বললেন—তাই হোক। আপনার মঙ্গল হোক! (আপনার রচিত) এই সব কিছুই থাকুক। জ্যোতির্ময় অগ্নিবলয়ের বাইরে এই নক্ষত্ররাজি থাক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই জ্যোতিঃবলয়ের মধ্যে নতশির ত্রিশঙ্কু দেবতাদের মতো উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করুন। এই জ্যোতিঃমণ্ডলীও স্বর্গগত কৃতার্থ কীর্তিমান নৃপবরকে অনুসরণ করবে।

বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ॥ ৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ।

"দেবতারা সকলে ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রের বন্দনা করলেন। ঋষিকুলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তখন দেবতাদের বললেন—বেশ, তাই হোক।

ততো দেবা মহাত্মানো ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম॥ ৩৪

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অতঃপর দেবতারা এবং মহাত্মা তপস্বী ঋষিরা সকলে যিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, যজ্ঞশেষে আবার সেখানেই চলে গেলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রের তপশ্চরণ, রাজর্ষি অম্বরীষ কর্তৃক ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে যজ্ঞীয় পশুরূপে ক্রয়

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্।
অব্রবীন্নরশার্দূল সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ॥ ১

'শতানন্দ বলে চললেন—"হে নরব্যাঘ্র! মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই বনবাসী ঋষিদের সকলকে চলে যেতে দেখে, তাঁদের বললেন—

মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোহয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ॥ ২

—দক্ষিণদেশে অবস্থান করায় আমার তপস্যায় মহান বিঘ্ন উপস্থিত হল। তাই আমি অন্যত্র চলে যাব এবং সেখানেই তপস্যা করব।

পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্॥ ৩

—পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহাত্মা ব্রহ্মার পুষ্কর নামক যে তিনটি সরোবর আছে তাদের তীরে সুখে তপস্যা করব। সেই তপোবন খুবই সুখকর।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা পুষ্করেষু মহামুনিঃ।
তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূলফলাশনঃ॥ ৪

"এই বলে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে গিয়ে ফলমূলাহারী হয়ে দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ৫

"ইত্যবসরে (ঠিক সেই সময়) অযোধ্যার মহান রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিলেন।

তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ।
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ৬

"যজমান রাজার যজ্ঞীয় পশুটিকে (অশ্বকে) ইন্দ্র অপহরণ করলেন। তখন পুরোহিত রাজাকে বললেন—

পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর॥ ৭

—রাজন্! আপনার দুর্নীতির জন্যই যজ্ঞার্থে আহৃত পশু অপহৃত হল। হে নরনাথ! বিবিধ দোষ এসে অরক্ষক (যজ্ঞ-অশ্বকে রক্ষার্থে অসমর্থ) রাজাকে ধ্বংস করে।

প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে॥ ৮

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যতক্ষণে এই যজ্ঞকর্ম আরম্ভ হয় তার মধ্যে শীঘ্র যজ্ঞীয় পশুটিকে অথবা একটি মানুষকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসুন। এটাই এই অপকর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ।
অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ॥ ৯

"উপাধ্যায়ের (পুরোহিতের) কথা শুনে মহা-

বুদ্ধিমান পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা অম্বরীষ সহস্র সহস্র গাভীর বিনিময়ে একটি নররূপী পশুর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

দেশাঞ্জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ॥ ১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্যং রঘুনন্দন।
ভৃগুতুঙ্গে সমাসীনমৃচীকং সন্দদর্শ হ॥ ১১

"বৎস রঘুনন্দন রাম! রাজা অম্বরীষ বিভিন্ন দেশ ও জনপদ (জনবসতি), নগর, বন ও পবিত্র আশ্রমসমূহে অন্বেষণ করতে করতে ভৃগুতুঙ্গ নামক পর্বতে স্ত্রীপুত্রসহ উপবিষ্ট ঋষি ঋচীককে দেখতে পেলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ।
মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ॥ ১২

"অপরিমিত প্রভাবশালী মহাতেজস্বী রাজর্ষি অম্বরীষ তপোদীপ্ত ঋষিকে (ঋচীককে) প্রণাম করে বললেন—

পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।
গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি॥ ১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।

"ঋষি ঋচীকের সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে অম্বরীষ বললেন—মহাত্মন্ ভৃগুনন্দন! শতসহস্র (এক লক্ষ) গাভীর বিনিময়ে যজ্ঞীয় পশুরূপে যদি আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হব।

সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লেভে পশুম্॥ ১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম।

—আমি নানা দেশে যজ্ঞীয় পশুর অন্বেষণে পরিভ্রমণ করলাম, কিন্তু যজ্ঞের উপযুক্ত পশু পেলাম না। আপনার পুত্রদের মধ্য থেকে দয়া করে একটি পুত্র মূল্যের বিনিময়ে আমায় দিন।

এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ॥ ১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।

"মহাতেজস্বী ঋচীক কিন্তু এইরকম কথিত হয়ে বললেন—হে নরোত্তম! আমি কোনও প্রকারেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করব না।

ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্॥ ১৬
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ।

"ঋচীকের কথা শুনে সেই মহান পুত্রদের জননী নরসিংহ অম্বরীষকে বললেন—

অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ॥ ১৭
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব॥ ১৮

—হে রাজন্! ভগবান ভার্গব বলেছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রয়যোগ্য নয় (বলে তাকে দেব না)। আমারও কনিষ্ঠ পুত্র শুনক আদরের ছেলে। অতএব হে প্রভো! আমিও কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার হাতে দেব না।

প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৃণাং চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্॥ ১৯

—হে নরনাথ! পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায় পিতাদের প্রিয় এবং মাতাদের কাছে কনিষ্ঠপুত্র। অতএব কনিষ্ঠ পুত্রকে আমি রক্ষা করতে চাই।

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেপঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যম্ ব্রবীৎ॥ ২০

"রাম! সেই মুনি এবং তাঁর পত্নী এই রকম বললে, মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ নিজেই বললেন—

পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্॥ ২১

—পিতা বলছেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করা যাবে না এবং মাতা বলছেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করা যাবে না। অতএব তাঁরা দুজন মধ্যম পুত্রকেই বিক্রয়যোগ্য মনে করছেন। তাই হে রাজপুত্র! আপনি আমাকেই নিয়ে চলুন।

অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ॥ ২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেপং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন॥ ২৩

"হে মহাবীর রামচন্দ্র! তখন রাজা অম্বরীষ ব্রহ্মবাদী শুনঃশেপের কথার শেষে কোটি কোটি স্বর্ণ-রৌপ্য ও নানা রত্নরাশি সহ শতসহস্র (একলক্ষ) গাভীর বিনিময়ে শুনঃশেপকে ক্রয় করে নিয়ে পরমানন্দ চিত্তে চলে গেলেন।

অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেপং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ॥ ২৪

"মহাতেজাঃ ও মহাযশস্বী অম্বরীষ তখন শীঘ্র শুনঃশেপকে রথে বসিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।"

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১॥

—o—

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

বিশ্বামিত্র কর্তৃক শুনঃশেপের রক্ষণ এবং পুনরায় পুষ্কর তীর্থে তপশ্চর্যা

শুনঃশেপং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ।
ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন॥ ১

'শতানন্দ বলে চললেন—"হে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেপকে নিয়ে যাওয়ার পথে দ্বিপ্রহরবেলায় পুষ্করতীর্থে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেপো মহাযশাঃ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ॥ ২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ॥ ৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ।

"রাম ! পুষ্করতীর্থে এসে তিনি (রাজা অম্বরীষ) বিশ্রাম করতে থাকলে, মহাযশস্বী শুনঃশেপ, ঋষিদের সঙ্গে তপস্যারত জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেলেন। তৃষ্ণায় এবং পরিশ্রমে কাতর অতীব শোকার্ত ও বিষণ্ণবদন শুনঃশেপ মাতুল মুনি বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হয়ে বললেন—

ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ॥ ৪
ত্রাতুমর্হসি মং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব।

—হে মুনিপুঙ্গব ! আমার মাতা নেই, পিতা নেই (আমি মাতা-পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত)। জ্ঞাতি এবং বন্ধুই বা কোথায় ? হে সৌম্য ! ধর্মের দোহাই, আপনি আমায় রক্ষা করুন।

ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ॥ ৫
রাজা চ কৃতকার্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ।
স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুত্তমম্॥ ৬

—হে নরোত্তম ! আপনিই সকলের পবিত্রাতা, আপনিই অভীষ্ট বস্তুদাতা। আমি প্রার্থনা করছি— রাজা অম্বরীষ তাঁর যজ্ঞকর্মে কৃতকার্য হোন, আর আমিও দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং বিকাররহিত হয়ে অত্যুত্তম তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই।

স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা।
পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ॥ ৭

—হে ধর্মাত্মন্ ! আমি অনাথ। আপনি প্রসন্নচিত্তে আমার রক্ষক হোন (আমায় রক্ষা করুন)। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আপনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করুন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ॥ ৮

"মহান তপস্বী বিশ্বামিত্র (শুনঃশেপের) সেই কথা শুনে তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের বললেন—

যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রাঞ্জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ॥ ৯

—বৎসগণ ! যে পরলোকে হিতকামনায় পিতৃগণ পুত্রদের জন্ম দান করেন, এখন আমাদের সেই সময় উপস্থিত হয়েছে।

অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ॥ ১০

—এই বালক মুনিকুমার আমার শরণাগত। হে পুত্রগণ ! স্বীয় জীবনের বিনিময়ে তোমরা এর প্রিয়কর্ম করো।

সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রয়চ্ছত॥ ১১

—তোমরা সকলে পুণ্যকর্মা, সকলেই ধর্মপরায়ণ। অতএব, রাজা অম্বরীষের যজ্ঞে পশু হয়ে পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়ে অগ্নিদেবের তৃপ্তিবিধান করো।

নাথবাংশ্চ শুনঃশেপো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ॥ ১২

—এইরকম করলে শুনঃশেপ আবার আশ্রয় পাবে, রাজা অম্বরীষের যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হবে। দেবগণ হবেন তৃপ্ত আর আমার কথাও (বাগ্‌দানও) রক্ষিত হবে।

মুনেস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্॥ ১৩

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে তাঁর মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান করে অবহেলা ভরে বললেন—

কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে॥ ১৪

—প্রভো ! কেন আপনি নিজের পুত্রদের পরিত্যাগ করে পরের পুত্রকে রক্ষা করছেন (রক্ষা করতে চাইছেন) ? আপনার এই নির্দেশকে আমরা ভোজনকালে কুকুরের মাংসের স্পর্শের মতো অকর্তব্য মনে করি।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।

ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ১৫

"পুত্রদের সেই কথা শুনে ক্রোধে রক্তচক্ষু মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—

নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্‌বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্॥ ১৬
শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ॥ ১৭

—আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করে ধর্মবিরুদ্ধ নিন্দনীয় নিদারুণ রোমাঞ্চকর এই কথা তোমরা নির্ভয়ে বললে, সেইজন্য তোমরা সকলে বশিষ্ঠ পুত্রদের মতো নিন্দিত জাতিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কুকুরমাংসভোজী হয়ে পূর্ণ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে বাস করবে।

কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্ মুনিবরস্তদা।
শনুঃশেপমুবাচার্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্॥ ১৮

"নিজের পুত্রদের এইরূপে অভিশাপ দিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ভয়ার্ত শুনঃশেপকে নির্বিঘ্নে রক্ষার উপায় বলে দিলেন।

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর॥ ১৯
ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ২০

—হে মুনিকুমার ! রাজা অম্বরীষের এই যজ্ঞে রক্তপুষ্পমাল্যে ভূষিত ও রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হয়ে পবিত্র কুশ রজ্জুতে বদ্ধ অবস্থায় ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বলির যূপকাষ্ঠের নিকট আনীত হয়ে এই দুটি গাথা গান করে তুমি অগ্নিদেবের স্তুতি করবে, এবং তাহলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

শুনঃশেপো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ॥ ২১

"শুনঃশেপ সমাহিত (একাগ্র) চিত্তে সেই গাথা দুটি গ্রহণ করে শীঘ্র রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের কাছে গিয়ে বললেন—

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।
নিবর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাং চ সমুদাহর॥ ২২

—মহাবুদ্ধিমান হে রাজসিংহ ! চলুন আমরা শীঘ্র যাই। হে রাজশ্রেষ্ঠ ! যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করুন।

তদ্ বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ॥ ২৩

"ঋষিপুত্রের শুনঃশেপের সেই কথা শুনে হর্ষোৎফুল্ল রাজা অম্বরীষ আলস্য ত্যাগ করে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে গেলেন।

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ॥ ২৪

"রাজা অম্বরীষ পৌরোহিত্যে বৃত সদস্যদের অনুমতিক্রমে পবিত্রচিহ্নযুক্ত যজ্ঞীয় পশুকে (শুনঃশেপকে) রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়ে যূপকাষ্ঠে বেঁধে দিলেন।

স বদ্ধো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ।
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজং চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ॥ ২৫

"যূপবদ্ধ মুনিকুমার যথাযথ উত্তম স্তুতিমন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র এবং উপেন্দ্র (বিষ্ণুকে) স্তব করতে লাগলেন।

ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেপায় বাসবঃ॥ ২৬

"অতঃপর গুহ্য স্তবমন্ত্রে সন্তুষ্ট সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীত হয়ে তৎক্ষণাৎ শুনঃশেপকে দীর্ঘায়ু (যশোময় দীর্ঘ জীবন) দান করলেন।

স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।
ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্॥ ২৭

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাম ! রাজা অম্বরীষও সহস্রলোচন ইন্দ্রের অনুগ্রহে যজ্ঞফলের বহুগুণ অধিক ফল লাভ করলেন।

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ॥ ২৮

"হে পুরুষপ্রবর শ্রীরাম ! মহান তপস্বী বিশ্বামিত্রও পুষ্কর তীর্থে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করেছিলেন।"

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

—o—

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

বিশ্বামিত্রের ঋষি এবং মহর্ষি উপাধি প্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁর তপোভঙ্গ, ব্রহ্মর্ষিপদ প্রাপ্তির জন্য তাঁর দুষ্কর তপশ্চরণ

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যাগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃ ফলচিকীর্ষবঃ॥ ১

'জনকরাজ পুরোহিত বলতে লাগলেন—"তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রতসমাপ্তি-জনিত (শাস্ত্রীয়) স্নান সমাপন করলেন। তখন তপস্যার ফল প্রদানেচ্ছায় দেবতারা সকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ।
ঋষিত্বমসি ভদ্রং তে স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ॥ ২

"মহাতেজস্বী ব্রহ্মা সুমধুর বাক্যে বললেন—নিজের উপার্জিত শুভ কর্মের ফলেই তুমি ঋষি হয়েছ (ঋষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছ) ; তোমার মঙ্গল হোক।

তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহৎ তপঃ॥ ৩

"দেবেশ্বর ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলে আবার স্বর্গে চলে গেলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।

ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে॥ ৪

"হে পুরুষপ্রবর শ্রীরাম ! বিশ্বামিত্রের তপস্যা আরম্ভের বহু বৎসর পরে একদিন পরমা সুন্দরী অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা॥ ৫

"কুশিকনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, মেঘের গায়ে বিদ্যুতের মতো পুষ্করের জলে অতুলনীয়া রূপবতী মেনকাকে দেখতে পেলেন।

কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।
অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে॥ ৬

"কামমুগ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—অয়ি অপ্সরে ! তোমায় স্বাগত। আমার এই আশ্রমে তুমি অবস্থান করো।

অনুগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্।
ইত্যুক্তা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ॥ ৭

"(কামদগ্ধ বিশ্বামিত্র বললেন—) আমি কামমোহিত, আমাকে তুমি অনুগ্রহ করো। তোমার মঙ্গল হোক। এই কথা বলায়, সেই সুন্দরী নিতম্বিনী সেই আশ্রমে বাস করতে লাগলেন।

তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ চ রাঘব॥ ৮
বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ।

"হে রাঘব রামচন্দ্র ! তখন বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হল। বিশ্বামিত্রের মনোরম আশ্রমে মেনকা বাস করতঃ বিশ্বামিত্র ও মেনকার দশ বৎসর সুখে অতিবাহিত হল।

অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দনঃ॥ ১০
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতৎ তপোঽপহরণং মহৎ।

"এইভাবে দশবৎসর কাল অতিবাহিত হলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জিত হয়ে দুশ্চিন্তা ও শোকে নিমগ্ন হলেন। হে রঘুনন্দন ! তখন মুনির চিত্তে সক্রোধ বুদ্ধির উদয় হল—আমার তপস্যা নষ্ট করার জন্য এই সকলই হল দেবতাদের কুচক্র।

অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সম্বৎসরা দশ॥ ১১
মামমোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিঃশ্বসন্ মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ॥ ১২

'এই বাধা উপস্থিত হয়ে কামমোহাভিভূত আমার দশটা বছর একটা দিন-রাত্রির মতো বৃথা অতিবাহিত হয়ে গেল। এই কথা চিন্তা করে মুনিবর বিশ্বামিত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অনুতাপে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্।
মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ॥ ১৩
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।

"রাম ! ভয়ে কম্পমানা অপ্সরা মেনকাকে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবস্থিতা দেখে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মধুর বাক্যে তাঁকে (মেনকাকে) বিদায় দিয়ে উত্তর পর্বতে (হিমালয়ে) চলে গেলেন।

স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ॥ ১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্।

"মহাযশস্বী মুনি বিশ্বামিত্র কামকে জয় করার জন্য বুদ্ধিকে (মনকে) দৃঢ় ও একনিষ্ঠ করে কৌশিকী নদীর তীরে এসে দুশ্চর তপস্যা করতে লাগলেন।

তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ॥ ১৫
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ ভয়ম্।
আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ॥ ১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ।

"রাম! উত্তর পর্বতে তিনি সহস্র বৎসর ব্যাপী কঠোর তপস্যা করতে থাকলে, দেবতাদের ভয় হল। তখন ঋষিগণ সহ দেবতারা সকলে সম্মিলিত হয়ে পরস্পর মন্ত্রণা (পরামর্শ) করে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—এই কুশিক-নন্দন মহর্ষি পদ লাভ করুন।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ॥ ১৭
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ॥ ১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক।

"দেবতাদের কথা শুনে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তপঃশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে মধুর বচনে বললেন—বৎস! তুমি মহর্ষি, তোমাকে স্বাগত। তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে, হে কুশিকনন্দন! তোমাকে আমি মহত্ত্ব এবং ঋষিদের মধ্যে মুখ্যত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) দান করলাম (তুমি মহর্ষি এবং ঋষিমুখ্য বলে পরিগণিত হলে)।

ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ॥ ১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ॥ ২০
যদি মে ভগবন্নাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

"তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কথা শুনে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—ভগবন্! যদি আমার শুভকর্মফলে অর্জিত পুণ্যের দ্বারা আমাকে অতুলনীয় ব্রহ্মর্ষি বলেন, তাহলেই আমি জিতেন্দ্রিয় হয়েছি বুঝবো।

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২১
যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।

'তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বললেন—তুমি জিতেন্দ্রিয় হতে পারনি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বিষয়ে ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য প্রযত্ন করো (অর্থাৎ যত্নবান হও)।' এই বলে ব্রহ্মা স্বর্গে চলে গেলেন।

বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ২২
ঊর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্।
ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ॥ ২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ।
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ॥ ২৪

"দেবতারা চলে গেলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বিনা অবলম্বনে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন; তখন তাঁর আহার্য (খাদ্য) ছিল কেবল বায়ু। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, বর্ষাকালে মুক্ত আকাশের নীচে বসে আর শীতকালে দিবারাত্র জলমধ্যে অবস্থান করে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখে সেই তপস্বিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সহস্র বৎসর যাবৎ উৎকট তপস্যা করতে লাগলেন।

তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।
সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ॥ ২৫

"মহামুনি বিশ্বামিত্র এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে থাকলে, দেবতাদের এবং বিশেষত ইন্দ্রের মনে অত্যন্ত সন্তাপ (ভয় হেতু জ্বালা) বৃদ্ধি পেল।

রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ॥ ২৬

"ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র অপ্সরা রম্ভার কাছে নিজের (ইন্দ্রের) পক্ষে হিতকর (মঙ্গলজনক, অথচ) কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পক্ষে অহিতকর (ক্ষতিকারক) বাক্যসকল বলতে লাগলেন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে অপ্সরা রম্ভার পাষাণ মূর্তিধারণ এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের পুনর্বার দুশ্চর তপস্যা

সুরকার্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহৎ ত্বয়া।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্॥ ১

'শতানন্দ বলতে লাগলেন—"রম্ভাকে ইন্দ্র বললেন —অয়ি রম্ভে ! তুমি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে কাম ও লোভের দ্বারা মোহগ্রস্ত করো। দেবতাদের মঙ্গলের জন্য এই দেবকার্যটি তোমায় করতে হবে।

তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্॥ ২

"রাম ! সেই অপ্সরাকে সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা বললে, অঞ্জলিবদ্ধা হয়ে (করজোড়ে) লজ্জিতা অপ্সরা দেবরাজকে বললেন—

অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ॥ ৩

—হে দেবরাজ ! এই মহামুনি বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্কর ক্রোধী। হে দেব ! আমি তাঁকে প্রলোভিত করতে গেলে তিনি আমার প্রতি ভয়ানক ক্রোধের প্রয়োগ করবেন, কোনও সন্দেহ নেই।

ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা॥ ৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্।
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং কুরুষ্ব মম শাসনম্॥ ৫

'রম্ভা বললেন—হে দেব ! বিশ্বামিত্রকে আমার বড় ভয়। অতএব, কৃপা করুন, এই ভয়ঙ্কর কাজে আমায় নির্দেশ দেবেন না। রাম ! ভীতা রম্ভা এই কথা বললে, সহস্রলোচন ইন্দ্র তখন ভয়ে কম্পমানা অঞ্জলিবদ্ধা রম্ভাকে বললেন—রম্ভে ! ভয় পেয়ো না। তোমার মঙ্গল হবে। আমার আদেশ পালন কর।

কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ॥ ৬

—মধুমাসে (বসন্তে চৈত্রমাসে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত) রমণীয় তরুতে আমি মনোগ্রাহী (মন কাড়া সুস্বরযুক্ত) কোকিল হয়ে কামদেবের সঙ্গে তোমার পাশে পাশে থাকব।

ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্॥ ৭

—অয়ি সুন্দরি ! তুমি নিজের রূপকে বহুগুণ সমুজ্জ্বল (কান্তিমান) করে সেই তপস্বী ঋষি কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের হৃদয় বিদ্ধ করো।

সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্।
লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা॥ ৮

"হাস্য-লাস্যময়ী ললিত-রূপবতী রম্ভা ইন্দ্রের সেই কথা শুনে অত্যুত্তম রূপ ধারণ করে বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন।

কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্।
সম্প্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্বৈক্ষত॥ ৯

"বিশ্বামিত্র কূজনরত কোকিলের মধুর স্বর শুনতে পেলেন ; পরে প্রফুল্লিতচিত্তে রম্ভাকে দেখতে পেলেন।

অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ॥ ১০

"তখন কোকিলের কূজন এবং রম্ভার রূপ দর্শনে ও তাঁর অতুলনীয় মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুনির মনে সন্দেহ হল।

সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ॥ ১১

"এ সবই সহস্রলোচন ইন্দ্রের কুচক্র, এই বিষয় বুঝতে পেরে, মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন।

যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কামক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে॥ ১২

—ওরে ক্রূরস্বভাবা রম্ভা ! আমি কামক্রোধ-জয়াভিলাষী, আর তুমি কিনা আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছ ! তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি দশ হাজার বছর পাথর হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্॥ ১৩

—অয়ি রম্ভে ! তুমি আমার ক্রোধে মলিনা (প্রস্তরীভূতা) হলে। দশ হাজার বছর পরে তোমাকে উদ্ধার করবেন, তপোবলে বলীয়ান মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ।

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ॥ ১৪

"মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের ক্রোধ ধরে রাখতে না পেরে (সামলাতে না পেরে) এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করায় অত্যন্ত মানসিক সন্তাপ অনুভব করলেন।

তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ॥ ১৫

"মহর্ষির ভয়ানক অভিশাপে রম্ভা পাথর হয়ে গেলেন। রম্ভার প্রতি এই অভিশাপ শ্রবণ করে কন্দর্প ভীত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করলেন।

কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ॥ ১৬

"রাম ! ক্রোধহেতু তপঃশক্তি অপহৃত হল, অথচ ইন্দ্রিয়জয়ে অসামর্থ্য অনুভব করে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মনে শান্তি লাভ করতে পারলেন না।

বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথংচন॥ ১৭

'ক্রোধহেতু তপঃশক্তি অপহৃত (নষ্ট) হওয়ায় বিশ্বামিত্রের মনে চিন্তার উদয় হল। (তিনি চিন্তা করলেন) —এইরকম ক্রোধ আর কখনও করব না, কোনওরকম অভিশাপ বাক্যও আর বলব না।

অথবা নোচ্ছ্বসিস্যামি সংবৎসরশতান্যপি।
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮

'অথবা, শতবর্ষব্যাপী আমি শ্বাসরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয়-গুলিকে জয় করে নিজের শরীরকে শুষ্ক করে ফেলব।

তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্।
অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ ১৯

'তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন পর্যন্ত অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা যতদিন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত অনন্তকাল (সুদীর্ঘ বৎসর কাল) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসহীন ও ভোজনহীন হয়ে থাকব (শ্বাস এবং আহার গ্রহণ না করে তসপ্যা করব)।

নহি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ।
এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ।
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন॥ ২০

'তপস্যারত অবস্থায় আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির কোনরূপ ক্ষয় হবে না—হে রঘুকুলনন্দন রাম ! মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এইরকম চিন্তা করে, সহস্র বৎসর পর্যন্ত তপস্যার দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীতে অতুলনীয় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুঃষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃষষ্ঠিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

———o———

পঞ্চষষ্ঠিতম সর্গ (৬৫)

কঠোর তপস্যা দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মৈত্রী, বিশ্বামিত্রের কাহিনী শ্রবণে রাজা জনক কর্তৃক ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রশংসা

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ১

'রাজা জনকের পুরোহিত শতানন্দ বলে চললেন —"রাম ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতঃপর উত্তর দিক পরিত্যাগ করে পূর্বদিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন।

মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্॥ ২

"রঘুনন্দন ! সেই মহর্ষি সহস্র বৎসরব্যাপী অত্যুত্তম মৌনব্রত অবলম্বন করে অতুলনীয় অতীব দুষ্কর তপস্যা করলেন।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ॥ ৩

"তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হল। নানাপ্রকার বিঘ্নে বিক্ষিপ্ত মহামুনির দেহ হল শুষ্ক কাষ্ঠবৎ। তথাপি তাঁর অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করল না।

স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্।
তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ॥ ৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম।

ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নময়াচত॥ ৫

"রাম! সেই মহান ব্রতী বিশ্বামিত্র দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অক্ষয় তপস্যা করলেন। এইভাবে তাঁর ব্রতের সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে তিনি অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হলেন। ইত্যবসরে, হে রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম! ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে সেই রান্না করা অন্ন প্রার্থনা করলেন।

তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ॥ ৬

"তখন মহান তপস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র সঙ্কল্প করে রান্না করা সবটুকু অন্নই সেই ব্রাহ্মণকে দান করলেন এবং অন্ন নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি অভুক্তই থেকে গেলেন।

ন কিঞ্চিদবদৎ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ॥ ৭

"ভগবান বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে কিছুই না বলে মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক পুনরায় শ্বাসরোধ করে পূর্ববৎ তপস্যায় নিরত হলেন।

অথ বর্ষসহস্রং চ নোচ্ছ্বসন্ মুনিপুঙ্গবঃ।
তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত॥ ৮

"অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র শ্বাসরোধ করে সহস্র বৎসর তপস্যারত ছিলেন। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর মস্তক থেকে ধূম উদ্‌গত হতে লাগল।

ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ।
ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ পন্নগোরগরাক্ষসাঃ॥ ৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।
কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্॥ ১০

"মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যাজনিত তেজে ত্রিভুবন উত্তপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই তেজে দেবর্ষি-গন্ধর্ব-নাগ-উরগ-রাক্ষসেরা সকলে নিষ্প্রভ ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন মোহাবিষ্ট সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—

বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে॥ ১১

—হে ব্রহ্মণ্যদেব! মহামুনি বিশ্বামিত্রকে নানাপ্রকারে লুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর তপস্যা বর্ধিতই হয়ে চলেছে।

নহ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যত।
ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্॥ ১২
বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্।
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিদ্ প্রকাশতে॥ ১৩

—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সামান্যতমও দোষ দৃষ্ট হচ্ছে না। অতএব, এঁর মনের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে ইনি স্থাবর-জঙ্গমসহ ত্রিভুবন ধ্বংস করে দেবেন। সকল দিক আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কিছুই গোচরীভূত হচ্ছে না।

সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্যন্তে চ পর্বতাঃ।
প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ॥ ১৪

—সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। পর্বতসকল বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ধরিত্রী প্রকম্পিত এবং বায়ু প্রচণ্ড (ঝড়ের) গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

ব্রহ্মন্ ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ।
সম্মূঢ়মিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্॥ ১৫

—হে ব্রহ্মন্! আমরা এর প্রতিকারের উপায় বুঝতে পারছি না। সকল মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুবন-বাসীদের ক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি মন বিপথগামী হচ্ছে।

ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা।
বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ॥ ১৬
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ।
কালাগ্নিনা যথা পূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্॥ ১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মনঃ।

—সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যার তেজে সূর্যও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। হে ভগবন্! পূর্বে যেমন মহাকালাগ্নি নিখিল ত্রিভুবনকে দগ্ধ করেছিল, তদ্রূপ মহাগ্নিদ্যুতিমান মহর্ষি যেন ধ্বংস করার বুদ্ধি না করেন, সেইজন্য তাঁকে প্রসন্ন করুন। হে দেব! মহর্ষির মন যা চায়, এমনকি স্বর্গরাজ্যও তাঁকে দান করুন।

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ॥ ১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্।

"তখন পিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোভাগে (সামনে) নিয়ে দেবতারা সকলে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—

ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ॥ ১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক।

—হে ব্রহ্মর্ষি! আপনাকে স্বাগত। আপনার তপস্যায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট। হে কুশিকনন্দন! উগ্র তপস্যা দ্বারা আপনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণঃ॥ ২০

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।

—হে ব্রহ্মন্ ! মরুদ্‌গণসহ আমি (ব্রহ্মা) আপনাকে দীর্ঘ আয়ু দান করছি। হে সৌম্য ! আপনি স্বস্তি লাভ করুন। আপনার কল্যাণ হোক। সানন্দে যথেচ্ছ ভ্রমণ করুন।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্॥ ২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ।

"লোকপিতামহ ব্রহ্মার আশীর্বাদসূচক কথা শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রফুল্লিত চিত্তে দেবতাদের সকলকে প্রণাম করে বললেন—

ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ॥ ২২
ওঁকারোঽথ বষট্‌কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি॥ ২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ।
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ॥ ২৪

—যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়ে থাকি (লাভ করে থাকি), তবে ওঁ-কার, বষট্-কার এবং বেদচতুষ্টয় আমাকে বরণ করুক (ওঁ এবং বষট্ মন্ত্রোচ্চারণে এবং বেদে আমার অধিকার হোক)। হে দেবগণ ! ব্রহ্মবেদবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেব আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করুন। যদি এইভাবে আমার পরম কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দেবশ্রেষ্ঠগণ চলে যেতে পারেন।

ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ॥ ২৫

"তখন দেবতারা সকলে জপিশ্রেষ্ঠ (জপপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে বললেন—তাই হোক।

ব্রহ্মর্ষিস্ত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব।
ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্॥ ২৬

'দেবতারাও বললেন—তুমি ব্রহ্মর্ষি, সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণোচিত সকল গুণই তোমাতে বর্তমান— বিশ্বামিত্রের প্রতি এই কথা বলে তাঁরা যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্॥ ২৭

"ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে শ্রেষ্ঠ জপী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে অর্চনা করলেন।

কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ।
এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা॥ ২৮

"রাম ! এইভাবে মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপস্যায় কৃতকার্য হয়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং তপস্যায় স্থিত হয়েই সমগ্র পৃথিবী পরিব্রাজন করলেন।

এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ।
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্যস্যৈষ পরায়ণম্॥ ২৯

"হে রঘুনন্দন রাম ! ইনি (বিশ্বামিত্র) মুনিশ্রেষ্ঠ, তপস্যার মূর্ত বিগ্রহ। ইনিই মূর্তিমান ধর্ম এবং বীর্যবত্তার পরম আশ্রয়।"

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ।
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ॥ ৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্।

'মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শতানন্দ এই পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের কাহিনী বলে বিরত হলেন। শতানন্দের কথা শুনে মহারাজ জনক রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখেই কৃতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে বললেন—

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব॥ ৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক।
পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে॥ ৩২

"হে মুনিশার্দূল কুশিকনন্দন ! কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে আপনি যে আমার যজ্ঞে এসেছেন, সেইজন্য আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্ ! আপনার দর্শনলাভে আমি পবিত্র হলাম।

গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনান্ময়া।
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ॥ ৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা।
সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ॥ ৩৪

"আপনার দর্শনলাভে আমি বহুবিধ গুণের অধিকারী হলাম। হে ব্রহ্মন্ ! ঋষি শতানন্দ কর্তৃক বিস্তারিতভাবে কীর্তিত, আপনার মহতী তপস্যার কথা মহাত্মা রামের সঙ্গে আমিও শ্রবণ করলাম। হে মহাতেজস্বিন্ ! সভাসদগণ এবং যজ্ঞের হোত্রাদি সদস্যগণও আপনার বহু গুণাবলী শ্রবণ করলেন।

অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ং চ তে বলম্।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ॥ ৩৫

"হে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ! অপরিমেয় আপনার তপস্যা, অপরিমেয় আপনার (মানসিক) শক্তি ! আপনার গুণাবলীও সর্বদা অপরিমেয়।

তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো।

কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্।। ৩৬

"মহাত্মন্ ! আপনার আশ্চর্যময়ী কাহিনী শ্রবণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, (আরও শুনতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু) হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সূর্য অস্তাচলগমনোদ্যত। এখন সায়ংকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত।

শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।। ৩৭

"হে মহাতেজস্বিন্ ! আগামীকাল প্রভাতে আবার আমাকে দেখতে পাবেন। হে জপিশ্রেষ্ঠ ! আগামীকাল পুনরায় আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্য এখন বিদায় নিচ্ছি। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্।
বিসসর্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা।। ৩৮

'রাজা জনক এই কথা বললে, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লিতচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা জনককে প্রশংসা করে সত্বর বিদায় জানালেন।

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।। ৩৯

'মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক এই কথা বলে উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শীঘ্র প্রদক্ষিণ করলেন।

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ।। ৪০

'মহাত্মাদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্রও রাম এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাসভূমের দিকে অগ্রসর হলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।। ৬৫।।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।। ৬৫।।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

বিদেহরাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি আতিথ্য, হরধনুর ইতিবৃত্ত কথন এবং ঐ হরধনুতে গুণযোজনায় সমর্থ হলে শ্রীরামের সঙ্গে সীতার বিবাহের সঙ্কল্প ঘোষণা

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্।। ১
তমর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ বাক্যমুবাচ হ।। ২

'অতঃপর পরদিবস নির্মল প্রভাতে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে মহারাজ জনক রাঘবভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে সসম্মানে রাজসভায় আহ্বান জানালেন। তখন ধর্মাত্মা রাজা জনক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অর্চনা করে বললেন—

ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্।। ৩

"ভগবন্ ! আপনাকে স্বাগত। হে নিষ্পাপ পুণ্যাত্মন্ ! আমি আপনার জন্য কী করতে পারি ? আপনার আদেশষ্টব্য (আদেশ পালনে যোগ্য ও বাধ্য) আমাকে নির্দেশ করুন।"

এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ৪

'মহাত্মা জনক এই কথা বললে, বাক্যনিপুণ-ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি।। ৫

"মহারাজ দশরথের এই পুত্রদ্বয় বিশ্ববিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর। আপনার কাছে যে বিখ্যাত ধনুকটা আছে সেইটি এঁরা দেখতে আগ্রহী।

এতদ্ দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ।। ৬

"আপনার কল্যাণ হোক। ধনুকটা এঁদের দুজনকে দেখান। ধনুক দেখে, অভিলাষ পূর্ণ করে রাজকুমারদ্বয়

ইচ্ছানুসারে অযোধ্যায় ফিরে যাবেন।"

এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি॥ ৭

'রাজা জনককে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলায় রাজা জনক মহামুনিকে প্রত্যুত্তরে বললেন—"এই ধনুকটি যে জন্য এখানে আছে, সেই কাহিনী শুনুন।

দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ॥ ৮

"ভগবন্ ! নিমির (নিমি নামে রাজার) জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মার হাতে এই ধনুকটি বন্ধকরূপে দেওয়া হয়েছিল।

দক্ষযজ্ঞবধে পূর্বং ধনুরায়ম্য বীর্যবান্।
বিধ্বংস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ॥ ৯
যস্মাদ্ ভাগার্থিনো ভাগং নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ॥ ১০

"পূর্বে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময় বীর্যবান মহাদেব অবলীলাক্রমে স্বীয় ধনু আকর্ষণপূর্বক ঐ যজ্ঞ ধ্বংস করেন ; পরে ক্রোধভরে দেবতাদের বলেন—হে দেবগণ ! যজ্ঞের ভাগ আমার প্রাপ্য। যেহেতু আপনারা আমায় যজ্ঞভাগ দেননি, তাই সকলের বন্দনীয় আপনাদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ (মস্তক) আমি এই ধনু দ্বারা ছেদন করব।

ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবৎ ভবঃ॥ ১১

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তখন দেবতারা উদ্বিগ্নমনা হয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করতে লাগলেন ; আশুতোষ শিবও তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হলেন।

প্রীতিযুক্তস্তু সর্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদেতদ্ দেবদেবস্য ধনূরত্নং মহাত্মনঃ॥ ১২
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভৌ।

"দেবাদিদেব মহাদেব মহাত্মা দেবতাদের প্রতি প্রীতিবশত সেই ধনুটি তাঁদের দান করেন। মহাত্মা শিবের প্রদত্ত সেই ধনুরত্নটি দেবতারা পরে আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন।

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ॥ ১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা॥ ১৪

"অনন্তর একটি ভূমি শোধনের সময় ক্ষেত্র-কর্ষণ-কালে লাঙ্গল দ্বারা খনিত রেখা থেকে (লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে) উত্থিতা সীতা নামে এক কন্যা আমি লাভ করলাম। ভূতল থেকে উত্থিত হয়ে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল।

বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্॥ ১৫
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব।

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! অযোনিসম্ভবা আমার এই কন্যাকে বীর্যশুল্কা করলাম। পৃথ্বীতল থেকে উত্থিতা আমার এই কন্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলে বিভিন্ন দেশের রাজারা এসে তাকে বিবাহ করতে উৎসুক হলেন।

তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ১৬
বীর্যশুল্কেতি ভগবন্ ন দদামি সুতামহম্।

"হে মহাত্মন্ ! বিভিন্ন রাজারা সেই কন্যাকে বরণ করতে চাইলেও বীর্যশুল্কা বলে আমি কাউকেই কন্যা দান করিনি।

ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব॥ ১৭
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্যং জিজ্ঞাসবস্তদা।

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তখন বিভিন্নদেশের রাজারা সকলে সমবেত হয়ে মিথিলায় এসে বীর্যবত্তা প্রদর্শনের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্॥ ১৮
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা।

"তাঁরা জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের সম্মুখে শিবের ধনুটি আনয়ন করা হল (নিয়ে আসা হল)। তাঁরা কিন্তু কেউই সেই ধনুটি ধারণ করতে বা উত্তোলন করতে (তুলতে) সমর্থ হলেন না।

তেষাং বীর্যবতাং বীর্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে॥ ১৯
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন।

"হে মহর্ষে ! সেই বীরদের বীরত্ব অতি অল্পই ; এই বিষয় জানতে (বুঝতে) পেরে, সেই রাজাদের প্রত্যাখ্যান করা হল। হে তপঃশ্রেষ্ঠ ! তখন কী হল, তা জানুন।

ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব॥ ২০
অরুন্ধন্ মিথিলাং সর্বে বীর্যসন্দেহমাগতাঃ।

"হে মুনিপ্রবর ! তখন নিজেদের বীরত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ রাজারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মিথিলা নগরীকে অবরোধ করলেন।

আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ॥ ২১
রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্ মিথিলাং পুরীম্।

"নৃপশার্দূলগণ প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আমার অবজ্ঞাত মনে করে, মিলিতভাবে সকলে অত্যন্ত

ক্রুদ্ধ হয়ে মিথিলাপুরীকে পীড়ন করতে লাগলেন।

ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ॥ ২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ।

"হে মুনিপ্রবর ! অতঃপর সংবৎসরকালব্যাপী পীড়ন হেতু আমার সৈন্যাদিসহ যুদ্ধোপকরণ সকল সর্বতোভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্॥ ২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ।
ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ॥ ২৪
অবীর্যা বীর্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ।

"তখন আমি তপস্যা দ্বারা দেবগণকে প্রসন্ন করলাম। দেবতারাও পরম প্রীত হয়ে আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্যবল প্রদান করলেন। তখন আমার চতুরঙ্গ সৈন্যের আঘাতে বীর্যহীন এবং স্বীয় বীর্য সম্বন্ধে সন্দিহান পাপাচারী রাজারা মন্ত্রিগণসহ রণে ভঙ্গ দিয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করলেন।

তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্॥ ২৫
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত।
যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্যাদারোপণং মুনে।
সুতাময়োনিজাং সীতাং দদ্যাং দশরথেরহম্॥ ২৬

"সুব্রতধারিন্ হে মুনিপুঙ্গব ! এই সেই পরমপ্রকাশমান ধনু যা রাম-লক্ষ্মণকেও দেখাব। হে মুনে ! যদি রাম এই ধনুতে জ্যা-আরোপণ করতে পারেন, তাহলে আমার অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতাকে দাশরথি রামের হস্তে সমর্পণ করব।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক কর্তৃক অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের নিকট মন্ত্রীদের প্রেরণ

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্॥ ১

'রাজা জনকের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজাকে বললেন, 'রামকে ধনুটি দেখান।'

ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্॥ ২

'তখন রাজা জনক মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন —"গন্ধমাল্য সুশোভিত দিব্য ধনুটি নিয়ে আসুন।"

জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্।
তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ॥ ৩

'অমিত তেজস্বী মন্ত্রিগণ রাজা জনকের নির্দেশে নগরে প্রবেশ করে ধনুটি নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে এলেন।

নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহস্তে কথংচন॥ ৪

'আট চাকাবিশিষ্ট সেই ধনুকের আধারটি অর্থাৎ সিন্দুকটি পাঁচ হাজার দীর্ঘদেহী মহাপ্রাণ বীরপুরুষেরা কোনও প্রকারে বহন করে নিয়ে এলেন।

তামাদায় সুমঞ্জুষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ।
সুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ॥ ৫

'যাতে সেই হরধনুটি রক্ষিত আছে, লৌহনির্মিত সুন্দর সেই সিন্দুকটি নিয়ে এসে রাজমন্ত্রীরা দেবোপম জনককে বললেন—

ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি॥ ৬

"রাজশ্রেষ্ঠ মিথিলাধিপতি হে রাজন্ ! সকল রাজাদের পূজিত এই শ্রেষ্ঠ ধনুটি আপনি ইচ্ছা করলে এই রাজকুমারদ্বয়কে দেখাতে পারেন।"

তেষং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭

'রাজা জনক রাজমন্ত্রীদের কথা শুনে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে এবং রাম-লক্ষ্মণ উভয়কে কৃতাঞ্জলিপুটে (করজোড়ে) বললেন—

ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মঞ্জনকৈরভিপূজিতম্।
রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা॥ ৮

"ব্রহ্মন্! পূর্বে এই ধনুর গুণ আকর্ষণ করতে অসমর্থ হয়েও আমার পূর্বপুরুষ মহাবীর জনকবংশীয় রাজগণ এই শ্রেষ্ঠ ধনুটিকে পূজা করেছেন।

নৈতৎ সুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ৯
ক্ব গতর্মানুষাণাং চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে।
আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা॥ ১০

"দেবগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্বগণ, প্রধান প্রধান যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং মহানাগগণ— কেউই এই ধনুকের গুণ-আকর্ষণে, জ্যা-সংযোজনে, শর- যোজনায়, সঞ্চালনায় এবং উত্তোলনে সমর্থ হননি, মানুষের আর কী কথা!

তদেতদ্ ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব।
দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ॥ ১১

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেইজন্যই এই ধনুটি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। হে মহাশয়! আপনি রাজপুত্রদ্বয়কে এটি দেখান।"

বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু শ্রুত্বা জনকভাষিতম্।
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ॥ ১২

'রামের সঙ্গে বিশ্বামিত্র জনক কথিত বাক্য শ্রবণ করে রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—"বৎস রাম! ধনুকটা দেখো।"

মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।
মঞ্জুষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ॥ ১৩

'মহর্ষির কথা-অনুসারে, যেখানে সেই ধনুটি অবস্থিত আছে, রাম সেই সিন্দুকটি অনাবৃত করে ধনুক দেখে তারপর বললেন—

ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।
যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা॥ ১৪

"এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনুটি আমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করছি। একে তুলে ধরে এর গুণ (ছিলা) আকর্ষণ করারও চেষ্টা করব।"

বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত।
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ॥ ১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ॥ ১৬

'রাজা জনক এবং মুনি (বিশ্বামিত্র) সমস্বরে বললেন — "হ্যাঁ এই রকমই করো।" রাম মহর্ষির কথানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগে ধরে তুললেন। কয়েক হাজার মানুষের চোখের সামনেই ধর্মাত্মা রঘুনন্দন সেই হরধনুতে ক্রীড়াচ্ছলেই গুণ (ছিলা) সংযোজন করলেন।

আরোপয়িত্বা মৌর্বীং চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্ বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ॥ ১৭

'মহাযশস্বী নরশ্রেষ্ঠ রাম সেই (হর) ধনুতে মূর্বাতৃণ নির্মিত গুণ সংযোজন করে আকর্ষণ করলেন এবং মধ্যভাগ থেকে ভেঙে ফেললেন।

তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্যতঃ॥ ১৮

'সেই ধনুর্ভঙ্গের সময় প্রবল বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ এবং পর্বতবিদীর্ণকারী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হল।

নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ॥ ১৯

'মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক এবং রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ ব্যতীত (সেখানে উপস্থিত অন্য) সব মানুষ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্॥ ২০

'মূর্চ্ছিত জনগণ চেতনাপ্রাপ্ত হলে, বাগ্মী রাজা জনক আশ্বস্ত (নির্ভয়) হয়ে মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

ভগবন্ দৃষ্টবীর্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যং চ অতর্কিতমিদং ময়া॥ ২১

"ভগবন্! দশরথতনয় রামের বীরত্ব আমি চাক্ষুষ দর্শন করলাম (স্বচক্ষে দেখলাম)। এঁর এই সন্দেহাতীত ও বিস্ময়কর বীরত্ব অচিন্তনীয় (চিন্তার অতীত)।

জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা।
সীতা ভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্॥ ২২

"আমার কন্যা সীতা দশরথতনয় রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে জনকবংশকে যশস্বী করবে (জনকবংশের কীর্তি আহরণ করবে)।

মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা॥ ২৩

"হে কুশিকনন্দন! সীতা (হবে) বীর্যশুল্কা, আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত হয়েছে, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া কন্যাকে রামের হস্তে সমর্পণ করব।

ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ।
মম কৌশিক ভদ্রং তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ॥ ২৪
রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ॥ ২৫

"হে ব্রহ্মন্ কুশিকনন্দন! আপনার মঙ্গল হোক। আপনি অনুমতি করুন, আমার মন্ত্রীরা শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়ে, রাজা দশরথকে বিনীতবাক্যে বীর্যশুল্কাকে (কন্যা) সম্প্রদানের বিষয় সর্বতোভাবে জানিয়ে দ্রুতগতি রথে করে তাঁকে আমার পুরীতে নিয়ে আসুন।

মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ॥ ২৬

"কাকুৎস্থভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ মুনি বিশ্বামিত্র কর্তৃক সুরক্ষিত আছেন, এই কথা শীঘ্রগামী মন্ত্রিগণ রাজা দশরথকে জানিয়ে সন্তুষ্ট রাজাকে মিথিলায় নিয়ে আসুন।"

কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনাম্।
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুং চ নৃপং তথা॥ ২৭

'কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র বললেন—"তাই হোক"। তখন ধর্মাত্মা রাজা জনক রাজা দশরথকে সকল বৃত্তান্ত যথাযথ বলার জন্য এবং রাজাকেও (দশরথকেও) নিয়ে আসার জন্য যথাযথ নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রীদের অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন (পাঠালেন)।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬৮)

রাজা জনকের মন্ত্রীদের নিকট রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ এবং রাজা জনকের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়ে মন্ত্রিগণসহ রাজা দশরথের মিথিলাযাত্রার উদ্যোগ

জনকেন সমাবিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্॥ ১

'রাজা জনকের আদেশে দূতগণ অযোধ্যার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। বাহনেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পথে তাঁরা তিন রাত্রি অবস্থান করে দূতগণ চতুর্থ দিবসে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ।
দদৃশুর্দেবসংকাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ২

'রাজার অনুমতিক্রমে তাঁদের রাজভবনে প্রবেশ করান হল। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেবসদৃশ বৃদ্ধ রাজা দশরথকে দেখতে পেলেন।

বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্॥ ৩

মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ।
মুহুর্মুহুর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা॥ ৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্॥ ৫

"মহারাজ! অগ্নিহোত্রী পুরোহিত পুরঃসর (অগ্নিহোত্রী পুরোহিতদের সামনে নিয়ে) মিথিলাপতি রাজা জনক বারবার সস্নেহ মধুর বাক্যে উপাধ্যায় ও পুরোহিত এবং অন্যান সেবক সহ আপনার নিরঙ্কুশ কুশল জানতে চেয়েছেন।

পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ॥ ৬

"বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক প্রশান্ত-চিত্তে আপনার (সর্বাঙ্গীণ) কুশল জিজ্ঞাসা করে (পরে)

কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আপনার উদ্দেশ্যে এই বার্তা জানিয়েছেন।

পূর্বং প্রতিজ্ঞা বীর্যশুল্কা মমাত্মজা।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্যা বিমুখীকৃতাঃ॥ ৭

"আমার কন্যা বীর্যশুল্কা, আমার এই পূর্বপ্রতিজ্ঞা জ্ঞাত হয়ে পরাক্রমহীন রুষ্ট রাজারা আমাকে বিমুখ করেছেন।

সেয়ং মম সুতরা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্ নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ॥ ৮

"রাজন্! আমার সেই কন্যাকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণরত আপনার পুত্রেরা জয় করেছেন (হরধনু ভঙ্গ করে তাঁকে বিবাহ করার যোগ্যতা লাভ করেছেন)।

তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি॥ ৯

"হে মহাবীর রাজন্ দশরথ! বিরাট জনসমাবেশের সামনেই মহাত্মা রাম সেই স্বর্গীয় ধনু-রত্নটি মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলেছেন।

অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১০

"আমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক; সেইজন্যই মহাত্মা রামকে আমার বীর্যশুল্কা (কন্যা) সীতা সম্প্রদান করতে চাই। অতএব, আপনি দয়া করে অনুমতি দান করুন।

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ॥ ১১

"অতএব, মহারাজ! গুরু এবং পুরোহিতগণকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র এসে রাঘবভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করুন; আপনার কল্যাণ হোক!

প্রতিজ্ঞাং মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরেব প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে॥ ১২

"হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমার সঙ্কল্প পালনে সহায়তা করুন—আপনার দুই পুত্রকে বিবাহ দিয়ে প্রীতি উপভোগ করুন।

এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ॥ ১৩

"মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে এবং কুলপুরোহিত ঋষি শতানন্দের সম্মতিক্রমে বিদেহরাজ জনক আপনাকে এই মধুর সংবাদ প্রেরণ করেছেন।"

দূতবাক্যং তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবং চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ॥ ১৪

'মহারাজ জনক-প্রেরিত দূতবাক্য শ্রবণ করে পরম হৃষ্ট মহারাজ দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠকে, কুলপুরোহিত বামদেবকে এবং মন্ত্রীদের বললেন—

গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা বিদেহেষু বসত্যসৌ॥ ১৫

"কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে এখন বিদেহ দেশে অবস্থান করছে।

দৃষ্টবীর্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি॥ ১৬

"মহাত্মা জনক ককুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রের বীরত্ব স্বচক্ষে দর্শন করেছেন; সেইজন্যই তিনি রঘুনন্দন রামচন্দ্রের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সম্প্রদান করতে চাইছেন।

যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ॥ ১৭

"যদি মহাত্মা জনকের প্রস্তাব আপনাদের মনোমত হয়, তবে কালবিলম্ব না করে আমরা শীঘ্রই জনকের পুরীতে যাব।"

মন্ত্রিণো বাঢমিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীৎ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ॥ ১৮

'মহর্ষিদের সঙ্গে মন্ত্রীরাও বললেন, 'বেশ (তাই হোক)'। রাজাও প্রীত হয়ে বললেন, "হে মন্ত্রিগণ! আগামী কাল যাত্রা শুরু হবে।"

মন্ত্রিণস্তু নরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
ঊচুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ॥ ১৯

'রাজা দশরথ কর্তৃক সমাদরে সংবর্ধিত হয়ে জনকের সর্বগুণান্বিত মন্ত্রিগণ মহানন্দে সেখানে (অযোধ্যায়) রাত্রিবাস করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনিমণ্ডলী, প্রভূত ধনসম্পদ ও চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীসহ মহারাজ দশরথের মিথিলা-যাত্রা এবং সেখানে মহারাজ জনক কর্তৃক তাঁদের স্বাগত সংবর্ধনা

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥ ১

'অনন্তর রাত্রি প্রভাত হলে উপাধ্যায় ও বান্ধবগণসহ রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্তে সুমন্ত্রকে বললেন—

অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ॥ ২

"আজ কোষাধ্যক্ষেরা সকলে নানাবিধ রত্ন-মণি-মাণিক্যাদিসহ প্রভূত ধন সঙ্গে নিয়ে সুরক্ষিতভাবে আগে আগে চলুন।

চতুরঙ্গবলং চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ।
মমাজ্ঞাসমকালং চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্॥ ৩

"আমার আদেশ পাওয়া মাত্রই চতুরঙ্গসেনা এবং অশ্বাদি বাহনসহ অত্যুত্তম রথাদি যান যেন শীঘ্র বহির্গত হয়।

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা॥ ৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্ দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্॥ ৫

"ঋষিগণ —বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন— এই সকল পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন (আগে আগে চলুন)। যাতে কালবিলম্ব না হয়, সেইজন্য আমার রথ দ্রুত প্রস্তুত করো; কারণ দূতগণ আমায় ত্বরান্বিত করছেন (তাড়া দিচ্ছেন)।"

বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ॥ ৬

'রাজার নির্দেশানুসারে চতুরঙ্গ সেনা ঋষিদের সঙ্গে গমনরত রাজার পশ্চাৎ চলতে লাগল। রাজা দশরথ ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে চললেন, আর তাঁর নির্দেশ অনুসারে চতুরঙ্গ সেনা তাঁর পশ্চাৎ চলতে লাগল।

গত্বা চতুরহং মার্গং বিদেহানভ্যুপেয়িবান্।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ॥ ৭

'ঋষিগণ ও সেনাসহ রাজা দশরথ চারদিন ধরে পথ চলে অবশেষে বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনবার্তা শ্রবণ করে শ্রীমান রাজা জনক ও (তাঁদের) সংবর্ধনার আয়োজন করলেন।

ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ॥ ৮

'তখন রাজা দশরথকে পেয়ে প্রফুল্লিতচিত্ত রাজা জনক অতীব তৃপ্ত হলেন।

উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতম্।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব॥ ৯

'রাজশ্রেষ্ঠ জনক উৎফুল্লচিত্ত নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন—"হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! আপনাকে স্বাগত। সৌভাগ্যবশতঃই আজ আপনাকে পেলাম।

পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্যনির্জিতাম্।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১০
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ।

"আপনি উভয় পুত্রের বীরত্বে প্রীতিরূপিণী পুত্রবধূ লাভ করবেন। অপরপক্ষে সৌভাগ্যবশত আমি দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের মতো, সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠসহ মহাতেজস্বী ভগবান ঋষি বশিষ্ঠদেবকে পেলাম।

দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্॥ ১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ।

"সৌভাগ্যবশত মহাবলশালী বীরশ্রেষ্ঠ রঘুবংশীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধহেতু আমার বিঘ্নসকল বিদূরিত এবং বংশ ধন্য হল।

শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সম্বর্তয়িতুমর্হসি॥ ১২
যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ।

"হে নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! আগামীকাল প্রভাতে যজ্ঞশেষে আপনি ঋষি-প্রধানদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে বিবাহ কার্য সম্পাদন করাবেন।"

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ॥ ১৩
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।

'ঋষিসভায় রাজা জনকের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ রাজা জনককে প্রত্যুত্তরে বললেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা॥ ১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।

"গ্রহীতা দাতার অধীন—এই প্রচলিত কথা আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি। অতএব, হে ধার্মিক রাজন্! আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।"

তদ্ ধর্মিষ্ঠং যশস্যং চ বচনং সত্যবাদিনঃ॥ ১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ।

'সত্যসন্ধ রাজা দশরথের ধর্মানুকূল ও যশস্কর সেই বাক্য শ্রবণ করে বিদেহরাজ জনক পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।

ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে॥ ১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্।

'অনন্তর মুনিগণসকলে পরস্পর মিলিত হয়ে পরমানন্দে সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন।

অথ রামো মহাতেজা লক্ষ্মণেন সমং যযৌ॥ ১৭
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য পিতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্।

'অনন্তর মহাতেজস্বী রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সামনে নিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে পিতার চরণদ্বয় স্পর্শ করে বন্দনা করলেন।

রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ॥ ১৮
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ।

'রাজা দশরথও রঘুকুলনন্দন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করে অতীব হৃষ্ট হলেন, এবং রাজা জনক কর্তৃক সংবর্ধিত হয়ে পরম প্রীতিভরে রাত্রিবাস করলেন।

জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়া ধর্মেণ তত্ত্ববিৎ।
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাং চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ॥ ১৯

'মহাতেজস্বী শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ রাজা জনকও কন্যাদ্বয়ের মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় ক্রিয়ানুসারে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে রাত্রিতে সুখে শয়ন করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৯॥

সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

রাজা জনকের ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যা নগরী থেকে মিথিলায় আনয়ন এবং রাজা দশরথের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সূর্যবংশের পরিচয় প্রদানান্তে রাম-লক্ষ্মণের হাতে সীতা ও উর্মিলাকে সম্প্রদানের অনুরোধ

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্॥ ১

'অনন্তর রাত্রি প্রভাতে মহর্ষিদের সহায়তায় যজ্ঞীয় ক্রিয়াদি সমাপনান্তে, বাক্যবিৎ রাজা জনক পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বললেন—

ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্॥ ২
বার্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসংকাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্॥ ৩

"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ অতীব তেজস্বী, বীর্যবান এবং পরম ধার্মিক। সে বাস করে কল্যাণময়ী সাঙ্কাশ্যা নাম্নী নগরীতে, পান করে (নগরীর পার্শ্বপ্রবাহিতা) পবিত্র ইক্ষুমতী নদীর জল। এই সাঙ্কাশ্যা নগরীর রক্ষার্থে চতুর্দিকে যন্ত্র স্থাপিত এবং নগরীর মধ্যে স্বর্গীয় বিমান সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা।

তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে মতঃ।
প্রীতিং সোঽহমি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ॥ ৪

"আমি তাকে দেখতে চাই। সে আমার এই কন্যার বিবাহ যজ্ঞের রক্ষাকর্তা বলে আমি মনে করি। সেই মহাতেজস্বী ভাই আমার সঙ্গে এই বিবাহের আনন্দ উপভোগ করুক, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রাজনকস্তান্ সমাদিশৎ॥ ৫

'রাজা জনক পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বললে, কয়েকজন শান্তচিত্ত দূত এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজা তাদের নির্দেশ দিলেন।

শাসনাৎ তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা॥ ৬

'যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে ভগবান বিষ্ণুকে আনতে দেবদূতেরা গিয়েছিলেন সেইরকম, রাজা জনকের নির্দেশে রাজদূতেরা পুরুষসিংহ কুশধ্বজকে আনতে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে চলে গেলেন।

সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্॥ ৭

'দূতেরা সাঙ্কাশ্যা নগরীতে উপস্থিত হয়ে কুশধ্বজকে দেখলেন এবং মিথিলার যথাযথ ঘটনা ও রাজা জনকের মনোভিলাষ নিবেদন করলেন।

তদ্বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ॥ ৮

'রাজা কুশধ্বজ দ্রুতগামী শ্রেষ্ঠ দূতেদের কাছে মিথিলার সকল বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ জনকের নির্দেশক্রমে মিথিলায় চলে এলেন।

স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্।
সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্॥ ৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত।

'কুশধ্বজ ধর্মবৎসল মহাত্মা জনককে দেখলেন। পরে তিনি কুলপুরোহিত শতানন্দকে এবং পরম ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনককে অভিবাদন করে রাজোচিত পরম দিব্য আসনে (সিংহাসনে) উপবেশন করলেন।

উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী॥ ১০
প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্।
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্॥ ১১
আত্মজৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্।

'সেই উভয় অমিততেজস্বী বীর ভ্রাতৃদ্বয় (জনক এবং কুশধ্বজ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামনকে এই বলে পাঠালেন—"হে মন্ত্রিবর! শীঘ্র যান, মন্ত্রীদের সঙ্গে সপুত্র দুষ্পরাজেয় অমিত প্রভাবশালী ইক্ষ্বাকু-প্রবর মহারাজ দশরথকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।"

ঔপকার্যাং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্ধনম্॥ ১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ।

'সুদামন রাজা দশরথের অবস্থান শিবিরে গিয়ে রঘুকুল গৌরববর্ধক রাজা দশরথকে দেখে অবনতমস্তকে তাঁকে অভিবাদন করে বললেন—

অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ॥ ১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।

"হে বীর অযোধ্যানরেশ! উপাধ্যায় ও পুরোহিতসহ আপনাকে দর্শনের জন্য বিদেহরাজতনয় মিথিলাধিপতি জনক অপেক্ষা করছেন।"

মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তথা॥ ১৪
সবন্ধুরগমৎ তত্র জনকো যত্র বর্ততে।

'মন্ত্রিবরের বাক্য শ্রবণ করে, ঋষিগণ ও বন্ধুগণসহ রাজা দশরথ সেখানে গেলেন, যেখানে রাজা জনক আছেন।

রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ॥ ১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ।

'মন্ত্রী, উপাধ্যায় এবং বান্ধবগণসহ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ বিদেহরাজকে (জনককে) এই কথা বললেন—

বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্॥ ১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।

"মহারাজ! আপনার জানা আছে, ইক্ষ্বাকুকুলের দেবতাস্বরূপ পূজনীয় ভগবান ঋষি বশিষ্ঠই আমাদের সকল কর্মেরই প্রবক্তা ও প্রতিভূ।

বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্।

"বিশ্বামিত্রের এবং মহর্ষিগণের অনুমতি হলে, এই ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ আমার বংশের পরিচয় যথাক্রমে বলবেন।"

তূষ্ণীংভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্।

'রাজা দশরথ নীরব হলে, বাক্‌কুশলী ভগবান ঋষি বশিষ্ঠ সপুরোহিত জনকরাজকে বললেন—

অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ॥ ১৯
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ।
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ॥ ২০

"ব্রহ্মা হলেন বাক্যাতীত, চিরন্তন, সদৈকরূপ এবং অবিনাশী। তাঁর থেকে (ব্রহ্মা থেকে) মরীচির উৎপত্তি। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকে বিবস্বান্ এবং বিবস্বান্ থেকে বৈবস্বত মনুর জন্ম।

মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্॥ ২১

"এই মনুই পূর্ব প্রজাপতিরূপে খ্যাত। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে জানবেন।

ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।

কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত॥ ২২

"ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান কুক্ষি নামে খ্যাত। অনন্তর, কুক্ষির শ্রীমান বিকুক্ষি নামে সন্তানের জন্ম হয়।

বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্॥ ২৩

"বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী, নাম তাঁর বাণ। বাণের পুত্র অনরণ্য; তিনিও মহাতেজীয়ান ও প্রতাপবান।

অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ॥ ২৪

"অনরণ্যের পৃথু নামে পুত্র এবং পৃথুর ত্রিশঙ্কু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার।

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ।
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ॥ ২৫

"ধুন্ধুমারের পুত্র মহাতেজস্বী ও মহাবীর যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতা।

মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ॥ ২৬

"মান্ধাতার সুসন্ধি নামে কান্তিমান পুত্রের জন্ম হয়। সুসন্ধির দুই পুত্র—ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ।

যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাৎ তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত॥ ২৭

"ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের অসিত নামে মহাতেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ॥ ২৮

"অসিতের প্রতিপক্ষ শত্রু রাজারা ছিলেন—বীর হৈহয়গণ, তালজঙ্ঘগণ এবং শশবিন্দুগণ।

তাংশ্চ স প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
হিমবন্তমুপাগম্য ভার্যাভ্যাং সহিতস্তদা॥ ২৯

"রাজা অসিত শত্রু রাজাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে ভার্যাদ্বয় সহ হিমালয়ে গিয়ে প্রবাসজীবন যাপন করলেন।

অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্মমুপেয়িবান্।
দ্বে চাস্য ভার্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ॥ ৩০

"শক্তিহীন রাজা অসিত কালধর্মবশত পরলোক গমন করলেন। শোনা যায়, সেই সময় তাঁর দুই স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন।

একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ।

"রাজা অসিতের এক মহিষী সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করার জন্য তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়েছিলেন।

ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ॥ ৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্॥ ৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ॥ ৩৩

"সেই সময় রমণীয় পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের উপরে আশ্রমে ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে মুনি তপস্যারত ছিলেন। সেখানে পদ্মপত্রাক্ষী সৌভাগ্যবতী কালিন্দী নাম্নী (মহারাজ অসিতের মহিষী) উত্তম পুত্রের কামনায় দেবতুল্য ঋষি ভৃগুপুত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন এবং বন্দনা করলেন।

স তামভ্যবদদ্ বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ॥ ৩৪
মহাবীর্যো মহাতেজা অচিরাৎ সংজনিষ্যতি।
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে॥ ৩৫

"সেই চ্যবন ঋষি পুত্রার্থিনীকে তাঁর পুত্রের জন্ম বিষয়ে বললেন—অয়ি সুভগে! তোমার গর্ভে সগরল (বিষসহ) মহাবীর্যশালী, মহাতেজস্বী, মহাবলবান এবং কান্তিমান এক সুপুত্র শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। অয়ি কমলনয়নে! দুঃখ করো না।

চ্যবনং চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পত্যা বিরহিতা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত॥ ৩৬

"পতিবিরহিণী বিধবা পতিব্রতা রাজপুত্রী কালিন্দী ঋষি চ্যবনকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে এলেন। পরে দেবী এক পুত্রের জন্ম দিলেন।

সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ॥ ৩৭

"কালিন্দীর গর্ভ হত্যা করার জন্য সপত্নী (সতীন) তাঁকে (কালিন্দীকে) বিষ দান করেছিলেন। সেই বিষ বা গরলের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করায় তিনি (কালিন্দীর পুত্র) হলেন সগর (নামে খ্যাত)।

সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ॥ ৩৮

"সগরের পুত্র অসমঞ্জ; অসমঞ্জ থেকে জন্ম হয় অংশুমান-এর। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা।

রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ॥ ৩৯
কল্মাষপাদোঽপ্যভবৎ তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ॥ ৪০

"ভগীরথ থেকে কাকুৎস্থ এবং কাকুৎস্থ থেকে রঘুর জন্ম হয়। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ ; তিনি মুনির অভিশাপে পুরুষাদক এবং কল্মাষপাদ হয়ে যান। তাঁর (প্রবৃদ্ধের) থেকে শঙ্খণ জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন এবং সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ।

শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ।
মরোঃ প্রশুশ্রুকস্ত্বাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ॥ ৪১

"অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক এবং প্রশুশ্রুক থেকে অম্বরীষের জন্ম হয়।

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ।
নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ॥ ৪২

"অম্বরীষের পুত্র রাজা নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। নাভাগের জন্ম যযাতি থেকে।

নাভাগস্য বভূবাজ অজাদ্ দশরথোঽভবৎ।
অস্মাদ্ দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪৩

"নাভাগের পুত্র অজ। অজ থেকে দশরথের জন্ম। সেই দশরথ থেকেই এই দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করেন।

আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্মিণাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্॥ ৪৪
রামলক্ষ্মণযোরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি॥ ৪৫

"হে রাজন্ ! উৎপত্তিকাল থেকেই বিশুদ্ধ এই ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা পরম ধার্মিক, সত্যসন্ধ এবং বীর। এই পবিত্র বংশে জাত (রাজকুমারদ্বয়) রাম-লক্ষ্মণের যোগ্য আপনার কন্যাদ্বয়কে (বধূরূপে) বরণ করছি। হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনিও আপনার কন্যাদ্বয়ের যোগ্য বরে যোগ্য কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম সর্গ (৭১)

রাজা জনক কর্তৃক স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের হস্তে স্বীয় কন্যাদ্বয় সীতা ও উর্মিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞাকরণ

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্॥ ১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে॥ ২

'এইরূপে পূর্বসর্গে বর্ণিত ইক্ষ্বাকুবংশের পরিচয় বর্ণনাকারী মহর্ষি বশিষ্ঠকে রাজা জনক প্রত্যুত্তরে করজোড়ে বললেন —"হে মহর্ষি ! আপনার মঙ্গল হোক। এখন আপনি আমার বংশের বর্ণিত ইতিহাস শ্রবণ করুন। যেহেতু, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কন্যাসম্প্রদানকালে কুলীন কর্তৃক নিজবংশের পরিচয় পুরাপুরি বর্ণনা করা (জানান) উচিত। (অতএব) হে মহামতে ! আপনি তা শ্রবণ করুন।

রাজাভূৎ ত্রি ষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্মণা।
নিমিঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ॥ ৩

"পুরাকালে পরমধার্মিক সাত্ত্বিকপ্রবর নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। স্বীয় সৎ কর্মের জন্য তিনি ছিলেন ত্রিভুবনবিখ্যাত।

তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ॥ ৪

"তাঁর (নিমির) পুত্রের নাম মিথি। মিথির পুত্র জনক। (আমাদের বংশে) তিনিই প্রথম জনক নামে খ্যাত রাজা। জনক থেকে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন।

উদাবসোস্তু ধর্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ।
নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ॥ ৫

"উদাবসু থেকে ধর্মাত্মা নন্দিবর্ধনের জন্ম হয়।

নন্দিবর্ধনের বীরপুত্র সুকেতু।

সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ॥ ৬

"সুকেতু থেকে মহাবলশালী ধর্মাত্মা দেবরাত জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ নামে প্রসিদ্ধ।

বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ৭

"বৃহদ্রথের মহাবীর নামে বীর ও প্রতাপশালী পুত্র জন্মেছিলেন। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী।

সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ॥ ৮

"সুধৃতির ধৃষ্টকেতু নামে ধর্মপ্রাণ পরমধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। রাজা ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন।

হর্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ॥ ৯

"হর্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ রাজা কীর্তিরথ।

পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢস্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ॥ ১০

"কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ় নামে পরিচিত। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীধ্রক।

মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত॥ ১১

"মহীধ্রকের পুত্র মহাবলী রাজা কীর্তিরাত। রাজর্ষি কীর্তিরাতের মহারোমা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মহারোম্ণস্তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত।
স্বর্ণরোম্ণস্তু রাজর্ষের্হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত॥ ১২

"মহারোমা হতে জন্মালেন ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা এবং রাজর্ষি স্বর্ণরোমা হতে হ্রস্বরোমা জন্মগ্রহণ করেন।

তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ॥ ১৩

"মহাত্মা ধর্মপ্রাণ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন— জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি জনক এবং কনিষ্ঠ পুত্র আমার অনুজ ভ্রাতা কুশধ্বজ।

মাং তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ॥ ১৪

"আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে, আমার পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে (নিজে) বনে চলে গেলেন (চতুরাশ্রমের তৃতীয় বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন)।

বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্মেণ ধুরমাবহম্।
ভ্রাতরং দেবসংকাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্॥ ১৫

"বৃদ্ধ পিতা স্বর্গে গমন করলে, আমি দেবতুল্য ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের দৃষ্টিতে পালন করে ধর্মানুসারে রাজ্যের ভার বহন করতে লাগলাম।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাংকাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ॥ ১৬

"অনন্তর কিছুকাল পরে সুধন্বা নামে এক বীর রাজা সাঙ্কাশ্য নগর থেকে এসে মিথিলা পুরী অবরোধ করেছিলেন।

স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি॥ ১৭

"তিনি দূতের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ পাঠালেন —শিবের অত্যুত্তম ধনুক এবং আপনার কন্যা কমলনয়না সীতাকে আমায় দিয়ে দিন।

তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ।
স হতোঽভিমুখো রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে॥ ১৮

"হে মহর্ষে! অত্যুত্তম ধনুক ও কন্যা না দেওয়াতে আমার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সম্মুখসমরে সেই রাজা সুধন্বা আমার দ্বারা নিহত হলেন।

নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূরমভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্॥ ১৯

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা সুধন্বাকে হত্যা করে আমার বীর ভ্রাতা কুশধ্বজকে আমি সাঙ্কাশ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করে দিলাম।

কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব॥ ২০

"হে মহামুনি! ইনি আমার ছোট ভাই, আর আমি বড়। হে ঋষিপ্রবর! আমি পরম প্রীতির সঙ্গেই আমার কন্যাদ্বয়কে আপনার পুত্রবধূরূপে সম্প্রদান করছি।

সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।
বীর্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্॥ ২১
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব॥ ২২

"হে ঋষিপ্রবর! আপনার কল্যাণ হোক। দেবকন্যা-

সদৃশী আমার প্রথমা কন্যা বীর্যশুল্কা সীতাকে এবং দ্বিতীয়া কন্যা ঊর্মিলাকে আপনার পুত্রবধূদ্বয়রূপে পরমপ্রীতির সঙ্গে দান করছি। সীতাকে রামের হাতে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে ত্রিসত্য (তিন সত্য) করে দান করছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।"

রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্যং চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু॥ ২৩

'মহর্ষি বশিষ্ঠকে উক্ত বাক্যসকল বলে রাজা জনক অতঃপর মহারাজ দশরথের উদ্দেশ্যে বললেন—"রাজন্! রাম-লক্ষ্মণের কল্যাণের জন্য গোদান করান। আপনার মঙ্গল হোক। (আপনি) পিতৃকার্য তথা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে অতঃপর বিবাহ-সম্বন্ধীয় কার্য করুন।

মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু।
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্যং সুখোদয়ম্॥ ২৪

"হে মহাবাহু! আজ মঘা নক্ষত্র। প্রভু! আজ থেকে তৃতীয় দিনে সেই উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসম্বন্ধীয় কার্য করবেন। রাজন্! রাম-লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য গো-সুবর্ণাদি দান করুন; তাতে তাদের দুজনের সুখ (মঙ্গল) হবে।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৭২)

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কর্তৃক ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে রাজা জনকের সানন্দ-স্বীকৃতি এবং দশরথ কর্তৃক গোদান ও নান্দীশ্রাদ্ধ সম্পাদন

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
উবাচ বচনং বীরং বশিষ্ঠসহিতো নৃপম্॥ ১

'বিদেহরাজ বীর জনক উক্ত বাক্যসকল বললে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে রাজা জনককে বললেন—

অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব।
ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন॥ ২

"হে নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকুদের এবং বিদেহদের বংশ অচিন্তনীয় ও অপরিমেয় মহিমময়। অন্য কেউই (কোনও বংশই) এঁদের তুল্য নয়।

সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ॥ ৩

"রাজন্! সীতা ও ঊর্মিলার সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের বিবাহ-সম্বন্ধ যথোচিত। রূপ এবং ঐশ্বর্যেও এঁদের মধ্যে সমানতা বর্তমান।

বক্তব্যং চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম।
ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ॥ ৪

অস্য ধর্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে॥ ৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।
বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ॥ ৬

"রাজন্! আমার একটা কথা শুনুন; এই ধর্মজ্ঞ রাজা কুশধ্বজ আপনার ছোট ভাই। হে মনুষ্যপ্রবর! এই ধর্মাত্মা রাজার অতুলনীয়া রূপবতী কন্যা দুটিকে পুত্রবধূরূপে বরণ করছি। হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! মহাত্মা ধীমান দুই রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্যই সেই কন্যাদ্বয়কে বরণ করছি।

পুত্রা দশরথস্যেমে রূপযৌবনশালিনঃ।
লোকপালসমাঃ সর্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ॥ ৭

"রাজা দশরথের পুত্রগণ সকলেই রূপবান ও তারুণ্যে ভরপুর; লোকপাল অর্থাৎ রাজগুণসম্পন্ন এবং দেবতুল্য পরাক্রমী।

উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ পুণ্যকর্মণঃ॥ ৮

"হে রাজেন্দ্র ! আপনার মতো পুণ্যকর্মার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে উভয় রাজবংশকে (ইক্ষ্বাকুবংশ এবং জনকবংশ) আবদ্ধ করে ইক্ষ্বাকুকুলকে ধন্য করুন।"

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ॥ ৯

'তখন মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মতিক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবরদ্বয়কে বললেন—

কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্॥ ১০

"মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয় নিজে থেকে যে, যোগ্যবংশদ্বয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজন্য আমার এই বংশকে ধন্য মনে করছি।

এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে।
পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ॥ ১১

"তাই হোক। আপনাদের মঙ্গল হোক। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় পত্নীরূপে শত্রুঘ্ন ও ভরতকে ভজনা করুক।

একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।
পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ॥ ১২

"হে মুনিবর ! মহাবলশালী চার রাজপুত্র একই দিনে চার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুক (চার রাজকন্যাকে বিবাহ করুক)।

উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ॥ ১৩

"ব্রহ্মন্! আগামী পরশু (পরশ্ব) ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্তা তিথি, যার দেবতা প্রজাপতি ভগ। মনীষীরা ঐ দিন বিবাহকার্যের উপযুক্ত বলে প্রশংসা করেন (বিবাহের প্রশস্তকাল বলে থাকেন)।"

এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৪

'রাজা জনক এইরকম মনোহর বাক্য বলে উঠে দাঁড়িয়ে, করজোড়ে মুনিবর দুজনকে বললেন—

পরো ধর্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোস্তথা।
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ॥ ১৫

"হে মুনিবরদ্বয় ! আপনারা দুজন আমার জন্য কন্যা-বিবাহদান-রূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মের বিধান করলেন। আমি আপনাদের দুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। এই শ্রেষ্ঠ আসন দুটিতে আপনারা দুজন উপবেশন করুন।

যথা দশরথস্যেয়ং তথাযোধ্যা পুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্তুমর্হথ॥ ১৬

"যেমন রাজা দশরথের অযোধ্যা, সেইরকম আমার এই মিথিলা পুরী আপনাদের প্রভুত্বে অধীন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; অতএব আপনারা দুজন যথাকর্তব্য করুন।"

তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্॥ ১৭

'বিদেহরাজ জনক সেইকথা বললে, রঘুকুলনন্দন রাজা দশরথ সানন্দে প্রত্যুত্তরে রাজা জনককে বললেন—

যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ।
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ ভ্যামভিপূজিতাঃ॥ ১৮

"হে মিথিলাধিপতি ভ্রাতৃদ্বয় ! আপনারা অসংখ্যগুণ-সম্পন্ন ; কারণ, আপনারা রাজন্যমণ্ডলী ও ঋষিকুলকে বিশেষ সম্মান করেন।

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।
শ্রাদ্ধকর্মাণি বিধিবদ্বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ॥ ১৯

"স্বস্তি (যোগক্ষেম) লাভ করুন ; আপনার কল্যাণ হোক। এখন আমরা নিজবাসে গমন করি ; কারণ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদিকর্ম (শাস্ত্রীয়) বিধিমতো সমাধা করব।" রাজা দশরথও এই কথা বললেন।

তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা।
মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ॥ ২০

'রাজা জনককে এই বলে বিদায় জানিয়ে মহাযশস্বী রাজা দশরথ মহর্ষি দুজনকে পুরোভাগে নিয়ে শীঘ্র চলে গেলেন।

স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্॥ ২১

'রাজা দশরথ স্ববাসস্থানে গিয়ে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হয়ে উত্তম গোসমূহ দান করলেন।

গবাং শতসহস্রং চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ॥ ২২

'নরপতি রাজা দশরথ পুত্রদের (রামাদি চারপুত্রের কল্যাণের) জন্য ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে ধর্মানুসারে এক এক লক্ষ করে গোরু দান করলেন।

সুবর্ণশৃঙ্গ্যঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ॥ ২৩
বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ॥ ২৪

'পুত্রবৎসল পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুকুলনন্দন রাজা দশরথ পুত্রদের কল্যাণের জন্য সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত (সোনায় মোড়া শিং-ওয়ালা) হৃষ্টপুষ্ট সবৎসা (বাছুর সহ) চারলক্ষ গাভী এবং তৎসহ কাংস্যনির্মিত (কাঁসার তৈরি) দোহন পাত্র ব্রাহ্মণদের দান করলেন। গোদানের উদ্দেশ্যে (দক্ষিণাস্বরূপ) অন্য বহু সম্পদও দান করলেন।

স সুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্নৃপতিস্তদা।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ॥ ২৫

'সেই সময়, গো-দান-কর্ম সমাপনান্তে পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত রাজা দশরথ লোকপালগণ-কর্তৃক পরিবৃত সৌম্যদর্শন প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

———o———

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

রাজা জনকের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক বিবাহের পৌরোহিত্য গ্রহণ এবং রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সঙ্গে সীতাদি ভগিনী চতুষ্টয়ের শুভ বিবাহ

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্॥ ১
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২

'যেদিন রাজা দশরথ গোদান-রূপ উত্তম কর্ম সমাধা করলেন, সেই দিনই ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল ভরতজননী কৈকেয়ীর সহোদর ভ্রাতা কেকয় রাজপুত্র বীর যুধাজিৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজা দশরথকে দর্শন এবং তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে এই কথা বললেন—

কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্॥ ৩
স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ।
তদর্থমুপয়াতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দন॥ ৪

"হে রাজেন্দ্র ! কেকয়রাজ স্নেহবশত আপনার কুশল জিজ্ঞাসু। আপনিও যাঁদের কুশলাভিলাষী, তাঁদের সকলের কুশল জানবেন। হে রঘুনন্দন ! রাজা কেকয়রাজ আমার ভাগিনেয়ের (তাঁর দৌহিত্র কৈকেয়ী-তনয় ভরতের) দর্শনাভিলাষী ; সেই হেতুই আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম।

শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্।
মিথিলামুপযাতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে॥ ৫
ত্বরয়াভ্যুপয়াতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বসুঃ সুতম্।

"কিন্তু, মহারাজ ! আমি অযোধ্যাতেই আপনার পুত্রদের বিবাহের জন্য আপনার সঙ্গে মিথিলায় আগমনের সংবাদ শুনে, ভগিনীর পুত্রকে (ভাগিনেয়কে) দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত এখানে চলে এসেছি।"

অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্॥ ৬
দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ।

'তখন রাজা দশরথ পূজনীয় প্রিয় অতিথিকে (শ্যালক যুধাজিৎকে) উপস্থিত দেখে পরম সমাদরে তাঁর অর্চনা করলেন।

ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৭
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ।
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ॥ ৮

'তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানবান রাজা দশরথ মনস্বী পুত্রদের সঙ্গে সেখানে বাসস্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। অতঃপর প্রভাতে পুনরুত্থিত হয়ে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে ঋষিগণ পুরঃসর যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।

যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ॥ ৯

বসিষ্ঠং পুরতঃ কৃত্বা মহর্ষীনপরানপি।
বসিষ্ঠো ভগবানেতা বৈদেহমিদমব্রবীৎ॥ ১০

'বিজয় নামক শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে নানালঙ্কারে সজ্জিত ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সুসজ্জিত রামচন্দ্র বিবাহ-কালোচিত সূত্রবন্ধনাদি মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান সমাপনান্তে বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ সেইস্থানে উপস্থিত হলেন। অতঃপর ভগবান বশিষ্ঠ অগ্রসর হয়ে বিদেহরাজ জনককে বললেন—

রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে॥ ১১

"রাজন্ ! সজ্জনশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ পুত্রদের বৈবাহিক সূত্রবন্ধনরূপ মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে কন্যাদাতাকে আকাঙ্ক্ষা করছেন।

দাতৃপ্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্॥ ১২

"রাজন্ ! দাতা এবং প্রতিগ্রহীতার সার্থক মিলনেই দান ধর্মের সর্বসার্থকতা। অতএব, রাজন্ ! সপুত্র মহারাজ দশরথকে আহ্বান করে বিবাহকার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করে স্বধর্ম প্রতিপালন করুন।"

ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ॥ ১৩

'মহাত্মা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে, অতীব উদার, পরম ধর্মবেত্তা ও মহাতেজস্বী রাজা জনক প্রত্যুত্তরে বললেন—

কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সম্প্রতীক্ষতে।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব॥ ১৪
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ॥ ১৫
সদ্যোঽহং ত্বৎ প্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে॥ ১৬

"আমার গৃহের প্রবেশ দ্বারে কে দ্বাররক্ষক আছে ? (কোনও দ্বাররক্ষক নেই)। হে মহর্ষে ! রাজা দশরথ কার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন ? আপনার মাধ্যমে তাঁকে জানাই —হে রাজন্ ! এই রাজ্য যেমন আমার, সেরূপ আপনারও ! নিজগৃহে প্রবেশের জন্য (অনুমতি প্রাপ্তি) বিচারের প্রয়োজন আছে কি ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মাঙ্গল্যসূত্রাদিসংযুক্তা অগ্নিদ্যুতির ন্যায় দ্যুতিময়ী আমার কন্যারা যজ্ঞবেদিমূলে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমিও এই বেদিমূলে আপনার অপেক্ষায় উপবিষ্ট আছি। সকল কার্য নির্বিঘ্নে সমাধা করুন, বিলম্ব কীসের ?"

তদ্ বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি॥ ১৭

'তখন রাজা দশরথ, রাজা জনকের সেই কথা শুনে পুত্রগণকে (রামাদি চার পুত্রকে) এবং ঋষিগণকে বিবাহ-যজ্ঞসভায় প্রবেশ করালেন (পুত্র ও ঋষিগণকে নিয়ে বিবাহ যজ্ঞসভায় প্রবেশ করলেন)।

ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।
কারয়স্ব ঋষে সর্বামৃষিভিঃ সহ ধার্মিক॥ ১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো।

'তখন, বিদেহরাজ জনক মহর্ষি বশিষ্ঠকে বললেন —"হে প্রভো ধর্মাত্মন ঋষে ! ঋষিগণসহ মিলিত হয়ে, আপনি লোকাভিরাম রামচন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করান।"

তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দং চ ধার্মিকম্।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ॥ ২০
অলংকার তাং বেদিং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ॥ ২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রগ্‌ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ॥ ২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তীর্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্॥ ২৩
অগ্নিমাধায় তং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৪

'মহান তপস্বী মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান ঋষি বশিষ্ঠ রাজা জনককে 'তাই হবে' এই কথা বলে, বিশ্বামিত্র এবং ধর্মাত্মা শতানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে মণ্ডপমধ্যে শাস্ত্রীয় বিধিমতে বেদি নির্মাণ করলেন। চারিদিকে গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, সুবর্ণ-পালিকা (সোনার ঝালর) দিয়ে সেই বেদিকে অলঙ্কৃত (সুসজ্জিত) করলেন। অঙ্কুরিত শস্যপূর্ণ চিত্রিত কলস এবং অঙ্কুরিত শস্যপূর্ণ শরা স্থাপন করে ধূপ-ধুনা সহ ধূপপাত্র-ধুনাচি, শঙ্খপাত্র স্থাপন করলেন। স্রুক্-স্রুব সহ যজ্ঞীয় পাত্র, পূজিত অর্ঘ্যপাত্র মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করে লাজ (খৈ) এবং অক্ষত (আতপ চাল) সাজিয়ে রাখলেন। (যজ্ঞ

বেদির চতুর্দিকে) কুশ বিস্তীর্ণ করে (বিছিয়ে রেখে) বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বেদিতে অগ্নি স্থাপন করে তাতে আহুতি দিলেন।

ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা॥ ২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌসল্যানন্দবর্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥ ২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ ২৭

'অতঃপর রাজা জনক নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা সীতাকে নিয়ে এসে অগ্নির সামনে রাঘব রামচন্দ্রের অভিমুখে বসালেন। পরে কৌশল্যার আনন্দবর্ধক পুত্র রামকে বললেন—"বৎস রঘুনন্দন! আমার সীতা তোমার সহধর্মিণী। এঁকে গ্রহণ করো। তোমার কল্যাণ হোক। তোমার হস্ত দ্বারা এঁর হস্ত ধারণ করো। এই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার মতো তোমার অনুগতা হবে।"

ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধুসাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা॥ ২৮

'এইরকম বলে রাজা জনক তখন মন্ত্রপূত জল শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ দেবতা ও ঋষিগণ 'সাধু সাধু' বলে উঠলেন।

দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূত।
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাম্॥ ২৯
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্মিলামুদ্যতাং ময়া॥ ৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্নীষ্ব মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।

'দেবদুন্দুভি নিনাদিত এবং প্রভূত পুষ্পবৃষ্টি হল। এইরূপে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ দ্বারা কন্যা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে হর্ষোৎফুল্ল রাজা জনক লক্ষ্মণকে বললেন—"লক্ষ্মণ! এসো। তোমার কল্যাণ হোক। মৎ-প্রদত্তা ঊর্মিলার পাণিগ্রহণ করো। শুভ সময় যেন অতিবাহিত না হয়।"

তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত॥ ৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।

'রাজা জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ বলে ভরতকে বললেন—"হে রঘুনন্দন ভরত! হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ (বিবাহ) করো।"

শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ॥ ৩২
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ॥ ৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।

'ধর্মাত্মা মিথিলাপতি জনক শত্রুঘ্নকে বললেন—"হে মহাবীর! হস্ত দ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ করো। তোমরা সকলে কাকুৎস্থকুলতিলক, সৌম্যদর্শন ও সচ্চরিত্রবান; (নিজ নিজ) পত্নী গ্রহণ করো। শুভসময় অতিবাহিত না হয়।"

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্॥ ৩৪
চত্বারস্তে চতস্রাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ॥ ৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্॥ ৩৬

'মহারাজ জনকের বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই চার রাজকুমার হস্ত দ্বারা চার রাজকন্যার হস্ত স্পর্শ করলেন। এইভাবে সেই মহাত্মা রঘুবংশধরেরা বেদবিধি অনুসারে বিবাহ করে অতঃপর সস্ত্রীক অগ্নি, যজ্ঞবেদি তথা মহারাজ দশরথ এবং ঋষিমণ্ডলীকে প্রদক্ষিণ করলেন।

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ॥ ৩৭
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত॥ ৩৮

'রঘুবংশশিরোমণি রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহ-কালে নানারকম অদ্ভুত দৃশ্যসকল দৃষ্ট হল—অন্তরীক্ষ থেকে হতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি। চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাজতে লাগল স্বর্গীয় দুন্দুভি; অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন, মধুরস্বরে গান গাইতে লাগলেন গন্ধর্বেরা। এইভাবে গান-বাজনার শব্দে মুখরিত হল চতুর্দিক।

ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতে।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য ঊহুর্ভার্যা মহৌজসঃ॥ ৩৯

'এইভাবে তূর্যধ্বনি নিনাদিত হতে থাকলে মহাবীর চার রাঘবভ্রাতা অগ্নিকে তিনবার পরিক্রমণ করে পত্নীদের গ্রহণ করলেন। (বিবাহকার্য সম্পন্ন হল)।

অথোপকার্যং জগ্মুস্তে সভার্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযয়ৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ॥ ৪০

অনন্তর ভার্যাসহ রাঘবভ্রাতৃগণ বাসশিবিরের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। রাজাও তাই দেখে (বধূসহ পুত্রদের যেতে দেখে) ঋষিগণ ও বন্ধুগণসহ অনুগমন করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

———o———

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৭৪)

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান, পুত্র ও বধূমাতৃগণসহ অযোধ্যায় প্রতিগমনের পথে মহারাজ দশরথের সম্মুখে পরশুরামের আগমন

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্॥ ১

'অনন্তর রাত্রি প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ এবং রাজা জনকের নিকট বিদায় নিয়ে উত্তরপর্বতে (হিমালয়ের শাখা পর্বতে নিজ আশ্রমে) চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
আপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্॥ ২
অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র চলে গেলে রাজা দশরথ বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনকের অনুমতি নিয়ে শীঘ্র নিজ পুরী অযোধ্যায় চলে গেলেন।

গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ॥ ৩
কম্বলানাং চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং দিব্যরূপং স্বলংকৃতম্॥ ৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ॥ ৫

'কন্যাদের শ্বশুরালয়ে প্রেরণকালে বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক কন্যাদানের পণরূপে অনেক ধন দান করলেন। দান করলেন এক লক্ষ গোরু, অনেক উত্তম কম্বল, রেশমী বস্ত্র (পট্টবস্ত্র), এক কোটি সাধারণ সুতির বস্ত্র, গজাশ্ব-রথ-পদাতিক সংবলিত চতুরঙ্গ সেনা, কন্যাদের অত্যুত্তম দাসদাসীরূপে সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত দিব্যরূপী এক শত কন্যা, বহু স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তা ও প্রবাল।

দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্॥ ৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ।
রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।

'রাজা জনক সানন্দে অত্যুত্তম কন্যাধন দান করলেন। নানা যৌতুক দান করে মিথিলাপতি রাজা জনক রাজা দশরথের অনুমতিক্রমে মিথিলায় প্রত্যাবর্তন করে নিজভবনে প্রবেশ করলেন। রাজা দশরথও মহাত্মা পুত্রদের এবং ঋষিদের সকলকে পুরোভাগে নিয়ে সৈন্যগণ ও অনুচরদের সঙ্গে অযোধ্যার প্রতি যাত্রা করলেন।

গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্গং সরাঘবম্॥ ৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্॥ ৯

'পুরুষসিংহ রাজা দশরথ ঋষিগণ এবং রামাদি রাঘবদের সঙ্গে যেতে থাকলে, সহসা ভয়ঙ্কর পক্ষিকুল চতুর্দিকে চিৎকার করতে লাগল, এবং নিরীহ ভূচর প্রাণীরা (হরিণেরা) রাজার দক্ষিণাবর্তে চলতে লাগল।

তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্যপৃচ্ছত।
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ॥ ১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।

'রাজসিংহ দশরথ তাদের (তদ্রূপ বিপরীত ব্যবহারকারী পশুপক্ষীদের) দেখে, মহর্ষি বশিষ্ঠকে

জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে ! ভয়ঙ্কর পক্ষীরা চিৎকার করছে, আবার মৃগগণ প্রদক্ষিণ করছে। এ কী ? হৃৎকম্পকারী এই অসম ঘটনা আমার মনকে বিষাদিত করছে।"

রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহানৃষিঃ॥ ১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎ ফলম্।
উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্॥ ১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্।

'মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথের কথা শুনে, মধুর স্বরে বললেন—"রাজন্ ! এই শব্দের ফল শুনুন, আকাশে পাখিদের মুখ থেকে যে গম্ভীর স্বর উত্থিত হচ্ছে, এতে ভয়ের কারণ আছে। পরন্তু, মৃগেরা (প্রদক্ষিণ দ্বারা এই ভয়কে) প্রশমিত করবে। (আপনি) দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।"

তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ॥ ১৩
কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্।
তমসা সংবৃতঃ সূর্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ॥ ১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সম্মূঢ়মিব তদ্বলম্।

'রাজা দশরথ এবং ঋষিদের মধ্যে কথা বলার সময় সহসা সমগ্র ধরিত্রীকে প্রকম্পিত করে এবং বিশাল বিশাল বৃক্ষগুলিকে ভূপাতিত করে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। সূর্য আঁধারে ঢেকে গেল। কেউই দিকসমূহ বুঝতে পারল না (সকলেই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল)। ধূলিঝড়ে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সৈন্যগণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে রইল।

বসিষ্ঠ ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা॥ ১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্বিচেতনম্।
তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ॥ ১৬

'কেবল বশিষ্ঠদেব, অন্য ঋষিরা এবং সপুত্র রাজা (দশরথ) সেই সময় সচেতন ছিলেন আর অন্য সকলেই (গজাশ্বাদিসহ সৈন্যগণ ও সেবকেরা) অচেতন হয়ে পড়েছিল। সেই ঘোর অন্ধকারে (তমসাচ্ছন্ন ধূলিঝড়ে) গজাশ্বাদিসহ সৈন্যদল যেন ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে গেল।

দদর্শ ভীমসংকাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্ন্যেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্॥ ১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্ জনৈঃ॥ ১৮
স্কন্ধে চাসজ্জ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রং চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্॥ ১৯

'রাজা দশরথ ভৃগুমুনির (শুক্রাচার্যের) বংশধর, জমদগ্নিমুনির পুত্র মহর্ষি পরশুরামকে দেখতে পেলেন। সেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়মর্দনকারী, জটাজূটধারী ভয়ানকদর্শন, কৈলাসপর্বতের ন্যায় দুর্ধর্ষ (দুর্লঙ্ঘ্য), প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নিতেজ সদৃশ দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর, সাধারণজন কর্তৃক দুঃসাধ্যদর্শন, ত্রিপুরারি মহাদেবের ন্যায় দুর্জয় ; তিনি হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জের তুল্য ধনু ও উগ্র বাণ এবং স্কন্ধে পরশু (কুঠার) ধারণ করে আছেন।

তং দৃষ্ট্বা ভীমসংকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপহোমপরায়ণাঃ॥ ২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সঞ্জল্পুরথো মিথঃ।

'তখন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর তাঁকে (পরশুরামকে) দেখে জপ এবং হোমপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা মিলিত হয়ে একত্রে জল্পনা (বলাবলি) করতে লাগলেন—

কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি॥ ২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্॥ ২২

"পিতৃবধজনিত ক্রোধে ইনি আবার ক্ষত্রিয় নিধন করবেন না তো ? পূর্বে ক্ষত্রিয় বধ করে এঁর ক্রোধ নিবারিত, মনের জ্বালাও দূরীভূত হয়েছে ! পুনরায় ক্ষত্রিয়বধ এঁর ইচ্ছা নয় (বলে মনে হয়)।"

এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্॥ ২৩

'ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনান্তে, ভীমদর্শন ভার্গব পরশুরামকে অর্ঘ্য দান করে 'জয় শ্রীরামচন্দ্র' বলে মধুর স্বরে তাঁকে আহ্বান করলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত॥ ২৪

'জমদগ্নিনন্দন প্রতাপশালী রাম (পরশুরাম) ঋষিপ্রদত্ত সেই অর্ঘ্য (পূজা) প্রতিগ্রহণ করে, দশরথনন্দন রামকে বললেন—'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪ ॥

———০———

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৭৫)

মহারাজ দশরথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জামদগ্ন্য রাম কর্তৃক দাশরথি রামকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান

রাম দশরথে বীর বীর্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্।
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্॥ ১

"হে বীর দাশরথি রাম ! শোনা যায় তোমার বিস্ময়কর বীরত্বের কথা। তুমি যে হরধনু ভঙ্গ করেছ, সে কথাও নিখিল জনগণ এবং আমিও শুনেছি।

তদদ্ভুতমচিন্ত্যং চ ভেদনং ধনুষস্তথা।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্॥ ২

"সেই হরধনুভঙ্গ যেমন অদ্ভুত সেইরকম অচিন্তনীয়ও বটে। সেই ধনুর্ভঙ্গ বিষয়ে শ্রবণ করে আমি অপর একটি পবিত্র ধনু নিয়ে এসেছি।

তদিদং ঘোরসংকাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ॥ ৩

"এখন জমদগ্নি মুনির এই বিশাল ও ভয়ঙ্কর ধনুটিতে (জমদগ্ন্য ধনুটিতে) বাণ-যোজনা করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করো তো দেখি !

তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽস্যাস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্যশ্লাঘ্যমহং তব॥ ৪

"এই জামদগ্ন্যধনুতে বাণযোজনা দ্বারা তোমার বীরত্ব দেখে, আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (দুজনের মধ্যে যুদ্ধ) অবতীর্ণ হব। আমিই হব তোমার বীরত্বের প্রশংসার কারণ।"

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

'তাঁর (পরশুরামের) সেই বীরত্বপূর্ণ কথা (যুদ্ধার্থে শ্রীরামকে আহ্বান) শুনে বিষণ্ণমুখে বিনীতভাবে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে বললেন—

ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি॥ ৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাম্।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি॥ ৭

"ব্রহ্মন্ ! আপনি বেদাধ্যয়নরত ও ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ভৃগুর বংশে জাত মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ। অধুনা ক্ষত্রিয়ের প্রতি রোষমুক্ত হয়ে শান্ত হয়েছেন। অতএব, আমার বালক পুত্রদের অভয় দান করুন। বিশেষত আপনি তো সহস্রলোচন ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে শস্ত্র ত্যাগ করেছেন !

স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ॥ ৮

"আপনি ধর্মাশ্রয়ী হয়ে মহর্ষি কশ্যপকে (আপনা কর্তৃকজিত) পৃথিবী দান করে মহেন্দ্রপর্বতে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

মম সর্ববিনাশায় সম্প্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্॥ ৯

"হে মহামুনে ! আপনি আমার সর্বনাশ (আমাদের সকলকেই বিনাশ) করার জন্য এসেছেন ! কারণ, কেবল একমাত্র রামকে হত্যা করলেই আমরা কেউই বাঁচব না (রামের শোকে সকলেই মারা যাব)।"

ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অনাদৃত্য তু তদ্‌বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত॥ ১০

'রাজা দশরথ এইরকম করে বললেও প্রতাপশালী জামদগ্ন্য পরশুরাম দশরথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে রামকেই বললেন—

ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা॥ ১১

"বিশ্বকর্মা কর্তৃক দৃঢ়ভাবে নির্মিত সুন্দর শ্রেষ্ঠ প্রধান দিব্য শক্তিশালী এই ধনু দুটি জনগণ কর্তৃক পূজিত।

অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া॥ ১২

"হে নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রিপুর নামক দৈত্যকে হত্যা করার জন্য পূর্বোক্ত দুটির মধ্যে একটি ধনু দেবগণ ত্র্যম্বক শিবকে দিয়েছিলেন ; হে ককুৎস্থকুলনন্দন রাম ! যেটিকে তুমি ভেঙেছ।

ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ।
তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্॥ ১৩

"রাম ! শত্রুপুরী ধ্বংসকারী দুর্ধর্ষ এই দ্বিতীয় ধনুটি দেবশ্রেষ্ঠগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন ; সেইজন্য এটি বৈষ্ণব ধনু নামে খ্যাত।

সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্।
তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্॥ ১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া।

"এই বৈষ্ণব ধনু ভীষণতায় (শক্তিতে) হরধনুর সমান। হে কাকুৎস্থ ! এক সময় দেবতারা সকলে নীলকণ্ঠ মহাদেব এবং বিষ্ণুর মধ্যে পরস্পর শক্তির আধিক্য ও ন্যূনতা সম্বন্ধে (উভয়ের মধ্যে কার শক্তি বেশি, কার শক্তি কম— এই সম্বন্ধে) জানতে ইচ্ছা করে পিতামহ ব্রহ্মাকে

জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ॥ ১৫
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ।

"সত্যপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদের অভিপ্রায় (মনোভিলাষ) বুঝতে পেরে তাঁদের দুজনের (শিব ও বিষ্ণুর) মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিলেন।

বিরোধে তু মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্॥ ১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।

"পরস্পর বিজয়াভিলাষী শিব ও বিষ্ণুর বিবাদে রোমহর্ষক ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল।

তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্॥ ১৭
হুঙ্কারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।

"সেই সময় সহসা ভগবান বিষ্ণুর ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে (চিৎকারে) ভয়ানক শৈব ধনু শিথিল হয়ে পড়ল এবং ভগবান ত্রিলোচন মহাদেবও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ॥ ১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ।

"তখন ঋষি ও চারণগণসহ দেবতারা সেখানে সমাগত হয়ে প্রার্থনা জানালে, বরেণ্য দেবতা দুজন (শিব ও বিষ্ণু) যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন।

জৃম্ভিতং তদ্ ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ॥ ১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।

"ভগবান বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনুকটিকে (হরধনুকে) তদ্রূপ শিথিল হতে দেখে, ঋষিগণসহ দেবতারা বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলে স্বীকার করে নিলেন।

ধনূ রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ॥ ২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্।

"তখন মহাযশস্বী রুদ্রদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণসহ ধনুকটি বিদেহদেশের রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে দান করলেন।

ইদং চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্॥ ২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্।

"রাম ! শত্রুপুরী ধ্বংসকারী এই বৈষ্ণব ধনুটি ভগবান বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীক মুনির কাছে ন্যাস (বন্ধক) রূপে দিয়েছিলেন (বন্ধক রেখেছিলেন)।

ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ॥ ২২
পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।

"মহাতেজস্বী ঋচীক আবার সেই দিব্য ধনুটি তাঁর প্রতিশোধ কামনাশূন্য পুত্র, যিনি আমারও (পূজনীয়) মহাত্মা পিতৃদেব, সেই জমদগ্নিকে দিয়েছিলেন।

ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে॥ ২৩
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ।

"আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করে তপস্যারত হলে, দুর্বুদ্ধি কার্তবীর্যার্জুন তাঁকে হত্যা করেন।

বধমপ্রতিরূপং তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্।
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ॥ ২৪

"আমার পিতার এই অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কথা শুনে, ক্রুদ্ধ হয়ে বারবার (বিভিন্নবার) জাত ক্ষত্রিয়দের আমি অনেকবার (একুশবার) নিধন করেছি (একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি)।

পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তেঽদদং রাম দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে॥ ২৫

"রাম ! অতঃপর সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে একটা যজ্ঞ করলাম এবং যজ্ঞের শেষে পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তা দান করলাম।

দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ॥ ২৬

"পৃথিবী দানান্তে আমি মহেন্দ্রপর্বতে বাস করে তপোবলে বলীয়ান হয়েছি। পরে ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ শুনে সেখান থেকে দ্রুত চলে এলাম।

তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্ণীষ্ব ধনুরুত্তমম্॥ ২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ॥ ২৮

"কাকুৎস্থ রাম ! আমার পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত মহৎ এবং উত্তম এই বৈষ্ণব-ধনুটি ক্ষাত্রধর্মানুসারে গ্রহণ করে এই শ্রেষ্ঠ ধনুতে শত্রুপুরী বিধ্বংসী বাণ যোজনা করো। যদি সমর্থ হও, তাহলে তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ দেব।"

---o---

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৫॥

---o---

ষট্সপ্ততিতম সর্গ (৭৬)

বৈষ্ণব-ধনুতে বাণ যোজনা দ্বারা শ্রীরাম কর্তৃক পরশুরামের তেজোহরণ, পরশুরামের মহেন্দ্র পর্বতে প্রতিগমন এবং দেবগণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্যন্ত্রিতকথঃ পিতূ রামমথাব্রবীৎ॥ ১

'জমদগ্নিকুমার পরশুরামের কথা শুনে দশরথনন্দন রাম পিতার গৌরবরক্ষাহেতু সংযতবাক হয়ে পরশুরামকে বললেন—

কৃতবানসি যৎ কর্ম শ্রুতবানস্মি ভার্গব।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ॥ ২

"হে ভৃগুনন্দন ব্রহ্মন্ ! (পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে) আপনি পিতার ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য যে কর্ম করেছেন, তা শুনলাম এবং অনুমোদন করলাম।

বীর্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্॥ ৩

"হে ভৃগুনন্দন ! আমাকে আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনে অসমর্থ বীর্যহীন মনে করে অবজ্ঞা করছেন ! তাহলে আমার তেজ এবং পরাক্রম দেখুন।"

ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্।
শরং চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ॥ ৪

'এই কথা বলে ক্রুদ্ধ রাঘব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরাক্রম প্রদর্শন করে ভৃগুনন্দন পরশুরামের হাত থেকে উত্তম ধনুর্বাণ ছিনিয়ে নিলেন।

আরোপ্য স ধনূ রামঃ শরং সজ্যং চকার হ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্॥ ৫

'শ্রীরাম ধনুতে জ্যা যোজনা করে বাণ আরোপ করলেন। অতঃপর ক্রুদ্ধ দশরথনন্দন রাম জমদগ্নিনন্দন রামকে বললেন—

ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্॥ ৬

"আপনি ব্রাহ্মণ, অধিকন্তু আমার পূজনীয় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাই আমার পূজ্য। সেইহেতু, হে জমদগ্নিনন্দন ! আপনার প্রতি প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করতে পারছি না।

ইমাং বা ত্বদগতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্।
লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ॥ ৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মোঘঃ পততি বীর্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ॥ ৮

"হে ভৃগুনন্দন রাম ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আপনার উদ্ধত গতিশক্তি এবং আপনার তপোবলে অর্জিত অতুলনীয় লোকসমূহ (রাজ্যসমূহ) ধ্বংস করি। বীরত্বে বলদর্প বিনাশী এবং শত্রুপুরী বিধ্বংসী এই দিব্য বৈষ্ণব শর নিক্ষিপ্ত হলে নিস্ফল হয় না।'

বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ॥ ৯

'উত্তম অস্ত্রধারী রামচন্দ্রকে দেখার জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোভাগে নিয়ে ঋষিগণসহ দেবতারা সকল দিক থেকে এসে সেখানে সমবেত হলেন।

গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ তদ্ দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্॥ ১০

'গন্ধর্বগণ, অপ্সরারা, সিদ্ধগণ, চারণ এবং কিন্নরগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস এবং নাগেরা সকলে সেই অদ্ভুত মহৎ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে।
নির্বীর্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রামো রামমুদৈক্ষত॥ ১১

'শ্রীরামচন্দ্র সেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধনুটি ধারণ করায় সমগ্র জগৎ জড়বৎ স্পন্দনহীন হয়ে গেল এবং জামদগ্ন্য রাম বীর্যহীন হয়ে দাশরথি শ্রীরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেজোভির্গতবীর্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ॥ ১২

'শ্রীরামচন্দ্রের তেজে বীর্যহীন জড়ীভূত জামদগ্ন্য কমলনয়ন শ্রীরামকে ধীরে ধীরে বললেন—

কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ॥ ১৩

"পূর্বে আমি যখন কশ্যপমুনিকে পৃথিবী দান করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার রাজ্যে বাস কোরো না।

সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্।
তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কাশ্যপস্য হ॥ ১৪

"হে কাকুৎস্থ রাম ! সেই থেকে গুরুবাক্য রক্ষা করে আমি পৃথিবীতে (মৎপ্রদত্ত গুরুরাজ্যে) রাত্রিবাস করি

না ; কারণ, মহর্ষি কশ্যপের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি (কথা দিয়েছি)।

তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্॥ ১৫

"হে বীর রামচন্দ্র ! আমার গতিশক্তিকে নষ্ট করে দিও না ! আমি মনের গতির মতো দ্রুতগতিতে পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রে চলে যাব।

লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া।
জহি তাঞ্ছরমুখ্যেন মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ॥ ১৬

"রাম ! তপস্যা দ্বারা আমি যে সকল অতুলনীয় রাজ্য জয় করেছি, তুমি সেগুলিকে তোমার শ্রেষ্ঠ বাণ দ্বারা ধ্বংস করো ; কাল-বিলম্ব কোরো না।

অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ॥ ১৭

"এই ধনুকের গ্রহণ এবং আকর্ষণ থেকেই তোমাকে মধুসূদন অবিনাশী দেবেশ্বর বিষ্ণুরূপে জানতে পেরেছি। হে শত্রুসন্তাপক রাম ! তোমার মঙ্গল হোক।

এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ।
ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ১৮

"তুমি কর্মসম্পাদনে অতুলনীয় এবং যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই, সমাগত দেবতারা সকলে তোমাকে বিশেষভাবে দেখছেন।

ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ॥ ১৯

"হে কাকুৎস্থকুলভূষণ ! ত্রিলোকপতি তোমার কাছে আমার এই পরাজয় লজ্জাজনক হতে পারে না (লজ্জাজনক নয়)।

শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্॥ ২০

"শুভব্রতিন্ রাম ! তোমার অতুলনীয় বাণ নিক্ষেপ করো। সেই নিক্ষিপ্ত বাণের সাহায্যে আমি উত্তম মহেন্দ্র পর্বতে চলে যাব।"

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্শ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্॥ ২১

'জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এইরকম বললে, প্রতাপশালী শ্রীমান দশরথনন্দন রাম উত্তম বাণ নিক্ষেপ করলেন।

স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্॥ ২২

'স্বীয় তপস্যা দ্বারা অর্জিত রাজ্যগুলি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ধ্বংস হচ্ছে, দেখতে দেখতে, জামদগ্ন্য রাম সত্বর উত্তম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন।

ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্॥ ২৩

'তখন সকল দিক এবং উপদিকগুলি অন্ধকারহীন (আলোকিত) হয়ে গেল। ঋষিগণসহ দেবতারা সকলে উন্নীত অস্ত্রধারী রামচন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগলেন।

রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ॥ ২৪

'অতঃপর দাশরথি রাম কর্তৃক সম্মানিত হয়ে প্রভাবশালী জামদগ্ন্য রাম দাশরথি রামকে প্রদক্ষিণ করে স্বস্থানে চলে গেলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৭৭)

পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ রাজা দশরথের অযোধ্যায় গমন ও প্রবেশ, রাজ্ঞীদের দ্বারা নববধূদের বরণ, শত্রুঘ্নসহ ভরতের মাতুলালয়ে গমন, রামকর্তৃক মাতৃ-পিতৃসেবা এবং রাম-সীতার পারস্পরিক প্রেম নিবেদন

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ॥ ১

'জামদগ্ন্য রাম চলে গেলে প্রশান্তচিত্ত মহাযশস্বী দাশরথি রাম অপরিমেয় শক্তিশালী বরুণদেবকে হাতে

হাতে সেই বৈষ্ণব ধনুটি প্রদান করলেন।

অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখানৃষীন্।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ২

'অতঃপর রঘুনন্দন রাম বশিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিবৃন্দকে প্রণাম করে বিহ্বলচিত্ত পিতাকে বললেন—

জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিনী।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা॥ ৩

"হে পিতঃ! জমদগ্নিকুমার রাম চলে গেছেন। অতএব, এখন আপনার অধিনায়কত্বে রক্ষিত চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।"

রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাঘবম্॥ ৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ॥ ৫

'রামের কথা শুনে রাজা দশরথ আনন্দে পুত্র রামকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করে (দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে) মস্তক আঘ্রাণ করলেন। 'পরশুরাম চলে গেছেন', এই কথা শুনে, পুত্রের এবং নিজের পুনর্জন্ম হল, মনে করে পরম আহ্লাদিত হলেন।

চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।
পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতাম্॥ ৬

'রাজা দশরথ প্রথমে সেই সেনাবাহিনীকে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর, নিজে ঋষিগণ ও পুত্রগণসহ ধ্বজ-পতাকা সুশোভিতা, তূর্যধ্বনি মুখরিতা অযোধ্যা পুরীতে শীঘ্র প্রবেশ করলেন।

সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্।
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ॥ ৭
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।
পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ॥ ৮

'জলসেচন ও কুসুমাস্তরণ দ্বারা সুশোভিতা রাজপথ, প্রবেশ পথে পুরবাসীরা মাঙ্গল্য দ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান, চতুর্দিক জনসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বিজ এবং অদ্বিজ পুরবাসিগণ রাজাকে প্রত্যুদ্গমন (পথে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা) করার জন্য নগরী থেকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছেন; এই অবস্থায় রাজা দশরথ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎসদৃশং প্রিয়ম্॥ ৯

'মহাযশস্বী শ্রীযুক্ত রাজা দশরথ হিমালয় সদৃশ গগনচুম্বী ও মনোরম প্রিয় রাজভবনে প্রবেশ করলেন, রামাদি শ্রীমান পুত্রগণ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা॥ ১০
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।

'রাজা স্বগৃহে নিজজন কর্তৃক বাঞ্ছিত বস্তু দ্বারা পূজিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সুন্দরী কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজান্তঃপুরিকারা সকলে বধূবরণে যোগ দিলেন।

ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাং চ যশস্বিনীম্॥ ১১
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ॥ ১২

'তখন, রাজমহিষীগণ পট্টবস্ত্র পরিধানে সুশোভিতা মহাভাগ্যবতী সীতা, যশস্বিনী ঊর্মিলা এবং কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় (মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি)কে মাঙ্গলিক হোমকর্ম ও গীতধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নিলেন।

দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা॥ ১৩
রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভির্মুদিতা রহঃ।

'তখন শ্বশ্রূমাতৃগণ রাজবধূ রাজকন্যাদের দিয়ে শীঘ্র দেবমন্দিরে পূজাদি সমাপন করালেন। অতঃপর নববধূগণ সকলে পূজনীয়দের প্রতি প্রণামাদি অভিবাদন জানিয়ে পতিগণ কর্তৃক প্রফুল্লিতা হয়ে নির্জনে স্বীয় পতির সঙ্গে মিলনানন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ॥ ১৪
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্॥ ১৫
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ।

'রামাদি পুরুষশ্রেষ্ঠগণ দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করেছেন। অস্ত্রবিদ্যালাভ এবং ধন উপার্জন করে বন্ধুগণসহ ভ্রাতৃগণ মিলিতভাবে পিতৃসেবা করে থাকেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হলে একদিন রঘুনন্দন রাজা দশরথ স্বপুত্র, কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে বললেন—

অয়ং কেকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক॥ ১৬
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব।

"বৎস! ইনি কেকয়রাজপুত্র বীর যুধাজিৎ, তোমার মামা। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসে অবস্থান করছেন।"

শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ॥ ১৭
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।

আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্॥ ১৮
মাতৄশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।

'কৈকেয়ীপুত্র ভরত পিতা দশরথের এই কথা শুনে শত্রুঘ্নের সঙ্গে মাতুলালয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতঃপর নরশ্রেষ্ঠ বীর ভরত পিতা, অক্লিষ্টকর্মা (দাদা) রাম এবং মাতৃগণের কাছে বিদায় নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে মাতুলালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যুধাজিৎ প্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ॥ ১৯
স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ।

'শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতকে নিয়ে বীর যুধাজিৎ হৃষ্টচিত্তে স্বীয় নগরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিতাও খুবই আহ্লাদিত হলেন।

গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ॥ ২০
পিতরং দেবসংকাশং পূজয়ামাসতুস্তদা।

'ভরত চলে যাওয়ার পর তখন থেকে রাম এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতার সেবা করতে লাগলেন।

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্যাণি সর্বশঃ॥ ২১
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।

'পিতার আদেশ শিরোধার্য করে রাম সকলপ্রকার প্রিয়কর ও কল্যাণকর পৌরকার্যসমূহ (পুরবাসী প্রজাদের সকলপ্রকার প্রিয় ও হিতকর কার্য) করতে লাগলেন।

মাতৃভ্যো মাতৃকার্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ॥ ২২
গুরূণাং গুরুকার্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত।

'তিনি মাতাদের আবশ্যকীয় কার্যসকল শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদন করতেন। আবার, সময়ে সময়ে অন্যান্য গুরুজনদের করণীয় কঠিন কার্যসকল সম্পাদন করার কথাও স্মরণে রাখতেন।

এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা॥ ২৩
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ।

'রামচন্দ্রের ব্যবহার ও কাজে পিতা রাজা দশরথ সন্তুষ্ট হলেন। সন্তুষ্ট হলেন রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ, বণিকবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রজাবর্গ।

তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২৪
স্বয়ংভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।

'ভ্রাতৃগণের মধ্যে সত্যসন্ধ রাম, সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে অধিক গুণসম্পন্ন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মতো, পৃথিবীতে সমধিক যশস্বী হলেন।

রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূনৃতূন্॥ ২৫
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।

'সীতার হৃদয়ে সমর্পিত হৃদয় তদ্গতমনা মনস্বী রাম সীতার সঙ্গে বহু ঋতুব্যাপী আনন্দে বিহার করলেন।

প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি॥ ২৬
গুণাদ্রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে॥ ২৭

'পিতা জনক কর্তৃক সমর্পিতা হওয়ায় সীতা রামের সমধিক প্রীতিভাজন পত্নী। এতদ্ব্যতীত পাতিব্রত্যাদি মানসিক গুণ ও শারীরিক সৌন্দর্যাদি গুণহেতু সীতার প্রতি রামের প্রেম সমধিক বর্ধিত। বিপরীতক্রমে সীতার হৃদয়েও পতিপ্রেম দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥ ২৮

'তাঁর (রামের) প্রেম অন্তরের হলেও জনকনন্দিনী মৈথিলী সীতা বিশেষরূপে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ে তা অনুভব করেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা রাজপুরীতে দেবতার মতো বিরাজমানা।

তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥ ২৯

'দেবাধিপতি বিভূ বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে, তদ্রূপ উত্তম অভিলাষিণী রাজকন্যা সীতার সঙ্গে রাজর্ষি দশরথ পুত্র রামচন্দ্র সানন্দে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের বালকাণ্ডে (আদিকাণ্ডে) সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৭॥

বালকাণ্ড (আদিকাণ্ড) সমাপ্ত

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ (১)

শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গমন, শ্রীরামের জন্মের কারণ বর্ণন ও তাঁর গুণকীর্তন, অতঃপর শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অন্যান্য রাজন্যবর্গের আমন্ত্রণ

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥ ১

পূর্বে বলা হয়েছে যে—ভরত মাতুলালয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ এবং কামক্রোধাদি শত্রুজয়ী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে প্রীতিপূর্বক সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

স তত্র ন্যবসদ্ ভ্রাত্রা সহ সৎকারসৎকৃতঃ।
মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ॥ ২

ভরত মাতুলালয়ে ভ্রাতা শত্রুঘ্নসহ মাতুল অশ্বপতি-পুত্র যুধাজিৎ কর্তৃক পুত্রস্নেহে সৎকৃত ও লালিত হয়ে বাস করতে লাগলেন।

তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ৩

সেখানে বীর ভ্রাতৃদ্বয় যথেচ্ছ তৃপ্ত হয়েও বৃদ্ধ পিতা রাজা দশরথকে সর্বদাই স্মরণ করতেন।

রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ।
উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্রবরুণোপমৌ॥ ৪

মহাতেজস্বী রাজা দশরথও দেবেন্দ্র ও বরুণদেবের সদৃশ মহাবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকে সর্বদা স্মরণ করতেন।

সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
স্বশরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ॥ ৫

রাজা দশরথের রামাদি চার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র নিজ শরীর থেকে নির্গত চারটি বাহুর মতোই প্রিয়।

তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ॥ ৬

প্রাণীদের নিকট স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মতো, পুত্রদের মধ্যে মহাতেজস্বী সমধিক গুণবান শ্রীরামচন্দ্র পিতার অধিক প্রিয় ছিলেন।

স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৭

উদ্ধত রাবণের হত্যাভিলাষী দেবগণের প্রার্থনায় সেই সনাতন বিষ্ণু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা॥ ৮

দেবমাতা অদিতি যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী ইন্দ্রের দ্বারা শোভা পেতেন, তদ্রূপ কৌশল্যা সেই অমিত পরাক্রমী শ্রীরামের দ্বারা শোভা পাচ্ছিলেন।

স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্যবাননসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ॥ ৯

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন রূপবান, পরাক্রমী, অদোষদর্শী, জগতে সর্ববিষয়ে অতুলনীয় এবং পিতার তুল্য গুণসম্পন্ন, দশরথের উপযুক্ত পুত্র।

স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্বং চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥ ১০

তিনি সর্বদাই প্রশান্তচিত্ত ও মৃদুভাষী ; কঠোর বাক্য কথিত হলেও (কেউ তাঁকে কঠোর কথা বললেও) তিনি থাকেন নিরুত্তর (প্রতিবাদহীন)।

কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।

ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া॥ ১১

কেউ কখনও একবারমাত্র উপকার করলে তিনি তার প্রতি চিরকাল সন্তুষ্ট থাকেন ; অপরপক্ষে ঔদার্যবশত কারও শত অপকারও মনে রাখেন না।

শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি॥ ১২

সেই রামচন্দ্র কিন্তু সৎশিক্ষালাভের জন্য প্রতিদিন অস্ত্রশিক্ষার অবসরে সাধুস্বভাব, জ্ঞানী ও বয়ঃবৃদ্ধ সজ্জনদের সঙ্গে সর্বদা সদালাপে রত থাকতেন।

বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্যবান্ন চ বীর্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ॥ ১৩

তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মিষ্টভাষী ; আগত সকলের সঙ্গে পূর্বেই মধুর বাক্যে আলাপ করতেন। বীর্যবান হয়েও তিনি নিজের বীরত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না।

ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে॥ ১৪

তিনি কদাচ অসত্যভাষী ছিলেন না ; বিদ্বান এবং বয়ঃবৃদ্ধদের সম্মান করতেন। প্রজারা তাঁর অনুরাগী এবং তিনিও প্রজানুরঞ্জক ছিলেন।

সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবাঞ্ছুচিঃ॥ ১৫

শ্রীরামচন্দ্র সর্বদাই পরম দয়াবান, ক্রোধজয়ী, ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ, ধর্মরহস্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়জয়ী ও পবিত্র ছিলেন।

কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া প্রীত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ॥ ১৬

স্বীয় বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন রাম নিজের ক্ষাত্রধর্মকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মনে করতেন, তার থেকেই অর্থাৎ স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই পরমানন্দে মহৎ স্বর্গফল প্রাপ্তি হবে।

নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা॥ ১৭

শ্রীরামচন্দ্র অকল্যাণকর কর্মে রত হতেন না, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথায় তাঁর প্রবৃত্তি হত না। বৃহস্পতির মতো তিনি পরপর যুক্তি সাজিয়ে কথা বলতেন।

অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশকালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ॥ ১৮

নীরোগ, আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠববিশিষ্ট তরুণ, সুবক্তা এবং স্থান-কাল বিবেচনাপূর্বক কর্মক্ষম শ্রীরামচন্দ্র যেন জগতে মানব চরিত্রের সারতত্ত্ববেত্তা একমাত্র ব্যক্তিরূপে সৃষ্ট হয়েছেন।

স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ॥ ১৯

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণরাজি দ্বারা মণ্ডিত। স্বীয় সদ্‌গুণহেতু তিনি ছিলেন প্রজাদের নিকট বাহিরে বিচরণশীল প্রাণবায়ুর মতো প্রিয়।

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ॥ ২০

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র সকল বিদ্যারূপ ব্রত সমাপনান্তে নিষ্ণাত (পারঙ্গম)। ষড়ঙ্গ বেদবিদ্যায় যথাযথ অভিজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ অপেক্ষা দক্ষ। (চতুর্বেদ— ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব। ষট্ বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ এবং ব্যাকরণ)।

কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্মার্থদর্শিভিঃ॥ ২১

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন কল্যাণের আকর, সৎস্বভাব, দীনতারহিত (উন্নতশীর) সত্যবাদী, সরল স্বভাবের এবং ধর্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সুশিক্ষিত।

ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ॥ ২২

ধর্মার্থকামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্মৃতিধর, প্রত্যুৎপন্নমতি ও লৌকিক ব্যবহারে যথোচিত অভিজ্ঞ।

নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধহর্ষশ্চ ত্যাগসংযমকালবিৎ॥ ২৩

সময়বিশেষে তিনি নির্জনে নিভৃতে থাকতেন, রাজ্যশাসনের মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন। তাঁর গুণগ্রাহী সাহায্যকারী বন্ধুর অভাব ছিল না। সময় বিশেষে তাঁর ক্রোধ এবং হর্ষ (আনন্দ) অব্যর্থ হত ; ত্যাগ ও সংযমের সময়জ্ঞান তাঁর অমোঘ ছিল।

দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্বচঃ।
নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষপরদোষবিৎ॥ ২৪

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ এবং প্রজ্ঞাবান (সুখে-দুঃখে সমবোধসম্পন্ন)। তিনি অসৎপথে আহৃত বা অসৎব্যক্তি প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করতেন না ; কখনই কারও প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহার করতেন না। তিনি ছিলেন অনলস ও প্রমাদহীন এবং নিজদোষ ও পরদোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত।

শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ॥ ২৫

রামচন্দ্র ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞানী, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সকল মানুষের মনের ভাব বুঝতে সমর্থ। শাস্তি ও আনুকূল্য দানে অভিজ্ঞ ন্যায় বিচারক।

সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ।
আয়কর্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সংদৃষ্টব্যয়কর্মবিৎ॥ ২৬

অনুসন্ধান করে সজ্জনদের প্রতি যথাযোগ্য অনুগ্রহ (সম্মান) প্রদর্শন এবং (দুর্জনদের) নিগ্রহকরণের যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর ছিল। সৎপথে অর্থের আয় এবং যথাযথ ব্যয়ের উপায়ও তাঁর জানা ছিল।

শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ॥ ২৭

তিনি নানাবিধ অস্ত্রচালনায় ও (সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি) মিশ্রভাষায় নাট্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এবং অর্থসংগ্রহ করে নিরলসভাবে ধর্মপথে সুখভোগ করতেন।

বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্॥ ২৮

রামচন্দ্র প্রমোদ সম্বন্ধীয় শিল্পকলা বিদ্যাসমূহে এবং প্রাপ্ত ধনের সুষ্ঠু বিভাগ করণে (বণ্টনে) অভিজ্ঞ ছিলেন, আবার হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানান্তে তাদের উপর আরোহণেও দক্ষ ছিলেন।

ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ॥ ২৯

তিনি ছিলেন সর্বসম্মত শ্রেষ্ঠ ধনুর্বেদবিদ এবং অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পারদর্শী, সৈন্য পরিচালনায় দক্ষ এবং শত্রুসৈন্যকে আক্রমণপূর্বক কঠিন আঘাত হানতে সমর্থ।

অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামো ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী॥ ৩০

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দেবতা ও দানবদের কাছে তিনি ছিলেন অপরাজেয় ; অথচ, তিনি ছিলেন দ্বেষশূন্য (অহিংসক), ক্রোধজয়ী, নিরহঙ্কার এবং মাৎসর্যরহিত (পরশ্রীকাতরতাশূন্য)।

নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ॥ ৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে চাপি শচীপতেঃ॥ ৩২

রাজপুত্র রাম কারও কাছেই অবজ্ঞার (অনাদরের) পাত্র ছিলেন না, কালের বশীভূত ছিলেন না (সময়ের পরিবর্তনে স্বরূপ ও স্বভাবের পরিবর্তন করতেন না)। এইরকম শ্রেষ্ঠ গুণসমূহে যুক্ত শ্রীরাম প্রজাদের এবং ত্রিভুবনের সকলের আদরণীয় ছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতির এবং পরাক্রমে দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন।

তথা সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ॥ ৩৩

প্রজাসকলের মনোরঞ্জন ও পিতার প্রীতিকর কার্যগুণে রাম, স্বীয় কিরণমালায় প্রোজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রদীপ্ত (সকলের আকর্ষণীয়) হয়ে উঠেছিলেন।

তমেবংবৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী॥ ৩৪

এইরকম অজেয় পরাক্রমী সদাচারসম্পন্ন লোকপাল সদৃশ সেই রামকে পৃথিবী তথা পৃথিবীর সকল প্রজা প্রভুরূপে কামনা করতেন।

এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ॥ ৩৫

শত্রুতাপন রাজা দশরথ পুত্র রামকে এইরকম বহুগুণে গুণান্বিত দেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

অথ রাজ্ঞো বভূবৈব বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ।
প্রীতিরেষা কথং রামো রাজা স্যান্ময়ি জীবতি॥ ৩৬

তখন দীর্ঘজীবী বৃদ্ধ রাজা দশরথ চিন্তা করলেন, 'আমার জীবৎকালেই রাম রাজা হবে, এই আনন্দ আমি কেমন করে লাভ করব ?'

এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সম্পরিবর্ততে।
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যামভিষিক্তমহং প্রিয়ম্॥ ৩৭

তাঁর হৃদয়ে এই পরম আনন্দময় অভিলাষ বারবার আবর্তিত হতে লাগল—'কখন আমি প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখব !

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥ ৩৮

'রাম জগতের উন্নতিকামী এবং সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ ; বর্ষণশীল মেঘের মতোই সে আমার চেয়েও সকলের অধিকতর প্রিয়।

যমশক্রসমো বীর্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ॥ ৩৯

'রাম বীরত্বে যম ও ইন্দ্রের সমান, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্যে পর্বততুল্য আর আমাপেক্ষাও অধিক গুণবান।

মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপুয়াম্॥ ৪০

'আমার পুত্র রামকে এই সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর রূপে দেখে আমি এই বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যেতে চাই।'

ইত্যেবং বিবিধৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ।
শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তরৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ।
নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত॥ ৪২

শ্রীরামচন্দ্র অন্য রাজাদের দুর্লভ নানাপ্রকার অপরিমেয় লোকোত্তর শিষ্টাচারজনিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন ; এই বিষয় লক্ষ্য করে রাজা দশরথ তাঁর উপযুক্ততা স্থির জেনে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের বিষয়ে চিন্তা করে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্॥ ৪৩

তখন বুদ্ধিমান রাজা দশরথ স্বর্গে, আকাশে এবং পৃথিবীতে উৎপাতজনিত ভয় এবং নিজ দেহের বার্ধক্য সম্বন্ধে মন্ত্রীদের জানালেন।

পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ।
লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ॥ ৪৪

তিনি বুঝতে পারলেন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট মহাত্মা রাম প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁর নিজেরও শোক অপনোদন করতে সমর্থ।

আত্মনশ্চ প্রজানাং চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।
প্রাপ্তে কালে স ধর্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্ নৃপঃ॥ ৪৫

ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ নিজের এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতিবশত উপযুক্ত সময়ে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের জন্য ত্বরান্বিত হলেন।

নানানগরবাস্তব্যান্ পৃথগ্জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ॥ ৪৬

তিনি সাদরে আহ্বান করে নিয়ে এলেন প্রধান প্রধান নাগরিকদের এবং নানা জনপদবাসীদের আর পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজাদেরও।

তান্ বেশ্মনানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্।
দদর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ॥ ৪৭

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ সৃষ্ট প্রজাদের দর্শন দিয়ে থাকেন, সেইরূপ, অলঙ্কারভূষিত রাজা দশরথ তাঁদের (আমন্ত্রিত অতিথিদের) যথোপযুক্ত বাসস্থান ও নানা অলঙ্কার দ্বারা যথাযোগ্য সম্মানিত করে দর্শন দিলেন।

ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥ ৪৮

রাজা দশরথ দ্রুততা হেতু কেকয়রাজ এবং রাজা জনককে আমন্ত্রণ করলেন না[১], মনে মনে স্থির করলেন তাঁরা দুজন পরে এই প্রিয় সংবাদ শুনবেন (জানতে পারবেন)।

অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপুরার্দনে।
ততঃ প্রবিবিশুঃ শেষা রাজানো লোকসম্মতাঃ॥ ৪৯

অনন্তর শত্রুপুরী ধ্বংসকারী রাজা দশরথ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে রাজা জনক ও কেকয়রাজ ব্যতীত অবশিষ্ট লোকমান্য নৃপতিগণ তাঁর রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

অথ রাজবিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।
রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ॥ ৫০

অনন্তর নৃপতিগণ রাজা দশরথকে সম্মুখে রেখে রাজপ্রদত্ত বিভিন্ন আসনে বিনীতভাবে উপবেশন করলেন।

স লব্ধমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ
পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।
উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ
সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ ॥ ৫১

রাজা দশরথকে সম্মানিত নৃপতিবর্গ এবং নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিনীতভাবে বেষ্টন করে উপবিষ্ট হলেন, ঠিক যেন সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শোভিত হন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১ ॥

———০———

[১]কেকয়রাজের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্ন এসে যাবেন এবং তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে যদি রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় তাহলে রামের বনগমন ও রাক্ষসকুলের সংহারে অন্তরায় সৃষ্টি হবে—এই ভেবে দেবগণ দশরথের বুদ্ধি তদনুসারে প্রেরিত করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ (২)

সর্বসমক্ষে রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপন এবং সমবেত সকলের শ্রীরামের গুণ খ্যাপন করার পর রাজার প্রস্তাবের সমর্থন

ততঃ পরিষদং সর্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ।
হিতমুদ্ধর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ॥ ১
দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্॥ ২

তখন মহীপতি রাজা দশরথ পারিষদবর্গকে উদ্দেশ্য করে দুন্দুভিস্বরসদৃশ মহান মেঘগম্ভীর স্বরে আনন্দোৎপাদক মাঙ্গলিক মহাবাক্য বললেন।

রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্॥ ৩

রাজোচিত গাম্ভীর্য অথচ অনুপম কমনীয় রসমাধুর্যময় স্বরে রাজা দশরথ আগন্তুক অন্য রাজাদের বললেন—

বিদিতং ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্।
পূর্বকৈর্মম রাজেন্দ্রৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্॥ ৪

'আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, আমার এই উত্তম রাজ্যটিকে আমার পূর্বপুরুষ রাজাধিরাজগণ পুত্রবৎ প্রতিপালন করেছিলেন।

সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্।
শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ॥ ৫

'ইক্ষ্বাকুরাজগণ কর্তৃক প্রতিপালিত এই রাজ্যকে, নিখিল ভুবনের মঙ্গলের জন্য, আমি কল্যাণমণ্ডিত করতে চাই।

ময়াপ্যাচরিতং পূর্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা।
প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্ত্যভিরক্ষিতাঃ॥ ৬

'আমিও অতন্দ্রভাবে পূর্বপুরুষদের আচরিত পথ অনুসরণ করে যথাশক্তি প্রজাদের রক্ষা ও পালন করে চলেছি।

ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্।
পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য ছায়ায়াং জরিতং ময়া॥ ৭

'সারা জগতের কল্যাণ করতে শুভ্র রাজচ্ছত্রের ছায়ায় আমার এই শরীর জরাগ্রস্ত (জরাজীর্ণ) হয়েছে।

প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ুংষি জীবতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে॥ ৮

'বহু সহস্র বৎসর (যাট হাজার বছর) আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হয়ে জীবিত এই জীর্ণ শরীরকে এখন বিশ্রাম দিতে চাই।

রাজপ্রভাবজুষ্টাং চ দুর্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্বীং ধর্মধুরং বহন্॥ ৯

'ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজার পক্ষে রাজ্যের সুষ্ঠু সেবা দুর্বহ। রাজোচিত শৌর্যাদি প্রভাবের দ্বারা রাজ্যের গুরু ধর্মভার বহন করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্বাননুমান্য দ্বিজর্ষভান্॥ ১০

'আমি সমবেত এই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) গণের অনুমতিক্রমে আমার পুত্রকে প্রজাদের হিতার্থে নিযুক্ত করে এই রাজকার্য থেকে বিশ্রাম নিতে চাই।

অনুজাতো হি মাং সর্বৈর্গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ।
পুরন্দরসমো বীর্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১১

'বীরত্বে শত্রুপুরী বিজয়ী ইন্দ্রতুল্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামই আমার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্মভৃতাং বরম্।
যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্॥ ১২

'পুষ্য-নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের মতো, ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারক সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে আগামীকাল প্রাতঃকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব।

অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্॥ ১৩

'যাঁর প্রভুত্বে ত্রিভুবনও অধিক সুরক্ষিত হতে পারে, লক্ষ্মণের অগ্রজভ্রাতা শ্রীমান সেই রাম আপনাদের অনুকূল পালক অবশ্যই হবেন।

অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোক্ষ্যেঽহমিমাং মহীম্।
গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্ নিবেশ্য বৈ॥ ১৪

'আমি শীঘ্রই ধরিত্রীকে কল্যাণের দ্বারা সংযুক্ত করব (কল্যাণময়ী করে তুলব), পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করে ক্লেশমুক্ত হব।

যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্॥ ১৫

'আমি এই যে মন্ত্রণা করেছি (স্থির করেছি), যদি আমার পক্ষে তা যথোপযুক্ত হয়, তবে আপনারা আমায় অনুমোদন করুন, নতুবা আমি কী করব বলুন?

যদাপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া॥ ১৬

'যদি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের চিন্তা কেবল আমারই প্রীতির জন্য—এইরূপ আপনাদের মনে হয় তবে আপনারা অন্য কোনও হিতকর বিষয় চিন্তা করুন ; কারণ, মধ্যস্থদের বিকল্প চিন্তা ক্ষতির পরিবর্তে অধিক কল্যাণপ্রদ।'

ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ॥ ১৭

রাজা দশরথ এইরূপ বললে, বর্ষণকারী মহান মেঘ দেখে আনন্দে নৃত্যরত ময়ূরদের মতো, হৃষ্ট নৃপতিবর্গ দশরথকে অভিনন্দন জানালেন।

স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সংজজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্‌ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব॥ ১৮

তখন পৃথিবীকে যেন কম্পিত করে জনগণের হর্ষোৎফুল্ল উচ্চ চিৎকারধ্বনি রাজা দশরথের ইচ্ছার স্নিগ্ধ অনুমোদন ঘোষণা করল।

তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্বশঃ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥ ১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।
ঊচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ২০

ধর্মার্থবিদ রাজা দশরথের মনোভাব সর্বপ্রকারে জ্ঞাত হয়ে উপস্থিত সেই ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিরা পুরবাসী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে মন্ত্রণা করলেন এবং মনে মনে বৃদ্ধ রাজা দশরথকে সমর্থন করে বললেন—

অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্॥ ২১

'হে পৃথ্বীনাথ! আপনি বৃদ্ধ, আপনার বয়স কয়েক সহস্র বৎসর! অতএব আপনি যুবরাজ রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।

ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।
গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্রাবৃতাননম্॥ ২২

'আমরা দীর্ঘবাহু, মহাবলবান রঘুবীর রামকে মহাগজপৃষ্ঠে রাজছত্রাবৃত মুখমণ্ডল অবস্থায় গমনরত দেখতে ইচ্ছা করি।'

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃপ্রিয়ম্।
অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩

প্রজাসাধারণের এই সকল বাক্য শুনে, তাদের মনের (প্রকৃত) প্রিয় বিষয় না জানার ভান করে, জানতে ইচ্ছুক রাজা দশরথ বললেন—

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ॥ ২৪

'হে রাজগণ! আমার এই বাক্য শুনে আপনারা যে রামকে রাজা (রূপে) ইচ্ছা করছেন, এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঠিক করে বলুন তো!

কথং নু ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্॥ ২৫

'আমি ধর্মানুসারে পৃথিবীকে (রাজ্যকে) শাসন করলেও, কেন আপনারা মহাবলী রামকে যুবরাজ রূপে দেখতে চাইছেন?'

তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে॥ ২৬

পুরবাসী ও গ্রামবাসী জনগণের সঙ্গে সেই (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) মহাত্মাগণ রাজা দশরথকে বললেন—'হে রাজন্! আপনার পুত্রের বহু কল্যাণকারী সদ্গুণ আছে।

গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তাঞ্শৃণু॥ ২৭

'দেব! আপনার দেবপ্রতিম গুণবান ও ধীমান পুত্রের প্রিয়, আনন্দদায়ক গুণাবলী সব বলছি, সেগুলি শ্রবণ করুন।

দিব্যৈর্গুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে॥ ২৮

'হে প্রজানাথ! সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম ইন্দ্রতুল্য দিব্যগুণযুক্ত, ইক্ষ্বাকুকুলেও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।
সাক্ষাদ্ রামাদ্ বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ॥ ২৯

'এই পৃথিবীতে প্রকৃত সৎব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী শ্রীরামই প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, তাই, শ্রীরাম কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও ঐশ্বর্যের সঙ্গে (মিলিত হয়ে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ॥ ৩০

'শ্রীরামচন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় প্রজাসুখ বিধাতা, ক্ষমাগুণে ধরিত্রী, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য আর বীরত্বে সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্র।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ॥ ৩২

'(হে রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেক গুণ) রঘুকুলতিলক শ্রীরাম সদ্ধর্মবেত্তা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন, অদোষদর্শী, ক্ষমাশীল, দুঃখীর দুঃখে প্রবোধদানকারী, মধুরভাষী, প্রত্যুপকারক, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাব এবং স্থিরবুদ্ধি ; (তিনি) সর্বদাই শান্ত, বিদ্বেষরহিত এবং সকল প্রাণীর প্রতি (বিশেষত সকল মানুষের প্রতি) প্রিয়ভাষী এবং সত্যভাষীও।

বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা।
তেনাস্যেহাতুলা কীর্তির্যশস্তেজশ্চ বর্ধতে॥ ৩৩

'রামচন্দ্র বিদগ্ধজনদের, বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ; সেইজন্যই ধরায় তাঁর শৌর্যাদি হেতু অতুলনীয় যশ, দানাদিহেতু অতুলনীয় কীর্তি এবং পরাক্রম উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

দেবাসুর মনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ।
সম্যগ্ বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ॥ ৩৪

'তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদের ব্যবহার্য সকল অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ ; আবার, ষড়ঙ্গ-সহ সকল বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে তিনি যথার্থত স্নাতক (বিদ্যাব্রতসমাপনান্তে সমাবর্তন স্নাত) হয়েছেন।

গান্ধর্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ।
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ॥ ৩৫

'ভরতাগ্রজ রাম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, সর্বকল্যাণময়, সাধুচরিত্র, উদারপ্রাণ ও মহতী বুদ্ধিসম্পন্ন।

দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থনৈপুণৈঃ।
যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা॥ ৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে।

'ধর্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে নিপুণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উত্তমরূপে শিক্ষিত রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে যখন গ্রাম বা নগর রক্ষার্থে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বিজয়লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করেন না।

সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা॥ ৩৭
পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।
পুত্রেষ্বগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ॥ ৩৮

'যুদ্ধ থেকে হাতি বা রথে চড়ে আবার ফিরে এসে তিনি আপনজনের মতো নিত্যই পুরবাসীদের পুত্রের (অগ্নিহোত্রীর) যজ্ঞাগ্নির, পত্নীর, ভৃত্য ও শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিদ্ বর্মসু দংশিতাঃ॥ ৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ সদা রামোঽভিভাষতে।

'আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম, পিতা ঔরসজাত পুত্রকে যেমন, তেমনই আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন —(ব্রাহ্মণদের বলেন) "আপনার শিষ্যেরা (আপনাকে) সেবা করেন তো !" (ক্ষত্রিয়দের বলেন) "(আপনাদের সেবকেরা) কবচাদি দ্বারা বর্মিত সুসজ্জিত আছেন তো !"

ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ॥ ৪০
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি।

'তিনি প্রজাসাধারণের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত, আবার, তাদের সর্বপ্রকার উৎসবে পিতৃবৎ প্রসন্ন হন।

সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪১
স্মিতপূর্বাভিভাষী চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ।
সম্যগ্যোক্তা শ্রেয়সাং চ ন বিগৃহ্যকথারুচিঃ॥ ৪২

'রাম সত্যবাদী (সত্যাশ্রয়ী), মহাধনুর্ধর, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সেবাপরায়ণ, ইন্দ্রিয়জয়ী, স্মিতালাপী, সর্বাত্মক ধর্মাশ্রয়ী, যথাযথ কল্যাণসাধক এবং গর্হিত বাক্যালাপে অনভিলাষী।

উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা।
সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্।। ৪৩

'উত্তর-প্রত্যুত্তর যুক্তিপূর্ণ বাক্যালাপে রাম বৃহস্পতিতুল্য বক্তা ; সুন্দর ভ্রূযুক্ত পদ্মপত্রতুল্য তাম্রবর্ণ আয়ত অক্ষিদ্বয় তাঁর, যেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং।

রামো লোকাভিরামোঽয়ং শৌর্যবীর্যপরাক্রমৈঃ।
প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪৪

'শৌর্য, বীরত্ব ও পরাক্রম দ্বারা প্রজাপালনে সংযুক্ত রাম প্রজাদের মনোরঞ্জনকারী, কিন্তু আসক্তিদোষে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল দূষিত নয়।

শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেষ ভোক্তুং কিং নু মহীমিমাম্।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন।। ৪৫

'শ্রীরামচন্দ্র ত্রিভুবন-পালনে সক্ষম, এই পৃথিবীর আর অধিক কী ! এঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতা কখনও ব্যর্থ হয় না।

হন্ত্যেষ নিয়মাদ্ বধ্যানবধ্যেষু ন কুপ্যতি।
যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসৌ যত্র তুষ্যতি।। ৪৬

'শাস্ত্রবিধি অনুসারে বধযোগ্য ব্যক্তিদেরই তিনি হত্যা করেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে অবধ্য ব্যক্তির প্রতি কখনোই ক্রুদ্ধ হন না ; যার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে সানন্দে প্রভূত ধন দান করেন।

দান্তৈঃ সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসংজননৈর্নৃণাম্।
গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ।। ৪৭

'কিরণরাশি দ্বারা প্রদীপ্ত সূর্যের মতো স্বীয় ইন্দ্রিয় দমন ও প্রজাদের প্রীতি উৎপাদন দ্বারা কমনীয়তা গুণে রামচন্দ্র সুশোভিত।

তমেবংগুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।
লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী।। ৪৮

এইরূপ গুণবান সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী ও রাজগুণ-সম্পন্ন রামকে ধরিত্রী প্রভুরূপে কামনা করে থাকে।

বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাসৌ তব রাঘবঃ।
দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ।। ৪৯

'সৌভাগ্যবশত লোকসাধারণের কল্যাণেই রঘুনন্দনের জন্ম ; তদ্রূপ আপনার সৌভাগ্যেই আপনার এই পুত্র মরীচিপুত্র কশ্যপের ন্যায় সর্বগুণযুক্ত।

বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু সগন্ধর্বোরগেষু চ।। ৫০
আশংসতে জনঃ সর্বো রাষ্ট্রে পুরবরে তথা।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ।। ৫১

'দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগলোকের সর্বজন, তথা এই রাজ্য ও রাজধানীর ভিতরের এবং বাহিরের, নগরের ও গ্রামের সকল মানুষ আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্রের বল, আরোগ্য এবং আয়ু (যশোময় দীর্ঘ জীবন) কামনা করে।

স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ।
সর্বা দেবান্নমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ।
তেষাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সমৃদ্ধ্যতাম্।। ৫২

'মতিমান শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃদ্ধা ও তরুণী সকল নারী সমাহিত চিত্তে (একাগ্রমনে) সকাল-সন্ধ্যায় দেবতাদের নমস্কারপূর্বক প্রার্থনা করে ; হে দেব (রাজন্)! আপনার অনুগ্রহে তাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হোক।

রামমিন্দীবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্।
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্।। ৫৩

'হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! নীলপদ্ম সদৃশ শ্যামল ও সকল শত্রুসংহারক আপনার পুত্র শ্রীরামকে আমরা যৌবরাজ্যে (অভিষিক্ত) দেখতে ইচ্ছা করি।

তং দেবদেবোপমমাত্মজং তে
সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারজুষ্টং
মুদাভিষেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি।। ৫৪

'প্রজাদের কাম্যবিষয়প্রদাতা হে দেব ! প্রজাসাধারণের কল্যাণে নিরত, উদার চরিত্র দেবতুল্য আপনার সেই আত্মজ পুত্র রামচন্দ্রকে আমাদের কল্যাণের জন্য শীঘ্র সানন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।। ২ ।।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।। ২ ।।

তৃতীয় সর্গ (৩)

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য রাজা দশরথ কর্তৃক বশিষ্ঠ ও বামদেবের অনুমতি প্রার্থনা ও তাঁদের অনুমতি দান ; রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্র কর্তৃক রাজার নিকট আনীত রামের প্রতি রাজা দশরথের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দান

তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ॥ ১

সভাসদগণ করকমল বদ্ধাঞ্জলি করে সর্বতোভাবে রাজা দশরথের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সভাসদদের সমর্থনবাক্য প্রতিগ্রহণ করে রাজা প্রিয় এবং হিতকর বাক্যে তাঁদের বললেন—

অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ॥ ২

'অহো ! আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হলাম, যেহেতু আপনারা আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে আগ্রহান্বিত ; আরও বুঝলাম আমার প্রভাব অতুলনীয়।'

ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবং চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্॥ ৩

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণকে এইভাবে অর্চনা সৎকার করে, তাঁদের শুনিয়েই বশিষ্ঠদেব ও বামদেবকে বললেন—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্॥ ৪

'পবিত্র ও মনোরম চৈত্রমাস সমাগত, বনে বনে মনোরম কুসুম বিকশিত। আপনারা এই পবিত্র সময়ে শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন।'

রাজ্ঞস্তূপরতে বাক্যে জনঘোষো মহানভূৎ।
শনৈস্তস্মিন্ প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ॥ ৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ।

রাজার কথা শেষ হলে, জনগণের মধ্যে শুরু হল আনন্দ কোলাহল ; সেই জনকোলাহল ধীরে ধীরে শান্ত হলে জনগণাধিপতি রাজা দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে বললেন—

অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্॥ ৬
তদদ্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।

'ভগবন্ ! রামের অভিষেকের জন্য উপকরণ সংগ্রহসহ যা যা করণীয় আপনি সেই সব বিষয়ে সেবকদের নির্দেশ দান করুন।'

তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ॥ ৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্।

রাজার সেই অনুরোধবচন শুনে মুনিবর বশিষ্ঠদেব রাজার সম্মুখে করজোড়ে অবস্থিত সেবকদের নির্দেশ দিলেন।

সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি॥ ৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী।
অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্বায়ুধান্যপি॥ ৯
চতুরঙ্গবলং চৈব গজং চ শুভলক্ষণম্।
চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রং চ পাণ্ডুরম্॥ ১০
শতং চ শাতকুম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চসাম্।
হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ॥ ১১
যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্।
উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতেঃ॥ ১২

'আপনারা সকলে শ্রীরামের অভিষেকের জন্য স্বর্ণাদি রত্নসমূহ, দেবপূজার উপকরণ সকল, সর্বৌষধিগুলি, শ্বেতপুষ্পমাল্য, খৈ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, নূতন বস্ত্র, রথ ও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ, সুসজ্জিত চতুরঙ্গবল, শুভ লক্ষণযুক্ত একটি হস্তী, চামর ও পাখা, ধ্বজা, একটি শ্বেত ছত্র, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল একশত স্বর্ণকলস, স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত একটি বৃষ, একটি ব্যাঘ্রের শরীরের সম্পূর্ণ (গোটা) চর্ম এবং অন্য আর যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল নিয়ে এসে অতি প্রত্যূষে মহারাজের

অগ্নিশালায় জোগাড় করে রাখুন।

অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্বস্য নগরস্য চ।
চন্দনস্রগ্‌ভিরর্চ্যান্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ॥ ১৩

'অন্তঃপুরের তথা সমগ্র নগরের দ্বারগুলি চন্দন ও মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত করুন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখকর ধূপ প্রজ্বলিত করুন।

প্রশস্তমন্নং গুণবদ্‌ দধিক্ষীরোপসেচনম্‌।
দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎ প্রকামমলং ভবেৎ॥ ১৪

'লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তির জন্য দধি ও দুগ্ধ দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত উত্তম গুণযুক্ত পর্যাপ্ত আহার্যের ব্যবস্থা করা হোক।

সৎকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্‌।
ঘৃতং দধি চ লাজাশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ॥ ১৫

'আগামীকাল প্রাতঃকালে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করে আহার্যের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘৃত দধি ও খৈ দেবেন এবং পর্যাপ্ত দক্ষিণাও দান করবেন।

সূর্যেঽভ্যুদিতমাত্রে শ্বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্‌।
ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ॥ ১৬

'আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিবাচন করতে হবে ; অতএব ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের জন্য আসন সজ্জিত করে রাখুন।

আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্‌।
সর্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলংকৃতাঃ॥ ১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।

'রাজপথসমূহে জলসেচন করা হোক এবং দিকে দিকে ধ্বজা বেঁধে দেওয়া হোক ; বাদ্যকারগণ এবং নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা নর্তকীরা রাজবাড়ির দ্বিতীয় দেউড়িতে অবস্থান করুন।

দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ১৮
উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌।

'দেবগৃহগুলিকে এবং চতুষ্পথে (চৌমুহনিতে) অবস্থিত দেবস্থানগুলিকে অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং দক্ষিণা সহ মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হোক।

দীর্ঘাসিবদ্ধগোধাশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ॥ ১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্‌।

'শোধিত বস্ত্রপরিহিত এবং দীর্ঘ তরবারি ও গোসাপের চর্ম নির্মিত বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত বীরেরা রাজগৃহের অতিশয় সমৃদ্ধ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক।'

এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তু ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ॥ ২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ।

ব্রহ্মজ্ঞদ্বয় (রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও বামদেব) রাজসেবকদের এইরকম নির্দেশ দিয়ে সম্পাদনীয় ধর্মীয় ক্রিয়াগুলি নিজেরাই সম্পন্ন করলেন ; পরে রাজাকে জানিয়েই তাঁরা অবশিষ্ট কার্যগুলিও সম্পাদন করলেন।

কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎ পতিম্‌॥ ২১
যথোক্তবচনং প্রীতৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ।

প্রসন্ন ও প্রহৃষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠদ্বয় মহারাজ দশরথ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার নির্দেশিত সব কাজ করা হয়েছে।'

ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্‌ রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২২
রামঃ কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।

তখন কান্তিমান রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে বললেন 'শুদ্ধাত্মা রামকে শীঘ্র নিয়ে এসো।'

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ॥ ২৩
রামং তত্রানযাঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্‌।

রাজাদেশে সুমন্ত্র 'তাই করছি' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রথিশ্রেষ্ঠ রামকে রথে করে সেখানে নিয়ে এলেন।

অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্‌॥ ২৪
প্রাচ্যোদীচ্যা প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ॥ ২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে তং দেবা বাসবং যথা।

তখন সেখানে, যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতারা সকলে সেবা করেন, সেইরকম, রাজা দশরথের পার্শ্বে উপবিষ্ট পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ দেশবাসী রাজারা এবং আর্য-অনার্য ও অন্যান্য অরণ্য ও পর্বতবাসীজনেরা সকলেই তাঁর সেবা করছিলেন।

তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ॥ ২৬
প্রাসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্‌।

গন্ধর্বরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্॥ ২৭

'মরুদ্‌গণের মধ্যে উপবিষ্ট ইন্দ্রের ন্যায়, রাজাদের ও প্রজাদের মধ্যে উপবিষ্ট রাজর্ষি দশরথ জগদ্বিখ্যাত পৌরুষবান ও গন্ধর্বরাজতুল্য সুন্দর পুত্র রামকে আসতে দেখলেন।

দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্॥ ২৮
রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্।
ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ॥ ২৯

রাজর্ষি দশরথ রামকে আসতে দেখলেন, যে রাম দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, মহাবলী, মত্ত হস্তীর ন্যায় গম্ভীর গতিসম্পন্ন, চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তিময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট, অতীব প্রিয়দর্শন, দেহের রূপ ও মনের ঔদার্যগুণে অপরের দৃষ্টিকর্ষক ও মনোহরণকারী, রৌদ্রতপ্ত মানুষদের কাছে যিনি ছায়াদানকারী আনন্দদায়ক মেঘতুল্য।

ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ।
অবতার্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ॥ ৩০
পিতু সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।

নিকটে আগমনরত শ্রীরামকে দেখে দেখেও রাজা দশরথের আশ মিটছিল না ; সুমন্ত্রও রামচন্দ্রকে উত্তম রথ থেকে নামিয়ে নিলেন এবং পিতার নিকট যখন রামচন্দ্র আসছিলেন তখন করজোড়ে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলেন।

স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ॥ ৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ।

রঘুকুলনন্দন রাম রাজা দশরথকে দেখার জন্য সুমন্ত্রের সঙ্গে কৈলাসশিখর সদৃশ রাজপ্রাসাদে দ্রুত আরোহণ করলেন।

স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে॥ ৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।

কৃতাঞ্জলি রামচন্দ্র পিতার নিকটে অগ্রসর হলেন এবং প্রণাম করে নিজের নাম শুনিয়ে পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন।

তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ॥ ৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্।
তস্মৈ চাভ্যুদ্যতং সম্যঙ্মণিকাঞ্চনভূষিতম্॥ ৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্।

রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে নিজের পাশে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রণত অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখে বাহুপাশে তাঁকে স্বীয় বক্ষে আকর্ষণ করলেন এবং রামের জন্য নির্দিষ্ট সুবর্ণ মণিভূষিত উন্নত শোভন শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

তথাঽঽসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ॥ ৩৫
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ।

নির্মল সূর্য উদয়কালে নিজের উজ্জ্বল কিরণমালায় যেমন মেরুপর্বতকে প্রদীপ্ত করে, সেইরকম রঘুকুলনন্দন রাম সেই আসন গ্রহণ করে তাকে উজ্জ্বল করে তুললেন।

তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত॥ ৩৬
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা।

চন্দ্রোদয়ে উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্রশোভিত শরৎকালীন আকাশ যেমন, সেইরকম, সেই সভাও রামের দ্বারা শোভাময়ী হয়ে উঠল।

তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্॥ ৩৭
অলংকৃতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্ ।

অলঙ্কারে সুসজ্জিত নিজেকে দর্পণে দেখে মানুষ যেমন প্রসন্ন হয়, সেইরকম প্রিয় আত্মজকে দেখে রাজা দশরথ প্রসন্ন হলেন।

স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ॥ ৩৮
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ।

মহর্ষি কশ্যপ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন, সেইরূপ, পুত্রবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ আসনে উপবিষ্ট পুত্র রামকে সম্বোধন করে এই কথা বললেন—

জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ॥ ৩৯
উৎপন্নস্ত্বং গুণজ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।

'রাম ! তুমি আমার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে উপযুক্ত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমার গুণবান জ্যেষ্ঠ

পুত্র তুমি, যেহেতু, নিজগুণে তুমি এই প্রজাসাধারণকে প্রসন্ন করেছ, অতএব, পুষ্যানক্ষত্রযোগে তুমি যৌবরাজ্য গ্রহণ করো।

কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি॥ ৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।
ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪২

'পুত্র ! স্বাভাবিকভাবেই সকলেই তোমাকে পরম গুণী বলে স্বীকার করে ; তথাপি বৎস ! সর্বপ্রকার গুণ থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রতি প্রীতিবশত তোমার কল্যাণের জন্য বলছি— তুমি আরও বিনয় অবলম্বন করে জিতেন্দ্রিয় হও।

কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ।
পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা॥ ৪৩

'কামজ এবং ক্রোধজ আসক্তি সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করবে, পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা (গুপ্তচরদের নিকট প্রাপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে), তদ্রূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি দ্বারা (রাজসভায় আগত প্রজাদের স্বমুখের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে) সর্বপ্রকারে যথাযথ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করবে।

অমাত্যপ্রভৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্॥ ৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধামৃতমিবামরাঃ॥ ৪৫

'মন্ত্রী (সেনাপতি) প্রভৃতি সহ প্রজাসাধারণের প্রীতি সম্পাদন করবে। যে রাজা শস্যাগার বা অস্ত্রাগারসমূহ বহুবিধ সঞ্চয় দ্বারা বর্ধিত করেন এবং প্রজাসাধারণের প্রীতি সম্পাদন দ্বারা রাজ্য পালন করেন, অমৃতলাভ করে যেমন দেবতারা, সেইরকম তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ আনন্দ লাভ করেন।

তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর।
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদস্তস্য রামস্য প্রিয়কারিণঃ॥ ৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্।

'অতএব হে পুত্র ! তুমি নিজেকে সংযত করে এইরূপ আচরণ করবে'— শ্রীরামের শুভকারী ক্ষিপ্রগতি-সম্পন্ন মিত্রগণ সেই কথা শ্রবণ করে, দ্রুত এসে মাতা কৌশল্যাকে সব নিবেদন করলেন।

সা হিরণ্যং চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ॥ ৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা।

(শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রদের থেকে এই সুসংবাদ শ্রবণ করে) রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা সুসংবাদদাতৃগণকে স্বর্ণ, গাভী এবং নানাবিধ রত্ন দান করতে ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন।

অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ।
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ॥ ৪৮

অনন্তর রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথকে প্রণাম করে রথে আরোহণ করলেন এবং জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবনে চলে গেলেন।

তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্ত-
চ্ছ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাশু।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা
দেবান্ সমানর্চুরভিপ্রহৃষ্টাঃ॥ ৪৯

রাজা দশরথের সেই কথা শুনে পৌরজনেরা, শীঘ্রই অভীষ্ট লাভ হবে বুঝতে পেরে, রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে প্রহৃষ্ট চিত্তে দেবার্চনা করতে লাগলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

—o—

চতুর্থ সর্গ (৪)

রাজা দশরথের রামাভিষেক বিষয়ে মন্ত্রণা, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কোশল্যাভবনে গিয়ে মাতৃসকাশে নিজের অভিষেকের সংবাদ প্রদান ও জননীর আশীর্বাদ লাভান্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে কথোপকথন

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহ মন্ত্রিভিঃ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ম্॥ ১
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ॥ ২

অনন্তর পুরবাসী জনগণ চলে গেলে, কর্ম সম্পাদনে অভিজ্ঞ প্রভাবশালী রাজা দশরথ পুনরায় মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—'আগামীকাল পুষ্যা নক্ষত্র উদিত হবে, অতএব, আগামীকালই আমার পুত্র পদ্মপলাশনয়ন রাম অভিষিক্ত হয়ে যুবরাজ হবেন।'

অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা।
সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয়॥ ৩

অনন্তর রাজা দশরথ রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তারপর রথচালক সুমন্ত্রকে আহ্বান করলেন এবং আদেশ দিলেন, 'রামকে আবার এখানে নিয়ে এসো।'

প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ॥ ৪

সারথি সুমন্ত্র রাজা দশরথের সেই আদেশ শিরোধার্য করে শ্রীরামকে পুনরায় আনয়নের জন্য দ্রুত শ্রীরামের প্রাসাদে গমন করলেন।

দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ।
শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ॥ ৫

দ্বাররক্ষিগণ তাঁর পুনরাগমনের সংবাদ রামচন্দ্রকে নিবেদন করল, রামও আগমন সংবাদ শুনেই শঙ্কিত হলেন।

প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ।
যদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ॥ ৬

সুমন্ত্রকে শীঘ্র প্রবেশ করিয়ে, রামচন্দ্র বললেন—'আপনি যে আবার এলেন, তার কারণ বিশদভাবে বলুন।'

তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা॥ ৭

তখন সারথি শ্রীরামকে বললেন, 'রাজামহাশয় আপনার দর্শন কামনা করেছেন। এই নির্দেশ শুনে রাজার নিকট যাওয়া বা অন্য বিষয়ে (না যাওয়া বিষয়ে) স্থির করুন।'

ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্॥ ৮

সূতের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রও রাজাকে পুনরায় দর্শনের জন্য ত্বরান্বিত হয়ে রাজভবনে গেলেন।

তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্॥ ৯

রামচন্দ্র এসেছেন শুনে, রাজা দশরথ রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে উত্তম অথচ কল্যাণজনক কথা বলার জন্য তাঁকে রাজভবন মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০

শ্রীমান রঘুনন্দন রাম পিতার ভবনে প্রবেশ করে দূর থেকেই প্রণাম করতে করতে পিতাকে দেখতে পেলেন।

প্রণমন্তং তমুত্থাপ্য সম্পরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামং চ পুনরব্রবীৎ॥ ১১

রাজা দশরথ প্রণত রামকে ভূমি থেকে উঠিয়ে বক্ষে আলিঙ্গন করলেন এবং বসার আসন নির্দেশ করে পুনরায় বললেন—

রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈর্যথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ॥ ১২

'রাম ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি ; দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়ে ভোগ্যবস্তু সমূহ যথেচ্ছ ভোগ করেছি। অধিকন্তু, প্রভূত দক্ষিণাসহ অন্নদান ও শত শত যজ্ঞ যথেষ্ট করেছি।

জাতমিষ্টমপত্যং মে ত্বমদ্যানুপমং ভুবি।
দত্তমিষ্টমধীতং চ ময়া পুরুষসত্তম॥ ১৩

'পুরুষোত্তম রাম ! ভূ-মণ্ডলে তুমিই আমার অভীষ্ট অনুপম সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমিও যথেষ্ট স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ও দান করেছি।

অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি।
দেবর্ষিপিতৃবিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাঽঽত্মনঃ॥ ১৪

'হে বীর ! আমি যথেষ্ট সুখ ভোগ করেছি ; দেবতা,

ঋষি, পিতৃপুরুষ (পিতৃ-পিতামহাদি তথা মাতৃ-মাতামহাদি সকলের) এবং ব্রাহ্মণদের নিকট তথা নিজের কাছেও ঋণমুক্ত হয়েছি।

ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্তুমর্হসি॥ ১৫

'এখন কিন্তু, তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক ব্যতীত আমার আর অন্য করণীয় কিছুই নেই ; অতএব, তোমাকে আমি যা বলব তুমি তাই করবে।

অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক॥ ১৬

'আজ (বর্তমানে) সকল প্রজাই তোমাকে রাজারূপে পেতে চাইছে ; অতএব, পুত্র ! তোমাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব।

অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ॥ ১৭

'রঘুকুলনন্দন রাম ! আমি আজ অশুভ সব স্বপ্ন দেখেছি ; আবার, দিনেরবেলায় দেখেছি ভয়ঙ্কর শব্দে বজ্রপাতসহ উল্কাপাত হচ্ছে।

অবষ্টব্ধং চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণৈর্গ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥ ১৮

'রাম ! দৈবজ্ঞগণ জানাচ্ছেন— রবি, মঙ্গল এবং রাহু এই ভয়ানক গ্রহত্রয় কর্তৃক আমার জন্মকালীন নক্ষত্র আক্রান্ত হয়েছে।

প্রায়েণ চ নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি॥ ১৯

'এইরকম অশুভ লক্ষণসমূহ উদ্ভূত হলে, প্রায়শই রাজা ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হন, এমনকি তাঁর মৃত্যুও হতে পারে।

তদ্ যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ॥ ২০

'অতএব, হে রঘুনন্দন ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মন মোহগ্রস্ত না হচ্ছে, তার মধ্যেই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও ; কারণ জীবের (তথা মানুষের) বুদ্ধিই যে চঞ্চল।

অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥ ২১

'চন্দ্র আজ পুষ্যা নক্ষত্রের পূর্ববর্তী পুনর্বসু নক্ষত্রে গমন করেছে (বিরাজমান আছে), আগামীকাল পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে— দৈবজ্ঞরা এই কথা বলছেন।

তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ॥ ২২

'শত্রুপীড়ক রাম ! সেই পুষ্যা নক্ষত্রে তুমি অভিষিক্ত হও ; আমার মন আমাকে যেন তাড়া দিচ্ছে। তাই আগামীকাল তোমাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব।

তস্মাৎ ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা॥ ২৩

'অতএব, এখন থেকে বধূমাতার সঙ্গে কুশশয্যায় শয়ন করে, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক সারারাত উপবাস করো।

সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যাণ্যেবংবিধানি হি॥ ২৪

'(যেহেতু) এই রকম সকল কার্যে নানারূপ বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই তোমার সাবধানী বন্ধুগণ আজ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।

বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥ ২৫

'যতদিন ভরত এই অযোধ্যাপুরী থেকে মাতুলালয়ে থাকে, তার মধ্যেই তোমার অভিষেকের উপযুক্ত সময় বলে আমার মনে হচ্ছে (সেই সময়ের মধ্যেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হোক, এই আমি মনে করি)।

কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬
কিং নু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাং চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব॥ ২৭

'তোমার (বলীয়ান) ভ্রাতা ভরত সাধুজনোচিত ব্যবহারে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত। সে জ্যেষ্ঠের অনুগামী, ধর্মাত্মা, দয়ালু এবং জিতেন্দ্রিয় ; তথাপি, হে রঘুনন্দন রাম ! ধর্মপরায়ণ সৎপুরুষের মন সৌন্দর্যপরায়ণ হয়েও (কালে) দ্বিধান্বিত হয় বলে আমি মনে করি।'

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিবাদ্যাভ্যয়াদ্ গৃহম্॥ ২৮

পিতা দশরথ পূর্বোক্তরূপ কথা বললে, রাম আগামীকালের অভিষেক বিষয়ে সম্মতি জানালেন ; (পিতাও) 'যাও' (ভারতীয় রীতি অনুসারে 'এসো') এই বলে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলে, রাম পিতাকে অভিবাদন (প্রণাম) জানিয়ে গৃহের (অন্দরমহলের) উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাঽঽদিষ্টেঽভিষেচনে।

তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ॥ ২৯

রাজা দশরথ অভিষেকের নির্দেশ দিলে রাম নিজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, সেখানে সীতাকে না দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মাতার অন্তঃপুরে গেলেন।

তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদর্শায়াচতীং শ্রিয়ম্॥ ৩০

মাতার অন্তঃপুরে গিয়ে রাম দেবালয়ে পট্টবস্ত্র পরিহিতা ও মৌনাবলম্বনপূর্বক পুত্রের কল্যাণ-প্রার্থনারতা জননীকে দেখতে পেলেন।

প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্॥ ৩১

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রিয় সংবাদ শুনে সুমিত্রা এবং লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে (কৌশল্যার অন্তঃপুরে) এসে উপস্থিত হয়েছেন, সীতাকেও নিয়ে আসা হয়েছে।

তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ৩২

রামচন্দ্র দেখলেন সেই সময় জননী কৌশল্যা নিমীলিত নয়নে অবস্থিতা আর তাঁর কাছে সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ বসে আছেন।

শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্॥ ৩৩

পুষ্য-নক্ষত্র যোগে পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের বার্তা শুনে জননী কৌশল্যা প্রাণায়ামযোগে পরমপুরুষ জনার্দনের ধ্যানরতা ছিলেন।

তথা সনিয়মামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্॥ ৩৪

সেইভাবে নিয়মপালনরতা মাতার নিকটে গিয়ে রামচন্দ্র মাতাকে প্রণাম করে তাঁর হর্ষোৎপাদনপূর্বক মনোরম বাক্যে বললেন—

অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ॥ ৩৫
সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা॥ ৩৬

'মা-গো ! বাবা আমাকে প্রজাপালন কর্মে নিযুক্ত করেছেন ! বাবার নির্দেশে আগামীকালই আমার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাবা আমাকে বললেন, সীতাকেও আজ রাত্রিতে আমার সঙ্গে উপবাস করতে হবে, 'উপাধ্যায়গণ এইরকমই বলেছেন'।

যানি যানাত্র যোগ্যানি শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয়॥ ৩৭

'আগামীকাল ভবিতব্য এই অভিষেক ক্রিয়ায়, আমার এবং সীতার জন্য যা যা মাঙ্গল্যকর্ম আজ করণীয়, সেইগুলি আপনি এখন করান।'

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত॥ ৩৮

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কথা শুনে কৌশল্যা বাষ্পাকুল নেত্রে (আনন্দাশ্রু মোচন করে) রামকে বললেন—

বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়॥ ৩৯

'বৎস রাম ! চিরজীবী হও, তোমার জীবনপথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীরা বিনষ্ট হোক। তুমি রাজশ্রীযুক্ত হয়ে সুমিত্রার এবং আমার আত্মজনদের আনন্দবিধান করো।

কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা॥ ৪০

'পুত্র ! মঙ্গলময় শুভ নক্ষত্রে পুণ্যলগ্নে তোমায় আমি জন্ম দিয়েছি ; সেইজন্যই নিজগুণে তুমি তোমার পিতা দশরথকে প্রসন্ন করতে পেরেছ।

অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে।
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজশ্রীঃ পুত্র ত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি॥ ৪১

'পুত্র ! পদ্মপলাশনয়ন পরমপুরুষে (শ্রীহরিতে) আমার আশ্রয়গ্রহণ নিশ্চিত সার্থক হয়েছে, যেজন্য ইক্ষ্বাকুকুল রাজলক্ষ্মী তোমাতে আশ্রয় নিচ্ছেন।'

ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব॥ ৪২

মা কৌশল্যা এই কথা বললে, করজোড়ে বিনীতভাবে উপবিষ্ট ভাই লক্ষ্মণকে দেখে স্মিতহাস্যে রাম বললেন—

লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা॥ ৪৩

'লক্ষ্মণ ! আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মাস্বরূপ যে তুমি, সেই তোমার কাছেও এই রাজলক্ষ্মী উপস্থিত ; অতএব,

তুমিও আমার সঙ্গে এই বসুধা (রাজ্য)কে শাসন করো।

সৌমিত্রে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতং চাপি রাজ্যং চ ত্বদর্থমভিকাময়ে॥ ৪৪

'ভাই সুমিত্রানন্দন! তোমার জন্যই আমি এই জীবন এবং রাজ্য কামনা করছি; অতএব তুমি অভীষ্ট ভোগ্য বিষয় এবং রাজ্যফল ভোগ করো।'

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাং চ যযৌ স্বং চ নিবেশনম্॥ ৪৫

লক্ষ্মণকে এই কথা বলে, মাতৃদ্বয় (কৌশল্যা ও সুমিত্রা)কে প্রণাম জানিয়ে এবং সীতাকে তাঁর নিজের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাম নিজ-অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম সর্গ (৫)

সীতাসহ রামকে উপবাসব্রত দীক্ষাদানের জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠের রামের নিকট গমন এবং দীক্ষাদানান্তে রাজা দশরথের নিকট গমন

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ॥ ১

রাজা দশরথ আগামীকালের অভিষেক বিষয়ে রামকে নির্দেশ দিয়ে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করে বললেন—

গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন।
শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত॥ ২

'নিয়মপূর্বক ব্রতচারিন হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! আপনি যান; বিঘ্ননাশপূর্বক কল্যাণলাভ এবং রাজ্যলাভের জন্য বধূমাতা সীতাসহ কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে আজ উপবাস ব্রত পালন করান।'

তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ।
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্॥ ৩
উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদম্।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ॥ ৪

শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, সুষ্ঠু ব্রতধারী, মন্ত্রবেত্তা স্বয়ং ভগবান বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে 'তাই হবে' এই কথা বলে, মন্ত্রনিপুণ বীর রামচন্দ্রকে উপবাসব্রত দীক্ষা দিতে ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামের অন্তঃপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্।
তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ॥ ৫

মুনিপ্রবর বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের শুভ্রমেঘের প্রভাবিশিষ্ট ভবনে উপস্থিত হয়ে রথে চড়েই তিনটি মহলে প্রবেশ করলেন।

তমাগতমৃষিং রামস্ত্বরন্নিব সসম্ভ্রমম্।
মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ॥ ৬

সম্মাননীয় সেই ঋষিকে আসতে দেখে, তাঁর সম্মানার্থে শ্রীরাম গৃহ থেকে সসম্ভ্রমে সত্বর বহির্গত হলেন।

অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাশং মনীষিণঃ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্॥ ৭

তখন শ্রীরামচন্দ্র সত্বর সেই মনীষীর রথের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেই তাঁকে ধরে রথ থেকে নামালেন।

স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ॥ ৮

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে বিনীত ও প্রিয়বাক্য শ্রবণের উপযুক্ত দেখে, তাঁর প্রসন্নতা ও আনন্দবর্ধন করে বললেন—

প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্ত্বং রাজ্যমবাপ্স্যসি।

উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া॥ ৯

'রাম! তোমার পিতা খুব খুশি, কারণ, তুমি রাজ্য লাভ করবে। অতএব, আজ তুমি সীতার সঙ্গে উপবাস (ব্রত পালন) করো।

প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা॥ ১০

'রাজা নহুষ যেরূপ স্বপুত্র যযাতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন তদ্রূপ তোমার পিতা রাজা দশরথ আগামীকাল প্রভাতে তোমাকে সানন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।'

ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ।
মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ॥ ১১

এই বলে নিয়মিত ব্রতচারী পবিত্র বশিষ্ঠদেব সীতাসহ রামকে মন্ত্রদানান্তে উপবাস করালেন।

ততো যথাবদ্ রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ॥ ১২

রাজগুরু বশিষ্ঠদেব শ্রীরাম কর্তৃক যথাযথ পূজিত হলেন, অতঃপর সেই কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরাম-এর অনুমতিক্রমেই তাঁর প্রাসাদ থেকে নির্গত হলেন।

সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ।
সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ॥ ১৩

রামচন্দ্রও প্রিয়ভাষী সুহৃদ্গণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সম্মানিত হয়ে এবং সেই স্থানে কিছুসময় অবস্থান করে অতঃপর তাঁদের অনুমতিক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ॥ ১৪

হর্ষোন্মত্ত পক্ষিকুল সমাকীর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মপূর্ণ সরোবরের মতো শ্রীরামের মহল হর্ষোৎফুল্ল নরনারী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

স রাজভবনপ্রখ্যাৎ তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ।
নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্॥ ১৫

কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের সেই রাজপ্রাসাদতুল্য মহল থেকে নির্গত হয়ে দেখলেন, রাজপথ লোকে লোকারণ্য।

বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ।
বভূবুরভিসম্বাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ॥ ১৬

দলে দলে কুতূহলী জনতা একত্রিত হয়ে অযোধ্যার রাজপথগুলিকে চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল।

জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ১৭

সেই সময় রাজপথে অসংখ্য মানুষের হর্ষধ্বনি সাগর-লহরীর পরস্পর সংঘর্ষজাত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হচ্ছিল।

সিক্তসম্মৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী।
আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছ্রিতগৃহধ্বজা॥ ১৮

সেইদিন অযোধ্যার রাজপথগুলি হয়েছিল জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত এবং গৃহগুলি সমুন্নত ধ্বজা ও বনমালায় সুশোভিত।

তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষদুদয়ং রবেঃ॥ ১৯

স্ত্রী ও বালকগণসহ অযোধ্যাবাসী জনগণ শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক দর্শন কামনায় সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছিল।

প্রজালংকারভূতং চ জনস্যানন্দবর্ধনম্।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্॥ ২০

অযোধ্যাবাসী প্রজাদের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জনগণের আনন্দবর্ধক অযোধ্যার সেই মহোৎসব দেখার জন্য জনগণ উৎসুক হয়ে ছিল।

এবং তজ্জনসম্বাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ।
ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ॥ ২১

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব জনবহুল সেই রাজপথে জনপ্রবাহকে বিন্যস্ত করে (জনগণের মাঝে পথ করে নিয়ে) ধীরে ধীরে রাজবাড়িতে গেলেন।

সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ॥ ২২

রঘুবংশের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, শুভ্রমেঘচুম্বী গিরিশিখরবৎ উচ্চ শ্বেতশুভ্রপ্রাসাদে আরোহণ করে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায়, রাজা দশরথের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভবেদয়ৎ॥ ২৩

বশিষ্ঠদেবকে আগত দেখে রাজা দশরথ রাজাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন ; তিনিও জানালেন—'করা হয়েছে'।

তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্॥ ২৪

তখন রাজা দশরথের সঙ্গে উপবিষ্ট সভাসদগণ সকলে পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে বন্দনা করে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব॥ ২৫

গুরুর অনুমতি নিয়ে রাজা সেই জনসমুদায়কে বিদায় দিয়ে, গিরিগুহায় সিংহের মতো, রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং
মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ
শশীব তারাগণসংকুলং নভঃ॥ ২৬

স্বমহিমায় উজ্জ্বল রাজা দশরথ রমণীয় বেশধারিণী সুন্দরী রমণী পরিপূর্ণ, দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনতুল্য সেই শ্রীরাজভবনে তারকা সমাবৃত আকাশে চন্দ্রের মতো প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ সর্গ (৬)

সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের ব্রত-নিয়মপালনপূর্বক শ্রীনারায়ণ পূজা এবং উল্লসিত পুরবাসিগণ কর্তৃক নগর সজ্জা ও পরস্পর আলাপন

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ॥ ১

বশিষ্ঠদেব চলে গেলে শ্রীরামচন্দ্র আয়তলোচনা পত্নী সীতার সঙ্গে স্নানান্তে সংযতচিত্তে নারায়ণের[১] উপাসনা করলেন।

প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবৎ ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে॥ ২

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র অবনত মস্তকে ঘৃতপাত্র গ্রহণ করে মহান দেবতা শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই ঘৃত আহুতি দিলেন।

শেষং চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥ ৩
বাগ্যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ॥ ৪

অতঃপর রাজকুমার রাম নিজের কল্যাণ কামনা করে সেই যজ্ঞের শেষ হবি প্রসাদরূপে ভোজন করলেন এবং বিদেহ রাজতনয়া সীতার সঙ্গে সংযতবাক ও সংযতমনা হয়ে ভগবান নারায়ণকে ধ্যান করে সেই সুন্দর বিষ্ণুমন্দিরে বিস্তীর্ণ কুশশয্যায় শয়ন করলেন।

একয়ামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ।
অলংকারবিধিং সম্যক্ কারয়ামাস বেশ্মনঃ॥ ৫

শেষ একপ্রহর অবশিষ্ট থাকতে, রামচন্দ্র নিদ্রা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবকদের দ্বারা নিজ মহলকে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত করালেন।

তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূতমাগধবন্দিনাম্।
পূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ॥ ৬

সেই সময় সূত-মগধ-বৈতালিকদের (শ্রবণ) সুখকর সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাম প্রাতঃকালীন

[১] 'নারায়ণ শব্দের দ্বারা শ্রীরঙ্গনাথের সেই অর্চা-মূর্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে মনে হয় যা তাঁর পূর্বপুরুষগণের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যায় উপাস্য দেবতারূপে বিরাজিত ছিল। পরে সেই বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে দিয়েছিলেন। তদনন্তর সেটি অযোধ্যায় আনীত হয়েছিল। পদ্মপুরাণে এর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

সায়ংকালীন উপাসনা সমাপন করে একাগ্রচিত্তে জপ করতে লাগলেন।

তৃতীব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্॥ ৭

অতঃপর তিনি শুদ্ধ পট্টবস্ত্রে স্বদেহ আবৃত করে প্রণত মস্তকে ভগবান শ্রীমধুসূদনের স্তবগান করলেন এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন।

তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্যঘোষানুনাদিতঃ॥ ৮

তখন ব্রাহ্মণদের সেই গম্ভীর মধুর পুণ্যাহবাচন সম্বন্ধী মধুর গম্ভীর ধ্বনি, তূর্যধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত হয়ে অযোধ্যার আকাশ বাতাসকে পূর্ণ করে তুলল।

কৃতোপবাসং তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ॥ ৯

বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র উপবাস করেছেন শুনে, অযোধ্যাবাসী সকল মানুষ আনন্দিত হয়েছিল।

ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্॥ ১০

পুরবাসীগণ সকলে, শ্রীরামের অভিষেকবার্তা শ্রবণ করে এবং রাত্রি প্রভাত হয়েছে দেখে, অযোধ্যানগরীকে সুসজ্জিত করতে তৎপর হল।

সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ॥ ১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ॥ ১২
সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা॥ ১৩

পৌরজন শুভ্র মেঘের আভাযুক্ত পর্বতশিখরবৎ সুউচ্চ দেবালয়গুলিতে, চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে, রথ-চলাচলের উপযুক্ত রাজপথগুলিতে, যজ্ঞগৃহগুলিতে, বড় বড় অট্টালিকায়, বিক্রয়যোগ্য বিবিধ দ্রব্যসমৃদ্ধ বণিকদের দোকানে, আত্মীয়দের সুন্দর সুন্দর সমৃদ্ধ গৃহগুলিতে, সভাগৃহগুলিতে এবং দৃষ্ট বৃক্ষসমূহে পতাকা উত্তোলন করেছিল ; সেই পতাকাগুলি সশব্দে উত্তমরূপে আন্দোলিত হচ্ছিল।

নটনর্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাং চ গায়তাম্।
মনঃকর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ॥ ১৪

সেই সময় জনসাধারণ নট নর্তক এবং গায়কদের মন ও শ্রবণের আনন্দদায়ক সঙ্গীত শুনতে পেল।

রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ।
রামাভিষেকে সম্প্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ॥ ১৫

শ্রীরামের যুবরাজপদে অভিষেকের সময় উপস্থিত হলে, অযোধ্যার প্রতি গৃহাঙ্গনে এবং প্রতিগৃহে, জনগণ পরস্পর শ্রীরামের অভিষেক বিষয়ক কথাই কেবল আলোচনা করতে লাগল।

বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ॥ ১৬

অযোধ্যার গৃহগুলির দেউড়িতে দেউড়িতে দলে দলে ক্রীড়ারত বালকগণ পরস্পর শ্রীরামের অভিষেক সম্বন্ধীয় কথাই আলোচনা করছিল।

কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে॥ ১৭

শ্রীরামের অভিষেক উপলক্ষ্যে অযোধ্যার পুরবাসিগণ রাজপথকে পুষ্পমালায় সুসজ্জিত ও ধূপগন্ধে সুবাসিত করে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল।

প্রকাশকরণার্থং চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ॥ ১৮

রাজ্যাভিষেক চলাকালীন রাত্রির (অন্ধকারের) আগমন আশঙ্কায়, নগরীকে সর্বপ্রকারে আলোকিত করার জন্য পথে পথে সর্বত্র আলোকস্তম্ভ স্থাপন করেছিল।

অলংকারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎ পুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥ ১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্॥ ২০

শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেকাভিলাষী পুরবাসীরা অযোধ্যাপুরীকে এইভাবে সজ্জিত করে নগরীর প্রতি দেউড়িতে এবং সভাগৃহগুলিতে সকলে দলে দলে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনাকালে রাজা দশরথের প্রশংসা করে বলতে লাগল—

অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২১

'অহো ! ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক এই মহান রাজা দশরথ স্বীয় অনুভবে বৃদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে, রামকে

রাজ্যে অভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন।

সর্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ॥ ২২

'যেহেতু রাম আমাদের রাজা হবেন, তাই আমরা সকলেই কৃতার্থ হলাম। ভালোমন্দের দ্রষ্টা তিনিই আমাদের চিরকালের রক্ষাকর্তা হবেন।

অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ॥ ২৩

'রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র নিরহঙ্কার, বিদ্বান, ধার্মিক এবং ভ্রাতৃবৎসল, যেমন ভ্রাতাদের প্রতি তদ্রূপ আমাদের প্রতিও স্নেহপরায়ণ।

চিরং জীবতু ধর্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎ প্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্॥ ২৪

'যাঁর অনুগ্রহে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে পাব, সেই ধর্মপরায়ণ নিষ্পাপ রাজা দশরথ দীর্ঘজীবী হোন।'

এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে।
দিগ্‌ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ॥ ২৫

পুরবাসীরা এইরকম আনন্দজনক (শ্রীরামের অভিষেক) বিষয়ে পরস্পর আলাপ করতে থাকলে, সাধারণ পল্লীবাসীরা তা শুনে নানাদিক থেকে অযোধ্যা নগরীতে এসে উপস্থিত হল।

তে তু দিগ্‌ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্।
রামস্য পূরয়ামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ॥ ২৬

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক দেখতে সেই গ্রামবাসীরা নানাদিক থেকে অযোধ্যাপুরীতে এসে রামচন্দ্রের পুরীকে (অন্দরমহলকে) পরিপূর্ণ করে তুলল।

জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিঃস্বনঃ।
পর্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ২৭

সেখানে জনপ্রবাহের বিস্তৃত সঞ্চরণে, (পূর্ণিমা-অমাবস্যাদি) পর্বদিনে সাগরের উদ্গত জলপ্রবাহসঞ্জাত গর্জনের মতো, জনকোলাহল শোনা যেতে লাগল।

ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং
দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ
সমুদ্রয়াদোভিরিবার্ণবোদকম্॥ ২৮

তখন চতুর্দিক থেকে সমাগত অভিষেকদর্শনেচ্ছু জনগণের কোলাহলে ইন্দ্রভবনতুল্য সেই রাজপুরী, সমুদ্র প্রাণীদের দ্বারা আলোড়িত সমুদ্রজলের মতো, মুখরিত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ (৭)

সুসজ্জিত অযোধ্যার শোভাদর্শনে শ্রীরামের ধাত্রীর প্রতি কৈকেয়ী-দাসী মন্থরার কারণ জিজ্ঞাসা এবং ধাত্রীর নিকট শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বার্তা শুনে মন্থরার খেদ ; দাসী মন্থরার কাছে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে উল্লসিতা কৈকেয়ী কর্তৃক পুরস্কার স্বরূপ মন্থরাকে দিব্যাভরণ দান

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয়্যা তু সহোষিতা।
প্রাসাদং চন্দ্রসংকাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া॥ ১

যার মাতৃ-পিতৃপরিচয় ও জন্মস্থান অজ্ঞাত, রাণী কৈকেয়ীর পিতৃপ্রদত্তা এমন এক দাসী কৈকেয়ীর সঙ্গেই থাকত ; সে একদিন স্বেচ্ছাক্রমে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রসুন্দর প্রাসাদে আরোহণ করল।

সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্।
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্ববৈক্ষত॥ ২

সেই দাসী মন্থরা প্রাসাদ থেকে দেখতে পেল রাজপথসকল জলসিক্ত ও সম্পূর্ণ অযোধ্যাপুরী ছড়ানো

রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মে সুশোভিত।

পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলংকৃতাম্।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্বৃতাম্॥ ৩

বহুমূল্য পতাকা ও ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত এবং চন্দন-জলে মস্তকসিক্ত স্নাত জনগণ দ্বারা পরিপূর্ণ অযোধ্যাপুরী দেখতে পেল।

মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতাম্॥ ৪
সম্প্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্।
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সম্প্রণর্দিতগোবৃষাম্॥ ৫

মালা এবং মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ হর্ষধ্বনি করছেন এমন, (শ্বেত চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপিত) শুভ্র-দ্বারযুক্ত দেবমন্দির শোভিত, সর্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি মুখরিত, উল্লসিত-জনগণ-পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদধ্বনি উদ্‌ঘোষিত, আনন্দিত শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্ব-সমন্বিত এবং গাভী ও বৃষগণ-নিনাদিত অযোধ্যানগরীকে দেখতে পেল।

হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্।
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্টা পরং বিস্ময়মাগতা॥ ৬

হৃষ্ট ও উল্লসিত পুরবাসীদের আনন্দমুখরিত এবং উচ্চে উড্ডীন পতাকামালায় সুশোভিত অযোধ্যাপুরীকে দেখে মন্থরা অত্যন্ত বিস্মিত হল।

সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্।
অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মন্থরা॥ ৭

আনন্দে উচ্ছ্বসিতনয়না এবং শ্বেতপীতবর্ণময় পট্টবস্ত্র পরিহিতা শ্রীরামের ধাত্রীকে নিকটে অবস্থিত দেখে, মন্থরা তাকে জিজ্ঞাসা করল—

উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী।
রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি॥ ৮

'ওগো ধাই ! কোনও মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় কি রামের মা আনন্দে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে জনগণকে ধনদান করছেন ?

অতিমাত্রং প্রহর্ষঃ কিং জনস্যাস্য চ শংস মে।
কারয়িষ্যতি কিং বাপি সম্প্রহৃষ্টো মহীপতিঃ॥ ৯

'আমায় বলো তো ! প্রজাসাধারণের এত আনন্দের কারণ কী ? অথবা মহারাজ দশরথ অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে কিছু করবেন কি ?'

বিদীর্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা।
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়সীং রাঘবে শ্রিয়ম্॥ ১০
শ্বঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্।
রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্॥ ১১

তখন আনন্দে আটখানা হয়ে অত্যন্ত খুশিভরা মনে সেই ধাই রঘুনন্দনের মহতী রাজলক্ষ্মী লাভের কথা কুব্জাকে বলল—'আগামীকাল পুষ্যানক্ষত্র যোগে রাজা দশরথ, ক্রোধজয়ী নিষ্পাপ রাঘব রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।'

ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতঃ।
কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত॥ ১২

শ্রীরামের ধাত্রীর (ধাই-মা-এর) কথা শুনে কুব্জা ক্রুদ্ধ হয়ে, কৈলাসশিখরের আকৃতিবিশিষ্ট প্রাসাদ থেকে দ্রুত নেমে এল।

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী।
শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৩

পাপীয়সী মন্থরা রাগে জ্বলতে জ্বলতে এসে শয্যায় শায়িতা কৈকেয়ীকে এই কথা বলল—

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে॥ ১৪

'ওরে বোকা মেয়ে ! শুয়ে আছ কী ! ওঠো ! বিপদ তোমাকে ঘিরে ধরেছে যে, দুঃখরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত নিজেকে তুমি বুঝতে পারছ না !

অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে॥ ১৫

'সৌভাগ্যের বেশে আগত অনিষ্টকে সৌভাগ্য বলে প্রশংসা করছ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীর স্রোতের মতো তোমার সৌভাগ্য চলে যাচ্ছে (গ্রীষ্মকালে নদীর স্রোত যেমন শুষ্ক হয়ে যায়, সেইরকম তোমার সৌভাগ্য নষ্ট হতে চলেছে)।'

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রুষ্টয়া পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্॥ ১৬

পাপীয়সী ও সুলভকোপা কুব্জা এইরকম কঠোর কথা বললে, কৈকেয়ী অত্যন্ত বিষণ্ণা হলেন।

কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১৭

কৈকেয়ী কুব্জীকে বললেন—'মন্থরে ! তোমাকে অত্যন্ত শোকার্তা ও মলিন বদনা দেখছি !'

মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্।
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা॥ ১৮

কৈকেয়ীর মধুঝরা কথা শুনে, বাক্‌পটু ক্রুদ্ধা মন্থরা এই কথা বলল—

সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী।
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্॥ ১৯

তাঁর (কৈকেয়ীর) হিতাকাঙ্ক্ষিণী সেই কুব্জা আরও বিষণ্ণ হয়ে কৈকেয়ীর বিষাদ ও শ্রীরামের সঙ্গে তাঁর বিভেদ তৈরি করার জন্য বলল—

অক্ষয়ং সুমহদ্ দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্বিনাশনম্।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২০

'দেবি ! তোমার অশেষ মহতী বিনষ্টি ঘটতে চলেছে : কারণ, রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

সাস্ম্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখশোকসমন্বিতা।
দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা॥ ২১

'দুঃখ শোক সমন্বিতা আমি গভীর ভীতিসাগরে ডুবে আছি ; তাই দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে তোমার মঙ্গলের জন্যই এখানে এসেছি।

তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ ভবেৎ।
ত্বদ্‌বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ॥ ২২

'অয়ি কেকয়রাজনন্দিনি ! তোমার দুঃখে আমার মহৎ দুঃখ এবং তোমার উন্নতিতেই আমার উন্নতি হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।
উগ্রত্বং রাজধর্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে॥ ২৩

'দেবি ! তুমি রাজবংশে জন্মেছ এবং রাজমহিষী হয়েছ, তথাপি রাজধর্মের কুটিলতা বোঝো না কেন ?

ধর্মবাদী শঠো ভর্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা॥ ২৪

'তোমার স্বামী ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু তিনি প্রতারক, মধুরভাষী, (অন্তর তাঁর) ভয়ঙ্কর ; তুমি তাঁকে পবিত্ররূপে জানো, তাই এইভাবে প্রতারিতা হচ্ছ।

উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্।
অর্থেনৈবাদ্য তে ভর্তা কৌসল্যাং যোজয়িষ্যতি॥ ২৫

'তোমার স্বামী সামনেই (তোমার প্রতি) অনর্থক সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু আজ তিনি কৌশল্যাকেই ঐশ্বর্য দান করবেন।

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কাল্যে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে॥ ২৬

'মন্দস্বভাব রাজা ভরতকে তোমার পিত্রালয়ে সরিয়ে দিয়ে কাল প্রভাতে নিষ্কণ্টক রাজ্যে রামকে অভিষিক্ত করবেন।

শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষ ইবাঙ্কেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া॥ ২৭

'ওরে, বোকা মেয়ে ! কল্যাণকামিনী মায়ের মতো, তুমি ''পতি'' এইমাত্র শুনেই সর্পের ন্যায় শত্রুকে অঙ্কে ধারণ করেছ। (কল্যাণকামিনী মাতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে স্থান দেন, সেইরূপ তুমি 'স্বামী' এইমাত্র শব্দ শুনে লোকপ্রচলিত সংস্কারবশত, সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুকে গ্রহণ করেছ)।

যথা হি কুর্যাচ্ছত্রুর্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা॥ ২৮

'শত্রু অথবা সর্প উপেক্ষিত হয়ে (উপেক্ষাকারীর প্রতি) যেমন ব্যবহার করে, আজ রাজা দশরথ, সপুত্র তোমার প্রতি সেইরকম ব্যবহার করছেন।

পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা।
রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি॥ ২৯

অয়ি বালিকে ! তুমি নিত্য সুখভোগের যোগ্য ; কিন্তু মিথ্যা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাপপরায়ণ রাজা রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, তোমাকে তোমার আত্মজনসহ হত্যা করতে চলেছেন।

সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাং চ বিস্ময়দর্শনে॥ ৩০

'অয়ি বিস্ময়াপন্নে কৈকেয়ি ! সময় উপস্থিত হয়েছে শীঘ্র তোমার (নিজের) কল্যাণ কর্ম করো ; তোমার পুত্রকে, নিজেকে এবং আমাকে পরিত্রাণ করো।'

মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী॥ ৩১

মন্থরার কথা শুনে, শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা সেই কল্যাণমুখী কৈকেয়ী শয্যা থেকে উঠে বসলেন।

অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্॥ ৩২

বিস্ময় বিমুগ্ধা কৈকেয়ী কিন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে কুব্জাকে একটি সুন্দর স্বর্গীয় অলঙ্কার দান করলেন।

দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈঃ প্রমদোত্তমা।
কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্॥ ৩৩

উত্তমা স্ত্রী কৈকেয়ী কুব্জাকে অলঙ্কার দান করে হৃষ্ট চিত্তে মন্থরাকে বললেন—

ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে॥ ৩৪

'মন্থরে! তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ দিয়েছ; আমাকে এই প্রিয় সংবাদ দান করায়, তোমার জন্য আমি আর কী-ই বা করতে পারি?

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ৩৫

আমি রাম ও ভরতের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না; তাই রাজা যে রামকে অভিষিক্ত করবেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু॥ ৩৬

তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ দিয়েছ। আমার কাছে, প্রিয়জনের প্রতি প্রীতিকর অমৃতময় মনোহর কথা, এর থেকে বেশি কিছুই বরণীয় নয়। অতএব, তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রার্থনা করো।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

———o———

অষ্টম সর্গ (৮)

রামের রাজ্যাভিষেক কৈকেয়ী ও ভরতের মহৎ দুঃখের কারণ হবে, মন্থরার এই যুক্তির প্রতিবাদে কৈকেয়ী শ্রীরামের নানা গুণের উল্লেখ করে এই অভিষেক সানন্দে সমর্থন করা; মন্থরা দ্বারা প্রতিবাদ করে বলা যে, রামের রাজ্যাভিষেকের পর কৌশল্যা কৈকেয়ীকে নানাভাবে তিরস্কার করবেন এবং ভরতেরও হবে অশেষ দুঃখ

মন্থরা ত্বভ্যসূয়্যৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ।
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপদুঃখসমন্বিতা॥ ১

ক্রোধে দুঃখে অভিভূতা মন্থরা কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট হয়ে, (কৈকেয়ী প্রদত্ত) সেই অলঙ্কার দূরে ফেলে দিল এবং বলল—

হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে॥ ২

'ওরে মূর্খ! অযোগ্যস্থানে কেন আনন্দ প্রকাশ করছ? নিজে শোকসাগরে নিমজ্জিত হতে চলেছ, তা' বুঝতে পারছ না!

মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দিতা সতী।
যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ॥ ৩

'দেবি! ঘোর বিপদে পতিতা তুমি দুঃখপীড়িতা হয়েও যেহেতু শোকের বিষয়েও আনন্দিতা, তাই আমি মনে মনে ক্লেশ অনুভব করছি।

শোচামি দুর্মতিত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্॥ ৪

'সতীনের পুত্র শত্রুর উন্নতিকে মৃত্যুর মতো আগত দেখে কোন্ বুদ্ধিমতী উল্লসিতা হয়? এই চিন্তা করে তোমার দুর্বুদ্ধির জন্য আমার অনুশোচনা হচ্ছে।

ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ ভয়ম্।
তদ্ বিচিন্ত্য বিষণ্নাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে॥ ৫

'রাজ্যে (রাম-ভরতাদি চার ভাই-এরই) সাধারণ অধিকার অথচ রাম একাই সেই রাজ্য ভোগ করবেন, তাই ভরতের থেকে রামের ভয়, এবং ভীত ব্যক্তি থেকেই শত্রুর ভয় হয়ে থাকে, এই কথা চিন্তা করেই আমি বিষণ্ণা হয়ে পড়েছি।

লক্ষ্মণো হি মহাবাহূ রামং সর্বাত্মনা গতঃ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা॥ ৬

'মহাবীর লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত। লক্ষ্মণ যেমন কাকুৎস্থের (রামের) সেইরকম শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত।

প্রত্যাসন্নক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি।
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্তু তয়োস্তাবদ্যবীয়সোঃ॥ ৭

'অয়ি কামিনি ! জন্মের নৈকট্যক্রমেও অর্থাৎ রামের ঠিক পরেই জন্ম হেতু ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি শাস্ত্রকর্তৃক সুনির্দিষ্ট, অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের (লক্ষ্মণের ও শত্রুঘ্নের) সেরূপ নয়।

বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ।
ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্॥ ৮

'বিদ্বান, ক্ষত্রোচিত ব্যবহারে জ্ঞানী এবং লব্ধ রাজ্য রামের থেকে তোমার পুত্রের ভয়ের বিষয় চিন্তা করে আমি ভয়ে কাঁপছি। (রামের পরেই ভরতের অযোধ্যা রাজ্য প্রাপ্য ; অতএব, ভরত রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য রামকে আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে রাম রাজা হয়ে পূর্বেই ভরতকে আক্রমণ করবে এই ভয় মন্থরার হয়েছে)।

সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
যৌবরাজ্যেন মহতা শ্বঃ পুষ্যেণ দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ৯

'আগামীকাল মহান পুষ্য নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যাঁর পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, সেই কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী।

প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবৎ ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০

'নিঃশত্রু, রাজ্যপ্রাপ্তা, প্রসন্না কৌশল্যার সামনে তুমি দাসীর মতো কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত থাকবে।

এবং চ ত্বং সহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি॥ ১১

'এইভাবে তুমি আমাদেরই সঙ্গে কৌশল্যার দাসী হয়ে যাবে ; আর তোমার পুত্র ভরতও রামেরই দাসত্ব করবে।

হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে॥ ১২

'অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরী সখীদের সঙ্গে রামের স্ত্রী সীতা অবশ্যই প্রহৃষ্টা হবে ; অপরপক্ষে ভরতের দুর্গতির কারণে তোমার পুত্রবধূ মাণ্ডবী অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরী সখীদের সঙ্গে অবশ্যই আনন্দহীনা হবে।'

তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ।
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকেয়ী প্রশশংস হ॥ ১৩

'মন্থরা এইরকম তোষণীয় প্রীতিযুক্ত কথা বলছে দেখে দেবী কৈকেয়ী তখন শ্রীরামের প্রশংসাসূচক গুণগান করে বলতে লাগলেন—

ধর্মজ্ঞো গুনবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি॥ ১৪

'শ্রীরাম ধার্মিক, গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, সত্যসন্ধ ও পবিত্র, অধিকন্তু সে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, তাই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

ভ্রাতৄন ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্॥ ১৫

'কুব্জে ! শ্রীরামের অভিষেকের সংবাদ শুনে কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছ ? জেনে রাখো, রাম দীর্ঘায়ু হয়ে ভ্রাতৃগণকে এবং ভৃত্যগণকে পিতার মতোই পালন করবে।

ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ॥ ১৬

'শ্রীরামের রাজ্যপালনের শতবৎসর পরে, নরশ্রেষ্ঠ ভরতও পিতৃ-পিতামহের রাজ্য অবশ্যই লাভ করবে।

সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে॥ ১৭

'অয়ি মন্থরে ! তুমি কেন এইরকম ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রাপ্তিতেও জ্বলে পুড়ে পরিতাপ করছ ?

যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তং চ মম শুশ্রূষতে বহু॥ ১৮

'ভরত যেমন আমার প্রিয়, তদ্রূপ শ্রীরাম আমার কাছে আরও বেশি প্রিয়। শ্রীরাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমার অনেক বেশি সেবা করে।

রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তৎ তদা।
মন্যতে হি যথাঽঽত্মানং যথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ॥ ১৯

'রাজ্য যদি রামের হয়, তবে তা ভরতেরও হবে ; কারণ, রঘুনন্দন শ্রীরাম ভ্রাতৃগণকে নিজের আত্মার মতো

মনে করে থাকে।'

কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ২০

কৈকেয়ীর এই সকল কথা শুনে মন্থরা অত্যন্ত দুঃখকাতরা হয়ে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল এবং কৈকেয়ীকে বলতে লাগল—

অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে।
শোকব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে॥ ২১

'শোকাবহ বিপদসঙ্কুল অশুভ বিস্তীর্ণ দুঃখসাগরে তুমি ডুবতে বসেছ, তাই মূর্খতাবশত নিজের অনর্থের বিষয় বুঝতে পারছ না।

ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ।
রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকেয়ি পরিহাস্যতে॥ ২২

'রঘুনন্দন রাম রাজা হবে, অতঃপর রামচন্দ্রের পুত্র রাজা হবে ; এইভাবে, অয়ি কেকয়রাজনন্দিনী ! ভরত রাজবংশ পরম্পরা থেকে বঞ্চিত হবে।

নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ ২৩

'অয়ি সুন্দরি ! রাজার সকল পুত্রই রাজ্যে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না ; কারণ সকলকে প্রতিষ্ঠিত করলে মহা অনর্থ ঘটে।

তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকেয়ি রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষ্বপি॥ ২৪

'তাই, অয়ি অনন্যসুন্দরি কৈকেয়ি ! অন্য পুত্রেরা গুণবান হলেও, রাজারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই রাজ্যপরিচালন কার্যভার অর্পণ করেন।

অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে॥ ২৫

'অয়ি পুত্রবৎসলে ! তোমার পুত্র রাজবংশ ও রাজসুখ থেকে বঞ্চিত ভগ্নোৎসাহ হয়ে অনাথ হয়ে যাবে।

সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুদ্ধ্যসে।
সপত্নিবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি॥ ২৬

'আমি তোমারই মঙ্গলের জন্যই এসেছি ; তুমি কিন্তু আমাকে বুঝতে পারলে না। তাই সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতেও তুমি আমাকে পুরস্কার দিতে চাইছ।

ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িতা লোকান্তরমথাপি বা॥ ২৭

'রাম রাজ্য লাভ করে, তাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য ভরতকে নিশ্চয়ই দেশান্তরে (নির্বাসনে) এমনকি লোকান্তরে (মৃত্যুপুরে) প্রেরণ করতেও পারে।

বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।
সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বিব॥ ২৮

'বাল্যাবস্থাতেই ভরতকে তুমি মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ। কাছে থাকলে অচল বস্তুতেও স্নেহ জন্মায়। (ভরত কাছে থাকলে স্নেহবশত রাজা দশরথ ভরতকেও রাজ্যার্ধ দিতেন)।

ভরতানুবশাৎ সোঽপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।
লক্ষ্মণো হি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ॥ ২৯

'ভরতের প্রতি আনুগত্য হেতু শত্রুঘ্নও ভরতের সঙ্গে গিয়েছে। লক্ষ্মণ যেমন রামের, তদ্রূপ শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত।

শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবনৈঃ।
সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ ভয়াৎ॥ ৩০

'কাষ্ঠজীবীগণ (কাষ্ঠ বিক্রয় জীবিকা যাদের তারা) কোনও বৃক্ষ ছেদন করতে গেলে সেই বৃক্ষটি কণ্টকাকীর্ণ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় কণ্টকের ভয়হেতু তারা বৃক্ষচ্ছেদন থেকে নিবৃত্ত হল এবং বৃক্ষটি রক্ষা পেল বলে শোনা যায়।

গোপ্তা হি রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তয়োর্লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৩১

'সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এবং রঘুনন্দন রামও লক্ষ্মণের পরস্পর রক্ষাকর্তা, তাদের দুজনের সৌভ্রাতৃত্ব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো ত্রিভুবনে বিশ্রুত (বিখ্যাত)।

তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ ৩২

'অতএব, রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করবে না ; কিন্তু রাম ভরতের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব॥ ৩৩

'অতএব, রঘুনন্দন রাম রাজবাড়ি থেকেই বনে চলে যাক, এটাই যথোচিত বলে আমার মনে হচ্ছে ; এবং এতে তোমারও পরম কল্যাণ হবে।

এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।
যদি চেদ্ ভরতো ধর্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি॥ ৩৪

'ভরত যদি ধর্মানুসারে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে এর দ্বারা তোমার পিতৃকুলের কল্যাণই হবে।

স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমৃদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে॥ ৩৫

'রাজ্য সুখপ্রাপ্তির যোগ্য তোমার পুত্র ভরত, ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রামের সহজাত শত্রু। সে ঐশ্বর্যহীন অবস্থায় রামের বশীভূত হয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবে ?

অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি॥ ৩৬

'অরণ্যে সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হস্তীদলপতির মতো ভরত রাম কর্তৃক প্রদমিত হবে, অতএব ভরতকে তোমার রক্ষা করা উচিত।

দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ॥ ৩৭

'পূর্বে পতিপ্রেমাধিক্যহেতু সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা তুমি রামের মাতা সপত্নী কৌশল্যাকে অবজ্ঞা করেছিলে ; অতএব, রাম রাজা হলে কেন সে তোমার প্রতি শত্রুতা করবে না ?

যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।
তদা গমিষ্যাস্য শুভং পরাভবং
সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি॥ ৩৮

'রাম যখন প্রচুর রত্নসমন্বিতা সমুদ্রবেষ্টিত পর্বতসহিত পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হবে, তখন, অয়ি সুন্দরি ! ভরতের সঙ্গে তুমিও হীন অমঙ্গলজনক দৈন্যদশা প্রাপ্ত হবে।

যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সঞ্চিন্তয় রাজ্যমাত্মজে
পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্॥ ৩৯

'রাম যখন পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হবে, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। অতএব, নিজপুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং শত্রু (ভূত) রামের নির্বাসনের বিষয় সম্যক্ চিন্তা করো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম সর্গ (৯)

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বন্ধের উপায় চিন্তার জন্য কৈকেয়ী কর্তৃক আদিষ্টা মন্থরা উপায় নির্ধারণ করলে, কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ॥ ১

মন্থরা এইরকম (পূর্বে অষ্টম সর্গে উক্ত) কথা বললে, ক্রোধে আরক্তবদনা কৈকেয়ী দীর্ঘ উষ্ণ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মন্থরাকে এইসকল কথা বললেন—

অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে॥ ২

'অয়ি মন্থরে ! আমি আজই রামকে এখান থেকে দ্রুত বনে পাঠিয়ে দেব, আর, আজই শীঘ্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাব।

ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন॥ ৩

ভরতই রাজ্য পাবে, রাম কিন্তু কিছুতেই পারে না—কী উপায়ে এই কাজ সাধন করব, এখন তুমি তা নির্ণয় করো।'

এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ৪

দেবী কৈকেয়ী এই কথা বললে, পাপদ

প্রদর্শনকারিণী মন্থরা শ্রীরামের প্রতি হিংসাপরায়ণা হয়ে কৈকেয়ীকে বলল—

হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকেয়ি শ্রূয়তাং বচঃ।
যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্॥ ৫

'আচ্ছা, কৈকেয়ি! এখন তুমি দেখো, যাতে কেবল তোমার পুত্র ভরতই রাজা পায়, আমার সেই যুক্তি শোনো।

কিং ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে।
যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৬

'কৈকেয়ি! তোমার কি স্মরণে নেই, অথবা স্মরণে থাকলেও গোপন করছ! নিজের জন্য যা বলার, আমার কাছ থেকে তুমি তা শুনতে চাও?

ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্ বিধীয়তাম্॥ ৭

'অয়ি বিলাসিনি! যদি আমার কথা শোনার তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে বলছি শোনো, এবং শুনে সেইমতো কাজ করো।'

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকেয়ী।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ॥ ৮

কৈকেয়ীও মন্থরার এইরকম কথা শুনে, সুবিস্তৃত শয্যাতল থেকে কিছুটা উত্থিত হয়ে, এই কথা বললেন—

কথয়স্ব মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন॥ ৯

'অয়ি মন্থরে! আমায় উপায় বলে দাও—কোন্ উপায়ে ভরত রাজ্য লাভ করবে, রাম কিন্তু কিছুতেই না।'

এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১০

দেবী কৈকেয়ী এইরকম বললে, পাপপথ প্রদর্শিকা ও রামের প্রতি হিংসাপরায়ণা মন্থরা কৈকেয়ীকে বলল—

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।
অগচ্ছৎ ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ॥ ১১

'অনেকদিন আগে তোমার পতি দশরথ দেবাসুরের যুদ্ধে দেবরাজকে সাহায্য করতে রাজর্ষিদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, সঙ্গে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণাং দণ্ডকান্ প্রতি।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ॥ ১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ।
দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনির্জিতঃ॥ ১৩

'কৈকেয়ি! দক্ষিণদেশে দণ্ডক নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে এক নগর ছিল। সেখানে 'তিমি'-চিহ্নিত ধ্বজাধারী এবং শত শত মায়াজাল সৃষ্টিকারী, দেবগণ কর্তৃক অপরাজেয় শম্বর নামে এক মহা অসুর ছিল। সে একবার দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে।

তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্।
রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ॥ ১৪

'সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পুরুষেরা রাত্রিতে নিদ্রিত থাকা-কালে রাক্ষসেরা তাদের দ্রুত টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত।

তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ॥ ১৫

'সেখানে তখন রাজা দশরথ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু মহাবীর রাজা অসুরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন।

অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া॥ ১৬

'অয়ি দেবি! সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমার স্বামী অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে, তুমি-ই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এসে রক্ষা করেছিলে।

তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্॥ ১৭
গৃহ্ণীয়াং তু তদা ভর্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতং পুরা॥ ১৮

'অয়ি শুভদর্শনে! রাজা দশরথ সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। দেবি! তুমি পতিকে বলেছিলে, 'স্বামিন! যখন ইচ্ছা হবে, তখন বর গ্রহণ করব।' তখন মহাত্মা দশরথ বললেন, 'তাই হবে'। দেবি! আমি এই ঘটনা জানতাম না; পূর্বে তুমি-ই আমাকে একথা জানিয়েছিলে।

কথৈষা তব তু স্নেহান্মনসা ধার্যতে ময়া।
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়॥ ১৯

'তোমার এই কথা আমি (তোমার প্রতি) স্নেহবশত মনে ধরে রেখেছি। তুমি এখন রামের অভিষেকের উপকরণ সংগ্রহ থেকে রাজাকে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে আনো।

তৌ চ যাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্।
প্রব্রাজনং চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ॥ ২০

'এখন স্বামীর নিকট পূর্ব-প্রতিশ্রুত 'বর' দুটি প্রার্থনা

করো — এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দ বর্ষব্যাপী বনবাস।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ২১

'রাম চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বনে বনবাস জীবনযাপন করলে, তোমার পুত্র ভরত প্রজাদের প্রীতিপূর্ণ মনোভাবে চিরস্থির আসীন থাকবে।

ক্রোধাগারং প্রবিশাদ্য ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে।
শেষানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী॥ ২২

'অয়ি অশ্বপতিবালে! তুমি আজ কপট ক্রোধান্বিতা হয়ে, ক্রোধাগারে প্রবেশ করো এবং মলিন বসন পরিধান করে বিনা শয্যায় ভূমিতলে শয়ন করে থাকো।

মা স্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ।
রুদন্তী পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা॥ ২৩

'রাজা এলে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না ; কেবল ভূমিতে পতিত হয়ে কাঁদতে থাকবে।

দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্॥ ২৪

'তুমি সর্বদাই স্বামীর প্রিয়তমা পত্নী, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই ; তোমার জন্য মহারাজ দশরথ অগ্নিতেও প্রবেশ করতে পারেন।

ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ॥ ২৫

'রাজা তোমাকে কুপিত করতে পারেন না, বা তুমি ক্রুদ্ধা হলে তোমার দিকে তাকাতেও সমর্থ হন না ; তোমার সন্তুষ্টির জন্য তিনি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারেন।

ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ॥ ২৬

'মহারাজ তোমার কথা লঙ্ঘন করতে পারেন না, অয়ি মুগ্ধ স্বভাবা! তুমি নিজের সৌভাগ্যের শক্তি নিজে বোঝো।

মণিমুক্তাসুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥ ২৭

'রাজা দশরথ তোমাকে মণি-মুক্তা-স্বর্ণ এবং নানাবিধ রত্ন দিতে চাইবেন, সেগুলির প্রতি মন দিও না।

যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।
তৌ স্মারয় মহাভাগে সোহর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি॥ ২৮

'দেবাসুরের যুদ্ধে রাজা দশরথ তোমাকে সেই যে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন, অয়ি সৌভাগ্যবতি! সেই বর দুটির কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো। সেই অভিপ্রায় অতিক্রম না করে ভুলে যেয়ো না।

যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ।
ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুয়া বরম্॥ ২৯

'রঘুনন্দন দশরথ যখন নিজেই তোমাকে ভূমি থেকে উঠিয়ে বর দেবেন, তখন তুমি মহারাজকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এই বর প্রার্থনা করবে।

রামপ্রব্রজনং দূরং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ॥ ৩০

"হে রাজাশ্রেষ্ঠ! চৌদ্দ বৎসরের জন্য রামের দূরে নির্বাসন এবং ভরতকে পৃথিবীর (অযোধ্যা রাজ্যের) রাজা করা হোক।"

চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
রূঢ়শ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ॥ ৩১

'রাম চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকলে, তোমার পুত্র ভরত মূলশক্তিস্বরূপ প্রজাদের সন্তোষ বিধান করে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজসিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে সমর্থ হবে।

রামপ্রব্রাজনং চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্।
এবং সেৎস্যন্তি পুত্রস্য সর্বার্থাস্তব কামিনি॥ ৩২

'অয়ি দেবি! রামের বনবাস বর অবশ্যই প্রার্থনা করবে, এবং এইভাবেই অয়ি কামিনি! তোমার পুত্রের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোঽরামো ভবিষ্যতি।
ভরতশ্চ গতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি॥ ৩৩

'এইভাবে বনবাসিত হলে, রাম প্রজাদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে অপ্রীতির পাত্র হয়ে উঠবে; আর তোমার পুত্র ভরতও শত্রুহীন রাজা হবে।

যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি॥ ৩৪

'যে সময়ে রাম বনবাস থেকে প্রত্যাগমন করবে, সেই সময়ের মধ্যেই তোমার পুত্র ভরত রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সার্ধমাত্মবান্।
প্রাপ্তকালং নু মন্যেঽহং রাজানং বীতসাধ্বসা॥ ৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্ নিগৃহ্য বিনিবর্তয়।

'ভরত বন্ধুদের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। আমার মনে হয়, নির্ভয়ে রাজা দশরথকে রামের অভিষেকের সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে নিবৃত্ত করার এই উপযুক্ত সময়।'

অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া॥ ৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।
সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎ পথং গতা॥ ৩৭
কৈকেয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা।

এইভাবে মন্থরা কৈকেয়ীকে মঙ্গলরূপে অমঙ্গলকে গ্রহণ করাল। কুব্জার কথায় কৈকেয়ী অবোধ কিশোরীর মতো বিপথে চালিতা হলেন। পরমাসুন্দরী কৈকেয়ী অতীব বিস্ময়ান্বিত হয়ে সানন্দে মন্থরাকে বললেন—

প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি॥ ৩৮
পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী॥ ৩৯

'শ্রেষ্ঠ বাক্য-প্রয়োগ কুশল, অয়ি উত্তমে! তোমার উত্তমা বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ ছিলাম। নিশ্চিত বুদ্ধি প্রয়োগে তুমি কুব্জাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তুমিই আমার কল্যাণ বিষয়ে নিত্য অবহিতা হিতকারিণী।

নাহং সমববুদ্ধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ॥ ৪০

'অয়ি কুব্জে! রাজার অভিপ্রায় আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। বিকলাঙ্গ, পরম-পাপীয়সী কুব্জা অনেকই আছে।

ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা।
উরস্তেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্॥ ৪১

'বায়ু দ্বারা অবনত করা কমলিনীর (পদ্মফুল) মতো কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়লেও তুমি সুদর্শনা। কুব্জতাদোষে তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধদেশ অপেক্ষা উন্নত দেখাচ্ছে।

অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লজ্জিতম্।
প্রতিপূর্ণং চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ॥ ৪২

'কুব্জতাবশত সমুন্নত বক্ষস্থলের নিম্নভাগে সুন্দর নাভিযুক্ত উদর শান্ত ও লজ্জানম্র। তোমার জঙ্ঘাদ্বয় সুবিস্তৃত এবং স্তনদ্বয় সমুন্নত।

বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজসি মন্থরে।
জঘনং তব নির্মৃষ্টং রশনাদামভূষিতম্॥ ৪৩

'আহা! মন্থরে! কুব্জতাবশত তুমি বক্র (অর্ধ) চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছ! তোমার নিতম্বদেশ মেখলা ও মালায় সুন্দর শোভিত।

জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনী॥ ৪৪
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেহতীব শোভনে।

'অতীব শোভাময়ি মন্থরে! তোমার জঙ্ঘাদ্বয় বেশ সুগঠিত এবং চরণদ্বয় সুবিস্তৃত। অয়ি, পট্টবস্ত্রপরিহিতে! তুমি সুবিস্মৃত উরুদ্বয়সহ আমার সামনে দিয়ে যেতে যেতে শোভা বিস্তার করছ!

আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে॥ ৪৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্ দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম॥ ৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।

'অসুররাজ শম্বরের মধ্যে যে সহস্রপ্রকার মায়া বর্তমান ছিল, সেই সবই, এমনকি অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রকার মায়া তোমার হৃদয়ে নিহিত আছে। রথচক্রের মতো বিশাল আয়তনবিশিষ্ট তোমার যে বিশাল কুঁজ, তার মধ্যে সেই সব (দুষ্ট) বুদ্ধি, রাজনীতি এবং ছলনা অবস্থান করছে।

অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্॥ ৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি॥ ৪৮
লব্ধার্থা চ প্রতীতা চ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু।

'অয়ি সুন্দরি কুব্জে! ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হলে এবং রঘুনন্দন রাম বনবাসে গমন করলে, আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি আমার কণ্ঠের সোনার মালা খুলে তোমার গলায় পরিয়ে দেব এবং তোমার কুঁজে গলিত উজ্জ্বল সুবর্ণ লেপন করে দেব।

মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্॥ ৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি॥ ৫০

'অয়ি কুব্জে! তোমার ললাটে সোনা দিয়ে সুন্দর পবিত্র তিলক এঁকে দেব। সুন্দর অলঙ্কারসকল এবং পবিত্র বস্ত্রদ্বয় (ঘাঘরা এবং ওড়না) পরিধান করে তুমি দেবীর মতো বিচরণ করবে।

চন্দ্রমাহ্বয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে॥ ৫১

'অতুলনীয় সুন্দর মুখে চন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তুমি শত্রুর প্রতি গর্বপ্রকাশ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।

তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম॥ ৫২

'অয়ি কুব্জে ! তুমি যেমন সর্বদা আমার পরিচর্যা করছ, সেইরকমভাবে সর্বালঙ্কারভূষিতা কুব্জারা তোমারও পদদ্বয়ের সেবা করবে।'

ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।
শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব॥ ৫৩

কুব্জা, কৈকেয়ী কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিতা হয়ে, শুভ্র শয্যায় শায়িতা, অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা ও তেজস্বিনী কৈকেয়ীকে এই জ্ঞাতব্য বিষয় বলল—

গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে।
উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয়॥ ৫৪

'অয়ি কল্যাণি ! নদী থেকে বন্যার জল চলে গেলে আর সেতুবন্ধনের প্রয়োজন থাকে না। অতএব, ওঠো। নিজের এবং পুত্রের কল্যাণ করো ; রাজাকে নিজের দুরবস্থা দেখাও।'

তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ।
ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্বিতা॥ ৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ॥ ৫৬
তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশংগতা।
সংবিশ্য ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ॥ ৫৭

তখন সৌভাগ্যগর্বে উন্মত্তা আয়তলোচনা স্বর্ণবর্ণা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার দ্বারা সেইভাবে উৎসাহিতা হয়ে, মন্থরার সঙ্গে কোপভবনে প্রবেশ করলেন এবং কয়েকলক্ষ টাকার মুক্তার মালা ও মঙ্গলসূচক উৎকৃষ্ট অলঙ্কারগুলি খুলে ফেলে কুব্জার কুপরামর্শে বশীভূতা হয়ে ভূমিশয্যায় শায়িতা হলেন এবং মন্থরাকে এই কথাগুলি বললেন—

ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্॥ ৫৮
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে॥ ৫৯

'রাম বনগমন করলে, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি হবে। কিন্তু কুব্জে ! রাম যদি (রাজ্যে) অভিষিক্ত হয়, তবে আমার কাছে স্বর্ণ, রত্নালঙ্কার এবং ভোজ্য নিরর্থক ; তা আমার কাছে মৃত্যুতুল্য। আমার এই মৃত্যুসংবাদ তুমি রাজাকে জানাবে।'

ততো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো
মহোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং
হিতং বচো রামমুপেত্য চাহিতম্॥ ৬০

তখন কুব্জা রাজমহিষী ভরতজননীকে অত্যন্ত দৃঢ় বাক্যে ভরতের পক্ষে হিতকর এবং শ্রীরামকে উপেক্ষা করে তার পক্ষে অহিতকর এই কথা বলল—

প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো
যদি ধ্রুবং ত্বং সসুতা চ তপ্স্যসে।
ততো হি কল্যাণি যতস্ব তৎ তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে॥ ৬১

'যদি রঘুনন্দন রাম এই রাজ্য পায়, তবে তোমায় নিশ্চয়ই সন্তাপ জ্বালা অনুভব করতে হবে। অতএব কল্যাণি ! এমন প্রযত্ন করো, যাতে তোমার পুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়।'

তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
বিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা
শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ॥ ৬২

অতিশয় বিস্ময়াবিষ্টা ও ক্রুদ্ধা রাজমহিষী কৈকেয়ী কুব্জা কর্তৃক সেইভাবে বারবার বাক্যবাণে বিদ্ধা ও আহতা হয়ে বক্ষ উপরি হস্তদ্বয় আবদ্ধ করে কুব্জাকে বলতে লাগলেন—

যমস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো
নিশাম্য কুব্জে প্রতিবেদয়িষ্যসি।
বনং গতে বা সুচিরায় রাঘবে
সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি॥ ৬৩

'রাঘব রাম দীর্ঘকালের জন্য বনগমন করলে ভরত সফল মনোরথ হবে (রাজা হবে) ; তা না হলে অয়ি কুব্জে ! ইহলোক থেকে আমার যমালয়ে গমনের সংবাদ রাজাকে জানাবে।

অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্॥ ৬৪

'রাঘব রাম যদি রাজ্য থেকে বনে না যায়, তবে আমি শয্যা চাই না, চাই না মালা, চন্দন, অঞ্জন, পানীয় এবং ভোজ্য, এমনকি এই জীবন, কিছুই চাই না।

অথৈবমুক্তা বচনং সুদারুণং
নিধায় সর্বাভরণানি ভামিনী।
অসংবৃতামাস্তরণেন মেদিনীং
তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী॥ ৬৫

এইরকম ভয়ঙ্কর কথা বলে, অতিকোপনা কৈকেয়ী তখন, অলঙ্কারসকল খুলে রেখে দিয়ে, শয্যা ব্যতীতই অপরিষ্কার ভূমিতলে, ভূপতিতা কিন্নরীর মতো শুয়ে পড়লেন।

উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমনা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা॥ ৬৬

তখন, উত্তম হার-অলঙ্কারাদি ভূষণ-পরিত্যক্তা, উদ্‌গত-ক্রোধের কালিমায় আবৃতাননা রাজরাণী কৈকেয়ী আকাশে কালো মেঘের ছায়ায় আবৃত তারকার ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে আনমনা হয়ে রইলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

—o—

দশম সর্গ (১০)

কুব্জার কুপরামর্শে নিরলঙ্কারা ভূতলশায়িতা কৈকেয়ীকে দেখে রাজা দশরথের চিন্তা, দুঃখপ্রকাশ এবং নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্।
তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী॥ ১

পাপিষ্ঠা কুব্জা যখন কৈকেয়ীকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিপরীত পথ দেখাল, তখন কৈকেয়ী বিষবাণবিদ্ধা কিন্নরীর মতো ভূমি'পরে লুটিয়ে পড়লেন।

নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী।
মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা॥ ২

বাক্‌নিপুণা কোপনা কৈকেয়ী মনে মনে সম্যক্‌রূপে কর্তব্য স্থির করে, মন্থরাকে ধীরে ধীরে বললেন—

সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা।
নাগকন্যেব নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণং চ ভামিনী॥ ৩
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্।

মন্থরার কথায় বিমোহিতা দীনা মানিনী কৈকেয়ী ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন এবং নিজের সুখজনক যাত্রাপথ স্থির করে ফেললেন।

সা সুহৃচ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্॥ ৪
বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা।

কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু মন্থরা তাঁর সেই সঙ্কল্পের কথা শুনে, অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে জেনে আহ্লাদিতা হল।

অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্॥ ৫
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবিশ্য ভ্রুকুটিং মুখে।

তখন সেই অবলা নারী, দেবী (কৈকেয়ী), রুষ্টা হয়ে যথাকর্তব্য স্থির করলেন এবং ভ্রুকুটিযুক্ত বদনে ভূমিতে শুয়ে পড়লেন।

ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ৬
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে।

তখন কৈকেয়ী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বিচিত্রমালা এবং দিব্য অলঙ্কারগুলি ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল।

তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি॥ ৭
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যথা নভঃ।

বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগুলি যেমন আকাশকে সুশোভিত করে, সেইরকম কৈকেয়ীর দ্বারা পরিত্যক্ত ও নিক্ষিপ্ত মালা অলঙ্কারগুলি ধরণীতলকে সুশোভিত করেছিল।

ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা॥ ৮

একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধ্বা গতসত্ত্বেব কিন্নরী।

দৃঢ়বদ্ধ কেশরাশিকে একবেণী করে মলিনবসনা কৈকেয়ী মূর্ছিতা কিন্নরীর মতো ক্রোধাগারে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্॥ ৯
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্।

মহারাজা দশরথ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জন্য অভিষেকের দ্রব্যাদি আহরণের নির্দেশ দিয়ে এবং নিমন্ত্রিতদের উপস্থিতির অনুরোধ জানিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজ্ঞিবান্॥ ১০
প্রিয়ার্হো প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী।

জিতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ, আজ রামের অভিষেক ক্রিয়া স্থির হয়েছে, এই আনন্দ সংবাদ প্রিয়াকে জানাবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

স কৈকেয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ১১
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ।

শুভ্রমেঘাচ্ছাদিত রাহুযুক্ত আকাশে চন্দ্রের মতো সেই মহাযশস্বী রাজা কৈকেয়ীর শ্রেষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করলেন।

শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসরুতাযুতম্॥ ১২
বাদিত্ররবসংঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ॥ ১৩
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্॥ ১৪
দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥ ১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্।
স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ॥ ১৬
ন দদর্শ স্ত্রিয়ং রাজা কৈকেয়ীং শয়নোত্তমে।

শুক ও ময়ূর পরিবৃত, ক্রৌঞ্চ ও হংসনিনাদে মুখরিত, নানাবিধ বাদ্যে নিনাদিত, কুব্জা এবং খর্বাকৃতি অন্যান্য দাসীগণ পরিবৃত, লতাবেষ্টিত ভবন ও চিত্রশালা এবং চম্পক ও অশোকপুষ্প (বৃক্ষ) সুশোভিত, গজদন্ত, রৌপ্য ও স্বর্ণমণ্ডিত বেদিকাযুক্ত সংবৎসর পুষ্প ও ফলপ্রদানকারী বৃক্ষসমূহসমাবৃত সরোবর সুশোভিত, গজদন্ত-রৌপ্য-স্বর্ণ নির্মিত উত্তম আসন সমাবৃত, নানাবিধ খাদ্য, পানীয় এবং বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, মহামূল্য অলঙ্কার সুশোভিত, স্বর্গতুল্য সমৃদ্ধ নিজ অন্তঃপুরে মহারাজ দশরথ প্রবেশ করে উত্তম শয্যোপরি স্বভার্যা কৈকেয়ীকে শায়িতা দেখতে পেলেন না।

স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ॥ ১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।

অতীব কামপীড়িত সঙ্গমার্থী রাজা দশরথ কক্ষে প্রিয়া স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে বিষণ্ণ হলেন এবং কৈকেয়ীর অদর্শনের কারণ সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্তত॥ ১৮
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন।
ততো গৃহগতো রাজা কৈকেয়ীং পর্যপৃচ্ছত॥ ১৯
যথাপুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্।

দেবী কৈকেয়ী পূর্বে কখনও রাজার গৃহে আগমনের সময় অন্যত্র চলে যাননি, রাজাও কখনও শূন্য গৃহে প্রবেশ করেননি। তাই বিবেকহীনা স্বার্থলোলুপা কৈকেয়ীর অবস্থান জানতে না পেরে রাজা তাঁর খোঁজ করছিলেন।

প্রতিহারী ত্বথোবাচ সন্ত্রস্তা তু কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২০
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা।

তখন সন্ত্রস্তা প্রতিহারী করজোড়ে বলল—'দেব! দেবী কৈকেয়ী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে দ্রুত কোপভবনের দিকে চলে গেলেন।'

প্রতিহার্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্মনাঃ॥ ২১
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিতব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

প্রতিহারীর কথা শুনে উদ্বিগ্নচিত্ত রাজা পুনরায় বিষণ্ণ হলেন, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি আরও চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্॥ ২২
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ।

দশরথ কৈকেয়ীকে সেইরূপ অযথা ভূমিতে পতিতা ও শায়িতা দেখে দুঃখে সন্তপ্ত হলেন।

সবৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥ ২৩
অপাপঃ পাপসংকল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।

লতামিব বিনিকৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব॥ ২৪

নিষ্পাপ সেই বৃদ্ধ রাজা দশরথ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা অথচ পাপবুদ্ধি তরুণী স্ত্রী কৈকেয়ীকে দেখলেন কর্তিত লতার মতো তথা স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো ভূমিতলে পড়ে আছেন।

কিন্নরীমিব নির্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা।
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্॥ ২৫
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুনা বনে।
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতাম্॥ ২৬
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসংত্রস্তচেতনঃ।
কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্॥ ২৭

অরণ্যে ব্যাধনিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বাণবিদ্ধা হস্তিনীকে গজরাজ যেমন সস্নেহে শুঁড়দ্বারা গাত্র মার্জনা করে স্নেহ দান করে, সেইরকমভাবে, মনে মনে সন্ত্রস্ত কামুক রাজা দশরথ স্বস্থানভ্রষ্টা কিন্নরীর মতো, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরার মতো, লক্ষ্যভ্রষ্টা মায়ার মতো এবং অরণ্যে পাশবদ্ধা হরিণীর মতো, অতীব কাতরা পদ্মপলাশনয়না স্ত্রী কৈকেয়ীর গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—

ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্।
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা॥ ২৮

'দেবি ! আমি জানি না, তোমার অন্তরে ক্রোধ কেন আশ্রয় নিল ? কার দ্বারা তুমি ভর্ৎসিতা হয়েছ ? কার কাছেই বা অবমানিতা হয়েছ ?

যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংসুষু।
ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি॥ ২৯
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি।

'অয়ি কল্যাণি ! তুমি যে ধূলিশয্যায় শুয়ে আছ, এটা আমার কাছে খুবই দুঃখদায়ক, আমার হৃদয় (সরোবর) মন্থনকারিণী ! আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি কল্যাণচিন্তা সত্ত্বেও ভূতে পাওয়া ব্যক্তির মতো তুমি কেন ভূমিতে শুয়ে আছ ?

সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ॥ ৩০
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ্ব ভামিনি।

'অয়ি অভিমানিনি ! আমার দ্বারা সর্বপ্রকারে সন্তুষ্টি-কৃত অনেক দক্ষ চিকিৎসক আছেন, যাঁরা তোমায় সুস্থ করে তুলবেন ; তুমি কেবল বলো, তোমার কী রোগ হয়েছে।

কস্য বাপি প্রিয়ং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্॥ ৩১
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ম্।

'তুমি বলো, কার প্রিয় কার্য করতে হবে ? কে-ই বা তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে ? আজ কে প্রিয় বস্তু লাভ করার যোগ্য ? কে-ই বা অত্যন্ত কঠোর দণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য ?

মা রৌৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সম্পরিশোষণম্॥ ৩২
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ॥ ৩৩

'দেবি ! কেঁদো না, শরীরকে কৃশ কোরো না। আমাকে বলো, কোন্ অবধ্যজনকে বধ করতে হবে, বা কোন্ প্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মকুব করতে হবে ? কোন্ দরিদ্রকে ধনী বা কোন্ ধনীকে দরিদ্র করতে হবে ?

অহং চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ।
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে॥ ৩৪
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্।

'আমি এবং আমার সেবক লোকজন সকলেই তোমার আদেশের অধীন। তোমার কোনও ইচ্ছাকেই আমি বাধা দিতে উৎসাহিত নই ; নিজের জীবন দিয়েও সব করব, শুধু বলো তোমার মনের কথা।

বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি॥ ৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।

আমার শক্তির কথা তো তুমি জানোই ; তাই আমার দিক থেকে শঙ্কিত হোয়ো না। আমার পুণ্য কর্মের শপথ নিয়ে বলছি, তোমার প্রিয় কাজ করবই।

যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥ ৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোসলাঃ॥ ৩৭
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্ যৎ ত্বং মনসেচ্ছসি॥ ৩৮

দ্রাবিড়দেশ, সিন্ধু-সৌবীর দেশ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গদেশ, অঙ্গদেশ, মগধ ও মৎস্যদেশ, কাশি, কোশল — এই সকল সমৃদ্ধ দেশ, যতদূর পর্যন্ত সৌরচক্র আবর্তিত হচ্ছে ততদূর পর্যন্ত এই বসুন্ধরা আমার অধীন ; সেই সকল স্থানে জাত ধন-ধান্য, ছাগ-মেষ,

বহুদ্রব্য আমারই অধীন। কৈকেয়ি ! তুমি মনে মনে যা যা ইচ্ছা করো, চেয়ে নাও।

কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্।
তৎ তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্॥ ৩৯

'অয়ি ভীরু, সুন্দরি, কৈকেয়ি ! এত কষ্ট কেন করছ ? ওঠো, ওঠো ! তোমার ভয়ের উৎস কী, আমায় বলো। সূর্য যেমন শিশিরকে অপনীত করে তদ্রূপ আমি তোমার ভয় দূর করে দেব।'

তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্।
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্তারমুপচক্রমে॥ ৪০

রাজার সেই কথায় আশ্বস্তা কৈকেয়ী পতিকে আরও অধিক পীড়িত করার উদ্দেশ্যে এই সকল অপ্রিয় কথা বলতে শুরু করলেন—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ সর্গ (১১)

পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা কৈকেয়ী কর্তৃক দশরথের নিকট পূর্বপ্রতিজ্ঞাত বরদুটির প্রার্থনা—প্রথম বরে শ্রীরামের চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকেয়ী দারুণং বচঃ॥ ১

কন্দর্প-বাণবিদ্ধ কামার্ত রাজা দশরথকে কৈকেয়ী নিদারুণ (ভয়ঙ্কর) কথা শোনালেন—

নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্॥ ২

'দেব ! কেউ-ই আমাকে তিরস্কার করেনি ; কেউ-ই আমাকে অপমানও করেনি, আমার একটা কামনা আছে ; আপনাকে দিয়ে সেইটি পূরণ করাতে চাই।

প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্তুমিচ্ছসি।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া॥ ৩

'যদি আপনি আমার প্রার্থিত বিষয় পূরণ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে প্রতিজ্ঞা করুন ; এবং তবেই আমি আমার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে জানাব।'

তামুবাচ মহারাজঃ কৈকেয়ীমীষদুৎস্ময়ঃ।
কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্॥ ৪

কামদগ্ধ মহারাজ দশরথ ভূলুণ্ঠিতা কৈকেয়ীর কেশগুচ্ছ নিজ হস্তে ধরে কৈকেয়ীকে স্বক্রোড়ে তুলে ধরে স্মিতহাস্যে বললেন—

অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে॥ ৫

'অয়ি গর্বিতে ! জানো না কি, নরশার্দূল রাম অপেক্ষা অন্য কোনও মানুষই-ই তোমার চেয়ে প্রিয় আমার নেই !

তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা।
শপে তে জীবনার্হেণ ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্॥ ৬

'অজেয় বীরাগ্রগণ্য প্রাণপ্রিয় মহাত্মা রামের নামে শপথ করছি—তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করো।

যং মুহূর্তমপশ্যংস্তু ন জীবে তমহং ধ্রুবম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥ ৭

'কৈকেয়ি ! যাকে মুহূর্তকাল না দেখতে পেলে আমি নিশ্চিতরূপে জীবনধারণ করতে অসমর্থ, সেই রামের নামে শপথ করছি, তোমার কথা রক্ষা করবই।

আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥ ৮

'কৈকেয়ি ! যাকে নিজের এবং অন্য পুত্রদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বরণ করে নিয়েছি, সেই রামের নামে শপথ করছি, তোমার কথা রক্ষা করব।

হৃদয়মপোতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে॥ ৯

'অয়ি কল্যাণি কেকয়রাজনন্দিনি ! আমার হৃদয়ের এই ভাব বিবেচনা করে, আমাকে এই ক্লেশ থেকে উদ্ধার করো, সম্যক্‌ভাবে বুঝে যা ভালো মনে করো তা বলো।

বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে॥ ১০

'নিজের সামর্থ্যে আস্থা রেখে, আমার থেকে শঙ্কিত হয়ো না ; আমার শুভকর্মের শপথ নিয়ে বলছি, তোমার প্রিয় কার্য করব-ই।'

সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্।
নির্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ॥ ১১

পুত্র-স্বার্থসাধন চিন্তায় তদ্গতচিত্তা কৈকেয়ী স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধি সমাগত বুঝে স্বীয় পুত্রের প্রতি পক্ষপাত-বশত আনন্দহেতু রাজার প্রতি দুর্বাক্য বলতে লাগলেন।

তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্॥ ১২

রাজা দশরথের সেই শপথ বাক্যে উল্লসিতা কৈকেয়ী সমাগত মহাভয়ঙ্কর যম-সদৃশ স্বীয় মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

যথা ক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ।
তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৩

'রাজন্! যেভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনি আমাকে বরদান করলেন, তা ইন্দ্র-প্রমুখ তেত্রিশ কোটি (মুখ্য) দেবতা শ্রবণ করুন।

চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বাঃ সরাক্ষসাঃ॥ ১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব॥ ১৫

'চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহগণ, রাত্রি এবং দিন, দিক সমূহ (পূর্বাদি দশ দিক), গতিশীল সকলে, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসগণসহ এই পৃথিবী, নিশাচর প্রাণী সকলে এবং প্রতিগৃহে অবস্থিত গৃহদেবতাগণ, এতদ্ব্যতীত অপর যে সকল প্রাণী আছে—সকলেই আপনার প্রতিজ্ঞার কথা জেনে রাখুন।

সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্‌শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণবন্তু দৈবতাঃ॥ ১৬

'দেবগণ সকলে শুনুন—সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাতেজস্বী, ধর্মবিৎ, সত্যবাদী, পবিত্র মহারাজ দশরথ আমায় বর দিচ্ছেন।'

ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ।
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্॥ ১৭

কৈকেয়ী এইভাবে মহাধনুর্ধর অথচ কামমুগ্ধ বরদাতা রাজাকে প্রশংসা দ্বারা বশীভূত করে, তারপর এই কথা বললেন—

স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে।
তত্র ত্বাং চ্যাবয়চ্ছত্রুস্তব জীবিতমন্তরা॥ ১৮

'রাজন্! পূর্বের ঘটনা মনে করুন ; সেই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরেরা আপনাকে প্রাণে না মেরে ভয়ঙ্করভাবে আপনাকে আহত করেছিল।

তত্র চাপি ময়া দেব যৎ ত্বং সমভিরক্ষিতঃ।
জাগ্রত্যা যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ॥ ১৯

'স্বামিন্! সেখানে আমি যে রাত জেগে সযত্নে সেবা করে আপনাকে রক্ষা করেছিলাম, সেইজন্য সেবারতা আমাকে আপনি দুটি বর দিয়েছিলেন।

তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্।
তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন॥ ২০

'প্রভু, রাজন্ রঘুনন্দন ! আপনার কাছে রক্ষিত আপনারই দেওয়া সেই বর দুটি এখন আমি চাইছি।

তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্ দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্বিমানিতা॥ ২১

'ধর্মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই বর যদি আমায় না দেন, তা হলে আপনার দ্বারা অপমানিতা হয়ে আজই আমি প্রাণ ত্যাগ করব।'

বাঙ্মাত্রেণ তদা রাজা কৈকেয্যা স্ববশে কৃতঃ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ॥ ২২

মধুর ধ্বনি শুনে আত্মবিস্মৃত হরিণ যেমন পাশবদ্ধ হয়ে নিজের বিনাশের কারণ হয়, সেইরকমভাবে, রাজা দশরথ সেই সময় কৈকেয়ীর কথাতেই তাঁর বশীভূত হয়ে গেলেন।

ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।
বরৌ দেয়ৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে ॥ ২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।
অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ॥ ২৪
অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।

তখন কৈকেয়ী কামমোহিত বরপ্রদাতা রাজাকে বললেন — 'মহারাজ, হে প্রভো ! সেই সময় আপনার প্রদেয় বরদুটি আমি আজই (এখনই) চাইছি, আমার কথা শুনুন, রঘুনন্দন রামচন্দ্রের জন্য অভিষেকের যে উপকরণ সকল সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল অভিষেক সম্ভার দ্বারা আমার ভরতকে অভিষিক্ত করা হোক।

যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া॥ ২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।

'প্রভো ! সেই দেবাসুর সংগ্রামে আপনি আমার প্রতি প্রীত হয়ে, যে দ্বিতীয় বরটি দিতে চেয়েছিলেন, সেটি নেবার সময় এখন হয়েছে।

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥ ২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্॥ ২৭

'ধীর স্বভাব রাম বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বি বেশে চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করুক, (আর) ভরত আজ নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হোক।

এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে॥ ২৮

'রঘুনন্দন রাম আজই বনে গেছে, আমি দেখতে চাই—এই আমার একান্ত ইচ্ছা ; আমাকে প্রদত্ত এই বরটি আমি প্রার্থনা করছি।

স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলং চ শীলং চ হি জন্ম রক্ষ চ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং
তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্॥ ২৯

'রাজাধিরাজ, আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হোন ; আপনার বংশের, স্বভাবের এবং জন্মের মর্যাদা ও সার্থকতা রক্ষা করুন। মনস্বী তপস্বিগণ বলেন, সত্যবাদিতাই পরলোকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

———o———

দ্বাদশ সর্গ (১২)

কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা শুনে রাজা দশরথের দুশ্চিন্তা ও বিলাপ

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রততাপ চ॥ ১

তখন মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ কথা শুনে দুশ্চিন্তান্বিত হয়ে মুহূর্তের জন্য শোকসন্তপ্ত হলেন।

কিং নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ॥ ২

রাজা চিন্তা করলেন—'এটা কি আমার দিবাস্বপ্ন, অথবা আমার চিত্ত বিভ্রম ? কোনও ভূতাদির আবেশের অনুভূতি, অথবা মনের বিকার ?'

ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা নাধ্যগচ্ছৎ তদাসুখম্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ॥ ৩

এই কথা চিন্তা করে রাজা ক্ষণিক স্বস্তি পেলেও, কৈকেয়ীর বাক্যে পীড়িত হয়ে সুখ পেলেন না।

ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ।
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্॥ ৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ।

ব্যাঘ্রীকে দেখে হরিণ যেমন ভীত ও ব্যাকুল হয়, (অথবা) মহাবিষধর সর্প মন্ত্রপূত বেষ্টনিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যেমন ক্রোধে ও ভয়ে শ্বাস ফেলতে থাকে, তদ্রূপ, রাজা দশরথ অনাবৃত ভূমি'পরে অবস্থান করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ॥ ৫
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ।

রাজা দশরথ সক্রোধে 'হায় ধিক্' এই কথা বলে, আবার শোকে চেতনা হারিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ॥ ৬

কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা।

দীর্ঘক্ষণ পরে রাজা পুনরায় চেতনা লাভ করে অত্যন্ত শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন এবং স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে কৈকেয়ীকে যেন দগ্ধ করে বলতে লাগলেন—

নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি॥ ৭
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।

'এই রাঘববংশের ধ্বংসকারিণী, অয়ি নিষ্ঠুরে, দুরাচারিণী পাপীয়সি ! রাম অথবা আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি ?

যদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ॥ ৮
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিংনিমিত্তমিহোদ্যতা।

'রঘুনন্দন রাম তো তোমাকে মায়ের মতো মনে করে তোমার প্রতি পুত্রবৎ আচরণ করে ; অতএব কেন তুমি এখন তার এমন ক্ষতি করার জন্য উদ্যত হয়েছ ?

ত্বং ময়াঽঽত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা॥ ৯
অবিজ্ঞানান্ নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা।

'আমি আত্মবিনাশের জন্যই যেন না-বুঝে তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পতুল্য, রাজকন্যা, তোমাকে আমার গৃহে নিয়ে এসেছি।

জীবলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্॥ ১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।

'জীবলোকের সকলে যখন রামের গুণগান করে, তখন আমি কোন্ অপরাধকে উপলক্ষ্য করে সেই প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করব ?

কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ ত্যজেয়মপি বাশ্রিয়ম্॥ ১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।

'আমি কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে এমনকি রাজলক্ষ্মীকে বা নিজের জীবনকেও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পিতৃভক্ত রামকে কখনওই না।

পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্॥ ১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।

'জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়, কিন্তু রামকে দেখতে না পেলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্যং সস্যং বা সলিলং বিনা॥ ১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।

'সূর্য বিনা জগৎসংসার চলতে পারে, জল বিনা শস্যও জন্মাতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার দেহে প্রাণ কিছুতেই থাকবে না।

তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে॥ ১৪
অপি তে চরণৌ মূর্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্॥ ১৫

'অতএব অয়ি পাপবুদ্ধি ! এই নিশ্চিত চিন্তা ত্যাগ করো ; এই আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করছি। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অয়ি পাপীয়সী ! কেন তুমি এই নিদারুণ পাপচিন্তা করছ ?

অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
অস্তু যত্তত্ত্বয়া পূর্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি॥ ১৬

'তুমি ভরতের প্রতি আমার প্রীতি-অপ্রীতি বিষয়ে জানতে চেয়েছ ; তার উত্তরে বলছি তোমার প্রার্থিত বরদ্বয়ের পূর্ব-বর রঘুনন্দন ভরতের প্রতি পূর্ণ হবে।

স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে।
তৎ ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ॥ ১৭

"ধার্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র", এই যে মনোমুগ্ধকর কথা তুমি বলতে, সে কি কেবল আমার মনস্তুষ্টির জন্য ?

তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্।
আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা॥ ১৮

'শ্রীরামের অভিষেক সংবাদ শুনে শোকসন্তপ্তা হয়ে তুমি আমাকেও অত্যন্ত সন্তাপিত করেছ ; মনে হয় শূন্য গৃহে একাকী থেকে তুমি ভূতাবিষ্টা হয়েছ।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সম্প্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্।
অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ॥ ১৯

'ন্যায়পরায়ণ ইক্ষ্বাকুবংশে মহান অন্যায় প্রবেশ করল। দেবি ! তাই তোমার নীতিহীন বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে।

নহি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।
অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে॥ ২০

'অয়ি আয়তলোচনে ! পূর্বে তুমি কোনও অন্যায় কাজ বা আমার অপ্রিয় কোনও কাজ তো করোনি ; সেইজন্য আজ তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না।

ননু তে রাঘবস্তুল্যো ভরতেন মহাত্মনা।
বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম॥ ২১

'অয়ি বালিকে ! রঘুনন্দন রাম তোমার মহাত্মা ভরতের তুল্য, এই কথা তুমি অনেকবার আমার কাছে বলেছ।

তস্য ধর্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ।
কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ২২

'ভীরুস্বভাবযুক্তা দেবি ! সেই যশস্বী ধর্মাত্মার চৌদ্দ বছর বনবাস তোমার অভিপ্রেত কেন ?

অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্মে কৃতাত্মনঃ।
কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে॥ ২৩

'ধর্মাচরণে নিরত, অত্যন্ত কোমল শরীর, তার ভয়ঙ্কর অরণ্যে বাস তোমার মনোমতো হয় কী করে ?

রোচয়স্যভিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।
তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্॥ ২৪

অয়ি কল্যাণ-নয়নে ! তোমায় শুশ্রূষাপরায়ণ প্রিয় রামচন্দ্রের নির্বাসন তুমি কীরূপে কামনা করছ ?

রামো হি ভরতাদ্ ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়ি তস্মাৎ তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে॥ ২৫

'রাম কিন্তু সর্বদা ভরতের চেয়ে বেশি তোমার সেবা করে, সেইজন্য কিন্তু তোমার প্রতি সেবায় ভরতে বিশেষ কিছু দেখি না।

শুশ্রূষাং গৌরবং চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্তু ভূয়স্তরং কুর্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ॥ ২৬

'পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ভিন্ন আর কে গুরুজনদের প্রতি সেবা, গৌরবরক্ষা ও আদেশ পালন দ্বারা কথার মান্যতা রক্ষা ক্রততার সঙ্গে পালন করে থাকে ?

বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাং চোপজীবিনাম্।
পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে॥ ২৭

'আমার এই রাজভবনে অবস্থিত বহুসহস্র দাসীর এবং বহু ভৃত্যের কেউই রঘুনন্দন রামের সম্বন্ধে কলঙ্ককথন বা নিন্দাবাদ করে না।

সান্ত্বয়ৎ সর্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা।
গৃহ্নাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ॥ ২৮

'নরশার্দূল রাম শুদ্ধচিত্তে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনা দান দ্বারা এবং প্রিয় কর্ম দ্বারা রাজ্যবাসী সকলকে বশীভূত করে রেখেছে।

সত্যেন লোকাঞ্জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূঞ্ছুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্॥ ২৯

'রঘুনন্দন রাম সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রজাদের, দানের দ্বারা বিপ্রগণের এবং সেবা দ্বারা গুরুজনদের মন জয় করে থাকে ; সেই বীর কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু দ্বারা শত্রুদের জয় করে থাকে।

সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্।
বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে॥ ৩০

'সত্য, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মিত্রতা, পবিত্রতা, সরলতা, জ্ঞান এবং গুরুজন সেবা—এই সদ্গুণগুলি রঘুনন্দন রামের মধ্যে নিশ্চিতরূপে বর্তমান।

তস্মিন্নার্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্।
পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি॥ ৩১

'সারল্যসম্পন্ন, মহর্ষিসম তেজস্বী, দেবতুল্য সেই রামের প্রতি অয়ি দেবি ! কেন পাপাচরণ করতে চাইছ ?

ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।
স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্॥ ৩২

'জনগণের প্রতি প্রিয়ভাষী রামের কথিত অপ্রিয় কথা আমার স্মরণে আসছে না ; সেই আমি, তোমার জন্য প্রিয় রামকে কী করে অপ্রিয় কথা বলব ?

ক্ষমা যস্মিংস্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম॥ ৩৩

'যাঁর মধ্যে ক্ষমাগুণ, তপস্যা, ত্যাগশীলতা, সত্য, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা এবং আরও সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা বর্তমান, সেই রাম বিনা আমার কী গতি হবে ?

মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতান্তস্য তপস্বিনঃ।
দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি॥ ৩৪

'কৈকেয়ি ! বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী, (শ্রীরামের চিন্তায়) আর্ত ও কাতরবিলাপরত আমার প্রতি করুণা করো !

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎ কিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মন্যুমাবিশ॥ ৩৫

'আসমুদ্র ধরণীতে যা কিছু আমার অধিকারে আছে, সেই সবই তোমাকে দেব, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হোয়ো না।

অঞ্জলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ॥ ৩৬

'অয়ি, কেকয়রাজনন্দিনি ! করজোড়ে তোমার পা ধরে বলছি, তুমি রামকে রক্ষা করো ; আমায় যেন এখানে পাপ স্পর্শ না করে।'

ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।
ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্॥ ৩৭
পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
প্রত্যুবাচাথ কৈকেয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ॥ ৩৮

এইভাবে বিলাপরত শোকসন্তপ্ত রাজার মাথা ঘুরতে লাগল, অচেতন হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে শোকসাগর শীঘ্র পার হওয়ার জন্য বারবার প্রার্থনারত মহারাজ দশরথকে ভয়ঙ্করী কৈকেয়ী প্রত্যুত্তরে নিষ্ঠুরতর

তখন বললেন—

যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি॥ ৩৯

'রাজন্! বর দুটি দান করে, যদি আবার অনুতপ্ত হন, তাহলে, হে বীর! পৃথিবীতে কী করে নিজের ধার্মিকত্ব প্রচার করবেন?

যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি॥ ৪০
যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ।
তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকেয্যা ইতি বক্ষ্যসি॥ ৪১

'ধর্মরাজ! যখন রাজর্ষিগণ আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে চাইবেন, তখন কী প্রত্যুত্তর দেবেন? বলবেন কি, ''যে কৈকেয়ীর অনুগ্রহে জীবিত আছি, যিনি আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁর প্রতি আমি মিথ্যা আচরণ করেছি (তাঁকে কথা দিয়ে রক্ষা করতে পারি নি)!''

কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে॥ ৪২

'মহারাজ! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের প্রতি পাপাচরণ করছেন, তাঁদেরকে কলঙ্কিত করছেন, যেহেতু আমাকে বর দান করে, আজই, আবার অন্য কথা বলছেন!

শৈব্যঃ শ্যেনকপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ।
অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ৪৩

'শিবিগোত্রীয় রাজা উশীনর বাজপাখি ও পায়রার বিবাদকালে, বাজপাখিকে নিজদেহের মাংস দান করেছিলেন এবং পায়রাকে বাজপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন; অপরপক্ষে রাজা অলর্ক কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিজের চক্ষুদ্বয় দান করে উত্তম গতি প্রাপ্ত হন।

সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ততে।
সময়ং মানৃতং কার্ষীঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্॥ ৪৪

'দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাগর তটভূমি অতিক্রম করে না; আপনিও পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করে স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা হতে দেবেন না।

স ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌসল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্মতে॥ ৪৫

'অহো, আপনি দুর্বুদ্ধি! ধর্মকে পরিত্যাগ করে এবং রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে, কৌশল্যার সঙ্গে সর্বদা আনন্দ সম্ভোগ করতে চাইছেন!

ভবত্বধর্মো ধর্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৪৬

'আপনি আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ধর্মসঙ্গত বা অধর্মসঙ্গত হোক সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, তার তো অন্যথা হতে পারে না!

অহং হি বিষমদ্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ।
পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে॥ ৪৭

'রাম যদি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহলে আমি আজই আপনার সামনেই অতিরিক্ত বিষপান করে মৃত্যুবরণ করব।

একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাতরম্।
অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্ণন্তীং শ্রেয়ো ননু মৃতির্মম॥ ৪৮

'একদিনের জন্যও যদি আমি রামের মাতা কৌশল্যাকে রাজমাতারূপে অপর প্রজাসাধারণের অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করতে দেখি, তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ॥ ৪৯

'মহারাজ! আমার প্রাণতুল্য ভরতের নামে আপনার কাছে শপথ করছি যে, রামের নির্বাসন ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।'

এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকেয়ী বিররাম হ।
বিলপন্তং চ রাজানং ন প্রতিব্যাজহার সা॥ ৫০

এই পর্যন্ত বলে কৈকেয়ী বিরত হলেন; বিলাপরত রাজার প্রতি আর কোনও কথা বললেন না।

শ্রুত্বা তু রাজা কৈকেয্যা বাক্যং পরমশোভনম্।
রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্যং ভরতস্য চ॥ ৫১
নাভ্যভাষত কৈকেয়ীং মুহূর্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্॥ ৫২

রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্যাভিষেকরূপ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি, কৈকেয়ীর এই অত্যন্ত অশোভন কথা শুনে, কয়েক মুহূর্তের জন্য রাজার ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাকুল হয়ে উঠল, আর কৈকেয়ীকে কোনও কথা না বলে কেবল সেই অপ্রিয়ভাষিণী প্রিয়ার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ্য হৃদয়াপ্রিয়াম্।
দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ॥ ৫৩

রাজা কিন্তু বজ্রতুল্য হৃদয়ের অপ্রীতিকর দুঃখ-

শোকময় সেই কথা শুনে দুঃখ পেলেন, সুখী হলেন না।

স দেব্যা ব্যবসায়ং চ ঘোরং চ শপথং কৃতম্।
ধ্যাত্বা রামেতি নিঃশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ॥ ৫৪

রাজা দশরথ দেবী কৈকেয়ীর কৃত অপপ্রয়াস এবং ভয়ঙ্কর শপথের কথা চিন্তা করে, 'হা রাম' এই বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ছিন্নমূল তরুর মতো ভূমিতলে পতিত হলেন।

নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ।
হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ॥ ৫৫

মহারাজ দশরথ উন্মাদের মতো ও বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো এবং তেজোহীন সর্পের মতো হয়ে অচৈতন্য হয়ে গেলেন।

দীনয়াঽঽতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকয়ীম্।
অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা॥ ৫৬

রাজা ভীত ও কাতরকণ্ঠে কৈকেয়ীকে বললেন—'কে তোমাকে এই অনিষ্টকর বিষয়কে ইষ্টজনক বলে উপদেশ দিয়েছে ?

ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে।
শীলব্যসনমেতৎ তে নাভিজানাম্যহং পুরা॥ ৫৭

'আমার সঙ্গে ভূতে পাওয়া ব্যক্তির মতো কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ! তোমার এই পাপপূর্ণ স্বভাব সম্বন্ধে আমি পূর্বে জানতে পারিনি !

বালায়াস্তৎ ত্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ।
কুতো বা তে ভয়ং জাতং য়া ত্বমেবংবিধং বরম্॥ ৫৮
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে।
বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ॥ ৫৯
যদি ভর্তুঃ প্রিয়ং কার্যং লোকস্য ভরতস্য চ।
নৃশংসে পাপসংকল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি॥ ৬০

'তোমার মধ্যে সেই বাল্যভাব অপেক্ষা এখন বিপরীত ভাব লক্ষ্য করছি ! তোমার কীসের ভয় যে, ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস প্রার্থনা করছ ? অয়ি সঙ্কীর্ণচেতা, নৃশংস, দুষ্কৃতি, পাপীয়সী ! যদি তুমি তোমার স্বামীর, প্রজাসাধারণের এবং ভরতের হিত কামনা করো, তবে এই মিথ্যাভাব থেকে বিরত হও।

কিং নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি।
ন কথংচিদৃতে রামাদ্ ভরতো রাজ্যমাবসেৎ॥ ৬১

'কেন তুমি আমার মধ্যে এবং রামের মধ্যে মিথ্যা দুঃখের কারণ দেখছ ? জেনে রাখো, রাম ব্যতীত ভরত কখনও এই রাজসিংহাসনে বসবে না।

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।
কথং দ্রক্ষ্যামি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভাষিতে॥ ৬২
মুখবর্ণং বিবর্ণং তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্।

(পূর্বশ্লোকার্ধে রামের প্রতি ভরতের প্রীতির উল্লেখ করে রাজা এই শ্লোকে ভরতের ধার্মিকতার বিষয়ে বলছেন)—'ধর্মভাবে ভরতকে রামের চেয়েও বড় মনে করি।' তারপর বললেন—'বনে যাও' (রামকে) এই নির্দেশ দিয়ে, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো রামের বিবর্ণ মুখ আমি কী করে দেখব ?

তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্॥ ৬৩
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্।

'বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতভাবে শুভবুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত হয়ে এই শুভকর্ম নিশ্চিত করা হয়েছে ; শত্রুগণ কর্তৃক নিহত ও লুণ্ঠিত স্বপক্ষীয় সেনার মতো তার (রাজ্যাভিষেকের জন্য সংগৃহীত বিষয়গুলির এবং মিত্রদের) দিকে কী করে ফিরে দেখব ?

কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতাঃ॥ ৬৪
বালো বতায়মৈক্ষ্বাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ।

'বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত রাজারা আমাকে কী বলবেন ? তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় এই রাজা বালকস্বভাব (মূঢ়), তিনি কী করে এই দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করলেন !

যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ॥ ৬৫
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামীহ কথং তদা।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো ময়া॥ ৬৬

'যখন গুণবান বিদগ্ধ বৃদ্ধজনেরা আমাকে কাকুৎস্থ-কুলভূষণ রাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আমি কী করে বলব, "কৈকেয়ী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে, আমি পুত্র রামকে নির্বাসিত করেছি !"

যদি সত্যং ব্রবীম্যেতৎ তদসত্যং ভবিষ্যতি।
কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে॥ ৬৭
কিং চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।

'যদি এই সত্য বলি তাহলে শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকরূপ সত্য প্রতিজ্ঞা অসত্য হয়ে যাবে ! রঘুনন্দন রাম বনবাসে গেলে, কৌশল্যা আমাকে কী বলবে ? কৌশল্যার প্রতি এই রকম অপ্রিয় ব্যবহার করে তাঁকেই বা কী প্রত্যুত্তর দেব ?

যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ।। ৬৮
ভার্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।। ৬৯
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।

'সর্বদা আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, আমার প্রিয় পুত্রের জননী, প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যা যখন যখন প্রয়োজন, তখন তখন দাসীর মতো, সখীর মতো, স্ত্রীর মতো, ভগিনীর মতো এবং মাতার মতো আমার কাছে উপস্থিত থেকেছেন। সমাদরযোগ্যা সেই দেবীকে, তোমার জন্যই আমি সমাদর করতে পারিনি।

ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি।। ৭০
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্।

'তোমার প্রতি আমি যে ভালো ব্যবহার করেছি, তা এখন, অহিতকর ব্যঞ্জন সহযোগে ভক্ষিত অন্নের মতো আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

বিপ্রকারং চ রামস্য সম্প্রয়াণং বনস্য চ।। ৭১
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি।

'শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক নিবারণরূপ অপকার, এবং বনগমন দেখে ভয়ভীতা সুমিত্রাও আমাকে কী করে বিশ্বাস করবে!

কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি দ্বয়মপ্রিয়ম্।। ৭২
মাং চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামং চ বনমাশ্রিতম্।

'বেচারী সীতা শুনবে দুটি দুঃসংবাদ — আমার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি (মৃত্যু) এবং শ্রীরামের বনবাস।

বৈদেহী বত মে প্রাণাঞ্শোচন্তী ক্ষপয়িষ্যতি।। ৭৩
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী।

'হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নরবিহীনা কিন্নরীর মতো শোককাতরা সীতা আমার প্রাণের বিনাশ ঘটাবে (পতিহীনা পুত্রবধূ সীতার অসহনীয় শোক দেখে আমার মৃত্যু ঘটবে নিশ্চিত)।

নহি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে।। ৭৪
চিরং জীবিতুমাশংসে রুদন্তীং চাপি মৈথিলীম্।
সা নূনং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি।। ৭৫

'রামকে গভীর অরণ্যে বাস করতে এবং মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে ক্রন্দন করতে দেখে আমি বেশিদিন বাঁচতে চাই না। তখন, আমার মৃত্যুর পর তুমি বিধবা হয়ে নিশ্চয়ই পুত্রের সঙ্গে রাজ্যশাসন করবে।

সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ।। ৭৬

'তোমাকে আমি অতিশয় সতীসাধ্বী মনে করেছিলাম, কিন্তু বিষ মিশ্রিত মনোরম রঙিন মদ্যপান করে মানুষ যেমন নিজের ভুল বুঝতে পারে না, সেইরকম আমিও অসতী তোমাকে সতী মনে করে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হলাম।

অনৃতৈর্বত মাং সান্ত্বৈঃ সান্ত্বয়ন্তী স্ম ভাষসে।
গীতশব্দেন সংরুধ্য লুব্ধো মৃগমিবাবধীঃ।। ৭৭

'ব্যাধ যেমন মধুর সঙ্গীতের দ্বারা মৃগকে আকৃষ্ট করে তাকে হত্যা করে, সেইরকম, তুমিও আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা বাক্য বলেছ।

অনার্য ইতি মামার্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা।। ৭৮

'সদাচারী ব্যক্তিগণ, পথে পথে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণের মতো আমাকেও পুত্রবিক্রেতা দুরাচারী বলে নিন্দা করবেন।

অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রং যত্র বাচঃ ক্ষমে তব।
দুঃখমেবংবিধং প্রাপ্তং পুরা কৃতমিবাশুভম্।। ৭৯

'হায়, কী দুঃখ ! হায়, কী কষ্ট! যেহেতু তোমার অন্যায় কথাও সহ্য করতে হচ্ছে ! নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে বা পূর্ব জীবনে পাপ কাজ করেছি, তাই এই কষ্ট পাচ্ছি !

চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা।
অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা।। ৮০

'অয়ি পাপীয়সি ! তোমাকে আমি দীর্ঘকাল অন্যায়ভাবে রক্ষা করে, অজ্ঞানতাবশত যেন ফাঁসের দড়ি কণ্ঠে ধারণ করেছি।

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্।। ৮১

'বালক যেমন ক্রীড়াচ্ছলে হস্তদ্বারা কৃষ্ণসর্প ধারণ করে, তদ্রূপ আমি তোমার সঙ্গে নির্জনে আনন্দলীলা করতে করতে তোমাতে মৃত্যুর প্রতিরূপ লক্ষ্য না করে, স্পর্শ করেছিলাম।

তং তু মাং জীবলোকোঽয়ং নূনমাক্রোষ্টুমর্হতি।
ময়া হ্যপিতৃকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাত্মনা।। ৮২

'আমি অতি দুরাত্মা ! সেই মহাপ্রাণ পুত্রকে পিতৃহীন করে দিলাম, সেইজন্য সারা সংসার নিশ্চয়ই আমাকে ভর্ৎসনা করবে।

বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্।
স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি।। ৮৩

'সারা সংসার আমার নিন্দা করে বলবে— "হায় ! মূর্খ রাজা দশরথ অত্যন্ত কামুক, যিনি স্ত্রীর জন্য প্রিয় পুত্রকে বনে নির্বাসন দিচ্ছেন।"

বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্যৈশ্চ গুরুভিশ্চোপকর্শিতঃ।
ভোগকালে মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনরেব প্রপৎস্যতে॥ ৮৪

'রামচন্দ্র প্রথম জীবনে বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুসেবায় অনেক কষ্ট করেছে ; এখন জীবনকে উপভোগের সময়েও আবার অত্যন্ত কষ্টে পড়বে।

নালং দ্বিতীয়ং বচনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্।
স বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি॥ ৮৫

"বনে যাও" এই কথা বললে, সে "বেশ" (যাচ্ছি) এই কথা বলবে ; পুত্র আমার প্রতিবাদে দ্বিতীয় কথা বলবে না।

যদি মে রাঘবঃ কুর্যাদ্ বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ।
প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্ ন তু বৎসঃ করিষ্যতি॥ ৮৬

"বনে যাও" বলে প্রেরিত হয়ে রঘুনন্দন রাম যদি আমার আদেশের প্রতিবাদ করত, সেটা আমার কাছে সুখকর হিত, কিন্তু বাছা আমার তা করবে না।

রাঘবে হি বনং প্রাপ্তে সর্বলোকস্য ধিক্কৃতম্।
মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্॥ ৮৭

'রঘুনন্দন রাম বনে গেলে, সকলের ধিক্কার প্রাপ্ত ও ক্ষমার অযোগ্য, আমাকে, মৃত্যুর দেবতা যমালয়ে নিয়ে যাবেন।

মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।
ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিপৎস্যসে॥ ৮৮

'আমার মৃত্যু হলে এবং নরশ্রেষ্ঠ রাম বনে গমন করলে কৌশল্যা-সুমিত্রা লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নাদি প্রিয়জনদের প্রতি তুমি কি পাপকার্য (অত্যাচার) করবে ?

কৌসল্যা মাং চ রামং চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।
দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি॥ ৮৯

'দেবী কৌশল্যা আমার, রামের এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিয়োগ সহ্য করতে না পেরে সেই মহৎ দুঃখে আমাকেই অনুসরণ করবেন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবেন। দেবী সুমিত্রাও নিশ্চয়ই তাঁকে অনুসরণ করে মৃত্যুবরণ করবেন।

কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ মাং চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ।
প্রক্ষিপ্য নরকে সা ত্বং কৈকেয়ি সুখিতা ভব॥ ৯০

'অয়ি কৈকেয়ি ! তুমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং পুত্রত্রয়সহ আমাকে নরক সদৃশ শোকসাগরে নিক্ষেপ করে সুখী হও।

ময়া রামেণ চ ত্যক্তং শাশ্বতং সৎকৃতং গুণৈঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলমক্ষোভ্যমাকুলং পালয়িষ্যসি॥ ৯১

'সদ্‌গুণালঙ্কৃত, চিরবিক্ষোভরহিত ইক্ষ্বাকুবংশ আমার এবং রাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে শোকে আকুল হয়ে উঠবে, তাকে তুমি পালন করো।

প্রিয়ং চেদ্ ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ॥ ৯২

'রামের বনবাস যদি ভরতের কাম্য হয়, তবে আমার মৃত্যুর পর সে আমার শ্রাদ্ধতর্পণাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করতে পারবে না।

মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে।
সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি॥ ৯৩

'পুরুষপ্রবর রাম বনগমন করলে এবং সেইজন্য আমার মৃত্যু হলে, বিধবা হয়ে তুমি সপুত্র থেকেই রাজ্যশাসন করবে।

ত্বং রাজপুত্রি দৈবেন ন্যবসো মম বেশ্মনি।
অকীর্তিশ্চাতুলা লোকে ধ্রুবঃ পরিভবশ্চ মে।
সর্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা॥ ৯৪

'রাজপুত্রি ! দুর্দৈববশত তুমি আমার গৃহে বাস করছ। অতএব যেমন পাপ করেছি, সেইজন্য জগতে অতুলনীয় অপযশ, নিশ্চিত নিন্দা এবং সকল প্রাণীর কাছে অবজ্ঞা আমার প্রাপ্য।

কথং রথৈর্বিভুর্যাত্বা গজাশ্বৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পদ্ভ্যাং রামো মহারণ্যে বৎসো মে বিচরিষ্যতি॥ ৯৫

'সর্বদা রথ, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে পারদর্শী বাছা রাম মহারণ্যে পদব্রজে কেমন করে বিচরণ করবে ?

যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ।
অহংপূর্বাঃ পচন্তি স্ম প্রসন্নাঃ পানভোজনম্॥ ৯৬
স কথং নু কষায়াণি তিক্তানি কটুকানি চ।
ভক্ষয়ন্ বন্যমাহারং সুতো মে বর্তয়িষ্যতি॥ ৯৭

'যার আহারের সময় কুণ্ডলধারী আনন্দিত অহম্পূর্ব (আমি পূর্বে) শ্রীরামের আহার তৈয়ার করব, এই যারা বলে—এমন পাচকগণ পানীয় ও ভোজন রান্না করত, আমার সেই পুত্র রাম কেমন করে কষায়, তিক্ত এবং কটু-স্বাদ বন্য আহার ভোজন করে জীবিত থাকবে !

মহার্হবস্ত্রসম্বদ্ধো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ।

কাষায়পরিধানস্তু কথং রামো ভবিষ্যতি॥ ৯৮

'মূল্যবান বস্ত্র পরিহিত হয়ে চিরকাল সুখে কাল যাপন করে রাম কী করে কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র পরিধান করে ভূমিতে বাস করবে অর্থাৎ উপবিষ্ট ও শায়িত হবে ?

কস্যেদং দারুণং বাক্যমেবংবিধমপীরিতম্।
রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ৯৯

'রামের বনগমন এবং ভরতের রাজ্যে অভিষেক, এইরকম ভয়ঙ্কর কথা কে বলেছে ?

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥ ১০০

'স্বার্থ-পরায়ণা প্রতারকা নারীদের ধিক ! এই কথা কিন্তু সকল নারীর উদ্দেশ্যে বলছি না ; কেবল ভরতের মাতার উদ্দেশ্যেই বলছি !

অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে॥ ১০১

'অনর্থকর বিষয়েতেই সার্থকতাদর্শনকারিণি, অয়ি নিষ্ঠুরে ! আমাকে সন্তাপদানের জন্যই তুমি অবস্থান করছ ! আমার কারণে অথবা নিরন্তর কল্যাণকারী রামের দ্বারা তুমি কী অপ্রিয় হতে দেখেছ ?

পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্
ভার্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ।
কৃৎস্নং হি সর্বং কুপিতং জগৎ স্যাদ্
দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্॥ ১০২

'রামকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত দেখে পিতৃগণ পুত্রগণকে এবং অনুরাগিণী পত্নীগণ পতিদের পরিত্যাগ করবেন, এবং এইভাবে সমগ্র জগৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বিপরীত ভাব প্রকাশ করবে।

অহং পুনর্দেবকুমাররূপ-
মলংকৃতং তং সুতমাব্রজন্তম্।
নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন
ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব॥ ১০৩

'অলঙ্কার বিভূষিত দেবকুমার সদৃশ সেই পুত্রকে আবার আসতে দেখেই আমি হৃষ্ট চিত্ত হয়ে পড়ি। চক্ষু দ্বারা দর্শন করেই আমি পুনরায় যেন যুবকই হয়ে যাই।

বিনা হি সূর্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তি-
রবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবেন্ন কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে॥ ১০৪

'সূর্যকে ছাড়াও অথবা বজ্রধারী ইন্দ্র বারিবর্ষণ না করলেও, জগতের কাজ চলতে পারে ; কিন্তু, রামকে অযোধ্যা থেকে চলে যেতে দেখলে কেউই জীবিত থাকতে পারবে না বলে আমার ধারণা।

বিনাশকামামহিতামমিত্রা-
মাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ॥ ১০৫

'তুমি আমার অকল্যাণ ও বিনাশ কামনা করছ। অথচ মৃত্যুতুল্য শত্রুতাকারিণী তোমায় আমার গৃহে বাস করতে দিয়েছি। হায় ! মোহবশত ভয়ঙ্কর বিষধরী সর্পিণী তুল্য তোমাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছি, আর সেইজন্যই আমি নিহত হলাম।

ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রশাস্তু হীনো ভরতস্ত্বয়া সহ।
পুরং চ রাষ্ট্রং চ নিহত্য বান্ধবান্
মমাহিতানাং চ ভবাভিহর্ষিণী॥ ১০৬

'বন্ধুদের বিনাশ সাধন করে, লক্ষ্মণসহ রাম ও আমাকে ছাড়াই, ভরত তোমার সঙ্গে নগর ও রাষ্ট্রশাসন করুক, তুমিও আমার শত্রুদের আনন্দদাত্রী হও।

নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাদ্য ভাষসে।
ন নাম তে তেন মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা॥ ১০৭

'নিষ্ঠুর আচরণকারিণী ! বিপদগ্রস্তকে প্রহারকারিণী ! তুমি আজ যে সকল বাক্য ব্যবহার করছ, তাতে তোমার মুখ থেকে বিশীর্ণ দন্ত পঙ্‌ক্তি কেন সহস্র টুকরো হয়ে মাটিতে পতিত হচ্ছে না !

ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো
ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।
কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি
ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে॥ ১০৮

'রাম কখনও কোনও অহিতকর অপ্রিয় কথা বলে না ; কঠোর বাক্য সে বলতেই জানে না। নিত্যগুণান্বিত প্রিয়ভাষী রামের সম্বন্ধে তুমি কী করে দোষের কথা বলছ।

প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা

সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে ॥ ১০৯

'অয়ি কেকয়রাজকুল-কলঙ্কিনী ! তুমি যথেচ্ছ আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাও, বিষ খেয়ে মরো অথবা নিজের দেহকে সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করে ভূতলে প্রোথিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হও — তথাপি আমার অমঙ্গলজনক তোমার নিদারুণ কথা আমি পালন করব না।

ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎ প্রিয়ংবদাং
প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং
দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্ ॥ ১১০

'ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ-ধারালো হৃদয়বতী, সর্বদা অন্যায় প্রিয়বাদিনী, দুষ্ট স্বভাবা, স্ববংশধ্বংসকারিণী, বাক্যবাণে দগ্ধ করে আমার হৃদয়বন্ধন শিথিলকারিণী, অবাঞ্ছিতা, তোমার বেঁচে থাকাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

ন জীবিতং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥ ১১১

'সন্তান বিনা সম্ভাবানজনের জীবনের প্রীতি কোথায় ? অতএব, সন্তহীন আমার আবার সুখ কোথা থেকে হবে ? দেবি ! তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করে বলছি, আমার অকল্যাণ কোরো না, প্রসন্না হও !'

স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ
স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।
পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতা-
বুভাবসম্প্রাপ্য যথাঽঽতুরস্তথা ॥ ১১২

পৃথ্বীপাল দশরথ স্ত্রী কর্তৃক অন্তরে অতিমাত্রায় বশীভূত হয়ে অনাথ আতুরের মতো বিলাপ করতে করতে দেবীর (কৈকেয়ীর) প্রসারিত চরণদ্বয় ধরতে গিয়ে অসমর্থ হয়ে শোকাভিভূতের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

মহারাজ দশরথের বিলাপোক্তি, কিন্তু কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব

অতদর্হং মহারাজং শয়ানমতথোচিতম্।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্ ॥ ১
অনর্থরূপাসিদ্ধার্থা হ্যভীতা ভয়দর্শিনী।
পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গনা ॥ ২

পুণ্যফলের অবসানে দেবলোকচ্যুত যযাতির মতো, অযোগ্য তথা অনুচিত ভূমিশয্যায় শয়ান মহারাজ দশরথ আর সাক্ষাৎ অনর্থরূপিণী লোকাপবাদ ভয়হীনা সুন্দরী কৈকেয়ী স্বার্থসিদ্ধ না হওয়ায়, ভয় প্রদর্শন করে সেই বরদানের প্রতি পুনরায় রাজা দশরথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন—

ত্বং কথসে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
মম চেদং বরং কস্মাদ্ বিধারয়িতুমিচ্ছসি ॥ ৩

'মহারাজ ! আপনি সত্যবাদী ও কর্তব্যে কঠোর, এই বলে আত্মপ্রশংসা করে থাকেন ; তবে, আমাকে প্রদত্ত এই বর কেন (না দিয়ে) ধরে রাখতে চাইছেন ?'

এবমুক্তস্তু কৈকেয্যা রাজা দশরথস্তদা।
প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্তং বিহ্বলন্নিব ॥ ৪

কৈকেয়ী এই কথা বললে, রাজা দশরথ মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন, পরে ক্রুদ্ধ স্বরে প্রত্যুত্তরে বললেন—

মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।
হন্তানার্যে মমামিত্রে সকামা সুখিনী ভব ॥ ৫

'আরে, আমার শত্রুরূপিণী নীচমনা ! আমার মৃত্যু হলে এবং নরশ্রেষ্ঠ রাম বনগমন করলে, তুমি পূর্ণকামা হয়ে সুখী হবে !

স্বর্গেঽপি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্।
প্রত্যাদেশাদভিহিতঃ ধারয়িষ্যে কথং বত॥ ৬

'স্বর্গে গিয়ে দেবগণ কর্তৃক রামের কুশল জিজ্ঞাসিত হয়ে, প্রত্যুত্তরে রামের বনগমনবার্তা শ্রবণে তাঁদের কথিত ধিক্কারপূর্ণ মন্তব্য, হায় ! কী করে সহ্য করব ?

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতৎ তদসত্যং ভবিষ্যতি॥ ৭

'যদি সত্য করে বলি যে, কৈকেয়ীর প্রীতি কামনায় রামকে বনে পাঠানো হয়েছে, তা দেবতাদের কাছে অসত্য বলে প্রতিভাত হবে।

অপুত্রেণ ময়া পুত্রঃ শ্রমেণ মহতা মহান্।
রামো লব্ধো মহাতেজাঃ স কথং ত্যজ্যতে ময়া॥ ৮

'আমি অপুত্রক ছিলাম ; বহু পরিশ্রমে পুত্রেষ্টি দ্বারা মহাতেজস্বী মহান পুত্র রামকে পেয়েছি, সে কীরূপে আমার ত্যাজ্য হবে, কী করে আমি তাকে পরিত্যাগ করব ?

শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ জিতক্রোধঃ ক্ষমাপরঃ।
কথং কমলপত্রাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে॥ ৯

'বীর, বিদ্বান, ক্রোধজয়ী এবং ক্ষমাশীল পদ্মপলাশলোচন রামকে কেমন করে নির্বাসিত করব ?'

কথমিন্দীবরশ্যামং দীর্ঘবাহুং মহাবলম্।
অভিরামমহং রামং স্থাপয়িষ্যামি দণ্ডকান্॥ ১০

'নীলপদ্মের মতো শ্যামল, আজানুলম্বিত বাহু, মহাবলী, নয়নাভিরাম রামকে কী করে দণ্ডকারণ্যে বনবাসিত করব ?

সুখানামুচিতস্যৈব দুঃখৈরনুচিতস্য চ।
দুঃখং নামানুপশ্যেয়ং কথং রামস্য ধীমতঃ॥ ১১

'প্রজ্ঞাবান রাম সুখভোগেরই যোগ্য, দুঃখভোগের অযোগ্য। তার দুঃখ আমি কী করে সহ্য করব ?

যদি দুঃখমকৃত্বা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ।
অদুঃখার্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাপ্নুয়াম্॥ ১২

'দুঃখভোগের অযোগ্য রামের দুঃখভোগের পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমি সুখলাভ করব।

নৃশংসে পাপসংকল্পে রামং সত্যপরাক্রমম্।
কিং বিপ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ং যোজয়সে মম॥ ১৩
অকীর্তিরতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবিষ্যতি।

'অয়ি নিষ্ঠুরে পাপীয়সী কৈকেয়ি ! সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমশালী প্রিয় রামকে কেন আমার অপ্রিয় কার্যে নিযুক্ত করছ ? এই পাপকর্মহেতু পৃথিবীতে নিশ্চয়ই তোমার অতুলনীয় অপযশ বিস্তৃত হবে।'

তথা বিলপতস্তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ॥ ১৪
অস্তমভ্যাগমৎ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত।

রাজা দশরথ এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, আর সেই সময় সহসা সূর্য অস্ত গিয়ে রাত্রির আগমন হল।

সা ত্রিযামা তদার্তস্য চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতা॥ ১৫
রাজ্ঞো বিলপমানস্য ন ব্যভাসত শর্বরী।

চন্দ্রালোকিত সেই তিন প্রহরের রাত্রি বিলাপরত কাতর রাজার কাছে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করল না।

সদৈবোষ্ণং বিনিঃশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ॥ ১৬
বিললাপার্তবদ্ দুঃখং গগনাসক্তলোচনঃ।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ নিরন্তর উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আকাশে চক্ষু স্থির রেখে আর্তের মতো দুঃখে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন—

ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে॥ ১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ।
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্॥ ১৮
নৃশংসাং কেকয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম।

'অয়ি নক্ষত্রশোভিতে ভদ্রে রাত্রি দেবি ! তোমার প্রভাত আমি চাই না ; আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি দয়া করো। অথবা, তুমি সত্বর চলে যাও, আমার শোকের কারণ সেই ঘৃণ্য, নিষ্ঠুরা কেকয়রাজতনয়াকে আমি দেখতে চাই না।'

এবমুক্ত্বা ততো রাজা কৈকেয়ীং সংযতাঞ্জলিঃ॥ ১৯
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকেয়ীং রাজধর্মবিৎ।

কৈকেয়ীকে এইভাবে বলে, রাজধর্মজ্ঞ রাজা দশরথ পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে কৈকেয়ীকে বলতে লাগলেন—

সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদ্গতস্য গতায়ুষঃ॥ ২০
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি রাজ্ঞো বিশেষতঃ।

'অয়ি কল্যাণময়ি দেবি ! সদাচারী, বিনীতভাবে তোমার শরণাপন্ন, বিশেষত মৃত্যুপথযাত্রী রাজার প্রতি প্রসন্না হও।

শূন্যে ন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্॥ ২১
কুরু সাধুপ্রসাদং মে বালে সহৃদয়া হ্যসি।

'অয়ি, সুন্দরি বালিকে ! রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রতিশ্রুতিবাক্য আমি কোনও জনহীন স্থানে বলিনি, (সভাসদ্‌দের সম্মুখেই ঘোষণা করেছি)। তুমি সহৃদয়া, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও।

প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্‌॥ ২২
লভতামসিতাপাঙ্গে যশঃ পরমবাপ্স্যসি।

'সুন্দরনয়নে দেবি ! প্রসন্না হও, আমার রাম, তোমার প্রদত্ত নিরঙ্কুশ রাজ্যলাভ করুক, তুমিও উত্তমা খ্যাতি লাভ করো।

মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্‌ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখেক্ষণে॥ ২৩

'অয়ি স্থূলনিতম্ববতী, সুমুখি, সুলোচনে ! আমার, রামের, প্রজাবর্গের, গুরুজনদের এবং ভরতের পক্ষে কল্যাণ ও আনন্দপ্রদ এই কাজটি তুমি করো।'

বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা
দীনস্য তাম্রাশ্রুকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং
ভর্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্‌॥ ২৪

অশ্রুপাতে রক্তবর্ণচক্ষু বিশুদ্ধস্বভাব রাজা দশরথ দীনভাবে বিলাপ করতে থাকলেও দুষ্টস্বভাবা নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী পতির প্রার্থনার উত্তরে কোনও কথা বললেন না।

ততঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্‌।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি
ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ॥ ২৫

তখন রাজা দশরথ পুনরায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। অসন্তুষ্টা প্রিয়া কৈকেয়ীকে বিরুদ্ধ কথা বলতে দেখে, রাজা শোকে সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন।

ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা
জগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা
নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ॥ ২৬

এইভাবে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ব্যথিত মনস্বী রাজার ভয়ঙ্কর রজনী অতিবাহিত হল। প্রভাতে বৈতালিকেরা তাঁকে জাগাবার উদ্দেশ্যে মঙ্গলগীতি প্রারম্ভ করলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাদের নিবারিত করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

———o———

চতুর্দশ সর্গ (১৪)

প্রার্থিত বরলাভের জন্য কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ প্রকাশ এবং তজ্জন্য প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হওয়ার জন্য রাজাকে প্ররোচনা ; অন্তঃপুরের দ্বারদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন, তাঁর নির্দেশে সুমন্ত্রের রাজসমীপে গমন এবং রাজনির্দেশে রাজাকে আনয়নের জন্য রামের নিকট গমন

পুত্রশোকার্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ॥ ১

পুত্রশোকার্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ; পরে তাঁকে উঠতে চেষ্টা করতে দেখে পাপীয়সী কৈকেয়ী বললেন—

পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্‌।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি॥ ২

'আমায় বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শেষে পাপ করেছেন বলে মনে করে অবসন্ন হয়ে ভূমিতলে অবস্থিতি কি আপনার উচিত হয়েছে ? আপনার প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকা উচিত।

আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ।

সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ॥ ৩

'ধর্মজ্ঞজনেরা সত্যকেই পরমধর্ম বলে থাকেন ; আমিও আপনাকে সত্যাশ্রয়ী করে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি।

সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ৪

'শিবিবংশীয় জগৎপতি রাজা শৈব্য বাজপক্ষীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ শরীর দান করে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ॥ ৫

'তদ্রূপ, এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে, অলর্ক নামক কোনও এক তেজস্বী পুরুষ নির্বিকার চিত্তে নিজের চক্ষু দুটি উৎপাটিত করে দান করেছিলেন।

সরিতাং তু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে॥ ৬

'সত্যপ্রতিজ্ঞ সমুদ্র কিন্তু শপথ করে সত্যরক্ষার্থে নিজের বেলাভূমির সীমা সামান্যও লঙ্ঘন করে না।

সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্॥ ৭

'সত্যই একপদ বিশিষ্ট "ওঁ"-কার ব্রহ্ম ; সত্যেতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ; সত্যই চিরন্তন বেদ চতুষ্টয় ; সত্যের দ্বারাই পরম-ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।

সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম॥ ৮

'হে পরম ধার্মিক ! ধর্মে যদি আপনার বুদ্ধি স্থির থাকে, তা হলে, আপনি সত্যকে অনুসরণ করুন ; আপনি বরদাতা, আমাকে প্রদত্ত আপনার বর সার্থক হোক।

ধর্মস্যৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্॥ ৯

'আমি আপনাকে তিনবার সত্য করে বলছি, আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য এবং আমার অনুপ্রেরণায়, পুত্র রামকে নির্বাসনে প্রেরণ করুন।

সময়ং চ মমার্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ১০

'আর্য ! যদি আপনি আমাকে প্রদত্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেন, তাহলে আপনার দ্বারা আমি নিজেকে পরিত্যক্তা মনে করে আপনার সামনেই প্রাণ ত্যাগ করব।'

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকেয্যা নির্বিশঙ্কয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা॥ ১১

শঙ্কাহীনা (নিঃশঙ্ক) কৈকেয়ী কর্তৃক রাজা এইভাবে প্ররোচিত হয়ে বাক্যপাশ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না, যেমন রাজা বলি (দৈত্যরাজ) ইন্দ্রকৃত মায়াপাশ থেকে মুক্ত হতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

উদ্ভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ।
স ধুর্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা॥ ১২

গাড়ির দুই চাকার মধ্যভাগে পড়ে ভারবাহী বৃষ যেমন কাঁপতে থাকে, সেইরকম রাজা দশরথ বিমূঢ় ও মলিনবদন হয়ে পড়লেন।

বিকলাভ্যাং চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ ধৈর্যেণ সংস্তভ্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১৩

রাজা বিকল চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে অসমর্থ হয়ে, অতিকষ্টে ধৈর্য ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে কৈকেয়ীকে বললেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজং চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥ ১৪

'অয়ি পাপীয়সী ! বিবাহের সময় মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তোমার যে হস্ত আমি ধারণ করেছিলাম এখন আমি নিজেই তোমার সঙ্গে (আমার ঔরসজাত পুত্র হলেও) তোমার গর্ভজাত পুত্র ভরতকেও পরিত্যাগ করলাম।

প্রয়াতা রজনী দেবি সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্॥ ১৫

'দেবি ! রাত্রি গত হয়েছে, সূর্যোদয় সমাগতপ্রায় ; শ্রীরামের অভিষেকের জন্য প্রজাসাধারণ নিশ্চয়ই আমাকে তাড়া দেবে।

রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্॥ ১৬
সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্যা সলিলক্রিয়া।
ব্যাহন্ত্র্যস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্॥ ১৭

'শ্রীরামের অভিষেকের জন্য আহৃত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা শ্রীমান রাম যেন আমার মৃত্যুর পর মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ ক্রিয়া করে। অয়ি পাপাচারিণি ! শ্রীমান রামের অভিষেক ক্রিয়ায় তুমি যদি বাধা হয়ে দাঁড়াও তবে তোমার পুত্রসহ তুমি আমার তর্পণ করবে না।

ন শক্তোঽদ্যাস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথামুখম্।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্॥ ১৮

'পূর্বে শ্রীরামের অভিষেক-সংবাদ শুনে জনগণ

আনন্দ করেছিল। তাদের সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখে, আমি আবার আজ সেই নিরানন্দ জনগণের অবনত মুখ দেখতে পারব না।'

তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ।
প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্রনক্ষত্রমালিনী॥ ১৯

মহাত্মা মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে এইরকমভাবে বলতে বলতে চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা বিভূষিতা পবিত্রা রাত্রি প্রভাত হল।

ততঃ পাপসমাচারা কৈকেয়ী পার্থিবং পুনঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা॥ ২০

তারপর আবার, পাপাচারিণী, বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে রাজাকে কঠোর বাক্যে বলতে লাগলেন—

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি॥ ২১
স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।
নিঃসপত্নাং চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২২

'রাজন্! বিষজাত-রোগতুল্য এইরকম পীড়াদায়ক কথা কেন বলছেন? ক্লেশশূন্য মনে পুত্র রামকে আহ্বান করে নিয়ে আসুন; আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, রামকে বনবাসী এবং আমাকে শত্রুশূন্য করে কৃতকৃতার্থ হোন।'

স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকেয্যা বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৩

তীব্র বেত্র দ্বারা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যথিত শ্রেষ্ঠ অশ্বের মতো, কৈকেয়ীর তীব্র বাক্যবাণে প্রণোদিত রাজা দশরথ বলতে লাগলেন—

ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্॥ ২৪

'তোমাকে বিবাহ এবং বরদানের প্রতিজ্ঞা, এই ধর্মের বন্ধনে আমি আবদ্ধ; আমার চেতনাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখতে চাই।'

ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে॥ ২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা।
উপগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্॥ ২৬

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ে পুণ্যনক্ষত্রযোগে অভিষেকের পুণ্যমুহূর্ত সমাগত হলে, নির্দিষ্ট দ্রব্যসম্ভার সকল সংগ্রহ করে শিষ্যগণ পরিবৃত সর্বগুণসম্পন্ন মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরী মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্॥ ২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্॥ ২৮
তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণাযুতম্॥ ২৯

আধ্যাত্মিক বিভূতিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ জলসিক্ত ও সম্মার্জিত পথযুক্ত, নানা উত্তম পতাকা-সুশোভিত, পরিপূর্ণ দোকানযুক্ত হাট-সমন্বিত, চারিদিক চন্দন-অগুরু-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত এবং রঘুনন্দন শ্রীরামের অভিষেক ক্রিয়া দর্শনের জন্য সমুৎসুক হৃষ্টচিত্ত জনগণ-পরিপূরিত, মহোৎসবপূর্ণ ইন্দ্রপুরীর তুল্য সেই পুরী অতিক্রম করে নানা মঙ্গলধ্বজা-সুশোভিত অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

পৌরজানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদশ্বৈঃ পরমার্চিতৈঃ॥ ৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ॥ ৩১

নগরবাসী ও পল্লীবাসী জনগণ সমাকীর্ণ, সুপূজিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত এবং যষ্টিধারী সদস্যগণ পরিপূরিত সেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে, মহর্ষিগণ-পরিবৃত পরম আহ্লাদিত বশিষ্ঠদেব সেই জনগণকে অতিক্রম করে চলতে লাগলেন।

স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্॥ ৩২

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব নরসিংহ মহারাজ দশরথের সচিব প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র নামক সারথিকে দ্বারদেশ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্॥ ৩৩

মহান তেজস্বী বশিষ্ঠদেব তখন কার্যদক্ষ সূতপুত্র সুমন্ত্রকে বললেন—'আমার এখানে আগমন সংবাদ রাজাকে শীঘ্র জানাও।

ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔদুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্॥ ৩৪

'রাজাকে জানাও এই স্বর্ণকলসগুলি গঙ্গাবারি এবং

সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ॥ ৩

'ধর্মজ্ঞজনেরা সত্যকেই পরমধর্ম বলে থাকেন ; আমিও আপনাকে সত্যাশ্রয়ী করে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি।

সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ৪

'শিবিবংশীয় জগৎপতি রাজা শৈব্য বাজপক্ষীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ শরীর দান করে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ॥ ৫

'তদ্রূপ, এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে, অলর্ক নামক কোনও এক তেজস্বী পুরুষ নির্বিকার চিত্তে নিজের চক্ষু দুটি উৎপাটিত করে দান করেছিলেন।

সরিতাং তু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে॥ ৬

'সত্যপ্রতিজ্ঞ সমুদ্র কিন্তু শপথ করে সত্যরক্ষার্থে নিজের বেলাভূমির সীমা সামান্যও লঙ্ঘন করে না।

সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্॥ ৭

'সত্যই একপদ বিশিষ্ট "ওঁ"-কার ব্রহ্ম ; সত্যেতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ; সত্যই চিরন্তন বেদ চতুষ্টয় ; সত্যের দ্বারাই পরম-ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।

সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম॥ ৮

'হে পরম ধার্মিক ! ধর্মে যদি আপনার বুদ্ধি স্থির থাকে, তা হলে, আপনি সত্যকে অনুসরণ করুন ; আপনি বরদাতা, আমাকে প্রদত্ত আপনার বর সার্থক হোক।

ধর্মস্যৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্॥ ৯

'আমি আপনাকে তিনবার সত্য করে বলছি, আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য এবং আমার অনুপ্রেরণায়, পুত্র রামকে নির্বাসনে প্রেরণ করুন।

সময়ং চ মমার্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ১০

'আর্য ! যদি আপনি আমাকে প্রদত্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেন, তাহলে আপনার দ্বারা আমি নিজেকে পরিত্যক্তা মনে করে আপনার সামনেই প্রাণ ত্যাগ করব।'

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকেয্যা নির্বিশঙ্কয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা॥ ১১

শঙ্কাহীনা (নিঃশঙ্ক) কৈকেয়ী কর্তৃক রাজা এইভাবে প্ররোচিত হয়ে বাক্যপাশ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না, যেমন রাজা বলি (দেবরাজ) ইন্দ্রকৃত নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

উদ্ভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ।
স ধুর্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা॥ ১২

গাড়ির দুই চাকার মধ্যভাগে পড়ে ভারবাহী বৃষ যেমন কাঁপতে থাকে, সেইরকম রাজা দশরথ বিভ্রান্ত ও বিবর্ণবদন হয়ে পড়লেন।

বিকলাভ্যাং চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ ধৈর্যেণ সংস্তভ্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১৩

রাজা বিকল চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে অসমর্থ হয়ে, অতিকষ্টে ধৈর্য ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে কৈকেয়ীকে বললেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজং চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥ ১৪

'অয়ি পাপীয়সী ! বিবাহের সময় মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তোমার যে হস্ত আমি গ্রহণ করেছিলাম এখন আমি নিজেই তোমার সঙ্গে (আমার ঔরসজাত পুত্র হলেও) তোমার গর্ভজাত পুত্র ভরতকেও পরিত্যাগ করলাম।

প্রযাতা রজনী দেবি সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্॥ ১৫

'দেবি ! রাত্রি গত হয়েছে, সূর্যোদয় সমাগতপ্রায় ; শ্রীরামের অভিষেকের জন্য প্রজাসাধারণ নিশ্চয়ই আমাকে তাড়া দেবে।

রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্॥ ১৬
সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্যা সলিলক্রিয়া।
ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্॥ ১৭

'শ্রীরামের অভিষেকের জন্য আহৃত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা শ্রীমান রাম যেন আমার মৃত্যুর পর মৃত আত্মার উদ্দেশে তর্পণ ক্রিয়া করে। অয়ি পাপচারিণি ! শ্রীমান রামের অভিষেক ক্রিয়ায় তুমি যদি বাধা হয়ে দাঁড়াও তবে তোমার পুত্রসহ তুমি আমার তর্পণ করবে না।

ন শক্তোঽস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথাসুখম্।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্॥ ১৮

'পূর্বে শ্রীরামের অভিষেক-সংবাদ শুনে জনগণ

আনন্দ করেছিল। তাদের সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখে, আমি আবার আজ সেই নিরানন্দ জনগণের অবনত মুখ দেখতে পারব না।'

তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ।
প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্রনক্ষত্রমালিনী॥ ১৯

মহাত্মা মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে এইরকমভাবে বলতে বলতে চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা বিভূষিতা পবিত্রা রাত্রি প্রভাত হল।

ততঃ পাপসমাচারা কৈকেয়ী পার্থিবং পুনঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্ছিতা॥ ২০

তারপর আবার, পাপাচারিণী, বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে রাজাকে কঠোর বাক্যে বলতে লাগলেন—

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি॥ ২১
স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।
নিঃসপত্নাং চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২২

'রাজন্! বিষজাত-রোগতুল্য এইরকম পীড়াদায়ক কথা কেন বলছেন? ক্লেশশূন্য মনে পুত্র রামকে আহ্বান করে নিয়ে আসুন; আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, রামকে বনবাসী এবং আমাকে শত্রুশূন্য করে কৃতকৃতার্থ হোন।'

স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকেয্যা বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৩

তীব্র বেত্র দ্বারা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যথিত শ্রেষ্ঠ অশ্বের মতো, কৈকেয়ীর তীব্র বাক্যবাণে প্রণোদিত রাজা দশরথ বলতে লাগলেন—

ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্॥ ২৪

'তোমাকে বিবাহ এবং বরদানের প্রতিজ্ঞা, এই ধর্মের বন্ধনে আমি আবদ্ধ; আমার চেতনাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখতে চাই।'

ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে॥ ২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা।
উপগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্॥ ২৬

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ে পুণ্যনক্ষত্রযোগে অভিষেকের পুণ্যমুহূর্ত সমাগত হলে, নির্দিষ্ট দ্রব্যসম্ভার সকল সংগ্রহ করে শিষ্যগণ পরিবৃত সর্বগুণসম্পন্ন মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরী মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্॥ ২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্॥ ২৮
তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণাযুতম্॥ ২৯

আধ্যাত্মিক বিভূতিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ জলসিক্ত ও সম্মার্জিত পথযুক্ত, নানা উত্তম পতাকা-সুশোভিত, পরিপূর্ণ দোকানযুক্ত হাট-সমন্বিত, চারিদিক চন্দন-অগুরু-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত এবং রঘুনন্দন শ্রীরামের অভিষেক ক্রিয়া দর্শনের জন্য সমুৎসুক হৃষ্টচিত্ত জনগণ-পরিপূরিত, মহোৎসবপূর্ণ ইন্দ্রপুরীর তুল্য সেই পুরী অতিক্রম করে নানা মঙ্গলধ্বজা-সুশোভিত অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

পৌরজানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদশ্বৈঃ পরমার্চিতৈঃ॥ ৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ॥ ৩১

নগরবাসী ও পল্লীবাসী জনগণ সমাকীর্ণ, সুপূজিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত এবং যষ্টিধারী সদস্যগণ পরিপূরিত সেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে, মহর্ষিগণ-পরিবৃত পরম আহ্লাদিত বশিষ্ঠদেব সেই জনগণকে অতিক্রম করে চলতে লাগলেন।

স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্॥ ৩২

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব নরসিংহ মহারাজ দশরথের সচিব প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র নামক সারথিকে দ্বারদেশ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্॥ ৩৩

মহান তেজস্বী বশিষ্ঠদেব তখন কার্যদক্ষ সূতপুত্র সুমন্ত্রকে বললেন—'আমার এখানে আগমন সংবাদ রাজাকে শীঘ্র জানাও।

ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔদুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্॥ ৩৪

'রাজাকে জানাও এই স্বর্ণকলসগুলি গঙ্গাবারি এবং

সাগর থেকে আহৃত বারি দ্বারা পরিপূর্ণ ; অভিষেকের জন্য যজ্ঞডুমুর-কাষ্ঠ নির্মিত ভদ্রপীঠও আহরণ করা হয়েছে।

সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ॥ ৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্॥ ৩৬
বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রং চ শশিসন্নিভম্।
শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারং চ হিরণ্ময়ম্॥ ৩৭
হেমদামপিনদ্ধশ্চ ককুদ্মান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ।
কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ॥ ৩৮
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ।
সর্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৩৯
আচার্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
পৌরজানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ॥ ৪০
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ॥ ৪১

'সর্বপ্রকার শস্যবীজ, গন্ধদ্রব্যসকল, মণি-মাণিক্যাদি নানাপ্রকার রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, খৈ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ ও পবিত্র জল, আটজন সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত গজরাজ, চার ঘোড়ার রথ, সুন্দর শানিত খড়্গ, উত্তম ধনু, বাহকসহ শিবিকা, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতচ্ছত্র, দুটি শুভ্র ব্যজন (চামর), স্বর্ণময় ঝারী, স্বর্ণমাল্য পরিহিত কুঁজযুক্ত শ্বেত বৃষ, চারটি দন্তযুক্ত সিংহ, মহাশক্তিশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম এবং যজ্ঞকাষ্ঠসহ হুতাশন (অগ্নি) সবই সংগ্রহ করা হয়েছে ; বাজনাদারের দল, বারাঙ্গনা, সালঙ্কারা নারী, আচার্য ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত আছেন ; সবৎসা ধেনু, মঙ্গলজ্ঞাপক পক্ষী ও পশুসকল আনীত হয়েছে, অনুচর ও দলবলসহ নগরের ও গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, বণিকগণ এবং অপর প্রীত প্রিয়ভাষী ব্যক্তিবর্গ রাজাদের সঙ্গে শ্রীরামের অভিষেকের কারণে উপস্থিত আছেন।

ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেঽহনি।
পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪২

'যাতে দিবা আগত হলেই পুষ্যা নক্ষত্রযোগে শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে তুমি মহারাজকে তাড়াতাড়ি করতে বলো।'

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ।
স্তুবন্ নৃপতিশার্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্॥ ৪৩

মহাবলী সূতপুত্র সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শুনে, নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ-এর স্তব করতে করতে তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন।

তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারস্থা রাজসম্মতাঃ।
ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ৪৪

রাজার অনুমতি থাকায় রাজার কল্যাণকামী দ্বারপালগণ পূর্বে আজ্ঞাপ্রাপ্ত সেই বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে বাধা দিলেন না।

স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজজ্ঞিবান্।
বাগ্‌ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে॥ ৪৫

সুমন্ত্র রাজার সেই অবস্থার কথা জানতে না পেরে, রাজার নিকটে গিয়ে পরম আনন্দদায়ক বচনে তাঁর স্তব করতে উদ্যত হলেন।

ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্থিবস্য নিবেশনে।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্॥ ৪৬

তখন সূতপুত্র সুমন্ত্র রাজার আলয়ে গিয়ে পূর্বের মতো করজোড়ে রাজার স্তবগান করতে লাগলেন—

যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ॥ ৪৭

'রাজন্ ! সূর্যোদয়ে প্রভাবশালী সাগর যেমন কিরণমালায় সমুজ্জ্বল হয়ে জগৎকে উল্লসিত করে, তদ্রূপ, আপনি প্রসন্ন মনে আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে ততোধিক নন্দিত করুন।

ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ।
সোঽজয়দ্ দানবান্ সর্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্॥ ৪৮

'এইরকম প্রভাতবেলায় মাতলি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তুতি দ্বারা প্রবোধিত করেছিলেন, সেইজনাই তিনি দানবসকলকে জয় করেছিলেন ; তদ্রূপ, আমি আপনাকে প্রবোধিত করছি।

বেদাঃ সহাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাত্মভুবং প্রভুম্।
ব্রহ্মাণং বোধয়ন্ত্যদ্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্॥ ৪৯

'ষড়ঙ্গসহ বেদ এবং অন্যান্য বিদ্যা স্বয়ম্ভূ প্রভু ব্রহ্মাকে যেমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে, সেইরকমভাবে, আমি আজ আপনাকে প্রবোধিত করছি।

আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাং শুভাম্।
বোধয়ত্যদ্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্॥ ৫০

'সূর্যদেব যেমন চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণীসমূহের আধারভূতা পবিত্র পৃথিবীকে জাগরিত করেন,

সেইরকমভাবে আজ আমি আপনাকে জাগ্রত করছি।

উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ॥ ৫১

'হে সমৃদ্ধ মহারাজ ! মেরুপর্বত থেকে উদিত সূর্যের মতো নিদ্রা থেকে উত্থিত হোন, অভিষেককালীন মঙ্গলকৃত্য সমাধান করে সশরীরে সকলের সম্মুখে বিরাজ করুন।

সোমসূর্যৌ চ কাকুৎস্থ শিববৈশ্রবণাবপি।
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে॥ ৫২

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! চন্দ্র, শিব, কুবের, বরুণদেব, অগ্নিদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে বিজয়দান করুন।

গতা ভগবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃত্যমিদং তব।
বুধ্যস্ব নৃপশার্দূল কুরু কার্যমনন্তরম্॥ ৫৩

'হে নরসিংহ ! রাত্রি প্রভাত হয়েছে ; আপনি জেগে উঠুন। আপনার আদিষ্ট করণীয় কাজগুলি করা হয়েছে। আপনি পরবর্তী কার্যের অনুষ্ঠান করুন।

উদতিষ্ঠত রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্।
পৌরজানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৪

'শ্রীরামের অভিষেকের সামগ্রীসকল সংগৃহীত হয়েছে ; করজোড়ে পুরবাসীরা এবং গ্রামবাসীরা উপস্থিত আছেন।

স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্ রাঘবস্যাভিষেচনম্॥ ৫৫

'ভগবান বশিষ্ঠদেব নিজে, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন ; হে রাজন্ ! শ্রীমান রঘুনন্দনের অভিষেকের জন্য সত্বর নির্দেশ দান করুন !

যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কা।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্॥ ৫৬
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে।

'যেমন, পালকবিহীন পশুগণ, নায়কবিহীন সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং বৃষহীন গাভী শোভাহীন তথা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে শ্রীহীন হয়, তদ্রূপ যে রাজ্যে রাজা নেই সেই রাজ্যের অবস্থাও সেইরকম হয়।'

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমিবার্থবৎ॥ ৫৭
অভ্যকীর্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ।

সুমন্ত্রের এইরকম সান্ত্বনাপূর্ণ অর্থসমৃদ্ধ কথা শুনে, রাজা পুনরায় শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন।

ততস্তু রাজা তং সূতং সন্নহর্ষঃ সুতং প্রতি॥ ৫৮
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদ্বীক্ষ্যোবাচ ধার্মিকঃ।
বাক্যৈস্তু খলু মর্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি॥ ৫৯

তখন পুত্রের বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় নিরানন্দ, শোকে আরক্তনেত্র ধার্মিক রাজা দশরথ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে সারথি সুমন্ত্রকে বললেন— 'তুমি এই কথার দ্বারা আমার হৃদয়ে পুনরায় বিদীর্ণ করছ।'

সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনং চ পার্থিবম্।
প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিৎ তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমৎ॥ ৬০

সুমন্ত্র রাজার কারুণ্যপূর্ণ কথা শুনে এবং তাঁর দীন দশা দেখে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্থান থেকে কিছুটা দূরে পিছিয়ে গেলেন।

যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ ন শশাক মহীপতিঃ।
তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী প্রত্যুবাচ হ॥ ৬১

মানসিক দীনতাবশত রাজা যখন নিজে কিছুই বলতে পারলেন না, তখন মন্ত্রণানিপুণ কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে বললেন—

সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ॥ ৬২

'সুমন্ত্র ! শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের আনন্দে উৎকণ্ঠিত রাজা সারারাত্রিব্যাপী জাগরণহেতু পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রাভিভূত হয়েছেন।

তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্যা বিচারণা॥ ৬৩

'অতএব, হে সারথে ! শীঘ্র যাও, কীর্তিমান রাজপুত্র রামচন্দ্রকে এখানে নিয়ে এসো, এর অন্যথা কোরো না, তোমার কল্যাণ হোক !'

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ॥ ৬৪

'অয়ি প্রমদে দেবি ! মহারাজের নির্দেশ না শুনে কী করে যাই ?' মন্ত্রীর সেই কথা শুনে, রাজা মন্ত্রীকে বললেন—

সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ॥ ৬৫

'সুমন্ত্র ! শ্রীরামকে দেখব ; সেই সুন্দরকে শীঘ্র নিয়ে এসো।' রাজা দশরথ শ্রীরামের দর্শনে কল্যাণ হবে মনে করে, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করলেন।

নির্জগাম চ স প্রীতো ত্বরিতো রাজশাসনাৎ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতং চোদিতস্তয়া॥ ৬৬

রাজার নির্দেশে সুমন্ত্র সানন্দে সত্বর বহির্গত হলেন; কিন্তু কৈকেয়ীর প্রেরণায় ত্বরা থাকায় চিন্তা করতে লাগলেন।

ব্যক্তং রামাভিষেকার্থে ইহায়াস্যতি ধর্মরাট্।
ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ॥ ৬৭
নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া।
সাগরহ্রদসংকাশাৎ সুমন্ত্রোঽন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ।
নিষ্ক্রম্য জনসম্বাধং দদর্শ দ্বারমগ্রতঃ॥ ৬৮

'ধর্মরাজ দশরথ এখন নিশ্চয়ই শ্রীরামের অভিষেকের জন্য যথাবিহিত সযত্ন ব্যবস্থা করবেন' —মহাতেজস্বী সারথি সুমন্ত্র এই চিন্তা করে, পুনরায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে রঘুনন্দন শ্রীরামের দর্শনেচ্ছায় সাগরমধ্যস্থ হ্রদসদৃশ সেই সুন্দর অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন; বেরিয়ে এসে দ্বারদেশের সামনে বিশাল জনসমাগম দর্শন করলেন।

ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো
মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাধনা-
নুপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্॥ ৬৯

তখন মহারাজের অন্তঃপুর থেকে বহির্গত হয়ে সুমন্ত্র হঠাৎ দ্বারপালদের দেখে, দ্বারের নিকটে এসে সেখানে অবস্থানরত উপস্থিত অনেকানেক নাগরিক এবং মহাধনী পুরবাসীদের দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

রাজাভিষেকের জন্য আনীত দ্রব্যসমূহের বর্ণনা, রামের অদর্শনে উপস্থিত সকলের জিজ্ঞাসা, সুমন্ত্রের রাজার নিকট গমন এবং রামকে আনয়নের জন্য রাজার নির্দেশে সুমন্ত্রের বিচিত্রশোভাময় রামভবনে গমন

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপতস্থুরুপস্থানং সহ রাজপুরোহিতাঃ॥ ১

সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এবং রাজপুরোহিতেরা পরস্পর সহযোগে সেই রাত্রি অতিবাহিত করে প্রাতঃকালে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন।

অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থে প্রীয়মাণাঃ সুসংগতাঃ॥ ২

মন্ত্রিগণ, সেনাপতিগণ এবং বণিকশ্রেষ্ঠগণ সকলেই সানন্দে রঘুনন্দন শ্রীরাম-এর যৌবরাজ্যাভিষেকে সমবেত হয়েছেন।

উদিতে বিমলে সূর্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি।
লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ স্থিতে॥ ৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্।
কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলংকৃতম্॥ ৪
রথশ্চ সম্যগাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্মণা।
গঙ্গাযমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্॥ ৫

নির্মল সূর্যোদয়ে, এই দিনে পুষ্য নক্ষত্রের উদয়ে এবং কর্কট লগ্নের প্রাপ্তিতে এই শুভ সময়ে শ্রীরামের জন্ম কালে (জন্মলগ্নে) তাঁর যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণময় জলকুম্ভসকল, সু-অলঙ্কৃত সিংহাসন, উজ্জ্বল ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত রথ এবং গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করেছেন।

যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ।
প্রাগ্বহাশ্চোর্ধ্ববাহাশ্চ তির্যগ্বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ॥ ৬
তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্বশঃ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ॥ ৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চনরাজতাঃ॥ ৮

পয়োদৎ পলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা।

দুগ্ধ সদৃশ হিতকারী জলপূর্ণ হ্রদ, কূপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, উত্তরবাহিনী ও বক্রগামিনী নদী এবং সকল দিকের সমুদ্র থেকেও পবিত্র জল আহরণ করা হয়েছে। মধু, দধি, ঘৃত, খৈ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ সংগৃহীত হয়েছে, আটজন সুন্দরী কন্যা এবং একটি মদমত্ত হস্তী-ও আনীত হয়েছে, দুগ্ধ ক্ষরণকারী ক্ষীরিবৃক্ষের পল্লব দ্বারা আচ্ছাদিত গন্ধযুক্ত পবিত্র জলপূর্ণ স্বর্ণরৌপ্যময় ঘটগুলি শোভা পাচ্ছে।

চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং রত্নভূষিতম্॥ ৯

সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্।

চন্দ্রের কিরণ-সদৃশ বিকশিত, শ্বেত-পীতবর্ণ-শোভিত রত্নমণ্ডিত উত্তম চামর শ্রীরামের জন্য সজ্জিত রাখা আছে।

চন্দ্রমণ্ডলসংকাশমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্॥ ১০

সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরস্সরম্।

পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ॥ ১১

অভিষেকসামগ্রীর সঙ্গে রমণীয় চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ শ্বেত-পীত বর্ণের দ্যুতি সমন্বিত ছত্র সজ্জিত আছে ; সেই সঙ্গে সজ্জিত আছে শ্বেত বর্ণের বৃষ ও শ্বেত অশ্ব।

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে।

ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সম্ভ্রিয়েতাভিষেচনম্॥ ১২

তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্।

তে রাজবচনাৎ তত্র সমবেতা মহীপতিম্॥ ১৩

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র আনীত এবং বৈতালিকেরা সকলে আহূত হয়েছেন ; উপরন্তু ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজ্যাভিষেকের উপযুক্ত দ্রব্যসকল সংগ্রহ করে রাজভৃত্যেরা সকলে রাজাজ্ঞায় সমবেত হয়েছে।

অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ।

ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ॥ ১৪

যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ।

রাজাকে দেখতে না পেয়ে, সমবেত জনগণ বলতে লাগল — 'ধীমান রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের দ্রব্যসকল সজ্জিত হয়েছে। সূর্যও উদিত হয়েছে। রাজাকে তো দেখছি না ! রাজার কাছে আমাদের আগমন সংবাদ কে পৌঁছে দেবে ?'

ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্বাংস্তাংশ্চ মহীপতীন্॥ ১৫

অব্রবীৎ তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ।

অতিথিবৃন্দ এই কথা বললে, রাজা দশরথ কর্তৃক সমাদৃত সুমন্ত্র উপস্থিত রাজন্যবর্গকে বললেন—

রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্॥ ১৬

পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ।

অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতামহম্॥ ১৭

'রাজার নির্দেশে আমি শ্রীরামকে নিয়ে আসার জন্য শীঘ্র যাচ্ছি। আপনারা রাজার, বিশেষত শ্রীরামের পূজ্য। তাই রাজার নির্দেশে আয়ুষ্মান আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা করছি।'

রাজ্ঞঃ সম্প্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্।

ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ॥ ১৮

এই কথা বলে, পূর্ববৃত্তান্তজ্ঞ সুমন্ত্র, সম্প্রতি জাগরিত রাজার না-আসার কারণ জানার জন্য, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন।

সদা সক্তং চ তদ্ বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ।

তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতেঃ॥ ১৯

সুমন্ত্র রাজার সদাপ্রিয় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে তিনি রাজার বংশের প্রশংসা করে স্তুতি করতে লাগলেন।

শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠত।

সোঽত্যাসাদ্য তু তদ্ বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা॥ ২০

আশীর্ভির্গুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্।

তখন সুমন্ত্র রাজার শয়ন কক্ষের নিকটে এসে পর্দার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই রঘুকুলনন্দনের গুণাবলিযুক্ত আশীর্বচন দ্বারা তাঁর স্তুতি করে বলতে লাগলেন—

সোমসূর্যৌ চ কাকুৎস্থ শিববৈশ্রবণাবপি॥ ২১

বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে।

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাজন দশরথ ! চন্দ্রদেব ও সূর্যদেব, মহাদেব এবং কুবের, বরুণদেব, অগ্নিদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্র সকল দেবতা আপনাকে বিজয় প্রদান করুন।

গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্॥ ২২

বুধ্যস্ব রাজশার্দূল কুরু কার্যমনন্তরম্।

'রাত্রিদেবী চলে গেছেন, মঙ্গলময় দিন সমাগত হয়েছেন ; হে রাজশ্রেষ্ঠ ! জাগ্রত হোন, অতঃপর কর্তব্য-কর্ম করুন।

ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্ত্বিহ॥ ২৩

দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব।

'হে রঘুনন্দন ! ব্রাহ্মণগণ, সেনাপতিগণ এবং নাগরিকবৃন্দ এসে উপস্থিত হয়েছেন ; তাঁরা

সকলে আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করছেন, আপনি জেগে উঠুন।'

স্তুবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্॥ ২৪
প্রতিবুদ্ধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ।

মন্ত্রণায় অভিজ্ঞ সূত সুমন্ত্র এইভাবে রাজার স্তব করতে থাকলে, রাজা দশরথ জাগরিত হয়ে সুমন্ত্রকে এই কথা বললেন—

রামমানয় সূতেতি যদস্যভিহিতো ময়া॥ ২৫
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিবাহ্যতে।
ন চৈব সম্প্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্॥ ২৬

'সূত সুমন্ত্র ! আমি যে তোমাকে বলেছিলাম, "রামকে নিয়ে এসো" ! কী কারণে আমার এই নির্দেশ উল্লঙ্ঘিত হয়েছে ? আমি তো এখন নিদ্রিত নই ! অতএব, রঘুনন্দন শ্রীরামকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো।'

ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রান্বশাৎ পুনঃ।
স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্॥ ২৭
নির্জগাম নৃপাবাসান্মন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ।
প্রপন্নো রাজমার্গং চ পতাকাধ্বজশোভিতম্॥ ২৮

রাজা দশরথ পুনরায় সূতকে একই নির্দেশ দিলেন। সূত রাজাজ্ঞা শ্রবণ করে রাজাকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে, রাজাজ্ঞা পালন করাকে মহৎ ও প্রিয় কর্ম মনে করে রাজবাড়ি থেকে নির্গত হয়ে ধ্বজ-পতাকা শোভিত রাজপথে উপস্থিত হলেন।

হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্।
স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ॥ ২৯
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্য হৃষ্টবৎ।

সুমন্ত্র আনন্দে উল্লসিত হয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগলেন এবং সেই পথে শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর অভিষেক অবলম্বনে সকল মানুষের হর্ষযুক্ত নানা আলোচনা শুনতে পেলেন।

ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্॥ ৩০
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্।
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দিশতশোভিতম্॥ ৩১

অতঃপর সুমন্ত্র কৈলাস-সদৃশ প্রভাবময় শুভ্র, ইন্দ্রপুরীর ন্যায় দীপ্তিমান, বিরাট কপাটাচ্ছাদিত দ্বারযুক্ত এবং শত শত বেদি-শোভিত শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম গৃহটি দেখতে পেলেন।

কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুমতোরণম্।
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্॥ ৩২

শ্রীরামের গৃহের তোরণের অগ্রভাগ স্বর্ণময়, বহির্দ্বার মণি ও প্রবালরত্নখচিত, শরৎকালীন শুভ্রমেঘসদৃশ এবং মেরুপর্বতের গুহাসদৃশ সমুজ্জ্বল।

মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলংকৃতম্।
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুধূপিতম্॥ ৩৩

সর্বোত্তম মণি নির্মিত উত্তম মাল্যভূষিত, বিকীর্ণ মণিমুক্তা-সুশোভিত এবং চন্দন ও অগুরু দ্বারা সুরভিত সেই গৃহ।

গন্ধান্ মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্ দার্দুরং শিখরং যথা।
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনদদ্ভির্বিরাজিতম্॥ ৩৪

দর্দুর নামক চন্দন পর্বতের মতো সেই গৃহের ছাদ মনোরম গন্ধ বিকীরণ করছে, আর সেখানে বিরাজ করছে নিনাদকারী সারস ও ময়ূরেরা।

সুকৃতেহামৃগাকীর্ণমুৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা।
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদৎ তিগ্মতেজসা॥ ৩৫

তদ্রূপ কোথাও কোথাও বা আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে খোদিত সুন্দরভাবে ইতস্তত অঙ্কিত ব্যাঘ্রাদি পশু (মানবাদি) প্রাণিসমূহের মন ও চক্ষু তীব্রভাবে আকৃষ্ট করছে।

চন্দ্রভাস্করসংকাশং কুবেরভবনোপমম্।
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্॥ ৩৬

সুমন্ত্র চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কুবেরের ভবন-সদৃশ অক্ষয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহের ন্যায় মনোরম নানাপক্ষিসমাকুল মেরুশৃঙ্গ-সদৃশ শুভ্র শ্রীরামের গৃহ দেখতে পেলেন।

মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শ হ।
উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ॥ ৩৭
উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ।
রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ৩৮

সূত আরও দেখলেন, সেই সময় শ্রীরামের অভিষেক দর্শনাভিলাষী জনপদনিবাসী উন্মুখ জনগণ উপহার সামগ্রীসহ উপস্থিত হয়েছেন ; অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপবিষ্ট জনগণের সেই সমাবেশ শ্রীরামের গৃহ প্রাঙ্গণের শোভাবর্ধন করছে।

মহামেঘসমপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং কুব্জকৈরপি চাবৃতম্॥ ৩৯

মহান মেঘখণ্ডের মতো সমুন্নত সেই রাজভবন বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ এবং কুব্জ ভৃত্যগণ পরিবৃত হয়ে সুন্দরভাবে বিরাজ করছে।

স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ
সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা রাজগৃহাভিপাতিনা
পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্ ॥ ৪০
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনং মহৎ
প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্ময়ূরৈশ্চ সমাকুলোল্বণং
গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব ॥ ৪১

সসৈন্য সারথি সুমন্ত্র অশ্বচালিত রথে বিরাজিত হয়ে রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে উপস্থিত সকল নগরবাসীর মনে আনন্দ উৎপাদন করলেন ; অতঃপর সেই সারথি বরণীয় শচীপতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ মৃগ ও ময়ূর পরিবৃত মহতী রাজপুরীর মতো শ্রীরামের রাজপুরীতে গিয়ে আনন্দে রোমাঞ্চিততনু হলেন।

স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
প্রবিশ্য কক্ষ্যাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।
প্রিয়ান্ বরান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্
ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতো রথী ॥ ৪২

তিনি রামের আজ্ঞাবহ বহু প্রিয়জনকে অতিক্রম করে, কৈলাসপর্বততুল্য সুসজ্জিত ও স্বর্গতুল্য গৃহ-প্রকোষ্ঠগুলিতে রথসহ প্রবেশ করে রাজান্তঃপুরে উপস্থিত হলেন।

স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা
রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ
সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৪৩

সুমন্ত্র সেখানে রাজপুত্র শ্রীরামের অভিষেকের জন্য কর্মব্যস্ত এবং তাঁরই মঙ্গলকামনায় জনগণের সানন্দ উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলেন।

মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমং চ বেশ্ম
রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং
বিভ্রাজমানং প্রভয়া সমুদ্রঃ ॥ ৪৪

সুমন্ত্র ইন্দ্রপুরীতুল্য, মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ, মেরুপর্বতের উচ্চ শৃঙ্গের তুল্য ঔজ্জ্বল্যসমৃদ্ধ শ্রীরামের রমণীয় প্রাসাদ বিরাজমান দেখতে পেলেন।

উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যা পরার্ধৈশ্চ বিমুক্তয়ানৈঃ
সমাকুলং দ্বারপদং দদর্শ ॥ ৪৫

সূত সুমন্ত্র দেখলেন, জনপদবাসী কোটি কোটি বা পরার্ধ পরার্ধ সংখ্যক জনগণ যান থেকে অবতীর্ণ হয়ে উপহার সামগ্রীসহ করজোড়ে রাজবাড়ির দ্বারদেশে সমবেত হয়েছে।

ততো মহামেঘমহীধরাভং
প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ
শত্রুঞ্জয়ং নাগমুদগ্রকায়ম্ ॥ ৪৬

অতঃপর সুমন্ত্র, সেই দ্বারদেশে শ্রীরামের বাহন মেঘের আভাময়, পর্বততুল্য বিশালকায়, মদমত্ত, অঙ্কুশাঘাতে অকাতর, শত্রুঞ্জয় নামে সার্থকনামা হস্তীকে দেখতে পেলেন।

স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরা-
নমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ সহিতান্ সমন্ততঃ
সমৃদ্ধমন্তঃপুরমাবিবেশ হ ॥ ৪৭

সুমন্ত্র, সকল দিকে সুন্দর বস্ত্রভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত, অশ্ব রথ ও হস্তীসহ রাজার পরম প্রিয় মুখ্য অমাত্যদের একসঙ্গে দেখতে পেলেন ; তাঁদের অতিক্রম করে তিনি ঐশ্বর্য সম্পন্ন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং
মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ
প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্ ॥ ৪৮

অতঃপর, মকর যেমন প্রভূত রত্নের আকর মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে তদ্রূপ, সারথি সুমন্ত্র পর্বতশিখর সদৃশ স্থির মেঘের মতো চিলেকোঠা সমন্বিত, গৃহপূর্ণ প্রাসাদে বিনা বাধায় প্রবেশ করলেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

———○———

ষোড়শ সর্গ (১৬)

সূত সুমন্ত্র শ্রীরামের গৃহে উপস্থিত হয়ে সীতাসহ শ্রীরামকে উপবিষ্ট দেখে তাঁর সম্মুখে জ্যেষ্ঠপুত্রদর্শনাভিলাষী মহারাজ দশরথের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা, সীতার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পিতৃ সকাশে যাত্রা, পথে জনতার হর্ষধ্বনি

স অন্তঃপুরদ্বারং সমতীতা জনাকুলম্।
প্রবিবিক্তাং ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ॥ ১

অতঃপর অযোধ্যার রাজান্তঃপুরের পুরাবৃত্তান্তবেত্তা সূত জনসমাবৃত সেই অন্তঃপুরের দ্বার অতিক্রম করে, নির্জন কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রাসকার্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্॥ ২

সুমন্ত্র প্রাস ও ধনুর্ধারী, কুণ্ডলকর্ণ, অপ্রমত্ত, একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত যুবরক্ষিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

তত্র কাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্।
দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্॥ ৩

সেখানে অন্তঃপুরিকাদের রক্ষক, দ্বারে উপবিষ্ট গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, বেত্রহস্ত, সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, একচিত্ত বৃদ্ধ রক্ষীদের দেখতে পেলেন।

তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সহসোৎপতিতাঃ সর্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসম্ভ্রমাঃ॥ ৪

সুমন্ত্রকে আসতে দেখে, শ্রীরামের প্রিয়কর্মসাধনে সমুৎসুক রক্ষীরা সকলে সহসা আসন থেকে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ।
ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি॥ ৫

সুদক্ষ, বিনয়ী, সূতপুত্র তাঁদের বললেন—'শীঘ্র রামকে সংবাদ দিন যে, সুমন্ত্র দ্বারে অপেক্ষা করছে।'

তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সহভার্যায় রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে॥ ৬

প্রভু রামচন্দ্রের প্রিয়কর্ম করতে ইচ্ছুক দ্বারপাল কর্মচারীরা সস্ত্রীক রামচন্দ্রকে শীঘ্র এই সংবাদ নিবেদন করলেন।

প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ।
তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া॥ ৭

দৌবারিক কর্মীদের নিবেদন শুনে রঘুনন্দন রাম পিতার প্রীতি কামনায় পিতৃবন্ধু সূত সুমন্ত্রকে স্বগৃহাভ্যন্তরেই আহ্বান করলেন।

তং বৈশ্রবণসংকাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্।
দদর্শ সূতঃ পর্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে॥ ৮

সুমন্ত্র, শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্রামকক্ষে দেখতে পেলেন, শ্রীরামচন্দ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত সুবর্ণময় পালঙ্কে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে কুবেরের মতো উপবিষ্ট হয়ে আছেন।

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা।
অনুলিপ্তং পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্॥ ৯

স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া।
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা॥ ১০

তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা।
ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ॥ ১১

বরাহরক্তের উজ্জ্বল আভাযুক্ত, পবিত্র উৎকৃষ্ট সুগন্ধি চন্দনলিপ্ত, চন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা চিত্রা নক্ষত্রের মতো পার্শ্বে উপবিষ্টা ক্ষুদ্র ব্যজন (তালপাতার পাখা) দিয়ে বারংবার ব্যজনরতা (হাওয়া করছেন এমন) সীতাসহ, স্বীয় তেজে উত্তপ্ত সূর্যের মতো, সেই শত্রুতাপন বরদাতা শ্রীরামচন্দ্রকে নীতিজ্ঞ বন্দী (বন্দনাকারী) সূত সবিনয়ে বন্দনা করলেন।

প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহারশয়নাসনে।
রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ॥ ১২

প্রসন্নবদন রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে প্রমোদ শয্যায় উপবিষ্ট দেখে, রাজা দশরথ কর্তৃক সম্মানিত সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
মহিষ্যাপি হি কৈকেয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্॥ ১৩

'রাম ! আপনাকে পুত্ররূপে জন্ম দিয়ে কৌশল্যা সুপুত্রবতী। মহীষী কৈকেয়ীর সঙ্গে আপনার পিতা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। সেখানে চলুন, বিলম্ব করবেন না।'

এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ততঃ সম্মানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ॥ ১৪

মহাদীপ্তিমান নরসিংহ রাম সূত কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে, উল্লসিত চিত্তে পিতার আহ্বানকে সম্মান জানিয়ে সীতাকে বললেন—

দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে।
মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্॥ ১৫

'অয়ি দেবি সীতে! পিতৃদেব দশরথ এবং মাতৃদেবী কৈকেয়ী নিশ্চয়ই আমার যৌবরাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কিছু মন্ত্রণা করছেন।

লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সংজ্ঞাপয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা॥ ১৬

'রাজার মনোভিপ্রায় জানতে পেরে, আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, উদারহৃদয়া, কাজলনয়না মাতা কৈকেয়ী আমার যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য রাজা দশরথকে প্রেরণা দিচ্ছেন।

সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্তিনী।
জননী চার্থকামা মে কেকয়াধিপতেঃ সুতা॥ ১৭

'আমার মাতা, কেকেয়রাজকুমারী কৈকেয়ী, হৃষ্টচিত্তে আমার মঙ্গলকামনায় মহারাজের কাছে অনুরোধ করছেন।

দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ।
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্ দূতমর্থকামকরং মম॥ ১৮

'সৌভাগ্যবশত মহারাজ দশরথ প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমার স্বার্থপূরণের জন্যই সুমন্ত্রকে দূতরূপে প্রেরণ করেছেন।

যাদৃশী পরিষৎ তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ১৯

'যেখানে যেরকম জনসমাবেশ, সেখানে তদনুকূল দূতের আগমন হয় ; নিশ্চয়ই মহারাজ আজই আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।
সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্স্ব রমস্ব চ॥ ২০

'অতএব আমি শীঘ্র এখান থেকে গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ; আর তুমি এখানে পরিজনদের সঙ্গে সুখে অবস্থান করো এবং আনন্দ করো।'

পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আ দ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী॥ ২১

পতি কর্তৃক সমাদৃত কাজলনয়না সীতা পতি রামের উদ্দেশ্যে মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দ্বার পর্যন্ত পতির অনুগমন করেছিলেন।

রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ॥ ২২

মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে সীতা বললেন —'লোককর্তা ব্রহ্মা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে, সেইরকম, রাজা দশরথ ব্রাহ্মণসেবিত রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা এই রাজ্যে আপনাকে অভিষিক্ত করুন।

দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিং চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্॥ ২৩

'আপনাকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত মহান ব্রতপালনকারী, শ্রেষ্ঠ মৃগচর্মধারী, পবিত্র এবং হাতে মৃগশৃঙ্গধারী দেখে আমি আপনাকে ভজনা করব।

পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্॥ ২৪

'আপনাকে পূর্বদিকে বজ্রধারী ইন্দ্র, দক্ষিণদিকে ধর্মরাজ যম, পশ্চিমদিকে বায়ুর দেবতা বরুণদেব এবং উত্তর দিকে ধনের দেবতা কুবের সর্বদা রক্ষা করুন।'

অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ॥ ২৫

অনন্তর যৌবরাজ্যাভিষেকরূপ উৎসবকালীন মাঙ্গলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান সমাপন হলে, সীতার অনুমতি নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রের সঙ্গে রাজবাটী থেকে নির্গত হলেন।

পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ।
লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্॥ ২৬

গিরিগুহায় শায়িত সিংহ যেমন পর্বতগুহা থেকে নির্গত হয় সেইরকম, প্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে রামচন্দ্র দ্বারদেশে লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন।

অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ।
স সর্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ॥ ২৭

ততঃ পাবকসংকাশমারুরোহ রথোত্তমম্।
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দনঃ॥ ২৮

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজকুমার রামচন্দ্র বন্ধুগণসহ মধ্যম কক্ষে উপস্থিত হয়ে দর্শনপ্রার্থী সকলকে দেখে, তাদের কাছে গিয়ে অভিনন্দন জানালেন ; অতঃপর ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ও অনলসদৃশ উজ্জ্বল উত্তম রথে আরোহণ করলেন।

মেঘনাদমসম্বাধং মণিহেমবিভূষিতম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি প্রভয়া মেরুবর্চসম্॥ ২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্॥ ৩০
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া।
স পর্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ান্॥ ৩১
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্ মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ।

উজ্জ্বল কান্তিমান শ্রীমান রঘুনন্দন রাম, মেঘপুঞ্জ থেকে নির্গত চন্দ্রমার মতো, রাজপ্রাসাদ থেকে বহির্গত হলেন এবং সুমেরু পর্বতের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত, মণিমাণিক্য শোভিত গম্ভীর মেঘধ্বনিমন্দ্রিত, বাধাহীন, শিশুহস্তিবৎ হৃষ্টপুষ্ট উত্তম দ্রুতগামী অশ্বচালিত, মেঘের মতো গর্জনে আকাশকে মুখরিতকারী দ্রুতগামী রথে আরূঢ় হয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো দ্রুত পিতার উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ॥ ৩২
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ।

রঘুনন্দন রামের অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, চিত্রিত চামর হাতে নিয়ে, রথে দাদার পশ্চাতে বসে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন।

ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত॥ ৩৩
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ।

শ্রীরামচন্দ্র প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে, চতুর্দিকে জনসাধারণের তুমুল আনন্দ কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল।

ততো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ॥ ৩৪
অনুজগ্মুস্তথা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ।

শত শত সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ তথা পর্বতসদৃশ বিশাল বিশাল সব হস্তী শ্রীরামের অনুগমন করতে লাগল।

অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ॥ ৩৫
খড়্গচাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ।

রামচন্দ্রের সামনে চলতে লাগল বীরসাজে সজ্জিত চন্দন ও অগুরু বিভূষিত, খড়্গপাণি, ধনুর্ধর হিতৈষী বীর সৈনিকেরা।

ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দাশ্চ বন্দিনাম্॥ ৩৬
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি।

তখন, রাজপথে বাদ্যধ্বনি, বৈতালিকদের স্তবগাথা, এবং সেইরকমভাবে বীরবৃন্দের সিংহনাদ শোনা যেতে লাগল।

হর্ম্যবাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ॥ ৩৭
কীর্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিররিন্দমঃ।

চারিদিকে অবস্থিত প্রাসাদের বাতায়নে উপবিষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত নারীগণ কর্তৃক পথে বিকীর্ণ পুষ্পরাশির মধ্য দিয়ে শত্রুদমন রাম পথ চলতে লাগলেন।

রামং সর্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ॥ ৩৮
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্যস্থাঃ ক্ষিতিস্থাশ্চ ববন্দিরে।

সেইসময় প্রাসাদস্থিত ও ভূতলস্থিত অনিন্দ্য সুন্দরীগণ সকলে শ্রীরামের প্রীতি কামনায় মধুর বচনে তাঁর বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন॥ ৩৯
পশ্যন্তী সিদ্ধয়াত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্।

'মাতার আনন্দদাতা, হে রঘুনন্দন ! পিতৃরাজ্য প্রাপ্তির জন্য আপনার যাত্রা মঙ্গলপ্রদ দেখে, মা কৌশল্যা নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছেন।'

সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীং বরাম্॥ ৪০
অমন্যন্ত হি তা নার্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্।
তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহৎ তপঃ॥ ৪১
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা।

সেই রমণীগণ সকল সীমন্তিনীদের মধ্যে রামের হৃদয়প্রিয়া সীতাকেই সীমন্তিনীশ্রেষ্ঠা মনে করেছেন ; তাঁরা বলতে লাগলেন —'চাঁদের সঙ্গে রোহিণীর মতো, যিনি রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, সেই দেবী পূর্বে নিশ্চয়ই মহতী তপস্যা করেছিলেন।'

ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ॥ ৪২

রাজপথে রথে করে যেতে যেতে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদশিখরে অবস্থিত রমণীগণ কর্তৃক কথিত এই সকল মনোরম কথা শুনতে পেলেন।

স রাঘবস্তত্র তদা প্রলাপা-
ঞ্শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ
প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য॥ ৪৩

তখন রঘুনন্দন রাম, অযোধ্যাপুরীতে সমাগত প্রহৃষ্ট জনগণের কথিত, তাঁর নিজের সম্বন্ধে নানা প্রশংসাসূচক বাক্য সকল শুনতে পেলেন।

এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽদ্য
রাজপ্রসাদাদ্ বিপুলাং গমিষ্যন্।
এতে বয়ং সর্বসমৃদ্ধকামা
যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা ॥ ৪৪

অযোধ্যাবাসীরা বলতে লাগলেন — 'এই রঘুনন্দন রাজানুগ্রহে সর্বসম্পদের অধিকারী হতে যাচ্ছেন। ইনি যাদের শাসনকর্তা হবেন, সেই আমরা হব পূর্ণকাম।

লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্বং
প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়।
ন হ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ
পশ্যেন্ন দুঃখং মনুজাধিপেঽস্মিন্ ॥ ৪৫

'ইনি যে দীর্ঘকালের জন্য এই সমগ্র রাজ্য লাভ করবেন, তাতে জনগণেরই লাভ। ইনি রাজা হলে এঁর রাজত্বে কিছুই অপ্রিয় হবে না এবং কেউই দুঃখ পাবে না।'

স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সনাগৈঃ
পুরঃসরৈঃ স্বস্তিকসূতমাগধৈঃ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদকৈ-
রভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ ॥ ৪৬

শ্রীরামচন্দ্র মহীয়ান কুবেরের মতো স্বস্তিবাচক, বন্দনাকারী ও স্তুতিপাঠকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে এগিয়ে চলেছেন, সামনে চলেছে হস্তী, অশ্ব ও ঘোষকবৃন্দ এবং বাদ্যবৃন্দ।

করেণুমাতঙ্গরথাশ্বসংকুলং
মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচত্বরম্।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং
দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্ ॥ ৪৭

শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন — হস্তিনী, হস্তী, রথ ও অশ্ব এবং জনসমূহের ভিড়ে পূর্ণ চতুষ্পথ সঙ্গমস্থল আর পরিচ্ছন্ন রাজপথের পাশে প্রভূত রত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য বিপনী।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ (১৭)

রাজপথের শোভা দেখতে দেখতে এবং পথে জনসাধারণের আলাপ শুনতে শুনতে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ

স রামো রথমাস্থায় সম্প্রহৃষ্টসুহৃজ্জনঃ।
পতাকাধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্ ॥ ১
অপশ্যন্নগরং শ্রীমান্ নানাজনসমন্বিতম্।

বন্ধুজনের আনন্দদাতা শ্রীমান রামচন্দ্র রথারূঢ় হয়ে দেখতে পেলেন পতাকা ও ধ্বজা শোভিত মহামূল্য অগুরু ও ধূপের গন্ধে সুরভিত নানাজনের সমন্বয়ে জনাকীর্ণ অযোধ্যা নগরীকে।

স গৃহৈরভ্রসংকাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্ ॥ ২
রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্।

আকাশের মতো পাণ্ডুর বর্ণের গৃহশোভিত এবং মধ্যে মধ্যে অগুরু ও ধূপের গন্ধে সুরভিত সেই রাজপথে রামচন্দ্র চলতে লাগলেন।

চন্দনানাং চ মুখ্যানামগুরূণাং চ সঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩
উত্তমানাং চ গন্ধানাং ক্ষৌমকৌশাম্বরস্য চ।
অবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥ ৪
শোভমানমসম্বাধং তং রাজপথমুত্তমম্।
সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৫
দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা।
দধ্যক্ষতহবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ ॥ ৬
নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচত্বরম্।

স্বর্গস্থ দেবরাজের মতো রথারূঢ় শ্রীরামচন্দ্র, উত্তম চন্দন ও অগুরুর সুগন্ধে আমোদিত, রেশমী ও পট্টবস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিদ্রহীন মুক্তা ও উত্তম স্ফাটিকে শোভমান, নানাবিধ কুসুমাচ্ছাদিত, দধি, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত, খৈ

প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত, ধূপ, অগুরু, চন্দন ও নানাবিধ পুষ্পমাল্যে সুগন্ধিত চত্বরযুক্ত বিস্তৃত উত্তম রাজপথ পরিদর্শন করে চললেন।

আশীর্বাদান্ বহূংস্তু শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ সমুদীরিতান্॥ ৭
যথার্হং চাপি সম্পূজ্য সর্বানেব নরান্ যযৌ।

সুহৃদগণের উচ্চারিত বহুবিধ আশীর্বাণী শুনতে শুনতে এবং যাত্রাপথে অবস্থিত জনগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে করতে তিনি চলতে লাগলেন।

পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ॥ ৮
অদ্যোপাদায় তং মার্গমভিষিক্তোঽনুপালয়।

বন্ধুগণ বলতে লাগলেন, 'হে রঘুনন্দন! আজ রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে আপনি পিতামহ ও প্রপিতামহের আচরিত পথ অনুসরণ করবেন।'

যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ।
ততঃ সুখতরং সর্বে রামে বৎস্যাম রাজনি॥ ৯

অনুরাগী প্রজারা পরস্পর আলোচনা করে বলতে লাগলেন—'শ্রীরামের পিতা তথা পিতামহগণ কর্তৃক আমরা সকলে যেমনভাবে পালিত হয়েছি, রাম রাজা হলে তদপেক্ষা আরও বেশি সুখে সকলে বাস করব।

অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলং চ নঃ।
যদি পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১০

'যদি অভিষিক্ত তথা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রামকে পিতৃভবন থেকে বহির্গত হতে দেখি, তাহলে আমাদের ইহলৌকিক ভোগের কী প্রয়োজন, পারমার্থিক ভোগেরই (মোক্ষের) বা কী প্রয়োজন।

ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি।
যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ॥ ১১

'অমিত-তেজস্বী রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা অন্য কিছুই আমাদের কাছে বেশি প্রিয় নয়।'

এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ।
আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্॥ ১২

শ্রীরামচন্দ্র আত্মপ্রশংসাসূচক এইসব এবং অন্যান্য মঙ্গলময় বাক্যসকল উদাসীনভাবেই শুনতে শুনতে রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ।
নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টুমতিক্রান্তেঽপি রাঘবে॥ ১৩

রঘুনন্দন রাম সকলকে অতিক্রম করে চলে গেলেও, সেই নরশ্রেষ্ঠের দিক থেকে কোনও লোকই মন এবং চক্ষুদ্বয় সরিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না।

যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যং চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে॥ ১৪

শ্রীরামের সেই যাত্রার সময়, যিনি শ্রীরামকে দর্শন করতে সমর্থ হননি, কিংবা শ্রীরাম যাঁকে দেখতে পাননি, তিনি সকল লোকের কাছে নিন্দিত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

সর্বেষু স হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ॥ ১৫

ধর্মাত্মা রাম বয়ঃক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সকলের প্রতিই যথাযথ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন, আর সেইজন্যই তাঁরা সকলেই তাঁর অনুগত ছিলেন।

চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।
প্রদক্ষিণং পরিহরঞ্জগাম নৃপতেঃ সুতঃ॥ ১৬

রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র চতুর্পথ সঙ্গমস্থল, দেবালয়ের পথসকল, দেবালয়গুলি এবং যজ্ঞবেদী সকল নিজের দক্ষিণ দিকে (ডান দিকে) রেখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসঙ্ঘোপমৈঃ শুভৈঃ।
প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ॥ ১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ॥ ১৮
তৎ পৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।
রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্॥ ১৯

স্বীয় সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল রাজপুত্র রামচন্দ্র মেঘরাজি সদৃশ, পবিত্র কৈলাসপর্বত-তুল্য সমুচ্চ অট্টালিকা দ্বারা আবৃত, পাণ্ডুর আকাশের মতো রত্নরাজি শোভিত, বিশালাকার গৃহবেষ্টিত, মর্ত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সুন্দর গৃহতুল্য সেই রাজবাড়িতে এসে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

স কক্ষ্যা ধন্বিভির্গুপ্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ॥ ২০

নরশ্রেষ্ঠ রাম ধনুর্ধারিগণ কর্তৃক রক্ষিত তিনটি প্রাসাদ অশ্বারোহণে অতিক্রম করে অপর দুটি প্রাসাদ পদব্রজে অতিক্রম করলেন।

স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্য জনং সর্বং শুদ্ধান্তঃপুরমত্যগাৎ॥ ২১

দশরথনন্দন রামচন্দ্র সব প্রাসাদ অতিক্রম করে অনুগামী সকলকে নিবৃত্ত করে স্বয়ং একাকী রাজান্তঃপুরে

প্রবেশ করলেন।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥ ২২

রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র পিতার নিকট উপস্থিত হলে, উপস্থিত জনগণ সকলে প্রফুল্লিত হল। আবার সমুদ্র যেমন জোয়ারের জন্য চন্দ্রের উদয়ের প্রতীক্ষা করে সেইরকম জনগণ তাঁর পিতার কক্ষ থেকে পুনরায় নির্গমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

পিতাকে চিন্তিত দেখে বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি শ্রীরামের কারণ জিজ্ঞাসা এবং কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক রাজার নিকট নিজের প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও শ্রীরামকে বনগমনে প্রেরণা দান

**স দদর্শাসনে রামো বিষণ্ণং পিতরং শুভে।
কৈকেয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১**

রামচন্দ্র শোকার্ত পিতাকে শুষ্কমুখে কৈকেয়ীর সঙ্গে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন।

**স পিতুশ্চরণৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।
ততো ববন্দে চরণৌ কৈকেয্যাঃ সুসমাহিতঃ॥ ২**

তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সমাহিতচিত্তে সবিনয়ে প্রথমে পিতার চরণযুগল বন্দনা করে, তারপর কৈকেয়ীর পাদদ্বয় বন্দনা করলেন।

**রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্॥ ৩**

শোকার্ত রাজা দশরথ 'রাম' এইটুকু মাত্র বলেই কিন্তু বাষ্পবারিপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল হয়ে আর কোনও কথা বলতে এবং কিছু দেখতেও সমর্থ হলেন না।

**তদপূর্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্।
রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্॥ ৪**

রাজার সেই অভূতপূর্ব ভয়ানক রূপ দেখে রামচন্দ্রও পাদদ্বারা সর্প স্পৃষ্ট হলে যেমন হয়, সেইরকম আতঙ্কিত হলেন।

**ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্।
নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্॥ ৫
ঊর্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা॥ ৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্।
বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্বণি॥ ৭**

শোক-সন্তাপক্লিষ্ট, বিষণ্ণ-ইন্দ্রিয়, ব্যথাতুরচিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন এইরকম মহারাজকে দেখে এবং সহসা তরঙ্গক্ষুব্ধ স্থির সমুদ্র বা রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো, অথবা সহসা মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মতো, মহারাজের অকল্পনীয় শোক উপলব্ধি করে (রাম বিশেষ বিশেষ) পর্বে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

**চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি॥ ৮**

পিতার কল্যাণে (পিতাকে আনন্দদানে সর্বদা) রত বুদ্ধিমান রামচন্দ্র চিন্তা করলেন—'মহারাজ কেন আজ আমাকে অভিনন্দিত করছেন না!'

**অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
তস্য মামদ্য সম্প্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে॥ ৯**

অন্যদিন পিতা ক্রুদ্ধ থাকলেও আমাকে দেখে প্রসন্ন হতেন, (কিন্তু) আজ আমাকে দেখে তাঁর কী এমন ক্লেশ উৎপন্ন হল !

স দীন ইব শোকার্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ।
কৈকেয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১০

ভীতবৎ শোকাকাতর ও দীপ্তিহীন মলিনবদন রাম কৈকেয়ীকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—

কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয়॥ ১১

'আমি অজানতে (পিতার প্রতি) কোনও অপরাধ করিনি তো, যে জন্য পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ! আপনিই সেই বিষয়ে আমাকে বলুন এবং এঁকে (পিতাকে) প্রসন্ন করুন।

অপ্রসন্নমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাষতে॥ ১২

'আমার প্রতি সর্বদা স্নেহপরায়ণ (পিতা এখন) কেন বিষণ্ণ বদন ও দীনভাবাপন্ন হয়ে আছেন এবং আমাকে সম্ভাষিত করছেন না ?

শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্॥ ১৩

'(ব্যাধিজনিত) কোনও শারীরিক বা কোনওপ্রকার মানসিক সন্তাপ এঁকে পীড়িত করছে না তো ? (কারণ) মানুষের পক্ষে সদা সুখ দুর্লভ !

কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে।
শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্॥ ১৪

'সুদর্শন কুমার ভরতের বা মহাবীর শত্রুঘ্নের কিংবা আমার মাতৃগণের কোনও অমঙ্গল হয়নি তো !

অতোষয়ন্ মহারাজমকুর্বন্ বা পিতুর্বচঃ।
মুহূর্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে॥ ১৫

'পিতৃবাক্য লঙ্ঘন হেতু মহারাজকে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ করে আমি মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে চাই না।

যতোমূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্ ন বর্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে॥ ১৬

'মানুষ এই জগতে (নিজ) জন্মের কারণ বলে যাঁকে জানে, সেই প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি কেন অনুকূল ভাবাপন্ন হয় না ?

কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
উক্তো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য লুলিতং মনঃ॥ ১৭

'মাতঃ কৈকেয়ি ! আপনি ক্রোধবশত আমার পিতাকে এমন কোনও কঠোর বাক্য বলেছেন কি, যাতে, অভিমানবশত তাঁর মন বিমর্দিত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয়েছে ?

এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিংনিমিত্তমপূর্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে॥ ১৮

'দেবি ! আমি জানতে চাই, আমায় যথার্থত বলুন কেন মহারাজের এই অভূতপূর্ব মনোবিকার !'

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা।
উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ॥ ১৯

মহাত্মা রঘুনন্দন রাম এইভাবে বললে, লজ্জাহীনা কৈকেয়ী কিন্তু স্বপক্ষ অবলম্বন করে, ধৃষ্টতার সঙ্গে এই কথা বললেন—

ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে॥ ২০

'রাম ! রাজা ক্রুদ্ধ হননি, কিংবা এঁর কোনও বিপদও হয়নি ; কিন্তু এঁর মনোগত কোনও অভিপ্রায় তোমাকে ভয়ে বলতে পারছেন না।

প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ততে।
তদবশ্যং ত্বয়া কার্যং যদনেনাশ্রুতং মম॥ ২১

'তুমি এঁর প্রিয় (পুত্র), তাই তোমাকে অপ্রিয় কথা বলতে পারছেন না ; আমাকে ইনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তোমার অবশ্যই পালন করা উচিত।

এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা॥ ২২

'ইনি পূর্বে আমাকে সংবর্ধিত করে বরদান করেছিলেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে, বরদানে বিরত হয়ে সাধারণ (গ্রাম্য) মানুষের মতো এখনও অনুতাপ করছেন।

অতিসৃজ্য দদানীতি বরং মম বিশাম্পতিঃ।
স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি॥ ২৩

'রাজা 'বর দেব' বলে আমার কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে, এখন তা নিবারণের জন্য জল চলে যাওয়ার পর তা অবরুদ্ধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণের নিরর্থক চেষ্টা করছেন।

ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতং চ সতামপি।
তৎ সত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্ত্বৎকৃতে যথা॥ ২৪

'রাম ! সত্যের মূলে ধর্মই (এই কথা) সজ্জনেরা

জানেন। তোমার জন্য (আমার প্রতি) ক্রুদ্ধ রাজা সেই সত্য যেন ত্যাগ না করেন।

যদি তদ্ বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্॥ ২৫

'মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক, রাজা যা বলবেন, তা যদি (পালন) করো, তবে আমি আবার (তোমাকে) সব বলব।

যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি॥ ২৬

'রাজার বক্তব্য যদি তোমায় বাধিত না করে, তাহলে আমিই (তোমাকে) বলব, কারণ, রাজা এই বিষয়ে তোমায় বলতে পারবেন না।'

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যা সমুদাহৃতম্।
উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসংনিধৌ॥ ২৭

কৈকেয়ীর কথা শুনে ব্যথিত শ্রীরামচন্দ্র, রাজার সামনেই তাঁকে (বিমাতা কৈকেয়ীকে) বললেন—

অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে॥ ২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ॥ ২৯
তদ্ ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে॥ ৩০

'হা ধিক্! দেবি! এইরকম কথা বলবেন না। রাজার নির্দেশে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, রাজা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু ও পিতা, তাঁর নির্দেশে তীব্র বিষ পান করতে পারি; এমনকি, সমুদ্রে ডুবতে পারি, অতএব দেবি! মহারাজের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় আমায় বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তাই করব। রাম দুরকম কথা বলে না (দ্বিচারিতা করে না!)।'

তমার্জবসমাযুক্তমনার্যা সত্যবাদিনম্।
উবাচ রামং কৈকেয়ী বচনং ভৃশদারুণম্॥ ৩১

সরল-স্বভাব সত্যবাদী শ্রীরামচন্দ্রকে, কৈকেয়ী তখন নিদারুণ কথা শোনালেন!

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব।
রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে॥ ৩২

'রঘুনন্দন! পূর্বে দেবাসুরের যুদ্ধে (অসুরের) বাণাঘাতে আহত তোমার পিতাকে সেই মহারণে আমি রক্ষা করেছিলাম, সেইজন্য তিনি আমাকে দুটি বর দান করেছিলেন।

তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চাদ্যৈব রাঘব॥ ৩৩

'রঘুকুলনন্দন! তখন আমি রাজার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং আজই (সেইসঙ্গে) তোমার দণ্ডকারণ্যে (বনবাসে) গমন।

যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তুমিচ্ছসি।
আত্মানং চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু॥ ৩৪

'নরশ্রেষ্ঠ রাম! যদি তুমি (তোমার) পিতাকে এবং নিজেকে সত্যপ্রতিজ্ঞ (প্রতিপন্ন) করতে ইচ্ছা করো, তবে আমার কথা শোনো।

সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৩৫

'তিনি (তোমার পিতা) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তুমি পিতার সেই আদেশে অবস্থান করো (আদেশ পালন করো)— চতুর্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে (বনবাস পালন করো)।

ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্বেণ রাঘব॥ ৩৬

'রঘুনন্দন রাম! মহারাজ তোমার জন্য যে সকল অভিষেক-দ্রব্যের আয়োজন করেছেন, সেইসকল (দ্রব্য) দ্বারা ভরতের অভিষেক হবে।

সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব॥ ৩৭

'(তুমি) এই অভিষেক ত্যাগ করে, চৌদ্দ বৎসরব্যাপী দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিয়ে জটাবল্কলধারী হও (জটাবল্কলধারী হয়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করো)।

ভরতঃ কোসলপতেঃ প্রশাস্তু বসুধামিমাম্।
নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজিরথসঙ্কুলাম্॥ ৩৮

'ভরত নানা রত্ন পরিপূর্ণ অশ্বরথ সমন্বিত কোশলরাজের এই রাজ্য শাসন (পালন) করুক।

এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ।
শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্॥ ৩৯

'এই কারণে, করুণাপ্লুত ও শোকক্লিষ্ট-বদন রাজা তোমায় দেখতে সমর্থ হচ্ছেন না।

এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্॥ ৪০

'রঘুনন্দন রাম! রাজার এই (সত্য) বচন পালন এবং (তাঁর) সত্য রক্ষা করে রাজাকে পরিত্রাণ করো।'

হুতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং
ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।
প্রবিব্যথে চাপি মহানুভাবো
রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ॥ ৪১

তিনি (কৈকেয়ী) এইরকম কঠোর বাক্য বললেও রাম কিন্তু শোকাভিভূত হলেন না ; মহানুভব রাজা কিন্তু পুত্রের আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় অনুতপ্ত ও ব্যথিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

উনবিংশ সর্গ (১৯)

রামচন্দ্র ও কৈকেয়ীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং বনবাস স্বীকার করে জননী কৌশল্যার নিকট রামের গমন ও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেয়ীং চেদমব্রবীৎ॥ ১

শত্রুসূদন রামচন্দ্র মৃত্যুতুল্য সেই অপ্রিয় বাক্য শুনে (কিন্তু) ব্যথিত হলেন না, (পরন্তু) কৈকেয়ীকে বললেন—

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥ ২

'তাই হোক। আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালন করে (প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে) জটাবল্কল ধারণপূর্বক এখান থেকে বনবাসে যাব।

ইদং তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্ধর্ষো যথাপূর্বমরিন্দমঃ॥ ৩

'(পরন্তু) শত্রুদমনকারী দুর্জয় রাজা কেন পূর্বের মতো আমাকে অভিনন্দিত করছেন না, এটাই জানতে চাই।

মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ॥ ৪

'দেবি, (আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করলাম সেজন্য) আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, সুপ্রসন্না হোন ; আপনার সামনে বলছি, (আমি) জটাবল্কল ধারণ করে বনে চলে যাব।

হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিস্রব্ধঃ কিং ন কুর্যামহং প্রিয়ম্॥ ৫

'হিতৈষী, উপকারী রাজা আমার গুরু এবং পিতা ; তার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বিশ্বস্তভাবে আমি (তাঁর) কোন্ প্রিয়কর্ম করতে না পারি ?

অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতে মম।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ৬

'কিন্তু এক অপ্রিয় মানসিক দুঃখ আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করছে— ভরতের রাজ্যাভিষেকের বিষয় রাজা স্বয়ং আমাকে বললেন না!

অহং হি সীতাং রাজ্যং চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ॥ ৭

'পিতার প্রেরণায় আমি নিজেই হৃষ্টচিত্তে ভরতকে রাজ্য, ধনদৌলত, (এমনকি আমার) প্রিয় প্রাণ এবং সীতাকেও দিয়ে দিতে পারি।

কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।
তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥ ৮

'অধিক কী ? মহারাজ পিতৃদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে প্রেরিত হয়ে আপনার প্রীতির জন্য, আমি নিজেই এই সবই করতে পারি।

তথাশ্বাসয় হ্রীমন্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি॥ ৯

'অতএব, (আমার) লজ্জিত পিতৃদেবকে আশ্বস্ত করুন ; এ কেমন যে মহীপতি মহীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে অশ্রুমোচন করছেন !

গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ॥ ১০

'রাজাজ্ঞায় দূতগণ ভরতকে মাতুলালয় থেকে নিয়ে আসার জন্য আজই দ্রুতগামী অশ্বে (আরোহণ করে) অবশ্যই গমন করুন।

দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য পিতুর্বাক্যং সমা বস্তুং চতুর্দশ॥ ১১

'এই আমি পিতৃবাক্যকে নির্বিচারে মান্য করে, চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করার জন্য সত্বর চলে যাচ্ছি।'

সা হৃষ্টা তস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকেয়ী।
প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্॥ ১২

শ্রীরামের সেই (প্রতিজ্ঞা) বাক্য শুনে কৈকেয়ী আহ্লাদিতা হয়ে হৃষ্টচিত্তে (তাঁর) প্রস্থানের বিষয়ে আশ্বস্ত হয়েও, (মনের সন্দেহবশত) রামকে (বনগমনে) ত্বরান্বিত করে বললেন—

এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্তয়িতুং নরাঃ॥ ১৩

'তাই-ই হবে, ভরতকে মাতুলালয় থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে (এখনই) যাবে।

তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি॥ ১৪

'রাম ! তুমি (যেহেতু বনগমনে) উৎসুক, (তাই) তোমার বিলম্ব করা উচিত বলে (আমি) মনে করি না ; অতএব, এখান থেকেই শীঘ্রই তোমার বনে চলে যাওয়া উচিত।

ব্রীডান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎ কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্॥ ১৫

'নরশ্রেষ্ঠ (রাম) ! লজ্জিত রাজা (দশরথ) তোমায় (একথা) বলতে পারছেন না ; এ কিছুই না। তুমি মনের দীনতা দূর করে দাও !

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা॥ ১৬

'রাম ! যতক্ষণ না অতিশীঘ্র তুমি এই (অযোধ্যা) পুরী থেকে বনে যাচ্ছ, ততক্ষণ তোমার পিতা স্নানও করবেন না, ভোজনও করবেন না।'

ধিক্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতৎ তস্মিন্ পর্যঙ্কে হেমভূষিতে॥ ১৭

(শ্রীরামের প্রতি কৈকেয়ীর নির্দেশবাক্য শ্রবণ করে) শোকবিহ্বল রাজা (দশরথ) 'হা ধিক্, কী কষ্ট!' এই বলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং সেই সুবর্ণময় পালঙ্কের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ।
কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ॥ ১৮

রামও রাজাকে উঠিয়ে (পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিয়ে) কৈকেয়ীর তাড়নায় কশাহত অশ্বের মতো বনগমনে ত্বরান্বিত হলেন।

তদপ্রিয়মনার্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্।
শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৯

অনার্যা কৈকেয়ীর সেই অপ্রিয় নিদারুণ বাক্যবাণেও বেদনাভিভূত না হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীকে বললেন—

নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্॥ ২০

'দেবি ! আমি ধনলিপ্সু হয়ে সংসারে বাস করতে উৎসাহী নই। (আপনি) আমাকে বিশুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী ঋষিদের মতোই মনে করবেন।

যৎ তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ॥ ২১

'পূজনীয় পিতৃদেবের যা কিছু প্রিয় কর্ম আমার করণীয়, সর্বতোভাবে প্রাণের বিনিময়েও আমি তা করেছি বলে জেনে রাখুন। (পূজনীয় পিতৃদেবের প্রিয় কার্য আমি আমার প্রাণের বিনিময়েও করতে বদ্ধপরিকর।)

ন হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া॥ ২২

'পিতার সেবা এবং তাঁর নির্দেশ পালন অপেক্ষা মহত্তর ধর্মাচরণ আর কিছুই নেই।

অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ॥ ২৩

'পূজনীয় পিতৃদেব আদেশ না দিলেও, (কেবল) আপনার কথানুসারেই এই পৃথিবীতে জনহীন অরণ্যে (আমি) চতুর্দশ বৎসর বাস করব।

ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে গুণান্।
যদ্ রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী॥ ২৪

'মাতঃ কৈকেয়ি! আপনি আমার মধ্যে কি সামান্য কিছু গুণও দেখতে পান না! (সেইজন্য) আপনি রাজার কাছে (আমার বনবাস বিষয়ক নির্দেশ) জানালেন।

যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্।
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্ বনম্॥ ২৫

'যা হোক, আমি জননীর (কৌশল্যার) কাছে বিদায় এবং সীতার অনুমতি নেব, তারপর, আজই দণ্ডক নামক মহারণ্যে চলে যাব।

ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ২৬

'ভরত যাতে রাজ্য পালন এবং পিতার সেবাযত্ন করে, আপনি সেই বিষয়ে যত্ন নেবেন, (কারণ) এটাই সনাতন ধর্ম।'

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা।
শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্ররুরোদ মহাস্বনম্॥ ২৭

রামের কথা শুনে পিতা (দশরথ) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং শোকের আবেগে কিছু বলতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন।

বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
কৈকেয্যাশ্চাপ্যনার্যায়া নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ॥ ২৮

অতঃপর মহাতেজস্বী (রামচন্দ্র) সংজ্ঞাহীন পিতা রাজা দশরথের এবং অনার্যা (বিমাতা) কৈকেয়ীর চরণযুগল বন্দনা করে (প্রাসাদ থেকে) বহির্গত হলেন।

স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীং চ প্রদক্ষিণম্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাৎ তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্॥ ২৯

রামচন্দ্র পিতাকে এবং (বিমাতা) কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করে সেই রাজান্তঃপুর থেকে বহির্গত হয়ে নিজের সুহৃদ্বর্গকে দেখতে পেলেন।

তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ৩০

সুমিত্রার আনন্দবর্ধন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জলভরা চোখে তাঁর অনুগমন করলেন।

আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্॥ ৩১

বনগমনের অপেক্ষায় কৃতসঙ্কল্প রাম সংগৃহীত অভিষেক সামগ্রীসকল প্রদক্ষিণ করে (এবং) সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন।

ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ॥ ৩২

(তিথিতে তিথিতে) শুভ্ররশ্মি চন্দ্রের হ্রাসপ্রাপ্তি যেমন তার সৌন্দর্যের অপকর্ষণ করে না, তদ্রূপ ত্রিলোক-কমনীয় রামচন্দ্রের রাজ্যনাশ তাঁর মহান সৌন্দর্যের অপকর্ষণ করতে পারে না।

ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্।
সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া॥ ৩৩

রাজ্য ত্যাগ করে বনগমনেচ্ছু রামচন্দ্রের, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মতোই, চিত্তবিভ্রম দেখা গেল না।

প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে।
বিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্॥ ৩৪
ধারয়ন্ মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্॥ ৩৫

(তাঁর মস্তকে) মঙ্গলময় রাজচ্ছত্র (ধারণ করতে) ও সুসজ্জিত ব্যজনদ্বয় (দোলায়িত করতে) নিষেধ করে, আত্মীয়স্বজন, রথ ও পুরবাসীদের পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করে মনের দুঃখ মনেই দমন করে স্থিতধী (রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে) এই অপ্রিয় সংবাদ জানানোর জন্য উৎসুক হয়ে মাতৃকক্ষে প্রবেশ করলেন।

সর্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমাঞ্ শ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নালক্ষয়ত রামস্য কঞ্চিদাকারমাননে॥ ৩৬

সমবেত সুসজ্জিত (শোভমান) জনগণ সত্যবাদী শ্রীমান রামের মুখে কোনওরূপ বিকারই লক্ষ্য করেননি।

উচিতং চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্॥ ৩৭

উজ্জ্বল কিরণময় শরৎকালীন চন্দ্র যেমন আপন তেজ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ মহাবীর আত্মসংযমী রাম স্বীয় স্বাভাবিক প্রসন্নতা ত্যাগ করেননি।

বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানয়ঞ্জনম্।
মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ৩৮

মহাযশস্বী ধর্মাত্মা রাম (সমবেত) সকল লোককে মধুর বাক্যে সম্মানিত করে মাতার নিকটে (মাতার কক্ষে) প্রবেশ করলেন।

তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।
সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্॥ ৩৯

শ্রীরামের সমান গুণসম্পন্ন, অতীব পরাক্রমী সুমিত্রানন্দন (ভ্রাতা লক্ষ্মণ), নিজের অন্তরজাত দুঃখকে

চেপে রেখে তাঁকে (দাদা রামকে) অনুসরণ করলেন।

প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদা যুতং
সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতাম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং
সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া ॥ ৪০

অতীব আনন্দাপ্লুত হয়ে রাম (মাতৃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। নিজের অভীষ্ট বিষয়ের বিনাশ সমাগত দেখেও আত্মীয়-বন্ধুজনের আত্মবিপত্তির (প্রাণ সঙ্কটের) আশঙ্কায়, তিনি (মানসিক) বিকারপ্রাপ্ত হলেন না (বিচলিতভাব দেখালেন না)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ (২০)

রাজা দশরথের অন্তঃপুরিকাদের বিলাপ, রামের মুখ থেকেই তাঁর বনগমনবার্তা শুনে আশীর্বাদদানরতা কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্তশব্দো মহান্ জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা॥ ১

পুরুষসিংহ (রামচন্দ্র) যখন কৃতাঞ্জলিপুটে (কৈকেয়ীর কক্ষ থেকে) বেরিয়ে এলেন, তখন, অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাদের তীব্র আর্তনাদ ধ্বনিত হল (অন্তঃপুরিকারা তীব্র আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন)—

কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্যান্তঃপুরস্য চ।
গতিশ্চ শরণং চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি॥ ২

'পিতা কর্তৃক প্রেরিত না হয়েও (পিতার নির্দেশ ছাড়াই) যিনি কর্তব্যে সকল অন্তঃপুরিকাদের (একমাত্র) আশ্রয় ও রক্ষক ছিলেন, সেই রাম আজ প্রবাসে (বনবাসে) চলে যাচ্ছেন।

কৌসল্যায়াং যথা যুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা।
তথৈব বর্ততেঽস্মাসু জন্মপ্রভৃতি রাঘবঃ॥ ৩

'রঘুনন্দন রাম জন্ম থেকেই যেমন জননী কৌশল্যার অনুরক্ত, আমাদের প্রতিও সর্বদা সেইরকম (অনুরক্ত)।

ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স ইতোঽদ্য প্রবৎস্যতি॥ ৪

'(যিনি) ক্রোধের বিষয় সমূহকে বর্জন করে, ক্রুদ্ধজনদের প্রসন্ন করেন, (কিন্তু নিজে) অভিশপ্ত হয়েও ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি (সেই রাম) আজ এখান থেকে (অযোধ্যা থেকে) প্রবাসে (বনবাসে) চলে যাচ্ছেন!

অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্।
যো গতিং সর্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্॥ ৫

'হায়! (কী পরিতাপের বিষয়), আমাদের মহারাজ নির্বুদ্ধিতাবশত সকল জীবের আশ্রয় রঘুনন্দন রামকে বনবাসিত করে সংসারকে বিনষ্ট করছেন।'

ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ॥ ৬

এইভাবে রাজমহিষীরা সকলে বৎসহীনা গাভীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন এবং স্বীয় পতির উদ্দেশ্যে খেদ প্রকাশ (ভর্ৎসনা) করতে লাগলেন।

স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে॥ ৭

অন্তঃপুরে মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত রাজা (দশরথ) শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন।

রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।
জগাম সহিতো ভ্রাত্রা মাতুরন্তঃপুরং বশী॥ ৮

জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র গুরুতর আহত হস্তী সম দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভ্রাতা লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে মাতার (কৌশল্যার) অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান্ বহূন্॥ ৯

তিনি গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট পরম পূজিত এক বৃদ্ধকে এবং আরও বহু পুরুষকে উপস্থিত দেখতে পেলেন।

দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ।
জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্॥ ১০

রামচন্দ্রকে দেখেই, সেখানে উপস্থিত সকলে 'জয় হোক' বলে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দনকে সংবর্ধিত করলেন।

প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্॥ ১১

প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে (সেখান থেকে) তিনি দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারে উপবিষ্ট মহারাজ (দশরথ) কর্তৃক সংবর্ধিত বর্ষীয়ান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দেখতে পেলেন।

প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ॥ ১২

(দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারে) সেই বৃদ্ধগণকে প্রণাম করে রাম তৃতীয় দ্বারে দ্বাররক্ষণ তৎপর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে দেখতে পেলেন।

বর্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ।
ন্যবেদয়ন্ত ত্বরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা॥ ১৩

তখন রমণীগণ প্রহৃষ্ট চিত্তে দ্রুত রামজননীর (কৌশল্যার) গৃহে প্রবেশ করে (তাঁর) আনন্দবর্ধক প্রিয় সংবাদটি নিবেদন করলেন।

কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে চাকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী॥ ১৪

সেই সময় পুত্রের (রামের) কল্যাণকামনায় দেবী কৌশল্যা সংযতচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করে প্রভাতে (ভগবান) বিষ্ণুর পূজা করছিলেন।

সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা॥ ১৫

সেই সময় পট্টবস্ত্রপরিহিতা সদা ব্রতধারিণী কৌশল্যা হৃষ্টচিত্তে মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন।

প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।
দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্॥ ১৬

রাম তখন মাতার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন, মাতা অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন।

দেবকার্যনিমিত্তং চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।
দধ্যক্ষতঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা॥ ১৭
লাজান্ মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা।
সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ॥ ১৮

রঘুনন্দন রাম দেখলেন, সেখানে সংগৃহীত হয়েছে—দই, আতপচাল, (পবিত্র)জল, মোয়া, ঘি, খৈ, পায়স, খেচরান্ন (খিঁচুড়ি) এবং সাদা মালা; তৎসহ সমিধ (যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ) এবং পূর্ণকুম্ভ।

তাং শুক্লক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্॥ ১৯

(রাম) দেখলেন, শুভ্র পট্টবস্ত্রপরিহিতা (কিন্তু) ব্রতপালনহেতু কৃশতাপ্রাপ্তা, সাধ্বী গৌরবর্ণা (জননী) জলদ্বারা দেবতার তর্পণ করছেন।

সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বডবা যথা॥ ২০

কিশোর শাবককে দেখে ঘোটকী যেরূপ, সেইরূপ উল্লসিতা (কৌশল্যা) মাতা আনন্দদায়ক পুত্রকে বহুক্ষণপর আগত দেখে তার দিকে ধাবিত হলেন।

স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ।
পরিষ্বক্তশ্চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্ধনি॥ ২১

রঘুনন্দন রাম নিকটে আগতা জননীর চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করলে, জননী তাঁকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে (তাঁর) মস্তক আঘ্রাণ (চুম্বন) করলেন।

তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ।
কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ॥ ২২

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা নিজের দুর্জয় পুত্র রাঘব রামচন্দ্রকে হিতকর প্রিয় এই কথাগুলি বললেন—

বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্তিং চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে॥ ২৩

'(বাছা! তুমি) মহাত্মা ধর্মশীল বৃদ্ধদের এবং রাজর্ষিগণের কুলোচিত আয়ু, ধর্ম ও যশ লাভ করো!

সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২৪

'বৎস রঘুনন্দন! (তুমি তোমার) সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা রাজার (দশরথের) সঙ্গে দেখা করো; আজই সেই ধর্মাত্মা

তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।'

দত্তমাসনমালভ্য ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ।
মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎ প্রসার্যাঞ্জলিমব্রবীৎ॥ ২৫

মাতৃপ্রদত্ত আসন স্পর্শ করে এবং ভোজনের নিমিত্ত আমন্ত্রিত হয়ে বদ্ধাঞ্জলি রঘুনন্দন রাম মাতাকে বললেন—

স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তথানতঃ।
প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে॥ ২৬

স্বভাবত বিনয়ী এবং মাতৃগৌরবে নতমস্তক রাম দণ্ডকারণ্যে প্রস্থানোদ্যত হয়ে মাতার অনুমতির জন্য বলতে লাগলেন—

দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ॥ ২৭

'দেবি ! আপনি নিশ্চয়ই জানতে পারেননি, আপনার, সীতার এবং লক্ষ্মণের পক্ষে দুঃখজনক মহদ্ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে !

গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে।
বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ॥ ২৮

'আমাকে এখন দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। (অতএব) এই (বহুমূল্য) আসনে আমার কী প্রয়োজন ? আমার তো এখন কুশাসনে উপবেশনের সময় উপস্থিত (আমাকে তো এখন থেকে কুশাসনেই বসতে হবে)।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দমূলফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্॥ ২৯

'মুনিদের মতো আমিষ আহার ত্যাগ করে কন্দমূল ও ফলাহার দ্বারা জীবনধারণপূর্বক চৌদ্দ বৎসর জনহীন অরণ্যে বাস করব।

ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্॥ ৩০

'মহারাজ (পিতা দশরথ) ভরতকে যৌবরাজ্য দান করে আমাকে তপস্বীরূপে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করছেন।

স ষট্ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
আসেবমানো বন্যানি ফলমূলৈশ্চ বর্তয়ন্॥ ৩১

(আমি) সেই চৌদ্দ বৎসর কাল নির্জন বনে (বিচরণ এবং) ফলমূল আহার করে অবস্থান করব।

সা নিকৃত্তেব সালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা॥ ৩২

(শ্রীরামের নির্বাসনবার্তা শ্রবণ করে) দেবী (কৌশল্যা) অরণ্যে কুঠার দ্বারা কর্তিত শালবৃক্ষের কাণ্ডের মতো (তথা) স্বর্গচ্যুতা দেবীসম সহসা ভূলুণ্ঠিতা হলেন।

তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।
রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্॥ ৩৩

যাঁর দুঃখ পাওয়া উচিত নয়, সেই মাতাকে চেতনা-হারা হয়ে কদলীবৃক্ষের ন্যায় পতিত হতে দেখে রাম তাঁকে ওঠালেন।

উপাবৃত্যোত্থিতাং দীনাং বডবামিব বাহিতাম্।
পাংসুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিমমর্শ চ পাণিনা॥ ৩৪

ভারবহনহেতু পরিশ্রান্ত হয়ে ভূপতিতা ও পরে (ভূমি থেকে) উত্থিতা, সর্বাঙ্গে ধূলি মলিনা ঘোটকীর ন্যায় শোকার্তা মাতাকে (ভূমিতে পতিতা জননী কৌশল্যাকে ভূমি থেকে তুলে রাম) হাত দিয়ে (ধূলি) পরিষ্কার করে দিলেন।

সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্তা সুখোচিতা।
উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে॥ ৩৫

সুখভোগে অভ্যস্তা হয়েও অসুখিনী কৌশল্যা লক্ষ্মণকে শুনিয়েই (লক্ষ্মণের সামনেই) নিকটে উপবিষ্ট পুরুষসিংহ রঘুনন্দন রামকে বললেন—

যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ॥ ৩৬

'পুত্র রাম ! তুমি যদি না জন্মাতে, আমি সন্তানহীনা (বন্ধ্যা), এই শোকই আমার হত ; কিন্তু, এর অধিক দুঃখ (তোমার বনবাস) দেখতে হত না !

এম এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানসঃ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে॥ ৩৭

'পুত্র ! বন্ধ্যা নারীর "আমি বন্ধ্যা (সন্তানহীনা)", এই একটিই মাত্র শোক থাকে ; অপর কোনও দুঃখ থাকে না।

ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া॥ ৩৮

'(সপত্নী কৈকেয়ীর প্রতি পতি দশরথের অতি প্রীতিবশত) পতিপৌরুষের সুখ (গর্ব) বা কল্যাণ আমি দেখিনি (দেখতে পাইনি)। (পতির প্রতিনিধি) পুত্র রামে আমি পতিপৌরুষ দেখতে চেয়েছিলাম।

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী॥ ৩৯

'(রাম যদি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হয়, তবে) পাটরাণী হয়েও ছোট সতীনদের বহু অপ্রিয় বাক্য আমাকে শুনতে হবে।

অতো দুঃখতরং কিং নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।
মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ॥ ৪০

'এর থেকে বেশি দুঃখ রমণীদের আর কী হতে পারে! আমার এই যে শোক ও বিলাপ, তার তো শেষ হবে না!

ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা।
কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব হি॥ ৪১

'বৎস (রাম)! তুমি (আমার) কাছে থাকতেই, আমি এইভাবে অনাদৃতা হয়ে আছি! (তুমি) নির্বাসিত হলে, আর কী, মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত!

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা॥ ৪২

'আমি পতির অপ্রিয়া ও (সর্বদা) অত্যন্ত নিগৃহীতা, কৈকেয়ীর দাসীর সমান বা আরও নিকৃষ্টা।

যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে।
কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে॥ ৪৩

'যে কেউ আমার সেবা করে বা অনুসরণ করে (আমার কথা মেনে চলে), সেই ব্যক্তিই কৈকেয়ীর পুত্র (ভরত)-কে দেখে আর আমার সঙ্গে কথা বলে না।

নিত্যক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদি তৎ।
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা॥ ৪৪

'পুত্র! আমি দুর্দশাগ্রস্তা; নিত্যক্রোধনা কৈকেয়ীর দুর্বাক্য বলা মুখ আমি কী করে দেখব!

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্॥ ৪৫

'রঘুনন্দন! (আমার) দুঃখের পরিসমাপ্তির আশায় আশায়, তোমার দ্বিজত্ব প্রাপ্তির সতেরো বছর চলে গেল।

তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ।
বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব॥ ৪৬

'রঘুনন্দন! জরাজীর্ণ হয়ে সতীনদের দেওয়া মহদ্দুঃখকর এই অক্ষয় তিরস্কার আর সইতে পারছি না।

অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণশশিপ্রভম্।
কৃপণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা॥ ৪৭

'পূর্ণচন্দ্রের মতো তোমার মুখখানি না দেখে, দুঃখিনী (মা) আমি কীভাবে (আমার) এই শোচনীয় জীবন ধারণ করব!

উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
দুঃখসংবর্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া॥ ৪৮

'বহু ধ্যান, উপবাস ও পরিশ্রম করে, অনেক কষ্টে তোমার ভরণপোষণ করেছি, সেসবই (আমার) ব্যর্থ হল!

স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্যতে।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা॥ ৪৯

'মনে হচ্ছে, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন; কারণ, বর্ষায় মহানদীর নব জলধারার প্রাবল্যে নদীকূল যেমন বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ (তোমার নির্বাসন সংবাদে আমার) এই হৃদয় তো বিদীর্ণ হচ্ছে না!

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহো রুদতীং মৃগীমিব॥ ৫০

'আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু নেই; যমালয়ে আমার স্থান নেই, সিংহ যেমন রোরুদ্যমানা হরিণীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তদ্রূপ, মৃত্যুর দেবতা কিন্তু আজও আমাকে বলপূর্বক হরণ করতে চাইছেন না।

স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং
ন ভিদ্যতে যদ্ ভুবি নো বিদীর্যতে।
অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং
ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে॥ ৫১

'আমার হৃদয় নিশ্চয়ই কঠিন লৌহনির্মিত, তাই এই ঘোর সঙ্কটকালেও মাটিতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে না, (বুঝলাম) মরণকাল ব্যতীত অকালে কখনোই মৃত্যু হয় না।

ইদং তু দুঃখং যদনর্থকানি মে
ব্রতানি দানানি চ সংয়মাশ্চ হি।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাময়া
সুনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে॥ ৫২

'খুবই দুঃখের বিষয় যে, পুত্রকামনায় (আমি) যে ব্রত, দান করেছি, সবই নিরর্থক হয়েছে; সংযম, তপস্যা সবই ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজের মতোই নিষ্ফল হয়েছে।

যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্শিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ॥ ৫৩

'গুরুতর দুঃখপীড়িত হয়ে কেউ যদি অকালে

ইচ্ছামৃত্যু লাভ করতে পারত, (তবে) বৎসহীনা ধেনুর মতো তোমাকে ছাড়াই আমি আজই মৃত্যুরাজের সভায় (যমালয়ে) চলে যেতাম (মৃত্যু বরণ করতাম)।

অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভ।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৪

'চন্দ্রবদন রাম ! এখন তোমা ব্যতীত আমার জীবন ব্যর্থ। এই জীবনের কী প্রয়োজন ! দুর্বলা ধেনু যেমন বৎসের পশ্চাদ্‌গমন করে, সেইরকম আমি বনে তোমার অনুগমন করব।'

ভৃশমসুখমমর্ষিতা তদা বহু
বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ
সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী ॥ ৫৫

তখন সত্যপাশে পুত্র রাঘবকে অত্যন্ত অসুখকর মহাদুঃখে ও মহাসঙ্কটে বদ্ধ দেখে অসহিষ্ণু (কৌশল্যা) কিন্নরীর মতো খুব বিলাপ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ (২১)

লক্ষ্মণের রোষ, কৌশল্যার শোক এবং যুক্তিসহ উভয়কে রামের সান্ত্বনাদান ও স্বকর্তব্যে স্থির থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

তথা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ ॥ ১

রামের মাতা কৌশল্যা সেইভাবে বিলাপ করতে থাকলে দুঃখিত লক্ষ্মণ তাঁকে সময়োচিত বাক্যে বললেন—

ন রোচতে মমাপ্যেতদার্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়া বাক্যবশংগতঃ ॥ ২
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ ॥ ৩

'আর্যে ! রঘুনন্দন যে রাজশ্রী পরিত্যাগ করে বনে যাবেন, আমিও এটা মানতে পারছি না (আমারও ভালো লাগছে না)। স্ত্রীর কথায় বশীভূত হয়ে তাঁর প্রেরণায় কামার্ত ও বিষয়বিভ্রান্ত বৃদ্ধ রাজা (কল্যাণের) বিরুদ্ধ কথা কি বলতে পারেন না ?

নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্।
যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্ বনবাসায় রাঘবঃ ॥ ৪

'(আমি তো) এঁর (রামের) (এমন কোনও) অপরাধ বা তেমন কোনও দোষ দেখছি না, যে জন্য রাঘব (রাম) বনবাসের জন্য রাজ্য থেকে নির্বাসিত হবেন!

ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ।
স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি যোঽস্য দোষমুদাহরেৎ ॥ ৫

'এই জগতে (তাঁর) অতি শত্রু বা (তাঁর বন্ধুর থেকে) প্রত্যাখ্যাত এমন কোনও লোক দেখি না, যে পরোক্ষেও তাঁর দোষকীর্তন করে।

দেবকল্পমৃজুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলম্।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ ॥ ৬

'ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপরায়ণ এমন কে (কোন্ রাজা) আছেন, যিনি দেবতুল্য, সরলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুর প্রতিও স্নেহপরায়ণ পুত্রকে অকারণে ত্যাগ করেন!

তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ।
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ৭

'অতএব, রাজধর্ম চিন্তাপরায়ণ কোন্ পুত্র, বালক-স্বভাবপ্রাপ্ত রাজার এই কথা (আদেশ) হৃদয়ে স্থান দেবে

(পালন করে) ?

যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্॥ ৮

'তাত, যাবৎ (যতক্ষণ) কোনও ব্যক্তি এই (আপনার বনবাসের আদেশ বৃত্তান্ত) বিষয়ে জানতে না পারে তার মধ্যেই (পূর্বেই) (আপনি) আমার সহায়তায় রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করুন।

ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব।
কঃ সমর্থোঽধিকং কর্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ॥ ৯

'হে রঘুকুলতিলক ! আপনার পাশে ধনুর্ধারী হয়ে আমি রক্ষকরূপে দণ্ডায়মান থাকলে, (মৃত্যুর দেবতা) যম সম-আপনার সামনে পৌরুষ দেখাতে (বাড়াবাড়ি করতে) কে সমর্থ হবে ?

নির্মনুষ্যামিমাং সর্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্থাস্যতি বিপ্রিয়ে॥ ১০

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! যদি কেউ (অযোধ্যাবাসী) বিরোধিতা করে, (তবে) তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা এই সমগ্র অযোধ্যাকে মনুষ্যহীন করে দেব।

ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে॥ ১১

'ভরতের পক্ষে, অথবা, যে বা যারা তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, তাদের সকলকেই হত্যা করব ; (কারণ), কোমল স্বভাবের ব্যক্তিই পরাজিত হয়।

প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি॥ ১২

'আমাদের পিতা যদি কৈকেয়ীর দ্বারা উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হয়ে (আমাদের) শত্রু হয়ে যান, (তবে) তাঁকে বন্দি করা হবে (অথবা প্রয়োজনে) হত্যা করা হবে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্যং ভবতি শাসনম্॥ ১৩

'গর্বিত ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানরহিত গুরুও যদি কুপথগামী হন, (তবে) তাঁকে (অবশ্যই) শাসন করা উচিত।

বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।
দাতুমিচ্ছতি কৈকেয্যৈ উপস্থিতমিদং তব॥ ১৪

'পুরুষোত্তম ! ইনি (আমাদের পিতা রাজা দশরথ) কোন্ শক্তি বা কী কারণ অবলম্বনে আপনার (ন্যায্যত) প্রাপ্ত বিষয় কৈকেয়ীকে দান করতে চাইছেন ?

ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈরমনুত্তমম্।
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন॥ ১৫

'হে শত্রুদমন (রাম) ! আপনার এবং আমার সঙ্গে প্রবল শত্রুতা করে ভরতকে রাজশ্রী (রাজত্ব) দানের তাঁর কি ক্ষমতা আছে ?

অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে॥ ১৬

'দেবি (জ্যেষ্ঠা মাতঃ) ! সত্য, ধনু, দান এবং ইষ্ট-দেবতার নামে শপথ করে বলছি—(আমি) যথার্থই আন্তরিকভাবে (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতার অনুরক্ত।

দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয়॥ ১৭

'যদি (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) রাম প্রদীপ্ত অগ্নিতে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে, দেবী (জ্যাঠাইমা) ! জেনে রাখুন, আমি সেখানে পূর্বেই প্রবেশ করেছি।

হরামি বীর্যাদ্ দুঃখং তে তমঃ সূর্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু॥ ১৮

'দেবী দেখুন, রঘুকুলশিরোমণি (রামচন্দ্র) ও লক্ষ্য করুন আমার বীরত্ব ; উদিত সূর্য যেমন অন্ধকার হরণ করে, তদ্রূপ আমি বীর্যবত্তার দ্বারা আপনার দুঃখ দূর করব।

হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণং চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥ ১৯

'কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তমনা, বার্ধক্যহেতু বালকবৎ, অবিবেকোচিত নিন্দনীয় নীচ প্রবৃত্তিসম্পন্ন বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করব।'

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা॥ ২০

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শুনে শোকমগ্না কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে রামকে বললেন—

ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে॥ ২১

'পুত্র (রাম) ! তোমার ভাই লক্ষ্মণের কথা তুমি শুনলে ; যদি এর বিপরীত কিছু করতে ইচ্ছা করো (তবে) তুমি তাই করো।

ন চাধর্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ॥ ২২

'আমার সতীনের ধর্মবিরোধী কথা শুনে,

শোকসন্তপ্তা আমাকে ছেড়ে তুমি এখান থেকে যেতে পারো না।

ধর্মজ্ঞ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্মমনুত্তমম্॥ ২৩

'ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম কী তা তুমি জানো ; যদি ধর্মাচরণ করতে চাও, (তবে) এখানেই (অযোধ্যাতেই) থেকে আমাকে সেবা করে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করো।

শুশ্রূষুর্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ॥ ২৪

'পুত্র ! ঋষি কশ্যপ নিজগৃহে বাস করে সর্বদা মাতৃসেবারূপ পরম তপস্যা দ্বারা স্বর্গে গমন করেছিলেন।

যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হ্যহম্।
ত্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্॥ ২৫

'যেমন রাজা (দশরথ) তোমার পূজনীয়, গৌরবের দিক থেকে আমিও তদ্রূপ ; সেই আমি তোমায় (বনগমনে) অনুমতি দিচ্ছি না ; তাই এখান থেকে তুমি বনে (নির্বাসনে) যেতে পারো না।

ত্বদ্বিয়োগান্ন মে কার্যং জীবিতেন সুখেন চ।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্॥ ২৬

'তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার জীবনের (বেঁচে থাকার) এবং সুখের প্রয়োজন নেই ; তোমার সঙ্গে থেকে তৃণ ভক্ষণও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্।
অহং প্রায়মিহাসিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্॥ ২৭

'আমাকে শোকার্ত অবস্থায় ত্যাগ করে যদি তুমি বনে যাও তবে আমি বাঁচব না ; এখানে প্রায়োপবেশন (মৃত্যু কামনায় উপবাস) করব।

ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ২৮

'পুত্র ! ব্রহ্মহত্যাহেতু অধর্মের ফলে নদীসমূহের স্বামী সমুদ্রের মতো তুমি লোকখ্যাত নরকপ্রাপ্ত হবে।'

বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ।
উবাচ রামো ধর্মাত্মা বচনং ধর্মসংহিতম্॥ ২৯

সেইভাবে করুণ বিলাপরতা জননী কৌশল্যাকে ধর্মাত্মা রাম তখন ধর্মসঙ্গত কথায় বললেন—

নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্॥ ৩০

'(মা !) পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করার শক্তি আমার নেই। আপনার চরণে অবনতমস্তকে মিনতি করছি—আমি বনে যেতে চাই।

ঋষিণা চ পিতুর্বাক্যং কুর্বতা বনচারিণা।
গৌর্হতা জানতাধর্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা॥ ৩১

'বনচারী পণ্ডিত ঋষি কণ্ডু পিতৃবাক্য পালন করে অধর্ম জেনেও গোহত্যা করেছিলেন।

অস্মাকং তু কুলে পূর্বং সগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ।
খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ॥ ৩২

'পূর্বে আমাদের বংশেই পিতা সগরের নির্দেশে ভূমি খনন করে সগরের পুত্রগণ মহতী বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্।
কৃত্তা পরশুনারণ্যে পিতুর্বচনকারণাৎ॥ ৩৩

'জমদগ্নিপুত্র রাম (পরশুরাম) পিতার আদেশ পালন করার জন্য অরণ্যে নিজেই কুঠার দ্বারা জননী রেণুকাকে কর্তন করেছিলেন (কেটে ফেলেছিলেন)।

এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।
পিতুর্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্॥ ৩৪

'দেবি ! এঁরা এবং অন্য দেবতুল্য অনেকে পিতৃবাক্য (পিতার আদেশ) সার্থক করেছিলেন ; আমিও পিতার হিতসাধন (তৃপ্তি বিধান) করব।

ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ॥ ৩৫

'দেবি ! একা আমার দ্বারাই এই পিত্রাদেশ পালিত হচ্ছে না (কেবল আমি একাই এই পিতৃ-আদেশ পালন করছি না) ; যাঁদের নাম আমি কীর্তন করলাম, তাঁদের সকলের দ্বারাই (এইরকম পিত্রাদেশ) পালিত হয়েছে।

নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।
পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে॥ ৩৬

'আমি আপনার বিরুদ্ধে পূর্বে অননুষ্ঠিত (অনুষ্ঠিত হয়নি এমন) বিপরীত ধর্ম প্রবর্তন করছি না ; পূর্বের (মহাপুরুষদের) অভিপ্রেত ও অনুষ্ঠিত পথই অনুসরণ করছি।

তদেতৎ তু ময়া কার্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা।
পিতুর্হি বচনং কুর্বন্ ন কশ্চিন্নাম হীয়তে॥ ৩৭

'পৃথিবীতে পিতৃবাক্য (পিত্রাদেশ) পালন করে কেউই হীন (ধর্মচ্যুত) হয় না ; তাই আমি সেই কার্য করছি, এর বিপরীত তো নয় !'

এবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্॥ ৩৮

সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্যবিদ্ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুষ্মান (শ্রীরামচন্দ্র) জননীকে এইরকম বলে আবার লক্ষ্মণকে বললেন—

তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্।
বিক্রমং চৈব সত্ত্বং চ তেজশ্চ সুদুরাসদম্॥ ৩৯

'লক্ষ্মণ ! জানি, আমার প্রতি তোমার অতুলনীয় প্রীতি ; এবং আরও জানি তোমার পরাক্রম, ধৈর্য ও দুর্ধর্ষ তেজও।

মম মাতুর্মহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ।
অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ॥ ৪০

'শুভলক্ষণ (কল্যাণ বিধায়ক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ) ! আমার সত্য ও কল্যাণ বিষয়ক মনোভাব না-বুঝে (আমার) মাতার এই অতুলনীয় মহৎ দুঃখ।

ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্মসংশ্রিতমপ্যেতৎ পিতুর্বচনমুত্তমম্॥ ৪১

'পৃথিবীতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, (আর) সত্য ধর্মেতেই প্রতিষ্ঠিত ; পিতার এই বাক্য (নির্দেশ) ধর্মাশ্রিত, তাই উত্তম।

সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা।
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা॥ ৪২

'বীর লক্ষ্মণ ! পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের বাক্য পালনের অঙ্গীকার করে, ধর্মাশ্রয়ী পুরুষের তা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

সোঽহং ন শক্ষ্যামি পুনর্নিয়োগমতিবর্তিতুম্।
পিতুর্হি বচনাদ্ বীর কৈকেয্যাহং প্রচোদিতঃ॥ ৪৩

'হে বীর ! পিতার নির্দেশেই আমি কৈকেয়ী কর্তৃক (বনবাসে) প্রেরিত হয়েছি ; অতএব সেই আমি আর এই নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারব না।

তদেতাং বিসৃজানার্যাং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্।
ধর্মমাশ্রয় মা তৈক্ষ্ণ্যং মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্॥ ৪৪

'অতএব, ক্ষত্রিয়ের ধর্মের আশ্রিত (ক্ষত্রিয় ধর্মের বিরোধী) এই অনার্য বুদ্ধিকে ত্যাগ করো ; উগ্রতা অবলম্বন কোরো না ; ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করো এবং আমার বুদ্ধি অনুসারে চলো।'

তমেবমুক্ত্বা সৌহার্দাদ্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
উবাচ ভূয়ঃ কৌসল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ॥ ৪৫

লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (রাম) লক্ষ্মণকে প্রীতির সঙ্গে এই কথা বলে, পুনরায় কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনত মস্তকে (জননী) কৌশল্যাকে বললেন—

অনুমন্যস্ব মাং দেবি গমিষ্যন্তমিতো বনম্।
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ কুরু স্বস্ত্যয়নানি মে॥ ৪৬

'দেবি ! আমাকে এখান (অযোধ্যা) থেকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিন ; আমার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করুন ; নচেৎ আমার প্রাণের অভিশাপ থাকল (আমার মৃত্যু হবে)।

তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্।
যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুরা হিত্বা পুনর্দিবম্॥ ৪৭

'পুরাকালে রাজর্ষি যযাতি (যেমন) স্বর্গ ত্যাগ করে (স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে) পুনরায় স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন, তদ্রূপ, প্রতিজ্ঞা (-কাল) উত্তীর্ণ করে আমি আবার বন থেকে অযোধ্যাপুরীতে ফিরে আসব।

শোকঃ সন্ধার্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ।
বনবাসাদিহৈষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্বচঃ॥ ৪৮

'মা ! শোক করবেন না, হৃদয়ে শোক জোর করে (ভালোভাবে) ধরে রাখুন (চেপে রাখুন) ; পিতৃবাক্য রক্ষা করে বনবাস থেকে আবার এখানে (অযোধ্যায়) ফিরে আসব।

ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৪৯

'আপনাকে, আমাকে, (বিদেহ রাজতনয়া) সীতাকে, লক্ষ্মণকে এবং (খুল্লা মাতা) সুমিত্রাকে পিতার আজ্ঞানুসারে (অধীনে) থাকতে হবে। এটাই সনাতন ধর্ম।

অম্ব সম্হৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ।
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্যানুবর্ত্যতাম্॥ ৫০

'মা ! (অভিষেকের জন্য আহৃত) দ্রব্যগুলি রেখে দিয়ে (আর) দুঃখকে হৃদয়ে চেপে রেখে, বনবাস যাত্রার জন্য আমার ধর্মসঙ্গত বুদ্ধিকে অনুমোদন করুন।'

এতদ্ বচস্তস্য নিশম্য মাতা
সুধর্ম্যমব্যগ্রমবিক্লবং চ।
মৃতেব সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দেবী
সমীক্ষ্য রামং পুনরিত্যুবাচ ॥ ৫১

মাতা (দেবী কৌশল্যা) তাঁর (রামের) এই কথা শুনে (মৃতা যেন পুনরায় জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন এই অবস্থায়) ধর্মনিষ্ঠ, আসক্তিহীন ও ব্যাকুলতাহীন রামকে দেখে আবার বললেন—

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
সুদুঃখিতামর্হসি পুত্র গন্তুম্ ॥ ৫২

'পুত্র ! যেমন তোমার পিতা, তদ্রূপ আমিও স্বধর্মে (মাতৃধর্মে) এবং সৌহার্দ্যে (হৃদয়বত্তায়) তোমার গুরু। শোকার্তা আমাকে ত্যাগ করে তুমি যেতে পারো না ; আমি অনুমতি দেব না।

কিং জীবিতেনেহ বিনা ত্বয়া মে
লোকেন বা কিং স্বধয়ামৃতেন।
শ্রেয়ো মুহূর্তং তব সন্নিধানং
মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ ॥ ৫৩

'তোমাকে ছাড়া এই জগতে আমার জীবনের কী প্রয়োজন ? লোকজনের (আত্মীয় কুটুম্বের) সেবা, স্বধা (পিতৃপুরুষের পূজামন্ত্রের) অথবা অমৃতের কী প্রয়োজন ? সমগ্র জীবলোক অপেক্ষা মুহূর্তকাল তোমার সান্নিধ্য আমার কাছে বেশি আদরণীয়।'

নরৈরিবোল্কাভিরপোহ্যমানো
মহাগজো ধ্বান্তমভিপ্রবিষ্টঃ।
ভূয় প্রজজ্বাল বিলাপমেবং
নিশম্য রামঃ করুণং জনন্যাঃ ॥ ৫৪

জননীর এই করুণ বিলাপ শুনে রাম, জনগণ দ্বারা মশালের উজ্জ্বল আলোয় তাড়িত হয়ে অন্ধকারে প্রবিষ্ট মহাগজের মতো (বনগমনের জন্য মোহাবিষ্ট হয়ে) জ্বলে উঠলেন (মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল)।

স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞকল্পা-
মার্তং চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্মে স্থিতো ধর্ম্যমুবাচ বাক্যং
যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্ ॥ ৫৫

(শোকে) সংজ্ঞাহীনের ন্যায় মাতাকে এবং আর্ত ও ক্রোধে উত্তপ্ত লক্ষ্মণকে ধর্মেস্থিত রাম যে ধর্মসঙ্গত কথা বললেন, সেই বিষয়ে (সেই সময়ে) একমাত্র রামই (এইরকম) বলতে সমর্থ—

অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব
জানামি ভক্তিং চ পরাক্রমং চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসন্নিরীক্ষ্য
মাত্রা সহাভার্দসি মা সুদুঃখম্ ॥ ৫৬

'লক্ষ্মণ ! আমি সর্বদাই তোমার শ্রদ্ধা ও পরাক্রম বিষয়ে অবগত আছি ; কিন্তু (ভ্রাতা) ! আমার অভিপ্রায় ভালোভাবে না-বুঝে (তুমি) মায়ের মতো (তাঁরই সঙ্গে) আমাকে পীড়া দিচ্ছ !

ধর্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা ॥ ৫৭

এই জীবজগতে ধর্ম, অর্থ ও কাম (পূর্বজন্মকৃত) ধর্মকর্মের ফলে দৃষ্ট হয় ; আমার কাছে সেই সব নিঃসংশয়ে সপুত্রা ভার্যার মতো এসে উপস্থিত হয়েছে।

যস্মিংস্তু সর্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্মো যতঃ স্যাৎ তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা ॥ ৫৮

'যার থেকে (যে কর্ম থেকে) সব (কর্ম) অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, সেই কর্ম করা উচিত নয় ; যেখানে (যে কর্মে) ধর্ম আছে, তাই (সেই কর্মই) আরম্ভ করা উচিত।

গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্যমবেক্ষ্য ধর্মং
কস্তং ন কুর্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ ॥ ৫৯

'বৃদ্ধ হলেও গুরু এবং রাজা (আমাদের পিতা) ক্রোধবশত বা আনন্দে অথবা কামহেতু যে কর্মেরই নির্দেশ দেবেন তাই-ই আমাদের পালনীয় কার্য, কোন্ সদাচারী ধর্মাবলম্বী সেই কাজ করবে না !

ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্তুং সকলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ ॥ ৬০

'বৎস (লক্ষ্মণ) ! তিনি (রাজা দশরথ) আমাদের দুজনেরই নির্দেশদাতা গুরু ; দেবীর (মাতা কৌশল্যার)-ও তিনি স্বামী, ধর্ম এবং গতি (আশ্রয়স্থল)। তাই আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞাকে যথাযথ পালন না-করে পারব না।

তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্তমানে।

দেবী ময়া সার্ধমিতোঽভিগচ্ছেত
কথংস্বিদন্যা বিধবেব নারী ॥ ৬১

'সেই ধর্মরাজ জীবিত, বিশেষত, স্বীয় ধর্মপথে অবস্থিত ; (এই অবস্থায়) অন্যা (সাধারণ) বিধবা নারীর ন্যায় দেবী (মাতা কৌশল্যা) কীরূপে এখান থেকে আমার সঙ্গে (বনে) যাবেন !

সা মানুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং
কুরুষ্ব নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং
যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ ॥ ৬২

'দেবি (মাতঃ) ! (সেই আপনি) আমাকে বনগমনে অনুমতি দান করুন এবং আমার জন্য স্বস্তিবাচন (যাত্রামঙ্গল) অনুষ্ঠান করুন ; যাতে বনবাসান্তে আমি আবার এখানে (অযোধ্যায়) ফিরে আসতে পারি, যেমন (রাজা) যযাতি (সত্যরক্ষা করে পুনরায়) স্বর্গে প্রতিগমন করেছিলেন।

যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণা-
ন্ন পৃষ্ঠতঃ কর্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতে
বৃণেঽবরামদ্য মহীমধর্মতঃ ॥ ৬৩

'দেবি (মাতঃ) ! কেবলমাত্র রাজ্যের কারণে আমি মহান যশস্কর ধর্মকার্য থেকে পশ্চাদপসরণ করতে চাই না, (তুচ্ছ) ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমি অধর্মপ্রাপ্য নিকৃষ্ট রাজ্য চাই না।'

প্রসাদয়ন্নরবৃষভঃ স মাতরং
পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং
চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬৪

সেই নরশ্রেষ্ঠ (রামচন্দ্র) মনের জোরে (ধৈর্য সহ) দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার জন্য মা-কে প্রসন্ন করলেন ; অনন্তর ছোট ভাই (লক্ষ্মণ)-কে ভালোভাবে বুঝিয়ে (ধর্মানুসারে উপদেশ দিয়ে) মনে মনে মা-কে প্রদক্ষিণ করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

———o———

দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

রাম কর্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি অভিষেক নিবারণের আদেশ এবং দৈবপ্রভাব বর্ণন

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্।
শ্বসন্তমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥ ১
আসাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্।
উবাচেদং স ধৈর্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্ ॥ ২

অনন্তর, ক্রোধে বিস্ফারিত-নেত্র ক্রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় ব্যথায় কাতর এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত সুহৃদ্-তুল্য ভাই লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে আত্মসংযমী শ্রীরাম ধৈর্যের সঙ্গে মনকে সংযত করে বললেন—

নিগৃহ্য রোষং শোকং চ ধৈর্যমাশ্রিত্য কেবলম্।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্ ॥ ৩
উপক্লৃপ্তং যদৈতন্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্।
সর্বং নিবর্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্যং নিরব্যয়ম্ ॥ ৪

'ভাই লক্ষ্মণ ! ধৈর্য ধরো, ক্রোধ এবং শোক সংবরণ করে অপমান ভুলে যাও এবং নির্মল আনন্দ অবলম্বন করো, আমার অভিষেকের জন্য আহৃত উত্তম সামগ্রী সকল সরিয়ে দিয়ে সত্বর আমার বনগমনের নিখুঁত ব্যবস্থা করো।

সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।

অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ॥ ৫

'(ভাই) সুমিত্রানন্দন ! আমার অভিষেকসামগ্রী সংগ্রহে (তোমার) যে প্রয়াস (ছিল), তদ্রূপ প্রয়াস (সেই) অভিষেক নিবৃত্তির জন্য হোক।

যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে।
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু॥ ৬

'আমার (যৌবরাজ্যে) অভিষেকের কারণে যাঁর মন পীড়িত (হয়েছে), আমাদের সেই মাতা (কৈকেয়ী) যাতে শঙ্কিতা না হন, তার ব্যবস্থা করো।

তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুপেক্ষিতুম্॥ ৭

'সুমিত্রানন্দন (ভাই লক্ষ্মণ) ! তাঁর (কৈকেয়ীমায়ের) মনে উৎপন্ন শঙ্কাজনিত দুঃখ আমি মুহূর্তকালও উপেক্ষা করতে পারছি না।

ন বুদ্ধিপূর্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন।
মাতৃণাং বা পিতুর্বাহং কৃতমল্পং চ বিপ্রিয়ম্॥ ৮

'আমি বুঝে বা না-বুঝে (জ্ঞানে বা অজ্ঞানে) কখনও মাতৃগণের বা পিতার সামান্যতমও অপ্রিয় কাজ করেছি বলে মনে করতে পারছি না।

সত্যঃ সত্যাভিসংধশ্চ নিত্যং সত্যপরাক্রমঃ।
পরলোকভয়াদ্ ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম॥ ৯

'সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বদা সত্যরক্ষায় নির্ভীক (তথাপি) পরলোকভয়ে ভীত আমার পিতা নির্ভয় (ভয়শূন্য) হোন।

তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহৃতে।
সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্॥ ১০

'এই (অভিষেক-)কর্ম প্রতিরুদ্ধ (বন্ধ) না হলে, তাঁর সত্য রক্ষিত হল না, এই ভেবে তাঁর মনস্তাপ হবে এবং সেই তাপ আমাকেও (সর্বদা) সন্তপ্ত করবে।

অভিষেকবিধানং তু তস্মাৎ সংহৃত্য লক্ষ্মণ।
অন্বগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরঃ॥ ১১

'তাই, লক্ষ্মণ ! অভিষেক-কার্য নিবৃত্ত করে, আমি এই (অযোধ্যা) পুরী থেকে এখনই বনে যেতে ইচ্ছা করি (বনে যেতে চাই)।

মম প্রব্রাজনাদদ্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা।
সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ॥ ১২

'তাহলে আজই আমি বনে চলে গেলে কেকয়-রাজতনয়া (আমাদের মধ্যমা মাতা কৈকেয়ী) কৃতকৃত্য হয়ে নিশ্চিন্তে ভরতকে অভিষিক্ত করতে পারবেন।

ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।
গতেঽরণ্যং চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃ সুখম্॥ ১৩

'জটাবল্কল ধারণ করে আমি বনবাসে গেলে, মাতা কৈকেয়ীর মনে আহ্লাদ হবে।

বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্।
তং নু নার্হামি সংক্লেষ্টুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্॥ ১৪

'যাঁর দ্বারা (কৈকেয়ীর) এই বুদ্ধি প্রভাবিত এবং মনও দৃঢ় সঙ্কল্পান্বিত হয়েছে, তাঁকে আমি কষ্ট দিতে পারি না ; (তাই) আমি অবিলম্বে বনে যাব।

কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে॥ ১৫

'সৌমিত্রে (ভাই লক্ষ্মণ) ! (আমাকে) রাজ্য-প্রদান, আবার সেই রাজ্য-প্রাপ্তি থেকে নিবারণ করে আমাকে (বনবাসে) প্রেরণ, (সর্বত্রই) দৈবের নির্বন্ধই মানতে হবে।

কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি তস্যা ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ॥ ১৬

'কৈকেয়ীর এই চিন্তা যদি দৈবকৃত না হত, (তবে) আমার দুঃখ ব্যাপারে তাঁর এই সঙ্কল্প কী করে হল !

জানাসি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা॥ ১৭

'সৌম্য ! তুমি তো জানো যে, মাতৃগণের মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য করি না। তাঁরও (মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীরও) আমাতে এবং তার পুত্রের (ভরতের) মধ্যে কোনও (পৃথক) বিশেষভাব ছিল না।

সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ।
উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্ দৈবাৎ সমর্থয়ে॥ ১৮

'(আমার) রাজ্যাভিষেক বন্ধ করে প্রবাসে (বনবাসে) প্রেরণের জন্য তাঁর (মাতা কৈকেয়ীর) যে কঠোর দুর্বচন, (তাকে) আমি দৈব ছাড়া আর অন্য কিছু বলে মনে করি না।

কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড্যং ভর্তৃসন্নিধৌ॥ ১৯

'(তা না হলে) নারীর উপযুক্ত সুন্দর স্বভাববিশিষ্টা, শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্না (কেকয়) রাজপুত্রী কীরূপে পতির সম্মুখে নীচস্বভাবা সাধারণ নারীর মতো আমার উদ্দেশ্যে এমন দুঃখদায়ক কথা বলতে পারেন !

অচিন্ত্যং তু তদ্ দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাং চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ॥ ২০

'যা চিন্তার অতীত এবং প্রাণিগণ যার প্রতিবিধান করতে পারে না, তাই-ই দৈব নামে অভিহিত এবং তা-ই (সেই অদৃশ্য দৈবই) আমার ও তাঁর (মেজো-মা কৈকেয়ীর) উপর নেমে এসেছে।

কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য নু গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মণোঽন্যন্ন দৃশ্যতে॥ ২১

'(ভ্রাতঃ) সৌমিত্র ! ফলভোগ ব্যতীত যে (দৈব) কর্মের কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেই দৈবের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে উৎসাহী হবে ?

সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চিৎ তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ॥ ২২

'সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি, উৎপত্তি-বিনাশ—যা কিছুই এইরকম (অদৃশ্য কর্মের ফল) তা সবই অবশ্যই দৈব কর্মের প্রভাবজাত।

ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান ভ্রশ্যন্তে কামমন্যুভিঃ॥ ২৩

'কঠোরতপা ঋষিরাও দৈবপ্রেরিত হয়ে কাম ও ক্রোধের বশীভূত হন এবং কঠোর তপস্যা ত্যাগ করে (পথ) ভ্রষ্ট হন।

অসংকল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ততে।
নিবর্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্ননু দৈবস্য কর্ম তৎ॥ ২৪

'আরব্ধ কর্ম শুরু থেকেই পরিত্যাগ করে অসঙ্কল্পিত (অভাবনীয়) কর্ম হঠাৎ আরম্ভ করা নিশ্চয়ই দৈবেরই কাজ।

এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে॥ ২৫

'এই তাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা (আমি) নিজেকে নিজেই সংযত করেছি ; তাই, (আমার) অভিষেক-ক্রিয়া ব্যাহত হলেও আমার কোনও দুঃখ নেই।

তস্মাদপরিতাপঃ সংস্তম্ভমপানুবিধায় মাম্।
প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীঃ ক্রিয়াম্॥ ২৬

'অতএব তুমিও সন্তাপশূন্য হয়ে আমার বিচারের অনুসরণ করে অভিষেক-ক্রিয়াকে শীঘ্র বন্ধ করো।

এভিরেব ঘটৈঃ সর্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ।
মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি॥ ২৭

'লক্ষ্মণ ! অভিষেকবারিসম্ভৃত (অভিষেকের জন্য আনীত জলপূর্ণ) এই সকল ঘটেই আমার তপোব্রতের স্নান হবে।

অথবা কিং মমৈতেন রাজদ্রব্যময়েন তু।
উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি॥ ২৮

'অথবা, রাজ্যাভিষেকার্থে আনীত এই সকল সামগ্রীতে আমার প্রয়োজন নেই ; নিজহাতে জল তুলে তা দিয়েই আমার ব্রত পালিত হবে।

মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্ষীর্লক্ষ্ম্যা বিপর্যয়ে।
রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ॥ ২৯

'(ভাই) লক্ষ্মণ ! রাজলক্ষ্মীলাভে বিপর্যয় হওয়ায় (তুমি) শোক কোরো না ; (কারণ), রাজা অথবা বনবাস —এই দুইয়ের মধ্যে আমার কাছে বনবাসই অভ্যুদয়দায়ক।

ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাসি দৈবং হি তথাপ্রভাবম্॥ ৩০

'লক্ষ্মণ ! আমার এই রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নপ্রাপ্তি বিষয়ে মেজো-মাকে কারণ বলে আশঙ্কা কোরো না, যেহেতু, তিনি দৈবাধীনা— তদ্রূপ পিতাকেও (কোনও ভাবেই) না। তুমি তো দৈবের বিষয়ে জানো।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

—o—

ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

শ্রীমান লক্ষ্মণ কর্তৃক শ্রীরামের দৈবযুক্তির বিরোধিতা করে পুরুষকারের প্রতিপাদনের দ্বারা শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রতিজ্ঞা

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্‌শিরা ইব।
ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু সহসা দৈন্যহর্ষয়োঃ॥ ১

রামচন্দ্র দৈবকে প্রতিপাদিত করে এইরকম বললে, লক্ষ্মণ মস্তক অবনত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং শীঘ্রই দুঃখ ও আনন্দের মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হলেন।

তদা তু বদ্ধ্বা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ॥ ২

তখন নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ভ্রূকুটি করে ভূগর্ভমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ বিষধর মহাসর্পের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষ্যং তদ্ ভ্রুকুটীসহিতং তদা।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্॥ ৩

তখন তাঁর সেই ভ্রূকুটি সমন্বিত মুখটি দেখতে হয়েছিল ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের মতো ভয়ঙ্কর।

অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ।
তির্যগূর্ধ্বং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্॥ ৪
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্যগ্‌ভ্রাতরমব্রবীৎ।

হস্তী যেমন শুঁড়কে, তদ্রূপ লক্ষ্মণ নিজের দক্ষিণ-হস্তকে সঞ্চালিত করে, শরীরের উপরে ঘাড় বক্রভাবে রেখে এবং চোখের অগ্রভাগ দ্বারা তির্যক দৃষ্টিপাত করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকে বললেন—

অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্॥ ৫
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি॥ ৬
যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরং শৌণ্ডীরঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি॥ ৭

'পূজনীয় দাদা! অযোগ্যস্থানেই আপনার এই সুগভীর ভাবাবেগ জন্মেছে ; ধর্ম-অপালনজনিত-দোষ হেতু লোকমর্যাদা-লঙ্ঘনাশঙ্কায় আপনার ন্যায় জ্ঞানী, নিঃশঙ্ক ব্যক্তি এই কথা বলতে পারছেন! দক্ষ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আপনি এইরকম দুর্বল নিন্দনীয় দৈবের প্রশংসা করছেন!

পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে।
সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মন্ কিং ন বুধ্যসে॥ ৮

'সেই পাপদ্বয়, কৈকেয়ী ও দশরথ থেকে আপনার মনে কোনো সন্দেহ হচ্ছে না কেন ? ধর্মাত্মন্! আপনি কি জানেন না, এই জগতে ধর্মের ভেকধারী অনেকেই আছেন!

তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ।
যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাদ্ধি প্রাগেব রাঘব।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্ বরঃপ্রকৃতশ্চ সঃ॥ ৯

'শঠতা দ্বারা আপনার রাজ্য অপহরণেচ্ছু তাঁদের দুজনের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছেন, যদি তাই না হবে, তবে পূর্বেই এই কাজ করা উচিত ছিল, (এবং) পূর্বেই এই বর প্রদান সঙ্গত হত।

লোকবিদ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্।
নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি॥ ১০

'হে বীর! আপনার পরিবর্তে অন্যের অভিষেক হলে, লোকসমাজে প্রজাবিদ্রোহের পরম্পরা হয়ে যাবে; তা আমি সহ্য করতে পারব না, এবং এই বিষয়ে আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

যেনৈবমাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধির্মহামতে।
সোঽপি ধর্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্ বিমুহ্যসি॥ ১১

'হে মহামতি! যার প্রভাবে আপনার বুদ্ধি দ্বিধাগ্রস্ত এবং যার প্রভাবে আপনি মোহগ্রস্ত হয়েছেন, সেই ধর্ম দূষণীয়।

কথং ত্বং কর্মণা শক্তঃ কৈকেয়ীবশবর্তিনঃ।
করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্॥ ১২

'সৎকর্ম সাধনে সক্ষম আপনি কী করে কৈকেয়ীর বাক্যবাণে বশীভূত-পিতার অধর্মীয় ও নিন্দনীয় আদেশ পালন করবেন ?

যদয়ং কিল্বিষাদ্ ভেদঃ কৃতোঽপ্যেবং ন গৃহ্যতে।
জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ॥ ১৩

'ধর্মের দ্বারা নিন্দিত এই যে ভেদকরণ, তা পাপে বশীভূত হয়ে করা হলেও আপনি এই বিষয় স্বীকার করেন না, এখানেই আমার দুঃখ।

তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।
মনসাপি কথং কামং কুর্যাৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।
তয়োস্ত্বহিতয়োর্নিত্যং শত্রবোঃ পিত্রভিধানয়োঃ॥ ১৪

'আপনার প্রতি সর্বদা অহিতকারী শত্রুস্বরূপ স্বেচ্ছাচারী পিতা-মাতা নামধারী দুজনের কথা মনে মনেও কেন স্মরণ করছেন ? আপনার এই অধর্মে ধর্মারোপ এই জগতে নিন্দনীয় !

যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্।
তথাপ্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে॥ ১৫

'যদিও তাঁদের দুজনের ঔদ্ধত্য দৈবের ফল বলে আপনার মনে হয়ে থাকে, তথাপি তা আপনার উপেক্ষা করা উচিত, কারণ, তা-ও আমার ভালো লাগছে না।

বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে॥ ১৬

'যে বীর্যহীন ক্লীব, সে-ই দৈবকে অনুসরণ করে, কিন্তু যারা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, বীর, তারা দৈবের উপাসনা করে না।

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥ ১৭

'যিনি স্বীয় পৌরুষ দ্বারা দৈবকে প্রতিহত করতে সমর্থ সেই দৈব কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হলেও তিনি নিরুদ্যম হন না।

দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈবমানুষয়োরদ্য ব্যক্তা ব্যক্তির্ভবিষ্যতি॥ ১৮

'আজ দেব-মনুষ্যাদি সকলে দেবতা এবং মানুষের বিক্রম দেখবে। আজ দেব-মানবের শক্তির প্রভাব-স্বরূপ পরীক্ষিত হবে।

অদ্য মে পৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্॥ ১৯

'যাঁরা আজ আপনার রাজ্যাভিষেককে দৈব কর্তৃক প্রতিহত হতে দেখেছেন, সেই মানুষেরাই আজ দৈবকেই আমার বিক্রমে পরাস্ত হতে দেখবেন।

অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে॥ ২০

'মদবারিপ্রভাবে উদ্ধত, অঙ্কুশাঘাতেও অপ্রতিরোধ্য উন্মত্ত হস্তীর মতো দুর্বার দৈবকে পৌরুষ দ্বারা আমি নিবারিত করবই।

লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্।
ন চ কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিং পুনঃ পিতা॥ ২১

'পিতার কথা কী ? ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সকলে এবং ত্রিভুবনের সকল অধিবাসী মিলিতভাবে আজ রামের অভিষেক রুখতে পারবে না।

যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।
অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দশ সমাস্তথা॥ ২২

'রাজন্ ! যাঁরা একসঙ্গে গোপনে আপনার বনবাস সমর্থন করেছেন, তাঁরাই চৌদ্দ বছর সেইরকম অরণ্যে বাস করবেন।

অহং তদাশাং ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ততে॥ ২৩

'আপনার অভিষেকে বাধা দিয়ে পিতার এবং কৈকেয়ীর পুত্রের (ভরতের) রাজ্যলাভের জন্য যে আশা বর্তমান, সেই আশাকে আমি দগ্ধ করে দেব।

মদ্বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্ দৈববলং তথা।
প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম॥ ২৪

'দৈবশক্তি আমার শক্তির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হবে না, কারণ, আমার তীব্র পৌরুষ দৈববলের দুঃখের কারণ হবে।

ঊর্ধ্বং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।
আর্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি॥ ২৫

'সহস্র বৎসরের অধিককাল প্রজাপালন করে আপনি বানপ্রস্থে গমন করলে, আর্যপুত্রগণ (আপনার পুত্রেরা) প্রজাপালন করবে।

পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসোঽভিধীয়তে।
প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে॥ ২৬

'পূর্ববর্তী রাজর্ষিগণের আচরণ অনুসরণে, পুত্রদের প্রতি পুত্রবৎ প্রজাপালনকার্য সম্পন্ন করে বৃদ্ধ রাজাদের বনবাসের বিধি নির্দিষ্ট আছে।

স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া।
নৈবমিচ্ছসি ধর্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি॥ ২৭
প্রতিজানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্।
রাজ্যং চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্॥ ২৮

'ধর্মপ্রাণ রাম ! রাজা যদি আপনাকে রাজ্যদানে একচিত্ত না হয়ে ভরতকে রাজ্যদানে স্থিরচিত্ত হয়ে থাকেন, এবং রাষ্ট্রবিপ্লব-আশঙ্কায় আপনি নিজে রাজ্য লাভের ইচ্ছা না করেন, তবে, হে বীর ! আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, বেলাভূমি যেমন সাগরকে, সেইরকমভাবে, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করবো, তা না পারলে, মৃত্যুর পর আমার বীরলোক-প্রাপ্তি হবে না !

মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।

অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ॥ ২৯

'দাদা ! আপনি সংগৃহীত মাঙ্গল্যদ্রব্যের দ্বারা অভিষেককার্যে ব্যাপৃত থেকে ঐ কার্য সম্পন্ন করুন ; আমি একাই নিজের ক্ষমতায় বিরোধী রাজন্যবর্গকে প্রতিরুদ্ধ করতে সমর্থ।

ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ॥ ৩০

'আমার এই বাহুদ্বয় কেবল শরীরের শোভাবর্ধনের জন্য নয়, ধনু অঙ্গের অলঙ্কারের জন্য নয়, তরবারি কেবল কটিদেশে বেঁধে রাখার জন্য নয় এবং বাণগুলি তূণে রেখে দেওয়ার জন্য নয়।

অমিত্রমথনার্থায় সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
ন চাহং কাময়েঽত্যর্থং যঃ স্যাচ্ছত্রুর্মতো মম॥ ৩১

'আমার এই বাহুদ্বয়, ধনু, অসি, শর শত্রু-দমনের জন্য ; অতএব, যাকে আমি শত্রু মনে করি, তাকে হত্যা করাকে বেশি কিছু বলে মনে করি না।

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা।
প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিণং বা ন কল্পয়ে॥ ৩২

'বিদ্যুৎ-ঝলকানো তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণ করলে আমি শত্রুকে এমনকী বজ্রধারী ইন্দ্রকেও গ্রাহ্য করি না।

খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।
হস্ত্যশ্বরথিহস্তোরুশিরোভির্ভবিতা মহী॥ ৩৩

'আমার খড়্গাঘাতে নিষ্পিষ্ট হস্তী, অশ্ব এবং রথীদের হস্ত, উরু ও মস্তকে সমাকীর্ণ পৃথ্বীতল চলাচলের পক্ষে দুর্গম হয়ে পড়বে।

খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ॥ ৩৪

'আজ আমার খড়্গাঘাতে হত শোণিতাপ্লুত শত্রুরা প্রদীপ্ত অগ্নির মতো রক্তিম হয়ে বিদ্যুৎযুক্ত মেঘের মতো ভূতলে পতিত হবে।

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।
কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে॥ ৩৫

'গোধা নামক অঙ্গুলিত্রাণ পরিহিত হয়ে ধনুর্ধারণ করে আমি দাঁড়ালে পুরুষদের মধ্যে কোন্ পৌরুষাভিমানী আমার সামনে দাঁড়াতে সমর্থ হবে ?

বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূঞ্জনান্।
বিনিয়োক্ষ্যাম্যহং বাণান্নৃবাজিগজমর্মসু॥ ৩৬

'আমি মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তীর মর্মস্থলে বাণ নিক্ষেপ করে বহু বাণদ্বারা একজনকে এবং একটি বাণ দ্বারা অনেককে ধরাশায়ী করব।

অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বং চ তব প্রভো॥ ৩৭

'প্রভু রামচন্দ্র ! রাজাকে প্রভুত্বহীন করার জন্য এবং আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমার অস্ত্রের প্রভাব প্রকটিত হবে।

অদ্য চন্দনসারস্য কেয়ূরামোক্ষণস্য চ।
বসূনাং চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ॥ ৩৮
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম করিষ্যতঃ।
অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্তৃণাং তে নিবারণে॥ ৩৯

'দাদা ! চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, কেয়ূরধারী, ধনদান এবং সজ্জনপালনে রত আমার এই বাহুদ্বয় আজ আপনার অভিষেক-বিঘ্নকারীদের নিবারণে ব্যাপৃত হবে।

ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং
তবাসুহৃৎ প্রাণযশঃসুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ
তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ॥ ৪০

'আপনার কোন্ শত্রুকে আজ আমি প্রাণ, যশ এবং বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করব, তা বলুন। (আমি) আপনার দাস, (অতএব) আমাকে সেই নির্দেশ করুন, যাতে এই পৃথিবী আপনার হয়।'

বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ॥ ৪১

রঘুবংশের গৌরববর্ধন রাম তাঁর বাষ্পবারি মুছিয়ে লক্ষ্মণকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'সৌম্য ! জেনে রাখো, আমি পিতা-মাতার আজ্ঞাপালনে দৃঢ়চিত্ত ; কারণ, সেটাই জীবনের যথার্থ পথ।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

ক্রন্দনরতা কৌশল্যা বনগমনোদ্যত পুত্র রামের সঙ্গে বনে যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করলে 'পতিসেবাই নারীধর্ম' বলে রামের তাঁকে নিবৃত্ত করা, রামের বনগমনে কৌশল্যার অনুমতিপ্রদান

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দেশপালনে।
কৌসল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্মিষ্ঠমব্রবীৎ॥ ১

ধর্মনিষ্ঠ রামকে পিতার আদেশ পালনে স্থিরচিত্ত জেনে কৌশল্যা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বললেন—

অদৃষ্টদুঃখো ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ।
ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্তয়েৎ॥ ২

'মহারাজ দশরথ-জাত ধর্মাত্মা ও সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী রাম দুঃখ কী তা কখনও দেখেনি ; সে কীভাবে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করবে !

যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে।
কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূলফলান্যয়ম্॥ ৩

'যাঁর ভৃত্যগণ এবং কর্মচারীরা উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করে, সেই রাম কী করে বনে থেকে ফলমূল আহার করে থাকবে ?

ক এতচ্ছ্রদ্দধেচ্ছ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ ভয়ম্।
গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্ বিবাস্যতে॥ ৪

'রাজা দশরথের গুণবান পুত্র কাকুৎস্থ-কুল-সম্ভূত শ্রীরাম বনে নির্বাসিত হচ্ছেন, এই কথা শুনে কে বিশ্বাস করবে ? কারই বা ভয় না হবে ?

নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি॥ ৫

'রাম ! জগতে নিশ্চিতরূপে দৈবই বলবান ও সব-কিছুরই নিয়ন্তা ; যেহেতু, সংসারে সর্বজনপ্রিয় হয়েও তোমাকে বনে যেতে হচ্ছে।

অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ।
বিলাপদুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ॥ ৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ।
কর্শয়িত্বাধিকং পুত্র নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ॥ ৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্।
প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে॥ ৮

'পুত্র ! তোমার অদর্শন আমার আত্মভূত বায়ু হয়ে এবং বিরহদুঃখ সমিধ হয়ে সেই শোকাগ্নিকে প্রজ্বলিত করবে ; তাতে রোদনাশ্রু হবে ঘৃতাহুতি এবং তোমার প্রত্যাগমনচিন্তা ঘনীভূত বাষ্প হয়ে শীতশেষে গ্রীষ্মের আগমনে সূর্যদেব যেমন বনভূমিকে দগ্ধ করে, সেইরকম, তোমার বিরহ-শোকাগ্নি আমাকে দগ্ধ করবে।

কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি॥ ৯

'ধেনু যেমন অগ্রে ধাবমান বৎসকে অনুসরণ করে, সেইরকম বৎস ! তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমাকে অনুসরণ করব।'

যথা নিগদিতং মাত্রা তদ্ বাক্যং পুরুষর্ষভঃ।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১০

মা যা বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই কথা শুনে অতীব শোকার্তা মাকে এইভাবে বললেন—

কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি॥ ১১

'মহারাজ কৈকেয়ীর দ্বারা বঞ্চিত হয়েছেন ; আবার আমি বনে চলে গেলে, আর আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হলে পিতা নিশ্চয়ই আর বাঁচবেন না।

ভর্তুঃ কিল পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ।
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ॥ ১২

'স্বামী-পরিত্যাগ স্ত্রীগণের পক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কর্ম, সেই নিন্দনীয় কর্ম আপনার মনোমধ্যে ভাবনায়ও স্থান দেওয়া উচিত নয়।

যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জগতীপতিঃ।
শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩

'কাকুৎস্থকুলসম্ভূত আমার পিতা মহারাজ দশরথ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁর সেবা করুন ; তাই-ই চিরন্তন ধর্ম।'

এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা।
তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্॥ ১৪

শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বললে, শুভদর্শনা কৌশল্যা অত্যন্ত প্রীতিভরে নিরলস শুভকর্মা রামকে বললেন, 'তাই হোক'।

এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।

ভূয়স্তামব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১৫

দেবী কৌশল্যা এইরকম বললে, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র শোকাতুরা মাতাকে আবার বললেন—

ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্তা গুরু শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬

'মা! পিতার আজ্ঞা পালন করা আপনার এবং আমার উভয়েরই কর্তব্য; কারণ তিনি সকলেরই (এবং আমাদের তো বটেই) রাজা, পালক, শ্রেষ্ঠগুরু, অধীশ্বর এবং প্রভু।

ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব॥ ১৭

'মহারণ্যে এই চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করে পরে ফিরে এসে পরমানন্দে আপনারই নির্দেশ পালন করব।'

এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা।
উবাচ পরমার্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা॥ ১৮

তখন, পুত্রবৎসলা পরম শোকার্তা কৌশল্যাকে রাম এইরকমভাবে বললে, অশ্রুপূর্ণবদনে প্রিয় পুত্র রামকে বললেন—

আসাং রাম সপত্নীনাং বস্তুং মধ্যে ন মে ক্ষমম্।
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব॥ ১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া।

'রাম! এই সপত্নীদের সঙ্গে আমি থাকতে পারব না। যদি পিতৃ-আজ্ঞায় তুমি বনে যাওয়া-ই স্থির করে থাকো, তবে হে কাকুৎস্থ-কুলগৌরব! আমাকেও বন্যমৃগীর মতো বনে নিয়ে চলো।'

তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ॥ ২১

মাকে এইভাবে কাঁদতে দেখে, রাম কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'স্ত্রীর জীবৎকালে পতিই তাঁর একমাত্র দেবতা এবং প্রভু; বর্তমানে তিনি আপনার এবং আমারও প্রভু।

ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা।
ভরতশ্চাপি ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ॥ ২২
ভবতীমনুবর্তেত স হি ধর্মরতঃ সদা।

'বুদ্ধিমান জগৎপতি রাজা দশরথের বর্তমানে আমরা অনাথ নই। ধার্মিক ভরতও সকল প্রাণীর প্রতি প্রিয়ভাষী। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত সে সর্বদা আপনার সেবা করবে।

যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ॥ ২৩
শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।

'আমি বনে চলে গেলে, রাজা পুত্রশোকে যেন কিছুমাত্র কষ্ট না পান, অচঞ্চলচিত্তে তাই করুন।

দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ॥ ২৪
রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমাহিতা।

'এই নিদারুণ শোক যাতে রাজা দশরথের মৃত্যুর কারণ না হয় সেইজন্য আপনি সর্বদা একাগ্রচিত্তে বৃদ্ধ রাজার প্রতি কল্যাণকারী আচরণ করুন।

ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা॥ ২৫
ভর্তারং নানুবর্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।

'ব্রত-উপবাসরতা নারী যদি পতির অনুগতা না হন, তবে তিনি পাপগতিপ্রাপ্তা হবেন।

ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্॥ ২৬
অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।

'নমস্কারহীনা এবং দেবপূজানিবৃত্তা নারী পতিসেবা দ্বারা উত্তম স্বর্গ লাভ করেন।

শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ ২৭
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যোবেদেলোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।

'পতির প্রিয় এবং হিতকর কর্মে রত হয়ে সেবা করা উচিত; স্ত্রীর এই বৈদিক এবং লৌকিক আচার বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

অগ্নিকার্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ॥ ২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সৎকৃতাঃ।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী॥ ২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তৃশুশ্রূষণে রতা।

'দেবি! আমার মঙ্গলের জন্য সর্বদা অগ্নিহোত্র এবং পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করুন, ব্রাহ্মণদের অর্চনা করুন এবং সংযত আহার করে পতি সেবায় নিরত থেকে আমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করুন।

প্রাপ্স্যসে পরমং কামং ময়ি পর্যাগতে সতি॥ ৩০
যদি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।

'যদি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ জীবিত থাকেন, তবে আমার প্রত্যাগমনে আপনার শুভকামনা পূর্ণ হবে।'

এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা॥ ৩১
কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা রামং বচনমব্রবীৎ।

রামচন্দ্র এইরকম বললে, পুত্রশোকার্তা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামচন্দ্রকে এই কথা বললেন—

গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক॥ ৩২

বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।

'পুত্র! বনগমনে তোমার নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে আমি পরিবর্তিত করতে পারব না; যেহেতু হে বীর! ''কাল'' যে নিশ্চিত-ই দুরতিক্রম্য!

গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো॥ ৩৩
পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা।

'দৃঢ়চেতা পুত্র! তুমি একাগ্রচিত্তে বনে যাও; তোমার সর্বতঃ কল্যাণ হোক! তুমি বন থেকে অযোধ্যায় পুনরায় প্রত্যাবৃত হলে আমি সন্তাপশূন্যা হব।

প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে।
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্॥ ৩৪

'পিতৃ-ঋণমুক্তি-রূপ মহাব্রত সমাপন করে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যবান হয়ে তুমি বন থেকে প্রত্যাবৃত হলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাব।

কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি।
যস্ত্বাং সংচোদয়তি মে বচ আবিধ্য রাঘব॥ ৩৫

'বৎস রঘুনন্দন! যে দৈব আমার নির্দেশ অমান্য করেও তোমাকে বনে প্রেরণ করছে, পৃথিবীতে সেই দৈবের কার্য সর্বদাই অভাবনীয়।

গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা॥ ৩৬

'বীর পুত্র! এখন তবে যাও। সকুশলে ফিরে এসে আবার আমাকে মনোহর প্রিয়বচনে আনন্দ দান কোরো।

অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্ বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
যৎ ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্॥ ৩৭

'বাছা! জটাবল্কলধারী তোমাকে যে আবার বন থেকে প্রত্যাগত দেখব, সে দিন কি আমার ফিরে আসবে!'

তথা হি রামং বনবাসনিশ্চিতং
দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো
বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী॥ ৩৮

দেবী কৌশল্যা রামকে বনবাসযাত্রায় নিশ্চিত দেখে এবং সাদর অন্তঃকরণে তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে রামের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণসূচক বাক্য বললেন—

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

———○———

পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

শ্রীরামের বনবানযাত্রায় জননী কৌশল্যা কর্তৃক মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীসীতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মাতাকে প্রণামপূর্বক রামের সীতাভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী॥ ১

উদারচরিত্রা মাতা কৌশল্যা সেই শোককে সংযত এবং পবিত্র জল স্পর্শ করে রামের যাত্রার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রং চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে॥ ২

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির শেষে মা তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—'হে রঘুকুলতিলক! আমি তোমাকে নিবারণ করতে অক্ষম, অতএব, তুমি এখন যাও এবং শীঘ্রই ফিরে এসো; বনবাসকালে সাধুদের পথই অবলম্বন কোরো।

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥ ৩

'হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি আনন্দ এবং সংযমের সঙ্গে যে ধর্মপালন করবে, সেই ধর্মই তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক।

যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ॥ ৪

'পুত্র ! দেবমূর্তিতে এবং দেবালয়ে যাঁদের তুমি প্রণাম করো, তাঁরা বনে মহর্ষিদের সঙ্গে তোমাকে রক্ষা করুন।

যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা॥ ৫

'প্রজ্ঞাবান মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে অস্ত্রগুলি দিয়েছেন, সর্বগুণসম্পন্ন তোমাকে সেইগুলি সর্বদা রক্ষা করুক।

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ ৬

'হে বীর পুত্র ! পিতৃসেবা, মাতৃসেবা তথা সত্যপালন দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে চিরজীবী হও।

সমিৎ কুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদাঃ।
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম॥ ৭

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! হোমের কাষ্ঠ, কুশ, কুশাঙ্গুরীয়, যজ্ঞভূমিসমূহ এবং মন্দিরসমূহ, ব্রাহ্মণদের দেবপূজাস্থান-সমূহ, পর্বতসমূহ, বিশাল বৃক্ষসমূহ, ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল, বিশাল জলাশয়সমূহ, পক্ষীরা, সর্পসকল এবং পশুরাজ সিংহেরা—সকলেই তোমাকে অরণ্যমধ্যে রক্ষা করুক।

স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্যমা॥ ৮

'সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মহর্ষিগণসহ মরুৎগণ তোমার মঙ্গলপ্রদ হোন ; সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং বিধাতা পরব্রহ্ম বিষ্ণু মঙ্গলপ্রদ হোন ; পূষা (সূর্যদেব), ভগ (পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্র), অর্যমা (উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র) সকলেই তোমার মঙ্গল করুন।

লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা।
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ॥ ৯
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা।
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ॥ ১০

'ইন্দ্র-প্রমুখ লোকপালগণ, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিবা এবং রাত্রিসকল এবং মুহূর্তগুলি তদ্রূপ সর্বদাই তোমার কল্যাণপ্রদ হোন। পুত্র ! বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র-সকল এবং ধর্মশাস্ত্রসকল সর্বতোভাবে তোমায় রক্ষা করুক।

স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ॥ ১১

'ভগবান কার্তিকেয়, দেবগুরু বৃহস্পতিসহ চন্দ্রদেব, সপ্তর্ষিগণ এবং দেবর্ষি নারদ— এঁরা সকলেই সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন।

তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ॥ ১২

'পুত্র ! আমার দ্বারা স্তুত সিদ্ধগণ, দিকসমূহ এবং সকল দিকের অধিপতি দেবগণ সবদিকে তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ।
দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ॥ ১৩
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ।
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্॥ ১৪

'পর্বতসমূহ, সমুদ্র, তদ্রূপ জলের অধিপতি বরুণদেব, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, তদ্রূপ ধরিত্রীমাতা (ভূর্লোক), বায়ুদেবতা, চরাচর প্রাণীসকল, নক্ষত্রসকল, দেবগণসহ গ্রহগণ, দিন ও রাত্রি, তদ্রূপ সন্ধ্যায় (প্রাতঃসন্ধি ও সায়ং সন্ধিক্ষণ) সকলেই বনে আশ্রিত তোমাকে রক্ষা করুন।

ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা।
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশন্তু তে॥ ১৫

'ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস তথা সংবৎসর এবং কলা কাষ্ঠাদি (কাল-পরিমাণ) তোমার মঙ্গলবিধান করুক।

মহাবনেঽপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতঃ।
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা॥ ১৬

'মুনির বেশধারী মহাজ্ঞানী তুমি যখন মহাবনে বিচরণ করতে থাকবে, তখন দেবগণ এবং দৈত্যগণ সবসময় তোমার প্রতি সুখপ্রদ হোন।

রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্মণাম্।
ক্রব্যাদানাং চ সর্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্॥ ১৭

'বৎস ! ভয়ঙ্কর রাক্ষস, নৃশংস পিশাচ এবং মাংসাশী পশুরা যেন তোমার ভয়ের কারণ না হয়।

প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।
সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব॥ ১৮

'গভীর বনে বানরাদি পশুরা, বৃশ্চিক, ডাঁশ, মশা তদ্রূপ সরীসৃপ এবং কীটেরা তোমার প্রতি যেন হিংসাপরায়ণ না হয়।

মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ।
মহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে দ্রুহ্যন্তু পুত্রক॥ ১৯

'পুত্র ! মহাহস্তিগণ, তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকেরা এবং শৃঙ্গধারী ভয়ঙ্কর মহিষেরাও যেন তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়।

নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্বজাতয়ঃ।
মা চ ত্বাং হিংসিষুঃ পুত্র ময়া সম্পূজিতাস্ত্বিহ॥ ২০

'পুত্র ! নরমাংসভোজী অন্য সবজাতীয় যে প্রাণীরা আমা-কর্তৃক পূজিত হয়েছে, তারা যেন তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়।

আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ।
সর্বসম্পত্তয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক॥ ২১

'বৎস রাম ! তোমার যাত্রা মঙ্গলময় হোক, পরাক্রম সার্থক হোক, বনে ফলমূলাদি আহার্যসমূহ সুলভ হোক, তুমি কল্যাণমণ্ডিত হও।

স্বস্তি তেঽস্ত্বান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ॥ ২২

'অন্তরীক্ষবাসী, পৃথিবীবাসী তথা দেবতাদের মধ্যে যাঁরা তোমার প্রতিকূলাচারী, তাঁদের সকলের কাছ থেকেই তোমার কল্যাণ হোক।

শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা।
পান্তু ত্বামর্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্॥ ২৩

'রাম ! তোমার দণ্ডকারণ্যে বাসের সময়, আমার দ্বারা পূজিত শুক্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের তথা যম তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নির্বায়ুস্তথাত ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখচ্যুতাঃ।
উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন॥ ২৪

'রঘুকুলনন্দন রাম ! অস্পৃশ্য বস্তুর (হঠাৎ) স্পর্শকালে অগ্নিদেব, বায়ুদেব, ধূম তথা ঋষিমুখনিঃসৃত মন্ত্রসকল তোমায় রক্ষা করুন।

সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তৃ তথর্ষয়ঃ।
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্॥ ২৫

'ত্রিলোকের অধীশ্বর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তথা ঋষিগণ এবং অন্য দেবগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন।'

ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।
স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চায়তলোচনা ॥ ২৬

ডাগর আঁখি যশস্বতী মা কৌশল্যা এই কথা বলে মাল্য, গন্ধদ্রব্য এবং যথাযোগ্য স্তুতি দ্বারা দেবগণের অর্চনা করলেন।

জ্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ॥ ২৭

শ্রীরামের মঙ্গলকামনায় মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের দ্বারা পূতাগ্নি আহরণ করে বিধিপূর্বক হোম করলেন।

ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধশ্চৈব সর্ষপান্।
উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা॥ ২৮

রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা যজ্ঞের জন্য ঘৃত, শ্বেত মাল্য, সমিধ এবং শ্বেতসরিষা সংগ্রহ করলেন।

উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্।
হুতহব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ॥ ২৯

শান্তি ও নিরাময় কামনায় পুরোহিত পূতাগ্নিতে বিধিপূর্বক আহুতি দিয়ে, অবশিষ্ট হবনীয় দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞবেদির বাইরে দশদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করলেন।

মধুদধ্যক্ষতঘৃতৈঃ স্বস্তিবাচ্যং দ্বিজাংস্ততঃ।
বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্॥ ৩০

অনন্তর, বনে রামের স্বস্ত্যয়নক্রিয়া করানোর জন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে মধু-দধি-আতপতণ্ডুল-ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন।

ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।
দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ॥ ৩১

অতঃপর রামজননী যশোমতী কৌশল্যা বিপ্রবর পুরোহিতকে অভিলষিত দক্ষিণা দান করে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বললেন—

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ৩২

'বৃত্রাসুরের বিনাশসাধন করে সর্বদেবপূজ্য সহস্রলোচন ইন্দ্রের যে মঙ্গল হয়েছিল, তোমারও তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ৩৩

'পূর্বে অমৃত আহরণে ইচ্ছুক স্বপুত্র গরুড়ের জন্য মাতা বিনতা যে মঙ্গলকৃত্য করেছিলেন, বৎস রাম ! তোমার তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাৎ তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ৩৪

'অমৃত সংগ্রহের সময় দৈত্যহন্তা বজ্রধরের মাতা অদিতি যে মঙ্গলময় আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার তদ্রূপ মঙ্গল হোক।

ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তৎ তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ৩৫

'তিন পদে ত্রিভুবন আক্রমণকারী অমিত তেজস্বী বিষ্ণুর যে কল্যাণ হয়েছিল, রাম ! তোমার সেইরকম কল্যাণ হোক।

ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্॥ ৩৬

'হে মহাবীর ! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসকল, চতুর্বেদ, ত্রিলোক এবং দিক্‌সমূহ তোমার মঙ্গলবিধান করুন। তোমার সবকিছুই মঙ্গলময় হোক।'

ইতি পুত্রস্য শেষাশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।
গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা॥ ৩৭
ঔষধীং চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ॥ ৩৮

এইভাবে বিশাললোচনা দেবী কৌশল্যা পুত্র রামকে আশীর্বাদ করলেন এবং নিজবক্ষে টেনে নিয়ে চন্দনলিপ্ত করলেন, আর মঙ্গলসূচক ওষধি, আতপচাল, বিশল্যকরণী মস্তকোপরি রক্ষা করে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী।
বাঙ্মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া॥ ৩৯

দুঃখিনী কৌশল্যা যেন আনন্দিত হয়ে সুসজ্জিত বাক্যে ভাবহীন ভাষায় বললেন—

আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্॥ ৪০
অরোগং সর্বসিদ্ধার্থময়োধ্যাং পুনরাগতম্।
পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ত্মসু॥ ৪১

যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা পুত্রকে আলিঙ্গন করে, তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে এনে আঘ্রাণ করলেন এবং বললেন—'বৎস রাম ! অভিলাষ পূরণের জন্য যথাসুখে গমন করো। আবার রোগহীন ও সিদ্ধকাম তোমাকে অযোধ্যায় ফিরে এসে সুখে রাজকর্মে যুক্ত দেখতে চাই।

প্রণষ্টদুঃখসংকল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্॥ ৪২

'আর সকল দুঃখের সঙ্কল্পকাল শেষ করে, বন থেকে প্রত্যাবৃত তোমাকে আনন্দোজ্জ্বল-বদনে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো আমি দেখব।

ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি চ পুনস্ত্বাং তু তীর্ণবন্তং পিতুর্বচঃ॥ ৪৩

'রাম ! পিতৃপ্রতিজ্ঞাপালনে উত্তীর্ণ হয়ে, বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিরে এসে আবার তুমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছ (আমি) দেখব।

মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।
বধ্বাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্ধ যাহি ভোঃ॥ ৪৪

'বৎস ! বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিরে এসে, কল্যাণমণ্ডিত হয়ে বধূমাতা সীতার এবং আমার ইচ্ছাগুলি নিত্য পূর্ণ করে যেয়ো।

ময়ার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব॥ ৪৫

'রঘুকুলনন্দন ! তুমি দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে যাচ্ছ, এই সময় আমার দ্বারা পূজিত শিবাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ, প্রাণিগণ, দিব্য নাগগণ এবং পূর্বাদি দিক্‌সমূহ-সকলে তোমার মঙ্গল করুন।'

অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা
সমাপ্য চ স্বস্ত্যয়নং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবং
পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে॥ ৪৬

অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননী কৌশল্যা যথাবিধি মঙ্গলাচরণ সমাপন করে রঘুনন্দন রামকে প্রদক্ষিণ করলেন ; তারপর তাঁকে বারবার নিরীক্ষণ করে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো
নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃ পুনঃ।
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ
স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া॥ ৪৭

দেবী কৌশল্যা তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পর, মহাযশস্বী রঘুনন্দন রাম মাতৃচরণে বারবার মস্তক লুণ্ঠিত করে প্রণাম জানিয়ে উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন হয়ে সীতার ভবনের দিকে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

রামকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে সীতা কর্তৃক কারণ জিজ্ঞাসা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিজের বনগমন বার্তা জ্ঞাপন করে, গৃহে অবস্থানপূর্বক শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা করার জন্য সীতার প্রতি শ্রীরামের উপদেশ প্রদান

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সম্প্রস্থিতো বনম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ॥ ১

মাতা মঙ্গলাচরণ করার পর ধর্মনিষ্ঠ রাম জননী কৌশল্যাকে প্রণাম করে বনের পথে যাত্রার প্রস্তুতি করলেন।

বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্।
হৃদয়ান্যামমন্থেব জনস্য গুণবত্তয়া॥ ২

রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র জনগণবেষ্টিত হয়ে রাজপথে বিরাজ করার সময় নিজ গুণে মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করলেন।

বৈদেহী চাপি তৎ সর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥ ৩

বিদেহরাজতনয়া তপস্বিনী সীতা কিন্তু সেই পতির বনগমন বৃত্তান্তসকল শোনেননি ; তাঁর হৃদয়জুড়ে কেবল রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের কথাই বিরাজ করছে।

দেবকার্যং স্ম সা কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা।
অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি॥ ৪

রাজধর্মে অভিজ্ঞতাসম্পন্না রাজপুত্রী সীতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজেই দেবকার্য সমাপন করে, হৃষ্টচিত্তে পতি রামের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ৫

এমন সময় রাম, কিঞ্চিৎ লজ্জাবনত মুখে, আনন্দোল্লাসিত জনগণ পরিপূর্ণ নিজের সুশোভিত গৃহে প্রবেশ করলেন।

অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্।
অপশ্যচ্ছোকসংতপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৬

তখন সীতা দাঁড়িয়ে চিন্তাব্যাকুল শোকসন্তপ্ত পতিকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢুং ততো বিবৃততাং গতঃ॥ ৭

সীতাকে দেখে ধর্মাত্মা রঘুনন্দন হৃদয়ের শোক সহ্য করতে পারলেন না, তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো॥ ৮

রামকে বিবর্ণমুখ, ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে দুঃখাভিসন্তপ্তা সীতা দুঃখিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! কী হয়েছে ?

অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ॥ ৯

'হে রঘুনন্দন ! জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা বলেছেন—আজ ঐশ্বর্যসম্পন্ন বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শুভ সময়ে আপনি বিষণ্ণ কেন ?

ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।
আবৃতং বদনং বল্গু ছত্রেণাভিবিরাজতে॥ ১০

'আপনার মনোহর বদনমণ্ডল শত শলাকাযুক্ত ও জলফেনার ন্যায় শুভ্র ছত্রাবৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে না কেন !

ব্যজনাভ্যাং চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্।
চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্॥ ১১

'পদ্মপলাশ নেত্রযুক্ত আপনার মুখমণ্ডলকে চন্দ্র এবং হংসপক্ষের ন্যায় শুভ্র চামর দিয়ে হাওয়া করা হচ্ছে না !

বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ।
স্তুবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূতমাগধাঃ॥ ১২

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! বাক্‌নিপুণ বন্দনাগায়ক সূত ও মাগধগণকে আজ সানন্দে মঙ্গলগীতি দ্বারা আপনার স্তুতিগান করতে দেখা যাচ্ছে না !

ন তে ক্ষৌদ্রং চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মূর্ধ্নি মূর্ধাভিষিক্তস্য দদতি স্ম বিধানতঃ॥ ১৩

'বিধিপূর্বক অভিষিক্ত আপনার মস্তকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মধু ও দধি দান করেননি !

ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ।

অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা॥ ১৪

'সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাবৃন্দ সুসজ্জিত হয়ে আপনার অনুগমন করতে ইচ্ছা করছেন না কেন ?

চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হয়ৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ॥ ১৫

'স্বর্ণভূষিত বেগবান চার ঘোড়ায় টানা প্রধান পুষ্পক-রথ আপনার আগে আগে চলছে না কেন ?

ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ।
প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ॥ ১৬

'হে বীর ! আপনার যাত্রাকালে সর্বসুলক্ষণযুক্ত, কৃষ্ণমেঘ বর্ণময় পর্বতের মতো শ্রীসমন্বিত হস্তীকে আগে আগে চলতে দেখা যাচ্ছে না কেন ?

ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্॥ ১৭

'প্রিয়দর্শন হে বীর ! স্বর্ণখচিত আপনার ভদ্রাসনটি (বসার আসনটি) নিয়ে কোনও সেবককে আগে আগে যেতে দেখছি না কেন ?

অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব।
অপূর্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে॥ ১৮

'এ কী ! আপনার অভিষেকের সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে, অথচ, আপনার অপূর্ব মুখবর্ণ ও আনন্দ দেখা যাচ্ছে না !'

ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ।
সীতে তত্রভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্॥ ১৯

সীতা এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, রঘুনন্দন রাম তাঁকে বললেন—'সীতে, পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে বনে নির্বাসিত করেছেন।

কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি।
শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাদ্যাগতং মম॥ ২০

'মহদ্বংশে জাতা, ধর্মজ্ঞা, ধর্ম আচরণকারিণি, অয়ি জনকনন্দিনি সীতে ! যে কারণে আজ আমার এই অবস্থা, তা শোনো।

রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ।
কৈকেয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ॥ ২১

'পূর্বে সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার পিতা রাজা দশরথ, আমার মাতা কৈকেয়ীকে দুটি বিশেষ বর দিয়েছিলেন।

তয়াদ্য মম সজ্জেঽস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে।
প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্মেণ প্রতিনির্জিতঃ॥ ২২

'রাজা দশরথ আজ আমার এই অভিষেকের উদ্যোগ করলে, মাতা কৈকেয়ী ধর্মের উল্লেখে রাজাকে বশীভূত করে সেই শপথ পালনে প্রণোদিত করেন।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া।
পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ॥ ২৩

'প্রথম বর অনুসারে আমার পিতা ভরতকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করলেন, এবং দ্বিতীয় বরানুসারে আমাকে চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে বাস করতে হবে।

সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন॥ ২৪

ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম॥ ২৫

'আমি বিজন বনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে তোমাকে দেখতে এসেছি। গমনের প্রাক্কালে তোমাকে বলছি, ভরতের কাছে তুমি আমার প্রশংসাসূচক কথা কখনও বলবে না ; কারণ ঐশ্বর্যশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। তাই বলছি, ভরতের সামনে আমার গুণের প্রশংসা কোরো না।

অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন।
অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম্॥ ২৬

'কারও কাছেই আমার সম্বন্ধে কখনও বিশেষভাবে কিছু আলোচনা করবে না ; কারণ তাঁর প্রতি অনুকূল আচরণ দ্বারাই তার কাছে থাকতে হবে।

তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্।
স প্রসাদ্যস্ত্বয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ॥ ২৭

'সীতে ! রাজা দশরথ ভরতকে পরম্পরা-প্রাপ্ত যৌবরাজ্য দান করেছেন ; অতএব বিশেষত, সে-ই রাজা, তাকে তোমায় প্রসন্ন রাখতেই হবে।

অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরোঃ সমনুপালয়ন্।

বৎস্যামি হিরীভব মনস্বিনি॥ ২৮

'আমিও গুরুর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আজই বনে যাব; অয়ি, মানিনী ধৈর্য ধারণ করো।

বনং চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনিনিষেবিতম্।
ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে॥ ২৯

'নিষ্পাপে (অয়ি) কল্যাণি ! আমি মুনিজনসেবিত বনে চলে গেলে, তুমি ব্রত ও উপবাসপরায়ণা হয়ে থেকো।

কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ॥ ৩০

'প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে বিধিপূর্বক দেবতাদের পূজা করে, জনগণের প্রভু আমার পিতা দশরথকে বন্দনা করবে।

মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্শিতা।
ধর্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি॥ ৩১

'বৃদ্ধা এবং শোকসন্তপ্তা আমার মা কৌশল্যা ; তাঁকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে তুমি তাঁকে সম্মান দিয়ো।'

বন্দিতব্যাশ্চ তে নিত্যং যাঃ শেষা মম মাতরঃ।
স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ॥ ৩২

'আমার অপর মাতৃগণও তোমার নিত্য বন্দনীয়া, স্নেহ এবং প্রীতির উপভোগদানে আমার মাতৃগণ সকলেই সমান।

ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ।
ত্বয়া ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম॥ ৩৩

'আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় ভরত এবং শত্রুঘ্নকেও তুমি বিশেষভাবে নিজ ভ্রাতা এবং পুত্রের মতো দেখবে।

বিপ্রিয়ং চ ন কর্তব্যং ভরতস্য কদাচন।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ॥ ৩৪

'অয়ি, বিদেহরাজতনয়ে ! ভরতের অপ্রিয় কাজ কখনও করবে না, যেহেতু সে-ই বংশের এবং দেশেরও রাজা।

আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ।
রাজানঃ সম্প্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্যয়ে॥ ৩৫

'সদাচরণ ও সযত্ন সেবায় রাজারা প্রসন্ন হন, কিন্তু বিপরীত আচরণে ক্রুদ্ধ হন।

ঔরস্যানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ।
সমর্থান্ সম্প্রগৃহ্ণন্তি জনানপি নরাধিপাঃ॥ ৩৬

'নিজ ঔরসজাত পুত্রগণ অহিতকারী হলে রাজারা তাদের ত্যাগ করেন, অপরপক্ষে হিতকারী অনাত্মীয় সাধারণ জনগণকে তাঁরা প্রতিগ্রহণ করেন।

সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী।
ভরতস্য রতা ধর্মে সত্যব্রতপরায়ণা॥ ৩৭

'অয়ি কল্যাণি ! তুমি রাজা ভরতের আজ্ঞার অনুকূলবর্তিনী, ধর্মে রতা ও সত্যব্রতপরায়ণা হয়ে অযোধ্যায় বাস করো।

অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ-
তথা ত্বয়া কার্যমিদং বচো মম॥ ৩৮

'প্রিয়ে ! আমি বনে চলে যাব। অয়ি সুন্দরি ! তোমাকে অযোধ্যাতেই থাকতে হবে। যাতে কারও প্রতি অপরাধ না হয়, তেমন কাজই তোমায় করতে হবে—এটাই তোমার প্রতি আমার বক্তব্য।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ

বনবাসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীরামের প্রতি সীতার প্রার্থনা

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীরামের প্রণয়যোগ্যা প্রিয়বাদিনী বিদেহরাজতনয়া সীতা কিন্তু শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিত হয়ে প্রণয়কুপিত-স্বরে স্বামীকে বললেন—

কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্।
ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরবরোত্তম॥ ২

'নরশ্রেষ্ঠ রাম ! আপনি গুরুতর কথাকে লঘুভাবে কেমন করে বলছেন ? আপনি যা বললেন, শুনে আমার হাসি পাচ্ছে !

বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যং চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্॥ ৩

'রাজন্ ! আপনি যা বললেন, তা অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ বীর রাজপুত্রের বলার অযোগ্য ও অখ্যাতিকর, তাই শ্রবণের অযোগ্য।

আর্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে॥ ৪

'স্বামিন্ ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র তদ্রূপ পুত্রবধূ সকলেই নিজ নিজ পুণ্য ভোগ করে নিজ নিজ ভাগ্য অনুসারে চলে অর্থাৎ জীবন নির্বাহ করে।

ভর্তুর্ভাগ্যং তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥ ৫

'পুরুষপ্রবর ! নারী একাই কেবল স্বামীর ভাগ্য লাভ করে, অতএব আপনার সঙ্গে আমিও বনে বাস করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥ ৬

'পিতা, মাতা, পুত্র, সখী বা শরীরও (নিজেও) না—ইহলোকে ও পরলোকে পতিই নারীর একমাত্র গতি (আশ্রয়স্থল)।

যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥ ৭

'হে রঘুনন্দন ! যদি আপনি আজই দুর্গম বনে প্রস্থান করেন, তবে আমিও পথের কুশ ও কাঁটা দলিত করে আপনার আগে আগে চলব।

ঈর্ষ্যাং রোষং বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে॥ ৮

'বীর ! আমার পাতিব্রত্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে, ঈর্ষা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে ভোজন শেষে পানীয় জলের মতো আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন ; আমার মধ্যে কোনও পাপ নেই।

প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্বাবস্থাগতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে॥ ৯

'অট্টালিকায় অবস্থিতি অথবা আকাশযানে আকাশ-ভ্রমণ অপেক্ষা পতির পদচ্ছায়ায় অবস্থিতি সতীনারীর কাছে অধিক মহত্ত্বের বিষয়।

অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সম্প্রতি বক্তব্যা বর্তিতব্যং যথা ময়া॥ ১০

'নানান অবস্থায় কীভাবে থাকতে হয়, সেই বিষয়ে আমার মা এবং বাবা যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছেন ; অতএব, আপনার অবর্তমানে আমায় কীভাবে থাকতে হবে, সে বিষয়ে আর বলতে হবে না।

অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্॥ ১১

'আপনার সঙ্গে আমি মনুষ্যবর্জিত, নানা পশুপরিপূর্ণ ব্যাঘ্রসঙ্কুল দুর্গম বনে যাব।

সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।...
অচিন্তয়ন্তী ত্রীঁল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্॥ ১২

'ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা না করে কেবল পাতিব্রত্যের কথা চিন্তা করে পিত্রালয়ে বাসের মতো বনে সুখে বাস করব।

শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু॥ ১৩

'হে বীর ! ব্রহ্মচারিণী হয়ে ব্রতপালন এবং সর্বদা আপনার সেবা করে মধুগন্ধী বনসমূহে আপনার সঙ্গে বিহার করব।

ত্বং হি কর্তুং বনে শক্তো রাম সম্পরিপালনম্।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ॥ ১৪

'সকলকে সম্মানদাতা, হে রাম ! অরণ্যে অপর সকলকে রক্ষা করতে আপনি সমর্থ, আমার কথা আর কী বলব ! অর্থাৎ আমাকেও আপনি রক্ষা করতে সমর্থ !

সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্তয়িতুমুদ্যতা॥ ১৫

'হে মহাভাগ ! আজ আমি আপনার সঙ্গে বনে যাবই, কোনও সন্দেহ নেই ! বনগমনে উদ্যতা আমাকে নিবৃত্ত করতে কেউই সমর্থ হবে না।

ফলমূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সদা॥ ১৬

'নিঃসন্দেহে, আপনার সঙ্গে বনে বাসের সময় আপনার দুঃখের কারণ না-হয়ে প্রত্যহ ফলমূল আহার করে থাকব।

অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি।
ইচ্ছামি পরতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ॥ ১৭
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা।

'আমি আপনার আগে আগে যাব, আপনার আহারের পরে আহার করব। আপনি বুদ্ধিমান আমার প্রাণনাথ, আপনার সঙ্গে নির্ভয়ে অরণ্যের সর্বত্র নদী, পর্বত, ক্ষুদ্র জলাশয় এবং সরোবর সকল দেখতে থাকব।

হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ॥ ১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা॥ ১৯

'বীর আপনি, আপনার সঙ্গে অনুগতা আমি সানন্দে রাজহাঁস ও পাতিহাস এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম-সমাকীর্ণ মনোরম জলাশয় সকল দেখে বেড়াব এবং আপনার সঙ্গে সেই সকল সরোবরে অবগাহন করব।

সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ॥ ২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ।

'হে বিশাল-নয়ন ! এইভাবে, আপনার সঙ্গে শত-সহস্র বর্ষব্যাপী পরমানন্দে বিহার করব ; এতদ্ব্যতীত স্বর্গবাসও আমার অভীষ্ট নয়।

স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে॥ ২১

'নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! আপনাকে ছাড়া যদি আমার স্বর্গবাসও হয়, তা-ও আমার অভিপ্রেত নয়।

অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং
মৃগাযুতং বানরবারণৈশ্চ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা॥ ২২

'বানর, হস্তী এবং হরিণ-পরিবৃত দুর্গম বনে আমি যাব এবং আপনার অনুমতিক্রমে আপনার চরণযুগলের সেবা করে, পিতৃগৃহের মতোই, বনে বাসের সুখ অনুভব করব।

অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি॥ ২৩

'আপনার থেকে বিযুক্তা হলে আমার মরণ সুনিশ্চিত। আমি অনন্যমনে আপনার প্রতি অনুরক্তা, অতএব আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমার প্রার্থনা পূরণ করুন। আমি আপনার গুরুভার হব না।'

তথা ব্রুবাণামপি ধর্মবৎসলাং
ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীষতি।
উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে
বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি॥ ২৪

ধর্মপরায়ণা সীতা এইভাবে বললেও নরশ্রেষ্ঠ রাম তাঁকে নিজের সঙ্গে বনে নিয়ে যেতে চাইলেন না। তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বনবাসের দুঃখের বিষয়ে বহুভাবে বলতে লাগলেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

———○———

অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করে, সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াস

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্মজ্ঞাং ধর্মবৎসলঃ।
ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্॥ ১

ধর্মপরায়ণা সীতা এইরকমভাবে বলতে থাকলেও, বনবাসের দুঃখসকল চিন্তা করে, ধর্মবৎসল রাম তাঁকে বনে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করলেন না।

সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্।
নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২

তখন, চোখের জলে সীতার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে গেলে, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ধর্মাত্মা রাম বললেন—

সীতে মহাকুলীনাসি ধর্মে চ নিরতা সদা।
ইহাচরস্ব ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্॥ ৩

'অয়ি, সীতে! তুমি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করেছ; সর্বদাই ধর্মকর্মে ব্যাপৃতা থাকো। এখানে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে থেকেই তুমি ধর্ম আচরণ করো, তাতেই আমার মনে সুখ হবে।

সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্যং ত্বয়াবলে।
বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্ নিবোধ মে॥ ৪

'সীতে! তুমি লজ্জাশীলা নারী, তোমাকে যা বলি তোমার তাই করা উচিত। বনবাসে বহু দোষ দৃষ্ট হয়।

সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে॥ ৫

'অয়ি সীতে! বনবাসের এই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ করো, কারণ বনের পথ অতি দুর্গম, এই কথা সকলে বলে থাকেন।

হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়ৈতদভিধীয়তে।
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্॥ ৬

'তোমার প্রতি কল্যাণ বুদ্ধিতেই আমি এই কথা বলছি; আমি জানি বনে সুখ কিছুই নেই বরং সব সময়ই দুঃখ।

গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দরিবাসিনাম্।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্॥ ৭

'পার্বত্য ঝর্ণার পতনের শব্দের দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক পার্বত্য গুহাবাসী সিংহের গর্জন। তাই বন হল দুঃখপূর্ণ।

ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ৮

'সেইরকম, মনুষ্যশূন্য বনে ক্রিড়ারত নির্ভীক মত্ত পশুরা মানুষ দেখে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। তাই, সীতে! বন অতীব দুঃখপূর্ণ।

সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যস্তু দুস্তরাঃ।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্॥ ৯

'সেই বনে নদীগুলি কুমীরে পূর্ণ এবং অত্যন্ত পঙ্কিল; তাই পার হওয়াও কঠিন। অধিকন্তু মত্ত হস্তি-সমাকুল সেই বন অতীব দুঃখপূর্ণ।

লতাকণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকূপনাদিতাঃ।
নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্॥ ১০

'বনপথ লতা-কণ্টক সমাকীর্ণ, সেইখানে বন্য কুক্কুটগণ নিনাদ করছে, পথে জলাভাব; তাই দুঃখময়। সেইজন্যই বলছি অরণ্য দুঃখে পূর্ণ।

সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ংভগ্নাসু ভূতলে।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্ দুঃখমতো বনম্॥ ১১

'সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রিতে মাটিতে আপনা থেকে খসে পড়া পাতার বিছানায় শুতে হবে! তাই বলছি বনবাস দুঃখময়।

অহোরাত্রং চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তাত্মনা।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১২

'ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে স্বয়ং বৃক্ষচ্যুত ফলাহারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাই সীতে! বন দুঃখময়।

উপবাসশ্চ কর্তব্যো যথা প্রাণেন মৈথিলি।
জটাভারশ্চ কর্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্॥ ১৩

'সেই বনে অয়ি মিথিলেশনন্দিনি! কোনওভাবে প্রাণধারণ করে উপবাস দ্বারা দিনরাত বল্কলবস্ত্র ও জটাভার ধারণ করতে হবে।

দেবতানাং পিতৃণাং চ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্।
প্রাপ্তানামতিথীনাং চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্॥ ১৪

'সেই বনে দেবতাদের, পিতৃপুরুষদের এবং অভ্যাগত অতিথিদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিত্য পূজা কর্তব্য।

কার্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্ দুঃখতরং বনম্॥ ১৫

'নিয়মানুসারে বিচরণ এবং প্রতিদিন ঠিক সময়ে তিনবার স্নান করতে হবে। তাই বনবাসে খুবই কষ্ট।

উপহারশ্চ কর্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১৬

'নিজে পুষ্প চয়ন করে ঋষিদের নিয়মে বেদিতে পূজা করতে হবে। তাই বলছি, অয়ি সীতে! বন দুঃখময়।

যথালব্ধেন কর্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি।
যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১৭

'অয়ি, মিথিলেশনন্দিনী সীতে! সংযত আহারে বনবাসীদের মতো যা জুটবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে হবে। তাই বলছি বনবাস দুঃখময়।

অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাতি নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো দুঃখতরং বনম্॥ ১৮

'বনে প্রচণ্ড আঁধি ঝড় প্রবাহিত হয়, অনাহারে থাকার কষ্ট — এইসব অত্যন্ত ভয়ের কারণ বর্তমান; তাই বলছি অরণ্য দুঃখময়।

সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথি তে দর্পাৎ ততো দুঃখতরং বনম্॥ ১৯

'অয়ি অভিমানিনী! নানান রূপের অনেক ভয়ানক সর্প পথে বিচরণ করে; তাই বলি বনে দুঃখ-ই বেশি।

নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্॥ ২০

'নদীর মতো কুটিলগতি সর্পেরা নদীতে বাস করে এবং তারা বনপথকেও অবরোধ করে পড়ে থাকে। তাই বলছি বনে বাস দুঃখদায়ক।

পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্॥ ২১

'বনে পতঙ্গ, বিছা, পোকা, বোলতা এবং মশা — এরা সব মিলিত হয়ে নিত্য কষ্টদায়ক হয়, তাই অয়ি দুর্বলে! বন সর্বদাই দুঃখদায়ক।

দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্॥ ২২

'অয়ি অভিমানিনী! বনে কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষসকল এবং ধারালো অগ্রভাগযুক্ত কুশ ও কাশগুলি ব্যাকুলভাবে শাখাগ্র আন্দোলিত করে, তাই অরণ্য দুঃখময়।

কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্॥ ২৩

'বনবাসে বহু শারীরিক কষ্ট এবং নানারকম ভয় থাকে। তাই বন সদা দুঃখময়।

ক্রোধলোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্তব্যা তপসে মতিঃ।
ন ভেতব্যং চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্॥ ২৪

'অরণ্যে ক্রোধ এবং লোভ ত্যাগ করতে হয়, তপস্যায় মন দিতে হয় এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেও ভীত হলে চলে না। তাই বন নিত্যই দুঃখদায়ক।

তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব।
বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্॥ ২৫

'তাই আমি বিশেষ বিবেচনা করে দেখেই বলছি — বন বহু দোষের আকর; অতএব তোমার বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বনবাসে তোমার মঙ্গল হবে না।'

বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা
বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতা বচনং চকার তং
ততোঽব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা॥ ২৬

মহাত্মা রাম যখন সীতাকে বনে নিয়ে যেতে অসম্মত হলেন, তখন সীতা কিন্তু রামের কথা মেনে নিলেন না, দুঃখিত হয়ে রামকে বললেন—

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ সর্গ (২৯)

স্ত্রীর অধিকারে শ্রীরামের সঙ্গে বনগমনের ঔচিত্য প্রদর্শন করে রামের প্রতি সীতার উক্তি

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা।
প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীরামের এইসকল কথা শুনে দুঃখিতা প্রেমাশ্রুমুখী সীতা ধীরে ধীরে এই কথা বললেন—

যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা॥ ২

'বনবাসের যেসব দোষের কথা আপনি বললেন, সেগুলিকে আমার ক্ষেত্রে গুণ বলে ধরে নেবেন, কারণ, আমি আপনার স্নেহে কৃতকৃতার্থা।

মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্তথা।
চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ॥ ৩
অদৃষ্টপূর্বরূপত্বাৎ সর্বে তে তব রাঘব।
রূপং দৃষ্ট্বাপসর্পেয়ুস্তব সর্বে হি বিভ্যতি॥ ৪

'রঘুনন্দন ! আপনার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে হরিণ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ (পশুবিশেষ), চমর এবং তদ্রূপ সৃমর (গবয় জাতীয় পশুবিশেষ) এবং অন্য যেসব বনচারী প্রাণী—সকলেই পালিয়ে যাবে, কারণ, সকলেই আপনাকে ভয় পায়।

ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া।
ত্বদ্বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্॥ ৫

'রাম ! গুরুজনদের অনুমতিক্রমেই আমি আপনার সঙ্গে যাব ; নতুবা আপনার বিচ্ছেদে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা॥ ৬

'রঘুনন্দন রাম ! আমি আপনার কাছে থাকলে দেবরাজ ইন্দ্রও (বলপূর্বক) আমার উপর অত্যাচার করতে সমর্থ হবেন না।

পতিহীনা তু যা নারী ন সা শক্ষ্যতি জীবিতুম্।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্॥ ৭

''পতি থেকে বিচ্ছিন্না পতিব্রতা নারী জীবিত থাকতে পারে না'', 'রাম ! আপনিই তো আমাকে এইরকম উপদেশ দিয়েছেন।

অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে॥ ৮

'হে মহাজ্ঞানী ! বিবাহের পূর্বে আমি পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণদের থেকে এই সত্য শুনেছি, ''আমাকে বনে বাস করতে হবে।''

লক্ষণিভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে।
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল॥ ৯

'হে মহাবীর ! পিতৃগৃহে লক্ষণরেখাবিদ ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তখন থেকেই সর্বদাই বনবাসের জন্য উৎসাহী, উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।
সা ত্বয়া সহ ভর্ত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা॥ ১০

'বনবাসের সেই আদেশ আপনার কাছ থেকে আমাকে পেতেই হবে ; আমি পতির সঙ্গে বনে যাব, হে প্রিয় ! এর অন্যথা না হোক !

কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবান্ ভবতু দ্বিজঃ॥ ১১

'সেই সময় এখন উপস্থিত, ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক। আপনার আদেশ পেলেই আমি আপনার সঙ্গে বনবাসে যাব।

বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ॥ ১২

'বনবাসে যে অনেক দুঃখ তা আমি জানি ; কিন্তু হে বীর ! যারা আত্মজয়ী নয় এমন পুরুষেরাই দুঃখ পেয়ে থাকে।

কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ॥ ১৩

'আমার কন্যাকালে (বিবাহের পূর্বে) পিত্রালয়ে থাকাকালীন মাতার নিকটেই শান্তচরিত্রা এক তাপসীর

বনবাস-বৃত্তান্ত শুনেছি।

প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্বং ত্বং মে বহুতিথং প্রভো।
গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া॥ ১৪

'দেব ! পূর্বে আমি আপনাকে অনেক সেবা দ্বারা প্রসন্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রয়োজনে বনবাস-গমনের প্রার্থনা করেছি।

কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
বনবাসস্য শূরস্য মম চর্যা হি রোচতে॥ ১৫

'হে রঘুনন্দন ! বনে গমনের জন্য আমি অনুমতি-প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার মঙ্গল হোক, বনবাসী বীর আপনার পরিচর্যাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম।

শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি পরদৈবতম্॥ ১৬

'হে পবিত্রাত্মন্ ! প্রেমভাবে ভাবিতা হয়ে পতির অনুগমন করে, আমি পাপমুক্ত হব। কারণ পতিই নারীর পরম দেবতা।

প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সংগমো মে সদা ত্বয়া।
শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্॥ ১৭

'যশস্বী ব্রাহ্মণদের মুখে পবিত্র বেদবাক্য শুনেছি—মৃত্যুর পরে আমার পুণ্যবলে পরলোকে আপনার সঙ্গে আমার সর্বদা মিলন হবে।

ইহলোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা॥ ১৮

'মহাবীর ! ইহলোকে পিতৃগণ জল নিয়ে আচমনাদি সঙ্কল্প করে যাকে যার স্ত্রীরূপে সম্প্রদান করেছেন, মৃত্যুর পরে জন্মান্তরেও ধর্মানুসারে সে তারই থাকে।

এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা॥ ১৯

'এইরকম পতিব্রতা ধর্মচারিণী আপনার স্বীয় পত্নী, আমাকে এখান থেকে কী কারণে নিয়ে যেতে চাইছেন না ?

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখদুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখদুঃখিনীম্॥ ২০

'কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! আপনার ভক্ত, পতিব্রতা, আর্তা এবং তদ্রূপ সুখদুঃখভাগিনী আমাকে আপনার সুখদুঃখভাগিনী করে বনে নিয়ে যেতেই হবে।

যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ॥ ২১

'আমাকে এইরকম দুঃখিতা দেখেও যদি বনে নিয়ে যেতে ইচ্ছা না করেন, তাহলে আমি মৃত্যুকামনায় বিষ-পান করব, অথবা অগ্নি বা জলে প্রবেশ করব।'

এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।
নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্॥ ২২

সীতাদেবী, বনে যাওয়ার জন্য এইরকম বহুভাবে শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা করলেন, তথাপি মহাবীর তাঁকে বিজন অরণ্যে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না।

এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।
স্নাপয়ন্তীব গামুষ্ণৈরশ্রুভির্নয়নচ্যুতৈঃ॥ ২৩

মিথিলেশনন্দিনী সীতা শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিতা হয়ে, নেত্র-নিঃসৃত উষ্ণ জলে ধরিত্রীকে যেন স্নান করিয়ে চিন্তিতা হয়ে পড়লেন।

চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্তয়িতুমাত্মবান্।
ক্রোধাবিষ্টাং তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহ্বসান্ত্বয়ৎ॥ ২৪

তখন চিন্তিতা ও ক্রুদ্ধা বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বনগমনে নিবৃত্ত করার জন্য কাকুৎস্থকুলনন্দন স্থিতপ্রজ্ঞ রাম বহু সান্ত্বনা দিলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

———o———

ত্রিংশ সর্গ (৩০)

সীতার বনগমনে শ্রীরামের অনুমতিদান এবং সীতা কর্তৃক সানন্দে সকলকে নিজের অলঙ্কারাদি বিভিন্ন বস্তুদান

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১

রামচন্দ্র সান্ত্বনা দিতে থাকলেও জনকনন্দিনী মৈথিলী সীতা বনবাসের অনুমতি লাভের জন্য পতি শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—

সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম্।
প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্॥ ২

অত্যন্ত উদ্বিগ্না সীতা প্রেম ও অভিমানবশত বিশালবক্ষ রঘুনন্দন রামকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥ ৩

'রাম ! আমার পিতা মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক কি পুরুষের দেহধারী আপনার মতো স্ত্রীলোককে জামাতা রূপে মনোনীত করেছিলেন ?

অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে॥ ৪

'অজ্ঞানতাবশত লোকে যদি বলে, সূর্যের মতো দীপ্তিমান হলেও রামের মধ্যে তেজ নেই, সেই মিথ্যা রটনা খুবই দুঃখের হবে।

কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তুকামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্॥ ৫

'আপনি বিষণ্ণ হচ্ছেন কেন ? কীসের থেকেই বা আপনার ভয় যে, আপনার প্রতি অনন্য অনুরাগিনী আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন।

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥ ৬

'দ্যুমৎসেনপুত্র বীর সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মতো আমাকে আপনি আপনার বশবর্তিনী জানবেন।

ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী॥ ৭

'হে পুণ্যচরিত্র রঘুনন্দন ! কুলকলঙ্কিনী অন্য নারীর মতো আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকেই মনেও দেখি না ; তাই আমি আপনার সঙ্গে বনে যেতে চাই।

স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥ ৮

'রাম ! আমাকে কুমারী অবস্থা থেকেই সতী ভার্যা রূপে গ্রহণ করে দীর্ঘকাল ভার্যাজীবীর মতো আমাকে পরের (ভরতের) হাতে দিতে চান ?

যস্য পথ্যং চরামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ॥ ৯

'নিষ্পাপ রাম ! যাঁর জন্য আপনার অভিষেক বাধাপ্রাপ্ত হল, তাঁকে আপনি হিতকারী বলে মনে করে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হোন, (আমি হব না)।

স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাৎ ত্বয়া সহ॥ ১০

'আমাকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি বনে যেতে পারেন না ; আমার তপস্যা বা অরণ্যবাস বা স্বর্গবাস সবই আপনার সঙ্গেই হবে !

ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥ ১১

'আপনার পশ্চাৎ অরণ্যে গমনকালে বিলাসশয্যায় শায়িতের মতো পথে আমার কোনও পরিশ্রমই হবে না (পথগমনের পরিশ্রমকেও বিহারশয্যায় শয়নের মতো সুখকর মনে হবে)।

কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥ ১২

'আপনার সঙ্গে বনপথে যেতে যেতে কুশ, কাশ, শরতৃণ, ঈষিকা এবং কণ্টকময় বৃক্ষসকল আমার কাছে তুলা বা মৃগচর্মের মতো সুখস্পর্শ হয়ে উঠবে।

মহাবাতসমুদ্ধূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্॥ ১৩

'প্রাণবল্লভ ! প্রচণ্ড ঝড়ে উদ্ধৃত ধূলি যদি আমাকে আচ্ছাদিত করে, তা-ও শ্রেষ্ঠ চন্দনের অনুলেপন বলে

মনে করব।

শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ॥ ১৪

'বনমধ্যে তৃণোপরি আপনার সঙ্গে যখন শয়ন করব, তদপেক্ষা রঙিন বস্ত্রাচ্ছাদিত কোমল শয্যায় শয়ন কি অধিক সুখকর হবে ?

পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্॥ ১৫

'(আপনি) নিজে ফল-মূল-পত্র, অল্প বা বহু আহরণ করে যা আমায় দেবেন, তা-ই আমার কাছে অমৃততুল্য হবে।

ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ ১৬

'অরণ্যে ঋতুতে ঋতুতে জাত ফল ও পুষ্প উপভোগ করে, পিতা-মাতা এবং গৃহের কথা কখনোই স্মরণে আনব না।

ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্ দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা॥ ১৭

'এতদ্ব্যতীত বনে আমার কোনও অপ্রিয় ব্যবহার দেখবেন না, আমার জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে না আর আমিও আপনার ভার হব না।

যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ ১৮

'হে রমণীয় ! যে স্থানে আপনার সঙ্গে থাকব সেই স্থানই আমার কাছে স্বর্গ আর আপনাকে ছাড়া যে স্থান তা-ই আমার কাছে নরক ; এই কথা বুঝে প্রসন্ন মনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্॥ ১৯

'এরপরেও উদ্বিগ্না আমাকে যদি বনবাসে নিয়ে না যান তাহলে আজই আমি বিষপান করব, কিন্তু শত্রুর কাছে যাব না।

পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।
উজ্ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্॥ ২০

'আপনি আমায় পরিত্যাগ করলে, দুঃখে আমার মৃত্যু যেহেতু অবধারিত, তবে হে নাথ ! এখন আমার মরণ শ্রেয়।

ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশ বর্ষাণি ত্রীণি চৈকং চ দুঃখিতা॥ ২১

'এই বিরহশোক মুহূর্তকালও সহ্য করতে অসমর্থা আমি চৌদ্দ বছরের দুঃখের কথা আর কী বলব (চৌদ্দ বছর কী করে সহ্য করব) ?'

ইতি সা শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু।
চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভৃশমালিঙ্গ্য সস্বরম্॥ ২২

শোকসন্তপ্তা মানসিকভাবে আহতা সীতা এইভাবে করুণস্বরে বহু বিলাপ করতে করতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে অতিশয় রোদন করতে লাগলেন।

সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা।
চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ॥ ২৩

বিষাক্ত বাণবিদ্ধা হস্তিনীর ন্যায়, বহু রূঢ় বাক্যে আহতা সীতা অরণিকাষ্ঠ-মন্থনজাত অগ্নির মতো দীর্ঘকালসঞ্চিত শোকাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

তস্যাঃ স্ফটিকসংকাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্।
নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্॥ ২৪

পদ্ম থেকে ঝরে পড়া জলের মতো তাঁর নেত্রদ্বয় থেকে স্ফটিকসদৃশ উষ্ণ জলধারা নেমে এল।

তৎসিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্।
পর্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধৃতমিবাম্বুজম্॥ ২৫

জল থেকে তুলে আনা কমলের মতো, ডাগর-নয়না শ্বেতশুভ্র চন্দ্রাননা সীতার নির্মল মুখমণ্ডল সন্তাপজনিত বাষ্পে যেন শুকিয়ে গেল।

তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্।
উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা॥ ২৬

প্রায় অচেতন শোকার্তা সীতাকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করে রাম তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে বললেন—

ন দেবি বত দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।
নহি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্বতঃ॥ ২৭

'দেবি ! তোমার দুঃখের কারণ হয়ে আমি স্বর্গও কামনা করি না। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মতো, আমার কোথা থেকেও, কারও কাছেই ভয় নেই।

তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে॥ ২৮

'সুমুখি সুন্দরি ! তোমার মনোগত সকল অভিপ্রায় না জেনে, শত্রু থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো মনে করিনি।

যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি।

ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা॥ ২৯

'অয়ি মিথিলেশনন্দিনি ! আমার সঙ্গে বনবাসের জন্যই তুমি জন্মেছ ; অতএব সর্বভূতে প্রীতিমান আত্মজ্ঞানীর মতোই আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারি না।

ধর্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা।
তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্যং সুবর্চলা॥ ৩০

'হস্তিশুণ্ডসদৃশ উরুযুক্ত অয়ি সুন্দরি ! পূর্বে সজ্জনগণ যেমন সপত্নীক ধর্মাচরণ করতেন, আমিও তাই অনুসরণ করব। সূর্যকে যেমন সুবর্চলা (সংজ্ঞা) অনুসরণ করেন সেইরকম তুমিও আমাকে অনুসরণ করো।

ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি।
বচনং তন্নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্॥ ৩১

'অয়ি জনকনন্দিনি ! আমি বনে যাব না, তা হতে পারে না ; কারণ, পিতার দৃঢ় সত্যবচনই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা।
আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৩২

'অয়ি সুন্দরি ! পিতা-মাতার বশ্যতাই পুত্রের ধর্ম ; তাই আমি তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করে বাঁচতে ইচ্ছা করি না।

অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্॥ ৩৩

'সাক্ষাৎ গুরু পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে, অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কী করে আরাধনা করা যায় ?

যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে॥ ৩৪

'অয়ি পবিত্রনয়নে ! যেখানে পিতা, মাতা এবং গুরু তিনজন পূজিত হন, সেখানে পবিত্র লোকত্রয়—দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক বিরাজ করে। এতদপেক্ষা আর কিছুই নেই, সেইজন্যই পিতৃ-আজ্ঞা-পালন-রূপ আমার এই আরাধনা।

ন সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা॥ ৩৫

'সীতে ! পিতৃসেবা যেমন মানসিক বলবর্ধক —সত্য, দান, সম্মান বা প্রভূত সদক্ষিণ যজ্ঞ সেইরকম নয়।

স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যা পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরুবৃত্তানুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ ৩৬

'গুরুজনের (পিত-মাতা-গুরুর) নির্দেশ অনুসরণে স্বর্গ ও ঐশ্বর্য, ধান্য ও বিদ্যা, পুত্র বা সুখ কোনও কিছুই দুর্লভ নয়।

দেবগন্ধর্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ॥ ৩৭

'মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ মহাত্মাগণ দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক তদ্রূপ অন্যান্য সুখকর লোকসকল প্রাপ্ত হন।

স মা পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৮

'সত্য এবং ধর্মপথে অবস্থিত পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি তদনুসারেই চলতে চাই ; কারণ, এটাই সনাতন ধর্ম।

মম সন্না মতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্।
বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং সুনিশ্চিতা॥ ৩৯

'সীতে ! "বনে বাস করব", এই বলে, তুমি আমাকে অনুসরণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ ; সেইজন্য তোমাকে দণ্ডকবনে না-নিয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমি ত্যাগ করলাম।

সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচরী ভব॥ ৪০

'অয়ি সুলোচনে সুন্দরি ! তুমি আমার অনুমতিক্রমে বনে আমায় অনুগমন করো। অয়ি কোমলস্বভাব ! আমার সহধর্মচারিণী হও।

সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্॥ ৪১

'প্রাণবল্লভে সীতে ! তুমি তোমার নিজের বংশের এবং আমার বংশের (তোমার পিতৃকুলের এবং শ্বশুরকুলের) অনুরূপ অতি শোভন কাজ সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে চলেছ !

আরভস্ব শুভশ্রোণি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ।
নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে॥ ৪২

'অয়ি সুন্দরি ! তাহলে বনবাসের যোগ্য দানাদি কাজগুলি আরম্ভ করে দাও। সীতে ! এখন তোমাকে ছাড়া স্বর্গবাসেও আমার রুচি নেই।

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রত্নানি ভিক্ষুকেভ্যশ্চ ভোজনম্।
দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সংত্বরস্ব চ মা চিরম্॥ ৪৩

'ব্রাহ্মণদিগকে রত্নসমূহ এবং প্রার্থী ভিক্ষুকগণকে অন্ন দান করো ; অভিলষিত কার্যগুলি শীঘ্র সমাধা করো,

বিলম্ব কোরো না।

ভূষণানি মহার্হাণি বরবস্ত্রাণি যানি চ।
রমণীয়াশ্চ যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যুপস্করাঃ॥ ৪৪
শয়নীয়ানি যানানি মম চান্যানি যানি চ।
দেহি স্বভৃত্যবর্গস্য ব্রাহ্মণানামনন্তরম্॥ ৪৫

'তোমার এবং আমার যেসব মহামূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার আছে, যেসব মনোরম ক্রীড়াসামগ্রী আছে, অন্য যেসব দ্রব্যসামগ্রী, শয্যাদ্রব্য ও যানবাহন আছে, সেই সবগুলি ব্রাহ্মণদের দান করে অবশেষ আমাদের ভৃত্যবর্গকে দান করে দাও।'

অনুকূলং তু সা ভর্তুর্জ্ঞাত্বা গমনমাত্মনঃ।
ক্ষিপ্রং প্রমুদিতা দেবী দাতুমেব প্রচক্রমে॥ ৪৬

নিজের বনগমন পতির মনের অনুকূল হয়েছে জানতে পেরে সীতাদেবী প্রসন্ন চিত্তে শীঘ্র সবকিছু দান করতে উদ্যত হলেন।

ততঃ প্রহৃষ্টা প্রতিপূর্ণমানসা
যশস্বিনী ভর্তুরবেক্ষ্য ভাষিতম্।
ধনানি রত্নানি চ দাতুমঙ্গনা
প্রচক্রমে ধর্মভৃতাং মনস্বিনী॥ ৪৭

তখন প্রসন্নচিত্তা যশস্বিনী সুন্দরী সীতা পতির নির্দেশ পর্যালোচনা করে আহ্লাদিতা হয়ে ধার্মিকদের ধনরত্ন সব দান করার উপক্রম করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ (৩১)

শ্রীরাম-সীতার সঙ্গে বনগমনের জন্য শ্রীলক্ষ্মণের অনুমতি প্রার্থনা, শ্রীরামের নিষেধ, উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং শ্রীরামের অনুমতিদান

এবং শ্রুত্বা স সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্বমাগতঃ।
বাষ্পপর্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢুমশক্নুবন্॥ ১

রাম-সীতার বনগমনের দুঃসংবাদ শুনে তা সহ্য করতে অসমর্থ লক্ষ্মণ, চোখের জলে মুখ প্লাবিত হচ্ছে এমন অবস্থায়, পূর্বেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিযশাং রাঘবং চ মহাব্রতম্॥ ২

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণযুগল গাঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে মহাযশস্বিনী সীতাদেবীকে এবং মহাব্রতধারী রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে বললেন—

যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজায়ুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥ ৩

'যেহেতু, সহস্রাধিক গজ-আদি পশুসমাকুল অরণ্যে যেতে মতি স্থির করে ফেলেছেন, তাই আমি ধনুর্বাণ ধারণ করে আপনাদের সঙ্গে আগে আগে যাব।

ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্মৃগযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ॥ ৪

'পক্ষীর কূজন ও ভৃঙ্গের গুঞ্জনের মধুর শব্দে মুখরিত রমণীয় অরণ্যের সর্বত্র আমার সঙ্গে বিচরণ করবেন।

ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥ ৫

'আপনাকে ছাড়া আমি দেবলোকে যেতে চাই না, অমরত্বও প্রার্থনা করি না ; এমনকি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যও কামনা করি না।'

এবং ব্রুবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
রামেণ বহুভিঃ সান্ত্বৈর্নিষিদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে যাওয়ার জন্য সঙ্কল্প

করে এইরকম বললে, রাম তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে নিষেধ করলেও, লক্ষ্মণ আবার বললেন—

অনুজ্ঞাতস্তু ভবতা পূর্বমেব যদস্ম্যহম্।
কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্॥ ৭

'দাদা ! আপনার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাকার যে অনুমতি পূর্বেই আপনি আমায় দিয়েছিলেন, এখন আবার তার থেকে আমায় নিবারণ করছেন কেন ?

যদর্থং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গন্তুমিচ্ছতঃ।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং সংশয়ো হি মমানঘ॥ ৮

'হে নিষ্পাপ ! আপনার সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছুক আমাকে যেজন্য বাধা দিচ্ছেন, তার কারণ আমি জানতে চাই, কারণ আমার মনে সংশয় হচ্ছে।'

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামো লক্ষ্মণমগ্রতঃ।
স্থিতং প্রাগ্গামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্॥ ৯

তখন, আগে আগে যাওয়ার জন্য প্রার্থনারত, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত, ধীর লক্ষ্মণকে মহাতেজস্বী রামচন্দ্র বললেন—

স্নিগ্ধো ধর্মরতো ধীরঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ।
প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিজেয়শ্চ সখা চ মে॥ ১০

'ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি আমার প্রতি সতত শ্রদ্ধাবনত। অধিকন্তু, ধর্মে স্থিত ও ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন। সত্যেই তোমার অবস্থিতি। তুমি আমার প্রাণসম সখা, অনুগত ও সংযমী।

ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে ত্বয়ি গচ্ছতি তদ্বনম্।
কো ভজিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্॥ ১১

'সুমিত্রানন্দন ! আজ যদি তুমি আমার সঙ্গে বনে যাও, তবে যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে দেখবে ?

অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ॥ ১২

'পৃথিবীকে মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেইরকম যে মহাতেজস্বী রাজা দশরথ প্রজাদের কামনা পূরণ করেন, তিনি কৈকেয়ীর প্রেমের ছলনায় কামপাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্॥ ১৩

'রাজা অশ্বপতির কন্যা (কৈকেয়ী, পুত্রের মাধ্যমে) এই রাজ্য লাভ করে শোককাতরা সপত্নীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবেন না।

ন ভরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং চ সুদুঃখিতাম্।
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকেয্যাং পর্যবস্থিতঃ॥ ১৪

'ভরত রাজ্য লাভ করে কৈকেয়ীর অধীনে থেকে অতীব দুঃখিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণপোষণ করবে না।

তামার্যাং স্বয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা।
সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্থমমুং চর॥ ১৫

'ভাই সুমিত্রানন্দন ! এখানে অবস্থান করে, তুমি নিজেই অথবা রাজার অনুগ্রহ নিয়ে আর্যা কৌশল্যার এবং মাতা সুমিত্রারও ভরণ-পোষণ করো ; এই কথা রাখো।

এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা।
ধর্মজ্ঞগুরুপূজায়াং ধর্মশ্চাপ্যতুলো মহান্॥ ১৬

'এইভাবেই আমার প্রতি তোমার ভক্তি ভালোভাবেই প্রদর্শিত হবে। হে ধর্মজ্ঞ ! মাতাই পরমগুরু, সেই গুরুপূজায় অতুলনীয় মহান ধর্ম পালিত হবে।

এবং কুরুষ্ব সৌমিত্রে মৎকৃতে রঘুনন্দন।
অস্মাভির্বিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্॥ ১৭

'রঘুকুলতিলক হে সুমিত্রানন্দন ! আমার জন্যই এইরকম করো। কারণ, আমরা সবাই ছেড়ে চলে গেলে, আমাদের মা-এর সুখ থাকবে না।'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্॥ ১৮

রামচন্দ্র এইসব কথা বললে, বাক্যের মর্মজ্ঞ (বাক্য ব্যবহারে নিপুণ) লক্ষ্মণ তখন মধুর ভাষায় বাগ্মী রামচন্দ্রকে বললেন—

তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি।
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ প্রয়তো নাস্তি সংশয়ঃ॥ ১৯

'বীর ! আপনার তেজঃ-প্রভাবেই ভরত সংযতভাবে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে সেবা করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

যদি দুঃস্থো ন রক্ষেত ভরতো রাজ্যমুত্তমম্।
প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ॥ ২০

তমহং দুর্মতিং ক্ষুদ্রং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তৎপক্ষ্যানপি তান্ সর্বাংস্ত্রৈলোক্যমপি কিং তু সা॥ ২১
কৌশল্যা বিভৃয়াদার্যা সহস্রং মদ্বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সম্প্রাপ্তমুপজীবিনাম্॥ ২২

'হে বীর ! কুপথগামী ভরত উত্তম রাজ্য লাভ করেও যদি দুর্বুদ্ধি, বিশেষত, অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মাতা কৌশল্যাও সুমিত্রার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে আমি সেই দুর্মতি নিষ্ঠুরকে এবং তার পক্ষের সকলকে, এমনকি তৎপক্ষীয় ত্রিলোকের সকলকেও হত্যা করব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে, হে ভদ্র ! মাতা কৌশল্যা আমাদের মতো হাজার জনের ভরণ-পোষণে সমর্থ এবং সেইজন্যই তিনি নিজের আশ্রিতদের ভরণ-পোষণের জন্য সহস্র গ্রাম পেয়েছেন।

তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্যাপ্তা মদ্বিধানাং চ ভরণায় মনস্বিনী॥ ২৩

'তাই সেই মনস্বিনী জননী কৌশল্যা নিজের ভরণ-পোষণে, তথা আমার মাতার এবং আমাদের মতো বহুজনের ভরণ-পোষণে সমর্থা।

কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্পতে॥ ২৪

'অতএব আমাকে আপনার অনুচর করে নিন ; এতে কোনও অধর্ম হবে না। আমিও কৃতার্থ হব এবং আপনারও প্রয়োজন সাধিত হবে।

ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানং তব দর্শয়ন্॥ ২৫

'গুণযুক্ত ধনু এবং ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে, আমি আপনার পথ প্রদর্শন করে, আগে আগে চলতে থাকব।

আহরিষ্যামি তে নিত্যং মূলানি চ ফলানি চ।
বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্॥ ২৬

'প্রতিদিন আপনার জন্য নানাবিধ বন্য ফলমূল তথা তপস্বীদের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ আহরণ করব।

ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে॥ ২৭

'আপনি বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে পর্বতের সানুদেশে বিহার করে বেড়াবেন আর আমি আপনাদের জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় সব কাজ করব।'

রামস্তেনেন বাক্যেন সুপ্রীতঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহৃজ্জনম্॥ ২৮

(লক্ষ্মণের) এই কথায় রাম প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন, 'ভাই, সুমিত্রানন্দন ! যাও। সকল বন্ধুজনের অনুমতি নিয়ে এসো।

যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে॥ ২৯
অভেদ্যে কবচে দিব্যে তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ।
আদিত্যবিমলাভৌ দ্বৌ খড়্গৌ হেমপরিষ্কৃতৌ॥ ৩০
সৎকৃত্য নিহিতং সর্বমেতদাচার্যসদ্মনি।
সর্বমায়ুধমাদায় ক্ষিপ্রমাব্রজ লক্ষ্মণ॥ ৩১

'মহারাজ জনকের মহাযজ্ঞে মহাত্মা বরুণদেব নিজে মহারাজকে যে দুটি দিব্য ভয়ঙ্কর ধনুক, অভেদ্য দুটি দিব্য কবচ, অক্ষয় বাণসহ দুটি তূণীর এবং সূর্যকিরণের মতো সমুজ্জ্বল স্বর্ণখচিত দুটি তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়েছিলেন, (যেগুলি আমাদের বিবাহবাসরে শ্বশুরমহাশয় যৌতুকরূপে আমাকে দিয়েছিলেন),—সেসবগুলিই অর্চনা করে আমি আচার্যদেব বশিষ্ঠের গৃহে রক্ষিত রেখেছি ; লক্ষ্মণ ! তুমি সেই অস্ত্রগুলি নিয়ে শীঘ্র চলে এসো।'

স সুহৃজ্জনমামন্ত্র্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
ইক্ষ্বাকুগুরুমাগম্য জগ্রাহায়ুধমুত্তমম্॥ ৩২

শ্রীরামের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ বন্ধুজনদের অনুমতিক্রমে বনবাসের জন্য নিশ্চিত হয়ে ইক্ষ্বাকুকুলের গুরু বশিষ্ঠদেবের কাছে এসে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলি নিয়ে নিলেন।

তদ্ দিব্যং রাজশার্দূলঃ সৎকৃতং মাল্যভূষিতম্।
রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্বমায়ুধম্॥ ৩৩

ক্ষত্রিয় শিরোমণি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সংকারপূর্বক রক্ষিত মাল্যভূষিত সেই দিব্য অস্ত্রগুলি রামচন্দ্রকে এনে দেখালেন।

তমুবাচাত্মবান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষ্মণমাগতম্।
কালে ত্বমাগতঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষ্মণ॥ ৩৪

মনস্বী রামচন্দ্র সমাগত লক্ষ্মণকে সস্নেহে বললেন — 'সৌম্য লক্ষ্মণ ! আমার আকাঙ্ক্ষিত সময়েই তুমি

এসে গেছ।

অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিদং মামকং ধনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যস্ত্বয়া সহ পরন্তপ॥ ৩৫

'শত্রুজয়ী বীর লক্ষ্মণ ! তোমার সঙ্গেই আমি একসঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের আমার এই ধন দান করতে চাই।

বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু দ্বিজসত্তমাঃ।
তেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্বেষাং চোপজীবিনাম্॥ ৩৬

'গুরুজনদের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও এখানে আছেন ; তাঁদের সকলকে এবং অন্যান্য আশ্রিত-জনদেরও আমার ধন দান করতে চাই।

বসিষ্ঠপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্যং
ত্বমানযাশু প্রবরং দ্বিজানাম্।
অপি প্রয়াস্যামি বনং সমস্তা-
নভ্যর্চ্য শিষ্টানপরান্ দ্বিজাতীন্॥ ৩৭

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠপুত্র আর্য সুযজ্ঞকে তুমি শীঘ্র নিয়ে এসো। সকল শিষ্টজন এবং অন্যান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠদের অর্চনা করে আমি বনবাসে প্রস্থান করব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ (৩২)

সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সপত্নীক বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী- সেবকগণকে এবং ত্রিজট-নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ও সুহৃদ্বর্গকে অলঙ্কার-গাভী-ধনরত্নদান

ততঃ শাসনমাজ্ঞায় ভ্রাতুঃ প্রিয়করং হিতম্।
গত্বা স প্রবিবেশাশু সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্॥ ১

তখন, দাদার প্রীতিকর এবং মঙ্গলজনক নির্দেশ পেয়ে লক্ষ্মণ শীঘ্র গিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের গৃহে প্রবেশ করলেন।

তং বিপ্রমগ্ন্যগারস্থং বন্দিত্বা লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
সখেঽভ্যাগচ্ছ পশ্য ত্বং বেশ্ম দুষ্করকারিণঃ॥ ২

যজ্ঞগৃহে অবস্থিত সেই ব্রাহ্মণকে বন্দনা করে লক্ষ্মণ বললেন—'বন্ধু ! দুষ্কর কর্মকারী আমার দাদার গৃহে শুভাগমন করুন এবং দেখুন।'

ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যাগ্র্য গত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
ঋদ্ধং স প্রাবিশল্লক্ষ্ম্যা রম্যং রামনিবেশনম্॥ ৩

তখন সন্ধ্যোপাসনা সাঙ্গ করে সুযজ্ঞ সৌমিত্রির সঙ্গে গিয়ে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রমণীয় রামভবনে প্রবেশ করলেন।

তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ।
সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চিতম্॥ ৪

যজ্ঞে অর্চিত অগ্নির মতো বেদজ্ঞ সুযজ্ঞকে আগত দেখে রামচন্দ্র সীতাসহ একসঙ্গে তাঁকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভ্যর্থনা জানালেন।

জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ।
সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি॥ ৫
অন্যৈশ্চ রত্নৈর্বহুভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রত্যপূজয়ৎ।

অতঃপর ককুৎস্থ রাম স্বর্ণনির্মিত শ্রেষ্ঠ বাহুভূষণ, সুন্দর কর্ণভূষণ, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বলয় এমনকি বহুরত্ন দিয়ে তাঁকে অর্চনা করলেন।

সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতঃ॥ ৬
হারং চ হেমসূত্রং চ ভার্যায়ৈ সৌম্য হারয়।
রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী॥ ৭
অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।
প্রয়চ্ছতি সখী তুভ্যং ভার্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্॥ ৮

সীতা কর্তৃক প্রণোদিত রামচন্দ্র সুযজ্ঞকে বললেন —সৌম্য ! আপনার স্ত্রীর সখী সীতা বনবাসে যাচ্ছেন, তাই

তিনি তাঁর কণ্ঠহার, (স্বর্ণসূত্র) সোনার কাঞ্চী আপনাকে দান করতে চান ; সেগুলি আপনার স্ত্রীর জন্য পাঠিয়ে দিন। সীতা আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে সুখচিত অনন্ত (বাহুর অলঙ্কার বিশেষ) এবং মঙ্গলপ্রদ কেয়ূর দান করতে চান।

পর্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্।
তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি॥ ৯

'বৈদেহী নানা রত্নখচিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণ (চাদর)-মণ্ডিত পালঙ্কও আপনার গৃহে স্থাপন করতে চাইছেন।

নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলোঽয়ং দদৌ মম।
তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব॥ ১০

'শত্রুঞ্জয় নামক যে হস্তীটি আমার মাতুল আমায় দিয়েছিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানদক্ষিণাসহ সেই হস্তীটি আপনাকে আমি প্রদান করব।'

ইত্যুক্তঃ স তু রামেণ সুযজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্য তৎ।
রামলক্ষ্মণসীতানাং প্রযুযোজাশিষঃ শিবাঃ॥ ১১

রাম এইরকমভাবে বললে, সুযজ্ঞ সেই দান প্রতিগ্রহণ করে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে মঙ্গলাশিস দান করলেন।

অথ ভ্রাতরমব্যগ্রং প্রিয়ং রামঃ প্রিয়ংবদম্।
সৌমিত্রিং তমুবাচেদং ব্রহ্মেব ত্রিদশেশ্বরম্॥ ১২

অনন্তর, ব্রহ্মা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন, তেমনিভাবে রামচন্দ্র প্রিয়ভাষী, অচঞ্চল প্রিয় ভ্রাতা সৌমিত্রিকে বললেন—

অগস্ত্যং কৌশিকং চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ।
অর্চয়াহূয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ সস্যমিবাম্বুভিঃ॥ ১৩
তর্পয়স্ব মহাবাহো গোসহস্রেণ রাঘব।
সুবর্ণরজতৈশ্চৈব মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥ ১৪

'সুমিত্রানন্দন ! অগস্ত্য এবং কৌশিক এই উভয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে আহ্বান করে রত্নদানে তাঁদের অর্চনা করো ; মহাবীর রঘুনন্দন ! জলের দ্বারা শস্য যেমন তৃপ্ত হয় সেইরকমভাবে গো-সহস্র, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মণিমাণিক্যাদি মহারত্নদানে তাঁদের দুজনের তৃপ্তিবিধান করো।

কৌসল্যাং চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্যুপতিষ্ঠতি।
আচার্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ॥ ১৫
তস্য যানং চ দাসীশ্চ সৌমিত্রে সম্প্রদাপয়।
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি যাবৎ তুষ্যতি স দ্বিজঃ॥ ১৬

'সুমিত্রানন্দন ! যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য বেদজ্ঞ যে ভক্ত আশীর্বাদদানে জননী কৌশল্যাকে সন্তুষ্ট করেন, তাঁকে রথ, দাসী এবং কৌশেয় বস্ত্র দান করে সন্তুষ্ট করো।

সূতশ্চিত্ররথশ্চার্যঃ সচিবঃ সুচিরোষিতঃ।
তোষয়ৈনং মহার্হৈশ্চ রত্নৈর্বস্ত্রৈর্ধনৈস্তথা॥ ১৭
পশুকাভিশ্চ সর্বাভির্গবাং দশশতেন চ।

আর্যসূত চিত্ররথ দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের সচিব ও মাননীয় সারথি। তাঁকে মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র ও ধন এবং সবরকম পশু ও একহাজার গরু দান করে সন্তুষ্ট করো।

যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমাণবাঃ॥ ১৮
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন।
অলসাঃ স্বাদুকামাশ্চ মহতাং চাপি সম্মতাঃ॥ ১৯
তেষামশীতিয়ানানি রত্নপূর্ণানি দাপয়।
শালিবাহসহস্রং চ দ্বে শতে ভদ্রকাংস্তথা॥ ২০
ব্যঞ্জনার্থং চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু।

'ভ্রাতঃ সৌমিত্রি ! বেদের কঠ শাখায় বিদগ্ধ দণ্ডী ব্রহ্মচারিগণ নিত্য বেদাধ্যয়নরত থাকায় অন্যকর্মে অক্ষম, কিন্তু সুস্বাদু ভোজনাভিলাষী। মহাত্মাগণ কিন্তু তাঁদের সম্মান করেন ; তাঁদের জন্য রত্নপূর্ণ আশিটি বাহন এবং শালিধান্যবহনকারী দুইশত বৃষ দিয়ে দাও, দধি-ঘৃতাদি ব্যঞ্জন তৈরির জন্য একহাজার গাভীও দিয়ে দাও।

মেখলীনাং মহাসঙ্ঘঃ কৌসল্যাং সমুপস্থিতঃ।
তেষাং সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সম্প্রদাপয়॥ ২১

'ভ্রাতঃ সৌমিত্রি ! মেখলাধারী ব্রহ্মচারীদের একটা বড় দল মাতা কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে এক সহস্র করে স্বর্ণমুদ্রা দান করো।

অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা মম দক্ষিণাম্।
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্বাল্লঁক্ষ্মণার্চয় সর্বশঃ॥ ২২

'লক্ষ্মণ ! আমাদের মাতা কৌশল্যা যাতে আনন্দিত হন, সেইজন্য দ্বিজগণকে সর্বপ্রকার দক্ষিণাদানে অর্চনা করো।'

ততঃ পুরুষশার্দূলস্তদ্ ধনং লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্।
যথোক্তং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামদদাদ্ ধনদো যথা॥ ২৩

তখন পুরুষসিংহ লক্ষ্মণ কুবেরের মতো নিজেই শ্রীরামের নির্দেশানুরূপ ধন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

অথাব্রবীদ্ বাষ্পগলাংস্তিষ্ঠতশ্চোপজীবিনঃ।
স প্রদায় বহুদ্রব্যমেকৈকস্যোপজীবনম্॥ ২৪

লক্ষ্মণস্য চ যদ্ বেশ্ম গৃহং চ যদিদং মম।
অশূন্যং কার্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম॥ ২৫

অতঃপর রামচন্দ্র, বাষ্পবিগলিত কণ্ঠে অবস্থিত প্রত্যেক ভৃত্যকে বহু দ্রব্য প্রদান করে, সেই ভৃত্যদের বললেন—'লক্ষ্মণের যে গৃহ, আমার এই যে গৃহ, আমার বনবাসের সময় শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অশূন্য রাখবে অর্থাৎ এই স্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবে না।'

ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতং সর্বং জনং তমুপজীবিনম্।
উবাচেদং ধনাধ্যক্ষং ধনমানীয়তাং মম॥ ২৬

শোকার্ত সেই সকল সেবককে এই কথা বলে, রাম ধনাধ্যক্ষকে বললেন—'আমার সব ধন নিয়ে আসা হোক।'

ততোঽস্য ধনমাজহ্রুঃ সর্ব এবোপজীবিনঃ।
স রাশিঃ সুমহাংস্তত্র দর্শনীয়ো হ্যদৃশ্যত॥ ২৭

তখন শ্রীরামের সেবকেরা সকলে ধন নিয়ে এসে জড়ো করল। দর্শনীয় ছিল সেই মহান ধনরাশি।

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তদ্ ধনং সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিজেভ্যো বালবৃদ্ধেভ্যঃ কৃপণেভ্যো হ্যদাপবৎ॥ ২৮

তখন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষসিংহ রাম ব্রাহ্মণদের, বালকদের, বৃদ্ধদের এবং শরণাগত দীনজনদের সেই ধন দান করলেন।

তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী॥ ২৯

অযোধ্যায় ত্রিজট নামে গর্গবংশীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর দেহের বর্ণ ছিল পিঙ্গল ; তিনি বনে মৃত্তিকা খনন করে (আহার সংগ্রহের জন্য সর্বদা) কুড়ুল, কোদাল ও লাঙল নিয়ে থাকতেন।

তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্যা বালানাদায় দারকান্।
অব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দেবতা॥ ৩০
অপাস্য ফালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম।
রামং দর্শয় ধর্মজ্ঞং যদি কিঞ্চিদবাপ্স্যসি॥ ৩১

সেই ব্রাহ্মণের তরুণ পত্নী শিশুপুত্রদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্বামীকে বললেন—'পতিই স্ত্রীর (একমাত্র) দেবতা ; আমার অনুরোধ শুনুন, কুড়ুল-কোদাল ফেলে দিয়ে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করুন ; যদি কিছু প্রাপ্তি হয়।'

স ভার্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্।
স প্রাতিষ্ঠত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্॥ ৩২

সেই ব্রাহ্মণ স্ত্রীর কথা শুনে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা পড়ে না, এমন একটি ছিন্ন ধুতি গায়ে জড়িয়ে, যেদিকে শ্রীরামের মহল, সেই পথে প্রস্থান করলেন।

ভৃগ্বঙ্গিরঃসমং দীপ্ত্যা ত্রিজটং জনসংসদি।
আপঞ্চমায়াঃ কক্ষ্যায়া নৈতং কশ্চিদবারয়ৎ॥ ৩৩

জনসভায় শারীরিক ও মানসিক দীপ্তিতে ভৃগু ও অঙ্গিরার সমান ত্রিজটকে (মহলের) পাঁচটি কক্ষপথ পর্যন্ত কেউ বাধা দিল না।

স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ।
নির্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাবল॥ ৩৪
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং প্রত্যবেক্ষস্ব মামিতি।

তখন ত্রিজট রামের কাছে এসে এই কথা বললেন—'মহাবলবান রাজপুত্র ! আমার অনেক সন্তান (কিন্তু ধনহীন, তাই) ; বনে খননকার্য (কন্দমূলাদি আহরণ) দ্বারা তাদের পালন করি ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।'

তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসসমন্বিতম্॥ ৩৫
গবাং সহস্রমপ্যেকং ন চ বিশ্রাণিতং ময়া।
পরিক্ষিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাপ্স্যসে॥ ৩৬

তখন রামচন্দ্র পরিহাস করে তাঁকে বললেন—'বহু সহস্র গরুর মধ্যে আমি এখনও একহাজার গরু দান করতে পারিনি ; (আপনি আপনার) লাঠিটা যতদূর ছুড়তে পারবেন, তাঁর অন্তর্গত সমস্ত গরু আপনি পাবেন।'

স শাটীং পরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিবেষ্ট্য তাম্।
আবিধ্য দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন বেগতঃ॥ ৩৭

সেই কথা শুনে ব্রাহ্মণ ত্রিজট সেই পরিধান বস্ত্রটি তাড়াতাড়ি কোমরে জড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে লাঠিটা ঘুরিয়ে জোরে ছুড়ে দিলেন।

স তীর্ত্বা সরযূপারং দণ্ডস্তস্য করাচ্চ্যুতঃ।
গোব্রজে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণসন্নিধৌ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণের হস্তচ্যুত সেই দণ্ডটি সরযূনদীর তীর পার হয়ে বহুসহস্র গোপূর্ণ গোষ্ঠে একটি বৃষের নিকট পতিত হল।

তং পরিষ্বজ্য ধর্মাত্মা আ তস্মাৎ সরযূতটাৎ।
আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমং প্রতি॥ ৩৯

ধর্মাত্মা রাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সেই সরযূতীর থেকে গাভীগুলিকে আনিয়ে ত্রিজটের আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।

উবাচ চ তদা রামস্তং গার্গ্যমভিসান্ত্বয়ন্।

সুবর্ণং খলু কর্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম॥ ৪০

তখন রামচন্দ্র গর্গ-বংশীয় সেই ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এটা আমার পরিহাসমাত্র, অতএব রাগ করবেন না।

ইদং হি তেজস্তব যদ্ দুরত্যয়ং
তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।
ভবানর্থমভিপ্রচোদিতো
বৃণীষ্ব কিঞ্চেদপরং ব্যবস্যসি॥ ৪১

'আপনার এই যে দুর্লঙ্ঘ্য তেজ, তা জানতে ইচ্ছা করেই আমি আপনাকে এই লগুড় নিক্ষেপকার্যে প্রেরিত করেছি। আপনি যদি আরও কিছু পেতে ইচ্ছা করে থাকেন, তা চেয়ে নিন।

ব্রবীমি সত্যেন ন তে স্ম যন্ত্রণাং
ধনং হি যদ্যন্মম বিপ্রকারণাৎ।
ভবৎসু সম্যক্ প্রতিপাদনেন
ময়ার্জিতং চৈব যশস্করং ভবেৎ॥ ৪২

'সত্য করে বলছি, আমার যা কিছু সম্পদ সবই ব্রাহ্মণদের জন্য ; অতএব ধন-প্রার্থনায় আপনার মানসিক সঙ্কোচের বা সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। আমার অর্জিত সব সম্পদই আপনাদের দান করতে পারলে, আমার যশের বৃদ্ধি হবে।'

ততঃ সভার্যস্ত্রিজটো মহামুনি-
র্গবামনীকং প্রতিগৃহ্য মোদিতঃ।
যশোবলপ্রীতিসুখোপবৃংহিণী-
স্তদাশিষঃ প্রত্যবদন্মহাত্মনঃ॥ ৪৩

তখন সস্ত্রীক মহামুনি ত্রিজট প্রভূত গরু প্রতিগ্রহণ করে, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে মহাত্মা শ্রীরামের যশ-শক্তি-আনন্দ-সুখবৃদ্ধির আশীর্বাদ দান করলেন।

স চাপি রামঃ প্রতিপূর্ণপৌরুষো
মহাধনং ধর্মবলৈরুপার্জিতম্।
নিয়োজয়ামাস সুহৃজ্জনে চিরাদ্
যথার্হসম্মানবচঃ প্রচোদিতঃ॥ ৪৪

প্রবল বীর্যবত্তায় পরিপূর্ণ রামও ধর্মবলে উপার্জিত প্রভূত ধনরাশি সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে শীঘ্রই যথাযোগ্য সম্মানজনক বাক্যে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন।

দ্বিজঃ সুহৃদ্ ভৃত্যজনোঽথবা তদা
দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো
যথার্হসম্মাননদানসম্ভ্রমৈঃ॥ ৪৫

সেই সময় সেখানে এমন কোনও ব্রাহ্মণ, বন্ধু, ভৃত্য অথবা দরিদ্র ভিক্ষুক ছিলেন না, যিনি যথাযথ সম্মান-সম্ভ্রমসহ দানে তৃপ্ত হননি।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

দুঃখিত পুরবাসীদের বাক্যালাপ শুনতে শুনতে পিতার দর্শন কামনায় সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের কৈকেয়ী-ভবনে গমন

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।
জগ্মতুঃ পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবৌ॥ ১

বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে মিলিতভাবে ব্রাহ্মণগণকে বহুধন দান করে, বনগমনে উদ্যত রাঘব-ভ্রাতৃদ্বয় সীতার সঙ্গে একত্র হয়ে পিতাকে দর্শনের জন্য গেলেন।

ততো গৃহীতে প্রেষ্যাভ্যামশোভেতাং তদাযুধে।
মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলংকৃতে॥ ২

সেই সময় সীতা কর্তৃক সূত্রগথিত পুষ্পমালাদ্বারা সুসজ্জিত ধনুকদ্বয় দুটি ভৃত্যের হাতে শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ প্রাসাদহর্ম্যাণি বিমানশিখরাণি চ।
অধিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ॥ ৩

তখন ঐশ্বর্যশালী জনগণ দেবমন্দিরে, মনোরম ধনীগৃহে এবং সপ্ততল প্রাসাদে আরোহণ করে উদাসভাবে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনগমনদৃশ্য দেখতে লাগল।

ন হি রথ্যাঃ স্ম শক্যন্তে গন্তুং বহুজনাকুলাঃ।
আরুহ্য তস্মাৎ প্রাসাদান্ দীনাঃ পশ্যন্তি রাঘবম্॥ ৪

বহুজনের ভিড়ে রাজপথগুলি সুগম ছিল না, তাই শোকার্ত জনগণ প্রাসাদে আরোহণ করে সেখান থেকে রঘুনন্দন রামকে দেখতে লাগল।

পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সসীতং চ জনাস্তদা।
ঊচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৫

সেইদিন শ্রীরামকে ছোটভাই লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সঙ্গে পদব্রজে যেতে দেখে জনসাধারণ শোকাকুল হয়ে বলতে লাগল—

যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ।
তমেকং সীতয়া সার্ধমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ॥ ৬

'পথে যাওয়ার সময় যাঁকে হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি-সহ বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী অনুসরণ করত, হায় ! আজ একক তাঁকে অনুসরণ করছেন সীতাসহ লক্ষ্মণ !

ঐশ্বর্যস্য রসজ্ঞঃ সন্ কামানাং চাকরো মহান্।
নেচ্ছত্যেবানৃতং কর্তুং বচনং ধর্মগৌরবাৎ॥ ৭

'ঐশ্বর্যভোগের আনন্দ অনুভব করেও জনগণকে কাম্য-বস্ত্র-দানের মহান ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীরাম ধর্মের গৌরব রক্ষার্থে পিতার বচন মিথ্যা হতে দিতে চাইলেন না।

যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥ ৮

'পূর্বে গগনচারী প্রাণীরাও যাঁকে দেখতে সমর্থ হত না, হায় ! আজ সেই সীতাকে পথচলতি মানুষেরাও দেখছে।

অঙ্গরাগোচিতাং সীতাং রক্তচন্দনসেবিনীম্।
বর্ষমুষ্ণং চ শীতং চ নেষ্যত্যাশু বিবর্ণতাম্॥ ৯

'অঙ্গরাগ অনুলেপনের যোগ্য, রক্তচন্দন অনুলেপনকারিণী সীতার বরদেহের কান্তি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের আবহাওয়ায় শীঘ্রই বিবর্ণ হয়ে যাবে।

অদ্য নূনং দশরথঃ সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে।
নহি রাজা প্রিয়ং পুত্রং বিবাসয়িতুমর্হতি॥ ১০

'আজ নিশ্চয়ই রাজা দশরথ প্রেতাবিষ্ট হয়ে কথা বলছেন, তা না হলে রাজা প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করতে পারেন কি ?

নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ বিনিবাসনম্।
কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্॥ ১১

'গুণহীন পুত্রকেও নির্বাসিত করা যায় কি ? আর যাঁর সৎ চরিত্রবলে এই সারা জগৎ বিজিত হয়েছে, তার আর কথা কী !

আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ শ্রুতং শীলং দমঃ শমঃ।
রাঘবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড়্‌গুণাঃ পুরুষোত্তমম্॥ ১২

'অহিংসা, দয়া, বিদ্যাবত্তা, মহত্ত্ব, ইন্দ্রিয়দমন এবং প্রশান্তিভাব—এই ছয়টি গুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দনকে সুন্দর করেছে।

তস্মাৎ তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ॥ ১৩

'তাই, গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেলে জলচর প্রাণীরা যেমন, সেইরকম শ্রীরামের প্রতি আঘাত হানলে, প্রজারা সকলে অত্যন্ত কষ্ট পাবে।

পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগদস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ॥ ১৪

'মূলদেশে আঘাত করলে, পুষ্প-ফলসহ বৃক্ষ যেমন, সেইরকমভাবে এই জগৎপতির পীড়ায় সমগ্র জগৎ পীড়িত হবে।

মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলং চ পত্রং চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ॥ ১৫

'মহাতেজা শ্রীরামচন্দ্রই মনুষ্যরূপ বৃক্ষের সারভূত ধর্মরূপ মূল আর জনসাধারণই এই ধর্মবৃক্ষের পুষ্প, ফল, পত্র এবং শাখাপ্রশাখা।

তে লক্ষ্মণ ইব ক্ষিপ্রং সপত্ন্যঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি রাঘবঃ॥ ১৬

'রঘুনন্দন রাম যেপথে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণের মতো আমরাও পত্নী ও বন্ধুগণসহ তাঁকে সেই পথে দ্রুত অনুসরণ করব।

উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখা রামমনুগচ্ছাম ধার্মিকম্॥ ১৭

'ফল-ফুলের বাগান, খেতখামার এবং নিজ গৃহ পরিত্যাগ করে, শ্রীরামের সুখে-দুঃখে সমভাগী হয়ে আমরা ধার্মিক রামকে অনুসরণ করব।

সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ॥ ১৮
রজসাভ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।

…পুষ্পকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুন্দিরৈরাবৃতানি চ॥ ১৯
…অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জনানি চ।
…প্রনষ্টবলিকর্মেজ্যামন্ত্রহোমজপানি চ॥ ২০
…দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
…অস্মত্ত্যক্তানি কৈকেয়ী বেশ্মানি প্রতিপদ্যতাম্॥ ২১

'আমাদের পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহগুলির বিনষ্ট উঠান, …সঞ্চিত জমানো-ধনধান্য, দেবপরিত্যক্ত হওয়ায় ধূলিতে …আচ্ছাদিত চতুর্দিকে গর্তে ইঁদুরের দৌড়াদৌড়িনিশত (রন্ধন না হওয়ায়) জল ও ধূমহীন গৃহকোণ, সম্মার্জিত না হওয়ায় …অপরিষ্কার এবং বলিকর্ম-হোম-মন্ত্র-জপ নষ্ট হওয়ায় …দুষ্কাল কর্তৃক ভগ্ন গৃহসকল এবং পাত্রাদি কৈকেয়ী গ্রহণ …করে ভোগ করুন।

…বনং নগরমেবাস্তু যেন গচ্ছতি রাঘবঃ।
…অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্॥ ২২

'রঘুনন্দন রাম যেখানে যাচ্ছেন সেই বন হবে …নগর, আর আমাদের পরিত্যক্ত নগর পরিণত হবে …অরণ্যে।

…বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।
…ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি॥ ২৩

'আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে সর্পেরা গর্ত, পশু-…পক্ষীরা পর্বতের সানুদেশ এবং হাতি ও সিংহেরা …অরণ্যভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে।

…অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ।
…তৃণমাংসফলাদানাং দেশং ব্যালমৃগদ্বিজম্॥ ২৪
…প্রপদ্যতাং হি কৈকেয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ।
…রাঘবেণ বয়ং সর্বে বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ॥ ২৫

'সেই সর্পাদি-পশুরা আমাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট …বনাঞ্চল পরিত্যাগ করে, আমাদের পরিত্যক্ত দেশে চলে …যাক ; আর তৃণ-মাংস-ফলভোজী মৃগ-সর্পাদি-পরিবৃত …দেশ সপুত্রা কৈকেয়ী বান্ধবদের নিয়ে একসঙ্গে ভোগ …করুন ; এবং আমরা (অযোধ্যাবাসীরা) সকলে সুখে …রঘুনন্দন রামের সঙ্গে বনে বাস করব।'

…ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।
…শুশ্রাব রাঘবঃ শ্রুত্বা ন বিচক্রেঽস্য মানসম্॥ ২৬

রঘুনন্দন রাম নানাজনের কথিত এইরকম নানা কথা শুনলেন, তাঁর মনে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

স তু বেশ্ম পুনর্মাতুঃ কৈলাসশিখরপ্রভম্।
অভিচক্রাম ধর্মাত্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ॥ ২৭

মত্তহস্তীর মতো বিক্রমশালী ধর্মাত্মা রাম কিন্তু মাতা কৈকেয়ীর কৈলাশশিখর সদৃশ উজ্জ্বল গৃহের দিকে যেতে লাগলেন।

বিনীতবীরপুরুষং প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্।
দদর্শাবস্থিতং দীনং সুমন্ত্রমবিদূরতঃ॥ ২৮

বিনয়শীল বীরপুরুষ সমন্বিত রাজভবনে প্রবেশ করে রাম অদূরে বিনীত সুমন্ত্রকে দেখতে পেলেন।

প্রতীক্ষমাণোঽভিজনং তদার্ত-
মনার্তরূপঃ প্রহসন্নিবাথ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ
পিতুর্নিদেশং বিধিবচ্চিকীর্ষুঃ॥ ২৯

অনন্তর সেই সময় প্রতি লোককে শোকার্ত দেখেও প্রসন্ন রামচন্দ্র স্বয়ং পিতাকে দেখতে এবং পিতার আদেশ বিধিমতো পালন করতে ইচ্ছুক হয়ে পিতার কাছে গেলেন।

তৎ পূর্বমৈক্ষ্বাকসুতো মহাত্মা
রামো গমিষ্যন্ নৃপমার্তরূপম্।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমন্ত্রং
পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্॥ ৩০

ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাত্মা রাম শোকার্ত পিতার কাছে যেতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সুমন্ত্রকে দেখে, পূর্বে পিতার নির্দেশ আনয়নের জন্য মহাত্মা রাম অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পিতুর্নিদেশেন তু ধর্মবৎসলো
বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমন্ত্রমব্রবী-
ন্নিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে॥ ৩১

ধর্মবৎসল রঘুনন্দন রাম পিতার নির্দেশে বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে সুমন্ত্রকে দেখে বললেন—'রাজার নিকট আমার আগমনবার্তা নিবেদন করুন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

———o———

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

মহিষীগণ-পরিবৃত রাজা দশরথের কাছে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বনগমনের জন্য বিদায় প্রার্থনা, শোকসন্তপ্ত রাজার মূর্চ্ছা, রাম কর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনাদান এবং প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে রাজার পুনরায় মূর্চ্ছা

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্।
উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি॥ ১

তখন, পদ্মপলাশনয়ন শ্যামল অতুলনীয় রাম সারথি সুমন্ত্রকে বললেন—'পিতার কাছে আমার বার্তা জানান।'

স রামপ্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং সন্তাপকলুষেন্দ্রিয়ম্।
প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিঃশ্বসন্তং দদর্শ হ॥ ২

রামের প্রেরণায় সূত সুমন্ত্র দ্রুত রাজকক্ষে প্রবেশ করে শোকাকুল রাজাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে দেখলেন।

উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্।
তটাকমিব নিস্তোয়মপশ্যজ্জগতীপতিম্॥ ৩

সুমন্ত্র জগদীশ্বর দশরথকে দেখলেন, যেন রাহুগ্রস্ত সূর্য, কিংবা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি, বা জলহীন সরোবর।

আবোধ্য চ মহাপ্রাজ্ঞঃ পরমাকুলচেতনম্।
রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৪

মহাজ্ঞানী সুমন্ত্র পরম আকুলিত চিত্তে রামের জন্য অনুশোচনারত রাজাকে সম্বোধন করে করজোড়ে বললেন—

তং বর্ধয়িত্বা রাজানং পূর্বং সূতো জয়াশিষা।
ভয়বিক্লবয়া বাচা মন্দয়া শ্লক্ষ্ণয়াব্রবীৎ॥ ৫

প্রথমে সূত সুমন্ত্র রাজাকে জয়সূচক আশীর্বাদদানে তাঁর অভ্যুদয় কামনা করলেন, তারপর ভয়বিহ্বল হয়ে ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে বললেন—

অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো দ্বারি তিষ্ঠতি তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সর্বং চৈবোপজীবিনাম্॥ ৬
স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সর্বান্ সুহৃদ আপৃচ্ছ্য ত্বাং হীদানীং দিদৃক্ষতে॥ ৭
গমিষ্যতি মহারণ্যং তং পশ্য জগতীপতে।
বৃতং রাজগুণৈঃ সর্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ॥ ৮

'হে জগৎপতি! আপনার মঙ্গল হোক, আপনার পুত্র পুরুষসিংহ সত্যসন্ধ রাম ব্রাহ্মণদের এবং অধীন কর্মীদের সকলকে ধনদান করে এসে গৃহদ্বারে অবস্থান করছেন। তিনি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। সুহৃদ্‌জনদের নিকট বিদায় নিয়ে এসে এখন তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী। তারপর তিনি মহারণ্যে চলে যাবেন। তাই কিরণরাজি দ্বারা উজ্জ্বল সূর্যের মতো সকল রাজোগুণে প্রোজ্জ্বল শ্রীরামকে আপনি প্রাণভরে দেখে নিন।'

স সত্যবাক্যো ধর্মাত্মা গাম্ভীর্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্॥ ৯

সূত সুমন্ত্রের নিবেদন শুনে, সাগরতুল্য গম্ভীর এবং আকাশের মতো নির্মল, সত্যবাদী ধর্মাত্মা রাজা দশরথ তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ।
দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্॥ ১০

'সুমন্ত্র! আমার যে পত্নীরা এই প্রাসাদে আছেন, তাঁদের সকলকে এখানে নিয়ে এসো। পত্নীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি রঘুনন্দন রামকে দেখতে চাই।'

সোঽন্তঃপুরমতীত্যৈব স্ত্রিয়স্তা বাক্যমব্রবীৎ।
আর্যো হ্বয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্॥ ১১

সুমন্ত্র দ্রুত অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপত্নীদের বললেন—'পূজনীয় মহারাজ আপনাদের আহ্বান করেছেন, রাজসমীপে আসুন, বিলম্ব করবেন না।'

এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া।
প্রচক্রমুস্তদ্ ভবনং ভর্তুরাজ্ঞায় শাসনম্॥ ১২

রাজার আদেশে সুমন্ত্র কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে রাজপত্নীগণ সকলে স্বামীর নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁর ভবনের দিকে চললেন।

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ॥ ১৩

তখন সেখানে অবস্থিত ব্রতচারিণী সাড়ে তিনশো আরক্তনয়না যুবতী স্ত্রী কৌশল্যাকে পরিবেষ্টিত করে ধীরে ধীরে রাজার ভবনে গেলেন।

আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ।
উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সুতম্॥ ১৪

পত্নীগণ এসেছেন দেখে, পৃথিবীপতি রাজা দশরথ

সূতকে বললেন—'সুমন্ত্র ! আমার পুত্রকে নিয়ে এসো।'

স সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা।
জগামাভিমুখস্তূর্ণং সকাশং জগতীপতেঃ॥ ১৫

রাজার সম্মুখে অবস্থিত সূত রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলা-রাজতনয়া সীতাকে দ্রুত রাজার কাছে নিয়ে এলেন।

স রাজা পুত্রমায়ান্তং দৃষ্ট্বা চারাৎ কৃতাঞ্জলিম্।
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণমার্তঃ স্ত্রীজনসংবৃতঃ॥ ১৬

পত্নীগণপরিবেষ্টিত শোকার্ত রাজা দূর থেকে পুত্রকে করজোড়ে আসতে দেখে আসন থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

সোঽভিদুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতিঃ।
তমসম্প্রাপ্য দুঃখার্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ॥ ১৭

রামকে দেখে প্রজাপালক দশরথ দ্রুত ছুটে গেলেন, কিন্তু শোকার্ত রাজা চোখে অন্ধকার দেখে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তং রামোঽভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
বিসংজ্ঞমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তথা॥ ১৮

দুঃখ-শোকে প্রায় সংজ্ঞাহীন রাজার দিকে রাম দ্রুত অগ্রসর হলেন, মহাবীর লক্ষ্মণও শ্রীরামের সঙ্গে গেলেন।

স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ॥ ১৯

রাজবাড়িতে সহসা অলঙ্কারের ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, 'হা রাম, হা রাম' এই বলে সহস্র নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হল।

তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
পর্যঙ্কে সীতয়া সার্ধং রুদন্তঃ সমবেশয়ন্॥ ২০

রাম এবং লক্ষ্মণ দুজনে সীতার সঙ্গে রোদন করতে করতে রাজা দশরথকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে পালঙ্কে বসিয়ে দিলেন।

অথ রামো মুহূর্তস্য লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাষ্পশোকার্ণবপরিপ্লুতম্॥ ২১

অতঃপর শোকসাগরে প্লাবিত মহারাজ দশরথ মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে করজোড়ে বললেন—

আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ।
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্॥ ২২

'মহারাজ ! আপনি আমাদের সকলের প্রভু ; আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থিত আমার এবং লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি কল্যাণময়ী দৃষ্টিপাত করুন।

লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্।
কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ॥ ২৩

অনুজানীহি সর্বান্ নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ।
লক্ষ্মণং মাং চ সীতাং চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্॥ ২৪

'লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে বনে যাওয়ার অনুমতি দিন ; সীতাও আমার সঙ্গে বনে চলুক। অনেক যুক্তি ও কারণ দেখিয়ে নিষেধ করলেও তারা এখানে থাকতে ইচ্ছুক নয়। অতএব, অপরকে সম্মানদাতা হে মহারাজ ! শোক পরিহার করে লক্ষ্মণকে, আমাকে ও সীতাকে বনগমনের অনুমতি দিন, যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মা সনকাদি নিজ পুত্রগণকে তপস্যার জন্য বনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।'

প্রতীক্ষমাণমব্যগ্রমনুজ্ঞাং জগতীপতেঃ।
উবাচ রাজা সম্প্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্॥ ২৫

বনবাসে যাওয়ার জন্য রাজার অনুমতি কামনায় শান্তভাবে প্রতীক্ষারত রঘুনন্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাজা বললেন—

অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্॥ ২৬

'রঘুনন্দন ! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করে সম্মোহিত হয়েছি, অতএব তুমি আজ আমাকে নিগৃহীত করে অযোধ্যায় রাজা হও।'

এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
প্রত্যুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ॥ ২৭

রাজা দশরথ এই কথা বললে, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সুবাগ্মী রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

ভবান্ বর্ষসহস্রায় পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা॥ ২৮

'রাজন্ ! আপনি সহস্র বৎসর পৃথিবীর রাজা হয়ে বিরাজ করুন, আমি অরণ্যেই বাস করব ; আমার রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই।

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে।
পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ॥ ২৯

'রাজন্ ! বনবাসে চৌদ্দ বৎসর বিচরণ করে প্রতিজ্ঞার অবসানে আবার আপনার চরণদুটি গ্রহণ করব।'

রুদন্নার্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সত্যপাশেন সংযুতঃ।
কৈকেয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো রাজা তমব্রবীৎ॥ ৩০

সত্যবন্ধনে বদ্ধ, উপরন্তু, একান্তে কৈকেয়ীর ইঙ্গিত, শোককাতর রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে প্রিয় পুত্র রামকে বললেন—

শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্॥ ৩১

'কল্যাণ এবং অভ্যুদয় লাভ করে আবার অযোধ্যায় ফিরে আসার জন্যই, বৎস ! অব্যাকুলচিত্তে বনবাসের অশুভ পথে যাত্রা করো।

ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনসস্তব।
সন্নিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন॥ ৩২
অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা।
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্॥ ৩৩

'বৎস রঘুনন্দন ! তুমি ধর্মাত্মা সত্যস্বরূপ ; তোমার বিচারবুদ্ধিকে পরিবর্তিত করা যাবে না। আজ এখন রাত্রি হয়েছে ; পুত্র ! কোনওভাবেই আজ যেয়ো না। অন্তত একটা দিনের জন্যও তোমাকে দেখে সুখ লাভ করি।

মাতরং মাং চ সম্পশ্যন্ বসেমামদ্য শর্বরীম্।
তর্পিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কালে সাধয়িষ্যসি॥ ৩৪

'তোমার মা-কে এবং আমাকে এই শোককাতর অবস্থায় দেখে, তুমি আজ রাতটা এখানে থেকে যাও। আমাদের দেওয়া সকল কাম্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে, কাল সকালে তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করো।

দুষ্করং ক্রিয়তে পুত্র সর্বথা রাঘব প্রিয়।
ত্বয়া হি মৎপ্রিয়ার্থং তু বনমেবমুপাশ্রিতম্॥ ৩৫

'প্রিয় পুত্র, রাঘব ! তুমি সর্বপ্রকারে দুষ্কর কর্ম করতে চলেছ। আমার প্রিয় কর্ম করার জন্যই তুমি এই বনবাস স্বীকার করেছ।

ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া॥ ৩৬
বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি।
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ॥ ৩৭

'বৎস রঘুনন্দন ! সত্যের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বনবাস আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। কুলাচার-নাশিনী, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিতুল্য স্ত্রী কৈকেয়ীর দ্বারা আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। আমি যে বঞ্চিত হয়েছি, তার থেকেই তুমি আমাকে নিস্তার করতে চাইছ।

ন চৈতদাশ্চর্যতমং যৎ ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম।
অপানৃতকথং পুত্র পিতরং কর্তুমিচ্ছসি॥ ৩৮

'পুত্র ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ; অতএব, পিতাকে যে সত্যভঙ্গ থেকে রক্ষা করতে চাইছ, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।'

অথ রামস্তদা শ্রুত্বা পিতুরার্তস্য ভাষিতম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দীনো বচনমব্রবীৎ॥ ৩৯

তখন, আর্ত পিতার কথা শুনে রাম বিনম্র হয়ে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে বললেন—

প্রাপ্স্যামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি।
অপক্রমণমেবাতঃ সর্বকামৈরহং বৃণে॥ ৪০

'পিতঃ ! আজ পিতৃসত্যরক্ষার্থে রাজ্যত্যাগরূপ কর্মের যে উত্তম ফল লাভ করব, আগামীকাল সময় চলে গেলে কে আমাকে তা দেবে ? তাই আমি রাজ্যসুখ-রূপ সকল কামনা থেকে দূরে সরে যেতে চাই।

ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধনধান্যসমাকুলা।
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্॥ ৪১

'জনগণ ও ধনধান্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থাসহ এই বসুধা অযোধ্যারাজ্য আমি পরিত্যাগ করছি, আপনি তা ভরতকে প্রদান করুন।

বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেঽদ্য চলিষ্যতি।
যস্তু যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয্যৈ বরদ ত্বয়া॥ ৪২
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যস্ত্বং ভব পার্থিব।

'বনবাসের জন্য আমার মতি আজ বিচলিত হবে না ! রাজন্ ! আপনি সত্য রক্ষা করুন ! দেবাসুর যুদ্ধে কৈকেয়ীকে যে বর প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা পূর্ণ করুন।

অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্॥ ৪৩
চতুর্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ।
মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্॥ ৪৪

'আপনার নির্দেশ যথাযথ পালন করে আমি বনচারীদের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বাস করব। দ্বিধা করবেন না, রাজ্য ভরতকে দান করুন।

নহি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্।
যথানিদেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন॥ ৪৫

'আমার আনন্দ বা আত্মজনের হিতেচ্ছায় আমি রাজ্য কামনা করি না। রঘুবংশের আনন্দদায়ক হে রাজন্! আপনার নির্দেশ যথাযথ পালন করার জন্যই রাজগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম।

অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ।

নহি ক্ষুভ্যতি দুর্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ৪৬

'আপনার শোক অপগত হোক, চোখের জল ফেলবেন না। নদীপতি দুর্জয় সমুদ্র বিচলিত হয় না।

নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম॥ ৪৭

'আমি রাজ্য চাই না, সুখ চাই না, পৃথিবীও চাই না ; না কাম্য ভোগের বিষয়সমূহ, না স্বর্গ, এমনকি জীবনও চাই না।

ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে॥ ৪৮

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, মিথ্যাতে নয়—আপনার সামনে সত্যের নামে এবং সৎকর্মের নামে এই শপথ করছি।

ন চ শক্যং ময়া তাত স্থাতুং ক্ষণমপি প্রভো।
স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেঽস্তি বিপর্যয়ঃ॥ ৪৯

'পিতঃ ! প্রভো ! আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না। আপনি এই শোক সংবরণ করুন, আমার সঙ্কল্পের ব্যতিক্রম হবে না।

অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব।
ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎসত্যমনুপালয়ে॥ ৫০

'কৈকেয়ী অনুরোধ করে আমাকে বলেছিলেন, ''রঘুনন্দন ! বনে যাও।'' আমিও বলেছিলাম, ''অবশ্যই যাব।'' সেই সত্যকেই অনুসরণ করছি।

মা চোৎকণ্ঠাং কৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাদিতে॥ ৫১

'দেব পিতঃ ! উৎকণ্ঠিত হবেন না ; শান্তস্বভাব মৃগপরিবৃত ও নানান পক্ষীর কলরবে মুখরিত বনে আমরা আনন্দেই থাকব।

পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্।
তস্মাদ্ দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্বচঃ॥ ৫২

'পিতঃ ! পিতা দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মান্য। অতএব পিতৃবাক্যকে দেববাক্য বলে পালন করব।

চতুর্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোঽয়ং বিমুচ্যতাম্॥ ৫৩

'রাজশ্রেষ্ঠ ! চৌদ্দ বছর অতীত হলে আমাকে আবার দেখতে পাবেন। অতএব, সন্তাপ দূর করুন।

যেন সংস্তম্ভনীয়োঽয়ং সর্বো বাষ্পকলো জনঃ।
স ত্বং পুরুষশার্দূল কিমর্থং বিক্রিয়াং গতঃ॥ ৫৪

'পুরুষসিংহ হে পিতঃ ! ক্রন্দনরত সকলজনকে যিনি ক্রন্দন থেকে নিবারিত করবেন, সেই আপনি কেন ভেঙে পড়ছেন ?

পুরং চ রাষ্ট্রং চ মহী চ কেবলা
ময়া নিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাম্।
অহং নিদেশং ভবতোঽনুপালয়ন্
বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্॥ ৫৫

'আমি এই নগরী, রাজ্য এবং সমগ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করলাম ; আপনি সব ভরতকে দিয়ে দিন। আপনার নির্দেশ পালনে আমি দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে যাব।

ময়া নিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং
সশৈলখণ্ডাং সপুরোপকাননাম্।
শিবাসু সীমাস্বনুশাস্তু কেবলং
ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ॥ ৫৬

'পর্বত-নগর-উপবনসহ এই যে ভূখণ্ড, যাকে আমি পরিত্যাগ করে যাচ্ছি, কল্যাণকর মর্যাদাসহ ভরত তাকে শাসন করুক। হে রাজন্ ! আপনি যা বলেছেন, তাই হোক।

ন মে তথা পার্থিব ধীয়তে মনো
মহৎসু কামেষু ন চাত্মনঃ প্রিয়ে।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে
ব্যপৈতু দুঃখং তব মৎকৃতেঽনঘ॥ ৫৭

'মহারাজ ! শিষ্টসম্মত আপনার নির্দেশ-পালনে আমার মন যেমন ছুটে যাচ্ছে, নিজের প্রিয় কাম্য বিষয়ের প্রতি মনকে সেইভাবে দিতে পারছি না। হে নিষ্পাপ পিতঃ ! মৎকৃত আপনার দুঃখ দূরীভূত হোক।

তদদ্য নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্
বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা॥ ৫৮

'অতএব, হে নিষ্পাপ রাজন্ ! আপনাকে মিথ্যাবাদী করে আমি পৃথিবীর অখণ্ড রাজত্ব, সকল প্রকার কাম্যবস্তু এমনকী সীতাকেও চিন্তা করতে পারছি না, কিন্তু, কামনা করি আপনার ব্রত সত্য হোক।

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥ ৫৯

'বনে প্রবেশ করে ফলমূল ভক্ষণ করব ; বনের পর্বত, নদী, সরোবর এবং বিচিত্র সব বৃক্ষ দেখে সুখে থাকব। আপনার মনে শান্তি বিরাজ করুক।'

এবং স রাজা ব্যসনাভিপন্ন-
স্তাপেন দুঃখেন চ পীড্যমানঃ।
আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞো
ভূমিং গতো নৈব চিচেষ্ট কিঞ্চিৎ ॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্রের এইসব কথা শুনে রাজা দশরথ ইষ্ট-বিয়োগের জন্য দুঃখ-তাপে পীড়িত হয়ে পুত্র রামকে আলিঙ্গন করে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, কিছুই জানতে পারলেন না।

দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতা-
স্তাং বর্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্চ্ছা
হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্বম্ ॥ ৬১

রাজরাণী কৈকেয়ী ব্যতীত সেখানে সমবেত অন্যসব রাণীরা কাঁদতে লাগলেন। সুমন্ত্রও কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলেন। সর্বত্র হাহাকার রব উঠল।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

———o———

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণেও কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব

**ততো নিধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ ॥ ১
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥ ২**

তখন সুমন্ত্র সহসা মস্তক সঞ্চালিত ও বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে হস্তদ্বয় পরস্পর নিষ্পেষিত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে আরক্ত নেত্রে সহসা ক্রোধাভিভূত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন ; তখন তাঁর স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত হল।

**মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য চ।
কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্‌শরৈঃ শিতৈঃ ॥ ৩
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈর্নির্ভিন্দন্নিব চাশুভৈঃ।
কৈকেয্যাঃ সর্বমর্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪**

সূত সুমন্ত্র দশরথের মনকে সম্যক্‌রূপে সমীক্ষা করে শাণিত বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃৎকম্প সৃষ্টি করলেন ; বজ্রতুল্য অতুলনীয় কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীর মর্মস্থল বিদ্ধ করে বলতে লাগলেন—

**যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
ভর্তা সর্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৫
নহ্যকার্যতমং কিঞ্চিৎ তব দেবীহ বিদ্যতে।
পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ ॥ ৬**

'দেবি ! আপনার স্বামী স্থাবর-জঙ্গম সমগ্র জগতের পতি, স্বয়ং রাজা দশরথ, তাঁকে আপনি পরিত্যাগ করেছেন ; এই জগতে আপনার অকার্য কিছুই নেই ! আমি আপনাকে পতিঘাতিনী, অন্তত কুলঘাতিনী বলেই মনে করি।

**যন্মহেন্দ্রমিবাজয্যং দুষ্প্রকম্প্যমিবাচলম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং সন্তাপয়সি কর্মভিঃ ॥ ৭**

'দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্বতের মতো অকম্পনীয় এবং মহাসমুদ্রের মতো ক্ষোভশূন্য মহারাজ দশরথকে আপনি নিজ দুষ্কর্মের দ্বারা সন্তপ্ত করেছেন।

**মাবমংস্থা দশরথং ভর্তারং বরদং পতিম্।
ভর্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে ॥ ৮**

'যেহেতু নারীদের নিকট কোটি সংখ্যক পুত্র অপেক্ষা পতির ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, অতএব আপনার পালক, বরদাতা, পতি দশরথের অবমাননা

করবেন না।

জ্যেষ্ঠবয়ো হি রাজ্যানি প্রাপুবন্তি নৃপক্ষয়ে।
ইক্ষ্বাকুকুলনাথেঽস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি॥ ৯

'রাজার অবর্তমানে বয়সের জ্যেষ্ঠানুক্রমেই পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি হয় ; ইক্ষ্বাকুবংশের রাজার বর্তমানেই সেই নিয়ম আপনি লোপ করতে চাইছেন !

রাজা ভবতু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্তু মেদিনীম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি॥ ১০

'আপনার পুত্র ভরত রাজা হোক এবং পৃথিবীকে শাসন করুক : আমরা কিন্তু সেখানেই যাব, যেখানে রাম যাবে।

ন চ তে বিষয়ে কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বস্তুমর্হতি।
তাদৃশং ত্বমমর্যাদমদ্য কর্ম করিষ্যসি॥ ১১

'আজ আপনি সেই অমর্যাদাকর কর্ম করবেন, যাতে আপনার রাজ্যে কোনও ব্রাহ্মণ বাস করতে চাইবেন না।

নূনং সর্বে গমিষ্যামো মার্গং রামনিষেবিতম্।
ত্যক্তা যা বান্ধবৈঃ সর্বৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সাধুভিঃ সদা॥ ১২

'নিশ্চিতভাবে, আমরা সকলে রামের আচরিত পথেই চলব ; আর আপনি সর্বদা বন্ধুজন, সকল ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের দ্বারা পরিত্যক্তা হবেন।

কা প্রীতী রাজ্যলাভেন তব দেবি ভবিষ্যতি।
তাদৃশং ত্বমমর্যাদং কর্ম কর্তুং চিকীর্ষসি॥ ১৩

'দেবি ! এই রাজ্যলাভে আপনার কী আনন্দলাভ হবে যে এইভাবে আপনি অমর্যাদাকর কার্য করতে চাইছেন !

আশ্চর্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্।
আচরন্ত্যা ন বিদৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী॥ ১৪

'আপনার এইরকম অন্যায় কর্মের আচরণে মেদিনী যে সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হল না, তা দেখে, আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি।

মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জ্বলন্তো ভীমদর্শনাঃ।
ধিগ্বাগ্দণ্ডা ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে স্থিতাম্॥ ১৫

'শ্রীরামের নির্বাসনে স্থিরসঙ্কল্প আপনাকে মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের জ্বলন্ত বাগ্‌দণ্ড (অভিশাপ) ধ্বংস করছে না কেন ?

আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেৎ তু কঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ॥ ১৬

'কুঠার দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করে, কে সেখানে নিম্ববৃক্ষের পরিচর্যা করে ? নিম্ববৃক্ষমূলে দুগ্ধ সেচন করলেও তার ফল মধুর হয় না।

আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব চ।
ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ॥ ১৭

'আমার মনে হচ্ছে, আপনার মাতার যে আভিজাত্য, আপনারও তাই। ''নীমবৃক্ষ থেকে মধু ক্ষরিত হয় না'', এই প্রবাদবাক্য লোকসমাজে কথিত আছে।

তব মাতুরসদ্গ্রাহং বিদ্ম পূর্বং যথা শ্রুতম্।
পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্ দদৌ বরমনুত্তমম্॥ ১৮

'আপনার মাতার দুরাগ্রহের বিষয়ে পূর্বে যেমন শুনেছি তথা জানি তা হল — জনৈক বরদাতা (সাধু) আপনার পিতা কৈকয়রাজকে এক উত্তম বর দান করেছিলেন।

সর্বভূতরুতং তস্মাৎ সংজজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
তেন তির্যগতানাং চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ॥ ১৯

'মহারাজ কেকয়াধিপতি সেই বরপ্রভাবে সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারতেন ; তার প্রভাবেই তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক প্রাণীদের কথাও বুঝতে পারতেন।

ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিরুতাদ্ ভূরিবর্চসঃ।
পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাহসৎ॥ ২০

'একদিন আপনার মহাবীর পিতা শায়িত অবস্থায় জৃম্ভ নামক এক পক্ষীর ডাক শুনে, এবং তার অর্থ বুঝতে পেরে খুব হাসছিলেন।

তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুপাশমভীপ্সতী।
হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাসামীতি চাব্রবীৎ॥ ২১

'সেই শয্যায় অবস্থিতা আপনার জননী এইরূপ হাস্যে নিজেকে কারণ মনে করে ক্রুদ্ধা হয়ে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, ''সৌম্য ! রাজন্ ! আপনার হাসির কারণ জানতে চাই''।

নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।
ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২২

'রাজা আপনার মাতাকে বললেন, ''যদি তোমাকে হাসির কারণ বলি, তবে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই''।

মাতা তে পিতরং দেবি পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ।
শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি॥ ২৩

'দেবি ! আপনার মাতা পুনরায় আপনার পিতা কেকয়রাজকে বললেন, ''আপনি জীবিত থাকুন বা না থাকুন, আমাকে হাসির কারণ বলুন, বলতেই হবে, যাতে

ভবিষ্যতে আপনি আমাকে আর উপহাস করতে না পারেন''।

প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্মৈ তং বরদায়ার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ॥ ২৪

'প্রেয়সী রাণী সেই কথা বললে, কেকয়রাজ বরদাতা সাধুকে সবকিছু যথাযথ জানালেন।

ততঃ স বরদঃ সাধূ রাজানং প্রত্যভাষত।
ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে॥ ২৫

'তখন সেই বরদাতা সাধু রাজাকে বললেন—''রাজন্! আপনার প্রিয়া মহিষী মারা যান বা ধ্বংসপ্রাপ্তা হোন, একথা তাঁকে কখনোই জানাবেন না।''

স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।
মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ॥ ২৬

'প্রসন্নমনা বরদাতার সেই কথা শুনে, রাজা আপনার মাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে স্বয়ং কুবেরের মতো বিচরণ করতে লাগলেন।

তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি।
অসদ্গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী॥ ২৭

'সেইরকম, পাপদর্শিনী আপনিও আপনার মায়ের মতো রাজাকে মোহগ্রস্ত করে অসজ্জনের আচরিত পথে টেনে নিয়ে চলেছেন।

সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা।
পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ॥ ২৮

'এখন এই লৌকিক প্রবাদটি আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে যে, পুত্রেরা পিতার স্বভাব এবং কন্যারা মাতার স্বভাব অনুসরণ করে জন্মায়।

নৈবং ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ।
ভর্তুরিচ্ছামুপাস্বেহ জনস্যাস্য গতির্ভব॥ ২৯

'এইরকম মায়ের মতো হবেন না ; মহারাজা যা বলছেন তাই করুন, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত হতে দিন। পতির ইচ্ছাকে অনুসরণ করে জনগণের আশ্রয় হোন।

মা ত্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেবরাজসমপ্রভম্।
ভর্তারং লোকভর্তারমসদ্ধর্মমুপাদধ॥ ৩০

'পাপপূর্ণ বিচারে উৎসাহিতা হয়ে, আপনি, দেবরাজতুল্য তেজঃসম্পন্ন লোকপ্রতিপালক আপনার নিজের স্বামীকে অসৎকর্মে পরিচালিত করবেন না।

নহি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ।
শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ॥ ৩১

'দেবি ! পদ্মপলাশলোচন নিষ্পাপ শ্রীমান রাজা দশরথ সর্বদাই পাপ থেকে দূরে থাকেন, তিনি একবার প্রতিজ্ঞা করে দ্বিতীয়বার তা থেকে সরে আসবেন না।

জ্যেষ্ঠো বদান্যঃ কর্মণ্যঃ স্বধর্মস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোঽভিষিচ্যতাম্॥ ৩২

'ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দানশীল (প্রিয়বাদীও বটে), কর্মিষ্ঠ, স্বধর্মের রক্ষক এবং জীবজগতেরও রক্ষক বলবান রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হোক।

পরিবাদো হি তে দেবি মহাঁল্লোকে চরিষ্যতি।
যদি রামো বনং যাতি বিহায় পিতরং নৃপম্॥ ৩৩

'রাম যদি পিতৃদেব রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করে বনে চলে যান, তাহলে দেবি ! সংসারে আপনার মহতী নিন্দা ছড়িয়ে পড়বে।

স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব ত্বং বিগতজ্বরা।
নহি তে রাঘবাদন্যঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্॥ ৩৪

'রঘুনন্দন রাম নিজরাজ্য রক্ষা করুন, আপনিও নিশ্চিন্ত হোন, রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেউই এই শ্রেষ্ঠ অযোধ্যাপুরীর রাজপদের যোগ্য নয়।

রামে হি যৌবরাজ্যস্থে রাজা দশরথো বনম্।
প্রবেক্ষ্যতি মহেষ্বাসঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্॥ ৩৫

'রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে, মহাধনুর্ধর রাজা দশরথ, পূর্বপুরুষদের পারম্পর্য স্মরণ করে বনে প্রবেশ করবেন।'

ইতি সান্ত্বৈশ্চ তীক্ষ্ণৈশ্চ কৈকেয়ীং রাজসংসদি।
ভূয়ঃ সংক্ষোভয়ামাস সুমন্ত্রস্তু কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৬

নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥ ৩৭

এইভাবে সেই রাজভবনে সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বারবার সান্ত্বনাপূর্ণ অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় কৈকেয়ীকে তাঁর মনোভাব থেকে বিচলিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেবী কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হলেন না, ব্যথিত হলেন না, এমনকী তাঁর মুখবর্ণের কোনওরূপ পরিবর্তনও লক্ষিত হল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৩৬)

বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ধনরত্নাদি প্রেরণের জন্য রাজা দশরথের নির্দেশ, কৈকেয়ীর বিরোধিতা, রামের সঙ্গে বনগমনে রাজার ইচ্ছাপ্রকাশ

ততঃ সুমন্ত্রমৈক্ষ্বাকঃ পীড়িতোঽত্র প্রতিজ্ঞয়া।
সবাষ্পমতিনিঃশ্বস্য জগাদেদং পুনর্বচঃ॥ ১

তখন ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ নিজকৃত প্রতিজ্ঞার জন্য শোকার্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে সুমন্ত্রকে আবার বললেন—

সূত রত্নসুসম্পূর্ণা চতুর্বিধবলা চমূঃ।
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রং প্রতিবিধীয়তাম্॥ ২

'সূত ! মণিমাণিক্যাদি বহুরত্নসমৃদ্ধ চতুরঙ্গ (হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি) সেনা রামের অনুসরণে যাওয়ার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করো।

রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ॥ ৩

'রূপজীবিনী ও মিষ্টভাষিণী রমণীরা এবং মহাধনশালী বণিকগণ রাজকুমারের সৈন্যবাহিনীকে সুশোভিত করুক।

যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্যতঃ।
তেষাং বহুবিধং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিয়োজয়॥ ৪

'যে মল্লবীরেরা রামের প্রীতি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে, যাদের বীরত্ব-দর্শনে রাম আনন্দ লাভ করে, তাদের বহুধন দান করে রামের সঙ্গে বনগমনে নিযুক্ত করো।

আয়ুধানি চ মুখ্যানি নাগরাঃ শকটানি চ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যকোবিদাঃ॥ ৫

'নগরবাসীরা এবং অরণ্যের রহস্যজ্ঞ ব্যাধেরা প্রধান প্রধান অস্ত্র ও ভারবাহী শকটসহ কাকুৎস্থকুলনন্দন রামকে অনুসরণ করুক।

নিঘ্নন্ মৃগান্ কুঞ্জরাংশ্চ পিবংশ্চারণ্যকং মধু।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি॥ ৬

'শ্রীমান রাম হরিণ এবং হস্তীদের বধ (মৃগয়া), অরণ্যে-জাত মধু পান এবং বিভিন্ন নদীর শোভা দর্শন করে, এই অযোধ্যা রাজ্যের কথা আর মনে করবে না।

ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ ধনকোশশ্চ মামকঃ।
তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নির্জনে বনে॥ ৭

'রাম নির্জন অরণ্যে বাস করবে ; অতএব আমার যে ধান্যভাণ্ডার ও ধনভাণ্ডার আছে, সেই দুটি ভাণ্ডারই তার সঙ্গে বনে নিয়ে যাওয়া হোক।

যজন্ পুণ্যেষু দেশেষু বিসৃজংশ্চাপ্তদক্ষিণাঃ।
ঋষিভিশ্চাপি সংগম্য প্রবৎস্যতি সুখং বনে॥ ৮

'রাম বিভিন্ন পুণ্যস্থানে যজ্ঞ করে, সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্ত দক্ষিণা দানান্তে বিদায় দিয়ে এবং ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বনে সুখেই বাস করবে।

ভরতশ্চ মহাবাহুরযোধ্যাং পালয়িষ্যতি।
সর্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি॥ ৯

'মহাবীর ভরত অযোধ্যাকে পালন করুক ; আর শ্রীমান রামকে সকল ভোগ্যবস্তুসহ বনে প্রেরণ করা হোক।'

এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে কৈকেয্যা ভয়মাগতম্।
মুখং চাপ্যগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যরুধ্যত॥ ১০

কাকুৎস্থকুলনন্দন দশরথ এই কথা বললে, কৈকেয়ী ভীতা হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ শুষ্ক এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

সা বিষণ্ণা চ সংত্রস্তা মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাজানমেবাভিমুখী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ১১

বিষণ্ণা ও সন্ত্রস্তা কৈকেয়ী শুষ্ক মুখে রাজার অভিমুখী হয়ে বললেন—

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে॥ ১২

'হে সাধুচরিত্র মহারাজ ! সারবস্তু পান করা হয়েছে এমন স্বাদহীন সুরার মতো রিক্তধন, শূন্য ধনভাণ্ডার-রাজ্য ভরত গ্রহণ করবে না।'

কৈকেয্যাং মুক্তলজ্জায়াং বদন্ত্যামতিদারুণম্।
রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্॥ ১৩

লজ্জাহীনা কৈকেয়ী সেই নিদারুণ কথা বললে, রাজা দশরথ আয়তলোচনা কৈকেয়ীকে বললেন—

বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরি মাহিতে।
অনার্যে কৃত্যমারব্ধং কিং ন পূর্বমুপারুধঃ॥ ১৪

'অনার্যে ! ভার বহনে নিযুক্ত করে, আমাকে আবার কেন দুঃখ দিচ্ছ ? কার্যারম্ভের পূর্বে আমায় বাধা দাওনি কেন (বর প্রার্থনার সময় কেন বলোনি, রাম সৈন্য-আদি কিছুই সঙ্গে নিতে পারবে না) ?'

তস্যৈতৎ ক্রোধসংযুক্তমুক্তং শ্রুত্বা বরাঙ্গনা।
কৈকেয়ী দ্বিগুণং ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ১৫

সুদর্শনা কৈকেয়ী রাজার এই ক্রোধযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে, দ্বিগুণ ক্রুদ্ধা হয়ে রাজাকে বললেন—

তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠপুত্রমুপারুধৎ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং তথায়ং গন্তুমর্হতি॥ ১৬

'পূর্বে আপনারই বংশে রাজা সগর তাঁর অসমঞ্জ নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্বাসিত করেছিলেন ; সেইভাবে, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকেও নির্বাসনে যেতে হবে।'

এবমুক্তো ধিগিত্যেব রাজা দশরথোঽব্রবীৎ।
ব্রীডিতশ্চ জনঃ সর্বঃ সা চ তন্নাববুধ্যত॥ ১৭

কৈকেয়ী কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে রাজা দশরথ 'ধিক্ ধিক্' বলে উঠলেন, উপস্থিত সকলে লজ্জিত হলেন ; কৈকেয়ী কিন্তু সেই ধিক্কার এবং সমবেত সকলের লজ্জার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ।
শুচির্বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১৮

সেখানে উপস্থিত রাজা দশরথের সিদ্ধার্থ নামে পবিত্র চরিত্র এবং সকলের সম্মাননীয় বৃদ্ধ মহামন্ত্রী, কৈকেয়ীকে এই কথা বললেন—

অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীড়তঃ পথি দারকান্।
সরয্বাং প্রক্ষিপন্নপ্সু রমতে তেন দুর্মতিঃ॥ ১৯

'দুষ্ট অসমঞ্জ পথে ক্রীড়ারত বালকদের ধরে সরযূর জলে নিক্ষেপ করে আনন্দ পেত।

তং দৃষ্ট্বা নাগরাঃ সর্বে ক্রুদ্ধা রাজানমব্রুবন্।
অসমঞ্জং বৃণীষ্বৈকমস্মান্ বা রাষ্ট্রবর্ধন॥ ২০

'তা (অসমঞ্জের দুষ্ট কর্ম) দেখে নগরবাসীরা সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললে— "রাষ্ট্রের কল্যাণ বৃদ্ধিকারিন রাজন্, হয় একক অসমঞ্জকে অথবা আমাদের সকলকে এই রাজ্যে থাকতে দিন।"

তানুবাচ ততো রাজা কিংনিমিত্তমিদং ভয়ম্।
তাশ্চাপি রাজ্ঞা সম্পৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োঽব্রুবন্॥ ২১

'তখন রাজা সগর প্রজাদের জিজ্ঞাসা করলেন —"এই ভয়ের কারণ কী ?" রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, প্রজাবর্গ বলল—

ক্রীডতস্ত্বেষ নঃ পুত্রান্ বালানুদ্ভ্রান্তচেতসঃ।
সরয্বাং প্রক্ষিপন্মৌর্খ্যাদতুলাং প্রীতিমশ্নুতে॥ ২২

"মহারাজ ! আপনার এই চপলমতি পুত্র মূর্খতাবশত আমাদের ক্রীড়ারত শিশুপুত্রদের সরযূর জলে নিক্ষেপ করে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করে"।

স তাসাং বচনং শ্রুত্বা প্রকৃতীনাং নরাধিপঃ।
তং তত্যাজাহিতং পুত্রং তাসাং প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ২৩

'মহারাজ সগর প্রজাবর্গের কথা শুনে তাদের প্রিয়কার্য করার ইচ্ছায় অহিতকারী সেই দুষ্ট পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্যং সপরিচ্ছদম্।
যাবজ্জীবং বিবাস্যোঽয়মিতি তানন্বশাৎ পিতা॥ ২৪

'পিতা সগর সপত্নীক পুত্র অসমঞ্জকে প্রয়োজনীয় বস্ত্র দিয়ে শীঘ্র রথে বসিয়ে, সেবকদের নির্দেশ দিলেন— "একে যাবজ্জীবন নির্বাসন দাও"।

স ফালপিটকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ।
দিশঃ সর্বাস্ত্বনুচরন্ স যথা পাপকর্মকৃৎ॥ ২৫

'অসমঞ্জ যেমন পাপকর্ম করেছে, তার ফলস্বরূপ ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে গিরিগুহায় বসবাসের যোগ্য স্থান খুঁজতে সকল দিক ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল।

ইত্যেনমত্যজদ্ রাজা সগরো বৈ সুধার্মিকঃ।
রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুধ্যতে॥ ২৬

'সুধার্মিক রাজা সগর, এই কারণেই অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র, কী এমন পাপকাজ করেছে, যার জন্য তাকে রাজ্যলাভে বাধা দেওয়া হচ্ছে ?

নহি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্।
দুর্লভো হ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্॥ ২৭

'চন্দ্রের মালিন্যের (কলঙ্কের) মতো, আমরা রঘুনন্দনের কোনও অবগুণ (দোষ) দেখতে পাচ্ছি না। এঁর মধ্যে পাপ দুর্লভ। (চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, কিন্তু শ্রীরামের মধ্যে কোনও কল্মষ অর্থাৎ মালিন্য নেই।)

অথবা দেবি ত্বং কঞ্চিদ্ দোষং পশ্যসি রাঘবে।
তমদ্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে॥ ২৮

'অথবা, দেবি ! আপনি যদি রঘুনন্দন শ্রীরামের মধ্যে কোনও দোষ দেখে থাকেন, তাহলে ঠিক ঠিক বলুন, তখনই রামকে নির্বাসিত করা যাবে।

অদুষ্টস্য হি সংত্যাগঃ সৎপথে নিরতস্য চ।

নির্বেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্মবিরোধবান্॥ ২৯

'সৎপথে বিচরণশীল নির্দোষ ব্যক্তিকে ত্যাগ তথা নির্বাসিত করলে, ধর্মের প্রতি বিরোধ হেতু ইন্দ্রের তেজও বিনষ্ট হয়।

তদলং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া।
লোকতোঽপি হি তে রক্ষ্যঃ পরিবাদঃ শুভাননে॥ ৩০

'অতএব, দেবি ! রামকে রাজ্যশ্রী থেকে প্রতিহত করবেন না ; আর, অয়ি শুভাননে ! জনসাধারণের নিন্দাবাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।'

শ্রুত্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা শ্রান্ততরস্বরঃ।
শোকোপহতয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ৩১

সিদ্ধার্থের কথা শুনে রাজা ক্ষীণ কণ্ঠে শোকাকুল বাক্যে কৈকেয়ীকে বললেন—

এতদ্বচো নেচ্ছসি পাপরূপে
হিতং ন জানাসি মমাত্মনোঽথবা।
আস্থায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্টা
চেষ্টা হি তে সাধুপথাদপেতা॥ ৩২

'পাপীয়সি ! তুমি মহাত্মা সিদ্ধার্থের এই কথা শুনতে চাইছ না ; আমার অথবা তোমার নিজের মঙ্গল বিষয়েও বুঝতে (জানতে) পারছ না। লোভের পথ অবলম্বনে তোমার এই চেষ্টা (কার্য), সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপচেষ্টা মাত্র।

অনুব্রজিষ্যাম্যহমদ্য রামং
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনং চ।
সর্বে চ রাজ্ঞা ভরতেন চ ত্বং
যথাসুখং ভুঙ্ক্ষ্ব চিরায় রাজ্যম্॥ ৩৩

'আমি আজই রাজ্যসুখ এবং ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে রামকে অনুগমন করব, এবং প্রজারাও তাই করবে। আর তুমি রাজা ভরতের সঙ্গে চিরকাল যথাসুখে রাজ্য ভোগ করো।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

—o—

সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

বনগমনোদ্যত রামাদির বল্কলধারণ, সীতার বল্কলধারণ দর্শনে অন্তঃপুরিকাদের অশ্রুমোচন, কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কর্তৃক সীতার বল্কলধারণের অনৌচিত্য প্রদর্শন

মহামাত্রবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথং তদা।
অন্বভাষত বাক্যং তু বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ॥ ১

তখন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে বিনয়বিদ রামচন্দ্র রাজা দশরথকে বিনয়বচনে বললেন—

ত্যক্তভোগস্য মে রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
কিং কার্যমনুযাত্রেণ ত্যক্তসঙ্গস্য সর্বতঃ॥ ২

'রাজন্ ! আমি সকল ভোগ্য বিষয় ও সকল আসক্তি পরিত্যাগ করে বনাফলমূলাহারে জীবন-ধারণ করব, অতএব বনে আমার অনুগামী সেনাবাহিনীর কী প্রয়োজন ?

যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।
রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্॥ ৩

'কাউকে একটি উত্তম হস্তী সম্প্রদান করেও যে-জন ঐ হস্তীর বন্ধনরজ্জুর প্রতি লুব্ধ হয়, তার পক্ষে হস্তী ত্যাগ করে রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের সার্থকতা কোথায় ?

তথা মম সতাং শ্রেষ্ঠং কিং ধ্বজিন্যা জগৎপতে।
সর্বাণ্যেবানুজানামি চীরাণ্যেবানয়ন্তু মে॥ ৪

'অতএব সজ্জনশ্রেষ্ঠ হে রাজন্ ! আমার পতাকাবাহীর কী প্রয়োজন ? আমি তো ভরতকে সবই দিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য চীর (বল্কল বসন-ই) আনিয়ে দিন।

খনিত্রপিটকে চোভে সমানয়ত গচ্ছত।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম॥ ৫

'চৌদ্দ বছর আমাকে বনে বাস করতে হবে, তাই আনয়নকারীরা আমার জন্য কোদাল ও ঝুড়ি আনতে যাক।'

অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবম্।
উবাচ পরিধৎস্বেতি জনৌঘে নিরপত্রপা॥ ৬

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজেই চীর (বল্কল) নিয়ে এসে জনগণের সামনেই রঘুনন্দন রামকে বললেন —'পরিধান করো।'

স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকেয্যাঃ প্রতিগৃহ্য তে।
সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্ত হ॥ ৭

পুরুষব্যাঘ্র রাম সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগ করে, কৈকেয়ীর কাছ থেকে দুখানি বল্কল প্রতিগ্রহণ করলেন এবং মুনিদের অনুরূপ বল্কল পরিধান করলেন।

লক্ষ্মণশ্চাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে।
তাপসাচ্ছাদনে চৈব জগ্রাহ পিতুরগ্রতঃ॥ ৮

লক্ষ্মণও সেখানে পিতার সম্মুখেই সুন্দর বস্ত্র পরিত্যাগ করে, তপস্বীর বসন গ্রহণ করলেন।

অথাত্মপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী।
সম্প্রেক্ষ্য চীরং সংত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব॥ ৯

অতঃপর পট্টবস্ত্রপরিহিতা সীতা পরিধানের জন্য বল্কলবসন দেখে পাশ-দর্শনে হরিণীর মতো ভীতা হয়ে পড়লেন।

সা ব্যপত্রপমাণেব প্রগৃহ্য চ সুদুর্মনাঃ।
কৈকেয্যাঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা॥ ১০
অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী।
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১১
কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।
ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুর্মুহুঃ॥ ১২

কৈকেয়ীর হাত থেকে কুশ ও বল্কল গ্রহণ করে, দুঃখে ও লজ্জায় দুশ্চিন্তাগ্রস্তা ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী শুভলক্ষণা বল্কলধারণে অপটু জনকনন্দিনী জানকী অশ্রুপূর্ণনেত্রে গন্ধর্বরাজসম পতি রামকে 'বনবাসী মুনিরা কীভাবে বল্কল পরিধান করেন ?', এই কথা জিজ্ঞাসা করে বারবার মূর্ছিতা হয়ে পড়েন।

কৃত্বা কণ্ঠে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা।
তস্থৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকাত্মজা॥ ১৩

অপটু লজ্জিতা জনকনন্দিনী সীতা একটি বল্কল কণ্ঠে ধারণ করে এবং অপরটি হাতে ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তস্যাস্তৎ ক্ষিপ্রমাগত্য রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্॥ ১৪

তখন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দ্রুত এসে নিজেই সীতার কৌশেয় বস্ত্রের উপরেই সেই বল্কল বেঁধে দিলেন।

রামং প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বধ্নন্তং চীরমুত্তমম্।
অন্তঃপুরচরা নার্যো মমুচুর্বারি নেত্রজম্॥ ১৫

রামচন্দ্রকে সীতার উত্তম চীরবস্ত্র বল্কল পরাতে দেখে অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

ঊচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্।
বৎস নৈবং নিযুক্তেয়ং বনবাসে মনস্বিনী॥ ১৬

অত্যন্ত দুঃখকাতরা সেই অন্তঃপুরিকারা তেজঃপ্রদীপ্ত রামকে বললেন, 'বৎস ! মনস্বিনী সীতা তো বনবাসের জন্য নিয়োজিত হননি ! (কৈকেয়ী বরদুটির মধ্যে প্রথম বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে রামের বনবাস চেয়েছিলেন ; সীতা তো স্বেচ্ছায় পতির অনুগামিনী হচ্ছেন, তাই রামের বল্কল পরিধান আবশ্যিক হলেও, সীতার বল্কল পরিধানের আবশ্যকতা কোথায় !)

পিতুর্বাক্যানুরোধেন গতস্য বিজনং বনম্।
তাবদ্ দর্শনমস্যা নঃ সফলং ভবতু প্রভো॥ ১৭

'প্রভু ! পিতার আদেশ পালনের অনুরোধে তুমি জনহীন অরণ্যে গেলে, যতদিন তোমার দর্শন পাব না ততদিন সীতার দর্শনেই আমাদের জীবন সফল হোক।

লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক।
নেয়মর্হতি কল্যাণি বস্তুং তাপসবদ্ বনে॥ ১৮

'বৎস রাম ! তুমি লক্ষ্মণের সহায়তায় বনে যাও ; এই সাধ্বী কুলবধূ তপস্বিনীর মতো বনে বাস করতে পারবেন না।

কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী।
ধর্মনিত্যঃ স্বয়ং স্থাতুং ন হীদানীং ত্বমিচ্ছসি॥ ১৯

'বৎস ! দীপ্তিময়ী কল্যাণী সীতা এখানে থাকুন — আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। ধর্মনিষ্ঠ তুমি নিজে তো এখানে থাকতে চাইছ না !'

তাসামেবংবিধা বাচঃ শৃণ্বন্ দশরথাত্মজঃ।
ববন্ধৈব তথা চীরং সীতয়া তুল্যশীলয়া॥ ২০
চীরে গৃহীতে তু তয়া সবাষ্পো নৃপতের্গুরুঃ।
নিবার্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২১

অন্তঃপুরিকাদের এইসকল কথা শুনেও দশরথ-নন্দন রাম সীতার অঙ্গে বল্কল পরিয়ে দিলেন। শ্রীরামের উপযুক্ত সমানস্বভাবা সীতা চীর গ্রহণ করলে, রাজগুরু বশিষ্ঠদেব বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সীতাকে চীরধারণে নিবারিত করে কৈকেয়ীকে বললেন—

অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকেয়ি কুলপাংসনি।
বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি॥ ২২

'স্বীয় মর্যাদা লঙ্ঘনকারিণী দুর্বুদ্ধি কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ি! তুমি রাজাকে বঞ্চনা করে সীমার মধ্যে থাকছ না (তোমার সীমা লঙ্ঘন করছ)।

ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে।
অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্॥ ২৩

'অয়ি দুঃশীলে! দেবী সীতাকে বনে যেতে হবে না, ইনি রামের জন্য নির্দিষ্ট আসনে (রাজসিংহাসনে) অধিষ্ঠান করবেন।

আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্।
আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্॥ ২৪

'পত্নীবান সকল গৃহস্থের পত্নীই আত্মা; অতএব রামের "আত্মা" স্বরূপা সীতাদেবী-ই পৃথিবী (রাজ্য) পালন করবেন।

অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সংগতা।
বয়মত্রানুয়াস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি॥ ২৫
অন্তপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ।
সহোপজীব্যং রাষ্ট্রং চ পুরং চ সপরিচ্ছদম্॥ ২৬

'রামের সঙ্গে যদি বিদেহরাজতনয়া সীতা বনবাসে যান, তবে আমরা এবং অযোধ্যাপুরবাসী সকলেই তাঁর অনুগমন করব। যেখানে সপত্নীক রঘুনন্দন সেখানেই রাজান্তঃপুররক্ষীগণ, জীবনধারণযোগ্য ধনধান্যাদিসহ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং কর্মচারিগণসহ পুরপ্রশাসন ব্যবস্থাও চলে যাবে।

ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবসা বনেচরঃ।
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্বজম্॥ ২৭

'শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতও বল্কল ধারণ করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বনবাসী কাকুৎস্থনন্দন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে বিচরণ করবেন।

ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।
ত্বমেকা শাধি দুর্বৃত্তা প্রজানামহিতে স্থিতা॥ ২৮

'প্রজাদের অহিতকারিণী দুর্বৃত্তা, তুমি একাই তখন বৃক্ষলতাসহ এই জনহীন শূন্যা পৃথিবীকে (রাজ্যকে) শাসন করবে।

ন হি তদ্ ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।
তদ্ বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি॥ ২৯

'যেখানে রাম রাজা নয়, সেই স্থান রাষ্ট্রই নয়; কিন্তু রাম যেখানে বাস করেন তা অরণ্য হলেও রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যায়।

ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।
ত্বয়ি বা পুত্রবদ্ বস্তুং যদি জাতো মহীপতেঃ॥ ৩০

'ভরত যদি রাজার ঔরসজাত পুত্র হয়, তবে সে পিতা কর্তৃক স্বেচ্ছায় না-দেওয়া রাজ্য শাসন করতে চাইবে না, তোমার সঙ্গেও সে পুত্রের মতো বাস করতে চাইবে না।

যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্ গগনং চোৎপতিষ্যসি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি॥ ৩১

'যদিও তুমি লাফ দিয়ে ভূতল থেকে আকাশে উড়ে যাও, তথাপি পিতৃবংশের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত, পিতৃবংশের ব্যবহারের অন্যথা করবে না।

তৎ ত্বয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্।
লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ॥ ৩২

'অতএব পুত্রের মঙ্গলাভিলাষিণী হয়েও তুমি পুত্রের অপ্রিয় কর্মই করেছ, কারণ পৃথিবীতে এমন কোনও লোক নেই, যে রামের অনুরক্ত নয়।

দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্।
গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্॥ ৩৩

'কৈকেয়ি! আজই তুমি রামের সঙ্গে পশু, সাপ, হরিণ এবং পাখিদের যেতে দেখবে; আরও দেখবে বৃক্ষসকল তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি
দেহি স্নুষায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।
ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি
ন্যবারয়ৎ তদ্ বসনং বসিষ্ঠঃ॥ ৩৪

'দেবি! বল্কল খুলে নিয়ে পুত্রবধূকে উত্তম অলঙ্কার-সকল দান করো। এঁকে বল্কল দান করা উচিত নয়।' বশিষ্ঠদেব এই বলে কৈকেয়ীকে চীরদান থেকে নিবারণ করলেন।

একস্য রামস্য বনে নিবাস-
স্ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।

বিভূষিতেয়ং প্রতিকর্মনিত্যা
বসত্বরণো সহ রাঘবেণ ॥ ৩৫

রাজগুরু বশিষ্ঠ আরও বললেন—'অয়ি কেকয়-রাজকন্যে ! তুমি তো কেবল একা রামেরই বনবাস চেয়েছিলে। অতএব, বস্ত্রভূষণে সুসজ্জিতা সীতা পতি রামের সঙ্গে বনে বাস করে দৈনন্দিন সংসারকর্ম করুন।'

যানৈশ্চ মুখ্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ
সুসংবৃতা গচ্ছতু রাজপুত্রী।
বস্ত্রৈশ্চ সর্বৈঃ সহিতৈর্বিধানৈ-
র্নেয়ং বৃতা তে বরসম্প্রদানে ॥ ৩৬

'যেহেতু বরপ্রার্থনার সময় এই রাজকন্যাকে চাওয়া হয়নি, তাই ইনি বিভিন্ন উপকরণ ও বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে প্রধান প্রধান সেবকদের সহায়তায় উত্তম যানে আরোহণ করে বনবাসে যাত্রা করুন।'

তস্মিংস্তথা জল্পতি বিপ্রমুখ্যে
গুরৌ নৃপস্যাপ্রতিমপ্রভাবে।
নৈব স্ম সীতা বিনিবৃত্তভাবা
প্রিয়স্য ভর্তুঃ প্রতিকারকামা ॥ ৩৭

অতুলনীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ রাজগুরু বশিষ্ঠদেব এইরকম বললেও প্রিয় পতির অনুকরণে অভিলাষিণী সীতা বল্কল ধারণে নিবৃত্ত হলেন না।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

———o———

অষ্টত্রিংশ সর্গ (৩৮)

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিলাপোক্তি, জননী কৌশল্যার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিতা দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ

**তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ।
প্রচুক্রোশ জনঃ সর্বো ধিক্ ত্বাং দশরথং ত্বিতি॥ ১**

সীতা সনাথা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অনাথের মতো বল্কল পরিধান করতে দেখে অযোধ্যাবাসী সকলে 'রাজা দশরথ, আপনাকে ধিক' বলে চিৎকার করতে লাগল।

**তেন তত্র প্রণাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ।
চিচ্ছেদ জীবিতে শ্রদ্ধাং ধর্মে যশসি চাত্মনঃ॥ ২**

সেখানে সেই তুমুল কোলাহল শুনে দুঃখিত রাজা দশরথ নিজের বাঁচার ইচ্ছা, ধর্ম ও যশের প্রতি শ্রদ্ধা হারালেন।

**স নিঃশ্বস্যোষ্ণমৈক্ষ্বাকস্তাং ভার্যামিদমব্রবীৎ।
কৈকেয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তুমর্হতি॥ ৩**

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্ত্রীকে বললেন—'কৈকেয়ি ! সীতা কুশধারণ ও বল্কল পরিধান করে বনে যেতে পারে না।

**সুকুমারী চ বালা চ সততং চ সুখোচিতা।
নেয়ং বনস্য যোগ্যেতি সত্যমাহ গুরুর্মম॥ ৪**

'সুকোমলা এবং সর্বদা সুখে থাকতে অভ্যস্তা সীতা বালিকামাত্র, তাই বনবাসের যোগ্যা নয়, এই কথা আমার গুরু বশিষ্ঠদেব ঠিকই বলেছেন।

**ইয়ং হি কস্যাপি করোতি কিঞ্চিৎ
তপস্বিনী রাজবরস্য পুত্রী।
যা চীরমাসাদ্য জনস্য মধ্যে
স্থিতা বিসংজ্ঞা শ্রমণীব কাচিৎ॥ ৫**

'রাজশ্রেষ্ঠ জনকের কন্যা তপস্বিনী সীতা কি কারও ক্ষতি করেছেন যে, তিনি বল্কল পরিধান করে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া ভিক্ষুণীর মতো জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ?

**চীরাণ্যপাস্যাজ্জনকস্য কন্যা
নেয়ং প্রতিজ্ঞা মম দত্তপূর্বা।
যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী
বনং সমগ্রা সহ সর্বরত্নৈঃ॥ ৬**

'জনকের কন্যা বল্কল পরিত্যাগ করুক। (জানকী বল্কল পরিধান করে বনে যাবে)—আমি পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিনি। অতএব, রাজকন্যা সীতা সকল অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়েই মনের সুখে স্বামীর সঙ্গে বনে যাক।

অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা
কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।
ত্বয়া হি বাল্যাৎ প্রতিপন্নমেতৎ
তন্মা দহেদ্ বেণুমিবাত্মপুষ্পম্ ॥ ৭

'জীবনরক্ষায় অসমর্থ হয়েই আমি নিয়মপূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম ; আর তুমিও দুর্বুদ্ধিবশত রামের বনগমন স্থির করলে ! বাঁশের ফুল যেমন বাঁশকে দগ্ধ করে, সেইরকমভাবে কামনাপুষ্প যেন আমাকে দগ্ধ না করে।

রমেণ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎ কৃতমশোভনম্।
অপকারঃ ক ইহ তে বৈদেহ্যা দর্শিতোঽধমে॥ ৮

'অধম পাপীয়সি ! যদি রাম তোমার প্রতি কোনও অশোভন ব্যবহার করেও থাকে, বিদেহরাজনন্দিনী তোমার কী অপকার করেছে ?

মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী।
অপকারং কমিব তে করোতি জনকাত্মজা॥ ৯

'হরিণীর মতো উৎফুল্লনয়না মৃদুস্বভাবা প্রশস্তমনা জনকতনয়া সীতা তোমার কী ক্ষতি করেছে ?

ননু পর্যাপ্তমেবং তে পাপে রামবিবাসনম্।
কিমেভিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ॥ ১০

'অয়ি পাপীয়সি ! রামকে নির্বাসিত করে তুমি যথেষ্টই পাপ করেছ, আবার এই সীতা নির্বাসনরূপ কদর্য পাপকর্মের কী প্রয়োজন ছিল !

প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবৎ ত্বয়োক্তং দেবি শৃণ্বতা।
রামং যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ॥ ১১

'দেবি ! অভিষেকের জন্য এখানে আগত রামের সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে, তোমার সেই কথা শুনে বিনা বিচারে আমি তা পালনের প্রতিজ্ঞা করেছি।

তত্ত্বেতৎ সমতিক্রম্য নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি।
মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীক্ষসে চীরবাসিনীম্॥ ১২

'সেই বাক্য উল্লঙ্ঘন করে তুমি নরকে যেতে চাইছ, যেহেতু তুমি মিথিলেশনন্দিনী সীতাকেও বল্কল পরাতে চাইছ।'

এবং ব্রুবন্তং পিতরং রামঃ সম্প্রস্থিতো বনম্।
অবাক্‌শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৩

অবনতমস্তকে উপবিষ্ট পিতা দশরথ এইসব কথা বলতে থাকলে বনে প্রস্থানোদ্যত রাম তাঁকে বললেন—

ইয়ং ধার্মিক কৌসল্যা মম মাতা যশস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে॥ ১৪

'ধর্মপরায়ণ পিতৃদেব ! আমার যশস্বিনী, উন্নতস্বভাবা বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যা কিন্তু আপনার কোনও নিন্দা করছেন না।

ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্।
অদৃষ্টপূর্বব্যসনাং ভূয়ং সম্মন্তুমর্হসি॥ ১৫

'বরদাতা পিতৃদেব ! আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্না আমার মা পূর্বে কোনও শোক পাননি ; অতএব তাঁকে আরও সম্মান করবেন।

পুত্রশোকং যথা নর্চ্ছেৎ ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতা।
মাং হি সচিন্তয়ন্তী সা ত্বয়ি জীবেৎ তপস্বিনী॥ ১৬

'আমার তপস্বিনী মাতা আমার চিন্তা করতে করতে যাতে পুত্রশোকে কষ্ট না পান ; পূজনীয় আপনার উপর নির্ভর করে যেন জীবন ধারণ করতে পারেন।

ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতগর্ধিনীং
তথা বিধাতুং জননীং মমার্হসি।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্শিতা
ন জীবিতং ন্যস্য যমক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৭

'দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য মহান পিতঃ ! আমি বনবাসে থাকার সময় শোককাতরা আমার মা জীবন ত্যাগ করে যাতে যমালয়ে চলে না যান, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী আমার সেই মা-এর প্রতি আপনি সেইরকম ব্যবস্থা করবেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ (৩৯)

জটাবল্কলধারী রামকে দেখে দশরথের বিলাপ, রামের বনগমনের ক্লেশ নিবারণার্থে রথ আনয়নের জন্য সুমন্ত্রর প্রতি এবং সীতাকে বসনভূষণ দানের জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতি তাঁর নির্দেশ, সীতাকে আলিঙ্গন করে তাঁর প্রতি কৌশল্যার উপদেশ দান এবং শ্রীরাম কর্তৃক কৌশল্যাকে আশ্বাস দান ও অন্য মাতৃগণের প্রতি বিদায় সম্ভাষণ

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা মুনিবেষধরং চ তম্।
সমীক্ষ্য সহ ভার্যাভী রাজা বিগতচেতনঃ॥ ১

রামের কথা শুনে এবং তাঁকে মুনির বেশে দেখে পত্নীদের সঙ্গে অবস্থিত রাজা দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

নৈনং দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রত্যবৈক্ষত রাঘবম্।
ন চৈনমভিসংপ্রেক্ষ্য প্রত্যভাষত দুর্মনাঃ॥ ২

শোকসন্তপ্ত রাজা রাঘবের দিকে তাকাতে পারলেন না, শোকার্ত হৃদয়ে কোনওরকমে দেখতে পারলেও কিছুই বলতে পারলেন না।

স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতশ্চ মহীপতিঃ।
বিললাপ মহাবাহূ রামমেবানুচিন্তয়ন্॥ ৩

মহাবীর রাজা দশরথ মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হয়ে পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলেন এবং শ্রীরামের কথা চিন্তা করতে করতে আবার শোককাতর হয়ে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

মন্যে খলু ময়া পূর্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতাঃ।
প্রাণিনো হিংসিতা বাপি তস্মাদিদমুপস্থিতম্॥ ৪

'মনে হচ্ছে, পূর্বে আমি অনেক মা-কে সন্তানহীনা করেছি, অথবা অনেক প্রাণীর প্রতি হিংসা করেছি ; তাই আমার এই দুরবস্থা উপস্থিত হয়েছে।

ন ত্বেবানাগতে কালে দেহাচ্চ্যবতি জীবিতম্।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্মম ন বিদ্যতে॥ ৫

'সময় না হলে দেহ থেকে প্রাণ নির্গত হয় না ; তাই কৈকেয়ী কর্তৃক অশেষ ক্লেশপ্রাপ্ত হয়েও আমার মৃত্যু হচ্ছে না।

যোঽহং পাবকসংকাশং পশ্যামি পুরতঃ স্থিতম্।
বিহায় বসনে সূক্ষ্মে তাপসাচ্ছাদমাত্মজম্॥ ৬

'ফলে, সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিত্যাগ করে তপস্বীর বেশধারী অনলসদৃশ দীপ্যমান আমার পুত্রকে সম্মুখে অবস্থিত দেখতে হচ্ছে।

একস্যাঃ খলু কৈকেয্যাঃ কৃতেঽয়ং খিদ্যতে জনঃ।
স্বার্থে প্রযতমানায়াঃ সংশ্রিতা নিকৃতিং ত্বিমাম্॥ ৭

'স্বার্থপরায়ণা একমাত্র কৈকেয়ীর শঠতার জন্যই জনগণ এতটা কষ্ট পাচ্ছে।'

এবমুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পেণ বিহতেন্দ্রিয়ঃ।
রামেতি সকৃদেবোক্ত্বা ব্যাহর্তুং ন শশাক সঃ॥ ৮

এই কথা বলেই রাজা দশরথ বাষ্পপূরিত নয়নে একবার মাত্র 'রাম' বলেই আর কিছুই বলতে পারলেন না।

সংজ্ঞাং তু প্রতিলভ্যৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥ ৯

মুহূর্তকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করে রাজা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে বললেন—

ঔপবাহ্যং রথং যুক্ত্বা ত্বমায়াহি হয়োত্তমৈঃ।
প্রাপয়ৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্॥ ১০

'তুমি বাহনোপযোগী উত্তম রথে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া জুড়ে নিয়ে এসো এবং মহাপ্রাণ রামকে তাতে বসিয়ে বাইরে জনপদ থেকে দূরে নিয়ে যাও।

এবং মন্যে গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে।
পিত্রা মাত্রা চ যৎসাধুর্বীরো নির্বাস্যতে বনম্॥ ১১

'পিতামাতা কর্তৃক সাধু বীরপুত্র যে বনে নির্বাসিত হচ্ছে তাতেই মনে হচ্ছে, গুণবানের গুণের এই-ই ফল (পরিণাম)।'

রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
যোজয়িত্বা যযৌ তত্র রথমশ্বৈরলংকৃতম্॥ ১২

রাজার নির্দেশ শোনামাত্র দ্রুতগতি সুমন্ত্র সুসজ্জিত রথে অশ্ব যোজনা করে সেখানে নিয়ে এলেন।

তং রথং রাজপুত্রায় সূতঃ কনকভূষিতম্।
আচচক্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ১৩

সারথি সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন— 'মহারাজ! রাজকুমারের জন্য উত্তম অশ্বে যোজিত সুবর্ণালঙ্কৃত রথ আনা হয়েছে।'

রাজা সত্বরমাহূয় ব্যাপৃতং বিত্তসঞ্চয়ে।
উবাচ দেশকালজ্ঞো নিশ্চিতং সর্বতঃ শুচিঃ॥ ১৪

সর্বতোভাবে পবিত্র এবং দেশ ও কাল-অভিজ্ঞ রাজা তখন রাজধন-সঞ্চয়ে নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষকে সত্বর আহ্বান করে বললেন—

বাসাংসি চ বরার্হাণি ভূষণানি মহান্তি চ।
বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ ক্ষিপ্রমানয়॥ ১৫

'এই চৌদ্দ বৎসরকাল গণনা করে (সেই সময়োপযোগী) বহুমূল্য বস্ত্রসকল এবং শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-সকল বিদেহরাজতনয়া সীতার জন্য শীঘ্র নিয়ে এসো।'

নরেন্দ্রেণৈবমুক্তস্তু গত্বা কোশগৃহং ততঃ।
প্রায়চ্ছৎ সর্বমাহৃত্য সীতায়ৈ ক্ষিপ্রমেব তৎ॥ ১৬

মহারাজ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে কোষাধ্যক্ষ সত্বর কোষাগারে গিয়ে মহারাজ-নির্দিষ্ট সব কিছু আহরণ করে নিয়ে এসে সীতাকে দিলেন।

সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।
ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ॥ ১৭

বনবাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থিতা অযোনিজা বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা, সেই সকল বিচিত্র অলঙ্কারে স্বীয় সুলক্ষণযুক্ত অঙ্গগুলি অলঙ্কৃত করলেন।

ব্যরাজয়ত বৈদেহী বেশ্ম তৎ সুবিভূষিতা।
উদ্যতোংহুমতঃ কালে খং প্রভেব বিবস্বতঃ॥ ১৮

প্রাতঃকালে উদীয়মান কিরণমালীর কিরণে আকাশ যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেইরকমভাবে সীতার সেইসব অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে রাজগৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ।
অনাচরন্তীং কৃপণং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় মৈথিলীম্॥ ১৯

অনিন্দনীয় আচরণকারিণী মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে দুই বাহুপাশে আলিঙ্গন এবং তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যা বললেন—

অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নানুমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥ ২০

'পতি কর্তৃক সর্বদা প্রিয় ব্যবহারে সম্মানিতা হয়েও যে পত্নীগণ সঙ্কটাপন্ন পতিকে সমাদর করে না, তারা ইহ-জগতে অসতী স্ত্রী বলে কথিত হয়।

এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি॥ ২১

'দুষ্টা নারীদের স্বভাবই এই যে, প্রথমে সুখানুভব করেও পরে সামান্যতম দুঃখ পেলেই স্বামীকে দোষারোপ করে পরিত্যাগ করে।

অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসংকল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ॥ ২২

'সেই স্ত্রীগণ সর্বদাই মিথ্যাচারিণী, বিকৃত-বুদ্ধিসম্পন্না, হৃদয়হীনা, অসতী, পাপকর্মে লিপ্তা, ক্ষণিকের জন্য বৈরাগ্যসম্পন্না এবং অগম্যা (তাদের কাছে যাওয়া যায় না)।

ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্ণাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ॥ ২৩

'পতির বংশমর্যাদা, সৎকর্ম, বিদ্যা, দান এমনকি উপার্জনও সেই পত্নীদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে না, কারণ তারা চঞ্চল-হৃদয়বৃত্তিসম্পন্না।

সাধ্বীনাং তু স্থিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥ ২৪

'অপরপক্ষে, সচ্চরিত্রে, সত্যে এবং প্রজ্ঞায় অবস্থিত সাংসারিক সাধ্বী স্ত্রীদের কাছে পতিই একমাত্র আশ্রয় হওয়ায় তাঁরা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা॥ ২৫

'বনে প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত আমার পুত্রকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না ; ধনী বা নির্ধন যা-ই হোক, সে কিন্তু তোমার দেবতুল্য।'

বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যা ধর্মার্থসংহিতম্।
কৃত্বাঞ্জলিমুবাচেদং শ্বশ্রূমভিমুখে স্থিতা॥ ২৬

শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে অবস্থিতা সীতা, কৌশল্যার ধর্ম ও বিশেষ অর্থসমন্বিত বাক্য বিশেষভাবে অবগত হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

করিষ্যে সর্বমেবাহমার্যা যদনুশাস্তি মাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্তুর্বর্তিতব্যং শ্রুতং চ মে॥ ২৭

'পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা, আমাকে যে আদেশ দিলেন, আমি তা সবই পালন করব ; স্বামীর সঙ্গে কীভাবে থাকতে হয়, তা আমি গুরুজনদের কাছে শুনেছি এবং আমার সে বিষয়ে ভালোভাবেই জানা আছে।

ন মামসজ্জনেনার্যা সমানয়িতুমর্হতি।
ধর্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥ ২৮

'পূজনীয় শ্বশ্রূমাতা, আমাকে অসতীর সমান মনে করবেন না ; চন্দ্র থেকে তার প্রভা যেমন বিচ্যুত হয় না, সেইরকম আমি ধর্ম থেকে কখনোই বিচলিত হতে পারব না।

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥ ২৯

'যেমন বীণার তার না থাকলে বীণা বাজে না, চক্র ব্যতীত রথ চলে না, তেমনি শত সন্তানের জননী হয়েও সতী স্ত্রী পতিকে ছাড়া সুখ পেতে পারে না।

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ ৩০

'পিতা পরিমিত দান করেন, ভ্রাতা এবং পুত্রও পরিমিত দান করে থাকে। পরন্তু অমিত দাতা যে স্বামী, তাঁকে কোন্ স্ত্রী না পূজা করবে !

সাহমেবংগতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরাবরা।
আর্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রিয়া ভর্তা হি দৈবতম্॥ ৩১

'পূজনীয়া মাতা ! এইভাবে আমি শ্রেষ্ঠ ধর্মবিষয়ে শ্রবণ করে বরণীয়া হয়েছি ; কারণ, পতিই পত্নীর দেবতা জেনে পতিকে কি অবমাননা করতে পারি !'

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা কৌসল্যা হৃদয়ঙ্গমম্।
শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্॥ ৩২

সীতার এই হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে শুদ্ধপ্রাণা কৌশল্যা সহসা দুঃখমিশ্রিত আনন্দাশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমধ্যেঽতিসৎকৃতাম্।
রামঃ পরমধর্মাত্মা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৩

মাতৃগণের মধ্যে পূজ্যতমা মাতা, কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করে পরম ধার্মিক রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম।
ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ৩৪

'মাতা ! আপনি শোকার্তা হয়ে আমার পিতাকে অনাদরণীয় চক্ষে দেখবেন না ; শীঘ্রই বনবাসের কাল শেষ হয়ে যাবে।

সুপ্তায়াস্তে গমিষ্যন্তি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
সমগ্রমিহ সম্প্রাপ্তং মাং দ্রক্ষ্যসি সুহৃদ্‌বৃতম্॥ ৩৫

'আপনার নিদ্রাকালের মধ্যেই চৌদ্দ বছর কেটে যাবে ! নিদ্রান্তে জাগ্রত হয়ে সুহৃদগণ পরিবৃত আমাকে দেখতে পাবেন।'

এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ।
ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ॥ ৩৬
তাশ্চাপি স তথৈবার্তা মাতৄর্দশরথাত্মজঃ।
ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৭

জননী কৌশল্যাকে এই পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রিয় কথা বলে, দশরথনন্দন রাম অন্যান্য সার্ধ তিনশত (সাড়ে তিনশো) মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেই শোকার্তা মাতৃগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্মসঙ্গত বাক্যে বললেন—

সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎ কৃতম্।
তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ॥ ৩৮

'একসঙ্গে বসবাসকালে অজ্ঞানতাবশত আপনাদের প্রতি যা কিছু রূঢ় ব্যবহার করেছি, তার জন্য ক্ষমা করবেন ; আপনাদের সকলকে বিদায় জানাচ্ছি।'

বচনং রাঘবস্যৈতদ্ ধর্মযুক্তং সমাহিতম্।
শুশ্রুবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৩৯

রাজা দশরথের সেই পত্নীরা রঘুনন্দন রামের সেই-সব প্রশান্ত ধর্মীয় কথা শুনলেন, এবং সকলে শোকে হতচেতন হয়ে পড়লেন।

জজ্ঞেঽথ তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃস্বনঃ।
মানবেন্দ্রস্য ভার্যাণামেবং বদতি রাঘবে॥ ৪০

রঘুনন্দন রাম এইরকম বললে, মহারাজ দশরথ-এর পত্নীমণ্ডলীর বিলাপধ্বনি ক্রৌঞ্চবিরহিনী ক্রৌঞ্চীদের বিলাপধ্বনির মতো শোনাচ্ছিল।

মুরজপণবমেঘঘোষবদ্
দশরথবেশ্মবভূব যৎ পুরা।
বিলপিতপরিদেবনাকুলং
ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্॥ ৪১

পূর্বে রাজা দশরথের যে গৃহ মৃদঙ্গ-পটহ-মেঘ-বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত থাকত আজ তা বিলাপের কারুণ্যে বিপন্ন ও দুঃখপূর্ণ হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণের মাতৃ-পিতৃবন্দনা, লক্ষ্মণের প্রতি মাতা সুমিত্রার উপদেশ, সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণের বনগমনোদ্দেশ্যে রথারোহণ এবং মহিষীগণসহ রাজা দশরথের ও পুরবাসীদের বিলাপ

অথ রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
উপসংগৃহ্য রাজানং চক্রুর্দীনাঃ প্রদক্ষিণম্॥ ১

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বিনীতভাবে করজোড়ে রাজা (পিতা) দশরথকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন।

তং চাপি সমনুজ্ঞাপ্য ধর্মজ্ঞঃ সহ সীতয়া।
রাঘবঃ শোকসম্মূঢ়ো জননীমভ্যবাদয়ৎ॥ ২

পিতা দশরথের অনুমতি নিয়ে শোকবিহ্বল ধর্মজ্ঞ রঘুনন্দন রাম, সীতাসহ একসঙ্গে জননী কৌশল্যাকেও প্রণাম নিবেদন করলেন।

অন্বক্ষং লক্ষ্মণো ভ্রাতুঃ কৌসল্যামভ্যবাদয়ৎ।
অপি মাতুঃ সুমিত্রায়া জগ্রাহ চরণৌ পুনঃ॥ ৩

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী লক্ষ্মণও কৌশল্যাকে অভিবাদন করলেন এবং তারপর জননী সুমিত্রার চরণদ্বয় বন্দনা করলেন।

তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ।
হিতকামা মহাবাহুং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণম্॥ ৪

পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী সুমিত্রা প্রণত পুত্র মহাবীর সৌমিত্রি লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্যীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥ ৫

'বন্ধুজনের প্রতি অনুরক্ত, পুত্র! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বনবাসগমনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বনে যেতে ভুল কোরো না! (স্নেহময় দাদাকে অনুসরণ করে বনে যাওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য)।

ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥ ৬

'হে নিষ্পাপ! বিপদাপন্নই হোক বা সম্পৎশালীই হোক, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তোমার আশ্রয়, জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই সজ্জনের ধর্ম।

ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি॥ ৭

'দান, যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ এবং যুদ্ধে বীরের মতো দেহত্যাগ—এই ই হচ্ছে এই সগরবংশের সনাতন কর্তব্য ও কর্ম।'

লক্ষ্মণং হ্নেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্।
সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্॥ ৮

সুমিত্রাদেবী, স্বভাবতই রাঘব রামচন্দ্রের প্রিয় লক্ষ্মণকে এইরকম বলে আবার বললেন—'গমন করো।'

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ ৯

'বৎস! রামকে পিতা দশরথের মতো মনে করবে, জনকনন্দিনী সীতাকে আমার মতো মনে করবে এবং অরণ্যকে মনে করবে অযোধ্যা; এইরকম মানসিকতা নিয়ে যথাসুখে যাত্রা করো।'

ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিনীতো বিনয়জ্ঞশ্চ মাতলির্বাসবং যথা॥ ১০

অতঃপর, মাতলি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে, তদ্রূপ বিনয় সম্বন্ধে অবহিত সুমন্ত্র বিনীতভাবে কাকুৎস্থ-কুলনন্দন রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

রথমারোহ ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে॥ ১১

'মহাযশস্বী রাজপুত্র রাম! আপনার কল্যাণ হোক! (আপনি) রথে আরোহণ করুন; আমাকে যেখানে বলবেন, সেখানেই সত্বর আপনাকে নিয়ে যাব।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যানি বনে ত্বয়া।
তান্যুপক্রমিতব্যানি যানি দেব্যা প্রচোদিতঃ॥ ১২

'দেবী কৈকেয়ী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যে চৌদ্দ বৎসর আপনাকে বনে বাস করতে হবে, আজ থেকেই তা শুরু হোক।'

তং রথং সূর্যসংকাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা।
আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালংকারমাত্মনঃ॥ ১৩

সুন্দরী সীতা নিজেকে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করে হৃষ্টচিত্তে সূর্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ করলেন।

বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ।
ভর্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ॥ ১৪

পতির অনুগামিনী সীতাকে শ্বশুর মহাশয় বনবাসের দিন সংখ্যা গণনা করে, তদনুসারে যথোচিত সংখ্যক বস্ত্র ও অলঙ্কার সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তথৈবায়ুধজাতানি ভ্রাতৃভ্যাং কবচানি চ।
রথোপস্থে প্রবিন্যস্য সচর্ম কঠিনং চ যৎ॥ ১৫

সেইভাবেই দুই ভাইয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সুদৃঢ় কবচসকল চর্মনির্মিত সুদৃঢ় পেটিকামধ্যে করে, রথের উপর রেখে দিলেন।

অথো জ্বলনসংকাশং চামীকরবিভূষিতম্।
তমারুরুহতুস্তূর্ণং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৬

তারপর রামলক্ষ্মণ-দুই ভাই অনলোজ্জ্বল (অগ্নির মতো উজ্জ্বল) স্বর্ণ-বিভূষিত সেই রথে দ্রুত আরোহণ করলেন।

সীতাতৃতীয়ানারূঢান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।
সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমাঞ্জবে॥ ১৭

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে রথে আরূঢ় দেখে সুমন্ত্র বায়ুবেগ সদৃশ অশ্বগুলিকে তাড়না করে রথ চালিয়ে দিলেন।

প্রযাতে তু মহারণ্যং চিররাত্রায় রাঘবে।
বভূব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্য চ॥ ১৮

রঘুনন্দন রাম দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে যাত্রা করলে নগরবাসীরা এবং সৈনিকেরা মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

তৎ সমাকুলসম্ভ্রান্তং মত্তসংকুপিতদ্বিপম্।
হয়সিঞ্জিতনির্ঘোষং পুরমাসীন্মহাস্বনম্॥ ১৯

ব্যাকুলিত জনগণের কোলাহলে, হস্তীদের সক্রোধ বৃংহণে এবং অশ্বের হ্রেষারবে সেই অযোধ্যা নগরী কোলাহল মুখরিত হয়ে উঠল।

ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরমপীড়িতা।
রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা॥ ২০

তখন, রৌদ্রতপ্ত ঘর্মাক্ত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে ধাবিত হয়, সেইরকম শ্রীরাম-বিয়োগে অতিশয় পীড়িত বালক-বৃদ্ধ যেন শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হতে লাগল।

পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি লম্বমানাস্তদুন্মুখাঃ।
বাষ্পপূর্ণমুখাঃ সর্বে তমূচুর্ভৃশনিঃস্বনাঃ॥ ২১

তখন কেউ কেউ রথের পাশে, কেউ-বা পিছন দিকে লম্বমান অবস্থায় উন্মুখ হয়ে ঝুলতে ঝুলতে বাষ্পপূর্ণ মুখে সুমন্ত্রকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল—

সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি॥ ২২

'সারথি ! অশ্বের রশ্মি সংযত করো, ধীরে ধীরে চলো। শ্রীরামের মুখটি আমরা দেখে নিই ; কারণ, পরে তা আমরা দেখতে পাব না।

আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।
যদ্ দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে॥ ২৩

'নিঃসংশয়ে রামজননীর হৃদয় অবশ্যই লৌহ-নির্মিত ; কারণ দেবসন্তানতুল্য পুত্র রাম বনে যাচ্ছেন দেখেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না !

কৃতকৃত্যা হি বৈদেহী ছায়েবানুগতা পতিম্।
ন জহাতি রতা ধর্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা॥ ২৪

'বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীই কৃতার্থা কারণ সূর্যের দীপ্তি যেমন মেরুপর্বতকে ত্যাগ করে না, সেইরকম সীতাদেবী ছায়ার মতো পতির অনুগতা হয়েছেন, পাতিব্রত্য ধর্ম ত্যাগ করেননি।

অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্।
ভ্রাতরং দেবসংকাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি॥ ২৫

'অহো লক্ষ্মণ ! তুমি-ই কৃতার্থ, যেহেতু তুমি সর্বদা প্রিয়ভাষী দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করতে পারবে।

মহত্যেষা হি তে বুদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্।
এষ স্বর্গস্য মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি॥ ২৬

'যেহেতু তুমি শ্রীরামচন্দ্রের অনুসরণ করছ অতএব এটাই তোমার মহতী বুদ্ধি, এই-ই তোমার মহান অভ্যুদয় এবং এটাই স্বর্গের পথ।'

এবং বদন্তস্তে সোঢুং ন শেকুর্বাষ্পমাগতম্।
নরাস্তমনুগচ্ছন্তি প্রিয়মিক্ষ্বাকুনন্দনম্॥ ২৭

এই বলতে বলতে অযোধ্যাবাসী জনগণ আগত-অশ্রুরোধ করতে পারল না, তাদের প্রিয় ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন রামের অনুগমন করতে লাগল।

অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্দীনাভির্দীনচেতনঃ।
নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীতি ব্রুবন্ গৃহাৎ॥ ২৮

সেই সময় বিচারমূঢ় রাজা দশরথ শোকসন্তপ্ত পত্নীগণ-পরিবৃত হয়ে, 'প্রিয় পুত্রকে দেখব' বলতে বলতে মহল থেকে বহির্গত হলেন।

শুশ্রুবে চাগ্রতঃ স্ত্রীণাং রুদতীনাং মহাস্বনঃ।
যথা নাদঃ করেণূনাং বদ্ধে মহতি কুঞ্জরে॥ ২৯

দলপতি মহাগজকে বেঁধে ফেললে যেমন হস্তিনীদের মহান আর্তনাদ শোনা যায়, সেইরকম রাজা দশরথও সামনে শুনতে পেলেন রাজমহিষীদের মহাক্রন্দনধ্বনি।

পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সন্নস্তদা বভৌ।
পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোপপ্লুতো যথা॥ ৩০

গ্রহণকালে রাহুগ্রস্ত হয়ে পূর্ণচন্দ্র যেমন পীড়িত হয়ে পড়ে তদ্রূপ পিতা রাজা শ্রীমান কাকুৎস্থকুলনন্দন দশরথ সেই সময় অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

স চ শ্রীমানচিন্ত্যাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস ত্বরিতং বাহ্যতামিতি॥ ৩১

অচিন্ত্য পরমাত্ম-স্বরূপ দশরথনন্দন শ্রীমান রাম সূত সুমন্ত্রকে 'তাড়াতাড়ি রথ চালাও' বলে নির্দেশ দিলেন।

রামো যাহীতি তং সূতং তিষ্ঠেতি চ জনস্তথা।
উভয়ং নাশকৎ সূতঃ কর্তুমধ্বনি চোদিতঃ॥ ৩২

সারথি সুমন্ত্রকে রাম বলছেন, 'তাড়াতাড়ি চলো', জনগণ বলছে, 'থামো'—এই দুই বিরুদ্ধ প্রেরণায় তাড়িত হয়ে সূত পথে এই দুই নির্দেশের কোনোটাই করতে পারছেন না।

নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ।
পতিতৈরভ্যবহিতং প্রণনাশ মহীরজঃ॥ ৩৩

মহাবীর রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে নির্গত হলে, পুরবাসীদের নয়ননিঃসৃত অশ্রুধারায় ধরণীর ধূলিরাশি বিনষ্ট হয়ে গেল।

রুদিতাশ্রুপরিদ্যূনং হাহাকৃতমচেতনম্।
প্রয়াণে রাঘবস্যাসীৎ পুরং পরমপীড়িতম্॥ ৩৪

রঘুনন্দন শ্রীরামের বনের উদ্দেশ্যে প্রস্থানকালে অযোধ্যাপুরবাসী সকলে হাহাকার করতে করতে নয়নাশ্রু-ধারায় ক্ষীণ ও অত্যন্ত পীড়িত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ল।

সুস্রাব নয়নৈঃ স্ত্রীণামস্ত্রমায়াসসম্ভবম্।
মীনসংক্ষোভচলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব॥ ৩৫

পদ্মবনে মৎস্যের চাঞ্চল্যজনিত সংক্ষুব্ধ পদ্ম থেকে ক্ষরিত জলবিন্দুর মতো অযোধ্যাবাসিনী রমণীদের শোকজনিত নয়নাশ্রু ক্ষরিত হতে লাগল।

দৃষ্ট্বা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিত্তগতং পুরম্।
নিপপাতৈব দুঃখেন কৃত্তমূল ইব দ্রুমঃ॥ ৩৬

শ্রীমান রাজা দশরথ পুরবাসিগণকে রামের প্রতি এইরকম একাগ্রচিত্তে শোকাকুল দেখে শোকে ছিন্নমূল তরুর মতো ভূতলে নিপতিত হলেন।

ততো হলহলাশব্দো জজ্ঞে রামস্য পৃষ্ঠতঃ।
নরাণাং প্রেক্ষ্য রাজানং সীদন্তং ভৃশদুঃখিতম্॥ ৩৭

তখন রাজা দশরথকে নিদারুণ শোকে অবসন্ন দেখে শ্রীরামের পশ্চাদাগত জনগণের মধ্যে 'হায় হায়' রব উত্থিত হল।

হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্ রামমাতেতি চাপরে।
অন্তঃপুরসমৃদ্ধং চ ক্রোশন্তং পর্যদেবয়ন্॥ ৩৮

অন্তঃপুরিকা বৃদ্ধাদের কেউ কেউ 'হায় রাম' এবং অপর কেউ বা 'হায় রামজননী' চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন।

অন্বীক্ষমাণো রামস্তু বিষণ্ণং ভ্রান্তচেতসম্।
রাজানং মাতরং চৈব দদর্শানুগতৌ পথি॥ ৩৯

রাম রথ থেকে পশ্চাৎ অবলোকন করে, বিষণ্ণ তথা হতচেতন পিতা দশরথ এবং মাতাকে তাঁকে অনুসরণ করতে দেখলেন।

স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা।
ধর্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশং নাভ্যুদৈক্ষত॥ ৪০

পাশবদ্ধ পশুশাবক যেমন মাকে দেখতে পায় না, সেইরকম ধর্মপাশে আবদ্ধ হয়ে শ্রীরামচন্দ্রও মাতা-পিতাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

পদাতিনৌ চ যানার্হাবদুঃখার্হৌ সুখোচিতৌ।
দৃষ্ট্বা সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্॥ ৪১

রথাদি যানারোহণে এবং সুখভোগে অভ্যস্ত কিন্তু দুঃখভোগে অনভ্যস্ত পিতা-মাতাকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে সারথিকে 'শীঘ্র চলো' বলে নির্দেশ দিলেন।

নহি তৎ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখজং দর্শনং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সহিতুং শক্তস্তোৎ ত্রৈর্নুন্ন ইব দ্বিপঃ॥ ৪২

অঙ্কুশাঘাতে ক্ষিপ্ত হস্তীর ন্যায় পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্র পিতা-মাতার সেই দুঃখজনক দৃশ্য সহ্য করতে সমর্থ হলেন না।

প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনু রামমাতাভ্যধাবত॥ ৪৩

গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনকালে সবৎসা ধেনু যেমন স্নেহবশত রজ্জুবদ্ধ বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরকম রামজননী কৌশল্যা রামের দিকে ধাবিত হলেন।

তথা রুদন্তীং কৌসল্যাং রথং তমনুধাবতীম্।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ॥ ৪৪
রামলক্ষ্মণসীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্।

অসকৃৎ প্রৈক্ষত স তাং নৃত্যন্তীমিব মাতরম্॥ ৪৫

শ্রীরামচন্দ্র বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, মা কৌশল্যা 'হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলে তাদের জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে রথের পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছেন।

তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ।
সুমন্ত্রস্য বভূবাত্মা চক্রয়োরিব চান্তরা॥ ৪৬

রাজা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'দাঁড়াও'; আর রঘুনন্দন রাম বলতে লাগলেন, 'চলো চলো'; সুমন্ত্রের নিজেকে দুই চাকার মাঝখানে পড়ে যাওয়া মানুষের মতো মনে হল।

নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি।
চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ॥ ৪৭

রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বললেন—'মহারাজ তিরস্কার করলেও তুমি বলবে ''শুনতে পাইনি'', কারণ, এখানে আমার অবস্থান তাঁদের অতীব দুঃখের কারণ হবে (যতক্ষণ আমি এখানে থাকব ততক্ষণ সকলে বিলাপ করবে)।''

স রামস্য বচঃ কুর্বন্ননুজ্ঞাপ্য চ তং জনম্।
ব্রজতোঽপি হয়াঞ্ শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ॥ ৪৮

রামের আদেশ পালন করে, সারথি জনগণকে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে স্বতঃ চলমান অশ্বগুলিকে আরও শীঘ্র চালনা করলেন।

ন্যবর্তত জনো রাজ্ঞো রামং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
মনসাপ্যাশুবেগেন ন ন্যবর্তত মানুষম্॥ ৪৯

রাজার সঙ্গে আগত জনগণ মনে মনে শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করে প্রত্যাবর্তন করলেন; অন্যেরা কিন্তু প্রত্যাবর্তন না করে রথের পশ্চাতে দ্রুত ধাবিত হলেন।

যমিচ্ছেৎ পুনরায়াতং নৈনং দূরমনুব্রজেৎ।
ইত্যমাত্যা মহারাজমূচুর্দশরথং বচঃ॥ ৫০

'যাঁর পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষা করা হয়, (গমনকালে) বেশিদূর তাঁর অনুগমন করা উচিত নয়'—অমাত্যবর্গ মহারাজ দশরথকে এই কথা বললেন।

তেষাং বচঃ সর্বগুণোপপন্নঃ
প্রস্বিন্নগাত্রঃ প্রবিষণ্ণরূপঃ।
নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্যো
ব্যবস্থিতস্তং সুতমীক্ষমাণঃ॥ ৫১

মন্ত্রীদের এই কথা শুনে সর্বগুণসম্পন্ন অথচ পুত্রশোকে বিষণ্ণ রাজা দশরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে পত্নীদের সঙ্গে সেখানেই অবস্থান করে পুত্রকে দেখতে লাগলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

———o———

একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরিকা তথা নাগরিকদের শোক এবং অরন্ধনপালন; প্রাণীকুলের শোকাচ্ছন্নতা এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও শোকের ছায়া

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্তশব্দো হি সংজজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে মহান্॥ ১

পুরুষব্যাঘ্র শ্রীরামচন্দ্র, পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে, অন্তঃপুরে নারীদের উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ শোনা গেল।

অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্বলস্য তপস্বিনঃ।
যো গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাথঃ ক নু গচ্ছতি॥ ২

সেই অন্তঃপুরচারিণীরা রোদন করতে করতে বলতে লাগলেন—'যিনি এই অনাথ, দুর্বল ও দরিদ্রজনের একমাত্র গতি এবং আশ্রয় ছিলেন আমাদের সেই প্রভু কোথায় যাচ্ছেন!

ন ক্রুধ্যত্যভিশস্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।

ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ সমদুঃখঃ ক্ব গচ্ছতি॥ ৩
'অন্যের দ্বারা মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হয়েও যিনি ক্রুদ্ধ হন না, ক্রোধের বিষয় বর্জন করে যিনি ক্রুদ্ধজনকে প্রসন্ন করেন এবং দুঃখীজনের প্রতি সমদুঃখী, তিনি কোথায় চলেছেন!

কৌসল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ততে।
তথা যো বর্ততেঽস্মাসু মহাত্মা ক্ব নু গচ্ছতি॥ ৪
'মহাতেজস্বী হয়েও যিনি মাতা কৌশল্যার প্রতি যেমন মৃদু ব্যবহার করেন, আমাদের প্রতিও সেইরকমই মৃদু ব্যবহার করেন, সেই মহাত্মা রাম কোথায় চলেছেন!

কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন রাজ্ঞা সংচোদিতো বনম্।
পরিত্রাতা জনস্যাস্য জগতঃ ক্ব নু গচ্ছতি॥ ৫
'কৈকেয়ী কর্তৃক নিপীড়িত রাজা দশরথ যাঁকে বনবাসীও করেছেন, জগজ্জনের পরিত্রাতা সেই রাম কোথায় চলেছেন!

অহো নিশ্চেতনো রাজা জীবলোকস্য সংক্ষয়ম্।
ধর্মং সত্যব্রতং রামং বনবাসে প্রবৎস্যতি॥ ৬
'হায়! বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজা দশরথ জীবলোকের আশ্রয়, ধার্মিক, সত্যসন্ধ রামকে বনে নির্বাসিত করেছেন!'

ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
রুরুদুশ্চৈব দুঃখার্তাঃ সস্বরং চ বিচুক্রুশুঃ॥ ৭
এইভাবে মহিষীরা সকলে বৎসহীনা গাভীর মতো দুঃখার্তা হয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

স তমন্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ॥ ৮
পুত্রশোকে সন্তপ্ত রাজা দশরথ অন্তঃপুরের সেই ঘোর আর্তস্বর শুনে আরও অধিক দুঃখিত হলেন।

নাগ্নিহোত্রাণ্যহূয়ন্ত নাপচন্ গৃহমেধিনঃ।
অকুর্বন্ ন প্রজাঃ কার্যং সূর্যশ্চান্তরধীয়ত॥ ৯
অযোধ্যায় কোথাও-ই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল না; গৃহস্থেরা রন্ধন করলেন না, প্রজারা কোনও কাজ করল না এবং সূর্যদেবও অসময়েই অস্তাচলে গমন করলেন।

ব্যসৃজন্ কবলান্ নাগা গাবো বৎসান্ ন পায়য়ন্।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত॥ ১০
হস্তীরা আহার ত্যাগ করল, ধেনুগণ নিজেদের বৎসগুলিকে দুধ পান করাল না এবং প্রথম-পুত্রসন্তান লাভ করেও জননী আনন্দিত হলেন না।

ত্রিশঙ্কুর্লোহিতাঙ্গশ্চ বৃহস্পতিবুধাবপি।
দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১১
ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহগণ এবং অপরাপর ভয়ানক গ্রহেরা সকলে মিলিতভাবে চন্দ্রের নিকটে অবস্থান করছে।

নক্ষত্রাণি গতার্চীংষি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ।
বিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচকাশিরে॥ ১২
আকাশে নক্ষত্রগুলি দীপ্তিহীন, গ্রহগণ তেজোহীন এবং বিশাখানক্ষত্র ধূমাচ্ছন্ন প্রতীত হচ্ছে।

কালিকানিলবেগেন মহোদধিরিবোত্থিতঃ।
রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচচাল তৎ॥ ১৩
রাম বনে চলে গেলে, মহাসমুদ্রের মতো ঝটিকাবেগে আঁধার নেমে এল, আর নগর হল কম্পিত।

দিশঃ পর্যাকুলাঃ সর্বাস্তিমিরেণেব সংবৃতাঃ।
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন॥ ১৪
তমসাচ্ছন্ন বিহ্বল সকল দিক; গ্রহ-নক্ষত্রাদি কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অকস্মান্নাগরঃ সর্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।
আহারে বা বিহারে বা ন কশ্চিদকরোন্মনঃ॥ ১৫
সহসা অযোধ্যার সকল নাগরিক দীনতাপ্রাপ্ত হল; আহার-বিহারে কারও মন নেই।

শোকপর্যায়সন্তপ্তঃ সততং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বশ্চুক্রোশ জগতীপতিম্॥ ১৬
ক্রমাগত শোকসন্তপ্ত অযোধ্যার জনগণ নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে রাজা দশরথের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

বাষ্পপর্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।
ন হৃষ্টো লক্ষ্যতে কশ্চিৎ সর্বঃ শোকপরায়ণঃ॥ ১৭
রাজপথে চলতি জনগণের মুখ বাষ্পবারিপরিপ্লুত, সকলেই শোকাকুল; কাউকেই প্রসন্ন দেখা যাচ্ছে না।

ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্যস্তপতে লোকং সর্বং পর্যাকুলং জগৎ॥ ১৮
শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, চন্দ্র নয় সৌম্যদর্শন, সূর্য পৃথিবীকে তাপ দিচ্ছে না; সমগ্র জগৎ হয়ে উঠেছে বিপর্যস্ত।

অনর্থিনঃ সুতাঃ স্ত্রীণাং ভর্তারো ভ্রাতরস্তথা।
সর্বে সর্বং পরিত্যজ্য রামমেবান্বচিন্তয়ন্॥ ১৯

স্ত্রীদের কাছে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা সকলেই অপ্রার্থিত; সর্বকিছু পরিত্যাগ করে সকলে শ্রীরামেরই চিন্তা করতে লাগল।

যে তু রামস্য সুহৃদঃ সর্বে তে মূঢ়চেতসঃ।
শোকভারেণ চাক্রান্তাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে॥ ২০

যাঁরা ছিলেন শ্রীরামের মিত্র, তাঁরা সকলেই বোকা বনে গিয়ে শোকভারে আক্রান্ত হয়ে দুশ্চিন্তাহেতু শয়ন করতে পারলেন না।

তদযোধ্যা রহিতা মহাত্মনা
পুরন্দরেণেব মহী সপর্বতা।
চচাল ঘোরং ভয়শোকদীপিতা
সনাগযোধাশ্বগণা ননাদ চ॥ ২১

দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বর্জিতা পর্বতসহ পৃথিবীর মতো, সেই সময় শ্রীরাম-বিরহিতা অযোধ্যা ভয়ে ও শোকে রক্তবর্ণা হয়ে অত্যন্ত চঞ্চলা হয়ে উঠেছে; হস্তী ও অশ্বসহ যোদ্ধবর্গ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

পুত্র শ্রীরামের বিয়োগব্যথায় বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথের পৃথ্বীতলে পতন, শোকের কারণ, কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ এবং ভৃত্যদের সহায়তায় কৌশল্যাভবনে গমন ও শোকপ্রকাশ

যাবৎ তু নির্যতস্তস্য রজোরূপমদৃশ্যত।
নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সংজহারাত্মচক্ষুষী॥ ১

বনগমনকালে শ্রীরামের রথের উৎক্ষিপ্ত ধুলা যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ নিজের চোখদুটি ফেরাতে পারেননি।

যাবদ্ রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যত্যত্যন্তধার্মিকম্।
তাবদ্ ব্যবর্ধতেবাস্য ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে॥ ২

যতক্ষণ রাজা পরম ধার্মিক প্রিয় পুত্রকে দেখছিলেন, ততক্ষণই পুত্রদর্শনকালে তাঁর দেহটি ভূমির উপরে যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল (পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল দেহটা যেন লম্বা হয়ে বেড়ে যাচ্ছিল)।

ন পশ্যতি রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।
তদার্তশ্চ নিষণ্ণশ্চ পপাত ধরণীতলে॥ ৩

যখন রাজা রথচক্রজাত ধূলিও আর দেখতে পেলেন না, তখন অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তস্য দক্ষিণমন্বাগাৎ কৌসল্যা বাহুমঙ্গনা।
পরং চাস্যান্বগাৎ পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুমধ্যমা॥ ৪

মাটিতে পড়ে যেতে দেখে তাঁকে ওঁর কল্যাণী স্ত্রী কৌশল্যা তাঁর ডান হাত ধরলেন, আর সুন্দরী কৈকেয়ী তাঁর বাম পার্শ্বে গেলেন।

তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্মেণ বিনয়েন চ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫

ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ ও বিনয়ী রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দেখে ব্যথিতচিত্তে বললেন—

কৈকেয়ি মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে।
নহি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্যা ন চ বান্ধবী॥ ৬

'পাপীয়সি কৈকেয়ি! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কোরো না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না; তুমি আমার ভার্যা নও, বান্ধবীও নও।

যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম।
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্॥ ৭

'যারা তোমার উপর নির্ভরশীল আমি তাদের কেউ নই, তারাও আমার কেউ নয়। কেবল স্বার্থপর ধর্মত্যাগিনী তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম।

অগ্নিং যাং তে পাণিমগ্নিং পর্যণয়ং চ যৎ।
অনুজানামি তৎ সর্বমস্মিংল্লোকে পরত্র চ॥ ৮

'অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে আমি যে তোমার পাণিগ্রহণ করেছি তা সবই আমি ইহলোক ও পরলোকে ত্যাগ করলাম।

ভরতশ্চ প্রতীতঃ স্যাদ্ রাজ্যং প্রাপ্যৈতদব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ॥ ৯

'ভরত এই অখণ্ড রাজ্য লাভ করে যদি সন্তুষ্ট হয়, তবে সে আমাকে যা দেবে, তা যেন আমার প্রাপ্ত না হয়।'

অথ রেণুসমুদ্ধ্বস্তং সমুত্থাপ্য নরাধিপম্।
ন্যবর্তত তদা দেবী কৌসল্যা শোককর্শিতা॥ ১০

অতঃপর সেই সময় শোকক্লিষ্টা দেবী কৌশল্যা ধূলিধূসরিত রাজাকে ভূমি থেকে উঠিয়ে নিয়ে রামের অনুসরণে নিবৃত্ত করলেন।

হত্বেব ব্রাহ্মণং কামাৎ স্পৃষ্ট্বাগ্নিমিব পাণিনা।
অন্বতপ্যত ধর্মাত্মা পুত্রং সঞ্চিন্ত্য রাঘবম্॥ ১১

কাম-বশীভূত হয়ে ব্রাহ্মণকে হত্যা অথবা হস্ত দ্বারা অগ্নিস্পর্শ করে, পরে অনুশোচনার মতো ধর্মাত্মা রাজা (কাম-বশীভূত হয়ে বরদান হেতু) পুত্র রঘুনন্দনের বনগমনরূপ দুঃখ চিন্তা করে অনুতাপ করতে লাগলেন।

নিবৃত্যৈব নিবৃত্যৈব সীদতো রথবর্ত্মসু।
রাজ্ঞো নাতিবভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা॥ ১২

রথের পশ্চাদ্গমন থেকে বারবার নিবৃত্ত হয়েও রথের চলার পথে আবার ধাবিত হতে গিয়ে অবসন্ন রাজার রূপ রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো ম্লান হয়ে গেল।

বিললাপ স দুঃখার্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্।
নগরান্তমনুপ্রাপ্তং বুদ্ধ্বা পুত্রমথাব্রবীৎ॥ ১৩

শোকার্ত হয়ে তিনি প্রিয় পুত্রকে স্মরণ করে বিলাপ করতে লাগলেন। এতক্ষণে পুত্র নগরপ্রান্তে পৌঁছে গেছে মনে করে বলতে লাগলেন—

বাহনানাং চ মুখ্যানাং বহতাং তং মমাত্মজম্।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে॥ ১৪

'আমার পুত্রের বাহক শ্রেষ্ঠ বাহনগুলির পদচিহ্ন পথে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই মহাত্মা রামকে তো দেখা যাচ্ছে না।

যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ।
বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ॥ ১৫
স নূনং কচিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
কাষ্ঠং বা যদি বাশ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে॥ ১৬

'আমার যে শ্রেষ্ঠ পুত্রটি চন্দনচর্চিত হয়ে উপাধানে (মাথা রেখে) সুখে শয়ন করে, আর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীরা যাকে ব্যজন পাখার বাতাস করে, আজ সে কোনও তরুমূল আশ্রয় এবং কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড উপাধান করে শয়ন করবে!

উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংসুগুণ্ঠিতঃ।
বিনিঃশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণূনামিবর্ষভঃ॥ ১৭

'ঝর্ণার জলে স্নানান্তে ধূলিধূসরিত গজরাজের মতো দীন রাম নিদ্রান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভূমি থেকে ধূলিধূসরিত দেহে উঠে দাঁড়াবে।

দ্রক্ষ্যন্তি নূনং পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনেচরাঃ।
রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ॥ ১৮

'বনবাসীজনেরা নিশ্চয়ই দেখবে, জগতের অধিপতি দীর্ঘবাহু রাম ভূমিশয্যা থেকে উঠে অনাথের মতো যাচ্ছে।

সা নূনং জনকস্যেষ্টা সুতা সুখসদোচিতা।
কণ্টকাক্রমণক্রান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি॥ ১৯

'সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্তা, জনকের আদরিণী কন্যা সীতা আজ নিশ্চয়ই কণ্টকাঘাতে ব্যথাক্লিষ্ট হয়ে বনপথে চলবেন।

অনভিজ্ঞা বনানাং সা নূনং ভয়মুপৈষ্যতি।
শ্বপদানর্দিতং শ্রুত্বা গম্ভীরং রোমহর্ষণম্॥ ২০

'বনপথে চলতে অনভিজ্ঞা সীতা বন্য পশুদের গম্ভীর ও রোমহর্ষক গর্জন শুনে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যাবেন।

সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস।
নহি তং পুরুষব্যাঘ্রং বিনা জীবিতুমুৎসহে॥ ২১

'কৈকেয়ি ! তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি বিধবা হয়ে রাজ্যে বাস করো। কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না।'

ইত্যেবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ।
অপস্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্॥ ২২

রাজা এইভাবে বিলাপ করতে করতে, জনগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেন, অশৌচান্তে (মৃতদেহ দাহের পর) স্নান করে উত্তম অথচ অশুভ গৃহে প্রবেশ করলেন।

শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবেদিকাম্।
ক্লান্তদুর্বলদুঃখার্তাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্॥ ২৩
তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বিলপন্ প্রাবিশদ্ রাজা গৃহং সূর্য ইবাম্বুদম্॥ ২৪

সারা অযোধ্যা নগরীর প্রতি গৃহচত্বর জনশূন্য, দোকানপাট সব বন্ধ এবং বসার বেদিগুলি সব শূন্য, নগরবাসীরা সকলে দুঃখে ক্লান্ত ও দুর্বল এবং রাজপথ জনহীন। এইরকম অযোধ্যা নগরীকে দেখতে দেখতে এবং রামের কথা চিন্তা করে বিলাপ করতে করতে মেঘের আড়ালে সূর্যের মতো রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ॥ ২৫

রাম-সীতা-লক্ষ্মণশূন্য সেই রাজপুরী, গরুড় কর্তৃক অপহৃত সর্পশূন্য অচঞ্চল মহাহ্রদের মতো অচঞ্চল গম্ভীর-ভাবপ্রাপ্ত হয়েছে।

অথ গদ্‌গদশব্দস্তু বিলপন্ বসুধাধিপঃ।
উবাচ মৃদু মন্দার্থং বচনং দীনমস্বরম্॥ ২৬

অনন্তর গদগদ স্বরে বিলাপ করতে করতে রাজা নম্র স্বরে মৃদু কণ্ঠে দীনভাবে ভৃত্যদের বললেন—

কৌসল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্।
নহ্যন্যত্র মমাশ্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি॥ ২৭

'আমাকে শীঘ্র রামজননী কৌশল্যার কক্ষে নিয়ে চলো, কারণ অন্যত্র আমার হৃদয় আশ্বস্ত হবে না।'

ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ।
কৌসল্যায়া গৃহং তত্র ন্যবেস্যত বিনীতবৎ॥ ২৮

রাজা এই কথা বললে, দ্বারপালেরা বিনীতভাবে রাজাকে কৌশল্যার ঘরে নিয়ে আসনে বসিয়ে দিলেন।

ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায়া নিবেশনম্।
অধিরুহ্যাপি শয়নং বভূব লুলিতং মনঃ॥ ২৯

কৌশল্যার কক্ষে প্রবেশ করে এবং শয্যার উপরে উপবেশন করেও রাজা দশরথের মন চঞ্চল হয়েই রইল।

পুত্রদ্বয়বিহীনং চ স্নুষয়া চ বিবর্জিতম্।
অপশ্যদ্ ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্॥ ৩০

পুত্রদ্বয় এবং পুত্রবধূবিহীন কৌশল্যার সেই ভবনকে রাজা চন্দ্রবিহীন আকাশের মতো শ্রীহীন দেখলেন।

তচ্চ দৃষ্ট্বা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্যবান্।
উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধা রাম বিজহাসি নৌ॥ ৩১

পরাক্রমশালী মহারাজ তা দেখে বাহু তুলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললেন—'হায় রাম! আমাদের দুজনকে (পিতা-মাতাকে) তুমি পরিত্যাগ করলে!

সুখিতা বত তং কালং জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ।
পরিষ্বজন্তো যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্॥ ৩২

'যে নরশ্রেষ্ঠগণ সেই চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থেকে বনবাসান্তে প্রত্যাবৃত রামকে দেখতে পাবেন এবং আলিঙ্গন করতে পারবেন, তাঁরাই নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।'

অথ রাত্র্যাং প্রপন্নায়াং কালরাত্র্যামিবাত্মনঃ।
অর্ধরাত্রে দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ॥ ৩৩

অনন্তর কালরাত্রির মতো তাঁদের রাত্রি এসে গেলে অর্ধরাত্রিতে রাজা দশরথ কৌশল্যাকে বললেন—

ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেঽনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ততে॥ ৩৪

'কৌশল্যে! তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না; রামের পশ্চাদ্‌গত আমার দৃষ্টি এখনও ফিরে আসেনি! অতএব হাত দিয়ে আমাকে ভালো করে স্পর্শ করো।'

তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্।
উপোপবিশ্যাধিকমার্তরূপা
বিনিশ্বসন্তং বিললাপ কৃচ্ছ্রম্॥ ৩৫

শয্যায় উপবিষ্ট রাজাকে রামের চিন্তায় (দুঃখে) দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখে, সমধিক আর্তা দেবী কৌশল্যা রাজার নিকটে বসে দুঃখে সমধিক বিলাপ করতে লাগলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

———o———

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৪৩)

শোকার্ত দশরথের নিকটে শোকার্তা কৌশল্যার বিলাপ

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌশল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্॥ ১

শয্যার উপরে শোকমগ্ন রাজাকে দেখে পুত্রশোকার্তা কৌশল্যা রাজাকে বললেন—

রাঘবে নরশার্দূলে বিষং মুক্ত্বাহিজিহ্মগা।
বিচরিষ্যতি কৈকেয়ী নির্মুক্তেব হি পন্নগী॥ ২

'নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামের উপর বিষ উদ্‌গিরণ করে সর্পের ন্যায় কুটিলা কৈকেয়ী নির্মোক (সাপের খোলস)-হীনা সর্পিণীর মতো বিচরণ করবে।

বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা সমাহিতা।
ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি॥ ৩

'রামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্বীয়কামনা পূর্ণকারিণী সৌভাগ্যবতী কৈকেয়ী গৃহে অবস্থিতা দুষ্টা সর্পিণীর মতো আমাকে বারবার ভয় দেখাবে।

অথাস্মিন্ নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষ্যং গৃহে বসেৎ।
কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাত্মজম্॥ ৪

'রাম এই নগরে স্বগৃহে অবস্থান করে ভিক্ষাবৃত্তি-আচরণ ও কৈকেয়ীর দাস হয়ে থাকলেও, সেই বরদান বরং ভালো ছিল (কারণ সেই অবস্থায়ও রাম সর্বদা আমার কাছেই থাকত)।

পাতয়িত্বা তু কৈকেয্যা রামং স্থানাদ্ যথেষ্টতঃ।
প্রবিদ্ধো রক্ষসাং ভাগঃ পর্বণীবাহিতাগ্নিনা॥ ৫

'পর্বের দিনে অগ্নিহোতা যেমন দেবতাদের ভাগ থেকে বঞ্চিত করে রাক্ষসদের ভাগ দান করেছিল, সেইরকম কৈকেয়ী রামকে স্ব-বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করে বিতাড়িত করল।

নাগরাজগতির্বীরো মহাবাহুর্ধনুর্ধরঃ।
বনমাবিশতে নূনং সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৬

'গজরাজের ন্যায় ধীরগতি, মহাবীর, ধনুর্ধর রাম স্ত্রী (সীতা) ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ করছে।

বনে ত্বদৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যানুমতে ত্বয়া।
ত্যক্তানাং বনবাসায় কান্যাবস্থা ভবিষ্যতি॥ ৭

'যারা কোনও দিনই দুঃখ দেখেনি, কৈকেয়ীর প্ররোচনায় আপনি তাদের বনবাসে পাঠালেন ; বনে তাদের কী দুরবস্থা হবে !

তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।
কথং বৎস্যন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ॥ ৮

'তাদের তিনজনের বয়স অল্প, ভোগের সময়, ধনহীন অবস্থায় নির্বাসিত হয়ে, ফল-মূল আহার করে, কীভাবে তারা দীনভাবে বনে থাকবে।

অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ।
সহভার্যং সহ ভ্রাত্রা পশ্যেয়মিহ রাঘবম্॥ ৯

'আমার কি এখনই শোকক্ষয়কারী মঙ্গলময় সেই সময় আসবে যে, ভার্যা সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ রঘুনন্দনকে শীঘ্রই এখানে দেখতে পাব !

শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি।
যশস্বিনী হৃষ্টজনা সূচ্ছ্রিতধ্বজমালিনী॥ ১০

''বীর দুজন ফিরে এসেছেন''—এই সংবাদ শুনে কবে-বা যশস্বিনী অযোধ্যার জনগণ উল্লসিত হবে এবং ঘরে ঘরে উত্তোলিত হবে মাল্যসুশোভিত পতাকা !

কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রাবরণ্যাৎ পুনরাগতৌ।
ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্বণি॥ ১১

'নরশ্রেষ্ঠ দুজন বনবাস থেকে ফিরে এসেছেন দেখে পর্বদিনে (পূর্ণিমা তিথিতে) উদ্বেলিত সমুদ্রের মতো, আবার কবে অযোধ্যাপুরী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে !

কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব॥ ১২

'বৃষ যেমন গাভীকে (সামনে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করে), সেইরকমভাবে দীর্ঘবাহু বীর রাম রথে সীতাকে সামনে বসিয়ে কবে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করবে ?

কদা প্রাণিসহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ।
লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ॥ ১৩

'কবে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশকালে শত্রুজয়ী আমার পুত্রদ্বয়কে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে লাজাঞ্জলি দ্বারা সম্বর্ধনা জানাবে ?

প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ।
উদগ্রায়ুধনিস্ত্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ॥ ১৪

'তীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গধারী আমার পুত্রদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ পবিত্র কুণ্ডলে অলঙ্কৃত হয়ে, শিখরবিশিষ্ট পর্বতের মতো উন্নত মস্তকে অযোধ্যায় প্রবেশ করছে তা কবে দেখব ?

কদা সুমনসঃকন্যা দ্বিজাতীনাং ফলানি চ।
প্রদিশন্ত্যঃ পুরীং হৃষ্টাঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্॥ ১৫

'কবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রত্যাগমনে ব্রাহ্মণ-কন্যারা ফল-পুষ্প দান করে সানন্দে অযোধ্যাপুরী প্রদক্ষিণ করবে ?

কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভাঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালয়ন্॥ ১৬

'পরিণত বয়স ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শান্তিদাতা মেঘের মতো কবে রাম ফিরে এসে শান্তিদান করবে ?

নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীর কদর্যয়া।
পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৃণাং শাতিতাঃ স্তনাঃ॥ ১৭

'হে বীর (রাজন্ দশরথ) ! মনে হচ্ছে, পূর্বে (পূর্ব জন্মে) আমি নিশ্চয়ই নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে দুগ্ধপানেচ্ছু শিশুদের বিমুখ করে তাদের মাতৃগণের স্তন ছেদন করেছিলাম।

সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ॥ ১৮

'পুরুষসিংহ রাজন্ ! সিংহ যেমন সবৎসা গাভীকে (তার বৎসকে হত্যা করে) বৎসহীনা করে, সেইভাবে কৈকেয়ী বলপূর্বক আমাকে সন্তানহারা করল।

নহি তাবদ্গুণৈর্জুষ্টং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে॥ ১৯

'সর্বগুণান্বিত ও সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

ন হি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্পতে।
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষ্মণং চ মহাবলম্॥ ২০

'প্রিয় পুত্র রাম এবং মহাবলবান লক্ষ্মণকে না দেখে, আমার বেঁচে থাকার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্যও আমি কল্পনা করতে পারি না।

অয়ং হি মাং দীপয়তেঽদ্য বহ্নি-
স্তনুজশোকপ্রভবো মহাহিতঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুত্তমপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ॥ ২১

'গ্রীষ্মকালে উৎকৃষ্ট অথচ প্রখর কিরণমালী ভগবান সূর্যদেব যেমন স্বীয় কিরণদ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করে সেইরকম পুত্রশোকজনিত মহা অহিতকারী হুতাশন আজ আমাকে দগ্ধ করছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

কৌশল্যাদেবীর প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাস

বিলপন্তীং তথা তাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্।
ইদং ধর্মে স্থিতা ধর্ম্যং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

ধর্মপরায়ণা দেবী সুমিত্রা রমণীশ্রেষ্ঠা বিলাপরতা দেবী কৌশল্যাকে এইসকল ধর্মীয় কথা বললেন—

তবার্যে সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ।
কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা॥ ২

'আর্যে ! আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম সদ্গুণবান, অতএব তার জন্য এইভাবে বিলাপ করবেন না।

যস্তবার্যে গতঃ পুত্রস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং মহাবলঃ।
সাধু কুর্বন্ মহাত্মানং পিতরং সত্যবাদিনম্॥ ৩
শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশ্বৎ প্রেত্য ফলোদয়ে।
রামো ধর্মে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোচ্যঃ কদাচন॥ ৪

'আর্যে ! শ্রেষ্ঠ বীরপুত্র রাম রাজ্য ত্যাগ করে এবং সত্যবাদী মহাত্মা পিতার সত্যরক্ষা করে পরকালে শিষ্টজন অনুষ্ঠিত শাশ্বত সম্যক্ ফলদায়ক ধর্মে অবস্থান করছে ; সুতরাং তার জন্য আপনার শোক করা কখনোই উচিত নয়।

বর্ততে চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণোঽস্মিন্ সদানঘঃ।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু লাভস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৫

'সর্বদা নিষ্পাপ এবং সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরায়ণ লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামের বনবাসে শ্রেষ্ঠ সেবক, এটাই তার মহান লাভ।

অরণ্যবাসে যদ্ দুঃখং জানন্ত্যেব সুখোচিতা।
অনুগচ্ছতি বৈদেহী ধর্মাত্মানং তবাত্মজম্॥ ৬

'সুখে লালিতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা অরণ্যবাসে দুঃখের কথা জেনেও আপনার ধার্মিক পুত্রের অনুগমন করছেন।

কীর্তিভূতাং পতাকাং যো লোকে ভ্রময়তি প্রভুঃ।
ধর্মঃ সত্যব্রতপরঃ কিং ন প্রাপ্তস্তবাত্মজঃ॥ ৭

'ধার্মিক ও সত্যব্রতী আপনার পুত্র ইহলোকে কীর্তিপতাকা উড্ডীন করে কোন্ শ্রেয়প্রাপ্ত হয়নি ?

ব্যক্তং রামস্য বিজ্ঞায় শৌচং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন গাত্রমংশুভিঃ সূর্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি॥ ৮

'শ্রীরামের প্রকাশিত শুচিতা ও মাহাত্ম্য (গৌরবগাথা) জানতে পেরে সূর্য কিরণ দ্বারা তাঁর শরীরকে সন্তাপিত করতে পারে না।

শিবঃ সর্বেষু কালেষু কাননেভ্যো বিনিঃসৃতঃ।
রাঘবং যুক্তশীতোষ্ণঃ সেবিষ্যতি সুখোঽনিলঃ॥ ৯

'সকল ঋতুতেই কানন থেকে বিনির্গত সুখস্পর্শ মঙ্গলময় শীতোষ্ণ বায়ু রঘুনন্দন রামকে সেবা করবে।

শয়ানমনঘং রাত্রৌ পিতেবাভিপরিষ্বজন্।
ঘর্মঘ্নঃ সংস্পৃশঞ্শীতশ্চন্দ্রমা হ্লাদয়িষ্যতি॥ ১০

'রাত্রিকালে উষ্ণতা নিবারক শীতল চন্দ্রকিরণ শায়িত নিষ্পাপ রামকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করে পিতার মতো আহ্লাদিত হবে।

দদৌ চাস্ত্রাণি দিব্যানি যস্মৈ ব্রহ্মা মহৌজসে।
দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্ট্বা তিমিধ্বজসুতং রণে॥ ১১
স শূরঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
অসংত্রস্তো হ্যরণ্যেঽসৌ বেশ্মনীব নিবৎস্যতে॥ ১২

'যুদ্ধে দানবশ্রেষ্ঠ তিমিধ্বজ পুত্র সুবাহুকে হত্যা করলে তা দেখে ব্রহ্মা যে মহাবীরকে দিব্যাস্ত্রসকল দান করেছিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ রাম নিজ বাহুবলে নির্ভীকভাবে অরণ্যে স্বগৃহে যেমন—সেইরকমভাবে বাস করবে।

যস্যেষুপথমাসাদ্য বিনাশং যান্তি শত্রবঃ।
কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে স্থাতুমর্হতি॥ ১৩

'যার বাণের সম্মুখে পড়ে শত্রুরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সমগ্র পৃথিবী তার শাসনে কী করে না থাকবে ?

যা শ্রীঃ শৌর্যং চ রামস্য যা চ কল্যাণসত্ত্বতা।
নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বং ক্ষিপ্রং রাজ্যমবাপ্স্যতি॥ ১৪

'রামের যে সৌন্দর্য, বীর্য এবং কল্যাণকর যে যোগ্যতা আছে, অরণ্যবাসের অবসানে তার দ্বারাই সে দ্রুত স্বরাজ্য (পুনঃ) লাভ করবে।

সূর্যস্যাপি ভবেৎ সূর্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।
শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমাক্ষমা॥ ১৫
দৈবতং দেবতানাং চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কে হ্যগুণা দেবি বনে বাপ্যথবা পুরে॥ ১৬

'সেই রাম সূর্যেরও প্রকাশ (জ্যোতিঃ), অগ্নিরও দাহিকা শক্তি, প্রভুরও প্রভু, লক্ষ্মীরও ঐশ্বর্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা শক্তি, যশের কীর্তিদায়িনী শক্তি, ক্ষমারও ক্ষমাবিধাত্রী শক্তি, দেবতাদের দেবতা, প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী ; অতএব দেবি ! অরণ্যে অথবা নগরে যেখানেই বাস করুক তার পক্ষে কোন্‌টি দোষবশ (অর্থাৎ তার দুঃখের কিছুই নেই, সকলই সুখের) ?

পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ।
ক্ষিপ্রং তিসৃভিরেতাভিঃ সহ রামোঽভিষেক্ষ্যতে॥ ১৭

'পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবী, সীতা এবং রাজ্যলক্ষ্মী — এই তিনের সঙ্গে (তিনকে সঙ্গে নিয়ে) শীঘ্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হবে।

দুঃখজং বিসৃজত্যশ্রু নিষ্ক্রামন্তমুদীক্ষ্য যম্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বঃ শোকবেগসমাহতঃ॥ ১৮
কুশচীরধরং বীরং গচ্ছন্তমপরাজিতম্।
সীতেবানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্॥ ১৯

'যাকে অযোধ্যা থেকে বহিষ্কৃত হতে দেখে অযোধ্যাবাসী সকলে শোকাবেগে আহত হয়ে, অশ্রু বিসর্জন করছে এবং কুশ-বল্কলধারী সেই অপরাজিত অপরাজেয় বীরকে সীতার ন্যায় লক্ষ্মী অনুগমন করছেন,

তাঁর কাছে দুর্লভ কী (অর্থাৎ, কিছুই দুর্লভ নয়)?

ধনুর্গ্রহবরো যস্য বাণখড়্গাস্ত্রভৃৎ স্বয়ম্।
লক্ষ্মণো ব্রজতি হ্যগ্রে তস্য কিং নাম দুর্লভম্॥ ২০

'শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ স্বয়ং খড়্গ ও বাণ ধারণ করে যার সামনে সামনে যাচ্ছে, তার কাছে কী-ই বা দুর্লভ।

নিবৃত্তবনবাসং তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্।
জহি শোকং চ মোহং চ দেবি সত্যং ব্রবীমি তে॥ ২১

'দেবি! আপনাকে সত্য করে বলছি, বনবাস অন্তে রামকে আবার অযোধ্যায় ফিরে আসতে দেখবেন; অতএব, শোক ও মোহ পরিত্যাগ করুন।

শিরসা চরণাবেতৌ বন্দমানমনিন্দিতে।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি পুত্রং চন্দ্রমিবোদিতম্॥ ২২

'অনিন্দিতে, কল্যাণি! আপনি আবার দেখতে পাবেন, উদিত চন্দ্রের মতো আপনার পুত্র ফিরে এসে স্বীয় মস্তক দ্বারা আপনার এই চরণ দুটি বন্দনা করছে।

পুনঃ প্রবিষ্টং দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং মহাশ্রিয়ম্।
সমুৎস্রক্ষ্যসি নেত্রাভ্যাং শীঘ্রমানন্দজং জলম্॥ ২৩

'বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত এবং রাজভবনে পুনরায় প্রবিষ্ট রামকে রাজ্যাভিষিক্ত ও মহাঐশ্বর্যশালী দেখে আপনি শীঘ্রই নেত্রদ্বয় থেকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করবেন।

মা শোকো দেবি দুঃখং বা ন রামে দৃশ্যতেঽশিবম্।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পুত্রং ত্বং সসীতং সহলক্ষ্মণম্॥ ২৪

'দেবি! শোক বা দুঃখ করবেন না, কারণ রামের কোনও অমঙ্গল দেখা যাচ্ছে না, আপনি শীঘ্রই সীতা ও লক্ষ্মণসহ পুত্র রামকে দেখতে পাবেন।

ত্বয়াশেষো জনশ্চায়ং সমাশ্বাস্যো যতোঽনঘে।
কিমিদানীমিদং দেবি করোষি হৃদি বিক্লবম্॥ ২৫

'অয়ি, পুণ্যশীলে, দেবি! যেহেতু আপনাকে এই অগণিত জনগণকে আশ্বাস দান করতে হবে, অতএব, আপনি এইরকম দুঃখে ভেঙে পড়ছেন কেন?

নার্হা ত্বং শোচিতুং দেবি যস্যাস্তে রাঘবঃ সুতঃ।
নহি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ॥ ২৬

'দেবি! যাঁর রঘুনন্দন রামের মতো পুত্র বিদ্যমান, সেই আপনার শোক করা উচিত নয়, কারণ, রামের মতো সৎপথে অবস্থিত লোক পৃথিবীতে বিরল।

অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্।
মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী॥ ২৭

'আত্মজনসহ পুত্র রাম আপনাকে প্রণাম করছে দেখে বর্ষাকালীন মেঘের মতো শীঘ্রই আপনি আনন্দাশ্রু মোচন করবেন।

পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
করাভ্যাং মৃদুপীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি॥ ২৮

'আপনার প্রসন্ন পুত্র শীঘ্রই অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত হয়ে কোমল ও পুষ্ট হস্তদ্বয় দ্বারা আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করে অভিবাদন করবে।

অভিবাদ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্।
মুদাস্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্॥ ২৯

'মেঘমালা যেমন পর্বতকে, সেইরকম আপনি সবান্ধবে অভিবাদন করে প্রণত আত্মজ বীর পুত্রের মস্তকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করবেন।'

আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাক্যৈ-
র্বাক্যোপচারে কুশলানবদ্যা।
রামস্য তাং মাতরমেবমুক্ত্বা
দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা॥ ৩০

কথাবার্তায় সকুশলা, দোষরহিতা, অনবদ্য-রূপবতী দেবী সুমিত্রা এইভাবে বিবিধ বাক্যে শ্রীরামের জননী কৌশল্যাকে আশ্বাস দান করে বিরতা হলেন।

নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ
শরদ্গতো মেঘ ইবাল্পতোয়ঃ॥ ৩১

লক্ষ্মণ-জননীর এই সকল আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করে রামজননী রাজরাণী কৌশল্যার শরীরের সদ্যোজাত শোক শরৎকালীন অল্পতোয় মেঘের মতো ভেসে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

শ্রীরামের অনুগমনকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর উপদেশ এবং শ্রীভরতের গুণবর্ণন ; রামের বনগমন নিবৃত্তির জন্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণদের অনুরোধ আর পদচারী ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীরামের রথ থেকে অবতরণ ও তমসাতীর পর্যন্ত পদব্রজে গমন

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অনুজগ্মুঃ প্রয়ান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ॥ ১

বনবাসে গমনরত সত্যসন্ধ পরাক্রান্ত মহাত্মা রামের প্রতি অনুরক্ত অযোধ্যাবাসী জনগণ বনপর্যন্ত তাঁকে অনুগমন করতে লাগলেন।

নিবর্তিতেঽতীব বলাৎ সুহৃদ্‌ধর্মেণ রাজনি।
নৈব তে সন্ন্যবর্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্॥ ২

সুহৃদ্ধর্ম অনুসারে রাজা দশরথকে রামের অনুগমন থেকে নিবৃত্ত করলেও, রথের অনুসরণকারী অযোধ্যাবাসী জনগণ কিন্তু নিবৃত্ত হল না (সুহৃদ্ধর্ম মতে দূরদেশে গমনরত কাউকে অধিক দূর অনুসরণ করলে সে আর শীঘ্র ফিরে আসে না ; তাই তাকে বেশি দূর অনুসরণ করা উচিত নয়)।

অযোধ্যানিলয়ানাং হি পুরুষাণাং মহাযশাঃ।
বভূব গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ॥ ৩

অযোধ্যাবাসী জনগণের কাছে মহাযশস্বী গুণবান রাম পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রিয় ছিলেন।

স যাচ্যমানঃ কাকুৎস্থস্তাভিঃ প্রকৃতিভিস্তদা।
কুর্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবান্বপদ্যত॥ ৪

বনগমন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রজাগণ কাতর প্রার্থনা জানালেও পিতার সত্যরক্ষার জন্য কাকুৎস্থ রাম বনেই চললেন।

অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব॥ ৫

রাম নিজ সন্তানের মতো অযোধ্যাবাসী প্রজাগণকে সস্নেহে অবলোকন করে নেত্র দ্বারা তাঁদের যেন পান করে সহৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং সস্নেহে বললেন—

যা প্রীতির্বহুমানশ্চ মষ্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্॥ ৬

'হে অযোধ্যাবাসিগণ ! আমার প্রতি আপনাদের যে প্রীতি ও সমাদর বর্তমান, আমারই আনন্দের জন্য তা সবিশেষে ভরতের প্রতি প্রদর্শন করুন।

স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাবদ্ বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ॥ ৭

'কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন এবং কল্যাণমণ্ডিত চরিত্র ভরত আপনাদের যথাযথ হিতকর প্রিয়কার্যসকল করবে।

জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুর্বীর্যগুণান্বিতঃ।
অনুরূপঃ স বো ভর্তা ভবিষ্যতি ভয়াপহঃ॥ ৮

'বয়সে বালক হলেও জ্ঞানে প্রবীণ, বীর্যবান হয়েও কোমল স্বভাবের, ভরত আপনাদের ভয় অপহরণকারী উপযুক্ত প্রতিপালক হবে।

স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সমীক্ষিতঃ।
অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ কার্যং বো ভর্তৃশাসনম্॥ ৯

'সে আমার চেয়েও বেশি রাজগুণযুক্ত, সেইজন্যই মহারাজ তাকে যুবরাজপদে নিযুক্ত করেছেন ; রাজভক্তি-গুণান্বিত আপনাদের তার শাসন স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

ন সন্তপ্যেদ্ যথা চাসৌ বনবাসং গতে ময়ি।
মহারাজস্তথা কার্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ১০

'আপনারা যদি আমার প্রিয় কার্য করতে ইচ্ছুক হন তবে, আমি বনবাসে চলে গেলে, মহারাজ যাতে শোকসন্তপ্ত না হন সেইরকম কাজ করুন।'

যথা যথা দাশরথির্ধর্মমেবাশ্রিতো ভবেৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতিমকাময়ন্॥ ১১

দশরথনন্দন রাম যেমন যেমনভাবে ধর্মকে আশ্রয় করতে চাইছিলেন, প্রজারাও সেই সেইভাবেই রামকে রাজারূপে পেতে চাইছিলেন।

বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
চকর্ষেব গুণৈর্বদ্ধং জনং পুরনিবাসিনম্॥ ১২

সকল পুরবাসিগণ অতিশয় দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রু-বিসর্জন করছিল এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র যেন নিজগুণে আবদ্ধ করে তাদের আকর্ষিত করছিলেন।

তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ॥ ১৩

জ্ঞান, বয়স ও তপস্যা — এই ত্রিবিধ বৃদ্ধ অথচ বয়ঃভারে কম্পিতশির ব্রাহ্মণগণ দূর থেকেই বলতে লাগলেন—

বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি॥ ১৪

'রামকে বহনকারী দ্রুতগামী হে উচ্চজাতীয় অশ্বগণ, যেয়ো না, নিবৃত্ত হও ; প্রভুর হিতকারী হও।

কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
যূয়ং তস্মান্নিবর্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতাঃ॥ ১৫

'সকল প্রাণীরই কান আছে, বিশেষত দ্রুতগতি-সম্পন্ন তোমরা (কান বড় হলে প্রবণশক্তি বেশি হওয়ায়) আমাদের প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝে বনগমন থেকে নিবৃত্ত হও।

ধর্মতঃ স বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ শুভদৃঢ়ব্রতঃ।
উপবাহ্যস্তু বো ভর্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্ বনম্॥ ১৬

'তোমাদের প্রভু রাম ধর্মানুসারে বিশুদ্ধাত্মা, বীর এবং শুভকর্মসাধনে দৃঢ়ব্রত ; অতএব তিনি পুরীর মধ্যে ও নিকটেই বহনযোগ্য, তাঁকে পুরী থেকে বাইরে দূরে বনে বহন করে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

এবমার্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো দ্বিজান্।
অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার হ॥ ১৭

ক্রন্দনরত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের এইভাবে কাতরস্বরে বিলাপ করতে দেখে রামচন্দ্র সহসা রথ থেকে নেমে এলেন।

পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ॥ ১৮

তখন বনের উদ্দেশ্যে গমনরত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ ধীর পদবিন্যাসে চলতে লাগলেন।

দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ।
ন শশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিমোক্তুং রথেন সঃ॥ ১৯

বাৎসল্যচরিত্র করুণাচক্ষু রাম সেই ব্রাহ্মণদের পায়ে হেঁটে যেতে দেখে, নিজে রথে আরূঢ় হয়ে তাঁদের অতিক্রম করে যেতে পারলেন না।

গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্ট্বা রামং সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
উচুঃ পরমসন্তপ্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ॥ ২০

রামকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে ব্যাকুলচিত্ত ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে রামকে এই কথাগুলি বললেন—

ব্রাহ্মণ্যং কৃৎস্নমেতৎ ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্ত্যমী॥ ২১

'হে রঘুনন্দন ! তুমি ব্রাহ্মণদের হিতকারী, তাই এই ব্রাহ্মণগণ সকলে তোমার অনুগমন করছেন ! ব্রাহ্মণদের স্কন্ধারূঢ় অগ্নিদেবও তোমার অনুগামী হয়েছেন।

বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রয়াতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে॥ ২২

'দেখো, বাজপেয় যজ্ঞে-প্রাপ্ত এই ছত্রগুলি, বর্ষাশেষে মেঘের অনুগামীর ন্যায়, আমাদের স্কন্ধারূঢ় হয়ে তোমার অনুগমন করছে।

অনবাপ্তাতপত্রস্য রশ্মিসন্তাপিতস্য তে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বৈশ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ॥ ২৩

'রাজ্য থেকে বিচ্যুতি হেতু তোমার রাজচ্ছত্র প্রাপ্তি না-হওয়ায় সূর্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত তোমাকে, বাজপেয় যজ্ঞে-প্রাপ্ত আমাদের এই ছত্র দ্বারা ছায়া প্রদান করব।

যা হি নঃ সততং বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।
ত্বৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী॥ ২৪

'বৎস ! সর্বদা বেদমন্ত্রের অনুসারিণী আমাদের যে বুদ্ধি (চিন্তা), তা তোমাকেই বনবাসে অনুসরণ করছে।

হৃদয়েষ্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্।
বৎস্যন্ত্যপি গৃহেষ্বেব দারাশ্চারিত্ররক্ষিতাঃ॥ ২৫

'আমাদের পরমধন শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে বেদসমূহ, তারা আমাদের হৃদয়েই অবস্থান করে, সেইহেতু তোমার সঙ্গে বনবাসে গেলেও আমরা দ্বিচারী হব না, সেইরকমভাবে আমরা গৃহে না থাকলেও আমাদের পত্নীগণ গৃহে থেকেও স্বচরিত্র রক্ষা করেই থাকবে।

পুনর্ন নিশ্চয়ঃ কার্যস্ত্বদ্গতৌ সুকৃতা মতিঃ।
ত্বয়ি ধর্মব্যপেক্ষে তু কিং স্যাদ্ ধর্মপথে স্থিতম্॥ ২৬

'তুমি বনবাসে গেলে তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমাদের মতি স্থির করে নিয়েছি, পুনরায় মতি স্থির করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি ধর্মনিরপেক্ষ হলে অপরে কি ধর্মপথে থাকতে পারে ?

যাচিতো নো নিবর্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ।
শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংসুলৈঃ॥ ২৭

'রাম ! হংসশুভ্র কেশযুক্ত মস্তক ভূমিতে অবনত করে আমরা নির্জনে প্রার্থনা করছি ফিরে এসো (বয়োবৃদ্ধ হলেও সেই ব্রাহ্মণগণ জানতেন, শ্রীরাম স্বয়ং বিষ্ণু, তাই

শ্রীরামকে প্রণাম করায় তাঁদের কোনও দোষ হয়নি)।

বহূনাং বিততা যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ।
তেষাং সমাপ্তিরায়ত্তা তব বৎস নিবর্তনে॥ ২৮

'বৎস রাম ! এখানে আগত অনেক ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিস্তৃতভাবে আরম্ভ হয়েছে, তাদের সেই সকল যজ্ঞের সমাপ্তি তোমার প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভর করছে।

ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয়॥ ২৯

'এই জগতে স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীই তোমার প্রতি ভক্তিমান, তোমার প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনারত সেই ভক্তদের প্রতি তুমিও প্রীতি প্রদর্শন করো।

অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধৃতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ॥ ৩০

'মাটিতে মূল অবরুদ্ধ হওয়ায় বেগহীন উন্নত বৃক্ষগুলি তোমার অনুসরণে অসামর্থ্য হেতু বায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়ে যেন কাঁদতে কাঁদতে তোমায় নিষেধ করছে।

নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পিনম্॥ ৩১

'আহার সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট পাখিরাও বৃক্ষের একস্থানে বসে সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু তোমাকে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করছে।'

এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্॥ ৩২

এইভাবে শ্রীরামের বনবাসযাত্রা নিবৃত্ত করার জন্য দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণগণ এবং পক্ষীগণ) আর্তনাদ করতে থাকলে, রাম দেখলেন তমসা নদীও যেন তাঁকে নিষেধ করছে।

ততঃ সুমন্ত্রোঽপি রথাদ্ বিমুচ্য
শ্রান্তান্ হয়ান্ সম্পরিবর্ত্য শীঘ্রম্।
পীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লুতাঙ্গা-
নচারয়দ্ বৈ তমসাবিদূরে॥ ৩৩

তখন সুমন্ত্রও পরিশ্রান্ত অশ্বগুলিকে শীঘ্র রথ থেকে বিমুক্ত করে জলপান করালেন এবং জলে স্নান করিয়ে তমসার অনতিদূরে চরাতে লাগলেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫॥

———○———

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের এবং সুমন্ত্রের তমসাতীরে রাত্রিযাপন এবং প্রত্যুষেই নিদ্রিত পুরবাসীদের অলক্ষ্যে রথারোহণে শ্রীরামাদির বনগমন

ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ।
সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

অনন্তর রমণীয় তমসাতীরে আশ্রয় নিয়ে রঘুনন্দন রাম সীতার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

ইয়মদ্য নিশা পূর্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্।
বনবাসস্য ভদ্রং তে ন চোৎকণ্ঠিতুমর্হসি॥ ২

'ভাই সৌমিত্রি ! আমরা যে বনে নির্বাসিত হয়েছি, আজ আমাদের সেই বনবাসের প্রথম রাত্রি। তোমার কল্যাণ হোক ! তুমি উদ্বিগ্ন হোয়ো না।

পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ।
যথা নিলয়মায়দ্ভির্নিলীনানি মৃগাদ্বিজৈঃ॥ ৩

'দেখো, বন্য পশু ও পাখিরা নিজ নিজ বাসায় ফিরে আসায় চারিদিকে শূন্য অরণ্য আমাদের এই দুরবস্থা দেখে যেন রোদন করছে।

অদ্যায়োধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতুর্মম।

সস্ত্রীপুংসা গতানস্মাঞ্ছ শোচিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪

'আজ আমার পিতার রাজধানী, স্ত্রী-পুরুষ সহ সমগ্র অযোধ্যানগরী, বনবাসগত আমাদের জন্য শোক করবে, তাতে কোনও সংশয় নেই।

অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ।
ত্বাং চ মাং চ নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্নভরতৌ তথা॥ ৫

'পুরুষসিংহ ভাই লক্ষ্মণ ! বহুবিধ গুণের জন্য রাজার প্রতি, তোমার, আমার এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতি অযোধ্যার জনগণ অনুরক্ত।

পিতরং চানুশোচামি মাতরং চ যশস্বিনীম্।
অপি নান্ধৌ ভবেতাং নৌরুদন্তৌ তাবভীক্ষ্ণশঃ॥ ৬

'পিতা এবং গর্বিতা মাতার জন্য আমি শোক অনুভব করছি ; আমাদের জন্য সর্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে তাঁরা দুজন না অন্ধ হয়ে যান !

ভরতঃ খলু ধর্মাত্মা পিতরং মাতরং চ মে।
ধর্মার্থকামসহিতৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি ॥ ৭

'ধর্মাত্মা ভরত নিশ্চয়ই পিতাকে এবং আমার মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্যে আশ্বাস প্রদান করবে।

ভরতস্যানৃশংসত্বং সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ।
নানুশোচামি পিতরং মাতরং চ মহাভুজ॥ ৮

'হে মহাবীর ! ভরতের কোমল স্বভাবের কথা বারবার স্মরণ করে আমি পিতা ও মাতার জন্য দুশ্চিন্তা করছি না !

ত্বয়া কার্যং নরব্যাঘ্র মামনুব্রজতা কৃতম্।
অন্বেষ্টব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা॥ ৯

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমাকে বনে অনুসরণ করে মহৎ কার্য করেছ, তা না হলে বিদেহরাজতনয়া সীতাকে রক্ষার জন্য সাহায্যকারী অন্য কাউকে আমায় অনুসন্ধান করতে হত !

অদ্ভিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যাম্যদ্য নিশামিমাম্।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বন্যেঽপি বিবিধে সতি॥ ১০

'ভাই সুমিত্রানন্দন ! আজ এখানে এই রাত্রিতে জল পান করেই থাকব। বনে নানাবিধ ফলমূলাদি থাকলেও আমার এটাই ভালো লাগছে !'

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।
অপ্রমত্তস্ত্বমশ্বেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ॥ ১১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথাগুলি বলে, রঘুনন্দন রাম সুমন্ত্রকেও বললেন, 'সৌম্য ! আপনি অশ্বগুলির প্রতি সতর্ক থাকবেন।'

সোঽশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্যেঽস্তং সমুপাগতে।
প্রভূতযবসান্ কৃত্বা বভূব প্রত্যনন্তরঃ॥ ১২

সূর্য অস্ত গেলে সুমন্ত্র অশ্বগুলিকে বেঁধে এবং অনেক ঘাস খাইয়ে শ্রীরামের কাছে ফিরে এলেন।

উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপাগতাম্।
রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ॥ ১৩

রাত্রি এসে গেছে দেখে কল্যাণময়ী সন্ধ্যোপাসনা সমাপনান্তে সুমন্ত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে শ্রীরামের শয়নের জন্য শয্যা রচনা করলেন।

তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্বৃতাম্।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সভার্যঃ সংবিবেশ হ॥ ১৪

তমসার তীরে গাছের পাতা বিছানো সেই শয্যা দেখে সপত্নীক রাম সুমিত্রানন্দনের সঙ্গে সেখানে উপবেশন করলেন।

সভার্যং সম্প্রসুপ্তং তু শ্রান্তং সম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।
কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্॥ ১৫

পরিশ্রান্ত রামকে ভার্যাসহ অঘোরে নিদ্রিত দেখে, লক্ষ্মণ সূত সুমন্ত্রের কাছে রামের বিবিধ গুণের কথা বলতে লাগলেন।

জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রেরুদিতো রবিঃ।
সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্॥ ১৬

সুমন্ত্র এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তমসার তীরে সেই রাত্রি জেগে শ্রীরামের গুণাবলী আলোচনা করতে করতে সূর্য উদিত হল।

গোকুলাকুলতীরায়াস্তমসায়া বিদূরতঃ।
অবসৎ তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ॥ ১৭

গোসমূহে পরিপূর্ণ তমসার তীরভূমির অদূরে রাম প্রজাদের সঙ্গে সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

উত্থায় চ মহাতেজাঃ প্রকৃতীস্তা নিশাম্য চ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্॥ ১৮

মহাতেজস্বী রাম প্রত্যূষে নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে এবং প্রজাদের নিদ্রিত দেখে পুণ্যলক্ষণ ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—

অস্মদ্ব্যপেক্ষান্ সৌমিত্রে নির্ব্যপেক্ষান্ গৃহেষ্বপি।

বৃক্ষমূলেষু সংসক্তান্ পশ্য লক্ষ্মণ সাম্প্রতম্॥ ১৯

'সুমিত্রানন্দন ভাই লক্ষ্মণ! দেখো, নিজ নিজ গৃহের প্রতি অনাসক্ত, কিন্তু আমাদের প্রতি আসক্ত এই পুরবাসীগণ বৃক্ষমূল আশ্রয় করে ঘুমিয়ে আছে।

যথৈতে নিয়মং পৌরাঃ কুর্বন্ত্যস্মন্নিবর্তনে।
অপি প্রাণান্ ন্যসিষ্যন্তি ন তু ত্যক্ষ্যন্তি নিশ্চয়ম্॥ ২০

'এই পরিজনেরা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এমনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, মনে হচ্ছে এরা প্রাণ বিসর্জন দেবে কিন্তু প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করবে না।

যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু।
রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পন্থানমকুতোভয়ম্॥ ২১

'অতএব, এরা যতক্ষণ নিদ্রিত আছে তার মধ্যেই আমরা শীঘ্র রথে আরোহণ করে নির্ভয়ে বনের পথে চলে যাই।

অতো ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ।
স্বপেয়ুরনুরক্তা মা বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ॥ ২২

'তা হলে, তখন আর ইক্ষ্বাকুকুলের অনুরক্ত পুরবাসীরা বৃক্ষমূল আশ্রয় করে নিদ্রা যাবে না।

পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্ দুঃখাদ্ বিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ।
ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ॥ ২৩

'পৌরজনদের স্বকৃত-দুঃখ থেকে মুক্ত করা রাজপুত্রদের কর্তব্য, কিন্তু রাজপুত্রদের স্বকৃত দুঃখে পুরবাসীদের যুক্ত করা উচিত নয়।'

অব্রবীল্লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ ধর্মমিব স্থিতম্।
রোচতে মে তথা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি॥ ২৪

এই কথা শুনে সাক্ষাৎ ধর্মের ন্যায় অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বললেন— 'প্রাজ্ঞ! এই কথা আমার মনের মতো হয়েছে; অতএব শীঘ্র রথে আরোহণ করুন।'

অথ রামোঽব্রবীৎ সূতং শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ।
গমিষ্যামি ততোঽরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো॥ ২৫

তখন রাম সূতকে বললেন, 'মহাশয়! শীঘ্র এখান থেকে চলে চলুন, শীঘ্র রথ সংযোজনা করুন, এখান থেকে অন্য অরণ্যে চলে যাব।'

সূতস্ততঃ সংত্বরিতঃ স্যন্দনং তৈর্হয়োত্তমৈঃ।
যোজয়িত্বা তু রামস্য প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ॥ ২৬

সারথি সুমন্ত্র তখন সত্বর রথে উত্তম অশ্ব জুড়ে দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে বললেন—

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাং বর।
ত্বরয়াঽঽরোহ ভদ্রং তে সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ২৭

'রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর! আপনার রথ সংযোজিত করা হয়েছে। আপনার কল্যাণ হোক। সীতা ও লক্ষ্মণসহ আপনি শীঘ্র রথে আরোহণ করুন।'

তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রগামাকুলাবর্তাং তমসামতরন্নদীম্॥ ২৮

সপরিবার ও অস্ত্র-বস্ত্রাদিসহ রঘুনন্দন রাম সেই রথে আরোহণ করে দ্রুত বহমানা আবর্তসঙ্কুলা তমসা নদী পার হয়ে গেলেন।

স সন্তীর্য মহাবাহুঃ শ্রীমাঞ্ছিবমকণ্টকম্।
প্রাপদ্যত মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্॥ ২৯

মহাবীর শ্রীমান রাম সেই নদী পার হয়ে কণ্টকশূন্য কল্যাণপ্রদ এবং সর্বত্র ভয়দর্শনকারীদের কাছে অভয়প্রদ পথে উপস্থিত হলেন।

মোহনার্থং তু পৌরাণাং সূতং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রয়াহি ত্বং রথমারুহ্য সারথে॥ ৩০
মুহূর্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্তয় রথং পুনঃ।
যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ॥ ৩১

নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে পুরবাসীরা যাতে শ্রীরামের যাত্রাপথ চিনে তাঁর অন্বেষণে যেতে না পারে, তাই পুরবাসীদের ছলনা করার জন্য রামচন্দ্র সূতকে বললেন —'সারথে! আপনি রথে আরোহণ করে উত্তরদিকে যান; কয়েক মুহূর্ত দ্রুত গমন করে আবার রথকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন; যাতে পুরবাসীরা আমার গতিপথ বুঝতে না পারে, একাগ্রভাবে তাই করুন।'

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রে চ সারথিঃ।
প্রত্যাগম্য চ রামস্য স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ॥ ৩২

রামের নির্দেশ শুনে সারথি তাই করলেন, রামের রথটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁকে জানালেন।

তৌ সম্প্রযুক্তং তু রথং সমাস্থিতৌ
তদা সসীতৌ রঘুবংশবর্ধনৌ।
প্রচোদয়ামাস ততস্তুরঙ্গমান্
স সারথির্যেন পথা তপোবনম্॥ ৩৩

তখন, রঘুবংশের গৌরববর্ধক রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে অশ্বযুক্ত সেই রথে আসীন হলে, যে পথে তপোবনে যাওয়া যায়, সারথি সেই পথে অশ্বচালনা করলেন।

ততঃ সমাস্থায় রথং মহারথঃ
সুসারথির্দাশরথির্বনং যযৌ।
উদঙ্মুখং তং তু রথং চকার
প্রয়াণমাঙ্গল্যনিমিত্তদর্শনাৎ ॥ ৩৪

এবার মহাবীর দশরথনন্দন রাম সারথির সঙ্গে রথে আরূঢ় হয়ে বনে যাত্রা করলেন ; যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক দর্শনের জন্য তিনি রথের অশ্বকে উত্তরদিকে চালনা করালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত পুরবাসিগণ কর্তৃক রাম-সীতা-লক্ষ্মণের অদর্শনজনিত বিলাপ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা।
শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে অযোধ্যা-পুরবাসীরা রঘুনন্দনকে না দেখতে পেয়ে হতচেতন হয়ে গেল এবং শোকাহত অবস্থায় রামাদির অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট রইল।

শোকজাশ্রুপরিদ্যুনা বীক্ষমাণাস্ততস্ততঃ।
আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥ ২

দুঃখিত পুরবাসীরা শোকাশ্রু-বর্ষণহেতু ক্ষীণ দেহে এদিক-ওদিক ভালোভাবে খোঁজ করেও শ্রীরামকে পাওয়ার আশার আলোও দেখতে পেল না।

তে বিষাদার্তবদনা রহিতাস্তেন ধীমতা।
কৃপণাঃ করুণা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ ॥ ৩

ধীমান রাম কর্তৃক বিচ্ছিন্ন পুরবাসীদের মুখে নেমে এল বিষণ্ণতা ; বিষাদক্লিষ্ট মনীষিগণ করুণামাখা স্বরে বলতে লাগলেন—

ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতসঃ।
নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথুরস্কং মহাভুজম্‌ ॥ ৪

'হায় ! যে নিদ্রা হেতু অচেতন হয়ে আমরা আজ বিশালবক্ষা মহাবাহু রামকে দেখতে পেলাম না, সেই নিদ্রাকে ধিক্‌।

কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিতথক্রিয়ঃ।
ভক্তং জনমভিত্যজ্য প্রবাসং তাপসো গতঃ ॥ ৫

'মহাবীর ও সত্যকর্মা তপস্বী রাম ভক্তজনদের পরিত্যাগ করে কীভাবে বনে চলে গেলেন !

যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান্‌।
কথং রঘূণাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা নো বিপিনং গতঃ ॥ ৬

'পিতা আপন ঔরসজাত পুত্রকে যেমন, সেইরকমভাবে যিনি সর্বদা আমাদের পালন করেন, রঘুশ্রেষ্ঠ সেই রাম কী করে আমাদের ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন !

ইহৈব নিধনং যাম মহাপ্রস্থানমেব বা।
রামেণ রহিতানাং নো কিমর্থং জীবিতং হিতম্‌ ॥ ৭

'আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ অথবা মহাপ্রস্থান করব, রামকে ছাড়া আমাদের জীবনের কল্যাণ কীভাবে সাধিত হবে !

সন্তি শুষ্কাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ।
তৈঃ প্রজ্বাল্য চিতাং সর্বে প্রবিশামোঽথবা বয়ম্‌ ॥ ৮

'অথবা এখানে অনেক বড় বড় শুকনো কাঠ আছে, সেইগুলি দিয়ে চিতা জ্বেলে আমরা সকলে তাতে প্রবেশ করব !

কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ।
নীতঃ স রাঘবোঽস্মাভিরিতি বক্তুং কথং ক্ষমম্‌ ॥ ৯

'যদি অযোধ্যাবাসীরা আমাদের কাছে শ্রীরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, তবে কী করে বলব, আমরা

সুবীর, অদোষদর্শী, প্রিয়ভাষী রঘুনন্দনকে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখে এসেছি?

ন পুনঃ নগরী দীনা দ্রষ্টাস্মান্ রাঘবং বিনা।
ভবিষ্যতি নিরানন্দা সস্ত্রীবালবয়োঽধিকা॥ ১০

'রঘুনন্দন রামকে ছাড়া আমাদের দেখে স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধসহ সারা অযোধ্যানগরী নিশ্চয়ই আনন্দশূন্য হয়ে যাবে।

নির্যাতাস্তেন বীরেণ সহ নিত্যং মহাত্মনা।
বিহীনাস্তেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তাং পুরীম্॥ ১১

'সেই মহাত্মা বীরের সঙ্গে সর্বদা অবস্থান করার জন্য আমরা অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, এখন তাঁকে ছাড়া কেমন করে আবার সেই নগরীকে দেখব?'

ইতীব বহুধা বাচো বাহুমুদ্যম্য তে জনাঃ।
বিলপন্তি স্ম দুঃখার্তা হৃতবৎসা ইবাগ্রগাঃ॥ ১২

বাছুর হারিয়ে আগে আগে দ্রুত দৌড়াচ্ছে এমন শোকার্ত গাভীর মতো অযোধ্যাবাসী জনগণ আকাশের দিকে দুই হাত তুলে নানা কথায় বিলাপ করতে লাগল।

ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিৎ ততঃ ক্ষণম্।
মার্গনাশাদ্ বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ॥ ১৩

তারপর রথের চাকার চিহ্ন ধরে পথ অনুসরণ করে, কিছু পথ গিয়ে আর চাকার চিহ্ন না থাকায় পথের শেষে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

রথমার্গানুসারেণ ন্যাবর্তন্ত মনস্বিনঃ।
কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি॥ ১৪

তখন সেই দৃঢ়চিত্ত জনগণ, 'এ কী! দৈবতাড়িত আমরা কী করব?' এই বলে, রথের চাকার দাগ অনুসরণ করে আবার অযোধ্যায় ফিরে গেল।

তদা যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ।
অযোধ্যামগমন্ সর্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাম্॥ ১৫

তখন, যে পথে এসেছিল, ক্লান্ত চিত্তে সেই পথেই শ্রীরামের জন্য ব্যথিত হৃদয় সৎপুরুষ-সেবিত-অযোধ্যায় ফিরে গেল।

আলোক্য নগরীং তাং চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ।
আবর্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ॥ ১৬

শ্রীরামের বিচ্ছেদে ব্যাকুলহৃদয়ে তারা সেই অযোধ্যানগরীকে দেখে শোকব্যথিত নেত্রে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা॥ ১৭

তারা বলতে লাগল— 'নদীর উৎস বৃহৎ হ্রদ থেকে সাপগুলিকে গরুড় তুলে নিলে শোভাহীন সেই নদীর মতো শ্রীরামবিহীন এই অযোধ্যা শোভাহীন হয়ে পড়েছে।'

চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্।
অপশ্যন্ নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ॥ ১৮

চন্দ্রহীন আকাশের মতো তথা জলহীন সমুদ্রের মতো আনন্দহীন অযোধ্যানগরীকে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

তে তানি বেশ্মানি মহাধনানি
দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশন্তঃ।
নৈব প্রজজ্ঞুঃ স্বজনং পরং বা
নিরীক্ষমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ॥ ১৯

শোকাহত হৃদয়ে তারা নিজেদের মহৈশ্বর্যপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করে, নিরানন্দ মনে সবকিছু দেখেও আত্মপরবোধহীন হয়ে পড়েছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

অযোধ্যাবাসিনী রমণীদের বিলাপ এবং শ্রীরাম ব্যতীত প্রত্যাগত পতিদের প্রতি ভর্ৎসনা

তেষামেবং বিষণ্ণানাং পীড়িতানামতীব চ।
বাষ্পবিপ্লুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষয়া॥ ১
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্।
উদ্‌গতানীব সত্ত্বানি বভূবুরমনস্বিনাম্॥ ২

এইভাবে বিষণ্ণ ও অত্যন্ত পীড়িত, রামের অনুসরণে নিবৃত্ত বাষ্পাকুলিত নয়নে হতভাগ্য শোকার্ত সেই অযোধ্যানগরবাসীদের মুমূর্ষু প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্বং স্বং নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ॥ ৩

অযোধ্যাবাসী সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসে এবং স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাষ্পাকুলিত আননে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

ন চাহৃষ্যন্ ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ॥ ৪

রাম না-থাকায় অযোধ্যাবাসীদের মনে আনন্দ ছিল না, দেহের সুখও ছিল না ; বণিকেরা দোকান সাজিয়ে বসেনি, তাই সেখানে পণ্যসামগ্রীও ছিল না। গৃহস্থেরা রান্নাও করেনি।

নষ্টং দৃষ্ট্বা নাভ্যনন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাপ্যনন্দত॥ ৫

রামকে ছাড়া অযোধ্যাবাসী কেউই হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের পুনঃপ্রাপ্তি বা প্রভূত ধনাগম দেখেও আনন্দিত হচ্ছে না ; (নবীনা) জননী প্রথম-জাতপুত্র লাভ করেও উল্লসিতা হচ্ছেন না।

গৃহে গৃহে রুদত্যশ্চ ভর্তারং গৃহমাগতম্।
ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্তা বাগ্‌ভিস্তোত্ত্রৈরিব দ্বিপান্॥ ৬

প্রতিগৃহে শোকার্ত ও রোদনকারী পত্নীরা শ্রীরামকে ছাড়াই গৃহাগত স্বামীদের প্রতি, অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে যেমন সেইরকম বাক্যবাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা।
পুত্রৈর্বাপি সুখৈর্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবম্॥ ৭

তাদের পত্নীরা বলতে লাগল—'যারা রামকে দেখতে পাচ্ছে না তাদের গৃহ, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত অথবা সুখের কী প্রয়োজন ?

একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে॥ ৮

'এই সংসারে লক্ষ্মণই একমাত্র সৎপুরুষ, যিনি শ্রীরামের পরিচর্যা করার জন্য, সীতার সঙ্গে বনে অনুগমন করেছেন।

আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ সরাংসি চ।
যেষু যাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি॥ ৯

'কাকুৎস্থ রাম যেতে যেতে যাদের জলে স্নান করবেন, সেই পুণ্যসলিলা নদী এবং পদ্মসরোবরগুলি পবিত্র হয়ে যাবে।

শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ॥ ১০

'রমণীয় কাননযুক্ত বনভূমি, প্রভূত জলময় নদীসকল এবং সানুদেশযুক্ত পর্বতসমূহ কাকুৎস্থ রামের শোভাবর্ধন করবে।

কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্॥ ১১

'বন অথবা পর্বত, যেখানেই রাম যাবেন, (তারা সকলে) তাঁকে প্রিয় অতিথির মতো বরণ না-করে থাকতে পারবে না।

বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥ ১২

'মঞ্জরি সমাবৃত বিচিত্র পুষ্পশোভিত ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত বৃক্ষগুলি রামচন্দ্রকে শোভাপ্রদর্শন করবে।

অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পানি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতম্॥ ১৩

'পর্বতগুলি বনবাসে আগত রামকে সাদরে অকালের শ্রেষ্ঠ ফুল ও ফল উপহার স্বরূপ দান করবে।

প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্॥ ১৪

'পর্বতগুলি বিচিত্র সব ঝর্ণা প্রদর্শন করিয়ে প্রচুর নির্মল জল প্রবাহিত করবে।

পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ॥ ১৫

'পর্বতচূড়ায় বিরাজিত তরুরাজি রঘুনন্দনের আনন্দ-বিধান করবে; যেখানে শ্রীরাম সেখানে না-আছে ভয়, না-আছে পরাভব।

স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ।
পুরা ভবতি নোঽদূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্॥ ১৬

'রাজা দশরথের বীর পুত্র দৃঢ়বাহু রাম বেশি দূরে যাননি, আমাদের নিকটেই আছেন; অতএব আমরা অদূরে থেকেই সেই রঘুনন্দনকে অনুসরণ করব।

পাদচ্ছায়া সুখং ভর্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ।
স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্॥ ১৭

'তাঁর সদৃশ মহাপ্রাণ প্রভুর চরণের ছায়া-ই সুখকর; এই জনগণের তিনিই প্রভু, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই পরম আশ্রয়স্থল।'

বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ং চ রাঘবম্।
ইতি পৌরস্ত্রিয়োভার্তৃন দুঃখার্তাস্তত্তদব্রুবন্॥ ১৮

শোকার্তা পুরপত্নীগণ তাঁদের স্ব স্ব পতিকে বললেন—'আমরা সীতার পরিচর্যা করব, আর তোমরা করবে রাঘবের।

যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগক্ষেমং বিধাস্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি॥ ১৯

'অরণ্যে রঘুনন্দন রাম তোমাদের (পুরুষদের) যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ)-এর বিধান করবেন, আর সীতা নারীদের যোগক্ষেমের বিধান করবেন।

কো ন্বনেনাপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ।
সম্প্রীয়েতামনোজ্ঞেন বাসেন হৃতচেতসা॥ ২০

'কোন্ ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি এই আনন্দহীন উৎকণ্ঠিত-জনসমন্বিত অসুন্দর রাজ্যে বাস করে প্রীতিলাভ করবে!

কৈকেয্যা যদি চেদ্ রাজ্যং স্যাদধর্ম্যমনাথবৎ।
ন হি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ॥ ২১

'কৈকেয়ীর অধীন হলে এই রাজ্য ধর্মহীন অনাথ হয়ে যাবে; তখন এই রাজ্যে আমাদের জীবনেরই কোনও মূল্য থাকবে না, পুত্র এবং ধনৈশ্বর্যের আর কথা কী?

যয়া পুত্রশ্চ ভর্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্যকারণাৎ।
কং সা পরিহরেদন্যং কৈকেয়ী কুলপাংসনী॥ ২২

'যে ঐশ্বর্যের জন্য স্বামী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী আর কাকেই বা না ত্যাগ করবে?

কৈকেয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতকা হি বসেমহি।
জীবন্ত্যা জাতু জীবন্ত্যঃ পুত্রৈরপি শপামহে॥ ২৩

'আমাদের জীবন এবং পুত্রের নামে শপথ করছি—কৈকেয়ীর রাজত্বে আমরা দাসীর মতো জীবনধারণ করে বাস করতে পারব না।

যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রবাসয়তি নির্ঘৃণা।
কস্তাং প্রাপ্য সুখং জীবেদধর্ম্যাং দুষ্টচারিণীম্॥ ২৪

'যে নিষ্ঠুরা নারী মহারাজের পুত্রকে নির্বাসিত করল, সেই ধর্মহীনা দুর্বৃত্তাকে পেয়ে কে সুখে জীবনধারণ করতে সমর্থ হবে?

উপদ্রুতমিদং সর্বমনালম্ভমনায়কম্।
কৈকেয্যাস্তু কৃতে সর্বং বিনাশমুপয়াস্যতি॥ ২৫

'কৈকেয়ীর কারণে সারা রাজ্য অনাথ ও নিরাশ্রয় হয়ে যাবে এবং সবকিছুর বিনাশপ্রাপ্তি ঘটবে।

নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ।
মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরম্॥ ২৬

'রাম নির্বাসিত হলে, রাজা দশরথ বাঁচবেন না, দশরথের মৃত্যু হলে তখন প্রকাশমান সবকিছুরই বিনাশ ঘটবে।

তে বিষং পিবতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাঃ সুদুঃখিতাঃ।
রাঘবং বানুগচ্ছধ্বমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত॥ ২৭

'তোমাদের পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অতীব দুঃখিত। তোমরা বিষকে পানীয়ের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে পান করো, অথবা রঘুনন্দন রামের অনুসরণ করো; অথবা যেখানে কৈকেয়ীর নামও শোনা যায় না সেইরকম স্থানে চলে যাও।

মিথ্যাপ্রব্রাজিতো রামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।

ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা॥ ২৮

'পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম বৃথাই নির্বাসিত হয়েছেন ; আর কসাইয়ের কাছে বধ্য পশুর মতো আমরাও ভরতের কাছে বাঁধা পড়লাম।

পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্বজঃ॥ ২৯
পূর্বাভিভাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ।
সৌম্যশ্চ সর্বলোকস্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩০
নূনং পুরুষশার্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ।
শোভয়িষ্যত্যরণ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ॥ ৩১

'পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট, শ্যামল, স্কন্ধ ও বক্ষের অস্থি মাংসল, শত্রুজিৎ, আজানুলম্বিত বাহু, কমল লোচন, স্বয়ং পূর্বেই মধুরভাষী, সত্যবাদী, মহাবলবান, সকলের চক্ষে সৌম্যদর্শন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, মত্তহস্তীতুল্য বিক্রমশালী, নরব্যাঘ্র মহাবীর রাম—লক্ষ্মণের অগ্রজ ভ্রাতা ; তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন অরণ্যের শোভা বর্ধিত হয়।'

তাস্তথা বিলপন্ত্যস্তু নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ।
চুক্রুশুর্দুঃখসন্তপ্তা মৃত্যোরিব ভয়াগমে॥ ৩২

মৃত্যুভয়ে লোকে যেমন বিলাপ করে, সেইরকম অযোধ্যার নাগরিকদের দুঃখসন্তপ্ত পত্নীরা কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যেবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেশ্মসু রাঘবম্।
জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্তত॥ ৩৩

অযোধ্যার প্রতিগৃহে স্ত্রীলোকেরা রঘুনন্দন শ্রীরামের উদ্দেশ্যে এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে যথাসময়ে সূর্য অস্ত গেল এবং রাত্রির আগমন হল।

নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায়সৎকথা।
তিমিরেণাভিলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ॥ ৩৪

সেই সময় অগ্নির তাপ বিনষ্ট হল, সায়ংকালীন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল না, বেদাধ্যয়ন ও সৎকথার আলোচনা হল না ; অযোধ্যানগরী অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

উপশান্তবণিক্‌পণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া।
অযোধ্যা নগরী চাসীন্নষ্টতারমিবাম্বরম্॥ ৩৫

বণিকদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ, অযোধ্যাবাসী সকলে নিরানন্দ ও নিরাশ্রয় ; নক্ষত্রশূন্য আকাশের মতো (রামশূন্য) অযোধ্যার অবস্থা।

তদা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা
যথা সুতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে।
বিলপ্য দীনা রুরুদুর্বিচেতসঃ
সুতৈর্হি তাসামধিকোঽপি সোঽভবৎ॥ ৩৬

পুত্র বা ভ্রাতা নির্বাসিত হলে যেমন হয়, সেইরকমভাবে অযোধ্যাবাসিনীরা রামের জন্য কাতরা হয়েছিলেন ; তাঁদের কাছে রাম পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তাই তাঁরা দীনভাবে অচেতনের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

প্রশান্তগীতোৎসবনৃত্যবাদনা
বিভ্রষ্টহর্ষা বিহিতাপণোদয়া।
তদা হ্যযোধ্যা নগরী বভূব সা
মহার্ণবঃ সংক্ষিপিতোদকো যথা॥ ৩৭

তখন, দোকান-বাজার এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, আনন্দহীন সেই অযোধ্যা-নগরীর অবস্থা জলহীন মহাসমুদ্রের মতো হয়েছিল।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

———○———

একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

গ্রামবাসীদের মুখে রাম-প্রীতিমূলক কথা শুনতে শুনতে শ্রীরাম প্রভৃতির কোশলদেশ অতিক্রম এবং বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী উত্তরণ

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরম্।
জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্॥ ১

পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামও পিতার নির্দেশ স্মরণ করে অবশিষ্ট রাত্রির মধ্যেই বহুদূর চলে গেলেন।

তথৈব গচ্ছতস্তস্য ব্যপায়াদ্ রজনী শিবা।
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ানতাগাহত॥ ২

তিনি এইভাবে যেতে যেতে মঙ্গলময়ী রাত্রি শেষ হল (রাত্রি প্রভাত হল); তখন কল্যাণকারী প্রাতঃ-সন্ধ্যার উপাসনা করে বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করে চলতে লাগলেন।

গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ॥ ৩

সীমান্তভূমি কর্ষিত হয়েছে এমন গ্রামসকল এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পময় বনভূমিসকল দেখতে দেখতে শ্রেষ্ঠ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বহির্দৃশ্য দর্শনে মোহিত হওয়ায় এবং অশ্বের গতি বুঝতে না পারায় মনে হচ্ছিল যেন ধীরে সুস্থে চলেছেন।

শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাস্থিতম্॥ ৪
হা নৃশংসাদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপানুবন্ধিনী।
তীক্ষ্ণা সম্ভিন্নমর্যাদা তীক্ষ্ণকর্মণি বর্ততে॥ ৫
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞঃ প্রবাসয়তি ধার্মিকম্।
বনবাসে মহাপ্রাজ্ঞং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৬
কথং নাম মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী।
সদা সুখেষ্বভিরতা দুঃখান্যনুভবিষ্যতি॥ ৭
অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।
প্রজানামনঘং রামং পরিত্যক্তুমিহেচ্ছতি॥ ৮
এতা বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
শৃণ্বন্নতিযযৌ বীরঃ কোসলান্ কোসলেশ্বরঃ॥ ৯

'কাম-বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্! হায়! নিষ্ঠুরা পাপীয়সী, পাপকর্মে অনুলিপ্তা, ক্রূরস্বভাবা, মর্যাদালঙ্ঘন-কারিণী কৈকেয়ী রাজা দশরথের ধার্মিক, মহাপ্রাজ্ঞ, প্রজাদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করে নিষ্ঠুর কর্মে লিপ্ত হয়েছেন; সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্তা মহাভাগ্যবতী জনকনন্দিনী সীতা কেমন করে এই বনবাসের দুঃখ ভোগ করবেন? হায়! নিজপুত্রের প্রতি স্নেহহীন রাজা দশরথ প্রজাদের কল্যাণকারী রামকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন!' —গ্রামবাসীদের এইসকল কথা শুনতে শুনতে কোশলপতি বীর রামচন্দ্র কোশলদেশ অতিক্রম করে গেলেন।

ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্।
উত্তীর্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশম্॥ ১০

অতঃপর সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র পবিত্রবারিবহা 'বেদশ্রুতি' নামক নদী পার হয়ে মহর্ষি অগস্ত্য-অধ্যুষিত দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন।

গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।
গোমতীং গোযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমাম্॥ ১১

দীর্ঘ সময় গমন করে অতঃপর গোচরভূমিযুক্ত শীতল জলপ্রবাহ সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হলেন।

গোমতীং চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ।
ময়ূরহংসাভিরুতাং ততার স্যন্দিকাং নদীম্॥ ১২

রঘুনন্দন রাম দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে গোমতী নদীও অতিক্রম করে (পার হয়ে) ময়ূর এবং হংসের কলকূজনে মুখরিত স্যন্দিকা নদী পার হলেন।

স মহীং মনুনা রাজ্ঞা দত্তামিক্ষ্বাকবে পুরা।
স্ফীতাং রাষ্ট্রবৃতাং রামো বৈদেহীমন্বদর্শয়ৎ॥ ১৩

প্রাচীনকালে রাজা মনু কর্তৃক ইক্ষ্বাকুকে প্রদত্ত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি রামচন্দ্র বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখাতে লাগলেন।

সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমীক্ষ্ণশঃ।
হংসমত্তস্বরঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৪

মত্ত হংসের স্বরবিশিষ্ট শ্রীমান পুরুষোত্তম রাম সারথিকে বারবার 'সূত' সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—

কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে।
মৃগয়াং পর্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ॥ ১৫

'আমি আবার কবে ফিরে এসে মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হব, এবং সরযূ নদীর পার্শ্ববর্তী তটস্থিত পুষ্পিত কাননে মৃগয়ার জন্য ভ্রমণ করব ?

নাত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং সরযূবনে।
রতির্হ্যেষাতুলা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা॥ ১৬

'সরযূতীরস্থ বনে বনে মৃগয়া-ক্রীড়াকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু রাজর্ষিগণ একে অতুলনীয়া রতিক্রিয়া রূপে স্বীকার করেছেন।

রাজর্ষীণাং হি লোকেঽস্মিন্ রত্যর্থং মৃগয়া বনে।
কালে কৃতাং তাং মনুজৈর্ধন্বিনামভিকাঙ্ক্ষিতাম্॥ ১৭

'এই সংসারে রাজর্ষিদের আনন্দের জন্য বনে বনে মৃগয়াই কালক্রমে ধনুর্ধারীদের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দক্রীড়া রূপে কৃত হয়।'

স তমধ্বানমৈক্ষ্বাকঃ সূতং মধুরয়া গিরা।
তং তমর্থমভিপ্রেত্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্॥ ১৮

ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন রাম সারথিকে উদ্দেশ্য করে মধুর ভাষায় এই সকল সার্থক বাক্য বলতে বলতে সেই পথ চলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

কোশলদেশ অতিক্রম করে অযোধ্যাভিমুখী রামের অযোধ্যা থেকে বিদায় প্রার্থনা করে গঙ্গার মনোরম শোভা দেখতে দেখতে শৃঙ্গবেরপুরীতে উপস্থিত হওয়া ; সেখানে মিত্র গুহ কর্তৃক সৎকৃত হয়ে সুমহান ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে সীতাসহ রাত্রিযাপন করা ; লক্ষ্মণ, গুহ এবং সূতের পরস্পর আলাপচারিতা দ্বারা রামের প্রহরায় অদূরে বৃক্ষতলে অবস্থান

বিশালান্ কোসলান্ রম্যান্ যাত্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
অযোধ্যামুন্মুখো ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

লক্ষ্মণাগ্রজ ধীমান রামচন্দ্র রমণীয় বিস্তীর্ণ কোশলদেশের সীমা অতিক্রম করে, অযোধ্যার দিকে মুখ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ॥ ২

'কাকুৎস্থবংশীয় রাজাদের দ্বারা পালিতা অয়ি নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যা, তোমাকে বিদায় ! তোমার মধ্যে বাস করে যে সকল দেবতা তোমায় পালন করেছেন তাঁদেরও জানাই বিদায়।

নিবৃত্তবনবাস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সংগতঃ॥ ৩

'বনবাসান্তে প্রত্যাবৃত হয়ে পিতা দশরথের ঋণ থেকে মুক্ত হব এবং মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাকেও আবার দেখব।'

ততো রুচিরতাম্রাক্ষো ভুজমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোঽব্রবীজ্জানপদং জনম্॥ ৪

অতঃপর মনোরম তাম্রবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট দুঃখী রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে জনপদবাসী জনগণকে বললেন—

অনুক্রোশো দয়া চৈব যথার্হং ময়ি বঃ কৃতঃ।
চিরং দুঃখস্য পাপীয়ো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে॥ ৫

'আমার প্রতি তোমরা যথোচিত দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেছ ; দীর্ঘকাল দুঃখ-সহনে পাপভাগী হতে হয়। অতএব স্বকর্মে গমন করো (রত হও)।'

তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৬

জনপদবাসী জনগণ মহাত্মা রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে করুণ বিলাপ করতে করতে যাওয়ার সময়

কখনো-কখনো দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

তথা বিলপতাং তেষামতৃপ্তানাং চ রাঘবঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে।। ৭

সায়ংকালে অস্তাচলগামী সূর্যের মতো, রঘুনন্দন রাম বিলাপরত অতৃপ্ত জনপদবাসীদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীলজনাঞ্ছিবান্।
অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্।। ৮
উদ্যানাম্রবণোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্।
তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্।। ৯
লক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্।
রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোসলানত্যবর্তত।। ১০

অতঃপর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম রথারূঢ় হয়ে, শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এবং দানশীল অকুতোভয় স্বাস্থ্যবান নির্ভীক জনগণ-সেবিত মঙ্গলময় কোশলদেশ অতিক্রম করে গেলেন ; যে কোশলদেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধ, রমণীয় দেবালয় ও যজ্ঞীয় যূপ-সমাবৃত, উদ্যান ও আম্রকুঞ্জ সুশোভিত, বারিপূর্ণ জলাশয়সমূহশোভিত গোধন পরিপূর্ণ এবং সুমধুর বেদধ্বনি-মুখরিত।

মধ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্।
রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌ ধৃতিমতাং বরঃ।। ১১

শ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাম নরেন্দ্রোপভোগ্য রমণীয় উদ্যান-সমাকুল রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন।

তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামশৈবলাম্।
দদর্শ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামৃষিনিষেবিতাম্।। ১২

যেতে যেতে রাম ঋষিগণ-সেবিতা রমণীয়া শীতলজলসমৃদ্ধা, শৈবালহীনা ত্রিপথগামিনী (স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-পথগামিনী) গঙ্গা নদীকে দেখতে পেলেন।

আশ্রমৈরবিদূরস্থৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাম্।
কালেঽপ্সরোভির্হৃষ্টাভিঃ সেবিতাম্ভোহ্রদাং শিবাম্।। ১৩

অনতিদূরস্থ মনোরম আশ্রমশোভিতা এবং সময়ে সময়ে হৃষ্টা অপ্সরাগণ-সেবিতা পবিত্র জলকুণ্ডযুক্তা গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

দেবদানবগন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরূপশোভিতাম্।
নাগগন্ধর্বপত্নীভিঃ সেবিতাং সততং শিবাম্।। ১৪

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ তীরে ভ্রমণ এবং জলক্রীড়া দ্বারা যাঁর শোভাবর্ধন করেন এবং নাগপত্নীগণ ও গন্ধর্বপত্নীগণ সতত যাঁর সেবা করেন, সেই মঙ্গলমূর্তি গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

দেবাক্রীড়শতাকীর্ণাং দেবোদ্যানযুতাং নদীম্।
দেবার্থমাকাশগতাং বিখ্যাতাং দেবপদ্মিনীম্।। ১৫

উভয় তটভূমিতে শত শত দেবক্রীড়াস্থল-সমাকীর্ণা, দেবতাদের ভ্রমণার্থ উদ্যানযুক্তা এবং আকাশে প্রবাহিতা হয়ে প্রস্ফুটিত দেবপদ্মপূর্ণা নদী গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেননির্মলহাসিনীম্।
কচিদ্ বেণীকৃতজলাং কচিদাবর্তশোভিতাম্।। ১৬

নদীমধ্যস্থ প্রস্তরে জলের আঘাতজনিত শব্দ অট্টহাসির মতো, তরঙ্গজনিত ফেনা নির্মল হাসির মতো, কখনও জলের গতি বেণীর মতো, কখনও বা জলের আবর্তে শোভমানা গঙ্গাকে দেখলেন।

কচিৎ স্তিমিতগম্ভীরাং কচিদ্ বেগসমাকুলাম্।
কচিদ্ গম্ভীরনির্ঘোষাং কচিদ্ ভৈরবনিঃস্বনাম্।। ১৭

কোথাও অচঞ্চল এবং গম্ভীর, কোথাও বেগবতী, কোথাও বা গতিবেগের শব্দ গম্ভীর আবার কোথাও বা উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর নিনাদিনী এইরকম গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

দেবসংঘাপ্লুতজলাং নির্মলোৎপলসংকুলাম্।
কচিদাভোগপুলিনাং কচিন্নির্মলবালুকাম্।। ১৮

কোথাও কোথাও স্বচ্ছ বালুকাময় বিস্তৃত তটভূমি, আবার কোথাও মনোরম উৎপল সমাকীর্ণ তার জলরাশিমধ্যে দেবগণ সানন্দে স্নানরতা—এইরকম গঙ্গানদীকে দেখতে পেলেন।

হংসসারসসংঘুষ্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্।
সদামত্তৈশ্চ বিহগৈরভিপন্নামনিন্দিতাম্।। ১৯

কোথাও হংস এবং সারসদের কূজনে নদীতীর মুখরিত, কোথাও বা চক্রবাক এবং মদমত্ত পক্ষিকুল নদীতীরের শোভাবর্ধন করছে (এমন গঙ্গানদী দেখতে পেলেন)।

কচিৎ তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্।
কচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং কচিৎ পদ্মবনাকুলাম্।। ২০

কোথাও তীরবর্তী বৃক্ষসকল মালার মতো শোভা পাচ্ছে, কোথাও বা প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম আবার কোথাও বা রক্তপদ্মের সমাবেশ (এইরকম গঙ্গানদীকে দেখতে পেলেন)।

ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুড্মলৈরুপশোভিতাম্।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ॥ ২১
ব্যপেতমলসংঘাতাং মণিনির্মলদর্শনাম্।

কোথাও কুমুদ এবং অন্যান্য নানা পুষ্পের মুকুলে সুশোভিতা এবং পুষ্পপরাগে সমাচ্ছন্না মদবিহ্বলা প্রমদার ন্যায় এবং পাপরাশি বিদূরণকারী ও মণির ন্যায় স্বচ্ছ (গঙ্গাকে দেখলেন)।

দিশাগজৈর্বনগজৈর্মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ॥ ২২
দেবরাজোপবাহৌশ্চ সন্নাদিতবনান্তরাম্।

মদমত্ত দিগ্‌হস্তী, বনহস্তী এবং দেবরাজের বাহন গজশ্রেষ্ঠের নিনাদে মুখরিত বনভূমিযুক্ত গঙ্গাকে দেখলেন।

প্রমদামিব যত্নেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ॥ ২৩
ফলপুষ্পৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাং গুল্মৈর্দ্বিজৈস্তথা।
বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যামপাপাং পাপনাশিনীম্॥ ২৪

উত্তম অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী রমণীর মতো, তথা ফল, পুষ্প, নবপল্লব, গুল্ম এবং পক্ষিকুল সমাবৃতা, বিষ্ণুপাদচ্যুতা পাপরহিতা, পাপনাশিনী গঙ্গাকে দেখলেন।

শিংশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ ভুজংগৈশ্চ সমন্বিতাম্।
শংকরস্য জটাজুটাদ্ ভ্রষ্টাং সাগরতেজসা॥ ২৫
সমুদ্রমহিষীং গঙ্গাং সারসক্রৌঞ্চনাদিতাম্।
আসসাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি॥ ২৬

মহাবীর রামচন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে শুশুক, কুমির এবং সর্পসঙ্কুলা, সগরসন্তান ভগীরথের তপস্যাপূত তেজঃসম্ভূতা মহাদেবের জটাবিচ্যুতা সমুদ্রপত্নী গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।

তামূর্মিকলিলাবর্তামন্ববেক্ষ্য মহারথঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীৎ সূতমিহৈবাদ্য বসামহে॥ ২৭

তরঙ্গ ও আবর্তসঙ্কুলা গঙ্গাকে দেখে মহাবীর রাম সারথি সুমন্ত্রকে বললেন—'আমরা আজ এখানেই অবস্থান করব।

অবিদূরাদয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে॥ ২৮

'সারথে ! এই গঙ্গানদীর নিকটেই বহু পুষ্প ও কিশলয় সমন্বিত বিরাট ইঙ্গুদীবৃক্ষ অবস্থিত ; এখানেই আমরা রাত্রিযাপন করব।

প্রেক্ষামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সম্মান্যসলিলাং শিবাম্।
দেবমানবগন্ধর্বমৃগপন্নগপক্ষিণাম্ ॥ ২৯

দেবতা, মানব, গন্ধর্ব, সর্প, পশু ও পক্ষিগণ কর্তৃক যার জল সমাদরণীয়, কল্যাণস্বরূপা সেই নদীশ্রেষ্ঠাকে দেখতে পাব।'

লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং তদোপয়য়তুর্হয়ৈঃ॥ ৩০

তখন লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্র রঘুনন্দন রামকে 'বেশ তাই হোক', এই বলে অশ্বচালনা করে সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন।

রামোঽভিয়ায় তং রম্যং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
রথাদবতরৎ তস্মা সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৩১

ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রাম সেই রমণীয় বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে রথ থেকে অবতরণ করলেন।

সুমন্ত্রোঽপ্যবতীর্যাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩২

তারপর সুমন্ত্রও রথ থেকে অবতরণ করে উত্তম অশ্বগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রামের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হলেন।

তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ॥ ৩৩

শৃঙ্গবেরপুরে রামের প্রাণসম প্রাণপ্রিয় সখা গুহ নামে বলবান নিষাদরাজ স্থপতি বলে বিখ্যাত ছিলেন।

স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতম্।
বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাপ্যুপাগতঃ॥ ৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁর রাজ্যে এসেছেন শুনে তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ ও আত্মীয়গণ পরিবৃত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

ততো নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতম্।
সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্ গুহেন সঃ॥ ৩৫

তখন দূর থেকেই নিষাদরাজ গুহকে উপস্থিত দেখে রাম সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তমার্তঃ সম্পরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণি তে॥ ৩৬
ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্।

রঘুনন্দন রামকে আলিঙ্গন করে শোকার্ত গুহ বললেন— 'রাম ! অযোধ্যা যেমন, সেইরকম এই নিষাদ রাজ্যও আপনার। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি ? হে মহাবীর ! আপনার সদৃশ এইরকম প্রিয় অতিথি কে পেতে পারে ?'

ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্॥ ৩৭
অর্ঘ্যং চোপানয়চ্ছীঘ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ।
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী॥ ৩৮
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ পেয়ং চ লেহ্যং চৈতদুপস্থিতম্।
শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনং চ তে॥ ৩৯

অতঃপর, সত্বর পৃথক পৃথকভাবে উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এবং অর্ঘ্য নিয়ে এলেন এবং বললেন— 'হে মহাবীর ! আপনাকে স্বাগত ; এই সমগ্র রাজ্য আপনারই ; আমরা আপনার ভৃত্য আর আপনিই প্রভু - -আপনি আমাদের শাসন করুন। আপনার জন্য এই অন্নাদি ভক্ষ্য, চর্ব, ভোজ্য, অন্নাদি-চাটনি, লেহ্য ও সরবৎ জলাদি পানীয়, পেয় এবং উত্তম শয্যাসকল, আর আপনার অশ্বের জন্য খাদ্যও আনীত হয়েছে।'

গুহমেবং ব্রুবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
অর্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্বদা বয়ম্॥ ৪০
পদ্ভ্যামভিগমাচ্চৈব স্নেহসংদর্শনেন চ।

গুহ এইভাবে বলায় রঘুনন্দন রাম প্রত্যুত্তরে বললেন— 'আপনি পায়ে হেঁটে এসে প্রীতি প্রদর্শন করায় আপনার দ্বারা আমরা সর্বদাই অর্চিত ও প্রীত।'

ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১
দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ।
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ॥ ৪২

মিত্র গুহকে এইসব কথা বলে, রাম সর্বদা সৎকর্মে লিপ্ত সুগোল বাহুদ্বয় দ্বারা গুহকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবার বললেন, 'গুহ ! সৌভাগ্যবশত সবান্ধব আপনাকে নিরোগ দেখছি, আপনার রাষ্ট্রের, মিত্রবর্গের এবং অরণ্যরাজ্যের কুশল তো !

যৎ ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্।
সর্বং তদনুজানামি নহি বর্তে প্রতিগ্রহে॥ ৪৩

আপনি প্রীতিবশত এই যা কিছু এনেছেন তা সব আমি স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু এখন পিতৃসত্য পালনার্থে বনবাসী হয়ে আমি তো প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) করতে পারি না।

কুশচীরাজিনধরং ফলমূলাশনং চ মাম্।
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তাপসং বনগোচরম্॥ ৪৪

'জেনে রাখুন, আমি এখন কুশ-বল্কল-মৃগচর্মধারী ও ফলমূলাহারী বনবাসী তপস্বী।

অশ্বানাং খাদনেনাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ।
এতাবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ॥ ৪৫

'আমি আমার অশ্বদের খাদ্য-প্রার্থী, অন্য কিছুরই নয় ; এতেই আমি আপনার কাছে সংকৃত সম্মানিত হব।

এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দশরথস্য মে।
এতৈ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চিতঃ॥ ৪৬

'এই অশ্বগুলি আমার পিতা রাজা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, এই অশ্বগুলির খাদ্যের সুব্যবস্থা হলেই আমি পূজিত (সম্মানিত) হব।'

অশ্বানাং প্রতিপানং চ খাদনং চৈব সোঽন্বশাৎ।
গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি॥ ৪৭

গুহ তাঁর লোকজনদের তখনই নির্দেশ দিলেন, 'শীঘ্র এই অশ্বদের খাদ্য ও পানীয় দাও।'

ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্॥ ৪৮

অতঃপর শ্রীরাম বল্কল নির্মিত উত্তরীয় ধারণ করে সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক সমাধা করলেন, তারপর ভোজনের অনুকল্পরূপে লক্ষ্মণ কর্তৃক আনীত জল পান করলেন।

তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ।
সভার্যস্য ততোঽভ্যেত্য তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ॥ ৪৯

অতঃপর পত্নী সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিশয্যায় শয়ন করলে লক্ষ্মণ তাঁর পদদ্বয় ধৌত করে কিছুদূরে একটি বৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থান করলেন।

গুহোঽপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষয়ন্।
অন্বজাগ্রৎ ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্ধরঃ॥ ৫০

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গুহ ও সূত (সুমন্ত্র)-এর সঙ্গে আলাপ করতে করতে সতর্কতার সঙ্গে ধনুর্ধারণ করে রামের প্রহরায় জেগে রইলেন।

তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো
মনস্বিনো দাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা
তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শর্বরী॥ ৫১

অতঃপর, যিনি দুঃখ কী যা কখনও দেখেননি, সুখভোগেই অভ্যস্ত, যশস্বী ও প্রশান্তমনা দৃঢ়চিত্ত সেই মহাত্মা রামচন্দ্র সেইভাবে ভূমিশয্যায় শায়িত থাকায় রাত্রি দীর্ঘায়িত হল (রাত্রি বিলম্বে প্রভাত হল)।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

—o—

একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

নিষাদরাজ গুহের নিকটে লক্ষ্মণের বিলাপ

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতরর্থায় লক্ষ্মণম্।
গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণকে বিনীতভাবে জেগে থাকতে দেখে শোকসন্তপ্ত গুহ তাঁকে বললেন—

ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্॥ ২

'বৎস ! এই সুখশয্যা তোমার জন্যই বিছানো হয়েছে ; হে রাজকুমার ! এখানে সুখে ভালোভাবে বিশ্রাম করো।

উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্॥ ৩

'বনবাসী এই লোকেরা ক্লেশ সহ্য করতে সমর্থ, কিন্তু তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ; অতএব কাকুৎস্থকুলতিলক শ্রীরাম-এর রক্ষার জন্য আমরা রাত্রিতে জেগে থাকব।

নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে॥ ৪

'সত্যের নামে শপথ করে তোমাকে সত্যিই বলছি—পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেউ নেই।

অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ।
ধর্মাবাপ্তিং চ বিপুলামর্থকামৌ চ পুষ্কলৌ॥ ৫

'শ্রীরামের অনুগ্রহেই এই পৃথিবীতে আমি বিস্তীর্ণ যশ, মহৎধর্ম এবং প্রভূত অর্থ ও কাম্যবস্তু-প্রাপ্তির আশা করি।

সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহ॥ ৬

'আত্মীয়বর্গের সঙ্গে ধনু হাতে নিয়ে আমি সীতার সঙ্গে শয়ান প্রিয়সখা রামকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করব।

ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যতিবলং সুমহৎ সন্তরেমহি॥ ৭

'এই বনে সর্বদা বিচরণ করি বলে এখানে আমার কিছুই অজানা নেই ; অতি বলবান সুমহান চতুরঙ্গের শক্তিকেও আমি অনায়াসে জয় করতে সমর্থ।

লক্ষ্মণস্তু ততোবাচ রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা॥ ৮
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।

শঙ্কা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা॥ ৯

তখন লক্ষ্মণ বললেন—'হে পূতচরিত্র নিষাদরাজ! ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনি আমাদের রক্ষা করলে, আমাদের আর কোনও ভয় নেই; কিন্তু, দাশরথি রাম পত্নী সীতার সঙ্গে ভূমিশয্যায় শয়ন করলে আমি কী করে নিদ্রা-সুখ অনুভব করি, আর কী করেই বা সুখে জীবনধারণ করি?

যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া॥ ১০

'দেবতা এবং অসুরেরা মিলিতভাবে যাঁর পরাক্রম সহ্য করতে পারে না, তাঁকে দেখুন পত্নী সীতার সঙ্গে তৃণ-শয্যায় কেমন সুখে নিদ্রিত আছেন!

যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ॥ ১১
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ১২

'রাজা দশরথ মন্ত্রজপ, তপস্যা এবং নানাবিধ পরাক্রমে নিজসদৃশ যোগ্য লক্ষণযুক্ত যে পুত্র লাভ করেছেন, সেই পুত্র নির্বাসিত হওয়ায় রাজা বেশিদিন বাঁচবেন না, পৃথিবীও শীঘ্রই বিধবা হবে।

বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষোপরতং তাত মন্যে রাজনিবেশনম্॥ ১৩

'ভাই নিষাদরাজ! মনে হচ্ছে অযোধ্যার রমণীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছেন; রাজবাড়ির চীৎকার এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্বে তে শর্বরীমিমাম্॥ ১৪

'রামমাতা কৌশল্যা এবং পিতা রাজা দশরথ, তথা আমার জননী সুমিত্রা এঁরা সকলে আজকের এই রাত্রি জীবিত থাকবেন, এই আশা আমি করতে পারছি না।

জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
তদ্ দুঃখং যদি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি॥ ১৫

'শত্রুঘ্নকে দেখার আশায় আমার মা সুমিত্রা যদিও বা জীবিত থাকবেন, কিন্তু, বীরপ্রসবিনী মা কৌশল্যা রামের বিরহে যদি মৃত্যুববরণ করেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হবে।

অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখালোকপ্রিয়াবহা।
রাজব্যসনসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি॥ ১৬

'যে অযোধ্যাপুরী রাজা দশরথের এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুরাগী জনগণে সমৃদ্ধা এবং সর্বদা সুখের আলোক-বর্তিকাবাহী, রাজার মৃত্যুজনিত বিপদে সেই পুরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

কথং পুত্রং মহাত্মানং জ্যেষ্ঠপুত্রমপশ্যতঃ।
শরীরং ধারয়িষ্যন্তি প্রাণা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ॥ ১৭

'মহামনা জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে না দেখতে পেয়ে, মহাত্মা রাজা দশরথের প্রাণকে শরীর কী করে ধরে রাখবে?

বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌসল্যা বিনশিষ্যতি।
অনন্তরং চ মাতাপি মম নাশমুপৈষ্যতি॥ ১৮

'রাজা দশরথ মারা গেলে পরে মাতা কৌশল্যা মারা যাবেন, তারপর আমার মা-ও মারা যাবেন।

অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি॥ ১৯

'রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় মনের অভিপ্রায় পূর্ণ হল না, "সব নষ্ট হয়ে গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল"—এই বলে আমার পিতা প্রাণত্যাগ করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি রাঘবম্॥ ২০

'সেই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, যাঁরা রঘুকুলতিলক পিতার সকল সংস্কারস্বরূপ প্রেতকার্য সম্পন্ন করবেন, তাঁরাই হবেন সিদ্ধকাম।

রম্যচত্বরসংস্থানাং সংবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং গণিকাবরশোভিতাম্॥ ২১
রথাশ্বগজসম্বাধাং তূর্যনাদনিনাদিতাম্।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্॥ ২২
আরামোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম॥ ২৩

'(পিতা যদি বেঁচে থাকেন তবে) রমণীয় চত্বর সংযুক্ত বিভিন্ন বড় বড় রাজপথ, মনোহর প্রাসাদ সমন্বিত সুন্দরী গণিকাসুশোভিত, রথ-অশ্ব-হস্তীদের চলাচলে বাধামুক্ত রাজপথ, তূর্যবাদ্যধ্বনি-নিনাদিত, সর্বপ্রকার কল্যাণকারী, হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জনগণের ভিড়ে উপবন-উদ্যান-শোভিত, সামাজিক উৎসব মুখরিত আমার পিতার রাজধানীতে বিচরণকারী সকলেই হবেন অতীব ভাগ্যবান।

অপি জীবেদ্ দশরথো বনবাসাৎ পুনর্বয়ম্।
প্রত্যাগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্॥ ২৪

'বনবাস থেকে ফিরে গিয়ে আমরা আবার উত্তম ব্রতধারী মহাত্মা পিতাকে দেখতে পাব কি ? ততদিন কি আমাদের পিতা দশরথ জীবিত থাকবেন ?

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ধং কুশলিনা বয়ম্।
নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি॥ ২৫

'এই বনবাসকাল শেষ হলে সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সঙ্গে আমরা কি নিরাপদে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব !'

পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাত্যবর্তত॥ ২৬

দুঃখার্ত মহাত্মা রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে বিলাপ করতে করতেই সেইরাত্রি অতিবাহিত হল।

তথা হি সত্যং ব্রুবতি প্রজাহিতে
নরেন্দ্রসূনৌ গুরুসৌহৃদাদ্ গুহঃ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যসনাভিপীড়িতো
জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ॥ ২৭

প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে প্রকৃত কথাগুলি বলতে থাকলে, অত্যন্ত সৌহার্দবশত বেদনাবিধুর গুহ জ্বরাতুর হস্তীর মতো অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

—o—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের গঙ্গাপারে যাওয়ার জন্য গুহ কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থাকরণ ; সুমন্ত্র রামের সঙ্গে বনগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত হয়ে পিতা-মাতার চিন্তা দূর করার জন্য রাম কর্তৃক সুমন্ত্রকে নির্দেশ এবং গুহকে উপদেশদান, গঙ্গাদেবীর কাছে সীতার প্রার্থনা ; নৌকারোহণে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের গঙ্গা পার হয়ে বৎসদেশে প্রবেশ এবং তরুমূলে আশ্রয়গ্রহণ

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে, বিশালবক্ষা মহাযশস্বী রাম শুভলক্ষণযুক্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

ভাস্করোদয়কালোঽসৌ গতা ভগবতী নিশা।
অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি॥ ২

'ভাই লক্ষ্মণ ! ভগবতী রাত্রিদেবী অতীত হয়েছে, সূর্যের উদয়কাল উপস্থিত ; কৃষ্ণবর্ণের কোকিল কূজন করছে।

বর্হিণানাং চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে।
তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্॥ ৩

'বনে শব্দায়মান ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দ্রুতগতিসম্পন্না সাগরাভিমুখগামিনী জাহ্নবী নদী আমরা এখন পার হব।'

বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
গুহমামন্ত্র্য সূতং চ সোঽতিষ্ঠদ্ ভ্রাতুরগ্রতঃ॥ ৪

মিত্রদের আনন্দবর্ধনকারী, সুমিত্রানন্দন শ্রীরামের কথার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, রামমিত্র গুহকে এবং সূত (সুমন্ত্রকে) ডেকে নিয়ে এসে ভ্রাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ৫

স্থপতি গুহ রামের কথা শুনে এবং তা শিরোধার্য করে, সচিবদের শীঘ্র আহ্বান করে নিয়ে এসে তাঁদের নির্দেশ দিলেন—

অস্যাবাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্।
সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর॥ ৬

'সুখে নদীপারযোগ্য সুদৃঢ় হাল এবং সুদক্ষ নাবিক-সহ সুন্দর শক্তপোক্ত একটা নৌকা শ্রীরামের জন্য শীঘ্র নিয়ে আসুন।'

তং নিশম্য গুহাদেশং গুহামাত্যো গতো মহান্।
উপোহ্য রুচিরাং নাবং গুহায় প্রত্যবেদয়ৎ॥ ৭

গুহের মহামন্ত্রী গুহের সেই আদেশ শুনে দ্রুত গিয়ে একটা মনোরম নৌকা বহন করে নিয়ে এসে গুহকে জানালেন।

ততঃ স প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
উপস্থিতেয়ং নৌর্দেব ভূয়ঃ কিং করবাণি তে॥ ৮

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হয়ে রঘুনন্দন রামকে বললেন—'প্রভু! নৌকা উপস্থিত! আপনার জন্য আর কী করতে পারি?

তবামরসুতপ্রখ্য তর্তুং সাগরগামিনীম্।
নৌরিয়ং পুরুষব্যাঘ্র শীঘ্রমারোহ সুব্রত॥ ৯

'ব্রতধারিন্! দেবকুমারসদৃশ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! সাগরাভিমুখগামিনী এই গঙ্গানদী পার হওয়ার জন্য তরী উপস্থিত, শীঘ্র আরোহণ করুন।'

অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহমিদং বচঃ।
কৃতকামোঽস্মি ভবতা শীঘ্রমারোপ্যতামিতি॥ ১০

তখন, মহাতেজস্বী শ্রীরাম মিত্র গুহকে বললেন—'আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি, এখন শীঘ্র আমার জিনিসপত্র নৌকায় তুলে দিন!'

ততঃ কলাপান্ সন্নহ্য খড়্গৌ বধ্বা চ ধন্বিনৌ।
জগ্মতুর্যেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ॥ ১১

তারপর রঘুনন্দন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ করে এবং কটিদেশে খড়্গ বেঁধে নিয়ে যে পথে সকলে যায়, সেই পথে সীতার সঙ্গে গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন।

রামমেবং তু ধর্মজ্ঞমুপাগত্য বিনীতবৎ।
কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ১২

সুমন্ত্র বিনীতভাবে ধর্মজ্ঞ রামের কাছে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'আমি কী করব?'

ততোঽব্রবীদ্ দাশরথিঃ সুমন্ত্রং
স্পৃশন্ করেণোত্তমদক্ষিণেন।
সুমন্ত্র শীঘ্রং পুনরেব যাহি
রাজ্ঞঃ সকাশে ভব চাপ্রমত্তঃ॥ ১৩

তখন দশরথনন্দন রাম সুমন্ত্রকে উত্তম দক্ষিণহস্ত দ্বারা প্রীতিভরে স্পর্শ করে বললেন, 'সুমন্ত্র! আপনি আবার শীঘ্র অযোধ্যায় চলে যান এবং রাজার কাছে সাবধানে অবস্থান করুন।'

নিবর্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম।
রথং বিহায় পদ্ভ্যাং তু গমিষ্যামো মহাবনম্॥ ১৪

তাঁকে আরও বললেন — 'এই পর্যন্ত পিতৃ-আজ্ঞা আমি পালন করেছি। কিন্তু এখন রথ ছেড়ে দিয়ে পদব্রজে গভীর বনে যাব। আপনি আমাদের সঙ্গে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হোন।'

আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতমবেক্ষ্যার্তঃ স সারথিঃ।
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমৈক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ॥ ১৫

সারথি সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নিজেকে আদিষ্ট জেনে দুঃখার্ত হয়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষসিংহ রামচন্দ্রকে বললেন—

নাতিক্রান্তমিদং লোকে পুরুষেণেহ কেনচিৎ।
তব সভ্রাতৃভার্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্ বনে॥ ১৬

'রঘুবংশের আনন্দবর্ধক রাম! এই সংসারে দৈবকে কোনও ব্যক্তিই অতিক্রম করতে পারেনি; সেই দৈব প্রভাবেই ভ্রাতা ও ভার্যার সঙ্গে আপনাকে সাধারণ মানুষের মতো বনে বাস করতে হচ্ছে।

ন মন্যে ব্রহ্মচর্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।
মার্দবার্জবয়োর্বাপি ত্বাং চেদ্ ব্যসনমাগতম্॥ ১৭

'ব্রহ্মচর্যপালনে, স্বাধ্যায়ে (বেদপাঠ), মৃদুতায় বা সরলতায় কোনও ফলপ্রাপ্তি হয় তা আমি মনে করি না; কারণ, আপনার মতো পুরুষকেও বিপদাপন্ন হতে হয়েছে।

সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাত্রা চৈব বনে বসন্।
ত্বং গতিং প্রাপ্স্যসে বীর ত্রীংল্লোকাংস্তু জয়ন্নিব॥ ১৮

'বীর রঘুনন্দন! পিতৃসত্যরক্ষার জন্য বিদেহরাজ-তনয়া সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বাস করে আপনি ত্রিভুবন-জয়ের গৌরবপুণ্য লাভ করবেন।

বয়ং খলু হতা রাম যে ত্বয়া হ্যপবঞ্চিতাঃ।
কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ॥ ১৯

'রাম! আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ও পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হয়ে আমরা দুঃখভাগী ও মৃতপ্রায় হয়ে যাব।'

ইতি ব্রুবন্নাত্মসমং সুমন্ত্রঃ সারথিস্তদা।
দৃষ্ট্বা দূরগতং রামং দুঃখার্তো রুরুদে চিরম্॥ ২০

সারথি সুমন্ত্র এই কথা বলতে বলতে প্রাণসম রামকে দূরে চলে যেতে দেখে শোকাকুল হয়ে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করলেন।

তত্ত্ব বিগতে বাষ্পে সূতং স্পৃষ্টোদকং শুচিম্।
রামস্তু মধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ তম্॥ ২১

অতঃপর সুমন্ত্র অশ্রু সংবরণ করে জলস্পর্শ দ্বারা পবিত্র হলে, রাম তাঁকে মধুর বাক্যে বারবার বলতে লাগলেন—

ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেৎ তথা কুরু॥ ২২

'সূত ! ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের আপনার মতো বন্ধু আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, অতএব রাজা দশরথ যাতে আমার জন্য শোক না করেন, তাই করুন।

শোকোপহতচেতাশ্চ বৃদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ।
কামভারাবসন্নশ্চ তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২৩

'জগৎপতি আমার পিতা শোকে ভগ্নমনোরথ ও বৃদ্ধ, এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠপুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেক-কার্যের বিফলতাভারে অবসন্ন ; সেইজন্যই আপনাকে এই কথাগুলি বলছি।

যদ্ যথা জ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহীপতিঃ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং কার্যং তদবিকাঙ্ক্ষয়া॥ ২৪

'সেই মহাত্মা রাজা কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য যখন যা কিছু করতে বলবেন, নির্বিচারে তা করে যাবেন।

এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশাসতি নরাধিপাঃ।
যদেষাং সর্বকৃত্যেষু মনো ন প্রতিহন্যতে॥ ২৫

'রাজারা সেইজন্যই রাজ্যশাসন করেন, যাতে সব কাজেই তাঁদের মন ব্যাহত না হয়।

যদ্ যথা সম মহারাজো নালীকমধিগচ্ছতি।
ন চ তাম্যতি শোকেন সুমন্ত্র কুরু তৎ তথা॥ ২৬

'সুমন্ত্র ! মহারাজ যাতে কোনও কাজে অপ্রিয় না হন, যাতে কোনও ব্যাপারে ম্লান হয়ে না যান, আপনি সেইভাবে কাজ করবেন।

অদৃষ্টদুঃখং রাজানং বৃদ্ধমার্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ব্রূয়াস্ত্বমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ॥ ২৭

'যিনি কখনও দুঃখ দেখেননি, সেই জিতেন্দ্রিয়-বৃদ্ধ-মাননীয় রাজাকে আপনি অভিবাদন জানিয়ে, আমার হয়ে এই কথাগুলি বলবেন।

ন চাহমনুশোচামি লক্ষ্মণো ন চ শোচতি।
অযোধ্যায়াশ্চ্যুতাশ্চযুতাশ্চেতি বনে বৎস্যামহেতি বা॥ ২৮

'অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে বনে বাস করব, এইজন্য আমি অনুশোচনা করছি না, লক্ষ্মণও অনুশোচনা করছে না।

চতুর্দশসু বর্ষেষু নিবৃত্তেষু পুনঃ পুনঃ।
লক্ষ্মণং মাং চ সীতাং চ দ্রক্ষ্যসে শীঘ্রমাগতান্॥ ২৯

'চৌদ্দ বৎসর শেষে শীঘ্র প্রত্যাবৃত লক্ষ্মণকে, আমাকে এবং সীতাকে আবার সর্বক্ষণ দেখতে পাবেন।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং মাতরং চ সুমন্ত্র মে।
অন্যাশ্চ দেবীঃ সহিতাঃ কৈকেয়ীং চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩০

আরোগ্যং ব্রূহি কৌসল্যামথ পাদাভিবন্দনম্।
সীতায়া মম চার্যস্য বচনাল্লক্ষ্মণস্য চ॥ ৩১

'সুমন্ত্র ! মহারাজকে, আমার মাতাকে এবং অন্যান্য মাতৃস্থানীয়া দেবীদের সঙ্গে কৈকেয়ীকে বারবার এই সব কথা বলে, তারপর আবার জননী কৌশল্যাকে সীতার, আমার এবং সদাচারী লক্ষ্মণের পক্ষ থেকে আমাদের আরোগ্য সংবাদ ও চরণে প্রণাম জানাবেন।

ব্রূয়াশ্চাপি মহারাজং ভরতং ক্ষিপ্রমানয়।
আগতশ্চাপি ভরতঃ স্থাপ্যো নৃপমতে পদে॥ ৩২

'মহারাজকে আরও বলবেন, ভরতকে শীঘ্র মাতুলালয় থেকে নিয়ে আসুন এবং আসামাত্রই ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।

ভরতং চ পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি॥ ৩৩

'মহারাজকে আরও বলবেন, ভরতকে আলিঙ্গন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ; আমাদের বিচ্ছেদহেতু সন্তাপজাত দুঃখ তাঁকে অভিভূত করতে পারবে না।

ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্তসে।
তথা মাতৃষু বর্তেথাঃ সর্বাস্বেবাবিশেষতঃ॥ ৩৪

'ভরতকেও বলবেন, সে মহারাজের প্রতি যেমন ব্যবহার করবে, মাতৃগণের প্রতিও সবিশেষে যেন সেইরকম ব্যবহারই করে।

যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চাবিশেষতঃ।
তথৈব দেবী কৌসল্যা মম মাতা বিশেষতঃ॥ ৩৫

'আরও বলবেন, যেমন তোমার জননী কৈকেয়ী, সেইরকমই দেবী সুমিত্রা এবং আমার মাতা দেবী কৌশল্যাও বটে।

ততাস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যমবেক্ষতা।
লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং নিত্যদা সুখমেধিতুম্॥ ৩৬

'যুবরাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা দ্বারা পিতার প্রিয় কার্য সম্পাদন করে তুমি উভয়লোকে (ইহলোকে ও পরলোকে) নিত্য সুখলাভে সমর্থ হবে।'

নিবর্তমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ।
তৎসর্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ॥ ৩৭

শ্রীরামের সেই সকল উপদেশমূলক কথা শুনে এবং বনগমন থেকে নিবৃত্ত হয়ে সুমন্ত্র কাকুৎস্থকুলনন্দন রামকে সস্নেহে বললেন—

যদহং নোপচারেণ ব্রূয়াং স্নেহাদবিক্লবম্।
ভক্তিমানিতি তৎ যাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ৩৮

'বৎস ! স্নেহবশত আমি বাক্যরীতি অতিক্রম করে, ধৃষ্টতাপূর্ণ যে সকল কথা বলছি, ''এ ভক্তিমান''—এই মনে করে সেই সকল কথাকে ক্ষমা করে নেবেন।

কথং হি ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব॥ ৩৯

'বৎস ! আপনার বিচ্ছেদে পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায় সেই অযোধ্যাপুরীতে আপনাকে ছাড়া আমি কী করে যাব ?

সরামমপি তাবন্মে রথং দৃষ্ট্বা তদা জনঃ।
বিনা রামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্যেতাপি সা পুরী॥ ৪০

'পূর্বে আমার রথে রামকে দেখে, পরে রামকে ছাড়া রথ দেখে সেই অযোধ্যাপুরবাসী সকল লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে যে !

দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেদ্ দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথম্।
সূতাবশেষং স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে॥ ৪১

'যুদ্ধে সৈন্যগণসহ বীর যোদ্ধা নিহত হলে কেবল সারথিসহ রথকে দেখে যেমন, তেমনই রাম-বিহীন এই শূন্য রথ দেখে সমগ্র অযোধ্যা নগরীই দৈন্যদশা-প্রাপ্ত হবে।

দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ স্থিতম্।
চিন্তয়ন্তোঽদ্য নূনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ॥ ৪২

'আপনি না থাকলেও প্রজারা মনোজগতে আপনাকে সামনেই দেখতে পায়, কিন্তু আজ আপনাকে ছাড়া রথ দেখলে তারা আপনার চিন্তায় নিশ্চয়ই আহার ত্যাগ করবে।

দৃষ্টং তদ্ বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বৎ প্রবাসনে।
প্রজানাং সংকুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্॥ ৪৩

'রাম ! আপনার বনবাসে যাত্রার সময় আপনার বিচ্ছেদজনিত শোকে ক্লান্তচিত্ত প্রজাদের যে ব্যাকুলতা সে তো আপনি দেখেইছিলেন !

আর্তনাদো হি যঃ পৌরৈরুন্মুক্তস্ত্বৎ প্রবাসনে।
সরথং মাং নিশাম্যৈব কুর্যুঃ শতগুণং ততঃ॥ ৪৪

'আপনার নির্বাসনকালে পুরবাসীরা যেভাবে আর্তনাদ করেছিল, আপনাকে ছাড়া রথসহ আমাকে দেখে নিশ্চয়ই তার থেকে শতগুণ বেশি আর্তনাদ করবে।

অহং কিং চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সুতো ময়া।
নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি॥ ৪৫
অসত্যমপি নৈবাহং ব্রূয়াং বচনমীদৃশম্।
কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রূয়াং সত্যমিদং বচঃ॥ ৪৬

'দেবী কৌশল্যাকে কি আমি বলব যে, আপনার পুত্রকে আমি তাঁর মাতুলালয়ে রেখে এসেছি, অতএব আপনি শোক করবেন না !—এই অসত্য কথা আমি বলতে পারব না ; আবার আপনার পুত্রকে বনে নির্বাসন দিয়ে এসেছি, এই অপ্রিয় সত্য কথাই বা আমি কী করে বলব !

মম তাবন্নিয়োগস্থাস্ত্বদ্বন্ধুজনবাহিনঃ।
কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহ্যন্তি হয়োত্তমাঃ॥ ৪৭

'আমার আজ্ঞাধীন এই উত্তম অশ্বগুলি আপনার বন্ধুজনদেরই বহন করে আসছে, এখন তারা আপনাকে ছাড়া শূন্য রথ কী করে বহন করবে !

তন্ন শক্ষ্যাম্যহং গন্তুমযোধ্যাং ত্বদৃতেঽনঘ।
বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ৪৮

'হে পূতচরিত্র রঘুনন্দন ! আপনাকে ছেড়ে আমি অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারব না, অতএব, আমাকে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন।

যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি।
সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া॥ ৪৯

'যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া মাত্রই আমি রথসহ অগ্নিতে প্রবেশ করব।

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিঘ্নকরাণি তে।
রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্বাণি রাঘব॥ ৫০

'রঘুনন্দন রাম ! বনে আপনার তপস্যায় যা কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হবে, সেসবই আমি রথের সাহায্যে প্রতিহত করব।

ত্বৎ কৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্যাকৃতং সুখম্।
আশংসে ত্বৎ কৃতেনাহং বনবাসকৃতং সুখম্॥ ৫১

'আপনার জন্যই রথ পরিচালনার সুখ পেয়েছি,

এখন আপনার জন্যই বনবাসকৃত সুখলাভের আশা করি।

প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ।
প্রীত্যাভিহিতমিচ্ছামি ভব মে প্রত্যনন্তরঃ॥ ৫২

'আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, অরণ্যে আপনার সঙ্গী হতে চাই। আপনার মুখে শুনতে চাই— "আমার সঙ্গী হও"—এইরকম প্রীতিপূর্ণ কথা।

ইমেঽপি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ।
পরিচর্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্॥ ৫৩

'বীর! এই অশ্বেরাও যদি বনবাসকালে আপনার পরিচর্যা করে, তবে, তারাও পরমগতি প্রাপ্ত হবে।

তব শুশ্রূষণং মূর্ধ্না করিষ্যামি বনে বসন্।
অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্বথা প্রজহাম্যহম্॥ ৫৪

'বনে বাস করে আমি যদি মস্তক তথা সর্বশরীর দ্বারা আপনার সেবা করতে পারি, তবে অযোধ্যা তথা দেবলোককেও সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করতে পারি।

নহি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াযোধ্যা ত্বয়া বিনা।
রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্মণা॥ ৫৫

'দুষ্কৃতকারী যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীতে (স্বর্গপুরীতে) প্রবেশ করতে পারে না, সেইরকম আপনাকে বনবাসে আনয়নজনিত পাপাত্মা আমি, স্বর্গপুরীতুল্য অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব না।

বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মমৈষ হি মনোরথঃ।
যদনেন রথেনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীং পুনঃ॥ ৫৬

'আমার মনের ইচ্ছা এই যে আপনার বনবাসকাল সমাপ্ত হলে, এই রথে করেই আপনাকে আবার অযোধ্যাপুরীতে নিয়ে যাব।

চতুর্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে।
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতসংখ্যানি চান্যথা॥ ৫৭

'আপনার সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বাস মুহূর্তের মতো চলে যাবে (চৌদ্দ মুহূর্ত বলে মনে হবে), অন্যথা চৌদ্দশো বছর বলে মনে হবে।

ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি।
ভক্তং ভৃত্যং স্থিতং স্থিত্যা ন মা ত্বং হাতুমর্হসি॥ ৫৮

'হে ভৃত্যবৎসল! আপনি আমার প্রভুপুত্র। আপনার চলার পথে ভক্ত ভৃত্যরূপে অবস্থিত; আমাকে আমার অবস্থান থেকে পরিত্যাগ করবেন না।'

এবং বহুবিধং দীনং যাচমানং পুনঃ পুনঃ।
রামো ভৃত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥ ৫৯

সুমন্ত্র এইভাবে দীনতার সঙ্গে বারবার নানাভাবে প্রার্থনা করতে থাকলে, ভৃত্যবৎসল রাম সুমন্ত্রকে বললেন—

জানামি পরমাং ভক্তিমহং তে ভর্তৃবৎসল।
শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ॥ ৬০

'প্রভুভক্ত সুমন্ত্র! আমি আপনার পরম ভক্তির বিষয় জানি; তথাপি, আপনাকে যে জন্য এখান থেকে অযোধ্যাপুরীতে পাঠাতে চাইছি তা শুনুন।

নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী।
কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ॥ ৬১

'আপনাকে নগরীতে যেতে দেখে আমার মধ্যমা মাতা (মেজো মা) কৈকেয়ী বিশ্বাস করবেন যে, রাম বনে গেছে।

বিপরীতে তুষ্টিহীনা বনবাসং গতে ময়ি।
রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকম্॥ ৬২

'অন্যথা অসন্তুষ্টা হবেন, আমি বনবাসে গিয়েছি জানলে ধার্মিক পিতাকে মিথ্যাবাদী বলে আশঙ্কা করতে পারবেন না।

এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীয়সী।
ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্স্যতে॥ ৬৩

'আমার প্রথম কাম্য বিষয় এই যে, আমার মধ্যমা মাতা কৈকেয়ী-পুত্র ভরত কর্তৃক আরক্ষিত সমৃদ্ধ রাজ্যলাভ করুন।

মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ।
সন্দিষ্টশ্চাপি যানর্থাংস্তাংস্তান্ ব্রূয়াস্তথা তথা॥ ৬৪

'সুমন্ত্র! আপনি আমার এবং মহারাজের প্রীতির জন্য অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যান এবং যাকে যাকে যে যে কথা বলতে বলছি তাকে তাকে সেই সেই কথাগুলি বলবেন।'

ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুহং বচনমক্লীবো রামো হেতুমদব্রবীৎ॥ ৬৫

বীর রামচন্দ্র সূত সুমন্ত্রকে এইসকল কথা বলে এবং তাঁকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে গুহকে এই যুক্তিযুক্ত কথাগুলি বললেন—

নেদানীং গুহ যোগ্যোঽয়ং বাসো মে সজনে বনে।
অবশ্যমাশ্রমে বাসঃ কর্তব্যস্তদ্গতো বিধিঃ॥ ৬৬

'নিষাদরাজ গুহ ! এই বনরাজ্যে জনপূর্ণস্থানে আমার বাস করা ঠিক নয়। আশ্রমে বাস এবং তদনুযায়ী জটাবল্কলধারণাদি বিধিপালনই আমার অবশ্য কর্তব্য।

সোঽহং গৃহীত্বা নিয়মং তপস্বিজনভূষণম্।
হিতকামঃ পিতুর্ভূয়ঃ সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ॥ ৬৭
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয়।
তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ॥ ৬৮

'সেইজন্য আমি পিতার, সীতার এবং লক্ষ্মণের কল্যাণকামনায়, তপস্বীদের অলঙ্কারস্বরূপ ফলমূলাহারাদি বিধিপালন এবং জটা-ধারণ করব ; অতএব, কেশকে জটার রূপ দেওয়ার জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর (দুধের মতো সাদা আঠা) নিয়ে আসুন।' গুহও রাজপুত্র রামচন্দ্র-এর জন্য দ্রুত বটবৃক্ষের আঠা নিয়ে এসে রামচন্দ্রকে দিলেন।

লক্ষ্মণস্যাত্মনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ।
দীর্ঘবাহুর্নরব্যাঘ্রো জটিলত্বমধারয়ৎ॥ ৬৯

নরশ্রেষ্ঠ দীর্ঘবাহু রামচন্দ্র সেই বটক্ষীরের দ্বারা লক্ষ্মণের এবং নিজের জটা তৈরি করে জটাধারী হলেন।

তৌ তদা চীরসম্পন্নৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অশোভেতামৃষিসমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭০

তখন জটাবল্কলধারী ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ ঋষির ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

ততো বৈখানসং মার্গমাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
ব্রতমাদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ং গুহমব্রবীত॥ ৭১

অনন্তর ব্রহ্মচর্য-অবলম্বী রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে একসঙ্গে বানপ্রস্থ ব্রত গ্রহণ করলেন এবং সাহায্যকারী গুহকে বললেন—

অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।
ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্॥ ৭২

'গুহ ! সৈন্যবল, রাজকোষ, দুর্গ এবং প্রজাদের বিষয়ে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ বলা হয় রাজ্যরক্ষা অত্যন্ত কঠিন কর্ম।'

ততস্তং সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
জগাম তূর্ণমব্যগ্রঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৭৩

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম গুহকে এইভাবে নির্দেশ দিয়ে পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে অনাসক্তচিত্তে সেই স্থান থেকে শীঘ্র চলে গেলেন।

স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তিতীর্ষুঃ শীঘ্রগাং গঙ্গামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭৪

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম নদীতীরে নৌকা দেখতে পেয়ে দ্রুত স্রোতস্বিনী গঙ্গা পার হওয়ার জন্য লক্ষ্মণকে এই কথা বললেন—

আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র স্থিতাং নাবমিমাং শনৈঃ।
সীতাং চারোপয়াম্বক্ষং পরিগৃহ্য মনস্বিনীম্॥ ৭৫

'পুরুষসিংহ লক্ষ্মণ ! সম্মুখে অবস্থিত এই নৌকায় তুমি আরোহণ করে দৃঢ়চেতা মনস্বিনী সীতাকেও ধরে তুলে নাও।'

স ভ্রাতুঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্বমপ্রতিকূলয়ন্।
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্বমারুরোহাত্মবাংস্ততঃ॥ ৭৬

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ শুনে লক্ষ্মণ সকল প্রতিকূলতা (দ্বিধা) কাটিয়ে মিথিলেশকুমারী সীতাকে পূর্বে নৌকায় আরোহণ করিয়ে তারপর নিজে আরোহণ করলেন (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তথা পরস্ত্রীকে স্পর্শ করে নৌকায় ওঠানো সামাজিক অনিয়ম, তাই লক্ষ্মণের দ্বিধাভাব)।

অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ॥ ৭৭

তারপর তেজস্বী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম নিজে নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন নিষাদরাজ গুহ নিজজনদের নৌবাহনের নির্দেশ দিলেন।

রাঘবোঽপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ।
ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ॥ ৭৮

অতঃপর মহাতেজস্বী রঘুনন্দন রামও সেই নৌকায় আরোহণ করে নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের জপ্য (গায়ত্রী) মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া।
প্রণমৎ প্রীতিসংতুষ্টো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ॥ ৭৯

প্রসন্নচিত্ত রাম সীতার সঙ্গে শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচমন করে গঙ্গা নদীকে প্রণাম করলেন, মহাবীর লক্ষ্মণও তাই করলেন।

অনুজ্ঞায় সুমন্ত্রং চ সবলং চৈব তং গুহম্।
আস্থায় নাবং রামস্তু চোদয়ামাস নাবিকান্॥ ৮০

রামচন্দ্রও নৌকায় বসে সুমন্ত্রকে এবং সসৈন্য গুহকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে নাবিকদের নৌচালনার নির্দেশ দিলেন।

ততস্তৈশ্চালিতা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা।

উত্তম্যাবেগাভিহতা শীঘ্রং সলিলমত্যগাৎ॥ ৮১

তখন, কর্ণধার একাগ্রচিত্তে হাল ধরে থাকলে এবং নাবিকেরা সুন্দর শক্ত বৈঠার দ্বারা চালনা করতে থাকলে নৌকা জল কেটে দ্রুত চলতে লাগল।

মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ॥ ৮২

ভাগীরথীর মধ্যভাগে গিয়ে অনিন্দিতা সুন্দরী বিদেহরাজনন্দিনী সাধ্বী সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করলেন—

পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নির্দেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ॥ ৮৩

'দেবি গঙ্গে ! ধীমান মহারাজ দশরথের পুত্র তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে রাজাদেশ পালনে সমর্থ হোন !

চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি॥ ৮৪

'কাননে পুরো চৌদ্দ বছর বাস করে, আবার যেন ভ্রাতার এবং আমার সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ততস্ত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ৮৫

'দেবি, সৌভাগ্যদায়িকে গঙ্গে ! তারপর বনবাসান্তে কুশলতার সঙ্গে ফিরে এসে, সকল কামনাপূরণে সমৃদ্ধা হয়ে সানন্দে তোমার অর্চনা করব।

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সম্প্রদৃশ্যসে॥ ৮৬

'ত্রিলোকপ্রবাহিনী দেবি ! তুমি ব্রহ্মলোকব্যাপিনী এবং ইহলোকে সমুদ্রাধিপতির স্ত্রীরূপে পরিচিতা (ত্রিলোকপ্রবাহিনী গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তো ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে পরিচিতা)।

সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে॥ ৮৭

'শোভাশালিনী দেবি ! পুরুষসিংহ (রাম) বনবাস থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসে রাজ্য আবার ফিরে পেলে, এই আমি তোমায় সপ্রশংস প্রণতি জানাব।

গবাং শতসহস্রং চ বস্ত্রাণ্যন্নং চ পেশলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ৮৮

'মা গঙ্গা ! তোমার প্রীতির ইচ্ছায় ব্রাহ্মণগণকে শতসহস্র গরু এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অন্ন দান করব।

সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা॥ ৮৯

'দেবি গঙ্গে ! প্রসন্না হও। (পতি ও দেবর সহ) অযোধ্যাপুরীতে আবার ফিরে এলে (আমি) সহস্রকোটিপূর্ণ দেবদুর্লভ বস্ত্র দ্বারা এবং রাজকীয় বস্ত্র ও অন্ন দ্বারা তোমার অর্চনা করব।

যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি।
তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ॥ ৯০

'দেবি ! তোমার তীরে যে সকল দেবতা বাস করেন এবং যে সকল তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির আছে, তাদের সকলকেই আমি পূজা করব।

পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাত্রা চ সংগতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসাৎ তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে॥ ৯১

'অয়ি পবিত্রে ! পূত চরিত্র মহাবীর আমাকে এবং ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করুন।'

তথা সম্ভাষমাণা সা সীতা গঙ্গামনিন্দিতা।
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং ক্ষিপ্রমেবাভ্যুপাগমৎ॥ ৯২

পতির অনুকূলচারিণী অনিন্দিতা সীতা গঙ্গাকে এইভাবে প্রার্থনা করতে করতেই গঙ্গার দক্ষিণ তীরে সত্বর উপনীত হলেন।

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভঃ।
প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ॥ ৯৩

তীরে এসে শত্রুমর্দন নরশ্রেষ্ঠ রাম ভাই লক্ষ্মণ এবং পত্নী বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দিয়ে সমুখপানে চলতে লাগলেন।

অথাব্রবীন্মহাবাহুঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্।
ভব সংরক্ষণার্থায় সজনে বিজনেঽপি বা॥ ৯৪
অবশ্যং রক্ষণং কার্যং মদ্বিধৈর্বিজনে বনে।
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু॥ ৯৫
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্।
অন্যোন্যস্য হি নো রক্ষা কর্তব্যা পুরুষর্ষভ॥ ৯৬

তখন মহাবীর রাম সুমিত্রার আনন্দবর্ধক লক্ষ্মণকে বললেন—'ভাই লক্ষ্মণ ! জনস্থানে অথবা নির্জনস্থানে তুমি সীতার রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকবে ; বিজন অরণ্যে সীতার

লক্ষ্মণ আমাদের অবশ্যকর্তব্য কর্ম, হে সুমিত্রানন্দন ! তুমি আগে আগে চলো, সীতা তোমাকে অনুসরণ করুক, আর আমি তোমাদের দুজনের পশ্চাৎ অনুসরণ করব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এখন আমাদের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করতে হবে।

ন হি তাবদতিক্রান্তাসুকরা কাচন ক্রিয়া।
অদ্য দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি॥ ৯৭

'আজ পর্যন্ত কোনও দুষ্কর কার্য অতিক্রান্ত হয়নি (করা হয়নি) ; বিদেহকুমারী আজ থেকে বনবাসের দুঃখ বুঝতে পারবে।

প্রণষ্টজনসম্বাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জিতম্।
বিষমং চ প্রপাতং চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি॥ ৯৮

'আজ সীতা জনসমাগমশূন্য কৃষিভূমি ও প্রমোদভূমিবর্জিত উঁচুনিচু এবং পতনভয়সঙ্কুল গর্তযুক্ত অরণ্যে প্রবেশ করবে।'

শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রতস্থে লক্ষ্মণোঽগ্রতঃ।
অনন্তরং চ সীতায়া রাঘবো রঘুনন্দনঃ॥ ৯৯

শ্রীরামের কথা শুনে লক্ষ্মণ আগে আগে চলতে লাগলেন, তারপর সীতা ও তৎপশ্চাৎ রঘুনন্দন রাম।

গতং তু গঙ্গাপরপারমাশু
রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি-
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী॥ ১০০

রামচন্দ্র গঙ্গার পরপারে শীঘ্র চলে গেলেও সতত তাঁকে নিরীক্ষণ করতে করতে পথের দূরত্ব হেতু সুমন্ত্রের দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হলে, ব্যথিত চিত্তে তিনি (সমুদ্র) অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

স লোকপালপ্রতিমপ্রভাব-
স্তীর্ত্বা মহাত্মা বরদো মহানদীম্।
ততঃ সমৃদ্ধাঞ্ছুভসস্যমালিনঃ
ক্রমেণ বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ॥ ১০১

অতঃপর লোকপালের মতো প্রভাবশালী মহাত্মা বরদাতা শ্রীরাম সেই মহতী নদী উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ প্রভূতশস্যসমৃদ্ধ মঙ্গলময় বৎসদেশে সানন্দে উপস্থিত হলেন।

তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্
বরাহমৃশ্যং পৃষতং মহারুরুম্।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ
বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্॥ ১০২

সেখানে তাঁরা মৃগয়া হেতু বরাহ, ঋষ্য, পৃষত এবং মহারুরু নামক চারটি বিরাট হরিণকে প্রহার করলেন। তৎপশ্চাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি হেতু কন্দ-ফল-মূল সংগ্রহ করে সায়ংকালে আশ্রয়ের জন্য শীঘ্র একটি বনস্পতির তলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

রাজা দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর তিরস্কার এবং কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণের অনিষ্টসাধন আশঙ্কা করে তাঁদের রক্ষণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বনবাসে থাকার অনুমতিপ্রাপ্তি

স তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্॥ ১

আনন্দদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করে লক্ষ্মণকে বললেন—

অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্ বহিঃ।
যা সুমন্ত্রেণ রহিতা তাং নোৎকণ্ঠিতুমর্হসি॥ ২

'ভাই লক্ষ্মণ ! জনপদের বাইরে আজই এই প্রথম

রাত্রি সুমন্ত্রকে ছাড়াই কাটাতে হচ্ছে, কিন্তু এজন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হোয়ো না।

জাগর্তব্যমতন্দ্রিভ্যামদ্যপ্রভৃতি রাত্রিষু।
যোগক্ষেমৌ হি সীতায়া বর্তেতে লক্ষ্মণাবয়োঃ॥ ৩

'লক্ষ্মণ ! সীতার যোগক্ষেম রক্ষা আমাদের দুজনের উপর নির্ভর করছে, তাই আজ থেকে আমাদের দুজনের অতন্দ্র রাত্রি জাগরণ কর্তব্য (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি যোগ, আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ ক্ষেম। সীতার পতিভক্তিজাত বনবাসের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যোগ এবং তার রক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম। সীতার নিরাপত্তাতেই তাঁর সেই যোগক্ষেম রক্ষিত হবে)।

রাত্রিং কথংচিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্তয়ামহে।
অপবর্তামহে ভূমাবাস্তীর্য স্বয়মর্জিতৈঃ॥ ৪

'সৌমিত্রে ! আজ রাত্রি কোনও প্রকারে অতিবাহিত করতে হবে। নিজেরা তৃণপত্রাদি আহরণ করে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।'

স তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্হশয়নোচিতঃ।
ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ॥ ৫

বহুমূল্য শয্যায় শয়নের যোগ্য রাম ভূমিতে উপবেশন করেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে এইসব মধুর অথচ মূল্যবান কথা বলতে লাগলেন—

ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ।
কৃতকামা তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি॥ ৬

'লক্ষ্মণ ! আজ আমাদের পিতা মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই শোকার্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন, কৈকেয়ী সম্বার্থসিদ্ধিতে কৃতকার্য হয়ে সন্তুষ্টা।

সা হি দেবী মহারাজং কৈকেয়ী রাজ্যকারণাৎ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্॥ ৭

'দেবী কৈকেয়ী ভরতকে মাতুলালয় থেকে ফিরে আসতে দেখে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মহারাজকে প্রাণ থেকে বিচ্যুত না করে ফেলেন (মহারাজের প্রাণনাশ না করেন) !

অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনা কৃতঃ।
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ॥ ৮

'কৈকেয়ীর বশীভূত কামাত্মা বৃদ্ধ রাজা দশরথ, আমি না-থাকায় অনাথ হয়ে পড়েছেন, এখন তিনি কী করবেন ?

ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্।
কাম এবার্থধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ॥ ৯

'রাজার এই বিপত্তি এবং বুদ্ধিবিভ্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কাম-ই অধিক বলবান।

কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ।
ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ॥ ১০

'লক্ষ্মণ ! কোন্ পিতা সর্বতোভাবে অজ্ঞ হয়েও একজন নারীর জন্য আমার মতো আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করেন !

সুখী বত সভার্যশ্চ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভোক্ষ্যত্যধিরাজবৎ॥ ১১

'কৈকেয়ীপুত্র সস্ত্রীক ভরতই সুখী, যে একাই আনন্দোৎফুল্ল প্রজাগণসহ কোশলদেশের অধিপতি হয়ে ভোগ করবে।

স হি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি।
তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে॥ ১২

'পিতার অনেক বয়েস হয়ে গেছে, আর আমিও বনবাসী হয়েছি ; অতএব ভরত একাই সমগ্র রাজ্যের সুখ ভোগ করবে।

অর্থধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা॥ ১৩

'যে ব্যক্তি ধর্ম এবং অর্থকে পরিত্যাগ করে কেবল কামের বশীভূত হয় সে শীঘ্রই রাজা দশরথের মতো ঘোর বিপদে পতিত হয়।

মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
কৈকেয়ী সৌম্য সম্প্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ॥ ১৪

'সৌম্য ! আমার মনে হচ্ছে রাজা দশরথের মৃত্যু, আমাকে রাজ্য থেকে বনবাসে প্রেরণ এবং ভরতের রাজ্যলাভ— এই তিন কর্মসাধনের জন্যই এই রাজভবনে কৈকেয়ীর আগমন।

অপীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে॥ ১৫

'সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা কৈকেয়ী আমার কারণেই বর্তমানে জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে দুঃখ দিচ্ছেন।

মাতাস্মৎকারণাদ্ দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ।
অযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ লক্ষ্মণ॥ ১৬

'আমার কারণেই মাতা দেবী সুমিত্রা কষ্ট পাচ্ছেন, অতএব লক্ষ্মণ ! তুমি যথাসময়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে

অযোধ্যায় প্রবেশ করো।

অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহ দণ্ডকান্।
অনাথায়া হি নাথস্ত্বং কৌসল্যায়া ভবিষ্যসি॥ ১৭

'আমি একাই সীতাকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাব, তুমি আমার মাতা অনাথা কৌশল্যার সহায় হোয়ো।

ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্॥ ১৮

'ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ ! নিকৃষ্টকর্মা কৈকেয়ী বড়ই অন্যায় আচরণ করেন। বিদ্বেষবশত তিনি তোমার এবং আমার মাকে বিষও দিতে পারেন।

নূনং জাত্যন্তরে তাত স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিযোজিতাঃ।
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদপ্যেতদুপস্থিতম্॥ ১৯

'বৎস লক্ষ্মণ ! পূর্বের কোনও জন্মে নিশ্চয়ই আমার মাতা অন্য স্ত্রীলোকদের সন্তানহারা করেছিলেন, তাই, এখন এই জন্মে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে।

ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসংবর্ধিতেন চ।
বিপ্রযুজ্যত কৌসল্যা ফলকালে ধিগস্তুমাম্॥ ২০

'মা আমাকে অতি কষ্টে ভরণ-পোষণ ও সংবর্ধিত করেছেন, আর আমি সেই মা-কে সুফল লাভের সময় ছেড়ে চলে এলাম। আমাকে ধিক্ !

মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্।
সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া দদ্মি শোকমনন্তকম্॥ ২১

'ভাই সুমিত্রানন্দন ! আমি যে মা-কে অনন্ত শোক দিয়েছি, তাই কোনও সৌভাগ্যবতী স্ত্রী যেন আমার মতো পুত্রের জন্ম না দেন।

মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ সারিকা।
যত্তস্যাঃ শ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দশ॥ ২২

'লক্ষ্মণ ! মায়ের পালিতা সারিকা-ই আমার চেয়েও অধিক প্রীতিপরায়ণা বলে মনে করি, যেহেতু, তার মুখ থেকে সর্বদা ''শুক, তুমি শত্রুর পাদদেশে দংশন করো'', এই কথা শোনা যায় (অর্থাৎ আমার পালনকারী মা কৌশল্যার শত্রুর পাদদেশ তুমি দংশন করো। সে পক্ষিণী হয়েও মায়ের এত লক্ষ্য রাখে আর আমি তাঁর সন্তান হয়েও তাঁর জন্য কিছুই করতে পারছি না)।

শোচন্ত্যাশ্চাল্পভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্বতা।
পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্যমরিন্দম॥ ২৩

'শত্রুদমন লক্ষ্মণ ! দুর্ভাগ্যবতী পুত্রহীনা শোকার্তা জননীর আমার মতো অনুপকারী পুত্রের কী প্রয়োজন ?

অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া।
শেতে পরমদুঃখার্তা পতিতা শোকসাগরে॥ ২৪

'মন্দভাগ্য আমার মা কৌশল্যা আমাকে ছেড়ে অত্যন্ত দুঃখকাতরা হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিতা হয়ে আছেন।

একো হ্যহময়োধ্যাং চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্যমকারণম্॥ ২৫

'লক্ষ্মণ ! আমি ক্রুদ্ধ হলে একাই বাণ দ্বারা অযোধ্যা তথা সমগ্র পৃথিবীর সঙ্কটমোচন করে পৃথিবীকে করায়ত্ত করতে পারি ; কিন্তু পিতৃসত্যপালনরূপ পারলৌকিক হিত সাধনে বীরত্ব প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

অধর্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ।
তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাত্মানমভিষেচয়ে॥ ২৬

'নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! সেইজন্য অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত হয়ে আমি আজ অযোধ্যারাজ্যে নিজেকে অভিষিক্ত করতে পারছি না।'

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ॥ ২৭

নির্জন বনে দুঃখকাতর রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে নানাভাবে বিলাপ করতে করতে রাত্রিকালে দীনভাবে নীরব হয়ে রইলেন।

বিলাপোপরতং রামং গতার্চিষমিবানলম্।
সমুদ্রমিব নির্বেগমাশ্বাসয়ত লক্ষ্মণঃ॥ ২৮

বিলাপ থেকে নিবৃত্ত, শিখাহীন অগ্নি অথবা বেগহীন সমুদ্রের মতো প্রতীত রামকে লক্ষ্মণ আশ্বাস দিয়ে বললেন—

ধ্রুবমদ্য পুরী রাম অযোধ্যাঽঽয়ুধিনাং বর।
নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রেব শর্বরী॥ ২৯

'শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারিন্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ! আপনি অযোধ্যা থেকে চলে আসায় অযোধ্যাপুরী চন্দ্রহীন রাত্রির মতো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

নৈতদৌপয়িকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে।
বিষাদয়সি সীতাং চ মাং চৈব পুরুষর্ষভ॥ ৩০

'পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ! আপনি এইভাবে পরিতাপ করে আমাকে ও সীতাকে যে দুঃখ দিচ্ছেন, এটা ঠিক নয়।

ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।

মুহূর্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ॥ ৩১

'রঘুনন্দন! জল থেকে উদ্ধৃত মৎস্যদ্বয়ের মতো আপনাকে ছাড়া সীতা বা আমি কেউই মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে পারব না।

নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা॥ ৩২

'শত্রুতাপন! আপনাকে ছাড়া পিতা, ভাই শত্রুঘ্ন, মাতা সুমিত্রা এমনকী স্বর্গও দেখতে চাই না!'

ততস্তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্।
ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্মবৎসলৌ॥ ৩৩

অনন্তর সেখানে উপবিষ্ট ধর্মবৎসল শ্রীসীতা ও শ্রীরাম অনতিদূরে বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মণকর্তৃক সুন্দরভাবে বিছানো শয্যা দেখে সেখানে শয়ন করলেন।

স লক্ষ্মণস্যোত্তমপুষ্কলং বচো
নিশম্য চৈবং বনবাসমাদরাৎ।
সমাঃ সমস্তা বিদধে পরন্তপঃ
প্রপদ্য ধর্মং সুচিরায় রাঘবঃ॥ ৩৪

শত্রুতাপন রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সেই অত্যুত্তম বচনসমূহ শ্রবণ করে ধর্মের আশ্রয়ে থেকে সেই নির্ধারিত কালে সাদরে বনবাসের মনস্থ করলেন।

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘববংশবর্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু-
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ॥ ৩৫

অতঃপর সেই জনহীন মহারণ্যে রঘুবংশবর্ধক মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ পর্বত সানুদেশে নির্ভয়ে অবস্থানকারী সিংহদ্বয়ের মতো ভয়বিহ্বলতাশূন্য হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের ঋষি ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন, ঋষি কর্তৃক অতিথি সৎকারান্তে তাঁদের চিত্রকূট গমনের নির্দেশ

তে তু তস্মিন্ মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাম্।
বিমলেঽভ্যুদিতে সূর্যে তস্মাদ্ দেশাৎ প্রতস্থিরে॥ ১

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সেই মহাবৃক্ষের নীচে শুভরাত্রি যাপন করলেন, পরে উজ্জ্বল সূর্য উদিত হলে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন।

যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ততে।
জগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিহাহ্য সুমহদ্ বনম্॥ ২

যেখানে ভাগীরথী গঙ্গার সঙ্গে যমুনা মিলিত হয়েছে, গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে, সেই সঙ্গমস্থল প্রয়াগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তেভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোহরান্।
অদৃষ্টপূর্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যশস্বিনঃ॥ ৩
যথা ক্ষেমেণ সম্পশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
নির্বৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৪

রামাদি যশস্বিগণ যেন মুক্তির আনন্দে চলতে চলতে অদৃষ্টপূর্ব নানাবিধ মনোরম অঞ্চল ও দেশসমূহ, তথা, নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দেখতে দেখতে চলার সময় দিনের শেষে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—

প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্।
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ॥ ৫

'ভ্রাতঃ সৌমিত্র! প্রয়াগের দিকে ভগবান অগ্নির ধ্বজারূপ ধূম লক্ষ্য করো; মনে হচ্ছে নিকটেই কোনও মুনি আছেন।

নূনং প্রাপ্তাঃ স্ম সম্ভেদং গঙ্গাযমুনয়োর্বয়ম্।
তথাহি শ্রূয়তে শব্দো বারিণোর্বারিঘর্ষজঃ॥ ৬

'আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে এসে

গেছে, আর সেইজন্যই দুই নদীর জলের সংঘর্ষজাত শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দারূণি পরিভিন্নানি বনজৈরুপজীবিভিঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ॥ ৭

'বনজাত ফল-মূল-কাষ্ঠ দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী অধিবাসীরা গাছ কেটে নিয়ে গেছে ; তাদের দ্বারা কর্তিত নানাপ্রকার বৃক্ষ আশ্রমে দেখা যাচ্ছে।'

ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে।
গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ॥ ৮

ধনুর্ধারী বীর-ভ্রাতৃদ্বয় সানন্দে চলতে চলতে সূর্যাস্তকালে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে জনৈক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্ মৃগপক্ষিণঃ।
গত্বা মুহূর্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ॥ ৯

শ্রীরামচন্দ্র বনের পশুপক্ষীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের পথ অতিক্রম করে ভরদ্বাজ মুনির নিকটে উপস্থিত হলেন।

ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ॥ ১০

আশ্রমে এসে মুনির দর্শনপ্রার্থী বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, সীতা তাঁদের অনুগতা হলেন।

স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্।
সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্॥ ১১
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১২

সর্বগুণান্বিত রাম ভ্রাতা সৌমিত্রি লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সঙ্গে ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে শিষ্যগণ পরিবৃত একাগ্রচিত্তে ব্রতপালনকারী অগ্নিহোত্রপালনে লব্ধজ্ঞানচক্ষু ঋষিকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করলেন।

ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভগবন্ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৩
ভার্যা মমেয়ং কল্যাণী বৈদেহী জনকাত্মজা।
মাং চানুয়াতা বিজনং তপোবনমনিন্দিতা॥ ১৪

আত্মপরিচয় দিয়ে লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ঋষিকে জানালেন— 'ভগবন্ ! আমরা দুজন দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, আর এই বিজন বনে আমার অনুগতা, অনিন্দিতা কল্যাণময়ী, বিদেহরাজ-জনকনন্দিনী, আমার ভার্যা।

পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ।
অয়মন্বগমদ্ ভ্রাতা বনমেব ধৃতব্রতঃ॥ ১৫

'পিতা কর্তৃক বনবাসে নির্বাসিত আমাকে অনুগমন করে, বনবাসব্রতধারী আমার এই প্রিয় অনুজ ভ্রাতা বনে এসেছে।

পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যামস্তপোবনম্।
ধর্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ॥ ১৬

'ভগবন্ ! পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমরা তপোবনে প্রবেশ করব এবং সেখানে ফলমূলাহারী হয়ে ধর্মাচরণ করব।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥ ১৭

ধীমান রাজপুত্রের কথা শুনে ধর্মাত্মা ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর জন্য ধেনু, অর্ঘ্য ও জল (পাদোদক) আনিয়ে দিলেন।

নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসং চৈবাভ্যকল্পয়ৎ॥ ১৮

তখন উগ্র তপস্যার তাপে উত্তপ্ত সাংসারিক বন্ধন যাঁর (সেই ঋষি ভরদ্বাজ) তাঁদের জন্য বনজাত নানাবিধ ফলমূল ও পানীয় আহরণ করলেন এবং উপযুক্ত বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করলেন।

মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিশ্চ সমন্ততঃ।
রামমাগতমভ্যর্চ্য স্বাগতেনাগতং মুনিঃ॥ ১৯
প্রতিগৃহ্য তু তামর্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্।
ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মযুক্তমিদং তদা॥ ২০

পশুপক্ষী এবং মুনিগণ-পরিবৃত মহর্ষি ভরদ্বাজ আশ্রমে আগত রামকে 'স্বাগত'বাক্যে অভ্যর্থনা করলেন এবং সেই স্বাগতকে প্রতিগ্রহণ করে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে ধর্মযুক্ত বাক্যে বললেন—

চিরস্য খলু কাকুৎস্থ পশ্যাম্যহমুপাগতম্।
শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্॥ ২১

'কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! তোমার প্রতীক্ষায় থেকে দীর্ঘকাল পরে আজ তোমায় দেখলাম ; অকারণে তোমার নির্বাসনের কথাও শুনেছি।

অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে।
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসত্বিহ ভবান্ সুখম্॥ ২২

'দুই মহানদীর (গঙ্গা-যমুনার) সঙ্গমস্থল এই নির্জন রমণীয় পুণ্যভূমিতে তুমি সুখে অবস্থান করো।'

এবমুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং রামঃ সর্বহিতে রতঃ॥ ২৩

ঋষি ভরদ্বাজ এই কথা বললে, সকল প্রাণীর মঙ্গল-সাধনে নিরত রঘুনন্দন রাম এই মঙ্গলময় কথাগুলি বললেন—

ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌরজানপদো জনঃ।
সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমম্॥ ২৪
আগমিষ্যতি বৈদেহীং মাং চাপি প্রেক্ষকো জনঃ।
অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে॥ ২৫

'ভগবন্ ! এই স্থান থেকে নিকটেই নগর এবং জনবসতিপূর্ণ গ্রাম অবস্থিত। আমার মনে হচ্ছে, এখানে আমাদের দর্শন সুগম বলেই, আমার এবং বিদেহরাজ-তনয়া বৈদেহী সীতার দর্শনলাভে ইচ্ছুক জনগণ ভিড় করে এখানে আসবে ; এই কারণেই এখানে বাস করা আমি ভালো মনে করছি না।

একান্তে পশ্য ভগবন্নাশ্রমস্থানমুত্তমম্।
রমতে যত্র বৈদেহী সুখার্হা জনকাত্মজা॥ ২৬

'অতএব ভগবন্ ! একান্ত নিভৃতস্থানে আশ্রমের যোগ্য এমন এক উত্তম স্থান দেখে দিন, যেখানে বিদেহরাজতনয়া জানকী সুখে বিরাজ করবেন।'

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ॥ ২৭

মহামুনি ভরদ্বাজ রঘুনন্দন রাম-এর এইরকম মঙ্গলকর কথা শুনে, অর্থপূর্ণ বাক্যে বললেন—

দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্বতঃ শুভদর্শনঃ॥ ২৮

'বৎস ! এখান থেকে দশ ক্রোশ-দূরবর্তী স্থানে একটি পর্বত আছে, যে পর্বতটি পুণ্য ও শুভদর্শন এবং মহর্ষিগণসেবিত।

গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥ ২৯

'গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে খ্যাত সেই পর্বতে গোলাঙ্গুল নামক বানর এবং ভল্লুকেরা বাস করে।

যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন পাপে কুরুতে মনঃ॥ ৩০

'মানুষ যতক্ষণ চিত্রকূটের শৃঙ্গগুলি দর্শন করে, ততক্ষণ তার কল্যাণ সাধিত হয় এবং কখনও পাপে অভিনিষ্ট হয় না।

ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ॥ ৩১

'সেখানে অনেক পক্ককেশযুক্ত ঋষি শত-শরৎ (শত বৎসর) কাল তপস্যা করে স্বর্গারোহণ করেছেন।

প্রবিবিক্তমহং মন্যে তং বাসং ভবতঃ সুখম্।
ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ॥ ৩২

'সেই নির্জন বাস তোমার পক্ষে সুখকর হবে বলে মনে করি, অথবা, রাম ! বনবাসের জন্য এখানে আমার সঙ্গেও বাস করতে পারো।'

স রামং সর্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্।
সভার্যং সহ চ ভ্রাত্রা প্রতিজগ্রাহ হর্ষয়ন্॥ ৩৩

মহর্ষি ভরদ্বাজ, প্রিয় অতিথি সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক রামকে সকল প্রকার কাম্যবস্তু দ্বারা আনন্দ দান করে আপ্যায়িত করলেন।

তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেয়ুষঃ।
প্রপন্না রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ॥ ৩৪

প্রয়াগে অবস্থানকালে রামচন্দ্র সেই মহর্ষির নিকটে উপবিষ্ট হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলেন, ইত্যবসরে পুণ্যময়ী রাত্রির আগমন ঘটল।

সীতাতৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্॥ ৩৫

সুখের জীবনে অভ্যস্ত কাকুৎস্থবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় তৃতীয়া সীতাসহ পরিশ্রান্ত হয়ে ভরদ্বাজ মুনির সেই রমণীয় আশ্রমে সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং ভরদ্বাজমুপাগমৎ।
উবাচ নরশার্দূলো মুনিং জ্বলিততেজসম্॥ ৩৬

রাত্রি প্রভাত হলে, নরশ্রেষ্ঠ রাম তপঃতেজে ভাস্বর মুনি ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বললেন—

শর্বরীং ভগবন্নদ্য সত্যশীল তবাশ্রমে।
উষিতাঃ স্মোঽহ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্॥ ৩৭

সত্যসন্ধ ভগবন্ ! আজ আমরা আপনার এই আশ্রমে সুখপূর্বক রাত্রিবাস করলাম ; এখন আপনি

আমাদের গন্তব্য বাসস্থানে যাওয়ার অনুমতি দিন।

রাত্র্যাং তু তস্যাং ব্যুষ্টায়াং ভরদ্বাজোঽব্রবীদিদম্।
মধুমূলফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ॥ ৩৮
বাসসৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল।

রাত্রি প্রভাত হলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ বললেন—'মহাবল রাম! মধু-ফল-মূলসম্পন্ন চিত্রকূটই তোমার বাসোপযোগী স্থান বলে মনে করি; অতএব সেখানেই যাও।

নানানগগণোপেতঃ কিন্নরোরগসেবিতঃ॥ ৩৯
ময়ূরনাদাভিরতো গজরাজনিষেবিতঃ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ॥ ৪০

'বিভিন্নপ্রকার বৃক্ষপরিপূর্ণ, কিন্নরসেবিত ও সর্পসমাকুল, ময়ূরের কেকানিনাদিত এবং বিশালকায় হস্তিপরিবৃত চিত্রকূট পর্বতে তুমি যাও।

পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলায়ুত।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি॥ ৪১
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব।
সরিৎ প্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্।
চরতঃ সীতয়া সার্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব॥ ৪২

'পুণ্য এবং মনোরম সেই চিত্রকূট বহু ফল-মূলসমৃদ্ধ, বনমধ্যে হস্তীকুল এবং হরিণেরা বিচরণ করে, দেখবে মন্দাকিনী নদী, জলস্রোত, পর্বতকন্দর বিদীর্ণ করে প্রবাহিতা নির্ঝরিণী। রঘুকুলনন্দন! সীতার সঙ্গে বিচরণকালে এই সকল দৃশ্য দর্শনে তুমি আনন্দিত হবে।

প্রহৃষ্টকোয়াষ্টিভকোকিলস্বনৈ-
র্বিনোদয়ন্তং চ সুখং পরং শিবম্।
মৃগৈশ্চ মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ
সুরম্যমাসাদ্য সমাবসাশ্রয়ম্॥ ৪৩

'আনন্দিত টিট্টিভ এবং কোকিলের নিনাদে মুখরিত বহু মদমত্ত হস্তী ও হরিণের সুখে বিনোদনস্থান, সুন্দর মঙ্গলময় সেই আশ্রয় গ্রহণ করে বাস করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

শ্রীরামাদির উদ্দেশ্যে ভরদ্বাজমুনির স্বস্তিবাচন, চিত্রকূটে যাওয়ার নির্দেশ দান ও পথের পরিচয় বর্ণন, স্বনির্মিত ভেলায় চড়ে রামাদির যমুনাপারে গমন, যমুনাদেবীর ও শ্যাম বটবৃক্ষের নিকট সীতাদেবীর প্রার্থনা এবং যমুনাতীরের বনপথে তিনজনের ভ্রমণ ও সমতলস্থানে রাত্রিযাপন

উষিত্বা রজনীং তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
মহর্ষিমভিবাদ্যাথ জগ্মতুস্তং গিরিং প্রতি॥ ১

ভরদ্বাজাশ্রমে রাত্রিযাপন করে, বীর রাজপুত্রদ্বয় সীতার সঙ্গে একসঙ্গে মহর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে চিত্রকূট পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

তেষাং স্বস্ত্যয়নং চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ।
প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্য তাংশ্চৈব পিতা পুত্রানিবৌরসান্॥ ২

পিতা যেমন ঔরস-পুত্রদের অন্যত্র যাত্রাকালে করেন, তদ্রূপ মহর্ষি ভরদ্বাজ রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা করতে দেখে স্বস্তিবাচন করলেন।

ততঃ প্রচক্রমে বক্তুং বচনং স মহামুনিঃ।
ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ৩

অতঃপর মহাতেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সত্যসন্ধ মহাপরাক্রমশালী রামকে বলতে আরম্ভ করলেন—

গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভৌ।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্॥ ৪

'নরশ্রেষ্ঠ ! গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়ে তোমরা পশ্চিমমুখগামিনী যমুনার দিকে যাবে।

অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্।
তস্যাস্তীর্থে প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব।
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্॥ ৫

'রঘুনন্দন ! অতঃপর প্রতিকূল স্রোতস্বতী যমুনাতীরে গিয়ে পৌঁছে তার লোকাকীর্ণ ঘাট দেখতে পাবে ; সেখানে তোমরা ভেলা তৈরি করে সূর্যকন্যা যমুনা নদী পার হবে।

ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্।
পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতম্॥ ৬
তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষাং ক্রিয়াম্।
সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্ বাতিক্রমেত বা॥ ৭

'অতঃপর বহু বৃক্ষপরিবৃত সবুজ পত্রাচ্ছাদিত এবং সিদ্ধগণ-অর্চিত 'শ্যাম' নামে এক মহান বটবৃক্ষ দেখতে পাবে ; সীতা সেখানে সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়ে তার নীচে বিশ্রাম নিতে পারো অথবা সেখান থেকে এগিয়ে যেতে পারো।

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্।
সল্লকীবদরীমিশ্রং রম্যং বংশৈশ্চ যামুনৈঃ॥ ৮

'সেখান থেকে এক ক্রোশ পথ গিয়ে নীল বন দেখতে পাবে, যা শল্লকী (আমলকীর মতো একপ্রকার ফল) এবং বদরীফলের (কুল) বৃক্ষে এবং যমুনার তীরবর্তী বাঁশের বনে রমণীয়।

স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া।
রম্যো মার্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জিতঃ॥ ৯

'চিত্রকূট যাওয়ার সেই পথ রমণীয়, কোমল এবং দাবানলবর্জিত ; এইপথে আমি অনেকবার গিয়েছি।'

ইতি পন্থানমাদিশ্য মহর্ষিঃ সন্ন্যবর্তত।
অভিবাদ্য তথেত্যুক্ত্বা রামেণ বিনিবর্তিতঃ॥ ১০

মহর্ষি রামকে এইভাবে পথের নির্দেশ দিয়ে নিবৃত্ত হলেন ; রামও 'তাই হবে' এই বলে মহর্ষিকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁকে পুনরায় অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন।

উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
কৃতপুণ্যাঃ স্ম ভদ্রং তে মুনির্যন্নোঽনুকম্পতে॥ ১১

মহর্ষি ভরদ্বাজ, রামের অনুরোধে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলে, রাম-লক্ষ্মণকে বললেন—'ভাই লক্ষ্মণ! তোমার কল্যাণ হোক ! আমরা পূর্বে নিশ্চয়ই কোনও পুণ্যকর্ম করেছি, তাই মহর্ষি আমাদের প্রতি অনুকম্পা করেছেন।'

ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্ত্রয়িত্বা মনস্বিনৌ।
সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীম্॥ ১২

সেই মনস্বী পুরুষসিংহ দুজন এইভাবে আলোচনা করে, সীতাকে সামনে নিয়ে কালিন্দী (যমুনা) নদীর দিকে চলতে লাগলেন।

অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্রস্রোতস্বিনীং নদীম্।
চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীজলতিতীর্ষবঃ॥ ১৩

অতঃপর তাঁরা তীব্র স্রোতস্বিনী কালিন্দী নদীতীরে এসে শীঘ্র সেই নদীজলপ্রবাহ পার হওয়ার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন।

তৌ কাষ্ঠসংঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্।
শুষ্কৈর্বংশৈঃ সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্॥ ১৪
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্যবান্।
চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্॥ ১৫

অতঃপর তাঁরা দুজন আহৃত শুষ্ক বেনামূল দ্বারা আচ্ছাদিত ভাসমান একটি কাঠের ভেলা তৈরি করলেন। তারপর লক্ষ্মণ বেতের শাখা এবং জামগাছের শাখা ছেদন করে তা দিয়ে সীতার জন্য একটা সুখাসন নির্মাণ করলেন।

তত্র শ্রিয়মিবাচিন্ত্যাং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্।
ঈষৎস লজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্লবম্॥ ১৬
পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ।
প্লবে কঠিনকাজং চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ॥ ১৭

দশরথনন্দন রাম দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা অচিন্তনীয়া, ঈষৎ সলজ্জা প্রিয়া সীতাকে ওই ভেলায় আরোহণ করালেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র সেই ভেলায় সীতার আসনের পাশে সীতার বসন-ভূষণ ও খনিত্রাদি রেখে দিলেন।

আরোপ্য সীতাং প্রথমং সংঘাটং পরিগৃহ্য তৌ।
ততঃ প্রতেরতুর্যত্তৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ॥ ১৮

সেই ভেলায় প্রথমে সীতাকে উঠিয়ে তারপর দাঁড় নিয়ে দশরথনন্দন দুজন সানন্দে নদী পার হতে লাগলেন।

কালিন্দীমধ্যমায়াতা সীতা ত্বেনামবন্দত।
স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্॥ ১৯

যমুনা নদীর মধ্যভাগে এসে সীতা যমুনার বন্দনা করে বললেন— 'দেবি ! কল্যাণ করুন, আপনাকে পার হয়ে যাচ্ছি। আমার পতি যেন নির্বিঘ্নে ব্রত সমাপন করতে পারেন !

যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।
স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্॥ ২০

ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের দ্বারা পালিতা অযোধ্যাপুরীতে রাম কল্যাণের সঙ্গে ফিরে এলে আমি সহস্র গরু এবং সহস্র ঘটে দেবদুর্লভ পদার্থ দান করে আপনার পূজা করব।'

কালিন্দীমথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
তীরমেবাভিসম্প্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী॥ ২১

সুন্দরী সীতা করজোড়ে যমুনার কাছে (এইভাবে) প্রার্থনা করতে করতেই তাঁরা তিনজনে দক্ষিণ তীরে চলে এলেন।

ততঃ প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামূর্মিমালিনীম্।
তীরজৈর্বহুভির্বৃক্ষৈঃ সন্তেরুর্যমুনাং নদীম্॥ ২২

তারপর তাঁরা নদীতীরজাত বহুবিধ বৃক্ষে সুশোভিতা, তরঙ্গসঙ্কুলা দ্রুতগামিনী সূর্যকন্যা যমুনা নদী ভেলায় চেপে পার হয়ে গেলেন।

তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ।
শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্॥ ২৩

তাঁরা যমুনা পার হয়ে ভেলা ছেড়ে দিলেন এবং যমুনা তীরের বন থেকে প্রস্থান করে শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত শীতল ছায়াবিশিষ্ট 'শ্যাম' নামক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

ন্যগ্রোধং সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত।
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্॥ ২৪

সীতা বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে তাঁকে বন্দনা করে বললেন —'হে মহাবৃক্ষ ! আপনাকে প্রণাম। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার স্বামী যেন বনবাসব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

কৌসল্যাং চৈব পশ্যেম সুমিত্রাং চ যশস্বিনীম্।
ইতি সীতাঞ্জলিং কৃত্বা পর্যগচ্ছন্মনস্বিনী॥ ২৫

'বনবাসের অবসানে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আমরা যেন মাতা কৌশল্যা এবং মহীয়সী সুমিত্রাদেবীকে দেখতে পাই' —এই বলে মনস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করলেন।

অবলোক্য ততঃ সীতামায়াচন্তীমনিন্দিতাম্।
দয়িতাং চ বিধেয়াং চ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ২৬

তখন প্রাণপ্রিয়া ও অনুকূলচারিণী আনন্দিতা সীতাকে প্রার্থনারতা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—

সীতামাদায় গচ্ছ ত্বমগ্রতো ভরতানুজ।
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর॥ ২৭

'নরশ্রেষ্ঠ ভরতানুজ ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি সীতাকে নিয়ে আগে আগে চলো, আমি অস্ত্র নিয়ে তোমাদের অনুসরণ করব।

যদ্ যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা।
তৎ তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ॥ ২৮

'জনকতনয়া সীতা যে যে ফল বা ফুল চাইবেন, সেই সেই ফল-ফুল তাঁকে দেবে, যাতে বিদেহরাজতনয়ার মন প্রফুল্ল থাকে।'

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং প্রপচ্ছ সাবলা॥ ২৯

বলশালী দুই হস্তীর মধ্যে কল্যাণী হস্তিবধূর মতো রাম-লক্ষ্মণের মাঝখানে থেকে জনকতনয়া সীতা চলেছেন, যেতে যেতে সেই সুন্দরী অদৃষ্টপূর্ব এক-একটি বৃক্ষ, গুল্ম বা পুষ্পিতা লতা দেখে রামকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

রমণীয়ান্ বহুবিধান পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ॥ ৩০

সীতার কথানুসারে লক্ষ্মণ দ্রুত নানাবিধ মনোরম পুষ্পগুচ্ছ ও তরুশাখা নিয়ে এলেন এবং তাঁকে দিলেন।

বিচিত্রবালুকজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্॥ ৩১

জনকরাজনন্দিনী সীতা তখন বিচিত্র বালুকারাশি ও জলশোভিতা এবং হংস ও সারসের কলনিনাদে মুখরিতা যমুনা নদী দেখে আনন্দিতা হলেন।

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে॥ ৩২

অতঃপর দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ এক ক্রোশমাত্র পথ গিয়েই, বহু হিংস্র পশু বধ করে যমুনার তীরবর্তী বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন।

বিহৃত্য তে বর্হিণপূগনাদিতে
শুভে বনে বারণবানরাযুতে।
সমং নদীবপ্রমুপেত্য সত্বরং
নিবাসমাজগ্মুরদীনদর্শনাঃ ॥ ৩৩

উদারদৃষ্টিসম্পন্ন রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ময়ূরের কেকাধ্বনি-নিনাদিত তথা হস্তী ও বানর সমাকুল সেই মনোরম বনে বিহার করে, পরে শীঘ্র যমুনার উঁচু পাড়ে গিয়ে একসঙ্গে অবস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

অরণ্যশোভা দেখতে দেখতে শ্রীরামাদির চিত্রকূটে প্রবেশ ; সেখানে বাল্মীকি নামে এক মুনির (রামায়ণ-প্রণেতা নন) দর্শন লাভ, শ্রীরামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং গজকন্দ উৎসর্গ করে বাস্তু পূজানন্তর তাঁদের পর্ণশালায় প্রবেশ

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্।
প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবঃ॥ ১

তারপর রাত্রিশেষে জেগে উঠে রাঘবশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র তন্দ্রাচ্ছন্ন লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুললেন।

সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বল্গু ব্যাহরতাং স্বনম্।
সম্প্রতিষ্ঠামহে কালঃ প্রস্থানস্য পরন্তপ॥ ২

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বললেন—'ভাই সুমিত্রা-নন্দন ! বন্য বিহগকুলের মধুর কাকলি শ্রবণ করো। হে শত্রুসন্তাপক! এখনই যাত্রার সময়, চলো আমরা যাত্রা করি।'

প্রসুপ্তস্তু ততো ভ্রাত্রা সময়ে প্রতিবোধিতঃ।
জহৌ নিদ্রাং চ তন্দ্রাং চ প্রসক্তং চ পরিশ্রমম্॥ ৩

তখন নিদ্রিত লক্ষ্মণ যথাসময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক জাগরিত হয়ে নিদ্রা, তন্দ্রা এবং দীর্ঘ পথ চলার পরিশ্রমজাত-ক্লান্তি ত্যাগ করলেন।

তত উত্থায় তে সর্বে স্পৃষ্ট্বা নদ্যাঃ শিবং জলম্।
পন্থানমৃষিভির্জুষ্টং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ॥ ৪

তারপর তাঁরা সকলে উত্থিত হয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নদীর পবিত্র জল স্পর্শ করে ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথে চিত্রকূটের দিকে চলতে লাগলেন।

ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

সেই সময় লক্ষ্মণের সঙ্গে চলার পথে রাম পদ্মপলাশনয়না সীতাকে আলোচ্য কথাগুলি বলতে লাগলেন—

আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতান্ নগান্।
স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে॥ ৬

'অয়ি বিদেহরাজনন্দিনি ! শীত চলে যাওয়ায় বসন্ত সমাগমে পুষ্পে সুশোভিত, পুষ্পমালাধারী পর্বতগুলির সর্বত্র পুষ্পের মনোরম শোভা এবং অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত পলাশের সমারোহ দেখো।

পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতান্।
ফলপুষ্পৈরবনতান্ নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্॥ ৭

'ফল এবং পুষ্পভারে অবনত ভল্লাতক এবং বিল্ববৃক্ষগুলি দেখো ; কোনও মানুষই এদের পরিচর্যা করে না, তথাপি এরা জীবিত থাকতে সমর্থ। এদের মতো আমরাও ফলমূল আহার করে বেঁচে থাকতে পারব।'

পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ।
মধুনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে॥ ৮

তারপর লক্ষ্মণকে বললেন—'লক্ষ্মণ ! দেখো, মৌমাছিদের দ্বারা দ্রোণ প্রমাণ মধুসঞ্চিত মৌচাক গাছে গাছে ঝুলছে।

এষ ক্রোশতি নত্যূহস্তং শিখী প্রতিকূজতি।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তরসংকটে॥ ৯

'স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভারে রমণীয় বনভূমিতে ডাহুক ডাকছে আর ময়ূর তার প্রতিধ্বনি করছে।

মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসংঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্॥ ১০

'দেখো, উচ্চশিখরসমৃদ্ধ এই চিত্রকূট পর্বতে দলে দলে হাতিরা বিচরণ করছে আর পাখিরা মধুর কূজন করছে।

সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে॥ ১১

'বৎস ! বহু বৃক্ষচ্ছায়াসমৃদ্ধ পুণ্য চিত্রকূটের সমভূমির রমণীয় কাননে আমরা সানন্দে বিচরণ করব।'

ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।
রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্॥ ১২

অবশেষে তাঁরা দুই ভাই সীতার সঙ্গে পদব্রজে হাঁটতে হাঁটতে রমণীয় ও মনোরম চিত্রকূট পর্বতে চলে এলেন।

তং তু পর্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণাযুতম্।
বহুমূলফলং রম্যং সম্পন্নসরসোদকম্॥ ১৩

নানাপক্ষিসমাকুল, রমণীয় বহু ফলমূলসমৃদ্ধ সুস্বাদু জল-সমন্বিত সেই পর্বতে এসে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—

মনোজ্ঞোঽয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাদ্রুমলতাযুতঃ।
বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি মে॥ ১৪

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! নানাপ্রকার বৃক্ষলতা-সমন্বিত বহু ফলমূল-সমৃদ্ধ রমণীয় এবং মনে আহ্লাদজনক এই পর্বত আমাদের সুখে জীবনধারণের অনুকূল স্থান বলে আমার মনে হচ্ছে।

মুনয়শ্চ মহাত্মানো বসন্ত্যস্মিঞ্ শিলোচ্চয়ে।
অয়ং বাসো ভবেৎ তাত বয়মত্র বসেমহি॥ ১৫

'এই প্রস্তরপুঞ্জের অর্থাৎ পর্বতের উপরে অনেক মহাত্মা এবং মুনি বাস করেছেন ; অতএব বৎস ! এখানেই আমাদের বাসস্থান হবে, আমরা এখানেই বাস করব।'

ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্॥ ১৬

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বললে, সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণ সকলে আশ্রমে গিয়ে করজোড়ে বাল্মীকি মুনিকে প্রণাম জানালেন।

তান্ মহর্ষিঃ প্রমুদিতঃ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ।
আস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তং নিবেদ্য চ॥ ১৭

ধর্মজ্ঞ মহর্ষি সানন্দে ও সসম্মানে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে সমাদরের সঙ্গে বললেন— 'উপবেশন করুন'।

ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সন্নিবেদ্য যথান্যায়মাত্মানমৃষয়ে প্রভুঃ॥ ১৮

অতঃপর লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবীর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ঋষির কাছে আত্মপরিচয় যথাযথ জানিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

লক্ষ্মণানয় দারূণি দৃঢ়ানি চ বরাণি চ।
কুরুষ্বাবসথং সৌম্য বাসে মেঽভিরতং মনঃ॥ ১৯

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! শক্ত শ্রেষ্ঠ কাঠ নিয়ে এসে কুটীর নির্মাণ করো। এখানেই বাস করার জন্য আমার মনে অভিলাষ হয়েছে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ॥ ২০

শত্রুবিজয়ী সুমিত্রানন্দন শ্রীরামের সেই নির্দেশ শুনে নানারকম গাছের কাঠ সংগ্রহ করে পর্ণকুটীর নির্মাণ করলেন।

তাং নিষ্ঠিতাং বদ্ধকটাং দৃষ্ট্বা রামঃ সুদর্শনাম্।
শুশ্রূষমাণমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২১

সুন্দর শক্ত কাষ্ঠ-নির্মিত দৃঢ়ভিত্তি পর্ণকুটীর দেখে, একান্ত নিষ্ঠাবান সেবাপরায়ণ সুদর্শন লক্ষ্মণকে রাম বললেন—

ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ॥ ২২

'ভাই সৌমিত্রি! গজকন্দের সারভাগ সংগ্রহ করে[১] আমরা বাস্তুশান্তি করব; কারণ, দীর্ঘজীবনাকাঙ্ক্ষীদের বাস্তুশান্তি অবশ্য কর্তব্য।

মৃগং হত্বাহহনয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণ।
কর্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্মমনুস্মর॥ ২৩

'শুভদর্শন লক্ষ্মণ! শীঘ্র একটি গজকন্দ[২] তুলে এখানে নিয়ে এসো। শাস্ত্রীয় বিধিই অনুসরণ করা উচিত; তাই ধর্মকে স্মরণ করো।'

ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
চকার চ যথোক্তং হি তং রামঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২৪

বীর শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ, বড় ভাই-এর (দাদার) আদেশ জেনে নিয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করলেন; তাঁকে রামচন্দ্র আবার বললেন—

ঐণেয়ং শ্রপয়স্বৈতচ্ছালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
ত্বর সৌম্যমুহূর্তোহয়ং ধ্রুবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্॥ ২৫

'এই গজকন্দ সেদ্ধ করো, আমরা বাস্তুপূজা করব। আজকের এই দিনটি "ধ্রুব"-নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্ত; অতএব তাড়াতাড়ি করো।'

স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণ মৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি॥ ২৬

তখন সুমিত্রানন্দন প্রতাপশালী লক্ষ্মণ, কৃষ্ণবর্ণ গজকন্দ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।

তৎ তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্।
লক্ষ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ॥ ২৭

অতঃপর, গজকন্দ সেদ্ধ হয়েছে বুঝে, লক্ষ্মণ নরসিংহ রঘুনন্দন রামকে বললেন—

অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া।
দেবতা দেবসংকাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি॥ ২৮

'সর্বাঙ্গসুন্দর এই কৃষ্ণবর্ণ গজকন্দ আমি সম্পূর্ণ সেদ্ধ করেছি; দেবযজ্ঞে দক্ষ দেবতুল্য আপনি দেবযজ্ঞ করুন।

রামঃ স্নাত্বা তু নিয়তো গুণবাঞ্জপকোবিদঃ।
সংগ্রহেণাকরোৎ সর্বান্ মন্ত্রান্ সত্রাবসানিকান্॥ ২৯

গুণবান জপযজ্ঞ-প্রাজ্ঞ রাম স্নানান্তে সংযমপালন-পূর্বক সংক্ষেপে বাস্তুযজ্ঞ সমাপ্তির সকল মন্ত্র পাঠ করলেন।

ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্বান্ বিবেশাবসথং শুচিঃ।
বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিততেজসঃ॥ ৩০

অভীষ্ট দেবগণকে পূজা করে পবিত্রচিত্তে সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম বাসগৃহে প্রবেশ করলেন; তাতে অমিততেজা রামের মন আনন্দে পূর্ণ হল।

বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।
বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্তয়ন্॥ ৩১
জপং চ ন্যায়তঃ কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাং যথাবিধি।
পাপসংশমনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্॥ ৩২

শ্রীরামচন্দ্র নদীতে যথাবিধি স্নান করে বৈশ্বদেবগণকে বলিপ্রদানপূর্বক রুদ্রযাগ ও বিষ্ণুযাগ সম্পন্ন করলেন; পরে বাস্তুশান্তির মাঙ্গলিক ক্রিয়া এবং যথাবিধি গায়ত্র্যাদি জপ সমাপনান্তে পঞ্চসূনা পাপ প্রশমনের জন্য উত্তম বলিপ্রদান করলেন।

বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ॥ ৩৩

রঘুনন্দন রাম আশ্রমের যোগ্য বেদিস্থল (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং মহাদেব—এই অষ্ট

---

[১] ঐণেয় মাংসম্'-এর অর্থ হল গজকন্দ নামক কন্দ-বিশেষের সারভাগ। এই প্রসঙ্গে মাংস সম্পর্কিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়, কেননা এরূপ অর্থ করা হলে 'হিত্বা মুনিবদামিষম্' (২।২০।২৯), 'ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে' (২।৩৪।৪৫) এবং 'ধর্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ' (২।৫৪।১৬) ইত্যাদি রূপে শ্রীরাম কথিত প্রতিজ্ঞার বিপরীত অর্থ করা হবে। এই সকল বাক্য দ্বারা নিরামিষ জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে ফল-মূল খেয়ে ধর্মাচরণের কথা বলা হয়েছে। 'রামো দ্বির্নাভিভাষতে' (রামচন্দ্র দু-রকমের কথা বলেন না, একবার যা বলেন তাতেই অটল থাকেন) এই কথনানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞার অন্যথা হয় না।

[২] মদনপালন নিঘণ্টুনসারে 'মৃগ' শব্দের অর্থ হল 'গজকন্দ'।

দিক্‌পালের বলিপ্রদানের আটটি বেদি), চৈত্য (যজ্ঞগৃহ) এবং দেবমন্দির স্থাপন করলেন।

তাং বৃক্ষপর্ণচ্ছদনাং মনোজ্ঞাং
যথাপ্রদেশং সুকৃতাং নিবাতাম্।
বাসায় সর্বে বিবিশুঃ সমেতাঃ
সভাং যথা দেবগণাঃ সুধর্মাম্॥ ৩৪

দেবগণ যেমন দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরকম রাম-সীতা-লক্ষ্মণ সকলে একসঙ্গে বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত, মনোরম, বায়ুবেগসহনশীল সুনির্মিত পর্ণকুটীরে প্রবেশ করলেন।

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীং চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ॥ ৩৫

পশু-পক্ষী-সমাকুল, স্নানের জন্য সুন্দর সুন্দর ঘাটসমৃদ্ধ মন্দাকিনী নদীতীরে, রমণীয় চিত্রকূট পর্বতে এসে, ভ্রাতা ও পত্নীসহ রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্ত হয়ে অযোধ্যা নগরী থেকে নির্বাসনের দুঃখ ভুলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, তাঁর মুখে রামাদির সংবাদ শুনে অন্তঃপুরিকাদের ও পুরবাসীদের বিলাপ এবং রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্ছাপ্রাপ্তি

কথয়িত্বা তু দুঃখার্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।
রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বগৃহং গুহঃ॥ ১

রামচন্দ্র গঙ্গার দক্ষিণতীরে চলে গেলে, দুঃখার্ত গুহ সুমন্ত্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে নিজগৃহে চলে গেলেন।

ভরদ্বাজাভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্।
আ গিরের্গমনং তেষাং তত্রস্থৈরভিলক্ষিতম্॥ ২

রাম-সীতা-লক্ষ্মণের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে গমন, প্রয়াগে ঋষিগণ কর্তৃক সংবর্ধনা লাভ এবং চিত্রকূট পর্বতে গমন— এই সকল সংবাদ, গুহ কর্তৃক প্রেরিত শৃঙ্গবেরপুরের মানুষদের কাছ থেকে গুহ এবং সুমন্ত্র জানতে পারলেন।

অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্।
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্মনাঃ॥ ৩

অতঃপর সুমন্ত্র ভারাক্রান্ত মনে গুহের অনুমতিক্রমে রথে উত্তম অশ্বগুলি সংযোজিত করে অযোধ্যা নগরীর প্রতি যাত্রা করলেন।

স বনানি সুগন্ধীনি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পশ্যন্ যন্তো যযৌ শীঘ্রং গ্রামাণি নগরাণি চ॥ ৪

সুমন্ত্র চলার পথে পুষ্পের সুগন্ধে ভরপুর অরণ্যসকল, নদী, সরোবর, গ্রাম এবং নগরী সব দেখতে দেখতে দ্রুত চলতে লাগলেন।

ততঃ সায়াহ্নসময়ে দ্বিতীয়েঽহনি সারথিঃ।
অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ॥ ৫

অতঃপর সারথি সুমন্ত্র দ্বিতীয় দিনে সায়ংকালে অযোধ্যায় পৌঁছে দেখলেন, সারা নগরী নিরানন্দে পরিপূর্ণ।

স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ॥ ৬

সুমন্ত্র অযোধ্যানগরীকে জনশূন্য এবং শব্দহীন দেখে অত্যন্ত দুঃখিত এবং শোকের আবেগে অভিভূত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—

কচ্চিন্ন সগজা সাশ্বা সজনা সজনাধিপা।
রামসন্তাপদুঃখেন দগ্ধা শোকাগ্নিনা পুরী॥ ৭

'শ্রীরামের বিরহজনিত শোকাগ্নিতে হস্তী, অশ্ব, জনগণ এবং মহারাজসহ অযোধ্যাপুরী দগ্ধ হয়ে গেছে কি!'

ইতি চিন্তাপরঃ সূতো বাজিভিঃ শীঘ্রযায়িভিঃ।
নগরদ্বারমাসাদ্য ত্বরিতঃ প্রবিবেশ হ॥ ৮

সূত সুমন্ত্র এই চিন্তা করে দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে নগরের দ্বারে এসে দ্রুত নগরে প্রবেশ করলেন।

সুমন্ত্রমভিধাবন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ক্ব রাম ইতি পৃচ্ছন্তঃ সূতমভ্যদ্রবন্ নরাঃ॥ ৯

তখন শত শত সহস্র সহস্র মানুষ সুমন্ত্রের দিকে দৌড়ে গিয়ে 'কোথায় রাম', এই কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

তেষাং শশংস গঙ্গায়ামহমাপৃচ্ছ্য রাঘবম্।
অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোঽস্মি ধার্মিকেণ মহাত্মনা॥ ১০

সুমন্ত্র পশ্চাদ্‌গামী জনগণকে বললেন, 'গঙ্গাতীরে রামকে বিদায় জানিয়ে, সেই ধার্মিক মহাত্মা রামের নির্দেশে আমি ফিরে এসেছি।'

তে তীর্ণা ইতি বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখা নরাঃ।
অহো ধিগিতি নিঃশ্বস্য হা রামেতি বিচুক্রুশুঃ॥ ১১

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছেন জেনে, জনগণ অশ্রুপূর্ণ লোচনে 'হা ধিক্' এই বলে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, 'হা রাম' এই বলে কাঁদতে লাগল।

শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দং চ তিষ্ঠতাম্।
হতা স্ম খলু যে নেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্॥ ১২

দলে দলে অবস্থিত সেই জনগণের এইরকম কথা সমুন্ত্র যেতে যেতে শুনতে পাচ্ছিলেন, 'আমরা, যারা রঘুনন্দনকে দেখতে পাচ্ছি না (সেই আমরা) নিশ্চয়ই মৃত।

দানযজ্ঞবিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ।
ন দ্রক্ষ্যামঃ পুনর্জাতু ধার্মিকং রামমন্তরা॥ ১৩

'দান-যজ্ঞ-বিবাহ তথা বড় বড় সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানে আমরা আর রামকে কাছে দেখতে পাব না।'

কিং সমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।
ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্॥ ১৪

অযোধ্যাবাসী জনগণের পক্ষে কোন্ বিষয় উপযোগী, কীসে তাদের কল্যাণ হবে, কোন্ বিষয় (তাদের পক্ষে) সুখকর হবে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে, রাম পিতার মতো এই নগরীকে পালন করতেন।

বাতায়নগতানাং চ স্ত্রীণামন্বন্তরাপণম্।
রামশোকাভিতপ্তানাং শুশ্রাব পরিদেবনাম্॥ ১৫

হাটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুমন্ত্র গৃহের জানালার পাশে উপবিষ্ট, রামের বিরহে সন্তপ্ত, স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন।

স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্॥ ১৬

সুমন্ত্র মুখ ঢেকে রাজপথের মধ্য দিয়ে গিয়ে যে গৃহে রাজা দশরথ অবস্থান করছেন সেই গৃহে চলে গেলেন।

সোঽবতীর্য রথাচ্ছীঘ্রং রাজবেশ্ম প্রবিশ্য চ।
কক্ষ্যাঃ সপ্তাভিচক্রাম মহাজনসমাকুলাঃ॥ ১৭

তিনি রথ থেকে দ্রুত অবতরণ করে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং বহুজনসমাকীর্ণ সাতটি মহল অতিক্রম করে গেলেন।

হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ॥ ১৮

রাজপ্রাসাদে, সপ্ততলগৃহে এবং ধনিগৃহে অবস্থিত রমণীগণ রামকে ছাড়া সুমন্ত্রকে আসতে দেখে রামের অদর্শনে পীড়িত হয়ে হাহাকার করতে লাগলেন।

আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরা স্ত্রিয়ঃ॥ ১৯

আর্ত স্ত্রীলোকেরা স্বচ্ছ আয়ত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উদাসভাবে একে অপরকে দেখতে লাগলেন।

ততো দশরথস্ত্রীণাং প্রাসাদেভ্যস্ততস্ততঃ।
রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব জল্পিতম্॥ ২০

তখন রামের শোকে সন্তপ্ত দশরথ-পত্নীগণের মৃদু বিলাপধ্বনি প্রাসাদের এদিক-ওদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল—

সহ রামেণ নির্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ।
সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি॥ ২১

'রামের সঙ্গে অযোধ্যা থেকে নির্গত হয়ে রামকে ছাড়াই প্রত্যাগত সুমন্ত্র কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে ক্রন্দনরতা কৌশল্যাকে কী প্রত্যুত্তর দেবেন?

যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ধ্রুবম্।
আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্যাতে কৌসল্যা যত্র জীবতি॥ ২২

'দুঃখময় জীবনে বেঁচে থাকা সহজ নয়, তথাপি পুত্র গেলে কৌশল্যা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্না হয়েও জীবিতা আছেন।'

তদারূপং তু তদ্ বাক্যং রাজস্ত্রীণাং নিশাময়ন্।
প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্॥ ২৩

রাজপত্নীদের সেই প্রকৃত বাক্য শুনতে শুনতে সুমন্ত্র যেন শোকবহ্নিতে জ্বলতে জ্বলতে সহসা রাজভবনে প্রবেশ করলেন।

স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে॥ ২৪

তিনি শ্বেত-পীতবর্ণময় গৃহের অষ্টম কক্ষে প্রবেশ করে পুত্রশোকে কাতর, ক্ষীণ ও দৈন্যদশাপ্রাপ্ত রাজাকে দেখতে পেলেন।

অভিগম্য তমাসীনং রাজানমভিবাদ্য চ।
সুমন্ত্রো রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ॥ ২৫

সুমন্ত্র, উপবিষ্ট রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে রাম যা বলেছেন তা যথাযথ নিবেদন করলেন।

স তূষ্ণীমেব তচ্ছ্রুত্বা রাজা বিদ্রুতমানসঃ।
মূর্ছিতো ন্যপতদ্ ভূমৌ রামশোকাভিপীড়িতঃ॥ ২৬

শ্রীরামের শোকে অত্যন্ত পীড়িত বিহ্বলচিত্ত রাজা দশরথ সুমন্ত্রের কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ততোঽন্তঃপুরমাবিদ্ধং মূর্চ্ছিতে পৃথিবীপতৌ।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ চুক্রোশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ॥ ২৭

তখন পৃথিবীর অধিপতি রাজা দশরথ মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে দুঃখ-ব্যথিত অন্তঃপুরবাসীরা দুই বাহু শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

সুমিত্রয়া তু সহিতা কৌসল্যা পতিতং পতিম্।
উত্থাপয়ামাস তদা বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৮

তখন সুমিত্রার সহায়তায় কৌশল্যা ভূপতিত পতিকে তুলে বসিয়ে বললেন—

ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ।
বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে॥ ২৯

'মহারাজ ! অতি কঠিন কাজ করে বনবাস থেকে শ্রীমান রামের দূত হয়ে প্রত্যাগত সুমন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছেন না কেন ?

অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা॥ ৩০

'রঘুনন্দন ! নীতিবিগর্হিত কাজ করে আজ কেন লজ্জা পাচ্ছেন ! উঠুন, আপনার পুণ্য হোক। সত্যরক্ষারূপ পুণ্যলাভে শোক (আপনার) সহায়ক হবে না।

দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ ৩১

'দেব ! যার ভয়ে আপনি রামের বিষয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না, সেই কৈকেয়ী এখানে নেই ; অতএব নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন।'

সা তথোক্ত্বা মহারাজং কৌসল্যা শোকলালসা।
ধরণ্যাং নিপপাতাশু বাষ্পবিপ্লুতভাষিণী॥ ৩২

শোকাভিভূতা কৌশল্যা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহারাজকে এই কথা বলে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন।

বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
পতিং চাবেক্ষ্য তাঃ সর্বাঃ সমন্তাদ্ রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৩৩

বিলাপরতা কৌশল্যাকে ভূতলে পতিত এবং পতিকে শোকাভিভূত দেখে, রাজার অন্যান্য পত্নীরা চারিদিকে ঘিরে কাঁদতে লাগলেন।

ততস্তমন্তঃপুরনাদমুত্থিতং
সমীক্ষ্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বা রুরুদুঃ সমন্ততঃ
পুরং তদাসীৎ পুনরেব সংকুলম্॥ ৩৪

তখন রাজান্তঃপুর থেকে উত্থিত সেই ক্রন্দনধ্বনি, আর্তনাদ শুনে চারিদিকে (অযোধ্যাবাসী) বৃদ্ধ, তরুণ এবং রমণীগণ কাঁদতে লাগল ; সেই অযোধ্যাপুরী আবার ক্রন্দনধ্বনিতে ভরে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

রাজা দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সুমন্ত্র কর্তৃক রামাদির সংবাদ যথাযথ নিবেদন

প্রত্যাশ্বস্তো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্মৃতিঃ।
তদাজুহাব তং সূতং রামবৃত্তান্তকারণাৎ॥ ১

যখন রাজা দশরথ মোহ থেকে চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন, তখন রামের সংবাদ জানার জন্য সুমন্ত্রকে ডেকে পাঠালেন।

তদা সূতো মহারাজং কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
রামমেবানুশোচন্তং দুঃখশোকসমন্বিতম্॥ ২

তখন সুমন্ত্র শোকে বিলাপরত, শোক-দুঃখে নিমজ্জিত মহারাজের কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপস্থিত হলেন।

বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিব দ্বিপম্।
বিনিঃশ্বসন্তং ধ্যায়ন্তমস্বস্থমিব কুঞ্জরম্॥ ৩
রাজা তু রজসা সূতং ধ্বস্তাঙ্গং সমুপস্থিতম্।
অশ্রুপূর্ণমুখং দীনমুবাচ পরমার্তবৎ॥ ৪

বৃদ্ধ, অতীব শোকসন্তপ্ত, সদ্যবন্দীদশাপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে এমন শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এবং সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হস্তীর ন্যায়, অশ্রুবদন, দীনতাপ্রাপ্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান সুমন্ত্রকে পুত্রশোকে পরম আর্ত রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্ব নু বৎস্যতি ধর্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
সোঽত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ॥ ৫

'সূত! ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বৃক্ষমূল অবলম্বন করে কীভাবে থাকবে? অত্যন্ত সুখে লালিত-পালিত সে কী খাবে?

দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ।
ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ॥ ৬

'সুমন্ত্র! দুঃখভোগের অনুপযুক্ত রাজপুত্র কী করে দুঃখ সহ্য করছে! রাজশয্যায় শয়নে যে অভ্যস্ত সে কী করে অনাথের মতো ভূমিতে শয়ন করছে!

যং যান্তমনুযান্তি স্ম পদাতিরথকুঞ্জরাঃ।
স বৎস্যতি কথং রামো বিজনং বনমাশ্রিতঃ॥ ৭

'পথে চলার সময় পদাতিক, রথারোহী এবং গজারোহী সৈন্যেরা যাকে অনুসরণ করত, সেই রাম বিজন বনে কী করে বাস করবে?

ব্যালৈর্মৃগৈরাচরিতং কৃষ্ণসর্পনিষেবিতম্।
কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্ধং বনমুপাশ্রিতৌ॥ ৮

'হিংস্র পশু ও বিষধর সর্পসমাকুল অরণ্যে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার দুজন কী করে বাস করবে?

সুকুমার্যা তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া।
রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথাদ্ গতৌ॥ ৯

'সুমন্ত্র! কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সীতার সঙ্গে দুই রাজপুত্র রথ থেকে নেমে কী করে পায়ে হেঁটে গেল?

সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ মমাত্মজৌ।
বনান্তং প্রবিশন্তৌ তাবশ্বিনাবিব মন্দরম্॥ ১০

'সারথে! মন্দর পর্বতে প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মতো আমার দুই পুত্রকে বনে প্রবেশ করতে দেখে, তুমি সিদ্ধ মনোরথ হয়েছ।

কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী॥ ১১

'সুমন্ত্র! বনে উপস্থিত হয়ে শ্রীরাম কী বলল, লক্ষ্মণ কী বলল, আর মিথিলেশনন্দিনী সীতা-ই বা কী বলল?

আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্তয়।
জীবিষ্যাম্যহমেতেন যয়াতিরিব সাধুষু॥ ১২

'সূত! শ্রীরামের উপবেশন, শয়ন এবং ভোজন বিষয়ে বলো; সাধুসংসর্গে যযাতির মতো আমি তোমার মুখ থেকে শ্রীরামের বার্তা শুনে জীবনধারণে সক্ষম হব।'

ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।
উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিবদ্ধয়া॥ ১৩

রাজা দশরথ এইরকম বললে, সূত (সুমন্ত্র) বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্গদস্বরে রাজাকে বললেন—

...মহারাজ ধর্মমেবানুপালয়ন্।
...রাঘবঃ কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ॥ ১৪
...মদ্বচনাৎ তস্য তাতস্য বিদিতাত্মনঃ।
...বন্দনীয়সা বন্দৌ পাদৌ মহাত্মনঃ॥ ১৫
...বাচ্যং সূত মদ্বচনাৎ ত্বয়া।
...যথার্হমভিবাদনম্॥ ১৬

'মহারাজ! নিরন্তর ধর্মের পালক রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ...পুটে, অবনত মস্তকে বললেন, ''প্রণম্য আমার ...দেবের পাদদ্বয় আমার হয়ে বন্দনা করবেন। অধিকন্তু ... অনুরোধে অন্তঃপুরবাসিনী মাতৃগণকে আমার ... সংবাদ দিয়ে আমার প্রণাম নিবেদন করবেন।

মাতা চ মম কৌসল্যা কুশলং চাভিবাদনম্।
...মাদং চ বক্তব্যা ব্রূয়াশ্চৈনামিদং বচঃ॥ ১৭
...নিত্যা যথাকালমগ্ন্যগারপরা ভব।
দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয়॥ ১৮

''মাতা কৌশল্যাকে আমার কুশল সংবাদ দিয়ে এবং আমার প্রণতি জানিয়ে সাবধানে বলবেন—'দেবি! ...নিত্য ধর্মপরায়ণা হয়ে যথাসময়ে যজ্ঞাগারের পরিচর্যা করবেন; দেবজ্ঞানে আপনার পতিদেবতার পদসম্বাহন করবেন।

অভিমানং চ মানং চ ত্যক্ত্বা বর্তস্ব মাতৃষু।
অনুরাজানমার্যাং চ কৈকেয়ীমম্ব কারয়॥ ১৯

'মাতঃ! (প্রধানমহিষীত্বের) অভিমান এবং (বংশমর্যাদার) মান ত্যাগ করে অন্যান্য মাতাদের সঙ্গে আন্তরিকপ্রীতির ব্যবহার করবেন এবং মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর প্রতি রাজার অনুরাগ জেনে তাকে সম্মান করবেন।

কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ।
অর্থজ্যেষ্ঠা হি রাজানো রাজধর্মমনুস্মর॥ ২০

'কুমার ভরতের প্রতি রাজার মতো ব্যবহার করবেন। রাজধর্ম স্মরণ করুন—''বয়ঃজ্যেষ্ঠ না হলেও রাজা রাজাই।'

ভরতঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মদ্বচনেন চ।
সর্বাস্বেব যথান্যায়ং বৃত্তিং বর্তস্ব মাতৃষু॥ ২১

''ভরতকে আমার কুশলবার্তা জানাবেন। আমার হয়ে তাকে আরও জানাবেন, মাতৃগণের সকলের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করবে।

বক্তব্যশ্চ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
পিতরং যৌবরাজ্যস্থো রাজ্যস্থমনুপালয়॥ ২২

''ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবিধায়ক মহাবীর ভরতকে আরও বলবেন—'যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতার রক্ষায় ও সেবায় নিরত থাকবে'।

অতিক্রান্তবয়া রাজা মা স্মৈনং ব্যপরোরুধঃ।
কুমাররাজ্যে জীবস্ব তস্যৈবাজ্ঞাপ্রবর্তনাৎ॥ ২৩

'রাজা কর্মক্ষমতার বয়স অতিক্রম করেছেন (বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন); অতএব কোনোও কার্যেই তাঁর বিরোধিতা কোরো না। যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর নির্দেশপালনপূর্বক জীবন নির্বাহ করবে।

অব্রবীচ্চাপি মাং ভূয়ো ভৃশমশ্রূণি বর্তয়ন্।
মাতেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্যা পুত্রগর্ধিনী॥ ২৪
ইত্যেবং মাং মহাবাহুর্ব্রুবন্নেব মহাযশাঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥ ২৫

'প্রভূত অশ্রু বর্ষণ করতে করতে পুনরায় ভরতের উদ্দেশ্যে আমাকে আরও বললেন—''আমার পুত্রবৎসলা মা-কে তোমার মা-এর মতো দেখবে।'' মহাবীর, মহাযশস্বী, পদ্মপলাশনেত্র শ্রীরাম আমাকে এইভাবে বলে প্রভূত অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ॥ ২৬

'লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, ''আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কোন্ অপরাধে নির্বাসিত হলেন?'

রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু চাশ্রুত্য শাসনম্।
কৃতং কার্যমকার্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ॥ ২৭

''রাজা কিন্তু কৈকেয়ীর হীন আদেশ শুনে উচিত বা

অনুচিত কার্য যাই-ই করুন, তাতে আমরা (শ্রীরাম দাদা এবং আমি) পীড়া ভোগ করছি।

যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।
বরদাননিমিত্তং বা সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ২৮

"শ্রীরামের বনবাস কৈকেয়ীর লোভের কারণেই হোক, বা রাজার বরদানের জন্য, তা কিন্তু সর্বপ্রকারে অন্যায়ই হয়েছে।

ইদং তাবদ্ যথাকামীমশ্বরস্য কৃতে কৃতম্।
রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে॥ ২৯

"শ্রীরামের বনবাসদান রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা-ই হোক, রামকে পরিত্যাগ করার কোনও কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

অসমীক্ষ্য সমারব্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ।
জনয়িষ্যতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্॥ ৩০

"বুদ্ধির অল্পতার কারণে বিবেচনা না-করে রামের বনবাসরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে কাজ করেছেন, তা অবশ্যই প্রজাদের ক্ষোভ উৎপাদন করবে।

অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥ ৩১

"আমি কিন্তু মহারাজের মধ্যে এখন আর পিতৃত্বকে দেখতে পাচ্ছি না ; রঘুনন্দন শ্রীরামই এখন আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু এবং পিতা।

সর্বলোকপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা সর্বলোকহিতে রতম্।
সর্বলোকোঽনুরজ্যেত কথং চানেন কর্মণা॥ ৩২

"সকলের কল্যাণকর্মে রত, সকলের প্রিয় শ্রীরামকে পরিত্যাগ করে, রাজা এই ক্রূর কর্মের দ্বারা কী করে সকলের মনোরঞ্জন করবেন ?

সর্বপ্রজাভিরামং হি রামং প্রব্রাজ্য ধার্মিকম্।
সর্বলোকবিরোধেন কথং রাজা ভবিষ্যতি॥ ৩৩

"প্রজাদের সকলের মনোরঞ্জনকারী প্রিয় ধার্মিক রামকে নির্বাসন দিয়ে, সকলের বিরোধিতার মধ্যে তিনি কী করে রাজা হয়ে থাকবেন ?"

জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা॥ ৩৪

'মহারাজ তপস্বিনী জনকনন্দিনী সীতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ভূতাবিষ্টের মতো সব কিছু ভুলে গিয়ে স্থিরভাবে বসে ছিলেন।

অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥ ৩৫

'যশোমতী রাজকন্যা সীতা পূর্বে কোনও দুঃখ পাননি, তাই তিনি এই বনবাস-দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে আমায় কিছুই বলতে পারলেন না।

উদ্বীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মুমোচ সহসা বাষ্পং প্রযান্তমুপবীক্ষ্য সা॥ ৩৬

'আমাকে ফিরে আসতে দেখে তিনি শুষ্কমুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সহসা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

তথৈব রামোঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ
স্থিতোঽব্রবীল্লক্ষ্মণবাহুপালিতঃ ।
তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী
নিরীক্ষতে রাজরথং তথৈব মাম্॥ ৩৭

লক্ষ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধ রাম সাশ্রুবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে সেইসব কথা বললেন, তদ্রূপ সীতাও কাঁদতে কাঁদতে আপনার রাজরথ এবং আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

—o—

উনষষ্টিতম সর্গ (৫৯)

সুমন্ত্র-কর্তৃক শ্রীরামের বিরহে ব্যাকুল অযোধ্যাবাসীদের দুরবস্থা বর্ণন এবং রাজা দশরথের বিলাপ

মম ত্বশ্বা নিবৃত্তস্য ন প্রাবর্তন্ত বর্ত্মনি।
উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তো রামে সম্প্রস্থিতে বনম্॥ ১
উভাভ্যাং রাজপুত্রাভ্যামথ কৃত্বাহমঞ্জলিম্।
প্রস্থিতো রথমাস্থায় তদ্দুঃখমপি ধারয়ন্॥ ২

সূত সুমন্ত্র আরও বললেন—'অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরাম বনে চলে গেলে, আমি উভয় রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হয়ে, সেই দুঃখকে হৃদয়ে ধারণ করে রথারূঢ় হয়ে প্রস্থান করলাম। প্রস্থানকালে আমার অশ্বেরা কিন্তু উষ্ণ অশ্রুমোচন করতে লাগল, আর পথে চলতে চাইছিল না।

গুহেন সার্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি দিবসান্ বহূন্।
আশয়া যদি মাং রামঃ পুনঃ শব্দাপয়েদিতি॥ ৩

'শ্রীরাম যদি আবার আমাকে ডেকে পাঠান, এই আশায় আমি গুহের সঙ্গে সেখানেই বহুদিন বাস করলাম।

বিষয়ে তে মহারাজ মহাব্যসনকর্শিতাঃ।
অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ॥ ৪

'মহারাজ ! শ্রীরামের বিচ্ছেদহেতু আপনার রাজ্যে পুষ্প, অঙ্কুর ও কোরকসহ বৃক্ষগুলিও অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে।

উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ॥ ৫

'জলাশয়, সরোবর ও নদীগুলির জল উত্তপ্ত হয়ে গেছে এবং বন ও উপবনের গাছের পাতাগুলি সব শুকিয়ে গেছে।

ন চ সর্পন্তি সত্ত্বানি ব্যালা ন প্রচরন্তি চ।
রামশোকাভিভূতং তন্নিষ্কূজমভবদ্ বনম্॥ ৬

'বনে প্রাণিগণ বিচরণ করছে না, সরীসৃপেরা নড়াচড়া করছে না ; শ্রীরামের বিরহশোকে অভিভূত বনসমূহে পক্ষীদের কলরব নেই।

লীনপুষ্করপত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ।
সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীনবিহংগমাঃ॥ ৭

'নদীসমূহের জল হয়েছে কলুষিত, তাই পদ্মের পাপড়িগুলি পচনহেতু গলিত হয়ে গেছে। পদ্মপুকুরগুলি উত্তপ্ত ও শুষ্ক হওয়ায় মৎস্য ও সরোবর-কূলস্থিত বিহগের সংখ্যা কমে গেছে।

জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ।
নাতিভান্ত্যল্পগন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্॥ ৮

'জলজ পুষ্পগুলির এবং স্থলজ পুষ্পমালাগুলির গন্ধ মলিন হয়ে যাওয়ায় শোভাহীন হয়েছে, আর সেইরকম ফলও গেছে কমে।

অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ।
ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ॥ ৯

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! অযোধ্যায় উদ্যানসমূহ পক্ষীহীন হওয়ায় শূন্য হয়ে গেছে ; মনোরম উদ্যানগুলিও দেখছি না।

প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি।
নরা রামমপশ্যন্তো নিঃশ্বসন্তি মুহুর্মুহুঃ॥ ১০

'অযোধ্যায় প্রবেশের সময় কেউই আমাকে অভিনন্দন জানাল না ; শ্রীরামকে দেখতে না পেয়ে অযোধ্যাবাসীরা মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

দেব রাজরথং দৃষ্ট্বা বিনা রামমিহাগতম্।
দূরাদশ্রুমুখঃ সর্বো রাজমার্গে গতো জনঃ॥ ১১

'মহারাজ ! দূর থেকে রামকে ছাড়াই রাজার রথকে আসতে দেখে অশ্রুসজলনয়নে অযোধ্যাবাসী সকল লোক রাজপথে চলে এল।

হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ॥ ১২

'শ্রীরামের দর্শনে আকৃষ্টা নারীরা অযোধ্যার অট্টালিকা, সপ্ততল গৃহ এবং ত্রিতল গৃহের ছাদ থেকে শ্রীরামকে ছাড়াই রথ আসতে দেখে হাহাকার করে উঠল।

আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৩

'শোকার্ত স্ত্রীগণ অশ্রুবেগে আপ্লুত নির্মল আয়ত নেত্রে বাক্‌শূন্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ।
অহমার্ততয়া কঞ্চিদ্ বিশেষং নোপলক্ষয়ে॥ ১৪

'শোকাবিহ্বলতাহেতু বন্ধু, শত্রু বা উদাসীন-এর মধ্যে আমি বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারছি না।

অপ্রহৃষ্টমনুষ্যা চ দীননাগতুরঙ্গমা।
আর্তস্বরপরিম্লানা বিনিঃশ্বসিতনিঃস্বনা॥ ১৫
নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাতুরা।
কৌসল্যা পুত্রহীনেব অযোধ্যা প্রতিভাতি মে॥ ১৬

'মহারাজ ! নিরানন্দ মানুষেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, দৈন্যদশাপ্রাপ্ত হাতি এবং ঘোড়া আর্তস্বরে চিৎকার করে কাতর হয়ে পড়েছে, এমন অযোধ্যাপুরীকে রাম বনবাসে যাওয়ায় দুঃখিনী কৌশল্যার মতো মনে হচ্ছে।'

সূতস্য বচনং শ্রুত্বা বাচা পরমদীনয়া।
বাষ্পোপহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৭

সূতের কথা শুনে রাজা দশরথ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অতি দীনভাবে সূতকে বললেন—

কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্॥ ১৮

'পাপবংশসম্ভূতা কৈকেয়ী কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে (কৈকেয়ী আমাকে এই পাপকর্মে নিযুক্ত করলে) আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের সমর্থন পাইনি।

ন সুহৃদ্ভির্ন চামাত্যৈর্মন্ত্রয়িত্বা সনৈগমৈঃ।
ময়ায়মর্থঃ সম্মোহাৎ স্ত্রীহেতোঃ সহসা কৃতঃ॥ ১৯

'বন্ধুদের, মন্ত্রীদের এমনকী বেদজ্ঞদের সঙ্গে মন্ত্রণা না করে সহসা আমি মোহবশত স্ত্রীর এই অনর্থজনক প্রার্থনা পূরণ করেছি।

ভবিতব্যতয়া নূনমিদং বা ব্যসনং মহৎ।
কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদৃচ্ছয়া॥ ২০

'সারথে ! নিশ্চয়ই এই বংশের ধ্বংসের কারণেই দুর্দৈববশত এই ভয়ানক বিপদ আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে।

সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্।
ত্বং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি মাম্॥ ২১

'সূত ! আমি যদি তোমার কিছুমাত্র ভালো করে থাকি, তবে শীঘ্র আমাকে রামকে পাইয়ে দাও, কারণ রামকে দেখার জন্য আমার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

যদ্যদ্যাপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্তয়তু রাঘবম্।
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্তমপি জীবিতুম্॥ ২২

'যদি আজও আমার আদেশ কার্যকর হয়, তবে রঘুনন্দন রামকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করো ; কারণ, রামকে ছাড়া আমি মুহূর্তকালমাত্রও বাঁচতে পারব না।

অথবাপি মহাবাহুর্গতো দূরং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয়॥ ২৩

'অথবা যদি মহাবীর রাম বহুদূরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আমাকে রথে করে শীঘ্র নিয়ে গিয়ে রামকে দর্শন করাও।

বৃত্তদংষ্ট্রো মহেষ্বাসঃ ক্বাসৌ লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ॥ ২৪

'লক্ষ্মণের অগ্রজ, সুন্দর দন্তযুক্ত গোলাকার হনু (চোয়াল)বিশিষ্ট মহাবীর রাম কোথায় ? যদি তাকে সীতাসহ দেখতে পাই তবেই আমি ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারব।

লোহিতাক্ষং মহাবাহুমামুক্তমণিকুণ্ডলম্।
রামং যদি ন পশ্যেয়ং গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্॥ ২৫

'রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, মহাবীর এবং মণি-কুণ্ডলে ভূষিতাঙ্গ রামকে যদি দেখতে না পাই, তাহলে আমি অবশ্যই যমালয়ে চলে যাব।

অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্॥ ২৬

'আমি এই মরণাপন্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েও ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন রাঘবেন্দ্র রামকে দেখতে পাচ্ছি না, এর চেয়ে অধিক দুঃখের অবস্থা আর কী হতে পারে !

হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মাণমনাথবৎ॥ ২৭

'হায় রাম ! হায় রামানুজ লক্ষ্মণ ! হায় বিদেহরাজ-তনয়ে তপস্বিনী সীতে ! তোমরা কেউই জানতে পারছ না, অনাথের মতো আমি মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছি।'

স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ।
অবগাঢ়ঃ সুদুষ্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ॥ ২৮

অপার শোকসাগরে নিমজ্জিত রাজা গভীর দুঃখে হতচেতন হলেন, এবং পরে চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে বললেন—

রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ।
শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাষ্পবেগজলাবিলঃ॥ ২৯
বাহুবিক্ষেপমীনোঽসৌ বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ।
প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকেয়ীবড়বামুখঃ॥ ৩০
মমাশ্রুবেগপ্রভবঃ কুব্জাবাক্যমহাগ্রহঃ।

বরবেলো নৃশংসায়া রামপ্রবাজনায়তঃ ॥ ৩১
যস্মিন্ বত নিমগ্নোঽহং কৌসল্যে রাঘবং বিনা।
দুস্তরো জীবতা দেবি ময়ায়ং শোকসাগরঃ ॥ ৩২

'দেবি কৌশল্যা ! রঘুকুলনন্দন রামের বিরহে যে শোকসাগরে আমি নিমগ্ন হয়েছি, শ্রীরামের বিরহ তার মহাবেগ, সীতার বিরহ তার শেষ সীমা, আমার দীর্ঘশ্বাস তার তরঙ্গময় আবর্ত, বাষ্পবারি তার দূষিত জল, বিক্ষেপমান আমার বাহুক্ষেপন জলে লম্ফমান মৎস্য-স্বরূপ, আমার ক্রন্দন সেই শোকসাগরের মহাগর্জন, প্রকীর্ণ কেশরাশি শৈবালস্বরূপ, কৈকেয়ী-ই বড়বানল, আমার শোকাশ্রুবেগ তার গতি, মন্থরার কুবাক্য বিরাট জলজন্তুবিশেষ আর নৃশংসা কৈকেয়ীর প্রার্থিত শ্রীরামের প্রব্রাজনই তার বেলাভূমি। অতএব দেবি ! আমার পক্ষে জীবিতাবস্থায় সেই শোকসাগর পার হওয়া কঠিন।

অশোভনং যোঽহমিহাদ্য রাঘবং
দিদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষ্মণম্।
ইতীব রাজা বিপন্ মহাযশাঃ
পপাত তূর্ণং শয়নে স মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৩

'আমি যে আজ এখানে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাচ্ছি না, এটি অমঙ্গলের কথা'—এই বলে বিলাপ করতে করতে মহাযশস্বী রাজা মূর্ছিত হয়ে শয্যার উপরে পড়ে গেলেন।

ইতি বিলপতি পার্থিবে প্রণষ্টে
করুণতরং দ্বিগুণং চ রামহেতোঃ।
বচনমনুনিশম্য তস্য দেবী
ভয়মগমৎ পুনরেব রামমাতা ॥ ৩৪

রাজা দশরথ শ্রীরামের জন্য এইভাবে করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে, তাঁর বিলাপ-বাক্য শুনে রামজননী দেবী কৌশল্যা আবার দ্বিগুণ ভয় পেলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

———o———

ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

সুমন্ত্রসমীপে কৌশল্যার বিলাপ এবং তাঁর প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাসদান

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ ॥ ১

তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার মতো কাঁপতে কাঁপতে মৃতপ্রায়া হয়ে মাটিতে পড়ে সূতকে বলতে লাগলেন—

নয় মাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষ্মণঃ।
তান্ বিনা ক্ষণমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্ ॥ ২

'সুমন্ত্র ! যেখানে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, কারণ তাদের ছাড়া আমি আজ মুহূর্তকালমাত্রও বাঁচতে চাই না।

নিবর্তয় রথং শীঘ্রং দণ্ডকান্ নয় মামপি।
অথ তান্ নানুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৩

'শীঘ্র রথ ফিরিয়ে নিয়ে এসো, আমাকেও দণ্ডক বনে নিয়ে চলো ; যদি তাদের কাছে যেতে না পারি তবে যমালয়ে তো চলে যাব !'

বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।
ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ৪

সারথি সুমন্ত্র তখন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্গদ স্বরে বললেন—

ত্যজ শোকং চ মোহং চ সম্ভ্রমং দুঃখজং তথা।
ব্যবধূয় চ সন্তাপং বনে বৎস্যতি রাঘবঃ ॥ ৫

'দেবি ! শোক, মোহ, তদ্রূপ দুঃখজনিত ব্যাকুলতা ত্যাগ করুন। রঘুনন্দন রাম কিন্তু সকল সন্তাপ ভুলে বনে

বাস করবেন।

লক্ষ্মণশ্চাপি রামস্য পাদৌ পরিচরন্ বনে।
আরাধয়তি ধর্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬

'বনে থেকে ইন্দ্রিয়জয়ী ধার্মিক লক্ষ্মণও শ্রীরামের পদসম্বাহন করে পরলোকের আরাধনা করছেন।

বিজনেঽপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেষ্বিব।
বিস্রব্ধং লভতেঽভীতা রামেবিন্যস্তমানসা॥ ৭

'শ্রীরামে চিত্তসমর্পণ করে ভয়হীনা সীতা জনহীন অরণ্যে বাস করেও গৃহে বাসের মতোই শান্তি লাভ করছেন।

নাস্যা দৈন্যং কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে।
উচিতেব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে॥ ৮

'খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, দারিদ্র্য তাঁর কোনও ক্ষোভ উৎপাদন করতে পারেনি ; বিদেহরাজতনয়া সীতা যে প্রবাসবাসে সমর্থা তা আমি বুঝতে পারলাম।

নগরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা।
তথৈব রমতে সীতা নির্জনেষু বনেষ্বপি॥ ৯

'পূর্বে নগরের উপবনে ভ্রমণ করে সীতা যেমন আনন্দ পেতেন, সেইরকমই জনহীন বনেও সমান আনন্দ পাচ্ছেন।

বালেব রমতে সীতাবালচন্দ্রনিভাননা।
রামা রামে হ্যদীনাত্মা বিজনেঽপি বনে সতী॥ ১০

'নির্জন বনে উদারহৃদয়া পূর্ণ চন্দ্রমুখী সুন্দরী সাধ্বী সীতা বালিকার মতো রামে আত্মসমর্পণ করে সানন্দে বিরাজ করছেন।

তদ্‌গতং হৃদয়ং যস্যাস্তদধীনং চ জীবিতম্।
অযোধ্যা হি ভবেদস্যা রামহীনা তথা বনম্॥ ১১

'যাঁর হৃদয় শ্রীরামে তদ্‌গত এবং জীবনও তাঁর অধীন, শ্রীরাম ছাড়া অযোধ্যা তাঁর কাছে অরণ্যই।

পরিপৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাং চ পাদপান্ বিবিধানপি॥ ১২

'বিদেহরাজনন্দিনী সীতা বনে যাওয়ার পথে মিলিত নানা গ্রাম, নগর, বৃক্ষাদি এবং নদীর প্রবাহ দেখে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

রামং বা লক্ষ্মণং বাপি দৃষ্ট্বা জানাতি জানকী।
অযোধ্যা ক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সাশ্রিতা॥ ১৩

'শ্রীরাম বা লক্ষ্মণকে দেখে জনকনন্দিনী সীতা মনে করছিলেন, তিনি যেন অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে বিহার করছেন।

ইতমেব স্মরাম্যস্যাঃ সহসৈবোপজল্পিতম্।
কৈকেয়ীসংশ্রিতং জল্পং নেদানীং প্রতিভাতি মাম্॥ ১৪

'সীতা কথিত এইসব কথা সহসা আমার মনে পড়ছে ; এখন কৈকেয়ী সম্বন্ধে সীতা কথিত কোনও কথাই আমার মনে পড়ছে না।'

ধ্বংসয়িত্বা তু তদ্ বাক্যং প্রমাদাৎ পর্যুপস্থিতম্।
হ্লাদনং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ॥ ১৫

ভুলবশত মনে আগত কৈকেয়ী-বিষয়ক সেই কথার ইতি টেনে সূত দেবী কৌশল্যার পক্ষে মধুর আনন্দজনক কথা বলতে লাগলেন—

অধ্বনা বাতবেগেন সংভ্রমেণাতপেন চ।
ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা॥ ১৬

'পথ চলার ক্লেশে, বায়ুর বেগে (ভয়দায়ক-বিষয়জাত) ভীতিতে এবং রৌদ্রের তাপেও বিদেহ-রাজতনয়ার চন্দ্রকিরণ সদৃশী দীপ্তি ম্লান হয়নি।

সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্।
বদনং তদ্ বদান্যায়া বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে॥ ১৭

'মধুরভাষিণী ও উদারহৃদয়া সীতার বিকশিত কমলসদৃশ এবং পূর্ণচন্দ্রের প্রভাসদৃশ বদনমণ্ডলের শোভা কখনও মলিন হয়নি।

অলক্তরসরক্তাভাবলক্তরসবর্জিতৌ।
অদ্যাপি চরণৌ তস্যাঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ॥ ১৮

'আলতা না লাগিয়েও তাঁর আলতারাঙা চরণদুটি পদ্মকেশরের মতো প্রভাময় (রাঙা)।

নূপুরোৎ কৃষ্টলীলেব খেলং গচ্ছতি ভামিনী।
ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্যস্তভূষণা॥ ১৯

'বনবাসকালে শ্রীরামে অনুরক্তা প্রমদা সীতা ভূষণ-বিভূষিতা হয়ে নূপুরের ধ্বনি তুলে লীলাময়ী গতিতে চলাফেলা করেন।

গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা।
নাহারয়তি সংত্রাসং বাহূ রামস্য সংশ্রিতা॥ ২০

'বনবাসকালে শ্রীরামের বাহুর আশ্রয়ে থেকে সীতা অরণ্যের হাতি সিংহ বা বাঘ দেখেও সন্ত্রস্তা হন না।

ন শোচ্যাস্তে ন চাত্মা শোচ্যো নাপি জনাধিপঃ।

ধ্রুবং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্পতি শাশ্বতম্॥ ২১

'শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণের জন্য শোক করবেন না, নিজের জন্যও নয়, এমনকী মহারাজের জন্যও শোক করা উচিত নয়। শ্রীরামচন্দ্রের এই চরিত কথা পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১]

বিধূয় শোকং পরিহৃষ্টমানসা
মহর্ষিযাতে পথি সুব্যবস্থিতাঃ।
বনে রতা বন্যফলাশনাঃ পিতুঃ
শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তি তে॥ ২২

'তাঁরা শোক পরিত্যাগপূর্বক প্রহৃষ্ট চিত্তে মহর্ষি-সেবিত পথে অবস্থিত হয়ে বন্যফল আহার করে পিতার প্রতিজ্ঞা সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছেন।'

তথাপি সূতেন সুযুক্তবাদিনা
নিবার্যমাণা সুতশোককর্শিতা।
ন চৈব দেবী বিররাম কূজিতাৎ
প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি চ॥ ২৩

তথাপি সুযুক্তিবাদী সুমন্ত্র তাঁকে নিবারণ করতে চাইলেও, পুত্রশোকে কাতরা দেবী কৌশল্যা 'হা প্রিয় পুত্র! হায়, রঘুনন্দন!' এই বলে বিলাপ করা থেকে নিবৃত্ত হলেন না।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

—o—

একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

শ্রীরামের উদ্দেশ্যে বিলাপ করতে করতে দেবী কৌশল্যার রাজা দশরথের প্রতি পরুষবচন প্রয়োগ

বনং গতে ধর্মরতে রামে রময়তাং বরে।
কৌসল্যা রুদতী চার্তা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১

শ্রেষ্ঠ আনন্দ দাতা, ধর্মে অধিষ্ঠিত রাম বনবাসে গেলে আর্তা কৌশল্যা পতি দশরথ-এর প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ করে বললেন—

যদ্যপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্ যশঃ।
সানুক্রোশো বদান্যশ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ॥ ২
কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া।
দুঃখিতৌ সুখসংবৃদ্ধৌ বনে দুঃখং সহিষ্যতঃ॥ ৩

'হে নরবরশ্রেষ্ঠ! আপনি দয়ালু, দানশীল, প্রিয়ভাষী, মহাযশস্বী রঘুনন্দন নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত; তথাপি হে নরশ্রেষ্ঠ! সুখে বর্ধিত আপনার পুত্রদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে বনবাস দুঃখ সহ্য করবে কীভাবে?

সা নূনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা।
কথমুষ্ণং চ শীতং চ মৈথিলী বিসহিষ্যতে॥ ৪

'মিথিলার রাজকন্যা তরুণী সুন্দরী সীতা সুখভোগে অভ্যস্তা; সে কেমন করে শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করবে?

ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্।
বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে॥ ৫

ডাগর আঁখি সীতা সুস্বাদু ব্যঞ্জনসহ অন্নভোজনে অভ্যস্তা; এখন বনবাসকালে সে কেমন করে বন্যনীবারকণার অন্ন ভোজন করবে?

গীতবাদিত্রনির্ঘোষং শ্রুত্বা শুভসমন্বিতা।

---

(১)বালকাণ্ডে ১ম সর্গে ৩৬ সংখ্যক শ্লোকের ৩য় ও ৪র্থ পাদে এবং ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে পরমেশ্বর ব্রহ্মার রামচরিত সম্বন্ধে

কথং ক্রব্যাদসিংহানাং শব্দং শ্রোষ্যত্যশোভনম্॥ ৬

'রাজ-অন্তঃপুরে মাঙ্গলিক গীতবাদ্য শ্রবণে অভ্যস্তা সীতা এখন গভীর অরণ্যে মাংসাশী সিংহাদি জন্তুদের অশুভ চিৎকার কী করে শুনবে ?

মহেন্দ্রধ্বজসংকাশঃ ক্ব নু শেতে মহাভুজঃ।
ভুজং পরিঘসংকাশমুপাধায় মহাবলঃ॥ ৭

'ইন্দ্রের বিজয়পতাকার দণ্ডস্বরূপ দীর্ঘবাহু মহাবলবান শ্রীরাম দ্বারের অর্গল সদৃশ বাহুকে উপাধান করে কোথায় শুয়ে আছে ?

পদ্মবর্ণং সুকেশান্তং পদ্মনিঃশ্বাসমুত্তমম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য বদনং পুষ্করেক্ষণম্॥ ৮

'পদ্মের ন্যায় গাত্রবর্ণবিশিষ্ট, সুন্দর কেশ-সমন্বিত, পদ্মপলাশনয়ন তথা পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ-নিঃশ্বাস নিঃসরণকারী শ্রীরামের উত্তম বদন আবার কবে দেখতে পাব ?

বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং মে ন সংশয়ঃ।
অপশ্যন্ত্যা ন তং যদ্ বৈ ফলতীদং সহস্রধা॥ ৯

'আমার এই হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রকঠিন, কোনও সংশয় নেই ; যেহেতু শ্রীরামকে না দেখতে পেয়েও আমার এই হৃৎপিণ্ড সহস্রভাগে বিদীর্ণ হচ্ছে না।

যৎ ত্বয়া করুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ।
নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে॥ ১০

'আপনি আমার আত্মজনদের উপেক্ষা করে প্রিয়জন-বিয়োগ-নিবন্ধন যে কর্ম করলেন, চিরসুখে অভ্যস্ত তারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃপার পাত্রের মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।
জহ্যাদ্ রাজ্যং চ কোশং চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে॥ ১১

'চৌদ্দ বছর শেষে পঞ্চদশ বর্ষে রঘুনন্দন রাম যদি বনবাস থেকে আবার ফিরে আসে, তখন ভরত রাজ্য এবং রাজকোশ-এর অধিকার ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

ভোজয়ন্তি কিল শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেব বান্ধবান্।
ততঃ পশ্চাৎ সমীক্ষন্তে কৃতকার্যা দ্বিজোত্তমান্॥ ১২

তত্র যে গুণবন্তশ্চ বিদ্বাংসশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
ন পশ্চাৎ তেঽভিমন্যন্তে সুধামপি সুরোপমাঃ॥ ১৩

'কেউ কেউ শ্রাদ্ধকার্যে নিজ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের আগে ভোজন করান, তারপর (নিজেকে) কৃতকৃত্য মনে করে নিমন্ত্রিত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণদের ভোজনে আপ্যায়ন করেন ; তখন নিমন্ত্রিত দেবতুল্য গুণবাণ বিদ্বান দ্বিজগণ নিজেদেরকে অপমানিত বোধে পশ্চাৎ পরিবেশিত ভুক্তাবশেষ—অমৃতও ভোজন করেন না।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ॥ ১৪

'বৃষগণ যেমন নিজেদের শৃঙ্গচ্ছেদন করতে চায় না, সেইরকম ব্রাহ্মণবৃত্তিধারীদের ভোজনের পরে, ভুক্তাবশেষ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করতে চান না।

এবং কনীয়সা ভ্রাত্রা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ কিমর্থং নাবমন্যতে॥ ১৫

'রাজন্ ! ঠিক সেইরকমভাবেই, ছোট ভাই-এর ভোগ করা রাজ্য, গুণীশ্রেষ্ঠ বড় ভাই কেন অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করবে না ?

ন পরেণাহৃতং ভক্ষ্যং ব্যাঘ্রঃ খাদিতুমিচ্ছতি।
এবমেব নরব্যাঘ্রঃ পরলীঢং ত মংস্যতে॥ ১৬

'ব্যাঘ্র অন্য জন্তুর আহৃত খাদ্য ভক্ষণ করতে চায় না, সেইরকমভাবে নরব্যাঘ্র রাম অপরের লেহন (ভোগ) করা রাজ্য স্বীকার করে নেবে না।

হবিরাজ্যং পুরোডাশঃ কুশা যূপাশ্চ খাদিরাঃ।
নৈতানি যাতয়ামানি কুর্বন্তি পুনরধ্বরে॥ ১৭

'যজ্ঞীয় ঘৃত, যজ্ঞীয় পিষ্টক, কুশ এবং খাদিরকাষ্ঠ-নির্মিত (খয়ের কাঠের তৈরি) যূপ (যজ্ঞীয় পশুবন্ধন কাষ্ঠ)—এই সকল দ্রব্য উচ্ছিষ্ট (একবার ব্যবহৃত) হলে পুনরায় যজ্ঞে ব্যবহার করা যায় না।

তথা হ্যাত্তমিদং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব।
নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্॥ ১৮

'তদ্রূপ ভরত কর্তৃক গৃহীত এই রাজ্য সারশূন্য সুরার

দ্বারা পরিত্যক্ত হলে, রাম নিকৃষ্ট-সোমরস-যজ্ঞের মতো তা গ্রহণ করবে না।

ত্বেবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি।
বলবানিব শার্দূলো বালধেরভিমর্শনম্॥ ১৯

'শক্তিশালী বাঘ যেমন অপরের দ্বারা নিজের লাঙ্গুলের (লেজের) স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, সেইরকম শ্রীরাম এইরকম অপমান সহ্য করবে না।

নৈতস্য সহিতা লোকা ভয়ং কুর্যুর্মহামৃধে।
অধর্মং ত্বিহ ধর্মাত্মা লোকং ধর্মেণ যোজয়েৎ॥ ২০

'মহাযুদ্ধে সকলে একসাথে মিলিত হয়ে মনে ভয় উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু ধর্মাত্মা ইহলোকে অধার্মিক লোকেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন।

নন্বসৌ কাঞ্চনৈর্বাণৈর্মহাবীর্যো মহাভুজঃ।
যুগান্ত ইব ভূতানি সাগরানপি নির্দহেৎ॥ ২১

'মহাবীর আজানুলম্বিত-বাহু রামচন্দ্র সুবর্ণ-নির্মিত বাণের দ্বারাই প্রলয়কালের মতো প্রাণীদের এবং সমুদ্রদেরও দগ্ধ করতে সমর্থ।

স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা॥ ২২

'যেমন জলজ প্রাণী (মৎস্য প্রভৃতি) নিজ সন্তানদের হত্যা করে, সেইরকম সিংহের মতো বলবান ও বৃষের মতো ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ রাম স্বয়ং পিতা কর্তৃক নিহত (পীড়িত) হল।

দ্বিজাতিচরিতো ধর্মঃ শাস্ত্রে দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ।
যদি তে ধর্মনিরতে ত্বয়া পুত্রে বিবাসিতে॥ ২৩

'আপনি যদি মনে করে থাকেন যে ধর্মে নিরত আপনার পুত্রকে নির্বাসিত করে সনাতনশাস্ত্র-নির্দিষ্ট দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) আচরিত ধর্মই পালন করেছেন, তবে এ বিষয়ে বলার কিছুই নেই।

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥ ২৪

'রাজন্ ! পতিই নারীর প্রথম গতি, দ্বিতীয় গতি তার সন্তান, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থ গতি কেউই নেই।

তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ।
ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হি হতা ত্বয়া॥ ২৫

তার মধ্যে আপনি আমার নন, কৈকেয়ীরই ; দ্বিতীয় গতি রাম তো বনবাসিত হয়েছে, আপনাকে ছেড়ে আমি বনে যেতে চাই না। হায় ! আমি সবরকমেই ব্যর্থ !

হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং
হতাঃ স্ম সর্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ
সুতশ্চ ভার্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ॥ ২৬

'আপনি রাজ্যগুলিসহ এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছেন, মন্ত্রিগণসহ আমরা সকলে আপনার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি, পুত্রসহ আমিও হত হলাম এবং পুরবাসী সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ; কিন্তু সপুত্রা আপনার ভার্যা (পুত্র ভরতসহ কৈকেয়ী) খুবই উল্লসিতা।'

ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং
নিশম্য রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ।
ততঃ স শোকং প্রবিবেশ পার্থিবঃ
স্বদুষ্কৃতং চাপি পুনস্তদাস্মরৎ॥ ২৭

মহিষী কৌশল্যার এইরকম মর্মন্তুদ বাক্য শ্রবণ করে রাজা দশরথ 'হা রাম !' বলে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন ; তারপর আবার নিজের পূর্বকৃত দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

কৌশল্যার কর্কশবাক্য শ্রবণে কৌশল্যার প্রতি রাজা দশরথের এবং তারপর কৌশল্যারও রাজা দশরথের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রদান

এবং তু ক্রুদ্ধয়া রাজা রামমাত্রা সশোকয়া।
শ্রাবিতঃ পরুষং বাক্যং চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥ ১

এইভাবে শোকবিহ্বলা ক্রুদ্ধা রামজননী কৌশল্যা রাজা দশরথকে কঠোর বাক্য শোনালে, রাজা দুঃখিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তয়িত্বা স চ নৃপো মোহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরন্তপঃ॥ ২

শত্রুতাপনকারী রাজা দশরথ চিন্তা করে মোহবশত বিকলেন্দ্রিয় অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং বহুক্ষণ পরে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন।

স সংজ্ঞামুপলভ্যৈব দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বসন্।
কৌসল্যাং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ॥ ৩

চেতনা লাভ করে তিনি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং পাশে উপবিষ্টা কৌশল্যাকে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

তস্য চিন্তয়মানস্য প্রত্যভাৎ কর্ম দুষ্কৃতম্।
যদনেন কৃতং পূর্বমজ্ঞানাচ্ছব্দবেধিনা॥ ৪

চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে এক দুষ্কর্মের কথা ভেসে উঠল—না জেনে তিনি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

অমনাস্তেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ।
দ্বাভ্যামপি মহারাজঃ শোকাভ্যামভিতপ্যতে॥ ৫

সেই পূর্বকৃত বাণনিক্ষেপজনিত শোকে এবং রামের জন্য শোকে মহারাজ আনমনা হয়ে পড়লেন এবং এই দুই প্রকার শোকে অনুতপ্ত হলেন।

দহ্যমানস্তু শোকাভ্যাং কৌসল্যামাহ দুঃখিতঃ।
বেপমানোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রসাদার্থমবাঙ্মুখঃ॥ ৬

দুই শোকে দগ্ধ দুঃখিত রাজা কৌশল্যার অনুগ্রহ লাভের জন্য কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলিপুটে নতমস্তক হয়ে বললেন—

প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি॥ ৭

'অয়ি কৌশল্যে ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার প্রসন্নতা কামনা করছি, কারণ তুমি সর্বদাই পরের প্রতি স্নেহময়ী এবং সহৃদয়া।

ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্॥ ৮

'দেবি ! স্বামী গুণবান অথবা গুণহীন, যা-ই হোন, ধর্মের বিচারশীলা নারীদের কাছে স্বামীই প্রত্যক্ষ দেবতা।

সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্॥ ৯

'তুমি নিত্যধর্মপরায়ণা এবং সংসারের ভালোমন্দ জানো ; অতএব নিজে শোক পেলেও শোকার্ত আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে পারো না !'

তদ্ বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্।
কৌসল্যাব্যসৃজদ্ বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্॥ ১০

কৌশল্যা, শোকার্ত রাজার সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করে পয়ঃপ্রণালী দিয়ে প্রবাহিত (বর্ষার) নব-জলধারার মতো অশ্রুধারা বিসর্জন করতে লাগলেন।

সা মূর্ধ্নি বদ্ধ্বা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মমিবাঞ্জলিম্।
সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ত্রস্তা ত্বরমাণাক্ষরং বচঃ॥ ১১

রোরুদ্যমানা কৌশল্যা ভয়ত্রস্তা হয়ে সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় স্বীয় মস্তকে ধারণ করে শুদ্ধোচ্চারিত বর্ণময় শব্দে বললেন—

প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া॥ ১২

'দেব ! মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি— আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমি আপনার ক্ষমার যোগ্যা, পরিত্যাগের যোগ্যা নই।

নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সম্প্রসাদ্যতে॥ ১৩

'উভয়লোকে (স্বর্গে ও মর্ত্যে) প্রশংসনীয় ধীমান পতি যাকে তোষণ করেন, ইহলোকে সে যথার্থ স্ত্রী হতে পারে না।

জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্।
পুত্রশোকার্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্॥ ১৪

'ধর্মজ্ঞ মহারাজ ! ধর্ম কী, তা আমি জানি, আপনাকেও সত্যবাদী বলে জানি। কিন্তু, পুত্রশোকে কাতর হয়ে আমি কিছু অপ্রিয় কথা বলেছি।

শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥ ১৫

'শোক ধৈর্যের বিনাশ ঘটায়, শোক জ্ঞানকে বিনষ্ট করে; শোক সবকিছুরই বিনাশ ঘটায়। অতএব শোকের সমান শত্রু নেই।

শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে॥ ১৬

'শত্রুর হাতের প্রাপ্ত প্রহার বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু দৈবাৎ আগত সূক্ষ্মতম শোক ও মর্মপীড়াও সহ্য করতে পারা যায় না।

বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রোঽত্র গণ্যতে।
যঃ শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম॥ ১৭

'গণনায় রামের বনবাসের আজ পাঁচ রাত্রি হল ; কিন্তু শোকাহত নিরানন্দ আমার কাছে সেই সময় পাঁচ বছর বলে মনে মনে হচ্ছে।

তং হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলং মহৎ॥ ১৮

'নদীর জলপ্রবাহের বেগে সমুদ্রের জল যেমন বেড়ে যায়, সেইরকম রামের চিন্তায় আমার এই শোক হৃদয়ে বর্ধিত হচ্ছে।'

এবং হি কথয়ন্ত্যাস্তু কৌসল্যায়াঃ শুভং বচঃ।
মন্দরশ্মিরভূৎ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত॥ ১৯
অথ প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দেব্যা কৌসল্যা নৃপঃ।
শোকেন চ সমাক্রান্তো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্॥ ২০

দেবী কৌশল্যা এইরকম শুভসূচক কথা বলতে বলতে সূর্যকিরণ মলিন হয়ে রাত্রি সমাগত হল। তখন রামের শোকে পীড়িত হলেও রাজা দশরথ দেবী কৌশল্যার কথায় আহ্লাদিত হলেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রার বশীভূত হলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

———o———

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

যৌবনে অনবধানতাবশত মুনিকুমারের প্রাণসংহার করেছিলেন এই স্বদোষ-কাহিনী কৌশল্যার কাছে বলে রাজা দশরথের শোকপ্রকাশ

প্রতিবুদ্ধো মুহূর্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
অথ রাজা দশরথঃ স চিন্তামভ্যপদ্যত॥ ১

শোকে হতচেতন রাজা দশরথ মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

রামলক্ষ্মণয়োশ্চৈব বিবাসাদ্ বাসবোপমম্।
আপেদে উপসর্গস্তং তমঃ সূর্যমিবাসুরম্॥ ২

(রাহু নামক অসুরের) আক্রমণ-জাত অন্ধকাররূপ উপপ্লব যেমন সূর্যকে অন্ধকারাবৃত্ত করে দেয়, তদ্রূপ রাম-লক্ষ্মণের নির্বাসনজাত শোক ইন্দ্রতুল্য দশরথকে আক্রমণ করল।

সভার্যে হি গতে রামে কৌসল্যাং কোসলেশ্বরঃ।
বিবক্ষুরসিতাপাঙ্গীং স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ॥ ৩

সপত্নীক রাম বনবাসে গেলে, কোশলরাজ দশরথ নিজের পূর্বকৃত দুষ্কৃতি স্মরণ করে, কৃষ্ণনেত্রা কৌশল্যাকে বলতে চাইলেন।

স রাজা রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনম্।

অর্ধরাত্রে দশরথঃ সোঽস্মরদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৪

রাম বনে যাওয়ার পর ষষ্ঠ রজনীতে অর্ধরাত্রে রাজা দশরথের পূর্বে-কৃত দুষ্কৃতির স্মরণ হল।

স রাজা পুত্রশোকার্তঃ স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ।
কৌসল্যাং পুত্রশোকার্তামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

পুত্রশোকে কাতর রাজা দশরথ নিজের দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাকে এই কথাগুলি বললেন।

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাশুভম্।
তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ॥ ৬

'অয়ি মঙ্গলময়ি, কল্যাণি! মানুষ শুভ বা অশুভ, যা কিছু কর্ম করে, সেই কর্তা নিজ কর্মজাত সেই ফলই লাভ করে।

গুরুলাঘবমর্থানামারম্ভে কর্মণাং ফলম্।
দোষং বা যো ন জানাতি স বাল ইতি হোচ্যতে॥ ৭

'যে ব্যক্তি কর্মের আরম্ভকালে তার ফলের গুরুত্ব বা লঘুত্ব বুঝতে পারে না, তাকে বালক-ই (মূর্খ-ই) বলা হয়ে থাকে।

কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে॥ ৮

'যে আমের বাগান কেটে পলাশ বৃক্ষে জলসেচন করে, সে আম্রফল লাভের আশা করে পলাশ ফুল দেখে অনুশোচনা করে।

অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম ত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ॥ ৯

'যে ক্রিয়মাণ কর্মের ফল সম্বন্ধে না জেনে কেবল কর্মেরই অনুসরণ করে ; ফললাভের সময় সে (আমের বন ছেদন করে) পলাশ বৃক্ষে জলসেচকের মতোই অনুশোচনা করে।

সোঽহমাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচয়ম্।
রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্মতিঃ॥ ১০

'সেইরকমভাবে আমিও আমের বাগান কেটে পলাশ বনে জলসেচন করেছি। তাই, ফলাগমে দুর্বুদ্ধি আমি রামকে বনবাসে প্রেরণ করে অনুতাপ করছি।

লব্ধশব্দেন কৌসল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা।
কুমারঃ শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতম্॥ ১১

'কৌশল্যে! কুমার বয়সেই ধনুষ্মান্ বলে পরিচিত আমি শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা হেতু "কুমার শব্দবেধী" বলে খ্যাতিলাভ করেছিলাম এবং সেই অহঙ্কারেই আমি পাপ কাজ করেছি।

তদিদং মেঽনুসম্প্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ংকৃতম্।
সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ ভক্ষিতং বিষম্॥ ১২

'সম্যক্ অজ্ঞতাবশত বালক যেমন বিষ ভক্ষণ করে, সেইরকম দেবি! আমি না-বুঝে নিজকৃত এই দুঃখপ্রাপ্ত হয়েছি।

যথান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ পলাশৈর্মোহিতো ভবেৎ।
এবং মযাপ্যবিজ্ঞাতং শব্দবেধ্যমিদং ফলম্॥ ১৩

'যেমন, কোনও সাধারণ মানুষ পলাশ ফুলের রূপ-মুগ্ধ হয়, সেইরকম, আমিও ভবিষ্যৎ-ফল না-জেনেই শব্দবেধী বিদ্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

দেব্যনূঢ়া ত্বমভবো যুবরাজো ভবাম্যহম্।
ততঃ প্রাবৃডনুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্ধিনী॥ ১৪

'দেবি! তুমি তখন ছিলে অবিবাহিতা, আমিও ছিলাম যুবরাজ। সেইসময় এল আমার কামবিবর্ধক বর্ষাকাল।

অপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ।
পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্॥ ১৫

'এমন সময় একদিন সূর্য স্বীয় কিরণ দ্বারা জগৎ উত্তপ্ত এবং ভূমির রস শোষণ করে যমলোকবর্তী প্রেতদের বিচরণভূমি ভয়ানক দক্ষিণ দিকে সঞ্চারিত হলেন।

উষ্ণমন্তর্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
ততো জহৃষিরে সর্বে ভেকসারঙ্গবর্হিণঃ॥ ১৬

'ফলে সর্বত্র সজল মেঘ দৃষ্টিগোচর হল এবং তৎক্ষণাৎ উষ্ণতা অন্তর্হিত হল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূরেরা হল উল্লসিত।

ক্লিন্নপক্ষোত্তরাঃ স্নাতাঃ কৃচ্ছ্রাদিব পতত্রিণঃ।
বৃষ্টিবাতাবধূতাগ্রান্ পাদপানভিপেদিরে॥ ১৭

'বৃষ্টির জলে স্নান করে পাখিদের পাখাগুলি ভিজে গেল, বৃষ্টির জলের আঘাতে বৃক্ষের অগ্রভাগ আন্দোলিত হতে থাকলে তারা অতিকষ্টে সেই বৃক্ষে আশ্রয় নিতে সমর্থ হল।'

পতিতেনাম্ভসাচ্ছন্নঃ পতমানেন চাসকৃৎ।
আবভৌ মত্তসারঙ্গস্তোয়রাশিরিবাচলঃ॥ ১৮

'পতিত এবং বারংবার পতনশীল জলধারায় আচ্ছন্ন মত্ত হস্তীকে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র তথা জলসিক্ত পর্বতের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

পাণ্ডুরারুণবর্ণানি স্রোতাংসি বিমলান্যপি।
সুস্রুবুর্গিরিধাতুভ্যঃ সভস্মানি ভুজঙ্গবৎ॥ ১৯

'পাণ্ডুর ও রক্ত বর্ণের জলস্রোত ধারা ভস্মমাখা সর্পের মতো পার্বত্যভূমি থেকে কুটিল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল।

তস্মিন্নতিসুখে কালে ধনুষ্মানিষুমান্ রথী।
ব্যায়ামকৃতসংকল্পঃ সরযূমন্বগাং নদীম্॥ ২০

'সেই অতি সুখকর সময়ে ধনুর্বাণে সজ্জিত ও রথারূঢ় হয়ে আমি পৌরুষ প্রদর্শনের সঙ্কল্প নিয়ে সরযূ নদীর দিকে চললাম।

নিপানে মহিষং রাত্রৌ গজং বাভ্যাগতং মৃগম্।
অন্যদ্ বা শ্বাপদং কিঞ্চিজ্জিঘাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২১

'আমি অজিতেন্দ্রিয়। তাই রাত্রিতে জলপানের জন্য মহিষ, হস্তী, হরিণ বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তু এলে তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিলাম।

অথান্ধকারে ত্বশ্রৌষং জলে কুম্ভস্য পূর্যতঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ে ঘোষং বারণস্যেব নর্দতঃ॥ ২২

'ইত্যবসরে অন্ধকারে জলে কলসি ভরার শব্দকে, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকারকারী দৃষ্টির বহির্ভূত হস্তীর নিনাদের মতো শব্দ, শুনতে পেলাম।

ততোঽহং শরমুদ্‌ধৃত্য দীপ্তমাশীবিষোপমম্।
শব্দং প্রতি গজপ্রেপ্সুরভিলক্ষ্যমপাতয়ম্॥ ২৩

'তখন আমি হাতিটাকে ধরার (মারার) জন্য তূণীর থেকে সাপের বিষের মতো দীপ্ত বাণ তুলে নিয়ে ঐ শব্দকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলাম।

অমুঞ্চং নিশিতং বাণমহমাশীবিষোপমম্।
তত্র বাগুষসি ব্যক্তা প্রাদুরাসীদ্ বনৌকসঃ॥ ২৪
হা হেতি পততস্তোয়ে বাণাদ্ ব্যথিতমর্মণঃ।
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ বাগভূৎ তত্র মানুষী॥ ২৫

'তখন উষাকাল। আমি সর্পতুল্য শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলাম। সেই বাণাঘাতে মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে কোনও বনবাসী জলে পড়তে পড়তে ভূমিতে (নদীতীরে) পতিত হল। তার মুখ থেকে 'হা-হা', এই মনুষ্য স্বর নির্গত হল।

কথমস্মদ্বিধে শস্ত্রং নিপতেচ্চ তপস্বিনি।
প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদাহারোঽহমাগতঃ॥ ২৬

'সেই স্বর বলতে লাগল—"রাত্রিতে জল সংগ্রহের জন্য নির্জন নদীতে আগত আমার মতো তপস্বীর উপর বাণ নিক্ষিপ্ত হল কেন?

ইষুণাভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া।
ঋষের্হি ন্যস্তদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ॥ ২৭

"কাউকে আমি দণ্ড দিই না, বন্য ফলমূল আহার করে জীবনধারণকারী বনবাসী ঋষি আমি। কে আমাকে বাণাঘাত করল? আমি কার ক্ষতি করেছি?

কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্বিধস্য বিধীয়তে।
জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ॥ ২৮

"জটাধারী, বল্কল ও মৃগচর্মবাসা আমার মতো ঋষিকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা কি সঙ্গত?

কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতং ময়া।
এবং নিষ্ফলমারব্ধং কেবলানর্থসংহিতম্॥ ২৯

"আমি তার কী ক্ষতি করেছি? আমাকে হত্যা করে কার কী লাভ হবে? এই নিষ্ফল প্রযত্ন কেবল অনর্থই ডেকে আনবে।

ন ক্বচিৎ সাধু মন্যেত যথৈব গুরুতল্পগম্।
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ॥ ৩০
মাতরং পিতরং চোভাবনুশোচামি মদ্বধে।
তদেতন্মিথুনং বৃদ্ধং চিরকালভৃতং ময়া॥ ৩১

"যেমন গুরুপত্নীগামী কোথাও প্রশংসিত হয় না, সেইরকম আমি আমার এই মৃত্যুর জন্য শোক করছি না, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী আমি যাঁদের ভরণ পোষণ করছি, আমার এই মৃত্যুতে সেই বৃদ্ধ পিতা-মাতা উভয়ের জন্য অনুশোচনা করছি।

ময়ি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্তয়িষ্যতি।
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরাবহং চৈকেষুণা হতঃ॥ ৩২
কেন স্ম নিহতাঃ সর্বে সুবালেনাকৃতাত্মনা।

''আমি একটি বানের আঘাতে নিহত হলাম। আমার মৃত্যুতে আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করবেন ? কোন অবিবেকী পুরুষের দ্বারা আমরা সকলে নিহত হলাম ?''

তাং গিরং করুণং শ্রুত্বা মম ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৩৩
করাভ্যাং সশরং চাপং ব্যথিতস্যাপতদ্ ভুবি।

'সেই করুণ আর্তস্বর শুনে ধর্মাভিলাষী আমি ব্যথা পেলাম ; আমার হাত থেকে ধনুর্বাণ খসে পড়ল।

তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষের্বিলপতো নিশি॥ ৩৪
সম্ভ্রান্তঃ শোকবেগেন ভৃশমাসং বিচেতনঃ।

'রাত্রিতে বিলাপরত সেই ঋষির করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে বিভ্রান্ত আমি অত্যন্ত শোকাবেগে হতচেতন হয়ে পড়লাম।

তং দেশমহমাগম্য দীনসত্ত্বঃ সুদুর্মনাঃ॥ ৩৫
অপশ্যমিষুণা তীরে সরয্বাস্তাপসং হতম্।
অবকীর্ণজটাভারং প্রবিদ্ধকলশোদকম্॥ ৩৬
পাংসুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ত্রস্তমস্বস্থচেতনম্॥ ৩৭
ইত্যুবাচ বচঃ ক্রূরং দিধক্ষন্নিব তেজসা।

'দীন ও উদ্বিগ্ন চিত্তে আমি সেখানে এসে সরযূনদীর তীরে শরাহত এক তাপসকে দেখলাম, যাঁর জটারাশি মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, কলসের জল গড়িয়ে যাচ্ছে, বাণবিদ্ধ ধূলিমাখা রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ভয়ত্রস্ত ও অস্থিরচিত্ত আমি ; দুই চক্ষু মেলে সেই তাপস স্বীয় তেজে আমাকে যেন দগ্ধ করতে করতে কঠোর বাক্যে বললেন—

কিং তবাপকৃতং রাজন্ বনে নিবসতা ময়া॥ ৩৮
জিহীর্ষুরম্ভো গুর্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া।

''রাজন্ ! গুরুজনের (পিতা-মাতার) জন্য জল সংগ্রহার্থে আগত, বনবাসী আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি যে, আপনি আমাকে বাণ দ্বারা আঘাত করলেন ?

একেন খলু বাণেন মর্মণ্যভিহতে ময়ি॥ ৩৯
দ্বাবন্ধৌ নিহতৌ বৃদ্ধৌ মাতা জনয়িতা চ মে।

''একটি মাত্র বাণ দ্বারা আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করে আপনি আমার অন্ধ ও বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও হত্যা করলেন !

তৌ নূনং দুর্বলাবন্ধৌ মৎপ্রতীক্ষৌ পিপাসিতৌ॥ ৪০
চিরমাশাং কৃতাং কষ্টাং তৃষ্ণাং সন্ধারয়িষ্যতঃ।

''নিশ্চয়ই পিপাসার্ত দুর্বল অন্ধ দুজন অতিকষ্টে তৃষ্ণা সহ্য করে আমার আশায় অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে আছেন।

ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা॥ ৪১
পিতা যন্মাং ন জানীতে শয়ানং পতিতং ভুবি।

''আমার তপস্যার বা শাস্ত্রজ্ঞানের নিশ্চয়ই কোনও ফলপ্রকাশ ঘটেনি ; যেহেতু, আমি যে মৃত্যুশয্যায় মাটিতে পড়ে আছি, তা আমার পিতা জানেন না।

জানন্নপি চ কিং কুর্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ॥ ৪২
ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্।

''ভগ্নপ্রায় বৃক্ষকে রক্ষা করতে অন্য বৃক্ষ যেমন অসমর্থ, সেইরকম, আমি মাটিতে পড়ে আছি জেনেও দুর্বল ও চলচ্ছক্তিহীন আমার পিতা কী করতে পারেন ?

পিতুস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষ্ব রাঘব॥ ৪৩
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ।

''হে রঘুনন্দন ! আপনি শীঘ্র আমার বাবার কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানান, যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরকম আপনাকে ভস্ম করে না দেন।

ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ॥ ৪৪
তং প্রসাদয় গত্বা ত্বং ন ত্বা সংকুপিতঃ শপেৎ।

''রাজন্ ! আমার পিতার আশ্রমে যাওয়ার এই সংকীর্ণ পথ, আপনি সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করুন, যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে অভিশাপ না দেন।

বিশল্যং কুরু মাং রাজন্ মর্ম মে নিশিতঃ শরঃ॥ ৪৫
রুণদ্ধি মৃদু সোৎসেধং তীরমম্বুরয়ো যথা।

''রাজন্ ! আমাকে বাণমুক্ত করুন। জলবেগ যেমন তটভূমিকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরকম, এই শাণিত বাণ আমার মর্মস্থলকে যাতনা দিচ্ছে।''

সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি॥ ৪৬
ইতি মামবিশচ্চিন্তা তস্য শল্যাপকর্ষণে।
দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকাতুরস্য চ॥ ৪৭

লক্ষয়ামাস স ঋষিশ্চিন্তাং মুনিসুতস্তদা।

'সেই মুনিকুমারের বক্ষ থেকে বাণ তুলে নিতে গিয়ে আমার চিন্তা হল, বাণটি তাঁকে যাতনা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাণটি তুলে নিলে তৎক্ষণাৎ তিনি মারা যাবেন। আমার এই মানসিক অবস্থা, মুনিকুমার সেই ঋষি লক্ষ্য করলেন।

তাম্যমানঃ স মাং কৃচ্ছ্রাদুবাচ পরমার্থবিৎ॥ ৪৮
সীদমানো বিবৃত্তাঙ্গোঽচেষ্টমানো গতঃ ক্ষয়াম্।
সংস্তভ্য শোকং ধৈর্যেণ স্থিরচিত্তো ভবাম্যহম্॥ ৪৯

'পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ঋষিকুমার আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখে অতি কষ্টে বললেন—"আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, বিকৃতাঙ্গ হয়ে নিশ্চেষ্ট আমার জীবৎকাল শেষ হয়ে আসছে, ধৈর্য ধরে আমি শোক প্রতিরোধ করে স্থিরচিত্ত হচ্ছি।

ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাম্।
ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা॥ ৫০

"রাজন্ ! আপনার হৃদয় থেকে হত্যাজনিত পাপচিন্তা ত্যাগ করুন, যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ নই, অতএব আপনার মনে কোনও দুঃখ যেন না হয়।

শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।
ইতীব বদতঃ কৃচ্ছ্রাদ্ বাণাভিহতমর্মণঃ॥ ৫১
বিঘূর্ণতো বিচেষ্টস্য বেপমানস্য ভূতলে।
তস্য ত্বাতাম্যমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য সংত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ॥ ৫২

"রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত" মর্মস্থলে বাণাহত সেই কুমার অতি কষ্টে এইটুকু বলেই মাথা ঘুরে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলে আমি সেই বাণ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলাম। তখন সেই তপস্বী সন্ত্রস্তচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রাণত্যাগ করলেন।

জলার্দ্রগাত্রং তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং
মর্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্।
ততঃ সরয্বাং তমহং শয়ানং
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ॥ ৫৩

'কৌশল্যে ! তখন জলে-সিক্ত-দেহ মর্মস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত এবং শোকে বিলাপরত তাঁকে সরযূর তীরে পড়ে থাকতে দেখে আমি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলাম।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

মুনিকুমারের প্রাণনাশের কারণে দশরথের বিলাপ, তাঁর মুখে পুত্রবধের সংবাদ শুনে সপত্নীক মুনির বিলাপ এবং মুনি কর্তৃক দশরথকে অভিশাপ প্রদান। কৌশল্যার কাছে নিজের কৃতকর্মের বৃত্তান্ত বলতে বলতে পুত্রশোকে অর্ধরাত্রে রাজা দশরথের প্রাণত্যাগ

বধমপ্রতিরূপং তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্মাত্মা কৌসল্যামিদমব্রবীৎ॥ ১

সেই মহর্ষির অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, ধর্মাত্মা রঘুকুলনন্দন দশরথ নিজপুত্রকে স্মরণ করে বিলাপ করতে করতে কৌশল্যাকে বললেন—

তদজ্ঞানান্মহৎপাপং কৃত্বা সংকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
একস্ত্বচিন্তয়ং বুদ্ধ্যা কথং নু সুকৃতং ভবেৎ॥ ২

'দেবি ! অজ্ঞানতাবশত মহাপাপ করে আমার ইন্দ্রিয় সকল (বিশেষত মন) ব্যাকুল হয়ে উঠল ; কী করে কল্যাণ হবে এই কথা নিজের বুদ্ধি দ্বারাই চিন্তা করতে লাগলাম।

ততস্তং ঘটমাদায় পূর্ণং পরমবারিণা।

আশ্রমং তমহং প্রাপ্য যথাখ্যাতপথং গতঃ॥ ৩

'তখন সরযূর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই ঘট নিয়ে মুনিকুমার নির্দেশিত পথে আমি আশ্রমে চলে গেলাম।

তত্রাহং দুর্বলাবন্ধৌ বৃদ্ধাবপরিণায়কৌ।
অপশ্যং তস্য পিতরৌ লূনপক্ষাবিব দ্বিজৌ॥ ৪

'সেখানে গিয়ে আমি তাঁর দুর্বল, অন্ধ, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ডানাকাটা পাখির মতো অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম।

তন্নিমিত্তাভিরাসীনৌ কথাভিরপরিশ্রমৌ।
তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ॥ ৫

'তাঁরা তাঁদের পুত্রের আগমনের আশায় উপবিষ্ট, অক্লান্তভাবে পুত্রের কথা আলোচনা করে চলেছেন। কিন্তু আমার জন্যেই তাঁরা অনাথের মতো সেই আশায় বঞ্চিত হলেন।

শোকোপহতচিত্তশ্চ ভয়সংত্রস্তচেতনঃ।
তচ্চাশ্রমপদং গত্বা ভূয়ঃ শোকমহং গতঃ॥ ৬

'শোকাহতচিত্ত ও ভয়সন্ত্রস্তমনা আমি সেই পবিত্র আশ্রমে গিয়ে আবার শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

পদশব্দং তু মে শ্রুত্বা মুনির্বাক্যমভাষত।
কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয়॥ ৭

'আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন—''পুত্র ! দেরী করছ কেন ? শীঘ্র আমাকে জল দাও।

যন্নিমিত্তমিদং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া।
উৎকণ্ঠিতা তে মাতেয়ং প্রবিশ ক্ষিপ্রমাশ্রমম্॥ ৮

''বৎস ! যাঁর জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে জলক্রীড়া করছিলে, তোমার সেই মাতা তোমার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন ; তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ করো।

যদ্ ব্যলীকং কৃতং পুত্র মাত্রা তে যদি বা ময়া।
ন তন্মনসি কর্তব্যং ত্বয়া তাত তপস্বিনা॥ ৯

''পুত্র ! তোমার মা অথবা আমি যদি তোমার কোনও অপ্রিয় কাজ করে থাকি, তুমি কিছু মনে কোরো না, কারণ তুমি তো তপস্বী।

ত্বং গতিস্ত্বগতীনাং চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে॥ ১০

''অগতির গতি তুমি, চক্ষুহীনের তুমি চক্ষু স্বরূপ, তোমাতেই আমাদের প্রাণ সমাসক্ত ; তুমি কথা বলছ না কেন ?''

মুনিমব্যাকুলয়া বাচা তমহং সজ্জমানয়া।
হীনব্যঞ্জনয়া প্রেক্ষ্য ভীতচিত্ত ইবাব্রুবম্॥ ১১

'মুনিকে দেখে ভীত চিত্ত হয়ে আমি অস্পষ্ট আধো আধো স্বরে বললাম—

মনসঃ কর্ম চেষ্টাভিরভিসংস্তভ্য বাগ্বলম্।
আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রব্যসনজং ভয়ম্॥ ১২

'আমি তাঁর পুত্র বিচ্ছেদ-দুঃখজনিত ভয়কে মানসিক শক্তি দ্বারা দমিত করে ভয়ার্ত চিত্তে বললাম—

ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ।
সজ্জনাবমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্মজম্॥ ১৩

''মহাত্মন্ ! আমি আপনার পুত্র নই, আমি দশরথ নামে জনৈক ক্ষত্রিয়। সজ্জনব্যক্তিগণ সর্বদাই যার নিন্দা করেন, কর্মবশে আমি সেরূপ এক ভয়ানক দুঃখে পতিত হয়েছি।

ভগবংশ্চাপহস্তোঽহং সরযূতীরমাগতঃ।
জিঘাংসুঃ শ্বাপদং কিঞ্চিন্নিপানে বাগতং গজম্॥ ১৪

''ভগবন্ ! জলপানার্থে আগত কোনও হিংস্র জন্তু বা হস্তীকে শিকার করার জন্য ধনুর্বাণ হস্তে আমি সরযূ তীরে এসেছিলাম।

ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্যতঃ।
দ্বিপোঽয়মিতি মত্বাহং বাণেনাভিহতো ময়া॥ ১৫

''কিছুক্ষণ পরে কুম্ভে জল পূরণের শব্দ শুনে, কোনও হাতি (জলপান করছে) মনে করে আমি বাণের দ্বারা তাকে হত্যা করলাম।

গত্বা তস্যাস্ততস্তীরমপশ্যমিষুণা হৃদি।
বিনির্ভিন্নং গতপ্রাণং শয়ানং ভুবি তাপসম্॥ ১৬

''তারপর সরযূর তীরে গিয়ে বক্ষে বাণবিদ্ধ এই তাপসকে মৃত অবস্থায় ভূমিতে শায়িত দেখতে পেলাম।

ততস্তস্যৈব বচনাদুপেত্য পরিতপ্যতঃ।
স ময়া সহসা বাণ উদ্ধৃতো মর্মতস্তদা॥ ১৭

''ভগবন্ ! শব্দ লক্ষ্য করে হাতিটাকে হত্যা করার জন্য আমি জলের দিকে বাণ নিক্ষেপ করলাম, তাতেই আপনার পুত্র নিহত হয়। নিকটে গিয়ে তাঁকে পরিতাপ করতে দেখে, তাঁর কথা অনুসারে তাঁর মর্মস্থান থেকে বাণটি তুলে নিলাম।

স চোদ্ধৃতেন বাণেন সহসা স্বর্গমাস্থিতঃ।
ভগবন্তাবুভৌ শোচ্যাবন্ধাবিতি বিলপ্য চ॥ ১৮

"বাণটি বক্ষ থেকে তুলে নেওয়া মাত্র 'আপনারা দুজনেই অন্ধ' এই কথা বলে অনুশোচনা ও বিলাপ করতে করতে তিনি সহসা স্বর্গে চলে গেলেন।

অজ্ঞানাদ্ ভবতঃ পুত্রঃ সহসাভিহতো ময়া।
শেষমেবং গতে যৎ স্যাৎ তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ॥ ১৯

"আমার অজ্ঞতার জন্যই আপনার পুত্র সহসা নিহত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাকে অভিশাপ অথবা অনুগ্রহ করার প্রার্থনা জানাই ; মহর্ষি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

স তচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ময়া তদঘশংসিনা।
নাশকৎ তীব্রমায়াসং স কর্তুং ভগবানৃষিঃ॥ ২০

'আমি স্বকৃত পাপ প্রকাশ করায়, সেই পূজনীয় ঋষি মৎকৃত কঠোর অন্যায় কর্মের কথা শুনেও আমাকে কঠিন অভিশাপ দিতে পারলেন না।

স বাষ্পপূর্ণবদনো নিঃশ্বসঞ্ শোকমূর্চ্ছিতঃ।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্॥ ২১

'আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলে, শোকে মূর্ছিতপ্রায় মহাতেজস্বী ঋষি বাষ্পপূর্ণ লোচনে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাকে বললেন—

যদ্যেতদশুভং কর্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্।
ফলেন্মূর্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা॥ ২২

"রাজন্ ! এই অশুভ কর্মের কথা যদি আপনি নিজে আমাকে না বলতেন, তাহলে আপনার মস্তক শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যেত।

ক্ষত্রিয়েণ বধো রাজন্ বানপ্রস্থে বিশেষতঃ।
জ্ঞানপূর্বং কৃতঃ স্থানাচ্চ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্॥ ২৩

"রাজন্ ! ক্ষত্রিয় জেনেশুনেও যদি বাণপ্রস্থাশ্রমীকে হত্যা করে তবে তাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হতে হয়, সে এমনকী বজ্রধারী ইন্দ্রও যদি হয়।

সপ্তধা তু ভবেন্মূর্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি।
জ্ঞানাদ্ বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি॥ ২৪

"তপস্যা নিরত আমার পুত্রের সদৃশ ব্রহ্মবাদী মুনির প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপকারী পুরুষের মাথা সাত টুকরো হয়ে যাবে।

অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং যস্মাদিদং তে তেন জীবসে।
অপি হ্যকুশলং ন স্যাদ্ রাঘবাণাং কুতো ভবান্॥ ২৫

"যেহেতু অজ্ঞানতাবশত আপনি এই হত্যা করেছেন, তাই আপনি জীবিত আছেন ; জেনেশুনে করলে রঘুবংশীয়দেরও অকল্যাণ হত, আপনার আর কথা কী !"

নয় নৌ নৃপং তং দেশমিতি মাং চাভ্যভাষত।
অদ্য তং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্॥ ২৬

'মুনি ! আমাকে এই কথা বললেন—"রাজন্ ! আমাদের দুজনকে সেই স্থানে নিয়ে চলুন যেখানে আমাদের পুত্র আছে ; আমরা মৃত পুত্রকে দেখতে ইচ্ছা করি।"

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাজিনবাসসম্।
শয়ানং ভুবি নিঃসংজ্ঞং ধর্মরাজবশং গতম্॥ ২৭
অথাহমেকস্তং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।
অস্পর্শয়মহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্যয়া॥ ২৮

'তখন আমি একাই অত্যন্ত শোকার্ত সস্ত্রীক সেই মুনিকে সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে রুধিরসিক্ত, বিক্ষিপ্ত বস্ত্র-মৃগচর্ম, পরলোকগত, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভূতলে শায়িত পুত্রের দেহ স্পর্শ করালাম।

তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্ট্বা তমাসাদ্য তপস্বিনৌ।
নিপেততুঃ শরীরেঽস্য পিতা চৈনমুবাচ হ॥ ২৯

'তপস্বি-দম্পতি নিজেদের পুত্রকে পেয়ে তার শরীর স্পর্শ করে তার উপরে লুটিয়ে পড়লেন ; আর পিতা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

নাভিবাদয়সে মাদ্য ন চ মামভিভাষসে।
কিং চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি॥ ৩০

"বৎস ! আজ তুমি আমাকে প্রণাম করলে না তো, আমার সঙ্গে কোনও কথাও বলছ না ! তুমি ভূমিতে শুয়ে আছ কেন ? তুমি কি আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছ ?

নন্বহং তেঽপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্মিকীম্।
কিং চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমার বচো বদ॥ ৩১

"পুত্র ! না হয় আমি তোমার অপ্রিয় হয়েছি, তোমার ধর্মপ্রাণা মা-এর দিকে তো একবার চেয়ে দেখো ! পুত্র আমাদের আলিঙ্গন করছ না কেন ? বৎস ! আমাদের কিছু

তো মধুর কথা বলো !

কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্ বিশেষতঃ॥ ৩২

"শেষ রাত্রে শাস্ত্র ধ্যানরত কার কাছে আমি হৃদয়গ্রাহী মধুর শাস্ত্রপাঠ বা অন্য গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করব ?

কো মাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোকভয়ার্দিতম্॥ ৩৩

"পুত্র ! কে স্নানান্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান করে সন্ধ্যাবন্দনান্তে পাশে বসে শোকভয়কাতর আমাকে আনন্দ দান করবে ?

কন্দমূলফলং হৃত্বা যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্।
ভোজয়িষ্যত্যকর্মণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্ ॥ ৩৪

"কে-ই বা আছে যে কন্দ-মূল-ফল আহরণ করে নিয়ে এসে অকর্মণ্য, অবলম্বনহীন, অনাথ আমাকে প্রিয় অতিথির মতো ভোজন করাবে ?

ইমামন্ধাং চ বৃদ্ধাং চ মাতরং তে তপস্বিনীম্।
কথং পুত্র ভরিষ্যামি কৃপণাং পুত্রগর্ধিনীম্॥ ৩৫

"পুত্র ! আমি অন্ধ। তোমার এই অন্ধ, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পুত্রস্নেহাতুরা, কাতরা মাতার ভরণপোষণ কেমন করে করব ?

তিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র যমস্য সদনং প্রতি।
শ্বো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ॥ ৩৬

"ধাতা ! অপেক্ষা করো। যমালয়ে এখনই যেয়ো না। আগামীকাল তোমার মা-এর এবং আমার সঙ্গে একসঙ্গে যাবে।

উভাবপি চ শোকার্তাবনাথৌ কৃপণৌ বনে।
ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ যমক্ষয়ম্॥ ৩৭

"এই বনে আমি ও তোমার মা দুজনেই তোমায় ছাড়া শোককাতর ও অনাথ ; অতএব আমরা শীঘ্রই যমালয়ে চলে যাব।

ততো বৈবস্বতং দৃষ্ট্বা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্।
ক্ষমতাং ধর্মরাজো মে বিভৃয়াৎ পিতরাবয়ম্॥ ৩৮

"যমালয়ে গিয়ে তারপর সূর্যপুত্র (যম)-কে দেখে তাঁকে এই কথাই বলব—ধর্মরাজ যেন আমায় ক্ষমা করেন, আর আমার এই পুত্র যেন পিতা-মাতার ভরণপোষণ করতে পারে।

দাতুমর্হতি ধর্মাত্মা লোকপালো মহাযশাঃ।
ঈদৃশস্য মমাক্ষয্যামেকামভয়দক্ষিণাম্॥ ৩৯

"মহা যশস্বী ধর্মাত্মা ত্রিলোকপালক যমদেবতা এতাদৃশ অক্ষম দরিদ্র আমাকে নিশ্চয়ই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করবেন।

অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা।
তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাস্ত্রযোধিনাম্॥ ৪০
যাং হি শূরা গতিং যান্তি সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
হতাস্ত্বভিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ॥ ৪১

"পুত্র ! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু পাপকর্মা কোনও ক্ষত্রিয়ের দ্বারা নিহত হয়েছ অতএব নিষ্পাপজনের মতো তুমি অস্ত্রধারী যোদ্ধার প্রাপ্য সত্যলোকে গমন করো। বৎস ! সম্মুখসমরে অপরাঙ্মুখ নিহত বীরের পরমা গতি লাভ করো।

যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ।
নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক॥ ৪২

"মহারাজ সগর, শিবিপুত্র শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ এবং ধুন্ধুমার যে গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, বাছা ! তুমি সেই গতি লাভ করো।

যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াৎ তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ॥ ৪৩
গোসহস্রপ্রদাতৄণাং গুরুসেবামভৃতামপি।
দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক॥ ৪৪

"পুত্র ! বেদাধ্যয়ন ও তপস্যায় মানুষের যে গতিলাভ হয় ভূমিপ্রদান ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদানে মানুষের যে গতি ; তোমার সেই গতিলাভ হোক ; এক পত্নীকের যে গতি এবং সহস্র গো-দানকারীর যে গতি, গুরুসেবায় আত্মসমর্পণকারী ও সকল প্রাণীর কল্যাণে আত্মদেহ দানকারীর যে গতি, তুমি সেই পরমা গতি লাভ করো।

নহি ত্বস্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছত্যকুশলাং গতিম্।
স তু যাস্যতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ॥ ৪৫

"এই তপস্বীর বংশে-জাত কেউ-ই অশুভ গতিপ্রাপ্ত হয় না। অসহনীয় বিরহহেতু আমার বান্ধব যে তুমি, তোমাকে যে হত্যা করেছে, তার নিশ্চয়ই অশুভ গতি হবে।"

এবং স কৃপণং তত্র পর্যদেবয়তাসকৃৎ।

...স্মে কর্তুমুদকং প্রবৃত্তঃ সহ ভার্যয়া॥ ৪৬

'এইভাবে তিনি বারংবার সকাতর বিলাপ করলেন ; তারপর সস্ত্রীক তার পুত্রের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দানে প্রবৃত্ত হলেন।

স তু দিব্যেন রূপেণ মুনিপুত্রঃ স্বকর্মভিঃ।
স্বর্গমধ্যারুহৎ ক্ষিপ্রং শক্রেণ সহ ধর্মবিৎ॥ ৪৭

'ধর্মজ্ঞ সেই মুনিপুত্র স্বীয় সৎ কর্মের প্রভাবে দিব্যরূপ ধারণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত স্বর্গে আরোহণ করলেন।

আবভাষে চ তৌ বৃদ্ধৌ শক্রেণ সহ তাপসঃ।
আশ্বাস্য চ মুহূর্তং তু পিতরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৮

'সেই তাপস বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে ইন্দ্রের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য কথা বলে, পিতাকে বললেন—

স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ॥ ৪৯

"আপনাদের দুজনকে সেবা করে আমি উত্তমস্থান প্রাপ্ত হয়েছি ; আপনারা দুজনেও শীঘ্রই আমার কাছে চলে আসবেন।"

এবমুক্ত্বা তু দিব্যেন বিমানেন বপুষ্মতা।
আরুরোহ দিবং ক্ষিপ্রং মুনিপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫০

'এই কথা বলে জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার সুন্দরাকৃতি বিশাল বিমানে করে শীঘ্র স্বর্গারোহণ করলেন।

স কৃত্বাথোদকং তূর্ণং তাপসঃ সহ ভার্যয়া।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্॥ ৫১

'অনন্তর সেই মহাতেজস্বী তপস্বী স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করে (তর্পণ করে) করজোড়ে দণ্ডায়মান আমাকে বললেন—

অদ্যৈব জহি মাং রাজন্ মরণে নাস্তি মে ব্যথা।
যঃ শরেণৈকপুত্রং মাং ত্বমকার্ষীরপুত্রকম্॥ ৫২

"রাজন্ ! তুমি একটি মাত্র শরাঘাতে এক-পুত্রক আমাকে অপুত্রক করে দিলে ; অতএব এখনই আমাকে হত্যা করো ; মরণে আমার আর দুঃখ নেই।

ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ।
তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্॥ ৫৩

"তুমি না-জেনে আমার বালক পুত্রকে হত্যা করেছ ; তাই আমিও তোমাকে দুঃখজনক নিদারুণ অভিশাপ দিচ্ছি।

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥ ৫৪

"সম্প্রতি পুত্র বিয়োগজনিত আমার যে দুঃখ, রাজন্ ! তুমিও এইরকম পুত্রশোকে কালগ্রাসে পতিত হবে।

অজ্ঞানাত্তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ।
তস্মাৎ ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ॥ ৫৫
ত্বামপ্যেতাদৃশো ভাবঃ ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যতি।
জীবিতান্তকরো ঘোরো দাতারমিব দক্ষিণাম্॥ ৫৬

"রাজন্ ! যেহেতু ক্ষত্রিয় হয়ে বৈশ্যজাতীয় মুনিকে তুমি না বুঝে হত্যা করেছ, তাই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না, তথাপি দক্ষিণাদাতা যেমন দানের ফল শীঘ্র লাভ করে, তদ্রূপ তুমিও সত্বরই এই হত্যার ফলপ্রাপ্ত হবে।"

এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু।
চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ॥ ৫৭

'সেই মুনি দম্পতি আমাকে এই অভিশাপ দিয়ে অনেকক্ষণ করুণ বিলাপ করলেন এবং পরে নিজেদের দেহ চিতায় সমর্পণ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

তদেতচ্চিন্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্।
তদা বাল্যাৎ কৃতং দেবি শব্দবেধ্যনুকর্ষিণা॥ ৫৮

'দেবি ! বাল্যকাল থেকে শব্দভেদী হয়ে আমি নিজে যে পাপ করেছি ; তাই আজ স্মরণে আসছে।

তস্যায়ং কর্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপস্থিতঃ।
অপথ্যৈঃ সহ সম্ভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা॥ ৫৯
তস্মান্মামাগতং ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্ বচঃ।

'অন্নপানাদির সঙ্গে কুপথ্য ভোজন করলে যেমন ব্যাধি হয়, সেইরকম দেবি ! আমার পূর্বকৃত সেই পাপ-কর্মের ফলে এই দুর্দৈব উপস্থিত হয়েছে। অয়ি কল্যাণি ! এইভাবে সেই উদার মহাত্মার অভিশাপরূপ-বাক্য আমার উপর ফলবান হতে চলেছে।'

ইত্যুক্ত্বা স রুদংস্ত্রস্তো ভার্যামাহ তু ভূমিপঃ॥ ৬০
যদহং পুত্রশোকেন সংত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।
চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌসল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ॥ ৬১

এই বলে ভীত রাজা কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীকে বললেন—'কৌশল্যা ! যেহেতু আমি পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করতে চলেছি, তাই তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না ;

তুমি-ই আমাকে স্পর্শ করো।

যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি নহি মানবাঃ।
যদি মাং সংস্পৃশেদ্ রামঃ সকৃদদ্যালভেত বা॥ ৬২
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ।

'মানুষ যমলোকে যাত্রাকালে কিছুই দেখতে পায় না। রাম যদি একবার আমাকে স্পর্শ করত, কিংবা ধন বা যৌবরাজ্য স্বীকার করে নিত, তাহলে আমার বিশ্বাস, আমি বেঁচে যেতাম।

ন তন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্॥ ৬৩
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি।

'দেবি ! রামের প্রতি আমি যা ব্যবহার করেছি, তা আমার উচিত হয়নি, পরন্তু সে আমার প্রতি যা করেছে, তা তার উপযুক্তই হয়েছে।

দুর্বৃত্তমপি কঃ পুত্রং ত্যজেদ্ ভুবি বিচক্ষণঃ॥ ৬৪
কশ্চ প্রব্রাজ্যমানো বা নসূয়েৎ পিতরং সুতঃ।

'পুত্র দুর্বৃত্ত হলেও জগতে কোন্ বুদ্ধিমান পিতা তাকে ত্যাগ করেন ? অপরপক্ষে পিতা কর্তৃক নির্বাসিত কোন্ পুত্রই বা পিতার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে না ?

চক্ষুষা ত্বাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মম বিলুপ্যতে॥ ৬৫
দূতা বৈবস্বতস্যৈতে কৌসল্যে ত্বরয়ন্তি মাম্।

'কৌশল্যে ! বিবস্বানপুত্র যম-এর দূতেরা আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে, তাই আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে।

অতস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে॥ ৬৬
নহি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্।

'আমি যে মৃত্যুকালে সত্যসন্ধ, পরাক্রমী, ধর্মজ্ঞ রামকে দেখতে পাচ্ছি না, এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কী আছে ?

তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সুতস্যাপ্রতিকর্মণঃ॥ ৬৭
উচ্ছোষয়তি বৈ প্রাণান্ বারি স্তোকমিবাতপঃ।

'অননুকরণীয় কর্মী আমার সেই পুত্রের অদর্শনজনিত শোক আমার প্রাণকে, সূর্যকিরণে জলবিন্দুর মতো শুকিয়ে মারছে।

ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে চারুশুভকুণ্ডলম্॥ ৬৮
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ।

'যারা, পঞ্চদশ বর্ষে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত রামের মঙ্গলময় কুণ্ডলশোভিত মুখখানি দেখতে পাবে, তারা মানুষ নয়, দেবতাই।

পদ্মপত্রেক্ষণং সুভ্রু সুদংষ্ট্রং চারুনাসিকম্॥ ৬৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাধিপসমং মুখম্।

'যারা পদ্মপলাশলোচন রামের সুচারু ভ্রূযুগল, সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি, সুনাসিক ও তারকাধিপতি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর আনন দেখতে পাবে তারাই ধন্য।

সদৃশং শারদস্যেন্দোঃ ফুল্লস্য কমলস্য চ॥ ৭০
সুগন্ধি মম রামস্য ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি যে মুখম্।
নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্॥ ৭১
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শুক্রং মার্গগতং যথা।

'আমার রামের শরদ চন্দ্র ও বিকশিত কমলসদৃশ সুবাসিত আনন যারা দর্শন করবে তারা ধন্য। আবার নির্দিষ্ট পথে সমাগত শুক্রগ্রহের মতো বনবাসান্তে নির্দিষ্ট সময়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগত রামকে যারা দেখবে তারাই সুখী হবে।

কৌসল্যে চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম্॥ ৭২
বেদয়ে ন চ সংযুক্তাঞ্ শব্দস্পর্শরসানহম্।

'কৌশল্যে ! চিত্তের মোহবশত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। চিত্তের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি সংযুক্ত থাকলেও শব্দ, স্পর্শ ও রসাদির বিষয় বুঝতে পারছি না।

চিত্তনাশাদ্ বিপদ্যন্তে সর্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি হি॥ ৭৩
ক্ষীণস্নেহস্য দীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা।

'যেমন তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপের আলো ক্ষীণ হয়ে যায়, সেইরকম চেতনা বিনষ্ট হলে, সকল ইন্দ্রিয় বিপন্ন হয়ে পড়ে।

অয়মাত্মভবঃ শোকো মামনাথমচেতনম্।
সংসাধয়তি বেগেন যথা কূলং নদীরয়ঃ॥ ৭৪

'যেমন নদীপ্রবাহ কূলকে ভেঙে দেয়, সেইভাবে আমার নিজের থেকে উৎপন্ন এই শোক আমাকে অনাথ ও অচেতন করে দিচ্ছে।

হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুত॥ ৭৫

'হায় ! মহাবীর রঘুবংশধর ! আমার দুঃখনাশন ! হায় ! পিতৃপ্রিয়, আমার নাথ ! হায় পুত্র ! তুমি কোথায় গেলে !

হা কৌসল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।

হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি॥ ৭৬

'হায়! কৌশল্যে! হায়, তপস্বিনি সুমিত্রে! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! হায়, নিষ্ঠুরা কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! আমার শত্রু!'

ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ।
রাজা দশরথঃ শোচঞ্জীবিতান্তমুপাগমৎ॥ ৭৭

শ্রীরামজননী কৌশল্যা এবং লক্ষ্মণজননী সুমিত্রার কাছে এইভাবে বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথ জীবনের অন্তিম দশায় উপনীত হলেন।

তথা তু দীনঃ কথয়ন্ নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্ধরাত্রে ভৃশদুঃখপীড়িত-
স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ॥ ৭৮

অতঃপর প্রিয় পুত্রের নির্বাসনে কাতর উদারদর্শী শোকাকুল রাজা দশরথ এরূপ দীনতাপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করতঃ অত্যন্ত দুঃখ-কাতর হয়ে অর্ধ-রাত্র গতে প্রাণত্যাগ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬৫)

প্রাতঃকালে রাজা দশরথকে নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য সূতাদি কর্তৃক রাজার স্তুতিপাঠ এবং রাজার গাত্রস্পর্শ দ্বারা তাঁকে মৃত বলে জানতে পেরে রাজপত্নীদের বিলাপ

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেঽহনি।
বন্দিনঃ পর্যুপাতিষ্ঠংস্তৎ পার্থিবনিবেশনম্॥ ১

অনন্তর রাত্রিশেষে পরদিন প্রাতঃকালেই বৈতালিকেরা স্তুতিপাঠকেরা রাজভবনে এসে উপস্থিত হল।

সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ।
গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ২

সঙ্গীতাদি সম্বন্ধীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে সুনিপুণ সূতগণ, সুশিক্ষিত মাগধেরা এবং সুনিপুণ গায়কেরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাজার যশোগান করতে লাগল।

রাজানং স্তবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্।
প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্তত॥ ৩

রাজার স্তুতিকারী সূত-মাগধ-গায়কদের উদাত্ত কণ্ঠে স্তবগান আবর্তিত হয়ে সারা রাজপ্রাসাদকে মুখরিত করে তুলল।

ততস্তু স্তবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ।
অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্॥ ৪

অতঃপর স্তুতিকারী সেই সূতদের মধ্যে হস্ততালবাদকগণ রাজার অবদানের উদাহরণ দিয়ে হস্তবাদ্য (হাততালি বা মৃদঙ্গ) বাজাতে লাগল।

তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সস্বনুঃ।
শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ॥ ৫

সেই বাদ্যধ্বনিতে রাজান্তঃপুরে পিঞ্জরবদ্ধ এবং বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখিরা জেগে উঠে কূজন করতে লাগল।

ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ।
আশীর্গেয়ং চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ॥ ৬

পবিত্র শব্দসমূহের উচ্চারণে, বীণার মধুর নিক্কণে এবং আশীর্বাদসূচক পবিত্র গানে সেই রাজপুরী মুখরিত হয়ে উঠল।

ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্যুপস্থানকোবিদাঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথাপুরা॥ ৭

অতঃপর পূর্বের মতোই পবিত্রকর্মা পরিচর্যাকুশল নারী এবং নপুংসক পরিচারকেরা উপস্থিত হল।

হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘটৈঃ।
আনিন্যুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি॥ ৮

স্নানবিধিজ্ঞ পরিচারকেরা যথাসময়ে বিধি অনুসারে সোনার ঘটে করে শ্বেতচন্দন মিশ্রিত জল নিয়ে এল।

মঙ্গলালম্ভনীয়ানি প্রাশনীয়ান্যুপস্করান্।

উপানিন্যুস্তথা পুণ্যাঃ কুমারীবহুলাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৯

পবিত্র মহিলারা কুমারী মেয়েদের নিয়ে মাঙ্গল্যদ্রব্য (দর্পণ-হরিচন্দনযুক্ত জলাদি) এবং গোপকরণ ভক্ষ্যদ্রব্য-সহ উপস্থিত হলেন।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বং বিধিবদর্চিতম্।
সর্বং সুগুণলক্ষ্মীবৎ তদভূদাভিহারিকম্॥ ১০

সকল শুভলক্ষণযুক্ত ও সুগুণান্বিত প্রাতঃকালে ব্যবহার্য মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ সকল বিধি অনুসারে অর্চিত হয়েছিল।

ততঃ সূর্যোদয়ং যাবৎ সর্বং পরিসমুৎসুকম্।
তস্থাবনুপসম্প্রাপ্তং কিংস্বিদিত্যুপশঙ্কিতম্॥ ১১

সূর্যোদয় পর্যন্ত সকলে উৎসুক হয়ে অবস্থান করতে লাগল ; কিন্তু রাজাকে না দেখতে পেয়ে 'কী হল' এই চিন্তা করে শঙ্কিত হল।

অথ যাঃ কোসলেন্দ্রস্য শয়নং প্রত্যনন্তরাঃ।
তাঃ স্ত্রিয়স্তু সমাগম্য ভর্তারং প্রত্যবোধয়ন্॥ ১২

এদিকে কোশলরাজ দশরথের যেসকল স্ত্রী (রাজার শয্যার নিকটে উপস্থিত) ছিলেন, তাঁরা সমাগতা হয়ে স্বামীকে জাগাতে লাগলেন।

অথাপ্যুচিতবৃত্তান্তা বিনয়েন নয়েন চ।
নহ্যস্য শয়নং স্পৃষ্ট্বা কিঞ্চিদপ্যুপলেভিরে॥ ১৩

তখন স্পর্শনযোগ্য পত্নীগণও বিনীত ও যুক্তিযুক্তভাবে রাজা দশরথের শয্যা এবং শরীর স্পর্শ করেও প্রাণের কিছুমাত্র স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারলেন না।

তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নশীলজ্ঞাশ্চেষ্টাং সঞ্চলনাদিষু।
তা বেপথুপরীতাশ্চ রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ॥ ১৪

নিদ্রিত পুরুষের স্বভাবজ্ঞা সেই রাজপত্নীরা রাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের চেষ্টা করে রাজার জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিতা হলেন এবং তাঁকে পরিবৃতা হয়ে ভয়-কম্পিতা হলেন।

প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং সঞ্চকাশিরে।
অথ সন্দেহমানানাং স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
যৎ তদাশঙ্কিতং পাপং তদা জজ্ঞে বিনিশ্চয়ঃ॥ ১৫

সেই রাজপত্নীরা স্রোতের প্রতিকূলে স্থিত তৃণগুচ্ছের অগ্রভাগের মতো কাঁপতে লাগলেন। রাজাকে দেখে সন্দেহান্বিত স্ত্রীগণ যে অশুভ আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটে গেছে বলে মনে স্থির করলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে।
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথা কালসমন্বিতে॥ ১৬

পুত্রশোকাভিভূতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রা কাল (মৃত্যু)-কবলিতের মতো নিদ্রিতা ছিলেন, (তখনও) জাগেননি।

নিষ্প্রভাসা বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্ততা।
ন ব্যরাজত কৌসল্যা তারেব তিমিরাবৃতা॥ ১৭

অন্ধকারাচ্ছন্না তারকার মতো শোকাবনতা অনুজ্জ্বল বিবর্ণা ও অবসন্না কৌশল্যা শোভাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

কৌসল্যানন্তরং রাজ্ঞঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্।
ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা॥ ১৮

কৌশল্যার পাশে শোকাশ্রুমলিনবদনা রাজার (তৃতীয়া) পত্নী সুমিত্রা শোভাহীনা দেখাচ্ছিলেন।

তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেব্যৌ চ তং নৃপম্।
সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণমন্তঃপুরমমন্যত ॥ ১৯

তখন অন্তঃপুরিকারা সেই দুই দেবী (কৌশল্যা ও সুমিত্রা) কে নিদ্রিত দেখে, সুপ্ত অবস্থাতেই রাজা প্রাণত্যাগ করেছেন বলে মনে করলেন।

ততঃ প্রচুক্রুশুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাঙ্গনাঃ।
করেণেব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ॥ ২০

তখন, অরণ্যে দলপতি-হস্তী অন্যত্র চলে গেলে হস্তিনীরা যেমন চিৎকার করে, সেইরকমভাবে রাজান্তঃপুরচারিণী শোকার্তা সুন্দরীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাসামাক্রন্দশব্দেন সহসোদ্গতচেতনে।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবতুঃ॥ ২১

তাদের ক্রন্দনের শব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রা সহসা চেতনা ফিরে পেয়ে জেগে উঠলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
হা নাথেতি পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে॥ ২২

কৌশল্যা এবং সুমিত্রা রাজাকে দেখে এবং স্পর্শ করে তাঁকে মৃত বুঝতে পেরে 'হায় নাথ' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সা কোসলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা॥ ২৩

কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা আকাশ থেকে ভূতলে পতিত তারকার মতো ভূমিতে পতিত হয়ে ধূলি-ধূসরিত

হয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

নৃপে শান্তগুণে জাতে কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
অপশ্যংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা হতাং নাগবধূমিব॥ ২৪

রাজার শরীর শীতল হয়ে গেলে অপর রাজপত্নীগণ ভূমি-পতিত কৌশল্যাকে দেখে নিহত নাগবধূর মতো মনে করছিলেন।

ততঃ সর্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রুদন্ত্যঃ শোকসন্তপ্তা নিপেতুর্গতচেতনাঃ॥ ২৫

তারপর রাজার কৈকেয়ী প্রমুখ শোকসন্তপ্ত পত্নীরা কাঁদতে কাঁদতে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তাভিঃ স বলবান্ নাদঃ ক্রোশন্তীভিরনুদ্রুতঃ।
যেন স্ফীতীকৃতো ভূয়স্তদ্ গৃহং সমনাদয়ৎ॥ ২৬

পূর্বের সেই ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে রোদনপরায়ণা নারীদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি মিলিত হয়ে শোকধ্বনিকে আরও বর্ধিত করে সেই রাজবাড়িকে আরও কোলাহল পূর্ণ করে তুলল।

তৎ পরিত্রস্তসম্ভ্রান্তপর্যুৎ সুকজনাকুলম্।
সর্বতস্তুমুলাক্রন্দং পরিতাপার্তবান্ধবম্॥ ২৭
সদ্যোনিপতিতানন্দং দীনং বিক্লবদর্শনম্।
বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ॥ ২৮

সেই রাজভবন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল ; উৎসুক মানুষ-জনে ভরে গেল। সবদিক থেকে আর্তক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। বন্ধুজনের আর্ত ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। নিরানন্দপূর্ণ রাজপুরী দীনতাপ্রাপ্ত হল।

অতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং
যশস্বিনং তং পরিবার্য পত্নয়ঃ।
ভৃশং রুদন্ত্যঃ করুণং সুদুঃখিতাঃ
প্রগৃহ্য বাহূ ব্যলপন্নাথবৎ॥ ২৯

যশস্বী মহারাজের প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে গেছে বুঝতে পেরে, রাজমহিষীরা তাঁকে ঘিরে অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে তাঁর বাহুদ্বয় ধরে অনাথের মতো করুণ স্বরে কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

রাজাকে মৃত দেখে অত্যন্ত বিলাপরতা কৌশল্যা কর্তৃক কৈকেয়ীর প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ, অমাত্যগণ কর্তৃক রাজার প্রাণহীন দেহকে তৈলপূর্ণ পাত্রে সংরক্ষণ এবং পুরবাসীদের বিলাপ

তমগ্নিমিব সংশান্তমম্বুহীনমিবার্ণবম্।
গতপ্রভমিবাদিত্যং স্বর্গস্থং প্রেক্ষ্য ভূমিপম্॥ ১
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্শিতা।
উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত॥ ২

নির্বাপিত অগ্নির মতো, জলহীন সমুদ্রের মতো এবং প্রভাহীন সূর্যের মতো স্বর্গত রাজার প্রাণহীন দেহকে দেখে অত্যন্ত শোকক্লিষ্টা অশ্রুপূর্ণলোচনা কৌশল্যা রাজার মস্তক নিজের কোলে নিয়ে কৈকেয়ীকে বলতে লাগলেন—

সকামা ভব কৈকেয়ী ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি॥ ৩

'অয়ি নিষ্ঠুরা, দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী ! তোমার কামনা তো পূর্ণ হয়েছে ! রাজাকে পরিত্যাগ করে এখন একাগ্রচিত্তে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করো !

বিহায় মাং গতো রামো ভর্তা চ স্বর্গতো মম।
বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৪

'রাম আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমার স্বামীও স্বর্গে চলে গেলেন। এখন আমি সংসারের দুর্গম পথে অসহায়ার মতো জীবনধারণে উৎসাহিতা নই।

ভর্তারং তু পরিত্যজ্য কা স্ত্রী দৈবতমাত্মনঃ।
ইচ্ছেজ্জীবিতুমন্যত্র কৈকেয্যাস্ত্যক্তধর্মণঃ॥ ৫

'ধর্মত্যাগিনী কৈকেয়ীর মতো আর কোন্ স্ত্রী নিজের স্বামীদেবতাকে পরিত্যাগ করে জীবন ধারণের ইচ্ছা করে ?

ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিংপাকমিব ভক্ষয়ন্।
কুব্জানিমিত্তং কৈকেয্যা রাঘবাণাং কুলং হতম্॥ ৬

'লুব্ধ ব্যক্তি দুষ্ট পক্ব (বিষ দ্বারা রান্না করা) অন্নের দোষ বুঝতে পারে না ; সেইরকমভাবেই কুব্জার কারণেই কৈকেয়ী কর্তৃক রঘুকুল বিনষ্ট হল।

অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজ্ঞা রামং বিবাসিতম্।
সভার্যং জনকঃ শ্রুত্বা পরিতপ্স্যত্যহং যথা॥ ৭

'কৈকেয়ী কর্তৃক অনুচিত কার্যে নিযুক্ত হয়ে রাজা দশরথ সস্ত্রীক রামকে নির্বাসিত করেছেন শুনে আমার মতোই রাজা জনক পরিতাপ করবেন।

স মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্মিকঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্নাশমিতো গতঃ॥ ৮

'পদ্মপলাশলোচন ধার্মিক রাম জীবিত থেকেও এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে (দৃষ্টির বাইরে দূরে চলে গিয়ে), আজ আমি যে বিধবা হয়ে অনাথা হলাম তা জানতে পারছে না।

বিদেহরাজস্য সুতা তথা চারুতপস্বিনী।
দুঃখস্যানুচিতা দুঃখং বনে পর্যুদ্বিজিষ্যতি॥ ৯

'সুন্দরী তথা তপস্বিনী বিদেহরাজতনয়া সীতা, দুঃখ-ভোগের অনুপযুক্তা হয়েও বনে বাস করে উদ্বিগ্ন চিত্তে দুঃখ অনুভব করবে।

নদতাং ভীমঘোষাণাং নিশাসু মৃগপক্ষিণাম্।
নিশম্যমানা সংত্রস্তা রাঘবং সংশ্রয়িষ্যতি॥ ১০

'রাত্রিকালে পশুপক্ষীদের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সন্ত্রস্তা (সীতা) রঘুনন্দন রামকেই আশ্রয় করবে।

বৃদ্ধশ্চৈবাল্পপুত্রশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
সোঽপি শোকসমাবিষ্টো নূনং ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ১১

'বৃদ্ধ রাজা জনক, যার শুধু কন্যাসন্তানগুলিই জীবিত, তিনি সীতার চিন্তা করতে করতে শোকাবিষ্ট হয়ে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।

সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ১২

'আমিও পতিব্রতা, মৃত্যুবরণ করে (রাজার) এই শরীরকে আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবেশ করব।'

তাং ততঃ সম্পরিষ্বজ্য বিলপন্তীং তপস্বিনীম্।
ব্যপনিন্যুঃ সুদুঃখার্তাং কৌসল্যাং ব্যাবহারিকাঃ॥ ১৩

তখন পতির দেহকে আলিঙ্গনরতা, অত্যন্ত শোকার্তা তপস্বিনী কৌশল্যাকে কর্মনিপুণা নারী কর্মীরা সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্।
রাজ্ঞঃ সর্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনন্তরম্॥ ১৪

তখন অমাত্যগণ বশিষ্ঠাদি কুলগুরুদের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে রাজার দেহকে তৈলপাত্রে রেখে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্ম সম্পাদন করলেন।

ন তু সংকালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ।
সর্বজ্ঞাঃ কর্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্॥ ১৫

সর্বজ্ঞ মন্ত্রীরা পুত্র বিনা রাজার দাহাদি সংস্কার করতে চাইলেন না। তাই তাঁরা রাজার দেহকে তৈলাধারে রেখে সংরক্ষণ করলেন।

তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্।
হা মৃতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়স্তাঃ পর্যদেবয়ন্॥ ১৬

মন্ত্রীরা রাজার দেহকে তৈলপাত্রে শায়িত রেখেছেন দেখে, 'হায় ! ইনি মারা গেছেন' বলে রাণীরা বিলাপ করতে লাগলেন।

বাহূনুচ্ছ্রিত্য কৃপণা নেত্রপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ।
রুদন্ত্যঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণং পর্যদেবয়ন্॥ ১৭

শোকসন্তপ্তা দীনা রাজমহিষীরা বাহু উৎক্ষেপন করে চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন।

হা মহারাজ রামেণ সততং প্রিয়বাদিনা।
বিহীনাঃ সত্যসন্ধেন কিমর্থং বিজহাসি নঃ॥ ১৮

(রাজমহিষীরা বিলাপ করতে করতে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললেন)— 'হায় মহারাজ ! সর্বদা প্রিয়বাদী, সত্যসন্ধ রাম কর্তৃক আমরা পরিত্যক্তা হয়েছি, আপনিও আমাদের পরিত্যাগ করছেন কেন ?

কৈকেয্যা দুষ্টভাবায়া রাঘবেণ বিবর্জিতাঃ।
কথং সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সমীপে বিধবা বয়ম্॥ ১৯

'আমরা বিধবা ; রঘুনন্দন শ্রীরামকে ছাড়া দুষ্ট-স্বভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর কাছে কী করে থাকব ?

স হি নাথঃ স চাস্মাকং তব চ প্রভুরাত্মবান্।
বনং রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্॥ ২০

'সেই আত্মজ্ঞানী শ্রীমান রাম আমাদের এবং আপনার আশ্রয় স্বরূপ ; সে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে চলে গেল !

ত্বয়া তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ।
কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকেয্যা চ বিদূষিতাঃ॥ ২১

'আপনাকে এবং বীর রামচন্দ্রকে ছেড়ে ; কৈকেয়ীর দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে, দুঃখ বিমোহিত আমরা কীভাবে বাস করব ?

যয়া চ রাজা রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সীতয়া সহ সংত্যক্তাঃ সা কমন্যং ন হাস্যতি॥ ২২

'যে রাজা দশরথকে, সীতাসহ মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে ত্যাগ (রাজ্য থেকে বিতাড়িত) করতে পারে, সে আর কাকেই বা না ত্যাগ করতে পারে ?'

তা বাষ্পেণ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ।
ব্যচেষ্টন্ত নিরানন্দা রাঘবস্য বরস্ত্রিয়ঃ॥ ২৩

রঘুনাথ দশরথ-এর সুন্দরী পত্নীরা গভীর শোকে বাষ্পরুদ্ধ ও নিরানন্দ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

নিশা নক্ষত্রহীনেব স্ত্রীব ভর্তৃবিবর্জিতা।
পুরী নারাজতাযোধ্যা হীনা রাজ্ঞা মহাত্মনা॥ ২৪

মহাত্মা রাজা কর্তৃক বর্জিতা অযোধ্যাপুরী, নক্ষত্রহীনা রাত্রি তথা গতিহীনা স্ত্রীর মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছিল।

বাষ্পপর্যাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা।
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথাপুরম্॥ ২৫

বাষ্পাকুললোচন নগরবাসী, হাহাকাররত কুলস্ত্রী এবং জনশূন্য গৃহান্তঃপুরের চত্বরযুক্তা অযোধ্যাপুরী পূর্বের মতো শোভা পাচ্ছিল না।

গতে তু শোকাৎ ত্রিদিবং নরাধিপে
মহীতলস্থাসু নৃপাঙ্গনাসু চ।
নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ
প্রবৃত্তচারা রজনী হ্যুপস্থিতা॥ ২৬

পুত্রশোকে রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করলে এবং সেইজন্য রাজপত্নীগণ ভূতলশায়িনী হলে সেই শোকে সূর্যদেব সহসা অস্ত গেলেন আর ঘোর অন্ধকারময়ী রাত্রি উপস্থিত হল।

ঋতে তু পুত্রাদ্ দহনং মহীপতে-
র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্॥ ২৭

সমাগত সুহৃদগণ পুত্র ব্যতীত (অন্যের দ্বারা) রাজার (শবদেহের) দাহকর্ম পছন্দ করলেন না ; আবার রাজদেহ-দর্শন অচিন্ত্য হওয়ায় সেই তৈলপূর্ণ কড়াইতেই শবদেহ রক্ষা করলেন।

গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্বরী।
পুরী বভাসে রহিতা মহাত্মনা
কণ্ঠাস্রকণ্ঠাকুলমার্গচত্বরা॥ ২৮

সূর্য ছাড়া আকাশের মতো, নক্ষত্রহীন রাত্রির মতো, মহাত্মা দশরথ-অবর্তমানে অযোধ্যাপুরী শ্রীহীন হয়ে পড়ল। পথ ও গৃহের চত্বরে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূর্ণ, ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ।

নরাশ্চ নার্যশ্চ সমেত্য সংঘশো
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।
তদা নগর্যাং নরদেবসংক্ষয়ে
বভূবুরার্তা ন চ শর্ম লেভিরে॥ ২৯

রাজার মৃত্যুতে সকলেই কাতর হয়ে পড়ল, কেউই শান্তি পাচ্ছিল না ; পরন্তু নগরীর সর্বত্র দলে দলে নরনারীগণ ভরতজননী কৈকেয়ীর নিন্দা করতে লাগল॥ ২৯॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ এবং অমাত্যগণ কর্তৃক রাজাহীন রাজ্যের দুরবস্থা বর্ণন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকটে ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোনও রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য অনুরোধ

আক্রন্দিতা নিরানন্দা সাস্রকণ্ঠজনাবিলা।
অযোধ্যায়ামবততা সা ব্যতীয়ায় শর্বরী॥ ১

অযোধ্যায় অশ্রুসজল কণ্ঠ-আকুল ক্রন্দনরত জনগণ নিরানন্দে সেই দীর্ঘ রজনী অতিক্রম করল।

ব্যতীতায়াং তু শর্বর্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ।
সমেত্য রাজকর্তারঃ সভামীযুর্দ্বিজাতয়ঃ॥ ২

অতঃপর রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হলে, রাজকর্ম-সম্পাদক দ্বিজগণ রাজদ্বারে সমবেত হলেন।

মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কশ্যপঃ।
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩
এতে দ্বিজাঃ সহামাত্যৈঃ পৃথগ্বাচমুদীরয়ন্।
বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতম্॥ ৪

অতঃপর মহাযশস্বী মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং জাবালি —এই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে মুখপাত্র করে মহামন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনা করলেন।

অতীতা শর্বরী দুঃখং যা নো বর্ষশতোপমা।
অস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে পুত্রশোকেন পার্থিবে॥ ৫

তাঁরা বললেন —'পুত্রশোকে রাজার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির পর দুঃখের এক রাত্রি শতবর্ষের মতো মনে হয়েছে ; সেই রাত্রি অতীত হল।

স্বর্গতশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ॥ ৬

'মহারাজ স্বর্গত হলেন ; রাম অরণ্যে আশ্রয় নিলেন এবং তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে চলে গেলেন।

উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ।
পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহনিবেশনে॥ ৭

'শত্রুসন্তাপক ভ্রাতৃদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন কেকয়দেশে মাতামহের রমণীয় রাজপ্রাসাদে বাস করছেন।

ইক্ষ্বাকূণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্ রাজা বিধীয়তাম্।
অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮

'আজই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কাউকে রাজা করা হোক, কারণ রাজা বিনা আমাদের রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ।
অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা॥ ৯

'রাজাহীন রাজ্যে বিদ্যুতের মালাধারী ও ঘোর গর্জনকারী মেঘ পৃথিবীতে দিব্য জলরাশি বর্ষণ করে না।

নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্যা বা বর্ততে বশে॥ ১০

'অরাজকদেশে (জমিতে) বীজ বপন করা যায় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার অথবা স্ত্রী স্বামীর বশে থাকে না।

অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্যাপ্যরাজকে।
ইদমত্যাহিতং চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে॥ ১১

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে সম্পদ থাকে না ; রাজা বিনা রাজ্যে ভার্যাও থাকে না (গৃহত্যাগিনী হয়), অধিক কী, অরাজক দেশে উক্তরূপ এবং অন্যান্য অমঙ্গলসূচক মহাভয়ের কারণ ঘটে, সত্য কোথা থেকে আসবে ?

নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ॥ ১২

'নৃপতিহীন জনপদে জনগণ হৃষ্টচিত্তে সভাগৃহ, রমণীয় উদ্যান এবং দেবমন্দিরাদি পবিত্র গৃহ নির্মাণ করতে পারে না।

নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ১৩

'নৃপতিবিহীন দেশে যজ্ঞপরায়ণ, ব্রত বিষয়ে যত্নবান জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা বহুদিন সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান (সত্র) করেন না।

নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ॥ ১৪

'অরাজক রাজ্যে যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণগণ পর্যাপ্ত দক্ষিণ-যজ্ঞানুষ্ঠানে দস্যুভয়ে দক্ষিণাপ্রদান করেন না।

নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥ ১৫

'রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসূচক সামাজিক উৎসব এবং হৃষ্টচিত্ত অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের এবং সমাজের প্রগতি অরাজক রাজ্যে অসম্ভব।

নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ॥ ১৬

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে বণিকেরা সিদ্ধকাম হয় না, আবার পুরাণাদি পাঠকের পাঠে শ্রবণপ্রিয় জনগণ তৃপ্ত তথা আনন্দিত হয় না।

নারাজকে জনপদে তুদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্যো হেমভূষিতাঃ॥ ১৭

'রাজাবিহীন রাজ্যে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা কুমারীরা সায়ংকালে ক্রীড়ার জন্য সমবেতভাবে ক্রীড়োদ্যানে যেতে পারে না।

নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ॥ ১৮

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে ধনীরা (চোরভয়ে) নিরাপদ নয় ; কৃষিজীবী এবং গোরক্ষা দ্বারা দুগ্ধ বিক্রয়জীবী জনগণও গৃহদ্বার খোলা রেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে না।

নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ।
নরা নির্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ॥ ১৯

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে সকাম জনগণ নারীসঙ্গে দ্রুতগামী যানে অরণ্যে বিলাস-ভ্রমণে যেতে পারে না।

নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ॥ ২০

'নৃপতিশূন্য রাজ্যে ষাটবৎসর বয়স্ক (দাঁতাল) হাতিরা গলায় ঘণ্টা বেঁধে রাজপথে ঘুরতে পারে না। (হাতির দাঁত বহু মূল্যবান। ষাট বছরের হাতির দাঁত অনেক বড় হয়, তাই বেশি দামি। রাজাহীন রাজ্যে দস্যুপ্রবৃত্তির লোকেরা তাদের হত্যা করে দাঁত কেটে নিয়ে যায়)।

নারাজকে জনপদে শরান্ সন্ততমস্যতাম্।
শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইষ্বস্ত্রাণামুপাসনে॥ ২১

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে বাণ ও অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ অভ্যাসকালে বাণনিক্ষেপকারীদের নিরন্তর করতালি শোনা যায় না।

নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ॥ ২২

'অরাজক রাজ্যে দূরদেশগামী বণিকেরা বহুদ্রব্য সম্ভার নিয়ে দস্যুভয়ে নিরাপদে যেতে পারে না।

নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী।
ভাবয়ন্নাত্মনাঽঽত্মানং যত্র সায়ংগৃহো মুনিঃ॥ ২৩

'অরাজক রাজ্যে একাকী বিচরণশীল আত্মবশী মুনি যেখানে সন্ধ্যা সমাগম হয় সেখানে আত্মভাবনায় নিমগ্ন হয়ে আর বিচরণ করতে সমর্থ হন না।

নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি॥ ২৪

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে রাজ্যবাসীদের যোগক্ষেম রক্ষিত হয় না। রাজাহীন রাজ্যে সৈনিকেরা বিশৃঙ্খলাবশত শত্রুর অসহ্য আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়।

নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ।
নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ॥ ২৫

'অরাজক রাজ্যে সুসজ্জিত জনগণ (দস্যুভয়ে) যখন-তখন উত্তম রথে আরোহণ করে ভ্রমণ করতে পারে না।

নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে বনেষূপবনেষু বা॥ ২৬

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বনে বা উপবনে নিশ্চিন্তচিত্তে শাস্ত্রালোচনা করতে পারেন না।

নারাজকে জনপদে মাল্যমোদকদক্ষিণাঃ।
দেবতাভ্যর্চনার্থায় কল্প্যন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ॥ ২৭

'অরাজক দেশে সংযমী পুরুষেরা দেবার্চনার জন্য মাল্য, মোদক (মোয়া) ও দক্ষিণা দান করতে পারেন না।

নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরূষিতাঃ।
রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্তে ইব শাখিনঃ॥ ২৮

'নৃপতিবিহীন রাজ্যে রাজপুত্রেরা চন্দন অগুরু দ্বারা সজ্জিত হয়ে বসন্তকালীন কুসুমবৃক্ষের ন্যায় বিলাসী হয়ে সমাজে শোভা পায় না।

যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্॥ ২৯

'জলশূন্য নদী যেমন নিষ্প্রয়োজন, তৃণহীন বন যেমন নিষ্ফল আবার গোপালক ছাড়া গোরু যেমন বিশৃঙ্খল হয়ে দুঃখভোগী হয়, সেইরকমই, নৃপতিবিহীন রাষ্ট্র (বিনষ্ট হয়ে যায়)।

ধ্বজো রথস্য প্রজ্ঞানং ধূমো জ্ঞানং বিভাবসোঃ।
তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ॥ ৩০

'রথের প্রকাশ্য চিহ্ন পতাকা, অগ্নির প্রকাশক ধূম, আর আমাদের ধ্বজা যিনি, সেই রাজা দশরথ, তিনি এখান থেকে চলে গিয়ে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥ ৩১

'নৃপতিহীন রাজ্যে কোনও কিছুই কারও নিজস্ব থাকে না। মৎস্যেরা যেমন পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে, সেইরকমভাবে রাজ্যবাসী সকল ব্যক্তিও দুর্বলের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে।

যে হি সম্ভিন্নমর্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
তেঽপি ভাবায় কল্পন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ॥ ৩২

'পূর্বে পাণ্ডিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী যে সকল নাস্তিক রাজদণ্ডে নিপীড়িত হয়েছিল, অরাজক জনপদে তারাও নিঃসংশয়ে পাণ্ডিত্যের প্রভুত্ব প্রকাশ করে।

যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্যধর্ময়োঃ॥ ৩৩

'দৃষ্টি যেমন শত্রু-মিত্র প্রদর্শন করে, শরীরের হিতের জন্য প্রবৃত্ত থাকে, সেইরকমই রাজা রাষ্ট্রের সত্য-ধর্মের প্রবর্তক।

রাজা সত্যং চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্॥ ৩৪

'রাজাই সত্য ও ধর্ম (সত্যধর্মের প্রবর্তক), রাজা কুলীনদের কুল, রাজাই মাতা এবং পিতা, রাজাই প্রজাদের হিতকারীবন্ধু।

যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ॥ ৩৫

'মহাবলশালী দণ্ডদাতা যমরাজ, ধনদাতা কুবের, পালনকর্তা ইন্দ্র এবং সদাচার নিয়ন্ত্রক বরুণ—রাজা মহৎ কর্মের দ্বারা এঁদের সকলকে অতিক্রম করেন।

অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী॥ ৩৬

'পৃথিবীতে সাধু-অসাধু বিভেদকারী রাজা যদি না থাকতেন, তাহলে সব অন্ধকার হয়ে যেত, ভালো-মন্দ কিছুই জানা যেত না।

জীবত্যপি মহারাজে তবৈব বচনং বয়ম্।
নাতিক্রমামহে সর্বে বেলাং প্রাপ্যেব সাগরঃ॥ ৩৭

'সাগর যেমন বেলাভূমিপ্রাপ্ত হয়ে তাকে অতিক্রম করে না, সেইরকম, মহারাজের জীবৎকালে আমরা সকলে আপনার (মহামাত্য বশিষ্ঠদেবের) বাক্য উল্লঙ্ঘন করিনি।

স নঃ সমীক্ষ্য দ্বিজবর্য বৃত্তং
নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্।
কুমারমিক্ষ্বাকুসুতং তথান্যং
ত্বমেব রাজানমিহাভিষেচয়॥ ৩৮

'রাজা ছাড়া রাষ্ট্র অরণ্য হয়ে যায় ; অতএব, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদের প্রার্থনা উত্তমরূপে বিচার করে আপনি ইক্ষ্বাকুকুলজাত কোনও কুমারকে অথবা অন্য কোনও সং রাজবংশীয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

—o—

অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬৮)

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশের রাজগৃহ নগরে গমন

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
মিত্রামাত্যজনান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ॥ ১

মার্কণ্ডেয়াদি দ্বিজগণের সেই কথা শুনে প্রত্যুত্তরে বশিষ্ঠদেব মিত্র, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণকে বললেন—

যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ॥ ২
তচ্ছীঘ্রং জবনা দূতা গচ্ছন্তু ত্বরিতং হয়ৈঃ।
আনেতুং ভ্রাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্॥ ৩

'যাকে রাজ্য দান করা হয়েছে, পরম সুখী সেই ভরত সানন্দে ভাই শত্রুঘ্নের সঙ্গে মাতুলালয়ে রয়েছে। সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে আসার জন্য দ্রুতগামী দূতেরা অশ্বারূঢ় হয়ে শীঘ্র সেখানে যাক ; এছাড়া আর কী বিবেচনা করতে পারি।'

গচ্ছন্ত্বিতি ততঃ সর্বে বসিষ্ঠং বাক্যমব্রুবন্।
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

তখন সকলে বশিষ্ঠদেবকে বললেন—'বেশ, তাই যাক।' তাঁদের সেই কথা শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন—

এহি সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোকনন্দন।
শ্রূয়তামিতিকর্তব্যং সর্বানেব ব্রবীমি বঃ॥ ৫

'সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোক এবং নন্দন তোমরা এসো, যা করণীয়, সব তোমাদের বলছি, শোনো।

পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ত্যক্তশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ ভরতো মম॥ ৬

'দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে শীঘ্র রাজগৃহ নগরে গিয়ে রাজার মৃত্যুশোক গোপন রেখে, আমার নির্দেশানুসারে ভরতকে বলবে—

পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া॥ ৭

"পুরোহিত মহোদয় এবং মন্ত্রিমহোদয়গণ সকলে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অযোধ্যায় আপনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যবশত শীঘ্র অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন।"

মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্।
ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্॥ ৮

'তোমরা রাজগৃহে গিয়ে ভরতকে শ্রীরামের বনবাসে প্রেরণ এবং পিতার মৃত্যু— রঘুবংশীয়দের এই বিনাশের কথা কখনোই বলবে না।

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ।
ক্ষিপ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত॥ ৯

'কেকয়রাজ এবং ভরতের জন্য উত্তম পট্টবস্ত্র এবং উত্তম ভূষণসকল নিয়ে শীঘ্র যাও।'

দত্তপথ্যশনা দূতা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্।
কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হয়ানারুহ্য সম্মতান্॥ ১০

কেকয়দেশে যাওয়ার জন্য পাথেয় এবং ভোজ্য দেওয়া হলে, সেই দূতেরা মনোমতো উত্তম অশ্বে আরোহণ করে স্বপরিজনদের এই গমন-সংবাদ জানানোর জন্য স্বগৃহে গেল।

ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্যশেষমনন্তরম্।
বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সংত্বরিতং যযুঃ॥ ১১

অনন্তর যাত্রাকালীন কর্মাদি এবং স্বজনদের সংবাদ-দানাদি কার্যসমাপনান্তে ঋষি বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই দূতগণ দ্রুত প্রস্থান করল।

ন্যান্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীং মধ্যেন মালিনীম্॥ ১২

অপরতাল পর্বতের দক্ষিণ এবং প্রলম্ব পর্বতের উত্তর (এতদুভয়ের) মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা মালিনী নদীকে অনুসরণ করে সেই দূতেরা অগ্রসর হতে লাগল।

তে হস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ।
পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্॥ ১৩
সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্যবশাদ্দ্রুতম্॥ ১৪

সেই দূতেরা হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলতে লাগল। অতঃপর পাঞ্চাল দেশে এসে কুরুজাঙ্গল প্রদেশের প্রস্ফুটিত পদ্মযুক্ত সরোবরসকল এবং নির্মল-জলানদী দেখতে দেখতে কার্যবশে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

তে প্রসন্নোদকাং দিব্যাং নানাবিহগসেবিতাম্।
উপাতিজগ্মুর্বেগেন শরদণ্ডাং জলাকুলাম্॥ ১৫

দূতেরা প্রসন্নসলিলা নানা পক্ষিসমাকুল দিব্য নদী শরদণ্ডাকে দ্রুত অতিক্রম করে গেল।

নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্।
অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্॥ ১৬

সফলতা দানকারী সত্যোপযাচন নামে এক দিব্য বৃক্ষপ্রাপ্ত হয়ে তার নিকটবর্তী হয়ে এবং তাকে অভিবাদন জানিয়ে তারা কুলিঙ্গা নামে নগরীতে প্রবেশ করল।

অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোঽভিভবনাচ্চ্যুতাঃ।
পিতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরুরিক্ষুমতীং নদীম্॥ ১৭

তারপর যেতে যেতে তারা তেজোভিবন নামক গ্রাম অতিক্রম করে অভিকাল নামক গ্রামে গেল ; সেখান থেকে তারা রাজা দশরথের পিতৃ-পিতামহাদি-সেবিতা ইক্ষুমতী নদী পার হয়ে গেল।

অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
যযুর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানং চ পর্বতম্॥ ১৮

ওই নদীর জল অঞ্জলি ভরে পান করে তপস্যারত ব্রাহ্মণদের দেখে দূতেরা বাহ্লীক দেশের মধ্যভাগে সুদামা নামক পর্বতে চলে গেল।

বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাং চাপি শাল্মলীম্।
নদীর্বাপীতটাকানি পল্বলানি সরাংসি চ॥ ১৯

পশ্যন্তো বিবিধাংশ্চাপি সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ দ্বিপান্।
যযুঃ পথাতিমহতা শাসনং ভর্তুরীপ্সবঃ॥ ২০

সেই পর্বতের উপরে দূতেরা শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন দর্শন করে বিপাশা নদী এবং তার তীরে শিমূল বৃক্ষ ও অন্যান্য আরও নদী, বৃহৎ জলাশয়, পদ্মপুষ্করিণী ; ক্ষুদ্র জলাশয় এবং সরোবরসমূহ ; তৎসহ সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি পশু দেখতে দেখতে প্রভুর আদেশ পালনে ইচ্ছুক হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে লাগল।

তে শ্রান্তবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন সতা পথা।
গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা॥ ২১

বাহন অশ্বগুলি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও, দূতগণ নিরুপদ্রব সেই দূরবর্তী পথ দ্রুত অতিক্রম করে গিরিব্রজ নামক শ্রেষ্ঠ নগরে উপস্থিত হল।

ভর্তুঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং
ভর্তুশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্।
অহেড়মানাস্ত্বরয়া স্ম দূতা
রাত্র্যাং তু তে তৎপুরমেব যাতাঃ॥ ২২

প্রভুর প্রিয়কার্যসাধন এবং প্রজাবর্গের রক্ষাহেতু ভরতকে শীঘ্রই রাজ্যভার সমর্পণ হেতু তারা কোনও অবহেলা না করে, রাত্রির মধ্যেই সেই নগরীতে উপস্থিত হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥

উনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

ভরতের দুশ্চিন্তা, তাঁর প্রসন্নতার জন্য বন্ধুদের চেষ্টা, বন্ধুদের কাছে ভরতের স্বদৃষ্ট দুঃস্বপ্নের বর্ণনা

যামেব রাত্রিং তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্।
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টোঽয়মপ্রিয়ঃ॥ ১

যে রাত্রিতে সেই দূতেরা রাজপুরীতে প্রবেশ করল, সেই রাত্রিতেই ভরতও একটি দুঃস্বপ্ন দর্শন করলেন।

ব্যুষ্টামেব তু তাং রাত্রিং দৃষ্ট্বা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্।
পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভৃশং পর্যতপ্যত॥ ২

সেই রাত্রির অবসান সময়ে অপ্রিয় স্বপ্নদর্শন করে রাজাধিরাজ দশরথ-এর পুত্র ভরত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন।

তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ॥ ৩

ভরতকে অনুতপ্ত জানতে পেরে তাঁর প্রিয়বাদী মিত্রেরা তাঁর ক্লেশ দূর করার জন্য একত্র বসে নানা কথার

অবতারণা করলেন।

বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥ ৪

তাঁর শান্তির জন্য কেউ কেউ বাজনা বাজাতে লাগলেন; অন্য কেউ বা লাস্যনৃত্য করতে লাগলেন। কেউ-বা নাটক প্রদর্শন করতে লাগলেন, অপর কেউ-বা হাস্যরস বিতরণ করতে লাগলেন।

স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
গোষ্ঠীহাস্যানি কুর্বদ্ভির্ন প্রাহৃষ্যত রাঘবঃ॥ ৫

প্রিয়ভাষী বন্ধুগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হাস্যরস পরিবেশন করলেও মহাত্মা রঘুনন্দন ভরত আনন্দিত হলেন না।

তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্।
সুহৃদ্ভিঃ পর্যুপাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে॥ ৬

বন্ধুগণ পরিবৃত ভরতকে একজন প্রিয় বয়স্য বললেন—'ভাই! বন্ধুরা তোমাকে ঘিরে বসে আছে; তুমি তাদের প্রতি মন দিচ্ছ না কেন?'

এবং ব্রুবাণং সুহৃদং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
শৃণু ত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্॥ ৭

বন্ধু এই কথা বললে, ভরত প্রত্যুত্তরে তাকে বললেন, 'যেজন্য আমার মনে এই দীনতা তা শোনো—

স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্ধজম্।
পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে॥ ৮

'আমি স্বপ্নে দেখলাম, মলিন বদন, এলোমেলো চুল আমার পিতৃদেব পর্বতশিখর থেকে কলুষিত গোময় (গোবর)পূর্ণ গর্তে পড়ে যাচ্ছেন।

প্লবমানশ্চ মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে হ্রদে।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ॥ ৯

'আমি দেখলাম—সেই গোময়পূর্ণ হ্রদে হাসতে হাসতে সাঁতার কেটে তিনি মুহুর্মুহু অঞ্জলিপূর্ণ-তেল পান করছেন।

ততস্তিলোদনং ভুক্ত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্তসর্বাঙ্গস্তৈলমেবাবগাহত ॥ ১০

'তারপর তিলমিশ্রিত অন্ন (পিণ্ড) ভক্ষণ করে, সর্বাঙ্গে তৈল লেপন করছেন এবং বারবার মস্তক অবনত করে ওই তেলের মধ্যেই অবগাহন করছেন।

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রং চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাং চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্॥ ১১

ঔপবাহ্যস্য নাগস্য বিষাণং শকলীকৃতম্।
সহসা চাপি সংশান্তো জ্বলিতো জাতবেদসঃ॥ ১২

অবদীর্ণাং চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্বতান্॥ ১৩

'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাগর শুকিয়ে গেছে, চাঁদ পৃথিবীর বুকে পড়ে আছে আর পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে। আমার পিতার বাহন হাতির দাঁত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, প্রজ্বলিত অগ্নি সহসা নির্বাপিত হয়ে গেছে। আরও দেখলাম, পৃথিবী বিদীর্ণ এবং শুষ্ক ও ভগ্ন বিবিধ প্রকার বৃক্ষ মাটিতে পড়ে আছে আর পাহাড়গুলি বিধ্বস্ত হয়ে ধূমরাশি উদ্‌গীরণ করেছে।

পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈবং নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসম্।
প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ॥ ১৪

কৃষ্ণবর্ণের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট; কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত, কৃষ্ণপিঙ্গল কামিনীরা রাজাকে প্রহার করছে।

ত্বরমাণশ্চ ধর্মাত্মা রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
রথেন খরযুক্তেন প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ॥ ১৫

'আরও দেখলাম রক্তপুষ্পমাল্য গলে রক্তচন্দন অনুলেপিত ধর্মাত্মা রাজা দশরথ গর্দভ চালিত রথে আরূঢ় হয়ে দ্রুত দক্ষিণাভিমুখে চলেছেন।

প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী।
প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা॥ ১৬

'আরও দেখলাম, রক্তবস্ত্রপরিহিতা বিকৃতাননা এক উন্মত্তা রাক্ষসী বিকটভাবে হাসতে হাসতে রাজাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এবমেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্।
অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি॥ ১৭

সেই ভয়াবহ সারা রাত্রিব্যাপী আমি এই স্বপ্ন দেখলাম। এর দ্বারা মনে হচ্ছে আমি, রাম অথবা আমাদের পিতা রাজা দশরথ কিংবা লক্ষ্মণ—কেউ একজন মারা যাবে।

নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি।
অচিরাত্তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে॥ ১৮

এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।
শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ॥ ১৯

'স্বপ্নে যাকে গর্দভচালিত রথে চড়ে যেতে দেখা যায়,

শীঘ্রই তার (মৃতদেহ দাহের) চিতার ধোঁয়া দেখা যায়। সেইজন্যই বিষণ্ণতা হেতু আমি তোমাদের কথার সমাদর করতে পারছি না ; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসছে এবং আমার মনও সুস্থ নয়।

ন পশ্যামি ভয়স্থানং ভয়ং চৈবোপধারয়ে।
ভ্রষ্টশ্চ স্বরযোগো মে ছায়া চাপগতা মম।
জুগুপ্সুরিব চাত্মানং ন চ পশ্যামি কারণম্॥ ২০

'আমি ভয়ের কারণ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ভীত হয়ে পড়েছি। আমার গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে এবং দেহের কান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিজেকে নিন্দনীয় মনে হচ্ছে ; কিন্তু, এর কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

ইমাং চ দুঃস্বপ্নগতিং নিশাম্য হি
ত্বনেকরূপামবিতর্কিতাং পুরা।
ভয়ং মহৎ তদ্ হৃদয়ান্ন যাতি মে
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্॥ ২১

'পূর্বে চিন্তার অতীত এই দুঃস্বপ্ন দর্শন করে এবং মহারাজের এই অকল্পনীয় দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করে, আমার মনের ভয় বিদূরিত হচ্ছে না।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৯॥

———o———

সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

দূতগণ কর্তৃক ভরতের মাতামহ-মাতুলের জন্য আনীত উপহারাদি ভরতের হস্তে প্রদান, ভরতের উদ্দেশ্যে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নির্দেশ জ্ঞাপন এবং মাতামহ ও মাতুলের অনুমতিক্রমে শত্রুঘ্নসহ রথারূঢ় ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা

ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রম্যং রাজগৃহং পুরম্॥ ১
সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রেণ চার্চিতাঃ।
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমূচুর্ভরতং বচঃ॥ ২

ভরত যখন বন্ধুদের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলছিলেন, সেই সময় দূতেরা গভীর পরিখা পরিবৃত পুরীর মধ্যে রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করল এবং তাদের বাহনেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল, সেই সময় প্রবিষ্ট দূতেরা রাজা এবং রাজপুত্র কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ রাজা ভরতের পাদবন্দনা করে বলল—

পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া॥ ৩

'কুমার ! রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রীরা সকলে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে বলেছেন, যেহেতু বিশেষ কর্তব্যকর্ম আছে, তাই শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে চলুন।

ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাপয়॥ ৪

'হে আয়তনেত্র ! এই বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণগুলি আপনি গ্রহণ করে আপনার মাতুলকে দিন।

অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে।
দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ॥ ৫

'রাজকুমার ! এখানে সম্পূর্ণ বিশকোটি মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য রাজার (আপনার মাতামহের) এবং দশকোটি মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য আপনার মামার জন্য।

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজ্য তান্॥ ৬

'মাতুল-মাতামহাদি সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি অনুরাগবশত ভরত সেইসব উপহারবস্তু প্রতিগ্রহণ করে এবং দূতগণকে কাম্যবস্তুসকল উপহারদানে সৎকার করে তাদের বললেন—

কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম।
কচ্চিচ্চারোগতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি॥ ৭

'আমার পিতা রাজা দশরথ কুশলে আছেন তো ? মহাত্মা রাম এবং লক্ষ্মণ নীরোগ আছেন তো ?

আর্যা চ ধর্মনিরতা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাদিনী।
অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ॥ ৮

'শ্রীমান রামের ধর্মপরায়ণা, ধর্মজ্ঞা, ধর্মালোচনাকারিণী জননী কৌশল্যা নীরোগ আছেন তো ?

কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা॥ ৯

'বীর লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের জননী আমার মেজো মা ধর্মপরায়ণা সুমিত্রা ভালো আছেন তো ?

আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ ১০

স্বার্থপরায়ণা উগ্র ও ক্রোধনস্বভাবা এবং পণ্ডিতম্মন্যা আমার কৈকেয়ী মাতা নীরোগ আছেন তো ? তিনি কী বলেন ?'

এবমুক্তাস্তু তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা।
ঊচুঃ সম্প্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা॥ ১১

মহাত্মা ভরত এইসকল কথা জিজ্ঞাসা করলে, দূতেরা সবিনয়ে ভরতকে জানাল—

কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ॥ ১২

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! যাঁদের কুশল আপনার অভিপ্রেত ; তাঁরা সকলেই কুশলেই আছেন। এখন পদ্মালয়া রাজলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করবেন, তাই অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য অনুমতিক্রমে আপনার রথে অশ্ব যোজনা করা হোক।'

ভরতশ্চাপি তান্ দূতানেবমুক্তোঽভ্যভাষত।
আপৃচ্ছেঽহং মহারাজং দূতাঃ সংত্বরয়ন্তি মাম্॥ ১৩

দূতেরা এই কথা বললে, ভরত দূতগণকে বললেন—'আমি আমার মাতামহ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে (দূতেরা আমাকে সত্বর অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য বলছে) আপনাদের জানাচ্ছি।'

এবমুক্ত্বা তু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ।
দূতৈঃ সংচোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ॥ ১৪

রাজকুমার ভরত দূতগণকে এই কথা বলে এবং দূতগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাতামহের কাছে গিয়ে বললেন—

রাজন্ পিতুর্গমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ।
পুনরপ্যহমেষ্যামি যদা মে ত্বং স্মরিষ্যসি॥ ১৫

'রাজন্ ! দূতগণের কথা অনুসারে আমি পিতার কাছে যাব। যখন আপনি আমায় স্মরণ করবেন তখন আবার আসব।'

ভরতেনৈবমুক্তস্তু নৃপো মাতামহস্তদা।
তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাঘ্রায় রাঘবম্॥ ১৬

ভরত এই কথা বললে, মাতামহ কেকয়রাজ রঘুকুলভূষণ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করে মঙ্গলময় বাক্যে বললেন—

গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকেয়ী সুপ্রজাস্ত্বয়া।
মাতরং কুশলং ব্রূয়াঃ পিতরং চ পরন্তপ॥ ১৭

'যাও, বাছা ! তোমাকে অনুমতি দিলাম। তোমার দ্বারা কৈকেয়ী সুপুত্রবতী হয়েছে। হে বীর ! তোমার পিতা ও মাতাকে আমার কুশলবার্তা জানিয়ো।

পুরোহিতং চ কুশলং যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
তৌ চ তাত মহেষ্বাসৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৮

'বৎস ! তোমাদের পুরোহিতকে, অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে, বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকেও আমার কুশলবার্তা জানিয়ো।'

তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্॥ ১৯

কেকয়রাজ তারপর ভরতকে উত্তম হস্তিসমূহ, বিচিত্র কম্বল, অজিন এবং প্রভূত ধন দিয়ে সৎকার করলেন।

অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রাযুক্তান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ॥ ২০

অন্তঃপুরে অতি যত্নে সংবর্ধিত দাঁতাল এবং ব্যাঘ্রশক্তিতুল্য বলবান বিশালকায় অনেক কুকুরও উপহার দিলেন।

রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ।
সৎকৃত্য কৈকেয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ॥ ২১

কেকয়রাজ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, ষোলোশো অশ্ব এবং প্রভূত ধন দিয়ে সৎকার করলেন।

তদামাত্যানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংশ্চ গুণান্বিতান্।
দদাবশ্বপতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ॥ ২২

তদনন্তর কেকয়রাজ অশ্বপতি বিশ্বাসী ও গুণান্বিত স্বীয় মনোমতো অমাত্যগণকে শীঘ্র ভরতের অনুগামী হওয়ার আদেশ দিলেন।

ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্।
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ॥ ২৩

মামা যুধাজিৎ ভরতকে ইরাবান ও ইন্দ্রশির নামক স্থানের সুদর্শন অনেক হাতি, ভারবহনক্ষম দ্রুতগামী অনেক অশ্বেতর (খচ্চর) এবং অনেক ধন দিলেন।

স দত্তং কেকয়েন্দ্রেণ ধনং তন্নাভ্যনন্দত।
ভরতঃ কৈকয়ীপুত্রো গমনত্বরয়া তদা॥ ২৪

সেই সময় পিতৃদর্শন-কামনায় যাওয়ার তাড়ায় কৈকেয়ীপুত্র ভরত কেকয়রাজপ্রদত্ত সেই ধনরাশিকে অভিনন্দিত করতে পারলেন না।

বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ॥ ২৫

শীঘ্র অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য দূতেদের দ্রুততা (তাড়া) এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন, এই দুই কারণে ভরতের হৃদয়ে গভীর চিন্তা ছিল।

স স্ববেশ্মাভ্যতিক্রম্য নরনাগাশ্বসঙ্কুলম্।
প্রপেদে সুমহচ্ছ্রীমান্ রাজমার্গমনুত্তমম্॥ ২৬

শ্রীমান ভরত নিজগৃহ থেকে নির্গত হয়ে মনুষ্য হস্তী ও অশ্বসমাকুল সুন্দর প্রশান্ত রাজপথে এলেন।

অভ্যতীত্য ততোঽপশ্যদন্তঃপুরমনুত্তমম্।
ততস্তদ্ ভরতঃ শ্রীমানাবিবেশানিবারিতঃ॥ ২৭

অতঃপর শ্রীমান ভরত রাজপথ অতিক্রম করে অত্যুত্তম রাজান্তঃপুর দেখতে পেলেন এবং বিনা বাধায় সেখানে প্রবেশ করলেন।

স মাতামহমাপৃচ্ছ্য মাতুলং চ যুধাজিতম্।
রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ॥ ২৮

শত্রুঘ্নসহ ভরত একসঙ্গে মাতামহ অশ্বপতি এবং মাতুল যুধাজিতের কাছে বিদায় নিয়ে রথে আরোহণ করে চলে গেলেন।

রথান্ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃ শতম্।
উষ্ট্রগোঽশ্বখরৈর্ভৃত্যা ভরতং যান্তমন্বযুঃ॥ ২৯

ভৃত্যগণ শতাধিক মণ্ডলাকার চক্রবিশিষ্ট রথে উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও অশ্বেতর যোজনা করে গমনরত ভরতের অনুগমন করল।

বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা
সহার্যকস্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রু-
র্গৃহাদ্ যযৌ সিদ্ধ ইবেন্দ্রলোকাৎ॥ ৩০

ইন্দ্রলোক থেকে সিদ্ধপুরুষের মতো, নিঃশত্রু মহাত্মা ভরত সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে আত্মতুল্য অমাত্যদের সঙ্গে মাতামহের গৃহ থেকে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম সর্গ (৭১)

রথ ও পদাতিক সেনাসহ ভরতের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা ; উজ্জিহানা নগরীর উদ্যানে উপস্থিত হয়ে পদাতিক সৈন্যদের ধীরে চলার অনুমতি দিয়ে অযোধ্যাভিমুখে ভরতের দ্রুত গমন এবং শালবন অতিক্রম করে অযোধ্যার নিকটে এসে অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শন করে সারথির কাছে স্বীয় মনোবেদনা জানিয়ে রাজভবনে দ্রুত প্রবেশ

স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায় বীর্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সংতীর্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্॥ ১
হ্লাদিনীং দূরপারাং চ প্রত্যক্ স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥ ২

অতঃপর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন শ্রীমান বীর্যবান ও দীপ্তিমান ভরত রাজভবন থেকে পশ্চিমমুখে নির্গত হয়ে

সুদামা নদী দেখতে গেলেন। সেই নদী পার হয়ে শ্রীমান দূরবিস্তৃত হ্লাদিনী নদী এবং পশ্চিমস্রোতা শতদ্রু নদী অতিক্রম করলেন।

ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপরপর্বতান্।
শিলামাকুর্বতীং তীর্ত্বা আগ্নেয়ং শল্যকর্ষণম্॥ ৩
সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহাম্।
অভ্যগাৎ স মহাশৈলান্ বনং চৈত্ররথং প্রতি॥ ৪

সত্যসন্ধ ভরত ঐলধান গ্রামে নদী পার হয়ে অন্য সব পর্বত পেলেন। জলে পতিত বস্তুরাজিকে শিলায় পরিণত করে যে নদী, তাকে অতিক্রম করে অগ্নিকোণে অবস্থিত শল্যকর্ষণ নামক স্থানে উপনীত হলেন। শিলাবহা নদী দর্শন করে, পবিত্র হয়ে তিনি বিরাট বিরাট পর্বত সকল অতিক্রম করে চৈত্ররথ বনের দিকে গেলেন।

সরস্বতীং চ গঙ্গাং চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ।
উত্তরান্ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্ বনম্॥ ৫

অতঃপর সরস্বতী ও গঙ্গা এতদুভয়ের সঙ্গমস্থলে এসে বীরমৎস্য দেশের উত্তরে ভারুণ্ড বনে প্রবেশ করলেন।

বেগিনীং চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্লাদিনীং পর্বতাবৃতাম্।
যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ৎ তদা॥ ৬

অতঃপর পর্বত-পরিবৃতা বেগবতী কুলিঙ্গা নাম্নী নদী পার হয়ে যমুনা নদী পেলেন এবং ভরত সৈন্যবাহিনীকে বিশ্রাম করতে বললেন।

শীতীকৃত্য তু গাত্রাণি ক্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্॥ ৭

সেখানে ক্লান্ত অশ্বগুলির গাত্র নদীজলে শীতল এবং তৃণাদি খাদ্যদানে আশ্বস্ত করে রাজপুত্র ভরত স্বয়ং এবং অন্য সকলে সেই জলে স্নান-পানাদি সম্পন্ন করে আবার অগ্রসর হলেন।

রাজপুত্রো মহারণ্যমনভীক্ষ্ণোপসেবিতম্।
ভদ্রো ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যগাৎ॥ ৮

মঙ্গলাচার সম্পন্ন করে সৌম্য রাজকুমার ভরত মাঙ্গলিক রথে চড়ে গভীর মহারণ্যকে, বায়ু যেমন আকাশকে সেইরকম মহারণ্যের পর মহারণ্য পার হয়ে চলতে লাগলেন।

ভাগীরথীং দুষ্প্রতরাং সোংহশুধানে মহানদীম্।
উপায়াদ্ রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্বটে বিশ্রুতে পুরে॥ ৯

রঘুনন্দন ভরত অংশুধান নামক দেশে মহানদী ভাগীরথী পার হওয়া কষ্টকর বুঝতে পেরে দ্রুত প্রাগ্বট নামক নগরে চলে গেলেন।

স গঙ্গাং প্রাগ্বটে তীর্ত্বা সমায়াৎ কুটিকোষ্টিকাম্।
সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ্ ধর্মবর্ধনম্॥ ১০

তিনি প্রাগ্বট নামক নগরে গঙ্গা পার হয়ে কুটিকোষ্টিকা নামক নদীর তীরে এলেন। সসৈন্য তিনি সেই নদীও পার হয়ে ধর্মবর্ধন নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন।

তোরণং দক্ষিণার্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ।
বরূথং চ যযৌ রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ॥ ১১

দশরথতনয় ভরত তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত জম্বুপ্রস্থ নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন; অতঃপর রমণীয় বরূথ নামক গ্রামে গেলেন।

তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ॥ ১২

সেখানে এক রমণীয় বনে বাস করে ভরত পরদিন প্রাতঃকালে পূর্বদিকে উজ্জিহানা নগরীর উদ্যানে উপস্থিত হলেন, দেখলেন সেখানে বিরাজ করছে অনেক কদম্ববৃক্ষ।

স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাস্থায় বাজিনঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ॥ ১৩

তখন সেই কদম্বতরুগুলির নিকটে গিয়ে ভরত দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করে সৈন্যদের তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

বাসং কৃত্বা সর্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তানিকাং নদীম্।
অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্বতীয়ৈস্তুরঙ্গমৈঃ॥ ১৪
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্তত।
ততার চ নরব্যাঘ্রো লোহিত্যে চ কপীবতীম্॥ ১৫

সর্বতীর্থ নামক গ্রামে রাত্রিবাস করে ভরত নানাপ্রকার পার্বত্য অশ্বে আরোহণপূর্বক উত্তরবাহিনী একটি নদী এবং অন্যান্য নদী পার হয়ে হস্তিপৃষ্ঠক নামক গ্রামে এসে কুটিকা নদী পার হলেন। অতঃপর নরব্যাঘ্র ভরত লোহিত্য গ্রামে এসে কপীবতী নদী পার হলেন।

একসালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা॥ ১৬
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ সুপরিশ্রান্তবাহনঃ।
বনং চ সমতীত্যাশু শর্বর্যামরুণোদয়ে॥ ১৭
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্মিতাং দদর্শ হ।
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি॥ ১৮

অতঃপর একশাল গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানুমতী নদী এবং বিনত গ্রামের পার্শ্ববর্তী গোমতী নদী পার হয়ে কলিঙ্গনগরে সালবনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর রথের বাহন অশ্ব এবং সারথিরা পরিশ্রান্ত হলেও রাত্রিশেষে সূর্যোদয়কালে সেই পথ শীঘ্র পার হয়ে গেলেন। এইভাবে, পুরুষসিংহ ভরত সাতরাত্রি কাটিয়ে এসে রাজা মনু প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যাপুরী দেখতে পেলেন।

অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিং চেদমব্রবীৎ।
এষা নাতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী॥ ১৯

সামনে অযোধ্যা নগরীকে দেখে ভরত সারথিকে বললেন— 'সারথে ! এই অযোধ্যাকে আমার সেই পবিত্র উদ্যানসমন্বিতা যশস্বিনী অযোধ্যা বলে তো মনে হচ্ছে না !

অযোধ্যা দৃশ্যতে দূরাৎ সারথে পাণ্ডুমৃত্তিকা।
যজ্বিভির্গুণসম্পন্নৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ২০
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা।

'হে সারথে ! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথ কর্তৃক পালিতা, গুণবান বেদপারঙ্গম যজ্ঞকর্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ সমাকীর্ণা অযোধ্যা দূর থেকে মৃত্তিকার মতো পাণ্ডুবর্ণ দেখাচ্ছে।

অযোধ্যায়াং পুরা শব্দঃ শ্রূয়তে তুমুলো মহান্॥ ২১
সমন্তান্নরনারীণাং তমদ্য ন শৃণোম্যহম্।
উদ্যানানি হি সায়াহ্নে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ॥ ২২
সমন্তাদ্ বিপ্রধাবদ্ভিঃ প্রকাশন্তে মমান্যথা।
তান্যদ্যানুরুদন্তীব পরিত্যক্তানি কামিভিঃ॥ ২৩

'পূর্বে অযোধ্যায় সর্বত্র নরনারীদের তুমুল কোলাহল শোনা যেত, আজ আমি তা শুনতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যাকালে উদ্যানে চারিদিকে নরনারীরা উদ্যানে ক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে চারিদিকে গৃহাভিমুখে ধাবিত হত। কিন্তু আজ কামীজন পরিত্যক্ত উদ্যান যেন কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে।

অরণ্যভূতেব পুরী সারথে প্রতিভাতি মাম্।
নহ্যত্র যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্যান্তো বাভিয়ান্তো বা নরমুখ্যা যথা পুরা॥ ২৪

'সারথে ! অযোধ্যাপুরী আমার কাছে অরণ্য বলে মনে হচ্ছে ; কারণ পূর্বের মতো নগরীর প্রধান পুরুষদের রথে বা হস্তিপৃষ্ঠে বা অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে যাওয়া-আসা করতে দেখা যাচ্ছে না।

উদ্যানানি পুরা ভান্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ।
জনানাং রতিসংযোগেষ্বত্যন্তগুণবন্তি চ॥ ২৫
তান্যেতান্যদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্বশঃ।
স্রস্তপর্ণৈরনুপথং বিক্রোশদ্ভিরিব দ্রুমৈঃ॥ ২৬

'নগরের উদ্যানগুলি পূর্বে ভ্রমর ও কোকিলের কূজনে এবং নরনারীর প্রেমমিলনে আনন্দমুখর ছিল, আজ কিন্তু দেখছি সর্বত্র নিরানন্দ, এমনকী পর্ণচ্যুতিবশতঃ বৃক্ষগুলিও যেন ক্রন্দন করছে।

নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগপক্ষিণাম্।
সংরক্তাং মধুরাং বাণীং কলং ব্যাহরতাং বহু॥ ২৭

'সানন্দে ক্রীড়ারত মৃগ ও পক্ষীদের বহুপ্রকার মধুর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে না তো !

চন্দনাগুরুসম্পৃক্তো ধূপসম্মূর্ছিতোঽমলঃ।
প্রবাতি পবনঃ শ্রীমান্ কিং নু নাদ্য যথা পুরা॥ ২৮

'পূর্বের মতো আজ চন্দন-অগুরুমিশ্রিত ধূপের গন্ধে সুবাসিত মনোরম নির্মল বায়ু কেন প্রবাহিত হচ্ছে না ?

ভেরীমৃদঙ্গবীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা॥ ২৯

'সর্বদা অনবরুদ্ধগতি বাদ্যদণ্ডের আঘাতজনিত ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণার বাদ্যধ্বনি এখন স্তব্ধ কেন ?

অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ।
নিমিত্তানামনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ॥ ৩০

'নানান অমানবিক দুর্নিমিত্তসমূহ এবং অনিষ্টজনক পাপ সংঘটিত হতে দেখতে পাচ্ছি ; তাতে আমার মন ভেঙে পড়েছে।

সর্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধুষু।
তথা হ্যসতি সম্মোহে হৃদয়ং সীদতীব মে॥ ৩১

'সারথে ! আমার আপনজনদের কল্যাণ সর্বপ্রকারেই দুর্লভ। সেইজন্যই অবসাদের কারণ না থাকলেও আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়ছে।'

বিষণ্ণঃ শ্রান্তহৃদয়স্ত্রস্তঃ সংলুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভরতঃ প্রবিবেশাশু পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্॥ ৩২

বিষণ্ণ, শ্রান্তহৃদয়, সন্ত্রস্ত ভরত বিপর্যস্ত হৃদয়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের পালিত অযোধ্যাপুরীতে সত্বর প্রবেশ করলেন।

দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ।
দ্বাঃস্থৈরুত্থায় বিজয়মুক্তস্তৈঃ সহিতো যযৌ॥ ৩৩

পরিশ্রান্ত বাহন-চালিত রথে করে ভরত, নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত বৈজয়ন্ত নামক দ্বারদেশ দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন ; দ্বারপালেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিজয় ঘোষণা করলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে রাজান্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হলেন।

স ত্বনেকাগ্রহৃদয়ো দ্বাঃস্থং প্রত্যর্চ্য তং জনম্।

দ্বারস্থপতেঃ ক্লান্তমব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ॥ ৩৪

উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রঘুনন্দন ভরত, নগরদ্বারে অবস্থিত জনগণকে প্রতিসম্ভাষণে অর্চনা করে রাজা রথপতির ক্লান্ত সারথিকে বললেন—

কিমহং ত্বরয়াহহনীতঃ কারণেন বিনানঘ।
অশুভাশঙ্কি হৃদয়ং শীলং চ পততীব মে॥ ৩৫

'হে নিষ্পাপ সারথি! বিনা কারণে কেন আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হল? এই চিন্তা করে আমার মন অশুভ আশঙ্কা করছে এবং আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

শ্রুতা নু যাদৃশাঃ পূর্বং নৃপতীনাং বিনাশনে।
আকারাংস্তানহং সর্বানিহ পশ্যামি সারথে॥ ৩৬

'সারথি! রাজাদের মৃত্যুতে যা যা হয় বলে পূর্বে শুনেছি, সেই সকল লক্ষণই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি।

সম্মার্জনবিহীনানি পরুষাণ্যুপলক্ষয়ে।
অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ॥ ৩৭
বলিকর্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ।
অনাশিতকুটুম্বানি প্রভাহীনজনানি চ॥ ৩৮

'নগরীর গৃহগুলিতে ঝাঁট না দেওয়ায় গৃহগুলির শ্রীহীন অবস্থা। গৃহগুলির দ্বার উন্মুক্ত ; সর্বত্রই শ্রীহীন অবস্থা। গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খাদ্য দেওয়া হয়নি। গৃহে গৃহে ধূপদীপ জ্বলছে না। কুটুম্বেরা অভুক্ত থাকায় গৃহগুলি শোভাহীন এবং নগরবাসী সকলেরই একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

অলক্ষ্মীকানি পশ্যামি কুটুম্বিভবনান্যহম্।
অপেতমাল্যশোভানি অসম্মৃষ্টাজিরাণি চ॥ ৩৯
দেবাগারাণি শূন্যানি ন ভান্তীহ যথা পুরা।

'মনে হচ্ছে এখানে সব অলক্ষ্মীদের বাস। জনশূন্য দেবালয়গুলি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত নয়। গৃহগুলির উঠান অপরিষ্কৃত। গৃহগুলি দেব-অর্চনাদি ও ধূপ-দীপশূন্য। নরনারীগণ অনাহারী ও বিষণ্ণ। সবকিছুই যেন ম্লান হয়ে রয়েছে, পূর্বের মতো শোভাসম্পন্ন নয়।

দেবতার্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠাস্তথৈব চ॥ ৪০
মাল্যাপণেষু রাজন্তে নাদ্য পণ্যানি বা তথা।
দৃশ্যন্তে বণিজোঽপ্যদ্য ন যথাপূর্বমত্র বৈ॥ ৪১
ধ্যানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারযন্ত্রিতাঃ।

'আজ দেবার্চনা বন্ধ হয়ে আছে। যজ্ঞশালারও সেই অবস্থা। পুষ্প-মাল্যের দোকান পণ্যশূন্য। পূর্বের মতো বিক্রয় আজ বন্ধ হওয়ায় বণিকেরা চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

দেবায়তনচৈত্যেষু দীনাঃ পক্ষিমৃগাস্তথা॥ ৪২
মলিনং চাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশম্।
সস্ত্রীপুংসং চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে॥ ৪৩

'তদ্রূপ দেবালয় ও পথিপার্শ্বস্থ উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের উপর পক্ষী ও পশুগণ দীনতার সঙ্গে বাস করছে। অযোধ্যা নগরীতে মলিন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীন চিন্তারত স্ত্রী-পুরুষদের উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে।'

ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ॥ ৪৪

দুঃখিত হৃদয়ে ভরত সূতকে এইরকমভাবে বলে এবং অযোধ্যায় সেই দুর্লক্ষণ দর্শন করতে করতে রাজভবনে প্রবেশ করলেন।

তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং
রজোরুণদ্বারকবাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং
দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব॥ ৪৫

ইন্দ্রপুরীসদৃশ সেই অযোধ্যাপুরীর জনশূন্য চতুষ্পথ এবং গৃহের কবাট ও অন্যান্যযন্ত্রাদি ধূলিধূসরিত দেখে ভরতের মনদুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

বভূব পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি
যান্যন্যদা নাস্য পুরে বভূবুঃ।
অবাক্শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ
পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম॥ ৪৬

পূর্বে এই অযোধ্যা নগরীতে যা কখনও হয়নি, মনের অপ্রীতিকর সেইসব বিষয় দেখতে দেখতে দীনচিত্ত, নতশির মহাত্মা ভরত পিতার ভবনে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৭২)

কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করে ভরতের মাতৃপ্রণাম, অতঃপর মাতার নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তাঁর বিলাপ এবং সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক রামের বনগমনবার্তা শ্রবণ

অপশ্যংস্তু ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে।
জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে॥ ১

পিতৃকক্ষে পিতাকে না দেখতে পেয়ে ভরত তখন মাতৃকক্ষে মাতাকে দেখতে গেলেন।

অনুপ্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রোষিতং সুতম্।
উৎপপাত তদা হৃষ্টা ত্যক্ত্বা সৌবর্ণমাসনম্॥ ২

মাতুলালয়ে প্রেরিত পুত্রকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দোৎফুল্লা কৈকেয়ী সুবর্ণময় আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

স প্রবিশ্যৈব ধর্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জিতম্।
ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্রাহ জনন্যাশ্চরণৌ শুভৌ॥ ৩

ধর্মপ্রাণ ভরত নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরটি শ্রীহীন ; তারপর তিনি মাতার শুভ চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।

তং মূর্ধ্নি সমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ৪

মাতা কৈকেয়ী যশস্বী পুত্র ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

অদ্য তে কতিচিদ্ রাত্র্যশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ।
অপি নাধ্বশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততস্তব॥ ৫

'বাছা ! মাতামহের গৃহ থেকে নির্গত হয়ে এখানে আসতে আজ পর্যন্ত তোমার কত রাত্রি লেগেছে ? রথে চড়ে তাড়াতাড়ি আসতে পথে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো ?

আর্যকস্তে সুকুশলী যুধাজিন্মাতুলস্তব।
প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্বং মে বক্তুমর্হসি॥ ৬

'তোমার মাতামহ এবং মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন তো ? পুত্র ! প্রবাসে সুখে ছিলে তো ?—এইসব বিষয়ে আমাকে বলো।'

এবং পৃষ্টস্তু কৈকেয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।
আচষ্ট ভরতঃ সর্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ॥ ৭

কৈকেয়ী এইভাবে জিজ্ঞাসা করায় কমললোচন রাজকুমার ভরত মাকে সকল প্রিয় সংবাদ জানালেন।

অদ্য মে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ।
অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে॥ ৮

ভরত বললেন—'মাতামহের গৃহ থেকে বহির্গত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাতরাত্রি অতিবাহিত হল। আমার মাতামহ কুশলেই আছেন, আমার মাতুল যুধাজিতেরও কুশল।

যন্মে ধনং চ রত্নং চ দদৌ রাজা পরন্তপঃ।
পরিশ্রান্তং পথ্যভবৎ ততোঽহং পূর্বমাগতঃ॥ ৯

'শত্রুজিৎ রাজা (আমার মাতামহ) যেসব ধনরত্ন আমায় দিয়েছিলেন, তার ভারে বাহকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পথেই রয়ে গিয়েছে ; আমি আগেভাগেই চলে এসেছি।

রাজবাক্যহরৈর্দূতৈস্ত্বর্যমাণোঽহমাগতঃ।
যদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি তদম্বা বক্তুমর্হতি॥ ১০

'রাজার বার্তাবহ দূতেরা এখানে আসার জন্য তাড়া দেওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, এখন মা ! আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দাও।

শূন্যোঽয়ং শয়নীয়স্তে পর্যঙ্কো হেমভূষিতঃ।
ন চায়মিক্ষ্বাকুজনঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিভাতি মে॥ ১১

'তোমার এই সুবর্ণময় পালঙ্কশয্যা দেখছি শূন্য ; ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাউকেই আমি খুশি দেখছি না।

রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।
তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ॥ ১২

'আমার পিতা রাজা দশরথ, আমার মাতার এই ঘরেই বেশি সময়ই থাকেন ; আজ কিন্তু তাঁকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

পিতুর্গ্রহীষ্যে পাদৌ চ তং মমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।
আহোস্বিদম্বাজ্যেষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে॥ ১৩

'আমি পিতার চরণে প্রণাম করব। অতএব আমার

জিজ্ঞাসার উত্তর দাও (তিনি কোথায় আছেন) ! তিনি কি বড়মার (কৌশল্যার) কক্ষে আছেন ?'

তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা॥ ১৪

রাজ্যলোভে মোহগ্রস্তা কৈকেয়ী সবকিছু ভালোভাবে জেনেও (রাজার মৃত্যুসংবাদ বিষয়ে) অজ্ঞ ভরতকে এই ঘোর অপ্রিয় সংবাদটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে লাগলেন—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যায়জূকঃ সতাং গতিঃ॥ ১৫

'সকল প্রাণীর যে অন্তিম গতি, রাজা মহাত্মা তেজস্বী যজ্ঞশীল ও সজ্জনদের আশ্রয়দাতা তোমার পিতা সেই পরমগতিই প্রাপ্ত হয়েছেন।'

তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং ধর্মাভিজনবাঞ্ছুচিঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলার্দিতঃ॥ ১৬

মায়ের মুখে সেই কথা শুনে ধার্মিক বংশজাত পবিত্র (চরিত্র) ভরত পিতৃশোকে বিমর্দিত হয়ে সহসা মাটিতে পড়ে গেলেন।

হা হতোঽস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্।
নিপপাত মহাবাহুর্বাহূ বিক্ষিপ্য বীর্যবান্॥ ১৭

পরাক্রমী মহাবীর ভরত, 'হায় ! আমি মারা গেলাম', 'হায় ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল', এই বলে বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতুর্মরণদুঃখিতঃ।
বিললাপ মহাতেজা ভ্রান্তাকুলিতচেতনঃ॥ ১৮

পিতার মৃত্যুশোকে অবরুদ্ধচেতন দিগ্‌ভ্রান্ত মহাতেজস্বী ভরত শোকে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

এতৎ সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা।
শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে॥ ১৯
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা।
ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্শুষ্ক ইব সাগরঃ॥ ২০

'পূর্বে আমার পিতার এই শয্যা ছিল চন্দ্রকিরণে অমলিন মেঘশূন্য আকাশের মতো অতীব সুন্দর ; কিন্তু আজ এই শয্যা যেন চন্দ্রশূন্য আকাশের মতো এবং জল-শূন্য সমুদ্রের মতো শ্রীহীন।

বাষ্পমুৎসৃজ্য কণ্ঠেন স্বাত্মনা পরিপীড়িতঃ।
প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্ বস্ত্রেণ জয়তাং বরঃ॥ ২১

বিজয়ীশ্রেষ্ঠ শ্রীমান ভরত বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত ও কণ্ঠে বাষ্পবারি উদ্‌গীরণ করে, স্বয়ং অত্যন্ত পীড়িত হলেন।

তমার্তং দেবসংকাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে॥ ২২
মাতা মাতঙ্গসংকাশং চন্দ্রার্কসদৃশং সুতম্।
উত্থাপয়িত্বা শোকার্তং বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৩

কুঠার দ্বারা কর্তিত শালবৃক্ষের স্কন্ধের মতো ভূপতিত দেবতুল্য, চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ও হস্তীতুল্য বলবান পুত্রকে শোকার্ত দেখে ও তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে মাতা কৈকেয়ী বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে রাজন্নত্র মহাযশঃ।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ॥ ২৪

'ওঠো, ওঠো, মহাযশস্বি রাজন্ ! এখানে শুয়ে আছ কেন ? তোমার মতো সমাজে সমাদৃত সজ্জন এইভাবে শোক করে না।

দানযজ্ঞাধিকারা হি শীলশ্রুতিতপোনুগা।
বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে॥ ২৫

'হে বুদ্ধিমান পুত্র ! সূর্যমণ্ডলের নিশ্চলা প্রভা সদৃশ দান, যজ্ঞ এবং বেদোক্ত তপস্যার অনুসারিণী তোমার বুদ্ধি।'

স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ।
জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ॥ ২৬

ভরত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন, পরে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে মাকে বলতে লাগলেন—

অভিষেক্ষ্যতি রামং তু রাজা যজ্ঞং নু যক্ষ্যতে।
ইত্যহং কৃতসংকল্পো হৃষ্টো যাত্রাময়াসিষম্॥ ২৭

'আমার পিতা রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে যজ্ঞ করবেন, এই স্থির নিশ্চয় বিশ্বাস করে আমি হৃষ্টচিত্তে মাতুলালয় থেকে যাত্রা করেছিলাম।

তদিদং হ্যন্যথাভূতং ব্যবদীর্ণং মনো মম।
পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্॥ ২৮

'কিন্তু তার অন্যথা হওয়ায় এবং সর্বদা প্রিয়জনদের

হিত ও প্রিয়কর্মে রত পিতাকে দেখতে না পেয়ে, আমার মন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

অদ্য কেনাত্যগাদ্ রাজা ব্যাধিনা ময্যনাগতে।
ধন্যা রামাদয়ঃ সর্বে যৈঃ পিতা সংস্কৃতঃ স্বয়ম্॥ ২৯

'মাতঃ ! মাতুলালয় থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই পিতা কোন্ রোগে মারা গেলেন ? শ্রীরাম প্রভৃতি আমার অন্য ভ্রাতারা ধন্য, তাঁরা স্বয়ং পিতার পারলৌকিক সংকার করতে পেরেছেন !

ন নূনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জানাতি কীর্তিমান্।
উপজিঘ্রেৎ তু মাং মূর্ধ্নি তাতঃ সন্নাম্য সত্বরম্॥ ৩০

'কীর্তিমান মহারাজ নিশ্চয়ই আমার মাতুলালয় থেকে এখানে আগমনের কথা জানতে পারছেন না ; জানতে পারলে পিতা সত্বর আমার মাথা টেনে নিয়ে আঘ্রাণ করতেন।

ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
যো হি মাং রজসা ধ্বস্তমভীক্ষ্ণং পরিমার্জতি॥ ৩১

'নিরলসকর্মা আমার পিতার যে-হাত ধূলিধূসরিত আমার দেহকে সর্বদা পরিমার্জিত করত, সুখাস্পর্শদানকারী সেই হাত কোথায় ?

যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ।
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৩২

'যিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা এবং বন্ধু আর আমি যাঁর মনোমতো দাস, অক্লিষ্টকর্মা সেই শ্রীরামকে আমার কথা শীঘ্র জানান।

পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্মমার্যস্য জানতঃ।
তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি স হীদানীং গতির্মম॥ ৩৩

'আর্যধর্মের বিজ্ঞাতা বলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। অতএব তাঁর চরণদ্বয় বন্দনা করব ; কারণ, তিনিই এখন আমার আশ্রয়।

ধর্মবিদ্ ধর্মশীলশ্চ মহাভাগো দৃঢ়ব্রতঃ।
আর্যে কিমব্রবীদ্ রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ॥ ৩৪
পশ্চিমং সাধুসংদেশমিচ্ছামি শ্রোতুমাত্মনঃ।

'আর্যে ! আমার পিতা মহাভাগ রাজা ছিলেন ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক ও মহান। দৃঢ়সঙ্কল্প ও পরমসত্য-সঙ্কল্প পিতা আমার জন্য শেষ কী সাধু সংবাদ রেখে গেছেন, তা আমি শুনতে চাই।'

ইতি পৃষ্টা যথাতত্ত্বং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৫
রামেতি রাজা বিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।
স মহাত্মা পরং লোকং গতো মতিমতাং বরঃ॥ ৩৬

ভরত এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, কৈকেয়ী যথাযথ উত্তর দিলেন 'বুদ্ধিমত্তম মহাত্মা রাজা দশরথ, হা রাম, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ—এই রকম বিলাপ করতে করতে পরলোকে যাত্রা করলেন।

ইতীমাং পশ্চিমাং বাচং ব্যাজহার পিতা তব।
কালধর্মং পরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ॥ ৩৭

'পাশবদ্ধ মহাগজের মতো কালধর্মে প্রক্ষিপ্ত তোমার পিতা এই শেষ কথা উচ্চারণ করেছেন—

সিদ্ধার্থাস্তু নরা রামমাগতং সহ সীতয়া।
লক্ষ্মণং চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্॥ ৩৮

"যেসব লোক সীতার সঙ্গে রামকে এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে আবার ফিরে আসতে দেখতে পাবে, তারাই কৃতার্থ হবে"।'

তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদৈব দ্বিতীয়াপ্রিয়শংসনাৎ।
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্॥ ৩৯

এই দ্বিতীয় অপ্রিয় সংবাদ শুনে ভরত বিষাদগ্রস্ত হলেন এবং বিষণ্ণ বদনে আবার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্ব চেদানীং স ধর্মাত্মা কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ সমাগতঃ॥ ৪০

'জ্যেষ্ঠ মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধক ধর্মাত্মা রাম ভাই লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে এখন কোথায় আছেন ?'

তথা পৃষ্টা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে।
মাতাস্য যুগপদ্বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়শংসয়া॥ ৪১

ভরত এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কৈকেয়ী ভরতের প্রিয় আশা করেই এককালে অপ্রিয় কথা যথারীতি বলতে আরম্ভ করলেন—

স হি রাজসুতঃ পুত্র চীরবাসা মহাবনম্।
দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ॥ ৪২

'বাছা ! রাজপুত্র (রাম) বল্কল ধারণ করে বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে দণ্ডক নামক মহারণ্যে চলে গেছে ; লক্ষ্মণও তার সঙ্গে গেছে।'

ততঃ শ্রুত্বা ভরতস্তত্র ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া।
স্বস্য বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ৪৩

মা-এর মুখে সেই কথা শুনে সন্ত্রস্ত ভরত স্ববংশের মাহাত্ম্যেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার চারিত্রদোষ আশঙ্কায় মা-কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ॥ ৪৪

'মা ! রাম কোনও ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেননি তো ? কোনও নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রকে হত্যা করেননি তো ?

কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ॥ ৪৫

'অথবা রাজপুত্র রাম কোনও পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হননি তো ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে কেন নির্বাসিত হলেন ?'

অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম যথাতথম্।
তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ৪৬

তখন তাঁর চপলস্বভাবা মাতা স্ত্রীস্বভাবশত স্বকৃত দুষ্কর্ম যথাযথ বলতে লাগলেন।

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাত্মনা।
উবাচ বচনং হৃষ্টা বৃথাপণ্ডিতমানিনী॥ ৪৭

মহাত্মা ভরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে বৃথা পণ্ডিতাভিমানিনী কৈকেয়ী সানন্দে বলতে লাগলেন—

ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ।
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি॥ ৪৮

'রাম কোনও ব্রাহ্মণের সামান্যমাত্র ধনও অপহরণ করেনি, কোনও নিরপরাধ ধনী বা দরিদ্রকে হত্যাও করেনি। শ্রীরাম পরস্ত্রীর প্রতি কখনোই দৃষ্টিপাত করে না।

মযা তু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যৈবাভিষেচনম্।
যাচিতস্তে পিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্॥ ৪৯

'পুত্র ! রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনেই, আমি তোমার পিতার কাছে তোমার জন্য রাজত্ব এবং রামের নির্বাসন প্রার্থনা করেছিলেন।

স স্ববৃত্তিং সমাস্থায় পিতা তে তৎ তথাকরোৎ।
রামশ্চ সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া॥ ৫০

'তোমার পিতাও স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে তাই-ই করলেন—লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে রাম নির্বাসিত হলেন।

তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ।
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্॥ ৫১

'মহাযশস্বী মহীপতি দশরথ প্রিয় পুত্রকে না দেখতে পেয়ে পুত্রশোকে কাতর হয়ে পরলোকগমন করলেন।

ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্।
ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্॥ ৫২

'ধর্মজ্ঞ ! তোমার জন্যই আমি এই সব কিছু করেছি ; অতএব এখন তুমি এই রাজত্ব গ্রহণ করো।

মা শোকং মা চ সন্তাপং ধৈর্যমাশ্রয় পুত্রক।
ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যং চৈতদনাময়ম্॥ ৫৩

'বাছা ! শোক কোরো না, সন্তপ্ত হোয়ো না ; ধৈর্য ধারণ করো ! এই নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং নগরী তো তোমারই অধীন !

তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈ-
বসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সংকাল্য রাজানমদীনসত্ত্ব-
মাত্মানমুর্ব্যামভিষেচয়স্ব ॥ ৫৪

'অতএব বৎস ! বশিষ্ঠ প্রমুখ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শীঘ্র বিধিপূর্বক উদারচিত্ত রাজার অন্ত্যেষ্টি-সংস্কার করে নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করাও।'

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

———○———

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

জননী কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ

শ্রুত্বা চ স পিতুর্বৃত্তং ভ্রাতরৌ চ বিবাসিতৌ।
ভরতো দুঃখসন্তপ্ত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

'পিতার পরলোকগমন-বৃত্তান্ত এবং দুই ভ্রাতার নির্বাসন-বৃত্তান্ত শুনে দুঃখসন্তপ্ত ভরত এইভাবে বলতে লাগলেন—

কিং নু কার্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ।
বিহীনস্যাথ পিত্রা চ ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ॥ ২

'পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতার বিহনে শোককাতর হতপ্রায় আমার রাজ্যের কী প্রয়োজন ?

দুঃখে মে দুঃখমকরোর্ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামং চ তাপসম্॥ ৩

'রাজাকে পরলোকবাসী এবং রামকে তপস্বী করে, ক্ষতস্থানে লবণ দেবার মতো তুমি আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলে।

কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।
অঙ্গারমুপগৃহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্॥ ৪

'তুমি রঘুবংশকে ধ্বংসকে করার জন্য কালরাত্রিরূপে এসেছ ; আমার পিতা বুঝতে পারেননি যে, তিনি অঙ্গারকে আলিঙ্গন করেছেন।

মৃত্যুমাপাদিতো রাজা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি।
সুখং পরিহৃতং মোহাৎ কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনি॥ ৫

'পাপীয়সি ! কুলকলঙ্কিনি ! তুমি আমার পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছ, রাজামোহে এই রঘুবংশের সুখ নষ্ট করেছ।

ত্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেঽদ্য সত্যসন্ধো মহাযশাঃ।
তীব্রদুঃখাভিসন্তপ্তো বৃত্তো দশরথো নৃপঃ॥ ৬

'তোমাকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হয়ে, সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাযশস্বী আমার পিতা রাজা দশরথ তীব্র দুঃখে অভিভূত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্মবৎসলঃ।
কস্মাৎ প্রব্রাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ॥ ৭

'আমার পিতা ধর্মবৎসল মহারাজ কেন বিনাশপ্রাপ্ত হলেন ? কেনই বা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বনবাসে নির্বাসিত হলেন ?

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকাভিপীড়িতে।
দুষ্করং যদি জীবেতাং প্রাপ্য ত্বাং জননীং মম॥ ৮

'আমার জননীরূপে তোমাকে পেয়ে পুত্রশোকাভিভূতা কৌশল্যার এবং সুমিত্রার জীবনধারণ দুষ্কর।

নন্বার্যোঽপি চ ধর্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুত্তমাম্।
বর্ততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ততে॥ ৯

'ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম গুরুজনদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার ভালোভাবেই জানেন ; অতএব নিজের মাতার প্রতি যেমন, সেইরকম তোমার প্রতিও উত্তম ব্যবহারই করে থাকেন।

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে॥ ১০

'আমার জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ধর্মত তোমার প্রতি ভগিনীর মতোই ব্যবহার করে থাকেন।

তস্যাঃ পুত্রং মহাত্মানং চীরবল্কলবাসসম্।
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং পাপে ন শোচসে॥ ১১

'পাপীয়সি ! তুমি তাঁর মহাত্মা পুত্রকে বল্কল পরিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছ ; তোমার কি অনুশোচনা হচ্ছে না ?

অপাপদর্শিনং শূরং কৃতাত্মানং যশস্বিনম্।
প্রব্রাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্॥ ১২

'অপাপদর্শী, বীর, আত্মজ্ঞানী, যশস্বী রামকে বল্কল পরিয়ে বনবাস দেওয়ার কী কারণ দেখলে ?

লুব্ধায়া বিদিতো মন্যে ন তেঽহং রাঘবং যথা।
তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়াঽঽনীতো মহানয়ম্॥ ১৩

'রামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধার মনোভাব, লোভবশত তুমি তা জানতে পারোনি। সেইজনাই রাজ্যের লোভে তুমি এই অনর্থ ঘটালে।

অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রামলক্ষ্মণৌ।
কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে॥ ১৪

'পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখে আমি কোন্ শক্তিতে রাজ্য রক্ষা করতে উৎসাহ পাব ?

তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তং মহৌজসম্।
উপাশ্রিতোঽভূদ্ ধর্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা॥ ১৫

'মেরুপর্বত যেমন মেরুবনকে অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করে সেইরকম ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথ বলবান

ও মহাতেজস্বী রামকেই সর্বদা আশ্রয় করতেন।

সোঽহং কথমিমং ভারং মহাধুর্যসমুদ্যতম্।
অদম্যো ধুরমিবাসাদ্য সহেয়ং কেন চৌজসা॥ ১৬

'অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমি কোন্ শক্তিতে রাজ্যের এই মহাভার বহন করতে সক্ষম হব ?

অথবা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা।
সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্দ্ধিনীম্॥ ১৭

'অথবা, যোগবলে বা বুদ্ধিবলে যদিও বা সামর্থ্য থাকে, তথাপি পুত্রের জন্য অন্যায়ভাবে রাজ্যলোভিনী তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে দেব না।

ন মে বিকাঙ্ক্ষা জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।
যদি রামস্য নাবেক্ষা ত্বয়ি স্যান্মাতৃবৎ সদা॥ ১৮

'তোমার প্রতি যদি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকত, তাহলে তোমার মতো পাপীয়সী মাকে ত্যাগ করতে আমার কোনও কুণ্ঠাবোধ হত না।

উৎপন্না তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনী।
সাধুচারিত্রবিভ্রষ্টে পূর্বেষাং নো বিগর্হিতা॥ ১৯

'সাধুচরিত্রভ্রষ্টা পাপদর্শিনি ! আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক নিন্দিত এই বুদ্ধি তোমার মধ্যে কী করে উৎপন্ন হল ?

অস্মিন্ কুলে হি সর্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
অপরে ভ্রাতরস্তস্মিন্ প্রবর্তন্তে সমাহিতাঃ॥ ২০

'এই রঘুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে থাকেন ; অন্য ভ্রাতারা তাঁর অনুগত হয়েই কাজ করে থাকে।

ন হি মন্যে নৃশংসে ত্বং রাজধর্মমবেক্ষসে।
গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাশ্বতীম্॥ ২১

'অয়ি নিষ্ঠুরে ! মনে হচ্ছে, রাজধর্মের চিরন্তনী গতির ও নীতির প্রতি তোমার দৃষ্টি নেই। তাই রাজবৃত্তির চিরন্তনী গতিও তুমি জানো না।

সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে।
রাজ্ঞামেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ॥ ২২

'রাজপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সর্বদা রাজারূপে অভিষিক্ত হবে। এটাই সকল রাজার অভিমত ; বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের তো বটেই।

তেষাং ধর্মৈকরক্ষাণাং কুলচারিত্রশোভিনাম্।
অদ্য চারিত্রশৌটীর্যং ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্তিতম্॥ ২৩

'রঘুবংশীয়দের সেই ধর্মরক্ষিত কুলাচার শোভা ও চারিত্রিক অভিমান তোমার জন্যই খর্ব হল।

তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্বকে।
বুদ্ধিমোহঃ কথময়ং সম্ভূতস্ত্বয়ি গর্হিতঃ॥ ২৪

'অয়ি, সৌভাগ্যবতি ! তুমিও তো শ্রেষ্ঠ রাজবংশে জন্মেছ ; তথাপি তোমার মধ্যে এই নিন্দনীয় বুদ্ধিবিভ্রম কী করে এল ?

ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।
যয়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম॥ ২৫

'পাপীয়সি ! তোমার কামনা আমি পূর্ণ করব না। আজ থেকে আমার প্রাণান্তকর বিপদ শুরু হল।

এষ ত্বিদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানঘম্।
নিবর্তয়িষ্যামি বনাদ্ ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্॥ ২৬

'এখন আমি তোমার অপ্রীতি সাধনের জন্যই স্বজনপ্রিয় নিষ্পাপ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বন থেকে ফিরিয়ে আনব।

নিবর্তয়িত্বা রামং চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।
দাসভূতো ভবিষ্যামি সুস্থিতেনান্তরাত্মনা॥ ২৭

'রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে এনে, আমি সুস্থচিত্তে আন্তরিকভাবেই সেই প্রদীপ্ততেজাঃ মহাপুরুষের সেবক হয়ে থাকব।'

ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা
প্রিয়েতরৈর্বাক্যগণৈস্তুদংস্তাম্ ।
শোকার্দিতশ্চাপি ননাদ ভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ॥ ২৮

এইরকম বলে মহাত্মা ভরত মাতা কৈকেয়ীকে অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগে আঘাত দিয়ে শোকার্ত হয়েও মন্দর পর্বতের গুহাস্থিত সিংহের মতো আবার গর্জে উঠলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩॥

———o———

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৭৪)

মাতা কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র তিরস্কার

তাং তথা গর্হয়িত্বা তু মাতরং ভরতস্তদা।
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ॥ ১

মাতাকে এইভাবে নিন্দা করে, ভরত আরও ক্রুদ্ধ হয়ে আবার বলতে লাগলেন—

রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ি নৃশংসে দুষ্টচারিণি।
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব॥ ২

'নিষ্ঠুর, দুরাচারিণী মা কৈকেয়ি ! তুমি রাজ্য থেকে চলে যাও। ধর্ম কর্তৃক পরিত্যক্তা তোমার, মৃত পতির জন্য রোদনের প্রয়োজন নেই।

কিং নু তেঽদূষয়দ্ রামো রাজা বা ভৃশধার্মিকঃ।
যয়োর্মৃত্যুর্বিবাসশ্চ ত্বৎকৃতে তুল্যমাগতৌ॥ ৩

'অত্যন্ত ধর্মাত্মা পিতা রাজা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম কী এমন দূষণীয় কাজ করেছেন, যার জন্য একজনের (পিতার) মৃত্যু এবং অন্যজনের (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) নির্বাসন— এই দুটিই একই সঙ্গে হল ?

ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলস্যাস্য বিনাশনাৎ।
কৈকেয়ি নরকং গচ্ছ মা চ তাতসলোকতাম্॥ ৪

'এই রঘুবংশের ধ্বংসের কারণে তুমি ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েছ। অয়ি, কৈকেয়ি ! তোমাকে ''মা'' বলতে আমার লজ্জা করে ; তুমি নরকে যাও। কিন্তু আমার ধার্মিক পিতার সঙ্গে সমলোক প্রাপ্তি তোমার যেন না হয়।

যত্ত্বয়া হীদৃশং পাপং কৃতং ঘোরেণ কর্মণা।
সর্বলোকপ্রিয়ং হিত্বা মমাপ্যাপাদিতং ভয়ম্॥ ৫

'তুমি এই ঘোর পাপকর্ম দ্বারা সর্বজনপ্রিয় শ্রীরামকে নির্বাসনে পাঠিয়েছ। এতে আমারও ভয় হচ্ছে।

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ॥ ৬

'তোমারই কারণে আমার পিতার অকালে পরলোকপ্রাপ্তি এবং শ্রীরামের বনবাস ; আর তোমারই কারণে জগতে আমার অপযশপ্রাপ্তি।

মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে।
ন তেঽহমভিভাষ্যোঽস্মি দুর্বৃত্তে পতিঘাতিনি॥ ৭

'নিষ্ঠুরাঃ, রাজ্য লুব্ধে পতিঘাতিনি, দুর্বৃত্ত ! তুমি আমার মাতৃরূপে শত্রু ; তোমার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করতে চাই না।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টাস্ত্বাং প্রাপ্য কুলদূষিণীম্॥ ৮

'কুলকলঙ্কিনী তুমি ! তোমার কারণে কৌশল্যা, সুমিত্রাআদি আমার অন্য মায়েরা গভীর শোকমগ্ন।

ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ॥ ৯

'ধীমান ধর্মরাজ অশ্বপতির কন্যা তুমি নও। পিতৃকুল ধ্বংসকারিণী রাক্ষসী তুমি, তাঁর কন্যারূপে জন্মেছ।

যৎ ত্বয়া ধার্মিকো রামো নিত্যং সত্যপরায়ণঃ।
বনং প্রস্থাপিতো বীরঃ পিতাপি ত্রিদিবং গতঃ॥ ১০
যৎ প্রধানাসি তৎ পাপং ময়ি পিত্রা বিনা কৃতে।
ভ্রাতৃভ্যাং চ পরিত্যক্তে সর্বলোকস্য চাপ্রিয়ে॥ ১১

'নিত্য সত্যপরায়ণ ধার্মিক রামকে তুমি বনবাসে পাঠিয়েছ, এবং তোমারই জন্য আমার বীর পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার জন্যই তুমি এইসব কুকর্ম করায়, আমি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, পিতৃহীন এবং সর্বজনের অপ্রিয় হয়ে গেলাম।

কৌসল্যাং ধর্মসংযুক্তাং বিযুক্তাং পাপনিশ্চয়ে।
কৃত্বা কং প্রাপ্স্যসে হ্যদ্য লোকং নিরয়গামিনি॥ ১২

'পাপীয়সি ! ধর্মপ্রাণা কৌশল্যাকে পতি-পুত্রহীন করে, নরকগামিনী তুমি কোন্ পুণ্যলোকে যাবে ? (তুমি নরকেই যাবে।)

কিং নাববুধ্যসে ক্রূরে নিয়তং বন্ধুসংশ্রয়ম্।
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়াত্মসম্ভবম্॥ ১৩

'অয়ি নিষ্ঠুরে ! তুমি জানো না যে, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৌশল্যাত্মজ রাম বন্ধুজনের নিয়ত আশ্রয় এবং আমার পিতৃতুল্য !

অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রো হৃদয়াচ্চাভিজায়তে।
তস্মাৎ প্রিয়তরো মাতুঃ প্রিয়া এব তু বান্ধবাঃ॥ ১৪

'জননীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং হৃদয়মন্থন-জাত পুত্র মাতার নিকট প্রিয়তর, আর অন্য বন্ধুজনের কেবল প্রিয়।

অন্যদা কিল ধর্মজ্ঞা সুরভিঃ সুরসম্মতা।
বহমানৌ দদর্শোর্ব্যাং পুত্রৌ বিগতচেতসৌ॥ ১৫

'একদা দেবসম্মানিতা ধর্মজ্ঞা সুরভি (স্বর্গস্থা কামধেনু) দেখলেন, তাঁর দুই পুত্র পৃথিবীতে ভারবহন (হল চালনা) করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

অর্ধদিবসং শ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা পুত্রৌ মহীতলে।
রুরোদ পুত্রশোকেন বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণম্॥ ১৬

'ভূতলে অর্ধদিবসব্যাপী ভারবহনহেতু পরিশ্রমে শ্রান্ত পুত্রদ্বয়কে দেখে সুরভি পুত্রশোকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাঁদতে লাগলেন।

অধস্তাদ্ ব্রজতস্তস্যাঃ সুররাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিন্দবঃ পতিতা গাত্রে সূক্ষ্মাঃ সুরভিগন্ধিনঃ॥ ১৭

'এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র নীচ দিয়ে গমনকালে সুরভির দেহগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেত্রবারিবিন্দু তাঁর শরীরে পতিত হল।

নিরীক্ষমাণস্তাং শক্রো দদর্শ সুরভিং স্থিতাম্।
আকাশে বিষ্ঠিতাং দীনাং রুদন্তীং ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১৮

'ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র আকাশে অবস্থিতা শোকার্তা দীনা রোরুদ্যমানা সুরভিকে দেখতে পেলেন।

তাং দৃষ্ট্বা শোকসন্তপ্তাং বজ্রপাণির্যশস্বিনীম্।
ইন্দ্রঃ প্রাঞ্জলিরুদ্বিগ্নঃ সুররাজোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ১৯

'সেই যশস্বিনী সুরভিকে শোকসন্তপ্তা দেখে বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে করজোড়ে বললেন—

ভয়ং কচ্চিন্ন চাস্মাসু কুতশ্চিদ্ বিদ্যতে মহৎ।
কুতোনিমিত্তঃ শোকস্তে ব্রূহি সর্বহিতৈষিণি॥ ২০

''সর্বকল্যাণময়ি দেবি ! আমাদের তো এখন কোথা থেকেও কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি। তবে আপনার শোকের কারণ কী ?''

এবমুক্তা তু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা॥ ২১

'ধীমান দেবরাজ সুরভিকে এই কথা বললে, বাক্যবিশারদা ধীরস্বভাবা সুরভি প্রত্যুত্তরে বললেন—

শান্তং পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিপ।
অহং তু মগ্নৌ শোচামি স্ব পুত্রৌ বিষমে স্থিতৌ॥ ২২

''পাপ শান্ত হোক ! আপনাদের কোথা থেকেও ভয়ের কারণ নেই ; কিন্তু আমার দুই পুত্র বিষম দুর্দশায় পড়ায় আমি কষ্ট পাচ্ছি।

এতৌ দৃষ্ট্বা কৃশৌ দীনৌ সূর্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ।
বধ্যমানৌ বলবর্দৌ কর্ষকেণ দুরাত্মনা॥ ২৩
মম কায়াৎ প্রসূতৌ হি দুঃখিতৌ ভারপীড়িতৌ।
যৌ দৃষ্ট্বা পরিতপ্যেঽহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ॥ ২৪

''আমার এই কৃশ ও দুর্বল বৃষসন্তানদ্বয় সূর্যতাপে উত্তপ্ত, তার উপর দুরাত্মা কৃষক এদের উপর আঘাত করছে। আমার তনুজাত সন্তানদ্বয় ভারবহনে পীড়িত, তদুপরি কশাঘাত-জর্জরিত ; তাই এদের জন্য আমি শোকসন্তপ্ত। কারণ পুত্রসম প্রিয় আর কেউ নেই।''

যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্তু কৃৎস্নং ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং শক্রো ন সুতান্ মন্যতে পরম্॥ ২৫

'যাঁর হাজার হাজার সন্তানে জগৎ পরিব্যাপ্ত, দুটি-মাত্র পুত্রের জন্য তাঁকে কাঁদতে দেখে, ইন্দ্রদেব বুঝতে পারলেন পুত্রের চেয়ে বেশি আপন কেউ নয়।

ইন্দ্রো হ্যশ্রুনিপাতং তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্।
সুরভিং মন্যতে দৃষ্ট্বা ভূয়সীং তামিহেশ্বরঃ॥ ২৬

'দেবরাজ ইন্দ্র নিজের দেহে সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু পতিত দেখে, পুণ্যগন্ধি সুরভিকে শ্রেষ্ঠা (স্নেহশীলা) মনে করলেন।

সমাপ্রতিমবৃত্তায়া লোকধারণকাম্যয়া।
শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়াঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া॥ ২৭
যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্।
কিং পুনর্যা বিনা রামং কৌসল্যা বর্তয়িষ্যতি॥ ২৮

'জগৎ-রক্ষা-কামনায় স্বভাবসিদ্ধ কার্যধারা সকলের প্রতি সমান ব্যবহারে অতিশয় গুণবতী সেই কামধেনু সুরভি সহস্র পুত্র থাকা সত্ত্বেও দুটিমাত্র পুত্রের জন্য শোকাচ্ছন্না ; অতএব এক পুত্র রামের বিরহে কৌশল্যা কীভাবে জীবিত থাকবেন ?

একপুত্রা চ সাধ্বী চ বিবৎসেয়ং ত্বয়া কৃতা।
তস্মাৎ ত্বং সততং দুঃখং প্রেত্য চেহ চ লপ্স্যসে॥ ২৯

'একটি মাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা তোমার জন্যই পুত্রহীনা হলেন ; অতএব তুমি ইহলোকে এবং মৃত্যুর পরে পরলোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে।

অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ পিতুশ্চ সকলামিমাম্।
বর্ধনং যশসশ্চাপি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ৩০

'আমি কিন্তু সামগ্রিকভাবেই, সশ্রদ্ধচিত্তে পিতার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজা করে তাঁদের যশোবৃদ্ধি করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আনায্য চ মহাবাহুং কোসলেন্দ্রং মহাবলম্।

স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিষেবিতম্॥ ৩১

'দীর্ঘবাহু ও মহান বলশালী কোশলরাজ শ্রীরামকে অযোধ্যায় নিয়ে এসে আমি নিজে মুনিজনসেবিত বনে প্রবেশ করব।

নহ্যহং পাপসংকল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।
শক্তো ধারয়িতুং পৌরৈরশ্রুকণ্ঠৈর্নিরীক্ষিতঃ॥ ৩২

'পাপকর্মের সংকল্প করে পাপীয়সী তুমি যে পাপ করেছ, পুরবাসীদের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমার প্রতি দৃষ্টিপাতে আমি সেই পাপ সহ্য করতে পারছি না।

সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্।
রজ্জুং বধানাথবা কণ্ঠে নহি তেঽন্যৎ পরায়ণম্॥ ৩৩

'তুমি অগ্নিতে প্রবেশ করো, অথবা নিজেই দণ্ডক বনে বনবাস করো, অথবা গলায় দড়ি দাও —এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য গতি নেই।

অহমপ্যবনীং প্রাপ্তে রামে সত্যপরাক্রমে।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্মষঃ॥ ৩৪

'সত্যসন্ধ পরাক্রমী রাম রাজ্যপ্রাপ্ত হলে আমি কলঙ্কমুক্ত হয়ে কৃতকৃত্য হব।'

ইতি নাগ ইবারণ্যে তোমরাঙ্কুশতোদিতঃ।
পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥ ৩৫

এইভাবে বিলাপ করতে করতে ভরত অরণ্যে লৌহ দণ্ডাঘাতে ও অঙ্কুশাহত হস্তীর মতো ভূতলে পতিত হয়ে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা
বিধূতসর্বাভরণঃ পরন্তপঃ।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে॥ ৩৬

সেইসময় শত্রুতাপন ভরতের নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, বস্ত্র শিথিল এবং অলঙ্কারসকল দেহচ্যুত হয়ে গেল। এই অবস্থায় ইন্দ্রধ্বজ উৎসবান্তে ভূপতিত পতাকার মতো তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৭৫)

জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার নিকট ভরতের শপথবাক্যোচ্চারণ

দীর্ঘকালাৎ সমুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধ্বা স বীর্যবান্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দীনামুদ্বীক্ষ্য মাতরম্॥ ১
সোঽমাত্যমধ্যে ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ।

অনেকক্ষণ পরে বীর্যবান ভরত চেতনা লাভ করে উঠে বসলেন এবং জলভরা চোখে হতভাগিনী মা-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মন্ত্রীদের সামনেই তাঁকে ভর্ৎসনা করে মন্ত্রীদের বললেন—

রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্॥ ২
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ।
বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্॥ ৩

'আমি কখনও রাজ্য চাইনি এবং মা-এর সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও মন্ত্রণাও করিনি। রাজা পিতা দশরথ যে রামের অভিষেক করতে চেয়েছিলেন, তা আমি জানতাম না। সেইসময় আমি ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সঙ্গে আমার মাতুলালয়ে ছিলাম।

বনবাসং ন জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ।
বিবাসনং চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ॥ ৪

'মহাত্মা শ্রীরামের বনবাস এবং সীতা ও লক্ষ্মণ-এর

নির্বাসন কেন হল, সে সম্বন্ধে আমি জানতাম না।'

তথৈব ক্রোশতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
কৌসল্যা শব্দমাজ্ঞায় সুমিত্রাং চেদমব্রবীৎ॥ ৫

ভরত মা-এর প্রতি এইভাবে ক্রোধপ্রকাশ করতে থাকলে, কৌশল্যা সেই শব্দ শুনে সুমিত্রাকে বললেন—

আগতঃ ক্রূরকার্যায়াঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্॥ ৬

'ক্রূর কার্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র দূরদর্শী ভরত এসেছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

এবমুক্ত্বা সুমিত্রাং তাং বিবর্ণবদনা কৃশা।
প্রতস্থে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা॥ ৭

সুমিত্রাকে এই কথা বলে দুর্বলা কৌশল্যা বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে অচেতনপ্রায় অবস্থায় যেখানে ভরত রয়েছেন সেইদিকে চলতে লাগলেন।

স তু রাজাত্মজশ্চাপি শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
প্রতস্থে ভরতো যেন কৌসল্যায়া নিবেশনম্॥ ৮

রাজপুত্র ভরতও শত্রুঘ্নের সঙ্গে কৌশল্যার প্রাসাদের দিকে চলতে লাগলেন।

ততঃ শত্রুঘ্নভরতৌ কৌসল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ।
পর্যষ্বজেতাং দুঃখার্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্॥ ৯

রুদন্তৌ রুদতী দুঃখাৎ সমেত্যার্যা মনস্বিনী।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং কৌসল্যা ভৃশদুঃখিতা॥ ১০

যেতে যেতে পথে ভরত ও শত্রুঘ্ন শোকার্তা মাতা কৌশল্যাকে হতচেতন হয়ে পড়ে যেতে দেখে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। শোককাতরা মনস্বিনী পূজনীয়া মাতা কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে ভরতকে বলতে লাগলেন—

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা॥ ১১

'বৎস ভরত! তুমি রাজ্য কামনা করেছিলে, নিষ্কণ্টক রাজ্য পেয়ে গেলে! কিন্তু, কৈকেয়ীর ক্রূরতা ও নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারাই তা পেলে!

প্রস্থাপ্য চীরবসনং পুত্রং মে বনবাসিনম্।
কৈকেয়ী কং গুণং তত্র পশ্যতি ক্রূরদর্শিনী॥ ১২

'কিন্তু এই রাজ্যলাভের জন্য আমার পুত্র রামকে বল্কল-বসন পরিধান করিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর কি বিশেষ লাভ হল!

ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো মে সুমহাযশাঃ॥ ১৩

'সুবর্ণময় নাভিযুক্ত মহাযশস্বী আমার পুত্র রাম যেখানে আছে; কৈকেয়ী আমাকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দিক।

অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্।
অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যত্র রাঘবঃ॥ ১৪

'তা না হলে, অগ্নিহোত্র সঙ্গে নিয়ে আমি সুমিত্রার সাথে রাম যেখানে আছে, সেখানেই চলে যাব।

কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি।
যত্রাসৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তপ্যতে মে সুতস্তপঃ॥ ১৫

'অথবা, আমার পুত্র পুরুষসিংহ রাম যেখানে তপস্যা করছে, তুমি নিজেই আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে পারো।

ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধনধান্যসমাচিতম্।
হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্যাতিতং তয়া॥ ১৬

'ধনধান্য-পরিপূর্ণ, হস্তি-অশ্ব-রথ সমাযুক্ত এই বিস্তীর্ণ রাজ্য কৈকেয়ী তোমাকে দিয়েছে।'

ইত্যাদিবহুভির্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সম্ভর্ৎসিতোঽনঘঃ।
বিব্যথে ভরতোঽতীব ব্রণে তুদ্যেব সূচিনা॥ ১৭

নিষ্পাপ ভরত জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার দ্বারা এইভাবে নানাবিধ রূঢ় বাক্যে ভর্ৎসিত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন; ক্ষতস্থানে সূচবিদ্ধের নিদারুণ বেদনা অনুভব করলেন।

পপাত চরণৌ তস্যাস্তদা সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বিলপ্য বহুধাসংজ্ঞো লব্ধসংজ্ঞস্তদাভবৎ॥ ১৮

ভরত তখন উদ্বেগাকুলচিত্তে অজ্ঞান হয়ে কৌশল্যার চরণে লুটিয়ে পড়লেন। নানাভাবে বিলাপ করতে করতে পরে চেতনা ফিরে পেলেন।

এবং বিলপমানাং তাং প্রাঞ্জলির্ভরতস্তদা।
কৌসল্যাং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতাম্॥ ১৯

বহুভাবে বিলাপরতা শোকাকুলা কৌশল্যাকে ভরত করজোড়ে বললেন—

আর্যে কস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকল্মষম্।
বিপুলাং চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে॥ ২০

'মা! আমি নিরপরাধ, সব কিছু না-জেনে আমাকে আপনি দূষছেন কেন? আপনি তো জানেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের প্রতি আমার কী প্রগাঢ় প্রীতি বর্তমান!

কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মা ভূৎ তস্য কদাচন।
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২১

'যাঁর নির্দেশে সত্যপ্রতিজ্ঞ সজ্জনশ্রেষ্ঠ দাদা রাম বনবাসে গেছেন, তাঁর বুদ্ধি কখনোই (সত্যানুসারী) শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

প্রৈষ্যং পাপীয়সাং যাতু সূর্যং চ প্রতি মেহতু।
হন্তু পাদেন গাঃ সুপ্তা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২২

'যাঁর নির্দেশে দাদা নির্বাসিত হয়েছেন, তিনি পাপীদের দাস হবেন, সূর্যের দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগরূপ পাপকার্য করবেন এবং নিদ্রিতা গাভীকে পদাঘাতরূপ পাপকার্যে লিপ্ত হবেন।

কারয়িত্বা মহৎ কর্ম ভর্তা ভৃত্যমনর্থকম্।
অধর্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৩

'ভৃত্যকে দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে তার উপযুক্ত পরিশ্রমিক না দিয়ে কোনও প্রভু যে পাপে লিপ্ত হয়, দাদা রামকে নির্বাসিত করার জন্য সে-ও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হবে।

পরিপালয়মানস্য রাজ্ঞো ভূতানি পুত্রবৎ।
ততস্তু দ্রুহ্যতাং পাপং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৪

'পুত্রবৎ-পালিত প্রজারা পিতৃতুল্য রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে পাপে লিপ্ত হয়, রামের নির্বাসনদাত্রী যেন সেই পাপে লিপ্ত হয়।

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ।
অধর্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৫

'প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উপার্জনের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে গ্রহণ করেও যে রাজা সেই প্রজাদের রক্ষা করেন না এবং তাতে তাঁর যে পাপ হয়, যার নির্দেশে দাদাকে বনবাসে যেতে হল, সে যেন সেই পাপে পাপী হয়।

সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।
তাং চাপলপতাং পাপং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৬

'যজ্ঞে ঋত্বিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ যজ্ঞ-দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই পরিমাণ দক্ষিণা না-দেওয়ায় যজমানের যে পাপ হয়, যাঁর নির্দেশে আর্য (দাদা) নির্বাসিত হয়েছেন, তার উপর যেন সেই পাপ বর্তায়।

হস্ত্যশ্বরথসম্বাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে।
মা স্ম কার্ষীৎ সতাং ধর্মং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৭

'যার নির্দেশে আর্য নির্বাসনে গেছেন, হস্তি-অশ্ব-রথ-সমন্বিত যুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ হেতু বীরের যে সদ্গতি হয়, তার যেন সেই গতি না হয়।

উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৮

'যে দুষ্টের নির্দেশে শ্রীরাম নির্বাসনে গিয়েছেন, ধীমান গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত তার সকল সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান সে বিস্মৃত হবে।

মা চ তং ব্যূঢ়বাহ্বংসং চন্দ্রভাস্করতেজসম্।
দ্রাক্ষীদ্ রাজ্যস্থমাসীনং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৯

'যার নির্দেশে শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসনে গেছেন, সে যেন চন্দ্র ও সূর্যসম স্নিগ্ধ ও তেজস্বী, বিশাল বাহু ও বিশাল স্কন্ধযুক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখতে না পায়।

পায়সং কৃসরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ।
গুরূংশ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩০

'যার নির্দেশে দাদা শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসনে গিয়েছেন, সেই নির্দয় পায়েস, খিচুড়ি এবং ছাগদুগ্ধ দেবতাকে নিবেদন না করে ভোজন হেতু এবং গুরুজনদের অবজ্ঞা হেতু পাপের পাপী হবে।

গাঃ স্পৃশতু পাদেন গুরূন্ পরিবদেত চ।
মিত্রে দ্রুহ্যেত সোঽত্যর্থং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩১

'দাদা রামচন্দ্র যার নির্দেশে নির্বাসনে গিয়েছেন, সে পদ দ্বারা গোরুকে স্পর্শ, গুরু নিন্দা এবং মিত্র দ্রোহ হেতু পাপের ভাগী হবে।

বিশ্বাসাৎ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদং মিথঃ ক্বচিৎ।
বিবৃণোতু স দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩২

'দাদা রাম-এর নির্বাসনের জন্য যে দায়ী, বিশ্বস্ততা-পূর্বক গোপনে আলোচিত কারও নিন্দাবাদ করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা রূপ পাপ তাকে স্পর্শ করুক।

অকর্তা চাকৃতজ্ঞশ্চ ত্যক্তাত্মা নিরপত্রপঃ।
লোকে ভবতু বিদ্বিষ্টো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৩

'যার নির্দেশে আমার রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সে পরের অনুপকারী, অকৃতজ্ঞ, আত্মজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ এবং জগতের সকলের বিদ্বেষের পাত্র।

পুত্রৈর্দাসৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ স্বগৃহে পরিবারিতঃ।
স একো মৃষ্টমশ্নাতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৪

'স্বগৃহে পুত্র, ভৃত্য ও দাস দ্বারা পরিবৃত ব্যক্তির সুস্বাদু মিষ্টান্ন একাকীই ভোজন করার পাপ তার উপর বর্তাবে, যে আমার দাদার নির্বাসনের কারণ।

অপ্রাপ্য সদৃশান্ দারাননপত্যঃ প্রমীয়তাম্।
অনবাপ্য ক্রিয়াং ধর্ম্যাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৫

'যার নির্দেশে আর্য রামের নির্বাসন হয়েছে, নিজের অনুরূপ পত্নী না পাওয়ায় নিঃসন্তান অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে নিজের পারলৌকিক ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

মাঽঽত্মনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীৎ স্বেষু দারেষু দুঃখিতঃ।
আয়ুঃসমগ্রমপ্রাপ্য যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৬

'যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন ; সে স্বীয় ধর্মপত্নী সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা হেতু সন্তানমুখ-দর্শনের দুঃখে নিজের সমগ্র আয়ু উপভোগ না করেই মৃত্যুবরণে বাধ্য হবে।

রাজস্ত্রীবালবৃদ্ধানাং বধে যৎ পাপমুচ্যতে।
ভৃত্যত্যাগে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্॥ ৩৭

'যে আমার দাদা আর্য রামের নির্বাসনের জন্য দায়ী রাজা, স্ত্রীলোক, বালক এবং বৃদ্ধকে বধজনিত পাপ ও অসহায় ভৃত্যকে বিতাড়নের পাপ তার উপর বর্তাবে।

লাক্ষয়া মধুমাংসেন লোহেন চ বিষেণ চ।
সদৈব বিভৃয়াদ্ ভৃত্যান্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৮

'দাদা রাম যার নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছেন, সে লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহা এবং বিষ প্রভৃতি পাতিত্যকারক বস্তু বিক্রয় দ্বারা সংসার প্রতিপালনরূপ পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পতিত হোক।

সংগ্রামে সমুপোঢ়ে চ শত্রুপক্ষভয়ংকরে।
পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৯

'রাম যার নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছেন, সমাগত যুদ্ধে পলায়মান অবস্থায় বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর শত্রুপক্ষের হস্তে সে যেন নিহত হয়।

কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাং চীরসংবৃতঃ।
ভিক্ষমাণো যথোন্মত্তো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪০

'যার নির্দেশে দাদা রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে নরকপাল (মৃত মানুষের মাথার খুলি) হাতে নিয়ে পাগলের মতো দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

মদ্যপ্রসক্তো ভবতু স্ত্রীষ্বক্ষেষু চ নিত্যশঃ।
কামক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪১

'যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সর্বদা অজ্ঞানজনোচিত মদ্যপান, স্ত্রীসমাগম ও অক্ষক্রীড়ায় (পাশা খেলায়) আসক্ত হয়ে কাম ক্রোধে অভিভূত হয়।

মাস্য ধর্মে মনো ভূয়াদধর্মং স নিষেবতাম্।
অপাত্রবর্ষী ভবতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪২

'যার নির্দেশে আমার রাম বনবাসিত হয়েছেন, তার যেন ধর্মে মতি না হয় এবং সে যেন সর্বদা অধর্মেই সেবা করে এবং অপাত্রে দান করে (তাহলে সে নরকগামী হবে)।

সঞ্চিতান্যস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ।
দস্যুভির্বিপ্রলুপ্যন্তাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৩

'যার নির্দেশে আমার শ্রীরামচন্দ্র বনবাসিত হয়েছেন, তার সারা জীবনের কষ্টোপার্জিত সঞ্চিত ধনরাশি দস্যুগণ বলপূর্বক লুণ্ঠন করুক।

উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎ পাপং পরিকল্প্যতে।
তচ্চ পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৪
যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুতল্পগে।
মিত্রদ্রোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্॥ ৪৫

'প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা (দিবসের) এই দুই সন্ধিক্ষণে নিদ্রা হেতু যে পাপ হয়, পরগৃহে অগ্নিসংযোগ, গুরুপত্নীগমন এবং মিত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ হেতু যে পাপ হয়, সেই পাপ তার লাগুক যার নির্দেশে আমার দাদা শ্রীরাম নির্বাসিত হয়েছেন।

দেবতানাং পিতৃণাং চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।
মা স্ম কার্ষীৎ স শুশ্রূষাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৬

'যার নির্দেশে আর্য রাম রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন দেবতাদের, পিতৃপুরুষদের এবং মাতা-পিতার সেবাকার্য থেকে বঞ্চিত হয় (এবং সেই পাপের ভাগী হয়)।

সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্যাঃ সজ্জুষ্টাৎ কর্মণস্তথা।
ভ্রশ্যতু ক্ষিপ্রমদ্যৈব যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৭

'যার নির্দেশে আমার দাদা রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সাধুসেবিত লোক থেকে, সৎকীর্তি থেকে এবং সজ্জনসেবিত কর্ম থেকে আজই শীঘ্র ভ্রষ্ট হয়।

অপাস্য মাতৃশুশ্রূষামনর্থে সোঽবতিষ্ঠতাম্।
দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৮

'দীর্ঘবাহু, বিস্তৃতবক্ষ আর্য যার নির্দেশে নির্বাসনে গেছেন, সে যেন মাতৃসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরর্থক পাপকার্যে রত হয়।

বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ জ্বররোগসমন্বিতঃ।
সমায়াৎ সততং ক্লেশং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৯

'যার নির্দেশে আর্য শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন ভরণপোষণযোগ্য স্বজনসমন্বিত অথচ দারিদ্র্য ও জ্বররোগাক্রান্ত হয়ে সর্বদা ক্লেশ ভোগ করে।

আশামাশংসমানানাং দীনানামূর্ধ্বচক্ষুষাম্।
অর্থিনাং বিতথাং কুর্যাদ্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫০

'যার নির্দেশে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসিত হয়েছেন, সে যেন ঊর্ধ্বচক্ষু দীন প্রত্যাশীদের আশা ব্যর্থ করে পাপভাগী হয়।

মায়য়া রমতাং নিত্যং পুরুষঃ পিশুনোঽশুচিঃ।
রাজ্ঞো ভীতস্ত্বধর্মাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫১

'যার নির্দেশে রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সেই কুটিল, অধার্মিক ও অপবিত্র রাজভয়ে ভীত পাপাত্মা অপরকে বঞ্চনা দ্বারা বিরাজ করুক।

ঋতুস্নাতাং সতীং ভার্যামৃতুকালানুরোধিনীম্।
অতিবর্তেত দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫২

'যার নির্দেশে আর্য শ্রীরাম নির্বাসিত হয়েছেন, সেই দুষ্টাত্মা ঋতুস্নাতা সতী পত্নীর ঋতু রক্ষার্থে অনুরুদ্ধ হয়েও তাকে প্রত্যাখ্যান করার পাপভাগী হয়।

বিপ্রলুপ্তপ্রজাতস্য দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ।
তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৩

'যার নির্দেশে আর্য নির্বাসিত হয়েছেন, সে যেন সন্তানহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ ; সেই পাপের ভাগী হয়।

ব্রাহ্মণায়োদ্যতাং পূজাং বিহন্তু কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বালবৎসাং চ গাং দোগ্ধু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৪

'যার নির্দেশে রাম নির্বাসিত হয়েছেন, সে ব্রাহ্মণের আয়োজিত পূজার বিঘ্নসৃষ্টিকারী এবং নব বৎসা (দশ দিবস বয়স্ক বৎস বা বাছুরের জননী) গাভীর দোহনকারীর পাপের ভাগী হয়।

ধর্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিষেবতাম্।
ত্যক্তধর্মরতির্মূঢ়ো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৫

'যার নির্দেশে দাদা রামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছেন, সেই মূর্খ যেন নিজের ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে পরপত্নীতে আসক্তিজনিত এবং ধর্মানুরাগ পরিত্যাগজনিত পাপের ভাগী হয়।

পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে।
যত্তদেকঃ স লভতাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৬

'পানীয় জলের দূষণ এবং কাউকে বিষ-দানের যে পাপ, আমার দাদাকে নির্বাসিত করার জন্য সেই পাপের সে যেন একাই ফলভাগী হয়।

তৃষার্তং সতি পানীয়ে বিপ্রলম্ভেন যোজয়ন্।
যৎ পাপং লভতে তৎ স্যাদ্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৭

'পানীয় জল থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণার্তকে সেই পানীয় থেকে বঞ্চনাকারীর পাপ তার প্রতি বর্তাবে, যে আমার দাদাকে বনবাসিত করেছে।

ভক্ত্যা বিবদমানেষু মার্গমাশ্রিত্য পশ্যতঃ।
তেন পাপেন যুজ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫৮

'পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে একজনের পক্ষ নিয়ে বিবাদ উপভোগ করার পাপের ফল তার প্রতি বর্তিত হোক, যে আমার দাদাকে বনবাসিত করেছে।'

এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্তোঽনুপপাত হ।
বিহীনাং পতিপুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্থিবাত্মজঃ॥ ৫৯

পুত্র থেকে দূরে অবস্থিতা পতিহীনা মাতা কৌশল্যাকে এইভাবে আশ্বাসদান করতে করতে রাজকুমার ভরত শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তদা তং শপথৈঃ কষ্টৈঃ শপমানমচেতনম্।
ভরতং শোকসন্তপ্তং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬০

কঠোর প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা শপথ নিতে নিতে শোকসন্তপ্ত ভরত অচৈতন্য হয়ে পড়লে, মাতা কৌশল্যা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—

মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে॥ ৬১

'বাছা ! তুমি নানাবিধ শপথবাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করে আমার প্রাণে যে ব্যথা দিচ্ছ, তাতে আমার শোক আরও বর্ধিত হচ্ছে।

দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্মাদাত্মা তে সহলক্ষ্মণঃ।
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সতাং লোকানবাপ্স্যসি॥ ৬২

'বাছা ! সৌভাগ্যবশত শুভলক্ষণাক্রান্ত তোমার চিত্ত ধর্মপথ থেকে বিচলিত হয়নি। তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই সৎপুরুষোচিত পুণ্যলোকে তোমার স্থান হবে।'

ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা॥ ৬৩

এই বলে মাতা কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল বীর ভরতকে কোলে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে গভীর শোকে কাঁদতে লাগলেন।

এবং বিলপমানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ।
মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্ বভূব লুলিতং মনঃ॥ ৬৪

শোকার্ত মহাত্মা ভরত এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, শোকাবেগে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য
প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।
মুহুর্মুহুর্নিঃশ্বসতশ্চ দীর্ঘং
সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ॥ ৬৫

অচেতন হয়ে ভূমিতে পতিত, বিলাপরত ভরতের বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে করতে তাঁর শোকসন্তপ্তা রাত্রি অতিবাহিত হল।

—○—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৫॥

—○—

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ (৭৬)

রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

তমেবং শোকসন্তপ্তং ভরতং কৈকেয়ীসুতম্।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ॥ ১

পিতৃবিয়োগ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচ্ছেদ-বেদনায় শোকসন্তপ্ত কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ঋষি বশিষ্ঠ মধুর বাক্যে বললেন—

অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্॥ ২

'মহাযশস্বী রাজকুমার ! তোমার কল্যাণ হোক, শোক কোরো না, এখন মহারাজের সময়োচিত অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার ব্যবস্থা করো।'

বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ধরণীং গতঃ।
প্রেতকৃত্যানি সর্বাণি কারয়ামাস ধর্মবিৎ॥ ৩

ঋষি বশিষ্ঠের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ ভরত ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পিতৃদেবকে প্রণাম করে পরে পিতার প্রেতকর্মের ব্যবস্থা করলেন।

উদ্ধৃত্য তৈলসংসেকাৎ স তু ভূমৌ নিবেশিতম্।
আপীতবর্ণবদনং প্রসুপ্তমিব ভূমিপম্॥ ৪

তৈলাধার থেকে রাজার শবদেহ তুলে নিয়ে ভূমি প'রে রাখা হল। তাঁর মুখমণ্ডল তখন ঈষৎ-পীতবর্ণ এবং তিনি যেন ভূমি প'রে নিদ্রামগ্ন।

সংবেশ্য শয়নে চাগ্র্যে নানারত্নপরিষ্কৃতে।
ততো দশরথং পুত্রো বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥ ৫

নানা রত্নমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ শয্যায় রাজা দশরথের দেহ শায়িত করে শোকমগ্ন রাজপুত্র ভরত বিলাপ করতে লাগলেন—

কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ প্রোষিতে ময্যনাগতে।
বিবাস্য রামং ধর্মজ্ঞং লক্ষ্মণং চ মহাবলম্॥ ৬

'রাজন্ ! আপনি একী করলেন ! আমি প্রবাসে (মাতুলালয়ে) থাকাকালীন, প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ধর্মজ্ঞ দাদা রামকে এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে নির্বাসনে প্রেরণ করলেন ?

ক্ব যাস্যসি মহারাজ হিত্বেমং দুঃখিতং জনম্।
হীনং পুরুষসিংহেন রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৭

'মহারাজ ! অনায়াসেই গুরুতর কর্ম সম্পাদনে নিপুণ সেই রাম থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দুঃখে নিমগ্ন করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

যোগক্ষেমং তু তেঽব্যগ্রং কোঽস্মিন্ কল্পয়িতা পুরে।
ত্বয়ি প্রয়াতে স্বস্তাত রামে চ বনমাশ্রিতে॥ ৮

'পিতঃ ! দাদা রামকে বনবাসিত করে আপনি স্বয়ং স্বর্গে গমন করছেন ; এখন এই অযোধ্যাপুরীর প্রজাদের মঙ্গল ও রক্ষা কে করবে ?

বিধবা পৃথিবী রাজংস্ত্বয়া হীনা ন রাজতে।
হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্॥ ৯

'রাজন্ ! আপনাকে হারিয়ে পৃথিবী আজ বিধবা হয়ে গেল ; চন্দ্রহীন রাত্রির মতো এই অযোধ্যা শ্রীহীন প্রতিভাত হচ্ছে।'

এবং বিলপমানং তং ভরতং দীনমানসম্।
অব্রবীদ্ বচনং ভূয়ো বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ॥ ১০

দীনচিত্ত ভরতকে এইভাবে সকাতর বিলাপ করতে দেখে মহর্ষি বশিষ্ঠ আবার বললেন—

প্রেতকার্যাণি যান্যস্য কর্তব্যানি বিশাম্পতেঃ।
তান্যব্যগ্রং মহাবাহো ক্রিয়তামবিচারিতম্॥ ১১

'হে মহাবীর ভরত ! মহারাজের যেসকল প্রেতকর্ম করতে হবে, সেগুলি দ্বিধাহীন শান্তচিত্তে সুসম্পন্ন করো।'

তথেতি ভরতো বাক্যং বসিষ্ঠস্যাভিপূজ্য তৎ।
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্যাংস্ত্বরয়ামাস সর্বশঃ॥ ১২

ভরত তখন 'তাই হোক' বলে মহর্ষি বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য করে, ঋত্বিক পুরোহিত এবং আচার্যদের সেই কার্যের জন্য ত্বরান্বিত করলেন।

যে ত্বগ্নয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যগারাদ্ বহিষ্কৃতাঃ।

ঋত্বিগ্ভির্যাজকৈশ্চৈব তে হূয়ন্তে যথাবিধি॥ ১৩

রাজার অগ্নিশালা থেকে যে অগ্নি বাইরে নিয়ে আসা হল, ঋত্বিকগণ এবং যাজকগণ তাতে যথাবিধি হোম করলেন।

শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্।
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ॥ ১৪

তারপর রাজার প্রাণহীন দেহ শিবিকায় তুলে নিয়ে পরিচারকেরা কাঁদতে কাঁদতে সেই শিবিকা বহন করে নিয়ে চলল।

হিরণ্যং চ সুবর্ণং চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
প্রকিরন্তো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রতো যযুঃ॥ ১৫

রাজার শিবিকার আগে আগে রাজকীয় জনগণ সোনা রূপা এবং বিবিধ বস্ত্র ছড়াতে ছড়াতে চলতে লাগল।

চন্দনাগুরুনির্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা।
দেবদারূণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে॥ ১৬
গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্।
তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ॥ ১৭

অতঃপর শ্মশানভূমিতে পৌঁছে চিতায় কেউ কেউ চন্দন অগুরুর নির্যাস ঢালতে লাগল ; কেউ কেউ নানাবিধ সুগন্ধি কাঠ ও দেবদারু কাঠ চিতার উপরে সাজিয়ে দিল। তারপর ঋত্বিকেরা রাজার শবদেহ সেই চিতায় স্থাপন করলেন।

তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তদৃত্বিজঃ।
জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ॥ ১৮

সেইসময় ঋত্বিকগণ যথাশাস্ত্র অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বেদোক্ত মন্ত্র জপ এবং সামগায়কেরা যথাশাস্ত্র সামগান করতে লাগলেন।

শিবিকাভিশ্চ যানৈশ্চ যথার্হং তস্য যোষিতঃ।
নগরান্নির্যযুস্তত্র বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতাস্তথা॥ ১৯
প্রসব্যং চাপি তং চক্রুর্ঋত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।
স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌসল্যাপ্রমুখাস্তদা॥ ২০

রাজা দশরথের কৌশল্যাদি পত্নীরা বৃদ্ধ পরিচালকগণ পরিবৃত হয়ে শিবিকা ও অন্যান্য যানে আরোহণ করে নগরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর শোকসন্তপ্ত কৌশল্যা প্রমুখ রাণীরা চিতায় শায়িত অগ্নিস্থিত রাজার শবদেহ প্রদক্ষিণ করলেন।

ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে।
আর্তানাং করুণং কালে ক্রোশন্তীনাং সহস্রশঃ॥ ২১

সেইসময় সহস্র সহস্র আর্ত নারীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি ক্রৌঞ্চীদের আর্তধ্বনির মতো শ্রুত হচ্ছিল।

ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
যানেভ্যঃ সরযূতীরমবতেরুর্নৃপাঙ্গনাঃ॥ ২২

অনন্তর দাহকর্ম-শেষে ক্রন্দন হেতু বিবশ রাণীরা যানারোহণে সরযূ তীরে এসে অবতরণ করলেন।

কৃতোদকং তে ভরতেন সার্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ২৩

অতঃপর ভরতের সঙ্গে মিলিতভাবেই রাণীরা, মন্ত্রীরা এবং রাজপুরোহিতেরা সরযূজলে তর্পণ (জলাঞ্জলি দান) সমাপন করে সাশ্রুনেত্রে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন এবং ভূমি প'রে শয়নোপবেশন দ্বারা দশদিন অতিবাহিত করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

———o———

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৭৭)

দ্বাদশ দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধে ভরত কর্তৃক ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধনরত্ন দান। অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসে পিতার অস্থি সংগ্রহের জন্য চিতাস্থানে গিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক উভয়কে সান্ত্বনা দান

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকারয়ৎ॥ ১

অনন্তর দশদিন অশৌচপালনান্তে একাদশ দিবসে অশৌচ মুক্ত হয়ে দ্বাদশ দিবসে রাজকুমার ভরত পিতার শ্রাদ্ধকর্ম করলেন।

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নং চ পুষ্কলম্।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
বাস্তিকং বহু শুক্লং চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা॥ ২

পিতৃশ্রাদ্ধে ভরত ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন, প্রভূত অন্ন, মহামূল্য বস্ত্র, মহামূল্যবান নানাবিধ রত্নরাজি, ছাগ, গাভী ও প্রভূত রৌপক (টাকা) দান করলেন।

দাসীর্দাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্ধ্বদেহিকম্॥ ৩

রাজার পারলৌকিক কার্যে পুত্র ভরত ব্রাহ্মণদের অনেক দাসদাসী, যান-বাহন এবং বড় বড় বাসস্থান দান করলেন।

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্ছিতঃ॥ ৪

অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসের প্রভাতবেলায় মহাবীর ভরত বিলাপ করতে করতে শোক-মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

শব্দাপিহিতকণ্ঠশ্চ শোধনার্থমুপাগতঃ।
চিতামূলে পিতুর্বাক্যমিদমাহ সুদুঃখিতঃ॥ ৫

অতঃপর স্বর্গত পিতার সংগৃহীত অস্থি শোধনের জন্য চিতার কাছে এসে অতীব শোকার্ত ভরত গদ্গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

তাত যস্মিন্ নিসৃষ্টোঽহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে।
তস্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে ত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া॥ ৬

'পিতঃ! আপনি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামের উপর আমায় অর্পণ করেছিলেন, সেই দাদা বনবাসিত হওয়ায় আমি শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলাম!

যস্যা গতিরনাথায়াঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তামম্বাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্বা ত্বং ক্ব গতো নৃপ॥ ৭

'রাজন্! অনাথা মাতা কৌশল্যার একমাত্র গতি পুত্র রামকে বনে নির্বাসিত করে হে পিতঃ! আপনি কোথায় চলে গেলেন?'

দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দগ্ধাস্থি স্থানমণ্ডলম্।
পিতুঃ শরীরনির্বাণং নিষ্টনন্ বিষসাদ হ॥ ৮

পিতার মরদেহের অস্থিরাশির দহনস্থানকে ঈষৎ রক্তিমাভ ধূসর ভস্মাচ্ছাদিত দেখে ভরত করুণ বিলাপ করতে লাগলেন।

স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পপাত ধরণীতলে।
উত্থাপ্যমানঃ শক্রস্য যন্ত্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥ ৯

সেই চিতাস্থান দেখে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গেলে, ইন্দ্রের যন্ত্রধ্বজাকে যেমন সকলে মিলিতভাবে তুলে ধরে, সেইরকমভাবে সকলে মিলে তাঁকে তুলে ধরলেন।

অভিপেতুস্ততঃ সর্বে তস্যামাত্যাঃ শুচিব্রতম্।
অন্তকালে নিপতিতং যযাতিমৃষয়ো যথা॥ ১০

যেমন পুণ্যফলের অবসানে রাজা যযাতির স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতনের সময় ঋষিরা সকলে উপস্থিত ছিলেন, তেমনই পিতৃশোকাক্রান্ত পুণ্যব্রত ভরতের ভূমিতে পতনের সময় অমাত্যরা সকলে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্।
বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্॥ ১১

ভরতকে শোকাপ্লুত দেখে শত্রুঘ্নও রাজাকে স্মরণ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

উন্মত্ত ইব নিশ্চিত্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
স্মৃত্বা পিতুর্গুণাঙ্গানি তানি তানি তদা তদা॥ ১২

বারবার পিতার গুণরাজি স্মরণ করে অত্যন্ত দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে — বিলাপ করতে লাগলেন—

মন্থরাপ্রভবস্তীব্র কৈকেয়ীগ্রাহসংকুলঃ।
বরদানময়োঽক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ ॥ ১৩

'হায়! রাজা দশরথ কর্তৃক রাণী কৈকেয়ীকে বরদানরূপ তীব্র শোকহেতু আমরা সকলে কৈকেয়ীরূপ ভয়ঙ্কর জলজন্তু-সমাকীর্ণ, মন্থরারূপী শোকসাগরে

নিমজ্জিত হলেন।

সুকুমারং চ বালং চ সততং লালিতং ত্বয়া।
ক্ব তাত ভরতং হিত্বা বিলপন্তং গতো ভবান্॥ ১৪

'হায়, পিতঃ! আপনি যাকে সর্বদা সস্নেহে লালন-পালন করেছেন, সুকুমারমতি, কোমলদেহ সেই ভরতকে বিলাপরত অবস্থায় পরিত্যাগ করে আপনি কোথায় গেলেন!

ননু ভোজ্যেষু পানেষু বস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ।
প্রবারয়তি সর্বান্ নস্তন্নঃ কোঽন্য করিষ্যতি॥ ১৫

'আপনি আমাদের সকলের রুচি অনুসারে ভোজন, পান, বস্ত্র ও আভরণ বিষয়ে যত্ন করতেন। এখন আর কে করবে!

অবদারণকালে তু পৃথিবী নাবদীর্যতে।
বিহীনা যা ত্বয়া রাজ্ঞা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা॥ ১৬

'আপনি মহান ধর্মজ্ঞ রাজা! আপনার বিহনে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না; (এটাই আশ্চর্য ব্যাপার)!

পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ১৭

'পিতা স্বর্গত হলেন, রাম বনবাসী হলেন! আমার আর বেঁচে থাকার সামর্থ্য কোথায়? আমি আগুনে প্রবেশ করব।

হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রা চ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতাম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্॥ ১৮

'ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের পালিতা কিন্তু বর্তমানে ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন শূন্য অযোধ্যাপুরীতে আমি আর প্রবেশ করব না—তপোবনেই চলে যাব।'

তয়োর্বিলপিতং শ্রুত্বা ব্যসনং চাপ্যবেক্ষ্য তৎ।
ভৃশমার্ততরা ভূয়ঃ সর্ব এবানুগামিনঃ॥ ১৯

ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপবাক্য শ্রবণ করে এবং দুর্দশা দর্শন করে অযোধ্যাবাসীরা সকলে আরও বেশি কাতর হয়ে উঠল।

ততো বিষণ্ণৌ শ্রান্তৌ চ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ।
ধরণ্যাং স্ম ব্যচেষ্টেতাং ভগ্নশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ॥ ২০

বিষণ্ণ এবং শ্রান্ত দুই ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিং-ভাঙা বৃষের মতো ছটফট করতে লাগলেন।

ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বসিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥ ২১

তখন তাঁদের পিতার পুরোহিত সত্ত্বগুণান্বিত প্রকৃত বিদ্বান বশিষ্ঠদেব ভরতকে ভূমি থেকে উঠিয়ে তাঁকে বললেন—

ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে॥ ২২

'হে মহান্! তোমার স্বর্গত পিতার দাহসংস্কারের পর আজ ত্রয়োদশ দিবস। তাঁর অবশিষ্ট কাজ—অস্থি-সংগ্রহে বিলম্ব করছ কেন?

ত্রীণি দ্বন্দ্বানি ভূতেষু প্রবৃত্তান্যবিশেষতঃ।
তেষু চাপরিহার্যেষু নৈবং ভবিতুমর্হসি॥ ২৩

'প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তি, হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিনাশ তিন অবস্থা অপরিহার্য; অতএব এই ব্যাপারে তোমার কাতর হওয়া উচিত নয়।'

সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ॥ ২৪

তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে ভূমি থেকে উঠিয়ে বসালেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা শোনালেন।

উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ।
বর্ষাতপপরিগ্লানৌ পৃথগিন্দ্রধ্বজাবিব॥ ২৫

নরশ্রেষ্ঠ সেই যশস্বী ভ্রাতৃদ্বয় উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের রৌদ্র ও বৃষ্টিতে মলিন দুটি পৃথক পৃথক ইন্দ্রধ্বজার মতো দেখাচ্ছিল।

অশ্রূণি পরিমৃদ্নন্তৌ রক্তাক্ষৌ দীনভাষিণৌ।
অমাত্যাস্ত্বরয়ন্তি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৬

অশ্রুমোচন হেতু রক্তচক্ষু রাজকুমারদ্বয় ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলছিলেন; অমাত্যগণ তখন তাঁদের অন্যান্য ক্রিয়া দ্রুত করণের জন্য প্রেরণা দিতে লাগলেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৭॥

———○———

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (৭৮)

ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরাকে শাস্তি দানের উপক্রম ও ভরতের কথায় তাকে স্ত্রীহত্যা থেকে নিবৃত্তি করা

অথ যাত্রাং সমীহন্তং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ভরতং শোকসন্তপ্তমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে পিতৃক্রিয়া সমাপনান্তে, রামচন্দ্রের নিকট গমনোদ্যত শোকসন্তপ্ত ভরতকে লক্ষ্মণানুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বললেন—

গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্॥ ২

'ভ্রাতা ! দুঃখের সময় যিনি সকল প্রাণীর তথা আত্মজনের আশ্রয়স্থল, সর্বসত্ত্বগুণসম্পন্ন সেই রাম একজন স্ত্রী কর্তৃক নির্বাসিত হলেন !

বলবান্ বীর্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঽপ্যসৌ।
কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্॥ ৩

'যে বলশালী লক্ষ্মণ বীর্যবান বলে সুপরিচিত, তিনি পিতাকে নিগৃহীত করেও কেন রামকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না ?

পূর্বমেব তু নিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষ্য নয়ানয়ৌ।
উৎপথং যঃ সমারূঢ়ো নার্যা রাজা বশং গতঃ॥ ৪

'রাজা যে এক নারীর বশীভূত হয়ে বিপথে চালিত হয়েছেন, পূর্বেই ন্যায়-অন্যায় সম্যক্‌রূপে বিচারপূর্বক রাজাকে (বিপথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য) নিগৃহীত করা উচিত ছিল।'

ইতি সম্ভাষমাণে তু শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে।
প্রাগ্দ্বারেঽভূৎ তদা কুব্জা সর্বাভরণভূষিতা॥ ৫

লক্ষ্মণানুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন যখন ক্রুদ্ধ হয়ে এই সকল কথা বলেছিলেন, সেই সময় কুব্জা মন্থরা অলঙ্কার-ভূষিতা হয়ে পূর্বদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী।
বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা॥ ৬

উত্তম চন্দনলেপিত অঙ্গে রাজকীয় বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেখলাদামভিশ্চিত্রৈরন্যৈশ্চ বরভূষণৈঃ।
বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুবদ্ধেব বানরী॥ ৭

কোমরে মেখলা এবং অঙ্গে নানাবিধ রাজকীয় অলঙ্কারশোভিতা মন্থরাকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর মতো দেখাচ্ছিল।

তাং সমীক্ষ্য তদা দ্বাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্।
গৃহীত্বাকরুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৮

গুরুতর পাপকারিণী কুব্জাকে দেখে দ্বারপাল নির্দয়ভাবে তাকে শত্রুঘ্নের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল—

যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি॥ ৯

'রাজকুমার ! যার নৃশংসতার জন্য রাম বনবাসে গেছেন এবং আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করেছেন, এ সেই পাপিনী ; আপনি এর প্রতি যথাবিধি ব্যবহার করুন।'

শত্রুঘ্নশ্চ তদাজ্ঞায় বচনং ভৃশদুঃখিতঃ।
অন্তঃপুরচরান্ সর্বানিত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ॥ ১০

অন্যায়ের প্রতিবাদরূপ ব্রতধারী শত্রুঘ্ন ও দুঃখকাতর দ্বারপালদের কথা শুনে অন্তঃপুরবাসীদের বললেন—

তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৄণাং মে তথা পিতুঃ।
যথা সেয়ং নৃশংসস্য কর্মণঃ ফলমশ্নুতাম্॥ ১১

'এই পাপিনী আমার ভ্রাতাদের তথা পিতাকে নিদারুণ দুঃখ দিয়েছে ; এখন সে সেই নৃশংস কর্মের ফল ভোগ করুক।'

এবমুক্তা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্ গৃহমনাদয়ৎ॥ ১২

এই কথা বলেই শত্রুঘ্ন সখী পরিবেষ্টিতা কুব্জাকে জোর করে দ্রুত ধরে ফেললেন, আর কুব্জাও ভয়ে চিৎকার করে গৃহকে মুখরিত করে তুলল।

ততঃ সুভৃশসন্তপ্তস্তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।
ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ব্যপলায়ত সর্বশঃ॥ ১৩

শত্রুঘ্নকে তদ্রূপ কুপিত দেখে, কুব্জার সখীরা সকলে অত্যন্ত ভয়ে ভীত হয়ে ইতস্তত পলায়ন করল।

অমন্ত্রয়ত কৃৎস্নশ্চ তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।
যথায়ং সমুপক্রান্তো নিঃশেষং নঃ করিষ্যতি॥ ১৪

কুব্জার সখীরা সকলে একত্রিত হয়ে পরস্পর আলোচনা করতে লাগল—'ইনি যেভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের সকলকেই শেষ করে দেবেন।

সানুক্রোশাং বদান্যাং চ ধর্মজ্ঞাং চ যশস্বিনীম্।
কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ॥ ১৫

'অতএব আমরা দয়াবতী, উদারহৃদয়া, ধর্মজ্ঞা ও যশস্বিনী কৌশল্যামাতার শরণাগত হব ; তিনিই আমাদের নিশ্চিত আশ্রয়।'

স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ।
বিচকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে॥ ১৬

শত্রুবিনাশকারী শত্রুঘ্ন রোষাবিষ্ট হয়ে চিৎকাররতা ভূলুণ্ঠিতা কুব্জাকে ভূমি 'পরে ঘর্ষণ করতে করতেই টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন।

তস্যাং হ্যাকৃষ্যমাণায়াং মন্থরায়াং ততস্ততঃ।
চিত্রং বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদ্ব্যশীর্যত॥ ১৭

মন্থরাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় ; ভূমিতে ঘর্ষণ-জনিত কারণে তার দেহের অলঙ্কারগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তেন ভাণ্ডেন বিস্তীর্ণং শ্রীমদ্ রাজনিবেশনম্।
অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা॥ ১৮

রাজভবনে ইতস্তত বিস্তীর্ণ অলঙ্কারের টুকরো পড়ে থাকায় গৃহতল শরৎকালীন আকাশের মতো নক্ষত্রখচিত দেখাচ্ছিল।

স বলী বলবৎ ক্রোধাদ্ গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ।
কৈকেয়ীমভিনির্ভর্ৎস্য বভাষে পরুষং বচঃ॥ ১৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান শত্রুঘ্ন মন্থরাকে কঠোর শাসন করতে উদ্যত হলে তাঁকে বাধা দিয়ে মন্থরাকে উদ্ধারের জন্য আগতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে তাঁর প্রতি অত্যন্ত কঠোর বাক্য উচ্চারণ করলেন।

তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা।
শত্রুঘ্নভয়সংত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা॥ ২০

শত্রুঘ্নের সেই কঠোর ও দুঃখজনক বাক্যে অত্যন্ত দুঃখিতা ও শত্রুঘ্নের ভয়ে ভীতা কৈকেয়ী স্বীয়পুত্র ভরতের শরণাপন্ন হলেন।

তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি॥ ২১

শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখে, ভরত তাঁকে বললেন—'ভাই! স্ত্রীজাতি সকলেরই অবধ্য ; অতএব, তুমি মন্থরাকে ক্ষমা করো।

হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্॥ ২২

'ধার্মিক রাম যদি আমাকে মাতৃহন্তা বলে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হতেন, তবে আমিই পাপীয়সী দুষ্টা কৈকেয়ীকে হত্যা করতাম।

ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ।
ত্বাং চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৩

'রঘুনন্দন রাম যদি জানতে পারেন যে কুব্জাকে হত্যা করা হয়েছে, তবে ধর্মাত্মা রাম তোমার এবং আমার সঙ্গে কথাই বলবেন না।'

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ন্যবর্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্ছিতাম্॥ ২৪

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন ভরতের কথা শুনে মূর্ছিতা মন্থরাকে ছেড়ে দিয়ে দোষমুক্ত হলেন।

সা পাদমূলে কৈকেয্যা মন্থরা নিপপাত হ।
নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্তা কৃপণং বিললাপ হ॥ ২৫

তখন, দুঃখাতুরা মন্থরা কৈকেয়ীর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ বিলাপ করতে লাগল।

শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাং
সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসয়দার্তরূপাং
ক্রৌঞ্চীং বিলগ্নামিব বীক্ষমাণাম্॥ ২৬

ভরতজননী কৈকেয়ী দেখলেন, শত্রুঘ্নের টানাটানিতে মাটির ঘর্ষণজাত অবঘাতে সংজ্ঞাহীনপ্রায় কুব্জা পাশবদ্ধা ক্রৌঞ্চীর মতো হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ; তিনি তাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৮॥

—o—

উনাশীতিতম সর্গ (৭৯)

ভরত কর্তৃক রাজ্য গ্রহণের জন্য মন্ত্রীদের প্রস্তাব অগ্রাহ্যপূর্বক অভিষেকসামগ্রী প্রদক্ষিণ এবং রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী শ্রীরামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করে সকল ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দান

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসেঽথ চতুর্দশে।
সমেত্য রাজকর্তারো ভরতং বাক্যমব্রুবন্॥ ১

অনন্তর পিতৃকৃত্য সমাপনের চতুর্দশ দিবসে প্রাতঃকালে রাজকর্মাধিকারীরা সমবেত হয়ে ভরতকে বললেন—

গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুরুঃ।
রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষ্মণং চ মহাবলম্॥ ২

'আমাদের গুরু অপেক্ষাও গুরুতর মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে এবং তৃতীয় পুত্র মহাবলী লক্ষ্মণকে বনবাসে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গত হয়েছেন।

ত্বমদ্য ভব নো রাজা রাজপুত্রো মহাযশঃ।
সংগত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতদনায়কম্॥ ৩

'হে মহাযশস্বী রাজকুমার ভরত! সম্প্রতি নায়কহীন এইরাজ্যের ন্যায়সম্মতভাবে আপনিই রাজা হোন, এতে কোনও অপরাধ হবে না।

আভিষেচনিকং সর্বমিদমাদায় রাঘব।
প্রতীক্ষতে ত্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ॥ ৪

'রাজকুমার রঘুনন্দন! আত্মজন এবং সকল শ্রেণীর পুরজন অভিষেকদ্রব্যসম্ভার নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা করছে।

রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্।
অভিষেচয় চাত্মানং পাহি চাস্মান্ নরর্ষভ॥ ৫

'হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনার পিতৃ-পিতামহের এই রাজ্য আপনি নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে রাজপদে অভিষিক্ত হোন এবং আমাদের রক্ষা করুন।'

আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা সর্বং প্রদক্ষিণম্।
ভরতস্তং জনং সর্বং প্রত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ॥ ৬

রাজকর্মচারীদের অনুরোধ শুনে উত্তম ব্রতধারী ভরত অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন—

জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ।
নৈবং ভবন্তো মাং বক্তুমর্হন্তি কুশলা জনাঃ॥ ৭

'হে সজ্জনগণ! রঘুবংশের নীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী সুতরাং আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এইরকম বলা ঠিক নয়।

রামঃ পূর্বো হি নো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি বর্ষাণি নব পঞ্চ চ॥ ৮

'রামচন্দ্র আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনিই রাজা হবেন, আর আমি চৌদ্দ বছর বনে বাস করব।

যুজ্যতাং মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবলা।
আনয়িষ্যাম্যহং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ॥ ৯

'আপনারা বিশাল চতুরঙ্গ (রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক) সেনাবাহিনী সজ্জিত করুন; আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনব।

আভিষেচনিকং চৈব সর্বমেতদুপস্কৃতম্।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি॥ ১০

তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্।
আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যবাহমিবাধ্বরাৎ॥ ১১

'অভিষেকের সকল উপহারসামগ্রী সামনে নিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যাব; সেখানেই নরশার্দূল রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করে, অগ্নিকে যেমন সম্মুখে রেখে যজ্ঞস্থল থেকে নিয়ে আসা হয়, সেইভাবেই রামকে সামনে রেখে অযোধ্যায় নিয়ে আসব।

ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীম্।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি॥ ১২

'আমার মাতৃনামধারিণী কৈকেয়ীর কামনা আমি পূরণ হতে দেব না। আমি দুর্গম বনে বাস করব, আর রাম রাজা হবেন।

ক্রিয়তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমানি বিষমাণি চ।
রক্ষিণশ্চানুসংযান্তু পথি দুর্গবিচারকাঃ॥ ১৩

'দুর্গম পথে চলতে পারে এমন রক্ষীদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে, পথনির্মাণকারী কারিগরেরা উঁচু-নিচু পথগুলি সমান করে পথ নির্মাণ করুক।'

এবং সম্ভাষমাণং তং রামহেতোর্নৃপাত্মজম্।
প্রত্যুবাচ জনঃ সর্বঃ শ্রীমদ্ বাক্যমনুত্তমম্॥ ১৪

রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য

রাজকুমার ভরত এই কথা বললে, উপস্থিত জনগণ ভরতের উদ্দেশ্যে অত্যুত্তম বাক্যে বললেন—

এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতাম্।
যস্ত্বং জ্যেষ্ঠে নৃপসুতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি॥ ১৫

'হে রাজকুমার ভরত ! আপনি যে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রামকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ করতে চেয়েছেন সেইজন্য কমলালয়া লক্ষ্মীদেবী আপনাকে আশ্রয় করুন !'

অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজঃ
প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতি বাষ্পবিন্দবো
নিপেতুরার্যাননেত্রসম্ভবাঃ ॥ ১৬

রাজকুমার ভরত জনগণের কথিত অত্যুত্তম আশীর্বচন শ্রবণ করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করলেন। সেই অশ্রুধারা তাঁর মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু পতিত হতে লাগল।

উচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টাঃ
সামাত্যাঃ সপরিষদো বিয়াতশোকাঃ।
পন্থানং নরবরভক্তিমান্ জনশ্চ
ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥ ১৭

শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের মুখে এই কথা শুনে সপরিষদ অমাত্যবর্গ শোকবিস্মৃত হয়ে সানন্দে ভরতকে বললেন — 'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নির্দেশে শ্রদ্ধাসম্পন্ন কারিগরদের পথ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।'

— —o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

———o———

অশীতিতম সর্গ (৮০)

বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা অযোধ্যা থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত সুরম্য বাসস্থান এবং কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ

অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ।
স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥ ১
কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥ ২
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে॥ ৩

ভরতের নির্দেশে বনবাস থেকে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য মৃত্তিকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সূত্রধর, পথ অবরোধক বৃক্ষচ্ছেদক, রন্ধনকার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বাড়ি চুনকাম করার লোক, বাঁশের কাজে অভিজ্ঞজন এবং চর্মকার প্রভৃতি সকলে রামের আগমনের পথ প্রস্তুত করতে এবং সেই সকল কর্মপরিদর্শকগণ সকলে আগেই চলে গেল।

স তু হর্ষাৎ তমুদ্দেশং জনৌঘো বিপুলঃ প্রয়ান্।
অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্বণি॥ ৪

শ্রীরামের প্রত্যাবর্তনের পথ নির্মাণের জন্য সেইদিকে উল্লসিত জনতা পর্বদিনে সাগরের জলোচ্ছ্বাসের মতো চলতে লাগল।

তে স্ববারং সমাস্থায় বর্ত্মকর্মণি কোবিদাঃ।
করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে॥ ৫

পথ নির্মাণে অভিজ্ঞ কারিগরেরা দলবল নিয়ে নানা যন্ত্রপাতিসহ আগে আগে চলতে লাগল।

লতা বল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থাণূনশ্মন এব চ।
জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ দ্রুমান্॥ ৬

তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা, বড় বড় লতার ঝোপ, শাখাশূন্য বৃক্ষ ও পথ অবরোধকারী বড় বড় গাছ কেটে এবং প্রস্তরখণ্ড সকল সরিয়ে শ্রীরামের আগমনের পথ তৈরি করতে লাগল।

অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্ বৃক্ষানরোপয়ন্।
কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৭

কেউ কেউ পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপন করতে লাগল, আবার কেউ কেউ দা, কুড়ুল ও পাথরকাটা যন্ত্র দিয়ে পথ অবরোধকারী অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষ-তৃণাদি কাটতে লাগল।

অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরাঃ।
বিধমন্তি স্ম দুর্গাণি স্থলানি চ ততস্ততঃ॥ ৮
অপরেঽপূরয়ন্ কূপান্ পাংসুভিঃ শ্বভ্রমায়তম্।
নিম্নভাগাংস্তথৈবাশু সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ॥ ৯

বলবান কেউ কেউ বেনামূল উৎপাটিত করে ইতস্তত দুর্গম উঁচু-নিচু স্থানকে সমতল করতে লাগল, আবার কেউ কেউ-বা বড় বড় গর্ত ও পথের নিচু স্থানগুলিকে মাটি দিয়ে ভরাট করে সমতল করতে লাগল।

ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সংচুক্ষুদুস্তথা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা॥ ১০

সেই কর্মীরা পথের যেখানে যেখানে বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করল ; যেসকল স্থান খনন করা প্রয়োজন সেই সেই স্থান খনন করে পথ সমতল করে দিল আর পথের জল নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানসকল বিদীর্ণ করে দিল।

অচিরেণ তু কালেন পরিবাহান্ বহূদকান্।
চক্রুর্বহুবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন্॥ ১১

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বহুজলপূর্ণ নানা আকারের পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করল, তাদের মধ্যে কোনও কোনওটি আবার সাগরের মতো বড়।

নির্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুরুত্তমান্।
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিমণ্ডিতান্॥ ১২

জলহীন স্থানে তারা বেদিকাশোভিত বহু সরোবর খনন করল।

সসুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ।
মত্তোদ্ঘুষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ॥ ১৩
চন্দনোদকসংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ।
বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ সুরপথোপমঃ॥ ১৪

মধ্যে মধ্যে পান্থশালার জন্য সুধাধবলিত (চুনকাম করা) ও পতাকাশোভিত কুটীর, তাদের চতুর্দিকে কূজনরত পক্ষীকুল-পরিবৃত পুষ্পিত বৃক্ষসকল সুশোভিত, চন্দন-বারিসিক্ত ও নানাপুষ্প-সুশোভিত পতাকাশোভিত দেব-চলাচলের পথের মতো সেনা চলাচলের পথসকল নির্মিত হল।

আজ্ঞাপ্যাথ যথাজ্ঞপ্তি যুক্তাস্তেঽধিকৃতা নরাঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ॥ ১৫
যো নিবেশস্ত্বভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণোপমম্॥ ১৬

গমনপথ নির্মাণের পর মহাত্মা ভরতের অভিপ্রেত শিবির নির্মাণের জন্য আধিকারিকেরা রমণীয় এবং অধিক পরিমাণে সুস্বাদু ফলসমন্বিত বৃক্ষসমাবৃত স্থান নির্ণয় করে সেখানে নানা অলংকারভূষিত গৃহ নির্মাণের জন্য কর্মীদের আদেশ দিলেন।

নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্তেষু চ তদ্বিদঃ।
নিবেশান্ স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ॥ ১৭

বাস্তুকর্মবিদ বাস্তুকারগণ শুভ নক্ষত্র মুহূর্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবির নির্মাণ করলেন।

বহুপাংসুচয়াশ্চাপি পরিখাঃ পরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ॥ ১৮
প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ।
পতাকাশোভিতাঃ সর্বে সুনির্মিতমহাপথাঃ॥ ১৯
বিসর্পদ্ভিরিবাকাশে বিটঙ্কাগ্রবিমানকৈঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্নিবেশাস্তে বভুঃ শক্রপুরোপমাঃ॥ ২০

শিবিরগুলি সব বালুকারাশি দ্বারা উভয় তীরভূমি বাঁধানো ও মরকত মণিনির্মিত প্রতিমাশোভিত পরিখাবেষ্টিত

মালা ও পতাকাশোভিত; পারাবত আবাসযুক্ত, সুধাধবলিত ইন্দ্রপ্রাসাদতুল্য প্রাসাদ ও রাজপথ-পরিবৃত হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

জাহ্নবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাম্।
শীতলামলপানীয়াং মহামীনসমাকুলাম্॥ ২১
সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতং যথা
নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত
ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পিনির্মিতঃ॥ ২২

ক্রীড়ারত বড় বড় মৎস্যশোভিত স্বচ্ছ ও শীতল পানীয় জলসমন্বিত গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত, উভয়তীর বৃক্ষরাজি-শোভিত কাননসমন্বিত, চন্দ্র ও তারকাশোভিত এই রাজপথ দক্ষ শিল্পী কর্তৃক নির্মিত নির্মল আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতম সর্গ (৮১)

প্রভাতে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শুনে ভরতের দুঃখ প্রকাশ ও বিলাপ, সভামধ্যে বশিষ্ঠদেবের আগমন এবং সভায় ভরত ও মন্ত্রীদের আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ

ততো নান্দীমুখীং রাত্রিং ভরতং সূতমাগধাঃ।
তুষ্টুবুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ স্তবৈর্মঙ্গলসংস্তবৈঃ॥ ১

অনন্তর নান্দীমুখের রাত্রিতে বিশেষজ্ঞ সূতেরা এবং মাগধেরা মঙ্গলসূচক স্তবের দ্বারা ভরতকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন।

সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাণদদ্যামদুন্দুভিঃ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ শতশো বাদ্যাংশ্চোচ্চাবচস্বরান্॥ ২

প্রহরে প্রহরে সুবর্ণ দণ্ডাঘাতে দুন্দুভি, উচ্চাবচস্বরে শতশত শঙ্খ এবং অন্যান্য বাদ্য নিনাদিত হতে লাগল।

স তূর্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপূরয়ন্নিব।
ভরতং শোকসন্তপ্তং ভূয়ঃ শোকৈররন্ধ্রয়ৎ॥ ৩

সেই সুমহান বাদ্যধ্বনি আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়ে শোকসন্তপ্ত ভরতকে যেন শোকাগ্নিতে পরিপাক করতে লাগল।

ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সন্নিবর্ত্য চ।
নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ॥ ৪

সেই বাদ্যধ্বনি শুনে ভরত সচেতন হয়ে 'আমি রাজা নই' বলে বাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়ে শত্রুঘ্নকে বললেন—

পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ।
বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ॥ ৫

'শত্রুঘ্ন! দেখো, কৈকেয়ী জগতের কী ভীষণ ক্ষতি করেছেন, আর আমার উপর দুঃখরাশি ঢেলে দিয়ে মহারাজ দশরথ স্বর্গে চলে গেলেন!

তস্যৈষা ধর্মরাজস্য ধর্মমূলা মহাত্মনঃ।
পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে॥ ৬

'মহাত্মা ধর্মরাজের এই রাজ্যের মূলে ছিল ধর্ম। এখন ধর্মরাজহীন সেই রাজলক্ষ্মী কর্ণধারহীন নৌকার মতো জলে টলমল করছে।

যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনে।

অনয়া ধর্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্।। ৭

'পিতৃহীন আমাদের এই দুঃসময়ে যিনি ছিলেন আমাদের মহান অধিপতি, মাতা কৈকেয়ী ধর্মকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই রঘুনন্দন শ্রীরামকে বনবাসিত করেছেন।'

ইত্যেবং ভরতং বীক্ষ্য বিলপন্তমচেতনম্।
কৃপণা রুরুদুঃ সর্বাঃ সুস্বরং যোষিতস্তদা।। ৮

এইভাবে বিলাপ করতে করতে অচেতনা হয়ে গেলে, রাজপ্রাসাদস্থিত রমণীরা সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

তথা তস্মিন্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্মবিৎ।
সভামিক্ষ্বাকুনাথস্য প্রবিবেশ মহাযশাঃ।। ৯

ভরত যখন এইভাবে বিলাপ করছিলেন, সেই সময় রাজধর্মবিদ মহাযশস্বী বশিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুকুলের রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

শাতকুম্ভময়ীং রম্যাং মণিহেমসমাকুলাম্।
সুধর্মামিব ধর্মাত্মা সগণঃ প্রত্যপদ্যত।। ১০
স কাঞ্চনময়ং পীঠং স্বস্ত্যাস্তরণসংবৃতম্।
অধ্যাস্ত সর্ববেদজ্ঞো দূতাননুশশাস চ।। ১১

সকল বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ধর্মাত্মা বশিষ্ঠদেব সুবর্ণ-নির্মিত মণিময় রমণীয় দেবসভাতুল্য সেই রাজসভাগৃহে সশিষ্য প্রবেশ করে 'স্বস্তিক' চিহ্নযুক্ত আস্তরণমণ্ডিত আসনে উপবেশনপূর্বক দূতগণকে আদেশ দিলেন—

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্।
ক্ষিপ্রমানয়তাব্যগ্রাঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি নঃ।। ১২
সরাজপুত্রং শত্রুঘ্নং ভরতং চ যশস্বিনম্।
যুধাজিতং সুমন্ত্রং চ যে চ তত্র হিতা জনাঃ।। ১৩

'আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম আছে, অতএব, তোমরা প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের; যোদ্ধা তথা সেনাপতিদের, মন্ত্রীদের এবং জনগণের নেতৃবৃন্দকে সত্বর আহ্বান করে নিয়ে এসো। অন্যান্য রাজকুমারদের সঙ্গে যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্নকেও আহ্বান করে নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে যুধাজিৎ, সুমন্ত্র এবং অপরাপর রাজহিতৈষীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে!'

ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুদপদ্যত।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগচ্ছতাম্।। ১৪

তখন রথ, হস্তী ও অশ্বের এবং জনগণের উচ্চ কলরোল দশদিক মুখরিত করে তুলল।

ততো ভরতমায়ান্তং শতক্রতুমিবামরাঃ।
প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা।। ১৫

দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতারা যেমনভাবে অভিনন্দিত করেন, ভরতকে আসতে দেখে, প্রজাবৃন্দ রাজা দশরথকে যেমন সেইরকমভাবেই অভিনন্দিত করল।

হ্রদ ইব তিমিনাগসংবৃতঃ
স্তিমিতজলো মণিশঙ্খশর্করঃ।
দশরথসুতশোভিতা সভা
সদশরথেব বভূব সা পুরা।। ১৬

রাজা দশরথের উপস্থিতিতে রাজসভাগৃহের মতো দশরথপুত্র ভরতের দ্বারা শোভিত, সভাসদগণ-পরিপূর্ণ রাজসভাকে মণি, শঙ্খ ও উপলখণ্ড-সমন্বিত তিমি নাগাদি-পরিপূর্ণ অগাধ স্থিরজলাশয়ের মতো দেখাচ্ছিল।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ।। ৮১।।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।। ৮১।।

———০———

দ্ব্যশীতিতম সর্গ (৮২)

রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ভরতের প্রতি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশের অনৌচিত্য প্রদর্শনপূর্বক শ্রীরামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যাত্রা করতে সকলের প্রতি ভরতের নির্দেশ

তামার্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাম্।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব॥ ১

বুদ্ধিমান ভরত দেখলেন, পূর্ণচন্দ্রশোভিতা রাত্রির মতো পূজনীয় সজ্জনগণ-পরিবৃত সেই রাজসভা সুশোভিতা।

আসনানি যথান্যায়মার্যাণাং বিশতাং তদা।
বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা॥ ২

যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট জ্ঞানীজনদের উত্তম বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য ও অঙ্গরাগে সেই উত্তম সভা সমুদ্ভাসিতা।

সা বিদ্বজ্জনসম্পূর্ণা সভা সুরুচিরা তথা।
অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেণ শর্বরী॥ ৩

মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্র-সমুদ্ভাসিতা রাত্রির মতো, বিদ্বজ্জনা-পরিবৃতা সেই সভা বড়ই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

রাজ্ঞস্তু প্রকৃতীঃ সর্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্মবিৎ।
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং মৃদু চাব্রবীৎ॥ ৪

ধর্মজ্ঞ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব সভায় রাজার সকল প্রজাকে উপস্থিত দেখে ভরতকে মৃদুস্বরে বললেন—

তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্মমাচরন্।
ধনধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব॥ ৫

'বৎস ! রাজা দশরথ ধনধান্যবতী সমৃদ্ধিশালিনী এই পৃথিবী তোমায় প্রদান এবং নিজে ধর্মাচরণ করে স্বর্গত হয়েছেন !

রামস্তথা সত্যবৃত্তিঃ সতাং ধর্মমনুস্মরন্।
নাজহাৎ পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ॥ ৬

'সত্যসন্ধ শ্রীরামও তদ্রূপ সজ্জনধর্ম স্মরণ করে, উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করে না, সেইরকম পিত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করেননি।

পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
তদ্ ভুঙ্ক্ষ্ব মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়॥ ৭
উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ।
কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥ ৮

'দশরথ এবং শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করে গেছেন ; তুমিও শীঘ্র রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে মন্ত্রীদের প্রসন্ন করো। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিকের এবং সমুদ্রতীরবর্তী রাজারা তোমাকে কর প্রদান করুক।'

তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ।
জগাম মনসা রামং ধর্মজ্ঞো ধর্মকাঙ্ক্ষয়া॥ ৯

কুলগুরু বশিষ্ঠের সেই কথা শুনে ধর্মজ্ঞ ভরত শোকাভিভূত হয়ে ধর্মপালনাকাঙ্ক্ষায় মনে মনে শ্রীরামের শরণাগত হলেন।

সবাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্॥ ১০

হংসের কলধ্বনির ন্যায় স্বরবিশিষ্ট যুবক ভরত সেই সভামধ্যেই বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বিলাপ করতে করতে কুলপুরোহিতকে অভিযোগ করে বললেন—

চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ॥ ১১

'গুরুদেব ! যিনি ব্রহ্মচর্যপালনজনিত পবিত্র চরিত্র ; সর্ববিদ্যায় নিষ্ণাত (শ্রেষ্ঠ পারদর্শী), প্রজ্ঞাবান ও ধর্মাচরণে যত্নশীল, তাঁর রাজ্য ; আমার মতে কোন্ পাপী হরণ করবে ?

কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্ রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যং চাহং চ রামস্য ধর্মং বক্তুমিহার্হসি॥ ১২

'রাজা দশরথ থেকে জাত দশরথের পুত্র যে, সে কী করে পররাজ্যাপহরণকারী হবে ? আমি এবং এই রাজ্য তো রামেরই ! এই বুঝে ধর্মসঙ্গত কথা বলাই আপনার উচিত।

জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মাত্মা দিলীপনহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা॥ ১৩

'রাম হচ্ছেন দিলীপ ও নহুষের মতোই ধর্মাত্মা।

রাজা দশরথের মতো কাকুৎস্থ শ্রীরামই রাজ্য লাভের অধিকারী।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ॥ ১৪

'আমি যদি হীনজনোচিত অধর্মীয় পাপকর্ম করি ; তবে পৃথিবীতে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্করূপে প্রতিভাত হব।

যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৫

'আমার মা যে পাপকর্ম করেছেন, আমি তা ভালো মনে করি না। তাই আমি এখান থেকেই দুর্গম অরণ্যে অবস্থিত শ্রীরামকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম জানাই।

রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি॥ ১৬

'আমি শ্রীরামকেই অনুসরণ করব। নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই এই রাজ্যের রাজা, রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই পৃথিবীর রাজা হওয়ার যোগ্য।'

তদ্বাক্যং ধর্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ।
হর্ষান্মুমুচুরশ্রূণি রামে নিহিতচেতসঃ॥ ১৭

ভরতের সেই ধর্মযুক্ত কথা শুনে সভাসদ সকলে শ্রীরামে চিত্তার্পণ করে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

যদি ত্বার্যং ন শক্ষ্যামি বিনিবর্তয়িতুং বনাৎ।
বনে তত্রৈব বৎস্যামি যথার্যো লক্ষ্মণস্তথা॥ ১৮

ভরত আরও বললেন—'যদি আমি দাদাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম না হই তবে ভাই লক্ষ্মণের মতো বনেই বাস করব।

সর্বোপায়ং তু বর্তিষ্যে বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ।
সমক্ষমার্যমিশ্রাণাং সাধূনাং গুণবর্তিনাম্॥ ১৯

'গুণবান পূজনীয় সজ্জনদের সামনে আর্য রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টাই আমি করব।

বিষ্টিকর্মান্তিকাঃ সর্বে মার্গশোধকদক্ষকাঃ।
প্রস্থাপিতা ময়া পূর্বং যাত্রা চ মম রোচতে॥ ২০

'পথনির্মাণ কার্যে দক্ষ, বেতনভোগী ও অবৈতনিক, সবরকম কর্মীকেই আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি ; এখন আমিও যেতে চাই।'

এবমুক্ত্বা তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্॥ ২১

ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাত্মা ভরত সভাসদ্‌গণের সামনে এই কথা বলে, নিকটে অবস্থিত মন্ত্রণাকুশল সুমন্ত্রকে বললেন—

তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ।
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলং চৈব সমানয়॥ ২২

'সুমন্ত্রজি ! আপনি শীঘ্র চলুন ; আমার আদেশে সকলকে যাওয়ার নির্দেশ দিন এবং সত্বর সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করুন।'

এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা।
প্রহৃষ্টঃ সোঽদিশৎ সর্বং যথাসংদিষ্টমিষ্টবৎ॥ ২৩

মহাত্মা ভরতের এই নির্দেশে সুমন্ত্র অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে, সেই আদেশকে নিজের অভীষ্টজ্ঞানে সকলকে তা জানিয়ে দিলেন।

তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাধ্যক্ষা বলস্য চ।
শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্তনে॥ ২৪
ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্বা ভর্তৃন সর্বান্ গৃহে গৃহে।
যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ॥ ২৫

রঘুনন্দন রামকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট সকল প্রজাগণ ও সেনাপতিগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হল, প্রতি গৃহে সৈনিকদের পত্নীগণও আহ্লাদিতা হয়ে যাত্রার জন্য স্ব-স্ব পতিকে তাড়া দিতে লাগল।

তে হয়ৈর্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ।
সহ যোষিদ্বলাধ্যক্ষা বলং সর্বমচোদয়ন্॥ ২৬

সেনাপতিরা সৈনিকসকলকে দ্রুতগামী অশ্ব, গো-শকট অথবা মনোগতিসম্পন্ন রথে সস্ত্রীক আরূঢ় হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

সজ্জং তু তদ্ বলং দৃষ্ট্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ॥ ২৭

গুরু বশিষ্ঠের সন্নিকটে উপবিষ্ট ভরত, যাত্রার জন্য সৈন্যদের সজ্জিত দেখে, সুমন্ত্রকে বললেন—'শীঘ্র আমার রথ নিয়ে আসুন।'

ভরতস্য তু তস্যাজ্ঞাং পরিগৃহ্য প্রহর্ষিতঃ।

রথং গৃহীত্বোপযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ২৮

ভরতের আদেশ শিরোধার্য করে সুমন্ত্র সহর্ষে দ্রুত উত্তম অশ্বযোজিত রথ নিয়ে এলেন।

স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্
ব্রুবন্ সুযুক্তং দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং
প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা॥ ২৯

সত্যসন্ধ, প্রতাপশালী, দৃঢ়সঙ্কল্প রঘুবংশধর ভরত, মহারণ্যে গত যশস্বী গুরুজন রামকে ফিরিয়ে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য বলে বললেন—

তূর্ণং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায়॥ ৩০

'মহাশয় সুমন্ত্র! আপনি উঠুন, শীঘ্র চলে যান, সেনাপতিদের সৈন্যসংগ্রহ করতে বলুন। জগতের মঙ্গলের জন্যই বনবাসিত রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনতে চাই।'

স সূতপুত্রো ভরতেন সম্য-
গাজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্
বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনং চ॥ ৩১

সুমন্ত্র ভরত কর্তৃক সম্যক্ নির্দেশিত হয়ে পূর্ণকাম হলেন আর প্রজাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের, বন্ধুদের এবং সেনাপতিদের সকলকে ভরতের আদেশ জানিয়ে দিলেন।

ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্যবৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অযূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্॥ ৩২

তখন ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা সকলে উঠে উট, রথ, গর্দভ, হস্তী এবং অশ্বসকলকে সজ্জিত করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ (৮৩)

ভরতের বনযাত্রা এবং শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিবাস

ততঃ সমুত্থিতঃ কল্যমাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্।
প্রযযৌ ভরতঃ শীঘ্রং রামদর্শনকাময়া॥ ১

অনন্তর প্রাতঃকালে উত্থিত হয়ে ভরত উত্তম সাজে সজ্জিত রথে আরোহণ করে শ্রীরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র যাত্রা করলেন।

অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ।
অধিরুহ্য হয়ৈর্যুক্তান্ রথান্ সূর্যরথোপমান্॥ ২

মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ সূর্যের রথের তুল্য অশ্বচালিত রথে আরূঢ় হয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন।

নবনাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি।
অন্বযুর্ভরতং যান্তমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্॥ ৩

যথারীতি সজ্জিত নয় সহস্র হস্তী ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতের চলার পথে অনুগমন করল।

ষষ্ঠী রথসহস্রাণি ধন্বিনো বিবিধায়ুধাঃ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্॥ ৪

কীর্তিমান রাজপুত্র ভরতের যাত্রাকালে নানাবিধ অস্ত্রধারী ষাট হাজার রথারোহী যোদ্ধা তাঁর অনুগমন করল।

শতং সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারূঢ়ানি রাঘবম্।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্॥ ৫

শত সহস্র অশ্বারোহী সেনা রঘুকুলনন্দন কীর্তিমান

রাজপুত্রের অনুসরণ করল।

কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা॥ ৬

যশস্বিনী কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যা সন্তুষ্টচিত্তে রামকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়াসে সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হয়ে যাত্রা করলেন।

প্রয়াতাশ্চার্যসংঘাতা রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণম্।
তস্যৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বাণা হৃষ্টমানসাঃ॥ ৭

সজ্জনমণ্ডলী লক্ষ্মণসহ রামকে দেখার মানসে, হৃষ্টচিত্তে তাঁদেরই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে সানন্দচিত্তে ভরতের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্॥ ৮

তাঁরা নিজেরা আলোচনা করছিলেন —'জগতের শোক বিনাশক, মহাবীর, স্থিরচিত্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প ঘনশ্যাম রামকে কখন দেখতে পাব ?

দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ।
তমঃ সর্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ॥ ৯

'সূর্য উদিত হওয়ামাত্রই যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীরাম দেখামাত্রই আমাদের শোক দূর করবেন।'

ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ।
পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা॥ ১০

অযোধ্যার নাগরিকেরা পরস্পর এইরকম মঙ্গলময় আলোচনা করতে করতে পরস্পর আলিঙ্গন করে ভরতের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

যে চ তত্রাপরে সর্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।
রামং প্রতিযযুর্হৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ॥ ১১

অযোধ্যাবাসী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সম্মানিত অন্য নাগরিকেরা এবং সমৃদ্ধ বণিকেরা সকলে সানন্দে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ॥ ১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ॥ ১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষ্ণোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা॥ ১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা॥ ১৫
সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ ১৬

অযোধ্যাবাসী মণিকারগণ, উত্তম কুম্ভকার ও সূত্রকারগণ, অস্ত্রনির্মাণ-কুশলীরা, ময়ূরপুচ্ছ-শিল্পীরা, কাষ্ঠবিচ্ছেদগণ, মণিমুক্তাদি ছিদ্র করতে নিপুণ শিল্পীরা, হস্তীদন্ত থেকে সামগ্রী নির্মাণকারী কারিগর, সৌধ রং করার শিল্পীরা, গন্ধবণিকগণ, স্বর্ণকার, কম্বলনির্মাতা, স্নাপকগণ (যারা স্নান করায়), জল গরম করার জন্য ব্যক্তি, ধূপ ব্যবসায়ীরা, মদ্য ব্যবসায়ীরা, রজক, সীবন শিল্পী, গ্রামের সম্মাননীয় ব্যক্তি, সস্ত্রীক অভিনেতারা, কৈবর্তগণ, সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ পূত চরিত্র ব্রাহ্মণেরা প্রভৃতি সকলে গোরুর গাড়িতে আরোহণ করে ভরতের অনুগমন করলেন।

সুবেষাঃ শুদ্ধবসনাস্তাম্রমৃষ্টানুলেপিনঃ।
সর্বে তে বিবিধৈর্যানৈঃ শনৈর্ভরতমন্বয়ুঃ॥ ১৭

শুদ্ধ বসনে সুবেশিত ও তাম্রবর্ণের অঙ্গরাগে সুরঞ্জিত হয়ে সকলে ভিন্ন ভিন্ন যানারোহণে ভরতের অনুগমন করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা সান্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতম্।
ভ্রাতুরানয়নে যাতং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্॥ ১৮

আনন্দ-প্রফুল্লিতচিত্ত সৈনিকগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ফিরিয়ে আনতে প্রস্থিত, ভ্রাতৃবৎসল কৈকেয়ীসুত ভরতের অনুগমন করেছিল।

তে গত্বা দূরমধ্বানং রথযানাশ্বকুঞ্জরৈঃ।
সমাসেদুস্ততো গঙ্গাং শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি॥ ১৯

তাঁরা সকলে রথ, শকট, গজ ও অশ্বারূঢ় হয়ে অনেক দূরপথ গিয়ে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন।

যত্র রামসখা বীরো গুহো জ্ঞাতিগণৈর্বৃতঃ।
নিবসত্যপ্রমাদেন দেশং তং পরিপালয়ন্॥ ২০

সাবধানে সেই দেশ পালনরত, শ্রীরাম-সখা বীর গুহ, জ্ঞাতিগণ পরিবৃত হয়ে সেখানে বাস করছিলেন।

উপেত্য তীরং গঙ্গায়াশ্চক্রবাকৈরলঙ্কৃতম্।
ব্যবতিষ্ঠত সা সেনা ভরতস্যানুয়ায়িনী॥ ২১

ভরতের অনুগামী সেই সেনাবাহিনী, চক্রবাক

সুশোভিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে থেমে গেল।

নিরীক্ষ্যানুস্থিতাং সেনাং তাং চ গঙ্গাং শিবোদকাম্।
ভরতঃ সচিবান্ সর্বানব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ॥ ২২

পবিত্রসলিলা গঙ্গাকে দর্শন করে এবং বিশ্রামরত সেনাবাহিনীকে ক্লান্ত দেখে বাক্‌কুশলী ভরত মন্ত্রিগণকে বললেন—

নিবেশয়ত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্বতঃ।
বিশ্রান্তাঃ প্রতরিষ্যামঃ শ্ব ইমাং সাগরঙ্গমাম্॥ ২৩

'আমার সৈন্যবাহিনীকে ইচ্ছামতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশ্রাম করতে দিন ; কাল সকালে আমরা সাগরগামিনী এই নদীকে অতিক্রম করে যাব।

দাতুং চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঔর্ধ্বদেহনিমিত্তার্থমবতীর্যোদকং নদীম্॥ ২৪

'আমি এই গঙ্গানদীতে অবতরণ করে স্বর্গত মহারাজের ঔর্ধ্বদেহ নিমিত্ত জলাঞ্জলি দানের (তর্পণ করার) ইচ্ছা করছি।'

তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ।
ন্যবেশয়ংস্তাংশ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক্॥ ২৫

ভরত এই কথা বললে, অমাত্যগণ 'তাই হোক', এই বলে, তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে, সৈনিকদের পৃথক পৃথক স্থানে সন্নিবেশিত করলেন।

নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং
চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো
বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্তনম্॥ ২৬

মহানদী গঙ্গার তীরে, সামরিক বেশভূষাশোভিত সেনাবাহিনীকে সন্নিবেশিত করে, মহাত্মা রামের কথা চিন্তা করতে করতে ভরত সেই স্থানেই অবস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতম সর্গ (৮৪)

ভরতের সেনাবাহিনী দর্শনে, রামের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক জ্ঞাতিদের প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে উপচার দ্রব্যাদিসহ ভরতের নিকট গমন ও আতিথ্য গ্রহণের জন্য ভরতের প্রতি গুহের অনুরোধ

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং গঙ্গামন্বাশ্রিতাং নদীম্।
নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোঽব্রবীৎ॥ ১

এদিকে গঙ্গার তীরভূমি আশ্রয় করে সৈন্য-শিবিরের ধ্বজা দেখে নিষাদরাজ গুহ সমবেত আত্মীয়দের বললেন—

মহতীয়মিতঃ সেনা সাগরাভা প্রদৃশ্যতে।
নাস্যান্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিচিন্তয়ন্॥ ২

'বন্ধুগণ ! এখান থেকে অদূরে বিশাল সেনাবাহিনী দেখা যাচ্ছে। মনে মনে অনেক ভেবেও এর কূলকিনারা পাচ্ছি না।

যদা নু খলু দুর্বুদ্ধির্ভরতঃ স্বয়মাগতঃ।
স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারধ্বজো রথে॥ ৩

'রথশীর্ষে রক্তকাঞ্চনের চিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজা দেখা যাচ্ছে ; মনে হয় ভরত নিশ্চয়ই কোনও দুর্বুদ্ধি নিয়ে এসেছে।

বন্ধয়িষ্যতি বা পাশৈরথ বাস্মান্ বধিষ্যতি।
অনু দাশরথিং রামং পিত্রা রাজ্যাদ্ বিবাসিতম্॥ ৪

'মনে হয় আমাদের পাশবদ্ধ অথবা বধ করবে ; তারপর পিতা কর্তৃক নির্বাসিত দাশরথি রামের বিনাশসাধন করবে।

সম্পন্নাং শ্রিয়মন্বিচ্ছংস্তস্য রাজ্ঞঃ সুদুর্লভাম্।
ভরতঃ কৈকেয়ীপুত্রো হন্তুং সমধিগচ্ছতি॥ ৫

'কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজা দশরথ-এর সুদুর্লভ রাজলক্ষ্মীকে এবং সকল রাজৈশ্বর্য একাই ভোগ করার মানসে রামকে হত্যা করতে আসছে।

ভর্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম।
তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত॥ ৬

'দাশরথি রাম আমার প্রভুও বটে, আবার মিত্রও; (অতএব) তাঁর হিতার্থে তোমরা সকলে সন্নদ্ধ হয়ে গঙ্গাতীরে অবস্থান করো।

তিষ্ঠন্তু সর্বদাশাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংসমূলফলাশনাঃ॥ ৭

'ফলমূল আদি আহার করে দাসেরা সকলে গঙ্গাবঙ্গে (গঙ্গাতীরে) অবস্থানপূর্বক নদীকে রক্ষা করুক।'

নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ॥ ৮

গুহ আরও নির্দেশ দিলেন—'আমার পাঁচশত নৌকার প্রত্যেকটিতে এক-এক শত করে বলশালী কৈবর্ত যুবক আরোহণ করে অবস্থান করুক।'

যদি তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি॥ ৯

গুহ আরও বললেন — 'রামের প্রতি ভরতের মনোভাব যদি সন্তোষজনক হয়, তবে ভরতের কল্যাণকারী সেনারা আজ গঙ্গা নদী পার হতে পারবে।'

ইত্যুক্ত্বোপায়নং গৃহ্য মৎস্যমাংসমধূনি চ।
অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতির্গুহঃ॥ ১০

অনুচরদের এই নির্দেশ দিয়ে নিষাদরাজ গুহ মিছরি, ফলের মূল ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের কাছে গেলেন।

তমায়ান্তং তু সম্প্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভরতায়াচচক্ষেঽথ সময়জ্ঞো বিনীতবৎ॥ ১১

গুহকে আসতে দেখে, সময়োচিত কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞ প্রতাপশালী সুমন্ত্র ভরতকে বিনীতভাবে বললেন—

এষ জ্ঞাতিসহস্রেণ স্থপতিঃ পরিবারিতঃ।
কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা॥ ১২
তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ ত্বাং নিষাদাধিপো গুহঃ।
অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৩

'কাকুৎস্থকুলনন্দন ভরত! অরণ্যবাসী ও সহস্র জ্ঞাতিজন পরিবৃত এই বৃদ্ধ নিষাদরাজ গুহ আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের মিত্র। ইনি দণ্ডকারণ্যের সকল স্থান ও পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। রাম-লক্ষ্মণ কোথায় আছেন, তা ইনি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব তুমি এঁর সঙ্গে মিলিত হও।'

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ ভরতঃ শুভম্।
উবাচ বচনং শীঘ্রং গুহঃ পশ্যতু মামিতি॥ ১৪

সুমন্ত্রের কাছ থেকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে, ভরত বললেন—'নিষাদরাজ গুহ শীঘ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।'

লব্ধানুজ্ঞাং সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
আগম্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ॥ ১৫

ভরতের অনুমতি পেয়ে উল্লসিত গুহ জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত হয়ে এসে ভরতকে বিনম্র বচনে বললেন—

নিষ্কুটশ্চৈব দেশোঽয়ং বঞ্চিতাশ্চাপি তে বয়ম্।
নিবেদয়াম তে সর্বং স্বকে দাশগৃহে বস॥ ১৬

'উপবনশোভিত অরণ্যস্থ এই সকল গৃহ, আপনারা পূর্বে না-জানিয়ে এসে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। আমরা নিবেদন করছি, আপনাদের এই দাসের গৃহে বাস করুন।

অস্তি মূলফলং চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মর্জিতম্।
আর্দ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যং চোচ্চাবচং তথা॥ ১৭

'নিষাদদের নিজেদের দ্বারা আহৃত এইসব ভালো-মন্দ ফলমূল আছে; তাদের মধ্যে কিছু ফল টাটকা, কিছু শুষ্ক, কিছু বা শাঁসযুক্ত। এই সকল ফল গ্রহণ করুন।

আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎস্যত্যেনাং বিভাবরীম্।
অর্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি॥ ১৮

'আশা করি, আপনার সৈন্যেরা আজ এখানে আহার সমাপন করে রাত্রিযাপন করবে। আপনিও বিবিধ কাম্যদ্রব্য-সকল দ্বারা সৎকৃত হয়ে আজ রাত্রিতে এখানে অবস্থানপূর্বক আগামীকাল সসৈন্য অন্যত্র প্রস্থান করবেন।'

——o——

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৪॥

——o——

পঞ্চাশীতিতম সর্গ (৮৫)

গুহের সঙ্গে ভরতের আলাপ এবং ভরতের শোক

এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহম্।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্॥ ১

নিষাদরাজ গুহ এই কথা বললে, মহাপ্রাজ্ঞ ভরত গুহকে প্রয়োজনীয় যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বললেন—

ঊর্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চয়িতুমিচ্ছসি॥ ২

'ভ্রাতঃ ! আপনি আমার গুরুর (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) সখা। আপনি যে আমার এই বিশাল সেনাবাহিনীর সৎকার করতে চেয়েছেন, আপনার এই ইচ্ছা অতীব বলবতী (আমি আপনার এই ইচ্ছাকে স্বাগত জানাই)।'

ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গুহং বচনমুত্তমম্।
অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ॥ ৩

গুহকে এই মনোরম কথাগুলি বলে মহাতেজস্বী শ্রীমান ভরত অঙ্গুলিসঙ্কেতে নিজেই রামের গমনপথ দেখিয়ে আবার তাঁকে উত্তম বাক্যে বললেন—

কতরেণ গমিষ্যামি ভরদ্বাজাশ্রমং যথা।
গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ॥ ৪

'জলপ্লাবিত গঙ্গাতীরের এই গহন বনপথ অতীব দুর্গম। কোন পথে আমি ভরদ্বাজাশ্রমে যাব ?'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ॥ ৫

গুহ গহন অরণ্যের পথঘাট সব কিছু জানেন। তাই ধীমান রাজপুত্রের কথা শুনে তিনি করজোড়ে বললেন—

দাশাস্ত্বানুগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ।
অহং চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল॥ ৬

'হে মহাবীর রাজকুমার ! যারা এই বনপথ ভালোভাবে জানে, সেই দাসেরা সাবধানে আপনার অনুগমন করবে। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ ৭

'কিন্তু, আপনার এই বিশাল সেনাবাহিনী আমার মনে ভীতির সঞ্চার করছে, অক্লিষ্টকর্মা রামের প্রতি কোনওরূপ দুর্বুদ্ধি নিয়ে আপনি যাচ্ছেন না তো ?'

তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্মলঃ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ॥ ৮

গুহ ভরতকে এই কথা বললে, আকাশের মতো নির্মলমনা ভরত মধুর বাক্যে গুহকে বললেন—

মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ॥ ৯

'হে নিষাদরাজ ! এমন কাল (দুঃসময়) যেন না-আসে ! আমাকে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই ! কারণ, রঘুনন্দন রাম আমার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

তং নিবর্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ১০

'গুহ ! আমার সম্বন্ধে আপনি বিরূপ চিন্তা করবেন না। আপনাকে সত্য বলছি, কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে আমি বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।'

স তু সংহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতম্।
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং ভরতং প্রতি হর্ষিতঃ॥ ১১

গুহও ভরতের উত্তর শুনে প্রসন্ন বদনে হৃষ্টচিত্তে আবার তাঁকে বললেন—

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ ১২

'ধন্য আপনি ! আপনার সদৃশ নির্লোভ ব্যক্তি আমি এই জগতে দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি ; কারণ, বিনা চেষ্টায় হস্তগত রাজ্যকে আপনি নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে চাইছেন !

শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননু চরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি॥ ১৩

'কষ্টকর বনবাস থেকে রামকে যে আপনি ফিরিয়ে

নিয়ে যেতে চাইছেন, সেই হেতু আপনার শাশ্বত কীর্তি জগতে চিরপ্রসার লাভ করবে।"

এবং সম্ভাষমাণস্য শুহস্য ভরতং তদা।
বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত॥ ১৪

ভরতের প্রতি গুহের এইরকম সম্ভাষণ প্রদানকালে সূর্যের দ্যুতি ম্লান করে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল।

সন্নিবেশ্য স তাং সেনাং গুহেন পরিতোষিতঃ।
শত্রুঘ্নেন সমং শ্রীমাঞ্ছয়নং পুনরাগমৎ॥ ১৫

গুহের আপ্যায়নে পরিতুষ্ট ভরত সেনাবাহিনীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে শত্রুঘ্নের সঙ্গে শয়ন করতে গেলেন।

রামচিন্তাময়ঃ শোকো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
উপস্থিতো হ্যনর্হস্য ধর্মপ্রেক্ষস্য তাদৃশঃ॥ ১৬

ভরতের মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শোকের অযোগ্য কিন্তু তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের ক্লেশচিন্তায় অবর্ণনীয় শোকে নিমগ্ন হলেন।

অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্।
বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্॥ ১৭

বৃক্ষের কোটরগত গূঢ় অগ্নি যেমন দাবানল হয়ে বৃক্ষ তথা অরণ্যকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ (পিতৃবিয়োগ হেতু) শোকাগ্নিকণা (রাম বিরহানলসদৃশ) শোকানল হয়ে রঘুনন্দন ভরতকে অধিক সন্তাপিত করতে লাগল।

প্রসৃতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।
যথা সূর্যাংশুসন্তপ্তো হিমবান্ প্রসৃতো হিমম্॥ ১৮

সূর্যকিরণজনিত উত্তাপে হিমালয়ের বরফ যেমন বিগলিত হয়ে জলপ্রপাতরূপে পতিত হয়, তদ্রূপ শোকাগ্নির উত্তাপে ভরতের দেহ থেকে ঘর্ম নির্গত হতে লাগল।

ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।
দৈন্যপাদপসংঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা॥ ১৯
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা।
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা কৈকেয়ীসুতঃ॥ ২০

কৈকেয়ীসুত ভরত সেই সময় যেন শোকরূপ পর্বত দ্বারা আক্রান্ত হলেন। শ্রীরামের চিন্তাই যেন সেই শোক-পর্বতের নিশ্ছিদ্র প্রস্তর। পর্বতের ধাতুধারার মতো শোকাশ্রু নির্গত হচ্ছিল। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিমুখতা বৃক্ষরূপে, শোকোচ্ছ্বাস পর্বতশৃঙ্গরূপে প্রতীত হচ্ছিল। পর্বতারণ্যের অসংখ্য প্রাণীরূপে ভরতের মোহ আর পর্বত গাত্রস্থ ওষধিবৃক্ষ এবং বেণুবন মনস্তাপরূপে বিরাজিত।

বিনিঃশ্বসন্ বৈ ভৃশদুর্মনাস্ততঃ
প্রমূঢ়সংজ্ঞঃ পরমাপদং গতঃ।
শমং ন লেভে হৃদয়জ্বরার্দিতো
নরর্ষভো যূথহতো যথর্ষভঃ॥ ২১

মনোদুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চেতনা হারিয়ে মানসিক জরাক্রান্ত, পীড়িত নরশ্রেষ্ঠ ভরত যূথভ্রষ্ট মহাবৃষের ন্যায় ভীষণ বিপদাপন্ন।

গুহেন সার্ধং ভরতঃ সমাগতো
মহানুভাবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।
সুদুর্মনাস্তং ভরতং তদা পুন-
র্গুহঃ সমাশ্বাসয়দগ্রজং প্রতি॥ ২২

স্বজন-পরিবৃত মহানুভব ভরত শান্ত মনে গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন। জ্যেষ্ঠ রামের বিরহে শোকাহত ভরতকে তখন গুহ আশ্বাস প্রদান করলেন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৫॥

———০———

ষড়শীতিতম সর্গ (৮৬)

নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের ভক্তি ও মানসিক দুঃখের বর্ণনা

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভরতায়াপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ॥ ১

অনন্তর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুহ অপরিমেয় গুণসম্পন্ন ভরতের কাছে মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্‌গুণাবলীর বর্ণনা করতে লাগলেন—

তং জাগ্রতং গুণৈর্যুক্তং বরচাপেষুধারিণম্।
ভ্রাতৃগুপ্ত্যর্থমত্যন্তমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্॥ ২

'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রক্ষার জন্য দিবারাত্র জাগ্রত শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরী, অশেষ গুণসম্পন্ন, লক্ষ্মণকে আমি বলেছিলাম—

ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি শেষ্বাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন॥ ৩

উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
ধর্মাত্মংস্তস্য গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামহে বয়ম্॥ ৪

"বৎস ! এই সুখশয্যা তোমারই জন্য রচিত হয়েছে। হে রঘুনন্দন ! আশ্বস্ত হয়ে তুমি এখানে শয়ন করো। আমি এবং বনবাসী এই জনগণ কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত ; কিন্তু তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত (অতএব কষ্ট সহ্য করতে অসমর্থ)। হে ধর্মাত্মন্ ! শ্রীরামের রক্ষার জন্য আমরাই জেগে থাকব।

নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।
মোৎসুকো ভূর্ব্রবীম্যেতদথ সত্যং তবাগ্রতঃ॥ ৫

"আমি তোমায় সত্য বলছি— এই জগতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কেউ নেই ; অতএব, তুমি রামের জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না।

অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্‌যশঃ।
ধর্মাবাপ্তিং চ বিপুলমর্থকামৌ চ কেবলৌ॥ ৬

"কেবল তাঁরই অনুগ্রহে আমি ইহলোকে ধর্মপথে প্রভূত যশ, বিশুদ্ধ অর্থ ও কাম্যবস্তুপ্রাপ্তির আশা করি।

সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ॥ ৭

"আমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে ধনুর্বাণ নিয়ে সীতাসহ শয়ান রামচন্দ্রকে রক্ষা করব।

নহি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি॥ ৮

"আমি এই অরণ্যেই সর্বদা বিচরণ করি, অতএব এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নয়। এখানে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর শক্তিও আমি সহ্য করতে পারব।"

এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
অনুনীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা॥ ৯

'মহারাজ, আমি এবং আমার অনুচরেরা এইরকম বললে, ধর্মপথাবলম্বী লক্ষ্মণ অনুনয় করে আমাদের বললেন—

কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতানি সুখানি বা॥ ১০

"মহারাজ, দশরথনন্দন রাম পত্নী সীতাসহ ভূমিশয্যা অবলম্বন করবেন দেখেও আমি কীভাবে জীবনধারণ বা সুখ উপভোগ করব ?

যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া॥ ১১

"মহাশয় ! দেবতা ও অসুরেরা মিলিত হয়েও যাঁর বীর্যবত্তা সহ্য করতে অক্ষম, দেখুন, তিনিই সীতাসহ তৃণ-শয্যায় শুয়ে আছেন !

মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ॥ ১২

অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ১৩

"রাজা দশরথ কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যা করে নিজের মতো সুলক্ষণযুক্ত একটিমাত্র পুত্র (জ্যেষ্ঠরূপে) পেয়েছেন। সেই পুত্র বনবাসিত হওয়ায় রাজা আর বেশিদিন বাঁচবেন না এবং ধরিত্রীও সত্বর বিধবা হবেন।

বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষো বিরতো নূনমদ্য রাজনিবেশনে॥ ১৪

"রাজান্তঃপুরবাসিনী মহিষীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন

করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ক্রন্দন থেকে বিরত হয়েছেন, রাজভবনেও এখন নিশ্চয়ই ক্রন্দনধ্বনি থেমে গেছে।

কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি তে সর্বে জীবেয়ুঃ শর্বরীমিমাম্॥ ১৫

"আমার জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ এবং আমার গর্ভধারিণী মাতা সুমিত্রা আজ রাত্রিতেই জীবিত থাকবেন, সেই আশা করতে পারছি না।

জীবেদপি চ মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
দুঃখিতা যা হি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি॥ ১৬

"আমার মা শত্রুঘ্নকে দেখে বেঁচেও থাকতে পারেন ; কিন্তু একমাত্র বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌশল্যা পুত্রশোকে মৃত্যুবরণই করবেন।

অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি॥ ১৭

"মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায়, রাজ্যে রামকে অভিষিক্ত করতে না পারায় এবং সেই শুভ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমার পিতা শোকাভিভূত হয়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি ভূমিপম্॥ ১৮

"মৃত্যুসময় উপস্থিত হলে, যাঁরা তাঁর প্রেতকার্যসকল করবেন তারাই ধন্য হবে।

রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্॥ ১৯
গজাশ্বরথসম্বাধাং তূর্যনাদবিনাদিতাম্।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্॥ ২০
আরামোদ্যানসম্পূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম॥ ২১

"আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরী রমণীয় চত্বরসমন্বিত মনোহর প্রাসাদে সজ্জিতা ; রাজপথগুলি সুবিন্যস্ত। সেখানে সর্বপ্রকার রত্ন বিভূষিত বড় বড় হর্ম্য। রাজপথসকল অশ্ব, গজ ও রথচলার শব্দে মুখরিত। তূর্যের ধ্বনি মুখরিত। যেখানকার জনগণ হৃষ্টপুষ্ট। মধ্যে মধ্যে ভ্রমণবিলাসী জনগণের জন্য রমণীয় সুসজ্জিত উদ্যান। নানাবিধ সামাজিক উৎসব-মুখরিত সেই রাজধানীতে জনগণ আনন্দে বিচরণ করে।

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্থং কুশলিনা বয়ম্।
নিবৃত্তে সময়ে হ্যস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি॥ ২২

"'নির্দিষ্ট সময় শেষে সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সঙ্গে আমরা সেই অযোধ্যানগরীতে মঙ্গলভাবে আনন্দে প্রবেশ করতে পারব কি ?"

পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং হি মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাত্যবর্তত॥ ২৩

'সেই মহাত্মা লক্ষ্মণ এইভাবে বিলাপ করতে করতেই সেইরাত্র অতিবাহিত হল।

প্রভাতে বিমলে সূর্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ।
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া॥ ২৪

'পরের দিন নতুন সূর্যোদয়ের পর আমি তাঁদের দুজনের কেশে জটা তৈরি করে, তাঁদের ভালোভাবেই গঙ্গা পার করে দিলাম।

জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধীচাপধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ॥ ২৫

'জটা এবং বল্কল ও চীরধারী সেই মহাবীর দুজনকে হস্তিদলপতির মতো মনে হচ্ছিল। উৎকৃষ্ট তূণ এবং ধনু ধারণ করে সেই দুই মহাবীর সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে বনপথে চলে গেলেন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৬॥

———০———

সপ্তাশীতিতম সর্গ (৮৭)

গুহের মুখ থেকে শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণের দুঃখের বর্ণনা শ্রবণনন্তর ভরতের মূর্ছাদর্শনে শত্রুঘ্ন এবং মাতৃগণের শোক। সংজ্ঞালাভের পর শ্রীরাম প্রমুখের ভোজন-শয়নাদি সম্বন্ধে ভরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে গুহ কর্তৃক তার বর্ণনা

**গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ম্।
ধ্যানং জগাম তত্রৈব যত্র তচ্ছ্রুতমপ্রিয়ম্॥ ১**

গুহের মুখ থেকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের জটাবল্কলাদি ধারণের অতীব অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে ভরত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

**সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ২
প্রত্যাশ্বস্য মুহূর্তং তু কালং পরমদুর্মনাঃ।
সসাদ সহসা তোত্ত্রৈর্হৃদি বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ॥ ৩**

অত্যন্ত কোমল হৃদয় অথচ মহাবীর, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ ও আজানুলম্বিত বিশাল বাহুবিশিষ্ট, পদ্মপলাশনয়ন প্রিয়দর্শন তরুণ ভরত গুহের মুখে শ্রীরামের দুরবস্থার বিষয় শুনে মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে, পরে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে সহসা মর্মস্থলে বাণবিদ্ধ হস্তীর মতো মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

**ভরতং মূর্ছিতং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনো গুহঃ।
বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্পে যথা দ্রুমঃ॥ ৪**

ভরতকে মূর্ছিত দেখে গুহের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, ভূমিকম্পে ব্যথিত বৃক্ষের মতো তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেলেন।

**তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ॥ ৫**

ভরতের সেই অবস্থা দেখে, তাঁর নিকটে অবস্থিত শোকার্ত শত্রুঘ্ন ভরতকে জড়িয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে হতচেতন হয়ে পড়লেন।

**ততঃ সর্বাঃ সমাপেতুর্মাতরো ভরতস্য তাঃ।
উপবাসকৃশা দীনা ভর্তৃব্যসনকর্শিতাঃ॥ ৬**

অনন্তর উপবাসকৃশা পতি বিয়োগ বিধুরা ভরতের মাতৃগণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

**তাশ্চ তং পতিতং ভূমৌ রুদত্যঃ পর্যবারয়ন্।
কৌসল্যা ত্বনুসৃত্যৈনং দুর্মনাঃ পরিষস্বজে॥ ৭**

রোদনরতা তাঁরা সকলে ভূমিতে পতিত ভরতকে পরিবৃত হয়ে দাঁড়ালেন ; এমনসময় শোকবিধুরা কৌশল্যা তাঁদের অনুসরণ করে এসে ভরতকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

**বৎসলা স্বং যথা বৎসমুপগুহ্য তপস্বিনী।
পরিপপ্রচ্ছ ভরতং রুদতী শোকলালসা॥ ৮**

বৎসলা গাভী যেমন স্ববৎসকে লেহন করে আদর করে, সেইরকম রোদনরতা তপস্বিনী কৌশল্যা ভরতকে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

**পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতি বাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥ ৯**

'পুত্র ! কোনও ব্যাধি তোমার শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে না তো ! এখন থেকে এই রাজবংশের স্থিতি তোমার উপরেই নির্ভর করছে !

**ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে।
বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ॥ ১০**

'পুত্র ! রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে গেছে, আর রাজা দশরথ স্বর্গে গেছেন। এখন তোমাকে দেখেই তো আমি বেঁচে থাকব। কেবল তুমিই তো আমাদের রক্ষক।

**কচ্চিন্ন লক্ষ্মণে পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
পুত্রে বা হ্যেকপুত্রায়াঃ সহভার্যে বনং গতে॥ ১১**

'বৎস ! তুমি লক্ষ্মণের বিষয়ে কোনও অপ্রিয় সংবাদ, কিংবা স্ত্রী সীতাসহ বনে গত আমার একমাত্র পুত্র রামের সম্বন্ধে কোনও দুঃসংবাদ পাওনি তো ?'

**স মুহূর্তং সমাশ্বস্য রুদন্নেব মহাযশাঃ।
কৌসল্যাং পরিসান্ত্ব্যেদং গুহং বচনমব্রবীৎ॥ ১২**

রোদনপরায়ণ মহাযশস্বী ভরত মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হয়ে মাতা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দান করে গুহকে বললেন—

**ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্ রাত্রৌ ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে॥ ১৩**

'আমার ভ্রাতা রাত্রিতে কোথায় ছিলেন ? বউদি সীতাদেবী কোথায় ছিলেন, লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিল ? তাঁরা কী আহার করে, রাত্রিতে কোথায় শুয়েছিলেন ? এই

সব কথা গুহ আমায় বলুক।'

সোঽব্রবীদ্ ভরতং হৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
যদ্বিধং প্রতিপেদে চ রামে প্রিয়হিতেঽতিথৌ॥ ১৪

ভরতের এই প্রশ্নের উত্তরে নিষাদরাজ গুহ, যেভাবে প্রিয় এবং হিতকারী অতিথি রামকে গ্রহণ করেছিলেন, প্রসন্নচিত্তে ভরতকে সেইসব কথা বললেন—

অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যাঃ ফলানি বিবিধানি চ।
রামায়াভ্যবহারার্থং বহুশোঽপহৃতং ময়া॥ ১৫

'আমি শ্রীরামের আহারের জন্য অন্ন, নানাবিধ খাদ্য এবং বিবিধপ্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে দিয়েছিলাম।

তৎ সর্বং প্রত্যনুজ্ঞাসীদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ন হি তৎ প্রত্যগৃহ্লাৎ স ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্॥ ১৬

'সত্যনিষ্ঠ রাম সেসবই অনুমোদন করলেন কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসরণ করে তার কিছুই গ্রহণ করলেন না।

নহ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ং তু সর্বদা।
ইতি তেন বয়ং সর্বে অনুনীতা মহাত্মনা॥ ১৭

'সেই মহাত্মা আমাদের সকলকে অনুনয় করে বললেন— "সখে! যেহেতু আমরা ক্ষত্রিয়, তাই আমরা দান গ্রহণ করতে পারি না, কেবল দান করতে পারি (দান আমাদের কর্তব্য ধর্ম)।"

লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাত্মনা।
ঔপবাস্যং তদাকার্ষীদ্ রাঘবঃ সহ সীতয়া॥ ১৮

'লক্ষ্মণ যে জল নিয়ে এসেছিলেন, সীতাসহ রাম (কেবল) সেইজল পান করে উপবাস করেই রইলেন।

ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা।
বাগ্যতাস্তে ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং সমুপাসন্ত সংহিতাঃ॥ ১৯

'রাম ও সীতার জলপানের পর অবশিষ্ট জল লক্ষ্মণ গ্রহণ করলেন ; অতঃপর তাঁরা তিনজন সংযতবাক্ হয়ে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করলেন।

সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাস্তরং শুভম্।
স্বয়মানীয় বর্হীংষি ক্ষিপ্রং রাঘবকারণাৎ॥ ২০

'অতঃপর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দ্রুততার সঙ্গে কুশ চিতাগাছ নিয়ে এসে রঘুনন্দন রামের জন্য সুন্দর শয্যা রচনা করলেন।

তস্মিন্ সমাবিশদ্ রামঃ স্বাস্তরে সহ সীতয়া।
প্রক্ষাল্য চ তয়োঃ পাদৌ ব্যপাক্রামৎ সলক্ষ্মণঃ॥ ২১

'সীতাসহ রাম সেই কুশশয্যায় উপবেশন করলে, লক্ষ্মণ তাঁদের দুজনের পাদপ্রক্ষালন করে সেখান থেকে দূরে সরে গেলেন।

এতৎ তদিঙ্গুদীমূলমিদমেব চ তৎ তৃণম্।
যস্মিন্ রামশ্চ সীতা চ রাত্রিং তাং শয়িতাবুভৌ॥ ২২

'এই সেই ইঙ্গুদীমূল এবং এই সেই কুশতৃণ-গুচ্ছ — যেখানে রাম ও সীতা উভয়ে রাত্রিতে শয়ন করেছিলেন।

নিয়ম্য পৃষ্ঠে তু তলাঙ্গুলিত্রবান্-
শরৈঃ সুপূর্ণাবিষুধী পরন্তপঃ।
মহদ্ধনুঃ সজ্জমুপোহ্য লক্ষ্মণো
নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোঽস্য কেবলম্॥ ২৩

'শত্রুসন্তাপী লক্ষ্মণ পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ দুটি তূণীর, দুই হাতে দশ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্রাণ লাগিয়ে গুণসজ্জিত বিশাল ধনু নিয়ে সারারাত্রি সীতাসহ রামের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগলেন।

ততস্ত্বহং চোত্তমবাণচাপভৃৎ
স্থিতোঽভবং তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ।
অতন্দ্রিতৈর্জ্ঞাতিভিরাত্তকার্মুকৈ-
র্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা॥ ২৪

'তখন, আলস্যত্যাগী জিতেন্দ্রিয় ধনুর্বাণধারী বন্ধুগণসহ আমিও উত্তম ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণের পাশে পাশে থেকে মহেন্দ্রকল্প শ্রীরামকে পাহারা দিতে লাগলাম।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৭॥

———o———

অষ্টাশীতিতম সর্গ (৮৮)

শ্রীরামের কুশশয্যাদর্শনে ভরতের শোক এবং নিজে জটাবল্কলধারণপূর্বক বনবাসে অবস্থানের ইচ্ছাপ্রকাশ

শ্রুত্বা নিপুণং সর্বং ভরতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
ইঙ্গুদীমূলমাগম্য রামশয্যামবৈক্ষত॥ ১

নিষাদপতি গুহের সেইসব কথা শুনে ভরত মন্ত্রীদের সঙ্গে ইঙ্গুদী বৃক্ষতলে এসে শ্রীরামের শয্যাটি বেশ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন।

অব্রবীজ্জননীঃ সর্বা ইহ তস্য মহাত্মনঃ।
শর্বরী শয়িতা ভূমাবিদমস্য বিমর্দিতম্॥ ২

পরে মাতৃগণকে বললেন, 'এই সেই মহাত্মার রাত্রিকালীন ভূমিশয্যা, যা তাঁর অঙ্গ দ্বারা বিমর্দিত হয়েছে (এখনও সেই স্থান দেখা যাচ্ছে)।

মহারাজকুলীনেন মহাভাগেন ধীমতা।
জাতো দশরথেনোর্ব্যাং ন রামঃ স্বপ্তুমর্হতি॥ ৩

'মহারাজকুলে জাত যিনি, মহারাজ ধীমান দশরথ যাঁর জন্মদাতা, সেই রাম ভূমিশয্যায় শয়নের যোগ্য নন।

অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে॥ ৪

'পুরুষব্যাঘ্র রাম পালঙ্কে বিছানো মসৃণ মৃগচর্মের উপর উত্তম বস্ত্রের আস্তরণ বিছানো কোমল শয্যার শয়নে অভ্যস্ত, তিনি কী করে কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন করলেন!

প্রাসাদাগ্রবিমানেষু বলভীষু চ সর্বদা।
হৈমরাজতভৌমেষু বরাস্তরণশালিষু॥ ৫
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু শুকসংঘরুতেষু চ॥ ৬
প্রাসাদবরবর্যেষু শীতবৎসু সুগন্ধিষু।
উষিত্বা মেরুকল্পেষু কৃতকাঞ্চনভিত্তিষু॥ ৭
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ॥ ৮
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূতমাগধৈঃ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ॥ ৯
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মা।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ॥ ১০

'যে মহাবীর রাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত এবং সুশীতল দেয়ালবেষ্টিত মেঝেযুক্ত প্রাসাদের উচ্চতম কক্ষে বাস করেছেন, ও শুভ্র মেঘসদৃশ শ্বেতশুভ্র সুন্দর বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত যাঁর কক্ষ এবং পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত, চন্দন ও অগুরুর মধুর গন্ধে সুগন্ধিত, শুকের কলরবে মুখরিত—মেরুপর্বতবৎ সেই সমুচ্চ প্রাসাদে শায়িত, যাঁর নিদ্রাভঙ্গ হত ঘুম-ভাঙানো গীতবাদ্যধ্বনি ও অলঙ্কারের নিক্বণে এবং সূত ও মাগধ বন্দীদের সুমধুর বন্দনা ও স্তুতিগানে, সেই তিনি কিনা ভূমিশয্যায় শায়িত!— এই ব্যাপার আমার সত্য বলে মনে হচ্ছে না। আমার ভাব মোহগ্রস্ত এবং এই বিষয় স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হচ্ছে।

ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ॥ ১১

'নিশ্চয়ই কালের শক্তি অপেক্ষা কোনও দৈবশক্তিই বলবান নয়, যার প্রভাবে দশরথতনয় রামকে ভূমিশয্যায় শয়ন করতে হচ্ছে।

যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা।
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ॥ ১২

'যার প্রভাবে মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ বিদেহ-রাজতনয়া সুদর্শনা সীতাকেও ভূমিশয্যায় শয়ন করতে হয়েছে।

ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্॥ ১৩

'এই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয্যা, যেখানে তিনি শায়িত হয়ে এপাশ-ওপাশ করতেন ; আর এই কঠিন ভূতলে তাঁর গাত্রপেষণে তৃণগুচ্ছ মর্দিত হয়ে পবিত্র হয়ে গেছে।

মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিন্ শয়নে শুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ॥ ১৪

'মনে হয়, শুভলক্ষণা সীতা অলঙ্কার পরিহিতা হয়েই এই তৃণশয্যায় শায়িতা ছিলেন, কারণ এই শয্যার স্থানে স্থানে স্বর্ণকণা লিপ্ত হয়ে আছে।

উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ॥ ১৫

'সীতার কৌশেয় উত্তরীয়ের ছিন্ন তন্তু এই শয্যার মাঝে মাঝে লেগে আছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁর সেই উত্তরীয় এই শয্যায় লেগে ছিল।

মন্যে ভর্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী।
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী॥ ১৬

'বুঝতে পারছি, স্বামীর শয্যাই সাধ্বী স্ত্রীর কাছে সুখশয্যা। সেইজন্যেই বোধহয়, মিথিলেশ-দুহিতা বালিকা

তপস্বিনী সতী সীতা এই তৃণশয্যায়ও কষ্ট বোধ করেননি।

হা হতোঽস্মি নৃশংসোঽস্মি যৎ সভার্যঃ কৃতে মম।
ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ॥ ১৭

'হায়, আমি কী নৃশংস ! আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম সস্ত্রীক অনাথের মতো এইরকম তৃণশয্যায় শয়ন করেছেন !— এটা আমার মৃত্যুর মতো।

সার্বভৌমকুলে জাতঃ সর্বলোকসুখাবহঃ।
সর্বপ্রিয়করস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়মনুত্তমম্॥ ১৮
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সুখভাগী ন দুঃখার্হঃ শয়িতো ভুবি রাঘবঃ॥ ১৯

'কী আশ্চর্য ! রাজচক্রবর্তী সম্রাটবংশে জাত, সকলের সুখপ্রদ ও প্রিয়কারী, নীলোৎপলদলশ্যাম রক্ত-রাঙা নয়ন, প্রিয়দর্শন রাম সুখভাগী হয়েও আত্মপ্রীতিজনক অত্যুত্তম রাজ্য ত্যাগ করে ভূমিশয্যায় শয়নেও দুঃখানুভব করছেন না !

ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ততে॥ ২০

'শুভলক্ষণ সৌভাগ্যবান লক্ষ্মণ ধন্য, ঘোর দুঃসময়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুসরণ করেছে।

সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যানুগতা বনম্।
বয়ং সংশয়িতাঃ সর্বে হীনাস্তেন মহাত্মনা॥ ২১

'বনবাসে পতির অনুগামিনী বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা ধন্যা ; আর সংশয়াপন্ন আমরা সেই মহাত্মা শ্রীরাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে হীনতাপ্রাপ্ত হয়েছি।

অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে॥ ২২

'মহারাজ দশরথের স্বর্গগমন এবং শ্রীরামের বনবাস আশ্রয় হেতু পৃথিবীর দশা কর্ণধারহীন নৌকার মতো প্রতিভাত হচ্ছে।

ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাম্।
বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্যাভিরক্ষিতাম্॥ ২৩

'শ্রীরাম বনবাসী হলেও তাঁরই বাহুবলে সুরক্ষিত এই বসুন্ধরার অন্তর্গত রাজ্যকে কোনও শত্রুই মনে মনেও জয়ের কামনা করবে না।

শূন্যসংবরণারক্ষাময়ন্ত্রিতহয়দ্বিপাম্ ।
অনাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীমরক্ষিতাম্॥ ২৪
অপ্রহৃষ্টবলাং শূন্যাং বিষমস্থামনাবৃতাম্।
শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব॥ ২৫

'এখন অযোধ্যার প্রাচীর সমূহ রক্ষকহীন ; হস্তী, অশ্বসকল অনিয়ন্ত্রিত। অযোধ্যাপুরীর প্রবেশদ্বারগুলি অর্গলহীন মুক্ত, আর রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় আছে। সৈন্যবাহিনী নিরানন্দ ; নগরী প্রায় জনশূন্য — বিপত্তি অবস্থাযুক্ত ও অরক্ষিত। তথাপি শত্রুরাজারা বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় এই নগরীকে অধিকার করতে অনিচ্ছুক।

অদ্যপ্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্॥ ২৬

'আজ থেকে আমি জটা বল্কল ধারণ ও ফলমূলাহার পূর্বক ভূমি 'পরে তৃণশয্যায় শয়ন করব।

তস্যাহমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে।
তৎ প্রতিশ্রুতমার্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ২৭

'রামের অবশিষ্ট কাল আমি সুখে বনে বাস করব, তাহলে আর্যের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না।

বসন্তং ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎস্যতি।
লক্ষ্মণেন সহাযোধ্যামার্যো মে পালয়িষ্যতি॥ ২৮

'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্তে আমি বনে বাস করলে লক্ষ্মণের সহোদর শত্রুঘ্ন আমায় অনুসরণ করবে, আর তখন রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যাকে পালন করবেন।

অভিষেক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ।
অপি মে দেবতাঃ কুর্যুরিমং সত্যং মনোরথম্॥ ২৯

'কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরামকে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) অযোধ্যায় অভিষিক্ত করবেন ! দেবগণ কি আমার এই অভিলাষ সত্য করবেন'

প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং
বনেচরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্॥ ৩০

'আমি নিজে অবনত মস্তকে নানাভাবে বলেও যদি তাঁকে প্রসন্ন করতে না পারি ; তাহলে আমি রঘুনন্দন শ্রীরামের সঙ্গে চিরকালের জন্য বনবাসী হব, তখন তিনি আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৮॥

———o———

একোননবতিতম সর্গ (৮৯)

সসৈন্য ভরতের গঙ্গাতিক্রমণ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন

উষ্য রাত্রিং তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাঘবঃ।
কাল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

রঘুকুলমণি ভরত গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিবাস করে সকালে উঠে শত্রুঘ্নকে বললেন—

শত্রুঘ্নোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নিষাদাধিপতিং গুহম্।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে তারয়িষ্যতি বাহিনীম্॥ ২

'শত্রুঘ্ন ! আর শুয়ে আছ কেন ? ওঠো ! তোমার কল্যাণ হোক। নিষাদরাজ গুহকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে এসো ; তিনি সেনাবাহিনীসহ আমাদের গঙ্গা পার করিয়ে দেবেন।'

জাগর্মি নাহং স্বপিমি তথৈবার্যং বিচিন্তয়ন্।
ইত্যেবমব্রবীদ্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নো বিপ্রচোদিতঃ॥ ৩

ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরত কর্তৃক এইভাবে প্রণোদিত হয়ে বললেন — 'আমি আপনার মতোই শ্রীরামচন্দ্রের কথা-চিন্তারত হয়ে জেগেই আছি, ঘুমাইনি।'

ইতি সংবদতোরেবমন্যোন্যং নরসিংহয়োঃ।
আগম্য প্রাঞ্জলিঃ কালে গুহো বচনমব্রবীৎ॥ ৪

নরসিংহদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন যখন পরস্পর এইরকম কথাবার্তা বলছিলেন, এমনসময় নিষাদরাজ গুহ এসে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্বরীম্।
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিত্যমনাময়ম্॥ ৫

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! নদীতীরে সপরিবার আপনার সৈন্যগণসহ নিরাময়ে সুখে রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে তো ?'

গুহস্য তৎ তু বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদুদীরিতম্।
রামস্যানুবশো বাক্যং ভরতোঽপীদমব্রবীৎ॥ ৬

গুহের সেই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে শ্রীরামের অনুগত ভরত বললেন—

সুখা নঃ শর্বরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্।
গঙ্গাং তু নৌভির্বহ্বীভির্দাশাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ॥ ৭

'হে ধীমান্ ! আমাদের সকলের রাত্রি খুব সুখেই অতিবাহিত হয়েছে। আপনার আন্তরিক আতিথেয়তাও আমরা পেয়েছি। এখন আপনার মাঝিদের দিয়ে নৌকায় করে আমাদের গঙ্গা পার করিয়ে দিন।'

ততো গুহঃ সত্বরিতঃ শ্রুত্বা ভরতশাসনম্।
প্রতিপ্রবিশ্য নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ॥ ৮

গুহ ভরতের নির্দেশ শুনে, দ্রুত অরণ্যনগরে প্রবেশ করে জ্ঞাতিদের বললেন—

উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং ভদ্রমস্তু হি বঃ সদা।
নাবঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যামি বাহিনীম্॥ ৯

'তোমরা সকলে ওঠো—জাগো ; তোমাদের সকলের সর্বদাই কল্যাণ হোক। নৌকাগুলি নদীকূলে টেনে নিয়ে এসো। ভরতের সেনাবাহিনীকে গঙ্গানদী পার করে দেব।'

তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ।
পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ॥ ১০
অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘণ্টাধরাবরাঃ।
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ॥ ১১

রাজার নির্দেশে অনুচর মাঝিরা উঠে শীঘ্র চারিদিক থেকে পাঁচশো নৌকা এবং দৃঢ়ভাবে নির্মিত, পতাকাসজ্জিত ও সম্মুখভাগে ঘণ্টাযুক্ত 'স্বস্তিক' চিহ্নিত বড় বড় নৌকা বা বজরা নিয়ে এল। সেই সব বজরায়ও আছে 'বাহ' তথা মাঝি-মাল্লা।

ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্।
সনন্দিঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমুপাহরৎ॥ ১২

গুহও নিজেই শ্বেতকম্বল বিছানো সুখপ্রদ 'স্বস্তিক' নামক একটা বিশেষ নৌকা নিয়ে এলেন, যাতে মঙ্গলময় বাদ্যধ্বনি নির্ঘোষিত হচ্ছে এবং তা নিরাপদও বটে।

তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ॥ ১৩
পুরোহিতশ্চ তৎ পূর্বং গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ যে।

অনন্তরং রাজদারাস্তথৈব শকটাপণাঃ॥ ১৪

সেইসব নৌকাতে (বজরায়) প্রথমেই কুলগুরু, ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুরোহিতেরা আরোহণ করলেন। অতঃপর মহাবলশালী ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজপুরস্ত্রীগণ আরোহণ করলেন। তারপর সেইসব বজরায় শকট ও পণ্যদ্রব্যাদিও তোলা হল।

আবাসমাদীপয়তাং তীর্থং চাপ্যবগাহতাম্।
ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্তু দিবমস্পৃশৎ॥ ১৫

নিজেদের শিবিরগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নদীর ঘাটে নেমে নৌকায় আরোহণের সময় সৈনিকদের মধ্যে যে কোলাহল উত্থিত হয়েছিল, তা গগনকেও স্পর্শ করেছিল।

পতাকিন্যস্তু তা নাবঃ স্বয়ং দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ।
বহন্ত্যো জনমারূঢ়ং তদা সম্পেতুরাশুগাঃ॥ ১৬

নৌকাগুলি ছিল পতাকাশোভিত। মাঝিরা নিজেরাই সেই নৌকা চালিয়ে আরোহীদের দ্রুত নদী পার করে দিল।

নারীণামভিপূর্ণাস্তু কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তু বাজিনাম্।
কাশ্চিৎ তত্র বহন্তি স্ম যানযুগ্যং মহাধনম্॥ ১৭

কোনও কোনও নৌকায় ছিলেন কেবল মহিলারা। কোনও কোনও নৌকায় ছিল কেবল অশ্বাদি বাহন, আবার কোনও কোনও নৌকায় ছিল মূল্যবান যানবাহন ও রত্ন-সামগ্রী।

তাস্তু গত্বা পরং তীরমবরোপ্য চ তং জনম্।
নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবন্ধুভিঃ॥ ১৮

নদীর পরপারে পৌঁছে আরোহীদের এবং অন্যান্য অশ্বাদি বাহন ও রত্নসামগ্রী নামিয়ে দিয়ে মাঝিমাল্লারা বিচিত্র জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল।

সবৈজয়ন্তাস্তু গজা গজারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ।
তরন্তঃ স্ম প্রকাশন্তে সপক্ষা ইব পর্বতাঃ॥ ১৯

বৈজয়ন্ত পতাকাশোভিত হাতিরা গজারোহীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিল, তখন তাদের পক্ষবিশিষ্ট পর্বত বলে মনে হচ্ছিল।

নাবশ্চারুরুহুস্ত্বন্যে প্লবৈস্তেরুস্তথাপরে।
অন্যে কুম্ভঘটৈস্তেরুরন্যে তেরুশ্চ বাহুভিঃ॥ ২০

মাঝিদের মধ্যে কেউ কেউ নৌকায় আরূঢ় হয়ে, কেউ-বা ভেলায় চড়ে, অপর কেউ কেউ কলসী বা ঘট ধরে আবার কেউ-বা হাত দিয়ে সাঁতার কেটে সেই নদী পার হয়ে গেল।

সা পুণ্যা ধ্বজিনী গঙ্গাং দাশৈঃ সন্তারিতা স্বয়ম্।
মৈত্রে মুহূর্তে প্রযযৌ প্রয়াগবনমুত্তমম্॥ ২১

পতাকাবাহী পুণ্যবান সৈনিকেরা এইভাবে মাঝিদের সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে অনুরাধা নক্ষত্রযুক্ত সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তের মধ্যে মনোহর প্রয়াগবনে উপস্থিত হল।

আশ্বাসয়িত্বা চ চমূং মহাত্মা
নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্য-
মৃত্বিক্সদস্যৈর্ভরতঃ প্রতস্থে॥ ২২

মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে যথাযথ সুখে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজের দর্শনলাভের জন্য ঋত্বিক সদস্যদের নিয়ে ভরদ্বাজাশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

স ব্রাহ্মণস্যাশ্রমমভ্যুপেত্য
মহাত্মনো দেবপুরোহিতস্য।
দদর্শ রম্যোটজবৃক্ষদেশং
মহদ্বনং বিপ্রবরস্য রম্যম্॥ ২৩

মহাত্মা ভরত দেবপুরোহিত ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে গিয়ে নানাবিধ বৃক্ষশোভিত বিশাল তপোবনে অনেক পর্ণকুটীর দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊননবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৯॥

নবতিতম সর্গ (৯০)

কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোভাগে নিয়ে ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন এবং উভয়ের পরস্পর সংবর্ধনানন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুরোধে ভরতের ভরদ্বাজাশ্রমে রাত্রিবাস

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভঃ।
জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ॥ ১
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ।
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্॥ ২

মহর্ষি ভরদ্বাজাশ্রমে প্রবেশের একক্রোশ পথ পূর্বেই নরশ্রেষ্ঠ ভরত অনুগামীজনদের এবং রাজপরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি রেখে দিয়ে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণপূর্বক কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে পুরোভাগে নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ।
মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগামানুপুরোহিতম্॥ ৩

অতঃপর আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে, যেখান থেকে ভরদ্বাজ ঋষিকে দেখা যায়, সেখানে রঘুনন্দন ভরত মন্ত্রীদের অবস্থান করতে বলে, কেবল কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের অনুগমন করলেন।

বসিষ্ঠমথ দৃষ্ট্বৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
সঞ্চচালাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্॥ ৪

মহা তপস্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠদেবকে দেখামাত্রই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়নের জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন।

সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ।
অবুধ্যত মহাতেজাঃ সুতং দশরথস্য তম্॥ ৫

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে আগত ভরত ঋষি ভরদ্বাজকে সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন জানালে, মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ তাঁকে দশরথতনয় বলে বুঝতে পারলেন।

তাভ্যামর্ঘ্যং চ পাদ্যং চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ।
আনুপূর্ব্যাচ্চ ধর্মজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে॥ ৬

ধর্মজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজ ঋষি বশিষ্ঠ ও রাজকুমার ভরতকে পাদ্যার্ঘ্য এবং পরে ফল দান করে উভয়ের বংশের আনুপূর্ব্য কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

অযোধ্যায়াং বলে কোশে মিত্রেষ্বপি চ মন্ত্রিষু।
জানন্ দশরথং বৃত্তং ন রাজানমুদাহরৎ॥ ৭

অযোধ্যায় সৈন্যবল, রাজকোষ, মিত্রশক্তি এবং মন্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ; কিন্তু রাজা দশরথের বিষয়ে জানতেন বলে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না।

বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্।
শরীরেঽগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু॥ ৮

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজকুমার ভরতও মহর্ষি ভরদ্বাজের শারীরিক কুশল এবং সেই সঙ্গে মহর্ষির অগ্নিহোত্র, তাঁর শিষ্যদের এবং আশ্রমস্থ তরুলতা ও মৃগপক্ষীদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তথেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবস্নেহবন্ধনাৎ॥ ৯

'সব কুশল'—এই বলে, মহাযশস্বী ভরদ্বাজ রঘুবংশীয়দের প্রতি প্রীতিবশত ভরতকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ।
এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ॥ ১০

'রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হয়ে, সেই কাজ স্থগিত রেখে তোমার এখানে অরণ্যে আগমনের কারণ কী ? আমায় সব বলো ; কারণ আমার মন শঙ্কামুক্ত হচ্ছে না।

সুষুবে যমমিত্রঘ্নং কৌসল্যাঽঽনন্দবর্ধনম্।
ভ্রাত্রা সহ সভার্যো যশ্চিরং প্রব্রাজিতো বনম্॥ ১১
নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোঽসৌ মহাযশাঃ।
বনবাসী ভবেতীহ সমাঃ কিল চর্তুদশ॥ ১২
কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ॥ ১৩

'শত্রুহন্তা আনন্দবর্দ্ধক রামকে কৌশল্যা জন্ম দিয়েছেন। সভার্য, সভ্রাতৃক, মহাযশস্বী সেই রাম পিতৃ-কর্তৃক (স্ত্রীর কারণে) চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে নির্বাসিত হয়েছেন। তুমি আবার, নিষ্কণ্টক রাজ্য উপভোগের জন্য অনুজ

শত্রুঘ্নসহ সেই নিষ্পাপ রামের অনিষ্ট করতে যাচ্ছ না তো ?'

এবমুক্তো ভরদ্বাজং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
পর্যশ্রুনয়নো দুঃখাদ্ বাচা সংসজ্জমানয়া॥ ১৪

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বললে, অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে গদ্গদ কণ্ঠে ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বললেন—

হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে।
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি॥ ১৫

'ভগবন্! আপনিও যদি এই রকম মনে করেন, তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কারণ, সভ্রাতৃক ও সপত্নীক রামের এই নির্বাসন ব্যাপারে আমার কোনও দোষ নেই। অতএব, কৃপা করে আমাকে এইরকম কঠোর বাক্য বলবেন না।

ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্মদন্তরে।
নাহমেতেন তুষ্টশ্চ ন তদ্বচনমাদদে॥ ১৬

'আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা যা বলেছেন, তা কখনোই আমার অভিলষিত নয়। এই নির্দেশে আমি সন্তুষ্ট নই এবং এই নির্দেশ স্বীকারও করিনি।

অহং তু তং নরব্যাঘ্রমুপয়াতঃ প্রসাদকঃ।
প্রতিনেতুমযোধ্যায়াং পাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্॥ ১৭

'সেই পুরুষসিংহকে প্রসন্ন করে তাঁর চরণবন্দনা করার জন্য এবং অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

তং মামেবঙ্গতং মত্বা প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
শংস তে ভগবন্ রামঃ ক্ব সম্প্রতি মহীপতিঃ॥ ১৮

'সেই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁর অনুসন্ধানে যাচ্ছি। আপনি আমায় কৃপা করুন। ভগবন্! বলুন, মহারাজ শ্রীরাম এখন কোথায় আছেন ?'

বসিষ্ঠাদিভির্ঋত্বিগ্ভির্যাচিতো ভগবাংস্ততঃ।
উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ ভরতং বচঃ॥ ১৯

অতঃপর বশিষ্ঠাদি ঋত্বিকেরাও ভরত নিরপরাধ এই বলে একই প্রার্থনা জানালে, ভগবান ভরদ্বাজ ভরতের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বললেন—

ত্বয্যেতৎ পুরুষব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজে।
গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাং চানুযায়িতা॥ ২০

'রঘুবংশজ হে পুরুষসিংহ! তোমাতেই এইরকম গুরুজন সেবা ইন্দ্রিয়সংযম এবং সাধুজনের অনুসরণ প্রত্যাশিত।

জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি।
অপৃচ্ছং ত্বাং তবাত্যর্থং কীর্তিং সমভিবর্ধয়ন্॥ ২১

'তোমার মনের এই উচ্চভাব সম্বন্ধে আমি জানি; তথাপি সেইভাব দৃঢ়তর হয়ে বিস্তৃতি লাভ করুক—সেই জন্যই তোমাকে এইসব জিজ্ঞাসা করেছি।

জানে চ রামং ধর্মজ্ঞং সসীতং সহলক্ষ্মণম্।
অয়ং বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাগিরৌ॥ ২২

'পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ রামকে আমি জানি। সপত্নীক ও সভ্রাতৃক তোমার সেই দাদা রাম এখন চিত্রকূট নামক পুণ্যবান মহাপর্বতে বাস করছেন।

শ্বস্তু গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহ মন্ত্রিভিঃ।
এতং মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ॥ ২৩

'তুমি আগামিকাল সেখানে যেয়ো। আজ মন্ত্রীদের এবং তোমার সঙ্গে আগত আত্মীয় ও সৈন্যদের নিয়ে এখানে থেকে যাও। মহাবুদ্ধিমান তুমি, আমার এই অভিলাষের অর্থ ভালোভাবেই জানো। অতএব আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করো।'

ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ
প্রতীতরূপো ভরতোঽব্রবীদ্ বচঃ।
চকার বুদ্ধিং তদাশ্রমে তদা
নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ॥ ২৪

যাঁর স্বভাব ও স্বরূপের পরিচয় বিশেষভাবে জানা, সেই উদার দৃষ্টিসম্পন্ন রাজকুমার ভরত, 'তাই হোক' বলে মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য মনঃস্থির করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯০॥

———o———

একনবতিতম সর্গ (৯১)

মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক অলৌকিকভাবে বহুসেনা সমন্বিত সপরিবার ভরতের দিব্য আতিথ্য সৎকারসাধন

কৃতবুদ্ধিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা।
ভরতং কেকয়ীপুত্রমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ॥ ১

কৈকেয়ীপুত্র ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য মনঃস্থির করলে, ঋষি তাঁকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

অব্রবীদ্ ভরতস্ত্বেনং নম্বিদং ভবতা কৃতম্।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে॥ ২

তখন ভরত তাঁকে বললেন—'হে মহর্ষে ! বনে প্রাপ্তব্য পাদ্য, অর্ঘ্য এবং বনজাত ফলমূলাদি দ্বারা আপনি তো অতিথি সৎকার করেছেন।'

অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রহসন্নিব।
জানে ত্বাং প্রীতিসংযুক্তং তুষ্যেস্ত্বং যেন কেনচিৎ॥ ৩

তখন ঋষি ভরদ্বাজ হাসতে হাসতে ভরতকে বললেন—'জানি, তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ; তাই, তোমাকে যাই দিই না কেন, তাতেই তুমি সন্তুষ্ট হবে।

সেনায়াস্তু তবৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।
মম প্রীতির্যথারূপা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ॥ ৪

'কিন্তু, তোমার এই সৈন্যদের আমি ভোজন করাতে চাই। হে নরশ্রেষ্ঠ ! যাতে আমার প্রীতি জন্মে, তাই-ই তোমার অবশ্য অনুমত হওয়া উচিত।

কিমর্থং চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।
কস্মান্নেহোপয়াতোঽসি সবলঃ পুরুষর্ষভ॥ ৫

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি সৈন্যদের দূরে রেখে এখানে এসেছ কেন ? কেন, সেনাবাহিনীকে এখানে নিয়ে আসোনি ?'

ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনম্।
ন সৈন্যেনোপয়াতোঽস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ॥ ৬

ভরত তপোধন ভরদ্বাজকে করজোড়ে বললেন—'ভগবন্ ! সৈন্যদের উপদ্রবে আশ্রমের ক্ষতি, আপনার বিরক্তির কারণ হবে মনে করে সেই ভয়ে আমি সৈন্যদের আশ্রমে নিয়ে আসিনি।

রাজ্ঞা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেণ বা তথা।
যত্নতঃ পরিহর্তব্যা বিষয়েষু তপস্বিনঃ॥ ৭

'ভগবন্ ! রাজার এবং রাজপুত্রের সর্বদা ঋষির আশ্রম পরিহার করা উচিত।

বাজিমুখ্যা মনুষ্যাশ্চ মত্তাশ্চ বরবারণাঃ।
প্রচ্ছাদ্য ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুয়ান্তি মাম্॥ ৮

'ভগবন্ ! শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ, মত্ত গজরাজেরা এবং সৈন্যসহ অনেক মানুষ আশ্রমের বিস্তৃত স্থান জুড়ে আমায় অনুসরণ করছে।

তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেবাহমেক এবাগতস্ততঃ॥ ৯

'তারা যাতে আশ্রমের বৃক্ষলতা-জল-মাটি-পর্ণশালার ক্ষতি করতে না পারে, তাই তাদের আশ্রমের বাইরে রেখে আমি একাই এসেছি।'

আনীয়তামিতঃ সেনেত্যাজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা।
তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্॥ ১০

'সেনাবাহিনী এখানে নিয়ে এসো' — মহর্ষির এই আজ্ঞানুসারে ভরত সেনাবাহিনীকে আশ্রমে নিয়ে এলেন।

অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ॥ ১১

অতঃপর ঋষিবর ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ করে জল দ্বারা আচমনমার্জনাদি সম্পন্ন করে সপরিজন ভরতের আতিথ্য সৎকারের জন্য বিশ্বকর্মা আদিদের আহ্বান করলেন।

আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং ত্বষ্টারমেব চ।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্॥ ১২

ঋষি বললেন—'আমি সপরিজন ভরতের আতিথ্য সম্পাদন করতে ইচ্ছা করি। তাই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা দেবকে আহ্বান করছি।

আহ্বয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবান্ শক্রপুরোগমান্।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্॥ ১৩

'ভরতের সেনাদের প্রতি আতিথ্য সম্পাদনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ (যম, কুবের ও বরুণ) — অপর এই

তিন লোকপালকে আহ্বান করছি, তাঁরা আমার কাম্য ভরতের সেনাদের প্রতি আতিথ্য সংকারের ব্যবস্থান করুন।

প্রাকস্রোতসশ্চ যা নদ্যাস্তির্যক্ স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ॥ ১৪

'পৃথিবীতে এবং অন্তরীক্ষে যে সকল পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী আছে তাদের সকলকে আমি আহ্বান করছি ; আজ তারা সবদিক থেকে এই আশ্রমে আগমন করুক।

অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্॥ ১৫

'সেই নদীগুলির মধ্যে কোনও নদী মৈরয় প্রবাহিত করুক। কোনও নদী সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা সুরা আবার অপর নদীগুলি আখের রসের মতো সুমিষ্ট শীতল জলধারা প্রবাহিত করুক।

আহ্বয়ে দেবগন্ধর্বান্ বিশ্বাবসুহহাহুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দেবগন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ॥ ১৬

'আহ্বান করছি দেবতা, গন্ধর্ব, বিশ্বাবসু, হাহা এবং হুহুগণকে, আর সেই সঙ্গে সর্বতোভাবে আহ্বান জানাই অপ্সরা এবং গন্ধর্বগণকেও।

ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীং মিশ্রকেশীমলম্বুষাম্।
নাগদত্তাং চ হেমাং চ সোমামদ্রিকৃতস্থলীম্॥ ১৭
শক্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং যাশ্চ ভামিনীঃ।
সর্বাস্তুম্বুরুণা সার্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ॥ ১৮

'আহ্বান জানাই ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা তথা পর্বতবাসিনী সোমাকে। যেসকল অপ্সরা ইন্দ্রের সভায় এবং যেসকল প্রমদা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকেন, তুম্বুরুদের সঙ্গে নৃত্যগীতাদির উপকরণসহ সালঙ্করা তাঁদেরও আহ্বান জানাই।

বনং কুরুষু যদ্ দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈব তু॥ ১৯

'উত্তর কুরুবর্ষ নামক স্থানে কুবেরের চৈত্ররথ নামক যে বনে দিব্য পত্রসকল দিব্য বস্ত্র ও দিব্য ভূষণ স্বরূপ এবং দিব্য নারীগণ ফলস্বরূপ সেই বন এখানে আবির্ভূত হোক।

ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ চোষ্যং চ লেহ্যং চ বিবিধং বহু॥ ২০
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ॥ ২১

'আমার অতিথিদের জন্য ভগবান সোমদেব এখানে বিবিধ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্যের এবং শাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত প্রভূত ভোজ্য প্রস্তুত করুন এবং বৃক্ষ থেকে স্বয়ং বিচ্যুত মাল্যসকল দান করুন।'

এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাপ্রতিমেন চ।
শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ॥ ২২

অনুপম ব্রতধারী তেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাহিত চিত্তে শিক্ষাশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বৈদিক স্বর সংযোগে দেবতাদের সকলকে আবাহন করলেন।

মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
আজগ্মুস্তানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্॥ ২৩

মহর্ষি ভরদ্বাজ পূর্বমুখী হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে এইভাবে ধ্যান করতে থাকলে ধ্যাত সেই দেবতারা সকলে পৃথক পৃথকভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

মলয়ং দর্দুরং চৈব ততঃ স্বেদনুদোঽনিলঃ।
উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ॥ ২৪

তখন শরীরের ঘর্ম শুষ্ক করে দেয় এমন সুখদায়ক শীতল বায়ু মলয় ও দর্দুর নামক পর্বত দুটিকে স্পর্শ করে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল।

ততোঽভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।
দেবদুন্দুভিঘোষশ্চ দিক্ষু সর্বাসু শুশ্রুবে॥ ২৫

মেঘসমূহ স্বর্গীয় কুসুমবর্ষণ করতে লাগল, আর দশদিক থেকে দেবদুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হতে লাগল।

প্রববুশ্চোত্তমা বাতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্॥ ২৬

সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হল এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগল। দেবতা এবং গন্ধর্বদের সুমধুর গীতি-ধ্বনি ও বীণার সুস্বর নিক্কণ শ্রুত হল।

স শব্দো দ্যাং চ ভূমিং চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ।
বিবেশোচ্চাবচঃ শ্লক্ষ্ণঃ সমো লয়গুণান্বিতঃ॥ ২৭

আরোহ-অবরোহসমন্বিত সমতাল-লয় গুণান্বিত সঙ্গীতের সেই সুমধুর স্বরলহরী স্বর্গমর্ত্যের সকল প্রাণীর

কর্ণকুহরে যেন মধুবর্ষণ করতে লাগল।

তস্মিন্নেবংগতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রসুখে নৃণাম্।
দদর্শ ভারতং সৈন্যং বিধানং বিশ্বকর্মণঃ॥ ২৮

মনুষ্য-শ্রোত্র-সুখকর সেই দিব্য গীতধ্বনি সকল দিকে প্রসারিত হতে থাকলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্মার কর্মনৈপুণ্য দেখতে পেল। (সেই সঙ্গীত লহরীর মধ্যে বিশ্বকর্মার সৃষ্টি লীলা যেন মূর্ত হয়ে উঠল)।

বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্।
শাদ্বলৈর্বহুভিশ্ছন্না নীলবৈদূর্যসন্নিভৈঃ॥ ২৯

ভরতের সেনার আগমনের কারণে সবদিকে পঞ্চযোজন পরিমিত ভূমি সমান করা হয়েছে, তার উপরে নীল বৈদূর্যমণি সদৃশ তৃণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।
আমলক্যো বভূবুশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ॥ ৩০

সেই জমি ফলসমৃদ্ধ বেল, কদবেল, কাঁঠাল, লেবু, আমলকী এবং আমগাছে সুশোভিত।

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ।
আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভির্বৃতা॥ ৩১

উত্তর কুরুদেশ থেকে চৈত্ররথ নামক উপভোগ্য মনোরম দিব্য উদ্যান এবং কূলস্থিত বহুবৃক্ষশোভিত রমণীয়া নদী সেখানে আবির্ভূত হল।

চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ॥ ৩২
সিতমেঘনিভং চাপি রাজবেশ্ম সুতোরণম্।
শুক্লমাল্যকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্॥ ৩৩
চতুরস্রমসম্বাধং শয়নাসনয়ানবৎ।
দিব্যৈঃ সর্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ॥ ৩৪
উপকল্পিতসর্বান্নং ধৌতনির্মলভাজনম্।
কৢপ্তসর্বাসনং শ্রীমৎস্বাস্তীর্ণশয়নোত্তমম্॥ ৩৫

নির্মিত হয়েছে উজ্জ্বল শুভ্র চতুঃশালা, হাতি, আর ঘোড়ার আস্তাবল, সুমঙ্গল তোরণযুক্ত মনোরম প্রাসাদসমূহ। নির্মিত হয়েছে শুভ্র মেঘসদৃশ রাজপ্রাসাদ আর তার সম্মুখভাগে সুগন্ধি শুভ পুষ্পশোভিত সুদৃশ্য তোরণ। সেই সকল প্রাসাদে রয়েছে সুকোমল শয্যা এবং সুখোপবেশনের কোমল আসন এবং সরস আহার্য ও দিব্য শুভ্র-বসন। আর আছে চতুষ্কোণ সমতল কোমল শয্যা ও ধৌত উজ্জ্বল পাত্রে উত্তম আহার্য।

প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা।
বেশ্ম তদ্ রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ॥ ৩৬
অনুজগ্মুশ্চ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
বভূবুশ্চ মুদা যুক্তাস্তং দৃষ্ট্বা বেশ্মসংবিধিম্॥ ৩৭

মহর্ষির নির্দেশে কৈকেয়ীপুত্র মহাবীর ভরত নানা রত্নপূর্ণ সেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং পুরোহিতসহ মন্ত্রিগণও তাঁকে অনুসরণ করে সেই গৃহের নির্মাণকার্য ও ব্যবস্থাদি দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন।

তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ।
ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্ধমভ্যবর্তত রাজবৎ॥ ৩৮

মন্ত্রিগণসহ ভরত সেই গৃহে দিব্য রাজাসন, ব্যজন এবং রাজচ্ছত্রকে রাজার মতোই (সেই সিংহাসনে রাজা রামচন্দ্রের অবস্থান কল্পনা করে) প্রদক্ষিণ করলেন।

আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য চ।
বালব্যজনমাদায় ন্যষীদৎ সচিবাসনে॥ ৩৯

(সেই রাজাসনে শ্রীরামের অবস্থিতি কল্পনা করে) তিনি সেই সিংহাসনকে পূজা করলেন এবং শ্রীরামের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন ; পরে চামর হাতে নিয়ে মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করলেন।

আনুপূর্ব্যান্নিষেদুশ্চ সর্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ পশ্চাৎ প্রশাস্তা চ ন্যষীদত॥ ৪০

তারপর আনুপূর্বিক মন্ত্রিগণ, পুরোহিত, অতঃপর সেনাপতি ও রক্ষকগণ পরপর নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন।

ততস্তত্র মুহূর্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দমাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪১

অতঃপর মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশে দাশরথি ভরতের সেবায় মুহূর্তের মধ্যে পায়স-কর্দমপূর্ণ নদীগুলি সেখানে উপস্থিত হল। (নদীগুলির জলে যে কর্দম সৃষ্টি হয়েছে তা আসলে পায়েস।)

আসামুভয়তঃকূলং পাণ্ডুমৃত্তিকলেপনাঃ।
রম্যাশ্চাবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ॥ ৪২

সেই পায়সপূর্ণ নদীগুলির উভয়তীরে ব্রহ্মজ্ঞ

ভরদ্বাজের প্রসাদে মনোরম শ্বেতশুভ্র দিব্য বাসগৃহসকল শোভা পেতে লাগল।

তেনৈব চ মুহূর্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা ব্রহ্মণা প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৩

সেই মুহূর্তে ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে সর্বালঙ্কারভূষিতা বিংশতি সহস্র দিব্যাঙ্গনা সেখানে উপস্থিত হলেন।

সুবর্ণমণিমুক্তেন প্রবালেন চ শোভিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৪
যাভির্গৃহীতঃ পুরুষঃ সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা নন্দনাদপ্সরোগণাঃ॥ ৪৫

নন্দনকানন থেকে কুবের কর্তৃক প্রেরিত, সুবর্ণ-মণি-মুক্তা প্রবালালঙ্কারে বিভূষিতা বিংশতি সহস্র অপ্সরা সেখানে এলেন, যাঁদের সংস্পর্শে এলে পুরুষেরা উন্মাদ হয়ে যায়।

নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রভয়া সূর্যবর্চসঃ।
এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ॥ ৪৬

সূর্যের দীপ্তির মতো কান্তিমান নারদ (জনৈক গন্ধর্ব), তুম্বুরু এবং গোপ নামক গন্ধর্বরাজ ভরতের সম্মুখে এসে গান গাইতে লাগলেন।

অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা।
উপানৃত্যংস্তু ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪৭

মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা এবং বামনা নাম্নী চারজন অপ্সরা ভরতের সম্মুখে নৃত্য পরিবেশন করতে লাগলেন।

যানি মাল্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে।
প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য তেজসা॥ ৪৮

যে পুষ্প দেবলোকে এবং চৈত্ররথ নামক অরণ্যে দৃষ্ট হয়, সেই পুষ্পগুলি মহর্ষি ভরদ্বাজের তপঃপ্রভাবে আশ্রমতীর্থে দৃষ্ট হচ্ছে।

বিল্বা মার্দঙ্গিকা আসন্ শম্যাগ্রাহা বিভীতকাঃ।
অশ্বত্থা নর্তকাশ্চাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসা॥ ৪৯

মহর্ষি ভরদ্বাজের তেজঃপ্রভাবে বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক বৃক্ষ তথা বহেড়াগাছগুলি বাজনার তাল এবং অশ্বত্থ বৃক্ষসকল নর্তকের রূপ ধারণ করল।

ততঃ সরলতালাশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ।
প্রহৃষ্টাস্তত্র সম্পেতুঃ কুব্জা ভূত্বাথ বামনাঃ॥ ৫০

অতঃপর সরল দেবদারু, তাল, তমাল এবং তিলক বৃক্ষসমূহ ভরতের মনোরঞ্জনের জন্য কুব্জ এবং বামনরূপ ধারণ করে হৃষ্ট চিত্তে সেখানে উপস্থিত হল।

শিংশপামলকী জম্বুর্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
মালতী মল্লিকা জাতির্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদাবিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽবসন্॥ ৫১

কাননস্থ শিংশপা, আমলকী, জাম প্রভৃতি বৃক্ষসকল এবং মালতী, মল্লিকা, জাতি প্রভৃতি লতাসমূহ সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এসে বাস করতে লাগল।

সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সং চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি॥ ৫২

সেই অপ্সরাগণ বলতে লাগল—'মধুপায়ীরা যথেচ্ছ মধুপান করো, আর ক্ষুধার্তেরা যথেচ্ছ পবিত্র ফলের মূল এবং যথেচ্ছ পায়স ভোজন করো।'

উচ্ছোদ্য স্নাপয়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বল্গুষু।
অপ্যেকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ॥ ৫৩

সেই অপ্সরাদের মধ্য থেকে সাত-আটজন করে সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে এক-একজন সৈনিক পুরুষকে উত্তমরূপে তৈলমর্দন করে স্নান করাতে লাগল।

সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতুর্নার্যো বিপুললোচনাঃ।
পরিমৃজ্য তদান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ॥ ৫৪

আয়তলোচনা সুন্দরী বরাঙ্গনারা সদ্যস্নাত সেই অতিথিদের গায়ের জল কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে তাদের গাত্র সংবাহন করে স্বাদিষ্ট পেয় পান করাতে লাগল।

হয়ান্ গজান্ খরানুষ্ট্রাংস্তথৈব সুরভেঃ সুতান্।
অভোজয়ন্ বাহনপাস্তেষাং ভোজ্যং যথাবিধি॥ ৫৫

অতঃপর বাহন পালকগণ অশ্ব, হস্তী, অশ্বতর উষ্ট্র এবং সুরভিসুত বৃষদের যথাবিধি তৃণাদি ভোজ্য করাল।

ইক্ষূংশ্চ মধুলাজাংশ্চ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্।
ইক্ষ্বাকুবরযোধানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ॥ ৫৬

ইক্ষ্বাকুবংশীয় বীর যোদ্ধাদের বাহন-পালকেরা বাহনগুলিকে বন্ধনমুক্ত করে যথেচ্ছ ইক্ষু (আখ) এবং

মধুমিশ্রিত লাজ (খৈ) ভোজন করাল।

নাশ্ববন্ধোঽশ্বমাজানান্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ।
মত্তপ্রমত্তমুদিতা সা চমূস্তত্র সম্বভৌ॥ ৫৭

যেখানে অশ্বেরা এবং হস্তীরা আহার করছিল সেখানে অশ্ববন্ধনকারীরা এবং হস্তীবন্ধনকারীরা অশ্বের ও হস্তীর কাছে যেতে পারল না, কারণ সেখানে মধু পান করে সেনাবাহিনী প্রমত্ত অবস্থায় ছিল।

তর্পিতাঃ সর্বকামৈস্তে রক্তচন্দনরূষিতাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্॥ ৫৮

সবরকম কামনায় পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনচর্চিত সৈনিকেরা অপ্সরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলতে লাগল—

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্॥ ৫৯

'আমরা আর অযোধ্যায় ফিরে যাব না, দণ্ডকাতেও না, ভরতের কল্যাণ হোক, রামও দণ্ডকারণ্যে সুখে থাকুন।'

ইতি পাদাতযোধাশ্চ হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ।
অনাথাস্তং বিধিং লব্ধ্বা বাচমেতামুদীরয়ন্॥ ৬০

সম্প্রহৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ।
ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্॥ ৬১

ভরতের অনুগামী স্বাধীনতা-প্রাপ্ত পদাতিক সৈন্যরা, হস্তী ও অশ্বের বন্ধনকারী আরোহীরা এবং সহস্র সহস্র মানুষ উল্লসিত হয়ে পূর্ব (৫৯ সংখ্যক) শ্লোকোক্ত কথা বলে আরও বলতে লাগল, 'এই তো স্বর্গ!'

নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ॥ ৬২

পুষ্পমাল্যে সুশোভিত সহাস্য হাজার হাজার সৈনিক নৃত্যগীত করতে করতে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমম্।
দিব্যানুদীক্ষ্য ভক্ষ্যাংস্তানভবদ্ ভক্ষণে মতিঃ॥ ৬৩

অমৃতস্বাদযুক্ত অন্ন ভোজন করে এবং স্বর্গীয় ভোজ্য দর্শন করে সৈনিকদের আবার ক্ষুধার উদ্রেক হল।

প্রেষ্যাশ্চেট্যশ্চ বধ্বশ্চ বলস্থাশ্চাপি সর্বশঃ।
বভূবুস্তে ভৃশং প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ॥ ৬৪

সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সকল দাস-দাসী ও অন্য স্ত্রীলোক ছিল তারা সকলেই নতুন বস্ত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশি হল।

কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোঽশ্বাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
বভূবুঃ সুতৃপ্তাস্তত্র নান্যো হ্যন্যমকল্পয়ৎ॥ ৬৫

হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মৃগ এবং পক্ষীরা সেখানে ভোজন করে এত পরিতৃপ্ত যে অতিরিক্ত খাদ্য আর তারা ইচ্ছা করল না।

নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা।
রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদদৃশ্যত॥ ৬৬

সেই সময় সেখানে ধূলিধূসরিত কেশযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিহিত ক্ষুধার্ত রুগ্নদেহী কোনও লোকই দেখা গেল না।

আজৈশ্চাপি চ বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ॥ ৬৭

পুষ্পধ্বজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লস্যান্নস্য চাভিতঃ।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তত্র নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ॥ ৬৮

ভরতের সঙ্গে আগত সকল অযোধ্যাবাসী ও সৈনিকেরা বিস্মিত নেত্রে দেখল— চতুর্দিকে সহস্র সহস্র সুবর্ণপাত্রে সজ্জিত আছে জোয়ান-মিশ্রিত বারাহী স্কন্দ দ্বারা এবং আম ইত্যাদি ফলের উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন মিশ্রিত সুস্বাদু সূপ (ঝোল) ও ফলের রসযুক্ত শ্বেতপুষ্পসদৃশ শ্বেতশুভ্র অন্নরাশি।

বভূবুর্বনপার্শ্বেষু কূপাঃ পায়সকর্দমাঃ।
তাশ্চ কামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ॥ ৬৯

সেই বনের চতুষ্পার্শ্বস্থ কূপগুলি সব জলের পরিবর্তে পায়সকর্দমে পরিপূর্ণ ; গরুগুলি সব কামধেনু এবং বৃক্ষসকল মধুধর্মী।

বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূরকৌক্কুটৈঃ॥ ৭০

পথিপার্শ্বস্থ জলাশয়গুলি 'মৈরেয়' নামক মদ্যে পূর্ণ এবং উত্তপ্ত কুণ্ডগুলি পথের ময়ূর ও বন্য কুক্কুটের রান্না করা মাংসে পূর্ণ ছিল।

পাত্রীণাং চ সহস্রাণি স্থালীনাং নিযুতানি চ।
ন্যর্বুদানি চ পাত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ॥ ৭১
স্থাল্যঃ কুম্ভ্যঃ করম্ভ্যশ্চ দধিপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ।

যৌবনস্থস্য গৌরস্য কপিত্থস্য সুগন্ধিনঃ ॥ ৭২
হ্রদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে।
বভূবুঃ পায়সস্যান্যে শর্করাণাং চ সঞ্চয়াঃ ॥ ৭৩

সেখানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল সহস্র সহস্র নিযুত নিযুত (কয়েক লক্ষাধিক) এবং অর্বুদ-অর্বুদ (কয়েক কোটির বেশি) স্বর্ণময় অন্নপাত্র। ছিল থালা, ছোট ছোট কলসি, উত্তম পুষ্প, কদবেলের সুগন্ধযুক্ত উত্তম দধিপূর্ণ বড় বড় কলস, অন্যান্য হ্রদগুলি সুগন্ধিত শুভ্র রসাল দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ। কতকগুলি হ্রদ ছিল পায়সান্নে আর কতকগুলি ছিল শর্করায় পরিপূর্ণ।

কল্কাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ।
দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥ ৭৪

নদীর ঘাটে গিয়ে লোকেরা দেখতে পেল ভিন্ন ভিন্ন পাত্র মধ্যে আমলকীচূর্ণ তথা স্নানোপযোগী বিভিন্ন সুগন্ধিত চূর্ণ দ্রব্যসকল সঞ্চিত রয়েছে।

শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্।
শুক্লাংশ্চন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্রেষ্ববতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৫
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ বাসসাং চাপি সঞ্চয়ান্।
পাদুকোপানহং চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ ॥ ৭৬
আঞ্জনীঃ কঙ্কতান্ কূর্চাংশ্ছত্রাণি চ ধনূংষি চ।
মর্মত্রাণানি চিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ৭৭
প্রতিপানহ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্রগজবাজিনাম্।
অবগাহ্যসুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্।
আকাশবর্ণপ্রতিমান্ স্বচ্ছতোয়ান্ সুখাপ্লবান্ ॥ ৭৮
নীলবৈদূর্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্।
নির্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্বশঃ ॥ ৭৯

তারা আরও দেখল শ্বেত লোমশাগ্রভাগ দন্তধাবন কাষ্ঠ, শ্বেত চন্দন অনুলেপনপূর্ণ সম্পুট, পরিমার্জিত দর্পণ, বস্ত্ররাশি, কয়েক সহস্র চর্মপাদুকা ও কাষ্ঠ পাদুকা, দেখল কত জলপূর্ণ কাজললতা, কাঁকন শ্মশ্রু মার্জন (চুল দাড়ি মার্জন) কূট, ছত্র, ধনু, কবচ, সুন্দরশয্যা এবং আসন; আরও দেখল পানীয় জলপূর্ণ এবং শ্বেত-নীলপদ্মে আচ্ছাদিত হ্রদ যা গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী এবং অশ্বের অবগাহনের উপযোগী, যার জল আকাশের মতো সুনীল ও স্বচ্ছ এবং সুখস্নানোপযোগী। তারা আরও দেখল চতুর্দিকে সজ্জিত নীল বৈদূর্যমণির বর্ণবিশিষ্ট ; পশুভোজ্য তৃণরাশিতে পরিপূর্ণ।

ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বাহহতিথ্যং কৃতং তাদৃগ্ ভরতস্য মহর্ষিণা ॥ ৮০

ভরতের সঙ্গে আগত সেনা ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে ভরতের প্রতি মহর্ষির তাদৃশ স্বপ্নবৎ অদ্ভুত আতিথ্য দেখে সকলে বিস্মিত হল।

ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্তত ॥ ৮১

নন্দনকাননে দেবতাদের আনন্দবিহারের মতো অত্র মহর্ষি ভরদ্বাজের সেই রমণীয় আশ্রমে সকলের রাত্রি সুখবিহারে অতিবাহিত হল।

প্রতিজগ্মুশ্চ তা নদ্যো গন্ধর্বাশ্চ যথাগতম্।
ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্বা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৮২

অতঃপর স্বর্গীয় সেই সকল নদী, গন্ধর্বগণ ও বরাঙ্গনারা মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতিক্রমে, যেখান থেকে এসেছিল, সেই স্থানেই চলে গেল।

তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরা-
স্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ।
তথৈ দিব্যা বিবিধাঃ স্রগুত্তমাঃ
পৃথগ্বিকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দিতাঃ ॥ ৮৩

মধুপানে উন্মত্ত এবং দিব্য চন্দন ও অগুরুচর্চিত ভরতের লোকজন মহর্ষির আশ্রম থেকে চলে গেলে, চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল শুধু মানুষের পদদলিত নিষ্পিষ্ট পুষ্পমালাগুলি।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

———o———

দ্বিনবতিতম সর্গ (৯২)

শ্রীরামের সঙ্গে মিলনের পর পুনরায় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীরামের আশ্রমে যাওয়ার পথ নির্দেশপ্রাপ্ত ভরত কর্তৃক মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে মাতৃগণের পরিচয় দান, অতঃপর সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূটের উদ্দেশে যাত্রা

ততস্তাং রজনীং ব্যুষ্য ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৃতাতিথ্যো ভরদ্বাজং কামাদভিজগাম হ॥ ১

সপরিজন ভরত ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে রাত্রিযাপনান্তে পরের দিন শ্রীরামের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে মুনির কাছে উপস্থিত হলেন।

তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং প্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিমাগতম্।
হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত॥ ২

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য প্রাতঃকর্ম সমাপনান্তে ঋষি ভরদ্বাজ সম্মুখে আগত করজোড়ে দণ্ডায়মান নরশ্রেষ্ঠ ভরতকে দেখে বললেন—

কচ্চিদত্র সুখা রাত্রিস্তবাস্মদ্বিষয়ে গতা।
সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ॥ ৩

'পূতচরিত্র ভরত ! বলো, আশ্রমে তোমার রাত্রি সুখে অতিবাহিত হয়েছে তো ! তোমার সঙ্গে আগত পরিজনেরা সকলে পরিতৃপ্ত তো ?'

তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ।
আশ্রমাদুপনিষ্ক্রান্তমৃষিমুত্তমতেজসম্ ॥ ৪

আশ্রমগৃহ থেকে বহিরাগত অত্যন্ত তেজস্বী সেই ঋষিকে প্রণাম করে ভরত করজোড়ে বললেন—

সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ।
বলবত্তর্পিতশ্চাহং বলবান্ ভগবংস্ত্বয়া॥ ৫

'ভগবন্ ! সৈনবাহিনী ও বাহনাদিসহ আমরা সকলে বনে খুব সুখেই বাস করলাম ; আপনি আমাদের সকলকে পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করেছেন।

অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ।
অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্বে স্ম সুসুখোষিতাঃ॥ ৬

'সেবকসহ সপরিজন আমাদের সকল ক্লান্তি দূরীভূত হয়েছে এবং উত্তম অন্নপানাদি দ্বারা আমরা সকলেই সবিশেষ পরিতৃপ্ত। উত্তম আশ্রয়ে আমরা সকলেই সুখে রাত্রি অতিবাহিত করেছি।

আমন্ত্রয়েঽহং ভগবন্ কামং ত্বামৃষিসত্তম।
সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা॥ ৭

'হে ঋষিবর ভগবন্ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের কাছে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি ; স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আপনি আমায় বিদায় দিন।

আশ্রমং তস্য ধর্মজ্ঞ ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে॥ ৮

'হে ধার্মিক প্রবর মুনিবর ! ধর্মজ্ঞ মহাত্মা শ্রীরামের আশ্রম কোন্ দিকে এবং কত দূরে, তা আমায় স্পষ্ট করে বলুন।'

ইতি পৃষ্টস্তু ভরতং ভ্রাতুর্দর্শনলালসম্।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ॥ ৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদর্শনে সমুৎকণ্ঠিত ভরত কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, মহাতেজা, মহাতপস্বী ঋষি ভরদ্বাজ প্রত্যুত্তরে ভরতকে বললেন—

ভরতার্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে।
চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ॥ ১০

'ভরত ! এখান থেকে সাড়ে তিন যোজন (চৌদ্দ ক্রোশ) দূরে নির্জন বনমধ্যে রমণীয় ঝর্ণা ও মনোরম কাননসমন্বিত চিত্রকূট পর্বত অবস্থিত।

উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসংছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা॥ ১১
অনন্তরং তৎসরিতশ্চিত্রকূটং চ পর্বতম্।
তয়োঃ পর্ণকুটীং তাত তত্র তৌ বসতো ধ্রুবম্॥ ১২

'সেই পর্বতের উত্তর পাশ দিয়ে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা, যার উভয় তটভূমি ছায়াপ্রদানকারী রমণীয় পুষ্পিত বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। সেই নদীর অপর তীরে চিত্রকূট পর্বতে নিশ্চয়ই পর্ণকুটীর নির্মাণ করে তাতেই দশরথপুত্র ভ্রাতৃদ্বয় সীতাসহ বাস করছেন।

দক্ষিণেন চ মার্গেণ সব্যদক্ষিণমেব চ।

গজবাজিসমাকীর্ণাং বাহিনীং বাহিনীপতে॥ ১৩
বাহয়স্ব মহাভাগ ততো দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।

'হে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ! হস্তী-অশ্ব-সমাযুক্ত তোমার বিশাল বাহিনীকে নিয়ে প্রথমে দক্ষিণদিকে কিছুটা গিয়ে পরে বামদিকে যাবে ; তারপর আবার দক্ষিণদিকে গিয়ে রামকে দেখতে পাবে।'

প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ॥ ১৪
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্যবারয়ন্।

যাত্রা করতে হবে শুনে, রথে অবস্থিতা রাজমহিষীরা রথ থেকে অবতরণ করে ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন।

বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া॥ ১৫
কৌসল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ।

পতিহীনা ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্না দেবী কৌশল্যা কাঁপতে কাঁপতে সুমিত্রার সঙ্গে এসে দুই হাতে মুনির পা জড়িয়ে ধরলেন।

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা॥ ১৬
কৈকেয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা।
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্॥ ১৭
অদূরাদ্ ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা।

অসফলকামা সর্বজননিন্দিতা কৈকেয়ী সসঙ্কোচে মহামুনির চরণ বন্দনা করলেন এবং তাকে প্রদক্ষিণ করে ভরতের কাছে গিয়ে দীনচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তত্র পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ॥ ১৮
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব।

অতঃপর মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন— 'হে রঘুনন্দন ! তোমার মাতৃগণের প্রত্যেকের (পৃথক পৃথক ভাবে) বিশেষ পরিচয় জানতে চাই।'

এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্মিকঃ॥ ১৯
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ।

মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, বাক্যকথনে সুনিপুণ ধার্মিক ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্॥ ২০
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষাং তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্॥ ২১
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।

'ভগবন্ ! শোকে অনশনে ক্লিষ্টা, দেবীর মতো যাঁকে দেখছেন, ইনি আমার পিতার প্রধানা মহিষী দেবী কৌশল্যা আমার বড় মা, দেবমাতা অদিতি যেমন বিধাতা আদিত্যকে জন্ম দিয়েছেন সেইরকম ইনি সিংহগতিসম্পন্ন নরশার্দূল শ্রীরামের জননী।

অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ॥ ২২
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে॥ ২৩
এতস্যাস্তৌ সুতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ণিনৌ।
উভৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্যপরাক্রমৌ॥ ২৪

'দেবী কৌশল্যার বামবাহু জড়িয়ে ধরে বনমধ্যে ফুল ঝরে যাওয়া কর্ণিকা বৃক্ষের মতো উদাসভাবে ভূষণহীন যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ; শোকার্তা সেই দেবী সুমিত্রা রাজার তৃতীয়া মহিষী (আমার ছোট মা)। এঁর দেবতুল্য বীর ও সত্যপরায়ণ দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ২৫
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্॥ ২৬
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতোমূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥ ২৭

'আর যাঁর জন্য নরশার্দুল রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণ-সংশয়তুল্য বনবাসিত হয়েছেন এবং পুত্র বিরহকাতর রাজা দশরথ স্বর্গত হয়েছেন, সেই পাপীয়সী নৃশংস স্বভাব ক্রোধপরায়ণা, উদ্ধতা, সৌভাগ্যাভিমানিনী, ঐশ্বর্যলুব্ধা, সকল দুঃখের কারণ, আচরণে অনার্যতুল্য কৈকেয়ীকে আমার জননী জন্মদাত্রী বলে জানবেন।'

ইত্যুক্ত্বা নরশার্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
বিনিঃশ্বস্য স তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্॥ ২৮

ক্রোধে-শোকে রক্তনেত্র পুরুষসিংহ ভরত, বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তং ব্রুবন্তং ভরতং তদা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবিৎ॥ ২৯

শোকে-দুঃখে কাতর ভরত উক্ত কথাগুলি বললে, মহাবুদ্ধিমান ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা সকল কথার অর্থবিৎ মহর্ষি ভরদ্বাজ তখন ভরতকে বললেন—

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥ ৩০

'ভরত ! কৈকেয়ীর এই দোষের জন্য তাঁকে তুমি নিন্দা কোরো না ; কারণ শ্রীরামের এই বনবাস পরিণামে সুখদায়ক হবে।

দেবানাং দানবানাং চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ॥ ৩১

'শ্রীরামের এই বনবাস দেবতা, দানব ও পরমাত্মা-চিন্তনরত ঋষিদের পক্ষে এই জগতে অতীব কল্যাণপ্রদ হবে।'

অভিবাদ্য তু সংসিদ্ধঃ কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ॥ ৩২

সিদ্ধমনোরথ ভরত তখন শ্রীভরদ্বাজ ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে বললেন—'যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।'

ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্।
অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থং বহূন্ বহুবিধো জনঃ॥ ৩৩

তখন স্বর্ণমণ্ডিত রথে অশ্ব যোজনা করে যাত্রার জন্য বহু লোক তাতে আরোহণ করল।

গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষ্যাঃ পতাকিনঃ।
জীমূতা ইব ঘর্মান্তে সঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে॥ ৩৪

স্বর্ণনির্মিত গলবন্ধ এবং পতাকা শোভিত হস্তী ও হস্তিনীরা গ্রীষ্ম শেষে বর্ষাকালীন মেঘের মতো গর্জন করতে করতে প্রস্থান করল।

বিবিধান্যপি যানানি মহান্তি চ লঘূনি চ।
প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পাদৈরপি পদাতয়ঃ॥ ৩৫

যানারোহীরা মহামূল্যবান ছোট বড় নানাপ্রকার যানে চড়ে, আর পদাতিকেরা পায়ে হেঁটে চলতে লাগল।

অথ যানপ্রবেকৈস্তু কৌসল্যাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্মুদিতাস্তদা॥ ৩৬

এবার, কৌশল্যা প্রমুখ রাজকুলের স্ত্রীগণ, শ্রীরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রেষ্ঠ যানে চড়ে সানন্দে চলতে লাগলেন।

চন্দ্রার্কতরুণাভাসাং নিযুক্তাং শিবিকাং শুভাম্।
আস্থায় প্রযযৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ॥ ৩৭

নবোদিত চন্দ্র ও সূর্যের আভাযুক্ত শিবিকায় আরূঢ় হয়ে শ্রীমান ভরত সপরিজন যাত্রা করলেন।

সা প্রযাতা মহাসেনা গজবাজিসমাকুলা।
দক্ষিণাং দিশমাবৃত্য মহামেঘ ইবোত্থিতঃ॥ ৩৮

বিশালাকার মেঘের মতো হস্তী-অশ্ব-সমন্বিত সেই বিশাল সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক আবৃত করে যাত্রা করল।

বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ।
গঙ্গায়াঃ পরবেলায়াং গিরিষ্বথ নদীষ্বপি॥ ৩৯

গঙ্গার পরপারে নদী ও পর্বতের নিকটবর্তী পশুপক্ষিসেবিত সেই বিশাল বনপথ অতিক্রম করে তারা চলতে লাগল।

সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসংঘান্।
মহদ্বনং তৎ প্রবিগাহমানা
ররাজ সেনা ভরতস্য তত্র॥ ৪০

প্রহৃষ্ট হস্তী ও অশ্বসমূহ সমন্বিত ভরতের সেই বিশাল সেনাবাহিনী কত মৃগপক্ষীদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে বনপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ শোভা উৎপাদন করেছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতম সর্গ (৯৩)

সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূট যাত্রার বর্ণনা

তয়া মহত্যা যায়িন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ।
অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ॥ ১

ধ্বজাধারী সেই বিশাল সেনাবাহিনীর যাত্রাকালে বনবাসী হস্তী-দলপতিরা তাদের দলবল সহ ভয়পীড়িত হয়ে ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল।

ঋক্ষাঃ পৃষতমুখ্যাশ্চ রুরুবশ্চ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে বনবাটেষু গিরিষ্বপি নদীষু চ॥ ২

বনপ্রদেশে, পর্বতে এবং নদীতীরে চারিদিকে ভল্লুকদের, চিত্রিত হরিণদের এবং 'রুরু' নামক হরিণদের ভয়ে ছুটাছুটি করতে দেখা গেল।

স সম্প্রতস্থে ধর্মাত্মা প্রীতো দশরথাত্মজঃ।
বৃতো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া॥ ৩

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক এই বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর কোলাহলের মাধ্যমে ধর্মাত্মা দশরথাত্মজ ভরত সানন্দে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাত্মনঃ।
মহীং সঞ্ছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদঃ॥ ৪

বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশকে ছেয়ে ফেলে, সেইরকমভাবে মহাত্মা ভরতের সাগরপ্রবাহের মতো বিশাল সেনাবাহিনী পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল।

তুরগৌঘৈরবততা বারণৈশ্চ মহাবলৈঃ।
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা॥ ৫

বহু সংখ্যক অশ্ব ও মহাবলশালী হস্তীর শোভাযাত্রায় আবৃত হওয়ায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি দেখা যাচ্ছিল না।

স গত্বা দূরমধ্বানং সম্পরিশ্রান্তবাহনঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ বসিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্॥ ৬

অনেকদূর পথ যাওয়ার পর বাহনদের পরিশ্রান্ত দেখে ভরত মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে বললেন—

যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্।
ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ॥ ৭

'ভগবন্ ! চতুষ্পার্শের যে রূপের কথা শুনেছি এবং যেরূপ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে মহর্ষি ভরদ্বাজ যে দেশের কথা বলেছিলেন, আমরা সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে গিয়েছি।

অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্॥ ৮

'এই তো চিত্রকূট পর্বত ; ওই তো প্রবহমানা মন্দাকিনী, আর দূর থেকে নীল মেঘের মতো দৃশ্যমান ওই নীল বনশ্রেণী।

গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সম্প্রতি।
বারণৈরবমৃদ্যন্তে মামকৈঃ পর্বতোপমৈঃ॥ ৯

'সম্প্রতি আমার পূর্বতোপম হস্তিগণ ওই পর্বতের সানুদেশকে নিপীড়িত করে বপ্রক্রীড়ারত।

মুঞ্চন্তি কুসুমান্যেতে নগাঃ পর্বতসানুষু।
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ॥ ১০

'গ্রীষ্মের অবসানে নীল মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেইভাবে পর্বত সানুদেশস্থিত তরুরাজি পুষ্পবর্ষণ করছে।'

কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্বতে।
হয়ৈঃ সমন্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্॥ ১১

পরে ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বললেন—'ভাই শত্রুঘ্ন ! পর্বতোপত্যকায় কিন্নরদের বাসস্থানগুলি দেখো। আরও দেখো, সাগরে যেমন কুমীরেরা সমাকীর্ণ হয়ে থাকে, সেইরকম এই স্থানে আমার অশ্বেরা বিচরণ করছে।

এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রচোদিতাঃ।
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘজালা ইবাম্বরে॥ ১২

'আমাদের সৈন্যদের দ্বারা বিতাড়িত দ্রুত পলায়নপর মৃগগণকে শরতের আকাশে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

কুর্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু সুরভীনমী।
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা॥ ১৩

'শরৎকালীন মেঘসদৃশ পথফলক শোভিত শাখাযুক্ত পর্বতস্থ বৃক্ষগুলি নিজেদের দাক্ষিণাত্যবাসীদের মতো সুরভিত পুষ্পসুশোভিত করেছে।

নিষ্কূজমিব ভূত্বেদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্।
অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সম্প্রতি প্রতিভাতি মে॥ ১৪

'জনকলরবশূন্য নিস্তব্ধ এই অরণ্য ছিল ভয়ঙ্কর, সম্প্রতি আমার লোকজনে পরিব্যাপ্ত হয়ে জনাকীর্ণ অযোধ্যার মতো মনে হচ্ছে।

খুরৈরুদীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
ততঃ বহত্যনিলঃ শীঘ্রং কুর্বন্নিব মম প্রিয়ম্॥ ১৫

'অশ্বখুরের আঘাতে উত্থিত ধূলিজাল আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ; কিন্তু আমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই বায়ু সত্বর প্রবাহিত হয়ে সেই ধূলি অপসারিত করছে।

স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।
এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুঘ্ন কাননে॥ ১৬

'শত্রুঘ্ন ! দেখো, মুখ্য সারথিদের দ্বারা চালিত অশ্বযোজিত রথগুলি কেমন দ্রুতগতিতে এই কাননে এসে পড়েছে।

এতান্ বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।
এবমাপততঃ শৈলমধিবাসং পতৎ ত্রিণঃ॥ ১৭

'দেখো, আমাদের সৈন্যদের ভয়ে ভীত সুন্দরদর্শন ময়ূরেরা পাখিদের আবাসভূমি এই পর্বতেই ছুটে আসছে।

অতিমাত্রময়ং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে।
তাপসানাং নিবাসোঽয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোঽনঘ॥ ১৮

'নিষ্পাপ শত্রুঘ্ন ! এই দেশ আমার কাছে অতি মনোরম, তপস্বীদের নিবাসভূমি ও স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে প্রতীত হচ্ছে।

মৃগা মৃগীভিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে।
মনোজ্ঞরূপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ॥ ১৯

'চিত্রিত গাত্র হরিণীদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ফুলসাজে সজ্জিত। তাদের সঙ্গে হরিণদের বিহার বড়ই মনোজ্ঞ।

সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিন্বন্তু চ কাননম্।
যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রামলক্ষ্মণৌ॥ ২০

'সৈনিকেরা অগ্রসর হয়ে অরণ্যমধ্যে পুরুষসিংহ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে ভালোভাবে অন্বেষণ করুক।'

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
বিবিশুস্তদ্বনং শূরা ধূমাগ্রং দদৃশুস্ততঃ॥ ২১

ভরতের নির্দেশ শুনে শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা সেই বনে প্রবেশ করে কিছু দূরে ধূমশিখা দেখতে পেল।

তে সমালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমাগতাঃ।
নামনুষ্যে ভবত্যগ্নির্ব্যক্তমত্রৈব রাঘবৌ॥ ২২

ধূমশিখা দেখে তারা ভরতের কাছে এসে বলল —'প্রভো ! যেখানে কোনও মানুষ থাকে না, সেখানে গৃহকর্মার্থে অগ্নিশিখা দেখা যেতে পারে না। তাই, মনে হচ্ছে এখানে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় আছেন।

অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।
অন্যো রামোপমাঃ সন্তি ব্যক্তমত্র তপস্বিনঃ॥ ২৩

'যদিও শত্রুসন্তাপক নরব্যাঘ্র রাজকুমারদ্বয় না থাকেন, তবে শ্রীরামতুল্য অন্য কোনও তপস্বীরা নিশ্চয়ই থাকবেন।'

তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তেষাং বচনং সাধুসম্মতম্।
সৈন্যানুবাচ সর্বাস্তানমিত্রবলমর্দনঃ॥ ২৪

শত্রুশক্তি দমনকারী ভরত তাদের সুসঙ্গত কথা শুনে সৈন্যদের সকলকে বললেন—

যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমগ্রতঃ।
অহমেব গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃতিরেব চ॥ ২৫

'তোমরা এখানে অবস্থান করো ; এখান থেকে অগ্রসর হোয়ো না ; আমিই যাব, সুমন্ত্র এবং ধৃতিও আমার সঙ্গে যাবে।'

এবমুক্তাস্ততঃ সৈন্যাস্তত্র তস্থুঃ সমন্ততঃ।
ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ॥ ২৬

এইরূপ আদিষ্ট হয়ে সৈন্যেরা সেখানে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করতে লাগল ; আর যেদিকে ধূমের শিখা উঠছিল ভরত সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

ব্যবস্থিতা যা ভরতেন সা চমূ-
নিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।
বভূব হৃষ্টা নচিরেণ জানতী
প্রিয়স্য রামস্য সমাগমং তদা॥ ২৭

ভরতের নির্দেশে সেই স্থানে অবস্থিত সেনাবাহিনী সম্মুখ বিস্তৃতভূমির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে পুলকিত হৃদয়ে চিন্তা করতে লাগল যে, অচিরেই শ্রীরামের সঙ্গে তারা মিলিত হতে সমর্থ হবে।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৩॥

—o—

চতুর্নবতিতম সর্গ (৯৪)

সীতাদেবীর নিকট শ্রীরাম কর্তৃক চিত্রকূটের শোভা প্রদর্শন

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ।
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বং চ চিত্তং বিলোভয়ন্॥ ১
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ।
ভার্যামমরসংকাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥ ২

পর্বতপ্রেমিক দাশরথি রাম সেই চিত্রকূট পর্বতে দীর্ঘকাল অবস্থানকালে একদিন বিদেহরাজতনয়া সীতার এবং নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্য সীতার নিকট চিত্রকূটের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাকে সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলেন ; মনে হচ্ছিল যেন দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় পত্নী শচীদেবীকে সেই সৌন্দর্য দেখিয়ে বলছিলেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥ ৩

'অয়ি কল্যাণি ! এই মনোরম পর্বত দেখার পর থেকে আমার রাজ্য হারাবার বা আত্মীয় বিয়োগজনিত বেদনা আর নেই।

পশ্যেমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণাযুতম্।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥ ৪

'অয়ি মঙ্গলময়ি ! নানা বিহগ অধ্যুষিত এই পর্বত দর্শন করো ; নানাধাতু রঞ্জিত গগনচুম্বী পর্বতচূড়াগুলি কী অপরূপ শোভ ধারণ করেছে !

কেচিদ্ রজতসংকাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥ ৫
পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিজ্জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ॥ ৬

'এই পর্বতের চূড়াগুলির বিভিন্ন অঞ্চল নানাধাতু দ্বারা বিভূষিত। কোনও কোনওটি রূপার মতো ঝলমল করছে, কোনওটি বা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। কোনও চূড়া মঞ্জিষ্ঠ লতার মতো পীতবর্ণবিশিষ্ট, আবার কোনও চূড়া মণির প্রভাবিশিষ্ট। কোনওটি কেতক পুষ্পের পরাগের আভা-বিশিষ্ট ; কোথাও বা জ্যোতির দীপ্তি !

নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ॥ ৭

'হরিণ এবং বহুবিধ পক্ষিসমাকুল এই পর্বতে আছে বড় বড় বাঘ, নেকড়ে বাঘ এবং ভল্লুক ; কিন্তু তারা সব অহিংসক।

আম্রজম্বসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈর্ধবৈঃ।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ॥ ৮
কাশ্মর্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ॥ ৯
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥ ১০

'আম, জাম, শালবৃক্ষ, লোধ্র (বৃক্ষবিশেষ), পিয়াল, কাঁঠাল, ধব, অঙ্কোল (দীর্ঘ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ), ভব্য (অতসী), তিনিশ, বেল, তিন্দুক (গাবগাছ) বেণু (বাঁশ) কাশ্মরী (মধুপর্ণিকা, গুড়ুচী) নিম, বাণ, মধুক, তিলক, কুল, আমলকী, কদম্ব, বেত্র (বেত) ধন্বন (ইন্দ্রজব) ও দাড়িম্ব বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এই পর্বতচূড়ায় ফলে ফুলে ভরা বৃক্ষগুলি মনোরম ছায়াবিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলে পর্বতটি বিশেষ শোভা ধারণ করেছে।

শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ॥ ১১

'অয়ি কল্যাণি ! দেখো, এই মনোরম শৈলসানুদেশে কামমুগ্ধ মনস্বী কিন্নর-কিন্নরীরা হৃষ্টচিত্তে যুগল বিহার করছে।

শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্॥ ১২

'দেখো, এই মনোরম লীলাস্থলের বৃক্ষশাখায় কিন্নরদের খড়্গগুলি এবং বিদ্যাধরীদের সুন্দর বসনগুলি রক্ষিত আছে।

জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্পন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ॥ ১৩

'কোথাও কোথাও পর্বত মৃত্তিকা ভেদ করে নীরবে জলধারা বয়ে চলেছে, আবার কোথাও-বা এই জলধারার শব্দে পর্বতকে মদমত্ত হস্তীর মতো মনে হচ্ছে।

গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ॥ ১৪

'পর্বতগুহা থেকে নির্গত কুসুমগন্ধ সুরভিত সমীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে কোন্ মানুষকে না আনন্দ

...ল করছে!

যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধর্ষতি॥ ১৫

'অয়ি অনিন্দিতে! তোমার সঙ্গে এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে যদি আমি এখানে অনেক বৎসর অতিবাহিত করতে পারি, তথাপি শোক আমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।

বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণায়ুতে।
বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভামিনি॥ ১৬

'অয়ি সুন্দরি! রমণীয় নানা ফলপুষ্পশোভিত, নানা পক্ষিসমাকুল এই বিচিত্র পর্বতশিখরে আমি পরম আনন্দেই আছি।

অনেন বনবাসেন মম প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্।
পিতুশ্চানৃণতা ধর্মে ভরতস্য প্রিয় তথা॥ ১৭

'এই বনবাসে আমার দুটি ফল লাভ হয়েছে —প্রথমত, সত্যপালন দ্বারা পিতার ঋণমুক্তি ; আর দ্বিতীয়ত, ভরতের প্রীতির সম্পাদন।

বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সম্মতান্॥ ১৮

'অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনি! আমার সঙ্গে এই চিত্রকূট পর্বতে বিচরণ করে এবং দেহ-বাক্য-মনের অনুকূল আনন্দবিধায়ক দৃশ্যসমূহ দেখে তুমি আনন্দ লাভ করছ তো?

ইদমেবামৃতং প্রাহু রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে।
বনবাসং ভবার্থায় প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ॥ ১৯

'অয়ি রাজ্ঞি! শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ নিয়মপূর্বক বনবাসকে অমৃতস্বরূপ বলেছেন। আমার প্রপিতামহ মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ বলেছেন, এই বনবাস পরলোকেও কল্যাণপ্রদ।

শিলাঃ শৈলস্য শোভন্তে বিশালাঃ শতশোঽভিতঃ।
বহুলা বহুলৈর্বর্ণৈর্নীলপীতসিতারুণৈঃ॥ ২০

'নীল-পীত-শ্বেত-রক্তবর্ণের শতশত বিশাল বিশাল পার্বত্য শিলা সম্মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শোভা পাচ্ছে।

নিশি ভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব।
ওষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্ম্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ॥ ২১

'পর্বতোপরি সহস্র সহস্র ওষধিবৃক্ষ রাত্রিতে স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে আত্মশিখার মতো জ্বলজ্বল করে।

কেচিৎ ক্ষয়নিভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসন্নিভাঃ।
কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্বতস্যাস্য ভামিনি॥ ২২

'সুন্দরি! এই পর্বতের কোনও স্থান নানা বৃক্ষ-পরিবৃত হয়ে গৃহের ন্যায়, কোথাও পুষ্পতরু সমাবৃত উদ্যানের মতো আবার কোথাও বা একখণ্ড বিস্তৃত শিলা দেখা যাচ্ছে।

ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্বতঃ শুভঃ॥ ২৩

'চিত্রকূট যেন পৃথ্বীতলকে বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়েছে। চিত্রকূটের শিখরদেশ সবদিক থেকেই সুন্দর দেখায়।

কুষ্ঠস্থগরপুন্নাগভূর্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলায়ুতান্॥ ২৪

'দেখো, বিলাসীদের জন্য নীলোৎপল, শ্বেতোৎপল, টগর এবং ভূর্জপত্র দ্বারা শয্যা বিস্তৃত, তার উপর পদ্মের পাপড়ির আস্তরণ।

মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥ ২৫

'দেখো, কামীদের দ্বারা উপভোগান্তে মর্দিত ও পরিত্যক্ত পদ্মমাল্যগুলি এবং উপভুক্ত ফলের পরিত্যক্ত অংশগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

বস্বৌকসারাং নলিনীমতীত্যেবোত্তরান্ কুরূন্।
পর্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূলফলোদকঃ॥ ২৬

'বহু ফলমূল ও জলপরিপূর্ণ এই চিত্রকূট পর্বত কুবেরপুরী (অলকা) তথা ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে সৌন্দর্যে অতিক্রম করেছে।

ইমং তু কালং বনিতে বিজহ্রিবাং-
ত্বয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্মবর্ধিনীং
সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পরৈঃ স্থিতঃ॥ ২৭

'প্রাণপ্রিয়ে সীতে! তোমার এবং প্রিয় লক্ষ্মণের সঙ্গে এই চতুর্দশ বৎসর সময় এই চিত্রকূটে সজ্জনপথে তাঁদের নিয়মে চলে স্বীয় বংশের গৌরববর্ধন দ্বারা আনন্দ লাভ করব।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৪॥

—o—

পঞ্চনবতিতম সর্গ (৯৫)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট মন্দাকিনীর শোভা বর্ণনা

অথ শৈলাদ্ বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোসলেশ্বরঃ।
অদর্শয়চ্ছুভজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীম্॥ ১

অতঃপর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে কোশলাধিপতি রাম মিথিলেশকন্যা সীতাকে পবিত্র সলিলা রমণীয়া মন্দাকিনী নদী দেখালেন।

অব্রবীচ্চ বরারোহাং চন্দ্রচারুনিভাননাম্।
বিদেহরাজস্য সুতরাং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ২

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র বিদেহরাজতনয়া চন্দ্রবদনা সীতাকে বললেন—

বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৩

'প্রিয়ে ! দেখো, মন্দাকিনী নদী পুলিন ক্রীড়াসক্ত হংস ও সারসশোভিত, আর দুই কূল বিকশিত বিচিত্র পুষ্পরাশি সুশোভিত।

নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্বতঃ॥ ৪

'দুই কূলে নানাবিধ পুষ্প ফলের তরুরাজি সমাচ্ছন্ন মন্দাকিনী, রাজরাজ অর্থাৎ কুবেরের পদ্মসরোবরের মতো শোভা পাচ্ছে।

মৃগযূথনিতানি কলুষাম্ভাংসি সাম্প্রতম্।
তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সঞ্জনয়ন্তি মে॥ ৫

'হরিণের দল সবেমাত্র জল পান করায় নদীতীরের জল পঙ্কিল হলেও এর রমণীয় ঘাটগুলি আমার মনে আনন্দের উদ্রেক করছে।

জটাজিনধরাঃ কালে বল্কলোত্তরবাসসঃ।
ঋষয়স্ত্ববগাহন্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে॥ ৬

'প্রিয়ে ! দেখো জটাধারী ঋষিরা বল্কল ও মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করে যথাসময়ে মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করছেন।

আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মাদূর্ধ্ববাহবঃ।
এতে পরে বিশালাক্ষি মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৭

'অয়ি আয়তলোচনে প্রিয়ে ! দেখো, ব্রতপরায়ণ মুনিরা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সূর্যোপস্থান করছেন।

মারুতোদ্ধূতশিখরৈঃ প্রনৃত্ত ইব পর্বতঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজদ্ভিরভিতো নদীম্॥ ৮

'নদীর উভয় তীরস্থ এবং পর্বত শিখরস্থ পত্রপুষ্পে সুশোভিত তরুরাজি বায়ুভরে কম্পিত হচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন পর্বত আনন্দে নৃত্য করছে।

ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৯

'নদীর জল কোথাও মণির মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, কোথাও-বা তটভূমি উচ্চ (তাই জল দেখা যাচ্ছে না) ; কোথাও কোথাও তটভূমি সিদ্ধ জনসমাকীর্ণ।

নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্।
পোপ্লূয়মানানপরান্ পশ্য ত্বং তনুমধ্যমে॥ ১০

'অয়ি তনুমধ্যমে ! দেখো কোথাও বায়ুতাড়িত হয়ে পুষ্পরাশি জল মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ; আবার কোথাও-বা একত্রিত জলতরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে।

পশ্যৈতদ্বল্গুবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ।
অধিরোহন্তি কল্যাণি নিষ্কূজন্তঃ শুভা গিরঃ॥ ১১

'অয়ি কল্যাণি ! দেখো, মধুর নিনাদী চক্রবাক পক্ষিকুল মধুর কূজন করতে করতে পর্বতোপরি আরোহণ করছে।

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥ ১২

'অয়ি সুন্দরি ! চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন ; অযোধ্যা নগরীতে বাস ও তোমাকে দর্শন অপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ বলে মনে করি।

বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপোদমশমান্বিতৈঃ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥ ১৩

'তপস্যা ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ঋষিরা নিত্য অবগাহন করে যার জলকে আলোড়িত করেন, এসো ; আমার সঙ্গে তুমিও এর জলে স্নান করো।

সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥ ১৪

'অয়ি সুন্দরি ! কমল ও পুষ্করকে (শ্বেতপদ্ম) লীলাচ্ছলে জলে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি সখীর মতো মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করো।

ত্বং পৌরজনবদ্ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্।

ত্বমেব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্॥ ১৫

'প্রিয়ে ! তুমি পর্বতবাসী হিংস্র জন্তুদের অযোধ্যাবাসী, এই পর্বতকে অযোধ্যাপুরী এবং এই মন্দাকিনী নদীকে সরযূনদী বলে মনে করবে।

লক্ষ্মণশ্চৈব ধর্মাত্মা মন্নিদেশে ব্যবস্থিতঃ।
ত্বং চানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়তী মম॥ ১৬

'অয়ি বিদেহরাজনন্দিনি ! ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মণ আমার নির্দেশ পালনে সর্বদা তৎপর আর তুমিও আমার মনের অনুকূলে থেকে প্রীতি উৎপাদন করছ। সেইজন্য আমি অতীব আহ্লাদিত।

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নায়োধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ॥ ১৭

'তোমার সঙ্গে ত্রিকাল-সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপনান্তে মধু ও ফলমূল আহার করে আমি এতই সুখী যে অযোধ্যার বা রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করি না।

ইমাং হি রম্যাং গজযূথলোড়িতাং
নিপীততোয়াং গজসিংহবানরৈঃ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং
ন সোঽস্তি যঃ স্যান্ন গতক্লমঃ সুখী॥ ১৮

'হস্তীযূথ যার জল আলোড়িত করে ক্রীড়া করে, হস্তী-সিংহ-বানর যার জল পান করে পরিতৃপ্ত হয় আর যার দুই তটভূমি পুষ্পতরু দ্বারা সুসজ্জিত, সেই রমণীয় নদীর জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর করে সুখী হয় না এমন লোক তো দেখি না !'

ইতীব রামো বহুসংগতং বচঃ
প্রিয়াসহায়ঃ সরিতং প্রতি ব্রুবন্।
চচার রম্যং নয়নাঞ্জনপ্রভং
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্ধনঃ॥ ১৯

রঘুবংশের গৌরববর্ধক শ্রীরাম এইভাবে সেই মন্দাকিনী নদী সম্বন্ধে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করতে করতে নয়নাঞ্জন সদৃশ শ্যামল সুন্দর চিত্রকূট পর্বতে প্রিয়া সীতার সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৫॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ (৯৬)

বন্যজন্তুদের পলায়নের কারণানুসন্ধানের জন্য লক্ষ্মণের বিশাল শালবৃক্ষে আরোহণ এবং ভরতের সৈন্যবাহিনী দেখে রামের কাছে নিজের ক্রোধপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলীং গিরিনিম্নগাম্।
নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্॥ ১

একদিন রাম সীতাকে পার্বত্য নদী দেখিয়ে নানাবিধ ফল-মূলাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে সীতার সঙ্গে এক পার্বত্য শিলার উপর উপবেশন করলেন।

ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্তমিদমগ্নিনা।
এবমাস্তে স ধর্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ॥ ২

সীতাসহ উপবিষ্ট ধর্মাত্মা রাম সীতাদেবীকে বলতে লাগলেন—'প্রিয়ে ! এই ফলাদি পবিত্র, তথা সুস্বাদু ; কন্দ অগ্নিতে উত্তমভাবে পরিপক্ব।'

তথা তত্রাসতস্তস্য ভরতস্যোপয়ায়িনঃ।
সৈন্যরেণুশ্চ শব্দশ্চ প্রাদুরাস্তাং নভস্পৃশৌ॥ ৩

রাম সীতাসহ শিলোপরি উপবিষ্ট থাকাকালীন, ভরতের অনুগামী সৈন্যদের কোলাহল ও পদোত্থিত ধূলিরাশি আকাশকে স্পর্শ করল।

এতস্মিন্নন্তরে ত্রস্তাঃ শব্দেন মহতা ততঃ।
অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাদ্ দুদ্রুবুর্দিশঃ॥ ৪

সেই ভয়ানক শব্দে ভীত মদমত্ত দলপতি হস্তীরা

দলবলসহ সবকিছু পদদলিত করে দিগ্‌বিদিকে ছুটতে লাগল।

স তং সৈনাসমুদ্ভূতং শব্দং শুশ্রাব রাঘবঃ।
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ সর্বান্ যূথপানন্ববৈক্ষত॥ ৫

রঘুনন্দন রাম সৈনাদের সেই তুমুল কোলাহল শুনলেন এবং সদলে পলায়মান হস্তীদের দেখতে পেলেন।

তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা তং চ শ্রুত্বা মহাস্বনম্।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্॥ ৬

দ্রুত পলায়নপর সেই হস্তীদের দেখে এবং তুমুল শব্দ শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র উদ্দীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে বললেন—

হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্ত্বয়া।
ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ॥ ৭

'লক্ষ্মণ ! জননী সুমিত্রা তোমার দ্বারা সুপুত্রবতী ! দেখোতো ভাই ! গভীর মেঘ গর্জনের মতো কীসের তুমুল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ?

গজযূথানি বারণ্যে মহিষা বা মহাবনে।
বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ॥ ৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়ামটতে বনে।
অন্যদ্বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি॥ ৯

'এই মহারণ্যে হাতির দল, মহিষেরা এবং মৃগেরা সিংহ কর্তৃক তাড়িত হয়ে চারিদিকে পলায়ন করছে না কি, কোনও রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করতে এসেছে ? অথবা অধিক বলবান অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে কিনা—এ সম্বন্ধে জানো তো !

সুদুশ্চরো গিরিশ্চায়ং পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ।
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি॥ ১০

'লক্ষ্মণ ! এই পার্বত্য স্থানে পাখিদের পক্ষেও উড়ে উড়ে বিচরণ করা অসম্ভব। তাই এবিষয়ে যথাযথ জানা উচিত।'

স লক্ষ্মণঃ সন্ত্বরিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতম্।
প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ পূর্বাং দিশমবৈক্ষত॥ ১১

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ একটা পুষ্পিত শালবৃক্ষে আরোহণ করে সকল দিক দেখতে দেখতে পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

উদঙ্মুখঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চমূম্।
গজাশ্বরথসম্বাধাং যত্তৈর্যুক্তাং পদাতিভিঃ॥ ১২

উত্তরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণ দেখলেন, গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য-সমন্বিত অগ্রসরশীল এক বিশাল সেনাবাহিনী।

তামশ্বরথসম্পূর্ণাং রথধ্বজবিভূষিতাম্।
শশংস সেনাং রামায় বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৩

রথধ্বজা-বিভূষিত রথাশ্ব-সংযুক্ত সেই সেনার কথা জানিয়ে শ্রীরামকে বললেন—

অগ্নিং সংশময়ত্বার্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্।
সজ্যং কুরুষ্ব চাপং চ শরাংশ্চ কবচং তথা॥ ১৪

'আর্য ! অগ্নি নির্বাপিত করুন এবং সীতাদেবী গুহা মধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি, আপন ধনুতে জ্যা রোপণ করে তাতে বাণ যোজনা করুন এবং কবচ ধারণ করে স্বদেহ আচ্ছাদিত করুন।'

তং রামঃ পুরুষব্যাঘ্রো লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ হ।
অঙ্গাবেক্ষস্ব সৌমিত্রে কস্যেমাং মন্যসে চমূম্॥ ১৫

নরশার্দূল রাম তখন প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণকে বললেন—'ভ্রাতঃ সৌমিত্রে ! ভালো করে লক্ষ্য করো, এই সৈন্যবাহিনী কার ?'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা॥ ১৬

রামচন্দ্র এই কথা বলার পর রুষ্ট লক্ষ্মণ, সেই সেনাবাহিনীকে যেন দগ্ধ করে দেবেন, এইরকমভাবে জ্বলন্ত অগ্নির মতো জ্বলে উঠে বললেন—

সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্।
আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ॥ ১৭

'এ নিশ্চয়ই কৈকেয়ীপুত্র ভরত। রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েও রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করার জন্য আমাদের দুজনকে হত্যা করতে আসছে।

এষ বৈ সুমহান্ শ্রীমান্ বিটপী সম্প্রকাশতে।
বিরাজত্যুজ্জ্বলস্কন্ধঃ কোবিদারধ্বজো রথে॥ ১৮

'ওই যে সুন্দর বিশাল বৃক্ষটি দেখা যাচ্ছে তার তলে কাঞ্চন পুষ্পচিহ্নিত পতাকাযুক্ত রথে উজ্জ্বল স্কন্ধ ভরত

অবস্থান করছেন।

ব্রজন্ত্যেতে যথাকামমশ্বানারুহ্য শীঘ্রগান্।
এতে ব্রাজন্তি সংহৃষ্টা গজানারুহ্য সাদিনঃ॥ ১৯

'ওই যে অশ্বারোহী সৈন্যেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় হয়ে এই দিকেই আসছে ; গজারোহীরাও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করছে।

গৃহীতধনুষাবাবাং গিরিং বীর শ্রয়াবহে।
অথবেহৈব তিষ্ঠাবঃ সন্নদ্ধাবুদ্যতায়ুধৌ॥ ২০

'হে বীর ! আসুন, ধনুর্ধারণ করে আমরা পর্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করি ; অথবা, অস্ত্রধারণপূর্বক আমরা এখানেই অবস্থান করি।

অপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারধ্বজো রণে।
অপি দ্রক্ষ্যাপি ভরতং যৎকৃতে ব্যসনং মহৎ॥ ২১

'যার জন্য আমাদের এই বিষম দুঃখ, কাঞ্চন পুষ্প-চিহ্নিত ধ্বজাধারী সেই ভরত নিশ্চয়ই আমাদের বশীভূত হবে, তখন সেই ভরতকে দেখে নেব।

ত্বয়া রাঘব সম্প্রাপ্তং সীতয়া চ ময়া তথা।
যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ॥ ২২
সম্প্রাপ্তোঽয়মরিবীরং ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব॥ ২৩

'হে বীর রঘুনন্দন ! যার কারণে আপনি শাশ্বত রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, সীতাদেবী এবং আমাকে নিয়ে এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, সেই শত্রু ভরত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত এবং অবশ্যই বধ্য। ভরতের হত্যায় আমি কোনও দোষ দেখি না।

পূর্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্মেণ যুজ্যতে।
পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেঽধর্মশ্চ রাঘব॥ ২৪
এতস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুন্ধরাম্।

'রঘুবীর ! পূর্বের অপকারী শত্রুকে হত্যা করায় অধর্ম হবে না ; পরন্তু পূর্বাপকারী ভরতকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেই অধর্ম হবে। অতএব, একে হত্যা করে আপনি সমগ্র বসুন্ধরাকে শাসন করুন।

অদ্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকেয়ী রাজ্যকামুকা॥ ২৫
ময়া পশ্যেৎ সুদুঃখার্তা হস্তিভিন্নমিব দ্রুমম্।
কৈকেয়ীং চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্॥ ২৬

'রাজ্য লোভে উৎফুল্লা কৈকেয়ী আজ গভীর শোকাভিভূতা হয়ে দেখবেন, হস্তী কর্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষের মতো, ভরতকে আমি যুদ্ধে হত্যা করেছি। আত্মীয়স্বজনসহ কৈকেয়ীকেও আমি হত্যা করব।

কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্।
অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারং চ মানদ॥ ২৭
মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেষু কক্ষেষ্বিব হুতাশনম্।

'হে সম্মানদানকারিন্ ! মহাপাপ থেকে পৃথিবীকে আপনি মুক্ত করুন আর আমি আজ শুষ্ক তৃণগুচ্ছের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিক্ষেপণের মতো আমার মধ্যে সঞ্চিত ক্রোধাগ্নিতে শত্রু সৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করব।

অদ্যৈব চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২৮
ছিন্দন্ শত্রুশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্।

'আজই আমি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে শত্রুশরীর ছিন্নভিন্ন করে চিত্রকূটের বনভূমিকে রক্তরঞ্জিত করে দেব।

শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা॥ ২৯
শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া।

'আমার বাণাঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হস্তী ও অশ্বগুলির এবং নিহত মনুষ্যদের দেহগুলিকে নিয়ে বন্যজন্তুরা এদিক-ওদিক টানাটানি করুক।

শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্ মহাবনে।
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ৩০

'এই মহারণ্যে সসৈন্য ভরতকে হত্যা করে আমি ধনুর্বাণের কাছে অনৃণী হব, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষন্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৬॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষন্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম সর্গ (৯৭)

লক্ষ্মণের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রাম কর্তৃক ভরতের সদ্ভাবনার ও সদিচ্ছার বর্ণনা, তা শুনে লক্ষ্মণের লজ্জাপ্রাপ্তি। ভরতের নির্দেশে পর্বতের নীচে সৈন্যশিবির স্থাপন

সুসংরব্ধং তু ভরতং লক্ষ্মণং ক্রোধমূর্ছিতম্।
রামস্তু পরিসান্ত্ব্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১

ভরতের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ও যুদ্ধোদ্যত লক্ষ্মণের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

কিমত্র ধনুষা কার্যমসিনা বা সচর্মণা।
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে॥ ২

'মহাবলবান মহা উৎসাহী ভরত যেহেতু নিজেই এসেছে, অতএব, ধনুঃ, তরবারি বা চর্মনির্মিত চর্মের কী প্রয়োজন ?

পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ॥ ৩

'লক্ষ্মণ ! পিতৃসত্য পালনে প্রতিশ্রুত হয়ে, আবার ভরতকে যুদ্ধে হত্যা করে তার রাজ্য যদি অপহরণ করি, তবে সেই কলঙ্কিত রাজ্য নিয়ে আমি কী করব ?

যদ্ দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব॥ ৪

'যাদের বিরহ অসহ্য সেই বন্ধুদের বা মিত্রদের বিনাশসাধন দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি বিষমিশ্রিত ভোজ্যের মতোই আমি গ্রহণ করি না।

ধর্মমর্থং চ কামং চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে॥ ৫

'ভাই লক্ষ্মণ ! আমি প্রতিজ্ঞা করেই বলছি যে, ধর্ম, অর্থ এবং কাম্য বিষয়সমূহ ; এমনকী পৃথিবীর রাজত্বও আমি তোমাদের মতো ভ্রাতৃগণের জন্যই কামনা করি।

ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থং চ সুখার্থং চাপি লক্ষ্মণ।
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে॥ ৬

'ভাই লক্ষ্মণ ! আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করে সত্য বলছি যে, ভ্রাতৃগণকে একত্রিত করে তাদের সুখের জন্যই আমি রাজ্য পেতে চাই।

নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা।
নহীচ্ছেয়মধর্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ॥ ৭

'হে সৌম্য ! সসাগরাধরিত্রী আমার কাছে দুর্লভা নয় ; কিন্তু আমি অধর্মের দ্বারা ইন্দ্রত্বও পেতে চাই না।

যদ্ বিনা ভরতং ত্বাং চ শত্রুঘ্নং বাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী॥ ৮

'সম্মানদাতা ভাই লক্ষ্মণ ! ভরতকে তোমাকে এবং শত্রুঘ্নকে বাদ দিয়ে যদি আমার সামান্যতম সুখও হয়, তা যেন অগ্নিদেব দগ্ধ করে দেন।

মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্মমনুস্মরন্॥ ৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবল্কলধারিণম্।
জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়া চ পুরুষোত্তম॥ ১০
স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথাঽঽগতঃ॥ ১১

'পুরুষপ্রবরবীর লক্ষ্মণ ! আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় এসে যখন শুনেছে যে, তোমায় ও জানকীকে নিয়ে আমি জটা বল্কল ধারণ করে বনবাসী হয়েছি, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যের অধিকারী, রঘুবংশের এই গৌরব স্মরণ করে স্নেহাকুল হৃদয়ে, শোকবিহ্বল চিত্তে আমাদের দেখতে এসেছে, এছাড়া তার এখানে আসার অন্য কোনও কারণ নেই।

অম্বাং চ কৈকেয়ীং রুষ্য ভরতশ্চাপ্রিয়ং বদন্।
প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ॥ ১২

'মাতা কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট শ্রীমান ভরত মাতাকে কটু কথা বলে এবং পিতাকে প্রসন্ন করে, আমাকে রাজ্য প্রত্যর্পণের জন্যই এসেছে।

প্রাপ্তকালং যথৈষোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি।
অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ॥ ১৩

'যে ভরত যথাসময়ে আমাদের দেখতে এসেছে,

সে কখনোই মনে মনেও আমাদের অহিত কামনা করতে পারে না।

বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্।
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্ বিশঙ্কসে॥ ১৪

'ভরত কি কখনও তোমার প্রতি কোনও অপ্রিয় ব্যবহার করেছে যে তুমি আজ তাকে ভয় পাচ্ছ ?

নহি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অহং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে॥ ১৫

'ভরতের প্রতি তুমি কোনও অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ কোরো না, ভরতের প্রতি উচ্চারিত অপ্রিয় বাক্য আমার প্রতিই প্রযোজ্য হবে।

কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাংচিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ॥ ১৬

'ভাই লক্ষ্মণ ! মহতী বিপদেও কি পুত্র পিতাকে, কিংবা ভাই প্রাণসম ভাইকে হত্যা করতে পারে ?

যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১৭

'যদি তুমি রাজ্যের জন্যই এই কথা বলে থাকো, তবে আমি ভরতকে দেখেই বলব, "এই রাজ্য তুমি লক্ষ্মণকেই দাও"।

উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে॥ ১৮

'লক্ষ্মণ ! আমি যদি ভরতকে বলি, "রাজ্য তুমি লক্ষ্মণকেই দাও" তবে সে "বেশ তাই হোক" বলে আমার কথা মেনে নেবে।'

তথোক্তো ধর্মশীলেন ভ্রাত্রা তস্য হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া॥ ১৯

ধর্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের হিতসাধনে সর্বদা তৎপর লক্ষ্মণ শ্রীরামের এই কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, তাঁর হাত-পা যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল।

তদ্বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ।
ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্॥ ২০

শ্রীরামের সেই কথায় লজ্জিত লক্ষ্মণ বললেন, 'আর্য ! মনে হচ্ছে আপনাকে দেখার জন্যই বুঝি পিতা দশরথ স্বয়ং আসছেন।'

ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
এষ মন্যে মহাবাহুরিহাস্মান্ দ্রষ্টুমাগতঃ॥ ২১

লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখে (তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য) শ্রীরাম বললেন, 'আমারও মনে হচ্ছে, আমাদের পূজনীয় পিতা আমাদের দেখার জন্যই এসেছেন।

অথবা নৌ ধ্রুবং মন্যে মন্যমানঃ সুখোচিতৌ।
বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিনেষ্যতি॥ ২২

'অথবা, সুখে অভ্যস্ত আমাদের দুঃসময় বনবাসের কথা চিন্তা করেই তিনি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

ইমাং চাপ্যেষ বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীম্।
পিতা মে রাঘবঃ শ্রীমান্ বনাদাদায় যাস্যতি॥ ২৩

'অত্যন্ত সুখে অভ্যস্তা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকেও, রঘুনন্দন (আমাদের) পিতৃদেব, বন থেকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মনোরমৌ।
বায়ুবেগসমৌ বীরৌ জবনৌ তুরগোত্তমৌ॥ ২৪

'উত্তম কুলজাত, বায়ুবেগসম দ্রুতগামী মনোরম অশ্বদুটিকে ওই দেখা যাচ্ছে।

স এষ সুমহাকায়ঃ কম্পতে বাহিনীমুখে।
নাগঃ শত্রুংজয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ॥ ২৫

ওই যে আমাদের ধীমান পিতৃদেবের "মৃত্যুঞ্জয়" নামে বিশালকায় বৃদ্ধ হাতিটা সেনাবাহিনীর আগে আগে কাঁপতে কাঁপতে চলছে।

ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্।
পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে॥ ২৬

'কিন্তু মহাভাগ ! রথের উপরিভাগে পিতৃদেবের সেই জগদ্বিখ্যাত দিব্য শ্বেতচ্ছত্রটি তো দেখতে পাচ্ছি না ! সেইজন্যই পিতৃদেবের আগমন সম্বন্ধে আমার সংশয় হচ্ছে।

বৃক্ষাগ্রাদবরোহ ত্বং কুরু লক্ষ্মণ মদ্বচঃ।
ইতীব রামো ধর্মাত্মা সৌমিত্রিং তমুবাচ হ॥ ২৭

অবতীর্য তু সালাগ্রাৎ তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৮

'লক্ষ্মণ ! আমার কথা শোনো, গাছ থেকে নেমে

এসো'—ধর্মাত্মা রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বললে, যুদ্ধ বিজয়ী লক্ষ্মণ শালবৃক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে রামের পাশে এসে করজোড়ে দাঁড়ালেন।

ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সম্মর্দো ন ভবেদিতি।
সমন্তাৎ তস্য শৈলস্য সেনা বাসমকল্পয়ৎ॥ ২৯

এদিকে 'কোনওরূপ সংঘর্ষ যেন না হয়'—ভরতের এই নির্দেশে সৈন্যগণ পর্বতের নীচে একটু দূরে চারিদিকে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করল।

অধ্যর্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্বতস্য হ।
পার্শ্বে ন্যবিশদাবৃত্য গজবাজিনরাকুলা॥ ৩০

ইক্ষ্বাকু (নরেশের) গজারোহী ; অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা (চিত্রকূট) পর্বতের চতুষ্পার্শে সার্ধযোজন (ছয় ক্রোশ) স্থান পরিবৃত করে অবস্থান করতে লাগল। (১ যোজন = ৪ ক্রোশ। ১/২ যোজনে ২ ক্রোশ। সার্ধযোজনে= অর্ধযোজন সহ একযোজন ৪+২=৬ ক্রোশ)

সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা
ধর্মং পুরস্কৃত্য বিধূয় দর্পম্।
প্রসাদনার্থং রঘুনন্দনস্য
বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা॥ ৩১

রঘুকুলনন্দন শ্রীরামের প্রসন্নতার জন্য নীতিজ্ঞ, দর্পহীন ও ধার্মিক ভরত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী চিত্রকূট পর্বতের নিকটে অবস্থান করে শোভা পাচ্ছিল।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৭॥

—o—

অষ্টনবতিতম সর্গ (৯৮)

ভরতের নির্দেশে শ্রীরামের আশ্রমের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি

নিবেশ্য সেনাং তু বিভুঃ পদ্ভ্যাং পাদবতাং বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্তকম্॥ ১

পদব্রজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুসেবাপরায়ণ, প্রভাবশালী ভরত সেনাবাহিনীকে এইভাবে (পূর্ব সর্গোক্তরূপে) সন্নিবেশিত করে পিতৃতুল্য কাকুৎস্থ শ্রীরামের কাছে পদব্রজেই যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।

নিবিষ্টমাত্রে সৈন্যে তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ।
ভরতো ভ্রাতরং বাক্যং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ॥ ২

সৈন্যবাহিনীকে যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত করে ভরত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বললেন—

ক্ষিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসংঘৈঃ সমন্ততঃ।
লুব্ধৈশ্চ সহিতৈরেভিস্ত্বমন্বেষিতুমর্হসি॥ ৩

'সৌম্য শত্রুঘ্ন ! তুমি শীঘ্র লোকজন নিয়ে বনবাসী নিষাদদের সহায়তায় এই অরণ্যের চতুর্দিকে শ্রীরামের খোঁজ করো।

গুহো জ্ঞাতিসহস্রেণ শরচাপাসিপাণিনা।
সমন্বেষতু কাকুৎস্থাবস্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্॥ ৪

'নিষাদরাজ গুহও, স্বয়ং অসি ও ধনুর্বাণধারী সহস্র সহস্র জ্ঞাতি পরিবৃত হয়ে কাকুৎস্থবংশীয় রাম ও লক্ষ্মণের অন্বেষণ করুন।

অমাত্যৈঃ সহ পৌরৈশ্চ গুরুভিশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
সহ সর্বং চরিষ্যামি পদ্ভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্॥ ৫

'অমাত্য, পুরবাসী, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি নিজে পায়ে হেঁটে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করার জন্য বিচরণ করব।

যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।
বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৬

'যতক্ষণ শ্রীরাম বা মহাবীর লক্ষ্মণ অথবা

সৌভাগ্যবতী বিদেহরাজতনয়া সীতার দেখা না-পাব, ততক্ষণ আমার শান্তি হবে না।

যাবন্ন চন্দ্রসংকাশং তদ্ দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্।
ভ্রাতুঃ পদ্মবিশালাক্ষং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭

'যতক্ষণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদ্মপলাশলোচন মুখচন্দ্র দেখতে না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্॥ ৮

'মহাদ্যুতিময় স্নিগ্ধ চন্দ্রানন প্রতিনিয়ত দেখতে দেখতে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কৃতকৃতার্থ।

যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ।
শিরসা প্রগ্রহীষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৯

'যতক্ষণ না আমি দাদার রাজচিহ্ন সমন্বিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ করতে পারছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হঃ পিতৃপৈতামহে স্থিতঃ।
অভিষিক্তো জলক্লিন্নো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ১০

'যতক্ষণ না রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম পিতৃপিতামহের যোগ্য ধারায় রাজ্যাভিষেকের পবিত্র জলে স্নান হচ্ছেন, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

কৃতকৃত্যা মহাভাগা বৈদেহী জনকাত্মজা।
ভর্তারং সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা যানুগচ্ছতি॥ ১১

'সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী বিদেহরাজনন্দিনী জনক দুহিতা মহাভাগ্যবতী সীতা ধন্যা।

সুশুভশ্চিত্রকূটোঽসৌ গিরিরাজসমো গিরিঃ।
যস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে॥ ১২

'নন্দনকাননে যেমন কুবের বাস করেন, সেইরকম, গিরিরাজ হিমালয় সদৃশ অতি পবিত্র এই রমণীয় চিত্রকূট পর্বতে কাকুৎস্থকুলভূষণ সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক রাম বাস করছেন।

কৃতকার্যমিদং দুর্গবনং ব্যালনিষেবিতম্।
যদধ্যাস্তে মহারাজো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ১৩

'হিংস্রজন্তু-পরিবৃত এই দুর্গম অরণ্য ধন্য, কারণ এখানে শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধর মহারাজ শ্রীরাম বাস করছেন।'

এবমুক্ত্বা মহাবহুর্ভরতঃ পুরুষর্ষভঃ।
পদ্ভ্যামেব মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্ বনম্॥ ১৪

মহাতেজাঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভরত স্বয়ং সেই বিশাল বনমধ্যে পদব্রজেই প্রবেশ করলেন।

স তানি দ্রুমজালানি জাতানি গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাগ্রাণি মধ্যেন জগাম বদতাং বরঃ॥ ১৫

পর্বতের সানুদেশে জাত পুষ্পিতাগ্রভাগ তরুরাজির ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ভরত অগ্রসর হতে লাগলেন।

স গিরেশ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সত্বরম্।
রামাশ্রমগতস্যাগ্নের্দদর্শ ধ্বজমুচ্ছ্রিতম্॥ ১৬

ভরত চিত্রকূট পর্বতোপরি একটি শালবৃক্ষে আরোহণ করে সেখান থেকে দেখতে পেলেন রামাশ্রম থেকে উদ্‌গত অগ্নিজাত ধূম্রজাল ও রামনামাঙ্কিত পতাকা।

তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহবান্ধবঃ।
অত্র রাম ইতি জ্ঞাত্বা গতঃ পারমিবাম্ভসঃ॥ ১৭

এই দৃশ্য দেখে শ্রীমান ভরত এখানেই শ্রীরাম আছেন, এই বুঝে বন্ধুদের সঙ্গে সাগর উল্লঙ্ঘনের উল্লাস অনুভব করলেন।

স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য
রামাশ্রমং পুণ্যজনোপপন্নম্।
গুহেন সার্ধং ত্বরিতো জগাম
পুনর্নিবেশ্যৈব চমূং মহাত্মা॥ ১৮

এইভাবে চিত্রকূট পর্বতে পুণ্যাত্মা জনসেবিত শ্রীরামের আশ্রমের কথা জানতে পেরে, শ্রীরামের অনুসন্ধানরত সৈন্যদের যথাস্থানে পুনঃ সন্নিবেশিত করে, মহাত্মা ভরত গুহের সঙ্গে সেই রামাশ্রমে দ্রুত গমন করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৮॥

———o———

নবনবতিতম সর্গ (৯৯)

শত্রুঘ্ন প্রমুখের সঙ্গে ভরতের শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে গমন। পর্ণশালায় জটা ও চীরবল্কলধারী রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে দেখে শোকার্ত ভরত ও শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃচরণে পতন এবং শ্রীরাম কর্তৃক উভয়কে আলিঙ্গন ; অতঃপর সুমন্ত্র ও গুহের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়ামুৎসুকো ভরতস্ততঃ।
জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নমনুদর্শয়ন্॥ ১

সেনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে ; ভ্রাতৃ দর্শনে উৎসুক ভরত শত্রুঘ্নকে আশ্রমের চিহ্ন সকল দেখাতে দেখাতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন।

ঋষিং বসিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৄর্মে শীঘ্রমানয়।
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ॥ ২

'আমার মাতৃগণকে শীঘ্র নিয়ে আসুন', ঋষি বশিষ্ঠকে এই অনুরোধ জানিয়ে গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান ভরত দ্রুত আশ্রমের দিকে চলে গেলেন।

সুমন্ত্রস্ত্বপি শত্রুঘ্নমদূরাদন্বপদ্যত।
রামদর্শনজস্তর্ষো ভরতস্যেব তস্য চ॥ ৩

সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের কাছে কাছে থেকে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন ; কারণ, তিনিও ভরতের মতো শ্রীরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

গচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসালয়সংস্থিতাম্।
ভ্রাতুঃ পর্ণকুটীং শ্রীমানুটজং চ দদর্শ হ॥ ৪

যেতে যেতে ভরত তপস্বীদের আশ্রমের সন্নিকটে তৃণ-পর্ণনির্মিত কপাটাদি দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীরামের বাসস্থান পর্ণকুটীর দেখতে পেলেন।

শালায়াস্ত্বগ্রতস্তস্যা দদর্শ ভরতস্তদা।
কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণ্যপচিতানি চ॥ ৫

ভরত দেখলেন কুটীরের সামনে (যজ্ঞের জন্য কাটা) অনেক কাঠের টুকরো এবং (পূজার জন্য চয়ন করা) অনেক ফুল রয়েছে।

স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাশ্রমমীয়ুষঃ।
কৃতং বৃক্ষেষ্বভিজ্ঞানং কুশচীরৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৬

তিনি আরও দেখলেন, রাম-লক্ষ্মণের আশ্রমে যাওয়া-আসার পথ সূচিত করার জন্য কুশ এবং ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা নির্মিত চিহ্নস্বরূপ পতাকা গাছে গাছে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

দদর্শ চ বনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্।
মৃগাণাং মহিষাণাং চ করীষৈঃ শীতকারণাৎ॥ ৭

সেই অরণ্যে ভরত আরও দেখলেন, শীত নিবারণের জন্য মহিষ ও বন্য পশুর শুষ্ক ঘুঁটে স্তূপীকৃত করা আছে (ওই ঘুঁটে জ্বালিয়ে তার ধোঁয়ায় বায়ুতে উষ্ণতা সৃষ্টি হবে)।

গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্দ্যুতিমান্ ভরতস্তদা।
শত্রুঘ্নং চাব্রবীদ্ হৃষ্টস্তানমাত্যাংশ্চ সর্বশঃ॥ ৮

কান্তিমান মহাবীর ভরত যেতে যেতে সর্বতোভাবে হৃষ্টচিত্তে শত্রুঘ্ন ও অপর অমাত্যগণকে বললেন—

মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ।
নাতিদূরে হি মন্যেঽহং নদীং মন্দাকিনীমিতঃ॥ ৯

'মনে হচ্ছে, মহর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশিত স্থানে আমরা এসে গেছি ; আমার আরও মনে হচ্ছে, "মন্দাকিনী" নদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

উচ্চৈর্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন ভবেদয়ম্।
অভিজ্ঞানকৃতঃ পন্থা বিকালে গন্তুমিচ্ছতা॥ ১০

'অসময়ে আশ্রমের বাইরে গেলে, পথ চিনে ফিরে আসার জন্য লক্ষ্মণই নিশ্চয়ই বৃক্ষের উচ্চশাখায় (অত্র পথের চিহ্ন স্বরূপ) বস্ত্রখণ্ড বেঁধে রেখেছে।

ইতশ্চোদাত্তদন্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জতাম্॥ ১১

'এদিকে আবার দ্রুতগতিসম্পন্ন, বিরাট বিরাট দাঁতালো হাতিরা পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক পর্বতের পাশে সর্বদা ছুটাছুটি করে।

যমেবাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে।
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সংকুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ॥ ১২

'আরণ্যক তপস্বীরা সর্বদা যে শ্রৌতাগ্নি স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের স্থাপিত সেই অগ্নির ধূমরাশি দেখা যাচ্ছে।

অত্রাহং পুরুষব্যাঘ্রং গুরুসংকারকারিণম্।
আর্যং দ্রক্ষ্যামি সংহৃষ্টং মহর্ষিমিব রাঘবম্॥ ১৩

'এখানেই আমি নিশ্চয়ই গুরুজনসেবী, মহর্ষি সদৃশ, সদা উৎফুল্ল পুরুষসিংহ শ্রীরামকে দেখতে পাব।'

অথ গত্বা মুহূর্তং তু চিত্রকূটং স রাঘবঃ।
মন্দাকিনীমনু প্রাপ্তস্তং জনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৪

তখন রঘুকুলনন্দন ভরত মুহূর্তকাল মধ্যে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে তার পাশ দিয়ে প্রবাহিতা মন্দাকিনীকে দেখে সঙ্গী লোকজনকে বললেন—

জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ।
জনেন্দ্রো নির্জনং প্রাপ্য ধিঙ্‌মে সজীবিতম্॥ ১৫

'জনগণাধিপতি পুরুষসিংহ শ্রীরাম 'ভূমি পরে নির্জনে বীরাসনে উপবিষ্ট আর তাঁরই ছোট, আমি সুখে কালাতিপাতরত, আমার জন্ম ও জীবনকে ধিক্ !

মৎকৃতে বাসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদ্যুতিঃ।
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ॥ ১৬

'আমারই জন্য জনগণাধিপতি, মহাতেজস্বী রঘুকুল-নন্দন শ্রীরাম সকল কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন।

ইতি লোকসমাক্রুষ্টঃ পাদেষ্বদ্য প্রসাদয়ন্।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ॥ ১৭

'অতএব জনগণনিন্দিত আমি শ্রীরামকে প্রসন্ন করার জন্য শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীচরণে প্রণত হব।'

এবং স বিলপংস্তস্মিন্ বনে দশরথাত্মজঃ।
দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাম্॥ ১৮

দশরথনন্দন ভরত এইভাবে বিলাপ করতে করতে সেই মহারণ্যে এক মহতী পবিত্র মনোরম পর্ণশালা দেখতে পেলেন।

সালতালাশ্বকর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
বিশালাং মৃদুভিস্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে॥ ১৯

বিশাল যজ্ঞবেদিতে যেমন কোমল কুশের আস্তরণ দেওয়া হয়, সেইরকমভাবে সেই পর্ণকুটীরটি ছিল শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ পত্র দ্বারা সমাবৃত।

শক্রায়ুধনিকাশৈশ্চ কার্মুকৈর্ভারসাধনৈঃ।
রুক্মপৃষ্ঠৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শত্রুবাধকৈঃ॥ ২০

সেই পর্ণকুটীর ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রতুল্য গুরুতর কার্যসাধন যোগ্য, শত্রুপীড়ক স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনু দ্বারা সুশোভিত !

অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ।
শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব॥ ২১

মহারজতবাসোভ্যামসিভ্যাং চ বিরাজিতাম্।
রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাং চর্মভ্যাং চাপি শোভিতাম্॥ ২২

পাতালস্থ ভোগবতী নাম্নী নাগলোকে অবস্থিত ভয়ঙ্কর সর্পের উদ্দীপ্ত মুখের মতো, তূণের মধ্যে সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল তীক্ষ্ণবাণগুলি দ্বারা শোভিত এবং সোনার হাতল যুক্ত তরবারির ধারক স্বর্ণবিন্দু চিত্রিত চর্ম তথা ঢালের দ্বারা সজ্জিত সেই আশ্রম-কুটীর।

গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসক্তৈশ্চিত্রকাঞ্চনভূষিতৈঃ।
অরিসংঘৈরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব॥ ২৩

ওই আশ্রমে আছে সুবর্ণমণ্ডিত অনেক হস্তী ও অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) আর পশুগণ যেমন সিংহের গুহায় প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ ওই আশ্রমও শত্রুগণ কর্তৃক দুষ্প্রবেশ্য।

প্রাগুদক্ প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্।
দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে॥ ২৪

ভরত শ্রীরামের আশ্রমে ঈশানকোণে প্রজ্বলিত পবিত্র এক বিশাল যজ্ঞবেদি দেখতে পেলেন।

নিরীক্ষ্য স মুহূর্তং তু দদর্শ ভরতো গুরুম্।
উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্॥ ২৫

কৃষ্ণাজিনধরং তং তু চীরবল্কলবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্॥ ২৬

সেই যজ্ঞবেদি মুহূর্তকালমাত্র দর্শন করেই ভরত দেখতে পেলেন সম্মুখে কুটীর মধ্যে কৃষ্ণা জিন চীরবল্কল ও জটাধারী শ্রীরাম প্রজ্বলিত পাবকের মতো দিব্যপ্রভা বিকিরণ করে উপবিষ্ট।

সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া ভর্তারং ধর্মচারিণম্॥ ২৭

উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্।
স্থণ্ডিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ২৮

আসমুদ্র পৃথিবীর অধিপতি, সিংহস্কন্ধ দীর্ঘবাহু পদ্মপলাশলোচন স্বধর্মচারী মহাবাহু শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে পাশে নিয়ে সনাতন ব্রহ্মার মতো কুশাস্তীর্ণ বেদির উপরে সমাসীন।

তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমাঞ্ছোকমোহপরিপ্লুতঃ।
অভ্যধাবত ধর্মাত্মা ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ॥ ২৯

শ্রীরামকে তদবস্থায় দেখে শোকমোহে আবিষ্ট কৈকেয়ীপুত্র ধর্মাত্মা শ্রীমান ভরত রামের প্রতি সবেগে ধাবিত হলেন।

দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
অশক্নুবন্ বারয়িতুং ধৈর্যাদ্ বচনমব্রুবন্॥ ৩০

দাদা রামকে তদবস্থায় দেখেই ধৈর্যধারণে অসমর্থ ভরত বাষ্পবারি পরিপূরিত লোচনে গদ্গদবাক্যে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্ভবেদ্ যুক্ত উপাসিতুম্।
বন্যৈর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোঽয়মাস্তে মমাগ্রজঃ॥ ৩১

'হায় ! যিনি রাজসভায় উপবিষ্ট হয়ে প্রজাপুঞ্জ এবং মন্ত্রিগণ কর্তৃক সম্মানার্হ, সেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখানে বনাপশুকুল-পরিবৃত হয়ে আছেন !

বাসোভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ।
মৃগাজিনে সোঽয়মিহ প্রবস্তে ধর্মমাচরন্‌॥ ৩২

'যে মহাত্মা বহুমূল্যবান বসন পরিধানে অভ্যস্ত, এখানে এখন তিনি ধর্মাচরণার্থে মৃগচর্ম ধারন এবং তদুপরি উপবেশন করে আছেন !

অধারয়দ্‌ যো বিবিধাশ্চিত্রা সুমনসঃ সদা।
সোঽয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথম্‌॥ ৩৩

'যিনি সর্বদা বিবিধ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত থাকতেন, সেই রঘুনন্দন রাম এখন কী করে এই জটাভার সহ্য করছেন ?

যস্য যজ্ঞৈর্যথাদিষ্টৈর্যুক্তো ধর্মস্য সঞ্চয়ঃ।
শরীরক্লেশসম্ভূতং স ধর্মং পরিমার্গতে॥ ৩৪

'শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞ দ্বারা যিনি ধর্মসঞ্চয় করতেন, এখন তিনি দৈহিক কষ্ট দ্বারা প্রাপ্য ধর্মের অনুসন্ধান করছেন !

চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপসেবিতম্‌।
মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্যস্য সেব্যতে॥ ৩৫

'মহামূল্য চন্দনে যাঁর অঙ্গ অনুলেপিত হত, তাঁর সেই অঙ্গ এখন কী করে ধুলায় ধূসরিত হচ্ছে !

মন্নিমিত্তমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ।
ধিগ্‌জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকবিগর্হিতম্‌॥ ৩৬

'সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্থ শ্রীরাম আমার জন্যই এই দুঃখভোগ করছেন ; হায় ! লোকনিন্দিত আমার এই নিষ্ঠুর জীবনকে ধিক্‌ !'

ইত্যেবং বিলপন্‌ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পপাত ভরতো রুদন্‌॥ ৩৭

শোকার্ত ভরত এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন ; তাঁর শ্রীমুখে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি রামের চরণযুগল ধরতে গিয়ে (ধরতে না পেরে মাটিতে) পড়ে গেলেন।

দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বাঽঽর্যেতি সকৃদ্‌ দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ৩৮

রাজপুত্র মহাবল ভরত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কেবল মাত্র 'আর্য' এইকথা উচ্চারণ করে আর কিছুই বলতে পারলেন না।

বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম্‌।
আর্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্তুং নাশকৎ ততঃ॥ ৩৯

যশস্বী রামকে দেখে বাষ্পবারি পরিপূরিত অবরুদ্ধ কণ্ঠে ভরত চিৎকার করে 'হা আর্য' এই কথাটুকু বলে আর কিছুই বলতে পারলেন না।

শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্‌।
তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোঽপ্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥ ৪০

রোরুদ্যমান শত্রুঘ্নও শ্রীরামের চরণযুগল বন্দনা করলেন ; তখন রাম তাঁদের দুজনকেই বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চৈব
সমীয়তূ রাজসুতাবরণ্যে।
দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ
যথাম্বরে শুক্রবৃহস্পতিভ্যাম্‌॥ ৪১

অতঃপর আকাশে যেমন সূর্য এবং চন্দ্র যথাক্রমে শুক্র ও বৃহস্পতির সঙ্গে মিলিত হয়, তদ্রূপ, সেই অরণ্যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে সুমন্ত্র ও গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তান্‌ পার্থিবান্‌ বারণযূথপার্হান্‌
সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসস্তেঽভিসমীক্ষ্য সর্বে
ত্বশ্রূণ্যমুঞ্চন্‌ প্রবিহায় হর্ষম্‌॥ ৪২

যূথপতি গজরাজ পৃষ্ঠোপরি আরোহণের যোগ্য রাজন্যবর্গকে গভীর অরণ্যে বিচরণ করতে দেখে অরণ্যবাসীরা সকলেই আনন্দ ভুলে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৯॥

—o—

শততম সর্গ (১০০)

কুশল জিজ্ঞাসাচ্ছলে শ্রীরাম কর্তৃক ভরতকে রাজনীতির উপদেশ প্রদান

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা॥ ১
কথঞ্চিদভিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনং কৃশম্।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিজগ্রাহ পাণিনা॥ ২

প্রলয়কালে ভূপতিত সুদুর্দর্শ সূর্যের মতো জটা ও চীরবসনধারী করজোড়ে ভূপতিত কৃশশরীর বিমর্ষবদন ভরতকে দেখে, চিনতে পেরে শ্রীরাম হাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

আঘ্রায় রামস্তং মূর্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্যপৃচ্ছত সাদরম্॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলনন্দন ভরতকে আলিঙ্গন করে, তাঁর মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কোলে বসিয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্ব নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনবাগন্তুমর্হসি॥ ৪

'বৎস ! তুমি যে বনে চলে এলে তোমার তথা আমাদের পিতৃদেব এখন কোথায় আছেন ? তিনি জীবিত থাকতে তো তুমি বনে আসতে পারো না !

চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ ভরতমাগতম্।
দুষ্প্রতীকমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ॥ ৫

'মাতুলালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী ভরতকে অনেকদিন পর দূর থেকে আসতে দেখে চিনতেই পারছিলাম না ! বৎস, কেন তুমি এই অরণ্যে এসেছ ?

কচ্চিন্নু ধরতে তাত রাজা যৎ ত্বমিহাগতঃ।
কচ্চিন্ন দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ॥ ৬

'বৎস ! রাজা জীবিত আছেন তো ? তুমি এখানে এখন এসেছ ? শোককাতর পিতা সহসা স্বর্গে গমন করেননি তো !

কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং ভ্রষ্টং বালস্য শাশ্বতম্।
কচ্চিচ্ছুশ্রূষসে তাত পিতুঃ সত্যপরাক্রম॥ ৭

'সৌম্য ! তুমি ছেলেমানুষ বলে রাজ্যভ্রষ্ট হওনি তো ? সত্যসন্ধ, বৎস ! তুমি পিতৃদেবকে ঠিক মতো সেবা করছ তো ?

কচ্চিদ্ দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্তা ধর্মনিশ্চিতঃ॥ ৮

'সত্যে প্রতিষ্ঠিত, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ দশরথের সর্বের কুশল তো !

স কচ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্মনিত্যো মহাদ্যুতিঃ।
ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে॥ ৯

'বৎস ! ইক্ষ্বাকুবংশের আচার্য ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান ধর্মনিষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠদেব নিত্য যথাযথ পূজিত হচ্ছেন তো !

তাত কচ্চিচ্চ কৌসল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী।
সুখিনী কচ্চিদার্যা চ দেবী নন্দতি কৈকেয়ী॥ ১০

'কল্যাণীয় বৎস ! জননী কৌশল্যা এবং সৎপুত্রবতী মাতা সুমিত্রা সুখে আছেন তো ! পূজনীয়া দেবী কৈকেয়ী আনন্দে আছেন তো !

কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুদ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ॥ ১১

'সদ্বংশজাত, বিনয়ী, বিদ্বান, অসূয়াশূন্য, সত্যদ্রষ্টা পুরোহিতের উপযুক্ত সৎকার করছ তো ?

কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতং চ হোষ্যমাণং চ কালে বেদয়তে সদা॥ ১২

'অগ্নিহোত্র কর্মে নিযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান সরল স্বভাব পুরোহিত যজ্ঞের পূর্বাপর করণীয় বিষয়ে তোমায় অবহিত করেন তো ?

কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥ ১৩

'বৎস ! তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভৃত্যগণকে, গুরুজনদেরকে, বৃদ্ধগণকে, বৈদ্য (চিকিৎসক) গণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দান করছ তো ?

ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্ ।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে॥ ১৪

'ভ্রাতঃ ! বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রপ্রয়োগে সুনিপুণ, অর্থশাস্ত্রে তথা রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রে কুশলী আচার্য সুধন্বার প্রতি তুমি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করছ তো ?

কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ॥ ১৫

'বৎস ! বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত এবং

ইঙ্গিতমাত্রই যিনি সব বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন, এইরকম আত্মসম ব্যক্তিদের তুমি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছ তো ? কোনও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রীতিভাজন ব্যক্তিকে মন্ত্রী করা উচিত নয়। প্রবক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, পরার্থপর এবং বিশেষ গোষ্ঠীবহির্ভূত ব্যক্তিই মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য।

মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্ঞং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ॥ ১৬

'রঘুনন্দন ভরত ! রাজাদের বিজয়লাভের মূলে থাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত অমাত্য ও মন্ত্রিপ্রধানগণ প্রদত্ত মন্ত্রণার গোপনীয়তা রক্ষা।

কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেঽববুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্॥ ১৭

'তুমি অসময়ে নিদ্রা কামনা করো না তো (নিদ্রার বশীভূত হও না তো) ! যথাসময়ে নিদ্রা থেকে উত্থিত হও তো এবং শেষরাত্রে অর্থের চিন্তা করো তো !

কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি॥ ১৮

'রাজ্য পরিচালনা প্রভৃতি রাজকার্য বিষয়ে তুমি একাই বা অনেকের সঙ্গে কোনও গুপ্ত মন্ত্রণা করো না তো ! তোমার মন্ত্রিত্ব বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে যায় না তো ! রাজ্যপরিচালনা বা যে-কোনও গোপনীয় বিষয়ে একাকী গৃহীত মন্ত্রণা অনেক সময় ভুল হতে পারে, তাই বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা বিধেয় ; কিন্তু সেই গৃহীত মন্ত্রণা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে না যায়। কারণ, শত্রুপক্ষ সেই মন্ত্রণার বিষয়ে জানতে পারলে সেই বিষয়ে বাধা দিয়ে কার্য নষ্ট করে দেবে।

কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ম ন দীর্ঘয়সি রাঘব॥ ১৯

'রঘুনন্দন ! কোনও বিষয়ে ছোট করে আরম্ভ করে বিরাট পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করে সেই কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করো তো ?

কচ্চিন্নু সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্বকার্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ॥ ২০

'অন্য রাজারা তোমার কৃতকর্মসকল অথবা সুক্রিয়মাণ (যে সব কর্ম আরম্ভ করে শেষ করতে চলেছ) কর্মসকল জানেন তো ? পরন্তু যেসকল কর্ম ভবিষ্যতে করবে বলে ঠিক করেছ সেগুলি জানেন না তো ! ভবিষ্যতের কর্তব্য কর্ম বিষয়ে পূর্বেই অপরে জানতে পারলে, তারা সেইকার্যে বাধা দিয়ে কর্ম পণ্ড করে দেবে। তাই সকল বিষয়েই মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন।

কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্তিতাঃ।
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বুধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্॥ ২১

'ভাই ! তুমি একাকী বা মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থির করো, কার্যসিদ্ধির পূর্বেই তা অন্যের কাছে বলো না তো, বা অন্যেরা তা বুঝতে পারে না তো ? (রাজকার্যে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন)।

কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ॥ ২২

'তুমি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকেই কামনা করো তো ? পণ্ডিত ব্যক্তি অত্যন্ত অর্থ-কষ্টেও (কার্যসিদ্ধির পূর্বেই) মহৎ কল্যাণসাধনে তৎপর হন। (সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন প্রাজ্ঞ শ্রেয়ঃ)।

সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ।
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা॥ ২৩

'রাজা যদি সহস্র সংখ্যক বা অযুত (দশসহস্র) সংখ্যক মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তাতে তাঁর কোনও সহায়তা (উপকার) হয় না।

(**'শতানামপি মূর্খাণাং প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে'** —একশত মূর্খ অপেক্ষা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন)।

একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্॥ ২৪

'একজন মাত্র বীর, মেধাবী, দক্ষ ও পণ্ডিত মন্ত্রী রাজা বা রাজপুত্রকে মহৎ ঐশ্বর্য লাভ করাতে পারেন।

কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ॥ ২৫

'বৎস ! তুমি বড়ো (অধিক গুরুত্বপূর্ণ) কাজে পারদর্শী কর্মীদের, মধ্যম মানের গুরুত্বপূর্ণ কাজে মধ্যম মানের কর্মীদের এবং সাধারণ কাজে সাধারণ কর্মীদের নিযুক্ত করেছ তো ?

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিয়োজয়সি কর্মসু॥ ২৬

'যাঁরা ছলনা করেন না, পিতৃ পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করছেন, (অন্তরে-বাহিরে) পবিত্র, শ্রেষ্ঠদের

মধ্যেও যাঁরা শ্রেষ্ঠ, এইরকম ব্যক্তিদের তুমি মন্ত্রির পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।
রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকেয়ীসুত॥ ২৭

'হে কৈকেয়ীপুত্র ! তোমার রাজ্যে মন্ত্রীদের দণ্ডপীড়নে উদ্বিগ্ন প্রজাগণ মন্ত্রীদের এবং তৎসহ তোমাকে অবজ্ঞা করে না তো ?

কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ॥ ২৮

'নীচ জাতীয়া স্ত্রীর প্রতি কামার্ত পুরুষকে পবিত্র ব্যক্তি যেমন অবজ্ঞা করে থাকেন, সেইরকম কঠোরতা দ্বারা অধিক খাজনা গ্রহণ হেতু প্রজারা তোমায় অবজ্ঞা করে না তো!

উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যসংদূষণে রতম্।
শূরমৈশ্বর্যকামং চ যো হন্তি ন স হন্যতে॥ ২৯

'যে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড নীতিতে বিশেষ পারদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, বিশ্বাসী অনুচরদের ভাঙিয়ে দলভারী করতে চতুর, দুঃসাহসী তথা রাজ্য অধিকারলোভী ব্যক্তিকে যে রাজা হত্যা করেন না, পরিণামে তিনি নিজেই নিহত হন।

কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ॥ ৩০

'শত্রু ধ্বংস করার ব্যাপারে নির্দয় বীর, সতত সন্তুষ্ট, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, পবিত্রমনা, কুলীন (সদ্বংশজাত), রাজানুরক্ত ও কর্মদক্ষ পুরুষকে তুমি সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ॥ ৩১

'বলবান ও যুদ্ধবিশারদ বিক্রমশালী প্রধানদের কার্য বিচার করে পুরস্কার দ্বারা সম্মান প্রদান করেছ তো ?

কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তং চ বেতনং চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে॥ ৩২

'সৈন্যদের প্রদেয় যথোচিত অন্ন ও বেতন যথাসময়ে দাও তো ? বিলম্ব করো না তো ?

কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুরপ্যতিকুপ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ॥ ৩৩

'খাদ্য ও বেতন দ্বারা প্রতিপালিত ভৃত্য তথা সৈনিকগণ যথাসময়ে খাদ্য ও বেতন না পেলে প্রভুর প্রতি কুপিত হয়ে দোষারোপ করে এবং তার ফলে ভীষণ বিপত্তি ঘটে।

কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সংত্যজন্তি সমাহিতাঃ॥ ৩৪

'উত্তম বংশজাত মন্ত্রী আদি প্রধান পুরুষেরা তোমার প্রতি অনুরক্ত তো ? তাঁরা একচিত্ত হয়ে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত তো ?

কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ॥ ৩৫

'ভরত ! তুমি প্রকৃত বিদ্বান ; কার্যকুশল, প্রতিভাবান যথার্থভাবে বক্তব্য উত্থাপনকারী ও বিবেকবান স্বদেশবাসীকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করেছ তো ?

কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ॥ ৩৬

'রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে শত্রুপক্ষের আঠারোটি বিষয়ের সম্বন্ধে এবং স্বপক্ষের পনেরো প্রকার বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের জন্য যথাক্রমে আঠারো ও পনেরো জন করে গুপ্তচরের দল, যাদের প্রত্যেকেই একে অপরের অজ্ঞাত, এইভাবে তিন-তিনজনের এক-একটি দল নিযুক্ত করেছ তো ? এই গুপ্তচরেরা ঘুরে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানবে এবং তাদের মাধ্যমেই তুমি স্বরাজ্যের ও শত্রুরাজ্যের সব সংবাদ জানতে পারো তো ? (শত্রুপক্ষের আঠারোটি বিষয় হল—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, অন্তঃপুর রক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাবহ, বিচারক, ধর্মাধিকারী, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার নির্ণেতা, বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতন গ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পালক, দুষ্টের দণ্ডবিধায়ক এবং দুর্গপাল। অপরপক্ষে রাজা (যুবরাজ) মন্ত্রী এবং পুরোহিত ছাড়া বাকী পনেরোটি স্বরাজ্য বিষয়ক)।

কচ্চিদ্ ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা।
দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্তসে রিপুসূদন॥ ৩৭

'হে শত্রুবিনাশকারিন্ ! তোমা কর্তৃক বিতাড়িত শত্রু আবার ফিরে আসলে তাদের দুর্বল মনে করে অবজ্ঞা করো না তো ?

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৩৮

'বৎস ! চার্বাকমতাবলম্বী তার্কিক ব্রাহ্মণদের সেবা করো না তো ? এঁরা পণ্ডিতম্মন্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অনর্থ

সম্পাদনকারী।

ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥ ৩৯

বেদপ্রমাণ প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্রসকল থাকা সত্ত্বেও এই দুর্বুদ্ধিগণ নিরর্থক বাদানুবাদ করে থাকেন।

বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্বমস্মাকং তাত পূর্বকৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসংকুলাম্॥ ৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামাত্যৈঃ সহস্রশঃ॥ ৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসে॥ ৪২

'বৎস ! আমাদের পূর্ব পূর্ব বীরপুরুষদের দ্বারা অধ্যুষিতা, অতি দৃঢ় দ্বারযুক্তা, হস্তী, অশ্ব এবং রথ দ্বারা সুরক্ষিতা সার্থকনামা অজেয়া অযোধ্যা নগরী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং পণ্ডিতেন্দ্রিয় মহোৎসাহী সজ্জনদের এবং সুচিকিৎসকদের দ্বারা পরিপূর্ণা। বিভিন্ন আকৃতির অট্টালিকা-সমন্বিতা ঐশ্বর্যসমৃদ্ধা এই অযোধ্যাকে তুমি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছ তো ?

কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ॥ ৪৩
প্রহৃষ্টনরনারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমাপশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ॥ ৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ॥ ৪৫
বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব॥ ৪৬

'হে রঘুনন্দন ! আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সুরক্ষিত শত শত যজ্ঞগৃহে সুশোভিত বহুজনাকীর্ণ, জলসত্র ও জলাশয়পূর্ণ, নানাবিধি সামাজিক উৎসবাদি মুখরিত তো। নগরীর প্রান্তবর্তী স্থানসমূহ শস্যোৎপাদনের উপযোগী তো ! কৃষিকার্যের জন্য দৈবের (বর্ষার জলের) উপর নির্ভরহীন, হিংস্রপশু বিবর্জিত, সুরক্ষিত খনিজাত মণিমুক্তাদি সমৃদ্ধ। অযোধ্যাপুরী পাপিষ্ঠ জনবর্জিত হয়ে সুরক্ষিত ও সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ আছে তো ?

কচ্চিৎ তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাৎ লোকোঽয়ং সুখমেধতে॥ ৪৭

'গোরক্ষক ও কৃষিজীবীদের প্রতি তুমি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করো তো ? বৃত্তিজীবীরাও সুখে আছে তো ?

তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ॥ ৪৮

'বৈশ্যদের (গোরক্ষক, কৃষিজীবী ও বাণিজ্যজীবীদের) অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ দ্বারা ভরণ পোষণ করছ তো ? রাজ্যবাসী প্রজাদের সকলকে রক্ষা করাই রাজধর্ম।

কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিৎ তাস্তে সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে॥ ৪৯

'স্ত্রীলোকদের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করো তো ? অথচ বিশ্বাস করে তাদের কাছে গোপনীয় বিষয়প্রকাশ করো না তো ? (**'যত্রনার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'** — যেখানে নারীদের সুষ্ঠু সম্মান করা হয়, সেখানেই দেবতাদের সানন্দ-লীলা প্রকাশ পায়। কিন্তু গোপনীয় বিষয় তাদের কাছে প্রকাশ করতে নেই—**'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ'**। গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় স্ত্রী এবং রাজবংশীয়দের বিশ্বাস করে তাদের কাছে জানাতে নেই)

কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাং চ তৃপ্যসি॥ ৫০

'রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসমূচক হস্তীদের বাসস্থানের জঙ্গলভূমির এবং গোচারণভূমির সষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করছ তো ? গণিকা হস্তিনী ও অশ্বীর দ্বারা হস্তী ও অশ্বের সংখ্যাধিক্য সংখ্যাধিক্য রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সূচিত করে।

কচ্চিদ্ দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্।
উত্থায়োত্থায় পূর্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে॥ ৫১

'রাজকুমার তুমি ! প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত ও রাজবেশে ভূষিত হয়ে রাজপথে নাগরিক সাধারণকে দর্শন দাও তো ?

কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্॥ ৫২

'কর্মচারীরা নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার সামনে আসে না তো, অথবা (সশঙ্কচিত্তে) দূর থেকে তোমাকে পরিহার করে না তো ? কর্মচারীদের তথা প্রজাদের সঙ্গে রাজার ব্যবহারে মধ্যপন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।

যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ॥ ৫৩

'তোমার দুর্গগুলো সব ধনধান্য ; অস্ত্র-শস্ত্র, জল, খাদ্য সরঞ্জাম এবং শিল্পী ও ধনুর্ধর সৈনিকদের দ্বারা পূর্ণ রয়েছে তো ?

(শত্রুদের থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করে সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য সুরক্ষিত দুর্গ থাকা প্রয়োজন।)

আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোষো গচ্ছতি রাঘব॥ ৫৪

'হে রঘুনন্দন ভরত ! তোমার রাজস্ব ও অন্যান্য উৎস থেকে আয় অধিক তো এবং রাজ্য রক্ষার্থে ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অল্প তো ? অপাত্রে তোমার ব্যয় হচ্ছে না তো ?

দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্ গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ॥ ৫৫

'দেবতা, পিতা-মাতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি-অভ্যাগতদের ও যোদ্ধাদের জন্য এবং মিত্রদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তোমার অর্থ ব্যয় হয় তো ? (দেবতা, পিতামাতা ও আচার্য, ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের আশীর্বাদ এবং মিত্ররাজ্যের ও সৈনিকদের সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা স্বরাজ্য সুরক্ষিত থাকে।)

কচ্চিদার্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ॥ ৫৬

'কোনও শুদ্ধচিত্ত সজ্জন মিথ্যা অপবাদে দোষী সাব্যস্ত হলে, কোনও বিচারশাস্ত্রকুশল সজ্জন দ্বারা তাঁর দোষ অপ্রমাণিত হলেও লোভবশত তাঁর দণ্ডবিধান করো না তো ?

গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ॥ ৫৭

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি চুরি করার সময় ধরা পড়েছে, (জিজ্ঞাসার উত্তরে চুরির কথা) স্বীকারও করেছে, এমনকী তাকে চুরি করতে দেখা গেছে—অর্থের বিনিময়ে উৎকোচ গ্রহণ করে এমন চোরকে চুরির দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় না তো ! (উৎকোচগ্রাহী এমন অসাধু কর্মচারী তোমার রাজ্যে নেই তো) !

ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ॥ ৫৮

'হে রঘুকুলভূষণ ! শক্তিমান ধনী ও দুর্বল দরিদ্রের মধ্যে বিবাদের বিচারে তোমার সুবিদ্বান অমাত্যগণ (বিচারকগণ) অর্থলোভ ত্যাগ করে নিরপেক্ষ বিচার করেন তো ?

যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যস্রাণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ॥ ৫৯

'হে রাঘব ! আত্মপ্রীতির জন্য নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অভিযুক্তের প্রতি শাসনহেতু উক্ত অভিযুক্তের অশ্রুধারা ওই শাসকের সন্তান ও পালিত পশুকে ধ্বংস করে।

কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্ মুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে॥ ৬০

'হে রঘুকুলতিলক ! তুমি অভিমত দান, শুভ কামনা এবং মধুর বাক্য দ্বারা (বয়সে ও জ্ঞানে) বৃদ্ধদের, বালকদের এবং প্রধান প্রধান বৈদ্যদের সম্মানদানে ভূষিত করতে চেষ্টা করো তো ?

কচ্চিদ্ গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি॥ ৬১

'সম্মুখে উপস্থিত গুরুজনদের, বৃদ্ধদের, তপস্বীদের, দেবতা, অতিথিদের, দেবালয় সমূহ এবং সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করো তো ?

কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে॥ ৬২

'বিষয়ের প্রতি লোভবশত বা কামবশত অর্থ দ্বারা ধর্মকে বা ধর্মদ্বারা অর্থকে প্রত্যাখ্যান করোনি তো ?

কচ্চিদর্থং চ কামং চ ধর্মং চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ বরদ সেবসে॥ ৬৩

'হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! হে শ্রেষ্ঠবরদাতা ও সার্থক সময়জ্ঞ ! তুমি যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কামকে যথাযথ বিভাগ করে সমানভাবে সেবা করছ তো !

কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ॥ ৬৪

'হে মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের সঙ্গে মিলিতভাবে একসঙ্গে তোমার কল্যাণ কামনা করেন তো ?

নাস্তিকামনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্॥ ৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।

নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্॥ ৬৬
মঙ্গলাদ্যপ্রয়োগং চ প্রত্যুত্থানং চ সর্বতঃ।
কচ্চিৎ ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ॥ ৬৭

'রাজনীতি বিষয়ক চতুর্দশ প্রকার দোষ, যথা— ১) নাস্তিকতা, (২) অসত্যভাষণ, (৩) ক্রোধ, (৪) অমনোযোগিতা, (৫) দীর্ঘসূত্রতা—এই পাঁচ প্রকার দোষ ; আর (৬) জ্ঞানীজনদের সঙ্গে দেখা-না-করা (জ্ঞানীদের সঙ্গ না করা), (৭) আলস্য (৮) নেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) বশীভূত হওয়া, (৯) রাজকার্যের বিষয়ে (জ্ঞানীদের সহায়তা ব্যতীতই) নিজে একাকীই চিন্তা করা, (১০) প্রয়োজনীয় বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মন্ত্রণা, (১১) করণীয় নিশ্চিত কার্যের আরম্ভ না করা, (১২) মন্ত্রণার বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা না করা, (১৩) মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান না করা এবং (১৪) সকল শত্রুর প্রতি একসঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা—এই নয় প্রকার দোষ তুমি বর্জন করে করে চলো তো ?

দশপঞ্চচতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গং চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গং চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব॥ ৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্বা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্।
কৃত্যং বিংশতিবর্গং চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্॥ ৬৯
যাত্রাদণ্ডবিধানং চ দ্বিযোনী সন্ধিবিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে॥ ৭০

মহাপ্রাজ্ঞ ভাই ভরত ! (১) দশবর্গ বা দশটি কামজ দোষ (মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, অবৈধ স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য-গীত-বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথা ভ্রমণ), (২) **পঞ্চবর্গ** (জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, মরুদুর্গ এবং শীতলদুর্গ, (৩) **চতুর্বর্গ** (সাম, দান, দণ্ড, ভেদ), (৪) **সপ্তবর্গ** (রাজা, অমাত্য, রাজত্ব, সুহৃদ, কোষ, সৈন্য ও দুর্গ, (৫) **অষ্টবর্গ** (ক্রুরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগদণ্ড ও পরুষতা, (৬) **ত্রিবর্গ** (ধর্ম, অর্থ, কাম) এবং (৭) **ত্রিবিদ্যা** (গোরক্ষা, কৃষিবিজ্ঞানাদি, নীতিশাস্ত্র) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় জয়ের উপায় যোগাভ্যাস ; এতদ্ব্যতীত (৮) **ছয়গুণ** (সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা, প্রতিপক্ষের মিত্রগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ও বলবানের আশ্রয়গ্রহণ, (৯) দৈববিপদ (অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক), (১০) **মানুষী বিপদ** (রাজভয়, রাজপুরুষ থেকে ভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় এবং অধিকারী তথা রাজার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে ভয়) ; অতএব রাজার নীতিপূর্ণ কার্য হল— দরিদ্র ও অপমানিত ব্যক্তিদের ক্রুদ্ধ, কোপিত ও ভীত হওয়ার কারণ স্বরূপ চারটি রাজকৃত্য —(১) বিংশতি বর্গ (বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী জ্ঞানীজন কর্তৃক বহিষ্কৃত ; ভীরু, ভীতু লোকের সহকারী, লুব্ধ, লোভজনক, প্রজাদের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণাকারী, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের নিন্দারত, দৈববিড়ম্বিত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে বিপন্ন, দূরদেশস্থ বহুশত্রুসমন্বিত, যথাকালে কার্যে অনিযুক্ত ও সত্যধর্মে অনাসক্তি এই বিংশতি বর্গের সঙ্গে কখনোই সন্ধি করা উচিত নয়। **প্রকৃতিমণ্ডল** (রাজ্যের মনিব অমাত্য, সুহৃদ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য), **রাজমণ্ডল** (শত্রু, মিত্র, শত্রুর মিত্র, শত্রুমিত্রের মিত্র, বিজিগীষু ইত্যাদি বারো প্রকার রাজা), **পঞ্চবিধ যাত্রা** (যুদ্ধ যাত্রা, ব্যূহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে ভেদ সাধন ও বলবানের আশ্রয়), দণ্ডবিধান, সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি, দ্বিযোনা (সন্ধি ও বিগ্রহ)—উক্ত বিষয়গুলি যথার্থ বিচার করে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ এবং ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ করছ তো ?

মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টৈঃ চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ॥ ৭১

'হে বিদ্বন্ ! রাজনীতি ও শাস্ত্রের নিয়মানুসারে তুমি তিনজন কিংবা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে অথবা মিলিতভাবে মন্ত্রণা করো তো ?

কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং শ্রুতম্॥ ৭২

'রাজ্যশাসন ক্রিয়ার দ্বারা তোমার বেদাধ্যয়ন সফল প্রতিপাদিত তো ? তোমার কার্যসকল বাঞ্ছিত ফলপ্রদ হয়েছে তো ? তোমার স্ত্রী সার্থক সহধর্মিণী হয়েছে তো ? (আর) তোমার শাস্ত্রজ্ঞান কর্মে সার্থক রূপায়িত হচ্ছে তো ?

কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্মকামার্থসংহিতা॥ ৭৩

'হে রঘুনন্দন ! ধর্ম, অর্থ, কাম, আয়ু ও যশোবর্ধক যে শুভবুদ্ধির বিষয়ে তোমায় বললাম, তা তোমার আছে তো ?

যাং বৃত্তিং বর্ততে তাতো যাং চ নঃ প্রপিতামহঃ।

যাং বৃত্তিং বর্তসে কচ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা॥ ৭৪

'আমাদের পিতা যে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, প্রপিতামহ (মহারাজ রঘু) যে বৃত্তি অবলম্বন করতেন, সৎপথচালিনী সেই শুভ বৃত্তি তুমি অবলম্বন করছ তো ?

কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি॥ ৭৫

'হে রঘুকুলনন্দন ! সুস্বাদু অন্ন তুমি একাই ভোজন করো না তো ? শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্রদের আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাদু অন্ন সমানভাবে তাদের দান করো তো ?

রাজা তু ধর্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাব-
দিতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্॥ ৭৬

'দণ্ডধর বিদ্বান রাজা এইভাবে ধর্মের দ্বারা প্রজাদের পালন করলে সমগ্র পৃথিবীকে নিজের রাজ্যরূপে লাভ করেন এবং নরদেহ ত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ॥ ১০০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিকশততম সর্গ (১০১)

শ্রীরাম কর্তৃক ভরতের বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং পারস্পরিক কথাবার্তা

তং তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ১

গুরুজনদের প্রতি ভরতের ভক্তিপরায়ণতার বিষয়ে সম্যক্‌রূপে জানতে পেরে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—

কিমেতদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া।
যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী॥ ২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ।
হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্ত্বং তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি॥ ৩

'ভাই ভরত ! কেন তুমি, রাজ্য ত্যাগ করে এবং চীরজটা কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্বক এই বনপ্রদেশে এসেছ, আমায় বলো, সম্যক্‌রূপে আমি তা শুনতে চাই।'

ইত্যুক্তঃ কেকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রগৃহ্য বলবদ্ ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

কাকুৎস্থবংশীয় মহাত্মা রাম কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে কৈকেয়ীপুত্র ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করে করজোড়ে বললেন—

আর্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ॥ ৫

'দাদা ! আমাদের মহাবীর পিতা দশরথ দুষ্কর কর্মসকল সমাপন করে পুত্রশোকে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে, আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে গেছেন।

স্ত্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকেয্যা মম মাত্রা পরন্তপ।
চকার সা মহৎ পাপমিদমাত্মযশোহরম্॥ ৬

'হে শত্রুসন্তাপক ! আমার জননী তথা স্ত্রী কৈকেয়ীর প্রেরণায় পিতা এই ঘোরতর মহাপাপ করেছেন। (আলোচ্য শ্লোকে তৃতীয় পাদে সা পাঠস্থলে 'সঃ' পাঠ হলে শ্লোকটির যাথার্থ্য রক্ষিত হয়।)

সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্শিতা।
পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম॥ ৭

'পতিশোকাকুলা আমার সেই বিধবা জননী রাজ্যফল প্রাপ্ত না হয়ে ঘোর নরকে পতিত হবেন।

তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব॥ ৮

'আপনার দাস, এই আমার প্রতি কৃপা করে আজই আপনি ভগবান ইন্দ্রের মতো নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ।

ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ৯

'এই প্রজাপুঞ্জ এবং আমার বিধবা মা এঁরা সকলে আপনার কাছে এসেছেন ; আপনি এঁদের সকলকে কৃপা করুন।

তথানুপূর্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তং চাত্মনি মানদ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু॥ ১০

'অপরকে যথাযোগ্য সম্মানপ্রদাতা হে রঘুবীর ! জ্যেষ্ঠত্বের আনুপূর্ব্য অনুসারে আপনিই রাজা হওয়ায় অধিকারী ; অতএব, ধর্মানুসারে আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করে সুহৃদগণের অভিলাষ পূরণ করুন।

ভবত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা॥ ১১

'নির্মল চন্দ্রের দ্বারা সুশোভিতা শরৎকালী রাত্রির মতো, আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে এই সমগ্রা ধরিত্রী সধবা হোক।

এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ১২

'এই মন্ত্রীদের সকলের সঙ্গে এসে, আপনার ভাই, শিষ্য ও দাস আমি, আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।

তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্বং সচিবমণ্ডলম্।
পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি॥ ১৩

'হে পুরুষসিংহ ! আমাদের পিতৃ-পিতামহের কাল থেকে পরম্পরাগত পূজনীয় মন্ত্রিমণ্ডলী আপনাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, আপনি এঁদের প্রার্থনা অতিক্রম করবেন না !'

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকেয়ীসুতঃ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ॥ ১৪

এইভাবে বলে, কৈকেয়ীপুত্র মহাবীর ভরত, বাষ্পপরিপূরিত লোচনে পুনরায় অবনত মস্তকে শ্রীরামের চরণযুগল ধারণ করলেন।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ॥ ১৫

ভরত উন্মত্ত হাতির মতো সকাতরে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলে, রামচন্দ্র ভাইকে তুলে নিয়ে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্মদ্বিধো জনঃ॥ ১৬

'ভাই ! সদ্বংশজাত, সদ্গুণসম্পন্ন, তেজস্বী, শ্রেষ্ঠ ব্রত পালনরত আমার মতো ব্যক্তি রাজ্যের লোভে পিতৃ-আজ্ঞালঙ্ঘনরূপী পাপ কীভাবে করবে ?

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি॥ ১৭

'হে শত্রুদমন ! তোমার মধ্যে আমি সামান্যতমও দোষ দেখি না ; কিন্তু ভাই ! বালকসুলভ চপলতাবশত তুমি মাতৃনিন্দা করতে পারো না।

কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্বদানঘ।
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে॥ ১৮

'হে নিষ্পাপ মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি জেনে রাখো, গুরুজনেরা স্বীয় ইচ্ছাপূরণের জন্য অনুগত পত্নী ও পুত্রের প্রতি এইরকম ব্যবহার করতেই পারেন।

বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ।
ভার্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৯

'হে সৌম্য ! তোমার জানা উচিত যে, এই সংসারে সজ্জনদের দ্বারা আমরা যেমন সমাদৃত, পিতার কাছেও আমরা তদ্রূপ সদাচারীপুত্র ও শিষ্যরূপে স্নেহের পাত্র।

বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ॥ ২০

'হে সৌম্য ! আমার পিতা মহারাজ স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে বল্কল ও মৃগচর্ম পরিয়ে রাজ্যে বা বনে বাস করাতেই পারেন, (দুই-ই সমান)।

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে।
তাবদ্ ধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্॥ ২১

'হে ধর্মজ্ঞ ! শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মন্ ! সর্বলোক-পূজ্য পিতার প্রতি যেমন গৌরবপ্রদর্শন কর্তব্য, মাতার প্রতিও সেইরকম করা উচিত।

এতাভ্যাং ধর্মশীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে॥ ২২

'হে রাঘব ! এই ধর্মশীল পিতা ও মাতা যখন বলেছেন, "বনে যাও", তখন আমি কীরূপে এই আজ্ঞার

অন্যথা করি ?

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা॥ ২৩

'তুমি অযোধ্যায় সর্বলোকসমাদৃত রাজ্য পাবে, আর আমাকে বল্কল পরিধান করে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে হবে।

এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ॥ ২৪

'সর্বলোকসমক্ষে মহারাজ দশরথ আমাদের দুজনের জন্য এইরকম পৃথক পৃথক বিভাগ করে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

স চ প্রমাণং ধর্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি॥ ২৫

'লোকগুরু ধর্মাত্মা রাজাই তোমার কাছে প্রমাণ-স্বরূপ ; অতএব সেই পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য যথাযথ ভোগ করাই তোমার কর্তব্য।

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
উপভোক্ষ্যে ত্বহং দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা॥ ২৬

'হে সৌম্য ! মহাত্মা পিতা আমাকে যে ভাগ দিয়েছেন, চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করে আমি তা উপভোগ করব।

যদব্রবীন্মাং নরলোকসৎকৃতঃ
পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোপমঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং
ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥ ২৭

'নরলোক-পূজ্য দেবরাজ তুল্য মহাত্মা পিতৃদেব আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন, তাই-ই আমি আমার পরমহিতকর মনে করি ; এতদ্ব্যতীত সর্বলোকের অক্ষয় আধিপত্যকেও আমি কল্যাণকর মনে করি না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০১॥

দ্ব্যধিকশততম সর্গ (১০২)

ভরত কর্তৃক শ্রীরামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি॥ ১

শ্রীরামের কথা শুনে প্রত্যুত্তরে ভরত বললেন – 'আর্য ! কুলধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজধর্মে আমার কী প্রয়োজন ?

শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্মঃ স্থিতোঽস্মাসু নরর্ষভ।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ॥ ২

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমাদের বংশে চিরন্তন ধর্ম হচ্ছে, জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমানে কনিষ্ঠ কখনও রাজা হবে না।

স সমৃদ্ধাং ময়া সার্ধমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ॥ ৩

'অতএব হে রঘুনন্দন ! আপনি আমার সঙ্গে সমৃদ্ধা অযোধ্যাপুরীতে চলুন এবং আমাদের বংশের অভ্যুদয়ের জন্য রাজপদে নিজেকে অভিষিক্ত করুন।

রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম।
যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্॥ ৪

'সাধারণ লোকে রাজাকে মানুষ বলে থাকে ; কিন্তু আমার মতে, যাঁর ধর্ম ও অর্থযুক্ত চরিত্র অমানুষী ; সে-ই (রাজা) দেবতা।

কেকয়স্থে চ ময়ি তু ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ধীমান্ স্বর্গং গতো রাজা যায়জূকঃ সতাং মতঃ॥ ৫

'যখন আমি ছিলাম কেকয়দেশে (মাতুলালয়ে) এবং আপনি হলেন বনবাসী, সেইসময়, নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, সজ্জনপূজিত ধীমান রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলেন।

নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে সলক্ষ্মণে।
দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ॥ ৬

'আপনি বনবাসের উদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই দুঃখ ও শোকে-অভিভূত রাজা স্বর্গে চলে গেলেন।

উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহং চায়ং চ শত্রুঘ্নঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ॥ ৭

'হে পুরুষসিংহ ! উঠুন। পিতার তৃপ্তির জন্য উদকাঞ্জলি দান করুন। আমি এবং শত্রুঘ্ন পূর্বেই তর্পণ করেছি।

প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ॥ ৮

'হে রঘুকুলনন্দন ! জ্ঞানিগণ কর্তৃক কথিত আছে যে, প্রিয়জনপ্রদত্ত জলাঞ্জলি পিতৃলোকে অক্ষয় হয় ; আর আপনি তো পিতার প্রিয়তম।

ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু-
ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-
স্ত্বাং সংস্মরন্নেব গতঃ পিতা তে॥ ৯

'আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আপনাতেই বুদ্ধি নিবদ্ধ রেখে আপনাকেই স্মরণ করে, আপনা থেকে বিযুক্ত শোকদীর্ণ পিতা পরলোকে চলে গেলেন।'

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০২॥

———○———

ত্র্যধিকশততম সর্গ (১০৩)

মন্দাকিনীর জলে পিতৃতর্পণ সমাপনান্তে ভ্রাত্রাদিসহ শ্রীরামের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্মরণসংহিতাম্।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ॥ ১

ভাই ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে, রঘুনন্দন রাম শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ॥ ২
প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ॥ ৩

ভরত কথিত সেই অপ্রিয় সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য ভয়ংকর। সেই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র রামচন্দ্র শোকে বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে কুঠার দ্বারা কর্তিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন।

তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্।
কূলঘাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্॥ ৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্বতঃ শোককর্শিতম্।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ॥ ৫

নদীর তটভূমিতে দন্ত দ্বারা বারবার আঘাত করায় পরিশ্রমহেতু শায়িত হস্তীর মতো, জগৎপতি মহাধনুর্ধর শোকক্লিষ্ট শ্রীরামকে ভূতলে পতিত দেখে সীতাসহ ক্রন্দনরত ভরতাদি ভ্রাতৃবৃন্দ চর্তুদিকে তাঁকে ঘিরে তাঁর দেহে জলসেচন করতে লাগলেন।

স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা নেত্রাভ্যামশ্রুমুৎসৃজন্।
উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্॥ ৬

কাকুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে, নেত্রদ্বয় দ্বারা অশ্রুমোচন করতে করতে করুণ স্বরে অনেক বিলাপ করতে লাগলেন।

স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্।
উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্মাত্মা ধর্মসংহিতম্॥ ৭

পৃথিবীপতি পিতার স্বর্গতির কথা শুনে, ধর্মাত্মা রাম ভরতকে ধর্মসম্মত বাক্যে বললেন—

কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে।
কস্তাং রাজবরাদ্ধীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি॥ ৮

'ভ্রাতঃ! পিতা কালগতি প্রাপ্ত হয়েছেন ; এখন আমি অযোধ্যায় গিয়ে কী করব ? রাজশিরোমণি পিতা দশরথহীনা অযোধ্যাকে এখন কে পালন করবে ?

কিং নু তস্য ময়া কার্যং দুর্জাতেন মহাত্মনঃ।
যো মৃতো মম শোকেন স ময়া ন চ সংস্কৃতঃ॥ ৯

'যিনি সৎসদৃশ পুত্রের শোকে স্বর্গতি প্রাপ্ত হয়েছেন, অথচ আমি তাঁর মৃতদেহের দাহাদি সংস্কার করতে পারিনি, সেই ব্যর্থজন্মা পুত্রের দ্বারা তাঁর কোন্ কার্যসিদ্ধ হবে ?

অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সংকৃতঃ॥ ১০

'নিষ্পাপ ভরত ! তুমিই কৃতকৃত্য, যেহেতু কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিতভাবে পিতার সর্বপ্রকার পারলৌকিক কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছ।

নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনা কৃতাম্।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নায়োধ্যাং গন্তুমুৎসহে॥ ১১

'ভাই ভরত ! বনবাসান্তেও আমি প্রধান শাসক রাজা দশরথহীন বহুনায়ক অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব না।

সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ।
কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে॥ ১২

'ভাই শত্রুতাপন ! পিতা লোকান্তরিত হওয়ায় বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিরে গেলেও কে আমাকে উপদেশ দেবেন ?

পুরা প্রেক্ষ্য সুবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্।
বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্॥ ১৩

'পূর্বে আমি কোনও ভালো কাজ করলে পিতা আমাকে উৎসাহব্যঞ্জক যেসকল সান্ত্বনাবাক্য শোনাতেন ; কর্ণসুখদায়ক সেই সকল কথা আমি আর কার কাছে শুনতে পাব ?'

এবমুক্ত্বাথ ভরতং ভার্যামভ্যেত্য রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্॥ ১৪

শোকসন্তপ্ত রঘুনন্দন রাম ভরতকে এই কথা বলে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন্দবিশিষ্টা স্বীয় পত্নী সীতার কাছে গিয়ে (এবং লক্ষ্মণকেও) বললেন—

সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ॥ ১৫

'সীতে ! তোমার শ্বশুরমহাশয় স্বর্গতি লাভ করেছেন ; লক্ষ্মণ, তুমিও পিতৃহীন হলে। ভরত মহারাজের স্বর্গপ্রাপ্তির এই দুঃখের কাহিনী বললে।'

ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পঃ নেত্রেষ্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্॥ ১৬

কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বললে, কীর্তিমান কুমারদের চোখে অশ্রুধারা বহুগুণ বর্ধিত হয়ে নেমে এল।

ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
অব্রুবঞ্জগতীভর্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ॥ ১৭

তখন ভ্রাতৃগণ সকলে মিলিতভাবে শোকার্ত শ্রীরামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'জগৎপতি পিতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান (তর্পণ) করুন।'

সা সীতা শ্বশুরং শ্রুত্বা স্বর্গতং তং মহানৃপম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্॥ ১৮

মহারাজ শ্বশুরের মৃত্যুর কথা শুনে সীতার চক্ষুদ্বয় শোকাশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল ; তিনি নিজের প্রিয়তম পতি রামচন্দ্রকেও আর দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদতীং জনকাত্মজাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ॥ ১৯

ক্রন্দনরতা জনকনন্দিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে শোকার্ত রাম শোকমগ্ন লক্ষ্মণকে বললেন—

আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ॥ ২০

'ভাই লক্ষ্মণ ! মহাত্মা পিতৃদেবের প্রীত্যর্থে জলাঞ্জলি দানের জন্য যাব, তুমি ইঙ্গুদিপিষ্ঠ (তিলচূর্ণ) এবং চীর (বস্ত্রখণ্ড) ও উত্তরীয় নিয়ে এসো।

সীতা পুরস্তাদ্ ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ।
অহং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা॥ ২১

'সীতা সামনে চলুক, তুমি তাঁর সঙ্গে চলো। আমি তোমাদের পিছনে চলব। কারণ, এই পথ অতি ভয়ংকর।

ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্॥ ২২

সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্।
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্॥ ২৩

তখন তাঁদের নিত্য অনুগত, আত্মজ্ঞানী, মহামতি, কোমল স্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, কমনীয়কান্তি এবং শ্রীরামের প্রতি ভক্তিমান সুমন্ত্র রাজপুত্রদের সঙ্গে রামকে আশ্বস্ত করে, তাঁদের প্রত্যেককে ধরে ধরে পবিত্র মন্দাকিনী তটে অবতরণ করালেন।

তে সুতীর্থাং ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগমা যশস্বিনঃ।
নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্॥ ২৪
শীঘ্রস্রোতসমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবত্বিতি॥ ২৫

তখন, কীর্তিমান রাজকুমারেরা অতি কষ্টে সেই রমণীয় পুষ্পিত কানন সমাবৃত কর্দমহীন পবিত্র স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীতটে উপস্থিত হয়ে, 'রাজন্ ! এই জল আপনি গ্রহণ করুণ' বলে সেই সতিলোদক রাজার উদ্দেশ্যে দান করলেন।

প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলাপূরিতমঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ২৬
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু॥ ২৭

মহীপতি শ্রীরাম অঞ্জলিপূর্ণ তিলজল গ্রহণ করে, দক্ষিণমুখী হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— 'পিতৃলোকগত হে নরশিরোমণি পিতৃদেব, এই নির্মলজল আপনার কাছে অক্ষয়রূপে পৌঁছে যাক।'

ততো মন্দাকিনীতীরং প্রত্যুত্তীর্য স রাঘবঃ।
পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ২৮

অতঃপর তেজস্বী রঘুনন্দন রাম মন্দাকিনীর জল থেকে তীরে উঠে এসে ভ্রাতৃগণসহ পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলেন।

ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ২৯

কুশের আস্তরণের উপর বদরী, ইঙ্গুদি ও তিল-মিশ্রিত পিণ্ড দান করে অত্যন্ত দুঃখ কাতর রাম বললেন—

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো ভবতি তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥ ৩০

'মহারাজ ! আমরা এখন বনবাসকালে যে অন্ন ভোজন করি আপনিও প্রীত হয়ে সেই অন্নই ভোজন করুন। সাধারণত মানুষ যে অন্ন গ্রহণ করে, তার দেবতা ও পিতৃপুরুষগণও তাই-ই গ্রহণ করেন।'

ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য সরিত্তটাৎ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরম্॥ ৩১

অতঃপর পৃথিবীপতি নরশার্দূল শ্রীরাম ; যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথেই নদীর তটভূমি থেকে উঠে এসে পর্বতের সানুদেশে আরোহণ করলেন।

ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ॥ ৩২

অতঃপর পৃথ্বীপতি শ্রীরাম পর্ণকুটীর দ্বারে এসে ভরত ও লক্ষ্মণকে বাহুপাশে জড়িয়ে ধরলেন।

তেষাং তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্ গিরৌ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দতামিব॥ ৩৩

ভ্রাতৃগণের ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে বিদেহরাজনন্দিনী সীতার রোদনধ্বনি মিশে পর্বতোপরি সিংহগর্জনের মতো গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকং পিতুঃ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ॥ ৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সংগতো ধ্রুবম্।
তেষামেব মহান্ শব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্॥ ৩৫

সেই তুমুল ক্রন্দনধ্বনি শুনে ভরতের সৈনিকগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল— 'এ নিশ্চয়ই পিতৃতর্পণকারী মিলিত ভ্রাতৃগণের শোকধ্বনি শোনা যাচ্ছে।'

অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্।
অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ॥ ৩৬

তখন তারা বাহন পরিত্যাগ করে, যেদিক থেকে সেই শব্দ আসছিল ; একাগ্রচিত্তে সেই দিকে মিলিতভাবে ধাবিত হল।

হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্ভিরেব নরা যযুঃ॥ ৩৭

তাদের মধ্যে কোমলাঙ্গবিশিষ্ট লোকেদের কেউ কেউ অশ্বারোহণে, কেউ কেউ হস্তীপৃষ্ঠে, আবার কেউ-বা সুসজ্জিত রথে চড়ে অগ্রসর হতে লাগল। কিছু মানুষ আবার পদব্রজে ছুটে চলল।

অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা।
দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্বো জগাম সহসাশ্রমম্॥ ৩৮

রাম অল্পদিন হল পরবাসী হলেও জনগণ তাঁকে দীর্ঘদিন প্রবাসী মনে করে, তাঁর দর্শনমানসে আশ্রমের

দিকে একসঙ্গে চলতে লাগল।

ভ্রাতৄণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমম্।
যযুর্বহুভির্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ॥ ৩৯

ভ্রাতৃগণের মিলনদৃশ্য দেখার মানসে অশ্বখুর ও রথচক্রের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে নানাবিধ যানারূঢ় লোকেরা সকলে আশ্রমে ছুটে গেল।

সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে॥ ৪০

আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের সমাগমে উত্থিত গুরুগম্ভীর শব্দের মতো বহু যান ও রথচক্রের আঘাতে ভূতলে উত্থিত হল তুমুলধ্বনি।

তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্বনং ততঃ॥ ৪১

সেই তুমুল নিনাদে ভয়ভীত হস্তীরা হস্তিনীদের সঙ্গে চতুর্দিকে মদগন্ধে সুরভিত করে বনান্তরে পলায়ন করল।

বরাহবৃকসিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা।
ব্যাঘ্রগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ॥ ৪২

পৃষত নামক চিত্রিত-গাত্র হরিণগুলির সঙ্গে শূকরেরা, অন্য হরিণেরা, সিংহেরা, মহিষেরা, 'সৃমর' (নামক মৃগেরা), ব্যাঘ্রেরা, গোকর্ণ (নামক হরিণেরা) এবং চমরী গাইগুলি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

রথাঙ্গহংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ॥ ৪৩

চক্রবাক, হাঁস, জল কুক্কুট ; (প্লব নামক) বক, বালিহাঁস, পুরুষ কোকিল এবং ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখিরা জ্ঞানশূন্য (ভীত) হয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়ে পালিয়ে গেল।

তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্।
মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা॥ ৪৪

ভয়ে ভীত পক্ষীদের কলরবে আকাশ এবং মনুষ্যের কলরবে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা সমানভাবে বর্ধিত হল।

ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং যশস্বিনমকল্মষম্।
আসীনং স্থণ্ডিলে রামং দদর্শ সহসা জনঃ॥ ৪৫

লোকজন এগিয়ে এসে হঠাৎ দেখতে পেল, পুরুষশ্রেষ্ঠ, যশস্বী, নিষ্পাপ শ্রীরাম যজ্ঞভূমিতে বসে আছেন।

বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরাসহিতামপি।
অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ॥ ৪৬

কৈকেয়ী এবং মন্থরাকে তিরস্কার করতে করতে জনগণ শ্রীরামের কাছে গেল ; তখন নয়নাশ্রুতে তাদের মুখ ভেসে যাচ্ছিল।

তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্।
পর্যষ্বজত ধর্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ॥ ৪৭

তখন, বাষ্পপূর্ণনয়ন অতীব শোকার্ত—সেই জনগণকে দেখে ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম পিতা-মাতার মতো সস্নেহে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্
নরাশ্চ কেচিত্তু তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্বান্ সবয়স্যবান্ধবান্
যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ॥ ৪৮

রাজকুমার শ্রীরাম সেই জনগণের মধ্যে অনেককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আবার অনেকে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীরাম বয়স্যদের ও বন্ধুবান্ধবদের যথাযোগ্য সম্মান-সম্ভাষণ জানালেন।

ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবং চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহা গিরীণাং চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে॥ ৪৯

সেই মহাত্মাদের রোদনধ্বনি পৃথ্বীতল, আকাশ, পর্বতগুহা প্রভৃতি সব দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে মৃদঙ্গের ধ্বনির মতো শ্রুত হচ্ছিল (শোনা যাচ্ছিল)।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৩॥

—o—

চতুরধিকশততম সর্গ (১০৪)

মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে দশরথ-পত্নীর শ্রীরামদর্শনে গমনপথে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রামদর্শনানন্তর তাঁর সঙ্গে সকলের কথোপকথন

বসিষ্ঠং পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী বশিষ্ঠদেব মহারাজ দশরথের পত্নীদের পুরোভাগে নিয়ে রামচন্দ্রের আশ্রমের দিকে চললেন।

রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি।
দদৃশুস্তত্র তৎ তীর্থং রামলক্ষ্মণসেবিতম্॥ ২

মন্দাকিনীর দিকে ধীরে ধীরে যেতে যেতে রাজমহিষীরা রাম-লক্ষ্মণের ব্যবহারের ঘাটটি দেখতে পেলেন।

**কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা।
সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ॥ ৩**

সাশ্রুনেত্রা কৌশল্যা শুষ্ক মুখে দৈন্যদশায় উপনীতা সুমিত্রা ও অন্য রাজপত্নীদের বললেন—

**ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্।
বনে প্রাক্কলনং তীর্থং যে তে নির্বিষয়ীকৃতাঃ॥ ৪**

'যারা রাজ্য-সম্পদ থেকে বঞ্চিত, আমার সেই অক্লিষ্টকর্মা অনাথ সন্তানদের এই দুর্গম অরণ্যে তীর্থে (নদীর ঘাটে) অবতরণের পথ।

**ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমতন্দ্রিতঃ।
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ॥ ৫**

'অয়ি সুমিত্রে ! তোমার অনলস পুত্র লক্ষ্মণ নিজে এসে এখান থেকে (এই ঘাট থেকে) আমার পুত্রের জন্য জল নিয়ে যায়।

**জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।
ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্বং তদ্ গর্হিতং গুণৈঃ॥ ৬**

'তোমার পুত্র এই ধরণের ছোট সেবাকাজ করলেও কিন্তু সে নিন্দনীয় নয় ; কারণ যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রয়োজনে লাগবে না, সে সকলই নির্গুণ নিন্দনীয়।

**অদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ।
নীচানর্থসমাচারং সজ্জং কর্ম প্রমুঞ্চতু॥ ৭**

'লক্ষ্মণ এই সকল নীচ অনভ্যস্ত ক্লেশকর কার্যে রত থাকলেও শ্রীরাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে, এই সব ক্লেশকর নীচ জনোচিত কর্ম পরিত্যাগ করবে।'

**দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে।
পিতুরিঙ্গুদিপিণ্যাকং ন্যস্তমায়তলোচনা॥ ৮**

এই কথা বলতে বলতে আয়তলোচনা কৌশল্যা অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে ইঙ্গুদী ফলরচিত পিণ্ড।

**তং ভূমৌ পিতুরার্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য সা।
উবাচ দেবী কৌসল্যা সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ॥ ৯**

আর্ত রাম কর্তৃক পিতার উদ্দেশ্যে ভূমিতে প্রদত্ত পিণ্ড দর্শন করে দেবী কৌশল্যা রাজা দশরথের অপর পত্নীদের বললেন—

**ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি॥ ১০**

'তোমরা দেখো, রঘুবংশধর রাম ইক্ষ্বাকুকুলপতি রাঘব মহাত্মা পিতা দশরথের উদ্দেশ্যে যথাবিধি এই পিণ্ড দান করেছে।

**তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্॥ ১১**

'দেবতুল্য মহাত্মা রাজা দশরথ অনেক উত্তম খাদ্য ভোজন করেছেন, তাই এই পিণ্ড তাঁর ভোজনের যোগ্য বলে আমি মনে করি না।

**চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্ক্তে বসুধাধিপঃ॥ ১২**

'পৃথিবীতে যিনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য চতুঃসমুদ্রব্যাপী বিস্তৃত রাজ্যের উপভোক্তা, সেই তিনি কী করে ইঙ্গুদী ফলমিশ্রিত পিণ্ড ভোজন করবেন ?

**অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্॥ ১৩**

'যেখানে ঐশ্বর্যশালী রাম ইঙ্গুদীচূর্ণের পিণ্ড পিতার উদ্দেশ্যে দান করছেন, সেই সংসারে তদপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

**রামেণেঙ্গুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা॥ ১৪**

'রাম পিতাকে ইঙ্গুদীচূর্ণের পিণ্ড দিয়েছে দেখে দুঃখে আমার হৃদয় সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন ?'

[illegible] খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রতিভাতি মে।
যদন্নঃ পুরুষো ভবতি তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥ ১৫

'যে অন্ন মানুষ নিজে ভোজন করে, তার দেবতাও সেই অন্নই গ্রহণ করেন, এই লৌকিক প্রবাদ সত্য বলেই আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে।'

এবমার্তাং সপত্ন্যস্তা জগ্মুরাশ্বাস্য তাং তদা।
দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্॥ ১৬

কাতরা কৌশল্যা এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, সপত্নীরা সকলে তাঁকে আশ্বাস দান করে, অগ্রসর হয়ে আশ্রমে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মতো শ্রীরামকে দেখতে পেলেন।

তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।
আর্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ॥ ১৭

মাতৃগণ সকলে রামকে সর্বপ্রকার ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগী দেখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।

তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণাম্বুজান্।
মাতৃণাং মনুজব্যাঘ্রঃ সর্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ॥ ১৮

সত্যপ্রতিজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ রাম তখন আসন থেকে উঠে এসে মাতৃগণের সকলের চরণকমল স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈর্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ।
প্রমমার্জূ রজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ॥ ১৯

আয়তলোচনা মাতৃগণ তাঁদের কল্যাণময় কোমল সুখস্পর্শ হস্ত দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ থেকে ধূলিরাশি অপসারিত করতে লাগলেন।

সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ।
অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈঃ রামাদনন্তরম্॥ ২০

শ্রীরামের পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও মাতৃগণকে দেখে দুঃখিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন।

যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ।
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে॥ ২১

রাজপত্নীরা (মাতৃগণ) যেমন রামের প্রতি সেই রকমই দশরথনন্দন শুভলক্ষ্মণ লক্ষ্মণের প্রতিও সমান সমাদর করলেন।

সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা।
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা॥ ২২

অশ্রুপূর্ণনয়না দুঃখিনী সীতাও শ্বশ্রূমাতাদের চরণ বন্দনা করে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

তাং পরিষ্বজ্য দুঃখার্তা মাতা দুহিতরং যথা।
বনবাসকৃতাং দীনাং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৩

শোকার্তা জননী যেমন দুঃখিতা কন্যাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরেন, সেইরকম শোককাতরা কৌশল্যা বনবাসপ্রেরিতা দীনা সীতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—

বৈদেহরাজন্যসুতা স্নুষা দশরথস্য চ।
রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে॥ ২৪

'বিদেহরাজ জনকের কন্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ রাম-জায়া সীতা বিজন অরণ্যে কেন দুঃখ পাচ্ছে ?

পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্।
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ॥ ২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্।
ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ॥ ২৬

'অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনি সীতে ! রৌদ্রতপ্ত ম্লান পদ্মের মতো, ধূলিধূসরিত সুবর্ণের মতো এবং মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো তোমার মলিন মুখখানি দেখে, কাষ্ঠসম্ভূত অগ্নির মতো আমার মনোভূত শোকাগ্নি আমার মনকে দগ্ধ করছে।'

ব্রুবন্ত্যামেবমার্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ॥ ২৭

শোকার্তা জননী কৌশল্যা এইরকমভাবে বলতে থাকলে, ভরতাগ্রজ রঘুনন্দন শ্রীরাম কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে বন্দনা করলেন।

পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ
বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ
সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ॥ ২৮

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অগ্নিসম তেজস্বী পুরোহিত বৃহস্পতির যেমন পাদবন্দনা করেন সেইরকমই রঘুপতি রাম সমৃদ্ধতেজাঃ কুল পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পাদবন্দনা করে তাঁর সঙ্গেই উপবেশন করলেন।

ততো জঘন্যং সহিতৈঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।

জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবা-
নুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্ ॥ ২৯

অতঃপর ধার্মিক ভরত নিজের সঙ্গে আগত মন্ত্রীদের মুখপ্রধানদের তথা ধর্মজ্ঞ পুরুষদের ও সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রজের নিকটে তাঁর পশ্চাৎ উপবেশন করলেন।

উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্যবাং-
স্তপস্বিবেষেণ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্যথা মহেন্দ্রঃ প্রযতঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৩০

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপবেশন করেন, তদ্রূপ অতীব বীর্যবান তপস্বীর বেশে প্রদীপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বীর্যবান ভরত উপবেশন করলেন।

কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং
প্রণম্য সৎকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি।
ইতীব তস্যার্যজনস্য তত্ত্বতো
বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥ ৩১

ভরত এখন রামকে প্রণাম ও সৎকার করে কী যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তা জানার জন্য শ্রদ্ধেয় সদাচারী সজ্জনমণ্ডলীর বেশ কৌতূহল হল।

স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ।
বৃতাঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে
যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৩২

সত্যসন্ধ রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ এবং ধার্মিক ভরত সুহৃদ্‌গণ-পরিবৃত হয়ে যজ্ঞের সদস্য (প্রজ্বলিত আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি নামক অগ্নিত্রয়) পরিবেষ্টিত যজ্ঞাগ্নির মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম সর্গ (১০৫)

রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের কাছে ভরতের প্রার্থনা এবং ভরতের প্রতি রামের উপদেশদান

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃতানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্তত ॥ ১

সুহৃদগণ-পরিবৃত সেই পুরুষসিংহদের রাত্রি অতি দুঃখে অতিবাহিত হল।

রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্‌বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥ ২

রাত্রি প্রভাত হলে ভ্রাতৃগণ সুহৃদগণ-পরিবৃত হয়ে মন্দাকিনী তটে গিয়ে যজ্ঞ ও তপ সমাপনান্তে রামের কাছে ফিরে এলেন।

তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩

তাঁরা সকলে নীরবে বসে রইলেন, কেউই কিছুই বললেন না। সেইসময় সুহৃদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে ভরত রামকে বললেন—

সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪

'পিতা বরদান দিয়ে মাতাকে সন্তুষ্ট করলেন এবং পিতা প্রদত্ত রাজ্য মাতা আমাকে দিয়েছেন ; সেই রাজ্যই আমি আপনাকে প্রদান করছি। আপনি নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ (ও পালন) করুন।

মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে।
দুরাবরং ত্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥ ৫

'বর্ষার জলের প্রবল বেগে ভগ্ন সেতুর মতো এই বিশাল রাজ্যখণ্ড আপনি ছাড়া অন্যের পক্ষে রক্ষা করা

দুঃসাধ্য।

গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে॥ ৬

'হে পৃথ্বীশ ! গর্দভের পক্ষে অশ্বের গতি এবং সাধারণ পক্ষীদের পক্ষে গরুড়ের গতি অনুসরণ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ আপনার রাজ্যপালন শক্তির অনুসরণ আমার পক্ষে অসম্ভব।

সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি॥ ৭

'রাম ! অন্যেরা যাকে উপজীব্য করে জীবন-ধারণ করে তার জীবনই সার্থক, কিন্তু যে পরানুজীবী তার জীবন দুঃখময়।

যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ॥ ৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ॥ ৯
এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেত্তুমর্হসি।
যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি॥ ১০

'যেমন, কেউ একটি বৃক্ষরোপণ করে তাকে পরিবর্ধিত করে ; সেই বিশাল বৃক্ষে ক্ষুদ্রকায় বামন আরোহণ করতে অসমর্থ হয় ; আবার যে ফলপুষ্পের আশায় বৃক্ষটি রোপিত হয়েছিল সে যদি তা না দেয়, তবে রোপণকর্তার প্রীতি হয় না। তদ্রূপ, হে মহাবাহো ! এই উপমা আপনার প্রতি প্রযোজ্য ; কারণ, আপনি শ্রেষ্ঠ ভরণপোষণ-কর্তা হয়েও পালনীয় ভৃত্যস্বরূপ আমাদের শাসন করছেন না।

শ্রেণয়স্ত্বাং মহারাজ পশ্যন্ত্বগ্র্যাশ্চ সর্বশঃ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্॥ ১১

'মহারাজ ! রাজ্যের সর্বশ্রেণীর জনগণ এবং প্রধান প্রধান পুরুষেরা সব দিক থেকে এসে সর্বত্র প্রতাপশালী সূর্যের মতো শত্রুদমনকারী আপনাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখুন।

ত্বয়ানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ।
অন্তঃপুরগতা নার্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ॥ ১২

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! আপনার চলার পথে মত্ত হস্তীরা গর্জন করতে করতে আপনাকে অনুসরণ করুক আর অন্তঃপুরিকারা একাগ্রচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করুন।'

তস্য সাধ্বনুমন্যন্ত নাগরা বিবিধা জনাঃ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ॥ ১৩

শ্রীরামের প্রতি ভরতের এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করে নাগরিকেরা সকলে 'সাধু সাধু' বলে অনুরূপ প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্॥ ১৪

শোকার্ত যশস্বী ভরতকে এইভাবে বিলাপ করতে দেখে বিশুদ্ধাত্মা আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্র তাঁকে সম্যক্‌রূপে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥ ১৫

'ভ্রাতঃ ! অদৃশ্য শক্তির পরাধীন মানুষ স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করতে পারে না। মহাকাল তাকে এদিক-ওদিকে টানাটানি করছে।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥ ১৬

'সব কিছুই পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সকল উন্নতিরই পরিণামে পতন নিশ্চিত। মিলনান্তে বিচ্ছেদ এবং জীবনের পরিণাম মৃত্যু স্বাভাবিক।

যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্॥ ১৭

'সুপক্ব ফলের বৃক্ষ থেকে পতন ব্যতীত যেমন অন্য ভয় নেই, তদ্রূপ, জাত মনুষ্যের মরণ ব্যতীত অন্য ভয় নেই।

যথাঽঽগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বোপসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশংগতাঃ॥ ১৮

'দৃঢ়স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহ যেমন একদিন ভেঙে পড়ে তদ্রূপ মানুষও জরা ও মৃত্যুর বশীভূত।

অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্॥ ১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥ ২০

'যে রাত্রি চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না ; যমুনার পূর্ণজলরাশি সমুদ্রের দিকেই যায়, প্রত্যাবৃত হয় না। সূর্যকিরণ জলশোষণ করে, তদ্রূপ চলিষ্ণু দিন-রাত্রি সকল প্রাণীরই আয়ুষ্কাল দ্রুত ক্ষয় করছে।

আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তে হীয়তে যস্য স্থিতস্যাস্য গতস্য চ॥ ২১

'বৎস ! এই পৃথিবীতে যে আছে, এবং যে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, সকলেরই আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হয়ে গেছে ; সুতরাং তুমি নিজের কথা চিন্তা করো, অপরের জন্য শোক করছ কেন ?

সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে॥ ২২

'মৃত্যু জীবমাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার সঙ্গে উপবেশন করে এবং দীর্ঘ পথ চলে তারই সঙ্গে নিবৃত্ত হয়।

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ॥ ২৩

'বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরাজীর্ণ দেহে চর্ম শিথিল হয়ে পড়ে, শরীরে দেখা দেয় বলিরেখা এবং কেশ হয় শ্বেতশুভ্র। জীবের এই অবস্থাকে কী করে প্রভাবিত করবে ?

নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্॥ ২৪

'প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে মানুষ আনন্দিত হয়, কিন্তু তার ফলস্বরূপ নিজের জীবনের ক্ষয় বুঝতে পারে না।

হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ ২৫

'কোনও ঋতুর আরম্ভ দেখে মানুষ তাকে নতুন ঋতু মনে করে আনন্দিত হয় ; কিন্তু সে জানে না এই ঋতুপরিবর্তনে তার আয়ুষ্কাল ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন॥ ২৬
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ॥ ২৭

'মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেমন একটি কাঠ অপর কাঠের কাছে চলে আসে, আবার, একসময় পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, সেইরকমভাবেই স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি ও ধন—সবই এক সময় কাছে এসে আবার দূরে সরে যায় ; পরস্পর এই বিয়োগ সুনিশ্চিত।

নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ততে।
তেন তস্মিন্ ন সামর্থ্যং প্রেতস্যাস্ত্যনুশোচতঃ॥ ২৮

'ইহজগতে কোনও প্রাণীই যেমন এই বিচ্ছেদভাবকে অতিক্রম করতে পারে না, তদ্রূপ, মৃত ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা দ্বারা তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি॥ ২৯
এবং পূর্বৈর্গতো মার্গঃ পৈতৃপিতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৩০

'পথে যেতে যেতে কোনও পথিক যেমন তার অগ্রগামী পথিককে বলে, "আমিও তোমার পশ্চাৎ যাচ্ছি", এইভাবে পিতৃপিতামহাদির পূর্বগ পথে যেতে সে কেন শোক করবে ? কারণ, এই চলার কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বানিবর্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১

'গতিশীল জলস্রোত নিবর্তিত হয় না ; তদ্রূপ মৃত্যুর দিকে গতিশীল আত্মাকে মঙ্গলসাধ্য ধর্মকর্মে নিযুক্ত করা উচিত ; কারণ, সকল আত্মাই (জীবই) সুখভোগেচ্ছু।

ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধূতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩২

'ধর্মাত্মা পৃথ্বীশ্বর আমাদের পিতৃদেব পর্যাপ্ত দক্ষিণাদানে প্রায় সকল প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন ; অতএব তাঁর সকল পাপ বিধৌত হওয়ায় তিনি স্বর্গে গেছেন।

ভৃত্যানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ।
অর্থাদানাচ্চ ধর্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ॥ ৩৩

'ভরণপোষণযোগ্য প্রজাদের সুষ্ঠু পালন ও পোষণ এবং ধর্মানুসারে অর্থ দান করে (সৎ কর্ম হেতু ধর্মার্জন দ্বারা) আমাদের পিতৃদেব স্বর্গত হয়েছেন।

কর্মভিস্তু শুভৈরিষ্টৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৪

'পর্যাপ্ত দক্ষিণা, শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানহেতু পৃথীশ্বর আমাদের পিতৃদেব রাজা দশরথ স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ইষ্ট্বা বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য পুষ্কলান্।
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৫

'বহুবিধ যজ্ঞ সমাপনান্তে পার্থিব বিষয়সমূহ এবং উত্তম আয়ু প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে মহারাজ স্বর্গে গেছেন।

আয়ুরুত্তমমাসাদ্য ভোগানপি চ রাঘবঃ।
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্॥ ৩৬

'বৎস ! রঘুকুলনন্দন আমাদের পিতা অন্য নৃপতিদের অপেক্ষা উত্তম আয়ু ও শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বিষয়সমূহ উপভোগ করে এবং সৎপুরুষগণ কর্তৃক বহু সম্মানিত হয়ে স্বর্গে গেছেন, অতএব তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।

স জীর্ণমানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্॥ ৩৭

'আমাদের পিতৃদেব জরাজীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে বিহারযোগ্য দৈবী সমৃদ্ধি তথা দেবদেহ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তং তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হসি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ॥ ৩৮

'অতএব কোনও জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তির, বিশেষত তোমার ও আমার মতো জনের এইরকম শোক করা উচিত নয়।

এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তদা।
বর্জনীয়া হি ধীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা॥ ৩৯

'ধীর ও ধীমান পুরুষের সকল অবস্থাতেই সর্বপ্রকার শোক ও তজ্জনিত বিলাপ রোদন ত্যাগ করা উচিত।

স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বশিনা বদতাং বর॥ ৪০

'অতএব, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ তুমি, ভরত, শোক কোরো না, শান্ত হও। পিতৃদেব কর্তৃক নিযুক্ত তুমি অযোধ্যাপুরীতে বাস করো। সত্যের বশে স্থিত পিতৃদেব কর্তৃক তুমি ওই কাজেই নিযুক্ত হয়েছ।

যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্যস্য শাসনম্॥ ৪১

'আমিও পুণ্যকর্মা পূজ্য পিতৃদেব কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে, তাঁর আদিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে থেকেই তাঁর আদেশ পালন করব।

ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা॥ ৪২

'শত্রুদমন ভরত ! তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার উচিত নয়, তোমারও তাঁর আদেশ সর্বদা সসম্মানে পালন করা উচিত ; তিনি যে আমাদের বন্ধু—আমাদের পিতা।

তদ্ বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্মচারিণাম্।
কর্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব॥ ৪৩

'রঘুনন্দন ভরত ! ধার্মিকদের দ্বারা মান্য পিত্রাদেশ আমি বনবাসকর্ম মান্য করে পালন করব।

ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা॥ ৪৪

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! পরলোকজিগীষু ব্যক্তিকে অবশ্যই ধার্মিক, করুণাঘন এবং গুরুনির্দেশ পালনকারী হতে হবে।

আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ॥ ৪৫

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পিতৃদেব দশরথের পূজ্য চরিতকথা শ্রবণ করে তুমি স্বীয় আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আত্মোন্নতির প্রতি যত্নবান হও।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ॥ ৪৬

সর্বশক্তিমান মহাত্মা রাম, ছোট ভাই ভরতকে পিতৃবাক্য পালনের জন্য অর্থপূর্ণ বাক্যে এইরূপ নির্দেশ দান করে মুহূর্তের জন্য নীরব হলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৫॥

———o———

ষড়ধিকশততম সর্গ (১০৬)

অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত হয়ে রাজগ্রহণের জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনঃ প্রার্থনা

এবমুক্ত্বা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ।
ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্॥ ১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্মিকো ধার্মিকং বচঃ।
কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম॥ ২

শ্রীরাম এইরকম অর্থসমন্বিত কথা বলে বিরত হলে, মন্দাকিনী তীরেই ধার্মিক ভরত প্রজাবৎসল শ্রীরামকে ধর্মসঙ্গত মধুর বাক্যে বললেন—'হে শত্রুদমন! পৃথিবীতে আপনার সদৃশ আর কে আছে?

ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ।
সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্॥ ৩

'দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করতে পারে না, সুখও আপনাকে হর্ষোৎফুল্ল করতে পারে না। বৃদ্ধপুরুষগণ কর্তৃক সম্মত হয়েও সংশয়স্থলে আপনি তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করেন!

যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ॥ ৪

'কি জীবিত, কি মৃত—কোনও কিছুরই প্রতি রাগ-দ্বেষ শূন্যতা জ্ঞান যাঁর হয়েছে, তাঁর সন্তাপ কী করে হবে?

পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্ যথা ত্বং মনুজাধিপ।
স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হসি॥ ৫

'হে নরাধিপ! যিনি আপনার মতো সংসারজ্ঞানী হয়েও আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিষণ্ণ হন না।

অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসংগরঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব॥ ৬

'হে রঘুকুলনন্দন! আপনি দেবতুল্য সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, মহাপ্রাণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞ।

ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম্।
অবিষহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমর্হতি॥ ৭

'জন্ম-মৃত্যুর রহস্যজ্ঞ আপনার মতো গুণবান জনের কাছে দুঃখ কখনও আসতে পারে না।

প্রোষিতে ময়ি যৎ পাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম॥ ৮

'আমি প্রবাসে (মাতুলালয়ে) থাকাকালীন আমার মা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমার জন্য যে পাপ করেছেন, তা আমার অভিপ্রেত নয়। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্॥ ৯

'ধর্মের বন্ধনে আমি বদ্ধ, তাই পাপকারিণী দণ্ডার্হ মাতাকে কঠিন দণ্ড দিয়ে হত্যা করতে পারলাম না।

কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ।
জানন্ ধর্মমধর্মং চ কুর্যাং কর্ম জুগুপ্সিতম্॥ ১০

'কল্যাণকর্মা অভিজাত মহারাজ দশরথ থেকে জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম কি আর অধর্মই বা কি তা জেনেও মাতৃহত্যারূপ ঘৃণিত কাজ কী করে করব?

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেঽহং দৈবতং চেতি সংসদি॥ ১১

'বৃদ্ধ স্বর্গত মহারাজ আমার পিতা ও গুরু। নিত্যক্রিয়াবান (ধর্মকর্মানুষ্ঠাতা) দেবস্বরূপ! সভামধ্যে তাঁর নিন্দা করছি না।

কো হি ধর্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্যাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ॥ ১২

'কিন্তু পত্নীর প্রিয়কার্য করার জন্য কোন্ ধর্মবিৎ ধার্মিক ধর্মার্থবর্জিত এমন পাপকাজ করতে পারেন!

অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা॥ ১৩

'প্রাচীন লোককথা আছে—"অন্তিমকালে মানুষ মোহগ্রস্ত হয় (অন্তকালে বিপরীত বুদ্ধি)"; মহারাজ দশরথ এইরকম কাজ করায় সেই লোকপ্রবাদই প্রত্যক্ষীভূত

(সত্য) হল।

স্বধর্মমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ ভবান্॥ ১৪

'ক্রোধোন্মত্ত মোহগ্রস্ত পিতা অবিমৃষ্যকারিতাবশত যে সৎপথ অতিক্রম করেছেন, আপনি তার প্রতিকার করুন।

পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা॥ ১৫

'যে পুত্র পিতার বিপরীত কার্যকে ঠিকপথে চালিত করে সেই-ই উত্তম সন্তান ; বিপরীতকারী নিন্দার্হ।

তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্॥ ১৬

'অতএব আপনি পিতার যোগ্য "অপত্য"[১] (সন্তান) হোন ; পিতার অন্যায় কর্মকে প্রশ্রয় দেবেন না। কারণ, আমাদের পিতার কৃতকর্ম অধর্মীয়—লোকনিন্দিত।

কৈকেয়ীং মাং চ তাতং চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌরজানপদান্ সর্বাংস্ত্রাতুং সর্বমিদং ভবান্॥ ১৭

'আমার মাতা কৈকেয়ীকে, আমাকে, আমাদের পিতাকে, বন্ধুজন, সুহৃজ্জন এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে আপনিই রক্ষা করতে পারেন।

ক্ব চারণ্যং ক্ব চ ক্ষাত্রং ক্ব জটাঃ ক্ব চ পালনম্।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি॥ ১৮

'কোথায় বনবাস কোথায় বা ক্ষাত্রধর্ম (পালন), কোথায় জটা-ধারণ আর কোথায়ই বা প্রজাপালন ? এইরকম পরস্পর-বিরুদ্ধ কর্ম আপনি করতে পারেন না!

এষ হি প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্।
যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্॥ ১৯

'অতএব, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ক্ষত্রিয়ের প্রথম এবং প্রধান ধর্মই হচ্ছে প্রজাপালন, আর তার জন্যই প্রয়োজন রাজ্যাভিষেক।

কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্।
আয়তিস্থং চরেদ্ ধর্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্॥ ২০

'এমন নিন্দিত ক্ষত্রিয় কে আছেন, যিনি প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করে সংশয়াচ্ছন্ন, লক্ষণশূন্য, অনিশ্চিত কর্মফলদাতা ধর্মপালন করেন ?

অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
ধর্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপুহি॥ ২১

'আপনি যদি ক্লেশকর ধর্মপালন করতে চান, তবে, ধর্মানুসারে চার বর্ণকে পালন করে ক্লেশ ভোগ করুন।

চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
আহুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি॥ ২২

'হে ধার্মিকপ্রবর ! ধর্মজ্ঞেরা চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। অতএব, হে ধার্মিকপ্রবর ! আপনি কেন সেই ধর্মকে ত্যাগ করতে চাইছেন ?

শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি॥ ২৩

'বিদ্যায় এবং বয়সে আমি আপনার অপেক্ষা বনীয়ান্ (ছোট) ; অতএব আপনি থাকতে আমি কী করে রাজ্যপালন করব ?

হীনবুদ্ধিগুণো বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্তয়িতুমুৎসহে॥ ২৪

'আমি আপনার চেয়ে হীনবুদ্ধি এবং গুণে ও মর্যাদায় বালকমাত্র। অতএব, আপনাকে ছাড়া আমি জীবনধারণে অক্ষম।

ইদং নিখিলমপ্রগ্র্যং রাজ্যং পিত্র্যমকন্টকম্।
অনুশাধি স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ॥ ২৫

'হে ধর্মজ্ঞ ! এই নিষ্কণ্টক সর্বশ্রেষ্ঠ সমগ্র পিতৃরাজ্য আপনি বন্ধুদের (জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের) সঙ্গে ধর্মানুসারে শাসন করুন।

ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।
ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ॥ ২৬

'রাজ্য পরিচালনা কার্যে মন্ত্রজ্ঞ ও মন্ত্রণাদানবিষয়ে

[১]অপত্য—যার জন্মের ফলে পিতার নরকে পতন হয় না।

জ্ঞানী বশিষ্ঠাদি ঋত্বিকেরা এখানে উপস্থিত প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে এখানেই আপনার অভিষেক সম্পন্ন করুন।

অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরয়োধ্যাং পালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ॥ ২৭

'বিপক্ষের শত্রুদের পরাজিত করে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মরুৎগণসহ দ্রুত স্বর্গে গিয়েছিলেন, তদ্রূপ, আপনি অযোধ্যাকে পালন করার জন্য রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলুন।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ দুর্হৃদঃ সাধু নির্দহন্।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্॥ ২৮

'আপনি অযোধ্যায় গিয়ে দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ—এই তিন ঋণ পরিশোধ করে, দুর্জনদের উত্তমরূপে দহন (দমন) এবং সুহৃদবর্গকে কাম্যবস্তু প্রদানে সন্তুপ্ত করে আমাকে ধর্মশিক্ষা দান করুন।

অদ্যার্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে।
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ॥ ২৯

'আর্য (দাদা)! আজ আপনার অভিষেক দর্শনে সুহৃদগণ অভিনন্দিত হোন এবং দুঃখপ্রদানকারী শত্রুগণ দশদিকে পলায়ন করুক।

আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্রভবন্তং চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ॥ ৩০

'হে পুরুষপ্রবর! আমার জননীর কলঙ্ক বিধৌত করে, পূজনীয় পিতৃদেবকে পাপমুক্ত করুন।

শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ॥ ৩১

'অবনতমস্তকে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—দেবাদিদেব মহাদেব যেমন সকল প্রাণীর প্রতি করুণা করেন, তদ্রূপ আপনি আমার এবং সকল বন্ধুজনের প্রতি করুণা করুন।

অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ।
গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্ধমপ্যহম্॥ ৩২

'তা না হলে, আমার প্রতি বিমুখ হয়ে আপনি বনান্তরে গেলেও আমি আপনাকে অনুসরণ করব।'

তথাভিরামো ভরতেন তাম্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
মতিং পিতুস্তদ্ বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৩৩

ভরত ওইভাবে অবনত মস্তকে শ্রীরামের প্রসন্নতা প্রার্থনা করলেও সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহীপতি শ্রীরাম পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থিত থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে অসম্মত হলেন।

তদদ্ভুতং স্থৈর্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতিদুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ॥ ৩৪

রঘুনন্দন রামের প্রতিজ্ঞাপালনে সেই অদ্ভুত স্থিরত্ব দেখে সমবেত জনগণ একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদপ্রাপ্ত হল। তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন না জেনে দুঃখিত হল, আবার তাঁর পিতৃসত্যপালনে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখে আনন্দিত হল।

তমৃত্বিজো নৈগমযূথবল্লভা-
স্তথা বিসংজ্ঞাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ
প্রণম্য রামং চ যযাচিরে সহ॥ ৩৫

ঋত্বিকেরা, বেদজ্ঞেরা, সমাজপ্রবীণেরা তথা অজ্ঞানপ্রায় সাশ্রুনেত্রা মাতৃগণ ভরতকে সেইভাবে প্রার্থনা করতে দেখে তাঁর প্রভূত প্রশংসা করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামের অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য, স্ব-স্ব যোগ্য অনুসারে একসঙ্গে অনুরোধ প্রার্থনাদি করতে লাগলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৬॥

—o—

সপ্তাধিকশততম সর্গ (১০৭)

পিতৃসত্য-পালনের জন্য ভরতকে বুঝিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য শ্রীরামের উপদেশ

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসংকৃতঃ॥ ১

ভরত আবার এইরকম বলতে থাকলে, সকলের দ্বারা সুপূজিত লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম জ্ঞাতিদের সামনেই ভরতকে বলতে লাগলেন—

উপপন্নমিদং বাক্যং যত্ত্বমেবভাষথাঃ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ॥ ২

'রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্র হয়ে তুমি যা বললে, তা তোমার যোগ্যই বটে।

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥ ৩

'ভাই! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব তোমার মাতাকে বিবাহ করে উত্তম শুল্ক হিসাবে রাজ্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সংপ্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ॥ ৪

'দেবাসুর সংগ্রামে আহত রাজা তোমার জননীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেছিলেন।

ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী।
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী॥ ৫

'সেইজন্য সম্প্রতি তোমার যশস্বিনী সুন্দরী মাতা (পিতাকে) সেই কথা স্মরণ করিয়ে দুটি বর চেয়ে নিলেন।

তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্॥ ৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ! এক বরে তোমার জন্য রাজ্য এবং অন্য বরে আমার নির্বাসন চাইলেন; রাজাও বাধ্য হয়েই সেই বর দিলেন।

তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্॥ ৭

'হে পুরুষপ্রবর! পিতার সেই বরদানের ফলেই আমি চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে নিযুক্ত হয়েছি।

সোঽহং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ।
সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ॥ ৮

'পিতৃবাক্য সত্য করার জন্যই আমি নির্বিবাদে সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে এই নির্জন বনে চলে এসেছি।

ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্।
কর্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ॥ ৯

'হে রাজেন্দ্র! তুমিও শীঘ্র রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে পিতৃবাক্যকে সত্য-প্রতিপন্ন করো।

ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্।
পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাভিনন্দয়॥ ১০

'ধর্মজ্ঞ ভরত! তুমিও আমার জন্যই আমাদের প্রভু ও রাজা পিতৃদেবকে ঋণমুক্ত করো এবং মাতার আনন্দ বর্ধিত করো।

শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি॥ ১১

'বৎস! "গয়" নামে এক যশস্বী ধীমান রাজা গয়দেশে (গয়ায়) যজ্ঞ করার সময় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে গান করে বলেছিলেন—

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্বতঃ॥ ১২

'যে সন্তান পিতাকে (পিতৃপুরুষকে) "পুৎ" নামক নরক থেকে ত্রাণ করে তাকেই "পুত্র" বলে — সে পিতৃপুরুষগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ॥ ১৩

'এজন্য গুনবান বিদগ্ধ বহু পুত্রের কামনা করতে হয়; কারণ, তাদের মধ্যে অন্তত একজনও গয়ায় যাবে এবং পূর্ব পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ড দান করবে।

এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো॥ ১৪

'রঘুকুলের আনন্দবিধায়ক হে নরশ্রেষ্ঠ প্রভো! রাজর্ষিরা সকলে এইরকমই বিশ্বাস করেন। অতএব, তুমি পিতাকে নরক থেকে উদ্ধার করো।

অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরুপরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ॥ ১৫

'বীর ভরত! তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও এবং

শত্রুঘ্নের সঙ্গে দ্বিজদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের) নিয়ে প্রজাপুঞ্জের সস্নেহে পালনপূর্বক আনন্দবিধান করো।

প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্।
আভ্যাং তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ॥ ১৬

'হে বীর ! আমিও সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করব।

ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে॥ ১৭

'ভরত ! তুমি স্বয়ং (মানুষের) রাজা হও, আমিও হব বন্যপ্রাণীদের রাজার রাজা, সম্রাট। তুমি আজই নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যায় ফিরে যাও, আমিও প্রহৃষ্ট মনে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।

ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে॥ ১৮

'ভাই ভরত ! রাজচ্ছত্র তোমার মস্তককে (বিপদরূপ) সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করে শীতল ছায়া দান করুন। আমিও বনের তরুরাজির নিবিড় ছায়ায় ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণ করি।

শত্রুঘ্নস্ত্বতুলমতিস্তু তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনযবরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ॥ ১৯

'ভরত ! অতুলনীয় বুদ্ধিমান শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হবে, আর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আমার প্রধান সহায়করূপে খ্যাত। আমাদের পিতার আমরা এই চার গরীয়ান পুত্র, পিতার সত্য রক্ষা করব। তুমি বিষণ্ণ হোয়ো না।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৭॥

———o———

অষ্টাধিকশততম সর্গ (১০৮)

নাস্তিকমতাবলম্বনে শ্রীরামকে বোঝাবার জন্য জাবালির উদ্যোগ

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং ধর্মাপেতমিদং বচঃ॥ ১

ধর্মজ্ঞ রাম ভরতকে এইভাবে আশ্বাস দিলে ব্রাহ্মণ-প্রবর জাবালি রামকে ধর্মবিরুদ্ধ বাক্যে বললেন—

সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা।
প্রাকৃতস্য নরস্যেব . হ্যার্যবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ॥ ২

'সাধু রঘুনন্দন রাম ! তুমি সদ্বুদ্ধিমান তপস্বী। তাই, প্রাকৃত মানুষের মতো তোমার এই অর্থহীন বুদ্ধি সঠিক নয়।

কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি॥ ৩

'এই সংসারে কে কার বন্ধু ? কার কাছ থেকেই বা কে কী পেতে পারে? প্রাণী নিজেই একাই জন্মে, আবার একাই মৃত্যুবরণ করে।

তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেৎ যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ॥ ৪

'তাই, হে রাম ! যেমন, ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরকম বিচার করে সে পাগল বলে মনে করতে হবে; কারণ, এই সংসারে কেউ কারও নয়।

যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি॥ ৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ॥ ৬

'যেমন, কেউ অন্য গ্রামে যাওয়ার পথে এক রাত্রি গ্রামের বাইরে কোথাও বাস করে পরের দিন সেই আবাস

ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে সেইরকমই, হে কাকুৎস্থ-নন্দন রাম, মানুষের পিতা-মাতা, গৃহ-ঐশ্বর্য সবই ক্ষণিকের, সজ্জন তার প্রতি আসক্ত হয় না।

পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকন্টকম্॥ ৭

'অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ ! পৈত্রিক রাজ্য পরিত্যাগ করে, দুঃখময় কন্টকাকীর্ণ কুপথে তোমার চলা ঠিক নয়।

সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয়।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে॥ ৮

'সমৃদ্ধা অযোধ্যানগরীতে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত করো ; কারণ, এই নগরী প্রোষিতভর্তৃকার মতো একবেণীধরা হয়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে !

রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে॥ ৯

'হে রাজকুমার ! স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো, তুমি অযোধ্যায় বহুমূল্য রাজৈশ্বর্য ভোগ করে বিহার করো।

ন তে কশ্চিদ্ দশরথস্ত্বং চ তস্য চ কশ্চন।
অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে॥ ১০

'রাজা দশরথ তোমার কেউ নয়, তুমিও তাঁর কেউ নও। রাজা অন্যপুরুষ, তুমিও অপরজন, তাই যা বলা হচ্ছে তাই করো।

বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ॥ ১১

'পিতা প্রাণের বীজমাত্র প্রদাতা ; ঋতুমতী মাতৃগর্ভে পিতৃপ্রদত্ত ওই বীজ মাতৃরজঃ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের জন্ম হয়।

গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে॥ ১২

'যেখানে যাওয়ার রাজা সেখানেই গেছেন। সকল প্রাণীরই এই তো গতি ! তুমি বৃথাই মৃত্যু (দুঃখ) বরণ করছ।

অর্থধর্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে॥ ১৩

'যারা অর্থ (ভোগ্যবিষয়)-প্রাপ্ত হয়েও তা ত্যাগ করে কেবল ধর্মপরায়ণ হয় তাদের জন্য আমার অনুশোচনা হয়, অন্যদের (ভোগীদের) জন্য হয় না। ত্যাগীরা জীবনে কেবল দুঃখ ভোগ করে মৃত্যুর পরেও দুঃখ পায়।

অষ্টকাপিতৃদেবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি॥ ১৪

'অষ্টকাদি শ্রাদ্ধকর্মে স্বর্গত পিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় অন্ন কেবল নষ্টই হয়, কারণ, মৃতজন কিছুই আহার করতে পারে না।

যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ॥ ১৫

'যদি একজনের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে প্রবেশ করে তবে, প্রবাসগামী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গৃহে বসে শ্রাদ্ধ করলেই পথে তার অন্য আহার্যের প্রয়োজন হবে না, ওই শ্রাদ্ধীয় অন্নেই তার উদরপূর্তি হবে।

দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ॥ ১৬

'বুদ্ধিমান (দুষ্টবুদ্ধি চতুর) লোকেরাই দানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন— তপস্যা করো, দান করো, যজ্ঞ করো, ত্যাগ করো, দীক্ষা গ্রহণ করো।

স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু॥ ১৭

'হে মহামতে ! জেনে রাখো, পরলোক বলে কিছুই নেই। প্রত্যক্ষ বিষয়েই অবস্থান করো, পরোক্ষকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করো।

সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যং স ত্বং নিগৃহ্ণীষ্ব ভরতেন প্রসাদিতঃ॥ ১৮

'অতএব, সজ্জনদের সর্বলোকসম্মত বুদ্ধি স্বীকার করে, ভরতের অনুরোধে প্রসন্ন হয়ে তুমি রাজ্য প্রতিগ্রহণ করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৮॥

নবাধিকশততম সর্গ (১০৯)

জাবালির নাস্তিক মত খণ্ডন করে শ্রীরাম কর্তৃক আস্তিক মত স্থাপন

জাবালেস্তু বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ পরয়া সূক্ত্যা বুদ্ধ্যাবিপ্রতিপন্নয়া॥ ১

জাবালির নাস্তিক মতের কথা শুনে সত্যসন্ধ রাম নিঃসংশয় বুদ্ধিতে সমীচীন ভাষায় বললেন—

ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্।
অকার্যং কার্যসংকাশমপথ্যং পথ্য সন্নিভম্॥ ২

'বিপ্রবর ! আপনি আমার মঙ্গলের জন্য যা বললেন তা করণীয় মনে হলেও অকরণীয় এবং কল্যাণজনক মনে হলেও বাস্তবে অকল্যাণকর।

নির্মর্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ॥ ৩

'মর্যাদাহীন পাপাচারী শাস্ত্রবিরোধী চরিত্রের ব্যক্তি সজ্জনদের দ্বারা সম্মানিত হয় না।

কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্॥ ৪

'কেউ কুলীন হোক বা অকুলীন, বীর হোক বা বীর না হয়েও নিজেকে বীর মনে করুক, শুচি বা অশুচি—তার আচরণই স্বরূপ প্রকাশ করে।

অনার্যস্ত্বার্য সংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ।
লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব॥ ৫
অধর্মং ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসংকরম্।
অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জিতাম্॥ ৬
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্যাকার্যবিচক্ষণঃ।
বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্বৃত্তং লোকদূষণম্॥ ৭

'কদাচারী ব্যক্তি সদাচারীর মতো, শৌচবর্জিত শুচিবানের মতো, দুর্লক্ষণ ব্যক্তি সুলক্ষণ ব্যক্তির মতো, দুঃশীল শীলবানের মতো এবং ধর্মের বেশে আগত বর্ণসঙ্করকারী অধর্মকে এবং বিধিবিবর্জিত কার্যকে আশ্রয় করলে কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে বিচক্ষণ কোন্ সচেতন পুরুষ দুর্বৃত্ত লোকদূষক আমাকে সম্মান করবে ?

কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্।
অনয়া বর্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া॥ ৮

'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমি যদি হীন কর্মে প্রবৃত্ত হই, তবে কার কর্ম (পথ) অনুসরণ করব ? কীভাবেই বা স্বর্গে যাব ?

কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ততে।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ॥ ৯

'আমি যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে (কামপথে) চলি, তবে সাধারণ লোকেরাও (প্রজারাও) স্বেচ্ছানুরূপ পথে চলবে; কারণ, রাজার আচরিত কর্ম পথই প্রজারা অনুসরণ করে।

সত্যমেবানৃশংসং চ রাজবৃত্তং সনাতনম্।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১০

'সত্য এবং দয়াই (নৃশংসহীনতাই) সনাতন রাজধর্ম। তাই রাজ্যের আত্মাই (সনাতন রাজচরিত্র) সত্য ; সত্যেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্॥ ১১

'দেবতা এবং ঋষিরা সত্যকেই মান্য করেন। এই সংসারে সত্যবাদীই অক্ষয় স্বর্গধামে গমন করেন।

উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে॥ ১২

'সর্পকে মানুষ যেমন ভয় পায়, তদ্রূপ, অসত্যবাদী ব্যক্তি থেকেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে সত্যাশ্রিত ধর্মকেই সব কিছুরই মূল বলা হয়ে থাকে।

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্॥ ১৩

'ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। সত্যেতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সব কিছুরই মূল সত্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কিছুই নেই।

দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ॥ ১৪

'দান, অভীষ্ট বিষয়সমূহ, হোম, কঠোর তপস্যা এবং বেদসমূহ— সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই সত্যপরায়ণ হওয়াই উচিত।

একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫

'কেউ লোকসমূহকে (রাজ্যকে) পালন করে, কেউ বা নিজ বংশকে বা নিজ সংসারকে পালন করে। কেউ-বা পাপকর্ম করে নরকে নিমজ্জিত হয়, আবার কেউ-বা

ধর্মবশত স্বর্গে মহিমান্বিত হয়।

সোঽহং পিতুর্নির্দেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্॥ ১৬

'আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সত্য দ্বারাই সত্য রক্ষিত হয়; অতএব, পিতার নির্দেশ আমি কেন পালন করব না?

নৈব লোভান্ন মোহাদ্ বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ১৭

'গুরুর (পিতার) কাছে সত্যরক্ষার প্রতিজ্ঞা করে লোভ, মোহ বা অজ্ঞানতাবশত তমোযুক্ত হয়ে সত্যের সেতু ভঙ্গ করব না।

অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্॥ ১৮

'শুনেছি, অসত্যসন্ধ, সত্যচ্যুত, অস্থির চিত্ত ব্যক্তিপ্রদত্ত হব্য-কব্য দেবতারা এবং পিতৃপুরুষগণ, কেউই গ্রহণ করেন না।

প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে॥ ১৯

'আত্মাভিমুখী হিতকারী এই সত্যকেই আমি ধ্রুব ধর্ম বলে মনে করি। সত্যরক্ষার ভার বহনের জন্যই সৎপুরুষেরা জটাবল্কলাদি ধারণ করেন বলেই তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য।

ক্ষাত্রং ধর্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্মং ধর্মসংহিতম্।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্মভিঃ॥ ২০

'নৃশংস, লুব্ধ, ক্ষুদ্র পাপকর্মযুক্ত অথচ ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান ক্ষাত্রধর্মকে আমি অবশ্যই পরিত্যাগ করব।

কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্॥ ২১

'মানুষ প্রথমে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, পরে জিহ্বা দ্বারা সেই পাপ উচ্চারণ করে এবং পরে শরীর দ্বারা সেই পাপকার্য করে। এইভাবেই কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে পাপ ত্রিপ্রকার।

ভূমিঃ কীর্তির্যশো লক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজেৎ ততঃ॥ ২২

'ভূমি (রাজ্য), কীর্তি (খ্যাতি), যশঃ (শৌর্য) এবং লক্ষ্মী (ঋদ্ধিসম্পদ) সত্যনিষ্ঠ ও বীর পুরুষকেই প্রার্থনা করে; কারণ, এগুলি সত্যকেই অনুসরণ করে। তাই সত্যকেই ভজনা (সেবা) করা উচিত।

শ্রেষ্ঠং হ্যনার্যমেব স্যাদ্ যদ্ ভবানবধার্য মাম্।
আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ্ব হ॥ ২৩

'আপনি যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আমাকে বললেন, "রাজ্য পালনরূপ এই উচিত কার্য করো"; এই কাজ উত্তম মনে হলেও, অন্যায় বলে মনে করি।

কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ॥ ২৪

'আমি গুরুর (পিতার) কাছে বনবাসের প্রতিজ্ঞা করে, এখন গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করে, কীভাবে ভরতের কথানুসারে এই অন্যায় কাজ করব?

স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ।
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকেয়ী চাভবৎ তদা॥ ২৫

'গুরুর (পিতৃদেবের) সমীপে যখন আমি স্থিরচিত্তে প্রতিজ্ঞা করি, তখন সেখানে উপস্থিত দেবী কৈকেয়ী অত্যন্ত উল্লসিতা হয়েছিলেন।

বনবাসং বসন্নেব শুচির্নিয়তভোজনঃ।
মূলপুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্॥ ২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।
অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্যাকার্যবিচক্ষণঃ॥ ২৭

'বনবাসে থেকে নিয়ত পবিত্র ফল-মূল-পুষ্প আহার ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্তি বিধান এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে লোকযাত্রা নির্বাহ করব এবং অকপট শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যাকর্তব্য বিচক্ষণ হব।

কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্মণাং ফলভাগিনঃ॥ ২৮

'(পৃথিবীরূপ) এই কর্মভূমিতে এসে (জন্মগ্রহণ করে) শুভ কর্ম করা উচিত। কারণ, অগ্নি, বায়ু এবং সোমদেব শুভ কর্ম করে ফলস্বরূপ স্বর্গে স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ॥ ২৯

'শতযজ্ঞের ফলস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য এবং মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যার ফলে দেবলোক লাভ করেছেন।'

অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা
নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।
অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনূজো
বিগর্হমাণো বচনানি তস্য॥ ৩০

উগ্রতেজাঃ রাজকুমার রাম জাবালির সেই নাস্তিকতাপূর্ণ কথাগুলি শুনে, সহ্য করতে না পেরে, তাঁর

কথার নিন্দা করে বললেন—

সত্যং চ ধর্মং চ পরাক্রমং চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাং চ।
দ্বিজাতিদেবাতিথিপূজনং চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥ ৩১

'সাধুরা বলে থাকেন— সত্য, ধর্ম, পরাক্রম, জীবে দয়া (সেবা), প্রিয়বচন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি-পূজন—এইগুলিই স্বর্গে গমনের পথ।

তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থ-
মেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ।
ধর্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ
কাঙ্ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ ॥ ৩২

'তাই, অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ এই কথার যাথাত্ম্য অনুধাবন করে বিধিবৎ ধর্মাচরণ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন।

নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্
যস্ত্বামগৃহ্ণাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবংবিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্ ॥ ৩৩

'ধর্মভ্রষ্ট, নাস্তিক, বিকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন আপনাকে যে (আমাদের) পিতৃদেব যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত করেছেন—তাঁর এই কর্মকে আমি নিন্দা করছি।

যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥ ৩৪

'যেমন চোর, সেইরকম বুদ্ধ (বেদবিরোধী বৌদ্ধ-মতাবলম্বী) তথাগতকে নাস্তিক বলে জানবেন। সেইজন্য প্রজাদের মধ্যে যিনি যোগ্যতম, তিনি কখনও নাস্তিকের অভিমুখী হবেন না।

ত্বত্তো জনাঃ পূর্বতরে দ্বিজাশ্চ
শুভানি কর্মাণি বহূনি চক্রুঃ।
ছিত্ত্বা সদেমং চ পরং চ লোকং
তস্মাদ্ দ্বিজাঃ স্বস্তি কৃতং হুতং চ ॥ ৩৫

'আপনার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্যেরা সর্ব- ইহলোকে ও পরলোকে সকলের কল্যাণকামনায় যজ্ঞ দান ও কল্যাণকর্ম সম্পাদন করেছেন।

ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-
স্তেজস্বিনো দানগুণপ্রধানাঃ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ ॥ ৩৬

'ধর্মে রত, সজ্জনদের সঙ্গকারী, তেজস্বী, দানশীল, নির্মলচিত্ত, অহিংসক মুনিপ্রধানেরা জগতে সকলেরই পূজ্য।'

ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং
রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকং চ
সত্যং বচঃ সানুনয়ং চ বিপ্রঃ ॥ ৩৭

স্বভাবে দীনতারহিত মহাত্মা রাম সরোষে এই সকল কথা বললে, ব্রাহ্মণ জাবালি আবার সবিনয়ে হিতকর, সত্য আস্তিক্যপূর্ণ বাক্যে বললেন—

ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥ ৩৮

'হে রঘুবর ! আমি নাস্তিক নই ; পরলোক বলে কিছু নেই ; এইরকম নাস্তিকতাপূর্ণ কথাও বলছি না সময়বিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে কখনও নাস্তিক আবার কখনও আস্তিক হই।

স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈঃ
র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।
নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থং চ ময়ৈতদীরিতম্ ॥ ৩৯

'এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে, আমি ধীরে ধীরে নাস্তিকতাপূর্ণ কথা বলতে বাধ্য হলাম। তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি ওইরকম নাস্তিকতাপূর্ণ কথা বলেছিলাম।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম সর্গ (১১০)

সৃষ্টির পরম্পরার সঙ্গে ইক্ষ্বাকুকুলের পরম্পরার মিল আছে বলেই জ্যেষ্ঠের দ্বারাই রাজা গ্রহণীয় প্রতিপাদন করে শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্॥ ১

জাবালির প্রতি ক্রুদ্ধ শ্রীরামকে বশিষ্ঠদেব বললেন — 'জাবালিও এই সংসারের গতাগতির (জন্ম-মৃত্যুর) কথা জানেন ; অতএব জাবালি নাস্তিক নন।

নিবর্তয়িতুকামস্তু ত্বামেতদ্ বাক্যমব্রবীৎ।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে॥ ২

'তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই তিনি এরূপ কথা বলেছেন। হে লোকনাথ ! জগতের উৎপত্তির কথা তুমি আমার কাছে শোনো।

সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ংভূর্দৈবতৈঃ সহ॥ ৩

'পূর্বে সব জলময় ছিল ; তার মধ্যেই পৃথিবীর নির্মাণ হয়। তারপর দেবগণের সঙ্গে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন।

স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ॥ ৪

'অতঃপর তিনি "বরাহ" রূপ ধারণ করে জলসাগরে নিমজ্জিত বসুন্ধরাকে উদ্ধার করে কর্মকুশল পুত্রদের সঙ্গে সমগ্র জগৎসৃষ্টি করলেন।

আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সঞ্জজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥ ৫

'আকাশস্বরূপ (পরব্রহ্ম পরমাত্মা) থেকে সৃষ্ট হলেন শাশ্বত-নিত্য-অব্যয় ব্রহ্মা ; ব্রহ্মা থেকে জন্ম নিলেন মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্।
স তু প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥ ৬

'কশ্যপ থেকে বিবস্বান এবং বিবস্বান থেকে স্বয়ং মনু জন্মালেন। এই বৈবস্বত মনুই হলে প্রথম প্রজাপতি এই প্রজাপতি মনুর পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু।

যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্॥ ৭

যাঁকে মনু প্রথম এই সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী দান করেন, সেই ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে জানবে।

ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
কুক্ষেরথাত্মজো বীরো বিকুক্ষিরুদপদ্যত॥ ৮

'ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান "কুক্ষি" নামে খ্যাত। কুক্ষি থেকে জন্মালেন "বিকুক্ষি" নামে বীরপুত্র।

বিকুক্ষেস্তু মহাতেজাঃ বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ॥ ৯

'বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বাণ। বাণের পুত্র মহাবীর ও মহাতপস্বী অনরণ্য।

নানাবৃষ্টির্বভূবাস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষঃ সতাং বরে।
অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন॥ ১০

'সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজ্যে ছিল না অনাবৃষ্টি, ছিল না দুর্ভিক্ষ। তাঁর রাজ্যে কোনও চোর ছিল না।

অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ।
তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত॥ ১১

'অনরণ্য থেকে মহারাজ পৃথু, এবং পৃথু থেকে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কুর জন্ম।

স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ॥ ১২

'সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদিতা হেতু সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার।

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত।
যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত॥ ১৩

'ধুন্ধুমার থেকে মহাতেজস্বী যুবনাশ্বের এবং যুবনাশ্ব থেকে শ্রীমান মান্ধাতার জন্ম।

মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসংধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ॥ ১৪

'মান্ধাতা থেকে মহাতেজাঃ সুসন্ধি জন্মগ্রহণ করেন। সুসন্ধির দুই পুত্র—ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ।

যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ।
ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত॥ ১৫

'ধ্রুবসন্ধি থেকে জন্মালেন শত্রুদলন যশস্বী ভরত।

ভরত থেকে মহাবীর অসিত জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর যশস্বী এই ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।

যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ॥ ১৬

'যাঁর (মহাবীর অসিতের) প্রতিপক্ষ রাজা রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন বীর হৈহয়, তালজঙ্ঘ এবং শশবিন্দুরা।

তাংস্তু সর্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ॥ ১৭

'তাঁদের (সেই প্রতিপক্ষ রাজাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যূহ রচনা করেও রাজা অসিত পরাজিত হয়ে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে পলায়ন করেন এবং মুনিভাবে তপস্যায় নিমগ্ন হন।

দ্বে চাস্য ভার্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্॥ ১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষিণী পুত্রমুত্তমম্।
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ॥ ১৯

'তাঁর (রাজা অসিতের) দুই পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পদ্মপলাশনয়না সৌভাগ্যবতী একজন উত্তম পুত্রের কামনায় ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবনের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ; অপর জন সপত্নীর গর্ভ বিনাশের জন্য তাঁকে গরল (বিষ) দিয়েছিলেন।

ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী ত্বভ্যবাদয়ৎ॥ ২০

'ভৃগুপুত্র চ্যবন তখন হিমালয়ে বাস করছিলেন। কালিন্দী (অসিতের অন্যতমা পত্নী) সেই ঋষির কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন।

স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ॥ ২১
ধার্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্তারিসূদনঃ।

'প্রীত হয়ে ঋষি চ্যবন পুত্রজন্ম বিষয়ে বরলাভেচ্ছু রাজপত্নী কালিন্দীকে বললেন—"দেবি ! তুমি বংশরক্ষক মহাত্মা, লোকবিশ্রুত, ধার্মিক এবং শত্রুদমনকারী বীর পুত্র লাভ করবে।"

শ্রুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ॥ ২২
পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।
ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত॥ ২৩

'সেই আশীর্বাণী শ্রবণ করে রাণী কালিন্দী মুনিকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান প্রদর্শন করে, গৃহে এসে পদ্মগর্ভসদৃশ বিশিষ্ট গাত্রবর্ণ ও পদ্মপলাশনেত্র এক পুত্রের জন্ম দিলেন।

সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ॥ ২৪

'কালিন্দীর গর্ভকে বিনাশের জন্য সপত্নী প্রদত্ত গরল (বিষ) সঙ্গে নিয়েই এই সন্তানের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হল 'সগর'।

স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ।
ইষ্ট্বা পর্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ॥ ২৫

'রাজা সগর যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে প্রজাদের উদ্বেগ সৃষ্টিকারী স্বীয় পুত্রদের দ্বারা পর্বোপলক্ষ্যে সমুদ্র খনন করিয়েছিলেন। (সগরের নামানুসারেই সমুদ্রকে 'সাগর' বলা হয়)

অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মকৃৎ॥ ২৬

'আমরা শুনেছি, সগরের অসমঞ্জ নামে এক পুত্র ছিল। পাপকর্ম করার জন্য জীবিত-থাকাকালেই সগর তাকে ত্যাগ করেছিলেন।

অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জস্য বীর্যবান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ॥ ২৭

'অসমঞ্জের পুত্র ছিলেন বীর্যবান অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ।
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ॥ ২৮

'ভগীরথ থেকে ককুৎস্থের জন্ম। তাঁর (ককুৎস্থের) বংশধর কাকুৎস্থ নামে খ্যাত। ককুৎস্থের পুত্র রঘু, যেজন্য তাঁর বংশধর রাঘব নামে খ্যাত।

রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি॥ ২৯

'রঘুর তেজস্বী পুত্র পৃথিবীতে সৌদাস নামে পরিচিত। বড় হয়ে তিনি অভিশাপবশত কল্মাষপাদ (পাদোপরি শাপজল পতিত হওয়ায় দগ্ধ পাদ বা কল্মাষপাদ) এবং নরভোজী রাক্ষস হয়েছিলেন।

কল্মাষপাদপুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণস্থিতি নঃ শ্রুতম্।
যস্তু ত্বদীর্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ॥ ৩০

আমরা শুনেছি, কল্মাষপাদের বীরপুত্র শঙ্খণ যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করেও সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ।
সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণঃ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ॥ ৩১

'শঙ্খণের পুত্র ছিলেন বীর শ্রীমান সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ এবং অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ।

শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ॥ ৩২

'শীঘ্রগ এর পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুব-এর পুত্র ছিলেন মহামতি অম্বরীষ।

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ।
নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ॥ ৩৩

'অম্বরীষের পুত্র ছিলেন সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমী নহুষ। নহুষের পুত্র ছিলেন পরম ধার্মিক নাভাগ।

অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ।
অজস্য চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ॥ ৩৪
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
তদ্ গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ॥ ৩৫

'নাভাগ-এর দুই পুত্র—অজ এবং সুব্রত। অজ-এর পুত্র ধর্মাত্মা দশরথ। তাঁরই (দশরথের) জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি, ''রাম'' নামে সর্বত্র খ্যাত। তাই, হে বিশ্বপালক, তুমি নিজের রাজ্যভার গ্রহণ করে পালন করো।

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ।
পূর্বজে নাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে॥ ৩৬

'ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হয়ে থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনীয়ান বা কনিষ্ঠ রাজ্যভার গ্রহণ করেন না। জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

স রাঘবাণাং কুলধর্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং
প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃঃবন্মহাযশঃ॥ ৩৭

'সেই রঘুবংশীয়দের স্বীয় সনাতন কুলধর্ম তুমি নষ্ট করতে পারো না। তোমার মহাযশস্বী পিতার মতো তুমি প্রভূত রত্নশালিনী বিশাল রাষ্ট্রযুক্ত এই পৃথিবীকে শাসন করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততম সর্গ (১১১)

রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের আজ্ঞা, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের রাজ্য প্রত্যাখান। অনশনব্রতে উদ্যোগী ভরতের শ্রীরামের নির্দেশে প্রতিনিবৃত্তি ও বনবাসের সংকল্প। ভরতের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ॥ ১

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে এইভাবে পূর্বোক্ত কথা বলে, পুনরায় ধর্মসংযুক্ত অন্য কথা বলতে লাগলেন।

পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবঃ সদা।
আচার্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব॥ ২

'হে রঘুনন্দন! এই পৃথিবীতে জন্মাবার পর মানুষের তিনজন গুরু হন। হে কাকুৎস্থকুলনন্দন! তাঁরা হলেন—আচার্য, পিতা এবং মাতা।

পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে॥ ৩

'হে পুরুষপ্রবর! পিতা মানুষের দৈহিক জন্মদান করেন তাই তিনি গুরু; আর আচার্য জ্ঞানদান করেন, সেইজন্য তিনিও গুরু বলে কথিত হন।

স তেঽহং পিতুরাচার্যস্তব চৈব পরন্তপ।

মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৪

'হে শত্রুসন্তাপকারিন্! আমি তোমার পিতার আচার্য, এবং তোমারও, অতএব আমার কথানুসারে কাজ করলে, তুমি সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৫

'বৎস! এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার সভাসদ, কেউ কেউ তোমার জ্ঞাতি বা কেউ কেউ তোমার সামন্ত রাজা। এঁদের অনুরোধ অনুসারে ধর্মাচরণ করলে তুমি সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

বৃদ্ধায়া ধর্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্তিতুম্।
অস্যা হি বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৬

'ধর্মশীলা বৃদ্ধা মাতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হবে না। এঁর আজ্ঞা পালন করলে সৎপুরুষের পথ থেকে তুমি বিচ্যুতও হবে না।

ভরতস্য বচঃ কুর্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্তেস্ত্বং সত্যধর্মপরাক্রম॥ ৭

'সত্যধর্ম পরাক্রমিন্ হে রঘুনন্দন! ভরতের প্রার্থনা পূরণ করলে তুমি সত্যভ্রষ্ট হবে না।'

এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘবঃ স্বয়ম্।
প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ॥ ৮

গুরু বশিষ্ঠদেব এইসকল মধুর বাক্য বলে উপবেশন করলে, রঘুকুলনন্দন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম নিজেই তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

যন্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।
ন সুপ্রতিকরং তৎ তু মাত্রা পিত্রা চ যৎ কৃতম্॥ ৯
যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাপনোচ্ছাদনেন চ।
নিত্যং চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ধনেন চ॥ ১০

'যথাশক্তি খাদ্য-পানীয় দিয়ে, উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়ে, সর্বদা মিষ্টবাক্য বলে পিতা-মাতা সন্তানকে পরিবর্ধিত করে যে উপকার করেন, তাঁদের সেই ঋণ কোনও ভাবেই পরিশোধ করা যায় না।

স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপযন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ১১

'অতএব আমার জনক রাজা দশরথ আমাকে যে আদেশ করেছেন, তা কখনও মিথ্যা হবে না।'

এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্মনাঃ॥ ১২

রাম এই কথা বললে, বিশালবক্ষা ভরত পাশে উপবিষ্ট সারথিকে কাতর স্বরে বললেন—

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি॥ ১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি॥ ১৪

'সারথে! এই যজ্ঞস্থলে আপনি কুশ বিছিয়ে দিন। আর্য (দাদা) যতক্ষণ না আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ আমি তাঁর সামনে অনাহারে মুদ্রিত নয়নে ধনহীন ব্রাহ্মণের মতো যজ্ঞশালার পুরোভাগে প্রায়োপবেশন করে আস্তীর্ণ কুশোপরি শায়িত থাকব।'

স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্মনাঃ।
কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্থিতঃ স্বয়ম্॥ ১৫

সুমন্ত্রকে শ্রীরামের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতে দেখে, দুঃখিত ভরত নিজেই ভূমিতে কুশ আস্তীর্ণ করে তার উপরে অবস্থান করতে লাগলেন।

তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ।
কিং মাং ভরত কুর্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে॥ ১৬

তখন, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাতেজাঃ রাম, ভরতকে বললেন, 'বৎস ভরত! আমি এমন কী করেছি যে, তুমি প্রায়োপবেশন করছ?

ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি।
ন তু মূর্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে॥ ১৭

'ব্রাহ্মণই মানুষের অন্যায় রোধ করার জন্য এক পার্শ্বে শয়ন করে (এক কাতে শুয়ে) প্রায়োপবেশন করতে পারেন; কিন্তু রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের জন্য এই বিধান নেই।

উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল হিত্বৈতদ্ দারুণং ব্রতম্।
পুরবর্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব॥ ১৮

'অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! এই কঠোর ব্রত ত্যাগ করে উঠে পড়ো এবং শীঘ্র পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন করো।'

আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।
উবাচ সর্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্যং নানুশাসথ॥ ১৯

আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভরত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে

বললেন, 'তোমরাও কেন দাদাকে বোঝাচ্ছ না ?'

তে তদোচুর্মহাত্মানং পৌরজানপদা জনাঃ।
কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্ বদতি রাঘবঃ॥ ২০

নগরবাসী ও জনপদবাসী জনমণ্ডলী মহাত্মা ভরতের উদ্দেশ্যে বললেন— 'আমরা জানি, রঘুকুলতিলক ভরত কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে যথার্থই বলেছেন।

এষোঽপি হি মহাভাগঃ পিতুর্বচসি তিষ্ঠতি।
অত এব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্তয়িতুমঞ্জসা॥ ২১

'অপরপক্ষে মহাত্মা রামচন্দ্রও পিতৃ-আজ্ঞা পালনে স্থির হয়ে আছেন, তাই তাঁকে আমরা নিবৃত্ত করতে পারছি না।'

তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্মচক্ষুষাম্॥ ২২

জনপদবাসীদের কথা অনুমোদন করে রাম ভরতকে বললেন, 'ধর্মদর্শী সুহৃদ্‌বর্গের কথা শোনো।

এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাং চ স্পৃশ তথোদকম্॥ ২৩

'হে রঘুনন্দন ! এঁদের ও আমার উভয়ের কথা শুনে ভালোভাবে বিচার করো। হে বীর ! ওঠো, এবং আমাকে ও জলকে স্পর্শ করো। (রাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাই গুরুজন এবং জল সব কিছু পবিত্র করে। তাই এতদুভয়ের স্পর্শে মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতা সূচিত হয়।)'

অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শৃণুয়ুস্তথা॥ ২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্।
এবং পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্॥ ২৫

ভরত তখন উঠে জল (এবং রামচন্দ্রকে) স্পর্শ করে বললেন —'হে সভাসদগণ, মন্ত্রিগণ (তথা সর্বশ্রেণীর জনগণ) শুনুন, আমি রাজ্যের জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা করিনি, মাকেও অনুরোধ করিনি এবং ধর্মজ্ঞ (আর্য দাদা) রামচন্দ্রেরও বনবাসে সম্মতি দিইনি।

যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্তব্যং চ পিতুর্বচঃ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ॥ ২৬

'কিন্তু যদি পিতৃবাক্যরক্ষার্থে বনে বাস করতেই হয়, তবে আমিই চৌদ্দ বছর বনে বাস করব।'

ধর্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ।
উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পৌরজানপদং জনম্॥ ২৭

ধর্মাত্মা রাম ভ্রাতার এই সত্যবাক্যে বিস্মিত হয়ে পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—

বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম।
ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা॥ ২৮

'পিতা তাঁর জীবিতাবস্থায় যা কিছু বিক্রয় করে গেছেন বা যা কিছু ক্রয় করেছেন বা রক্ষা করে গেছেন, তা ভরত বা আমি কেউই লোপ করতে বা পরিবর্তন করতে পারব না।

উপাধির্ন ময়া কার্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তং চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্॥ ২৯

'আমার এই বনবাস ব্যাপারে আমি কাউকে প্রতিনিধি করে নিন্দাভাজন হতে চাই না। কৈকেয়ী যথার্থই বলেছেন এবং পিতাও যথার্থ কাজই করেছেন।

জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি॥ ৩০

'আমি জানি, ভরত ক্ষমাশীল এবং গুরুজনে সৎকার প্রবণ। সত্যসন্ধ মহাত্মা ভরতের দ্বারা সবই কল্যাণময় হবে।

অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ।
ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ॥ ৩১

'নির্দিষ্টকাল শেষে বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে, ধর্মশীল ভ্রাতার (তথা ভ্রাতাদের) সাহায্যে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হব।

বৃতো রাজা হি কৈকেয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্।
অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্॥ ৩২

'কৈকেয়ী রাজার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন আর আমি তাঁর (সত্য) বচন রক্ষা করছি। আমাদের পিতা রাজাকে তুমিও অসত্য থেকে মুক্ত করো।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১১॥

—o—

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ (১১২)

রাবণবধকামী ঋষিদের শ্রীরামের নির্দেশ পালনের জন্য ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের পুনরায় প্রার্থনা। ভরতের প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস ও তাঁর প্রার্থনানুসারে নিজ পাদুকাপ্রদান

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্।
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ॥ ১

অপ্রতিম তেজস্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের (রাম-ভরতের) সেই মিলনদৃশ্য দেখে সমাগত মহর্ষিরা আনন্দে রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হলেন।

অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ স্থিতাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে॥ ২

অন্তরীক্ষে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত মুনিগণ এবং অবস্থিত ঋষিগণ মহাভাগ্যবান কাকুৎস্থবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—

সদার্যৌ রাজপুত্রৌ যৌ ধর্মজ্ঞৌ ধর্মবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষামুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে॥ ৩

'এই রাজপুত্র দুজন শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ও ধর্মপথগামী। এঁদের দুজনের ধার্মিকতাপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে বারবার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

ততস্ত্বৃষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ॥ ৪

অতঃপর দশানন রাবণের বধের অভিলাষী ঋষিগণ সত্বর মিলিত হয়ে রাজশ্রেষ্ঠ ভরতকে এই সমুচিত কথাগুলি বললেন—

কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে॥ ৫

'হে মহাচ্চরিত্র, মহাযশস্বিন ভরত ! তুমি সদ্বংশজাত ও মহাপ্রাজ্ঞ। যদি তুমি পিতার স্বর্গতি কামনা করে থাকো, তবে শ্রীরামের নির্দেশ তোমার স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ৬

'যেমন কৈকেয়ীর কাছে ঋণমুক্ত হয়ে রাজা দশরথ স্বর্গে গেছেন, তদ্রূপ রামও পিতার কাছে অঋণী হোন আমরা সর্বদাই তা কামনা করি।'

এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ॥ ৭

এই পর্যন্ত বলে মহর্ষিদের সঙ্গে গন্ধর্বেরা ও রাজর্ষিরাও সকলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবদনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ॥ ৮

পুণ্যদর্শন রাম ঋষিদের সেই কথায় আনন্দিত হলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে সেই ঋষিদের পূজা করলেন।

ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ॥ ৯

তখন কম্পিতকলেবর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে রঘুনন্দন রামকে আবার বললেন—

রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্॥ ১০

'কাকুৎস্থকুলভূষণ রাম ! আমাদের চিরন্তন কুলধর্ম এবং আমার জননীর প্রার্থনা সম্যক্ বিচার করে আপনি কাজ করুন।

রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌরজানপদাংশ্চাপি রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তথা॥ ১১

'এই সুমহান রাজ্য এবং রাজানুরক্ত পুরবাসী ও জনপদবাসীদের আমি একাকী অনুরঞ্জিত (সন্তুষ্ট) করতে সাহস পাচ্ছি না।

জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্যন্যমিব কর্ষকাঃ॥ ১২

'কৃষকেরা যেমন কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টির অধিদেবতা "পর্জনাদেব"-এর প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরকম আমাদের জ্ঞাতিরা, যোদ্ধারা, মিত্রেরা এবং সুহৃদ্বর্গ আপনারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন।[১]

ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি।

[১] যাদের বিরহ অসহ্য তাঁরা বন্ধু, যাঁরা সর্বদা পাশে পাশে থাকেন তাঁরা সুহৃৎ, যাঁরা একমত পোষণ করেন তাঁরা পরস্পর মিত্র এবং যাঁরা পরস্পর সমপ্রাণতা পোষণ করেন তাঁরা পরস্পর সখা।

শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে।। ১৩

'হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি এই রাজ্য স্বীকার করে নিয়ে অন্য কারও হাতে প্রত্যর্পণ করুন। হে কাকুৎস্থ ! যাঁর হাতে দেবেন, তিনিই এর প্রতিপালনে সমর্থ হবেন।'

এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেঽতিপ্রিয়ং বদন্।। ১৪

এইরকম বলে ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে পতিত হয়ে অত্যন্ত মধুর বাক্যে আর্তস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্।। ১৫

তখন কমলপত্রাক্ষ শ্যামলবরণ ভরতকে কোলে তুলে নিয়ে, মত্ত হংসের মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট রাম বলতে লাগলেন—

আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি।। ১৬

'ভাই ! তোমার মধ্যে আগত এই সহজাত বিনীত বুদ্ধি দ্বারা তুমি সারা পৃথিবীকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে সমর্থ।

অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্বকার্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয়।। ১৭

'সদ্বুদ্ধিদাতা সহচর, সুহৃদ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে সকল প্রকার মহৎ কার্যও সুসম্পন্ন করবে।

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ।। ১৮

'চন্দ্র থেকে যদি জ্যোৎস্না চলে যায়, হিমালয় যদি হিম (বরফ) বা শীতলতা ত্যাগ করে কিংবা সাগর যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না।

কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যং চ মাতৃবৎ।। ১৯

'ভাই ! তোমার মা স্বেচ্ছায় হোক বা লোভের বশেই হোক, তোমাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য মনে কিছু ভাববে না। মা-এর মতোই মা-এর নির্দেশকে মান্য করা উচিত।'

এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাঽঽদিত্যসংকাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্।। ২০

শুক্লা প্রতিপদের চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ অথচ সূর্যের মতো তেজস্বী কৌশল্যাসুত রাম এইরকম বলায় ভরত তাঁকে বললেন—

অধিরোহার্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ।। ২১

'আর্য (দাদা) ! এই স্বর্ণময় পাদুকার উপরে আপনি আরোহণ করুন। এই পাদুকা দুটিই সম্পূর্ণ জগতের ''যোগ'' (অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি) এবং ''ক্ষেম'' (প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ) সম্পাদন করবে।'

সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রায়চ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে।। ২২

নরশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ রাম সেই পাদুকাদ্বয়োপরি আরোহণ করে পরে আবার পদমুক্ত করে সেই পাদুকাদ্বয় মহাত্মা ভরতকে সমর্পণ করলেন।

স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্।। ২৩
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ।। ২৪
তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।। ২৫
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।

ভরত পাদুকাযুগলকে প্রণাম করে রামকে বললেন—'হে শত্রুপীড়ক বীর রঘুনন্দন ! আমি চৌদ্দ বছর জটাবল্কল ধারণ এবং ফলমূলাহার করে আপনার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় নগরীর বাইরে বাস করব এবং তারপর আপনাকে যদি দেখতে না পাই, তবে, অগ্নিতে প্রবেশ করব।'

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্।। ২৬
শত্রুঘ্নং চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি।। ২৭
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ।। ২৮

'তাই হবে' বলে প্রতিজ্ঞা করে রাম ভরতকে এবং শত্রুঘ্নকে সাদরে আলিঙ্গন করে বললেন—'জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করবে, তাঁর প্রতি রুষ্ট হবে না। হে রঘুনন্দন ! এই বিষয়ে আমার ও সীতার শপথ রইল'— এই বলে চোখের জলে ভাই ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিদায় দিলেন।

স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি ॥ ২৯

ধর্মবিদ্ ভরত অলঙ্কৃত সেই পাদুকাদুটি স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং উত্তম হস্তীর মস্তকোপরি সেই পাদুকাদ্বয় স্থাপন করলেন।

অথানুপূর্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জয়দ্ রাঘববংশবর্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্মে হিমবানিবাচলঃ ॥ ৩০

তদনন্তর রঘুবংশের গৌরববর্ধক রামচন্দ্র ক্রমানুসারে গুরু, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং ছোট দুই ভাইকে যথাযথ সংবর্ধনা জানিয়ে বিদায় দিলেন।

তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স চৈব মাতৄরভিবাদ্য সর্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ ॥ ৩১

মাতৃবৃন্দ শোকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রামকে সম্বোধন করে কোনও কথাই বলতে পারলেন না ; আর রামও মাতৃবৃন্দকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে নিজের কুটীরে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (১১৩)

শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় নিজ মস্তকে ধারণ করে শত্রুঘ্নাদি সকলের সঙ্গে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রাপথে ভরতের মহর্ষি ভরদ্বাজাশ্রমে ঋষিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা

**ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ১**

তখন শ্রীরামের পাদুকাযুগল স্বমস্তকে ধারণ করে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে সানন্দে রথে আরোহণ করলেন।

**বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ ॥ ২**

ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত এবং উত্তম মন্ত্রণাদানহেতু সর্বজনপূজিত বশিষ্ঠ, বামদেব এবং জাবালি আগে আগে চলতে লাগলেন।

**মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা।
প্রদক্ষিণং চ কুর্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্ ॥ ৩**

মহান চিত্রকূট পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা পূর্বমুখ হয়ে রমণীয়া মন্দাকিনীর দিকে চলতে লাগলেন।

**পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥ ৪**

মনোহর হাজার হাজার ধাতু দেখতে দেখতে ভরত তখন সৈন্যগণসহ চিত্রকূট পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন।

**অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা।
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ ॥ ৫**

যেতে যেতে ভরত চিত্রকূটের অদূরে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন, যেখানে ঋষি ভরদ্বাজ সাময়িকভাবে বাস করছিলেন।

**স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্যবান্।
অবতীর্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ ॥ ৬**

রঘুকুলনন্দন বীর ভরত ভরদ্বাজমুনির সেই আশ্রমে এসে, রথ থেকে অবতরণ করে ভরদ্বাজ ঋষির পাদবন্দনা করলেন।

**ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ।
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতম্ ॥ ৭**

তখন হৃষ্টচিত্তে ঋষি ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন —'বৎস ! রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে তো ?'

এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা।

প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্মবৎসলঃ॥ ৮

শ্রীমান ভরদ্বাজ এই কথা বললে, ধর্মবৎসল ভরত তখন প্রত্যুত্তরে বললেন—

স যাচমানো গুরুণা ময়া চ দৃঢ়বিক্রমঃ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯

'নিজ পরাক্রমে দৃঢ়প্রতায়ী রঘুনন্দন রাম গুরুজন (ঋষি বশিষ্ঠ) এবং আমার দ্বারা নানাভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও প্রফুল্লচিত্তে বশিষ্ঠদেবকে বললেন—

পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম॥ ১০

"আমার চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস"—"আমার পিতার এই প্রতিজ্ঞা, আমি যথাযথ পালন করব।"

এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ॥ ১১

'মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ মহত্ত্বপূর্ণ বাক্যে বাক্য-নিপুণ রামচন্দ্রকে এই কথা বললেন—

এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে।
অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগক্ষেমকরো ভব॥ ১২

"হে মহাপ্রাজ্ঞ ! অযোধ্যাবাসীদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণ) নির্বাহের জন্য সুবর্ণমণ্ডিত তোমার এই পাদুকাদ্বয় ভরতকে প্রদান করো।"

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ॥ ১৩

'কুলগুরু বশিষ্ঠ এই কথা বললে, রঘুনন্দন রাম সামনে পূর্বমুখে দণ্ডায়মান হয়ে রাজ্যের সুরক্ষা ও সুপরিচালনার জন্য সুবর্ণমণ্ডিত পাদুকাদ্বয় আমাকে দান করলেন।

নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে॥ ১৪

'মহাত্মা রামের নির্দেশে নিবৃত্ত ও আদিষ্ট হয়ে তাঁর মঙ্গলময় পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণপূর্বক আমি অযোধ্যায় যাচ্ছি।'

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজঃ শুভতরং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ॥ ১৫

মহাত্মা ভরতের এই মঙ্গলময় কথা শুনে ঋষি ভরদ্বাজ পরম কল্যাণজনক কথা বললেন—

নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
যদার্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্॥ ১৬

'হে নরব্যাঘ্র ! তোমার মতো চরিত্রবান ও পবিত্রকর্মা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে সদাচারত্ব থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কী ! নিক্ষিপ্ত জল যেমন নীচুস্থানেই জমে, সেইরকম সদ্‌গুণসকল তোমার মতো ধর্মপ্রাণ বিনয়ী ব্যক্তিতেই অবস্থান করবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ?

অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ॥ ১৭

'তোমার মতো ধর্মাত্মা ও ধর্মবৎসল পুত্র যাঁর, সেই পিতা দশরথ তো সকল ঋণ থেকে মুক্ত হবেনই !'

তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ॥ ১৮

মহাজ্ঞানী ভরদ্বাজ ঋষি এই কথা বললে ভরত তাঁর চরণ বন্দনা করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করলেন।

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ।
ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ॥ ১৯

অতঃপর শ্রীমান ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বারবার প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রিগণ সহ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন।

যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী॥ ২০

ভরতের অনুগামী রথারোহী, শকটারোহী, অশ্বারোহী এবং গজারোহীযুক্ত বিস্তীর্ণ সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করল।

ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্মিমালিনীম্।
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্॥ ২১

অনন্তর তরঙ্গমালিনী দিব্য যমুনা নদী পার হয়ে পুনরায় সকলে পবিত্রসলিলা গঙ্গা নদীকে দেখতে পেল।

তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সংতীর্য সহবান্ধবঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ॥ ২২

বন্ধুজনসহ ভরত রমণীয় জলপূর্ণা সেই গঙ্গা নদী পার হয়ে সেনাবাহিনীসহ রমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করলেন।

শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূয় অযোধ্যাং সংদদর্শ হ।
অযোধ্যাং তু তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জিতাম্॥ ২৩
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ।

শারণে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে॥ ১৪
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা॥ ১৫

শৃঙ্গবেরপুর থেকে প্রস্থান করে ভরত আবার অযোধ্যাকে দেখতে পেলেন। পিতা এবং ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বিবর্জিতা অযোধ্যাকে দেখে শোককাতর হয়ে সারথি সুমন্ত্রকে বললেন — 'সারথি! দেখো — রূপহীন, নিরানন্দা, কলকোলাহলবিবর্জিতা দীনা অযোধ্যা আজ শ্রীহীনা।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৩॥

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ (১১৪)

অযোধ্যার দুরবস্থা এবং রাজা দশরথহীন রাজান্তঃপুর দর্শনে ভরতের শোক

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযান্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ১

মহাযশস্বী প্রভু ভরত গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ শব্দকারী রথে চড়ে অযোধ্যায় দ্রুত প্রবেশ করলেন।

বিড়ালোলূকচরিতামালীননরবারণাম্।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব॥ ২

সেই সময় সারা অযোধ্যায় যেন রাত্রির কালো অন্ধকার নেমে এসেছিল, কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। নগরী ছিল বিড়াল ও পেচকের বিচরণক্ষেত্র। মানুষের আবাসগৃহ সকল ছিল অর্গলাবদ্ধ (এইরকম অযোধ্যায় ভরত প্রবেশ করলেন)।

রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্।
গ্রহেণাভ্যুদিতেনৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্॥ ৩

গগনে উদিত চন্দ্র রাহু কবলিত হলে স্ব-জ্বলন্ত প্রভায় শ্রীসম্পন্না চন্দ্রপত্নী রোহিণী পতিবিহীনা হয়ে যেমন ম্লান হয়ে পড়েন— তদনুরূপ অযোধ্যানগরীর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়েছিল (এইরূপ অযোধ্যায় ভরত প্রবেশ করলেন)।

অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্মতপ্তবিহঙ্গমাম্।
লীনমীনঝষগ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব॥ ৪

গ্রীষ্মকালে পার্বত্য নদী কৃশা (সল্পোদকা) হয়ে সূর্যকিরণে উষ্ণতাপ্রাপ্ত হলে জলচর পক্ষী, কুম্ভীরাদি প্রাণী ও মৎস্য সকলের প্রাণসংশয় হয় (তদ্রূপ জলহীন-নদীসদৃশ জনহীন অযোধ্যায় ভরত প্রবেশ করলেন)।

বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্॥ ৫

যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির দ্বারা স্বর্ণবর্ণাভ অগ্নির উজ্জ্বল শিখা, জলসিঞ্চনের ফলে যেমন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, শ্রীরাম-বিহনে অযোধ্যাপুরীর সেই অবস্থা হয়েছে।

বিধ্বস্তকবচাং রুগ্‌ণগজবাজিরথধ্বজাম্।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে॥ ৬

মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বর্ম এবং গজ-অশ্ব-রথ সমূহ ইতস্তত পড়ে থাকলে যেমন দেখায়, অযোধ্যার অবস্থাও সেইরকম।

সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্॥ ৭

প্রবল বায়ুবেগে উত্তাল গর্জনশীল সফেন সমুদ্র, বায়ুবেগ প্রশান্ত হলে যেমন তরঙ্গহীন নিস্তব্ধ হয়ে যায়, নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থা তদ্রূপ কোলাহলশূন্য নীরব হয়ে গেছে।

ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ।
সুত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব॥ ৮

যজ্ঞশেষে যাজক ও যজ্ঞীয় পাত্রাদি-পরিত্যক্ত যজ্ঞস্থলীর নিঃস্তব্ধতার মতো নৃপতিহীন জনশূন্য অযোধ্যা নিঃস্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়েছে।

গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্তীং নবং তৃণম্।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্॥ ৯

গোষ্ঠমধ্যে সঙ্গমেচ্ছু আর্তা গাভী বৃষ-পরিত্যক্তা হয়ে নবতৃণ পরিত্যাগ করে যেমন বৃষের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে, নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থাও সেইরকম।

প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ।
বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব॥ ১০

স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রভাসম্পন্ন মণিবিহীন মুক্তার মালার মতো নৃপতিহীন অযোধ্যা শোভাহীন হয়ে পড়েছে।

সহসাচরিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্॥ ১১

পুণ্যক্ষয়হেতু আকাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূতলে পতিত দীপ্তিহীন তারকার মতো নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থা শোচনীয়।

পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব॥ ১২

বসন্তে প্রস্ফুটিতা ও মত্ত ভ্রমরের গুনগুন রবে উল্লসিতা লতা গ্রীষ্মের দাবানলে দগ্ধ হয়ে যেমন ম্লান হয়ে যায়, নৃপতিহীন অযোধ্যার অবস্থাও সেইরকম।

সম্মূঢ়নিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্বৃতাম্॥ ১৩

পথঘাট জনহীন এবং হাটে দোকাটপাট বন্ধ থাকায়, মেঘে ঢাকা চন্দ্র ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশের মতো অবস্থা নৃপতিহীন অযোধ্যায়।

ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্॥ ১৪

মদ্যপানের পর শৌণ্ডালয়ে বিক্ষিপ্ত ভগ্ন পানপাত্র এবং মদ্যপানান্তে মত্ত মানুষের যত্রতত্র পতন যেমন শৌণ্ডালয়কে অপরিষ্কার করে অযোধ্যার অবস্থা সেইরকম।

বৃক্ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব॥ ১৫

ঘরের মেঝে ভেঙে যাওয়ায় উঁচুনীচু, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা ভাঙা পানপাত্র, ভাঙা মেঝে, যেখানে-সেখানে জল জমে আছে—এইরকম বিধবস্ত পানশালার মতো হতশ্রী নৃপতিবিহীন অযোধ্যা।

বিপুলাং বিততাং চৈব যুক্তপাশাং তরস্বিনাম্।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং জ্যামিবাযুধাৎ॥ ১৬

তেজস্বী ধনুর্ধরের বিশাল বাণের গুণ অন্য বাণের আঘাতে ভূমিতে পতিত হয়ে যে শোচনীয় অবস্থা হয় রাজধানী অযোধ্যার সেই অবস্থা হয়েছে।

সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্।
নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্॥ ১৭

যুদ্ধকালে বীর যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে বহনকারী ঘোটকীর সহসা শত্রুপক্ষের বাণাঘাতে পতনের ফলে যে দুরবস্থা হয়, বর্তমানে রাজাহীন অযোধ্যার সেই অবস্থা হয়েছে।

ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮

রথে উপবিষ্ট, দশরথনন্দন শ্রীমান ভরত, শ্রেষ্ঠ রথচালক সারথি সুমন্ত্রকে বললেন—

কিং নু খল্বদ্য গম্ভীরো মূর্ছিতো ন নিশাম্যতে।
যথাপুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ॥ ১৯

'হায় ! অযোধ্যায় পূর্বের মতো গানবাজনার মধুর গম্ভীর ধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে না।

বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্ছিতঃ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ॥ ২০

'বারুণীর মাদকগন্ধ, পুষ্পমাল্যের সুগন্ধ এবং চন্দন ও অগুরুর মধুর গন্ধ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ।
প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিঃস্বনঃ॥ ২১
নেদানীং শ্রূয়তে পুর্যামস্যাং রামে বিবাসিতে।

'শ্রীরাম নির্বাসিত হওয়ায়, এখন এই অযোধ্যাপুরীতে কোথাও শোনা যাচ্ছে না উত্তম যানের ঘর্ঘর আওয়াজ, সুস্নিগ্ধ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, প্রমত্ত হস্তীর উচ্চ-নিনাদ এবং বিশাল রথের মহান শব্দ।

চন্দনাগুরুগন্ধাংশ্চ মহার্হাশ্চ বনস্রজঃ॥ ২২
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে।
বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ॥ ২৩

'রাম বনে চলে যাওয়ায়, আন্তরিক সন্তপ্ত তরুণেরা চন্দন ও অগুরুলিপ্ত মূল্যবান বনমালা কণ্ঠে ধারণ করেনি, বিচিত্র মাল্য ধারণ করে বহির্ভ্রমণেও যায়নি।

নোৎসবাঃ সম্প্রবর্তন্তে রামশোকার্দিতে পুরে।
সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা॥ ২৪

'শ্রীরামের শোকে আর্ত অযোধ্যাপুরীতে কোনও উৎসব হচ্ছে না। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে নগরীর

ঔজ্জ্বল্যও অন্তর্হিত হয়েছে।

নহি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাসারেবার্জুনী ক্ষপা।
কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ॥ ২৫
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ।

'হঠাৎ মেঘের বর্ষণধারায় শুক্লপক্ষের চাঁদনী রাত যেমন শোভাহীন হয়, সেইরকম রামহীন অযোধ্যা বিমর্ষ হয়ে আছে। কবে আবার তিনি গ্রীষ্মকালীন মেঘের মতো অযোধ্যায় আনন্দের ধারা বয়ে নিয়ে আসবেন ?

তরুণৈশ্চারুবেষৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ॥ ২৬
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ।

'তরুণেরা মনোরম বিচিত্র বেশে বিচরণ করে অযোধ্যার বড় বড় পথকে আর শোভিত করছে না।'

ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা॥ ২৭
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ।
তেন হীনাং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব॥ ২৮

এইরকম বলতে বলতে শোকার্ত ভরত সারথির সঙ্গে অযোধ্যায় গিয়ে সিংহহীন গুহার মতো রাজহীন রাজমহলে প্রবেশ করলেন।

তদা তদন্তঃপুরমুজ্ঝিতপ্রভং
সুরৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্বত্র বিভক্তমাত্মবান্
মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ সুদুঃখিতঃ॥ ২৯

রাজান্তঃপুর প্রভাহীন। রাহুগ্রস্ত সূর্যহীন দিবস যেমন শোভাহীন হয়ে দেবতাদেরও দুঃখদায়ক হয়, সেইরকম, সকলের দুঃখের কারণ রামহীন অযোধ্যা দেখে আত্মজ্ঞানী ভরত শোকে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৪॥

———o———

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (১১৫)

নন্দিগ্রামে গিয়ে শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে অভিষিক্ত করে এবং তাঁকে সব নিবেদন করে ভরতের রাজ্য পরিচালনা

ততো নিক্ষিপ্য মাতৄস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢ়ব্রতঃ।
ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ॥ ১

অতঃপর স্ব-ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত ভরত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রেখে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গুরুজনদের বললেন—

নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ।
তত্র দুঃখমিদং সর্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা॥ ২

'আমি নন্দিগ্রামে যাব। আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি। শ্রীরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যে-দুঃখ, তা সবই আমি নন্দিগ্রামে থেকে সহ্য করব।

গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ॥ ৩

'হায় ! রাজা পূজনীয় পিতা দশরথ স্বর্গে গেছেন। আমার গুরু পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বনবাসে আছেন। শ্রীরামের জন্য আমি প্রতীক্ষা করব, কারণ, সেই মহাযশস্বীই প্রকৃত রাজা।'

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ॥ ৪

মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণময় কথা শুনে, মন্ত্রীরা সকলে এবং পুরোহিত বশিষ্ঠদেব বললেন—

সুভৃশং শ্লাঘনীয়ং চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ॥ ৫

'ভরত ! ভ্রাতৃবাৎসল্যবশত তুমি যা বললে তা প্রশংসনীয় ও তোমার পক্ষেই বলার যোগ্য।

স্থিতং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে।
মার্গমার্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্॥ ৬

'বন্ধুর প্রতি প্রীতিমান তুমি ; ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দ্যবশত যে কথা তুমি বললে, তা সদাচারীর অনুসরণীয়। কে তোমার এই যুক্তি অনুমোদন করবে না ? অত্যাগসহনো বন্ধুঃ ! যার বিরহ অসহনীয় সে-ই বন্ধু। দুই ভাই-ও বন্ধু।'

মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি॥ ৭

মন্ত্রীদের কাছে নিজের অভিলষিত প্রিয়বাক্য শ্রবণ করে ভরত সারথিকে বললেন— 'আমার রথ যোজনা করো।'

প্রহৃষ্টবদনঃ সর্বা মাতৄঃ সমভিভাষ্য চ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্‌শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ॥ ৮

অতঃপর শ্রীমান ভরত প্রসন্নবদনে মাতৃগণকে সম্ভাষণ ও প্রণাম জানিয়ে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে রথে আরোহণ করলেন।

আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ।
যযতুঃ পরমপ্রীতো বৃতৌ মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ॥ ৯

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ-পরিবৃত হয়ে ভরত এবং শত্রুঘ্ন রথে আরোহণ করে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

অগ্রতো গুরবঃ সর্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ॥ ১০

বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য গুরুজনেরা সকলে, অযোধ্যা থেকে পূর্বাভিমুখে যেদিকে নন্দিগ্রাম, সেইদিকে চলতে লাগলেন।

বলং চ তদনাহূতং গজাশ্বরথসংকুলম্।
প্রযযৌ ভরতে যাতে সর্বে চ পুরবাসিনঃ॥ ১১

ভরত প্রস্থান করলে তাঁর পিছনে অনাহূত হয়েই অশ্ব-গজ-রথ-সমন্বিত সেনাবাহিনী এবং পুরবাসীরা সকলে চলতে লাগল।

রথস্থঃ স তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যাধায় পাদুকে॥ ১২

ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাত্মা ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় স্বীয় মস্তকে ধারণ করে রথে চড়ে দ্রুত নন্দিগ্রামের দিকে চললেন।

ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।
অবতীর্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত॥ ১৩

নন্দিগ্রামে শীঘ্র প্রবেশ করে ভরত রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে গুরুজনদের বললেন—

এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে॥ ১৪

'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম এই রাজ্য ন্যাস (গচ্ছিত) রূপে (যা পরে ফেরত দিতে হবে) আমাকে দিয়েছেন। তাঁর এই সুবর্ণমণ্ডিত পাদুকা দুটি রাজ্যের যোগ (অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেম (প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণ) বহন করবে।'

ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্তঃ সর্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্॥ ১৫

ভরত সংন্যস্ত (ন্যাসরূপে প্রদত্ত) পাদুকাদ্বয় স্বীয় মস্তকে ধারণ করে, অতঃপর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মন্ত্রী, সেনাপতিসহ প্রজাপুঞ্জকে বললেন—

ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্যপাদাবিমৌ মতৌ।
আভ্যাং রাজ্যে স্থিতৌ ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম॥ ১৬

'আপনারা সকলে আমার পূজনীয় দাদার চরণস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয়ের উপরে শীঘ্র রাজচ্ছত্র ধারণ করুন। আমার গুরুর এই পাদুকাদ্বয়েই রাজ্যের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্।
তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি॥ ১৭

'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম প্রীতিবশতই এই রাজ্যের ভার আমার প্রতি ন্যস্ত করেছেন। রঘুনন্দনের বনবাসের কালশেষে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সেই ভার আমি বহন করব।

ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।
চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ॥ ১৮

'বনবাস থেকে প্রত্যাবৃত শ্রীরামের চরণদ্বয়ে পাদুকাদ্বয় পরিয়ে দিয়ে আমি সপাদুক শ্রীরামের চরণদ্বয় পুনর্দর্শন করব।

ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ।
নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্তিতাম্॥ ১৯

'নির্বাসন থেকে প্রত্যাবৃত রঘুনন্দন রামের হস্তে তাঁর রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করে আমি গুরুর আদেশ পালন করে চলব।

রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যং চেদমযোধ্যাং চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্॥ ২০

'রঘুনন্দন রামকে এই বরপাদুকা এবং অযোধ্যা রাজ্য প্রত্যর্পণ করে আমি পাপমুক্ত হব।

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে।
প্রীতির্মম যশশ্চৈব ভবেদ্ রাজ্যাচ্চতুর্গুণম্॥ ২১

'কাকুৎস্থ রামের অযোধ্যায় অভিষেক এবং তজ্জন্য প্রজা সাধারণের উল্লাস, আমার আনন্দ ও যশকে (রাজ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষা) চতুর্গুণ বর্ধিত করবে।'

**এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মন্ত্রিভিঃ সহ॥ ২২**

এইভাবে বিলাপ করতে করতে মহাযশস্বী অথচ শোকার্ত দীন ভরত মন্ত্রীদের সঙ্গে নন্দিগ্রামে থেকে রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

**স বল্কলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ ধীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ২৩**

এইভাবে জটাবল্কল ধারণ করে মুনির বেশধারী বীর প্রভু ভরত সসৈন্য নন্দিগ্রামে বাস করতে লাগলেন।

**রামাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা।
পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামেঽবসৎ তদা॥ ২৪**

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভ্রাতৃবৎসল ভরত, শ্রীরামের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁর পাদুকাকে রাজ্যাভিষিক্ত করে নন্দিগ্রামেই বাস করতে লাগলেন।

**সবালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্।
ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্॥ ২৫**

ভরত, রাজ্যশাসনের সকল কার্য ও ফল পাদুকায় নিবেদন করে (শ্রীরামের পাদুকার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন এবং তার ফল সেই পাদুকাতেই নিবেদন করে) স্বয়ং সেই পাদুকার উপরে রাজচ্ছত্র ধারণ এবং চামর ব্যজন করতে লাগলেন।

**ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্যপাদুকে।
তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা॥ ২৬**

শ্রীমান ভরত দাদার পাদুকাদ্বয়কে অভিষিক্ত করে তার অধীনস্থ হয়ে মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

**তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দুপায়নং চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ॥ ২৭**

যদি কোনও রাজকার্য বা মূল্যবান কোনও উপহার (নজরানা) আসত, তা প্রথমে (রাজা শ্রীরামের প্রতিনিধি) সেই পাদুকায় নিবেদন করে, তারপর তার যথাযথ ব্যবস্থা করতেন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৫॥

———০———

ষোড়শাধিকশততম সর্গ (১১৬)

বৃদ্ধ কুলপতিদের সঙ্গে, বহু ঋষির চিত্রকূট-পরিত্যাগপূর্বক, অন্য আশ্রমে গমন

**প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।
লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্॥ ১**

সকলের সঙ্গে চিত্রকূট আশ্রম ত্যাগ করে ভরত চলে গেলে শ্রীরাম সেই আশ্রমস্থ ঋষিদের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ লক্ষ্য করলেন।

যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে।

রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্॥ ২

চিত্রকূটের সম্মুখস্থ তাপসাশ্রমে শ্রীরামকে অবলম্বন করে যেসকল ঋষিরা ছিলেন, শ্রীরাম সহসা তাঁদের উৎকণ্ঠিত দেখলেন।

নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দিশ্য শঙ্কিতাঃ।
অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ॥ ৩

শ্রীরামকে লক্ষ্য করে আশ্রমস্থ ঋষিরা শঙ্কিত চিত্তে চোখের ইঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে পরস্পর গোপনে আলাপ করতে লাগলেন।

তেষামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ॥ ৪

ঋষিদের ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা) লক্ষ্য করে শ্রীরামচন্দ্র (নিজের অজ্ঞাতে কৃত কোনও অপরাধ) ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রমের কুলপতি[১] ঋষিকে বললেন—

ন কশ্চিদ্ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ববৃত্তমিদং ময়ি।
দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ॥ ৫

'ভগবন্ ! আমাতে বা আমার পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোনও বিকৃতভাব লক্ষিত হয়নি তো, যার জন্য এই তপস্বীরা বিকারভাবপ্রাপ্ত হচ্ছেন ?

প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজস্য মে।
লক্ষ্মণস্যর্ষিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনঃ॥ ৬

'আমার ছোট ভাই মহাত্মা লক্ষ্মণের পক্ষে অনুরূপ নয়, তার এমন কোনও প্রমাদযুক্ত আচরণ ঋষিরা লক্ষ্য করেছেন কি ?

কচ্চিচ্ছুশ্রূষমাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি।
প্রমদাভ্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ততে॥ ৭

'গৃহস্থের কর্তব্যকর্ম ঋষিদের সেবায় নিরতা থাকাকালীন, সীতা আমার (স্বামীর) সেবায় নিরতা হয়ে আপনাদের প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করেছেন কি ?'

অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ।
বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্॥ ৮

তখন, জরাজীর্ণ তপোবৃদ্ধ কুলপতি ঋষি কাঁপতে কাঁপতে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল রামকে বললেন—

কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা।
চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ॥ ৯

'তাত ! কল্যাণময়ী, সর্বদা সকল প্রাণীর প্রতি কল্যাণকর্মে নিরতা বিদেহ রাজনন্দিনী সতী, তাঁর দ্বারা বিশেষত তপস্বীদের প্রতি বিসদৃশ আচরণ কীরূপে সম্ভব ?

ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতি বর্ততে।
রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ॥ ১০

'বৎস ! তাপসেরা তোমার জন্যই উদ্বিগ্ন। তাই রাক্ষসদের ভয়ে ভীত হয়ে তারা পরস্পর আলোচনা করে থাকে।

রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্বাঞ্জনস্থাননিবাসিনঃ॥ ১১
ধৃষ্টশ্চ জিতকাশী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ।
অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাং চ তাত ন মৃষ্যতে॥ ১২

"খর" নামে অন্যতম রাবণানুজ এখানে থাকে। গর্বোদ্ধত নিষ্ঠুর নরখাদক খর জনস্থানবাসী তপস্বীদের প্রতি উৎপীড়ন করে। সে তোমাকেও গণ্য করে না।

ত্বং যদাপ্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্তসে।
তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্বন্তি তাপসান্॥ ১৩

'বৎস ! যেদিন থেকে তুমি এই আশ্রমে আছ, সেইদিন থেকেই রাক্ষসেরা তপস্বীদের ক্ষতি করছে।

দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈরসুখদর্শনৈঃ॥ ১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্॥ ১৫

এই অনার্য রাক্ষসেরা নানান বীভৎস ও ক্রূর বিকৃত ভীষণদর্শনরূপ ধারণ করে সম্মুখস্থ ঋষিদের ভয় দেখায়, আবার কখনো-কখনো সুদর্শনরূপে দর্শন দিয়ে পাপজনক অশুচি দ্রব্যাদি তপস্বীদের সম্মুখে নিক্ষেপ ও স্পর্শ করিয়ে তাঁদের পীড়া দেয়।

---

[১]ঋষীণাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥
—যে বিপ্র ঋষি দশহাজার মুনিকে অন্নদান ও ভরণ-পোষণ করে অধ্যাপনা করেন তিনি-ই কুলপতি।

তেষু তেম্বাশ্রমস্থানেষ্ববুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোহল্পচেতসঃ॥ ১৬

'এই ক্ষুদ্রচেতা রাক্ষসেরা সেইসব আশ্রমে গোপনে লুকিয়ে থেকে অন্যমনস্ক বা অসাবধানী তপস্বীদের হত্যা করে উল্লসিত হয়।

অবক্ষিপন্তি স্রুগ্‌ভাণ্ডানগ্নীন্ সিঞ্চন্তি বারিণা।
কলশাংশ্চ প্রমর্দন্তি হবনে সমুপস্থিতে॥ ১৭

'যজ্ঞ আরম্ভ হলে স্রুক্, স্রুব (যজ্ঞার্থ পাত্র বিশেষ) এবং অন্যান্য যজ্ঞপাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করে যজ্ঞাগ্নিতে জল ঢেলে দেয় এবং যজ্ঞার্থ জল-আনয়নের পাত্র (কলসাদি) ভেঙে দেয়।

তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ।
গমনায়ান্যদেশস্য চোদয়ন্ত্যৃষয়োহদ্য মাম্॥ ১৮

'সেই দুরাত্মাদের দ্বারা উৎপীড়িত ঋষিরা আমাকে আজই এই আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ায় জন্য অনুপ্রেরিত করছে।

তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু।
দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্॥ ১৯

'তাই, রাম ! সেই দুষ্টেরা তপস্বীদের প্রতি শারীরিক অত্যাচার করার পূর্বেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে চাই।

বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্।
অশ্বস্যাশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ॥ ২০

'এখান থেকে অদূরেই অশ্বমুনির আশ্রম। খুব সুন্দর এবং সেখানে অপর্যাপ্ত ফলমূল পাওয়া যায়। ঋষিদের সকলকে নিয়ে আমরা সেখানেই আশ্রয় নেব।

খরস্ত্বয্যপি চাযুক্তং পুরা রাম প্রবর্ততে।
সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে॥ ২১

'রাম ! খর তোমার প্রতিও অনুচিত আচরণ করতে পারে। তাই, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো, তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।

সকলত্রস্য সন্দেহো নিত্যং যুক্তস্য রাঘব।
সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাদ্য তে॥ ২২

'হে রাঘব ! যদিও তুমি সাবধানে আছ এবং রাক্ষস-দমনে সমর্থ, তথাপি পত্নীর সঙ্গে এখানে তোমার বাস দুঃখের কারণ হবে।'

ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।
ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরবরদ্ধুং সমুৎসুকম্॥ ২৩

অন্যান্য ঋষিদের নিয়ে অন্যত্র গমনে সমুৎসুক সেই তপস্বীকে রাজকুমার রাম আশ্বাসবাক্যের দ্বারাও সেই তপোবনে ধরে রাখতে পারলেন না।

অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।
স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ॥ ২৪

সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কুলপতি ঋষি শ্রীরামকে অভিনন্দন ও বিদায় জানিয়ে সেই আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাদ্
দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ
পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পেদে॥ ২৫

ঋষিগণ সেই আশ্রম থেকে চলে যাচ্ছেন দেখে, রাম ঋষিগণকে অনুগমন করে তাঁদের উপদেশ ও অনুমতি নিলেন এবং কুলপতিকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের পুণ্যাশ্রমে বাস করার জন্য ফিরে এলেন।

আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ
ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতা-
স্তাপসাশ্চার্ষচরিতে ধৃতগুণাঃ॥ ২৬

রঘুনন্দন রাম, ঋষি-বিরহিত সেই আশ্রমকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করলেন না। সর্বদাই রামের অনুগত, ঋষি চরিত্রের গুণে বিধৃত চরিত্র কিছু তপস্বী সেই আশ্রমেই থেকে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ (১১৭)

শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক তাঁদের আতিথ্য বিধান এবং অত্রিপত্নী অনসূয়া কর্তৃক সীতার সংবর্ধনা

রাঘবস্ত্বপযাতেষু সর্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্।
ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা॥ ১

ঋষিরা সকলে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলে, রাঘব রামচন্দ্র সেখানে তাঁদের আর বাস করা ঠিক কিনা এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। নানা কারণে তাঁর আর সেখানে বাস করা উচিত বলে মনে হল না।

ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সনাগরাঃ।
সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ॥ ২

রামচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন —'এইখানে আমি অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে ভরতের এবং আমার মায়েদের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁদের সকলের কথা চিন্তা করে আমার অনুশোচনা হচ্ছে।

স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ।
হয়হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দঃ কৃতো ভৃশম্॥ ৩

'এখানে মহাত্মা ভরতের শিবির স্থাপিত হওয়ায়, অশ্ব এবং হস্তীর পুরীষে (মলে) এইস্থান অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও আবর্জনাময় হয়ে গেছে।

তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ॥ ৪

'অতএব অন্যত্র চলে যাব', এই চিন্তা করে রঘুনন্দন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ।
তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত॥ ৫

অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে মহাযশস্বী শ্রীরাম তাঁকে বন্দনা করলেন, ভগবান অত্রিও তাঁকে পুত্রবৎ প্রতিগ্রহণ করলেন।

স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্বমস্য সুসৎকৃতম্।
সৌমিত্রিং চ মহাভাগং সীতাং চ সমসান্ত্বয়ৎ॥ ৬

স্বয়ং শ্রীরামের সুষ্ঠু আতিথ্য সংকারের ব্যবস্থা করে, মহাভাগ লক্ষ্মণ ও মহাভাগা সীতাকে সমভাবে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করলেন।

পত্নীং চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সৎকৃতাম্।
সান্ত্বয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতহিতে রতঃ॥ ৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বৈদেহীমব্রবীদৃষিসত্তমঃ॥ ৮

সকল প্রাণীর কল্যাণব্রতী ধর্মজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ 'অত্রি', তাঁর (আহ্বানে) নিকটে আগতা সহধর্মচারিণী তাপসী বৃদ্ধা পত্নী মহাভাগা অনসূয়াকে সান্ত্বনা বাক্যে বললেন—'বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাকে হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করো।'

রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্॥ ৯
যয়া মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা॥ ১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ॥ ১১

অতঃপর রামের কাছে তাপসী ধর্মচারিণী 'অনসূয়ার' পরিচয় দিয়ে বললেন—'একসময় দশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় জগৎ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় সংযম পালন করে উগ্র তপস্যা-প্রভাবে ইনি (অনুসূয়া) ফলমূল উৎপাদন করলেন এবং গঙ্গা নদীকে এখান দিয়ে প্রবাহিত করালেন। বৎস ! জন্ম-জন্মান্তর অনুসরণে দশসহস্র বৎসরব্যাপী এঁর মহতী তপস্যার ফলে দুর্গতি দূরীভূত হল।

দেবকার্যনিমিত্তং চ যয়া সন্ত্বরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেঽনঘ॥ ১২

'হে নিষ্পাপ রাম ! দেবকার্য সিদ্ধির জন্য যিনি অত্যন্ত ত্বরান্বিতা হয়ে দশ রাত্রিকে দ্রুত একরাত্রিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, সেই অনসূয়া তোমার মাতার মতো সম্মুখে উপস্থিত।

তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্যাং তপস্বিনীম্।

অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা॥ ১৩

'সর্বজনের প্রণম্যা, ক্রোধরহিতা এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর কাছে বিদেহরাজতনয়া সীতা যাক্।'

এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ।
সীতামালোক্য ধর্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪

ঋষি এই কথা বললে, রঘুনন্দন রাম 'তাই হোক' বলে ধর্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—

রাজপুত্রি শ্রুতং হ্যেতন্মুনেরস্য সমীরিতম্।
শ্রেয়োঽর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্॥ ১৫

'অয়ি, রাজকুমারি! এই পূজনীয় মুনির কথা শুনলে তো! অতএব নিজের কল্যাণের জন্য সত্বর এই তপস্বিনীর কাছে যাও।

অনসূয়েতি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্॥ ১৬

'যিনি নিজ আচরণ হেতু জগতে অনসূয়া (দোষদৃষ্টি-রহিতা) বলে খ্যাতা, সেই অনুসরণীয়া তপস্বিনীর কাছে শীঘ্র যাও।'

সীতা ত্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী॥ ১৭

রঘুনন্দন রামের এই কথা শুনে মিথিলেশ-নন্দিনী যশস্বিনী সীতা অত্রিপত্নী ধর্মজ্ঞা অনসূয়ার কাছে গেলেন।

শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্ধজাম্।
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব॥ ১৮

তাং তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পতিব্রতাম্।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ॥ ১৯

বার্ধক্যহেতু শিথিলদেহ, লোলচর্ম, শুভ্রকেশ, বায়ুবেগে কম্পিত কদলীবৃক্ষের মতো সর্বদা কম্পমানদেহা পতিব্রতা মহাভাগা অনসূয়ার নিকটে গিয়ে সীতা নিজ নাম উল্লেখপূর্বক তাঁকে প্রণাম করলেন।[১]

অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্যপৃচ্ছদনাময়ম্॥ ২০

বিদেহরাজতনয়া সীতা সংযমশীলা সেই তাপসীকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচারিণীম্।
সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমবেক্ষসে॥ ২১

তখন, ঋষিপত্নী বৃদ্ধা অনসূয়া ভাগ্যবতী ধর্মচারিণী সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'সৌভাগ্যবশত তুমি ধর্মকে তা জানো।

ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানবৃদ্ধিং চ মানিনি।
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি॥ ২২

'অয়ি সম্মানসচেতনে সীতে! আত্মীয়-স্বজন, সম্মান-সৌভাগ্য সব ত্যাগ করে, পতি রামচন্দ্রের অনুসরণক্রমে তুমি দুঃখজনক বনবাসব্রত গ্রহণ করেছ।

নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বাশুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥ ২৩

'পতি নগরেই থাকুন বা বনে, ভালো হোন বা মন্দ— সেই পতিই যে রমণীদের প্রিয় — মহাসৌভাগ্যের স্বর্গদ্বার তাঁদের জন্য উন্মুক্ত।

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥ ২৪

'পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্ধন—যা-ই হোন, সতী স্ত্রীর কাছে তিনি পরম দেবতা!

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃকৃতমিবাব্যয়ম্॥ ২৫

'অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনী সীতে! অনেক বিচার করেও আমি এঁর (পতির) অপেক্ষা বিশিষ্ট (বড়) কাউকে দেখছি না। পত্নীর কাছে পতি তপস্যার মতো অব্যয় ও উপযোগী।

ন ত্বেবমনুগচ্ছন্তি গুণদোষমসৎস্ত্রিয়ঃ।
কামবক্তব্যহৃদয়া ভর্তৃনাথাশ্চরন্তি যাঃ॥ ২৬

'কামাধীনা অসতী পত্নীরা পতিকে অনুসরণ করে না, এবং গুণ-দোষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই পত্নীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে মরে।

প্রাপ্নুবন্ত্যযশশ্চৈব ধর্মভ্রংশং চ মৈথিলি।
অকার্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ॥ ২৭

'অয়ি, মৈথিলি! এইরকম অন্যায়কর্মে লিপ্ত কামাধীন স্ত্রীগণ ধর্মভ্রষ্ট হয়ে অপযশ-প্রাপ্ত হয়।

(১)নিজ নাম উল্লেখ করে পূজ্যব্যক্তিকে প্রণাম করা ভারতীয় শিষ্টাচার।

ঋষিবাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা॥ ২৮

'কিন্তু, তোমার মতো গুণবতী সাধ্বী, যারা ভালো-মন্দ বোঝে, পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে তারা পুণ্যাত্মাদের মতো স্বর্গে বিচরণ করে।

তদেবমেতং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিপ্রধানা সময়ানুবর্তিনী।
ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী
যশশ্চ ধর্মং চ ততঃ সমাপ্স্যসি॥ ২৯

'অতএব, তুমি পতির অনুগতা ও পতিপ্রধানা হয়ে তাঁর কার্যের অনুবর্তিনী হও। পতির সহধর্মচারিণী হলে ধর্ম ও যশ—দুই-ই লাভ করবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৭॥

অষ্টদশাধিকশততম সর্গ (১১৮)

সীতা-অনসূয়া সংলাপ। সীতাকে অনসূয়ার স্নেহোপহার দান। অনসূয়ার জিজ্ঞাসার উত্তরে সীতা কর্তৃক স্ব-স্বয়ংবর বর্ণন

**সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ১**

দোষদৃষ্টিরহিতা সীতা, ঋষিপত্নী অনসূয়ার এই কথাকে অভিনন্দিত করে, তাঁকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—

**নৈতদাশ্চর্যমার্যায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে।
বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্যাঃ পতির্গুরুঃ॥ ২**

'পূজনীয়া দেবি ! আপনি আমাকে যা যা বললেন, আপনার পক্ষে তা আশ্চর্য নয়। আমিও জানি যে, পতিই নারীর একমাত্র গুরু।

**যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্যো বৃত্তিবর্জিতঃ।
অদ্বৈধমত্র বর্তব্যং যথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ॥ ৩**

'পতি যদিও অনাচারী ও বৃত্তিহীন (উপার্জনহীন) হন, তথাপি, আমার মতো নারীর দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত।

**কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রিয়ঃ॥ ৪**

'আর যিনি সকলের প্রশংসনীয়, শ্লাঘনীয়, গুণবান, দয়াবান এবং জিতেন্দ্রিয়, অপরের প্রতি ভালোবাসায় অচঞ্চল, ধর্মাত্মা, মাতা-পিতার ন্যায় স্নেহশীল—তাঁর প্রতি দ্বিধাহীন ব্যবহারের কথা আর কী বলব ?

**যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌসল্যায়াং মহাবলঃ।
তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ততে॥ ৫**

'মহাবলী শ্রীরাম নিজমাতা কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, মহারাজের অন্য মহিষীদের প্রতিও সেই একই রকম ব্যবহার করে থাকেন।

**সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।
মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ॥ ৬**

'রাজা দশরথ একবারও যে সুন্দরী নারীর প্রতি (প্রেম) দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, নৃপবৎসল (পিতৃবৎসল) ধার্মিক বীর রামচন্দ্র অভিমানশূন্য হয়ে তাঁকেই মাতৃবৎ সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

**আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্।
সমাহিতং হি মে শ্বশ্রা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম॥ ৭**

'পতির সঙ্গে ভয়াবহ জনহীন অরণ্যে আসার সময় আমার শ্বশ্রূ মাতা (শাশুড়ি) কৌশল্যাদেবী আমাকে যা বলে দিয়েছেন, তা আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।

**পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নিসন্নিধৌ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্॥ ৮**

'আমার বিবাহের সময়, অগ্নি-সমক্ষে আমার মাতৃদেবী আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।

ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্মচারিণি।
পতিশুশ্রূষণান্নার্যাস্তপো নানাদ্ বিধীয়তে॥ ৯

'স্বধর্মচারিণি মাতঃ ! ''পতিসেবা ব্যতীত নারীদের জন্য অন্য কোনও ধর্মের বিধান নেই'' — অনাদের প্রদত্ত এই উপদেশ আমি বিস্মৃত হইনি।

সাবিত্রী পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে।
তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্॥ ১০

'পতিসেবা হেতু সাবিত্রী স্বর্গলোকে মহিমান্বিতা ; সেইরকমভাবে, পতি-শুশ্রূষাহেতু আপনিও স্বর্গলাভ করবেন।

বরিষ্ঠা সর্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা।
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্তমপি দৃশ্যতে॥ ১১

'স্বর্গের দেবী, রমণীশ্রেষ্ঠা রোহিণী পতি চন্দ্রকে ছাড়া মুহূর্তকালও থাকতে পারেন না।

এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্মণা॥ ১২

'এইভাবেই, পতিপরায়ণা শ্রেষ্ঠ নারীরা নিজেদের পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকে মহিমান্বিতা হয়ে থাকেন।'

ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা শ্রুত্বোক্তং সীতয়া বচঃ।
শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষয়ন্ত্যুত॥ ১৩

মিথিলেশনন্দিনী সীতার কথা শুনে দেবী অনসূয়া হৃষ্টচিত্তে সীতার মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—

নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে।
তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে ছন্দয়ে ত্বাং শুচিব্রতে॥ ১৪

'পবিত্র ব্রতধারিণী, অয়ি সীতে ! নানাবিধ নিয়ম ব্রত পালন করে তপস্যা দ্বারা আমি মহতী শক্তি করায়ত্ত করেছি। তার প্রভাবে আমি তোমায় বর দিতে চাই।

উপপন্নং চ যুক্তং চ বচনং তব মৈথিলি।
প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ং চ কিম্॥ ১৫

'মিথিলেশনন্দিনি, সীতে ! তোমার কথাগুলি যথোচিত ও যুক্তিযুক্ত। আমি সমুচিত প্রীতা ! বলো, তোমার কী প্রিয়কার্য করতে পারি !'

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপোবলসমন্বিতাম্॥ ১৬

তাঁর সেই কথা শুনে সীতা অতিশয় বিস্মিতা হয়ে মৃদু হেসে তপোবলে বলীয়সী অনসূয়াকে বললেন— 'আপনি প্রিয়বাক্য দ্বারা আমার জন্য তো সবই করেছেন !'

সা ত্বেবমুক্তা ধর্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ।
সফলং চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্॥ ১৭

সীতা এই কথা বললে, ধর্মজ্ঞা অনসূয়া অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—'অয়ি সীতে ! তোমার এই নির্লোভ আনন্দকে আমি সফল করে তুলব।

ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ।
অঙ্গরাগং চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্॥ ১৮
ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি॥ ১৯

'অয়ি, বিদেহরাজতনয়ে ! এই স্বর্গীয় বরমালা, এই বস্ত্র ও অলঙ্কারসকল, এই অঙ্গরাগ এবং বহুমূল্য গাত্রানুলেপন আমি তোমায় দিচ্ছি, যা সর্বদা অম্লান থেকে তোমাকে সুশোভিত করবে।

অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে।
শোভয়িষ্যসি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্॥ ২০

'অয়ি, জনকনন্দিনি সীতে ! দিব্য অঙ্গরাগে অনুলিপ্তা তুমি, অব্যয় বিষ্ণুর পাশে অবস্থিতা লক্ষ্মীর মতো, তোমার পতির (শ্রীরামের) পাশে অবস্থিতা হয়ে তাঁকে সুশোভিত করবে।'

সা বস্ত্রমঙ্গরাগং চ ভূষণানি স্রজস্তথা।
মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্॥ ২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী।
শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনাম্॥ ২২

মিথিলেশদুহিতা যশস্বিনী সীতা অত্রিপত্নী প্রদত্ত প্রীতির দান বস্ত্র, মাল্য তথা অঙ্গরাগাদি অলঙ্কার সকল গ্রহণ করে, বিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অনসূয়ার নিকটে উপবেশন করলেন।

তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা।
বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাঞ্চিদনুপ্রিয়াম্॥ ২৩

তখন দৃঢ়ব্রতপরায়ণা অনসূয়া পার্শ্বে উপবিষ্টা সীতার জীবনের কোনও একটি প্রিয় কাহিনী শোনার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন—

স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা॥ ২৪

'সীতে ! রাঘব যশস্বী শ্রীরাম স্বয়ংবরে তোমাকে পেয়েছেন বলে শুনেছি।

তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতং চ কাৎস্নর্যেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ২৫

'মিথিলেশনন্দিনি অয়ি সীতে ! সেই স্বয়ংবরকাহিনী

বিস্তারিত ও যথাযথ শুনতে চাই ; তুমি বলো !'

এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
শ্রূয়তামিতি চোক্তা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্॥ ২৬

তাপসীকর্তৃক এইরকম জিজ্ঞাসিত হয়ে, সীতা ধর্মচারিণী তাপসীকে 'শুনুন' বলে নিজের স্বয়ংবরকাহিনী যথাযথ বলতে শুরু করলেন—

মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্॥ ২৭

'বীর ও ধর্মবিদ মিথিলাধিপতি জনক ক্ষত্রোচিত কর্মে তৎপর থেকে ন্যায় ও ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করতেন।

তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা॥ ২৮

'একদিন তিনি যজ্ঞার্থে ক্ষেত্রে হলচালনা করছিলেন। সেই সময় আমি লাঙলরেখা ভেদ করে উত্থিতা হয়ে জনক-কন্যা সীতা নামে পরিচিতা হই।

সা মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংসুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ॥ ২৯

'রাজা মুষ্টিবদ্ধ বীজ জমিতে ছড়াতে (বপন করতে) ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিতা আমাকে দেখে রাজা জনক বিস্মিত হলেন।

অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ॥ ৩০

'জনক ছিলেন নিঃসন্তান ; তাই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে "এই আমার কন্যা", বলে আমার উপর (সমস্ত) স্নেহ ঢেলে দিলেন।

অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল।
এবমেতন্নরপতে ধর্মেণ তনয়া তব॥ ৩১

'এমন সময় অন্তরীক্ষে মনুষ্যকণ্ঠে দৈববাণী হল, "হে নরেশ্বর এই-ই তোমার ধর্মসঙ্গতা দুহিতা"।

ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ॥ ৩২

'তখন আমার ধর্মাত্মা পিতা মিথিলাধিপতি জনক আমাকে কন্যারূপে পেয়ে অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হলেন এবং বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করলেন।

দত্ত্বা চাস্মীষ্টবদ্দেব্যৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ॥ ৩৩

'রাজা জনক পুণ্যশীলা জ্যেষ্ঠা মহিষীর কাছে তাঁর বাঞ্ছিত দ্রব্যের মতো আমাকে দিয়ে দিলেন। রাজমহিষী স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহে আমাকে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

পতিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ॥ ৩৪

'কিছুকাল পরে পিতা আমার বিবাহের বয়স হয়েছে লক্ষ্য করে, দরিদ্রের ধননাশ হলে যেমন চিন্তা হয় সেইরকম চিন্তিত হলেন।

সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি॥ ৩৫

'সংসারে ইন্দ্রতুল্য হলেও কন্যার পিতা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বা তাঁর সমান ব্যক্তির (বিশেষত বরপক্ষের) কাছে অসম্মানের পাত্রই হয়ে থাকেন।

তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা॥ ৩৬

'নিজের সেই অসম্মানের কাল অদূরাগত বুঝতে পেরে অর্থাৎ আমার বিবাহের কাল সমীপাগত দেখে রাজা জনক চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেলেন ; নৌকা না পেয়ে যেন (চিন্তাসমুদ্রের) তীরে যেতে অসমর্থ হলেন।

অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্।
সদৃশং চাভিরূপং চ মহীপালঃ পতিং মম॥ ৩৭

'আমি অযোনিজা। রাজা তাই অনেক চিন্তা করেও আমার যোগ্য পতির সন্ধান পেলেন না।

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্।
স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ॥ ৩৮

'সব সময় আমার বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে হল, "আমি ধর্মানুসারে কন্যার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করব।"

মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ॥ ৩৯

'কোনও এক মহাযজ্ঞে প্রীত হয়ে মহাত্মা বরুণদেব (জনকের পূর্ববর্তী রাজা দেবরাতকে) একটি উত্তম ধনু এবং অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীর দান করেছিলেন।

অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ।
তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ॥ ৪০

'ধনুকটা এত ভারী ছিল যে, কোনও বীরপুরুষই সম্পূর্ণ শারীরিক শক্তি দিয়েও সেটি সঞ্চালিত করতে (নড়াতে) সমর্থ ছিল না ; কোনও রাজাই স্বপ্নেও বাঁকাতে (নোয়াতে) পারত না।

তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা।

সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্॥ ৪১

'আমার সত্যবাদী পিতা সেই ধনুকটা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই রাজসভামণ্ডলীতে রাজাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন—

ইদং চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং যঃ কুরুতে নরঃ।
তস্য মে দুহিতা ভার্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪২

"যে সজ্জন এই ধনু তুলে তাতে 'জ্যা' আরোপ করতে সমর্থ হবে, আমার কন্যা সীতা তাঁরই পত্নী হবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।"

তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃশ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্।
অভিবাদ্য নৃপা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে॥ ৪৩

'রাজারা পর্বতসদৃশ গুরুভার সেই ধনুকটি তুলতেই অসমর্থ হয়ে, তাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ॥ ৪৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ॥ ৪৫

'সুদীর্ঘকাল পরে মহাদীপ্তিমান রামচন্দ্র সেই ধনুতে জ্যা-রোপণ যজ্ঞ দর্শনের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে মিথিলায় এলেন। সলক্ষ্মণ সত্যপরাক্রম শ্রীরামকে এবং ধর্মাত্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আমার পিতা সাদর আপ্যায়ন করলেন।

প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় দৈবিকম্॥ ৪৬

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার পিতাকে বললেন —"রঘুকুলনন্দন এই ভ্রাতৃদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) রাজা দশরথের পুত্র। এঁরা দৈব ধনুটির দর্শনাকাঙ্ক্ষী। রাজপুত্র শ্রীরামকে ধনুটি দেখান।"

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ ধনুঃ সমুপানয়ৎ।
তদ্ ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্॥ ৪৭

'বিপ্রবর বিশ্বামিত্র এই কথা বললে, সেই দৈব ধনুটি সেখানে গিয়ে আসা হল এবং রাজপুত্র শ্রীরামকে দেখানো হল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ।
জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্যবান্॥ ৪৮

'মহাবলী শ্রীরাম নিমেষের মধ্যে সেই ধনুতে জ্যা আরোপ (গুণ যোজন) করে আকর্ষণ করলেন।

তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা॥ ৪৯

'সবেগে আকর্ষণ করায় বজ্রপাতের মতো ভীষণ শব্দে সেই ধনু মধ্যভাগ থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে গেল।

ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্॥ ৫০

'তখন আমার সত্যসন্ধ পিতা উত্তম জলপাত্র নিয়ে শ্রীরামের হাতে আমাকে সমর্পণ করার জন্য উদ্যত হলেন।

দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ॥ ৫১

'(তখন, আমার পিতা রামের হাতে আমাকে দান করতে চাইলেও) অযোধ্যাধিপতি পিতা দশরথ-এর অভিপ্রায় না-জেনে রঘুনন্দন রাম আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে॥ ৫২

'তখন আমার বৃদ্ধ শ্বশুর রাজা দশরথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার পিতা আত্মজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্রের হাতে আমাকে সমর্পণ করলেন।

মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্মিলা শুভদর্শনা।
ভার্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্॥ ৫৩

'অতঃপর পিতা নিজে আমার অনুজা শুভদর্শনা সচ্চরিত্রা ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে তাঁর পত্নীরূপে সম্প্রদান করলেন।

এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে।
অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্যবতাং বরম্॥ ৫৪

'এইভাবে স্বয়ংবরে আমি পিতা কর্তৃক শ্রীরামের হস্তে সমর্পিতা হলাম। তাই বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে আমি অনুরক্তা হয়ে আছি।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৮॥

—o—

উনবিংশতাধিকশততম সর্গ (১১৯)

অনসূয়ার নির্দেশানুসারে তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি ধারণপূর্বক সুসজ্জিতা সীতার শ্রীরামসমীপে গমন এবং আশ্রম রাত্রিবাসান্তে প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির ঋষিদের নিকট বিদায়গ্রহণ

**অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্।
পর্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্॥ ১**

ধর্মপরায়ণা অনসূয়া সীতার সেই মহতী বিবাহকাহিনী শ্রবণ করে স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন এবং বললেন—

**ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বং চ শ্রুতং ময়া॥ ২**

'বৎসে ! তুমি মধুরভাবে সুস্পষ্ট অক্ষর ও পদবিন্যাসে তোমার স্বয়ংবরকাহিনী যেভাবে বললে, তা সবই আমি শুনলাম।

**রমেয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি।
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্॥ ৩
দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ॥ ৪**

'অয়ি মধুরভাষিণি ! তোমার এই স্বয়ংবরকাহিনী অতীব রমণীয়া। দেখো, শ্রীমান সূর্যদেব অস্তাচলে গেছেন। শুভ রজনী সমাগতা। দিনের বেলা যে পাখিরা আহার সংগ্রহের জন্য উড়ে গিয়েছিল, তারা নিদ্রার জন্য সন্ধ্যাবেলা নীড়ে প্রত্যাবৃত হয়েছে— তাদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে।

**এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ॥ ৫**

'সায়ংকালে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রপরিহিত মুনিরা জলপূর্ণ কলস কাঁধে নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসছেন।

**অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা হুতে চ বিধিপূর্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধতঃ॥ ৬**

'ঋষি অত্রি কর্তৃক যথাবিধি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় পারাবতের অঙ্গ বিশেষের তথা গলদেশের মতো ধূসর ধূম বাতাসে উড়তে দেখা যাচ্ছে।

**অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ॥ ৭**

'চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় অল্পপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষগুলি ঘনীভূত দেখাচ্ছে। যেখানে দৃষ্টি যায় না অন্ধকার হেতু সেইদিক বোঝা যাচ্ছে না।

**রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে॥ ৮**

'নিশাচর প্রাণীরা চতুর্দিকে বিচরণ করছে। তপোবনমৃগেরা পুণ্যস্থান বেদিতীর্থে শুয়ে পড়েছে।

**সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতেঽভ্যুদিতোঽম্বরে॥ ৯**

'সীতে ! নক্ষত্রমালার সাজে সজ্জিতা রাত্রি সমাগতা। জ্যোৎস্নার উত্তরীয় গায়ে দিয়ে চন্দ্র আকাশে উদিত হয়েছে।

**গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব।
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা॥ ১০**

'যাও । আমি অনুমতি দিচ্ছি। রামের অনুচারিণী হও। তোমার মধুর কথায় আমি তৃপ্ত হয়েছি।

**অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।
প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী॥ ১১**

'অয়ি, মিথিলেশনন্দিনি ! আমার সামনে এই অলঙ্কারগুলি ধারণ করো। দিব্যালঙ্কারে সুশোভিতা হয়ে আমায় আনন্দ দান করো।'

**সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং ত্বভিমুখী যযৌ॥ ১২**

দেবকন্যাসদৃশী সীতা অলঙ্কারসজ্জিতা হয়ে অনসূয়ার চরণে অবনতমস্তকে প্রণাম করে শ্রীরামের কাছে গেলেন।

**তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।
রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ॥ ১৩**

তপস্বিনী অনসূয়ার স্নেহপ্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিতা সীতাকে দেখে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

**ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী।
প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণস্রজাম্॥ ১৪**

তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতির দান বসন-অলঙ্কার-মালার কথা সবই মৈথিলী সীতা রামকে নিবেদন করলেন।

প্রহৃষ্টস্ত্বভবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মানুষেষু সুদুর্লভাম্॥ ১৫

মনুষ্যসমাজে একান্ত দুর্লভ (ঋষিপত্নী কর্তৃক) সীতার প্রতি এই সৎকার দেখে মহারথী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ততঃ স শর্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্।
অর্চিতস্তাপসৈঃ সর্বৈরুবাস রঘুনন্দনঃ॥ ১৬

অনন্তর তপস্বীদের দ্বারা অর্চিত পরম প্রীত রঘুনন্দন রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণ চন্দ্রাননা পবিত্রা সীতাকে দেখেই সেই আশ্রমেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্।
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্॥ ১৭

রাত্রিশেষে বনবাসী তপস্বীরা স্নানান্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান করলে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ তাঁদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

তাবূচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ।
বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্॥ ১৮
রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ॥ ১৯

বনবাসী ধর্মচারী তপস্বীরা তাঁদের বললেন—'হে রঘুনন্দন ! এই বনে নানারূপধারী নরমাংসভোজী রাক্ষসেরা এবং রক্তপায়ী হিংস্র জন্তুরা বাস করে।'

উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব॥ ২০

'হে রঘুনন্দন ! এই মহারণ্যে অসাবধান বা অশুচি ব্রহ্মচারীদের সেইসব রাক্ষস ও হিংস্র জন্তুরা খেয়ে ফেলে, আপনি তাদের নিবৃত্ত করুন।

এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলান্যাহরতাং বনে।
অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্॥ ২১

'মহর্ষিরা এই পথে বনে ফলমূলাদি আহরণে যান। হে রঘুনন্দন ! আপনারা এই পথে দুর্গম বনে প্রবেশ করতে পারবেন।'

ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভি-
র্দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য ইবাভ্রমণ্ডলম্॥ ২২

তপস্বী দ্বিজগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলাচরণ করে শত্রুতাপন রামকে এই কথা বললে, সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম মেঘমণ্ডলে প্রবেশকারী সূর্যের মতো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশশতাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৯॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

প্রথম সর্গ (১)

গভীর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে তপস্বীদের আশ্রমে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৎকার-লাভ

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥ ১

(অত্রিমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে) দুর্জয় বীর ও আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে (ঋষিপ্রদর্শিত পথে গিয়ে) বিশাল দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তপস্বীদের আশ্রমসকল দেখতে পেলেন।

কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্যমণ্ডলম্॥ ২

(আশ্রম-সমাবৃত সেই দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র) কুশ এবং ছিন্ন বস্ত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে এবং ব্রাহ্মী শ্রী (ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল আলোকের স্নিগ্ধচ্ছটা) সর্বত্র আবৃত করে রেখেছে। আকাশে উজ্জ্বল ভাস্বর সূর্যমণ্ডল যেমন দুর্নিরীক্ষ্য (তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না) (সেইরকমই, ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে আশ্রম-সমাবৃত সেই অরণ্য ব্রহ্মতেজে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছে)।

শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসম্পৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসংঘৈঃ সমাবৃতম্॥ ৩

সেই আশ্রমগুলির অঙ্গন (উঠান) সম্মার্জিত (ঝাঁট দেওয়া হয়েছে)। এই আশ্রমসমুদায় সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল এবং বহুবিধ পশু-পক্ষী-সমাকীর্ণ।

পূজিতং চোপনৃত্তং চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ॥ ৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্॥ ৫

সেই পবিত্র আশ্রমগুলিতে অপ্সরাগণ সর্বদা নৃত্য এবং পূজা করেন ; আবার, বিশাল বিশাল অগ্নিশালা (যজ্ঞশালা) স্রুক্ (অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার পাত্র বিশেষ), ঘৃতপাত্র, মৃগচর্ম, কুশ, সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ), জলপূর্ণ কলশ ও ফলমূল-পরিশোভিত। (ঐ আশ্রম) পবিত্র সুস্বাদু ফলপূর্ণ বিরাট বিরাট বন্যবৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত (হয়ে শোভা পাচ্ছে)।

বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া॥ ৬

ভূতবলি (পশুপক্ষীদের উদ্দেশ্যে আহার দান) ও হোম (দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি) দ্বারা পূজাহেতু পবিত্র, বেদধ্বনি দ্বারা মুখরিত এবং চারিদিকে প্রস্ফুটিত পদ্মে সুশোভিত পদ্মসরোবর ও নানাবিধ পুষ্পসমূহ ইতস্তত বিকীর্ণ (বিক্ষিপ্ত) থাকায় সেই আশ্রমগুলি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ ।
সূর্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্যুতম্॥ ৭

সেই আশ্রমসমূহে ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজোদ্দীপ্ত বর্ষীয়ান মুনিগণ বাস করেন ; কৃষ্ণসার মৃগচর্ম নির্মিত তাঁদের বসন।

পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
তদ্ ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্॥ ৮

সংযতাহারী (আহারে সংযমী) পুণ্যবান ঋষিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক সুশোভিত এবং ব্রহ্মসূচক বেদমন্ত্রধ্বনিত আশ্রমসমূহ

ব্রহ্মভবনের ন্যায় (ব্রহ্মার ভবন বা গৃহসদৃশ) প্রতিভাত।

ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ ।
তদ্ দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥ ৯
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ ধনুঃ।

ব্রহ্মবিৎ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সুশোভিত সেই আশ্রমগুলি দেখে মহাতেজস্বী শ্রীমান রামচন্দ্র (নিজের) মহৎ ধনুটিকে জ্যামুক্ত করে (ধনুকের ছিলা খুলে নিয়ে) আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ॥ ১০
অভিজগ্মুস্তদা প্রীতা বৈদেহীং চ যশস্বিনীম্।

তখন, দিব্যজ্ঞানী সেই মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্র এবং যশস্বিনী সীতাদেবীকে দেখে প্রসন্নচিত্তে (তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য) অগ্রসর হলেন (তাঁদের কাছে গেলেন)।

তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্মচারিণম্॥ ১১
লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীং চ যশস্বিনীম্।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ১২

কঠোর ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ উদয়কালীন চন্দ্রমা-সদৃশ ধর্মাত্মা রামচন্দ্রকে, লক্ষ্মণ এবং বিদেহরাজতনয়া যশস্বিনী সীতাকে দেখতে পেয়ে মাঙ্গলিক আশীর্বাদ দানের জন্য তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করলেন।

রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্যং সুবেষতাম্।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ॥ ১৩

বনবাসী ঋষিগণ সুন্দর বেশবাসসহ শ্রীরামচন্দ্রের কোমল দেহের কমনীয়তা ও রূপের সংহতি (অপরিমিত রূপ) দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
আশ্চর্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ॥ ১৪

বনবাসী মুনিগণ সকলে অনিমেষ নেত্রে রাম, লক্ষ্মণ এবং বিদেহরাজতনয়া সীতাকে দেখতে লাগলেন। তাঁদের (রাম-লক্ষ্মণ-সীতার) স্বরূপ (মুনিদের কাছে) আশ্চর্যময় বোধ হচ্ছিল।

অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।
অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সন্ন্যবেশয়ন্॥ ১৫

সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে রত পূজনীয় মহান ঋষিগণ সেখানে (আশ্রমে) পর্ণকুটীরে (তাঁদের প্রিয়) অতিথি রামচন্দ্রকে সন্নিবেশিত করলেন (বসতে স্থান দিলেন)।

ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ॥ ১৬

অতঃপর, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ধর্মপরায়ণ, পূজনীয় সেই মহান ঋষিগণ (সীতা ও লক্ষ্মণসহ) শ্রীরামচন্দ্রের বিধিপূর্বক সৎকার করলেন এবং (তাঁদের) জল দান করলেন।

মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমং চ মহাত্মনঃ॥ ১৭

ঋষিগণ মঙ্গলসূচক আশীর্বাদ প্রদানান্তে অতীব আনন্দের সঙ্গে মহাত্মা রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ফল-মূল-পুষ্প সহ যেন সমগ্র আশ্রমই দান করলেন।

নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্।
ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ॥ ১৮
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব॥ ১৯
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ।

ধর্মজ্ঞ ঋষিগণ (পূর্বোক্ত ফলমূলাদিসহ আশ্রম—সব কিছু, শ্রীরামচন্দ্রকে) নিবেদন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—'হে রঘুনন্দন রাম ! ন্যায়দণ্ডধারী রাজধর্মের পালক, জনগণের আশ্রয়দাতা মহাকীর্তিমান, (সকলের) পূজনীয় ও মান্যবর গুরু! যেহেতু রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশরূপে প্রজাদের রক্ষক, সেইজন্য তিনি বরণীয় ও রমণীয় ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন এবং সকলের প্রণম্য হন। (ইন্দ্র অর্থ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারবর্ণের মধ্যে প্রজারঞ্জক ক্ষত্রিয় রাজা নরেন্দ্র বা নরশ্রেষ্ঠ ; দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পূজ্য।)

তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ॥ ২০

'সেই আমরা (বনবাসী ঋষিরা) আপনার রাজত্বে বাস করি, অতএব আপনার দ্বারা রক্ষণীয় (আমাদের রক্ষা করা আপনার কাজ)। আপনি নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, জনগণের রাজা আপনি আমাদের রাজা।

ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজঞ্জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ॥ ২১

'রাজন্ ! ক্রোধজয়ী এবং ইন্দ্রিয়জয়ী আমরা (কোনও দোষীর প্রতি) দণ্ডবিধান ত্যাগ করেছি। (তাই রাক্ষসেরা আমাদের উপর অত্যাচার করে যজ্ঞাদি ধর্মীয় কার্য নষ্ট করলেও আমরা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে বা কোনওরূপ শাস্তি দিতে পারি না)। আমরা তপস্বী ; (অতএব, দুর্বল ও অসহায়) গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় আমাদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।'

এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্ ॥ ২২

এইকথা বলে (ঋষিরা সকলে) ফল-মূল, পুষ্প এবং বনজাত অন্যান্য বিবিধ আহার্য দ্রব্য দ্বারা লক্ষ্মণ (ও সীতা)সহ রাঘব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা (সেবা) করলেন।

তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্বানরোপমাঃ।
ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ২৩

তদ্রূপ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও নীতিপরায়ণ অপর সিদ্ধ তাপসগণও যথাবিধি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা করলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

—o—

দ্বিতীয় সর্গ (২)

বনমধ্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রতি বিরাধ নামক রাক্ষসের আক্রমণ

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্তু সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্বান্ বনমেবান্বগাহত ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র (সীতা ও লক্ষ্মণসহ) পূর্বরাত্রিতে মুনিদের আতিথ্য গ্রহণ করে অতঃপর (রাত্রিশেষে) সূর্যোদয় হলে, মুনিদের কাছে বিদায় নিয়ে (আরও গভীর) অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষশার্দূলসেবিতম্।
ধ্বস্তবৃক্ষলতাগুল্মং দুর্দর্শসলিলাশয়ম্ ॥ ২
নিষ্কূজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।
লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ ॥ ৩

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে (বনপথে) যেতে যেতে বনমধ্যে একস্থানে দেখলেন—নানাজাতীয় হরিণ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র পরিবৃত (চারিদিকে বিচরণ করছে) ; সেখানে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সকল দলিত-বিধ্বস্ত হয়ে আছে। পক্ষিকুল কূজন করছে (ডাকছে) আর শ্রুত হচ্ছে ঝিল্লির রব ; কিন্তু একটিও জলাশয় দৃষ্ট হচ্ছে না।

সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগাযুতে।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্ ॥ ৪

রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ সেই বনে (বিচরণ করতে করতে) দেখতে পেলেন পর্বতশৃঙ্গসদৃশ (বিশালকায়) ঘোরগর্জনকারী নরভক্ষক এক রাক্ষসকে।

গভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫

রামচন্দ্র কোটরগত গভীর চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত, বিকটমুখ, বিকৃতাঙ্গ, গভীর উদরসহ, হিংস্র, বিভৎস দীর্ঘদেহী, কুৎসিত এবং ভয়ানক দর্শন সেই রাক্ষসকে দেখতে পেলেন।

বসানং চর্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ৬

চর্বি ও রক্তসিক্ত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সকল প্রাণীর ত্রাস-সঞ্চারক, মুখ-ব্যাদান করা (মুখ হাঁ করা) যমসদৃশ সেই রাক্ষসকে রাম দেখতে পেলেন।

ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ ॥ ৭
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্।

লৌহনির্মিত শূলে তিনটি সিংহ, চারটি ব্যাঘ্র, দুটি নেকড়ে বাঘ, দশটি চিত্রিত হরিণ এবং একটি হাতির চর্বিমাংসলিপ্ত গজদন্তসহ বিশাল মস্তক গ্রথিত করে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে, (এমন রাক্ষসটিকে রাম দেখতে পেলেন)।

স রামং লক্ষ্মণং চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ ॥ ৮

সেই রাক্ষস রাম, লক্ষ্মণ এবং মিথিলাতনয়া সীতাকে দেখতে পেয়ে জীবের প্রতি মহাকালের (মৃত্যুরাজ যমের)

মতো দ্রুত ধাবিত হল।

স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৯
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপক্রম্য তদাব্রবীৎ।
যুবাং জটাচীরধরৌ সভার্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ॥ ১০
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ।
কথং তাপসয়োর্বাং চ বাসঃ প্রমদয়া সহ॥ ১১
অধর্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ।

তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করে এবং বিদেহরাজ-তনয়া সীতাকে (রাম-লক্ষ্মণের নিকট থেকে) ছিনিয়ে নিয়ে (নিজের) ক্রোড়ে তুলে নিয়ে বলল —'তোমরা দুজন কে ? তোমরা জটাবল্কলধারী, (অথচ) স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধনুর্বাণ ও তরবারিহস্তে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছ ! তপস্বীর বেশধারী তোমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন ? মুনিসমাজের দূষণকারী, অধর্মাচারী, পাপী ! তোমাদের আয়ু ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ॥ ১২
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।

'আমি হলাম বিরাধ নামক রাক্ষস। প্রত্যহ ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করে অস্ত্রহস্তে এই দুর্গম বনে বিচরণ করি।

ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্যা ভবিষ্যতি॥ ১৩
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে।

'প্রশস্ত নিতম্ববতী এই সুন্দরী নারী আমার স্ত্রী হবে। (আর) যুদ্ধে আমি তোমাদের দুই পাপাচারীর রক্ত পান করব।'

তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৪
শ্রুত্বা সগর্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা।
সীতা প্রবেপিতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা॥ ১৫

সেই দুরাত্মা বিরাধ এইরকম বলতে থাকলে, তার গর্বোদ্ধত বাক্য শ্রবণ করে জনকদুহিতা সীতা ভয়ে এবং উদ্বেগে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হতে লাগলেন।

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১৬

রাঘব রামচন্দ্র শুভলক্ষণা সীতাকে বিরাধের ক্রোড়গতা দেখে বিশুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে বললেন—

পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মসম্ভবাম্।
মম ভার্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্॥ ১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।

'প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! দেখ, যিনি রাজা জনকের কন্যা, অত্যন্ত সুখে পরিবর্দ্ধিতা যশস্বিনী এবং আমার সদাচারিণী সাধ্বী স্ত্রী, সেই সীতাকে (বলপূর্বক) বিরাধের ক্রোড়ে বসানো হয়েছে।

যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃত্তং চ যৎ॥ ১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ।
যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী॥ ১৯

'লক্ষ্মণ ! আমাদের দিক থেকে কৈকেয়ীর যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল, যার জন্য তিনি বর প্রার্থনা করেছিলেন, তা আজই দ্রুত ঘটে গেল। সেই দূরদর্শিনী কিন্তু পুত্রের জন্য রাজ্য লাভ করেও সন্তুষ্ট হননি।

যযাহং সর্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্।
অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম॥ ২০

'আমি সকলের প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমার যে মেজো মা আমাকে বনে পাঠিয়েছেন (বনে নির্বাসিত করেছেন), আজ তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল।

পরস্পর্শাৎ তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্য হরণাৎ তথা॥ ২১

'ভাই সৌমিত্রি ! বৈদেহী সীতাকে পরপুরুষ স্পর্শ করায় আমার যে দুঃখ হয়েছে, পিতার মৃত্যুতে এবং (মাতা কৈকেয়ী কর্তৃক) রাজ্যহরণেও তত দুঃখ আমার হয়নি।'

ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্॥ ২২

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বললে, অবরুদ্ধ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় লক্ষ্মণ তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোকে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন—

অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্ত্বং বাসবোপমঃ।
ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে॥ ২৩

'হে কাকুৎস্থ রাম ! আপনি ইন্দ্রের মতো সকল প্রাণীর প্রভু। আমার মতো ভৃত্য বর্তমান থাকতে, আপনি অনাথের মতো পরিতাপ করছেন কেন ?

শরেণ নিহতস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ।
বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্॥ ২৪

'আজ আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বাণ দ্বারা বিরাধ রাক্ষসকে হত্যা করব, আর এই নিহত রাক্ষসের রক্ত পৃথিবী পান করবে।

রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।
তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রী বজ্রমিবাচলে॥ ২৫

'বজ্রধারী ইন্দ্র পর্বতের উপর যেমন বজ্র নিক্ষে

করেছিলেন, সেইরকম আমিও রাজ্যকামী ভরতের প্রতি আমার জাত ক্রোধ বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করব।

(ভরতের প্ররোচনাতেই কৈকেয়ী রামকে বনবাস দিয়ে ভরতের জন্য রাজ্য কামনা করেছিলেন, এই মনে করে ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের যে ক্রোধ জন্মেছিল, ভরত চিত্রকূটে এসে রামকে রাজ্য-প্রত্যর্পণ করে নিজে বনবাসী হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে পরে রামেরই নির্দেশে তাঁর পাদুকায় রাজ্য সমর্পণান্তে নিজে জটাবল্কলধারী হয়ে রামের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন এবং বনবাসান্তে রামের হস্তে রাজ্যপ্রত্যর্পণের প্রতিজ্ঞা করায় লক্ষ্মণের সেই ক্রোধ প্রশমিত হয়। এখন বিরাধ রাক্ষসের প্রতি সেই ক্রোধ পুনর্জাগরিত হল)।

মম ভুজবলবেগবেগিতঃ
পততুশরোঽস্য মহান্ মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং
পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ॥ ২৬

'আমার বাহুবলে বলবান, নিক্ষিপ্ত এই ভয়ঙ্কর শর বিরাধের বিশাল বক্ষোপরি পতিত হয়ে এর দেহ থেকে প্রাণ বিচ্যুত করুক (বিরাধকে হত্যা করুক) ; অতঃপর সে (বিরাধ) ঘূর্ণিত হয়ে (ঘুরপাক খেতে খেতে) ভূতলে (মাটিতে) পতিত হোক'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ (৩)

শ্রীরাম ও বিরাধের মধ্যে বাক্য-বিনিময় ; বিরাধের উপর রাম-লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাত, দুই-ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিরাধের অন্য বনে গমন

অথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্।
পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক্ব গমিষ্যথঃ॥ ১

অতঃপর বিরাধ (রাক্ষস) অরণ্য কম্পিত করে (উচ্চৈঃস্বরে) 'আমি জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দাও—তোমরা দুজন কে ? কোথায় যাবে ?'

তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।
পৃচ্ছন্তং সুমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ॥ ২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্॥ ৩

তখন প্রজ্বলিতবদন রাক্ষস উক্ত (পূর্ব প্রথম শ্লোকোক্ত) বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, মহান তেজস্বী রাম বললেন— 'আমার পরিচয় ইক্ষ্বাকু বংশ (আমরা দুই ভাই ইক্ষ্বাকুবংশ জাত)। (বর্তমানে দৈববশত) আমরা দুজন অরণ্যচারী হলেও আমাদের সদাচারী (আর্যবৃত্তিসম্পন্ন) ক্ষত্রিয় বলে জানবে। (এখন) তোমার সম্বন্ধে জানতে চাই—কে তুমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছ ?'

তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।
হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব॥ ৪

(শ্রীরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে, রাক্ষস) বিরাধ সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী রামচন্দ্রকে বলল —'হে রাজন্ রঘুনন্দন ! আমার বিষয় শোনো, আমি তোমাকে বলছি।

পুত্রঃ কিল জবস্যাহং মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ॥ ৫

'আমি জবের (জব নামক রাক্ষসের) পুত্র ; আমার মা, শতহ্রদা। পৃথিবীর সকল রাক্ষস আমাকে বিরাধ নামে ডাকে (জানে)।

তপসা চাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।
শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ॥ ৬

'তপস্যা করে, আমি ব্রহ্মার অনুগ্রহে অবধ্য এবং জগতে অস্ত্রের দ্বারা অচ্ছেদ্যত্ব (অস্ত্রের দ্বারা আমার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করা যাবে না, এই বর) প্রাপ্ত হয়েছি (পেয়েছি)।

উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্।

ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে॥ ৭

'এই সুন্দরীর অপেক্ষা না করে, (একে) পরিত্যাগ করে, যেখান থেকে এসেছ, সত্বর (সেখানে) চলে যাও। (আমি) তোমাদের প্রাণ নেব না (তোমাদের হত্যা করতে চাই না)।' (রূপসৌভাগ্যজনিত মদযুক্তা স্ত্রী প্রমদা ; যে নারীকে দেখলে পুরুষের উন্মাদনা বৃদ্ধি পায় সেই স্ত্রীকে প্রমদা বলে।)

তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ।
রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্॥ ৮

ক্রোধে আরক্তনয়ন (রক্তচক্ষু) রামচন্দ্র বিকটাকার ও পাপী বিরাধ নামক রাক্ষসকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসেধ্রুবম্।
রণে প্রাপ্স্যসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে॥ ৯

'ওহে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ! তুমি হীনচেতা, তোমাকে ধিক্ ! তুমি নিশ্চয়ই নিজের মৃত্যুর অন্বেষণ করছ ! অপেক্ষা করো। যুদ্ধে তুমি মৃত্যুকে লাভ করবে। আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় তোমার মুক্তি নেই।'

ততঃ সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতাঞ্শরান্।
সুশীঘ্রমভিসংধায় রাক্ষসং নিজঘান হ॥ ১০

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র দ্রুত ধনুতে জ্যা-রোপণ ও (তাতে) সুতীক্ষ্ণ শর-সন্ধান করে রাক্ষসকে আঘাত করলেন।

ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ।
রুক্মপুঙ্খান্ মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্॥ ১১

(শ্রীরামচন্দ্র) ধনুতে গুণারোপ করে, মূলভাগ সোনায় মোড়া এবং গরুড় ও বায়ুর সমান দ্রুতগতিসম্পন্ন সাতটি (তীক্ষ্ণ) বাণ (বিরাধের প্রতি) নিক্ষেপ করলেন।

তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ॥ ১২

ময়ূরপুচ্ছযুক্ত আগুনের মতো সেই বাণগুলি বিরাধের দেহ বিদীর্ণ করে রক্তসিক্ত হয়ে ভূতলে পতিত হল।

স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্॥ ১৩

শরবিদ্ধ সেই রাক্ষস (বিরাধ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ সীতাকে (কোল থেকে) নামিয়ে রেখে শূল উঁচিয়ে (উত্তোলন করে) রাম-লক্ষ্মণের প্রতি দ্রুত ধাবিত হল।

স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্।
প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ॥ ১৪

তখন সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ইন্দ্রের ধ্বজের মতো শূল হাতে নিয়ে বিকট হাঁ-করা মৃত্যুর দেবতা যমের মতো শোভা পাচ্ছিল (দেখতে হয়েছিল)।

অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ।
বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে॥ ১৫

তখন ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) সর্বহারক (মৃত্যুর দেবতা) যমসদৃশ সেই বিরাধ নামক রাক্ষসের উপর অগ্নিসম প্রজ্বলিত বাণসমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন।

স প্রহস্য মহারৌদ্রঃ স্থিত্বাজৃম্ভত রাক্ষসঃ।
জৃম্ভমাণস্য তে বাণাঃ কায়ান্নিষ্পেতুরাশুগাঃ॥ ১৬

তখন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস (বিরাধ) স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চহাস্য করে মুখ হাঁ করল। সে হাঁ করলে তার (মুখ দিয়ে) শরীরের মধ্য থেকে সমস্ত শীঘ্রগতি বাণগুলি (মাটিতে) পড়ে গেল।

স্পর্শাৎ তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ।
বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত॥ ১৭

(পিতামহ ব্রহ্মার) বরের প্রভাবে বিরাধ-রাক্ষস (নিজের) প্রাণের বহির্গমন রোধ করল (প্রাণে বেঁচে গেল) ; তারপর শূল উঁচিয়ে রাঘবভ্রাতৃদ্বয়ের (রাম-লক্ষ্মণের) দিকে দ্রুত ধাবিত হল।

তচ্ছূলং বজ্রসংকাশং গগনে জ্বলনোপমম্।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ১৮

(বিরাধ নামক রাক্ষস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) সেই শূলটি আকাশে বজ্র এবং অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। (কিন্তু), সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী (ধনুর্ধর) শ্রীরামচন্দ্র দুটিমাত্র বাণের দ্বারা সেই শূলটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

তদ্ রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভুবি।
পপাতাশনিনা ছিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্॥ ১৯

যেমনভাবে (ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে মেরুপর্বতের প্রস্তরখণ্ডসমূহ পতিত হয়েছিল, সেইরকমভাবেই, বিরাধের সেই শূলটি রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোদ্যতৌ।
তূর্ণমাপেততুস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ॥ ২০

তাঁরা দুজন (ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ) উদ্যত কৃষ্ণসর্পের ফণার ন্যায় দুটি খড়্গ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উত্তোলন করে (উঁচিয়ে) তার (বিরাধের) উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে সবলে প্রহার করতে লাগলেন।

স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।
ভয়কম্পী নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত॥ ২১

সেই ভয়ঙ্কর (রাক্ষস) অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অকম্পিত হৃদয় নরশার্দুল (বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ)কে নিজের দুই বাহুতে তুলে নিয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে উদ্যত হল।

তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
বহত্বয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ॥ ২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থা যেন যাতি নিশাচরঃ॥ ২৩

সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় জানতে পেরে, রাম লক্ষ্মণকে বললেন—'(ভাই) লক্ষ্মণ! এই রাক্ষস (বিরাধ) তার (নিজের সামর্থ্যানুসারে আমাদের বহন করে নিয়ে যাক। এই পথে যতদূর ইচ্ছা, রাক্ষস ততদূর (আমাদের) নিয়ে যাক। (কারণ), যে পথে এই রাক্ষস যাচ্ছে সেইটাই আমাদের (বনগমনের) পথ।'

স তু স্ববলবীর্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।
বালাবিব স্কন্ধগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ॥ ২৪

শক্তিমদোন্মত্ত সেই নিশাচর (রাক্ষস) গায়ের জোরে তাদের দুজনকে যেন বালকের মতো (অনায়াসে) কাঁধে তুলে নিল।

তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ।
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্॥ ২৫

তারপর সেই নিশাচর বিরাধ রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে কাঁধে তুলে নিয়ে ভীষণ-গর্জন করতে করতে বনের দিকে যেতে লাগল।

বনং মহামেঘনিভং
প্রবিষ্টো দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং
শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্॥ ২৬

বিরাট বিরাট বৃক্ষের সমাবেশে মহান মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, নানাবিধ পক্ষীর সমাবেশে বিচিত্র আর শৃগাল ও বিবিধ হিংস্রজন্তু পরিবৃত বনে (বিরাধ) প্রবেশ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ (৪)

রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরাধ-বধ

হ্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ।
উচ্চৈঃ স্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ॥ ১

রঘুবংশতিলক কাকুৎস্থকুলনন্দনদ্বয়কে (রাম-লক্ষ্মণকে বিরাধ) নিয়ে যাচ্ছে দেখে (রামপ্রিয়া) সীতা সুন্দর বাহুদ্বয় উত্তোলন করে (হাত তুলে) উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন।

এষ দাশরথী রামঃ সত্যবাঞ্ছীলবাঞ্শুচিঃ।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ॥ ২

'সত্যরক্ষক, সুন্দরস্বভাব ও পবিত্র দশরথনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষস অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

মামৃক্ষা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দূলদ্বীপিনস্তথা।
মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম॥ ৩

'হে রাক্ষসশিরোমণি! তোমাকে নমস্কার। (তুমি দয়া করে) আমাকে নিয়ে যাও। (তা না হলে) বাঘ, চিতাবাঘ এবং ভল্লুক আমাকে খেয়ে ফেলবে। (কিন্তু) রাম-লক্ষ্মণ দুজনকে ছেড়ে দাও।'

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪

বিদেহরাজতনয়া সীতার সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করে বীর রাম-লক্ষ্মণ দুরাত্মা বিরাধের বধে ত্বরান্বিত হলেন।

তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ।

রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ॥ ৫

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বাম বাহু এবং রাম তার দক্ষিণ বাহু দ্রুত ভেঙে দিলেন।

স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ।
ধরণ্যাং মেঘসংকাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ॥ ৬

মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ভগ্নবাহু সেই রাক্ষস অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করল এবং বজ্রপাত হেতু খণ্ডিত পর্বতের মতো, মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্।
উদ্যম্যোদ্যম্য চাপ্যেনং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ॥ ৭

(রাম-লক্ষ্মণ দুজনে) রাক্ষসটিকে মুষ্টির (ঘুসির) আঘাতে, বাহুর আঘাতে এবং পদাঘাতে (আহত করে) আবার উপর্যুপরি (বারবার) উপরে তুলে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে পেষণ করতে (পিষতে) লাগলেন।

স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাং চ পরিক্ষতঃ।
নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ॥ ৮

শরবিদ্ধ হয়ে, খড়্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে (এমন কি) ভূমিতে নানাভাবে নিষ্পেষিত হয়েও কিন্তু, সেই রাক্ষস মরল না।

তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধ্যমচলোপমম্।
ভয়েষ্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৯

পর্বততুল্য অবধ্য সেই রাক্ষসকে বারবার দেখতে দেখতে (ভীতজনকে) অভয়দাতা শ্রীমান রাম (লক্ষ্মণকে) বললেন—

তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে।
শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে॥ ১০

'পুরুষশ্রেষ্ঠ (লক্ষ্মণ)! তপস্যার প্রভাবে এই রাক্ষস যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অবধ্য (অজেয়)। অতএব, ভূমি খনন করে আমরা একে প্রোথিত করে রাখব (মাটি খুঁড়ে পুতে রাখব)।

কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ॥ ১১

'(ভাই) লক্ষ্মণ! ভয়ঙ্কর হাতির মতো অতীব তেজস্বী এই রাক্ষসের জন্য এই বনে একটা বিশাল গর্ত খনন করো।'

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্যবান্॥ ১২

'গর্ত খনন করো'—লক্ষ্মণকে এই কথা বলে বীর রামচন্দ্র পা দিয়ে বিরাধের কণ্ঠদেশ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ।
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্॥ ১৩

রাঘব রামচন্দ্রের সেই কথা শুনে বিরাধ নামে রাক্ষস পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বিনীতভাবে (বিনতভাবে) বলল—

হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ।
ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ॥ ১৪

'হে পুরুষসিংহ! আপনি ইন্দ্রতুল্য বলবান; আপনার হাতে আমার মৃত্যু হয়েই আছে (আপনার হাতে আমার মৃত্যু বিধিনির্দিষ্ট)। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মোহবশত আমি আপনাকে পূর্বে জানতে (চিনতে) পারিনি।

কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া।
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ॥ ১৫

'হে পূজনীয়! আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি রাম। আপনার দ্বারা কৌশল্যা সুপুত্রবতী হয়েছেন। ইনি মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজতনয়া সীতা এবং ইনি মহাযশস্বী লক্ষ্মণ।

অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্।
তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি॥ ১৬

'আমি কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব, অভিশাপ হেতু ভয়ঙ্কর রাক্ষস শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছি।

প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ।
যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে॥ ১৭
তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি।

'আমি তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলে, সেই মহাযশস্বী আমাকে বললেন—'যেদিন দশরথতনয় রামচন্দ্র যুদ্ধে তোমাকে বধ করবেন, সেইদিন তুমি স্বীয় প্রকৃতরূপ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে যাবে।'

অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ॥ ১৮
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ।

'রম্ভার প্রতি আসক্তিহেতু, যাঁর কাছে (যথাসময়ে) উপস্থিত হতে পারিনি, এমন রাজা বৈশ্রবণ (কুবের) ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং (পরে) এইকথা (আমার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শাপমুক্তির উপায়) বলেছিলেন।

তব প্রসাদান্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ॥ ১৯
ভুবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ।

'হে শত্রুসন্তাপক! আপনার অনুগ্রহে আমি নিদারুণ (ভয়ঙ্কর) অভিশাপ থেকে মুক্ত হলাম; এখন আমি স্বলোকে (স্বস্থানে) চলে যাব। আপনাদের (সীতা ও লক্ষ্মণসহ

আপনার) মঙ্গল হোক !

ইতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্॥ ২০
অর্ধ্যর্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ।
তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি॥ ২১

'পূজনীয় মহাশয় ! এখান থেকে কিঞ্চিদধিক অর্ধযোজন দূরে, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রতাপশালী, ধার্মিক মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁর কাছে যান ; তিনি আপনার মঙ্গলজনক বিষয়ে উপদেশ দেবেন।

অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ।
রক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ২২

'রাম ! আমাকে গর্তে সমাহিত করে (সমাধি দিয়ে) নিশ্চিন্তে চলে যান। গতপ্রাণ (মৃত) রাক্ষসদের এটাই (সমাধি দেওয়াই) সনাতন (পরম্পরাগত) ধর্ম।

অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ॥ ২৩
বভূব স্বর্গসম্প্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ।

'যারা গর্তে সমাহিত হয়, তাদের চিরন্তন আনন্দময় লোকপ্রাপ্তি হয়।' (গর্তে প্রোথিত) শরাঘাতে জর্জরিত মহাবলী বিরাধ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে এই কথা বলে দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল।'

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ॥ ২৪
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্সুমহাঞ্শ্বভ্রঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্মণঃ॥ ২৫

বিরাধের সেই কথা শুনে রাঘব রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন— 'ভাই লক্ষ্মণ ! এই বনে ভীষণ কর্মা এই রাক্ষসের জন্য বিরাট হাতির (দেহের) সমপরিমাণ একটা বিরাট গর্ত খনন করো।'

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্যবান্॥ ২৬

বীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে 'গর্ত খনন করো', এই নির্দেশ দিয়ে (নিজে) বিরাধকে আক্রমণ করে, এক পা দিয়ে (তার) কণ্ঠদেশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শ্বভ্রমুত্তমম্।
অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ॥ ২৭

তখন লক্ষ্মণ একটা খন্তা নিয়ে সেই বিশালকায় বিরাধের পাশেই একটা বিরাট গর্ত খনন করলেন।

তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্।
বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছ্বভ্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্॥ ২৮

বিরাধের কান দুটো ছিল শঙ্কু বা গোঁজের মতো। সে ভীষণ চিৎকার করছিল। রামচন্দ্র তার কণ্ঠ (গলা) থেকে পা তুলে নিয়ে তাকে উৎক্ষেপণ করে (উপরে তুলে) গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন ; তখন সে আরও জোরে ভয়ানক গর্জন করতে লাগল।

তমাহবে দারুণমাশুবিক্রমৌ
স্থিরাবুভৌ সংযতি রামলক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং
নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্॥ ২৯

রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির অথচ ক্ষিপ্র ও বিক্রমশালী। (তাঁরা উভয়ে) ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ও উৎকট নিনাদকারী সেই রাক্ষসকে সবলে উৎক্ষেপণ করে সানন্দে (গর্তে) নিক্ষেপ করলেন।

অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ
শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ।
সমর্থ্য চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ
বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ॥ ৩০

তখন নরশার্দূল দুজন (রাম-লক্ষ্মণ), তীক্ষ্ণ অস্ত্রেও সেই ভয়ঙ্কর মহান অসুর অবধ্য দেখে, গর্তে প্রোথিত করে সেই বিরাধের বধের ঔচিত্য সমর্থন করে, অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তাকে বধ করলেন।

স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুমাত্মনঃ
প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।
নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং
ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি॥ ৩১

স্বয়ং বিরাধের রাম কর্তৃক বলপূর্বক (রামের শক্তিতেই) নিজের মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত ছিল। সেইজন্য সেই বনচর রাক্ষস নিজেই নিবেদন করল (জানালো)—'অস্ত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু হবে না।'

তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং
কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলং চ তেনাতিবলেন রক্ষসা
প্রবেশ্যমানেন বনং বিনাদিতম্॥ ৩২

রাক্ষস বিরাধের সেই কথা শুনে রাম তাকে গর্তে ফেলে চাপা দেওয়াই স্থির করলেন। গর্তে ফেলে দেওয়ার সময় সেই মহাবলবান রাক্ষসের প্রবল গর্জনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হল।

প্রহৃষ্টরূপাবিব রামলক্ষ্মণৌ
বিরাধমুর্ব্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে
শিলাভিরন্তর্দধতুশ্চ রাক্ষসম্॥ ৩৩

রাম-লক্ষ্মণ সেই রাক্ষস বিরাধকে মাটিতে গর্তে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত হলেন এবং পাথর দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে সেই মহাবনে সানন্দে বিচরণ করতে লাগলেন।

ততস্তু তৌ কাঞ্চনচিত্রকার্মুকৌ
নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
বিজহ্রতুস্তৌ মুদিতৌ মহাবনে
দিবি স্থিতৌ চন্দ্রদিবাকরাবিব॥ ৩৪

তখন সুবর্ণখচিত ধনুর্ধারী তাঁরা দুজন (দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ) রাক্ষসকে হত্যা করে এবং মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে, আকাশস্থিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায়, সেই মহাবনে সানন্দে বিহার করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম সর্গ (৫)

সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, সেখানে দেবতাদের দর্শনলাভ এবং মুনি কর্তৃক শ্রীরামাদির অভ্যর্থনান্তে মুনির ব্রহ্মলোকে গমন

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্যবান্॥ ১
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
কষ্টং বনমিদ্ দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ॥ ২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্।
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ॥ ৩

মহাপরাক্রমী রামচন্দ্র সেই মহারণ্যে ভয়ঙ্কর বলশালী রাক্ষস বিরাধকে হত্যা করে, অতঃপর সীতাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা প্রদানান্তে উদ্দীপ্ত তেজস্বী ভাই লক্ষ্মণকে বললেন — 'এই বন অত্যন্ত দুর্গম এবং কষ্টদায়ক ; আমরাও এই বনের কিছুই জানি না (এবং এইরকম বন আগে দেখিও নি)। চলো, আমরা শীঘ্র তপস্বিশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ মুনির কাছে (তাঁর আশ্রমে) যাই।' এই বলে (সীতা ও লক্ষ্মণসহ) রঘুনন্দন রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে চলে গেলেন।

তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্॥ ৪

দেবতুল্য প্রভাবশালী এবং তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ সেই (মহর্ষি) শরভঙ্গের নিকটে (রাম) এক অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন।

বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্যবৈশ্বানরপ্রভম্।
রথপ্রবরমারূঢ়মাকাশে বিবুধানুগম্॥ ৫
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্।
সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্॥ ৬

রামচন্দ্র দেখলেন—আকাশে অবস্থিত এবং পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করছে না এমন দিব্য রথে দেবরাজ ইন্দ্র আরূঢ় রয়েছেন। তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্য ও অগ্নির তেজঃ। তাঁর অঙ্গে উজ্জ্বল অলঙ্কার এবং পরিধানে অমলিন নির্মল বস্ত্র। আর, দেবতারা তাঁকে অনুসরণ করছেন।

তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
হরিতৈর্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্॥ ৭
দদর্শাদূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্।

রামচন্দ্র নিকটেই দেখতে পেলেন, ইন্দ্রেরই সদৃশ অনেক মহাত্মাই তাঁরই (ইন্দ্রেরই) বন্দনা করছেন, আর আকাশে অবস্থিত আছে শ্যামবর্ণের অশ্বযুক্ত নবোদিত সূর্যসদৃশ তাঁর রথ।

পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্॥ ৮
অপশ্যদ্ বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্।

(রামচন্দ্র আরও) দেখলেন, (ইন্দ্রের মাথার উপরে শোভা পাচ্ছে) শুভ্র ঘন মেঘপুঞ্জের মতো, চন্দ্রবলয়সদৃশ বিচিত্র পুষ্পমালাশোভিত নির্মল ছত্র।

চামরব্যজনে চাগ্র্যে রুক্মদণ্ডে মহাধনে॥ ৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্ধনি।

(রামচন্দ্র আরও দেখলেন) দুজন সুন্দরী নারী স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত বহুমূল্য চামর ও ব্যজন (পাখা) (ইন্দ্রের) মাথার উপরে দোলাচ্ছেন।

গন্ধর্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভিরগ্র্যাভিরৈড়য়ন্।
সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেন বাসবে॥ ১১
দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্॥ ১২

শরভঙ্গ মুনির সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র আলাপ করছিলেন ; আর গন্ধর্বগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ উত্তম বাক্যে আকাশস্থ সেই দেবরাজের স্তব করছিলেন। রাম সেখানে ঐরূপে শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের দৃষ্টি সেই অদ্ভুত রথের প্রতি আকৃষ্ট করে তাঁর (লক্ষ্মণের) উদ্দেশ্যে বললেন— (ক্রতু অর্থ যজ্ঞ। তাই শতক্রতু অর্থ একশত যজ্ঞকারী। একশত যজ্ঞ করে দেবরাজের আসন অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্র কারও নাম নয়। ইন্দ্রত্ব হচ্ছে দেবরাজের পদ। তাই ইন্দ্র বলতে দেবরাজকেই বুঝায়)।

অর্চিষ্মন্তং শ্রিয়া জুষ্টমদ্ভুতং পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্॥ ১৩

'লক্ষ্মণ ! অদ্ভুত সুন্দর রথটা দেখ, যেটা দীপ্তিমান সূর্যের মতো আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্॥ ১৪

'পুরাকালে বহু যুদ্ধে আহূত ইন্দ্রের যে অশ্বগুলির সম্বন্ধে আমরা শুনেছি (জানি), নিশ্চয়ই আকাশে অবস্থিত এই সেই স্বর্গীয় অশ্বসকল।

(পুরুহূতস্য — পুরু অর্থ অনেক। হূত অর্থ যাকে আহ্বান করা হয়েছে। অতএব, পুরুহূত অর্থ — যিনি অনেকবার যজ্ঞে আহূত হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অনেক যুদ্ধে আহূত হয়ে দৈত্য নিধন করায় তাঁর নাম পুরুহূত এবং বহু যজ্ঞে আহূত হয়ে যজ্ঞাধিপতি হওয়ায় তাঁর আর এক নাম শতক্রতু। হরি পদের অনেক অর্থ ; যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র (দেবরাজ), বায়ু, যম, অগ্নি, কিরণ। আবার, পশু, সিংহ, অশ্ব, বানর, সর্প, ভেক (ব্যাঙ) হংস, কোকিল, ময়ূর। আলোচ্য শ্লোকে ইন্দ্রের অশ্ব অর্থে হরি— হরয়ঃ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।
শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ॥ ১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ।
শোণাংশুবসনাঃ সর্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ॥ ১৬
উরোদেশেষু সর্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ।
রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্॥ ১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা।
যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ॥ ১৮

'হে নরশার্দূল সুমিত্রানন্দন ! কুণ্ডলধারী, খড়্গহস্ত, বিশাল বক্ষোবিশিষ্ট এবং অর্গল (হুড়কা) সদৃশ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহুবিশিষ্ট এই যে শত শত যুবা পুরুষ রক্তবর্ণবসন পরিহিত হয়ে সম্মুখভাগে অবস্থান করছেন, এঁরা সকলেই ব্যাঘ্রসদৃশ দুর্ধর্ষ। এঁদের সকলের বক্ষঃস্থলে অনলসদৃশ উজ্জ্বল হার শোভা পাচ্ছে। এই পুরুষসিংহগণ সকলেই পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় রূপবান ও প্রিয়দর্শন ; কারণ, দেবতাদের বয়স সবসময় একই রকম থাকে (বলে শোনা যায়)।

ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে॥ ১৯

'লক্ষ্মণ ! তুমি বিদেহতনয়া সীতার সঙ্গে মুহূর্তকাল (কিছু সময়) এখানেই অবস্থান (অপেক্ষা) করো। ততক্ষণে আমি, রথে (অবস্থিত) এই দীপ্তিমান পুরুষ কে, তা আমি স্পষ্টত জেনে আসি।'

তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্থীয়তামিতি।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি॥ ২০

কাকুৎস্থ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে 'এখানেই অবস্থান করো', এই কথা বলে শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন।

ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ।
শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ॥ ২১

তখন শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র রামকে (তাঁর দিকে) আসতে দেখে, শরভঙ্গের অনুমতি অনুসারে তাঁকে বিদায় জানিয়ে দেবতাদের বললেন—

ইহোপযাত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে।
নিষ্ঠাং নয়ত তাবৎ তু ততো মাং দ্রষ্টুমর্হতি॥ ২২

'রামচন্দ্র এইদিকে আসছেন। যাতে (তিনি) আমার সঙ্গে কথা বলতে না পারেন, সেইজন্য (হে দেবগণ, আপনারা) আমাকে (অন্যত্র) নিয়ে চলুন ; তাহলে তিনি (আমাকে আর) দেখতে সমর্থ হবেন না।

(রাবণবধরূপ কার্যসাধনের জন্য শ্রীরামের আবির্ভাব। রাবণবধের পরে ইন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎ হবে বলে এখানে ইঙ্গিত দিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী ২৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্।
কর্ম হ্যনেন কর্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্॥ ২৩

'অন্যের পক্ষে অতীব দুষ্কর (রাবণবধ রূপ) মহৎ কর্ম এঁকেই (রামকেই সম্পন্ন) করতে হবে। বিজয়ী ও কৃতার্থ হওয়ার পরে আমি অচিরেই তাঁকে দর্শন করব।'

অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।
রথেন হয়যুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ॥ ২৪

অনন্তর শত্রুদমনকারী বজ্রপাণি (ইন্দ্র) সেই তপস্বী (শরভঙ্গ)কে সম্মান এবং বিদায় জানিয়ে অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ॥ ২৫

সহস্রলোচন ইন্দ্র (স্বর্গে) চলে গেলে সপরিজন (সীতা ও লক্ষ্মণসহ) রঘুনন্দন রাম, অগ্নিহোত্র যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট ঋষি শরভঙ্গের নিকট এলেন।

তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ॥ ২৬

রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ তাঁর (ঋষি শরভঙ্গের) চরণ বন্দনা করলেন ; (পরে ঋষি কর্তৃক) বাসস্থানের ব্যবস্থা ও নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর (ঋষির) অনুমতিক্রমে উপবেশন করলেন।

ততঃ শক্রোপযানং তু পর্যপৃচ্ছত রাঘবঃ।
শরভঙ্গশ্চ তৎ সর্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ২৭

তখন রঘুনন্দন রাম ঋষি শরভঙ্গের কাছে ইন্দ্রের আগমন বিষয়ে (আগমনের কারণ) জিজ্ঞাসা করলেন ; শরভঙ্গও রামকে সবকিছু জানালেন—

মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি।
জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ॥ ২৮

'রাম ! বরদাতা ইন্দ্র আমাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে চাইছেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে যারা বশীভূত করতে পারেনি তাদের পক্ষে দুর্লভ (অজেয়) ব্রহ্মলোক আমি তপস্যার দ্বারা (ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা) লাভ করেছি।

অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্তমানমদূরতঃ।
ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্॥ ২৯

'হে পুরুষব্যাঘ্র ! (আশ্রমের) নিকটে তুমি এসেছ, (এই বিষয়) জানতে পেরে, (তোমার মতো) প্রিয় অতিথিকে না দেখে আমি ব্রহ্মলোকে যাব না।

ত্বয়াহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্মিকেণ মহাত্মনা।
সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবং চাবরং পরম্॥ ৩০

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাদৃশ (তোমার মতো) মহাত্মা ধার্মিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে (তারপর) আমি স্বর্গের ঊর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে (ব্রহ্মলোকে বা স্বর্গলোকে) যাব।

অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।
ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্॥ ৩১

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! (তপস্যার প্রভাবে) আমি যে সকল অক্ষয় ব্রহ্মলোক ও স্বর্গলোক জয় করেছি, আমার সেই (মঙ্গলময়) লোকসমূহ আপনি গ্রহণ করুন।'

এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঋষিণা শরভঙ্গেন রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩২

ঋষি শরভঙ্গ এই কথা বললে, সর্বশাস্ত্রবিশারদ পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম বললেন—

অহমেবাহরিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে॥ ৩৩

'হে মহর্ষে ! আমি-ই (নিজ ক্ষমতায়, আপনার জিত) সকল লোক সংগ্রহ করব (জয় করব)। (কিন্তু এখন), আমি এই কাননে (আপনার দ্বারা) নির্দিষ্ট বাসস্থানটি চাই।'

রামেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ।
শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ॥ ৩৪

ইন্দ্রতুল্য বলশালী রামচন্দ্র এই কথা বললে, মহাজ্ঞানী শরভঙ্গ আবার বললেন—

ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্মিকঃ।
বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি॥ ৩৫

'রাম ! এই অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে মহাতেজস্বী, সংযমী ও ধার্মিক এক ঋষি বাস করেন ; তিনিই আপনার মঙ্গল বিধান করবেন (বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দেবেন)।

সুতীক্ষ্ণমভিগচ্ছ ত্বং শুচৌ দেশে তপস্বিনম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে স তে বাসং বিধাস্যতি॥ ৩৬

'আপনি এই পবিত্র স্থানে (তপোবনে) তপস্বী সুতীক্ষ্ণ ঋষির কাছে যান। তিনি-ই এই মনোরম বনপ্রদেশে আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন।

ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি॥ ৩৭

'রাম ! (আপনি) পুষ্পশোভিত ভেলায় (চড়ে) তরণযোগ্য (উত্তরণযোগ্য) এই মন্দাকিনী নদীর স্রোতের বিপরীত পথে (নদীর কিনার বা কূল ধরে) চলে যান। অতঃপর সেখানে (সুতীক্ষ্ণাশ্রমে) পৌঁছে যাবেন।

এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্তং পশ্য তাত মাম্।
যাবজ্জহামি গাত্রাণি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ॥ ৩৮

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! (সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে যাওয়ার) এটাই পথ। পরন্তু, হে তাত ! মুহূর্তকালের জন্য আমায় দেখুন ; সর্পের জীর্ণ চর্ম (খোলস) ত্যাগের মতো আমি আমার এই (জীর্ণ) শরীর ত্যাগ করব।'

ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্॥ ৩৯

তখন সেই মহাতেজস্বী (ঋষি) শরভঙ্গ বিধিবৎ অগ্নি সংস্থাপন করে এবং (তাতে) ঘৃতাহুতি দিয়ে সেই অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ।
জীর্ণাং ত্বচং তদস্থীনি যচ্চ মাংসং চ শোণিতম্॥ ৪০

তখন অগ্নি সেই মহাত্মা শরভঙ্গের রোম, কেশ, জীর্ণ চর্ম, অস্থিগুলি এবং মাংস ও শোণিত সব দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে দিল।

স চ পাবকসংকাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
উত্থায়াগ্নিচয়াৎ তস্মাচ্ছরভঙ্গো ব্যরোচত॥ ৪১

তখন ঋষি শরভঙ্গ সেই অগ্নিপুঞ্জ থেকে উত্থিত হয়ে অনলসদৃশ সমুজ্জ্বল এক কুমারের রূপ ধারণ করলেন।

স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
দেবানাং চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত॥ ৪২

ঋষি শরভঙ্গ আহিতাগ্নিদের (অগ্নিহোত্রী ঋষিদের), মহাত্মা ঋষিদের এবং দেবতাদের লোকসমূহ অতিক্রম করে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হলেন।

স পুণ্যকর্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ
পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং
ননন্দ সুস্বাগতমিত্যুবাচ হ॥ ৪৩

ইহলোকে পুণ্যকর্মা সেই দ্বিজোত্তম (ঋষি শরভঙ্গ) সপার্ষদ পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন ; পিতামহও সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখে সানন্দে তাঁকে শুভাগমন জানালেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

———○———

ষষ্ঠ সর্গ (৬)

রাক্ষসদের পীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থী মুনিদের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁদের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্॥ ১

ঋষি শরভঙ্গ স্বর্গগত হলে, মুনিগণ পৃথক পৃথক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, তেজোদীপ্ত কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের কাছে চলে গেলেন (রামচন্দ্রকে অনুসরণ করলেন)।

বৈখানসা বালখিল্যাঃ সম্প্রক্ষালা মরীচিপাঃ।
অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ॥ ২
দন্তোলূখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে।
গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ॥ ৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ॥ ৪
তথোর্ধ্ববাসিনো দান্তাস্তথাऽऽর্দ্রপটবাসসঃ।
সজপাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ॥ ৫
সর্বে ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ।
শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ॥ ৬

ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন এবং যোগসাধনায় সমাহিতচিত্ত—বৈখানস নামক ঋষিগণ, বালখিল্য, সম্প্রক্ষাল, চন্দ্র-সূর্যের কিরণসেবী (ঋষিগণ), অশ্মকুট্ট নামক ঋষিগণ, শুষ্ক পত্রাহারী, দন্তোলূখলী, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা অশয্য (নিদ্রাহীন) এবং অনবকাশিক (ঋষিগণ), কেবল জলপায়ী, বায়ুভক্ষণকারী, আকাশনিলয় (ঋষিগণ), তদ্রূপ স্থণ্ডিলশায়ী, পর্বতবাসী, ইন্দ্রিয়দমনকারী ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধায়ী, নিরন্তর জপশীল, তপোনিষ্ঠ এবং পঞ্চতপাঃ তপস্বিগণ, সকলেই শরভঙ্গাশ্রমে শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হলেন।

অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামং ধর্মভৃতাং বরম্।
ঊচুঃ পরমধর্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ॥ ৭

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পরম ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে সমাগত ধর্মজ্ঞ ঋষিসঙ্ঘ (ঋষিগণ) বললেন—

ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ।
প্রধানশ্চাপি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব॥ ৮

'দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর আপনি এই ইক্ষ্বাকুবংশের এমন কি এই পৃথিবীরও প্রধানপুরুষ ও আশ্রয়স্থল।

বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ।
পিতৃব্রতত্বং সত্যং চ ত্বয়ি ধর্মশ্চ পুষ্কলঃ॥ ৯

'যশ এবং শৌর্যে আপনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত। আপনাতে পিতৃব্রত (পিতৃসত্যরক্ষারূপ ব্রত), সত্য এবং ধর্মের প্রাচুর্য বিদ্যমান।

ত্বামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলম্।
অর্থিত্বান্নাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি॥ ১০

'হে প্রভু ! আপনি মহাত্মা, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মের রক্ষক ; (এই রকম) আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে (আমরা) কিছু বলব, আমাদের (এই স্বার্থপরতা) ক্ষমা করবেন।

অধর্মঃ সুমহান্ নাথ ভবেৎ তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্ বলিষড্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ॥ ১১

'প্রভো ! যে রাজা প্রজাদের উপার্জনের ষষ্ঠভাগ (ছয় ভাগের একভাগ) (কররূপে) গ্রহণ করেন, অথচ তাদের পুত্রের মতো রক্ষা করেন না, সেই রাজার অত্যন্ত অধর্ম হয়।

যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ॥ ১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্তিং স বহুবার্ষিকীম্।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে॥ ১৩

রাম ! যে রাজা রাজ্যবাসী সকল প্রজাকে নিজের প্রাণের মতো, এমনকি, নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের মতো মনে করে সর্বদা তাদের সঙ্গে মিলিত থেকে তাদের রক্ষা করেন, তিনি বহুবর্ষব্যাপী শাশ্বতী কীর্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে মহাসম্মানে ভূষিত হন।

যৎ করোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ॥ ১৪

'ফলমূলাহারী মুনি যে পরম (শ্রেষ্ঠ) ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, ধর্মানুসারে প্রজাপালক রাজা তার এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন।

সোঽয়ং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্।
ত্বন্নাথোঽনাথবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্॥ ১৫

'এই অরণ্যে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণসহ বানপ্রস্থী আছেন। হে রাম ! আপনি প্রভু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা রাক্ষসগণ কর্তৃক অনাথের মতো নিহত হচ্ছেন।

এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে॥ ১৬

'আসুন, বনে ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্তৃক বারংবার অনেক প্রকারে নিহত বহু পবিত্রাত্মা মুনির শবদেহ দর্শন করুন।

পম্পানদীনিবাসানামনুমন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাং চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ॥ ১৭

'পম্পা সরোবর ও তৎসমীপবর্তী নদীতীরের অধিবাসীদের প্রতি এবং মন্দাকিনী নদীতীরবর্তী স্থানে ও চিত্রকূটে বসবাসকারী মুনিদের প্রতি অত্যন্ত পীড়ন করা হচ্ছে।

এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্।
ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্মভিঃ॥ ১৮

'অরণ্যে তপস্বীদের প্রতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের এইরকম ভয়ানক উপদ্রব আমরা সহ্য করতে পারছি না।

ততস্ত্বাং শরণার্থং চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ।
পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্ নিশাচরৈঃ॥ ১৯

'অতএব, রাম ! আপনিই শরণীয় (শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতা), আমরা আপনার শরণাগত ! রাক্ষসেরা আমাদের হত্যা করতে উদ্যত ; আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

পরা ত্বত্তো গতির্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ॥ ২০

'পৃথিবীতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিরাপদ আশ্রয় আর নেই (পাওয়া যাবে না)। অতএব, হে বীর রাজকুমার ! (আপনি) আমাদের সকলকে রাক্ষসদের থেকে রক্ষা করুন।'

এতাচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্।
ইদং প্রোবাচ ধর্মাত্মা সর্বানেব তপস্বিনঃ॥ ২১

তপস্যারত তাপসদের কথা শুনে কাকুৎস্থকুলভূষণ ধর্মাত্মা রামচন্দ্র তপস্বীদের বললেন—

নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্।
কেবলেন স্বকার্যেণ প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া॥ ২২

'(হে তাপসগণ !) আমাকে এইভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না (আমাকে এইভাবে বলা আপনাদের সাজে না)। আমি তপস্বীদের আজ্ঞাবহ ; কেবল স্বকার্য সাধনের জন্যই আমাকে বনে প্রবেশ করতে হবে।

বিপ্রকারমপাক্রষ্টুং রাক্ষসৈর্ভবতামিমম্।
পিতুস্তু নির্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্॥ ২৩

'রাক্ষসগণ কর্তৃক আপনাদের উপর এই উপদ্রব দূর করার জন্যই পিতার আজ্ঞাবহ হয়ে (পিতার আদেশে) আমি এই বনে প্রবেশ করেছি।

ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া।
তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ॥ ২৪

'আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই দৈবক্রমে আমি এখানে (এই বনে) এসেছি। আমার এই বনবাস মহাফলপ্রদ হবে।

তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্।
পশ্যন্তু বীর্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ॥ ২৫

'তপস্বীদের শত্রু রাক্ষসদের (আমি) যুদ্ধে হত্যা করতে চাই। তপোধন ঋষিগণ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ আমার বীরত্ব দর্শন করুন।'

দত্ত্বা বরং চাপি তপোধনানাং
ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন।
তপোধনৈশ্চাপি মহার্যদত্তঃ
সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ॥ ২৬

পরমধার্মিক দানীশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তপঃশ্রেষ্ঠ ঋষিদের (এই ভাবে) বর (আশ্বাস) দান করে লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তপস্বীদের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ (৭)

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক সৎকৃত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন এবং ঐ আশ্রমেই রাত্রিযাপন

রামস্তু সহিতো ভ্রাতা সীতয়া চ পরন্তপঃ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ॥ ১

শত্রুসন্তাপক রামচন্দ্র (স্ত্রী) সীতা, ভাই (লক্ষ্মণ) এবং ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে সুতীক্ষ্ণমুনির পবিত্র আশ্রমে গেলেন।

স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্॥ ২

তিনি (রামচন্দ্র) দীর্ঘ পথ অতিক্রম, প্রভূত জলপূর্ণ নদীসকল উত্তীর্ণ (পার) হয়ে, মহামেরু পর্বতের ন্যায় উন্নত একটি পবিত্র পর্বত দেখতে পেলেন।

ততস্তমিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ॥ ৩

অতঃপর ইক্ষ্বাকুকুল শিরোমণি রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) সীতার সঙ্গে নানাবিধ বৃক্ষসমাকুল সেই বনে প্রবেশ করলেন।

প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্॥ ৪

গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে রাম অরণ্যের একপ্রান্তে বহু পুষ্প-ফল-বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং (কৌপীনের) ছিন্নবস্ত্রাবলী দ্বারা সুশোভিত একটি আশ্রম দেখতে পেলেন।

তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবৎ তপোধনমভাষত॥ ৫

সেখানে (সেই আশ্রমে) পদ্মমালা সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ নামক তপোধনকে সমাসীন দেখে রাম তাঁকে বিধি অনুসারে বললেন—

রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ।
তন্মাভিবদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম॥ ৬

'ভগবন্ ! আমি রাম, আপনাকে দেখতে এসেছি। অতএব, হে সত্যবিক্রম ধর্মজ্ঞ মহর্ষে ! আমাকে আশীর্বাদ করে কিছু বলুন।'

স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্মভৃতাং বরম্।
সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭

তখন ধীরচিত্ত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ ধার্মিকপ্রবর রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করে বললেন—

স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর।
আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াঽঽক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্॥ ৮

'শ্রেষ্ঠ সত্যাশ্রয়িন হে রঘুকুলতিলক রাম ! তোমায় স্বাগত। তোমার পদার্পণে এই আশ্রম সম্প্রতি প্রভুযুক্ত হল (রক্ষাকর্তা পেল)।

প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ।
দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে॥ ৯

'মহাযশস্বিন হে বীর ! তোমারই প্রতীক্ষায় (আমি) এই পৃথিবীতে (এখনও) আছি ; ইহলোক ত্যাগ করে দেবলোকে আরোহণ করিনি।

চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ॥ ১০

'হে কাকুৎস্থকুলভূষণ ! আমি শুনেছি, আপনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে চিত্রকূটে এসে আছেন। (শুনুন), শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন।

উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেবঃ সুরেশ্বরঃ।
সর্বাংল্লোকাঞ্জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্মণা॥ ১১

'মহান দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র আমার কাছে এসে বললেন, ''আমি (সুতীক্ষ্ণ ঋষি) আমার পুণ্যকর্ম দ্বারা সকল (শুভ)-লোক জয় করেছি।

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।
মৎপ্রসাদাৎ সভার্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ॥ ১২

''আমার তপস্যা দ্বারা জিত ও দেবর্ষিগণসেবিত সেই লোকসমূহে আপনি আমার প্রসন্নতার জন্য পত্নী (সীতা) এবং (ভ্রাতা) লক্ষ্মণের সঙ্গে বিহার করুন।''

তমুগ্রতপসং দীপ্তং মহর্ষিং সত্যবাদিনম্।
প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥ ১৩

ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে সেইরকম, উগ্র তপস্বী তপসোজ্জ্বল সত্যসন্ধ মহর্ষিকে আত্মনিষ্ঠ (মনস্বী) রাম প্রত্যুত্তরে বললেন—

অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।

আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে॥ ১৪

'হে মহর্ষে! আমি নিজেই (আপনার তপস্যার্জিত) দেবলোকসকল অর্জন করতে পারব। কিন্তু, আমি এখন এই অরণ্যে একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান চাইছি।

ভবান্ সর্বত্র কুশলঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
আখ্যাতঃ শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা॥ ১৫

'গৌতম গোত্রীয় মহাত্মা শরভঙ্গ (আমাকে) বলেছেন, আপনি (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) সকল বিষয়ে জ্ঞানী এবং সকল প্রাণীর কল্যাণব্রতী।'

এবমুক্তস্তু রামেণ মহর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ॥ ১৬

রামচন্দ্র এই কথা বললে, জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি (সুতীক্ষ্ণ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মধুর বাক্যে বললেন—

অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি।
ঋষিসংঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ॥ ১৭

'রাম! এই আশ্রম ফলমূলে পরিপূর্ণ এবং ঋষিগণ সর্বদা এখানে যাতায়াত করেন। বহুগুণযুক্ত এই আশ্রমে আপনি সানন্দে অবস্থান ও বিচরণ করুন।

ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসংঘা মহীয়সঃ।
অহত্বা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাকুতোভয়াঃ॥ ১৮

'হরিণেরা দলে দলে এই আশ্রমে এসে, কাউকে আঘাত না করে নির্ভয়ে বিচরণ করে এবং (নিজেদের রূপ ও সুললিত গতি দ্বারা) অপরকে প্রলুব্ধ (ও আনন্দ দান) করে (আবার) ফিরে যায় (অন্যত্র চলে যায়)।

নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ১৯
উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ।

'এখানে (এই আশ্রমারণ্যে) হরিণদের উপদ্রব ব্যতীত অন্য কোনও দোষ (উপদ্রবের ভয়) নেই—এটাই নিশ্চিত জেনে রাখুন।' মহর্ষির এই কথা শুনে লক্ষ্মণাগ্রজ ধীর রামচন্দ্র ধনুর্বাণ নতভাবে (নামিয়ে) গ্রহণ করে বললেন—

তানহং সুমহাভাগ মৃগসংঘান্ সমাগতান্॥ ২০
হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণানতপর্বণা।
ভবাংস্তত্রাভিষজ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ॥ ২১

'হে সুমহান! সমাগত সেই হরিণের দলগুলিকে যদি আমি নিম্নমুখী পর্বযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণ দ্বারা হত্যা করি, তাহলে আপনার অপমান হবে; তদপেক্ষা অধিক কষ্টের বিষয় আর কী হবে? (আশ্রমের হরিণেরা উপদ্রব করলেও তারা নিরীহ এবং ঋষিদের করুণার পাত্র, সুতরাং তাদের হত্যা করলে ঋষিরা ব্যথিত ও অপমানিত হন।)

এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরন্তু ন সমর্থয়ে।
তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ॥ ২২

'এইরকম আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস (করা) সমর্থন করি না।' রাম তাঁকে (সেই ঋষিকে) এই কথা বলে (এবং) কথায় বিরতি টেনে সন্ধ্যা (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা) করতে চলে গেলেন।

অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ২৩

সায়ংসন্ধ্যা অনুষ্ঠান করে (রামচন্দ্র) সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ ঋষির সেই রমণীয় আশ্রমে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসংস্কৃত্য দদৌ মহাত্মা
সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য॥ ২৪

অতঃপর সন্ধ্যা সমাপনান্তে রাত্রি সমাগত দেখে মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং সেই পুরুষপ্রধান (রাম-লক্ষ্মণ) ভ্রাতৃদ্বয়কে তপস্বীদের সেব্য পবিত্র অন্ন সমাদরের সঙ্গে দান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম সর্গ (৮)

প্রভাতে ঋষি সুতীক্ষ্ণের নিকট বিদায় নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অন্যত্র প্রস্থান

রামস্তু সহসৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেনাভিপূজিতঃ।
পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত॥ ১

ঋষি সুতীক্ষ্ণ কর্তৃক সংবর্ধিত হয়ে রাম সেই আশ্রমে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সহ রাত্রি যাপন করে (পরদিন) প্রভাতে জাগরিত হলেন (জেগে উঠলেন)।

উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া।
উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা॥ ২
অথ তেঽগ্নিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রামলক্ষ্মণৌ।
কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ্য তপস্বিশরণে বনে॥ ৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ।
সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্॥ ৪

(পরদিন প্রভাতে) সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র যথাসময়ে নিদ্রোত্থিত হয়ে পদ্মগন্ধি সুশীতল জলে স্নানাদি সমাপন করলেন। অতঃপর নিষ্পাপ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অগ্নিদেব ও অন্যান্য দেবগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি প্রাতঃকালীন পূজার্চনা করলেন। পরে তপস্বীদের আশ্রয়স্থল সেই অরণ্যে উদীয়মান সূর্যকে দেখে তাঁরা সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে গিয়ে মধুর বচনে বললেন—

সুখোষিতাঃ স্ম ভগবংস্ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ।
আপৃচ্ছামঃ প্রয়াস্যামো মুনয়স্ত্বরয়ন্তি নঃ॥ ৫

'ভগবন্! আপনি পূজনীয়, (কিন্তু) আমরা (আপনার কাছে) সম্মানিত হয়ে সুখেই (রাত্রিতে) বাস করলাম। এখন আমরা চলে যাব ; তাই (আপনার) অনুমতি প্রার্থনা করছি ; (কারণ) মুনিরা (শীঘ্র যাওয়ার জন্য) চাপ (তাড়া) দিচ্ছেন।

ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্॥ ৬

'দণ্ডকারণ্যবাসী পূতচরিত্র ঋষিদের আশ্রমগুলি সব দর্শন করার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করছি।

অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
ধর্মনিত্যৈস্তপোদান্তৈর্বিশিখৈরিব পাবকৈঃ॥ ৭

'নিত্য ধর্মপরায়ণ, তপস্যা দ্বারা সংযতেন্দ্রিয় এবং জ্বালাহীন অগ্নিতুল্য এই মুনিশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য (আপনার) অনুমতি প্রার্থনা করছি।

অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্যো নাতিবিরাজতে।
অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জিতঃ॥ ৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ।
ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ॥ ৯

'অসৎপথে আগত সম্পদ লাভ করে মানুষ যেমন উদ্ধত হয় (এবং তার ঔদ্ধত্য যেমন অসহ্য, তদ্রূপ) অসহ্য তাপময় সূর্য অতিপ্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আমরা চলে যেতে চাই।' এই কথা বলে লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রঘুনন্দন রাম মুনির চরণদ্বয় বন্দনা করলেন।

তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
গাঢমাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

তাঁরা দুজন (রাম-লক্ষ্মণ) মুনির চরণদ্বয় স্পর্শ করলে, তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ (সুতীক্ষ্ণ) গাঢ় আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন—

অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ।
সীতয়া চানয়া সার্ধং ছায়য়েবানুবৃত্তয়া॥ ১১

'রাম ! ছায়ার মতো (তোমার) অনুগামিনী সীতা এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি নির্বিঘ্নে পথে গমন করো।

পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
এষাং তপস্বিনাং বীর তপসা ভাবিতাত্মনাম্॥ ১২

'হে বীর ! তপস্যায় পবিত্রাত্মা দণ্ডকারণ্যবাসী এই তপস্বীদের রমণীয় ও পবিত্র আশ্রমগুলি দর্শন করো।

সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ।
প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ॥ ১৩
ফুল্লপঙ্কজখণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কারণ্ডবিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ॥ ১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ।
রমণীয়ান্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ॥ ১৫

'(রাম ! পরিভ্রমণকালে তুমি) দেখতে পাবে, সুপ্রচুর ফলমূল এবং পুষ্পসমাকুল (কুসুমিত) বনসমূহ, সুন্দর সুন্দর হরিণের দল এবং শান্ত বিহগকুল ; (দেখবে) প্রস্ফুটিত পদ্মপরিপূর্ণ ও জলচর কারণ্ডব (হংস বিশেষ), সমাকুল স্বচ্ছসলিল তড়াগ ও সরোবরসমূহ, (আরও দেখবে) রমণীয়-দর্শন পার্বত্য প্রস্রবণ এবং ময়ূরের কেকাধ্বনি-ধ্বনিত রমণীয় অরণ্যসমূহ।

গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

আগন্তব্যং চ তে দৃষ্টা পুনরেবাশ্রমং প্রতি॥ ১৬

বৎস সৌমিত্রি ! যাও। (রাম !) তুমিও যাও। আশ্রম-সমূহ দর্শন করে (সপত্নীক এবং সভ্রাতৃক) তোমাকে আবার এই আশ্রমে ফিরে আসতে হবে।'

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে॥ ১৭

মুনি (সুতীক্ষ্ণ) এই কথা বললে, লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র 'তাই হবে', বলে এবং মুনিকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন।

ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা।
দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ॥ ১৮

তখন আয়তলোচনা সীতা (রাম-লক্ষ্মণ) ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে শুভকরী দুটি ধনু ও দুটি তূণ এবং দুটি উজ্জ্বল ধারালো খড়্গ দিলেন।

আবধ্য চ শুভে তূণী চাপে চাদায় সস্বনে।
নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৯

শুভকরী তূণীর দুটি (পিঠে) বেঁধে এবং টঙ্কারধ্বনি যুক্ত ধনু দুটি (হাতে) নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে যাওয়ার জন্য আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত (বাহির হলেন)।

শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা।
প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ॥ ২০

মহর্ষির অনুমতি নিয়ে রূপবান রাঘবভ্রাতৃদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ) ধনু ও অসি ধারণ করে এবং সীতাকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র প্রস্থান করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

———o———

নবম সর্গ (৯)

নিরপরাধ প্রাণিহত্যা থেকে নিবৃত্তি এবং অহিংস ধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্।
হৃদ্যয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১

ঋষি সুতীক্ষ্ণের অনুমতিক্রমে (দণ্ডকারণ্যের দিকে) প্রস্থিত স্বামী রঘুনন্দনকে (সীতা) মনোহর মধুর বাক্যে বললেন—

অধর্মং তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।
নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ॥ ২

'সূক্ষ্মবিচারে মহান ব্যক্তিও অধর্মপ্রাপ্ত হন। এই জগতে কামজ ব্যসন থেকে নিবৃত্ত হলেই ধর্মরক্ষা সম্ভব।

ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যত্র কামজানি ভবন্ত্যত।
মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদ্ গুরুতরাবুভৌ॥ ৩
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরং চ রৌদ্রতা।
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব॥ ৪

'এই জগতে কামজ ব্যসন তিনপ্রকার। প্রধান (কামজ ব্যসন) হচ্ছে মিথ্যাকথন। তদপেক্ষা গুরুতর ব্যসন হচ্ছে পরস্ত্রীগমন এবং শত্রুতা ব্যতীতই ক্রূর ব্যবহার। হে রঘুনন্দন ! আপনি মিথ্যা কথা (কখনও) বলেননি, আর বলবেনও না।

কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূৎ তে কদাচন॥ ৫
মনসাপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ॥ ৬
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ।
ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যং চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৭

'হে নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার রাম ! পরস্ত্রীর প্রতি কামনা আপনার কী করে হবে ? পরের ধর্মনাশের অভিলাষই আপনার নেই, আর কখনও ছিলও না। এইরূপ কুচিন্তা আপনার নেই। আপনি নিজ ধর্মপত্নীতেই অনুরক্ত। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সত্যপরায়ণ আপনি পিতার নির্দেশপালক। ধর্ম এবং সত্য আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত।

তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোঢুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বং চ জানামি শুভদর্শন॥ ৮

'হে বীরশ্রেষ্ঠ ! জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা সব কিছুই (ধর্ম ও সত্য) বহন করতে (ধারণ করতে) সমর্থ। হে শুভদর্শিনি ! আপনার জিতেন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে সব কিছুই আমি জানি (আপনি যে সর্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয় তা আমি জানি)।

তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্।
নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপস্থিতম্॥ ৯

'শত্রুতা-ব্যতীতই মোহবশত অপর প্রাণীর প্রতি হিংসারূপ তৃতীয় ভয়ঙ্কর দোষটি আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্॥ ১০

'হে বীর ! আপনি ঋষিদের রক্ষা করার জন্য দণ্ডকারণ্যবাসীদের কাছে যুদ্ধে রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

এতন্নিমিত্তং চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ॥ ১১

'এইজন্যই এই অরণ্য দণ্ডবন (দণ্ডকারণ্য) নামে খ্যাত, (আর) আপনি ভ্রাতার সঙ্গে ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানে চলেছেন।

ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
ত্বদ্‌বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্॥ ১২

'তাই আপনাকে এইরকমভাবে (রাক্ষসদের প্রতি শত্রুতা করার জন্য) প্রস্থান করতে দেখে আমার মন চিন্তাকুল হয়েছে। আপনার এই বৈরকর্মের কথা চিন্তা করে, কী প্রকারে সর্ববিধ কল্যাণ হবে, তাই ভেবে আমি ব্যাকুল হয়েছি।

নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম॥ ১৩

'হে বীর ! আপনার দণ্ডকারণ্যে যাওয়া আমার ভালো লাগছে না। তার কারণ বলছি ; আমার (মুখের) কথা শুনুন।

ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্যাঃ শরব্যয়ম্॥ ১৪

'আপনি ধনুর্বাণ হাতে ভ্রাতার সঙ্গে অরণ্যে (দণ্ডকারণ্যে) প্রবেশ করলেন ; বনচরদের দেখে হয়তো শরনিক্ষেপ করে ফেললেন।

ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্॥ ১৫

'অগ্নির নিকটে ইন্ধন (জ্বালানি কাঠ) থাকলে তার (অগ্নির) বল (শক্তি) এবং তেজ (প্রতাপ) যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের হাতে ধনুর্বাণ থাকলে তার (ক্ষত্রিয়ের) বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়।

পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ।
কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে॥ ১৬

'হে বীরশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে সানন্দে বিচরণরত পশুপক্ষী সমাকুল এক পবিত্র অরণ্যে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা জনৈক তপস্বী বাস করতেন।

তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্তুমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
খড়্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধৃক্॥ ১৭

'অনন্তর একদিন শচীপতি ইন্দ্র তাঁর (সেই তপস্বীর) তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টির জন্য (বাধা দেওয়ার জন্য) যোদ্ধার বেশে খড়্গ হাতে নিয়ে সেই আশ্রমে এলেন।

তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খড়্গ উত্তমঃ।
স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ॥ ১৮

'একদিন সেই তপস্বী যখন পবিত্র তপস্যায় মগ্ন, সেইসময় তিনি (শচীপতি ইন্দ্র) একটি গুপ্ত উত্তম খড়্গ সেই পবিত্র আশ্রমে গচ্ছিত রাখার বিধি অনুসারে দিয়ে গেলেন।

স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।
বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ॥ ১৯

'সেই তপস্বী শস্ত্রটি (খড়্গটি) পেয়ে নিজের বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য গচ্ছিত বস্তু রক্ষায় সতর্ক হয়ে সেই খড়্গটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই বনে বিচরণ করতেন।

যত্র গচ্ছত্যুপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।
ন বিনা যাতি তং খড়্গ ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ॥ ২০

'(সেই তপস্বী) ফলমূল আহরণের জন্য যেখানে যেখানে যেতেন ন্যাস-রক্ষায় (গচ্ছিত বিষয় রক্ষায়) তৎপর হয়ে সেই খড়্গটি ছাড়া (কোথাও) যেতেন না।

নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ।
চকার রৌদ্রীং স্বাং বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্॥ ২১

'সেই তপস্বিশ্রেষ্ঠ সর্বদা শস্ত্র বহন করতে করতে ক্রমশ তপস্যা ত্যাগ করে নিজ বুদ্ধিকে হিংস্র করে তুললেন। (শস্ত্রের সঙ্গপ্রভাবে তপস্বী ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠলেন)।

ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্মকর্ষিতঃ।
তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ॥ ২২

'শস্ত্রের সান্নিধ্যহেতু অধর্মাকৃষ্ট, উন্মত্ত ও হিংসাশ্রয়ী হওয়ায় সেই মুনি নরকে গমন করেন।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে॥ ২৩

'এইভাবে, শস্ত্রের সঙ্গে সংযোগহেতু পুরাকালে এইরকম অনর্থ ঘটে।

স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্যা গৃহীতধনুষা ত্বয়া॥ ২৪
বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে॥ ২৫

'আপনার প্রতি প্রীতি ও সম্মানবশত এই প্রাচীন কাহিনীটি স্মরণ করিয়ে দিলাম এবং শিক্ষার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি যে, ধনু গ্রহণ করেও শত্রুতা ব্যতীত দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের হত্যা করার চিন্তা কোনরকম-ভাবেই করবেন না। (কারণ) অপরাধ ব্যতীত কাউকে হত্যা করলে লোকেরা তাকে বীর বলে মনে করে না।

ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্॥ ২৬

'সংযতচিত্ত বীর ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য, ধনু ধারণ করে বনে বনে আর্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা।

ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মস্তু পূজ্যতাম্॥ ২৭

'কোথায় অস্ত্রশস্ত্র আর কোথায়ই বা তপোবন ! কোথায় ক্ষাত্রধর্ম আর কোথায়ই বা তপস্যা ! এগুলি সব বিরুদ্ধভাবযুক্ত। তাই আমাদের দেশধর্ম পালন করা উচিত। (বর্তমানে এই তপোবনই আমাদের বাসস্থান বা দেশ, অতএব এই তপোবনের শান্তিরক্ষাই আমাদের ধর্ম, তাই পালনীয়)।

কদর্থকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বয়োধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥ ২৮

'(সর্বদা) অস্ত্রের ব্যবহার করলে বুদ্ধি কুৎসিতভাবে পাপযুক্ত হয়। (আপনি) অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আবার ক্ষত্রিয়ধর্মের আচরণ করবেন।

অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ॥ ২৯

'আপনি রাজ্য ত্যাগ করেছেন ; এখন যদি আপনি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহলে আমার শ্বশ্রূমাতা (শাশুড়ি) এবং শ্বশুরপিতা (শ্বশুর) নিরতিশয় প্রসন্নতা লাভ করবেন।

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ॥ ৩০

'ধর্মের দ্বারাই (সুখপ্রদ) অর্থ বা ধনসম্পদ লাভ করা যায়। ধর্মের দ্বারাই (মানুষ) সুখ লাভ করে। ধর্মের দ্বারাই (ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক) সব কিছুই লাভ করা যায়। এই জগতে ধর্মই (একমাত্র) সারবস্তু।

আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্॥ ৩১

'জ্ঞানিগণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুশীলন দ্বারা নিজেকে অনুশীলিত করে (কঠোর কর্ম করে) ধর্ম লাভ করে থাকেন, বিনা কষ্টে (চেষ্টায়) সুখ লাভ হয় না।

নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।
সর্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যমপি তত্ত্বতঃ॥ ৩২

'সৌম্য ! ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনি যথার্থত জানেন ; (অতএব) তপোবনে শুদ্ধচিত্তে নিত্য ধর্মাচরণ করুন।

স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে
ধর্মং চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ॥ ৩৩

'নারীসুলভ চপলতাবশত এই সকল (পূর্বোক্ত) কথাগুলি বললাম ; আপনাকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সামর্থ্য আমার কোথায় ? অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বিচার করে নিজের বুদ্ধিতে যা ভালো বলে মনে করেন তাই করুন ; বিলম্ব করবেন না।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

———o———

দশম সর্গ (১০)

ঋষিদের রক্ষার জন্য রাক্ষসবধে শ্রীরামের দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন

বাক্যমেতৎ তু বৈদেহ্যা ব্যাহৃতং ভর্তৃভক্তয়া।
শ্রুত্বা ধর্মে স্থিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জানকীম্॥ ১

পতিভক্তিপরায়ণা বিদেহরাজতনয়া সীতার এই (পূর্বোক্ত) কথা শুনে ধর্মে স্থিরবুদ্ধি রাম জানকী সীতাকে বললেন—

হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ।
কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্মজ্ঞে জনকাত্মজে॥ ২

'অয়ি ধর্মজ্ঞা দেবি জনকাত্মজা! (আমার) কুলধর্মের প্রতি প্রীতিবশত তুমি যে হিতকর কথা বললে, তা তোমার যোগ্যই বটে!

কিং নু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্যতে চাপো নার্তশব্দো ভবেদিতি॥ ৩

'দেবি! আমি আর কী বলব? তুমিই বললে, কোনও আর্তনাদ যাতে না হয় (কেউ যেন অপর কর্তৃক বিপন্ন হয়ে আর্তনাদ না করে), সেইজন্যই ক্ষত্রিয় ধনুর্বাণ ধারণ করবে।

তে চার্তা দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ॥ ৪

'অয়ি সীতে! দণ্ডকারণ্যবাসী ব্রতধারী (ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণকারী) মুনিগণ আর্ত হয়ে নিজেরাই এসে আমাকে শরণাগতবৎসল মনে করে আমার শরণাগত হয়েছেন।

বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূলফলাশনাঃ।
ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ॥ ৫
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ।

'অয়ি ভীরু (ভয়শীলে সীতে)! বহুকাল ধরে বনবাসী ফলমূলাহারী মুনিরা ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের জন্য সুখলাভ করতে পারছেন না; নরমাংসে জীবনধারণকারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা তাঁদের ভক্ষণ করছে।

তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ॥ ৬
অস্মানভ্যবপদ্যেতি মামূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ।

'দণ্ডকারণ্যবাসী দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণকে রাক্ষসেরা ভক্ষণ করতে থাকলে, তাঁরা আমাকে বললেন—"আমাদের অনুগ্রহ করুন।"

ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্॥ ৭
কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্।

'তাঁদের মুখের কথা (পূর্বশ্লোকোক্ত—অস্মান্ অভ্যবপদ্য—আমাদের অনুগ্রহ করুন) শুনে, আমি তাঁদের আদেশ পালন করে (পরবর্তী শ্লোকোক্ত) কথাগুলি বললাম।

প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হ্রীরেষা তু মমাতুলা॥ ৮
যদীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ।
কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ॥ ৯

'আমি ব্রাহ্মণদের বললাম—"যেহেতু আপনাদের মতো পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা আমার কাছে এসেছেন, এটি আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার (কারণ, আমারই আপনাদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল)। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন (আমাকে ক্ষমা করুন)। আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি, বলুন।"

সর্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা।
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ॥ ১০
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্ নস্তত্র রক্ষতু।

'তাঁরা (মুনিরা) সকলে মিলিত হয়ে বললেন—"রাম! দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসেরা ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করে আমাদের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করছে। আপনি তাদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেষু চানঘ॥ ১১
ধর্ষয়ন্তি সুদুর্ধর্ষা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।

"হে নিষ্পাপ রঘুনন্দন! অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হলে এবং বিশেষ উৎসবকালগুলিতে অপক্বমাংসাশী (কাঁচামাংসভোজী) দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসেরা (আমাদের উপর) অত্যাচার করে।

রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাং চ তাপসানাং তপস্বিনাম্॥ ১২
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্ নঃ পরমঃ গতিঃ।

"রাক্ষসদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আশ্রয় অনুসন্ধানরত আমাদের মতো সাধক তপস্বীদের আপনিই পরম আশ্রয়।

কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্॥ ১৩
চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বয়ম্।
বহুবিঘ্নং তপো নিত্যং দুশ্চরং চৈব রাঘব॥ ১৪

"হে রঘুনন্দন! তপস্যার প্রভাবে নিশাচর রাক্ষসদের হত্যা করতে আমরা যথেষ্ট সমর্থ; কিন্তু, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় উপার্জিত তপস্যাকে খণ্ডিত করতে (ক্ষয়

করতে) চাই না। কারণ, তপস্যা করা অতীব কঠিন (কষ্টকর) এবং তাতে বহু বিঘ্ন লেগেই থাকে।

(একাগ্র চেষ্টায় তপস্যার প্রভাবে আত্মশক্তি লাভের যে শক্তি অর্জিত হয়, ক্রোধের প্রভাবে সেই শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি তপস্যার পথে অতীব বিঘ্নকারী শত্রু। গীতাতে (১৬।২১) শ্রীভগবান বলেছেন—'.........নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ...এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥' অর্থাৎ, নরকের দ্বার ও আত্মার (আত্মশক্তির) বিনাশের কারণ কাম, ক্রোধ ও লোভকে ত্যাগ করা উচিত। তাই এখানে ঋষিরা জানাচ্ছেন— রাক্ষসদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে তপস্যার শক্তিতে তাদের হত্যা করলে, তাঁদের নিজেদের তপঃশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, যা তাঁরা চান না)।

তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যমাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
অর্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ॥ ১৫
রক্ষ নস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ত্বন্নাথা হি বয়ং বনে।

"সেইজন্য রাক্ষসেরা আমাদের খেয়ে ফেললেও আমরা অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করি না। তাই, তুমি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের উৎপীড়ন থেকে আমাদের রক্ষা করো। এই অরণ্যে তুমিই আমাদের নাথ (প্রভু)।"

ময়া চৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা কাৎস্নর্যেন পরিপালনম্॥ ১৬
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।

'অয়ি জনকনন্দিনি ! দণ্ডকারণ্যে ঋষিদের এই কথা শুনে আমি (তাঁদের) সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্॥ ১৭
মুনীনামন্যথা কর্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।

'ঋষিদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি জীবন থাকতে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না ; কারণ, সত্যই আমার ইষ্ট।

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্॥ ১৮
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।

সীতে ! আমি নিজের জীবন, এমনকি লক্ষ্মণসহ তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা, বিশেষত ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবহেলা করতে পারি না।

তদবশ্যং ময়া কার্যমৃষীণাং পরিপালনম্॥ ১৯
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ।

ঋষিদের রক্ষণ ও পালন আমার অবশ্য কর্তব্য। অয়ি জনকনন্দিনি ! অনুরুদ্ধ না হয়েও তাঁদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাহলে প্রতিজ্ঞা করে বিমুখ হই কী করে ?

মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ॥ ২০
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে।

সীতে ! আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দবশত তুমি এই (পূর্ব নবম সর্গস্থ) কথাগুলি বলেছ। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অবাঞ্ছিত জনকে কেউ উপদেশ দেয় না।

(নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ—মনুস্মৃতি। কেউ উপদেশ না চাইলে সেই অবাঞ্ছিত জনকে যেচে উপদেশ দিতে নেই ; অবাঞ্ছিতজনকে উপদেশ দিলে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হয়, এবং অনেক সময় অপমানিতও হতে পারে।)

সদৃশং চানুরূপং চ কুলস্য তব শোভনে।
সধর্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ২১

'অয়ি শোভাময়ি ! (এই প্রীতিপূর্ণ বচনসকল) তোমার উপযুক্ত এবং তোমার বংশেরও অনুরূপ। তুমি আমার সহধর্মিণী এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজপুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন
জগাম রম্যাণি তপোবনানি॥ ২২

ধনুর্ধারী মহাত্মা রামচন্দ্র মিথিলারাজতনয়া প্রাণপ্রিয়া সীতাকে এইরকম কথা বলে লক্ষ্মণের সঙ্গে তপোবনগুলিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ সর্গ (১১)

পঞ্চাপ্সর তীর্থ এবং মাণ্ডকর্ণি মুনির বৃত্তান্ত, বিভিন্ন আশ্রম ঘুরে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে পুনরাগমন, ঐ আশ্রমে কিছুকাল অবস্থানান্তে মুনির অনুমতিক্রমে প্রথমে মহর্ষি অগস্ত্যের ভ্রাতা ও পরে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন, মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্যকীর্তন

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা।
পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ॥ ১

রাম চলেছেন আগে আগে, মধ্যে পরমা সুন্দরী সীতা ; আর ধনু হাতে লক্ষ্মণ (তাঁদের) পশ্চাৎ চলতে লাগলেন।

তৌ পশ্যমানৌ বিবিধাঞ্ছৈলপ্রস্থান্ বনানি চ।
নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া॥ ২

নানান শৈলসানু, বনাঞ্চল এবং নানাপ্রকার রমণীয় নদীসমূহ দেখতে দেখতে তাঁরা দু'ভাই (রাম-লক্ষ্মণ) সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলেন।

সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ।
সরাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ॥ ৩

(সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়) দেখলেন নদীতীরে বিচরণ করছে সারস ও চক্রবাকের (চখাচখীর) দল। আরও দেখলেন, জলচর বিহগ ও পদ্মসুশোভিত সরোবরসমূহ।

যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মদোন্মত্তান্ বিষাণিনঃ।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ॥ ৪

(তাঁরা দেখলেন) দলবদ্ধ চিত্রিত হরিণের দল, বিশাল শৃঙ্গযুক্ত মদোন্মত্ত মহিষ, শূকর এবং বৃক্ষশত্রু হস্তীর দল (বিচরণ করছে)।

তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনায়ুতম্॥ ৫

সূর্য অস্তাচলগামী হলে, তাঁরা (রাম-সীতা-লক্ষ্মণ) একসঙ্গে অনেক দূর পথ অতিক্রম করে যোজন বিস্তৃত একটি রমণীয় সরোবর দেখতে পেলেন।

পদ্মপুষ্করসম্বাধং গজযূথৈরলংকৃতম্।
সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সংকুলং জলজাতিভিঃ॥ ৬

(সেই সরোবরটি) রক্ত ও শ্বেতপদ্মে পূর্ণ, ক্রীড়ারত হস্তীসমূহে সুশোভিত, সারস ও হংসসমাকুল এবং মৎস্যাদি জলচর প্রাণীতে পরিপূর্ণ।

প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে॥ ৭

সেই মনোরম স্বচ্ছসলিল সরোবরে গীতবাদ্যাদির ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল, কিন্তু (সেখানে) কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না।

ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মুনিং ধর্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ৮

তখন রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণ কৌতূহলবশত (তাঁদের সঙ্গে আগত) ধর্মভৃৎ নামক মুনিকে সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলেন।

ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে।
কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্॥ ৯

'হে মহর্ষে ! এই অতীব অদ্ভুত (গীতাবাদ্যাদির) ধ্বনি শুনে আমাদের সকলের মনে মহা কৌতূহল জন্মেছে। এটা কী, তা ভালোভাবে বলুন।'

তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ১০

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ধর্মপ্রাণ মুনি (ধর্মভৃৎ) তখন সরোবরের প্রভাব সম্বন্ধে শীঘ্র বলতে শুরু করলেন।

ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সার্বকালিকম্।
নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা॥ ১১

'রাম ! মাণ্ডকর্ণি নামক মুনি (স্বীয়) তপস্যাপ্রভাবে চিরস্থায়ী জলপূর্ণ পঞ্চাপ্সর নামে তড়াগটি (সরোবরটি) নির্মাণ করেছেন।

স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে॥ ১২

'সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি এই জলাশয়ে দশ হাজার বছর ধরে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তীব্র তপস্যা করেছিলেন।

ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
অব্রুবন্ বচনং সর্বে পরস্পরসমাগতাঃ॥ ১৩

'তখন অগ্নি প্রমুখ দেবতারা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং পরস্পর মিলিত হয়ে আলোচনা করলেন।

অস্মাকং কস্যাচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ।
ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্বে তত্র দিবৌকসঃ॥ ১৪

"এই মুনি আমাদের কোনও একজনের স্থান (পদ) কামনা করছেন"—এই আলোচনা করে দেবতারা সকলে উদ্বিগ্নমনা হলেন।

ততঃ কর্তুং তপোবিঘ্নং সর্বদেবৈর্নিযোজিতাঃ।
প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসঃ॥ ১৫

'তখন (মাণ্ডকর্ণি মুনির) তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টির জন্য দেবতারা সকলে (মিলিত হয়ে) বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণা পাঁচজন প্রধান অপ্সরাকে নিযুক্ত করলেন।

অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ।
নীতো মদনবশাত্বং দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে॥ ১৬

'তখন দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য, ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ের স্বরূপদ্রষ্টা মুনি (মাণ্ডকর্ণি) সেই অপ্সরাদের দ্বারা (প্ররোচনা হেতু) কামের বশীভূত হয়ে পড়লেন।

তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ।
তটাকে নির্মিতং তাসাং তস্মিন্নন্তর্হিতং গৃহম্॥ ১৭

'সেই পাঁচজন অপ্সরাই মুনির পত্নীত্বে বৃত হলেন। তাঁদের জন্য এই সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ নির্মিত হল।

তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্।
রময়ন্তি তপোযোগান্মুনিং যৌবনমাস্থিতম্॥ ১৮

'সেখানেই পাঁচজন অপ্সরা সুখে বাস করছেন আর তপস্যার প্রভাবে যৌবনপ্রাপ্ত (দীর্ঘকাল যৌবনে অবস্থিত) মুনিকে আনন্দ দান করছেন।

তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিঃস্বনঃ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ॥ ১৯

'ক্রীড়ারতা তাদের (অপ্সরাদের) মনোহর গীতধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত অলঙ্কারের শিঞ্জন এবং বাদ্যধ্বনি শ্রুত হচ্ছে (শোনা যাচ্ছে)।'

আশ্চর্যমিতি তস্যৈতদ্ বচনং ভাবিতাত্মনঃ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ॥ ২০

সভ্রাতৃক মহাযশস্বী রঘুনন্দন রাম ব্রহ্মধ্যানী ঋষির সেই কথা আশ্চর্য বলে গ্রহণ করলেন (মেনে নিলেন)।

এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্॥ ২১

এই রকম বলতে বলতে তিনি (সভ্রাতৃক-সস্ত্রীক-রামচন্দ্র) বিক্ষিপ্ত কুশ ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরিবৃত এবং ব্রহ্মসাধনজনিত সৌন্দর্যমণ্ডিত আশ্রমসকল দেখতে লাগলেন।

প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে॥ ২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
জগাম চাশ্রমাংস্তেষাং পর্যায়েণ তপস্বিনাম্॥ ২৩
যেষামুষিতবান্ পূর্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ।

সেই সময় মহাযশস্বী কাকুৎস্থকুলনন্দন রঘুকুল-গৌরব পূজনীয় রাম বিদেহরাজতনয়া সীতা এবং (সৌমিত্রি) লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই শোভাময়ী আশ্রমসমূহে প্রবেশ করে মুনিদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সেখানে বাস করে, মহর্ষিগণ কর্তৃক পূজিত মহান অস্ত্রবিৎ (রাম) পর্যায়ক্রমে সেই তপস্বীদের আশ্রমে গেলেন, যাঁদের সঙ্গে তিনি পূর্বে বাস করেছিলেন।

ক্বচিৎ পরিদশান্ মাসানেকসংবৎসরং ক্বচিৎ॥ ২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ।
অপরত্রাধিকান্ মাসানধ্যর্ধমধিকং ক্বচিৎ॥ ২৫
ত্রীন্ মাসানষ্টমাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্।

(সীতা ও লক্ষ্মণসহ) রঘুকুলতিলক রাম কোথাও (কোনও আশ্রমে) পূর্ণ দশমাস, কোথাও পূর্ণ এক বছর, কোথাও বা চারমাস, কোথাও আবার পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত, অন্যত্র আরও বেশি মাস, কোথাও অর্ধমাস (পনেরো দিন) বেশি, (আবার কোনও আশ্রমে) তিন মাস এবং কোথাও আট মাস সুখে বাস করেছিলেন।

তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ॥ ২৬
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ।

মুনিদের আনুকূল্যে সেই আশ্রমগুলিতে (ঘুরে ফিরে) বাস করতে করতে আনন্দে তাঁর পূর্ণ দশ বৎসর অতিবাহিত হল।

পরিসৃত্য চ ধর্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া॥ ২৭
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ।

ধর্মজ্ঞ রাঘব সীতার সঙ্গে (বিভিন্ন আশ্রমে) ঘুরে ঘুরে আবার (ঋষি) সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ॥ ২৮
তত্রাপি ন্যবসদ্ রামঃ কিঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ।

শত্রুদমন রাম সেই আশ্রমে এসে মুনিগণ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে সেখানেও কিছুকাল থেকে গেলেন।

অথাশ্রমস্থোবিনয়াৎ কদাচিৎ তং মহামুনিম্॥ ২৯
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ।

আশ্রমে অবস্থানকালে অনন্তর একদিন মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকট উপবিষ্ট কাকুৎস্থ রাম সবিনয়ে (তাঁকে) বললেন—

অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ॥ ৩০
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্।
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া॥ ৩১

'ভগবন্! এই অরণ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন, এই কথা আমি কথোপকথনরত লোকেদের মুখে শুনেছি ; কিন্তু এই বনের বিশালতার জন্য সেই স্থানটির সন্ধান আমি জানি না।

কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া॥ ৩২
অগস্ত্যমভিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্।
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ততে॥ ৩৩

'সেই ধীমান মহর্ষির রমণীয় পবিত্র আশ্রমটি কোথায় ? সীতা এবং অনুজ ভ্রাতার (লক্ষ্মণের) সঙ্গে আমি ভগবান (অগস্ত্য)-এর অনুগ্রহ লাভের জন্য সেই অগস্ত্য-ঋষিকে প্রণাম করতে যেতে চাই—এই মহতী ইচ্ছা (আমার) হৃদয়ে (মনে) সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে।

যদহং তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্।
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্মাত্মনো বচঃ॥ ৩৪
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্।

'আমিও যে নিজেই মুনিবরকে সেবা করতে চাই!' ধর্মাত্মা রামের এই কথা শুনে ঋষি সুতীক্ষ্ণ প্রীত হয়ে দশরথ তনয় রামকে বললেন—

অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্॥ ৩৫
অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব।
দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্॥ ৩৬

"হে রঘুনন্দন! আমিও লক্ষ্মণসহ তোমাকে এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, তুমি সীতার সঙ্গে অগস্ত্যের কাছে যাও। সৌভাগ্যবশত তুমিই আমাকে এই বিষয়ে বললে।

অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ।
যোজনান্যাশ্রমাৎ তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ।
দক্ষিণেন মহাঞ্ছ্রীমানগস্ত্য ভ্রাতুরাশ্রমঃ॥ ৩৭

"বৎস রাম! যেখানে মহামুনি অগস্ত্য থাকেন, তা তোমাকে বলছি— এই আশ্রম থেকে চার যোজন দক্ষিণ দিকে যাও, তাহলেই দেখতে পাবে অগস্ত্যের ভ্রাতার রমণীয় মহান আশ্রম।'

স্থলীপ্রায়বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে।
বহুপুষ্পফলেরম্যে নানাবিহগনাদিতে॥ ৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥ ৩৯

"সেই আশ্রমটি প্রাকৃতিক বনপ্রদেশ অশ্বত্থবৃক্ষরাজি ও নানাবিধ রমণীয় পুষ্প ও ফলবৃক্ষে পরিশোভিত, বিহগকুলের কলরবে মুখরিত ; সেই স্থানটি নানাবিধ পদ্মশোভিত সরোবরসমূহ হংস ও অন্যান্য জলচর পক্ষী এবং চক্রবাকের কলরবে মুখরিত।

তত্রৈকাং রজনীং ব্যুষ্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ॥ ৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে॥ ৪১

"রাম! সেখানে (অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রমে) এক রাত্রি বাস করে, প্রভাতে সেই বনখণ্ডের (আশ্রমারণ্যের) পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিক ধরে চলে যাবে ; এক যোজন পথ যাওয়ার পর বহুবৃক্ষশোভিত রমণীয় অরণ্যপ্রদেশে অগস্ত্যের পবিত্র আশ্রম দেখতে পাবে।

রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদসংযুতঃ॥ ৪২

"সেই আশ্রমটি রমণীয় বনভূমি ও বহুবৃক্ষসমাবৃত; অতএব সীতা সেখানে তোমার সঙ্গে সানন্দে বিহার করবে, লক্ষ্মণও (করবে)।

যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে॥ ৪৩

"হে মহামতে! যদি মহামুনি অগস্ত্যকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, তবে আজই যাওয়ার জন্য মতি স্থির করুন।

ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাভিবাদ্য চ।
প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুগঃ সহ সীতয়া॥ ৪৪

মুনির (সুতীক্ষ্ণের) এই কথা শুনে সভ্রাতৃক রাম

মুনিকে অভিবাদন করে সীতা ও ভ্রাতার সঙ্গে অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্।
সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্॥ ৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্।
ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ৪৬

ঋষি সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে অক্লেশে যেতে যেতে তিনি (রাম) পথিপার্শ্বস্থ বিচিত্র বনরাজি, মেঘসদৃশ পর্বতশ্রেণী, সরোবর ও নদীসমূহ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্মণঃ॥ ৪৭

'ঐ যে পবিত্র আশ্রমটি দেখা যাচ্ছে, ঐটি নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্মা মহাত্মা অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার (আশ্রম)।

যথা হীমে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ।
সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ॥ ৪৮

'(সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছ থেকে) আমি যা জেনেছি—এই বনের পথে সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফলভারে এবং পুষ্পভারে (আভূমি) নত হয়ে আছে।

পিপ্পলীনাং চ পক্বানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ।
গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ॥ ৪৯

'সহসা বায়ুতাড়িত হয়ে উত্থিত পাকা বটফলের কটু গন্ধ এই বন থেকে বেরিয়ে আসছে।

তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ।
লূনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্যবর্চসঃ॥ ৫০

'কোথাও কোথাও সঞ্চিত কাষ্ঠস্তূপ দেখা যাচ্ছে ; (আবার) বৈদূর্যমণির দীপ্তিযুক্ত ছিন্ন কুশরাশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্।
পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে॥ ৫১

'বনমধ্যস্থ আশ্রমের যজ্ঞাগ্নির ধূমের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের চূড়ার মতো দেখাচ্ছে।

বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ॥ ৫২

'(জলাশয়ে অবতরণের) নির্জন ঘাটগুলিতে স্নান (সমাপন) করে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের চয়ন করা পুষ্প (দেবোদ্দেশে) উপহার প্রদান করছেন।

ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্।
অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি॥ ৫৩

'হে সৌম্য ! (মহামুনি) সুতীক্ষ্ণের কথা থেকে আমি যেমন শুনেছি, এটা নিশ্চয়ই (মহর্ষি) অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম হবে।

নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যস্য ভ্রাতা কৃতেয়ং দিক্শরণ্যা পুণ্যকর্মণা॥ ৫৪

'যাঁর পুণ্যকর্মা ভ্রাতা (মহর্ষি অগস্ত্য) জগতের কল্যাণ কামনায় মৃত্যুরূপ দৈত্যদ্বয়কে দ্রুত নিগৃহীত করে এই (দক্ষিণ) দিককে (মানুষের) আশ্রয়যোগ্য করেছেন।

ইহৈকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ।
ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ॥ ৫৫

'এক সময় এখানে (এই দক্ষিণ দেশে) নিষ্ঠুর বাতাপি এবং ইল্বলনামে ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ভয়ঙ্কর অসুর ভ্রাতৃদ্বয় একসঙ্গে বাস করত।

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥ ৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্।
তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৫৭

'নৃশংস সেই ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে (মিথ্যা) শ্রদ্ধাপূর্বক দান-কর্ম উপলক্ষ্যে ভদ্রোচিত মার্জিত (সংস্কৃত) ভাষায় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করত। অতঃপর মেষরূপধারী ভাই বাতাপিকে (মন্ত্রাদি দ্বারা) শোধিত করে শ্রাদ্ধকর্মানুসারে ব্রাহ্মণদের (সেই মেষের মাংস) ভোজন করাত।

ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ।
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্॥ ৫৮

'তারপর ব্রাহ্মণদের ভোজনশেষে ইল্বল গম্ভীর স্বরধ্বনিতে বলত, ''বাতাপি ! বেরিয়ে এসো।''

ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ॥ ৫৯

'তখন ভাই-এর ডাক শুনে বাতাপি ভেড়ার মতো ডাকতে ডাকতে ব্রাহ্মণদের শরীর (উদর) ভেদ করে বেরিয়ে আসত।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।
বিনাশিতানি সংহত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ॥ ৬০

'স্বেচ্ছায় নানারূপধারী অপক্ক মাংসাশী সেই

রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে এইভাবে প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে হত্যা করত।

অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ॥ ৬১

'সেই সময় দেবগণের প্রার্থনানুসারে মহর্ষি অগস্ত্য জেনেশুনেই শ্রাদ্ধে সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে ভক্ষণ করলেন।

ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্।
ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি চেল্বলঃ সমভাষত॥ ৬২

'তারপর ইল্বল (ঋষি অগস্ত্যের) হাতে প্রক্ষালনের (হাত-মুখ ধোওয়ার) জন্য জল দিয়ে এবং ''শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে তো ?'' এই কথা জিজ্ঞাসা করে ভাই-এর উদ্দেশ্যে বলল— ''বেরিয়ে এসো''।

স তদা ভাষমাণং তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্।
অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ॥ ৬৩

'তখন, ব্রাহ্মণহন্তা ভাইকে ডাকতে দেখে, মুনিশ্রেষ্ঠ ধীমান অগস্ত্য হেসে (ইল্বলকে) বললেন—

কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ।
ভ্রাতুস্তু মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্॥ ৬৪

''আমি হজম করে ফেলেছি ; (তাই) যমালয়ে গত মেষরূপধারী রাক্ষস (তোমার) ভাই-এর (আমার উদর থেকে) বেরিয়ে আসার শক্তি কোথায় ?''

অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্।
প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধান্নিশাচরঃ॥ ৬৫

'তখন রাক্ষস (ইল্বল) ভ্রাতার (বাতাপির) মৃত্যু বিষয়ে তাঁর (মুনির) মন্তব্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনিকে (অগস্ত্যকে) আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

সোঽভ্যদ্রবদ্ দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ॥ ৬৬

'সে (ইল্বল) সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য)কে আক্রমণ করতে ধাবিত হলে (তৎক্ষণাৎ) উদ্দীপ্ত তেজস্বী মুনির চক্ষুর অনলসদৃশ দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়ে নিহত হল।

তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ।
বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্॥ ৬৭

'ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুকম্পাবশত যিনি এই দুষ্কর কর্ম করেছিলেন, সরোবর (তড়াগ) এবং বনসুশোভিত এই আশ্রমটি তাঁরই ভ্রাতার।'

এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ।
রামস্যাস্তং গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্তত॥ ৬৮

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে রামচন্দ্রের এইরকম কথোপকথনকালে সূর্য অস্ত গেল ; সন্ধ্যা নেমে এল।

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি।
প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিং চাভ্যবাদয়ৎ॥ ৬৯

ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করে (রাম) সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন এবং (অগস্ত্যের ভ্রাতা) সেই ঋষিকে প্রণাম জানালেন।

সম্যক্ প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ।
ন্যবসৎ তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ॥ ৭০

সেই মুনি (তাঁদের) সম্যক্‌রূপে অভ্যর্থনা জানালে, রঘুনন্দন রাম (সীতা ও লক্ষ্মণ সহ) সেই আশ্রমে ফলমূলাহার করে সেই এক রাত্রি বাস করলেন।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে।
ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ॥ ৭১

সেই রাত্রি অতীত হয়ে সূর্য উদিত হলে রঘুনন্দন রাম (ঋষি) অগস্ত্যের সেই ভাইকে বিদায় জানালেন।

অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্।
আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্॥ ৭২

'ভগবন্ ! আপনাকে প্রণাম জানাই। রাত্রিতে (এখানে) আনন্দেই কাটিয়েছি (অবস্থান করেছি)। এখন আপনার গুরু অগ্রজ ভ্রাতা (অগস্ত্য)-কে দর্শন করতে যাচ্ছি ; (তাই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি)।

গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ।
যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্॥ ৭৩

'বেশ যাও', (অগস্ত্যের ভ্রাতা ঋষি) এই বলে অনুমতি দিলে, রঘুনন্দন রাম সেই বনাঞ্চল দেখতে দেখতে (ঋষি সুতীক্ষ্ণের) নির্দেশিত পথে চলতে লাগলেন।

নীবারান্ পনসান্ সালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা।
চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্॥ ৭৪

পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্।
দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্॥ ৭৫

হস্তিহস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।
মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্॥ ৭৬

চলার পথে রাম দেখলেন— শতশত নীবার ধানের বৃক্ষ, পনসবৃক্ষ (কাঁঠাল গাছ), শালবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ, (বন্য) ধবতরু, চিরবিল্বতরু (করমচাগাছ) মহুয়াপাদপ ;

তদ্রূপ, বিল্ববৃক্ষ (বেলগাছ) এবং তিন্দুবৃক্ষ (গাবগাছ)। আরও দেখলেন, হস্তিশুণ্ডে নিক্ষান্ত, (শাখায় শাখায় উপবিষ্ট ও ক্রীড়ারত) বানরশোভিত এবং প্রমত্ত বিহগকুল নিনাদিত, পুষ্পিত লতার অগ্রভাগনিজড়িত (জড়িয়ে রয়েছে এমন) ও সুশোভিত পুষ্পিত বনবৃক্ষরাজি।

ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্॥ ৭৭

তখন (চলার পথে) পদ্মপলাশলোচন রাম অনুগমনরত নিকটস্থ শোভাবর্ধক বীর লক্ষ্মণকে বললেন।

স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ॥ ৭৮

'এখানে (এই পথের পার্শ্বে) তরুগুলির পত্রসমূহ যেমন স্নিগ্ধ এবং পশু-পক্ষীরা যেমন ধীর স্বভাবের (তাতে মনে হচ্ছে) শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষির (অগস্ত্যের) আশ্রম (আর) বেশি দূরে নয়।

অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা।
আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ॥ ৭৯

'নিজের কর্মের দ্বারা যিনি পৃথিবীতে (ত্রিলোকে) অগস্ত্য নামে বিখ্যাত, পরিশ্রান্ত জনের শ্রম অপনোদনকারী তাঁর ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীর মালাপরিষ্কৃতঃ।
প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ॥ ৮০

'এই আশ্রমের বনভূমি যজ্ঞীয় ধূমে পরিব্যাপ্ত এবং সর্বত্র (কৌপিনের) ছিন্নবস্ত্র ও পুষ্পমাল্য সুশোভিত। এখানকার হরিণের দল সুশান্ত এবং সর্বত্র নানা বিহগকুলের কলকাকলিমুখরিত।

নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
দক্ষিণা দিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা॥ ৮১
তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ।
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে॥ ৮২

'যে পুণ্যকর্মা মুনি, ত্রিলোকের কল্যাণ কামনায় মৃত্যুস্বরূপ রাক্ষসদের দ্রুত নিগৃহীত করে দক্ষিণ দিককে (দক্ষিণ দেশকে) আশ্রয়যোগ্য (সকলের বাসযোগ্য) করেছেন, যাঁর প্রভাবে ভয়ভীত রাক্ষসেরা দূর থেকেই এই দক্ষিণ দেশ দর্শন করে, (কিন্তু) উপভোগ করতে সমর্থ হয় না, তাঁরই (সেই মহর্ষি অগস্ত্যেরই) এই পবিত্র আশ্রম।

যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ॥ ৮৩

যেদিন থেকে এই পুণ্যকর্মা ঋষি (অগস্ত্য) এই দক্ষিণ দেশে পদার্পণ করেছেন, সেদিন থেকেই নিশাচর রাক্ষসেরা শত্রুতা ত্যাগ করে শান্ত হয়ে আছে।

নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্প্রদক্ষিণা।
প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্ধর্ষা ক্রূরকর্মভিঃ॥ ৮৪

'ভগবান অগস্ত্যের মহিমায় এই দক্ষিণদেশ মঙ্গলযুক্ত (সাধুদের বসবাসের অনুকূল) হয়েছে। ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের দুরাক্রমণীয় (আক্রমণের সাধ্যাতীত) বলে ত্রিভুবনে খ্যাত হয়েছে।

মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে॥ ৮৫

'সূর্যের (উদয়ের) পথ সর্বদা অবরোধ করতে প্রবৃত্ত পর্বতোত্তম বিন্ধ্যশৈল, তাঁর (মহর্ষি অগস্ত্যের) আদেশ পালন করে আর বর্ধিত হচ্ছে না।

অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ॥ ৮৬

'শান্তস্বভাব মৃগ অধ্যুষিত শোভাময় এই আশ্রমটি দীর্ঘায়ুষ্মান ও ত্রিলোকপ্রশংসিতকর্মা মহর্ষি অগস্ত্যের।

এষ লোকার্চিতঃ সাধুর্হিতে নিত্যং রতঃ সতাম্।
অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি॥ ৮৭

'সজ্জনসেবিত এই মহাত্মা সর্বদা সজ্জনদের মঙ্গল কর্মে রত থাকেন। এখানে (মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে) আগত আমাদের তিনি নিশ্চয়ই কল্যাণ করবেন।

আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
শেষং চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যাম্যহং প্রভো॥ ৮৮

'সেবা করতে সমর্থ হে সৌম্য (লক্ষ্মণ)! আমি সেই অগস্ত্যকে এখানেই সেবা করব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কালও এখানেই অতিবাহিত করব।

অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্যুপাসতে॥ ৮৯

'এখানে (এই আশ্রমে) গন্ধর্বগণসহ দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ সংযতাহার হয়ে সর্বদা অগস্ত্যের আরাধনা করছেন।

নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ॥ ৯০

'ঋষি (অগস্ত্য) এতই প্রভাবান্বিত যে, (তাঁর) এই আশ্রমে মিথ্যাবাদী, নির্দয় ব্যক্তি, ধূর্ত, নিষ্ঠুর অথবা পাপীরা

জীবিত থাকতে পারে না।

অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ।
বসন্তি নিয়তাহারা ধর্মমারাধয়িষ্ণবঃ॥ ৯১

'ধর্ম-আরাধনায় রত দেবগণ, যক্ষগণ এবং নাগগণ পক্ষিগণ সহ সংযতাহারী হয়ে এখানে (এই আশ্রমে) বাস করেন।

অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ।
ত্যক্ত্বা দেহান্ নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ৯২

'এখানে (এই অগস্ত্যাশ্রমে) সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণ (নশ্বর নর)-দেহ ত্যাগ করে নতুন (জ্যোতির্ময়) দেহে সূর্যতুল্য (উজ্জ্বল) বিমানে আরোহণ করে স্বর্গলোকে গমন করেছেন।

যক্ষত্বমমরত্বং চ রাজ্যানি বিবিধানি চ।
অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতৈরারাধিতাঃ শুভৈঃ॥ ৯৩

'এখানে শুভকর্মা প্রাণীদের দ্বারা আরাধিত দেবগণ (তাঁদের) যক্ষত্ব, অমরত্ব এবং বিবিধ রাজ্য প্রদান করে থাকেন।

আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া॥ ৯৪

'আমরা পবিত্র আশ্রমে এসে গেছি। হে সৌমিত্রে! তুমি আগে (আশ্রমে) প্রবেশ করো। সীতাসহ আমার আগমন সংবাদ মহর্ষিকে নিবেদন করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ সর্গ (১২)

শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ, আতিথ্যগ্রহণ এবং মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট থেকে শ্রীরামের দিব্যাস্ত্রলাভ

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

রামানুজ লক্ষ্মণ সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করে (মহর্ষি) অগস্ত্যের এক শিষ্যকে সামনে পেয়ে (তাঁকে) বললেন—

রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী।
রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্যয়া সহ সীতয়া॥ ২

'রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম স্ত্রী সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ঋষি (অগস্ত্য)-কে দর্শন করার জন্য (এখানে) উপস্থিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ত্ববরজো হিতঃ।
অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ॥ ৩

'আর, আমি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ও সহচর ছোট ভাই লক্ষ্মণ ; হয়তো আপনারা (এই বিষয়ে) শুনে থাকবেন।

তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্॥ ৪

'সেই আমরা পিতার নির্দেশে অতি ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করেছি (বনবাসে এসেছি)। আমরা সকলে (আমাদের পথপ্রদর্শক ঋষিসহ আমরা তিনজন) ভগবান অগস্ত্যের দর্শন কামনা করছি ; (আপনি তাঁকে আমাদের অনুরোধ) নিবেদন করুন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ।
তথেত্যুক্ত্বাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্॥ ৫

লক্ষ্মণের কথা শুনে, 'তাই হবে' বলে সেই তপস্বী (মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে তাঁদের আগমন সংবাদ) নিবেদন করার জন্য অগ্নিশালায় (যজ্ঞশালায়) প্রবেশ করলেন।

স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তপসা দুষ্প্রধর্ষণম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমঞ্জসা॥ ৬

যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ।

অগস্ত্যের সেই প্রিয় শিষ্য (যজ্ঞশালায়) প্রবেশ করে

কৃতাঞ্জলিপুটে দুর্ধর্ষ (অপরাজেয়) তপস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য)-কে লক্ষ্মণ কর্তৃক কথিত রামের আগমনবার্তা যথাযথ নিবেদন করলেন।

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ॥ ৭
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্যয়া।
দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ॥ ৮
যদত্রানন্তরং তৎ ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।

রাজা দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে শত্রুজয়ী দুই পুত্র (রাম-) ভার্যা সীতাকে সঙ্গে নিয়ে এই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। তাঁরা আপনাকে দর্শন ও সেবা করার জন্যই এসেছেন। এখন (আমাদের) কার্যাকার্য নির্দেশ করুন।

ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্॥ ৯
বৈদেহীং চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ।

তখন শিষ্যের মুখে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের এবং মহাভাগবতী বিদেহরাজতনয়া সীতার আগমন সংবাদ শুনে (মহর্ষি অগস্ত্য) বললেন—

দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ॥ ১০
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি।
গম্যতাং সংকৃতো রামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ১১
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ।

'(আমার) সৌভাগ্যবশত শ্রীরাম দীর্ঘকাল পরে আজ আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন ; আমিও তাঁর আগমন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। যাও (বৎস !) লক্ষ্মণসহ সস্ত্রীক শ্রীরামচন্দ্রকে আতিথ্য সৎকারপূর্বক আমার কাছে নিয়ে এসো। আগেই নিয়ে এসো। আগেই নিয়ে আসা হয়নি কেন ?

এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা॥ ১২
অভিবাদ্যাব্রবীচ্ছিষ্যস্তথেতি নিয়তাঞ্জলিঃ।

মহাত্মা ধর্মজ্ঞ মুনি (অগস্ত্য) এই কথা বললে, শিষ্য করজোড়ে (মুনিকে) প্রণাম করে বললেন, 'তাই হবে।'

তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১৩
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্।

তখন শিষ্য ব্যস্ততাপূর্বক বেরিয়ে এসে লক্ষ্মণকে বললে, 'কে শ্রীরাম ? মুনিকে দর্শন করতে তিনি নিজেই এসে (আশ্রমে) প্রবেশ করুন।'

ততো গত্বাঽঽশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ॥ ১৪
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাং চ জনকাত্মজাম্।

তখন লক্ষ্মণ শিষ্যের সঙ্গে পবিত্র আশ্রমে গিয়ে শিষ্যকে কাকুৎস্থ রামের এবং জনকনন্দিনী সীতার দর্শন করালেন।

তং শিষ্যঃ প্রশ্রিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্॥ ১৫
প্রাবেশয়দ্ যথান্যায়ং সংকারার্হং সুসংকৃতম্।

শিষ্য, সমাদরণীয় শ্রীরামের নিকট ঋষি অগস্ত্যের কথা (শিষ্যের প্রতি নির্দেশ) বিনীতবাক্যে নিবেদন করে যথাবিধি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে (সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামকে) আশ্রমে প্রবেশ করালেন।

প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষ্মণঃ॥ ১৬
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্।

তখন শান্ত হরিণ-সমাকুল আশ্রম দেখতে দেখতে সীতার সঙ্গে সলক্ষ্মণ রাম আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ॥ ১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানং চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ॥ ১৮
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানং চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।
স্থানং চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ॥ ১৯
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ।
স্থানং চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ॥ ২০
কার্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানং চ পশ্যতি।

রামচন্দ্র সেই যজ্ঞশালায় বিভিন্ন দেবতার, যথা— ব্রহ্মার, অগ্নির, বিষ্ণুর, দেবরাজ ইন্দ্রের, বিবস্বানের (সূর্যদেবতার), চন্দ্রদেবতার, (বিবাহের অধিষ্ঠাতা) ভগদেবতার, ধনদেবতা কুবেরের, ব্রহ্মার পুত্র ধাতার এবং বিধাতার (প্রজাপতির), বায়ুদেবতার, পাশধারী মহাত্মা বরুণদেবের, গায়ত্রী দেবীর, বসুগণের (অষ্টদিক্-পালগণের), নাগরাজের, গরুড়ের, কার্তিকেয়ের এবং ধর্মরাজের আসন দেখতে পেলেন।

ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ॥ ২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসাম্।
অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্॥ ২২

ইত্যবসরে অগস্ত্যমুনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে (যজ্ঞশালা থেকে) বেরিয়ে এলেন। বীর রামচন্দ্র মুনিদের সম্মুখভাগে দীপ্ততেজাঃ তাঁকে (অগস্ত্য মুনিকে) দেখে শোভাবর্ধক লক্ষ্মণকে বললেন।

বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ঔদার্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিমম্॥ ২৩

'(ভাই) লক্ষ্মণ ! ভগবান ঋষি অগস্ত্য উদারতাবশত (যজ্ঞশালার) বাইরে বেরিয়ে আসছেন। আমি এঁকে

তপস্যার আধার বলে মনে করি।'

এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্যবর্চসম্।
জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ॥ ২৪

মহাবীর রঘুনন্দন রাম, সূর্যতুল্য তেজস্বী (মহর্ষি) অগস্ত্য সম্বন্ধে এইরকম বলে, সম্মুখাগত (অগস্ত্যের পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরে (বন্দনা করলেন)।

অভিবাদ্য তু ধর্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ২৫

ভক্তহৃদয়ে রমণরত ও শিষ্টের আনন্দদাতা ধর্মাত্মা রাম অতঃপর লক্ষ্মণসহ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সঙ্গে মুনিকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চয়িত্বাহহসনোদকৈঃ।
কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোহব্রবীৎ॥ ২৬

তিনি (মহর্ষি অগস্ত্য)ও কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে বক্ষে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দান দ্বারা অর্চনান্তে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—'বোসো'।

অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।
বানপ্রস্থেন ধর্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ॥ ২৭

তিনি (মহর্ষি) বাণপ্রস্থ ধর্মানুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদানান্তে অতিথিদের (রাম-সীতা-লক্ষ্মণের) অর্ঘ্যপ্রদান দ্বারা পূজা করে তাঁদের ভোজন (আহার্য) দান করলেন।

প্রথমং চোপবিশ্যাথ ধর্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্মকোবিদম্॥ ২৮
অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথিং প্রতিপূজয়েৎ।
অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ॥ ২৯

ধর্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য) প্রথমে আসনে উপবেশন করলেন, অতঃপর ধর্মজ্ঞ রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আসনে উপবেশন করলে তাঁকে বললেন—'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম! প্রথমে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারপর অর্ঘ্যপ্রদান দ্বারা অতিথির পূজা করতে হয়। এর অন্যথা করলে তপস্বীকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ন্যায় পরলোকে নিজমাংস নিজেকেই ভক্ষণ করতে হবে।'

রাজা সর্বস্য লোকস্য ধর্মচারী মহারথঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ॥ ৩০

'সকল মানুষের পূজনীয় পরমধার্মিক মহাবীর রাজা আপনি, প্রিয় অতিথিরূপে আমার কাছে এসেছেন।'

এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোহগস্ত্যস্তমব্রবীৎ॥ ৩১

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বলে, ফল-মূল-পুষ্প এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে ইচ্ছামতো অর্চনা করলেন এবং পরে তাঁকে বললেন—

ইদং দিব্যং মহাচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা॥ ৩২
অমোঘঃ সূর্যসংকাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তৌ মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ॥ ৩৩
সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারাজতকোশোহয়মসির্হেমবিভূষিতঃ॥ ৩৪

'হে নরশার্দূল! বিশ্বকর্মা নির্মিত স্বর্ণ ও হীরকখচিত দিব্য এই মহান ধনুকটি বিষ্ণুপ্রদত্ত (ভগবান বিষ্ণু আমায় দিয়েছেন); সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অব্যর্থ এই শ্রেষ্ঠ বাণটি ব্রহ্মাপ্রদত্ত (ভগবান ব্রহ্মা আমায় দিয়েছেন); আর মহেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র) আমাকে দিয়েছেন, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শাণিত অক্ষয় বাণপূর্ণ এই তূণীর এবং রজতকোশে (রূপার খাপে) ভরা সুবর্ণমণ্ডিত এই তরবারি।

অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্।
আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্॥ ৩৫
তদ্ধনুস্তৌ চ তূণী চ শরং খড়্গং চ মানদ।
জয়ায় প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বজ্রং বজ্রধরো যথা॥ ৩৬

'রাম! পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু এই ধনু দ্বারা যুদ্ধে বড় বড় অসুরদের হত্যা করে দেবতাদের জন্য দীপ্তিমতী লক্ষ্মীকে আহরণ (জয়) করেছিলেন। হে মানদাতা রাম! দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রধারণের মতো তুমিও (সর্বত্র) জয়ের জন্য এই ধনু, তূণীর, বাণ এবং শস্ত্র (প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সকল) প্রতিগ্রহণ করো।'

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদ্বরায়ুধম্।
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী ভগবান অগস্ত্য এইরকম বলে, রামকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্র সকল দান করে আবার বলতে শুরু করলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

—o—

ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

মহর্ষি অগস্ত্যের শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্নতা এবং সীতার প্রশংসা, তৎপরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণের জন্য ঋষির নির্দেশ এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পঞ্চবটীর প্রতি প্রস্থান

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ।
অভিবাদয়িতুং যন্মাং প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া॥ ১

মহর্ষি অগস্ত্য বললেন—'যেহেতু, আমাকে প্রণাম করার জন্য তোমরা দুই ভাই সীতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ, সেইজন্য, রাম! আমি প্রীত হয়েছি; তোমার কল্যাণ হোক। লক্ষ্মণ! তোমার প্রতিও আমি অত্যন্ত প্রীত।

অধ্বশ্রমেণ বাং খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ।
ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে বাপি মৈথিলী জনকাত্মজা॥ ২

'তোমাদের দুজনের পথশ্রমের কষ্ট অতিরিক্ত শ্রমপীড়িত করেছে। জনকনন্দিনী সীতাও উৎকণ্ঠিতা, এটা স্পষ্ট ব্যক্ত হচ্ছে।

এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা।
প্রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা॥ ৩

'সুকোমলা সীতা ইতঃপূর্বে এইরকম কষ্টে ক্লিষ্টা হননি। পতিপ্রেমে প্রেরিতা হয়েই তিনি নানা দোষে দুষ্ট এই অরণ্যে এসেছেন।

যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী॥ ৪

'রাম! সীতা (যেহেতু) বনে তোমাকে অনুগমন করে দুষ্কর কর্ম করেছেন, অতএব, ইনি এখানে (বনে) যাতে আনন্দে থাকেন তাই করবে।

এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ॥ ৫

'হে রঘুনন্দন রাম! সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্ত্রীগণের স্বভাব এই যে, (পতির) সম্পদের দিনে (তাঁর প্রতি) অনুরক্ত হয়, কিন্তু বিপদের দিনে (তাঁকে) পরিত্যাগ করে।

শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ॥ ৬

(সাধারণ) স্ত্রীগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, শস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রগতিকে অনুসরণ করে। (আলোচ্য শ্লোকে শতহ্রদ অর্থাৎ শতগুণ গম্ভীর নিনাদী বিদ্যুতের সঙ্গে, শস্ত্রের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে এবং গরুড় ও বায়ুর গতির সঙ্গে তুলনায় সাধারণ নারীর যথাক্রমে কলহ-পরায়ণতা, বাক্যের রূঢ়তা এবং মনের চঞ্চলতার কথা বলা হয়েছে। উন্নতমনা অসাধারণা সাধ্বী স্ত্রীগণ কিন্তু এই সকল দোষ বর্জিতা।)

ইয়ং তু ভবতো ভার্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবীষ্বরুন্ধতী॥ ৭

'তোমার স্ত্রী (সীতা) কিন্তু এই সকল (উপরিউক্ত) দোষ রহিতা (দোষ থেকে মুক্ত)। দেবীদের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় তিনি স্পৃহণীয়া (প্রশংসনীয়) এবং অগ্রগণ্যা (পতিব্রতা)।

অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম॥ ৮

'হে শত্রুদমন রাম! যে দেশে তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং বিদেহরাজতনয়া সীতার সঙ্গে বাস করবে, সেই (ধন্য) দেশ শোভাসম্পন্ন হল।'

এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং দীপ্তমিবানলম্॥ ৯

(অগস্ত্য) মুনি এইরকম বলার পরে রাঘব রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অনলসদৃশ প্রদীপ্ত ঋষিকে বিনীতবাক্যে বললেন।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ।
গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি॥ ১০

'সভ্রাতৃক ও সপত্নীক যে আমার গুণে আমাদের গুরুস্থানীয় মুনিশ্রেষ্ঠ (অগস্ত্য) সন্তুষ্ট হয়েছেন, সেই আমি অনুগৃহীত ও ধন্য হলাম।

(তাড়কা বধের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে 'বলা-অতিবলা' মন্ত্রদানে অনুগৃহীত করে গুরু পদান্বিত হন। তাই মহর্ষি অগস্ত্য তাঁদের গুরু নন, গুরুস্থানীয় গুরুজন)।

কিং তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্।
যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্॥ ১১

'পরন্তু, হে মুনিবর! জল যেখানে সুলভ এবং বহুবৃক্ষশোভিত এমন স্থান (আপনি) আমায় নির্দেশ করুন,

যেখানে পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করে (সভ্রাতৃক ও সভার্যা) আমি সানন্দে সুখে বাস করতে পারি।'

ততোঽব্রবীন্মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্তং ধর্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্॥ ১২

তখন রামচন্দ্রের (অনুরোধ সমন্বিত) কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ (তাঁকে) বলতে লাগলেন ; মুহূর্তকাল চিন্তা করে সেই ধর্মাত্মা মঙ্গলময় বাক্যে বিস্তৃতভাবে বললেন—

ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূলফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ॥ ১৩

'বৎস ! এখান থেকে দুই যোজন (আট ক্রোশ) পথ দূরে বিচরণরত অনেক হরিণ এবং বহু ফল-মূল ও জল সমন্বিত বিখ্যাত পঞ্চবটী নামে শোভাময় একটা স্থান বর্তমান।

তত্র গত্বাঽঽশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্॥ ১৪

'সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে সেখানে গিয়ে তুমি পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করে পিত্রাদেশ যথাযথ পালনপূর্বক আনন্দে থাক।

বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্বস্তবানঘ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্ দশরথস্য চ॥ ১৫

'হে পূতচরিত্র ! আমার তপস্যার প্রভাবে এবং রাজা দশরথের প্রতি প্রীতিবশত তোমার সকল বৃত্তান্তই আমি জ্ঞাত আছি।

হৃদয়স্থং চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে॥ ১৬

'আমার সঙ্গে এই তপোবনে বসবাসের ইচ্ছা করে তোমার হৃদয়ের যে অভিপ্রায়, তা আমি তপস্যার প্রভাবে জানতে পেরেছি।

অতশ্চ ত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে॥ ১৭

'সেইজন্যই আমি তোমাকে বলছি, পঞ্চবটীতে যাও ; কারণ, সেই বনপ্রদেশ অতীব রমণীয়, এবং জনকনন্দিনী সীতাও সেখানে সানন্দে অবস্থান করবেন।

স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব।
গোদাবর্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে॥ ১৮

'হে রঘুনন্দন ! গোদাবরীর তীরবর্তী রমণীয় সেই স্থান (এখান থেকে) বেশি দূরে নয় ; মিথিলারাজনন্দিনী সীতা সেখানে আনন্দই পাবেন।

প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ।
বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ॥ ১৯

'হে বীর ! প্রভূত ফলমূলসম্পন্ন এবং নানা পক্ষিসমাকুল নির্জনে সেইস্থান পবিত্র এবং রমণীয়ও বটে।

ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে।
অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি॥ ২০

'রাম ! তুমি সদাচারী এবং (সকলকে) রক্ষা করতে সমর্থ। এখানে (চিত্রকূটে) অবস্থান করেই তুমি (রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে) তপস্বীদের (ঋষিদের) রক্ষা করতে পারবে।

(রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে ঋষিদের রক্ষার মানসেই রাম ঋষিদের আশ্রমে বাস করতে আগ্রহী, একথা মহর্ষি অগস্ত্য তপঃ প্রভাবে জানতে পেরেছেন। কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্য তপোবলে ইল্বল ও বাতাপি এবং অন্যান্য রাক্ষসদের হত্যা করায় রাক্ষসেরা ভয়ে তাঁর আশ্রমের নিকটেই আসে না ; সুতরাং অগস্ত্যাশ্রমে অবস্থান করে রাক্ষস বধ অসম্ভব বুঝতে পেরেই রাম আশ্রমান্তরে যেতে আগ্রহী, একথা মহর্ষি অগস্ত্য তপোবলে জানতে পেরেই সভ্রাতৃক সভার্যা রামকে চিত্রকূট তপোবনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।)

এতদালক্ষ্যতে বীর মধুকানাং মহাবনম্।
উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা॥ ২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ॥ ২২

'হে বীর ! ঐ যে মহুয়া বৃক্ষের মহাবন দেখা যাচ্ছে, এর উত্তরের পথ ধরে বটবৃক্ষ পর্যন্ত গিয়ে উঁচু জমিতে উঠে পর্বতের কাছেই (দেখতে পাবে) নিত্যপুষ্পিতকানন পঞ্চবটী।'

অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্॥ ২৩

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বললে, লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম সেই সত্যবাদী ঋষিকে সম্মান জানিয়ে তাঁর কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া॥ ২৪

তাঁরা দু'ভাই (রাম-লক্ষ্মণ) তাঁর (মহর্ষি অগস্ত্যের) অনুমতি নিয়ে এবং তাঁর পাদবন্দনা করে সীতার সঙ্গে পঞ্চবটী আশ্রমের দিকে চলে গেলেন।

গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ
বিষক্ততূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা
প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ ॥ ২৫

যুদ্ধে অকাতর রাজপুত্রদ্বয় (রাম লক্ষ্মণ) পৃষ্ঠদেশে তূণ বেঁধে এবং হাতে ধনু নিয়ে মহর্ষি নির্দেশিত পথে একলক্ষ্য হয়ে পঞ্চবটীর দিকে চলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ সর্গ (১৪)

পঞ্চবটীর পথে শ্রীরামাদির জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রামসমীপে জটায়ুর আত্মপরিচয় দান

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।
আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্॥ ১

রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর পথে যেতে যেতে পথিমধ্যে বিশাল দেহী ভয়ানক পরাক্রমশালী এক শকুনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রামলক্ষ্মণৌ।
মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি॥ ২

মহাভাগ রাম-লক্ষ্মণ বনে উপবিষ্ট পক্ষীটিকে দেখে এবং তাকে রাক্ষস মনে করে, জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে?'

ততো মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়ন্নিব।
উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ॥ ৩

তখন সেই শকুন রামকে প্রসন্ন করার জন্যই যেন স্নিগ্ধ এবং মধুর বাক্যে বললেন—'বৎস ! আমাকে তোমার পিতার বন্ধু বলেই জানবে।'

স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ।
স তস্য কুলমব্যগ্রমথ পপ্রচ্ছ নাম চ॥ ৪

তখন রঘুনন্দন রাম তাঁকে (শকুনকে) পিতৃবন্ধু বিধায় সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ধীরে সুস্থে তাঁর নাম ও বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ।
আচচক্ষে দ্বিজস্তস্মৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্॥ ৫

রামের কথা শুনে সেই পক্ষী নিজের এবং নিজবংশের পরিচয় দিয়ে প্রাণিকুলের উৎপত্তির বিবরণ দিতে লাগলেন।

পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্ মে নিগদতঃ সর্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব॥ ৬

'হে মহাবীর রঘুনন্দন ! পূর্বকালে যাঁরা প্রজাপতি হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের সম্বন্ধে আমি প্রথম (আদি) থেকে বলছি, শ্রবণ করো।

কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরম্।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্যবান্॥ ৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবলঃ।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা॥ ৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ॥ ৯

'প্রথম প্রজাপতি কর্দম ; অনন্তর যথাক্রমে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবীর বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবলবান ক্রতু, (অতঃপর) পুলস্ত্য, অঙ্গিরাঃ, তদ্রূপ তদনন্তর প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান এবং অতঃপর অরিষ্টনেমি। হে রাঘব ! অতঃপর শেষ (প্রজাপতি) মহাতেজস্বী কশ্যপ।

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ॥ ১০

'মহাযশস্বী রাম ! দক্ষ প্রজাপতির ষাটজন কন্যা হয়েছিল (জন্মেছিল), যাঁরা যশস্বিনী রূপে বিখ্যাত ছিলেন।

কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিং চ দিতিং চৈব দনূমপি চ কালকাম্॥ ১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুং চাপ্যনলামপি।

'(প্রজাপতি) কশ্যপ তাঁদের (দক্ষকন্যাদের) মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু এবং অনলা (নাম্নী)—এই আটজন সুন্দরীকে প্রতিগ্রহণ (বিবাহ) করেছিলেন।

তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১২
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৄন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্।

অনন্তর কশ্যপ প্রসন্ন হয়ে সেই কন্যাদের বললেন—"তোমরা এমন পুত্রদের জন্ম দেবে, যারা হবে ত্রিলোক প্রতিপালক এবং আমার মতো (তেজস্বী)।"

অদিতিস্তন্মনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ॥ ১৩
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্।

'হে রাম ! অদিতি, দিতি, দনু এবং কালকা—(এঁরা প্রত্যেকেই) এই বিষয়ে (পুত্রজন্মদানে) মনঃসংযোগ করেন ; হে মহাবীর ! অন্যেরা (তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু এবং অনলা) কিন্তু অমনোযোগী হয়েছিলেন।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম্॥ ১৪
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ।

'হে শত্রুদমন ! অদিতির গর্ভে তেত্রিশজন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। হে শত্রুসন্তাপক ! তাঁরা হলেন (দ্বাদশ) আদিত্যগণ, (অষ্ট) বসুগণ, (একাদশ) রুদ্রগণ এবং (স্বর্গবৈদ্যদ্বয়) অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

(দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস। একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহির্বুধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, শম্ভু, বৃষাকপি, হর এবং ঈশ্বর।)

দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ॥ ১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাঽঽসীৎ সবনার্ণবা।

'হে বৎস (রাম) ! দিতি জন্ম দিয়েছিলেন যশস্বী পুত্র দৈত্যদের ; পুরাকালে অরণ্য ও সাগরসহ এই পৃথিবী কিন্তু তাদেরই (দৈত্যদেরই) অধিকারে ছিল।

দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম॥ ১৬
নরকং কালকং চৈব কালকাপি ব্যজায়ত।

'হে অরিন্দম ! অশ্বগ্রীব নামে (এক) পুত্রের জন্ম দিয়েছেন দনু ; আর কালকা জন্ম দিয়েছেন নরক এবং কালক নামক পুত্রদ্বয়ের।

ক্রৌঞ্চীং মাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্॥ ১৭
তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ।

'কিন্তু তাম্রা জন্ম দিয়েছেন—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী নাম্নী বিশ্ববিখ্যাত পাঁচ কন্যার।

উলূকাঞ্জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত॥ ১৮
শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ।
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ॥ ১৯

'ক্রৌঞ্চী জন্ম দিলেন পেচকদের ; ভাসী ভাসপক্ষীর শকুন্ত পক্ষীদের জন্মদান করলেন। শ্যেনী জন্ম দিলেন তেজস্বী শ্যেন পক্ষীদের (বাজপাখিদের) এবং গৃধ্রদের (শকুনদের)। ধৃতরাষ্ট্রী কিন্তু জন্ম দিলেন সর্বপ্রকার পাতিহাঁস এবং রাজহংসদের।

চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী।
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়াং বিনতা সুতা॥ ২০

'রাম ! তোমার কল্যাণ হোক। সেই কামিনী (ধৃতরাষ্ট্রী) চক্রবাক পক্ষীদের জন্ম দিলেন। (তাম্রার কনিষ্ঠা কন্যা) শুকী জন্ম দিলেন নতাকে আর নতার গর্ভে জন্ম হল বিনতার।

দশ ক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ।
মৃগীং চ মৃগমন্দাং চ হরীং ভদ্রমদামপি॥ ২১
মাতঙ্গীমথ শার্দূলীং শ্বেতাং চ সুরভীং তথা।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি॥ ২২

'রাম ! ক্রোধবশা দশজন আত্মজার (কন্যার) জন্মদান করেন ; তাঁরা হলেন—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সর্বসুলক্ষণযুক্তা সুরসা এবং কদ্রুকা।

অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা॥ ২৩

'হে নরবরশ্রেষ্ঠ রাম ! মৃগীর সন্তান মৃগগণ, আর মৃগমন্দার (গর্ভে জাত) ঋক্ষগণ (ভল্লুকগণ), সৃমরগণ (মৃগবিশেষ) এবং চমরগণ (চমর গোরু)।

ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদা সুতাম্।
তস্যাস্ত্বৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ॥ ২৪

'অতঃপর ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী কন্যার জন্ম দিলেন ; তাঁর (ইরাবতীর) পুত্র জগদাশ্রয় মহান হস্তী ঐরাবত।'

হর্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তপস্বিনঃ।

গোলাঙ্গূলাংশ্চ শার্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্॥ ২৫

'হরীর সন্তান সিংহগণ, তপস্বী বানরেরা এবং গোলাঙ্গুল নামক বানরগণ। (ক্রোধবশার কন্যা) শার্দূলী ব্যাঘ্র নামক সন্তানদের জন্মদান করেন।

মাতঙ্গ্যাস্ত্বথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ।
দিশাগজং তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্॥ ২৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ! মাতঙ্গীর সন্তান হল মাতঙ্গগণ। হে কাকুৎস্থ! শ্বেতা কিন্তু দিগ্গজ নামক সন্তানের জন্মদাত্রী।

ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দ্বে ব্যজায়ত।
রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্বীং চ যশস্বিনীম্॥ ২৭

'হে রাম, তোমার কল্যাণ হোক! (আরও বলছি), সুরভি রোহিণী এবং যশোবতী গন্ধর্বী নামে কন্যাদ্বয়ের জন্মদাত্রী।

রোহিণ্যজনয়দ্ গাবো গন্ধর্বী বাজিনঃ সুতান্।
সুরসাজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্॥ ২৮

রাম! রোহিণী গোরুদের জন্ম দিয়েছেন; গন্ধর্বী অশ্ব নামক সন্তানদের এবং সুরসা নাগেদের (হস্তীদের) জন্ম দেন, আর কদ্রু সর্পদের (জন্ম দান করেন)।

মনুর্মনুষ্যাঞ্জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যাঞ্চ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ॥ ২৯

'হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে (তাঁর অন্যতমা পত্নী) মনু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র (বর্ণ-বিভাগানুসারে) মনুষ্যদের জন্মদান করেন।

মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
ঊরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩০

বেদে উক্ত আছে—(পরব্রহ্মের) মুখ থেকে ব্রাহ্মণেরা উদ্ভূত হয়েছে, তদ্রূপ (যথাক্রমে), বক্ষ থেকে ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্যেরা এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্রেরা উদ্ভূত হয়েছে।

সর্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত।
বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা॥ ৩১

'অনলা পুণ্যফলবান বৃক্ষসকলের জন্মদান করেন; শুকীর পৌত্রী (নতার পুত্রী) বিনতা এবং কদ্রু হলেন সুরসার ভগিনী (ক্রোধবশার কন্যা)।

কদ্রূর্নাগসহস্রং তু বিজজ্ঞে ধরণীধরান্।
দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ॥ ৩২

'পৃথিবীর ধারক সহস্র সর্পের জন্ম দিলেন কদ্রু, আর বিনতার দুই হলেন পুত্র গরুড় ও অরুণ।

তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম্॥ ৩৩

'হে শত্রুমর্দন রাম! আমাকে সেই অরুণের ঔরসজাত শ্যেনীপুত্র জটায়ু বলে জানবে, আমার অগ্রজ হলেন সহোদর সম্পাতি।

সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি।
ইদং দুর্গং হি কান্তারং মৃগরাক্ষসসেবিতম্।
সীতাং চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে॥ ৩৪

'বৎস (রাম)! যদি তুমি চাও তবে, আমি তোমার এই বনবাসে সহায়ক হতে পারি; কারণ, পশু ও রাক্ষস-পরিপূর্ণ এই অরণ্য অতীব দুর্গম। (তাই) লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি কোথাও গেলে (আমি) সীতাকে রক্ষা করব।'

জটায়ুষং তু প্রতিপূজ্য রাঘবো
মুদা পরিষ্বজ্য চ সন্নতোঽভবৎ।
পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাত্মবা-
জটায়ুষা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ॥ ৩৫

রাঘব রামচন্দ্র জটায়ুকে সম্মান প্রদর্শন এবং সানন্দে (তাঁকে) আলিঙ্গন করে (তাঁর চরণে) প্রণত হলেন। মনস্বী রাম জটায়ুর সঙ্গে পিতার (দশরথের) বন্ধুত্বের কাহিনী বারংবার শুনতে লাগলেন।

স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো
রিপূন্ দিধক্ষঞ্শলভানিবানলঃ॥ ৩৬

জটায়ুর নিকট মৈথিলী সীতাকে রক্ষার ভার দিয়ে অগ্নিসদৃশ (তেজস্বী) রাম-লক্ষ্মণ এবং সেই বলবান পক্ষী (জটায়ুর) সঙ্গে (রাক্ষস) শত্রুদের পতঙ্গের মতো দগ্ধ করার জন্য (পাঠান্তরে — রাক্ষস শত্রুদের দগ্ধ করে অরণ্যকে রক্ষা করার জন্য) পঞ্চবটীতে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

শ্রীরামের অনুমতিক্রমে পঞ্চবটীর মনোরম স্থানে লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের সুখে বাস করা

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানাব্যালমৃগায়ুতাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥ ১

অনন্তর নানাবিধ হিংস্র পশু ও হরিণ সমাকীর্ণ পঞ্চবটী বনে গিয়ে রাম উদ্দীপ্ত তেজঃসম্পন্ন ভাই লক্ষ্মণকে বললেন।

আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ।
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ॥ ২

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! মহর্ষি (অগস্ত্য) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, সেই যথানির্দিষ্ট পুষ্পিতকানন পঞ্চবটীপ্রদেশে আমরা এসে গেছি।

সর্বতশ্চার্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্ নো দেশে ভবতি সম্মতঃ॥ ৩

'এই কাননে সবদিকে দৃষ্টি চারিয়ে দেখ, কোন্ স্থানে আমাদের আশ্রম মনের মতো হবে ; (কারণ, এই ব্যাপারে) তুমি-ই দক্ষ।

রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহং চৈব লক্ষ্মণ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ॥ ৪
বনরামণ্যকং যত্র জলরামণ্যকং তথা।
সন্নিকৃষ্টং চ যস্মিংস্তু সমিৎপুষ্পকুশোদকম্॥ ৫

'লক্ষ্মণ ! যেখানে বিদেহরাজতনয়া সীতা আনন্দ লাভ করবেন, তুমি এবং আমিও আনন্দ পাব, জলাশয়ের নিকটবর্তী সেইরকম স্থানের অন্বেষণ করো ; (এমন স্থান অন্বেষণ করো) যেখানে বৃক্ষাদি শোভিত বনভূমি, তদ্রূপ অরণ্যবেষ্টিত জলাশয় আছে এবং যার নিকটবর্তী স্থানে যজ্ঞকাষ্ঠ, পুষ্প, কুশ এবং জল সুলভ।'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬

শ্রীরাম এই কথা বললে, সীতার সামনেই লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন।

পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে।
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ॥ ৭

'কাকুৎস্থকুল শিরোমণি হে রাম ! আপনি শতবর্ষব্যাপী থাকলেও (আমি) আপনার পরাধীন (আজ্ঞাবহ দাস)। আপনি স্বয়ং নির্বাচন করে মনোরম স্থানে আমাকে আশ্রম নির্মাণ করতে আদেশ করুন।

সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ।
বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণান্বিতম্॥ ৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্মণি।
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৯

মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সেই কথায় প্রসন্ন হয়ে বিচারপূর্বক সকল প্রকার গুণযুক্ত একটি স্থান পছন্দ করলেন এবং সেই স্থানটিকে আশ্রম নির্মাণের জন্য মনোরম বিবেচনা করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে হাতে ধরে বললেন—

অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ।
ইহাশ্রমপদং রম্যং যথাবৎ কর্তুমর্হসি॥ ১০

'এই স্থানটি সমতল এবং কুসুমিত তরুরাজি পরিবৃত হয়ে শোভামণ্ডিত ; এই স্থানেই যথাযথ রমণীয় পবিত্র আশ্রমটি নির্মাণ করতে পারো।

ইয়মাদিত্যসংকাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা॥ ১১

'সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট রমণীয় সুগন্ধি পদ্মশোভিত সরোবর অদূরেই দেখা যাচ্ছে।

যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা॥ ১২

'শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট, আত্মধ্যানপরায়ণ মহামুনি অগস্ত্য যেমন বলেছেন, এই সেই কুসুমিত পাদপ পরিবৃত রমণীয় গোদাবরী নদী।

হংসকারণ্ডবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা॥ ১৩

(যে গোদাবরী নদীর তীরে) হাঁস, বালিহাঁস এবং চক্রবাক শোভা পাচ্ছে, হরিণের দল (যার তীরে) বিচরণ করছে, সেই নদী বেশি দূরে নয়, খুব কাছেও নয়।

ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।
দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্য ফুল্লৈস্তরুভিরাবৃতাঃ॥ ১৪

'সৌম্য ! ময়ূর-নিনাদিত, প্রফুল্লিত বৃক্ষসমন্বিত

এবং বহু গুহাসমন্বিত রমণীয় সুউচ্চ পর্বতসকল দৃষ্ট হচ্ছে (দেখা যাচ্ছে)।

সৌবর্ণে রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ॥ ১৫

'পর্বতগাত্রের স্থানে স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রবর্ণের ধাতব রেখাচিত্র দ্বারা শোভিত (নানা রঙে) সুসজ্জিত হস্তীর সদৃশ গবাক্ষের (জানালার) মতো শোভা পাচ্ছে।

সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জুরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ॥ ১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্পগুল্মলতোপেতৈস্তৈস্তৈর্বৃক্ষৈরভিরাবৃতাঃ ॥ ১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পর্ণাসৈর্লকুচৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমীকিংশুকপাটলৈঃ॥ ১৮

'সাল, তাল, তমাল, খেজুর, কাঁটাল, নীবার ধান্যবৃক্ষ, তদ্রূপ তিনিশ বৃক্ষ, পুন্নাগ বৃক্ষ, আম, অশোক, তিলবৃক্ষ, কেয়াবৃক্ষ, চম্পক বৃক্ষ (চাঁপা গাছ), স্যন্দন বৃক্ষ (পাহ্বপাদপ), চন্দন, কদম্ব, পলাস, লকুচ (ডাহুফলের বৃক্ষ) এবং ধব (ধলা আকুড়া গাছ) অশ্বকর্ণ (ঘোড়ার কানের মতো পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ), খয়ের গাছ, শমী, পলাশ এবং বন্য গোলাপ গাছগুলি (দ্বারা সৃষ্ট অরণ্য পরিবেষ্টিত পর্বতগুলি) পুষ্প-গুল্ম-লতা বেষ্টিত হয়ে সুশোভিত।

ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্ধমেতেন পক্ষিণা॥ ১৯

'এই স্থানটি পবিত্র, রমণীয় এবং বহু পশুপক্ষী-সমাকীর্ণ। হে সৌমিত্র ! এখানেই আমরা এই পক্ষীর (জটায়ুর) সঙ্গে বাস করব।'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্র এইরকম বললে, বীরশত্রুনিধনকারী মহাবলবান লক্ষ্মণ শীঘ্রই (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতার জন্য আশ্রম নির্মাণ করলেন।

পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সংঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্॥ ২১
শমীশাখাভিরাস্তীর্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা॥ ২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্॥ ২৩

মহাবলশালী লক্ষ্মণ রাঘব রামচন্দ্রের জন্য নির্মাণ করলেন একটা সুবিপুল পর্ণকুটীর। সেই কুটীরের তলভাগের মৃত্তিকা আঘাতে আঘাতে সমতল করে চারিদিকে শক্ত স্তম্ভ দিলেন ; ছাদে লম্বা লম্বা বাঁশের উপর শমীশাখা বিস্তৃত করে কাশের দড়ি দিয়ে দৃঢ়বদ্ধ করলেন। কুশ-কাশ-শরের লতা বিস্তৃত করে গৃহতল সুন্দরভাবে সমান করে অত্যুত্তম দর্শনীয় একটা বাসগৃহ নির্মাণ করলেন।

স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নদীং গোদাবরীং তদা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ॥ ২৪

অতঃপর শ্রীমান লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীর তীরে গিয়ে (নদীজলে) স্নানান্তে পদ্মপুষ্প ও ফল সংগ্রহ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিং চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্॥ ২৫

অতঃপর তিনি (লক্ষ্মণ) যথাবিধি (দেবোদ্দেশে) পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং বাস্তুশান্তিক্রিয়া (সমাপন) করে স্বয়ংকৃত পুণ্যাশ্রমটি রামকে দেখালেন।

স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।
রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্॥ ২৬

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ-কৃত সেই মনোরম আশ্রমটি দেখে অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন এবং সেই পর্ণশালায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করলেন।

সুসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।
অতিস্নিগ্ধং চ গাঢ়ং চ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৭

তখন (রাম) আনন্দাতিশয্যে লক্ষ্মণকে বাহুপাশে গাঢ় আলিঙ্গন করে সস্নেহ মধুর বচনে বললেন—

প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।
প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ॥ ২৮

'কর্মের উপর প্রভাবশালী (লক্ষ্মণ) ! তুমি যে মহৎ কর্মটি করেছ, সেইজন্য আমি প্রীত হয়ে তোমাকে প্রদেয় এই আলিঙ্গন দিলাম।

ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।
ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম॥ ২৯

'লক্ষ্মণ ! তোমার মতো পরের মনোভাবজ্ঞাতা, করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং ধর্মজ্ঞ পুত্রের দ্বারা (পুত্রের জনক) আমার ধর্মাত্মা পিতৃদেব মারা যাননি (তোমার

মধ্যেই তিনি জীবিত আছেন)।'

এবং লক্ষ্মণমুক্তা তু রাঘবো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।
তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী॥ ৩০

শোভাবর্ধন সুখী রাঘব লক্ষ্মণকে এই রকম বলে সেই বহুফলপূর্ণ দেশে সুখে বাস করতে লাগলেন।

কঞ্চিৎ কালং স ধর্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
অন্বাস্যমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ॥ ৩১

স্বর্গলোকে দেবতারা যেমন বাস করেন (সেইরকম) ধর্মাত্মা রাম সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে (সেই পঞ্চবটীর আশ্রমে) কিছুকাল বাস করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

———o———

ষোড়শ সর্গ (১৬)

লক্ষ্মণ কর্তৃক হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা ও ভরতের প্রশংসা এবং সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের গোদাবরীতে স্নান

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্ট প্রবর্তত॥ ১

লক্ষ্মণ নির্মিত সেই আশ্রম-কুটীরে রঘুনন্দন শ্রীরাম সুখে বাস করতে থাকলে, শরৎ ঋতুর অবসানে প্রিয় হেমন্ত ঋতুর আগমন হল।

স কদাচিৎ প্রভাতায়াং শর্বর্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রযয়াবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্॥ ২

একদিন রাত্রি প্রভাতে রঘুনন্দন শ্রীরাম স্নান করতে গোদাবরী নদীতে গেলেন।

প্রহ্বঃ কলশহস্তস্তু সীতয়া সহ বীর্যবান্।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ॥ ৩

বিনয়ী অথচ বীর্যবান ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রকে অনুসরণ করে যেতে যেতে বলতে লাগলেন।

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলংকৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥ ৪

'আমার প্রিয়ভাষী দাদা ! যেটি আপনার প্রিয় ঋতু, যার দ্বারা সমগ্র বৎসরটা মঙ্গলময় ও অলঙ্কৃত মনে হয়, সেই ঋতুটি এসে গেছে।

নীহারপরুষো লোকঃ পৃথিবী সস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ॥ ৫

'এই ঋতুতে ঘনীভূত শিশিরে মানুষের শরীর হয় রুক্ষ (খস্‌খসে) ; ধরিত্রী হয় শস্যমালায় সুসজ্জিতা। শীতলতা-হেতু জল উপভোগের অনুপযুক্ত, কিন্তু অগ্নি সুখভোগ্য।

নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥ ৬

'নতুন শস্যের দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে এবং দেবগণকে অর্চনা করে, এই নবান্ন যজ্ঞকারী সাধুব্যক্তিগণ কালক্রমে পাপমুক্ত হন।

প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥ ৭

'এই ঋতুতে জনপদবাসীদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির কামনা পূরণ হয় এবং গোদুগ্ধও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিজয়েচ্ছু রাজারা যুদ্ধযাত্রা বা মৃগয়া যাত্রার জন্য বিচরণ করেন।

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥ ৮

'সূর্য এখন যমসেবিতা দিক্ অর্থাৎ দক্ষিণায়নে যাওয়ায় উত্তর দিক সিন্দূরাদি তিলকহীনা স্ত্রীর ন্যায় (শ্রীহীন হয়ে) প্রকাশিত হচ্ছে না।

প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্যশ্চ সাম্প্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ॥ ৯

'হিমালয় পর্বত স্বভাবতই হিমের (বরফের) সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ; সম্প্রতি সূর্যও দূরে (দক্ষিণায়নে) সরে গেছে।

অতএব হিমালয়ের হিমবান নাম সার্থক।

অত্যন্তসুখসংচারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ॥ ১০

'এই হেমন্ত দিবসে সূর্যকিরণস্পর্শ সুখকর, মধ্যাহ্নে ভ্রমণ আনন্দদায়ক ; কিন্তু ছায়া ও জলস্পর্শ ক্লেশকর।

মৃদুসূর্যাঃ সনীহারাঃ পটুশীতাঃ সমারুতাঃ।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্॥ ১১

'বর্তমানে দিনে সূর্যকিরণ (তেজহীনতাহেতু) সুখস্পর্শী, চারদিকে ঘন কুয়াশা, বায়ু শীতলস্পর্শী, হিমে পত্রাদি বিধ্বস্ত হওয়ায় অরণ্যসমূহ শূন্য মনে হচ্ছে।

নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যানীতা হিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্॥ ১২

'মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন নিবারিত হয়েছে। পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পৌষ মাসে অরুণমণ্ডল সূর্যকিরণ হিমেলভাব-যুক্ত। সম্প্রতি শীতের রাত্রিগুলি দীর্ঘতরা।

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ ১৩

'নিঃশ্বাসমলিন দর্পণের মতো হিমাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্র প্রকাশিত হতে না পারায় চন্দ্রের সৌভাগ্য তুষারমণ্ডিত সূর্যে সংক্রমিত হয়েছে।

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥ ১৪

'পূর্ণিমা তিথিতে তুষারমলিনা জ্যোৎস্না বিরাজ করে কিন্তু শোভা পায় না, (যেমন) রৌদ্রতপ্তা সীতা শ্যামবর্ণা হয়ে দৃষ্ট হন, কিন্তু শোভা পান না।

প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতঃ॥ ১৫

'বায়ু স্বভাবত শীতলস্পর্শী, কিন্তু সম্প্রতি হিমযুক্ত পশ্চিম বায়ু দ্বিগুণ শীতল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥ ১৬

'সূর্যোদয় ক্রৌঞ্চ ও সারসের নিনাদে মুখরিত, (পক্ব) যব ও গমের ক্ষেত্রপূর্ণ, বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্যগুলি সুন্দর দেখাচ্ছে।

খর্জূরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥ ১৭

'(অরণ্যমধ্যস্থ কৃষিজমিতে) খেজুর পুষ্পগুচ্ছের আকৃতিবিশিষ্ট শিষযুক্ত লম্বিত (এবং বায়ু ভারে দোদুল্যমান) পুষ্ট চাউলপূর্ণ স্বর্ণবর্ণের শালিধান শোভা পাচ্ছে।

ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমনীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে॥ ১৮

'হিম এবং কুয়াশায় ঢাকা কিরণ বিকীর্ণ করে দূরে উদিত সূর্য চন্দ্রের ন্যায় মৃদু আলোকময় দেখাচ্ছে।

অগ্রাহ্যবীর্যঃ পূর্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংরক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ॥ ১৯

'পূর্বাহ্ণে ঈষৎ তেজোময় তেজোহীনপ্রায় কিন্তু মধ্যাহ্নে সুখস্পর্শ রক্তিম সূর্যকিরণ মহীতলে ঈষৎ পাণ্ডুর হয়ে শোভা পাচ্ছে।

অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা॥ ২০

'নিপতিত শিশির বিন্দু সিক্ত তৃণাচ্ছাদিত অরণ্যভূমি নবোদিত রবিকিরণে সমুজ্জ্বল সুশোভিত।

স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যঃ প্রতিসংহরতে করম্॥ ২১

'অত্যন্ত পিপাসার্ত বন্য হস্তী (পিপাসা নিবারণের আশায়) শীতল জল সানন্দে স্পর্শ করেই (শীতকাতর হয়ে জল পান না করেই) বিশাল শুণ্ড প্রতিসংহরণ করে নেয়।

এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্॥ ২২

'জলচর পক্ষীরা তীরপ্রান্তে উপবিষ্ট থেকেও শীতের ভয়ে জলে অবগাহন (ডুব দিয়ে স্নান) করছে না, যেমন ভীতজনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে না।

অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ॥ ২৩

'রাত্রির অন্ধকারে শিশিরপাত হেতু কুয়াশার আঁধারে আচ্ছন্ন পুষ্পহীন বনরাজি নিদ্রিতের ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছে।

বাষ্পসংছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্॥ ২৪

সম্প্রতি বাষ্পাচ্ছন্ন জলরাশি সমন্বিত, সারসের চিৎকারে মুখরিত ও শিশিরসিক্ত বালুকাময় তটভূমিযুক্ত নদীগুলি শোভা পাচ্ছে।

তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্॥ ২৫

'তুষারপাত এবং সূর্যকিরণের মৃদুতাবশত শীতল হয়েও পর্বত শিখরস্থ জল আস্বাদনীয়।

জরাজর্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেসরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ॥ ২৬

'হিমে বিধ্বস্ত পদ্মপত্রগুলি পরিপক্বতাহেতু জীর্ণ

এবং পদ্মরোম ও পদ্মকোষ শুষ্ক হওয়ায় মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা) মাত্র অবশিষ্ট পদ্মসরোবরগুলি শোভাহীন হয়ে পড়েছে।

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে॥ ২৭

'কিন্তু, হে নরশ্রেষ্ঠ ! এই সময়ে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান অতীব দুঃখী পরম ধার্মিক ভরত নগরীতে তপস্যারত।

ত্যক্ত্বা রাজ্যং চ মানং চ ভোগাংশ্চ বিবিধান বহূন্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে॥ ২৮

'বর্তমানে তিনি রাজ্য, সম্মান এবং নানাপ্রকার বহু সংখ্যক ভোগবিষয় পরিত্যাগ করে এবং সংযতাহারী ও তপস্যারত হয়ে শীতল ভূমিতে শয়ন করেন।

সোঽপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ।
বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রযাতি সরযূং নদীম্॥ ২৯

'তিনিও নিশ্চয়ই প্রতিদিন এই নির্দিষ্ট সময়ে স্নানের জন্য প্রস্তুত ও প্রজাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সরযূ নদীতে যান।

অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দিতঃ।
কথং ত্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে॥ ৩০

'অত্যন্ত সুখে সংবর্দ্ধিত কোমল দেহ রাজকুমার ভরত কী করে রাত্রিশেষে শীতপীড়িত হয়েও সরযূর জলে অবগাহন ডুব দিয়ে স্নান করছেন ?

পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্ নিরুদরো মহান্।
ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।
সংত্যজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্যং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ॥ ৩২

'পদ্মপলাশলোচন, শ্যামল, শ্রীমান, কৃশোদর, মহান, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী, মধুর-স্বভাব, দীর্ঘবাহু, শত্রুজয়ী ভরত নানাবিধ সুখের বিষয় পরিত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে জ্যেষ্ঠভ্রাতারই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।
বনস্থমপি তাপস্যে যস্ত্বামনুবিধীয়তে॥ ৩৩

'আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত স্বর্গকে জয় করেছেন ; তপস্যায় স্থিত হয়ে তিনি আপনার বনবাস-জীবনের অনুসরণ করছেন।

ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ॥ ৩৪

'লোকপ্রবাদ খ্যাত আছে—মানুষ (প্রায়শঃই) পিতার (গুণদোষাদির) অনুসরণ না করে মাতাকে অনুসরণ করে ; ভরত কিন্তু এই প্রবাদ অন্যরূপ পরিবর্তিত করেছেন।

ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী॥ ৩৫

'যাঁর স্বামী সাধুচরিত্র রাজা দশরথ এবং পুত্র যাঁর সচ্চরিত্র ভরত, সেই মাতা কৈকেয়ী কীরূপে এইরকম ক্রূরস্বভাবা হলেন ?

ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্ বদতি ধার্মিকে।
পরিবাদং জনন্যাস্তমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ৩৬

'ধার্মিক লক্ষ্মণ ভরতের প্রতি প্রীতিবশত এই সকল কথা বললে, মাতা কৈকেয়ীর প্রতি সেই নিন্দাবাক্য সহ্য করতে না পেরে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম বলতে লাগলেন—

ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু॥ ৩৭

'বৎস লক্ষ্মণ ! তুমি কখনই মেজো মা-র নিন্দা করতে পার না (কারণ তা শোভা পায় না) ; তুমি বরং ইক্ষ্বাকু-কুলপতি ভরতের সেই সব কথা বলো।

নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢ়ব্রতা।
ভরতস্নেহসংতপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ॥ ৩৮

'বনবাসের জন্য দৃঢ়চিত্ত হয়ে আমি বুদ্ধি স্থির করেছি ; তথাপি ভরতের প্রতি স্নেহবশত আমার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃপ্রহ্লাদনানি চ॥ ৩৯

'ভরতের সেই প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের প্রীতিকর, অমৃত-কল্প এবং আহ্লাদজনক কথাগুলি আমার স্মরণে আসছে।

কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা।
শত্রুঘ্নেন চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন॥ ৪০

'হে রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণ ! আবার কবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি মহাত্মা ভরত এবং বীর শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হব !'

ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া॥ ৪১

এইভাবে বিলাপ করতে করতে কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরাম অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত হয়ে, নদীতে স্নান করলেন।

তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতানপি।

... লোহিতং সূর্যং দেবতাশ্চ তথানঘাঃ ॥ ৪২

তারপর নিষ্পাপ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা সেই ... জলে পূর্বগত পিতৃপুরুষদের এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে উদিত সূর্যের স্তব করলেন।

কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ ॥ ৪৩

স্নানান্তে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরাম, পর্বতরাজতনয়া পার্বতী এবং নন্দীসহ ভগবান মহেশ্বর রুদ্রের ন্যায় বিরাজ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ (১৭)

শ্রীরামের পঞ্চবটীস্থ আশ্রমে শূর্পণখার আগমন এবং শ্রীরামের পরিচয় লাভান্তে পত্নীরূপে তাকে বরণের জন্য শ্রীরামের প্রতি শূর্পণখার অনুরোধ

কৃতাভিষেকো রামস্তু সতী সৌমিত্রিরেব চ।
তস্মাদ্ গোদাবরীতীরাৎ ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ১

তারপর শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ স্নান সেরে গোদাবরীর তীর থেকে নিজেদের আশ্রমে ফিরে গেলেন॥

আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ ॥ ২

লক্ষ্মণসহ রঘুনন্দন রাম আশ্রমে ফিরে এসে পূর্বাহ্ণে অগ্নির হোম-পূজনাদি কর্ম সমাপনান্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন।

উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া ॥ ৩
বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চকার বিবিধাঃ কথা ॥ ৪

মহাবীর রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে অবস্থানকালে যেন চিত্রার সঙ্গে চন্দ্রমার মতো বিরাজ করছিলেন। সেখানে মহর্ষিগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে সুখে অবস্থানকালে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে নানান বার্তালাপ করতেন।

তদাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥ ৫
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্ ॥ ৬

একদিন রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপরত ছিলেন, সেইসময় সেখানে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণরতা এক রাক্ষসী এসে উপস্থিত হল। সে ছিল রাক্ষসরাজ দশাননের ভগিনী শূর্পণখা। সে এসে দেবোপম রামচন্দ্রকে দেখতে পেল।

দীপ্তাস্যং চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥ ৭
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্ ॥ ৮
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।

উজ্জ্বল আনন, আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত পদ্মপলাশ, গজেন্দ্রগমন, জটাজূটধারী, সুকোমল দেহ, মহাপরাক্রান্ত, রাজোচিত লক্ষণযুক্ত, নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ নবদূর্বাদল শ্যাম, কামদেবের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট কন্দর্পকান্তি এবং ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী রামচন্দ্রকে দেখে রাক্ষসী শূর্পণখা কামমুগ্ধা (কামমোহিতা) হয়ে পড়ল।

সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥ ৯
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্ধজা।
প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা ॥ ১০

তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।
ন্যায়বৃত্তং সুদুর্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা॥ ১১
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ।
জটী তাপসবেষেণ সভার্যঃ শরচাপধৃক্॥ ১২
আগতস্ত্বমিমং দেশং কথং রাক্ষসসেবিতম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি॥ ১৩

তখন সেই কুৎসিতবদনা, বিশালোদরা, ভয়ঙ্করাক্ষী, তাম্রকেশী, কুৎসিতরূপা, কর্কশস্বরা, ভীষণা, বৃদ্ধা, কটু-ভাষিণী, দুরাচারিণী, কুরূপা, শ্রীরামের দৈহিক রূপে আকৃষ্টা রাক্ষসী শূর্পণখা—সুন্দরানন, ক্ষীণকটি (কোমর), আয়তনেত্র, চিক্কনকালাকেশ, প্রিয়দর্শন, মধুরস্বর, তরুণ, সরল স্বভাব, ন্যায়বান, সুরূপ রামচন্দ্রকে বলল—'তপস্বীর বেশে জটা ও ধনুর্বাণধারী সস্ত্রীক তুমি এই রাক্ষসদের দেশে কেন এসেছ ? তোমার আগমনের কারণ আমায় বিশদভাবে বলো।'

এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা শূর্পনখ্যা পরন্তপঃ।
ঋজুবুদ্ধিতয়া সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ১৪

রাক্ষসী শূর্পণখা কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে, শত্রুতাপন রাম সরল-বুদ্ধিতে সবকিছু বলতে আরম্ভ করলেন।

আসীদ্ দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥ ১৫

'দেবতাদের ন্যায় পরাক্রমশালী "দশরথ" নামে এক রাজা ছিলেন ; জনগণের কাছে 'রাম' নামে খ্যাত আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ভ্রাতায়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্ মামনুব্রতঃ।
ইয়ং ভার্যা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা॥ ১৬

'ইনি আমার অনুগত ছোট ভাই লক্ষ্মণ এবং ইনি বিদেহরাজতনয়া, আমার স্ত্রী সীতা নামে পরিচিতা।

নিয়োগাৎ তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ।
ধর্মার্থং ধর্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বস্তুমিহাগতঃ॥ ১৭

'পিতা মহারাজ দশরথ এবং মাতার আদেশে প্রেরিত হয়ে ধর্মরক্ষার্থ ধর্মপালনের ইচ্ছায় বন বাস করার জন্য এখানে এসেছি।'

ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি কস্য ত্বং কাসি কস্য বা।
ত্বং হি তামন্মনোজ্ঞাঙ্গী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে॥ ১৮
ইহ বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।

এবার, রাম সেই শূর্পণখার পরিচয় জানার জন্য বললেন—'এখন আমি তোমার বিষয়ে জানতে চাই ; তুমি কার কন্যা, কী নাম তোমার, কারই বা তুমি স্ত্রী ? তোমাকে কোনও সুন্দরকান্তি দেহধারিণী রাক্ষসী বলে মনে হচ্ছে। এখানে কেন এসেছ ? এই সব বিষয়ে আমাকে সবিশেষ বলো।'

সাব্রবীদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনার্দিতা॥ ১৯
শ্রূয়তাং রাম তত্ত্বার্থং বক্ষ্যামি বচনং মম।
অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে কামপীড়িতা সেই রাক্ষসী বলল—'রাম ! সত্য কথা বলব, আমার কথা শোনো। আমি স্বেচ্ছারূপধারিণী শূর্পণখা নামে রাক্ষসী।

অরণ্যং বিচরামীদমেকা সর্বভয়ংকরা।
রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ॥ ২১

'সকল প্রাণীর অন্তরে ভয় উৎপাদনকারিণী আমি একাকিনীই এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। রাবণ আমার বড় ভাই ; হয়তো তার নাম তোমার শোনা আছে।

বীরো বিশ্রবসঃ পুত্রো যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।
প্রবৃদ্ধনিদ্রশ্চ সদা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ২২

'তোমার হয় তো শোনা আছে যে, বিশ্রবার বীর পুত্র রাবণ এবং সর্বদা দীর্ঘনিদ্রাকারী মহাবীর কুম্ভকর্ণ আমার ভাই।

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ।
প্রখ্যাতবীর্যৌ চ রণে ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ॥ ২৩

'আমার তৃতীয় ভ্রাতা ধর্মপ্রাণ বিভীষণ কিন্তু রাক্ষসাচারী (রাক্ষসের আচরণকারী) নয়। অপর দুই ভাই খর ও দূষণ যুদ্ধে মহাবীর বলে খ্যাত।

তানহং সমতিক্রান্তাং রাম ত্বা পূর্বদর্শনাৎ।
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্তারং পুরুষোত্তমম্॥ ২৪

'রাম ! প্রথম দর্শনেই পুরুষোত্তম তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে তাদের (ভাইদের) উল্লঙ্ঘন করে (না জানিয়েই, তোমার কাছে) আমি এসেছি।

অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি॥ ২৫

'আমি অমিত প্রভাবশালিনী এবং স্বেচ্ছাবিচরণ-কারিণী। তুমি চিরকালের জন্য আমার পতি হও ; সীতাকে দিয়ে কী করবে ?

বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্যারূপেণ পশ্য মাম্॥ ২৬

'সীতা বিকারযুক্তা এবং কুরূপা, (অতএব) তোমার যোগ্য নয়। আমি-ই তোমার উপযুক্ত ; অতএব আমাকে

(স্ত্রী) রূপে দেখ (গ্রহণ করো)।

ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
অনেন সহ তে ভ্রাত্রা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্॥ ২৭

'(আমি) তোমার ভাই (লক্ষ্মণ) এর সঙ্গে কুরূপা, অসতী, ভয়ঙ্করী এবং কৃশোদরী এই মহিলাকে খেয়ে ফেলব।

ততঃ পর্বতশৃঙ্গানি বনানি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ সহ ময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥ ২৮

'তারপর (তুমি) পর্বতশৃঙ্গসমূহ এবং নানান বন দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে কামমুগ্ধ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বিহার করবে।'

ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থঃ প্রহস্য মদিরেক্ষণাম্।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং বাক্যবিশারদঃ॥ ২৯

এইরকম কথিত হলে, বাক্‌পটু কাকুৎস্থ রাম উচ্চ হাস্য করে মদ্যপানে আরক্ত নয়না (ঢুলুঢুলু নেত্রা) শূর্পণখাকে এই কথা বলতে শুরু করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

শ্রীরাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শূর্পণখার লক্ষ্মণের কাছে প্রণয়ভিক্ষা, সেখানেও প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সীতাকে আক্রমণ করায় লক্ষ্মণ কর্তৃক তার নাসাকর্ণছেদন

তাং তু শূর্পণখাং রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্।
স্বেচ্ছয়া শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বমথাব্রবীৎ॥ ১

তখন কামপাশে আবদ্ধা শূর্পণখাকে শ্রীরাম স্বেচ্ছায় স্মিতহাস্যে মধুর বাক্যে বললেন—

কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্যেয়ং দয়িতা মম।
ত্বদ্বিধানাং তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা॥ ২

'দেবি ! আমি বিবাহিত, ইনি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। আপনার ন্যায় বিশিষ্টা স্ত্রীগণের সপত্নীর সতীনের সঙ্গে বাস করা অতীব দুঃখদায়ক।

অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্॥ ৩
অপূর্বী ভার্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।
অনুরূপশ্চ তে ভর্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি॥ ৪

'লক্ষ্মণ নামে আমার এই অনুজ ভ্রাতা বীর্যবান, সৎ-স্বভাবসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন শ্রীমান। এর সঙ্গে স্ত্রী নেই। যদি এ অপূর্ব স্ত্রী-প্রার্থী হয়, তবে তরুণ, প্রিয়দর্শী তোমার রূপের অনুরূপ পতি হবে (হতে পারে)।

এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্তারং ভ্রাতরং মম।
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভা যথা॥ ৫

'অয়ি বিশালাক্ষি সুন্দরি ! সূর্যকিরণ যেমন মেরু পর্বতকে, সেই রকম তুমি আমার এই ভাইকে পতিরূপে ভজনা করো এবং সপত্নীভীতিরহিতা হও।'

ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।
বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ৬

রাম এই কথা বললে, কামমুগ্ধা রাক্ষসী সহসা রামকে ছেড়ে লক্ষ্মণকে বলল—

অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখং সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥ ৭

'লক্ষ্মণ ! আমি তোমার এই সুন্দর রূপের সুন্দরী স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত। আমার সঙ্গে তুমি আনন্দে সারা দণ্ডকারণ্যে আনন্দে বিচরণ করতে পারবে।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ।
ততঃ শূর্পনখীং স্মিত্বা লক্ষ্মণো যুক্তমব্রবীৎ॥ ৮

রাক্ষসী এইরকম বললে, সুমিত্রানন্দন বাক্‌পটু লক্ষ্মণ স্মিতহাস্যে কুলার ন্যায় নখ বিশিষ্টা শূর্পণখাকে যুক্তিযুক্ত কথা বললেন—

কথং দাসস্য মে দাসী ভার্যা ভবিতুমিচ্ছসি।
সোঽহমার্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি॥ ৯

'অয়ি রক্তপদ্মসমা সুন্দরি ! আমি-ই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীন। অতএব কেন আমার মতো দাসের স্ত্রী হয়ে দাসী হতে চাইছ ?

সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতামলবর্ণিনী।
আর্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্যা ভব যবীয়সী॥ ১০

'অয়ি বিশালাক্ষি ! অভীষ্ট-প্রদাতা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যোগ্য সুন্দরী তুমি ; অতএব তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী হয়ে সিদ্ধমনোরথ ও প্রসন্ন হও।

এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
ভার্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি॥ ১১

'এই কুরূপা, অসতী, বিকৃতাঙ্গী, কৃশোদরী, বৃদ্ধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ইনি তোমাকেই স্ত্রীরূপে ভজনা করবেন।[1]

কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সংত্যজ্য বরবর্ণিনি।
মানুষীষু বরারোহে কুর্যাদ্ ভাবং বিচক্ষণঃ॥ ১২

'অয়ি প্রশস্ত নিতম্বিনি সুন্দরি ! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমার মতো এই শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করে মানুষীর প্রতি প্রেম নিবেদন করবে ?'

ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদরী।
মন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাবিচক্ষণা॥ ১৩

সেই ভয়ঙ্করী লম্বোদরী পরিহাস বুঝতে অক্ষমা শূর্পণখা লক্ষ্মণের কথা সত্য বলেই মনে করল।

সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরন্তপম্।
সীতয়া সহ দুর্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা॥ ১৪

কামমুগ্ধা শূর্পণখা পর্ণকুটীরে সীতাসহ উপবিষ্ট শত্রুতাপন দুর্ধর্ষ শ্রীরামকে বলল।

ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
বৃদ্ধাং ভার্যামবষ্টভ্য ন মাং ত্বং বহু মন্যসে॥ ১৫

'তুমি এই কুরূপা অসতী ভয়ঙ্করী কৃশোদরী বৃদ্ধা স্ত্রীকে পেয়ে আমাকে সম্মান করছ না।

অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখম্॥ ১৬

'এখনই তোমার সামনেই আমি এই নারীকে খেয়ে সতীন থেকে মুক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে যথেচ্ছ আনন্দে ঘুরে বেড়াব।'

ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীমলাতসদৃশেক্ষণা।
অভ্যগচ্ছৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীমিব॥ ১৭

এই বলে, রোহিণীর প্রতি ধাবমান বিরাট উল্কার মতো, জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ চক্ষুবিশিষ্টা সেই রাক্ষসী, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মৃগনয়না সীতার প্রতি ক্রুদ্ধ ধাবিত হল।

তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপতন্তীং মহাবলঃ।
বিগৃহ্য রামঃ কুপিতস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১৮

মৃত্যুপাশতুল্য ভয়ঙ্করী সেই রাক্ষসীকে সীতার দিকে আসতে দেখে মহাবলী রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিগৃহীত করলেন এবং লক্ষ্মণকে বললেন—

ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথংচন।
ন কার্যঃ পশ্য বৈদেহীং কথংচিৎ সৌম্য জীবতীম্॥ ১৯

'সৌম্যলক্ষ্মণ ! নিষ্ঠুর অনার্যদের সঙ্গে কোনও প্রকার পরিহাস করা উচিত না ; দেখ, বিদেহরাজতনয়া সীতা কোনও প্রকারে জীবিত আছেন।

ইমাং বিরূপামসতীমতিমত্তাং মহোদরীম্।
রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি॥ ২০

'হে নরশার্দূল লক্ষ্মণ ! এই কুরূপা ব্যাভিচারিণী অত্যন্ত উন্মত্তা লম্বোদরী রাক্ষসীকে বিরূপা অঙ্গহীনা করে দাও।'

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ।
উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবলঃ॥ ২১

রামচন্দ্র এই কথা বললে, মহাবলী লক্ষ্মণ শ্রীরামের সামনেই সক্রোধে খড়্গ উত্তোলন করে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন।

নিকৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং সা বিনদ্য চ।
যথাগতং প্রদুদ্রাব ঘোরা শূর্পণখা বনম্॥ ২২

নাককানকাটা সেই ভয়ঙ্করী বিকৃত স্বরে গর্জন করতে করতে যেদিক থেকে এসেছিল সেই বনে ছুটে পালিয়ে গেল।

[1]আলোচ্য শ্লোকে শ্রীসীতার বিশেষণ রূপে লক্ষ্মণ যে পদগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি প্রত্যেকটিই দ্ব্যর্থক ; শূর্পণখার কাছে একটি অভিধা বা শব্দার্থ প্রকাশক ; কিন্তু লক্ষ্মণ শ্লেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। যেমন 'বিরূপা (শ্লিষ্ট অর্থে—বিশিষ্ট রূপবতী), অসতী (নাই সতী যাঁর অপেক্ষা অর্থাৎ সতীশ্রেষ্ঠা), করালা (বিকৃতাঙ্গী—বিশেষভাবে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাঁর, অর্থাৎ সগুঠিতাঙ্গী), কৃশোদরী (নিম্ননাভিবিশিষ্টা সুন্দরী) এবং বৃদ্ধা (জ্ঞানবৃদ্ধা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা)—এইরকম শ্রেষ্ঠা সুন্দরী সতীকে ত্যাগ করে রাম (কি) তোমাকে ভজনা করবেন ?' —এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে।

সা বিরূপা মহাঘোরা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা।
ননাদ বিবিধান্ নাদান্ যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ॥ ২৩

সেই মহাভয়ঙ্করী বিকৃতরূপা রাক্ষসী শোণিতসিক্তা হয়ে বর্ষাকালীন মেঘের মতো নানাভাবে গর্জন করতে লাগল।

সা বিক্ষরন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা।
প্রগৃহ্য বাহূ গর্জন্তী প্রবিবেশ মহাবনম্॥ ২৪

ক্ষতস্থান থেকে রক্তঝরা অবস্থায় সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দু'হাত উপরে তুলে গর্জন করতে করতে গভীর বনে প্রবেশ করল।

ততস্তু সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতং
খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা।
উপেত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসং
পপাত ভূমৌ গগনাদ্ যথাশনিঃ॥ ২৫

লক্ষ্মণ কর্তৃক বিকৃতীকৃতা সেই রাক্ষসী জনস্থান মধ্যে রাক্ষসগণ পরিবৃত উগ্র তেজস্বী ভ্রাতা খরের কাছে উপস্থিত হয়ে আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

ততঃ সভার্যং ভয়মোহ মূর্চ্ছিতা
সলক্ষ্মণং রাঘবমাগতং বনম্।
বিরূপণং চাত্মনি শোণিতোক্ষিতা
শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা॥ ২৬

তখন ভয়ে মোহগ্রস্তা হয়ে মূর্চ্ছিতা ও রক্তাক্তদেহা খরের ভগিনী শূর্পণখা নিজের এই কুরূপকরণ এবং স্ত্রী ও লক্ষ্মণসহ রাঘব রামচন্দ্রের বনে আগমনের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে খরকে জানালো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশ সর্গ (১৯)

ভগিনী শূর্পণখার মুখে লক্ষ্মণ কর্তৃক তার দুর্দশার বৃত্তান্ত শুনে রামাদিকে হত্যার জন্য ক্রুদ্ধ খর কর্তৃক চৌদ্দজন রাক্ষসসেনা প্রেরণ

তাং তথা পতিতাং দৃষ্ট্বা বিরূপাং শোণিতোক্ষিতাম্।
ভগিনীং ক্রোধসন্তপ্তঃ খরঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ॥ ১

সেই বিকৃতা (অঙ্গহীনা) ভগিনীকে সেইভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পতিত হতে দেখে ক্রোধোদ্দীপ্ত রাক্ষস খর জিজ্ঞাসা করল—

উত্তিষ্ঠ তাবদাখ্যাহি প্রমোহং জহি সম্ভ্রমম্।
ব্যক্তমাখ্যাহি কেন ত্বমেবংরূপা বিরূপিতা॥ ২

'ওঠো, কথা বলো। মোহ এবং বিহ্বলতা ত্যাগ করো। স্পষ্ট করে বলো, কে তোমার রূপ এইরকম বিকৃত করে দিয়েছে?

কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্।
তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যাগ্রেণ লীলয়া॥ ৩

'সম্মুখে আসীন নিরপরাধ বিষাক্ত কালসাপকে খেলাচ্ছলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা কে উৎপীড়ন করেছে?

কালপাশং সমাসজ্য কণ্ঠে মোহান্ন বুধ্যতে।
যস্ত্বামদ্য সমাসাদ্য পীতবান্ বিষমুত্তমম্॥ ৪

'যে তোমাকে আজ কষ্ট দিয়েছে, সে যে কণ্ঠে কালপাশ ধারণ করে তীব্র বিষ পান করেছে, মোহবশত তা সে বুঝতে পারছে না।

বলবিক্রমসম্পন্না কামগা কামরূপিণী।
ইমামবস্থাং নীতা ত্বং কেনান্তকসমাগতা॥ ৫

'শক্তি ও পরাক্রমশালিনী, স্বেচ্ছাগতি ও স্বেচ্ছারূপ-ধারিণী মৃত্যুতুল্যা তুমি, তোমার এই অবস্থা কে করল?

দেবগন্ধর্বভূতানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
কোঽয়মেবং মহাবীর্যস্ত্বাং বিরূপাং চকার হ॥ ৬

'দেবতা, গন্ধর্ব, অন্য প্রাণিসমূহ এবং মহাত্মা

ঋষিদের মধ্যে কে এরূপ মহাবীর, যে তোমাকে বিকৃতরূপা করে দিল ?

নহি পশ্যাম্যহং লোকে যঃ কুর্যান্মম বিপ্রিয়ম্।
অমরেষু সহস্রাক্ষং মহেন্দ্রং পাকশাসনম্॥ ৭

'দেবতাদের মধ্যে একমাত্র সহস্রলোচন পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত ত্রিভুবনে এমন কাউকেই দেখি না, যে আমার অপ্রিয় কাজ করতে পারে।

অদ্যাহং মার্গণৈঃ প্রাণানাদাস্যে জীবিতান্তগৈঃ।
সলিলে ক্ষীরমাসক্তং নিষ্পিবন্নিব সারসঃ॥ ৮

'সারস যেমন দুধমিশ্রিত জল থেকে কেবল দুধটুকুই পান করে, সেইরকম, আজ আমি প্রাণঘাতী বাণ দ্বারা তোমার প্রতি অপরাধীর শরীর থেকে প্রাণটুকু ছিনিয়ে নেব।

নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্মণঃ।
সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি॥ ৯

'যুদ্ধে আমার হাতে মর্মস্থলে বিদীর্ণ হয়ে নিহত কোন্ ব্যক্তির সফেন উষ্ণ রক্ত ধরিত্রী পান করতে ইচ্ছা করছে ?

কস্য পত্ররথাঃ কায়ান্মাংসমুৎকৃত্য সংগতাঃ।
প্রহৃষ্টা ভক্ষয়িষ্যন্তি নিহতস্য ময়া রণে॥ ১০

'যুদ্ধে আমার হাতে নিহত কার দেহ থেকে মাংস টুকরো টুকরো করে পাখিরা মিলিত হয়ে আনন্দে ভক্ষণ করবে ?

তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ময়াপকৃষ্টং কৃপণং শক্তাস্ত্রাতুং মহাহবে॥ ১১

'মহাসমরে আমি যাকে আক্রমণ করব, সেই হতভাগ্যকে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ এবং রাক্ষসরাও রক্ষা করতে পারবে না।

উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি।
যেন ত্বং দুর্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জিতা॥ ১২

'বনে যে দুর্বিনীত তোমায় আক্রমণ করে নির্যাতন করেছে, ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করে, তুমি তার নাম আমায় বলো।'

ইতি ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য চ বিশেষতঃ।
ততঃ শূর্পণখা বাক্যং সবাষ্পমিদমব্রবীৎ॥ ১৩

বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ ভ্রাতার (খরের) এই কথা শুনে শূর্পণখা বাষ্পাকুল নয়নে বলল—

তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥ ১৪
ফলমূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যাস্তাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৫
গন্ধর্বরাজপ্রতিমৌ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ।
দেবৌ বা দানবাবেতৌ ন তর্কয়িতুমুৎসহে॥ ১৬

'আমি দণ্ডকারণ্যে তরুণ, রূপবান, সুললিত দেহ, মহাবলশালী, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্রসম্পন্ন, ছিন্নবস্ত্র ও মৃগচর্মবসনা (অম্বর) ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, ব্রহ্মচারী দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণকে দেখেছি। দশরথের পুত্র ; গন্ধর্বরাজতুল্য, রাজোচিত লক্ষণান্বিত তারা দেবতা না দানব তা অনুমান করতে পারিনি।

তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।
দৃষ্টা তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা॥ ১৭

'সেখানে তাদের সঙ্গে এক তরুণী রূপবতী নানালঙ্কার ভূষিতা ক্ষীণকটিতটা নারীকে আমি দেখেছি।

তাভ্যামুভাভ্যাং সম্ভূয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্।
ইমামবস্থাং নীতাহং যথানাথাসতী তথা॥ ১৮

'সেই নারীর কারণেই তারা দু'জন (রাম-লক্ষ্মণ) মিলিত হয়ে অনাথা ও অসতীর মতো আমার এই দুরবস্থা করেছে।

তস্যাশ্চানৃজুবৃত্তায়াস্তয়োশ্চ হতয়োরহম্।
সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্ধনি॥ ১৯

'যুদ্ধে নিহত সেই কুটিলা নারীর এবং রাজপুত্র দুজনের সফেন (তাজা) রক্ত আমি পান করতে চাই।

এষ মে প্রথমঃ কামঃ কৃতস্তত্র ত্বয়া ভবেৎ।
তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে॥ ২০

'যুদ্ধে নিহত সেই নারীর এবং পুরুষ দুজনের রক্ত আমি পান করতে চাই, এটাই আমার একমাত্র কামনা এবং যা তোমাকেই করতে হবে।'

ইতি তস্যাং ব্রুবাণায়াং চতুর্দশ মহাবলান্।
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্॥ ২১

শূর্পণখা এইকথা বললে, ক্রুদ্ধ খর (মৃত্যুরাজ) যম-সদৃশ চৌদ্দজন মহাবলবান রাক্ষসকে আদেশ দিল।

মানুষৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ।
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং ঘোরং প্রমদয়া সহ॥ ২২

'শস্ত্রধারী এবং ছিন্নবস্ত্র ও কৃষ্ণমৃগচর্মবসন-পরিহিত দুজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছে।

তৌ হত্বা তাং চ দুর্বৃত্তামুপাবর্তিতুমর্হথ।
ইয়ং চ ভগিনী তেষাং রুধিরং মম পাস্যতি॥ ২৩

'সেই পুরুষ দুজনকে এবং দুর্বৃত্তা নারীকে হত্যা

করে ফিরে এসো।

মনোরথোঽয়মিষ্টোঽস্যা ভগিন্যা মম রাক্ষসাঃ।
শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং গত্বা তৌ প্রমথ্য স্বতেজসা॥ ২৪

'হে রাক্ষসগণ ! তোমরা সত্বর সেখানে গিয়ে নিজেদের তেজঃপ্রভাবে তাদের হত্যা করে আমার এই ভগিনীর আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ পূরণ করো।

মৃধাভিনিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে।
ইয়ং প্রহৃষ্টা মুদিতা রুধিরং যুধি পাস্যতি॥ ২৫

'যুদ্ধে তোমাদের দ্বারা সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত দেখে সে প্রফুল্লিতা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই পরমানন্দে রক্ত পান করবে।'

ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
তত্র জগ্মুস্তয়া সার্ধং ঘনা বাতেরিতা ইব॥ ২৬

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, সেই চৌদ্দজন রাক্ষস তাদের ভগিনী শূর্পণখার সঙ্গে, বায়ুতাড়িত মেঘের মতো দ্রুত সেখানে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ (২০)

শ্রীরাম কর্তৃক খরপ্রেরিত চতুর্দশ রাক্ষস বধ

**ততঃ শূর্পণখা ঘোরা রাঘবাশ্রমমাগতা।
রাক্ষসানাচচক্ষে তৌ ভ্রাতরৌ সহ সীতয়া॥ ১**

অতঃপর ভয়ঙ্করী শূর্পণখা শ্রীরামের আশ্রমে এসে সেই রাক্ষসদের কাছে সীতাসহ ভ্রাতৃদ্বয়ের (রাম-লক্ষ্মণের) পরিচয় দিল (সীতাসহ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়ে দিল)।

**তে রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং মহাবলম্।
দদৃশুঃ সীতয়া সার্ধং লক্ষ্মণেনাপি সেবিতম্॥ ২**

রাক্ষসেরা দেখতে পেল, পর্ণকুটীরে মহাবলবান শ্রীরাম সীতার সঙ্গে বসে আছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁদের সেবা করছেন।

**তং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমানাগতাংস্তাংশ্চ রাক্ষসান্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্॥ ৩**

শ্রীমান রঘুনন্দন রাম, শূর্পণখাকে এবং সঙ্গে আগত সেই রাক্ষসদের দেখে, প্রদীপ্ততেজা ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—

**মুহূর্তং ভব সৌমিত্রে সীতায়াঃ প্রত্যনন্তরঃ।
ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ॥ ৪**

'ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি কিছুক্ষণ সীতার কাছে থাকো, এই রাক্ষসীকে অনুসরণ করে তার সহায়করূপে আগত রাক্ষসদের আমি বধ করব।'

**বাক্যমেতৎ ততঃ শ্রুত্বা রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
তথেতি লক্ষ্মণো বাক্যং রাঘবস্য প্রপূজয়ন্॥ ৫**

আত্মজ্ঞানী রঘুনন্দন রামচন্দ্রের কথা শুনে তাঁর কথাকে প্রশংসা করে লক্ষ্মণ বললেন—'তাই হোক'।

**রাঘবোঽপি মহচ্চাপং চামীকরবিভূষিতম্।
চকার সজ্যং ধর্মাত্মা তানি রক্ষাংসি চাব্রবীৎ॥ ৬**

ধর্মাত্মা রঘুনন্দনও স্বর্ণমণ্ডিত মহৎধনুতে জ্যা আরোপ করে সেই রাক্ষসদের বললেন—

**পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্ধং দুশ্চরং দণ্ডকাবনম্॥ ৭
ফলমূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
বসন্তৌ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থমুপহিংসথ॥ ৮**

'সীতার সঙ্গে দুর্গম দণ্ডকবনে প্রবিষ্ট আমরা দুই ভাই— রাম-লক্ষ্মণ, রাজা দশরথের দুই পুত্র। দণ্ডকে বনবাসী ফলমূলাহারী সংযমী ব্রহ্মচারী তাপসদ্বয় আমাদের কেন তোমরা হিংসা করছ ?

**যুষ্মান্ পাপাত্মকান্ হন্তুং বিপ্রকারান্ মহাহবে।
ঋষীণাং তু নিয়োগেন সম্প্রাপ্তঃ সশরাসনঃ॥ ৯**

'তোমরা ঋষি এবং নাগরিকদের অনিষ্টকারী পাপাত্মা ; তাই তোমাদের যুদ্ধে হত্যা করার জন্য ঋষিগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমি ধনুর্বাণ ধারণ করেছি।

তিষ্ঠতৈবাত্র সন্তুষ্টা নোপবর্তিতুমর্হথ।
যদি প্রাণৈরিহার্থো বো নিবর্তধ্বং নিশাচরাঃ॥ ১০

'হে নিশাচরগণ ! যুদ্ধে যদি সন্তুষ্ট হতে চাও, তবে এখানেই থাকো, পালিয়ে যেও না ; আর যদি প্রাণের মায়া (বাঁচার ইচ্ছা) থাকে, তবে পালিয়ে যাও।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
ঊচুর্বাচং সুসংক্রুদ্ধা ব্রহ্মঘ্নাঃ শূলপাণয়ঃ॥ ১১
সংরক্তনয়না ঘোরা রামং সংরক্তলোচনম্।
পরুষা মধুরাভাষং হৃষ্টা দৃষ্টপরাক্রমম্॥ ১২

শ্রীরামচন্দ্রের সেই কথা শুনে, অত্যন্ত ক্রোধী ব্রাহ্মণঘাতক, শূলপাণি, ক্রোধে আরক্তনয়ন, ভয়ঙ্কর, রুক্ষস্বভাব সেই চৌদ্দজন রাক্ষস উৎসাহিত হয়ে আরক্তনয়ন পরাক্রমপ্রদর্শক অথচ মধুরভাষী শ্রীরামকে বলল—

ক্রোধমুৎপাদ্য নো ভর্তুঃ খরস্য সুমহাত্মনঃ।
ত্বমেব হাস্যসে প্রাণান্ সদ্যোঽস্মাভির্হতো যুধি॥ ১৩

'আমাদের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করে তুমি এখনই যুদ্ধে নিহত হয়ে নিজের প্রাণ হারাবে।

কা হি তে শক্তিরেকস্য বহূনাং রণমূর্ধনি।
অস্মাকমগ্রতঃ স্থাতুং কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে॥ ১৪

'সম্মুখ সমরে আমাদের বহু যোদ্ধার সামনে দাঁড়াবার তোমার একার শক্তি কোথায় ? যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করা তো অনেক দূরের কথা !

এভির্বাহুপ্রযুক্তৈশ্চ পরিঘৈঃ শূলপট্টিশৈঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যসি বীর্যং চ ধনুশ্চ করপীড়িতম্॥ ১৫

'আমাদের হস্ত নিক্ষিপ্ত লোহার মুগুর, বর্শা এবং হস্ত প্রমাণ দ্বিমুখ অস্ত্রের আঘাতে তুমি নিজের পরাক্রম এবং হস্তধৃত ধনুসহ প্রাণ হারাবে।'

ইত্যেবমুক্ত্বা সংরব্ধা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা রামমেবাভিদুদ্রুবুঃ॥ ১৬

সেই চৌদ্দজন নির্দয় রাক্ষস এই কথা বলে সক্রোধে অস্ত্র উত্তোলন করে রামের দিকে দ্রুত দৌড়ে গেল।

চিক্ষিপুস্তানি শূলানি রাঘবং প্রতি দুর্জয়ম্।
তানি শূলানি কাকুৎস্থঃ সমস্তানি চতুর্দশ॥ ১৭
তাবদ্ভিরেব চিচ্ছেদ শরৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ।

সেই চৌদ্দজন রাক্ষস দুর্জয় রামচন্দ্রের প্রতি শূলগুলি নিক্ষেপ করলে কাকুৎসকুলভূষণ-শ্রীরামচন্দ্রও সেই চৌদ্দটি শূল সমসংখ্যক স্বর্ণভূষিত বাণ দ্বারা ছেদন করলেন।

ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ সূর্যসন্নিভান্॥ ১৮
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধশ্চতুর্দশ শিলাশিতান্।
গৃহীত্বা ধনুরায়ম্য লক্ষ্যানুদ্দিশ্য রাক্ষসান্॥ ১৯
মুমোচ রাঘবো বাণান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ।

অতঃপর অতীব ক্রুদ্ধ মহাতেজস্বী রাঘব শ্রীরাম শিলাতলে শাণিত সূর্যসদৃশ ভাস্বর চৌদ্দটি নারাচ (অস্ত্র) গ্রহণ করলেন। অস্ত্র গ্রহণ করে রাক্ষসদের উদ্দেশ্য ধনু আকর্ষণ করে, ইন্দ্র কর্তৃক বজ্র নিক্ষেপের মতো, রাক্ষসদের প্রতি সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন।

তে ভিত্ত্বা রক্ষসাং বেগাদ্ বক্ষাংসি রুধিরপ্লুতাঃ॥ ২০
বিনিষ্পেতুস্তদা ভূমৌ বল্মীকাদিব পন্নগাঃ।

বল্মীক (উইঢিবি) থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সর্পেরা যেমন ভূমিতে বেগে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই বাণগুলি বেগে রাক্ষসদের বক্ষঃস্থল ভেদ করে তাদের রক্তাক্ত করে তুলল।

তৈর্ভগ্নহৃদয়া ভূমৌ ছিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ॥ ২১
নিপেতুঃ শোণিতস্নাতা বিকৃতা বিগতাসবঃ।

সেই বাণের আঘাতে বিদীর্ণহৃদয়, রক্তাক্ত ও বিকৃত দেহে মৃত রাক্ষসেরা ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসী ক্রোধমূর্ছিতা॥ ২২
উপগম্য খরং সা তু কিঞ্চিৎ সংশুষ্কশোণিতা।
পপাত পুনরবার্তা সনির্যাসেব বল্লরী॥ ২৩

রাক্ষসদের মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ক্রোধমূর্ছিতা রাক্ষসী শূর্পণখা খরের কাছে গেল এবং (নাক-কান কাটার জন্য) ক্ষরিত রক্ত কিছুটা শুষ্ক হওয়ায় (আঠার মতো গায়ে লেগে আছে এমন অবস্থায়) আঠাযুক্ত কেটে ফেলা লতার মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল।

ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা সসর্জ নিনদং মহৎ।

সুস্বরঃ মুমুচে বাষ্পং বিবর্ণবদনা তদা॥ ২৪

তখন শোকার্তা শূর্পণখা বিবর্ণমুখে ভ্রাতার সম্মুখে প্রলাপে করুণ স্বর সৃষ্টি করে অশ্রু মোচন করতে লাগল।

নিপাতিতান্ প্রেক্ষ্য রণে তু রাক্ষসান্
প্রধাবিতা শূর্পণখা পুনস্ততঃ।
বধং চ তেষাং নিখিলেন রক্ষসাং
শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা॥ ২৫

তখন খরের সেই ভগিনী শূর্পণখা যুদ্ধে রাক্ষসদের নিহত হতে দেখে পুনরায় ধাবিত হয়ে (আবার দৌড়ে গিয়ে) সেই রাক্ষসদের নিধনবার্তা খরকে পুরাপুরি জানাল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ (২১)

রাম কর্তৃক খরপ্রেরিত রাক্ষসদের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনান্তে শূর্পণখা কর্তৃক রামের সঙ্গে যুদ্ধে ভ্রাতা খরকে প্রেরণাদান

**স পুনঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাচ্ছূর্পণখাং পুনঃ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা তামনর্থার্থমাগতাম্॥ ১**

অনর্থ হেতু আগত সেই শূর্পণখাকে আবার মাটিতে পতিত দেখে খর পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে স্পষ্টভাষায় বলল—

**ময়া ত্বিদানীং শূরাস্ত রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং বিনির্দিষ্টাঃ কিমর্থং রুদ্যতে পুনঃ॥ ২**

'তোমার প্রীতির জন্য আমি এই সময় অপক্ক (কাঁচা) মাংসভোজী বীর রাক্ষসদের নিযুক্ত করেছি, তবুও তুমি আবার কাঁদছ কেন ?

**ভক্তাশ্চৈবানুরক্তাশ্চ হিতাশ্চ মম নিত্যশঃ।
হন্যমানা ন হন্যন্তে ন ন কুর্যুর্বচো মম॥ ৩**

'সেই রাক্ষসেরা আমার ভক্ত ও অনুরাগী এবং সর্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী। 'মারিলে, না মরে তারা', এবং আমার নির্দেশানুসারে কাজ করবে না, এমন নয়।

**কিমেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণং যৎকৃতে পুনঃ।
হা নাথেতি বিনদন্তী সর্পবচ্চেষ্টসে ক্ষিতৌ॥ ৪**

'কী এমন কারণ ঘটল, যার জন্য আবার 'হা নাথ' বলে নিনাদ করতে করতে সাপের মতো মাটিতে পড়ে চেষ্টা করছ ? আমি তা শুনতে চাই।

**অনাথবদ্ বিলপসি কিং নু নাথে ময়ি স্থিতে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মা মৈবং বৈক্লব্যং ত্যজ্যতামিতি॥ ৫**

'আমি রক্ষাকর্তা থাকতে, কেন অনাথের মতো বিলাপ করছ ? এ রকম কোরো না। ওঠো ওঠো ! ব্যাকুলতা ত্যাগ করো।'

**ইত্যেবমুক্তা দুর্ধর্ষা খরেণ পরিসান্ত্বিতা।
বিমৃজ্য নয়নে সাস্রে খরং ভ্রাতরমব্রবীৎ॥ ৬**

খর এই বলে সান্ত্বনা দিলে সেই দুর্ধর্ষ রাক্ষসী নয়নাশ্রু মার্জিত করে (চোখের জল মুছে) ভাই খরকে বলল—

**অস্মীদানীমহং প্রাপ্তা হতশ্রবণনাসিকা।
শোণিতৌঘপরিক্লিন্না ত্বয়া চ পরিসান্ত্বিতা॥ ৭**

'সম্প্রতি আমি নাক-কান-কাটা হয়ে রক্তধারায় সিক্ত হয়েছিলাম, (ভিজে গিয়েছিলাম), তখন তুমি-ই আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলে।

**প্রেষিতাশ্চ ত্বয়া শূরা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
নিহন্তুং রাঘবং ঘোরং মৎপ্রিয়ার্থং সলক্ষ্মণম্॥ ৮
তে তু রামেণ সামর্ষাঃ শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
সমরে নিহতাঃ সর্বে সায়কৈর্মর্মভেদিভিঃ॥ ৯**

'আমার প্রীতির জন্য সলক্ষ্মণ ভয়ঙ্কর রামকে হত্যা করতে তুমি চৌদ্দজন বীর রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলে ; কিন্তু শূল এবং পট্টিশাস্ত্রধারী ক্রোধী সেই রাক্ষসেরা যুদ্ধে রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্মভেদী বাণের আঘাতে নিহত হয়েছে।

**তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ক্ষণেনৈব মহাজবান্।
রামস্য চ মহৎ কর্ম মহাংস্ত্রাসোঽভবন্মম॥ ১০**

'সেই মহাবেগবান রাক্ষসদের ক্ষণকালের মধ্যে ভূমিতে পতন এবং রামের মহান পরাক্রম দেখে আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হলাম।

সাস্মি ভীতা সমুদ্বিগ্না বিষণ্ণা চ নিশাচর।
শরণং ত্বাং পুনঃ প্রাপ্তা সর্বতো ভয়দর্শিনী॥ ১১

'হে রাক্ষসরাজ ! আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ ও ভীত হয়ে পড়েছি ; চারিদিকে ভয়ের কারণ দেখতে পাচ্ছি। তাই, আবার তোমার শরণ নিয়েছি।

বিষাদনক্রাধ্যুষিতে পরিত্রাসোর্মিমালিনি।
কিং মাং ন ত্রায়সে মগ্নাং বিপুলে শোকসাগরে॥ ১২

'বিষাদ শোকরূপ কুমীর পরিবৃত এবং ভয়রূপ ঊর্মিমালা (ঢেউ)যুক্ত বিশাল শোকসাগরে আমি নিমজ্জিত হচ্ছি (ডুবে যাচ্ছি), তুমি কি আমায় রক্ষা করবে না ?

এতে চ নিহতা ভূমৌ রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
যে চ মে পদবীং প্রাপ্তা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ১৩

'যে মাংসাশী রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সকলেই রামের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদি রক্ষঃসু তেষু চ।
রামেণ যদি শক্তিস্তে তেজো বাস্তি নিশাচর॥ ১৪
দণ্ডকারণ্যনিলয়ং জহি রাক্ষসকণ্টকম্।

'হে রক্ষোরাজ ! যদি আমার প্রতি এবং রাক্ষসদের প্রতি তোমার দয়া (স্নেহ ভালোবাসা) থাকে এবং রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি ও সাহস যদি তোমার থাকে, তাহলে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের কন্টককে (শত্রুকে) তুমি হত্যা করে রাক্ষসদের বাসভূমি এই দণ্ডকারণ্যকে কণ্টকশূন্য (শত্রুশূন্য) করো।

যদি রামমমিত্রঘ্নং ন ত্বমদ্য বধিষ্যসি॥ ১৫
তব চৈবাগ্রতঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নিরপত্রপা।

'যদি তুমি আজই শত্রুঘাতী রামকে হত্যা না করো, তাহলে তোমার সামনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করব, কারণ, পর (রাম-লক্ষ্মণ) থেকে আমার লজ্জা নষ্ট হয়েছে। (রাম-লক্ষ্মণ আমার নাক-কান কেটে নেওয়ায় আমার লজ্জা নষ্ট হয়েছে ; অর্থাৎ আমার নাক-কান কেটে দিয়ে তারা আমার লজ্জা কেড়ে নিয়েছে।)

বুদ্ধ্যাহমনুপশ্যামি ন ত্বং রামস্য সংযুগে॥ ১৬
স্থাতুং প্রতিমুখে শক্তঃ সবলোঽপি মহারণে।
শূরমানী ন শূরস্ত্বং মিথ্যারোপিতবিক্রমঃ॥ ১৭

'আমি মনে করি, তুমি বড় বড় যুদ্ধে বল-প্রকাশে সমর্থ হলেও, রামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম। তুমি বীরবত্তার মিথ্যাই অভিমান করো, কিন্তু বীর নও ; মিথ্যাই নিজের উপর বীরত্বের আরোপ করো।

অপযাহি জনস্থানাৎ ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ।
জহি ত্বং সমরে মূঢ়ান্যথা তু কুলপাংসন॥ ১৮

'যুদ্ধে তুমি (শত্রু রাম-লক্ষ্মণকে) হত্যা করো ; তা না হলে, হে কুলকলঙ্ক ! মূঢ় ! বন্ধুগণসহ দ্রুত এই জনস্থান থেকে দূর হয়ে যাও।

মানুষৌ তৌ ন শক্নোষি হন্তুং বৈ রামলক্ষ্মণৌ।
নিঃসত্ত্বস্যাল্পবীর্যস্য বাসস্তে কীদৃশাস্ত্বিহ॥ ১৯

'সামান্য দুটি মানুষ রাম-লক্ষ্মণকে যদি হত্যা করতে না পারো, তবে নিষ্প্রাণ ও ক্ষীণবীর্য হয়ে তুমি এখানে (এই অরণ্যে) কী করে বাস করবে ?

রামতেজোঽভিভূতো হি ত্বং ক্ষিপ্রং বিনশিষ্যসি।
স হি তেজঃসমাযুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ॥ ২০
ভ্রাতা চাস্য মহাবীর্যো যেন চাস্মি বিরূপিতা।

'দশরথতনয় সেই রাম মহাতেজস্বী ; তাঁর ভাই লক্ষ্মণও মহাবীর, যিনি আমায় কুরূপা (রূপহীনা) করেছেন। তুমিও শীঘ্রই রামের তেজে পরাভূত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

এবং বিলপ্য বহুশো রাক্ষসী প্রদরোদরী॥ ২১
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা নষ্টসংজ্ঞা বভূব হ।
করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ ভৃশদুঃখিতা॥ ২২

এই বলে সেই বিশাল গহ্বর সদৃশ উদরবতী শোকার্তা রাক্ষসী অত্যন্ত দুঃখে দুই হাত দিয়ে উদরে আঘাত করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল এবং ভাই-এর সামনেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

———०———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

———०———

দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসেনাসহ খর ও দূষণের জনস্থান থেকে পঞ্চবটী গমন

এবমাধর্ষিতঃ শূরঃ শূর্পণখ্যা খরস্ততঃ।
উবাচ রক্ষসাং মধ্যে খরঃ খরতরং বচঃ॥ ১

সেই খর শূর্পণখার কাছে এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে রূঢ়তর বাক্যে রাক্ষসদের মধ্যে বলতে লাগল—

তবাপমানপ্রভবঃ ক্রোধোঽয়মতুলো মম।
ন শক্যতে ধারয়িতুং লবণাম্ভ ইবোত্থিতম্॥ ২

'(শূর্পণখা) তোমার অপমানে আমার অতুলনীয় ক্রোধ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন সমুদ্রের জলরাশির মতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে (ধরে রাখতে পারছি না)।

ন রামং গণয়ে বীর্যান্মানুষং ক্ষীণজীবিতম্।
আত্মদুশ্চরিতৈঃ প্রাণান্ হতো যোঽদ্য বিমোক্ষ্যতে॥ ৩

'বীর্যবত্তায় ক্ষীণজীবী মানুষ রামকে আমি গণ্যই করি না; নিজের দুষ্কর্মের জন্য সে আমার হাতেই প্রাণে মারা যাবে।

বাষ্পঃ সন্ধার্যতামেষ সম্ভ্রমশ্চ বিমুচ্যতাম্।
অহং রামং সহ ভ্রাত্রা নয়ামি যমসাদনম্॥ ৪

'তুমি অশ্রু সংবরণ করো (চোখের জল ফেল না, ধরে রাখো); আবেগ (ব্যাকুলতা) ত্যাগ করো। আজই আমি সভ্রাতৃক রামকে (রামের ভাই-এর সঙ্গে) যমালয়ে পাঠিয়ে দেব।

পরশ্বধহতস্যাদ্য মন্দপ্রাণস্য ভূতলে।
রামস্য রুধিরং রক্তমুষ্ণং পাস্যসি রাক্ষসি॥ ৫

'রাক্ষসি (শূর্পণখে)! কুঠার দ্বারা নিহত হয়ে ভূমিতে পতিত প্রাণহীন রামের উষ্ণ লাল রক্ত তুমি আজই পান করবে।'

সম্প্রহৃষ্টা বচঃ শ্রুত্বা খরস্য বদনাচ্চ্যুতম্।
প্রশশংস পুনর্মৌর্খ্যাদ্ ভ্রাতরং রক্ষসাং বরম্॥ ৬

খরের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করে, শূর্পণখা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে পুনরায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে মূর্খের মতো প্রশংসা করল।

তয়া পরুষিতঃ পূর্বং পুনরেব প্রশংসিতঃ।
অব্রবীদ্ দূষণং নাম খরঃ সেনাপতিং তদা॥ ৭

শূর্পণখার কাছে প্রথমে কঠোর বাক্যে নিন্দিত ও পরে আবার প্রশংসিত হয়ে, খর তখন সেনাপতি দূষণকে বলল—

চতুর্দশ সহস্রাণি মম চিত্তানুবর্তিনাম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্॥ ৮

নীলজীমূতবর্ণানাং লোকহিংসাবিহারিণাম্।
সর্বোদ্যোগমুদীর্ণানাং রক্ষসাং সৌম্য কারয়॥ ৯

'হে প্রিয়দর্শন (দূষণ)! আমার মনোবাঞ্ছার অনুগামী, দ্রুততাসম্পন্ন, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, লোকহিংসাই যাদের লীলাবিহার, উৎসাহে উদ্দীপ্ত এবং কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গাত্রবর্ণবিশিষ্ট এমন চৌদ্দ হাজার হিংস্র রাক্ষসকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো।

উপস্থাপয় মে ক্ষিপ্রং রথং সৌম্য ধনূংষি চ।
শরাংশ্চ চিত্রান্ খড়্গাংশ্চ শক্তীশ্চ বিবিধাঃ শিতাঃ॥ ১০

'হে সৌম্য! শীঘ্র আমার রথ নিয়ে এসো, আর নিয়ে এসো আমার ধনু, বিচিত্র বাণ, খড়্গ এবং শক্তি নামক বিবিধ শাণিত অস্ত্র।

অগ্রে নির্যাতুমিচ্ছামি পৌলস্ত্যানাং মহাত্মনাম্।
বধার্থং দুর্বিনীতস্য রামস্য রণকোবিদ॥ ১১

'হে যুদ্ধবিশারদ (দূষণ)! দুর্বিনীত রামকে বধ করার জন্য আমি মহাত্মা পুলস্ত্য-বংশীয় রাক্ষসদের সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে চাই।'

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সূর্যবর্ণং মহারথম্।
সদশ্বৈঃ শবলৈর্যুক্তমাচচক্ষেঽথ দূষণঃ॥ ১২

খর এই কথা বললে, দূষণ তখন বলল—'বিচিত্রবর্ণ উত্তম অশ্বসহ সূর্যের ন্যায় ভাস্বর মহান রথ আনীত হয়েছে।'

তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্যময়কূবরম্॥ ১৩

মৎস্যৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥ ১৪

ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিণীবরভূষিতম্।

সদশ্বযুক্তং সোঽমর্ষাদারুরোহ খরস্তদা ॥ ১৫

খর তখন ক্রোধান্ধ হয়ে, মেরু পর্বতের আকার-বিশিষ্ট, তপ্ত কাঞ্চনভূষিত, স্বর্ণনির্মিত নির্বাধ গতিময় চক্রযুক্ত, বৈদূর্যমণিভূষিত স্তম্ভযুক্ত, মৎস্য-পুষ্প-বৃক্ষ-পর্বত-চন্দ্র-সূর্য-সুবর্ণ-পক্ষিকুল-তারকা প্রভৃতি মাঙ্গল্য চিহ্নাঙ্কিত, ধ্বজাযুক্ত ও খড়্গাদি অস্ত্র-পরিপূর্ণ, ক্ষুদ্র ঘণ্টার মধুর ধ্বনি মুখরিত, উত্তম অশ্বযোজিত সেই রথে আরোহণ করল।

খরস্তু তন্মহৎসৈন্যং রথচর্মায়ুধধ্বজম্।
নির্যাতেত্যব্রবীৎ প্রেক্ষ্য দূষণঃ সর্বরাক্ষসান্॥ ১৬

রথ-চর্মময় ঢাল-অস্ত্র-ধ্বজা সমন্বিত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে খর এবং দূষণ রাক্ষসদের বলল —'বেরিয়ে পড়ো — এগিয়ে চলো।'

ততস্তদ্ রাক্ষসং সৈন্যং ঘোরচর্মায়ুধধ্বজম্।
নির্জগাম জনস্থানান্মহানাদং মহাজবম্॥ ১৭

তখন আদেশ পেয়ে দ্রুতগতি সেই বিশাল রাক্ষস-বাহিনী ভয়ঙ্কর ঢাল, অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে জনস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
খড়্গৈশ্চক্রৈশ্চ হস্তস্থৈর্ভ্রাজমানৈঃ সতোমরৈঃ॥ ১৮
শক্তিভিঃ পরিঘৈর্ঘোরৈরতিমাত্রৈশ্চ কার্মুকৈঃ।
গদাসিমুসলৈর্বজ্রৈর্গৃহীতৈর্ভীমদর্শনৈঃ ॥ ১৯
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
নির্যতানি জনস্থানাৎ খরচিত্তানুবর্তিনাম্॥ ২০

ভীষণদর্শন রাক্ষসদের হাতে চকচকে ধারালো এবং উজ্জ্বল মুগুর, পট্টিশ, শূল, তীক্ষ্ণ কুঠার, খড়্গ, চক্র, তোমর নামক অস্ত্র, শক্তি নামক অস্ত্র, পরিঘ নামক ভয়ানক অস্ত্র, বিশাল ধনু, গদা, তরবারি, মুসল এবং বজ্র—এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে খরের চিত্তের অনুবর্তী চৌদ্দ হাজার ভয়ঙ্কর রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধ করার জন্য জনস্থান নামক প্রদেশ থেকে নির্গত হয়ে চলতে লাগল।

তাংস্তু নির্ধাবতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্।
খরস্যাথ রথঃ কিঞ্চিজ্জগাম তদনন্তরম্॥ ২১

সেই ভীমদর্শন ভয়ানক দেখতে এমন রাক্ষসদের যুদ্ধার্থে ধাবিত হতে দেখে, কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রেখে খরের রথ চলতে লাগল।

ততস্তাঞ্শবলানশ্বাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষিতান্ ।
খরস্য মতমাজ্ঞায় পর্যচোদয়ৎ॥ ২২

সারথি খরের অনুমতি নিয়ে তপ্তকাঞ্চনভূষিত সেই বিচিত্রবর্ণের অশ্বগুলিকে চালনা করতে লাগল।

সংচোদিতো রথঃ শীঘ্রং খরস্য রিপুঘাতিনঃ।
শব্দেনাপূরয়ামাস দিশঃ সপ্রদিশস্তথা॥ ২৩

শত্রুঘাতী খরের রথ দ্রুত চালিত হয়ে ঘরঘর শব্দে দিগবিদিক মুখরিত করে তুলল।

প্রবৃদ্ধমন্যুস্তু খরঃ খরস্বরো
রিপোর্বধার্থং ত্বরিতো যথান্তকঃ।
অচূচুদৎ সারথিমুন্নদন্ পুন-
র্মহাবলো মেঘ ইবাশ্মবর্ষবান্॥ ২৪

তীক্ষ্ণস্বর মহাবলবান খরের ক্রোধ বর্দ্ধিত হল। মৃত্যুরাজ যমের মতো দ্রুত শত্রুবধের জন্য শিলাবর্ষণকারী মেঘসদৃশ গম্ভীর স্বরে সে সারথিকে তাড়াতাড়ি রথ চালনার জন্য তাড়া দিতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখেও নির্ভয় খরের, রাক্ষসসৈনাসহ শ্রীরামের আশ্রমের নিকটে গমন

তৎপ্রয়াতং বলং ঘোর মশিবং শোণিতোদকম্।
অভ্যবর্ষন্মহাঘোরস্তুমুলো গর্দভারুণঃ॥ ১

সেই রাক্ষসসেনা যুদ্ধযাত্রা করলে, গর্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘ ঘোর গর্জন করে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সূচক রক্তমিশ্রিত জলধারা বর্ষণ করতে লাগল।

নিপেতুস্তুরগাস্তস্য রথযুক্তা মহাজবাঃ।
সমে পুষ্পচিতে দেশে রাজমার্গে যদৃচ্ছয়া॥ ২

খরের রথের যোজিত দ্রুতগতি অশ্বগুলি রাজপথে ফুল-বিছানো সমতল স্থানেই এলোমেলোভাবে পড়ে যেতে লাগল।

শ্যামং রুধিরপর্যন্তং বভূব পরিবেষণম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্॥ ৩

জ্বলন্ত অঙ্গারসদৃশ-সূর্য কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল এবং তার পরিধি হল রক্তবর্ণ।

ততো ধ্বজমুপাগম্য হেমদণ্ডং সমুচ্ছ্রিতম্।
সমাক্রম্য মহাকায়স্তস্থৌ গৃধ্রঃ সুদারুণঃ॥ ৪

অতঃপর এক ভয়ঙ্কর বিশালকায় শকুন এসে খরের পতাকাকে আক্রমণ করে, সমুন্নত সুবর্ণদণ্ডের উপরে বসে পড়ল।

জনস্থানসমীপে চ সমাক্রম্য খরস্বনাঃ।
বিস্বরান্ বিবিধান্ নাদান্ মাংসাদা মৃগপক্ষিণঃ॥ ৫
ব্যাজহ্রুরভিদীপ্তায়াং দিশি বৈ ভৈরবস্বনম্।
অশিবং যাতুধানানাং শিবা ঘোরা মহাস্বনাঃ॥ ৬

জনস্থানের নিকটে তীক্ষ্ণ শ্রুতিকটু স্বরে শব্দকারী মাংসাশী পশুপক্ষীরা এসে বিকৃত স্বরে নানারকম আওয়াজ, এবং উজ্জ্বল দিবাভাগে উৎকট ধ্বনিকারী ভয়ঙ্করী শৃগালীরাও রাক্ষসদের পক্ষে অমঙ্গলসূচক ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে লাগল।

প্রভিন্নগজসংকাশাস্তোয়শোণিতধারিণঃ।
আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমাম্বুবাহকাঃ॥ ৭

মদবর্ষী হস্তীর ন্যায় শোণিতধারাবর্ষী ভীষণ মেঘগুলি আকাশ ছেয়ে ফেলে।

বভূব তিমিরং ঘোরমুদ্ধতং রোমহর্ষণম্।
দিশো বা প্রদিশো বাপি সুব্যক্তং ন চকাশিরে॥ ৮

রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর অন্ধকার চতুর্দিক আচ্ছাদিত করেছিল ; দিগ্বিদিক স্পষ্ট দৃষ্ট হচ্ছিল না।

ক্ষতজার্দ্রসবর্ণাভা সন্ধ্যা কালং বিনা বভৌ।
খরং চাভিমুখং নেদুস্তদা ঘোরা মৃগাঃ খগাঃ॥ ৯

অসময়েই শোণিতের আভাযুক্ত আর্দ্র সজল সন্ধ্যা নেমে এল ; তখন ভয়ঙ্কর সব পশুপক্ষীরা খরের সম্মুখেই চিৎকার করতে লাগল।

কঙ্কগোমায়ুগৃধ্রাশ্চ চুক্রুশুর্ভয়শংসিনঃ।
নিত্যাশিবকরা যুদ্ধে শিবা ঘোরনিদর্শনাঃ॥ ১০
নেদুর্বলস্যাভিমুখং জ্বালোদ্গারিভিরাননৈঃ।

ভয় (উৎপাত) জ্ঞাপক কাঁকপক্ষী (হাড়গিলা), শৃগাল ও শকুনেরা চিৎকার করতে লাগল ; যুদ্ধে সর্বদা অমঙ্গলকর ভীষণ দর্শন শৃগালেরা সৈনাদের সামনেই মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরন করে চিৎকার করতে লাগল।

কবন্ধঃ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করান্তিকে॥ ১১
জগ্রাহ সূর্যং স্বর্ভানুরপর্বণি মহাগ্রহঃ।
প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্ দিবাকরঃ॥ ১২

সূর্যের নিকটে এক কবন্ধকে (মুণ্ডহীন দেহ) দেখা যাচ্ছে। মহান গ্রহ রাহু পর্বহীন দিনে (অমাবস্যা ব্যতীত অন্য তিথিতে) সূর্যকে গ্রাস করেছে। বায়ু দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে। সূর্য নিস্প্রভ হয়ে গেছে।

উৎপেতুশ্চ বিনা রাত্রিং তারাঃ খদ্যোতসপ্রভাঃ।
সংলীনমীনবিহগা নলিন্যঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ॥ ১৩

রাত্রিকাল ছাড়াই (দিনের বেলাতেই) জোনাকীর মতো (স্বল্প) প্রভাময় আলোকময় নক্ষত্ররাজি উদিত হয়েছে ; পদ্মসরোবরগুলির পদ্মরাজি বিশুষ্ক এবং মৎস্য ও জলচর পক্ষীগুলি সম্যক্‌রূপে লয় প্রাপ্ত হয়েছে।

তস্মিন্ ক্ষণে বভূবুশ্চ বিনা পুষ্পফলৈর্দ্রুমাঃ।
উদ্ভূতশ্চ বিনা বাতং রেণুর্জলধরারুণঃ॥ ১৪

সেইসময় বৃক্ষসমূহ ফলপুষ্পহীন হয়ে গিয়েছিল। বায়ু ব্যতীতই মেঘের মতো ধূসর বর্ণের ধূলিঝড় উৎক্ষিপ্ত হল।

চীচীকূচীতি বাশ্যন্ত্যো বভূবুস্তত্র সারিকাঃ।
উল্কাশ্চাপি সনির্ঘোষা নিপেতুর্ঘোরদর্শনাঃ॥ ১৫

সেখানে সারিকা পাখিরা চী চী কূচী—এইরকম অস্ফুট শব্দ করছিল। আর, ভয়ঙ্কর দর্শন উল্কাগুলি সশব্দে পতিত

হতে লাগল।

প্রচচাল মহী চাপি সশৈলবনকাননা।
খরস্য চ রথস্থস্য নর্দমানস্য ধীমতঃ॥ ১৬
প্রাকম্পত ভুজঃ সব্যঃ স্বরশ্চাস্যাবসজ্জত।
সাস্রা সম্পদ্যতে দৃষ্টিঃ পশ্যমানস্য সর্বতঃ॥ ১৭

পর্বত, অরণ্য ও কানন (সাজানো বাগান) সহ ধরিত্রী প্রকম্পিত হল। রথে অবস্থিত ধীমান (বুদ্ধিমান) খর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকলে তার বাম হস্ত প্রকম্পিত হল, কণ্ঠস্বর হল রুদ্ধ এবং চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করায় তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল।

ললাটে চ রুজো জাতা ন চ মোহান্ন্যবর্তত।
তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতানুত্থিতান্ রোমহর্ষণান্॥ ১৮
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ প্রহসন্ স খরস্তদা।

খরের ললাটে পীড়া (ব্যথা) হতে লাগল ; তথাপি মোহাচ্ছন্ন সে কিন্তু যুদ্ধযাত্রা থেকে নিবৃত্ত হল না। রোমহর্ষক সেই মহা উৎপাত (প্রাকৃতিক বিপত্তি) উত্থিত হতে দেখেও খর কিন্তু তখন উপহাসের হাসি হেসে রাক্ষসদের সকলকে বলতে লাগল—

মহোৎ পাতানিমান্ সর্বানুত্থিতান্ ঘোরদর্শনান্॥ ১৯
ন চিন্তয়াম্যহং বীর্যাদ্ বলবান্ দুর্বলানিব।
তারা অপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়েয়ং নভস্তলাৎ॥ ২০

'বলবান ব্যক্তি যেমন দুর্বলকে গণ্য করে না, সেইরকম আমি আমার বীরত্ব হেতু এই সকল সমুত্থিত ভয়ঙ্কর মহা-উৎপাতগুলির বিষয়ে চিন্তা করি না। তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আমি আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি।

মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়াম্যহম্।
রাঘবং তং বলোৎসিক্তং ভ্রাতরং চাপি লক্ষ্মণম্॥ ২১
অহত্বা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নোপাবর্তিতুমুৎসহে।

'আমি ক্রুদ্ধ হলে মৃত্যুকেও (মৃত্যুর অধিকর্তা যমকেও) মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করি অর্থাৎ যমেরও মৃত্যু ঘটাই। তাই বলগর্বিত সেই রামকে এবং তার ভাই লক্ষ্মণকেও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নিবৃত্ত হতে পারছি না।

যন্নিমিত্তং তু রামস্য লক্ষ্মণস্য বিপর্যয়ঃ॥ ২২
সকামা ভগিনীমেঽস্তু পীত্বা তু রুধিরং তয়োঃ।

'যার (কামনা পূরণের) জন্য রাম ও লক্ষ্মণের এই বিপর্যয় আমার সেই ভগিনী তাদের শোণিত পান করে সফলকাম হোক।

ন ক্বচিৎ প্রাপ্তপূর্বো মে সংযুগেষু পরাজয়ঃ॥ ২৩
যুষ্মাকমেতৎ প্রত্যক্ষং নানৃতং কথয়াম্যহম্।

'তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ যে, পূর্বে কোনও যুদ্ধে আমার পরাজয় প্রাপ্তি ঘটেনি। একথা আমি মিথ্যা বলছি না।

দেবরাজমপি ক্রুদ্ধো মত্তৈরাবতগামিনম্॥ ২৪
বজ্রহস্তং রণে হন্যাং কিং পুনস্তৌ চ মানবৌ।

'আমি ক্রুদ্ধ হলে, মদমত্ত ঐরাবতে আরূঢ় বজ্রহস্ত দেবরাজকেও যুদ্ধে হত্যা করতে সক্ষম, ঐ দুটি ক্ষুদ্র মানুষের কথা আর কী বলব ?'

সা তস্য গর্জিতং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং মহাচমূঃ॥ ২৫
প্রহর্ষমতুলং লেভে মৃত্যুপাশাবপাশিতা।

খরের হুঙ্কার শুনে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েও যখন যুদ্ধ করতে এসেছে তখন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সেই মহতী রাক্ষসসেনা অনুপম আনন্দ লাভ করল অর্থাৎ যুদ্ধার্থে উল্লসিত হয়ে উঠল।

সমেযুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৬
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ॥ ২৭

যুদ্ধদর্শনাভিলাষী মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব এবং সিদ্ধগণ চারণদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে পুণ্যকর্মবিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকানাং যে চ সম্মতাঃ।
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্॥ ২৮
চক্রহস্তো যথা বিষ্ণুঃ সর্বানসুরসত্তমান্।

ধরিত্রী মাতার, ব্রাহ্মণগণের এবং সকল লোকে সম্মানিত মহাত্মাদের মঙ্গল হোক। চক্রধারী নারায়ণ যেমন যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদের জয় করেছিলেন ; সেইরকম, রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্র পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচর রাক্ষসদের যুদ্ধে জয় করুন।

এতচ্চান্যচ্চ বহুশো ব্রুবাণাঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ২৯
জাতকৌতূহলাস্তত্র বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ।
দদৃশুর্বাহিনীং তেষাং রাক্ষসানাং গতায়ুষাম্॥ ৩০

সেই বিমানে বসে কৌতূহলী দেবতারা এবং মহর্ষিগণ মঙ্গলকামনাসূচক অনেক কথা বলতে বলতে আসন্নমৃত্যু সেই রাক্ষসবাহিনীকে দেখতে লাগলেন।

রথেন তু খরো বেগাৎ সৈন্যস্যাগ্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহংগমঃ॥ ৩১
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ।

হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ ॥ ৩২
দ্বাদশৈতে মহাবীর্যাঃ প্রতস্থুরভিতঃ খরম্।

খর রথে চড়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর সামনে বেরিয়ে এলো। তখন, শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য এবং রুধিরাশন—এই বারোজন মহা-বীর্যবান সৈনিকপুরুষ খরের চারিদিকে ঘিরে চলতে লাগল।

মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথস্ত্রিশিরাস্তথা।
চত্বার এতে সেনাগ্রে দূষণং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥ ৩৩

মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ এবং ত্রিশিরা — এই চারজন রাক্ষস সৈন্য সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে কিন্তু সেনাপতি দূষণের পশ্চাৎ চলতে লাগল।

সা ভীমবেগা সমরাভিকাঙ্ক্ষিণী
সুদারুণা রাক্ষসবীরসেনা।
তৌ রাজপুত্রৌ সহসাভ্যুপেতা
মালা গ্রহাণামিব চন্দ্রসূর্যৌ ॥ ৩৪

মালাকারে সজ্জিত গ্রহপুঞ্জ যেমন চন্দ্র-সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যুদ্ধাভিলাষী ভীষণ গতিসম্পন্ন বীর রাক্ষসসেনা সহসা সেই দুজন রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হল।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

———o———

চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

মহা-উৎপাত লক্ষ্য করে রাক্ষসদের বিনাশ এবং নিজের বিজয় নিশ্চিত জেনে শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণকে সীতার সঙ্গে পর্বতগুহায় প্রবেশ করার আদেশ এবং নিজে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করা

**আশ্রমং প্রতিযাতে তু খরে খরপরাক্রমে।
তানেবৌৎপাতিকান্ রামঃ সহ ভ্রাত্রা দদর্শ হ॥ ১**

প্রচণ্ড পরাক্রমী খর শ্রীরামের আশ্রমাভিমুখে গমন করলে, শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে সেই সকল উৎপাত দর্শন করতে লাগলেন।

**তানুৎপাতান্ মহাঘোরান্ রামো দৃষ্ট্বাত্যমর্ষণঃ।
প্রজানামহিতান্ দৃষ্ট্বা বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ২**

সেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাত এবং সেই উৎপাত হেতু প্রজাদের মহা-অমঙ্গল লক্ষ্য করে রাম অসহিষ্ণু হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

**ইমান্ পশ্য মহাবাহো সর্বভূতাপহারিণঃ।
সমুত্থিতান্ মহোৎপাতান্ সংহর্তুং সর্বরাক্ষসান্॥ ৩**

'মহাবীর লক্ষ্মণ ! রাক্ষসদের সংহার (ধ্বংস) করার জন্য, সকল প্রাণিবিনাশক সমুত্থিত এই মহা উৎপাতগুলি দেখো।

**অমী রুধিরধারাস্তু বিসৃজন্তে খরস্বনাঃ।
ব্যোম্নি মেঘা নিবর্তন্তে পরুষা গর্দভারুণাঃ॥ ৪**

'আকাশে গর্দভের ধূসর গাত্রবর্ণবিশিষ্ট মেঘগুলি কর্কশ এবং বিকট গর্জন করে শোণিতধারা বর্ষণ করছে।

**সধূমাশ্চ শরাঃ সর্বে মম যুদ্ধাভিনন্দিতাঃ।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি বিচেষ্টন্তে বিচক্ষণ॥ ৫**

'রণকুশল লক্ষ্মণ ! উৎপাতজনিত ধূমাচ্ছন্ন বাণগুলি যেন যুদ্ধের জন্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, আর পৃষ্ঠভাগ হেমমণ্ডিত ধনুগুলি যুদ্ধের জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

**যাদৃশা ইহ কূজন্তি পক্ষিণো বনচারিণঃ।
অগ্রতো নোঽভয়ং প্রাপ্তং সংশয়ো জীবিতস্য চ॥ ৬**

'অরণ্যচারী বিহগেরা এখানে যেমন কূজন করছে, তাতে আমাদের অভয় (ভয়হীনতা) এবং যুদ্ধার্থে অগ্রগামী রাক্ষসদের জীবন-সংশয় সূচিত হচ্ছে।

সম্প্রহারস্তু সুমহান্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

অয়মাখ্যাতি মে বাহুঃ স্ফুরমাণো মুহুর্মুহুঃ॥ ৭

'আমার দক্ষিণ বাহু বারবার কম্পিত হয়ে এই বিষয়ই জানাচ্ছে যে, ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সন্নিকর্ষে তু নঃ শূর জয়ং শত্রোঃ পরাজয়ম্।
সুপ্রভং চ প্রসন্নং চ তব বক্ত্রং হি লক্ষ্যতে॥ ৮

'হে বীর লক্ষ্মণ ! তোমার মুখের সুন্দর প্রভা ও প্রসন্নতা সূচনা করছে যে, নিকট ভবিষ্যতে আমাদের জয় আর শত্রুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

উদ্যতানাং হি যুদ্ধার্থং যেষাং ভবতি লক্ষ্মণ।
নিষ্প্রভং বদনং তেষাং ভবত্যায়ুঃ পরিক্ষয়ঃ॥ ৯

'লক্ষ্মণ ! যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে যাদের মুখ প্রভাহীন (ফ্যাকাসে) হয়ে যায়, তাদের আয়ুষ্কাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

রক্ষসাং নর্দতাং ঘোরঃ শ্রূয়তেঽয়ং মহাধ্বনিঃ।
আহতানাং চ ভেরীণাং রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ॥ ১০

'নিষ্ঠুরকর্মা রাক্ষসদের বাজানো ভেরীর ধ্বনি এবং গর্জনরত রাক্ষসদের ঘোর হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

অনাগতবিধানং তু কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
আপদং শঙ্কমানেন পুরুষেণ বিপশ্চিতা॥ ১১

'বিপদের আশঙ্কা বুঝলে, কল্যাণকামী জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হল, বিপদ আসার পূর্বেই তার প্রতিবিধান করা।

তস্মাদ্ গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্ধনুর্ধরঃ।
গুহামাশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপসঙ্কুলাম্॥ ১২

'অতএব তুমি ধনুর্বাণ ধারণ করে সীতাকে নিয়ে বৃক্ষাচ্ছাদিত দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো।

প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি ন হি বাক্যমিদং ত্বয়া।
শাপিতো মম পাদাভ্যাং গম্যতাং বৎস মা চিরম্॥ ১৩

'তুমি আমার কথার প্রতিকার করো, এটা আমি চাই না। আমার চরণের শপথ রইল, বৎস ! যাও, বিলম্ব কোরো না। (আধুনিক ভাষায় 'মাথার দিব্য' দেওয়ার মতো প্রাচীন রীতি অনুসারে গুরুজনেরা ছোটদের 'চরণের দিব্য' দিতেন)।

ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ ন সংশয়ঃ।
স্বয়ং নিহন্তুমিচ্ছামি সর্বানেব নিশাচরান্॥ ১৪

'ভাই ! তুমি বীর এবং বলবান, এদের সকলকেই একাই হত্যা করতে সমর্থ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এই রাক্ষসদের সকলকে নিজেই হত্যা করতে চাই।'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
শরানাদায় চাপং চ গুহাং দুর্গাং সমাশ্রয়ৎ॥ ১৫

রাম এই কথা বললে, লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে সীতার সঙ্গে দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে তু গুহাং লক্ষ্মণে সহ সীতয়া।
হন্ত নির্যুক্তমিত্যুক্ত্বা রামঃ কবচমাবিশৎ॥ ১৬

লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলে, শ্রীরামচন্দ্র, 'অহো কার্য সিদ্ধ হয়েছে' এই বলে কবচ ধারণ করলেন।

স তেনাগ্নিনিকাশেন কবচেন বিভূষিতঃ।
বভূব রামস্তিমিরে মহানগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১৭

শ্রীরামচন্দ্র অনলসদৃশ বর্মে ভূষিত হয়ে অন্ধকারে বর্দ্ধিত উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

স চাপমুদ্যম্য মহচ্ছরানাদায় বীর্যবান্।
সম্বভূবাস্থিতস্তত্র জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ন্ দিশঃ॥ ১৮

বীর্যবান রাম ধনুর্বাণ উত্তোলন করে ধনুকের টঙ্কারে দশদিক মুখরিত করে অবস্থান করতে লাগলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৯

তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণসহ দেবাদি মহাত্মারা যুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছায় সেখানে সমবেত হলেন।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানো লোকে ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ।
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ॥ ২০
স্বস্তি গোব্রাহ্মণানাং চ লোকানাং চেতি সংস্থিতাঃ।
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্॥ ২১
চক্রহস্তো যথা যুদ্ধে সর্বানসুরপুঙ্গবান্।

ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্মা মহাত্মাগণ, ঋষিগণ এবং ব্রহ্মর্ষি শ্রেষ্ঠগণ একত্র মিলিত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন—'ভূলোকের, অন্যান্য লোকের (চতুর্দশ লোকের) এবং ব্রহ্মজ্ঞদের মঙ্গল হোক। চক্রধর নারায়ণ যেমন যুদ্ধে অসুর বীরশ্রেষ্ঠদের পরাজিত করেছিলেন, তদ্রূপ রাঘব রামচন্দ্রও যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদের জয় করুন।'

এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রোচুরালোক্য চ পরস্পরম্॥ ২২
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
একশ্চ রামো ধর্মাত্মা কথং যুদ্ধং ভবিষ্যতি॥ ২৩

মহাত্মাগণ এই কথা বলে পুনরায় পরস্পরের দিকে

তাকিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, ভয়ঙ্কর কর্মপরায়ণ রাক্ষসেরা সংখ্যায় চৌদ্দ হাজার, অপরপক্ষে ধর্মাত্মা রাম একা, পরস্পর যুদ্ধ কী করে হবে (কী করে সম্ভব ?)

ইতি রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সগণাশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।
জাতকৌতূহলাস্তস্থুর্বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ॥ ২৪

রাজর্ষি, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি গণদেবতাগণসহ দেবগণ এই কথা বলে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বিমানে অবস্থান করতে লাগলেন।

আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি স্থিতম্।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি ভয়াদ্ বিব্যথিরে তদা॥ ২৫

সংগ্রামের পুরোভাগে তেজোময় জ্যোতিদ্বারা আবৃত রামকে অবস্থিত দেখে সকল প্রাণী ভয়ে ব্যথিত হল।

রূপমপ্রতিমং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ॥ ২৬

অক্লিষ্টকর্মা শ্রীরামচন্দ্রের অতুলনীয় রূপ তখন ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রের মতো প্রতীত হল।

ইতি সম্ভাষ্যমাণে তু দেবগন্ধর্বচারণৈঃ।
ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং ঘোরচর্মায়ুধধ্বজম্॥ ২৭
অনীকং যাতুধানানাং সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত।

দেবতা, গন্ধর্ব ও চারণেরা যখন পরস্পর এইরকম আলাপ করছিলেন, তখন গুরুগম্ভীর গর্জন করতে করতে ভয়ঙ্কর ঢাল-তলোয়ার ও ধ্বজায় সুসজ্জিত রাক্ষস সেনাবাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল অর্থাৎ রামচন্দ্রকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল।

বীরালাপান্ বিসৃজতামন্যোন্যমভিগচ্ছতাম্॥ ২৮
চাপানি বিস্ফারয়তাং জৃম্ভতাং চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
বিপ্রঘুষ্টস্বনানাং চ দুন্দুভীশ্চাপি নিঘ্নতাম্॥ ২৯
তেষাং সুতুমুলঃ শব্দঃ পূরয়ামাস তদ্ বনম্।

সেই রাক্ষসদের একে অপরের কাছে গিয়ে পরস্পর বীরোচিত আলাপ, ধনুকের টঙ্কার, বারবার হাই তোলার শব্দ, উচ্চ চিৎকার, দুন্দুভির ধ্বনি প্রভৃতির তুমুল শব্দে সেই বনভূমি পরিপূরিত (মুখরিত) হল।

তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ শ্বাপদা বনচারিণঃ॥ ৩০
দুদ্রুবুর্যত্র নিঃশব্দং পৃষ্ঠতো নাবলোকয়ন্।

সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বনচর হিংস্র জন্তুরা ভয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে যেখানে এইরকম শব্দ নেই এমন অঞ্চলে পালিয়ে গেল।

তচ্চানীকং মহাবেগং রামং সমনুবর্তত॥ ৩১
ধৃতনানাপ্রহরণং গম্ভীরং সাগরোপমম্।

নানা অস্ত্রধারী, গম্ভীর সাগরের মতো সেই সেনাবাহিনী মহাবেগে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হল।

রামোঽপি চারয়ংশ্চক্ষুঃ সর্বতো রণপণ্ডিতঃ॥ ৩২
দদর্শ খরসৈন্যং তদ্ যুদ্ধায়াভিমুখো গতঃ।

যুদ্ধবিশারদ শ্রীরামচন্দ্রও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে খরের সেই সেনাবাহিনী দেখে যুদ্ধের জন্য তাদের সামনাসামনি হলেন।

বিতত্য চ ধনুর্ভীমং তূণ্যাশ্চোদ্ধৃত্য সায়কান্॥ ৩৩
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং বধার্থং সর্বরক্ষসাম্।
দুষ্প্রেক্ষ্যশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৩৪

রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর ধনু প্রসারিত করে এবং তূণ থেকে বাণগুলি তুলে নিয়ে রাক্ষসদের বধ করার জন্য ভয়ঙ্কর ক্রোধ ধারণ করলেন (ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হলেন)। তখন যুগান্ত-কালীন অগ্নির ন্যায় তাঁর দিকে তাকানো দুঃসাধ্য ছিল।

তং দৃষ্ট্বা তেজসাঽঽবিষ্টং প্রাব্যথন্ বনদেবতাঃ।
তস্য রুষ্টস্য রূপং তু রামস্য দদৃশে তদা।
দক্ষস্যেব ক্রতুং হন্তুমুদ্যতস্য পিনাকিনঃ॥ ৩৫

শ্রীরামকে তেজে অভিভূত দেখে বনদেবতাগণ ব্যথিত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ রামের রূপ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসে উদ্যত পিনাকপাণি শিবের মতো দেখাচ্ছিল।

তৎকার্মুকৈরাভরণৈ রথৈশ্চ
তদ্বর্মভিশ্চাগ্নিসমানবর্ণৈঃ।
বভূব সৈন্যং পিশিতাশনানাং
সূর্যোদয়ে নীলমিবাভ্রজালম্॥ ৩৬

অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ধনু, আভরণ, রথ ও বর্মে সজ্জিত সেই রাক্ষস সেনাবাহিনী সূর্যোদয়কালে নীল মেঘমালার মতো শোভা পাচ্ছিল।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

—o—

পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

রাক্ষসগণ কর্তৃক আক্রান্ত রামের দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ

অবষ্টব্ধধনুং রামং ক্রুদ্ধং তং রিপুঘাতিনম্।
দদর্শাশ্রমমাগম্য খরঃ সহ পুরঃসরৈঃ॥ ১

খর অগ্রগামী সেনাসহ আশ্রমে এসে শত্রুহন্তা, ধনুর্ধারী, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখতে পেল।

তং দৃষ্ট্বা সগুণং চাপমুদ্যম্য খরনিঃস্বনম্।
রামস্যাভিমুখং সূতং চোদ্যতামিত্যচোদয়ৎ॥ ২

শ্রীরামকে দেখে খর তীক্ষ্ণশব্দকারী সগুণ ধনু হাতে তুলে নিয়ে 'রামের সামনে রথ নিয়ে চলো', এই বলে সারথিকে প্রেরিত করল (আদেশ দিল)।

স খরস্যাজ্ঞয়া সূতস্তুরগান্ সমচোদয়ৎ।
যত্র রামো মহাবাহুরেকো ধুন্বন্ ধনুঃ স্থিতঃ॥ ৩

মহাবীর শ্রীরাম ধনুকে টঙ্কার দিয়ে যেখানে একাই অবস্থান করছিলেন, খরের নির্দেশে সারথি রথের অশ্বগুলিকে সেই দিকেই চালনা করল।

তং তু নিষ্পতিতং দৃষ্ট্বা সর্বতো রজনীচরাঃ।
মুঞ্চমানা মহানাদং সচিবাঃ পর্যবারয়ন্॥ ৪

খরকে রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রাক্ষস পার্শ্বচরেরা সিংহনাদ করতে করতে খরকে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

স তেষাং যাতুধানানাং মধ্যে রথগতঃ খরঃ।
বভূব মধ্যে তারাণাং লোহিতাঙ্গ ইবোদিতঃ॥ ৫

রাক্ষসদের মাঝখানে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রথে অবস্থিত খর, তারকাদের মধ্যে উদিত মঙ্গলগ্রহের মতো দেখতে হয়েছিল (শোভা পাচ্ছিল)।

ততঃ শরসহস্রেণ রামপ্রতিমৌজসম্।
অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ॥ ৬

তখন যুদ্ধে অতুলনীয় বলবান শ্রীরামকে সহস্র বাণ দ্বারা পীড়ন (আঘাত) করে রাক্ষসরাজ খর উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগল।

ততস্তং ভীমধন্বানং ক্রুদ্ধাঃ সর্বে নিশাচরাঃ।
রামং নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ষন্ত দুর্জয়ম্॥ ৭

সেই ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী দুর্জয় রামের প্রতি ক্রুদ্ধ রাক্ষসেরা সকলে নানারূপ অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল।

মুদ্গরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজঘ্নূ রোষতৎপরাঃ॥ ৮

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধান্বিত রাক্ষসেরা বীর রামচন্দ্রকে লৌহমুদ্গর, শূল, প্রাস, খড়্গ এবং পরশু (টাঙ্গি) দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

তে বলাহকসংকাশা মহাকায়া মহাবলাঃ।
অভ্যধাবন্ত কাকুৎস্থং রথৈর্বাজিভিরেব চ॥ ৯
গজৈঃ পর্বতকূটাভৈ রামং যুদ্ধে জিঘাংসবঃ।

যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্য মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় মহাবলবান সেই রাক্ষসেরা রথ, অশ্ব এবং পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল বিশাল হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

তে রামে শরবর্ষাণি ব্যসৃজন্ রক্ষসাং গণাঃ॥ ১০
শৈলেন্দ্রমিব ধারাভির্বর্ষমাণা মহাঘনাঃ।

বিশালাকার মেঘসমূহ যেমন গিরিরাজের উপর প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ করে, সেইরকম দলে দলে রাক্ষসেরা শ্রীরামচন্দ্রের উপর বাণবর্ষণ সৃষ্টি করল।

সর্বৈঃ পরিবৃতো রামো রাক্ষসৈঃ ক্রূরদর্শনৈঃ॥ ১১
তিথিষ্বিব মহাদেবো বৃতঃ পারিষদাং গণৈঃ।

(বিশেষ বিশেষ) তিথিগুলিতে পারিষদবর্গ দ্বারা পরিবৃত মহাদেবের মতো শ্রীরামচন্দ্র ভীষণ-দর্শন রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিবৃত হলেন।

তানি মুক্তানি শস্ত্রাণি যাতুধানৈঃ স রাঘবঃ॥ ১২
প্রতিজগ্রাহ বিশিখৈর্নদ্যোঘানিব সাগরঃ।

সাগরে পতিত নদীর জলধারার ন্যায় (সাগর যেমন নদীর জলধারাকে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে, সেইরকম) শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রগুলি নিজ অস্ত্র দ্বারা প্রতিগ্রহণ করলেন।

স তৈঃ প্রহরণৈর্ঘোরৈর্ভিন্নগাত্রো ন বিব্যথে॥ ১৩
রামঃ প্রদীপ্তৈর্বহুভির্বজ্রৈরিব মহাচলঃ।

দীপ্তিমান বহু বজ্রের আঘাতে অবিচলিত মহান পর্বতের মতো, শ্রীরামচন্দ্র ভয়ঙ্কর বহু অস্ত্রের আঘাতে শরীর বিদীর্ণ হলেও ব্যথিত (বিচলিত) হলেন না।

স বিদ্ধঃ ক্ষতজাদিগ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ॥ ১৪
বভূব রামঃ সন্ধ্যাভ্রৈর্দিবাকর ইবাবৃতঃ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র অস্ত্রবিদ্ধ হয়ে সর্বাঙ্গে শোণিত লিপ্ত অবস্থায় সন্ধ্যাকালীন মেঘাবৃত সূর্যের

মতো দেখতে হলেন।

বিব্যথুর্দেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ॥ ১৫
একং সহস্রৈর্বহুভিস্তদা দৃষ্ট্বা সমাবৃতম্।

তখন একা শ্রীরামকে বহু সহস্র রাক্ষস কর্তৃক পরিবেষ্টিত দেখে দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ বিষাদগ্রস্ত হলেন।

ততো রামস্তু সংক্রুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ॥ ১৬
সসর্জ নিশিতান্ বাণাঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ।
দুরাবারান্ দুর্বিষহান্ কালপাশোপমান্ রণে॥ ১৭

অতঃপর ক্রোধান্বিত শ্রীরামচন্দ্র ধনুকটি আকর্ষণ করে গোলাকার করলেন এবং যুদ্ধে মৃত্যুপাশ সম শতশত, সহস্র সহস্র দুর্নিবারণীয় ও দুর্বিষহ শাণিত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

মুমোচ লীলয়া কঙ্কপত্রান্ কাঞ্চনভূষণান্।
তে শরাঃ শত্রুসৈন্যেষু মুক্তা রামেণ লীলয়া॥ ১৮
আদদু রক্ষসাং প্রাণান্ পাশাঃ কালকৃতা ইব।

শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণভূষিত বাণগুলি অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক শত্রুসৈন্যের প্রতি অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কালপাশের মতো রাক্ষসদের প্রাণ কেড়ে নিতে লাগল। (কঙ্কপত্র—কাঁক হাড়গিলে পাখির পালকযুক্ত বাণ। নিক্ষিপ্ত বাণের গতি সরল রাখার জন্য বাণের মূল অংশে বাণপুঙ্খে কঙ্কপত্র লাগানো থাকে।

ভিত্ত্বা রাক্ষসদেহাংস্তাংস্তে শরা রুধিরাপ্লুতাঃ॥ ১৯
অন্তরিক্ষগতা রেজুর্দীপ্তাগ্নিসমতেজসঃ।

রাক্ষসদের দেহ ভেদ করে তাদের শোণিতলিপ্ত সেই বাণগুলি আকাশে উঠে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল (ঝল্সাচ্ছিলো)।

অসংখ্যেয়াস্তু রামস্য সায়কাশ্চাপমণ্ডলাৎ॥ ২০
বিনিষ্পেতুরতীবোগ্রা রক্ষঃপ্রাণাপহারিণঃ।

শ্রীরামের মণ্ডলাকার ধনু (ধনুকের ছিলা ধরে টানলে চাপে বেঁকে অর্দ্ধগোলাকার হয়) থেকে রাক্ষসদের প্রাণঘাতী অত্যন্ত উগ্র অসংখ্য বাণ নির্গত হতে লাগল।

তৈর্ধনূংষি ধ্বজাগ্রাণি চর্মাণি কবচানি চ॥ ২১
বাহূন্ সহস্তাভরণানূরূন্ করিকরোপমান্।
চিচ্ছেদ রামঃ সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২২

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে সেই সকল বাণদ্বারা শতশত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসদের ধনু, (রথের) ধ্বজার অগ্রভাগ, ঢাল, কবচ, অলঙ্কারসহ বাহু এবং হস্তিশুণ্ড সদৃশ উরু সকল ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথযুক্তান্ সসারথীন্।
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সহয়ান্ সাদিনস্তথা॥ ২৩
চিচ্ছিদুর্বিভিদুশ্চৈব রামবাণা গুণচ্যুতাঃ।
পদাতীন্ সমরে হত্বা হ্যনয়দ্ যমসাদনম্॥ ২৪

সেই যুদ্ধে শ্রীরামের গুণ থেকে বিচ্যুত বাণগুলি সোনার বর্মে সজ্জিত সারথিসহ রথে যোজিত অশ্বগুলিকে, গজারোহীসহ হস্তীগুলিকে এবং অশ্বারোহীসহ অশ্বগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল, এবং পদাতিক সৈন্যদের হত্যা করে যমালয়ে প্রেরণ করল।

ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
ভীমমার্তস্বরং চক্রুর্ভিদ্যমানা নিশাচরাঃ॥ ২৫

তখন নালীক, নারাচ এবং তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি নামক অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন রাক্ষসেরা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করতে লাগল।

তৎ সৈন্যং বিবিধৈর্বাণৈরর্দিতং মর্মভেদিভিঃ।
ন রামেণ সুখং লেভে শুষ্কং বনমিবাগ্নিনা॥ ২৬

শ্রীরাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্মভেদী নানাবিধ বাণে বিমর্দিত সেই রাক্ষস সেনা অগ্নিদগ্ধ অরণ্যের মতো বিশুষ্ক (দগ্ধীভূত) হয়ে গেল।

কেচিদ্ ভীমবলাঃ শূরাঃ প্রাসাঞ্ছূলান্ পরশ্বধান্।
চিক্ষিপুঃ পরমক্রুদ্ধা রামায় রজনীচরাঃ॥ ২৭

অত্যন্ত ক্রোধী, বলশালী, বীর কোনো কোনো নিশাচর রাক্ষস রামের প্রতি প্রাস (কোঁচ জাতীয় অস্ত্র), শূল এবং পরশু (টাঙ্গি) নিক্ষেপ করতে লাগল।

তেষাং বাণৈর্মহাবাহুঃ শস্ত্রাণ্যাবার্য বীর্যবান্।
জহার সমরে প্রাণাংশ্চিচ্ছেদ চ শিরোধরান্॥ ২৮

পরাক্রমী বীর রামচন্দ্র সমরাঙ্গণে নিজের বাণ দ্বারা রাক্ষসদের অস্ত্রগুলি নিবারিত করে তাদের শিরশ্ছেদ করে প্রাণ হরণ (সংহার) করলেন।

তে ছিন্নশিরসঃ পেতুশ্ছিন্নচর্মশরাসনাঃ।
সুপর্ণবাতবিক্ষিপ্তা জগত্যাং পাদপা যথা॥ ২৯
অবশিষ্টাশ্চ যে তত্র বিষণ্ণাস্তে নিশাচরাঃ।
খরমেবাভ্যধাবন্ত শরণার্থং শরাহতাঃ॥ ৩০

যারা ছিন্নশিরঃ (যাদের মাথা কাটা গেছে) এবং যাদের ঢাল-বাণ এবং অন্যান্য অস্ত্র ভগ্ন হয়েছে এমন রাক্ষসেরা গরুড়ের পাখার (ঝাপটার) বাতাসে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত (লুণ্ঠিত) হল। সেখানে অবশিষ্ট

যে রাক্ষসেরা শ্রীরামের বাণে আহত হয়েছিল, তারা বিষণ্ণ হয়ে আশ্রয়ের আশায় খরের কাছে দৌড়ে গেল।

তান্ সর্বান্ ধনুরাদায় সমাশ্বাস্য চ দূষণঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ॥ ৩১

পথিমধ্যে দূষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুক ধারণ করে তাদের সকলকে আশ্বাস দিয়ে ক্রোধান্বিত রামের প্রতি ক্রোধপরায়ণ মৃত্যুরাজ যমের মতো দ্রুত ধাবিত হল।

নিবৃত্তাস্তু পুনঃ সর্বে দূষণাশ্রয়নির্ভয়াঃ।
রামমেবাভ্যধাবন্ত সালতালশিলায়ুধাঃ॥ ৩২

দূষণের আশ্রয়ে (আশ্বাসে) রাক্ষসেরা সকলে নির্ভয় হয়ে পলায়ন থেকে নিবৃত্ত হল এবং সালবৃক্ষ, তালবৃক্ষ, বৃহৎ-শিলা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে পুনরায় রামের দিকে ধাবিত হল।

শূলমুদ্গরহস্তাশ্চ পাশহস্তা মহাবলাঃ।
সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি শস্ত্রবর্ষাণি সংযুগে॥ ৩৩

যুদ্ধক্ষেত্রে শূল, মুগুর ও পাশ (বন্ধন রজ্জু) হাতে নিয়ে সেই মহাবলবান রাক্ষসেরা বাণ এবং অন্যান্য অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল।

দ্রুমবর্ষাণি মুঞ্চন্তঃ শিলবর্ষাণি রাক্ষসাঃ।
তদ্ বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্॥ ৩৪
রামস্যাস্য মহাঘোরং পুনস্তেষাং চ রক্ষসাম্।
তে সমন্তাদভিক্রুদ্ধা রাঘবং পুনরার্দয়ন্॥ ৩৫

রাক্ষসেরা আবার বিরাট বিরাট বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করতে থাকলে সেই রাক্ষসদের সঙ্গে শ্রীরামের রোমহর্ষক তুমুল ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাক্ষসেরা পুনরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাঘব রামচন্দ্রকে চারিদিকে ঘিরে ফেলে তাঁকে আঘাত করতে লাগল।

ততঃ সর্বা দিশো দৃষ্ট্বা প্রদিশশ্চ সমাবৃতাঃ।
রাক্ষসৈঃ সর্বতঃ প্রাপ্তৈঃ শরবর্ষাভিরাবৃতঃ॥ ৩৬
স কৃত্বা ভৈরবং নাদমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
সময়োজয়দ্ গান্ধর্বং রাক্ষসেষু মহাবলঃ॥ ৩৭

তখন মহাবলবান শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন রাক্ষসেরা দিগ্‌দিগন্তরালে তাঁকে ঘিরে বাণবর্ষণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তখন তিনি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে গান্ধর্ব নামক অত্যুজ্জ্বল মহাস্ত্র রাক্ষসদের প্রতি প্রয়োগ করলেন।

ততঃ শরসহস্রাণি নির্যযুশ্চাপমণ্ডলাৎ।
সর্বা দশ দিশো বাণৈরাপূর্যন্ত সমাগতৈঃ॥ ৩৮

তখন শ্রীরামের মণ্ডলাকার ধনু থেকে হাজার হাজার বাণ নির্গত হয়ে সেই সম্মিলিত বাণে দশদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং শরোত্তমান্।
বিকর্ষমাণং পশ্যন্তি রাক্ষসাস্তে শরার্দিতাঃ॥ ৩৯

বাণ-বিমর্দিত সেই রাক্ষসেরা শ্রীরাম কর্তৃক তূণ থেকে ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ (আকর্ষণ), (ধনুকের) আকর্ষণ এবং বাণ বিমোচন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। (শ্রীরামচন্দ্র এত দ্রুততার সঙ্গে তূণ থেকে বাণ নিয়ে ধনুকে আকর্ষণ করে সেই বাণ নিক্ষেপ করছিলেন যে, তাঁর বাণাঘাতে জর্জরিত রাক্ষসেরা কিছুই দেখতে ও বুঝতে পাচ্ছিল না)

শরান্ধকারমাকাশমাবৃণোৎ সদিবাকরম্।
বভূবাবস্থিতো রামঃ প্রক্ষিপন্নিব তাঞ্ছরান্॥ ৪০

রামচন্দ্র একই স্থানে অবস্থান করে শরনিক্ষেপ করছিলেন; তাঁর নিক্ষিপ্ত সেই শরজালে সূর্যসহ গগনমণ্ডল যেন বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যুগপৎ পতমানৈশ্চ যুগপচ্চ হতৈর্ভৃশম্।
যুগপৎ পতিতৈশ্চৈব বিকীর্ণা বসুধাভবৎ॥ ৪১

একই সঙ্গে পতনোদ্যত, পতিত এবং নিহত রাক্ষসদের বিক্ষিপ্ত দেহগুলি দ্বারা ধরণী সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে (ঢেকে) গেল।

নিহতাঃ পতিতাঃ ক্ষীণাশ্ছিন্না ভিন্না বিদারিতাঃ।
তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে রাক্ষসাস্তে সহস্রশঃ॥ ৪২

যেখানে-সেখানে হাজারে হাজারে নিহত, ধরাশায়ী, ক্ষীণ, ছিন্ন-ভিন্ন, বিদীর্ণ দেহ রাক্ষস দেখা যাচ্ছিল।

সোষ্ণীষৈরুত্তমাঙ্গৈশ্চ সাঙ্গদৈর্বাহুভিস্তথা।
ঊরুভির্বাহুভিশ্ছিন্নৈর্নানারূপৈর্বিভূষণৈঃ ॥ ৪৩
হয়ৈশ্চ দ্বিপমুখ্যৈশ্চ রথৈর্ভিন্নৈরনেকশঃ।
চামরব্যজনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৪৪
রামেণ বাণাভিহতৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ শূলপট্টিশৈঃ।
খড়্গৈঃ খণ্ডীকৃতৈঃ প্রাসৈর্বিকীর্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ॥ ৪৫
চূর্ণিতাভিঃ শিলাভিশ্চ শরৈশ্চিত্রৈরনেকশঃ।
বিচ্ছিন্নৈঃ সমরে ভূমির্বিস্তীর্ণাভূদ্ ভয়ংকরা॥ ৪৬

রণাঙ্গনে শ্রীরামের শরাঘাতে রাক্ষস সৈন্যদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন (নানাস্থানে) ছড়িয়ে থাকা উষ্ণীষসহ কাটা মাথা, অঙ্গদ (বাজুবন্ধ) সহ কাটা হাত, নানা অলঙ্কারে ভূষিত কাটা উরু ও বাহু, (মৃত) অশ্ব ও প্রধান হস্তীসহ ভাঙা রথ, নানাবিধ চামর, ব্যজন (পাখা), ছাতা, ধ্বজা, খণ্ডিত

শূল, পট্টিশ (নামক অস্ত্র), খড়্গ, প্রাস (নামক অস্ত্র), টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রে, চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাখণ্ড এবং বহুতর খণ্ড খণ্ড চিত্রিত বাণে বিস্তীর্ণ সেই ভূমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ সর্বে রাক্ষসাঃ পরমাতুরাঃ।
ন তত্র চলিতুং শক্তা রামং পরপুরঞ্জয়ম্॥ ৪৭

সেই রাক্ষসদের সকলকে মারা যেতে দেখে, অত্যন্ত কাতর (ভীত অবশিষ্ট) রাক্ষসেরা শত্রুদেশজয়ী রামচন্দ্রের দিকে আর যেতে (অগ্রসর হতে) পারলো না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

শ্রীরাম কর্তৃক চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং দূষণের বিনাশ

দূষণস্তু স্বকং সৈন্যং হন্যমানং বিলোক্য চ।
সন্দিদেশ মহাবাহুর্ভীমবেগান্ দুরাসদান্॥ ১
রাক্ষসান্ পঞ্চসাহস্রান্ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।

মহাবীর দূষণ নিজের সৈন্যদের এইভাবে নিহত হতে দেখে, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, দুর্ধর্ষ এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন পাঁচ হাজার রাক্ষসকে নির্দেশ দিল।

তে শূলৈঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শিলাবর্ষৈর্দ্রুমৈরপি॥ ২
শরবর্ষৈরবিচ্ছিন্নং ববর্ষুস্তং সমন্ততঃ।

সেই রাক্ষস সৈন্যরা চারদিক থেকে শ্রীরামের প্রতি শূল, পট্টিশ, খড়্গ, শিলা, বৃক্ষ এবং বাণ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষণ করতে লাগল।

তদ্ দ্রুমাণাং শিলানাং চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ॥ ৩
প্রতিজগ্রাহ ধর্মাত্মা রাঘবস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ।

ধর্মাত্মা রামচন্দ্র প্রাণঘাতী সেই তীব্র বৃক্ষবর্ষণ ও প্রস্তরবর্ষণকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা প্রতিহত করলেন।

প্রতিগৃহ্য চ তদ্ বর্ষং নিমীলিত ইবর্ষভঃ॥ ৪
রামঃ ক্রোধং পরং লেভে বধার্থং সর্বরক্ষসাম্।

বৃষের ন্যায় নিমিলিত নেত্রে রামচন্দ্র সেই অস্ত্রবর্ষণ প্রতিগ্রহণ করে, সকল রাক্ষস বধের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। (আকাশ থেকে বারিবর্ষণকালে ঋষভ বৃষ নেত্র মুদ্রিত করে সেই বারিবর্ষণ সহ্য করে। বীরর্ষভ রামচন্দ্রও তদ্রূপ অস্ত্রবর্ষণ গ্রহণ করলেন)।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রদীপ্ত ইব তেজসা॥ ৫
শরৈরভ্যকিরৎ সৈন্যং সর্বতঃ সহদূষণম্।

অতঃপর তেজোদৃপ্ত রামচন্দ্র ক্রোধান্বিত হয়ে চারিদিক থেকে দূষণসহ অন্যান্য রাক্ষস সৈন্যের প্রতি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো দূষণঃ শত্রুদূষণঃ॥ ৬
শরৈরশনিকল্পৈস্তং রাঘবং সমবারয়ৎ।

তখন শত্রুহিংসক ক্রোধপরায়ণ সেনাপতি দূষণ বজ্রতুল্য বাণের আঘাতে রাঘব রামচন্দ্রকে বাধা দিতে লাগল।

ততো রামঃ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরেণাস্য মহদ ধনুঃ॥ ৭
চিচ্ছেদ সমরে বীরশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
হত্বা চাশ্বাঞ্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্ধচন্দ্রেণ সারথেঃ॥ ৮
শিরো জহার তদ্রক্ষস্ত্রিভির্বিব্যাধ বক্ষসি।

শ্রীরামচন্দ্র তখন ক্রোধান্বিত হয়ে ক্ষুর নামক অস্ত্রে (দূষণের) বিরাট ধনু ভেঙে দিলেন। যুদ্ধে বীর রামচন্দ্র চারটি বাণ দ্বারা চারটি অশ্বকে হত্যা করলেন। তীক্ষ্ণ বাণে অশ্বগুলিকে হত্যা করে শ্রীরামচন্দ্র অর্ধচন্দ্র নামক অস্ত্র দ্বারা সারথির মাথা কেটে তিনটি বাণ দিয়ে সেই রাক্ষসের বক্ষ বিদ্ধ করলেন।

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ॥ ৯
জগ্রাহ গিরিশৃঙ্গাভং পরিঘং রোমহর্ষণম্।
বেষ্টিতং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্দেবসৈন্যাভিমর্দনম্॥ ১০

দূষণের ধনু ও রথ ভেঙে গেলো এবং অশ্ব ও সারথি

নিহত হল : তখন সে পর্বতশৃঙ্গ সদৃশ সুবর্ণপাত বেষ্টিত এবং দেবসৈন্য নিগ্রহকারী পরিঘ নামক অস্ত্র হাতে তুলে নিল।

আয়সৈঃ শঙ্কুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কীর্ণং পরবসোক্ষিতম্।
বজ্রাশনিসমস্পর্শং পরগোপুরদারণম্॥ ১১
তং মহোরগসংকাশং প্রগৃহ্য পরিঘং রণে।
দূষণোঽভ্যপতদ্ রামং ক্রূরকর্মা নিশাচরঃ॥ ১২

নিষ্ঠুর নিশাচর দূষণ লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত, শত্রুর শোণিত মেদ-লিপ্ত, বজ্র কঠিন, শত্রুর (পুর)-দ্বার-বিদারী, বিষধর মহাসর্প সদৃশ সেই পরিঘাস্ত্র গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রামের প্রতি দ্রুত ধাবিত হল (ঝাঁপিয়ে পড়ল)।

তস্যাভিপতমানস্য দূষণস্য চ রাঘবঃ।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ সহস্তাভরণৌ ভুজৌ॥ ১৩

দূষণ রামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে তার হস্তাভরণ সহ বাহুদ্বয় রাঘব রামচন্দ্র দুটি বাণের দ্বারা ছেদন করলেন।

ভ্রষ্টস্তস্য মহাকায়ঃ পপাত রণমূর্ধনি।
পরিঘশ্ছিন্নহস্তস্য শক্রধ্বজ ইবাগ্রতঃ॥ ১৪

ছিন্নবাহু দূষণের হস্তভ্রষ্ট পরিঘ নামক অস্ত্রটি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল ইন্দ্রধ্বজের মতো সামনে পড়ে গেল।

করাভ্যাং চ বিকীর্ণাভ্যাং পপাত ভুবি দূষণঃ।
বিষাণাভ্যাং বিশীর্ণাভ্যাং মনস্বীব মহাগজঃ॥ ১৫

উৎপাটিত দৃঢ়চেতা মহান হস্তীর মতো কর্তিত হস্ত দূষণ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

দৃষ্ট্বা তং পতিতং ভূমৌ দূষণং নিহতং রণে।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সর্বভূতানাপূজয়ন্॥ ১৬

যুদ্ধে নিহত দূষণকে ভূলুণ্ঠিত দেখে, (দেব-মনুষ্যাদি) সকল প্রাণী কাকুৎস্থকুলনন্দন রামচন্দ্রকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগল।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাস্ত্রয়ঃ সেনাগ্রচারিণঃ।
সংহত্যাভ্যদ্রবন্ রামং মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ॥ ১৭
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথী চ মহাবলঃ।

ইত্যবসরে মহাকপাল, স্থূলাক্ষ এবং মহাবলবান প্রমাথী নামে তিনজন ক্রুদ্ধ সেনাগ্রগণ্য মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েই যেন সম্মিলিতভাবে শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

মহাকপালো বিপুলং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ॥ ১৮
স্থূলাক্ষঃ পট্টিশং গৃহ্য প্রমাথী চ পরশ্বধম্।
দৃষ্ট্বৈবাপততস্তাংস্তু রাঘবঃ সায়কৈঃ শিতৈঃ॥ ১৯
তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ প্রতিজগ্রাহ সম্প্রাপ্তানতিথীনিব।

রাক্ষস মহাকপাল বিশাল শূল উত্তোলন করে, স্থূলাক্ষ নামক রাক্ষস পট্টিশ নামক অস্ত্র নিয়ে এবং প্রমাথী নামে রাক্ষস পরশু বা টাঙ্গি নিয়ে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল। রাঘব রামচন্দ্রও তাদের অগ্রসর হতে দেখে, সমাগত অতিথির মতো, তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত বাণ দ্বারা তাদের প্রতিগ্রহণ (অভ্যর্থনা) করলেন।

মহাকপালস্য শিরশ্চিচ্ছেদ রঘুনন্দনঃ॥ ২০
অসংখ্যেয়ৈস্তু বাণৌঘৈঃ প্রমমাথ প্রমাথিনম্।
স্থূলাক্ষস্যাক্ষিণী স্থূলে পূরয়ামাস সায়কৈঃ॥ ২১

রঘুনন্দন রাম মহাকপালের মস্তক ছেদন করে, অসংখ্য বাণগুচ্ছ দ্বারা প্রমাথীকে নিপীড়িত করে হত্যা করলেন এবং বাণসমূহ দ্বারা স্থূলাক্ষের স্থূল চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করে বাণে বাণে পূর্ণ করে দিলেন।

স পপাত হতো ভূমৌ বিটপীব মহাদ্রুমঃ।
দূষণস্যানুগান্ পঞ্চসাহস্রান্ কুপিতঃ ক্ষণাৎ॥ ২২
হত্বা তু পঞ্চসাহস্রৈরনয়দ্ যমসাদনম্।

মহাকপাল, প্রমাথী ও অন্যান্য রাক্ষস সৈন্যসহ স্থূলাক্ষ নিহত হয়ে শাখা-প্রশাখাসহ বিরাট বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষণকালের মধ্যে পাঁচ হাজার বাণ দ্বারা দূষণের পাঁচ হাজার অনুচরকে হত্যা করে যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

দূষণং নিহতং শ্রুত্বা তস্য চৈব পদানুগান্॥ ২৩
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধঃ সেনাধ্যক্ষান্ মহাবলান্।
অয়ং বিনিহতঃ সংখ্যে দূষণঃ সপদানুগঃ॥ ২৪
মহত্যা সেনয়া সার্ধং যুদ্ধ্বা রামং কুমানুষম্।
শস্ত্রৈর্নানাবিধাকারৈর্হনধ্বং সর্বরাক্ষসাঃ॥ ২৫

দূষণ নিহত হয়েছে শুনে খর ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবলবান সেনাপতিদের এবং তার অনুগামী রাক্ষসদের আদেশ দিল—'অনুচরসহ দূষণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তোমরা সকল রাক্ষস বিরাট সেনাবাহিনীসহ নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে নরাধম রামকে হত্যা করো।'

এবমুক্ত্বা খরঃ ক্রুদ্ধো রামমেবাভিদুদ্রুবে।

শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহংগমঃ॥ ২৬
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ।
হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ॥ ২৭
দ্বাদশৈতে মহাবীর্যা বলাধ্যক্ষাঃ সসৈনিকাঃ।
রামমেবাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তঃ শরোত্তমান্॥ ২৮

ক্রুদ্ধ খর এই কথা বলে রামচন্দ্রের দিকে দ্রুত ধাবিত হল। আর, শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য এবং রুধিরাশন নামে বারোজন মহাবীর সেনাধ্যক্ষ সসৈন্যে উত্তম শাণিত বাণ নিক্ষেপ করতে করতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

ততঃ পাবকসংকাশৈর্হেমবজ্রবিভূষিতৈঃ।
জঘান শেষং তেজস্বী তস্য সৈন্যস্য সায়কৈঃ॥ ২৯

তখন তেজস্বী রামচন্দ্র স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত অনলসদৃশ বাণ দ্বারা অবশিষ্ট (রাক্ষস) সৈন্যদের বধ করলেন।

তে রুক্মপুঙ্খা বিশিখাঃ সধূমা ইব পাবকাঃ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি বজ্রা ইব মহাদ্রুমান্॥ ৩০

বজ্র যেমন বিশাল বৃক্ষগুলিকে ধ্বংস করে, সেই রকমভাবে সধূম অনলসদৃশ স্বর্ণমূল (মূলভাগে স্বর্ণমণ্ডিত) বাণগুলি সেই রাক্ষসদের বিনাশ করল।

রক্ষসাং তু শতং রামঃ শতেনৈকেন কর্ণিনা।
সহস্রং তু সহস্রেণ জঘান রণমূর্ধনি॥ ৩১

সেই মহাযুদ্ধে রামচন্দ্র কর্ণি নামক শত বাণ দ্বারা একশত রাক্ষসকে এবং সহস্র বাণ দ্বারা সহস্র রাক্ষসকে হত্যা করলেন।

তৈর্ভিন্নবর্মাভরণাশ্ছিন্নভিন্নশরাসনাঃ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং রজনীচরাঃ॥ ৩২

শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতে নিশাচর রাক্ষসদের বর্ম (কবচ) আভরণাদি এবং বাণাদি অস্ত্র-শস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তারা রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

তৈর্মুক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
বিস্তীর্ণা বসুধা কৃৎস্না মহাবেদিঃ কুশৈরিব॥ ৩৩

যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কেশ এবং রক্তে আর্দ্র দেহ ভূমিতলে পড়ে থাকায় পৃথিবীকে কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির মতো দেখাচ্ছিল।

তৎক্ষণে তু মহাঘোরং বনং নিহতরাক্ষসম্।
বভূব নিরয়প্রখ্যং মাংসশোণিতকর্দমম্॥ ৩৪

সেই সময় সেই মহাভয়ঙ্কর অরণ্যভূমি নিহত রাক্ষসদের রক্তমাংসে কর্দমাক্ত হয়ে নরকের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল।

চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ মানুষেণ পদাতিনা॥ ৩৫

(মাটিতে) পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ (মনুষ্য-দেহধারী) রামচন্দ্র একাই চৌদ্দ হাজার ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে হত্যা করলেন।

তস্য সৈন্যস্য সর্বস্য খরঃ শেষো মহারথঃ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরাশ্চৈব রামশ্চ রিপুসূদনঃ॥ ৩৬

সেই রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট রইল শুধু মহারথী খর এবং ত্রিশিরা নামে রাক্ষস ; আর রইলেন অপরপক্ষে শত্রুহন্তা রাম।

শেষা হতা মহাবীর্যা রাক্ষসা রণমূর্ধনি।
ঘোরা দুর্বিষহাঃ সর্বে লক্ষ্মণস্যাগ্রজেন তে॥ ৩৭

ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ মহাবীর অবশিষ্ট সকল রাক্ষস সম্মুখ সমরে লক্ষ্মণাগ্রজ (শ্রীরামচন্দ্র) কর্তৃক নিহত হয়েছে।

ততস্তু তদ্ভীমবলং মহাহবে
সমীক্ষ্য রামেণ হতং বলীয়সা।
রথেন রামং মহতা খরস্ততঃ
সমাসসাদেন্দ্র ইবোদ্যতাশনিঃ॥ ৩৮

তখন মহাযুদ্ধে বলবান শ্রীরাম কর্তৃক নিজেদের মহাবল সৈন্যবাহিনীকে নিহত দেখে খর বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো মহারথে আরোহণ করে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হল।

—০—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

—০—

সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

ত্রিশিরা রাক্ষস বধ

খরং তু রামাভিমুখং প্রযান্তং বাহিনীপতিঃ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরা নাম সন্নিপত্যেদমব্রবীৎ॥ ১

খরকে রামের দিকে যেতে দেখে সেনাপতি ত্রিশিরা নামে রাক্ষস (খরের) কাছে এসে বলল।

মাং নিয়োজয় বিক্রান্তং ত্বং নিবর্তস্ব সাহসাৎ।
পশ্য রামং মহাবাহুং সংযুগে বিনিপাতিতম্॥ ২

পরাক্রান্ত আমাকে রামের হত্যা কার্যে নিযুক্ত করুন ; (আপনি রামকে আক্রমণ করার) দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত হোন। দেখুন, যুদ্ধে মহাবীর রাম নিহত হয়েই আছে।

প্রতিজানামি তে সত্যমায়ুধং চাহমালভে।
যথা রামং বধিষ্যামি বধার্হং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩

আমি অস্ত্র স্পর্শ করে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে, রাক্ষসদের বধ্য (বধযোগ্য) রামকে আমি বধ করব-ই।

অহং বাস্য রণে মৃত্যুরেষ বা সমরে মম।
বিনিবর্ত্য রণোৎসাহং মুহূর্তং প্রাশ্নিকো ভব॥ ৪

এই যুদ্ধে আমি রামচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ, অথবা রামচন্দ্র আমার মৃত্যু (মৃত্যুবাহক), মুহূর্তের জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ত্যাগ করে আপনি আমাদের এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের সাক্ষী হোন।

প্রহৃষ্টো বা হতে রামে জনস্থানং প্রযাস্যসি।
ময়ি বা নিহতে রামং সংযুগায় প্রযাস্যসি॥ ৫

এই যুদ্ধে রাম নিহত হলে, আপনারা প্রসন্নচিত্তে জনস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন, আর আমি নিহত হলে (তখন) রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন।

খরস্ত্রিশিরসা তেন মৃত্যুলোভাৎ প্রসাদিতঃ।
গচ্ছ যুদ্ধ্যেত্যনুজ্ঞাতো রাঘবাভিমুখো যযৌ॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মৃত্যুর লোভে ত্রিশিরার অবচেতন মনে, শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং 'ভগবান' এই চিন্তা উদিত হওয়ায়, শ্রীরামের হাতে মৃত্যুমুক্তির উপায় বুঝে ত্রিশিরার রামের হাতে মৃত্যুলোভ হয়েছিল। ত্রিশিরা খরকে প্রসন্ন করলে, (প্রসন্ন) খর, 'যাও যুদ্ধ করো' এই বলে অনুমোদন করল, এবং তখন ত্রিশিরা যুদ্ধের জন্য রামের অভিমুখে যাত্রা করল।

ত্রিশিরাস্তু রথেনৈব বাজিযুক্তেন ভাস্বতা।
অভ্যদ্রবদ্ রণে রামং ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ॥ ৭

তখন ত্রিশিরা অশ্বযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করে তিন শৃঙ্গযুক্ত (ত্রিশিরার তিনটি মাথা থাকায়, এখানে তাকে ত্রিশৃঙ্গযুক্ত পর্বতের মতো বলা হয়েছে) পর্বতের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে রামের প্রতি ধাবিত হল।

শরধারাসমূহান্ স মহামেঘ ইবোৎসৃজন্।
ব্যসৃজৎ সদৃশং নাদং জলার্দ্রস্যেব দুন্দুভেঃ॥ ৮

বারিধারা বর্ষণকারী মহান মেঘের মতো শরধারা বর্ষণ করতে করতে ত্রিশিরা জলসিক্ত দুন্দুভির মতো উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগল।

আগচ্ছন্তং ত্রিশিরসং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
ধনুষা প্রতিজগ্রাহ বিধুন্বন্ সায়কাঞ্শিতান্॥ ৯

ত্রিশিরা নামক রাক্ষসকে আসতে দেখে রাঘব রামচন্দ্র ধনুতে টঙ্কার দিয়ে তীক্ষ্ণ বাণ প্রতিগ্রহণ করলেন।

স সম্প্রহারস্তুমুলো রামত্রিশিরসোস্তদা।
সম্বভূবাতিবলিনোঃ সিংহকুঞ্জরয়োরিব॥ ১০

তখন রাম ও ত্রিশিরার সেই তুমুল যুদ্ধ সিংহ ও হাতির মধ্যে যুদ্ধের মতো মনে হচ্ছিল।

ততস্ত্রিশিরসা বাণৈর্ললাটে তাড়িতস্ত্রিভিঃ।
অমর্ষী কুপিতো রামঃ সংরব্ধ ইদমব্রবীৎ॥ ১১

এমন সময়, ত্রিশিরা রামকে তিনটি বাণ দ্বারা ললাটে আঘাত করলে, অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ শ্রীরাম ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—

অহো বিক্রমশূরস্য রাক্ষসস্যেদৃশং বলম্।
পুষ্পৈরিব শরৈর্যোঽহং ললাটেঽস্মি পরিক্ষতঃ॥ ১২
মমাপি প্রতিগৃহ্ণীষ্ব শরাংশ্চাপগুণাচ্চ্যুতান্।

'অহো ! বীরবিক্রম রাক্ষসের এমনই শক্তি যে, আমি তার নিক্ষিপ্ত কুসুমসদৃশ বাণাঘাতে ললাটে সামান্য আঘাত পেলাম ; এখন, ওহে রাক্ষস ! তুমিও আমার ধনুকের ছিলা থেকে বিচ্যুত বাণের আঘাত প্রতিগ্রহণ করে তো দেখি !'

এবমুক্ত্বা সুসংরব্ধঃ শরানাশীবিষোপমান্॥ ১৩
ত্রিশিরোবক্ষসি ক্রুদ্ধে নিজঘান চতুর্দশ।

এই বলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ রাম ত্রিশিরার বক্ষে বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর চৌদ্দটি বাণ দ্বারা সক্রোধে আঘাত করলেন।

চতুর্ভিস্তুরগানস্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১৪
ন্যপাতয়ত তেজস্বী চতুরস্তস্য বাজিনঃ।
অষ্টভিঃ সায়কৈঃ সূতং রথোপস্থে ন্যপাতয়ৎ॥ ১৫

তদনন্তর তেজস্বী রামচন্দ্র চারটি অনুন্নত পর্বযুক্ত শর দ্বারা ত্রিশিরার চারটি দ্রুতগামী অশ্বকে নিপাতিত করে, পরে আটটি বাণ দ্বারা সারথিকে রথের উপরেই নিপাতিত করলেন।

রামশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধ্বজং চাস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ততো হতরথাৎ তস্মাদুৎ পতন্তং নিশাচরম্॥ ১৬
চিচ্ছেদ রামস্তং বাণৈর্হৃদয়ে সোঽভবজ্জড়ঃ।

সেই রথের সমুন্নত ধ্বজাকে রাম বাণাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। অনন্তর সেই ভগ্ন রথ থেকে যখন ত্রিশিরা লাফিয়ে পড়তে গেল, তখন শ্রীরামচন্দ্র তার হৃৎপিণ্ড বাণে বাণে ছিন্ন করলেন এবং সে জড়পদার্থের মতো হয়ে গেল (মারা গেল)।

সায়কৈশ্চাপ্রমেয়াত্মা সামর্ষস্তস্য রক্ষসঃ॥ ১৭
শিরাংস্যপাতয়ৎ ত্রীণি বেগবদ্ভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।

স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস ত্রিশিরার তিনটি মাথা বেগবান ও ধ্বংসকারী তিনটি বাণের আঘাতে কেটে ফেললেন।

স ধূমশোণিতোদ্‌গারী রামবাণাভিপীড়িতঃ॥ ১৮
ন্যপতৎ পতিতৈঃ পূর্বং সমরস্থো নিশাচরঃ।

সেই নিশাচর (ত্রিশিরা) শ্রীরামের বাণে তীব্রভাবে পীড়িত হয়ে উষ্ণ বাষ্পসহ রক্তবমন করতে করতেই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্বপাতিত মস্তকত্রয়সহ ভূপতিত হল।

হতশেষাস্ততো ভগ্না রাক্ষসাঃ খরসংশ্রয়াঃ॥ ১৯
দ্রবন্তি স্ম ন তিষ্ঠন্তি ব্যাঘ্রত্রস্তা মৃগা ইব।

তখন খরের আশ্রিত অবশিষ্ট রাক্ষসেরা বিপর্যস্ত হয়ে যুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হরিণের মতো পলায়ন করল।

তান্ খরো দ্রবতো দৃষ্ট্বা নিবর্ত্য রুষিতস্ত্বরন্।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা॥ ২০

রাক্ষসদের পালিয়ে যেতে দেখে ক্রুদ্ধ খর তাদের দ্রুত নিবৃত্ত করে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করার জন্য ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

খরের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ

নিহতং দূষণং দৃষ্ট্বা রণে ত্রিশিরসা সহ।
খরস্যাপ্যভবৎ ত্রাসো দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্॥ ১

যুদ্ধে ত্রিশিরার সহ দূষণকে নিহত দেখে এবং শ্রীরামের পরাক্রম বুঝতে পেরে খরের খুব ভয় হল।

স দৃষ্ট্বা রাক্ষসং সৈন্যমবিষহ্যং মহাবলম্।
হতমেকেন রামেণ দূষণাস্ত্রিশিরা অপি॥ ২
তদ্বলং হতভূয়িষ্ঠং বিমনাঃ প্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ।
আসসাদ খরো রামং নমুচির্বাসবং যথা॥ ৩

দুর্বিষহ মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্য, এমনকি দূষণ ও ত্রিশিরা এবং (চৌদ্দহাজারের মধ্যে) বেশিরভাগ সৈন্যকে একা রাম কর্তৃক নিহত দেখে বিমনা খর, নমুচি নামে দৈত্য যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়েছিল তদ্রূপ শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

বিকৃষ্য বলবচ্চাপং নারাচান্ রক্তভোজনান্।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় ক্রুদ্ধানাশীবিষানিব॥ ৪

খর প্রবল ধনু আকর্ষণ করে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় শোণিতপায়ী বহু নারাচ (বাণ) ঝাঁকে ঝাঁকে রামের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল।

জ্যাং বিধুম্বন্ সুবহুশঃ শিক্ষয়াস্ত্রাণি দর্শয়ন্।
চচার সমরে মার্গাঞ্ছরৈ রথগতঃ খরঃ॥ ৫

রথারূঢ় খর বাণ সমূহ ধনুকের ছিলায় গম্ভীর ধ্বনি তুলে বহুপ্রকারে নিজ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করতে করতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করতে লাগল।

স সর্বাশ্চ দিশো বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ।
পূরয়ামাস তং দৃষ্ট্বা রামোঽপি সুমহদ্ ধনুঃ॥ ৬
স সায়কৈর্দুর্বিষহৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈরিবাগ্নিভিঃ।
নভশ্চকারাবিবরং পর্জন্য ইব বৃষ্টিভিঃ॥ ৭

সেই মহারথী খর বাণে বাণে দিগ্‌বিদিক্ ছেয়ে ফেলল, তাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রও সুমহৎ ধনু গ্রহণ করে, জলদেবতা ইন্দ্র যেমন অবিচ্ছিন্ন বারি বর্ষণ করেন, সেইরকমভাবে দুর্বিষহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী বাণ দ্বারা আকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে ছেয়ে ফেললেন।

তদ্ বভূব শিতৈর্বাণৈঃ খররামবিসর্জিতৈঃ।
পর্যাকাশমনাকাশং সর্বতঃ শরসংকুলম্॥ ৮

খর ও রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ আকাশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে শরসমাচ্ছন্ন (বাণে-আকীর্ণ) সেই আকাশ অনাকাশ হয়ে গেল (আর আকাশ বলেই মনে হচ্ছিল না)।

শরজালাবৃতঃ সূর্যো ন তদা স্ম প্রকাশতে।
অন্যোন্যবধসংরম্ভাদুভয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ॥ ৯

পরস্পর আক্রোশ হেতু একে অপরকে বধ করার জন্য, উভয়ের পরস্পর যুদ্ধের সময় তাঁদের নিক্ষিপ্ত শরজালে আবৃত সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল না।

ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
আজঘান রণে রামং তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্॥ ১০

তখন মহান হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরকম মহারাক্ষস খর যুদ্ধক্ষেত্রে শলয় (বরশা), নারাচ এবং ধারাল অগ্রভাগ বিকর্ণি নামক ভয়ানক অস্ত্র দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে আঘাত করতে লাগল।

তং রথস্থং ধনুষ্পাণিং রাক্ষসং পর্যবস্থিতম্।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি পাশহস্তমিবান্তকম্॥ ১১

প্রাণীরা সকলেই দেখতে পেল, রথোপরি ধনু হাতে সেই রাক্ষস বসে আছে, যেন পাশহস্ত (রজ্জুহস্তে) যমরাজের মতো।

হন্তারং সর্বসৈন্যস্য পৌরুষে পর্যবস্থিতম্।
পরিশ্রান্তং মহাসত্ত্বং মেনে রামং খরস্তদা॥ ১২

তখন খর, সকল সৈন্যের হত্যাকারী, পৌরুষে অবস্থিত, মহাবলী শ্রীরামকে পরিশ্রান্ত মনে করল।

তং সিংহমিব বিক্রান্তং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
দৃষ্ট্বা নোদ্বিজতে রামঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা॥ ১৩

সিংহ ক্ষুদ্র পশুকে দেখে যেমন উদ্বিগ্ন হয় না তেমন, সিংহের ন্যায় বিক্রমী এবং সিংহের মতো সবিক্রমে গমনরত খরকে দেখেও রামচন্দ্র ক্ষুদ্র পশু মনে করে উদ্বিগ্ন হলেন না।

ততঃ সূর্যনিকাশেন রথেন মহতা খরঃ।
আসসাদাথ তং রামং পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ১৪

অনন্তর, অগ্নির প্রতি পতঙ্গের মতো, খর সূর্য সম উজ্জ্বল মহান রথে আরূঢ় হয়ে, শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।

ততোঽস্য সশরং চাপং মুষ্টিদেশে মহাত্মনঃ।
খরশ্চিচ্ছেদ রামস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্॥ ১৫

তখন খর হাতের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে, মহাত্মা রামচন্দ্রের মুষ্টিবদ্ধ বাণসহ ধনু ছেদন করল।

স পুনস্ত্বপরান্ সপ্ত শরানাদায় মর্মণি।
নিজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ শক্রাশনিসমপ্রভান্॥ ১৬

সেই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ খর পুনরায় ইন্দ্রের বজ্রসম সাতটি উজ্জ্বল বাণ নিয়ে তদ্দ্বারা শ্রীরামের বক্ষোদেশে আঘাত করল।

ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্।
অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ॥ ১৭

অনন্তর খর রণক্ষেত্রে অপ্রতিম ওজস্বী শ্রীরামকে সহস্র বাণ দ্বারা মর্দিত করে ভীষণ গর্জন করে উঠল।

ততস্তৎ প্রহৃতং বাণৈঃ খরমুক্তৈঃ সুপর্বভিঃ।
পপাত কবচং ভূমৌ রামস্যাদিত্যবর্চসম্॥ ১৮

তখন খর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত উত্তম পর্বযুক্ত বাণের আঘাতে শ্রীরামের রবিতেজঃ ভাস্বর কবচটি মাটিতে পড়ে গেল।

স শরৈরর্পিতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ।
ররাজ সমরে রামো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্॥ ১৯

সর্বশরীরে বাণবিদ্ধ হয়ে রঘুনন্দন রাম ক্রোধে ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রণভূমিতে বিরাজ করতে লাগলেন।

ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
চকারান্তায় স রিপোঃ সজ্যমন্যন্মহদ্ধনুঃ॥ ২০

তখন শত্রুহন্তা রামচন্দ্র শত্রুবিনাশের জন্য গম্ভীরনাদী অপর একটি বিশাল ধনুতে জ্যা আরোপ করলেন।

সুমহদ্ বৈষ্ণবং যৎ তদতিসৃষ্টং মহর্ষিণা।
বরঃ তদ্ ধনুরদায় খরং সমভিধাবত॥ ২১

মহর্ষি অগস্ত্য প্রদত্ত সেই সুমহৎ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধনুকটি উত্তোলন করে শ্রীরামচন্দ্র খরের প্রতি ধাবিত হলেন।

ততঃ কনকপুঙ্খৈস্তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
চিচ্ছেদ রামঃ সংক্রুদ্ধঃ খরস্য সমরে ধ্বজম্॥ ২২

তখন ক্রুদ্ধ রাম সুবর্ণমূল ও নতপর্ব বাণ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে খরের রথের ধ্বজা ছিন্ন করলেন।

স দর্শনীয়ো বহুধা বিচ্ছিন্নঃ কাঞ্চনো ধ্বজঃ।
জগাম ধরণীং সূর্যো দেবতানামিবাজ্ঞয়া॥ ২৩

দেবতাদের নির্দেশে সূর্যের মতো, দর্শনী সুন্দর সেই স্বর্ণধ্বজাটি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তং চতুর্ভিঃ খরঃ ক্রুদ্ধো রামং গাত্রেষু মার্গণৈঃ।
বিব্যাধ হৃদি মর্মজ্ঞো মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ॥ ২৪

উপযুক্ত স্থানবেত্তা মাহুত যেমন মত্ত হস্তীকে মস্তকে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করে তাকে বশীভূত করে, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ খর রামের শরীরের হৃৎ-স্থান (বক্ষোদেশ) চারটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করল।

স রামো বহুভির্বাণৈঃ খরকার্মুকনিঃসৃতৈঃ।
বিদ্ধো রুধিরসিক্তাঙ্গো বভূব রুষিতো ভৃশম্॥ ২৫

খরের ধনু থেকে বহু বাণ নির্গত হয়ে রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করলে তাঁর দেহ শোণিত সিক্ত হওয়ায় রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সংগৃহ্য পরমাহবে।
মুমোচ পরমেষ্বাসঃ ষট্ শরানভিলক্ষিতান্॥ ২৬

ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর রাম সেই মহাযুদ্ধে ধনু গ্রহণ করে খরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে ছয়টি বাণ নিক্ষেপ করলেন।

শিরস্যেকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহ্বোরথার্পয়ৎ।
ত্রিভিশ্চন্দ্রার্ধবক্ত্রৈশ্চ বক্ষস্যভিজঘান হ॥ ২৭

শ্রীরামচন্দ্র খরের মস্তকে একটি বাণ, দুই বাহুতে দুটি বাণ মারলেন এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুখবিশিষ্ট তিনটি বাণ দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করলেন।

ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ ভাস্করোপমান্।
জঘান রাক্ষসং ক্রুদ্ধোস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্॥ ২৮

অতঃপর মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পাথরে শান দেওয়া, সূর্যের ন্যায় তেজ বিকিরণকারী তেরটি নারাচ নামক অস্ত্র রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

রথস্য যুগমেকেন চতুর্ভিঃ শবলান্ হয়ান্।
ষষ্ঠেন চ শিরঃ সংখ্যে চিচ্ছেদ খরসারথেঃ॥ ২৯

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাম খরের উদ্দেশ্যে যে তেরটি বাণ নিক্ষেপ করলেন তার মধ্যে একটি বাণ দ্বারা রথের জোয়াল, চারটি দ্বারা নানা বর্ণে চিত্রিত অশ্বগুলি এবং ষষ্ঠ বাণ দ্বারা খরের সারথির শিরশ্ছেদ করলেন।

ত্রিভিস্ত্রিবেণূন্ বলবান্ দ্বাভ্যামক্ষং মহাবলঃ।
দ্বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ॥ ৩০
ছিত্বা বজ্রনিকাশেন রাঘবঃ প্রহসন্নিব।
ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমো বিভেদ সমরে খরম্॥ ৩১

অতঃপর বলবান ইন্দ্রসদৃশ মহাবলী রঘুনন্দন রাম তিনটি বাণ দ্বারা খরের রথস্থিত তিনটি ধ্বজদণ্ড, দুটি বাণ দ্বারা রথচক্র এবং দ্বাদশ সংখ্যক বাণ দ্বারা খরের বাণসহ ধনু ভঙ্গ করে অতঃপর বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ সংখ্যক বাণ দ্বারা হাসতে হাসতে খরকে বাণ বিদ্ধ করলেন।

প্রভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবপ্লুত্য তস্থৌ ভূমৌ খরস্তদা॥ ৩২

তখন, ভগ্নধনু ও রথহীন খর, অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় গদাহস্তে, রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে রইল।

তৎ কর্ম রামস্য মহারথস্য
সমেত্য দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ।
অপূজয়ন্ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রহৃষ্টা-
স্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতা॥ ৩৩

তখন মহারথী রামচন্দ্রের সেই (সসৈন্য খরের পরাভব) কর্ম দেখে দেবগণ ও মহর্ষিগণ মিলিত হয়ে বিমানের পুরোভাগে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্টচিত্তে রামের অর্চনা করতে লাগলেন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

———০———

একোনত্রিংশ সর্গ (২৯)

কঠোর ভাষায় শ্রীরাম ও খরের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং পরে শ্রীরাম কর্তৃক খর-নিক্ষিপ্ত গদার খণ্ডন

খরং তু বিরথং রামো গদাপাণিমবস্থিতম্।
মৃদুপূর্বং মহাতেজাঃ পরুষং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

রথচ্যুত গদাহস্ত ভূমিতে দণ্ডায়মান খরকে, মহাতেজস্বী শ্রীরাম মৃদু অথচ কঠোর বাক্যে বললেন—

গজাশ্বরথসম্বাধে বলে মহতি তিষ্ঠতা।
কৃতং তে দারুণং কর্ম সর্বলোকজুগুপ্সিতম্॥ ২

'হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমন্বিত বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত হয়ে তুমি ত্রিলোকনিন্দিত ভয়াবহ কর্ম করেছ।

উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং নৃশংসঃ পাপকর্মকৃৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানামীশ্বরোঽপি ন তিষ্ঠতি॥ ৩

'সকল প্রাণীর উদ্বেগ সৃষ্টিকারী, নিষ্ঠুর পাপাচারী ব্যক্তি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হলেও টিকে থাকতে পারে না (বাঁচতে পারে না)।

কর্ম লোকবিরুদ্ধং তু কুর্বাণং ক্ষণদাচর।
তীক্ষ্ণং সর্বজনো হন্তি সর্পং দুষ্টমিবাগতম্॥ ৪

'ওহে নিশাচর রাক্ষস ! জনবিরোধী কঠোর দুষ্ট কর্মকারীকে, লোকালয়ে আগত বিষধর দুষ্ট সর্পের মতো লোকে হত্যা করে।

লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্ বায়ো ন বুধ্যতে।
হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব॥ ৫

'যে লোভ বা কামবশত পরিণামের চিন্তা না করে সানন্দে পাপকর্ম করে সে শিলাখণ্ড ভক্ষক বোলতার মতো মৃত্যু দর্শন করে। (লোক-প্রসিদ্ধি আছে যে, বোল্‌তা মেঘ থেকে বর্ষণ জাত শিলাখণ্ড বরফ লোভবশত ভক্ষণ করে মৃত্যুবরণ করে ; নিজের পাপজনিত মৃত্যু জেনেও লোভের ও কামের বশীভূত হয়ে যে ব্যক্তি কোনও কাজ করে, তার অবস্থা বোঝাতে এই বোল্‌তার তুলনা দেওয়া হয়েছে।) (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাকে কাম এবং প্রাপ্তবস্তুর আরও অধিক সংখ্যায় প্রাপ্তির ইচ্ছাকে লোভ বলে।)

বসতো দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ।
কিং নু হত্বা মহাভাগান্ ফলং প্রাপ্স্যসি রাক্ষস॥ ৬

'ওরে রাক্ষস ! দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্মাচারী মহাভাগ তাপসদের হত্যা করে তুমি কী ফল পাবে ?

ন চিরং পাপকর্মাণঃ ক্রূরা লোকজুগুপ্সিতাঃ।
ঐশ্বর্যং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি শীর্ণমূলা ইব দ্রুমাঃ॥ ৭

'পাপকর্মা কুটিল ব্যক্তিরা পূর্বজন্মের কোনো পুণ্য প্রভাবে ঐশ্বর্য লাভ করেও লোকের নিন্দাভাজন হয়ে শীর্ণমূল তরুর মতো চিরকাল থাকে না অর্থাৎ চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায় না।

অবশ্যং লভতে কর্তা ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
ঘোরং পর্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্তবম্॥ ৮

'উপযুক্ত ঋতুর আগমনে তরু যেমন সেই ঋতুকালীন পুষ্প প্রস্ফুটিত করে, তদ্রূপ সেই পাপকর্তা কালে পাপকর্মের ভয়ঙ্কর ফল অবশ্যই লাভ করে।

নচিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর॥ ৯

হে নিশাচর ! বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজনের মতো, ইহ জগতে পাপকর্মের ফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না। (বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনে অবিলম্বে যেমন বিষক্রিয়ার ফল ভুগতে হয়, তদ্রূপ পাপকর্মের ফলও শীঘ্রই ফলে)

পাপমাচরতাং ঘোরং লোকস্যাপ্রিয়মিচ্ছতাম্।
অহমাসাদিতো রাজ্ঞা প্রাণান্ হন্তুং নিশাচর॥ ১০

'হে নিশাচর ! বিশ্বের অপ্রিয়কামী পাপাচারীদের প্রাণ সংহারের জন্যই আমি রাজা দশরথ কর্তৃক বনে প্রেরিত হয়েছি।

অদ্য ভিত্ত্বা ময়া মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
বিদার্যাতিপতিষ্যন্তি বল্মীকমিব পন্নগাঃ॥ ১১

'সর্প যেমন বল্মীক (উইঢিবি) ভেদ করে বহির্গত হয়, তদ্রূপ আমার নিক্ষিপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত বাণ তোমার দেহ বিদীর্ণ করে পৃথ্বীতল অতিক্রম করে পতিত হবে।

যে ত্বয়া দণ্ডকারণ্যে ভক্ষিতা ধর্মচারিণঃ।
তানদ্য নিহতঃ সংখ্যে সসৈন্যোঽনুগমিষ্যসি॥ ১২

'দণ্ডকারণ্যে যে ধর্মপরায়ণ ঋষিদের তুমি হত্যা করে ভক্ষণ করেছ, আজ যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হয়ে তুমি তাঁদের অনুগমন করবে।

অদ্য ত্বাং নিহতং বাণৈঃ পশ্যন্তু পরমর্ষয়ঃ।
নিরয়স্থং বিমানস্থা যে ত্বয়া নিহতাঃ পুরা॥ ১৩

'পূর্বে যে মহর্ষিদের তুমি হত্যা করেছ, আজ তাঁরা

বিমানে (ব্যোমযানে) আরূঢ় হয়ে দেখুন, তুমি বাণাহত হয়ে নরকে অবস্থান করছ।

প্রহরস্ব যথাকামং কুরু যত্নং কুলাধম।
অদ্য তে পাতয়িষ্যামি শিরস্তালফলং যথা॥ ১৪

'ওরে জীবকুলের অধম ! যথেচ্ছ প্রহার করে আমাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করো ; আজ আমি তোমার মস্তক তালফলের মতো ভূমিতে পাতিত করবই।'

এবমুক্তস্তু রামেণ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রহসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৫

রামচন্দ্র এইরকম বললে, ক্রোধান্বিত আরক্তনয়ন খর ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে উপহাসের সঙ্গে রামকে প্রত্যুত্তরে বলল—

প্রাকৃতান্ রাক্ষসান্ হত্বা যুদ্ধে দশরথাত্মজ।
আত্মনা কথমাত্মানমপ্রশস্যং প্রশংসসি॥ ১৬

'রে দশরথকুমার ! যুদ্ধে সাধারণ রাক্ষসদের হত্যা করে, প্রশংসার অযোগ্য হয়েও কেমন করে নিজের প্রশংসা নিজেই করছ ?

বিক্রান্তা বলবন্তো বা যে ভবন্তি নরর্ষভাঃ।
কথয়ন্তি ন তে কিঞ্চিৎ তেজসা চাতিগর্বিতাঃ॥ ১৭

'প্রকৃত পরাক্রমী বা বলবান নরশ্রেষ্ঠগণ তেজে গর্বিত হয়েও কিছুই বলেন না (চুপ করে থাকেন)।

প্রাকৃতাস্ত্বকৃতাত্মানো লোকে ক্ষত্রিয়পাংসনাঃ।
নিরর্থকং বিকত্থন্তে যথা রাম বিকত্থসে॥ ১৮

'আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ সাধারণ ক্ষত্রিয়াধম ব্যক্তিরা ব্যর্থ বড়াই করে থাকে ; যেমন, হে রাম ! তুমি ব্যর্থ বড়াই করছ।

কুলং ব্যপদিশন্ বীরঃ সমরে কোঽভিধাস্যতি।
মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে স্বয়মপ্রস্তবে স্তবম্॥ ১৯

'যুদ্ধক্ষেত্রে কোন্ বীর নিজের বংশের প্রশংসা ঘোষণা করে ? মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে লোকে নিজের অপ্রশংসনীয় বিষয়েও প্রশংসা করে থাকে।

সর্বথা তু লঘুত্বং তে কত্থনেন বিদর্শিতম্।
সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা॥ ২০

'কুশের আগুনে উত্তপ্ত করলেও পিতলের লঘুত্বের মতোই আত্মপ্রশংসা কথনে তোমার অধমত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। (কুশের আগুনে পোড়ালেও পিতল যেমন সোনা হয় না, তদ্রূপ তোমার আত্মপ্রশংসা কথনেও তোমার অধমত্ব নিবারিত হবে না)।

ন তু মামিহ তিষ্ঠন্তং পশ্যসি ত্বং গদাধরম্।
ধরাধরমিবাকম্প্যং পর্বতং ধাতুভিশ্চিতম্॥ ২১

'গদা ধারণ করে এখানে অবস্থিত আমাকে বিভিন্ন ধাতু দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথ্বীধর নিষ্কম্প পর্বতের মতো দেখতে পাচ্ছ না কি ?

পর্যাপ্তোঽহং গদাপাণির্হন্তুং প্রাণান্ রণে তব।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ২২

'যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে আমি তোমার এমনকি ত্রিলোকেরও প্রাণ হনন করতে যথেষ্ট সক্ষম।

কামং বহ্বপি বক্তব্যং ত্বয়ি বক্ষ্যামি ন ত্বহম্।
অস্তং প্রাপ্নোতি সবিতা যুদ্ধবিঘ্নস্ততো ভবেৎ॥ ২৩

'যদিও তোমাকে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমি আর বলব না ; কারণ সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবং তাতে যুদ্ধে বিঘ্নসৃষ্টি হবে। (প্রাচীন ভারতে যুদ্ধমান দুই পক্ষকেই যুদ্ধের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত ; একটি বিধি হচ্ছে সূর্যাস্তের পর আর যুদ্ধ করা চলবে না, পরদিন সূর্যোদয়ের পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে।)

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং হতানি তে।
ত্বদ্বিনাশাৎ করোম্যদ্য তেষামশ্রুপ্রমার্জনম্॥ ২৪

'তুমি চৌদ্দহাজার রাক্ষস হত্যা করেছ। আজ তোমাকে হত্যা করে তাদের আত্মীয়দের চোখের জল আমি মুছিয়ে দেব।'

ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধঃ স গদাং পরমাঙ্গদাম্।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় প্রদীপ্তামশনিং যথা॥ ২৫

এই কথা বলে অতীব ক্রুদ্ধ খর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রজ্বলিত বজ্রতুল্য উত্তম-বলয় বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করল।

খরবাহুপ্রমুক্তা সা প্রদীপ্তা মহতী গদা।
ভস্ম বৃক্ষাংশ্চ গুল্মাংশ্চ কৃত্বাগাৎ তৎ সমীপতঃ॥ ২৬

খরের হস্তচ্যুত প্রজ্বলিত সেই বিশাল গদা, বৃক্ষ এবং লতা-গুল্ম সকল জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

তামাপতন্তীং মহতীং মৃত্যুপাশোপমাং গদাম্।
অন্তরিক্ষগতাং রামশ্চিচ্ছেদ বহুধা শরৈঃ॥ ২৭

মৃত্যুপাশ সদৃশ সেই বিশাল গদাকে তাঁর নিজের উপর পতনশীল দেখে শ্রীরামচন্দ্র আকাশপথেই বাণ দ্বারা তাকে বহু খণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

সা বিশীর্ণা শরৈর্ভিন্না পপাত ধরণীতলে।

গদা মন্ত্রৌষধিবলৈর্ব্যালীব বিনিপাতিতা॥ ২৮
মন্ত্র এবং ওষধির প্রভাবে ভূলুণ্ঠিতা সর্পিণীর মতো শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিদীর্ণ ও বিকীর্ণ সেই গদা ভূতলে পতিত হল।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উনত্রিশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

———o———

ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শ্রীরামের প্রতি খরের ব্যঙ্গোক্তি এবং শালবৃক্ষ নিক্ষেপণ ; তখন শ্রীরামের বাণাঘাতে শালবৃক্ষ ছেদন এবং খরের পতন ও মৃত্যু, অতঃপর দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক শ্রীরামের সংবর্ধনা

ভিত্ত্বা তু তাং গদাং বাণৈ রাঘবো ধর্মবৎসলঃ।
স্ময়মান ইদং বাক্যং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ॥ ১

ধর্মবৎসল রঘুনন্দন রাম বাণাঘাতে সেই গদাকে বিদীর্ণ করে স্মিতহাস্যে সক্রোধে বললেন—

এতৎ তে বলসর্বস্বং দর্শিতং রাক্ষসাধম।
শক্তিহীনতরো মত্তো বৃথা ত্বমুপগর্জসি॥ ২

'ওরে রাক্ষসাধম ! এই তো তোমার সমুদয় ক্ষমতা দেখালে ; তুমি তো আমার থেকে শক্তিহীন ! অতএব, বৃথাই তর্জন-গর্জন করছ।

এষা বাণবিনির্ভিন্না গদা ভূমিতলং গতা।
অভিধানপ্রগল্‌ভস্য তব প্রত্যয়ঘাতিনী॥ ৩

'তুমি যার গর্বে সগর্ব বাক্‌পটু, সেই তোমার গদা তোমার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হয়ে আমার নিক্ষিপ্ত বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ভূমিতলে পতিত।

যৎ ত্বয়োক্তং বিনষ্টানামিদমশ্রুপ্রমার্জনম্।
রাক্ষসানাং করোমীতি মিথ্যা তদপি তে বচঃ॥ ৪

'যুদ্ধে নিহত রাক্ষসদের স্বজনদের চোখের জল মুছিয়ে দেব' বলে তুমি এই যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তোমার সেই কথাও মিথ্যা হল।

নীচস্য ক্ষুদ্রশীলস্য মিথ্যাবৃত্তস্য রক্ষসঃ।
প্রাণানপহরিষ্যামি গরুত্মানমৃতং যথা॥ ৫

'গরুড় যেমন দেবতাদের নিকট থেকে অমৃত হরণ করেছিলেন, তদ্রূপ আমিও নীচাশয়, ক্ষুদ্রস্বভাব, মিথ্যাচারী তোমার মতো রাক্ষসের প্রাণ হরণ করব।

অদ্য তে ভিন্নকণ্ঠস্য ফেনবুদ্‌বুদভূষিতম্।
বিদারিতস্য মদ্‌বাণৈর্মহী পাস্যতি শোণিতম্॥ ৬

'আজ আমার নিক্ষিপ্ত বাণে তোমার দেহ বিদীর্ণ হবে আর তোমার ছিন্নকণ্ঠের ফেনবুদ্‌বুদ সমন্বিত উষ্ণ শোণিত ধরিত্রী পান করবে।

পাংসুরূষিতসর্বাঙ্গঃ স্রস্তন্যস্তভুজদ্বয়ঃ।
স্বপ্স্যসে গাং সমাশ্লিষ্য দুর্লভাং প্রমদামিব॥ ৭

'আমার নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে ভূপতিত তুমি সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হয়ে, শরীর থেকে আলগা বিক্ষিপ্ত বাহুদ্বয় দ্বারা সুদুর্লভা সুন্দরী রমণীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে চিরকালের জন্য শুয়ে থাকবে।

প্রবৃদ্ধনিদ্রে শয়িতে ত্বয়ি রাক্ষসপাংসনে।
ভবিষ্যন্তি শরণ্যানাং শরণ্যা দণ্ডকা ইমে॥ ৮

'তোমার মতো রাক্ষসাধম চিরনিদ্রায় শায়িত হলে এই দণ্ডকারণ্যের সকল স্থানই শরণার্থীদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থান হবে।

জনস্থানে হতস্থানে তব রাক্ষস মচ্ছরৈঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি সর্বতো মুনয়ো বনে॥ ৯

'ওরে রাক্ষস ! জনস্থানে দণ্ডকারণ্য মধ্যে লোকালয়ে আমার শরাঘাতে তোমার নিবাসস্থল ধ্বংস হলে, সকল রাক্ষসসহ তুমি নিহত হলে বনের সর্বত্র মুনিরা নির্ভয়ে বিচরণ করবেন।

অদ্য বিপ্রসরিষ্যন্তি রাক্ষস্যো হতবান্ধবাঃ।
বাষ্পার্দ্রবদনা দীনা ভয়াদন্যভয়াবহাঃ॥ ১০

'অপরের ভয় উৎপাদনকারিণী রাক্ষসীরা বন্ধুহীনা হয়ে শোকে বাষ্পাকুল বদনে ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করবে।'

অদ্য শোকরসজ্ঞাস্তা ভবিষ্যন্তি নিরর্থিকাঃ।
অনুরূপকুলাঃ পত্ন্যো যাসাং ত্বং পতিরীদৃশঃ॥ ১১

'তুমি যাদের পতি, তোমার অনুরূপ বংশে জাতা সেই পত্নীগণ শৃঙ্গারাদি আনন্দদায়ক রসে বঞ্চিতা হয়ে আজ থেকে শোকরূপ করুণ রস স্থায়ীভাবে অনুভব করবে।

নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মন্ নিত্যং ব্রাহ্মণকণ্টক।
ত্বৎ কৃতে শঙ্কিতৈরগ্নৌ মুনিভিঃ পাত্যতে হবিঃ॥ ১২

'ওরে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ শত্রু! তোমার জন্যই শঙ্কিত মুনিগণ তোমার থেকে মুক্তি পাবার আশায় সর্বদা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকেন।'

তমেবমভিসংরব্ধং ব্রুবাণং রাঘবং বনে।
খরো নির্ভৎর্সয়ামাস রোষাৎ খরতরস্বরঃ॥ ১৩

বনমধ্যে রাম খরকে এইরকম ক্রোধপূর্ণ কথা বলতে থাকলে, ক্রুদ্ধ খর অত্যন্ত রুক্ষস্বরে রঘুনন্দন রামকে ভর্ৎসনা করে বলল।

দৃঢ়ং খল্ববলিপ্তোঽসি ভয়েষ্বপি চ নির্ভয়ঃ।
বাচ্যাবাচ্যং ততো হি ত্বং মৃত্যোর্বশ্যো ন বুধ্যসে॥ ১৪

'তুমি অত্যন্ত গর্বিত, তাই ভীতিজনক বিষয়েও নির্ভীক! সেইজন্য মৃত্যুর বশীভূত হয়েও তুমি কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয়, তা বুঝতে পারছ না।

কালপাশপরিক্ষিপ্তা ভবন্তি পুরুষা হি যে।
কার্যাকার্যং ন জানন্তি তে নিরস্তষড়িন্দ্রিয়াঃ॥ ১৫

'মৃত্যুপাশে আবদ্ধ পুরুষদের ছয়টি ইন্দ্রিয় শক্তিহীন হয়ে পড়ায়, তারা কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে বুঝতে অক্ষম হয়।'

এবমুক্ত্বা ততো রামং সংরুধ্য ভ্রুকুটিং ততঃ।
স দদর্শ মহাসালমবিদূরে নিশাচরঃ॥ ১৬
রণে প্রহরণস্যার্থে সর্বতো হ্যবলোকয়ন্।
স তমুৎপাটয়ামাস সংদষ্টদশনচ্ছদম্॥ ১৭

নিশাচর খর এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্রকে ভ্রূকুটি করল এবং নিকটেই একটা বিশাল শালবৃক্ষ দেখে যুদ্ধে প্রহরণ রূপে ব্যবহারের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করে সেটিকে উৎপাটিত করল।

তং সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং বিনর্দিত্বা মহাবলঃ।
রামমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ হতস্ত্বমিতি চাব্রবীৎ॥ ১৮

মহাবীর খর বাহুদ্বয় দ্বারা সেই শালবৃক্ষ উৎক্ষেপণ করে 'তুমি মরলে' এই কথা বলে ভীষণ গর্জন করতে করতে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

তমাপতন্তং বাণৌঘৈশ্ছিত্ত্বা রামঃ প্রতাপবান্।
রোষমাহারয়ৎ তীব্রং নিহন্তুং সমরে খরম্॥ ১৯

নিজের প্রতি পতনোদ্যত সেই শাল বৃক্ষটিকে প্রতাপী রাম বাণরাশির দ্বারা ছেদন করলেন এবং যুদ্ধে খরকে হত্যা করার জন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন।

জাতস্বেদস্ততো রামো রোষরক্তান্তলোচনঃ।
নির্বিভেদ সহস্রেণ বাণানাং সমরে খরম্॥ ২০

তখন ঘর্মাক্তকলেবর ও রোষে রক্তাক্তনেত্র রাম যুদ্ধে খরকে সহস্র বাণে বিদ্ধ করলেন।

তস্য বাণান্তরাদ্ রক্তং বহু সুস্রাব ফেনিলম্।
গিরেঃ প্রস্রবণস্যেব ধারাণাং চ পরিস্রবঃ॥ ২১

পার্বত্য প্রস্রবণের জলধারার প্রবাহের মতো, বাণাঘাতে খরের শরীর থেকে ফেনময় শোণিতধারা ক্ষরিত হতে লাগল।

বিকলঃ স কৃতো বাণৈঃ খরো রামেণ সংযুগে।
মত্তো রুধিরগন্ধেন তমেবাভ্যদ্রবদ্ দ্রুতম্॥ ২২

যুদ্ধে শ্রীরামের বাণাঘাতে খর বিহ্বল এবং শোণিত গন্ধে উন্মত্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দ্রুত ধাবিত হল।

তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্।
অপাসর্পদ্ দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিত্ত্বরিতবিক্রমঃ॥ ২৩

অস্ত্র নিপুণ রাম, রক্তাপ্লুত দেহ ক্রুদ্ধ খরকে তাঁর প্রতি লাফিয়ে পড়তে দেখে, সবিক্রমে ত্বরিদ্গতিতে দু' তিন পা' পিছিয়ে গেলেন।

ততঃ পাবকসংকাশং বধায় সমরে শরম্।
খরস্য রামো জগ্রাহ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্॥ ২৪

তখন যুদ্ধে খরকে বধ করার জন্য রামচন্দ্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম দণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর অনলসদৃশ একটি বাণ গ্রহণ করলেন।

স তদ্ দত্তং মঘবতা সুররাজেন ধীমতা।
সন্দধে চ স ধর্মাত্মা মুমোচ চ খরং প্রতি॥ ২৫

ধর্মাত্মা রাম শ্রীমান দেবরাজ ইন্দ্র-প্রদত্ত সেই বাণ ধনুতে ধারণ করে খরের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

স বিমুক্তো মহাবাণো নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
রামেণ ধনুরায়ম্য খরস্যোরসি চাপতৎ॥ ২৬

শ্রীরামচন্দ্র ধনু আনত করে সেই মহাবাণ নিক্ষেপ করলে, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জন করে সেই বাণ খরের বক্ষে পতিত হল।

স পপাত খরো ভূমৌ দহ্যমানঃ শরাগ্নিনা।
রুদ্রেণেব বিনির্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে যথান্ধকঃ॥ ২৭

শ্বেতারণ্যে ভগবান রুদ্র কর্তৃক দগ্ধীভূত অন্ধকাসুরের মতো দণ্ডকারণ্যে খর নামক অসুর শ্রীরামের বাণাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

স বৃত্র ইব বজ্রেণ ফেনেন নমুচির্যথা।
বলো বেন্দ্রাশনিহতো নিপপাত হতঃ খরঃ॥ ২৮

বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের মতো, জলের ফেনায় নমুচি দানব অথবা বজ্রাঘাতে বলাসুরের মতো, খর রামের বাণে নিহত হয়ে ধরাশায়ী হল।

এতস্মিন্নন্তরে দেবাশ্চারণৈঃ সহ সংগতাঃ।
দুন্দুভীংশ্চাভিনিঘ্নন্তঃ পুষ্পবর্ষং সমন্ততঃ॥ ২৯
রামস্যোপরি সংহৃষ্টা ববর্ষুর্বিস্মিতাস্তদা।
অর্ধাধিকমুহূর্তেন রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩০
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
খরদূষণমুখ্যানাং নিহতানি মহামৃধে॥ ৩১

মহাসমরে রাম দেড় মুহূর্তের মধ্যেই শাণিত শরে খর-দূষণের নেতৃত্বাধীন কামরূপী চৌদ্দহাজার রাক্ষস নিধন করেছেন, এই দেখে চারণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্মিত দেবগণ অতীব আনন্দিত হয়ে দুন্দুভি-ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে রামের উপর চতুর্দিক থেকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

অহো বত মহৎ কর্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
অহো বীর্যমহো দার্ঢ্যং বিষ্ণোরিব হি দৃশ্যতে॥ ৩২

দেবতারা বলতে লাগলেন—'অহো প্রকৃত স্বরূপজ্ঞ রামচন্দ্রের কী মহৎ কর্ম ! অহো ! ভগবান বিষ্ণু-সদৃশ তাঁর কীরূপ বীরত্ব ও দৃঢ়তা !'

ইত্যেবমুক্ত্বা তে সর্বে যযুর্দেবা যথাগতম্।
ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে সংগতাঃ পরমর্ষিভিঃ॥ ৩৩
সভাজ্য মুদিতা রামং সাগস্ত্যা ইদমব্রুবন্।

দেবতারা সকলে এই কথা বলে, যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন। অতঃপর রাজর্ষি ও মহর্ষিরা সকলে মহর্ষি অগস্ত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সানন্দে রামকে অভিনন্দিত করে বললেন—

এতদর্থং মহাতেজা মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ॥ ৩৪
শরভঙ্গাশ্রমং পুণ্যমাজগাম পুরন্দরঃ।
আনীতস্ত্বমিমং দেশমুপায়েন মহর্ষিভিঃ॥ ৩৫

'এইজন্যই মহাতেজস্বী পাকশাসন পুরন্দর দেবরাজ ইন্দ্র শরভঙ্গ ঋষির পুণ্যাশ্রমে এসেছিলেন। মহর্ষিগণ বিশেষ উপায়ে তোমাকে এই স্থানে পঞ্চবটি বনে (দণ্ডকারণ্যে) নিয়ে এসেছেন।

এষাং বধার্থং শত্রূণাং রক্ষসাং পাপকর্মণাম্।
তদিদং নঃ কৃতং কার্যং ত্বয়া দশরথাত্মজ॥ ৩৬
স্বধর্মং প্রচরিষ্যন্তি দণ্ডকেষু মহর্ষয়ঃ।

'হে দশরথনন্দন ! মুনিদের শত্রু পাপকর্মা এই রাক্ষসদের বধ করে তুমি আমাদের অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ করেছ। এখন মহর্ষিগণ দণ্ডকারণ্যে সানন্দে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করবেন।'

এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
গিরিদুর্গাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সংবিবেশাশ্রমে সুখী॥ ৩৭

ইত্যবসরে বীর লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গিরিকন্দর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সানন্দে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ততো রামস্তু বিজয়ী পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ৩৮
প্রবিবেশাশ্রমং বীরো লক্ষ্মণেনাভিপূজিতঃ।

অতঃপর মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও লক্ষ্মণ কর্তৃক অভিপূজিত বিজয়ী বীর রামচন্দ্র আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্॥ ৩৯
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্তারং পরিষস্বজে।
মুদা পরময়া যুক্তা দৃষ্ট্বা রক্ষোগণান্ হতান্।
রামং চৈবাব্যয়ং দৃষ্ট্বা তুতোষ জনকাত্মজা॥ ৪০

মহর্ষিদের সুখ আনয়নকারী শত্রুহন্তা স্বামীকে দেখে বিদেহরাজনন্দিনী সীতা উল্লসিতা হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। রাক্ষসদের নিহত ও রামকে অক্ষত-দেহ দেখে

জনক তনয়া পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করলেন।

তং রাক্ষসসঙ্ঘমর্দনং
সম্পূজ্যমানং মুদিতৈর্মহাত্মভিঃ।
পরিষ্বজা মুদান্বিতাননা
বভূব হৃষ্টা জনকাত্মজা তদা॥ ৪১

রাক্ষসকুল ধ্বংসক এবং তজ্জন্য আনন্দিত মহাত্মা ঋষিদের দ্বারা পূজিত পতি রামকে প্রফুল্লিতাননা জনক-তনয়া সীতা বারবার আলিঙ্গন করে অতীব আনন্দ লাভ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ (৩১)

অকম্পন কর্তৃক রাবণকে খরাদির মৃত্যুসংবাদ দান ও ক্রুদ্ধ রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শ দান। রাবণের মারীচাশ্রমে গমন ও মারীচের সঙ্গে সীতাহরণের পরামর্শ, কিন্তু মারীচের অনুরোধে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

**ত্বরমাণস্ততো গত্বা জনস্থানাদকম্পনঃ।
প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাবণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১**

অনন্তর অকম্পন নামক রাক্ষস সব্যাকুলচিত্তে লঙ্কায় গিয়ে দ্রুত রাজপুরীতে প্রবেশ করে রাবণকে বলল—

**জনস্থানস্থিতা রাজন্ রাক্ষসা বহবো হতাঃ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে কথংচিদহমাগতঃ॥ ২**

'হে রাজন্! জনস্থানের বহু রাক্ষস নিহত হয়েছে। খরও যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমি কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে এসেছি।'

**এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
অকম্পনমুবাচেদং নির্দহন্নিব তেজসা॥ ৩**

দশানন রাবণ এইরূপ কথিত হয়ে ক্রোধে আরক্তলোচনে স্বীয় তেজে সবদিক যেন দগ্ধ করবে, এইরকমভাবে অকম্পনকে বলল—

**কেন ভীমং জনস্থানং হতং মম পরাসুনা।
কো হি সর্বেষু লোকেষু গতিং নাধিগমিষ্যতি॥ ৪**

'কে মৃত্যুকে বরণ করতে চায় যে, জনস্থান ধ্বংস করেছে? কে ত্রিভুবনের কোথাও গতিলাভ করতে পারবে না (স্থান পাবে না)? (অর্থাৎ যে আমার ভয়ঙ্কর জনস্থান ধ্বংস করেছে, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, ত্রিভুবনে কোথাও সে স্থান পাবে না।

**ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্।
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা॥ ৫**

'আমার অপ্রিয় কাজ করে ইন্দ্র, কুবের, যম এমনকি বিষ্ণুও সুখ পেতে পারবে না।

**কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্।
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে॥ ৬**

'আমি যমেরও যম; অগ্নিকেও দগ্ধ করতে সক্ষম। মৃত্যুকেও মরণধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি।

**বাতস্য তরসা বেগং নিহন্তুমপি চোৎসহে।
দহেয়মপি সংক্রুদ্ধস্তেজসাঽঽদিত্যপাবকৌ॥ ৭**

'আমি ক্রুদ্ধ হলে, দ্রুততায় বায়ুর বেগকে রোধ করতে সমর্থ, স্বতেজে সূর্য ও অগ্নিকেও দগ্ধ করতে সক্ষম।'

**তথা ক্রুদ্ধং দশগ্রীবং কৃতাঞ্জলিরকম্পনঃ।
ভয়াৎ সন্দিগ্ধয়া বাচা রাবণং যাচতেঽভয়ম্॥ ৮**

দশানন রাবণকে তদ্রূপ ক্রোধান্বিত দেখে অকম্পন ভয়ে করজোড়ে অস্ফুট স্বরে রাবণের কাছে অভয় প্রার্থনা করল।

দশগ্রীবোঽভয়ং তস্মৈ প্রদদৌ রক্ষসাং বরঃ।

স বিশ্রব্ধোঽব্রবীদ্ বাক্যমসন্দিগ্ধমকম্পনঃ॥ ৯

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তাকে অভয় দান করলে, অকম্পন নির্ভয়ে নিশ্চিতভাবে সব বলতে লাগল—

পুত্রো দশরথস্যাস্তে সিংহসংহননো যুবা।
রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ॥ ১০
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ।
হতস্তেন জনস্থানে খরশ্চ সহদূষণঃ॥ ১১

'হে রাক্ষসরাজ ! রাজা দশরথের তরুণ বয়স্ক, শ্যামবর্ণ শ্রীমান রাম নামে এক পুত্র আছেন, যিনি সিংহের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গবিশিষ্ট, প্রশস্ত স্কন্ধবান, বৃত্তাকার দীর্ঘ মহাবাহু বিশিষ্ট, বিস্তৃত কীর্তিমান এবং অতুলনীয় বল-বিক্রমশালী। জনস্থানে তিনিই দূষণ-সহ খরকে হত্যা করেছেন।'

অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বস্য ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১২

রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের কথা শুনে নাগরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল—

স সুরেন্দ্রেণ সংযুক্তো রামঃ সর্বামরৈঃ সহ।
উপযাতো জনস্থানং ব্রূহি কচ্চিদকম্পন॥ ১৩

'অকম্পন ! বলো তো দেখি, রাম কি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবতাদের নিয়ে জনস্থানে এসেছিল।'

রাবণস্য পুনর্বাক্যং নিশম্য তদকম্পনঃ।
আচচক্ষে বলং তস্য বিক্রমং চ মহাত্মনঃ॥ ১৪

রাবণের সেই কথা শুনে অকম্পন সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের বল-বিক্রমের কথা আবার বলতে লাগল।

রামো নাম মহাতেজাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
দিব্যাস্ত্রগুণসম্পন্নঃ পরং ধর্মং গতো যুধি॥ ১৫

'মহাতেজস্বী রাম শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, দিব্যাস্ত্র ব্যবহারে সুনিপুণ এবং ধর্মযোদ্ধা।

তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।
কনীয়াঁল্লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ॥ ১৬

'তাঁরই মতো সমান বলবান তাঁর ছোট ভাই লক্ষ্মণ ; নেত্রদ্বয় যাঁর রক্তবর্ণ, দুন্দুভির ন্যায় কণ্ঠস্বর এবং মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার পূর্ণশশী।

স তেন সহ সংযুক্তঃ পাবকেনানিলো যথা।
শ্রীমান্ রাজবরস্তেন জনস্থানং নিপাতিতম্॥ ১৭

'অনলের সঙ্গে যেমন পবন, তদ্রূপ সেই শ্রীমান রাজশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনস্থানকে ধ্বংস করেছে।

নৈব দেবা মহাত্মানো নাত্র কার্যা বিচারণা।
শরা রামেণ তুৎ সৃষ্টা রুক্মপুঙ্খাঃ পতত্রিণঃ॥ ১৮
সর্পাঃ পঞ্চাননা ভূত্বা ভক্ষয়ন্তি স্ম রাক্ষসান্।

'দেবতা বা মহাত্মা ঋষিরা (রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন কি না), এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নেই। রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ (পুচ্ছদেশে স্বর্ণমণ্ডিত) বাণগুলি পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্প হয়ে রাক্ষসদের ভক্ষণ করেছে (হত্যা করেছে)।

যেন যেন চ গচ্ছন্তি রাক্ষসা ভয়কর্শিতাঃ॥ ১৯
তেন তেন স্ম পশ্যন্তি রামমেবাগ্রতঃ স্থিতম্।
ইত্থং বিনাশিতং তেন জনস্থানং তবানঘ॥ ২০

'ভয়কাতর রাক্ষসেরা যে যে পথে যাচ্ছিল, সেই সেই পথেই তারা শ্রীরামকেই সম্মুখে অবস্থিত দেখতে পাচ্ছিল। হে নিষ্পাপ ! এইভাবেই সেই রাম আপনার জনস্থানকে ধ্বংস করেছে।'

অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যামি জনস্থানং রামং হন্তুং সলক্ষ্মণম্॥ ২১

অকম্পনের কথা শুনে রাবণ বলল —'লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করার জন্য আমি জনস্থানে যাব।'

অথৈবমুক্তে বচনে প্রোবাচেদমকম্পনঃ।
শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং রামস্য বলপৌরুষম্॥ ২২

রাবণ এই কথা বললে, অকম্পন বলল, 'মহারাজ! রামের বলবীর্যের কথা যথাযথ শ্রবণ করুন—

অসাধ্যঃ কুপিতো রামো বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
আপগায়াস্তু পূর্ণায়া বেগং পরিহরেচ্ছরৈঃ॥ ২৩
সতারাগ্রহনক্ষত্রং নভশ্চাপ্যবসাদয়েৎ।

'মহাযশস্বী দুর্দম রাম ক্রুদ্ধ হলে, স্বীয় বিক্রমে শরাঘাতে পূর্ণসলিলা নদীর গতিকে পরিবর্তিত, এবং গ্রহ-তারা-নক্ষত্রসহ আকাশকে বিনষ্ট করতে সক্ষম।

অসৌ রামস্তু সীদন্তীং শ্রীমানভ্যুদ্ধরেন্মহীম্॥ ২৪
ভিত্ত্বা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্লাবয়েদ্ বিভুঃ।
বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধমেচ্ছরৈঃ॥ ২৫

'বিভু শ্রীমান রামচন্দ্র প্রলয়কালীন জলে নিমজ্জমান পৃথিবীকে উদ্ধার করতে আবার বিপরীতক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রসলিলে লোকালয় প্লাবিত করতে পারেন। অধিকন্তু, শরাঘাতে সমুদ্রের বা বায়ুর গতিকেও রোধ করতে সক্ষম।

সংহৃত্য বা পুনর্লোকান্ বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
শক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ॥ ২৬

'অধিকন্তু, সেই মহাযশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ লোকত্রয়কে ধ্বংস করে, পুনরায় নতুন জীব-জগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ।

নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া।
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব॥ ২৭

'হে দশানন ! পাপীদের দ্বারা স্বর্গ যেমন অজেয়, তদ্রূপ আপনি বা সমগ্র রাক্ষসকুলও যুদ্ধে রামকে জয় করতে অসমর্থ।

ন তং বধামহং মন্যে সর্বৈর্দেবাসুরৈরপি।
অয়ং তস্য বধোপায়স্তন্মমৈকমনাঃ শৃণু॥ ২৮

'আমি মনে করি, দেবতারা এবং অসুরেরা মিলিতভাবেও তাঁকে হত্যা করতে অসমর্থ। তাঁকে বধের উপায় আমার নিকট শ্রবণ করুন।

ভার্যা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুমধ্যমা।
শ্যামা সমবিভক্তাঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা॥ ২৯

'জগতে স্ত্রীরত্ন বলে পরিচিতা, সীতা নাম্নী উত্তমা স্ত্রী কৃশোদরা (ক্ষীণকটি), নানা রত্ন বিভূষিতা, শ্যামা এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত।

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ॥ ৩০

'দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, অপ্সরা বা নাগকন্যা কোনও পতিব্রতা রমণীই তাঁর তুল্য সুন্দরী নয়, মনুষ্যকন্যা তাঁর তুল্য কী করে হবে ?

তস্যাপহর ভার্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।
সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি॥ ৩১

'সেই মহারণ্যে আপনি রামকে কোনও উপায়ে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করুন ; কারণ সীতা ব্যতীত রাম থাকতে (বাঁচতে) পারবে না।'

অরোচয়ত তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাবাহুরকম্পনমুবাচ হ॥ ৩২

সেই পরামর্শ রাবণের মনে ধরল। তখন রাক্ষসরাজ মহাবীর রাবণ চিন্তা করে অকম্পনকে বলল—

বাঢ়ং কল্যং গমিষ্যামি হ্যেকঃ সারথিনা সহ।
আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্॥ ৩৩

'বেশ, কালই আমি সারথির সঙ্গে সঙ্গে একাই যাব এবং প্রসন্নচিত্তে বৈদেহীকে এই মহানগরীতে নিয়ে আসব।'

তদেবমুক্ত্বা প্রযযৌ খরযুক্তেন রাবণঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন দিশঃ সর্বাঃ প্রকাশয়ন্॥ ৩৪

এই কথা বলে রাবণ, সকল দিক উদ্ভাসিত করে গার্দভচালিত সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল রথে আরূঢ় হয়ে যাত্রা করল।

স রথো রাক্ষসেন্দ্রস্য নক্ষত্রপথগো মহান্।
চঞ্চূর্যমাণঃ শুশুভে জলদে চন্দ্রমা ইব॥ ৩৫

নক্ষত্রপথে চলমান রক্ষোরাজের সেই মহান রথটি মেঘের আড়ালে চন্দ্রের মতো কুৎসিতগামী রূপে শোভা পাচ্ছিল।

স দূরে চাশ্রমং গত্বা তাটকেয়মুপাগমৎ।
মারীচেনার্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ॥ ৩৬

রাবণ অনেক দূরে গিয়ে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রমে উপনিত হল এবং মারীচও তাকে অলৌকিক ভক্ষণীয় খাদ্যদ্বারা আপ্যায়ন করল।

তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৭

মারীচ নিজে রাবণকে জল ও আসন-দানে অর্চনা করে অর্থযুক্ত বাক্যে বলল—

কচ্চিৎ সকুশলং রাজঁল্লোকানাং রাক্ষসাধিপ।
আশঙ্কে নাধিজানে ত্বং যতস্তূর্ণমুপাগতঃ॥ ৩৮

'হে রাক্ষসাধিপতি রাজন্ ! আপনার রাজ্যবাসী প্রজাদের কুশল তো ? যেহেতু আপনি দ্রুততার সঙ্গে এসেছেন, বুঝতে পারছি না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে (হয়তো কোনও অশুভ ঘটেছে) !'

এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ॥ ৩৯

মারীচ এই কথা বললে, মহাতেজস্বী বাক্‌পটু রাবণ তখন বলল—

আরক্ষো মে হতস্তাত রামেণাক্লিষ্টকারিণা।
জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্॥ ৪০

'বৎস মারীচ ! অক্লান্তকর্মী রাম যুদ্ধে আমার রক্ষী (খর ও দূষণ) সহ জনস্থানের অবধ্য সকলকে ধ্বংস করেছে।

তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্যাপহারণে।
রাক্ষসেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১

'তার প্রতি প্রতিহিংসার জন্য তার স্ত্রীকে অপহরণ করতে তুমি আমাকে সাহায্য করো।' রাক্ষসরাজের এই কথা শুনে মারীচ বলল—

আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।
ত্বয়া রাক্ষসশার্দূল কো ন নন্দতি নন্দিতঃ॥ ৪২

'হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! মিত্ররূপী কোন্ শত্রু আপনাকে সীতার হরণের পরামর্শ দিয়েছে ? আপনার কাছে আদৃত হয়েও কে আপনার মঙ্গল চাইছে না ?

সীতামিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।
রক্ষোলোকস্য সর্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি॥ ৪৩

'সীতাকে এখানে নিয়ে আসুন—এই কথা কে বলেছে ? কে-ই বা রাক্ষসকুলের মস্তকচ্ছেদন করতে চাইছে, আমাকে বলুন।

প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বাং সং চ শত্রুরসংশয়ম্।
আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুদ্ধর্তুং চেচ্ছতি ত্বয়া॥ ৪৪

'যে আপনাকে এই সীতাহরণ কার্যে উৎসাহিত করছে, সে নিঃসংশয়ে আপনার শত্রু। সে আপনাকে দিয়ে বিষধর সর্পের মুখ থেকে বিষদন্ত উৎপাটিত করাতে চাইছে।

কর্মণানেন কেনাসি কাপথং প্রতিপাদিতঃ।
সুখসুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্ধনি॥ ৪৫

'এইরূপ কর্মের দ্বারা আপনাকে কে কুপথে চালিত করছে ? রাজন্ ! সুখনিদ্রিত আপনার মস্তকে কে আঘাত করেছে ?

বিশুদ্ধবংশাভিজনাগ্রহস্ত-
তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ
স সংযুগে রাঘবগন্ধহস্তী॥ ৪৬

'যুদ্ধক্ষেত্রে রাঘব রামচন্দ্র গন্ধহস্তীর সদৃশ (উগ্রগন্ধী মদবারী ক্ষরণকালীন মত্ত গজসদৃশ)। তাঁর জন্মের বিশুদ্ধ বংশ শুণ্ডাগ্রভাগ সদৃশ ; তাঁর তেজ যেন মদবারী, আর হস্তদ্বয় বিশাল দন্তদুটি। হে রাবণ ! তাঁর প্রতি শত্রুভাবে দৃষ্টিপাতই যুক্তিযুক্ত নয় (যুদ্ধ তো দূরের কথা)।

অসৌ রণান্তঃস্থিতিসংধিবালো
বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ
শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ॥ ৪৭

'যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতির কৌশলজ্ঞ এবং দক্ষ রাক্ষসরূপী মৃগ হত্যাকারী শাণিত-তরবারিরূপ দন্তযুক্ত ও বাণপূর্ণ দেহধারী নরসিংহ রাম এখন সুপ্ত আছেন, তাঁকে জাগানো ঠিক হবে না।

চাপাপহারে ভুজবেগপঙ্কে
শরোর্মিমালে সুমহাহবৌঘে।
ন রামপাতালমুখেঽতিঘোরে
প্রস্কন্দিতুং রাক্ষসরাজ যুক্তম্॥ ৪৮

'হে রাক্ষসরাজ ! পাতাল পর্যন্ত গভীর রামরূপ মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধরূপ অগাধ জলরাশি মধ্যে লম্ফপ্রদান যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সেই সাগরে শ্রীরামের ধনুরূপী কুমীর, রামের শক্তিশালী বাহুরূপ মহাপঙ্ক এবং ভয়ঙ্কর বাণরূপ ঢেউ বর্তমান।

প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
লঙ্কাং প্রসন্নো ভব সাধু গচ্ছ।
ত্বং স্বেষু দারেষু রমস্ব নিত্যং
রামঃ সভার্যো রমতাং বনেষু॥ ৪৯

'হে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ ! প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন মনে সমঙ্গল লঙ্কায় ফিরে যান ; সেখানে নিজ পত্নীদের সঙ্গে সানন্দে বিহার করুন আর রামও নিজ পত্নীর সঙ্গে বনে বনে সানন্দে বিহার করুক।'

এবমুক্তো দশগ্রীবো মারীচেন স রাবণঃ।
ন্যবর্তত পুরীং লঙ্কাং বিবেশ চ গৃহোত্তমম্॥ ৫০

মারীচ দশানন রাবণকে এইরকম বললে রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরে গিয়ে নিজের উত্তম গৃহে প্রবেশ করল।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

———০———

দ্বাত্রিংশ সর্গ (৩২)

শূর্পণখার লঙ্কাপুরীতে রাবণের নিকট গমন

ততঃ শূর্পণখা দৃষ্ট্বা সহস্রাণি চতুর্দশ।
হতানেকেন রামেণ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্॥ ১
দূষণং চ খরং চৈব হতং ত্রিশিরসং রণে।
দৃষ্ট্বা পুনর্মহানাদান্ ননাদ জলদোপমা॥ ২

রামচন্দ্র একাই, ভয়ঙ্কর ক্রূরকর্মা চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে যুদ্ধে হত্যা করেছেন দেখে শূর্পণখা আবার জলদগম্ভীর স্বরে ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল।

সা দৃষ্ট্বা কর্ম রামস্য কৃতমন্যৈঃ সুদুষ্করম্।
জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্॥ ৩

অন্যের পক্ষে দুষ্কর যে কর্ম, তা রাম একাই করেছেন দেখে, শূর্পণখা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে গেল।

সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং দীপ্ততেজসম্।
উপোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবম্॥ ৪

শূর্পণখা সপ্ততল প্রাসাদোপরি মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত দীপ্ততেজা রাবণকে, দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট দেখতে পেল।

আসীনং সূর্যসংকাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।
রুক্মবেদিগতং প্রাজ্যং জ্বলন্তমিব পাবকম্॥ ৫

সূর্যসদৃশ সমুজ্জ্বল স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন স্বর্ণবেদিতে ঘৃতাহুত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রাবণকে সেই রাক্ষসী শূর্পণখা দেখতে পেল।

দেবগন্ধর্বভূতানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
অজেয়ং সমরে ঘোরং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ৬
দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥ ৭

যুদ্ধে দেবতা, গন্ধর্ব, অন্যান্য প্রাণিকুলের ও মহাত্মা ঋষিদেরও অজেয় এবং বজ্র, অশনি ও ঐরাবতের দন্তাগ্রের আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন বক্ষে বহন করছে এমন রাবণকে সেই রাক্ষসী দেখতে পেল।

বিংশদ্ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্।
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৮
নদ্ধবৈদূর্যসংকাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
সুভুজং শুক্লদশনং মহাস্যং পর্বতোপমম্॥ ৯

কুড়িটি বাহু, দশ আনন, বিস্তৃত বক্ষ, সুডোল বাহু, শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি ও বিশাল বদনবিশিষ্ট সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত দেহ, বৈদূর্যমণির কান্তির ন্যায় কান্তিময়, তপ্ত স্বর্ণালঙ্কার শোভিত, রাজলক্ষণান্বিত এবং পর্বতসদৃশ সমুন্নত দেহ, বীর রাবণকে সে দেখতে পেল।

বিষ্ণুচক্রনিপাতৈশ্চ শতশো দেবসংযুগে।
অন্যৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহারৈশ্চ মহাযুদ্ধেষু তাড়িতম্॥ ১০

দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের শতশতবার আঘাতের এবং অন্যান্য মহাযুদ্ধে নানান শস্ত্রের তাড়নায় ক্ষতচিহ্ন সমন্বিত রাবণকে সে দেখল।

অহতাঙ্গৈঃ সমস্তৈস্তং দেবপ্রহরণৈস্তদা।
অক্ষোভ্যাণাং সমুদ্রাণাং ক্ষোভণং ক্ষিপ্রকারিণম্॥ ১১

দেবাসুর যুদ্ধে সকলপ্রকার দৈবাস্ত্রের আঘাতেও অক্ষত অঙ্গ এবং অবিচল সমুদ্রকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চঞ্চলকারী রাবণকে সে দেখল।

ক্ষেপ্তারং পর্বতাগ্রাণাং সুরাণাং চ প্রমর্দনম্।
উচ্ছেত্তারং চ ধর্মাণাং পরদারাভিমর্শনম্॥ ১২

পর্বতের অগ্রভাগকে বিদীর্ণ করে, দূরে নিক্ষেপকারী, দেবতাদের উৎপীড়ক, ধর্মবিনাশক এবং পরস্ত্রী-প্রমর্দক সতীত্ব নষ্টকারী ভাই রাবণকে সেই রাক্ষসী দেখতে পেল।

সর্বদিব্যাস্ত্রয়োক্তারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা।
পুরীং ভোগবতীং গত্বা পরাজিত্য চ বাসুকিম্॥ ১৩
তক্ষকস্য প্রিয়াং ভার্যাং পরাজিত্য জহার যঃ।

সকলপ্রকার দিব্য-অস্ত্রের প্রয়োগকুশল, সর্বদা যজ্ঞের বিঘ্নসৃষ্টিকারী এবং পাতালে ভোগবতী নামক নাগলোকে গিয়ে বাসুকি নামক নাগরাজকে পরাজিত করেছে এমন এবং তক্ষক নামক সর্পকে পরাজিত করে তার প্রিয়া ভার্যাকে যে হরণ করেছে, এমন রাবণকে সে দেখল।

কৈলাসং পর্বতং গত্বা বিজিত্য নরবাহনম্॥ ১৪
বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহার যঃ।

যে কৈলাশ পর্বতে গিয়ে দেবধনাধিপতি কুবেরকে জয় করে তাঁর স্বেচ্ছাগতি পুষ্পক বিমানটি হরণ করেছিল, সেই রাবণকে শূর্পণখা দেখল।

বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীং নন্দনং বনম্॥ ১৫
বিনাশয়তি যঃ ক্রোধাদ্ দেবোদ্যানানি বীর্যবান্।

যে বীর্যবান রাবণ ক্রোধবশত চৈত্ররথ নামক স্বর্গীয় কানন, কমল-সরোবর, নন্দনকানন এবং অন্যান্য স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ ধ্বংস করেছিল, সেই রাবণকে দেখল।

চন্দ্রসূর্যৌ মহাভাগাবুত্তিষ্ঠন্তৌ পরন্তপৌ॥ ১৬
নিবারয়তি বাহুভ্যাং যঃ শৈলশিখরোপমঃ।

পর্বতশিখর সদৃশ সমুন্নত যে রাবণ নিজ প্রসারিত বাহুদ্বয় দ্বারা শত্রুপীড়ক মহান চন্দ্র ও সূর্যের উদয়কে বাধা দিয়েছিল, সেই রাবণকে দেখতে পেল।

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে॥ ১৭
পুরা স্বয়ংভুবে ধীরঃ শিরংস্পুপজহার যঃ।

মহারণ্যে দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করে যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে অচঞ্চলচিত্তে নিজের মস্তকগুলি উপহার দিয়েছিল, সেই রাবণকে দেখতে পেল।

দেবদানবগন্ধর্বপিশাচপতগোরগৈঃ ॥ ১৮
অভয়ং যস্য সংগ্রামে মৃত্যুতো মানুষাদৃতে।

ব্রহ্মার বরে যুদ্ধে মনুষ্য ব্যতীত দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী এবং সর্প থেকে যার মৃত্যুভয় নেই, যে অভয় প্রাপ্ত হয়েছে, সেই রাবণকে দেখল।

মন্ত্রৈরভিষ্টুতং পুণ্যমধ্বরেষু দ্বিজাতিভিঃ॥ ১৯
হবির্ধানেষু যঃ সোমমুপহন্তি মহাবলঃ।

যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে সোমদ্রব্যাধারে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস দান করলে যে মহাবলী তা নষ্ট করে দেয়, সেই রাবণকে সে দেখল।

প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুষ্টং ব্রহ্মঘ্নং ক্রূরকারিণম্॥ ২০
কর্কশং নিরনুক্রোশং প্রজানামহিতে রতম্।

সেই রাক্ষসী শূর্পণখা যজ্ঞসমাপ্তিকালে সেই যজ্ঞ-নষ্টকারী, দুষ্ট, ব্রাহ্মণহন্তা, নিষ্ঠুরকর্মা, রুক্ষ, নির্দয় এবং প্রজাদের অহিতকারী রাবণকে দেখতে পেল।

রাবণং সর্বভূতানাং সর্বলোকভয়াবহম্॥ ২১
রাক্ষসী ভ্রাতরং ক্রূরং সা দদর্শ মহাবলম্।
তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্॥ ২২
আসনে সূপবিষ্টং তং কালে কালমিবোদ্যতম্।
রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং পৌলস্ত্যকুলনন্দনম্॥ ২৩

সেই রাক্ষসী শূর্পণখা স্বর্গীয় বস্ত্র ও আভরণে সুশোভিত পুলস্ত্যকুলনন্দন মহাভাগ ও মহাবলশালী রাক্ষসরাজ ক্রূর ভ্রাতা রাবণকে সুন্দর আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেল, যে রাবণ ছিল সকল প্রাণীর তথা ত্রিভুবনের কাছে ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়কালে সংহারকর্তার মতো ধ্বংস সাধনে উদ্যত।

উপগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং রাক্ষসী ভয়বিহ্বলা।
রাবণং শত্রুহন্তারং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতম্॥ ২৪

মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত শত্রুহন্তা রাবণের নিকট উপস্থিত হয়ে ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী বলতে লাগল।

তমব্রবীদ্ দীপ্তবিশাললোচনং
প্রদর্শয়িত্বা ভয়লোভমোহিতা।
সুদারুণং বাক্যমভীতচারিণী
মহাত্মনা শূর্পণখা বিরূপিতা॥ ২৫

নির্ভয়ে বিচরণকারিণী, লোভমুগ্ধা অথচ ভীতা শূর্পণখা মহাত্মা লক্ষ্মণ-কর্তৃক কৃত স্বীয় বিকৃত রূপ বিশাল ও উজ্জ্বলনেত্র রাবণকে দেখিয়ে সেই নিদারুণ কাহিনী নিবেদন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

রাবণের প্রতি শূর্পণখার তিরস্কার

ততঃ শূর্পণখা দীনা রাবণং লোকরাবণম্।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

তখন দুঃখিনী শূর্পণখা মন্ত্রিপরিবৃত লোকহিংসক রাবণকে কঠোর বাক্যে বলতে লাগল—

প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ।
সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে॥ ২

'হে রাক্ষসরাজ ! স্বেচ্ছাচারিতাহেতু অবাধে কামভোগাসক্ত হয়ে জ্ঞাতব্য আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদ তুমি বুঝতে পারছ না।

সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ॥ ৩

'নিম্নশ্রেণীর ভোগাসক্ত, স্বেচ্ছাচারী, লোভী, রাজাকে প্রজারা শ্মশানাগ্নির ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে সমাদর করে না।

স্বয়ং কার্যাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্যৈর্বিনশ্যতি॥ ৪

'যে রাজা যথাকালে স্বকার্যসমূহের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজ্য এবং কর্মসমূহও বিনষ্ট হয়।

অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ॥ ৫

'হাতি যেমন দূর থেকেই নদীর পাঁককে এড়িয়ে চলে, সেইরকম, যে রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেননি (সেইজন্য রাজ্যের বিভিন্নস্থানের প্রজাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ জানতে পারেন না) এবং (কামিনী-আদি ভোগ্য বিষয়ের) অধীন হওয়ায় যাঁর দর্শন দুর্লভ, সেই রাজাকে প্রজারা ত্যাগ করে।

যে ন রক্ষন্তি বিষয়মস্বাধীনং নরাধিপাঃ।
তে ন বৃদ্ধ্যা প্রকাশন্তে গিরয়ঃ সাগরে যথা॥ ৬

'যে রাজা নিজের অধীন প্রজাদের রক্ষা করতে অসমর্থ, সেই রাজা সাগর বেষ্টিত পর্বতের ন্যায় অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন না।

আত্মবদ্ভির্বিগৃহ্য ত্বং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ।
অযুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি॥ ৭

'চর নিযুক্ত না করে কাম-লোভাদি বিষয় লোলুপতা হেতু চঞ্চল-স্বভাব তুমি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দেব-দানব-গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কী করে রাজত্ব পরিচালনা করবে ?

ত্বং তু বালস্বভাবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতব্যং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি॥ ৮

'হে রাক্ষস ! তুমি বালকের ন্যায় চঞ্চল স্বভাবসম্পন্ন ও বুদ্ধিহীন ; যা জানা উচিত তা জান না। তুমি কী করে রাজা হয়ে টিঁকে থাকবে ?

যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ॥ ৯

'হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! যে রাজাদের চর, রাজকোষ এবং রাষ্ট্র পরিচালন নীতি অপরের অধীন, সেই রাজারা প্রাকৃতজনের (সাধারণ মানুষের) সমান।

যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ॥ ১০

'রাজারা যেহেতু গুপ্তচরের সাহায্যে দূরস্থিত সকল বিষয় ঘটনা দেখে থাকেন, সেইজন্য রাজাদের দীর্ঘচক্ষু (দূরদর্শী) বলা হয়।

অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।
স্বজনং চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে॥ ১১

'তোমাকে গুপ্তচরহীন মনে হচ্ছে ; তাই, তুমি সাধারণ মন্ত্রিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আত্মীয়দের মৃত্যুর এবং জনস্থানের ধ্বংসের সংবাদ জানো না।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদূষণঃ॥ ১২
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ।
ধর্ষিতং চ জনস্থানং রামেণাক্লিষ্টকারিণা॥ ১৩

'আক্লিষ্টকর্মা রাম একাই দূষণ সহ খরকে এবং চৌদ্দ-হাজার ভীষণকর্মা রাক্ষসকে হত্যা করে জনস্থানকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এবং দণ্ডকারণ্যের বিঘ্ন বিদূরিত করে ঋষিদের অভয় দান করেছে।

ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যদ্ ভয়ং নাববুধ্যসে॥ ১৪

'হে রাক্ষস ! তুমি লোভী, উন্মত্ত ও কাম-লোভাদির পরাধীন, তাই নিজের রাজ্যে উৎপন্ন ভয়ের বিষয়ে বুঝতে পারছ না।

তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্॥ ১৫

'যে রাজা রুক্ষস্বভাবসম্পন্ন, দানকুণ্ঠ, ব্যসনাসক্ত, অহঙ্কারী ও প্রবঞ্চক—তাঁর বিপদকালে প্রজাবর্গ ছুটে আসে না।

অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥ ১৬

'আত্মপূজক, বৃথা আত্মগুণাভিমানী, ক্রোধপরায়ণ, পরিত্যাগের যোগ্য এমন রাজাকে আত্মীয়জনও বিপদকালে হত্যা করে।

নানুতিষ্ঠতি কার্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ।
ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ॥ ১৭

'যে রাজা করণীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে না, ভীতিজনক বিষয় থেকে ভীত হয় না এবং তার থেকে আত্মরক্ষারও চেষ্টা করে না, সেই রাজা দ্রুত রাজ্যচ্যুত হয়ে এই পৃথিবীতে দরিদ্র ও তৃণের ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়ে থাকে।

শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্যং লোষ্টৈরপি চ পাংসুভিঃ।
ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্যং স্যাদ্ বসুধাধিপৈঃ॥ ১৮

'শুষ্ক কাষ্ঠ, মৃৎপিণ্ড এমনকি ধূলি দ্বারাও কাজ হয় কিন্তু রাজ্যচ্যুত রাজার দ্বারা কোনও কাজ হয় না।

উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা।
এবং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোঽপি নিরর্থকঃ॥ ১৯

'রাজ্যভ্রষ্ট রাজা সমর্থ, শক্তিমান হলেও পরিধান করার পর পরিত্যক্ত বস্ত্র এবং মর্দিত মালার মতোই নিরর্থক।

অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞো ধর্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্॥ ২০

'অপরপক্ষে যে রাজা রাজকার্যে সদা সতর্ক, রাজ্যের বিষয়ে সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রিয়জয়ী, কৃতজ্ঞ এবং ধর্মপরায়ণ, সেই রাজাই চিরস্থায়ী রাজ্যশাসন করেন।

নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুষা।
ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ॥ ২১

'যে রাজা স্থূল চক্ষুদ্বয় দ্বারা নিদ্রিত কিন্তু নীতিরূপ চক্ষে সদা জাগ্রত, যাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতার ফল সদা প্রকটিত, সেই রাজাই জনগণ দ্বারা পূজিত হন।

ত্বং তু রাবণ দুর্বুদ্ধির্গুণৈরেতৈর্বিবর্জিতঃ।
যস্য তেঽবিদিতশ্চারৈ রক্ষসাং সুমহান্ বধঃ॥ ২২

'রাবণ ! তুমি কিন্তু দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, এই সকল পূর্বকথিত গুণবিবর্জিত ; কারণ, রাক্ষসদের এতবড় হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তোমার চরেদের দ্বারা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে (তুমি জানতে পারনি)।

পরাবমন্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্
ন দেশকালপ্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।
অযুক্তবুদ্ধির্গুণদোষনিশ্চয়ে
বিপন্নরাজ্যো ন চিরাদ্ বিপৎস্যসে॥ ২৩

'তুমি অপরের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, স্থান-কাল-বিভাগ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং অপরের গুণদোষ-বিচারে বুদ্ধি প্রয়োগ করো না ; তাই শীঘ্রই তোমার রাজ্যসহ তুমি বিপদে পড়বে।'

ইতি স্বদোষান্ পরিকীর্তিতাংস্তথা
সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ক্ষণদাচরেশ্বরঃ।
ধনেন দর্পেণ বলেন চান্বিতো
বিচিন্তয়ামাস চিরং স রাবণঃ॥ ২৪

শূর্পণখা কর্তৃক এইরূপে কীর্তিত নিজের দোষ সমূহ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করে ধনবলদর্পী নিশাচরপতি রাবণ দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে লাগল।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

———o———

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

রাবণের প্রশ্নের উত্তরে শূর্পণখা কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিচয় প্রদানের পর সীতা হরণের জন্য রাবণকে উৎসাহিত করা

ততঃ শূর্পণখাং দৃষ্ট্বা ব্রুবন্তীং পরুষং বচঃ।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধঃ পরিপপ্রচ্ছ রাবণঃ॥ ১

তখন শূর্পণখাকে কঠোর বাক্য বলতে দেখে মন্ত্রিগণ পরিবৃত রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—

কশ্চ রামঃ কথংবীর্যঃ কিংরূপঃ কিংপরাক্রমঃ।
কিমর্থং দণ্ডকারণ্যং প্রবিষ্টশ্চ সুদুস্তরম্॥ ২

'কে রাম ? সে কেমন বীর ? কেবল রূপবান ? কেমনই বা পরাক্রমী ? কেনই বা সে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছে ?

আয়ুধং কিং চ রামস্য যেন তে রাক্ষসা হতাঃ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা॥ ৩

'রামের কী এমন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা রাক্ষসেরা নিহত হল ? কোন্ অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে খর এবং দূষণ তথা ত্রিশিরা নিহত হল ?

তত্ত্বং ব্রূহি মনোজ্ঞাঙ্গি কেন ত্বং চ বিরূপিতা।
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা॥ ৪

'অয়ি সুন্দরি ! ঠিক ঠিক বলো তো, কে তোমায় বিরূপা করেছে ?' রাক্ষসরাজ এই কথা বললে, রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে মূর্চ্ছা গেল।

ততো রামং যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ॥ ৫
কন্দর্পসমরূপশ্চ রামো দশরথাত্মজঃ।

অতঃপর, মূর্চ্ছাভাব প্রশমিত হওয়ার পর শূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে যথাযথ বলতে শুরু করল—'ভ্রাতঃ ! দশরথ-তনয় রাম দীর্ঘবাহু ও বিশাল নয়নবিশিষ্ট, কন্দর্পসম রূপ ; কিন্তু ছিন্নবস্ত্র ও কৃষ্ণসারচর্ম তাঁর পরিধানে।

শক্রচাপনিভং চাপং বিকৃষ্য কনকাঙ্গদম্॥ ৬
দীপ্তান্ ক্ষিপতি নারাচান্ সর্পানিব মহাবিষান্।

'সেই রাম ইন্দ্রের ধনুর সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত মহাধনু আকর্ষণ করে মহাবিষধর সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ষী বাণ নিক্ষেপ করেন।

নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং মহাবলম্॥ ৭
ন কার্মুকং বিকর্ষন্তং রামং পশ্যামি সংযুগে।
হন্যমানং তু তৎসৈন্যং পশ্যামি শরবৃষ্টিভিঃ॥ ৮

'আমি মহাবলবান রামকে ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করতে, নিক্ষেপ করতে এবং ধনু আকর্ষণ করতে দেখতে পাইনি, কেবল দেখেছি রণক্ষেত্রে বাণবৃষ্টিতে নিহত সৈনিকদের।

ইন্দ্রেণেবোত্তমং সস্যমাহতং ত্বশ্মবৃষ্টিভিঃ।
রক্ষসাং ভীমবীর্যাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ॥ ৯
নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা।
অর্ধাধিকমুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ॥ ১০
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ॥ ১১

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উত্তম শস্যসমূহ নষ্ট করেন, তদ্রূপ মাত্র দেড় মুহূর্তের মধ্যেই সেই পদাতিক রাম একাই তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দূষণসহ খর এবং চতুর্দশ সহস্র ভয়ঙ্কর বীর্যবান রাক্ষসদের হত্যা করে ঋষিদের অভয়দান এবং দণ্ডকবনে শান্তিস্থাপন করেছেন।

একা কথংচিন্মুক্তাহং পরিভূয় মহাত্মনা।
স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা॥ ১২

'আত্মজ্ঞানী মহাত্মা রাম, স্ত্রীবধজনিত পাপের ভয়ে একা আমাকে কোনও ক্রমে অপমান করে ছেড়ে দিয়েছেন।

ভ্রাতা চাস্য মহাতেজা গুণতস্তুল্যবিক্রমঃ।
অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্॥ ১৩
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বুদ্ধিমান্ বলী।
রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ॥ ১৪

'শ্রীরামের গুণ ও শৌর্যের সমান, বীর্যবান ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁরই অনুরাগী ভক্ত, মহাতেজস্বী, ক্রোধী, রণজয়ী, পরাক্রমী, বলবান ও বুদ্ধিমান সেই লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের দক্ষিণ বাহু ও সর্বদা বাহিরে বিচরণরত তাঁরই প্রাণ।

রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ ১৫

'আরও, রামের প্রিয়া ধর্মপত্নী আয়তলোচনা ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন-বিশিষ্টা ; সে সর্বদাই স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্যে নিরতা।

সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।

দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা॥ ১৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা।
সীতা নাম বরারোহা বৈদেহী তনুমধ্যমা॥ ১৭

'সুন্দর কেশবতী, সু-নাসা ও সুউরু সমন্বিতা, রূপবতী, যশস্বিনী, প্রশস্ত নিতম্বিনী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা প্রভাময়ী, রক্তিম ও উন্নত নখ সমন্বিতা, ক্ষীণকটিতটা, মঙ্গলময়ী সীতা নাম্নী বিদেহরাজতনয়া দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় বনদেবীরূপে বিরাজিতা।

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
তথারূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে॥ ১৮

'পৃথিবীতে দেবী, গন্ধর্বী, যক্ষী বা কিন্নরীদের মধ্যেও আমি সেইরূপ রূপবতী নারী পূর্বে দেখিনি।

যস্য সীতা ভবেদ্ ভার্যা যং চ হৃষ্টা পরিষ্বজেৎ।
অতিজীবেৎ স সর্বেষু লোকেষ্বপি পুরন্দরাৎ॥ ১৯

'সীতা যার স্ত্রী হবে এবং যাকে সানন্দে আলিঙ্গন করবে, ত্রিভুবনে সে দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুখে জীবন যাপন করবে।

সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
তবানুরূপা ভার্যা সা ত্বং চ তস্যাঃ পতির্বরঃ॥ ২০

'সীতা সৎস্বভাবা, প্রশংসনীয় দেহসৌষ্ঠব সমন্বিতা, ভূতলে অতুলনীয় রূপবতী। সে তোমার যোগ্য স্ত্রী, তুমিও তার পতি হওয়ার উপযুক্ত।

তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
ভার্যার্থে তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্॥ ২১
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ।

'সেই বিস্তৃতজঘনা, পীনোন্নতপয়োধরা, রমণীয় বদনা সীতাকে তোমার স্ত্রী করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু হে মহাবাহু! নিষ্ঠুর লক্ষ্মণ আমাকে নাক কান কেটে দিয়ে কুরূপা করে দিয়েছে।

তাং তু দৃষ্ট্বাদ্য বৈদেহীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
মন্মথস্য শরাণাং চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি॥ ২২

'আজ পূর্ণচন্দ্রসদৃশাননা বিদেহরাজতনয়া সীতাকে দেখলে তুমি অবশ্যই কামবাণে বিদ্ধ হবে।

যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্যাত্বে তব জায়তে।
শীঘ্রমুদ্ধ্রিয়তাং পাদো জয়ার্থমিহ দক্ষিণঃ॥ ২৩

'যদি সীতাকে পত্নীরূপে লাভের ইচ্ছা জাগে, তবে বিজয়লাভের জন্য এখনই দক্ষিণ পদ উত্তোলন করো।

রোচতে যদি তে বাক্যং মমৈতদ্ রাক্ষসেশ্বর।
ক্রিয়তাং নির্বিশঙ্কেন বচনং মম রাবণ॥ ২৪

'হে রাক্ষসরাজ রাবণ! আমার এই পরামর্শ যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে, নির্ভয়ে আমার কথানুসারে কাজ করো।

বিজ্ঞায়েষামশক্তিং চ ক্রিয়তাং চ মহাবল।
সীতা তবানবদ্যাঙ্গী ভার্যাত্বে রাক্ষসেশ্বর॥ ২৫

'হে মহাবলবান রাক্ষসরাজ! রাম-লক্ষ্মণাদির দুর্বলতা বুঝে সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে তোমার পত্নীত্বে বরণ করো।'

নিশম্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈ-
র্হতাঞ্জনস্থানগতান্ নিশাচরান্।
খরং চ দৃষ্ট্বা নিহতং চ দূষণং
ত্বমদ্য কৃত্যং প্রতিপত্তুমর্হসি॥ ২৬

'রাম কর্তৃক দ্রুতগতি বাণদ্বারা জনস্থানের নিশাচরদের হত্যার বিষয় এবং খর ও দূষণের হত্যার কথা শুনে এবং দেখে তুমি এখন তোমার করণীয় বিষয় ঠিক করো।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

—o—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

শূর্পণখার উপদেশ শ্রবণান্তর কামার্ত ও ক্রুদ্ধ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের উদ্দেশ্যে মারীচের নিকট গমনকালে সাগর সৈকতের শোভাদর্শন

ততঃ শূর্পণখাবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা রোমহর্ষণম্।
সচিবানভ্যনুজ্ঞায় কার্যং বুদ্ধা জগাম হ॥ ১

রাবণ তখন শূর্পণখার সেই রোমহর্ষক কথা শুনে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করতে চলে গেলেন।

তৎ কার্যমনুগম্যান্তর্যথাবদুপলভ্য চ।
দোষাণাং চ গুণানাং চ সম্প্রধার্য বলাবলম্॥ ২
ইতি কর্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ।
স্থিরবুদ্ধিস্ততো রম্যাং যানশালাং জগাম হ॥ ৩

মনে মনে সেই সীতাহরণ কাজকেই স্থির করে তার দোষগুণ বিষয়ে যথাযথ বিচার করলেন, অতঃপর ঐ কাজে নিজের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাবণ রমণীয় রথশালায় রথের জন্য গমন করলেন।

যানশালাং ততো গত্বা প্রচ্ছন্নং রাক্ষসাধিপঃ।
সূতং সংচোদয়ামাস রথঃ সংযুজ্যতামিতি॥ ৪

অতঃপর রাক্ষসরাজ গুপ্তভাবে রথশালায় গিয়ে 'রথ যোজনা করো' বলে, সারথিকে নির্দেশ দিলেন।

এবমুক্তঃ ক্ষণেনৈব সারথির্লঘুবিক্রমঃ।
রথং সংযোজয়ামাস তস্যাভিমতমুত্তমম্॥ ৫

রাবণের নির্দেশে ধীর অথচ দ্রুততাসম্পন্ন সারথি ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর মনোমতো উত্তম রথ প্রস্তুত করল।

কামগং রথমাস্থায় কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্।
পিশাচবদনৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষণৈঃ॥ ৬
মেঘপ্রতিমনাদেন স তেন ধনদানুজঃ।
রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ যয়ৌ নদনদীপতিম্॥ ৭

স্বর্গের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের অনুজ ভ্রাতা সেই শ্রীমান রাক্ষসরাজ রাবণ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত পিশাচের মুখবিশিষ্ট গর্দভবাহিত নানা রত্নমণ্ডিত স্বেচ্ছাগামী সুবর্ণরথে আরোহণ করে মেঘগম্ভীরনাদী সেই রথে চড়ে নদ-নদীর অধিপতি সাগরকূলে গমন করলেন।

স শ্বেতবালব্যজনঃ শ্বেতচ্ছত্রো দশাননঃ।
স্নিগ্ধবৈদূর্যসংকাশস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ॥ ৮
দশগ্রীবো বিংশতিভুজো দর্শনীয়পরিচ্ছদঃ।
ত্রিদশারির্মুনীন্দ্রঘ্নো দশশীর্ষ ইবাদ্রিরাট্॥ ৯
কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবাম্বরে॥ ১০

দেবারি, মুনীন্দ্রহন্তা দশমুখ ও বিংশতিভুজ রাক্ষসরাজের দেহকান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণিসদৃশ নীলাভ, অনলদগ্ধ উজ্জ্বল স্বর্ণলঙ্কার তাঁর ভূষণ এবং তাঁর পরিধানে সুদৃশ্য বস্ত্রাদি, শ্বেতচ্ছত্রে আচ্ছাদিত ও শ্বেত চামরের ব্যজনসেবিত হয়ে দশচূড় পর্বতরাজ সদৃশ দশানন স্বেচ্ছাগতিসম্পন্ন রথে আরূঢ় হয়ে আকাশস্থ বিদ্যুন্মালা ও বলাকাশোভিত মেঘের ন্যায় শোভামান হলেন।

সশৈলসাগরানূপং বীর্যবানবলোকয়ন্।
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরনুকীর্ণং সহস্রশঃ॥ ১১
শীতমঙ্গলতোয়াভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমন্ততঃ।
বিশালৈরাশ্রমপদৈর্বেদিমদ্ভিরলংকৃতম্॥ ১২

বীর্যবান রাবণ পর্বতের পার্শ্বদেশে চতুর্দিকে সহস্র-সহস্র নানাপ্রকার ফলপুষ্পের বৃক্ষসমাকীর্ণ, বহু যজ্ঞবেদি-সমলঙ্কৃত বিস্তৃত বিশাল পুণ্যাশ্রম এবং শীতল জলপূর্ণ ও পদ্মসুশোভিত সরোবর যুক্ত সাগর সৈকতের সৌন্দর্য দর্শন করলেন।

কদল্যটবিসংশোভং নারিকেলোপশোভিতম্।
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ তরুভিশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ॥ ১৩

রাবণ কদলীবন-সুশোভিত এবং নারিকেল, শাল, তাল, তমাল ও সুপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি সমন্বিত সুন্দর সাগরতট দেখতে পেলেন।

অত্যন্তনিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
নাগৈঃ সুপর্ণৈর্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহস্রশঃ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত সংযতাহারী মহর্ষিগণ, সহস্র সহস্র নাগ, শোভনপক্ষ পক্ষিগণ, গন্ধর্ব এবং কিন্নরগণ পরিশোভিত সাগর সৈকত দেখতে পেলেন।

জিতকামৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ চারণৈশ্চোপশোভিতম্।
আজৈর্বৈখানসৈর্মাষৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিপৈঃ ॥ ১৫

রাক্ষসরাজ রাবণ কামজয়ী সিদ্ধ ও চারণগণ, পিতামহ ব্রহ্মার পুত্রগণ, বানপ্রস্থী ঋষিগণ, মাষ-গোত্রীয় মুনিগণ, বালখিল্য ঋষিকুল এবং সূর্যকিরণপায়ী মুনিগণ কর্তৃক সুশোভিত সমুদ্রসৈকত দেখতে লাগলেন।

দিব্যাভরণমাল্যাভির্দিব্যরূপাভিরাবৃতম্ ।
ক্রীড়ারতবিধিজ্ঞাভিরপ্সরোভিঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
সেবিতং দেবপত্নীভিঃ শ্রীমতীভিরুপাসিতম্।
দেবদানবসঙ্ঘৈশ্চ চরিতং ত্বমৃতাশিভিঃ ॥ ১৭

স্বর্গীয় অলঙ্কার ও মাল্যসজ্জিতা, দিব্যরূপবতী এবং কামক্রীড়াবিধিজ্ঞ সহস্র সহস্র অপ্সরা-পরিবৃত, রূপবতী দেবললনা-সেবিত এবং অমৃতসেবী দেব ও দানবগণ যেখানে বিচরণরত সেই সৈকতভূমি দর্শন করলেন।

হংসক্রৌঞ্চপ্লবাকীর্ণং সারসৈঃ সম্প্রসাদিতম্।
বৈদূর্যপ্রস্তরং স্নিগ্ধং সান্দ্রং সাগরতেজসা ॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণ হংস, ক্রৌঞ্চ ও ভেক পরিবৃত, সারস-সমাকীর্ণ, সাগরজলের আর্দ্রতাহেতু শীতল বৈদূর্য প্রস্তরে স্নিগ্ধ সাগর সৈকত দেখলেন।

পাণ্ডুরাণি বিশালানি দিব্যমাল্যযুতানি চ।
তূর্যগীতাভিজুষ্টানি বিমানানি সমন্ততঃ ॥ ১৯
তপসা জিতলোকানাং কামগান্যভিসম্পতন্।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব দদর্শ ধনদানুজঃ ॥ ২০

কুবেরানুজ রাবণ চতুর্দিকে মনোরম স্বর্গীয় মাল্যশোভিত এবং গীতবাদ্যাদিধ্বনিত শুভ্রবর্ণের বিশাল বিশাল সপ্ততল গৃহসকল, তপস্যাপ্রভাবে বিভিন্ন লোকজয়ীদের স্বেচ্ছাগামী উড্ডীয়মান বিমান এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের দেখতে পেলেন।

নির্যাসরসমূলানাং চন্দনানাং সহস্রশঃ।
বনানি পশ্যন্ সৌম্যানি ঘ্রাণতৃপ্তিকরাণি চ ॥ ২১

যাদের মূলের নির্যাস রস ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক, এমন হাজার হাজার রমণীয় চন্দন বৃক্ষের বন রাবণ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন।

অগুরূণাং চ মুখ্যানাং বনান্যুপবনানি চ।
তক্কোলানাং চ জাত্যানাং ফলিনাং চ সুগন্ধিনাম্ ॥ ২২
পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ।
মুক্তানাং চ সমূহানি শুষ্যমাণানি তীরতঃ ॥ ২৩
শৈলানি প্রবরাংশ্চৈব প্রবালনিচয়াংস্তথা।
কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি রাজতানি তথৈব চ ॥ ২৪
প্রস্রবাণি মনোজ্ঞানি প্রসন্নানাদ্ভুতানি চ।
ধনধান্যোপপন্নানি স্ত্রীরত্নৈরাবৃতানি চ ॥ ২৫
হস্ত্যশ্বরথগাঢানি নগরাণি বিলোকয়ন্।

রথস্থ রাবণ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন অগুরুর মহৎ বনসমূহ, সুগন্ধি কক্কোল ফল (বনকর্পূর) জাতীয় বৃক্ষের উপবন সমূহ, তমাল পুষ্পের বৃক্ষরাজি, মরিচের গুল্ম; সাগরতীরে শুষ্ক হচ্ছে মুক্তারাশি তদ্রূপ প্রবালরাশি। (দেখলেন) বড় বড় পর্বতমালার স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত শৃঙ্গ সমূহ, মনোরম স্বচ্ছ পানীয় জলের প্রসবণ, ধনধান্য সমৃদ্ধ তথা স্ত্রীরত্ন পরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমাকীর্ণ নগর সমূহ।

তং সমং সর্বতঃ স্নিগ্ধং মৃদুসংস্পর্শমারুতম্ ॥ ২৬
অনূপে সিন্ধুরাজস্য দদর্শ ত্রিদিবোপমম্।

মহাসাগরের জলময় স্থানে সকল দিক থেকে স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এমন স্বর্গ সদৃশ সমতল স্থান রাবণ দেখতে পেলেন।

তত্রাপশ্যৎ স মেঘাভং ন্যগ্রোধং মুনিভির্বৃতম্ ॥ ২৭
সমন্তাদ্ যস্য তাঃ শাখাঃ শতযোজনমায়তাঃ।

রাবণ সেই স্বর্গীয় স্থানে মুনিগণ-পরিবৃত শত যোজন বিস্তৃত শাখাপ্রধান মেঘসদৃশ শ্যামল একটি বটবৃক্ষ দেখলেন।

যস্য হস্তিনমাদায় মহাকায়ং চ কচ্ছপম্ ॥ ২৮
ভক্ষার্থং গরুড়ঃ শাখামাজগাম মহাবলঃ।

যার শাখায় মহাবলী গরুড় খাওয়ার জন্য একটি হস্তী এবং একটি বিশালদেহী কচ্ছপ নিয়ে এসে বসেছিলেন।

তস্য তাং সহসা শাখাং ভারেণ পতগোত্তমঃ ॥ ২৯
সুপর্ণঃ পর্ণবহুলাং বভঞ্জাথ মহাবলঃ।

অতঃপর মহাবলী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় নিজদেহের ও হস্তি-কচ্ছপের ভারে সহসা সেই বৃক্ষের পত্রবহুল শাখাটি ভেঙে ফেললেন।

তত্র বৈখানসা মাষা বালখিল্যা মরীচিপাঃ ॥ ৩০

তত্রা বভূবুর্ভগ্নাশ্চ সংগতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
তেষাং দয়ার্থং গরুড়স্তাং শাখাং শতযোজনাম্॥ ৩১
জগ্রামাদায় বেগেন তৌ চোভৌ গজকচ্ছপৌ।
একপাদেন ধর্মাত্মা ভক্ষয়িত্বা পদামিষম্॥ ৩২
নিষাদবিষয়ং হত্বা শাখয়া পতগোত্তমঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মোক্ষয়িত্বা মহামুনীন্॥ ৩৩

সেই ভগ্ন শাখার নীচে বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ এবং ধূম্র নামক মহর্ষিরা মিলিতভাবে বাস করছিলেন। তাঁদের প্রতি দয়াবশত ধর্মাত্মা পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় শতযোজন বিস্তৃত সেই ভগ্ন শাখাটিকে এবং গজ ও কচ্ছপ উভয়কে দ্রুত একপায়ে ধরে গজ-কচ্ছপের মাংস ভক্ষণ করলেন এবং সেই শাখাটিকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শাখার আঘাতে নিষাদদের দেশ ধ্বংস করে এবং মহামুনিদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে তিনি পরম প্রীতি লাভ করলেন।

স তু তেন প্রহর্ষেণ দ্বিগুণীকৃতবিক্রমঃ।
অমৃতানয়নার্থং বৈ চকার মতিমান্ মতিম্॥ ৩৪

সেই আনন্দে বুদ্ধিমান গরুড় দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে অমৃত আনয়নের জন্য মতি স্থির করলেন।

অয়োজালানি নির্মথ্য ভিত্ত্বা রত্নগৃহং বরম্।
মহেন্দ্রভবনাদ্ গুপ্তমাজহারামৃতং ততঃ॥ ৩৫

অতঃপর গরুড় লৌহজাল মথিত ও বরণীয় রত্নগৃহ ভেদ করে মহেন্দ্রভবন থেকে গোপনে রক্ষিত অমৃত হরণ করে নিয়ে এলেন।

তং মহর্ষিগণৈর্জুষ্টং সুপর্ণকৃতলক্ষণম্।
নাম্না সুভদ্রং ন্যগ্রোধং দদর্শ ধনদানুজঃ॥ ৩৬

কুবেরানুজ রাবণ, মহর্ষিগণ সেবিত এবং গরুড়কৃত-ভগ্নশাখা চিহ্নিত সুভদ্রবট নামক সেই বটবৃক্ষটি দেখতে পেলেন।

তং তু গত্বা পরং পারং সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে পুণ্যে রম্যে বনান্তরে॥ ৩৭

নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গিয়ে রাবণ এক রমণীয় বনের ভিতর একান্তে পবিত্রস্থানে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন।

তত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্।
দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্॥ ৩৮

রাক্ষসরাজ রাবণ সেখানে কৃষ্ণমৃগচর্ম-পরিহিত, মণ্ডলাকারে জটাধারী এবং সংযতাহারী মারীচ নামে রাক্ষসকে দেখলেন।

স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবৎ তেন রক্ষসা।
মারীচেনার্চিতো রাজা সর্বকামৈরমানুষৈঃ॥ ৩৯

রাজা রাবণ মারীচের আশ্রমে আগমন করায় রাক্ষস মারীচ অলৌকিক কাম্যবস্তুসকল দ্বারা তাঁকে বিধিপূর্বক অভ্যর্থনা করল।

তং স্বয়ং পূজয়িত্বা চ ভোজনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪০

মারীচ নিজে রাবণকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা সৎকার করে অর্থপূর্ণ বাক্যে বলল—

কচ্চিত্তে কুশলং রাজল্লঁঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বর।
কেনার্থেন পুনস্ত্বং বৈ তূর্ণমেব ইহাগতঃ॥ ৪১

'হে রাক্ষসরাজ! লঙ্কাতে আপনার কুশল তো? হে রাজন্! কী প্রয়োজনেই বা আপনি আবার দ্রুত এখানে এলেন?'

এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ॥ ৪২

মারীচ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী রাবণ অতঃপর এই কথা বললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৩৬)

মারীচের নিকট শ্রীরামের অপরাধ বর্ণনা করে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য প্রার্থনা

মারীচ শ্রূয়তাং তাত বচনং মম ভাষতঃ।
আর্তোঽস্মি মম চার্তস্য ভবান্ হি পরমা গতিঃ॥ ১

'বৎস মারীচ ! বলছি, আমার কথা শোনো। আমি দুঃখার্ত। আমার মতো দুঃখীর তুমিই একমাত্র পরম আশ্রয়।

জানীষে ত্বং জনস্থানং ভ্রাতা যত্র খরো মম।
দূষণশ্চ মহাবাহুঃ স্বসা শূর্পণখা চ মে॥ ২
ত্রিশিরাশ্চ মহাবাহূ রাক্ষসঃ পিশিতাশনঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা লব্ধলক্ষা নিশাচরাঃ॥ ৩
বসন্তি মন্নিয়োগেন অধিবাসং চ রাক্ষসাঃ।
বাধমানা মহারণ্যে মুনীন্ যে ধর্মচারিণঃ॥ ৪

'তুমি জনস্থান চেনো ; সেখানে আমার ভাই খর, মহাবীর দূষণ, আমার ভগিনী শূর্পণখা এবং মাংসভোজী মহাবীর রাক্ষস ত্রিশিরা বাস করত। আমার নির্দেশে স্থির লক্ষ্য বীর নিশাচর অন্যান্য রাক্ষসেরাও সেই মহারণ্যে বাসস্থান নির্মাণ করে বাস করত এবং সেখানকার ধার্মিক মুনিদের পীড়ন করত।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
শূরাণাং লব্ধলক্ষাণাং খরচিত্তানুবর্তিনাম্॥ ৫
তে ত্বিদানীং জনস্থানে বসমানা মহাবলাঃ।
সঙ্গতাঃ পরমায়ত্তা রামেণ সহ সংযুগে॥ ৬

'খরের ইচ্ছাপূরণকারী ভয়ঙ্করকর্মা অব্যর্থ লক্ষ্য মহাবলী চৌদ্দহাজার রাক্ষস জনস্থানে বাস করত। সেই মহাবীরেরা ইদানীং মিলিতভাবে রামের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ খরপ্রমুখরাক্ষসাঃ।
তেন সংযাতরোষেণ রামেণ রণমূর্ধনি॥ ৭
অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিচ্ছরৈর্ব্যাপারিতং ধনুঃ।

'খর প্রমুখ রাক্ষসেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু, জাতক্রোধ রাম কোনও কঠোর বাক্য না বলেই ধনুর্বাণ ব্যবহার করেছিল।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসামুগ্রতেজসাম্॥ ৮
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ॥ ৯
হত্বা ত্রিশিরসং চাপি নির্ভয়া দণ্ডকাঃ কৃতাঃ।

'পদচারী মানুষ রাম অগ্নিবর্ষী ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা চৌদ্দ হাজার উগ্রতেজস্বী রাক্ষসকে হত্যা করেছে। যুদ্ধে খর নিহত হয়েছে, দূষণও মারা পড়েছে ; সেই মানুষ রাম ত্রিশিরাকেও হত্যা করে দণ্ডকারণ্যকে ভয়শূন্য করেছে।

পিত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সভার্যঃ ক্ষীণজীবিতঃ॥ ১০
স হন্তা তস্য সৈন্যস্য রামঃ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ।

'ক্রুদ্ধ পিতা সপত্নীক যাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন, ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক ক্ষীণজীবী সেই রাম বিশাল সৈন্যবাহিনীর নিধনকর্তা।

অশীলঃ কর্কশস্তীক্ষ্ণো মূর্খো লুব্ধোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১
ত্যক্তধর্মা ত্বধর্মাত্মা ভূতানামহিতে রতঃ।
যেন বৈরং বিনারণ্যে সত্ত্বমাশ্রিত্য কেবলম্॥ ১২
কর্ণনাসাপহারেণ ভগিনী মে বিরূপিতা।
অস্য ভার্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্॥ ১৩
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব।

'সেই রাম দুঃশীল, ক্রূর, উগ্রস্বভাব, মূর্খ, লোভী, ইন্দ্রিয়পরবশ এবং অধার্মিক ; সে ধর্মহীন সকল প্রাণীর অমঙ্গলকারী। দণ্ডকারণ্যে শত্রুতা ব্যতীতই কেবল বলপ্রয়োগে সে আমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করে তাকে রূপহীনা করেছে। অতএব জনস্থান থেকে বলপূর্বক আমি দেবকন্যাসদৃশী তার পত্নী সীতাকে নিয়ে আসব ; এই ব্যাপারে তুমি আমার সহায় হও।

ত্বয়া হ্যহং সহায়েন পার্শ্বস্থেন মহাবল॥ ১৪
ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্বান্ নাহমত্রাভিচিন্তয়ে।
তৎসহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষস॥ ১৫

'হে মহাবলবান রাক্ষস ! তুমি এবং আমার ভ্রাতৃগণ আমার পাশে থেকে সাহায্য করলে, আমি যুদ্ধে দেবতাদেরও ভয় করি না। অতএব তুমি আমার সহায় হও ; কারণ তুমিই উপযুক্ত।

বীর্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ ন হ্যস্তি সদৃশস্তব।
উপায়তো মহান্ শূরো মহামায়াবিশারদঃ॥ ১৬

'বীরত্বে, যুদ্ধে এবং বীরোচিত উৎসাহে তোমার সদৃশ কেউই নেই, তুমি কৌশলাভিজ্ঞ, মহাবীর এবং ছলনা বিশারদ।

এতদর্থমহং প্রাপ্তস্ত্বৎ সমীপং নিশাচর।
শৃণুতৎ কর্ম সাহায্যে যৎ কার্যং বচনান্মম॥ ১৭

'হে নিশাচর ! এইজন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার কাজে সাহায্য করার জন্য আমার নির্দেশে তোমার যা করণীয়, তা শোনো।

সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর॥ ১৮

'তুমি রৌপ্যবিন্দু চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হয়ে রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ করবে।

ত্বাং তু নিঃসংশয়ং সীতা দৃষ্ট্বা তু মৃগরূপিণম্।
গৃহ্যতামিতি ভর্তারং লক্ষ্মণং চাভিধাস্যতি॥ ১৯

'মৃগরূপী তোমাকে দেখে সীতা নিশ্চয়ই নিজের স্বামীকে এবং লক্ষ্মণকে বলবে, এটাকে ধরে আনো তো !

ততস্তয়োরপায়ে তু শূন্যে সীতাং যথাসুখম্।
নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব॥ ২০

'তখন তারা দুজন চলে যাওয়ায় আশ্রম শূন্য হলে রাহু-কর্তৃক চন্দ্রপ্রভার মতো, বিনা বাধায় সানন্দে আমি সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাব।

ততঃ পশ্চাৎ সুখং রামে ভার্যাহরণকর্শিতে।
বিস্রব্ধং প্রহরিষ্যামি কৃতার্থেনান্তরাত্মনা॥ ২১

'তারপর স্ত্রী অপহৃত হওয়ায় শোকে দুর্বল রামকে কৃতার্থচিত্তে নির্ভয়ে মনের সুখে প্রহার করে হত্যা করব।'

তস্য রামকথাং শ্রুত্বা মারীচস্য মহাত্মনঃ।
শুষ্কং সমভবদ্ বক্ত্রং পরিত্রস্তো বভূব চ॥ ২২

রাবণের মুখে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে এইসকল কথা শুনে, মহাত্মা মারীচের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সে ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ওষ্ঠৌ পরিলিহঞ্ছুষ্কৌ নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
মৃতভূত ইবার্তস্তু রাবণং সমুদৈক্ষত॥ ২৩

ভয়ে মৃতবৎ মারীচ ব্যথিত-চিত্তে শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় লেহন করতে করতে অনিমেষ নেত্রে রাবণকে দেখতে লাগল।

স রাবণং ত্রস্তবিষণ্নচেতা
মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞঃ।
কৃতাঞ্জলিস্তত্ত্বমুবাচ বাক্যং
হিতং চ তস্মৈ হিতমাত্মনশ্চ॥ ২৪

ভীত ও বিষণ্ণচিত্ত মারীচ মহান দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামের পরাক্রম জানতে পেরে এবং অতীতে নিজের প্রতি শ্রীরামের পরাক্রম স্মরণ করে রাবণের এবং নিজের মঙ্গলার্থে করজোড়ে রাবণকে হিতকর কথা বলল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

রাবণের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের গুণ ও প্রভাব বর্ণনা করে সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে রাবণকে প্রতি-নিবৃত্ত করার জন্য মারীচের উপদেশ

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১

রক্ষোরাজ রাবণের সেই কথা শুনে, মহাতেজস্বী বাক্‌পটু মারীচ রাক্ষসেশ্বরকে প্রত্যুত্তরে বলল—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ২

'রাজন্ ! মিষ্টভাষী ব্যক্তি সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু রূঢ় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।

ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্যগুণোন্নতম্।
অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ ৩

'আপনি চঞ্চল স্বভাব এবং গুপ্তচর নিযুক্ত করেননি ; তাই মহেন্দ্রের এবং বরুণদেবের তুল্য মহাবীর্যবান এবং উন্নত গুণসম্পন্ন রামকে বুঝতে পারছেন না।

অপি স্বস্তি ভবেৎ তাত সর্বেষামপি রক্ষসাম্।
অপি রামো ন সংক্রুদ্ধঃ কুর্যাল্লোকানরাক্ষসান্॥ ৪

'হে পূজনীয় ! রাক্ষসদের সকলের মঙ্গল হোক, এই কামনা করি, রামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিলোককে রাক্ষসশূন্য না করুন !

অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা।
অপি সীতানিমিত্তং চ ন ভবেদ্ ব্যসনং মহৎ॥ ৫

'আপনার জীবননাশের জন্য জনকনন্দিনী উৎপন্না হননি তো অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেননি তো ? সীতার কারণে মহতী বিনষ্টি না হোক !

অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্।
ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা॥ ৬

'কামুক ও স্বেচ্ছাচারী আপনাকে দেশের অধিপতি রূপে পেয়ে রাক্ষসগণসহ লঙ্কাপুরী না ধ্বংস হয়ে যায় !

ত্বদ্বিধঃ কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্মতিঃ॥ ৭

'আপনার সদৃশ কামুক, দুশ্চরিত্র, পাপী ও দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা নিজের সঙ্গে আত্মীয়গণকে এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে।

ন চ পিত্রা পরিত্যক্তো নামর্যাদঃ কথংচনঃ।
ন লুব্ধো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ॥ ৮
ন চ ধর্মগুণৈর্হীনঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ॥ ৯
বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট্বা কৈকেয্যা সত্যবাদিনম্।
করিষ্যামীতি ধর্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্॥ ১০

'রাম পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হননি, নিজের মর্যাদাও লঙ্ঘন করেননি ; তিনি লোভী বা দুরাচার নন এবং ক্ষত্রিয় কুল কলঙ্কও নন। কৌশল্যার আনন্দবর্ধক রাম ধর্মহীন নন, গুণহীনও নন। সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহারে তিনি রুক্ষ তো ননই, বরং সকল প্রাণীর কল্যাণব্রতী। সত্যবাদী পিতাকে কৈকেয়ী কর্তৃক প্রতারিত হতে দেখে, (পিতৃসত্য রক্ষা করব), প্রতিজ্ঞা করে সেই ধর্মাত্মা রাম বনগমন করেন।

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং পিতুর্দশরথস্য চ।
হিত্বা রাজ্যং চ ভোগাংশ্চ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ১১

'মাতা কৈকেয়ীর এবং পিতা দশরথের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য রাম রাজ্য এবং অন্যান্য ভোগ্য বিষয় সকল ত্যাগ করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছেন।

ন রামঃ কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্ নাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ১২

'তাত ! শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব উগ্র নয়, তিনি বিদ্যাহীনও নন এবং ইন্দ্রিয় পরবশও নন ; তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যাদের দোষ শোনা যায় না। অতএব, আপনি এই সম্বন্ধে (তাঁর সম্বন্ধে দোষ সমূহ) বলতে পারেন না।

রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ॥ ১৩

'শ্রীরামচন্দ্র মূর্তিমান ধর্ম, সৎস্বভাব এবং সত্যপরাক্রম ; দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তিনি সকলের (ত্রিলোকের) রাজা।

কথং নু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
ইচ্ছসে প্রসভং হর্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ॥ ১৪

'তাঁর পত্নী বিদেহরাজসুতা সীতা স্বীয় পাতিব্রত্য তেজে সুরক্ষিতা ; সূর্য থেকে তার কিরণকে অপহরণের ন্যায় দুঃসাধ্যতুল্য (শ্রীরামচন্দ্র থেকে অবিচ্ছেদ্যা) সীতাকে কেন আপনি বলপূর্বক অপহরণ করতে চাইছেন ?

শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে।
রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি॥ ১৫

'যুদ্ধে যাঁর বাণ অনভিভবনীয় অজেয় অগ্নিশিখাতুল্য এবং ধনু ও খড়্গ ইন্ধন, এমন রামরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করবেন না।

ধনুর্ব্যাদিতদীপ্তাস্যং শরার্চিষমমর্ষণম্।
চাপবাণধরং তীক্ষ্ণং শত্রুসেনাপহারিণম্॥ ১৬
রাজ্যং সুখং চ সংত্যজ্য জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ।
নাত্যাসাদয়িতুং তাত রামান্তকমিহার্হসি॥ ১৭

'তাত ! ইহ জগতের রাজ্য, সুখ এবং নিজের মঙ্গল ও জীবন ত্যাগ করে, প্রসারিত ধনুর ন্যায় প্রদীপ্ত আনন (মুখ), অগ্নিশিখাতুল্য অসহনীয় তেজঃ, তীক্ষ্ণ বাণ ও ধনুর্ধরী এবং শত্রুসেনার প্রাণ অপহারক যমসদৃশ রামের নিকট আপনার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

অপ্রমেয়ং হি তত্তেজো যস্য সা জনকাত্মজা।
ন ত্বং সমর্থস্তাং হর্তুং রামচাপাশ্রয়াং বনে॥ ১৮

'সেই জনকদুহিতা যাঁর স্ত্রী, তাঁর তেজ অপরিমেয়। দণ্ডকবনে রামের ধনু যাঁর আশ্রয়, তাঁকে আপনি হরণ করতে সমর্থ হবেন না।

তস্য বৈ নরসিংহস্য সিংহোরস্কস্য ভামিনী।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা ভার্যা নিত্যমনুব্রতা॥ ১৯

'সিংহের ন্যায় উন্নত বক্ষ নরসিংহ রামের কামিনী তাঁর নিত্য অনুগতা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভার্যা হলেন সীতা।

ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়া।
দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা॥ ২০

'মিথিলারাজতনয়া সীতা ওজঃগুণ সম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া স্ত্রী। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সুন্দরী সীতার প্রতি বলাৎকার সম্ভব নয়।

কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ।
দৃষ্টশ্চেৎ ত্বং রণে তেন তদন্তমুপজীবিতম্॥ ২১

'হে রাক্ষসরাজ! এই বৃথা চেষ্টা করে আপনার কী লাভ? যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিপাতমাত্রই আপনি জীবনের অন্তিমকালে উপস্থিত হবেন।

জীবিতং চ সুখং চৈব রাজ্যং চৈব সুদুর্লভম্।
যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্॥ ২২

'যদি জীবন, সুখ এবং সুদুর্লভ রাজ্য চিরকাল ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, তবে রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।

স সর্বৈঃ সচিবৈঃ সার্ধং বিভীষণপুরস্কৃতৈঃ।
মন্ত্রয়িত্বা স ধর্মিষ্ঠৈঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ।
দোষাণাং চ গুণানাং চ সম্প্রধার্য বলাবলম্॥ ২৩
আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা রাঘবস্য চ তত্ত্বতঃ।
হিতং হি তব নিশ্চিত্য ক্ষমং ত্বং কর্তুমর্হসি॥ ২৪

'বিভীষণ প্রমুখ ধর্মাত্মা মন্ত্রিদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, আপনি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিজের ও রামচন্দ্রের দোষ, গুণ, বল ও দুর্বলতা স্থিরভাবে জানুন। নিজের ও রামচন্দ্রের বল যথার্থত অবগত হয়ে, নিজের হিত নিশ্চিতরূপে জেনে, উচিত কার্য করতে পারেন।

অহং তু মন্যে তব ন ক্ষমং রণে
সমাগমং কোসলরাজসূনুনা।
ইদং হি ভূয়ঃ শৃণু বাক্যমুত্তমং
ক্ষমং চ যুক্তং চ নিশাচরাধিপ॥ ২৫

'হে রাক্ষসাধিপতি! আমি মনে করি, কোশলরাজ-কুমারের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া আপনার ঠিক হবে না। আরও সামর্থ্যানুরূপ যুক্তিযুক্ত উত্তম বাক্য শ্রবণ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৩৮)

শ্রীরামচন্দ্রের বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়ে মারীচ কর্তৃক রাবণকে সীতাহরণ কার্যে নিষেধ করণ

কদাচিদপ্যহং বীর্যাৎ পর্যটন্ পৃথিবীমিমাম্।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্ পর্বতোপমঃ॥ ১

'একসময় বিরাট পর্বতের ন্যায় দেহধারী আমিও সহস্র হস্তীর বলে বলীয়ান হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতাম।

নীলজীমূতসংকাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
ভয়ং লোকস্য জনয়ন্ কিরীটী পরিঘায়ুধঃ॥ ২
ব্যচরন্ দণ্ডকারণ্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।

'মেঘসদৃশ দেহে, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চনের কুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট ধারণ করে, পরিঘ নামক অস্ত্র দিয়ে মানুষের অন্তরে ভয় উৎপাদন, আর ঋষি মাংস ভক্ষণ করে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতাম।

বিশ্বামিত্রোঽথ ধর্মাত্মা মদ্বিত্রস্তো মহামুনিঃ॥ ৩
স্বয়ং গত্বা দশরথং নরেন্দ্রমিদমব্রবীৎ।

'অনন্তর একদিন আমার ভয়ে ভীত ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র স্বয়ং রাজা দশরথের কাছে গিয়ে বললেন—

অয়ং রক্ষতু মাং রামঃ পর্বকালে সমাহিতঃ॥ ৪
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বর।

"হে নরনাথ! মারীচের ভয়ে আমি (আমরা) অত্যন্ত ভয়ত্রস্ত; অতএব, একাগ্রচিত্ত রাম আমার সঙ্গে গিয়ে যজ্ঞের সময় আমাকে (এবং যজ্ঞকে) রক্ষা করুক।"

ইত্যেবমুক্তো ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা॥ ৫

প্রত্যুবাচ মহাভাগং বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।

'তখন ধর্মাত্মা রাজা দশরথ এইরূপ কথিত হয়ে মহাভাগ মহামুনি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

ঊনষোড়শবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ॥ ৬
কামং তু মম তৎ সৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি।
বলেন চতুরঙ্গেন স্বয়মেত্য নিশাচরম্॥ ৭
বধিষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শত্রুং তব যথেপ্সিতম্।

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রঘুনন্দন রামের বয়স বারো বছরেরও কম এবং এর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাও হয়নি, কিন্তু আমার এই সৈন্যদল আমার সঙ্গে যাবে ; চতুরঙ্গ (রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক) সৈন্যদলসহ আমি নিজে গিয়ে আপনার ইঙ্গিত শত্রু রাক্ষস মারীচকে বধ করব।"

এবমুক্তঃ স তু মুনী রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ৮
রামান্নান্যদ্ বলং লোকে পর্যাপ্তং তস্য রক্ষসঃ।

'এরূপ কথিত হয়ে সেই মুনি বিশ্বামিত্র রাজাকে বললেন— "পৃথিবীতে রাম ব্যতীত অন্য কোনও শক্তিই সেই রাক্ষসের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

দেবতানামপি ভবান্ সমরেষ্বভিপালকঃ॥ ৯
আসীত তব কৃতং কর্ম ত্রিলোকবিদিতং নৃপ।

"হে রাজন্ ! আপনি রণক্ষেত্রে দেবতাদেরও রক্ষাকর্তা। আপনার কৃত কর্ম ত্রিভুবনবিদিত।

কামমস্তি মহৎ সৈন্যং তিষ্ঠত্বিহ পরন্তপ॥ ১০
বালোঽপ্যেষ মহাতেজাঃ সমর্থস্তস্য নিগ্রহে।
গমিষ্যে রামমাদায় স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ॥ ১১

"হে শত্রুসন্তাপক ! স্বীকার করছি, আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে ; তা অযোধ্যাতেই থাকুক। এই রাম বালক হলেও মহাতেজস্বী এবং রাক্ষস-নিগ্রহে সমর্থ। অতএব আমি রামকেই নিয়ে যাব। হে শত্রুপীড়ক ! আপনার মঙ্গল হোক !"

ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তমাদায় নৃপাত্মজম্।
জগাম পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রঃ স্বমাশ্রমম্॥ ১২

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে পরম আনন্দে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন।

তং তথা দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞমুদ্দিশ্য দীক্ষিতম্।
বভূবোপস্থিতো রামশ্চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ॥ ১৩

'যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দীক্ষিত সেই মুনি বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁর চিত্রিত ধনুতে টঙ্কার দিয়ে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হলেন।

অজাতব্যঞ্জনঃ শ্রীমান্ বালঃ শ্যামঃ শুভেক্ষণঃ।
একবস্ত্রধরো ধন্বী শিখী কনকমালয়া॥ ১৪
শোভয়ন্ দণ্ডকারণ্যং দীপ্তেন স্বেন তেজসা।
অদৃশ্যত তদা রামো বালচন্দ্র ইবোদিতঃ॥ ১৫

'তখন অজাতগুম্ফ (গোঁফ জন্মায়নি এমন), শ্যামল, শুভ দর্শন, ধৃতৈকবস্ত্র (এক বস্ত্র পরিহিত), ধনুর্ধারী, শিখাবান, সুবর্ণমালা শোভিত, স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত বালক শ্রীমান রাম দণ্ডকারণ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে নবোদিত তরুণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

ততোঽহং মেঘসংকাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
বলী দত্তবরো দর্পাদাজগামাশ্রমান্তরম্॥ ১৬

'অতঃপর, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান মেঘসদৃশ নীলবর্ণবান, উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত আমি সদর্পে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করলাম।

তেন দৃষ্টঃ প্রবিষ্টোঽহং সহসৈবোদ্যতায়ুধঃ।
মাং তু দৃষ্ট্বা ধনুঃ সজ্যমসম্ভ্রান্তশ্চকার হ॥ ১৭

'তিনি দেখলেন আমি (মারীচ) প্রবেশ করেছি, আমাকে দেখেই সহসা অস্ত্র উঁচিয়ে নির্ভীকভাবে ধনুতে জ্যা আরোপ করলেন।

অবজানন্নহং মোহাদ্ বালোঽয়মিতি রাঘবম্।
বিশ্বামিত্রস্য তাং বেদিমভ্যধাবং কৃতত্বরঃ॥ ১৮

'মোহবশতঃ আমি রাঘব রামচন্দ্রকে "এ বালক" এই বলে অবজ্ঞা করে সত্বর বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞবেদির প্রতি ধাবিত হলাম।

তেন মুক্তস্ততো বাণঃ শিতঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
তেনাহং তাড়িতঃ ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে শতযোজনে॥ ১৯

'তখন তিনি শত্রুঘাতী একটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলেন ; সেই বাণাঘাতে আমি আহত হয়ে শত যোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলাম।

নেচ্ছতা তাত মাং হন্তুং তদা বীরেণ রক্ষিতঃ।
রামস্য শরবেগেন নিরস্তো ভ্রান্তচেতনঃ॥ ২০
পাতিতোঽহং তদা তেন গম্ভীরে সাগরাম্ভসি।
প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাৎ তাত লঙ্কাং প্রতি গতঃ পুরীম্॥ ২১

'হে পূজ্যপাদ ! তখন বীর রাম আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা না করায় আমি রক্ষা পেলাম। রামের শরাঘাতে মৃত্যু নিবারিত হলেও হতচেতন হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে

সাগরের গভীরে জলে নিক্ষেপ করলেন। হে পূজনীয় ! অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আমি লঙ্কাপুরীর দিকে চলে গেলাম।

এবমস্মি তদা মুক্তঃ সহায়াস্তে নিপাতিতাঃ।
অকৃতাস্ত্রেণ রামেণ বালেনাক্লিষ্টকর্মণা॥ ২২

'তখন, আমি তো এইভাবে বেঁচে গেলাম ; কিন্তু, আমার সেই সহায়কেরা অস্ত্রচালনায় অনভিজ্ঞ অথচ অনলসকর্মী বালক রামের হাতে নিহত হয়েছে।

তন্ময়া বার্যমাণস্ত্বং যদি রামেণ বিগ্রহম্।
করিষ্যস্যাপদং ঘোরাং ক্ষিপ্রং প্রাপ্য ন শিষ্যসি॥ ২৩

'আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি আপনি (রাবণ) রামের সঙ্গে বিরোধ করেন, তাহলে শীঘ্রই ঘোর বিপদে পড়ে মারা পড়বেন।

ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞানাং সমাজোৎসবদর্শিনাম্।
রক্ষসাং চৈব সন্তাপমনর্থং চাহরিষ্যসি॥ ২৪

'যে সব রাক্ষসেরা খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের নিয়ম জানে, যারা সামাজিক উৎসবাদি দেখেছে, তাদের জন্য আপনি নিয়ে আসবেন হৃদয়ের জ্বালা ও অনর্থ।

হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
দ্রক্ষসি ত্বং পুরীং লঙ্কাং বিনষ্টাং মৈথিলীকৃতে॥ ২৫

'আপনি মিথিলারাজতনয়া সীতার জন্যই রাজপ্রাসাদ ও মনোরম অট্টালিকা সমাকীর্ণ লঙ্কাপুরীকে স্বচক্ষে ধ্বংস হতে দেখবেন।

অকুর্বন্তোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা॥ ২৬

'শুদ্ধাচারী সাধু ব্যক্তিগণ পাপকর্ম না করেও পাপীদের সঙ্গে সংসর্গহেতু বিনাশপ্রাপ্ত হন ; যেমন, সর্প অধ্যুষিত হ্রদে মৎস্যরা সর্পগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দ্রক্ষস্যভিহতান্ ভূমৌ তব দোষাৎ তু রাক্ষসান্॥ ২৭

'আপনার দোষেই দিব্যচন্দনে অনুলিপ্ত ও দিব্য-অলঙ্কারে ভূষিতাঙ্গ রাক্ষসদের নিহত হয়ে ভূমিতে শায়িত দেখবেন।

হৃতদারান্ সদারাংশ্চ দশ বিদ্রবতো দিশঃ।
হতশেষানশরণান্ দ্রক্ষ্যসি ত্বং নিশাচরান্॥ ২৮

'আপনি দেখবেন, হতাবশেষ নিরাশ্রয় রাক্ষসদের কেহ কেহ স্ত্রী বিরহিত হয়ে কেহ কেহ বা স্ত্রীসহ চতুর্দিকে পলায়ন করছে।

শরজালপরিক্ষিপ্তামগ্নিজ্বালাসমাবৃতাম্।
প্রদগ্ধভবনাং লঙ্কাং দ্রক্ষ্যসি ত্বমসংশয়ম্॥ ২৯

'আপনি নিঃসন্দেহে দেখতে পাবেন, শ্রীরামের বাণজালে পরিবেষ্টিত এবং বহ্নিজ্বালায় আবৃত লঙ্কার গৃহগুলি দগ্ধীভূত হয়েছে।

পরদারাভিমর্শাৎ তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ।
প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে॥ ৩০
ভব স্বদারনিরতঃ স্বকুলং রক্ষ রাক্ষসান্।
মানং বৃদ্ধিং চ রাজ্যং চ জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ॥ ৩১

'পরস্ত্রী-সংস্পর্শ (সম্ভোগ) অপেক্ষা অন্য অধিকতর গুরুতর পাপ আর নেই। হে রাজন্ ! আপনার অধীনে সহস্র পত্নী বর্তমান ; নিজের পত্নীদের প্রতি অনুরক্ত থাকুন। রক্ষা করুন রাক্ষসদের, নিজের বংশ, আত্মসম্মান, উন্নতি, রাজ্য, জীবন এবং মঙ্গল।

কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।
যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্॥ ৩২

'সুন্দরী স্ত্রীদের তথা মিত্রদের সঙ্গে যদি দীর্ঘকাল আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে রামের অপ্রিয় কিছুই করবেন না।

নিবার্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভৃশং
প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ষয়িষ্যসি।
গমিষ্যসি ক্ষীণবলঃ সবান্ধবো
যমক্ষয়ং রামশরাত্তজীবিতঃ ॥ ৩৩

'আমি, আপনার সুহৃৎ, বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি আপনি সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে লাঞ্ছিত করেন, তাহলে রামের বাণে বন্ধুসহ নিঃশক্তি ও প্রাণহীন হয়ে যমালয়ে গমন করবেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

———o———

একোনচত্বারিংশ সর্গ (৩৯)

রাবণকে বোঝাতে মারীচের প্রচেষ্টা

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথংচিৎ তেন সংযুগে।
ইদানীমপি যদ্ বৃত্তং তাচ্ছৃণুষ্ব যদুত্তরম্॥ ১

'এইভাবে সেই সময় যুদ্ধে কোনওক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। পরবর্তীকালে যা ঘটেছে তা শুনুন।

রাক্ষসাভ্যামহং দ্বাভ্যামনির্বিণ্ণস্তথাকৃতঃ।
সহিতো মৃগরূপাভ্যাং প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনে॥ ২

'শ্রীরাম কর্তৃক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম। একদিন, আমি পশুরূপধারী দুজন রাক্ষসের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলাম।

দীপ্তজিহ্বো মহাদংষ্ট্রস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মহাবলঃ।
ব্যচরন্ দণ্ডকারণ্যং মাংসভক্ষো মহামৃগঃ॥ ৩

'আমি অগ্নিসম জ্বলন্ত জিহ্বাযুক্ত, বিরাট দাঁতালো, তীক্ষ্ণ সূচালো শিংওয়ালা মাংসভোজী মহাবলবান বিরাট পশুর রূপ ধরে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে লাগলাম।

অগ্নিহোত্রেষু তীর্থেষু চৈত্যবৃক্ষেষু রাবণ।
অত্যন্তঘোরো ব্যচরংস্তাপসাংস্তান্ প্রধর্ষয়ন্॥ ৪

'রাবণ ! আমি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, যজ্ঞশালাগুলিতে, তীর্থে তীর্থে এবং পবিত্র দেববৃক্ষগুলিতে বিচরণ করতে করতে তপস্বীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলাম।

নিহত্য দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ।
রুধিরাণি পিবংস্তেষাং তন্মাংসানি চ ভক্ষয়ন্॥ ৫

ঋষিমাংসাশনঃ ক্রূরস্ত্রাসয়ন্ বনগোচরান্।
তদা রুধিরমত্তোঽহং ব্যচরং দণ্ডকাবনম্॥ ৬

'দণ্ডকারণ্যে ধর্মচারী তপস্বীদের হত্যা করে, তাদের রক্তপান এবং মাংস ভক্ষণ করতে লাগলাম। নিষ্ঠুরভাবে ঋষিমাংস ভক্ষণ এবং বনবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে আমি রুধিরমত্ত হয়ে দণ্ডকবনে বিচরণ করতে লাগলাম।

তদাহং দণ্ডকারণ্যে বিচরন্ ধর্মদূষকঃ।
আসাদয়ং তদা রামং তাপসং ধর্মমাশ্রিতম্॥ ৭

বৈদেহীং চ মহাভাগাং লক্ষ্মণং চ মহারথম্।
তাপসং নিয়তাহারং সর্বভূতহিতে রতম্॥ ৮

'সেই সময় ধর্মদ্বেষী আমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে করতে ধর্মাশ্রয়ী তপস্বী রামচন্দ্রকে, মহাসৌভাগ্যবতী সীতাকে এবং মহাবীর, সকল প্রাণীর কল্যাণব্রতী ও সংযতাহারী তপস্বী লক্ষ্মণকে দেখতে পেলাম।

সোঽহং বনগতং রামং পরিভূয় মহাবলম্।
তাপসোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা পূর্ববৈরমনুস্মরন্॥ ৯

অভ্যধাবং সুসংক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মৃগাকৃতিঃ।
জিঘাংসুরকৃতপ্রজ্ঞস্তং প্রহারমনুস্মরন্॥ ১০

'সূচালো শিংওয়ালা পশুর আকৃতিবিশিষ্ট নির্বুদ্ধি সেই আমি মহাবলবান বনবাসী রামকে তপস্বী মনে করে তাঁর প্রতি অবজ্ঞাপূর্বক পূর্বপ্রহার ও পূর্বশত্রুতা স্মরণ করে হননেচ্ছাপরায়ণ হয়ে তাঁর প্রতি ধাবিত হলাম।

তেন ত্যক্তাস্ত্রয়ো বাণাঃ শিতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ।
বিকৃষ্য সুমহচ্চাপং সুপর্ণানিলতুল্যগাঃ॥ ১১

'শ্রীরামচন্দ্র বিশাল ধনু আকর্ষণ করে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন শত্রুবিনাশক তিনটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন।

তে বাণা বজ্রসংকাশাঃ সুঘোরা রক্তভোজনাঃ।
আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বে ত্রয়ঃ সন্নতপর্বণঃ॥ ১২

'বজ্রতুল্য শোণিতপায়ী অতি ভয়ঙ্কর অগ্রভাগে বক্র তিনটি বাণ একসঙ্গে ছুটে এসেছিল।

পরাক্রমজ্ঞো রামস্য শঠো দৃষ্টভয়ঃ পুরা।
সমুৎক্রান্তস্ততো মুক্তস্তাবুভৌ রাক্ষসৌ হতৌ॥ ১৩

'পূর্বে একবার রামের বীরত্বে ভীত হয়েই চতুর আমি রামের পরাক্রম জানতাম বলেই সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচে গেলাম ; কিন্তু সেই রাক্ষস দুজন নিহত হল।

শরেণ মুক্তো রামস্য কথংচিৎ প্রাপ্য জীবিতম্।
ইহ প্রব্রাজিতো যুক্তস্তাপসোঽহং সমাহিতঃ॥ ১৪

'শ্রীরামের বাণ থেকে কোনও প্রকারে জীবন ফিরে পেয়েছি এবং পালিয়ে এখানে এসে আমি স্থির চিত্তে তপস্যায় যুক্ত হয়েছি।

বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
গৃহীতধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্॥ ১৫

'প্রতি বৃক্ষে আমি হস্তে পাশধারী (বন্ধনরজ্জু হস্তে) যমসদৃশ কৃষ্ণমৃগচর্মের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত (চীর কৃষ্ণাজিন পরিহিত) ধনুর্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পাই।

অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ।
রামভূতমিদং সর্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে॥ ১৬

'রাবণ ! রামভয়ে ভীত আমি সর্বত্র সহস্র সহস্র রামকে দেখতে পাই। এই সমগ্র অরণ্যই রামময় হয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদ্‌ভ্রমামি বিচেতনঃ॥ ১৭

'হে রাক্ষসরাজ ! রামশূন্য স্থানেও রামকেই দেখতে পাই ! স্বপ্নে শ্রীরামকে দেখে অচেতন হয়ে ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াই।

রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ।
রত্নানি চ রথাশ্চৈব বিত্রাসং জনয়ন্তি মে॥ ১৮

'হে রক্ষোরাজ রাবণ ! রামভয়ে ভীত আমার মনে রত্ন, রথ প্রভৃতি 'র'-কারাদি নামগুলিও ত্রাসের সঞ্চার করছে।

অহং তস্য প্রভাবজ্ঞো ন যুদ্ধং তেন তে ক্ষমম্।
বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দনঃ॥ ১৯

'আমি শ্রীরামের প্রভাব জানি ; তাই আমি বলছি তাঁর সঙ্গে আপনার যুদ্ধ করা উচিত হবে না। সেই রঘুনন্দন রাম বলিরাজ বা নমুচিকেও হত্যা করতে সমর্থ।

রণে রামেণ যুদ্ধস্ব ক্ষমাং বা কুরু রাবণ।
ন তে রামকথা কার্যা যদি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ২০

'হে রাবণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করুন অথবা তাঁকে ক্ষমা করুন (আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন) ; কিন্তু যদি আমাকে দেখতে চান, তাহলে আমার সামনে রামের কথা বলবেন না।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছেদাঃ॥ ২১

'জগতে ধর্মানুষ্ঠানরত অনেক সাধু ব্যক্তি অপরের অপরাধে সবান্ধবে বিনষ্ট হয়েছেন।

সোঽহং পরাপরাধেন বিনশেয়ং নিশাচর।
কুরু যৎ তে ক্ষমং তত্ত্বমহং ত্বাং নানুয়ামি বৈ॥ ২২

'হে রাক্ষসরাজ ! এই আমিও পরের অপরাধে বিনষ্ট হতে চলেছি, আপনার যা উচিত বলে মনে হয়, তাই করুন ; আমি কিন্তু আপনার অনুগামী হব না।

রামশ্চ হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।
অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোঽপি হি॥ ২৩

'শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন মহাতেজস্বী, মহাপ্রাণ ও মহাবলশালী। কিন্তু তিনিই হবেন রাক্ষসকুলের ধ্বংসকারী।

যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ॥ ২৪

'শূর্পণখার প্রতিশোধ নিতে জনস্থান থেকে আগত যুদ্ধোন্মুখ খরকে শ্রীরাম যদি অনায়াসে হত্যা করেন, তাহলে সত্য করে বলুন তো, এ ব্যাপারে রামের কী অপরাধ ?

ইদং বচো বন্ধুহিতার্থিনা ময়া
যথোচ্যমানং যদি নাভিপৎস্যসে।
সবান্ধবস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতং রণে
হতোঽদ্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ২৮

আমি আপনার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার এই যথাযথ হিতকর কথা যদি আপনি মান্য না করেন তবে, আজ যুদ্ধে রামের নিক্ষিপ্ত সরলগতি বাণে সবান্ধব আপনি প্রাণ হারাবেন।'

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯ ॥

———○———

চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

সীতাহরণ কার্যে সাহায্যের জন্য মারীচের প্রতি রাবণের অনুরোধ ও পরে ভয় প্রদর্শন

মারীচস্য তু তদ্ বাক্যং ক্ষমং যুক্তং চ রাবণঃ।
উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্তুকাম ইবৌষধম্॥ ১

মরণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন ঔষধ পান করতে চায় না, তদ্রূপ মারীচের সেই হিতকর ও যুক্তিযুক্ত কথা রাবণ গ্রহণ করল না।

তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ॥ ২

মৃত্যুর দেবতা দ্বারা প্রেরিত হয়েই যেন রাক্ষসরাজ রাবণ শাস্ত্রসম্মত ও কল্যাণকর বাক্যের বক্তা মারীচকে অযৌক্তিক কঠোর বাক্যে বলল—

দুষ্কুলৈতদযুক্তার্থং মারীচ ময়ি কথ্যতে।
বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে॥ ৩

'হীন বংশজাত মারীচ ! তুমি আমাকে এই যে অযৌক্তিক নিরর্থক কথা বলছ, এগুলি ঊষর ভূমিতে বপন করা বীজের মতোই নিষ্ফল।

ত্বদ্বাক্যৈর্ন তু মাং শক্যং ভেত্তুং রামস্য সংযুগে।
মূর্খস্য পাপশীলস্য মানুষস্য বিশেষতঃ॥ ৪

'তোমার এই সকল উপদেশ বাক্য মূর্খ, পাপাচারী, বিশেষত মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

যস্ত্যক্ত্বা সুহৃদো রাজ্যং মাতরং পিতরং তথা।
স্ত্রীবাক্যং প্রাকৃতং শ্রুত্বা বনমেকপদে গতঃ॥ ৫
অবশ্যং তু ময়া তস্য সংযুগে খরঘাতিনঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরা সীতা হর্তব্যা তব সন্নিধৌ॥ ৬

'যে রাম স্ত্রীলোকের বিবেকহীন কথায় আত্মীয়স্বজন, রাজ্য এমনকি পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে একপায়ে (দ্বিধাহীন চিত্তে) বনে চলে গেল, যুদ্ধে সেই খরের হত্যাকারীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে তোমার সামনেই আমি অবশ্যই হরণ করব।

এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্হৃদি মারীচ বিদ্যতে।
ন ব্যাবর্তয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৭

'মারীচ ! আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত, যা ইন্দ্রসহ দেবগণ এবং অসুরগণও পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে না।

দোষং গুণং বা সম্পৃষ্টস্ত্বমেবং বক্তুমর্হসি।
অপায়ং বা উপায়ং বা কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে॥ ৮

'এই কাজের দোষ বা গুণ, লাভ বা ক্ষতির বিষয়ে নির্ণয় ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেই তুমি এই সকল বলতে পারতে।

সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিপশ্চিতা।
উদ্যতাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ॥ ৯

'উন্নতিকামী বুদ্ধিমান মন্ত্রী রাজার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলেই কেবল বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে।

বাক্যমপ্রতিকূলং তু মৃদুপূর্বং শুভং হিতম্।
উপচারেণ বক্তব্যো যুক্তং চ বসুধাধিপঃ॥ ১০

'রাজার নিকট অনুকূল, বিনম্র, উত্তম, হিতকর, যুক্তিযুক্ত এবং রাজনীতিসম্মত বাক্য বলা উচিত।

সাবমর্দং তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্যতে।
নাভিনন্দেত তদ্ রাজা মানার্থী মানবর্জিতম্॥ ১১

'যে কথা হিতকর, কিন্তু মনঃ-পীড়াদায়ক অথবা অপমানজনক, সেই কথা সম্মানার্থী রাজা সানন্দে গ্রহণ করেন না।

পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥ ১২
ঔষ্ণ্যং তথা বিক্রমং চ সৌম্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্।
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষণদাচর॥ ১৩

'হে নিশাচর রাক্ষস ! অমিত-বিক্রমশালী মহাত্মা রাজারা অগ্নিদেবের, দেবরাজ ইন্দ্রের, চন্দ্রের, মৃত্যুরাজ যমের এবং জলাধিপতি বরুণদেবের রূপ এবং তাঁদের গুণগুলি যথাক্রমে উষ্ণতা-তেজ, পরাক্রম, সৌম্যতা-স্নিগ্ধতা, দণ্ডনীতি-শাস্তিপ্রদাননীতি এবং প্রসন্নতা-আনুকূল্য-সন্তোষ (গুণ) ধারণ করে থাকে।

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ নিত্যদা।
ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাস্থিতঃ॥ ১৪
অভ্যাগতং তু দৌরাত্ম্যাৎ পরুষং বদসীদৃশম্।
গুণদোষৌ ন পৃচ্ছামি ক্ষেমং চাত্মনি রাক্ষস॥ ১৫

'অতএব রাজারা সকল অবস্থাতেই মাননীয় এবং পূজনীয়। তুমি কিন্তু নিজের কর্তব্য বিষয়ে না জেনেই কেবল মোহগ্রস্ত হয়ে অহঙ্কারবশত (মৎ-সদৃশ) অতিথিকে

এইরকম কঠোর বাক্য বলছ। ওহে রাক্ষস ! আমি আমার কর্মের গুণদোষ এবং হিত সম্বন্ধে জানতে চাইছি না।

ময়োক্তমপি চৈতাবৎ ত্বাং প্রত্যমিতবিক্রম।
অস্মিংস্তু স ভবান্ কৃত্যে সাহায্যং কর্তুমর্হসি॥ ১৬

'হে অপরিমিত পরাক্রমি ! তোমার প্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, এই কার্যে তুমি আমায় সাহায্য করবে কি?

শৃণু তৎকর্ম সাহায্যে যৎকার্যং বচনান্মম।
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ॥ ১৭
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি॥ ১৮

'আমার কথানুসারে, এই কাজে সাহায্যের জন্য তোমায় যা করতে হবে তা শোনো, তুমি রজতবিন্দু দ্বারা চিত্রিত সুবর্ণময় হরিণ হয়ে রামের আশ্রমে সীতার সামনে চরে বেড়াবে ; বিদেহ রাজতনয়াকে প্রলুব্ধ করে যথেচ্ছ স্থানে যেতে পারো।

ত্বাং হি মায়াময়ং দৃষ্ট্বা কাঞ্চনং জাতবিস্ময়া।
আনয়ৈনমিতি ক্ষিপ্রং রামং বক্ষ্যতি মৈথিলী॥ ১৯

তোমাকে মায়াময় সোনার হরিণ রূপে দেখে, বিস্মিতা সীতা রামকে বলবে, 'শীঘ্র একে নিয়ে এসো'।

অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে দূরং গত্বাপ্যুদাহর।
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং রামবাক্যানুরূপকম্॥ ২০

'কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম হরিণরূপী তোমাকে ধরার জন্য আশ্রম থেকে নির্গত হলে, তাঁকে আকর্ষণ করে দূরে নিয়ে গিয়ে রামের গলার স্বরে কথার অনুকরণে 'হায় সীতা, হায় লক্ষ্মণ' বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করবে।

তচ্ছ্রুত্বা রামপদবীং সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
অনুগচ্ছতি সম্ভ্রান্তং সৌমিত্রিরপি সৌহৃদাৎ॥ ২১

'শ্রীরামচন্দ্রের সেই ডাক শুনে সীতার প্রেরণায় এবং ভ্রাতৃস্নেহবশতও লক্ষ্মণ সভয়ে শীঘ্র শ্রীরামের পথ অনুসরণ করবে।

অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে লক্ষ্মণে চ যথাসুখম্।
আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব॥ ২২

'কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ আশ্রম থেকে চলে গেলে, সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অপহরণ করেছিলেন সেইরকমভাবে আমি সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসব।

এবং কৃত্বা ত্বিদং কার্যং যথেষ্টং গচ্ছ রাক্ষস।
রাজ্যস্যার্ধং প্রদাস্যামি মারীচ তব সুব্রত॥ ২৩

'হে রাক্ষস ! এইভাবে আমার কাজটা করে দিয়ে তুমি স্বেচ্ছায় চলে যেও। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনকারী হে মারীচ ! আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দান করব।

গচ্ছ সৌম্য শিবং মার্গং কার্যস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি সরথো দণ্ডকাবনম্॥ ২৪

'হে প্রিয়দর্শন ! এই কার্যের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক। আমিও রথারূঢ় হয়ে দণ্ডকবন পর্যন্ত তোমাকে অনুগমন করব।

প্রাপ্য সীতামযুদ্ধেন বঞ্চয়িত্বা তু রাঘবম্।
লঙ্কাং প্রতি গমিষ্যামি কৃতকার্যঃ সহ ত্বয়া॥ ২৫

'রাঘব শ্রীরামচন্দ্রকে ছলনা করে বিনা যুদ্ধেই সীতাকে লাভ করে সফলকাম হয়ে তোমার সঙ্গে লঙ্কায় চলে যাব।

নো চেৎ করোষি মারীচ হন্মি ত্বামহমদ্য বৈ।
এতৎ কার্যমবশ্যং মে বলাদপি করিষ্যসি।
রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে॥ ২৬

'মারীচ ! আমি এই কাজ তোমাকে দিয়ে জোর করে করাব ; যদি না করো, তবে আজই তোমাকে হত্যা করব। রাজার প্রতিকূলতাচারী কখনই সুখ পায় না।

আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে
মৃত্যুর্ধ্রুবো হ্যদ্য ময়া বিরুধ্যতঃ।
এতদ্ যথাবৎ পরিগণ্য বুদ্ধ্যা
যদত্র পথ্যং কুরু তত্তথা ত্বম্॥ ২৭

'শ্রীরামের কাছে গেলে, তোমার জীবনসংশয় হতে পারে (সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নাও হতে পারে), কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে আজই, এখনই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব চিন্তা করে এ বিষয়ে যথাযথ স্থির করে যা হিতকর মনে করবে, তাই-ই করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

বিনাশের ভয় দেখিয়ে রাবণের প্রতি মারীচের পুনরায় সাবধানবাণী

আজ্ঞপ্তো রাবণেনেত্থং প্রতিকূলং চ রাজবৎ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং নিঃশঙ্কো রাক্ষসাধিপম্॥ ১

রাবণ কর্তৃক রাজার মতো এইরকম বিপজ্জনক আদেশ প্রাপ্ত হয়ে মারীচ নিঃশঙ্ক চিত্তে রাক্ষসরাজকে কঠোর বাক্যে বলল—

কেনায়মুপদিষ্টস্তে বিনাশঃ পাপকর্মণা।
সপুত্রস্য সরাজ্যস্য সামাত্যস্য নিশাচর॥ ২

'হে রাক্ষসরাজ ! পুত্র, রাজ্য ও অমাত্যসহ তোমার বিনাশের জন্য কোন্ পাপাচারী তোমায় এই উপদেশ দিয়েছে ?

কস্ত্বয়া সুখিনা রাজন্ নাভিনন্দতি পাপকৃৎ।
কেনেদমুপদিষ্টং তে মৃত্যুদ্বারমুপায়তঃ॥ ৩

'রাজন্ ! তোমায় সুখী দেখে কে অভিনন্দিত হচ্ছে না (তোমার সুখে কার নিরানন্দ হয়েছে) ? কে তোমাকে মৃত্যুদ্বারে যাওয়ার এই উপদেশ দিয়েছে ?

শত্রবস্তব সুব্যক্তং হীনবীর্যা নিশাচর।
ইচ্ছন্তি ত্বাং বিনশ্যন্তমুপরুদ্ধং বলীয়সা॥ ৪

'হে নিশাচর ! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার দুর্বল শত্রুরা বলবান কর্তৃক তোমাকে বন্দি করে বিনাশ করতে চাইছে।

কেনেদমুপদিষ্টং তে ক্ষুদ্রেণাহিতবুদ্ধিনা।
যস্ত্বামিচ্ছতি নশ্যন্তং স্বকৃতেন নিশাচর॥ ৫

'হে নিশাচর রাক্ষস ! তোমার স্বকর্মদোষে তোমার বিনাশ চায়, এমন কোন্ অশুভবুদ্ধি হীন ব্যক্তি তোমাকে এই উপদেশ দিয়েছে ?

বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।
যে ত্বামুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্নন্তি সর্বশঃ॥ ৬

'রাবণ ! তোমার যে মন্ত্রীরা বিপথগামী তোমাকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত করছে না, তারা বধ্য হলেও তাদের বধ করা হচ্ছে না।

অমাত্যৈঃ কামবৃত্তো হি রাজা কাপথমাশ্রিতঃ।
নিগ্রাহ্যঃ সর্বথা সদ্ভিঃ স নিগ্রাহ্যো ন গৃহ্যসে॥ ৭

'স্বেচ্ছাচারী কুপথগামী রাজা সৎ মন্ত্রিগণ কর্তৃক সর্বপ্রকারেই নিবারণীয়। সেই তুমি কিন্তু (আমা কর্তৃক) নিবারণীয় হয়েও নিবারিত হচ্ছ না।

ধর্মমর্থং চ কামং চ যশশ্চ জয়তাং বর।
স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর॥ ৮

'হে বিজয়ীশ্রেষ্ঠ নিশাচর ! রাজানুগ্রহেই মন্ত্রিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম্য বিষয় এবং যশ লাভ করে থাকেন।

বিপর্যয়ে তু তৎসর্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ।
ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ॥ ৯

'হে রাজা রাবণ ! অন্যথায় (রাজানুগ্রহ ব্যতীত) সেই সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রভুর বৈগুণ্য (হীনতা) হেতু সাধারণ জনেরা বিপন্ন হয় (কষ্ট পায়)।

রাজমূলো হি ধর্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যো নরাধিপঃ॥ ১০

'হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! রাজাই প্রজাদের ধর্মরক্ষা ও যশোরক্ষার মূল। অতএব সর্বাবস্থায় রাজাকে রক্ষা করা উচিত।

রাজ্যং পালয়িতুং শক্যং ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর।
ন চাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষস॥ ১১

'হে নিশাচর রাক্ষস ! রুক্ষ, প্রজাদের বিরুদ্ধ আচরণকারী এবং উদ্ধত রাজা রাজ্যপালনে অক্ষম।

যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহ তেন বৈ।
বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা॥ ১২

'মন্দসারথিযুক্ত রথ যেমন (উচ্চ-নীচ—অসমান) পথে সঙ্কটাপন্ন হয়, তদ্রূপ যে মন্ত্রীরা উগ্র মন্ত্রণাদাতা, তাদের সেই রাজার সঙ্গে শীঘ্রই ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ১৩

'পৃথিবীতে উপযুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেও বহু সাধু ব্যক্তি অপরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হয়েছেন।

স্বামিনা প্রতিকূলেন প্রজাস্তীক্ষ্ণেন রাবণ।
রক্ষ্যমাণা ন বর্ধন্তে মেষা গোমায়ুনা যথা॥ ১৪

'রাবণ ! বিরুদ্ধাচারীর প্রভু কর্তৃক উগ্রতার সঙ্গে পালিত প্রজাবর্গ, শৃগাল কর্তৃক রক্ষিত মেষের (পার্বত্য মৃগের) মতো (ভয় হেতু) শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।

যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৫

'রাবণ ! তোমার মতো ক্রূর, দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা যাদের, সেই রাক্ষসেরা অনিবার্যভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

তদিদং কাকতালীয়ং ঘোরমাসাদিতং ময়া।
অত্র ত্বং শোচনীয়োঽসি সসৈন্যো বিনশিষ্যসি॥ ১৬

'আমি কাকতালীয়ের ন্যায় সহসা বিপদাপন্ন হয়েছি। এর জন্য তোমার শোক করা উচিত ; নতুবা সসৈন্যে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

মাং নিহত্বা তু রামোঽসাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি।
অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি প্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ॥ ১৭

'সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাকে হত্যা করে শীঘ্রই তোমাকে বধ করবেন। এই মৃত্যু দ্বারা আমি কৃতার্থ হব, কারণ যুদ্ধে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করব।

দর্শনাদেব রামস্য হতং মামবধারয়।
আত্মানং চ হতং বিদ্ধি হৃত্বা সীতাং সবান্ধবম্॥ ১৮

'শ্রীরামের দর্শনমাত্রই আমার মৃত্যু অবধারিত বলে জানবে। সীতাকে হরণ করে তুমিও সবান্ধব নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনো।

আনয়িষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া।
নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ॥ ১৯

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যদি তুমি আশ্রম থেকে সীতাকে নিয়ে আসো, তা হলে না তুমি, না আমি, না লঙ্কা, না রাক্ষসেরা,—কেউই জীবিত থাকবে না।

নিবার্যমাণস্তু ময়া হিতৈষিণা
ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচর।
পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥ ২৮

'নিশাচর রাবণ ! তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তোমাকে সীতাহরণরূপ দুষ্কার্য থেকে নিবারণ করলেও তুমি এই হিতকর বাক্য গ্রহণ করছ না, যেমন মৃতকল্প হীনায়ু ব্যক্তিরা বন্ধুগণ কথিত হিতকর উপদেশ গ্রহণ করে না।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

———o———

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

মায়া-স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচের শ্রীরামের আশ্রমে আগমন এবং সীতা কর্তৃক তাকে দর্শন

এবমুক্ত্বা তু পরুষং মারীচো রাবণং ততঃ।
গচ্ছাবেত্যব্রবীদ্ দীনো ভয়াদ্ রাত্রিংচরপ্রভোঃ॥ ১

মারীচ রাবণকে এইরকম কঠোর বাক্য বলে, অতঃপর রাক্ষসরাজের ভয়ে দুঃখী সেই মারীচ বলল, 'চলুন, আমরা দু'জনেই যাই।'

দৃষ্টশ্চাহং পুনস্তেন শরচাপাসিধারিণা।
মদ্বধোদ্যতশস্ত্রেণ নিহতং জীবিতং চ মে॥ ২

'ধনুর্বাণ ও অসিধারী (খড়্গধারী) শ্রীরাম আমাকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উদ্যত করে যদি পুনরায় আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে তখনই আমার প্রাণের অন্ত হয়ে যাবে।

নহি রামং পরাক্রম্য জীবন্ প্রতিনিবর্ততে।
বর্ততে প্রতিরূপোঽসৌ যমদণ্ডহতস্য তে॥ ৩

'শ্রীরামচন্দ্রকে পরাক্রম দেখিয়ে কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে না। যমের দণ্ডে নিহত তোমার কাছে শ্রীরামই যমের প্রতিরূপ (মৃত্যুরাজ যমের প্রতিরূপ শ্রীরামচন্দ্র তোমায় অবশ্যই হত্যা করবেন)।

কিং নু কর্তুং ময়া শক্যমেবং ত্বয়ি দুরাত্মনি।
এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেঽস্তু নিশাচর॥ ৪

'পূজ্যপাদ হে নিশাচর ! আপনি এরূপ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন হলে আমি আর কী করতে পারি ! এই আমি যাচ্ছি, আপনার কল্যাণ হোক।'

প্রহৃষ্টস্ত্বভবৎ তেন বচনেন স রাক্ষসঃ।
পরিষ্বজ্য সুসংশ্লিষ্টমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

সেই রাক্ষস রাবণ মারীচের কথায় আহ্লাদিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলল—

এতচ্ছৌটীর্যযুক্তং তে মচ্ছন্দবশবর্তিনঃ।
ইদানীমসি মারীচঃ পূর্বমন্যো হি রাক্ষসঃ॥ ৬

'তোমার এই বীরত্বপূর্ণ কথা আমার জীবন ছন্দের অনুবর্তী। এখন তুমি প্রকৃতই মারীচ হয়েছ, পূর্বে অন্য সাধারণ রাক্ষস ছিলে।

আরুহ্যতাময়ং শীঘ্রং খগো রত্নবিভূষিতঃ।
ময়া সহ রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ॥ ৭

'আমার সঙ্গে, পিশাচের মুখের মতো গাধা দ্বারা চালিত আকাশগামী এবং নানা রত্নদ্বারা সজ্জিত এই রথে শীঘ্র আরোহণ করো।

প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি।
তাং শূন্যে প্রসভং সীতামনয়িষ্যামি মৈথিলীম্॥ ৮

'বিদেহরাজতনয়াকে প্রলোভিত করে তুমি যেখানে খুশী চলে যেতে পারো। আশ্রম (রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা) শূন্য হয়ে গেলে আমি সেই মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে বলপূর্বক জোর করে নিয়ে আসব।'

তথেত্যুবাচৈনং রাবণং তাটকাসুতঃ।
ততো রাবণমারীচৌ বিমানমিব তং রথম্॥ ৯
আরুহ্যায়য়তুঃ শীঘ্রং তস্মাদাশ্রমমণ্ডলাৎ।

তখন তাড়কার পুত্র মারীচ রাবণকে বলল, 'তাই হবে'। অতঃপর রাবণ এবং মারীচ ব্যোমযান সদৃশ রথে আরোহণ করে সেই আশ্রমস্থান থেকে দ্রুত যাত্রা করল।

তথৈব তত্র পশ্যন্তৌ পত্তনানি বনানি চ॥ ১০
গিরীংশ্চ সরিতঃ সর্বা রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ।
সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যাশ্রমং ততঃ॥ ১১
দদর্শ সহমারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ মারীচের সঙ্গে পূর্বের মতোই জনপদ, অরণ্য, পর্বত, নদীসকল, রাষ্ট্র ও নগরসমূহ দেখতে দেখতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হয়ে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম দেখতে পেলেন।

অবতীর্য রথাৎ তস্মাৎ ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ॥ ১২
হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।

অতঃপর সুবর্ণমণ্ডিত সেই রথ থেকে অবতরণ করে রাবণ মারীচের হাত ধরে এই কথা বললেন—

এতদ্ রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্॥ ১৩
ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ।

'বন্ধু মারীচ ! কদলী বৃক্ষ-পরিবৃত রামের এই আশ্রম দেখা যাচ্ছে ; এখন যে জন্য আমরা এখানে এসেছি তা সম্পন্ন করো।'

স রাবণবচঃ শ্রুত্বা মারীচো রাক্ষসস্তদা॥ ১৪
মৃগো ভূত্বাঽঽশ্রমদ্বারি রামস্য বিচচার হ।

রাবণের কথা শুনে তখন রাক্ষস মারীচ হরিণের রূপ ধারণ করে, রামচন্দ্রের আশ্রমের সামনে বিচরণ করতে লাগল।

স তু রূপং সমাস্থায় মহদদ্ভুতদর্শনম্॥ ১৫
মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ।
রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ॥ ১৬
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ।
মধূকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ॥ ১৭
বৈদূর্যসংকাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ।
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্ধ্বং বিরাজিতঃ॥ ১৮

মারীচ অদ্ভুতদর্শন হরিণের রূপ ধারণ করল। তার হরিণের শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ শ্রেষ্ঠ মণি-সদৃশ, বদনমণ্ডল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, মুখবিবর রক্তপদ্মের মতো, কর্ণদ্বয় শ্রেষ্ঠ নীল পদ্মের মতো, গ্রীবা কিঞ্চিৎ উন্নত, উদরের রঙ নীলকান্ত মণির মতো, পার্শ্বদ্বয় মহুয়া ফুলের ন্যায় শুভ্র, দেহ স্বর্ণকমলের ন্যায় স্নিগ্ধ, পায়ের খুর বৈদূর্য-মণির মতো, কটিদেশ ক্ষীণ এবং ঊর্ধ্বে উত্থিত পুচ্ছ রামধনুর মতো বহুবর্ণময়।

মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ॥ ১৯

মারীচ ক্ষণকালের মধ্যেই মনোরম, স্নিগ্ধবর্ণ নানারত্নে আবৃত অতীব সুন্দর হরিণে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বনং প্রজ্বলয়ন্ রম্যং রামাশ্রমপদং চ তৎ।
মনোহরং দর্শনীয়ং রূপং কৃত্বা স রাক্ষসঃ॥ ২০
প্রলোভনার্থং বৈদেহ্যা নানাধাতুবিচিত্রিতম্।
বিচরন্ গচ্ছতে সম্যক্ শাদ্বলানি সমন্ততঃ॥ ২১

মারীচ সীতাকে প্রলোভিত করার জন্য সুন্দর নানারূপ ধাতুদ্বারা চিত্রিত দর্শনীয় মনোরম রূপ ধরে সমস্ত অরণ্যে শ্রীরামের আশ্রমকে উজ্জ্বল করে চারদিকে তৃণভক্ষণছলে বিচরণ করতে লাগল।

রৌপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রং ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ।
বিটপীনাং কিসলয়ান্ ভক্ষয়ন্ বিচচার হ॥ ২২

শত শত রৌপ্য বিন্দু চিত্রিত সেই মায়া হরিণ বৃক্ষের কোমল পত্র ভক্ষণ করতে করতে বিচরণ করছিল।

কদলীগৃহকং গত্বা কর্ণিকারানিতস্ততঃ।
সমাশ্রয়ন্ মন্দগতিং সীতাসন্দর্শনং ততঃ॥ ২৩

সেই মায়ামৃগ কলাবাগানে ও পরে স্বর্ণচাঁপাবনে গিয়ে সীতার দৃষ্টিগোচর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ধীরগতি আশ্রয় করে এদিক ওদিক বিচরণ করছিল।

রাজীবচিত্রপৃষ্ঠঃ স বিররাজ মহামৃগঃ।
রামাশ্রমপদাভ্যাশে বিচচার যথাসুখম্॥ ২৪

কমল-চিত্রিত-পৃষ্ঠ সেই মহান হরিণ শ্রীরামের আশ্রমের নিকটে আপনসুখে বিচরণ করে শোভা পাচ্ছিল।

পুনর্গত্বা নিবৃত্তশ্চ বিচচার মৃগোত্তমঃ।
গত্বা মুহূর্তং ত্বরয়া পুনঃ প্রতিনিবর্ততে॥ ২৫

সেই মৃগশ্রেষ্ঠ একবার কতদূর গিয়ে ফিরে এসে বিচরণ করছে ; আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য গিয়ে শীঘ্রই প্রত্যাবৃত হচ্ছে।

বিক্রীডংশ্চ ক্বচিদ্ ভূমৌ পুনরেব নিষীদতি।
আশ্রমদ্বারমাগম্য মৃগযূথানি গচ্ছতি॥ ২৬

কখন কখনও খেলতে খেলতে আবার মাটিতে বসে পড়ছে। আবার কখনও আশ্রমদ্বারের সামনে এসে অন্য হরিণের দলের অনুসরণ করছে।

মৃগযূথৈরনুগতঃ পুনরেব নিবর্ততে।
সীতাদর্শনমাকাঙ্ক্ষন্ রাক্ষসো মৃগতাং গতঃ॥ ২৭

সীতা যাতে দেখতে পান এই আকাঙ্ক্ষায় হরিণের রূপধারী রাক্ষস মারীচ হরিণের দলের অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

পরিভ্রমতি চিত্রাণি মণ্ডলানি বিনিষ্পতন্।
সমুদ্বীক্ষ্য চ সর্বে তং মৃগা যেঽন্যে বনেচরাঃ॥ ২৮
উপগম্য সমাঘ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ।

(সেই মৃগ) মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভঙ্গীতে লম্ফদান-পূর্বক পরিভ্রমণ করতে লাগল। অরণ্যচারী অন্য হরিণেরা সকলে তাকে দেখে এবং তার কাছে এসে তার দেহ আঘ্রাণ করল এবং ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল। (তার শরীরের গন্ধেই তারা সেই হরিণরূপীকে রাক্ষস বলে বুঝতে পারল)

রাক্ষসঃ সোঽপি তান্ বন্যান্ মৃগান্ মৃগবধে রতঃ॥ ২৯
প্রচ্ছাদনার্থং ভাবস্য ন ভক্ষয়তি সংস্পৃশন্।

সর্বদা পশুবধে নিরত মৃগরূপধারী সেই রাক্ষস মারীচও স্বভাব গোপন করার জন্য সেই বন্য পশুগুলিকে স্পর্শ করেও ভক্ষণ করছে না।

তস্মিন্নেব ততঃ কালে বৈদেহী শুভলোচনা॥ ৩০
কুসুমাপচয়ে ব্যগ্রা পাদপানত্যবর্তত।
কর্ণিকারানশোকাংশ্চ চূতাংশ্চ মদিরেক্ষণা॥ ৩১

ঠিক সেই সময়ে আকর্ষণীয়-নয়না কল্যাণনেত্রা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কুসুমচয়নে আগ্রহান্বিতা হয়ে কনকচাঁপা, অশোক ও আম্র বৃক্ষের পাশে উপস্থিত হলেন।

কুসুমান্যপচিন্বন্তী চচার রুচিরাননা।
অনর্হা বনবাসস্য সা তং রত্নময়ং মৃগম্॥ ৩২
মুক্তামণিবিচিত্রাঙ্গং দদর্শ পরমাঙ্গনা।

যখন বনবাসের অযোগ্যা সেই চারুনেত্রা পরমা সুন্দরী সীতা কুসুম চয়ন করতে করতে বিচরণ করছিলেন, সেই সময় মণিমুক্তখচিত বিচিত্রতনু রত্নময় সেই মৃগটিকে দেখতে পেলেন।

তং বৈ রুচিরদন্তোষ্ঠং রূপ্যধাতুতনূরুহম্॥ ৩৩
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সস্নেহং সমুদৈক্ষত।

মনোরম দন্তপঙ্ক্তি ও অধরোষ্ঠ এবং রৌপ্যাদি মণিময় ধাতুখচিত দেহকান্তি বিশিষ্ট সেই হরিণকে, আশ্চর্যান্বিতা ও উৎফুল্ললোচনা সীতা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

স চ তাং রামদয়িতাং পশ্যন্ মায়াময়ো মৃগঃ॥ ৩৪
বিচচার ততস্তত্র দীপয়ন্নিব তদ্ বনম্।

তখন সেই মায়ামৃগ রামপ্রিয়া সীতাকে দেখে তাঁকে যেন দেখিয়ে দেখিয়ে সেই বনভূমিকে আলোকিত করে বিচরণ করতে লাগল।

অদৃষ্টপূর্বং দৃষ্ট্বা তং নানারত্নময়ং মৃগম্।
বিস্ময়ং পরমং সীতা জগাম জনকাত্মজা॥ ৩৫

জনকতনয়া সীতা নানা রত্ন সমন্বিত অদৃষ্টপূর্ব সেই হরিণটিকে দেখে অতীব বিস্ময়ান্বিতা হলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

—o—

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৪৩)

কপট-মৃগ দর্শনে লক্ষ্মণের সন্দেহ, জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় হরিণটিকে ধরে আনার জন্য শ্রীরামের নিকট সীতার অনুরোধ, লক্ষ্মণের প্রতি সীতারক্ষার ভার দিয়ে সেই হরিণটিকে আনয়নের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক হরিণের পশ্চাদ্ধাবন

**সা তং সম্প্রেক্ষ্য সুশ্রোণী কুসুমানি বিচিন্বতী।
হেমরাজতবর্ণাভ্যাং পার্শ্বাভ্যামুপশোভিতম্॥ ১
প্রহৃষ্টা চানবদ্যাঙ্গী মৃষ্টহাটকবর্ণিনী।
ভর্তারমপি চক্রন্দ লক্ষ্মণং চৈব সায়ুধম্॥ ২**

অনবদ্য অঙ্গবিশিষ্টা, গলিত স্বর্ণবর্ণা, সর্বাঙ্গ সুন্দরী সীতা কুসুমচয়নকালে সুবর্ণ ও রজত বর্ণাভ পার্শ্বদ্বয়বিশিষ্ট হরিণটিকে দেখে উল্লসিতা হয়ে স্বামী শ্রীরামচন্দ্র এবং দেবর লক্ষ্মণকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করলেন।

**আহূয়াহূয় চ পুনস্তং মৃগং সাধু বীক্ষতে।
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং বৈ আর্যপুত্র সহানুজ॥ ৩**

'আর্যপুত্র! ভাই-এর সঙ্গে শীঘ্র আসুন! আসুন!' এই বলে সীতা তাঁদের বারবার আহ্বান করে, সেই হরিণটিকে আবার ভালো করে দেখতে লাগলেন।

**তাবাহূতৌ নরব্যাঘ্রৌ বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
বীক্ষমাণৌ তু তং দেশং তদা দদৃশতুর্মৃগম্॥ ৪**

বিদেহরাজতনয়া কর্তৃক আহূত নরশার্দূল রাম-লক্ষ্মণ সেখানে এসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে সেই হরিণটিকে দেখতে পেলেন।

**শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্॥ ৫**

কিন্তু হরিণটিকে দেখে সন্দেহান্বিত লক্ষ্মণ বললেন —'এই হরিণটিকে আমি সেই রাক্ষস মারীচ বলেই মনে করি।

**চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে।
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ কামরূপিণা॥ ৬**

'শ্রীরাম! স্বেচ্ছারূপধারী, কপটাচারী এই পাপী, অরণ্যে মৃগয়ার জন্য আগত অনেক হৃষ্টচিত্ত রাজাকে হত্যা করেছে।

**অস্য মায়াবিদো মায়া মৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্বপুরসন্নিভম্॥ ৭**

'হে পুরুষসিংহ! এই মায়াবী, গন্ধর্বনগর তুল্য দীপ্তিমান অলীক মায়ামৃগের রূপ ধারণ করেছে।

**মৃগো হ্যেবংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ॥ ৮**

'হে জগৎপতি রঘুনন্দন! জগতে এরূপ রত্নময় বিচিত্র মৃগ হয় না। এ ছলনা, তাতে কোনও সংশয় নেই।'

**এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থং প্রতিবার্য শুচিস্মিতা।
উবাচ সীতা সংহৃষ্টা ছদ্মনা হৃতচেতনা॥ ৯**

কাকুৎস্থকুলনন্দন লক্ষ্মণ এই কথা বললে, মারীচের ছলনায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি হারিয়ে পবিত্র হাস্যময়ী সীতা সানন্দে বললেন—

**আর্যপুত্রাভিরামোঽসৌ মৃগো হরতি মে মনঃ।
আনয়ৈনং মহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি॥ ১০**

'আর্যপুত্র! ঐ মনোরম হরিণটি আমার মন হরণ করেছে। হে মহাবাহু! ওকে নিয়ে আসুন; ও আমাদের খেলার সাথী হবে।

**ইহাশ্রমপদেঽস্মাকং বহবঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
মৃগাশ্চরন্তি সহিতাশ্চমরাঃ সৃমরাস্তথা॥ ১১
ঋক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
বিহরন্তি মহাবাহো রূপশ্রেষ্ঠা মহাবলাঃ॥ ১২
ন চান্যঃ সদৃশো রাজন্ দৃষ্টঃ পূর্বং মৃগো ময়া।
তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথায়ং মৃগসত্তমঃ॥ ১৩**

'রাজন্! আমাদের এই পবিত্র আশ্রমে চমরমৃগ, সৃমর (কৃষ্ণসার মৃগ) এবং তাদের সঙ্গে অনেক পুণ্যদর্শন মৃগ পশু বিচরণ করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ! এখানে মহাবলবান শ্রেষ্ঠ রূপবান ভল্লুক, চিত্রিত হরিণ, বানর এবং কিন্নরগণ বিহার (আনন্দে বিচরণ) করে। কিন্তু তেজ এবং সামর্থ্যে এই মৃগশ্রেষ্ঠটি যেমন, তদ্রূপ এর সমান অন্য মৃগ আমি পূর্বে দেখিনি।

**নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গো রত্নভূতো মমাগ্রতঃ।
দ্যোতয়ন্ বনমব্যগ্রং শোভতে শশিসন্নিভঃ॥ ১৪**

'নানা বর্ণে চিত্রিত রত্নময় শান্ত মৃগটি বনভূমি উজ্জ্বল করে আমার সম্মুখে চন্দ্রের ন্যায় শোভমান।

অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা।
মৃগোঽদ্ভুতো বিচিত্রাঙ্গো হৃদয়ং হরতীব মে॥ ১৫

'আহা কী রূপ! কী সৌন্দর্য! কী মধুর স্বরলহরী! বিচিত্রাঙ্গ অদ্ভুত মৃগটি আমার হৃদয় হরণ করে নিয়েছে।

যদি গ্রহণমভ্যেতি জীবন্নেব মৃগস্তব।
আশ্চর্যভূতং ভবতি বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি॥ ১৬

'যদি এই হরিণটিকে আপনি জীবিত ধরতে পারেন, তাহলে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হবে এবং জনসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করবে।

সমাপ্তবনবাসানাং রাজ্যস্থানাং চ নঃ পুনঃ।
অন্তঃপুরে বিভূষার্থো মৃগ এষ ভবিষ্যতি॥ ১৭

'আমাদের বনবাসের অবসানে পুনরায় রাজ্যে অবস্থানকালে এই হরিণটি রাজান্তঃপুরের শোভা বৃদ্ধি করবে।

ভরতস্যার্যপুত্রস্য শ্বশ্রূণাং মম চ প্রভো।
মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি॥ ১৮

'প্রভু! এই মৃগটির দিব্যরূপ ভরতের, আর্যপুত্রের (আপনার), শ্বশ্রূমাতাদের এবং আমার বিস্ময় উৎপাদন করবে।

জীবন্ন যদি তেঽভ্যেতি গ্রহণং মৃগসত্তমঃ।
অজিনং নরশার্দূল রুচিরং তু ভবিষ্যতি॥ ১৯

'হে পুরুষসিংহ! এই অত্যুত্তম হরিণটি যদি জীবিতাবস্থায় আপনার অধিকারে না আসে, তবে এর চর্মটি খুব সুন্দর (অজিনাসন) হবে।

নিহতস্যাস্য সত্ত্বস্য জাম্বূনদময়ত্বচি।
শষ্পবৃস্যাং বিনীতায়ামিচ্ছাম্যহমুপাসিতুম্॥ ২০

'কুশাসনের উপরে বিছানো এই নিহত প্রাণীটির স্বর্ণময় চর্মাসনে আমি উপবেশন করতে বাসনা করি।

কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম॥ ২১

'এই উগ্র কামনা স্ত্রীজাতির পক্ষে অনুচিত বলে মনে করা হয়; তথাপি এই হরিণটির দেহ আমার বিস্ময় উৎপাদন করছে।'

তেন কাঞ্চনরোম্ণা তু মণিপ্রবরশৃঙ্গিণা।
তরুণাদিত্যবর্ণেন নক্ষত্রপথবর্চসা॥ ২২

বভূব রাঘবস্যাপি মনো বিস্ময়মাগতম্।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ মৃগমদ্ভুতম্॥ ২৩

লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
উবাচ রাঘবো হৃষ্টো ভ্রাতরং লক্ষ্মণং বচঃ॥ ২৪

হরিণের সেই স্বর্ণবর্ণময় রোমরাজি, শ্রেষ্ঠ মণিময় শৃঙ্গদ্বয়, নবোদিত সূর্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্রপথের (ছায়াপথের) মতো স্নিগ্ধ-দীপ্তিতে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মনও বিস্ময়াপন্ন হল। সীতার কথানুসারে সেই অদ্ভুত মৃগের রূপে মোহিত এবং সীতা কর্তৃক প্রেরিত হৃষ্টচিত্ত রামচন্দ্র তখন ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহামুল্লসিতামিমাম্।
রূপশ্রেষ্ঠতয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি॥ ২৫

'লক্ষ্মণ! দেখ, বিদেহরাজনন্দিনীর এ কি উল্লাসময়ী স্পৃহা। রূপের শ্রেষ্ঠতা হেতু এই মৃগটি আজ আর জীবিত থাকবে না।

ন বনে নন্দনোদ্দেশে ন চৈত্ররথসংশ্রয়ে।
কুতঃ পৃথিব্যাং সৌমিত্রে যোঽস্য কশ্চিৎ সমো মৃগঃ॥ ২৬

'হে সুমিত্রানন্দন! স্বর্গের নন্দন-কাননে বা কুবেরের চৈত্ররথ নামক কাননে এমন কোনও হরিণ নেই, যে সৌন্দর্যে এর সমান, অতএব পৃথিবীতে কি করে হবে!

প্রতিলোমানুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ।
শোভন্তে মৃগমাশ্রিত্য চিত্রাঃ কনকবিন্দুভিঃ॥ ২৭

'মৃগটিকে আশ্রয় করে অনুলোম-প্রতিলোম ক্রমে মনোহারী রোমরাজি স্বর্ণময় বিন্দুসমূহ দ্বারা চিত্রিত হয়ে শোভা পাচ্ছে।

পশ্যাস্য জৃম্ভমাণস্য দীপ্তামগ্নিশিখোপমাম্।
জিহ্বাং মুখান্নিঃসরন্তীং মেঘাদিব শতহ্রদাম্॥ ২৮

'দেখ, মেঘ থেকে নিঃসৃত বিদ্যুন্মালার ন্যায়, জৃম্ভণকালে এর মুখ থেকে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাতুল্য জিহ্বা নিঃসৃত হচ্ছে।

মসারগল্বর্কমুখঃ শঙ্খমুক্তানিভোদরঃ।
কস্য নামানিরূপ্যোঽসৌ ন মনো লোভয়েন্মৃগঃ॥ ২৯

নীলকান্তমণিময় পানপাত্রতুল্য মুখ এবং শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ শুভ্র উদরবিশিষ্ট ঐ অতুলনীয় মৃগটি কার মনকে না লোভাতুর করে।

কস্য রূপমিদং দৃষ্ট্বা জাম্বূনদময়প্রভম্।
নানারত্নময়ং দিব্যং ন মনো বিস্ময়ং ব্রজেৎ॥ ৩০

'সুবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট নানারত্নময় এই দিব্য রূপ দেখে কার মন না বিস্ময়ান্বিত হয়!

মাংসহেতোরপি মৃগান্ বিহারার্থং চ ধন্বিনঃ।
ঘ্নন্তি লক্ষ্মণ রাজানো মৃগয়ায়াং মহাবনে॥ ৩১

'লক্ষ্মণ ! ধনুর্ধারী রাজারা মাংসের (মৃগচর্ম) নিমিত্ত আর মৃগয়া-বিহারের জন্যও আনন্দের কারণে মহারণ্যে মৃগদের হত্যা করেন।

ধনানি ব্যবসায়েন বিচীয়ন্তে মহাবনে।
ধাতবো বিবিধশ্চাপি মণিরত্নসুবর্ণিনঃ॥ ৩২

'মহারণ্যে রাজারা সযত্নে ধন এবং মণি-রত্ন-সুবর্ণাদি নানাবিধ ধাতুও সংগ্রহ করে থাকেন।

তৎ সারমখিলং নৃণাং ধনং নিচয়বর্ধনম্।
মনসা চিন্তিতং সর্বং যথা শুক্রস্য লক্ষ্মণ॥ ৩৩

'ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত পুরুষের নিকট চিন্তামাত্রই যেমন উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হয় তদনুরূপ রাজ্যের কোষাগারে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্য-সম্পদ উৎকৃষ্টকারী হয়।

অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচারয়ন্।
তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থ্যাঃ সুলক্ষ্মণ॥ ৩৪

'শুভ লক্ষণযুক্ত ভাই লক্ষ্মণ ! প্রার্থী যে প্রয়োজন সাধনের জন্য নির্বিচারে ভ্রমণ করে, অর্থশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ জনেরা সেই প্রয়োজনকেই প্রার্থনীয় বলে থাকেন।

এতস্য মৃগরত্নস্য পরার্ধ্যে কাঞ্চনত্বচি।
উপবেক্ষ্যতি বৈদেহী ময়া সহ সুমধ্যমা॥ ৩৫

'সুন্দরী বিদেহরাজতনয়া সীতা এই মৃগরত্নের সুবর্ণময় চর্মাসনের অপরার্ধের উপরে আমার পার্শ্বে উপবেশন করবে।

ন কাদলী ন প্রিয়কী ন প্রবেণী ন চাবিকী।
ভবেদেতস্য সদৃশী স্পর্শেহনেনেতি মে মতিঃ॥ ৩৬

'কদল (মৃগবিশেষ), প্রিয়ক (মৃগবিশেষ), প্রবেণ (ছাগবিশেষ) এবং মেষের স্পর্শ কখনই এই স্বর্ণমৃগের স্পর্শের মতো সুখকর হবে না, এই আমার অভিমত।

এষ চৈব মৃগঃ শ্রীমান্ যশ্চ দিব্যো নভশ্চরঃ।
উভাবেতৌ মৃগৌ দিব্যৌ তারামৃগমহীমৃগৌ॥ ৩৭

'এই মৃগটি অতিশয় সুন্দর, গগনচারী মৃগও (মৃগশিরা নক্ষত্রও) সুন্দর। তারামৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র) এবং এই পার্থিব মৃগ (স্বর্ণমৃগ) উভয়ই স্বর্গীয় শ্রী-সম্পন্ন।

যদি বায়ং তথা যন্মাং ভবেদ্ বদসি লক্ষ্মণ।
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি কর্তব্যোঽস্য বধো ময়া॥ ৩৮

'লক্ষ্মণ ! আমাকে যা বললে, যদিও বা এ তদ্রূপ রাক্ষসের মায়া (ছলনা) হয়, তবে একে হত্যা করা আমার কর্তব্য।

এতেন হি নৃশংসেন মারীচেনাকৃতাত্মনা।
বনে বিচরতা পূর্বং হিংসিতা মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৩৯

'এই নৃশংস মারীচ পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণকালে অনেকানেক মুনিশ্রেষ্ঠদের হত্যা করেছে।

উত্থায় বহবোঽনেন মৃগয়ায়াং জনাধিপাঃ।
নিহতাঃ পরমেষ্বাসাস্তস্মাদ্ বধ্যস্ত্বয়ং মৃগঃ॥ ৪০

'মৃগয়ায় আগত অনেক মহাধনুর্ধর নৃপতিকে এ মৃগরূপী মারীচ প্রকটিত হয়ে হত্যা করেছে, সেইজন্য এ মৃগ আমার বধ্য।

পুরস্তাদিহ বাতাপিঃ পরিভূয় তপস্বিনঃ।
উদরস্থো দ্বিজান্ হন্তি স্বগর্ভোঽশ্বতরীমিব॥ ৪১

'অশ্বতরীর (খচ্চর জাতীর পশু) নিজের গর্ভ (গর্ভস্থ শাবক) যেমন নিজেই হত্যা করে, সেইরকম, পূর্বে এই অরণ্যে বাতাপি নামক রাক্ষস তপস্বীদের পরাভূত করে, ব্রাহ্মণদের উদরস্থ হয়ে তাদের হত্যা করত।

স কদাচিচ্চিরাল্লোভাদাসসাদ মহামুনিম্।
অগস্ত্যং তেজসা যুক্তং ভক্ষ্যস্তস্য বভূব হ॥ ৪২

'একদিন সেই বাতাপি নামক রাক্ষস তেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে পেয়ে দীর্ঘকালের লোভবশত সেই মুনিকে হত্যা করার মানসে শ্রাদ্ধকালে মুনির সৎকারে ছলনায় তাঁর খাদ্যে পরিণত হল।

সমুত্থানে চ তদ্রূপং কর্তুকামং সমীক্ষ্য তম্।
উৎস্ময়িত্বা তু ভগবান্ বাতাপিমিদমব্রবীৎ॥ ৪৩

'বাতাপিকে (মহর্ষি অগস্ত্যের) উদর বিদীর্ণ করে বহির্গমনকালে পূর্বের রাক্ষসরূপ গ্রহণেচ্ছু বুঝতে পেরে ভগবান অগস্ত্য ঈষৎ উপহাসসহ তাকে বললেন।

ত্বয়াবিগণ্য বাতাপে পরিভূতাশ্চ তেজসা।
জীবলোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মাদসি জরাং গতঃ॥ ৪৪

''বাতাপি ! তুমি স্বীয় তেজে বিচার-বিবেচনা না করে এই জীবজগতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের হত্যা করেছ; তাই তুমি আমার উদরমধ্যে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছ।''

তদ্ রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষ্মণ।
মদ্বিধং যোঽতিমন্যেত ধর্মনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৪৫

'লক্ষ্মণ ! আমার মতো নিত্য ধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে যে অতিক্রম করতে চায়, সেই রাক্ষস বাতাপির মতো জীবিত থাকবে না।

ভবেদ্ধতোঽয়ং বাতাপিরগস্ত্যেনেব মা গতঃ।
ইহ ত্বং ভব সন্নদ্ধো যন্ত্রিতো রক্ষ মৈথিলীম্॥ ৪৬

'অগস্ত্য কর্তৃক বাতাপির ন্যায় এই মারীচ আমার সামনে এসে নিহত হবে। তুমি যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হয়ে এখানে অবস্থান করে মিথিলা রাজনন্দিনী সীতাকে রক্ষা করো।

অস্যামায়ত্তমস্মাকং যৎ কৃত্যং রঘুনন্দন।
অহমেনং বধিষ্যামি গ্রহীষ্যাম্যথবা মৃগম্॥ ৪৭

'রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! এখন সীতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। আমি এই মৃগটিকে বধ করব, নতুবা ধরে নিয়ে আসব।

যাবদ্ গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং দ্রুতম্।
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগত্বচি গতাং স্পৃহাম্॥ ৪৮

'সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! এই মৃগচর্মের প্রতি বিদেহ রাজনন্দিনীর অতীব আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করো ; ততক্ষণে আমি মৃগটিকে নিয়ে আসতে দ্রুত গমন করছি।

ত্বচা প্রধানয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি।
অপ্রমত্তেন তে ভাব্যমাশ্রমস্থেন সীতয়া॥ ৪৯

যাবৎ পৃষতমেকেন সায়কেন নিহন্ম্যহম্।
হত্বৈতচ্চর্ম চাদায় শীঘ্রমেষ্যামি লক্ষ্মণ॥ ৫০

'প্রধানত চর্মের কারণেই এই মৃগটি আজ আর জীবিত থাকবে না। লক্ষ্মণ ! যতক্ষণে আমি একটিমাত্র বাণের দ্বারাই চিত্রিত হরিণটিকে হত্যা করি, এবং হত্যা করে এর চর্ম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করি, ততক্ষণ তুমি আশ্রমে সীতার সঙ্গে সাবধানে থাকবে।

প্রদক্ষিণেনাতিবলেন পক্ষিণা
জটায়ুষা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ।
ভবাপ্রমত্তঃ প্রতিগৃহ্য মৈথিলীং
প্রতিক্ষণং সর্বত এব শঙ্কিতঃ॥ ৫১

'লক্ষ্মণ ! এখানে প্রতিমুহূর্তেই সকল দিক থেকেই ভয়ের কারণ আছে, এ বিষয়ে অবহিত থেকেই উদারচরিত্র মহাবলী বুদ্ধিমান পক্ষিরাজ জটায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে সাবধানে অবস্থান করো।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

———o———

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

শ্রীরাম কর্তৃক মারীচ বধ এবং মারীচ কর্তৃক সীতা ও লক্ষ্মণের নাম করে সকরুণ আহ্বান শুনে শ্রীরামচন্দ্রের দুশ্চিন্তা

তথা তু তং সমাদিশ্য ভ্রাতরং রঘুনন্দনঃ।
ববন্ধাসিং মহাতেজা জাম্বূনদময়ৎসরুম্॥ ১

ভাই লক্ষ্মণকে সেইরকম নির্দেশ দিয়ে মহাতেজা শ্রীরামচন্দ্র কোমরে স্বর্ণময় হাতলযুক্ত তরবারি বেঁধে নিলেন।

ততস্ত্রিবিনতং চাপমাদায়াত্মবিভূষণম্।
আবধ্য চ কপালৌ দ্বৌ জগামোদগ্রবিক্রমঃ॥ ২

অতঃপর মহাবিক্রমী শ্রীরামচন্দ্র নিজের অলঙ্কার-স্বরূপ তিনটি আনত ধনু এবং দুটি শরপূর্ণ তূণ কটিদেশে বেঁধে নিয়ে চললেন।

তং বন্যরাজো রাজেন্দ্রমাপতন্তং নিরীক্ষ্য বৈ।
বভূবান্তর্হিতস্ত্রাসাৎ পুনঃ সন্দর্শনেঽভবৎ॥ ৩

রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে নিকটে আসতে দেখে সেই অরণ্যের রাজা স্বর্ণমৃগ ভয়ে অন্তর্হিত হয়ে, পুনরায় দৃষ্টিগোচর হল।

বদ্ধাসির্ধনুরাদায় প্রদুদ্রাব যতো মৃগঃ।
তং স্ম পশ্যতি রূপেণ দ্যোতয়ন্তমিবাগ্রতঃ॥ ৪
অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুষ্পাণির্মহাবনে।

অতিবৃত্তবিমোৎপাতাল্লোভয়ানং কদাচন॥ ৫
শঙ্কিতং তু সমুদ্ভ্রান্তমুৎপতন্তমিবাম্বরম্।
দৃশ্যমানমদৃশ্যং চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ॥ ৬
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্।
মুহূর্তাদেব দদৃশে মুহূর্দূরাৎ প্রকাশতে॥ ৭

মৃগ যেদিকে দৌড়োচ্ছিল, কোমরে তরবারি এবং হাতে ধনু নিয়ে রাম সেই দিকে ধাবিত হলেন। ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র সেই মহারণ্যে দেখলেন —স্বীয় রূপসৌন্দর্যে সম্মুখের বনভাগ সমুজ্জ্বল করে সেই মৃগ তাঁকে দেখছিল ; কখনও পিছন দিকে দেখতে দেখতে দৌড়াচ্ছিল, বারবার উল্লম্ফন দ্বারা যেন তাঁকে প্রলোভিত করতে লাগল। যেমন শরৎকালীন ছিন্ন মেঘের আড়ালে চন্দ্রমণ্ডল একবার অদৃশ্য হয়ে আবার মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্য হয়, তদ্রূপ সেই মৃগ ভয় বিহ্বল হয়ে শূন্যে লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের মধ্যে একবার অদৃশ্য হয়ে আবার দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

দর্শনাদর্শনেনৈব সোঽপাকর্ষত রাঘবম্।
স দূরমাশ্রমস্যাস্য মারীচো মৃগতাং গতঃ॥ ৮

মৃগরূপধারী সেই মারীচ এইভাবে একবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে দূরে আকর্ষণ করে (টেনে) নিয়ে গেল।

আসীৎ ক্রুদ্ধস্তু কাকুৎস্থো বিবশস্তেন মোহিতঃ।
অথাবতস্থে সুশ্রান্তশ্ছায়ামাশ্রিত্য শাদ্বলে॥ ৯

কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম সেই মৃগ কর্তৃক মোহিত ও বিবশ হয়ে পড়লেন। তখন অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কোনও এক বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃণের উপরে বসে পড়লেন।

স তমুন্মাদয়ামাস মৃগরূপো নিশাচরঃ।
মৃগৈঃ পরিবৃতোঽথান্যৈরদূরাৎ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১০

মৃগরূপধারী সেই নিশাচর রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রকে যেন উন্মাদ করে দিয়েছিল, অন্য মৃগদের দ্বারা পরিবৃত হলেও তাকে অদূরেই দেখা যাচ্ছিল।

গ্রহীতুকামং দৃষ্ট্বা তং পুনরেবাভ্যধাবত।
তৎক্ষণাদেব সংত্রাসাৎ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ॥ ১১

মৃগকে ধরার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসুক দেখে তাঁকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই মৃগ তাঁর দৃষ্টিপথেই দৌড়োতে লাগল, আবার, পরক্ষণেই ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ল।

পুনরেব ততো দূরাদ্ বৃক্ষখণ্ডাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
দৃষ্ট্বা রামো মহাতেজাস্তং হন্তুং কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১২

তারপর আবার সেই মৃগ দূরবর্তী বৃক্ষসমূহ থেকে বিনির্গত হলে তাকে দেখে মহাতেজস্বী রাম তাকে হত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

ভূয়স্তু শরমুদ্‌ধৃত্য কুপিতস্তত্র রাঘবঃ।
সূর্যরশ্মিপ্রতীকাশং জ্বলন্তমরিমর্দনম্॥ ১৩
সন্ধায় সুদৃঢ়ে চাপে বিকৃষ্য বলবদ্‌বলী।
তমেব মৃগমুদ্দিশ্য শ্বসন্তমিব পন্নগম্॥ ১৪
মুমোচ জ্বলিতং দীপ্তমস্ত্রং ব্রহ্মবিনির্মিতম্।

অতঃপর পুনরায় ক্রুদ্ধ বলবান রামচন্দ্র সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রোজ্জ্বল, শত্রুসংহারক একটি বাণ তুলে নিয়ে সুদৃঢ় ধনুতে স্থাপন করলেন এবং ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধস্বরে গর্জনকারী, ব্রহ্মনির্মিত, প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত বলবান অস্ত্রটি আকর্ষণ করে সেই মৃগের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।

শরীরং মৃগরূপস্য বিনির্ভিদ্য শরোত্তমঃ॥ ১৫
মারীচস্যৈব হৃদয়ং বিভেদাশনিসন্নিভঃ।

বজ্রতুল্য তেজস্বী সেই উত্তম ভয়ঙ্কর বাণটি মৃগের রূপধারী মারীচের শরীর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করল।

তালমাত্রমথোৎপ্লুত্য ন্যপতৎ স ভৃশাতুরঃ॥ ১৬
ব্যনদদ্ ভৈরবং নাদং ধরণ্যামল্পজীবিতঃ।

ক্ষণজীবী, মৃত্যুপথযাত্রী সেই মারীচ অত্যন্ত কাতর হয়ে তালবৃক্ষের সমান উচ্চ লম্ফন দিয়ে ভূমিতলে পতিত হল এবং ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল ; অতঃপর কৃত্রিম দেহ ত্যাগ করল (মৃত্যু বরণ করল)।

ম্রিয়মাণস্তু মারীচো জহৌ তাং কৃত্রিমাং তনুম্॥ ১৭
স্মৃত্বা তদ্‌বচনং রক্ষো দধ্যৌ কেন তু লক্ষ্মণম্।
ইহ প্রস্থাপয়েৎ সীতা তাং শূন্যে রাবণো হরেৎ॥ ১৮

রাবণের পূর্বনির্দেশ স্মরণ করে রাক্ষস মারীচ চিন্তা করতে লাগল —কোন্ উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এখানে পাঠাবেন এবং শূন্য আশ্রমে রাবণ সীতাকে হরণ করবে।

স প্রাপ্তকালমাজ্ঞায় চকার চ ততঃ স্বনম্।
সদৃশং রাঘবস্যৈব হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ॥ ১৯

মারীচ উপযুক্ত সময় বুঝে, তখনই রাঘব রামচন্দ্রের মতো কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বলল— 'হায় সীতা, হায় লক্ষ্মণ'।

তেন মর্মণি নির্বিদ্ধং শরেণানুপমেন হি।
মৃগরূপং তু তৎ ত্যক্ত্বা রাক্ষসং রূপমাস্থিতঃ॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অনুপম বাণে মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ করে স্বীয় প্রকৃত রাক্ষসের রূপ ধারণ করল।

স চ স সুমহাকায়ঃ মারীচো জীবিতং ত্যজন্।
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্॥ ২১
রামো রুধিরসিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃ স্মরন্॥ ২২

সেই মারীচ প্রাণত্যাগ করার সময় বিরাট দেহ ধারণ করল। রামচন্দ্র সেই ভীষণ দর্শন রাক্ষসকে পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূমিতে পতিত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ছটফট্ করতে দেখে মনে মনে সীতাকে এবং লক্ষ্মণের উক্তি স্মরণ করলেন।

মারীচস্য তু মায়ৈষা পূর্বোক্তং লক্ষ্মণেন তু।
তৎ তথা হ্যভবচ্চাদ্য মারীচোঽয়ং ময়া হতঃ॥ ২৩

লক্ষ্মণ আগেই বলেছিল যে, এটি মারীচেরই ছলনা ; আজ তাই সত্য প্রমাণিত হল। এই মারীচই আমার হাতে মারা পড়ল।

হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবমাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্।
মমার রাক্ষসঃ সোঽয়ং শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ॥ ২৪
লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুঃ কামবস্থাং গমিষ্যতি।
ইতি সংচিন্ত্য ধর্মাত্মা রামো হৃষ্টতনূরুহঃ॥ ২৫

পরন্তু এই রাক্ষস, 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' এই বলে শোকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল। এই শোকধ্বনি শুনে, সীতার কী অবস্থা হবে, আর মহাবীর লক্ষ্মণেরই বা কী হবে !—এইরকম চিন্তা করে ধর্মাত্মা রামচন্দ্রের শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

তত্র রামং ভয়ং তীব্রমাবিবেশ বিষাদজম্।
রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা শ্রুত্বা চ তৎস্বনম্॥ ২৬

মৃগরূপী সেই রাক্ষসকে হত্যা করে এবং তৎকৃত সেই করুণধ্বনি শ্রবণ করে, শ্রীরামচন্দ্র তীব্র ভয়জনিত বিষাদে আবিষ্ট হলেন।

নিহত্য পৃষতং চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।
ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা॥ ২৭

তখন রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র অপর একটি চিত্রিত হরিণ হত্যা করে এবং উপযুক্ত সামগ্রী নিয়ে জনস্থানের দিকে দ্রুত চলতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

মারীচ কর্তৃক শ্রীরামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কৃত অলীক করুণ স্বর শ্রবণে শঙ্কাকুলা সীতার মর্মন্তুদ বাক্যে ক্ষুভিত লক্ষ্মণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীরাম সমীপে গমন

আর্তস্বরং তু তং ভর্তুর্বিজ্ঞায় সদৃশং বনে।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা গচ্ছ জানীহি রাঘবম্॥ ১

সীতা অরণ্যমধ্যে সেই আর্তস্বরকে পতির আর্তস্বরের সদৃশ বুঝতে পেরে লক্ষ্মণকে বললেন—'যাও, রাঘব শ্রীরামের সংবাদ জেনে এসো।

নহি মে জীবিতং স্থানে হৃদয়ং বাবতিষ্ঠতে।
ক্রোশতঃ পরমার্তস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়া ভৃশম্॥ ২

'পরম বিপদাপন্নের করুণস্বরের ভয়ঙ্কর চিৎকার আমি শুনেছি, তাই আমার প্রাণ এবং হৃদয় স্ব স্ব স্থানে একেবারেই থাকছে না।

আক্রন্দমানং তু বনে ভ্রাতরং ত্রাতুমর্হসি।
তং ক্ষিপ্রমভিধাব ত্বং ভ্রাতরং শরণৈষিণম্॥ ৩
রক্ষসাং বশমাপন্নং সিংহানামিব গোবৃষম্।

'সিংহগণ কর্তৃক আক্রান্ত বৃষের ন্যায়, রাক্ষসদের

দ্বারা আক্রান্ত বিপদাপন্ন শরণার্থী দাদার কাছে শীঘ্র যাও ; অরণ্যে আর্তনাদকারী দাদাকে রক্ষা করো।'

ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্॥ ৪

সীতা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়েও লক্ষ্মণ কিন্তু দাদার নির্দেশ বিবেচনা করেই, তাঁর অন্বেষণে গেলেন না।

তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ॥ ৫
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে।
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে॥ ৬

তখন জনকনন্দিনী সীতা রুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, 'হে সুমিত্রানন্দন ! তুমি যে তোমার ভ্রাতার এই দুরবস্থার সময়, দাদার কাছে সাহায্যের জন্য যাচ্ছ না, তাই মনে হচ্ছে তুমি দাদার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করছ। লক্ষ্মণ ! তুমি আমার জন্যই, আমাকে কামনা করেই শ্রীরামের বিনাশ চাইছ।

লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে॥ ৭

'নিশ্চয়ই আমার প্রতি লোভবশত তুমি রঘুনন্দনের অনুসরণ করছ না ; মনে হয় ভ্রাতার বিপদই তোমার কাম্য, তাঁর প্রতি তোমার লেশমাত্রও প্রীতি নেই।

তেন তিষ্ঠসি বিস্রব্ধং তমপশ্যন্ মহাদ্যুতিম্।
কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ॥ ৮
কর্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ।

'সেইজন্যই সেই মহাদ্যুতিমান (শ্রীরামচন্দ্র)কে দেখতে না গিয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে এখানে অবস্থান করছ। তুমি যে শ্রীরামের রক্ষারূপ প্রধান কর্তব্য সাধনের জন্য এখানে এসেছ, তিনি বিপন্ন হলে, আমি কী করে জীবিত থাকব ?'

এবং ব্রুবাণাং বৈদেহীং বাষ্পশোকসমন্বিতাম্॥ ৯
অব্রবীল্লক্ষ্মণস্ত্রস্তাং সীতাং মৃগবধূমিব।

শোকাকুলা, বাষ্পবারিপরিপূরিতা মৃগবধূর ন্যায় সন্ত্রস্তা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এইরকম বলতে থাকলে, লক্ষ্মণ তাঁকে বললেন—

পন্নগাসুরগন্ধর্বদেবদানবরাক্ষসৈঃ ॥ ১০
অশক্যস্তব বৈদেহি ভর্তা জেতুং ন সংশয়ঃ।

'অয়ি, বিদেহরাজনন্দিনি ! নিঃসন্দেহে আপনার স্বামী দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, অসুর ও রাক্ষসদের অপরাজেয়।

দেবি দেবমনুষ্যেষু গন্ধর্বেষু পতত্রিষু॥ ১১
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কিন্নরেষু মৃগেষু চ।
দানবেষু চ ঘোরেষু ন স বিদ্যেত শোভনে॥ ১২
যো রামং প্রতিযুধ্যেত সমরে বাসবোপমম্।
অবধ্যঃ সমরে রামো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ১৩

'দেবি ! দেবতা-মনুষ্য-গন্ধর্ব, পক্ষী-রাক্ষস-পিশাচ, কিন্নর, পশু এবং ভয়ঙ্কর দানবদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দেবেন্দ্রসম শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রণে সমর্থ ; কারণ শ্রীরামচন্দ্র সকলের অবধ্য। অতএব, অয়ি শোভনে! আপনি এরকমভাবে বলতে পারেন না।

ন ত্বামস্মিন্ বনে হাতুমুৎসহে রাঘবং বিনা।
অনিবার্যং বলং তস্য বলৈর্বলবতামপি॥ ১৪
ত্রিভির্লোকৈঃ সমুদিতৈঃ সেশ্বরৈঃ সামরৈরপি।
হৃদয়ং নির্বৃতং তেঽস্তু সন্তাপস্ত্যজ্যতাং তব॥ ১৫

'রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত আপনাকে একাকী এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে ছেড়ে যেতে পারি না। অয়ি দেবি ! ত্রিভুবনের সকল বলবান রাজারা এবং দেবগণ মিলিত হয়েও বলপ্রয়োগে শ্রীরামের শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব হৃদয়ের সন্তাপ ত্যাগ করে শান্ত হোন !

আগমিষ্যতি তে ভর্তা শীঘ্রং হত্বা মৃগোত্তমম্।
ন স তস্য স্বরো ব্যক্তং ন কশ্চিদপি দৈবতঃ॥ ১৬
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা মায়া তস্য চ রক্ষসঃ।

'আপনার পতি শ্রীরামচন্দ্র উত্তম মৃগটিকে হত্যা করে শীঘ্রই ফিরে আসবেন। শ্রুত স্বরটি তাঁর নয়, এমনকি কোনও দৈবস্বরও নয়। সেই স্বর গন্ধর্বনগর নামক মায়া, যা সেই রাক্ষসের সৃষ্ট।

ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা॥ ১৭
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।

'বিদেহরাজনন্দিনী অয়ি সুন্দরি ! আপনি মহাত্মা শ্রীরাম কর্তৃক আমার নিকট গচ্ছিতা। (যেহেতু আপনাকে রক্ষা করার জন্য) আপনি গচ্ছিতা, তাই আপনাকে একাকিনী এখানে রেখে যেতে সাহস পাচ্ছি না।

কৃতবৈরাশ্চ কল্যাণি বয়মেতৈর্নিশাচরৈঃ॥ ১৮
খরস্য নিধনে দেবি জনস্থানবধং প্রতি।

'অয়ি কল্যাণময়ি দেবি ! খরকে হত্যা করায়, এবং তজ্জন্য জনস্থানের অন্যান্য রাক্ষসদের মৃত্যু হওয়ায়, আমাদের সঙ্গে নিশাচর রাক্ষসদের শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

রাক্ষসা বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে॥ ১৯

হিংসাবিহারা বৈদেহি ন চিন্তয়িতুমর্হসি।

'হিংসাই যাদের আনন্দবিলাস, এরূপ রাক্ষসেরা এই মহারণ্যে নানারূপ কথা আলোচনা করে। তাই আপনাকে এখানে একা রেখে যাওয়া আমার উচিত হবে না। অয়ি বিদেহরাজনন্দিনী ! আপনি চিন্তিত হবেন না।'

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা॥ ২০
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবাদিনম্।

লক্ষ্মণ উক্ত কথাগুলি বললে, ক্রোধে আরক্তনয়না সীতা সত্যবাদী লক্ষ্মণকে কঠোর বাক্যে (ভাষায়) বললেন—

অনার্যাকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন॥ ২১
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥ ২২

'অধম ! নিষ্করুণ ! নিষ্ঠুর ! কুলাঙ্গার ! আমার মনে হচ্ছে, শ্রীরামের মহাবিপদই তোমার আকাঙ্ক্ষিত ; সেইজন্যই শ্রীরামচন্দ্রের বিপদ দেখেও এত সব কথা বলছ।

নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥ ২৩

'লক্ষ্মণ ! তোমার মতো সর্বদা গোপনচারী নিষ্ঠুর শত্রুর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন পাপ থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥ ২৪

'তুমি অতি দুষ্ট (দোষযুক্ত মনঃসম্পন্ন)। আমাকে লাভ করার জন্যই একাকী (স্বেচ্ছায়) অথবা, ভরত কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তার প্রতিনিধিরূপে শ্রীরামকে একা আসতে দেখে বনে অনুসরণ করেছ।

তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ২৫
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্।

'সুমিত্রানন্দন ! তোমার বা ভরতের সেই ইচ্ছা সফল হবে না ; কারণ নীলকমল সদৃশ শ্যামল বরণ কমলাক্ষ স্বামী শ্রীরামকে আশ্রয় করে আবার অন্যজনকে কী করে কামনা করতে পারি ?

সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥ ২৬
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে।

'হে সুমিত্রানন্দন ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণ বিসর্জন দেব, কারণ শ্রীরাম ব্যতীত আমি ক্ষণকালও জীবিত থাকতে পারব না।'

ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া রোমহর্ষণম্॥ ২৭
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥ ২৮

দেবি সীতা এইরকম রোমহর্ষক কঠোর বাক্য বললে, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ করজোড়ে দেবি সীতাকে বললেন—'দেবি ! আপনি আমার কাছে দেবিস্বরূপা, তাই আমি আপনার এই সকল কঠোর বাক্যের উত্তর দিতে উৎসাহিত (আগ্রহী) নই।

বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে॥ ২৯

'অয়ি মিথিলেশনন্দিনি ! অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নয় ! কারণ এই সংসারে স্ত্রীলোকের এইরকমই স্বভাব দেখা যায়।

বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে॥ ৩০
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্।

'স্ত্রীলোকেরা প্রায়শঃই ধর্মত্যাগিনী, চঞ্চলা, উগ্রস্বভাবা এবং সংসারে বিভেদ সৃষ্টিকারিণী হয়। বিদেহরাজতনয়ে অয়ি জনকনন্দিনি ! উভয় কর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট তপ্ত লৌহশলাকাসদৃশ আপনার এরকম কঠোর বাক্য আমি সহ্য করতে পারছি না।

উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ॥ ৩১
ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া।
ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে॥ ৩২
স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে॥ ৩৩

'বনবাসিগণ সকলে সাক্ষী আছেন ; আমার কথা শুনছেন। ন্যায্য কথা বলেও আমি আপনার কাছে কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হলাম। আত্মবিনাশেচ্ছু আপনাকে ধিক্ ! গুরুজনের নির্দেশে আপনার রক্ষার্থে এখানে অবস্থিত আমাকে ভয় পাচ্ছেন ! অয়ি সুমুখি ! আপনার কল্যাণ হোক ! যেখানে কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীরাম আছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি।

রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ।

নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ॥ ৩৪

'অয়ি আয়তলোচনে ! বনদেবতারা সকলে আপনাকে রক্ষা করুন ! যে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ সকল দেখছি, তাতে আমি ভীত হয়ে প্রার্থনা করছি শ্রীরামের সঙ্গে প্রত্যাবৃত হয়ে যেন আপনাকে দেখতে পাই।'

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা॥ ৩৫

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, প্রবল বাষ্পবারি-পরিপূরিত লোচনে রোদন করতে করতে জনক তনয়া প্রত্যুত্তরে বললেন—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামের লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ॥ ৩৬
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে॥ ৩৭

'লক্ষ্মণ ! শ্রীরাম-বিরহিতা হলে আমি গোদাবরীর জলে প্রবেশ করব অথবা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করব। উন্নত স্থান থেকে নীচে লাফ দিয়ে দেহত্যাগ করব। বিষ পান করব অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করব। কিন্তু শ্রীরাম-ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষকে কখনই স্পর্শ করব না।'

ইতি লক্ষ্মণমাশ্রুত্য সীতা শোকসমন্বিতা।
পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ॥ ৩৮

শোকাতুরা সীতা লক্ষ্মণকে এই কথা শুনিয়ে শোকে রোদন করতে করতে উদরে করাঘাত করতে লাগলেন।

তামার্তরূপাং বিমনা রুদন্তীং
সৌমিত্রিরালোক্য বিশালনেত্রাম্।
আশ্বাসয়ামাস ন চৈব ভর্তু-
স্তং ভ্রাতরং কিঞ্চিদুবাচ সীতা॥ ৩৯

সেই আয়তলোচনা আর্তা রোরুদ্যমানা সীতাকে দেখে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন; বিমনা সীতা কিন্তু দেবরকে কিছুই বলতে পারলেন না।

ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য।
অবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীং
জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্॥ ৪০

তখন মনস্বী আত্মনিষ্ঠ লক্ষ্মণ করজোড়ে মিথিল-রাজনন্দিনী সীতাকে প্রণাম ও অভিবাদন জানিয়ে বারংবার তাঁকে দেখতে দেখতে শ্রীরামের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করে সীতার নিকট রাবণের আগমন ও আতিথ্য প্রার্থনা, সীতা কর্তৃক রাবণের অভ্যর্থনা

তয়া পরুষমুক্তস্তু কুপিতো রাঘবানুজঃ।
স বিকাঙ্ক্ষন্ ভৃশং রামং প্রতস্থে নচিরাদিব॥ ১

সীতাদেবীর ঐরূপ কর্কশ বাক্যে ক্রুদ্ধ রামানুজ লক্ষ্মণ শ্রীরামের সঙ্গে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র প্রস্থান করলেন।

তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্রমন্তরমাস্থিতঃ।
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্॥ ২

তখন সুযোগ পেয়ে সন্ন্যাসীবেশধারী দশানন দ্রুত গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে সীতাদেবীর নিকট গেল।

শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখী ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলু॥ ৩
পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমন্ববর্তত।
তামাসসাদাতিবলো ভ্রাতৃভ্যাং রহিতাং বনে॥ ৪

সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্রে আবৃত দেহ, শিখাধারী, ছত্রধারী, কাষ্ঠ পাদুকাপরিহিত এবং বামস্কন্ধে শুভ লক্ষণযুক্ত যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী পরিব্রাজকরূপী অতিবলশালী রাবণ বনে উপস্থিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় বিরহিতা বিদেহ রাজনন্দিনীর অনুসরণ করতে লাগল।

রহিতাং সূর্যচন্দ্রাভ্যাং সংধ্যামিব মহত্তমঃ।
তামপশ্যৎ ততো বালাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্॥ ৫
রোহিণীং শশিনা হীনাং গ্রহবদ্ ভৃশদারুণঃ।

তখন সূর্য ও চন্দ্র কর্তৃক বিরহিতা সন্ধ্যার নিকট আগত ঘোর অন্ধকারের মতো রাবণ উপস্থিত হল ; তদনন্তর চন্দ্র রহিতা রোহিণীর নিকট আগত ভয়ঙ্কর দুষ্ট গ্রহের মতো যশোময়ী বালিকা রাজপুত্রীকে রাবণ কুদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

তমুগ্রং পাপকর্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ॥ ৬
সংদৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ।
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্॥ ৭
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্ গোদাবরী নদী।

উগ্রস্বভাব পাপী রাবণকে দেখে জনস্থানস্থ বৃক্ষসকল ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছিল না, বায়ু ভয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল না। রক্তনেত্র রাবণের দৃষ্টিপাতে দ্রুতপ্রবাহিণী গোদাবরী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল।

রামস্য ত্বন্তরং প্রেপ্সুর্দশগ্রীবস্তদন্তরে॥ ৮
উপতস্থে চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ।

শ্রীরামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের অবসর প্রাপ্তির ইচ্ছুক দশানন রাবণ সেই অবসর প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুরূপে বিদেহরাজনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হল।

অভব্যো ভব্যরূপেণ ভর্তারমনুশোচতীম্॥ ৯
অভ্যবর্তত বৈদেহীং চিত্রামিব শনৈশ্চরঃ।

শনৈশ্চর (গ্রহ) যেমন চিত্রার নিকট গিয়েছিলেন, সেইরকম অসাধু রাবণ সাধুর বেশে স্বামীর বিপদাশঙ্কায় অনুশোচনারতা বিদেহরাজতনয়া সীতার কাছে গিয়েছিল।

সহসা ভব্যরূপেণ তৃণৈঃ কূপ ইবাবৃতঃ॥ ১০
অতিষ্ঠৎ প্রেক্ষ্য বৈদেহীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।

সহসা যশোময়ী শ্রীরামপত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় সাধুবেশী দুষ্ট রাবণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তিষ্ঠন্ সম্প্রেক্ষ্য চ তদা পত্নীং রামস্য রাবণঃ॥ ১১
শুভাং রুচিরদন্তোষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকাভিপীড়িতাম্॥ ১২

তখন পর্ণশালায় কল্যাণময়ী, মনোরম দন্ত ও ওষ্ঠ এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশানান, বাষ্পবারিমোচনরতা শ্রীরামপত্নী সীতাকে উপবিষ্টা দেখে রাবণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পীতকৌশেয়বাসিনীম্।
অভ্যগচ্ছত বৈদেহীং হৃষ্টচেতা নিশাচরঃ॥ ১৩

সেই নিশাচর রাক্ষস রাবণ হৃষ্টচিত্তে পদ্মপত্রনয়না এবং পীতকৌশেয়বসনা বিদেহরাজনন্দিনী সীতার কাছে গেল।

দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপঃ॥ ১৪

সীতাকে দেখে কামবাণবিদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করল এবং একান্তে তাঁকে বিনয় নম্র বচনে বলল।

তামুত্তমাং ত্রিলোকানাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
বিভ্রাজমানাং বপুষা রাবণঃ প্রশশংস হ॥ ১৫

ভাস্বরদেহা পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সেই ত্রিলোক-সুন্দরী সীতাকে রাবণ প্রশংসা করে বলল—

রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি।
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী॥ ১৬

'অয়ি, স্বর্ণরৌপ্যমিশ্রিত আভাময়ি ! অয়ি, পীতকাষায় বস্ত্রপরিহিতে ! পদ্মের পবিত্র মালা কণ্ঠে ধারণ করে তুমি পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা।

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী॥ ১৭

অয়ি সুবদনে ! তুমি কি মূর্তিমতী হ্রী (লজ্জা), শ্রী (সৌন্দর্য), কল্যাণময়ী যশস্বিনী দেবী লক্ষ্মী বা অপ্সরা ! অয়ি প্রশস্তনিতম্বে ! তুমি কি মূর্তিমতী ঐশ্বর্য বা স্বেচ্ছাচারিণী কামপত্নী রতি !

সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥ ১৮

'তোমার দন্তপঙ্ক্তি সমানসজ্জিত, পর্বতশিখরসদৃশ শুভ্র, স্নিগ্ধ এবং পাণ্ডুর (শ্বেতপীতবর্ণময়) ; আর ডাগর আঁখি দুটি কৃষ্ণতারকা সমন্বিত, বিশাল ও উজ্জ্বল এবং চোখের অন্তভাগ রক্তবর্ণ।

বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্ভিতৌ॥ ১৯
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ॥ ২০

'অয়ি সুন্দরি ! তোমার জঘন (নিতম্ব) বিশাল ও পুষ্ট ; উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায় (সুপুষ্ট ও গোলাকৃতি)। স্তনদ্বয় বৃত্তাকার চক্চকে তালফলের ন্যায় বড় এবং ঘনসন্নিবিশিষ্ট, কুচাগ্র সম্যক্ উন্নত ও সুপুষ্ট এবং

কান্তিময়, উত্তম মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় তা আরও মনোরম।

চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাম্ভসা॥ ২১

'অয়ি শুচিস্মিতে, সুদতি, সুনয়নে, বিলাসিনি, রমণীয়ে! নদী যেমন জলস্রোতে কূলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তুমি সেইরকম আমার মনকে হরণ করেছ।

করান্তমিতমধ্যাসি সুকেশে সংহতস্তনি।
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী॥ ২২

'অয়ি চিক্কণকেশে, ঘনসন্নিবিষ্ট স্তনযুগলে! তোমার কটিদেশ হস্তমুষ্টিমধ্যগতযোগ্যা। তুমি না দেবী, না গন্ধর্বী, না যক্ষী, এমনকি কিন্নরীও নও।

নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে।
রূপমগ্র্যং চ লোকেষু সৌকুমার্যং বয়শ্চ তে॥ ২৩
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মাথয়ন্তি মে।
সা প্রতিক্রাম ভদ্রং তে ন ত্বং বস্তুমিহার্হসি॥ ২৪

'পৃথিবীতে এইরকম অপরূপা নারী আমি পূর্বে দেখিনি। ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ রূপ ও কমনীয়তা নিয়ে এই নবীন বয়সে তোমার এই অরণ্যে বাস আমার চিত্তকে উন্মথিত (ব্যথিত) করছে। এই স্থান তোমার বাসের যোগ্য নয়। তোমার কল্যাণ হোক। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

রাক্ষসানাময়ং বাসো ঘোরাণাং কামরূপিণাম্।
প্রাসাদাগ্রাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ॥ ২৫
সম্পন্নানি সুগন্ধীনি যুক্তান্যাচরিতুং ত্বয়া।

'এই স্থান স্বেচ্ছারূপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের বাসভূমি ; কিন্তু রমণীয় সুগন্ধি উপবন-পরিবৃত নগরস্থিত উত্তম প্রাসাদেই তোমার বাস করা উচিত।

বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রং চ শোভনে॥ ২৬
ভর্তারং চ বরং মন্যে ত্বদ্যুক্তমসিতেক্ষণে।

'অয়ি কাজল নয়না সুন্দরি ! শ্রেষ্ঠমাল্য, শ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্য এবং শ্রেষ্ঠ বস্ত্র দিতে সমর্থজনকেই তোমার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্বামী বলে মনে করি।

কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা শুচিস্মিতে॥ ২৭
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে।

'অয়ি পবিত্রহাস্যময়ি সুন্দরি ! তুমি কার ? রুদ্রগণের বা মরুদ্‌গণের বা বসুগণের ? তুমি তো আমার কাছে দেবতারূপে প্রতিভাত।

নেহ গচ্ছন্তি গন্ধর্বা ন দেবা ন চ কিন্নরাঃ॥ ২৮
রাক্ষসানাময়ং বাসঃ কথং তু ত্বমিহাগতা।

'এখানে গন্ধর্বগণ, দেবগণ কিম্বা কিন্নরগণ (কেহই) যাতায়াত করে না। এইস্থান রাক্ষসদের বাসভূমি, কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে ?

ইহ শাখামৃগাঃ সিংহা দ্বীপিব্যাঘ্রমৃগা বৃকাঃ॥ ২৯
ঋক্ষাস্তরক্ষবঃ কঙ্কাঃ কথং তেভ্যো ন বিভ্যসে।

'এখানে বানর, সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র এবং হাড়গিলে প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু বাস করে ; তাদের থেকে তোমার ভয় হয় না !

মদান্বিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্॥ ৩০
কথমেকা মহারণ্যে ন বিভেষি বরাননে।

'অয়ি সুমুখি ! এই বিশাল অরণ্যমধ্যে মদমত্ত ভয়ঙ্কর দ্রুতগামী হাতিরা সব বিচরণ করছে, তাদের মধ্যে একাকিনী তোমার ভয় করে না !

কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বং কিং নিমিত্তং চ দণ্ডকান্॥ ৩১
একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্।

'অয়ি কল্যাণময়ি ! তুমি কে ? কার স্ত্রী ? কোথা থেকেই বা এসেছে, আর কেনই বা রাক্ষস অধ্যুষিত এই ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে একাকিনী বিচরণ করছ ?'

ইতি প্রশস্তা বৈদেহী রাবণেন মহাত্মনা॥ ৩২
দ্বিজাতিবেষেণ হি তং দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
সর্বৈরতিথিসৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী॥ ৩৩

সাধুর বেশধারী রাবণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইভাবে প্রশংসা করলে, সীতা ব্রাহ্মণবেশী সেই রাবণকে সর্বপ্রকারে অতিথিসৎকার দ্বারা অর্চনা করলেন।

উপানীয়াসনং পূর্বং পাদ্যেনাভিনিমন্ত্র্য চ।
অব্রবীৎ সিদ্ধমিত্যেব তদা তং সৌম্যদর্শনম্॥ ৩৪

সীতা তখন সেই সৌম্যদর্শন অতিথিকে প্রথমে পাদ্য দ্বারা আমন্ত্রিত করে তারপর উপবেশনের জন্য আসন নিয়ে এসে বললেন, 'সব ঠিক হয়েছে তো' !

দ্বিজাতিবেষেণ সমীক্ষ্য মৈথিলী
সমাগতং পাত্রকুসুম্ভধারিণম্।
অশক্যমুদ্দেষ্টুমুপায়দর্শনা-
ন্যমন্ত্রয়দ্ ব্রাহ্মণবৎ তথাগতম্॥ ৩৫

কমণ্ডলু ও গৈরিকধারী রাবণকে সমাগত দেখে সীতা তার ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন। উপেক্ষা করা অসম্ভব বিধায় সেই ব্রাহ্মণকে (সীতা) নিমন্ত্রণ করলেন।

ইয়ং বৃসী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা-
মিদং চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদং চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং
ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্ ॥ ৩৬

সীতা বললেন—'ব্রাহ্মণ ! আপনার নিমিত্ত এই কুশাসনে যথেচ্ছ উপবেশন করুন, এবং এই পাদ্য প্রতিগ্রহণ করুন ; আর উত্তমরূপে প্রস্তুতকৃত বনজাত ফলমূলাদি স্বচ্ছন্দে ভোজন করুন।'

নিমন্ত্র্যমাণঃ প্রতিপূর্ণভাষিণীং
নরেন্দ্রপত্নীং প্রসমীক্ষ্য মৈথিলীম্।
প্রসহ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ং মনঃ
সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥ ৩৭

সীতা কর্তৃক সমাদৃত বাক্যে নিমন্ত্রিত হয়ে রাবণ আত্ম-হননের নিমিত্তই যেন রাজরাণী মিথিলারাজতনয়া সীতাকে ভালোভাবে দেখে নিয়ে বলপূর্বক তাঁকে হরণ করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করল।

ততঃ সুবেষং মৃগয়াগতং পতিং
প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষ্মণং তদা।
নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ ত-
ন্মহদ্ বনং নৈব তু রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩৮

সেই সময় মৃগয়ায় গত লক্ষ্মণসহ সুন্দর বেশধারী পতি শ্রীরামের জন্য প্রতীক্ষারতা সীতা চতুর্দিকে উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখতে থাকলে হরিদ্বর্ণ বিশাল অরণ্যই দেখতে পেলেন, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

রাবণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা সীতার নিজের ও শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় প্রদান এবং বনবাসের কারণ বর্ণন ; সীতাকে প্রধান মহিষী করার জন্য রাবণের প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন

রাবণেন তু বৈদেহী তদা পৃষ্টা জিহীর্ষুণা।
পরিব্রাজকরূপেণ শশংসাত্মানমাত্মনা ॥ ১

তখন সীতাকে হরণ করতে ইচ্ছুক রাবণ সীতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সীতা নিজেই আত্মপরিচয় দিতে শুরু করলেন।

ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্।
ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্তং তু সীতা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

ইনি ব্রাহ্মণ এবং অতিথি ; এঁর কাছে আত্মপরিচয় না বললে আমাকে অভিশাপ দেবেন, সীতা মুহূর্তকাল এই কথা চিন্তা করে আত্মপরিচয় বলতে শুরু করলেন—

দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥ ৩

'হে ব্রাহ্মণ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা এবং অযোধ্যানাথ শ্রীরামের প্রিয়া মহিষী ; নাম আমার সীতা।

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥ ৫

'ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজভবনে বারো বছর বাস করে মনুষ্যোচিত মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবিষয়সমূহ ভোগ করলাম ; অতঃপর ত্রয়োদশবর্ষে সামর্থবান মহারাজ দশরথ রাজমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য মন্ত্রণা করলেন।

তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্তারং মমার্যা যাচতে বরম্ ॥ ৬

'রাঘব শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহকালে আমার শ্বশ্রূমাতা কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করলেন।

পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী শ্বশুরং সুকৃতেন মে।

মম প্রব্রাজনং ভর্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ৭
যাবযাচত ভর্তারং সত্যসন্ধং নৃপোত্তমম্।

'কৈকেয়ী তাঁর স্বামীর তথা আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ শ্বশুরের পুণ্যের শপথ দিয়ে তাঁর কাছে আমার স্বামী শ্রীরামের নির্বাসন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক, এই দুটি বর প্রার্থনা করলেন।

নাদ্য ভোক্ষ্যে ন চ স্বপ্স্যে ন পাস্যে ন কদাচন॥ ৮
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে।

'কৈকেয়ী প্রতিজ্ঞা করলেন 'রাম যদি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তবে আমি আজ থেকে কখনই ভোজন করব না, পান করব না, নিদ্রাও যাব না ; আমি এই প্রাণ ত্যাগ করব (আত্মহত্যা করব)।

ইতি ব্রুবাণাং কৈকেয়ীং শ্বশুরো মে স পার্থিবঃ॥ ৯
অয়াচতার্থৈরন্বর্থৈর্ন চ যাচ্ঞাং চকার সা।

'কৈকেয়ী এইরকম বললে, আমার শ্বশুরমশাই রাজা দশরথ তাঁকে ধন এবং অলঙ্কারাদি বস্তুসকল দান করে তাঁর কাছে শ্রীরামের বনবাস নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন, কৈকেয়ী কিন্তু শ্রীরামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক ব্যতীত অন্য কিছুই চাইলেন না।

মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ॥ ১০
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে।

'বনবাস গমনকালে আমার মহাতেজস্বী পতির বয়স পঁচিশ বৎসর আর জন্মের সময় থেকে গণনা করলে আমার বয়স আঠারো।

রামেতি প্রথিতো লোকে সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ॥ ১১
বিশালাক্ষো মহাবাহুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।

'শ্রীরাম সত্যবাদী, সচ্চরিত্রবান এবং পবিত্রচেতা বলে জগতে বিদিত। তাঁর নেত্রদ্বয় বিশাল, দীর্ঘবাহু (মহাবীর) তিনি এবং সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে নিরত।

কামার্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্॥ ১২
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তং রামং নাভ্যষেচয়ৎ।

'পিতা মহারাজ দশরথ স্বয়ং কামার্ত, তাই কৈকেয়ীর প্রিয় কামনা পূরণের জন্য রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন না।

অভিষেকায় তু পিতুঃ সমীপং রামমাগতম্॥ ১৩
কৈকেয়ী মম ভর্তারমিত্যুবাচ দ্রুতং বচঃ।

'অভিষেকের জন্য আমার স্বামী শ্রীরাম পিতার নিকট উপস্থিত হলে, কৈকেয়ী বিলম্ব না করেই তাঁকে বললেন—

তব পিত্রা সমাজ্ঞপ্তং মমেদং শৃণু রাঘব॥ ১৪
ভরতায় প্রদাতব্যমিদং রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্বয়া তু খলু বস্তব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ১৫
বনে প্রব্রজ কাকুৎস্থ পিতরং মোচয়ানৃতাৎ।

''হে রঘুনন্দন রাম ! তোমার পিতা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা আমার কাছে শোনো, এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভরতকে দিতে হবে আর তোমাকে চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করতে হবে। অতএব, হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! তুমি বনে প্রস্থান করে—পিতাকে মিথ্যা থেকে মুক্ত করো।''

তথেত্যুবাচ তাং রামঃ কৈকেয়ীমকুতোভয়ঃ॥ ১৬
চকার তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভর্তা মম দৃঢ়ব্রতঃ।

'নির্ভীক এবং দৃঢ়সঙ্কল্প আমার পতি শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর সেই কথা শুনে কৈকেয়ীকে বললেন, ''তাই হবে'' এবং তাই করলেনও।

দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্ন চানৃতম্॥ ১৭
এতদ্ ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধৃতমনুত্তমম্।

'দিয়ে যাও, প্রতিদানে কিছু চাইবে না ; সত্য বলবে, মিথ্যা কখনই না'— হে ব্রাহ্মণ ! শ্রীরাম এই অত্যুত্তম ব্রত গ্রহণ করলেন।

তস্য ভ্রাতা তু বৈমাত্রো লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্॥ ১৮
রামস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সহায়ঃ সমরেঽরিহা।
স ভ্রাতা লক্ষ্মণো নাম ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১৯
অন্বগচ্ছদ্ ধনুষ্পাণিঃ প্রব্রজন্তং ময়া সহ।

'সেই রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রহ্মচারী, কঠিন ব্রতপরায়ণ, পুরুষসিংহ লক্ষ্মণ বীর, যুদ্ধ সহায়ক ও শত্রুহন্তা। সেই ভাই লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করে আমার সঙ্গে রামকে বনে অনুগমন করেছেন।

জটী তাপসরূপেণ ময়া সহ সহানুজঃ॥ ২০
প্রবিষ্টো দণ্ডকারণ্যং ধর্মনিত্যো দৃঢ়ব্রতঃ।

'নিত্য ধর্মপরায়ণ ও দৃঢ়ব্রত জটাধারী রাম অনুজ ভ্রাতার সঙ্গে তপস্বীর বেশে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন।

তে বয়ং প্রচ্যুতা রাজ্যাৎ কৈকেয্যাস্তু কৃতে ত্রয়ঃ॥ ২১
বিচরাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা।

'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমরা এই তিনজন কৈকেয়ীর কারণেই রাজ্যচ্যুত হয়ে এই গভীর অরণ্যে সাহসের সঙ্গে বিচরণ করছি।

সমাশ্বস মুহূর্তং তু শক্যং বস্তুমিহ ত্বয়া॥ ২২

আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্।
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাহঽদায়ামিষং বহু॥ ২৩

'কয়েক মুহূর্তকাল আশ্বস্ত হয়ে বিশ্রাম করুন ; আপনি এখানে থাকতে (চাইলে) পারবেন। আমার স্বামী তপস্বীগণের উপযোগী প্রভূত ফল-মূলাদি নিয়ে আসবেন।

স ত্বং নাম চ গোত্রং চ কুলমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ॥ ২৪

'হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আপনার নাম, গোত্র এবং বংশপরিচয় যথাযথ বলুন তো ! কেনই বা আপনি একাকী এই দণ্ডক বনে বিচরণ করছেন ?'

এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং রামপত্ন্যাং মহাবলঃ।
প্রত্যুবাচোত্তরং তীব্রং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ২৫

রামপত্নী সীতা এইরকম বললে, রাক্ষসরাজ মহাবলী রাবণ তীব্রভাবে প্রত্যুত্তর দিল—

যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥ ২৬

'দেবতা, অসুর ও মানুষসহ ত্রিভুবন যার ভয়ে ভীত, অয়ি সীতে ! আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ।

ত্বাং তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে॥ ২৭

'অয়ি অনিন্দ্যসুন্দরি ! তোমার গাত্রবর্ণ সুবর্ণময়, পরিধানে তোমার কৌশেয় বসন। তোমাকে দেখে আমার নিজের পত্নীদের প্রতি আর প্রীতি অনুভব করতে পারছি না।

বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণামাহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্বাসামেব ভদ্রং তে মমাগ্রমহিষী ভব॥ ২৮

'নানাদেশ থেকে অপহৃত অনেক উত্তম স্ত্রীদের মধ্যে তুমি-ই আমার প্রধানা মহিষী হও ; তোমার কল্যাণ হোক।

লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্ধনি॥ ২৯

'সমুদ্রমধ্যে সাগর পরিবেষ্টিত পর্বত শিখরে লঙ্কা নামে আমার বিশাল পুরী অবস্থিত।

তত্র সীতে ময়া সার্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি।
ন চাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি॥ ৩০

'সীতে ! সেখানে তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে ; অয়ি সুন্দরি ! তখন আর তোমার এই বনে বাস করার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

পঞ্চ দাস্যঃ সহস্রাণি সর্বাভরণভূষিতাঃ।
সীতে পরিচরিষ্যন্তি ভার্যা ভবসি মে যদি॥ ৩১

'অয়ি সীতে ! তুমি যদি আমার স্ত্রী হও তবে সর্বালঙ্কারভূষিতা পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যা করবে।'

রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্॥ ৩২

রাবণ এইরকম বললে, অনন্যসুন্দরতনু জনকনন্দিনী সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই রাক্ষস রাবণকে অবজ্ঞা করে প্রত্যুত্তরে বললেন—

মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা॥ ৩৩

'মহান পর্বতের মতো অকম্পনীয়, মহাসমুদ্রের মতো প্রশান্ত এবং দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য (মহান আমার) পতি শ্রীরামেরই আমি অনুগতা।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্।
সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা॥ ৩৪

'সর্বপ্রকার শুভলক্ষণ সমন্বিত, সকলের আশ্রয় ও ছায়াদানকারী বটবৃক্ষের মতো উদার এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা শ্রীরামেরই আমি অনুগতা (পত্নী)।

মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
নৃসিংহং সিংহসংকাশমহং রামমনুব্রতা॥ ৩৫

'দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষ, সিংহতুল্য (বীর) ও সিংহের ন্যায় মর্যাদায় পদবিক্ষেপকারী নরশার্দূল শ্রীরামচন্দ্রেরই একান্ত অনুগতা স্ত্রী আমি।

পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্।
পৃথুকীর্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা॥ ৩৬

'পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যাঁর মুখমণ্ডল, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী ও মহাকীর্তিমান, সেই দীর্ঘবাহু বীর রমণীয় রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুগতা স্ত্রী আমি।

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥ ৩৭

'তুমি শৃগাল সদৃশ হয়ে, দুর্লভা সিংহী (সদৃশী) আমাকে পেতে চাও ! সূর্যের প্রভা সদৃশী আমাকে তুমি স্পর্শ করতেই সমর্থ হবে না।

পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস॥ ৩৮

'রে হতভাগা রাক্ষস ! তুমি যে, রাঘব রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্যাকে পেতে ইচ্ছা করছ, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তুমি অনেক স্বর্ণবৃক্ষ দেখেছ ! (সুরাসক্ত যেমন দৃষ্টিবিভ্রমহেতু

চোখে ধাঁধা দেখে অপার্থিব অসম্ভবকে সত্য বলে মনে করে, তদ্রূপ রাবণ কামসুরা পান করে অপার্থিবকে সত্য বলে দেখছে।)

ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্ দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি॥ ৩৯
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্তুমিচ্ছসি।
কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি॥ ৪০
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢি চ ক্ষুরম্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥ ৪১

'তুমি রঘুনাথ রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্যাকে লাভ করতে চাইছ, তাতে মনে হচ্ছে মূর্খ তুমি পশুদের শত্রু ক্ষুধার্ত দ্রুতগামী সিংহের এবং সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে চাইছ ; অথবা পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ। কিম্বা কালকূট বিষ পান করে স্বস্তির সঙ্গে হেঁটে চলে যেতে চাইছ। মনে হচ্ছে তুমি সূচ দিয়ে চক্ষু-মার্জন কিম্বা জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে ইচ্ছা করছ।

অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি॥ ৪২
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি।

'তুমি যে রামের প্রিয় পত্নীকে বলাৎকার করতে চাইছ, (মনে হচ্ছে) তুমি কণ্ঠে শিলা বেঁধে সমুদ্র উত্তরণ করতে, অথবা সূর্য ও চন্দ্র উভয়কেই দুই হাতে হরণ করতে চাইছ।

অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি॥ ৪৩
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্যাং রামস্যাহর্তুমিচ্ছসি।

'তুমি যে শ্রীরামের কল্যাণরূপিণী পত্নীকে অপহরণের কামনা করেছ, এতে মনে করি প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিশ্চয়ই বস্ত্রাচ্ছাদিত করে নিয়ে যেতে চাইছ।

অয়োমুখানাং শূলানামগ্রে চরিতুমিচ্ছসি।
রামস্য সদৃশীং ভার্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥ ৪৪

'তুমি যে শ্রীরামের যোগ্যা স্ত্রীকে অধিকার করতে চাইছ, মনে হচ্ছে তুমি সূচিমুখ লৌহশূলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে অভিলাষী হয়েছ।

যদন্তরং সিংহসৃগালযোর্বনে
যদন্তরং স্যান্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্যসৌবীরকয়োর্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥ ৪৫

'অরণ্যে সিংহ এবং শৃগালের মধ্যে যে পার্থক্য, ক্ষুদ্র নদী এবং সমুদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য, (দ্রাক্ষাজাত) শ্রেষ্ঠ সুরা এবং কুলফলজাত অম্লরসে যে পার্থক্য, দাশরথি শ্রীরামের এবং তোমার মধ্যে সেই পার্থক্য বর্তমান।

যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়ো-
র্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালযোর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥ ৪৬

'সোনার সঙ্গে সীসা-লোহার যে পার্থক্য, চন্দনবারির সঙ্গে পঙ্কের যে পার্থক্য এবং হস্তী ও বন্য বিড়ালের মধ্যে যে প্রভেদ, দশরথতনয় শ্রীরামের সঙ্গে তোমার সেই পার্থক্য বর্তমান।

যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়ো-
র্যদন্তরং মদ্‌গুময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংসকগৃধ্রয়োর্বনে
তদন্তরং দশরথেস্তবৈব চ॥ ৪৭

'বিনতানন্দন গরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য, ময়ূর এবং পানকৌড়ির মধ্যে যে পার্থক্য এবং বন্য হংসের সঙ্গে শকুনির যে প্রভেদ, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের থেকে তোমারও সেই প্রভেদ।

তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে
রামে স্থিতে কার্মুকবাণপাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্॥ ৪৮

'সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবান্বিত রাম ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করলে, তুমি আমাকে হরণ করেও হজম (উপভোগ) করতে পারবে না ; যেমন, মক্ষিকা ঘৃত পান করে হজম করতে পারে না।'

ইতীব তদ্‌বাক্যমদুষ্টভাবা
সুদুষ্টমুক্ত্বা রজনীচরং তম্।
গাত্রপ্রকম্পাদ্ ব্যথিতা বভূব
বাতোদ্ধতা সা কদলীব তন্বী॥ ৪৯

সদ্ভাবসম্পন্না সুন্দরী সীতা দুষ্টস্বভাব সেই নিশাচর রাবণকে এই সকল কথা বলে ব্যথিতচিত্তে বায়ু প্রকম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপতে লাগলেন।

তাং বেপমানামুপলক্ষ্য সীতাং
স রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাবঃ।
কুলং বলং নাম চ কর্ম চাত্মনঃ

সমাচচক্ষে ভয়কারণার্থম্ ॥ ৫০

সীতাকে কাঁপতে দেখে মৃত্যুসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাবণ সীতাকে ভয় দেখাবার জন্য নিজের নাম, বংশ পরিচয়, ক্ষমতা এবং কুকীর্তিকলাপ বলতে শুরু করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

রাবণ কর্তৃক নিজ পরাক্রম বর্ণন এবং তা শুনে ক্রুদ্ধ সীতা কর্তৃক তাকে ভয় প্রদর্শন

এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং সংরব্ধঃ পরুষং বচঃ।
ললাটে ভ্রুকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১

সীতা এইরকম বললে, ক্রুদ্ধ রাবণ ভ্রূকুটি কুটিল ললাটে কঠোর বাক্যে বলল—

ভ্রাতা বৈশ্রবণস্যাহং সাপত্ন্যো বরবর্ণিনি।
রাবণো নাম ভদ্রং তে দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২

'অয়ি সুন্দরি ! তোমার কল্যাণ হোক। আমি প্রতাপশালী দশানন রাবণ নামে কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

যস্য দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিশাচপতগোরগাঃ।
বিদ্রবন্তি সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ ॥ ৩

যেন বৈশ্রবণো ভ্রাতা বৈমাত্রাঃ কারণান্তরে।
দ্বন্দ্বমাসাদিতঃ ক্রোধাদ্ রণে বিক্রম্য নির্জিতঃ ॥ ৪

'মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের মতো, যার ভয়ে ভীত দেবগণ, গন্ধর্বগণ, পিশাচগণ, পক্ষীগণ এবং সর্পগণ সর্বদা পলায়ন করে, কোনও কারণবশত ক্রুদ্ধ হয়ে যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে, আমি সেই রাবণ।

মদ্ভয়ার্তঃ পরিত্যজ্য স্বমধিষ্ঠানমৃদ্ধিমৎ।
কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নরবাহনঃ ॥ ৫

'কুবের আমার ভয়ে ভীত হয়ে সমৃদ্ধিশালী স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করে পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে বাস করতে থাকে।

যস্য তৎ পুষ্পকং নাম বিমানং কামগং শুভম্।
বীর্যাদাবর্জিতং ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্ ॥ ৬

'অয়ি কল্যাণময়ি ! তার সুন্দর স্বেচ্ছাগামী পুষ্পক নামক আকাশযানটি আমি স্বীয় শক্তিবলে কেড়ে নিয়েছি ; যার সাহায্যেই আমি আকাশপথে গমনাগমন করি।

মম সঞ্জাতরোষস্য মুখং দৃষ্ট্বৈব মৈথিলি।
বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৭

'অয়ি মিথিলারাজনন্দিনি ! আমার ক্রোধ উৎপন্ন হলে আমার মুখ দেখেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে।

যত্র তিষ্ঠাম্যহং তত্র মারুতো বাতি শঙ্কিতঃ।
তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি ॥ ৮

'আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে বায়ু ধীরে প্রবাহিত হয় এবং সূর্য ও চন্দ্র (সমশীতলতা প্রাপ্ত হয়ে) আকাশে একত্র অবস্থান করে।

নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।
ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ ॥ ৯

'আমি যেখানে অবস্থান করি এবং যেখানে বিচরণ করি সেখানে সেখানে বৃক্ষগুলির পত্রসকল নিষ্কম্প (কম্পনহীন) এবং নদীগুলির জলপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে যায়।

মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ১০

'সমুদ্রের পরপারে, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পরিবৃত, ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য, লঙ্কা নামে আমার মনোরম পুরী অবস্থিত।

প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা।
হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্যময়তোরণা ॥ ১১

'সেই রমণীয় লঙ্কাপুরী শ্বেতপীত-বর্ণশোভিত প্রাচীরবেষ্টিত, তার তোরণগুলি বৈদূর্যমণিশোভিত এবং কক্ষগুলি সুবর্ণমণ্ডিত।

হস্ত্যশ্বরথসম্বাধা তূর্যনাদবিনাদিতা।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সংকুলোদ্যানভূষিতা॥ ১২

'সেই লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ; তূর্যধ্বনি মুখরিত এবং সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষিত ফলবৃক্ষে পূর্ণ উদ্যান দ্বারা সুশোভিত।

তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়া সহ।
ন স্মরিষ্যসি নারীণাং মানুষীণাং মনস্বিনি॥ ১৩

'অয়ি রাজপুত্রি, মানিনি সীতে! সেখানে তুমি আমার সঙ্গে বাস করলে মানুষী নারীদের কথা তোমার মনেই আসবে না।

ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ দিব্যাংশ্চ বরবর্ণিনি।
ন স্মরিষ্যসি রামস্য মানুষস্য গতায়ুষঃ॥ ১৪

'অয়ি সুন্দরি! মনুষ্য সম্বন্ধীয় এবং দেব সম্বন্ধীয় ভোগ্য বিষয় ভোগ করে, আর ক্ষীণজীবী মানুষ রামের কথা মনেই করবে না।

স্থাপয়িত্বা প্রিয়ং পুত্রং রাজ্যে দশরথো নৃপঃ।
মন্দবীর্যস্ততো জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ প্রস্থাপিতো বনম্॥ ১৫
তেন কিং ভ্রষ্টরাজ্যেন রামেণ গতচেতসা।
করিষ্যসি বিশালাক্ষি তাপসেন তপস্বিনা॥ ১৬

'অয়ি আয়তলোচনে! রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, হীনবীর্য জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে বনে পাঠিয়েছেন। সেই রাজ্যভ্রষ্ট, বুদ্ধিহীন এবং তপস্যারত রামকে নিয়ে কী করবে?

রক্ষ রাক্ষসভর্তারং কাময় স্বয়মাগতম্।
ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি॥ ১৭

'কামবাণাহত রাক্ষসাধিপতি তোমার দ্বারে নিজেই এসেছে; তাকে রক্ষা করো, কামনা করো, প্রত্যাখান কোরো না।

প্রত্যাখ্যায় হি মাং ভীরু পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি।
চরণেনাভিহত্যেব পুরূরবসমুর্বশী॥ ১৮

'পুরূরবাকে পদাঘাত করে উর্বশী যেমন, তদ্রূপ, অয়ি ভীরু! আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ।
তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি॥ ১৯

'ওগো সুন্দরি! মানুষ রাম যুদ্ধে আমার আঙুলের সমানও নয়। অতএব তোমার সৌভাগ্যবশত আগত আমাকে পতিরূপে ভজনা করো।'

এবমুক্তা তু বৈদেহী ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপম্॥ ২০

রাবণ বিজনে এইরকম বললে, ক্রোধে আরক্তনয়না বিদেহরাজনন্দিনী সীতা রাক্ষসরাজকে কঠোর বাক্য বললেন—

কথং বৈশ্রবণং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্।
ভ্রাতরং ব্যপদিশ্য ত্বমশুভং কর্তুমিচ্ছসি॥ ২১

'দেবতাদের সকলের প্রণম্য কুবেরদেবকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিয়ে কী করে তুমি অশুভ (অন্যায়) কর্ম করতে চাইছ?

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২

'ওরে রাবণ! দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়পরবশ ও রূঢ় তুমি যাদের রাজা, সেই রাক্ষসেরা সকলেই অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

অপহৃত্য শচীং ভার্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।
নহি রামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ॥ ২৩

'দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীকে অপহরণ করে জীবিত থাকা সম্ভব হলেও, কেউই কিন্তু রামভার্যা আমাকে হরণ করে নিয়ে জীবিত থাকতে পারবে না।

জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য পশ্চা-
চ্ছচীং প্রধৃষ্যাপ্রতিরূপরূপাম্।
ন মাদৃশীং রাক্ষস ধর্ষয়িত্বা
পীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ॥ ২৪

'বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্রের অনুপম রূপবতী পত্নী শচীদেবীর শ্লীলতাহানি করে কেউ হয়তো দীর্ঘজীবী হতে পারে; কিন্তু, ওরে রাক্ষস! আমার মতো শ্রীরামের ভার্যার শ্লীল নষ্ট করে অমৃত পান করেও তুমি রক্ষা পাবে না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতার বিলাপ এবং জটায়ুর দর্শনলাভ

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
হস্তে হস্তং সমাহত্য চকার সুমহদ্ বপুঃ॥ ১

সীতার কথা শুনে প্রতাপশালী দশানন হাতে হাত ঘর্ষণ করে বিশাল দেহ ধারণ করল।

স মৈথিলীং পুনর্বাক্যং বভাষে বাক্যকোবিদঃ।
নোন্মত্তয়া শ্রুতৌ মন্যে মম বীর্যপরাক্রমৌ॥ ২

বাক্যবিশারদ রাবণ মিথিলারাজনন্দিনীকে আবার বলল—'পাগল! মনে হয় তুমি আমার বীরত্ব ও পরাক্রমের কথা শোননি!

উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ।
আপিবেয়ং সমুদ্রং চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ॥ ৩

'আমি আকাশে (শূন্যে) দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারি, সমুদ্রকে পান (শোষণ) করতে পারি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মৃত্যুরাজ যমকে হত্যা করতে পারি।

অর্কং তুদ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাং হি মহীতলম্।
কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্॥ ৪

'রামের প্রতি কামনায় ও রূপে মুগ্ধ অয়ি উন্মত্তে! স্বেচ্ছারূপধারী আমাকে দেখো। আমি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সূর্যকে নিষ্পীড়িত এবং ভূতলকে বিদীর্ণ করতে পারি।'

এবমুক্তবতস্তস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে।
ক্রুদ্ধস্য হরিপর্যন্তে রক্তে নেত্রে বভূবতুঃ॥ ৫

ক্রুদ্ধ রাবণ এইরূপ বলতে বলতে তার কৃষ্ণবর্ণ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট দক্ষুদ্বয় অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ।
স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ॥ ৬

কুবেরানুজ রাবণ তৎক্ষণাৎ সৌম্য সন্ন্যাসীর রূপ ত্যাগ করে মৃত্যুরাজ যমসদৃশ নিজের আসল উগ্ররূপ ধারণ করল।

সংরক্তনয়নঃ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নীলজীমূতসন্নিভঃ॥ ৭

তপ্ত সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত, মহাক্রোধান্বিত রক্তচক্ষু শ্রীমান রাবণকে বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘের মতো দেখাচ্ছিল।

দশাস্যো বিংশতিভুজো বভূব ক্ষণদাচরঃ।
স পরিব্রাজকচ্ছদ্ম মহাকায়ো বিহায় তৎ॥ ৮

সেই নিশাচর মুহূর্তের মধ্যেই পরিব্রাজকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে, দশানন বিংশতিবাহু বিশাল দেহ ধারণ করল।

প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
রক্তাম্বরধরস্তস্থৌ স্ত্রীরত্নং প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্॥ ৯

রাক্ষসরাজ রাবণ নিজের স্বাভাবিক রূপ ধারণ করল এবং রক্তবস্ত্র পরিধান করে মিথিলা রাজনন্দিনী স্ত্রীরত্ন সীতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

স তামসিতকেশান্তাং ভাস্করস্য প্রভামিব।
বসনাভরণোপেতাং মৈথিলীং রাবণোঽব্রবীৎ॥ ১০

বস্ত্রালঙ্কার পরিহিতা, কৃষ্ণকেশরাশিসমন্বিতা, সূর্যপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা মিথিলা রাজতনয়া সীতাকে রাবণ বলল—

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্তারমিচ্ছসি।
মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ॥ ১১

'অয়ি সুন্দরি! যদি তুমি ত্রিলোকের মধ্যে বিখ্যাত পতি কামনা করো, তবে আমাকে আশ্রয় করো; আমি-ই তোমার যোগ্য পতি।

মাং ভজস্ব চিরায় ত্বমহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব।
নৈব চাহং ক্বচিৎ ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্॥ ১২

'অয়ি ভদ্রে! তুমি আমাকে চিরকালের জন্য পতিত্বে বরণ করো; আমিই তোমার প্রশংসনীয় পতি। আমি কখনই তোমার অপ্রিয় কিছু করব না।

ত্যজ্যতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃ প্রণীয়তাম্।
রাজ্যাচ্চ্যুতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষম্॥ ১৩
কৈর্গুণৈরনুরক্তাসি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।
যঃ স্ত্রিয়া বচনাদ্ রাজ্যং বিহায় সসুহৃজ্জনম্॥ ১৪
অস্মিন্ ব্যালানুচরিতে বনে বসতি দুর্মতিঃ।

মানবের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে তুমি আমার ন্যায় রক্ষঃপতির অনুরক্তা হও। মূর্খে! পাণ্ডিত্যাভিমানিনি! যে অবোধ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কথায় বন্ধুজন-পরিবৃত রাজ্য ত্যাগ করে হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে বাস করছে, রাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ায় যার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে, যার আয়ুষ্কাল সীমিত, কোন্ গুণের জন্য তুমি সেই

রামের অনুরক্তা ?'

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং বাক্যং প্রিয়ার্হাং প্রিয়বাদিনীম্॥ ১৫
অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব॥ ১৬

আকাশে বুধ যেমন রোহিণীকে, সেইরকমভাবে, কামমুগ্ধ অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষস রাবণ অগ্রসর হয়ে প্রিয় বচনযোগ্যা ও মধুরভাষিণী মিথিলারাজতনয়া সীতাকে জড়িয়ে ধরল[১]।

বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্ধজেষু করেণ সঃ।
ঊর্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা॥ ১৭

রাবণ বামহস্ত দ্বারা কেশরাশি এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঊরুদ্বয় ধারণ করে কমলনয়না সীতাকে তুলে নিল।

তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাভুজম্।
প্রাদ্রবন্ মৃত্যুসংকাশং ভয়ার্তা বনদেবতাঃ॥ ১৮

পর্বতচূড়ার মতো বিশালদেহী, তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত, দীর্ঘ ও পুষ্ট বাহুবিশিষ্ট মৃত্যুরাজ যমসদৃশ রাবণকে দেখে ভয়ভীত বনদেবতারা পলায়ন করলেন।

স চ মায়াময়ো দিব্যঃ খরযুক্তঃ খরস্বনঃ।
প্রত্যদৃশ্যত হেমাঙ্গো রাবণস্য মহারথঃ॥ ১৯

ইত্যবসরে রাবণের সেই মায়াময় স্বর্ণনির্মিত অঙ্গযুক্ত কর্কশস্বর গর্দভবাহন দিব্য মহারথ দৃষ্ট হল।

ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্য মহাস্বনঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোপয়ৎ তদা॥ ২০

অতঃপর রুক্ষস্বরে গর্জনকারী রাবণ বিদেহ রাজতনয়া সীতাকে তখন কঠোর বাক্যে তর্জন করে কোলে তুলে নিয়ে রথে বসিয়ে দিল।

সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।
রামেতি সীতা দুঃখার্তা রামং দূরং গতং বনে॥ ২১

রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক ধৃতা যশস্বিনী সীতা দুঃখার্তা হয়ে, দূর বনে গত শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'হা রাম' বলে (উচ্চৈঃস্বরে) চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

তামকামাং স কামার্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
বিচেষ্টমানামাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ॥ ২২

তখন কামার্ত রাবণ, সর্পরাজবধূর ন্যায় মুক্তিলাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টমানা কামরহিতা সীতাকে নিয়ে আকাশপথে উঠে গেল।

ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ হ্রিয়মাণা বিহায়সা।
ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা॥ ২৩

রাক্ষসরাজ সীতাদেবীকে আকাশপথে বলপূর্বক নিয়ে যেতে থাকলে, সীতাদেবী শোকে পাগলপারা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চীৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন—

হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক।
হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রক্ষসা কামরূপিণা॥ ২৪

'গুরুজনের চিত্তে প্রসন্নতাবিধাতা, হায় মহাবীর লক্ষ্মণ ! তুমি জানতেও পারলে না তোমার আর্যা সীতাকে স্বেচ্ছারূপধারী রাক্ষস হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

জীবিতং সুখমর্থং চ ধর্মহেতোঃ পরিত্যজন্।
হ্রিয়মাণামধর্মেণ মাং রাঘব ন পশ্যসি॥ ২৫

'হে রঘুনন্দন ! ধর্মরক্ষার জন্য তুমি নিজের জীবনের মোহ, সুখ ও সম্পদ সব ত্যাগ করেছ, আর অধর্মানুসারে আমি নিজে অপহৃতা হচ্ছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না !

ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ।
কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্॥ ২৬

' হে শত্রুতাপন আর্যপুত্র ! আপনি দুর্বিনীতদের শাসনকর্তা হয়েও এইরকম পাপী রাবণকে শাসন করছেন না কেন ?

ন তু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র সস্যানামিব পক্তয়ে॥ ২৭

'অশিষ্ট কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না ; এই বিষয়ে (উদাহরণ) যেমন, শস্যের পরিপক্বতার জন্য কাল (সময়) তার সঙ্গী হয় (সময়াপেক্ষার প্রয়োজন হয়)।

ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ।

---

[১]বুধ হল চন্দ্র এবং রোহিণীর পুত্র। কামভাবে বুধ কখনই জননী রোহিণীকে জড়িয়ে ধরতে পারেন না, ধরলে বুধের ধ্বংস অনিবার্য হত। রাবণ মাতৃবৎ আদরণীয়া সীতাকে কামভাবে জড়িয়ে ধরায় তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল। বুধ যা করেননি, রাবণ তাই করায় উভয়ের তুলনায় অভূতোপমা অলঙ্কার হয়েছে। যা হয়নি (নভূত অভূত) তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনায় উপমা ; তাই অভূতোপমালঙ্কার।

জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপুহি॥ ২৮

'রে দুরাত্মন ! মহাকালের ইঙ্গিতে তোমার চেতনা দূষিত হওয়ায়, তুমি এই দুষ্কর্ম করছ ; কিন্তু শ্রীরামের হাতে তোমার মৃত্যুরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ সমাসন্ন।

হন্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
হ্রিয়েয়ং ধর্মকামস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনঃ॥ ২৯

'হায় ! সবান্ধবা কৈকেয়ীর মনস্কামনা এখন পূর্ণ হল ; কিন্তু আমি, ধার্মিক যশস্বী শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী, রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হচ্ছি।

আমন্ত্রয়ে জনস্থানে কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥ ৩০

'জনস্থানের পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি —তোমরা শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রকে জানাও, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥ ৩১

'হংস ও সারসের কলধ্বনিতে মুখরিত গোদাবরী নদীকে বন্দনা করি এবং প্রার্থনা করছি, মাতঃ গোদাবরি ! তুমি শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রকে জানাও—'রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥ ৩২

'এই অরণ্যে বিভিন্ন বৃক্ষে যে সকল বনদেবতা আছেন, আমি তাঁদের সকলকে নমস্কার জানাই ! হে বনদেবতাগণ ! আপনারা অপহৃতা আমার কথা আমার স্বামীকে জানিয়ে দিন।

যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ॥ ৩৩
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত॥ ৩৪

'এই অরণ্যে পশু-পক্ষী আদি যে সকল বিবিধ প্রাণী আছে, আমি তোমাদের সকলের শরণাগত হলাম ; তোমরা সকলে দেখ স্বামীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা স্ত্রী অপহৃতা হচ্ছে ; শ্রীরামকে বলো, অসহায়া তোমার সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে।

বিদিত্বা তু মহাবাহুরমুত্রাপি মহাবলঃ।
আনেষ্যতি পরাক্রম্য বৈবস্বতহৃতামপি॥ ৩৫

'সেই মহাবীর শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মৃত্যুরাজ যম কর্তৃক অপহৃতা হয়ে পরলোকে অবস্থিতা জেনেও স্বীয় পরাক্রম বলে আমাকে সেই পরলোক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন।'

সা তদা করুণা বাচো বিলপন্তী সুদুঃখিতা।
বনস্পতিগতং গৃধ্রং দদর্শায়তলোচনা॥ ৩৬

ইত্যবসরে অতিকাতরা ডাগর-নয়না (সীতা) করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বিশাল বৃক্ষোপরি গৃধ্ররাজ (জটায়ুকে) দেখতে পেলেন।

সা তমুদ্বীক্ষ্য সুশ্রোণী রাবণস্য বশংগতা।
সমাক্রন্দদ্ ভয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা॥ ৩৭

রাবণ কবলিতা ভয়ভীতা সুন্দরী সীতা সেই গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখে শোককাতর স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

জটায়ো পশ্য মামার্য হ্রিয়মাণামনাথবৎ।
অনেন রাক্ষসেন্দ্রেণাকরুণং পাপকর্মণা॥ ৩৮

'পূজনীয় জটায়ো ! দেখুন, এই পাপাচারী রাক্ষসরাজ অনাথার ন্যায় আমাকে করুণভাবে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

নৈষ বারয়িতুং শক্যস্ত্বয়া ক্রূরো নিশাচরঃ।
সত্ত্ববাঞ্জিতকাশী চ সায়ুধশ্চৈব দুর্মতিঃ॥ ৩৯

'এই সশস্ত্র দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হিংস্র রাক্ষস বলবান এবং সর্বত্রজয়ী ; আপনি একে নিবারণ করতে অক্ষম !

রামায় তু যথাতত্ত্বং জটায়ো হরণং মম।
লক্ষ্মণায় চ তৎ সর্বমাখ্যাতব্যমশেষতঃ॥ ৪০

'মাননীয় জটায়ো ! শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের কাছে আমার এই অপহরণবৃত্তান্ত যথাযথ নিঃশেষে সব জানাবেন !'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

———o———

পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্তির জন্য রাবণের প্রতি জটায়ুর সাবধানবাণী, তা না হলে যুদ্ধের জন্য আহ্বান

তং শব্দমবসুপ্তস্তু জটায়ুরথ শুশ্রুবে।
নিরৈক্ষদ্ রাবণং ক্ষিপ্রং বৈদেহীং চ দদর্শ সঃ॥ ১

নিদ্রোত্থিত জটায়ু তখন সেই শব্দ শুনতে পেলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি রাবণকে এবং বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন।

ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভস্তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ খগোত্তমঃ।
বনস্পতিগতঃ শ্রীমান্ ব্যাজহার শুভাং গিরম্॥ ২

তখন বৃক্ষান্তরালে উপবিষ্ট, পর্বতশৃঙ্গ সদৃশ বিরাট এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু রাবণকে লক্ষ্য করে মঙ্গলময় বাক্যে বললেন—

দশগ্রীব স্থিতো ধর্মে পুরাণে সত্যসংশ্রয়ঃ।
ভ্রাতস্ত্বং নিন্দিতং কর্ম কর্তুং নার্হসি সাম্প্রতম্॥ ৩
জটায়ুর্নাম নাম্নাহং গৃধ্ররাজো মহাবলঃ।

'হে দশানন! প্রাচীন সনাতন ধর্মে অবস্থিত সত্যাশ্রয়ী আমি হলাম মহাবলবান পক্ষিরাজ জটায়ু। ভাই! তুমি সম্প্রতি কোনও গর্হিত কর্ম করতে পার না।

রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ॥ ৪
লোকানাং চ হিতে যুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ।
তস্যৈষা লোকনাথস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী॥ ৫
সীতা নাম বরারোহা যাং ত্বং হর্তুমিহেচ্ছসি।

'দেবরাজ মহেন্দ্রের ও বরুণদেবের তুল্য দশরথতনয় শ্রীরাম লোকসমূহের ত্রিভুবনের অধিবাসীদের কল্যাণে নিরত, তাই এই লোকসমূহের রাজা; আর যাঁকে তুমি হরণ করতে উদ্যত, সীতা নাম্নী এই সুন্দরী সেই জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের মহীয়সী ধর্মপত্নী।

কথং রাজা স্থিতো ধর্মে পরদারান্ পরামৃশেৎ॥ ৬
রক্ষণীয়া বিশেষেণ রাজদারা মহাবল।
নিবর্তয় গতিং নীচাং পরদারাভিমর্শনাৎ॥ ৭

'স্বধর্মে নিরত রাজা পরস্ত্রীকে স্পর্শ করে কীরূপে? হে মহাবীর! রাজপত্নী বিশেষভাবে রক্ষণীয়া। হে রাবণ! পরস্ত্রী স্পর্শ হেতু নীচ গতিকে নিবৃত্ত করো।

ন তৎ সমাচরেদ্ ধীরো যৎ পরোঽস্য বিগর্হয়েৎ।
যথাঽঽত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ॥ ৮

'অপরে যে কার্যের নিন্দা করেন, ধীর ব্যক্তি সেরূপ আচরণ কখনই করেন না। পুনরায় নিজের পত্নীকে যেমন তদ্রূপ অন্যের পত্নীকেও, পরপুরুষের স্পর্শ বা পরপুরুষের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা উচিত।

অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষ্বনাগতম্।
ব্যবস্যন্ত্যনুরাজানং ধর্মং পৌলস্ত্যনন্দন॥ ৯

'হে পুলস্তিকুলনন্দন রাবণ! শাস্ত্রে অনুল্লিখিত ধর্ম, অর্থ বা কাম বিষয়ে ধীর ব্যক্তিগণ রাজাকেই অনুসরণ করে থাকেন।

রাজা ধর্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাং চোত্তমো নিধিঃ।
ধর্মঃ শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ততে॥ ১০

'পার্থিব বিষয়সমূহের উত্তম আধার হল রাজা, ধর্ম এবং কাম; শুভ বা অশুভ ধর্ম প্রবর্তনের মূল হল রাজা।

পাপস্বভাবশ্চপলঃ কথং ত্বং রক্ষসাং বর।
ঐশ্বর্যমভিসম্প্রাপ্তো বিমানমিব দুষ্কৃতী॥ ১১

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! দুষ্কর্মকারী পাপস্বভাব চঞ্চল তুমি, দেববিমান রূপ ঐশ্বর্য কীরূপে প্রাপ্ত হলে?

কামস্বভাবো যঃসোঽসৌ ন শক্যস্তং প্রমার্জিতুম্।
নহি দুষ্টাত্মনামার্যমাবসত্যালয়ে চিরম্॥ ১২

'কামস্বভাবের ব্যক্তি কামকে মার্জিত করতে পারে না; দুষ্টাত্মার গৃহে আর্যভাব (ধর্মভাব) দীর্ঘকাল অবস্থান করে না।

বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা রামো মহাবলঃ।
নাপরাধ্যতি ধর্মাত্মা কথং সত্যাপরাধ্যসি॥ ১৩

'মহাবলী ধর্মাত্মা রাম তোমার রাজ্যে যখন কোনও অপরাধ করেননি, তুমি কেন তার প্রতি অপরাধ করছ?

যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ১৪
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ।
যস্য ত্বং লোকনাথস্য হৃত্বা ভার্যাং গমিষ্যসি॥ ১৫

'যদিও জনস্থানে এসে শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘনকারী অত্যাচারী খর শূর্পণখার প্রতি শাস্তির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অক্লান্তকর্মা শ্রীরামের হাতে নিহত হয়েছে, এক্ষেত্রে যথার্থত বলো তো, রামচন্দ্রের কী অপরাধ, যার জন্য তুমি নরনাথ রামচন্দ্র-এর স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছ?

ক্ষিপ্রং বিসৃজ বৈদেহীং মা ত্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।
দহেদ্ দহনভূতেন বৃত্রমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ১৬

'বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে শীঘ্র মুক্তি দাও, যাতে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর দাহনোপযোগী ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে দগ্ধ না করে দেন, যেমন ইন্দ্রের অশনি বৃত্রাসুরকে করেছিল।

সর্পমাশীবিষং বদ্ধ্বা বস্ত্রান্তে নাববুধ্যসে।
গ্রীবায়াং প্রতিমুক্তং চ কালপাশং ন পশ্যসি॥ ১৭

'তুমি বস্ত্রের প্রান্তভাগে বিষধর সর্প বেঁধে নিয়েও তার ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে পারছ না ; গলদেশে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুপাশ উদ্বন্ধন রজ্জু দেখতে পাচ্ছ না।

স ভারঃ সৌম্য ভর্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ।
তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্যতে যদনাময়ম্॥ ১৮

'সৌম্য ! যে ভার (বোঝা) মানুষকে অবসন্ন করে না, সেই ভারই বহন করা এবং যে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় ও মানুষকে নীরোগ করে সেই অন্নই ভোজন করা উচিত।

যৎ কৃত্বা ন ভবেদ্ ধর্মো ন কীর্তির্ন যশো ধ্রুবম্।
শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তৎ কর্ম সমাচরেৎ॥ ১৯

যে কর্ম করলে ধর্মলাভ হবে না, হবে না যশঃ, খ্যাতি ও কীর্তিলাভ, উপরন্তু শরীর হবে অবসন্ন, সেই কর্মের অনুষ্ঠান কে করে ?[১]

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ॥ ২০

'রাবণ ! পিতৃপিতামহ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য যথাযথ পালন করতে করতে আমার জীবনের ষাট হাজার বছর গত হয়েছে !

বৃদ্ধোঽহং ত্বং যুবা ধন্বী সরথঃ কবচী শরী।
ন চাপ্যাদায় কুশলী বৈদেহীং মে গমিষ্যসি॥ ২১

'আমি নিরস্ত্র বৃদ্ধ, আর তুমি কবচ ও ধনুর্বাণধারী রথারূঢ় যুবক ; তথাপি আমার সামনে থেকে বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করে নির্বিঘ্নে নিয়ে যেতে পারবে না।

ন শক্তস্ত্বং বলাদ্ধর্তুং বৈদেহীং মম পশ্যতঃ।
হেতুভির্ন্যায়সংযুক্তৈর্ধ্রুবাং বেদশ্রুতীমিব॥ ২২

'ন্যায়দর্শনের হেতুবাদ দ্বারা যেমন বেদ-শ্রুতিকে পৃথক করা যায় না তদ্রূপ, আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বিদেহরাজতনয়া সীতাকে বলপূর্বক হরণ করতে তুমি সমর্থ হবে না।

যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা পূর্বং খরস্তথা॥ ২৩

'রাবণ ! যদি বীর হও তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো ; মুহূর্তকাল অপেক্ষা করো, খরের মতো তুমিও ভূমিতে চিরকালের জন্য শায়িত হবে।

অসকৃৎ সংযুগে যেন নিহতা দৈত্যদানবাঃ।
ন চিরাচ্চীরবাসাস্ত্বাং রামো যুধি বধিষ্যতি॥ ২৪

'যে রামচন্দ্র বহুবার যুদ্ধে দৈত্য-দানবদের হত্যা করেছেন, সেই চীরবল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে শীঘ্রই যুদ্ধে হত্যা করবেন।

কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং গতৌ দূরং নৃপাত্মজৌ।
ক্ষিপ্রং ত্বং নশ্যসে নীচ তয়োর্ভীতো ন সংশয়ঃ॥ ২৫

'রাজকুমার দুজন দূরে চলে গেছেন, আমি একা কী করতে পারি ! ওরে নীচাশয় ! তুমি তাঁদের দুজনের ভয়ে ভীত হয়ে শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নহি মে জীবমানস্য নয়িষ্যসি শুভামিমাম্।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্॥ ২৬

'আমি জীবিত থাকতে তুমি শ্রীরামের প্রিয়া মহিষী পদ্মপলাশনয়না এই কল্যাণমূর্তি সীতাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

অবশ্যং তু ময়া কার্যং প্রিয়ং তস্য মহাত্মনঃ।
জীবিতেনাপি রামস্য তথা দশরথস্য চ॥ ২৭

'আমি জীবনের বিনিময়েও মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য অবশ্যই করব।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ দশগ্রীব মুহূর্তং পশ্য রাবণ।
বৃন্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ।
যুদ্ধাতিথ্যং প্রদাস্যামি যথাপ্রাণং নিশাচর॥ ২৮

'রে দশানন রাবণ ! মুহূর্তকাল অপেক্ষা করো। দেখো তোমাকে আমি বৃন্ত থেকে ফলের মতো উত্তম রথ থেকে পাতিত করব (টেনে নামিয়ে আনব)। ওরে, নিশাচর রাক্ষস ! প্রাণের বিনিময়েও যথাশক্তি আমি তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আতিথ্যপ্রদান করব (প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করব)।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

[১] জীবিতাবস্থায় লব্ধ খ্যাতিকে বলে যশঃ আর মৃত্যুর পরে লব্ধ খ্যাতিকে বলে কীর্তি।

একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

জটায়ু ও রাবণের মহাযুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধ

ইত্যুক্তঃ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
রাক্ষসেন্দ্রোঽভিদুদ্রাব পতগেন্দ্রমমর্ষণঃ॥ ১

পক্ষিরাজ জটায়ু এই কথা বললে, তপ্ত স্বর্ণাভ উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী অসহিষ্ণু রাক্ষসরাজ ক্রোধে তাম্রবর্ণ-চক্ষু হয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রতি ধাবিত হল।

স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োস্তস্মিন্ মহামৃধে।
বভূব বাতোদ্ধুতয়োর্মেঘয়োর্গগনে যথা॥ ২

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবল বায়ুতাড়িত দুই বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তারা দুজনে পরস্পর প্রবল আঘাত করতে লাগল।

তদ্ বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং গৃধ্ররাক্ষসয়োস্তদা।
সপক্ষয়োর্মাল্যবতোর্মহাপর্বতয়োরিব॥ ৩

তখন জটায়ু এবং রাবণের মধ্যে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ যেন পক্ষবান (ডানাযুক্ত) মাল্যবান নামক দুই মহাপর্বতের পরস্পর মহাযুদ্ধের মতো মনে হচ্ছিল।

ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
অভ্যবর্ষন্মহাঘোরৈর্গৃধ্ররাজং মহাবলম্॥ ৪

তখন রাবণ মহাবলী জটায়ুর প্রতি ভয়ঙ্কর নালীক নারাচ এবং তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যুক্ত বিকর্ণি নামক মহাস্ত্রসকল বর্ষণ করতে লাগল।

স তানি শরজালানি গৃধ্রঃ পত্ররথেশ্বরঃ।
জটায়ুঃ প্রতিজগ্রাহ রাবণাস্ত্রাণি সংযুগে॥ ৫

যুদ্ধে পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ু রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল এবং জালের মতো বিস্তীর্ণ প্রচুর বাণ প্রতিগ্রহণ করতে লাগল।

তস্য তীক্ষ্ণনখাভ্যাং তু চরণাভ্যাং মহাবলঃ।
চকার বহুধা গাত্রে ব্রণান্ পতগসত্তমঃ॥ ৬

মহাবলী পক্ষিরাজ জটায়ু তার তীক্ষ্ণ ধারাল নখদ্বয় এবং পদদ্বয় দ্বারা রাবণের শরীরে বহুপ্রকারে ক্ষতবিক্ষত করে ব্রণের (ঘা-এর) সৃষ্টি করল।

অথ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবো জগ্রাহ দশ মার্গণান্।
মৃত্যুদণ্ডনিভান্ ঘোরাঞ্ছত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষয়া॥ ৭

তখন দশানন রাবণ শত্রুর ধ্বংস কামনায় সক্রোধে মৃত্যুদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর দশটি লক্ষ্যগামী বাণ গ্রহণ করল।

স তৈর্বাণৈর্মহাবীর্যঃ পূর্ণমুক্তৈরজিহ্মগৈঃ।
বিভেদ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রং ঘোরৈঃ শিলীমুখৈঃ॥ ৮

মহাবীর রাবণ শাণিত তীক্ষ্ণ সরল ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রগুলি পূর্ণবেগে নিক্ষেপ করে গৃধ্রকে বিদ্ধ করল।

স রাক্ষসরথে পশ্যঞ্জানকীং বাষ্পলোচনাম্।
অচিন্তয়িত্বা বাণাংস্তান্ রাক্ষসং সমভিদ্রবৎ॥ ৯

জটায়ু অশ্রুমোচনরতা জনকনন্দিনী সীতাকে রাক্ষসের রথে উপবিষ্টা দেখে সেই তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর বাণগুলিকে উপেক্ষা করেই রাবণ-এর প্রতি দ্রুত ধাবিত হল।

ততোঽস্য সশরং চাপং মুক্তামণিবিভূষিতম্।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জ পতগোত্তমঃ॥ ১০

তখন মহাতেজস্বী পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু রাবণের মণিমুক্তাখচিত ধনুর্বাণ দুই পা দিয়ে ভেঙে ফেলল।

ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১১

তখন ক্রোধান্বিত রাবণ অপর একটি ধনু নিয়ে শত-শত সহস্র-সহস্র বাণ বর্ষণ করতে লাগল।

শরৈরাবারিতস্তস্য সংযুগে পতগেশ্বরঃ।
কুলায়মভিসম্প্রাপ্তঃ পক্ষিবচ্চ বভৌ তদা॥ ১২

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন পক্ষিরাজ জটায়ু বাণজালে আচ্ছাদিত হয়ে নীড়ে অবস্থিত সাধারণ পাখির মতো প্রতীত হচ্ছিল।

স তানি শরজালানি পক্ষাভ্যাং তু বিধূয় হ।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জাস্য মহদ্ ধনুঃ॥ ১৩

মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ দুই পক্ষদ্বারা সেই শরজাল কম্পিত করে উড়িয়ে দিয়ে পদদ্বয় দ্বারা রাবণের মহান ধনুটি ভেঙে ফেলল।

তচ্চাগ্নিসদৃশং দীপ্তং রাবণস্য শরাবরম্।
পক্ষাভ্যাং চ মহাতেজা ব্যধুনোৎ পতগেশ্বরঃ॥ ১৪

মহাতেজস্বী জটায়ু রাবণের অগ্নিসদৃশ সমুজ্জ্বল বর্মটি পক্ষদ্বয়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

কাঞ্চনোরশ্ছদান্ দিব্যান্ পিশাচবদনান্ খরান্।
তাংশ্চাস্য জবসম্পন্নাঞ্জঘান সমরে বলী॥ ১৫

বলবান জটায়ু রাবণের সুবর্ণবর্মাচ্ছাদিত-বক্ষঃস্থল বিশিষ্ট, দ্রুতগতিসম্পন্ন পিশাচমুখী স্বর্গীয় (রথবাহক)

অশ্বতরগুলিকে যুদ্ধে হত্যা করল।

অথ ত্রিবেণুসম্পন্নং কামগং পাবকার্চিষম্।
মণিসোপানচিত্রাঙ্গং বভঞ্জ চ মহারথম্॥ ১৬

তারপর তিনটি কাষ্ঠনির্মিত জোয়ালযুক্ত, স্বেচ্ছাগামী, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান, মণিময় সোপানযুক্ত ও চিত্রশোভিত মহারথটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশং ছত্রং চ ব্যজনৈঃ সহ।
পাতয়ামাস বেগেন গ্রাহিভী রাক্ষসৈঃ সহ॥ ১৭
সারথেশ্চাস্য বেগেন তুণ্ডেন চ মহচ্ছিরঃ।
পুনর্ব্যপহনচ্ছ্রীমান্ পক্ষিরাজো মহাবলঃ॥ ১৮

পুনরায়, মহাবলী শ্রীমান পক্ষিরাজ জটায়ু ব্যজন (চামর পাখা) এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্রের ধারক রাক্ষসদের সবলে হত্যা করল ; রথের সারথির বিরাট মস্তক চঞ্চুর আঘাতে চূর্ণ করে তাকে হত্যা করল।

স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং পপাত ভুবি রাবণঃ॥ ১৯

ধনু ও রথ ভেঙে যাওয়ায় এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় দুর্বল রাবণ সীতাকে কোলে নিয়েই মাটিতে পড়ে গেল।

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ রাবণং ভগ্নবাহনম্।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি গৃধ্ররাজমপূজয়ন্॥ ২০

রথ ভগ্ন হওয়ায় রাবণকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সকল প্রাণী পক্ষিরাজ জটায়ুকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগল।

পরিশ্রান্তং তু তং দৃষ্ট্বা জরয়া পক্ষিযূথপম্।
উৎপাত পুনর্হৃষ্টো মৈথিলীং গৃহ্য রাবণঃ॥ ২১

পক্ষিদলপতি জটায়ুকে বার্ধক্যহেতু পরিশ্রান্ত দেখে প্রফুল্লিতচিত্ত রাবণ সীতাকে নিয়ে পুনর্বার আকাশে উঠে গেল।

তং প্রহৃষ্টং নিধায়াঙ্কে রাবণং জনকাত্মজাম্।
গচ্ছন্তং খড়্গশেষং চ প্রণষ্টহতসাধনম্॥ ২২
গৃধ্ররাজঃ সমুৎপত্য রাবণং সমভিদ্রবৎ।
সমাবার্য মহাতেজা জটায়ুরিদমব্রবীৎ॥ ২৩

রাবণের অবশিষ্ট একটিমাত্র তরবারি ব্যতীত আর সব ঘাতক অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলেও রাবণ জনকনন্দিনী সীতাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করে প্রহৃষ্ট চিত্তে আকাশপথে যেতে লাগল ; তখন মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ জটায়ু আকাশে উড়ে রাবণের প্রতি ধাবিত হল এবং তাকে বাধা দিয়ে বলল—

বজ্রসংস্পর্শবাণস্য ভার্যাং রামস্য রাবণ।
অল্পবুদ্ধে হরস্যেনাং বধায় খলু রক্ষসাম্॥ ২৪

'রে মন্দবুদ্ধি রাবণ ! রাক্ষসবংশের ধ্বংসের জন্যই তুই বজ্রস্পর্শতুল্য ভয়ানক বাণধারী শ্রীরামের এই স্ত্রীকে হরণ করছিস !

সমিত্রবন্ধুঃ সামাত্যঃ সবলঃ সপরিচ্ছদঃ।
বিষপানং পিবস্যেতৎ পিপাসিত ইবোদকম্॥ ২৫

'পিপাসিত হয়ে জল মনে করে মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য এবং পরিজনসহ বিষ পান করছিস।

অনুবন্ধমজানন্তঃ কর্মণামবিচক্ষণাঃ।
শীঘ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ত্বং বিনশিষ্যসি॥ ২৬

'পরিণাম না জেনে অকুশল ব্যক্তিগণ (কোনও কর্ম করে) যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তুই শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হবি।

বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে।
বধায় বড়িশং গৃহ্য সামিষং জলজো যথা॥ ২৭

'যেমন, মৎস্য লোভবশত না জেনে আমিষ (কেঁচোর মাংস) যুক্ত বড়শি গ্রহণ করে (গিলে নিয়ে, মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় তদ্রূপ) তুই কালপাশে বদ্ধ হয়ে কোথায় গিয়ে তার থেকে মুক্তি পাবি ?

নহি জাতু দুরাধর্ষৌ কাকুৎস্থৌ তব রাবণ।
ধর্ষণং চাশ্রমস্যাস্য ক্ষমিষ্যেতে তু রাঘবৌ॥ ২৮

'ওরে রাবণ ! কাকুৎস্থকুলনন্দন দুর্ধর্ষ রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় এই আশ্রমে তোর এই অত্যাচার কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

যথা ত্বয়া কৃতং কর্ম ভীরুণা লোকগর্হিতম্।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ॥ ২৯

'ভীরু তুই, যে লোকনিন্দিত কাজ করেছিস, এটি চোরেদের আচরিত পথ, বীরজনসেবিত নয় !

যুদ্ধস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা ভ্রাতা খরস্তথা॥ ৩০

'রে রাবণ ! যদি বীর হবি, তবে যুদ্ধ কর। মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, (তোমার) ভাই খরের মতো নিহত হয়ে তুইও ভূমিশয্যায় শায়িত হবি।

পরেতকালে পুরুষো যৎ কর্ম প্রতিপদ্যতে।
বিনাশায়াত্মনোঽধর্ম্যং প্রতিপন্নোঽসি কর্ম তৎ॥ ৩১

'পরলোকগমনকালে মানুষ যে কর্ম করে থাকে, নিজের বিনাশের হেতু তুইও সেই অধর্মীয় কর্মই করছিস।

পাপানুবন্ধো বৈ যস্য কর্মণঃ কো নু তৎ পুমান্।
কুর্বীত লোকাধিপতিঃ স্বয়ংভূর্ভগবানপি॥ ৩২

'পাপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কর্ম কোন্ পুরুষ করবে ? লোকপাল দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভূ ভগবান ব্রহ্মাও তা করবেন না।'

এবমুক্ত্বা শুভং বাক্যং জটায়ুস্তস্য রক্ষসঃ।
নিপপাত ভৃশং পৃষ্ঠে দশগ্রীবস্য বীর্যবান্॥ ৩৩
তং গৃহীত্বা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিদদার সমন্ততঃ।
অধিরূঢো গজারোহো যথা স্যাদ্ দুষ্টবারণম্॥ ৩৪

বীর্যবান জটায়ু এইসকল কল্যাণজনক কথা বলে, সেই রাক্ষস দশাননের পৃষ্ঠোপরি নিদারুণভাবে পতিত হল এবং মাহুত যেমন দুষ্ট হাতির পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে তাকে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করে তদ্রূপ সেই রাক্ষস রাবণকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করে তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা বিদারিত করতে লাগল।

বিদদার নখৈরস্য তুণ্ডং পৃষ্ঠে সমর্পয়ন্।
কেশাংশ্চোৎপাটয়ামাস নখপক্ষমুখায়ুধঃ॥ ৩৫

জটায়ু রাবণের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে নখ দ্বারা তার দেহ বিদারণ এবং কেশ উৎপাটিত করতে লাগল।

স তথা গৃধ্ররাজেন ক্লিশ্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
অমর্ষস্ফুরিতোষ্ঠঃ সন্ প্রাকম্পত চ রাক্ষসঃ॥ ৩৬

পক্ষিরাজের বারবার আক্রমণে রাবণ পীড়িত হয়ে পড়ল ; ক্রোধে তার অধর-ওষ্ঠ এবং শরীর কম্পিত হতে লাগল।

সম্পরিষ্বজ্য বৈদেহীং বামেনাঙ্কেন রাবণঃ।
তলেনাভিজঘানার্তো জটায়ুং ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ৩৭

জটায়ুর আক্রমণে পীড়িত রাবণ ক্রোধান্ধ হয়ে সীতাকে বামক্রোড়ে ধরে জটায়ুকে চপেটাঘাত করতে লাগল।

জটায়ুস্তমতিক্রম্য তুণ্ডেনাস্য খগাধিপঃ।
বামবাহূন্ দশ তদা ব্যপাহরদরিন্দমঃ॥ ৩৮

তখন শত্রুহন্তা খগপতি জটায়ু রাবণকে অতিক্রম করে চঞ্চুদ্বারা তার বামদিকের দশটি বাহু ছেদন করল।

সংছিন্নবাহোঃ সদ্যো বৈ বাহবঃ সহসাভবন্।
বিষজ্বালাবলীযুক্তা বল্মীকাদিব পন্নগাঃ॥ ৩৯

যেমন জমে যাওয়া বিষের জ্বালায় সর্পগণ বল্মীক (উইঢিবি) থেকে সহসা নির্গত হয়, তদ্রূপ ছিন্নবাহুস্থান থেকে তৎক্ষণাৎ নূতন বাহুসকল উৎপন্ন হতে লাগল।

ততঃ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবঃ সীতামুৎসৃজ্য বীর্যবান্।
মুষ্টিভ্যাং চরণাভ্যাং চ গৃধ্ররাজমপোথয়ৎ॥ ৪০

তখন পরাক্রমী দশানন সীতাকে ছেড়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুকে মুষ্ট্যাঘাতে পদদলিত করতে লাগল।

ততো মুহূর্তং সংগ্রামো বভূবাতুলবীর্যয়োঃ।
রাক্ষসানাং চ মুখস্য পক্ষিণাং প্রবরস্য চ॥ ৪১

তখন মুহূর্তের মধ্যেই দুই অতুলনীয় পরাক্রমী রাক্ষসরাজ ও পক্ষিরাজের প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তস্য ব্যায়চ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিনৎ॥ ৪২

রাবণ তরবারি উত্তোলন করে রামের জন্য (রামের পরিবর্তে) পরাক্রমদাতা পক্ষিরাজ জটায়ুর পক্ষদ্বয়, পদদ্বয় এবং পার্শ্বদ্বয় ছেদন করল।

স ছিন্নপক্ষঃ সহসা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা।
নিপপাত মহাগৃধ্রো ধরণ্যামল্পজীবিতঃ॥ ৪৩

সহসা সেই ভয়ঙ্করকর্মা রাক্ষস কর্তৃক তরবারির আঘাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষিরাজ জটায়ু মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্।
অভ্যধাবত বৈদেহী স্ববন্ধুমিব দুঃখিতা॥ ৪৪

রক্তসিক্ত জটায়ুকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে শোককাতরা বিদেহরাজতনয়া সীতা পরমাত্মীয়ের মতো দ্রুত তার প্রতি ধাবিত হলেন।

তং নীলজীমূতনিকাশকল্পং
সপাণ্ডুরোরস্কমুদারবীর্যম্ ।
দদর্শ লঙ্কাধিপতিঃ পৃথিব্যাং
জটায়ুষং শান্তমিবাগ্নিদাবম্ ॥ ৪৫

লঙ্কাধিপতি রাবণ নীলমেঘবর্ণসদৃশ দেহবান, শ্বেতপীতবর্ণ আকাশে বক্ষবান এবং পরাক্রমী সেই জটায়ুকে শান্ত দাবাগ্নির মতো ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখল।

ততস্তু তং পত্ররথং মহীতলে
নিপাতিতং রাবণবেগমর্দিতম্।
পুনশ্চ সংগৃহ্য শশিপ্রভাননা
রুরোদ সীতা জনকাত্মজা তদা ॥ ৪৬

তখন, রাবণ কর্তৃক ভীষণভাবে নির্যাতিত ও ভূমিতলে পতিত সেই পক্ষিরাজ জটায়ুকে ক্রোড়ে তুলে ধরে চন্দ্রবদনা জনকতনয়া সীতা রোদন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ

সা তু তারাধিপমুখী রাবণেন নিরীক্ষ্য তম্।
গৃধ্ররাজং বিনিহতং বিললাপ সুদুঃখিতা ॥ ১

শশিবদনা সীতা রাবণ কর্তৃক নিহত পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখে অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন—

নিমিত্তং লক্ষণং স্বপ্নং শকুনিস্বরদর্শনম্।
অবশ্যং সুখদুঃখেষু নরাণাং পরিদৃশ্যতে ॥ ২

'স্বপ্নদর্শন, শকুনিদর্শন, শকুনির স্বর শ্রবণ আদি লক্ষণ মানুষের সুখদুঃখের নিমিত্তকারণরূপে অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

ন নূনং রাম জানাসি মহদ্ব্যসনমাত্মনঃ।
ধাবন্তি নূনং কাকুৎস্থ মদর্থং মৃগপক্ষিণঃ ॥ ৩

'কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! আমার জন্য (আমার অপহরণবার্তা জানাবার জন্য) পশুপক্ষীরা সকলে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু আমার এই মহাসঙ্কট সম্বন্ধে তুমি জানতে পারছ না।

অয়ং হি কৃপয়া রাম মাং ত্রাতুমিহ সংগতঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মমাভাগ্যাদ্ বিহংগমঃ ॥ ৪

'হে রাম ! আমাকে রাবণের হাত থেকে রক্ষার রক্ষার জন্য এই পক্ষিরাজ জটায়ু কৃপা করে এখানে এসেছিলেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত রাবণ কর্তৃক নিহত হয়ে ভূমিতে শুয়ে আছেন।

ত্রাহি মামদ্য কাকুৎস্থ লক্ষ্মণেতি বরাঙ্গনা।
সুসংত্রস্তা সমাক্রন্দচ্ছৃণ্বতাং তু যথান্তিকে ॥ ৫

'কাকুৎস্থকুলনন্দন হে রাম ! হে লক্ষ্মণ ! আজ আমাকে রক্ষা করো'—এই বলে ভীতা সুন্দরী সীতা, যাতে নিকটস্থ সকলে শুনতে পায়, সেইভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাং ক্লিষ্টমাল্যাভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ।
অভ্যধাবত বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৬

ছিন্নভিন্ন মালা ও অলঙ্কার-পরিহিতা এবং অনাথার মতো বিলাপরতা বৈদেহীর প্রতি রাক্ষসরাজ রাবণ ধাবিত হল।

তাং লতামিব বেষ্টন্তীমালিঙ্গন্তীং মহাদ্রুমান্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৭

সীতা বড় বড় বৃক্ষকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে 'ছাড়ো ছাড়ো' বলে বিলাপ করতে থাকলেও রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে ধরে থাকল।

ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেণ রহিতাং বনে।
জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তকসন্নিভঃ ॥ ৮
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্।

জগৎ সর্বমমর্যাদং তমসাঙ্কেন সংবৃতম্॥ ৯

শ্রীরাম-বিরহিত বনে সীতা 'রাম রাম' বলে বিলাপ করতে থাকলেও, নিজ জীবননাশের জন্যই যেন যমসদৃশ রাবণ সীতার কেশ আকর্ষণ করল। বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় চরাচর সকল জগৎ মর্যাদাহীন ও ঘোর অন্ধকারে আবৃত হল।

ন বাতি মারুতস্তত্র নিষ্প্রভোঽভূদ্ দিবাকরঃ।
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা॥ ১০
কৃতং কার্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ।

সেখানে বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল, সূর্য হয়ে গেল ঔজ্জ্বল্যহীন ; সীতাকে লাঞ্ছিতা হতে দেখে পরম দেবতা শ্রীমান পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যদৃষ্টিতে (রাবণের ভবিষ্যৎ দর্শন করে) বললেন, 'কার্য সিদ্ধ হয়ে গেল'।

প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ॥ ১১
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণস্য বিনাশং চ প্রাপ্তং বুদ্ধ্বা যদৃচ্ছয়া॥ ১২

সীতাকে লাঞ্ছিতা হতে দেখে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিরা ব্যথিত হলেও দৈবেচ্ছায় রাবণের বিনাশ বুঝতে পেরে উৎফুল্ল হলেন।

স তু তাং রাম রামেতি রুদতীং লক্ষ্মণেতি চ।
জগামাদায় চাকাশং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণ কিন্তু, 'হা রাম হা রাম, হা লক্ষ্মণ' বলে ক্রন্দনরতা সীতাকে নিয়ে আকাশপথে চলে গেল।

তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী।
ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা॥ ১৪

তপ্তস্বর্ণাভাদেহা, পীত-কৌশেয়-বসনা রাজনন্দিনী সীতা সুদাম নামক স্ফটিক পর্বতস্থ বিদ্যুৎবৎ বিরাজমানা ছিলেন।

উদ্ধূতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণঃ।
অধিকং পরিবভ্রাজ গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা॥ ১৫

বায়ুপ্রবাহে সঞ্চালিত সীতার পীতবস্ত্রের স্বর্ণাভায় রাবণকে অগ্নিদীপ্ত পর্বতবৎ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ।
পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্যন্ত রাবণম্॥ ১৬

পরমকল্যাণময়ী বিদেহরাজনন্দিনীর অঙ্গস্থিত সুরভিত তাম্রবর্ণের পদ্মপাপড়িগুলি রাবণের দেহে ছড়িয়ে পড়ল।

তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধূতমাকাশে কনকপ্রভম্।
বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে॥ ১৭

আকাশে উড্ডীন সীতার সুবর্ণপ্রভ কৌশেয়বস্ত্র গ্রীষ্মকালীন সূর্যকিরণে তাম্রবর্ণ মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিল।

তস্যাস্তদ্ বিমলং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্।
ন ররাজ বিনা রামং বিনালমিব পঙ্কজম্॥ ১৮

রাবণের ক্রোড়ে অবস্থিত, শ্রীরামচন্দ্র বিনা সীতার সেই নির্মল মুখমণ্ডল, নালবিহীন পদ্মের মতো আকাশে শোভা পাচ্ছিল না।

বভূব জলদং নীলং ভিত্ত্বা চন্দ্র ইবোদিতঃ।
সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মগর্ভাভমব্রণম্॥ ১৯
শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভিরলংকৃতম্।
তস্যাঃ সুনয়নং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্॥ ২০

সুন্দর ললাট ও মনোহর কেশরাশি সমন্বিত, পদ্মগর্ভ সদৃশ গভীর ও রক্তাভ সুন্দর নয়নযুক্ত এবং উজ্জ্বল প্রভাময় শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত সীতার ব্রণহীন অক্ষত মুখমণ্ডল আকাশে নীল মেঘ ভেদ করে উদিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রাবণের ক্রোড়ে শোভা পাচ্ছিল।

রুদিতং ব্যপমৃষ্টাস্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্।
সুনাসং চারুতাম্রোষ্ঠমাকাশে হাটকপ্রভম্॥ ২১
রাক্ষসেন্দ্রসমাধূতং তস্যাস্তদ্ বদনং শুভম্।
শুশুভে ন বিনা রামং দিবা চন্দ্র ইবোদিতঃ॥ ২২

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক আকৃষ্ট এবং শ্রীরামচন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সুবর্ণপ্রভ সুন্দর নাসিকা ও মনোরম তাম্রাভ অধোরষ্ঠযুক্ত, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও কল্যাণময় কিন্তু রোদনহেতু অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল দিবাভাগে আকাশে উদিত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান দেখাচ্ছিল।

সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্।
শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা॥ ২৩

কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোড়ে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণা মৈথিলী সীতা, ঠিক যেন কৃষ্ণবর্ণ হস্তীর অঙ্গে স্বর্ণবর্ণা কাঞ্চী (কটিভূষণ) শোভমান।

সা পদ্মপীতা হেমাভা রাবণং জনকাত্মজা।
বিদ্যুদ্ ঘনমিবাবিশ্য শুশুভে তপ্তভূষণা॥ ২৪

বিদ্যুৎ যেমন (কৃষ্ণবর্ণ) মেঘের মধ্যে, (তদ্রূপ), পদ্মের হলুদ আভাময়ী তপ্ত কাঞ্চনভূষণা জনকনন্দিনী সীতা কৃষ্ণবর্ণ রাবণের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন।

তস্যা ভূষণঘোষেণ বৈদেহ্যা রাক্ষসেশ্বরঃ।

বভূব বিমলো নীলঃ সঘোষ ইব তোয়দঃ॥ ২৫

বিদেহরাজনন্দিনী সীতার অলঙ্কারের শিঞ্জনে রাক্ষসরাজ রাবণকে গর্জনকারী নির্মল নীল মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

উত্তমাঙ্গচ্যুতা তস্যাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সীতায়া হ্রিয়মাণায়াঃ পপাত ধরণীতলে॥ ২৬

অপহ্রিয়মাণা (অপহৃতা হচ্ছেন এমন) সীতার মস্তকস্থ পুষ্পরাশি বৃষ্টির মতো ধরণীতলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সা তু রাবণবেগেন পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সমাধূতা দশগ্রীবং পুনরেবাভ্যবর্তত॥ ২৭

রাবণের গতির দ্রুততা হেতু সেই পুষ্পবৃষ্টি বিকম্পিত হয়ে পুনরায় সেই দশানন রাবণেরই চারিদিকে আবর্তিত হতে লাগল।

অভ্যবর্তত পুষ্পাণাং ধারা বৈশ্রবণানুজম্।
নক্ষত্রমালা বিমলা মেরুং নগমিবোন্নতম্॥ ২৮

নির্মল নক্ষত্রমালা উন্নত মেরুপর্বতের উপর যেমন, তদ্রূপ, কুবেরানুজ রাবণ-এর উপর পুষ্পধারা বর্ষিত হয়ে আবর্তিত হতে লাগল।

চরণান্নূপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্।
বিদ্যুন্মণ্ডলসংকাশং পপাত ধরণীতলে॥ ২৯

বিদেহরাজনন্দিনী সীতার শ্রীচরণ থেকে স্খলিত মণিরত্ন-বিমণ্ডিত একটি নূপুর বিদ্যুন্মালার মতো ধরণীতলে পতিত হল।

তরুপ্রবালরক্তা সা নীলাঙ্গং রাক্ষসেশ্বরম্।
প্রশোভয়ত বৈদেহী গজং কক্ষ্যেব কাঞ্চনী॥ ৩০

কৃষ্ণাঙ্গ হস্তীর সুবর্ণমণ্ডিত মধ্যবন্ধন রজ্জুর ন্যায় বৃক্ষের নবপল্লবের রক্তাভময়ী সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কৃষ্ণাঙ্গ রাক্ষসরাজকে সুশোভিত করেছিলেন।

তাং মহোল্কামিবাকাশে দীপ্যমানাং স্বতেজসা।
জহারাকাশমাবিশ্য সীতাং বৈশ্রবণানুজঃ॥ ৩১

কুবেরানুজ রাবণ আকাশপথে প্রবেশ করে, আকাশে স্বতেজে দীপ্যমান উল্কার মতো সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল।

তস্যাস্তান্যগ্নিবর্ণানি ভূষণানি মহীতলে।
সঘোষাণ্যবশীর্যন্ত ক্ষীণাস্তারা ইবাম্বরাৎ॥ ৩২

সীতার উজ্জ্বল অলঙ্কারগুলি জীর্ণ তারার মতো আকাশ থেকে সশব্দে ভূতলে পতিত হচ্ছিল।

তস্যাঃ স্তনান্তরাদ্ ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা॥ ৩৩

বিদেহরাজনন্দিনী সীতার পয়োধর অন্তরালবর্তী স্থান থেকে স্খলিত পতনশীল, তারকাধিপতি চন্দ্রের দ্যুতিসম্পন্ন হারটি, আকাশচ্যুত গঙ্গাধারার মতো শোভা পাচ্ছিল।

উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মা ভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ॥ ৩৪

রাবণের গতিবেগে তাড়িত প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ হেতু নানাবিধ পক্ষিসমাকুল বৃক্ষগুলি অগ্রভাগ কম্পিত করে (যেন মাথা নেড়ে) বলছিল—'ভয় পেয়ো না'।

নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্॥ ৩৫

যার পদ্মসকল দলিত-বিধ্বস্ত এবং মৎস্য ও অন্যান্য জলচর প্রাণিকুল ভয়ত্রস্ত, এখন বিধ্বস্ত পদ্মসরোবরগুলি যেন মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে সখীর মতো সান্ত্বনা দিচ্ছে (সীতার শোকে অনুশোচনা করছে)।

সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ॥ ৩৬

সেই সময় সিংহ, ব্যাঘ্র, অন্যান্য পশুগণ এবং বিহগকুল রাবণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, চারিদিক থেকে ছুটে এসে সীতার ছায়ার অনুসরণ করে ধাবিত হতে লাগল।

জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতৈর্বাহুভিঃ।
সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ॥ ৩৭

রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হতে থাকলে, পর্বতসকল জলপ্রপাতরূপ নেত্রবারি বিসর্জন করতে করতে উচ্চ গিরিশৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করে যেন রাবণকে সীতা হরণ থেকে নিবারিত করছিল।

হ্রিয়মাণাং তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎ পাণ্ডুরমণ্ডলঃ॥ ৩৮

শ্রীমান দিবাকর (সূর্যদেব) বিদেহরাজনন্দিনীকে অপহৃতা হতে দেখে প্রভাহীন হয়ে গেলেন, তাঁর মুখমণ্ডলও পাণ্ডুর হয়ে গেল (অর্থাৎ, শ্রীমান সূর্যদেবও তাঁর উজ্জ্বলতারূপ সম্পদ হারিয়ে দীন অনুজ্জ্বল পাণ্ডুর হয়ে গেলেন)।

নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ॥ ৩৯

ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্যদেবয়ন্।
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্মৃগপোতকাঃ॥ ৪০

যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের সীতা বিদেহরাজনন্দিনীকে রাবণ হরণ করে, সেখানে ধর্ম নেই, সত্য কোথায়, সরলতা নেই, করুণাও অনুপস্থিত। এইরকম বলতে বলতে সকল প্রাণী বিলাপ করতে লাগল, আর ভয়ত্রস্ত করুণমুখ মৃগশিশুগণ রোদন করতে লাগল।

উদ্বীক্ষ্যোদ্বীক্ষ্য নয়নৈর্ভয়াদিব বিলক্ষণৈঃ।
সুপ্রবেপিতগাত্রাশ্চ বভূবুর্বনদেবতাঃ॥ ৪১
বিক্রোশন্তীং দৃঢ়ং সীতাং দৃষ্ট্বা দুঃখং তথা গতাম্।

অত্যন্ত শোককাতরা তথা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাকে দেখে বনদেবতাগণ ভয়বিহ্বল নেত্রে ঊর্ধ্বপানে বারংবার তাকিয়ে ভয়ে কম্পিত কলেবর হলেন।

তাং তু লক্ষ্মণ রামেতি ক্রোশন্তীং মধুরস্বরাম্॥ ৪২
অবেক্ষমাণাং বহুশো বৈদেহীং ধরণীতলম্।
স তামাকুলকেশান্তাং বিপ্রমৃষ্টবিশেষকাম্।
জহারাত্মবিনাশায় দশগ্রীবো মনস্বিনীম্॥ ৪৩

'হা লক্ষ্মণ, হা রাম' বলে ক্রন্দন করতে করতে বারবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে অবলোকন করতে লাগলেন। এ হেন বিদেহরাজ-নন্দিনীকে সেই দশানন রাবণ আত্মবিনাশের জন্যই হরণ করল।

ততস্তু সা চারুদতী শুচিস্মিতা
বিনাকৃতা বন্ধুজনেন মৈথিলী।
অপশ্যতী রাঘবলক্ষ্মণাবুভৌ
বিবর্ণবক্ত্রা ভয়ভারপীড়িতা॥ ৪৪

তখন সেই সুদতী (সুন্দর দন্তযুক্তা) ও পবিত্র হাস্যময়ী মিথিলেশনন্দিনী সীতা বন্ধুজন থেকে পৃথক্কৃত এবং রাম-লক্ষ্মণ দুজনকে না দেখতে পেয়ে ভয়ভীতা ও বিবর্ণমুখী হয়ে গেলেন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

———০———

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

রাবণের প্রতি সীতার ধিক্কার

খমুৎপতন্তং তং দৃষ্ট্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
দুঃখিতা পরমোদ্বিগ্না ভয়ে মহতি বর্তিনী॥ ১

মিথিলেশনন্দিনী জানকী রাবণকে আকাশপথে উঠতে দেখে মহাভয়ে উদ্বিগ্না ও শোকাতুরা হয়ে পড়লেন।

রোষরোদনতাম্রাক্ষী ভীমাক্ষং রাক্ষসাধিপম্।
রুদতী করুণং সীতা হ্রিয়মাণা তমব্রবীৎ॥ ২

ক্রোধ ও ক্রন্দনহেতু তাম্রবর্ণাক্ষী অপহ্রিয়মাণা সীতা করুণস্বরে রোদন করতে করতে ভয়ঙ্কর নেত্রবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণকে বলতে লাগলেন—

ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ।
জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে॥ ৩

'রে নীচাশয় রাবণ! পতি কর্তৃক বিরহিতা জেনেও তুমি যে আমাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ, এই পাপকর্মের জন্য তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না?

ত্বয়ৈব নূনং দুষ্টাত্মন্ ভীরুণা হর্তুমিচ্ছতা।
মমাপবাহিতো ভর্তা মৃগরূপেণ মায়য়া॥ ৪

'রে দুরাত্মন্! আমাকে অপহরণ করার ইচ্ছাতেই নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে তুমি, ছলনায় মৃগরূপ ধারণ করে আমার স্বামীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছ।

যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপ্যয়ং বিনিপাতিতঃ।
গৃধ্ররাজঃ পুরাণোঽসৌ শ্বশুরস্য সখা মম॥ ৫

'আমার শ্বশুরমহাশয়ের পুরাতন বন্ধু ঐ পক্ষিরাজ, যিনি আমাকে রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই তিনিও তোমার হাতে নিহত হয়েছেন।

পরমং খলু তে বীর্যং দৃশ্যতে রাক্ষসাধম।
বিশ্রাব্য নামধেয়ং হি যুদ্ধে নাস্মি জিতা ত্বয়া॥ ৬

ঈদৃশং গর্হিতং কর্ম কথং কৃত্বা ন লজ্জসে।
স্ত্রিয়াশ্চাহরণং নীচ রহিসে চ পরস্য চ॥ ৭

'ওরে অধম রাক্ষস ! তোমার বীরত্ব বেশ দেখা (বোঝা) গেল ! কারণ, তুমি নিজের নাম না শুনিয়েই (গোপন রেখেই) বিনা যুদ্ধে আমাকে জয় করেছ। ওরে নীচাশয় ! স্বামী অবর্তমানে পরের স্ত্রীকে অপহরণ, এইরূপ নিন্দনীয় কর্ম করে তুমি লজ্জা পাচ্ছ না কেন ?

কথয়িষ্যন্তি লোকেষু পুরুষাঃ কর্ম কুৎসিতম্।
সুনৃশংসমধর্মিষ্ঠং তব শৌণ্ডীর্যমানিনঃ॥ ৮

'তুমি শৌর্যাভিমানী ; কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর অধর্মীয় ও নিন্দিত কর্মের কথা মানুষ ত্রিলোকে রটনা করবে।

ধিক্ তে শৌর্যং চ সত্ত্বং চ যত্ত্বয়া কথিতং তদা।
কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্॥ ৯

'পূর্বে তুমি যে তোমার বীরত্ব ও প্রভাবের কথা বলেছ, তাকে ধিক্কার জানাই ; এই সংসারে কুলের কলঙ্কস্বরূপ তোমার চরিত্রকে ধিক্।

কিং শক্যং কর্তুমেবং হি যজ্জবেনৈব ধাবসি।
মুহূর্তমপি তিষ্ঠ ত্বং ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি॥ ১০

যেহেতু তুমি দ্রুত ধাবিত হচ্ছ, অতএব কী করা যেতে পারে ? যদি মুহূর্তকালও অপেক্ষা করো, তাহলে তুমি জীবন নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যেতে পারবে না।

নহি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য তয়োঃ পার্থিবপুত্রয়োঃ।
সসৈন্যোঽপি সমর্থস্ত্বং মুহূর্তমপি জীবিতুম্॥ ১১

'সেই দুই রাজকুমারের দৃষ্টিপথে এসে তুমি সসৈন্যেও ক্ষণকালও জীবনধারণে সমর্থ হবে না।

ন ত্বং তয়ো শরস্পর্শং সোঢুং শক্তঃ কথংচনঃ।
বনে প্রজ্বলিতস্যেব স্পর্শমগ্নের্বিহংগমঃ॥ ১২

'গগনচারী পক্ষী যেমন অরণ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, তদ্রূপ তুমি তাঁদের দুজনের 'রাম-লক্ষ্মণের' বাণের স্পর্শ সহ্য করতে সমর্থ হবে না।

সাধু কৃত্বাঽঽত্মনঃ পথ্যং সাধু মাং মুঞ্চ রাবণ।
মৎ প্রধর্ষণসংক্রুদ্ধো ভ্রাত্রা সহ পতির্মম॥ ১৩
বিধাস্যতি বিনাশায় ত্বং মাং যদি ন মুঞ্চসি।

'রে দুষ্ট রাবণ ! তুমি যদি আমাকে ছেড়ে না দাও, তাহলে আমার প্রতি অত্যাচার করার জন্য, আমার স্বামী লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে তোমার বিনাশসাধন করবেন ; অতএব তুমি নিজের মঙ্গলবিধান নির্ণয় করে ভালোয় ভালোয় আমাকে ছেড়ে দাও।

যেন ত্বং ব্যবসায়েন বলান্মাং হর্তুমিচ্ছসি॥ ১৪
ব্যবসায়স্তু তে নীচ ভবিষ্যতি নিরর্থকঃ।

'যে উদ্যম নিয়ে তুমি আমায় হরণ করতে উদ্যত হয়েছ, রে নীচ ! তোমার সেই প্রয়াস কিন্তু ব্যর্থ হবে।

নহ্যহং তমপশ্যন্তী ভর্তারং বিবুধোপমম্॥ ১৫
উৎসহে শত্রুবশগা প্রাণান্ ধারয়িতুং চিরম্।

'আমার দেবতুল্য স্বামীকে না দেখে, আমি, শত্রুর বশীভূতা হয়ে দীর্ঘকাল প্রাণধারণে অক্ষম।

ন নূনং চাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পথ্যং বা সমবেক্ষসে॥ ১৬
মৃত্যুকালে যথা মর্ত্যো বিপরীতানি সেবতে।
মুমূর্ষূণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে॥ ১৭

'মানুষ যেমন মৃত্যু আসন্ন হলে বিপরীত আচরণ করে, মৃত্যুপথযাত্রীর যেমন পথ্যে রুচি হয় না ; তদ্রূপ, রে দুর্বুদ্ধি রাবণ ! তুমিও নিজের কল্যাণ ও হিতকর বিষয় দেখতে (বুঝতে) পারছ না।

পশ্যামীহ হি কণ্ঠে ত্বাং কালপাশাবপাশিতম্।
যথা চাস্মিন্ ভয়স্থানে ন বিভেষি নিশাচর॥ ১৮

'রে নিশাচর ! দেখতে পাচ্ছি, তোমার কণ্ঠদেশে মৃত্যুপাশ জড়িয়ে ধরেছে, তাই তুমি ভয়স্থানেও ভয় পাচ্ছ না।

ব্যক্তং হিরণ্ময়াংস্ত্বং হি সম্পশ্যসি মহীরুহান্।
নদীং বৈতরণীং ঘোরাং রুধিরৌঘবিবাহিনীম্॥ ১৯
খড়্গাপত্রবনং চৈব ভীমং পশ্যসি রাবণ।
তপ্তকাঞ্চনপুষ্পাং চ বৈদূর্যপ্রবরচ্ছদাম্॥ ২০
দ্রক্ষ্যসে শাল্মলীং তীক্ষ্ণামায়সৈঃ কণ্টকৈশ্চিতাম্।

'রাবণ ! তুমি নিশ্চয়ই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ সুবর্ণময় বিশাল বৃক্ষসকল এবং শোণিত স্রোতঃবাহিনী ভয়ঙ্করী বৈতরণী নদী, এবং দেখতে পাচ্ছ ভয়ঙ্কর খড়্গাপত্রের বনরাজি। তপ্তস্বর্ণময় পুষ্প, বৈদূর্যমণিময় পত্রবিশিষ্ট এবং লৌহময় তীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ শল্মলী (শিমূল) বৃক্ষও দেখতে পাবে।

নহি ত্বমীদৃশং কৃত্বা তস্যালীকং মহাত্মনঃ॥ ২১
ধারিতুং শক্ষ্যসি চিরং বিষং পীত্বেব নির্ঘৃণ।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ॥ ২২

'রে নির্দয় ! সেই মহাত্মার (শ্রীরামচন্দ্রের) প্রতি এইরকম অপ্রিয় কর্ম করে, বিষপায়ীর ন্যায়, তুমি দীর্ঘকাল প্রাণধারণে সক্ষম হবে না। রাবণ ! তুমি দুর্নিবার মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েছ।

ক্ব গতো লপ্স্যসে শর্ম মম ভর্তুর্মহাত্মনঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিনা ভ্রাতরমাহবে॥ ২৩
রাক্ষসা নিহতা যেন সহস্রাণি চতুর্দশ।
কথং স রাঘবো বীরঃ সর্বাস্ত্রকুশলো বলী॥ ২৪
ন ত্বাং হন্যাচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈরিষ্টভার্যাপহারিণম্।

'যিনি ভ্রাতার সহায়তা ব্যতীতই যুদ্ধে নিমেষের মধ্যে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে হত্যা করেছেন, আমার সেই মহাত্মা পতির ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় গিয়ে তুমি শান্তি পাবে ? সর্বপ্রকার অস্ত্রক্ষেপণে পারদর্শী বলবান বীর রঘুনাথ তাঁর প্রিয়ভার্যাপহরণকারী তোমাকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা কেন হত্যা করবেন না ?'

এতচ্চান্যচ্চ পরুষং বৈদেহী রাবণাঙ্কগা।
ভয়শোকসমাবিষ্টা করুণং বিললাপ হ॥ ২৫

রাবণের ক্রোড়লগ্না ভয়ভীতা ও শোকাভিভূতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা রাবণকে পূর্বোক্ত এবং আরও অনেক কঠোর বাক্য বলে, করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

তদা ভৃশার্তাং বহু চৈব ভাষিণীং
বিলাপপূর্বং করুণং চ ভামিনীম্।
জহার পাপস্তরুণীং বিচেষ্টতীং
নৃপাত্মজামাগতগাত্রবেপথুঃ ॥ ২৬

ভীতা ও করুণ-বিলাপরতা রাজকন্যা সীতা রাবণকে অনেক কথা বলতে বলতে রাবণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তথাপি সেই সুন্দরী তরুণীকে পাপী রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল ; তখন তার অবচেতন মনে পাপভয়ে শরীর কম্পিত হচ্ছিল।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

———○———

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

পাঁচজন বানরের মধ্যে সীতা কর্তৃক সবস্ত্রালঙ্কার নিক্ষেপণ ; লঙ্কায় প্রবেশ করে রাবণ কর্তৃক সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন এবং জনস্থানে শ্রীরামসমীপে আটজন রাক্ষসকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ

হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিন্নাথমপশ্যতী।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান্ পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্॥ ১

অপহৃতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা পথে কোনও রাক্ষসকে না দেখতে পেয়েও পর্বতশৃঙ্গোপরি পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানরকে দেখতে পেলেন।

তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ॥ ২
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী।
বস্ত্রমুৎসৃজ্য তন্মধ্যে নিক্ষিপ্তং সহভূষণম্॥ ৩

সেই বানরেরা, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত যদি শ্রীরামচন্দ্রকে জানায়, এই আশায় আয়তলোচনা সুন্দরী তেজস্বিনী সীতা সুবর্ণমণ্ডিত কৌশেয় উত্তরীয়, সুন্দর অলঙ্কারসকল এবং রমণীয় বস্ত্রগুলি উন্মোচিত করে বানরদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

সম্ভ্রমাৎ তু দশগ্রীবস্তৎকর্ম চ ন বুদ্ধবান্।
পিঙ্গাক্ষাস্তাং বিশালাক্ষীং নেত্রৈরনিমিষৈরিব॥ ৪
বিক্রোশন্তীং তদা সীতাং দদৃশুর্বানরোত্তমাঃ।

উদ্বেগবশত দশানন রাবণ কিন্তু সীতার সেই কার্যকলাপ বুঝতে পারল না। পিঙ্গলবর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট উত্তম বানরেরা তখন ক্রন্দনরতা বিশালাক্ষী সীতাকে অনিমেষ নয়নে দেখছিল।

স চ পম্পামতিক্রম্য লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্॥ ৫
জগাম মৈথিলীং গৃহ্য রুদতীং রাক্ষসেশ্বরঃ।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ক্রন্দনরতা মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে নিয়ে পম্পাসরোবর অতিক্রম করে লঙ্কাপুরীর দিকে এগোতে লাগল।

তাং জহার সুসংহৃষ্টো রাবণো মৃত্যুমাত্মনঃ॥ ৬
উৎসঙ্গেনৈব ভুজগীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং মহাবিষাম্।

অতিশয় আহ্লাদিত রাবণ, নিজের মৃত্যুতুল্য সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে, ধারালো দন্তবিশিষ্ট মহাবিষপূর্ণ সর্পিণীকেই যেন হরণ করে নিয়ে এল।

বনানি সরিতঃ শৈলান্ সরাংসি চ বিহায়সা॥ ৭
স ক্ষিপ্রং সমতীয়ায় শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ।

রাবণ ধনু থেকে চ্যুত বাণের মতো আকাশপথে বহু বন, নদী, পর্বত এবং সরোবর দ্রুত অতিক্রম করতে লাগল।

তিমিনক্রনিকেতং তু বরুণালয়মক্ষয়ম্॥ ৮
সরিতাং শরণং গত্বা সমতীয়ায় সাগরম্।

রাবণ তিমি ও কুমীরের আবাসস্থল, নদীসমূহের আশ্রয় এবং বরুণদেবের অক্ষয় বাসস্থান সাগরতীরে গিয়ে (সেই সাগর) পার হয়ে গেল।

সম্ভ্রমাৎ পরিবৃত্তোর্মী রুদ্ধমীনমহোরগঃ॥ ৯
বৈদেহ্যাং হ্রিয়মাণায়াং বভূব বরুণালয়ঃ।

বিদেহরাজনন্দিনী সীতা অপহৃতা হওয়ায় বরুণদেবের আবাসস্থল সমুদ্রের ঊর্মিমালা (ঢেউ) আবেগে স্তব্ধ হয়ে গেল, মৎস্য এবং বিশাল বিশাল সর্প নিশ্চল হয়ে পড়ল।

অন্তরিক্ষগতা বাচঃ সসৃজুশ্চারণাস্তদা॥ ১০
এতদন্তো দশগ্রীব ইতি সিদ্ধাস্তথাব্রুবন্।

সেইসময় আকাশচারী চারণেরা বললেন, 'দশাননের এই অন্তিম দশা'; সিদ্ধগণও তাই বললেন।

স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় রাবণ॥ ১১
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ।

সেই রাবণ কিন্তু, নিজের মৃত্যুস্বরূপিণী (রাবণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ) চেষ্টারতা সীতাকে কোলে করে নিয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করল।

সোঽভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্॥ ১২
সংরূঢ়কক্ষ্যাং বহুলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশৎ।

সে বহুদূর বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ সমূহ দ্বারা সুবিন্যস্ত লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হয়ে দৃঢ়সংলগ্ন বহুকক্ষযুক্ত স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

তত্র তামসিতাপাঙ্গীং শোক মোহসমন্বিতাম্॥ ১৩
নিদধে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিবাসুরীম্।

'ময়' দানব যেমন অসুর নির্মিত মায়াপুরী স্থাপন করেছিল সেইরকম, রাবণ সেখানে সেই সীতাকে ধরে রাখল, শোকমোহে অভিভূত হয়ে যাঁর অপাঙ্গ (চোখের কোণ) কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে।

অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ পিশাচীর্ঘোরদর্শনাঃ॥ ১৪
যথা নৈনাং পুমান্ স্ত্রী বা সীতাং পশ্যত্যসম্মতঃ।

দশানন ভীষণ দর্শনা পিশাচীদের ডেকে বলল, 'আমার অনুমতি বিনা কোনও পুরুষ বা স্ত্রী কেউই যেন সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে।

মুক্তামণিসুবর্ণানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥ ১৫
যদ্ যদিচ্ছেৎ তদেবাস্যা দেয়ং মচ্ছন্দতো যথা।

'আমার নির্দেশ রইল, যেমন যেমন, মণিমুক্তা সোনা বস্ত্র-অলঙ্কার— যা যা ইচ্ছা করবে (চাইবে) সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেবে।

যা চ বক্ষ্যতি বৈদেহীং বচনং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥ ১৬
অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানান্ন তস্যা জীবিতং প্রিয়ম্।

'যে কেউ জেনে বা না জেনে যদি বিদেহরাজ-নন্দিনীকে কোনও অপ্রিয় কথা বলে, (তবে) তার কাছে তা অপ্রিয় বলে জানবে (তার প্রাণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে)।'

তথোক্ত্বা রাক্ষসীস্তাস্তু রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৭
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাৎ তস্মাৎ কিং কৃত্যমিতি চিন্তয়ন্।
দদর্শাষ্টৌ মহাবীর্যান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্॥ ১৮

মহাপ্রতাপী রাক্ষসরাজ রাক্ষসীদের সেইরকম নির্দেশ দিয়ে, অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে 'এখন কী কর্তব্য', এই কথা যখন চিন্তা করছিল, এমন সময় অপক্বমাংসাশী (কাঁচা মাংসভোজী) আটজন মহাবীর রাক্ষসকে দেখতে পেল।

স তান্ দৃষ্ট্বা মহাবীর্যো বরদানেন মোহিতঃ।
উবাচ তানিদং বাক্যং প্রশস্য বলবীর্যতঃ॥ ১৯

ব্রহ্মার বরে অভিভূত সেই মহাবীর রাবণ তাদের দেখে, তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রশংসা করে এই কথা বলল—

নানাপ্রহরণাঃ ক্ষিপ্রমিতো গচ্ছত সত্বরাঃ।
জনস্থানং হতস্থানং ভূতং পূর্বং খরালয়ম্॥ ২০

'তোমরা শীঘ্র নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এখান থেকে দ্রুত জনস্থানে যাও, যে জনস্থান পূর্বে খরের বাসস্থান ছিল, (বর্তমানে রাম কর্তৃক রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায়) হতস্থানে পরিণত হয়েছে।

তত্রাস্যতাং জনস্থানে শূন্যে নিহতরাক্ষসে।
পৌরুষং বলমাশ্রিত্য ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥ ২১

'রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় সেই শূন্য জনস্থানে পুরুষকার এবং শক্তি অবলম্বনে, দূর থেকে সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে সেখানে অবস্থান করো।

বহুসৈন্যং মহাবীর্যং জনস্থানে নিবেশিতম্।
সদূষণখরং যুদ্ধে নিহতং রামসায়কৈঃ॥ ২২

'আমি জনস্থানে দূষণ ও খর-সহ মহাবীর্যবান বহু সৈন্য সন্নিবেশিত করেছিলাম ; কিন্তু যুদ্ধে রামের বাণে তারা নিহত হয়েছে।

ততঃ ক্রোধো মমাপূর্বো ধৈর্যস্যোপরি বর্ধতে।
বৈরং চ সুমহজ্জাতং রামং প্রতি সুদারুণম্॥ ২৩

'তখন থেকে আমার ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে অভূতপূর্ব ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে এবং রামের প্রতি অতি ভয়ঙ্কর অসীম শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

নির্যাতয়িতুমিচ্ছামি তচ্চ বৈরং মহারিপোঃ।
নহি লপ্স্যাম্যহং নিদ্রামহত্বা সংযুগে রিপুম্॥ ২৪

'মহাশত্রুর শত্রুতার প্রতিশোধ চাই। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারব না।

তং ত্বিদানীমহং হত্বা খরদূষণ ঘাতিনম্।
রামং শর্মোপলপ্স্যামি ধনং লব্ধেব নির্ধনঃ॥ ২৫

'খর ও দূষণের হত্যাকারী সেই রামকে হত্যা করে দরিদ্রের ধনপ্রাপ্তিজনিত আনন্দের মতো আমি এখন অশুভনাশ জনিত সুখ লাভ করব।

জনস্থানে বসদ্ভিস্তু ভবদ্ভী রামমাশ্রিতা।
প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা কিং করোতীতি তত্ত্বতঃ॥ ২৬

'জনস্থানে অবস্থান করে তোমরা, রাম কী করছে, এই বিষয়ে নিঃসংশয়িতভাবে রামের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত সংবাদ আমাকে এনে দেবে।

অপ্রমাদাচ্চ গন্তব্যং সর্বৈরেব নিশাচরৈঃ।
কর্তব্যশ্চ সদা যত্নো রাঘবস্য বধং প্রতি॥ ২৭

'তোমরা আটজন রাক্ষস সাবধানে সেখানে যাবে এবং রাঘব রামের হত্যার প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

যুষ্মাকং তু বলং জ্ঞাতং বহুশো রণমূর্ধনি।
অতশ্চাস্মিঞ্জনস্থানে ময়া যূয়ং নিবেশিতাঃ॥ ২৮

'সম্মুখসমরে তোমাদের শক্তির পরিচয় অনেকবার পেয়েছি ; তাই এই জনস্থানে আমি তোমাদের নিযুক্ত করলাম।'

ততঃ প্রিয়ং বাক্যমুপেত্য রাক্ষসা
মহার্থমষ্টাবভিবাদ্য রাবণম্।
বিহায় লঙ্কাং সহিতাঃ প্রতস্থিরে
যতো জনস্থানমলক্ষ্যদর্শনাঃ॥ ২৯

তখন আটজন রাক্ষস মিলিত হয়ে মহৎকার্যের জন্য সেই মনোমত নির্দেশ স্বীকার করে নিয়ে, রাবণকে অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্যভাবে লঙ্কা ত্যাগ করে জনস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ততস্তু সীতামুপলভ্য রাবণঃ
সুসম্প্রহৃষ্টঃ পরিগৃহ্যমৈথিলীম্।
প্রসজ্য রামেণ চ বৈরমুত্তমং
বভূব মোহান্মুদিতঃ স রাবণঃ॥ ৩০

সীতাকে পেয়ে রাবণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হল। মিথিলেশনন্দিনীকে অপহরণ করায় শ্রীরামের সঙ্গে তার যে মহাশত্রুতার সৃষ্টি হল, তাতে মোহগ্রস্ত রাবণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করল।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

———০———

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

রাবণ কর্তৃক সীতাকে স্বীয় অন্তঃপুর প্রদর্শন এবং পত্নীত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন

সংদিশ্য রাক্ষসান্ ঘোরান্ রাবণোঽষ্টৌ মহাবলান্।
আত্মানং বুদ্ধিবৈক্লব্যাৎ কৃতকৃত্যমমন্যত॥ ১

রাবণ আটজন ভয়ঙ্কর মহাবলী রাক্ষসকে আদেশ দিয়ে, বুদ্ধিবিভ্রমবশত নিজেকে কৃতার্থ মনে করল।

স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্বরন্॥ ২

সে সীতাকে চিন্তা করতে করতে কামবাণে পীড়িত হয়ে তাঁকে দেখবার জন্য রমণীয় গৃহে দ্রুতভাবে প্রবেশ করল।

স প্রবিশ্য তু তদ্বেশ্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অপশ্যদ্ রাক্ষসীমধ্যে সীতাং দুঃখপরায়ণাম্॥ ৩
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্।
বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জন্তীং নাবমর্ণবে॥ ৪
মৃগযূথপরিভ্রষ্টাং মৃগীং শ্বভিরিবাবৃতাম্।

রাক্ষসরাজ রাবণ গৃহে প্রবেশ করে রাক্ষসী পরিবৃতা দুঃখিনী, অশ্রুমুখী, কাতরা সীতাকে দেখল। শোকভার-পীড়িতা সীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের ঝড়ে আক্রান্তা নিমজ্জমানা নৌকার মতো, অথবা দলভ্রষ্টা ও কুকুর পরিবৃতা কাতরা হরিণীর মতো।

অধোগতমুখীং সীতাং রামভ্যেত্য নিশাচরঃ॥ ৫
তাং তু শোকবশাদ্ দীনামবশাং রাক্ষসাধিপঃ।
সবলাদ্ দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্॥ ৬

শোকে কৃশ ও অধোমুখী সীতার কাছে এসে রাক্ষসরাজ রাবণ জোর করে তাঁকে দেবগৃহসদৃশ সুন্দর নিজের অন্তঃপুর দেখাল।

হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্।
নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমন্বিতম্॥ ৭
দান্তকৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈস্তথা।
বজ্রবৈদূর্যচিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ॥ ৮
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমারুরোহ তয়া সহ॥ ৯

রাবণের সেই অন্তঃপুর ছিল মনোহর প্রাসাদসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহস্র সহস্র নারী অধ্যুষিত, নানা পক্ষীর কলরবে মুখরিত এবং নানা রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ। (সেই প্রাসাদগুলি ছিল গজদন্তমণ্ডিত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রৌপ্য তথা বজ্রমণি ও বৈদূর্যমণি দ্বারা খচিত দৃষ্টিমনোরম স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত)। সেই প্রাসাদে রাবণ সীতার সঙ্গে স্বর্গীয় দুন্দুভিনিনাদে অভিনন্দিত হয়ে তপ্ত সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রিত স্বর্ণসোপানে আরোহণ করল।

দান্তকা রাজতাশ্চৈব গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
হেমজালাবৃতাশ্চাসংস্তত্র প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ॥ ১০

অট্টালিকাগুলিতে গজদন্ত ও রৌপ্যনির্মিত গবাক্ষগুলি অতীব মনোরম এবং প্রাসাদশ্রেণী ছিল সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত।

সুধামণিবিচিত্রাণি ভূমিভাগানি সর্বশঃ।
দশগ্রীবঃ স্বভবনে প্রাদর্শয়ত মৈথিলীম্॥ ১১

রাবণ নিজভবনের সর্বত্র সুধাধবলিত মণিখচিত বিচিত্র গৃহতলগুলি মিথিলেশতনয়াকে দেখাতে লাগল।

দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ নানাপুষ্পসমাবৃতাঃ।
রাবণো দর্শয়ামাস সীতাং শোকপরায়ণাম্॥ ১২

রাবণ শোকার্তা সীতাকে নানাবিধ কুসুমসমাকীর্ণ দীঘি-পুষ্করিণী সকল দেখাতে লাগল।

দর্শয়িত্বা তু বৈদেহীং কৃৎস্নং তদ্ভবনোত্তমম্।
উবাচ বাক্যং পাপাত্মা সীতাং লোভিতুমিচ্ছয়া॥ ১৩

পাপাত্মা রাবণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে সেই উত্তম প্রাসাদের সবটা দেখিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করার ইচ্ছায় বলল—

দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ।
বর্জয়িত্বা জরাবৃদ্ধান্ বালাংশ্চ রজনীচরান্॥ ১৪
তেষাং প্রভুরহং সীতে সর্বেষাং ভীমকর্মণাম্।
সহস্রমেকমেকস্য মম কার্যপুঃসরম্॥ ১৫

'অয়ি সীতে! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এবং বালক রাক্ষস বাদে দশ কোটি এবং আরও বাইশকোটি (মোট বত্রিশ কোটি) রাক্ষস এখানে আছে। সেই ভীষণকর্মা সকল রাক্ষসের আমি-ই প্রভু। এতদ্ব্যতীত আমার একার সেবাকারী এক সহস্র ভৃত্য আছে।

যদিদং রাজ্যতন্ত্রং মে ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জীবিতং চ বিশালাক্ষি ত্বং মে প্রাণৈর্গরীয়সী॥ ১৬

'অয়ি ডাগরনয়না! আমার এই সমগ্র রাজ্য এবং আমার জীবন, সবই তোমাতে সমর্পিত হল। তুমিই আমার

প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়।

বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মম যোঽসৌ পরিগ্রহঃ।
তাসাং ত্বমীশ্বরী সীতে মম ভার্যা ভব প্রিয়ে॥ ১৭

'সীতে ! আমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ অনেক সুন্দরী স্ত্রীর তুমি-ই কর্ত্রী। প্রিয়ে ! তুমি আমার স্ত্রী হও।

সাধু কিং তেঽন্যথাবুদ্ধ্যা রোচয়স্ব বচো মম।
ভজস্ব মাভিতপ্তস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ১৮

'রামের চিন্তায় তোমার কি কল্যাণ হবে ? সানন্দে আমার কথা মেনে নাও ; আমি কামার্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে পতিরূপে ভজনা করো।

পরিক্ষিপ্তা সমুদ্রেণ লঙ্কেয়ং শতযোজনা।
নেয়ং ধর্ষয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ১৯

'শতযোজন বিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিতা। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতা এবং অসুরগণও এই লঙ্কাপুরীকে পরাভূত করতে অক্ষম।

ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু নর্ষিষু।
অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্যসমো ভবেৎ॥ ২০

'ত্রিভুবনে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং ঋষিদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখছি না, যে বীর্যবত্তায় আমার সমান।

রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তাপসেন পদাতিনা।
কিং করিষ্যসি রামেণ মানুষেণাল্পতেজসা॥ ২১

'রাজ্যচ্যুত, দরিদ্র, পদাচারী তাপস ক্ষীণতেজা মানুষ রামকে নিয়ে তুমি কী করবে।

ভজস্ব সীতে মামেব ভর্তাহং সদৃশস্তব।
যৌবনং ত্বধ্রুবং ভীরু রমস্বেহ ময়া সহ॥ ২২

'অয়ি সীতে ! আমাকেই পতিরূপে ভজনা করো, আমি-ই তোমার যোগ্য স্বামী। অয়ি ভীরু ! যৌবন তো ক্ষণস্থায়ী। অতএব আমার সঙ্গে এই লঙ্কাপুরীতেই বিহার করো।

দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে।
কাস্য শক্তিরিহাগন্তুমপি সীতে মনোরথৈঃ॥ ২৩

'অয়ি রুচিরাননে সীতে ! রামচন্দ্রের দর্শনের চিন্তাও কোরো না ; কারণ, মনে মনেও কারও এই দুর্ভেদ্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করার ক্ষমতা নেই।

ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজবঃ।
দীপ্যমানস্য বাপ্যগ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখাঃ॥ ২৪

'আকাশের বেগবান বায়ুকে যেমন রজ্জু দ্বারা বাঁধা সম্ভব নয়, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাকেও হাতে ধরা যায় না, (তদ্রূপ এই লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্রের আগমন সম্ভব নয়)।

ত্রয়াণামপি লোকানাং ন তং পশ্যামি শোভনে।
বিক্রমেণ নয়েদ্ যস্ত্বাং মদ্বাহুপরিপালিতাম্॥ ২৫

'অয়ি সুন্দরি ! ত্রিভুবনে এমন কোনও বীরকে দেখছি না, যে আমার বাহুবন্ধনে আশ্রিতাকে জোর করে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

লঙ্কায়াঃ সুমহদ্রাজ্যমিদং ত্বমনুপালয়।
ত্বৎপ্রেষ্যা মদ্বিধাশ্চৈব দেবাশ্চাপি চরাচরম্॥ ২৬

'তুমি লঙ্কার এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করো ; আমার মতো অন্যান্য রাক্ষসেরা সকলে, দেবতারা এবং বিশ্বচরাচরও তোমার সেবক হয়ে থাকবে।

অভিষেকজলক্লিন্না তুষ্টা চ রময়স্ব চ।
দুষ্কৃতং যৎপুরা কর্ম বনবাসেন তদ্গতম্॥ ২৭
যচ্চ তে সুকৃতং কর্ম তস্যেহ ফলমাপ্নুহি।

'অভিষেক বারিতে স্নানসিক্তা হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আমার সঙ্গে বিহার করো। তোমার পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল, বনবাস দুঃখভোগ দ্বারা সমাপ্ত হয়ে গেছে ; এখন তোমার পুণ্যকর্মের সুফল ভোগ করো।

ইহ সর্বাণি মাল্যানি দিব্যগন্ধানি মৈথিলি॥ ২৮
ভূষণানি চ মুখ্যানি তানি সেব ময়া সহ।

'অয়ি মিথিলেশনন্দিনি ! মাল্য, স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য এবং যে সকল প্রধান প্রধান অলঙ্কার আছে, সেইগুলি সব এখানে আমার সঙ্গে ভোগ করো।

পুষ্পকং নাম সুশ্রোণি ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য মে॥ ২৯
বিমানং সূর্যসংকাশং তরসা নির্জিতং রণে।
বিশালং রমণীয়ং চ তদ্বিমানং মনোজবম্॥ ৩০
তত্র সীতে ময়া সার্ধং বিহরস্ব যথাসুখম্।

'অয়ি সুন্দরি নিতম্বিনি ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল পুষ্পক নামক বিমানটি আমি যুদ্ধে সবলে জয় করে নিয়েছি। বিমানটি বিশাল, মনোরম এবং মনের গতির মতো গতিসম্পন্ন। অয়ি সীতে ! সেই বিমানে আরোহণ করে আমার সঙ্গে তুমি সুখে বিহার করবে।

বদনং পদ্মসংকাশং বিমলং চারুদর্শনম্॥ ৩১
শোকার্তং তু বরারোহ ন ভ্রাজতি বরাননে।

'অয়ি প্রশস্তনিতম্বিনি ! রুচিরাননে ! তোমার কমলসদৃশ উজ্জ্বল সুদর্শন মুখখানি শোককাতরতা হেতু শোভাহীন দেখাচ্ছে।'

এবং বদতি তস্মিন্ সা বস্ত্রান্তেন বরাঙ্গনা॥ ৩২
পিধায়েন্দুনিভং সীতা মন্দমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।

রাবণ এই সকল কথা বললে, সুন্দরী সীতা চন্দ্রমা-সদৃশ নিজের সুন্দর মুখখানি বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

ধ্যায়ন্তীং তামিবাস্বস্থাং সীতাং চিন্তাহতপ্রভাম্॥ ৩৩
উবাচ বচনং বীরো রাবণো রজনীচরঃ।

তখন দুশ্চিন্তাহেতু ঔজ্জ্বল্যহীনা, উদ্বিগ্না এবং শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানমগ্না সীতাকে নিশাচর বীর রাবণ বলল—

অলং ব্রীড়েন বৈদেহি ধর্মলোপকৃতেন তে॥ ৩৪
আর্ষোহয়ং দেবি নিষ্পন্দো যস্ত্বামভিভবিষ্যতি।

'অয়ি দেবি বিদেহরাজনন্দিনি ! পতি পরিত্যাগ করে পরপুরুষ মিলনহেতু ধর্মলোপজনিত কর্মের জন্য তোমার লজ্জার কারণ নেই, কারণ আমার সঙ্গে তোমার রাক্ষস-বিবাহ যা তোমাকে ব্যাকুলিত করবে, তা ঋষি কর্তৃক স্বীকৃত।

এতৌ পাদৌ ময়া স্নিগ্ধৌ শিরোভিঃ পরিপীড়িতৌ॥ ৩৫
প্রসাদং কুরু মে ক্ষিপ্রং বশ্যো দাসোঽহমস্মি তে।

'তোমার এই কোমল চরণযুগলে আমি আমার দশ-মস্তকে স্থাপন করলাম ; দেবি ! শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমি তোমার বশীভূত দাস।

ইমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুষ্যমাণেন ভাষিতাঃ॥ ৩৬
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মূর্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ।

'কামাগ্নিতে সন্তপ্ত আমি এই সব অকপট কথা বললাম, তা বৃথা করো না। রাবণ কোনও নারীকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করে না, শুধু তোমার সম্মুখেই মাথা নোয়ালাম।'

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
কৃতান্তবশমাপন্নো মমেয়মিতি মন্যতে॥ ৩৭

দশানন মিথিলেশনন্দিনী জানকীকে এই সব কথা বলে, যেন মহাকাল কবলিত মৃত্যুরাজ যমের বশীভূত হয়েই 'এ আমার-ই' এই রকম মনে করতে লাগল।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫ ॥

———○———

ষট্পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্যানুরাগ জেনে রাবণ কর্তৃক সীতাকে ভীতিপ্রদর্শন, অতঃপর অশোকবনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য রাক্ষসীদের প্রতি রাবণের নির্দেশ

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত॥ ১

রাবণ সেইরকম বললে, শোককাতরা সীতা নির্ভয় হয়ে, তাঁদের দুজনের মাঝখানে একটি তৃণ স্থাপন করে (একটি ঘাস রেখে)[১] রাবণকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

রাজা দশরথো নাম ধর্মসেতুরিবাচলঃ।
সত্যসন্ধঃ পরিজ্ঞাতো যস্য পুত্রঃ স রাঘবঃ॥ ২
রামো নাম স ধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম॥ ৩

'সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতু বলে পরিচিত ; যাঁর পুত্র রঘুনন্দন শ্রীরাম। আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু, বিশালাক্ষ রাম ধর্মাত্মা বলে ত্রিভুবনে পরিচিত। তিনিই আমার পতিদেবতা।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা যস্তে প্রাণান্ বধিষ্যতি॥ ৪

'যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সিংহসদৃশ

[১]সীতাদেবী ধরিত্রী থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তৃণও ভূমিতে উৎপন্ন হয়। সেই সূত্রে তৃণ সীতার ভ্রাতৃস্থানীয়। একান্তে পরপুরুষের সঙ্গে বার্তালাপে আপনজন উপস্থিত থাকার শাস্ত্রীয় মর্যাদা রয়েছে। সীতাদেবী কর্তৃক তৃণ স্থাপনের এই হল তাৎপর্য।

স্কন্ধবান ও মহাদ্যুতিমান তিনি ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার প্রাণসংহার করবেন।

প্রত্যক্ষং যদ্যহং তস্য ত্বয়া বৈ ধর্ষিতা বলাৎ।
শয়িতা ত্বং হতঃ সংখ্যে জনস্থানে যথা খরঃ॥ ৫

'তাঁর সামনেই যদি তুমি আমাকে জোর করে অপহরণ করতে, তাহলে, জনস্থানে খরের মতো যুদ্ধে নিহত হয়ে ভূমিশয্যায় শায়িত হতে।

য এতে রাক্ষসাঃ প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
রাঘবে নির্বিষাঃ সর্বে সুপর্ণে পন্নগা যথা॥ ৬

'তুমি এই যে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী রাক্ষসদের কথা বললে, তারা সকলেই, গরুড়ের সম্মুখে সর্পেরা যেমন বিষহীন হয় পড়ে, তদ্রূপ রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

তস্য জ্যাবিপ্রমুক্তাস্তে শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
শরীরং বিধমিষ্যন্তি গঙ্গাকূলমিবোর্ময়ঃ॥ ৭

'ঢেউগুলি যেমন গঙ্গার তীরভূমিকে বিধ্বস্ত করে, সেইরকমভাবে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যামুক্ত সুবর্ণভূষিত বাণগুলি তোমার শরীরকে ছিন্ন-ভিন্ন করবে।

অসুরৈর্বা সুরৈর্বা ত্বং যদ্যবধ্যোঽসি রাবণ।
উৎপাদ্য সুমহদ্ বৈরং জীবংস্তস্য ন মোক্ষ্যসে॥ ৮

'রে রাবণ ! দেবতা বা অসুরদের কাছে যদিও তুমি অবধ্য হও, তথাপি শ্রীরামের সঙ্গে মহাশত্রুতা সৃষ্টি করে তুমি জীবিতাবস্থায় মুক্তি পাবে না।

স তে জীবিতশেষস্য রাঘবোঽন্তকরো বলী।
পশোর্যূপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্॥ ৯

'বীর রঘুনন্দন রাম তোমার অবশিষ্ট জীবনের বিনাশকারী। যূপকাষ্ঠবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী পশুর মতোই তোমার জীবন হবে দুর্লভ।

যদি পশ্যেৎ স রামস্ত্বাং রোষদীপ্তেন চক্ষুষা।
রক্ষস্ত্বমদ্য নির্দগ্ধো যথা রুদ্রেণ মন্মথঃ॥ ১০

'ওরে রাক্ষস ! যদি শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নে একবার তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে ভগবান রুদ্রদেব কর্তৃক মন্মথ-এর মতো তুমি নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যাবে।

যশ্চন্দ্রং নভসো ভূমৌ পাতয়েন্নাশয়েৎ বা।
সাগরং শোষয়েদ্ বাপি স সীতাং মোচয়েদিহ॥ ১১

'যিনি আকাশ থেকে চন্দ্রকে টেনে পৃথিবীর মাটিতে পাতিত করতে অথবা তাকে বিনষ্ট করতে সমর্থ, যিনি সাগরকে শোষিত করতে পারেন, তিনি সীতাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতেও সমর্থ হবেন।

গতায়ুস্ত্বং গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
লঙ্কা বৈধব্যসংযুক্তা ত্বৎকৃতেন ভবিষ্যতি॥ ১২

'জেনে রাখো তুমি মৃত, লক্ষ্মীহীন, বলহীন এবং বিকলেন্দ্রিয় হয়ে গেছ। তোমার দুষ্কর্মের জন্যই লঙ্কা পতিহীন হয়ে যাবে।

ন তে পাপমিদং কর্ম সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।
যাহং নীতা বিনাভাবং পতিপার্শ্বাৎ ত্বয়া বলাৎ॥ ১৩

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে জোর করে স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছ। অতএব তোমার এই পাপকর্মের ভবিষ্যৎ ফল সুখকর হবে না।

স হি দেবরসংযুক্তো মম ভর্তা মহাদ্যুতিঃ।
নির্ভয়ো বীর্যমাশ্রিত্য শূন্যে বসতি দণ্ডকে॥ ১৪

'মহাতেজস্বী আমার স্বামী দেবর লক্ষ্মণসহ এবং বীরত্বের সঙ্গে নির্ভয়ে শূন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করছেন।

স তে বীর্যং বলং দর্পমুৎসেকং চ তথাবিধম্।
অপনেষ্যতি গাত্রেভ্যঃ শরবর্ষেণ সংযুগে॥ ১৫

'তিনি যুদ্ধে বাণবর্ষণ দ্বারা তোমার শরীর থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বল-বীর্য-অহঙ্কারকে দূর করে দেবেন।

যদা বিনাশো ভূতানাং দৃশ্যতে কালচোদিতঃ।
তদা কার্যে প্রমাদ্যন্তি নরাঃ কালবশং গতাঃ॥ ১৬

'কালের প্রেরণায় যখন জীবের বিনাশ দেখা যায়, তখন তার কার্যে প্রমাদ (ভুল) হয় ; কারণ মানুষ (জীব) কালের বশীভূত।

মাং প্রধৃষ্য স তে কালঃপ্রাপ্তোঽয়ং রাক্ষসাধম।
আত্মনো রাক্ষসানাং চ বধায়ান্তঃপুরস্য চ॥ ১৭

'রে নিশাচরাধম ! আমার উপর অত্যাচার করায় তোমার নিজের, রাক্ষসকুলের এবং তোমার অন্তঃপুরের বধের জন্য সেই মহাকাল এসে উপস্থিত।

ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা।
দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দিতুম্॥ ১৮

'স্রুক প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র দ্বারা শোভিত এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রপাঠ দ্বারা পবিত্রীকৃত যজ্ঞস্থান মধ্যবর্তী যজ্ঞবেদিকে চণ্ডাল পদদলিত করতে পারে না।

তথাহং ধর্মনিত্যস্য ধর্মপত্নী দৃঢ়ব্রতা।
ত্বয়া স্প্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা॥ ১৯

'রে রাক্ষসাধম ! ধর্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রের

ধর্মপত্নী আমি, তাই পবিত্র যজ্ঞবেদিস্বরূপা আমি সুদৃঢ়ভাবে পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করে থাকি, অতএব পাপী চণ্ডালের মতো তুমি আমাকে (কামভাবে) স্পর্শ করতে সমর্থ হবে না।

ক্রীড়ন্তী রাজহংসেন পদ্মষণ্ডেষু নিত্যশঃ।
হংসী সা তৃণমধ্যস্থং কথং দ্রক্ষ্যেত মদ্গুকম্॥ ২০

'পদ্মসমূহে পদ্মবনে রাজহংসের সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়ারতা সেই হংসী তৃণমধ্যে অবস্থিত পর্ণমৃগকে (জলকাককে, পানকৌড়িকে) কেমন করে দেখবে ?

ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস॥ ২১
ন তু শক্যমপক্রোশং পৃথিব্যাং দাতুমাত্মনঃ।

'রে নিশাচর ! আমার এই অচেতন শরীরকে বেঁধে রাখো বা হত্যা করো—আমার এই দেহ বা প্রাণ রক্ষণীয় নয় (আমি রক্ষা করতে চাই না) ; কারণ জগতে নিজের নিন্দা ছড়িয়ে দিতে আমি পারব না।'

এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং ক্রোধাৎ সুপরুষং বচঃ॥ ২২
রাবণং জানকী তত্র পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।

বিদেহরাজনন্দিনী জানকী (সীতা) রাবণকে এইভাবে ক্রোধপূর্ণ কঠোর কথা বলে, আর কিন্তু কিছুই বললেন না।

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রোমহর্ষণম্॥ ২৩
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং ভয়সংদর্শনং বচঃ।

সীতার সেই রোমহর্ষক কঠোর বাক্য শ্রবণ করে রাবণ সীতাকে ভয় প্রদর্শন করে প্রত্যুত্তরে বলল—

শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি॥ ২৪
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ॥ ২৫

'অয়ি সুহাসিনি মিথিলেশনন্দিনি ! আমার শেষ কথা শোনো। বারো মাস সময় দিলাম, এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি আমার কাছে না আসো, তাহলে অয়ি কোপনশিলে ! আমার প্রাতঃরাশের জন্য পাচকেরা তোমার দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।'

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
রাক্ষসীশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৬

শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদক ক্রুদ্ধ রাবণ সীতার প্রতি এইরকম কর্কশ কথা বলে, তারপর রক্ষীদের এই কথা বলল—

শীঘ্রমেব হি রাক্ষস্যো বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ।
দর্পমস্যাপনেষ্যন্তু মাংসশোণিতভোজনাঃ॥ ২৭

'কুৎসিতরূপা, ভয়ঙ্করদর্শনা, রক্তমাংসভোজন-কারিণী হে রাক্ষসীবৃন্দ ! তোমরা শীঘ্রই সীতার অহঙ্কার চূর্ণ করো।'

বচনাদেব তাস্তস্য সুঘোরা ঘোরদর্শনাঃ।
কৃতপ্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মৈথিলীং পর্যবারয়ন্॥ ২৮

রাবণের আদেশানুসারেই সেই ভীষণদর্শনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা হাতজোড় করে মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

স তাঃ প্রোবাচ রাজাসৌ রাবণো ঘোরদর্শনাঃ।
প্রচল্য চরণোৎকর্ষৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ২৯

রাজা রাবণ পাদাস্ফালনে পৃথ্বীতলকে যেন বিদীর্ণ করে পদচারণা করতে করতে সেই বিকটদর্শনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের বলল—

অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি।
তত্রেয়ং রক্ষ্যতাং গূঢ়ং যুষ্মাভিঃ পরিবারিতা॥ ৩০

'তোমরা মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে অশোকবনে নিয়ে গিয়ে, সেখানে তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে গোপনে রাখবে।

তত্রৈনাং তর্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাং গজবধূমিব॥ ৩১

'সেই অশোকবনে তোমরা সকলে মিলে মিথিলেশ-নন্দিনীকে কখন কখনও ভীষণ তর্জন-গর্জন করে, আবার কখনও সান্ত্বনাবাক্য-প্রয়োগে বন্যহস্তিবধূর (হস্তিনীর) মতো বশে আনবে।'

ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যো রাবণেন তাঃ।
অশোকবনিকাং জগ্মুর্মৈথিলীং পরিগৃহ্য তু॥ ৩২

সেই রাক্ষসীরা রাবণ কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাদৃষ্টা হয়ে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে অশোকবনে চলে গেল।

সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পফলৈর্বৃতাম্ ।
সর্বকালমদৈশ্চাপি দ্বিজৈঃ সমুপসেবিতাম্॥ ৩৩

সর্বপ্রকার কাম্যফল প্রদানকারী নানাপ্রকার ফল-পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ পরিবৃত এবং সকল ঋতুতেই আনন্দমদমত্ত পক্ষিকুলসেবিত অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা নিয়ে গেল।

সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা॥ ৩৪

সর্ব অঙ্গে শোক যেন ছেয়ে ফেলেছে এমন সেই

জনকতনয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতা, হিংস্র ব্যাঘ্রীদের দ্বারা পরিবৃতা হরিণীর মতো রাক্ষসীদের বশীভূতা হয়ে রইলেন।

শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা॥ ৩৫

পাশবদ্ধা ভয়ত্রস্তা হরিণীর মতো, অতীব শোকাভিভূতা মিথিলেশনন্দিনী জানকী সীতা, শান্তি লাভ করতে পারলেন না।

ন বিন্দতে তত্র তু শর্ম মৈথিলী
বিরূপনেত্রাভিরতীব তর্জিতা।
পতিং স্মরন্তী দয়িতং চ দেবরং
বিচেতনাভূদ্ ভয়শোকপীড়িতা॥ ৩৬

অশোকবনে বিকটনয়না রাক্ষসীরা অত্যন্ত তাড়না করায় মিথিলেশনন্দিনী সীতা শান্তি পেলেন না। ভয় ও শোকে পীড়িতা তিনি প্রিয় পতি ও দেবরকে স্মরণ করে হতচেতন হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

প্রক্ষিপ্ত সর্গ

পিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশে নিদ্রাদেবীসহ দেবরাজ ইন্দ্রের লঙ্কায় গমন ও সীতাদেবীকে দিব্যহবিঃ প্রদানান্তে বিদায় নিয়ে স্বর্গে প্রত্যাগমন

(এই সর্গটি সব টীকাকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি, কিন্তু কোন কোনও পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। ঘটনার আনুকূল্য বিবেচনায় এই সর্গটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ হিসাবে গৃহীত হল)

**প্রবেশিতায়াং সীতায়াং লঙ্কাং প্রতি পিতামহঃ।
তদা প্রোবাচ দেবেন্দ্রং পরিতুষ্টং শতক্রতুম্॥ ১**

সীতাদেবী লঙ্কায় প্রবেশ করলে, দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন ; পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—

**ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় রক্ষসামহিতায় চ।
লঙ্কাং প্রবেশিতা সীতা রাবণেন দুরাত্মনা॥ ২**

'দেবরাজ ! ত্রিভুবনের কল্যাণ এবং রাক্ষসদের ধ্বংসের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাদেবীকে লঙ্কায় নিয়ে এসেছে।

**পতিব্রতা মহাভাগা নিত্যং চৈব সুখৈধিতা।
অপশ্যন্তী চ ভর্তারং পশ্যন্তী রাক্ষসীজনম্॥ ৩
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাঃ ভর্তৃদর্শনলালসা।**

'সর্বদা সুখে পরিবর্ধিতা, মহাভাগ্যবতী, পতিনিষ্ঠা পরায়ণা সীতা পতিদর্শনে বঞ্চিতা, অথচ রাক্ষসীপরিবৃতা হয়ে কেবল রাক্ষসীদের দেখতে দেখতে তাঁর পতিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।

**নিবিষ্টা হি পুরী লঙ্কা তীরে নদনদীপতেঃ॥ ৪
কথং জ্ঞাস্যতি তাং রামস্তত্রস্থাং তামনিন্দিতাম্।
দুঃখং সংচিন্তয়ন্তী সা বহুশঃ পরিদুর্লভা॥ ৫**

'লঙ্কাপুরী নদ-নদীর অধিপতি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। অতএব শ্রীরামচন্দ্র কেমন করে লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত অনিন্দনীয়া সীতাকে খুঁজে পাবেন ? তাই শ্রীরাম কর্তৃক দুর্লভা সীতা (শ্রীরাম তাঁকে খুঁজে পাবেন না বলে) দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন।

**প্রাণয়াত্রামকুর্বাণা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যত্যসংশয়ম্।
স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংক্ষয়ে॥ ৬**

'সীতাদেবী প্রাণধারণযোগ্য আহারাদি না করায় নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করবেন। শ্রীসীতার প্রাণনাশ হলে দেবতাদের উদ্দেশ্য সাধনে আবার সংশয় সৃষ্টি হবে।

**স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা সীতাং পশ্য শুভাননাম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রয়চ্ছ হবিরুত্তমম্॥ ৭**

'দেবরাজ ! আপনি শীঘ্র এখান থেকে গিয়ে লঙ্কা

নগরীতে প্রবেশ করুন এবং সুবদনা সীতাকে দর্শন দিয়ে ওঁকে উত্তম (স্বর্গীয়) হবিঃ (পায়স) প্রদান করুন।'

এবমুক্তোঽথ দেবেন্দ্রঃ পুরীং রাবণপালিতাম্।
আগচ্ছন্নিদ্রয়া সার্ধং ভগবান্ পাকশাসনঃ॥ ৮

পাক নামক দৈত্যনিধনকারী ভগবান দেবরাজ ইন্দ্রকে পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বললে, ইন্দ্রদেব নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরীতে এলেন।

নিদ্রাং চোবাচ গচ্ছ ত্বং রাক্ষসান্ সম্প্রমোহয়।
সা তথোক্তা মঘবতা দেবী পরমহর্ষিতা॥ ৯
দেবকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থং প্রামোহয়ত রাক্ষসান্।

ভগবান দেবরাজ ইন্দ্র লঙ্কায় এসে নিদ্রাদেবীকে বললেন, 'যাও তুমি, রাক্ষসদের সম্মোহিত করো।' নিদ্রাদেবী দেবেন্দ্র কর্তৃক তদ্রূপ আদিষ্ট হয়ে হৃষ্টচিত্তে দেবকার্য-সম্পাদনের জন্য রাক্ষসদের সম্মোহিত করে ফেললেন।

এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ॥ ১০
আসসাদ বনস্থাং তাং বচনং চেদমব্রবীৎ।

ইত্যবসরে শচীপতি সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র, অশোকবনে অবস্থিতা সীতার কাছে এসে বললেন—

দেবরাজোঽস্মি ভদ্রং তে ইহ চাস্মি শুচিস্মিতে॥ ১১
অহং ত্বাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সাহায্যং কল্পয়িষ্যামি মা শুচো জনকাত্মজে॥ ১২

'অয়ি, পবিত্রহাস্যবদনে ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার কল্যাণ হোক ! আপনাকে এবং মহাত্মা রঘুনন্দনের কার্যসিদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য এসেছি। অয়ি, জনকাত্মজে ! শোক করবেন না।

মৎপ্রসাদাৎ সমুদ্রং স তরিষ্যতি বলৈঃ সহ।
ময়ৈবেহ চ রাক্ষস্যো মায়য়া মোহিতাঃ শুভে॥ ১৩

'অয়ি কল্যাণময়ি ! আমার অনুগ্রহে শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যবলসহ সমুদ্র অতিক্রম করবেন ; রাক্ষসীরাও আমার মায়ার প্রভাবেই সম্মোহিত হয়ে আছে।

তস্মাদন্নমিদং সীতে হবিষ্যান্নমহং স্বয়ম্।
স ত্বাং সংগৃহ্য বৈদেহি আগতঃ সহ নিদ্রয়া॥ ১৪

'সেইজন্যই, অয়ি বিদেহরাজনন্দিনি সীতে ! আমি নিজে আপনার জন্য এই ভোজ্য-হবিষ্যান্ন দধি-দুগ্ধ-ঘৃত মিশ্রিত আতপান্ন (পায়েস) সংগ্রহ করে, নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এতদৎস্যসি মদ্ধস্তান্ন ত্বাং বাধিষ্যতে শুভে।
ক্ষুধা তৃষা চ রম্ভোরু বর্ষাণামযুতৈরপি॥ ১৫

'অয়ি সুন্দরি কল্যাণি ! যদি আপনি আমার হাত থেকে এই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে ভোজন করেন, তাহলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আপনাকে অযুতবর্ষব্যাপীও কাতর করতে পারবে না।'

এবমুক্তা তু দেবেন্দ্রমুবাচ পরিশঙ্কিতা।
কথং জানামি দেবেন্দ্রং ত্বামিহস্থং শচীপতিম্॥ ১৬

দেবরাজ ইন্দ্র এইরকম বললে, ভয়ভীতা সীতা দেবরাজকে বললেন—'এখানে উপস্থিত আপনাকে দেবরাজ শচীপতি বলে কী করে জানব ?'

দেবলিঙ্গানি দৃষ্টানি রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ।
তানি দর্শয় দেবেন্দ্র যদি ত্বং দেবরাট্ স্বয়ম্॥ ১৭

'শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে আমি দেবতাদের লক্ষণসমূহ জেনেছি। হে দেবেন্দ্র ! আপনি যদি সত্যই দেবরাজ হয়ে থাকেন, তাহলে সেই লক্ষণ সকল আমাকে দেখান।'

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে শচীপতিঃ।
পৃথিবীং নাস্পৃশৎ পদ্‌ভ্যামনিমেষেক্ষণানি চ॥ ১৮
অরজোঽম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা।
তং জ্ঞাত্বা লক্ষণৈঃ সীতা বাসবং পরিহর্ষিতা॥ ১৯

সীতার কথা শুনে শচীপতি ইন্দ্র দেবলক্ষণ সমূহ প্রদর্শন করলেন—(তিনি) পাদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী (ভূমি) স্পর্শ করলেন না এবং (তাঁর) নেত্রগুলি (সহস্রলোচন) নিমেষহীন। আবার, তিনি ধূলিহীন বস্ত্র পরিহিত (পার্থিব ধূলি তাঁর বস্ত্র স্পর্শ করছে না) এবং তাঁর কণ্ঠমালার পুষ্পগুলি অম্লান হয়ে আছে। এই সকল লক্ষণ (চিহ্ন) দ্বারা তাঁকে বাসব (দেবরাজ ইন্দ্র) বলে জানতে পেরে সীতা অতীব উৎফুল্লা হলেন।

উবাচ বাক্যং রুদতী ভগবন্ রাঘবং প্রতি।
সহ ভ্রাত্রা মহাবাহুর্দিষ্ট্যা মে শ্রুতিমাগতঃ॥ ২০

রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রোদন করতে করতে সীতাদেবী বললেন—'ভগবন্ ! সৌভাগ্যবশত মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের নাম ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে আমার কর্ণে প্রবেশ করেছে'।

যথা মে শ্বশুরো রাজা যথা চ মিথিলাধিপঃ।
তথা ত্বামদ্য পশ্যামি সনাথো মে পতিস্ত্বয়া॥ ২১

'যেমন আমার শ্বশুর স্নেহপরায়ণ রাজা দশরথ, এবং যেমন আমার স্নেহশীল পিতা মিথিলাধিপতি জনক,

সেইরকম, হে দেবরাজ ! আপনাকে আজ স্নেহশীল পিতার মতো দেখছি। আপনাকে পেয়ে আমার স্বামী অভিভাবকযুক্ত হলেন (একজন স্নেহবান অভিভাবক পেলেন)।

তবাজ্ঞয়া চ দেবেন্দ্র পয়োভূতমিদং হবিঃ।
অশিষ্যামি ত্বয়া দত্তং রঘূণাং কুলবর্ধনম্॥ ২২

'হে দেবরাজ ! রঘুবংশের উন্নতিবিধায়ক, আপনার দেওয়া পায়সে পরিণত এই হবিষ্যান্ন আপনার নির্দেশে আমি নিশ্চয়ই আহার করব।'

ইন্দ্রহস্তাদ্ গৃহীত্বা তৎ পায়সং সা শুচিস্মিতা।
ন্যবেদয়ত ভর্ত্রে সা লক্ষ্মণায় চ মৈথিলী॥ ২৩

মিথিলেশনন্দিনী শুচিস্মিতা সীতা ইন্দ্রের হাত থেকে সেই পায়স গ্রহণ করলেন এবং তিনি প্রথমেই তা স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের এবং দেবর শ্রীলক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন।

যদি জীবিত মে ভর্তা সহ ভ্রাত্রা মহাবলঃ।
ইদমস্তু তয়োর্ভক্ত্যা তদাশ্নাৎ পায়সং স্বয়ম্॥ ২৪

'যদি আমার মহাবলী স্বামী শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণসহ জীবিত থাকেন, তবে ভক্তিসহ নিবেদিত এই পায়স তাঁরা দুজন গ্রহণ করুন।' অতঃপর সীতা নিজে সেই শ্রেষ্ঠ পায়স ভোজন করলেন।

ইতীব তৎ প্রাশ্য হবির্বরাননা
জহৌ ক্ষুধাদুঃখসমুদ্ভবং চ তম্।
ইন্দ্রাৎ প্রবৃত্তিমুপলভ্য জানকী
কাকুৎস্থয়োঃ প্রীতমনা বভূব॥ ২৫

সুমুখী সীতা এইভাবে সেই হবিষ্যান্ন ভোজন করে রাবণের অত্যাচারে উদ্ভূত ক্ষুধাতৃষ্ণার দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। জনকনন্দিনী সীতা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট কাকুৎস্থকুলনন্দনদ্বয় (রাম-লক্ষ্মণ)এর সংবাদ এবং সীতা উদ্ধারের জন্য তাঁদের উদ্যম সম্বন্ধে জেনে মনে মনে আনন্দলাভ করলেন।

স চাপি শক্রস্ত্রিদিবালয়ং তদা
প্রীতো যযৌ রাঘবকার্যসিদ্ধয়ে।
আমন্ত্র্য সীতাং স ততো মহাত্মা
জগাম নিদ্রাসহিতঃ স্বমালয়ম্॥ ২৬

অতঃপর মহাত্মা ইন্দ্র রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রীত হলেন এবং সীতাদেবীর নিকট বিদায় নিয়ে নিদ্রাদেবীসহ নিজ আবাসস্থলে (স্বর্গে) চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গঃ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

রাক্ষসবধান্তে প্রত্যাবর্তন কালে পথে অশুভ সূচক শৃগালরব শ্রবণে শ্রীরামের দুশ্চিন্তা এবং পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখে সীতা সম্বন্ধে নানা শঙ্কা

রাক্ষসং মৃগরূপেণ চরন্তং কামরূপিণম্।
নিহত্য রামো মারীচং তূর্ণং পথি ন্যবর্তত॥ ১

স্বেচ্ছায় মৃগরূপ ধরে বিচরণকারী রাক্ষস মারীচকে হত্যা করে শ্রীরাম দ্রুত আশ্রমের পথে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন।

তস্য সংত্বরমাণস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্।
ক্রূরস্বনোঽথ গোমায়ুর্বিননাদাস্য পৃষ্ঠতঃ॥ ২

তখন মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে দেখার জন্য শ্রীরাম দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকলে তাঁর পশ্চাতে একটি শৃগাল বিকৃত স্বরে ডেকে উঠল।

স তস্য স্বরমাজ্ঞায় দারুণং রোমহর্ষণম্।
চিন্তয়ামাস গোমায়োঃ স্বরেণ পরিশঙ্কিতঃ॥ ৩

শৃগালের রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর চিৎকার বুঝতে পেরে তার চিৎকারে ভীত শ্রীরামচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন।

অশুভং বত মন্যেঽহং গোমায়ুর্বাশ্যতে যথা।
স্বস্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্ষণং বিনা॥

শৃগাল যেভাবে চিৎকার করছে, হায়! আমি অমঙ্গল আশঙ্কা করছি। রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত না হয়ে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার যেন কল্যাণ হয়!

মারীচেন তু বিজ্ঞায় স্বরমালক্ষ্য মামকম্।
বিক্রুষ্টং মৃগরূপেণ লক্ষ্মণঃ শৃণুয়াদ্ যদি॥ ৫
স সৌমিত্রিঃ স্বরং শ্রুত্বা তাং চ হিত্বাথ মৈথিলীম্।
তয়ৈব প্রহিতঃ ক্ষিপ্রং মৎসকাশমিহৈষ্যতি॥ ৬

মৃগরূপধারী মারীচ জেনেশুনে আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে যে বিকট চিৎকার করেছে, লক্ষ্মণ যদি তা শুনে থাকে তাহলে সুমিত্রানন্দন সেই স্বর শুনে মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে একলা ছেড়ে দিয়ে, অথবা সীতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে দ্রুত এখানে আমার কাছে চলে আসবে।

রাক্ষসৈঃ সহিতৈর্নূনং সীতায়া ঈপ্সিতো বধঃ।
কাঞ্চনশ্চ মৃগো ভূত্বা ব্যপনীয়াশ্রমাত্তু মাম্॥ ৭
দূরং নীত্বাথ মারীচো রাক্ষসোঽভূচ্ছরাহতঃ।
হা লক্ষ্মণ হতোঽস্মীতি যদ্বাক্যং ব্যাজহার হ॥ ৮

রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই সীতাকে হত্যা করতে চাইছে; তাই মারীচ স্বর্ণমৃগ হয়ে আমাকে আশ্রম থেকে বের করে বহুদূরে নিয়ে এসে আমার বাণে আহত হয়ে 'হায় লক্ষ্মণ, আমি মারা পড়লাম', এই কথা উচ্চারণ করল।

অপি স্বস্তি ভবেদ্ দ্বাভ্যাং রহিতাভ্যাং ময়া বনে।
জনস্থাননিমিত্তং হি কৃতবৈরোঽস্মি রাক্ষসৈঃ॥ ৯

আমি বনে না থাকায় দু'জনের (সীতা ও লক্ষ্মণের) মঙ্গল তো! কারণ, জনস্থানে বাস করার জন্য আমি রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি।

নিমিত্তানি চ ঘোরাণি দৃশ্যন্তেঽদ্য বহূনি চ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রামঃ শ্রুত্বা গোমায়ুনিঃস্বনম্॥ ১০
নিবর্তমানস্ত্বরিতো জগামাশ্রমমাত্মবান্।

আজ ভয়ানক অমঙ্গলের লক্ষণ সকল দেখা যাচ্ছে, শৃগালের ধ্বনি শুনে আত্মস্থ রাম এইরকম চিন্তা করতে করতে দ্রুত প্রত্যাবৃত হয়ে আশ্রমের দিকে যেতে লাগলেন।

আত্মনশ্চাপনয়নং মৃগরূপেণ রক্ষসা॥ ১১
আজগাম জনস্থানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ।

মৃগরূপধারী রাক্ষস কর্তৃক তাঁকে আশ্রম থেকে দূরে অপসারণের বিষয়ে চিন্তা করে, সীতা সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত রঘুনন্দন শ্রীরাম জনস্থানে এলেন।

তং দীনমানসং দীনমাসেদুর্মৃগপক্ষিণঃ॥ ১২
সব্যং কৃত্বা মহাত্মানং ঘোরাংশ্চ সসৃজুঃ স্বরান্।

মৃগ ও পক্ষীরা সেই দুঃখিতমনা শ্রীরামকে দেখে খুব কষ্ট পেল, এবং তাঁর বাঁদিকে অমঙ্গলসূচক ভয়ঙ্কর স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি মহাঘোরাণি রাঘবঃ।
ন্যবর্ততাথ ত্বরিতো জবেনাশ্রমমাত্মনঃ॥ ১৩

তখন রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র মহাভয়ঙ্কর চিহ্নসকল দেখে সত্বর সবেগে নিজের আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন।

ততো লক্ষ্মণমায়ান্তং দদর্শ বিগতপ্রভম্।
ততোঽবিদূরে রামেণ সমীয়ায় স লক্ষ্মণঃ॥ ১৪

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র নিষ্প্রভ লক্ষ্মণকে আসতে দেখলেন। লক্ষ্মণও অতি শীঘ্রই এসে শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিষণ্ণঃ সন্ বিষণ্ণেন দুঃখিতো দুঃখভাগিনা।
স জগর্হেঽথ তং ভ্রাতা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাগতম্॥ ১৫
বিহায় সীতাং বিজনে বনে রাক্ষসসেবিতে।

তখন, রাক্ষসপূর্ণ মনুষ্যহীন অরণ্যে সীতাকে একলা ফেলে রেখে আসতে দেখে লক্ষ্মণের সঙ্গে সমদুঃখভাগী বিষণ্ণ ভাই দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্তে লক্ষ্মণকে নিন্দা করলেন।

গৃহীত্বা চ করং সব্যং লক্ষ্মণং রঘুনন্দনঃ॥ ১৬
উবাচ মধুরোদর্কমিদং পরুষমার্তবৎ।

রাঘব রামচন্দ্র সকাতরে লক্ষ্মণের বামহস্ত ধারণ করে মধুর পরিণামসূচক কর্কশ বাক্যে বললেন—

অহো লক্ষ্মণ গর্হ্যং তে কৃতং যৎ ত্বং বিহায় তাম্॥ ১৭
সীতামিহাগতঃ সৌম্য কচ্চিৎ স্বস্তি ভবেদিতি।

'ওঃ সৌম্য লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে একা রেখে এখানে এসে খুব গর্হিত (নিন্দনীয়) কাজই করেছ। জানি না, সীতা ভালো আছে কি না!

ন মেঽস্তি সংশয়ো বীর সর্বথা জনকাত্মজা॥ ১৮
বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্বনচারিভিঃ।
অশুভান্যেব ভূয়িষ্ঠং যথা প্রাদুর্ভবন্তি মে॥ ১৯

'হে বীর লক্ষ্মণ! জনকনন্দিনী সীতা সর্বতোভাবেই বনচারী রাক্ষসগণ কর্তৃক নিহত বা ভক্ষিত হয়েছে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই; যেহেতু, আমার চতুর্দিকে প্রভূত অশুভ লক্ষ্মণ দৃষ্ট হচ্ছে।

অপি লক্ষ্মণ সীতায়াঃ সামগ্র্যং প্রাপ্নুয়ামহে।

জীবন্ত্যাঃ পুরুষব্যাঘ্র সুতায়া জনকস্য বৈ॥ ২০

'হে পুরুষব্যাঘ্র লক্ষ্মণ ! জনকদুহিতা সীতাকে কি আমরা সম্পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাব ?

যথা বৈ মৃগসংঘাশ্চ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্।
বাশ্যন্তে শকুনাশ্চাপি প্রদীপ্তামভিতো দিশম্।
অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্যা রাজপুত্র্যা মহাবল॥ ২১

'ভাই মহাবলী লক্ষ্মণ ! যেভাবে মৃগকুল, শৃগালের দল এবং শকুনেরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে, আর আলেয়ার আলো সম্মুখ দিক্‌কে প্রদীপ্ত করছে, এই সকল দুর্ঘটনায় রাজকুমারী সীতার কি মঙ্গল হবে !

ইদং হি রক্ষো মৃগসংনিকাশং
প্রলোভ্য মাং দূরমনুপ্রয়াতম্।
হতং কথং চিন্মহতা শ্রমেণ
স রাক্ষসোঽভূন্ম্রিয়মাণ এব॥ ২২

'মৃগের রূপ ধরে এই রাক্ষস আমাকে প্রলোভিত করে টেনে নিয়ে এসেছে। অনেক পরিশ্রমের দ্বারা কোনো প্রকারে একে হত্যা করার পর, সে মরতে মরতে আবার রাক্ষসের রূপ ধরল এবং মারা গেল।

মনশ্চ মে দীনমিহাপ্রহৃষ্টং
চক্ষুশ্চ সব্যং কুরুতে বিকারম্।
অসংশয়ং লক্ষ্মণ নাস্তি সীতা
হৃতা মৃতা বা পথি বর্ততে বা॥ ২৩

'লক্ষ্মণ ! আমার মন ভীত ও আনন্দহীন হয়ে পড়ছে ; বামচক্ষু বিকৃত হয়েও কম্পিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে সীতা আর নেই—তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ কর্তৃক মৃত্যুপ্রাপ্তা বা অপহৃতা হয়ে রাক্ষসালয়ে যাওয়ার পথে আছেন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

———০———

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরামের আশ্রমে আগমন, পথে নানা আশঙ্কা প্রকাশ এবং আশ্রমে সীতাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ

স দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং দীনং শূন্যং দশরথাত্মজঃ।
পর্যপৃচ্ছত ধর্মাত্মা বৈদেহীমাগতং বিনা॥ ১

ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র বিদেহরাজতনয়া সীতাকে ছাড়াই বিষণ্ণ ও শূন্য মনে লক্ষ্মণকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং যা মামনুজগাম হ।
ক্ব সা লক্ষ্মণ বৈদেহী যাং হিত্বা ত্বমিহাগতঃ॥ ২

'লক্ষ্মণ ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান সময়ে যিনি আমাকে অনুগমন করেছিলেন, যাঁকে একলা ছেড়ে তুমি এখানে এসেছ, সেই বিদেহরাজকন্যা সীতা কোথায় ?

রাজ্যভ্রষ্টস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ।
ক্ব সা দুঃখসহায়া মে বৈদেহী তনুমধ্যমা॥ ৩

'রাজ্যভ্রষ্ট, দীনভাবে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণরত আমার দুঃখসহায়া সেই ক্ষীণকটি বিদেহরাজনন্দিনী কোথায় ?

যাং বিনা নোৎসহে বীর মুহূর্তমপি জীবিতুম্।
ক্ব সা প্রাণসহায়া মে সীতা সুরসুতোপমা॥ ৪

'হে বীর লক্ষ্মণ ! যাঁকে ছাড়া আমি মুহূর্তকালও জীবনধারণে উৎসাহিত নই, আমার জীবনসহায়িকা দেবকন্যাসদৃশা সেই সীতা কোথায় ?

পতিত্বমমরাণাং হি পৃথিব্যাশ্চাপি লক্ষ্মণ।
বিনা তাং তপনীয়াভাং নেচ্ছেয়ং জনকাত্মজাম্॥ ৫

'লক্ষ্মণ ! তপ্তসুবর্ণকান্তিময়ী জনকতনয়াকে ছাড়া আমি দেবতাদের এবং পৃথিবীরও প্রভুত্ব চাই না।

কচ্চিজ্জীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম।
কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ৬

'হে বীর লক্ষ্মণ ! আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা বিদেহরাজতনয়া সীতা জীবিত আছেন তো ! আমার নির্বাসন ব্যর্থ হবে না তো ?

সীতানিমিত্তং সৌমিত্রে মৃতে ময়ি গতে ত্বয়ি।
কচ্চিৎ সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি॥ ৭

'হে সুমিত্রানন্দন ! সীতার জন্য আমার মৃত্যু হলে এবং তারপর তুমি অযোধ্যায় ফিরে গেলে, বিমাতা কৈকেয়ী সফল মনোরথ হয়ে সুখী হবেন কি ?

সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্রা তপস্বিনী।
উপস্থাস্যতি কৌসল্যা কচ্চিৎ সৌম্যেন কৈকয়ীম্॥ ৮

'আমার মাতা তপস্বিনী কৌশল্যা তাঁর একমাত্র পুত্র আমি মারা গেলেও, সপুত্রা আপ্তকামা কৈকেয়ীকে বিনীতভাবে সেবা করবেন কি ?

যদি জীবতি বৈদেহী গমিষ্যাম্যাশ্রমং পুনঃ।
সংবৃত্তা যদি বৃত্তা সা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণ॥ ৯

'লক্ষ্মণ ! বিদেহরাজনন্দিনী সীতা যদি জীবিত থাকেন তবেই আমি আবার আশ্রমে যাব। যদি সদাচারপরায়ণা সীতা মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে।
পুনঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ॥ ১০

'লক্ষ্মণ ! আশ্রমে উপস্থিত আমাকে যদি বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করেন, তাহলে আমি আমার প্রাণনাশ করব।

ব্রূহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
ত্বয়ি প্রমত্তে রক্ষোভির্ভক্ষিতা বা তপস্বিনী॥ ১১

'লক্ষ্মণ ! বলো, বিদেহরাজতনয়া জীবিত আছেন বা নেই ! তুমি অনবহিত হলে, সেই তপঃপরায়ণা সীতা রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হননি তো !

সুকুমারী চ বালা চ নিত্যং চাদুঃখভাগিনী।
মদ্বিয়োগেন বৈদেহী ব্যক্তং শোচতি দুর্মনাঃ॥ ১২

'অতিশয় মৃদুস্বভাবা বালিকা বৈদেহী কখনো দুঃখভোগ করেননি ; আমার বিচ্ছেদবেদনায় নিশ্চয়ই ব্যথিতচিত্তে শোক প্রকাশ করছেন।

সর্বথা রক্ষসা তেন জিহ্মেন সুদুরাত্মনা।
বদতা লক্ষ্মণেত্যুচ্চৈস্তবাপি জনিতং ভয়ম্॥ ১৩

'অতীব কুটিল স্বভাব দুরাত্মা সেই রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বললে, তোমারও নিশ্চয়ই সর্বপ্রকারে ভয় উৎপাদিত হয়েছিল।

শ্রুতশ্চ মন্যে বৈদেহ্যা স স্বরঃ সদৃশো মম।
ত্রস্তয়া প্রেষিতস্ত্বং চ দ্রষ্টুং মাং শীঘ্রমাগতঃ॥ ১৪

'আমার মনে হয়, আমার কণ্ঠস্বরের সদৃশ সেই স্বর বৈদেহী শুনেছেন এবং ভয়ত্রস্তা হয়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন ; সেইজন্যই তুমি আমাকে দেখার জন্য দ্রুত এখানে এসেছ।

সর্বথা তু কৃতং কষ্টং সীতামুৎসৃজতা বনে।
প্রতিকর্তুং নৃশংসানাং রক্ষসাং দত্তমন্তরম্॥ ১৫

'সীতাকে বনে একাকী রেখে এসে তুমি সর্বপ্রকারে দুঃখকর কার্যই করেছ ; নৃশংস রাক্ষসদের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছ।

দুঃখিতাঃ খরঘাতেন রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
তৈঃ সীতা নিহতা ঘোরৈর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬

'রাক্ষস খর আমার হাতে নিহত হওয়ায় মাংসাশী অন্যান্য রাক্ষসেরা দুঃখ পেয়েছে ; সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সীতাকে হত্যা করেছে, সন্দেহ নেই।

অহোঽস্মি ব্যসনে মগ্নঃ সর্বথা রিপুনাশন।
কিং ত্বিদানীং করিষ্যামি শঙ্কে প্রাপ্তব্যমীদৃশম্॥ ১৭

'হায়, শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ ! আমি সবরকমভাবেই বিপদে পড়লাম। ভয় হয়, এইরকম শোক আমাকে পেতেই হবে ; এখন আমি কী করি !'

ইতি সীতাং বরারোহাং চিন্তয়ন্নেব রাঘবঃ।
আজগাম জনস্থানং ত্বরয়া সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৮

রাঘব রামচন্দ্র সুন্দরী সীতার বিষয়ে এইরকম চিন্তা করতে করতে লক্ষ্মণের সঙ্গে শীঘ্রই জনস্থানে এসে উপস্থিত হলেন।

বিগর্হমাণোঽনুজমার্তরূপং
ক্ষুধাশ্রমেণৈব পিপাসয়া চ।
বিনিঃশ্বসঞ্শুষ্কমুখো বিষণ্ণঃ
প্রতিশ্রয়ং প্রাপ্য সমীক্ষ্য শূন্যম্॥ ১৯

শোকার্ত অনুজভ্রাতা লক্ষ্মণকে তিরস্কার করতে করতে, পরিশ্রম এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর শুষ্কমুখ শ্রীরামচন্দ্র আশ্রমে এসে এবং আশ্রম সীতাশূন্য দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন।

স্বমাশ্রমং স প্রবিগাহ্য বীরো
বিহারদেশাননুসৃত্য কাংশ্চিৎ।
এতত্তদিত্যেব নিবাসভূমৌ
প্রহৃষ্টরোমা ব্যথিতো বভূব॥ ২০

ধীর রামচন্দ্র স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করলেন, সেই নিবাসস্থলে কোন কোনও প্রমোদস্থানগুলিতে প্রবেশ করে, এই সেই (সীতার সঙ্গে প্রমোদ) স্থানগুলি, এইরূপ চিন্তা করে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে, আবার পরক্ষণেই সীতার বিরহ চিন্তা করে ব্যথিত চিত্ত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতম সর্গ (৫৯)

আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে, এই সর্গে রাম-লক্ষ্মণের পূর্ব-সর্গান্তর্গত কথোপকথনের বিস্তার

অথাশ্রমাদুপাবৃত্তমন্তরা রঘুনন্দনঃ।
পরিপপ্রচ্ছ সৌমিত্রিং রামো দুঃখাদিদং বচঃ॥ ১

তখন, রঘুনন্দন রাম, আশ্রম থেকে তাঁর কাছে আগত সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন—

তমুবাচ কিমর্থং ত্বমাগতোঽপাস্য মৈথিলীম্।
যদা সা তব বিশ্বাসাদ্ বনে বিরহিতা ময়া॥ ২

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—'লক্ষ্মণ! যখন আমি তোমার উপর বিশ্বাস করে মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে বনে রেখে এসেছিলাম, অতএব কেন তুমি তাঁকে ছেড়ে এসেছ?

দৃষ্ট্বৈবাভ্যাগতং ত্বাং মে মৈথিলীং ত্যজ্য লক্ষ্মণ।
শঙ্কমানং মহৎ পাপং যৎসত্যং ব্যথিতং মনঃ॥ ৩

'লক্ষ্মণ! মৈথিলীকে একা ছেড়ে রেখে তোমাকে এখানে আসতে দেখেই মহাপাপের আশঙ্কা আমার মনকে সত্যই ব্যথিত করেছে।

স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ং চ মে।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণ দূরে ত্বাং সীতাবিরহিতং পথি॥ ৪

'লক্ষ্মণ! সঙ্গে সীতা-ছাড়া তোমাকে দূরে দেখতে পেয়ে আমার বামচক্ষুঃ, বাহু এবং হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হচ্ছে।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভূয়ো দুঃখসমাবিষ্টো দুঃখিতং রামমব্রবীৎ॥ ৫

শ্রীরামচন্দ্র এইরকমভাবে বললে, উত্তম লক্ষণযুক্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পুনরায় শোকাকুল চিত্তে শোকার্ত রামকে বললেন—

ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্ত্বাহমিহাগতঃ।
প্রচোদিতস্তয়ৈবোগ্রৈস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ॥ ৬

'দাদা! আমি স্বেচ্ছায় তাঁকে (সীতাকে) আশ্রমে ফেলে রেখে আসিনি; তিনি আমাকে রূঢ় ভাষায় (জোর করে) পাঠিয়েছেন বলেই, আমি এখানে আপনার কাছে এসেছি।

আর্যেণেব পরিক্রুষ্টং লক্ষ্মণেতি সুবিস্বরম্।
পরিত্রাহীতি যদ্বাক্যং মৈথিল্যাস্তচ্ছ্রুতি গতম্॥ ৭

'আপনার কণ্ঠস্বর অনুকরণে "লক্ষ্মণ বাঁচাও", উচ্চৈঃস্বরে এই আর্ত আহ্বানধ্বনি মিথিলেশনন্দিনীর কর্ণগোচর হয়েছিল।

সা তমার্তস্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী।
গচ্ছ গচ্ছেতি মামাশু রুদতী ভয়বিক্লবা॥ ৮

'সেই আর্তনাদ শ্রবণ করে ভয়বিহ্বলা মিথিলেশনন্দিনী আপনার প্রতি অত্যধিক প্রেমবশত কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন—"শীঘ্র যাও, যাও"।

প্রচোদ্যমানেন ময়া গচ্ছেতি বহুশস্তয়া।
প্রত্যুক্তা মৈথিলী বাক্যমিদং তৎ প্রত্যয়ান্বিতম্॥ ৯

'তিনি বারবার' "যাও", "যাও" বলে আমাকে প্রেরিত করতে থাকলে, আমি মৈথিলীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বললাম—

ন তৎ পশ্যাম্যহং রক্ষো যদস্য ভয়মাবহেৎ।

নিবৃতা ভব নাস্ত্যেতৎ কেনাপ্যেতদুদাহৃতম্॥ ১০

'আমি এমন কোনও রাক্ষস দেখি না, যে শ্রীরামের ভয় উৎপাদন করতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এ কিছুই না। অন্য কেউ এইরকম শব্দ করে থাকবে।

বিগর্হিতং চ নীচং চ কথমার্যোঽভিধাস্যতি।
ত্রাহীতি বচনং সীতে যস্ত্রায়েৎ ত্রিদশানপি॥ ১১

'অয়ি সীতে ! যিনি দেবতাদেরও পরিত্রাতা, সেই আমার দাদা রামচন্দ্র, ''রক্ষা করো'', এই নিন্দনীয় ও হীন কথা কেমন করে বলবেন ?

কিংনিমিত্তং তু কেনাপি ভ্রাতুরালম্ব্য মে স্বরম্।
বিস্বরং ব্যাহৃতং বাক্যং লক্ষ্মণ ত্রাহি মামিতি॥ ১২

'কোনো রাক্ষস কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কণ্ঠস্বর অবলম্বন করে, ''লক্ষ্মণ, আমাকে বাঁচাও'' এই বলে বিকৃত স্বরে চিৎকার করেছে।

রাক্ষসেনেরিতং বাক্যং ত্রাসাৎ ত্রাহীতি শোভনে।
ন ভবত্যা ব্যথা কার্যা কুনারীজনসেবিতা॥ ১৩

'অয়ি কল্যাণময়ি ! কোনো রাক্ষস ভয় পেয়ে ''রক্ষা করো'' বলে চিৎকার করেছে। আপনি সাধারণ নারীর মতো ব্যথিত হবেন না।

অলং বিক্লবতাং গন্তুং স্বস্থা ভব নিরুৎসুকা।
ন চাস্তি ত্রিষু লোকেষু পুমান্ যো রাঘবং রণে॥ ১৪
জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ।
অজেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ॥ ১৫

'দেবি ! কাতর হবেন না ; প্রশান্ত চিত্তে উৎকণ্ঠা ত্যাগ করুন। ত্রিভুবনে এমন কোনও পুরুষ নেই, জন্মায়নি বা জন্মাবে না, যে সামান্য বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রঘুনন্দন রামকে পরাজিত করতে পারে, রাঘব রামচন্দ্র ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ কর্তৃক যুদ্ধে অজেয়।

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা।
উবাচাশ্রূণি মুঞ্চন্তী দারুণং মামিদং বচঃ॥ ১৬

'বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাকে এই কথা বলা সত্ত্বেও, তাঁর চেতনা অত্যন্ত মোহাবিষ্ট থাকায়, অশ্রুমোচন করতে করতে তিনি আমাকে এইরকম মর্মান্তিক কথা বললেন—

ভাবো ময়ি তবাত্যর্থং পাপ এব নিবেশিতঃ।
বিনষ্টে ভ্রাতরি প্রাপ্তুং ন চ ত্বং মামবাপ্স্যসে॥ ১৭

''লক্ষ্মণ ! আমার প্রতি তোমার মনে পাপভাব অতিমাত্রায় সংক্রমিত হয়েছে। মনে রেখো, তোমার ভ্রাতার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে লাভ করার যে আশা মনে পোষণ করেছ, তা পূর্ণ করতে পারবে না।

সংকেতাদ্ ভরতেন ত্বং রামং সমনুগচ্ছসি।
ক্রোশন্তং হি যথাত্যর্থং নৈনমভ্যবপদ্যসে॥ ১৮

''তুমি ভরতের ইঙ্গিতেই রামের অনুসরণ করেছ ; সেইজন্যই তিনি আর্ত চিৎকার করা সত্ত্বেও তাঁকে সাহায্য করতে যাচ্ছ না।

রিপুঃ প্রচ্ছন্নচারী ত্বং মদর্থমনুগচ্ছসি।
রাঘবস্যান্তরং প্রেপ্সুস্তথৈনং নাভিপদ্যসে॥ ১৯

''ছদ্মবেশী শত্রু তুমি, আমার জন্যই রামের অনুগমন করেছ। রামের থেকে আমার দূরত্ব কামনা করেই তাঁর সাহায্যের জন্য যাচ্ছ না।''

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা সংরব্ধো রক্তলোচনঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠ আশ্রমাদভিনির্গতঃ॥ ২০

'বিদেহরাজনন্দিনী এইরকম বললে, ক্রোধে আমার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ এবং অধরোষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল ; তাই আমি আশ্রম থেকে বেরিয়ে আপনার কাছে এখানে এলাম।'

এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং রামঃ সন্তাপমোহিতঃ।
অব্রবীদ্ দুষ্কৃতং সৌম্য তাং বিনা ত্বমিহাগতঃ॥ ২১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এইরকম বললে, শোকানুতাপে অভিভূত রাম তাঁকে বললেন—'সৌম্য ! তথাপি তুমি সীতাকে রেখে এখানে এসে অন্যায়ই করেছ।

জানন্নপি সমর্থং মাং রক্ষসামপবারণে।
অনেন ক্রোধবাক্যেন মৈথিল্যা নির্গতো ভবান্॥ ২২

'আমাকে রাক্ষসদের বীরত্বকে নিবারণ করতে সমর্থ জেনেও তুমি মৈথিলী সীতার এই ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনে আশ্রম থেকে বেরিয়ে চলে এলে !

নহি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত্বা যদসি মৈথিলীম্।
ক্রুদ্ধায়াঃ পরুষং শ্রুত্বা স্ত্রিয়া যৎ ত্বমিহাগতঃ॥ ২৩

'যেহেতু তুমি ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকের (মৈথিলীর) কঠোর বাক্য শ্রবণ করে, মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে একলা ছেড়ে রেখে এখানে এসেছ তাই আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নই।

সর্বথা ত্বপনীতং তে সীতয়া যৎ প্রচোদিতঃ।
ক্রোধস্য বশমাগম্য নাকরোঃ শাসনং মম॥ ২৪

'তাঁর কথায় উত্তেজিত হয়ে ক্রোধাভিভূত তুমি আমার আদেশ অমান্য করে সর্বপ্রকারে অন্যায় করেছ।

অসৌ হি রাক্ষসঃ শেতে শরেণাভিহতো ময়া।
মৃগরূপেণ যেনাহমাশ্রমাদপবাহিতঃ॥ ২৫

'মৃগরূপ ধারণ করে যে আমাকে আশ্রম থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে, ঐ সেই রাক্ষস আমার বাণে নিহত হয়ে শায়িত আছে।

বিকৃষ্য চাপং পরিধায় সায়কং
সলীলবাণেন চ তাড়িতো ময়া।
মার্গীং তনুং ত্যজ্য চ বিক্লবস্বরো
বভূব কেয়ূরধরঃ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬

'আমি ধনু আকর্ষণ করে বাণ সন্ধান করলাম এবং অবলীলাক্রমে সেই বাণে তাকে আঘাত করলাম ; তখন সেই রাক্ষস মৃগরূপ ত্যাগ করে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে আবার কেয়ূরধারী রাক্ষসের রূপ গ্রহণ করল।

শরাহতেনৈব তদার্তয়া গিরা
স্বরং মমালম্ব্য সুদূরসুশ্রবম্।
উদাহৃতং তদ্ বচনং সুদারুণং
ত্বমাগতো যেন বিহায় মৈথিলীম্ ॥ ২৭

'বাণাহত সেই রাক্ষস আর্তস্বরে আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে সেই নিদারুণ কথা, দূর থেকে শ্রবণযোগ্য উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলেছিল, যা শুনে তুমি মিথিলারাজকুমারী সীতাকে ফেলে রেখে এখানে এসেছ।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৫৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

বিলাপরত শ্রীরাম কর্তৃক পশুবৃক্ষাদির নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাঁদতে কাঁদতে সীতার অন্বেষণ

ভৃশমাব্রজমানস্য তস্যাধো বামলোচনম্।
প্রাস্ফুরচ্চাস্খলদ্ রামো বেপথুশ্চাস্য জায়তে॥ ১

দ্রুতবেগে চলতে চলতে শ্রীরামের পদস্খলন এবং বামনেত্রের অধঃভাগ কম্পিত হতে লাগল এবং তাঁর শরীরও কাঁপতে লাগল।

উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সোঽশুভানি মুহুর্মুহুঃ।
অপি ক্ষেমং তু সীতায়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ॥ ২

শ্রীরাম বারবার অশুভ লক্ষণ সকল দেখে, 'সীতার মঙ্গল তো !'—এই কথা বার বার বলতে লাগলেন।

ত্বরমাণো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ।
শূন্যমাবসথং দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ॥ ৩

অনন্তর সীতাকে দর্শন করার জন্য লালায়িত রাম দ্রুত যেতে লাগলেন, কিন্তু কুটির শূন্য দেখে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হল।

উদ্‌ভ্রমন্নিব বেগেন বিক্ষিপন্ রঘুনন্দনঃ।
তত্র তত্রোটজস্থানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ॥ ৪
দদর্শ পর্ণশালাং চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব॥ ৫

রঘুনন্দন শ্রীরাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো সবেগে হস্ত-পা ছুড়তে ছুড়তে পর্ণশালার সবদিকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু হেমন্ত ঋতুতে শিশিরপাতে বিধ্বস্ত শ্রীহীন পদ্মের মতো পর্ণশালাকে সীতাবিরহিতা দেখলেন।

রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ গ্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সংত্যক্তং বনদৈবতৈঃ॥ ৬

সীতার বিরহে সেই আশ্রমস্থান, বনদেবতার দ্বারা পরিত্যক্ত বৃক্ষগণ যেন রোদনরত এবং পুষ্পসকল শুষ্ক ও পশুপক্ষিগণ ম্লান হওয়ায়, শ্রীহীন ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

বিপ্রকীর্ণাজিনকুশং বিপ্রবিদ্ধবৃসীকটম্।
দৃষ্ট্বা শূন্যোটজস্থানং বিললাপ পুনঃ পুনঃ॥ ৭

শূন্য পর্ণকুটিরে মৃগচর্মাসন ও কুশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং কুশাসন ও মাদুর এলোমেলো হয়ে আছে দেখে শ্রীরামচন্দ্র বারবার বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

হৃতা মৃতা বা নষ্টা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি।
নিলীনাপ্যথবা ভীরুরথবা বনমাশ্রিতা॥ ৮

'হায় ! সীতাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে কি ! বা সীতা কি মারা গেছেন ! অথবা, হারিয়ে গেছেন ! রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিতা হবেন না তো ! অথবা ভয়ে তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন কি ! কিংবা বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি তো !

গতা বিচেতুং পুষ্পাণি ফলান্যপি চ বা পুনঃ।
অথবা পদ্মিনীং যাতা জলার্থং বা নদীং গতা॥ ৯

'তিনি ফলপুষ্প চয়ন করতে গেছেন কি ! অথবা, জলের জন্য পদ্মসরোবরে বা নদীতে গেছেন কি !'

যত্নান্মৃগয়মাণস্তু নাসসাদ বনে প্রিয়াম্।
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে॥ ১০

বহু যত্নে অন্বেষণ করেও রামচন্দ্র প্রিয়া সীতাকে বনে খুঁজে পেলেন না ; শোকে আরক্তনয়ন শ্রীমান রামচন্দ্রকে উন্মত্তের মতো দেখাচ্ছে।

বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীনদম্।
বভ্রাম বিলপন্ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবপ্লুতঃ॥ ১১

শোকরূপ সাগরপঙ্কে নিমগ্ন রাম বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে এবং পর্বতসকল ও নদনদীর নিকট ধাবিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

অস্তি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥ ১২
স্নিগ্ধপল্লবসংকাশাং পীতকৌশেয়বাসিনীম্।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী॥ ১৩

'হে কদম্ববৃক্ষ ! কদমফুল যাঁর প্রিয়, আমার সেই প্রিয়া সীতা কোথায় আছেন, তুমি কি দেখেছ ? যদি শুভ-আননবিশিষ্টা এবং নবীন স্নিগ্ধ পল্লবসদৃশ দেহবিশিষ্টা সীতা, যিনি পীত-রেশমবস্ত্র পরিহিতা, কোথায় আছেন জানো, তবে বলো ; হে বিল্ববৃক্ষ ! বিল্বফলের ন্যায় সুডোল স্তনযুক্তা সীতাকে যদি তুমি দেখে থাকো, বলো।'

অথবার্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা॥ ১৪

অথবা, 'হে অর্জুনবৃক্ষ ! অর্জুনপুষ্প যাঁর প্রিয়, আমার সেই প্রিয়া সীতার সম্বন্ধে বলো। জনকতনয়া সুন্দরী সীতা জীবিত আছেন বা নেই, তা বলো।

ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ॥ ১৫
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্॥ ১৬

'লতা-পল্লব-পুষ্পসমৃদ্ধ হয়ে বিরাজমান এই সেই বনস্পতি কুটজ বৃক্ষ ; নিশ্চয়ই এ কুটজবৃক্ষের কাণ্ডসদৃশ উরুযুক্তা মিথিলেশনন্দিনীর সংবাদ জানে। অতএব হে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভ্রমরগুঞ্জনের দ্বারা প্রশংসিত ! এই তিলবৃক্ষও অবশ্যই তিলপুষ্পপ্রিয়া সীতার সংবাদ জানে।

অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসংদর্শনেন মাম্॥ ১৭

'হে অশোকতরু ! হে শোক অপনোদনকারিন্ ! আমি শোকে চেতনারহিত ; শীঘ্র আমার প্রিয়ার দর্শন দিয়ে তোমার নামে (আমাকে) যুক্ত করো (তুমি যেমন অশোক, আমাকে তদ্রূপ শোকরহিত করো)।

যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি॥ ১৮

'হে তালবৃক্ষ ! যদি তুমি পক্ব তালফলের মতো স্তনযুগলা (সীতা) কে দেখে থাকো এবং আমার প্রতি যদি তোমার করুণা হয়, তবে সেই সুন্দরীর বিষয়ে আমাকে বলো।

যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বূনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্ক কথয়স্ব মে॥ ১৯

'হে জম্বুবৃক্ষ ! স্বর্ণবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা সীতাকে যদি তুমি দেখে থাকো, যদি আমার প্রিয়ার সম্বন্ধে জান, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে বলো।

অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া॥ ২০

'হে কনকচাঁপা ! তুমি আজ প্রস্ফুটিত পুষ্পসমৃদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শোভা পাচ্ছ। কনকচাঁপা যাঁর প্রিয় পুষ্প সেই আমার সাধ্বী প্রিয়াকে যদি তুমি দেখে থাকো, তবে তাঁর সম্বন্ধে বলো।'

চূতনীপমহাসালান্ পনসান্ কুরবান্ ধবান্।
দাড়িমানপি তান্ গত্বা দৃষ্ট্বা রামো মহাযশাঃ॥ ২১
বকুলানথ পুন্নাগাংশ্চন্দনান্ কেতকাংস্তথা।
পৃচ্ছন্ রামো বনে ভ্রান্ত উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে॥ ২২

মহাকীর্তিমান শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়ে পাগলপারা হয়ে ঘুরে ঘুরে আম, কদম, বিরাট বিরাট শালগাছ, কাঁঠাল তথা মন্দার ও ডালিম গাছকে আবার বকুল, নাগকেশর, চন্দন ও কেয়া প্রভৃতি বৃক্ষগুলিকে সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।

মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ॥ ২৩

শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে অবস্থিত হরিণকে জিজ্ঞাসা করছেন—'ওরে হরিণ ! মৃগশিশুর অক্ষির ন্যায় অক্ষি-বিশিষ্টা মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে দেখেছ কি ? (অথবা, মৃগনয়না প্রিয়া সীতা কি হরিণীদের সঙ্গে বিহার করছেন !)

গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ॥ ২৪

'হে হস্তিন্ ! হস্তিশুণ্ডের ন্যায় উরুবিশিষ্টা সীতাকে তুমি হয়তো দেখেছ ! হে গজরাজ ! মনে হয়, তুমি তাঁর সম্বন্ধে জানো, অতএব আমায় বলো।

শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্॥ ২৫

'ওহে বাঘ ! আমার প্রিয়া চন্দ্রবদনী মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে যদি তুমি দেখে থাকো, নির্ভয়ে বলো ; তোমার কোনও ভয় নেই।

কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥ ২৬

(সহসা তাঁর ভ্রম হল যে সীতা দৌড়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে) তখন তিনি বললেন—'প্রিয়ে ! দৌড়ে পালাচ্ছ কেন ? অয়ি পদ্ম-পলাশলোচনে ! আমি তোমায় ঠিকই দেখে ফেলেছি। নিজেকে গাছ দিয়ে আড়াল করে রেখে, আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন ?

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥ ২৭

'অয়ি সুন্দরি ! দাঁড়াও দাঁড়াও ! আমার প্রতি তোমার কি করুণা হয় না ! তুমি তো হাস্যপরিহাসস্বভাবা নও ! তবে কেন আমায় উপেক্ষা করছ !

পীতকৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্ণিনি।
ধাবন্ত্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্॥ ২৮

'অয়ি সুন্দরি ! হলুদ রঙের রেশমী বস্ত্রেই তোমাকে চেনা যাচ্ছে। তুমি দৌড়োতে থাকলেও আমি তোমায় দেখে ফেলেছি। আমার প্রতি যদি তোমার প্রেম থাকে, তবে দাঁড়াও।'

নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী।
কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং ন মাং নূনং যথোপেক্ষিতুমর্হতি॥ ২৯

অথবা, 'ইনি সেই মধুরহাসিনী সীতা নন। তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসদের দ্বারা নিহত হয়েছেন ; কারণ, আমাকে কষ্ট পেতে দেখেও (তিনি) নিশ্চয়ই আমায় উপেক্ষা করতে পারতেন না।

ব্যক্তং সা ভক্ষিতা বালা রাক্ষসৈঃ পিশিতাশনৈঃ।
বিভজ্যাঙ্গানি সর্বাণি ময়া বিরহিতা প্রিয়া॥ ৩০

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার অনুপস্থিতিতে আমা থেকে বিচ্ছিন্না আমার প্রিয়া সেই বালিকাকে মাংসাশী রাক্ষসেরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে, খেয়ে ফেলেছে।

নূনং তচ্ছুভদন্তোষ্ঠং সুনাসং শুভকুণ্ডলম্।
পূর্ণচন্দ্রনিভং গ্রস্তং মুখং নিষ্প্রভতাং গতম্॥ ৩১

'সুন্দর দন্ত ও ওষ্ঠ, সুন্দর নাসিকা ও শুভ কুণ্ডলযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সীতার মুখখানি নিশ্চয়ই তখন রাহুতুল্য রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে প্রভাহীন ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা।
কোমলা বিলপন্ত্যাস্তু কান্তায়া ভক্ষিতা শুভা॥ ৩২

'বিলাপরতা আমার কমনীয়া দয়িতার কণ্ঠভূষণ পরিহিতা শুভ কোমল চম্পকবর্ণাভা সেই গ্রীবাদেশ রাক্ষসগণ ভক্ষণ করেছে।

নূনং বিক্ষিপমাণৌ তৌ বাহূ পল্লবকোমলৌ।
ভক্ষিতৌ বেপমানাগ্রৌ সহস্তাভরণাঙ্গদৌ॥ ৩৩

'নিশ্চয়ই পল্লবের ন্যায় কোমল, আভরণ ও অঙ্গদ-পরিহিত, বিক্ষিপ্ত ও কম্পমান বাহুদ্বয় রাক্ষসেরা ভক্ষণ করছিল।

ময়া বিরহিতা বালা রক্ষসাং ভক্ষণায় বৈ।
সার্থেনেব পরিত্যক্তা ভক্ষিতা বহুবান্ধবা॥ ৩৪

'বহু বন্ধু পরিবৃতা বালিকা দল থেকে বিচ্ছিন্না হলে যেমন রাক্ষসেরা বা পশুরা তাকে ভোজন করে অক্রেশ, রাক্ষসদের ভোজনের জন্যই আমি বালিকা সীতাকে যেন একাকিনী পরিত্যাগ করে গিয়েছিলাম।

হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ।
হা প্রিয়ে ক্ব গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৩৫
ইত্যেবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্ বনাদ্ বনম্।
ক্বচিদুদ্ভ্রমতে বেগাৎ ক্বচিৎ বিভ্রমতে বলাৎ॥ ৩৬

'হায় মহাবীর লক্ষ্মণ ! তুমি কি কোথাও আমার প্রিয়া সীতাকে দেখতে পাচ্ছ ? হায় প্রিয়ে, হায় ভদ্রে সীতে ! তুমি কোথায় গেলে ?' শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে করতে বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও উদ্‌ভ্রান্তের মতো জোরে লাফাচ্ছেন, আবার কোথাও বা বিভ্রান্তের মতো ছুটছেন।

ক্বচিদুদ্ব ইবাভাতি কান্তান্বেষণতৎপরঃ।
স বনানি নদীঃ শৈলান্ গিরিপ্রস্রবণানি চ।
কাননানি চ বেগেন ভ্রমত্যপরিসংস্থিতঃ॥ ৩৭

কান্তিময়ী স্ত্রীর অন্বেষণে তৎপর রামচন্দ্রকে কখন কখনও উন্মত্তের মতো দেখাচ্ছে ; অস্থির হয়ে তিনি বন, নদী, পর্বত, পাহাড়ি ঝর্ণা ও কাননসমূহে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন।

তদা স গত্বা বিপুলং মহদ্ বনং
পরীত্য সর্বং ত্বথ মৈথিলীং প্রতি।
অনিষ্ঠিতাশঃ স চকার মার্গণে
পুনঃ প্রিয়ায়াঃ পরমং পরিশ্রমম্॥ ৩৮

অনন্তর রামচন্দ্র বিশাল বনের গভীরে গিয়ে মৈথিলীকে সর্বত্র অনুসন্ধান করে হতাশ হলেন ; আবার নবোদ্যমে প্রিয়ার অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতার অন্বেষণ, তাঁকে না পেয়ে শ্রীরামের ব্যাকুলতা

**দৃষ্ট্বাঽঽশ্রমপদং শূন্যং রামো দশরথাত্মজঃ।
রহিতাং পর্ণশালাং চ প্রবিদ্ধান্যাসনানি চ॥ ১
অদৃষ্ট্বা তত্র বৈদেহীং সন্নিরীক্ষ্য চ সর্বশঃ।
উবাচ রামঃ প্রাক্রুশ্য প্রগৃহ্য রুচিরৌ ভুজৌ॥ ২**

দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র শূন্য আশ্রম, সীতারহিত পর্ণশালা এবং উপবেশনের আসনগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো দেখে এবং চারিদিক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেও সেখানে বিদেহরাজতনয়া সীতাকে দেখতে না পেয়ে, নিজের সুন্দর বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

**ক্ব নু লক্ষ্মণ বৈদেহী কং বা দেশমিতো গতা।
কেনাহৃতা বা সৌমিত্রে ভক্ষিতা কেন বা প্রিয়া॥ ৩**

'লক্ষ্মণ ! বিদেহরাজনন্দিনী কোথায় ? এখান থেকে তিনি কোথায় গেলেন ? হে সুমিত্রানন্দন ! আমার প্রিয়াকে কে-ই বা হরণ করল, অথবা, কে তাঁকে খেয়ে ফেলল ?

**বৃক্ষেণাবার্য যদি মাং সীতে হসিতুমিচ্ছসি।
অলং তে হসিতেনাদ্য মাং ভজস্ব সুদুঃখিতম্॥ ৪**

'অয়ি সীতে ! বৃক্ষ দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রেখো না। যদি আমাকে উপহাস করতে চাও, এভাবে উপহাস কোরো না ; আমি শোকার্ত, আমার কাছে এসো।

**যৈঃ পরিক্রীড়সে সীতে বিশ্বস্তৈর্মৃগপোতকৈঃ।
এতে হীনাস্ত্বয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যস্রাবিলেক্ষণাঃ॥ ৫**

'অয়ি সুভগে সীতে ! যে বিশ্বস্ত হরিণ-শিশুদের সঙ্গে তুমি খেলা করো, তারা তোমাকে ছাড়া অশ্রুসজল নেত্রে তোমার চিন্তা (ধ্যান) করছে।

**সীতয়া রহিতোঽহং বৈ নহি জীবামি লক্ষ্মণ।
বৃতং শোকেন মহতা সীতাহরণজেন মাম্॥ ৬
পরলোকে মহারাজো নূনং দ্রক্ষ্যতি মে পিতা।**

'লক্ষ্মণ ! সীতাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। সীতাহরণ-জনিত গভীর শোকমগ্ন হয়ে মৃত আমাকে, পরলোকে গত আমার পিতা মহারাজা দশরথ, নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

**কথং প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ময়া ত্বমভিযোজিতঃ॥ ৭
অপূরয়িত্বা তং কালং মৎসকাশমিহাগতঃ।**

'পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—"আমি তোমাকে বনবাসে প্রেরণ করেছিলাম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে, সেই কাল বনবাসের সময় পূরণ না করে, কেন তুমি আমার কাছে এখানে এসেছ ?

**কামবৃত্তমনার্যং বা মৃষাবাদিনমেব চ॥ ৮
ধিক্ ত্বামিতি পরে লোকে ব্যক্তং বক্ষ্যতি মে পিতা।**

"তুমি স্বেচ্ছাচারী, অনার্য (অধম, পাপী) এবং মিথ্যাবাদী ; তোমাকে ধিক্"—এই কথা স্বর্গলোকে আমার পিতা আমাকে স্পষ্টই বলবেন।

বিবশং শোকসন্তপ্তং দীনং ভগ্নমনোরথম্॥ ৯
মামিহোৎসৃজ্য করুণং কীর্তির্নরমিবানৃজুম্।
ক্ব গচ্ছসি বরারোহে মা মোৎসৃজ সুমধ্যমে॥ ১০

'কুটিল ব্যক্তিকে যশোলক্ষ্মী যেমন পরিত্যাগ করেন, সেইরকম, অয়ি সুন্দরি ! শোকহেতু অবশ, সন্তপ্ত, দীন, হতাশাগ্রস্ত আমাকে করুণ অবস্থায় ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ ? অয়ি সুন্দরি ! আমাকে ত্যাগ কোরো না !

ত্বয়া বিরহিতশ্চাহং ত্যক্ষ্যে জীবিতমাত্মনঃ।
ইতীব বিলপন্ রামঃ সীতাদর্শনলালসঃ॥ ১১
ন দদর্শ সুদুঃখার্তো রাঘবো জনকাত্মজাম্।

'তোমার বিরহে আমি নিজের জীবন ত্যাগ করব' —সীতাদর্শনকামী শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে থাকলেন ; কিন্তু দুঃখকাতর রঘুনন্দন জনকাত্মজাকে দেখতে পেলেন না।

অনাসাদয়মানং তং সীতাং শোকপরায়ণম্॥ ১২
পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্।
লক্ষ্মণো রামমত্যর্থমুবাচ হিতকাম্যয়া॥ ১৩

পঙ্কে পতিত বিরাটকায় হস্তী যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, তদ্রূপ সীতাকে না পেয়ে শ্রীরাম অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়লেন। তখন, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কল্যাণ কামনায় গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে তাঁকে বললেন—

মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং ময়া সহ।
ইদং গিরিবরং বীর বহুকন্দরশোভিতম্॥ ১৪
প্রিয়কাননসংচারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী।
সা বনং বা প্রবিষ্টা স্যান্নলিনীং বা সুপুষ্পিতাম্॥ ১৫
সরিতং বাপি সম্প্রাপ্তা মীনবঞ্জুলসেবিতাম্।
বিত্রাসয়িতুকামা বা লীনা স্যাৎ কাননে ক্বচিৎ॥ ১৬
জিজ্ঞাসমানা বৈদেহী ত্বাং মাং চ পুরুষর্ষভ।

'হে মহামতিমান্ ! বিষণ্ণ হবেন না, পরন্তু আমার সঙ্গে সীতার অন্বেষণে যত্নবান হোন। হে বীর ! এই পর্বতটি বহু গহ্বর দ্বারা সুশোভিত, মৈথিলীও বনপ্রিয়া (বন ভালোবাসেন) এবং কাননে ভ্রমণ প্রিয়া ; তিনি কোনও বনে প্রবেশ করে থাকতে পারেন, অথবা মৎস্য ও বেতসবন দ্বারা সুশোভিত পুষ্পিত কোনও পদ্মসরোবরের তীরে গেছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাঁর প্রতি আমাদের কতটুকু প্রীতি জানবার জন্যই বৈদেহী আপনাকে ও আমাকে ভয় দেখাতেই কাননে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন।

তস্যা হ্যন্বেষণে শ্রীমন্ ক্ষিপ্রমেব যতাবহে॥ ১৭
বনং সর্বং বিচিনুবো যত্র সা জনকাত্মজা।

'শ্রীমান্ ! সীতার অন্বেষণে আমরা দ্রুত চেষ্টা করব ; যেখানে যেখানে জনকনন্দিনী থাকতে পারেন অরণ্যের সেইসকল স্থান আমরা দুজনে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করব !

মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ১৮
এবমুক্তঃ স সৌহার্দাল্লক্ষ্মণেন সমাহিতঃ।
সহ সৌমিত্রিণা রামো বিচেতুমুপচক্রমে॥ ১৯

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন ! যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন তবে আর শোক করবেন না'—লক্ষ্মণের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রস্তাবে রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দনের সঙ্গে সত্বর সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

তৌ বনানি গিরীংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ সীতাং দশরথাত্মজৌ॥ ২০
তস্য শৈলস্য সানূনি শিলাশ্চ শিখরাণি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ নৈব তামভিজগ্মতুঃ॥ ২১

দশরথপুত্রদ্বয় বনসমূহে, পর্বত সকলে, নদীগুলিতে এবং সরোবরগুলিতে, সকল স্থানে তন্ন তন্ন করে সীতার অনুসন্ধান করলেন, সেই পর্বতোপরিস্থিত সমস্ত ভূমিসকলে, শিলাতলে এবং শিখরদেশসমূহে সর্বত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু সীতার সন্ধান পেলেন না।

বিচিত্য সর্বতঃ শৈলং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
নেহ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীং পর্বতে শুভাম্॥ ২২

পর্বতের সর্বত্র অনুসন্ধান করে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—'হে সুমিত্রানন্দন ! এই পর্বতে কল্যাণমূর্তি বৈদেহীকে দেখতে পাচ্ছি না।'

ততো দুঃখাভিসন্তপ্তো লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥ ২৩

তখন দুঃখ তাপে জর্জরিত লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে সীতার অনুসন্ধানে বিচরণ করতে করতে উদ্দীপ্ত ভ্রাতা রামচন্দ্রকে বললেন—

প্রাপ্স্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
যথা বিষ্ণুর্মহাবাহুর্বলিং বদ্ধ্বা মহীমিমাম্॥ ২৪

'মহামতে ! মহাবলী ভগবান বিষ্ণু যেমন দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন করে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইরকম আপনিও জনকতনয়া মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে পাবেন।'

এবমুক্তস্তু বীরেণ লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা দুঃখাভিহতচেতনঃ॥ ২৫

বীর লক্ষ্মণের এই কথায়, দুঃখে হতচেতন রঘুনন্দন রাম কাতর বাক্যে বললেন—

বনং সুবিচিতং সর্বং পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ।
গিরিশ্চায়ং মহাপ্রাজ্ঞ বহুকন্দরনির্ঝরঃ।
নহি পশ্যামি বৈদেহীং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥ ২৬

'মহামতি লক্ষ্মণ ! আমি সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছি, প্রস্ফুটিত কমল সুশোভিত সরোবর সকল এবং বহু গহ্বর ও নির্ঝর সমন্বিত এই পর্বতও তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা বিদেহ-রাজনন্দিনীকে তো দেখতে পেলাম না !'

এবং স বিলপন্ রামঃ সীতাহরণকর্ষিতঃ।
দীনঃ শোকসমাবিষ্টো মুহূর্তং বিহ্বলোঽভবৎ॥ ২৭

সীতাহরণহেতু ব্যথিত ও শোক বিমোহিত বিষণ্ণ শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে করতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গো গতবুদ্ধির্বিচেতনঃ।
নিষসাদাতুরো দীনো নিঃশ্বস্যাশীতমায়তম্॥ ২৮

শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি সাধারণ বুদ্ধি ও চেতনা হারিয়ে শোকবিহ্বল ও কাতর হয়ে দীর্ঘ-উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অবসন্ন দেহ হয়ে পড়লেন।

বহুশঃ স তু নিঃশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
হা প্রিয়েতি বিচুক্রোশ বহুশো বাষ্পগদ্গদঃ॥ ২৯

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র কিন্তু বাষ্পগদ্গদ স্বরে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে 'হা প্রিয়ে' বলে দীর্ঘকাল কাঁদতে লাগলেন।

তং সান্ত্বয়ামাস ততো লক্ষ্মণঃ প্রিয়বান্ধবম্।
বহুপ্রকারং শোকার্তঃ প্রশ্রিতঃ প্রশ্রিতাঞ্জলিঃ॥ ৩০

তখন শোকার্ত লক্ষ্মণও বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে শ্রীরামকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোষ্ঠপুটচ্যুতম্।
অপশ্যংস্তাং প্রিয়াং সীতাং প্রাক্রোশৎ স পুনঃ পুনঃ॥ ৩১

প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে না দেখতে পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের মুখনিঃসৃত সেই আশ্বাসবাণীকে অনাদর করে বারবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১ ॥

—o—

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ

সীতামপশ্যন্ ধর্মাত্মা শোকোপহতচেতনঃ।
বিললাপ মহাবাহূ রামঃ কমললোচনঃ॥ ১

সীতাকে দেখতে না পেয়ে, মহাবীর ধর্মাত্মা কমললোচন শ্রীরাম শোকে বিচেতন হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

পশ্যন্নিব চ তাং সীতামপশ্যন্মন্মথার্দিতঃ।
উবাচ রাঘবো বাক্যং বিলাপাশ্রয়দুর্বচম্॥ ২

সীতার প্রতি অতীব প্রেমবশত মনোদহনপীড়িত রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্র সীতাকে দেখতে না পেলেও যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে, কাতর কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন—

ত্বমশোকস্য শাখাভিঃ পুষ্পপ্রিয়তরা প্রিয়ে।
আবৃণোষি শরীরং তে মম শোকবিবর্ধনী॥ ৩

'প্রিয়ে ! তুমি পুষ্পপ্রিয়া (ফুল ভালোবাস) ; তাই অশোকবৃক্ষের শাখায় তোমার শরীর আবৃত করে, আমার শোক বাড়িয়ে তুলছ।

কদলীকাণ্ডসদৃশৌ কদল্যা সংবৃতাবুভৌ।
ঊরূ পশ্যামি তে দেবি নাসি শক্তা নিগূহিতুম্॥ ৪

'দেবি ! কদলীর কাণ্ডসদৃশ তোমার ঊরুদ্বয় কদলীকাণ্ড দ্বারা আবৃত থাকলেও আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি লুকিয়ে থাকতে সমর্থ হবে না।

কর্ণিকারবনং ভদ্রে হসন্তী দেবি সেবসে।
অলং তে পরিহাসেন মম বাধাবহেন বৈ॥ ৫

'দেবি ! তুমি হাসতে হাসতে কর্ণিকার বনের সেবা করছ, অয়ি সৌভাগ্যবতি ! আমায় পীড়া দিয়ে পরিহাস কোরো না !

বিশেষেণাশ্রমস্থানে হাসোঽয়ং ন প্রশস্যতে।
অবগচ্ছামি তে শীলং পরিহাসপ্রিয়ং প্রিয়ে॥ ৬
আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব।

'প্রিয়ে ! পরিহাসপ্রিয় তোমার স্বভাব, তা আমি জানি। বিশেষত আশ্রমস্থানে এইরকম পরিহাস প্রশংসনীয় নয়। অয়ি আয়তলোচনে ! তুমি ফিরে এসো, তোমার পর্ণকুটির শূন্য পড়ে আছে।'

সুব্যক্তং রাক্ষসৈঃ সীতা ভক্ষিতা বা হৃতাপি বা॥ ৭
ন হি সা বিলপন্তং মামুপসম্প্রৈতি লক্ষ্মণ।

(আবার, ভ্রম দূরীভূত হলে, তিনি লক্ষ্মণকে বললেন)—'লক্ষ্মণ ! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, রাক্ষসেরা সীতাকে খেয়ে ফেলেছে বা হরণ করেছে ; কারণ, আমি বিলাপ করতে থাকলেও তিনি আমার কাছে আসছেন না।

এতানি মৃগযূথানি সাশ্রুনেত্রাণি লক্ষ্মণ॥ ৮
শংসন্তীব হি মে দেবীং ভক্ষিতাং রজনীচরৈঃ।

'লক্ষ্মণ ! মৃগযূথেরা বিচরণ করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে যেন বলতে চাইছে যে, রাক্ষসেরা দেবী সীতাকে খেয়ে ফেলেছে !

হা মমার্যে ক্ব যাতাসি হা সাধ্বি বরবর্ণিনি॥ ৯
হা সকামাদ্য কৈকেয়ী দেবি মেঽদ্য ভবিষ্যতি।

'হায় ! রমণীশ্রেষ্ঠা আমার ! হায় সাধ্বি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ! হায় বরবর্ণিনি ! তুমি কোথায় গিয়েছ ! আজ কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। হায় দেবি ! আজ আমার কী হবে ?

সীতয়া সহ নির্যাতো বিনা সীতামুপাগতঃ॥ ১০
কথং নাম প্রবেক্ষ্যামি শূন্যমন্তঃপুরং মম।

সীতার সঙ্গে অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, এখন সীতা ব্যতীত প্রত্যাবৃত হয়ে কেমন করে আমার শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করব ?

নির্বীর্য ইতি লোকো মাং নির্দয়শ্চেতি বক্ষ্যতি॥ ১১
কাতরত্বং প্রকাশং হি সীতাপনয়নেন মে।

'সীতার অপহরণে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে, অতএব, ত্রিলোকে সকলেই আমাকে নির্বীর্য ও নির্দয় বলবে।

নিবৃত্তবনবাসশ্চ জনকং মিথিলাধিপম্॥ ১২
কুশলং পরিপৃচ্ছন্তং কথং শক্ষ্যে নিরীক্ষিতুম্।

'বনবাস থেকে ফিরে যাওয়ার পর মিথিলাধিপতি জনক যখন আমায় কুশল জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কীভাবে তাঁর দিকে তাকাব ?

বিদেহরাজো নূনং মাং দৃষ্ট্বা বিরহিতং তয়া॥ ১৩
সুতাবিনাশসন্তপ্তো মোহস্য বশমেষ্যতি।

'বিদেহরাজজনক সীতা-বিরহিত আমাকে দেখে, কন্যার বিনাশে শোকসন্তপ্ত হয়ে নিশ্চয়ই মূর্ছিত হয়ে পড়বেন।

অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিতাম্॥ ১৪
স্বর্গোঽপি হি তয়া হীনঃ শূন্য এব মতো মম।

অথবা, "ভরতের পালিত অযোধ্যাপুরীতে আমি যাব না ; সীতাকে ছাড়া স্বর্গও আমার কাছে শূন্য মনে হবে।"

তন্মামুৎসৃজ্য হি বনে গচ্ছায়োধ্যাপুরীং শুভাম্॥ ১৫
ন ত্বহং তাং বিনা সীতাং জীবেয়ং হি কথঞ্চন।

'অতএব, লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে একাকী বনে ছেড়ে রেখেই মঙ্গলময়ী অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যাও ; সীতা ব্যতীত কিন্তু আমি কিছুতেই বাঁচব না।

গাঢমাশ্লিষ্য ভরতো বাচ্যো মদ্বচনাৎ ত্বয়া॥ ১৬
অনুজ্ঞাতোঽসি রামেণ পালয়েতি বসুন্ধরাম্।

'তুমি ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করে, আমার নির্দেশ জানাবে, "রামের অনুমতি অনুসারে তুমি রাজ্য পালন করো।"

অম্বা চ মম কৈকেয়ী সুমিত্রা চ ত্বয়া বিভো॥ ১৭
কৌসল্যা চ যথান্যায়মভিবাদ্যা মমাজ্ঞয়া।
রক্ষণীয়া প্রযত্নেন ভবতা সূক্তচারিণা॥ ১৮

'আরও বলবে হে জিতেন্দ্রিয় ! আমার নির্দেশে মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে যথাবিধি প্রণাম করে শোভন বচনে সযত্নে তাঁদের রক্ষা করবে।

সীতায়াশ্চ বিনাশোঽয়ং মম চামিত্রসূদন।
বিস্তরেণ জনন্যা মে বিনিবেদ্যস্ত্বয়া ভবেৎ॥ ১৯

'হে শত্রুহন্তা (লক্ষ্মণ) ! আমার সীতার এই বিনাশের সংবাদ তুমি বিস্তৃতভাবে আমার মাতার নিকট

ক্ষণ করবে।'

ইতি বিলপতি রাঘবে তু দীনে
বনমুপগম্য তয়া বিনা সুকেশ্যা।
ভয়বিকলমুখস্তু লক্ষ্মণোঽপি
ব্যথিতমনা ভৃশমাতুরো বভূব ॥ ২০

বিষণ্ণ রঘুনন্দন শ্রীরাম, সুকেশী সীতাহারা হয়ে বনে গিয়ে এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে, ভয়বিহ্বলবদন ব্যথিতচিত্ত লক্ষ্মণও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

—o—

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

শ্রীরামের বিলাপ

স রাজপুত্রঃ প্রিয়য়া বিহীনঃ
শোকেন মোহেন চ পীড্যমানঃ।
বিষাদয়ন্ ভ্রাতরমার্তরূপো
ভূয়ো বিষাদং প্রবিবেশ তীব্রম্ ॥ ১

প্রিয়াবিচ্ছেদহেতু শোকে মোহগ্রস্ত, পীড়িত ও কাতর রাজপুত্র রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে বিষাদিত করে পুনরায় তীব্র বিষণ্ণতায় নিমগ্ন হলেন।

স লক্ষ্মণং শোকবশাভিপন্নং
শোকে নিমগ্নো বিপুলে তু রামঃ।
উবাচ বাক্যং ব্যসনানুরূপ-
মুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য রুদন্ সশোকম্ ॥ ২

গভীর শোকে নিমগ্ন রামচন্দ্র উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে শোকাভিভূত লক্ষ্মণকে বিপদজ্ঞাপক বাক্যে বললেন—

ন মদ্বিধো দুষ্কৃতকর্মকারী
মন্যে দ্বিতীয়োঽস্তি বসুন্ধরায়াম্।
শোকানুশোকো হি পরম্পরায়া
মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনশ্চ ॥ ৩

'(আমার) মনে হয়, পৃথিবীতে আমার মতো দুষ্কর্মা দ্বিতীয় কেউ নেই, কারণ শোকের পর শোক এসে আমার হৃদয়-মনকে বিদীর্ণ করছে !

পূর্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি
পাপানি কর্মাণ্যসকৃৎকৃতানি।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো
দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি ॥ ৪

'পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই যথেচ্ছ পাপকর্মসকল অনেকবার করেছি ; তাই তার ফলস্বরূপ আজ আমার এই দুর্গতি। যার জন্য আমি দুঃখের পর দুঃখে প্রবেশ করছি।

রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ
পিতুর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ।
সর্বাণি মে লক্ষ্মণ শোকবেগ-
মাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি ॥ ৫

'লক্ষ্মণ ! রাজ্য থেকে বঞ্চনা, প্রিয়জন বিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু, মাতৃবিচ্ছেদ —এই সব বিষয়ে চিন্তা করে আমার শোকাবেগ উদ্বেল হয়ে উঠছে।

সর্বং তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং
শান্তং শরীরে বনমেত্য ক্লেশম্।
সীতাবিয়োগাৎ পুনরপ্যুদীর্ণং
কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ ॥ ৬

'লক্ষ্মণ ! বনে এসে আমার শরীরে (ও মনে) যে কষ্ট হয়েছিল, সীতা সঙ্গে থাকায়, সেই সব দুঃখ প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু এখন সীতার বিরহে সেই দুঃখ শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগের ন্যায় পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

সা নূনমার্যা মম রাক্ষসেন
হ্যভ্যাহৃতা খং সমুপেত্য ভীরুঃ।

অপস্বরং সুস্বরবিপ্রলাপা
ভয়েন বিক্রন্দিতবত্যভীরুম্‌ ॥ ৭

'সুমধুর স্বরে বিলাপকারিণী আমার সেই ভীরু সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা ও আকাশপথে নীতা হয়ে ভয়ে বিকৃত স্বরে অতিশয় ক্রন্দন করেছিলেন।

তৌ লোহিতস্য প্রিয়দর্শনস্য
সদোচিতাবুত্তমচন্দনস্য।
বৃত্তৌ স্তনৌ শোণিতপঙ্কদিগ্ধৌ
নূনং প্রিয়ায়া মম নাভিপাতঃ ॥ ৮

'প্রিয়ার পরিচিত সেই গোলাকার স্তনদ্বয় সর্বদা প্রিয়দর্শন রক্তচন্দনে লিপ্ত থাকত ; তা নিশ্চয় শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হয়েছে ; হায় এর পরেও আমার মৃত্যু হল না !

তচ্ছ্লক্ষ্ণসুব্যক্তমৃদুপ্রলাপং
তস্যা মুখং কুঞ্চিতকেশভারম্‌।
রক্ষোবশং নূনমুপাগতায়া
ন ভ্রাজতে রাহুমুখে যথেন্দুঃ ॥ ৯

'কুঞ্চিত কেশভার এবং মৃদু মধুর বাক্যালাপে মনোহর সীতার মুখ, রাক্ষসের বশীভূত হয়ে রাহুমুখে চন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই শোভা পাচ্ছে না।

তাং হারপাশস্য সদোচিতান্তাং
গ্রীবাং প্রিয়ায়া মম সুব্রতায়াঃ।
রক্ষাংসি নূনং পরিপীতবন্তি
শূন্যে হি ভিত্ত্বা রুধিরাশনানি ॥ ১০

'উত্তম ব্রতধারিণী আমার প্রিয়ার গ্রীবাদেশ সর্বদা উত্তম হারবন্ধনশোভিত। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আকাশপথে (শূন্য অরণ্যে) সীতার সেই গ্রীবা ভেঙে রুধির পান করেছে।

ময়া বিহীনা বিজনে বনে সা
রক্ষোভিরাহৃত্য বিকৃষ্যমাণা।
নূনং বিনাদং কুররীব দীনা
সা মুক্তবত্যায়তকান্তনেত্রা ॥ ১১

'জনহীন অরণ্যে আমি না থাকায়, রাক্ষসগণ মিলিত হয়ে তাঁকে আকর্ষণ করলে, সেই মনোরমা বিশালনয়না বিপন্না (সীতা) মুক্তি কামনায় কুররীর (চিল জাতীয় পক্ষীর) ন্যায় নিশ্চয়ই চিৎকার করে বিলাপ করেছিলেন।

অস্মিন্‌ ময়া সার্ধমুদারশীলা
শিলাতলে পূর্বমুপোপবিষ্টা।
কান্তস্মিতা লক্ষ্মণ জাতহাসা
ত্বামাহ সীতা বহুবাক্যজাতম্‌ ॥ ১২

'লক্ষ্মণ ! পূর্বে এই শিলার উপরে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে, উদারস্বভাব শুচিস্মিতা সীতা হাসতে হাসতে তোমাকে কত কথাই না বলতেন !

গোদাবরীয়ং সরিতাং বরিষ্ঠা
প্রিয়া প্রিয়ায়া মম নিত্যকালম্‌।
অপ্যত্র গচ্ছেদিতি চিন্তয়ামি
নৈকাকিনী যাতি হি সা কদাচিৎ ॥ ১৩

'নদীশ্রেষ্ঠা এই গোদাবরী আমার প্রিয়া সীতার সবসময়ই অত্যন্ত প্রিয় ; সেখানে তিনি যাননি তো ! কিন্তু তিনি তো কখনই একাকিনী যান না !

পদ্মাননা পদ্মপলাশনেত্রা
পদ্মানি বানেতুমভিপ্রয়াতা।
তদপ্যযুক্তং নহি সা কদাচি-
ন্ময়া বিনা গচ্ছতি পঙ্কজানি ॥ ১৪

'পদ্মমুখী কমলনয়না সীতা পদ্ম আনতে নদীতীরে যান নি তো ! কিন্তু তা তো ঠিক না ; কারণ তিনি তো কখনই আমাকে ছাড়া পঙ্কজকাননে যান না।

কামং ত্বিদং পুষ্পিতবৃক্ষষণ্ডং
নানাবিধৈঃ পক্ষিগণৈরুপেতম্‌।
বনং প্রয়াতা নু তদপ্যযুক্ত-
মেকাকিনী সাতিবিভেতি ভীরুঃ ॥ ১৫

'মনে হয় তিনি কুসুমিতপাদপসমূহ ও নানাবিধ পক্ষিকুল সেবিত বনে ভ্রমণে গিয়েছেন ; কিন্তু তা তো ঠিক না, কারণ তিনি ভীরু, তাই একাকিনী কোথাও যেতে অত্যন্ত ভয় পান।

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্‌।
মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্‌ ॥ ১৬

'মানুষের কৃতকর্মের ও অকৃতকর্মের জ্ঞাতা, ত্রিলোকের সত্য ও অসত্য কর্মের সাক্ষিস্বরূপ, হে অদিতিনন্দন সূর্যদেব ! প্রিয়া বিরহে আমি শোকাহত ; আমার প্রিয়া সীতা কোথায় গেছেন, অথবা কেউ তাঁকে হরণ করেছে কি না, আমায় সব বলুন।

লোকেষু সর্বেষু ন নাস্তি কিঞ্চিদ্‌
যৎ তে ন নিত্যং বিদিতং ভবেৎ তৎ।

শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ততে বা ॥ ১৭

'হে পবনদেব ! ত্রিভুবনে অনিত্য এবং আপনার অবিদিত কিছুই নেই। আমার কুলধর্মপালিনী সীতা মারা গেছেন, না অপহৃতা হয়েছেন, বা পথে কোথাও আছেন, সে সম্বন্ধে আমায় বলুন।'

ইতীব তং শোকবিধেয়দেহং
রামং বিসংজ্ঞং বিলপন্তমেব।
উবাচ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো
ন্যায্যে স্থিতঃ কালযুতং চ বাক্যম্ ॥ ১৮

এইভাবে শোকে দেহজ্ঞানহীন হয়ে বিলাপরত সংজ্ঞাহীন শ্রীরামকে মহাপ্রাণ ন্যায়পরায়ণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তৎকালোচিত বাক্যে বললেন—

শোকং বিসৃজ্যাদ্য ধৃতিং ভজস্ব
সোৎসাহতা চাস্তু বিমার্গণেঽস্যাঃ।
উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে
সীদন্তি কর্মস্বতিদুষ্করেষু ॥ ১৯

'(আর্য দাদা) ! এখন শোক পরিহার করে ধৈর্য ধরুন। তাঁর অন্বেষণে উৎসাহিত হোন। সংসারে উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অতি দুস্কর কর্মেও অবসন্ন হন না।'

ইতীব সৌমিত্রিমুদগ্রপৌরুষং
ব্রুবন্তমার্তো রঘুবংশবর্ধনঃ।
ন চিন্তয়ামাস ধৃতিং বিমুক্তবান্
পুনশ্চ দুঃখং মহদভ্যুপাগমৎ ॥ ২০

মহাবীর্যবান সৌমিত্রি এই কথা বললেও সীতা বিরহে কাতর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা চিন্তা না করে ধৈর্যহারা হয়ে আবার অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতান্বেষণ, শ্রীরামের শোকাবেগবৃদ্ধি, মৃগসঙ্কেত অনুসরণে ভ্রাতৃদ্বয়ের দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন, পর্বত এবং সীতার কুসুমালঙ্কার ও যুদ্ধচিহ্ন সকল দর্শনে দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ

স দীনো দীনয়া বাচা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ।
শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্ ॥ ১
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা।

পত্নীবিরহশোকে বিহ্বল হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কাতরকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বললেন—'লক্ষ্মণ ! শীঘ্র গোদাবরী নদীতে গিয়ে জেনে এসো, সীতা পদ্ম আহরণের জন্য গোদাবরীতে গেছেন কি না !'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পুনরেব হি ॥ ২
নদীং গোদাবরীং রম্যাং জগাম লঘুবিক্রমঃ।

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে, লক্ষ্মণ পুনরায় দ্রুতগতিতে গোদাবরী নদীর তীরে গেলেন।

তাং লক্ষ্মণস্তীর্থবতীং বিচিত্বা রামমব্রবীৎ ॥ ৩
নৈনাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।
কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী ॥ ৪
নহি তং বেদ্মি বৈ রাম যত্র সা তনুমধ্যমা।

লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীর ঘাটে ঘাটে অন্বেষণ করে এসে রামচন্দ্রকে বললেন— 'নদীর ঘাটগুলিতে সীতাকে দেখতে পেলাম না। শ্রীরাম ! আমি চিৎকার করে ডাকা সত্ত্বেও যেখানে সেই ক্ষীণকটি সুন্দরী আর্যা অবস্থান করছেন, সেখান থেকে আমার আহ্বান শুনতে পাননি। ক্লেশাপনোদনকারিণী বৈদেহী কোথায় আছেন, সেই স্থান আমি জানি না।'

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ ॥ ৫
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্।

লক্ষ্মণের কথা শুনে শোকসন্তপ্ত আর্ত রাম স্বয়ং গোদাবরী নদীর তীরে গেলেন।

স তামুপস্থিতো রামঃ ক্ব সীতেত্যেবমব্রবীৎ॥ ৬
ভূতানি রাক্ষসেন্দ্রেণ বধার্হেণ হৃতামপি।
ন তাং শশংসু রামায় তথা গোদাবরী নদী॥ ৭

রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে 'কোথায় সীতা' এই কথা চিৎকার করে বললেন। কিন্তু তথাকার সকল প্রাণী তথা গোদাবরী নদীও, রাম কর্তৃক বধযোগ্য রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, — এই কথা শ্রীরামচন্দ্রকে জানালো না।

ততঃ প্রচোদিতা ভূতৈঃ শংস চাস্মৈ প্রিয়ামিতি।
ন চ সা হ্যবদৎ সীতাং পৃষ্টা রামেণ শোচতা॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা এবং অন্য প্রাণিগণ কর্তৃক 'এঁকে প্রিয়ার বার্তা জানাও' এই বলে প্রেরিতা হয়েও কিন্তু গোদাবরী সীতার খবর বলল না।

রাবণস্য চ তদ্রূপং কর্মাপি চ দুরাত্মনঃ।
ধ্যাত্বা ভয়াৎ তু বৈদেহীং সা নদী ন শশংস হ॥ ৯

দুরাত্মা রাবণের চেহারা এবং কার্যাবলীর কথা চিন্তা করে গোদাবরী নদী ভয়ে বিদেহরাজনন্দিনী সীতার কথা কিছুই বলল না।

নিরাশস্তু তয়া নদ্যা সীতায়া দর্শনে কৃতঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং সীতাদর্শনকর্শিতঃ॥ ১০

সেই নদী সীতার দর্শন বিষয়ে নিরাশ করলে, সীতার দর্শনে উৎসুক রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিন্ন প্রতিভাষতে।
কিং নু লক্ষ্মণ বক্ষ্যামি সমেত্য জনকং বচঃ॥ ১১
মাতরং চৈব বৈদেহ্যা বিনা তামহমপ্রিয়ম্।

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! গোদাবরী তো কিছুই প্রত্যুত্তর দিচ্ছে না ! আমি সীতাকে ছাড়া রাজর্ষি জনক এবং জনকনন্দিনীর মাতার কাছে গিয়ে এই অপ্রিয় কথা কী করে বলব ?

যা মে রাজ্যবিহীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ॥ ১২
সর্বং ব্যপানয়চ্ছোকং বৈদেহী ক্ব নু সা গতা।

'রাজ্যহীন হয়ে বনে বনে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করার সময় যিনি সঙ্গে থেকে আমার সকল শোক-দুঃখ দূর করেছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায় গেলেন ?

জ্ঞাতিবর্গবিহীনস্য বৈদেহীমপ্যপশ্যতঃ॥ ১৩
মন্যে দীর্ঘা ভবিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ।

'আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থেকে এবং বৈদেহীকে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় আমার রাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে বলে মনে করি।

মন্দাকিনীং জনস্থানমিমং প্রস্রবণং গিরিম্॥ ১৪
সর্বাণ্যনুচরিষ্যামি যদি সীতা হি লভ্যতে।

'যদি সীতাকে পাওয়া যায়, এই আশায় আমি মন্দাকিনী নদীর তীরে, জনস্থান প্রস্রবণ, পর্বত— সর্বত্র অনুসন্ধান করে বিচরণ করব।

এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ॥ ১৫
বক্তুকামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে।

'হে বীর লক্ষ্মণ ! এই বড় বড় হরিণগুলি আমার বারবার দেখছে, তাদের ইঙ্গিতে বুঝতে পারছি, তারা আমাকে কিছু বলতে চাইছে।

তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ১৬
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা।
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ॥ ১৭
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্।

'মৃগদের দেখে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন তাদের ব্যগ্র নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সীতা ?" নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, হরিণেরা সকলে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত॥ ১৮
তেন মার্গেণ গচ্ছন্তো নিরীক্ষন্তে নরাধিপম্।

অপহৃতা সেই মিথিলেশনন্দিনী সীতা যেদিকে গিয়েছিলেন (রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে যে পথে নিয়ে গিয়েছিল), সেই পথে যেতে যেতে মৃগেরা রাজা রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করছিল (যেন শ্রীরামকে পথ দেখাচ্ছিল)।

যেন মার্গং চ ভূমিং চ নিরীক্ষন্তে স্ম তে মৃগাঃ॥ ১৯
পুনর্নদন্তো গচ্ছন্তি লক্ষ্মণেনোপলক্ষিতাঃ।
তেষাং বচনসর্বস্বং লক্ষয়ামাস চেঙ্গিতম্॥ ২০

সেই মৃগগণ যেভাবে (আকাশ) পথ ও ভূমি (পথ) নিরীক্ষণ করে শব্দ করতে করতে যাচ্ছিল, লক্ষ্মণ তা লক্ষ করলেন, মৃগদের ইঙ্গিতেই বাক্ সর্বস্ব (মনের কথা) তাও লক্ষ্য করলেন।

উবাচ লক্ষ্মণো ধীমাঞ্জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমার্তবৎ।
ক্ব সীতেতি ত্বয়া পৃষ্টা যথেমে সহ সোত্থিতাঃ॥ ২১

দর্শয়ন্তি ক্ষিতিং চৈব দক্ষিণাং চ দিশং মৃগাঃ।
সাধু গচ্ছাবহে দেব দিশমেতাং চ নৈর্ঋতীম্॥ ২২
যদি তস্যাগমঃ কশ্চিদার্যা বা সাথ লক্ষ্যতে।

জ্ঞানী লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে আর্তস্বরে বললেন—'দাদা ! আপনি 'সীতা কোথায়', এই কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই এই হরিণেরা যেমন সহসা উঠে পড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ দিক্ নির্দেশ করছে, অতএব আমরা দুজন এই দক্ষিণ দিক্ বরাবর গেলে ভালো হয়, কারণ যদি তাঁর কোনও সন্ধান বা তাঁর দেখা পাওয়া যায়!'

বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্॥ ২৩
লক্ষ্মণানুগতঃ শ্রীমান্ বীক্ষমাণো বসুন্ধরাম্।

কাকুৎস্থকুলনন্দন শ্রীমান রামচন্দ্র 'হ্যাঁ, তাই হোক্', এই বলে মাটির দিকে লক্ষ্য রেখে লক্ষ্মণের পশ্চাৎ দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

এবং সম্ভাষমাণৌ তাবন্যোন্যং ভ্রাতরাবুভৌ॥ ২৪
বসুন্ধরায়াং পতিতপুষ্পমার্গমপশ্যতাম্।

এইভাবে তাঁরা দুইভাই পরস্পর কথা বলতে বলতে যাওয়ার সময় পৃথিবীতলে পতিত পুষ্প সমাকীর্ণ পথ দেখতে পেলেন।

পুষ্পবৃষ্টিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা রামো মহীতলে॥ ২৫
উবাচ লক্ষ্মণং বীরো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ।

বীর রামচন্দ্র ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি দেখে সকাতরে লক্ষ্মণকে খেদপূর্ণ বাক্যে বললেন—

অভিজানামি পুষ্পাণি তানীমানীহ লক্ষ্মণ॥ ২৬
অপিনদ্ধানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে।

'লক্ষ্মণ ! কাননে বৈদেহীকে আমি যে পুষ্পগুলি দিয়েছিলাম এবং বৈদেহী যেগুলি নিজ কেশগুচ্ছে ধারণ করেছিলেন, পথে সেই পুষ্পগুলি আমি চিনতে পেরেছি।

মন্যে সূর্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী॥ ২৭
অভিরক্ষন্তি পুষ্পাণি প্রকুর্বন্তো মম প্রিয়ম্।

'মনে হচ্ছে, আমার প্রিয়কার্য করার জন্যই সূর্যদেব, পবনদেব এবং যশস্বিনী ধরিত্রীদেবী এই পুষ্পগুলিকে রক্ষা করেছেন, সেই জন্যই পুষ্পগুলি এখনও শুষ্ক হয়নি।'

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্॥ ২৮
উবাচ রামো ধর্মাত্মা গিরিং প্রস্রবণাকুলম্।

মহাবীর ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণকে এই কথা বলে, প্রস্রবণ সমূহে সমৃদ্ধ (ঝর্ণাসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ) পর্বতকে বললেন—

কচ্চিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী॥ ২৯
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া।

'ওগো, পর্বতরাজ ! এই রমণীয় অরণ্যে আমার বিরহে বিরহিণী কোনও সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে তুমি দেখেছ কি ?'

ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ গিরিং তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা॥ ৩০
তাং হেমবর্ণাং হেমাঙ্গীং সীতাং দর্শয় পর্বত।
যাবৎ সানূনি সর্বাণি ন তে বিধ্বংসয়াম্যহম্॥ ৩১

সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুকে দেখে গর্জন করে, সেইরকমভাবে ক্রুদ্ধ শ্রীরামচন্দ্র পর্বতকে বললেন—'হে পর্বতরাজ ! আমি যতক্ষণে তোমার সানুপ্রদেশ ধ্বংস না করি, তার পূর্বেই তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সুবর্ণাঙ্গী সীতাকে দর্শন করাও।'

এবমুক্তস্তু রামেণ পর্বতো মৈথিলীং প্রতি।
দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে॥ ৩২

রামচন্দ্র সেই পর্বতকে এইরকম বললে, সেই পর্বত কিন্তু রঘুনন্দন রামকে সীতার হরণের চিহ্নসকল দেখিয়েও সেই সীতাকে দেখাতে পারল না।

ততো দাশরথী রাম উবাচ চ শিলোচ্চয়ম্।
মম বাণাগ্নিনির্দগ্ধো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি॥ ৩৩
অসেব্যঃ সর্বতশ্চৈব নিস্তৃণদ্রুমপল্লবঃ।

তখন দশরথনন্দন রামচন্দ্র সেই শিলাময় পর্বতকে বললেন—'আমার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে ; সর্বতোভাবে বৃক্ষ পল্লব ও তৃণাদিশূন্য হয়ে সকলের অনাশ্রয় স্থল হয়ে যাবে।'

ইমাং বা সরিতং চাদ্য শোষয়িস্যামি লক্ষ্মণ॥ ৩৪
যদি নাখ্যাতি মে সীতামদ্য চন্দ্রনিভাননাম্।

পর্বতকে পূর্বশ্লোকে উক্ত বাক্যে ভীতি প্রদর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র আবার লক্ষ্মণকে বললেন— 'লক্ষ্মণ ! আজ যদি এই গোদাবরী নদী চন্দ্রমুখী সীতার সংবাদ না বলে, তাহলে আমি এই গোদাবরী নদীকেও শুষ্ক করে দেব।'

এবং প্ররুষিতো রামো দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা॥ ৩৫
দদর্শ ভূমৌ নিষ্ক্রান্তং রাক্ষসস্য পদং মহৎ।

রুষ্ট রামচন্দ্র যখন এইভাবে নদী ও পর্বতকে চোখের দৃষ্টিতে যেন জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তখনই সহসা ভূমিতে ধাবমান রাক্ষসের বিরাট বিরাট পদচিহ্ন সকল দেখতে পেলেন।

ত্রস্তায়া রামকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ প্রধাবন্ত্যা ইতস্ততঃ॥ ৩৬
রাক্ষসেনানুসৃপ্তায়া বৈদেহ্যাশ্চ পদানি তু।
স সমীক্ষ্য পরিক্রান্তং সীতায়া রাক্ষসস্য চ॥ ৩৭
ভগ্নং ধনুশ্চ তূণী চ বিকীর্ণং বহুধা রথম্।
সম্ভ্রান্তহৃদয়ো রামঃ শশংস ভ্রাতরং প্রিয়ম্॥ ৩৮

রাক্ষস কর্তৃক অনুধাবিতা ও সন্ত্রস্তা, রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ইতস্তত ধাবমানা বিদেহরাজনন্দিনী সীতার এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবমান রাক্ষসের পদচিহ্ন, আর ইতস্তত বিকীর্ণ ভগ্ন রথ, ধনু ও তূণীর দেখে আবেগাপ্লুত শ্রীরামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা কীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ।
ভূষণানাং হি সৌমিত্রে মাল্যানি বিবিধানি চ॥ ৩৯

'সুমিত্রানন্দন হে লক্ষ্মণ ! দেখ, বিদেহরাজনন্দিনীর অলঙ্কার থেকে বিন্দু বিন্দু সোনা এবং তাঁর গলার নানাপ্রকার মালা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তপ্তবিন্দুনিকাশৈশ্চ চিত্রৈঃ ক্ষতজবিন্দুভিঃ।
আবৃতং পশ্য সৌমিত্রে সর্বতো ধরণীতলম্॥ ৪০

'হে সুমিত্রানন্দন ! দেখ, ক্ষতস্থান থেকে সদ্য নির্গত তপ্ত বিচিত্র রক্তবিন্দু দ্বারা পৃথ্বীতল সর্বত্র আবৃত হয়ে আছে।

মন্যে লক্ষ্মণ বৈদেহী রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা বিভক্তা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি॥ ৪১

'লক্ষ্মণ ! আমার মনে হচ্ছে, স্বেচ্ছারূপধারী রাক্ষসেরা বিদেহরাজনন্দিনীকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে ভক্ষণ করে থাকবে।

তস্যা নিমিত্তং সীতায়া দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ।
বভূব যুদ্ধং সৌমিত্রে ঘোরং রাক্ষসয়োরিহ॥ ৪২

'সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ! সেই সীতার জন্যই এখানে পরস্পর বিবদমান দুই রাক্ষসের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে।

মুক্তামণিচিতং চেদং রমণীয়ং বিভূষিতম্।
ধরণ্যাং পতিতং সৌম্য কস্য ভগ্নং মহদ্ ধনুঃ॥ ৪৩

'হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! ভূমিতে ভগ্ন অবস্থায় পতিত, মণিমুক্তাখচিত এবং মনোরম অলঙ্কারভূষিত এই বিশাল ধনুকটি কার ?

রাক্ষসানামিদং বৎস সুরাণামথবাপি বা।
তরুণাদিত্যসংকাশং বৈদূর্যগুলিকাচিতম্॥ ৪৪

'বৎস লক্ষ্মণ ! নবোদিত সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল ও বৈদূর্যমণির বটিকা সমন্বিত এই ধনুকটি কার—রাক্ষসদের অথবা দেবতাদের ?

বিশীর্ণং পতিতং ভূমৌ কবচং কস্য কাঞ্চনম্।
ছত্রং শতশলাকং চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্॥ ৪৫
ভগ্নদণ্ডমিদং সৌম্য ভূমৌ কস্য নিপাতিতম্।

'প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! ভূমিতে ভগ্ন অবস্থায় পতিত এই সোনার কবচটি কার ? কারই বা এই ভূলুণ্ঠিত শতশলাকা সমন্বিত, স্বর্গীয় মাল্য সুশোভিত ভগ্নদণ্ড এই ছত্রটি ?

কাঞ্চনোরশ্ছদাশ্চেমে পিশাচবদনাঃ খরাঃ॥ ৪৬
ভীমরূপা মহাকায়াঃ কস্য বা নিহতা রণে।

'যুদ্ধে নিহত ভীষণ রূপধারী, বিশালদেহী, বক্ষে সোনার বর্মধারী এবং পিশাচের ন্যায় মুখবিশিষ্ট এই গর্দভগুলি কারই বা রথের বাহন ছিল ?

দীপ্তপাবকসংকাশো দ্যুতিমান্ সমরধ্বজঃ॥ ৪৭
অপবিদ্ধশ্চ ভগ্নশ্চ কস্য সাঙ্গ্রামিকো রথঃ।

'জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, যুদ্ধের পতাকাযুক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভগ্ন এই যুদ্ধের রথটি কার ?

রথাক্ষমাত্রা বিশিখাস্তপনীয়বিভূষণাঃ॥ ৪৮
কস্যেমে নিহতা বাণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।

'রথের চক্রধারকের (ধুর-এর) ন্যায় স্থূল তীক্ষ্ণ-অগ্রভাগ বিশিষ্ট তপ্তকাঞ্চনমণ্ডিত ভীষণদর্শন ভগ্ন অবস্থায় ছড়িয়ে থাকা বাণগুলি কার ?

শরবরৌ শরৈঃ পূর্ণৌ বিধ্বস্তৌ পশ্য লক্ষ্মণ॥ ৪৯
প্রতোদাভীষুহস্তোঽয়ং কস্য বা সারথির্হতঃ।

'লক্ষ্মণ ! দেখ, এখানে বাণপূর্ণ বিধ্বস্ত দুটি তূণ আর কশা ও লাগাম ধরে এ কারই বা রথের সারথি নিহত হয়ে পড়ে আছে !

পদবী পুরুষস্যৈষা ব্যক্তং কস্যাপি রক্ষসঃ॥ ৫০
বৈরং শতগুণং পশ্য মম তৈর্জীবিতান্তকম্।
সুঘোরহৃদয়ৈঃ সৌম্য রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ॥ ৫১

'প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ! দেখ, কোনও পুরুষ রাক্ষসের এই পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে ; অতএব এখন সেই ভয়ানক অন্তরযুক্ত কামাচারী রাক্ষসদের সঙ্গে আমার প্রাণান্তকর শত্রুতা শতগুণ প্রকটিত হল।

হৃতা মৃতা বা বৈদেহী ভক্ষিতা বা তপস্বিনী।
ন ধর্মস্ত্রায়তে সীতাং হ্রিয়মাণাং মহাবনে॥ ৫২

'তপঃপরায়ণা বিদেহরাজনন্দিনী রাক্ষসগণ কর্তৃক অপহৃতা বা নিহতা বা ভক্ষিতা হয়েছেন ; ধর্ম কিন্তু অপহৃতা সীতাকে এই মহারণ্যে রক্ষা করলেন না।

ভক্ষিতায়াং হি বৈদেহ্যাং হৃতায়ামপি লক্ষ্মণ।
কে হি লোকে প্রিয়ং কর্তুং শক্তাঃ সৌম্য মমেশ্বরাঃ॥ ৫৩

'সৌম্য লক্ষ্মণ! বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা অপহৃতা ও ভক্ষিতা হলে, জগতে কোন্ শক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়কার্য করতে সমর্থ?

কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্।
অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ॥ ৫৪

'লক্ষ্মণ! ত্রিভুবনের (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়) কর্তা বীর হলেও করুণাবশত নিষ্ক্রিয় থাকলে অজ্ঞান প্রাণিগণ তাঁর অবমাননা করে।

মৃদুং লোকহিতে যুক্তং দান্তং করুণবেদিনম্।
নির্বীর্য ইতি মন্যন্তে নূনং মাং ত্রিদশেশ্বরাঃ॥ ৫৫

'কোমল-চরিত্র, লোক-কল্যাণপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয় (বিনীত) কারুণ্যবেত্তা পরন্তু সীতাকে রক্ষা করতে অসমর্থ আমাকে দেবশ্রেষ্ঠগণ নিশ্চয়ই বীর্যহীন (দুর্বল) মনে করছেন।

মাং প্রাপ্য হী গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
অদ্যৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ॥ ৫৬
সংহৃত্যৈব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য ইবোদিতঃ।
সংহৃত্যৈব গুণান্ সর্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে॥ ৫৭

'লক্ষ্মণ! আমাকে প্রাপ্ত হয়ে (আমার মধ্যের) গুণ সকল দোষে পরিণত হয়েছে। এখন দেখবে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে সংহৃত করে উদিত মহান সূর্যের মতো, আজই সকল প্রাণীর ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য আমার সকল গুণ সংহৃত হয়ে তেজ প্রকাশিত হবে।

নৈব যক্ষা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
কিন্নরা বা মনুষ্যা বা সুখং প্রাপ্স্যন্তি লক্ষ্মণ॥ ৫৮

'লক্ষ্মণ! যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ বা রাক্ষসেরা, কিংবা কিন্নরগণ বা মনুষ্যগণ—কেউই সুখ পাবে না।

মমাস্ত্রবাণসম্পূর্ণমাকাশং পশ্য লক্ষ্মণ।
অসম্পাতং করিষ্যামি হ্যদ্য ত্রৈলোক্যচারিণাম্॥ ৫৯

'লক্ষ্মণ! দেখ, আমার অস্ত্র পরিপূরিত বাণসমূহ ; এর দ্বারা আজই আমি ত্রিলোকচারীদের গমনাগমন রুদ্ধ করে দেব।

সন্নিরুদ্ধগ্রহগণমাবারিতনিশাকরম্।
বিপ্রণষ্টানলমরুদ্ভাস্করদ্যুতিসংবৃতম্॥ ৬০
বিনির্মথিতশৈলাগ্রং শুষ্যমাণজলাশয়ম্।
ধ্বস্তদ্রুমলতাগুল্মং বিপ্রণাশিতসাগরম্॥ ৬১
ত্রৈলোক্যং তু করিষ্যামি সংযুক্তং কালকর্মণা।

'গ্রহদের গতি করব অবরুদ্ধ। চন্দ্রের গতিপথ অবরুদ্ধ করে দেব। অগ্নি, বায়ু ও সূর্যের তেজ ঢাকা পড়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। পর্বতচূড়া করব চূর্ণবিচূর্ণ। জলাশয় সমূহ বিশুষ্ক করে দেব। বৃক্ষ লতাগুল্ম সকল হবে বিধ্বস্ত। সমুদ্রের হবে বিনাশ। ত্রিভুবনকে মহাকালের কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেব (ত্রিভুবনকে ধ্বংস করে দেব)।

ন তে কুশলিনীং সীতাং প্রদাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ॥ ৬২
অস্মিন্ মুহূর্তে সৌমিত্রে মম দ্রক্ষ্যন্তি বিক্রমম্।

'হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! দেবতারা যদি আমার কল্যাণময়ী সীতাকে এই মুহূর্তেই আমাকে প্রত্যর্পণ না করে, তবে তাঁরা আমার পরাক্রম দেখতে পাবেন।

নাকাশমুৎপতিষ্যন্তি সর্বভূতানি লক্ষ্মণ॥ ৬৩
মম চাপগুণোন্মুক্তৈর্বাণজালৈর্নিরন্তরম্।

'লক্ষ্মণ! আমার ধনুকের গুণ থেকে উন্মুক্ত শরজালে আকাশ ছেয়ে ফেলবে ; কোনও আকাশচারী প্রাণী আর আকাশে উড়তে পারবে না।

মর্দিতং মম নারাচৈর্ধ্বস্তভ্রান্তমৃগদ্বিজম্॥ ৬৪
সমাকুলমমর্যাদং জগৎ পশ্যাদ্য লক্ষ্মণ।

'লক্ষ্মণ! দেখো, আজ আমার নারাচ অস্ত্রে (লৌহ নির্মিত বাণাস্ত্রে) আচ্ছাদিত হয়ে জগৎ বিমর্দিত হবে, পশুপক্ষীরা বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, জগতের সীমা হবে বিধ্বস্ত।

আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্জীবলোকদুরাবরৈঃ ॥ ৬৫
করিষ্যে মৈথিলীহেতোরপিশাচমরাক্ষসম্।

'মিথিলারাজনন্দিনী সীতার জন্য আমি জীবলোককে সকলের পক্ষে অনিবারণীয়, আকর্ণপূরিত বাণ দ্বারা পিশাচ ও রাক্ষসশূন্য করে দেব।

মম রোষপ্রযুক্তানাং বিশিখানাং বলং সুরাঃ॥ ৬৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যদ্য বিমুক্তানামমর্ষাদ্ দূরগামিনাম্।

'আমার ক্রোধহেতু নিক্ষিপ্ত দূরগামী রুষ্ট বাণগুলির শক্তি দেবতারা আজ দেখতে পাবেন।

নৈব দেবা ন দৈতেয়া ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ॥ ৬৭
ভবিষ্যন্তি মম ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যে বিপ্রণাশিতে।

'আমার ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন ধ্বংস হয়ে গেলে, দেব, দৈত্য, পিশাচ ও রাক্ষসেরা কেউই থাকবে না।

দেবদানবযক্ষাণাং লোকা যে রক্ষসামপি॥ ৬৮
বহুধা নিপতিষ্যন্তি বাণৌঘৈঃ শকলীকৃতাঃ।

'দেবতা, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের যারা যারা আছে, তারা সকলে আমার বাণাঘাতে বহুধাখণ্ডিত হয়ে ভূতলে পতিত হবে।

নির্মর্যাদানিমাঁল্লোকান্ করিষ্যাম্যদ্য সায়কৈঃ॥ ৬৯
হৃতাং মৃতাং বা সৌমিত্রে ন দাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ।

'সুমিত্রানন্দন ! দেবেশ্বরগণ যদি আমার সীতাকে অপহৃতা অথবা মৃতা অবস্থাতেই প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে আজই বাণ দ্বারা এই লোকসমূহকে গৌরবহীন করে দেব।

তথারূপাং হি বৈদেহীং ন দাস্যন্তি যদি প্রিয়াম্॥ ৭০
নাশয়ামি জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
যাবদ্ দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ॥ ৭১

'দেবগণ যদি আমার প্রিয়া বিদেহরাজনন্দিনীকে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থাতেই প্রত্যর্পণ না করেন, তা হলে আমি চরাচরসমগ্রজগৎ তথা ত্রিভুবনের বিনাশ ঘটাব ; যতক্ষণ পর্যন্ত না সীতার দর্শন পাই, ততক্ষণ বাণ দ্বারা সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব।'

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ স্ফুরমাণোষ্ঠসম্পুটঃ।
বল্কলাজিনমাবদ্ধ্য জটাভারমবন্ধয়ৎ॥ ৭২

এইরকম বলার পর ক্রোধে আরক্ত নেত্র শ্রীরামচন্দ্রের অধরোষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল, তিনি বল্কল ও অজীন (শক্ত করে) বেঁধে জটাভার বন্ধন করলেন।

তস্য ক্রুদ্ধস্য রামস্য তথাভূতস্য ধীমতঃ।
ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ॥ ৭৩

সেইরকম ক্রুদ্ধ ধীমান শ্রীরামচন্দ্রের শরীর, পূর্বে ত্রিপুর হত্যাকারী ভগবান রুদ্রদেবের মতো হয়েছিল।

(পুরাকালে, যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক পরাজিত অসুরগণ 'ময়' নামক দানবের শরণাপন্ন হলে, ময় আকাশে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় তিনটি পুর নগর নির্মাণ করে অসুরদের দান করে। ঐ পুরত্রয়ে নির্ভয়ে বাস করে মদমত্ত অসুরগণ ত্রিলোক ধ্বংস করতে উদ্যত হলে, দেবগণ ভগবান শিবের শরণাপন্ন হন। শিব ত্রিপুরের অধিপতিত্রয় তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীসহ অন্যান্য অসুরদের হত্যা এবং উক্ত তিনটি পুর ধ্বংস করে 'ত্রিপুরারী' নামে প্রসিদ্ধ হন।)

লক্ষ্মণাদথ চাদায় রামো নিষ্পীড্য কার্মুকম্।
শরমাদায় সন্দীপ্তং ঘোরমাশীবিষোপমম্॥ ৭৪
সন্দধে ধনুষি শ্রীমান্ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যুগান্তাগ্নিরিব ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭৫

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছ থেকে ধনুক নিয়ে তাতে টঙ্কার দিলেন। তারপর সেই ধনুকে বিষাক্ত সর্পসম সমুজ্জ্বল বাণ সংযোজন করে শত্রুপুরী বিজয়ী শ্রীরাম প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ।
নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্যোঽস্ম্যসংশয়ম্॥ ৭৬

'লক্ষ্মণ ! যেমন জরা, মৃত্যু, মহাকাল (মৃত্যুর দেবতা যম) এবং বিধাতা (নিয়তি) সকল প্রাণীর উপর (প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু), তাদের প্রতিরোধ করা যায় না, সেইরকম, ক্রুদ্ধ আমিও নিঃসংশয়ে অনিবার্য।

পুরেব মে চারুদতীমনিন্দিতাং
দিশন্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্।
সদেবগন্ধর্বমনুষ্যপন্নগং
জগৎ সশৈলং পরিবর্তয়াম্যহম্॥ ৭৭

'দেবাদি সকলে পূর্বের মতো যদি আমার সুদতী, অনিন্দিত-সুন্দরী মিথিলেশনন্দিনী সীতাকে আজই এনে না দেন, তাহলে আমি দেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-নাগগণসহ সপর্বত জগৎকে বিমর্দিত করে দেব।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

———o———

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬৫)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান

তপ্যমানং তদা রামং সীতাহরণকর্শিতম্।
লোকানামভবে যুক্তং সাংবর্তকমিবানলম্॥ ১
বীক্ষমাণং ধনুঃ সজ্যং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ।
দগ্ধুকামং জগৎ সর্বং যুগান্তে চ যথা হরম্॥ ২
অদৃষ্টপূর্বং সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামং স লক্ষ্মণঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ৩

তখন, সীতাহরণহেতু পীড়িত, ত্রিভুবন ধ্বংস করতে উদ্যত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায়, কল্পান্তকালে সমগ্র জগৎ দগ্ধ করতে উদ্যত মহাদেবের মতো শ্রীরামচন্দ্র জ্যাযুক্ত ধনুদর্শনে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকলে তাঁকে অদৃষ্টপূর্ব অতীব ক্রুদ্ধ দেখে, বিশুষ্ক মুখে শ্রীলক্ষ্মণ করজোড়ে তাঁকে বললেন—

পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি॥ ৪

'দাদা! আপনি পূর্বে কোমলস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সকল প্রাণীর কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। অতএব, এখন ক্রোধের বশীভূত হয়ে স্বভাব ত্যাগ করা আপনার উচিত হবে না।

চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা।
এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ॥ ৫

'চন্দ্রে শোভা, সূর্যে দীপ্তি, বায়ুতে গতিবেগ আর ধরিত্রীতে ক্ষমাগুণ—এগুলি স্বাভাবিক নিত্য বর্তমান ; আর আপনাতে কিন্তু নিত্য বর্তমান, অনুত্তম (অত্যুত্তম) কীর্তি (যশ)।

একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি।
ননু জানামি কস্যায়ং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ॥ ৬

'একের অপরাধে আপনি ত্রিভুবনকে (ত্রিভুবনের সকল প্রাণীকে) ধ্বংস করতে পারেন না ; এই ভগ্ন যুদ্ধরথটি কার, তা আমি নিশ্চয়ই জানাচ্ছি।

কেন বা কস্য বা হেতোঃ সযুগঃ সপরিচ্ছদঃ।
খুরনেমিক্ষতশ্চায়ং সিক্তো রুধিরবিন্দুভিঃ॥ ৭
দেশো নির্বৃত্তসংগ্রামঃ সুঘোরঃ পার্থিবাত্মজ।
একস্য তু বিমর্দোঽয়ং ন দ্বয়োর্বদতাং বর॥ ৮
নহি বৃত্তং হি পশ্যামি বলস্য মহতঃ পদম্।
নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশয়িতুমর্হসি॥ ৯

'কার সঙ্গে আর কেনই বা যুদ্ধের ফলে এই সুসজ্জিত রথের অঙ্গসকল ভগ্ন হয়ে পড়ে আছে! এই স্থান অশ্বের খুরে এবং রথের ভগ্নাংশসকল দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও বিন্দু বিন্দু শোণিতে সিক্ত হয়ে আছে। হে রাজকুমার! এখানে এক ঘোরতর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধ একজনেরই, দুজনের নয় (একজন কর্তৃক অন্যজন নিগৃহীত)! কারণ, এখানে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংঘটিত পদচিহ্ন তো দেখছি না! অতএব একজনের অপরাধের জন্য বহুজনের বিনাশ আপনি করতে পারেন না!

যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ।
সদা ত্বং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ॥ ১০

'রাজারা হবেন কোমল স্বভাবের ও প্রশান্ত চিত্ত, তাঁরা অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব বিচারে যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন ; আর আপনি তো সর্বদাই সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল এবং তাদের পরমগতি।

কো নু দারপ্রণাশং তে সাধু মন্যেত রাঘব।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা দেবগন্ধর্বদানবাঃ॥ ১১
নালং তে বিপ্রিয়ং কর্তুং দীক্ষিতস্যেব সাধবঃ।

'হে রঘুনন্দন! আপনার স্ত্রীর বিনাশকে কে ভালো মনে করছে? সাধুব্যক্তিগণ যেমন যজ্ঞে দীক্ষিতজনের অপ্রিয় করতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, সাগর, পর্বত, দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবেরা আপনার অপ্রিয় করতে পারে না।

যেন রাজন্ হৃতা সীতা তমন্বেষিতুমর্হসি॥ ১২
মদ্দ্বিতীয়ো ধনুষ্পাণিঃ সহায়ৈঃ পরমর্ষিভিঃ।

'রাজন্! যে সীতাকে অপহরণ করেছে, মহর্ষিদের সহায়তায়, আমাকে দ্বিতীয় ধনুষ্পাণি (ধনুর্ধারী) করে আপনি অপহরণকারীর অন্বেষণ করুন।

সমুদ্রং বা বিচেষ্যামঃ পর্বতাংশ্চ বনানি চ॥ ১৩
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরাঃ পদ্মিন্যো বিবিধাস্তথা।
দেবগন্ধর্বলোকাংশ্চ বিচেষ্যামঃ সমাহিতাঃ॥ ১৪
যাবন্নাধিগমিষ্যামস্তব ভার্যাপহারিণম্।

ন চেৎ সাম্না প্রদাস্যন্তি পত্নীং তে ত্রিদশেশ্বরাঃ।
কোসলেন্দ্র ততঃ পশ্চাৎ প্রাপ্তকালং করিষ্যসি॥ ১৫

'আমরা সমুদ্র, পর্বত এবং অরণ্যসমূহে তথা অতি ভয়ঙ্কর গুহাগুলিতে ও পদ্মসরোবর সমূহে অন্বেষণ করব ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পত্নী অপহরণকারীর সন্ধান না পাই, ততক্ষণ একাগ্রচিত্তে দেবলোকে ও গন্ধর্বলোকে অন্বেষণ চালিয়ে যাব। হে কোশলরাজ ! দেবেশ্বরগণ যদি শান্তিপূর্ণভাবে আপনার পত্নীকে প্রত্যর্পণ না করেন, তখন আপনি করণীয় যা তাই করবেন।

শীলেন সাম্না বিনয়েন সীতাং
নয়েন ন প্রাপ্স্যসি চেন্নরেন্দ্র।
ততঃ সমুৎসাদয় হেমপুঙ্খৈ-
র্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ শরৌঘৈঃ॥ ১৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় সচ্চরিত্র, সামনীতি (প্রিয়বাক্য), বিনয় বা ন্যায়ানুসারে চেষ্টা করেও যদি সীতাকে ফিরে না পান, তখন দেবেন্দ্রের বজ্রতুল্য সুবর্ণপুচ্ছ বাণ দ্বারা ত্রিলোকের সংহার সাধন করবেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

———o———

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্য

**তং তথা শোকসন্তপ্তং বিলপন্তমনাথবৎ।
মোহেন মহতা যুক্তং পরিদ্যূনমচেতসম্॥ ১
ততঃ সৌমিত্রিরাশ্বস্য মুহূর্তাদিব লক্ষ্মণঃ।
রামং সম্বোধয়ামাস চরণৌ চাভিপীড়য়ন্॥ ২**

পত্নীবিচ্ছেদহেতু শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র মোহগ্রস্ত হয়ে অসহায়ের মতো বিলাপ করতে করতে দুর্বল এবং অচেতন প্রায় হয়ে পড়লে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁর পদসংবাহন করতে করতে কয়েক মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত করে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—

**মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্মণা।
রাজ্ঞা দশরথেনাসীল্লব্ধোঽমৃতমিবামরৈঃ॥ ৩**

'দেবগণ যেমনভাবে অমৃত লাভ করেছিলেন, সেইরকমভাবেই রাজা দশরথ মহতী তপস্যা ও মহৎ কর্ম দ্বারা আপনাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

**তব চৈব গুণৈর্বদ্ধস্ত্বদ্বিয়োগান্মহীপতিঃ।
রাজা দেবত্বমাপন্নো ভরতস্য যথা শ্রুতম্॥ ৪**

'ভরতের কাছে যেমন শুনেছি যে, মহারাজ দশরথ আপনারই গুণে আবদ্ধ ছিলেন, আর বনবাসহেতু আপনারই বিচ্ছেদে দেবলোক প্রাপ্ত হয়েছেন।

**যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহিষ্যসে।
প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি॥ ৫**

কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাম ! আপনি যদি স্বয়ং আগত এই দুঃখকে সহ্য করতে না পারেন, তাহলে অল্পশক্তিসম্পন্ন অন্য সাধারণজনেরা কী করে দুঃখ সহ্য করবে ?

**আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ।
সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্ রাজন্ ক্ষণেন ব্যপয়ান্তি চ॥ ৬**

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আশ্বস্ত হোন ! কোন্ প্রাণীর না বিপদ আসে ? হে রাজন্ ! বিপদসমূহ অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করে আবার ক্ষণকালের মধ্যেই চলে যায়।

**দুঃখিতো হি ভবাঁল্লোকাংস্তেজসা যদি ধক্ষ্যতে।
আর্তাঃ প্রজা নরব্যাঘ্র ক্ব নু যাস্যন্তি নির্বৃতিম্॥ ৭**

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি শোকার্ত হয়ে স্বীয় তেজে ত্রিভুবনকে দগ্ধ করে দেন, তবে পীড়িত প্রজারা কোথায় কার আশ্রয়ে গিয়ে শান্তি লাভ করবে ?

লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহুষাত্মজঃ।

গত্বা শক্রেণ সালোক্যমনয়স্তং সমস্পৃশৎ॥ ৮

'দুঃখের আসা, থাকা এবং চলে যাওয়া নরলোকের মানুষদের কাছে স্বাভাবিক। আপনি দেখুন নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রের সমান লোকস্থান প্রাপ্ত হলেও (ঊর্ধ্বে প্রাপ্ত হলেও) অন্যায়মূলক দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

মহর্ষির্যো বসিষ্ঠস্তু যঃ পিতুর্নঃ পুরোহিতঃ।
অহ্না পুত্রশতং জজ্ঞে তথৈবাস্য পুনর্হতম্॥ ৯

'যিনি আমাদের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের একদিনে শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, আবার একদিনেই বিশ্বামিত্রের হাতে নিহত হন।

যা চেয়ং জগতো মাতা সর্বলোকনমস্কৃতা।
অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোসলেশ্বর॥ ১০

'হে কোশলেশ্বর ! যিনি বিশ্ববন্দিতা জগন্মাতা ধরিত্রী, তাঁরও চলন (কম্পন) দেখা যায়।

যৌ ধর্মৌ জগতো নেত্রৌ যত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
আদিত্যচন্দ্রৌ গ্রহণমভ্যুপেতৌ মহাবলৌ॥ ১১

'যে সূর্য ও চন্দ্র জগতের চক্ষুদ্বয় এবং ধারক, যেখানে সবকিছুই অবস্থিত, সেই মহাবলী দুজনও গ্রহণ প্রাপ্ত হন (রাহুর গ্রাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়)।

সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।
ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ॥ ১২

'হে পুরুষপ্রবর ! মহান প্রাণীরা, দেবতারা এবং দেহধারী সাধারণ প্রাণীরাও দৈবের শাসন থেকে মুক্ত হতে পারেন না।

শক্রাদিষ্বপি দেবেষু বর্তমানৌ নয়ানয়ৌ।
শ্রূয়েতে নরশার্দূল ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১৩

'হে পুরুষসিংহ ! শোনা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও ন্যায় এবং অন্যায় (দুই-ই) বর্তমান ; অতএব আপনি শোক করবেন না।

মৃতায়ামপি বৈদেহ্যাং নষ্টায়ামপি রাঘব।
শোচিতুং নার্হসে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা॥ ১৪

'বীর রঘুনন্দন ! যদিও বিদেহরাজনন্দিনী মৃতা বা অপহৃতা হয়ে থাকেন, তথাপি অন্য প্রাকৃত (সাধারণ) জনের মতো শোক করা আপনার উচিত নয় (সাজে না)।

ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি সততং সর্বদর্শিনঃ।
সুমহৎস্বপি কৃচ্ছ্রেষু রামানির্বিণ্ণদর্শনাঃ॥ ১৫

'শ্রীরাম ! আপনার ন্যায় সর্বদর্শী ও সদা বিষাদরহিত ব্যক্তি গভীর দুঃখেও শোক করেন না।

তত্ত্বতো হি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয়।
বুদ্ধ্যা যুক্তা মহাপ্রাজ্ঞা বিজানন্তি শুভাশুভে॥ ১৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! বুদ্ধি দ্বারা সকল তত্ত্বের (বিষয়ের) সম্যক্ বিচার করুন ; মহাজ্ঞানিগণ বুদ্ধি দ্বারাই ভালো-মন্দ বিষয়ে জানতে পারেন।

অদৃষ্টগুণদোষাণামধৃতানাং তু কর্মণাম্।
নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টং চ বর্ততে॥ ১৭

'গুণদোষ দেখা যায়নি এমন অনিশ্চিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান ব্যতীত তাদের ফল এবং (তজ্জন্য) মঙ্গলামঙ্গল জানা যায় না।

মামেবং হি পুরা বীর ত্বমেব বহুশোক্তবান্।
অনুশিষ্যাদ্ধি কো নু ত্বামপি সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিঃ॥ ১৮

'হে বীর ! আপনিই পূর্বে আমাকে এইরূপ উপদেশ বহুবার দিয়েছেন। আপনাকে কে শিক্ষা দিতে সমর্থ ? সাক্ষাত বৃহস্পতিও সমর্থ নয়।

বুদ্ধিশ্চ তে মহাপ্রাজ্ঞ দেবৈরপি দুরন্বয়া।
শোকেনাভিপ্রসুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্॥ ১৯

'হে মহাজ্ঞানিন্ ! দেবতারাও আপনার বুদ্ধির পরিমাপ করতে অসমর্থ। শোকে নিদ্রিত আপনার জ্ঞানকে আমি জাগরিত (উদ্বোধিত) করছি।

দিব্যং চ মানুষং চৈবমাত্মনশ্চ পরাক্রমম্।
ইক্ষ্বাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতস্ব দ্বিষতাং বধে॥ ২০

'হে ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ ! (আপনি) নিজের দৈবী ও মানুষী পরাক্রম অবলোকন করে শত্রুবধে যত্নবান হোন।

কিং তে সর্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষর্ষভ।
তমেব তু রিপুং পাপং বিজ্ঞায়োদ্ধর্তুমর্হসি॥ ২১

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সমগ্র জগতের বিনাশ করে কী হবে ? পরন্তু সেই পাপী শত্রুকে জেনে নিয়ে তাকেই হত্যা করে জানকীকে উদ্ধার করুন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

———০———

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক জটায়ুর দর্শনলাভ, তাঁর কণ্ঠধারণপূর্বক শ্রীরামের ক্রন্দন

পূর্বজোঽপ্যুক্তমাত্রস্তু লক্ষ্মণেন সুভাষিতম্।
সারগ্রাহী মহাসারং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ॥ ১

লক্ষ্মণের অগ্রজ হয়েও সকল বিষয়েরই সারভাগ গ্রহণকারী রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সুভাষিত কথার সারভাগ গ্রহণ করলেন।

স নিগৃহ্য মহাবাহুঃ প্রবৃদ্ধং রোষমাত্মনঃ।
অবষ্টভ্য ধনুশ্চিত্রং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ২

মহাবীর রামচন্দ্র নিজের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধকে অবদমিত করে, চিত্রিত ধনুকটিকে ধরে লক্ষ্মণকে বললেন—

কিং করিষ্যাবহে বৎস ক্ব বা গচ্ছাব লক্ষ্মণ।
কেনোপায়েন পশ্যাবঃ সীতামিহ বিচিন্তয়॥ ৩

'ভাই লক্ষ্মণ! আমরা দুজন কী করব, কোথায়-ই বা যাব? কী উপায়ে এখানে সীতাকে দেখতে পাব, এই বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করো।'

তং তথা পরিতাপার্তং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
ইদমেব জনস্থানং ত্বমন্বেষিতুমর্হসি॥ ৪

তখন পরিতাপক্লিষ্ট রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বললেন —'এই তো সেই জনস্থান, এখানেই আপনি অন্বেষণ করতে পারেন।

রাক্ষসৈর্বহুভিঃ কীর্ণং নানাদ্রুমলতায়ুতম্।
সন্তীহ গিরিদুর্গাণি নির্দরাঃ কন্দরাণি চ॥ ৫

'এখানে আছে বহু রাক্ষস-পরিপূর্ণ ও নানা বৃক্ষলতা সমন্বিত অরণ্যানী এবং গিরিদুর্গ, বড় বড় গর্ত ও গুহা সকল।

গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ।
আবাসাঃ কিন্নরাণাং চ গন্ধর্বভবনানি চ॥ ৬

'এই জনস্থানে নানাবিধ পশুগণসমন্বিত ভয়ঙ্কর গুহা সকল এবং পর্বতের উপরে কিন্নরদের বাসস্থান ও গন্ধর্বদের গৃহসকল বর্তমান।

তানি যুক্তো ময়া সার্ধং সমন্বেষিতুমর্হসি।
ত্বদ্বিধা বুদ্ধিসম্পন্না মহাত্মানো নরর্ষভাঃ॥ ৭
আপৎসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ।

'আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই সকল স্থানে অন্বেষণ করতে পারেন। আমরা দুজন মিলিত হয়ে সেই সকল স্থানে অন্বেষণ করতে পারি। বায়ুবেগে পর্বত যেমন কম্পিত হয় না, সেইরকম আপনার মতো বুদ্ধিমান মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠগণ বিপদে বিচলিত হন না।'

ইত্যুক্তস্তদ্ বনং সর্বং বিচচার সলক্ষ্মণঃ॥ ৮
ক্রুদ্ধো রামঃ শরং ঘোরং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্।

লক্ষ্মণ কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে রোষান্বিত রামচন্দ্র ধনুতে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ সংযোজিত করে লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার অন্বেষণে সেই বনের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন।

ততঃ পর্বতকূটাভং মহাভাগং দ্বিজোত্তমম্॥ ৯
দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্।
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১০

তারপর কিছুদূর গিয়ে পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশালদেহী পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ জটায়ুকে ক্ষতবিক্ষত দেহে ভূমিতে পতিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল দেহধারী তাঁকে দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—

অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃধ্ররূপমিদং ব্যক্তং রক্ষো ভ্রমতি কাননম্॥ ১১

'এই গৃধ্রই বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ রাক্ষস, গৃধ্রের রূপ ধরে বনে বনে ভ্রমণ করছে।

ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাস্তে সীতাং যথাসুখম্।
এনং বধিষ্যে দীপ্তাগ্রৈঃ শরৈর্ঘোরৈরজিহ্মগৈঃ॥ ১২

'এই গৃধ্র ডাগর আঁখি সীতাকে ভক্ষণ করে আরামে বসে আছে। প্রজ্বলিত অগ্রভাগ দ্রুতগতি ভয়ঙ্কর বাণে একে আমি হত্যা করব।'

ইত্যুক্ত্বাভ্যপতদ্ দ্রষ্টুং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্।
ক্রুদ্ধো রামঃ সমুদ্রান্তাং চালয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১৩

এই কথা বলে, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র ধনুকে তীক্ষ্ণ বাণ-সন্ধান করে এবং আসমুদ্র মেদিনীকে প্রকম্পিত করে সেই গৃধ্রকে দেখার জন্য অগ্রসর হলেন।

তং দীনদীনয়া বাচা সফেনং রুধিরং বমন্।
অভ্যভাষত পক্ষী স রামং দশরথাত্মজম্॥ ১৪

'সেই পক্ষী ফেনাযুক্ত রক্ত বমন করতে করতে অত্যন্ত করুণ ভাষায় দশরথতনয় রামকে বলল—

যামোষধীমিবায়ুষ্মন্নন্বেষসি মহাবনে।
সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্॥ ১৫

'আয়ুষ্মন্! এই মহারণ্যে প্রাণদাত্রী ওষধীর মতো যাঁকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, সেই দেবী এবং আমার প্রাণ —এই উভয়কেই রাবণ হরণ করেছে।

ত্বয়া বিরহিতা দেবী লক্ষ্মণেন চ রাঘব।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন বলীয়সা॥ ১৬

'রঘুনন্দন রাম! আমি দেখেছি, তুমি এবং লক্ষ্মণ কাছে না থাকায়, বলবান রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল।

সীতামভ্যবপন্নোঽহং রাবণশ্চ রণে প্রভো।
বিধ্বংসিতরথচ্ছত্রঃ পতিতো ধরণীতলে॥ ১৭

'প্রভো! সীতাকে রক্ষা করার জন্য আমি তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়লাম; আমার সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ রথহীন ও ছত্রহীন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল।

এতদস্য ধনুর্ভগ্নমেতে চাস্য শরাস্তথা।
অয়মস্য রণে রাম ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ॥ ১৮

'রাম! এইটি তাঁর ভগ্ন ধনু এবং তদ্রূপ এইগুলি তার বাণ আর যুদ্ধে ভগ্ন এইটি তার যুদ্ধরথ।

অয়ং তু সারথিস্তস্য মৎপক্ষনিহতো ভুবি।
পরিশ্রান্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্ত্বা খড়্গেন রাবণঃ॥ ১৯
সীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সম্।
রক্ষসা নিহতং পূর্বং মাং ন হন্তুং ত্বমর্হসি॥ ২০

'আমার ডানার আঘাতে নিহত হয়ে রাবণের সারথি ভূমিতে পড়ে আছে। আমি পরিশ্রান্ত হওয়ায় রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে চলে গেল। রাক্ষস কর্তৃক পূর্বেই নিহত আমাকে আবার মারবেন না।'

রামস্তস্য তু বিজ্ঞায় সীতাসক্তাং প্রিয়াং কথাম্।
গৃধ্ররাজং পরিষ্বজ্য পরিত্যজ্য মহদ্ ধনুঃ॥ ২১
নিপপাতাবশো ভূমৌ রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিগুণীকৃততাপার্তো রামো ধীরতরোঽপি সন্॥ ২২

বাষ্পাকুল মুখে শ্রীরামচন্দ্র গৃধ্ররাজের মুখে সীতার বিষয়ে জানতে পেয়ে শোকার্ত হয়ে নিজের বিরাট ধনুকটা মাটিতে ফেলে দিলেন এবং গৃধ্ররাজকে জড়িয়ে ধরলেন; পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অতীব ধীর স্বভাবের হয়েও তিনি দ্বিগুণীকৃত শোকতাপে অভিভূত হয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন।

একমেকায়নে কৃচ্ছ্রে নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ।
সমীক্ষ্য দুঃখিতো রামঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ॥ ২৩

একাকী অসহায় গৃধ্রকে একমনে বহুকষ্টে বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে দেখে, দুঃখিত রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।
ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্॥ ২৪

'আমি রাজ্যচ্যুত হয়েছি, বনেও বাস করলাম, সীতা হলেন অপহৃতা, আর আমার জন্যই এই পক্ষিরাজ মারা গেলেন। আমার এইরকম দুর্ভাগ্য অগ্নিকেও দগ্ধ করতে সমর্থ!

সম্পূর্ণমপি চেদদ্য প্রতরেয়ং মহোদধিম্।
সোঽপি নূনং মমালক্ষ্ম্যা বিশুষ্যেৎ সরিতাং পতিঃ॥ ২৫

'আজ যদি আমি মহাসাগর উত্তরণ করতে চাই, তাহলে আমার দুর্ভাগ্যবশত সেই জলাধিপতিও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যাবে।

নাস্ত্যভাগ্যতরো লোকে মত্তোঽস্মিন্ স চরাচরে।
যেনেয়ং মহতী প্রাপ্তা ময়া ব্যসনবাগুরা॥ ২৬

'এই বিশ্ব চরাচরে আমাপেক্ষা বেশি অভাগা আর নেই, যেহেতু আমি এই মহৎ বিপজ্জালে আবদ্ধ।

অয়ং পিতুর্বয়স্যো মে গৃধ্ররাজো মহাবলঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মম ভাগ্যবিপর্যয়াৎ॥ ২৭

'আমার পিতার মিত্র, মহাবলী এই গৃধ্ররাজ, আমার ভাগ্যবিপর্যয়হেতু নিহত হয়ে ভূমিতলে শায়িত হয়ে আছেন।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বহুশো রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
জটায়ুষং চ পস্পর্শ পিতৃস্নেহং নিদর্শয়ন্॥ ২৮

এইভাবে বহুপ্রকারে বিলাপ করে, লক্ষ্মণসহ রাঘব শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর প্রতি পিতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে স্পর্শ করলেন।

নিকৃত্তপক্ষং রুধিরাবসিক্তং
তং গৃধ্ররাজং পরিগৃহ্য রাঘবঃ।
ক্ব মৈথিলী প্রাণসমা গতেতি
বিমুচ্য বাচং নিপপাত ভূমৌ॥ ২৯

রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত সেই গৃধ্ররাজকে জড়িয়ে ধরে 'আমার জীবনসদৃশা মিথিলেশ-নন্দিনী সীতা কোথায় গেলেন' এই কথা বলে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬৮)

জটায়ুর প্রাণত্যাগ এবং শ্রীরামের দ্বারা তাঁর অন্তিম-সংস্কার

রামঃ প্রেক্ষ্য তু তং গৃধ্রং ভুবি রৌদ্রেণ পাতিতম্।
সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক মাটিতে নিপাতিত সেই গৃধ্রকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র মৈত্রীভাবাপন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বললেন—

মমায়ং নূনমর্থেষু যতমানো বিহঙ্গমঃ।
রাক্ষসেন হতঃ সংখ্যে প্রাণাংস্ত্যজতি মৎকৃতে ॥ ২

'এই পক্ষিরাজ নিশ্চয়ই আমারই প্রয়োজনে প্রচেষ্ট হয়ে যুদ্ধে রাক্ষসের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং আমারই কারণে প্রাণত্যাগ করছেন।

অতিখিন্নঃ শরীরেঽস্মিন্ প্রাণো লক্ষ্মণ বিদ্যতে।
তথা স্বরবিহীনোঽয়ং বিক্লবং সমুদীক্ষতে ॥ ৩

'লক্ষ্মণ ! এঁর দেহে প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই এঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইনি বিবশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন।'

জটায়ো যদি শক্নোষি বাক্যং ব্যাহরিতুং পুনঃ।
সীতামাখ্যাহি ভদ্রং তে বধমাখ্যাহি চাত্মনঃ ॥ ৪

লক্ষ্মণের প্রতি গৃধ্ররাজ জটায়ুর বিষয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলে, শ্রীরাম এবার গৃধ্ররাজকে বললেন— 'হে পূজনীয় জটায়ু ! আপনার মঙ্গল হোক ! আপনি যদি কথা বলতে সমর্থ হন, তাহলে সীতার সম্বন্ধে বলুন আর আপনার নিজের বধের ব্যাপারেও বলুন।

কিংনিমিত্তো জহারার্যাং রাবণস্তস্য কিং ময়া।
অপরাধং তু যং দৃষ্ট্বা রাবণেন হৃতা প্রিয়া ॥ ৫

'রাবণ কেন সীতাকে হরণ করল ? আমি তার কাছে কী অপরাধ করেছি, যা দেখে রাবণ আমার প্রিয়াকে হরণ করল ?

কথং তচ্চন্দ্রসংকাশং মুখমাসীন্মনোহরম্।
সীতয়া কানি চোক্তানি তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম ॥ ৬

'হে পক্ষিপ্রবর ! সেই সময় সীতার চন্দ্রসদৃশ মনোহর সেই মুখটি কেমন হয়েছিল এবং সীতা কী বলেছিলেন ?

কথংবীর্যঃ কথংরূপঃ কিংকর্মা স চ রাক্ষসঃ।
ক্ব চাস্য ভবনং তাত ব্রূহি মে পরিপৃচ্ছতঃ ॥ ৭

'হে পূজ্যপাদ ! সেই রাক্ষস কীরকম বীর, কীরকম তার রূপ, কী-ই বা সে কী করে এবং কোথায় তার গৃহ— আমার এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিন।'

তমুদ্বীক্ষ্য স ধর্মাত্মা বিলপন্তমনাথবৎ।
বাচা বিক্লবয়া রামমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮

তখন সেই ধর্মাত্মা জটায়ু রামকে অনাথের মতো বিলাপ করতে দেখে, ক্ষীণস্বরে এই কথা বললেন—

সা হৃতা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
মায়ামাস্থায় বিপুলাং বাতদুর্দিনসংকুলাম্ ॥ ৯

'রঘুনন্দন ! রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ রাক্ষসী মায়ায় ভয়ঙ্কর ঝড়সঙ্কুল দুর্দিন সৃষ্টি করে সীতাকে হরণ করেছে।

পরিক্লান্তস্য মে তাত পক্ষৌ ছিত্ত্বা নিশাচরঃ।
সীতামাদায় বৈদেহীং প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ১০

'বৎস রাম ! রাবণকে বাধা দিতে গিয়ে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে, নিশাচর রাক্ষস রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ

অভিমুখে প্রস্থান করল।

সৃপরুধ্যন্তি মে প্রাণা দৃষ্টির্ভ্রমতি রাঘব।
পশ্যামি বৃক্ষান্ সৌবর্ণানুশীরকৃতমূর্ধজান্॥ ১১

'হে রাঘব ! আমার প্রাণের গতি অবরুদ্ধ হয়ে আসছে, চোখের দৃষ্টি ভ্রমিত হচ্ছে, আমি সুবর্ণময় বেণামূলের কেশরযুক্ত বৃক্ষসকল যেন দেখতে পাচ্ছি।

যেন যাতি মুহূর্তেন সীতামাদায় রাবণঃ।
বিপ্রণষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে॥ ১২
বিন্দো নাম মুহূর্তোঽসৌ ন চ কাকুৎস্থ সোঽবুধৎ।
ত্বৎপ্রিয়াং জানকীং হৃত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ঝষবদ্ বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥ ১৩

'যে মুহূর্তে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, সেই মুহূর্তের নাম 'বিন্দ'। হে কাকুৎস্থ ! রাবণ তা' বুঝতে পারেনি। সেই মুহূর্তে হৃত ধন ধনস্বামী শীঘ্রই ফিরে পান, রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার প্রেয়সী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে মাছের বড়শি গেলার মতো শীঘ্রই বিনষ্ট হবে।

ন চ ত্বয়া ব্যথা কার্যা জনকস্য সুতাং প্রতি।
বৈদেহ্যা রংস্যসে ক্ষিপ্রং হত্বা তং রণমূর্ধনি॥ ১৪

'অতএব তুমি জানকীর জন্য দুঃখ কোরো না। যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে শীঘ্রই তুমি বৈদেহীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করবে।'

অসম্মূঢ়স্য গৃধ্রস্য রামং প্রত্যনুভাষতঃ।
আস্যাৎ সুস্রাব রুধিরং ম্রিয়মাণস্য সামিষম্॥ ১৫

মুমূর্ষু গৃধ্র জ্ঞান না হারিয়ে রামকে সবকিছু বলতে থাকলে, তাঁর মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হতে লাগল।

পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
ইত্যুক্ত্বা দুর্লভান্ প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ॥ ১৬

'রাবণ বিশ্রবা ঋষির পুত্র এবং কুবেরের সহোদর ভ্রাতা' এই পর্যন্ত বলেই পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁর দুর্লভ প্রাণ ত্যাগ করলেন।

ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্॥ ১৭

রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে 'বলুন বলুন' এই কথা বলতে থাকলেও জটায়ুর প্রাণ শরীর ত্যাগ করে আকাশপথে চলে গেল।

স নিক্ষিপ্য শিরো ভূমৌ প্রসার্য চরণৌ তথা।
বিক্ষিপ্য চ শরীরং স্বং পপাত ধরণীতলে॥ ১৮

জটায়ু মাথাটি ভূমিতলে নিক্ষেপ করে, পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে এবং দেহ মাটিতে ছেড়ে দিয়ে ধরাশায়ী হলেন।

তং গৃধ্রং প্রেক্ষ্য তাম্রাক্ষং গতাসুমচলোপমম্।
রামঃ সুবহুভির্দুঃখৈর্দীনঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ১৯

সেই গৃধ্রের নেত্রদ্বয় তাম্রবর্ণ এবং দেহ প্রাণহীন পর্বতের মতো দেখে রামচন্দ্র দীনভাবে দুঃখ প্রকাশ করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন—

বহূনি রক্ষসাং বাসে বর্ষাণি বসতা সুখম্।
অনেন দণ্ডকারণ্যে বিশীর্ণমিহ পক্ষিণা॥ ২০

'লক্ষ্মণ ! রাক্ষসদের বাসভূমি এই দণ্ডকারণ্যে এই পক্ষিরাজ বহু বৎসর সুখে বাস করে আজ প্রাণত্যাগ করলেন।

অনেকবার্ষিকো যস্তু চিরকালসমুত্থিতঃ।
সোঽয়মদ্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ২১

'যিনি বহুবর্ষব্যাপী এই পৃথিবীতে অবস্থিত থেকে দীর্ঘকাল উন্নতির শিখরে আরূঢ় ছিলেন, আজ সেই তিনি নিহত হয়ে ভূমিতে শায়িত আছেন। তাই বলা হয় ''মহাকালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না''।

পশ্য লক্ষ্মণ গৃধ্রোঽয়মুপকারী হতশ্চ মে।
সীতামভ্যবপন্নো হি রাবণেন বলীয়সা॥ ২২

'দেখ, লক্ষ্মণ ! এই গৃধ্র আমার উপকারী। সীতাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বলবান রাবণের হাতে নিহত হলেন।

গৃধ্ররাজ্যং পরিত্যজ্য পিতৃপৈতামহং মহৎ।
মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ॥ ২৩

'এই পক্ষিরাজ পিতৃপিতামহের বিশাল গৃধ্ররাজ্য পরিত্যাগ করে, আমার কারণেই প্রাণ আহুতি দিলেন।

সর্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্মচারিণঃ।
শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্যগ্যোনিগতেষ্বপি॥ ২৪

'সুমিত্রানন্দন ! ধর্মাচারী সাধু, সকলের আশ্রয়স্থল এবং বীরপুরুষ সর্বত্র (এমনকি) পশু-পক্ষী আদি তির্যক্ প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়।

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ॥ ২৫

'সৌম্য, শত্রু সন্তাপক লক্ষ্মণ ! আমার কারণে গৃধ্রের মৃত্যুতে আমার যত দুঃখ, সীতাহরণ জনিত দুঃখ

তার সমকক্ষ নয়।

রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ যথা মম মহাযশাঃ।
পূজনীয়শ্চ মানাশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ॥ ২৬

'মহান যশস্বী শ্রীমান রাজা দশরথ যেমন আমার পূজনীয় ও সম্মানীয়, সেই রকম এই পক্ষিরাজও।

সৌমিত্রে হর কাষ্ঠানি নির্মথিষ্যামি পাবকম্।
গৃধ্ররাজং দিধক্ষ্যামি মৎকৃতে নিধনং গতম্॥ ২৭

'সৌমিত্রে! আমার কারণে নিহত পক্ষিরাজের দাহ-সংকার আমি করব। অতএব, তুমি কাষ্ঠসংগ্রহ করো, আমি মন্থন করে অগ্নি প্রজ্বলন করব।

নাথং পতগলোকস্য চিতিমারোপয়াম্যহম্।
ইমং ধক্ষ্যামি সৌমিত্রে হতং রৌদ্রেণ রক্ষসা॥ ২৮

'সুমিত্রানন্দন হে লক্ষ্মণ! ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দ্বারা নিহত এই বিহগকুলপতি জটায়ুকে চিতায় আরোপিত করে (চড়িয়ে আমি তাঁর) দাহ-সংকার করব।'

যা গতির্যজ্ঞশীলানামাহিতাগ্নেশ্চ যা গতিঃ।
অপরাবর্তিনাং যা চ যা চ ভূমিপ্রদায়িনাম্॥ ২৯
ময়া ত্বং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছ লোকাননুত্তমান্।
গৃধ্ররাজ মহাসত্ত্ব সংস্কৃতশ্চ ময়া ব্রজ॥ ৩০

জটায়ুকে চিতায় আরোপিত করে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন—'হে মহাপ্রাণ গৃধ্ররাজ! যজ্ঞপরায়ণদের যে গতি, অগ্নিহোত্রীদের, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখদের এবং ভূমি প্রদানকারীদের যে গতি, আমার অনুজ্ঞায় আপনি সেই অনুত্তম লোকে গমন করুন। আমার দ্বারা অগ্নিসংস্কৃত হয়ে আপনি সদ্‌গতি প্রাপ্ত হোন।'

এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ॥ ৩১

এইরকম বলে, ধর্মমূর্তি শোকার্ত রামচন্দ্র আত্মীয়-বন্ধুবৎ পক্ষিরাজকে প্রদীপ্ত চিতায় তুলে তাঁর দাহ-সংকার করলেন।

রামোঽথ সহসৌমিত্রির্বনং গত্বা স বীর্যবান্।
স্থূলান্ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্॥ ৩২
রোহিমাংসানি চোদ্‌ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ।
শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে॥ ৩৩

অনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে বীর্যবান শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে গিয়ে 'মহারোহী' (কন্দ-মূল আদি) নিয়ে এসে সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে ভূমিতে কুশ বিছিয়ে রাখলেন; অতঃপর মহাযশস্বী রাম পিণ্ডাকৃতি করে সেগুলি গৃধ্রের উদ্দেশ্যে সেই বিস্তৃত মনোরম সবুজ কুশতৃণের উপরে রাখলেন।

যৎ তৎ প্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ স্বর্গগমনং পিত্র্যং তস্য রামো জজাপ হ॥ ৩৪

পুরোহিতগণ স্বর্গত মর্ত্যবাসীর স্বর্গ গমনের জন্য যে মন্ত্র জপ করেন, রামচন্দ্র গৃধ্রের উদ্দেশ্যে সেই পিতৃসম্বন্ধী মন্ত্রই জপ করলেন।

ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ॥ ৩৫

অতঃপর উভয় রাজকুমার গোদাবরী নদীতে গিয়ে পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করলেন (তর্পণ করলেন)।

শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা॥ ৩৬

অতঃপর রঘুনন্দনদ্বয় গোদাবরীতে স্নান করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল গ্রহণ করে গৃধ্ররাজের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন।

স গৃধ্ররাজঃ কৃতবান্ যশস্করং
সুদুষ্করং কর্ম রণে নিপাতিতঃ।
মহর্ষিকল্পেন চ সংস্কৃতস্তদা
জগাম পুণ্যাং গতিমাত্মনঃ শুভাম্॥ ৩৭

পক্ষিরাজ জটায়ু যশস্কর অথচ দুষ্কর কর্ম করে যুদ্ধে রাবণের হাতে নিহত হয়ে মহর্ষিতুল্য শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অগ্নি সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে শুভ পুণ্যগতি প্রাপ্ত হলেন।

কৃতোদকৌ তাবপি পক্ষিসত্তমে
স্থিরাং চ বুদ্ধিং প্রণিধায় জগ্মতুঃ।
প্রবেশ্য সীতাধিগমে ততো মনো
বনং সুরেন্দ্রাবিব বিষ্ণুবাসবৌ॥ ৩৮

রাম-লক্ষ্মণ পক্ষিরাজের প্রতি পিতৃবুদ্ধিতে তর্পণ করে, অতঃপর সীতার অন্বেষণে মনঃস্থির করলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মতো বনে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ (৬৯)

লক্ষ্মণ কর্তৃক অয়োমুখী নাম্নী রাক্ষসীকে দণ্ডদান, অতঃপর কবন্ধের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ রাম-লক্ষ্মণের চিন্তা

কৃত্বৈবমুদকং তস্মৈ প্রস্থিতৌ রাঘবৌ তদা।
অবেক্ষন্তৌ বনে সীতাং জগ্মতুঃ পশ্চিমাং দিশম্॥ ১

সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশ্যে এইভাবে উদক তর্পণ করে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্থান করে বনে সীতার অন্বেষণে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন।

তাং দিশং দক্ষিণাং গত্বা শরচাপাসিধারিণৌ।
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকৌ পন্থানং প্রতিপেদতুঃ॥ ২

ইক্ষ্বাকুকুলজাত রাজকুমারদ্বয় ধনুর্বাণ ও তরবারি ধারণ করে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে লোকচলাচলশূন্য পথ প্রাপ্ত হলেন।

গুল্মৈর্বৃক্ষৈশ্চ বহুভির্লতাভিশ্চ প্রবেষ্টিতম্।
আবৃতং সর্বতো দুর্গং গহনং ঘোরদর্শনম্॥ ৩

যা বহু লতা-গুল্ম-বৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং চারিদিকে গভীরভাবে ঢাকা পড়ে ভীষণ দর্শন ও চলাচলের অযোগ্য।

ব্যতিক্রম্য তু বেগেন গৃহীত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
সুভীমং তন্মহারণ্যং ব্যতিয়াতৌ মহাবলৌ॥ ৪

মহাবলবান ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দক্ষিণ দিক্ ধরে দ্রুত চলে সেই ভয়ঙ্কর বিরাট অরণ্য অতিক্রম করে গেলেন।

ততঃ পরং জনস্থানাৎ ত্রিক্রোশং গম্য রাঘবৌ।
ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতুর্গহনং তৌ মহৌজসৌ॥ ৫

অতঃপর মহাতেজস্বী রাঘব-ভ্রাতৃদ্বয় জনস্থান থেকে তিন ক্রোশ দূরে গিয়ে গভীর ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করলেন।

নানামেঘঘনপ্রখ্যং প্রহৃষ্টমিব সর্বতঃ।
নানাবর্ণৈঃ শুভৈঃ পুষ্পৈর্মৃগপক্ষিগণৈর্যুতম্॥ ৬

সেই ক্রৌঞ্চারণ্য পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ঘন নীল নানা প্রকার মনোরম পুষ্প এবং মৃগ ও পক্ষিকুলের সমারোহে চারিদিক উৎফুল্লের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল।

দিদৃক্ষমাণৌ বৈদেহীং তদ্ বনং তৌ বিচিক্যতুঃ।
তত্র তত্রাবতিষ্ঠন্তৌ সীতাহরণদুঃখিতৌ॥ ৭

সীতাহারা হয়ে শোকার্ত তাঁরা দুজন বৈদেহী সীতার অন্বেষণে সেই অরণ্যে স্থানে স্থানে অবস্থান করে সীতার অন্বেষণ করতে লাগলেন।

ততঃ পূর্বেণ তৌ গত্বা ত্রিক্রোশং ভ্রাতরৌ তদা।
ক্রৌঞ্চারণ্যমতিক্রম্য মতঙ্গাশ্রমমন্তরে॥ ৮

সেই স্থান থেকে পূর্বদিকে তিন ক্রোশ পথ গিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করে মতঙ্গাশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

দৃষ্ট্বা তু তদ্ বনং ঘোরং বহুভীমমৃগদ্বিজম্।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্বং গহনপাদপম্॥ ৯
দদৃশাতে গিরৌ তত্র দরীং দশরথাত্মজৌ।
পাতালসমগম্ভীরাং তমসা নিত্যসংবৃতাম্॥ ১০

দশরথতনয়দ্বয় ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষী এবং ঘন-সন্নিবেশিত নানাবিধ বৃক্ষসমাকীর্ণ সেই দুর্গম অরণ্য দেখে সেখানে পর্বতোপরি পাতাল সদৃশ গভীর এবং সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গুহা দেখতে পেলেন।

আসাদ্য চ নরব্যাঘ্রৌ দর্যাস্তস্যাবিদূরতঃ।
দদর্শতুর্মহারূপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্॥ ১১

সেই গুহার কাছে এসে তাঁরা বিকৃত মুখবিশিষ্টা ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসীকে দেখতে পেলেন।

ভয়দামল্পসত্ত্বানাং বীভৎসাং রৌদ্রদর্শনাম্।
লম্বোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করালীং পরুষত্বচম্॥ ১২
ভক্ষয়ন্তীং মৃগান্ ভীমান্ বিকটাং মুক্তমূর্ধজাম্।
অবৈক্ষতাং তু তৌ তত্র ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৩

পর্বতগুহার সামনে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় দেখলেন, সেই রাক্ষসী দুর্বল প্রাণীদের কাছে ভীতিপ্রদা, তাকে দেখলে ঘৃণার উদ্রেক হয় ; সে ভীষণদর্শনা ; তার উদর লম্বা, দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ; সে ভয়ঙ্করী (করালবদনা) ; তার গাত্রচর্ম রুক্ষ, চুলগুলি এলোমেলো ; ভয়ানকী সেই রাক্ষসী বড় বড় প্রাণীদের ধরে ভক্ষণ করছে।

সা সমাসাদ্য তৌ বীরৌ ব্রজন্তং ভ্রাতুরগ্রতঃ।
এহি রংস্যাবহেত্যুক্ত্বা সমালম্বত লক্ষ্মণম্॥ ১৪

সে রাক্ষসী দুই বীরের কাছে এসে, দাদার (শ্রীরামচন্দ্রের) সম্মুখে (আগে) লক্ষ্মণকে চলতে দেখে, 'এসো, আমরা দুজন বিহার করি', এই বলে লক্ষ্মণের দুই হাত ধরল।

উবাচ চৈনং বচনং সৌমিত্রিমুপগুহ্য চ।
অহং ত্বয়োমুখী নাম লাভস্তে ত্বমসি প্রিয়ঃ॥ ১৫

সেই রাক্ষসী সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে বাহুযুগলে আবদ্ধ করে বলল, 'আমার নাম অয়োমুখী, তুমি আমার প্রিয় পতি হবে ; এতে তোমার লাভই হল।

নাথ পর্বতদুর্গেষু নদীনাং পুলিনেষু চ।
আয়ুশ্চিরমিদং বীর ত্বং ময়া সহ রংস্যসে॥ ১৬

'হে বীর প্রাণনাথ ! তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করে পর্বতগুহায় এবং নদীপুলিনে আমার সঙ্গে বিহার করবে।'

এবমুক্তস্তু কুপিতঃ খড়্গমুদ্ধৃত্য লক্ষ্মণঃ।
কর্ণনাসস্তনং তস্যা নিচকর্তারিসূদনঃ॥ ১৭

রাক্ষসী অয়োমুখী এই কথা বললে, শত্রুহন্তা ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তরবারি উত্তোলন করে সেই রাক্ষসীর নাক, কান ও স্তন কেটে দিলেন।

কর্ণনাসে নিকৃত্তে তু বিস্বরং বিননাদ সা।
যথাগতং প্রদুদ্রাব রাক্ষসী ঘোরদর্শনা॥ ১৮

নাক-কান কাটা গেলে, সেই ভীষণদর্শনা রাক্ষসী বিকৃত স্বরে চিৎকার করতে করতে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই দ্রুত পালিয়ে গেল।

তস্যাং গতায়াং গহনং ব্রজন্তৌ বনমোজসা।
আসেদতুরমিত্রঘ্নৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৯

রাক্ষসী চলে গেলে, শত্রুহন্তা দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ দ্রুতগতিতে গিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববাঞ্শীলবাঞ্শুচিঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥ ২০

ধৃতিমান সদাচারী নিষ্কলঙ্ক মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রদীপ্ততেজা দাদা রামকে এই কথা বললেন—

স্পন্দতে মে দৃঢ়ং বাহুরুদ্বিগ্নমিব মে মনঃ।
প্রায়শশ্চাপ্যনিষ্টানি নিমিত্তান্যুপলক্ষয়ে॥ ২১
তস্মাৎ সজ্জীভবার্য ত্বং কুরুষ্ব বচনং মম।
মমৈব হি নিমিত্তানি সদ্যঃ শংসন্তি সম্ভ্রমম্॥ ২২

'দাদা ! আমার বাম বাহু দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, মন আমার উদ্বিগ্ন ; প্রায়ই অনিষ্টসূচক দুর্লক্ষণ সমূহ দেখছি ! অতএব, আপনি আমার কথা শুনুন, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হোন, বিপদসূচক অশুভ চিহ্নসকল আমার মনে আশু ভীতির সূচনা করছে।

এষ বঞ্জুলকো নাম পক্ষী পরমদারুণঃ।
আবয়োর্বিজয়ং যুদ্ধে শংসন্নিব বিনর্দতি॥ ২৩

বঞ্জুলক নামে এই অতি ভয়ঙ্কর পক্ষী, যুদ্ধে আমাদের দুজনের ভাবী বিজয় ঘোষণা করে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করছে।

তয়োরন্বেষতোরেবং সর্বং তদ্ বনমোজসা।
সংজজ্ঞে বিপুলঃ শব্দঃ প্রভঞ্জন্নিব তদ্ বনম্॥ ২৪

এইভাবে তাঁরা দুজন সেই অরণ্যে যথাশক্তি সীতার অন্বেষণ করতে থাকলে, হঠাৎ মনে হল সেই অরণ্যকে ধ্বংস করে দেবে এমন এক বিকট শব্দ উত্থিত হল।

সংবেষ্টিতমিবাত্যর্থং গহনং মাতরিশ্বনা।
বনস্য তস্য শব্দোঽভূদ্ বনমাপূরয়ন্নিব॥ ২৫

পবনদেব সেই অরণ্যের নিবিড়তাকে ঘিরে ফেললেন ; সমগ্র বনভূমি যেন বিকট শব্দে পরিপূরিত হল।

তং শব্দং কাঙ্ক্ষমাণস্তু রামঃ খড়্গী সহানুজঃ।
দদর্শ সুমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্॥ ২৬

অনুজ ভ্রাতার সঙ্গে খড়্গধারী শ্রীরামচন্দ্র সেই শব্দের অনুসন্ধান করতে করতে মহাকায় বিশালবক্ষ এক রাক্ষসকে দেখতে পেলেন।

আসেদতুশ্চ তদ্রক্ষস্তাবুভৌ প্রমুখে স্থিতম্।
বিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্॥ ২৭

তাঁরা দুজনে সামনে বিশালদেহী রাক্ষসকে পেলেন, যে মস্তক ও গ্রীবাহীন (যার মাথা ও ঘাড় নেই) এবং তার মুখটি উদরে অবস্থিত।

রোমভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্॥ ২৮

দু'ভাই তীক্ষ্ণ ও উন্নত রোমযুক্ত, মহাপর্বতের মতো সমুন্নত, নীল মেঘের মতো উগ্র ও গম্ভীর গর্জনকারী সেই রাক্ষসকে দেখতে পেলেন।

অগ্নিজ্বালানিকাশেন ললাটস্থেন দীপ্যতা।
মহাপক্ষেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ॥ ২৯
একেনোরসি ঘোরেণ নয়নেন সুদর্শিনা।
মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লেলিহানং মহামুখম্॥ ৩০

সেই রাক্ষসের বক্ষে কপাল অবস্থিত, সেই কপালে অত্যুজ্জ্বল অগ্নি-নিঃসরণকারী পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুরোমবিশিষ্ট দূরদর্শী (বহু দূরের জিনিষ দর্শনক্ষম) গভীর ডাগর একটি চক্ষু ; আর সেই বক্ষের উপরেই লেলিহান অগ্নি-নিঃসরণকারী মুখে বিশাল বিশাল দাঁত।

ভক্ষয়ন্তং মহাঘোরানৃক্ষসিংহমৃগদ্বিপান্।
ঘোরৌ ভুজৌ বিকুর্বাণমুভৌ যোজনমায়তৌ॥ ৩১
করাভ্যাং বিবিধান্ গৃহ্য ঋক্ষান্ পক্ষিগণান্ মৃগান্।

আকর্ষন্তং বিকর্ষন্তমনেকান্ মৃগযূথপান্॥ ৩২
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং তয়োর্ভ্রাত্রোঃ প্রপন্নয়োঃ।

সেই রাক্ষস মহাভয়ঙ্কর ভল্লুক, সিংহ, মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করতে করতে দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর দুই বাহু যোজনবিস্তৃত করে, সেই বাহুদ্বয় দ্বারা ভল্লুক, বিবিধ পক্ষী, অনেক পশু ও মৃগযূথকে আকর্ষণ আবার দূরে নিক্ষেপ করতে করতে এসে পরস্পর শরণাগত প্রতি নির্ভরশীল রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল।

অথ তং সমতিক্রম্য ক্রোশমাত্রং দদর্শতুঃ॥ ৩৩
মহান্তং দারুণং ভীমং কবন্ধং ভুজসংবৃতম্।
কবন্ধমিব সংস্থানাদতিঘোরপ্রদর্শনম্॥ ৩৪

তাকে অতিক্রম করে দূর থেকে ভালোভাবে দেখতে লাগলেন। তার মস্তকহীন দেহ, অতি ভয়ঙ্কর ক্রোশব্যাপী হস্তযুক্ত বিরাট ও দারুণ বলশালী কবন্ধ—সেই ভয়ানক রাক্ষসকে লক্ষ্য করলেন।

স মহাবাহুরত্যর্থং প্রসার্য বিপুলৌ ভুজৌ।
জগ্রাহ সহিতাবেব রাঘবৌ পীড়য়ন্ বলাৎ॥ ৩৫

সেই মহাবীর কবন্ধ বিশাল বাহুদ্বয় অত্যন্ত প্রসারিত করে রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে একসঙ্গে বলপূর্বক ধরে পীড়ন করতে লাগল।

খড়্গিনৌ দৃঢ়ধন্বানৌ তিগ্মতেজৌ মহাভুজৌ।
ভ্রাতরৌ বিবশং প্রাপ্তৌ কৃষ্যমাণৌ মহাবলৌ॥ ৩৬

মহাবলবান খড়্গহস্ত দৃঢ়ধনুর্ধারী তীক্ষ্ণতেজস্বী ও দৃঢ়বাহু হয়েও ভ্রাতৃদ্বয় কবন্ধের পীড়নে বিবশতা প্রাপ্ত হলেন (অবশ হয়ে পড়লেন)।

তত্র ধৈর্যাচ্চ শূরস্তু রাঘবৌ নৈব বিব্যথে।
বাল্যাদনাশ্রয়াচ্চৈব লক্ষ্মণস্ত্বভিবিব্যথে॥ ৩৭

সেই সময় রঘুনন্দন বীর রামচন্দ্র কিন্তু ধৈর্যশক্তিহেতু কবন্ধ রাক্ষসের পীড়নে ব্যথিত হলেন না ; অপরপক্ষে বাল্যবুদ্ধিবশত লক্ষ্মণ কিন্তু ধৈর্যহীন হওয়ায় অতিশয় ব্যথিত হলেন (রাক্ষসের পীড়নে ব্যথা পেলেন)।

উবাচ চ বিষণ্ণঃ সন্ রাঘবং রাঘবানুজঃ।
পশ্য মাং বিবশং বীর রাক্ষসস্য বশংগতম্॥ ৩৮

রামানুজ লক্ষ্মণ বিষাদগ্রস্ত হয়ে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন—'হে বীর ! দেখুন, রাক্ষসের বশীভূত আমি অবশ হয়ে পড়েছি।

ময়ৈকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব।
মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্॥ ৩৯

'হে রঘুনন্দন ! একা আমার সঙ্গে যোগছিন্ন করে (আমাকে পরিত্যাগ করে) আপনি নিজেকে মুক্ত করুন। আমাকে ভূতবলিরূপে (প্রাণীর খাদ্যরূপে) দান করে আপনি সানন্দে (স্বচ্ছন্দে) পলায়ন করুন।

অধিগন্তাসি বৈদেহীমচিরেণেতি মে মতিঃ।
প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীং মহীম্॥ ৪০
তত্র মাং রাম রাজ্যস্থঃ স্মর্তুমর্হসি সর্বদা।

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! আমার মন বলছে, শীঘ্রই আপনি বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে ফিরে পাবেন। হে রাম ! পিতৃপিতামহের রাজ্য এবং সেখানে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আমাকে সর্বদা স্মরণ করবেন।'

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৪১
মা স্ম ত্রাসং বৃথা বীর নহি ত্বাদৃগ্ বিষীদতি।

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন, 'হে বীর ! বৃথা ভয় পেয়ো না ; তোমার মতো বীরপুরুষ বিষাদগ্রস্ত হন না।'

এতস্মিন্নন্তরে ক্রূরো ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২
তাবুবাচ মহাবাহুঃ কবন্ধো দানবোত্তমঃ।

এমন সময় সেই নিষ্ঠুর দানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর কবন্ধ, সেই দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণকে বলল—

কৌ যুবাং বৃষভস্কন্ধৌ মহাখড়্গধনুর্ধরৌ॥ ৪৩
ঘোরং দেশমিমং প্রাপ্তৌ দৈবেন মম চাক্ষুষৌ।
বদতং কার্যমিহ বাং কিমর্থং চাগতৌ যুবাম্॥ ৪৪

'বৃষস্কন্ধ মহাধনুর্ধারী খড়্গহস্ত তোমরা দুজন কারা ? বলো, এখানে কী প্রয়োজন ? কেনই বা এই ভয়ঙ্কর স্থানে তোমরা এসেছ ? দৈববশেই তোমরা দুজন আমার চোখে পড়েছ !

ইমং দেশমনুপ্রাপ্তৌ ক্ষুধার্তস্যেহ তিষ্ঠতঃ।
সবাণচাপখড়্গৌ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ॥ ৪৫
মাং তূর্ণমনুসম্প্রাপ্তৌ দুর্লভং জীবিতং হি বাম্।

'আমি ক্ষুধার্ত হয়ে এখানে অবস্থান করছি, এমন সময় তোমরা দুজন ধনুর্বাণ ও খড়্গ হস্তে নিয়ে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বৃষের ন্যায় আমার কাছে এসেছ ; এখন তোমরা আমার খাদ্য হবে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কবন্ধস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪৬
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা।

দুরাত্মা কবন্ধের সেই কথা শুনে রাম ভয়ে শুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে বললেন—

কৃচ্ছ্রাৎ কৃচ্ছ্রতরং প্রাপ্য দারুণং সত্যবিক্রম॥ ৪৭
ব্যসনং জীবিতান্তায় প্রাপ্তমপ্রাপ্য তাং প্রিয়াম্।
কালস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ॥ ৪৮

'হে সত্যপরাক্রমিন্ ! প্রিয়াকে পেলাম না, অথচ কঠিন থেকে কঠিনতর দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুরূপ বিপদে পড়লাম। লক্ষ্মণ ! সকল প্রাণীর উপরেই মৃত্যুর প্রাধান্য।

ত্বাং চ মাং চ নরব্যাঘ্র ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতৌ।
নহি ভারোঽস্তি দৈবস্য সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ॥ ৪৯

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! দেখো, তোমাকে এবং আমাকে বিপদসমূহ অভিভূত করেছে ; লক্ষ্মণ ! সকল প্রাণীর প্রতি আঘাত প্রদানকারী মহাকালের কাছে কঠিন কিছুই নেই।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ রণাজিরে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ ৫০

'বালুকানির্মিত সেতুর মতো, কালের বশে রণাঙ্গনে বীরগণ, বলবানেরা এবং অস্ত্রধারীরা অবসন্ন হয়ে পড়েন।'

ইতি ব্রুবাণো দৃঢ়সত্যবিক্রমো
মহাযশা দাশরথিঃ প্রতাপবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমুদগ্রবিক্রমঃ
স্থিরাং তদা স্বাং মতিমাত্মনাকরোৎ॥ ৫১

এইসকল কথা বলে, দৃঢ়চেতা, সত্যে স্থিরবুদ্ধি, পরাক্রমশালী, মহাযশস্বী ও অত্যন্ত বিক্রমশালী দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দেখে, আত্মবুদ্ধিকে নিজেই সুস্থির করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৬৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৯॥

———o———

সপ্ততিতম সর্গ (৭০)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক পরস্পর মন্ত্রণা করে কবন্ধের হস্তদ্বয় ছেদন, তখন কবন্ধ কর্তৃক তাঁদের দুজনের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ

তৌ তু তত্র স্থিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বাহুপাশপরিক্ষিপ্তৌ কবন্ধো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজের বাহুপাশে বেষ্টিত হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলল—

তিষ্ঠতঃ কিং নু মাং দৃষ্ট্বা ক্ষুধার্তং ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
আহারার্থং তু সন্দিষ্টৌ দৈবেন হতচেতনৌ॥ ২

'হে ক্ষত্রিয় শিরোমণি রাজকুমারদ্বয় ! আমাকে ক্ষুধার্ত দেখেও তোমরা দুজন বসে আছ কেন ? আমার আহারের জন্য দৈব কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েই তোমরা দুজন হতচেতন হয়ে আনীত হয়েছ।'

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতং তদা।
উবাচার্তিসমাপন্নো বিক্রমে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩

কবন্ধের সেই কথা শুনে পীড়িত লক্ষ্মণ তখন বীর্য প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হয়ে তৎকালোচিত হিতকর কথা বললেন—

ত্বাং চ মাং চ পুরা তূর্ণমাদত্তে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহূ ছিন্দাবহে গুরূ॥ ৪

'এই অধম রাক্ষস আপনাকে এবং আমাকে শীঘ্রই খেয়ে ফেলবে ; অতএব, আগেই এর বড় বড় হাত দুটি শীঘ্রই তরবারি দিয়ে ছেদন করব।

ভীষণোঽয়ং মহাকায়ো রাক্ষসো ভুজবিক্রমঃ।
লোকং হ্যতিজিতং কৃত্বা হ্যাবাং হন্তুমিহেচ্ছতি॥ ৫

'ভয়ঙ্কর, বিশালদেহী বাহুবলে বলীয়ান এই রাক্ষস ভুবন বিজয় করে, এখন আমাদের দুজনকে হত্যা করতে চায়।

নিশ্চেষ্টানাং বধো রাজন্ কুৎসিতো জগতীপতেঃ।
ক্রতুমধ্যোপনীতানাং পশূনামিব রাঘব॥ ৬

'রাজন্ রঘুকুলনন্দন ! যজ্ঞস্থলে আনীত নিশ্চেষ্ট পশুদের মতো রাজার মৃত্যুবরণ নিন্দনীয়।'

ততে সঞ্জল্পিতং শ্রুত্বা তয়োঃ ক্রুদ্ধস্তু রাক্ষসঃ।
বিদার্যাস্যং ততো রৌদ্রং তৌ ভক্ষয়িতুমারভৎ॥ ৭

তাঁদের দুজনের এইরকম কথোপকথন শুনে, ক্রুদ্ধ রাক্ষস কবন্ধ তখন ভয়ঙ্কর মুখ-বিস্তার করে, তাঁদের দুজনকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হল।

ততস্তৌ দেশকালজ্ঞৌ খড়্গাভ্যামেব রাঘবৌ।
অছিন্দতাং সুসংহৃষ্টৌ বাহূ তস্যাংসদেশতঃ॥ ৮

তখন যথোচিত স্থান ও কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাঘব-ভ্রাতৃদ্বয় তরবারি দ্বারাই সানন্দে কবন্ধের স্কন্ধ থেকে বাহুদ্বয় ছেদন করলেন।

দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা ততঃ।
চিচ্ছেদ রামো বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ॥ ৯

কবন্ধের দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধৃত রামচন্দ্র বিনা বাধায় তরবারি দ্বারা কবন্ধের দক্ষিণ বাহু ছেদন করলেন এবং বীর লক্ষ্মণ বাম বাহু (ছেদন করলেন)।

স পপাত মহাবাহুশ্ছিন্নবাহুর্মহাস্বনঃ।
খং চ গাং চ দিশশ্চৈব নাদয়ঞ্জলদো যথা॥ ১০

মহাবীর কবন্ধ ছিন্নবাহু হয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে মেঘের মতো আকাশ, পৃথিবী এবং দিক্‌সমূহকে নিনাদিত করে মাটিতে পড়ে গেল।

স নিকৃত্তৌ ভুজৌ দৃষ্ট্বা শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
দীনঃ পপ্রচ্ছ তৌ বীরৌ কৌ যুবামিতি দানবঃ॥ ১১

ভীষণভাবে রক্তাপ্লুত সেই দানব নিজের বাহুদুটি ছিন্ন দেখে দীনভাবে সেই বীর দুজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমরা দুজন ?'

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
শশংস তস্য কাকুৎস্থং কবন্ধস্য মহাবলঃ॥ ১২

কবন্ধ এই কথা জিজ্ঞসা করলে, শুভ লক্ষণাক্রান্ত মহাবীর লক্ষ্মণ তার কাছে কাকুৎস্থকুলভূষণ রামচন্দ্র সম্বন্ধে বললেন—

অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
অস্যৈবাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাং চ লক্ষ্মণম্॥ ১৩

ইনি ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান, জনগণের কাছে 'রাম' নামে বিখ্যাত ; আর আমাকে এঁরই ছোট ভাই 'লক্ষ্মণ' বলে জানবে।

মাত্রা প্রতিহতে রাজ্যে রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
ময়া সহ চরত্যেষ ভার্যয়া চ মহদ্ বনম্॥ ১৪
অস্য দেবপ্রভাবস্য বসতো বিজনে বনে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা যামিচ্ছন্তাবিহাগতৌ॥ ১৫

'মাতা কর্তৃক রাজ্যপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রাম বনে প্রেরিত হলেন এবং আমার সঙ্গে ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মহারণ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। দেবতুল্য ইনি জনহীন অরণ্যে বাস করতে থাকলে, রাক্ষস কর্তৃক এঁর স্ত্রী অপহৃতা হন, যাঁর অন্বেষণে আমরা দুজন এখানে এসেছি।

ত্বং তু কো বা কিমর্থং বা কবন্ধসদৃশো বনে।
আস্যেনোরসি দীপ্তেন ভগ্নজঙ্ঘো বিচেষ্টসে॥ ১৬

'তুমিই বা কে ? কেনই বা কবন্ধ (মস্তকহীন দেহ) হয়ে, বক্ষোদেশে প্রদীপ্ত মুখ এবং জঙ্ঘাদেশ ভগ্ন অবস্থায় বনে বিচরণ করছ ?'

এবমুক্তঃ কবন্ধস্তু লক্ষ্মণেনোত্তরং বচঃ।
উবাচ বচনং প্রীতস্তদিন্দ্রবচনং স্মরন্॥ ১৭

লক্ষ্মণ এইরকম বললে, প্রীত কবন্ধ ইন্দ্রের পূর্বকথা স্মরণ করে উত্তরে বলল—

স্বাগতং বাং নরব্যাঘ্রৌ দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্।
দিষ্ট্যা চেমৌ নিকৃত্তৌ মে যুবাভ্যাং বাহুবন্ধনৌ॥ ১৮

'হে নরশ্রেষ্ঠ (ভ্রাতৃদ্বয়) ! আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই ! সৌভাগ্যবশত আমি আপনাদের দুজনকে দেখতে পেলাম। আমার আরও সৌভাগ্য যে, আপনারা দুজনে আমার বন্ধনস্বরূপ বাহু দুটি কেটে দিলেন।

বিরূপং যচ্চ মে রূপং প্রাপ্তং হ্যবিনয়াদ্ যথা।
তন্মে শৃণু নরব্যাঘ্র তত্ত্বতঃ শংসতস্তব॥ ১৯

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! যে ঔদ্ধত্যবশত আমি এই বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হয়েছি, তা' আমি আপনার কাছে যথাযথ বলছি, শ্রবণ করুন !'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম সর্গ (৭১)

কবন্ধ কর্তৃক আত্মবৃত্তান্তকথন এবং নিজশরীর দগ্ধ হলে সীতান্বেষণে সহায়তাদানে শ্রীরামের প্রতি তার আশ্বাসদান

পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্।
রূপমাসীন্মমাচিন্ত্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১

কবন্ধ বলতে লাগল—'হে মহাবীর রামচন্দ্র! পূর্বে আমার অচিন্তনীয় রূপ এবং মহান বল ও পুরুষকার ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিল।

যথা সূর্যস্য সোমস্য শক্রস্য চ যথা বপুঃ।
সোঽহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিত্রাসনং মহৎ॥ ২
ঋষীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসয়ামি ততস্ততঃ।

'রাম! আমি সূর্য, চন্দ্র এবং ইন্দ্রের মতো সুন্দর ও বলবান ছিলাম। কিন্তু দুর্বুদ্ধিবশত ভয়ঙ্কর রাক্ষস রূপ ধারণ করে ত্রিলোকবাসীদের এবং বনবাসী ঋষিদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতাম।

ততঃ স্থূলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া॥ ৩
স চিন্বন্ বিবিধং বন্যং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ।
তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যৈবং ঘোরশাপাভিধায়িনা॥ ৪

'একদিন স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি যখন নানা বন্য ফলমূলাদি চয়ন করছিলেন, সেই সময় আমি এই রাক্ষসরূপ ধারণ করে তাঁকে ভয় দেখিয়ে অবমাননা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে দারুণ অভিশাপ দিয়ে বললেন—

এতদেবং নৃশংসং তে রূপমস্তু বিগর্হিতম্।
স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যান্তো ভবেদিতি॥ ৫
অভিশাপকৃতস্যেতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ।

"তোমার এইরকম নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর রূপই হোক"। তখন সেই ক্রুদ্ধ মহর্ষির কাছে আমি প্রার্থনা করলাম—'ভগবন্! তিরস্কার জনিত এই শাপের অন্ত (শেষ) হবে কি করে?' তখন তিনি এই কথা বললেন—

যদা ছিত্ত্বা ভুজৌ রামস্ত্বাং দহেদ্ বিজনে বনে॥ ৬
তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্।
শ্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোস্ত্বং বিদ্ধি লক্ষ্মণ॥ ৭

"যখন রামচন্দ্র তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করে তোমাকে জনহীন অরণ্যে দাহ করবেন, তখনই তুমি নিজের কল্যাণময় মহৎরূপ ফিরে পাবে।" লক্ষ্মণ! আপনি আমাকে দনুতনয় বলে জেনে রাখুন। পূর্বে আমি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলাম।

ইন্দ্রকোপাদিদং রূপং প্রাপ্তমেবং রণাজিরে।
অহং হি তপসোগ্রেণ পিতামহমতোষয়ম্॥ ৮
দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাৎ ততো মাং বিভ্রমোঽস্পৃশৎ।
দীর্ঘমায়ুর্ময়া প্রাপ্তং কিং মাং শক্রঃ করিষ্যতি॥ ৯

'যুদ্ধক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের কোপে আমি এই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়েছি। কারণ, পূর্বে আমি কঠোর তপস্যার দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করায়, তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু দান করেছিলেন; তখন আমার চিত্তবিক্ষেপ হল—আমি দীর্ঘ আয়ু পেয়েছি, অতএব ইন্দ্র আমার কী করবে?

ইত্যেবং বুদ্ধিমাস্থায় রণে শক্রমধর্ষয়ম্।
তস্য বাহুপ্রমুক্তেন বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ১০
সক্থিনী চ শিরশ্চৈব শরীরে সম্প্রবেশিতম্।

'এইরকম চিন্তা করে আমি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করে পীড়া দিয়েছিলাম, তখন ইন্দ্র বাহুমুক্ত শত গ্রন্থি বা বজ্রের আঘাতে আমার উরুদ্বয় এবং মস্তক দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে (ঢুকিয়ে) দিয়েছিলেন।

স ময়া যাচ্যমানঃ সন্ নানয়দ্ যমসাদনম্॥ ১১
পিতামহবচঃ সত্যং তদস্ত্বিতি মমাব্রবীৎ।

'আমি প্রার্থনা করলেও, তিনি আমাকে হত্যা করলেন না, পরন্তু আমাকে বললেন'—"পিতামহ ব্রহ্মার বাক্যই সত্য হোক"।

অনাহারঃ কথং শক্তো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ॥ ১২
বজ্রেণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্।

'তখন আমি বললাম, "দেবরাজ, বজ্রাঘাতে আমার উরুদেশ, মস্তক এবং মুখ ভগ্ন হওয়ায় আমি অনাহারে সুদীর্ঘকাল কীভাবে জীবিত থাকব?"

স এবমুক্তঃ শক্রো মে বাহূ যোজনমায়তৌ॥ ১৩
তদা চাস্যং চ মে কুক্ষৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমকল্পয়ৎ।

'দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বললে, তিনি আমার যোজন বিস্তৃত বাহুদ্বয় এবং উদর মধ্যে তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত মুখ করে দিলেন।

সোঽহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং সংক্ষিপ্যাস্মিন্ বনেচরান্॥ ১৪

সিংহদ্বীপিমৃগব্যাঘ্রান্ ভক্ষয়ামি সমন্ততঃ।

'আমি এই অরণ্যে চারিদিক থেকে বনচর চিতাবাঘ, সিংহ, হরিণ ও ব্যাঘ্রদের আমার দীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা আকর্ষণ করে ভক্ষণ করি।

স তু মামব্রবীদিন্দ্রো যদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ১৫
ছেৎস্যতে সমরে বাহূ তদা স্বর্গং গমিষ্যসি।

'ইন্দ্রদেব কিন্তু আমায় বলেছিলেন—"যখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে তোমার বাহুদুটি ছেদন করবেন, তখনই তুমি স্বর্গে যাবে।"

অনেন বপুষা তাত বনেঽস্মিন্ রাজসত্তম॥ ১৬
যদ্ যৎ পশ্যামি সর্বস্য গ্রহণং সাধু রোচয়ে।

'বৎস, রাজশিরোমণে! তখন থেকেই এই অরণ্যে আমি যা যা দেখি, সেই সকলই এই দেহে গ্রহণ করা উচিত মনে করি।

অবশ্যং গ্রহণং রামো মন্যেঽহং সমুপৈষ্যতি॥ ১৭
ইমাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য দেহন্যাসকৃতশ্রমঃ।

'আমার বিশ্বাস হয়েছে, রাম অবশ্যই আসবেন এবং আমাকে গ্রহণ করবেন; এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই দেহত্যাগের জন্য যত্নশীল ছিলাম।

স ত্বং রামোঽসি ভদ্রং তে নাহমন্যেন রাঘব॥ ১৮
শক্যো হন্তুং যথা তত্ত্বমেবমুক্তং মহর্ষিণা।

'হে রঘুনন্দন! তুমিই সেই রাম! তোমার কল্যাণ হোক। মহর্ষি যথার্থই বলেছিলেন যে, আমি অন্য কারও দ্বারাই নিহত হব না।

অহং হি মতিসাচিব্যং করিষ্যামি নরর্ষভ॥ ১৯
মিত্রং চৈবোপদেক্ষ্যামি যুবাভ্যাং সংস্কৃতোঽগ্নিনা।

'হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনারা দুজনে আমার অগ্নিসংস্কার করলে, আমি আপনাদের বৌদ্ধিক সহায়তা করব এবং আপনাদের একজন মিত্রের সন্ধান জানাব।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দনুনা তেন রাঘবঃ॥ ২০
ইদং জগাদ বচনং লক্ষ্মণস্য চ পশ্যতঃ।

দনু-কবন্ধ এই কথা বললে, ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সামনেই দনু কবন্ধকে বললেন—

রাবণেন হৃতা ভার্যা সীতা মম যশস্বিনী॥ ২১
নিষ্ক্রান্তস্য জনস্থানাৎ সহ ভ্রাত্রা যথাসুখম্।
নামমাত্রং তু জানামি ন রূপং তস্য রক্ষসঃ॥ ২২

'আমি ভাই লক্ষ্মণ-এর সঙ্গে জনস্থান থেকে বাইরে গেলে, আমার যশোমতী স্ত্রী সীতাকে রাবণ অনায়াসে হরণ করে নিয়ে যায়। সেই রাক্ষসের নামমাত্র জানি, কিন্তু তার রূপ জানি না।

নিবাসং বা প্রভাবং বা বয়ং তস্য ন বিদ্মহে।
শোকার্তানামনাথানামেবং বিপরিধাবতাম্॥ ২৩
কারুণ্যং সদৃশং কর্তুমুপকারেণ বর্ততাম্।

'আমরা রাবণের নিবাস এবং প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই জানি না; এইভাবে অন্ধের মতো বিপরীত দিকে (এদিক ওদিক) ধাবমান শোকার্ত অসহায় আমাদের প্রতি করুণা পরায়ণ হয়ে তুমি উপকার করো।

কাষ্ঠান্যানীয় ভগ্নানি কালে শুষ্কাণি কুঞ্জরৈঃ॥ ২৪
ধক্ষ্যামস্ত্বাং বয়ং বীর শ্বভ্রে মহতি কল্পিতে।

'হে বীর! হস্তিগণ কর্তৃক ভগ্ন এবং যথাকালে শুষ্ক কাষ্ঠগুলি নিয়ে এসে বিরাট গর্ত তৈরি করে আমরা তোমায় দাহ করব।

স ত্বং সীতাং সমাচক্ষ্ব যেন বা যত্র বা হৃতা॥ ২৫
কুরু কল্যাণমত্যর্থং যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।

'যে সীতাকে হরণ করেছে বা যেখানে রেখেছে, যদি তুমি ঠিকঠিক জান, তাহলে সেই সীতার সম্বন্ধে বলে আমাদের পরম কল্যাণসাধন করো।'

এবমুক্তস্তু রামেণ বাক্যং দনুরনুত্তমম্॥ ২৬
প্রোবাচ কুশলো বক্তা বক্তারমপি রাঘবম্।

রামচন্দ্র এই কথা বললে, দক্ষবক্তা দনু-কবন্ধ রঘুনন্দন রামকে এই অত্যুত্তম কথা বলল—

দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজানামি মৈথিলীম্॥ ২৭
যস্তাং বক্ষ্যতি তং বক্ষ্যে দগ্ধঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ।
যোঽভিজানাতি তদ্রক্ষস্তদ্ বক্ষ্যে রাম তৎপরম্॥ ২৮

'রাম! এখন আমার পূর্বের দিব্যজ্ঞান (স্মৃতি) নেই, তাই মিথিলেশনন্দিনীর বিষয় জানি না, অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্বরূপে স্থিত হলে পূর্ব স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারবে, তার কথা জানাব এবং যে সেই রাক্ষসকে জানে সাগ্রহে তার সম্বন্ধেও বলব।

অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো।
রাক্ষসং তু মহাবীর্যং সীতা যেন হৃতা তব॥ ২৯

'প্রভো! দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, আপনার সীতাকে যে হরণ করেছে সেই মহাবীর রাক্ষস সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা আমার হবে না।

বিজ্ঞানং হি মহদ্ ভ্রষ্টং শাপদোষেণ রাঘব।
স্বকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রূপং লোকবিগর্হিতম্॥ ৩০

'হে রঘুনন্দন ! অভিশাপের ফলেই আমার মহাজ্ঞান নষ্ট হয়েছে ; আমার কর্মদোষেই আমি এই লোকনিন্দিত রূপ প্রাপ্ত হয়েছি।

কিং তু যাবন্ন যাত্যস্তং সবিতা শ্রান্তবাহনঃ।
তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্বা দহ রাম যথাবিধি॥ ৩১

'হে রামচন্দ্র ! যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের বাহনেরা শান্ত না হচ্ছে এবং সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, তার মধ্যে (সূর্যাস্তের পূর্বেই) আমাকে (চিতার) গর্তে নিক্ষেপ করে যথাবিধি (শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে) দাহসংস্কার সম্পন্ন করুন।

দগ্ধস্ত্বয়াহমবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন।
বক্ষ্যামি তং মহাবীর যস্তং বেৎস্যতি রাক্ষসম্॥ ৩২

'হে মহাবীর রঘুনন্দন ! আপনার হাতে (চিতা) গর্তে আমার দেহ বিধিপূর্বক দগ্ধ হলে, যে সেই রাক্ষসকে জানে তার পরিচয় আপনাকে জানাতে পারব।

তেন সখ্যং চ কর্তব্যং ন্যায্যবৃত্তেন রাঘব।
কল্পয়িষ্যতি তে বীর সাহায্যং লঘুবিক্রম॥ ৩৩

'সহজেই দ্রুত পরাক্রম প্রকাশে সক্ষম হে বীর রাঘব ! যিনি আপনাকে সীতান্বেষণ ব্যাপারে সহায়তা করবেন, সেই ন্যায়োচিত আচরণকারী সহৃদের সঙ্গে আপনাকে মিত্রতা করতে হবে।

নহি তস্যাস্ত্যবিজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
সর্বান্ পরিবৃতো লোকান্ পুরা বৈ কারণান্তরে॥ ৩৪

'হে রঘুনন্দন ! ত্রিভুবনে তাঁর অপরিজ্ঞাত কিছু নেই। পূর্বে তিনি অন্য (কোনও) কারণে সকল লোক (ত্রিভুবন) পরিভ্রমণ করেছেন।'

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

———○———

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৭২)

রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক চিতাগর্তে কবন্ধের দেহের দাহকার্যহেতু কবন্ধের দিব্যরূপ লাভ এবং সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা বিধানের জন্য কবন্ধ কর্তৃক শ্রীরামকে পরামর্শ দান

এবমুক্তৌ তু তৌ বীরৌ কবন্ধেন নরেশ্বরৌ।
গিরিপ্রদরমাসাদ্য পাবকং বিসসর্জতুঃ॥ ১

কবন্ধ এই কথা বললে, বীর নরশ্রেষ্ঠদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ এক গিরি-গহ্বরের কাছে এসে কবন্ধের দেহ অগ্নিতে উৎসর্গ করলেন।

লক্ষ্মণস্তু মহোল্কাভির্জ্বলিতাভিঃ সমন্ততঃ।
চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজজ্বাল সর্বতঃ॥ ২

লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত মশাল সমূহ দ্বারা চিতাকে চতুর্দিক থেকে জ্বালিয়ে দিলেন ; চিতা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল।

তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ।
মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহত পাবকঃ॥ ৩

চর্বিদ্বারা পরিপুষ্ট কবন্ধের সেই বিরাট শরীরকে অগ্নি ঘৃতপিণ্ডের মতো ধীরে ধীরে দগ্ধ করতে লাগল।

সবিধূয় চিতামাশু বিধূমোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ।
অরজে বাসসী বিভ্রন্মাল্যং দিব্যং মহাবলঃ॥ ৪

মহাবলবান কবন্ধ চিতাকে প্রকম্পিত করে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় ধূলিহীন বসন পরিহিত হয়ে এবং স্বর্গীয় মালা ধারণ করে দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

ততশ্চিতায়া বেগেন ভাস্বরো বিরজাম্বরঃ।
উৎপপাতাশু সংহৃষ্টঃ সর্বপ্রত্যঙ্গভূষণঃ॥ ৫
বিমানে ভাস্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে যশস্করে।
প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্॥ ৬
সোঽন্তরিক্ষগতো বাক্যং কবন্ধো রামমব্রবীৎ।

তখন সকল অঙ্গে অলঙ্কার ও শুভ্রবসন পরিহিত উজ্জ্বল মূর্তি সেই কবন্ধ প্রহৃষ্ট মনে দ্রুত চিতা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং হংসযুক্ত যশস্কর উজ্জ্বল বিমানে অবস্থিত

হয়ে সেই মহাতেজস্বী স্বীয় প্রভায় দশদিক আলোকিত করে অন্তরিক্ষ থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—

শৃণু রাঘব তত্ত্বেন যথা সীতামবাপ্স্যসি॥ ৭
রাম ষড় যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্বং বিমৃশ্যতে।
পরিমৃষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেব্যতে॥ ৮

'হে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ! যেভাবে সীতাকে ফিরে পাবেন, তা যথাযথ শ্রবণ করুন ; পৃথিবীতে যার দ্বারা মানুষ সবকিছু বিচার করে, সেগুলি হল— ছয়টি যুক্তি বা উপায়। দুর্দশা দ্বারা বিমর্দিত ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারাই সেবা প্রাপ্ত হয় (দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিই সাহায্য করে)। (ছয়টি উপায় যথা—সন্ধি, বিগ্রহ, যান (অভিযান), আসন (জয়েচ্ছু ব্যক্তির ও শত্রুর পরস্পর সময়ে প্রতিক্ষায় অবস্থান), দ্বৈধীভাব (প্রবল শত্রুর প্রতি মৌখিক আত্মসমর্পণ) ও সমাশ্রয় (আশ্রয়)।

দশাভাগগতো হীনস্ত্বং হি রাম সলক্ষ্মণঃ।
যৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রধর্ষণম্॥ ৯

'রাম ! লক্ষ্মণসহ আপনি মন্দভাগ্য ; যার জন্য আপনি পত্নীর অপহরণ হেতু বিপদগ্রস্ত হয়েছেন।

তদবশ্যং ত্বয়া কার্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাং বর।
অকৃত্বা নহি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্॥ ১০

'তাই হে বন্ধুশ্রেষ্ঠ ! আমি চিন্তা করে দেখলাম, আপনাকে অবশ্যই একজন বন্ধু করতে হবে ; বন্ধু না করলে আপনার কার্যসিদ্ধি হবে না।

শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
ভ্রাতা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা॥ ১১

'রাম ! আমি বলছি, শুনুন। সুগ্রীব নামে একজন বানর আছেন, যিনি ক্রুদ্ধ ভ্রাতা (দাদা) ইন্দ্রপুত্র বালি কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পাপর্যন্তশোভিতে।
নিবসত্যাত্মবান্ বীরশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ॥ ১২

'পম্পা-সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত, শোভাসম্পন্ন গিরিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক পর্বতে সেই মনস্বী বীর সুগ্রীব চারজন বানরের সঙ্গে বাস করছেন।

বানরেন্দ্রো মহাবীর্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ।
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্॥ ১৩
দক্ষঃ প্রগল্ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ।
ভ্রাত্রা বিবাসিতো বীর রাজ্যহেতোর্মহাত্মনা॥ ১৪

'হে বীর শ্রীরামচন্দ্র ! সেই বানরশ্রেষ্ঠ, মহাবীর্যবান, তেজস্বী, অতুলনীয় কান্তিমান, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, কর্মপটু, নির্ভীক, দীপ্তিমান তথা মহাশক্তি ও পরাক্রমশালী মহান সুগ্রীব রাজ্যের কারণে স্বীয় মহান ভ্রাতা বালি কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন।

স তে সহায়ো মিত্রং চ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
ভবিষ্যতি হি তে রাম মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ১৫

'রাম ! সীতার অনুসন্ধানে তিনিই আপনার সহায়ক বন্ধু হবেন ; অতএব আপনি মনে কোনও শোক করবেন না।

ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা।
কর্তুমিক্ষ্বাকুশার্দূল কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ১৬

'ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম ! এই জগতে যা ভবিতব্য, তার অন্যথা করা যায় না ; কারণ দৈব দুরতিক্রমণীয়।

গচ্ছ শীঘ্রমিতো বীর সুগ্রীবং তং মহাবলম্।
বয়স্যং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বাদ্য রাঘব॥ ১৭

'বীর রাঘব ! এখান থেকে দ্রুত সেই মহাবলশালী সুগ্রীবের কাছে যান, এবং এখান থেকে গিয়ে আজই শীঘ্র তাঁকে বন্ধু করে নিন।

অদ্রোহায় সমাগম্য দীপ্যমানে বিভাবসৌ।
ন চ তে সোঽবমন্তব্যঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ॥ ১৮

'প্রজ্বলিত অগ্নির নিকটে এসে পরস্পর দ্রোহ বা হিংসা না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে একত্রিত হোন। সেই বানররাজ সুগ্রীবকে কখনই অবজ্ঞা করবেন না।

কৃতজ্ঞঃ কামরূপী চ সহায়ার্থী চ বীর্যবান্।
শক্তৌ হ্যদ্য যুবাং কর্তুং কার্যং তস্য চিকীর্ষিতম্॥ ১৯

'কৃতজ্ঞ, স্বেচ্ছারূপধারী এবং বীর সুগ্রীব স্বকার্য উদ্ধারের জন্য অপরের সাহায্যপ্রার্থী, এবং আপনারা দুজনেই তাঁর অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করতে সমর্থ।

কৃতার্থো বাকৃতার্থো বা তব কৃত্যং করিষ্যতি।
স ঋক্ষরজসঃ পুত্রঃ পম্পামটতি শঙ্কিতঃ॥ ২০

'তিনি ঋক্ষের ক্ষেত্রজ পুত্র ; তাঁর কাজ সম্পন্ন হোক বা না হোক, আপনার কাজ তিনি করবেনই। বর্তমানে বালীর ভয়ে ভীত হয়ে তিনি পম্পা সরোবরতীরে ভ্রমণ করছেন।

ভাস্করস্যৌরসঃ পুত্রো বালিনা কৃতকিল্বিষঃ।
সন্নিধায়ায়ুধং ক্ষিপ্রমৃষ্যমূকালয়ং কপিম্॥ ২১

কুরু রাঘব সত্যেন বয়স্যং বনচারিণম্।

'সুগ্রীব সূর্যদেবের (ঋক্ষরাজের গর্ভে) ঔরসপুত্র, বালী তাঁর প্রতি অপরাধ করেছেন। হে রঘুনন্দন! আপনি শীঘ্র অস্ত্র ভূমিতে রেখে দিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতনিবাসী বনচারী বানর সুগ্রীব-এর সঙ্গে সত্যের শপথ নিয়ে বন্ধুত্ব করুন।

স হি স্থানানি কাৎস্ন্যেন সর্বাণি কপিকুঞ্জরঃ॥ ২২
নরমাংসাশিনাং লোকে নৈপুণ্যাদধিগচ্ছতি।

'সেই বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব জগতে নরমাংসভোজী রাক্ষসদের বাসস্থান সকল ভালোভাবেই সম্পূর্ণ জানেন।

ন তস্যাবিদিতং লোকে কিঞ্চিদস্তি হি রাঘব॥ ২৩
যাবৎ সূর্যঃ প্রতপতি সহস্রাংশুঃ পরন্তপ।

'হে শত্রুতাপন রঘুকুলনন্দন! জগতে যতদূর পর্যন্ত সহস্রকিরণমালী রবি আলোক বিকিরণ করেন, ততদূর পর্যন্ত সুগ্রীবের কিছুই অজ্ঞাত নয়।

স নদীর্বিপুলান্ শৈলান্ গিরিদুর্গাণি কন্দরান্॥ ২৪
অন্বিষ্য বানরৈঃ সার্ধং পত্নীং তেঽধিগমিষ্যতি।

'সুগ্রীব বানরদের সঙ্গে নদীসকলে, বিশাল বিশাল পর্বতসকলে, দুর্গম পার্বত্যস্থান সমূহে এবং পার্বত্য গুহাগুলিতে অন্বেষণ করে আপনার পত্নীর সংবাদ নিয়ে আসবেন।

বানরাংশ্চ মহাকায়ান্ প্রেষয়িষ্যতি রাঘব॥ ২৫
দিশো বিচেতুং তাং সীতাং ত্বদ্বিয়োগেন শোচতীম্।
অন্বেষ্যতি বরারোহাং মৈথিলীং রাবণালয়ে॥ ২৬

'হে রঘুনন্দন! আপনার বিরহে শোককাতর সীতার সন্ধানের জন্য বিশালকায় বানরদের চতুর্দিকে প্রেরণ করবেন; এমনকি রাবণের গৃহেও সুন্দরী সীতার অন্বেষণ করবেন।

স মেরুশৃঙ্গাগ্রগতামনিন্দিতাং
প্রবিশ্য পাতালতলেঽপি বাশ্রিতাম্।
প্লবঙ্গমানামৃষভস্তব প্রিয়াং
নিহত্য রক্ষাংসি পুনঃ প্রদাস্যতি॥ ২৭

'মেরু-শিখরের অগ্রভাগে অথবা পাতালতলে যেখানেই রাক্ষসেরা আপনার অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়া সীতাকে লুকিয়ে রাখুক, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাক্ষসদের হত্যা করে সেখান থেকেই তাঁকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দেবেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

———o———

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৭৩)

দিব্যরূপধারী কবন্ধ কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নিকট ঋষ্যমূক পর্বত, পম্পা সরোবর এবং মতঙ্গ মুনির বন ও আশ্রমের পরিচয় প্রদানান্তর প্রস্থান

দর্শয়িত্বা তু রামায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বাক্যমন্বর্থমর্থজ্ঞঃ কবন্ধঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১

বাক্যের অর্থবেত্তা কবন্ধ শ্রীরামের নিকট সীতার সন্ধানের উপায় প্রদর্শন করে, পুনরায় প্রয়োজনীয় এই কথা বললেন—

এষ রাম শিবঃ পন্থা যত্রৈতে পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
প্রতীচীং দিশমাশ্রিত্য প্রকাশন্তে মনোরমাঃ॥ ২

'রাম! যেখানে এই মনোরম বৃক্ষসকল পশ্চিম দিক্‌কে আশ্রয় করে শোভা পাচ্ছে সেইটিই পম্পা সরোবরের দিকে যাওয়ার কল্যাণকর পথ।

জম্বুপ্রিয়ালপনসা ন্যগ্রোধপ্লক্ষতিন্দুকাঃ।
অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ॥ ৩

ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ।
নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৪
অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিভদ্রকাঃ।
তানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বা চ তান্ বলাৎ॥ ৫
ফলানামৃতকল্পানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ।

'সেই বৃক্ষগুলি হল— জাম, পিয়াল, কাঁঠাল, বট, পর্কটি, গাব, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম, ধন্বন, নাগকেশর, তিল, নক্তমাল (করঞ্জ), নীল অশোক, লাল অশোক, কদম, প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত করবী, লাল চন্দন, দেবদারু। এছাড়া আরও অন্যান্য ফলবান ও পুষ্পবান বৃক্ষসকল পথে দেখতে পাবেন। সেই সকল বৃক্ষে আরোহণ করে অথবা গায়ের জোরে সেগুলির শাখা ভূপাতিত করে তাদের অমৃততুল্য ফল খেতে খেতে আপনারা দুজন পথে অগ্রসর হবেন।

তদতিক্রম্য কাকুৎস্থ বনং পুষ্পিতপাদপম্॥ ৬
নন্দনপ্রতিমং ত্বান্যৎ কুরবস্তূত্তরা ইব।
সর্বকালফলা যত্র পাদপা মধুরস্রবাঃ॥ ৭
সর্বে চ ঋতবস্তত্র বনে চৈত্ররথে যথা।
ফলভারনতাস্তত্র মহাবিটপধারিণঃ॥ ৮
শোভন্তে সর্বতস্তত্র মেঘপর্বতসন্নিভাঃ।
তানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বাথবা সুখম্॥ ৯
ফলান্যমৃতকল্পানি লক্ষ্মণস্তে প্রদাস্যতি।

'হে কাকুৎস্থকুলনন্দন রাম ! পুষ্পিত বৃক্ষ পরিপূর্ণ অরণ্য অতিক্রম করে, নন্দনকানন তথা উত্তর কুরুদেশের মতোই সকল ঋতুতে মধুস্রাবী ফল সমাকুল বৃক্ষশোভিত অন্য একটি অরণ্য পাবেন ; চৈত্ররথ বনের মতোই সেখানে সকল ঋতুই একসঙ্গে বিরাজমান, সেখানে সর্বত্রই ফলভারনত এবং পর্বতসদৃশ বিরাট বিরাট বৃক্ষসকল শোভা পাচ্ছে। ভাই লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষে আরোহণ করে অথবা অনায়াসে সেগুলি ভূতলে পাতিত করে অমৃততুল্য ফলসকল আপনাকে পেড়ে দেবেন।

চঙ্ক্রমন্তৌবরান্‌শৈলান্‌শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্॥ ১০
ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্॥ ১১
রাম সঞ্জাতবালূকাং কমলোৎপলশোভিতাম্।

'হে বীর ভ্রাতৃদ্বয় ! বড় বড় পর্বত, পর্বতের পর পর্বত, অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করে আপনারা দুজন পম্পা নামক সরোবর তীরে উপস্থিত হবেন। হে রাম ! সেই সরোবরে অবতরণের ঘাটগুলি সব সমান, কাঁকরশূন্য, অপিচ্ছিল, শৈবালহীন, বালুকাময় তলভাগ এবং প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপল দ্বারা সুশোভিত।

তত্র হংসাঃ প্লবাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুররাশ্চৈব রাঘব॥ ১২
বল্গুস্বরা নিকূজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ।
নোদ্বিজন্তে নরান্ দৃষ্ট্বা বধস্যাকোবিদাঃ শুভাঃ॥ ১৩

'হে রঘুনন্দন ! সেই পম্পা সরোবরের জলে আশ্রয়প্রাপ্ত মধুর কূজনরত সুন্দর সুন্দর হংস, কারণ্ডব পক্ষিগণ, ক্রৌঞ্চ এবং কুরর পক্ষীরা কলরব করছে। (তাদের কেউ হত্যা করে না বলে) হত্যা বিষয়ে অজ্ঞ (অনুভবহীন) এই বিহগকুল মানুষ দেখেও উদ্বিগ্ন হয় না।

ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলাংস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ।
রোহিতান্ বক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব॥ ১৪
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্।
নিস্ত্বক্‌পক্ষানয়স্তপ্তানকৃশানৈককণ্টকান্ ॥ ১৫
তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাস্যতি।

'হে রঘুনন্দন ! সেই পম্পা সরোবরের তীরে বাণ দ্বারা খোসা ছাড়িয়ে ঘৃতপিণ্ডের ন্যায় এবং লৌহ শলাকায় গ্রথিত ও তপ্ত করে (সেঁকে) অশুষ্ক ও কণ্টকহীন অবস্থায় খাদ্য-পদার্থ আপনাকে (লক্ষ্মণকে) ভক্ষণহেতু ভক্তি সহকারে পরিবেশন করবেন ; হে রাম ! আপনারা দুজনে সেই বস্তুগুলিকে স্থূলদেহ সুন্দর সেই পক্ষীদিগকে এবং রুইমাছ, বক্রতুণ্ড, নীলমণি আদি মৎস্যকূলকে খাইয়ে আনন্দ উপভোগ করবেন।

ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃ পুষ্পসংচয়ে॥ ১৬
পদ্মগন্ধি শিবং বারি সুখশীতমনাময়ম্।
উদ্‌ধৃত্য স তদাক্লিষ্টং রূপ্যস্ফটিকসন্নিভম্॥ ১৭
অথ পুষ্করপর্ণেন লক্ষ্মণঃ পায়য়িষ্যতি।

'এইভাবে পুষ্পসমৃদ্ধ পম্পাতীরে বসে মৎস্যকূল সান্নিধ্যে উপভোগান্তে লক্ষ্মণ পদ্মের গন্ধযুক্ত কল্যাণকর সুশীতল রোগ নিবারক ও ক্লেশ নিবারক স্ফটিক স্বচ্ছ জল পদ্মপত্র করে তুলে এনে আপনাকে পান করাবেন।

স্থূলান্ গিরিগুহাশয্যান্ বানরান্ বনচারিণঃ।। ১৮
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম দর্শয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ।

'রাম ! সায়ংকালে আপনার সঙ্গে বিচরণকালে লক্ষ্মণ পর্বতগুহাবাসী অরণ্যচারী স্থূলকায় বানরদের দর্শন করাবেন।

অপাং লোভাদুপাবৃত্তান্ বৃষভানিব নর্দতঃ।। ১৯
স্থূলান্ পীতাংশ্চ পম্পায়াং দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরোত্তম।

'হে নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ! জলপানের লোভে পম্পাতীরে আগত, বৃষের ন্যায় গর্জনকারী স্থূলকায় পীতবর্ণের বানরদের আপনি দেখতে পাবেন।

সায়াহ্নে বিচরন্ রাম বিটপী মাল্যধারিণঃ।। ২০
শিবোদকং চ পম্পায়াং দৃষ্ট্বা শোকং বিহাস্যসি।

'শ্রীরাম ! সায়ংকালে ভ্রমণ করতে করতে পুষ্প সমাবৃত বৃক্ষসকল এবং পম্পার স্বচ্ছ শীতল জল দেখে আপনি সব শোক ভুলে যাবেন।

সুমনোভিশ্চিতাস্তত্র তিলকা নক্তমালকাঃ।। ২১
উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব।

'রঘুনন্দন ! সেই পম্পা তীরবর্তী স্থানে পুষ্প সমাবৃত তিল এবং নক্তমাল (করমচা) বৃক্ষসকল এবং (সরোবরে) প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম ও শ্বেতপদ্মসকল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ন তানি কশ্চিন্মাল্যানি তত্রারোপয়িতা নরঃ।। ২২
ন চ বৈ ম্লানতাং যান্তি ন চ শীর্যন্তি রাঘব।

'হে রঘুনন্দন ! কেউই সেই পুষ্পমাল্যগুলি গলায় ধারণ করে না ; সেগুলি ম্লানও হয় না বা শুষ্কও হয় না।

মতঙ্গশিষ্যাস্তত্রাসন্নৃষয়ঃ সুসমাহিতঃ।। ২৩
তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ।
যে প্রপেতুর্মহীং তূর্ণং শরীরাৎ স্বেদবিন্দবঃ।। ২৪
তানি মাল্যানি জাতানি মুনীনাং তপসা তদা।
স্বেদবিন্দুসমুৎথানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব।। ২৫

'সেই পম্পাতীরস্থ অরণ্যে মতঙ্গমুনির শিষ্য ঋষিগণ একাগ্র ও শান্তসমাহিত চিত্তে অবস্থান করতেন। গুরুর জন্য বন্য ফলমূল আহরণ করার সময় পরিশ্রম হেতু তাঁদের উত্তপ্ত শরীর থেকে নির্গত ঘর্মবিন্দুসকল দ্রুত পৃথীতলে পতিত হয়ে সেই মুনিদেরই তপস্যাপ্রভাবে পুষ্পমাল্যে পরিণত হয়েছিল। হে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ! মুনিদের স্বেদবিন্দুজাত সেই মালাগুলি বিনষ্ট হয়নি।

তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী।
শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী।। ২৬
ত্বাং তু ধর্মে স্থিতা নিত্যং সর্বভূতনমস্কৃতম্।
দৃষ্ট্বা দেবোপমং রাম স্বর্গলোকং গমিষ্যতি।। ২৭

'কাকুৎস্থকুলনন্দন, হে রাম ! তাঁরা (মতঙ্গমুনির শিষ্য মুনি ঋষিগণ) স্বর্গত হয়েছেন, কিন্তু আজও নিত্য ধর্মপরায়ণা পূর্ব ঋষিদের পরিচারিকা দীর্ঘজীবিনী তপস্বিনী শবরী জীবিতা আছেন, যিনি সকলের প্রণম্য দেবতুল্য আপনাকে দর্শন করে স্বর্গলোকে চলে যাবেন।

ততস্তদ্রাম পম্পায়াস্তীরমাশ্রিত্য পশ্চিমম্।
আশ্রমস্থানমতুলং গুহ্যং কাকুৎস্থ পশ্যসি।। ২৮

'কাকুৎস্থকুলভূষণ হে রাম ! অতঃপর পম্পার পশ্চিমতট বরাবর গুপ্তস্থানে একটা অনুপম আশ্রম দেখবেন।

ন তত্রাক্রমিতুং নাগাঃ শক্নুবন্তি তদাশ্রমে।
ঋষেস্তস্য মতঙ্গস্য বিধানাৎ তচ্চ কাননম্।। ২৯

'মতঙ্গঋষির প্রভাবে সেই আশ্রম এবং বনভূমিতে হাতিরাও আক্রমণ করতে সমর্থ হয় না।

মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন।
তস্মিন্ নন্দনসংকাশে দেবারণ্যোপমে বনে।। ৩০
নানাবিহগসংকীর্ণে রংস্যসে রাম নির্বৃতঃ।

'রঘুনন্দন হে রাম ! সেই অরণ্য 'মতঙ্গবন' নামে বিখ্যাত। নানাবিধ পক্ষিসমাকীর্ণ নন্দনকানন সদৃশ দেবারণ্যতুল্য সেই বনে আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে সানন্দে বিচরণ করবেন।

ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ।। ৩১
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ।
উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালেঽভিনির্মিতঃ।। ৩২

'পম্পা সরোবরের সামনেই, পুরাকালে ব্রহ্মার তৈরী, পুষ্পিত বৃক্ষসমাকুল, দুরারোহ ঋষ্যমূক নামে এক বিরাট পর্বত বর্তমান, শিশু হস্তীরা যাকে রক্ষা করছে।

শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্ধনি।
যৎ স্বপ্নং লভতে বিত্তং তৎ প্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি।। ৩৩

যত্নেনঃ বিষমাচারঃ পাপকর্মাধিরোহতি।
তত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ॥ ৩৪

'হে শ্রীরাম ! সেই পর্বতশিখরে শয়ন করে কোনও ব্যক্তি স্বপ্নে যে সম্পদ লাভ করে, জাগরিত হয়ে তাই-ই পায় ; কিন্তু যে বিরুদ্ধাচারী পাপী সেখানে আহরণ করে নিদ্রা যায়, রাক্ষসেরা তাকে ধরে সেখানেই প্রহার করে।

তত্রাপি শিশুনাগানামাক্রন্দঃ শ্রূয়তে মহান্।
ক্রীড়তাং রাম পম্পায়াং মতঙ্গাশ্রমবাসিনাম্॥ ৩৫

'শ্রীরাম ! পম্পা সরোবরে ক্রীড়ারত মতঙ্গাশ্রমবাসী হস্তিশাবকদের তুমুল চিৎকার ধ্বনি সেখানেও শোনা যায়।

সক্তা রুধিরধারাভিঃ সংহত্য পরমদ্বিপাঃ।
প্রচরন্তি পৃথক্কীর্ণা মেঘবর্ণাস্তরস্বিনঃ॥ ৩৬
তে তত্র পীত্বা পানীয়ং বিমলং চারু শোভনম্।
অত্যন্তসুখসংস্পর্শং সর্বগন্ধসমন্বিতম্॥ ৩৭
নির্বৃত্তাঃ সংবিগাহন্তে বনানি বনগোচরাঃ।

'রক্তবর্ণ মদবারিধারায় সিক্ত গণ্ডস্থল, মেঘের মতো কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট দ্রুতগতিসম্পন্ন বড় বড় হাতিরা একসাথে অথবা পৃথক্ পৃথকভাবে বিচরণ করে। তারা সেই সরোবরের নির্মল, মনোরম, সুবাসিত পানীয় পান করে এবং অতীব সুখস্পর্শী সেই জলে অবগাহন স্নানান্তে সম্মুখস্থ অরণ্যে প্রবেশ করে।

ঋক্ষাংশ্চ দ্বীপিনশ্চৈব নীলকোমলকপ্রভান্॥ ৩৮
রুরূনপেতানজয়ান্ দৃষ্ট্বা শোকং প্রহাস্যসি।

'আপনি ভল্লুক, নীলপ্রভাবিশিষ্ট কোমল দেহ চিতাবাঘদিগকে এবং পলায়নপর অজেয় রুরু নামক মৃগসকল দেখে শোক ভুলে যাবেন।

রাম তস্য তু শৈলস্য মহতী শোভতে গুহা॥ ৩৯
শিলাপিধানা কাকুৎস্থ দুঃখং চাস্যাঃ প্রবেশনম্।

'কাকুৎস্থ রাম ! সেই পর্বতে সাচ্ছাদন দুষ্প্রবেশ এক বিরাট গুহা শোভা পাচ্ছে।

তস্যা গুহায়াঃ প্রাগ্দ্বারে মহান্ শীতোদকো হ্রদঃ॥ ৪০
বহুমূলফলো রম্যো নানানগসমাকুলঃ।

'সেই গুহার পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে রমণীয় ফলমূল সমন্বিত নানাবৃক্ষসমাচ্ছাদিত এবং শীতল বারি পরিপূর্ণ বিশাল এক হ্রদ বর্তমান।

তস্যাং বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ॥ ৪১
কদাচিচ্ছিখরে তস্য পর্বতস্যাপি তিষ্ঠতি।

'ধর্মাত্মা সুগ্রীব, বানরগণসহ সেখানে বাস করেন, কখন-কখনও সেই পর্বতের শিখরদেশেও বাস করেন।'

কবন্ধস্ত্বনুশাস্যৈবং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২
স্রগ্বী ভাস্করবর্ণাভঃ খে ব্যরোচত বীর্যবান্।

ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে এইরকম অনুশাসন বা নির্দেশ দিয়ে বীর্যবান, সূর্যের মতো উজ্জ্বল বর্ণময় ও মাল্যবান কবন্ধ আকাশে শোভা পাচ্ছিল।

তং তু খস্থং মহাভাগং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪৩
প্রস্থিতৌ ত্বং ব্রজস্বেতি বাক্যমূচতুরন্তিকে।

প্রস্থানকালে উভয় ভ্রাতা আকাশস্থ সেই মহাভাগের (দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত মহাপুরুষের) নিকটে গিয়ে বললেন, তুমি এখন পরমধামে গমন করো।'

গম্যতাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমিতি তাবব্রবীৎ স চ॥ ৪৪
সুপ্রীতৌ তাবনুজ্ঞাপ্য কবন্ধঃ প্রস্থিতস্তদা॥ ৪৫

তখন কবন্ধ তাঁদের দুজনকে বলল—'আপনারা দুজন কার্যসিদ্ধির জন্য গমন করুন।' অতঃপর পরম প্রীত তাঁদের দুজনের অনুমতি নিয়ে কবন্ধ প্রস্থান করল।

স তৎ কবন্ধঃ প্রতিপদ্য রূপং
বৃতঃ শ্রিয়া ভাস্বরসর্বদেহঃ।
নিদর্শয়ন্ রামমবেক্ষ্য খস্থঃ
সখ্যং কুরুষ্বেতি তদাভ্যুবাচ ॥ ৪৬

সেই কবন্ধ নিজের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে, সৌন্দর্য-মণ্ডিত উজ্জ্বল দেহ ধারণ করল ; আকাশে অবস্থিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ভালোভাবে দেখে পম্পা সরোবরের পথ নির্দেশ করে বলল, 'সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৭৪)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পম্পা সরোবতটে মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরীর আবাসে গমন, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ, তাঁর সঙ্গে মতঙ্গবন দর্শন, অতঃপর শবরীর আত্মাহুতি ও স্বর্গে গমন

তৌ কবন্ধেন তং মার্গং পম্পায়া দর্শিতং বনে।
আতস্থতুর্দিশং গৃহ্য প্রতীচীং নৃবরাত্মজৌ॥ ১

সেই রাজপুত্রদ্বয় অরণ্যে কবন্ধ-প্রদর্শিত পম্পা সরোবরের পথ ধরে পশ্চিমদিকে চলতে লাগলেন।

তৌ শৈলেষ্বাচিতানেকান্ ক্ষৌদ্রপুষ্পফলদ্রুমান্।
বীক্ষন্তৌ জগ্মতুর্দ্রষ্টুং সুগ্রীবং রামলক্ষ্মণৌ॥ ২

তাঁরা সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে যেতে পর্বতোপরি সঞ্চিত মধুময় ফলপুষ্প সমন্বিত বৃক্ষসকল দেখতে দেখতে যেতে লাগলেন।

কৃত্বা তু শৈলপৃষ্ঠে তু তৌ বাসং রঘুনন্দনৌ।
পম্পায়াঃ পশ্চিমং তীরং রাঘবাবুপতস্থতুঃ॥ ৩

সেই রঘুকুলনন্দনদ্বয় পর্বতের সানুদেশে একরাত্রি বাস করে, পরের দিন আবার যেতে যেতে সেই রাঘব-ভ্রাতৃদ্বয় পম্পা সরোবরের পশ্চিমতীরে উপস্থিত হলেন।

তৌ পুষ্করিণ্যাঃ পম্পায়াস্তীরমাসাদ্য পশ্চিমম্।
অপশ্যতাং ততস্তত্র শবর্যা রম্যমাশ্রমম্॥ ৪

তারপর, তাঁরা দুজন পম্পা সরোবরের পশ্চিমতীরে এসে সেখানে শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখতে পেলেন।

তৌ তমাশ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্।
সুরম্যমভিবীক্ষন্তৌ শবরীমভ্যুপেয়তুঃ॥ ৫

তাঁরা দুজন বহু বৃক্ষশোভিত পম্পা সরোবর দেখতে দেখতে সেই রমণীয় আশ্রমে এসে শবরীর নিকট উপস্থিত হলেন।

তৌ দৃষ্ট্বা তু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥ ৬

তখন তাঁদের দুজনকে দেখে সিদ্ধা তপস্বিনী শবরী কৃতাঞ্জলিপুটে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাম-লক্ষ্মণের চরণ বন্দনা করলেন।

পাদ্যমাচমনীয়ং চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি।
তামুবাচ ততো রামঃ শ্রমণীং ধর্মসংস্থিতাম্॥ ৭

শবরী শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো পদপ্রক্ষালনের জল, ফল-পুষ্পাদি, অর্ঘ্য আচমনীয় ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র ধর্মপরায়ণা সেই তপস্বিনীকে বললেন—

কচ্চিত্তে নির্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিত্তে বর্ধতে তপঃ।
কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে॥ ৮

'অয়ি তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! তোমার তপস্যার বিঘ্নসকল নিবারিত হয়েছে তো ? তোমার তপস্যা বর্ধিত হচ্ছে তো ? তোমার ক্রোধ এবং আহার সংযত আছে তো ?

কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিত্তে মনসঃ সুখম্।
কচ্চিত্তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি॥ ৯

'অয়ি মধুরভাষিণি ! তোমার তপস্যার নিয়ম সব পালিত হচ্ছে তো ? তোমার মনে আনন্দ বিরাজ করছে তো ? তোমার গুরুশুশ্রূষা সার্থক হয়েছে তো !'

রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা।
শশংস শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা॥ ১০

সিদ্ধ-সাধকগণ কর্তৃক সম্মানিতা, স্বয়ং তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা তপস্বিনী শবরী শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হয়ে বললেন—

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥ ১১

'আপনার দর্শনলাভ করে আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ হল ; আজ সার্থক হল আমার জন্ম এবং আমার গুরুজনেরাও হলেন উত্তমরূপে পূজিত।

অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ॥ ১২

'পুরুষশ্রেষ্ঠ হে রাম ! আপনি দেবশ্রেষ্ঠ ; আপনাকে আমি পূজো করতে পারায়, আমার তপস্যা আজ সফল হল, স্বর্গলাভও হবে।

তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়াংল্লোকাংস্ত্বৎ প্রসাদাদরিন্দম॥ ১৩

'হে সুন্দর ! হে মানরক্ষক ! আপনার শান্ত দৃষ্টিতে আমি পবিত্র হলাম। হে শত্রুমর্দন ! আপনার অনুগ্রহে আমি অক্ষয়ধামে চলে যাব।

চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ।
ইতস্তে দিবমারূঢা যানহং পর্যচারিষম্॥ ১৪

'আপনি যখন চিত্রকূটে এসেছিলেন, সেই সময় আমি যাঁদের পরিচর্যা করতাম, তাঁরা সকলে অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেছেন।

তৈশ্চাহমুক্তা ধর্মজ্ঞৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যামিমমাশ্রমম্॥ ১৫
স তে প্রতিগ্রহীতব্যঃ সৌমিত্রিসহিতোঽতিথিঃ।
তং চ দৃষ্ট্বা বরাংল্লোকানক্ষয়াংস্ত্বং গমিষ্যসি॥ ১৬

'সেই মহান ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা আমায় বলেছিলেন, "এই মহাপবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র তোমার কাছে আসবেন; লক্ষ্মণসহ সেই মহান অতিথিকে তুমি সাদরে আতিথ্য সৎকার করবে। তাঁকে দেখে তুমি অক্ষয় শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে চলে যাবে।"

এবমুক্তা মহাভাগৈস্তদাহং পুরুষর্ষভ।
ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ॥ ১৭
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্।

'হে পুরুষপ্রবর! সেই মহাত্মাগণ এইরকম বললে, হে নরশার্দূল! আপনার পম্পাতীরস্থ বৃক্ষসমূহ সঞ্জাত নানাবিধ বন্য ফলমূল, আমি সঞ্চয় করে রেখেছি।

এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা শবর্যা শবরীমিদম্॥ ১৮
রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্।

শবরী এইরকম বললে, ধর্মাত্মা রঘুনন্দন শ্রীরাম, আত্মজ্ঞানস্বরূপে অবহিষ্কৃতা (অনার্যা হয়েও আর্যসমাজে স্বীকৃতা) শবরীকে বললেন—

দনোঃ সকাশাৎ তত্ত্বেন প্রভাবং তে মহাত্মনাম্॥ ১৯
শ্রুতং প্রত্যক্ষমিচ্ছামি সংদ্রষ্টুং যদি মন্যসে।

'দনুর (কবন্ধের) কাছে তোমার (গুরু সেই) মহাত্মাদের যথার্থ প্রভাব আমি শুনেছি। যদি তুমি স্বীকার করো, তবে আমি প্রত্যক্ষ তাঁদের প্রভাব দেখতে ইচ্ছা করি।'

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রামবক্ত্রবিনিঃসৃতম্॥ ২০
শবরী দর্শয়ামাস তাবুভৌ তদ্বনং মহৎ।

শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত সেই কথা শুনেই শবরী তাঁদের উভয়কেই সেই মহৎ অরণ্যটি দেখালেন।

পশ্য মেঘঘনপ্রখ্যং মৃগপক্ষিসমাকুলম্॥ ২১
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন।

'হে রঘুকুলনন্দন! মেঘের মতো ঘন কৃষ্ণবর্ণ, পশু-পক্ষি সমাকীর্ণ মতঙ্গ নামে খ্যাত এই মহারণ্য দর্শন করুন।

ইহ তে ভাবিতাত্মানো গুরবো মে মহাদ্যুতে।
জুহবাংচক্রিরে নীড়ং মন্ত্রবন্মন্ত্রপূজিতম্॥ ২২

'হে মহাদীপ্তিমান রামচন্দ্র! এখানে ব্রহ্মভাবে ভাবিত চিত্ত পূতমনাঃ আমার সেই গুরুগণ কুটির করেছিলেন এবং মন্ত্রপূত দেহকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এখানেই অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন।

ইয়ং প্রত্যক্ স্থলী বেদী যত্র তে মে সুসৎকৃতাঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি শ্রমাদুদ্বেপিভিঃ করৈঃ॥ ২৩

'এই সেই প্রত্যকস্থলী পূজাবেদী যেখানে আমার গুরুগণ পরিশ্রমহেতু কম্পিতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতেন।

তেষাং তপঃপ্রভাবেণ পশ্যাদ্যাপি রঘূত্তম।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ শ্রিয়া বেদ্যতুলপ্রভা॥ ২৪

'রঘুকুলতিলক রাম! দেখুন, তাঁদের তপস্যার প্রভাবে আজও অতুলনীয় দ্যুতিময় পূজাবেদী (স্বীয়) জ্যোতিতে সকল দিক উজ্জ্বল করে রেখেছে।

অশক্নুবদ্ভিস্তৈর্গন্তুমুপবাসশ্রমালসৈঃ।
চিন্তিতেনাগতান্ পশ্য সমেতান্ সপ্ত সাগরান্॥ ২৫

'উপবাসক্লিষ্ট, চলতে অসমর্থ সপ্তসাগরে স্নানেচ্ছু ঋষিগণের চিন্তামাত্রই এখানে আগত সাত সাগরকে দেখুন।

কৃতাভিষেকৈস্তৈর্ন্যস্তা বল্কলাঃ পাদপেম্বিহ।
অদ্যাপি ন বিশুষ্যন্তি প্রদেশে রঘুনন্দন॥ ২৬

'রঘুনন্দন রাম! স্নানান্তে তাঁরা বৃক্ষের উপরে যে সিক্ত বস্ত্রগুলি রেখেছিলেন, সেগুলি সেইখানে আজও শুষ্ক হয়নি।

দেবকার্যাণি কুর্বদ্ভির্যানীমানি কৃতানি বৈ।
পুষ্পৈঃ কুবলয়ৈঃ সার্ধং ম্লানত্বং ন তু যান্তি বৈ॥ ২৭

'সেই পূজনীয় ঋষিগণ দেবকার্য করার সময় পদ্ম ও অন্যান্য পুষ্প দ্বারা যে মালাদি অলঙ্কার সকল নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলি এখনও ম্লান হয়ে যায়নি।

কৃৎস্নং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতব্যং চ শ্রুতং ত্বয়া।
তদিচ্ছাম্যভ্যনুজ্ঞাতা ত্যক্ষ্যাম্যেতৎ কলেবরম্॥ ২৮

'আপনি এই অরণ্য পুরোপুরি দেখলেন, যা শোনার তা সবই শুনলেন। এখন আমি আপনার অনুমতিক্রমে এই দেহ ত্যাগ করতে চাই।

তেষামিচ্ছাম্যহং গন্তুং সমীপং ভাবিতাত্মনাম্।

মুনীনামাশ্রমো যেষামহং চ পরিচারিণী॥ ২৯

'আমি যাঁদের সেবিকা, যাঁদের এই আশ্রম, শ্রদ্ধাভাবে ভাবিতচিত্ত সেই মুনিদের কাছে আমি যেতে চাইছি।'

ধর্মিষ্ঠং তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে আশ্চর্যমিতি চাব্রবীৎ॥ ৩০

শবরীর সেই ধর্মনিষ্ঠ কথা শুনে, লক্ষ্মণের সঙ্গে রঘুনন্দন রাম অতুলনীয় আনন্দ লাভ করলেন এবং বললেন—'আশ্চর্য!'

তামুবাচ ততো রামঃ শবরীং সংশিতব্রতাম্।
অর্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে গচ্ছ কামং যথাসুখম্॥ ৩১

তখন শ্রীরামচন্দ্র ব্রতচারিণী শবরীকে বললেন—'অয়ি কল্যাণময়ী! তোমার কাছে আমি সম্মানিত হলাম, এখন তুমি সানন্দে যথেচ্ছস্থানে যাত্রা করো।'

ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাঽঽত্মানং হুতাশনে॥ ৩২

জ্বলৎপাবকসংকাশা স্বর্গমেব জগাম হ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা॥ ৩৩

দিব্যাম্বরধরা তত্র বভূব প্রিয়দর্শনা।
বিরাজয়ন্তী তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা॥ ৩৪

শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে কথিতা ও সম্মতিপ্রাপ্তা হয়ে জটাধারিণী, কৃষ্ণমৃগচর্মপরিহিতা, অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে প্রজ্বলিত অনলসদৃশা শবরী স্বর্গেই প্রস্থান করলেন। সেখানে স্বর্গীয় অলঙ্কারে এবং স্বর্গীয় মাল্য ও চন্দনাদি অনুলেপনে সুসজ্জিতা হয়ে দিব্যবস্ত্র পরিহিতা প্রিয়দর্শিনী শবরী সুদামপর্বতজাত উজ্জ্বল বিদ্যুতের মতো স্বর্গে বিরাজ করতে লাগলেন।

যত্র তে সুকৃতাত্মানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ।
তৎ পুণ্যং শবরী স্থানং জগামাত্মসমাধিনা॥ ৩৫

সৎকর্মানুষ্ঠানহেতু পুণ্যাত্মা মহর্ষিরা যেখানে বাস করছিলেন, শবরী স্বীয় চিত্তের একাগ্রতার প্রভাবে সেই পুণ্যস্থানে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৭৫)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরস্পরের কথোপকথন এবং উভয় ভ্রাতার পম্পা সরোবর তীরে গমন

দিবং তু তস্যাং যাতায়াং শবর্যাং স্বেন তেজসা।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চিন্তয়ামাস রাঘবঃ॥ ১

স্বীয় তপস্যার তেজঃ-প্রভাবে শবরী স্বর্গে গমন করলে, রঘুনন্দন রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তয়িত্বা তু ধর্মাত্মা প্রভাবং তং মহাত্মনাম্।
হিতকারিণমেকাগ্রং লক্ষ্মণং রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ২

ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম মহাত্মা ঋষিদের সেই প্রভাবের কথা চিন্তা করে একান্ত কল্যাণকামী লক্ষ্মণকে বললেন—

দৃষ্টো ময়াঽঽশ্রমঃ সৌম্য বহ্বাশ্চর্যঃ কৃতাত্মনাম্।
বিশ্বস্তমৃগশার্দূলো নানাবিহগসেবিতঃ॥ ৩

'সৌম্য! পুণ্যাত্মা ঋষিদের অতীব আশ্চর্য আশ্রম আমি দেখলাম, যে আশ্রম পরস্পর বিশ্বস্তচিত্ত বন্ধুভাবাপন্ন হরিণ ও ব্যাঘ্র এবং নানাপ্রকার পক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সপ্তানাং চ সমুদ্রাণাং তেষাং তীর্থেষু লক্ষ্মণ।
উপস্পৃষ্টং চ বিধিবৎ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ॥ ৪

প্রণষ্টমশুভং যন্নঃ কল্যাণং সমুপস্থিতম্।
তেন ত্বেতৎ প্রহৃষ্টং মে মনো লক্ষ্মণ সম্প্রতি॥ ৫

'ভাই লক্ষ্মণ! পম্পা তীর্থে তাঁদের আনীত সপ্ত সমুদ্রের জলে (৭৪ সর্গের ২৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) আমরা দু'ভাই স্নান করে সেই জলেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যথাবিধি তর্পণ করেছি। এর দ্বারা আমাদের যা কিছু অশুভ তা দূরীভূত হয়ে শুভ সময় উপস্থিত। সেইহেতু, লক্ষ্মণ! এখন আমার মন বেশ প্রসন্ন।

হৃদয়ে মে নরব্যাঘ্র শুভমাবির্ভবিষ্যতি।
তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম্॥ ৬

'নরশ্রেষ্ঠ ! আমার হৃদয়ে কোনও শুভ সঙ্কল্পের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব এসো আমরা সেই শুভদর্শন পম্পাতটে যাই।

ঋষ্যমূকো গিরির্যত্র নাতিদূরে প্রকাশতে।
যস্মিন্ বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবোঽংশুমতঃ সুতঃ॥ ৭

'ঋষ্যমূক পর্বতের অবস্থিতি বেশি দূরে নয়, সেখানে সূর্যদেবের পুত্র ধর্মাত্মা সুগ্রীব বাস করছেন।

নিত্যং বালিভয়াৎ ত্রস্তশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
অহং ত্বরে চ তং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্॥ ৮
তদধীনং হি মে কার্যং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।

'সেই সুগ্রীব বালির ভয়ে ভীত হয়ে চারজন বানরকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতে বাস করছেন। আমি সেই বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে আছি; কারণ আমার সীতার অন্বেষণ কার্য তাঁরই অধীন।'

ইতি ব্রুবাণং তং বীরং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ॥ ৯
গচ্ছাবত্বরিতং তত্র মমাপি ত্বরতে মনঃ।

বীর রামচন্দ্র এই কথা বললে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে বললেন—'আমরা দুজন শীঘ্রই সেখানে যাব, কারণ আমারও মন সেখানে যাওয়ার জন্য উতলা হয়েছে।'

আশ্রমাত্তু ততস্তস্মান্নিষ্ক্রম্য স বিশাম্পতিঃ॥ ১০
আজগাম ততঃ পম্পাং লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ।
সমীক্ষমাণঃ পুষ্পাঢ্যং সর্বতো বিপুলদ্রুমম্॥ ১১

তখন প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই আশ্রম থেকে বহির্গত হয়ে চতুর্দিকে পুষ্পের সমারোহ এবং বিশাল বৃক্ষসকল দেখতে দেখতে পম্পা সরোবর তীরে এসে উপস্থিত হলেন।

কোয়ষ্টিভিশ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীরকৈঃ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নাদিতং তদ্ বনং মহৎ॥ ১২

টিট্টিভ, ময়ূর, সারস ও শুকপক্ষী এবং অন্যান্য বহু পক্ষীর কলকাকলিতে মুখরিত সেই মহারণ্য।

স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্॥ ১৩

রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় অনাসক্ত ও শান্তচিত্তে সেখানে গেলেন। শ্রীরাম নানান বৃক্ষ ও বিবিধ সরোবর দেখতে দেখতে কামসন্তপ্ত হয়ে সেই পম্পা সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন।

স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাৎ পানীয়বাহিনীম্।
মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত॥ ১৪

শ্রীরামচন্দ্র দূর থেকে সেই পানীয় প্রবাহিনী পম্পা সরোবর-এর তীরে এসে মতঙ্গ নামক সরোবরের হ্রদে অবগাহন স্নান করলেন।

তত্র জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ হি সমাহিতৌ।
স তু শোকসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ॥ ১৫
বিবেশ নলিনীং রম্যাং পঙ্কজৈশ্চ সমাবৃতাম্।
তিলকাশোকপুন্নাগবকুলোদ্দালকাশিনীম্ ॥ ১৬
রম্যোপবনসম্বাধাং পদ্মসম্পীড়িতোদকাম্।
স্ফটিকোপমতোয়াং তাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্॥ ১৭
মৎস্যকচ্ছপসম্বাধাং তীরস্থদ্রুমশোভিতাম্।
সখীভিরিব সংযুক্তাং লতাভিরনুবেষ্টিতাম্॥ ১৮
কিন্নরোরগগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসসেবিতাম্ ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং শীতবারিনিধিং শুভাম্॥ ১৯

রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় অনাসক্ত ও শান্তচিত্ত হয়ে সেখানে গেলেন। শোকাভিভূত দশরথ-তনয় শ্রীরাম তিল-অশোক-পুন্নাগ-বকুল-উদ্দাল ও কাশ (পুষ্প) সমাবৃত, রমণীয় উপবন-সংযুক্ত, বিস্তৃত সূক্ষ্ম বালুকারাশি-সুশোভিত, স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ জলে মনোরম ঊর্মিমালা যুক্ত, মৎস্য ও কচ্ছপ সমাকুল, সখীসদৃশ লতা পরিবেষ্টিত তীরবর্তী বৃক্ষ সুশোভিত, কিন্নর-নাগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস সেবিত, মঙ্গল সূচক নানা বৃক্ষ-লতা সমাকীর্ণ, শীতল জলপরিপূর্ণ ও পদ্ম-সমাবৃত রমণীয় সেই পম্পা সরোবরে অবগাহন করার জন্য প্রবেশ করলেন।

পদ্মসৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ।
নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব॥ ২০
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকায়ুতাম্।
পুষ্পিতাম্রবণোপেতাং বর্হিণোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্॥ ২১
স তাং দৃষ্ট্বা ততঃ পম্পাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিললাপ চ তেজস্বী রামো দশরথাত্মজঃ॥ ২২

তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরাম, সুগন্ধি পদ্মযোগে তাম্রবর্ণা, শ্বেতপদ্মের বর্ণযোগে শুভ্রবর্ণা, প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের দ্বারা নীলবর্ণা পম্পা সরোবরকে

বহুবর্ণময় আচ্ছাদনের মতো, রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম সমন্বিত পদ্মের সুগন্ধ সমন্বিত, মুকুলিত আম্রবনে পরিবেষ্টিত এবং ময়ূরের কেকাধ্বনি নিনাদিত সেই পম্পাকে দেখলেন ; দেখে দশরথতনয় তেজস্বী রাম বিলাপ করতে লাগলেন।

তিলকৈর্বীজপূরৈশ্চ বটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ॥ ২৩
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ॥ ২৪
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈ প্রমদামিব শোভিতাম্।
অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ॥ ২৫
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতশ্চিত্রপুষ্পিতপাদপঃ।

শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন — তিল, লেবু, বটবৃক্ষ, তদ্রূপ শ্বেতলোধ্র বৃক্ষে, পুষ্পবিভূষিত করবী বৃক্ষে এবং পুষ্প বিভূষিত পুন্নাগ বৃক্ষে, মালতী ও কুন্দপুষ্পে এবং নানা গুল্মলতায়, তদ্রূপ শিরীষ ও স্থল বেতস বৃক্ষে, অশোক সপ্তপর্ণ কেয়া মাধবীলতা ও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষশোভিত, সুসজ্জিতা রমণীর মতো পম্পা এবং তার তীরে বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষশোভিত ঋষ্যমূক নামে পূর্বকথিত ধাতুমণ্ডিত বিখ্যাত পর্বত।

হরিঋক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ২৬
অধ্যাস্তে তু মহাবীর্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ।

মহাত্মা ঋক্ষরাজার মহাবীর্যবান সুগ্রীব নামে খ্যাত এক বানর পুত্র সেখানে বসবাস করছিলেন।

সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ॥ ২৭
ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমঃ।
কথং ময়া বিনা সীতাং শক্যং লক্ষ্মণ জীবিতুম্॥ ২৮

সত্যনিষ্ঠ রাম লক্ষ্মণকে আবার বললেন—'হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! তুমি বানররাজ সুগ্রীবের কাছে যাও। কারণ, সীতা ব্যতীত আমি কীরূপে জীবনধারণে সমর্থ হব?'

ইত্যেবমুক্ত্বা মদনাভিপীড়িতঃ
স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতনঃ।
বিবেশ পম্পাং নলিনীমনোরমাং
তমুত্তমং শোকমুদীরয়াণঃ॥ ২৯

কামপীড়িত বাহ্যজ্ঞানহারা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরকম বলে, গভীর শোক প্রকাশ করতে করতে পদ্মপূর্ণ মনোরম পম্পা সরোবরে অবতরণ করলেন।

ক্রমেণ গত্বা প্রবিলোকয়ন্ বনং
দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননাম্।
অনেকনানাবিধপক্ষিসংকুলাং
বিবেশ রামঃ সহ লক্ষ্মণেন॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে অরণ্য দেখতে দেখতে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে, নানাপ্রকার বহু পক্ষিপরিপূর্ণ, সুন্দর কানন শোভিত শুভ পম্পার জল দেখলেন এবং সেখানে অবতরণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গঃ॥ ৭৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৫॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

প্রথম সর্গ (১)

পম্পা সরোবর দর্শন করে শ্রীরামের ব্যাকুল হওয়া, লক্ষ্মণের নিকট তার শোভা বর্ণনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সান্ত্বনা দান তথা দুই ভ্রাতাকে ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে আসতে দেখে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণের ভয়ভীত হওয়া

স তাং পুষ্করিণীং গত্বা পদ্মোৎপলঝষাকুলাম্।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১

সেই কমল উৎপলশোভিত ও মৎস্যাদি পরিপূর্ণ পম্পা সরোবরের তীরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে সীতার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন।

তত্র দৃষ্ট্বৈব তাং হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে।
স কামবশমাপন্নঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥ ২

পম্পা সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শ্রীরামের ইন্দ্রিয়সমূহ উল্লাসে (সরোবরের সৌন্দর্যের মধ্যে সীতার সৌন্দর্য অনুভব করে) প্রকম্পিত হল। তিনি কামনায় অধীর হয়ে (সীতা দর্শনের ইচ্ছায়) সুমিত্রানন্দনকে বললেন—

সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্যবিমলোদকা।
ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ৩

'হে সুমিত্রানন্দন ! এই পম্পা সরোবর কী সুন্দর শোভিত হচ্ছে! এর জল বৈদুর্যমণিসদৃশ স্বচ্ছ এবং শ্যামবর্ণবিশিষ্ট এবং নানাবিধ পদ্মরাজি সুশোভিত, তটদেশে বহুবিধ বৃক্ষসমূহ এই শোভা অধিকতর বৃদ্ধি করেছে।

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্।
যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব ॥ ৪

'সৌমিত্রে ! পম্পার তীরবর্তী এই কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করো। যেখানে সুবিস্তৃত বৃক্ষরাজিকে অনেক শৃঙ্গের সঙ্গে যুক্ত পর্বতের তুল্য মনে হচ্ছে।

মাং তু শোকাভিসন্তপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ।
ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ ॥ ৫

'কিন্তু এই সময়ে আমি ভরতের কষ্ট এবং সীতাহরণের চিন্তায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পীড়া অনুভব করছি।

শোকার্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।
ব্যবকীর্ণাং বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা ॥ ৬

'যদিও আমি শোকাকুল তথাপি চিত্রতুল্য কাননবিশিষ্ট পম্পা সরোবর আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। এই স্থান নানাবিধ পুষ্পের দ্বারা ব্যাপ্ত রয়েছে এবং এর জল শীতল এবং সুন্দর (সুস্বাদু)।

নলিনৈরপি সঞ্ছন্না হ্যত্যর্থশুভদর্শনা।
সর্পব্যালানুচরিতা মৃগদ্বিজসমাকুলা ॥ ৭

'পদ্মফুলের দ্বারা সমগ্র জলরাশি সমাচ্ছন্ন হয়ে অতি সুন্দর দৃশ্য হয়ে উঠেছে। এর নিকটে সর্প এবং হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করছে। মৃগ প্রভৃতি পশু এবং পক্ষীকুল দ্বারা এই বনাঞ্চল পরিপূর্ণ।

অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতং তু শাদ্বলম্।
দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম্ ॥ ৮

'নব দূর্বাদল দ্বারা সমাচ্ছাদিত এই স্থান নীলবর্ণ এবং পীতবর্ণবিশিষ্ট আভার কারণে অধিকতর শোভা পাচ্ছে। তদুপরি বৃক্ষচ্যুত নানাবিধ পুষ্প বিস্তৃত হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢানি সর্বতঃ ॥ ৯

'চারিদিকে বৃক্ষের অগ্রভাগগুলি ফুলভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় সমৃদ্ধশালী মনে হচ্ছে। উপরিস্থিত লতার অগ্রভাগ সমূহ পুষ্পভারে অবনমিত হয়েছে।

সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ।
গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমঃ॥ ১০

'সৌমিত্রে ! এই সময়ে ধীর সুখদায়ক বায়ু বয়ে চলেছে, ফলে কামনার উদ্দীপন হচ্ছে (সীতা দর্শনের ইচ্ছা জাগরিত হচ্ছে)। এই চৈত্র মাসে গাছগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ হয়ে সুগন্ধে আমোদিত করছে।

পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥ ১১

'লক্ষ্মণ ! পুষ্পশোভিত এই বনের সৌন্দর্য তুমি দেখো। বর্ষার মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তেমনভাবে এই বনের বৃক্ষগুলি পুষ্পধারা বর্ষণ করে চলেছে।

প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্॥ ১২

'বনের মধ্যে বায়ুর বেগে বিভিন্ন গাছ থেকে পুষ্প বর্ষিত হয়ে প্রস্তরগুলিকে এবং ভূমিকে আচ্ছাদিত করে তুলেছে।

পতিতৈঃ পদমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥ ১৩

'হে সুমিত্রানন্দন ! বৃক্ষ থেকে পতিত, পতনশীল এবং বৃক্ষস্থিত পুষ্পগুলির সঙ্গে বাতাসের এই খেলা তুমি দেখো।

বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখাঃ নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতস্থানৈঃ ষট্পদৈরনুগীয়তে॥ ১৪

'পুষ্পিত বৃক্ষশাখাগুলি বায়ুবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। ভ্রমরগণ বাতাসের পশ্চাদানুসরণ করে গুঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করছে।

মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দর নিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ॥ ১৫

'পর্বতের গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত বায়ুর উচ্চধ্বনি যেন মনে হয় সঙ্গীতের সুর। আর মত্ত কোকিলের কলনাদ যেন সেই সঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের কাজ করছে। এই গীতবাদ্যের সঙ্গে প্রবাহিত বায়ু আন্দোলিত বৃক্ষগুলিকে যেন নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছে।

তেন বিক্ষিপতাত্যর্থং পবনেন সমন্ততঃ।
অমী সংসক্তশাখাগ্রা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ॥ ১৬

'বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগগুলি পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি অপরটির সঙ্গে গ্রথিত রয়েছে।

স এব সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ॥ ১৭

'চন্দনের ন্যায় শীতল, সুখস্পর্শদায়ক, সুগন্ধবিতরণকারী, পবিত্র, শ্রমঅপনোদনকারক সেই বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

অমী পবনবিক্ষিপ্তা বিনদন্তীব পাদপাঃ।
ষট্পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু॥ ১৮

'পুষ্পরেণু এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ এই বনে বায়ু দ্বারা আন্দোলিত বৃক্ষগুলিকে যেমন নৃত্যরত বলে মনে হয়, তেমনি ভ্রমরের গুঞ্জন যেন তৎসহ সঙ্গীততুল্য।

গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু পুষ্পবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
সংসক্তশিখরা শৈলা বিরাজন্তি মহাদ্রুমৈঃ॥ ১৯

'পর্বতের সানুদেশে উৎপন্ন রমণীয় পুষ্পরাশি ও মনোরম সুবিশাল বৃক্ষ দ্বারা শোভিত পর্বতশিখরগুলি অতি সুন্দর।

পুষ্পসঞ্ছন্নশিখরা মারুতোৎ ক্ষেপচঞ্চলাঃ।
অমী মধুকরোত্তমাং প্রগীতা ইব পাদপাঃ॥ ২০

'পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগগুলি বায়ু দ্বারা হিল্লোলিত হচ্ছে। ভ্রমরের দল যেন তাদের শিরোভূষণরূপে শোভা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বৃক্ষরাজি নৃত্য-গীতানুষ্ঠান আরম্ভ করেছে।

সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ।
হাটকপ্রতিসঞ্ছন্নান্ নরান্ পীতাম্বরানিব॥ ২১

'দেখো ! নয়নাভিরাম ফুলে সজ্জিত বৃক্ষগুলিকে, মনে হচ্ছে যেন মানুষের মতো পীতবসন পরিধান করে অলংকারে সজ্জিত হয়েছে।

অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ।
সীতয়া বিপ্রহীণস্য শোকসন্দীপনো মম॥ ২২

'হে সৌমিত্রে ! নানাবিধ পাখির কূজন-মুখরিত এই বসন্তে সীতা-বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মনোবেদনা অধিকতর গভীর হয়েছে।

মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ॥ ২৩

'কোকিল বড় আনন্দের সঙ্গে কূজন করে চলেছে। এমনিতেই এখন আমি সীতার বিরহে কাতর ; তদুপরি

কোকিলের এই কুহুনাদ যেন আমাকে আহ্বান করছে। কামদেব যেন আমাকে অধিক পীড়া দিচ্ছেন।

এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রণদন্মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণ॥ ২৪

'হে লক্ষ্মণ ! রমণীয় এই বনের ঝর্ণার নিকটে এই যে ডাহুক পাখি আনন্দে ডেকে চলেছে তা সীতার সঙ্গে মিলনোন্মুখ আমাকে অধিক শোকমগ্ন করছে।

শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহূয় প্রমুদিতাঃ পরমং প্রতানন্দত॥ ২৫

'এই ডাক শুনে মনে হচ্ছে পূর্বে আশ্রমবাসী অবস্থায় আমার প্রিয়ার এইরূপ আহ্বান শুনে আমরা উভয়েই আনন্দিত হতাম।

এবং বিচিত্রাঃ পতগা নানারাববিরাবিণঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাঃ পশ্য সম্পতন্তি সমন্ততঃ॥ ২৬

'দেখো ! এইভাবে বিভিন্ন পাখিরা নানাবিধ রব করতে করতে চারিদিকে বৃক্ষলতাদিতে বিচরণ করছে এবং আমাকে সন্তপ্ত করছে।

বিমিশ্রা বিহগাঃ পুম্ভিরাত্মব্যূহাভিনন্দিতাঃ।
ভৃঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ॥ ২৭

'হে সৌমিত্র ! দেখো, ভ্রমরের গুঞ্জরণে আমোদিত হয়ে পাখিরা মধুর কলতান করছে। নানাজাতের স্ত্রীপাখি পুরুষপাখির সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনন্দিত (আনন্দিত) হচ্ছে।

অস্যাঃ কূলে প্রমুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ শকুনাস্ত্বিহ।
দাত্যূহরতিবিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিলরুতৈরপি॥ ২৮

'এই পম্পা সরোবরের তীরে পাখির দল আনন্দিত হয়ে কলরব করছে। ডাহুক পাখিরা এবং পুরুষ কোকিলেরা রতিসম্বন্ধীয় কলনাদ করছে।

স্বনন্তি পাদপাশ্চেমে মমানঙ্গপ্রদীপকাঃ।
অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্পদস্বননিঃস্বনঃ॥ ২৯

'বৃক্ষরাজি মধুর শব্দ করছে, আমার কামভাবকে এরা উদ্দীপ্ত করছে। রক্তবর্ণের অশোক পুষ্পস্তবক অঙ্গারতুল্য (কামাগ্নির অঙ্গারতুল্য), ভ্রমরের গুঞ্জন যেন তার ধ্বনি।

মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি।
নহি তাং সূক্ষ্মপক্ষ্মাক্ষীং সুকেশীং মৃদুভাষিণীম্॥ ৩০
অপশ্যতো মে সৌমিত্রে জীবিতেঽস্তি প্রয়োজনম্।

'নব পল্লবের রক্তিম আভাবিশিষ্ট বসন্তরূপ অগ্নি যেন আমায় কামানলে দগ্ধ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি হল সেই অগ্নি দহনের শব্দ। হে সুমিত্রানন্দন ! সূক্ষ্ম অক্ষিপল্লববিশিষ্টা, সুকেশী, মৃদুভাষিণী সীতাকে না দেখে আমার জীবনধারণের কী প্রয়োজন ?

অয়ং হি রুচিরস্তস্যাঃ কালো রুচিরকাননঃ॥ ৩১
কোকিলাকুলসীমান্তো দয়িতায়া মমানঘ।

'নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! এই তার (আমার প্রিয়া সীতার) রুচিকর কাল (প্রিয় ঋতু বসন্ত), মনোরম বনভূমিতে কোকিলদের মধুর কুহুতান শোনা যায়।

মন্মথায়াসসম্ভূতো বসন্তগুণবর্ধিতঃ॥ ৩২
অয়ং মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নির্নচিরাদিব।

'অনঙ্গদেবের সৃষ্টি এই শোকানল বসন্ত ঋতুর গুণে অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শোকাগ্নি অচিরেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাকে ধ্বংস করবে।

অপশ্যতস্তাং বনিতাং পশ্যতো রুচিরান্ দ্রুমান্॥ ৩৩
মমায়মাত্মপ্রভবো ভূয়স্ত্বমুপায়াস্যতি।

'প্রিয় বৃক্ষগুলিকে দর্শন করে এবং প্রিয়া সীতার অদর্শনে আমার এই অনঙ্গজ্বর এখন বর্ধিত হচ্ছে।

অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্ধয়তীহ মে॥ ৩৪
দৃশ্যমানো বসন্তশ্চ স্বেদসংসর্গদূষকঃ।

'বৈদেহী সীতা এখন অদৃশ্যমানা হয়ে এবং ঘর্ম নিবারণকারী দৃশ্যমান বসন্তের মলয়ানিল আমার শোক বর্ধিত করছে।

মাং হি সা মৃগশাবাক্ষী চিন্তাশোকবলাৎ কৃতম্॥ ৩৫
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ।

'হে সৌমিত্রে ! মৃগনয়না সীতার চিন্তা এবং শোক আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করছে। বনে প্রবাহিত চৈত্রের নিষ্ঠুর বাতাস আমাকে সন্তপ্ত করছে।

অমী ময়ূরা শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ॥ ৩৬
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব।

'এই ময়ূরেরা স্ফটিক দ্বারা নির্মিত বাতায়নতুল্য প্রতীতি হচ্ছে। এদের বিস্তৃত পক্ষগুলি বায়ু দ্বারা কম্পিত হয়ে এবং ইতস্তত নৃত্যের মাধ্যমে শোভা বর্ধন করছে।

শিখিনীভিঃ পরিবৃতাস্ত এতে মদমূর্চ্ছিতাঃ॥ ৩৭
মন্মথাভিপরীতস্য মম মন্মথবর্ধনাঃ।

'মদমত্ত ময়ূরেরা ময়ূরীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কামবেদনায় মূর্চ্ছিত হয়েছে। ফলে, আমার কামপীড়া

অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

পশ্য লক্ষ্মণ নৃত্যন্তং ময়ূরমুপনৃত্যতি॥ ৩৮
শিখিনী মন্মথার্তৈষা ভর্তারং গিরিসানুনি।

'হে লক্ষ্মণ! ওই দেখো, পর্বতশিখরে নৃত্যরত ময়ূর-ময়ূরীদের। তারা আপন সঙ্গীদের সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে নৃত্য করছে।

তামেব মনসা রামাং ময়ূরোঽপ্যনুধাবতি॥ ৩৯
বিতত্য রুচিরৌ পক্ষৌ রুতৈরুপহসন্নিব।

'ময়ূরেরা তাদের সুন্দর পক্ষযুগল বিস্তৃত করে নিজ নিজ প্রিয়ানুসরণরত এবং তাদের আপন মধুর স্বর দ্বারা আমাকে যেন উপহাস করছে।

ময়ূরস্য বনে নূনং রক্ষসা ন হৃতা প্রিয়া॥ ৪০
তস্মান্নৃত্যতি রম্যেষু বনেষু সহ কান্তয়া।

'এখানে কোনো রাক্ষস নিশ্চয়ই কোনো ময়ূরের প্রিয়াকে অপহরণ করেনি। সেইজন্যই তারা এই রমণীয় বনে কান্তাসহ নৃত্যরত।

মম ত্বয়ং বিনা বাসঃ পুষ্পমাসে সুদুঃসহঃ॥ ৪১
পশ্য লক্ষ্মণ সংরাগস্তির্যগ্যোনিগতেষ্বপি।
যদেষা শিখিনী কামাদ্ ভর্তারমভিবর্ততে॥ ৪২

'পুষ্পাকীর্ণ এই চৈত্রমাসে সীতাকে হারিয়ে জীবনধারণ করা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়েছে।

'ওহে লক্ষ্মণ! দেখো, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও কেমন পারস্পরিক অনুরাগ। যেমন কামার্তা ময়ূরীদল নিজ নিজ স্বামীর সমুপস্থিত হয়েছে।

মমাপ্যেবং বিশালাক্ষী জানকী জাতসম্ভ্রমা।
মদনেনাভিবর্তেত যদি নাপহৃতা ভবেৎ॥ ৪৩

'যদি আয়তলোচনা সীতার এইরূপ অপহরণ না হত; তাহলে তিনিও এইরকম প্রেমাকুল হয়ে, সবেগে আমার পাশে পাশে আগমন করতেন।

পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।
পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে॥ ৪৪

'হে লক্ষ্মণ! বসন্ত ঋতুর পুষ্পসমৃদ্ধ এই বনের সমস্ত ফুল সীতাবিরহী আমার নিকট নিষ্ফল হয়েছে।

রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া।
নিষ্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ॥ ৪৫

'বৃক্ষরাজির অতি সৌন্দর্যবর্ধক সুন্দর ফুলগুলি আমারই মতো ব্যর্থ হয়ে মধুকরদের সঙ্গে ভূপতিত হচ্ছে।

নদন্তি কামং শকুনা মুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ কলম্।
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং কামোন্মাদকরা মম॥ ৪৬

'আমাকে প্রেমোন্মাদ করে দিয়ে; আনন্দিত চিত্তে পাখিরা ইচ্ছামতো কলরব করছে এবং একে অপরকে আহ্বান করছে।

বসন্তো যদি তত্রাপি যত্র মে বসতি প্রিয়া।
নূনং পরবশা সীতা সাপি শোচত্যহং যথা॥ ৪৭

'আমার প্রিয়া যেখানে অবস্থান করছেন, বসন্ত যদি সেখানেও উপস্থিত হয়; তাহলে পরাধীনা সীতাও নিশ্চিতরূপে আমার মতো দুঃখবোধ করছেন।

নূনং ন তু বসন্তস্তং দেশং স্পৃশতি যত্র সা।
কথং হ্যসিতপদ্মাক্ষী বর্তয়েৎ সা ময়া বিনা॥ ৪৮

'তিনি যেখানে অবস্থিতা সেই দেশে অবশ্যই বসন্ত প্রবেশ করেনি; কারণ, আমার বিহনে সেই নীলপদ্মলোচনা সীতা তাহলে সেখানে কেমন করে আছেন?

অথবা বর্ততে তত্র বসন্তো যত্র মে প্রিয়া।
কিং করিষ্যতি সুশ্রোণী সা তু নির্ভর্ৎসিতা পরৈঃ॥ ৪৯

'অথবা, যেখানে আমার প্রিয়া বর্তমানা সেখানেও এইরূপ বসন্তাগম ঘটেছে; কিন্তু সুন্দরী সীতা অপরের দ্বারা নিরন্তর ভর্ৎসিতা হয়ে কিছুই করতে পারছেন না।

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদুভাষা চ মে প্রিয়া।
নূনং বসন্তমাসাদ্য পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ৫০

'পদ্মপলাশলোচনা, শ্যামাঙ্গী, মৃদুভাষিণী আমার প্রিয়া এই বসন্তে নিশ্চয়ই স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

দৃঢ়ং হি হৃদয়ে বুদ্ধির্মম সম্পরিবর্ততে।
নালং বর্তয়িতুং সীতা সাধ্বী মদ্বিরহং গতা॥ ৫১

'আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, সাধ্বী সীতা আমার থেকে বিচ্ছিন্না হয়ে বেশিদিন জীবনধারণ করতে পারবেন না।

ময়ি ভাবো হি বৈদেহ্যাস্তত্ত্বতো বিনিবেশিতঃ।
মমাপি ভাবঃ সীতায়াং সর্বথা বিনিবেশিতঃ॥ ৫২

'প্রকৃতপক্ষে, বৈদেহীর আন্তরিক প্রেম আমার মধ্যে এবং আমার সম্পূর্ণ প্রেম তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হিমাবহঃ।
তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমো মম॥ ৫৩

'ফুলের সুরভি বহনকারী এই সুখস্পর্শী শীতল বায়ু

আমার কান্তার চিন্তাকে জাগরিত করে, আমাকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করছে।

সদা সুখমহং মন্যো যং পুরা সহ সীতয়া।
মারুতঃ স বিনা সীতাং শোকসঞ্জননো মম॥ ৫৪

'পূর্বে জানকীর সঙ্গে অবস্থানকালে এই বায়ু ছিল আমার নিকট সদা সুখপ্রদ ; কিন্তু আজ সীতার বিরহে তার স্পর্শ আমার পক্ষে শোকজনক হয়ে উঠেছে।

তাং বিনাথ বিহঙ্গোঽসৌ পক্ষী প্রণদিতস্তদা।
বায়সঃ পাদপগতঃ প্রহৃষ্টমভিকূজতি॥ ৫৫

'আমাকে সীতা-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখে কাক গাছে গিয়ে আনন্দিত চিত্তে শব্দ করছে কিন্তু এই পাখি আমাকে সীতার সঙ্গে দেখে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করত।

এষ বৈ তত্র বৈদেহ্যা বিহগঃ প্রতিহারকঃ।
পক্ষী মাং তু বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপমুপনেষ্যতি॥ ৫৬

'এই সেই পাখি যে ছিল সেইখানে বৈদেহীর প্রতিহারক (সীতার অপহরণকালে প্রতিহার করেছিল) ; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেই পাখি আমাকে আয়তলোচনা সীতার কাছে নিয়ে যাবে।

পশ্যং লক্ষ্মণং সন্নাদং বনে মদবির্ধনম্।
পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু দ্বিজানামবকূজতাম্॥ ৫৭

'হে লক্ষ্মণ ! দেখো, এই বনে পুষ্পিত লতাবিশিষ্ট বৃক্ষগুলিতে কলরবরত পাখিদের মধুর কূজন বিরহীজনের মদোন্মত্ততা বৃদ্ধি করছে।

বিক্ষিপ্তাং পবনেনৈতামসৌ তিলকমঞ্জরীম্।
ষট্পদঃ সহসাভ্যেতি মদোদ্ধূতামিব প্রিয়াম্॥ ৫৮

'বায়ুতাড়িত তিলবৃক্ষের মঞ্জরীর ওপর সহসা ভ্রমর বসেছে, মনে হচ্ছে কোনো প্রেমিক কামোন্মত্ত হয়ে কম্পিতা প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

কামিনাময়মত্যন্তমশোকঃ শোকবর্ধনঃ।
স্তবকৈঃ পবনোৎক্ষিপ্তৈস্তর্জয়ন্নিব মাং স্থিতঃ॥ ৫৯

'প্রিয়াবিরহী কামার্তজনের নিকট এই অশোকফুল অত্যন্ত শোকবর্ধক, বায়ুকম্পিত শাখাচ্যুত পুষ্পস্তবক যেন আমায় তর্জন করছে।

অমী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ।
বিভ্রমোৎসিক্তমনসঃ সাঙ্গরাগা নরা ইব॥ ৬০

'লক্ষ্মণ ! এই মঞ্জরীসজ্জিত আম্রবৃক্ষগুলিকে শৃঙ্গার বিলাসে আসক্ত হয়ে চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগধারণকারী মনুষ্য বিভ্রম হচ্ছে।

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াশ্চিত্রাসু বনরাজিষু।
কিন্নরা নরশার্দূল বিচরন্তি যতস্ততঃ॥ ৬১

'সৌমিত্র ! দেখো, এই পম্পা সরোবরের বিচিত্র বনরাজির মধ্যে এদিকে-ওদিকে বিচরণরত কিন্নরদের দেখা যাচ্ছে।

ইমানি শুভগন্ধীনি পশ্য লক্ষ্মণ সর্বশঃ।
নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণসূর্যবৎ॥ ৬২

'লক্ষ্মণ ! দেখো, পম্পার জলের বিকশিত সকল সুগন্ধী পদ্মফুল যেন প্রভাতসূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

এষা প্রসন্নসলিলা পদ্মনীলোৎপলায়ুতা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা পম্পা সৌগন্ধিকায়ুতা॥ ৬৩

'পম্পার জল অতি স্বচ্ছ। এই জলে লালকমল, নীলকমল তথা প্রস্ফুটিত সুগন্ধীযুক্ত পদ্মরাজির সঙ্গে হাঁস, কারণ্ডব (বালিহাঁস)-এর দল এই সরোবরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

জলে তরুণসূর্যাভৈঃ ষট্পদাহতকেসরৈঃ।
পঙ্কজৈঃ শোভতে পম্পা সমন্তাদভিসংবৃতা॥ ৬৪

'তরুণ অরুণ বর্ণবিশিষ্ট পদ্মফুলের দ্বারা পম্পার চতুর্দিক সুশোভিত, পদ্মের কেশরগুলি ভ্রমরদের দ্বারা বিমর্দিত।

চক্রবাকয়ুতা নিত্যং চিত্রপ্রস্থবনান্তরা।
মাতঙ্গমৃগযূথৈশ্চ শোভতে সলিলার্থিভিঃ॥ ৬৫

'এই সরোবরের তীরে চক্রবাক পাখির বাস। বনের বিভিন্ন স্থানে স্থানে জলপানার্থী হস্তীমৃগযূথ এর শোভা বৃদ্ধি করেছে।

পবনাহতবেগাভিরূর্মিভির্বিমলেঽম্ভসি।
পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাড্যমানানি লক্ষ্মণ॥ ৬৬

'লক্ষ্মণ ! বায়ুর আঘাতে সৃষ্ট তরঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে পদ্মফুলগুলি জলাশয়ের শোভা অধিক সুন্দর করেছে।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্।
অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে॥ ৬৭

'পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা সীতার সদা প্রিয় এই পদ্মফুল ; তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার জীবনধারণে আর রুচি নেই।

অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্।
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্॥ ৬৮

'হায় ! মদনদেব আমার প্রতি কতই না বিরূপ, যে অন্যত্রগতা এবং দুর্লভা হয়েও কল্যাণময়ী বাক্‌বাদিনী সেই কল্যাণস্বরূপা সীতাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

শক্যো ধারয়িতুং কামো ভবেদভ্যাগতো ময়া।
যদি ভূয়ো বসন্তো মাং ন হন্যাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ॥ ৬৯

'পুষ্পদ্বারা সজ্জিত এই বৃক্ষরাজি, এই বসন্ত ঋতু যদি আমায় পুনঃপ্রহার না করে তাহলে, আগত এই কামবেদনাকে আমি ধারণ করতে (সহ্য করতে) পারব।

যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে।
তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা॥ ৭০

'সীতা পাশে থাকায় যে সমস্ত বস্তু আমার কাছে রমণীয় বলে মনে হত, আজ সীতার বিরহে সেগুলিকেই অসুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ॥ ৭১

'লক্ষ্মণ ! এই পদ্মফুল সীতার নয়নসদৃশ সুন্দর বলে মনে হচ্ছে ; সেইজন্য আমার চোখ এই সৌন্দর্য দেখতে চাইছে।

পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ॥ ৭২

'পদ্মকেশর স্পর্শ করে, অন্য বৃক্ষের মধ্য দিয়ে নির্গত সুগন্ধযুক্ত মনোরম বায়ু যেন সীতার নিশ্বাসের মতো বয়ে চলেছে।

সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং পরমশোভিতাম্॥ ৭৩

'সৌমিত্রে ! দেখো পম্পার দক্ষিণে পর্বতের সানুদেশে পুষ্পিতা কনকচাঁপার শাখা অধিক সৌন্দর্য লাভ করেছে।

অধিকং শৈলরাজোঽয়ং ধাতুভিস্তু বিভূষিতঃ।
বিচিত্রং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্॥ ৭৪

'বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে বিভূষিত হয়ে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক। বায়ু সবেগে সেখানে বিচিত্র ধূলোর সৃষ্টি করেছে।

গিরিপ্রস্থাস্তু সৌমিত্রে সর্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতৈঃ।
নিষ্পত্রৈঃ সর্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংশুকৈঃ॥ ৭৫

'সুমিত্রানন্দন ! পর্বতের পৃষ্ঠদেশের চারিদিকে পুষ্পিত এবং নিষ্পত্র পলাশ বৃক্ষগুলি দেখে মনে হচ্ছে, যেন পর্বতে অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হয়েছে।

পম্পাতীররুহাশ্চেমে সংসিক্তা মধুগন্ধিনঃ।
মালতীমল্লিকাপদ্মকরবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৭৬

'পম্পাতীরে সৃষ্ট বৃক্ষরাজি পম্পার জলে সিক্ত এবং মধুগন্ধী ; পুষ্পশোভিত এই বৃক্ষগুলি হল মালতী, মল্লিকা, পদ্ম এবং করবী।

কেতক্যঃ সিন্দুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ সুপুষ্পিতাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ সর্বশঃ॥ ৭৭

'কেতকী (কেয়া), সিন্দুবার (নিসিন্দা) তথা বাসন্তী লতাগুলি সুন্দর পুষ্প দ্বারা শোভিত ; মাধবীলতা সুগন্ধে পরিপূর্ণ তথা কুন্দপুষ্পের ঝোপ সর্বত্র শোভিত।

চিরিবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
চম্পকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৭৮

'চিরবিল্ব (করঞ্জ), মধুক (মহুয়া) বঞ্জুল (বেত) বকুল, চাঁপা, তিলক (তিল) নাগকেশর প্রভৃতি বৃক্ষ পুষ্পরাজি দ্বারা শোভিত।

পদ্মকাশ্চৈব শোভন্তে নীলাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেসরপিঞ্জরাঃ॥ ৭৯

'জলে পদ্মফুলরাজি শোভা বিস্তার করেছে, পর্বতপৃষ্ঠ নীল অশোক ফুলের সমারোহে সুশোভিত। লোধ্রফুলগুলি সিংহের পিঙ্গলবর্ণ কেশরের ন্যায় দৃশ্যমান।

অঙ্কোলাশ্চ কুরণ্টাশ্চ চূর্ণকাঃ পারিভদ্রকাঃ।
চূতাঃ পাটলয়শ্চাপি কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৮০
মুচুকুন্দার্জুনাশ্চৈব দৃশ্যন্তে গিরিসানুষু।

'অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক, (শিমুল) পরিভদ্রক, (নিম, মাদার) আম, পাটলি (পারুল, গোলাপ), কোবিদার, মুচুকুন্দ, (স্বর্ণচাঁপা) অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষরাজি পর্বতগাত্রে পুষ্পশোভিত হয়ে দণ্ডায়মান।

কেতকোদ্দালকাশ্চৈব শিরীষাঃ শিংশপা ধবাঃ॥ ৮১
শাল্মল্যঃ কিংশুকাশ্চৈব রক্তাঃ কুরবকাস্তথা।
তিনিশা নক্তমালাশ্চ চন্দনাঃ স্যন্দনাস্তথা॥ ৮২
হিন্তালাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ।

'কেতকী, উদ্দালক, শিরীষ, শিশু, ধব, শিমুল, পলাশ, রক্তবর্ণের কুরুবক (ঝিন্টি বা ঝাঁটি ফুল), তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হেন্তাল, তিলক তথা নাগকেশরের বৃক্ষগুলি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে।

পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভির্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতান্॥ ৮৩

'সৌমিত্রে ! এই বৃক্ষরাজিকে বেষ্টন করে আছে কত-না পুষ্পিতলতা ! পম্পার তীরবর্তী এই সুন্দর তরুরাজি বায়ুভারে আন্দোলিত হচ্ছে।

দ্রুমান্ পশ্যেহ সৌমিত্রে পম্পায়া রুচিরান্ বহূন্।
বাতবিক্ষিপ্তবিটপান্ যথাসন্নান্ দ্রুমানিমান্॥ ৮৪
লতাঃ সমনুবর্তন্তে মত্তা ইব বরস্ত্রিয়ঃ।

'বায়ুতাড়িত বৃক্ষশাখা এবং লতাগুলি নিকটবর্তী বৃক্ষগুলির অনুবর্তন করছে ; যেন মনে হচ্ছে, মদমত্ত সুন্দরীরা দয়িতের অনুসরণ করছে।

পাদপাৎ পাদপং গচ্ছঞ্শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্॥ ৮৫
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ।

'এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে, এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে, বন থেকে বনান্তরে প্রবাহিত বায়ু যেন এক রসের আস্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হচ্ছে না অর্থাৎ নানাবিধ রসের আস্বাদ গ্রহণ করাই তার বাসনা।

কেচিৎ পর্যাপ্তকুসুমাঃ পাদপা মধুগন্ধিনঃ॥ ৮৬
কেচিন্মুকুলসংবীতাঃ শ্যামবর্ণাঃ ইবাবভুঃ।

'কোনো কোনো বৃক্ষ অসংখ্য পুষ্পে পরিপূর্ণ এবং মধুগন্ধবিতরণকারী ; আবার কোনো কোনো বৃক্ষ মুকুলে আচ্ছাদিত হয়ে যেন শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে।

ইদং মৃষ্টমিদং স্বাদু প্রফুল্লমিদমিতাপি॥ ৮৭
রাগরক্তো মধুকরঃ কুসুমেষ্বেব লীয়তে।

'প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলির মধ্যে এটি সুমিষ্ট, এটি সুস্বাদু, এটি অধিক বিকশিত—এইরূপ চিন্তা করে রাগরঞ্জিত মধুকর ফুলগুলিতে প্রবেশ করছে।

নিলীয় পুনরুৎপেত্য সহসান্যত্র গচ্ছতি।
মধুলুব্ধো মধুকরঃ পম্পাতীরদ্রুমেষ্বসৌ॥ ৮৮

'পুষ্পমধ্যে নিলীয়মান মধুকরের দল পুনরুত্থিত হয়ে সহসা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এইভাবে মধুলোভী ভ্রমরেরা পম্পা তীরবর্তী বৃক্ষগুলিতে বিচরণ করছে।

ইয়ং কুসুমসংঘাতৈরুপস্তীর্ণা সুখাকৃতা।
স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমিঃ শয়নপ্রস্তরৈরিব॥ ৮৯

'পুষ্পগুলি স্বয়ং বৃক্ষচ্যুত হয়ে সুন্দরভাবে ভূমিকে এমন আচ্ছাদিত করেছে ; যেন মনে হয় শয়ন করার জন্য শয্যা রচিত হয়েছে।

বিবিধা বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তৈরেব নগসানুষু।
বিস্তীর্ণাঃ পীতরক্তাভাঃ সৌমিত্রে প্রস্তরাঃ কৃতাঃ॥ ৯০

'সুমিত্রানন্দন ! পর্বতের সানুদেশে বিবিধ বর্ণের পুষ্পরাশি ভূপতিত হয়ে, লাল হলুদ বর্ণের চাদরের মতো মনে হচ্ছে।

হিমান্তে পশ্য সৌমিত্রে বৃক্ষাণাং পুষ্পসম্ভবম্।
পুষ্পমাসে হি তরবঃ সঙ্ঘর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ॥ ৯১

'লক্ষ্মণ ! দেখো, বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষরাজির এই সৌন্দর্য। পুষ্পবিকাশের প্রতিযোগিতা করে তরুদল যেন পুষ্প প্রস্ফুটিত করে চলেছে।

আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ॥ ৯২

'ভাই লক্ষ্মণ ! বৃক্ষরাজির উপরিভাগে সুন্দর পুষ্পরাশি মুকুটের ন্যায় শোভা ধারণ করেছে ; সেইসঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জরণে মুখরিত এই স্থানে একে অপরকে আহ্বান করছে।

এষ কারণ্ডবঃ পক্ষী বিগাহ্য সলিলং শুভম্।
রমতে কান্তয়া সার্ধং কামমুদ্দীপয়ন্নিব॥ ৯৩

'এই কারণ্ডব পাখিটি পম্পার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করে নিজ প্রিয়তমার সঙ্গে রমণ করতে করতে কাম উদ্দীপন করছে।

মন্দাকিন্যাস্তু যদিদং রূপমেতন্মনোরমম্।
স্থানে জগতি বিখ্যাতা গুণাস্তস্যা মনোরমাঃ॥ ৯৪

'পৃথিবীতে মন্দাকিনীর মনোরম গুণ (অপরূপ সৌন্দর্য) সুবিখ্যাত ; কিন্তু এইখানে পম্পা সরোবরের মনোরম রূপ সেই মন্দাকিনীর রূপের সমান মনে হচ্ছে।

যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।
স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নায়োধ্যায়ৈ রঘূত্তম॥ ৯৫

'হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! যদি সেই সাধ্বী সীতার দর্শন আমি এখানে লাভ করি এবং যদি তাঁর সঙ্গে এখানে বাস করি ; তাহলে আমার ইন্দ্রলোকে যাবারও ইচ্ছা হবে না, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাও হবে না।

ন হ্যেবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ।
রমতো মে ভবেচ্চিন্তা ন স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ॥ ৯৬

'এই শ্যামল কোমল তৃণভূমিতে যদি সীতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারতাম ; তাহলে আমার অন্য কোনো চিন্তা থাকত না, অন্য কোনো ভোগ্যবস্তুর প্রতি স্পৃহাও থাকত না।

অমী হি বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তরবো বিবিধচ্ছদাঃ।

কাননেঽস্মিন্ বিনা কান্তাং চিন্তামুৎপাদয়ন্তি মে।। ৯৭

'নানা পুষ্পে-পল্লবে আচ্ছাদিত এই বনস্থিত বৃক্ষরাজি, সীতাবিরহিত-আমার চিত্তে চিন্তা উৎপাদন করছে।

পশ্য শীতজলাং চেমাং সৌমিত্রে পুষ্করায়ুতাম্।
চক্রবাকানুচরিতাং কারণ্ডবনিষেবিতাম্।। ৯৮
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সম্পূর্ণাং মহামৃগনিষেবিতাম্।

'সুমিত্রানন্দন ! দেখো ! এই পম্পার জল কত শীতল, এখানে অগণিত পদ্মের সমারোহ, এখানে চক্রবাক বিচরণ করছে, কারণ্ডবের বাসভূমি। প্লবঙ্গ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষীতে পরিপূর্ণ এই স্থানে বড় বড় মৃগদের নিবাস।

অধিকং শোভতে পম্পা বিকূজদ্ভির্বিহংগমৈঃ।। ৯৯
দীপয়ন্তীব মে কামং বিবিধা মুদিতা দ্বিজাঃ।
শ্যামাং চন্দ্রমুখীং স্মৃত্বা প্রিয়াং পদ্মনিভেক্ষণাম্।। ১০০

'পাখির কূজন মুখরিত এই পম্পার তীর বড় মনোরম। আনন্দ নিমগ্ন নানাবিধ পাখি আমার কামনাকে উদ্দীপ্ত করছে ; শ্যামাঙ্গী, চন্দ্রমুখী, কমলনয়না আমার প্রিয়াকে মনে পড়ছে।

পশ্য সানুষু চিত্রেষু মৃগীভিঃ সহিতান্ মৃগান্।
মাং পুনর্মৃগশাবাক্ষ্যা বৈদেহ্যা বিরহীকৃতম্।
ব্যথয়ন্তীব মে চিত্তং সঞ্চরন্তস্ততস্ততঃ।। ১০১

'লক্ষ্মণ ! দেখো, পর্বতের বিচিত্র সানুদেশে হরিণগুলি হরিণীদের সঙ্গে বিচরণ করছে ; আমি আমার মৃগনয়নী সীতার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। এদিকে-ওদিকে বিচরণরত হরিণের দল আমার মনকে ব্যথিত করছে।

অস্মিন্ সানুনি রম্যে হি মত্তদ্বিজগণাকুলে।
পশ্যেয়ং যদি তাং কান্তাং ততঃ স্বস্তি ভবেন্মম।। ১০২

'মদমত্ত পক্ষীপরিপূর্ণ এই পর্বতের রমণীয় সানুদেশে যদি আমার কান্তার দর্শন লাভ করি, তাহলে কল্যাণ হয়।

জীবেয়ং খলু সৌমিত্রে ময়া সহ সুমধ্যমা।
সেবেত যদি বৈদেহী পম্পায়াঃ পবনং শুভম্।। ১০৩

'সৌমিত্রে ! যদি সুমধ্যমা সীতা আমার সঙ্গে পম্পা সরোবর তীরস্থ সুখদায়ক বায়ু সেবন করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই জীবিত থাকতে পারব।

পদ্মসৌগন্ধিকবহং শিবং শোকবিনাশনম্।
ধন্যা লক্ষ্মণ সেবন্তে পম্পায়া বনমারুতম্।। ১০৪

'পম্পাতীরের এই পদ্মগন্ধবাহী, কল্যাণজনক, শোকবিনাশক এই বন্য বাতাস যাঁরা সেবন করেন, লক্ষ্মণ ! তারা ধন্য।

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া বিরহিতা ময়া।
কথং ধারয়তি প্রাণান্ বিবশা জনকাত্মজা।। ১০৫

'সেই শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা আমার প্রিয়া জনকাত্মজা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিবশ হয়ে না জানি কেমন করে প্রাণধারণ করে আছেন ?

কিং নু বক্ষ্যামি ধর্মজ্ঞং রাজানং সত্যবাদিনম্।
জনকং পৃষ্টসীতং তং কুশলং জনসংসদি।। ১০৬

'ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী রাজা জনক সীতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে ; আমি জনসমক্ষে তাঁকে কী বলব ?

যা মামনুগতা মন্দং পিত্রা প্রস্থাপিতং বনম্।
সীতা ধর্মং সমাস্থায় ক্ব নু সা বর্ততে প্রিয়া।। ১০৭

'পিতার আদেশে আমি বনবাসে প্রেরিত হলে, যিনি ধর্মাশ্রয়ী হয়ে আমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছেন, সেই সীতা, আমার প্রিয়া এখন কোথায় অবস্থান করছেন ?

তয়া বিহীনঃ কৃপণঃ কথং লক্ষ্মণ ধারয়ে।
যা মামনুগতা রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টং বিহতচেতসম্।। ১০৮

'লক্ষ্মণ ! যখন আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে দুঃখী হয়েছিলাম, তখনও তিনি আমার অনুগমন করেছিলেন, তাঁর বিহনে এই দীন অবস্থায় আমি কেমন করে জীবন ধারণ করব ?

তচ্চার্বাঞ্চিতপদ্মাক্ষং সুগন্ধি শুভমব্রণম্।
অপশ্যতো মুখং তস্যাঃ সীদতীব মতির্মম।। ১০৯

'সুগন্ধি, কমলাক্ষি, সুন্দর, ব্রণরহিত সীতার মুখমণ্ডল দর্শন না করে আমার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটছে।

স্মিতহাস্যান্তরযুতং গুণবন্মধুরং হিতম্।
বৈদেহ্যা বাক্যমতুলং কদা শ্রোষ্যামি লক্ষ্মণ।। ১১০

'লক্ষ্মণ ! স্মিতহাস্যযুক্ত, গুণবিশিষ্ট, মধুর, কল্যাণকর বৈদেহীর অতুলনীয় বাক্য আমি আবার কবে শ্রবণ করব ?

প্রাপ্য দুঃখং বনে শ্যামা মাং মন্মথবিকর্শিতম্।
নষ্টদুঃখেব হৃষ্টেব সাধ্বী সাধ্বভ্যভাষত।। ১১১

'বনে এসে সাধ্বী সীতা বহু দুঃখ পেয়েছেন, তথাপি তিনি আমার মনোবেদনা বা মানসিক কষ্ট তাঁর মধুর বাক্য দ্বারা দূরীভূত করেছেন।

কিং নু বক্ষ্যাম্যযোধ্যায়াং কৌসল্যাং হি নৃপাত্মজ।
ক্ব সা স্নুষেতি পৃচ্ছন্তীং কথং চাপি মনস্বিনীম্।। ১১২

'হে রাজপুত্র ! অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার পরে, মনস্বিনী মাতা কৌশল্যা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, ''আমার বউমা কোথায় ?''—তখন আমি কী বলব ?

গচ্ছ লক্ষ্মণ পশ্য ত্বং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
নহ্যহং জীবিতুং শক্তস্তামৃতে জনকাত্মজাম্॥ ১১৩

'লক্ষ্মণ ! তুমি যাও, ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখো, আমি জনকনন্দিনী সীতাকে ছেড়ে জীবন ধারণ করতে পারব না।'

ইতি রামং মহাত্মানং বিলপন্তমনাথবৎ।
উবাচ লক্ষ্মণো ভ্রাতা বচনং যুক্তমব্যয়ম্॥ ১১৪

এইভাবে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে অনাথের ন্যায় বিলাপ করতে দেখে, ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে যুক্তিপূর্ণ এবং অক্ষয় বাক্য বললেন—

সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম।
নেদৃশানাং মতির্মন্দা ভবত্যকলুষাত্মনাম্॥ ১১৫

'পুরুষোত্তম শ্রীরাম ! আপনার মঙ্গল হোক। মন শান্ত করুন। শোক করবেন না। আপনার মতো পুণ্যাত্মা মানুষের বুদ্ধি কখনো এরূপ উৎসাহশূন্য হয় না।

স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।
অতিস্নেহপরিষ্বঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে॥ ১১৬

'প্রিয়জনের বিয়োগজাত দুঃখ সকলকেই সহ্য করতে হয় ; এই কথা স্মরণ করে আপনি প্রিয়জনের প্রতি অধিক স্নেহ (আসক্তি) ত্যাগ করুন। কারণ জলসিক্ত পলতেও অধিক তেলে নিমজ্জিত হলে পুড়ে যায়।

যদি গচ্ছতি পাতালং ততোঽভ্যধিকমেব বা।
সর্বথা রাবণস্তাত ন ভবিষ্যতি রাঘব॥ ১১৭

'হে রাঘব ! রাবণ যদি সীতাকে নিয়ে পাতালে কিংবা ততোধিক গভীরতর স্থানে প্রবেশ করে তাহলেও তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রবৃত্তির্লভ্যতাং তাবৎ তস্য পাপস্য রক্ষসঃ।
ততো হাস্যতি বা সীতাং নিধনং বা গমিষ্যতি॥ ১১৮

'এখন সেই পাপী রাক্ষসের বাসস্থান অনুসন্ধান করি ; তারপর সে সীতাকে ফিরিয়ে দেবে, অন্যথায় সে ধ্বংস হবে।

যদি যাতি দিতের্গর্ভং রাবণঃ সহ সীতয়া।
তত্রাপ্যেনং হনিষ্যামি ন চেদ্ দাস্যতি মৈথিলীম্॥ ১১৯

'রাবণ যদি সীতাকে নিয়ে অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলেও মিথিলার রাজকুমারীকে ফিরিয়ে না দিলে, সেই স্থানেই তাকে হত্যা করব।

স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ।
অর্থো হি নষ্টকার্যার্থৈরয়ত্নেনাধিগম্যতে॥ ১২০

'হে আর্য ! আপনি সুস্থ হোন। আপনার কল্যাণ হোক। হীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। যার উদ্যম নষ্ট হয়ে গেছে ; সে যদি উৎসাহপূর্বক চেষ্টা না করে ; তাহলে কখনোই তার অভীষ্ট পূর্ণ হয় না।

উৎসাহো বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ ১২১

'আর্য ! উৎসাহই বলবান ; উৎসাহ অপেক্ষা অধিক বল আর নেই। উৎসাহী পুরুষের নিকট সংসারের কোনও কিছুই দুর্লভ নয়।

উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্মসু।
উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্॥ ১২২

'উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কর্মে অবসন্ন হন না। উৎসাহকে আশ্রয় করেই আমরা জানকীকে লাভ করব।

ত্যজতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সন্ন্যস্য পৃষ্ঠতঃ।
মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে॥ ১২৩

'কামীর ন্যায় আচরণসহ শোক ত্যাগ করুন ; মহাত্মা এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট হয়েও আপনি এইসময়ে নিজেকে বুঝতে পারছেন না।'

এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
ত্যজ্য শোকং চ মোহং চ রামো ধৈর্যমুপাগমৎ॥ ১২৪

এইভাবে লক্ষ্মণ বোঝানোর পরে শোকাহত-চিত্ত রাম তাঁর শোক এবং মোহ ত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন করলেন।

সোঽভ্যতিক্রামদব্যগ্রস্তামচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রামঃ পম্পাং সুরুচিরাং রম্যাং পারিপ্লবদ্রুমাম্॥ ১২৫

তদনন্তর ব্যগ্রতারহিত হয়ে অচিন্ত্যপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র বায়ুতাড়িত বৃক্ষসমন্বিতা রমণীয়া পম্পা অতিক্রম করলেন।

নিরীক্ষমাণঃ সহসা মহাত্মা
সর্বং বনং নির্ঝরকন্দরং চ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সহ লক্ষ্মণেন
বিচার্য দুঃখোপহতঃ প্রতস্থে॥ ১২৬

উদ্বিগ্নচিত্ত, দুঃখাহত মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা বিবেচনা করে ঝর্ণা, গুহা এবং বনসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

তং মত্তমাতঙ্গবিলাসগামী
গচ্ছন্তমব্যগ্রমনা মহাত্মা।
স লক্ষ্মণো রাঘবমিষ্টচেষ্টো
ররক্ষ ধর্মেণ বলেন চৈব ॥ ১২৭

মদমত্ত হাতির মতো বিলাসপূর্ণ গতিতে চলনশীল অব্যগ্রমনস্ক মহাত্মা লক্ষ্মণ অগ্রগামী রামচন্দ্রের কল্যাণসাধনে নিরত হয়ে ধর্ম এবং শক্তির দ্বারা তাঁকে রক্ষা করলেন।

তাবৃষ্যমূকস্য সমীপচারী
চরন্ দদর্শাদ্ভুতদর্শনীয়ৌ।
শাখামৃগাণামধিপস্তরস্বী
বিতত্রসে নৈব বিচেষ্ট চেষ্টাম্ ॥ ১২৮

ঋষ্যমূক পর্বতের নিকট বিচরণরত, বানরদের অধিপতি বেগশালী সুগ্রীব অদ্ভুতদর্শনধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখে ভীত হয়ে, আহারাদির ন্যায় অভীষ্ট কর্মও ত্যাগ করলেন।

স তৌ মহাত্মা গজমন্দগামী
শাখামৃগস্তত্র চরংশ্চরন্তৌ।
দৃষ্ট্বা বিষাদং পরমং জগাম
চিন্তাপরীতো ভয়ভারভগ্নঃ ॥ ১২৯

গজের মতো দ্রুতবেগে বিচরণশীল রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সেখানে বিচরণরত বানরাধিপতি সুগ্রীবও চিন্তাবিষ্ট হয়ে অত্যন্ত ভীত এবং বিষণ্ণ হলেন।

তমাশ্রমং পুণ্যসুখং শরণ্যং
সদৈব শাখামৃগসেবিতান্তম্।
ত্রস্তাশ্চ দৃষ্ট্বা হরয়োঽভিজগ্মু-
র্মহৌজসৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ তৌ ॥ ১৩০

মতঙ্গ মুনির সেই আশ্রমকে পুণ্যদায়ক এবং সুখকর মনে করে বহুসংখ্যক বানর দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বাস করছিল। কিন্তু মহাতেজস্বী রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে দেখে বানরেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আশ্রমের ভিতরে চলে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ (২)

সুগ্রীব তথা অন্যান্য বানরদের ভয়, হনুমানের দ্বারা সেই ভয় নিবারণ তথা রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানার জন্য সুগ্রীব দ্বারা তাঁদের নিকট হনুমানকে পাঠানো

তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ সুগ্রীবঃ শঙ্কিতোঽভবৎ ॥ ১

মহাত্মা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ এই দুই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী বীর ভাইদের দেখে, সুগ্রীব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সর্বা দিশঃ সমবলোকয়ন্।
ন ব্যতিষ্ঠত কস্মিংশ্চিদ্ দেশে বানরপুঙ্গবঃ ॥ ২

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বানরবীর সুগ্রীব চারিদিক ভালো করে দেখতে লাগলেন, সেইসময় তিনি কোনো এক স্থানে স্থির থাকতে পারছিলেন না।

নৈব চক্রে মনঃ স্থাতুং বীক্ষমাণৌ মহাবলৌ।
কপেঃ পরমভীতস্য চিত্তং ব্যবসসাদ হ ॥ ৩

মহাবলী শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব তাঁর মনকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। ভয়ে ভীতচিত্ত হয়ে বানররাজের হৃদয় তখন অবসন্ন হয়ে গেল।

চিন্তয়িত্বা স ধর্মাত্মা বিমৃশ্য গুরুলাঘবম্।
সুগ্রীবঃ পরমোদ্বিগ্নঃ সর্বৈস্তৈর্বানরৈঃ সহ ॥ ৪

ধর্মাত্মা সুগ্রীব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ভালোমন্দ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর অন্যান্য বানরদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

ততঃ স সচিবেভ্যস্তু সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
শশংস পরমোদ্বিগ্নঃ পশ্যংস্তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৫

বানররাজ সুগ্রীবের হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তিনি শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে দেখতে তাঁর অমাত্যদের বললেন—

এতৌ বনমিদং দুর্গং বালিপ্রণিহিতৌ ধ্রুবম্।
ছদ্মনা চীরবসনৌ প্রচরন্তাবিহাগতৌ॥ ৬

'এরা নিশ্চিতভাবেই বালীর দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই দুর্গম বনে বিচরণ করতে করতে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছে। আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য ছদ্মবেশীরূপ চীরবাস ধারণ করেছে।'

ততঃ সুগ্রীবসচিবা দৃষ্ট্বা পরমধন্বিনৌ।
জগ্মুর্গিরিতটাৎ তস্মাদন্যচ্ছিখরমুত্তমম্॥ ৭

তখন সুগ্রীবের সহায়ক অন্যান্য বানরেরা মহাধনুর্ধারী সেই দুই বীরকে দেখলেন এবং ওই পর্বতের সানুদেশ ত্যাগ করে অন্য পর্বতের সুউচ্চ শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

তে ক্ষিপ্রমভিগম্যাথ যূথপা যূথপর্ষভম্।
হরয়ো বানরশ্রেষ্ঠং পরিবার্যোপতস্থিরে॥ ৮

যূথপতি বানরগণ তাঁদের দলনায়ক বানররাজ সুগ্রীবের চতুর্দিক বেষ্টন করে দাঁড়ালেন।

এবমেকায়নগতা প্লবমানা গিরের্গিরিম্।
প্রকম্পয়ন্তো বেগেন গিরীণাং শিখরাণি চ॥ ৯

এইভাবে তাঁরা সমাবেগে পর্বতশিখর প্রকম্পিত করে এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে লাফিয়ে যেতে লাগলেন।

ততঃ শাখামৃগাঃ সর্বে প্লবমানা মহাবলাঃ।
বভঞ্জুশ্চ নগাংস্তত্র পুষ্পিতান্ দুর্গমাশ্রিতান্॥ ১০

অনন্তর মহাবলশালী লম্ফমান সমস্ত বানরেরা সেই পর্বতের দুর্গম স্থানে অবস্থিত সুন্দর পুষ্পিত বৃক্ষশাখাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিলেন।

আপ্লবন্তো হরিবরাঃ সর্বতস্তং মহাগিরিম্।
মৃগমার্জারশার্দূলাংস্ত্রাসয়ন্তো যযুস্তদা॥ ১১

সেই পর্বতের চতুর্দিকে অবস্থিত হরিণ, বিড়াল, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে শ্রেষ্ঠ বানরেরা অগ্রসর হলেন।

ততঃ সুগ্রীবসচিবাঃ পর্বতেন্দ্রে সমাহিতাঃ।
সংগম্য কপিমুখ্যেন সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ॥ ১২

এইভাবে সুগ্রীবের সমস্ত সচিবেরা পর্বতরাজ ঋষ্যমূক-এ আশ্রয় নিল এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে বানররাজের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন।

ততস্তং ভয়সংত্রস্তং বালিকিল্বিষশঙ্কিতম্।
উবাচ হনুমান্ বাক্যং সুগ্রীবং বাক্যকোবিদঃ॥ ১৩

অনন্তর বালীর পাপের আশঙ্কা করে সুগ্রীবকে ভয়ভীত দেখে বাক্‌পটু হনুমান বললেন—

সম্ভ্রমস্ত্যজ্যতামেষ সর্বৈর্বালিকৃতে মহান্।
মলয়োঽয়ং গিরিবরো ভয়ং নেহাস্তি বালিনঃ॥ ১৪

'বালীর কারণে আপনাদের যে ভয় তা আপনারা ত্যাগ করুন, এখানে মলয় নামক যে শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে, সেখানে বালীর কারণে কোনো ভয় নেই।

যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব।
তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্॥ ১৫

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! যার আশঙ্কায় ভীত হয়ে আপনি পলায়নে উদ্যত সেই নিষ্ঠুরদর্শন নির্দয় বালীকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

যস্মাৎ তব ভয়ং সৌম্য পূর্বজাৎ পাপকর্মণঃ।
স নেহ বালী দুষ্টাত্মা ন তে পশ্যাম্যহং ভয়ম্॥ ১৬

'হে সৌম্য ! আপনি যার ভয়ে ভীত, আপনার সেই পাপকর্মা বড়ভাই দুষ্টাত্মা বালীকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

অহো শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম।
লঘুচিত্ততয়াঽঽত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ॥ ১৭

'আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, আপনি ওই সময় ভীত হয়ে বানরোচিত চপলতা প্রকাশ করেছেন। আপনার মন চঞ্চল। সেইজন্য আপনি সদ্বুদ্ধিতে স্থির থাকতে পারছেন না।

বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্বমাচর।
নহ্যবুদ্ধিং গতো রাজা সর্বভূতানি শাস্তি হি॥ ১৮

'আপনি বুদ্ধিমান এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, অপরের ইঙ্গিতের দ্বারা অর্থাৎ অন্যের আচরণ এবং কর্মপদ্ধতি থেকে তার মনোভাব বুঝে আপনার কার্য সম্পন্ন করুন ; কারণ যে রাজা বুদ্ধিবলকে আশ্রয় না করেন তিনি সকল প্রজাদের শাসন করতে সক্ষম হন না।'

সুগ্রীবস্তু শুভং বাক্যং শ্রুত্বা সর্বং হনূমতঃ।
ততঃ শুভতরং বাক্যং হনূমন্তমুবাচ হ॥ ১৯

হনুমানের মুখ থেকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বচন শুনে সুগ্রীব তাঁকে অধিকতর কল্যাণময় বাক্য বললেন—

দীর্ঘবাহূ বিশালাক্ষৌ শরচাপাসিধারিণৌ।
কস্য ন স্যাদ্ ভয়ং দৃষ্ট্বা হ্যেতৌ সুরসুতোপমৌ॥ ২০

'এই দুই বীর দীর্ঘবাহু এবং আয়তলোচনবিশিষ্ট, তাঁরা ধনুর্বাণ ও তলোয়ালধারী এবং দেবকুমারদের ন্যায় তাঁদের শোভা ; তাঁদের দেখে কার মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়!

বালিপ্রণিহিতাবেব শঙ্কেঽহং পুরুষোত্তমৌ।
রাজানো বহুমিত্রাশ্চ বিশ্বাসো নাত্র হি ক্ষমঃ॥ ২১

'আমি আশঙ্কা করছি যে, এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বালি প্রেরণ করেছেন, রাজাদের বহু বন্ধু থাকেন, অতএব এঁদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

অরয়শ্চ মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্ছদ্মচারিণঃ।
বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি॥ ২২

'ছদ্মবেশে বিচরণকারী শত্রুদের বিশেষরূপে জানার চেষ্টা প্রাণীমাত্রই করে থাকে ; কারণ তারা নিজেকে অপরের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তুললেও নিজে সবাইকে বিশ্বাস করে না। সুযোগ পেলেই কোনো ছিদ্র অনুসন্ধান করে ঐ বিশ্বাসভাজনকে প্রহার করে।

কৃত্যেষু বালী মেধাবী রাজানো বহুদর্শিনঃ।
ভবন্তি পরহন্তারস্তে জ্ঞেয়াঃ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ॥ ২৩

'মেধাবী বালী এই সমস্ত কাজে দক্ষ। রাজারা বহুদর্শী হন অর্থাৎ অনেক বিষয়ে জানেন। এইজন্য তাঁরা মানুষের প্রকৃত অভিপ্রায় জেনে (গোপনে) শত্রুদের হত্যা করেন।

তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম।
ইঙ্গিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ॥ ২৪

'অতএব, হে কপিশ্রেষ্ঠ ! আপনি একজন সাধারণ মানুষের মতো সেখানে যান এবং তাঁদের ইঙ্গিত, আচরণ, রূপ এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানুন।

লক্ষয়স্ব তয়োর্ভাবং প্রহৃষ্টমনসৌ যদি।
বিশ্বাসয়ন্ প্রশংসাভিরিঙ্গিতৈশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ২৫

'তাঁদের মনোভাব জানুন। যদি তাঁরা চিত্ত প্রসন্ন হন, তাহলে বার বার আমার প্রশংসা করে ইঙ্গিতের দ্বারা আমার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করান।

মমৈবাভিমুখং স্থিত্বা পৃচ্ছ ত্বং হরিপুঙ্গব।
প্রয়োজনং প্রবেশস্য বনস্যাস্য ধনুর্ধরৌ॥ ২৬

'হে বানরশিরোমণি ! আমার প্রতিনিধি হয়ে আপনি ওই দুই ধনুর্ধারী বীরকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের এই বনে প্রবেশের প্রয়োজন কী ?

শুদ্ধাত্মানৌ যদি ত্বেতৌ জানীহি ত্বং প্লবঙ্গম।
ব্যাভাষিতৈর্বা রূপৈর্বা বিজ্ঞেয়া দুষ্টতানয়োঃ॥ ২৭

'বানরবর ! যদি আপনি দেখেন যে তাঁরা শুদ্ধ তাহলে তাঁদের ভাষণের দ্বারা বা রূপের দ্বারা আপনি জানতে চেষ্টা করবেন যে তাঁদের কোনো দুষ্টতা আছে কিনা ?'

ইত্যেবং কপিরাজেন সন্দিষ্টো মারুতাত্মজঃ।
চকার গমনে বুদ্ধিং যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৮

এইভাবে বানররাজের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পবনপুত্র হনুমান, যেখানে রাম-লক্ষ্মণ রয়েছেন সেখানে যেতে ইচ্ছা করলেন।

তথেতি সম্পূজ্য বচস্তু তস্য
কপেঃ সুভীতস্য দুরাসদস্য।
মহানুভাবো হনুমান্ যযৌ তদা
স যত্র রামোঽতিবলী সলক্ষ্মণঃ॥ ২৯

অত্যন্ত ভীত বানররাজ সুগ্রীবের এই বাক্যকে সম্মান জানিয়ে, 'তাই হোক' এই বলে মহানুভব হনুমান যেস্থানে অতিবলশালীদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করছিলেন সেইস্থানে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ (৩)

হনুমান দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা এবং স্বীয় পরিচয়সহ সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান ; শ্রীরাম কর্তৃক তাঁর বাক্যের প্রশংসা ও তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ, রামের আদেশে হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণের আলাপ এবং তার ফলে হনুমানের আনন্দলাভ

বচো বিজ্ঞায় হনুমান্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পর্বতাদৃষ্যমূকাৎ তু পুপ্লুবে যত্র রাঘবৌ॥ ১

মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করে বীর হনুমান ঋষ্যমূকপর্বত থেকে যেখানে দুই রঘুবংশীয় (রাম-লক্ষ্মণ) বিরাজমান সেইখানে লাফিয়ে চলে গেলেন।

কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে হঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ॥ ২

পবনপুত্র হনুমান কপটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে ; তাঁর বানররূপ পরিত্যাগ করে, ভিক্ষুকরূপ (সাধারণ তপস্বী) ধারণ করলেন।

ততশ্চ হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া।
বিনীতবদুপাগম্য রাঘবৌ প্রণিপত্য চ॥ ৩

অনন্তর হনুমান সেই রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনীতভাবে প্রণাম করে, মধুর এবং মনোরম বাক্যসহযোগে আলাপ করতে লাগলেন।

আবভাষে চ তৌ বীরৌ যথাবৎ প্রশশংস চ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ বীরৌ হনুমান্ বানরোত্তমঃ॥ ৪

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই দুই বীরকে যথাবিধি অনুসারে পূজা করলেন এবং যথোচিত প্রশংসা করলেন।

উবাচ কামতো বাক্যং মৃদু সত্যপরাক্রমৌ।
রাজর্ষিদেবপ্রতিমৌ তাপসৌ সংশিতব্রতৌ॥ ৫

তিনি মৃদু বাক্যে বললেন, 'আপনারা সত্যিই পরাক্রমশালী, রাজর্ষি, দেবতুল্য, কঠোরব্রতী এবং তেজস্বী।

দেশং কথমিমং প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ বরবর্ণিনৌ।
ত্রাসয়ন্তৌ মৃগগণানন্যাংশ্চ বনচারিণঃ॥ ৬

'আপনারা দুজনেই রূপবান। এই অরণ্যপ্রদেশে কেন এসেছেন ? বনের হরিণসহ অন্যান্য পশুদের কেন সন্ত্রস্ত করেছেন ?

পম্পাতীররুহান্ বৃক্ষান্ বীক্ষমাণৌ সমন্ততঃ।
ইমাং নদীং শুভজলাং শোভয়ন্তৌ তরস্বিনৌ॥ ৭

'আপনারা উভয়েই পম্পা সরোবরের তীরস্থ বৃক্ষরাজি দেখেছেন। এদের মধ্যে সবেগে ধাবমান আপনাদের বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ধৈর্যবন্তৌ সুবর্ণাভৌ কৌ যুবাং চীরবাসসৌ।
নিঃশ্বসন্তৌ বরভুজৌ পীড়য়ন্তাবিমাঃ প্রজাঃ॥ ৮

'ধৈর্যশীল, সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট, জীর্ণবসনধারী আপনাদের পরিচয় কী ? দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট আপনারা, গভীর নিঃশ্বাস মোচন করে, এই বনের সমস্ত পশুদের অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছেন।

সিংহবিপ্রেক্ষিতৌ বীরৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
শক্রচাপনিভে চাপে গৃহীত্বা শত্রুনাশনৌ॥ ৯

'আপনারা দুজনেই মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী, সিংহের ন্যায় আপনাদের দৃষ্টি, ইন্দ্রের ধনুকের ন্যায় ধনুর্ধারণ করে আপনারা শত্রু বিনাশে সক্ষম।

শ্রীমন্তৌ রূপসম্পন্নৌ বৃষভশ্রেষ্ঠবিক্রমৌ।
হস্তিহস্তোপমভুজৌ দ্যুতিমন্তৌ নরর্ষভৌ॥ ১০

'অপরূপ রূপবিশিষ্ট আপনারা, আপনাদের বিক্রম শ্রেষ্ঠ ষণ্ডের তুল্য, হস্তীশুণ্ডতুল্য আপনাদের বাহুযুগল, দীপ্তিমান আপনারা মনুষ্যকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী।

প্রভয়া পর্বতেন্দ্রোঽসৌ যুবয়োরবভাসিতঃ।
রাজ্যার্হাবমরপ্রখ্যৌ কথং দেশমিহাগতৌ॥ ১১

'আপনাদের দুজনের প্রভায় পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেবতুল্য পরাক্রমশালী আপনারা রাজ্য শাসনের যোগ্য, এই দেশে আপনারা কেন এসেছেন ?

পদ্মপত্রেক্ষণৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরৌ দেবলোকাদিহাগতৌ॥ ১২

'আপনাদের নয়ন পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর, জটামণ্ডলধারী হে বীরদ্বয় ! বীরত্বে আপনারা একে অপরের সমতুল্য, আপনারা কি দেবলোক থেকে এখানে এসেছেন ?

যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্রসূর্যৌ বসুন্ধরাম্।
বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুষৌ দেবরূপিণৌ॥ ১৩

'আপনাদের দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে চন্দ্র সূর্য একত্রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুবিশাল বক্ষবিশিষ্ট দুই মনুষ্যবীরকে দেবতুল্যরূপে প্রতীত হচ্ছে।

সিংহস্কন্ধৌ মহোৎসাহৌ সমদাবিব গোবৃষৌ।
আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ॥ ১৪

'আপনারা অতিশয় উৎসাহী, আপনাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, উন্মত্ত ষণ্ডের ন্যায় মদমত্ত আপনারা, আপনাদের সুবৃত্তাকারে আয়ত বাহুযুগল পরিঘতুল্য (লৌহদণ্ডতুল্য) শক্তিশালী।

সর্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ।
উভৌ যোগ্যাবহং মন্যে রক্ষিতুং পৃথিবীমিমাম্॥ ১৫

'আপনারা সমস্ত প্রকার আভরণে সুসজ্জিত হওয়ার যোগ্য হয়েও কেন সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণ ? আমার মনে হয় আপনারা উভয়েই এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে সমর্থ।

সসাগরবনাং কৃৎস্নাং বিন্ধ্যমেরুবিভূষিতাম্।
ইমে চ ধনুষী চিত্রে শ্লক্ষ্ণে চিত্রানুলেপনে॥ ১৬
প্রকাশেতে যথেন্দ্রস্য বজ্রে হেমবিভূষিতে।

'সমুদ্র, বনভূমি, বিন্ধ্যপর্বত এবং মেরু প্রভৃতি পর্বত দ্বারা বিভূষিত এই ধরিত্রী। আপনাদের ধনুক দুটি সুন্দরভাবে অনুলেপিত এবং সুচিত্রিত। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশমান আপনাদের ধনুক দুটি সুবর্ণমণ্ডিত।

সম্পূর্ণাশ্চ শিতৈর্বাণৈস্তূণাশ্চ শুভদর্শনাঃ॥ ১৭
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈর্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ।

'তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পরিপূর্ণ আপনাদের তূণীরগুলি অতি সুন্দর। প্রাণান্তকর ভয়ানক সর্পের ন্যায় সেই তিরগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।

মহাপ্রমাণৌ বিপুলৌ তপ্তহাটকভূষণৌ॥ ১৮
খঙ্গাবেতৌ বিরাজেতে নির্মুক্তভুজগাবিব।

'মহাআকৃতিবিশিষ্ট বিপুল, তপ্তকাঞ্চনমণ্ডিত এই খড়্গদ্বয় খোলসমুক্ত সর্পের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান।

এবং মাং পরিভাষন্তং কস্মাদ্ বৈ নাভিভাষতঃ॥ ১৯
সুগ্রীবো নাম ধর্মাত্মা কশ্চিদ্ বানরপুঙ্গবঃ।
বীরো বিনিকৃতো ভ্রাত্রা জগদ্ভ্রমতি দুঃখিতঃ॥ ২০

'আমি এইভাবে আপনাদের বলছি, কিন্তু আপনারা কেন আমার কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না ? কোনো এক ধর্মাত্মা বানরশ্রেষ্ঠের নাম সুগ্রীব। সেই বীর তাঁর ভাই কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দুঃখে জগৎ ভ্রমণ করছেন।

প্রাপ্তোঽহং প্রেষিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
রাজ্ঞা বানরমুখ্যানাং হনুমান্ নাম বানরঃ॥ ২১

'আমি হনুমান নামক বানর ; সেই বানরমুখ্য রাজা মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক আমি আপনাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

যুবাভ্যাং স হি ধর্মাত্মা সুগ্রীবঃ সখ্যমিচ্ছতি।
তস্য মাং সচিবং বিত্তং বানরং পবনাত্মজম্॥ ২২

'সেই ধর্মাত্মা সুগ্রীব আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী। আপনারা আমাকে তাঁর সচিব এবং ... জানবেন। আমি বানর, পবনদেবের পুত্র।

ভিক্ষুরূপপ্রতিচ্ছন্নং সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ।
ঋষ্যমূকাদিহ প্রাপ্তং কামগং কামরূপিণম্॥ ২৩

'সুগ্রীবের কল্যাণসাধনের জন্যই আমি সন্ন্যাসী ছদ্মবেশ ধারণ করেছি, ঋষ্যমূক পর্বত থেকে এখানে এসেছি। আমার যেখানে ইচ্ছা আমি সেখানে গমন করতে পারি এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণে সক্ষম।'

এবমুক্ত্বা তু হনুমাংস্তৌ বীরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ২৪

সেই দুই বীর ভাই রাম-লক্ষ্মণকে এইরূপ ব... বাক্যালাপকুশল, বাক্যের মর্মার্থজ্ঞানী হনুমান চুপ করে ...

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং পার্শ্বতঃ স্থিতম্॥ ২৫

তাঁর এইরূপ কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি তাঁর পার্শ্বস্থিত ভাই লক্ষ্মণকে এইভাবে বলতে লাগলেন—

সচিবোঽয়ং কপীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব কাঙ্ক্ষমাণস্য মমান্তিকমিহাগতঃ॥ ২৬

'ইনি বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের সচিব; ... হিতকামনায় ইনি আমাদের নিকট এসেছেন।

তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দম॥ ২৭

'সৌমিত্রে ! এই সুগ্রীবসচিব, কপিবর হনুমানের সঙ্গে তুমি বাক্যালাপ করো। ইনি বাক্‌কুশল, মধুরভাষী, স্নেহশীল এবং শত্রুদমনকারী।

নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮

'যিনি ঋগ্বেদে শিক্ষিত হননি, যজুর্বেদ ...

করেননি, সামবেদে যিনি বিদ্বান নন তিনি কীভাবে এইরূপ সুন্দর বাক্যালাপে সক্ষম হন ?

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥ ২৯

'ইনি নিশ্চয়ই সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্র বহুবার স্বাধ্যায় করেছেন অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুশীলন করেছেন ; কারণ বহুকথা বললেও ইনি কোনো অপশব্দের প্রয়োগ করেননি।

ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্বেষু দোষঃ সম্বিদিতঃ ক্বচিৎ॥ ৩০

'বাক্যস্ফুরণকালে এঁর মুখমণ্ডলে, নয়নযুগলে, ললাটে বা ভ্রূমধ্যে কোনো দোষ লক্ষিত হয়নি।

অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্ ।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ততে মধ্যমস্বরম্॥ ৩১

'ইনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলেননি, বাক্যে বা অর্থে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করেননি, শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো আড়ষ্টতা বা বিলম্বিতভাব (টেনে টেনে কথা বলা) লক্ষ্য করা যায়নি। বক্ষ ও কণ্ঠ থেকে উৎসারিত মধ্যমস্বরে ইনি সমস্ত বাক্যসমূহ উপস্থাপিত করেছেন।

সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্ভুতামবিলম্বিতাম্ ।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্॥ ৩২

'এঁর উচ্চারিত কল্যাণময় বাণীতে রয়েছে ব্যাকরণের সংস্কার, যথাযথ পদবিন্যাসের ক্রম এবং অদ্ভুত অবিলম্বিততা (টেনে টেনে কথা বলার প্রবণতা নেই), যা সমগ্ররূপে হৃদয়ে আনন্দদানকারী।

অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি॥ ৩৩

'হৃদয়, কণ্ঠ এবং মূর্ধা—এই তিন স্থান দ্বারা স্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত এই বিচিত্র বাণী শুনে কার-ই বা চিত্ত অপ্রসন্ন থাকে ? তরবারি দ্বারা হত্যা করতে উদ্যত শত্রুর হৃদয়ও এই মঙ্গলকারী বাণীতে প্রসন্ন হবে।

এবংবিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।
সিদ্ধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্যাণাং গতয়োঽনঘ॥ ৩৪

'হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! এইরূপ দূত যে রাজার না-থাকে ; তাঁর কার্যসিদ্ধি কেমন করেই বা হতে পারে !

এবংগুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্যসাধকাঃ।
তস্য সিদ্ধ্যন্তি সর্বেঽর্থা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ॥ ৩৫

'এইরকম গুণসংযুক্ত এবং কার্যসাধক দূত যে রাজার আছে তাঁর সকল কার্যই দূতের এইপ্রকার বাক্যালাপের দ্বারা সিদ্ধ হয়।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিঃ সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
অভ্যভাষত বাক্যজ্ঞো বাক্যজ্ঞং পবনাত্মজম্॥ ৩৬

এইভাবে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললে, বাক্‌পারদর্শী লক্ষ্মণ সুগ্রীব-সচিব, পবনপুত্র, বাক্‌পটু কপিবরকে বললেন—

বিদিতা নৌ গুণা বিদ্বন্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব চাবাং মার্গাবঃ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্॥ ৩৭

'হে বিদ্বন্ ! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। আমরা দুজন সেই বানররাজ সুগ্রীবকেই অনুসন্ধান করছি।

যথা ব্রবীষি হনুমন্ সুগ্রীববচনাদিহ।
তৎ তথা হি করিষ্যাবো বচনাৎ তব সত্তম॥ ৩৮

'হে হনুমান ! সুগ্রীবের বচনানুসারে যা আপনি বললেন ; আপনার কথায় আমরা সেইরকমই করব।'

তৎ তস্য বাক্যং নিপুণং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ
সখ্যং তদা কর্তুমিয়েষ তাভ্যাম্॥ ৩৯

লক্ষ্মণের এই স্বীকৃতিসূচক সুনিপুণ বাক্য শুনে পবনপুত্র কপিবর হনুমান অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি সুগ্রীবের বিজয়সিদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ (৪)

লক্ষ্মণের দ্বারা হনুমানের নিকট শ্রীরামের বনে আগমনের এবং সীতাহরণের বৃত্তান্ত-বর্ণনা, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহযোগিতা লাভের ইচ্ছাপ্রকাশ, এই কাজে সহায়তার জন্য হনুমান কর্তৃক আশ্বাসদান ; রাম, লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হনুমানের সুগ্রীবের নিকট গমন

ততঃ প্রহৃষ্টো হনুমান্ কৃতাবানিতি তদ্বচঃ।
শ্রুত্বা মধুরভাবং স সুগ্রীবং মনসা গতঃ॥ ১

তখন শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে হনুমান আনন্দিত হয়ে সুগ্রীবের প্রতি তাঁদের মধুরভাব লক্ষ করে কার্যসিদ্ধির কথা ভাবলেন।

ভাব্যো রাজ্যাগমস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
যদয়ং কৃতাবান্ প্রাপ্তঃ কৃত্যং চৈতদুপাগতম্॥ ২

মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী ; যেহেতু তিনি এই কার্যে সহায়ককে পেলেন এবং করণীয় কার্যও এসে উপস্থিত হয়েছে।

ততঃ পরমসংহৃষ্টো হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং রামং বাক্যবিশারদঃ॥ ৩

তখন বাক্যবিশারদ, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রামকে বললেন—

কিমর্থং ত্বং বনং ঘোরং পম্পাকাননমণ্ডিতম্।
আগতঃ সানুজো দুর্গং নানাব্যালমৃগায়ুতম্॥ ৪

'পম্পা সরোবরের তীরবর্তী উদ্যানবেষ্টিত ভয়ঙ্কর দুর্গম এই বনদেশ নানাবিধ হিংস্র জীবজন্তুপূর্ণ ; কী প্রয়োজনে আপনি এই ভয়ানকস্থানে আপনার ভাইকে নিয়ে এসেছেন ?'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো রামচোদিতঃ।
আচচক্ষে মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্॥ ৫

তাঁর এই কথা শুনে লক্ষ্মণ অগ্রজ রামচন্দ্রের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে দশরথনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্রের সম্পর্কে বলতে লাগলেন—

রাজা দশরথো নাম দ্যুতিমান্ ধর্মবৎসলঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং স্বধর্মেণ নিত্যমেবাভিপালয়ন্॥ ৬

'ধর্মপরায়ণ, দীপ্তিমান দশরথ নামে রাজা, স্বধর্মের দ্বারা চাতুর্বর্ণের (তাঁর রাজ্যস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের) নিত্য পালন করতেন।

ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন।
স তু সর্বেষু ভূতেষু পিতামহ ইবাপরঃ॥ ৭

'তাঁর প্রতি যেমন কোনো প্রজা বিদ্বেষ পোষণ করতেন না ; তিনিও তেমনি কারও বিদ্বেষী ছিলেন না। সমস্ত প্রাণীর নিকট তিনি ছিলেন পিতামহ ব্রহ্মাতুল্য।

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তস্যায়ং পূর্বজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥ ৮

'তিনি পর্যাপ্ত দক্ষিণা দ্বারা অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন ; ইনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, জনসমাজে যিনি রাম নামে পরিচিত।

শরণ্যঃ সর্বভূতানাং পিতুর্নির্দেশপারগঃ।
জ্যেষ্ঠো দশরথস্যায়ং পুত্রাণাং গুণবত্তরঃ॥ ৯

'সকল প্রাণীদের আশ্রয়দাতা ইনি পিতার আদেশ পালনকারী, মহারাজ দশরথের সকল পুত্রদের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ, অধিকতর গুণবাণ।

রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সংযুক্তো রাজ্যসম্পদা।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টো ময়া বস্তুং বনে সার্ধমিহাগতঃ॥ ১০

'ইনি রাজলক্ষণবিশিষ্ট এবং রাজ্যসম্পদ-সংযুক্ত হয়েও, রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে এই বনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ভার্যয়া চ মহাভাগ সীতয়ানুগতো বশী।
দিনক্ষয়ে মহাতেজাঃ প্রভয়েব দিবাকরঃ॥ ১১

'হে মহাভাগ ! এই জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্রের অনুগত হয়ে তাঁর ভার্যা সীতাও এই বনে প্রবেশ করেছিলেন ; যেমন দিনের অবসানে অর্থাৎ সায়ংকালে মহাতেজস্বী দিবাকর অস্তাচলগামী হন।

অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ।
কৃতজ্ঞস্য বহুজ্ঞস্য লক্ষ্মণো নাম নামতঃ॥ ১২

'আমি এঁর অনুজ। আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি স্বীয় কৃতজ্ঞতাবশত বহুজ্ঞানী অগ্রজের বিবিধগুণের বশীভূত হয়ে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

সুখার্হস্য মহার্হস্য সর্বভূতহিতাত্মনঃ।
ঐশ্বর্যেণ বিহীনস্য বনবাসে রতস্য চ॥ ১৩

'সকল সুখভোগের যোগ্য, মহাজনদের সম্মাননীয়,

সর্বভূতের অর্থাৎ সকল প্রাণীর হিতকামী এই রামচন্দ্র আজ ঐশ্বর্যবিহীন হয়ে বনবাসরত।

রক্ষসাপহৃতা ভার্যা রহিতে কামরূপিণা।
তচ্চ ন জ্ঞায়তে রক্ষঃ পত্নী যেনাস্য বা হৃতা॥ ১৪

'ইচ্ছানুসারে রূপধারণে সক্ষম এক রাক্ষস তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেছে। সেই রাক্ষসের নিবাস কোথায় তা আমরা জানি না।

দনুর্নাম দিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্ রাক্ষসতাং গতঃ।
আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ॥ ১৫

'দনু নামক দিতির পুত্র, যিনি অভিশাপবশত রাক্ষসত্ব-প্রাপ্ত হয়েছেন ; তিনিই সামর্থ্যশালী বানররাজ সুগ্রীবের বিষয়ে আমাদের বলেছেন যে—

স জ্ঞাস্যতি মহাবীর্যস্তব ভার্যাপহারিণম্।
এবমুক্ত্বা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ॥ ১৬

"মহাবীর সুগ্রীব নিশ্চয়ই সেই পরস্ত্রী অপহরণকারীর সন্ধান দিতে পারবেন", —এই বলে দনু দিব্যমূর্তি ধারণ করে স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।
অহং চৈব চ রামশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতৌ॥ ১৭

'আপনি যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা যথার্থ রূপে বর্ণনা করেছি। আমি এবং রামচন্দ্র সেই সুগ্রীবের শরণাগত।

এষ দত্ত্বা চ বিত্তানি প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি॥ ১৮

'ইনি (শ্রীরামচন্দ্র) বহু সম্পদ দান করে, উত্তম যশ লাভ করেছিলেন পুরাকালে। তিনি সমগ্র জগতের রক্ষক হয়েও ; বর্তমানে সুগ্রীবকে নিজের রক্ষকরূপে পেতে আগ্রহী।

সীতা যস্য স্নুষা চাসীচ্ছরণ্যো ধর্মবৎসলঃ।
তস্য পুত্রঃ শরণ্যশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতঃ॥ ১৯

'সীতা যাঁর পুত্রবধূ, সেই ধর্মবৎসল, সকল শরণাগতের পালক রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র আশ্রয়দাতা সুগ্রীবের নিকট আশ্রয়প্রার্থী।

সর্বলোকস্য ধর্মাত্মা শরণ্যঃ শরণং পুরা।
গুরুর্মে রাঘবঃ সোঽয়ং সুগ্রীবং শরণং গতঃ॥ ২০

'আমার গুরুজন ধর্মাত্মা রাঘব, যিনি সর্বলোকের আশ্রয়দাতা ; তিনিই এখন সুগ্রীবের নিকট শরণাগত।

যস্য প্রসাদে সততং প্রসীদেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতে॥ ২১

'যিনি প্রসন্ন হলে তাঁর সমস্ত প্রজারা প্রসন্ন হন ; সেই রামচন্দ্র বানররাজের প্রসন্নতা প্রার্থনা করছেন।

যেন সর্বগুণোপেতাঃ পৃথিব্যাং সর্বপার্থিবাঃ।
মানিতাঃ সততং রাজ্ঞা সদা দশরথেন বৈ॥ ২২

'পৃথিবীর মধ্যে সকল পার্থিব গুণসম্পন্ন, রাজা দশরথ সর্বদা অন্যান্য মাননীয় রাজন্যবর্গকে প্রতিনিয়ত সম্মানিত করেছেন।

তস্যায়ং পূর্বজঃ পুত্রস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
সুগ্রীবং বানরেন্দ্রং তু রামঃ শরণমাগতঃ॥ ২৩

'তাঁর এই ত্রিলোকবিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অধুনা বানররাজ সুগ্রীবের শরণে এসেছেন।

শোকাভিভূতে রামে তু শোকার্তে শরণং গতে।
কর্তুমর্হতি সুগ্রীবঃ প্রসাদং সহ যূথপৈঃ॥ ২৪

'শোকে অভিভূত হয়ে, শোকার্ত হয়ে রামচন্দ্র শরণাগত হয়েছেন ; যূথপতিদের সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব তাঁকে প্রসন্ন করুন।'

এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং করুণং সাশ্রুপাতনম্।
হনূমান্ প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ২৫

এইরূপ করুণভাবে সাশ্রুলোচনে লক্ষ্মণকে বলতে দেখে, বাক্যবিশারদ হনুমান প্রত্যুত্তরে বললেন—

ঈদৃশা বুদ্ধিসম্পন্না জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্রষ্টব্যা বানরেন্দ্রেণ দিষ্ট্যা দর্শনমাগতাঃ॥ ২৬

'আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বানররাজের কর্তব্য ; সৌভাগ্যবশত আপনারাই দর্শন দিতে এসেছেন।

স হি রাজ্যাচ্চ বিভ্রষ্টঃ কৃতবৈরশ্চ বালিনা।
হৃতদারো বনে ত্রস্তো ভ্রাত্রা বিনিকৃতো ভৃশম্॥ ২৭

'বালীর শত্রুতার কারণে তিনিও রাজভ্রষ্ট এবং হৃতদার (বালী কর্তৃক সুগ্রীবের স্ত্রী অপহৃতা) হয়ে, অত্যন্ত ভীত অবস্থায় এই বনে বাস করছেন।

করিষ্যতি স সাহায্যং যুবয়োর্ভাস্করাত্মজঃ।
সুগ্রীবঃ সহ চাস্মাভিঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে॥ ২৮

'সূর্যপুত্র সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের জন্য আমাদের সঙ্গে নিয়ে আপনাদের দুজনকে সাহায্য করবেন।'

ইত্যেবমুক্ত্বা হনুমাঞ্ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।
বভাষে সাধু গচ্ছামঃ সুগ্রীবমিতি রাঘবম্॥ ২৯

এই বলে হনুমান বিনম্র মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে বললেন—'বেশ ! আসুন আমরা সুগ্রীবসকাশে গমন করি।'

এবং ব্রুবন্তং ধর্মাত্মা হনুমন্তং স লক্ষ্মণঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং প্রোবাচ রাঘবম্॥ ৩০

এইরূপ কথনরত হনুমানকে যথোপযুক্ত সম্মান জ্ঞাপন করে ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ শ্রীরামকে বললেন—

কপিঃ কথয়তে হৃষ্টো যথায়ং মারুতাত্মজঃ।
কৃত্যবান্ সোঽপি সম্প্রাপ্তঃ কৃতকৃত্যোঽসি রাঘব॥ ৩১

'হে রাঘব ! এই পবনপুত্র হনুমান যেরূপ হৃষ্টভাবে কথা বলছেন, তাতে মনে হয় তাঁরও কিছু কাজের প্রয়োজন আছে। অতএব, আপনার কার্যও সিদ্ধ হবে।

প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে।
নানৃতং বক্ষ্যতে বীরো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩২

'এঁর মুখের সৌন্দর্য অতি প্রসন্ন, ইনি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অর্থাৎ আনন্দিতভাবে কথা বলছেন। সেইজন্য আমার মনে হয় পবনপুত্র এই বীর হনুমান মিথ্যা কথা বলছেন না।'

ততঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
জগামাদায় তৌ বীরৌ হরিরাজায় রাঘবৌ॥ ৩৩

অনন্তর সেই পরমজ্ঞানী পবননন্দন হনুমান রঘুবংশীয় দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীবসকাশে যাত্রা করলেন।

ভিক্ষুরূপং পরিত্যজ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ॥ ৩৪

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ করে নিজমূর্তি ধারণ করলেন এবং ওই দুই বীরকে পিঠে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

স তু বিপুলযশাঃ কপিপ্রবীরঃ
পবনসুতঃ কৃতকৃত্যবৎ প্রহৃষ্টঃ।
গিরিবরমুরুবিক্রমঃ প্রয়াতঃ
স শুভমতিঃ সহ রামলক্ষ্মণাভ্যাম্॥ ৩৫

বিপুলকীর্তির অধিকারী, পবনসুত, বানরশ্রেষ্ঠ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সেই হনুমান অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তিনি কার্যসিদ্ধিহেতু অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে গিরিবর মলয়পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

———o———

পঞ্চম সর্গ (৫)

শ্রীরাম এবং সুগ্রীবের মৈত্রী তথা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বালীবধের প্রতিজ্ঞা

**ঋষ্যমূকাৎ তু হনুমান্ গত্বা তং মলয়ং গিরিম্।
আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ॥ ১**

শ্রীহনুমান ঋষ্যমূক পর্বত থেকে মলয়পর্বতে গিয়ে বানররাজকে দুই রঘুবংশীয় বীর সম্পর্কে বললেন—

**অয়ং রামো মহাপ্রাজ্ঞ সম্প্রাপ্তো দৃঢ়বিক্রমঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামোঽয়ং সত্যবিক্রমঃ॥ ২**

'হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ইনি অত্যন্ত দৃঢ় পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

**ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো রামো দশরথাত্মজঃ।
ধর্মে নিগদিতশ্চৈব পিতুর্নির্দেশকারকঃ॥ ৩**

'ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত দশরথের পুত্র এই রামচন্দ্র ধর্মপালনে সুবিখ্যাত এবং পিতৃআজ্ঞা পালনকারী।

**রাজসূয়াশ্বমেধৈশ্চ বহ্নির্যেনাভিতর্পিতঃ।
দক্ষিণাশ্চ তথোৎসৃষ্টা গাবঃ শতসহস্রশঃ॥ ৪**

'যিনি বহু রাজসূয় এবং বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছেন, শত সহস্র (এক লক্ষ) গো সেইসব যজ্ঞকর্মে দক্ষিণারূপে উৎসর্গ করেছেন।

**তপসা সত্যবাক্যেন বসুধা যেন পালিতা।
স্ত্রীহেতোস্তস্য পুত্রোঽয়ং রামোঽরণ্যং সমাগতঃ॥ ৫**

'তপস্যার দ্বারা সত্যবাক্যের দ্বারা যিনি পৃথিবী পালন করেন সেই দশরথের পুত্র রাম পিতার দ্বারা নিজ স্ত্রী

কারণে (কৈকেয়ীর পরামর্শে) এই অরণ্যে উপস্থিত হয়েছেন।

তস্যাস্য বসতোঽরণ্যে নিয়তস্য মহাত্মনঃ।
রাবণেন হৃতা ভার্যা স ত্বাং শরণমাগতঃ॥ ৬

'তপশ্চরণের মাধ্যমে এই অরণ্যে বসবাসকালে এই মহাত্মার স্ত্রীকে রাবণ অপহরণ করেছেন, সেইজন্য তিনি এখন আপনার শরণাগত।

ভবতা সখ্যকামৌ তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
প্রগৃহ্য চার্চয়স্বৈতৌ পূজনীয়তমাবুভৌ॥ ৭

'সত্যকামী এই দুই ভাই হলেন রাম এবং লক্ষ্মণ। এঁরা আপনার পূজনীয়, আপনি এঁদের যথাযথ অর্চনার মাধ্যমে গ্রহণ করুন।'

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্॥ ৮

বানরাধিপতি সুগ্রীব হনুমানের এইরূপ কথা শুনে অতি সুন্দর দর্শনীয় রূপ ধারণ করে শ্রীরামকে প্রীতি সহকারে বললেন—

ভবান্ ধর্মবিনীতশ্চ সুতপাঃ সর্ববৎসলঃ।
আখ্যাতা বায়ুপুত্রেণ তত্ত্বতো মে ভবদ্গুণাঃ॥ ৯

'আপনি ধর্মনিষ্ঠ তথা ধর্মজ্ঞ, পরম তপস্বী, সকলের প্রতি স্নেহপরায়ণ, পবনপুত্র হনুমান আমাকে আপনার গুণবিষয়ের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন।

তন্মমৈবৈষ সৎকারো লাভশ্চৈবোত্তমঃ প্রভো।
যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দং বানরেণ ময়া সহ॥ ১০

'হে প্রভু ! আমার মতো বানরের সঙ্গে আপনি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা করছেন তাতে আমারই উত্তম লাভের আশা দেখছি এবং সমাদৃত হচ্ছি।

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্মর্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥ ১১

'যদি আমার মৈত্রী আপনার কাম্য হয়, তাহলে আমার এই প্রসারিত হস্ত স্বহস্তে গ্রহণ করে পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচনা করুন।'

এতত্ত্ব বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
সম্প্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা॥ ১২
হৃষ্টঃ সৌহৃদমালম্ব্য পর্যষ্বজত পীড়িতম্।

সুগ্রীবের এমন সুন্দর কথা শুনে শ্রীরাম প্রসন্ন চিত্তে তাঁর কর স্বহস্তে ধারণপূর্বক মর্দন করলেন এবং হৃষ্টভাবে সৌহার্দ্য অবলম্বন করে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

ততো হনূমান্ সন্ত্যজ্য ভিক্ষুরূপমরিন্দমঃ॥ ১৩
কাষ্ঠয়োঃ স্বেন রূপেণ জনয়ামাস পাবকম্।

তখন হনুমান ভিক্ষুকের বেশ ত্যাগ করে স্বমূর্তি ধারণ করে (সুগ্রীবের সম্মুখবর্তী হওয়ার পূর্বে হনুমান পুনরায় ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন) কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করলেন।

দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যর্চ্য সৎকৃতম্॥ ১৪
তয়োর্মধ্যে তু সুগ্রীতো নিদধৌ সুসমাহিতঃ।

প্রদীপ্ত অগ্নিকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করে সমাদর করলেন। রাম এবং সুগ্রীবের মধ্যে সাক্ষীরূপে সেই অগ্নিকে স্থাপন করলেন।

ততোঽগ্নিং দীপ্যমানং তৌ চক্রতুশ্চ প্রদক্ষিণম্॥ ১৫
সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ।

সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে রাম এবং সুগ্রীব চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে একে অপরের মিত্র হলেন।

ততঃ সুপ্রীতমনসৌ তাবুভৌ হরিরাঘবৌ॥ ১৬
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ন তৃপ্তিমভিজগ্মতুঃ।

এর ফলে তাঁদের দুজনের মন অতি প্রসন্ন হল। এইরূপ প্রসন্নভাবে তাঁরা পরস্পর একে অপরকে নিরীক্ষণ করেও তৃপ্ত হচ্ছিলেন না।

ত্বং বয়স্যোঽসি হৃদ্যো মে হ্যেকং দুঃখং সুখং চ নৌ॥ ১৭
সুগ্রীবো রাঘবং বাক্যমিত্যুবাচ প্রহৃষ্টবৎ।

এই সময় সুগ্রীব রামচন্দ্রকে প্রহৃষ্ট চিত্তে বললেন ; 'আপনি আমার বন্ধু হয়েছেন, এখন থেকে আমাদের দুজনেরই সুখ এবং দুঃখ সমান।'

ততঃ সুপর্ণবহুলাং ভঙ্ক্ত্বা শাখাং সুপুষ্পিতাম্॥ ১৮
সালস্যাস্তীর্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ।

তখন সুগ্রীব শালগাছের একটি পত্রপুষ্পবহুল শাখা ভেঙে ভূমিতে বিছিয়ে দিয়ে রাঘবকে সঙ্গে নিয়ে তদুপরি আসন গ্রহণ করলেন।

লক্ষ্মণায়াথ সংহৃষ্টো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১৯
শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য দদৌ পরমপুষ্পিতাম্।

মরুতাত্মজ হনুমান পরম প্রসন্ন চিত্তে লক্ষ্মণকে আসন গ্রহণের জন্য একটি সুপুষ্পিত চন্দনবৃক্ষের শাখা দিলেন।

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা॥ ২০
প্রত্যুবাচ তদা রামং হর্ষব্যাকুললোচনঃ।

অনন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে

বিনম্র মধুর ভাষায় সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বললেন—

অহং বিনিকৃতো রাম চরামীহ ভয়ার্দিতঃ ॥ ২১
হৃতভার্যো বনে ত্রস্তো দুর্গমেতদুপাশ্রিতঃ।

'হে রাম ! আমি বিতাড়িত হয়ে, ভীত চিত্তে এখানে বিচরণ করছি। আমার ভার্যা অপহৃতা হয়েছেন। আমি ত্রস্ত হয়ে এই দুর্গম বনে আশ্রয় নিয়েছি।

সোঽহং ত্রস্তো বনে ভীতো বসাম্যুদ্‌ভ্রান্তচেতনঃ ॥ ২২
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব।

'হে রঘুনন্দন ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক আমি বিতাড়িত হয়েছি। সেই ত্রাসে, আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত চেতন হয়ে আমি এই বনে বাস করছি।

বালিনো মে মহাভাগ ভয়ার্তস্যাভয়ং কুরু ॥ ২৩
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ ভয়ং মে ন ভবেদ্ যথা।

'হে মহাভাগ ! বালীর ভয়ে আমি আতঙ্কিত, আমাকে অভয় দান করুন। হে কাকুৎস্থ ! আপনি এমন কিছু করুন যাতে আমার কোনো ভয় না থাকে।'

এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মবৎসলঃ ॥ ২৪
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।

সুগ্রীব এইরূপ বলার পর তেজস্বী, ধর্মবৎসল, ধর্মজ্ঞ কাকুৎস্থ মৃদু হাস্যে সুগ্রীবকে উত্তরে বললেন—

উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে ॥ ২৫
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্।

'হে মহাকপি ! আমি জানি বন্ধু উপকারীরূপী ফলদায়ক হয়ে থাকে, আপনার পত্নী হরণকারী সেই বালীকে আমি বধ করব।

অমোঘাঃ সূর্যসংকাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ।

কঙ্কপত্রপতিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ ॥ ২৭
তীক্ষ্ণাগ্রা ঋজুপর্বাণঃ সরোষা ভুজগা ইব।

'আমার এই তীক্ষ্ণ শরগুলি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বাণ অমোঘ (কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না), যাঁর বেগ প্রবল; এই বাণগুলি কঙ্কপক্ষীর পালক দ্বারা আচ্ছাদিত, ইন্দ্রের বজ্রতুল্য, অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং পর্বগুলি সরল; ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ানক এই শর দুর্বৃত্ত বালীর ওপর নিপতিত হবে।

তমদ্য বালিনং পশ্য তীক্ষ্ণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ২৮
শরৈর্বিনিহতং ভূমৌ প্রকীর্ণমিব পর্বতম্।

'আজই দেখুন, বিষধর সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বালীকে নিহত করে ; ইন্দ্রের শরে প্রকীর্ণ (টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া) পর্বতের ন্যায় তাকে ভূপাতিত করব।'

স তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যাত্মনো হিতম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৯

নিজের পক্ষে হিতকর রাঘবের সেই কথা শুনে সুগ্রীব পরমপ্রীত হয়ে উত্তম বাক্যে বললেন—

তব প্রসাদেন নৃসিংহ বীর
প্রিয়াং চ রাজ্যং চ সমাপ্নুয়ামহম্।
তথা কুরু ত্বং নরদেব বৈরিণং
যথা ন হিংস্যাৎ স পুনর্মমাগ্রজম্ ॥ ৩০

'হে বীর ! নরসিংহ আপনার কৃপায় আমি পুনরায় আমার প্রিয়াকে এবং রাজ্য লাভ করব। হে নরদেব ! আমার শত্রুস্বরূপ বড় ভাই যাতে আমাকে আর হিংসা করতে না পারেন, আপনি তাই করুন।'

সীতাকপীন্দ্রক্ষণদাচরাণাং
রাজীবহেমজ্বলনোপমানি ।
সুগ্রীবরামপ্রণয়প্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি ॥ ৩১

বানররাজ সুগ্রীব এবং শ্রীরামের প্রীতিপূর্ণ এই মৈত্রী প্রসঙ্গে সীতার পদ্মপলাশতুল্য, সুগ্রীবের স্বর্ণতুল্য এবং নিশাচরদের প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বামনেত্র একত্রে স্ফুরিত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ (৬)

সুগ্রীবের শ্রীরামকে সীতার অলঙ্কার দেখানো এবং তা দেখে শ্রীরামের শোক এবং রোষপূর্ণ উক্তি

পুনরেবাব্রবীৎ প্রীতো রাঘবং রঘুনন্দনম্।
অয়মাখ্যাতি তে রাম সচিবো মন্ত্রিসত্তমঃ॥ ১
হনুমান্ যন্নিমিত্তং ত্বং নির্জনং বনমাগতঃ।

সুগ্রীব পুনরায় প্রসন্নচিত্তে রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—'হে রাম ! আমার মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সচিব হনুমান আমাকে আপনার বিষয়ে সব বলেছেন, যে কারণে আপনি এই নির্জন বনে এসেছেন।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বসতশ্চ বনে তব॥ ২
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ত্বয়া বিযুক্তা রুদতী লক্ষ্মণেন চ ধীমতা॥ ৩
অন্তরং প্রেপ্সুনা তেন হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্।
ভার্যাবিয়োগজং দুঃখং প্রাপিতস্তেন রক্ষসা॥ ৪

'ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যখন আপনি বনে বাস করছেন আপনার স্ত্রী মিথিলানন্দিনী জনকতনয়া সীতা রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা হয়েছেন। আপনার এবং ধীমান লক্ষ্মণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্না অবস্থায় সুযোগ বুঝে তাঁকে পেতে ইচ্ছুক সেই রাক্ষস তার রোদনাবস্থায় গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করে, তাকে অপহরণ করেছেন। তিনি আপনাকে ভার্যার বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দিয়েছেন।

ভার্যাবিয়োগজং দুঃখং নচিরাৎ ত্বং বিমোক্ষ্যসে।
অহং তামানয়িষ্যামি নষ্টাং বেদশ্রুতীমিব॥ ৫

'কিন্তু স্ত্রীবিরহজনিত এই দুঃখ থেকে আপনি শীঘ্রই মুক্ত হবেন। অপহৃতা বেদবাণীর মতো আমি তাঁকে অচিরেই ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

রসাতলে বা বর্তন্তীং বর্তন্তীং বা নভস্তলে।
অহমানীয় দাস্যামি তব ভার্যামরিন্দম॥ ৬

'হে শত্রুমর্দনকারী রাম ! তিনি পাতালেই থাকুন বা আকাশেই অবস্থান করুন, আমি আপনার স্ত্রীকে আপনার কাছে এনে দেব।

ইদং তথ্যং মম বচস্ত্বমবেহি চ রাঘব।
ন শক্যা সা জরয়িতুমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৭
তব ভার্যা মহাবাহো ভক্ষ্যং বিষকৃতং যথা।
ত্যজ শোকং মহাবাহো তাং কান্তামানয়ামি তে॥ ৮

'হে রঘুনন্দন ! আপনি আমার এই তথ্যকে সত্যজ্ঞান করুন। হে মহাবাহু ! বিষমিশ্রিত খাদ্যবস্তুর ন্যায় আপনার স্ত্রীকে ইন্দ্রসহ অপরাপর দেবতারা কিংবা অসুরেরা কেহই পরিপাক করতে অর্থাৎ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হে মহাবীর ! আপনি শোক ত্যাগ করুন। আমি আপনার স্ত্রীকে আপনার কাছে এনে দেব।

অনুমানাৎ তু জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা॥ ৯
ক্রোশন্তী রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ বিস্বরম্।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূর্যথা॥ ১০

'একদিন আমি এক ভীষণকর্মা রাক্ষসকে নারীহরণ-কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। অনুমান দ্বারা বুঝতে পারছি, তিনিই মৈথিলী সীতা ; এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। রোরুদ্যমানা তিনি "হায় রাম" ! "হায় রাম" ! "হায় লক্ষ্মণ" ! বলে বিকৃতস্বরে চিৎকার করছিলেন ; রাবণের ক্রোড়ে নাগরাজবধূর ন্যায় ছটফট করছিলেন।

আত্মনা পঞ্চমং মাং হি দৃষ্ট্বা শৈলতলে স্থিতম্।
উত্তরীয়ং তয়া ত্যক্তং শুভান্যাভরণানি চ॥ ১১

'চারজন মন্ত্রীসহ আমাদের পাঁচজনকে পর্বততলে উপবিষ্ট দেখে তিনি তাঁর উত্তরীয়সহ সুন্দর অলঙ্কারগুলি ত্যাগ করেছিলেন (ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন)।

তান্যস্মাভির্গৃহীতানি নিহিতানি চ রাঘব।
আনয়িষ্যাম্যহং তানি প্রত্যভিজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১২

'হে রাঘব ! আমরা সেইসকল বস্তু গ্রহণ করে রক্ষা করেছি ; আমি সেগুলি আনছি, আপনি চিনতে পারবেন।'

তমব্রবীৎ ততো রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়বাদিনম্।
আনয়স্ব সখে শীঘ্রং কিমর্থং প্রবিলম্বসে॥ ১৩

তখন শ্রীরামচন্দ্র সেই প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে বললেন—'হে বন্ধু ! শীঘ্র সেগুলি নিয়ে এসো, কেনই বা বিলম্ব করছ ?'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ শৈলস্য গহনাং গুহাম্।
প্রবিবেশ ততঃ শীঘ্রং রাঘবপ্রিয়কাম্যয়া॥ ১৪
উত্তরীয়ং গৃহীত্বা তু স তান্যাভরণানি চ।
ইদং পশ্যেতি রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ॥ ১৫

এই কথার পরে সুগ্রীব শীঘ্র রাঘবের প্রীতিকামনায় পর্বতের এক গোপন গুহায় প্রবেশ করলেন। তিনি উত্তরীয় এবং সেই অলঙ্কারগুলি নিয়ে শ্রীরামকে দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন'।

ততো গৃহীত্বা বাসস্তু শুভান্যাভরণানি চ।
অভবদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ॥ ১৬

তখন সেই বস্ত্র এবং অলঙ্কারগুলি নিয়ে শ্রীরামের কণ্ঠ কুয়াশাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় বাষ্পরুদ্ধ হল।

সীতাস্নেহপ্রবৃত্তেন স তু বাষ্পেণ দূষিতঃ।
হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্যমুৎসৃজ্য ন্যপতৎ ক্ষিতৌ॥ ১৭

সীতার প্রতি স্নেহবশত তিনি অশ্রুবিগলিত হলেন, ধৈর্য ত্যাগ করে ভূপতিত হয়ে 'হা প্রিয়া' বলে রোদন করতে লাগলেন।

হৃদি কৃত্বা স বহুশস্তমলঙ্কারমুত্তমম্।
নিশশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ॥ ১৮

সুন্দর অলঙ্কারগুলি বারংবার বক্ষলগ্ন করে গহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগলেন।

অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগস্তু সৌমিত্রিং প্রেক্ষ্য পার্শ্বতঃ।
পরিদেবয়িতুং দীনং রামঃ সমুপচক্রমে॥ ১৯

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তাঁর পাশে সুমিত্রাকুমারকে দেখে রামচন্দ্র দীনভাবে বিলাপ করে বললেন—

পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা সংত্যক্তং হ্রিয়মাণয়া।
উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ ভূষণানি চ॥ ২০

'হে লক্ষ্মণ! দেখো, অপহৃতা বৈদেহীর ত্যক্ত এই উত্তরীয় এবং আভরণগুলি শরীর থেকে ভূপতিত হয়েছে।

শাদ্বলিন্যাং ধ্রুবং ভূম্যাং সীতয়া হ্রিয়মাণয়া।
উৎসৃষ্টং ভূষণমিদং তথা রূপং হি দৃশ্যতে॥ ২১

'অপহ্রিয়মাণা সীতা নিশ্চয়ই তাঁর এই উৎকৃষ্ট আভরণগুলি এই তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে নিক্ষেপ করেছিলেন, কারণ এগুলি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে।'

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে॥ ২২
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।

রামচন্দ্র এইরূপ বললে লক্ষ্মণ বললেন—'এই কেয়ূর (বাজুবন্ধ) কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) দ্বারা আমি তাঁকে জানি না অর্থাৎ তাঁর এই অলঙ্কারগুলি আমি চিনতে পারছি না, নিত্য চরণবন্দনাহেতু তাঁর এই নূপুর আমার চেনা।'

ততস্তু রাঘবো বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ২৩
ব্রূহি সুগ্রীব কং দেশং হ্রিয়ন্তী লক্ষিতা ত্বয়া।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ মম প্রাণপ্রিয়া হৃতা॥ ২৪

তখন শ্রীরাম সুগ্রীবকে বললেন—'হে সুগ্রীব! আমাকে বলো, আমার প্রাণপ্রিয়াকে অপহরণ করে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে তুমি কোন দেশে নিয়ে যেতে দেখেছ?

ক্ব বা বসতি তদ্ রক্ষো মহদ্ ব্যসনদং মম।
যন্নিমিত্তমহং সর্বান্ নাশয়িষ্যামি রাক্ষসান্॥ ২৫

'যে আমাকে এই নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে, যার জন্য আমি সমস্ত রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করব, সেই রাক্ষস কোথায় বাস করে?

হরতা মৈথিলীং যেন মাং চ রোষয়তা ধ্রুবম্।
আত্মনো জীবিতান্তায় মৃত্যুদ্বারমপাবৃতম্॥ ২৬

'যে মৈথিলীকে অপহরণ করে আমার ক্রোধ নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি করেছে, সে তার জীবনাবসানের জন্য নিজেই আপন মৃত্যুদ্বার উদ্‌ঘাটিত করেছে।

মম দয়িততমা হৃতা বনাদ্
রজনিচরেণ বিমথ্য যেন সা।
কথয় মম রিপুং তমদ্য বৈ
প্লবগপতে যমসন্নিধিং নয়ামি॥ ২৭

'আমার দয়িতা সীতাকে যে নিশাচর বন থেকে বলপূর্বক অপহরণ করেছে, হে বানরপতি! তুমি আমাকে বলো আমার সেই শত্রু কোথায় অবস্থান করছে? আমি আজই তাকে যমসন্নিধানে উপনীত করি।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ

সুগ্রীবের শ্রীরামকে প্রবোধদান এবং শ্রীরামদ্বারা সুগ্রীবকে তাঁর কার্যসিদ্ধির আশ্বাস প্রদান

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণার্তেন বানরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সবাষ্পং বাষ্পগদ্গদঃ॥ ১

এইভাবে শোকে কাতর হয়ে শ্রীরাম কথা বলার পরে বানররাজ সুগ্রীব করজোড়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদভাবে বললেন—

ন জানে নিলয়ং তস্য সর্বথা পাপরক্ষসঃ।
সামর্থ্যং বিক্রমং বাপি দৌষ্কুলেয়স্য বা কুলম্॥ ২

'হে প্রভু ! নীচকুলোদ্ভব পাপাত্মা সেই রাক্ষসের নিবাস কোথায় ? তার শক্তি কী ? পরাক্রমই বা কী ? কোন বংশেই বা তার জন্ম ? তা আমার জানা নেই।

সত্যং তু প্রতিজানামি ত্যজ শোকমরিন্দম।
করিষ্যামি তথা যত্নং যথা প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্॥ ৩

'হে অরিন্দম্ ! আপনি শোক ত্যাগ করুন, সত্যই আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনার জন্য সেইরূপ চেষ্টা করব, যাতে আপনি মৈথিলী সীতাকে পেতে সক্ষম হন।

রাবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যাত্মপৌরুষম্।
তথাস্মি কর্তা নচিরাদ্ যথা প্রীতো ভবিষ্যসি॥ ৪

'আপনার পরিতুষ্টির জন্য সৈনিকাদিসহ রাবণকে হত্যা করে আমি এমনভাবে আত্মপৌরুষ প্রকাশ করব, যাতে আপনি অচিরেই প্রসন্নতা লাভ করবেন।

অলং বৈক্লব্যমালম্ব্য ধৈর্যমাত্মগতং স্মর।
ত্বদ্বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্॥ ৫

'আপনি বিষাদাপন্ন হবেন না, আপনার আত্মগত ধৈর্য স্মরণ করুন। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে এইরূপ বুদ্ধি (ধৈর্য) হারানো সমীচীন নয়।

ময়াপি ব্যসনং প্রাপ্তং ভার্যাবিরহজং মহৎ।
নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্যং ন চ পরিত্যজে॥ ৬

'আমাকেও পত্নীবিরহজনিত মহাকষ্ট পেতে হয়েছে, কিন্তু আমিও এইরূপ শোক প্রকাশ করিনি এবং ধৈর্যচ্যুতও হইনি।

নাহং তামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরোঽপি সন্।
মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধৃতিমান্ মহান্॥ ৭

'আমি সাধারণ বানর হয়েও পত্নীবিরহে এইরকম শোকাহত হইনি। আপনি তো মহাত্মা, বিনীত, ধৃতিমান এবং মহান।

বাষ্পমাপতিতং ধৈর্যান্নিগ্রহীতুং ত্বমর্হসি।
মর্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎস্রষ্টুমর্হসি॥ ৮

'পতিতমানা অশ্রুধারা আপনি ধৈর্যের সাথে সংবরণ করুন। সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষের ধৈর্য এবং মর্যাদা ত্যাগ করা উচিত নয়।

ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে।
বিমৃশংশ্চ স্বয়াবুদ্ধ্যা ধৃতিমান্ নাবসীদতি॥ ৯

'বিপদে, অর্থসংকটে, ভয়ে বা প্রাণসংশয়ে যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক সংকটমোচন করেন, তিনি কখনো কষ্ট পান না।

বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ততে।
স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে॥ ১০

'যে মূর্খ মানুষ নিত্যই শোকানুবর্তন করেন অর্থাৎ শোকাকুল থাকেন তিনি জলরাশি মধ্যে অধিক ভারবাহী নৌকার মতো শোকসাগরে নিমজ্জিত হন।

এষোঽঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ প্রণয়াৎ ত্বাং প্রসাদয়ে।
পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমর্হসি॥ ১১

'আমি করজোড়ে আপনার নিকট অনুরোধ করছি, আপনি প্রসন্ন হোন ; পৌরুষ অবলম্বন করুন, মনে শোককে আশ্রয় দেবেন না।

যে শোকমনুবর্তন্তে ন তেষাং বিদ্যতে সুখম্।
তেজশ্চ ক্ষীয়তে তেষাং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১২

'যিনি শোকের অনুগামী তিনি সুখলাভ করেন না, তাঁর তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; অতএব আপনি দুঃখী হবেন না।

শোকেনাভিপ্রপন্নস্য জীবিতে চাপি সংশয়ঃ।
স শোকং ত্যজ রাজেন্দ্র ধৈর্যমাশ্রয় কেবলম্॥ ১৩

'হে রাজেন্দ্র ! শোকাক্রান্ত মানুষের জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। এইজন্য আপনি শোক ত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

হিতং বয়স্যভাবেন ব্রূহি নোপদিশামি তে।
বয়স্যতাং পূজয়ন্মে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১৪

'বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আপনার পক্ষে হিতকর বাক্যই আমি আপনাকে বলছি, উপদেশ দিচ্ছি না। আপনি আমাদের মৈত্রীকে সম্মানিত করে শোক পরিহার করুন।'

মধুরং সান্ত্বিতস্তেন সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ।
মুখমশ্রুপরিক্লিন্নং বস্ত্রান্তেন প্রমার্জয়ৎ॥ ১৫

সুগ্রীবের এইরূপ মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য শুনে রঘুনন্দন তাঁর বসনপ্রান্ত দ্বারা অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল পরিষ্কার করলেন।

প্রকৃতিস্থস্তু কাকুৎস্থঃ সুগ্রীববচনাৎ প্রভুঃ।
সম্পরিষ্বজ্য সুগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬

সুগ্রীবের এইরূপ কথা শুনে প্রভু রামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হলেন (অর্থাৎ শোক ত্যাগ করে কিছুটা শান্ত হলেন) এবং সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে বললেন—

কর্তব্যং যদ্ বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
অনুরূপং চ যুক্তং চ কৃতং সুগ্রীব তৎ ত্বয়া॥ ১৭

'হে সুগ্রীব! একজন স্নেহপরায়ণ হিতৈষী বন্ধুর যা কর্তব্য আপনি তদনুরূপ উপযুক্ত কার্যই করেছেন।

এষ চ প্রকৃতিস্থোঽহমনুনীতস্ত্বয়া সখে।
দুর্লভো হীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ১৮

'হে সখা! আপনার এই বাক্যের দ্বারা আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি। আপনার মতো বন্ধু, বিশেষত এই সময়ে অত্যন্ত দুর্লভ।

কিং তু যত্নস্ত্বয়া কার্যো মৈথিল্যাঃ পরিমার্গণে।
রাক্ষসস্য চ রৌদ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৯

'কিন্তু মিথিলাকুমারী সীতা-উদ্ধার তথা ভয়ানক দুরাত্মা রাক্ষস রাবণের অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে যত্নশীল হতে হবে।

ময়া চ যদনুষ্ঠেয়ং বিস্রব্ধেন তদুচ্যতাম্।
বর্ষাস্বিব চ সুক্ষেত্রে সর্বং সম্পদ্যতে তব॥ ২০

'এখন আমাকে কী করতে হবে তা আমাকে নিঃসংকোচে বলুন, বর্ষাকালে উর্বর ভূমিতে উপযুক্ত বীজ বপন করলেই ফললাভ হয়।

ময়া চ যদিদং বাক্যমভিমানাৎ সমীরিতম্।
তত্ত্বয়া হরিশার্দূল তত্ত্বমিত্যুপধার্যতাম্॥ ২১

'হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি অভিমানভরে যে কথা বলেছি তার তাৎপর্য আপনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করুন।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।
এতত্তে প্রতিজানামি সত্যেনৈব শপাম্যহম্॥ ২২

'আমি পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, ভবিষ্যতেও বলব না। সত্যের নামে শপথ করে আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি।'

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবো বানরৈঃ সচিবৈঃ সহ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাতং বিশেষতঃ॥ ২৩

শ্রীরামের কথা শুনে বিশেষত, তাঁর প্রতিজ্ঞায় সুগ্রীব অন্যান্য বানর এবং মন্ত্রিদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এমমেকান্তসম্পৃক্তৌ ততাস্তৌ নরবানরৌ।
উভাবন্যোন্যসদৃশং সুখং দুঃখমভাষতাম্॥ ২৪

এইভাবে একান্তে নর এবং বানর (শ্রীরাম এবং সুগ্রীব) মিলিত হয়ে একে অপরের সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগলেন।

মহানুভাবস্য বচো নিশম্য
হরির্নৃপাণামধিপস্য তস্য।
কৃতং স মেনে হরিবীরমুখ্য-
স্তদা চ কার্যং হৃদয়েন বিদ্বান্॥ ২৫

মহানুভব রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের কথা শুনে বানরবীরশ্রেষ্ঠ বিদ্বান সুগ্রীব তখন মনে করলেন যে, তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

———o———

অষ্টম সর্গ (৮)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের স্বীয় দুঃখ নিবেদন, রাম কর্তৃক সুগ্রীবকে আশ্বাসদান এবং দুই ভাইয়ের শত্রুতার কারণ জিজ্ঞাসা

পরিতুষ্টস্তু সুগ্রীবস্তেন বাক্যেন হর্ষিতঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রজং শূরমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

রামচন্দ্রের এই বাক্যে সুগ্রীব পরিতুষ্ট হয়ে আনন্দিত চিত্তে লক্ষ্মণের অগ্রজ শূরবীর শ্রীরামকে বললেন—

সর্বথাহমনুগ্রাহ্যো দেবতানাং ন সংশয়ঃ।
উপপন্নো গুণোপেতঃ সখা যস্য ভবান্ মম॥ ২

'আমি সর্বদাই দেবতাদের অনুগ্রহের পাত্র কারণ আপনার মতো গুণবান ব্যক্তিকে মিত্ররূপে লাভ করেছি, এই বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

শক্যং খলু ভবেদ্ রাম সহায়েন ত্বয়ানঘ।
সুররাজ্যমপি প্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো॥ ৩

'হে প্রভু রামচন্দ্র ! আপনার মতো নিষ্পাপ ব্যক্তির সহায়তায় আমি সুররাজ্য (দেবতাদের রাজ্য)ও অধিকার করতে সক্ষম, আমার রাজ্যলাভ আর এমনকী !

সোঽহং সভাজ্যো বন্ধূনাং সুহৃদাং চৈব রাঘব।
যস্যাগ্নিসাক্ষিকং মিত্রং লব্ধং রাঘববংশজম্॥ ৪

'হে রঘুনন্দন ! আমি এখন আমার বন্ধুদের এবং সুহৃদদের নিকট সম্মাননীয়। কারণ, রঘুবংশজাত আপনাকে আমি অগ্নিসাক্ষী করে মিত্ররূপে পেয়েছি।

অহমপ্যনুরূপস্তে বয়স্যো জ্ঞাস্যসে শনৈঃ।
ন তু বক্তুং সমর্থোঽহং ত্বয়ি আত্মগতান্ গুণান্॥ ৫

'আমি আপনাকে আমার গুণবিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম নই, তবে আমি যে আপনার যোগ্য সখা একথা আপনি ধীরে ধীরে জানতে পারবেন।

মহাত্মনাং তু ভূয়িষ্ঠং ত্বদ্বিধানাং কৃতাত্মনাম্।
নিশ্চলা ভবতি প্রীতির্ধৈর্যমাত্মবতাং বর॥ ৬

'হে আত্মনিষ্ঠ প্রধান ! আপনার মতো মহাত্মাদের প্রীতি এবং ভক্তি দৃঢ়রূপে অবিচল থাকে।

রজতং বা সুবর্ণং বা শুভান্যাভরণানি চ।
অবিভক্তানি সাধূনামবগচ্ছন্তি সাধবঃ॥ ৭

'সজ্জন ব্যক্তি নিজের স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা উত্তম অলঙ্কারাদিকে সেই বন্ধু থেকে অবিভক্ত মনে করেন—অর্থাৎ নিজ সম্পদে নিজের বন্ধুদের সমান অধিকার বলে মনে করেন।

আঢ্যোবাপি দরিদ্রো বা দুঃখিতঃ সুখিতোঽপি বা।
নির্দোষশ্চ সদোষশ্চ বয়স্যঃ পরমা গতিঃ॥ ৮

'ধনী হোন বা দরিদ্র, সুখী কিংবা দুঃখী হোন, নির্দোষ অথবা দোষযুক্ত যা-ই হোন না কেন বন্ধুই বন্ধুর পরম আশ্রয়।

ধনত্যাগঃ সুখত্যাগো দেশত্যাগোঽপি বানঘ।
বয়স্যার্থে প্রবর্তন্তে স্নেহং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্॥ ৯

'হে নিষ্পাপ ! এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রীতি দেখে সজ্জনেরা মিত্রের জন্য সম্পদ, সুখ, দেশ—এই সমস্তই ত্যাগ করেন।'

তৎ তথেত্যব্রবীদ্ রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়বাদিনম্।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো লক্ষ্ম্যা বাসবস্যেব ধীমতঃ॥ ১০

এই শুনে রঘুনন্দন শ্রীরাম ইন্দ্রতুল্য ধীমান রূপবান লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে বললেন—'আপনি যথার্থই বলেছেন।'

ততো রামং স্থিতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং চ মহাবলম্।
সুগ্রীবঃ সর্বতশ্চক্ষুর্বনে লোলমপাতয়ৎ॥ ১১

তদনন্তর (তারপরে অন্য একদিন) মহাবলশালী শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখে সুগ্রীব বনের চতুর্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

স দদর্শ ততঃ সালমবিদূরে হরীশ্বরঃ।
সুপুষ্পমীষৎ পত্রাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্॥ ১২

তখন বানররাজ দেখলেন নিকটস্থ একটি শালগাছ। বৃক্ষটি সুন্দর পত্র-পুষ্পে বৃক্ষটি ছিল এবং ভ্রমরেরা ঘুরে ঘুরে মধুর গুঞ্জন করছিল।

তস্যৈকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভঙ্‌ক্ত্বা সুশোভিতাম্।
রামস্যাস্তীর্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ॥ ১৩

বৃক্ষটির পত্র-পুষ্প-সুসজ্জিত একটি শাখা ভগ্ন করে সুগ্রীব রামের জন্য ভূমিতে বিস্তারিত করলেন, অনন্তর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তদুপরি উপবেশন করলেন।

তাবাসীনৌ ততো দৃষ্ট্বা হনূমানপি লক্ষ্মণম্।
শালশাখাং সমুৎপাট্য বিনীতমুপবেশয়ৎ॥ ১৪

তাঁদের দুজনকে আসন গ্রহণ করতে দেখে হনুমানও একটি শালশাখা উৎপাটন করে বিনয়ী লক্ষ্মণকে তাতে বসালেন।

সুখোপবিষ্টং রামং তু প্রসন্নমুদধিং যথা।
সালপুষ্পাবসংকীর্ণে তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে॥ ১৫
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণয়া শুভয়া গিরা।
উবাচ প্রণয়াদ্ রামং হর্ষব্যাকুলিতাক্ষরম্॥ ১৬

শালপুষ্পে সমাকীর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতোপরে সুখে উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে শান্ত সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। তখন প্রহৃষ্ট সুগ্রীব সুন্দর মধুর ভাষায় প্রীতিপূর্ণভাবে বললেন —আনন্দের আতিশয্যে বাক্যের অক্ষরগুলিও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

অহং বিনিকৃতো ভ্রাত্রা চরাম্যেষ ভয়ার্দিতঃ।
ঋষ্যমূকং গিরিবরং হৃতভার্যঃ সুদুঃখিতঃ॥ ১৭

'আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক বিতাড়িত, আমার স্ত্রী তাঁর দ্বারা অপহৃতা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভীত চিত্তে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে বিচরণ করছি।

সোঽহং ত্রস্তো ভয়ে মগ্নো বনে সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব॥ ১৮

'আমি ভীত, সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্তচিত্তে, ভগ্নহৃদয়ে বনে বিচরণ করছি। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। হে রাঘব ! তিনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন।

বালিনো মে ভয়ার্তস্য সর্বলোকাভয়ঙ্কর।
মমাপি ত্বমনাথস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ১৯

'হে প্রভু ! আপনি সকল লোককে অভয় দান করেন ; আমি বালীর ভয়ে ভীত, এই অনাথ আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন।'

এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মবৎসলঃ।
প্রত্যুবাচ স কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব॥ ২০

সুগ্রীবের এইরূপ উক্তির পরে তেজস্বী, ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মবৎসল ভগবান শ্রীরাম তাঁকে প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে বললেন—

উপকারফলং মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্।
অদ্যৈব তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্॥ ২১

'হে বন্ধু ! উপকারের ফল হল মিত্রতা আর অপকার হল শত্রুতার লক্ষণ। আজই আমি আপনার পত্নী অপহরণকারী সেই বালীকে বধ করব।

ইমে হি মে মহাভাগ পত্রিণস্তিগ্মতেজসঃ।
কার্তিকেয়বনোদ্ভূতাঃ শরা হেমবিভূষিতাঃ॥ ২২

'হে মহাভাগ ! আমার এই স্বর্ণমণ্ডিত বাণ অত্যন্ত তেজসম্পন্ন, কার্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবন থেকে এগুলি উদ্ভূত।

কঙ্কপত্রপরিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ।
সুপর্বাণঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ সরোষা ভুজগা ইব॥ ২৩

'কঙ্কপাখির পত্র অর্থাৎ পালকযুক্ত এই শর ইন্দ্রের বজ্রতুল্য অমোঘ। এর পর্বগুলি সুন্দর, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং সর্পতুল্য এর রোষ।

বালিসংজ্ঞমমিত্রং তে ভ্রাতরং কৃতকিল্বিষম্।
শরৈর্বিনিহতং পশ্য বিকীর্ণমিব পর্বতম্॥ ২৪

'বালী নামক আপনার অনিষ্ট সাধনকারী শত্রু ভ্রাতাকে এই বাণ দ্বারা হত্যা করব, বিদীর্ণ পর্বতের মতো আপনি তাঁর ভূপতিত হওয়া প্রত্যক্ষ করবেন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥ ২৫

রঘুনন্দনের এই কথা শুনে বানর সেনাপতি সুগ্রীব অনুপম আনন্দ লাভ করলেন এবং তাঁকে বারংবার সাধুবাদ জানিয়ে বললেন—

রাম শোকাভিভূতোঽহং শোকার্তানাং ভবান্ গতিঃ।
বয়স্য ইতি কৃত্বা হি ত্বয্যহং পরিদেবয়ে॥ ২৬

'হে রাম ! আমি শোকে অভিভূত, এবং শোকার্তদের আশ্রয়দাতা আপনি। আপনাকে বন্ধু বলে জানি, সেইজন্য আপনার নিকটেই আমি আমার শোক প্রকাশ করছি।

ত্বং হি পাণিপ্রদানেন বয়স্যো মেঽগ্নিসাক্ষিকম্।
কৃতঃ প্রাণৈর্বহুমতঃ সত্যেন চ শপাম্যহম্॥ ২৭

'হাতে হাত ধরে অগ্নিসাক্ষী করে আমরা পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। সত্যের নামে শপথ করে আমি বলছি আপনি আমার প্রাণাধিক।

বয়স্য ইতি কৃত্বা চ বিস্রব্ধঃ প্রবদাম্যহম্।
দুঃখমন্তর্গতং তন্মে মনো হরতি নিত্যশঃ॥ ২৮

'আপনি আমার মিত্র, সেইজন্য আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বলছি, আমার অন্তর্গত দুঃখ আমার মনকে নিত্য হরণ করছে।'

এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পদূষিতলোচনঃ।
বাষ্পদূষিতয়া বাচা নোচ্চৈঃ শক্নোতি ভাষিতুম্॥ ২৯

এই পর্যন্ত বলেই সুগ্রীবের নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বাষ্পোদ্গত কণ্ঠস্বরে বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে তিনি অক্ষম হলেন।

বাষ্পবেগং তু সহসা নদীবেগমিবাগতম্।
ধারয়ামাস ধৈর্যেণ সুগ্রীবো রামসন্নিধৌ॥ ৩০

সহসা নদীবেগের ন্যায় তাঁর অশ্রুধারা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি সেই তীব্র অশ্রুবেগ রামচন্দ্রের নিকটে ধৈর্য সহকারে ধারণ করলেন।

স নিগৃহ্য তু তং বাষ্পং প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।
বিনিঃশ্বস্য চ তেজস্বী রাঘবং পুনরূচিবান্॥ ৩১

অশ্রুধারা রুদ্ধ করে তিনি তাঁর সুন্দর নয়নযুগল মুছে নিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে সেই তেজস্বী রামচন্দ্রকে বললেন—

পুরাহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ।
পরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধূতোঽস্মি বলীয়সা॥ ৩২

'হে রাম ! পূর্বে বালী আমাকে দুর্বাক্য সহযোগে তিরস্কার করে এবং বলপূর্বক অবরোপিত করেছেন, অর্থাৎ যুবরাজ পদ থেকে চ্যুত করেছেন।

হৃতা ভার্যা চ মে তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
সুহৃদশ্চ মদীয়া যে সংযতা বন্ধনেষু তে॥ ৩৩

'আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া পত্নীকে অপহরণ করে, আমার সুহৃদজনদের কারাগারে বন্দি করেছেন।

যত্নবাংশ্চ স দুষ্টাত্মা মদ্বিনাশায় রাঘব।
বহুশস্তৎপ্রযুক্তাশ্চ বানরা নিহতা ময়া॥ ৩৪

'হে রাঘব ! সেই দুষ্টাত্মা বালি আমার বিনাশের জন্য আজও সচেষ্ট। তাঁর প্রেরিত বহু বানরকে আমি হত্যা করেছি।

শঙ্কয়া ত্বেতয়াহং চ দৃষ্ট্বা ত্বামপি রাঘব।
নোপসর্পাম্যহং ভীতো ভয়ে সর্বে হি বিভ্যতি॥ ৩৫

'হে রঘুনাথ আমি আপনাকে দেখেও প্রথমে ভীত হয়ে আপনার সামনে আসিনি ; কারণ ভয়তাড়িত হলে সবকিছুই ভীতপ্রদ মনে হয়।

কেবলং হি সহায়া মে হনুমৎ প্রমুখাস্ত্বিমে।
অতোঽহং ধারয়াম্যদ্য প্রাণান্ কৃচ্ছ্রগতোঽপি সন্॥ ৩৬

'কেবল এই হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়, সেইজন্য সংকটাপন্ন হয়েও আমি এখনও পর্যন্ত প্রাণ ধারণ করে আছি।

এতে হি কপয়ঃ স্নিগ্ধা মাং রক্ষন্তি সমন্ততঃ।
সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যে নিত্যং তিষ্ঠন্তি চাস্থিতে॥ ৩৭

'এইসমস্ত স্নেহপরায়ণ বানরেরা আমাকে সর্বদা রক্ষা করে, আমি যেখানে যাই এরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আমি যেখানে অবস্থান করি এরাও আমার সঙ্গে স্থান গ্রহণ করে।

সংক্ষেপস্ত্বেষ মে রাম কিমুক্ত্বা বিস্তরং হি তে।
স মে জ্যেষ্ঠো রিপুর্ভ্রাতা বালী বিশ্রুতপৌরুষঃ॥ ৩৮

'হে রাম ! সংক্ষেপে এই হল আমার বৃত্তান্ত। আপনার নিকট এর বেশি আর কী বলব ? তিনি আমার বড় ভাই, আমার শত্রুও ; মহাপরাক্রমশালীরূপে তিনি খ্যাত।

তদ্বিনাশেঽপি মে দুঃখং প্রমৃষ্টং স্যাদনন্তরম্।
সুখং মে জীবিতং চৈব তদ্বিনাশনিবন্ধনম্॥ ৩৯

'এই সময় আমার যে দুঃখ-কষ্ট তা বালীর বিনাশের মাধ্যমেই দূর হওয়া সম্ভব। আমার সুখ এবং জীবন তাঁর বিনাশের উপরেই নির্ভরশীল।

এষ মে রাম শোকান্তঃ শোকার্তেন নিবেদিতঃ।
দুঃখিতঃ সুখিতো বাপি সখ্যুর্নিত্যং সখা গতিঃ॥ ৪০

'হে রাম ! আমি শোকপীড়িত হয়েই আমার শোকমুক্তির উপায় আপনাকে বললাম। কারণ দুঃখী বা সুখী সব অবস্থাতেই বন্ধুর আশ্রয় বন্ধু।'

শ্রুত্বৈতচ্চ বচো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
কিং নিমিত্তমভূদ্ বৈরং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৪১

এই কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন —'কী কারণে আপনাদের এই বৈরীভাব তা আমি যথাযথভাবে শুনতে চাই।

সুখং হি কারণং শ্রুত্বা বৈরস্য তব বানর।
আনন্তর্যাদ্ বিধাস্যামি সম্প্রধার্য বলাবলম্॥ ৪২

'হে বানররাজ ! আপনাদের দুজনের শত্রুতার কারণ জেনে, আপনাদের মধ্যে প্রাবল্য এবং দৌর্বল্য বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আপনার সুখের বিধান করব।

বলবান্ হি মমামর্ষঃ শ্রুত্বা ত্বামবমানিতম্।
বর্ধতে হৃদয়োৎকম্পী প্রাবৃড়্‌বেগ ইবাম্ভসঃ॥ ৪৩

'আপনার অবমাননার কথা শুনে আমার ক্রোধ

বর্ষাকালের নদীবেগের ন্যায় প্রবল হয়ে আমার হৃদয়কে প্রকম্পিত করেছে।

হৃষ্টঃ কথয় বিস্রব্ধো যাবদারোপ্যতে ধনুঃ।
সৃষ্টশ্চ হি ময়া বাণো নিরস্তশ্চ রিপুস্তব॥ ৪৪

যতক্ষণ আমি ধনুকে গুণ আরোপ করছি, ততক্ষণ আপনি নির্ভয়ে প্রসন্নচিত্তে আপনার সব কথা বলুন। কারণ আমি বাণ নিক্ষেপ করা মাত্রই আপনার শত্রু বিনষ্ট হবে।'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ॥ ৪৫

মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনে সুগ্রীব তাঁর চার বানরসঙ্গীসহ অতুল আনন্দ লাভ করলেন।

ততঃ প্রহৃষ্টবদনঃ সুগ্রীবো লক্ষ্মণাগ্রজে।
বৈরস্য কারণং তত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৪৬

তদনন্তর সুগ্রীব আনন্দিত মুখে লক্ষ্মণের অগ্রজ শ্রীরামকে তাঁদের বৈরিতার কারণসমূহ যথাযথভাবে বলতে আরম্ভ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম সর্গ (৯)

সুগ্রীবের শ্রীরামচন্দ্রকে বালীর সঙ্গে নিজের শত্রুতার কারণ বর্ণনা

বালী নাম মম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ শত্রুনিষূদনঃ।
পিতুর্বহুমতো নিত্যং মম চাপি তথা পুরা॥ ১

'শত্রুসংহারকারী বালি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আমার পিতা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, পূর্বে আমিও তাঁকে ভালোবাসতাম।

পিতর্যুপরতে তস্মিঞ্জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি মন্ত্রিভিঃ।
কপীনামীশ্বরো রাজ্যে কৃতঃ পরমসম্মতঃ॥ ২

'পিতার মৃত্যুর পরে মন্ত্রিগণ তাঁকে জ্যেষ্ঠ জেনে বানররাজ্যের রাজা করতে সম্মত হয়েছিলেন।

রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য পিতৃপৈতামহং মহৎ।
অহং সর্বেষু কালেষু প্রণতঃ প্রেষ্যবৎ স্থিতঃ॥ ৩

'পিতা-পিতামহের সুবিশাল রাজ্য তিনি শাসন করতে লাগলেন। আমি সর্বদা দাসের ন্যায় বিনীতভাবে তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।

মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ।
তেন তস্য মহদ্বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা॥ ৪

'দানব দুন্দুভির মায়াবী নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে স্ত্রীর কারণে বালীর ভীষণ শত্রুতা হল।

স তু সুপ্তে জনে রাত্রৌ কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাগতঃ।
নর্দতি স্ম সুসংরব্ধো বালিনং চাহ্বয়দ্ রণে॥ ৫

'একদিন গভীর নিশীথে পুরজনদের নিদ্রাকালে সেই দানব কিষ্কিন্ধাপুরীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত ক্রোধে গর্জন করতে লাগল এবং বালীকে যুদ্ধে আহ্বান জানালো।

প্রসুপ্তস্তু মম ভ্রাতা নর্দতো ভৈরবস্বনম্।
শ্রুত্বা ন মমৃষে বালী নিষ্পপাত জবাৎ তদা॥ ৬

'ওই সময়ে প্রচণ্ড গর্জনে আমার প্রসুপ্ত অগ্রজের নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সবেগে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

স তু বৈ নিঃসৃতঃ ক্রোধাৎ তং হন্তুমসুরোত্তমম্।
বার্যমাণস্ততঃ স্ত্রীভির্ময়া চ প্রণতাত্মনা॥ ৭

'সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে হত্যা করতে উদ্যত ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি বাইরে এলেন ; তখন অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীদের সঙ্গে আমিও তাঁর চরণ ধারণপূর্বক গতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম।

স তু নির্ধূয় সর্বান্ নো নির্জগাম মহাবলঃ।
ততোঽহমপি সৌহার্দান্নিঃসৃতো বালিনা সহ॥ ৮

'কিন্তু মহাবলবান বালী আমাদের সকলকে বলপূর্বক

সরিয়ে দিয়ে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সৌহার্দ্যবশত তখন আমিও তাঁর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

স তু মে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা মাং চ দূরাদবস্থিতম্।
অসুরো জাতসন্ত্রাসঃ প্রদুদ্রাব তদা ভৃশম্॥ ৯

'সেই অসুর আমার ভাইকে এবং কিছুদূরে অবস্থানকারী আমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে তীব্র গতিতে পলায়ন করল।

তস্মিন্ দ্রবতি সন্ত্রস্তে হ্যাবাং দ্রুততরং গতৌ।
প্রকাশোঽপি কৃতো মার্গশ্চন্দ্রেণোদ্‌গচ্ছতা তদা॥ ১০

'ভীত সেই অসুরকে পলায়নপর দেখে আমরা দুজনে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। গগনে উদিত চন্দ্র তখন আমাদের পথকে প্রকাশিত করেছিল।

স তৃণৈরাবৃতং দুর্গং ধরণ্যা বিবরং মহৎ।
প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ॥ ১১

'সেই অসুর তখন তৃণাবৃত দুর্গম, গভীর ভূমিগহ্বরে প্রবেশ করল, আমরা দুজন সবেগে সেখানে উপস্থিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

তং প্রবিষ্টং রিপুং দৃষ্ট্বা বিলং রোষবশং গতঃ।
মামুবাচ ততো বালী বচনং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১২

'সেই শত্রুকে ভূমিগহ্বরে প্রবেশ করতে দেখে বালী অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আমাকে বললেন—

ইহ তিষ্ঠাদ্য সুগ্রীব বিলদ্বারি সমাহিতঃ।
যাবদত্র প্রবিশ্যাহং নিহন্মি সমরে রিপুম্॥ ১৩

"সুগ্রীব ! যতক্ষণ আমি এই গহ্বরে প্রবেশ করে সমরে শত্রু সংহার না করি ততক্ষণ তুমি এই গহ্বর মুখে অবস্থান করো।"

ময়া ত্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা যাচিতঃ স পরন্তপঃ।
শাপয়িত্বা চ মাং পদ্‌ভ্যাং প্রবিবেশ বিলং ততঃ॥ ১৪

'বালীর কথা শুনে আমিও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু পরন্তপ (শত্রুদমনকারী) বালী নিজ চরণের দিব্যি দিয়ে যেতে বারণ করলেন।

তস্য প্রবিষ্টস্য বিলং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
স্থিতস্য চ বিলদ্বারি স কালো ব্যত্যবর্তত॥ ১৫

'বিবরাভ্যন্তরে প্রবেশের পরে একবৎসর কাল অতিক্রান্ত হল, আমিও সেইস্থানে সেইসময় যাবৎ অবস্থান করলাম।

অহং তু নষ্টং তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ।
ভ্রাতরং ন প্রপশ্যামি পাপশঙ্কি চ মে মনঃ॥ ১৬

'দীর্ঘকাল ভাইকে ফিরে না-আসতে দেখে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং স্নেহবশত আমার মনে তাঁর অনিষ্ট আশঙ্কা জাগ্রত হল ; তিনি হয়তো নিহত হয়েছেন এইরূপ অনুমান হল।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য বিলাৎ তস্মাদ্ বিনিঃসৃতম্।
সফেনং রুধিরং দৃষ্ট্বা ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ॥ ১৭

'তদনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই গহ্বর থেকে ফেনাযুক্ত রক্ত নির্গত হতে দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

নর্দতামসুরাণাং চ ধ্বনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ।
ন রতস্য চ সংগ্রামে ক্রোশতোঽপি স্বনো গুরোঃ॥ ১৮

'গর্জনরত অসুরদের ধ্বনি আমার কর্ণগোচর হল, যুদ্ধরত আমার বড় ভাইয়ের কোনো সাড়াশব্দ আমি পেলাম না।

অহং ত্ববগতো বুদ্ধ্যা চিহ্নৈস্তৈর্ভ্রাতরং হতম্।
পিধায় চ বিলদ্বারং শিলয়া গিরিমাত্রয়া॥ ১৯
শোকার্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধ্যামাগতঃ সখে।
গূহমানস্য মে তত্ত্বং যত্নতো মন্ত্রিভিঃ শ্রুতম্॥ ২০

'সেই চিহ্ন দেখে আমার মনে হল আমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তখন পর্বতপ্রমাণ এক শিলাখণ্ডের দ্বারা গর্তের দ্বার আমি রুদ্ধ করে দিই। হে বন্ধু ! আমি শোকার্ত চিত্তে তাঁর তর্পণাদি ক্রিয়া করে কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করি। আমি সযত্নে আত্মগোপন করে থাকলেও সেই বার্তা মন্ত্রিদের কর্ণগোচর হয়।

ততোঽহং তৈঃ সমাগম্য সমেতৈরভিষেচিতঃ।
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য ন্যায়তো মম রাঘব॥ ২১
আজগাম রিপুং হত্বা দানবং স তু বানরঃ।
অভিষিক্তং তু মাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ২২

'অনন্তর তাঁরা সম্মিলিতভাবে আমার নিকট এসে আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। হে রঘুবীর ! আমি ন্যায় পথেই রাজ্য শাসন করে আসছিলাম। দানবরূপী সেই শত্রুকে হত্যা করে বানররাজ বালী প্রত্যাগমন করলেন। আমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখে ক্রোধে তাঁর লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

মদীয়ান্ মন্ত্রিণো বদ্ধ্বা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ।
নিগ্রহে চ সমর্থস্য তং পাপং প্রতি রাঘব॥ ২৩
ন প্রাবর্তত মে বুদ্ধির্ভ্রাতৃগৌরবযন্ত্রিতা।

'আমার মন্ত্রিদের তিনি কারাগারে রুদ্ধ করে আমাকে

কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। হে রাঘব ! সেই পাপীকে আমি বন্দি করতে সক্ষম হলেও বড়ভাই গুরুজন — এই জ্ঞানবশত আমি সেই কাজে প্রবৃত্ত হইনি।

হত্বা শত্রুং স মে ভ্রাতা প্রবিবেশ পুরং তদা॥ ২৪
মানয়ংস্তং মহাত্মানং যথাবচ্চাভিবাদয়ম্।
উক্তাশ্চ নাশিষস্তেন প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ২৫

'শত্রুকে হত্যা করে আমার সেই ভাই তখন রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই মহাত্মাকে সম্মান জ্ঞাপন করে আমি তাঁকে যথোচিত উপায়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে প্রসন্ন চিত্তে আশীর্বাদ করলেন না।

নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাস্পৃশং প্রভো।
অপি বালী মম ক্রোধান্ন প্রসাদং চকার সঃ॥ ২৬

'হে প্রভু ! আমি তখন আমার মুকুট তাঁর চরণে স্পর্শ করালাম, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ক্রুদ্ধ বালী আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম সর্গ (১০)

ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সুগ্রীবের বালীকে সম্মান জ্ঞাপনের কথা এবং বালী কর্তৃক সুগ্রীবের বিতাড়নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টং সংরব্ধং তমুপাগতম্।
অহং প্রসাদয়াঞ্চক্রে ভ্রাতরং হিতকাম্যয়া॥ ১

'অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট এবং অতি ক্ষুব্ধ হয়ে আগত ; তাঁর হিতকামনায় আমি তাঁকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হলাম।

দিষ্ট্যাসি কুশলী প্রাপ্তো নিহতশ্চ ত্বয়া রিপুঃ।
অনাথস্য হি মে নাথস্ত্বমেকোঽনাথনন্দন॥ ২

"হে অনাথের নাথ ! আমি অনাথ, আপনিই আমার আশ্রয়। আপনার শত্রুকে আপনি বধ করে এসেছেন, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

ইদং বহুশলাকং তে পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
ছত্রং সবালব্যজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ধৃতম্॥ ৩

"বহুশলাকাবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এই ছত্র, চামর, পাখা আমি আপনার প্রতিনিধিরূপেই ধারণ করেছিলাম।

আর্তস্তত্র বিলদ্বারি স্থিতঃ সংবৎসরং নৃপ।
দৃষ্ট্বা চ শোণিতং দ্বারি বিলাচ্চাপি সমুত্থিতম্॥ ৪
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো ভৃশং ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।

"হে রাজন্ ! সেই গহ্বরদ্বারে আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে এক বৎসরকাল যাবৎ অবস্থান করেছিলাম। গহ্বর থেকে শোণিতধারা নির্গত হতে দেখে আমার চিত্ত শোকগ্রস্ত হল এবং ইন্দ্রিয়সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

অপিধায় বিলদ্বারং শৈলশৃঙ্গেণ তৎ তদা॥ ৫
তস্মাদ্ দেশাদপাক্রম্য কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশং পুনঃ।

"তখন পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা গহ্বরমুখ রুদ্ধ করে আমি সেই স্থান থেকে পালিয়ে পুনরায় কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করলাম।

বিষাদাত্ত্বিহ মাং দৃষ্ট্বা পৌরৈর্মন্ত্রিভিরেব চ॥ ৬
অভিষিক্তো ন কামেন তন্মে ক্ষন্তুং ত্বমর্হসি।

"বিষাদমগ্ন আমাকে দেখে পৌরজনেরা এবং মন্ত্রিরা এই রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করলেন। আমি স্বেচ্ছায় সিংহাসনে আরোহণ করিনি। আপনি আমায় মার্জনা করুন।

ত্বমেব রাজা মানার্হঃ সদা চাহং যথা পুরা॥ ৭
রাজভাবে নিয়োগোঽয়ং মম ত্বদ্বিরহাৎ কৃতঃ।

"আপনি সম্মাননীয় রাজা, আমি পূর্ববৎ আপনার সেবক ; আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম।

সামাত্যপৌরনগরং স্থিতং নিহতকণ্টকম্॥ ৮
ন্যাসভূতমিদং রাজ্যং তব নির্যাতয়াম্যহম্।

"অমাত্য, পুরবাসী এবং নগরসহ এই রাজ্য আমি নিষ্কণ্টকরূপে শাসন করেছি। গচ্ছিত বস্তুর মতো এই রাজ্য আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি।

মা চ রোষং কৃথাঃ সৌম্য মম শত্রুনিষূদন॥ ৯
যাচে ত্বাং শিরসা রাজন্ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ।

"হে সৌম্য ! শত্রুসূদন ! আমি করজোড়ে, নতমস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ; আপনি আমার প্রতি রোষপরায়ণ হবেন না।

বলাদস্মিন্ সমাগম্য মন্ত্রিভিঃ পুরবাসিভিঃ॥ ১০
রাজভাবে নিযুক্তোঽহং শূন্যদেশাজিগীষয়া।

"পুরবাসীরা এবং মন্ত্রীরা আমাকে জোর করে রাজপদে নিযুক্ত করেছেন, কারণ রাজার অভাবে শত্রুদের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্নিগ্ধমেবং ব্রুবাণং মাং স বিনির্ভর্ৎস্য বানরঃ॥ ১১
ধিক্ত্বামিতি চ মামুক্ত্বা বহু তত্তদুবাচ হ।

'আমি তাঁকে (বালীকে) সবিনয়ে এই কথাগুলি বললেও সেই বানর আমাকে ধিক্কার জানিয়ে, বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করে অতি কঠোর দুর্বাক্য শোনাতে লাগলেন।

প্রকৃতীশ্চ সমানীয় মন্ত্রিণশ্চৈব সম্মতান্॥ ১২
মামাহ সুহৃদাং মধ্যে বাক্যং পরমগর্হিতম্।

'অনন্তর পুরজনদের এবং মাননীয় মন্ত্রিদের আহ্বান করে আমার সুহৃদদের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বাক্যে বললেন—

বিদিতং বো ময়া রাত্রৌ মায়াবী স মহাসুরঃ॥ ১৩
মাং সমাহ্বয়ত ক্রুদ্ধো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তদা পুরা।

"আপনারা জানেন মায়াবী নামে এক মহা ভয়ানক অসুর একদিন রাত্রে এই পুরীতে এসে যুদ্ধ-আকাঙ্ক্ষায় ক্রুদ্ধ-গর্জন করে আমাকে সমরে আহ্বান জানায়।

তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা নিঃসৃতোঽহং নৃপালয়াৎ॥ ১৪
অনুযাতশ্চ মাং তূর্ণময়ং ভ্রাতা সুদারুণঃ।

"তার সেই আহ্বান শুনে আমি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে আসি। তখন আমার এই ভাইও সত্বর আমাকে অনুসরণ করে।

স তু দৃষ্ট্বৈব মাং রাত্রৌ সদ্বিতীয়ং মহাবলঃ॥ ১৫
প্রাদ্রবদ্ ভয়সন্ত্রস্তো বীক্ষ্যাবাং সমুপাগতৌ।

অভিদ্রুতস্তু বেগেন বিবেশ স মহাবিলম্॥ ১৬

"মহাবলশালী সেই অসুর রাত্রিকালে আমাকে সহায়সম্পন্ন দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আমাদের দুজনকে একত্রে আসতে দেখে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এক গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে।

তং প্রবিষ্টং বিদিত্বা তু সুঘোরং সুমহদ্বিলম্।
অয়মুক্তোঽথ মে ভ্রাতা ময়া তু ক্রূরদর্শনঃ॥ ১৭

"এক ভয়ংকর সুবিশাল গহ্বরে সেই অসুর প্রবেশ করেছে জেনে আমি আমার এই ক্রূরদর্শন ভাইকে বলেছিলাম—

অহত্বা নাস্তি মে শক্তিঃ প্রতিগন্তুমিতঃ পুরীম্।
বিলদ্বারি প্রতীক্ষ ত্বং যাবদেনং নিহন্ম্যহম্॥ ১৮

"একে হত্যা না করে রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তনের সাধ্য আমার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে হত্যা করে ফিরে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

স্থিতোঽয়মিতি মত্বাহং প্রবিষ্টস্তু দুরাসদম্।
তং মে মার্গয়তস্তত্র গতঃ সংবৎসরস্তদা॥ ১৯

"সে এইখানেই অপেক্ষা করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে সেই সুগভীর গহ্বরে আমি প্রবেশ করলাম।

স তু দৃষ্টো ময়া শত্রুরনির্বেদাদ্ ভয়াবহঃ।
নিহতশ্চ ময়া সদ্যঃ স সর্বৈঃ সহ বন্ধুভিঃ॥ ২০

"নিরন্তর অনুসন্ধান করতে করতে আমি সেই ভয়াবহ শত্রুকে একদিন দেখতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধুবর্গসহ সেই মহাসুরকে বিনষ্ট করলাম।

তস্যাস্যাত্তু প্রবৃত্তেন রুধিরৌঘেণ তদ্বিলম্।
পূর্ণমাসীদ্ দুরাক্রামং স্তনতস্তস্য ভূতলে॥ ২১

"তার মুখনিঃসৃত রক্তধারায় সেই গহ্বর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বিবরস্থ পথ হয়ে গেল দুর্গম।

সূদয়িত্বা তু তং শত্রুং বিক্রান্তং তমহং সুখম্।
নিষ্ক্রামং নৈব পশ্যামি বিলস্য বিহিতং মুখম্॥ ২২

"সেই পরাক্রমশালী শত্রুকে হত্যা করে যখন আমি আনন্দিতভাবে বেরিয়ে আসছি, তখন আমি নিষ্ক্রমণের পথ দেখতে পেলাম না, কারণ গর্তের মুখ ছিল রুদ্ধ।

বিক্রোশমানস্য তু মে সুগ্রীবেতি পুনঃ পুনঃ।
যতঃ প্রতিবচো নাস্তি ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ॥ ২৩

"আমি 'সুগ্রীব ! সুগ্রীব !' বলে বার বার ডাকতে

লাগলাম, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

পাদপ্রহারৈস্তু ময়া বহুভিঃ পরিপাতিতম্।
ততোঽহং তেন নিষ্ক্রম্য পথা পুরমুপাগতঃ॥ ২৪

"বহুবার পদাঘাত করে আমি সেই পাথর সরিয়ে দিয়ে, সেই পথে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে রাজপুরীতে উপস্থিত হয়েছি।

তত্রানেনাস্মি সংরুদ্ধো রাজ্যং মৃগয়তাঽঽত্মনঃ।
সুগ্রীবেণ নৃশংসেন বিস্মৃত্য ভ্রাতৃসৌহৃদম্॥ ২৫

"ভ্রাতৃপ্রেম বিস্মৃত হয়ে নিষ্ঠুর সুগ্রীব রাজ্যলাভের বাসনায় নিজে আমাকে সেইখানে অবরুদ্ধ করেছিল।"

এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ॥ ২৬

'এই বলে বানর বালী আমাকে নিষ্ঠুরকভাবে একবস্ত্রে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন।

তেনাহমপবিদ্ধশ্চ হৃতদারশ্চ রাঘব।
তদ্ভয়াচ্চ মহীং সর্বাং ক্রান্তবান্ সবনার্ণবাম্॥ ২৭
ঋষ্যমূকং গিরিবরং ভার্যাহরণদুঃখিতঃ।
প্রবিষ্টোঽস্মি দুরাধর্ষং বালিনঃ কারণান্তরে॥ ২৮

'হে রঘুনন্দন ! সেই থেকেই আমি প্রত্যাখ্যাত এবং হৃতদার হয়ে, সেই বালীর ভয়ে বন-সমুদ্রসহ সমগ্র পৃথিবীতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। স্ত্রী অপহরণের দুঃখে ব্যথিত হয়ে আমি এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষ কারণে বালী এখানে প্রবেশ করতে অক্ষম।

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং বৈরানুকথনং মহৎ।
অনাগসা ময়া প্রাপ্তং ব্যসনং পশ্য রাঘব॥ ২৯

'হে রাঘব ! বালীর সাথে আমার শত্রুতার সর্ববৃত্তান্ত আপনাকে বললাম। আপনি দেখুন, বিনা অপরাধে আমি কত কষ্ট পাচ্ছি !

বালিনশ্চ ভয়াৎ তস্য সর্বলোকভয়াপহ।
কর্তুমর্হসি মে বীর প্রসাদং তস্য নিগ্রহাৎ॥ ৩০

'হে বীর ! জগতের সকল ভয়হরণকারী ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বালীর ভয় থেকে মুক্ত করুন।'

এবমুক্তঃ স তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মসংহিতম্।
বচনং বক্তুমারেভে সুগ্রীবং প্রহসন্নিব॥ ৩১

সুগ্রীবের এইরূপ উক্তির পরে ধর্মজ্ঞ রামচন্দ্র হাসতে হাসতে তাঁকে ধর্মানুসারী বাক্য বলতে আরম্ভ করলেন।

অমোঘাঃ সূর্যসংকাশা নিশিতা মে শরা ইমে।
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে পতিষ্যন্তি রুষান্বিতাঃ॥ ৩২

'আমার এই বাণ সূর্যের মতো তেজস্বী, তীক্ষ্ণ এবং অমোঘ, যা দুরাচারী বালীর ওপর সরোষে পতিত হবে।

যাবৎ তং নহি পশ্যেয়ং তব ভার্যাপহারিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ॥ ৩৩

'আপনার ভার্যা অপহরণকারী, দুশ্চরিত্র, পাপাত্মা বালী যতক্ষণ আমার চোখের সামনে না আসছে, ততক্ষণই সে জীবনধারণে সক্ষম হবে।

আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে।
ত্বামহং তারয়িষ্যামি বাঢ়ং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলম্॥ ৩৪

'আমি আমার অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করছি যে, আপনি শোকসাগরে নিমগ্ন। আমি আপনাকে উদ্ধার করব। আপনি অবশ্যই প্রভূত সুখ লাভ করবেন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ সুমহদ্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৫

তাঁর এইরূপ হর্ষ এবং পৌরুষবর্ধনকারী বাক্য শুনে সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বললেন—

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

———o———

একাদশ সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা বালীর পরাক্রম বর্ণনা। বালী কর্তৃক দুন্দুভি নামক দৈত্যের নিধন ও তার মৃতদেহ মতঙ্গমুনির আশ্রমে নিক্ষেপ। মতঙ্গমুনির বালীকে অভিশাপ দান, শ্রীরাম কর্তৃক দুন্দুভির অস্থিসমূহ দূরে নিক্ষেপ, সুগ্রীবের দ্বারা শ্রীরামকে শালবৃক্ষ ভেদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান

রামস্য বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পূজয়াঞ্চক্রে রাঘবং প্রশশংস চ॥ ১

শ্রীরামের হর্ষ ও পৌরুষবর্ধক বচন শুনে সুগ্রীব তাঁর প্রশংসা করে তাঁকে পূজা করলেন।

অসংশয়ং প্রজ্বলিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্মাতিগৈঃ শরৈঃ।
ত্বং দহেঃ কুপিতো লোকান্ যুগান্ত ইব ভাস্করঃ॥ ২

'আপনি কুপিত হলে আপনার এই জ্বলন্ত, তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী শর দ্বারা প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় সমগ্র জগৎকে দগ্ধ করতে সক্ষম।

বালিনঃ পৌরুষং যত্তদ্ যচ্চ বীর্যং ধৃতিশ্চ যা।
তন্মৈকমনাঃ শ্রুত্বা বিধৎস্ব যদনন্তরম্॥ ৩

'বালীর যেমন পৌরুষ, ধৈর্য এবং বীর্য তা আমার কাছে একমনে শুনুন, অনন্তর যা করণীয় তা করুন।

সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্।
ক্রামত্যনুদিতে সূর্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ॥ ৪

'বালী সূর্যোদয়ের পূর্বেই পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব সমুদ্র এবং দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিক্রমা করে।

অগ্রাণ্যারুহ্য শৈলানাং শিখরাণি মহান্ত্যপি।
ঊর্ধ্বমুৎপাত্য তরসা প্রতিগৃহ্ণাতি বীর্যবান্॥ ৫

'বীর্যবান বালী পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে বড় বড় পর্বতশিখরগুলি উত্তোলনপূর্বক ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে পুনরায় হস্তে ধারণ করে।

বহবঃ সারবন্তশ্চ বনেষু বিবিধা দ্রুমাঃ।
বালিনা তরসা ভগ্না বলং প্রথয়তাহত্মনঃ॥ ৬

'স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বালী বনভূমিতে নানাজাতীয় সারবান বৃক্ষসমূহ সবেগে ভগ্ন করে।

মহিষো দুন্দুভির্নাম কৈলাসশিখরপ্রভঃ।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ামাস বীর্যবান্॥ ৭

'এককালের কথা। কৈলাসপর্বতের ন্যায় সুউচ্চ মহিষরূপী দুন্দুভি নামক এক দৈত্য ছিল ; যার শক্তি ছিল হাজার হাতির সমতুল্য।

স বীর্যোৎসেকদুষ্টাত্মা বরদানেন মোহিতঃ।
জগাম স মহাকায়ঃ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্॥ ৮

'বীর্যগর্বে গর্বিত সেই বিশালকায় দুষ্টাত্মা নিজলব্ধ বরের প্রভাবে মোহিত হয়ে সরিৎপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হল।

ঊর্মিমন্তমতিক্রম্য সাগরং রত্নসঞ্চয়ম্।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি তমুবাচ মহার্ণবম্॥ ৯

'একদা তরঙ্গসঙ্কুল, রত্নাকর সমুদ্রকে অতিক্রম করে সে মহাসমুদ্রকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল।

ততঃ সমুদ্রো ধর্মাত্মা সমুত্থায় মহাবলঃ।
অব্রবীদ্ বচনং রাজন্নসুরং কালচোদিতম্॥ ১০

'হে রাজন্ ! মহাবলশালী ধর্মাত্মা সমুদ্র উত্থিত হয়ে কালপ্রেরিত সেই অসুরকে বললেন—

সমর্থো নাস্মি তে দাতুং যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।
শ্রূয়তাং ত্বমিভধাস্যামি যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥ ১১

"হে যুদ্ধবিশারদ ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নই। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে সমর্থ আমি তার কথা বলব, তুমি শোনো।

শৈলরাজো মহারণ্যে তপস্বিশরণং পরম্।
শংকরশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥ ১২

মহাপ্রস্রবণোপেতো বহুকন্দরনির্ঝরঃ।
স সমর্থস্তব প্রীতিমতুলাং কর্তুমর্হতি॥ ১৩

"পর্বতসমূহের রাজা, মহাঅরণ্যে তিনি তপস্বীদের পরম আশ্রয়, ভগবান শঙ্করের শ্বশুর জগতে তিনি হিমালয় নামে পরিচিত। বহু প্রস্রবণের সৃষ্টিস্থল, বহু কন্দর এবং ঝর্ণাবিশিষ্ট সেই গিরিরাজই তোমার অতুলনীয় প্রীতি-সম্পাদনে সক্ষম।"

তং ভীতমিতি বিজ্ঞায় সমুদ্রমসুরোত্তমঃ।
হিমবদ্বনমাগম্য শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ॥ ১৪

ততস্তস্য গিরেঃ শ্বেতা গজেন্দ্রপ্রতিমাঃ শিলাঃ।
চিক্ষেপ বহুধা ভূমৌ দুন্দুভির্বিননাদ চ॥ ১৫

'অসুরোত্তম তখন সমুদ্রকে ভীত জেনে, ধনুক

থেকে বিচ্যুত শরের ন্যায় তীব্রবেগে হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করল এবং গজরাজের ন্যায় সেই পর্বতের শুভ্র শিলাগুলি পুনঃপুনঃ ভূমিতে নিক্ষেপ করতে করতে গর্জন করতে লাগল।

ততঃ শ্বেতাম্বুদাকারঃ সৌম্যঃ প্রীতিকরাকৃতিঃ।
হিমবানব্রবীদ্ বাক্যং স্ব এব শিখরে স্থিতঃ॥ ১৬

'শুভ্র মেঘের আকৃতিবিশিষ্ট সৌম্য প্রীতিদায়ক হিমালয় সেখানেই প্রকট হলেন এবং এক উচ্চ শিখরে স্থিত হয়ে বললেন—

ক্লেষ্টুমর্হসি মাং ন ত্বং দুন্দুভে ধর্মবৎসল।
রণকর্মস্বকুশলস্তপস্বিশরণো হ্যহম্॥ ১৭

"হে ধর্মবৎসল দুন্দুভি ! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আমি যুদ্ধকর্মে কুশল নই। আমি তপস্বীদের আশ্রয়।"

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ধীমতঃ।
উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ১৮

'বুদ্ধিমান গিরিরাজের সেই কথা শুনে দুন্দুভি ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে বলল—

যদি যুদ্ধেঽসমর্থস্ত্বং মদ্ভয়াদ্ বা নিরুদ্যমঃ।
তমাচক্ষ্ব প্রদদ্যান্মে যো হি যুদ্ধং যুযুৎসতঃ॥ ১৯

"যদি তুমি যুদ্ধ করতে অক্ষম হও অথবা যুদ্ধে হতোদ্যম হও তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে কে ইচ্ছুক তা বলো।"

হিমবানব্রবীদ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
অনুক্তপূর্বং ধর্মাত্মা ক্রোধাৎ তমসুরোত্তমম্॥ ২০

'তার এই কথা শুনে বাক্যকুশল, ধর্মাত্মা হিমালয় যেন কথা পূর্বে কখনো বলেননি, সক্রোধে অসুরশ্রেষ্ঠকে সেই কথা বললেন—

বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অধ্যাস্তে বানরঃ শ্রীমান্ কিষ্কিন্ধামতুলপ্রভাম্॥ ২১

"ইন্দ্রের পুত্র, মহাপ্রাজ্ঞ, প্রতাপশালী — তিনি বালী নামে সুপরিচিত। সেই বানররাজ অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন কিষ্কিন্ধাপুরীতে বাসরত।

স সমর্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তব যুদ্ধবিশারদঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং স দাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ॥ ২২

"সেই মহাজ্ঞানী, যুদ্ধবিশারদ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম। ইন্দ্র যেমন নমুচির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, ইনিও তেমনি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

তং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বং যদি যুদ্ধমিহেচ্ছসি।
স হি দুর্ধর্ষণো নিত্যং শূরঃ সমরকর্মণি॥ ২৩

"যদি তুমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও তাহলে তুমি শীঘ্র সেখানে চলে যাও। তিনি যুদ্ধকর্মে সর্বদাই বিজয় প্রকাশ করেন, তিনি অপরাজেয়।"

শ্রুত্বা হিমবতো বাক্যং কোপাবিষ্টঃ স দুন্দুভিঃ।
জগাম তাং পুরীং তস্য কিষ্কিন্ধাং বালিনস্তদা॥ ২৪

'হিমালয়ের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ দুন্দুভি তৎক্ষণাৎ বালীর কিষ্কিন্ধাপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

ধারয়ন্ মাহিষং রূপং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভয়াবহঃ।
প্রাবৃষীব মহামেঘস্তোয়পূর্ণো নভস্তলে॥ ২৫

'সে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মহিষমূর্তি ধারণ করায় তাকে বর্ষার আকাশে জলভরা মেঘের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

ততস্তু দ্বারমাগম্য কিষ্কিন্ধায়া মহাবলঃ।
ননর্দ কম্পয়ন্ ভূমিং দুন্দুভির্দুন্দুভির্যথা॥ ২৬

'মহাবলশালী দুন্দুভি তখন কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে ভূমি প্রকম্পিত করে দুন্দুভির ন্যায় গর্জন করতে লাগল।

সমীপজান্ দ্রুমান্ ভঞ্জন্ বসুধাং দারয়ন্ খুরৈঃ।
বিষাণেনোল্লিখন্ দর্পাৎ তদ্দ্বারং দ্বিরদো যথা॥ ২৭

'নিকটস্থ বৃক্ষরাজি ভঙ্গ করে, খুর দ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ করে সদর্পে কিষ্কিন্ধাপুরীর দরজা শৃঙ্গ দ্বারা ভগ্ন করল।

অন্তঃপুরগতো বালী শ্রুত্বা শব্দমমর্ষণঃ।
নিষ্পপাত সহ স্ত্রীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমা॥ ২৮

'তখন অন্তঃপুরস্থিত বালী দানবের সেই গর্জন শুনে বাইরে এলেন ; সেই সময়ে তিনি চন্দ্রমার ন্যায় তারাপুঞ্জ পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন।

মিতং ব্যক্তাক্ষরপদং তমুবাচ স দুন্দুভিম্।
হরীণামীশ্বরো বালী সর্বেষাং বনচারিণাম্॥ ২৯

'বনচারী বানরদের প্রভু বালী দুন্দুভিকে পরিমিত ভাষায় সুস্পষ্টভাবে অক্ষর এবং পদ উচ্চারণপূর্বক বললেন—

কিমর্থং নগরদ্বারমিদং রুদ্ধ্বা বিনর্দসে।
দুন্দুভে বিদিতো মেঽসি রক্ষ প্রাণান্ মহাবল॥ ৩০

"হে দুন্দুভি ! আমি তোমাকে উত্তমরূপে জানি। হে মহাবলী ! তুমি কীজন্য নগরদ্বার রুদ্ধ করে গর্জন করছ? নিজ প্রাণ রক্ষা করো।"

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।

উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ৩১

'বুদ্ধিমান বানররাজ বালীর এই কথা শুনে দুন্দুভির অক্ষিযুগল ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠল। সে বলল—

ন ত্বং স্ত্রীসন্নিধৌ বীর বচনং বক্তুমর্হসি।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছাদ্য ততো জ্ঞাস্যামি তে বলম্॥ ৩২

"হে বীর ! স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে তুমি এইরূপ বাক্য (বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য) বোলো না, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো তাহলেই তোমার শক্তির পরিচয় পাব।

অথবা ধারয়িষ্যামি ক্রোধমদ্য নিশামিমাম্।
গৃহ্যতামুদয়ঃ স্বৈরং কামভোগেষু বানর॥ ৩৩

"অথবা ওহে বানর ! আমি আমার ক্রোধ আজ এই রাত্রির জন্য সংবরণ করছি। সূর্যোদয় পর্যন্ত তুমি যথেচ্ছ কামভোগে লিপ্ত থাকো।

দীয়তাং সম্প্রদানং চ পরিষ্বজ্য চ বানরান্।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্ত্বং সংসাদয় সুহৃজ্জনম্॥ ৩৪

"সকল বানরদের তুমি রাজা ; তোমার সুহৃদজনদের সম্মানিত করো। বানরদের আলিঙ্গন করে যা দান করতে চাও তা দান করো।

সুদৃষ্টাং কুরু কিষ্কিন্ধাং কুরুষ্বাত্মসমং পুরে।
ক্রীড়স্ব চ সমং স্ত্রীভিরহং তে দর্পশাসনঃ॥ ৩৫

"কিষ্কিন্ধাপুরীকে উত্তমরূপে অবলোকন করো, নিজের মতো করে পুরবাসীদের প্রীত করো, স্ত্রীদের সঙ্গে ইচ্ছামতো আনন্দ করো। অনন্তর আমি তোমার দর্প চূর্ণ করব।

যো হি মত্তং প্রমত্তং বা ভগ্নং বা রহিতং কৃশম্।
হন্যাৎ স ভ্রূণহা লোকে ত্বদ্বিধং মদমোহিতম্॥ ৩৬

"যে তোমার মতো মত্ত, প্রমত্ত, যুদ্ধে পলায়নোদ্যত, অস্ত্ররহিত, দুর্বল, স্ত্রীসম্ভোগে মদমোহিত পুরুষকে বধ করে, জগতে সে ভ্রূণহত্যাকারীরূপে খ্যাত হয়।"

স প্রহস্যাব্রবীন্মন্দং ক্রোধাৎ তমসুরেশ্বরম্।
বিসৃজ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তারাপ্রভৃতিকাস্তদা॥ ৩৭

'এই কথা শুনে তিনি (বালী) তারা প্রভৃতি স্ত্রীদেরকে সরিয়ে দিয়ে ক্রোধে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে সেই অসুরেশ্বরকে বললেন—

মত্তোঽয়মিতি মা মংস্থা যদ্যভীতোঽসি সংযুগে।
মদোঽয়ং সম্প্রহারেঽস্মিন্ বীরপানং সমর্থ্যতাম্॥ ৩৮

"যদি তুমি যুদ্ধে অকুতোভয় হও তাহলে আমাকে সুরাপানে উন্মত্ত মনে কোরো না। আমার এই মদ্যপানকে যুদ্ধে বীরোচিত উৎসাহব্যঞ্জক পান মনে করো।"

তমেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো মালামুৎক্ষিপ্য কাঞ্চনীম্।
পিত্রা দত্তাং মহেন্দ্রেণ যুদ্ধায় ব্যবতিষ্ঠত॥ ৩৯

'তাকে এই বলে তিনি সক্রোধে পিতা ইন্দ্র-প্রদত্ত যুদ্ধে বিজয় প্রদানকারী সুবর্ণময় কণ্ঠহার গলায় পরে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন।

বিষাণয়োর্গৃহীত্বা তং দুন্দুভিং গিরিসন্নিভম্।
আবিধ্যত তথা বালী বিনদন্ কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪০

'কপিরাজ বালী পর্বততুল্য সেই দুন্দুভির শিং দুটো ধরে গর্জন করতে করতে তাকে আঘাত করলেন।

বলাদ্ ব্যাপাদয়াংচক্রে ননর্দ চ মহাস্বনম্।
শ্রোত্রাভ্যামথ রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ॥ ৪১

'প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে বালী যখন সেই মহাসুরকে ভয়ানক আঘাত করল তখন তার কান থেকে শোণিতধারা প্রবাহিত হল।

তয়োস্তু ক্রোধসংরম্ভাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং দুন্দুভের্বালিনস্তথা॥ ৪২

'বালী এবং দুন্দুভি একে অপরকে জয় করার ইচ্ছায় দুজনেই ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল।

অযুধ্যত তদা বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভিঃ শিলাভিঃ পাদপৈস্তথা॥ ৪৩

'তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা তথা বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল।

পরস্পরং ঘ্নতোস্তত্র বানরাসুরয়োস্তদা।
আসীদ্ধীনোঽসুরো যুদ্ধে শক্রসূনুর্ব্যবর্ধত॥ ৪৪

'যুদ্ধরত বানর এবং অসুরের মধ্যে অসুর ক্রমে হীনবল হতে লাগল এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর বল বৃদ্ধি পেল।

তং তু দুন্দুভিমুদ্যম্য ধরণ্যামভ্যপাতয়ৎ।
যুদ্ধে প্রাণহরে তস্মিন্নিষ্পিষ্টো দুন্দুভিস্তদা॥ ৪৫

'তখন বালী দুন্দুভিকে ভূমি থেকে উত্তোলনপূর্বক মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, দুন্দুভি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হয়ে পড়ে রইল।

স্রোতোভ্যো বহু রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ।
পপাত চ মহাবাহুঃ ক্ষিতৌ পঞ্চত্বমাগতঃ॥ ৪৬

'তার ভূপতিত দেহ থেকে শোণিতধারা স্রোতের

ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। সেই মহাবীর মৃতাবস্থায় ভূপতিত হয়ে রইল।

তং তোলয়িত্বা বাহুভ্যাং গতসত্ত্বমচেতনম্।
চিক্ষেপ বেগবান্ বালী বেগেনৈকেন যোজনম্॥ ৪৭

'তখন সেই জ্ঞানহীন অসুরকে বালী দুই বাহু দ্বারা উত্তোলনপূর্বক সবেগে এক যোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন।

তস্য বেগপ্রবিদ্ধস্য বক্ত্রাৎ ক্ষতজবিন্দবঃ।
প্রপেতুর্মারুতোৎক্ষিপ্তা মতঙ্গস্যাশ্রমং প্রতি॥ ৪৮

'বেগপূর্বক নিক্ষিপ্ত অসুরের মুখনির্গত রক্তবিন্দু বায়ুতাড়িত হয়ে মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হল।

তান্ দৃষ্ট্বা পতিতাংস্তত্র মুনিঃ শোণিতবিপ্রুষঃ।
ক্রুদ্ধস্তস্য মহাভাগ চিন্তয়ামাস কো ন্বয়ম্॥ ৪৯

'মুনি মহাভাগ সেইখানে পতিত সেই রক্তবিন্দু দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন কে এই অনিষ্টকারী?

যেনাহং সহসা স্পৃষ্টঃ শোণিতেন দুরাত্মনা।
কোঽয়ং দুরাত্মা দুর্বুদ্ধিরকৃতাত্মা চ বালিশঃ॥ ৫০

''যে দুরাত্মা কর্তৃক আমি রক্তস্পৃষ্ট হয়েছি কে সেই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ, দুরাত্মা, পাপী এবং মূর্খ?''

ইত্যুক্ত্বা স বিনিষ্ক্রম্য দদৃশে মুনিসত্তমঃ।
মহিষং পর্বতাকারং গতাসুং পতিতং ভুবি॥ ৫১

'এই বলে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ নিস্ক্রান্ত হয়ে দেখলেন, পর্বতপ্রমাণ এক মৃত মহিষ ভূপতিত অবস্থায় রয়েছে।

স তু বিজ্ঞায় তপসা বানরেণ কৃতং হি তৎ।
উৎসসর্জ মহাশাপং ক্ষেপ্তারং বানরং প্রতি॥ ৫২

'তিনি তপোবলে জানতে পারলেন এটি বানরের কাজ, তখন তিনি মৃতদেহ ক্ষেপণকারী বানরের উদ্দেশ্যে এক মহা অভিশাপ দিলেন।

ইহ তেনাপ্রবেষ্টব্যং প্রবিষ্টস্য বধো ভবেৎ।
বনং মৎসংশ্রয়ং যেন দূষিতং রুধিরস্রবৈঃ॥ ৫৩

''রুধিরধারায় যে এই বন তথা আমার আশ্রমকে দূষিত করেছে এই বনে সে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না, প্রবেশ করলে তার মৃত্যু হবে।

ক্ষিপ্তা পাদপাশ্চেমে সম্ভগ্নাশ্চাসুরীং তনুম্।
সমন্তাদাশ্রমং পূর্ণং যোজনং মামকং যদি॥ ৫৪
আগমিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ব্যক্তং স ন ভবিষ্যতি।

''অসুরের দেহ নিক্ষেপ করে আশ্রমের বৃক্ষরাজি যে ভগ্ন করেছে সেই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ যদি আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে এক যোজনের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সে আর ব্যক্ত থাকবে না অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে।

যে চাস্য সচিবাঃ কেচিৎ সংশ্রিতা মামকং বনম্॥ ৫৫
ন চ তৈরিহ বস্তব্যং শ্রুত্বা যান্তু যথাসুখম্।
তেঽপি বা যদি তিষ্ঠন্তি শপিষ্যে তানপি ধ্রুবম্॥ ৫৬

''সেই বানরের সচিবরাও যারা আমার এই বনে অবস্থানরত তারাও এখানে আর বাস করতে পারবে না; আমার এই কথা শুনে তারা যথাসুখে অন্যত্র চলে যাক। তারা যদিও বা এখানে থাকতে চায় তাহলে তারাও অভিশপ্ত হবে।

বনেঽস্মিন্ মামকে নিত্যং পুত্রবৎ পরিরক্ষিতে।
পত্রাঙ্কুরবিনাশায় ফলমূলাভবায় চ॥ ৫৭

''আমি নিত্যই এই বনকে পুত্রবৎ রক্ষা করি। যারা এই বনের পত্র, অঙ্কুর বিনষ্ট করে বনে ফুল, ফলের অভাবের কারণ হবে, তারাও অভিশাপের ভাগী হবে।

দিবসশ্চাদ্য মর্যাদা যং দ্রষ্টা শ্বোঽস্মি বানরম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি স বৈ শৈলো ভবিষ্যতি॥ ৫৮

''আজকের দিনই তাদের এইখানে থাকার শেষদিন, আগামীকাল যে বানর আমার চোখে পড়বে সে বহু সহস্র বৎসরের জন্য প্রস্তরীভূত হবে।''

ততস্তে বানরাঃ শ্রুত্বা গিরং মুনিসমীরিতম্।
নিশ্চক্রমুর্বনাৎ তস্মাৎ তান্ দৃষ্ট্বা বালিরব্রবীৎ॥ ৫৯

'মুনির এই কথা শুনে সমস্ত বানরেরা তখনই বন থেকে বেরিয়ে এল; তখন তাদের দেখে বালী বললেন—

কিং ভবন্তঃ সমস্তাশ্চ মতঙ্গবনবাসিনঃ।
মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা অপি স্বস্তি বনৌকসাম্॥ ৬০

''মতঙ্গবনবাসী আপনারা কেন সদলবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন? বনবাসীরা সকলে কুশলে আছেন তো?''

ততস্তে কারণং সর্বং তথা শাপং চ বালিনঃ।
শশংসুর্বানরাঃ সর্বে বালিনে হেমমালিনে॥ ৬১

'তখন সকল বানরেরা স্বর্ণমালাধারী বালীকে আসার কারণ তথা বালীর অভিশপ্ত হওয়ার কথা জানাল।

এতচ্ছ্রুত্বা তদা বালী বচনং বানরেরিতম্।
স মহর্ষিং সমাসাদ্য যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬২

'বানরদের এই কথা শুনে বালী সেই মহর্ষির নিকট গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মহর্ষিরমনাদৃত্য প্রবিবেশাশ্রমং প্রতি।
শাপধারণভীতস্তু বালী বিহ্বলতাং গতঃ॥ ৬৩

'মহর্ষি তাঁর প্রতি অনাদর প্রকাশ করে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। শাপপ্রাপ্ত বালী ভীত হয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

ততঃ শাপভয়াদ্ ভীতো ঋষ্যমূকং মহাগিরিম্।
প্রবেষ্টুং নেচ্ছতি হরির্দ্রষ্টুং বাপি নরেশ্বর॥ ৬৪

'হে নরেশ্বর ! তখন থেকে শাপের ভয়ে ভীত বালি মহাগিরি ঋষ্যমূকে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন না ; এমনকী এই পর্বতকে দেখতেও ইচ্ছা করেন না।

তস্যাপ্রবেশং জ্ঞাত্বাহমিদং রাম মহাবনম্।
বিচরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিবর্জিতঃ॥ ৬৫

'হে রাম ! তাঁর পক্ষে এই বনে প্রবেশ অসম্ভব জেনে আমি এই মহাবনে আমার অমাত্যদের সঙ্গে বিষাদশূন্য হয়ে বিচরণ করি।

এষোঽস্থিনিচয়স্তস্য দুন্দুভেঃ সম্প্রকাশতে।
বীর্যোৎসেকান্নিরস্তস্য গিরিকূটনিভো মহান্॥ ৬৬

'বালীর বীর্যবত্তার দ্বারা নিহত দুন্দুভির অস্থিসমূহ এই স্থানে দৃশ্যমান। সেগুলি পর্বততুল্য রূপে প্রতীতি হচ্ছে।

ইমে চ বিপুলাঃ সালাঃ সপ্ত শাখাবলম্বিনঃ।
যত্রৈকং ঘটতে বালী নিষ্পত্রয়িতুমোজসা॥ ৬৭

'এই যে, সাতটি শাখাবিস্তারকারী সুবিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট শালগাছ। বালী এদের এক-একটিকে তাঁর শক্তি প্রয়োগে অর্থাৎ ঝাঁকিয়ে পত্রহীন করতে সক্ষম।

এতদস্যাসমং বীর্যং ময়া রাম প্রকাশিতম্।
কথং তং বালিনং হন্তুং সমরে শক্ষ্যসে নৃপ॥ ৬৮

'হে রাম ! আমি বালীর এইরূপ বীরত্বের কথা আপনাকে বললাম। হে রাজন্ ! যুদ্ধে আপনি কেমন করে এই বালীকে হত্যা করবেন ?'

তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং প্রহসঁল্লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
কস্মিন্ কর্মণি নির্বৃত্তে শ্রদ্দধ্যা বালিনো বধম্॥ ৬৯

সুগ্রীবের এইরূপ বচন শুনে লক্ষ্মণ হাসতে হাসতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার কোন কার্য সম্পন্ন করলে রামচন্দ্র বালীবধে সক্ষম—এইরূপ প্রতীতি জন্মাবে?'

তমুবাচাথ সুগ্রীবঃ সপ্ত সালানিমান্ পুরা।
এবমেকৈকশো বালী বিব্যাধাথ স চাসকৃৎ॥ ৭০
রামো নির্দারয়েদেষাং বাণেনৈকেন চ দ্রুমম্।
বালিনং নিহতং মন্যে দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্॥ ৭১

তখন সুগ্রীব তাঁকে বললেন—'বালী পূর্বে এই সাতটি শালগাছকে একটি একটি করে বিদ্ধ করেছিলেন। যদি রামচন্দ্রও এগুলির মধ্যে কোনো একটি শালবৃক্ষকে একটি মাত্র বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে সক্ষম হন তাহলে শ্রীরামের পরাক্রম দেখে আমি বিশ্বাস করব যে, তিনি বালী বধে সক্ষম।

হতস্য মহিষস্যাস্থি পাদেনৈকেন লক্ষ্মণ।
উদ্যম্য প্রক্ষিপেচ্চাপি তরসা দ্বে ধনুঃশতে॥ ৭২

'হে লক্ষ্মণ ! নিহত মহিষাকৃতি দুন্দুভির অস্থিগুলি যদি একটি মাত্র পদাঘাতে রামচন্দ্র উৎক্ষেপনপূর্বক দুইশত ধনুক পরিমাণ দূরত্বে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হন তাহলেও আমার এই বিশ্বাস উৎপন্ন হবে।'

এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবো রামং রক্তান্তলোচনম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্তং কাকুৎস্থং পুনরেব বচোঽব্রবীৎ॥ ৭৩

লক্ষ্মণকে সুগ্রীব এইরূপ বলে, ক্ষণকাল চিন্তা করে রক্তলোচন রামচন্দ্রকে পুনরায় বললেন—

শূরশ্চ শূরমানী চ প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ।
বলবান্ বানরো বালী সংযুগেষ্বপরাজিতঃ॥ ৭৪

'বালী বীর, বীরত্বের অভিমানী, তাঁর বল এবং পৌরুষের জন্য তিনি বিখ্যাত। বলশালী বালী যুদ্ধে কখনো পরাজিত হয়নি।

দৃশ্যন্তে চাস্য কর্মাণি দুষ্করাণি সুরৈরপি।
যানি সংচিন্ত্য ভীতোঽহমৃষ্যমূকমুপাশ্রিতঃ॥ ৭৫

'তাঁকে দেবতাদেরও অসাধ্য কাজ করতে দেখা গেছে। এবং এই কথা চিন্তা করে আমি ভীত হয়ে এই ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নিয়েছি।

তমজয্যমধৃষ্যং চ বানরেন্দ্রমমর্ষণম্।
বিচিন্তয়ন্ন মুঞ্চামি ঋষ্যমূকমমুং ত্বহম্॥ ৭৬

'সেই অজেয়, দুর্ধর্ষ, অসহিষ্ণু, বানররাজ বালীর কথা ভাবলেই আমার এই ঋষ্যমূক পর্বত ত্যাগ করার সাহস হয় না।

উদ্বিগ্নঃ শঙ্কিতশ্চাহং বিচরামি মহাবনে।
অনুরক্তৈঃ সহামাত্যৈর্হনুমৎপ্রমুখৈর্বরৈঃ॥ ৭৭

'উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত হয়ে আমি হনুমান প্রভৃতি অনুরাগী প্রধান অমাত্যদের সঙ্গে এই মহাবনে বিচরণ করি।

উপলব্ধং চ মে শ্লাঘ্যং সন্মিত্রং মিত্রবৎসল।
ত্বামহং পুরুষব্যাঘ্র হিমবন্তমিবাশ্রিতঃ॥ ৭৮

'হে মিত্রবৎসল পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার মতো গৌরবজনক সৎ-বন্ধু লাভ করে মনে হচ্ছে আমি যেন হিমালয়ের নিকট আশ্রয় লাভ করেছি।

কিং তু তস্য বলজ্ঞোঽহং দুর্ভ্রাতুর্বলশালিনঃ।
অপ্রত্যক্ষং তু মে বীর্যং সমরে তব রাঘব॥ ৭৯

'কিন্তু আমার সেই দুর্জন বলশালী ভাইয়ের শক্তিমত্তার কথা আমি জানি। হে রাঘব ! যুদ্ধে আপনার বীরত্ব কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করিনি।

ন খল্বহং ত্বাং তুলয়ে নাবমন্যে ন ভীষয়ে।
কর্মভিস্তস্য ভীমৈশ্চ কাতর্যং জনিতং মম॥ ৮০

'আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করছি না, আপনার অবমাননাও করছি না বা আপনাকে ভীতি প্রদর্শনও করছি না, তাঁর ভয়ানক কর্মসমূহই আমার হৃদয়কে কাতর করেছে।

কামং রাঘব তে বাণী প্রমাণং ধৈর্যমাকৃতিঃ।
সূচয়ন্তি পরং তেজো ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্॥ ৮১

'হে রঘুনন্দন ! আপনার বাক্যই আমার কাছে প্রমাণ। আপনার ধৈর্য এবং আকৃতিই সূচিত করছে যে আপনি পরম তেজস্বী। কিন্তু আপনার সেই তেজ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
স্মিতপূর্বমথো রামঃ প্রত্যুবাচ হরিং প্রতি॥ ৮২

মহাত্মা সুগ্রীবের এই কথা শুনে শ্রীরাম স্মিতহাস্যপূর্বক তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

যদি ন প্রত্যয়োঽস্মাসু বিক্রমে তব বানর।
প্রত্যয়ং সমরে শ্লাঘ্যমহমুৎপাদয়ামি তে॥ ৮৩

'হে বানর ! আমার পরাক্রমের প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস না জন্মে থাকে, তাহলে যুদ্ধেই আমি আপনার প্রশংসনীয় বিশ্বাস উৎপাদন করব।'

এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সান্ত্বয়ঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া॥ ৮৪
তোলয়িত্বা মহাবাহুশ্চিক্ষেপ দশযোজনম্।
অসুরস্য তনুং শুষ্কাং পাদাঙ্গুষ্ঠেন বীর্যবান্॥ ৮৫

এই বলে সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্র দুন্দুভির শরীর পাদাঙ্গুষ্ঠ (পায়ের বুড়ো আঙুল) দ্বারা অবলীলাক্রমে উত্তোলন করলেন, অনন্তর সেই মহাবাহু দশযোজন দূরে সেটিকে নিক্ষেপ করলেন।

ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা ততঃ কায়ং সুগ্রীবঃ পুনরব্রবীৎ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং তপন্তমিব ভাস্করম্॥ ৮৬

সেই শরীরটিকে নিক্ষেপ করতে দেখে সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখে তথা অন্যান্য বানরদের সম্মুখে তপস্বী সূর্যের ন্যায় দীপ্ত বীর রামচন্দ্রকে বললেন—

আর্দ্রঃ সমাংসঃ প্রত্যগ্রঃ ক্ষিপ্তঃ কায়ঃ পুরা সখে।
পরিশ্রান্তেন মত্তেন ভ্রাত্রা মে বালিনা তদা॥ ৮৭

'হে সখা ! আমার বড় ভাই বালী যখন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত মদমত্ত অবস্থায় পূর্বে এই দেহটিকে নিক্ষেপ করেছিলেন তখন এটি ছিল মাংসযুক্ত এবং আর্দ্র।

লঘুঃ সম্প্রতি নির্মাংসস্তৃণভূতশ্চ রাঘব।
ক্ষিপ্ত এবং প্রহর্ষেণ ভবতা রঘুনন্দন॥ ৮৮

'হে রঘুনন্দন ! এখন এটি মাংসহীন হয়ে শুষ্ক তৃণবৎ হয়েছে। আপনি তো সুস্থতার সঙ্গে সানন্দে এটি নিক্ষেপ করলেন।

নাত্র শক্যং বলং জ্ঞাতুং তব বা তস্য বাধিকম্।
আর্দ্রং শুষ্কমিতি হ্যেতৎ সুমহদ্ রাঘবান্তরম্॥ ৮৯

'হে রাম ! শুষ্ক এবং আর্দ্রর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। তাই বলছি, আপনাদের দুজনের মধ্যে কে অধিকতর শক্তিধর তা বুঝতে পারছি না।

স এব সংশয়স্তাত তব তস্য চ যদ্বলম্।
সালমেকং বিনির্ভিদ্য ভবেদ্ ব্যক্তির্বলাবলে॥ ৯০

'হে তাত ! তাঁর এবং আপনার মধ্যে কে অধিকতর শক্তিশালী সেই সংশয় এখনো বিদ্যমান। একটি শালবৃক্ষ বিদীর্ণ করে উভয়ের মধ্যে বলাবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন।

কৃত্বৈতৎ কার্মুকং সজ্যং হস্তিহস্তমিবাততম্।
আকর্ণপূর্ণমায়ম্য বিসৃজস্ব মহাশরম্॥ ৯১

'আপনার এই হস্তীশুণ্ডতুল্য ধনুকটিকে জ্যা-যুক্ত করে কর্ণ অবধি আকর্ষণ করে মহাশর নিক্ষেপ করুন।

ইমং হি সালং প্রহিতস্ত্বয়া শরো
ন সংশয়োঽত্রাস্তি বিদারয়িষ্যতি।
অলং বিমর্শেন মম প্রিয়ং ধ্রুবং
কুরুষ্ব রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া॥ ৯২

'কোনো সংশয় নেই যে, আপনার শরপ্রহারে এই শালবৃক্ষ অবশ্যই বিদীর্ণ হবে। হে রাজন্ ! অধিক

[illegible]বেচনার আবশ্যকতা নেই, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রিয় এই কাজ করবেন।

যথা হি তেজঃসু বরঃ সদারবি-
র্যথা হি শৈলো হিমবান্ মহাদ্রিষু।
যথা চতুষ্পাৎসু চ কেশরী বর-
স্তথা নরাণামসি বিক্রমে বরঃ ॥ ৯৩

'তেজস্বিগণের মধ্যে যেমন সূর্যই শ্রেষ্ঠ, পর্বত-সমূহের মধ্যে যেমন হিমালয়, চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে যেমন সিংহ তেমনি মনুষ্যদের মধ্যে পরাক্রমী আপনিই শ্রেষ্ঠ ॥'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ (১২)

শ্রীরাম কর্তৃক সাতটি শালবৃক্ষ ভেদ। তাঁর আদেশে সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধা গমন এবং বালীর সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাসক্ত হয়ে পুনরায় মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পলায়ন। শ্রীরামের পুনরায় আশ্বাসদান। গজপুষ্পের মালা পরিয়ে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণ

এতচ্চ বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
প্রত্যয়ার্থং মহাতেজা রামো জগ্রাহ কার্মুকম্ ॥ ১

সুগ্রীবের এইরূপ সুন্দর বাক্য শুনে মহাতেজস্বী রামচন্দ্র তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ধনুক তুলে নিলেন।

স গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং শরমেকং চ মানদঃ।
সালমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ ॥ ২

অপরকে সম্মান প্রদানকারী শ্রীরাম তাঁর ভয়ানক ধনুক গ্রহণপূর্বক চতুর্দিক প্রকম্পিত করে একটি শর নিক্ষেপ করলেন।

স বিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ।
ভিত্ত্বা সালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্তভূমিং বিবেশ হ ॥ ৩

বলবান রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত তির সাতটি শালবৃক্ষকে একত্রিতভাবে ভেদ করে ভূস্তর বিদীর্ণ করে সপ্ত পাতালকে বিদ্ধ করল।

সায়কস্তু মুহূর্তেন সালান্ ভিত্ত্বা মহাজবঃ।
নিষ্পত্য চ পুনস্তূণং তমেব প্রবিবেশ হ ॥ ৪

মহাবেগশালী শরটিও ক্ষণকালমধ্যে শালগাছ-গুলিকে বিদীর্ণ করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পুনরায় তূণে প্রবেশ করল।

তান্ দৃষ্ট্বা সপ্ত নির্ভিন্নান্ সালান্ বানরপুঙ্গবঃ।
রামস্য শরবেগেন বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫

শ্রীরামের তিরের বেগে সেই সাতটি নির্ভিন্ন শালগাছকে দেখে সুগ্রীব পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।

স মূর্ধ্না ন্যপতদ্ ভূমৌ প্রলম্বীকৃতভূষণঃ।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো রাঘবায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬

সেই বানরপ্রধান সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাঘবের নিকট কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ; তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর অঙ্গাভরণগুলিও ভূপতিত হল।

ইদং চোবাচ ধর্মজ্ঞং কর্মণা তেন হর্ষিতঃ।
রামং সর্বাস্ত্রবিদুষাং শ্রেষ্ঠং শূরমবস্থিতম্ ॥ ৭

শ্রীরামের এই কর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সমস্ত অস্ত্রবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ, শূরবীরকে তিনি বললেন—

সেন্দ্রানপি সুরান্ সর্বাংস্ত্বং বাণৈঃ পুরুষর্ষভ।
সমর্থঃ সমরে হন্তুং কিং পুনর্বালিনং প্রভো ॥ ৮

'হে মহাপুরুষ ! আপনার তির দ্বারা আপনি তো যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও বধ করতে সক্ষম। হে প্রভু ! বালী বধ আর এমন বিশেষ কী ?

যেন সপ্ত মহাসালা গিরির্ভূমিশ্চ দারিতাঃ।

বাণেনৈকেন কাকুৎস্থ স্থাতা তে কো রণাগ্রতঃ॥ ৯

'হে কাকুৎস্থ! আপনি যেভাবে একটি তিরের দ্বারাই সাতটি মহাশালগাছ তথা পর্বত ও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করেছেন, সেই আপনার সম্মুখে যুদ্ধে স্থিত হতে কে-ই বা সক্ষম হবেন?

অদ্য মে বিগতঃ শোকঃ প্রীতিরদ্য পরা মম।
সুহৃদং ত্বাং সমাসাদ্য মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ ১০

'মহেন্দ্র এবং বরুণ-এর তুল্য পরাক্রমশালীকে সুহৃদ্ রূপে লাভ করে আমার শোক অপনোদিত হয়েছে এবং চিত্তে প্রীতি উৎপন্ন হয়েছে।

তমদ্যৈব প্রিয়ার্থং মে বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্।
বালিনং জহি কাকুৎস্থ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ॥ ১১

'হে কাকুৎস্থ! আমি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আপনার নিকট অনুরোধ করছি আপনি আজই আমার ভ্রাতৃরূপ শত্রু বালীকে আমার মঙ্গলের জন্য বধ করুন।'

ততো রামঃ পরিষ্বজ্য সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণানুগতং বচঃ॥ ১২

অনন্তর মহাজ্ঞানী শ্রীরাম লক্ষ্মণের অনুগত প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে প্রত্যুত্তরে বললেন—

অস্মাদ্গচ্ছাম কিষ্কিন্ধাং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমগ্রতঃ।
গত্বা চাহ্বয় সুগ্রীব বালিনং ভ্রাতৃগন্ধিনম্॥ ১৩

'সুগ্রীব! আমরা অবিলম্বে কিষ্কিন্ধায় গমন করব। আপনি দ্রুততার সঙ্গে পূর্বেই সেখানে গিয়ে দুষ্ট ভাই বালীকে আহ্বান করুন।'

সর্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য হ্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে॥ ১৪

তখন তাঁরা সত্বর বালীর রাজধানী কিষ্কিন্ধায় গমন করলেন এবং গভীর বনে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করে অবস্থান করতে লাগলেন।

সুগ্রীবোঽব্যনদদ্ ঘোরং বালিনো হ্বানকারণাৎ।
গাঢ়ং পরিহিতো বেগান্নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্॥ ১৫

সুগ্রীব তাঁর কটিবাস দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে বালীকে আহ্বান করার জন্য ঘোর গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর ভয়ংকর গর্জনে যেন গগন বিদীর্ণ হতে লাগলো।

তং শ্রুত্বা নিনদং ভ্রাতুঃ ক্রুদ্ধো বালী মহাবলঃ।
নিষ্পপাত সুসংরব্ধো ভাস্করোঽস্ততটাদিব॥ ১৬

ভাইয়ের সেই গর্জন শুনে মহাবলশালী ক্রুদ্ধ বালী দ্রুতবেগে অস্তাচলগামী সূর্যের ন্যায় নগরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বালিসুগ্রীবয়োরভূৎ।
গগনে গ্রহয়োর্ঘোরং বুধাঙ্গারকয়োরিব॥ ১৭

তখন বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল, যেন গগনে বুধ এবং মঙ্গল এই দুই গ্রহের মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হয়েছে।

তলৈরশনিকল্পৈশ্চ বজ্রকল্পৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
জঘ্নতুঃ সমরেঽন্যোন্যং ভ্রাতরৌ ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ॥ ১৮

ক্রোধে উন্মত্ত দুই ভাই পরস্পর পরস্পরকে অশনি তুল্য করতল প্রহার এবং বজ্রতুল্য মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগল।

ততো রামো ধনুষ্পাণিস্তাবুভৌ সমুদৈক্ষত।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরাবুভৌ দেবাবিবাশ্বিনৌ॥ ১৯

তখন রামচন্দ্র ধনুক হাতে তাঁদের দুজনকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করছিলেন। উভয় বীরই দেখতে একে অপরের মতো, যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

যন্নাবগচ্ছৎ সুগ্রীবং বালিনং বাপি রাঘবঃ।
ততো ন কৃতবান্ বুদ্ধিং মোক্তুমন্তকরং শরম্॥ ২০

শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পারছিলেন না কে সুগ্রীব কে-ই বা বালী। সেইজন্যই তিনি প্রাণঘাতী শরনিক্ষেপের কথা চিন্তা করতে পারছিলেন না।

এতস্মিন্নন্তরে ভগ্নঃ সুগ্রীবস্তেন বালিনা।
অপশ্যন্ রাঘবং নাথমৃষ্যমূকং প্রদুদ্রুবে॥ ২১

এই অবসরে সুগ্রীব বালী কর্তৃক আহত হয়ে তাঁর ত্রাতা শ্রীরামকে না-দেখতে পেয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে পলায়ন করলেন।

ক্লান্তো রুধিরসিক্তাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
বালিনাভিদ্রুতঃ ক্রোধাৎ প্রবিবেশ মহাবনম্॥ ২২

ক্লান্ত, রক্তাক্ত, প্রহারজর্জরিত সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধ বালী তাড়া করলে তিনি মহাবনে প্রবেশ করলেন।

তং প্রবিষ্টং বনং দৃষ্ট্বা বালী শাপভয়াৎ ততঃ।
মুক্তো হাসি ত্বমিত্যুক্ত্বা স নিবৃত্তো মহাবলঃ॥ ২৩

তাঁকে সেই বনে প্রবেশ করতে দেখে অভিশাপের ভয়ে মহাবলশালী বালী 'তোমাকে ছেড়ে দিলাম' এই বলে নিবৃত্ত হলেন।

রাঘবোঽপি সহ ভ্রাত্রা সহ চৈব হনূমতা।
তদেব বনমাগচ্ছৎ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ২৪

রামচন্দ্রও ভাই লক্ষ্মণ এবং হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে, যেখানে বানর সুগ্রীব অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তং সমীক্ষ্যাগতং রামং সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণম্।
হ্রীমান্ দীনমুবাচেদং বসুধামবলোকয়ন্॥ ২৫

সুগ্রীবও লক্ষ্মণসহ রামকে আসতে দেখে লজ্জায় মাটির দিকে তাকিয়ে দীনভাবে বললেন—

আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্।
বৈরিণা ঘাতয়িত্বা চ কিমিদানীং ত্বয়া কৃতম্॥ ২৬
তামেব বেলাং বক্তব্যং ত্বয়া রাঘব তত্ত্বতঃ।
বালিনং ন নিহন্মীতি ততো নাহমিতো ব্রজে॥ ২৭

'আপনি বিক্রম দেখিয়ে বালীকে ডাকতে বলে, শত্রু বালীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়ে এ আপনি কী করলেন ? হে রাম ! আপনার একথা পূর্বেই স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল যে বালীকে আপনি মারবেন না, তাহলে আমি এখান থেকে যেতাম না।'

তস্য চৈবং ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
করুণং দীনয়া বাচা রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২৮

মহাত্মা সুগ্রীব এইরূপ করুণ দীনতাপূর্ণ বাক্য দ্বারা এই কথা বললে, রামচন্দ্র পুনরায় বললেন—

সুগ্রীব শ্রূয়তাং তাত ক্রোধশ্চ ব্যপনীয়তাম্।
কারণং যেন বাণোঽয়ং স ময়া ন বিসর্জিতঃ॥ ২৯

'তাত সুগ্রীব ! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আপনি শুনুন, কেন আমি বাণ নিক্ষেপ করিনি তা বলছি।

অলংকারেণ বেষেণ প্রমাণেন গতেন চ।
ত্বং চ সুগ্রীব বালী চ সদৃশৌ স্থঃ পরস্পরম্॥ ৩০

'হে সুগ্রীব ! অলংকার, পোশাক, দৈহিক আকৃতি এবং চলাফেরায় আপনি এবং বালী ছিলেন পরস্পর সদৃশ।

স্বরেণ বর্চসা চৈব প্রেক্ষিতেন চ বানর।
বিক্রমেণ চ বাক্যৈশ্চ ব্যক্তিং বাং নোপলক্ষয়ে॥ ৩১

'হে বানর ! কণ্ঠস্বর, তেজ, দৃষ্টি, পরাক্রম এবং বাক্যের দ্বারাও আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি।

ততোঽহং রূপসাদৃশ্যান্মোহিতো বানরোত্তম।
নোৎসৃজামি মহাবেগং শরং শত্রুনিবর্হণম্॥ ৩২

'অতএব, হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনাদের রূপসাদৃশ্যে মোহিত হয়ে, আমি শত্রুনিধনকারী মহাশক্তিশালী বাণ নিক্ষেপ করিনি।

জীবিতান্তকরং ঘোরং সাদৃশ্যাৎ তু বিশঙ্কিতঃ।
মূলঘাতো ন নৌ স্যাদ্ধি দ্বয়োরিতি কৃতো ময়া॥ ৩৩

'আপনাদের উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে আমি বিশঙ্কিত হয়েছিলাম। আমাদের দুজনের সম্বন্ধের মূল উদ্দেশ্যই বিঘ্নিত হয়ে যেতে পারে, এই কারণেই আমি আমার প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করিনি।

ত্বয়ি বীর বিপন্নে হি অজ্ঞানাল্লাঘবান্ময়া।
মৌঢ্যং চ মম বাল্যং চ খ্যাপিতং স্যাৎ কপীশ্বর॥ ৩৪

'হে বীর কপীশ্বর ! যদি আমার অজ্ঞতাবশত লঘুতার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন হত তাহলে জগতে আমার মূঢ়তা এবং বালকসুলভ অজ্ঞানতার কথাই প্রচারিত হত।

দত্তাভয়বধো নাম পাতকং মহদদ্ভুতম্।
অহং চ লক্ষ্মণশ্চৈব সীতা চ বরবর্ণিনী॥ ৩৫
ত্বদধীনা বয়ং সর্বে বনেঽস্মিঞ্ শরণং ভবান্।
তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভূয়স্ত্বং মা মাশঙ্কীশ্চ বানর॥ ৩৬

'পূর্বে অভয় দান করে পরে তাকেই বধ করার মহাপাপ আমাকে স্পর্শ করত। এখন আমি, লক্ষ্মণ এবং সুন্দরী সীতা—আমরা সকলেই আপনার অধীন। এই বনে আপনিই আমাদের আশ্রয়। অতএব হে বানর ! আপনি ভীত হবেন না, আবার যুদ্ধ করুন।

এতন্মুহূর্তে তু ময়া পশ্য বালিনমাহবে।
নিরস্তমিষুণৈকেন চেষ্টমানং মহীতলে॥ ৩৭

'এই ক্ষণেই আপনি দেখবেন আমার একটি তিরের আঘাতেই বালী যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত হয়েছেন।

অভিজ্ঞানং কুরুষ্ব ত্বমাত্মনো বানরেশ্বর।
যেন ত্বামভিজানীয়াং দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতম্॥ ৩৮

'হে বানরেশ্বর ! এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাতে আমি আপনাকে চিনতে পারি সেইজন্য আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে অভিজ্ঞান ধারণ করুন।

গজপুষ্পীমিমাং ফুল্লামুৎপাট্য শুভলক্ষণাম্।
কুরু লক্ষ্মণ কণ্ঠেঽস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৯

'লক্ষ্মণ ! এই শুভলক্ষণবিশিষ্ট গজপুষ্পী ফুলের লতা তুলে মহাত্মা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দাও।'

ততো গিরিতটে জাতামুৎপাট্য কুসুমায়ুতাম্।

লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে ব্যসর্জয়ৎ॥ ৪০

তখন লক্ষ্মণ গিরিতটজাত গজপুষ্পী নামক ফুলে ভরা লতাটি উৎপাটন করে, তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

স তয়া শুশুভে শ্রীমাঁল্লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
মালয়েব বলাকানাং সসংধ্যা ইব তোয়দঃ॥ ৪১

শ্রীমান সুগ্রীব তখন কণ্ঠলগ্ন সেই সুন্দর লতার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে সন্ধ্যাকাশে বলাকামালার ন্যায় শোভিত হলেন।

বিভ্রাজমানো বপুষা রামবাক্যসমাহিতঃ।
জগাম সহ রামেণ কিষ্কিন্ধাং পুনরাপ শ...

শ্রীরামের বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে, সুন্দর শরীরে শোভিত হয়ে, রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীব পুনরায় কিষ্কিন্ধার দিকে চললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ (১৩)

পথিমধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ, জন্তু, জলাশয়, তথা সপ্তজনপদ আশ্রম দূর থেকে দর্শন করতে করতে শ্রীরাম প্রমুখের কিষ্কিন্ধায় পুনরাগমন

**ঋষ্যমূকাৎ স ধর্মাত্মা কিষ্কিন্ধাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
জগাম সহ সুগ্রীবো বালিবিক্রমপালিতাম্॥ ১**

লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই ধর্মাত্মা শ্রীরাম সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে বালীর বিক্রমে পালিত কিষ্কিন্ধার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

**সমুদ্যম্য মহচ্চাপং রামঃ কাঞ্চনভূষিতম্।
শরাংশ্চাদিত্যসংকাশান্ গৃহীত্বা রণসাধকান্॥ ২**

স্বর্ণখচিত মহাধনুক উত্তোলন করে, যুদ্ধ জয়ে সহায়ক সূর্যতেজতুল্য শরসমূহ নিয়ে রামচন্দ্র যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

**অগ্রতস্তু যযৌ তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সুগ্রীবঃ সংহতগ্রীবো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ॥ ৩**

মহাত্মা রঘুনন্দনের পুরোভাগে সুসংহত গ্রীবা বিশিষ্ট সুগ্রীব এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণ অগ্রসর হলেন।

**পৃষ্ঠতো হনুমান্ বীরো নলো নীলশ্চ বীর্যবান্।
তারশ্চৈব মহাতেজা হরিযূথপযূথপঃ॥ ৪**

তাঁর পশ্চাৎবর্তী হলেন বীর হনুমান, নল, পরাক্রমী নীল, মহাতেজস্বী তার এবং অপরাপর বানর যূথপতিগণ।

**তে বীক্ষমাণা বৃক্ষাংশ্চ পুষ্পভারাবলম্বিনঃ।
প্রসন্নাম্বুবহাশ্চৈব সরিতঃ সাগরঙ্গমাঃ॥ ৫**

**কন্দরাণি চ শৈলাংশ্চ নির্ঝরাণি গুহাস্তথা।
শিখরাণি চ মুখ্যানি দরীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ৬**

যাত্রাপথে তাঁরা দেখলেন পুষ্পভারাবনত বৃক্ষরাজি তথা স্বচ্ছজলধারাবাহী সাগরগামী নদীসমূহ। কন্দর, পর্বত, কঠিন গুহাসমূহ, পর্বতের প্রধান শৃঙ্গমালা, সুন্দর গুহা প্রভৃতি।

**বৈদূর্যবিমলৈস্তোয়ৈঃ পদ্মৈশ্চাকোশকুড্মলৈঃ।
শোভিতান্ সজলান্ মার্গে তটাকাংশ্চাবলোকয়ন্॥ ৭**

যেতে যেতে পথে তাঁরা বৈদূর্যমণির মতো স্বচ্ছ সজল সরোবর দেখলেন। সেই সরোবর ছিল কমলকলি সুশোভিত।

**কারণ্ডৈঃ সারসৈর্হংসৈর্বঞ্জুলৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
চক্রবাকৈস্তথা চান্যৈঃ শকুনৈঃ প্রতিনাদিতান্॥ ৮**

কারণ্ড নামক একপ্রকার হাঁস, সারস, হংস, পানকৌড়ি, বঞ্জুল নামক পাখি, চক্রবাক তথা অন্যান্য পাখিদের কলতানে মুখরিত ছিল ওই স্থান।

**মৃদুশষ্পাঙ্কুরাহারান্নির্ভয়ান্ বনগোচরান্।
চরতঃ সর্বতঃ পশ্যন্ স্থলীষু হরিণান্ স্থিতান্॥ ৯**

বনের সর্বত্র বিচরণ করতে করতে তাঁরা হরিণগুলিকে কোমল ঘাসের অঙ্কুর খেতে দেখলেন।

তটাকবৈরিণশ্চাপি শুক্লদন্তবিভূষিতান্।
ঘোরানেকচরান্ বন্যান্ দ্বিরদান্ কূলঘাতিনঃ॥ ১০
মত্তান্ গিরিতটোৎকৃষ্টান্ পর্বতানিব জঙ্গমান্।
বানরান্ দ্বিরপ্রখ্যান্ মহীরেণুসমুক্ষিতান্॥ ১১
বনে বনচরাংশ্চান্যান্ খেচরাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশ্যন্তস্ত্বরিতা জগ্মুঃ সুগ্রীববশবর্তিনঃ॥ ১২

পদ্মসরোবরের শত্রুস্বরূপ শুভ্রদন্তবিশিষ্ট ভয়ানক দর্শনধারী একাকী বিচরণকারী বন্যহস্তী দন্তাঘাতে জলাশয়ের তীরভূমিকে আঘাত করছে। জঙ্গমপর্বতসদৃশ গিরিতটবিদীর্ণকারী মত্ত হস্তীকুল তাঁরা দেখতে পেলেন। হস্তীতুল্য বড় বড় বানরদের পদভারে পৃথিবী ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। সেই বনের অন্যান্য বনচররা, আকাশচারী পক্ষীকুল দেখতে দেখতে তাঁরা সুগ্রীবের বশবর্তী হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে গমন করছেন।

তেষাং তু গচ্ছতাং তত্র ত্বরিতং রঘুনন্দনঃ।
দ্রুমষণ্ডবনং দৃষ্ট্বা রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ॥ ১৩

তাঁদের সঙ্গে দ্রুতগতিতে সেইখানে যেতে যেতে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম বৃক্ষরাজিসমৃদ্ধ একটি ঘন বন দেখে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এষ মেঘ ইবাকাশে বৃক্ষষণ্ডঃ প্রকাশতে।
মেঘসংঘাতবিপুলঃ পর্যন্তকদলীবৃতঃ॥ ১৪

'আকাশের ঘনমেঘের ন্যায় ঘন বৃক্ষসমূহ শোভা পাচ্ছে। মেঘপুঞ্জসদৃশ এই বিশাল বনের প্রান্তভাগে আছে কদলীবৃক্ষ।

কিমেতজ্ জ্ঞাতুমিচ্ছামি সখে কৌতূহলং মম।
কৌতূহলাপনয়নং কর্তুমিচ্ছাম্যহং ত্বয়া॥ ১৫

'হে সখা! এটি কী তা জানার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে। আমি চাইছি যে আপনি আমার কৌতূহল দূর করুন।'

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
গচ্ছন্নেবাচচক্ষেঽথ সুগ্রীবস্তন্মহদ্ বনম্॥ ১৬

মহাত্মা রাঘবের সেই কথা শুনে সুগ্রীব সেই মহাবনের বিষয়ে যেতে যেতে বললেন—

এতদ্ রাঘব বিস্তীর্ণমাশ্রমং শ্রমনাশনম্।
উদ্যানবনসম্পন্নং স্বাদুমূলফলোদকম্॥ ১৭

'হে রাঘব! এটি হল এক শ্রম-বিনাশক বিস্তীর্ণ আশ্রম। এই উদ্যান এবং উপবনসমৃদ্ধ স্থানে সুস্বাদু ফলমূল পাওয়া যায়।

অত্র সপ্তজনা নাম মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সপ্তৈবাসন্নধঃশীর্ষা নিয়তং জলশায়িনঃ॥ ১৮

'এখানে সপ্তজন নামে সাতজন কঠোর তপস্বী মুনি বাস করতেন। যাঁরা সততই জলে অবস্থানপূর্বক শীর্ষদেশ অধোভাগে রেখে তপস্যা করতেন।

সপ্তরাত্রে কৃতাহারা বায়ুনাচলবাসিনঃ।
দিবং বর্ষশতৈর্যাতাঃ সপ্তভিঃ সকলেবরাঃ॥ ১৯

'সপ্তরাত্র অতিবাহিত হলে তাঁরা কেবল বায়ু ভক্ষণ করে একস্থানে নিশ্চল হয়ে বসবাস করতেন। এইভাবে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলে তাঁরা সশরীরে স্বর্গে গমন করলেন।

তেষামেতৎ প্রভাবেণ দ্রুমপ্রাকারসংবৃতম্।
আশ্রমং সুদুরাধর্ষমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ॥ ২০

'তাঁদের সেই তপস্যার প্রভাবে বৃক্ষপ্রাচীর দ্বারা সংবৃত এই আশ্রম ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতা এবং অসুরদের নিকটও দুর্গম।

পক্ষিণো বর্জয়ন্ত্যেতৎ তথান্যে বনচারিণঃ।
বিশন্তি মোহাদ্ যেঽপ্যত্র ন নিবর্তন্তি তে পুনঃ॥ ২১

'পক্ষীকুল তথা অন্য বনবাসীরা এই স্থান বর্জন করেছে। আর মোহবশত যারা এখানে প্রবেশ করে তারা আর প্রত্যাবর্তন করে না।

বিভূষণরবাশ্চাত্র শ্রূয়ন্তে সকলাক্ষরাঃ।
তূর্যগীতস্বনশ্চাপি গন্ধো দিব্যশ্চ রাঘব॥ ২২

'হে রাম! এইখানে সকল অক্ষরবিশিষ্ট বাণীর ধ্বনি অলঙ্কারধ্বনির ন্যায় শ্রুত হয়। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কণ্ঠসংগীতও শ্রুতিগোচর হয়, এমনকী দিব্যগন্ধও অনুভূত হয়।

ত্রেতাগ্নয়োঽপি দীপ্যন্তে ধূমো হ্যেষ প্রদৃশ্যতে।
বেষ্টয়ন্নিব বৃক্ষাগ্রান্ কপোতাঙ্গারুণো ঘনঃ॥ ২৩

'এখানে ত্রিবিধি যজ্ঞীয় অগ্নি (আহবনীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নি) প্রজ্বলিত। অগ্নিসমূহের ধূমরাজিও দৃশ্যমান। কপোতের অঙ্গতুল্য ধূসর ধূম্রজাল বৃক্ষের শীর্ষদেশকে ঘনাকারে বেষ্টন করেছে।

এতে বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে ধূমসংসক্তমস্তকাঃ।
মেঘজালপ্রতিচ্ছন্না বৈডূর্যগিরয়ো যথা॥ ২৪

'এই বৃক্ষসমূহের মস্তকগুলিও ধূমাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রকাশিত হচ্ছে। মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়ে সেগুলি

বৈদূর্যমণির পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

কুরু প্রণামং ধর্মাত্মংস্তেষামুদ্দিশ্য রাঘব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রযতঃ সংহতাঞ্জলিঃ॥ ২৫

'হে ধর্মাত্মা শ্রীরাম! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মুনিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করুন।

প্রণমন্তি হি যে তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
ন তেষামশুভং কিঞ্চিচ্ছরীরে রাম বিদ্যতে॥ ২৬

'হে রাম! যাঁরা সেই আত্মজ্ঞানী ঋষিদের প্রণাম করেন, তাঁদের শরীরে কিছুমাত্র অশুভ থাকে না।'

ততো রামঃ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন কৃতাঞ্জলিঃ।
সমুদ্দিশ্য মহাত্মানস্তানৃষীনভ্যবাদয়ৎ॥ ২৭

তখন শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মহাত্মা ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন করলেন।

অভিবাদ্য চ ধর্মাত্মা রামো ভ্রাতা চ লক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবো বানরাশ্চৈব জগ্মুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ॥ ২৮

ধর্মাত্মা রাম, ভাই লক্ষ্মণ, সুগ্রীব তথা অন্যান্য বানরেরা সেই ঋষিদের অভিবাদন জানিয়ে আনন্দিত চিত্তে পথ চলতে লাগলেন।

তে গত্বা দূরমধ্বানং তস্মাৎ সপ্তজনাশ্রমাৎ।
দদৃশুস্তাং দুরাধর্ষাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্॥ ২৯

সেই সপ্তজন নামক আশ্রম থেকে তাঁরা দূরে গিয়ে বালী দ্বারা প্রতিপালিত, শত্রুদের অপরাজেয় কিষ্কিন্ধা নগরীকে দেখতে পেলেন।

ততস্তু রামানুজরামবানরাঃ
প্রগৃহ্য শস্ত্রাণ্যুদিতোগ্রতেজসঃ।
পুরীং সুরেশাত্মজবীর্যপালিতাং
বধায় শত্রোঃ পুনরাগতাস্ত্বিহ॥ ৩০

শস্ত্র উদ্যত করে রাম, লক্ষ্মণ এবং বানরেরা সকলেই স্বীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু বালীকে বধ করার জন্য ইন্দ্রপুত্র বালীর তেজে প্রতিপালিত কিষ্কিন্ধানগরীতে উপনীত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দশ সর্গ (১৪)

বালিবধের নিমিত্ত শ্রীরামের আশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে সুগ্রীবের উৎকট গর্জন

**সর্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য ব্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে॥ ১**

তাঁরা সকলে সত্বর বালীর বাসস্থান কিষ্কিন্ধাপুরীতে উপস্থিত হয়ে গভীর বনে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করতে লাগলেন।

**বিসার্য সর্বতো দৃষ্টিং কাননে কাননপ্রিয়ঃ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ ক্রোধমাহারয়দ্ ভৃশম্॥ ২**

উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট বনভূমিপ্রেমিক সুগ্রীব বনের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারিত করে, মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন।

**ততস্তু নিনদং ঘোরং কৃত্বা যুদ্ধায় চাহ্বয়ৎ।
পরিবারৈঃ পরিবৃতো নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্॥ ৩**

স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে গগনবিদারী ভয়ানক গর্জন করে তিনি বালীকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

**গর্জন্নিব মহামেঘো বায়ুবেগপুরঃসরঃ।
অথ বালার্কসদৃশো দৃপ্তসিংহগতিস্তথা॥ ৪**

বায়ুর বেগের সঙ্গে মহামেঘের তুল্য গর্জনকারী নবোদিত সূর্যের ন্যায় তাঁর তেজ প্রকাশিত হতে লাগল, তাঁর গতি যেন দৃপ্ত সিংহের তুল্য।

**দৃষ্ট্বা রামং ক্রিয়াদক্ষং সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ।
হরিবাগুরয়া ব্যাপ্তাং তপ্তকাঞ্চনতোরণাম্।
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।**

প্রতিজ্ঞা যা কৃতা বীর ত্বয়া বালিবধে পুরা॥ ৬
সফলাং কুরু তাং ক্ষিপ্রং লতাং কাল ইবাগতঃ।

ক্রিয়াকুশল রামচন্দ্রকে দেখে সুগ্রীব বললেন—'এই কিষ্কিন্ধাপুরীর তোরণ তপ্তকাঞ্চন তুল্য, বানরেরা জালের ন্যায় বিস্তৃতভাবে দণ্ডায়মান। ধ্বজা এবং যন্ত্রের প্রাচুর্য-বিশিষ্ট বালীর কিষ্কিন্ধাপুরীতে আমরা উপস্থিত হয়েছি। হে বীর! বালীবধের জন্য পূর্বেই যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সফল করুন। লতায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ার ন্যায় প্রতিজ্ঞাপূরণের অনুকূল সময় উপস্থিত হয়েছে।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ॥ ৭
তমথোবাচ বচনং সুগ্রীবং শত্রুসূদনঃ।

সুগ্রীব ধর্মাত্মা রাঘবকে এইরূপ বললে শত্রুসূদন শ্রীরাম সুগ্রীবকে বললেন—

কৃতাভিজ্ঞানচিহ্নস্ত্বমনয়া গজসাহ্বয়া॥ ৮
লক্ষ্মণেন সমুৎপাট্য এষা কণ্ঠে কৃতা তব।
শোভসেহপ্যধিকং বীর লতয়া কণ্ঠসক্তয়া॥ ৯
বিপরীত ইবাকাশে সূর্যো নক্ষত্রমালয়া।

'অভিজ্ঞান চিহ্নস্বরূপ গজপুষ্পীলতা আপনি ধারণ করেছেন। লক্ষ্মণ এই লতা উৎপাটন করে আপনার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন। হে বীর এই লতা আপনার কণ্ঠলগ্ন হওয়ায় আপনাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে যেন আকাশে নক্ষত্র-মালাবেষ্টিত সূর্য—এইরূপ বিপরীত দৃশ্যের ন্যায় আপনার কণ্ঠে মালা শোভমানা।

অদ্য বালিসমুত্থং তে ভয়ং বৈরং চ বানর॥ ১০
একেনাহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেণ সংযুগে।

'হে বানর! বালী থেকে জাত আপনার সকল ভয় এবং শত্রুতা; আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি তিরেই প্রশমিত হবে।

মম দর্শয় সুগ্রীব বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্॥ ১১
বালী বিনিহতো যাবদ্বনে পাংসুষু চেষ্টতে।

'হে সুগ্রীব! ভ্রাতৃরূপী সেই শত্রুকে দেখান। অনন্তর বালী নিহত হয়ে বনের ধূলায় লুণ্ঠিত হবে।

যদি দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো জীবন্ স বিনিবর্ততে॥ ১২
ততো দোষেণ মাগচ্ছেৎ সদ্যো গর্হেচ্চ মাং ভবান্।

'যদি আমার দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও বালী জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর ভাষায় নিন্দা করবেন।

প্রত্যক্ষং সপ্ত তে সালা ময়া বাণেন দারিতাঃ।
ততো বেত্থি বলেনাদ্য বালিনং নিহতং রণে।

'আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, আমার একটি মাত্র বাণের দ্বারাই সাতটি শালগাছ বিদীর্ণ হয়েছে। সেই শক্তি দ্বারাই আমি আজ যুদ্ধে বালীকে বধ করব।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে চিরং কৃচ্ছ্রেঽপি তিষ্ঠতা॥ ১৪
ধর্মলোভপরীতেন ন চ বক্ষ্যে কথংচন।
সফলাং চ করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং জহি সংভ্রমম্॥ ১৫

'অনেক সংকটকাল উপস্থিত হলেও আমি পূর্বে মিথ্যা কথা বলিনি, ধর্মের লোভেও আমি কদাচ এইরূপ বলি না। আমি আমার পরাক্রম দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করব।

প্রসূতং কলমক্ষেত্রং বর্ষেণেব শতক্রতুঃ।
তদাহ্বাননিমিত্তং চ বালিনো হেমমালিনঃ॥ ১৬
সুগ্রীব কুরু তং শব্দং নিষ্পতেদ্ যেন বানরঃ।

'যেমন ইন্দ্র বর্ষণদ্বারা ধান্যক্ষেত্রকে শস্যপূর্ণ করেন। স্বর্ণমাল্যে ভূষিত বালীকে আহ্বানের জন্য হে সুগ্রীব! যাতে তিনি পুরী থেকে নির্গত হন সেইরূপ শব্দ করুন।

জিতকাশী জয়শ্লাঘী ত্বয়া চাধর্ষিতঃ পুরাৎ॥ ১৭
নিষ্পতিষ্যত্যসঙ্গেন বালী স প্রিয়সংযুগঃ।

'তিনি যুদ্ধে বিজয়কামী, জয়গর্বী, আপনার দ্বারা অপরাজিত—যুদ্ধপ্রেমী সেই বালী কোনো কিছুতেই আসক্ত না হয়ে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

রিপূণাং ধর্ষিতং শ্রুত্বা মর্ষয়ন্তি ন সংযুগে॥ ১৮
জানন্তস্তু স্বকং বীর্যং স্ত্রীসমক্ষং বিশেষতঃ।

'বীরেরা শত্রুর আহ্বান শুনে বিশেষত স্ত্রীলোকের সম্মুখে নিজের বীরত্ব প্রকাশের জন্য অবিচলিত থাকতে পারে না।'

স তু রামবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ॥ ১৯
ননর্দ ক্রূরনাদেন বিনির্ভিন্দন্নিবাম্বরম্।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে স্বর্ণতুল্য পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট সুগ্রীব ক্রূরস্বরে ভয়ংকর গগনবিদারী গর্জন করতে লাগলেন।

তত্র শব্দেন বিত্রস্তা গাবো যান্তি হতপ্রভাঃ॥ ২০
রাজদোষপরামৃষ্টাঃ কুলস্ত্রিয় ইবাকুলাঃ।

সেই ভয়ানক শব্দে বড় বড় গোরুগুলি শক্তিহীন হয়ে রাজদোষে পরপুরুষের দ্বারা নিপীড়িতা কুলস্ত্রীদের ন্যায় ভীতচিত্তে পলায়নোদ্যত হল।

দ্রবন্তি চ মৃগাঃ শীঘ্রং ভগ্না ইব রণে হয়াঃ।
পতন্তি চ খগা ভূমৌ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহাঃ॥ ২১

রণভূমিতে আহত অশ্বের ন্যায় পশুগুলি ভীত হয়ে পালাতে লাগল। পুণ্যের প্রভাব ক্ষীণ হলে গ্রহগুলি যেমন ভূপতিত হয়, গগনচারী বিহঙ্গকুলও তেমনিভাবে মাটিতে পড়তে লাগল।

ততঃ স জীমূতকৃতপ্রণাদো নাদং হ্যমুঞ্চৎ ত্বরয়া প্রতীতঃ।
সূর্যাত্মজঃ শৌর্যবিবৃদ্ধতেজাঃ সরিৎপতির্বানিলচঞ্চলোর্মিঃ॥ ২২

সূর্যপুত্র সুগ্রীব মেঘের মতো গম্ভীর গর্জন করতে লাগলেন এবং শৌর্যের দ্বারা তাঁর তেজ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাত্যাহত, ঝঞ্ঝা পীড়িত উত্তাল তরঙ্গে সমুদ্র যেমন গর্জন করে, সুগ্রীবের এই গর্জন ছিল তদনুরূপ।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

———o———

পঞ্চদশ সর্গ (১৫)

সুগ্রীবের গর্জন শুনে যুদ্ধের জন্য বালীর বেরিয়ে আসার উদ্যোগ। তাঁকে নিবারণের জন্য তথা শ্রীরাম ও সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য পত্নী তারার অনুরোধ

অথ তস্য নিনাদং তং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
শুশ্রাবান্তঃপুরগতো বালী ভ্রাতুরমর্ষণঃ॥ ১

অসহিষ্ণু বালী অন্তঃপুর থেকেই তাঁর ভাই মহাত্মা সুগ্রীবের সেই ভয়ংকর গর্জন শুনতে পেলেন।

শ্রুত্বা তু তস্য নিনদং সর্বভূতপ্রকম্পনম্।
মদশ্চৈকপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাপাদিতো মহান্॥ ২

সকল প্রাণীকে ভীত প্রকম্পিতকারী সেই গর্জন শুনে তাঁর সমস্ত মত্ততা বিনষ্ট হল এবং তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ উৎপন্ন হল।

ততো রোষপরীতাঙ্গো বালী স কনকপ্রভঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ॥ ৩

হেমবর্ণবিশিষ্ট বালীর সমগ্র অঙ্গ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় তাঁর সৌন্দর্য বিনষ্ট হল।

বালী দংষ্ট্রাকরালস্তু ক্রোধাদ্ দীপ্তাগ্নিলোচনঃ।
ভাত্যুৎ পতিতপদ্মাভঃ সমৃণাল ইব হ্রদঃ॥ ৪

বালীর দাঁতগুলি ভীষণাকৃতি সম্পন্ন, ক্রোধে উদ্দীপ্ত নেত্রদ্বয় অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান। পদ্মফুলসমূহ উৎপাটিত হওয়ার পরে কেবল মৃণালবিশিষ্ট হ্রদের ন্যায় তাকে শ্রীহীন দেখাচ্ছে।

শব্দং দুর্মর্ষণং শ্রুত্বা নিষ্পপাত ততো হরিঃ।
বেগেন চ পদন্যাসৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৫

এই অসহনীয় শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ বানর বালী মেদিনী বিদীর্ণকারী পদক্ষেপে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তং তু তারা পরিষ্বজ্য স্নেহাদ্ দর্শিতসৌহৃদা।
উবাচ ত্রস্তসম্ভ্রান্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ॥ ৬

পত্নী তারা তখন বালীকে আলিঙ্গন করে সৌহার্দ প্রকাশ করে তাঁর ভবিষ্যতের হিতকামনায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—

সাধুঃ ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্॥ ৭

'হে বীর! শয্যা থেকে উত্থান করে যেমন উপভোগের ভুক্ত মালাটি আপনি পরিত্যাগ করেন; তেমনি নদীর বেগের মতো আগত এই ক্রোধ আপনি পরিত্যাগ করুন।

কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।
বীর তে শত্রুবাহল্যং ফল্গুতা বা ন বিদ্যতে॥ ৮
সহসা তব নিষ্ক্রামো মম তাবন্ন রোচতে।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্যতে॥ ৯

'হে বানর ! কাল আপনি শত্রুর সঙ্গে এই সংগ্রাম করবেন (আজকের জন্য ক্ষান্ত হোন)। হে বীর ! যদিও আপনার শত্রু আপনার থেকে বড় নয় কিংবা আপনার বীরত্ব কারও থেকে কম নয়, তথাপি আপনার এই হঠাৎ নিষ্ক্রমণ আমার উচিত মনে হচ্ছে না। যে কারণে আপনাকে নিবৃত্ত করতে চাই তা বলছি আপনি শুনুন।

পূর্বমাপতিতঃ ক্রোধাৎ স ত্বামাহ্বয়তে যুধি।
নিষ্পত্য চ নিরস্তস্তে হন্যমানো দিশো গতঃ॥ ১০

'পূর্বে সুগ্রীব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন, আপনার প্রহারে নিরস্ত হয়ে দিশাহারা অবস্থায় তিনি পলায়ন করেছিলেন।

ত্বয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।
ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ ১১

'আপনি যাকে নিরস্ত এবং বিশেষরূপে পীড়িত করেছিলেন, তার এই পুনরায় আহ্বান শুনে আমার আশঙ্কা জন্মেছে (অর্থাৎ আমি ভীত হয়েছি)।

দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দতঃ।
নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদল্পং হি কারণম্॥ ১২

'সুগ্রীবের গর্জনে যেরকম গর্ব এবং উৎসাহ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে তার এই উদ্যোগের কারণ সামান্য বলে মনে হচ্ছে না।

নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্।
অবষ্টব্ধসহায়শ্চ যমাশ্রিত্যৈষ গর্জতি॥ ১৩

'তাঁর এই আগমন অসহায় অবস্থায় নয় বলেই আমি মনে করি, কোনো বলশালীর সহায়তা নিয়েই তার আগমন, যাকে আশ্রয় করে তার এই গর্জন।

প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।
নাপরীক্ষিতবীর্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যমেষ্যতি॥ ১৪

'বানর সুগ্রীব স্বভাবতঃই নিপুণ এবং বুদ্ধিমানও। বীরত্ব পরীক্ষা না করে সুগ্রীব তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি।

পূর্বমেব ময়া বীর শ্রুতং কথয়তো বচঃ।
অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ॥ ১৫

'হে বীর ! কুমার অঙ্গদের মুখ থেকে যে কথা আমি পূর্বেই শুনেই তা আজ আমি আপনার কল্যাণের জন্য বলছি।

অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ।
প্রবৃত্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীন্নিবেদিতা॥ ১৬

'বনের সীমান্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমার গুপ্তচরদের নিকট যে বার্তা পেয়েছে তা আমাকেও জানিয়েছে।

অযোধ্যাধিপতেঃ পুত্রৌ শূরৌ সমরদুর্জয়ৌ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতৌ প্রথিতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৭

'ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম অযোধ্যারাজের দুই পুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ, তাঁরা মহাবীর এবং যুদ্ধে দুর্জয়।

সুগ্রীবপ্রিয়কামার্থং প্রাপ্তৌ তত্র দুরাসদৌ।
স তে ভ্রাতুর্হি বিখ্যাতঃ সহায়ো রণকর্মণি॥ ১৮
রামঃ পরবলামর্দী যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ।
নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনামাপন্নানাং পরা গতিঃ॥ ১৯

'দুর্লভ সেই দুই ভাইকে সুগ্রীব তার হিতকামনায় লাভ করেছে। সেই বিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধকর্মে আপনার ভাইয়েরই সহায়। শরণাগতদের পরমআশ্রয় এবং সাধুদের নিবাসস্বরূপ বৃক্ষতুল্য এবং শত্রুসংহারকারী শ্রীরাম যুগান্তকারী অগ্নির ন্যায় উত্থিত হয়েছেন।

আর্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ॥ ২০

'আর্তদের তিনি আশ্রয়, যশেরই একমাত্র ভাজন, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতৃনির্দেশ পালনে সদাই নিরত।

ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।
তৎ ক্ষমো ন বিরোধস্তে সহ তেন মহাত্মনা॥ ২১
দুর্জয়েনাপ্রমেয়েণ রামেণ রণকর্মসু।

'শৈলেন্দ্র যেমন ধাতুসমূহের আধার, তেমনি সকল গুণাবলীর আকর মহাত্মা শ্রীরাম। অতএব সেই মহাত্মা রামের সঙ্গে বিরোধ উচিত নয়। যুদ্ধে দুর্জয় অপ্রমেয় রামের সঙ্গে যুদ্ধকর্মে উদ্যত হবেন না।

শূর বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিন্ন চেচ্ছাম্যভ্যসূয়িতুম্॥ ২২
শ্রূয়তাং ক্রিয়তাং চৈব তব বক্ষ্যামি যদ্ধিতম্।

'হে শূরবীর ! আমি আপনার দোষ অনুসন্ধানে কদাচ ইচ্ছা করি না। আপনার পক্ষে যা হিতকর তাই বলছি ; আপনি তাই শুনুন এবং করুন।

যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবং তূর্ণং সাধ্বভিষেচয়॥ ২৩
বিগ্রহং মা কৃথা বীর ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা।

'আপনি শীঘ্র সুগ্রীবকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করুন। হে বীর বানররাজ ! ছোটভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।

অহং হি তে ক্ষমং মন্যে তেন রামেণ সৌহৃদম্॥ ২৪
সুগ্রীবেণ চ সম্প্রীতিং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ।

'আমি আপনার জন্য এটাই উচিত মনে করি যে, আপনি বৈরীভাব ত্যাগ করুন এবং রামের সঙ্গে সৌহার্দ্য তথা সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করুন।

লালনীয়ো হি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ॥ ২৫
তত্র বা সন্নিহস্থো বা সর্বথা বন্ধুরেব তে।
নহি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামি কঞ্চন॥ ২৬

'হে বানররাজ ! সুগ্রীব আপনার ছোট ভাই, আপনার লালনীয়। সে আপনার নিকটেই থাক বা দূরেই থাক অর্থাৎ কিষ্কিন্ধাপুরীতেই থাক বা ঋষ্যমূক পর্বতেই থাক তার তুল্য বন্ধু আমি এই পৃথিবীতে আর দেখছি না।

দানমানাদিসৎকারৈঃ কুরুষ প্রত্যনন্তরম্।
বৈরমেতৎ সমুৎসৃজ্য তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু॥ ২৭

'দান, মান প্রভৃতি সৎকার্যের দ্বারা আপনি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করুন। যার ফলে শত্রুতা ত্যাগ করে সে-ও আপনার পাশে অবস্থান করে।

সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবো মহাবন্ধুর্মতস্তব।
ভ্রাতৃসৌহৃদমালম্ব্য নান্যা গতিরিহাস্তি তে॥ ২৮

'আমার মতে বিপুলগ্রীববিশিষ্ট সুগ্রীব আপনার অত্যন্ত প্রেমী বন্ধু। ভ্রাতৃপ্রীতি অবলম্বন ব্যতীত আপনার অন্য কোনো পথ নেই।

যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্যং যদি চাবৈষি মাং হিতাম্।
যাচ্যমানঃ প্রয়ত্নেন সাধু বাক্যং কুরুষ মে॥ ২৯

'যদি আপনি আমার মঙ্গল করতে চান তথা আমাকে আপনার হিতকারিণী মনে করেন তাহলে আমি প্রীতিপূর্বক আপনাকে যে পরামর্শ দিচ্ছি তা আপনি মেনে নিন।

প্রসীদ পথ্যং শৃণু জল্পিতং হি মে
ন রোষমেবানুবিধাতুমর্হসি।
ক্ষমো হি তে কোশলরাজসূনুনা
ন বিগ্রহঃ শক্রসমানতেজসা॥ ৩০

'আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার কথা শুনুন। আপনার হিতের জন্য ক্রোধ প্রকাশ অনুচিত। ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী কোশলরাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না।'

তদা হি তারা হিতমেব বাক্যং
তং বালিনং পথ্যমিদং বভাষে।
ন রোচতে তদ্ বচনং হি তস্য
কালাভিপন্নস্য বিনাশকালে॥ ৩১

বালীর পক্ষে হিতকর পথ্যতুল্য বাক্য পত্নী তারা বললেন, কিন্তু বিনাশকালে কালের বশীভূত হওয়ায় সেই সমস্ত বক্তব্য বালীর পছন্দ হল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত হল॥ ১৫॥

ষোড়শ সর্গ (১৬)

বালী কর্তৃক তারার প্রস্তাব সগর্বে প্রত্যাখ্যান, সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ, শ্রীরামের বাণে বালীর ভূতলে পতন

তামেবং ব্রুবতীং তারাং তারাধিপনিভাননাম্।
বালী নির্ভর্ৎসয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১

তারকাগণের অধিপতি চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট তারার এইরূপ কথা শুনে বালী তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন—

গর্জতোঽস্য সুসংরব্ধং ভ্রাতুঃ শত্রোর্বিশেষতঃ।
মর্ষয়িষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে॥ ২

'হে সুন্দরমুখি ! ক্রুদ্ধ ছোটভাই গর্জন করছে, বিশেষতঃ যে আমার শত্রু ; আমি কী কারণে তাকে ক্ষমা করবো ?

অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেম্বনিবর্তিনাম্।
ধর্ষণামর্ষণং ভীরু মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩

'ওহে ভীরু ! অপরাজেয় বীরেরা, যাঁরা যুদ্ধে কখনো

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি তাঁদের পক্ষে শত্রুর গর্জন সহ্য করা মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখদায়ক।

সোঢ়ুং ন চ সমর্থোঽহং যুদ্ধকামস্য সংযুগে।
সুগ্রীবস্য চ সংরম্ভং হীনগ্রীবস্য গর্জিতম্॥ ৪

'যুদ্ধক্ষেত্রে হীনগ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীবের এই রোষপূর্ণ গর্জন আমি সহ্য করতে অক্ষম।

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি॥ ৫

'আমার জন্য তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কথা ভেবেও আশঙ্কিত হোয়ো না। কারণ ধর্মজ্ঞ এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে তিনি কেন পাপ করবেন ?

নিবর্তস্ব সহ স্ত্রীভিঃ কথং ভূয়োঽনুগচ্ছসি।
সৌহৃদং দর্শিতং তাবন্ময়ি ভক্তিস্ত্বয়া কৃতা॥ ৬
প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্।
দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিয়োক্ষ্যতে॥ ৭

'সঙ্গী স্ত্রীদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও, কেন তুমি বার বার আমার অনুগমন করছো ? আমার প্রতি তোমার সৌহার্দ্য এবং ভক্তি তুমি দেখিয়েছ। এখন আমি গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করে শীঘ্রই পরাস্ত করব। আমি তার দর্প চূর্ণ করব কিন্তু প্রাণ নেব না।

অহং হ্যাজিস্থিতস্যাস্য করিষ্যামি যদীপ্সিতম্।
বৃক্ষৈর্মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ পীড়িতঃ প্রতিয়াস্যতি॥ ৮

'আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তার যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করব (অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার যুদ্ধের সাধ পূর্ণ করব)। বৃক্ষাঘাত এবং মুষ্টিপ্রহার দ্বারা তাকে এমনই পীড়িত করব যাতে সে সেই স্থান থেকে পলায়ন করে।

ন মে গর্বিতমায়স্তং সহিষ্যতি দুরাত্মবান্।
কৃতং তারে সহায়ত্বং দর্শিতং সৌহৃদং ময়ি॥ ৯

'হে তারা ! দুরাত্মা সুগ্রীব যুদ্ধে আমার সদর্প উপস্থিতি সহ্য করতে পারবে না। তুমি আমায় যথেষ্ট সহায়তা করেছ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছ।

শাপিতাসি মম প্রাণৈর্নিবর্তস্ব জনেন চ।
অলং জিত্বা নিবর্তিষ্যে তমহং ভ্রাতরং রণে॥ ১০

'আমি আমার প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি যে তুমি এই লোকজনদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করো, আমি যুদ্ধে আমার ভাইকে পরাস্ত করে তোমার নিকট ফিরে আসব।'

তং তু তারা পরিষ্বজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী।
চকার রুদতী মন্দং দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্॥ ১১

প্রিয়ভাষিণী সেই তারা বালীকে আলিঙ্গন করে মৃদুস্বরে রোদন করতে করতে দক্ষিণ দিক থেকে প্রদক্ষিণ করলেন।

ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিদ্ বিজয়ৈষিণী।
অন্তঃপুরং সহ স্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা॥ ১২

মন্ত্রজ্ঞা তারা স্বামীর বিজয় কামনায় স্বস্ত্যয়ন করে, শোকমোহিত হয়ে অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

প্রবিষ্টায়াং তু তারায়াং সহ স্ত্রীভিঃ স্বমালয়ম্।
নগর্যা নির্যযৌ ক্রুদ্ধো মহাসর্প ইব শ্বসন্॥ ১৩

পুরস্ত্রীদের সঙ্গে তারা নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করলে, বালী ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে নগর থেকে নির্গত হলেন।

স নিঃশ্বস্য মহারোষো বালী পরমবেগবান্।
সর্বতশ্চারয়ন্ দৃষ্টিং শত্রুদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৪

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং পরমবেগবান বালী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে শত্রুদের দেখার ইচ্ছায় সকল দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন।

স দদর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং হেমপিঙ্গলম্।
সুসংবীতমবষ্টব্ধং দীপ্যমানমিবানলম্॥ ১৫

তখন তিনি স্বর্ণতুল্য পিঙ্গলবর্ণের শ্রীমান সুগ্রীবকে দেখতে পেলেন, দৃঢ়বদ্ধ কৌপিন পোশাক পরিহিত তিনি ছিলেন অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

তং স দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ সুগ্রীবং পর্যবস্থিতম্।
গাঢ়ং পরিদধে বাসো বালী পরমকোপনঃ॥ ১৬

সুগ্রীবকে তখন সেই অবস্থায় দেখে অত্যন্ত কোপন স্বভাববিশিষ্ট বালী তাঁর বস্ত্র দৃঢ়সন্নিবদ্ধ করলেন।

স বালী গাঢ়সংবীতো মুষ্টিমুদ্যম্য বীর্যবান্।
সুগ্রীবমেবাভিমুখো যযৌ যোদ্ধুং কৃতক্ষণঃ॥ ১৭

দৃঢ়বদ্ধ পোশাক পরিহিত বীর বালী সময় বুঝে মুষ্টি উদ্যত করে সুগ্রীবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

শ্লিষ্টং মুষ্টিং সমুদ্যম্য সংরব্ধতরমাগতঃ।
সুগ্রীবোঽপি সমুদ্দিশ্য বালিনং হেমমালিনম্॥ ১৮

সুগ্রীবও বদ্ধমুষ্টি উদ্যত হয়ে স্বর্ণমাল্য বিভূষিত বালীর উদ্দেশে আবিষ্ট চিত্তে অগ্রসর হলেন।

তং বালী ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সুগ্রীবং রণকোবিদম্।

আপতন্তং মহাবেগমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৯

রণপণ্ডিত সুগ্রীবকে মহাবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান দেখে ক্রোধে রক্তবর্ণ অক্ষি বালী তাঁকে বললেন—

এষ মুষ্টির্মহান্ বদ্ধো গাঢ়ঃ সুনিয়তাঙ্গুলিঃ।
ময়া বেগবিমুক্তস্তে প্রাণানাদায় যাস্যতি॥ ২০

'সুনিয়ত আঙুলগুলো আমি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করে বিরাট মুষ্টি প্রস্তুত করছি। এটি সবেগে তোমার ওপর আমি প্রয়োগ করলে তোমার প্রাণ যাবে।'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ ক্রুদ্ধো বালিনমব্রবীৎ।
তব চৈষ হরন্ প্রাণান্ মুষ্টিঃ পততু মূর্ধনি॥ ২১

বালীর এইরূপ উক্তির পরে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন —'তোমার প্রাণ হরণের জন্য আমার এই মুষ্টি তোমার মস্তকে পতিত হোক।'

তাড়িতস্তেন তং ক্রুদ্ধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ।
অভবচ্ছোণিতোদ্গারী সাপীড় ইব পর্বতঃ॥ ২২

ক্রুদ্ধ বালী সবেগে সুগ্রীবকে আক্রমণ করে আঘাত করলে, কুপিত সুগ্রীব রক্ত উদ্গীরণ করতে লাগলেন। তিনি ঝর্ণার মুকুটসমৃদ্ধ পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

সুগ্রীবেণ তু নিঃশঙ্কং সালমুৎপাট্য তেজসা।
গাত্রেষ্বভিহতো বালী বজ্রেণেব মহাগিরিঃ॥ ২৩

তিনি তখন নির্ভীকভাবে সতেজে শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক বালীর শরীরে আঘাত করলেন যা মহান পর্বতে বজ্রাঘাতের সমতুল্য।

স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ সালতাড়নবিহ্বলঃ।
গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সসার্থেব সাগরে॥ ২৪

শালগাছের প্রহারে জর্জরিত বালী সমুদ্রমধ্যে গুরুভারে ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় দুর্দশাপ্রাপ্ত হলেন।

তৌ ভীমবলবিক্রান্তৌ সুপর্ণসমবেগিতৌ।
প্রবৃদ্ধৌ ঘোরবপুষৌ চন্দ্রসূর্যাবিবাম্বরে॥ ২৫

তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বলবান, পরাক্রমশালী এবং গরুড়ের ন্যায় বেগবান। তাঁরা তাঁদের ভীষণ দেহ নিয়ে আকাশের চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তেজে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

পরমস্পরমমিত্রঘ্নৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ।
ততোঽবর্ধত বালী তু বলবীর্যসমন্বিতঃ॥ ২৬
সূর্যপুত্রো মহাবীর্যঃ সুগ্রীবঃ পরিহীয়ত।

পরস্পর শত্রুঘাতী হয়ে তাঁরা একে অপরের দুর্বলতা অন্বেষণ করতে লাগলেন। ক্রমশ বলবীর্যসমন্বিত বালীর পরাক্রম বৃদ্ধি পেল এবং মহাপরাক্রমশালী সূর্যপুত্র সুগ্রীবের তেজ ক্ষীণ হয়ে এল।

বালিনা ভগ্নদর্পস্তু সুগ্রীবো মন্দবিক্রমঃ॥ ২৭
বালিনং প্রতি সামর্ষো দর্শয়ামাস রাঘবম্।

বিক্রম মন্দীভূত হওয়ায় বালী সুগ্রীবের দর্পচূর্ণ করলেন। বালীর প্রতি ক্রোধবশত তিনি রামচন্দ্রকে ইঙ্গিতে অবস্থা দেখালেন।

বৃক্ষৈঃ সশাখৈঃ শিখরৈর্বজ্রকোটিনিভৈর্নখৈঃ॥ ২৮
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভির্বাহুভিশ্চ পুনঃ পুনঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং বৃত্রবাসবয়োরিব॥ ২৯

অনন্তর শাখাসমেত বৃক্ষ, পর্বতের চূড়া, কোটি বজ্রের তুল্য ভয়ংকর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ এবং বাহুদ্বারা তাঁদের ভয়ানক যুদ্ধ চলতে থাকল, যেন ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মধ্যে মহাসমর পুনরায় সমুপস্থিত।

তৌ শোণিতাক্তৌ যুধ্যেতাং বানরৌ বনচারিণৌ।
মেঘাবিব মহাশব্দৈস্তর্জমানৌ পরস্পরম্॥ ৩০

মেঘের মতো মহাশব্দ সহকারে গর্জন করতে করতে দুই বনচারী বানর রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধ করতে লাগলেন।

হ্রীয়মানমথাপশ্যৎ সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্।
প্রেক্ষমাণং দিশশ্চৈব রাঘবঃ স মুহুর্মুহুঃ॥ ৩১

বানরেশ্বর সুগ্রীবকে হীয়মান অবস্থায় দেখে রামচন্দ্র পুনঃপুনঃ চতুর্দিকে অবলোকন করতে লাগলেন।

ততো রামো মহাতেজা আর্তং দৃষ্ট্বা হরীশ্বরম্।
স শরং বীক্ষতে বীরো বালিনো বধকাঙ্ক্ষয়া॥ ৩২

বানরাধিপতিকে ক্লান্ত দেখে তখন মহাতেজস্বী শ্রীরাম বীর বালীকে বধ করার জন্য তাঁর বাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

ততো ধনুষি সংধায় শরমাশীবিষোপমম্।
পূরয়ামাস তচ্চাপং কালচক্রমিবান্তকঃ॥ ৩৩

তখন তিনি ধনুকে সর্পের ন্যায় বিষাক্ত শরযোজন করলেন, যমরাজের কালচক্র নামক ধনুকের ন্যায় তিনি ধনুক আকর্ষণ করলেন।

তস্য জ্যাতলঘোষেণ ত্রস্তাঃ পত্ররথেশ্বরাঃ।
প্রদুদ্রুবুর্মৃগাশ্চৈব যুগান্ত ইব মোহিতাঃ॥ ৩৪

তাঁর ধনুকের টঙ্কারশব্দে প্রলয়কালে মোহিত হওয়ার মতো বনের পশুপাখিরা এবং বৃক্ষসমূহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

মুক্তস্ত বজ্রনির্ঘোষঃ প্রদীপ্তাশনিসন্নিভঃ।
রাঘবেণ মহাবাণো বালিবক্ষসি পাতিতঃ॥ ৩৫

রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মহান তিরটি জ্যা-মুক্ত হয়ে বজ্রের ন্যায় গর্জন করে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ শিখা সম বালীর বক্ষে বিদ্ধ হল।

ততস্তেন মহাতেজা বীর্যযুক্তঃ কপীশ্বরঃ।
বেগেনাভিহতো বালী নিপপাত মহীতলে॥ ৩৬

তখন সেই মহাতেজস্বী বীর্যবান কপীশ্বর বালী শরাঘাতে সবেগে ভূমিতলে পতিত হলেন।

ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ধূতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্সময়ে মাসি গতশ্রীকো বিচেতনঃ।
বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী চার্তস্বরঃ শনৈঃ॥ ৩৭

আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজ পতনের ন্যায় হতচেতন বালী ভূপতিত অবস্থায় বাষ্পসংরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

নরোত্তমঃ কাল যুগান্তকোপমং
শরোত্তমং কাঞ্চনরূপ্যভূষিতম্।
সসর্জ দীপ্তঃ তমমিত্রমর্দনং
সধূমমগ্নিং মুখতো যথা হরঃ॥ ৩৮

কন্দর্প বিনাশের জন্য মহাদেবের ললাট থেকে নিঃসৃত ধূমাগ্নির ন্যায় নরোত্তম রামচন্দ্রের স্বর্ণ-রৌপ্য-সুসজ্জিত বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিস্রবৈঃ
সুপুষ্পিতাশোক ইবানিলোদ্ধতঃ।
বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে
প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ॥ ৩৯

ইন্দ্রপুত্র বালীর শরীর থেকে জলধারার ন্যায় রক্তস্রোত নির্গত হতে লাগল। অচেতন তাঁর শরীর ভূমিতে শায়িত যেন ঝটিকাবিধ্বস্ত অশোকবৃক্ষের ভগ্নশাখা তথা ইন্দ্রধ্বজার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

———○———

সপ্তদশ সর্গ (১৭)

শ্রীরামচন্দ্রকে বালীর তিরস্কার

ততঃ শরেণাভিহতো রামেণ রণকর্কশঃ।
পপাত সহসা বালী নিকৃত্ত ইব পাদপঃ॥ ১

রণদুর্মদ বালী রামের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে আহত হয়ে কর্তিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হলেন।

স ভূমৌ ন্যস্তসর্বাঙ্গস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।
অপতদ্ দেবরাজস্য মুক্তরশ্মিরিব ধ্বজঃ॥ ২

রজ্জুছিন্ন ইন্দ্রের উজ্জ্বল ধ্বজার ন্যায় সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত বালীর শরীর ধূলায় লুণ্ঠিত হল।

অস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ হর্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরে।
নষ্টচন্দ্রমিব ব্যোম ন ব্যরাজত মেদিনী॥ ৩

বানর এবং ভল্লুকদের অধিপতি বালী ভূপতিত হওয়ায় পৃথিবী চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় সৌন্দর্য হারাল।

ভূমৌ নিপতিতস্যাপি তস্য দেহং মহাত্মনঃ।
ন শ্রীর্জহাতি ন প্রাণা ন তেজো ন পরাক্রমঃ॥ ৪

সেই মহাত্মার শরীর ভূলুণ্ঠিত হলেও তাঁর সৌন্দর্য, প্রাণ, তেজ, শৌর্য শরীরচ্যুত হয়নি।

শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা।
দধার হরিমুখ্যস্য প্রাণাংস্তেজঃ শ্রিয়ং চ সা॥ ৫

ইন্দ্র প্রদত্ত কনকনির্মিত রত্নখচিত বরমালা তাঁর কণ্ঠে শোভিত হচ্ছিল, যা তাঁর প্রাণ তেজ এবং সৌন্দর্যকে তখনও ধারণ করেছিল।

স তয়া মালয়া বীরো হৈময়া হরিযূথপঃ।
সংধ্যানুগতপর্যন্তঃ পয়োধর ইবাভবৎ॥ ৬

বানরাধিপতি বীর বালী সেই স্বর্ণমাল্যের দ্বারা

সন্ধ্যার রক্তরাগ মিশ্রিত আকাশে একখণ্ড মেঘের ন্যায় শোভিত হচ্ছিলেন।

তস্য মালা চ দেহশ্চ মর্মঘাতী চ যঃ শরঃ।
ত্রিধেব রচিতা লক্ষ্মীঃ পতিতস্যাপি শোভতে॥ ৭

ভূমিতে পতিত হলেও তাঁর স্বর্ণমাল্য, হৃদয়বিদারী শর এবং দেহ এই তিনটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে অঙ্গলক্ষ্মীর ন্যায় সৌন্দর্য বিস্তার করেছিল।

তদস্ত্রং তস্য বীরস্য স্বর্গমার্গপ্রভাবনম্।
রামবাণাসনক্ষিপ্তমাবহৎ পরমাং গতিম্॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র যে ধনুক থেকে শরসন্ধান করেছিলেন তা বালীর স্বর্গগমনের পথ প্রশস্ত করায় তা পরমগতি লাভ করল।

তং তথা পতিতং সংখ্যে গতার্চিষমিবানলম্।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাদিহ চ্যুতম্॥ ৯
আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্।
মহেন্দ্রমিব দুর্ধর্ষমুপেন্দ্রমিব দুঃসহম্॥ ১০
মহেন্দ্রপুত্রং পতিতং বালিনং হেমমালিনম্।
ব্যূঢোরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্॥ ১১

এইরূপ যুদ্ধস্থলে নিপতিত বালীকে শিখাহীন অগ্নির ন্যায় এবং ক্ষীণপুণ্য সুরলোকচ্যুত যযাতির তুল্য তথা প্রলয়কালে যুগান্তে গগনবিচ্যুত ভূপতিত সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল। ভূপতিত ইন্দ্রপুত্র বালীর কণ্ঠে কনকমালা সুশোভিত। তিনি মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং উপেন্দ্র বিষ্ণুর ন্যায় দুঃসহ। তাঁর বক্ষ বিশাল, মহাবাহু, প্রদীপ্ত আনন এবং নেত্র সিংহতুল্য।

লক্ষ্মণানুচরো রামো দদর্শোপসসর্প চ।
তং তথা পতিতং বীরং গতার্চিষমিবানলম্॥ ১২
বহুমান্য চ তং বীরং বীক্ষমাণং শনৈরিব।
উপযাতৌ মহাবীর্যৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৩

দীপ্তিহীন অগ্নিশিখার ন্যায় ভূতলশায়িত বালীকে দেখতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। বহুজনমান্য বীর বালীকে দুই মহাবীর রাম এবং লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে দেখতে লাগলেন।

তং দৃষ্ট্বা রাঘবং বালী লক্ষ্মণং চ মহাবলম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্॥ ১৪

শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণকে দেখে বালী ধর্মাশ্রিত এবং বিনয়ান্বিত কঠোর বাক্য বলতে লাগলেন।

স ভূমাবল্পতেজোঽসুর্নিহতো নষ্টচেতনঃ।
অর্থসংহিতয়া বাচা গর্বিতং রণগর্বিতম্॥ ১৫

তিনি তখন ভূতলশায়ী, স্বল্পতেজবিশিষ্ট, মরণাপন্ন এবং হতচেতন। তথাপি যুদ্ধগর্বিত অভিমানী বালী রামকে বললেন—

ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রথিতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
পরাঙ্মুখ বধং কৃত্বা কোঽত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধসংরব্ধস্ত্বৎকৃতে নিধনং গতঃ॥ ১৬

'আপনি রাজপুত্র, সুখ্যাত, সুদর্শন, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করে আপনি কোন যশ লাভ করলেন ? বিশেষত আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলাম, তথাপি আপনার জন্যই আমার মৃত্যু আসন্ন।

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ॥ ১৭
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি॥ ১৮

'আপনি সৎকুলজাত, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, চরিত্রপরায়ণ। হে রামচন্দ্র ! আপনি দয়ালু এবং প্রজাদের কল্যাণে নিরত। আপনি সদয়, মহা উৎসাহী, যজ্ঞ প্রভৃতি ব্রতপরায়ণ ; জগতের সকল প্রাণী আপনার যশকীর্তন করে।' এইরূপ বর্ণন করে পুণরায় বললেন—

দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥ ১৯

'শম, দম, ক্ষমা, ধৈর্য, ধর্ম, সত্য, পরাক্রম এবং অপরাধীর প্রতি যথাযথ দণ্ডদান এই হল রাজাদের গুণ।

তান্ গুণান্ সম্প্রধার্যাহমগ্র্যং চাভিজনং তব।
তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ॥ ২০

'আপনার মধ্যে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান এবং আপনি উচ্চবংশজাত—এই কথা জেনে পূর্বেই তারা কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েও কেবল সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমি এসেছি।

ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি।
ইতি মে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব॥ ২১

'আপনাকে দর্শনের পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল ক্রোধবশত অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় আপনি আমাকে তিরবিদ্ধ করবেন না।

স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্।

জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥ ২২

'আপনি ধর্মের বেশধারী অধার্মিক ; আমার আত্মার ক্ষতিকারী, পাপাচরণকারী। আপনি তৃণাবৃত কূপের মতোই ভয়ংকর।

সতাং বেষধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্।
নাহং ত্বামভিজানামি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্॥ ২৩

'আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আপনি সাধুর বেশধারী পাপী, ধর্মের ছদ্মবেশধারী আপনাকে তো আমি এভাবে দেখিনি।

বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা পাপং করোম্যহম্।
ন চ ত্বামবজানেঽহং কস্মাৎ তং হংসাকিল্বিষম্॥ ২৪

'আমি তো আপনার দেশে বা নগরে কোনো পাপকর্ম করিনি, আমি আপনাকে কোনো অসম্মান করিনি তথাপি কেন আপনি আমাকে হত্যা করলেন ?

ফলমূলাশনং নিত্যং বানরং বনগোচরম্।
মামিহাপ্রতিযুধ্যন্তমন্যেন চ সমাগতম্॥ ২৫

'আমি নিত্য ফলমূলভোজনকারী, বনে বিচরণকারী এক বানর। এখানে এসে তো আমি অন্যের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলাম।

ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রতীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
লিঙ্গমপ্যস্তি তে রাজন্ দৃশ্যতে ধর্মসংহিতম্॥ ২৬

'আপনি রাজপুত্র, সকলের বিশ্বাসভাজন, প্রিয়দর্শন। হে রাজন্ ! আপনি যে ধার্মিক, তার চিহ্নও আপনার মধ্যে বিরাজমান।

কঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ শ্রুতবান্ নষ্টসংশয়ঃ।
ধর্মলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ ক্রূরং কর্ম সমাচরেৎ॥ ২৭

'ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা সংশয়রহিত হয়ে, ধার্মিকের বেশ ধারণ করে কোনো মনুষ কি এইরূপ নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে ?

ত্বং রাঘবকুলে জাতো ধর্মবানিতি বিশ্রুতঃ।
অভব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থং পরিধাবসে॥ ২৮

'আপনি তো রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ধার্মিক রূপে বিখ্যাত। অথচ নিষ্ঠুর স্বভাববিশিষ্ট হয়েও কেন আপনি শান্ত বিনীত রূপধারণ করে বিরাজ করছেন ?

সাম দানং ক্ষমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥ ২৯

'হে রাজন্ ! সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম এবং অপরাধীর দণ্ডবিধান — এই হল রাজাদের গুণ।

বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ।
এষা প্রকৃতিরস্মাকং পুরুষস্তুং নরেশ্বর॥ ৩০

'হে রাম ! আমরা বনবাসী, ফলমূল ভোজনকারী প্রাণী মাত্র। এই আমাদের স্বভাব ; কিন্তু হে নরেশ্বর আপনি তো মানুষ।

ভূমির্হিরণ্যং রূপং চ বিগ্রহে কারণানি চ।
তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েসু ফলেষু বা॥ ৩১

'জমি, সোনা এবং রূপ এই সমস্তই তো যুদ্ধের কারণ। তাহলে বনভূমিতে আমাদের আহার্য ফলমূলে আপনার লোভ কী কারণে হবে ?

নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।
রাজাবৃত্তিরসংকীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ॥ ৩২

'নীতি, বিনয়, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ — এই রাজধর্মগুলি অসংকীর্ণভাবে পালন করাই উচিত। রাজাদের স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়।

ত্বং তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবস্থিতঃ।
রাজবৃত্তেষু সংকীর্ণঃ শরাসনপরায়ণঃ॥ ৩৩

'কিন্তু আপনি স্বেচ্ছাচারী, কোপন স্বভাবযুক্ত, অনবস্থিত চিত্তসম্পন্ন। রাজধর্মপালনে সংকীর্ণমনস্ক, ধনুর্বাণই আপনার একমাত্র আশ্রয়।

ন তেঽস্ত্যপচিতির্ধর্মে নার্থে বুদ্ধিরবস্থিতা।
ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তঃ সন্ কৃষ্যসে মনুজেশ্বর॥ ৩৪

'ধর্মের প্রতি আপনার কোনো শ্রদ্ধা নেই, অর্থসাধনেও আপনার বুদ্ধি অস্থির। হে মনুবংশজাত-প্রধান ! আপনি কামাচারী, সেইজন্য আপনার ইন্দ্রিয়-সকল আপনাকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ আপনি সংযতেন্দ্রিয় নন।

হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্॥ ৩৫

'হে কাকুৎস্থ ! আমি নিরপরাধ, তথাপি আপনি শরাঘাতে আমার প্রাণ নিলেন। এই ঘৃণ্য কাজ করে আপনি সজ্জনদের মাঝে কী বলবেন ?

রাজহা ব্রহ্মহা গোঘ্নশ্চোরঃ প্রাণিবধে রতঃ।
নাস্তিকঃ পরিবেত্তা চ সর্বে নিরয়গামিনঃ॥ ৩৬

'রাজহত্যাকারী, ব্রহ্মঘাতী, গোবধকারী, চোর,

নাস্তিক এবং পরিবেত্তা (অর্থাৎ বড়ভাইয়ের বিবাহের পূর্বে যে ছোটভাই বিবাহ করে) এরা সকলেই নরকগামী হয়।

সূচকশ্চ কদর্যশ্চ মিত্রঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
লোকং পাপাত্মনামেতে গচ্ছন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭

'খল, লোভী, মিত্রঘাতী, গুরুপত্নীগামী এইসব পাপাত্মারা যে নরকে গমন করেন এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

অধার্যং চর্ম মে সদ্ভী রোমাণ্যস্থি চ বর্জিতম্।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি ত্বদ্বিধৈর্ধর্মচারিভিঃ॥ ৩৮

'আপনার মতো সৎ পুরুষের পক্ষে আমার চর্ম ধারণযোগ্য নয়, রোম এবং অস্থিও বর্জনীয়। আপনার ন্যায় ধর্মাচরণকারীর নিকট আমার মাংসও অভক্ষ্য। তাহলে আপনি আমায় কেন হত্যা করলেন!

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ॥ ৩৯

'হে রাঘব! পাঁচটি পাঁচনখবিশিষ্ট প্রাণীই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা ভোজন করতে পারেন। সেই পাঁচটি প্রাণী হল গণ্ডার, শজারু, গোসাপ, খরগোশ এবং কচ্ছপ।

চর্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ॥ ৪০

'হে রাম! মনীষীরা আমার (বানরের) চর্ম এবং অস্থি স্পর্শও করবেন না। মাংসও অভক্ষ্য, তথাপি সেই পাঁচনখবিশিষ্ট আমাকে আপনি হত্যা করলেন।

তারয়া বাক্যমুক্তোঽহং সত্যং সর্বজ্ঞয়া হিতম্।
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ॥ ৪১

'আমার পত্নী তারা সর্বজ্ঞা, আমার হিতকামনায় তিনি যা বলেছিলেন তা সত্য, মোহবশত আমি তা লঙ্ঘন করে মৃত্যুর বশীভূত হলাম।

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্মণা॥ ৪২

'হে কাকুৎস্থ! আপনার মতো নাথ অর্থাৎ রাজার দ্বারা পৃথিবীও সনাথা হবে না। কারণ, সুশীলা নারী বিধর্মী অর্থাৎ পাপাত্মা স্বামীর দ্বারা সুরক্ষিত হন না।

শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিতমানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা॥ ৪৩

'আপনার মতো শঠ, স্বার্থপর, নীচ এবং প্রতারক পাপী পুত্রকে কী করে দশরথের মতো মহাত্মা জন্ম দিলেন?

ছিন্নচারিত্রকক্ষ্যেণ সতাং ধর্মাতিবর্তিনা।
ত্যক্তধর্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা॥ ৪৪

'যিনি সদাচাররূপ রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং ধর্মরূপ অঙ্কুশকে ত্যাগ করে অধর্মের পথে চলেছেন, সেই রামরূপ হস্তীর দ্বারা হায়! আমি আজ নিহত।

অশুভং চাপ্যযুক্তং চ সতাং চৈব বিগর্হিতম্।
বক্ষ্যসে চেদৃশং কৃত্বা সদ্ভিঃ সহ সমাগতঃ॥ ৪৫

'অশুভ, অনুচিত এবং সজ্জনদের দ্বারা নিন্দিত এই কাজ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনি কী বলবেন?

উদাসীনেষু যোঽস্মাসু বিক্রমোঽয়ং প্রকাশিতঃ।
অপকারিষু তে রাম নৈবং পশ্যামি বিক্রমম্॥ ৪৬

'আমি আপনার প্রতি উদাসীন তথাপি আপনি আমার প্রতি যে বিক্রম দেখিয়েছেন আপনার অপকারীদের প্রতি সেই বিক্রমের প্রকাশ দেখছি না।

দৃশ্যমানস্তু যুধ্যেথা ময়া যুধি নৃপাত্মজ।
অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যেস্ত্বং নিহতো ময়া॥ ৪৭

'হে রাজকুমার! যদি আপনি দৃশ্যমান থেকে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তাহলে আমার দ্বারা নিহত হয়ে আপনি আজই যমদেবকে দেখতে পেতেন।

ত্বয়াদৃশ্যেন তু রণে নিহতোঽহং দুরাসদঃ।
প্রসুপ্তঃ পন্নগেনৈব নরঃ পাপবশং গতঃ॥ ৪৮

'ঘুমন্ত মানুষকে যেমন সাপ দংশন করে, তেমনি আপনি অদৃশ্য থেকে যুদ্ধে দুর্জয়-আমাকে হত্যা করে পাপের বশীভূত হয়েছেন।

সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া।
মামেব যদি পূর্বং ত্বমেতদর্থমচোদয়ঃ।
মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ॥ ৪৯

'সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় আপনি আমাকে হত্যা করলেন, যদি আপনার উদ্দেশ্য আমাকে পূর্বেই বলতেন তাহলে আমি একদিনেই মৈথিলীকে আপনার কাছে এনে দিতাম।

রাক্ষসং চ দুরাত্মানং তব ভার্যাপহারিণম্।
কণ্ঠে বদ্ধ্বা প্রদদ্যাং তেঽনিহতং রাবণং রণে॥ ৫০

'আপনার ভার্যা অপহরণকারী দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে হত্যা না করে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে আপনার নিকট উপস্থিত করতাম।

ন্যস্তাং সাগরতোয়ে বা পাতালে বাপি মৈথিলীম্।
আনয়েয়ং তবাদেশাচ্ছ্বেতামশ্বতরীমিব॥ ৫১

'সাগরের জলে বা পাতালে যেখানেই মৈথিলীকে সে রাখুক না কেন, আপনার আদেশে আমি তাকে শ্বেতা-শ্বতরীর মতো নিয়েই আসতাম।

যুক্তং যৎপ্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং সুগ্রীবঃ স্বর্গতে ময়ি।
অযুক্তং যদধর্মেণ ত্বয়াহং নিহতো রণে॥ ৫২

'আমার স্বর্গলাভ হলে সুগ্রীব রাজ্যলাভ করবে, তা যুক্তিযুক্তও বটে। তবু অধর্মপূর্বক আপনি আমাকে যুদ্ধে হত্যা করলেন, এটি অন্যায় করা হল।

কামমেবংবিধো লোকঃ কালেন বিনিযুজ্যতে।
ক্ষমং বেত্তবতা প্রাপ্তমুত্তরং সাধু চিন্ত্যতাম্॥ ৫৩

'জাগতিক নিয়মে সকলেই কালের বশীভূত হয়। যদি আপনি এই কর্মকে উচিত বলে মনে করেন, তাহলে ভালোভাবে চিন্তা করে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিন।'

ইত্যেবমুক্ত্বা পরিশুষ্কবক্ত্রঃ
শরাভিঘাতাদ্ ব্যথিতো মহাত্মা।
সমীক্ষ্য রামং রবিসন্নিকাশং
তূষ্ণীং বভৌ বানররাজসূনুঃ॥ ৫৪

শরাঘাতে আহত মহাত্মা বালী এত কথা বলার পর তাঁর মুখ ক্রমে শুষ্ক হয়ে গেল। সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বানররাজ নীরব হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ সর্গ (১৮)

শ্রীরাম কর্তৃক বালীর প্রশ্নের উত্তর দান। তাঁকে দণ্ডদানের ঔচিত্য জ্ঞাপন। তা শুনে বালীর রামচন্দ্রের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। অঙ্গদকে রক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ। বালীর প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস দান

ইত্যুক্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
পরুষং বালিনা রামো নিহতেন বিচেতসা॥ ১
তং নিষ্প্রভমিবাদিত্যং মুক্ততোয়মিবাম্বুদম্।
উক্তবাক্যং হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্॥ ২
ধর্মার্থগুণসম্পন্নং হরীশ্বরমনুত্তমম্।
অধিক্ষিপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্ বালিনমব্রবীৎ॥ ৩

অচেতন, মৃতপ্রায় বালী এইরূপে ধর্ম এবং অর্থপূর্ণ, কল্যাণকর, মধুরবাক্য কঠোরভাবে শ্রীরামকে বললেন। বানরশ্রেষ্ঠ যখন এইরূপ বললেন তখন তাঁকে জ্যোতিহীন সূর্যের ন্যায়, জলমুক্ত মেঘতুল্য শান্ত অগ্নির মতো দেখাচ্ছিল। ধর্মার্থ গুণসম্পন্ন বানরাধিপতি কর্তৃক নিন্দিত শ্রীরাম অতঃপর বালীকে বললেন—

ধর্মমর্থং চ কামং চ সময়ং চাপি লৌকিকম্।
অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে॥ ৪

'ধর্ম, অর্থ, কাম এবং লৌকিক আচার বিষয়ে না-জেনে বালকের ন্যায় আমার নিন্দা করছেন কেন ?

অপৃষ্ট্বা বুদ্ধিসম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্যসম্মতান্।
সৌম্য বানরচাপল্যাৎ ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি॥ ৫

'হে সৌম্য ! আপনি আচার্য, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানবান বয়োবৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা না করে বানরের চাপল্যবশত আমাকে এইরূপ বলছেন।

ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈলবনকাননা।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষ্বপি॥ ৬

'পর্বত, বন, উদ্যানসহ এই সমগ্র পৃথিবী ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের শাসনাধীন। অতএব এখানকার সমগ্র পশু, পাখি এবং মনুষ্যদের অনুগ্রহ করার তথা নিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডদানের অধিকারী তাঁরা।

তাং পালয়তি ধর্মাত্মা ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ।

ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ॥ ৭
'সত্যপরায়ণ, ঋজুচরিত্র, ধর্মাত্মা ভরত তাকে পালন করছে। ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ তিনি যথোপযুক্ত অনুগ্রহ এবং নিগ্রহে রত।

নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ যস্মিন্ সত্যং চ সুস্থিতম্।
বিক্রমশ্চ যথা দৃষ্টঃ স রাজা দেশকালবিৎ॥ ৮
'নীতি এবং বিনয়ের সঙ্গে সত্যধর্মও যাঁর মধ্যে সুচারুরূপে অবস্থিত। যাঁর পরাক্রমও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই রাজা দেশ-কাল বিষয়েও অবহিত (সেই রাজা ভরত এখন দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করছেন)।

তস্য ধর্মকৃতাদেশা বয়মন্যে চ পার্থিবাঃ।
চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্মসন্তানমিচ্ছবঃ॥ ৯
'ধর্মানুসারে তাঁর আদেশ নিয়ে আমরা এবং অন্যান্য রাজারাও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মপ্রসারের জন্য বিচরণ করছি।

তস্মিন্ নৃপতিশার্দূলে ভরতে ধর্মবৎসলে।
পালয়ত্যখিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ ধর্মবিপ্রিয়ম্॥ ১০
'সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, ধর্মবৎসল ভরত যখন সমগ্র বসুধাকে পালন করছেন তখন কে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করবে ?

তে বয়ং মার্গবিভ্রষ্টং স্বধর্মে পরমে স্থিতাঃ।
ভরতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নিগৃহ্ণীমো যথাবিধি॥ ১১
'আমরা স্বধর্মে পরমস্থিত হয়ে ভরতের আদেশ সামনে রেখে ধর্মপথভ্রষ্টদের যথাবিধি অনুসারে শাস্তি দিয়ে থাকি।

ত্বং তু সংক্লিষ্টধর্মশ্চ কর্মণা চ বিগর্হিতঃ।
কামতন্ত্রপ্রধানশ্চ ন স্থিতো রাজবর্ত্মনি॥ ১২
'আপনি ধর্মের পথ কলুষিত করে নিন্দিত কর্ম করেছেন। কামাসক্তদের প্রধান হয়ে আপনি রাজোচিত পথে অবস্থান করেননি।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথি বর্তিনঃ॥ ১৩
'জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা এবং বিদ্যাদাতা গুরু —ধর্মপথগামীরা এই তিনজনকে পিতৃতুল্য বলে জানেন।

যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্মশ্চেবাত্র কারণম্॥ ১৪
'ছোট ভাই, আপন পুত্র এবং গুণীশিষ্য এই তিনজনকে ধার্মিকরা আপন পুত্রতুল্য বলে মনে করেন।

সূক্ষ্মঃ পরমদুর্জ্ঞেয়ঃ সতাং ধর্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্॥ ১৫
'হে বানর, সজ্জনদের ধর্ম অতি সূক্ষ্ম এবং পরম দুর্জ্ঞেয়। হৃদয়ে অবস্থিত সকল ভূতের আত্মাই কেবল শুভ-অশুভ বিষয়ে অবহিত।

চপলশ্চপলৈঃ সার্ধং বানরৈরকৃতাত্মভিঃ।
জাত্যন্ধ ইব জাত্যন্ধৈর্মন্ত্রয়ন্ প্রেক্ষসে নু কিম্॥ ১৬
'আপনি স্বভাবচপল, আপনার হৃদয় চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয় অসংযত। একজন জন্মান্ধ যেমন আর একজন জন্মান্ধের সঙ্গে পরামর্শ করে পথের সন্ধান পায় না, আপনিও তেমনি আপনার মন্ত্রণাদাতাদের পরামর্শে ধর্মপথের সন্ধান পাননি।

অহং তু ব্যক্ততামস্য বচনস্য ব্রবীমি তে।
নহি মাং কেবলং রোষাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি॥ ১৭
'আমি আপনাকে যা বলছি তার অভিপ্রায় হল, কেবল রোষবশত আপনি আমার নিন্দা করবেন না।

তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্॥ ১৮
'আপনাকে আমি কী কারণে হত্যা করেছি তা শুনুন। আপনি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীতে অনুগমন করেছেন।

অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ॥ ১৯
'এই আপনার ভাই মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত। পাপকর্মকারী আপনি কামবশত তাঁর স্ত্রী (আপনার) পুত্রবধূতুল্য রুমাকে, আপনি উপভোগ করেছেন।

তদ্ ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ॥ ২০
'হে বানর ! ধর্মে পথভ্রষ্ট হয়ে আপনি কামে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীতে কামাসক্ত হয়ে অত্যাচার করায় আপনাকে এই দণ্ড দেওয়া হল।

নহি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃত্তাদপেয়ুষঃ।
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিয়ূথপ॥ ২১
'ওহে বানরাধিপতি ! লোকাচার ভ্রষ্ট হয়ে যে লোকবিরুদ্ধ আচরণ করে, তার এই দণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো শাস্তি আমি দেখি না।

ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্গতঃ।

ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ॥ ২২
প্রচরেত নরঃ কামাৎ তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।

'আমি ক্ষত্রিয়কুলজাত, আপনার এই পাপকে ক্ষমা করতে পারি না। কন্যা, ভগিনী বা ছোট ভাইয়ের স্ত্রীতে যে কামাসক্ত হয়ে মিলিত হয় তার জন্য মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি।

ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্তিনঃ॥ ২৩
ত্বং চ ধর্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্যমুপেক্ষিতুম্।

'আমরা রাজা ভরতের আদেশপালনকারী, আপনি ধর্মের পথ লঙ্ঘন করেছেন ; কী করে আপনার অপরাধকে উপেক্ষা করা যায়!

গুরুধর্মব্যতিক্রান্তং প্রাজ্ঞো ধর্মেণ পালয়ন্॥ ২৪
ভরতঃ কামযুক্তানাং নিগ্রহে পর্যবস্থিতঃ।

'বিদ্বানরাজ ভরত ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান করেন এবং ধার্মিককে পালন করেন। কামাসক্ত পুরুষকে তিনি নিগৃহীত করেন।

বয়ং তু ভরতাদেশাবধিং কৃত্বা হরীশ্বর।
ত্বদ্বিধান্ ভিন্নমর্যাদান্ নিগ্রহীতুং ব্যবস্থিতাঃ॥ ২৫

'হরীশ্বর ! আমরা তো ভরতের আদেশই পালন করি। ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারীকে সেই বিধি অনুসারে দণ্ড-বিধান করি।

সুগ্রীবেণ চ মে সখ্যং লক্ষ্মণেন যথা তথা।
দাররাজ্যনিমিত্তং চ নিঃশ্রেয়স্করঃ স মে॥ ২৬
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা তদা বানরসন্নিধৌ।
প্রতিজ্ঞা চ কথং শক্যা মদ্বিধেনানবেক্ষিতুম্॥ ২৭

'লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার যে সখ্যতা, সুগ্রীবের সঙ্গেও তদনুরূপ ; স্ত্রী এবং রাজ্যলাভের জন্য তিনি আমার পরম কল্যাণকারী। বানর সুগ্রীবকে সহায়তা দানের জন্য আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমার মতো ব্যক্তি কেমন করে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে ?

তদেভিঃ কারণৈঃ সর্বৈর্মহদ্‌ভির্ধর্মসংশ্রিতৈঃ।
শাসনং তব যদ্ যুক্তং তদ্ ভবাননুমন্যতাম্॥ ২৮

'এই সমস্ত ধর্মানুকূল মহান কারণে আপনার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হয়েছে। আপনিও একে অনুমোদন করুন।

সর্বথা ধর্ম ইত্যেব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ।
বয়স্যস্যোপকর্তব্যং ধর্মমেবানুপশ্যতা॥ ২৯

'আপনার এই নিগ্রহকে ধর্মসম্মত বলেই মনে করুন। ধর্ম পালনকারীর অবশ্য কর্তব্য হল বন্ধুর উপকার করা।

শক্যং ত্বয়াপি তৎকার্যং ধর্মমেবানুবর্ততা।
শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া॥ ৩০

'ধর্মের পথ অনুসরণ করলে আপনিও সেইরূপ কার্যসম্পাদনে সক্ষম হবেন। শোনা যায়, আচার্য মনুও চরিত্রবৎসল দুটি শ্লোকের[১] উল্লেখ করেছিলেন। ধর্মকুশল রাজারা তা মেনে নিয়েছেন। আমিও তা মেনেছি।

রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥ ৩১
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৩২

'মানুষেরা পাপ করলে রাজারাও দণ্ডবিধান করেন, তার ফলে তাঁরা সুকৃতীকারী সন্ন্যাসীদের ন্যায় নির্মল স্বর্গে গমন করেন। অপরাধী যদি অপরাধ করেও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে সেক্ষেত্রে রাজাও পাপের ফলভাগী হন।

আর্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥ ৩৩

'প্রাচীনকালে আপনার ন্যায় অপরাধ করেছিলেন জনৈক শ্রমণ। আমার পূর্বপুরুষ মান্ধাতাও তাঁর প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করেছিলেন।

অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তং চ কুর্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ॥ ৩৪

'অন্যান্য রাজারাও উন্মত্ত হয়ে পাপকর্মে রত হলে প্রায়শ্চিত্ত করেন। তার দ্বারা তাঁদের পাপ লাঘব হয়।

তদলং পরিতাপেন ধর্মতঃ পরিকল্পিতঃ।
বধো বানরশার্দূল ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ॥ ৩৫

'অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ ! দুঃখ করবেন না। ধর্মের

---

[১]মনুস্মৃতিতে যৎকিঞ্চিৎ পাঠভেদসহ নিম্নোক্ত শ্লোক দুটি রয়েছে—
'রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
'শাসনাদ্ বা বিমোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্ বিমুচ্যতে। অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
(৮।৩১৬, ৩১৮)

নিয়মেই আপনাকে বধ করা হয়েছে। আমরা কেউই নিজের অধীন নই।

শৃণু চাপ্যপরং ভূয়ঃ কারণং হরিপুঙ্গব।
তচ্ছ্রুত্বা হি মহদ্ বীর ন মন্যুং কর্তুমর্হসি॥ ৩৬

'বানরপুঙ্গব ! আপনার বধের নিমিত্ত অপর কারণটিও শুনুন। তা শুনে মহাবীর আপনিও রাগ করতে পারবেন না।

ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপুঙ্গব।
বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈর্নরাঃ॥ ৩৭
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্ণন্তি সুবহূন্ মৃগান্।
প্রধাবিতান্ বা বিত্রস্তান্ বিস্রব্ধানতিবিষ্ঠিতান্॥ ৩৮

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! এই কাজের জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই, কোনো দুঃখও নেই ; মানুষ (রাজা আদি) জাল, ফাঁদ, কূটকৌশল ইত্যাদির দ্বারা লুকিয়ে থেকে বা সম্মুখীন হয়ে বহু পশুকে ধরে যারা সন্ত্রস্ত, পলায়নমুখ অথবা অতিবিশ্বস্ত হয়ে নিকটেই অবস্থান করে।

প্রমত্তানপ্রমত্তান্ বা নরা মাংসাশিনো ভৃশম্।
বিধ্যন্তি বিমুখাংশ্চাপি ন চ দোষোঽত্র বিদ্যতে॥ ৩৯

'মাংসাশী মানুষেরা প্রমত্ত বা অপ্রমত্ত অথবা বিমুখ পশুদের বিদ্ধ করে ; কিন্তু এই কাজে (মৃগয়ায়) তাদের কোনো দোষ নেই।

যান্তি রাজর্ষয়শ্চাত্র মৃগয়াং ধর্মকোবিদাঃ।
তস্মাৎ ত্বং নিহতো যুদ্ধে ময়া বাণেন বানর।
অযুধ্যন্ প্রতিযুধ্যন্ বা যস্মাচ্ছাখামৃগো হ্যসি॥ ৪০

'এই মৃগয়ায় ধর্মজ্ঞ বা রাজর্ষিরাও যান। অতএব, ওহে বানর, আপনি যুদ্ধে আমার বাণে নিহত হয়েছেন। যুদ্ধ করেই হোক বা না-করে—আমি তো একটি শাখামৃগকে বধ করেছি।

দুর্লভস্য চ ধর্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ।
রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ॥ ৪১

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! রাজারা দুর্লভধর্ম, জীবন এবং জাগতিক কল্যাণ দান করে থাকেন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

তান্ ন হিংস্যান্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ।
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে॥ ৪২

'সেইজন্য তাঁদের প্রতি হিংসা বা রাগ করবেন না, তাঁদের নিন্দা করবেন না বা তাঁদের অপ্রিয় কথাও বলবেন না। কেননা বাস্তবে তাঁরা দেবতুল্য, মনুষ্যরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং রোষমাস্থিতঃ।
বিদূষয়সি মাং ধর্মে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্॥ ৪৩

'ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ আপনি যে কেবল ক্রোধের বশীভূত। সেইজন্য পিতৃ-পিতামহের ধর্মে স্থিত আমার ধর্মকে আপনি নিন্দা করেছেন।'

এবমুক্তস্তু রামেণ বালী প্রব্যথিতো ভৃশম্।
ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ॥ ৪৪

রামচন্দ্র এইরূপ বললে বালী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তিনি নিশ্চিতরূপে ধর্মে অধিগত হলেন (অর্থাৎ তাঁর ধর্মে মতি উৎপন্ন হল) এবং শ্রীরামের প্রতি দোষারোপ থেকে বিরত হলেন।

প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ।
যৎ ত্বমাত্থ নরশ্রেষ্ঠ তৎ তথৈব ন সংশয়ঃ॥ ৪৫

বানররাজ বালী তখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন, 'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যা বলেছেন তা যথার্থ ; এতে কোনো সংশয় নেই।

প্রতিবক্তুং প্রকৃষ্টে হি নাপকৃষ্টস্তু শক্নুয়াৎ।
যদযুক্তং ময়া পূর্বং প্রমাদাদ্ বাক্যমপ্রিয়ম্॥ ৪৬
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্তুং নার্হসি রাঘব।
ত্বং হি দৃষ্টার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে রতঃ।
কার্যকারণসিদ্ধৌ চ প্রসন্না বুদ্ধিরব্যয়া॥ ৪৭

'আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথার উত্তর দিতে আমার মতো অধম প্রাণী অক্ষম। আমি পূর্বে ভুলবশত অপ্রিয়বাক্য আপনাকে বলেছি, হে রাঘব ! আপনি সেইজন্য আমাকে দোষী করবেন না। আপনি পরমার্থের যথার্থ জ্ঞাতা, প্রজাকল্যাণে সদা নিরত। কার্যকারণ নির্ণয়ে আপনার বুদ্ধি অভ্রান্ত এবং স্বচ্ছ।

মামপ্যবগতং ধর্মাদ্ ব্যতিক্রান্তপুরস্কৃতম্।
ধর্মসংহিতয়া বাচা ধর্মজ্ঞ পরিপালয়॥ ৪৮

'হে ধর্মজ্ঞ ! আমাকে ধর্মভ্রষ্টপ্রাণীদের মধ্যে গণ্য বলে জানুন। ধর্মসম্মতবাক্যের দ্বারা আপনি আমাকে পরিপালন করুন।'

বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী সার্তরবঃ শনৈঃ।
উবাচ রামং সম্প্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ॥ ৪৯

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বালী পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর মতো আর্তস্বরে শ্রীরামকে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে বললেন—

ন চাত্মানমহং শোচে ন তারাং নাপি বান্ধবান্।

যথা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্॥ ৫০

'আমি নিজের জন্য শোক করছি না, তারার জন্য বা অন্যান্য বন্ধুদের জন্যও আমি তেমন দুঃখিত নই। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন পুত্র অঙ্গদের জন্যই আমি শোকে কাতর হয়েছি।

স মমাদর্শনাদ্ দীনো বাল্যাৎ প্রভৃতি লালিতঃ।
তটাক ইব পীতাম্বুরুপশোষং গমিষ্যতি॥ ৫১

'আশৈশব আমার দ্বারা লালিত, আমাকে না-দেখতে পেয়ে সে অত্যন্ত দুঃখী হবে। পাপের দ্বারা জলশূন্য শুষ্ক সরোবরের ন্যায় সে-ও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে।

বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ একপুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ।
তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ॥ ৫২

'হে রাম ! আমার এবং তারার একমাত্র প্রিয়পুত্র এখনও বালক, তার বুদ্ধি অপরিণত। মহাবলশালী আমার সেই পুত্রকে আপনি রক্ষা করুন।

সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব মতিমুত্তমাম্।
ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্যাকার্যবিধৌ স্থিতঃ॥ ৫৩

'সুগ্রীব এবং অঙ্গদ উভয়ের প্রতি আপনি সুমতিপরায়ণ হবেন। আপনিই হবেন তাদের রক্ষক, শাসক এবং কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারক।

যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং চিন্তয়িতুমর্হসি॥ ৫৪

'হে নরপতি ! লক্ষ্মণ এবং ভরতের প্রতি আপনার যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, সুগ্রীব এবং অঙ্গদের প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি যেন আপনার থাকে।

মদ্দোষকৃতদোষাং তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্।
সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাবস্থাতুমর্হসি॥ ৫৫

'আমার অপরাধে অপরাধী করে তপস্বিনী তারাকে যেন সুগ্রীব অবমাননা না করে, তা আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

ত্বয়া হ্যনুগৃহীতেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্।
ত্বদ্বশে বর্তমানেন তব চিত্তানুবর্তিনা॥ ৫৬
শক্যং দিবং চার্জয়িতুং বসুধা চাপি শাসিতুম্।

'আপনার দ্বারা যে অনুগৃহীত হবে, সে-ই রাজ্যশাসন করতে সক্ষম হবে। আপনার বশীভূত হয়ে এবং আপনার মনোভাব অনুসরণ করে স্বর্গলাভ করতে তথা পৃথিবীকে শাসন করতে সক্ষম হওয়া যায়।

ত্বত্তোঽহং বধমাকাঙ্ক্ষন্ বার্যমাণোঽপি তারয়া॥ ৫৭
সুগ্রীবেণ সহ ভ্রাত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।

'আমি আপনার হাতেই আমার মৃত্যু চেয়েছিলাম। এইজন্য তারার নিষেধ সত্ত্বেও ভাই সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এসেছিলাম।'

ইত্যুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বরঃ॥ ৫৮
স তমাশ্বাসয়দ্ রামো বালিনং ব্যক্তদর্শনম্।
সাধুসম্মতয়া বাচা ধর্মতত্ত্বার্থযুক্তয়া॥ ৫৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যং এতদর্থং প্লবঙ্গম।
ন বয়ং ভবতা চিন্ত্যা নাপ্যাত্মা হরিসত্তম।
বয়ং ভবদ্বিশেষেণ ধর্মতঃ কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলে বানররাজ বালী চুপ করলেন। দার্শনিক সত্য যার কাছে ব্যক্ত হয়েছে সেই বালীকে শ্রীরাম আশ্বস্ত করে সাধুসম্মত বাক্যের দ্বারা ধর্মের তত্ত্বকথা অর্থপূর্ণভাবে বলতে লাগলেন— 'হে বানরশ্রেষ্ঠ, আপনি এই কার্যের জন্য সন্তপ্ত হবেন না। আপনি আপনার নিজের জন্য বা আমাদের জন্য চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনার অপেক্ষাও ধর্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সেইজন্য আমরা ধর্মরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প।

দণ্ড্যে যঃ পাতয়েদ্ দণ্ডং দণ্ড্যো যশ্চাপি দণ্ড্যতে।
কার্যকারণসিদ্ধার্থাবুভৌ তৌ নাবসীদতঃ॥ ৬১

'দণ্ডনীয় পুরুষের যিনি দণ্ডবিধান করেন এবং যিনি দণ্ডিত হন, কার্যকারণ সিদ্ধির জন্য তাঁরা কখনোই অবসন্ন অর্থাৎ দুঃখিত হন না।

তদ্ ভবান্ দণ্ডসংযোগাদস্মাদ্ বিগতকল্মষঃ।
গতঃ স্বাং প্রকৃতিং ধর্ম্যাং দণ্ডদিষ্টেন বর্ত্মনা॥ ৬২

'সেইজন্য আপনি আমাদের কাছ থেকে দণ্ড লাভ করে এখন পাপমুক্ত হয়েছেন। ধর্মানুসারে নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে দণ্ডিত হয়ে নির্মল প্রকৃতি আপনি লাভ করেছেন।

ত্যজ শোকং চ মোহং চ ভয়ং চ হৃদয়ে স্থিতম্।
ত্বয়া বিধানং হর্যগ্র্য ন শক্যমতিবর্তিতুম্॥ ৬৩

'হৃদয়ে যে শোক, মোহ, ভয় অবস্থানরত ছিল তা ত্যাগ করুন। হে বানরপ্রধান, বিধাতার বিধানকে অতিক্রম করতে আপনি পারবেন না।

যথা ত্বয্যঙ্গদো নিত্যং বর্ততে বানরেশ্বর।
তথা বর্তেত সুগ্রীবে ময়ি চাপি ন সংশয়ঃ॥ ৬৪

'হে বানরেশ্বর ! আপনি যেভাবে সর্বদা অঙ্গদকে দেখতেন ; আমি এবং সুগ্রীব তাকে সেইভাবেই দেখব ; এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই।'

স তস্য বাক্যং মধুরং মহাত্মনঃ
সমাহিতং ধর্মপথানুবর্তিতম্।
নিশম্য রামস্য রণাবমর্দিনো
বচঃ সুযুক্তং নিজগাদ বানরঃ॥ ৬৫

রণদুর্মদ, মহাত্মা শ্রীরামের ধর্মপথানুসারী সেই শান্ত, মধুর বাক্য শুনে, বানররাজ যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা বললেন—

শরাভিতপ্তেন বিচেতসা ময়া
প্রভাষিতস্ত্বং যদজানতা বিভো।
ইদং মহেন্দ্রোপমভীমবিক্রম
প্রসাদিতস্ত্বং ক্ষম মে নরেশ্বর॥ ৬৬

'হে প্রভু ! মহেন্দ্রের মতো আপনার বিক্রম। শরাঘাতে হতচেতন হয়ে আমি না-জেনে যা বলেছি হে নরশ্রেষ্ঠ ! সেইজন্য আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে মার্জনা করুন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

———০———

উনবিংশ সর্গ (১৯)

পতি বালীর নিকট অঙ্গদসহ তারার আগমন, পলায়নপর বানরদের সঙ্গে কথোপকথন। বালীর দুর্দশা দেখে তারার ক্রন্দন

স বানরমহারাজঃ শয়ানঃ শরপীড়িতঃ।
প্রত্যুক্তো হেতুমদ্বাক্যৈর্নোত্তরং প্রত্যপদ্যত॥ ১

বানররাজ বালী শরাঘাতে পীড়িত হয়ে ভূমিতে শায়িত। শ্রীরামের যুক্তিযুক্ত উপদেশদানের পরে, তিনি আর কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

অশ্মভিঃ পরিভিন্নাঙ্গঃ পাদপৈরাহতো ভৃশম্।
রামবাণেন চাক্রান্তো জীবিতান্তে মুমোহ সঃ॥ ২

বৃক্ষপ্রহারে তিনি নিদারুণভাবে আহত এবং প্রস্তরাঘাতে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ হয়েছে, শ্রীরামের শরাঘাতে আহত হয়ে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল আসন্ন। তিনি মূর্ছিত।

তং ভার্যা বাণমোক্ষেণ রামদত্তেন সংযুগে।
হতং প্লবগশার্দূলং তারা শুশ্রাব বালিনম্॥ ৩

তাঁর স্ত্রী তারা শুনেছেন বানরশ্রেষ্ঠ বালী যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহত হয়েছেন।

সা সপুত্রাপ্রিয়ং শ্রুত্বা বধং ভর্তুঃ সুদারুণম্।
নিষ্পপাত ভৃশং তস্মাদুদ্বিগ্না গিরিকন্দরাৎ॥ ৪

স্বামীবধের সেই ভয়ংকর অপ্রিয় বার্তা শুনে তিনি পুত্র অঙ্গদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে গিরিকন্দর থেকে নির্গত হলেন।

যে ত্বঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবলাঃ।
তে সকার্মুকমালোক্য রামং ত্রস্তাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৫

অঙ্গদকে বেষ্টন করে যে মহাবলশালী বানরেরা ছিল, তারা সকলে ধনুর্ধারী শ্রীরামকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

সা দদর্শ ততস্ত্রস্তান্ হরীনাপততো দ্রুতম্।
যূথাদেব পরিভ্রষ্টান্ মৃগান্ নিহতযূথপান্॥ ৬

সবেগে পলায়মান ভীত বানরদের তারা দেখলেন। দলপতির মৃত্যুতে দলভ্রষ্ট পশুদের মতোই তারা আতঙ্কিত।

তানুবাচ সমাসাদ্য দুঃখিতান্ দুঃখিতা সতী।
রামবিত্রাসিতান্ সর্বাননুবন্ধানিবেষুভিঃ॥ ৭

রামের বাণ যেন তাদের তাড়া করেছে এইরূপ ভীত পলায়নোদ্যত দুঃখিত বানরদের দেখে পতিব্রতা দুঃখিতা তারা তাদের বললেন—

বানরা রাজসিংহস্য যস্য যূয়ং পুরঃসরাঃ।
তং বিহায় সুবিত্রস্তাঃ কস্মাদ্ দ্রবত দুর্গতাঃ॥ ৮

'ওহে বানরেরা ! তোমরা তো সেই রাজসিংহ বালীর পুরোভাগে অবস্থান করতে। এখন তাঁকে ত্যাগ করে অত্যন্ত ভীত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে কেন পলায়ন করছ ?

রাজ্যহেতোঃ স চেদ্ ভ্রাতা ভ্রাত্রা ক্রূরেণ পাতিতঃ।
রামেণ প্রহিতৈর্দূরান্মার্গণৈর্দূরপাতিভিঃ॥ ৯

'রাজ্যের জন্য বড় ভাই বালীকে নিষ্ঠুর সুগ্রীব প্রেরিত রামের দূরগামী বাণ দ্বারা ভূপতিত করেছে।'

কপিপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
প্রাপ্তকালমবিশ্লিষ্টমূচুর্বচনমঙ্গনাম্ ॥ ১০

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা বানররাজ-পত্নী সুন্দরী তারাকে সম্মিলিতভাবে সময়োচিত বাক্যে বলল- -

জীবপুত্রে নিবর্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাঙ্গদম্।
অন্তকো রামরূপেণ হত্বা নয়তি বালিনম্॥ ১১

'হে পুত্রবতী ! পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করো, ফিরে চলো। কালদেব যম রামের রূপধারণ করে এসে বালীকে নিয়ে যাচ্ছেন।

ক্ষিপ্তান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলাশ্চ তথা শিলাঃ।
বালী বজ্রসমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ॥ ১২

'বালী বড় বড় গাছ এবং সুবিশাল শিলাসমূহ নিক্ষেপ করেছিলেন। তথাপি বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা সেগুলি বিদীর্ণ করে তিনি বালীকে ভূপতিত করেছেন।

অভিভূতমিদং সর্বং বিদ্রুতং বানরং বলম্।
অস্মিন্ প্লবগশার্দূলে হতে শক্রসমপ্রভে॥ ১৩

'ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ বালী নিহত হওয়ায় এই সমস্ত পরাজিত বানরেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পলায়ন করছে।

রক্ষ্যতাং নগরী শূরৈরঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
পদস্থং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৪

'অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বানর বীরদের দ্বারা এই নগরীকে রক্ষা করো। বালীর পদে অভিষিক্ত তাঁর পুত্রকে সকল বানরেরা ভজনা করবে।

অথবারুচিতং স্থানমিহ তে রুচিরাননে।
আবিশন্তি চ দুর্গাণি ক্ষিপ্রমদ্যৈব বানরাঃ॥ ১৫
অভার্যাঃ সহভার্যাশ্চ সন্ত্যত্র বনচারিণঃ।
লুব্ধেভ্যো বিপ্রলব্ধেভ্যস্তেভ্যো নঃ সুমহদ্ভয়ম্॥ ১৬

অথবা 'হে সুন্দরমুখি ! এই স্থান তোমার পক্ষে আর উপযুক্ত নয়। সুগ্রীবপক্ষীয় বানরেরা আজকেই কিষ্কিন্ধ্যার সব দুর্গগুলি অধিকার করবে। যে সমস্ত বনচারী বানরেরা ভার্যাহীন বা ভার্যাসহ অবস্থায় সুগ্রীবের পক্ষে আছে, সেই বানরদের থেকেই আমাদের মহাভয়, কারণ পূর্বে তারা আমাদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিল।'

অল্পান্তরগতানাং তু শ্রুত্বা বচনমঙ্গনা।
আত্মনঃ প্রতিরূপং সা বভাষে চারুহাসিনী॥ ১৭

কিছু দূরে আগত বানরদের কথা শুনে মধুর হাস্যময়ী কল্যাণী তারা নিজের অনুরূপ উত্তর দিলেন।

পুত্রেণ মম কিং কার্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা।
কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্তরি নশ্যতি॥ ১৮

'বানরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ আমার পতি বালীর বিনাশকাল আসন্ন, এখন আমার পুত্র, রাজ্য বা এই জীবনের কী প্রয়োজন ?

পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈবাহং মহাত্মনঃ।
যোঽসৌ রামপ্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ॥ ১৯

'শ্রীরামের নিক্ষিপ্ত শরে যিনি ভূপতিত হয়েছেন, সেই মহাত্মা বালীর চরণতলেই আমি চলে যাব।'

এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব রুদতী শোকমূর্চ্ছিতা।
শিরশ্চোরশ্চ বাহুভ্যাং দুঃখেন সমভিঘ্নতী॥ ২০

এই বলে শোকে ব্যাকুল হয়ে তিনি দুই হাত দিয়ে মাথায় এবং বক্ষে দুঃখের সঙ্গে সজোরে আঘাত করতে করতে দৌড়ে চলে গেলেন।

সা ব্রজন্তী দদর্শাথ পতিং নিপতিতং ভুবি।
হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্॥ ২১

তারপর তিনি যেতে যেতে দেখতে পেলেন তাঁর পতিদেবতা, যিনি কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি, দানবরাজকে বধ করতে যিনি সক্ষম হয়েছিলেন — তিনি ভূমিশয্যায় শায়িত রয়েছেন।

ক্ষেপ্তারং পর্বতেন্দ্রাণাং বজ্রাণামিব বাসবম্।
মহাবাতসমাবিষ্টং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্॥ ২২
শক্রতুল্যপরাক্রান্তং বৃষ্টেবোপরতং ঘনম্।
নর্দন্তং নর্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্।
শার্দূলেনামিষস্যার্থে মৃগরাজমিবাহতম্॥ ২৩

ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের মতো যিনি সুবিশাল পর্বত নিক্ষেপ করতেন, যিনি প্রবলঝটিকা তুল্য বেগবান,

মহামেঘপুঞ্জের ন্যায় গর্জনকারী, পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, তিনিই এখন বর্ষান্তে মেঘতুল্য শান্ত। একজন গর্জনকারী বীর আরেকজন গর্জনকারী বীরের দ্বারা ভূপতিত।

অর্চিতং সর্বলোকস্য সপতাকং সবেদিকম্।
নাগহেতোঃ সুপর্ণেন চৈত্যমুন্মথিতং যথা॥ ২৪

যেন সর্পের কারণে গরুড় সর্বলোকের পূজিত বৃক্ষকে বেদি, পতাকাসহ বিপর্যস্ত করেছে।

অবষ্টভ্যাবতিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরূর্জিতম্।
রামং রামানুজং চৈব ভর্তুশ্চৈব তথানুজম্॥ ২৫

তিনি দেখলেন, স্বামীর ছোটভাইকে বেষ্টন করে শ্রীরাম এবং তাঁর ভাই লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

তানতীত্য সমাসাদ্য ভর্তারং নিহতং রণে।
সমীক্ষ্য ব্যথিতা ভূমৌ সম্ভ্রান্তা নিপপাত হ॥ ২৬

তাঁদের অতিক্রম করে যুদ্ধে নিহত স্বামীর নিকটে গিয়ে, তাঁর দুর্দশা দেখে তারা শোকাকুলা হয়ে ভূপতিত হলেন।

সুপ্তেব পুনরুত্থায় আর্যপুত্রেতি বাদিনী।
রুরোদ সা পতিং দৃষ্ট্বা সংবীতং মৃত্যুদামভিঃ॥ ২৭

যেন সুপ্ত অবস্থা থেকে পুনরায় উত্থিত হয়ে পতিকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ দেখে 'আর্যপুত্র' এই বলে কাঁদতে লাগলেন।

তামবেক্ষ্য তু সুগ্রীবঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব।
বিষাদমগমৎ কষ্টং দৃষ্ট্বা চাঙ্গদমাগতম্॥ ২৮

তাঁকে কুররী অর্থাৎ চিলের মতো রোদন করতে এবং অঙ্গদকে তাঁর সঙ্গে আসতে দেখে সুগ্রীব বিষাদগ্রস্ত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ (২০)

তারার বিলাপ

রামচাপবিসৃষ্টেন শরেণান্তকরেণ তম্।
দৃষ্ট্বা বিনিহতং ভূমৌ তারা তারাধিপাননা॥ ১
সা সমাসাদ্য ভর্তারং পর্যষ্বজত ভামিনী।
ইষুণাভিহতং দৃষ্ট্বা বালিনং কুঞ্জরোপমম্॥ ২
বানরং পর্বতেন্দ্রাভং শোকসন্তপ্তমানসা।
তারা তরুমিবোন্মূলং পর্যদেবয়দাতুরা॥ ৩

চন্দ্রমুখী তারা রামচন্দ্রের প্রাণঘাতী শরে নিহত ভূপতিত বালীকে দেখলেন। স্বামীর নিকটে গিয়ে ভামিনী (অতিকোপনা) শরাহত বৃহৎ হস্তীর মতো বালীকে আলিঙ্গন করলেন। পর্বতরাজতুল্য বানররাজকে উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত দেখে তারা বিলাপ করতে লাগলেন।

রণে দারুণবিক্রান্ত প্রবীর প্লবতাং বর।
কিমিদানীং পুরোভাগামদ্য ত্বং নাভিভাষসে॥ ৪

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে মহা-পরাক্রান্ত মহাবীর আজ, এখন আমাকে সামনে পেয়েও আপনি কথা বলছেন না কেন ?

উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল ভজস্ব শয়নোত্তমম্।
নৈবংবিধাঃ শেরতে হি ভূমৌ নৃপতিসত্তমাঃ॥ ৫

'হে বানররাজ ! আপনি উঠুন এবং উত্তমশয্যায় শয়ন করুন। আপনার মতো শ্রেষ্ঠ রাজারা এইরকম ভূমিশয্যায় শয়ন করেন না।

অতীব খলু তে কান্তা বসুধা বসুধাধিপ।
গতাসুরপি তাং গাত্রৈর্মাং বিহায় নিষেবসে॥ ৬

'হে বসুধাধিপতি ! নিশ্চয় এই বসুধাই এখন আপনার প্রিয়ামধ্যে অধিকতমা। এই মৃত্যুকালে আমাকে ছেড়ে আপনি তাকেই আলিঙ্গন করেছেন।

ব্যক্তমদ্য ত্বয়া বীর ধর্মতঃ সম্প্রবর্ততা।

কিষ্কিন্ধেব পুরী রম্যা স্বর্গমার্গে বিনির্মিতা॥ ৭

'হে বীর! বুঝেছি, আপনি ধর্মের পথ আশ্রয় করেই যুদ্ধ করেছেন, কিষ্কিন্ধার মতো রমণীয় পুরী স্বর্গের পথে বিশেষভাবে নির্মিত করিয়েছেন (অন্যথা আপনি কিষ্কিন্ধাকে ছেড়ে চলে যেতেন না)।

যান্যস্মাভিস্ত্বয়া সার্ধং বনেষু মধুগন্ধিষু।
বিহৃতানি ত্বয়া কালে তেষামুপরমঃ কৃতঃ॥ ৮

'আপনার সঙ্গে একদা যেমন আমরা মধুগন্ধি বনে বিহার করেছিলাম, আপনি কালগ্রস্ত হওয়ায় সে সবই আজ শেষ হয়ে গেল।

নিরানন্দা নিরাশাহং নিমগ্না শোকসাগরে।
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে মহাযূথপযূথপে॥ ৯

'আপনি মহাযূথপতিদেরও যূথপতি অর্থাৎ রাজাদেরও রাজা, আজ আপনার মৃত্যুতে আমি নিরাশ, নিরানন্দ হয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত হলাম।

হৃদয়ং সুস্থিতং মহ্যং দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
যন্ন শোকাভিসন্তপ্তং স্ফুটতেহদ্য সহস্রধা॥ ১০

'আপনাকে ভূতলশায়ী দেখেও আমার হৃদয় সহস্র খণ্ডে এখনো বিদীর্ণ হয়নি, তাই মনে হয় আমার হৃদয় অত্যন্ত কঠিন।

সুগ্রীবস্য ত্বয়া ভার্যা হৃতা স চ বিবাসিতঃ।
যৎ তৎ তস্য ত্বয়া ব্যুষ্টিঃ প্রাপ্তেয়ং প্লবগাধিপ॥ ১১

'হে বানরাধিপতি! আপনি একদা সুগ্রীবের পত্নীকে অপহরণ করে সুগ্রীবকে নির্বাসিত করেছিলেন ; তার ফল আপনি আজ এইভাবে পেলেন।

নিঃশ্রেয়সপরা মোহাৎ ত্বয়া চাহং বিগর্হিতা।
যৈষাব্রুবং হিতং বাক্যং বানরেন্দ্র হিতৈষিণী॥ ১২

'বানরেন্দ্র! আপনার হিতৈষিণী আমি আপনার কল্যাণের জন্য যা বলেছিলাম, মোহবশত আপনি তার উত্তরে আমার নিন্দা করেছিলেন।

রূপযৌবনদৃপ্তানাং দক্ষিণানাং চ মানদ।
নূনমপ্সরসামার্য চিত্তানি প্রমথিষ্যসি॥ ১৩

'মাননীয়! আপনি অপরকে মানদানকারী, রূপযৌবনদর্পিত স্বর্গীয় অপ্সরাদের চিত্তকে আপনি অবশ্যই আপনার রূপ এবং আচরণ দ্বারা মথিত করবেন।

কালো নিঃসংশয়ো নূনং জীবিতান্তকরস্তব।
বলাদ্ যেনাবপন্নোঽসি সুগ্রীবস্যাবশো বশম্॥ ১৪

'আপনার জীবনের অন্তিম কাল আজ উপস্থিত হয়েছে, সেই কালান্তক যম নিশ্চয়ই সুগ্রীবের মাধ্যমে আপনাকে বলপূর্বক বশীভূত করেছে।'

অস্থানে বালিনং হত্বা যুধ্যমানং পরেণ চ।
ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃত্বা কর্মসুগর্হিতম্॥ ১৫

(রামকে শুনিয়ে বললেন) 'অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত বালীকে অস্থানে হত্যা করেছেন শ্রীরাম। এইরকম নিন্দনীয় কর্ম করেও তিনি সন্তপ্ত নন।'

বৈধব্যং শোকসন্তাপং কৃপণাকৃপণা সতী।
অদুঃখোপচিতা পূর্বং বর্তয়িষ্যাম্যনাথবৎ॥ ১৬

(বালীকে লক্ষ্য করে বললেন) 'পূর্বে কখনো দুঃখের দ্বারা দগ্ধ হইনি। কিন্তু এখন বৈধব্যদশায় অনাথের মতো শোকসন্তপ্তচিত্তে জীবনধারণ করব।

লালিতশ্চাঙ্গদো বীরঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।
বৎস্যতে কামবস্থাং মে পিতৃব্যে ক্রোধমূর্ছিতে॥ ১৭

'সুকুমার এবং সুখে লালিত হয়েছে পুত্র অঙ্গদ। তার পিতৃব্য (সুগ্রীব) ক্রোধোন্মত্ত হলে আমার সন্তানের কী হবে, আমি জানি না!

কুরুষ্ব পিতরং পুত্র সুদৃষ্টং ধর্মবৎসলম্।
দুর্লভং দর্শনং তস্য তব বৎস ভবিষ্যতি॥ ১৮

'ওহে পুত্র! তোমার ধর্মবৎসল পিতাকে তুমি ভালো করে দেখো, তাঁর দর্শনলাভ তো ভবিষ্যতে দুর্লভ হয়ে যাবে।

সমাশ্বাসয় পুত্রং ত্বং সন্দেশং সন্দিশস্ব মে।
মূর্ধ্নি চৈনং সমাঘ্রায় প্রবাসং প্রস্থিতো হ্যসি॥ ১৯

'প্রাণনাথ! আপনি প্রবাসে যাত্রা করছেন, এখন পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে তাকে আশ্বস্ত করুন। তাকে কিছু উপদেশ দিন। আমাকেও কিছু উপদেশ দান করুন।

রামেণ হি মহৎ কর্ম কৃতং ত্বামভিনিঘ্নতা।
আনৃণ্যং তু গতং তস্য সুগ্রীবস্য প্রতিশ্রবে॥ ২০

'আপনাকে হত্যা করে রামচন্দ্র মহৎ কর্মই করেছেন। সুগ্রীবের নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতির ঋণ থেকে তিনি মুক্ত হলেন।'

সকামো ভব সুগ্রীব রুমাং ত্বং প্রতিপৎস্যসে।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমনুদ্বিগ্নঃ শস্তো ভ্রাতা রিপুস্তব॥ ২১

(সুগ্রীবকে উদ্দেশ্য করে বললেন) 'হে সুগ্রীব! তুমি সফলকাম হলে, রুমাকে তুমি আবার ফিরে পাবে। তুমি

নির্বিঘ্নে রাজসুখ ভোগ করো। তোমার শত্রুস্বরূপ ভাই আজ নিহত।'

কিং মামেবং প্রলপতীং প্রিয়াং ত্বং নাভিভাষসে।
ইমাঃ পশ্য বরা বহ্বীর্ভার্যাস্তে বানরেশ্বর॥ ২২

(পুনরায় বালীকে লক্ষ্য করে বললেন) 'হে বানরেশ্বর ! আপনার প্রিয়া আমি এত বিলাপ করছি ; আপনি আমাকে কিছু বলছেন না কেন ? আপনার বহুসংখ্যক সুন্দরী পত্নী এখানে এসেছেন, তাঁদের দেখুন।'

তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা বানর্যঃ সর্বতশ্চ তাঃ।
পরিগৃহ্যাঙ্গদং দীনা দুঃখার্তাঃ প্রতিচুক্রুশুঃ॥ ২৩

তারার এই বিলাপ শুনে অন্যান্য বানরপত্নীরা অঙ্গদকে ঘিরে ধরে দুঃখে ব্যাকুল হয়ে দীনতার সঙ্গে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

কিমঙ্গদং সাঙ্গদবীরবাহো
বিহায় যাতোঽসি চিরং প্রবাসম্।
ন যুক্তমেবং গুণসন্নিকৃষ্টং
বিহায় পুত্রং প্রিয়চারুবেষম্॥ ২৪

(তদনন্তর তারা পুনরায় বললেন) 'হে বীরবাহু ! অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত, পুত্র অঙ্গদকে রেখে চিরকালের জন্য আপনি প্রবাসে চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত এবং গুণসমন্বিত পুত্রকে রেখে বিদায় গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়।

যদ্যপ্রিয়ং কিঞ্চিদসম্প্রধার্য
কৃতং ময়া স্যাৎ তব দীর্ঘবাহো।
ক্ষমস্ব মে তদ্ধরিবংশনাথ
ব্রজামি মূর্ধ্না তব বীর পাদৌ॥ ২৫

'হে মহাবাহু ! যদি অজ্ঞতাবশত আপনার প্রতি কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বানরবংশের অধিপতি বীর ! আমি আপনার চরণে মস্তক স্থাপন করে এই প্রার্থনাই করছি।'

তথা তু তারা করুণং রুদন্তী
ভর্তুঃ সমীপে সহ বানরীভিঃ।
ব্যবস্যত প্রায়মনিন্দ্যবর্ণা
উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী॥ ২৬

তারা স্বামীর কাছে অন্যান্য বানরীদের সঙ্গে মিলে করুণসুরে রোদন করতে লাগলেন। বালী সেই স্থানে পতিত হয়ে আছেন, রূপবতী তারা সেইখানে উপবেশন করে অনশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

———○———

একবিংশ সর্গ (২১)

হনুমান কর্তৃক তারাকে সান্ত্বনাদান, পতির সাথে তারার সহমরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ততো নিপতিতরাং তারাং চ্যুতাং তারামিবাম্বরাৎ।
শনৈরাশ্বাসয়ামাস হনুমান্ হরিযূথপঃ॥ ১

গগনচ্যুত তারকার ন্যায় তারাকে ভূপতিত অবস্থায় দেখে, বানরদের দলপতি হনুমান ধীরে ধীরে তাঁকে আশ্বস্ত করতে লাগলেন।

গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্মফলহেতুকম্।
অব্যগ্রস্তদবাপ্নোতি সর্বং প্রেত্য শুভাশুভম্॥ ২

'দেবী ! জীব তার দোষ-গুণ অনুসারে কর্ম করে এবং তার ফলভোগ করে। সকল জীবই অব্যগ্র চিত্তে শুভাশুভ ফল গ্রহণ করে।

শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে।
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্‌বুদোপমে॥ ৩

'তুমি নিজেই এখন শোকগ্রস্তা, তাহলে দ্বিতীয় কোনো জনকে শোচনীয় ভেবে তারজন্য শোক প্রকাশ করছ ? নিজে দরিদ্র হয়ে অপর কোন্ দরিদ্রকে দয়া করছ ? আমাদের এই দেহ হল ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতো।

অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং দ্রষ্টব্যো জীবপুত্রয়া।
আয়ত্যাং চ বিধেয়ানি সমর্থান্যস্য চিন্তয়॥ ৪

'তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ এখন জীবিত, তোমাকেই এখন তার দেখাশোনা করতে হবে। এইসমস্ত আশু বিষয়ে

চিন্তা করো।

জানাসানিয়তামেবং ভূতানামাগতিং গতিম্।
তস্মাচ্ছুভং হি কর্তব্যং পণ্ডিতে নেহ লৌকিকম্॥ ৫

'তুমি জানো যে প্রাণীদের আগমন এবং গমন অনিশ্চিত। অতএব জ্ঞানিগণ পরলোকের পক্ষে যা মঙ্গলজনক তাই করেন।

যস্মিন্ হরিসহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
বর্তয়ন্তি কৃতাশানি সোহয়ং দিষ্টান্তমাগতঃ॥ ৬

'যাঁকে অবলম্বন করে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বানর জীবনধারণ করত, সেই বানররাজের জীবন-কাল সমাপ্তপ্রায়।

যদয়ং ন্যায়দৃষ্টার্থঃ সামদানক্ষমাপরঃ।
গতো ধর্মজিতাং ভূমিং নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ৭

'যে বালী ন্যায় অনুসারী, ক্ষমাপরায়ণ সেই তিনিই সাম, দান এবং ধর্মার্জিত লোকেই গমন করেছেন, তাঁর জন্য এইরূপ শোক করা উচিত নয়।

সর্বে চ হরিশার্দূলাঃ পুত্রশ্চায়ং তবাঙ্গদঃ।
হর্যৃক্ষপতিরাজ্যং চ ত্বৎসনাথমনিন্দিতে॥ ৮

'এই বানরবীরেরা, তোমার পুত্র অঙ্গদ, বানর, ভল্লুকপতি এবং তোমার এই রাজ্য, হে অনিন্দিতে ! তুমিই এখন এই সবের অধিশ্বরী।

তাবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি।
ত্বয়া পরিগৃহীতোহয়মঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্॥ ৯

'হে ভামিনী ! তুমি এই শোকসন্তপ্ত দুজনকে (সুগ্রীব এবং অঙ্গদকে) আশু কার্যে প্রেরণ করো। তোমার স্বীকৃতি নিয়ে অঙ্গদ এই রাজ্য শাসন করুক।

সন্ততিশ্চ যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্।
রাজ্ঞস্তৎ ক্রিয়তাং সর্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ॥ ১০

'শাস্ত্রানুসারে রাজার পারলৌকিক ক্রিয়ার যা বিধান, পুত্রের যা কর্তব্য তা অনুষ্ঠিত হোক। কারণ, এটাই কালের বিধান।

সংস্কার্যো হরিরাজস্তু অঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি॥ ১১

'বানররাজ বালীর অন্ত্যেষ্টি সংস্কার এবং কুমার অঙ্গদের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হোক। পুত্রকে সিংহাসন লাভ করতে দেখে তুমিও শান্তি লাভ করো।'

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃব্যসনপীড়িতা।
অব্রবীদুত্তরং তারা হনূমন্তমবস্থিতম্॥ ১২

স্বামীর বিয়োগব্যথায় পীড়িতা তারা সামনে উপস্থিত হনুমানের এই সমস্ত কথা শুনে, উত্তরে বললেন—

অঙ্গদপ্রতিরূপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্।
শতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্॥ ১৩

'অঙ্গদের মতো একশত পুত্র অপেক্ষাও নিহত এই বীর পতির শরীরকে আলিঙ্গন (সহমরণ তথা সতী হওয়া) করা অধিকতর প্রিয়।

ন চাহং হরিরাজ্যস্য প্রভবাম্যঙ্গদস্য বা।
পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্বকার্যেষ্বনন্তরঃ॥ ১৪

'এই বানররাজ্য তথা অঙ্গদের উপর আমি প্রভুত্ব করতে পারি না। তার পিতৃব্য (কাকা) সুগ্রীবই সকল কার্যে সক্ষম।

নহ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনূমন্নঙ্গদং প্রতি।
পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসত্তম॥ ১৫

'হে হনুমান ! অঙ্গদের প্রতি আপনার এই পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। হে বানরশ্রেষ্ঠ ! পিতাই হচ্ছেন পুত্রের বন্ধু, মাতা নয়।

নহি মম হরিরাজসংশ্রয়াৎ
ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।
অভিমুখহতবীরসেবিতং
শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্॥ ১৬

'এখন আমার ইহলোকে বা পরলোকে বানররাজ বালীর সহগমন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ আর কিছুই নেই। সম্মুখে বীর স্বামীর মৃতদেহ অন্তিমশয্যায় শায়িত, তাঁকে সেবা করার জন্য এখানে শয়নই আমার কর্তব্য।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ (২২)

সুগ্রীব এবং অঙ্গদের উদ্দেশ্যে মনের কথা বলে বালীর প্রাণত্যাগ

বীক্ষমাণস্তু মন্দাসুঃ সর্বতো মন্দমুচ্ছ্বসন্।
আদাবেব তু সুগ্রীবং দদর্শানুজমগ্রতঃ॥ ১

সর্বতোভাবে প্রাণশক্তি নির্গত হয়ে যাচ্ছে। শ্বাসক্রিয়া মন্দগামী। এমতাবস্থায় বালী প্রথমেই সামনে দণ্ডায়মান অনুজ সুগ্রীবকে দেখতে পেলেন।

তং প্রাপ্তবিজয়ং বালী সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্।
আভাষ্য ব্যক্তয়া বাচা সস্নেহমিদমব্রবীৎ॥ ২

সেই বিজয়ী বানরাধিপতি সুগ্রীবকে সম্বোধন করে স্পষ্টবাক্যে সস্নেহে বালী বললেন—

সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ।
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ॥ ৩

'সুগ্রীব ! পূর্বকৃত পাপ এবং অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিনাশজনিত মোহবশত আমি তোমার প্রতি যা করেছি, তার জন্য তুমি আমাকে দোষী কোরো না।

যুগপদ্ বিহিতং তাত ন মন্যে সুখমাবয়োঃ।
সৌহার্দং ভ্রাতৃযুক্তং হি তদিদং জাতমন্যথা॥ ৪

'হে তাত ! মনে হয় রাজ্যসুখ এবং সৌভ্রাতৃত্ব একসঙ্গে আমাদের ভোগ্য নয়, তাই সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেল।

প্রতিপদ্য ত্বমদ্যৈব রাজ্যমেষাং বনৌকসাম্।
মামপ্যদ্যৈব গচ্ছন্তং বিদ্ধি বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ৫

'আমি আজই যমালয়ে যাত্রা করছি। তুমি এখনই এই বনবাসীদের রাজ্যভার গ্রহণ করো।

জীবিতং চ হি রাজ্যং চ শ্রিয়ং চ বিপুলাং তথা।
প্রজহাম্যেষ বৈ তূর্ণমহং চাগর্হিতং যশঃ॥ ৬

'আমি আমার প্রাণ, রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য, অনিন্দিত যশ এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শীঘ্রই প্রস্থান করছি।

অস্যাং ত্বহমবস্থায়াং বীর বক্ষ্যামি যদ্ বচঃ।
যদ্যপ্যসুকরং রাজন্ কর্তুমেব ত্বমর্হসি॥ ৭

'হে বীর ! রাজন্ ! আমি আমার এই অবস্থায় যা বলছি তা পালন করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হলেও তা তোমার অবশ্য পালনীয়।

সুখার্হং সুখসংবৃদ্ধং বালমেনমবালিশম্।
বাষ্পপূর্ণমুখং পশ্য ভূমৌ পতিতমঙ্গদম্॥ ৮

'দেখো ! সুখে বর্ধিত, সুখেই থাকার যোগ্য বালক আমার পুত্র অঙ্গদের মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত। বালক হলেও সে মূর্খ নয়। শোকে সে ভূলুণ্ঠিত।

মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং পুত্রমিবৌরসম্।
ময়া হীনমহীনার্থং সর্বতঃ পরিপালয়॥ ৯

'আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে আমার অবর্তমানে আপন ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তুমি সর্বতোভাবে পালন করবে।

ত্বমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্বশঃ।
ভয়েষ্বভয়দশ্চৈব যথাহং প্লবগেশ্বর॥ ১০

'বানররাজ ! আমার মতোই তুমিও এর পিতা, দাতা, সর্বতোভাবে পরিত্রাতা এবং সকল ভয়ে অভয়দাতা হয়ে থাকো।

এষ তারাত্মজঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া তুল্যপরাক্রমঃ।
রক্ষসাং চ বধে তেষামগ্রতস্তে ভবিষ্যতি॥ ১১

'তারার এই শ্রীমণ্ডিত পুত্র তোমার তুল্য পরাক্রমশালী হোক। রাক্ষস বধের সময় সে তোমার অগ্রবর্তী হোক।

অনুরূপাণি কর্মাণি বিক্রম্য বলবান্ রণে।
করিষ্যত্যেষ তারেয়স্তেজস্বী তরুণোঽঙ্গদঃ॥ ১২

'এই বলবান তরুণ, তেজস্বী তারাপুত্র অঙ্গদ যুদ্ধে বিক্রমের দ্বারা তার অনুরূপ কার্যই সাধন করবে।

সুষেণদুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে।
ঔৎপাত্তিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা॥ ১৩

'সুষেণপুত্রী এই তারা সূক্ষ্ম বিষয়ের নির্ণয় করতে সক্ষম। নানাবিধ উৎপাতের বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণে সুনিপুণা।

যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্যং তন্মুক্তসংশয়ম্।
নহি তারামতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ততে॥ ১৪

'সে যে কাজ উচিত বলে গণ্য করবে তুমি নিঃসংশয়ে সেই কর্ম অনুষ্ঠান করবে। তারার কোনো মতামতেরই বিপরীত পরিণাম হয় না।

রাঘবস্য চ তে কার্যং কর্তব্যমবিশঙ্কয়া।
স্যাদধর্মো হ্যকরণে ত্বাং চ হিংস্যাদমানিতঃ॥ ১৫

'শ্রীরামচন্দ্রের কাজ তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে করবে। যদি না করো তাহলে অধর্ম হবে।

ইমাং চ মালামাধৎস্ব দিব্যাং সুগ্রীব কাঞ্চনীম্।
উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং সম্প্রজহ্যান্মৃতে ময়ি॥ ১৬

'ভাই সুগ্রীব ! আমার এই সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য মালা তুমি ধারণ করো, সমুদায় বিজয়লক্ষ্মী এতে অবস্থান করছেন। আমার মৃত্যুতে যা বিনষ্ট হবে।'[১]

ইত্যেবমুক্তঃ সুগ্রীবো বালিনা ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোডুরাট্॥ ১৭

বালী সুগ্রীবকে এইরূপ ভ্রাতৃস্নেহমিশ্রিত কথা বললে সুগ্রীবের যুদ্ধজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল ; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় তিনি মলিন হয়ে গেলেন।

তদ্বালিবচনাচ্ছান্তঃ কুর্বন্ যুক্তমতন্দ্রিতঃ।
জগ্রাহ সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মালাং তাং চৈব কাঞ্চনীম্॥ ১৮

বালীর এইরূপ বাক্য শুনে সুগ্রীবের বৈরীভাব শান্ত হয়ে গেল। তিনি শান্ত হয়ে কর্তব্য সাধনে যত্নবান হলেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুসারে তিনি সেই সুবর্ণমাল্য গ্রহণ করলেন।

তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাত্মজং স্থিতম্।
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ॥ ১৯

সুগ্রীবকে সেই স্বর্ণমালা দেবার পর, নিজ পুত্রকে সেইস্থানে অবস্থিত দেখে ; মৃত্যু আসন্ন এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে স্নেহপূর্বক বালী অঙ্গদকে বললেন—

দেশকালৌ ভজস্বাদ্য ক্ষমমাণঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
সুখদুঃখসহঃ কালে সুগ্রীববশগো ভব॥ ২০

'বৎস ! দেশ-কাল বিবেচনা করে, সময়ানুসারে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করে সুগ্রীবের অনুবর্তী হও।

যথা হি ত্বং মহাবাহো লালিতঃ সততং ময়া।
ন তথা বর্তমানং ত্বাং সুগ্রীবো বহু মন্যতে॥ ২১

'ওহে মহাবীর ! তুমি আমার বর্তমানে যে পরিবেশে থেকেছ, আর তা হবে না। এমন আশা করলে তুমি সুগ্রীবের নিকট অনাবৃত হবে।

নাস্যামিত্রৈর্গতং গচ্ছের্মা শত্রুভিররিন্দম।
ভর্তুরর্থপরো দান্তঃ সুগ্রীববশগো ভব॥ ২২

'এই শত্রুদমনকারী সুগ্রীবের যারা মিত্র নয় তাদের সঙ্গে তুমি যাবে না। তাঁর শত্রুদের সঙ্গ থেকে বিরত হয়ে ইন্দ্রিয় সংযত করে সুগ্রীবের অনুসারী হও।

ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব॥ ২৩

'কারও প্রতি অতিমাত্রায় প্রণয়াসক্ত হবে না আবার কারও প্রতি অপ্রীতিপরায়ণও হবে না। কারণ উভয়ই মহাদোষ। তাই মধ্যপথ অবলম্বন করবে।'

ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃতাক্ষঃ শরসম্পীড়িতো ভৃশম্।
বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ ॥ ২৪

এইরূপ বলার পর শরাহত বালীর অক্ষিযুগল ঘূর্ণিত হল। তাঁর ভয়ানক দন্তরাজি উন্মুক্ত হল এবং তাঁর প্রাণত্যাগ হল।

ততো বিচুক্রুশুস্তত্র বানরা হতযূথপাঃ।
পরিদেবয়মানাস্তে সর্বে প্লবগসত্তমাঃ॥ ২৫

যূথপতির প্রাণবিয়োগে তখন সেখানে উপস্থিত বানরেরা চিৎকারপূর্বক রোদন এবং বিলাপ করতে লাগল।

কিষ্কিন্ধা হ্যদ্য শূন্যা চ স্বর্গতে বানরেশ্বরে।
উদ্যানানি চ শূন্যানি পর্বতাঃ কাননানি চ॥ ২৬

'বানরাধিপতি বালী স্বর্গলোকে গমন করায় আজ কিষ্কিন্ধা শূন্য হয়ে গেল, উদ্যানসমূহ, বনরাজি এবং পর্বতমালাও শূন্য হয়ে গেল।'

হতে প্লবগশার্দূলে নিষ্প্রভা বানরাঃ কৃতাঃ।
যস্য বেগেন মহতা কাননানি বনানি চ॥ ২৭

'বানরবীর নিহত হওয়ায় বানরেরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। যাঁর মহাপ্রতাপে বনভূমি এবং উদ্যানমালা পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ থাকত, তাঁর অবর্তমানে এই অলৌকিক কাজ কার দ্বারা সম্ভব ?

পুষ্পৌঘেণানুবধ্যন্তে করিষ্যতি তদদ্য কঃ।
যেন দত্তং মহদ্ যুদ্ধং গন্ধর্বস্য মহাত্মনঃ॥ ২৮
গোলভস্য মহাবাহোর্দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ।
নৈব রাত্রৌ ন দিবসে তদ্ যুদ্ধমুপশাম্যতি॥ ২৯

'যিনি এক মহাত্মা গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, গোলভ নামক এক মহাবীরের সঙ্গে যিনি একটানা পনেরো বছর যুদ্ধ করেছিলেন, দিনে কিংবা রাতেও যে যুদ্ধের

[১] বালী বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর মৃত্যু হলে মৃতদেহের স্পর্শে মালার দিব্যশক্তি বিলুপ্ত হবে। তাই তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তা সুগ্রীবকে ধারণ করতে বলেছেন।

বিরাম ঘটেনি।

ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ।
তং হত্বা দুর্বিনীতং তু বালী দংষ্ট্রাকরালবান্।
সর্বাভয়ংকরোঽস্মাকং কথমেষ নিপাতিতঃ॥ ৩০

'তারপর ষোড়শবর্ষে গোলভ নিহত হল। করাল দন্তবিশিষ্ট বালীর সেই দুর্বিনীত গন্ধর্বকে হত্যা করে আমাদের সবাইকে অভয় দিয়েছিলেন, আজ তিনি কেমন করে নিহত হলেন?'

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
প্লবঙ্গমাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাং পতৌ॥ ৩১

বানরাধিপতি বীর বালীর মৃত্যু হলে বানরেরা শান্তিলাভ করলেন না। সিংহযুক্ত মহাবনে গোস্বামীর মৃত্যুতে অন্যান্য গোরুর মতো বনচরেরা অসহায় হয়ে পড়ল।

ততস্তু তারা ব্যসনার্ণবপ্লুতা
মৃতস্য ভর্তুর্বদনং সমীক্ষ্য সা।
জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং
মহাদ্রুমং ছিন্নমিবাশ্রিতা লতা॥ ৩২

অনন্তর শোকসাগরে নিমজ্জিতা তারা পতির মুখাবলোকনপূর্বক বালীকে আলিঙ্গন করে ভূলুণ্ঠিত হলেন, যেমন বৃক্ষৎ বৃক্ষে আশ্রিতা ক্ষুদ্রলতা বৃক্ষের উৎপাটনে বিচ্ছিন্না ভূলুণ্ঠিতা হয়।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

———o———

ত্রয়োবিংশ সর্গ (২৩)

তারার বিলাপ

ততঃ সমুপজিঘ্রন্তী কপিরাজস্য তন্মুখম্।
পতিং লোকশ্রুতা তারা মৃতং বচনমব্রবীৎ॥ ১

তখন জগৎবিখ্যাত তারা বানররাজের মুখ আঘ্রাণ করে মৃত পতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

শেষে ত্বং বিষমে দুঃখমকৃত্বা বচনং মম।
উপলোপচিতে বীর সুদুঃখে বসুধাতলে॥ ২

'হে বীর! দুঃখের কথা যে, আপনি আমার কথা না শুনে প্রস্তরাকীর্ণ অসমতল ভূমিতে শায়িত হয়েছেন।

মত্তঃ প্রিয়তরা নূনং বানরেন্দ্র মহী তব।
শেষে হি তাং পরিষ্বজ্য মাং চ ন প্রতিভাষসে॥ ৩

'হে বানরশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আপনার নিকট আমার অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়া। তাই আজ তাকেই আলিঙ্গন করে শায়িত হয়েছেন, আমাকে কোনো কথার উত্তরও দিচ্ছেন না।

সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো।
সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিকপ্রিয়॥ ৪

'হে বীর! সাহসিক কর্মপ্রিয় নাথ আমার! বিধি আজ সুগ্রীবেরই বশীভূত, সুগ্রীবই এখন পরাক্রমশালী বীর।

ঋক্ষবানরমুখ্যাস্ত্বাং বলিনং পর্যুপাসতে।
তেষাং বিলপিতং কৃচ্ছ্রমঙ্গদস্য চ শোচতঃ॥ ৫
মম চেমা গিরঃ শ্রুত্বা কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে।

'ভল্লুক এবং বানরপ্রধানরা আপনার মতো বলশালীকে যারা উপাসনা করত তারা বিলাপরত। পুত্র অঙ্গদ কষ্টে শোকাহত। আমার এই কথা শুনেও আপনি জাগ্রত হচ্ছেন না কেন?

ইদং তদ্ বীরশয়নং তত্র শেষে হতো যুধি॥ ৬
শায়িতা নিহতা যত্র ত্বয়ৈব রিপবঃ পুরা।

'এই সেই বীরশয্যা যেখানে পূর্বে আপনি বহু বীরকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে নিহত হয়ে নিজেই শায়িত আছেন।

বিশুদ্ধসত্ত্বাভিজন প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয়॥ ৭
মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্ত্বমসি মানদ।

'বিশুদ্ধ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, অভিজাত, যুদ্ধপ্রিয় আমার প্রিয় মানদ (মানপ্রদানকারী), আপনি আমাকে অনাথ অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

শূরায় ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশ্চিতা॥ ৮
শূরভার্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাম্।

'শূরবীরদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করা জ্ঞানীব্যক্তিদের কর্তব্য নয়। দেখো বীরপত্নী হয়েও আমি সদ্যবিধবা হয়ে মরণাপন্ন হলাম।

অবভগ্নশ্চ মে মানো ভগ্না মে শাশ্বতী গতিঃ॥ ৯
অগাধে চ নিমগ্নাস্মি বিপুলে শোকসাগরে।

'রাজরাণী তথা বীরপত্নীরূপে আমার মর্যাদা বিনষ্ট হল, নষ্ট হল আমার চিরঅভ্যস্ত জীবনযাত্রা। বিপুল এবং অগাধ শোকসাগরে আমি নিমগ্ন হলাম।

অশ্মসারময়ং নূনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢ়ম্॥ ১০
ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যন্নাদ্য শতধা কৃতম্।

'নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয়টি লোহার তৈরি, যেহেতু নিহত স্বামীকে দেখে আজ তা শতধা-বিদীর্ণ হচ্ছে না?

সুহৃচ্চৈব চ ভর্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ॥ ১১
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ।

'যিনি ছিলেন আমার সুহৃদ, স্বামী এবং স্বভাবত আমার প্রিয়। শত্রু প্রহারে যিনি ছিলেন মহাপরাক্রমী, সেই বীর আজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন।

পতিহীনা তু যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী॥ ১২
ধনধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে জনৈঃ।

'পতিহীনা নারী সুপুত্রের জননী হলেও, এমনকী ধনধান্যে সমৃদ্ধ হলেও জনসমক্ষে বিধবা বলেই পরিচিতা হন।

স্বগাত্রপ্রভবে বীর শেষে রুধিরমণ্ডলে॥ ১৩
কৃমিরাগপরিস্তোমে স্বকীয়ে শয়নে যথা।

'হে বীর ! নিজদেহ ক্ষরিত শোণিতধারায় আপনি শায়িত। মনে হচ্ছে যেন রক্তকীট বর্ণবিশিষ্ট (ইন্দ্রগোপ নামক কীটের বর্ণবিশিষ্ট) আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত স্বশয্যায় আপনি শয়ন করেছেন।

রেণুশোণিতসংবীতং গাত্রং তব সমন্ততঃ॥ ১৪
পরিরব্ধুং ন শক্নোমি ভুজাভ্যাং প্লবগর্ষভ।

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনার সমস্ত শরীর ধূলিধূসরিত ও রক্তরঞ্জিত। সেইজন্য আমি আপনাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করতে পারছি না।

কৃতকৃত্যোঽদ্য সুগ্রীবো বৈরেঽস্মিন্নতিদারুণে॥ ১৫
যস্য রামবিমুক্তেন হৃতমেকেষুণা ভয়ম্।

'এই ভয়ংকর শত্রুতার মধ্যে আজ সুগ্রীবই কৃতকৃত্য। শ্রীরামের নিক্ষিপ্ত একটি শরাঘাতেই তার সব ভয় বিনষ্ট হয়েছে।

শরেণ হৃদি লগ্নেন গাত্রসংস্পর্শনে তব॥ ১৬
বার্যামি ত্বাং নিরীক্ষন্তী ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে।

'বাণটি আপনার বক্ষলগ্ন থাকায় আমি আপনার শরীর আলিঙ্গন করতে পারছি না। আপনার মৃত্যু হলেও আমি কেবল নীরবে আপনাকে নিরীক্ষণ করছি।'

উদ্ববর্হ শরং নীলস্তস্য গাত্রগতং তদা॥ ১৭
গিরিগহ্বরসংলীনং দীপ্তমাশীবিষং যথা।

তখনই নীল বালীর বক্ষে বিদ্ধ বাণটি উত্তোলন করলেন, যেন পর্বতের গুহায় লুক্কায়িত বিষযুক্ত ভয়ানক সর্পকে বার করা হল।

তস্য নিষ্কৃষ্যমাণস্য বাণস্যাপি বভৌ দ্যুতিঃ॥ ১৮
অস্তমস্তকসংরুদ্ধরশ্মের্দিনকরাদিব।

বাণটি নিষ্কাশনের সময় তা অত্যন্ত দীপ্তিমান দেখাচ্ছিল। সেই দীপ্তি ছিল অস্তগামী সূর্যের মৃদু রক্তিম কিরণতুল্য।

পেতুঃ ক্ষতজধারাস্তু ব্রণেভ্যস্তস্য সর্বশঃ॥ ১৯
তাম্রগৈরিকসম্পৃক্তা ধারা ইব ধরাধরাৎ।

বালীর শরীরের সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। পর্বত থেকে যেন রক্তবর্ণ ও গৈরিকবর্ণের মিশ্রিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

অবকীর্ণং বিমার্জন্তী ভর্তারং রণরেণুনা॥ ২০
অস্ত্রৈর্নয়নজৈঃ শূরং সিষেচাস্ত্রসমাহতম্।

তখন তারা রণভূমি-ধূসরিত স্বামীর দেহ পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন। অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বীর স্বামীর দেহ তিনি নয়নজলে মার্জনা করছিলেন।

রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা বিনিহতং পতিম্॥ ২১
উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা।

নিহত পতির সর্বাঙ্গ রুধিরসিক্ত দেখে তারা ধূসর নেত্রবিশিষ্ট পুত্র অঙ্গদকে বললেন—

অবস্থাং পশ্চিমাং পশ্য পিতুঃ পুত্র সুদারুণাম্॥ ২২
সম্প্রসক্তস্য বৈরস্য গতোঽন্তঃ পাপকর্মণা।

'ওহে পুত্র! তোমার পিতার নিদারুণ অন্তিম অবস্থা দেখো, পূর্বকৃত পাপকর্মের দ্বারা আগত শত্রুতার অবসান হল।

বালসূর্যোজ্জ্বলতনুং প্রয়াতং যমসাদনম্॥ ২৩
অভিবাদয় রাজানং পিতরং পুত্র মানদম্।

'নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলদেহধারী তোমার পিতা যমালয়ে যাত্রা করেছেন। অপরকে সম্মানদানকারী রাজা তোমার সেই পিতাকে প্রণাম করো।'

এবমুক্তঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণৌ পিতুঃ॥ ২৪
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যামঙ্গদোঽহমিতি ব্রুবন্।

এইরূপ বললে অঙ্গদ ভূমি থেকে উত্থিত হয়ে, স্বীয় স্ফীত গোলাকার বাহুদ্বয় দ্বারা পিতার চরণ স্পর্শ করে বললেন—'হে পিতা! আমি অঙ্গদ'।

অভিবাদয়মানং ত্বামঙ্গদং ত্বং যথা পুরা॥ ২৫
দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্রেতি কিমর্থং নাভিভাষসে।

তারা পুনরায় বললেন— 'আপনাকে অঙ্গদ প্রণাম জানাচ্ছে। আপনি পূর্বে যেমন 'দীর্ঘায়ু হও পুত্র'—এইরূপ বলতেন এখন কেন সেইরকম বলছেন না?

অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্॥ ২৬

'আমি পুত্রসহ প্রাণহীন-আপনার উপাসনা করছি, যেমন, সিংহ কর্তৃক নিহত বৃষের নিকট গাভী তার বৎসসহ নিয়ে যায়।

ইষ্ট্বা সংগ্রামযজ্ঞেন রামপ্রহরণাম্ভসা।
তস্মিন্নবভৃথে স্নাতঃ কথং পত্ন্যা ময়া বিনা॥ ২৭

'যুদ্ধরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে রামচন্দ্রের বাণরূপ জল দ্বারা আপনি পত্নী ব্যতীত অবভৃতস্নান কী করে সম্পন্ন করলেন?[১]

যা দত্তা দেবরাজেন তব তুষ্টেন সংযুগে।
শাতকৌম্ভীং প্রিয়াং মালাং তাং তে পশ্যামি নেহ কিম্॥ ২৮

'যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে যে কাঞ্চনমালা দান করেছিলেন, তা এখন কেন দেখতে পাচ্ছি না?

রাজশ্রীর্ন জহাতি ত্বাং গতাসুমপি মানদ।
সূর্যস্যাবর্তমানস্য শৈলরাজমিব প্রভা॥ ২৯

'হে মানদানকারী! আপনি প্রাণত্যাগ করলেও রাজলক্ষ্মী আপনাকে ত্যাগ করেননি। যেমন সূর্য অস্তগামী হলেও শৈলরাজশৃঙ্গে তার আভা বর্তমান থাকে।

ন মে বচঃ পথ্যমিদং ত্বয়া কৃতং
ন চাস্মি শক্তা হি নিবারণে তব।
হতা সপুত্রাস্মি হতেন সংযুগে
সহ ত্বয়া শ্রীর্বিজহাতি মামপি॥ ৩০

'পূর্বে আপনি আমার হিতকরবাক্য গ্রহণ করেননি। আমিও আপনাকে নিবারণ করতে সক্ষম হইনি। যুদ্ধে আপনার সঙ্গে আমিও সপুত্র হত হলাম। আপনার সঙ্গে আমিও রাজলক্ষ্মীহীন হলাম।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

———o———

[১]গৃহস্থের যজ্ঞানুষ্ঠান স্ত্রী ব্যতীত অসম্ভব। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও তদনন্তর অবভৃথস্নানানুষ্ঠান যজমান তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই করে থাকেন।

চতুর্বিংশ সর্গ (২৪)

শোকমগ্ন সুগ্রীবের প্রাণত্যাগের জন্য শ্রীরামের অনুমতি প্রার্থনা, তারার শ্রীরামের নিকট আত্মবধের প্রার্থনা, শ্রীরামচন্দ্রের সান্ত্বনা দান

তামাশ্রু বেগেন দুরাসদেন
ত্বভিপ্লুতাং শোকমহার্ণবেন।
পশ্যংস্তদা বাল্যনুজস্তরস্বী
ভ্রাতুর্বধেনাপ্রতিমেন তেপে ॥ ১

অত্যন্ত বেগসম্পন্ন গভীর শোকসমুদ্রে তারাকে নিমগ্ন হতে দেখে বালীর ছোট ভাই বেগবান সুগ্রীবের অন্তর ভ্রাতৃহত্যার কারণে অনুতপ্ত হল।

স বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যন্
ক্ষণেন নির্বিণ্ণমনা মনস্বী।
জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং
ভৃত্যৈর্বৃতঃ সম্পরিদূয়মানঃ ॥ ২

সেই মনস্বী অশ্রুধারায় সিক্ত মুখে বিষণ্ণ মনে তারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, ভৃত্য-পরিবৃত হয়ে অন্তরে কষ্ট অনুভব করতে করতে ধীর পদক্ষেপে রামচন্দ্রের নিকট গেলেন।

স তং সমাসাদ্য গৃহীতচাপ-
মুদাত্তমাশীবিষতুল্যবাণম্ ।
যশস্বিনং লক্ষণলক্ষিতাঙ্গ-
মবস্থিতং রাঘবমিত্যুবাচ ॥ ৩

ধনুর্ধর, বিষধর সর্পতুল্য যাঁর বাণ, সেই যশস্বী, উত্তম লক্ষণযুক্ত অঙ্গসম্পন্ন রামচন্দ্রকে সুগ্রীব বললেন—

যথা প্রতিজ্ঞাতমিদং নরেন্দ্র
কৃতং ত্বয়া দৃষ্টফলং চ কর্ম।
মমাদ্য ভোগেষু নরেন্দ্রসূনো
মনো নিবৃত্তং হতজীবিতেন ॥ ৪

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা আপনি সম্পন্ন করেছেন। তার ফলও প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। হে রাজপুত্র ! হতভাগ্য আমার মন আজ রাজভোগে নিবৃত্ত হয়েছে।

অস্যাং মহিষ্যাং তু ভৃশং রুদত্যাং
পুরেঽতিবিক্রোশতি দুঃখতপ্তে।
হতে নৃপে সংশয়িতেঽঙ্গদে চ
ন রাম রাজ্যে রমতে মনো মে ॥ ৫

'হে রাম ! রাজা বালীর মৃত্যুতে তাঁর মহিষী তারা ভীষণভাবে রোদন করছেন। পুরবাসীরাও শোকসন্তপ্ত চিত্তে ক্রন্দন করছেন। কুমার অঙ্গদের জীবনও সংশয়াপন্ন। এই কারণে আমার চিত্ত রাজ্য লাভে আনন্দিত হচ্ছে না।

ক্রোধাদমর্ষাদতিবিপ্রধর্ষাদ্
ভ্রাতুর্বধো মেঽনুমতঃ পুরস্তাৎ।
হতে ত্বিদানীং হরিযূথপেঽস্মিন্
সুতীক্ষ্ণমিক্ষ্বাকুবর প্রতপ্স্যে ॥ ৬

'পূর্বে অত্যাচারিত হওয়ায় ক্রোধে অসহিষ্ণু হয়ে আমি ভ্রাতৃবধের অনুমতি দিয়েছিলাম। এই বানরদলপতি নিহত হওয়ায় হে ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ ! আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করছি।

শ্রেয়োঽদ্য মন্যে মম শৈলমুখ্যে
তস্মিন্ হি বাসশ্চিরমৃষ্যমূকে।
যথা তথা বর্তয়তঃ স্ববৃত্ত্যা
নেমং নিহত্য ত্রিদিবস্য লাভঃ ॥ ৭

'আজ আমি মনে করছি পর্বতশ্রেষ্ঠ সেই ঋষ্যমূকে আমার চিরকাল বাস করাই ভালো হত। যেমন-তেমনভাবে জন্মানুসারে জীবনযাপনও ভালো ছিল কিন্তু এঁকে (অগ্রজ) হত্যা করে আমার স্বর্গলাভও কাম্য নয়।

ন ত্বা জিঘাংসামি চরেতি যন্মা-
ময়ং মহাত্মা মতিমানুবাচ।
তস্যৈব তদ্ রাম বচোঽনুরূপ-
মিদং বচঃ কর্ম চ মেঽনুরূপম্ ॥ ৮

'এই মহাত্মা বুদ্ধিমান আমাকে বলেছিলেন, ''তোমার প্রাণহরণ করব না, তুমি ইচ্ছামতো এখান থেকে পালিয়ে যাও।'' তার সেই সমুচিত আদেশ পালন করাই আমার পক্ষে ভালো হত। কিন্তু আপনাকে প্ররোচিত করে আমি তাকে হত্যা করালাম। এরূপ কাজ আমার মতো অধমের পক্ষেই সম্ভব।

ভ্রাতা কথং নাম মহাগুণস্য
ভ্রাতুর্বধং রাম বিরোচয়েৎ।
রাজ্যস্য দুঃখস্য চ বীর সারং
বিচিন্তয়ন্ কামপুরস্কৃতোঽপি ॥ ৯

'হে রাম ! ভাই কী করে মহাগুণবান অপর ভাইয়ের বিনাশ পছন্দ করে ? হে বীর ! রাজ্যসুখ এবং ভ্রাতৃবধজনিত দুঃখ এই দুয়ের মধ্যে কোনটি সার, ভোগকামনা প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তা কি বিচার্য নয় ?

বধো হি মে মতো নাসীৎ স্বমাহাত্ম্যাব্যতিক্রমাৎ।
মমাসীদ্ বুদ্ধিদৌরাত্ম্যাৎ প্রাণহারী ব্যতিক্রমঃ॥ ১০

'তিনি আমাকে বধ করতে চাননি, কারণ তাতে তাঁর মাহাত্ম্যহানি ঘটত। আমার বুদ্ধির দোষেই তাঁর প্রাণহরণের মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা সংঘটিত হল।

দ্রুমশাখাবভগ্নোঽহং মুহূর্তং পরিনিষ্টনন্।
সান্ত্বয়িত্বা ত্বনেনোক্তো ন পুনঃ কর্তুমর্হসি॥ ১১

'বৃক্ষশাখা দ্বারা তিনি আমাকে আঘাত করলে আমি মুহূর্তের জন্য যখন কাতর হয়েছি, তখন তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন "পুনরায় এমন কর্ম আর কোরো না"।

ভ্রাতৃত্বমার্যভাবশ্চ ধর্মশ্চানেন রক্ষিতঃ।
ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বং চ প্রদর্শিতম্॥ ১২

'ভ্রাতৃত্ব, আর্যভাব এবং ধর্মকে তিনি রক্ষা করেছেন। আমি কাম, ক্রোধ এবং বানরোচিত স্বভাবই প্রদর্শন করলাম।

অচিন্তনীয়ং পরিবর্জনীয়-
মনীপ্সনীয়ং স্বনবেক্ষণীয়ম্।
প্রাপ্তোঽস্মি পাপ্মানমিদং বয়স্য
ভ্রাতুর্বধাৎ ত্বাষ্ট্রবধাদিবেন্দ্রঃ॥ ১৩

'হে বন্ধু ! বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র যেমন পাপের ভাগী হয়েছিলেন, আমিও তেমনি অনুতপ্তকারী, কল্পনা করারও অযোগ্য সদা বর্জনীয় অনীপ্সিত ভ্রাতৃবধজনিত পাপের ভাগী হলাম।

পাপ্মানমিন্দ্রস্য মহী জলং চ
বৃক্ষাশ্চ কামং জগৃহুঃ স্ত্রিয়শ্চ।
কো নাম পাপ্মানমিমং সহেত
শাখামৃগস্য প্রতিপত্তুমিচ্ছেৎ॥ ১৪

'ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করেছেন। আমার মতো বানরের পাপ কে-ই বা গ্রহণ করবেন ?

নার্হামি সম্মানমিমং প্রজানাং
ন যৌবরাজ্যং কুত এব রাজ্যম্।
অধর্মযুক্তং কুলনাশযুক্ত-
মেবংবিধং রাঘব কর্ম কৃত্বা॥ ১৫

'হে রাঘব ! অধর্মযুক্ত নিজকুলবিনাশক কর্ম করে আমি প্রজাদের নিকট অসম্মাননীয় হয়েছি। আমার যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। রাজ্যলাভ তো অসম্ভব।

পাপস্য কর্তাস্মি বিগর্হিতস্য
ক্ষুদ্রস্য লোকাপকৃতস্য লোকে।
শোকো মহান্ মামভিবর্ততেঽয়ং
বৃষ্টের্যথা নিম্নমিবাম্বুবেগঃ॥ ১৬

'নিন্দনীয় পাপকর্মের কর্তা আমি, জগতে যা নীচ এবং লোকাপকারী রূপে চিহ্নিত। বৃষ্টির জলধারা যেমন নিম্নগামী হয়, ভ্রাতৃহত্যাজনিত মহাশোকে আমারও তদনুরূপ অবস্থা হয়েছে।

সোদর্যঘাতাপরগাত্রবালঃ
সন্তাপহস্তাক্ষিশিরোবিষাণঃ।
এনোময়ো মামভিহন্তি হস্তী
দৃপ্তো নদীকূলমিব প্রবৃদ্ধঃ॥ ১৭

'ভ্রাতৃবধ যার শরীরের পশ্চাৎভাগ এবং তজ্জনিত সন্তাপ যার শুণ্ড, নেত্র, মস্তক, দন্ত প্রভৃতি তুল্য—সেই মহামদমত্ত গজরাজ নদীতটের ন্যায় আমার চিত্তে আঘাত করছে।

অংহো বতেদং নৃবরাবিষহ্যং
নিবর্ততে মে হৃদি সাধুবৃত্তম্।
অগ্নৌ বিবর্ণং পরিতপ্যমানং
কিট্টং যথা রাঘব জাতরূপম্॥ ১৮

'হে রাঘব ! হে নরবর ! নৃশংস অসহনীয় পাপের ফলে আমার হৃদয়ের সাধুবৃত্তি নিষ্কাশিত হচ্ছে—যেমন, আগুনের তাপে বিবর্ণ সোনার মধ্যে থেকে খাদ বেরিয়ে যায় তেমনি আমার হৃদয় থেকে পাপের প্রভাবে সাধুবৃত্তির নিষ্কাশনও তদনুরূপ।

মহাবলানাং হরিযূথপানা-
মিদং কুলং রাঘব মন্নিমিত্তম্।
অস্যাঙ্গদস্যাপি চ শোকতাপা-
দর্ধস্থিতপ্রাণমিতীব মন্যে ॥ ১৯

'হে রঘুবীর ! মনে হচ্ছে যেন আমার জন্যই এই বংশের মহাবলশালী বানরদলপতিরা এমনকী কুমার অঙ্গদও শোকে কষ্টে অর্ধমৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সুতঃ সুলভঃ সুজনঃ সুবশ্যঃ
কুতস্তু পুত্রঃ সদৃশোঽঙ্গদেন।
ন চাপি বিদ্যেত স বীর দেশো
যস্মিন্ ভবেৎ সোদরসন্নিকর্ষঃ ॥ ২০

'সুজন এবং অনুগত পুত্র সুলভ কিন্তু অঙ্গদের মতো পুত্র কোথায় পাওয়া যায় ? হে বীর ! সহোদর ভাইয়ের সান্নিধ্য লাভ করা যায় এমন দেশই কোথায় বা আছে ?

অদ্যাঙ্গদো বীরবরো ন জীবে-
জ্জীবেত মাতা পরিপালনার্থম্।
বিনা তু পুত্রং পরিতাপদীনা
সা নৈব জীবেদিতি নিশ্চিতং মে ॥ ২১

'বীরবর অঙ্গদও আর বাঁচবে না, মা বেঁচে থাকেন সন্তানকে পালন করার জন্য ; পরিতাপদীনা তার মা তারা তাঁকে হারিয়ে আর জীবিত থাকবেন না এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সোঽহং প্রবেক্ষ্যাম্যতিদীপ্তমগ্নিং
ভ্রাত্রা চ পুত্রেণ চ সখ্যমিচ্ছন্।
ইমে বিচেষ্যন্তি হরিপ্রবীরাঃ
সীতাং নিদেশে পরিবর্তমানাঃ ॥ ২২

'অতএব আমি ভাই এবং পুত্রকে সঙ্গ দেবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করব। এই বানরবীরেরা আপনার নির্দেশে সীতাকে অনুসন্ধান করবে।

কৃৎস্নং তু তে সেৎস্যতি কার্যমেত-
ন্ময্যপ্রতীতে মনুজেন্দ্রপুত্র।
কুলস্য হন্তারমজীবনার্হং
রামানুজানীহি কৃতাগসং মাম্ ॥ ২৩

'হে রাজকুমার ! আমার মৃত্যু হলেও আপনার কাজ যথাযথভাবে সিদ্ধ হবে। কিন্তু কুলহত্যার অপরাধে অপরাধী আমি জীবনধারণের যোগ্য নই। আমাকে আপনি অগ্নি-প্রবেশের অনুমতি করুন।'

ইত্যেবমার্তস্য রঘুপ্রবীরঃ
শ্রুত্বা বচো বালিজঘন্যজস্য।
সংজাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা
রামো মুহূর্তং বিমনা বভূব ॥ ২৪

বালীর ছোট ভাই সুগ্রীবের এইরূপ কাতরবাক্য শুনে শত্রুসংহারকারী রঘুকুলবীর শ্রীরামের নয়ন বাষ্পাকুল এবং হৃদয় মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হল।

তস্মিন্ ক্ষণেঽভীক্ষ্ণমবেক্ষমাণঃ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ভুবনস্য গোপ্তা।
রামো রুদন্তীং ব্যসনে নিমগ্নাং
সমুৎসুকঃ সোঽথ দদর্শ তারাম্ ॥ ২৫

সেই ক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ভুবনের রক্ষক রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোকমগ্না রোদনরতা তারাকে বারবার দেখতে লাগলেন।

তাং চারুনেত্রাং কপিসিংহনাথাং
পতিং সমাশ্লিষ্য তদা শয়ানাম্।
উত্থাপয়ামাসুরদীনসত্ত্বাং
মন্ত্রিপ্রধানাঃ কপিরাজপত্নীম্ ॥ ২৬

সিংহতুল্য বীর বালীর পত্নী সুনয়না তারা তখন পতিকে আলিঙ্গন করে ভূতলশায়িনী ছিলেন। উদার চিত্তসম্পন্না বানররাজের সেই রাণীকে প্রধান প্রধান মন্ত্রিরা তুলে ধরলেন।

সা বিস্ফুরন্তী পরিরভ্যমাণা
ভর্তুঃ সমীপাদপনীয়মানা।
দদর্শ রামং শরচাপপাণিং
স্বতেজসা সূর্যমিব জ্বলন্তম্ ॥ ২৭

পতির নিকট থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতে চাইলে তিনি সবেগে নিজেকে তাঁদের থেকে মুক্ত করতে উদ্যত হলে সম্মুখে স্বতেজে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ধনুর্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন।

সুসংবৃতং পার্থিবলক্ষণৈশ্চ
তং চারুনেত্রং মৃগশাবনেত্রা।
অদৃষ্টপূর্বং পুরুষপ্রধান-
ময়ং স কাকুৎস্থ ইতি প্রজজ্ঞে ॥ ২৮

রাজোচিত সুলক্ষণযুক্ত সুনয়নবিশিষ্ট পুরুষপ্রধান

শ্রীরাম, যাঁকে সেই মৃগশাবকনয়না তারা পূর্বে কখনো দেখেননি, তাঁকে রামচন্দ্র বলে জানতে পারলেন।

তস্যোন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহানুভাবস্য সমীপমার্যা।
আর্তাতিতূর্ণং ব্যসনং প্রপন্না
জগাম তারা পরিবিহ্বলন্তী ॥ ২৯

অত্যন্ত শোকাকুলা আর্যা তারা বিহ্বল অবস্থায় আলুথালুভাবে সেই ইন্দ্রতুল্য, সুদুর্লভ মহানুভব রামচন্দ্রের নিকট গেলেন।

তং সা সমাসাদ্য বিশুদ্ধসত্ত্বং
শোকেন সম্ভ্রান্তশরীরভাবা।
মনস্বিনী বাক্যমুবাচ তারা
রামং রণোৎকর্ষণলব্ধলক্ষ্যম্ ॥ ৩০

সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট শ্রীরাম, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণতাবশত লক্ষ্যভেদে শ্রেষ্ঠ তাঁর নিকটে গিয়ে সম্ভ্রান্ত আকৃতিবিশিষ্ট মনস্বিনী তারা বললেন—

ত্বমপ্রমেয়শ্চ দুরাসদশ্চ
জিতেন্দ্রিয়শ্চোত্তমধর্মকশ্চ।
অক্ষীণকীর্তিশ্চ বিচক্ষণশ্চ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ক্ষতজোপমাক্ষঃ ॥ ৩১

'হে রঘুনন্দন ! আপনি অপ্রমেয় (দেশ, কাল প্রভৃতির অতীত) দুর্লভ, জিতেন্দ্রিয়, উত্তম ধর্মের পালক, আপনার কীর্তি কখনো ক্ষীণ হয় না, আপনি বিচক্ষণ এবং পৃথিবীতুল্য ক্ষমাশীল। আপনার অক্ষিযুগল ঈষৎ রক্তবর্ণ।

ত্বমাত্তবাণাসনবাণপাণি-
র্মহাবলঃ সংহননোপপন্নঃ।
মনুষ্যদেহাভ্যুদয়ং বিহায়
দিব্যেন দেহাভ্যুদয়েন যুক্তঃ ॥ ৩২

'আপনার হস্তে ধনুর্বাণ, আপনি মহাবলশালী, দৃঢ়াঙ্গসম্পন্ন। মনুষ্যদেহধারী হয়েও আপনি লৌকিক সুখ ত্যাগ করে দিব্য ঐশ্বর্যবিশিষ্ট দেহী।

যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি।
হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য
ন মাং বিনা বীর রমেত বালী ॥ ৩৩

'আপনি যে বাণ দ্বারা আমার প্রিয়তমকে হত্যা করেছেন, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও হত্যা করুন। মৃত্যুর পরে আমি তাঁর নিকট যাব কারণ, বীর বালী আমাকে ছাড়া সুখী হবেন না।

স্বর্গেঽপি পদ্মামলপদ্মনেত্র
সমেত্য সম্প্রেক্ষ্য চ মামপশ্যন্।
ন হ্যেষ উচ্চাবচতাম্রচূড়া
বিচিত্রবেষাপ্সরসোঽভজিষ্যৎ ॥ ৩৪

'কমললোচন হে রাম ! তিনি স্বর্গে গিয়ে, সর্বত্র দৃষ্টিপাত করেও আমাকে দেখতে পাবেন না। এমনকি বিচিত্র বেশধারিণী রক্তবর্ণের কুসুমশোভিতা উচ্চ-নীচভাবে কেশচূড়াবন্ধিতা অপ্সরাদেরও তিনি ভজনা করবেন না।

স্বর্গেঽপি শোকং চ বিবর্ণতাং চ
ময়া বিনা প্রাপ্স্যতি বীর বালী।
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে
বিদেহকন্যারহিতো যথা ত্বম্ ॥ ৩৫

'হে বীর ! বালী আমাকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও শোকে বিবর্ণ হয়ে গেছেন, যেমন বৈদেহী সীতার বিরহে ঋষ্যমূক পর্বতের সানুদেশে আপনি মনোকষ্ট অনুভব করেছিলেন।

ত্বং বেত্থ তাবদ্ বনিতাবিহীনঃ
প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ।
তৎ ত্বং প্রজানঞ্জহি মাং ন বালী
দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত ॥ ৩৬

'স্ত্রীবিহীন যুবাপুরুষেরা যে কষ্ট পেয়ে থাকেন তা আপনি জানেন। সেইজন্য আমাকে বধ করুন, যেন বালী আমার বিরহে কোনো কষ্ট না পান।

যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা
স্ত্রীঘাতদোষস্তু ভবেন্ন মহ্যম্।
আত্মেয়মস্যেতি হি মাং জহি ত্বং
ন স্ত্রীবধঃ স্যান্মনুজেন্দ্রপুত্র ॥ ৩৭

'হে মানবশ্রেষ্ঠপুত্র ! আপনি মহান, আমাকে হত্যা করলেও স্ত্রীবধজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। আমাকে বালীর আত্মা মনে করেই বধ করুন, এতে স্ত্রীহত্যা হবে না।

শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ বিবিধাশ্চ বেদা-
দনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ।
দারপ্রদানাদ্ধি ন দানমন্যৎ

প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে ॥ ৩৮

'বেদাদি বিভিন্ন গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োগে স্ত্রীরা পুরুষের অভিন্নরূপ, যাজ-যজ্ঞাদিতে তাঁদের সমান অধিকার। পৃথিবীতে জ্ঞানী লোকেরা বলেন পত্নী প্রদান অপেক্ষা অন্য কোনো দান মহত্তর নয়।

ত্বং চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য
প্রদাস্যসে ধর্মমবেক্ষ্য বীর।
অনেন দানেন ন লপ্স্যসে ত্ব-
মধর্মযোগং মম বীর ঘাতাৎ ॥ ৩৯

'হে বীর ! আপনি ধর্মানুসারেই আমাকে আমার প্রিয়তমের নিকটে দান করুন। হে বীর ! এই দানের দ্বারা আমার প্রাণহানি ঘটলেও আপনি অধর্মযুক্ত হবেন না।

আর্তামনাথামপনীয়মানা-
মেবংগতাং নার্হসি মামহন্তুম্।
অহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ ধীমতা।
বিনা বরার্হোত্তমহেমমালিনা
চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র জীবিতুম্ ॥ ৪০

'আমি আর্তা, অনাথা, পতিসান্নিধ্যবিহীনা ; আমাকে আপনি হত্যা করতে পারেন না ? হে নরেন্দ্র ! আমি বহুমূল্য শ্রেষ্ঠ সুবর্ণমাল্যভূষিত, গজরাজের ন্যায় বিলাসগামী, বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে অধিককাল জীবন-ধারণ করতে পারব না।'

ইত্যেবমুক্তস্তু বিভুর্মহাত্মা
তারাং সমাশ্বাস্য হিতং বভাষে।
মা বীরভার্যে বিমতিং কুরুষ্ব
লোকো হি সর্বো বিহিতো বিধাত্রা ॥ ৪১

তারা এইরূপ বলার পরে মহাত্মা প্রভু রামচন্দ্র তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য হিতকর উপদেশ দিলেন—'হে বীরপত্নী ! এইরূপ বিচলিত হোয়ো না, এই জগতে সবকিছুই বিধাতার নিয়মে হয়।

তং চৈব সর্বং সুখদুঃখযোগং
লোকেঽব্রবীৎ তেন কৃতং বিধাত্রা।
ত্রয়োঽপি লোকা বিহিতং বিধানং
নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য ॥ ৪২

'বিধাতাই সমগ্র সংসারে সুখ-দুঃখকে যুক্ত করেছেন। সাধারণ লোকও বলে থাকেন যে, সেই বিধাতাই সবকিছু করেন। ত্রিলোকের প্রাণীগণ তাঁর বিধান লঙ্ঘন করতে অক্ষম, কারণ সকলেই তাঁর বশীভূত।

প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব
পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্।
ধাত্রা বিধানং বিহিতং তথৈব
ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি ॥ ৪৩

'তোমার পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, তুমি পূর্ববৎ পরমপ্রীতি লাভ করবে। এইসবকিছুই বিধাতার বিধান বলে জানো। বীরপত্নীরা এইরূপ রোদন করেন না।'

আশ্বাসিতা তেন মহাত্মনা তু
প্রভাবযুক্তেন পরন্তপেন।
সা বীরপত্নী ধ্বনতা মুখেন
সুবেষরূপা বিররাম তারা ॥ ৪৪

শত্রুসন্তাপকারী প্রভাবশালী মহাত্মা শ্রীরামের এইরূপ সান্ত্বনা দানের পরে সেই বীরপত্নী, সুবেশা, রূপসি তারা বিলাপ বন্ধ করলেন।

—০—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

—০—

পঞ্চবিংশ সর্গ (২৫)

লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের সুগ্রীব, তারা এবং অঙ্গদকে সান্ত্বনা দান, বালীর দাহ-সংস্কার সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান, বালীর মৃতদেহ নিয়ে তারা এবং অন্যান্য বানরদের শ্মশানভূমিতে গমন, অঙ্গদের দ্বারা দাহসংস্কার এবং তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন

স সুগ্রীবং চ তারাং চ সাঙ্গদাং সহলক্ষ্মণঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ॥ ১

লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীব এবং অঙ্গদের সমব্যথী হলেন। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

ন শোকপরিতাপেন শ্রেয়সা যুজ্যতে মৃতঃ।
যদত্রানন্তরং কার্যং তৎ সমাধাতুমর্হথ॥ ২

'শোক সন্তাপের দ্বারা মৃতের কোনো কল্যাণসাধন হয় না। এখন পরবর্তী যা কার্য তা সম্পন্ন করতে হবে।

লোকবৃত্তমনুষ্ঠেয়ং কৃতং বো বাষ্পমোক্ষণম্।
ন কালাদুত্তরং কিঞ্চিৎ কর্মশক্যমুপাসিতুম্॥ ৩

'পর্যাপ্ত পরিমাণে অশ্রু বিসর্জিত হয়েছে। এখন লোকাচার অনুষ্ঠান আবশ্যক, সময় অতিক্রম করে বিহিত কর্ম কিছু করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয় না।

নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্বভূতানাং নিয়োগেম্বিহ কারণম্॥ ৪

'পৃথিবীতে নিয়তি অর্থাৎ কালই সমস্ত কিছুর কারণ। সকল কর্ম সম্পাদনেরও কারণ। নিয়তিই হল সকল প্রাণীদের কর্মে নিযুক্তির কারণ।

ন কর্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিযোগে নাপি চেশ্বরঃ।
স্বভাবে বর্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্॥ ৫

'কেউই কোনো কর্মের কর্তা নয়, এমনকী কোনো কর্মে নিয়োগেরও কর্তা নয়। সংসার স্বভাবের অধীন এবং স্বভাবের আধারও কাল।

ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে।
স্বভাবং চ সমাসাদ্য ন কশ্চিদতিবর্ততে॥ ৬

'কালও কালকে অতিক্রম করতে পারে না। সে ক্ষীণও হয় না। স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম প্রাপ্ত হয়ে কেউ তাকে লঙ্ঘন করতে পারে না।

ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ॥ ৭

'কালের সঙ্গে কারও জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ থাকে না। তাকে বশ করার কোনো উপায় নেই এবং তার উপর কারও জোর খাটে না। কালস্বরূপ ভগবান কারও জীবেরও বশীভূত নন।

কিং তু কালপরীমাণো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ॥ ৮

'অতএব সজ্জনব্যক্তিরা সবকিছুই কালের পরিণাম — এইরূপ জ্ঞান করে থাকেন। ধর্ম, অর্থ এবং কামও কালক্রমে তাঁরা প্রাপ্ত হন।

ইতঃ স্বাং প্রকৃতিং বালী গতঃ প্রাপ্তঃ ক্রিয়াফলম্।
সামদানার্থসংযোগৈঃ পবিত্রং প্লবগেশ্বরঃ॥ ৯

'বানররাজ বালী সাম, দান, অর্থের উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত পবিত্র কর্মের ফল লাভ করেছেন, তথা তাঁর শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করেছেন।

স্বধর্মাস্য চ সংযোগাজ্জিতস্তেন মহাত্মনা।
স্বর্গঃ পরিগৃহীতশ্চ প্রাণানপরিরক্ষতা॥ ১০

'মহাত্মা বালী স্বধর্ম সংযোগে পূর্বে স্বর্গ জয় করেছিলেন। এখন প্রাণত্যাগ করেও তিনি সেই স্বর্গলাভই করলেন।

এষা বৈ নিয়তিঃ শ্রেষ্ঠা যাং গতো হরিযূথপঃ।
তদলং পরিতাপেন প্রাপ্তকালমুপাস্যতাম্॥ ১১

'এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ গতি যা বানররাজ বালী লাভ করেছেন। অতএব এই কারণে আর শোকের প্রয়োজন নেই। এখন কালোচিত কর্ম যা উপস্থিত তা সম্পাদন করুন।'

বচনান্তে তু রামস্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অবদৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং গতচেতসম্॥ ১২

রামচন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত হলে, রিপুমর্দনকারী লক্ষ্মণ সবিনয়ে শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বললেন—

কুরু ত্বমস্য সুগ্রীব প্রেতকার্যমনন্তরম্।
তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতো বালিনো দহনং প্রতি॥ ১৩

'সুগ্রীব ! এখন আপনি তারা এবং অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে বালীর দাহ-সংস্কারসহ প্রেতকর্মের অনুষ্ঠান করুন।

সমাজ্ঞাপয় কাষ্ঠানি শুষ্কাণি চ বহূনি চ।

...নানি চ দিব্যানি বালিসংস্কারকারণাৎ॥ ১৪

'সেবকদের আজ্ঞা দিন— বালীর দাহকার্যের জন্য প্রচুর শুকনো কাঠ এবং দিব্যচন্দন সংগ্রহ করে আনুক।

সমাশ্বাসয় দীনং ত্বমঙ্গদং দীনচেতসম্।
মা ভূর্বালিশবুদ্ধিস্ত্বং ত্বদধীনমিদং পুরম্॥ ১৫

'আপনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবেন না। দুঃখী, শোকে কাতর অঙ্গদকে আপনি সান্ত্বনা দিন। এখন রাজপুরী আপনার অধীন।

অঙ্গদস্ত্বানয়েন্মাল্যং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ঘৃতং তৈলমথো গন্ধান্ যচ্চাত্র সমনন্তরম্॥ ১৬

'অঙ্গদও বিবিধ বস্ত্র, মালা, ঘৃত, তৈল, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য যা কিছু এখন প্রয়োজনীয় তা নিয়ে আসুন।

ত্বং তার শিবিকাং শীঘ্রমাদায়াগচ্ছসম্ভ্রমাৎ।
ত্বরা গুণবতী যুক্তা হ্যস্মিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ১৭

'হে তার[১]! আপনি অত্যন্ত দ্রুত গিয়ে একটি শিবিকা নিয়ে আসুন। এখন দ্রুততাও এক বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্ম।

সজ্জীভবন্তু প্লবগাঃ শিবিকাবাহনোচিতাঃ।
সমর্থা বলিনশ্চৈব নির্হরিষ্যন্তি বালিনম্॥ ১৮

'শিবিকা উত্তোলনপূর্বক ভারবহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম বানরেরা আপনারা তৈরি হন। সক্ষম বানরেরা বালীকে নিয়ে শ্মশানে চলুন।'

এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ১৯

সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী সৌমিত্র সুগ্রীবকে এইরূপ বলে শত্রুনিধনকারী লক্ষ্মণ আপন জ্যেষ্ঠের পাশে দণ্ডায়মান হলেন।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা তারঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
প্রবিবেশ গুহাং শীঘ্রং শিবিকাসক্তমানসঃ॥ ২০

লক্ষ্মণের কথা শুনে তার ব্যস্তচিত্তে শিবিকা আনয়নের জন্য অতিসত্বর গুহায় প্রবেশ করলেন।

আদায় শিবিকাং তারঃ স তু পর্যাপতৎ পুনঃ।
বানরৈরুহ্যমানাং তাং শূরৈরুদ্বহনোচিতৈঃ॥ ২১

শিবিকা উত্তোলনে সক্ষম বীর বানরদের সাহায্যে তা তুলে নিয়ে তার পুনরায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্মবিভূষিতাম্॥ ২২

দিব্য রথতুল্য সুন্দর আসনবিশিষ্ট বেগবান অনুপম এই শিবিকাগাত্রে ছিল অপূর্ব কারুকার্য ; পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির কারু শোভামণ্ডিত।

আচিতাং চিত্রপত্রীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্॥ ২৩

চতুর্দিক নানা চিত্রদ্বারা সুন্দরভাবে চিত্রিত শিবিকার বাতায়ন জালিকার আবরণে আচ্ছাদিত। এর সৌন্দর্য দিব্য-বিমানতুল্য।

সুনিযুক্তাং বিশালাং চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্।
দারুপর্বতকোপেতাং চারুকর্মপরিষ্কৃতাম্॥ ২৪

মনোরম শিল্পকর্মে সুশোভিত কাষ্ঠনির্মিত এই যানটিতে কাঠের পর্বত প্রস্তুত করা হয়েছে। সুবিশাল এই শিবিকা নির্মাণে শিল্পীরা ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।

বারাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্।
গুহাগহনসংছন্নাং রক্তচন্দনভূষিতাম্॥ ২৫

সুন্দর অলঙ্কার দ্বারা একে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। নানাবিধ পুষ্পমাল্য এর সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছিল। শিল্পী-সৃষ্ট গুহা ও বনের সংযুক্ত লালচন্দনদ্বারা শিবিকাটি বিভূষিত ছিল।

পুষ্পৌঘৈঃ সমভিচ্ছন্নাং পদ্মমালাভিরেব চ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভির্ভ্রাজমানাভিরাবৃতাম্॥ ২৬

নানাবিধ পুষ্পসমূহদ্বারা সমাচ্ছন্ন নবারুণতুল্য বর্ণ ও শোভাবিশিষ্ট পদ্মফুলের মালাদ্বারা শিবিকাটি সমালঙ্কৃত।

ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্যং বিধীয়তাম্॥ ২৭

এইরূপ শিবিকা দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, 'সত্বর বালীকে শ্মশানভূমিতে নিয়ে গিয়ে প্রেতকার্য (ঔর্ধ্বদেহিক) সম্পন্ন করো।'

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু॥ ২৮

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বালীর শবদেহ উত্তোলন করে শিবিকায় স্থাপন করলেন।

আরোপ্য শিবিকাং চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলংকারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্॥ ২৯

[১]বালীর বানরবাহিনীর একজন অন্যতম সদস্য।

মৃত বালীকে শিবিকায় আরোপিত করে তাঁকে নানাবিধ মালা, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করলেন।

আজ্ঞাপয়ৎ তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
ঔর্ধ্বদেহিকমার্যস্য ক্রিয়তামনুকুলতঃ॥ ৩০

তখন বানরাধিপতি রাজা সুগ্রীব আদেশ দিলেন —'বালীর ঔর্ধ্বদেহিক কার্য শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে সম্পাদিত হোক।

বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূনি চ।
অগ্রতঃ প্লবগা যান্তু শিবিকা তদনন্তরম্॥ ৩১

'অগ্রে বানরেরা নানাবিধ বহু রত্ন বিতরণ করতে করতে অগ্রসর হউক। পরে শিবিকা তাদের অনুসরণ করবে।

রাজ্ঞামৃদ্ধিবিশেষা হি দৃশ্যন্তে ভুবি যাদৃশাঃ।
তাদৃশৈরিহ কুর্বন্তু বানরা ভর্তৃসৎক্রিয়াম্॥ ৩২

'এই পৃথিবীতে রাজাদের অন্তিমসংস্কার পূর্বে যেমন অনুষ্ঠিত হতে দেখেছ তোমাদের প্রভু বালীর ক্ষেত্রেও তেমনি আয়োজন করো।'

তাদৃশং বালিনঃ ক্ষিপ্রং প্রাকুর্বন্নৌর্ধ্বদেহিকম্।
অঙ্গদং পরিরভ্যাশু তারপ্রভৃতয়স্তথা॥ ৩৩
ক্রোশন্তঃ প্রযযুঃ সর্বে বানরা হতবান্ধবাঃ।

তখন তার প্রভৃতি বানরেরা ঔর্ধ্বদেহিক বালীর মৃতদেহ উত্তোলন করলেন। সকল হতবান্ধব বানরেরা অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হলেন।

ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্বা বানর্যোঽস্য বশানুগাঃ॥ ৩৪
চুক্রুশুর্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্।

বালীর অধীনস্থ বানরীরাও সকলে 'হা বীর ! হা বীর !' শব্দে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

তারাপ্রভৃতয়ঃ সর্বা বানর্যো হতবান্ধবাঃ॥ ৩৫
অনুজগ্মুশ্চ ভর্তারং ক্রোশন্ত্যঃ করুণস্বনাঃ।

তারা প্রভৃতি হতবান্ধব বানরীরা করুণস্বরে রোদন করতে করতে ভর্তার যাত্রাপথের অনুগমন করলেন।

তাসাং রুদিতশব্দেন বানরীণাং বনান্তরে॥ ৩৬
বনানি গিরয়শ্চৈব বিক্রোশন্তীব সর্বতঃ।

বনে-বনান্তরে সেই বানরীদের রোদনশব্দে মনে হচ্ছিল যেন সকল পর্বত এবং বনভূমিসমূহও রোদন করছে।

পুলিনে গিরিনদ্যাস্তু বিবিক্তে জলসংবৃতে॥ ৩৭
চিতাং চক্রুঃ সুবহবো বানরা বনচারিণঃ।

পার্বত্য নদীর তীরে নির্জনে জলবেষ্টিত একস্থানে বহুসংখ্যক বনচারী বানরেরা একটি চিতা রচনা করেছেন।

অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ॥ ৩৮
তস্থুরেকান্তমাশ্রিত্য সর্বে শোকপরায়ণাঃ।

বানরপ্রধানরা তখন সেইস্থানে কাঁধ থেকে শিবিকাটি অবরোপণ করলেন, সেই শোকার্ত বানরেরা একান্তে অবস্থান করতে লাগলেন।

ততস্তারা পতিং দৃষ্ট্বা শিবিকাতলশায়িনম্॥ ৩৯
আরোপ্যাঙ্কে শিরস্তস্য বিললাপ সুদুঃখিতা।

অনন্তর তারা শিবিকায় শায়িত পতিকে (পতির শবদেহ) দেখে তার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন—

হা বানরমহারাজ হা নাথ মম বৎসল॥ ৪০
হা মহার্হ মহাবাহো হা মম প্রিয় পশ্য মাম্।
জনং ন পশ্যসীমং ত্বং কস্মাচ্ছোকাভিপীড়িতম্॥ ৪১

'হায় বানরমহারাজ ! হায় আমার প্রণয়বান প্রভু ! হায় আমার পরমপূজনীয় মহাবীর ! হায় আমার প্রিয় ! আমাকে দেখুন। আপনি কেন এই শোকাতুরা আমাকে দেখছেন না !

প্রহৃষ্টমিহ তে বক্ত্রং গতাসোরপি মানদ।
অস্তার্কসমবর্ণং চ দৃশ্যতে জীবতো যথা॥ ৪২

'হে মানদানকারী ! প্রাণবিয়োগ হলেও আপনার মুখ জীবিত অবস্থার মতোই প্রসন্ন এবং অস্তাচলগামী সূর্যের মতোই উজ্জ্বল।

এষ ত্বাং রামরূপেণ কালঃ কর্ষতি বানর।
যেন স্ম বিধবাঃ সর্বাঃ কৃতা একেষুণা রণে॥ ৪৩

'রামের রূপধারী স্বয়ং কালই আপনাকে সংহার করলেন। যুদ্ধে তাঁর একটি বাণেই আমরা সকলে বিধবা হলাম।

ইমাস্তাস্তব রাজেন্দ্র বানর্যোঽপ্লবগাস্তব।
পাদৈর্বিকৃষ্টমধ্বানমাগতাঃ কিং ন বুধ্যসে॥ ৪৪

'হে রাজেন্দ্র ! এঁরাই সেই আপনার বানরীরা, উল্লম্ফগামী না হয়ে পদব্রজে অতিদূর পথ অতিক্রম করে এসেছেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন না ?

তবেষ্টা ননু চৈবেমা ভার্যাশ্চন্দ্রনিভাননাঃ।
ইদানীং নেক্ষসে কস্মাৎ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বর॥ ৪৫

'হে বানররাজ ! আপনার প্রিয়া চন্দ্রবদনা পত্নীরা সকলেই উপস্থিত। সুগ্রীবসহ সকলকে আপনি কেন দেখছেন না ?

এতে হি সচিবা রাজংস্তারপ্রভৃতয়স্তব।
পুরবাসিনশ্চায়ং পরিবার্য বিষীদতি॥ ৪৬

'হে রাজন্ ! এই তার প্রভৃতি আপনার সচিবেরা এবং এই পুরবাসীজনেরা বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

বিসর্জয়েনান্ সচিবান্ যথাপুরমিরিন্দম।
ততঃ ক্রীড়ামহে সর্বা বনেষু মদনোৎকটাঃ॥ ৪৭

'হে শত্রুদমনকারী ! আপনি পূর্বের ন্যায় এই সচিবদের বিদায় জানান। অনন্তর আমরা সকলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে এই বনে খেলা করি।'

এবং বিলপতীং তারাং পতিশোকপরীবৃতাম্।
উত্থাপয়ন্তি স্ম তদা বানর্যঃ শোককর্শিতাঃ॥ ৪৮

পতিশোকে ব্যাকুলা তারাকে এইরূপ বিলাপ করতে দেখে, অন্যান্য বানরীরা তখন শোকার্তা হয়ে তাকে উত্তোলন করলেন।

সুগ্রীবেণ ততঃ সার্ধং সোঽঙ্গদঃ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৯

অতঃপর অঙ্গদ শোকসন্তপ্ত চিত্তে রোদন করতে করতে সুগ্রীবের সহায়তায় চিতার উপরে পিতার দেহ আরোপিত করলেন।

ততোঽগ্নিং বিধিবদ্ দত্ত্বা সোঽপসব্যং চকার হ।
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫০

তারপরে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে পরিক্রমা করলেন। পিতা সুদীর্ঘ যাত্রায় প্রস্থান করেছেন এই কথা ভেবে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সংস্কৃত্য বালিনং তং তু বিধিবৎ প্লবগর্ষভাঃ।
আজগ্মুরুদকং কর্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্॥ ৫১

এইরূপ বিধিসম্মতভাবে বালীর দাহকার্য সম্পন্ন করে সকল বানরপ্রধানেরা জল দ্বারা তাঁর তর্পণ করার জন্য পবিত্র জলবিশিষ্টা তুঙ্গভদ্রা নদীতে এলেন।

ততস্তে সহিতাস্তত্র হ্যঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্॥ ৫২

তখন অঙ্গদকে সম্মুখে রেখে সমস্ত বানরেরা সুগ্রীব এবং তারার সঙ্গে বালীর জন্য একত্রে জলাঞ্জলি দিলেন।

সুগ্রীবেণেব দীনেন দীনো ভূত্বা মহাবলঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ প্রেতকার্যাণ্যকারয়ৎ॥ ৫৩

দুঃখী সুগ্রীবের সঙ্গে মহাবলী শ্রীরামচন্দ্র সমান দুঃখী হয়ে বালীর প্রেতকার্যাদির ব্যবস্থা করলেন।

ততোঽথ তং বালিনমগ্র্যপৌরুষং
প্রকাশমিক্ষ্বাকুবরেষুণা হতম্।
প্রদীপ্য দীপ্তাগ্নিসমৌজসং তদা
সলক্ষ্মণং রামমুপেয়িবান্ হরিঃ॥ ৫৪

এইভাবে ইক্ষ্বাকুবংশের শিরোমণি রাম কর্তৃক নিহত অগ্রগণ্য বীর প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী বালীকে দাহসংস্কার করে বানর সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে এলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

———o———

ষড়বিংশ সর্গ (২৬)

সুগ্রীবের অভিষেক নিমিত্ত কিষ্কিন্ধায় প্রবেশের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমানের প্রার্থনা, নগরীতে প্রবেশ না করে কেবল অভিষেকের অনুমতি দান, অতঃপর সুগ্রীব এবং অঙ্গদের অভিষেক

ততঃ শোকাভিসন্তপ্তং সুগ্রীবং ক্লিন্নবাসসম্।
শাখামৃগমহামাত্রাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে॥ ১
অভিগম্য মহাবাহুং রামমক্লিষ্টকারিণম্।
স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পিতামহমিবর্ষয়ঃ॥ ২

তদনন্তর বানরপ্রধানেরা শোকসন্তপ্ত সিক্তবসনাবৃত সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করে, মহাবলশালী অক্লিষ্টকর্মা (যিনি অনায়াসে মহান কর্ম সাধন করেন) রামচন্দ্রের নিকট এসে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হলেন ; যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট মহর্ষিরা উপস্থিত হন।

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণার্কনিভাননঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩

তখন সুবর্ণময় মেরুপর্বতের তুল্য সুন্দর এবং বিশালদেহী প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আননবিশিষ্ট মরুৎ-পুত্র হনুমান কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন—

ভবৎ প্রসাদাৎ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহং মহৎ।
বানরাণাং সুদংষ্ট্রাণাং সম্পন্নবলশালিনাম্॥ ৪
মহাত্মনাং সুদুষ্প্রাপং প্রাপ্তং রাজ্যমিদং প্রভো।
ভবতা সমনুজ্ঞাতঃ প্রবিশ্য নগরং শুভম্॥ ৫
সংবিধাস্যতি কার্যাণি সর্বাণি সসুহৃদগণঃ।

'হে কাকুৎস্থ ! আপনার আশীর্বাদে অত্যন্ত বলবান সুন্দর দন্তযুক্ত বানরদের পিতৃপিতামহ কর্তৃক সৃষ্ট মহাত্মাদের সুদুষ্প্রাপ্য বিশাল এই রাজ্য সুগ্রীব লাভ করেছেন। হে প্রভু ! আপনার অনুমতি লাভ করলে এই কল্যাণময় নগরে প্রবেশ করে সুগ্রীব সুহৃদদের সঙ্গে নিয়ে সকল কার্যভার গ্রহণের দায়িত্ব পালন করুন।

স্নাতোঽয়ং বিবিধৈর্গন্ধৈরৌষধৈশ্চ যথাবিধি॥ ৬
অর্চয়িষ্যতি মাল্যৈশ্চ রত্নৈশ্চ ত্বাং বিশেষতঃ।
ইমাং গিরিগুহাং রম্যামভিগন্তুং ত্বমর্হসি॥ ৭
কুরুষ্ব স্বামিসম্বন্ধং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়।

'শাস্ত্রবিধি অনুসারে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং ওষধি মিশ্রিত জলে তিনি স্নান করে আপনাকে মাল্য এবং রত্নদ্বারা বিশেষভাবে অর্চনা করবেন। অতএব রমণীয় এই গিরিগুহায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করুন, এবং তাঁকে এই রাজ্যের কর্তৃত্ব অর্পণ করে বানরদের আনন্দবর্ধন করুন।'

এবমুক্তো হনূমতা রাঘবঃ পরবীরহা॥ ৮
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং বুদ্ধিমান্ বাক্যকোবিদঃ।

হনুমান এইরূপ বললে শত্রুমর্দনকারী বাক্যকুশল বুদ্ধিমান রঘুবীর তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্॥ ৯
ন প্রবেক্ষ্যামি হনূমন্ পিতুর্নির্দেশপালকঃ।

'হে সৌম্য হনুমান ! আমি পিতৃআজ্ঞাপালনার্থে চর্তুদশ বৎসর যাবৎ কোনো গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করব না।

সুসমৃদ্ধাং গুহাং দিব্যাং সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ॥ ১০
প্রবিষ্টো বিধিবদ্ বীরঃ ক্ষিপ্রং রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।

'বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সুসমৃদ্ধ এই দিব্যগুহায় প্রবেশ করুন। দ্রুততার সঙ্গে বিধিসম্মতভাবে অভিষেক অনুষ্ঠান তুমি সম্পন্ন করো।'

এবমুক্ত্বা হনূমন্তং রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ॥ ১১
বৃত্তজ্ঞো বৃত্তসম্পন্নমুদারবলবিক্রমম্।
ইমমপ্যঙ্গদং বীরং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়॥ ১২

হনুমানকে এইরূপ বলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে বললেন —'আপনি জ্ঞানী ; জ্ঞানসম্পন্ন উদার, বলবান, পরাক্রমশালী, বীর এই অঙ্গদকে আপনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করুন।

জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্॥ ১৩

'আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র পরাক্রমে পিতৃতুল্য, উদারমনস্ক এই অঙ্গদ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য।

পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিক সংজ্ঞিতাঃ॥ ১৪

'হে সৌম্য ! বর্ষাকাল সংজ্ঞক চার মাস সমাগত। তন্মধ্যে প্রথম মাস শ্রাবণ সমুপস্থিত হয়ে বারিবর্ষণ আরম্ভ করেছে।

নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।

কৃত্বা বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্বতে সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৫

'এখন রণোদ্যমের উপযুক্ত সময় নয়। আপনি এই রমণীয়া পুরীতে প্রবেশ করুন। আমি লক্ষ্মণের সঙ্গে এই পর্বতে বসবাস করব।

ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
প্রভূতসলিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা॥ ১৬

'এই পার্বত্যগুহা আয়তনে বড়, সুন্দর, পর্যাপ্ত বায়ুযুক্ত। হে সৌম্য সুগ্রীব ! এখানে প্রচুর পদ্মফুলে পরিপূর্ণ জলাশয় আছে।

কার্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত।
এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্॥ ১৭
অভিষিঞ্চস্ব রাজ্যে চ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়।

'হে সুগ্রীব ! এখন রাবণবধের উপযুক্ত সময় নয়। কার্তিক মাস উপস্থিত হলে এই বিষয়ে যত্নবান হব। এখন নিজপুরীতে প্রবেশ করুন। রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে সুহৃজ্জনের আনন্দবর্ধন করুন।'

ইতি রামাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ॥ ১৮
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্।

এইভাবে শ্রীরাম কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বালীর দ্বারা পালিত রমণীয়া কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

তং বানরসহস্রাণি প্রবিষ্টং বানরেশ্বরম্॥ ১৯
অভিবার্য প্রবিষ্টানি সর্বতঃ প্লবগেশ্বরম্।

হাজার হাজার বানরও বানরেশ্বরের সঙ্গে গুহায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা সকলে বানরাধিপতিকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করলেন।

ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা দৃষ্ট্বা হরিগণেশ্বরম্॥ ২০
প্রণম্য মূর্ধ্না পতিতা বসুধায়াং সমাহিতাঃ।

তদনন্তর বানররাজকে দর্শন করে সকল প্রজারা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম জানালেন।

সুগ্রীবঃ প্রকৃতীঃ সর্বাঃ সম্ভাষ্যোত্থাপ্য বীর্যবান্॥ ২১
ভ্রাতুরন্তঃপুরং সৌম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।

বীর্যবান মহাবলশালী সুগ্রীব প্রজাবৃন্দকে উত্থানের আজ্ঞা দিয়ে এবং সম্ভাষণ করে অগ্রজের সুরম্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

প্রবিষ্টং ভীমবিক্রান্তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্॥ ২২
অভ্যষিঞ্চন্ত সুহৃদঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।

ভয়ংকর পরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে প্রবেশ করতে দেখে সুহৃদবৃন্দ তাঁকে অভিষিক্ত করলেন, যেমন দেবতারা সহস্রলোচন ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তস্য পাণ্ডুরমাজহ্রুশ্ছত্রং হেমপরিষ্কৃতম্॥ ২৩
শুক্লে চ বালব্যজনে হেমদণ্ডে যশস্করে।
তথা রত্নানি সর্বাণি সর্ববীজৌষধানি চ॥ ২৪
সক্ষীরাণাং চ বৃক্ষাণাং প্ররোহান্ কুসুমানি চ।
শুক্লানি চৈব বস্ত্রাণি শ্বেতং চৈবানুলেপনম্॥ ২৫
সুগন্ধীনি চ মাল্যানি স্থলজান্যম্বুজানি চ।
চন্দনানি চ দিব্যানি গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্॥ ২৬
অক্ষতং জাতরূপং চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী।
দধি চর্ম চ বৈয়াঘ্রং পরার্ধ্যে চাপ্যুপানহৌ॥ ২৭
সমালম্ভনমাদায় গোরোচনং মনঃশিলাম্।
আজগ্মুস্তত্র মুদিতা বরাঃ কন্যাশ্চ ষোড়শ॥ ২৮

শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত ছাতা, সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট দুটি শ্বেতশুভ্র চামর, সকল প্রকারের রত্ন, সকল বীজ, ওষধিসমূহ, ক্ষীরবান বৃক্ষরাজির অঙ্কুর এবং পুষ্প শুক্ল বস্ত্রসমূহ, শ্বেত অনুলেপন, স্থলজ এবং জলজ সুগন্ধী ফুলের মালা, দিব্যচন্দন, বহুবিধ গন্ধদ্রব্য, অক্ষত (আতপ চাল), সোনা, অশ্বত্থ পাতা, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম, শ্রেষ্ঠ চর্মপাদুকা, অঙ্গরাগসমূহ, গোরোচনা[১], মনঃশিলা[২], ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে সকলে সেখানে উপস্থিত হলেন, তৎসহ এলো আহ্লাদিতা ষোলোজন সুন্দরী কন্যা।

ততস্তে বানরশ্রেষ্ঠমভিষেক্তুং যথাবিধি।
রত্নৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ তোষয়িত্বা দ্বিজর্ষভান্॥ ২৯

তদনন্তর তাঁরা সকলে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অভিষেকের জন্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবিধ রত্ন, বস্ত্র, ভোজ্যদ্রব্যাদি দ্বারা সন্তুষ্টি বিধান করলেন।

ততঃ কুশপরিস্তীর্ণং সমিদ্ধং জাতবেদসম্।
মন্ত্রপূতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ॥ ৩০

মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিতেরা কুশাস্তীর্ণ প্রদীপ্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত

[১]গো হতে জাত দীপ্তিমান দ্রব্য বিশেষ।

[২]রক্তবর্ণ উপধাতুবিশেষ।

ঘৃতদ্বারা আহুতি প্রদান করলেন।

ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বরাস্তরণসংবৃতে।
প্রাসাদশিখরে রম্যে চিত্রমাল্যোপশোভিতে॥ ৩১
প্রাঙ্মুখং বিধিবন্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে।

পরে চিত্র ও মাল্য দ্বারা শোভিত রমণীয় প্রাসাদ-শিখরে অবস্থিত স্বর্ণসিংহাসনে সুন্দর আসন পেতে তদুপরি সুগ্রীবকে পূর্বাভিমুখে নানাবিধ মন্ত্রসহযোগে স্থাপন করলেন।

নদীনদেভ্যঃ সংহৃত্য তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ॥ ৩২
আহৃত্য চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ।
অপঃ কনককুম্ভেষু নিধায় বিমলং জলম্॥ ৩৩
শুভৈর্ঋষভশৃঙ্গৈশ্চ কলশৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ॥ ৩৪
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনূমাঞ্জাম্ববাংস্তথা॥ ৩৫
অভ্যষিঞ্চত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা॥ ৩৬

অতঃপর শ্রেষ্ঠ বানরেরা নদ, নদী, সমুদ্র তথা নানা দিক থেকে সংগৃহীত তীর্থের নির্মল জল স্বর্ণকলসে রাখলেন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট এবং মহর্ষিদের দ্বারা কথিত বিধি অনুসারে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান এবং জাম্ববান প্রমুখ স্বর্ণকলসে রক্ষিত নির্মল সুগন্ধী জল দ্বারা সুগ্রীবের অভিষেক করলেন যেমনভাবে দেবতারা সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩৭

সুগ্রীবের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হলে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বানর একত্রিত হয়ে আনন্দে চিৎকার[1] করতে লাগল।

রামস্য তু বচঃ কুর্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়ৎ॥ ৩৮

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে বানরাধিপতি সুগ্রীব কুমার অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্রোশাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্॥ ৩৯

অঙ্গদের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হলে সদয় বানরেরা 'সাধু সাধু' এই বলে মহাত্মা সুগ্রীবের পূজা করলেন।

রামং চৈব মহাত্মানং লক্ষ্মণং চ পুনঃ পুনঃ।
প্রীতাশ্চ তুষ্টুবুঃ সর্বে তাদৃশে তত্র বর্তিনি॥ ৪০

সুগ্রীব এবং অঙ্গদ এইভাবে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত হলে সকল বানরেরা আনন্দিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বারংবার স্তুতি করতে লাগলেন।

হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।
বভূব নগরী রম্যা কিষ্কিন্ধা গিরিগহ্বরে॥ ৪১

গিরি-কন্দরে অবস্থিত কিষ্কিন্ধানগরী হৃষ্টপুষ্ট পুরবাসী এবং ধ্বজা, পতাকাদি দ্বারা রমণীয় হয়ে উঠল।

নিবেদ্য রামায় তদা মহাত্মনে
মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।
রুমাং চ ভার্যামুপলভ্য বীর্যবা-
নবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা॥ ৪২

বানরবাহিনীর অধিপতিরূপে নিজের অভিষেকের বার্তা সুগ্রীব মহাত্মা শ্রীরামকে নিবেদন করলেন। তিনি নিজ পত্নী রুমা এবং বানরসাম্রাজ্য লাভ করলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

[1] চীৎকার অর্থাৎ জয়ধ্বনি।

সপ্তবিংশ সর্গ (২৭)

প্রস্রবণ পর্বতের শিখরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্॥ ১

সুগ্রীবের অভিষেকের পরে বানরেরা গুহায় প্রবেশ করলে, রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রস্রবণ গিরির উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শার্দূলমৃগসংঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈর্বৃতম্।
নানাগুল্মলতাগূঢ়ং বহুপাদপসংকুলম্॥ ২

ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য পশুদের গর্জনসহ সিংহের ভয়ানক রবে আবৃত তথা বহু বৃক্ষে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ লতাগুল্মসঙ্কুল হল এই প্রস্রবণ পর্বত।

ঋক্ষবানরগোপুচ্ছৈর্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্॥ ৩

ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ নামক বিশেষ একধরণের বানর এবং বিড়ালরা সেখানে বাস করে। মেঘরাশি তুল্য দর্শনীয় এই পর্বত নিত্যই মঙ্গলময় এবং শুদ্ধ।

তস্য শৈলস্য শিখরে মহতীমায়তাং গুহাম্।
প্রত্যগৃহ্নীত বাসার্থং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ॥ ৪

সেই পর্বতের শিখরে বিশাল আয়তনবিশিষ্ট একটি গুহা। লক্ষ্মণের সঙ্গে বাস করার জন্য রামচন্দ্র সেইস্থানে আশ্রয় নিলেন।

কৃত্বা চ সময়ং রামঃ সুগ্রীবেণ সহানঘঃ।
কালযুক্তং মহদ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ৫
বিনীতং ভ্রাতরং ভ্রাতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্।

রঘুকুলনন্দন নিষ্পাপ শ্রীরাম লক্ষ্মীবর্ধক বিনীত ভাই লক্ষ্মণকে সময়োচিত সুন্দর বাক্য বলতে লাগলেন—

ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা॥ ৬
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম।

'এই পার্বত্যগুহা সুবিশাল, সুন্দর এবং পর্যাপ্ত বায়ুযুক্ত। হে সৌমিত্র ! আমি এখানেই বাস করব। হে অরিন্দম ! বর্ষার রাত্রি আমি এখানেই অতিবাহিত করব।

গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্থিবাত্মজ॥ ৭
শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্।

'হে রাজকুমার ! এই গিরিশৃঙ্গ অতি রমণীয় এবং সুন্দর, শ্বেত, কৃষ্ণ এবং তাম্রবর্ণের শিলাদ্বারা শোভিত।

নানাধাতুসমাকীর্ণং নদীদর্দুরসংযুতম্॥ ৮
বিবিধৈর্বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ চারুচিত্রলতাযুতম্।
নানাবিহগসংঘুষ্টং ময়ূরবরনাদিতম্॥ ৯

'এই স্থান নানাবিধ ধাতু দ্বারা সমাকীর্ণ। এখানে নদী আছে, তাতে ব্যাঙের বসবাস। নানারকম বৃক্ষ, ষণ্ড এবং সুন্দর সুন্দর লতাযুক্ত এইস্থানে বিভিন্ন পাখির কাকলি ও ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রুত হয়।

মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ সিন্দুবারৈঃ শিরীষকৈঃ।
কদম্বার্জুনসর্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্॥ ১০

'মালতী এবং কুন্দফুলের লতা, নিসিন্দা, শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন এবং শালগাছ এবং তাদের পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত এই স্থান।

ইয়ং চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা।
নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ॥ ১১

'হে রাজকুমার ! প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের দ্বারা রমণীয় এই জলাশয় আমাদের গুহা থেকে বেশীদূরে অবস্থিত নয়।

প্রাগুদক্প্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি।
পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাতেয়ং ভবিষ্যতি॥ ১২

'হে সৌম্য ! ঈশানকোণাভিমুখী এই গুহা বসবাসের পক্ষে উত্তম হবে। এর পশ্চাৎভাগ অর্থাৎ নৈর্ঋতকোণ উচ্চ, অতএব বর্ষাকালের পক্ষে সুখকর হবে।

গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা।
কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঞ্জনচয়োপমা॥ ১৩

'হে সৌমিত্র ! এই গুহার দ্বারদেশে একটি বিদলিত কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট সমতল এবং সুখক শিলা আছে।

গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্।
ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্ ॥ ১৪

'হে অনুজ ! দেখো, উত্তরদিকে দলিত কজ্জলবৎ, মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণের উদীয়মান গিরিশৃঙ্গ।

দক্ষিণস্যামপি দিদিশি স্থিতং শ্বেতমিবাম্বরম্।
কৈলাসশিখরপ্রখ্যং নানাধাতুবিরাজিতম্॥ ১৫

'দক্ষিণদিকে অবস্থিত ওই পর্বতশিখর নানাবিধ ধাতুরঞ্জিত। এর সৌন্দর্য শুভ্রবস্ত্র এবং কৈলাসশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রাচীনবাহিনীং চৈব নদীং ভৃশমকর্দমাম্।
গুহায়াঃ পরতঃ পশ্য ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব॥ ১৬

'গুহার পরে দেখো, পূর্ববাহিনী কর্দমহীন নদীটি ত্রিকূট পর্বতগাত্রে মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

চন্দনৈস্তিলকৈঃ সালৈস্তমালৈরতিমুক্তকৈঃ।
পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্॥ ১৭

'চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, মাধবীলতা, পদ্মকাষ্ঠ[১], সরল, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা নদীতীর সুশোভিত।

বানীরৈস্তিমিদৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি।
হিন্তালৈস্তিনিশৈর্নীপৈর্বেতসৈঃ কৃতমালকৈঃ॥ ১৮
তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ।
বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা॥ ১৯

'জলবেতস, তিমিদ, বকুল, কেতকী, হিন্তাল, তিনিশ, স্থলবেতস, কৃতমাল প্রভৃতি নদী-তীরবর্তী নানারূপ বৃক্ষরাজি ইতস্তত শোভিত হচ্ছে। যেন বসন এবং আভরণ দ্বারা সুসজ্জিতা এক নারী।

শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা।
একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা॥ ২০

'শত শত পাখির কূজনে নদীতীর মুখরিত। পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাক্ পক্ষীর আহ্বানে নদীতীর অলঙ্কৃত।

পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংসসারসসেবিতা।
প্রহসন্তেব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা॥ ২১

'অতি রমণীয় তীরভূমি হংস এবং সারসদের দ্বারা সেবিত হচ্ছে। যেন নানাবিধ রত্নসমন্বিত হয়ে সুন্দরী নারীর ন্যায় নদীটি হাস্যরতা।

ক্বচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতিরক্তোৎপলৈঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড্মলৈঃ॥ ২২

'কোথাও নীলপদ্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, কোথাও বা প্রস্ফুটিত রক্তকমল দ্বারা সুশোভিত। আবার কোথাও শোভা পাচ্ছে দিব্য শ্বেতবর্ণের কুমুদকলি।

পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হিক্রৌঞ্চবিনাদিতা।
রমণীয়া নদী সৌম্য মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা॥ ২৩

'শত শত জলচর পাখি দ্বারা সেবিত এবং ময়ূর ও ক্রৌঞ্চের নাদে মুখরিত এই শান্ত নদীতীর বড় রমণীয়। মুনিগণ এই নদীর জল সেবন করেন।

পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্‌ক্তীঃ সুরুচিরা ইব।
ককুভানাং চ দৃশ্যন্তে মনসেবোদিতাঃ সমম্॥ ২৪

'ওই দেখো, সুন্দর সারিবদ্ধ চন্দনবৃক্ষ এবং অর্জুনবৃক্ষসমূহ। মনে হচ্ছে যেন এগুলি আপন ইচ্ছায় বর্ধিত হয়েছে।

অহো সুরমণীয়োঽয়ং দেশঃ শত্রুনিষূদন।
দৃঢ় রংস্যাব সৌমিত্রে সাধ্বত্র নিবসাবহে॥ ২৫

'হে শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ ! আহা ! কী সুন্দর এই দেশ ! এখানে আমাদের মন ভালো থাকবে। আসুন আমরা এখানেই বাস করব।

ইতশ্চ নাতিদূরে সা কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা।
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ॥ ২৬

'হে রাজকুমার ! বিচিত্র কাননে সুশোভিত সুগ্রীবের রমণীয় কিষ্কিন্ধাপুরী এখান থেকে বেশি দূরে হবে না।

গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জয়তাং বর।
নদতাং বানরাণাং চ মৃদঙ্গাডম্বরৈঃ সহ॥ ২৭

'হে বিজয়শ্রেষ্ঠ ! মৃদঙ্গ ডমরু সহযোগে বানরের গীতবাদ্য এবং গম্ভীর নাদ শোনা যাচ্ছে।

লব্ধ্বা ভার্যাং কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুহৃদ্‌বৃতঃ।
ধ্রুবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সম্প্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্॥ ২৮

'বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিজ পত্নীকে লাভ করে, রাজ্য পেয়ে তথা মহতী রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করে নিশ্চয়ই সুহৃদজনের সঙ্গে আনন্দ করছেন।'

ইত্যুক্ত্বা ন্যবসৎ তত্র রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বহুদৃশ্যদরীকুঞ্জে তস্মিন্ প্রস্রবণে গিরৌ॥ ২৯

এই বলে রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বহু গিরিকন্দর ও কুঞ্জশোভিত সেই প্রস্রবণ পর্বতে বাস করতে লাগলেন।

সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরণীধরে।
বসতস্তস্য রামস্য রতিরল্পাপি নাভবৎ॥ ৩০
হৃতাং হি ভার্যাং স্মরতঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।

অপহৃতা, প্রাণাধিকা ভার্যাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ বহুদ্রব্য সমন্বিত সেই স্থানে বাস করেও রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র সুখ অনুভব করলেন না।

---

[১]ওষধি

উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা শশাঙ্কং চ বিশেষতঃ॥ ৩১
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাসু শয়নং গতম্।

বিশেষত, পর্বতোপরি চন্দ্রোদয় দেখে ও রাত্রিকালে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেও তিনি নিদ্রাভিভূত হলেন না।

তৎসমুত্থেন শোকেন বাষ্পোপহতচেতনম্॥ ৩২
তং শোচমানং কাকুৎস্থং নিত্যং শোকপরায়ণম্।
তুল্যদুঃখোঽব্রবীদ্ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ং বচঃ॥ ৩৩

উত্থিত শোকাবেগে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তিনি হতচেতন হয়ে গেলেন। সেই নিত্য শোকমগ্ন কাকুৎস্থকে চিন্তারত দেখে সমান দুঃখী ভাই লক্ষ্মণ বিনয় সহকারে বললেন—

অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বার্থা বিদিতং হি তে॥ ৩৪

'হে বীর ! আপনি ব্যথিত হয়ে এইরূপ শোক করবেন না। আপনি জানেন শোক করতে করতে মানুষ সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়ে।

ভবান্ ক্রিয়াপরো লোকে ভবান্ দেবপরায়ণঃ।
আস্তিকো ধর্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘব॥ ৩৫

'হে রঘুনন্দন ! জগতে আপনি ক্রিয়াপরায়ণ এবং দেবপরায়ণ। আপনি আস্তিক[১], ধর্মপরায়ণ এবং উদ্যোগী।

ন হ্যব্যবসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ।
সমর্থস্ত্বং রণে হন্তুং বিক্রমে জিহ্মকারিণম্॥ ৩৬

'যদি আপনি উদ্যোগহীন হয়ে পড়েন, তাহলে কুটিল কর্মকারী শত্রু রাক্ষসকে যুদ্ধে মহাপরাক্রমে হত্যা করতে পারবেন না।

সমুন্মূলয় শোকং ত্বং ব্যবসায়ং স্থিরীকুরু।
ততঃ সপরিবারং তং রাক্ষসং হন্তুমর্হসি॥ ৩৭

'আপনি শোককে সম্পূর্ণরূপে দূর করুন। উদ্যোগকে সুস্থির করুন। তাহলেই আপনি সপরিবার সেই রাক্ষসকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন।

পৃথিবীমপি কাকুৎস্থ সসাগরবনাচলাম্।
পরিবর্তয়িতুং শক্তঃ কিং পুনস্তং হি রাবণম্॥ ৩৮

'হে কাকুৎস্থ ! আপনি সাগর, বন, পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। রাবণবধ আর অধিক কী ?

শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্‌কালোঽয়মাগতঃ।
ততঃ সরাষ্ট্রং সগণং রাবণং তং বধিষ্যসি॥ ৩৯

'বর্ষাকাল সমাগত। এখন শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। অনন্তর আপনি সৈন্য ও রাজ্যসহ রাবণকে বধ করবেন।

অহং তু খলু তে বীর্যং প্রসুপ্তং প্রতিবোধয়ে।
দীপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্॥ ৪০

'যেমন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি হবনক্রিয়ার সময় দীপ্ত হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি আপনার প্রসুপ্ত বীরত্বকে জাগ্রত করছি।'

লক্ষ্মণস্য হি তদ্ বাক্যং প্রতিপূজ্য হিতং শুভম্।
রাঘবঃ সুহৃদং স্নিগ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪১

লক্ষ্মণের এই হিতকর এবং শুভ বাক্যকে সম্মানিত করে রামচন্দ্র স্নেহমিশ্রিত স্নিগ্ধবাক্যে বললেন—

বাচ্যং যদনুরক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বয়া॥ ৪২

'ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী। অনুরাগী, স্নেহশীল এবং হিতকামীর পক্ষে যা বলা উচিত তুমি তাই বলেছ।

এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকার্যাবসাদকঃ।
বিক্রমেষ্বপ্রতিহতং তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্॥ ৪৩

'সর্ব কর্মে অবসাদকারী এই শোক আমি ত্যাগ করলাম। বিক্রমকে অপ্রতিহত করে যে তেজ তাকেই আমি জাগিয়ে তুলছি।

শরৎকালং প্রতীক্ষিষ্যে স্থিতোঽস্মি বচনে তব।
সুগ্রীবস্য নদীনাং চ প্রসাদমনুপালয়ন্॥ ৪৪

'তোমার বাক্যেই আমি স্থির হলাম। সুগ্রীবের এবং নদীগুলির জল স্বচ্ছ হবার আশায় আমি শরৎকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করব।

উপকারেণ বীরস্তু প্রতিকারেণ যুজ্যতে।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ॥ ৪৫

'বীরপুরুষেরা উপকারীর প্রত্যুপকারই করেন। অকৃতজ্ঞতা এবং অপ্রত্যুপকারিতা সাত্ত্বিকজনের চিত্তকে আঘাত করে।'

---

[১] বেদ-বিহিত কর্মে বিশ্বাসী।

তদেব যুক্তং প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্ ॥ ৪৬

শ্রীরামের এইরূপ বাক্য প্রণিধান করে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করলেন এবং নিজেরও মঙ্গল কামনা করে বললেন—

যথোক্তমেতৎ তব সর্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্তা নচিরাৎ তু বানরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমং ভবান্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ ॥ ৪৭

'হে নরেন্দ্র! আপনার পক্ষে যা ঈপ্সিত তাই আপনি বললেন। বানররাজ সুগ্রীব অচিরেই আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন। অতএব শত্রুনিগ্রহ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন এবং বর্ষাজনিত বিলম্বকে সহ্য করুন।

নিয়মা কোপং পরিপাল্যতাং শরৎ
ক্ষমস্ব মাসাংশ্চতুরো ময়া সহ।
বসাচলেঽস্মিন্ মৃগরাজসেবিতে
সংবর্তয়ঞ্ছত্রুবধে সমর্থঃ ॥ ৪৮

'ক্রোধকে সংযত করে শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন, বর্ষার এই চার মাস আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট সহ্য করুন, সিংহসেবিত এই পর্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন, অনন্তর আপনি শত্রুবধে সক্ষম হবেন।'

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

———○———

অষ্টাবিংশ সর্গ (২৮)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বর্ষাঋতুর বর্ণনা

স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১

বালীকে হত্যা করে এবং সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করে রামচন্দ্র মাল্যবান পর্বতের পৃষ্ঠভাগে অবস্থানরত অবস্থায় লক্ষ্মণকে বললেন—

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ ॥ ২

'এই জলধারা বর্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বর্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে। তুমি দেখো, পর্বততুল্য মেঘরাজিদ্বারা আকাশ সমাবৃত হয়েছে।

নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্ ॥ ৩

'সূর্যের কিরণদ্বারা সমুদ্রের রস পান করে আকাশ যেন নয়মাস ধরে গর্ভে ধারণ করে এখন বর্ষণের মাধ্যমে প্রসব করছে।

শক্যমম্বরমারুহ্য[1] মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ ॥ ৪

'মেঘের সোপানশ্রেণী দ্বারা আকাশে আরোহণ করে গিরিমল্লিকা এবং অর্জুনবৃক্ষ তাদের পুষ্পমালার দ্বারা যেন সূর্যদেবকে অলঙ্কৃত করছে।

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্ ॥ ৫

'সন্ধ্যার রাগে আকাশ রক্তবর্ণ, প্রান্তভাগ শুভ্রবর্ণ। স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষতস্থান যেন শুভ্র মেঘরূপী বস্ত্রখণ্ডে আবৃত হয়েছে।

মন্দমারুতনিঃশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্ ॥ ৬

'মন্দ মন্দ বায়ু যেন নিঃশ্বাস মোচন করছে, সন্ধ্যা

[1] 'শক্যো হ্যম্বরমাসাদ্য' ইতি পাঠো যুক্তঃ।

চন্দ্রলোক যেন রক্তচন্দন হয়ে ললাট আদি অঙ্গকে অনুরঞ্জিত করেছে, মেঘরূপী কপোল পাণ্ডুবর্ণ। আকাশ এরূপ কামাতুর পুরুষের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে।

এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥ ৭

'এই সেই গ্রীষ্মের ঘর্মক্লিষ্টা পৃথিবী যে বর্ষার নতুন জলধারায় সিক্ত হচ্ছে। সে যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় অশ্রুমোচন করছে।

মেঘোদরবিনির্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ।
শক্যমঞ্জলিভিঃ[1] পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ॥ ৮

'মেঘের উদর থেকে বিমুক্ত, কর্পূরখণ্ডের ন্যায় শীতল, কেতকীফুলের গন্ধবাহী বাতাস যেন অঞ্জলি ভরে পান করার যোগ্য।

এষ ফুল্লার্জুনঃ শৈলঃ কেতকৈরভিবাসিতঃ।
সুগ্রীব ইব শান্তারির্ধারাভিরভিষিচ্যতে॥ ৯

'কেতকীফুলের সুগন্ধে আমোদিত, অর্জুন ফুলে সজ্জিত এই পর্বত যেন শত্রুহীন সুগ্রীবের মতো জলধারায় অভিষিক্ত হচ্ছে।

মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্বতাঃ॥ ১০

'এই পর্বত ব্রহ্মচারির ন্যায় মেঘরূপ কালো মৃগচর্ম এবং বৃষ্টিধারারূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে। গিরিকন্দরে বাতাসের শব্দ যেন তার বেদপাঠ।

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তঃস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্॥ ১১

'বিদ্যুৎ যেন সোনার চাবুকের মতো আঘাত করছে। আকাশের গর্জন যেন সেই বেদনার আর্তনাদ।

নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী॥ ১২

'নীল মেঘে আশ্রয় নিয়ে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, রাবণের অঙ্কে ভীতা চঞ্চলা তপস্বিনী সীতা।

ইমাস্তা মন্মথবতাং হিতাঃ প্রতিহতা দিশঃ।
অনুলিপ্তা ইব ঘনৈর্নষ্টগ্রহনিশাকরাঃ॥ ১৩

'মেঘের ঘনঘটায় চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহগুলি অদৃশ্য হয়েছে। দিকভ্রম হয়ে যাচ্ছে। মদনতাড়িতদের পক্ষে এই অবস্থা হিতকর।

ক্বচিদ্ বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান্।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু।
মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্॥ ১৪

'হে সৌমিত্র! পর্বতের সানুদেশে পুষ্পিত কুরচি ফুলগুলি দেখো। বর্ষার আগমনে প্রকৃতিতে কোথাও ঔৎসুক্য, কোথাও বা বাষ্পরুদ্ধ অবস্থা—শোকাভিভূত আমার কামনাকে উদ্দীপ্ত করছে।

রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য বায়ু-
নির্দাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাং
প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্॥ ১৫

'ধূলিরাজি শান্ত হয়েছে, বাতাস হয়েছে শীতল, গ্রীষ্মের দোষ অপসারিত হয়ে ধরিত্রী শান্ত হয়েছে। রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে, প্রবাসী মানুষেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছে।

সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ।
অভীক্ষ্ণবর্ষোদকবিক্ষতেষু
যানানি মার্গেষু ন সম্পতন্তি॥ ১৬

'মানসসরোবরে বাস করতে আগ্রহী চক্রবাকপাখির দল প্রিয়াদের সঙ্গে নিয়ে এখন প্রস্থান করছে। নিরন্তর বর্ষার জলধারাঘাতে পথ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেইজন্য পথে যান চলাচল করছে না।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥ ১৭

'আকাশ কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা অপ্রকাশিত (অর্থাৎ কোথাও মেঘমুক্ত, কোথাও বা মেঘের দ্বারা আবৃত) কোথাও কোথাও পর্বতের ন্যায় সন্নিরুদ্ধ আকাশ, কখনো মনে হয় যেন শান্ত মহাসমুদ্র।

ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্পৈ-
র্নবং জলং পর্বতধাতুতাম্রম্।
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং
শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি॥ ১৮

[1] 'শক্যা অঞ্জলিভিঃ' ইতি স্বচ্ছঃ পাঠঃ।

'পার্বত্য নদীর নবজলধারা দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। তাতে মিশ্রিত হয়েছে শাল এবং কদমফুলসহ পার্বত্য ধাতুসমূহ। ময়ূরের কেকাধ্বনি যেন নদীর এই ধারাকে অনুসরণ করছে।

রসাকুলং ষট্পদসন্নিকাশং
প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং
ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্বম্ ॥ ১৯

'ভ্রমরের ন্যায় কালো রসে পরিপূর্ণ জাম মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করেন। বহু বর্ণবিশিষ্ট সুপক্ব বায়ুতাড়িত আমগুলি ভূমিতে পতিত হচ্ছে।

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ ॥ ২০

'রণোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় মেঘেরা উচ্চ গম্ভীর ধ্বনিতে গর্জন করছে। বিদ্যুৎ যেন তার পতাকা এবং বলাকার সারি যেন তার মালা, গিরিরাজের শিখরতুল্য হল এই মেঘের আকৃতি।

বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্তোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্ণেষ্বধিকং বিভান্তি ॥ ২১

'বর্ষার জলে আপ্যায়িত হয়ে সবুজ তৃণগুলি বৃদ্ধি লাভ করেছে। ময়ূরেরা নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েছে। মেঘের দল নিঃশেষে বর্ষণ করছে দেখো, অপরাহ্ণবেলায় বনভূমি অধিক সৌন্দর্য লাভ করেছে।

সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রযান্তি ॥ ২২

'বলাকার মালায় সুসজ্জিত মেঘেরা জলের গুরুভার বহন করতে করতে গর্জন করছে, পর্বতগুলির সুউচ্চ শৃঙ্গগুলিতে বিশ্রাম নিতে নিতে পুনরায় যাত্রা করছে।

মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য ॥ ২৩

'গর্ভধারণের জন্য মেঘকে কামনা করে আনন্দিত বলাকামালা গগনে উড্ডীয়মানা। মনে হয় যেন শ্বেতপদ্মের মালা বায়ু হিল্লোলিত হয়ে আকাশের কণ্ঠে সুশোভিত দোদুল্যমানা।

বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন ॥ ২৪

'নবোদ্গত তৃণরাজির মধ্যে ক্ষুদ্রকায় রক্তবর্ণ কীটের শোভা দেখে মনে হয় যেন শুকপক্ষীতুল্য সবুজ রঙের মধ্যে লাক্ষার সমতুল রক্তবর্ণ দ্বারা চিত্রিত কম্বলে আচ্ছাদিতা এক নারী।

নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি ॥ ২৫

'নিদ্রা ধীরে ধীরে ভগবান কেশবের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। নদী দ্রুত গতিতে সাগরের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আনন্দিত বকের দল মেঘের দিকে এগিয়ে চলেছে। কামনাতাড়িতা সুন্দরী নারী দয়িতের উদ্দেশে গমন করেছে।

জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্তা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহী সস্যবনাভিরামা ॥ ২৬

'ময়ূরেরা সুন্দর নৃত্যের দ্বারা বনের প্রান্তর সুশোভিত করেছে। কদম্বশাখা কদমফুলের দ্বারা সুসজ্জিত। ষণ্ডগুলি গোরুদের প্রতি সমানভাবে কামাসক্ত। বনভূমি শস্যক্ষেত্রে সবুজের সমারোহ—ধরিত্রী হয়ে উঠেছে রমণীয়া।

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ২৭

'নদীগুলি বয়ে চলেছে, মেঘেরা বর্ষণ করছে, উন্মত্ত হাতিরা গর্জন করছে, বনের প্রান্তভাগ শোভা পাচ্ছে। প্রিয়াবিহীনেরা চিন্তামগ্ন, ময়ূরেরা নৃত্যরত এবং বানরেরা আশ্বস্ত।

প্রহর্ষিতাঃ কেতকিপুষ্পগন্ধ-
মাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু।
প্রপাতশব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ
সার্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি ॥ ২৮

'বন্য ঝর্ণাগুলিতে উন্মত্ত হস্তীরা কেতকীফুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে ঝর্ণার জল পতনের শব্দে ময়ূরের কেকাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করছে।

ধারানিপাতৈরভিহন্যমানাঃ
কদম্বশাখাসু বিলম্বমানাঃ।
ক্ষণার্জিতং পুষ্পরসাবগাঢ়ং
শনৈর্মদং ষট্চরণাস্ত্যজন্তি ॥ ২৯

'বারিধারা পতনে আহত কদম্ববৃক্ষের শাখায় আশ্রিত ভ্রমরেরা গৃহীত পুষ্পরসদ্বারা অর্জিত ক্ষণিকের মাদকতা ধীরে ধীরে ত্যাগ করছে।

অঙ্গারচূর্ণোৎকরসন্নিকাশৈঃ
ফলৈঃ সুপর্যাপ্তরসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ।
জম্বূদ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখা
নিপীয়মানা ইব ষট্পদৌঘৈঃ ॥ ৩০

'অঙ্গারচূর্ণতুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, পর্যাপ্ত রসপূর্ণ বড় বড় জামফলে পূর্ণ গাছের শাখাগুলি দেখে মনে হচ্ছে ভ্রমরেরা যেন দল বেঁধে গাছের ডাল থেকে রস পান করছে।

তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্ ।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্ ॥ ৩১

'বিদ্যুৎরূপী পতাকা দ্বারা অলংকৃত উচ্চৈঃস্বরে এবং গম্ভীর গর্জনকারী মেঘের রূপ যেন রণোন্মত্ত হস্তীতুল্য।

মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী
সম্প্রস্থিতো মেঘরবং নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাদশঙ্কী
মত্তো গজেন্দ্রঃ প্রতিসন্নিবৃত্তঃ ॥ ৩২

'মেঘের গর্জন শুনে পার্বত্য বনপথে বিচরণকারী যুদ্ধকামী রণোন্মত্ত হস্তী অন্য কোনো হস্তীর গর্জন মনে করে যেন যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

কচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈঃ
কচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
কচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ-
র্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ ॥ ৩৩

'কোথাও ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে। কোথাও বা ময়ূরেরা নৃত্য করছে। গজরাজ মদমত্ত হয়ে কোথাও বিচরণ করছে। বনের প্রান্তভাগ এইভাবে অনেক কিছুকে আশ্রয় করে সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কদম্বসর্জার্জুনকন্দলাঢ্যা
বনান্তভূমির্মধুবারিপূর্ণা ।
ময়ূরমত্তাভিরুতপ্রনৃত্তৈ-
রাপানভূমিপ্রতিমা বিভাতি ॥ ৩৪

'কদম্ব, শাল, অর্জুন এবং স্থলপদ্মে সমৃদ্ধ হয়ে বনান্তভূমি মধুবারি দ্বারা পরিপূর্ণ। ময়ূরের মত্ততা, নৃত্য, কেকাধ্বনি দ্বারা উপলক্ষিত হয়ে বনভূমি যেন পানশালার রূপ ধারণ করেছে।

মুক্তাসমাভং সলিলং পতদ্ বৈ
সুনির্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ
সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি ॥ ৩৫

'সুনির্মল পত্রপুট সংলগ্ন আকাশ থেকে পতিত জলবিন্দু মুক্তোর তুল্য। বর্ষণসিক্ত বিহঙ্গের পক্ষযুগল হয়েছে বিবর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত জল তৃষ্ণার্ত পাখিরা পান করছে।

ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্ ।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥ ৩৬

'ভ্রমরের গুঞ্জন যেন বীণার মধুর ঝংকার, ব্যাঙের মক্‌মক্ ধ্বনি যেন কণ্ঠতাল এবং মৃদঙ্গের ধ্বনিতুল্য মেঘের গুরুগুরু গর্জনের মধ্য দিয়ে যেন বনে সংগীতের উৎসব আরম্ভ হয়েছে।

কচিৎ প্রনৃত্তৈঃ কচিদুন্নদদ্ভিঃ
কচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥ ৩৭

'ময়ূরেরা কোথাও নাচছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বর কূজন করছে, কোথাও বৃক্ষশাখায় নিজের সমস্ত শরীর লুকিয়ে রাখছে। বিশাল পুচ্ছের অলঙ্কারে সুসজ্জিত ময়ূরেরা বনে এইভাবে সঙ্গীতের আসর বসিয়েছে।

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি ॥ ৩৮

'মেঘের গর্জন শুনে ব্যাঙেরা তাদের দীর্ঘদিনের নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠছে। অনেকপ্রকার রূপ, আকৃতি, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট ব্যাঙের দল যেন নবজলধারায় অভিনন্দিত হয়ে কলনাদ করছে।

নদ্যঃ সমুদ্বাহিতচক্রবাকা-
স্তটানি শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা।
দৃপ্তা নবপ্রাবৃতপূর্ণভোগা-
দ্রুতং স্বভর্তারমুপোপয়ান্তি ॥ ৩৯

'চক্রবাকগুলি যেন নদীসমূহ দ্বারা বাহিত হচ্ছে। শীর্ণ তটরাজি প্লাবিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, দর্পিতা নারী পূর্ণভোগের বাসনায় নব আবরণে সমাবৃতা হয়ে (নব জলধারায় সমৃদ্ধ হয়ে) তার স্বামীর প্রতি (সমুদ্রের প্রতি) সবেগে অগ্রসর হয়েছে।

নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা
মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ।
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ
শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ ॥ ৪০

'নীল মেঘের সঙ্গে নতুন জলধারাপূর্ণ নীল মেঘের দল এমনভাবে লিপ্ত হয়েছে, যেন দাবাগ্নিদগ্ধ পর্বতের মধ্যে দাবাগ্নিদগ্ধ পর্বতরাজি বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রমত্তসন্নাদিতবর্হিণানি
সশক্রগোপাকুলশাদ্বলানি।
চরন্তি নীপার্জুনবাসিতানি
গজাঃ সুরম্যাণি বনান্তরাণি ॥ ৪১

'কোথাও ময়ূরেরা মত্ত হয়ে কলনাদ করছে। তৃণরাজি ইন্দ্রগোপ নামক কীট দ্বারা আচ্ছাদিত। কদম্ব এবং অর্জুন গাছের ফুলের গন্ধে সুবাসিত বনের প্রান্তদেশে বহু হাতি বিচরণ করছে।

নবাম্বুধারাহতকেসরাণি
দ্রুতং পরিত্যজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেসরাণি
নবানি হৃষ্টা ভ্রমরাঃ পিবন্তি ॥ ৪২

'ভ্রমরের দল নবজলধারায় বিনষ্ট কেশরবিশিষ্ট পদ্মফুলগুলি দ্রুত ত্যাগ করছে। কেশরযুক্ত নতুন কদম্ব ফুলগুলির রস সানন্দে পান করছে।

মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা
বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যা নগেন্দ্রাঃ নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ
প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥ ৪৩

'বড় বড় হাতিরা মত্ত হয়েছে, বৃষগুলি আনন্দিত, সিংহরা বনে বিক্রম প্রকাশ করছে। বড় বড় পর্বতগুলি রমণীয় হয়ে উঠেছে। রাজারা নিভৃতে অবস্থান করছেন, সুরেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র) মেঘেদের নিয়ে খেলা করছেন।

মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনাদা
মহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ।
নদীস্তটাকানি সরাংসি বাপী-
র্মহীং চ কৃৎস্নামপবাহয়ন্তি ॥ ৪৪

'সমুদ্রে উদ্ভূত তরঙ্গের ন্যায় মেঘেরা গর্জন করে গগনপথে জলপুঞ্জ অবলম্বন করে তারা বিচরণ করছে, নদীর তীর, জলাশয়, সরোবর এবং পৃথিবীকে জলধারায় আপ্লুত করছে।

বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রণষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥ ৪৫

'অত্যন্ত বেগে বারিধারা পতিত হচ্ছে। বাতাস সবেগে বয়ে চলেছে। নদীগুলি পাড় ভেঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর জল পথগুলিকে বিপন্ন করছে।

নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্বতেন্দ্রাঃ
সুরেন্দ্রদত্তৈঃ পবনোপনীতৈঃ।
ঘনাম্বুকুম্ভৈরভিষিচ্যমানা
রূপং শ্রিয়ং স্বামিব দর্শয়ন্তি ॥ ৪৬

'মানুষ যেমন কলসের জলে রাজাকে অভিষিক্ত করে, তেমনি দেবরাজ প্রেরিত বাতাস এবং মেঘরূপী কলসের জলের স্পর্শে পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলি সিক্ত হয়ে সুন্দর রূপ ধারণ করেছে।

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ ॥ ৪৭

'মেঘের ঘনঘটায় আকাশে তারাও দেখা যাচ্ছে না, সূর্যও দেখা যাচ্ছে না। নবজলধারার স্পর্শে পৃথিবী জলে

লুপ্ত। চতুর্দিক অন্ধকারলিপ্ত হওয়ায় দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং
ধারাবিধৌতান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-
র্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ ॥ ৪৮

'পর্বতের সুউচ্চ চূড়াগুলি জলধারায় ধৌত হয়ে অধিকতর শোভা লাভ করেছে। বহুসংখ্যক এবং বিশালাকৃতির ঝর্ণাগুলি পর্বতগাত্রে মুক্তোমালার ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

শৈলোপলপ্রস্খলমানবেগাঃ
শৈলোত্তমানাং বিপুলাঃ প্রপাতাঃ।
গুহাসু সন্নাদিতবর্হিণাসু
হারা বিকীর্যন্ত ইবাবভান্তি ॥ ৪৯

'সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হয়ে জলের গতিকে রুদ্ধ করছে। বহুসংখ্যক জলপ্রপাত গুহায় প্রবেশ করে কেকাধ্বনির মতো শোনাচ্ছে এবং এগুলি পর্বতগাত্রে মুক্তোমালার ন্যায় শোভা লাভ করছে।

শীঘ্রপ্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা
নির্ধৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।
মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ পতন্তো
মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে ॥ ৫০

'বিশাল জলপ্রপাত দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। পর্বতের নিম্নভাগগুলি উত্তমরূপে ধৌত করছে। মুক্তোমালাসম তা অবতরণ করছে। বড় বড় গুহাগুলি যেন এই বিপুল জলরাশিকে আপন অঙ্কে ধারণ করেছে।

সুরতামর্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বর্গস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ।
পতন্তি চাতুলা দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫১

'সুরত-ক্রীড়াকালে অঙ্গের মর্দনজনিত কারণে দেবাঙ্গনাদের বিচ্ছিন্ন মুক্তোমালার মতো জলপ্রপাতের বারিধারা পর্বতগাত্রে ধাক্কা খেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিলীয়মানৈর্বিহগৈর্নিমীলদ্ভিশ্চ পঙ্কজৈঃ।
বিকসন্ত্যা চ মালত্যা গতোঽস্তং জ্ঞায়তে রবিঃ ॥ ৫২

'আকাশ থেকে পক্ষীকুল বিলীয়মান। পদ্মফুলের পাপড়ি নিমীলিত। মালতীফুল বিকশিত হচ্ছে ; এইসমস্ত কারণেই জানা যায় সূর্য অস্ত গেছে।

বৃত্তা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ততে।
বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতাঃ ॥ ৫৩

'রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে। যুদ্ধে গমনোদ্যত সৈন্যরা পথেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। শত্রু এবং পথ একইভাবে জল দ্বারা বিপর্যস্ত।

মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ ৫৪

'ভাদ্র[১] মাস সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের স্বাধ্যায়ের সময়। সামগানের এই সময় উপস্থিত হয়েছে।

নিবৃত্তকর্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ।
আষাঢীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোসলাধিপঃ ॥ ৫৫

'কোশলদেশের অধিপতি ভরত অবশ্যই চান্দ্র আষাঢ় মাস সমাগত হতেই সঞ্চয়ের জন্য আবশ্যক সমস্ত কিছু সংগ্রহ করেছেন।

নূনমাপূর্যমাণায়াঃ সরয্বা বর্ধতে রয়ঃ।
মাং সমীক্ষ্য সমায়ান্তমযোধ্যায়া ইব স্বনঃ ॥ ৫৬

'অবশ্যই সরযূনদীর বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিপূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যেমন আমাকে বনবাসে আসতে দেখে অযোধ্যাপুরীর বাসিন্দাদের রোদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে।
বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ ॥ ৫৭

'এই বর্ষা বহুগুণসম্পন্ন। এই সময় সুগ্রীব শত্রুকে পরাস্ত করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে মহাসুখে অবস্থান করছেন।

অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥ ৫৮

'কিন্তু আমি আমার মহান রাজ্যচ্যুত, আমার স্ত্রী অপহৃতা। হে লক্ষ্মণ ! আমি বর্ষার নদীকূলের মতো অবসন্ন ও ক্লিন্ন হয়ে রয়েছি।

শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৯

'বর্ষাকাল ভীষণ দুর্গম। আমার শোকও অতি বিস্তৃত। আমার মহাশত্রু রাবণকে অপরাজেয় বলে মনে হচ্ছে।

অযাত্রাং বৈ দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥ ৬০

[১] প্রৌষ্ঠপদ—ভাদ্র

'দেখছি পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম, এই সময় যাত্রার উপযুক্ত নয় ; সেইজন্য নতমস্তক হলেও আমি কিছু বলিনি।

অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্‌ দারৈঃ সমাগতম্‌।
আত্মকার্যগরীয়স্ত্বাদ্‌ বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্‌॥ ৬১

'দীর্ঘকাল যাবৎ প্রিয়াবিচ্ছিন্ন থেকে সুগ্রীব সদাই পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এদিকে আমার কাজও অতি কঠিন (স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ হবে না)। সেইজন্য এইসময় বানর সুগ্রীবকে আর কিছু বললাম না।

স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্‌।
উপকারং চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬২

'কিছুকাল বিশ্রাম করে উপযুক্ত[১] সময় উপস্থিত হয়েছে এই কথা জেনে, সুগ্রীব স্বয়ং আমার উপকার করতে সমুপস্থিত হবেন, এই বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

তস্মাৎ কালপ্রতীক্ষোঽহং স্থিতোঽস্মি শুভলক্ষণ।
সুগ্রীবস্য নদীনাং চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্‌॥ ৬৩

'অতএব হে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ ! আমি সুগ্রীবের এবং নদীগুলির আমার প্রতি প্রসন্নতালাভ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করি।

উপকারেণ বীরো হি প্রতীকারেণ যুজ্যতে।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ॥ ৬৪

'বীর ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু, যিনি অকৃতজ্ঞ তিনি প্রত্যুপকার না করে সাত্ত্বিক পুরুষদের মনে আঘাত করেন।'

অথৈবমুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্‌।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্‌ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্‌॥ ৬৫

রামচন্দ্র এইরূপ বলার পরে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সুদর্শন শ্রীরামকে পূজা করে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। নিজের শুভদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন—

যুক্তমেতৎ তব সর্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্তা নচিরাদ্ধরীশ্বরঃ।
শরৎ প্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিদং ভবাঞ্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ॥ ৬৬

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! যা আপনার সর্বাধিক ঈপ্সিত তা বানররাজ সুগ্রীবের দ্বারা অচিরেই লাভ করবেন। অতএব শত্রুসংহার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে শরৎকালের জন্য প্রতীক্ষা করুন এবং বর্ষাকালের এই বিলম্বকে সহ্য করুন।'

—○—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

—○—

একোনত্রিংশ সর্গ (২৯)

হনুমান কর্তৃক প্রবুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবের নীলকে বানরসৈন্যদের একত্র করার আদেশ দান

সমীক্ষ্য বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্বলাহকম্‌।
সারসাকুলসংঘুষ্টং রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্‌॥ ১

সমৃদ্ধার্থং চ সুগ্রীবং মন্দধর্মার্থসংগ্রহম্‌।
অত্যর্থং চাসতাং মার্গমেকান্তগতমানসম্‌॥ ২

নিবৃত্তকার্যং সিদ্ধার্থং প্রমদাভিরতং সদা।
প্রাপ্তবন্তমভিপ্রেতান্‌ সর্বানেব মনোরথান্‌॥ ৩

স্বাং চ পত্নীমভিপ্রেতাং তারাং চাপি সমীপ্সিতাম্‌।
বিহরন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বরম্‌॥ ৪

ক্রীড়ন্তমিব দেবেশং গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
মন্ত্রিষু ন্যস্তকার্যং চ মন্ত্রিণামনবেক্ষকম্‌॥ ৫

উচ্ছিন্নরাজ্যসন্দেহং কামবৃত্তমিব স্থিতম্‌।
নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কালধর্মবিশেষবিৎ॥ ৬

প্রসাদ্য বাক্যৈর্বিবিধৈর্হেতুমদ্ভির্মনোরমৈঃ।
বাক্যবিদ্‌ বাক্যতত্ত্বজ্ঞং হরীশং মারুতাত্মজঃ॥ ৭

হিতং তথ্যং চ পথ্যং চ সামধর্মার্থনীতিমৎ।
প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ম্‌॥ ৮

[১] যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময়।

হরীশ্বরমুপাগম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

হনুমান দেখলেন মেঘমালা ও বিদ্যুৎপুঞ্জ আকাশ থেকে দূরীভূত হয়েছে। নির্মল আকাশে সর্বত্র সারসের দল আনন্দে বিচরণ করছে। নির্মেঘ গগনে জ্যোৎস্না যেন চন্দনের ন্যায় অনুলেপিত হয়েছে। তিনি লক্ষ করলেন অভীষ্ট পূরণের পরে সুগ্রীবের অর্থসংগ্রহ এবং ধর্মসাধন-কর্মে শিথিলতা এসেছে, তিনি অসাধু লোকেদের পথই একান্তভাবে আশ্রয় করেছেন। কার্য সিদ্ধ হওয়ার পরেই তিনিই সর্বদা প্রমোদপরায়ণ। তাঁর অভীষ্ট লাভ হয়ে গিয়েছে, সকল মনোবাসনাই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর অভিপ্রেত নিজ পত্নী রুমাসহ সমঈপ্সিত তারাকে তিনি লাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গেই অহোরাত্র বিহার করে তাঁর শোক বিগত হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন গন্ধর্বা এবং অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, তিনিও তদনুরূপ করছেন। মন্ত্রীদের ওপরেই রাজকার্যের দায়িত্ব দিয়ে কামক্রীড়ায় মত্ত হয়ে কালাতিপাত করছেন ; এমনকী মন্ত্রিদের কাজের প্রতিও কোনো দৃষ্টিপাত করছেন না। রাজকার্য উচ্ছন্নে দিয়ে তিনি কামভোগেই নিরত। শাস্ত্রবাক্যের অর্থ ও তত্ত্ব যিনি নিশ্চিতরূপে জানেন তথা কালধর্ম সম্পর্কে বিশেষরূপে অবহিত সেই পবনপুত্র শ্রীহনুমান তখন তাঁকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং মনোরম বাক্য দ্বারা প্রসন্ন করলেন। তিনি বানররাজের নিকট উপস্থিত হয়ে হিতকর, যথার্থ, লাভজনক, সাম, ধর্ম, অর্থ এবং নীতিযুক্ত তথা দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও প্রেমপ্রীতিপূর্ণ বাক্যে বললেন—

রাজ্যং প্রাপ্তং যশশ্চৈব কৌলী শ্রীরভিবর্ধিতা॥ ৯
মিত্রাণাং সংগ্রহঃ শেষস্তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি।

'আপনি রাজ্য ও যশ লাভ করেছেন। আপনার কুলমর্যাদাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বন্ধুদের অভীষ্ট কার্য (মিত্রদের প্রতি কর্তব্য) অবশিষ্ট আছে। আপনি এখন তা সম্পূর্ণ করুন।

যো হি মিত্রেষু কালজ্ঞঃ সততং সাধু বর্ততে॥ ১০
তস্য রাজ্যং চ কীর্তিশ্চ প্রতাপশ্চাপি বর্ধতে।

'যিনি বন্ধুদের সময়-অসময় পরিস্থিতি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সর্বদা তাঁদের প্রতি হিতকর আচরণ করেন তাঁর রাজ্য, যশ এবং প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যস্য কোশশ্চ দণ্ডশ্চ মিত্রাণ্যাত্মা চ ভূমিপ।
সমান্যেতানি সর্বাণি স রাজ্যং মহদশ্নুতে॥ ১১

'হে ভূমিপতি ! যে রাজা কোষ (ভাণ্ডার), দণ্ড (সেনা), বন্ধুদের এবং নিজেকে সমান মনে করেন (অর্থাৎ এই সমস্ত কিছুর প্রতি যিনি সমদর্শী) তিনি মহান রাজ্য ভোগ করেন।

তদ্ ভবান্ বৃত্তসম্পন্নঃ স্থিতঃপথি নিরত্যয়ে।
মিত্রার্থমভিনীতার্থং যথাবৎ কর্তুমর্হতি॥ ১২

'আপনি সদাচারপরায়ণ, স্বাধীন পথে অবস্থানকারী ; বন্ধুর কার্যকে সফল করার পূর্বপ্রতিশ্রুতি আপনি পালন করুন।

সংত্যজ্য সর্বকর্মাণি মিত্রার্থে যো ন বর্ততে।
সম্ভ্রমাদ্ বিকৃতোৎসাহঃ সোঽনর্থেনাবরুধ্যতে॥ ১৩

'সমস্ত কার্য ত্যাগ করে যিনি মিত্রের হিতার্থে দ্রুত উৎসাহী হন না, ভ্রমবশত তাঁর ইষ্টকর্মও অনর্থের[১] দ্বারা অবরুদ্ধ হয়।

যো হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্যেষু বর্ততে।
স কৃত্বা মহতোঽপ্যর্থান্ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে॥ ১৪

'উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যিনি মিত্রকর্মে উদ্যোগী হন, তিনি মহৎকর্ম সাধন করলেও তা মিত্রকর্মরূপে গণ্য হয় না।

তদিদং মিত্রকার্যং নঃ কালাতীতমরিন্দম।
ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্ বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্॥ ১৫

'হে শত্রুমর্দনকারী ! ভগবান রামচন্দ্র আমাদের পরম সুহৃদ। আমাদের এই মিত্রকার্যসাধনের কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, অতএব রামচন্দ্রের পত্নী বৈদেহীর এই অনুসন্ধান-কর্ম আরম্ভ করুন।

ন চ কালমতীতং তে নিবেদয়তি কালবিৎ।
ত্বরমাণোঽপি স প্রাজ্ঞস্তব রাজন্ বশানুগঃ॥ ১৬

'হে রাজন্ ! পরম বুদ্ধিমান শ্রীরাম সময় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাঁর কার্য সম্পাদনের শীঘ্রতা থাকলেও আপনার বিশ্বাস হেতু তিনি এপর্যন্ত সেটি আপনাকে নিবেদন করেননি।

কুলস্য হেতুঃ স্ফীতস্য দীর্ঘবন্ধুশ্চ রাঘবঃ।
অপ্রমেয়প্রভাবশ্চ স্বয়ং চাপ্রতিমো গুণৈঃ॥ ১৭

[১]মিত্রহিতকর্মে নিরুৎসাহ হওয়ার প্রমাদবশেই তিনি নিজের ইষ্টসাধনে ব্যর্থ হন। তিনি অনর্থের ভাগী হন।

তস্য ত্বং কুরু বৈ কার্যং পূর্বং তেন কৃতং তব।
হরীশ্বর কপিশ্রেষ্ঠানাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ১৮

'হে বানররাজ ! ভগবান শ্রীরাম আপনার বংশের অভ্যুদয়ের হেতু। তিনি আপনার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আপনি এখন তাঁর কার্যসিদ্ধি করুন। তিনি পূর্বেই আপনার কার্যসাধন করেছেন। এখন আপনি বানরবীরদের এই কাজের জন্য আজ্ঞা করুন।

নহি তাবদ্ ভবেৎ কালো ব্যতীতশ্চোদনাদৃতে।
চোদিতস্য হি কার্যস্য ভবেৎ কালব্যতিক্রমঃ॥ ১৯

'তাঁর প্রেরণা ব্যতীতই কার্যারম্ভ করলে আমরা কালক্ষয়জনিত দোষের ভাগী হব না। অন্যথায় এই দোষ আমাদের স্পর্শ করবে।

অকর্তুরপি কার্যস্য ভবান্ কর্তা হরীশ্বর।
কিং পুনঃ প্রতিকর্তুস্তে রাজ্যেন চ বধেন চ॥ ২০

'হে বানরাধিপতি ! যিনি আপনার জন্য কিছুই করেননি, আপনি তাঁরও কার্য সিদ্ধ করেন। রামচন্দ্র বালীবধ করে আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রত্যুপকার কার্য বিষয়ে আর অধিক কী বলব ?

শক্তিমানতিবিক্রান্তো বানরর্ক্ষগণেশ্বর।
কর্তুং দাশরথেঃ প্রীতিমাজ্ঞায়াং কিং নু সজ্জসে॥ ২১

'আপনি পরাক্রমশালী, অতিশক্তিমান, বানর এবং ভল্লুকদের অধিপতি। আপনি কেন দাশরথি রামচন্দ্রের প্রীতিকার্য সম্পাদনের জন্য বানরদের আদেশ দিচ্ছেন না ?

কামং খলু শরৈঃ শক্তঃ সুরাসুরমহোরগান্।
বশে দাশরথিঃ কর্তুং ত্বৎ প্রতিজ্ঞামবেক্ষতে॥ ২২

'দশরথনন্দন শ্রীরাম স্বয়ং বাণদ্বারা দেবতা, অসুর ও মহাসর্পদের বশীভূত করতে সক্ষম। তথাপি তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের তৎপরতা লক্ষ করছেন।

প্রাণত্যাগাবিশঙ্কেন কৃতং তেন মহৎ প্রিয়ম্।
তস্য মার্গাম বৈদেহীং পৃথিব্যামপি চাম্বরে॥ ২৩

'তিনি আপনার জন্য বালীবধ কার্যে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে, আপনার যথেষ্ট উপকার করেছেন। এখন বৈদেহী সীতাকে পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে যেখানেই হোক অনুসন্ধান করে আনতে হবে।

দেবদানবগন্ধর্বা অসুরাঃ সমরুদ্‌গণাঃ।
ন চ যক্ষা ভয়ং তস্য কুর্যুঃ কিমিব রাক্ষসাঃ॥ ২৪

'দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, মরুদ্গণ ও যক্ষরাও তাঁকে ভীত করতে অক্ষম। তাহলে রাক্ষসের কথা আর কী বলার আছে !

তদেবং শক্তিযুক্তস্য পূর্বং প্রতিকৃতস্তথা।
রামস্যার্হসি পিঙ্গেশ কর্তুং সর্বাত্মনা প্রিয়ম্॥ ২৫

'হে পিঙ্গল প্রধান[1] ! এইরূপ শক্তিশালী তথা পূর্বোপকারী শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কার্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

নাধস্তাদবনৌ নাপ্সু গতির্নোপরি চাম্বরে।
কস্যচিৎ সজ্জতেঽস্মাকং কপীশ্বর তবাজ্ঞয়া॥ ২৬

'হে বানরপ্রধান ! আপনার আজ্ঞায় আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত হবে। তাদের গতি পাতালে, বনে, জলে, পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও রুদ্ধ হবে না।

তদাজ্ঞাপয় কঃ কিং তে কুতো বাপি ব্যবস্যতু।
হরয়ো হ্যপ্রধৃষ্যাস্তে সন্তি কোট্যগ্রতোঽনঘ॥ ২৭

'হে নিষ্পাপ ! অতঃপর আপনার অধীনস্থ কোটিরও অধিক সংখ্যক অপরাজেয় বানরকে আপনি আজ্ঞা করুন তারা কে কোথায় কীভাবে আপনার আদেশ পালন করবে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কালে সাধু নিরূপিতম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নশ্চকার মতিমুত্তমাম্॥ ২৮

তাঁর সেই সময়োচিত সাধুবাক্য শুনে সত্ত্বগুণসম্পন্ন সুগ্রীবের শুভবুদ্ধির উদয় হল।

সন্দিদেশাতিমতিমান্ নীলং নিত্যকৃতোদ্যমম্।
দিক্ষু সর্বাসু সর্বেষাং সৈন্যানামুপসংগ্রহে॥ ২৯
যথা সেনা সমগ্রা মে যূথপালাশ্চ সর্বশঃ।
সমাগচ্ছন্ত্যসঙ্গেন সেনাগ্রেণ তথা কুরু॥ ৩০

'অত্যন্ত বুদ্ধিমান সুগ্রীব নিত্যউদ্যমী নীলকে সমস্ত দিক থেকে সকল বানরসৈন্যদের সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন। বানরদের সকল দলপতিরা যেন তাঁদের সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হন তার উদ্যোগ নিতে বললেন।

যে ত্বন্তপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগা ব্যবসায়িনঃ।
সমানয়ন্তু তে শীঘ্রং ত্বরিতাঃ শাসনান্মম।
স্বয়ং চানন্তরং কার্যং ভবানেবানুপশ্যতু॥ ৩১

'রাজ্যের সীমান্তরক্ষী দ্রুতগামী এবং উদ্যোগী বানরদের আমার আদেশে শীঘ্র এখানে উপস্থিত

[1] পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট বানরদের প্রধান।

করুন। অনন্তর যা কিছু কার্য তাতে আপনি নিজেই যত্নবান হবেন।

ত্রিপঞ্চরাত্রাদূর্ধ্বং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্যাবিচারণা॥ ৩২

'পনেরো রাত্রি অতিক্রম করে যে বা যারা এখানে এসে উপস্থিত হবে, সে বা তারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে ; এই বিষয়ে বিচার বিবেচনার কোনো আবশ্যকতা নেই।

হরীংশ্চ বৃদ্ধানুপয়াতু সাঙ্গদো
ভবান্ মমাজ্ঞামধিকৃত্য নিশ্চিতম্।
ইতি ব্যবস্থাং হরিপুঙ্গবেশ্বরো
বিধায় বেশ্ম প্রবিবেশ বীর্যবান্॥ ৩৩

'আমার এই আজ্ঞানুসারে আপনি অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে প্রবীণ বানরদের কাছে যান।' এইরূপ ব্যবস্থা করে বানরবীর তথা বানরাধিপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ (৩০)

শরৎকালের বর্ণনা। সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ

**গৃহং প্রবিষ্টে সুগ্রীবে বিমুক্তে গগনে ঘনৈঃ।
বর্ষরাত্রে স্থিতো রামঃ কামশোকাভিপীড়িতঃ॥ ১**

সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করলেন। আকাশ মেঘমুক্ত, রামচন্দ্র সীতার শোকে এবং কামনায় বর্ষণমুখর রাত্রিতে অবস্থান করছেন।

**পাণ্ডুরং গগনং দৃষ্ট্বা বিমলং চন্দ্রমণ্ডলম্।
শারদীং রজনীং চৈবং দৃষ্ট্বা জ্যোৎস্নানুলেপনাম্॥ ২**

শুভ্র গগনে নির্মল চন্দ্রশোভিত শারদরাত্রে অনুলেপিত জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য তিনি দর্শন করলেন।

**কামবৃত্তং চ সুগ্রীবং নষ্টাং চ জনকাত্মজাম্।
দৃষ্ট্বা কালমতীতং চ মুমোহ পরমাতুরঃ॥ ৩**

সুগ্রীব কামভোগে মগ্ন, জনকতনয়া সীতার কোনো সন্ধান নেই। এদিকে সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে। এইসব দেখে, শ্রীরাম শোকে বিহ্বল ও কাতর হয়ে পড়লেন।

**স তু সংজ্ঞামুপাগম্য মুহূর্তান্মতিমান্ নৃপঃ।
মনঃ স্থমপি বৈদেহীং চিন্তয়ামাস রাঘবঃ॥ ৪**

মুহূর্তের মধ্যেই চৈতন্য লাভ করে সেই বুদ্ধিমান রাজা রামচন্দ্র বিদেহনন্দিনী সীতার চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন।

**দৃষ্ট্বা চ বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্বলাহকম্।
সারসারাবসংঘুষ্টং বিললাপার্তয়া গিরা॥ ৫**

মেঘমুক্ত আকাশ তিনি দেখলেন, যেখানে বিদ্যুতের ঝলকানি বা মেঘের ঘনঘটা বিগত হয়েছে। সারসের ধ্বনি মুখরিত সেই পরিবেশে রামচন্দ্র সেই পর্বতে আর্তস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

**আসীনঃ পর্বতস্যাগ্রে হেমধাতুবিভূষিতে।
শারদং গগনং দৃষ্ট্বা জগাম মনসা প্রিয়াম্॥ ৬**

স্বর্ণবর্ণে বিভূষিত পর্বতশিখরে উপবিষ্ট শ্রীরাম শরৎকালীন আকাশ দেখে মনে মনে প্রিয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

**সারসারাবসংনাদৈঃ সারসারাবনাদিনী।
যাঽঽশ্রমে রমতে বালা সাদ্য মে রমতে কথম্॥ ৭**

যাঁর কণ্ঠস্বর সারসের ধ্বনির তুল্য সুমধুর (আশ্রমে সারসের কণ্ঠনাদ ও তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হত যেন পরস্পর বাক্যালাপরত), যে রমণী আমার আশ্রমে রমণ করতেন আমার সেই প্রিয়া আজ কোথায়, কেমনভাবে রমণ করছেন আমি জানি না।

পুষ্পিতাংশ্চাসনান্ দৃষ্ট্বা কাঞ্চনানিব নির্মলান্।
কথং সা রমতে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যতী॥ ৮

স্বর্ণতুল্য নির্মল পুষ্পিত অসন্ বৃক্ষ[১] দেখে তিনি ভাবলেন আমাকে না-দেখে বেচারি সীতা কেমন অবস্থায় আছেন ?

যা পুরা কলহংসানাং কলেন কলভাষিণী।
বুধ্যতে চারুসর্বাঙ্গী সাদ্য মে রমতে কথম্॥ ৯

সর্বাঙ্গসুন্দরী তথা স্বভাবমধুরভাষিণী সীতার একদা নিদ্রাভঙ্গ হত কলহংসের সুমধুর রবে, আজ আমার সেই প্রিয়া কীভাবে প্রসন্ন হচ্ছেন!

নিঃস্বনং চক্রবাকানাং নিশম্য সহচারিণাম্।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেষা ভবিষ্যতি॥ ১০

যাঁর আয়তলোচনদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর, আমার সঙ্গে বিচরণকালে যিনি চক্রবাকের ধ্বনি শুনতেন, এখন তিনি কেমন আছেন ?

সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ।
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখং লভে॥ ১১

আমি নদী, সরোবর, জলাশয়, উদ্যান, বনভূমি সর্বত্র সেই মৃগশাবকনয়না ব্যতীতই ভ্রমণ করছি, কিন্তু হায়! কোথাও সুখ লাভ করছি না।

অপি তাং মদ্বিয়োগাচ্চ সৌকুমার্যাচ্চ ভামিনীম্।
সুদূরং পীড়য়েৎ কামঃ শরদ্‌গুণনিরন্তরঃ॥ ১২

আমার বিরহে সুকুমারী[২], অভিমানিনী সীতা শরৎঋতুর গুণবৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন।

এবমাদি নরশ্রেষ্ঠো বিললাপ নৃপাত্মজঃ।
বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ॥ ১৩

দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট চাতকপাখির জল প্রার্থনার মতো কাতর হয়ে নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীরাম এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

ততশ্চঞ্চূর্য রম্যেষু ফলার্থী গিরিসানুষু।
দদর্শ পর্যুপাবৃত্তো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণোঽগ্রজম্॥ ১৪

রমণীয় পর্বতসানুতে ফল অন্বেষণকারী শ্রীসম্পন্ন লক্ষ্মণ ফিরে এসে তাঁর অগ্রজকে বিলাপরত অবস্থায় দেখলেন।

স চিন্তয়া দুস্সহয়া পরীতং
বিসংজ্ঞমেকং বিজনে মনস্বী।
ভ্রাতুর্বিষাদাৎ ত্বরিতোঽতিদীনঃ
সমীক্ষ্য সৌমিত্রিরুবাচ দীনম্॥ ১৫

সেই মনস্বী (শ্রীলক্ষ্মণ) নির্জন বনে দুঃসহ চিন্তায় গ্রস্ত হতচেতন অবস্থায় অগ্রজকে দেখলেন। তখন সুমিত্রানন্দন তাঁকে দেখে অত্যন্ত দুঃখে বিষাদগ্রস্ত হয়ে অতি দীনভাবে তাঁকে বললেন—

কিমার্য কামস্য বশংগতেন
কিমাত্মপৌরুষ্যপরাভবেন।
অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ
কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন॥ ১৬

'হে আর্য! কেন কামের বশীভূত হয়ে, আত্মপৌরুষ বিস্মৃত হয়েছেন ? এই লজ্জা আপনার একাগ্রতাকে বিনষ্ট করছে। কেন আপনি যোগের দ্বারা এ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না?

ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদং
সমাধিযোগানুগতং চ কালম্।
সহায়সামর্থ্যমদীনসত্ত্বঃ
স্বকর্মহেতুং চ কুরুষ্ব তাত॥ ১৭

'হে তাত! মনের প্রসন্নতা লাভের জন্য আপনি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করুন। এই সময়ে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধিতে যত্নবান হোন। দীনতা ত্যাগ করে আপন কর্মানুষ্ঠানের জন্য সহায় সামর্থ্য অবলম্বন করুন।

ন জানকী মানববংশনাথ
ত্বয়া সনাথা সুলভা পরেণ।
ন চাগ্নিচূড়াং জ্বলিতামুপেত্য
ন দহ্যতে বীর বরার্হ কশ্চিৎ॥ ১৮

'হে বরণীয় বীর, মানবকুলের রক্ষক! আপনি যাঁর স্বামী সেই জানকীর কোনো অনিষ্ট অন্য কেউ করতে পারবে না। কারণ, জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে স্পর্শ করতে গেলে কে না দগ্ধ হয় ?'

সলক্ষণং লক্ষ্মণমপ্রধৃষ্যং
স্বভাবজং বাক্যমুবাচ রামঃ।
হিতং চ পথ্যং চ নয়প্রসক্তং
সসামধর্মার্থসমাহিতং চ॥ ১৯

নিস্সংশয়ং কার্যমবেক্ষিতব্যং
ক্রিয়াবিশেষোঽপ্যনুবর্তিতব্যঃ।

---

[১]অসনী বৃক্ষ অর্থাৎ শালগাছ।

[২]সুকুমার মনোবৃত্তি সম্পন্না।

ন তু প্রবৃদ্ধস্য দুরাসদস্য
কুমার বীর্যস্য ফলং চ চিন্ত্যম্ ॥ ২০

সুলক্ষণযুক্ত অপরাজেয় লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই বললেন—'হে কুমার ! তোমার কথা হিতকর, উপকারী, নীতিশাস্ত্রসম্মত তথা সামসহ ধর্ম ও অর্থ সংযুক্ত। নিশ্চিতরূপে আলোচ্য কার্য (সীতার অনুসন্ধান) বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু প্রয়াস ত্যাগ করে দুর্লভ এবং সুকঠিন কর্মের ফল সম্পর্কে আগে থেকেই চিন্তাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।'

অথ পদ্মপলাশাক্ষীং মৈথিলীমনুচিন্তয়ন্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ২১

অনন্তর পদ্মপলাশলোচনা মৈথিলীকে চিন্তা করতে করতে শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণকে শুষ্ক মুখে বললেন—

তর্পয়িত্বা সহস্রাক্ষঃ সলিলেন বসুন্ধরাম্।
নির্বর্তয়িত্বা সস্যানি কৃতকর্মা ব্যবস্থিতঃ॥ ২২

'দেখো ! সহস্রলোচন ইন্দ্র জলদ্বারা (বারিধারা দিয়ে) পৃথিবীকে তৃপ্ত করেছেন। শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তিনি এখন নিবৃত্ত হয়েছেন।

দীর্ঘগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শৈলদ্রুমপুরোগমাঃ।
বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা নৃপাত্মজ॥ ২৩

'হে রাজকুমার ! দেখো, দীর্ঘ গম্ভীর গর্জনরত মেঘের দল পর্বত ও বৃক্ষরাজিকে আচ্ছন্ন করে জলভার বর্ষণ করে এখন পরিশ্রান্ত হয়েছে।

নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ।
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ॥ ২৪

'নীলোৎপলদল তুল্য শ্যামবর্ণ মেঘরাজি দশদিককে শ্যামবর্ণে আবৃত করেছিল। মদমত্ত হস্তী যেন বেগশূন্য হয়ে শান্ত হয়েছে।

জলগর্ভা মহাবেগাঃ কুটজার্জুনগন্ধিনঃ।
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদ্যতাঃ॥ ২৫

'হে সৌম্য ! জলভারবাহী, মহাবেগসম্পন্ন কুটজ এবং অর্জুন ফুলের গন্ধবাহী বর্ষার বায়ু সবেগে বিচরণ করে এখন শান্ত হয়েছে।

ঘনানাং বারণানাং চ ময়ূরাণাং চ লক্ষ্মণ।
নাদঃ প্রস্রবণানাং চ প্রশান্তঃ সহসানঘ॥ ২৬

'নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! মেঘেদের, হস্তীদের, ময়ূরদের তথা ঝর্ণাগুলির সমস্ত রব এখন শান্ত হয়ে গিয়েছে।

অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্মলাশ্চিত্রসানবঃ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ॥ ২৭

'মহান মেঘরাজি বৃষ্টিধারা দ্বারা বিচিত্র পর্বতের সানুদেশকে নির্মলরূপে ধৌত করেছে। ফলে, মনে হচ্ছে পর্বতরাজি যেন চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুভ্রসমুজ্জ্বল।

শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং
প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং
শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎপ্রবৃত্তা॥ ২৮

'সপ্তপর্ণী বৃক্ষের শাখায় শাখায়, সূর্য, চন্দ্র, তারকাসমূহের প্রভায়, শ্রেষ্ঠ গজদের আনন্দলীলায় শরৎঋতু তার সৌন্দর্যকে আজ সুন্দরভাবে ভাগ করে দিচ্ছে।

সম্প্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা
লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না।
সূর্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু
পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি॥ ২৯

'সম্প্রতি শরৎকালের গুণযুক্তা লক্ষ্মী বিবিধ আশ্রয়ে বিভক্ত হয়ে বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে। তথাপি সূর্যের প্রথম কিরণস্পর্শে প্রস্ফুটিত কমলবন সর্বোত্তম শোভা ধারণ করেছে।

সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী
ষট্‌পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ।
মত্তদ্বিপানাং পবনানুসারী
দর্পং বিনেষ্যন্নধিকং বিভাতি॥ ৩০

'শরৎকাল সপ্তপর্ণীপুষ্পের (ছাতিম ফুলের) গন্ধবাহী। ভ্রমরবৃন্দ তা অনুসরণ করে গান গেয়ে চলে। মত্ত মাতঙ্গদের দর্প[১] বৃদ্ধি পেয়ে অধিক শোভা বিস্তার করে।

অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ
স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরজোঽবকীর্ণৈঃ।
মহানদীনাং পুলিনোপয়াতৈঃ
ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ॥ ৩১

'মহানদীর বেলাভূমিতে সমাগত সুন্দর ও বিশাল পক্ষযুক্ত, কামকলা প্রিয়, পদ্মপরাগে আকীর্ণ চক্রবাকদের

[১]বর্ষার অবসানে অনুকূল (শুকনো) পথে সদর্পে সানন্দে বিচরণ করে।

সঙ্গে হাঁসের দল ক্রীড়ারত।

মদপ্রগল্‌ভেষু চ বারণেষু
গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু।
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু
বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা ॥ ৩২

'মদমত্ত হস্তীদের মধ্যে, দর্পিত বৃষসমূহের মধ্যে, নিম্নগামী স্বচ্ছসলিলা নদীর জলে শরৎলক্ষ্মী বহুধা বিভক্ত হয়ে শোভা লাভ করেছে।

নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং
বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু।
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা
গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ ॥ ৩৩

'মেঘশূন্য আকাশকে দেখে বনের ময়ূরেরা পাখারূপ অলংকার পরিত্যাগ করেছে। ফলে নিজের প্রিয়তমার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সৌন্দর্য হারিয়ে, আনন্দশূন্য হয়ে সেই ময়ূরেরা হয়েছে ধ্যানমগ্ন।

মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ
পুষ্পাতিভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈ
রুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি ॥ ৩৪

'বনের প্রান্তভাগে বহুসংখ্যক প্রিয়কবৃক্ষ (অসন গাছ), তাদের শাখার অগ্রভাগ পুষ্পভারাবনত। ফুলগুলি মনোরম গন্ধযুক্ত নয়নাভিরাম সুবর্ণ-গৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়াণাং
বনে প্রিয়াণাং কুসুমোদ্‌গতানাম্।
মদোৎ কটানাং মদলালসানাং
গজোত্তমানাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ ॥ ৩৫

'কমলবন যাদের অধিক প্রিয় সেই গজরাজের দল আজ ছাতিমফুলের গন্ধে আনমনা হয়ে প্রিয়তমাদের সঙ্গে মন্দ গতিতে বিচরণ করছে। মদভারে তারা কামভোগ লালসায় লিপ্ত হতে চাইছে।

ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং
কৃশপ্রবাহানি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি
তমো বিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ ॥ ৩৬

'আকাশের রং যেন বিধৌত শস্ত্রের[1] মতো ঝকঝকে। নদীর জলধারা কৃশধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শ্বেতপদ্মের গন্ধ নিয়ে শীতল বায়ু বয়ে চলেছে। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সমস্ত দিক প্রকাশিত হয়েছে।

সূর্যাতপক্রামণনষ্টপঙ্কা
ভূমিশ্চিরোদ্ধাটিতসান্দ্ররেণুঃ।
অন্যোন্যবৈরেণ সমায়ুতানা-
মুদ্যোগকালোঽদ্য নরাধিপানাম্ ॥ ৩৭

'সূর্যের তাপে কর্দম শুষ্ক হয়ে গেছে। অনেকদিন পরে ভূমিতে ধুলি ঘনীভূত হয়েছে। পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন নৃপতিদের জন্য যুদ্ধের উদ্যোগ করার সময় সমুপস্থিত হয়েছে।

শরদ্‌গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংসুসমুৎথিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥ ৩৮

'শরৎ ঋতুর গুণে যার রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সমস্ত অঙ্গ ধুলোয় আচ্ছাদিত, যার মদ অধিক বৃদ্ধি লাভ করেছে তথা সম্প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে সেই ষাঁড় এখন গাভীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আনন্দে চিৎকার করছে।

সমন্মথা তীব্রতরানুরাগা
কুলান্বিতা মন্দগতিঃ করেণুঃ।
মদান্বিতং সম্পরিবার্য যান্তং
বনেষু ভর্তারমনুপ্রয়াতি ॥ ৩৯

'কামোদ্দীপ্ত, তীব্র অনুরাগযুক্ত, উচ্চবংশজাত ধীরগতিসম্পন্না হস্তিনী দল মদমত্ত স্বামীকে পরিবেষ্টন করে বনের পথে অনুসরণ করছে।

ত্যক্ত্বা বরাণ্যাত্মবিভূষিতানি
বর্হাণি তীরোপগতা নদীনাম্।
নির্ভৎর্স্যমানা ইব সারসৌঘৈঃ
প্রয়ান্তি দীনা বিমনা ময়ূরাঃ ॥ ৪০

'আপন অলঙ্কারস্বরূপ পেখম ত্যাগ করে ময়ূরেরা নদীতীরে সমাগত হয়েছে। সারসদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে ময়ূরেরা দীনভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গমন করছে।

বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্

[1] যা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় যেমন তরবারি, ছোরা ইত্যাদি।

মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।
সরস্সুখবদ্ধাম্বুজভূষণেষু
বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি ॥ ৪১

'কারণ্ডব (হংসবিশেষ) এবং চক্রবাক পাখিদের ভীত করে মহাগর্জন সহকারে মদস্রাবী গজশ্রেষ্ঠগণ পদ্মভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত সরোবরে তরঙ্গ সঞ্চারিত করে জলপান করছে।

ব্যপেতপঙ্কাসু সবালুকাসু
প্রসন্নতোয়াসু সগোকুলাসু।
সসারসারাববিনাদিতাসু
নদীষু হংসা নিপতন্তি হৃষ্টাঃ ॥ ৪২

'স্বচ্ছ নদীর জলে পঙ্ক দূরীভূত হয়েছে, বালুকাসমৃদ্ধ সেই জল গোরুগুলি সেবন করছে। কলরব সহকারে সারসের দল তথা আনন্দিত হংসরাজি সানন্দে নদীজলে নিপাতিত হচ্ছে।

নদীঘনপ্রস্রবণোদকানা-
মতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্ ।
প্লবঙ্গমানাং চ গতোৎসবানাং
ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রণষ্টাঃ ॥ ৪৩

'নদী, মেঘ, ঝর্ণার জল, প্রচণ্ড বাতাস, ময়ূরদের তথা আনন্দোৎসবরহিত ব্যাঙদের কণ্ঠস্বর নিশ্চিতভাবেই এখন বিনষ্ট হয়েছে।

অনেকবর্ণাঃ সবিনষ্টকায়া
নবোদিতেষ্বম্বুধরেষু নষ্টাঃ।
ক্ষুধার্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্য-
শ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ ॥ ৪৪

'বহুবিশিষ্ট ক্ষুধাতুর বিষধর সর্পের দল যাদের শরীর নষ্ট হতে বসেছে, তারা বিলের বাইরে বেরিয়ে আসছে, কারণ বর্ষার নবোদিত মেঘের প্রভাবে এরা বিলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল।

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা ।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্॥ ৪৫

'সুন্দর চন্দ্রকিরণের স্পর্শে তারকারাজি আনন্দে ঝকমক করছে। রাগবতী সন্ধ্যা যেন নিজেই আকাশকে ত্যাগ করেছে।

[প্রিয়তমের করস্পর্শজনিত আনন্দে নায়িকার (অনুরাগযুক্তা সন্ধ্যা) নেত্র যেন কিঞ্চিৎ পুলকিত। অনুরাগে পরিপূর্ণা সেই নায়িকা (সন্ধ্যাকাল) যেন স্বয়ং অম্বর (আকাশ অথবা বস্ত্র) ত্যাগ করছে।)]

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা ।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী ॥ ৪৬

'উদিত চন্দ্র যেন সুন্দর আনন, তারাগুলি যেন উন্মীলিত চারুনেত্র। জ্যোৎস্নার রেশমি আবরণে আবৃতা রাত্রি যেন শ্বেতাঙ্গী শুভ্রবসনা নারীর ন্যায় শোভিত হচ্ছে।

বিপক্বশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা
প্রহর্ষিতা সারসচারুপঙ্ক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা
বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা ॥ ৪৭

'বিপক্ব ধান্য ভক্ষণ করে আনন্দিত সারসের দল সুন্দরভাবে দ্রুতগতিতে আকাশ অতিক্রম করছে, যেন মনে হয় গগনপটে একটি কম্পিত মালা।

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরিক্ষম্ ॥ ৪৮

'কুমুদে পরিপূর্ণ এক বৃহৎ জলাশয়ের জলে একটি নিদ্রিত হংসের ন্যায় রাত্রির মেঘমুক্ত, তারকাখচিত আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্ ।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্ ॥ ৪৯

'জলাশয়-মধ্যে প্রকীর্ণ এবং দলবদ্ধ হংসরা জলাশয়ের মেখলার মতো শোভা পাচ্ছে। রক্তপদ্ম এবং শ্বেতপদ্মের প্রাচুর্য দেখে মনে হচ্ছে যেন জলাশয়গুলি পদ্মমাল্যে সুশোভিত। উত্তম সাজে সুসজ্জিত এই সরোবরগুলি যেন বস্ত্রাভরণে সজ্জিতা সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করেছে।

বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসম্প্রবৃত্তঃ ।

সম্মূর্ছিতো গর্গরগোবৃষাণা-
মন্যোন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ ॥ ৫০

'ভোরের বাতাসে বংশীধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রিত শব্দ বৃদ্ধি লাভ করে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে। বিস্তারিত হচ্ছে দধিমন্থনের বৃহদাকৃতি সম্পন্ন ভাণ্ড এবং ষাঁড়ের রব ; মনে হচ্ছে যেন একে অপরের পরিপূরক।

নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন ।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥ ৫১

'মন্দমধুর বায়ুতাড়িত, কম্পিত, হাস্যরত নতুন নতুন ফুলের শোভায় সুশোভিত নদীতীর, ধৌত নির্মল রেশম বস্ত্রের ন্যায় শুভ্র কাশবনের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বনপ্রচণ্ডা মধুপানশৌণ্ডাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ ষট্‌চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
বনেষু মত্তাঃ পবনানুযাত্রাং
কুর্বন্তি পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ ॥ ৫২

'বনে মধুপানে প্রমত্ত, প্রচণ্ড শক্তিশালী ভ্রমরেরা পদ্মফুলে আসন গ্রহণের কারণে গৌরবর্ণ ধারণ করে, মত্ত হয়ে, প্রিয়াদের সঙ্গে নিয়ে বাতাসের অনুগমন করছে।

জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্ ॥ ৫৩

'জল হয়েছে স্বচ্ছ। পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হয়ে যেন হাসছে। ক্রৌঞ্চপক্ষীরা শব্দ করছে। শালিধানের খেতে লেগেছে পক্কতার স্পর্শ। বাতাস মন্দ মধুর। আকাশে নির্মল চন্দ্র। এরা সকলে মিলে যেন বলছে, বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হয়েছে।

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতয়োঽদ্যমন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেষ্বিব কামিনীনাম্ ॥ ৫৪

'রাত্রে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রভাতে ক্লান্ত অলসগামী কামিনীর মতো নদীরূপী বধূদের গতি আজ মন্দীভূত হয়েছে। তাতে সারিবদ্ধ মৎস্যশ্রেণী দেখে মনে হচ্ছে নদী যেন মাছের মেখলা ধারণ করেছে।

সচক্রবাকানি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি ॥ ৫৫

'নদীর দুই কূল কাশফুলের দ্বারা সংবৃত। চক্রবাকপক্ষী, শৈবালদাম, পত্ররেখা, রোচনা (তিলক, করমচা) প্রভৃতি দ্বারা নববধূর সজ্জিত মুখমণ্ডলের ন্যায় নদীমুখ শোভিত হচ্ছে।

প্রফুল্লবাণাসনচিত্রিতেষু
প্রহৃষ্টষট্‌পাদনিকূজিতেষু ।
গৃহীতচাপোদ্যতদণ্ডচণ্ডঃ
প্রচণ্ডচাপোঽদ্য বনেষু কামঃ ॥ ৫৬

'বনভূমিতে চিত্রিতের ন্যায় শর এবং অসন[1] বৃক্ষগুলি প্রফুল্ল হয়ে বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে। সেইস্থান ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। এমন সুসজ্জিত, মুখরিত বনমধ্যে কন্দর্পদেব তাঁর প্রচণ্ড ধনুক উদ্যত করে আবির্ভূত হয়েছেন, বিরহীদের দণ্ডদানই তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোষয়িত্বা
নদীস্তটাকানি চ পূরয়িত্বা।
নিষ্পন্নসস্যাং বসুধাং চ কৃত্বা
ত্যক্ত্বা নভস্তোয়ধরাঃ প্রণষ্টাঃ ॥ ৫৭

'মেঘরাজি উত্তম বর্ষণদ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করে, নদী এবং জলাশয়গুলিকে পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী শস্যসমৃদ্ধ করে, এখন আকাশ ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়েছে।

দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ ॥ ৫৮

'শরৎকালে নদীর জল সরে গিয়ে তটভূমি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। যেন এক তরুণী প্রথম সঙ্গমকালে লজ্জিতা হয়ে তার জঘনদেশ একটু একটু করে উন্মোচিত করছে।

প্রসন্নসলিলাঃ সৌম্য কুররাভিবিনাদিতাঃ।
চক্রবাকগণাকীর্ণা বিভান্তি সলিলাশয়াঃ ॥ ৫৯

'হে সৌম্য ! জলাশয়গুলির জল স্বচ্ছ। কুরর পাখির দল কূজন করছে। চক্রবাকের দল বিপ্রকীর্ণ অবস্থায়

[1] অসনী বৃক্ষ অর্থাৎ শালগাছ।

বিরাজমান। এইভাবে জলাশয়গুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে।

অন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং জিগীষূণাং নৃপাত্মজ।
উদ্যোগসময়ঃ সৌম্য পার্থিবানামুপস্থিতঃ॥ ৬০

'হে সৌম্য ! রাজকুমার ! পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রাজারা যাঁরা একে অপরকে জয় করতে আগ্রহী, তাঁদের যুদ্ধে উদ্যোগী হওয়ার সময় হয়েছে।

ইয়ং সা প্রথমা যাত্রা পার্থিবানাং নৃপাত্মজ।
ন চ পশ্যামি সুগ্রীবমুদ্যোগং চ তথাবিধম্॥ ৬১

'হে রাজকুমার ! রাজাদের বিজয়যাত্রার এই হল প্রথম অবকাশ। কিন্তু এখন আমি সুগ্রীবের উদ্যোগ বা উপস্থিতি কিছুই দেখছি না।

অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসানুষু॥ ৬২

'পর্বতের সানুদেশে অসন (শালগাছ), সপ্তপর্ণী (ছাতিম গাছ), কোবিদার (কাঞ্চন ফুলের গাছ), বন্ধুজীব এবং শ্যামতমাল বৃক্ষে পুষ্পের সমারোহ দেখা যাচ্ছে।

হংসসারসচক্রাহ্বৈঃ কুররৈশ্চ সমন্ততঃ।
পুলিনান্যবকীর্ণানি নদীনাং পশ্য লক্ষ্মণ॥ ৬৩

'লক্ষ্মণ ! দেখো, নদীর তীরে হাঁস, সারস, চক্রবাক এবং কুরর (চিল জাতীয় পক্ষী বিশেষ) পাখির দল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করছে।

চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ।
মম শোকাভিতপ্তস্য তথা সীতামপশ্যতঃ॥ ৬৪

'সীতার অদর্শনে চার মাস অতিক্রান্ত হল। আমি অত্যন্ত শোকাহত। মনে হচ্ছে যেন আমি শতবর্ষ যাবৎ প্রিয়াবিচ্ছিন্ন।

চক্রবাকীব ভর্তারং পৃষ্ঠতোঽনুগতা বনম্।
বিষমং দণ্ডকারণ্যমুদ্যানমিব চাঙ্গনা॥ ৬৫

'বনের মধ্যে চক্রবাকী যেমন তাঁর স্বামীকে অনুসরণ করে, সীতাও তেমনি এই ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যের উদ্যানে আমাকে অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে।
কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ॥ ৬৬

'হে লক্ষ্মণ ! আমি প্রিয়াবিহীন, হৃতরাজ্য এবং নির্বাসিত। তাই রাজা সুগ্রীব আমাকে কৃপা করছেন না।

অনাথো হৃতরাজ্যোঽহং রাবণেন চ ধর্ষিতঃ।
দীনো দূরগৃহঃ কামী মাং চৈব শরণং গতঃ॥ ৬৭
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সৌম্য সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ।
অহং বানররাজস্য পরিভূতঃ পরন্তপঃ॥ ৬৮

'আমি অনাথ, রাজ্যহারা তথা রাবণ কর্তৃক অত্যাচারিত। গৃহ থেকে দূরে অবস্থানকারী আমি দীন, কামনা নিয়ে আমি সুগ্রীবের শরণাগত। এই সমস্ত কারণেই বানররাজ দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করছে। কিন্তু তিনি জানেন না আমি শত্রুপীড়নে সক্ষম।

স কালং পরিসংখ্যায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
কৃতার্থঃ সময়ং কৃত্বা দুর্মতির্নাববুধ্যতে॥ ৬৯

'সীতা অনুসন্ধানের জন্য তিনি সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সফলকাম সেই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ তা স্মরণ করছেন না।

স কিষ্কিন্ধাং প্রবিশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্।
মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্মম॥ ৭০

'অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করে বিষয়ভোগে আসক্ত মূর্খ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে আমার এই কথা বলো—

অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্বং চাপ্যুপকারিণাম্।
আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ॥ ৭১

'পূর্বে যাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এমন সমাগত অর্থিকে আশাজনক প্রতিশ্রুতি দিয়েও যিনি পালন করেন না, তিনি পুরুষাধমরূপে জগতে পরিচিত হন।

শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্।
সত্যেন পরিগৃহ্ণাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৭২

'মুখনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা তা মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক যাই হোক না কেন, যিনি তা সত্যরূপে পালন করেন সেই বীরই পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হন।

কৃতার্থা হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে॥ ৭৩

'কৃতার্থ হয়েও যিনি অকৃতার্থ মিত্রের কার্যসিদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টা করেন না সেই কৃতঘ্নদের মৃত্যুর পরে মাংসাশী প্রাণীরাও তাদের মাংস ভক্ষণ করে না।

নূনং কাঞ্চনপৃষ্ঠস্য বিকৃষ্টস্য ময়া রণে।
দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাপস্য রূপং বিদ্যুদ্গণোপমম্॥ ৭৪

'তিনি অবশ্যই, যুদ্ধে আমার দ্বারা আকৃষ্ট এই সুবর্ণমণ্ডিত ধনুকের বিদ্যুৎতুল্য রূপ দেখতে ইচ্ছা করছেন।

ঘোরং জ্যাতলনির্ঘোষং ক্রুদ্ধস্য মম সংযুগে।
নির্ঘোষমিব বজ্রস্য পুনঃ সংশ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭৫

'যুদ্ধে আমি ক্রুদ্ধ হলে আমার ধনুকের জ্যা থেকে উৎপন্ন গুরুগম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ তুল্য টংকার ধ্বনি তিনি কি

শুনতে চাইছেন ?

কামমেবঙ্গতেহস্যাস্য পরিজ্ঞাতে পরাক্রমে।
ত্বৎসহায়স্য মে বীর ন চিন্তা স্যান্নৃপাত্মজ॥ ৭৬

'হে বীর রাজকুমার ! তোমার সহায়তায় আমার পরাক্রমের কথা জানতে পেরেও তাঁর কি চিন্তা হবে না ?

যদর্থময়মারম্ভঃ কৃতঃ পরপুরঞ্জয়।
সময়ং নাভিজানাতি কৃতার্থঃ প্লবগেশ্বরঃ॥ ৭৭

'হে শত্রুপুরীবিজয়ী লক্ষ্মণ ! যাঁর জন্য এই সমস্ত কার্য আরম্ভ হয়েছে (রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালীবধ) তিনি কৃতার্থ হয়ে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেও সবকিছু ভুলে গেলেন।

বর্ষাঃ সময়কালং তু প্রতিজ্ঞায় হরীশ্বরঃ।
ব্যতীতাংশ্চতুরো মাসান্ বিহরন্ নাববুধ্যতে॥ ৭৮

'বর্ষার সময় বানরাধিপতি এই প্রতিজ্ঞা করেও, আনন্দবিহারে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তা বুঝতে পারছেন না।

সামাত্যপরিষৎ ক্রীড়ন্ পানমেবোপসেবতে।
শোকদীনেষু নাস্মাসু সুগ্রীবঃ কুরুতে দয়াম্॥ ৭৯

'তিনি এখন অমাত্য পরিজনদের সঙ্গে আনন্দমগ্ন। পান-ভোজনে উন্মত্ত। তাই আমরা শোকে ব্যাকুল হলেও তাঁর দয়া হয় না।

উচ্যতাং গচ্ছ সুগ্রীবস্ত্বয়া বীর মহাবল।
মম রোষস্য যদ্রূপং ব্রূয়াশ্চৈনমিদং বচঃ॥ ৮০

'মহাবলী বীর লক্ষ্মণ ! তুমি যাও, সুগ্রীবের সঙ্গে কথা বলো। আমার ক্রোধের রূপ সম্পর্কে তাঁকে জানাও।

ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ॥ ৮১

'যে পথে বালী গত হয়েছেন, সেই পথ আজও সঙ্কুচিত হয়নি। হে সুগ্রীব ! প্রতিজ্ঞা পালন করো। বালীর পথ অনুগমন কোরো না।

এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্॥ ৮২

'যুদ্ধক্ষেত্রে বালী আমার একটি শরের আঘাতে একাই নিহত হয়েছেন। কিন্তু সুগ্রীব সত্যভ্রষ্ট হলে আমি তাঁকে সবান্ধবে হত্যা করব।

যদেবং বিহিতে কার্যে যদ্ধিতং পুরুষর্ষভ।
তৎ তৎ ব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ ত্বর কালব্যতিক্রমঃ॥ ৮৩

'হে পুরুষপ্রবর ! নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! শীঘ্র করো, কাল সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কার্যসিদ্ধির জন্য যা উচিত, যা তাঁর পক্ষে হিতকর তাই তাঁকে বলো।

কুরুষ্ব সত্যং মম বানরেশ্বর
প্রতিশ্রুতং ধর্মমবেক্ষ্য শাশ্বতম্।
মা বালিনং প্রেতগতো যমক্ষয়ে
ত্বমদ্য পশ্যের্মম চোদিতঃ শরৈঃ॥ ৮৪

'বানরেশ্বরকে বলবে, তিনি যেন শাশ্বতধর্মের রক্ষা করে পূর্বপ্রতিশ্রুতিকে সত্যের মর্যাদা দান করেন। আমার নিক্ষিপ্ত শরের দ্বারা নিহত হয়ে প্রেতলোকে গিয়ে যেন যমালয়ে বালীকে দর্শন না করেন।'

স পূর্বজং তীব্রবিবৃদ্ধকোপং
লালপ্যমানং প্রসমীক্ষ্য দীনম্।
চকার তীব্রাং মতিমুগ্রতেজা
হরীশ্বরে মানববংশবর্ধনঃ॥ ৮৫

মানববংশের বর্ধনকারী উগ্রতেজসম্পন্ন লক্ষ্মণ তাঁর পূর্বজের বর্ধনশীল তীব্র ক্রোধ এবং দুঃখপূর্ণ বিলাপ দেখে বানররাজ সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

———০———

একত্রিংশ সর্গ (৩১)

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রকাশ। কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে গিয়ে সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণের অঙ্গদকে প্রেরণ। বানরদের ভয়। সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ দান

কামিনং দীনমদীনসত্ত্বং
শোকাভিপন্নং সমুদীর্ণকোপম্।
নরেন্দ্রসূনুর্নরদেবপুত্রং
রামানুজঃ পূর্বজমিত্যুবাচ ॥ ১

সীতার কামনায় দীন, শোকগ্রস্ত এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েও উদার হৃদয়সম্পন্ন রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর ছোট ভাই নরেন্দ্রকুমার লক্ষ্মণ এইরূপ বললেন—

ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে
ন মন্যতে কর্মফলানুষঙ্গান্।
ন ভোক্ষ্যতে বানররাজ্যলক্ষ্মীং
তথা হি নাতিক্রমতেঽস্য বুদ্ধিঃ ॥ ২

'বানর সুগ্রীব সদাচারে লিপ্ত থাকবেন না। শ্রীরামের সঙ্গে মিত্রতারূপ কর্মের ফলস্বরূপ যে রাজ্যলাভ সেকথাও তাঁর মনে থাকবে না। তাঁর ক্ষুদ্র বুদ্ধি মহত্তর চিন্তা করতে সক্ষম হবে না। ফলে, তিনি রাজ্যলক্ষ্মীকেও যথাযথভাবে পালন এবং উপভোগ করতে পারবেন না।

মতিক্ষয়াদ্ গ্রাম্যসুখেষু সক্ত-
স্তব প্রসাদাৎ প্রতিকারবুদ্ধিঃ।
হতোঽগ্রজং পশ্যতু বীরবালিনং
ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্ ॥ ৩

'বিষয়সুখে আসক্ত হয়ে সুগ্রীবের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আপনারই প্রসন্নতায় রাজ্য লাভ করেও তাঁর প্রত্যুপকারের ইচ্ছা নষ্ট হতে বসেছে। অতএব এইরূপ গুণহীনদের রাজ্যলাভ না হয়ে মৃত অগ্রজ বীর বালীর দর্শনলাভই শ্রেয়।

ন ধারয়ে কোপমুদীর্ণবেগং
নিহন্মি সুগ্রীবমসত্যমদ্য।
হরিপ্রবীরৈঃ সহ বালিপুত্রো
নরেন্দ্রপুত্র্যা বিচয়ং করোতু ॥ ৪

'আমি আমার বর্ধিত ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আজই আমি অসত্যবাদী সুগ্রীবকে নিধন করব। বালীপুত্র অঙ্গদই রাজা হয়ে বানরবীরদের সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধানকার্যে রত হবেন।'

তমাত্তবাণাসনমুৎপতন্তং
নিবেদিতার্থং রণচণ্ডকোপম্।
উবাচ রামঃ পরবীরহন্তা
স্ববীক্ষিতং সানুনয়ং চ বাক্যম্ ॥ ৫

এইভাবে নিবেদন করে লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। তখন শত্রুবীর সংহারকে শ্রীরাম উত্তমরূপে বিবেচনা করে তাঁকে শান্ত করার জন্য সানুনয়ে বললেন—

নহি বৈ ত্বদ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ।
কোপমার্যেণ যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬

'তোমার মতো সদাচারসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কখনোই এইরকম পাপকর্ম করা উচিত নয়। যিনি উত্তম বিবেচনা দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

নেদমত্র ত্বয়া গ্রাহ্যং সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ।
তাং প্রীতিমনুবর্তস্ব পূর্ববৃত্তং চ সঙ্গতম্ ॥ ৭

'হে লক্ষ্মণ ! তুমি সাধুবৃত্তিপরায়ণ। এইরূপ ক্রোধপূর্ণ আচরণ তোমার উচিত নয়। পূর্বকৃত আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তুমি প্রীতিপূর্ণ আচরণই করবে।

সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জয়ন্।
বক্তুমর্হসি সুগ্রীবং ব্যতীতং কালপর্যয়ে ॥ ৮

'রুক্ষ বাক্য পরিত্যাগ করে শান্তভাবে তুমি সুগ্রীবকে বলো, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।'

সোঽগ্রজেনানুশিষ্টার্থো যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ।
প্রবিবেশ পুরীং বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৯

অগ্রজের দ্বারা যথোচিত উপদিষ্ট হয়ে বীর, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শত্রুবীর সংহারক লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

ততঃ শুভমতিঃ প্রাজ্ঞো ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রতিসংরব্ধো জগাম ভবনং কপেঃ ॥ ১০

তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, ভাইয়ের কল্যাণকামী লক্ষ্মণ ক্রোধ সংবরণ করে বানররাজ সুগ্রীবের ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শক্রবাণাসনপ্রখ্যং ধনুঃ কালান্তকোপমম্।
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভং মন্দরঃ সানুমানিব॥ ১১

ইন্দ্রধনুর তুল্য তেজস্বী, কালান্তকের ন্যায় ভয়ংকর তথা পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশাল ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে দেখে সানুদেশ সমেত মন্দার পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

যথোক্তকারী বচনমুত্তরং চৈব সোত্তরম্।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা মত্বা রামানুজস্তদা॥ ১২

রামানুজ লক্ষ্মণের বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য। সেই বুদ্ধি দ্বারা তিনি তখন সুগ্রীবকে কী বলবেন, উত্তরে সুগ্রীব কী বললে তিনি কী প্রত্যুত্তর করবেন, সেই কথা চিন্তা করতে করতে প্রস্থান করলেন।

কামক্রোধসমুত্থেন ভ্রাতুঃ ক্রোধাগ্নিনা বৃতঃ।
প্রভঞ্জন ইবাপ্রীতঃ প্রযযৌ লক্ষ্মণস্ততঃ॥ ১৩

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাম এবং ক্রোধ থেকে সমুত্থিত রোষানল দ্বারা পরিবৃত হয়ে অসন্তুষ্ট ঝঞ্ঝার ন্যায় লক্ষ্মণ তীব্র গতিতে চলতে লাগলেন।

সালতালাশ্বকর্ণাংশ্চ তরসা পাতয়ন্ বলাৎ।
পর্যস্যন্ গিরিকূটানি দ্রুমানন্যাংশ্চ বেগিতঃ॥ ১৪

সাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি তাঁর বলপূর্বক বেগে ভূপতিত হতে লাগল এবং পর্বতশিখরে তথা অন্যান্য গাছগুলিও বেগে পতিত হতে লাগল।

শিলাশ্চ শকলীকুর্বন্ পদভ্যাং গজ ইবাশুগঃ।
দূরমেকপদং ত্যক্ত্বা যযৌ কার্যবশাদ্ দ্রুতম্॥ ১৫

কার্যবশত তিনি দ্রুতগতিতে যেতে যেতে এক পা একস্থানে রেখে অন্য পা দূরে নিক্ষেপ করছেন। উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় পদাঘাতে পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

তামপশ্যদ্ বলাকীর্ণাং হরিরাজমহাপুরীম্।
দুর্গামিক্ষ্বাকুশার্দূলঃ কিষ্কিন্ধাং গিরিসংকটে॥ ১৬

ইক্ষ্বাকুকুলসিংহ লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় দুর্গম গিরিসঙ্কুল বানরসেনাদের দ্বারা পরিবৃত বানররাজ সুগ্রীবের মহাপুরী দেখতে পেলেন।

রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ।
দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধায়াং বহিশ্চরান্॥ ১৭

কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণরত ভয়ংকর বানরদের দেখতে পেলেন। সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধে লক্ষ্মণের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হতে লাগল।

তং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্।
শৈলশৃঙ্গানি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পর্বতান্তরাৎ॥ ১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই লক্ষ্মণকে দেখে [illegible] বিশালাকৃতিসম্পন্ন বানরেরা পর্বতে অবস্থিত শত শত প্রস্তরখণ্ড ও বড় বড় বৃক্ষসমূহ হাতে তুলে নিল।

তান্ গৃহীতপ্রহরণান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণঃ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো বহ্বিন্ধন ইবানলঃ॥ ১৯

তাদের সকলকে অস্ত্রধারণ করতে দেখে লক্ষ্মণ [illegible] অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে [illegible] উঠলেন।

তং তে ভয়পরীতাঙ্গা ক্ষুব্ধং দৃষ্ট্বা প্লবঙ্গমাঃ।
কালমৃত্যুযুগান্তাভং শতশো বিদ্রুতা দিশঃ॥ ২০

ক্ষুব্ধ, মৃত্যুতুল্য ভয়ানক লক্ষ্মণকে দেখে শত শত বানরেরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দিশাহারা হয়ে [illegible] করল।

ততঃ সুগ্রীবভবনং প্রবিশ্য হরিপুঙ্গবাঃ।
ক্রোধমাগমনং চৈব লক্ষ্মণস্য ন্যবেদয়ন্॥ ২১

অনন্তর শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণ সুগ্রীবের প্রাসাদে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের আগমন এবং ক্রোধের বার্তা নিবেদন করলেন।

তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা॥ ২২

তখন কামাসক্ত বানররাজ সুগ্রীব তারার সঙ্গে সম্ভোগে মত্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি বানরবীরদের কথা শুনতে পেলেন না।

ততঃ সচিবসন্দিষ্টা হরয়ো রোমহর্ষণাঃ।
গিরিকুঞ্জরমেঘাভা নগরান্নির্যযুস্তদা॥ ২৩

তখন সচিবের আদেশে পর্বত, হাতি তথা মেঘের সমান বড় বড় রোমহর্ষণকারী ভয়ানক বানরেরা নগরের বাইরে বেরিয়ে এল।

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে বীরা বিকৃতদর্শনাঃ।
সর্বে শার্দূলদংষ্ট্রাশ্চ সর্বে বিবৃতদর্শনাঃ॥ ২৪

এই সমস্ত বিকটদর্শন বীর বানরদের অস্ত্র ছিল নখ এবং দাঁত। তাদের দাঁতগুলি ছিল ব্যাঘ্রতুল্য এবং [illegible] উন্মুক্ত।

দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।

কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবর্চসঃ ॥ ২৫

তাদের শক্তি ছিল কারও দশটি হস্তীতুল্য, কারও বা শতসংখ্যক হস্তীতুল্য, কোনও কোনও বানর আবার সহস্র হস্তীর বলে বলীয়ান।

ততস্তৈঃ কপিভির্ব্যাপ্তাং দ্রুমহস্তৈর্মহাবলৈঃ।
অপশ্যল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ কিষ্কিন্ধ্যাং তাং দুরাসদাম্ ॥ ২৬

বিশালাকৃতিসম্পন্ন সুবিশাল বৃক্ষরাজী হস্তে ধারণকারী বানরেরা কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে প্রাকারপরিখান্তরাৎ।
নিষ্ক্রম্যোদগ্রসত্ত্বাস্তু তস্থুরাবিষ্কৃতং তদা ॥ ২৭

সেই সমস্ত বীর বানরেরা পুরীর বাইরে এসে পরিখা অতিক্রম করে বিকটরূপ ধারণ করে অগ্রসর হয়ে অবস্থান করতে লাগল।

সুগ্রীবস্য প্রমাদং চ পূর্বজস্যার্থমাত্মবান্।
দৃষ্ট্বা ক্রোধবশং বীরঃ পুনরেব জগাম সঃ ॥ ২৮

আত্মসংযমী বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং অগ্রজের কার্যসিদ্ধি বিবেচনা করে পুনরায় ক্রোধের বশীভূত হলেন।

স দীর্ঘোষ্ণমহোচ্ছ্বাসঃ কোপসংরক্তলোচনঃ।
বভূব নরশার্দূলঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৯

তিনি দীর্ঘ এবং উষ্ণ শ্বাস মোচন করতে লাগলেন। তাঁর নেত্রদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠল। পুরুষসিংহ লক্ষ্মণকে মনে হল ধূমসমন্বিত অগ্নির তুল্য।

বাণশল্যস্ফুরজ্জিহ্বঃ সায়কাসনভোগবান্।
স্বতেজোবিষসম্ভূতঃ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ ॥ ৩০

পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্পের চঞ্চল জিহ্বা যেন তাঁর বাণ এবং শল্য[১] ধনুক যেন সেই সাপের শরীর এবং সর্পরূপী লক্ষ্মণের তেজই হল যেন তার বিষ।

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং নাগেন্দ্রমিব কোপিতম্।
সমাসাদ্যাঙ্গদস্ত্রাসাদ্ বিষাদমগমৎ পরম্ ॥ ৩১

উদ্দীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় তাঁর ক্রোধ এবং নাগরাজের তুল্য কুপিত লোচনবিশিষ্ট লক্ষ্মণকে দেখে সন্ত্রস্ত অঙ্গদ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

সোঽঙ্গদং রোষতাম্রাক্ষঃ সন্দিদেশ মহাযশাঃ।
সুগ্রীবঃ কথ্যতাং বৎস মমাগমনমিত্যুত ॥ ৩২

এষ রামানুজঃ প্রাপ্তস্ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তো দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩

তস্য বাক্যং যদি রুচিঃ ক্রিয়তাং সাধু বানরঃ।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ বৎস বাক্যমরিন্দম ॥ ৩৪

মহাযশস্বী লক্ষ্মণ রোষপূর্ণ লোচনে অঙ্গদকে আদেশ দিলেন — 'বৎস ! সুগ্রীবকে আমার আগমনের বার্তা জানাও। তাঁকে বলো রামানুজ লক্ষ্মণ, শত্রুমর্দনকারী বীর জ্যেষ্ঠভ্রাতার দুঃখে দুঃখী হয়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে নগরদ্বারে অবস্থান করছেন। বানররাজ ! যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করুন। শত্রুদমনকারী বৎস অঙ্গদ ! এই কথা বলে তুমি শীঘ্র আমার কাছে ফিরে এসো।'

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাবিষ্টোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
পিতুঃ সমীপমাগম্য সৌমিত্রিরয়মাগতঃ ॥ ৩৫

লক্ষ্মণের কথা শুনে শোকে আকুল অঙ্গদ পিতার[২] নিকটে এসে বললেন — 'সুমিত্রানন্দন এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

অথাঙ্গদস্তস্য সুতীব্রবাচা
সম্ভ্রান্তভাবঃ পরিদীনবক্ত্রঃ।
নির্গত্য পূর্বং নৃপতেস্তরস্বী
ততো রুমায়াশ্চরণৌ ববন্দে ॥ ৩৬

তারপর অঙ্গদ লক্ষ্মণের এইরূপ সুতীক্ষ্ণ বাক্যে অত্যন্ত ভীত হয়ে মলিন মুখে শীঘ্র এসে প্রথমে রাজা সুগ্রীবের অনন্তর রুমার চরণযুগল বন্দনা করলেন।

সংগৃহ্য পাদৌ পিতুরুগ্রতেজা
জগ্রাহ মাতুঃ পুনরেব পাদৌ।
পাদৌ রুমায়াশ্চ নিপীড়য়িত্বা
নিবেদয়ামাস ততস্তদর্থম্ ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী অঙ্গদ প্রথমে পিতার (পিতা বালীর অবর্তমানে পিতৃব্য সুগ্রীব) চরণে প্রণাম জানিয়ে পুনরায় জননী তারার চরণযুগলে প্রণত হলেন। অনন্তর রুমার চরণেও প্রণাম জানিয়ে যেজন্য তিনি এসেছেন তা (লক্ষ্মণের বার্তা) নিবেদন করলেন।

স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ ॥ ৩৮

বানর সুগ্রীব তখন সুরাপানে উন্মত্ত এবং

[১] বর্শা জাতীয় অস্ত্র।

[২] পিতার প্রয়াণে পিতৃব্যকেই পিতা সম্বোধন করা হয়েছে।

কামমোহিত অবস্থার কারণে ক্লান্ত ও নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি সচেতন হতে পারলেন না।

ততঃ কিলকিলাং চক্রুর্লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তং ক্রুদ্ধং ভয়মোহিতচেতসঃ॥ ৩৯

তখন বানরেরা ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে ভয়মোহিত চিত্তে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য কিল-কিলা শব্দ করতে লাগল।

তে মহৌঘনিভং দৃষ্ট্বা বজ্রাশনিসমস্বনম্।
সিংহনাদং সমং চক্রুর্লক্ষ্মণস্য সমীপতঃ॥ ৪০

এই দেখে বানরেরা লক্ষ্মণের সমীপে মহান জলপ্রবাহের মতো তথা বজ্রের ন্যায় জোরে সিংহগর্জন করতে লাগল।

তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুধ্যত বানরঃ।
মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলঃ স্রগ্বিভূষণঃ॥ ৪১

সেই প্রচণ্ড শব্দে বানর সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁর চক্ষু তখন মদ্যপানজনিত কারণে বিহ্বল, ব্যাকুল এবং রক্তিম। কণ্ঠ পুষ্পমাল্যে ভূষিত।

অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তেনৈব চ সমাগতৌ।
মন্ত্রিণৌ বানরেন্দ্রস্য সম্মতোদারদর্শনৌ॥ ৪২
প্লক্ষশ্চৈব প্রভাবশ্চ মন্ত্রিণাবর্থধর্ময়োঃ।
বক্তুমুচ্চাবচং প্রাপ্তং লক্ষ্মণং তৌ শশংসতুঃ॥ ৪৩

অঙ্গদের নিবেদিত বার্তা শুনে তাঁর সঙ্গে সমাগত বানররাজের দুজন উদারচরিত্রসম্পন্ন সম্মাননীয় মন্ত্রী প্লক্ষ এবং প্রভাব—যাঁরা অর্থ ও ধর্মের বিষয়ে শুভাশুভ চিন্তার জন্য নিযুক্ত, তাঁরা এসে তাঁকে (সুগ্রীবকে) লক্ষ্মণের আগমনবার্তা জানালেন।

প্রসাদয়িত্বা সুগ্রীবং বচনৈঃ সার্থনিশ্চিতৈঃ।
আসীনং পর্যুপাসীনৌ যথা শক্রং মরুৎপতিম্॥ ৪৪
সত্যসন্ধৌ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
মনুষ্যভাবং সম্প্রাপ্তৌ রাজ্যার্হৌ রাজ্যদায়িনৌ॥ ৪৫

মরুৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে আসীন সুগ্রীবকে তাঁরা নিশ্চিতরূপে সার্থক বচনের দ্বারা প্রসন্ন করে বললেন—'হে মহাভাগ রাজন্! রাম এবং লক্ষ্মণ এই দুই ভাইয়ের নিকট আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁরা আপনার রাজ্যদাতা, মনুষ্যভাব ধারণকারী তাঁরা রাজ্যলাভের যোগ্য।

তয়োরেকো ধনুষ্পাণির্দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ।
যস্য ভীতাঃ প্রবেপন্তো নাদান্ মুঞ্চন্তি বানরাঃ॥ ৪৬

'তাঁদের মধ্যে একজন লক্ষ্মণ ধনুক হাতে নগরীর দ্বারে অবস্থান করছেন। যাঁর ভয়ে বানরেরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে।

স এষ রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যসারথিঃ।
ব্যবসায়রথঃ প্রাপ্তস্তস্য রামস্য শাসনাৎ॥ ৪৭

'তিনিই হলেন রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণ। শ্রীরামের বাক্যই তাঁর সারথি। অগ্রজের কর্তব্য সাধনই তাঁর রথ। তাঁর আদেশেই তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

অয়ং চ তনয়ো রাজংস্তারায়া দয়িতোঽঙ্গদঃ।
লক্ষ্মণেন সকাশং তে প্রেষিতস্ত্বয়ানঘ॥ ৪৮

'হে রাজন্! তারাদেবীর নিষ্পাপ পুত্র রাজকুমার প্রিয় অঙ্গদকে লক্ষ্মণ অত্যন্ত অধীর হয়ে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

সোঽয়ং রোষপরীতাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি বীর্যবান্।
বানরান্ বানরপতে চক্ষুষা নির্দহন্নিব॥ ৪৯

'হে বানরপতি! সেই বীর লক্ষ্মণ এমনই রোষপূর্ণ নয়নে নগরদ্বারে অবস্থান করছেন যেন মনে হচ্ছে তিনি অক্ষি নির্গত রোষাগ্নিতে বানরদের দগ্ধ করবেন।

তস্য মূর্ধ্না প্রণামং ত্বং সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ।
গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রোষো হ্যদ্যোপশাম্যতাম্॥ ৫০

'মহারাজ! আপনি আপনার পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সত্বর গমন করুন, তাঁর চরণে মস্তক-স্থাপনপূর্বক প্রণত হয়ে তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করুন।

যথা হি রামো ধর্মাত্মা তৎ কুরুষ্ব সমাহিতঃ।
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ৫১

'রাজন্! ধর্মাত্মা শ্রীরাম যা আদেশ করবেন তা শান্তভাবে পালন করুন। আপনি আপনার বাক্যে স্থির থেকে সত্যপ্রতিজ্ঞ হন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ (৩২)

চিন্তাগ্রস্ত সুগ্রীবকে হনুমানের উপদেশ দান

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
লক্ষ্মণং কুপিতং শ্রুত্বা মুমোচাসনমাত্মবান্॥ ১

অঙ্গদের বচন শুনে এবং লক্ষ্মণের ক্রোধের বার্তা জেনে আত্মসচেতন সুগ্রীব মন্ত্রিদের সঙ্গে আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

স চ তানব্রবীদ্ বাক্যং নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
মন্ত্রজ্ঞান্ মন্ত্রকুশলো মন্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ২

শ্রীরামের মহত্ত্ব এবং নিজের লঘুতা সম্পর্কে সচেতন সুগ্রীব মন্ত্রজ্ঞ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিদের মন্ত্রণায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে বললেন—

ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে॥ ৩

'আমি তো কোনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করিনি বা দুর্ব্যবহার করিনি, তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; আমি সেই বিষয়ে চিন্তিত।

অসুহৃদ্ভির্মমামিত্রৈর্নিত্যমন্তরদর্শিভিঃ ।
মম দোষানসম্ভূতাঞ্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ॥ ৪

'যারা আমার সুহৃদ নয়, যারা সর্বদা আমার দোষ অনুসন্ধান করে এমন শত্রুরাই রামানুজ লক্ষ্মণকে আমার সেই দোষের কথা শুনিয়েছে, যে দোষে আমি দোষী নই।

অত্র তাবদ্ যথাবুদ্ধিঃ সর্বৈরেব যথাবিধি।
ভাবস্য নিশ্চয়স্তাবদ্ বিজ্ঞেয়ো নিপুণং শনৈঃ॥ ৫

'এখন সকলেরই যথাবুদ্ধি অনুসারে ধীরে এবং নিপুণভাবে তাঁর এই ক্রোধভাবের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা উচিত।

ন খল্বস্তি মম ত্রাসোলক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
মিত্রং স্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্॥ ৬

'রামচন্দ্র অথবা লক্ষ্মণের কাছ থেকে অবশ্যই আমার কোনো ভয় নেই। তথাপি, মিত্র যদি অকারণে ক্রুদ্ধ হন তাহলে তা ভয়ের উদ্রেক করে।

সর্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।
অনিত্যত্বাৎ তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে॥ ৭

'সর্বদাই বন্ধুত্বলাভ করা সহজ কিন্তু তা রক্ষা করাই কঠিন। বন্ধুত্বের অমর্যাদা করলে সেই প্রীতি সামান্য কারণেই নষ্ট হয়ে যায়।

অতোনিমিত্তং ত্রস্তোঽহং রামেণ তু মহাত্মনা।
যন্মমোপকৃতং শক্যং প্রতিকর্তুং ন তন্ময়া॥ ৮

'এই কারণেই আমি অত্যন্ত ভীত। মহাত্মা শ্রীরাম যেভাবে আমার উপকার করেছেন, আমি তো তার কোনো প্রত্যুপকার করতে পারিনি।'

সুগ্রীবেণৈবমুক্তে তু হনূমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
উবাচ স্বেন তর্কেণ মধ্যে বানরমন্ত্রিণাম্॥ ৯

সুগ্রীব এইরূপ বললে, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান নিজ যুক্তি অনুসারে বানর মন্ত্রীদের সামনে বললেন—

সর্বথা নৈতদাশ্চর্যং যৎ ত্বং হরিগণেশ্বর।
ন বিস্মরসি সুস্নিগ্ধমুপকারং কৃতং শুভম্॥ ১০

'হে বানরগণাধিপতি ! রামচন্দ্র যে আপনার প্রতি স্নেহপূর্বক উপকার করেছেন, তা যে আপনি বিস্মৃত হননি, এ আর কী আশ্চর্যের বিষয়।

রাঘবেণ তু বীরেণ ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ।
ত্বৎ প্রিয়ার্থং হতো বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১১
সর্বথা প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধো রাঘবো নাত্র সংশয়ঃ।
ভ্রাতরং সম্প্রহিতবাঁল্লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্॥ ১২

'বীর রাঘব ভয় দূর করে আপনার কল্যাণের জন্য ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীর বালীকে হত্যা করেছিলেন। শ্রীরামের শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনকারী লক্ষ্মণকে তিনি আপনার নিকটে প্রণয় হেতুই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু রাঘব যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবিষয়েও সংশয় নেই।

ত্বং প্রমত্তো ন জানীষে কালং কালবিদাং বর।

ফুল্লসপ্তচ্ছদশ্যামা প্রবৃত্তা তু শরচ্ছুভা॥ ১৩

'কালজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও আপনি প্রমত্ততাবশত কাল সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি। শরৎঋতুর আগমনে বিকশিত ছাতিম ফুলের শোভায় চতুর্দিক শ্যামল হয়ে গেছে।

নির্মলগ্রহনক্ষত্রা দ্যৌঃ প্রণষ্টবলাহকা।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্বাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ॥ ১৪

'আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে। নির্মল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্ররা স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়েছে। সকল দিক হয়েছে প্রসন্ন। নদী ও সরোবরগুলির জল হয়েছে স্বচ্ছ।

প্রাপ্তমুদ্যোগকালং তু নাবৈষি হরিপুঙ্গব।
ত্বং প্রমত্ত ইতি ব্যক্তং লক্ষ্মণোঽয়মিহাগতঃ॥ ১৫

'বানররাজ ! যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগকাল সমাগত। কিন্তু প্রমত্ততাজনিত কারণে আপনি তা জানতে পারেননি। এই কথা জানাবার জন্যই লক্ষ্মণ এখানে এসেছেন।

আর্তস্য হৃতদারস্য পরুষং পুরুষান্তরাৎ।
বচনং মর্ষণীয়ং তে রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৬

'মহাত্মা রাম আর্ত। তাঁর স্ত্রী অপহৃতা। সেইজন্য লক্ষ্মণের মুখনিঃসৃত কঠোর বাক্য আপনাকে মেনে নিতে হবে।

কৃতাপরাধস্য হি তে নান্যৎ পশ্যাম্যহং ক্ষমম্।
অন্তরেণাঞ্জলিং বদ্ধ্বা লক্ষ্মণস্য প্রসাদনাৎ॥ ১৭

'আপনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অপরাধী। লক্ষ্মণের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর প্রসন্নতা লাভ ব্যতীত অন্য উপায় আমি দেখছি না।

নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।
ইত এব ভয়ং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ॥ ১৮

'রাজ্যের হিতের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীদের সময়মতো উপযুক্ত পরামর্শ দান আমার কর্তব্য। অতএব ভয় ত্যাগ করে আমি আপনাকে নিশ্চিত বাক্যই বলছি।

অভিক্রুদ্ধঃ সমর্থো হি চাপমুদ্যম্য রাঘবঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্বং বশে স্থাপয়িতুং জগৎ॥ ১৯

'যদি শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুক তুলে নেন তাহলে তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্বসহ সমগ্র জগৎকে বশীভূত করতে সক্ষম।

তস্য মূর্ধ্না প্রণম্য ত্বং সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্তুর্ভার্যেব তদ্বশে॥ ২০

'যাঁকে পরে ক্ষমাভিক্ষা করে প্রসন্ন করতে হবে, তাঁকে কুপিত করা কখনোই উচিত নয়। বিশেষত যিনি কৃতজ্ঞ, পূর্বোপকার স্মরণ করে তাঁর কখনোই এরূপ করা উচিত নয়।

তস্য মূর্ধ্না প্রণম্য ত্বং সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্তুর্ভার্যেব তদ্বশে॥ ২১

'হে রাজন্ ! আপনি সপুত্র এবং সবান্ধবে তাঁর চরণে অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে, পত্নী যেমন পতির বশীভূত থাকেন আপনিও তেমনি তাঁর বশে থাকুন।

ন রামরামানুজশাসনং ত্বয়া
কপীন্দ্রযুক্তং মনসাপ্যপোহিতুম্।
মনো হি তে জ্ঞাস্যতি মানুষং বলং
সরাঘবস্যাস্য সুরেন্দ্রবর্চসঃ॥ ২২

'হে বানররাজ ! শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের শাসন উপেক্ষা করার কথা আপনি মনেও আনবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তেজস্বী রাম এবং লক্ষ্মণের অমানবিক শক্তির কথা আপনার অজানা নয়।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৩৩)

কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দেখতে দেখতে সুগ্রীবের মহলে লক্ষ্মণের প্রবেশ। ক্রোধে ধনুকে টংকারদান। ভীত সুগ্রীবের তাঁকে শান্ত করার জন্য তারাকে প্রেরণ। লক্ষ্মণকে তারার সান্ত্বনাদান এবং অন্তঃপুরে আনয়ন

অথ প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রবিবেশ গুহাং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং রামশাসনাৎ॥ ১

অনন্তর অনুমতি লাভ করে বীর শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নির্দেশানুসারে কিষ্কিন্ধ্যানগরীর রমণীয় গুহায় প্রবেশ করলেন।

দ্বারস্থা হরয়স্তত্র মহাকায়া মহাবলাঃ।
বভূবুর্লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ॥ ২

দ্বারদেশে অবস্থিত বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট মহাশক্তিশালী বানরেরা সকলে লক্ষ্মণকে দেখে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হল।

নিঃশ্বসন্তং তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধং দশরথাত্মজম্।
বভূবুর্হরয়স্ত্রস্তা ন চৈনং পর্যবারয়ন্॥ ৩

দশরথনন্দন লক্ষ্মণকে ক্রোধপূর্বক দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে দেখে ভীত বানরেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারল না।

স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্।
রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্॥ ৪

শ্রীমান লক্ষ্মণ স্বর্গতুল্য রত্নময় পুষ্পিতকাননসহ রত্নসমাকীর্ণ রমণীয় মহতী গুহা দর্শন করলেন।

হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্॥ ৫

সুদৃশ্য অট্টালিকা এবং প্রাসাদবিশিষ্ট এই নগরী নানাবিধ রত্নের দ্বারা সুসজ্জিত। সকল প্রত্যাশা পূরণকারী ফল, ফুল ও বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত এই কানন।

দেবগন্ধর্বপুত্রৈশ্চ বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৈঃ শোভিতাং প্রিয়দর্শনৈঃ॥ ৬

দেবতা ও গন্ধর্বদের সুদর্শন পুত্রগণ দিব্যমাল্য এবং বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। তারা তাদের ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতেও সক্ষম।

চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্।
মৈরেয়াণাং মধূনাং চ সম্মোদিতমহাপথাম্॥ ৭

চন্দন, অগুরু এবং পদ্মফুলের সুমধুর গন্ধে এই নগরী আমোদিত। মৈরেয়[১] এবং মধুর সুন্দর গন্ধে নগরীর প্রশস্ত রাজপথসমূহ আমোদিত।

বিন্ধ্যমেরুগিরিপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈকভূমিভিঃ।
দদর্শ গিরিনদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র রাঘবঃ॥ ৮

রঘুবংশের উত্তরসূরী লক্ষ্মণ সেই নগরীতে বিন্ধ্য-পর্বত এবং মেরুপর্বত তুল্য সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ এবং নির্মলজলে পরিপূর্ণ পার্বত্য নদীসমূহ দেখতে পেলেন।

অঙ্গদস্য গৃহং রম্যং মৈন্দস্য দ্বিবিদস্য চ।
গবয়স্য গবাক্ষস্য গজস্য শরভস্য চ॥ ৯
বিদ্যুন্মালেশ্চ সম্পাতেঃ সূর্যাক্ষস্য হনূমতঃ।
বীরবাহোঃ সুবাহোশ্চ নলস্য চ মহাত্মনঃ॥ ১০
কুমুদস্য সুষেণস্য তারজাম্ববতোস্তথা।
দধিবক্ত্রস্য নীলস্য সুপাটলসুনেত্রয়োঃ॥ ১১
এতেষাং কপিমুখ্যানাং রাজমার্গে মহাত্মনাম্।
দদর্শ গৃহমুখ্যানি মহাসারাণি লক্ষ্মণঃ॥ ১২

অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদের রমণীয় গৃহগুলি দেখলেন। তৎসহ রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিমুখ, নীল, সুপাটল, সুনেত্র—এই সমস্ত মহাত্মা বানরমুখ্যদের সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠ প্রাসাদগুলি লক্ষ্মণ দেখতে পেলেন।

পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধমাল্যযুতানি চ।
প্রভূতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ॥ ১৩

সেই ভবনগুলি ছিল আকাশের ন্যায় শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট, সুগন্ধী পুষ্পের মালা দ্বারা সুসজ্জিত, প্রচুর ধনরত্ন এবং পর্যাপ্ত স্ত্রীরত্ন দ্বারা সুশোভিত।

পাণ্ডুরেণ তু শৈলেন পরিক্ষিপ্তং দুরাসদম্।
বানরেন্দ্রগৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্॥ ১৪

বানররাজ সুগ্রীবের প্রাসাদ দেবরাজ ইন্দ্রের

[১]একপ্রকার মহার্ঘ সুরা।

ভবনতুল্য রমণীয়। এই প্রাসাদ ছিল শ্বেতবর্ণের পর্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অত্যন্ত দুর্গম।

শুক্লৈঃ প্রাসাদশিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্॥ ১৫

কৈলাস পর্বতের শিখরের ন্যায় প্রাসাদের শিখরগুলি ছিল শুভ্র। সকল কাম্য ফলদায়ী বৃক্ষ এবং পুষ্পিত তরুরাজি দ্বারা সজ্জিত ছিল সেই প্রাসাদ।

মহেন্দ্রদত্তৈঃ শ্রীমদ্ভির্নীলজীমূতসন্নিভৈঃ।
দিব্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ॥ ১৬

ইন্দ্র প্রদত্ত স্বর্গীয় ফুল ও ফলের মনোরম বৃক্ষের শীতল ছায়া দ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদের কাননটি নীল মেঘের মতো সুশোভিত।

হরিভিঃ সংবৃতদ্বারং বলিভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
দিব্যমাল্যাবৃতং শুভ্রং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্॥ ১৭

মহাবলশালী, সশস্ত্র, বানরদের দ্বারা প্রাসাদের দ্বারদেশ সুরক্ষিত। উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের প্রাসাদতোরণ শুভ্র স্বর্গীয় ফুলের মালা দ্বারা অলংকৃত।

সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।
অবার্যমাণঃ সৌমিত্রির্মহাভ্রমিব ভাস্করঃ॥ ১৮

মহাশক্তিশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের রমণীয় গৃহে প্রবেশ করলেন। যেন অবারিতভাবে সূর্যদেব মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

স সপ্ত কক্ষ্যা ধর্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ।
দদর্শ সুমহদ্‌গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ॥ ১৯

ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ সেই প্রাসাদে বিবিধ যান এবং আসনসমৃদ্ধ সাতটি মহল অতিক্রম করে অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুবিশাল অন্তঃপুর দর্শন করলেন।

হৈমরাজতপর্যঙ্কৈর্বহুভিশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈস্তত্র তত্র সমাবৃতম্॥ ২০

সেখানে ছিল বহুসংখ্যক সোনার ও রূপার পালঙ্ক তথা অনেকানেক শ্রেষ্ঠ আসন এবং সেগুলি ছিল বহুমূল্য আবরণ দ্বারা আবৃত।

প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্।
তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্॥ ২১

প্রবেশমাত্রই তিনি শুনতে পেলেন ; সমতাল, পদ ও অক্ষয়যুক্ত তথা তারের বাদ্যযন্ত্রসহ সুমধুর ও নিরন্তর সঙ্গীতধ্বনি।

বহ্বীশ্চ বিবিধকারা রূপযৌবনগর্বিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবলঃ॥ ২২

মহাবলবান লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সেই ভবনে বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন বহুসংখ্যক রূপ-যৌবন গর্বে গর্বিত রমণীকে দেখতে পেলেন।

দৃষ্ট্বাভিজনসম্পন্নাস্তত্র মাল্যকৃতস্রজঃ।
বরমাল্যকৃতব্যগ্রা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ॥ ২৩
নাতৃপ্তান্ নাতি চাব্যগ্রান্ নানুদাত্তপরিচ্ছদান্।
সুগ্রীবানুচরাংশ্চাপি লক্ষয়ামাস লক্ষ্মণঃ॥ ২৪

লক্ষ্মণ দেখলেন ; উচ্চ বংশজাতা, পুষ্প সাজে সজ্জিতা, উত্তম অলংকারে অলংকৃতা রমণীরা শ্রেষ্ঠ মালা রচনায় ব্যগ্রা। সুগ্রীবের অনুচরেরা কর্মে অতি ব্যস্ত, তারা সকলেই সন্তুপ্ত। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও দীন নয়।

কূজিতং নূপুরাণাং চ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনং তথা।
স নিশম্য ততঃ শ্রীমান্ সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ॥ ২৫

নূপুরের রুনুঝুনু এবং চন্দ্রহারের ধ্বনি শুনে শ্রীমান সুমিত্রাকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।[1]

রোষবেগপ্রকুপিতঃ শ্রুত্বা চাভরণস্বনম্।
চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্॥ ২৬

অলংকারের ধ্বনি শুনে তৎপশ্চাৎ বীর লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে সরোষে ও সবেগে ধনুকে টঙ্কার দিলেন। সেই শব্দ সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

চারিত্রেণ মহাবাহুরপকৃষ্টঃ স লক্ষ্মণঃ।
তস্থাবেকান্তমাশ্রিত্য রামকোপসমন্বিতঃ॥ ২৭

মহাবাহু লক্ষ্মণ সদাচারবশত সেখান থেকে সরে এসে একান্তে আশ্রয় নিলেন। সুগ্রীবের শ্রীরামের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা দেখে অত্যন্ত কুপিত হলেন।

তেন চাপস্বনেনাথ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
বিজ্ঞায়াগমনং ত্রস্তঃ স চচাল বরাসনাৎ॥ ২৮

ধনুকের সেই টংকার শুনে বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের আগমন বার্তা জানতে পারলেন। তিনি ভয় পেয়ে সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন।

অঙ্গদেন যথা মহ্যং পুরস্তাৎ প্রতিবেদিতম্।
সুব্যক্তমেষ সম্প্রাপ্তঃ সৌমিত্রির্ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ২৯

মনে করলেন, অঙ্গদ পূর্বেই যেমন আমাকে

[1]অলংকারসমূহের শব্দ শুনে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাতজনিত কারণে তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

জানিয়েছিল তদনুসারে সুমিত্রানন্দন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অবশ্যই এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

অঙ্গদেন সমাখ্যাতো জাম্ববেনেন চ বানরঃ।
বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখং চাস্য ব্যশুষ্যত॥ ৩০

অঙ্গদের দ্বারা পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছিলেন, এখন ধনুকের টংকার শুনে লক্ষ্মণের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত হয়ে বানররাজের মুখ শুকিয়ে গেল।

ততস্তারাং হরিশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়দর্শনাম্।
উবাচ হিতমব্যগ্রস্ত্রাসসম্ভ্রান্তমানসঃ॥ ৩১

তখন ভীত মনে ধৈর্য অবলম্বন করে, বানররাজ সুগ্রীব সুন্দরী তারাকে কল্যাণকর বাক্য বললেন—

কিং নু রুষ্টকারণং সুভ্রু প্রকৃত্যা মৃদুমানসঃ।
সরোষ ইব সম্প্রাপ্তো যেনায়ং রাঘবানুজঃ॥ ৩২

'সুন্দর ভ্রূ বিশিষ্টা সুন্দরী ! এঁর ক্রোধের কারণ কী ? তুমি তো স্বভাবত কোমল চিত্তসম্পন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের ছোট ভাই কেন রুষ্ট হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ?

কিং পশ্যসি কুমারস্য রোষস্থানমনিন্দিতে।
ন খল্বকারণে কোপমাহরেন্নরপুঙ্গবঃ॥ ৩৩

'হে অনিন্দিতা ! তোমার দৃষ্টি অনুসারে কুমার লক্ষ্মণের রোষের আধার কী ? এই নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই অকারণে কুপিত হননি ?

যদাস্য কৃতমস্মাভির্বুধ্যসে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
তদ্বুদ্ধ্যা সম্প্রধার্যাশু ক্ষিপ্রমেবাভিধীয়তাম্॥ ৩৪

'যদি আমরা তাঁর কাছে অজ্ঞানতাবশত কোনো অন্যায় করে থাকি, যদি তা তোমার বুদ্ধির গোচরে থাকে তাহলে অতি সত্বর তা আমাদের বলো।

অথবা স্বয়মেবৈনং দ্রষ্টুমর্হসি ভামিনি।
বচনৈঃ সান্ত্বযুক্তৈশ্চ প্রসাদয়িতুমর্হসি॥ ৩৫

'অথবা হে ভামিনি ! তুমি স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা করো।

ত্বদ্দর্শনে বিশুদ্ধাত্মা ন স্ম কোপং করিষ্যতি।
নহি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্বন্তি দারুণম্॥ ৩৬

'তিনি বিশুদ্ধ আত্মা, তোমাকে দেখে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। কারণ, মহাত্মারা কখনো স্ত্রীলোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন না।

ত্বয়া সান্ত্বৈরুপক্রান্তং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসম্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষং দ্রক্ষ্যাম্যহমরিন্দমম্॥ ৩৭

'তোমার সুমধুর বাক্যে তাঁর চিত্ত শান্ত হলে এবং ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হলে, আমি শত্রুদমনকারী, কমলনয়ন লক্ষ্মণকে দর্শন করব।'

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা ।
সলক্ষণা লক্ষ্মণ সন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ৩৮

তখন সুলক্ষণা তারা স্খলিত চরণে, লক্ষ্মণের নিকট গেলেন। তাঁর লোচন ছিল মদ্যপানে চঞ্চল, শরীর হয়েছিল সংকোচে ও বিনয়ে অবনত। কটিদেশে প্রলম্বিত ছিল স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত কাঞ্চী নামক অলংকার ।

স তাং সমীক্ষ্যৈব হরীশপত্নীং
তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা ।
অবাঙ্মুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ ॥ ৩৯

বানররাজপত্নী তারাকে দেখে মহাত্মা লক্ষ্মণ অবনতমুখে উদাসীনভাবে দণ্ডায়মান হলেন। স্ত্রীলোকের সম্মুখে রাজকুমারের ক্রোধ নিবৃত্ত হল।

সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা
দৃষ্টি প্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্ভং
বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্ ॥ ৪০

মদ্যপানজনিত কারণে তারার লজ্জা অপগত। তিনি রাজকুমার লক্ষ্মণের দৃষ্টিতে প্রসন্নতা লক্ষ করলেন। এইজন্য তিনি মহৎ অর্থযুক্ত সান্ত্বনাবাক্য স্নেহমিশ্রিত প্রীতিভরে উন্মুক্তভাবে বললেন—

কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র
কস্তে ন সন্তিষ্ঠতি বাঙ্নিদেশে।
কঃ শুষ্কবৃক্ষং বনমাপতন্তং
দাবাগ্নিমাসীদতি নির্বিশঙ্কঃ ॥ ৪১

'হে রাজকুমার ! আপনার ক্রোধের কারণ কী ? কে আপনার আজ্ঞাধীন নয় ? শুকনো বৃক্ষে পূর্ণ বনের সর্বত্র

দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখে কে নিঃশঙ্ক থাকতে পারে ?'

স তস্যা বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমশঙ্কিতঃ।
ভূয়ঃ প্রণয়দৃষ্টার্থং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪২

তারার এইরূপ সান্ত্বনাপূর্বক ভয়হীন এবং গভীর প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনে লক্ষ্মণ বললেন—

কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ।
ভর্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈনমববুধ্যসে॥ ৪৩

'আপনি তো আপনার স্বামীর হিতকামী। কিন্তু আপনার স্বামী যে কামাসক্ত হয়ে ধর্ম-অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়ে বিস্মৃত হয়েছেন, আপনি কি তাঁকে তা বোঝাতে পারছেন না ?

ন চিন্তয়তি রাজ্যার্থং সোঽস্মাঞ্ছোকপরায়ণান্।
সামাত্যপরিষৎ তারে কামমেবোপসেবতে॥ ৪৪

'হে তারে ! তিনি রাজ্যের বিষয়েও চিন্তিত নন, আবার শোকমগ্ন আমাদের কথাও তিনি ভাবছেন না, অমাত্য ও পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

স মাসাংশ্চতুরঃ কৃত্বা প্রমাণং প্লবগেশ্বরঃ।
ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্ নাববুধ্যতে॥ ৪৫

'বানররাজ সুগ্রীব চার মাস পরে সীতা অনুসন্ধান কার্যে সহায়তার জন্য আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সেই সময় যে অতিক্রান্ত হয়েছে সুরায় প্রমত্ত তিনি তা বুঝতে পারছেন না।

নহি ধর্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪৬

'ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধির জন্য সুরাপান প্রশংসনীয় নয়। এটির পানে অর্থ, কাম এবং ধর্ম সবকিছুই বিনষ্ট হয়।

ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্॥ ৪৭

'উপকারীর প্রত্যুপকার না করলে ধর্মের হানি হয়। গুণবান বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন করলে অর্থের বিনাশ ঘটে।

মিত্রং হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠং সত্যধর্মপরায়ণম্।
তদ্দ্বয়ং তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্মে ব্যবস্থিতম্॥ ৪৮

'অর্থ সাধনে তৎপর এবং সত্যধর্ম পরায়ণ—এই দুই প্রকার বন্ধুত্বের গুণকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তিনি এখন আর ধর্মপথেও অবস্থিত নন।

তদেবং প্রস্তুতে কার্যে কার্যমস্মাভিরুত্তরম্।
তৎ কার্যং কার্যতত্ত্বজ্ঞে ত্বমুদাহর্তুমর্হসি॥ ৪৯

'এইরূপ পরিস্থিতিতে কার্যের সিদ্ধির জন্য আমাদের কর্তব্য কী হবে ? আমাদের জন্য সমুচিত কার্য কী ? তা আপনি বলুন। কারণ আপনি কার্যতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানী।'

সা তস্য ধর্মার্থসমাধিযুক্তং
নিশম্য বাক্যং মধুরস্বভাবম্।
তারা গতার্থে মনুজেন্দ্রকার্যে
বিশ্বাসযুক্তং তমুবাচ ভূয়ঃ॥ ৫০

ধর্ম ও অর্থ সমন্বিত তথা লক্ষ্মণের স্বভাবমধুর বাক্য শুনে তারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের কার্য বিষয়ে অবহিত হয়ে বিশ্বাসযোগ্য বাক্য বললেন—

ন কোপকালঃ ক্ষিতিপালপুত্র
ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।
ত্বদর্থকামস্য জনস্য তস্য
প্রমাদমপ্যর্হসি বীর সোঢুম্॥ ৫১

'বীর রাজকুমার ! এখন ক্রোধ প্রকাশের সময় নয়। আপনজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়াও উচিত নয়। আপনার সেই কাম্যজনের (সুগ্রীবের) যদি কোনও ভুল হয়েও থাকে আপনি তা ক্ষমা করুন।

কোপং কথং নাম গুণপ্রকৃষ্টঃ
কুমার কুর্যাদপকৃষ্টসত্ত্বে।
কস্ত্বদ্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেৎ
সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ॥ ৫২

'হে রাজকুমার ! গুণশ্রেষ্ঠ পুরুষ কি কখনো গুণহীনের প্রতি কুপিত হন ? হে তাপস ! আপনি কেন সত্ত্বগুণ অবরোধকারী সেই ক্রোধের বশীভূত হয়েছেন ?

জানামি কোপং হরিবীরবন্ধো-
র্জানামি কার্যস্য চ কালসঙ্গম্।
জানামি কার্যং ত্বয়ি যৎ কৃতং ন-
স্তচ্চাপি জানামি যদত্র কার্যম্॥ ৫৩

'বানরবীর সুগ্রীবের প্রতি তাঁর বন্ধু রামচন্দ্রের ক্রোধের কারণ আমি জানি। আমি জানি তাঁর কার্যের সময় আসন্ন। আপনারা তাঁর জন্য যা করেছেন তা আমার অজানা

...না। এখন তাঁকে কী করতে হবে সেই বিষয়েও আমার জানা আছে।

অত্রাপি জানামি তথাবিধত্বং
বলং নরশ্রেষ্ঠ শরীরজস্য।
জানামি যস্মিংশ্চ জনেঽববদ্ধং
কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য॥ ৫৪

'নরশ্রেষ্ঠ ! শরীরজাত এই কামনার শক্তি যে অসহনীয় তা আমি জানি। আমি একথাও জানি সুগ্রীব কামনায় আসক্ত হয়ে কোথায় আটকে রয়েছেন। আমি এ-ও জানি এর ফলে তার রাজকার্যে মন নেই।

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্মা-
ববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ॥ ৫৫

'আপনি যেরূপ ক্রোধান্বিত হয়েছেন তাতে মনে হয় আপনি কামের প্রভাব জানেন না। কামাসক্ত পুরুষের দেশ, কাল, ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি কোনো কিছুরই জ্ঞান থাকে না।

তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জম্।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্ত-
স্ত্বদ্‌ভ্রাতরং বানরবংশনাথম্॥ ৫৬

'হে শত্রুবীরদমনকারী ! বানররাজ সুগ্রীব কামাসক্ত হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে আমার সন্নিকটে ছিলেন, তাঁকে আপন ভ্রাতৃজ্ঞানে মার্জনা করুন।

মহর্ষয়ো ধর্মতপোঽভিরামাঃ
কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।
অয়ং প্রকৃত্যা চপলঃ কপিস্তু
কথং ন সজ্জেত সুখেষু রাজা॥ ৫৭

'ধর্মনিষ্ঠ এবং তপস্যারত মহর্ষিগণও কামাসক্ত হয়ে কখনো মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাতে ইনি তো স্বভাবচপল বানর, কেনই বা সুখভোগে আসক্ত হবেন না?'

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
সা বানরী লক্ষ্মণমপ্রমেয়ম্।
পুনঃ সখেদং মদবিহ্বলাক্ষী
ভর্তুর্হিতং বাক্যমিদং বভাষে॥ ৫৮

অপ্রমেয় শক্তিশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ মহান অর্থযুক্ত বাক্য বলে বানরী মদবিহ্বললোচনা তারা পুনরায় সখেদে স্বামীর হিতকামনায় এরূপ বললেন—

উদ্যোগস্তু চিরাজ্ঞপ্তঃ সুগ্রীবেণ নরোত্তম।
কামস্যাপি বিধেয়েন তবার্থপ্রতিসাধনে॥ ৫৯

'নরোত্তম ! যদিও সুগ্রীব কামাসক্ত ছিলেন, তথাপি আপনাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বহুপূর্বেই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

আগতা হি মহাবীর্যা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
কোটীঃ শতসহস্রাণি নানানগনিবাসিনঃ॥ ৬০

'ফলস্বরূপ বিভিন্ন পর্বতে বসবাসকারী ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম মহাবলশালী লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বানর এখানে উপস্থিত হয়েছে।

তদাগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং ত্বয়া।
অচ্ছলং মিত্রভাবেন সতাং দারাবলোকনম্॥ ৬১

'হে মহাবাহু ! আপনি সদাচার রক্ষা করেছেন[১]। বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত সজ্জনদের জন্য নিন্দনীয় নয়। অতএব আপনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।'

তারয়া চাভ্যনুজ্ঞাতস্ত্বরয়া বাপি চোদিতঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তরমরিন্দমঃ॥ ৬২

মহাবীর লক্ষ্মণ তারার আজ্ঞায় এবং প্রেরণায় প্রাসাদের অভ্যন্তরে অতি সত্বর প্রবেশ করলেন।

ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে।
মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভম্॥ ৬৩

সেখানে মহামূল্যবান আস্তরণে সুশোভিত সূর্যতুল্য তেজস্বী সুগ্রীবকে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন।

দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গং দিব্যরূপং যশস্বিনম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মহেন্দ্রমিব দুর্জয়ম্॥ ৬৪

[১] পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত অন্যায় জেনে প্রাসাদের বাইরে অবস্থান করে এই আচার লক্ষ্মণ এখানে পালন করছেন।

দিব্য আভরণের বিচিত্র শোভায় দিব্যরূপধারী সুগ্রীবকে দিব্যমালা এবং বস্ত্রপরিধান করে দুর্জয় মহেন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল।

দিব্যাভরণমালাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাবৃতম্।
সংরক্ততরক্তাক্ষো বভূবান্তকসন্নিভঃ॥ ৬৫

স্বর্গীয় অলঙ্কার এবং মালায় সুসজ্জিতা সুন্দরী রমণীদের দ্বারা তাঁকে পরিবৃত দেখে লক্ষ্মণের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তাঁকে দেখে যমরাজের মতো ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

রুমাং তু বীরঃ পরিরভ্য গাঢ়ং
বরাসনস্থো বরহেমবর্ণঃ।
দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্ত্বং
বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রম্॥ ৬৬

দীর্ঘলোচন, স্বর্ণবর্ণ কান্তিযুক্ত সুগ্রীব স্বীয় পত্নী রুমার সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উদারচেতা, আয়তলোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দেখলেন।

—○—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

—○—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৩৪)

সুগ্রীবের লক্ষ্মণের পাশে আগমন। তাঁকে লক্ষ্মণের ধিক্কার

তমপ্রতিহতং ক্রুদ্ধং প্রবিষ্টং পুরুষর্ষভম্।
সুগ্রীবো লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১

ক্রোধান্বিত পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ করতে দেখে সুগ্রীবের ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যথিত হয়ে উঠল।

ক্রুদ্ধং নিঃশ্বসমানং তং প্রদীপ্তমিব তেজসা।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজম্॥ ২
উৎপপাত হরিশ্রেষ্ঠো হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্।
মহান্ মহেন্দ্রস্য যথা স্বলঙ্কৃত ইব ধ্বজঃ॥ ৩

দশরথনন্দন ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করছেন। অগ্রজের বেদনায় কাতর তিনি যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত। তাঁকে দেখে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উল্লম্ফনপূর্বক স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ করলেন, যেন মহান দেবরাজ ইন্দ্রের সুসজ্জিত পতাকা সহসা উত্তোলিত হল।

উৎপতন্তমনূৎপেতূ রুমাপ্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুগ্রীবং গগনে পূর্ণং চন্দ্রং তারাগণা ইব॥ ৪

আকাশে চন্দ্রোদয়ের পরে যেমন তারকারা উদিত হয়, তেমনি সুগ্রীবের সিংহাসন থেকে উত্থানের পরে রুমা প্রভৃতি স্ত্রীগণ উত্থিত হলেন।

সংরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ সঞ্চচার কৃতাঞ্জলিঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র কল্পবৃক্ষো মহানিব॥ ৫

আরক্তলোচন[১] শ্রীমান সুগ্রীব কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত মহান কল্পবৃক্ষতুল্য বীর লক্ষ্মণের নিকট এলেন।

রুমাদ্বিতীয়ং সুগ্রীবং নারীমধ্যগতং স্থিতম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ সতারং শশিনং যথা॥ ৬

পত্নী রুমাসহ পুরনারীদের মধ্যে অবস্থিত সুগ্রীব তারকা পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তখন বললেন—

সত্ত্বাভিজনসম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে॥ ৭

[১]অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর নয়নযুগল রক্তবর্ণ হয়েছিল।

'সাত্ত্বিক, অভিজাত গুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, কৃতজ্ঞ এবং সত্যবাদী রাজাই জগতে মহান রাজারূপে খ্যাত হন।

যস্তু রাজা স্থিতোঽধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ॥ ৮

'যে রাজা অধর্মে অবস্থান করেন, যিনি উপকারী বন্ধুদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তাঁর অপেক্ষা অধিকতর নৃশংস আর কে আছেন ?

শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে।
আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে॥ ৯

'অশ্বানৃত ব্যক্তির শত অশ্ববধের পাপ জন্মায়, গবানৃত ব্যক্তির পাপ সহস্র গোবধ তুল্য এবং পুরুষানৃত পুরুষ আত্মহত্যা এবং স্বজনবধ পাপে নিমজ্জিত হয়।

অশ্বানৃত (অশ্বদানের প্রতিজ্ঞা করেনও যিনি তা পালন করেন না, তিনি অশ্বানৃত নামক পাপের ভাগী হন এবং এই পাপের দ্বারা তাঁর শত অশ্বহত্যাজনিত যে পাপ তা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শত অশ্ব হত্যার পাপে যে শাস্তি তা তাঁকে ভোগ করতে হয়)। **গবানৃত** (গো দানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে একইভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পাপীর গবানৃত দোষ জন্মায় যা সহস্র সংখ্যক গোবধের সমান পাপ)। **পুরুষানৃত** (কোনো পুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর স্বজনবধ এবং আত্মহত্যাজনিত পাপ জন্মায়)।

পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎ প্রতিকরোতি যঃ।
কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বর॥ ১০

'হে বানররাজ ! পূর্বোপকারী মিত্রের যিনি প্রত্যুপকার করেন না সেই কৃতঘ্ন ব্যক্তি সকল প্রাণীর বধযোগ্য।

গীতোঽয়ং ব্রহ্মণা শ্লোকঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
দৃষ্ট্বা কৃতঘ্নং ক্রুদ্ধেন তন্নিবোধ প্লবঙ্গম॥ ১১

'কপিরাজ ! কোনো এক কৃতঘ্নকে দেখে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা সর্বজনপ্রণম্য একটি শ্লোক বলেছেন। আপনি তা শ্রবণ করুন—

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ১২

"গো-হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ এবং ব্রতভঙ্গকারী পুরুষদের পাপমুক্তির বিধান সজ্জনেরা করেছেন। কিন্তু কৃতঘ্নব্যক্তির পাপোদ্ধারের কোনো উপায় নেই।"

অনার্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর।
পূর্বং কৃতার্থো রামস্য ন তৎ প্রতিকরোষি যৎ॥ ১৩

'ওহে বানর ! আপনি অনার্য, কৃতঘ্ন এবং মিথ্যাবাদী। কারণ পূর্বে শ্রীরাম কর্তৃক কৃতার্থ হয়ে, এখন প্রত্যুপকারের সময় উপস্থিত হলেও আপনি এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে কিছু করেননি।

ননু নাম কৃতার্থেন ত্বয়া রামস্য বানর।
সীতায়া মার্গণে যত্নঃ কর্তব্যঃ কৃতমিচ্ছতা॥ ১৪

'হে বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা আপনি পূর্বেই কৃতার্থ হয়েছেন। এখন সীতা-অনুসন্ধান কার্যে যত্নবান হওয়া আপনার কর্তব্য।

স ত্বং গ্রাম্যেষু ভোগেষু সক্তো মিথ্যাপ্রতিশ্রবঃ।
ন ত্বাং রামো বিজানীতে সর্পং মণ্ডূকরাবিণম্॥ ১৫

'আপন প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আপনি এখন গ্রাম্যভোগে আসক্ত। ভেকের ন্যায়[1] শব্দকারী সর্পতুল্য আপনার এই অবস্থার কথা শ্রীরামও জানেন না।

মহাভাগেন রামেণ পাপঃ করুণবেদিনা।
হরীণাং প্রাপিতো রাজ্যং ত্বং দুরাত্মা মহাত্মনা॥ ১৬

'মহাভাগ, মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কারুণ্যবশত আপনার মতো পাপী, দুরাত্মার এই বানররাজ্য লাভ হয়েছে।

কৃতং চেন্নাভিজানীষে রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সদ্যস্ত্বং নিশিতৈর্বাণৈর্হতো দ্রক্ষ্যসি বালিনম্॥ ১৭

'আপনি যদি মহাত্মা রাঘবকে ভালোভাবে না জেনে থাকেন, তাহলে সদ্যই তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা নিহত হয়ে বালীর দর্শন লাভ করবেন।

ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।

[1]সাপের মুখে ব্যাঙ ধরা পড়লে, সাপের মুখনিঃসৃত শব্দ শুনে ব্যাঙের ডাক বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে তা সাপের শব্দ। তোমারও সেই অবস্থা। মুখে আর কাজে দুরকম।

সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥ ১৮

'বালী নিহত হয়ে, যে পথে পরলোকে গেছেন সে পথ আজও বন্ধ হয়ে যায়নি। হে সুগ্রীব! বালীর পথ অনুসরণ না করে প্রতিজ্ঞাপালন করুন।

ন নূনমিক্ষ্বাকুবরস্য কার্মুকা-
চ্ছ্যুতাংশ্চ তান্ পশ্যসি বজ্রসন্নিভান্।
ততঃ সুখং নাম বিষেবসে সুখী
ন রামকার্যং মনসাপ্যবেক্ষসে ॥ ১৯

'ইক্ষ্বাকুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের জ্যাচ্যুত বজ্রতুল্য বাণগুলি আপনি নিশ্চয়ই দেখেননি। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাজে মনোযোগ করছেন না।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

—o—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৩৫)

যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা তারার লক্ষ্মণকে শান্ত করা

তথা ব্রুবাণং সৌমিত্রিং প্রদীপ্তমিব তেজসা।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং তারা তারাধিপনিভাননা ॥ ১

আপন তেজে প্রজ্বলিত সুমিত্রানন্দন এইরূপ কঠোর কথা বললে, চন্দ্রবদনা তারা লক্ষ্মণকে বললেন—

নৈবং লক্ষ্মণ বক্তব্যো নায়ং পরুষমর্হতি।
হরীণামীশ্বরঃ শ্রোতুং তব বক্ত্রাদ্ বিশেষতঃ ॥ ২

'হে লক্ষ্মণ! বানরাধিপতি সুগ্রীবের প্রতি এইরূপ কঠোরবাক্য প্রয়োগ আপনার উচিত নয়। আপনার মতো মানুষের মুখে এইরূপ রূঢ় ভাষণ শোভা পায় না।

নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ।
নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ ॥ ৩

'হে বীর! বানররাজ সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ বা ক্রূর নন। তিনি মিথ্যাবাদী বা কুটিল স্বভাববিশিষ্টও নন।

উপকারং কৃতং বীরো নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ।
রামেণ বীর সুগ্রীবো যদন্যৈর্দুষ্করং রণে ॥ ৪

'বীর লক্ষ্মণ! রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীর বানরের যে উপকার সাধন করেছেন অন্যের পক্ষে তা দুষ্কর; ইনি সেই কথা বিস্মৃতও হননি।

রামপ্রসাদাৎ কীর্তিং চ কপিরাজ্যং চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাং চ পরন্তপ ॥ ৫

'হে পরন্তপ![1] শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব বানরদের এই অক্ষয় রাজ্য, যশ এবং রুমাকে ও আমাকে লাভ করেছেন।

সুদুঃখশয়িতঃ পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ ॥ ৬

'পূর্বে ইনি অনেক দুঃখভোগ করেছেন; এখন ইনি উত্তমসুখ লাভ করে, কর্মের উপযুক্ত সময় বিস্মৃত হয়েছেন। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি মেনকাকে লাভ করে কাল সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।[2]

ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশ বর্ষাণি লক্ষ্মণ।
অহোঽমন্যত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ৭

'হে লক্ষ্মণ! ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র ঘৃতাচীর[3] প্রতি আসক্ত হয়ে দশ বৎসর যাবৎ সময়কে একদিন মনে করেছিলেন।

---

[1]পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুকে যিনি তাপিত করেন। [2]এই প্রসঙ্গটি বালকাণ্ডের ৬৩ সর্গে বর্ণিত হয়েছে। [3]মেনকা নামক অপ্সরা।।

ন হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্জনঃ॥ ৮

'সময়ের জ্ঞানসম্পন্ন মহাতেজস্বী শ্রেষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রও সময়ের জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছিলেন, তাহলে সাধারণ প্রাণীর কথা আর কী হবে!

দেহধর্মগতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ।
অবিতৃপ্তস্য কামেষু রামঃ ক্ষন্তুমিহার্হতি॥ ৯

'পূর্বে দেহধর্মে অতৃপ্ত পরিশ্রান্ত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় যা কিছু কাম্য ও ভোগ্য তা লাভ করেছেন। অতএব হে লক্ষ্মণ! তিনি তাঁকে ক্ষমা করুন।

ন চ রোষবশং তাত গন্তুমর্হসি লক্ষ্মণ।
নিশ্চয়ার্থমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা॥ ১০

'তাত লক্ষ্মণ! যথাযথভাবে বিষয় না জেনে প্রাকৃতজনের ন্যায় সহসা রোষের বশবর্তী হওয়া, আপনার উচিত নয়।

সত্ত্বযুক্তা হি পুরুষাস্ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভ।
অবিমৃশ্য ন রোষস্য সহসা যান্তি বশ্যতাম্॥ ১১

'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার মতো সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষ বিচার-বিবেচনা না করে হঠাৎ রোষের বশীভূত হন না।

প্রসাদয়ে ত্বাং ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবার্থং সমাহিতা।
মহান্ রোষসমুৎপন্নঃ সংরম্ভস্ত্যজ্যতাময়ম্॥ ১২

'হে ধর্মজ্ঞ! সুগ্রীবের জন্য আমি আপনার নিকট একান্তভাবে কৃপা প্রার্থনা করছি। ভীষণ ক্রোধে উৎপন্ন আপনার এই ক্ষোভ আপনি ত্যাগ করুন।

রুমাং মাং চাঙ্গদং রাজ্যং ধনধান্যপশূনি চ।
রামপ্রিয়ার্থং সুগ্রীবস্ত্যজেদিতি মতির্মম॥ ১৩

'আমার মনে হয় শ্রীরামের প্রিয় কার্য সাধনের জন্য সুগ্রীব রুমাকে, আমাকে, অঙ্গদকে, এই রাজ্য, ধন-ধান্য, পশুসম্পদ সমূহ সবকিছুই ত্যাগ করতে পারেন।

সমানেষ্যতি সুগ্রীবঃ সীতয়া সহ রাঘবম্।
শশাঙ্কমিব রোহিণ্যা হত্বা তং রাক্ষসাধমম্॥ ১৪

'সুগ্রীব সেই অধম রাক্ষসকে হত্যা করে শ্রীরামকে সীতাদেবীর সঙ্গে মিলিত করাবেন, যেমন রোহিণী চন্দ্রমার সঙ্গে মিলিত হন।

শতকোটিসহস্রাণি লঙ্কায়াং কিল রক্ষসাম্।
অযুতানি চ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি শতানি চ॥ ১৫

'লঙ্কায় রাক্ষসের সংখ্যা হল একশত হাজার কোটি, ছত্রিশ অযুত, ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ শত-সংখ্যক।

অহত্বা তাংশ্চ দুর্ধর্ষান্ রাক্ষসান্ কামরূপিণঃ।
ন শক্যো রাবণো হন্তুং যেন সা মৈথিলী হৃতা॥ ১৬

'এই সব মায়াবী[1] দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের হত্যা না করে মৈথিলী সীতার অপহরণকারী রাবণকে হত্যা করা সম্ভব হবে না।

তে ন শক্যা রণে হন্তুমসহায়েন লক্ষ্মণ।
রাবণঃ ক্রূরকর্মা চ সুগ্রীবেণ বিশেষতঃ॥ ১৭

'হে লক্ষ্মণ! ক্রূরকর্মা রাবণকে অসহায়ভাবে (একাকী) যুদ্ধে হত্যা করা অসম্ভব। এই কারণে সুগ্রীবের সহায়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এবমাখ্যাতবান্ বালী স হ্যভিজ্ঞো হরীশ্বরঃ।
আগমস্তু ন মে ব্যক্তঃ শ্রবাৎ তস্য ব্রবীম্যহম্॥ ১৮

'লঙ্কার সৈন্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ বানররাজ বালী আমাকে এইরূপ বলেছিলেন। আমি এই সম্পর্কে কিছু জানি না, তাঁর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই বলছি।

ত্বৎসহায়নিমিত্তং হি প্রেষিতা হরিপুঙ্গবাঃ।
আনেতুং বানরান্ যুদ্ধে সুবহূন্ হরিপুঙ্গবান্॥ ১৯

'আপনাদের সহায়তার জন্য সুগ্রীব বহুসংখ্যক বানরবীরকে যুদ্ধের জন্য আরও অধিক সংখ্যক বীরবানর সংগ্রহার্থে প্রেরণ করেছেন।

তাংশ্চ প্রতীক্ষমাণোঽয়ং বিক্রান্তান্ সুমহাবলান্।
রাঘবস্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ন নির্যাতি হরীশ্বরঃ॥ ২০

'বানররাজ সুগ্রীব এখন মহাবলশালী, পরাক্রমী বীর বানরদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীরামের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি এখন নগরের বাইরে যাচ্ছেন না।

কৃতা সুসংস্থা সৌমিত্রে সুগ্রীবেণ পুরা যথা।
অদ্য তৈর্বানরৈঃ সর্বৈরাগন্তব্যং মহাবলৈঃ॥ ২১

'হে সৌমিত্র! সুগ্রীব তাঁদের সমবেত করার ব্যবস্থা পূর্বেই সুনিশ্চিত করেছেন। তদনুসারে সেই মহাবলী বীর বানরেরা আজই এখানে উপস্থিত হবেন।

ঋক্ষকোটিসহস্রাণি গোলাঙ্গূলশতানি চ।
অদ্য ত্বামুপয়াস্যন্তি জহি কোপমরিন্দম।
কোট্যোঽনেকাস্তু কাকুৎস্থ কপীনাং দীপ্ততেজসাম্॥ ২২

[1]যারা ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণে সক্ষম।

'হে অরিন্দম ! সহস্র কোটি ভল্লুক, গোলাঙ্গুল নামক শতকোটি বানর, তেজোদীপ্ত অনেককোটি বানর আজ আপনার সমীপে উপস্থিত হবে। হে কাকুৎস্থ, আপনি ক্রোধ জয় করুন।

তব হি মুখমিদং নিরীক্ষ্য কোপাৎ
ক্ষতজসমে নয়নে নিরীক্ষমাণাঃ।
হরিবরবনিতা ন যান্তি শান্তিং
প্রথমভয়স্য হি শঙ্কিতাঃ স্ম তাবৎ॥ ২২

'আপনার মুখমণ্ডল ক্রোধে উদ্দীপ্ত, আর নয়নযুগল আরক্তিম। আপনাকে দেখে বানরস্ত্রীরা প্রথম ভয়ের[১] মতো অনিষ্ট আশঙ্কায় আতঙ্কিত। তাঁরা শান্তি পাচ্ছেন না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৩৬)

সুগ্রীব কর্তৃক আপন হীনতা ও শ্রীরামের মহত্ত্বের উল্লেখ, লক্ষ্মণের নিকট তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবের প্রশংসা এবং রামচন্দ্র সমীপে গমনের অনুরোধ

ইত্যুক্তস্তারয়া বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্।
মৃদুস্বভাবঃ সৌমিত্রিঃ প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ॥ ১

তারা এইরূপ বিনয়ান্বিত ও ধর্মসম্মত বাক্য বললেন। মৃদু স্বভাববিশিষ্ট সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই বাক্য শ্রবণ করলেন।

তস্মিন্ প্রতিগৃহীতে তু বাক্যে হরিগণেশ্বরঃ।
লক্ষ্মণাৎ সুমহৎত্রাসং বস্ত্রং ক্লিন্নমিবাত্যজৎ॥ ২

তিনি তারার সেই বাক্য অনুমোদন করলে, বানরদলপতি সুগ্রীব লক্ষ্মণকে দেখে পূর্বে যেরূপ ভীত হয়েছিলেন ; সিক্ত বসনের ন্যায় সেই ভয় ত্যাগ করলেন।

ততঃ কণ্ঠগতং মাল্যং চিত্রং বহুগুণং মহৎ।
চিচ্ছেদ বিমদশ্চাসীৎ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ॥ ৩

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব মদ-মত্ততা মুক্ত হয়ে আপন কণ্ঠলগ্ন বিচিত্র, বহুগুণসম্পন্ন ও বিশালাকৃতি মালাটি ছিন্ন করলেন।

স লক্ষ্মণং ভীমবলং সর্ববানরসত্তমঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবঃ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ৪

তখন সমস্ত বানরকুলের শিরোমণিস্বরূপ তিনি মহাবলশালী লক্ষ্মণকে আনন্দবর্ধক এবং বিনীত বাক্য বললেন—

প্রণষ্টা শ্রীশ্চ কীর্তিশ্চ কপিরাজ্যং চ শাশ্বতম্।
রামপ্রসাদাৎ সৌমিত্রে পুনশ্চাপ্তমিদং ময়া॥ ৫

'হে সৌমিত্র ! আমার শ্রী, কীর্তি এবং শাশ্বত (পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) বানররাজ্য সবই বিনষ্ট হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদেই আমি সবকিছুই পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি।

কঃ শক্তস্তস্য দেবস্য খ্যাতস্য স্বেন কর্মণা।
তাদৃশং প্রতিকুর্বীত অংশেনাপি নৃপাত্মজ॥ ৬

'হে রাজকুমার ! ভগবান শ্রীরাম নিজকর্মের দ্বারাই বিখ্যাত। তাঁর সুমহান কর্মকাণ্ডের অংশমাত্রও প্রত্যুপকার কে করতে পারে ?

সীতাং প্রাপ্স্যতি ধর্মাত্মা বধিষ্যতি চ রাবণম্।
সহায়মাত্রেণ ময়া রাঘবঃ স্বেন তেজসা॥ ৭

'ধর্মাত্মা শ্রীরাম তাঁর স্বীয় তেজেই রাবণকে বধ করে সীতাকে লাভ করবেন। আমি কেবল তাঁকে সাধারণ সহায়তা করব।

---

[১] বালীবধ জনিত ভয়।

সহায়কৃত্যং কিং তস্য যেন সপ্ত মহাদ্রুমাঃ।
গিরিশ্চ বসুধা চৈব বাণেনৈকেন দারিতাঃ॥ ৮

'যাঁর একটি বাণের দ্বারা সাতটি বড়গাছ, পর্বত, পৃথিবী বিদারিত হয়, তাঁর আর সহায়তারই বা কী প্রয়োজন ?

ধনুর্বিস্ফারমাণস্য যস্য শব্দেন লক্ষ্মণ।
সশৈলা কম্পিতা ভূমিঃ সহায়ৈঃ কিং নু তস্য বৈ॥ ৯

'লক্ষ্মণ ! যিনি ধনুক উত্তোলন করলে টংকার ধ্বনিতে পর্বতসহ ভূমি প্রকম্পিত হয় তাঁকে কী-ই বা সহায়তা করব ?

অনুযাত্রাং নরেন্দ্রস্য করিষ্যেঽহং নরর্ষভ।
গচ্ছতো রাবণং হন্তুং বৈরিণং সপুরঃসরম্॥ ১০

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমি নরেন্দ্র শ্রীরামের অনুসরণ করব। শত্রু রাবণকে হত্যা করার জন্য যাত্রাপথে তিনিই পুরোভাগে অবস্থান করবেন।

যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা।
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥ ১১

'যদি আমার বিশ্বাস অথবা প্রেমবশত কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলেও আমি ক্ষমার যোগ্য ; কারণ এমন কোনো সেবক নেই যিনি কর্মে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অভবল্লক্ষ্মণঃ প্রীতঃ প্রেম্ণা চেদমুবাচ হ॥ ১২

মহাত্মা সুগ্রীব তাঁকে এইরূপ বললে লক্ষ্মণ তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে প্রেমের সঙ্গে বললেন—

সর্বথা হি মম ভ্রাতা সনাথো বানরেশ্বর।
ত্বয়া নাথেন সুগ্রীব প্রশ্রিতেন বিশেষতঃ॥ ১৩

'হে বানররাজ সুগ্রীব ! বিশেষত আপনার মতো বিনয়ীর সহায়তা লাভ করে আমার অগ্রজ শ্রীরাম সর্বথা সনাথ হয়েছেন।

যস্তে প্রভাবঃ সুগ্রীব যচ্চ তে শৌচমীদৃশম্।
অর্হস্ত্বং কপিরাজ্যস্য শ্রিয়ং ভোক্তুমনুত্তমাম্॥ ১৪

'সুগ্রীব ! আপনার যেমন প্রভাব, যেমন আপনার চিত্তের শুদ্ধতা, তাতে বানররাজ্যের অনুপম ঐশ্বর্যলক্ষ্মীকে ভোগ করার যোগ্য আপনিই।

সহায়েন চ সুগ্রীব ত্বয়া রামঃ প্রতাপবান্।
বধিষ্যতি রণে শত্রূনচিরান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৫

'সুগ্রীব ! আপনার সহায়তা লাভ করে প্রতাপবান রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসেই শত্রুদের বধ করতে সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
উপপন্নং চ যুক্তং চ সুগ্রীব তব ভাষিতম্॥ ১৬

'সুগ্রীব ! আপনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ তথা যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না। আপনার ভাষণ সর্বদাই সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত।

দোষজ্ঞঃ সতি সামর্থ্যে কোঽন্যো ভাষিতুমর্হতি।
বর্জয়িত্বা মম জ্যেষ্ঠং ত্বাং চ বানরসত্তম॥ ১৭

'বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত আর এমন বিদ্বান কে-ই বা আছেন, যিনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এইরূপ বিনম্র বচনে সক্ষম ?

সদৃশশ্চাসি রামেণ বিক্রমেণ বলেন চ।
সহায়ো দৈবতৈর্দত্তশ্চিরায় হরিপুঙ্গব॥ ১৮

'বানরবীর ! আপনি শক্তিতে এবং পরাক্রমে শ্রীরামের তুল্য। দেবতারাই আমাদের সুদীর্ঘকালের জন্য পরস্পরের সহায়ক করেছেন।

কিং তু শীঘ্রমিতো বীর নিষ্ক্রম ত্বং ময়া সহ।
সান্ত্বয়স্ব বয়স্যং চ ভার্যাহরণদুঃখিতম্॥ ১৯

'কিন্তু, হে বীর ! আপনি শীঘ্রই আমার সঙ্গে এই পুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, পত্নী অপহৃত হওয়ার দুঃখে কাতর আপনার বন্ধুকে সান্ত্বনা দান করুন।

যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম॥ ২০

'শোকার্ত, শ্রীরামের বিলাপ শুনে আমি আপনার প্রতি যে কঠোর ভাষণ করেছি, হে বন্ধু ! তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

———o———

সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

সুগ্রীবের দ্বারা হনুমানকে দ্বিতীয়বারের জন্য বানরসেনা সংগ্রহের আজ্ঞা দান, আদেশপ্রাপ্ত হয়ে দূতদের নিয়ে বানরদের কিষ্কিন্ধার উদ্দেশ্যে যাত্রা, দূতদের সুগ্রীবের নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক বানরদের আগমনবার্তা প্রদান

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
হনূমন্তং স্থিতং পার্শ্বে বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১

মহাত্মা লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এইরূপ বললেন। তখন সুগ্রীব তাঁর পার্শ্বে অবস্থিত হনুমানকে বললেন—

মহেন্দ্রহিমবদ্বিন্ধ্যকৈলাসশিখরেষু চ।
মন্দরে পাণ্ডুশিখরে পঞ্চশৈলেষু যে স্থিতাঃ॥ ২
তরুণাদিত্যবর্ণেষু ভ্রাজমানেষু নিত্যশঃ।
পর্বতেষু সমুদ্রান্তে পশ্চিমস্যাং তু যে দিশি॥ ৩
আদিত্যভবনে চৈব গিরৌ সন্ধ্যাভ্রসন্নিভে।
পদ্মাচলবনং ভীমাঃ সংশ্রিতা হরিপুঙ্গবাঃ॥ ৪
অঞ্জনাম্বুদসংকাশাঃ কুঞ্জরেন্দ্রমহৌজসঃ।
অঞ্জনে পর্বতে চৈব যে বসন্তি প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫
মহাশৈলগুহাবাসা বানরাঃ কনকপ্রভাঃ।
মেরুপার্শ্বগতাশ্চৈব যে চ ধূম্রগিরিং শ্রিতাঃ॥ ৬
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ পর্বতে যে মহারুণে।
পিবন্তো মধু মৈরেয়ং ভীমবেগাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭
বনেষু চ সুরম্যেষু সুগন্ধিষু মহৎসু চ।
তাপসাশ্রমরম্যেষু বনান্তেষু সমন্ততঃ॥ ৮
তাংস্তাংস্ত্বমানয় ক্ষিপ্রং পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।
সামদানাদিভিঃ কল্পৈর্বানরৈর্বেগবত্তরৈঃ॥ ৯

'মহেন্দ্র, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস এবং মন্দর এই পাঁচটি পর্বতের শুভ্র শিখরে যে বানরেরা বাস করছে, নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণের এবং নিত্য প্রকাশমান পর্বতসমূহে এবং পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরে যে বানরেরা অবস্থান করছে, আদিত্যদেবের ভবনতুল্য তথা সন্ধ্যার মেঘমালার ন্যায় অরুণ বর্ণবিশিষ্ট পদ্মাচলবনে ভীষণাকৃতিসম্পন্ন যে বানরেরা বাসরত, অঞ্জন পর্বতে কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গজরাজতুল্য মহাবলশালী যে বানরবীরদের অবস্থান, মহাশৈলের গুহায় বাসকারী কাঞ্চনবর্ণের বানরেরা, মেরুপর্বতের পার্শ্ববর্তী ধূম্রগিরিতে আশ্রয়রত বানরেরা, মহারুণ পর্বতে প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন মৈরেয় মধুপানরত বানরবীরগণ, অতি রমণীয়, সুগন্ধযুক্ত মহৎ, তপস্বীদের আশ্রমে, বনের প্রান্তভাগে সমস্ত দিকে অর্থাৎ তথা ভূমণ্ডলের সর্বত্র অবস্থানরত সমস্ত বানরদের অর্থাৎ শীঘ্র এখানে নিয়ে আসুন। এই কার্যে আপনি অতিদ্রুত মহাবেগসম্পন্ন বানরদের প্রেরণ করুন। সাম, দান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা আপনি তাদের এখানে আহ্বান করুন।

প্রেষিতাঃ প্রথমং যে চ ময়াঽঽজ্ঞাতা মহাজবাঃ।
ত্বরণার্থং তু ভূয়স্ত্বং সম্প্রেষয় হরীশ্বরান্॥ ১০

'আমার আজ্ঞায় প্রথমে যে সমস্ত বেগবান বানরদের প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের উৎসাহদানের জন্য পুনরায় বানরবীরদের পাঠিয়ে দিন।

যে প্রসক্তাশ্চ কামেষু দীর্ঘসূত্রাশ্চ বানরাঃ।
ইহানয়স্ব তাঞ্শীঘ্রং সর্বানেব কপীশ্বরান্॥ ১১

'যে সমস্ত বানরেরা কামাসক্ত এবং দীর্ঘসূত্রী সেই সমস্ত কপীশ্বরদের শীঘ্র এখানে নিয়ে আসুন।

অহোভির্দশভির্যে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ঞয়া।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ॥ ১২

'আমার আজ্ঞানুসারে যারা দশদিনের মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হবে না, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী সেই সেইসব বানরদের হত্যা করা উচিত।

শতান্যথ সহস্রাণি কোট্যশ্চ মম শাসনাৎ।
প্রয়ান্তু কপিসিংহানাং নিদেশে মম যে স্থিতাঃ॥ ১৩

'আমার আদেশপালনকারী শত, সহস্র এবং কোটি সংখ্যক বানরবীরেরা আজই আমার নির্দেশে যাত্রা করুন।

মেঘপর্বতসংকাশাশ্ছাদয়ন্ত ইবাম্বরম্।
ঘোররূপাঃ কপিশ্রেষ্ঠা যান্তু মচ্ছাসনাদিতঃ॥ ১৪

'আমার আদেশ মেনে মেঘ এবং পর্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি সম্পন্ন ভয়ংকরদর্শন বানরবীরেরা, যাঁরা তাঁদের ভীষণ আকৃতি দ্বারা আকাশ আচ্ছাদন করতে সক্ষম, তাঁরা এখান থেকে যাত্রা করুন।

তে গতিজ্ঞা গতিং গত্বা পৃথিব্যাং সর্ববানরাঃ।

আনয়ন্তু হরীন্ সর্বাংস্ত্বরিতাঃ শাসনান্মম॥ ১৫

'বানরদের গতিবিধি সম্পর্কে যারা অবহিত, পৃথিবীর সর্বত্র বাসকারী বানরদের নিকট তারা সত্বর রওনা হোক, আমার আদেশে তাদের শীঘ্র এখানে নিয়ে উপস্থিত করা হোক।'

তস্য বানররাজস্য শ্রুত্বা বায়ুসুতো বচঃ।
দিক্ষু সর্বাসু বিক্রান্তান্ প্রেষয়ামাস বানরান্॥ ১৬

বানররাজের এই বচন শুনে পবনপুত্র হনুমান বহু পরাক্রমশালী বানরদের চতুর্দিকে প্রেরণ করলেন।

তে পদং বিষ্ণুবিক্রান্তং পতৎ ত্রিজ্যোতিরধ্বগাঃ।
প্রযাতাঃ প্রহিতা রাজ্ঞা হরয়স্তু ক্ষণেন বৈ॥ ১৭

বানররাজের আজ্ঞালাভ করে বানরদল তৎক্ষণাৎ আকাশে পাখিদের পথে তথা জ্যোতিস্কদের পথে যাত্রা করল।

তে সমুদ্রেষু গিরিষু বনেষু চ সরস্সু চ।
বানরা বানরান্ সর্বান্ রামহেতোরচোদয়ন্॥ ১৮

সেই বানররাজ সমুদ্রে, পর্বতে, বনে এবং জলাশয়ে সকল বানরদের শ্রীরামের কার্যহেতু প্রেরণ করলেন।

মৃত্যুকালোপমস্যাজ্ঞাং রাজরাজস্য বানরাঃ।
সুগ্রীবস্যায়যুঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবভয়শঙ্কিতাঃ॥ ১৯

মৃত্যুর অধিপতি কালদেবতুল্য ভয়ংকর বানরসম্রাট সুগ্রীবের আদেশ শুনে ভীত শঙ্কিত বানরেরা সত্বর প্রস্থান করল।

ততস্তেঽঞ্জনসংকাশা গিরেস্তস্মান্মহাবলাঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং নির্যযুর্যত্র রাঘবঃ॥ ২০

তখন সেই পর্বত থেকে মহাবলশালী, কাজলকালো তিন কোটি সংখ্যক বানর শ্রীরামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

অস্তং গচ্ছতি যত্রার্কস্তস্মিন্ গিরিবরে রতাঃ।
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাস্তস্মাৎ কোট্যো দশ চ্যুতাঃ॥ ২১

সূর্যদেব যেখানে অস্ত যান, সেই মহান পর্বতে বাসকারী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-বিশিষ্ট দশকোটি বানর নির্গত হল।

কৈলাসশিখরেভ্যশ্চ সিংহকেসরবর্চসাম্।
ততঃ কোটিসহস্রাণি বানরাণাং সমাগমন্॥ ২২

কৈলাস পর্বতের শিখরদেশ থেকে সহস্র কোটি সংখ্যক বানর এল, যাদের গাত্রবর্ণ সিংহের কেশরের ন্যায় উজ্জ্বল।

ফলমূলেন জীবন্তো হিমবন্তমুপাশ্রিতাঃ।
তেষাং কোটিসহস্রাণাং সহস্রং সমবর্তত॥ ২৩

হিমালয় পর্বতে বাসকারী বানর যারা কেবল ফলমূলদ্বারাই জীবন ধারণ করে, তারা সহস্র কোটি সংখ্যায় উপস্থিত হল।

অঙ্গারকসমানানাং ভীমানাং ভীমকর্মণাম্।
বিন্ধ্যাদ্ বানর কোটীনাং সহস্রাণ্যপতন্ দ্রুতম্॥ ২৪

উজ্জ্বল অঙ্গারতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ভয়ানক পরাক্রমশালী ভয়ংকর রূপধারী সহস্র কোটি বানর বিন্ধ্যপর্বত থেকে দ্রুতগতিতে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হল।

ক্ষীরোদবেলানিলয়াস্তমালবনবাসিনঃ।
নারিকেলাশনাশ্চৈব তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ২৫

ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে তমাল বনে বাসকারী নারিকেলভোজী অগণিত বানর সেখানে উপস্থিত হল।

বনেভ্যো গহ্বরেভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যশ্চ মহাবলাঃ।
আগচ্ছদ্ বানরী সেনা পিবন্তীব দিবাকরম্॥ ২৬

বন থেকে, গুহা থেকে, নদীতীর থেকে মহাবলশালী বানরসেনারা সমবেত হয়ে যেন সূর্যদেবকে গ্রাস (চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে আসতে থাকার ফলে সূর্যও যেন অদৃশ্য হয়েছিল, যেমন সূর্যগ্রহণের সময় হয়) করেছিল।

যে তু ত্বরয়িতুং যাতা বানরাঃ সর্ববানরান্।
তে বীরা হিমবচ্ছৈলে দদৃশুস্তং মহাদ্রুমম্॥ ২৭

যে বানরেরা অন্য সব বানরদের শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যায় প্রেরণ করেছিলেন, সেই বানরবীরেরা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে মহান বৃক্ষরাজি দেখতে পেলেন।

তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যজ্ঞো মাহেশ্বরঃ পুরা।
সর্বদেবমনস্তোষো বভূব সুমনোরমঃ॥ ২৮

পুরাকালে সেই পবিত্র পর্বতশ্রেষ্ঠতে ভগবান মহাদেব যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে সকল দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেই যজ্ঞ ছিল অতি মনোরম।

অন্ননিস্যন্দজাতানি মূলানি চ ফলানি চ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি দদৃশুস্তত্র বানরাঃ॥ ২৯

সেই পর্বতে জাত স্বর্গীয় ফলমূলাদি অমৃততুল্য সুস্বাদু। বানরবীরেরা সেগুলি দেখলেন।

তদন্নসম্ভবং দিব্যং ফলমূলং মনোহরম্।

যঃ কশ্চিৎ সকৃদশ্নাতি মাসং ভবতি তর্পিতঃ॥ ৩০

সেই যজ্ঞের ঘৃতজাত মনোহর দিব্য ফল-মূল যদি কেউ একবারও ভোজন করতে পারে তাহলে সে একমাস ক্ষুধা-তৃষ্ণাশূন্য হয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকবে।

তানি মূলানি দিব্যানি ফলানি চ ফলাশনাঃ।
ঔষধানি চ দিব্যানি জগৃহুর্হরিপুঙ্গবাঃ॥ ৩১

সেইসব ফলাহারী বানরবীরেরা সেই দিব্য ফল-মূলসমূহ এবং দিব্য ঔষধসমূহ সংগ্রহ করলেন।

তস্মাচ্চ যজ্ঞায়তনাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
আনিন্যুর্বানরা গত্বা সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ॥ ৩২

সেই যজ্ঞায়তনে গিয়ে সুগ্রীবের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সেই বানরেরা সুগন্ধী পুষ্প আনয়ন করলেন।

তে তু সর্বে হরিবরাঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।
সংচোদয়িত্বা ত্বরিতং যূথানাং জগ্মুরগ্রতঃ॥ ৩৩

সেই সমস্ত বানরমুখ্যগণ পৃথিবীর সমস্ত বানরদের শীঘ্র প্রেরণ করে নিজেরা তাদের পূর্বেই সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হলেন।

তে তু তেন মুহূর্তেন কপয়ঃ শীঘ্রচারিণঃ।
কিষ্কিন্ধাং ত্বরয়া প্রাপ্তাঃ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ৩৪

দ্রুতগামী বানরবীরেরা সেই মুহূর্তেই, যেখানে সুগ্রীব অবস্থানরত ছিলেন সেই কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হলেন।

তে গৃহীত্বৌষধীঃ সর্বাঃ ফলমূলং চ বানরাঃ।
তং প্রতিগ্রাহয়ামাসুর্বচনং চেদমব্রুবন্॥ ৩৫

সেইসব সংগৃহীত ওষধিসমূহ ফল-মূলসমূহ বানরেরা তাঁকে (সুগ্রীবকে) অর্পণ করলেন এবং এইরূপ বললেন—

সর্বে পরিসৃতাঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ।
পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্বে শাসনাদুপয়ান্তি তে॥ ৩৬

'পৃথিবীর সকল স্থান, নদী, বন, পর্বত থেকে সব বানরেরা আপনার নির্দেশে এখানে সমাগত হয়েছে।'

এবং শ্রুত্বা ততো হৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
প্রতিজগ্রাহ চ প্রীতস্তেষাং সর্বমুপায়নম্॥ ৩৭

এই কথা শুনে বানরাধিপতি সুগ্রীব আনন্দিত হয়ে প্রীতির সঙ্গে সকল উপহার গ্রহণ করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

———o———

অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৩৮)

লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে শ্রীরামের চরণে সুগ্রীবের প্রণাম নিবেদন, তাঁকে শ্রীরামের উপদেশ দান, সুগ্রীব কর্তৃক সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ বর্ণনা

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বমুপায়নমুপাহৃতম্।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ সর্বনেব ব্যসর্জয়ৎ॥ ১

বানরদের দ্বারা আনীত সকল উপহার সুগ্রীব গ্রহণ করলেন এবং বানরদের সান্ত্বনা দিয়ে তাদের সকলকে বিদায় জানালেন।

বিসর্জয়িত্বা স হরীন্ সহস্রান্ কৃতকর্মণঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং রাঘবং চ মহাবলম্॥ ২

কর্মকুশল হাজার হাজার বানরবীরকে বিদায় জানিয়ে নিজেকে কৃতার্থ এবং রামচন্দ্রের কার্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে বলে মনে করলেন।

স লক্ষ্মণো ভীমবলং সর্ববানরসত্তমম্।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ৩

অনন্তর সমস্ত বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভয়ংকর বলবান সুগ্রীবের আনন্দ বর্ধনের জন্য লক্ষ্মণ বিনীত বাক্যে বললেন—

কিষ্কিন্ধায়া বিনিষ্ক্রাম যদি তে সৌম্য রোচতে।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য সুভাষিতম্॥ ৪
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো বাক্যমেতদুবাচ হ।

'হে সৌম্য ! যদি আপনার উচিত মনে হয় তাহলে কিষ্কিন্ধা থেকে নিষ্ক্রান্ত হোন।' লক্ষ্মণের সেই সুন্দর কথা শুনে, সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে এইরূপ বললেন—

এবং ভবতু গচ্ছাম স্থেয়ং ত্বচ্ছাসনে ময়া॥ ৫
তমেবমুক্ত্বা সুগ্রীবো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
বিসর্জয়ামাস তদা তারাদ্যাশ্চৈব যোষিতঃ॥ ৬

'বেশ, তাই হোক। তবে আমি যাই। আপনার অধীনে থাকাই এখন আমার কর্তব্য।' সুলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে এই কথা বলে, সুগ্রীব তারা প্রভৃতি সকল রমণীদের বিদায় জানালেন।

এহীত্যুচ্চৈর্হরিবরান্ সুগ্রীবঃ সমুদাহরৎ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা হরয়ঃ শীঘ্রমায়য়ুঃ॥ ৭
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে যে স্যুঃ স্ত্রীদর্শনক্ষমাঃ।

অনন্তর সুগ্রীব বানরশ্রেষ্ঠদের উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানালেন। তাঁর কথা শুনে, সকল বানরেরা— যারা অন্তঃপুরে রমণীদের দর্শনের অধিকারী তারাও ; কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সত্বর সেইখানে উপস্থিত হলেন।

তানুবাচ ততঃ প্রাপ্তান্ রাজার্কসদৃশপ্রভঃ॥ ৮
উপস্থাপয়ত ক্ষিপ্রং শিবিকাং মম বানরাঃ।

সূর্যতুল্য তেজস্বী রাজা সুগ্রীব অনুচরদের পাশে পেয়ে বললেন—'বানরগণ ! তোমরা শীঘ্র আমার শিবিকা আনয়ন করো।'

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য হরয়ঃ শীঘ্রবিক্রমাঃ॥ ৯
সমুপস্থাপয়ামাসুঃ শিবিকাং প্রিয়দর্শনাম্।

তাঁর কথা শুনে দ্রুতগামী বানরেরা একটি সুন্দর শিবিকা সেইস্থানে নিয়ে এলেন।

তামুপস্থাপিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাধিপঃ॥ ১০
লক্ষ্মণারুহ্যতাং শীঘ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ।

উপস্থাপিত শিবিকাটি দেখে বানরাধিপতি সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে আরোহণের জন্য বললেন।

ইত্যুক্ত্বা কাঞ্চনং যানং সুগ্রীবঃ সূর্যসন্নিভম্॥ ১১
বহুভির্হরিভির্যুক্তমারুরোহ সলক্ষ্মণঃ।

এই কথা বলে সুগ্রীব লক্ষ্মণসহ সেই সূর্যতুল্য উজ্জ্বল স্বর্ণময় যানে আরোহণ করলেন, যাকে বহন করার জন্য বহুসংখ্যক বানর নিযুক্ত ছিল।

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি॥ ১২
শুক্লৈশ্চ বালব্যজনৈর্ধূয়মানৈঃ সমন্ততঃ।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ॥ ১৩
নির্যযৌ প্রাপ্য সুগ্রীবো রাজ্যশ্রিয়মনুত্তমাম্।

তাঁর মস্তকোপরি শ্বেতবর্ণের ছত্র। চতুর্দিক থেকে শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে। শঙ্খ, ভেরীর নিনাদসহ বন্দীদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হলেন। রাজ্যলক্ষ্মীকে লাভ করে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাপুরী থেকে নির্গত হলেন।

স বানরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ॥ ১৪
পরিকীর্ণো যযৌ তত্র যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ।

বহু তীক্ষ্ণ শস্ত্র হাতে নিয়ে শত শত বানর রাজা সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করে শ্রীরামের নিবাসস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

স তং দেশমনুপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠং রামনিষেবিতম্॥ ১৫
অবাতরন্মহাতেজাঃ শিবিকায়াঃ সলক্ষ্মণঃ।
আসাদ্য চ ততো রামং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ॥ ১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সেবিত সেই শ্রেষ্ঠ দেশে তিনি পৌঁছলেন। মহাতেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণসহ সেই শিবিকা থেকে অবতরণ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গিয়ে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

কৃতাঞ্জলৌ স্থিতে তস্মিন্ বানরাশ্চাভবংস্তথা।
তটাকমিব তং দৃষ্ট্বা রামঃ কুড্মলপঙ্কজম্॥ ১৭
বানরাণাং মহৎ সৈন্যং সুগ্রীবে প্রীতিমানভূৎ।

বানররাজ কৃতাঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় দণ্ডায়মান হলে অন্যান্য বানরেরাও তদনুরূপ করজোড়ে স্থিত হলেন। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পরিপূর্ণ সরোবরের ন্যায় বিশাল সংখ্যক বানরসৈন্যদের দেখে রামচন্দ্র সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হলেন।

পাদয়োঃ পতিতং মূর্ধ্না তমুত্থাপ্য হরীশ্বরম্॥ ১৮
প্রেম্ণা চ বহুমানাচ্চ রাঘবঃ পরিষস্বজে।

বানররাজ শ্রীরামের চরণে মস্তক স্থাপিত করে ভূপাতিত হলেন। রঘুনাথ আপন উদারতাবশত সপ্রেমে তাঁকে উত্থিত করে বক্ষে ধারণ করলেন।

পরিষ্বজ্য চ ধর্মাত্মা নিষীদেতি ততোঽব্রবীৎ॥ ১৯
নিষণ্ণং তং ততো দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ রামোঽব্রবীৎ ততঃ।

ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বসতে বললেন। তাঁকে ভূম্যাসনে উপবেশন করতে দেখে শ্রীরাম বললেন—

ধর্মমর্থং চ কামং চ কালে যস্তু নিষেবতে॥ ২০

আত্মধ্বংসের নিমিত্ত রাক্ষসাধম রাবণ মৈথিলী সীতাকে কৌশলে অপহরণ করেছেন।

নচিরাৎ তং বধিষ্যামি রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পৌলোম্যাঃ পিতরং দৃপ্তং শতক্রতুরিবারিহা॥ ৭

'শত্রু বিনাশক, শতক্রতু যেমন শচীর অহংকারী পিতাকে হত্যা করেছিলেন তেমনি আমিও সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শীঘ্রই রাবণকে হত্যা করব'।

এতস্মিন্নন্তরে চৈব রজঃ সমভিবর্তত।
উষ্ণতীব্রাং সহস্রাংশোশ্ছাদয়দ্ গগনে প্রভাম্॥ ৮

এই সময় (রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে বাক্যালাপের সময়) আকাশে প্রচণ্ডভাবে ধুলোর ঝড় উঠল। যা সূর্যের তীব্র কিরণ এবং উষ্ণতাকে আচ্ছাদিত করল।

দিশঃ পর্যাকুলাশ্চাসংস্তমসা তেন দূষিতাঃ।
চচাল চ মহী সর্বা সশৈলবনকাননাঃ॥ ৯

সেই ধূলিরাশি দ্বারা চতুর্দিক কলুষিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বনভূমি, উদ্যানসহ সমস্ত পর্বত এবং পৃথিবী কেঁপে উঠল।

ততো নগেন্দ্রসংকাশৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
কৃৎস্না সঙ্ছাদিতা ভূমিরসংখ্যেয়ৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ॥ ১০

অনন্তর পর্বতরাজতুল্য বিপুল দেহধারী, তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট, মহাবলশালী অসংখ্য বানরদের দ্বারা সেই স্থানের সমস্ত ভূমি আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ ততস্তৈর্হরিযূথপৈঃ।
কোটীশতপরীবারৈর্বানরৈর্হরিযূথপৈঃ ॥ ১১

কোটি কোটি বানর অসংখ্য বানর দলপতিদের সঙ্গে নিমেষের মধ্যে সেখানে চলে এল।

নাদেয়ৈঃ পার্বতেয়ৈশ্চ সামুদ্রৈশ্চ মহাবলৈঃ।
হরিভির্মেঘনির্হ্রাদৈরন্যৈশ্চ বনবাসিভিঃ॥ ১২

নদী, পর্বত, সমুদ্র, বন সমস্ত স্থান থেকে আগত মহাবলশালী বানরেরা মেঘের ন্যায় উচ্চ গম্ভীর স্বরে গর্জন করতে লাগল।

তরুণাদিত্যবর্ণৈশ্চ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ।
পদ্মকেসরবর্ণৈশ্চ শ্বেতৈর্হেমকৃতালয়ৈঃ॥ ১৩

বহু গাত্রবর্ণবিশিষ্ট বানরদের মধ্যে কারও বা বর্ণ নবারুণতুল্য, অনেকের বর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র, আবার কারও বা পদ্মকেশরের মতো পীতবর্ণ। হেম পর্বত থেকে আগত বানরেরা ছিল শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট।

কোটীসহস্রৈর্দশভিঃ শ্রীমান্ পরিবৃতস্তদা।
বীরঃ শতবলির্নাম বানরঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১৪

এই সময় কান্তিমান বীর শতবলি নামক বানরকে কোটি সহস্র সংখ্যক বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা গেল।

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তারায়া বীর্যবান্ পিতা।
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১৫

অনন্তর সুবর্ণ শৈলতুল্য সুন্দর এবং বিশালদেহধারী তারার মহাবলশালী পিতা বহু কোটি সহস্র সংখ্যক বানর দ্বারা পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হলেন।

তথাপরেণ কোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতঃ।
পিতা রুমায়াঃ সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীবশ্বশুরো বিভুঃ॥ ১৬

তদনুরূপভাবে সুগ্রীবের শ্বশুর তথা রুমার পিতা, যিনি যথেষ্ট বৈভবসম্পন্ন, তিনিও সহস্র কোটি বানর নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন।

পদ্মকেসরসংকাশস্তরুণার্কনিভাননঃ।
বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববানরসত্তমঃ॥ ১৭
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈর্বানরাণাং সমন্বিতঃ।
পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেসরী প্রত্যদৃশ্যত॥ ১৮

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান হনুমানের পিতা বুদ্ধিমান কেশরীকেও সেখানে উপস্থিত হতে দেখা গেল। তাঁর মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্যের ন্যায় অগ্নিবর্ণ। গাত্রবর্ণ পদ্মফুলের কেশরতুল্য। বহু সহস্র সংখ্যক বানর এঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে।

গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যত॥ ১৯

গোলাঙ্গুল জাতির বানররাজ ভয়ংকর পরাক্রমী গবাক্ষকে কোটি সহস্র বানর পরিবৃত অবস্থায় দেখা গেল।

ঋক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যাং সমভিবর্তত॥ ২০

অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন শত্রুসংহারকারী ভল্লুকদের দলপতি ধূম্র দু-হাজার কোটি সেনা নিয়ে উপস্থিত হল।

মহাচলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্যস্তিসৃভিঃ কোটির্ভিবৃতঃ॥ ২১

মহা পরাক্রমশালী বানর দলপতি পনস মহান পর্বততুল্য বিশাল তথা অতি ভয়ংকর তিন কোটি বানরসৈন্য নিয়ে এলেন।

নীলাঞ্জনচয়াকারো নীলো নামৈষ যূথপঃ।
অদৃশ্যত মহাকায়ঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ॥ ২২

বিশাল দেহধারী বানর দলপতি নীলাঞ্জন পর্বততুল্য মহাবলশালী নীল দশকোটি বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন।

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভো গবয়ো নাম যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্যঃ কোটিভিঃ পঞ্চভির্বৃতঃ॥ ২৩

অনন্তর সুবর্ণময় মেরুপর্বততুল্য কান্তিমান মহাপরাক্রমী গবয় নামক বানর দলপতি পাঁচ কোটি সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত হলেন।

দরীমুখশ্চ বলবান্ যূথপোঽভ্যাযয়ৌ তদা।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ সুগ্রীবং সমবস্থিতঃ॥ ২৪

এই সময়ে সুগ্রীবের নিকটে দরীমুখ নামক মহাবলবান বানর দলপতি কোটি সহস্র বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে আগমন করলেন।

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবশ্বিপুত্রৌ মহাবলৌ।
কোটিকোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যতাম্॥ ২৫

মহাবলশালী দুই অশ্বিপুত্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে কোটি কোটি হাজার হাজার বানর নিয়ে আসতে দেখা গেল।

গজশ্চ বলবান্ বীরস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ।
আজগাম মহাতেজাঃ সুগ্রীবস্য সমীপতঃ॥ ২৬

তদনন্তর সুগ্রীবের সমীপে মহাতেজস্বী প্রচণ্ড বলবান বীর গজ তিনকোটি সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত হলেন।

ঋক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববান্নাম নামতঃ।
কোটিভির্দশভির্ব্যাপ্তঃ সুগ্রীবস্য বশে স্থিতঃ॥ ২৭

সুগ্রীবের অধীন হয়ে দশ কোটি সৈন্য নিয়ে মহাতেজস্বী ভল্লুকরাজ জাম্ববান সেখানে উপস্থিত হলেন।

রুমণো নাম তেজস্বী বিক্রান্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ।
আগতো বলবাংস্তূর্ণং কোটীশতসমাবৃতঃ॥ ২৮

রুমণ (রুমন্ধান) নামক মহাতেজস্বী বলবান বানরাধিপতি শত কোটি বীর বানর নিয়ে তীব্র বেগে এসে উপস্থিত হলেন।

ততঃ কোটিসহস্রাণাং সহস্রেণ শতেন চ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রাপ্তো হরিভির্গন্ধমাদনঃ॥ ২৯

অনন্তর দলপতি গন্ধমাদন উপস্থিত হলেন। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন এক পদ্ম সংখ্যক বীর বানরসেনা।

ততঃ পদ্মসহস্রেণ বৃতঃ শঙ্কুশতেন চ।
যুবরাজোঽঙ্গদঃ প্রাপ্তঃ পিতৃস্তুল্যপরাক্রমঃ॥ ৩০

পিতৃতুল্য পরাক্রমী বীর যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম শত শঙ্কু সংখ্যক বানরসৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ততস্তারাদ্যুতিস্তারো হরিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
পঞ্চভির্হরিকোটীভির্দূরতঃ পর্যদৃশ্যত॥ ৩১

অনন্তর নক্ষত্রের ন্যায় দ্যুতিমান তার নামক বানর দলপতিকে পাঁচ কোটি সংখ্যক ভয়ানক পরাক্রমশালী বানরসেনাকে সঙ্গে নিয়ে দূর থেকে আসতে দেখা গেল।

ইন্দ্রজানুঃ কবির্বীরো যূথপঃ প্রত্যদৃশ্যত।
একাদশানাং কোটীনামীশ্বরস্তৈশ্চ সংবৃতঃ॥ ৩২

ইন্দ্রজানু নামক হরিযূথপতি তথা কবি (বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান) এবং বীর এগারো কোটি সৈন্য পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হলেন।

ততো রম্ভস্ত্বনুপ্রাপ্তস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ।
অযুতেন বৃতশ্চৈব সহস্রেণ শতেন চ॥ ৩৩

অতঃপর অযুত এক হাজার এক শত সৈন্য পরিবৃত হয়ে নবারুণতুল্য বর্ণবিশিষ্ট রম্ভ নামক বানর সেনাপতি সমাগত হলেন।

ততো যূথপতির্বীরো দুর্মুখো নাম বানরঃ।
প্রত্যদৃশ্যত কোটীভ্যাং দ্বাভ্যাং পরিবৃতো বলী॥ ৩৪

বলশালী বীর বানর দলপতি দুর্মুখকে দু কোটি বানরসৈন্য পরিবৃত অবস্থায় সেখানে দেখা গেল।

কৈলাসশিখরাকারৈর্বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হনুমান্ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৩৫

কৈলাস শিখরের ন্যায় শুভ্র ও বিশাল দেহধারী ভয়ংকর পরাক্রমশালী কোটি সহস্র বানর পরিবৃত হয়ে হনুমান সেখানে দর্শন দিলেন।

নলশ্চাপি মহাবীর্যঃ সংবৃতো দ্রুমবাসিভিঃ।
কোটীশতেন সম্প্রাপ্তঃ সহস্রেণ শতেন চ॥ ৩৬

মহাবীর্যবান নল নিয়ে এলেন বৃক্ষবাসী শত কোটি এক সহস্র একশত বানর সৈন্য।

ততো দধিমুখঃ শ্রীমান্ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সম্প্রাপ্তোঽভিনদংস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৭

মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দশ কোটি সৈন্য নিয়ে গর্জন

করতে করতে উপস্থিত হলেন শ্রীমান দধিমুখ।

শরভঃ কুমুদো বহ্নির্বানরো রংহ এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ কামরূপিণঃ॥ ৩৮
আবৃত্য পৃথিবীং সর্বাং পর্বতাংশ্চ বনানি চ।
যূথপাঃ সমনুপ্রাপ্তা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ৩৯

এতদ্ব্যতীত শরভ, কুমুদ, বহ্নি, রংহ ইত্যাদি বহুসংখ্যক বানরবীরগণ, যারা ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম, এইরূপ অনেক বানরদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী তথা পর্বত এবং বনভূমিসমূহ আবৃত হয়ে গেল ; যাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না।

আগতাশ্চ নিবিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাং সর্ববানরাঃ।
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্তন্ত সুগ্রীবং সূর্যমভ্রগণা ইব॥ ৪০

আগত সকল বানরেরা ভূম্যাসনে (পৃথিবীর ওপরে) উপবিষ্ট হল। সূর্যকে যেমন মেঘরাজি আচ্ছাদিত করে, তেমনি এই বানরেরা সুগ্রীবকে ঘিরে লম্ফ দিতে এবং গর্জন করতে লাগল।

কুর্বাণা বহুশব্দাংশ্চ প্রকৃষ্টা বাহুশালিনঃ।
শিরোভির্বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ন্॥ ৪১

আপন বাহুদ্বারা সুশোভিত বহুসংখ্যক প্রকৃষ্ট বানরেরা (যারা ভিড়ের কারণে সুগ্রীবের নিকট অগ্রবর্তী হতে পারেনি) নানাবিধ শব্দ করতে করতে অবনত মস্তকে বানররাজ সুগ্রীবকে প্রণাম নিবেদন করল।

অপরে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সংগম্য চ যথোচিতম্।
সুগ্রীবেণ সমাগম্য স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ৪২

অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠগণ সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃতাঞ্জলিবদ্ধভাবে অবস্থিত হলেন।

সুগ্রীবস্ত্বরিতো রামে সর্বাংস্তান্ বানরর্ষভান্।
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞঃ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৪৩

ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবও সত্বর সেইসব বানরবীরদের সমাচার রামচন্দ্রকে নিবেদন করে, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন—

যথাসুখং পর্বতনির্ঝরেষু
বনেষু সর্বেষু চ বানরেন্দ্রাঃ।
নিবেশয়িত্বা বিধিবদ্ বলানি
বলং বলজ্ঞঃ প্রতিপত্তুমীষ্টে॥ ৪৪

'বানরমুখ্যগণ পর্বতে, পার্বত্য ঝর্ণার নিকটে তথা সমগ্র বনভূমিতে যথাবিধি অনুসারে সুখে সৈন্যস্থাপন করেছেন। সৈন্যবল সম্পর্কে অভিজ্ঞজনই এই শক্তির নিরূপণ করতে সক্ষম।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

———o———

চত্বারিংশ সর্গ (৪০)

শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের সীতা অনুসন্ধানের জন্য বানরদের পূর্বদিকে প্রেরণ এবং বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা

অথ রাজা সমৃদ্ধার্থঃ সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
উবাচ নরশার্দূলং রামং পরবলার্দনম্॥ ১

তারপর ঐশ্বর্যশালী বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব শত্রুসংহারক পুরুষসিংহ শ্রীরামকে বললেন—

আগতা বিনিবিষ্টাশ্চ বলিনঃ কামরূপিণঃ।
বানরেন্দ্রা মহেন্দ্রাভা যে মদ্বিষয়বাসিনঃ॥ ২

'আমার রাজ্যবাসী মহেন্দ্রতুল্য বলবান, ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণকারী বানরমুখ্যগণ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ত ইমে বহুবিক্রান্তৈর্বলিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
আগতা বানরা ঘোরা দৈত্যদানবসন্নিভাঃ॥ ৩

'আগত সকল বানরেরাই বলবান এবং দুর্

বহুবার বিক্রম দেখিয়েছে, ভয়ংকর দৈত্য দানবদের তুল্য এদের ভয়ানক পরাক্রম।

খ্যাতকর্মাপদানাশ্চ বলবন্তো জিতক্লমাঃ।
পরাক্রমেষু বিখ্যাতা ব্যবসায়েষু চোত্তমাঃ॥ ৪

'এই বানরেরা যুদ্ধকর্মে বিখ্যাত, বলবান এবং ক্লান্তিহীন। স্বীয় পরাক্রমে খ্যাতিমান বানরেরা যুদ্ধের উদ্যোগেও উত্তম।

পৃথিব্যম্বুচরা রাম নানানগনিবাসিনঃ।
কোট্যোঘাশ্চ ইমে প্রাপ্তা বানরাস্তব কিঙ্করাঃ॥ ৫

'হে শ্রীরাম ! সমাগত জলচর, স্থলচর, পর্বতবাসী কোটি কোটি বানরবৃন্দ সকলেই আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক।

নিদেশবর্তিনঃ সর্বে সর্বে গুরুহিতে স্থিতাঃ।
অভিপ্রেতমনুষ্ঠাতুং তব শক্ষ্যন্ত্যরিন্দম॥ ৬

'হে অরিন্দম্ ! আজ্ঞানুযায়ী, গুরুর কল্যাণে তৎপর এই বানরেরা আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য সিদ্ধ করবে।

ত ইমে বহুসাহস্রৈরনীকৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
আগতা বানরা ঘোরা দৈত্যদানবসন্নিভাঃ॥ ৭

'সমবেত এই বানরবৃন্দ ভয়ংকর দৈত্য দানবদের তুল্য অত্যন্ত সাহসী এবং যুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমশালী।

যন্মন্যসে নরব্যাঘ্র প্রাপ্তকালং তদুচ্যতাম্।
তৎসৈন্যং ত্বদ্বশে যুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ৮

'হে পুরুষসিংহ ! সময় উপস্থিত হয়েছে ; আপনি যথাকর্তব্য নির্ধারণপূর্বক আদেশ করুন, আপনার এই সৈন্যবাহিনী আপনারই বশীভূত।

কামমেষামিদং কার্যং বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
তথাপি তু যথাযুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ৯

'এদের বিবিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তথাপি, আপনিই যথোপযুক্তভাবে কার্যসিদ্ধি নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করুন।'

তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো দশরথাত্মজঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

সুগ্রীবের এইরূপ কথনের পর দশরথনন্দন রাম দুই বাহুদ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—

জ্ঞায়তাং সৌম্য বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
স চ দেশো মহাপ্রাজ্ঞ যস্মিন্ বসতি রাবণঃ॥ ১১

'হে সৌম্য ! মহাপ্রাজ্ঞ ! পূর্বে জানুন বৈদেহী সীতা জীবিত আছেন কি না। অনন্তর রাবণ যে দেশে বাস করেন সে সম্পর্কে জানুন।

অধিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
প্রাপ্তকালং বিধাস্যামি তস্মিন্ কালে সহ ত্বয়া॥ ১২

'রাবণের নিবাস এবং বৈদেহীর অবস্থা জেনে আমি আপনার সাথে সময়োচিত কর্মে উদ্যোগী হব।

নাহমস্মিন্ প্রভুঃ কার্যে বানরেন্দ্র ন লক্ষ্মণঃ।
ত্বমস্য হেতুঃ কার্যস্য প্রভুশ্চ প্লবগেশ্বর॥ ১৩

'বানররাজ ! আমি বা লক্ষ্মণ এই কার্যের প্রভু নই। হে বানরাধিপতি, আপনিই এই কার্যের হেতু এবং প্রভু।

ত্বমেবাজ্ঞাপয় বিভো মম কার্যবিনিশ্চয়ম্।
ত্বং হি জানাসি মে কার্যং মম বীর ন সংশয়ঃ॥ ১৪

'হে বিভু ! আমার কার্য নিশ্চিত করে আপনিই এদের আজ্ঞা প্রদান করুন। হে বীর ! আমার কার্য বিষয়ে যে আপনি অবগত আছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই।

সুহৃদ্দ্বিতীয়ো বিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞঃ কালবিশেষবিৎ।
ভবানস্মদ্ধিতে যুক্তঃ সুহৃদাপ্তোঽর্থবিত্তমঃ॥ ১৫

'আপনিই আমার দ্বিতীয়[1] সুহৃদ । আপনি পরাক্রমী, প্রাজ্ঞ এবং কাল বিশেষজ্ঞ। আমার হিতকর্মে সংযুক্ত হিতৈষী বন্ধু আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কেও সচেতন।'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো বিনতং নাম যূথপম্।
অব্রবীদ্ রামসান্নিধ্যে লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥ ১৬
শৈলাভং মেঘনির্ঘোষমূর্জিতং প্লবগেশ্বরম্।
সোমসূর্যনিভৈঃ সার্ধং বানরৈর্বানরোত্তম॥ ১৭
দেশকালনয়ৈর্যুক্তো বিজ্ঞঃ কার্যবিনিশ্চয়ে।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্॥ ১৮
অধিগচ্ছ দিশং পূর্বাং সশৈলবনকাননাম্।
তত্র সীতাং চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ॥ ১৯
মার্গধ্বং গিরিদুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ।

রামচন্দ্র এইরূপ বললে—সুগ্রীব বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ এবং

[1]প্রথম সুহৃদ্ লক্ষ্মণ।

শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে বানরদের সঙ্গে আগত নামক বানর দলপতি — যে পর্বততুল্য সুউচ্চ, মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জনকারী, সূর্য ও চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠকে বললেন — 'তুমি দেশ, কাল এবং নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। কার্য সুনিশ্চিত করতে সক্ষম। একলক্ষ দ্রুতগামী বানর পরিবৃত হয়ে তুমি বন, পর্বত, কানন সমন্বিত পূর্বদিকে যাত্রা করো। ওইদিকে দুর্গম পাহাড়, বনে, পথে এবং নদীতে রাবণের নিবাসস্থল এবং বৈদেহী সীতার অনুসন্ধান করো।

নদীং ভাগীরথীং রম্যাং সরযূং কৌশিকীং তথা॥ ২০
কালিন্দীং যমুনাং রম্যাং যামুনং চ মহাগিরিম্।
সরস্বতীং চ সিন্ধুং চ শোণং মণিনিভোদকম্॥ ২১
মহীং কালমহীং চাপি শৈলকাননশোভিতাম্।

'ভাগীরথী নদী, রমণীয় সরযূ, কৌশিকী, সুরম্যা কালিন্দী যমুনা, যামুন নামক মহাপর্বত, মণিতুল্য নির্মল জলবিশিষ্ট সরস্বতী নদী, সিন্ধু এবং শোণ, পাহাড়ে, কাননে শোভিত মহী এবং কালমহী নদীতটেও অনুসন্ধান করো।

ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্॥ ২২
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ।

'ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোসল, মগধ প্রভৃতি দেশের বড় বড় গ্রাম এবং পুণ্ড্রদেশ, অঙ্গদেশ—এই সমস্ত জনপদেও সন্ধান করো।

ভূমিং চ কোশকারাণাং ভূমিং চ রজতাকরাম্॥ ২৩
সর্বং চ তদ্ বিচেতব্যং মার্গয়দ্ভিস্ততস্ততঃ।
রামস্য দয়িতাং ভার্যাং সীতাং দশরথস্নুষাম্॥ ২৪

'কোশকারদের দেশে এবং রজতখনিসমৃদ্ধ দেশেও তুমি যাবে। পথের এদিকে-ওদিকে সর্বত্রই তুমি সদলবলে বিচরণ করে দশরথের পুত্রবধূ তথা শ্রীরামের প্রিয়তমা ভার্যা সীতার অন্বেষণ করবে।

সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্বতান্ পত্তনানি চ।
মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ॥ ২৫

'সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ পর্বতগুলিতে তথা দ্বীপভূমি বা তটভূমিতে অবস্থিত বড় বড় নগরগুলিতে, মন্দর পর্বতের চূড়াগুলিতে অবস্থিত গ্রামগুলিতেও তোমরা তোমাদের সন্ধান কার্য চালিয়ে যাবে।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ॥ ২৬
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ।
কিরাতাস্তীক্ষ্ণচূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ২৭
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ।
অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥ ২৮
এতেষামাশ্রয়াঃ সর্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ।

'কর্ণপ্রাবরণ (অর্থাৎ যার কান দ্বারা সমগ্র শরীর আবৃত), ওষ্ঠকর্ণক (যাদের কর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত), ঘোরলৌহমুখ (ভয়ানক লোহার মতো কঠিন মুখবিশিষ্ট), এক পা বিশিষ্ট দ্রুতগামী, যারা অক্ষয় (সন্তান পরম্পরা যাদের ক্ষীণ নয়), যারা শক্তিশালী, নরমাংসভোজী, কিরাত যারা , যাদের চূড়া তীক্ষ্ণ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট, সুদর্শন, দ্বীপবাসী কিরাত—যারা কাঁচা মাছ খায়, জলে বিচরণকারী কিরাত, ভয়ংকর, নরব্যাঘ্র যারা (শরীরের উপরিভাগ ব্যাঘ্রাকৃতি এবং নিম্নভাগ মনুষ্যকৃতি) এদের সকলের নিবাসস্থলে গিয়ে তুমি সীতার সন্ধান করবে।

গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ॥ ২৯

'যেখানে গিরিলঙ্ঘন করে যেতে হয় সেখানে অথবা যেখানে ভেলায় চড়ে পাড়ি দিতে হয় সেখানেও সর্বত্রই তুমি যাবে।

যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্॥ ৩০

'সপ্তরাজ্যের দ্বারা সুশোভিত যবদ্বীপ (জাভা), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), রূপ্যকদ্বীপ যা স্বর্ণদ্বারা সুশোভিত সেখানেও তোমরা যাবে।

যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ॥ ৩১

'যবদ্বীপ অতিক্রম করে তোমরা দেখবে শিশির নামক পর্বত। যার শৃঙ্গ দেব-দানবের নিবাসস্থল, যা দিব্যলোককে স্পর্শ করছে।

এতেষাং গিরিদুর্গেষু প্রপাতেষু বনেষু চ।
মার্গধ্বং সহিতাঃ সর্বে রামপত্নীং যশস্বিনীম্॥ ৩২

'এইসব দুর্গম পর্বতগুলিতে, জলপ্রপাতে, এবং বনে তোমরা সকলে মিলে শ্রীরামচন্দ্রের যশস্বিনী পত্নীকে খুঁজে দেখবে।

ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যং শীঘ্রবাহিনম্।
গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্॥ ৩৩

তস্যা তীর্থেষু রম্যেষু বিচিত্রেষু বনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৩৪

'অনন্তর সমুদ্র পার হয়ে সিদ্ধ ও চারণদের নিবাসস্থলে পৌঁছবে। যেখানে শোণ নামক দ্রুতগামী রক্তবর্ণের জলধারা প্রবাহিত। এই শোণ নদের রমণীয় তটগুলিতে[১] এবং বিচিত্র বনভূমিতে রাবণসহ সীতার অনুসন্ধান করবে।

পর্বতপ্রভবা নদ্যঃ সুভীমবহুনিষ্কুটাঃ।
মার্গিতব্যা দরীমন্তঃ পর্বতাশ্চ বনানি চ॥ ৩৫

'পর্বত থেকে জাত বহু নদী এবং তাদের তীরে ভয়ংকর সব বনভূমি এবং বহুসংখ্যক পর্বত, বন গিরি-কন্দর তোমরা পথে দেখতে পাবে।

ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ।
ঊর্মিমন্তং মহারৌদ্রং ক্রোশন্তমনিলোদ্ধতম্॥ ৩৬

'অনন্তর সমুদ্র মধ্যবর্তী ভয়ংকর দ্বীপসমূহ দেখবে, আর দেখবে উদ্ধত বাতাঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা হয়েছে উত্তাল। এই তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের রূপ অতি ভয়ংকর।

তত্রাসুরা মহাকায়াশ্ছায়াং গৃহ্ণন্তি নিত্যশঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা দীর্ঘকালং বুভুক্ষিতাঃ॥ ৩৭

'সেইখানে বিশালাকৃতিসম্পন্ন অসুরদের নিবাস। যারা দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষুধার্ত থেকে ব্রহ্মার নির্দেশে নিত্যই ছায়া দেখে প্রাণীদের আক্রমণপূর্বক ভোজন করে।

তং কালমেঘপ্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্।
অভিগম্য মহানাদং তীর্থেনৈব মহোদধিম্॥ ৩৮
ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গত্বা প্রেক্ষ্যথ তাং চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্॥ ৩৯

'সেই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য বড় বড় সাপের নিবাস। ভয়ংকর তাদের গর্জন। বিশেষ উপায়ে সেই মহাসাগর অতিক্রম করে রক্ততুল্য লালবর্ণবিশিষ্ট ভয়ংকর লোহিত নামক সমুদ্রকে দেখতে পাবে। সেখানে দেখবে কূটশাল্মলী নামক সুবিশাল বৃক্ষ।

গৃহং চ বৈনতেয়স্য নানারত্নবিভূষিতম্।
তত্র কৈলাসসংকাশং বিহিতং বিশ্বকর্মণা॥ ৪০

'তথায় বিশ্বকর্মা নির্মিত কৈলাসপর্বত তুল্যসম নানা রত্নে বিভূষিত বিনতার পুত্র গরুড়ের গৃহ দেখতে পাবে।

তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
শৈলশৃঙ্গেষু লম্বন্তে নানারূপা ভয়াবহাঃ॥ ৪১

'সেই দ্বীপে পর্বততুল্য দেহধারী ভয়ংকর মন্দেহ নামক রাক্ষসরা বাস করে। পর্বতশৃঙ্গে দোদুল্যমান ভয়ানক সেই রাক্ষসেরা নানা রূপধারণে সক্ষম।

তে পতন্তি জলে নিত্যং সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিতপ্তাঃ স্ম সূর্যেণ লম্বন্তে স্ম পুনঃ পুনঃ॥ ৪২
নিহতা ব্রহ্মতেজোভিরহন্যহনি রাক্ষসাঃ।

'তারা প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়ে সন্তপ্ত হয় এবং জলে পতিত হয়, আবার জল থেকে উত্থিত হয়ে পর্বত শিখরে ঝুলতে থাকে। তারা বারংবার এইরূপ করে। ব্রহ্মতেজের দ্বারা এই রাক্ষসেরা প্রতিদিন এইরূপ সন্তপ্ত অবস্থায় নিহত হয়ে সমুদ্রের জলে পতিত হয় আর পুনরায় জীবিত হয়ে পর্বত শিখরে ঝুলতে থাকে।

ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্॥ ৪৩

'অনন্তর পাণ্ডুর বর্ণের মেঘতুল্য ক্ষীরোদ নামক সাগর দেখতে পাবে।

গত্বা দ্রক্ষ্যথ দুর্ধর্ষা মুক্তাহারমিবোর্মিভিঃ।
তস্য মধ্যে মহাঞ্শ্বেতো ঋষভো নাম পর্বতঃ॥ ৪৪

'সেইখানে গিয়ে, ওহে দুর্ধর্ষ বানরগণ! তোমরা দেখবে মুক্তোমালার তুল্য সমুদ্রের তরঙ্গমালা। এই সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতবর্ণের সুউচ্চ ঋষভ নামক পর্বত অবস্থিত রয়েছে।

দিব্যগন্ধৈঃ কুসুমিতৈরাচিতৈশ্চ নগৈর্বৃতঃ।
সরশ্চ রাজতৈঃ পদ্মৈর্জ্বলিতৈর্হেমকেসরৈঃ॥ ৪৫
নাম্না সুদর্শনং নাম রাজহংসৈঃ সমাকুলম্।

'এই পর্বত দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ, সুন্দর পুষ্পরাজিদ্বারা আচ্ছাদিত এই পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত রয়েছে একটি সরোবর। যেখানে প্রচুর উজ্জ্বল বর্ণের পদ্মফুল শোভা পাচ্ছে। এই পদ্মরাজির কেশরসমূহ স্বর্ণতুল্য। রাজহংসে পরিপূর্ণ এই সরোবরের নাম সুদর্শন।

[১] জলে অবতরণের ঘাটগুলিতে।

বিমুখাশ্চারণা যক্ষাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৪৬
হৃষ্টাঃ সমধিগচ্ছন্তি নলিনীং তাং রিরংসবঃ।

'দেবগণ, চারণগণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাবৃন্দ আনন্দিত চিত্তে জলবিহার করার জন্য এই পদ্মসরোবরে আসেন।

ক্ষীরোদং সমতিক্রম্য তদা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ ৪৭
জলোদং সাগরং শীঘ্রং সর্বভূতভয়াবহম্।
তত্র তৎ কোপজং তেজঃ কৃতং হয়মুখং মহৎ॥ ৪৮

'ওহে বানরগণ ! ক্ষীরোদসাগর লঙ্ঘন করে শীঘ্রই দেখবে সকল প্রাণীর ভয়াবহ জলদ নামক অন্য একটি সাগর। সেই সাগরে ব্রহ্মর্ষি ঔর্বর কোপ থেকে জাত মহান তেজ বিদ্যমান রয়েছে।

অস্যাহুস্তন্মহাবেগমোদনং সচরাচরম্।
তত্র বিক্রোশতাং নাদো ভূতানাং সাগরৌকসাম্।
শ্রূয়তে চাসমর্থানাং দৃষ্ট্বাভূদ্বড়বামুখম্॥ ৪৯

'এই সমুদ্রে সকল চরাচর প্রাণীসহ মহাবেগশালী জলরাশি বিরাজমান। প্রলয়কালে এই প্রবল জলরাশি, এই স্থাবর-জঙ্গমসহ সকল প্রাণীকেই বাড়বানল (সমুদ্রজাত অগ্নি) ভক্ষণ করে। বাড়বামুখ দেখে ভীত প্রাণীদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

স্বাদূদস্যোত্তরে তীরে যোজনানি ত্রয়োদশ।
জাতরূপশিলো নাম সুমহান্ কনকপ্রভঃ॥ ৫০

'সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ ওই সমুদ্রতীরের তেরো যোজন উত্তরে সুবিশাল কনকোজ্জ্বল জাতরূপশীল নামক পর্বত অবস্থিত।

তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশং পন্নগং ধরণীধরম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং ততো দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ ৫১
আসীনং পর্বতস্যাগ্রে সর্বদেবনমস্কৃতম্।
সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্॥ ৫২

'হে বানরেরা ! সেইস্থানে চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল একটি সর্পকে দেখবে। যে পৃথিবীকে ধারণ করেছে। যার নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। পর্বতের শীর্ষদেশে আসীন সেই সর্প সকল দেবতাদের দ্বারা নমস্কৃত[১]। নীলবস্ত্র পরিহিত, সহস্রমস্তক বিশিষ্ট সেই সর্পই হলেন ভগবান অনন্তদেব।

ত্রিশিরাঃ কাঞ্চনঃ কেতুস্তালস্তস্য মহাত্মনঃ।
স্থাপিতঃ পর্বতস্যাগ্রে বিরাজতি সবেদিকঃ॥ ৫৩

'পর্বতশিখরে সেই মহাত্মার চিহ্নস্বরূপ তিনটি শিরবিশিষ্ট সুবর্ণময় তালবৃক্ষ বেদির উপর স্থাপিত হয়ে বিরাজ করছে।

পূর্বস্যাং দিশি নির্মাণং কৃতং তৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
ততঃ পরং হেমময়ঃ শ্রীমানুদয়পর্বতঃ॥ ৫৪

'দেবতারা পূর্বদিকে ওই ধ্বজা নির্মাণ করেছেন। অনন্তর দেখবে শ্রীসম্পন্ন সুবর্ণময় উদয় পর্বত।

তস্য কোটির্দিবং স্পৃষ্ট্বা শতযোজনমায়তা।
জাতরূপময়ী দিব্যা বিরাজত সবেদিকা॥ ৫৫

'শত যোজনব্যাপী এই পর্বতের শিখর গগনস্পর্শী। বেদিসহ বিরাজমান এই উদয়াচলের সুবর্ণময় শিখরদেশ দিব্যশোভামণ্ডিত।

সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
জাতরূপময়ৈর্দিব্যৈঃ শোভতে সূর্যসন্নিভৈঃ॥ ৫৬

'সূর্যের মতো উজ্জ্বল পুষ্পশোভিত শাল, তাল, তমাল এবং কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষে সমৃদ্ধ এই উদয়গিরির রূপ অতীব সুন্দর।

তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্।
শৃঙ্গং সৌমনসং নাম জাতরূপময়ং ধ্রুবম্॥ ৫৭

'দশ যোজনব্যাপী উচ্চতাসম্পন্ন যোজন বিস্তৃত সৌমনস নামক পর্বতশৃঙ্গ অবশ্যই সুবর্ণময়।

তত্র পূর্বং পদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমে।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৫৮

'পুরাকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিক্রমের পদক্ষেপ-কালে এই স্থানে প্রথম পদক্ষেপ করে দ্বিতীয় চরণ মেরুপর্বতের শিখরে স্থাপন করেছিলেন।

উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বূদ্বীপং দিবাকরঃ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্॥ ৫৯

'উত্তর দিক থেকে পরিক্রমণকালে সূর্যদেব জম্বুদ্বীপ সুউচ্চ সৌমনস নামক শৃঙ্গে এসে স্থিত হন। তখন তিনি অধিকতর সুন্দরভাবে দৃশ্যমান হন।

[১] যাকে সব দেবতারা নমস্কার করেছেন।

তত্র বৈখানসা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ।
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্যবর্ণাস্তপস্বিনঃ॥ ৬০

'এই শৃঙ্গে বৈখানস নামক মহর্ষি এবং বালখিল্য নামক তপস্বীদের দর্শনলাভ করা যায়, যাদের গাত্রবর্ণ সূর্যতুল্য।

অয়ং সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে।
তস্মিংস্তেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্বপ্রাণভৃতামপি॥ ৬১

'এই গিরিশৃঙ্গের পুরোভাগে সুদর্শন নামক দ্বীপ অবস্থিত। সৌমনস শৃঙ্গে সূর্যোদয় হলে সকল প্রাণীর তেজ প্রকাশিত হয়, সকলের নেত্র উন্মীলিত হয়।

শৈলস্য তস্য পৃষ্ঠেষু কন্দরেষু বনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৬২

'সেই পর্বতের পৃষ্ঠভাগে, গুহাগুলিতে এবং বনভূমিতে তোমরা রাবণসহ বৈদেহী সীতাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবে।

কাঞ্চনস্য চ শৈলস্য সূর্যস্য চ মহাত্মনঃ।
আবিষ্টা তেজসা সন্ধ্যা পূর্বা রক্তা প্রকাশতে॥ ৬৩

'পূর্বসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃকালে সুবর্ণময় উদয়গিরি মহাত্মা সূর্যদেবের তেজে ব্যাপ্ত হয়ে রক্তবর্ণের শোভা ধারণ করে।

পূর্বমেতৎ কৃতং দ্বারং পৃথিব্যা ভুবনস্য চ।
সূর্যস্যোদয়নং চৈব পূর্বা হ্যেষা দিগুচ্যতে॥ ৬৪

'সূর্যোদয়ের এই স্থান সর্বপ্রথম ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণেই এটি পৃথিবীর দ্বারস্বরূপ। পূর্বে এই দিকে এই দ্বার নির্মিত হওয়ায় একে পূর্বদিক বলে।

তস্য শৈলস্য পৃষ্ঠেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৬৫

'এই পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত ঝর্ণা এবং গুহাগুলিতে সীতাসহ রাবণকে বার বার সন্ধান করবে।

ততঃ পরমগম্যা স্যাদ্ দিক্‌পূর্বা ত্রিদশাবৃতা।
রহিতা চন্দ্রসূর্যাভ্যামদৃশ্যা তমসাবৃতা॥ ৬৬

'এর পরে পূর্বদিকে আর যাওয়া যায় না। সেখানে দেবতাদের বাস। সূর্য এবং চন্দ্রের প্রকাশ সেখানে না হওয়ায় সেই ভূমি তমসাবৃত।

শৈলেষু তেষু সর্বেষু কন্দরেষু নদীষু চ।
যে চ নোক্তা ময়োদ্দেশা বিচেয়া তেষু জানকী॥ ৬৭

'উদয়াচলের আশেপাশে অবস্থিত যে সমস্ত নদী পর্বত এবং গুহাসমূহের কথা আমি বলিনি সেই স্থানগুলিতেও তোমরা জানকী সীতার অনুসন্ধান করবে।

এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৬৮

'হে বানর দলপতিগণ ! এই উদয়গিরি পর্যন্তই বানরেরা যেতে সক্ষম। এরপরে সূর্যের প্রকাশহীন সীমাহীন দেশের কথা আমি জানি না।

অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
মাসে পূর্ণে নিবর্তধ্বমুদয়ং প্রাপ্য পর্বতম্॥ ৬৯

'বৈদেহী সীতা এবং রাবণের নিবাস অনুসন্ধানের জন্য তোমরা এখন উদয়াচল অভিমুখে যাত্রা করো। এক মাস পূর্ণ হলেই তোমরা আবার এখানে ফিরে আসবে।

ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্॥ ৭০

'এক মাসের অধিক সময় তোমরা গ্রহণ করবে না, যদি তা করো তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করব। মিথিলারাজনন্দিনী সীতার সংবাদ জেনে সফলকাম হয়ে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

মহেন্দ্রকান্তাং বনষণ্ডমণ্ডিতাং
দিশং চরিত্বা নিপুণেন বানরাঃ।
অবাপ্য সীতাং রঘুবংশজপ্রিয়াং
ততো নিবৃত্তাঃ সুখিনো ভবিষ্যথ॥ ৭১

'ওহে বানরগণ ! পূর্বদিকে রওনা হও, যে দিক-সুন্দর বনশোভিত, মহেন্দ্রপ্রিয় সেই পথে তোমরা উত্তমরূপে বিচরণ করবে। রঘুবংশজাত শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া সীতার সংবাদ তোমরা নিয়ে এসো। তোমরা সুখী হবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ (৪১)

সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে স্থিত স্থানসমূহের পরিচয় প্রদান। সেই সব স্থানে সন্ধানের জন্য প্রধান বীর বানরদের নিয়োগ।

ততঃ প্রস্থাপ্য সুগ্রীবস্তন্মহদ্বানরং বলম্।
দক্ষিণাং প্রেষয়ামাস বানরানভিলক্ষিতান্॥ ১

এইভাবে সুগ্রীব সুবিশাল বানরবাহিনীকে পূর্বদিকে রওনা করিয়ে, দক্ষিণ দিকে অভিলক্ষিত (যাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছে) বানরদের প্রেরণ করলেন।

**নীলমগ্নিসুতং চৈব হনূমন্তং চ বানরম্।
পিতামহসুতং চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্॥ ২
সুহোত্রং চ শরারিং চ শরগুল্মং তথৈব চ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং সুষেণং বৃষভং তথা॥ ৩
মৈন্দং চ দ্বিবিদং চৈব সুষেণং গন্ধমাদনম্।
উল্কামুখমনঙ্গং চ হুতাশনসুতাবুভৌ॥ ৪
অঙ্গদপ্রমুখান্ বীরান্ বীরঃ কপিগণেশ্বরঃ।
বেগবিক্রমসম্পন্নান্ সন্দিদেশ বিশেষবিৎ॥ ৫**

অগ্নির পুত্র নীল, কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান, পিতামহ ব্রহ্মার মহাতেজস্বী পুত্র জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ (প্রথম)[১], বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুষেণ (দ্বিতীয়), গন্ধমাদন, হুতাশনের দুই পুত্র উল্কামুখ এবং অনঙ্গ, অঙ্গদ প্রভৃতি বীর তথা প্রধান প্রধান বীর বানর দলপতিগণ—যারা মহাবেগশালী এবং পরাক্রমসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তাঁদের বানররাজ সুগ্রীব দক্ষিণ দিকে যাত্রার জন্য নির্দেশ দিলেন।

**তেষামগ্রেসরং চৈব বৃহদ্বলমথাঙ্গদম্।
বিধায় হরিবীরাণামাদিশদ্ দক্ষিণাং দিশম্॥ ৬**

মহাবলশালী অঙ্গদকে সেই বানরদের মধ্যে অগ্রবর্তী করে সমস্ত বানরবীরদের দক্ষিণ দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন।

যে কেচন সমুদ্দেশাস্তস্যাং দিশি সুদুর্গমাঃ।
কপীশঃ কপিমুখ্যানাং স তেষাং সমুদাহরৎ॥ ৭

এ দিকের যে-কোনো স্থানই অত্যন্ত দুর্গম। বানররাজ সুগ্রীব বানরমুখ্যদের সেই সম্পর্কে বর্ণনা করতে লাগলেন।[২]

**সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাযুতম্।
নর্মদাং চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম্॥ ৮
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
বরদাং চ মহাভাগাং মহোরগনিষেবিতাম্।
মেখলানুৎ কলাংশ্চৈব দশার্ণনগরাণ্যপি॥ ৯
আব্রবন্তীমবন্তীং চ সর্বমেবানুপশ্যত।**

'ওহে বানরগণ ! দক্ষিণে সহস্রশীর্ষ (শিখর)বিশিষ্ট নানা বৃক্ষলতাসমৃদ্ধ বিন্ধ্য পর্বত। বৃহৎ সর্পসমৃদ্ধ রমণীয় নর্মদা নদী, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী, মহানদী প্রভৃতি নদী আছে। সুবিশাল সর্পবহুল বরদা ও মহাভাগা নদীর তীরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ প্রভৃতি নগরী তথা আব্রবন্তী ও অবন্তী নগরী সর্বত্রই তোমরা তোমাদের অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যাবে।

**বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্ মাহিষকানপি॥ ১০
তথা বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।
অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বতনদীগুহম্॥ ১১
নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥ ১২**

'এইরূপ বিদর্ভ, ঋষ্টিক তথা মাহিষক নামক রমণীয় দেশ তথা বঙ্গ[৩], কলিঙ্গ, কৌশিক[৪] সর্বত্রই অনুসন্ধান করবে। পর্বত, নদী, গুহাসমেত দণ্ডকারণ্যেও ভালোভাবে

---

[১]সুষেণ নামক দুজনের একজন হলেন তারার পিতা এবং অপরজন হলেন বানর যূথপতি।

[২]এখানে দক্ষিণ দিকের বর্ণনা কিষ্কিন্ধ্যার সঙ্গে না করে আর্যাবর্তের সঙ্গে করা হয়েছে। সমুদ্রের পূর্ব থেকে পশ্চিমভাগ এবং হিমালয়ের বিন্ধ্যভাগকে আর্যাবর্ত বলা হয়। সুগ্রীব দক্ষিণ দিকের যে সকল স্থানের পরিচয় দিয়েছেন, পূর্বোক্তভাবে আর্যাবর্তের বিভাজন মেনে নিলে তার সঙ্গতি ঘটে।

[৩]পাঠভেদ অনুসারে মৎস্য দেশ।

[৪]নদী বিশেষ।

অন্বেষণ করবে। গোদাবরী নদীতে তথা অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল—এই সমস্ত দেশেও সন্ধান করবে।

অয়োমুখশ্চ গন্তব্যঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
বিচিত্রশিখরঃ শ্রীমাংশ্চিত্রপুষ্পিতকাননঃ॥ ১৩
সচন্দনবনোদ্দেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।

'অনেক ধাতুমণ্ডিত অয়োমুখ (মলয়) পর্বতও তোমাদের গন্তব্য। এর শৃঙ্গ বিচিত্র। নানা বর্ণের ফুলে সজ্জিত এর কানন সুন্দর শ্রীমণ্ডিত। এই মহাগিরিতে আছে সুন্দর চন্দনবন। এখানে ভালোভাবে সীতার সন্ধান করবে।

ততস্তামাপগাং দিব্যাং প্রসন্নসলিলাশয়াম্॥ ১৪
তত্র দ্রক্ষ্যথ কাবেরীং বিহৃতামপ্সরোগণৈঃ।

'অনন্তর স্বচ্ছ জলবাহী দিব্য শান্ত কাবেরী নদীকে দেখবে, যেখানে অপ্সরাগণ বিহার করে।

তস্যাসীনং নগস্যাগ্রে মলয়স্য মহৌজসম্॥ ১৫
দ্রক্ষ্যথাদিত্যসংকাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ।

'এই মহান মলয় পর্বতের চূড়ায় সূর্যদেবের তুল্য মহান তেজস্বী ঋষিবর অগস্ত্যকে দর্শন করবে।

ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা॥ ১৬
তাম্রবর্ণী গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।

'তারপর সেই প্রসন্নচিত্ত মহাত্মার অনুমতি নিয়ে জলজন্তু (হাঙর, কুমীর)পূর্ণ তাম্রপর্ণী নদী পার করবে।

সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী॥ ১৭
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।

'সেই নদী এবং তার দ্বীপগুলি চন্দনবনের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই নদী যেন কান্তিময়ী যুবতীর মতো তার প্রেমিক সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্॥ ১৮
যুক্তং কবাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

'অতঃপর বানরেরা ! তোমরা মণিমুক্তামণ্ডিত স্বর্ণকপাটবিশিষ্ট পাণ্ড্য দেশের দিব্য দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবে।

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্যর্থনিশ্চয়ম্॥ ১৯
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।
চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ॥ ২০
জাতরূপময়ঃ শ্রীমানবগাঢো মহার্ণবম্।

'তারপর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে তা লঙ্ঘন করার বিষয়ে চিন্তা করবে। মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্রের মধ্যে সানুদেশ সমন্বিত ছবির মতো সুন্দর মহেন্দ্র নামক শ্রেষ্ঠ পর্বতকে সন্নিবেশিত করেছেন। সমুদ্রের অন্তঃপ্রবিষ্ট এই সুবর্ণময় পর্বত অত্যন্ত সুন্দর।

নানাবিধৈর্নগৈঃ ফুল্লৈর্লতাভিশ্চোপশোভিতম্॥ ২১
দেবর্ষিযক্ষপ্রবরৈরপ্সরোভিশ্চ শোভিতম্।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রকীর্ণং সুমনোরমম্॥ ২২
তমুপৈতি সহস্রাক্ষঃ সদা পর্বসু পর্বসু।

'নানাবিধ বৃক্ষ এবং কুসুমিত লতায় সুসজ্জিত তথা দেবতা, ঋষি, যক্ষশ্রেষ্ঠ এবং অপ্সরাদের দ্বারা সুশোভিত এবং সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা প্রকীর্ণ এই পার্বত্যভূমি সুমনোরম। সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রতি পর্ব-দিনে এখানে পদার্পণ করেন।

দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ॥ ২৩
অগম্যো মানুষৈর্দীপ্তস্তং মার্গধ্বং সমন্ততঃ।
তত্র সর্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ॥ ২৪

'সমুদ্রের অপরপারে শত যোজন ব্যাপী একটি দ্বীপ রয়েছে। মানুষের অগম্য দীপ্তিমান সেই দ্বীপ। এই দ্বীপের চতুর্দিকে সর্বতোভাবে তোমরা বিশেষভাবে সীতার অনুসন্ধান করবে।

স হি দেশস্তু বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাক্ষসাধিপতের্বাসঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতেঃ॥ ২৫

'সেই দেশই হল ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দুরাত্মা রাক্ষসাধিপতি রাবণের দেশ, যে আমাদের বধ্য।

দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য মধ্যে তস্য তু রাক্ষসী।
অঙ্গারকেতি বিখ্যাতা ছায়ামাক্ষিপ্য ভোজিনী॥ ২৬

'সেই দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গারকা নামে পরিচিত রাক্ষসীর বাস, যে ছায়া ধরে প্রাণীদের আকর্ষণ করে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

এবং নিঃসংশয়ান্ কৃত্বা সংশয়ান্নষ্টসংশয়াঃ।
মৃগয়ধ্বং নরেন্দ্রস্য পত্নীমমিততেজসঃ॥ ২৭

'এই সংশয়সম্পন্ন দেশে সংশয় ত্যাগ করে অমিত তেজসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অনুসন্ধান করে সংশয়হীন হবে।

তমতিক্রম্য লক্ষ্মীবান্ সমুদ্রে শতযোজনে।
গিরিঃ পুষ্পিতকো নাম সিদ্ধচারণসেবিতঃ॥ ২৮

'লঙ্কা অতিক্রম করে শতযোজন ব্যাপী সেই সমুদ্রে 'পুষ্পিতক' নামে ঐশ্বর্যসম্পন্ন পাহাড় আছে। সেই পাহাড়

হল সিদ্ধ ও চারণদের বাসভূমি।

চন্দ্রসূর্যাংশুসংকাশঃ সাগরাম্বুসমাশ্রয়ঃ।
ভ্রাজতে বিপুলৈঃ শৃঙ্গৈরম্বরং বিলিখন্নিব॥ ২৯

'চন্দ্র ও সূর্যের কিরণের মতো ওই পাহাড় সমুদ্রের জলকে আশ্রয় করে শোভিত হচ্ছে। এর সুবিশাল শৃঙ্গ যেন আকাশের গায়ে আঁকা রেখার মতো প্রতীতি হচ্ছে।

তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যং দিবাকরঃ।
শ্বেতং রাজতমেকং চ সেবতে যন্নিশাকরঃ।
ন তং কৃতঘ্নাঃ পশ্যন্তি ন নৃশংসা ন নাস্তিকাঃ॥ ৩০

'ওই পর্বতের একটি হল সুবর্ণময় শিখর যাকে সূর্যদেব প্রতিদিন সেবা করেন। রজতশুভ্র অপর একটি শৃঙ্গের সেবা করেন চন্দ্রদেব ; পাপী, নিষ্ঠুর এবং নাস্তিক লোকেরা একে দর্শন করতে পারেন না।

প্রণম্য শিরসা শৈলং তং বিমার্গথ বানরাঃ।
তমতিক্রম্য দুর্ধর্ষং সূর্যবান্নাম পর্বতঃ॥ ৩১

'বানরগণ ! অবনত মস্তকে তোমরা সেই পর্বতকে প্রণাম জানিয়ে সীতার অনুসন্ধান করবে। ওই দুর্গম পর্বত অতিক্রম করলে পাবে ''সূর্যবান'' নামক অপর এক পর্বত।

অধ্বনা দুর্বিগাহেন যোজনানি চতুর্দশ।
ততস্তমপ্যতিক্রম্য বৈদ্যুতো নাম পর্বতঃ॥ ৩২

'পুষ্পিতক পর্বত থেকে চৌদ্দ যোজন দূরে অবস্থিত এই পর্বতের পথ অতি দুর্গম। এই পর্বত অতিক্রম করলে পাবে ''বৈদ্যুত'' নামক পর্বত।

সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বকালমনোহরৈঃ।
তত্র ভুক্ত্বা বরার্হাণি মূলানি চ ফলানি চ॥ ৩৩
মধূনি পীত্বা জুষ্টানি পরং গচ্ছত বানরাঃ।

'এই পর্বতে সকল কাম্যফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজির ফলমূল সর্বদাই মনোহর, বানরগণ ! সেইসব সুস্বাদু ফল-মূল-কন্দসমূহ ভক্ষণ করে সেবনযোগ্য মধু পান করে তোমরা পুনরায় অগ্রসর হবে।

তত্র নেত্রমনঃকান্তঃ কুঞ্জরো নাম পর্বতঃ॥ ৩৪
অগস্ত্যভবনং যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।

'নেত্র ও চিত্তের পক্ষে সুখপ্রদ কুঞ্জর নামক সুন্দর পর্বত তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেই পর্বতের উপরে অবস্থিত রয়েছে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত মহর্ষি অগস্ত্যের ভবন।

তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্॥ ৩৫
শরণং কাঞ্চনং দিব্যং নানারত্নবিভূষিতম্।

'এক যোজন বিস্তৃত এবং দশ যোজন উচ্চতা সম্পন্ন সেই দিব্য ভবনটি সুবর্ণময় এবং নানাবিধ রত্নে বিভূষিত।

তত্র ভোগবতী নাম সর্পাণামালয়ঃ পুরী॥ ৩৬
বিশালরথ্যা দুর্ধর্ষা সর্বতঃ পরিরক্ষিতা।
রক্ষিতা পন্নগৈর্ঘোরৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবিষৈঃ॥ ৩৭

'এই পর্বতেই ভোগবতী নামে সাপেদের নিবাসভূমি এক নগরী রয়েছে। দুর্জয় সেই নগরী সবদিক থেকে সুরক্ষিত, পথ সুবিশাল এবং প্রশস্ত। তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট ভয়ংকর বিষধর সাপেরা সেই পুরীকে রক্ষা করছে।

সর্পরাজো মহাঘোরো যস্যাং বসতি বাসুকিঃ।
নির্যায় মার্গিতব্যা চ সা চ ভোগবতী পুরী॥ ৩৮

'এই ভোগবতীপুরীতে মহাভয়ংকর সর্পরাজ বাসুকির বাস। এইখানেও তোমরা বিশেষভাবে সীতার অন্বেষণ করবে।

তত্র চানন্তরোদ্দেশা যে কেচন সমাবৃতাঃ।
তং চ দেশমতিক্রম্য মহানৃষভসংস্থিতিঃ॥ ৩৯

'ওইখানে যেসব গুপ্ত স্থান আছে সেখানেও সর্বত্র অনুসন্ধান করে ওই দেশ অতিক্রম করে তোমরা ঋষভ নামক মহান পর্বতে উপস্থিত হবে।

সর্বরত্নময়ঃ শ্রীমানৃষভো নাম পর্বতঃ।
গোশীর্ষকং পদ্মকং চ হরিশ্যামং চ চন্দনম্॥ ৪০
দিব্যমুৎপদ্যতে যত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম্।
ন তু তচ্চন্দনং দৃষ্ট্বা স্প্রষ্টব্যং তু কদাচন॥ ৪১

'সকল রত্নের আকর শ্রীমণ্ডিত হল এই ঋষভ নামক পর্বত। এখানে গোশীর্ষক, পদ্মক ইত্যাদি দিব্য চন্দন উৎপন্ন হয়। এই সকল চন্দনবৃক্ষ অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল। কখনো কিন্তু ভুলেও সেই চন্দনবৃক্ষগুলিকে স্পর্শ করবে না।

রোহিতা নাম গন্ধর্বা ঘোরং রক্ষন্তি তদ্বনম্।
তত্র গন্ধর্বপতয়ঃ পঞ্চ সূর্যসমপ্রভাঃ॥ ৪২

'সেই ভয়ংকর চন্দনবনকে রোহিত নামক গন্ধর্ব রক্ষা করে। সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী পাঁচজন গন্ধর্বপতি বাস করেন।

শৈলূষো গ্রামণীঃ শিক্ষঃ শুকো বভ্রুস্তথৈব চ।
রবিসোমাগ্নিবপুষাং নিবাসঃ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৪৩
অন্তে পৃথিব্যা দুর্ধর্ষাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।

'শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক এবং বভ্রু নামের এই পাঁচজন গন্ধর্ব সেখানে বিরাজমান। পৃথিবীর অন্তিম প্রান্তে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতুল্য পুণ্যকর্মা দুর্ধর্ষ তেজস্বী পুরুষদের বাস। স্বর্গরাজ্য জয় করে তাঁরা সেখানে বসবাস করেন।

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ॥ ৪৪
রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসাঽঽবৃতা।

'তারও সম্মুখে হল ভয়ংকর পিতৃলোক, সেই স্থান তোমাদের অগম্য। সেই স্থান অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং অন্ধকারে আবৃত যমরাজের রাজধানী।

এতাবদেব যুষ্মাভির্বীরা বানরপুঙ্গবাঃ।
শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ॥ ৪৫

'হে বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই পর্যন্ত তোমরা যেতে পারো। এরপরে আর তোমরা যেতে পারবে না কারণ পৃথিবীবাসী প্রাণীরা এরপরে আর যেতে পারে না।

সর্বমেতৎ সমালোক্য যচ্চান্যদপি দৃশ্যতে।
গতিং বিদিত্বা বৈদেহ্যাঃ সন্নিবর্তিতুমর্হথ॥ ৪৬

'ওই সমস্ত স্থানে ভালো করে দেখে এবং অন্যান্য অন্বেষণযোগ্য স্থানগুলিতেও উত্তমরূপে বৈদেহী সীতার অনুসন্ধান করে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

যস্তু মাসান্নিবৃত্তোঽগ্রে দৃষ্টা সীতেতি বক্ষ্যতি।
মত্তুল্যবিভবো ভোগৈঃ সুখং স বিহরিষ্যতি॥ ৪৭

'একমাস পূর্ণ হলে যে সর্বাগ্রে এসে বলতে পারবে সীতাকে আমি দেখেছি সে আমার মতো ঐশ্বর্য ভোগ করবে এবং সুখেই বিহার করবে।

ততঃ প্রিয়তরো নাস্তি মম প্রাণাদ্ বিশেষতঃ।
কৃতাপরাধো বহুশো মম বন্ধুর্ভবিষ্যতি॥ ৪৮

'সে হবে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তার থেকেও প্রিয়তর আর কেউ হবে না। সে বহু অপরাধ করেও আবার বন্ধু হয়েই থাকবে।

অমিতবলপরাক্রমা ভবন্তো
বিপুলগুণেষু কুলেষু চ প্রসূতাঃ।
মনুজপতিসুতাং যথা লভধ্বং
তদধিগুণং পুরুষার্থমারভধ্বম্॥ ৪৯

'তোমরা অসীম শক্তি এবং পরাক্রমের অধিকারী। তোমরা বহুগুণসম্পন্ন এবং উচ্চবংশজাত। রাজনন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করে যাতে তাঁর সংবাদ লাভ করতে পারো সেইজন্য উত্তমরূপে প্রয়াস আরম্ভ করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৪২)

সুগ্রীব কর্তৃক পশ্চিমদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা প্রদান। সুষেণাদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ

অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ সুগ্রীবো দক্ষিণাং দিশম্।
অব্রবীন্মেঘসংকাশং সুষেণং নাম বানরম্॥ ১
তারায়াঃ পিতরং রাজা শ্বশুরং ভীমবিক্রমম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমভিগম্য প্রণম্য চ॥ ২
মহর্ষিপুত্রং মারীচমর্চিষ্মন্তং মহাকপিম্।
বৃতং কপিবরৈঃ শূরৈর্মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিম্॥ ৩
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্।
মরীচিপুত্রান্ মারীচানর্চির্মাল্যান্ মহাবলান্॥ ৪
ঋষিপুত্রাংশ্চ তান্ সর্বান্ প্রতীচীমাদিশদ্ দিশম্।
দ্বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং কপীনাং কপিসত্তমাঃ॥ ৫
সুষেণপ্রমুখা যূয়ং বৈদেহীং পরিমার্গথ।

সেই বানরদের দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করে বানররাজ সুগ্রীব তারার পিতা তথা নিজের শ্বশুর মহাপরাক্রমশালী মেঘতুল্য বানর সুষেণের নিকটে গিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম নিবেদন করে কিছু বললেন। মহর্ষি মরীচির পুত্র মহাকপি অর্চিষ্মান দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তেজস্বী শূরবীরদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তিনি বিনতার পুত্র গরুড়তুল্য দ্যুতিমান বুদ্ধি এবং পরাক্রমসম্পন্ন। এছাড়াও

মরীচির পুত্র মারীচ এবং অর্চিমালা নামক মহাবলশালী বানরগণ, ঋষিকুমারগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করার জন্য আদেশ দিলেন। সুষেণকে দলপতি করে দুইশত সহস্র সংখ্যক বানরকে সীতার অনুসন্ধানকার্যের নির্দেশ দিয়ে বললেন—

সৌরাষ্ট্রান্ সহবাহ্লীকাংশ্চন্দ্রচিত্রাংস্তথৈব চ॥ ৬
স্ফীতাঞ্জনপদান্ রম্যান্ বিপুলানি পুরাণি চ।
পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্দালকাকুলম্॥ ৭
তথা কেতকখণ্ডাংশ্চ মার্গধ্বং হরিপুঙ্গবাঃ।

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক তথা চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি দেশে তোমরা যাও। সমৃদ্ধশালী জনপদ, বড় বড় রমণীয় নগরগুলিতে তথা পুন্নাগ, বকুল, উদ্দালক ইত্যাদি বৃক্ষসমৃদ্ধ কুক্ষি দেশে এবং কেতকী ফুলের বনভূমিতেও সীতার অনুসন্ধান করবে।

প্রত্যক্ স্রোতোবহাশ্চৈব নদ্যঃ শীতজলাঃ শিবাঃ॥ ৮
তাপসানামরণ্যানি কান্তারগিরয়শ্চ যে।

'পশ্চিমবাহিনী, শীতলজলপূর্ণ এবং কল্যাণময়ী নদী, তপস্বীদের নিবাস বনভূমি তথা দুর্গম গিরিপথেও তোমরা বৈদেহী সীতার সন্ধান করবে।

তত্র স্থলীর্মরুপ্রায়া অত্যুচ্চশিশিরাঃ শিলাঃ॥ ৯
গিরিজালাবৃতাং দুর্গাং মার্গিত্বা পশ্চিমাং দিশম্।
ততঃ পশ্চিমমাগম্য সমুদ্রং দ্রষ্টুমর্হথ॥ ১০
তিমিনক্রাকুলজলং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

'পশ্চিম দিক প্রায়শ মরুপ্রধান অঞ্চল। সেই স্থান সুউচ্চ শীতল শিলাময় দুর্গম পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। এই সমস্ত দুর্গম স্থানগুলিতে জানকী সীতার অনুসন্ধান করবে। পশ্চিমে আরও অগ্রবর্তী হয়ে দেখতে পাবে তিমি, কুমির প্রভৃতি জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র।

ততঃ কেতকখণ্ডেষু তমালগহনেষু চ॥ ১১
কপয়ো বিহরিষ্যন্তি নারিকেলবনেষু চ।
তত্র সীতাং চ মার্গধ্বং নিলয়ং রাবণস্য চ॥ ১২

'সেই সমুদ্রের তীরে অবস্থিত কেতকী ফুলের কুঞ্জে এবং তমালবৃক্ষের বনে এবং নারিকেলের বনে তোমার বানরেরা বিচরণ করবে, সর্বত্র রাবণের আলয় তথা রাজকন্যা সীতার অনুসন্ধান করবে।

বেলাতলনিবিষ্টেষু পর্বতেষু বনেষু চ।
মুরচীপত্তনং চৈব রম্যং চৈব জটাপুরম্॥ ১৩
অবন্তীমঙ্গলেপাং চ তথা চালক্ষিতং বনম্।
রাষ্ট্রাণি চ বিশালানি পত্তনানি ততস্ততঃ॥ ১৪

'সমুদ্রের তীরে, বনে, পর্বতে, মুরচী নামক পত্তনে, রমণীয় জটাপুরে, অবন্তী, অঙ্গলেপা প্রভৃতি স্থানে এমনকী যে সমস্ত বনভূমিতে কারও পদার্পণ ইতিপূর্বে ঘটেনি সেইসব স্থানে এবং বড় বড় নগর ও রাষ্ট্রগুলিতে তোমরা তন্ন তন্ন করে জানকীর অনুসন্ধান করবে।

সিন্ধুসাগরয়োশ্চৈব সঙ্গমে তত্র পর্বতঃ।
মহান্ সোমগিরির্নাম শতশৃঙ্গো মহাদ্রুমঃ॥ ১৫
তত্র প্রস্থেষু রম্যেষু সিংহাঃ পক্ষগমাঃ স্থিতাঃ।
তিমিমৎস্যগজাংশ্চৈব নীডান্যারোপয়ন্তি তে॥ ১৬

'সিন্ধুনদ ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে শতশৃঙ্গবিশিষ্ট, সুউচ্চ, সুবিশাল বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ সোমগিরি নামক পর্বত বিরাজমান। তার রমণীয় সানুদেশে "সিংহনাম" পক্ষিগণের বাস। তারা তিমিমাছ এবং হাতিদেরও তাদের বাসায় তুলে নিয়ে যেতে সক্ষম।

তানি নীডানি সিংহানাং গিরিশৃঙ্গগতাশ্চ যে।
দৃপ্তাস্তৃপ্তাশ্চ মাতঙ্গাস্তোয়দস্বননিঃস্বনাঃ॥ ১৭
বিচরন্তি বিশালেঽস্মিংস্তোয়পূর্ণে সমন্ততঃ।

'সিংহনামক পাখিদের সম্মানিত করার জন্য গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত ওই হাতিরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে। এইজন্য তারা মেঘগর্জন তুল্য গর্জন করতে করতে ওই পর্বতের জলপূর্ণ বিশাল চূড়ায় বিচরণরত।

তস্য শৃঙ্গং দিবস্পর্শং কাঞ্চনং চিত্রপাদপম্॥ ১৮
সর্বমাশু বিচেতব্যং কপিভিঃ কামরূপিভিঃ।

'এই পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ সুবর্ণময়। বিচিত্র বৃক্ষরাজি দ্বারা সেইস্থান সুশোভিত। ইচ্ছানুসারী রূপধারী বানরেরা সেই স্থানের সর্বত্র দ্রুত অনুসন্ধান করবে।

কোটিং তত্র সমুদ্রস্য কাঞ্চনীং শতযোজনাম্॥ ১৯
দুর্দর্শাং পারিযাত্রস্য গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

'সেই স্থান থেকে অগ্রবর্তী হয়ে সমুদ্রের মধ্যবর্তী শতযোজন বিস্তৃত পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গ দেখতে পাবে, বানরগণ ! পরিযাত্র নামক এই পর্বতের প্রতি সাধারণের দৃষ্টিপাত করাও অত্যন্ত কঠিন[১]।

কোট্যস্তত্র চতুর্বিংশদ্ গন্ধর্বাণাং তরস্বিনাম্॥ ২০

---

[১]সুবর্ণময় শৃঙ্গে রৌদ্রকিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে যেতে পারে।

বসন্ত্যগ্নিনিকাশানাং ঘোরাণাং কামরূপিণাম্।
গাবকোটিঃপ্রতীকাশাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ॥ ২১

'এই পর্বতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, তপস্বী, কামরূপী[১], ভয়ঙ্কর চব্বিশকোটি গন্ধর্বের নিবাস। পবিত্র অগ্নির ন্যায় তারা বিভিন্ন দিক থেকে সমবেত হয়েছে।

নাত্যাসাদয়িতব্যাস্তে বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
নাদেয়ং চ ফলং তস্মাদ্ দেশাৎ কিঞ্চিৎ প্লবঙ্গমৈঃ॥ ২২

'মহাপরাক্রমশালী ভয়ংকর বানরদের ওই গন্ধর্বদের সান্নিধ্যে যাওয়া বা তাদের কাছে কোনো অপরাধ করা উচিত হবে না। ওই স্থান থেকে কোনো ফল গ্রহণ বানরদের পক্ষে সমীচীন হবে না।

দুরাসদা হি তে বীরাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
ফলমূলানি তে তত্র রক্ষন্তে ভীমবিক্রমাঃ॥ ২৩

'মহাবলশালী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ভীমবিক্রমবিশিষ্ট সেই গন্ধর্ববীরেরা ঐ সমস্ত ফলমূল রক্ষা করেন।

তত্র যত্নশ্চ কর্তব্যো মার্গিতব্যা চ জানকী।
নহি তেভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ কপিত্বমনুবর্ততাম্॥ ২৪

'সেই স্থানে বাসকারী গন্ধর্বদের নিকট বানর ধর্মপালনকারী তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা সেখানে সযত্নে জানকী সীতার অনুসন্ধান করবে।

তত্র বৈদূর্যবর্ণাভো বজ্রসংস্থানসংস্থিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণো বজ্রো নাম মহাগিরিঃ॥ ২৫

'ওই পর্বতের নিকটে বৈদূর্যমণির বর্ণতুল্য নানা বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ বজ্রমণির[২] তুল্য কঠোর সুউচ্চ বজ্র নামক পর্বত অবস্থিত।

শ্রীমান্ সমুদিতস্তত্র যোজনানাং শতং সমম্।
গুহাস্তত্র বিচেতব্যাঃ প্রযত্নেন প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৬

'এই পাহাড়টি অত্যন্ত সুন্দর, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান শতযোজন বিস্তৃত। এখানে অসংখ্য গুহা। সেইগুলিতে যত্নসহকারে সীতার নিরীক্ষণ করবে।

চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্ নাম পর্বতঃ।
তত্র চক্রং সহস্রারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা॥ ২৭

'সমুদ্রের চতুর্থভাগে আছে চক্রবান নামক পর্বত। সেখানে বিশ্বকর্মা সহস্র সংখ্যক অর (চকমকি পাথর) দ্বারা একটি চক্র নির্মাণ করেছেন।

তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবং চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খং চ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৮

'পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেখানে পঞ্চজন এবং হয়গ্রীব নামক দানবদের বধ করে শঙ্খ এবং চক্র হরণ করেছিলেন।

তস্য সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ২৯

'এই চক্রবান পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত রমণীয় এবং সুবিশাল গুহাগুলিতে রাবণসহ সীতার সন্ধান করবে।

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ ৩০

'সমুদ্রের সুগভীর জলরাশির মধ্যে বরুণদেবের আলয়ে সুবর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট চৌষট্টি যোজনব্যাপী বরাহ নামক পর্বত অবস্থিত।

তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥ ৩১

'সেখানে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে সুবর্ণময় নগর ; যেখানে নরক নামে দুরাত্মা দানবের বাস।

তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৩২

'সেই পর্বতের রমণীয় সানুদেশে এবং সুবিশাল গুহাসমূহে সীতাসহ রাবণের অনুসন্ধান করবে।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনান্তরদর্শনম্।
পর্বতঃ সর্বসৌবর্ণো ধারাপ্রস্রবণাযুতঃ॥ ৩৩

'মধ্যভাগ সুবর্ণমণ্ডিত, সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ বরাহকে অতিক্রম করে দেখবে সম্পূর্ণ সুবর্ণমণ্ডিত এবং দশসহস্র ঝর্ণাধারাবিশিষ্ট এক পর্বত।

তং গজাশ্চ বরাহাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ সর্বতঃ।
অভিগর্জন্তি সততং তেন শব্দেন দর্পিতাঃ॥ ৩৪

'সেখানে দর্পিত হাতী, সিংহ, বাঘ এবং শূকরের গর্জনে চতুর্দিকে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যস্মিন্ হরিহয়ঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অভিষিক্তঃ সুরৈঃ রাজা মেঘো নাম স পর্বতঃ॥ ৩৫

'মেঘ নামক সেই পর্বতে দেবতারা হরিৎ বর্ণের

[১]ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম।

[২]হীরক।

অশ্ববিশিষ্ট শ্রীমান পাকশাসন ইন্দ্রকে রাজা পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং মহেন্দ্রপরিপালিতম্।
ষষ্টিং গিরি সহস্রাণি কাঞ্চনানি গমিষ্যথ॥ ৩৬
তরুণাদিত্যবর্ণানি ভ্রাজমানানি সর্বতঃ।
জাতরূপময়ৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সুপুষ্পিতৈঃ॥ ৩৭

'দেবরাজ ইন্দ্রের পরিপালিত গিরিরাজ মেঘকে অতিক্রম করে দেখবে ষাট হাজার সুবর্ণময় পর্বত। সমস্ত দিক থেকেই সেগুলি নবোদিত সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, সুন্দর পুষ্পসমৃদ্ধ সুবর্ণময় বৃক্ষ দ্বারা সেই স্থান সুশোভিত।

তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজা মেরুরুত্তমপর্বতঃ।
আদিত্যেন প্রসন্নেন শৈলো দত্তবরঃ পুরা॥ ৩৮
তেনৈবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রঃ সর্ব এব ত্বদাশ্রয়াঃ।
মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যন্তি দিবা রাত্রৌ চ কাঞ্চনাঃ॥ ৩৯
ত্বয়ি যে চাপি বৎস্যন্তি দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
তে ভবিষ্যন্তি ভক্তাশ্চ প্রভয়া কাঞ্চনপ্রভাঃ॥ ৪০

'তাদের মধ্যে বিরাজমান হলেন পর্বতরাজ গিরিশ্রেষ্ঠ মেরু নামক শৈল, যাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রাচীনকালে সূর্যদেব বর প্রদান করেছিলেন। তিনি গিরিরাজকে বলেছিলেন "আমার আশীর্বাদে দিবারাত্রব্যাপী তোমাকে আশ্রয়-গ্রহণকারী সকলে সুবর্ণময় হবে। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব যাঁরাই তোমাতে বাস করবেন তাঁরাই স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল কান্তিমান হবেন এবং আমার ভক্ত হবেন।"

বিশ্বেদেবাশ্চ বসবো মরুতশ্চ দিবৌকসঃ।
আগত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মেরুমুত্তমপর্বতম্॥ ৪১
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি তৈশ্চ সূর্যোঽভিপূজিতঃ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানামস্তং গচ্ছতি পর্বতম্॥ ৪২

'বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, মরুৎগণ এবং অন্যান্য দেবতারা যাঁরা দিবাবসানে সায়ংকালে সর্বোত্তম এই মেরু পর্বতে এসে সূর্যদেবের পূজা করেন তাঁদের দ্বারা উত্তমরূপে পূজিত হয়ে তিনি সকল প্রাণীর নিকট অদৃশ্য হয়ে এই পর্বতে অস্ত যান।

যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ।
মুহূর্তার্ধেন তং শীঘ্রমভিয়াতি শিলোচ্চয়ম্॥ ৪৩

'মেরু পর্বত থেকে অস্তাচল পর্বতের দূরত্ব দশ সহস্র যোজন। কিন্তু সূর্যদেব সেই প্রস্তরাকীর্ণা পর্বতসঙ্কুল পথ অর্ধমুহূর্তেই অতিক্রম করেন।

শৃঙ্গে তস্য মহদ্দিব্যং ভবনং সূর্যসন্নিভম্।
প্রাসাদগণসম্বাধং বিহিতং বিশ্বকর্মণা॥ ৪৪

'সেই পর্বতে বিশ্বকর্মা নির্মিত সূর্যতুল্য উজ্জ্বল সুবিশাল দিব্য ভবন। এই ভবন বহু প্রাসাদ সমন্বিত।

শোভিতং তরুভিশ্চিত্রৈর্নানাপক্ষিসমাকুলৈঃ।
নিকেতং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ॥ ৪৫

'পাশহস্ত মহাত্মা বরুণের সেই বাসভূমি নানাবিধ বৃক্ষরাজি, চিত্র এবং পক্ষিকুল দ্বারা সুসজ্জিত।

অন্তরা মেরুমস্তং চ তালো দশশিরা মহান্।
জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ ভ্রাজতে চিত্রবেদিকঃ॥ ৪৬

'এই মেরুপর্বত এবং অস্তাচল পর্বতের মধ্যে একটি সুদৃশ্য বেদির উপরে একটি সুবর্ণময় সুন্দর শ্রীমান দশমস্তকবিশিষ্ট তালগাছ অবস্থিত।

তেষু সর্বেষু দুর্গেষু সরস্সু চ সরিৎসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৪৭

'সেই স্থানের সমস্ত দুর্গম অঞ্চলগুলিতে, সরোবর এবং নদীতে বৈদেহী সীতাসহ রাবণকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবে।

যত্র তিষ্ঠতি ধর্মজ্ঞস্তপসা স্বেন ভাবিতঃ।
মেরুসাবর্ণিরিত্যেষ খ্যাতো বৈ ব্রহ্মণা সমঃ॥ ৪৮

'সেই মেরু পর্বতে মেরুসাবর্ণি নামে ধর্মজ্ঞ ঋষি বাস করেন। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার তুল্য শক্তিমান।

প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিং মৈথিলীং প্রতি॥ ৪৯

'ভূমিতে মস্তক স্থাপনপূর্বক সূর্যতুল্য তেজস্বী মহর্ষি মেরুসাবর্ণিকে প্রণাম জানিয়ে মৈথিলী সীতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে।

এতাবজ্জীবলোকস্য ভাস্করো রজনীক্ষয়ে।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্বমস্তং গচ্ছতি পর্বতম্॥ ৫০

'রাত্রির অবসানে সূর্যদেব উদিত হয়ে সমস্ত জীবলোকের অন্ধকার বিনাশ করে এই পর্বতেই অস্ত যান।

এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৫১

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! বানরেরা এই পর্যন্তই যেতে

পরে। এরপরে সূর্যের প্রকাশ নেই, কোনো দেশের সীমা নেই। এই স্থানের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

অধিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
অস্তং পর্বতমাসাদ্য পূর্ণে মাসে নিবর্তত॥ ৫২

'অস্তাচলে গিয়ে তোমরা সীতার সংবাদ এবং রাবণের নিবাসস্থল সম্পর্কে জেনে এক মাস পূর্ণ হলেই প্রত্যাবর্তন করবে।

ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সহৈব শূরো যুষ্মাভিঃ শ্বশুরো মে গমিষ্যতি॥ ৫৩

'এক মাসের অধিক কাল তোমরা অতিক্রম করবে না। যদি অতিক্রম করো তাহলে আমি তোমাদের বধ করব। তোমাদের সঙ্গেই আমার শ্বশুরমশায় বীর সুষেণও যাবেন।

শ্রোতব্যং সর্বমেতস্য ভবদ্ভির্দিষ্টকারিভিঃ।
গুরুরেষ মহাবাহুঃ শ্বশুরো মে মহাবলঃ॥ ৫৪

'আমার এই শ্বশুরমশায়, আমার গুরুজন। ইনি মহাবীর এবং মহাশক্তিশালী। তোমরা সকলেই এঁর কথা শুনবে। তাঁর আজ্ঞাধীন হয়েই তোমরা চলবে।

ভবন্তশ্চাপি বিক্রান্তাঃ প্রমাণং সর্ব এব হি।
প্রমাণমেনং সংস্থাপ্য পশ্যধ্বং পশ্চিমাং দিশম্॥ ৫৫

'তোমরা সকলেই মহাপরাক্রমী, তার প্রমাণও আছে ; তথাপি পশ্চিম দিকে অনুসন্ধান করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করো।

দৃষ্টায়াং তু নরেন্দ্রস্য পত্ন্যামমিততেজসঃ।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ কৃতস্য প্রতিকর্মণা॥ ৫৬

'অমিত তেজসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নীর সন্ধানদানের মাধ্যমে আমরা উপকারীর প্রত্যুপকার করে কৃতকৃতার্থ হব।

অতোঽন্যদপি যৎকার্যং কার্যস্যাস্য প্রিয়ং ভবেৎ।
সম্প্রধার্য ভবদ্ভিশ্চ দেশকালার্থসংহিতম্॥ ৫৭

'অতএব এই কার্যের জন্য যা করণীয় এবং যা অনুকূল হবে তা দেশকাল বিবেচনাপূর্বক তোমরা করবে।'

ততঃ সুষেণপ্রমুখাঃ প্লবঙ্গাঃ
সুগ্রীববাক্যং নিপুণং নিশম্য।
আমন্ত্র্য সর্বে প্লবগাধিপং তে
জগ্মুর্দিশং তাং বরুণাভিগুপ্তাম্॥ ৫৮

সুগ্রীবের এই কথাগুলি ভালোভাবে শুনে সুষেণ প্রভৃতি বানরবীরগণ বানররাজের অনুমতি নিয়ে বরুণ-শাসিত পশ্চিম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৪৩)

সুগ্রীবের উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানের পরিচয় দিয়ে শতবলি আদি বানরদের সেইদিকে প্রেরণ

ততঃ সন্দিশ্য সুগ্রীবঃ শ্বশুরং পশ্চিমাং দিশম্।
বীরং শতবলিং নাম বানরং বানরেশ্বরঃ॥ ১
উবাচ রাজা সর্বজ্ঞঃ সর্ববানরসত্তমঃ।
বাক্যমাত্মহিতং চৈব রামস্য চ হিতং তদা॥ ২

তাঁর শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করে, সুগ্রীব বীর বানর তথা বানর দলপতি শতবলিকে বললেন—'হে সর্বজ্ঞ ! আপনি সকল বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনার আত্মহিতের জন্য তথা শ্রীরামচন্দ্রের হিতসাধনার্থে যা বলছি তা শুনুন।

বৃতঃ শতসহস্রেণ ত্বদ্বিধানাং বনৌকসাম্।
বৈবস্বতসুতৈঃ সার্ধং প্রবিষ্টঃ সর্বমন্ত্রিভিঃ॥ ৩
দিশং হ্যুদীচীং বিক্রান্ত হিমশৈলাবতংসিকাম্।
সর্বতঃ পরিমার্গধ্বং রামপত্নীং যশস্বিনীম্॥ ৪

'আপনার মতো এক লাখ বনবাসী বানর তথা যমরাজের পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এই উত্তর দিকে আপনি প্রবেশ করুন।

অস্মিন্ কার্যে বিনির্বৃত্তে কৃতে দাশরথেঃ প্রিয়ে।
ঋণান্মুক্তা ভবিষ্যামঃ কৃতার্থার্থবিদাং বরাঃ॥ ৫

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! কৃতার্থ শব্দের অর্থ তোমরা জানো। দশরথনন্দন শ্রীরামের এই প্রিয় কার্য সম্পন্ন করে আমরা ঋণমুক্ত হব।

কৃতং হি প্রিয়মস্মাকং রাঘবেণ মহাত্মনা।
তস্য চেৎপ্রতিকারোঽস্তি সফলং জীবিতং ভবেৎ॥ ৬

'মহাত্মা রামচন্দ্র আমাদের প্রিয় কার্য সাধন করেছেন। যদি আমরা তাঁর কোনো প্রত্যুপকার করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

অর্থিনঃ কার্যনিবৃত্তিমকর্তুরপি যশ্চরেৎ।
তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম কিং পুনঃ পূর্বকারিণঃ॥ ৭

'যিনি পূর্বোপকারী নন, তিনিও যদি অর্থী হয়ে আসেন, তাহলে যিনি তাঁর কার্য সিদ্ধ করেন, তাঁর জীবন সফল হয়। আর পূর্বোপকারীর প্রত্যুপকার করলে যে সফলতা আসে সে সম্পর্কে অধিক কী বলব ?

এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় দৃশ্যতে জানকী যথা।
তথা ভবদ্ভিঃ কর্তব্যমস্মৎ প্রিয়হিতৈষিভিঃ॥ ৮

'আমার প্রিয় এবং হিতকামী বানরগণ ! এই বিচারকে আশ্রয় করে যাতে জানকীর সন্ধান লাভ করা যায় তার অনুষ্ঠান করাই তোমাদের কর্তব্য।

অয়ং হি সর্বভূতানাং মান্যস্তু নরসত্তমঃ।
অস্মাসু চ গতঃ প্রীতিং রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ৯

'শত্রুপুরী বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র আমাদের প্রতি প্রীতি-পরায়ণ। ইনি নরশ্রেষ্ঠ তথা সকল প্রাণীর নিকট সম্মাননীয়।

ইমানি বহুদুর্গাণি নদ্যঃ শৈলান্তরাণি চ।
ভবন্তঃ পরিমার্গন্তু বুদ্ধিবিক্রমসম্পদা॥ ১০

'তোমাদের বুদ্ধি এবং পরাক্রমকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত অতি দুর্গম অঞ্চলে, পর্বতে, নদীতে এবং নদী-তীরে সীতার সন্ধান করো।

তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংস্তথৈব চ।
প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরূংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১১
কাম্বোজযবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ।
অন্বীক্ষ্য দরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥ ১২

'উত্তরে ম্লেচ্ছদেশ, পুলিন্দদেশ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্র, কম্বোজ, যবন এবং শকদের বাসভূমি— এই সমস্ত দেশে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দরদদেশ এবং হিমালয় পর্বতেও সন্ধানকার্য চালিয়ে যাবে।

লোধ্রপদ্মকখণ্ডেষু দেবদারুবনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ১৩

'হিমালয়ে লোধ্র এবং পদ্মের ঝোপঝাড়ে তথা দেবদারু বৃক্ষের বনে রাবণসহ বৈদেহীর অনুসন্ধান করবে।

ততঃ সোমাশ্রমং গত্বা দেবগন্ধর্বসেবিতম্।
কালং নাম মহাসানুং পর্বতং তং গমিষ্যথ॥ ১৪

'অনন্তর দেবতা ও গন্ধর্বসেবিত সোমাশ্রমে গিয়ে সেখান থেকে সুউচ্চ শিখরবিশিষ্ট কাল নামক পর্বতে যাবে।

মহৎসু তস্য শৈলেষু পর্বতেষু গুহাসু চ।
বিচিন্বত মহাভাগাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্॥ ১৫

'সেই পর্বতের আশেপাশে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট বড় পর্বতগুলিতে তথা অন্যান্য গুহাগুলিতে সর্বাঙ্গসুন্দরী অনিন্দিতা মহাভাগা সীতার অন্বেষণ করবে।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং হেমগর্ভং মহাগিরিম্।
ততঃ সুদর্শনং নাম পর্বতং গন্তুমর্হথ॥ ১৬

'এই স্বর্ণখনিবিশিষ্ট কাল নামক মহাগিরি অতিক্রম করে সুদর্শন নামক মহান পর্বতে চলে যাবে।

ততো দেবসখো নাম পর্বতঃ পতগালয়ঃ।
নানাপক্ষিসমাকীর্ণো বিবিধদ্রুমভূষিতঃ॥ ১৭

'অনন্তর পাখিদের নিবাসস্থল দেবসখ নামক পর্বতে যাবে। সেই পর্বত নানাবিধ বৃক্ষের দ্বারা ভূষিত। সেখানে নানারকম পাখির বাস।

তস্য কাননখণ্ডেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ১৮

'এই বনসমূহে, ঝর্ণা এবং গুহাগুলিতে রাবণসহ সীতাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবে।

তমতিক্রম্য চাকাশং সর্বতঃ শতযোজনম্।
অপর্বতনদীবৃক্ষং সর্বসত্ত্altivবর্জিতম্॥ ১৯

'এই পাহাড় অতিক্রম করে পাবে শতযোজন বিস্তৃত এক সুমহান প্রান্তর। পর্বতহীন, নদীহীন, বৃক্ষহীন সেই স্থানে কোনো প্রাণীর দেখা মেলে না।

তত্তু শীঘ্রমতিক্রম্য কান্তারং রোমহর্ষণম্।
কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ॥ ২০

'রোমহর্ষক সেই প্রান্তর শীঘ্র অতিক্রম করে তোমরা শ্বেতবর্ণের কৈলাস পর্বতকে দেখে আনন্দিত হবে।

তত্র পাণ্ডুরমেঘাভং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
কুবেরভবনং রম্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা॥ ২১

'সেইখানে বিশ্বকর্মা নির্মিত রমণীয় কুবের ভবন। এই প্রাসাদটি শুভ্রমেঘবর্ণবিশিষ্ট এবং সুবর্ণভূষিত।

বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা অপ্সরোগণসেবিতা॥ ২২

'সেই ভবনে প্রভূত কমল এবং উৎপল (লালপদ্ম ও নীলপদ্ম) শোভিত সুবিশাল সরোবর। অপ্সরাগণ সেই সরোবরে জলক্রীড়া করে। সেটি হল হংস ও কারণ্ডব পক্ষীদের বাসস্থান।

তত্র বৈশ্রবণো রাজা সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
ধনদো রমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্॥ ২৩

'সেখানে বিশ্রবা মুনির পুত্র যক্ষদের প্রভু শ্রীমান রাজা কুবের যিনি সর্বলোকের নমস্য, সকলের ধনদাতা। তিনি গুহ্যক নামক উপদেবতাদের সঙ্গে সেখানে বিহার করেন।

তস্য চন্দ্রনিকাশেষু পর্বতেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ২৪

'সেই স্থানে অবস্থিত চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল পর্বতগুলি এবং গুহাগুলিতে রাবণসহ বৈদেহীকে ইতস্তত অনুসন্ধান করবে।

ক্রৌঞ্চং তু গিরিমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্॥ ২৫

'এই পর্বতের পরে পাবে ক্রৌঞ্চগিরি, যার গুহাগুলি অতি দুর্গম। সেই গুহাগুলিতে অত্যন্ত সাবধানে তোমরা প্রবেশ করবে ; কারণ সেখানে প্রবেশ করা খুব কঠিন।

বসন্তি হি মহাত্মানস্তত্র সূর্যসমপ্রভাঃ।
দেবৈরভ্যর্থিতাঃ সম্যগ্ দেবরূপা মহর্ষয়ঃ॥ ২৬

'সেই গুহাগুলি সূর্যতুল্য তেজস্বী মহাত্মাদের নিবাসভূমি। দেবতুল্য সেই মহর্ষিগণ দেবতাদের দ্বারাও সম্যক্‌রূপে পূজিত হন।

ক্রৌঞ্চস্য তু গুহাশ্চান্যাঃ সানূনি শিখরাণি চ।
নির্দরাশ্চ নিতম্বাশ্চ বিচেতব্যাস্ততস্ততঃ॥ ২৭

'এই ক্রৌঞ্চগিরির অন্যান্য গুহাগুলি, সানুদেশসমূহ, শিখরগুলি তথা পর্বতস্থ বিবরগুলি এবং পর্বতের নিতম্বদেশ (ঢালু প্রদেশ) সমূহ সর্বত্র খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে।

অবৃক্ষং কামশৈলং চ মানসং বিহগালয়ম্।
ন গতিস্তত্র ভূতানাং দেবানাং ন চ রক্ষসাম্॥ ২৮

'এরপরে বৃক্ষহীন কামশৈল[১] পক্ষীনিবাসহীন মানস নামক পর্বত। যেখানে ভূতগণ, দেবতাগণ এবং রাক্ষসেরাও গমন করতে অক্ষম।

স চ সর্বৈর্বিচেতব্যঃ সসানুপ্রস্থভূধরঃ।
ক্রৌঞ্চং গিরিমতিক্রম্য মৈনাকো নাম পর্বতঃ॥ ২৯

'সেই পর্বতের সানুদেশসহ নিকটস্থ সমতলভূমিতে তোমরা সন্ধানকার্য চালাবে। এই ক্রৌঞ্চগিরি অতিক্রম করে পাবে মৈনাক পর্বত।

ময়স্য ভবনং তত্র দানবস্য স্বয়ংকৃতম্।
মৈনাকস্তু বিচেতব্যঃ সসানুপ্রস্থকন্দরঃ॥ ৩০

'সেইখানে ময় নামক দানবের স্বনির্মিত ভবন রয়েছে। এই মৈনাক পর্বতের সানুদেশসহ গিরিকন্দরগুলি তোমরা ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে।

স্ত্রীণামশ্বমুখীনাং তু নিকেতস্তত্র তত্র তু।
তং দেশং সমতিক্রম্য আশ্রমং সিদ্ধসেবিতম্॥ ৩১

'ওই স্থান অশ্বের মতো মুখবিশিষ্টা স্ত্রীলোকদের (কিন্নরীদের) বাসভূমি। এই দেশ অতিক্রম করে পাবে সিদ্ধগণসেবিত আশ্রম।

সিদ্ধা বৈখানসা যত্র বালখিল্যাশ্চ তাপসাঃ।
বন্দিতব্যাস্ততঃ সিদ্ধাস্তপসা বীতকল্মষাঃ॥ ৩২
প্রষ্টব্যা চাপি সীতায়াঃ প্রবৃত্তির্বিনয়ান্বিতৈঃ।

'সিদ্ধদের সঙ্গে সেইখানে বৈখানস তথা বালখিল্য নামক তপস্বীদের বাস। তপস্যার প্রভাবে পাপমুক্ত সেই সিদ্ধ তপস্বীদের তোমরা বন্দনা করবে এবং বিনীতভাবে তাঁদের কাছে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে।

হেমপুষ্করসংছন্নং তত্র বৈখানসং সরঃ॥ ৩৩
তরুণাদিত্যসংকাশৈর্হংসৈর্বিচরিতং শুভৈঃ।

'এই আশ্রমের নিকটে স্বর্ণতুল্য পদ্মফুলে আচ্ছাদিত বৈখানস নামক সরোবর আছে। যেখানে বিচরণ করছে নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সুন্দর হংসরাজি।

ঔপবাহ্যঃ কুবেরস্য সার্বভৌম ইতি স্মৃতঃ॥ ৩৪
গজঃ পর্যেতি তং দেশং সদা সহ করেণুভিঃ।

'সার্বভৌম নামে প্রসিদ্ধ কুবেরের বাহন হস্তী তার সঙ্গিনী অন্যান্য হস্তিনীদের নিয়ে সেইস্থানে বিচরণ করে।

তৎ সরঃ সমতিক্রম্য নষ্টচন্দ্রদিবাকরম্।
অনক্ষত্রগণং ব্যোম নিষ্পয়োদমনাদিতম্॥ ৩৫

'সেই সরোবর অতিক্রম করে তোমরা সূর্যচন্দ্রহীন

[১]কামদেব মদনের তপস্যাভূমি।

এমন এক দেশে যাবে, যেখানে আকাশ নক্ষত্রহীন। যেখানে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা যায় না। তথা মেঘগর্জনও শ্রুতিগোচর হয় না।

গভস্তিভিরিবার্কস্য স তু দেশঃ প্রকাশ্যতে।
বিশ্রাম্যদ্ভিস্তপঃ সিদ্ধৈর্দেবকল্পৈঃ স্বয়ংপ্রভৈঃ॥ ৩৬

'তথাপি সেই দেশ সূর্যের তুল্য কিরণ দ্বারা প্রকাশিত। তপস্যায় সিদ্ধ দেবতুল্য বিশ্রামরত মহর্ষিদের নিজেদের প্রভায় সেই স্থান আলোকিত।

তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ॥ ৩৭

'সেই দেশ অতিক্রম করলে পাবে শৈলদা নামক নদী। যার উভয় তীরে অবস্থিত (বাঁশীর ন্যায় শব্দকারী) কীচক নামক বেণুবন।

তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ৩৮

'সেই বাঁশের সাহায্যেই সিদ্ধগণ শৈলদা নদী পারাপার করেন। এই নদীর তীরে উত্তরকুরুদেশ। এই দেশই পুণ্যাত্মা পুরুষদের বাসভূমি।

ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ।
নীলবৈদূর্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ॥ ৩৯

'উত্তরকুরুদেশে নীল বৈদূর্যমণির মতো সবুজাভ পদ্মফুলের পত্রে সুশোভিতা সহস্র-সহস্র নদী প্রবাহিতা, যার জলরাশি সুবর্ণময় পদ্মফুলের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে একাধিক জলাশয়ের সঙ্গে যুক্ত।

রক্তোৎপলবনৈশ্চাত্র মণ্ডিতাশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ।
তরুণাদিত্যসংকাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ॥ ৪০

'জলাশয়গুলি সেখানে যেন স্বর্ণমণ্ডিত রক্তবর্ণের পদ্মফুল দ্বারা নবোদিত সূর্যের মতো শোভা লাভ করেছে।

মহার্হমণিপত্রৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেসরৈঃ।
নীলোৎপলবনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্বতো বৃতঃ॥ ৪১

'মহামূল্যবান মণিতুল্য পাপড়ি এবং স্বর্ণতুল্য কান্তিমান কেশরবিশিষ্ট বিচিত্র নীলপদ্মের বন দ্বারা সেই দেশ সর্বতোভাবে সুসজ্জিত।

নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
উদ্ধৃতপুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ॥ ৪২
সর্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢ়া নগোত্তমৈঃ।
জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ॥ ৪৩

'নদীর তীর বর্তুলাকার মুক্তা, মহামূল্যবান রত্নরাজি দ্বারা এবং সুবর্ণদ্বারা সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ রত্নময় চিত্রবিচিত্র পর্বতশ্রেষ্ঠ নদীজলে নিমজ্জিত। সুবর্ণময় সেই পর্বত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল।

নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ।
দিব্যগন্ধরসস্পর্শাঃ সর্বকামান্ স্রবন্তি চ॥ ৪৪

'সেখানে বৃক্ষরাজি নিত্য ফুল ও ফলপ্রদানকারী ও পাখিদের কলরব সমৃদ্ধ। ওই বৃক্ষরাজি প্রাণীকুলের সর্বকাম্যফল প্রদানকারী স্বর্গীয় গন্ধ, রস, স্পর্শে পরিপূর্ণ।

নানাকারাণি বাসাংসি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মুক্তাবৈদূর্যচিত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
স্ত্রীণাং যান্যনুরূপাণি পুরুষাণাং তথৈব চ॥ ৪৫

'অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃক্ষগুলিতে মুক্তা এবং বৈদূর্যমণি দ্বারা অলঙ্কৃত ও চিত্রিত নানাবিধ আকারের বস্ত্র লাভ করা যায় ; যেগুলি স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই উপযুক্ত।

সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মহার্হমণিচিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ॥ ৪৬

'অপর বৃক্ষশ্রেষ্ঠগুলি সকল ঋতুতে সুখসেব্য উত্তম ফল প্রদানকারী। তথা অন্য উত্তম বৃক্ষরাজি মহামূল্যবান রত্নতুল্য বিচিত্র ফলদায়ী।

শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ।
মনঃকান্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ॥ ৪৭
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ॥ ৪৮

'অন্য কিছু বৃক্ষ দেয় শয্যা ও তার বিচিত্র আস্তরণ (চাদর), মনোহর সুন্দর মালা, বহুমূল্য পানীয়, বিবিধ ভোজদ্রব্য, রূপযৌবনসম্পন্না ও সদগুণসম্পন্না রমণী।

গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
রমন্তে সততং তত্র নারীভির্ভাস্বরপ্রভাঃ॥ ৪৯

'সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ এবং বিদ্যাধরগণ সেখানে সর্বদা রমণীদের সঙ্গে বিহার করেন।

সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ।
সর্বে কামার্থসহিতা বসন্তি সহ যোষিতঃ॥ ৫০

'সেই স্থানের অধিবাসীরা সকলেই পুণ্যকর্মা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সকলেই কাম ও অর্থসম্পন্ন, ...

সকলেই যুবতী স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাস করেন।

গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বনঃ।
শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ॥ ৫১

'সকল প্রাণীর মনে আনন্দসৃষ্টিকারী পরিশীলিত হাস্যধ্বনিযুক্ত মধুর গীতবাদ্য ধ্বনি সেখানে শোনা যায়।

তত্র নামুদিতঃ কশ্চিন্নাত্র কশ্চিদসৎপ্রিয়ঃ।
অহন্যহনি বর্ধন্তে গুণাস্তত্র মনোরমাঃ॥ ৫২

'মনোরম গুণগুলি সেখানে প্রতিদিনই বৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে কেউ অপ্রসন্ন থাকেন না, কেউ অসদাচার লিপ্ত হন না।

সমতিক্রম্য তং দেশমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩

'সেই দেশ অতিক্রম করে দেখবে উত্তর দিকবর্তী সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে সোমগিরি নামক সুবর্ণময়, মহান পর্বত।

ইন্দ্রলোকগতা যে চ ব্রহ্মলোকগতাশ্চ যে।
দেবাস্তং সমবেক্ষন্তে গিরিরাজং দিবং গতাঃ॥ ৫৪

'যারা স্বর্গলোকে গমন করেছেন তথা ইন্দ্রলোক এবং ব্রহ্মলোকে অবস্থানরত দেবতারা গিরিরাজ সোমগিরিকে দর্শন করেন।

স তু দেশো বিসূর্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্যলক্ষ্ম্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৫

'সেই দেশ সূর্যরহিত হয়েও পর্বতের প্রভায় উদ্ভাসিত। তপ্ত সূর্যকিরণ দ্বারা প্রকাশিত দেশের মতোই সেই দেশ শোভিত হচ্ছে।

ভগবাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥ ৫৬

'সেই দেশে বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু, একাদশ রুদ্র রূপে প্রকাশিত ভগবান শংকর, ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেবেশ্বর ব্রহ্মা বাস করেন।

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ॥ ৫৭

'উত্তর কুরুদেশের পরে তোমাদের আর গন্তব্য নেই। তোমাদের মতো অন্যান্য প্রাণীরাও এরপরে আর যেতে পারে না।

স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্তিতুমর্হথ॥ ৫৮

'সোমগিরি নামক সেই পর্বত দেবতাদের পক্ষেও দুর্গম। সেই পর্বত দর্শনমাত্রই তোমরা শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করবে।

এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৫৯

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! বানরেরা এই পর্যন্তই যেতে পারে। তারপরে সূর্যহীন, সীমাহীন সেই দেশের কথা আমিও জানি না।

সর্বমেতদ্ বিচেতব্যং যন্ময়া পরিকীর্তিতম্।
যদন্যদপি নোক্তং চ তত্রাপি ক্রিয়তাং মতিঃ॥ ৬০

'আমি যে সব দেশের কথা বললাম সেই সব দেশে তোমরা সন্ধান করবে। আর যেসব দেশের কথা বলিনি সেই স্থানগুলিতেও তোমরা অনুসন্ধান করবে।

ততঃ কৃতং দাশরথের্মহৎ প্রিয়ং
মহৎ প্রিয়ং চাপি ততো মম প্রিয়ম্।
কৃতং ভবিষ্যত্যনিলানলোপমা
বিদেহজাদর্শনজেন কর্মণা॥ ৬১

'বায়ু এবং অগ্নিতুল্য বলবান ও তেজস্বী বানরগণ ! বিদেহ রাজকুমারী সীতার অনুসন্ধানের জন্য তোমরা যে কাজ করবে তা যেমন দশরথনন্দন শ্রীরামের অতি প্রিয় কার্যসাধন হবে, তেমনি আমারও অত্যন্ত প্রিয় কর্মের অনুষ্ঠান তোমরা করবে।

ততঃ কৃতার্থাঃ সহিতাঃ সবান্ধবা
ময়ার্চিতাঃ সর্বগুণৈর্মনোরমৈঃ।
চরিষ্যথোর্বীং প্রতি শান্তশত্রবঃ
সহপ্রিয়া ভূতধরাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৬২

'হে বানরগণ ! যথাযথভাবে কার্যে সফল হয়ে তোমরা প্রত্যাবর্তন করলে, আমি মনোরম ভোগ্যবস্তু দ্বারা তোমাদের সবান্ধবে অর্চনা করব। অনন্তর তোমরা শত্রুহীন হয়ে এই পৃথিবীতে প্রাণীদের আশ্রয়দাতা হয়ে সানন্দে প্রিয়জনদের সঙ্গে বিচরণ করবে।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৪৪)

শ্রীরাম কর্তৃক অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক হনুমানকে প্রেরণ

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনূমত্যর্থমুক্তবান্।
স হি তস্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে॥ ১

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিশ্চিতরূপে কার্যসাধনের জন্য (সীতা অন্বেষণ) হনুমানকে বিশেষভাবে বললেন।

অব্রবীচ্চ হনূমন্তং বিক্রান্তমনিলাত্মজম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ প্রভুঃ সর্ববনৌকসাম্॥ ২

সকল বানরদের প্রভু সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে, মহাপরাক্রমী পবনপুত্র হনুমানকে বললেন—

ন ভূমৌ নান্তরিক্ষে বা নাম্বরে নামরালয়ে।
নাপ্সু বা গতিসঙ্গং তে পশ্যামি হরিপুঙ্গব॥ ৩

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! ভূমিতে, অন্তরীক্ষে, জলাশয়ে, গগনে, দেবলোকে ও পুষ্পসমৃদ্ধ এই মর্ত্যভূমিতে কোথাও আপনার গতিরুদ্ধ হয়েছে এমনটা দেখা যায় না।

সাসুরাঃ সহগন্ধর্বাঃ সনাগনরদেবতাঃ।
বিদিতাঃ সর্বলোকাস্তে সসাগরধরাধরাঃ॥ ৪

'সমুদ্র, পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবী তথা সর্বলোক আপনার বিশেষভাবে জ্ঞাত। অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, নরসহ দেবতাগণ সবাইকেই আপনি জানেন।

গতির্বেগশ্চ তেজশ্চ লাঘবং চ মহাকপে।
পিতুস্তে সদৃশং বীর মারুতস্য মহৌজসঃ॥ ৫

'হে মহাকপি ! আপনার পিতা মহাতেজস্বী বীর পবনদেবের তুল্যই আপনার তেজ, গতিবেগ এবং লঘুত্ব।

তেজসা বাপি তে ভূতং ন সমং ভুবি বিদ্যতে।
তদ্ যথা লভ্যতে সীতা তত্ত্বমেবানুচিন্তয়॥ ৬

'এই পৃথিবীতে আপনার তুল্য তেজস্বী প্রাণী আর কেউ নেই। অতএব কীভাবে সীতাকে লাভ করা যায় সেই বিষয়ে আপনি চিন্তা করুন।

ত্বয্যেব হনুমন্নস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
দেশকালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ্চ নয়পণ্ডিত॥ ৭

'হে হনুমান ! আপনি নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। একমাত্র আপনিই বল ও বুদ্ধিসম্পন্ন, পরাক্রমশালী। দেশ-কালোচিত কর্মসাধন আপনার দ্বারাই সম্ভব।'

ততঃ কার্যসমাসঙ্গমবগম্য হনূমতি।
বিদিত্বা হনুমন্তং চ চিন্তয়ামাস রাঘবঃ॥ ৮

তারপর কার্যসাধনে হনুমানের সক্ষমতা জেনে, শ্রীরাম মনে মনে হনুমানের কথা ভাবতে লাগলেন।

সর্বথা নিশ্চিতার্থোঽয়ং হনূমতি হরীশ্বরঃ।
নিশ্চিতার্থতরশ্চাপি হনূমান্ কার্যসাধনে॥ ৯

বানররাজ সুগ্রীব সর্বদা হনুমানের উপর নিশ্চিতরূপে আস্থাশীল। অতএব নিশ্চিতভাবেই হনুমান অবশ্য কার্যসাধনে সফল হবে।

তদেবং প্রস্থিতস্যাস্য পরিজ্ঞাতস্য কর্মভিঃ।
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য ধ্রুবঃ কার্যফলোদয়ঃ॥ ১০

কার্যের দ্বারা পরীক্ষিত এই হনুমান তার প্রভু সুগ্রীব কর্তৃক কর্মসাধনের জন্য গৃহীত হয়েছে, তাই নিশ্চিতরূপেই এই কার্য ফলদায়ক হবে।

তং সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং হরিম্।
কৃতার্থ ইব সংহৃষ্টঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ॥ ১১

এইরূপ বিচার করে মহাতেজস্বী শ্রীরাম কর্মোদ্যোগী হনুমানকে কৃতার্থ চিত্তে দর্শন করলেন। তাঁর দেহমন আনন্দিত হয়ে উঠল।

দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপঃ॥ ১২

তদনন্তর শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে স্বনামাঙ্কিত সুশোভিত একটি অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান স্বরূপ হনুমানকে দিলেন।

অনেন ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ চিহ্নেন জনকাত্মজা।
মৎসকাশাদনুপ্রাপ্তমনুদ্বিগ্নানুপশ্যতি॥ ১৩

'বানরশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে আমার কাছ থেকেই গিয়েছ, এই স্মারকচিহ্ন দ্বারা জনক-দুহিতা সীতা তা বুঝতে পেরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তোমায় দেখবে।

ব্যবসায়শ্চ তে বীর সত্ত্বযুক্তশ্চ বিক্রমঃ।
সুগ্রীবস্য চ সন্দেশঃ সিদ্ধিং কথয়তীব মে॥ ১৪

'হে বীর ! তোমার উদ্যোগ, সত্ত্বভাব, পরাক্রম এবং সুগ্রীবের বার্তা যেন আমাকে কার্যসিদ্ধির কথা বলছে।'

স তদ্ গৃহ্য হরিশ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
বন্দিত্বা চরণৌ চৈব প্রস্থিতঃ প্লবগর্ষভঃ॥ ১৫

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে মস্তকে রাখলেন। অনন্তর করজোড়ে শ্রীরামের চরণবন্দনা করে বানর শিরোমণি প্রস্থান করলেন।

স তৎ প্রকর্ষন্ হরিণাং মহদ্ বলং
বভূব বীরঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
গতাম্বুদে ব্যোম্নি বিশুদ্ধমণ্ডলঃ
শশীব নক্ষত্রগণোপশোভিতঃ॥ ১৬

পবনপুত্র হনুমান তখন বিশাল বানরবাহিনীকে নিয়ে যাত্রা করলেন। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে নক্ষত্রসমূহের সঙ্গে উদিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় বানরবাহিনীর সঙ্গে হনুমান শোভা লাভ করলেন।

অতিবল বলমাশ্রিতস্তবাহং
হরিবর বিক্রম বিক্রমৈরনল্পৈঃ।
পবনসুত যথাধিগম্যতে সা
জনকসুতা হনুমংস্তথা কুরুষ্ব॥ ১৭

তদনন্তর শ্রীরাম বললেন—'হে পবনপুত্র হনুমান! তুমি মহাবলশালী, তুমি মহাবীর এবং বানরদের প্রধান। আমি তোমার বলকে আশ্রয় করেছি। যাতে আমি জনকনন্দিনী সীতাকে লাভ করতে পারি তুমি সেই বিষয়ে যত্নবান হও।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

———o———

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

নানাদিকে গমনকারী বানরদের সুগ্রীবের নিকট উৎসাহসূচক বাক্যকথন

সর্বাংশ্চাহূয় সুগ্রীবঃ প্লবগান্ প্লবগর্ষভঃ।
সমস্তাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১

অনন্তর বানরশিরোমণি রাজা সুগ্রীব সমস্ত বানরদেরকে আহ্বান করে শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য সকলকে বললেন—

এবমেতদ্ বিচেতব্যং ভবদ্ভির্বানরোত্তমৈঃ।
তদুগ্রশাসনং ভর্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ॥ ২
শলভা ইব সংছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে।

'বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সেইভাবেই অনুসন্ধান করবে যেভাবে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ।' বানরপুঙ্গবেরা প্রভুর সেই কঠোর নির্দেশ জেনে, সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে পতঙ্গের মতো দলে দলে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

রামঃ প্রস্রবণে তস্মিন্ ন্যবসৎ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৩
প্রতীক্ষমাণস্তং মাসং সীতাধিগমনে কৃতঃ।

লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্রীরাম তখন প্রস্রবণ পর্বতে অবস্থান করছেন। সীতার সংবাদ জানার জন্য একমাস যাবৎ প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

উত্তরাং তু দিশং রম্যাং গিরিরাজসমাবৃতাম্॥ ৪
প্রতস্থে সহসা বীরো হরিঃ শতবলিস্তদা।

উত্তরদিক রমণীয় গিরিরাজ হিমালয়পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। বানরবীর শতবলি সহসা সেই দিকে প্রস্থান করলেন।

পূর্বাং দিশং প্রতিযযৌ বিনতো হরিযূথপঃ॥ ৫
তারাঙ্গদাদিসহিতঃ প্লবগঃ পবনাত্মজঃ।
অগস্ত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাং হরিযূথপঃ॥ ৬
পশ্চিমাং চ দিশং ঘোরাং সুষেণঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রতস্থে হরিশার্দূলো দিশং বরুণপালিতাম্॥ ৭

বিনত নামক বানর দলপতি পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। বানরাধিপতি পবনপুত্র বানর হনুমান তার, অঙ্গদ প্রভৃতির সঙ্গে অগস্ত্যের সেবিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। কপীশ্বর বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ বরুণদেবের দ্বারা সুরক্ষিত

ভয়ংকর পশ্চিম দিকে রওনা হলেন।

ততঃ সর্বা দিশো রাজা চোদয়িত্বা যতাতথম্।
কপিসেনাপতির্বীরো মুমোদ সুখিতঃ সুখম্॥ ৮

বানরসেনাধিনায়ক বীর রাজা সুগ্রীব তখন সকল দিকে যথাযোগ্য বানরদের প্রেরণ করে পরম সুখ অনুভব করলেন।

এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ।
স্বাং স্বাং দিশমভিপ্রেত্য ত্বরিতাঃ সম্প্রতস্থিরে॥ ৯

এইভাবে রাজাদেশে প্রেরিত হয়ে সকল বানর দলপতিগণ সত্বর নিজ নিজ নির্দিষ্ট দিকে প্রস্থান করলেন।

নদন্তশ্চোন্নদন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্ষ্বেড়ন্তো ধাবমানাশ্চ বিনদন্তো মহাবলাঃ॥ ১০
এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ।
আনয়িষ্যামহে সীতাং হনিষ্যামশ্চ রাবণম্॥ ১১
অহমেকো বধিষ্যামি প্রাপ্তং রাবণমাহবে।
ততশ্চোন্মথ্য সহসা হরিষ্যে জনকাত্মজাম্॥ ১২
বেপমানাং শ্রমেণাদ্য ভবদ্ভিঃ স্থীয়তামিতি।
এক এবাহরিষ্যামি পাতালাদপি জানকীম্॥ ১৩
বিধমিষ্যাম্যহং বৃক্ষান্ দারয়িষ্যাম্যহং গিরীন্।
ধরণীং দারয়িষ্যামি ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরান্॥ ১৪
অহং যোজনসংখ্যায়াঃ প্লবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
শতযোজনসংখ্যায়াঃ শতং সমধিকং হ্যহম্॥ ১৫
ভূতলে সাগরে বাপি শৈলেষু চ বনেষু চ।
পাতালস্যাপি বা মধ্যে ন মমাচ্ছিদ্যতে গতিঃ॥ ১৬

এইভাবে রাজার আদেশে-প্রেরিত হয়ে মহাবলশালী বানরেরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে করতে, সিংহের মতো গর্জন করতে করতে দৌড়োতে লাগল এবং বলতে লাগল—'আমরা রাবণকে বধ করব এবং সীতাকে আনয়ন করব। যুদ্ধে রাবণকে পেলে আমি একাই তাকে হত্যা করব, তারপর সকলকে কম্পিত করে সহসা জনকদুহিতা সীতাকে হরণ করে আনব। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন, পরিশ্রমে কম্পমানা জানকীকে আজ আমি একাই পাতাল থেকে খুঁজে নিয়ে আসব। বৃক্ষরাজি, পর্বতসমূহকে ভেঙেচুরে তছনছ করব, পৃথিবী বিদীর্ণ করব, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আমি শত যোজন, আমি শতাধিক যোজন পথ লাফিয়ে অতিক্রম করব। সমতলে, পর্বতে, সমুদ্রে, বনে, পাতালে কোথাও আমার গতিরুদ্ধ হবে না।'

ইত্যেকৈকস্তদা তত্র বারা বলদর্পিতাঃ।
ঊচুশ্চ বচনং তস্য হরিরাজস্য সন্নিধৌ॥ ১৭

বানররাজ সুগ্রীবের নিকট এইভাবে বলদর্পী বানরেরা একে একে তাদের স্পর্ধার কথা বলতে লাগল।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫॥

———○———

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (৪৬)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের নিজের ভূমণ্ডল ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা

গতেষু বানরেন্দ্রেষু রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
কথং ভবান্ বিজানীতে সর্বং বৈ মণ্ডলং ভুবঃ॥ ১

বানর দলপতিরা চলে গেলে, শ্রীরাম সুগ্রীবকে বললেন—'আপনি কী করে সমগ্র ভূমণ্ডলের খবর জানলেন?'

সুগ্রীবশ্চ ততো রামমুবাচ প্রণতাত্মবান্।
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে বিস্তরেণ বচো মম॥ ২

তখন সুগ্রীব রামের নিকট প্রণত হয়ে তাঁকে বললেন—

যদা তু দুন্দুভিং নাম দানবং মহিষাকৃতিম্।
প্রতিকালয়তে বালী মলয়ং প্রতি পর্বতম্॥ ৩
তদা বিবেশ মহিষো মলয়স্য গুহাং প্রতি।

প্রবিবেশ বালী তত্রাপি মলয়ং তজ্জিঘাংসয়া॥ ৪

'দুন্দুভি নামক মহিষাকৃতিসম্পন্ন দানবকে পশ্চাদ্ধাবন করে বালী মলয় পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন সেই দানব পর্বতের গুহায় প্রবেশ করে। তার প্রতি জিঘাংসাবশত বালীও সেই মলয় পর্বতের গুহায় প্রবেশ করেন।

ততোহহং তত্র নিক্ষিপ্তো গুহাদ্বারি বিনীতবৎ।
ন চ নিষ্ক্রামতে বালী তদা সংবৎসরে গতে॥ ৫

'বালীর নির্দেশে আমি গুহাদ্বারে বিনীতভাবে অবস্থানরত হলাম। কিন্তু একবৎসর অতিক্রান্ত হলেও বালী সেই গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন না।

ততঃ ক্ষতজবেগেন আপুপূরে তদা বিলম্।
তদহং বিস্মিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ শোকবিষার্দিতঃ॥ ৬

'অনন্তর ক্ষতজাত রক্তের বেগে সেই গুহা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে আমি তাই দেখে ভাইয়ের শোকে বিষণ্ণ হয়ে গেলাম।

অথাহং গতবুদ্ধিস্তু সুব্যক্তং নিহতো গুরুঃ।
শিলা পর্বতসংকাশা বিলদ্বারি ময়া কৃতা॥ ৭

'তখন আমি হতবুদ্ধি, গুরুজন বড় ভাই নিশ্চিতভাবেই নিহত হয়েছেন ; এইরূপ মনে করে পর্বততুল্য সুবিশাল শিলা দ্বারা আমি গুহার মুখ বন্ধ করে দিলাম।

অশক্নুবন্নিষ্ক্রমিতুং মহিষো বিনশিষ্যতি।
ততোহহমাগাং কিষ্কিন্ধাং নিরাশস্তস্য জীবিতে॥ ৮

'গুহা থেকে বের হতে না পেরে মহিষরূপী দানব মারা যাবে, এইরূপ চিন্তা করে আমি দাদার জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

রাজ্যং চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাং চ রুময়া সহ।
মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ॥ ৯

'তারা ও রুমাসহ সুবিশাল রাজ্য লাভ করে আমি মিত্রদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগলাম।

আজগাম ততো বালী হত্বা তং বানরর্ষভঃ।
ততোহহমদদাং রাজ্যং গৌরবাদ্ ভয়যন্ত্রিতঃ॥ ১০

'অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালী সেই দানবকে হত্যা করে ফিরে এলে আমি ভ্রাতৃগৌরবে এবং ভয়ে তাঁকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

স মাং জিঘাংসুর্দুষ্টাত্মা বালী প্রব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরিকালয়তে বালী ধাবন্তং সচিবৈঃ সহ॥ ১১

'কিন্তু দুষ্টাত্মা বালী ইন্দ্রিয়পীড়িত হয়ে (ক্ষুব্ধ হয়ে) আমাকে হত্যা করতে চাইলে, আমি সচিবদের সঙ্গে পলায়নোদ্যত হলাম। তিনিও আমার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

ততোহহং বালিনা তেন সোহনুবদ্ধঃ প্রধাবিতঃ।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ বনানি নগরাণি চ॥ ১২
আদর্শতলসংকাশা ততো বৈ পৃথিবী ময়া।
অলাতচক্রপ্রতিমা দৃষ্ট্বা গোষ্পদবৎ কৃতা॥ ১৩

'তখন আমি বালী কর্তৃক প্রধাবিত হয়ে বিভিন্ন নদী, নগর, বন দেখতে দেখতে দ্রুতগতিতে দৌড়োচ্ছিলাম। অত্যন্ত দ্রুতগতির কারণে সেইসময় এই সুবিশাল পৃথিবীকে আমার দর্পণের ন্যায়, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তথা গোষ্পদের মতো মনে হচ্ছিল।

পূর্বাং দিশং ততো গত্বা পশ্যামি বিবিধান্ দ্রুমান্।
পর্বতান্ সদরীন্ রম্যান্ সরাংসি বিবিধানি চ॥ ১৪

'তখন পূর্ব দিকে গিয়ে আমি দেখলাম নানাবিধ বৃক্ষ, কন্দরসহ বহু পর্বত, এবং বিভিন্ন রমণীয় সরোবর।

উদয়ং তত্র পশ্যামি পর্বতং ধাতুমণ্ডিতম্।
ক্ষীরোদং সাগরং চৈব নিত্যমপ্সরসালয়ম্॥ ১৫

'আমি সেখানে দর্শন করলাম নানাবিধ ধাতুমণ্ডিত উদয়পর্বত ও তৎসহ অপ্সরাদের নিত্য-নিবাসস্থল ক্ষীরোদসাগর।

পরিকাল্যমানস্তদা বালিনাভিদ্রুতো হ্যহম্।
পুনরাবৃত্য সহসা প্রস্থিতোহহং তদা বিভো॥ ১৬

'সেইসময় বালী কর্তৃক তাড়িত ও পলায়নপর আমি গৃহে ফিরে এলাম। হে প্রভু ! সহসা বালীর ভয়ে পুনরায় আমি সেইস্থান ত্যাগ করলাম।

দিশস্তস্যান্ততো ভূয়ঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্।
বিন্ধ্যপাদপসংকীর্ণাং চন্দনদ্রুমশোভিতাম্॥ ১৭

'তখন সেই দিক ত্যাগ করে আমি দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করলাম। নানারকম বৃক্ষে পরিপূর্ণ তথা চন্দনগাছে শোভিত বিন্ধ্যপর্বত এইদিকে অবস্থিত।

দ্রুমশৈলান্তরে পশ্যন্ ভূয়ো দক্ষিণতোহপরাম্।
অপরাং চ দিশং প্রাপ্তো বালিনা সমভিদ্রুতঃ॥ ১৮

'পর্বত এবং বৃক্ষের অন্তরালে বালীকে বারবার

দেখতে পেয়ে আমি তখন দক্ষিণ দিক ত্যাগ করে বালীর থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য পশ্চিম দিকে আশ্রয় নিলাম।

স পশ্যন্ বিবিধান্ দেশানস্তং চ গিরিসত্তমম্।
প্রাপ্য চাস্তং গিরিশ্রেষ্ঠমুত্তরং সম্প্রধাবিতঃ॥ ১৯

'সেই দিকে নানা দেশ দেখতে দেখতে আমি পশ্চিম দিকে পর্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলের দিকে যাত্রা করলাম। পর্বতরাজ অস্তগিরিতে পৌঁছে আমি উত্তরাভিমুখে রওনা হলাম।

হিমবন্তং চ মেরুং চ সমুদ্রং চ তথোত্তরম্।
যদা ন বিন্দে শরণং বালিনা সমভিদ্রুতঃ॥ ২০
ততো মাং বুদ্ধিসম্পন্নো হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।

'হিমালয় পর্বত, মেরু পর্বত তথা উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছেও বালী কর্তৃক অভিদ্রুত হয়ে আমি কোথাও আশ্রয় লাভ করতে পারলাম না। তখন পরম বুদ্ধিমান হনুমান আমাকে বললেন—

ইদানীং মে স্মৃতং রাজন্ যথা বালী হরীশ্বরঃ॥ ২১
মতঙ্গেন তদা শপ্তো হ্যস্মিন্নাশ্রমমণ্ডলে।
প্রবিশেদ্ যদি বৈ বালী মূর্ধাস্য শতধা ভবেৎ॥ ২২

"হে রাজন্! এখন আমি স্মরণ করতে পারছি যে, বানরপতি বালী মতঙ্গমুনির দ্বারা পূর্বে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। যদি তাঁর আশ্রমমধ্যে বালী প্রবেশ করেন তাহলে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে।

তত্র বাসঃ সুখোঽস্মাকং নিরুদ্বিগ্নো ভবিষ্যতি।
ততঃ পর্বতমাসাদ্য ঋষ্যমূকং নৃপাত্মজ॥ ২৩
ন বিবেশ তদা বালী মতঙ্গস্য ভয়াৎ তদা।

"অতএব সেই স্থানই হবে আমাদের নির্ভয়ে এবং সুখে বাস করার উপযুক্ত।" 'হে রাজকুমার! তখন আমরা ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ঋষি মতঙ্গের ভয়ে বালী সেখানে প্রবেশ করল না।

এবং ময়া তদা রাজন্ প্রত্যক্ষমুপলক্ষিতম্।
পৃথিবীমণ্ডলং সর্বং গুহামস্যাগতস্ততঃ॥ ২৪

'হে রাজন্! এইভাবেই আমি তখন সমগ্র ভূমণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং শেষপর্যন্ত ঋষ্যমূক পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।'

—০—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষটচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৬॥

—০—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৪৭)

পূর্বাদি তিনদিকে গিয়ে সীতা অন্বেষণে নিরাশ হয়ে বানরদের প্রত্যাবর্তন

দর্শনার্থং তু বৈদেহ্যাঃ সর্বতঃ কপিকুঞ্জরাঃ।
ব্যাদিষ্টাঃ কপিরাজেন যথোক্তং জগ্মুরঞ্জসা॥ ১

বানররাজ সুগ্রীবের নির্দেশে বানর দলপতিগণ বৈদেহী সীতার অনুসন্ধানের জন্য তাঁদের নির্ধারিত দিকে দ্রুত রওনা হলেন।

তে সরাংসি সরিৎকক্ষানাকাশং নগরাণি চ।
নদীদুর্গাংস্তথা দেশান্ বিচিন্বন্তি সমন্ততঃ॥ ২

তাঁরা নদী, সরোবর, জলাশয়, আকাশ, নগরসহ দুর্গম প্রদেশগুলির সর্বত্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

সুগ্রীবেণ সমাখ্যাতাঃ সর্বে বানরযূথপাঃ।
তত্র দেশান্ বিচিন্বন্তি সশৈলবনকাননান্॥ ৩

সুগ্রীব কর্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত বানর দলপতিগণ দেশে দেশে গিয়ে পাহাড়, বন, কানন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখছিলেন।

বিচিত্য দিবসং সর্বে সীতাধিগমনে ধৃতাঃ।
সমায়ান্তি স্ম মেদিন্যাং নিশাকালেষু বানরাঃ॥ ৪

সীতার সন্ধানলাভের ইচ্ছায় বানরেরা দিনভর সর্বত্র অন্বেষণ করে রাত্রিবেলায় নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হত।

সর্বর্তুকাংশ্চ দেশেষু বানরাঃ সফলদ্রুমান্।
আসাদ্য রজনীং শয্যাং চক্রুঃ সর্বেষ্বহঃসু তে॥ ৫

নানা দেশ ভ্রমণ করে বানরেরা রাত্রিবেলায় সর্বঋতুতে ফলদায়ী বৃক্ষের নিকট আশ্রয় নিয়ে ফল-ভোজন করে সেইখানেই শয্যাগ্রহণপূর্বক বিশ্রামলাভ করত।

তদহঃ প্রথমং কৃত্বা মাসে প্রস্রবণং গতাঃ।
কপিরাজেন সংগম্য নিরাশাঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৬

যাত্রারম্ভের দিনকে প্রথমদিন ধরে বানরশ্রেষ্ঠরা এক মাস যাবৎ সন্ধানকার্য চালিয়ে নিরাশ হয়ে প্রস্রবণ গিরিতে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

বিচিত্য তু দিশং পূর্বাং যথোক্তাং সচিবৈঃ সহ।
অদৃষ্ট্বা বিনতঃ সীতামাজগাম মহাবলঃ॥ ৭

সুগ্রীবের কথামতো পূর্ব দিকে সন্ধান করে মহাবলবান বিনত নামক বানর সীতার দর্শন না পেয়ে সচিবদের সঙ্গে প্রত্যাগমন করলেন।

দিশমপ্যুত্তরাং সর্বাং বিবিচ্য স মহাকপিঃ।
আগতঃ সহ সৈন্যেন ভীতঃ শতবলিস্তদা॥ ৮

মহাকপি শতবলি সৈন্যদের সঙ্গে সমগ্র উত্তর দিকের সর্বত্র অনুসন্ধান করে ভীত হয়ে ফিরে এলেন।

সুষেণঃ পশ্চিমামাশাং বিবিচ্য সহ বানরৈঃ।
সমেত্য মাসে পূর্ণে তু সুগ্রীবমুপচক্রমে॥ ৯

সুষেণও বানরদের সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম দিকে অনুসন্ধান করে মাস পূর্ণ হলে সুগ্রীবের নিকট ফিরে এলেন।

তং প্রস্রবণপৃষ্ঠস্থং সমাসাদ্যাভিবাদ্য চ।
আসীনং সহ রামেণ সুগ্রীবমিদমব্রুবন্॥ ১০

প্রস্রবণ পর্বতের উপরে উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রসহ সুগ্রীবের নিকট সমস্ত বানরেরা এসে প্রণাম করে বললেন—

বিচিতাঃ পর্বতাঃ সর্বে বনানি গহনানি চ।
নিম্নগাঃ সাগরান্তাশ্চ সর্বে জনপদাশ্চ যে॥ ১১
গুহাশ্চ বিচিতাঃ সর্বা যাশ্চ তে পরিকীর্তিতাঃ।
বিচিতাশ্চ মহাগুল্মা লতাবিততসন্ততাঃ॥ ১২

'সকল পর্বত, গভীর বনভূমিসমূহ, আসমুদ্র নদীসমূহ, সমস্ত জনপদসমূহ, আপনার নির্দেশিত সকল গুহাগুলি তথা সমস্ত ঝোপঝাড় ও জঙ্গলগুলিতেও আমরা অনুসন্ধান করেছি।

গহনেষু চ দেশেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ।
সত্ত্বানাতিপ্রমাণানি বিচিতানি হতানি চ।
যে চৈব গহনা দেশা বিচিতাস্তে পুনঃ পুনঃ॥ ১৩

'গভীর বনে, বিভিন্ন দেশে, দুর্গম স্থানে, অসমতল ভূমিতেও আমরা সন্ধান করেছি। অতিকায় প্রাণীদের নিকটেও সন্ধান করেছি এবং তাদের হত্যা করেছি। ঘন এবং দুর্গম প্রদেশগুলিতে বার-বার সন্ধান করেছি।

উদারসত্ত্বাভিজনো হনূমান্
স মৈথিলীং জ্ঞাস্যসি বানরেন্দ্র।
দিশং তু যামেব গতা তু সীতা
তামাস্থিতো বায়ুসুতো হনূমান্॥ ১৪

'হে বানররাজ ! পবনপুত্র হনুমান মহাশক্তিশালী এবং উচ্চবংশজাত। তিনি নিশ্চয়ই মৈথিলী সীতার সন্ধান লাভ করবেন। কারণ সীতা যেদিকে গেছেন তিনিও সেইদিকেই সন্ধানকার্যে যাত্রা করেছেন।'

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

———o———

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৪৮)

দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরদের সীতার সন্ধান আরম্ভ

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সহসা হনুমান্ কপিঃ।
সুগ্রীবেণ যথোদ্দিষ্টং গন্তুং দেশং প্রচক্রমে॥ ১

তার এবং অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে সহসা বানর হনুমান সুগ্রীব-নির্দিষ্ট দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন।

স তু দূরমুপাগম্য সর্বৈস্তৈঃ কপিসত্তমৈঃ।
ততো বিচিত্য বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ॥ ২
পর্বতাগ্রনদীদুর্গান্ সরাংসি বিপুলদ্রুমান্।
বৃক্ষষণ্ডাংশ্চ বিবিধান্ পর্বতান্ বনপাদপান্॥ ৩
অন্বেষমাণাস্তে সর্বে বানরাঃ সর্বতোদিশম্।
ন সীতাং দদৃশুর্বীরা মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥ ৪

তিনি ওই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরবীরদের সঙ্গে বেশ কিছুদূর গেলেন ; বানরেরা বিন্ধ্যপর্বতের গভীর গুহাসকল, পর্বতশিখর, নদী সরোবরসমূহ, দুর্গম স্থানগুলি, বড় বড় বৃক্ষরাজি, বন্যবৃক্ষগুলি, ঝোপঝাড় বিবিধ পর্বতসমূহ সব দিকে সর্বত্র অন্বেষণ করেও জনকতনয়া মৈথিলী সীতার দর্শন পেলেন না।

তে ভক্ষয়ন্তো মূলানি ফলানি বিবিধান্যপি।
অন্বেষমাণা দুর্ধর্ষা ন্যবসংস্তত্র তত্র হ॥ ৫

ওই সমস্ত দুর্ধর্ষ বানরবীরেরা সন্ধানকালে নানারকম ফলমূল খেয়ে যত্রতত্র অবস্থান করতে লাগলেন।

স তু দেশো দুরন্বেষো গুহাগহনবান্ মহান্।
নির্জলং নির্জনং শূন্যং গহনং ঘোরদর্শনম্॥ ৬

সেই দেশ (বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী স্থান) বিশাল। সেইস্থান গভীর পার্বত্য গুহায় ও ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জলহীন, জনমানবশূন্য, ভয়ানক দর্শন সেই জায়গায় সীতার অনুসন্ধান অতি কঠিন কাজ।

তাদৃশান্যপ্যরণ্যানি বিচিত্য ভৃশপীড়িতাঃ।
স দেশশ্চ দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্ মহান্॥ ৭

অন্বেষণ করা কঠিন এইরকম গভীর জঙ্গলে, গুহায় অনুসন্ধান করতে করতে বানরেরা ভীষণ পীড়িত(১) হয়ে পড়ল।

ত্যক্ত্বা তু তং ততো দেশং সর্বে বৈ হরিযূথপাঃ।
দেশমন্যং দুরাধর্ষং বিবিশুশ্চাকুতোভয়াঃ॥ ৮

বানরদলপতিগণ সেই ভয়ংকর দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যাত্রা করলেন, সেখানে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও ভয়শূন্য চিত্তে তাঁরা সেখানে প্রবেশ করলেন।

যত্র বন্ধ্যফলা বৃক্ষা বিপুষ্পাঃ পর্ণবর্জিতাঃ।
নিস্তোয়াঃ সরিতো যত্র মূলং যত্র সুদুর্লভম্॥ ৯

সেখানে বৃক্ষগুলি ফলহীন, পত্রপুষ্পহীন, নদীগুলি জলহীন। সেখানে কন্দ-মূল প্রভৃতিও অত্যন্ত দুর্লভ।

ন সন্তি মহিষা যত্র ন মৃগা ন চ হস্তিনঃ।
শার্দূলাঃ পক্ষিণো বাপি যে চান্যে বনগোচরাঃ॥ ১০

সেই বনে মহিষ, হরিণ, হাতি, বাঘ পাখি প্রভৃতি কিছুই নেই। অন্যান্য বন্য প্রাণীদেরও বাস নেই।

ন চাত্র বৃক্ষা নৌষধ্যো ন বল্ল্যো নাপি বীরুধঃ।
স্নিগ্ধপত্রাঃ স্থলে যত্র পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ॥ ১১
প্রেক্ষণীয়াঃ সুগন্ধাশ্চ ভ্রমরৈশ্চ বিবর্জিতাঃ।

সেই স্থানে না-আছে বৃক্ষবৎ বৃক্ষ, না ছোট চারাগাছ ওষধিও নেই, নেই বড় কোনো লতা, জলাশয়ে স্নিগ্ধ পাতাবিশিষ্ট উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত পদ্মফুল নেই। ফলে, না আছে সেখানে ফুলের সুগন্ধ ; নেই ভ্রমরের গুঞ্জনও।

কণ্ডুর্নাম মহাভাগঃ সত্যবাদী তপোধনঃ॥ ১২
মহর্ষিঃ পরমামর্ষী নিয়মৈর্দুষ্প্রধর্ষণঃ।

তপস্যার ধনস্বরূপ কণ্ডু নামে এক মহাভাগ সত্যবাদী পরম অমর্ষী (অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ) কঠোরতর আচারপরায়ণ মহর্ষি সেখানে বাস করতেন।

তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দশবার্ষিকঃ॥ ১৩

(১)ঐ স্থানে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বানরদের খুব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল।

প্রণষ্টে জীবিতান্তায় ক্রুদ্ধস্তেন মহামুনিঃ।

সেই বনে তাঁর দশবর্ষীয় একমাত্র বালকপুত্র মারা গেলে সেই মহামুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বনের প্রাণ বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন।

তেন ধর্মাত্মনা শপ্তং কৃৎস্নং তত্র মহদ্বনম্॥ ১৪
অশরণ্যং দুরাধর্ষং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্।

সেই ধর্মাত্মা মহামুনি তখন বিশাল বনভূমিকে অভিশাপ দিলেন, যার ফলে সেই বন হল আশ্রয়হীন, দুর্গম এবং পশুপক্ষী-বিবর্জিত।

তস্য তে কাননান্তাংস্তু গিরীণাং কন্দরাণি চ॥ ১৫
প্রস্রবাণি নদীনাং চ বিচিন্বন্তি সমাহিতাঃ।
তত্র চাপি মহাত্মানো নাপশ্যঞ্জনকাত্মজাম্॥ ১৬
হর্তারং রাবণং বাপি সুগ্রীবপ্রিয়কারিণঃ।

সুগ্রীবের হিতকামী মহামনস্বী বানরেরা সেই বনের সমস্ত অঞ্চল, পর্বতসমূহ এবং গিরিকন্দরসমূহ তথা উৎপন্ন নদীগুলি একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধান করল। কিন্তু সেখানে জনকতনয়া সীতা বা তার হরণকারী রাবণকে কোথাও দেখতে পেল না।

তে প্রবিশ্য তু তং ভীমং লতাগুল্মসমাবৃতম্॥ ১৭
দদৃশুর্ভীমকর্মাণমসুরং সুরনির্ভয়ম্।

অনন্তর তারা লতাগুল্ম দ্বারা সমাবৃত ভয়ংকর এক বনে প্রবেশ করে, দেবতাদের প্রতি ভয়হীন ভীষণকর্মা ভয়ানক এক অসুরকে দেখতে পেল।

তং দৃষ্ট্বা বানরা ঘোরং স্থিতং শৈলমিবাসুরম্॥ ১৮
গাঢ়ং পরিহিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা তং পর্বতোপমম্।

সেই পর্বততুল্য স্থির ভয়ংকর অসুরকে দেখে বানরেরা পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়বদ্ধ করল এবং পর্বতপ্রমাণ অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

সোঽপি তান্ বানরান্ সর্বান্ নষ্টাঃ স্থেত্যব্রবীদ্ বলী॥ ১৯
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো মুষ্টিমুদ্যম্য সঙ্গতম্।

সেই বলশালী অসুরও বানরদেরকে 'তোমরা সকলেই ধ্বংস হও'—এই বলে মুষ্টি উদ্যত করে সক্রোধে ধাবমান হল।

তমাপতন্তং সহসা বালিপুত্রোঽঙ্গদস্তদা॥ ২০
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তলেনাভিজঘান হ।

তাকে হঠাৎ আক্রমণ করতে দেখে বালীর পুত্র অঙ্গদ এই সেই রাবণ এইরূপ মনে করে করতল দ্বারা সজোরে তাকে আঘাত করলেন।

স বালিপুত্রাভিহতো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্॥ ২১
অসুরো ন্যপতদ্ ভূমৌ পর্যস্ত ইব পর্বতঃ।
তে তু তস্মিন্ নিরুচ্ছ্বাসে বানরা জিতকাশিনঃ॥ ২২
ব্যচিন্বন্ প্রায়শস্তত্র সর্বং তে গিরিগহ্বরম্।

বালীপুত্র কর্তৃক আহত হয়ে সেই অসুর রক্তবমন করতে করতে বিপর্যস্ত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হল। তার প্রাণবিয়োগ হলে বিজয়ী বানরেরা সেখানে সমস্ত পার্বত্য গুহাগুলিতে অনুসন্ধান করল।

বিচিতং তু ততঃ সর্বং সর্বে তে কাননৌকসঃ॥ ২৩
অন্যদেবাপরং ঘোরং বিবিশুর্গিরিগহ্বরম্।

বনবাসী বানরেরা সেই প্রদেশের সমস্ত স্থানে ভালো করে খুঁজে অন্য একটি ভয়ানক গিরিগুহায় প্রবেশ করল।

তে বিচিত্য পুনঃ খিন্না বিনিষ্পত্য সমাগতাঃ।
একান্তে বৃক্ষমূলে তু নিষেদুর্দীনমানসাঃ॥ ২৪

সেখানে পুনরায় সন্ধান করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে এল। তারা একান্ত দুঃখিত চিত্তে একটি বৃক্ষমূলে এসে উপবেশন করল।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

———○———

একোনপঞ্চাশ সর্গ (৪৯)

অঙ্গদ এবং গন্ধমাদনের আশ্বাসদানের পর বানরদের পুনরায় উৎসাহপূর্বক সীতার সন্ধানে আত্মনিয়োগ

অথাঙ্গদস্তদা সর্বান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
পরিশ্রান্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমাশ্বাস্য শনৈর্বচঃ॥ ১

অনন্তর পরিশ্রান্ত মহাজ্ঞানী অঙ্গদ সমস্ত বানরদের আশ্বাস দিয়ে ধীরে ধীরে এইরূপ বললেন—

বনানি গিরয়ো নদ্যো দুর্গাণি গহনানি চ।
দরী গিরিগুহাশ্চৈব বিচিতাঃ সর্বমন্ততঃ॥ ২
তত্র তত্র সহাস্মাভির্জানকী ন চ দৃশ্যতে।
তথা রক্ষোঽপহর্তা চ সীতায়াশ্চৈব দুষ্কৃতী॥ ৩

'আমরা বন, পর্বত, নদী, দুর্গমস্থান, ঘন জঙ্গল, উপত্যকা এবং গিরিকন্দরগুলির সর্বত্র উত্তমরূপে অনুসন্ধান করছি ; কিন্তু সেই স্থানগুলিতে জানকী সীতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। তথা সীতার অপহরণকারী দুরাত্মা রাক্ষসকেও দেখতে পাইনি।

কালশ্চ নো মহান্ যাতঃ সুগ্রীবশ্চোগ্রশাসনঃ।
তস্মাদ্ ভবন্তঃ সহিতা বিচিন্বন্তু সমন্ততঃ॥ ৪

'আমাদের যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে ; সুগ্রীবও অত্যন্ত কঠোর শাসক। অতএব আপনারা সকলে মিলে পুনরায় অনুসন্ধানকার্য আরম্ভ করুন।

বিহায় তন্দ্রীং শোকং চ নিদ্রাং চৈব সমুত্থিতাম্।
বিচিনুধ্বং তথা সীতাং পশ্যামো জনকাত্মজাম্॥ ৫

'হে বানরগণ ! তন্দ্রা, শোক এবং নিদ্রা এই সমস্ত দুর্বলতা ত্যাগ করে পুনরায় এমনভাবে অনুসন্ধান করুন, যাতে জনকদুহিতা সীতার সন্ধান আমরা লাভ করতে সক্ষম হই।

অনির্বেদং চ দাক্ষ্যং চ মনসশ্চাপরাজয়ম্।
কার্যসিদ্ধিকরাণ্যাহুস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥ ৬

'উৎসাহ, দক্ষতা এবং অপরাজেয় মনোভাবই কার্যসিদ্ধির কারণ ; তাই কাজে আহ্বান করে আপনাদের এইরূপ কথা বলছি—

অদ্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্তু বনৌকসঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্বং বনমেব বিচিন্বতাম্॥ ৭

'ওহে বনবাসী বানরবৃন্দ ! খেদ পরিত্যাগ করে আজই এই দুর্গম বনের সর্বত্র আপনারা তন্নতন্ন করে পুনরায় অন্বেষণ করুন।

অবশ্যং কুর্বতাং তস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
পরং নির্বেদমাগম্য নহি নোন্মীলনং ক্ষমম্॥ ৮

'কর্মে নিয়োজিত থাকলে অবশ্যই কর্মের ফলপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু উৎসাহহীন হয়ে কর্মত্যাগ করা কখনোই উচিত নয়।

সুগ্রীবঃ ক্রোধনো রাজা তীক্ষ্ণদণ্ডশ্চ বানরাঃ।
ভেতব্যং তস্য সততং রামস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৯

'সুগ্রীব অতি ক্রোধপরায়ণ রাজা, তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে এবং তাঁকে আমাদের সমীহ করা উচিত।

হিতার্থমেতদুক্তং বঃ ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
উচ্যতাং হি ক্ষমং যৎ তৎ সর্বেষামেব বানরাঃ॥ ১০

'আপনাদের মঙ্গলের জন্যই আমি এইরূপ বলছি ; যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে সেইমতো কর্ম করুন। অথবা, বানরগণ ! যা সকলের জন্য সমুচিত সেইরূপ কর্মের কথাই আপনারা বলুন।'

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা বচনং গন্ধমাদনঃ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা পিপাসাশ্রমখিন্নয়া॥ ১১

অঙ্গদের এই কথা শুনে গন্ধমাদন পিপাসায় এবং এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও সুস্পষ্টরূপে বললেন—

সদৃশং খলু বো বাক্যমঙ্গদো যদুবাচ হ।
হিতং চৈবানুকূলং চ ক্রিয়তামস্য ভাষিতম্॥ ১২

'বানরগণ ! অঙ্গদ যা বললেন তা আপনাদের উপযুক্ত, অনুকূল এবং মঙ্গলকর ; অতএব এই কথামতোই আপনারা কাজ করুন।

পুনর্মার্গামহে শৈলান্ কন্দরাংশ্চ শিলাংস্তথা।
কাননানি চ শূন্যানি গিরিপ্রস্রবণানি চ॥ ১৩

'আমরা পর্বতগুলি, কন্দরসমূহ, শিলা, নির্জন বন এবং পার্বত্য ঝর্ণাগুলিতে পুনরায় সন্ধান করি।

যথোদ্দিষ্টানি সর্বাণি সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
বিচিন্বন্তু বনং সর্বে গিরিদুর্গাণি সঙ্গতাঃ॥ ১৪

'মহাত্মা সুগ্রীব যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেইমতো সকল বন, পর্বত এবং দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সকলে মিলে একসঙ্গে অনুসন্ধান করি।'

ততঃ সমুত্থায় পুনর্বানরাস্তে মহাবলাঃ।
বিন্ধ্যকাননসংকীর্ণাং বিচেরুর্দক্ষিণাং দিশম্॥ ১৫

মহাবলশালী বানরেরা তখন গাত্রোত্থানপূর্বক বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে বনাকীর্ণ স্থানে পুনরায় বিচরণ করতে লাগল।

তে শারদাভ্রপ্রতিমং শ্রীমদ্রজতপর্বতম্।
শৃঙ্গবন্তং দরীবন্তমধিরুহ্য চ বানরাঃ॥ ১৬

শরৎকালের মেঘের মতো সুন্দর শ্রীমণ্ডিত, বহু শৃঙ্গ ও কন্দরবিশিষ্ট রজতপর্বতে আরোহণ করে তারা সন্ধান-কর্মে রত হল।

তত্র লোধ্রবনং রম্যং সপ্তপর্ণবনানি চ।
বিচিন্বন্তো হরিবরাঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৭

সীতার দর্শনে আগ্রহী বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই স্থানের রমণীয় লোধ্রবনে এবং ছাতিমবনে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

তস্যাগ্রমধিরূঢ়াস্তে শ্রান্তা বিপুলবিক্রমাঃ।
ন পশ্যন্তি স্ম বৈদেহীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্॥ ১৮

বিপুলবিক্রমে তাঁরা সেই পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে সন্ধান করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী বৈদেহী সীতাকে দেখতে পেলেন না।

তে তু দৃষ্টিগতং দৃষ্ট্বা তং শৈলং বহুকন্দরম্।
অধ্যারোহন্ত হরয়ো বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ॥ ১৯

বহুগুহাবিশিষ্ট সেই পর্বতে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে সর্বত্র দৃষ্টিপাত করতে করতে বানরেরা অবতরণ করতে লাগলেন।

অবরুহ্য ততো ভূমিং শ্রান্তা বিগতচেতসঃ।
স্থিত্বা মুহূর্তং তত্রাথ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ॥ ২০

পর্বতশিখর থেকে ভূমিতে অবতরণ করে ক্লান্ত বানরেরা হতচেতন অবস্থায় বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়ে মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

তে মুহূর্তং সমাশ্বস্তাঃ কিঞ্চিদ্ভগ্নপরিশ্রমাঃ।
পুনরেবোদ্যতাঃ কৃৎস্নাং মার্গিতুং দক্ষিণাং দিশম্॥ ২১

একমুহূর্তমাত্র বিশ্রামগ্রহণ করে কিঞ্চিৎমাত্র ক্লান্তি অপনোদিত হলে সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধানের জন্য পুনরায় উদ্যত হলেন।

হনুমৎ প্রমুখাস্তাবৎ প্রস্থিতাঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বিন্ধ্যমেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ সমন্ততঃ॥ ২২

হনুমান প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠগণ সীতান্বেষণার্থে বিন্ধ্যপর্বতের আদিতে সর্বত্র বিচরণ করে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ সর্গ (৫০)

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত বানরদের কোনো এক গুহায় প্রবেশ। সেখানে দিব্য বৃক্ষ, দিব্য সরোবর, দিব্য ভবন সহ এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর দর্শনলাভ। হনুমান কর্তৃক সেই তপস্বিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সংগম্য হনুমান্ কপিঃ।
বিচিনোতি চ বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ॥ ১

হনুমান, তার এবং অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় এবং গভীর জঙ্গলে সন্ধান করতে লাগলেন।

সিংহশার্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতস্তদা।
বিষমেষু নগেন্দ্রস্য মহাপ্রস্রবণেষু চ॥ ২

পার্বত্য কন্দরগুলি ছিল বাঘ এবং সিংহদের বাসভূমি। গিরিরাজ বিন্ধ্যের বড় বড় ঝর্ণাগুলিসহ সেই গুহাগুলি ও তার আশপাশের সমস্ত স্থান তাঁরা ভালোভাবে

অন্বেষণ করলেন।

আসুদুস্তস্য শৈলস্য কোটিং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
তেষাং তত্রৈব বসতাং স কালো ব্যত্যবর্তত॥ ৩

ঘুরতে ঘুরতে বানরেরা ওই পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে (নৈর্ঋতকোণে) পৌঁছলেন এবং সেখানে অবস্থান করতে করতেই সুগ্রীব-নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

স হি দেশো দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্ মহান্।
তত্র বায়ুসুতঃ সর্বং বিচিনোতি স্ম পর্বতম্॥ ৪

বড় বড় গুহা এবং গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ সেই দেশে অন্বেষণক্রিয়া দুঃসাধ্য ; তথাপি পবনপুত্র হনুমান সমস্ত পর্বতে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলেন।

পরস্পরেণ রহিতা অন্যোন্যস্যাবিদূরতঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ॥ ৫
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনূমান্ জাম্ববানপি।
অঙ্গদো যুবরাজশ্চ তারশ্চ বনগোচরঃ॥ ৬
গিরিজালাবৃতান দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
বিচিন্বন্তস্ততস্তত্র দদৃশুর্বিবৃতং বিলম্॥ ৭

কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো বা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ; গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, জাম্ববান, যুবরাজ অঙ্গদ, তারসহ অন্যান্য বনবাসী দক্ষিণ দিকের পর্বতসঙ্কুল পথ ধরে সন্ধান করতে করতে তাঁরা একটি উন্মুক্ত মুখবিশিষ্ট গহ্বর দেখতে পেলেন।

দুর্গমৃক্ষবিলং নাম দানবেনাভিরক্ষিতম্।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাস্তু শ্রান্তাস্তু সলিলার্থিনঃ॥ ৮

ঋক্ষবিল নামক দুর্গম সেই গহ্বর দানবদের দ্বারা সুরক্ষিত। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, পরিশ্রান্ত বানরেরা পিপাসা নিবারণার্থে সেইখানে জল প্রার্থনা করলেন।

অবকীর্ণং লতাবৃক্ষৈর্দদৃশুস্তে মহাবিলম্।
তত্র ক্রৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ সারসাশ্চাপি নিষ্ক্রমন্॥ ৯
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ রক্তাঙ্গাঃ পদ্মরেণুভিঃ।

অনন্তর লতা এবং বৃক্ষে আচ্ছাদিত সুবিশাল গুহাটি তাঁরা দেখতে লাগলেন। সেই বিবর থেকে ক্রৌঞ্চ, হংস, সারসদের নির্গত হতে দেখলেন। চক্রবাকদের শরীর জলসিক্ত এবং পদ্মরেণুর স্পর্শে অরুণবর্ণ।

ততস্তদ্ বিলমাসাদ্য সুগন্ধি দুরতিক্রমম্॥ ১০
বিস্ময়ব্যগ্রমনসো বভূবুর্বানরর্ষভাঃ।
সঞ্জাতপরিশঙ্কাস্তে তদ্ বিলং প্লবগোত্তমাঃ॥ ১১

তখন সেই দুর্লঙ্ঘ্য এবং সুগন্ধি গুহার নিকট গিয়ে সকল বানরশ্রেষ্ঠ বীরের মন বিস্ময়ে চমকিত হয়ে উঠল। তাঁরা অনুমান করলেন যে, এই গহ্বরের ভিতরে জলের অস্তিত্ব আছে।

অভ্যপদ্যন্ত সংহৃষ্টাস্তেজোবন্তো মহাবলাঃ।
নানাসত্ত্বসমাকীর্ণং দৈত্যেন্দ্রনিলয়োপমম্॥ ১২
দুর্দর্শমিব ঘোরং চ দুর্বিগাহ্যং চ সর্বশঃ।

অত্যন্ত তেজস্বী এবং মহাবলশালী বানরেরা মহানন্দে সেই গুহামুখে এসে উপস্থিত হলেন। দৈত্যরাজের নিবাসভূমির তুল্য ভয়ংকর নানাবিধ পশু-সমাকীর্ণ সেইস্থান দেখাও অত্যন্ত কঠিন এবং এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ততঃ পর্বতকূটাভো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১৩
অব্রবীদ্ বানরান্ ঘোরান্ কান্তারবনকোবিদঃ।

তখন পর্বতশিখরতুল্য পবনপুত্র হনুমান, যিনি এই দুর্গম বন সম্পর্কে জানতেন ; তিনি ভয়ানক সেই বানরদের বললেন—

গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্॥ ১৪
বয়ং সর্বে পরিশ্রান্তা ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।

'শৈলমালা পরিবৃত দক্ষিণ দিকের দেশে সন্ধান করতে করতে আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু মৈথিলী সীতার দর্শন লাভ করিনি।

অস্মাচ্চাপি বিলাদ্ধংসাঃ ক্রৌঞ্চাশ্চ সহ সারসৈঃ॥ ১৫
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ নিষ্পতন্তি স্ম সর্বশঃ।
নূনং সলিলবানত্র কূপো বা যদি বা হ্রদঃ॥ ১৬
তথা চেমে বিলদ্বারে স্নিগ্ধাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।

'সম্মুখস্থ এই গুহা থেকে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস

[১] জল পানের আশায়।

এবং জলসিক্ত চক্রবাক এর দল নির্গত হচ্ছে। অতএব এর ভেতরে জলপূর্ণ কূপ অথবা হ্রদ অবশ্যই আছে। সেইজন্যই এর দ্বারদেশে স্নিগ্ধ বৃক্ষসমূহ বর্তমান।'

ইত্যুক্ত্বা বিলং সর্বে বিবিশুস্তিমিরাবৃতম্॥ ১৭
অচন্দ্রসূর্যং হরয়ো দদৃশু রোমহর্ষণম্।

এই বলে তাঁরা সকলে অন্ধকারাবৃত সেই গহ্বরে প্রবেশ করলেন ; দেখলেন সেই রোমহর্ষক গুহায় চন্দ্র, সূর্যের কিরণও প্রবেশ করে না।

নিশাম্য তস্মাৎ সিংহাংশ্চ তাংস্তাংশ্চ মৃগপক্ষিণঃ॥ ১৮
প্রবিষ্টা হরিশার্দূলা বিলং তিমিরসংবৃতম্।

সেখান থেকে সিংহ এবং অন্যান্য পশু পাখিদের বের হতে দেখেও বানরশ্রেষ্ঠগণ তমসাবৃত সেই গুহায় প্রবেশ করলেন।

ন তেষাং সজ্জতে দৃষ্টির্ন তেজো ন পরাক্রমঃ॥ ১৯
বায়োরিব গতিস্তেষাং দৃষ্টিস্তমসি বর্ততে।

তাঁদের দৃষ্টি, তেজ এবং সাহস কোথাও অবরুদ্ধ হল না। বায়ুবেগসম্পন্ন বানরদের দৃষ্টি অন্ধকারেও সচল থাকল।

তে প্রবিষ্টাস্তু বেগেন তদ্ বিলং কপিকুঞ্জরাঃ॥ ২০
প্রকাশং চাভিরামং চ দদৃশুর্দেশমুত্তমম্।

শ্রেষ্ঠ বানরেরা সেই গুহায় সবেগে প্রবেশ করলেন। অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে দেখলেন সেই দেশ অতি উত্তম, প্রকাশমান এবং মনোরম।

ততস্তস্মিন্ বিলে ভীমে নানাপাদপসংকুলে॥ ২১
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য জগ্মুর্যোজনমন্তরম্।

তখন নানাবিধ বৃক্ষে সমৃদ্ধ সেই ভয়ংকর গুহায় তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে একযোজন পর্যন্ত পথ অতিক্রম করলেন।

তে নষ্টসংজ্ঞাস্তৃষিতাঃ সম্ভ্রান্তাঃ সলিলার্থিনঃ॥ ২২
পরিপেতুর্বিলে তস্মিন্ কঞ্চিৎ কালমতন্দ্রিতাঃ।

তাঁরা পিপাসার্ত অবস্থায় জল না-পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে প্রায় চেতনালুপ্ত হলেন ; এবং কিছুসময় পর্যন্ত সেই বিলে আলস্যরহিত অবস্থায় (সন্ধানকাজে অগ্রসর হয়ে) থাকলেন।

তে কৃশা দীনবদনাঃ পরিশ্রান্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৩
আলোকং দদৃশুর্বীরা নিরাশা জীবিতে যদা।

যখন সেই বানরদের দেহ কৃশ, মুখ শুষ্ক হয়েছে এবং পরিশ্রান্ত অবস্থায় প্রাণ সম্পর্কে তাঁরা নিরাশ হয়েছেন, তখন তাঁরা (বানরবীরেরা) আলো দেখতে পেলেন।

ততস্তং দেশমাগম্য সৌম্যা বিতিমিরং বনম্॥ ২৪
দদৃশুঃ কাঞ্চনান্ বৃক্ষানং দীপ্তবৈশ্বানরপ্রভান্।

সৌম্য বানরেরা সেই স্থান থেকে অন্ধকারহীন দেশের বনভূমিতে এসে দেখলেন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল আলোককিরণ এবং সুন্দর সুবর্ণময় বৃক্ষরাজি।

সালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পুন্নাগান্ বঞ্জুলান্ ধবান্॥ ২৫
চম্পকান্ নাগবৃক্ষাংশ্চ কর্ণিকারাংশ্চপুষ্পিতান্।

তাঁরা দেখলেন শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, অশোক, ধব, চম্পা, নাগকেশর প্রভৃতি পুষ্প সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি।

স্তবকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈ রক্তৈঃ কিসলয়ৈস্তথা॥ ২৬
আপীড়ৈশ্চ লতাভিশ্চ হেমাভরণভূষিতান্।

স্বর্ণবর্ণের পুষ্পস্তবকের এবং লোহিত বর্ণের কিশলয়ের শোভা যেন বৃক্ষের মুকুটের মতো লতাগুলির শোভা দ্বারা বৃক্ষরাজি যেন স্বর্ণাভরণে সুসজ্জিত হয়েছে।

তরুণাদিত্যসংকাশান্ বৈদূর্যময়বেদিকান্॥ ২৭
বিভ্রাজমাননান্ বপুষা পাদপাংশ্চ হিরণ্ময়ান্।

বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য যেন নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং অধোভাগ যেন লতা দ্বারা বৈদূর্যমণির শোভা ধারণ করে বেদি নির্মিত করেছে।

নীলবৈদূর্যবর্ণাশ্চ পদ্মিনীঃ পতগৈর্বৃতাঃ॥ ২৮
মহদ্ভিঃ কাঞ্চনৈর্বৃক্ষৈর্বৃতা বালার্কসন্নিভৈঃ।
জাতরূপময়ৈর্মৎস্যৈর্মহদ্ভিশ্চাথ পঙ্কজৈঃ॥ ২৯
নলিনীস্তত্র দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাযুতাঃ।

সেই স্থানে নীল বৈদূর্যমণির বর্ণবিশিষ্ট, পদ্মফুলে পরিপূর্ণ, বিহগদের দ্বারা সমাবৃত, নবোদিত সূর্যের আভাবিশিষ্ট কাঞ্চবর্ণের বৃক্ষরাজি দ্বারা আকীর্ণ, স্বর্ণকমল দ্বারা সুশোভিত, স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ এক

জলাশয় দেখতে পেলেন।

কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি তথৈব চ॥ ৩০
তপনীয়গবাক্ষাণি মুক্তাজালাবৃতানি চ।
হৈমরাজতভৌমানি বৈদূর্যমণিমন্তি চ॥ ৩১
দদৃশুস্তত্র হরয়ো গৃহমুখ্যানি সর্বশঃ।

বানরবীরেরা দেখলেন স্বর্ণময় এবং রৌপ্যময় সুদৃশ্য ভবন। ভবনের বাতায়নগুলি মুক্তাজালে আবৃত। এর ভূমিদেশও (মেঝে) স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত এবং বৈদূর্যমণি-খচিত। প্রধান গৃহগুলির সর্বত্র বানরেরা দেখলেন।

পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবালমণিসন্নিভান্॥ ৩২
কাঞ্চনভ্রমরাংশ্চৈব মধূনি চ সমন্ততঃ।
মণিকাঞ্চনচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ॥ ৩৩
বিবিধানি বিশালানি দদৃশুস্তে সমন্ততঃ।
হৈমরাজতকাংস্যানাং ভাজনানাং চ রাশয়ঃ॥ ৩৪
অগুরূণাং চ দিব্যানাং চন্দনানাং চ সঞ্চয়ান্।
শুচীন্যভ্যবহার্যাণি মূলানি চ ফলানি চ॥ ৩৫
মহার্হাণি চ যানানি মধূনি রসবন্তি চ।
দিব্যানামম্বরাণাং চ মহার্হাণাং চ সঞ্চয়ান্॥ ৩৬
কম্বলানাং চ চিত্রাণামজিনানাং চ সঞ্চয়ান্।
তত্র তত্র চ বিন্যস্তান্ দীপ্তান্ বৈশ্বানরপ্রভান্॥ ৩৭
দদৃশুর্বানরাঃ শুভ্রাঞ্জাতরূপস্য সঞ্চয়ান্।

পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষগুলি প্রবাল মণির ন্যায় উজ্জ্বল। মধুপূর্ণ সেই স্থানের সর্বত্র সোনালি ভ্রমরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মণিকাঞ্চনমণ্ডিত বিশাল এবং বিবিধ শয্যা ও আসন সর্বত্র দৃশ্যমান। সোনা, রুপো এবং কাঁসার তৈরি বিবিধ পাত্র। অগুরু এবং দিব্য চন্দনের সুরভি সেথায় সঞ্চিত। পবিত্র ভোজ্যস্বরূপ ফল-মূল সেখানে সুরক্ষিত। এই ফলগুলি অতি সুমিষ্ট এবং রসালো। সেখানে আছে মহামূল্যবান যানবাহন (রথ, শিবিকাদি), পর্যাপ্ত সংখ্যক দিব্য এবং মহামূল্যমান বস্ত্রের সম্ভার, বিচিত্র কম্বল ও মৃগচর্মের ভাণ্ডার ; এই সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত। এগুলির প্রভাব অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। সেইস্থানে বানরেরা উজ্জ্বল সুবর্ণের বিপুল সম্ভার দেখতে পেলেন।

তত্র তত্র বিচিন্বন্তো বিলে তত্র মহাপ্রভাঃ॥ ৩৮
দদৃশুর্বানরাঃ শূরাঃ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিদদূরতঃ।
তাং চ তে দদৃশুস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্॥ ৩৯
তাপসীং নিয়তাহারাং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
বিস্মিতা হরয়স্তত্র ব্যবতিষ্ঠন্ত সর্বশঃ।
প্রপচ্ছ হনুমাংস্তত্র কাসি ত্বং কস্য বা বিলম্॥ ৪০

মহাবলশালী বানরেরা সেই গুহায় তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতে করতে কিছুদূরে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন। তাঁরা আরও দেখলেন যে তিনি বল্কল ও কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিহিতা তাপসী। নিয়ন্ত্রিত আহার এবং তপস্যার প্রভাবে তিনি স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা। সকল বানরেরা তখন তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন ; হনুমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে? এবং এই গুহা কার ?'

ততো হনূমান্ গিরিসন্নিকাশঃ
কৃতাঞ্জলিস্তামভিবাদ্য বৃদ্ধাম্।
পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলং চ
রত্নানি চেমানি বদস্ব কস্য॥ ৪১

তখন পর্বততুল্য বিশাল হনুমান কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করে সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' এবং আরও বললেন—'এই ভবন, এই বিল এবং এই সমস্ত রত্নরাজি কার ? আপনি আমাকে বলুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ সর্গ (৫১)

হনুমান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বৃদ্ধা তাপসীর নিজের তথা সেই দিব্য স্থানের পরিচয় প্রদানপূর্বক বানরদের প্রতি ভোজন গ্রহণের নির্দেশ দান

ইত্যুক্ত্বা হনুমাংস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্।
অব্রবীৎ তাং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্॥ ১

এই কথা বলে হনুমান কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিহিতা, ধর্মচারিণী, মহাভাগা তপস্বিনী বললেন—

ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তাঃ পরিখিন্নাশ্চ সর্বশঃ॥ ২
মহদ্ ধরণ্যা বিবরণং প্রবিষ্টাঃ স্ম পিপাসিতাঃ।
ইমাংস্ত্বেবংবিধান্ ভাবান্ বিবিধানদ্ভুতোপমান্॥ ৩
দৃষ্ট্বা বয়ং প্রব্যথিতাঃ সম্ভ্রান্তা নষ্টচেতসঃ।
কস্যৈতে কাঞ্চনা বৃক্ষাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ॥ ৪

'হে দেবি ! আমরা সকলে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় কাতর হয়ে, সহসা এই অন্ধকারাবৃত গহ্বরে প্রবেশ করেছি। আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পৃথিবীর উপরে অবস্থিত সুবিশাল এই গুহায় প্রবেশ করেছি ; কিন্তু এইস্থানে অবস্থিত এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ দেখে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়েছি। নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণময় এই বৃক্ষরাজি কার ?

শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ।
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি গৃহাণি চ॥ ৫
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালাবৃতানি চ।
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ পুণ্যাঃ সুরভিগন্ধয়ঃ॥ ৬
ইমে জাম্বূনদময়াঃ পাদপাঃ কস্য তেজসা।

'আহারের জন্য পবিত্র খাদ্যসামগ্রী, ফলমূল, সুবর্ণময় বিমান, রত্নময় গৃহ, মণিমুক্তার জালে আচ্ছাদিত সুবর্ণময় বাতায়ন, সুগন্ধযুক্ত পবিত্র ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ সুবর্ণময় বৃক্ষরাজি করে তেজে প্রকট হয়েছে ?

কাঞ্চনানি চ পদ্মানি জাতানি বিমলে জলে॥ ৭
কথং মৎস্যাশ্চ সৌবর্ণা দৃশ্যন্তে সহ কচ্ছপৈঃ।
আত্মনস্ত্বনুভাবাদ্ বা কস্য বৈতত্তপোবলম্॥ ৮
অজানতাং নঃ সর্বেষাং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।

'নির্মল জলে কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে সোনার কমল ? মৎস্য এবং কচ্ছপগুলিকে কেন সোনালি দেখাচ্ছে ? আপনার তেজের প্রভাবে অথবা অন্য কারও তপোবলে ? আমরা এসব কিছুই জানি না ; অনুগ্রহ করে আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।'

এবমুক্তা হনুমতা তাপসী ধর্মচারিণী॥ ৯
প্রত্যুবাচ হনুমন্তং সর্বভূতহিতে রতা।

ধর্মপরায়ণা তাপসীকে হনুমান এইরূপ বললে, সকল প্রাণীর কল্যাণে রতা সেই তপস্বিনী হনুমানকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ॥ ১০
তেনেদং নির্মিতং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্।

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! ময় নামক মহাতেজস্বী এক দানব। তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কিছু—এই সুবর্ণময় বন নির্মাণ করেছেন।

পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ॥ ১১
যেনেদং কাঞ্চনং দিব্যং নির্মিতং ভবনোত্তমম্।

'যিনি এই সুবর্ণময় দিব্য ভবন নির্মাণ করেছেন সেই ময়দানব পূর্বে ছিলেন দানবমুখ্যদের বিশ্বকর্মা।

স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহদ্বনে॥ ১২
পিতামহাদ্ বরং লেভে সর্বমৌশনসং ধনম্।

'তিনি এই মহাবনে সহস্র বৎসর যাবৎ ভয়ানক তপস্যা করে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট থেকে সকল শিল্পজ্ঞান-রূপ সম্পদ লাভ করেছিলেন।

বিধায় সর্বং বলবান্ সর্বকামেশ্বরস্তদা॥ ১৩
উবাস সুখিতঃ কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে।

'সকল কামনার প্রভু বলবান ময়দানব সকল কার্য সম্পন্ন করে এই মহাবনে কিছুকাল সুখে বাস করেছিলেন।

তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্॥ ১৪
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ।

'সেই সময়ে দানবশ্রেষ্ঠের সঙ্গে হেমা নাম্নী অপ্সরার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা জানতে পেরে, দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন।

ইদং চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্॥ ১৫
শাশ্বতঃ কামভোগশ্চ গৃহং চেদং হিরণ্ময়ম্।

'তারপর ব্রহ্মা এই উত্তম বনভূমি (সুবর্ণময়), এবং

গৃহ কাম এবং ভোগের অক্ষয় স্থান হেমাকে দান করেছিলেন।

দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ংপ্রভা॥ ১৬
ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়া বানরোত্তম।

'আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা। আমার নাম স্বয়ংপ্রভা। হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আমি হেমার এই ভবন রক্ষা করছি।

মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্তগীতবিশারদা॥ ১৭
তয়াদত্তবরা চাস্মি রক্ষামি ভবনং মহৎ।

'আমার প্রিয়সখী হেমা নৃত্যগীতকুশল। সে আমাকে গৃহ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি এই সুবিশাল ভবন রক্ষা করছি।

কিং কার্যং কস্য বা হেতোঃ কান্তারাণি প্রপদ্যথ॥ ১৮
কথং চেদং বনং দুর্গং যুষ্মাভিরুপলক্ষিতম্।
শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ।

'আপনাদের কী কার্য ? কী উদ্দেশ্যে আপনারা এই ভয়ানক বনে বিচরণ করছেন ? দুর্গম এই বনভূমি কীভাবেই বা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হল ?

ভুক্ত্বা পীত্বা চ পানীয়ং সর্বং মে বক্তুমর্হথ॥ ১৯

'আচ্ছা, আপনারা এই পবিত্র ফল-মূল খাবার ভোজন করুন এবং পানীয় পান করুন ; তারপর আপনাদের সকল বৃত্তান্ত জানান।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

—o—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫২)

তাপসী স্বয়ংপ্রভার জিজ্ঞাসার উত্তরে বানরদের নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা। তাঁর দিব্য প্রভাবে বানরদের গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সমুদ্রতীরে গমন।

অথ তানব্রবীৎ সর্বান্ বিশ্রান্তান্ হরিযূথপান্।
ইদং বচনমেকাগ্রা তাপসী ধর্মচারিণী॥ ১

তদনন্তর বানরদলপতিগণ যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন একাগ্রা ধর্মচারিণী তাপসী স্বয়ংপ্রভা এই কথা বললেন—

বানরা যদি বঃ খেদঃ প্রণষ্টঃ ফলভক্ষণাৎ।
যদি চৈতন্ময়া শ্রাব্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তাং কথাম্॥ ২

'হে বানরগণ ! যদি ফলভক্ষণ করে আপনাদের ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে থাকে এবং যদি আপনাদের বৃত্তান্ত আমার শ্রবণযোগ্য হয় তাহলে আমি তা শুনতে আগ্রহী।'

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আর্জবেন যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৩

পবনপুত্র হনুমান তাঁর সেই কথা শুনে, সরলতার সঙ্গে যথাযথভাবে সকল বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন—

রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ৪

'দেবরাজ ইন্দ্র এবং বরুণদেবের তুল্য তেজস্বী সর্বলোকের অধিপতি দশরথনন্দন শ্রীমান রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্যয়া।
তস্য ভার্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ॥ ৫

'তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং পত্নী বৈদেহী সীতা, তাঁর ভার্যাকে জনস্থান থেকে রাবণ বলপূর্বক অপহরণ করেছে।

বীরস্তস্য সখা রাজ্ঞঃ সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং যেন প্রস্থাপিতা বয়ম্॥
অগস্ত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাং যমরক্ষিতাম্।
সহৈভির্বানরৈর্মুখ্যৈরঙ্গদপ্রমুখৈর্বয়ম্

'সুগ্রীব নামক বীর বানর সেই রাজার বন্ধু। বানর-যূথদের অধীশ্বর সেই সুগ্রীবের নির্দেশেই আমরা অঙ্গদ প্রভৃতি বানরপ্রধানেরা সীতার অন্বেষণে অগস্ত্যমুনির দ্বারা সেবিত এবং যমরাজ দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হয়েছি।

রাবণং সহিতাঃ সর্বে রাক্ষসং কামরূপিণম্।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা মার্গধ্বমিতি চোদিতাঃ॥ ৮

'তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা সকলে মিলে বিদেহরাজকুমারী সীতার সঙ্গে ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম রাক্ষসরাজ রাবণের সন্ধান করো।"

বিচিত্য তু বনং সর্বং সমুদ্রং দক্ষিণাং দিশম্।
বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্বে বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ॥ ৯

'সমগ্র বনে অনুসন্ধান করে আমরা দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে সন্ধানরত অবস্থায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলাম।

বিবর্ণবদনাঃ সর্বে সর্বে ধ্যানপরায়ণাঃ।
নাধিগচ্ছামহে পারং মগ্নাশ্চিন্তামহার্ণবে॥ ১০

'আমরা বিবর্ণ মুখে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ছিলাম। আমরা চিন্তার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলাম ; কীভাবে পার হব তা বুঝতে পারছিলাম না।

চারয়ন্তস্ততশ্চক্ষুর্দৃষ্টবন্তো মহদ্ বিলম্।
লতাপাদপসংছন্নং তিমিরেণ সমাবৃতম্॥ ১১

'তখন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা অন্ধকারে সমাবৃত, লতাপাতা ও গাছপালায় সমাচ্ছন্ন এই মহান বিল দেখতে পেলাম।

অস্মাদ্ধংসা জলক্লিন্নাঃ পক্ষৈঃ সলিলরেণুভিঃ।
কুররাঃ সারসাশ্চৈব নিষ্পতন্তি পতত্রিণঃ॥ ১২

'এখান থেকে পদ্মরেণুমণ্ডিত ও জলসিক্ত পক্ষবিশিষ্ট হংস, কুরর, সারস প্রভৃতি পক্ষিসকল নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে দেখতে পেলাম।

সাধ্বত্র প্রবিশামেতি ময়া তূক্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
তেষামপি হি সর্বেষামনুমানমুপাগতম্॥ ১৩

'আমি বানরদের বললাম—"সাধু ! এসো দেখি এই গুহায় প্রবেশ করি।" তারাও সকলেই আমার অনুমান বুঝতে সক্ষম হল।

অস্মিন্ নিপতিতাঃ সর্বেঽপ্যথ কার্যত্বরান্বিতাঃ।
ততো গাঢ়ং নিপতিতা গৃহ্য হস্তৈঃ পরস্পরম্॥ ১৪

'আমরা শীঘ্র কার্যসাধনের নিমিত্ত সকলেই এই গুহায় প্রবেশ করলাম। সেই গভীর অন্ধকারে আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হলাম।

ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্।
এতান্নঃ কার্যমেতেন কৃত্যেন বয়মাগতাঃ॥ ১৫

'এইভাবেই আমরা সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় প্রবেশ করেছি। এইভাবেই আমরা আমাদের কাজ করতে করতেই এখানে উপস্থিত হয়েছি।

ত্বাং চৈবোপগতাঃ সর্বে পরিদ্যূনা বুভুক্ষিতাঃ।
আতিথ্যধর্মদত্তানি মূলানি চ ফলানি চ॥ ১৬
অস্মাভিরুপযুক্তানি বুভুক্ষাপরিপীড়িতৈঃ।

'ক্ষুধায় কাতর এবং দুর্বল হয়ে আমরা সকলে আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আতিথ্য ধর্ম অনুসারে আমাদের ফল-মূল দিয়েছেন। আমরাও ক্ষুধার্ত-পীড়িত অবস্থায় উপযুক্তরূপে তার সদ্ব্যবহার করেছি।

যৎ ত্বয়া রক্ষিতাঃ সর্বে ম্রিয়মাণা বুভুক্ষয়া॥ ১৭
ব্রূহি প্রত্যুপকারার্থং কিং তে কুর্বন্তু বানরাঃ।

'ক্ষুধার্ত, মৃতপ্রায় আমাদের সকলকে আপনি রক্ষা করেছেন। এখন বলুন, এই বানরেরা আপনার কীভাবে প্রত্যুপকার করতে পারে ?'

এবমুক্তা তু সর্বজ্ঞা বানরৈস্তৈঃ স্বয়ংপ্রভা॥ ১৮
প্রত্যুবাচ ততঃ সর্বানিদং বানরযূথপান্।

সর্বজ্ঞা স্বয়ংপ্রভাকে সেই বানরেরা এইরূপ বললে তিনি সকল বানরদলপতিদের বললেন—

সর্বেষাং পরিতুষ্টাস্মি বানরাণাং তরস্বিনাম্॥ ১৯
চরন্ত্যা মম ধর্মেণ ন কার্যমিহ কেনচিৎ।

'আমি সকল বেগবান বানরদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি ধর্মাচরণের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করি ; আমার জন্য কারও কিছু করার প্রয়োজন নেই।'

এবমুক্তঃ শুভং বাক্যং তাপস্যা ধর্মসংহিতম্॥ ২০
উবাচ হনুমান্ বাক্যং তামনিন্দিতলোচনাম্।

তপস্বিনীর এইরূপ ধর্মসংযুক্ত উত্তম বাক্য শুনে, হনুমান সেই অনিন্দিত লোচনাকে বললেন—

শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ সর্বে বৈ ধর্মচারিণীম্॥ ২১
যঃ কৃতঃ সময়োঽস্মাসু সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
স তু কালো ব্যতিক্রান্তো বিলে চ পরিবর্ততাম্॥ ২২

'আপনি ধর্মচারিণী, আমরা সকলেই আপনার শরণাগত। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদের কাজের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ; এই বিলে বিচরণ করতে করতে আমাদের সেই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

সা ত্বমস্মাদ্ বিলাদস্মানুত্তারয়িতুমর্হসি।
তস্মাৎ সুগ্রীববচনাদতিক্রান্তান্ গতায়ুষঃ॥ ২৩
ত্রাতুমর্হসি নঃ সর্বান্ সুগ্রীবভয়শঙ্কিতান্।

'সুগ্রীবের বাক্য লঙ্ঘন করায় আমাদের প্রাণ সংশয়াপন্ন। সুগ্রীবের ভয়ে আমরা সকলেই আশঙ্কিত। আপনিই পারেন আমাদের এই অবস্থা থেকে ত্রাণ করতে। এই বিল থেকে নিষ্ক্রমণের পথ বলে দিয়ে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মহচ্চ কার্যমস্মাভিঃ কর্তব্যং ধর্মচারিণি॥ ২৪
তচ্চাপি ন কৃতং কার্যমস্মাভিরিহ বাসিভিঃ।

'হে ধর্মচারিণি ! মহান কার্য আমাদের সাধন করতে হবে। এই গুহায় অবস্থানের কারণে আমরা সেই কার্যও সাধন করতে পারছি না।'

এবমুক্তা হনুমতা তাপসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৫
জীবতা দুষ্করং মন্যে প্রবিষ্টেন নিবর্তিতুম্।
তপসঃ সুপ্রভাবেণ নিয়মোপার্জিতেন চ॥ ২৬
সর্বানেব বিলাদস্মাৎ তারয়িষ্যামি বানরান্।

হনুমান এইরূপ বললে তপস্বিনী বললেন—'আমি মনে করি জীবিত অবস্থায় এই গুহা থেকে নিষ্ক্রমণ দুষ্কর। তথাপি নিয়মপালন এবং তপস্যার সুপ্রভাবের দ্বারা আমি সকল বানরকে এই গুহার বাইরে নিয়ে যেতে পারব।

নিমীলয়ত চক্ষূংষি সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ॥ ২৭
নহি নিষ্ক্রমিতুং শক্যমনিমীলিতলোচনৈঃ।

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! চক্ষু উন্মীলিত অবস্থায় এখান থেকে নিষ্ক্রমণ অসম্ভব। অতএব আপনারা সকলেই চক্ষু নিমীলিত করুন।'

ততো নিমীলিতাঃ সর্বে সুকুমারাঙ্গুলৈঃ করৈঃ॥ ২৮
সহসা পিদধুর্দৃষ্টিং হৃষ্টা গমনকাঙ্ক্ষয়া।

তখন সকলেই সুকুমার অঙ্গুলিবিশিষ্ট হাত দিয়ে সহসা গুহা থেকে নির্গমন কামনায় আনন্দিত হয়ে চক্ষু রুদ্ধ করলেন।

বানরাস্তু মহাত্মানো হস্তরুদ্ধমুখাস্তদা॥ ২৯
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিলাদুত্তারিতাস্তয়া।

মহাত্মা বানরেরা এইভাবে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিমেষের মধ্যেই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলেন।

উবাচ সর্বাংস্তাংস্তত্র তাপসী ধর্মচারিণী॥ ৩০
নিঃসৃতান্ বিষমাৎ তস্মাৎ সমাশ্বাস্যেদমব্রবীৎ।

তখন সেখানে তাঁদের সকলকে সহসা সেই বিষম গুহা থেকে নির্গত হতে দেখে তাঁদের আশ্বস্ত করে তাপসী ধর্মচারিণী বললেন—

এষ বিন্ধ্যো গিরিঃ শ্রীমান্ নানাদ্রুমলতাযুতঃ॥ ৩১
এষ প্রস্রবণঃ শৈলঃ সাগরোঽয়ং মহোদধিঃ।
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরর্ষভাঃ।
ইত্যুক্ত্বা তদ্ বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ংপ্রভা॥ ৩২

'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! এই হল নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় সুশোভিত বিন্ধ্য পর্বত। এই প্রস্রবণগিরি এবং এখানেই মহাসমুদ্র। আপনাদের মঙ্গল হোক। এখন আমি আমার নিজ ভবনে প্রত্যাবর্তন করব।' এই বলে স্বয়ংপ্রভা সেই সুন্দর গুহায় প্রবেশ করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

———o———

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৩)

গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে ও কার্যসিদ্ধির অভাবে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরদের আমরণ অনশনে বসার সংকল্প

ততস্তে দদৃশুর্ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্।
অপারমভিগর্জন্তং ঘোরৈরূর্মিভিরাকুলম্॥ ১

তখন সেই বানরেরা বরুণদেবের আলয়স্বরূপ ভয়ানক সমুদ্র দেখতে পেলেন, ভয়ংকর তরঙ্গসঙ্কুল গর্জনকারী এই সমুদ্রের কোনো পার নেই।

ময়স্য মায়াবিহিতং গিরিদুর্গং বিচিন্বতাম্।
তেষাং মাসো ব্যতিক্রান্তো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ॥ ২

বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের প্রত্যাবর্তনের জন্য যে একমাস সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছিলেন, ময়দানবের মায়ানির্মিত সেই গুহায় তা অতিক্রান্ত হয়েছে।

বিন্ধ্যস্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্রপুষ্পিতপাদপে।
উপবিশ্য মহাত্মানশ্চিন্তামাপেদিরে তদা॥ ৩

বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূলে অবস্থিত পুষ্পিত বৃক্ষরাজির নীচে বসে সেই মহাত্মা বানরেরা চিন্তা করতে লাগলেন।

ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রাঁল্লতাশতসমাবৃতান্।
দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ॥ ৪

বৃক্ষশাখাগুলি শত শত লতা পুষ্পের ভারে আক্রান্ত হয়ে উঠল। তরুসমূহে বসন্ত ঋতুর সমাগম দেখে বানরেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তে বসন্তমনুপ্রাপ্তং প্রতিবেদ্য পরস্পরম্।
নষ্টসংদেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৫

বসন্তকাল সমাগত বুঝতে পেরে বানরেরা পরস্পর নির্দিষ্ট সময় লঙ্ঘনের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

ততস্তান্ কপিবৃদ্ধাংশ্চ শিষ্টাংশ্চৈব বনৌকসঃ।
বাচা মধুরয়াঽঽভাষ্য যথাবদনুমান্য চ॥ ৬
স তু সিংহবৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ।
যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭

সিংহের মতো বলশালী এবং বৃষের তুল্য মাংসল স্কন্ধ বিশিষ্ট, স্ফীত এবং দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট, মহাজ্ঞানী বানরযুবরাজ অঙ্গদ তখন সেই বনবাসী বানরবৃদ্ধদের তথা অন্য বানরদের যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করে মধুরভাষায় সম্বোধন করে বললেন—

শাসনাৎ কপিরাজস্য বয়ং সর্বে বিনির্গতাঃ।
মাসঃ পূর্ণো বিলস্থানাং হরয়ঃ কিং ন বুধ্যত॥ ৮
বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যাব্যবস্থিতাঃ।
প্রস্থিতাঃ সোঽপিচাতীতঃ কিমতঃ কার্যমুত্তরম্॥ ৯

'বানরগণ! বানররাজের আদেশে আমরা সকলে আশ্বিন মাস যেতে যেতেই একমাস সময় নিশ্চিত করে প্রস্থান করেছিলাম। গুহায় প্রবেশ করে সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা কি বুঝতে পারছেন না? প্রস্থানের সময় প্রত্যাবর্তনের যে সময় নির্দিষ্ট ছিল তা অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন কী করণীয়?

ভবন্তঃ প্রত্যয়ং প্রাপ্তা নীতিমার্গবিশারদাঃ।
হিতেষ্বভিরতা ভর্তুর্নিসৃষ্টাঃ সর্বকর্মসু॥ ১০

'আপনারা সকলেই নীতি বিষয়ে কুশল এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত। প্রভুর হিতকর্মে আপনারা তৎপর, সেইজন্য সর্ব কর্মে প্রভু আপনাদের নিয়োজিত করেন।

কর্মস্বপ্রতিমাঃ সর্বে দিক্ষু বিশ্রুতপৌরুষাঃ।
মাং পুরস্কৃত্য নির্যাতাঃ পিঙ্গাক্ষপ্রতিচোদিতাঃ॥ ১১
ইদানীমকৃতার্থানাং মর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
হরিরাজস্য সন্দেশমকৃত্বা কঃ সুখী ভবেৎ॥ ১২

'আপনারা সকল কর্মে অতুলনীয়। আপনাদের পৌরুষের কথা সমস্ত দিকে সুবিদিত। পিঙ্গলনেত্র সুগ্রীব আমাকে পুরোভাগে অবস্থিত করে আপনাদের আমার সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। এখন আমরা অকৃতকার্য হয়েছি, অতএব আমাদের মৃত্যুর বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। বানররাজের আদেশ পালন না করে কে-ই বা সুখী হতে পারে?

অস্মিন্নতীতে কালে তু সুগ্রীবেণ কৃতে স্বয়ম্।
প্রায়োপবেশনং যুক্তং সর্বেষাং চ বনৌকসাম্॥ ১৩

'সুগ্রীব স্বয়ং যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন তা অতিক্রান্ত হওয়ায় আমাদের সকলের (সকল বনবাসী বানরের) প্রায়োপবেশনে[১] প্রাণত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।

[১]উপবাস পালনপূর্বক প্রাণত্যাগ করা।

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ।
ন ক্ষমিষ্যতি নঃ সর্বানপরাধকৃতো গতান্॥ ১৪

'সুগ্রীব স্বভাবতই কঠোর। এখন তো তিনি রাজার পদে আসীন। অপরাধী হয়ে তাঁর নিকটে গেলে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

অপ্রবৃত্তৌ চ সীতায়াঃ পাপমেব করিষ্যতি।
তস্মাৎ ক্ষমমিহাদ্যৈব গন্তুং প্রায়োপবেশনম্॥ ১৫
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ধনানি চ গৃহাণি চ।

'সীতার সংবাদ দিতে না পারলে তিনি আমাদের হত্যা করবেন। অতএব আমরা আজ থেকেই স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ, বাড়িঘর সব ত্যাগ করে এইখানে আমরণ অনশন আরম্ভ করি।

ধ্রুবং নো হিংসতে রাজা সর্বান্ প্রতিগতানিতঃ॥ ১৬
বধেনাপ্রতিরূপেণ শ্রেয়ান্ মৃত্যুরিহৈব নঃ।

'এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে রাজা সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে হত্যা করবেন। অনুচিত বধ হওয়া অপেক্ষা এই স্থানে এইরূপ মৃত্যুই আমাদের শ্রেয়।

ন চাহং যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ॥ ১৭
নরেন্দ্রেণাভিষিক্তোঽস্মি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।

'আমি সুগ্রীব কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইনি। মহৎকর্মকারী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র আমাকে এই পদে অভিষিক্ত করেছেন।

স পূর্বং বদ্ধবৈরো মাং রাজা দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রমম্॥ ১৮
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্ণেন কৃতনিশ্চয়ঃ।

'রাজা সুগ্রীব তো প্রথম থেকেই আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এখন তিনি নিশ্চিতরূপেই তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা আমাকে বধ করবেন।

কিং মে সুহৃদ্ভির্ব্যসনং পশ্যদ্ভির্জীবিতান্তরে।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি॥ ১৯

'আমার সুহৃদ্‌গণ তাঁদের জীবদ্দশাতেই আমার এই দুর্দশা (রাজার হাতে আমার মৃত্যু) দেখে কী করবেন ? অতএব সমুদ্রের এই পবিত্র তীরভূমিতেই আমরণ অনশন করি।'

এতচ্ছ্রুত্বা কুমারেণ যুবরাজেন ভাষিতম্।
সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ করুণং বাক্যমব্রুবন্॥ ২০

যুবরাজ বালীকুমার অঙ্গদের এইরূপ ভাষণ শুনে, সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ করুণ স্বরে বললেন—

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ।
সমীক্ষ্যাকৃতকার্যাংস্তু তস্মিংশ্চ সময়ে গতে॥ ২১
অদৃষ্টায়াং চ বৈদেহ্যাং দৃষ্ট্বা চৈব সমাগতান্।
রাঘবপ্রিয়কামায় ঘাতয়িষ্যত্যসংশয়ম্॥ ২২

'সুগ্রীব অত্যন্ত কঠোর স্বভাববিশিষ্ট। রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়া সীতার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। পূর্ব নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে আমরা অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বৈদেহী সীতা ব্যতীত আমাদের দেখে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি কামনায় আমাদের হত্যা করবেন। এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ন ক্ষমং চাপরাদ্ধানাং গমনং স্বামিপার্শ্বতঃ।
প্রধানভূতাশ্চ বয়ং সুগ্রীবস্য সমাগতাঃ॥ ২৩

'অতএব অপরাধীদের (আমাদের) প্রভুর পাশে গমন করা কখনোই উচিত নয়। আমরা সুগ্রীবের প্রধান সহকারী হয়েই (তাঁরই নির্দেশে) এই স্থানে সমবেত হয়েছি।

ইহৈব সীতামন্বীক্ষ্য প্রবৃত্তিমুপলভ্য বা।
নো চেদ্ গচ্ছাম তং বীরং গমিষ্যামো যমক্ষয়ম্॥ ২৪

'আমরা এখনই যদি সীতার সন্ধান লাভ করে তাঁর সংবাদ নিয়ে সেই সুগ্রীবের নিকটে না যাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই যমালয়ে যেতে হবে।'

প্লবঙ্গমানাং তু ভয়ার্দিতানাং
শ্রুত্বা বচস্তার ইদং বভাষে।
অলং বিষাদেন বিলং প্রবিশ্য
বসাম সর্বে যদি রোচতে বঃ॥ ২৫

ভীত বানরগণের এইরূপ কথা শুনে তার নামক জনৈক বানরবীর সেই বানরদের উদ্দেশ্যে বললেন —'চলুন, দুঃখ করবেন না, যদি আপনাদের ঠিক মনে হয় আমরা সকলে মিলে এই গুহায় প্রবেশ করে বাস করি।

ইদং হি মায়াবিহিতং সুদুর্গমং
প্রভূতপুষ্পোদকভোজ্যপেয়ম্।
ইহাস্তি নো নৈব ভয়ং পুরন্দরা-
ন্ন রাঘবাদ্ বানররাজতোঽপি বা॥ ২৬

'এই গুহাটি মায়ানির্মিত এবং অত্যন্ত সুদুর্গম। এখানে পর্যাপ্ত ফুল জল তথা খাদ্য এবং পানীয় লাভ করা যায়। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র, বানররাজ সুগ্রীব তথা শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকেও কোনো ভয় নেই।'

শ্রুত্বাঙ্গদস্যাপি বচোঽনুকূল-
মূচুশ্চ সর্বে হরয়ঃ প্রতীতাঃ।
দৃঢ়ং ন হন্যেম তথা বিধান-
মসক্তমদ্যৈব বিধীয়তাং নঃ ॥ ২৭

তারের এইরূপ অনুকূল বাক্য, যা অঙ্গদেরও অনুকূল ছিল ; শুনে সকল বানরদের বিশ্বাস উৎপন্ন হল। তারা সকলে বলে উঠল—'যাতে আমরা মারা না যাই, তেমন কাজ আজই করতে হবে।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

—o—

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৪)

ভেদনীতির দ্বারা বানরদের স্বপক্ষে এনে অঙ্গদকে তাঁর সাথে চলার জন্য হনুমানের বোঝানোর চেষ্টা

তথা ব্রুবতি তারে তু তারাধিপতিবর্চসি।
অথ মেনে হৃতং রাজ্যং হনূমানঙ্গদেন তৎ ॥ ১

তারাধিপতি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল তারের এইরূপ বাক্য শুনে হনুমান অনুমান করলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবের রাজ্য হরণ করে নেবেন।

বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দশগুণং মেনে হনূমান্ বালিনঃ সুতম্ ॥ ২

হনুমান জানতেন বালীর পুত্র অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, চতুর্বল এবং চতুর্দশ গুণসম্পন্ন (অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি— শোনার ইচ্ছা, শোনা, শুনে তার সারাংশ গ্রহণ করা, গ্রহণ করে তা ধারণ করা, সেই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করা, অর্থের জ্ঞান এবং তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ অর্জন করা এবং সর্বোপরি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। চতুর্বল— সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। চতুর্দশ গুণ— দেশ ও কালের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সমস্ত প্রকারের কষ্ট সহিষ্ণুতা, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা, চতুরতা, উৎসাহ, বল, মন্ত্রণার বিষয় গোপন রাখা, পরস্পর-বিরোধী বাক্য না বলা, বীরত্ব, নিজের এবং শত্রুর শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষশীলতা তথা অচঞ্চলতা)।

আপূর্যমাণং শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্ধমানমিব শ্রিয়া ॥ ৩

তিনি তেজ, বল এবং পরাক্রমে সদা পরিপূর্ণ। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাঁর শ্রী ক্রমবর্ধমান।

বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ।
শুশ্রূষমাণং তারস্য শুক্রস্যেব পুরন্দরম্ ॥ ৪

বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতির তুল্য এবং পরাক্রমে তিনি তাঁর পিতারই অনুরূপ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির কাছ থেকে নীতিকথা শ্রবণ করেন অঙ্গদও তেমনি তারের বাক্য শ্রবণ করছেন।

ভর্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসন্ধাতুমারেভে হনূমানঙ্গদং ততঃ ॥ ৫

আপন প্রভু সুগ্রীবের কাজ করতে করতে অঙ্গদ অত্যন্ত ক্লান্ত এইরকম মনে করে, সর্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান তাঁকে তার প্রভৃতি বানরদের থেকে পৃথক করতে সচেষ্ট হলেন।

স চতুর্ণামুপায়ানাং তৃতীয়মুপবর্ণয়ন্।
ভেদয়ামাস তান্ সর্বান্ বানরান্ বাক্যসম্পদা ॥ ৬

তিনি রাজনৈতিক চার উপায়ের মধ্যে (সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চার রাজনৈতিক উপায়) তৃতীয় উপায় অর্থাৎ ভেদ বর্ণনা করে বাক্যসম্পদের দ্বারা (যুক্তি এবং প্রতিযুক্তির জাল বিস্তার করে) সেই বানরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

তেষু সর্বেষু ভিন্নেষু ততোঽভীষয়দঙ্গদম্।

ভীষণৈর্বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কোপোপায়সমন্বিতৈঃ ॥ ৭

যখন সমস্ত বানরেরা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি অঙ্গদকে কোপসমন্বিত হয়ে (দণ্ড উপায় অবলম্বন করে) নানাবিধ ভয়ানক বাক্যের দ্বারা ভীত করে তুলতে আরম্ভ করলেন—

ত্বং সমর্থতরঃ পিত্রা যুদ্ধে তারেয় বৈ ধ্রুবম্।
দৃঢ়ং ধারয়িতুং শক্তঃ কপিরাজ্যং যথা পিতা॥ ৮

'হে তারানন্দন ! তুমি যে যুদ্ধে তোমার পিতার মতোই শক্তিশালী, একথা সত্যি। পিতার ন্যায় তুমিও দৃঢ়ভাবে এই কপিরাজ্য শাসনে সক্ষম।

নিত্যমস্থিরচিত্তা হি কপয়ো হরিপুঙ্গব।
নাজ্ঞাপ্যং বিষহিষ্যন্তি পুত্রদারং বিনা ত্বয়া॥ ৯

'হে হরিপুঙ্গব ! বানরেরা নিয়তই চঞ্চলমস্তিষ্ক। স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করে এরা তোমার আজ্ঞা পালন করবে না।

ত্বাং নৈতে হ্যনুরজ্যেয়ুঃ প্রত্যক্ষং প্রবদামি তে।
যথায়ং জাম্ববান্ নীলঃ সুহোত্রশ্চ মহাকপিঃ॥ ১০
নহ্যহং তে ইমে সর্বে সামদানাদিভির্গুণৈঃ।
দণ্ডেন ন ত্বয়া শক্যাঃ সুগ্রীবাদপকর্ষিতুম্॥ ১১

'আমি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবেই বলছি এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্রর মতো মহাবানরেরা সুগ্রীবকে ত্যাগ করে তোমাতে অনুরক্ত হবে না। তেমনি আমাকেও তুমি সাম, দানাদি এমনকী দণ্ডনীতির দ্বারাও সুগ্রীবের থেকে পৃথক করতে পারবে না।

বিগৃহ্যাসনমপ্যাহুর্দুর্বলেন বলীয়সা।
আত্মরক্ষাকরস্তস্মান্ন বিগৃহ্ণীত দুর্বলঃ॥ ১২

'দুর্বলের সঙ্গে বিরোধ করে বলবান পুরুষ স্থির থাকতে পারেন, কিন্তু বলবানের সঙ্গে বিরোধ করে দুর্বল কখনো আত্মরক্ষা করতে পারে না।

যাং চেমাং মন্যসে ধাত্রীমেতদ্ বিলমিতি শ্রুতম্।
এতল্লক্ষ্মণবাণানামীষৎ কার্যং বিদারণম্॥ ১৩

'তুমি যে এই গুহাকে আশ্রয়দাত্রী ধাত্রীরূপে মনে করছ, এই গুহা সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ (প্রতিরোধ ক্ষমতা ও আশ্রয়দানের ক্ষমতা) তা যথার্থ নয় ; কারণ লক্ষ্মণের বাণের পক্ষে এই গুহা বিদীর্ণ করা অতি সামান্য কাজ।

স্বল্পং হি কৃতমিন্দ্রেণ ক্ষিপতা হ্যশনিং পুরা।
লক্ষ্মণো নিশিতৈর্বাণৈর্ভিন্দ্যাৎ পত্রপুটং যথা॥ ১৪

'পূর্বে ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে এই গুহার সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে এটি পত্রপুটের ন্যায় বিদীর্ণ হবে।

লক্ষ্মণস্য চ নারাচা বহবঃ সন্তি তদ্বিধাঃ।
বজ্রাশনিসমস্পর্শা গিরীণামপি দারকাঃ॥ ১৫

'লক্ষ্মণের নিকট এমন বহু অস্ত্র আছে যা বজ্র ও অশনির তুল্য ভয়ানক ; যার সামান্য স্পর্শেই পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যায়।

অবস্থানং যদৈব ত্বমাসিষ্যসি পরন্তপ।
তদৈব হরয়ঃ সর্বে ত্যক্ষ্যন্তি কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১৬

'হে পরন্তপ ! তুমি যখনই এই গুহায় অবস্থান আরম্ভ করবে, তখনই বানরেরা তোমাকে ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করবে।

স্মরন্তঃ পুত্রদারাণাং নিত্যোদ্বিগ্না বুভুক্ষিতাঃ।
খেদিতা দুঃখশয্যাভিস্ত্বাং করিষ্যন্তি পৃষ্ঠতঃ॥ ১৭

'স্ত্রী, সন্তানদের কথা স্মরণ করে এরা নিত্য উদ্বিগ্ন হবে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে, শয়নেও শয্যার কষ্টে কাতর হবে ; তখন এরা তোমাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হবে।

স ত্বং হীনঃ সুহৃদ্‌ভিশ্চ হিতকামৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
তৃণাদপি ভৃশোদ্বিগ্নঃ স্পন্দমানাদ্ ভবিষ্যসি॥ ১৮

'তখন তুমি সুহৃদদের এবং কল্যাণকামী বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (বন্ধুবিহীন অবস্থায়) ভীত উদ্বিগ্ন স্থির তৃণ অপেক্ষা অধিকতর কম্পমান হবে।

ন চ জাতু ন হিংস্যুস্ত্বাং ঘোরা লক্ষ্মণসায়কাঃ।
অপবৃত্তং জিঘাংসন্তো মহাবেগা দুরাসদাঃ॥ ১৯

'লক্ষ্মণের বাণ অত্যন্ত ভয়ানক, তীব্রবেগসম্পন্ন এবং সুতীক্ষ্ণ। যদি তুমি অপবৃত্ত হও (নিযুক্ত কর্ম থেকে অর্থাৎ শ্রীরামের কার্যে বিমুখ হও) তাহলে সেই মহাবেগসম্পন্ন দুর্জয় বাণ তোমাকে হত্যা করবে।

অস্মাভিস্তু গতং সার্ধং বিনীতবদুপস্থিতম্।
আনুপূর্বাত্তু সুগ্রীবো রাজ্যে ত্বাং স্থাপয়িষ্যতি॥ ২০

'আমাদের সঙ্গে তুমি যদি বিনীতভাবে তাঁর (সুগ্রীবের) নিকটে গিয়ে উপস্থিত হও তাহলে তিনি ক্রমে তোমাকেই তাঁর পরে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ধর্মরাজঃ পিতৃব্যস্তে প্রীতিকামো দৃঢ়ব্রতঃ।

শুচিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ স ত্বাং জাতু ন নাশয়েৎ॥ ২১

'তোমার কাকা ধার্মিক, কল্যাণকামী, দৃঢ়ব্রত রাজা ; তিনি পবিত্র এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ (সত্যের প্রতি প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ)। অতএব, তিনি কখনোই তোমার বিনাশসাধন করবেন না।

প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্।
তস্যাপত্যং চ নাস্ত্যন্যৎ তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্॥ ২২

'হে অঙ্গদ ! তিনি সর্বদাই তোমার মায়ের মঙ্গলকামী ; তাঁর প্রসন্নতার জন্যই তিনি জীবনপাত করেন। তাঁর অন্য কোনো সন্তানও নেই ; অতএব তুমি প্রত্যাবর্তন করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৫)

অঙ্গদের সঙ্গে বানরদের প্রায়োপবেশন

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্।
স্বামিসৎকারসংযুক্তমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

হনুমানের বিনয়ান্বিত, ধর্মসম্মত এবং প্রভুর প্রতি সম্মানযুক্ত বাক্য শুনে অঙ্গদ বললেন—

স্থৈর্যমাত্মমনঃশৌচমানৃশংস্যমথার্জবম্ ।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যং চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে॥ ২

'স্থৈর্য, দেহ ও মনের শুচিতা, অক্রূরতা, সরলতা, বিক্রম এবং ধৈর্য সুগ্রীবের মধ্যে নেই।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ॥ ৩
কথং স ধর্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্॥ ৪

'জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবদ্দশায় যিনি মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া তথা অগ্রজের প্রিয়া মহিষীকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেন তিনি নিন্দনীয়। যুদ্ধে গুহার মুখ-রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে যিনি সেই গুহা-মুখ রুদ্ধ করে দেন ; তিনি কী করে ধর্মজ্ঞ হন ?

সত্যাৎ পাণিগৃহীতশ্চ কৃতকর্মা মহাযশাঃ।
বিস্মৃতো রাঘবো যেন স কস্য সুকৃতং স্মরেৎ॥ ৫

'সত্যকে সাক্ষী রেখে যিনি তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কর্মসম্পাদনকারী, মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে যিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন ; তিনি দ্বিতীয় কার উপকারই বা স্মরণ করবেন ?

লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্মভয়ভীরুণা।
আদিষ্টা মার্গিতুং সীতা ধর্মস্তস্মিন্ কথং ভবেৎ॥ ৬

'যিনি অধর্মের ভয়ে নয়, লক্ষ্মণের ভয়ে আমাদের সীতানুসন্ধান কার্যে প্রেরণ করেছেন ; তাঁর মধ্যে ধর্মের সম্ভাবনা কোথায় ?

তস্মিন্ পাপে কৃতঘ্নে তু স্মৃতিভিন্নে চলাত্মনি।
আর্যঃ কো বিশ্বসেজ্জাতু তৎকুলীনো বিশেষতঃ॥ ৭

'সেই পাপী, কৃতঘ্ন, স্মৃতিশক্তিবিহীন, চঞ্চল মতি সুগ্রীবকে কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিশেষত যিনি সৎকুলোদ্ভব, তিনি কী করে বিশ্বাস করবেন ?

রাজ্যে পুত্রঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
কথং শত্রুকুলীনং মাং সুগ্রীবো জীবয়িষ্যতি॥ ৮

'রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গুণবান বা গুণহীন পুত্রের হাতেই তুলে দিতে হবে ; এইরূপ বিশ্বাসী সুগ্রীব শত্রুকুলজাত আমাকে কী করে জীবিত রাখবেন ?

ভিন্নমন্ত্রোঽপরাদ্ধশ্চ ভিন্নশক্তিঃ কথং হ্যহম্।
কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য জীবেয়মনাথ ইব দুর্বলঃ॥ ৯

'আমার মন্ত্র অর্থাৎ বিচার ভিন্ন (অঙ্গদ সুগ্রীবের থেকে দূরে থাকতে চান তাঁর এই ইচ্ছা সুগ্রীবের ইচ্ছার

বিপরীত), আমাদের শক্তিও ভিন্ন (সুগ্রীব এবং অঙ্গদ দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে যথেষ্ট বলশালী) এবং আমি অপরাধী (সীতানুসন্ধানে সুগ্রীবের নির্দেশ পালন না করার কারণে যে অপরাধ হয়েছে) ; আমি অনাথের ন্যায় দুর্বল (যথেষ্ট দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়েও স্বজনবৈরিতার কারণেই এই দুর্দশা), এই অবস্থায় আমি কিষ্কিন্ধায় গিয়ে কী করে বাঁচব ?

উপাংশুদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ।
শঠঃ ক্রূরো নৃশংসশ্চ সুগ্রীবো রাজ্যকারণাৎ॥ ১০

'সুগ্রীব শঠ, ক্রূর এবং নির্দয়। রাজ্যের জন্য তিনি আমাকে গুপ্ত দণ্ড দিয়ে চিরকালের জন্য বন্দি করে রাখবেন।

বন্ধনাচ্চাবসাদান্মে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্।
অনুজানন্তু মাং সর্বে গৃহং গচ্ছন্তু বানরাঃ॥ ১১

'আমার পক্ষে বন্ধনজনিত অবসাদ অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করাই অধিক মঙ্গলকর। হে বানরগণ ! আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি[১] দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন।

অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব মে॥ ১২

'আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আর কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করব না। এখানে প্রায়োবেশনে মৃত্যুলাভই আমার পক্ষে উত্তম।

অভিবাদনপূর্বং তু রাজা কুশলমেব চ।
অভিবাদনপূর্বং তু রাঘবো বলশালিনৌ॥ ১৩

'আপনারা রাজা সুগ্রীবকে অভিবাদন জানিয়ে আমার কুশল সংবাদ দেবেন এবং দুই বলশালী বীর রাম এবং লক্ষ্মণকেও প্রণাম নিবেদন করে আমার কুশলবার্তাই দেবেন।

বাচ্যস্তাতো যবীয়ান্ মে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
আরোগ্যপূর্বং কুশলং বাচ্যা মাতা রুমা চ মে॥ ১৪

'আমার তাত বানররাজ সুগ্রীব এবং আমার মাতা রুমাদেবীকেও আমার আরোগ্যপূর্বক কুশলসংবাদ জানাবেন।

মাতরং চৈব মে তারামাশ্বাসয়িতুমর্হথ।
প্রকৃত্যা প্রিয়পুত্রা সা সানুক্রোশা তপস্বিনী॥ ১৫

'দয়ালু প্রকৃতিসম্পন্না, পুত্রবৎসলা আমার জননী তারাদেবীকেও আপনারা আশ্বস্ত করবেন।

বিনষ্টমিহ মাং শ্রুত্বা ব্যক্তং হাস্যতি জীবিতম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বৃদ্ধাংস্তানভিবাদ্য চ॥ ১৬
বিবেশ চাঙ্গদো ভূমৌ রুদন্ দুর্ভেষু দুর্মনাঃ।

'এইস্থানে আমার বিনাশের সংবাদ শুনলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন।' এইরূপ বাক্য বলে বৃদ্ধ বানরদের অভিবাদন জানিয়ে অঙ্গদ দুঃখিত চিত্তে রোদন করতে করতে ভূমিতে বিস্তারিত কুশে উপবেশন করলেন।'

তস্য সংবিশতস্তত্র রুদন্তো বানরর্ষভাঃ॥ ১৭
নয়নেভ্যঃ প্রমুমুচুরুষ্ণং বৈ বারি দুঃখিতাঃ।
সুগ্রীবং চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তশ্চ বালিনম্॥ ১৮
পরিবার্যাঙ্গদং সর্বে ব্যবসন্ প্রায়মাসিতুম্।

তিনি এইভাবে আসন গ্রহণ করলে বানরশ্রেষ্ঠগণ রোদন করতে লাগলেন। তাঁদের দুঃখিত নয়ন থেকে উষ্ণ বারিধারা নির্গত হতে লাগল। তাঁরা সুগ্রীবের নিন্দা এবং বালীর প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করে প্রায়োপবেশনে বসলেন।

তদ্ বাক্যং বালিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্লবগর্ষভাঃ॥ ১৯
উপস্পৃশ্যোদকং সর্বে প্রাঙ্মুখাঃ সমুপাবিশন্।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু উদক্তীরং সমাশ্রিতাঃ॥ ২০
মুমূর্ষবো হরিশ্রেষ্ঠা এতৎ ক্ষমমিতি স্ম হ।

বানরমুখ্যগণ বালীপুত্রের বাক্য বিচার করে ; সমুদ্রের উত্তর তীরে কুশাগ্রগুলি দক্ষিণ দিক করে বিস্তারিত করে তদুপতির পূর্বাভিমুখী হয়ে উপবেশন করে আচমন করলেন। তাঁরা মৃত্যুবরণই উচিত বিবেচনা করে, এইভাবে মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রামস্য বনবাসং চ ক্ষয়ং দশরথস্য চ॥ ২১
জনস্থানবধং চৈব বধং চৈব জটায়ুষঃ।
হরণং চৈব বৈদেহ্যা বালিনশ্চ বধং তথা।
রামকোপং চ বদতাং হরীণাং ভয়মাগতম্॥ ২২

রামের বনবাস এবং দশরথের ক্ষয়, জনস্থানবাসী রাক্ষসদের বধ, জটায়ুর নিধন, সীতাহরণ, বালীবধ এবং রামের ক্রোধের কথা বলতে বলতে বানরেরা ভীত হয়ে পড়ল।

[১] ওইস্থানে অবস্থান পূর্বক অনশনে প্রাণত্যাগের অনুমতি।

স সংবিশদ্ভির্বহুভির্মহীধরো
মহাদ্রিকূটপ্রতিমৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বভূব সন্নাদিতনির্দরান্তরো
ভৃশং নদদ্ভির্জলদৈরিবাম্বরম্ ॥ ২৩

পর্বতের ন্যায় সুবিশাল বহুসংখ্যক বানরেরা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতে লাগল ফলে সেই গিরিকন্দরের ভিতরেও তার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। সেই শব্দ যেন আকাশের ভয়ানক মেঘগর্জনতুল্য মনে হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

সম্পাতির কাছ থেকে বানরদের ভয়। তাদের মুখে জটায়ু বধের কথা শুনে সম্পাতির শোক। পর্বতের চূড়া থেকে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনার জন্য বানরদের অনুরোধ

উপবিষ্টাস্তু তে সর্বে যস্মিন্ প্রায়ং গিরিস্থলে।
হরয়ো গৃধ্ররাজশ্চ তং দেশমুপচক্রমে॥ ১
সম্পাতির্নাম নাম্না তু চিরজীবী বিহংগমঃ।
ভ্রাতা জটায়ুষঃ শ্রীমান্ বিখ্যাতবলপৌরুষঃ॥ ২

পর্বতের যে স্থানে সেইসব বানরেরা উপবিষ্ট ছিল সেইস্থানে সম্পাতি নামক চিরজীবী পক্ষী গৃধ্ররাজ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন জটায়ুর ভাই ; আপন বল এবং পৌরুষের জন্য তিনি ছিলেন সুখ্যাত।

কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিন্ধ্যস্য মহাগিরেঃ।
উপবিষ্টান্ হরীন্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টাত্মা গিরমব্রবীৎ॥ ৩

তিনি মহাগিরি বিন্ধ্যপর্বতের গুহা থেকে নির্গত হয়ে, উপবিষ্ট বানরদের দেখে আনন্দিত চিত্তে বললেন—

বিধিঃ কিল নরং লোকে বিধানেনানুবর্ততে।
যথায়ং বিহিতো ভক্ষ্যশ্চিরান্মহ্যমুপাগতঃ॥ ৪
পরম্পরাণাং ভক্ষিষ্যে বানরাণাং মৃতং মৃতম্।
উবাচৈতদ্ বচঃ পক্ষী তান্ নিরীক্ষ্য প্লবঙ্গমান্॥ ৫

'ইহলোকে মানুষ যেমন পূর্বজন্মের কর্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হয় আমিও তদনুরূপ দীর্ঘকাল পরে এই মহৎ ভোজ্য প্রাপ্ত হয়েছি। পরম্পরাক্রমে বানরেরা যখন একে একে মারা যাবে তখন আমি তাদের ভক্ষণ করব।' সেই পক্ষী বানরদের দেখে এইরূপ বলেছিলেন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভক্ষ্যলুব্ধস্য পক্ষিণঃ।
অঙ্গদঃ পরমায়স্তো হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৬

খাদ্যলোভী সেই পাখির এই কথা শুনে অঙ্গদ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে হনুমানকে বললেন—

পশ্য সীতাপদেশেন সাক্ষাদ্ বৈবস্বতো যমঃ।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তো বানরাণাং বিপত্তয়ে॥ ৭

'দেখুন, সীতার নিমিত্ত বানরদের বিপত্তি উৎপাদনের জন্য বিবস্বানপুত্র সাক্ষাৎ যম এই দেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রামস্য ন কৃতং কার্যং ন কৃতং রাজশাসনম্।
হরীণামিয়মজ্ঞাতা বিপত্তিঃ সহসাহ্হগতা॥ ৮

'আমরা রামচন্দ্রের কার্যও করিনি, রাজার আদেশও পালন করিনি। সহসা বানরদের মধ্যে এই অজ্ঞাত বিপত্তি এসে উপস্থিত হল।

বৈদেহ্যাঃ প্রিয়কামেন কৃতং কর্ম জটায়ুষা।
গৃধ্ররাজেন যৎ তত্র শ্রুতং বস্তদশেষতঃ॥ ৯

'বিদেহরাজকুমারী সীতার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য

গৃধ্ররাজ জটায়ু যে কর্মসাধন করেছিলেন তা আপনারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করেছেন।

তথা সর্বাণি ভূতানি তির্যগ্যোনিগতান্যপি।
প্রিয়ং কুর্বন্তি রামস্য ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথা বয়ম্॥ ১০

'সকল প্রাণী তথা পশুপাখিদের মধ্যেও এমন কেউই নেই যে আমাদের মতো শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কার্যের জন্য প্রাণত্যাগ করবে।

অন্যোন্যমুপকর্বন্তি স্নেহকারুণ্যযন্ত্রিতাঃ।
ততস্তস্যোপকারার্থং ত্যজতাত্মানমাত্মনা॥ ১১

'শিষ্টজনেরা স্নেহ এবং কারুণ্যবশত একে অন্যের উপকার সাধন করেন, আপনারাও সেইরকম শ্রীরামের উপকার সাধনের জন্য আপন শরীর বিসর্জন করুন।

প্রিয়ং কৃতং হি রামস্য ধর্মজ্ঞেন জটায়ুষা।
রাঘবার্থে পরিশ্রান্তা বয়ং সন্ত্যক্তজীবিতাঃ॥ ১২
কান্তারাণি প্রপন্নাঃ স্ম ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।

'ধর্মজ্ঞ জটায়ু শ্রীরামের প্রিয়কার্য সাধন করেছিলেন। রঘুনন্দন রামের জন্য পরিশ্রান্ত আমরাও জীবনের মোহ ত্যাগ করেছি। দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করেও আমরা মিথিলারাজকুমারী সীতার দর্শন লাভ করলাম না।

স সুখী গৃধ্ররাজস্তু রাবণেন হতো রণে।
মুক্তশ্চ সুগ্রীবভয়াদ্ গতশ্চ পরমাং গতিম্॥ ১৩

'রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়ে সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু সুখী ; কারণ তিনি পরমগতি লাভ করে সুগ্রীবের ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন।

জটায়ুষো বিনাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
হরণেন চ বৈদেহ্যাঃ সংশয়ং হরয়ো গতাঃ॥ ১৪

'রাজা দশরথের মৃত্যু, জটায়ুর বিনাশ এবং বৈদেহী সীতার অপহরণের ফলে এখন বানরদের জীবনও সংশয়াপন্ন।

রামলক্ষ্মণযোর্বাসমরণ্যে সহ সীতয়া।
রাঘবস্য চ বাণেন বালিনশ্চ তথা বধঃ॥ ১৫
রামকোপাদশেষাণাং রক্ষসাং চ তথা বধম্।
কৈকেয্যা বরদানেন ইদং চ বিকৃতং কৃতম্॥ ১৬

'সীতাসহ রাম ও লক্ষ্মণের বনবাস, রাঘবের শরাঘাতে বালীর বধ, রামচন্দ্রের রোষানলে রাক্ষসদের সংহার—কৈকেয়ীকে দশরথের বরদানই এই সমস্ত বিকৃত ঘটনার কারণ।'

তদসুখমনুকীর্তিতং বচো
ভুবি পতিতাংশ্চ নিরীক্ষ্য বানরান্।
ভৃশচকিতমতির্মহামতিঃ
কৃপণমুদাহৃতবান্ স গৃধ্ররাজঃ॥ ১৭

ভূমিতে শায়িত বানরদের নিরীক্ষণ করে এবং তাদের দুঃখদায়ক কথা শুনে মহামতি গৃধ্ররাজ সম্পাতি ভীষণরূপে চমকিত হয়ে দীনভাবে কিছু বলতে উদ্যত হলেন।

তৎ তু শ্রুত্বা তথা বাক্যমঙ্গদস্য মুখোদ্গতম্।
অব্রবীদ্ বচনং গৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো মহাস্বনঃ॥ ১৮

অঙ্গদের মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শুনে তীক্ষ্ণ-চঞ্চুবিশিষ্ট মহান গৃধ্ররাজ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—

কোঽয়ং গিরা ঘোষয়তি প্রাণৈঃ প্রিয়তরস্য মে।
জটায়ুষো বধং ভ্রাতুঃ কম্পয়ন্নিব মে মনঃ॥ ১৯

'আমার প্রাণাধিক প্রিয়তর ভাই জটায়ুর বধের সংবাদ কে ঘোষণা করছে ? এইরূপ বাক্যের দ্বারা কে-ই বা আমার চিত্তকে চঞ্চল করছে ?

কথমাসীজ্জনস্থানে যুদ্ধং রাক্ষসগৃধ্রয়োঃ।
নামধেয়মিদং ভ্রাতুশ্চিরস্যাদ্য ময়া শ্রুতম্॥ ২০

'জনস্থানে রাক্ষস ও গৃধ্রর মধ্যে কেন যুদ্ধ হয়েছিল ? আজ দীর্ঘদিন পরে আমি ভাইয়ের এই নাম শুনলাম।

ইচ্ছেয়ং গিরিদুর্গাচ্চ ভবদ্ভিরবতারিতুম্।
যবীয়সো গুণজ্ঞস্য শ্লাঘনীয়স্য বিক্রমৈঃ॥ ২১
অতিদীর্ঘস্য কালস্য পরিতুষ্টোঽস্মি কীর্তনাৎ।
তদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং বিনাশং বানরর্ষভাঃ॥ ২২

'জটায়ু আমার ছোট ভাই। সে গুণজ্ঞ এবং পরাক্রমে প্রশংসনীয়। অতি দীর্ঘকাল পরে তার নাম শুনে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। আমি চাইছি, আপনারা আমাকে পর্বতের এই দুর্গমস্থান থেকে নীচে নামিয়ে দিন। হে বানর শ্রেষ্ঠগণ ! আমি আমার ভাইয়ের বিনাশবৃত্তান্ত শুনতে আগ্রহী।

ভ্রাতুর্জটায়ুষস্তস্য জনস্থাননিবাসিনঃ।
তথৈব চ মম ভ্রাতুঃ সখা দশরথঃ কথম্॥ ২৩
যস্য রামঃ প্রিয়ঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুরুজনপ্রিয়ঃ।

'আমার ভাই জটায়ু জনস্থানবাসী। গুরুজনদের প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র যাঁর প্রিয় এবং জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই মহারাজ দশরথের সঙ্গেই বা আমার ভাইয়ের বন্ধুত্ব হল কীভাবে ?

সূর্যাংশুদগ্ধপক্ষত্বান্ন শক্নোমি বিসর্পিতুম্।
ইচ্ছেয়ং পর্বতাদস্মাদবতর্তুমরিন্দমাঃ॥ ২৪

'হে শত্রুদমনকারী বীরবৃন্দ ! সূর্যের কিরণে আমার পক্ষ দগ্ধ হয়েছে। সেইজন্য আমি উড়তে পারি না। কিন্তু এখন আমি এই পর্বত থেকে অবতরণ করতে চাইছি।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষটপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৭)

অঙ্গদ কর্তৃক সম্পাতির পর্বতশিখর থেকে অবতরণ করানো, জটায়ু বধের বর্ণনা শ্রবণ। রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা এবং বালীবধের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং অনশনে স্বীয় প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প বর্ণনা

শোকাদ্ ভ্রষ্টস্বরমপি শ্রুত্বা বানরযূথপাঃ।
শ্রদ্দধুর্নৈব তদ্বাক্যং কর্মণা তস্য শঙ্কিতাঃ॥ ১

বানরদলপতিগণ শোকার্ত সম্পাতির বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর পূর্বকথিত বাক্য এবং কর্ম দেখে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন।

তে প্রায়মুপবিষ্টাস্তু দৃষ্ট্বা গৃধ্রং প্লবঙ্গমাঃ।
চক্রুর্বুদ্ধিং তদা রৌদ্রাং সর্বান্ নো ভক্ষয়িষ্যতি॥ ২

আমরণ অনশনে উপবিষ্ট বানরেরা গৃধ্রকে দেখে এই ভয়ানক চিন্তা করল, যে এই পাখি আমাদের সবাইকে ভক্ষণ করবে।

সর্বথা প্রায়মাসীনান্ যদি নো ভক্ষয়িষ্যতি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ৩

আমরা তো মৃত্যু প্রতীক্ষায় অনশনে উপবিষ্ট, যদি এই পাখি আমাদের ভক্ষণ করে তাহলে আমরাই কৃতার্থ হব ; কারণ আমাদের কার্য দ্রুত সিদ্ধ হবে।

এতাং বুদ্ধিং ততশ্চক্রুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ।
অবতার্য গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ গৃধ্রমাহাঙ্গদস্তদা॥ ৪

বানরদলপতিরা তখন সকলে মিলে এটিই নিশ্চিত করলেন। তখন অঙ্গদ সেই গিরিশৃঙ্গ থেকে গৃধ্ররাজকে অবতরণ করিয়ে বললেন—

বভূবর্ক্ষরজো নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
মমার্যঃ পার্থিবঃ পক্ষিন্ ধার্মিকৌ তস্য চাত্মজৌ॥ ৫
সুগ্রীবশ্চৈব বালী চ পুত্রৌ ঘনবলাবুভৌ।
লোকে বিশ্রুতকর্মাভূদ্ রাজা বালী পিতা মম॥ ৬

'পক্ষিরাজ ! পূর্বে ঋক্ষরজা নামে প্রতাপশালী বানররাজ ছিলেন আমার পূজ্য পিতামহ। তাঁর দুই ধার্মিক পুত্রের নাম সুগ্রীব এবং বালী। তাঁরা দুজনেই মহাবলশালী। জগদ্বিখ্যাত মহাপরাক্রমশালী রাজা বালীই আমার পিতা।

রাজা কৃৎস্নস্য জগত ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্যয়া।
পিতুর্নির্দেশনিরতো ধর্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ॥ ৮

'সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশের মহাবীর দশরথনন্দন শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্যা বিদেহ-রাজকুমারী সীতাসহ পিতার নির্দেশে ধর্মের পথ অবলম্বন

করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

তস্য ভার্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ।
রামস্য তু পিতুর্মিত্রং জটায়ুর্নাম গৃধ্ররাট্॥ ৯
দদর্শ সীতাং বৈদেহীং হ্রিয়মাণাং বিহায়সা।
রাবণং বিরথং কৃত্বা স্থাপয়িত্বা চ মৈথিলীম্।
পরিশ্রান্তশ্চ বৃদ্ধশ্চ রাবণেন হতো রণে॥ ১০

'জনস্থান থেকে তাঁর পত্নী সীতা রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা হলেন। রামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু গৃধ্ররাজ জটায়ু দেখলেন আকাশপথে অপহ্রিয়মাণা অবস্থায় বৈদেহী সীতাকে। রাবণকে রথচ্যুত করে তিনি মৈথিলীকে ভূমিতে স্থাপনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাবণ সেই বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত পক্ষিরাজকে হত্যা করলেন।

এবং গৃধ্রো হতস্তেন রাবণেন বলীয়সা।
সংস্কৃতশ্চাপি রামেণ জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ১১

'এইভাবে মহাবলশালী রাবণ যুদ্ধে গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করলেন। রামচন্দ্র তাঁর দাহ সংস্কার করলেন। জটায়ু উত্তমগতি লাভ করলেন।

ততো মম পিতৃব্যেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
চকার রাঘবঃ সখ্যং সোঽবধীৎ পিতরং মম॥ ১২

'তখন আমার পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সঙ্গে রঘুনন্দন বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং তিনি আমার পিতাকে হত্যা করলেন।

মম পিত্রা নিরুদ্ধো হি সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
নিহত্য বালিনং রামস্ততস্তমভিষেচয়ৎ॥ ১৩

'আমার পিতা বালী পিতৃব্য সুগ্রীবকে মন্ত্রীদের সঙ্গে নিরুদ্ধ করেছিলেন (রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন)। তাই রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করে সুগ্রীবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন।

স রাজ্যে স্থাপিতস্তেন সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং তেন প্রস্থাপিতা বয়ম্॥ ১৪

'তিনিই তাঁকে বালীর রাজ্যে স্থাপিত করেছেন। এখন সুগ্রীবই বানরদের প্রভু। তিনিই বানরমুখ্যদের রাজা। তাঁরই নির্দেশে আমরা বনে প্রেরিত হয়েছি।

এবং রামপ্রযুক্তাস্তু মার্গমাণাস্ততস্ততঃ।
বৈদেহীং নাধিগচ্ছামো রাত্রৌ সূর্যপ্রভামিব॥ ১৫

'এইভাবে শ্রীরাম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমরা নানাস্থানে বিদেহরাজকুমারী সীতার অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু রাত্রে যেমন সূর্যকিরণকে দেখা যায় না, তেমনি আমরাও তাঁকে কোথাও দেখতে পাইনি।

তে বয়ং দণ্ডকারণ্যং বিচিত্য সুসমাহিতাঃ।
অজ্ঞানাৎ তু প্রবিষ্টাঃ স্ম ধরণ্যা বিবৃতং বিলম্॥ ১৬

'দণ্ডকারণ্যে একাগ্রচিত্তে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে করতে অজ্ঞানবশত আমরা পৃথিবীর এক উন্মুক্ত গুহায় প্রবেশ করেছিলাম।

ময়স্য মায়াবিহিতং তদ্ বিলং চ বিচিন্বতাম্।
ব্যতীতস্তত্র নো মাসো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ॥ ১৭

'রাজা সুগ্রীব যে একমাস সময় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ; ময়দানবের মায়ায় সৃষ্ট সেই গুহায় প্রবেশ করে অনুসন্ধান করতে করতে সেই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

তে বয়ং কপিরাজস্য সর্বে বচনকারিণঃ।
কৃতাং সংস্থামতিক্রান্ত ভয়াৎ প্রায়মুপাসিতাঃ॥ ১৮

'আমরা সকলেই সেই বানররাজের আজ্ঞানুবর্তী। তাঁর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা তাঁর ভয়ে আমরণ অনশনে বসেছি।

ক্রুদ্ধে তস্মিংস্তু কাকুৎস্থে সুগ্রীবে চ সলক্ষ্মণে।
গতানামপি সর্বেষাং তত্র নো নাস্তি জীবিতম্॥ ১৯

'ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র এবং সুগ্রীবের নিকট সীতার সংবাদ নিয়ে না-যেতে পারি, তাহলে আমাদের প্রাণসংশয় ঘটবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৮)

সম্পাতির নিজের পাখা জ্বলে যাওয়ার বর্ণনা। সীতা ও রাবণের সংবাদ জ্ঞাপন। বানরদের সাহায্যে সমুদ্রের তীরে গিয়ে মৃত ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশ্যে তর্পণ

ইত্যুক্তঃ করুণং বাক্যং বানরৈস্ত্যক্তজীবিতৈঃ।
সবাষ্পো বানরান্ গৃধ্রঃ প্রত্যুবাচ মহাস্বনঃ॥ ১

জীবনের আশা ত্যাগকারী বানরদের মুখ থেকে এই করুণ বাক্য শুনে, গৃধ্র সম্পাতি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁদেরকে উচ্চৈঃস্বরে উত্তরে বললেন—

যবীয়ান্ স মম ভ্রাতা জটায়ুর্নাম বানরাঃ।
যমাখ্যাত হতং যুদ্ধে রাবণেন বলীয়সা॥ ২

'বানরগণ! আপনাদের কথিত, যুদ্ধে মহাবলশালী রাবণ কর্তৃক নিহত জটায়ু নামক পক্ষী হল আমার ভাই।

বৃদ্ধভাবাদপক্ষত্বাচ্ছৃণ্বংস্তদপি মর্ষয়ে।
নহি মে শক্তিরস্ত্যদ্য ভ্রাতুর্বৈরবিমোক্ষণে॥ ৩

'এখন আমি বৃদ্ধ এবং পক্ষবিহীন। ভাইয়ের শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতাও আমার নেই; সেইজন্য সব শুনেও আমি নীরবে সহ্য করছি।

পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে স চাহং চ জয়ৈষিণৌ।
আদিত্যমুপয়াতৌ স্বো জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্॥ ৪
আবৃত্যাকাশমার্গেণ জবেন স্বর্গতৌ ভৃশম্।
মধ্যং প্রাপ্তে তু সূর্যে তু জটায়ুরবসীদতি॥ ৫

'পুরাকালে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধের সময় সে এবং আমি ইন্দ্রকে জয় করার ইচ্ছায় দ্রুতবেগে আকাশপথে স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি; জ্বলন্ত সূর্যের নিকটবর্তী হলে, জটায়ু সূর্যের মধ্যাহ্নকালীন তেজে অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

তমহং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সূর্যরশ্মিভিরর্দিতম্।
পক্ষাভ্যাং ছাদয়ামাস স্নেহাৎ পরমবিহ্বলম্॥ ৬

'সূর্যরশ্মির দ্বারা পীড়িত ভাইকে দেখে আমি স্নেহবশত অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে আমার পক্ষদ্বয় দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করলাম।

নির্দগ্ধপত্রঃ পতিতো বিন্ধ্যেঽহং বানরর্ষভাঃ।
অহমস্মিন্ বসন্ ভ্রাতুঃ প্রবৃত্তিং নোপলক্ষয়ে॥ ৭

'বানরশিরোমণি! আমার পক্ষযুগল নিঃশেষে দগ্ধ হয় গেল, আমি বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হলাম। তখন থেকে আমি এইখানে বাস করতে থাকায়, ভাইয়ের আর কোনো খবর পাইনি (আজই প্রথম আপনাদের মুখ থেকে তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম)।'

জটায়ুষস্ত্বেবমুক্তো ভ্রাত্রা সম্পাতিনা তদা।
যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রত্যুবাচাঙ্গদস্তদা॥ ৮

জটায়ুর ভাই সম্পাতি এইরূপ বললে, মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ তখন তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

জটায়ুষো যদি ভ্রাতা শ্রুতং তে গদিতং ময়া।
আখ্যাহি যদি জানাসি নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ॥ ৯

'আপনি যদি জটায়ুর ভাই হয়ে থাকেন, যদি আপনি আমার কথিত ভাষণ শুনে থাকেন, সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি তা আমাদের বলুন।

অদীর্ঘদর্শিনঃ তং বৈ রাবণং রাক্ষসাধমম্।
অন্তিকে যদি বা দূরে যদি জানাসি শংস নঃ॥ ১০

'অদূরদর্শী অধম রাক্ষস রাবণ নিকটে বা দূরে যেখানেই থাকুক না কেন, যদি আপনি তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকেন তাহলে আমাদের বলুন।'

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো জটায়ুষঃ।
আত্মানুরূপং বচনং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ১১

তখন জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাতেজস্বী সম্পাতি সম্যক্‌রূপে বানরদের আনন্দ বর্ধিত করে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত বাক্যই বললেন—

নির্দগ্ধপক্ষো গৃধ্রোঽহং গতবীর্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বাঙ্মাত্রেণ তু রামস্য করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্॥ ১২

'হে বানরগণ! আমি দগ্ধপক্ষ, বীরত্বহীন গৃধ্র; (অতএব আমি দৈহিক বল দ্বারা শ্রীরামের কোনো হিতকর্ম করতে অক্ষম) কিন্তু বাক্যের দ্বারা রামচন্দ্রকে উত্তমরূপে সহায়তা করব।

জানামি বারুণাঁল্লোকান্ বিষ্ণোস্ত্রৈবিক্রমানপি।

দেবাসুরবিমর্দাংশ্চ হ্যমৃতস্য বিমন্থনম্॥ ১৩

'আমি বরুণের লোকসমূহ জানি, ভগবান বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম রূপধারণের বৃত্তান্তও আমার জানা আছে। দেবাসুরের সংগ্রাম তথা অমৃতমন্থনের ঘটনা সম্পর্কেও আমি অবহিত।

রামস্য যদিদং কার্যং কর্তব্যং প্রথমং ময়া।
জরয়া চ হৃতং তেজঃ প্রাণাশ্চ শিথিলা মম॥ ১৪

'বার্ধক্যের কারণে আমার তেজ নষ্ট হয়েছে, প্রাণশক্তিও শিথিল হয়েছে ; তথাপি রামচন্দ্রের এই যে কাজ, তাই আমার প্রথম কর্তব্য।

তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা॥ ১৫

'দুরাত্মা রাবণকে এক সর্বাভরণে সুসজ্জিতা রূপবতী তরুণীকে হরণ করে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি।

ক্রোশন্তী রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী।
ভূষণান্যপবিধ্যন্তী গাত্রাণি চ বিধুন্বতী॥ ১৬

'সেই মানিনী 'হা রাম ! হা রাম ! হায় লক্ষ্মণ !' বলে চিৎকার করতে করতে, আপন অলংকারসমূহ ভূমিতে নিক্ষেপ করছিলেন, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ প্রকম্পিত হচ্ছিল।

সূর্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্।
অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বা তড়িদম্বুদে॥ ১৭

'পর্বতশিখরে পতিত সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল তাঁর সুন্দর রেশমীবস্ত্র। কৃষ্ণবর্ণের রাক্ষসের পাশে যা ছিল মেঘের কোলে বিদ্যুন্মালাতুল্য।

তাং তু সীতামহং মন্যে রামস্য পরিকীর্তনাৎ।
শ্রূয়তাং মে কথয়তো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ॥ ১৮

'শ্রীরামচন্দ্রের নাম শুনে আমি মনে করেছিলাম তিনিই সীতা। আমি বলছি সেই রাক্ষসের নিবাস কোথায়, আপনারা শুনুন।

পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কা রাবণো নাম রাক্ষসঃ॥ ১৯

'মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের সাক্ষাৎ ভাই রাবণ নামক সেই রাক্ষস লঙ্কা নামক নগরীতে বাস করে।

ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনে।
তস্মিঁল্লঙ্কা পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা॥ ২০

'এখান থেকে ঠিক একশো[১] যোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত অত্যন্ত রমণীয় সেই লঙ্কাপুরী।

জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ।
প্রাসাদৈর্হেমবর্ণৈশ্চ মহদ্ভিঃ সুসমাকৃতা॥ ২১

'সেখানে স্বর্ণময় সুন্দর বিচিত্র দরজা, সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট সুমহান প্রাসাদসমূহ এবং কাঞ্চন-বেদিসমূহ দ্বারা সেই নগরী সুসজ্জিতা।

প্রাকারেণার্কবর্ণেন মহতা চ সমন্বিতা।
তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌশেয়বাসিনী॥ ২২

'এই নগরী সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুবিশাল প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে রেশমীবস্ত্র পরিহিতা সীতা অতি দীনভাবে বাস করছেন।

রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
জনকস্যাত্মজাং রাজ্ঞস্তস্যাং দ্রক্ষ্যথ মৈথিলীম্॥ ২৩

'রাজা রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীদের দ্বারা সুরক্ষিতা হয়ে সীতা অবরুদ্ধা। আপনারা সেখানে যেতে পারলে জনকরাজার কন্যা মৈথিলী সীতাকে দেখতে পাবেন।

লঙ্কায়ামথ গুপ্তায়াং সাগরেণ সমন্ততঃ।
সম্প্রাপ্য সাগরস্যান্তং সম্পূর্ণং শতযোজনম্॥ ২৪
আসাদ্য দক্ষিণং তীরং ততো দ্রক্ষ্যথ রাবণম্।
তত্রৈব ত্বরিতাঃ ক্ষিপ্রং বিক্রমধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৫

'চতুর্দিক থেকে সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত লঙ্কা নগরী। ঠিক একশো যোজন সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে, তার দক্ষিণতটে রাবণের দর্শন লাভ হবে ; বানরবৃন্দ ! আপনারা শীঘ্রই সমুদ্র অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের পরাক্রমের পরিচয় দিন।

জ্ঞানেন খলু পশ্যামি দৃষ্ট্বা প্রত্যাগমিষ্যথ।
আদ্যঃ পন্থাঃ কুলিঙ্গানাং যে চান্যে ধান্যজীবিনঃ॥ ২৬

[১]একশো যোজন—চারশো ক্রোশ

'আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা সীতাদর্শন করে প্রত্যাবর্তন করবেন। আকাশের প্রথম পথ হল চড়ুই এবং অন্যান্য ধান্যজীবী অর্থাৎ পায়রা প্রভৃতি পাখিদের পথ।

দ্বিতীয়ো বলিভোজানাং যে চ বৃক্ষফলাশনাঃ।
ভাসাস্তৃতীয়ং গচ্ছন্তি ক্রৌঞ্চাশ্চ কুররৈঃ সহ॥ ২৭

'আকাশের দ্বিতীয় পথ হল কাক তথা বৃক্ষের ফলভোজনকারী অন্যান্য পাখিদের। এর উপরে তৃতীয় পথে গমন করে শকুন, ক্রৌঞ্চ এবং চিল।

শ্যেনাশ্চতুর্থং গচ্ছন্তি গৃধ্রা গচ্ছন্তি পঞ্চমম্।
বলবীর্যোপপন্নানাং রূপযৌবনশালিনাম্॥ ২৮
ষষ্ঠস্তু পন্থা হংসানাং বৈনতেয়গতিঃ পরা।
বৈনতেয়াচ্চ নো জন্ম সর্বেষাং বানরর্ষভাঃ॥ ২৯

'রাজপাখিরা গমন করে চতুর্থ পথে এবং পঞ্চম পথে বিহার করে শকুনের দল। আর রূপযৌবনসম্পন্ন বলবীর্যশালী হংসের দল বিচরণ করে ষষ্ঠ মার্গে। তদুপরি সপ্তমমার্গ হল বিনতার পুত্র গরুড়ের পথ। হে বানরমুখ্যগণ! এই গরুড় থেকেই আমাদের জন্ম।

গর্হিতং তু কৃতং কর্ম যেন স্ম পিশিতাশিনঃ।
প্রতিকার্যং চ মে তস্য বৈরং ভ্রাতৃকৃতং ভবেৎ॥ ৩০

'পূর্বজন্মের কোনো নিন্দিত কর্মের ফলেই এই জন্মে মাংসাহারী হয়েছি। আপনাদের সহায়তা করেই আমি আমার ভ্রাতৃশত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা।
অস্মাকমপি সৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং তথা॥ ৩১

'আমি এখান থেকেই রাবণ এবং সীতাকে দেখতে পাচ্ছি। আমরাও গরুড়ের মতো দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম।

তস্মাদাহারবীর্যেণ নিসর্গেণ চ বানরাঃ।
আযোজনশতাৎ সাগ্রাদ্ বয়ং পশ্যাম নিত্যশঃ॥ ৩২

'বানরগণ! সেইজন্যই আহারের শক্তিদ্বারা তথা স্বাভাবিক শক্তির সাহায্যে সর্বদা আমরা শতযোজনের অগ্রভাগ (অর্থাৎ শতযোজন দূরে যা অবস্থিত তার অগ্রভাগ) পর্যন্ত দেখতে সক্ষম।

অস্মাকং বিহিতা বৃত্তির্নিসর্গেণ চ দূরতঃ।
বিহিতা বৃক্ষমূলে তু বৃত্তিশ্চরণযোধিনাম্॥ ৩৩

'আমাদের জীবিকাবৃত্তি হল দূর থেকে ভক্ষ্যবস্তু লক্ষ্য করা; কিন্তু কুক্কুটাদি পাখির জীবনবৃত্তি বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে মূল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিল্লঙ্ঘনে লবণাম্ভসঃ।
অভিগম্য তু বৈদেহীং সমৃদ্ধার্থা গমিষ্যথ॥ ৩৪

'এখন এই লবণাক্ত বারিপূর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় অনুসন্ধান করে বিদেহকুমারী সীতার নিকট গিয়ে সফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করুন।

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৫

'এখন আমি আপনাদের সহায়তায় সমুদ্রের নিকটে যেতে চাই। সমুদ্রের জলে আমি পরলোকগত মহাত্মা ভ্রাতা জটায়ুর জন্য তর্পণ করব।'

ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।
নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সুমহৌজসঃ॥ ৩৬
তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্।
বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে॥ ৩৭

তখন মহাতেজস্বী বানরেরা দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে নদ-নদীদের প্রভু সমুদ্রের তীরদেশে নিয়ে গেলেন এবং তর্পণের পরে পুনরায় তাঁকে তাঁরা পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেন; সীতার সংবাদ জেনে বানরেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলেন।

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

—o—

উনষষ্টিতম সর্গ

নিজের পুত্র সুপার্শ্বের কাছ থেকে সীতা ও রাবণের দর্শনের ঘটনা জেনে সম্পাতি কর্তৃক তার বর্ণনা

ততস্তদমৃতাস্বাদং গৃধ্ররাজেন ভাষিতম্‌।
নিশম্য বদতা হৃষ্টাস্তে বচঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ১

এইভাবে বানরশ্রেষ্ঠরা গৃধ্ররাজের অমৃততুল্য বচন, শান্ত মধুর ভাষণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

জাম্ববান্‌ বানরশ্রেষ্ঠঃ সহ সর্বৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
ভূতলাৎ সহসোত্থায় গৃধ্ররাজানমব্রবীৎ॥ ২

সকল বানর এবং ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাম্ববান বানরমুখ্যদের সঙ্গে সহসা ভূমি থেকে উত্থিত হয়ে গৃধ্ররাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্ব সীতা কেন বা দৃষ্টা কো বা হরতি মৈথিলীম্‌।
তদাখ্যাতু ভবান্‌ সর্বং গতির্ভব বনৌকসাম্‌॥ ৩

'কোথায় সীতা ? কে-ই বা দেখেছেন ? মিথিলা-কুমারীকে কে হরণ করেছেন ? এইসব বৃত্তান্ত আপনি আমাদের বলুন। আপনি আমাদের বনবাসীদের আশ্রয় হোন।

কো দাশরথিবাণানাং বজ্রবেগনিপাতিনাম্‌।
স্বয়ং লক্ষ্মণমুক্তানাং ন চিন্তয়তি বিক্রমম্‌॥ ৪

'বজ্রবেগতুল্য আঘাতকারী দশরথনন্দন রামের বাণ, স্বয়ং লক্ষ্মণ-নিক্ষিপ্ত বাণের পরাক্রম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কে সেই ধৃষ্ট ?'

স হরীন্‌ প্রতিসম্মুক্তান্‌ সীতাশ্রুতিসমাহিতান্‌।
পুনরাশ্বাসয়ন্‌ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

উপবাস ত্যাগ করে বানরেরা সীতার বৃত্তান্ত শোনার জন্য একাগ্রচিত্ত হলেন ; সম্পাতি তাঁদের পুনরায় প্রীতিপূর্বক আশ্বাসিত করে বললেন—

শ্রূয়তামিহ বৈদেহ্যা যথা মে হরণং শ্রুতম্‌।
যেন চাপি মমাখ্যাতং যত্র চায়তলোচনা॥ ৬

'বিদেহরাজকুমারী আয়তলোচনা সীতা কীভাবে অপহৃতা হয়েছেন এবং তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আমি যা জেনেছি তা আপনারা শুনুন।

অহমস্মিন্‌ গিরৌ দুর্গে বহুযোজনমায়তে।
চিরান্নিপতিতো বৃদ্ধঃ ক্ষীণপ্রাণপরাক্রমঃ॥ ৭

'আমি বৃদ্ধ। পরাক্রমও প্রায় অবলুপ্ত। প্রাণশক্তি ক্ষীণ। এই বহুযোজনব্যাপী দুর্গমপর্বতে দীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থানরত।

তং মামেবঙ্গতং পুত্রঃ সুপার্শ্বো নাম নামতঃ।
আহারেণ যথাকালং বিভর্তি পততাং বরঃ॥ ৮

'এইরূপ অবস্থায় আমার পুত্র যার নাম সুপার্শ্ব ; সে আমাকে যথাসময়ে আহার দিয়ে প্রতিদিন আমার ভরণ-পোষণ করে।

তীক্ষ্ণকামাস্তু গন্ধর্বাস্তীক্ষ্ণকোপা ভুজঙ্গমাঃ।
মৃগাণাং তু ভয়ং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণক্ষুধা বয়ম্‌॥ ৯

'যেমন গন্ধর্বদের কামভাব তীব্র, ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পদের কোপ অতি উগ্র, হরিণদের মধ্যে ভয় অত্যধিক, তেমনি আমাদের মধ্যে ক্ষুধা অতি প্রবল।

স কদাচিৎ ক্ষুধার্তস্য মমাহারাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
গতসূর্যেঽহনি প্রাপ্তো মম পুত্রো হ্যনামিষঃ॥ ১০

'একদিন আমি যখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহারের জন্য প্রতীক্ষারত তখন সে (আমার পুত্র) খাদ্যান্বেষণ করেও দিবাবসানে সূর্যাস্ত হলেও কোনো খাদ্য (মাংস) সংগ্রহ করতে পারল না।

স ময়াঽঽহারসংরোধাৎ পীড়িত প্রীতিবর্ধনঃ।
অনুমান্য যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১১

'আহার্য দিয়ে যে পুত্র আমার প্রীতিবর্ধন করত সেইদিন সে খাদ্য না-আনায় আমি তাকে কঠোরভাষায় তিরস্কার করি ; কিন্তু সে তা মেনে নিয়ে আমাকে যথোচিতভাবে বলেছিল—

অহং তাত যথাকালমামিষার্থী খমাপ্লুতঃ।
মহেন্দ্রস্য গিরের্দ্বারমাবৃত্য সুসমাশ্রিতঃ॥ ১২

"হে পিতা ! মাংসলাভের আশায় আমি যথা সময়ে আকাশে উড়ি এবং মহেন্দ্রপর্বতের দ্বারদেশ অবরুদ্ধ করে দণ্ডায়মান হই।

তত্র সত্ত্বসহস্রাণাং সাগরান্তরচারিণাম্‌।
পন্থানমেকোঽধ্যবসং সন্নিরোদ্ধুমবাঙ্মুখঃ॥ ১৩

"সেইখানে সাগরের মধ্যে বিচরণকারী সহস্র সহস্র জলচর জন্তুর পথরুদ্ধ করে মুখ নীচের দিকে রেখে আমি একাই অবস্থান করছিলাম।

তত্র কশ্চিন্ময়া দৃষ্টঃ সূর্যোদয়সমপ্রভাম্।
স্ত্রিয়মাদায় গচ্ছন্ বৈ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ॥ ১৪

'সেখানে আমি দেখলাম মথিত কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের এক পুরুষ সূর্যোদয়ের তুল্য প্রভাসম্পন্না এক স্ত্রীলোককে নিয়ে যাচ্ছে।

সোঽহমভ্যবহারার্থং তৌ দৃষ্ট্বা কৃতনিশ্চয়ঃ।
তেন সাম্না বিনীতেন পন্থানমনুযাচিতঃ॥ ১৫

"তাদের দুজনকে দেখে আমি আপনার ভোজনের জন্য তাদেরকে সংগ্রহের সংকল্প করলাম ; কিন্তু সেই পুরুষ বিনীতভাবে আমার কাছে যাত্রাপথ[১] প্রার্থনা করলেন।

নহি সামোপপন্নানাং প্রহর্তা বিদ্যতে ভুবি।
নীচেষ্বপি জনঃ কশ্চিৎ কিমঙ্গ বত মদ্বিধঃ॥ ১৬

"হে পিতা ! ভূতলে অধম পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে বিনয়যুক্ত সুমিষ্টভাষীকে প্রহার করতে সক্ষম ? তাহলে আমার মতো কুলীন প্রাণীর পক্ষে তা কীরূপে করা সম্ভব ?

স যাতস্তেজসা ব্যোম সংক্ষিপন্নিব বেগিতঃ।
অথাহং খেচরৈর্ভূতৈরভিগম্য সভাজিতঃ॥ ১৭

"তখন সে সতেজে আকাশ ব্যাপ্ত করে সবেগে চলে গেল। সে চলে গেলে আকাশচারী সিদ্ধচারণ আদিগণ নিকট এসে আমাকে সম্মানিত করলেন।"

দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি হ্যব্রুবন্ মাং মহর্ষয়ঃ।
কথঞ্চিৎ সকলত্রোঽসৌ গতস্তে স্বস্ত্যসংশয়ম্॥ ১৮

'মহর্ষি আমাকে বললেন—"সৌভাগ্যবশত সীতা জীবিত আছেন। তোমার দৃষ্টিপাতের পরেও সেই পুরুষ স্ত্রীকে নিয়ে সকুশল চলে গেলেন, তোমার মঙ্গল হবে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

এবমুক্তস্ততোঽহং তৈঃ সিদ্ধৈঃ পরমশোভনৈঃ।
স চ মে রাবণো রাজা রক্ষসাং প্রতিবেদিতঃ॥ ১৯

'তাঁরা পুনরায় আমাকে এইরূপ বললেন যে, সেই পুরুষ হলেন রাক্ষসদের রাজা রাবণ।

পশ্যন্ দাশরথের্ভার্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্।
ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্॥ ২০
রামলক্ষ্মণয়োর্নাম ক্রোশন্তীং মুক্তমূর্ধজাম্।
এষ কালাত্যয়স্তাত ইতি বাক্যবিদাং বরঃ॥ ২১
এতদর্থং সমগ্রং মে সুপার্শ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বাপি হি মে বুদ্ধির্নাসীৎ কাচিৎ পরাক্রমে॥ ২২

'জনকতনয়া তথা দশরথনন্দন শ্রীরামের পত্নী শোকাবেগে পরাজিতা এবং তাঁর বস্ত্র-অলংকারাদি স্খলিত হচ্ছিল। হে তাত ! তাঁর কেশরাশি আলুলায়িত, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রাম এবং লক্ষ্মণের নাম ধরে চিৎকার করছেন। এইজন্যই আমার বিলম্ব ঘটেছে।' বাক্‌নিপুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুপার্শ্ব আমার সম্মুখে এইরূপে ঘটনার বর্ণনা করল। এইসব শুনেও আমার মনে পরাক্রম প্রকাশ করার কোনো চিন্তা এল না।

অপক্ষো হি কথং পক্ষী কর্ম কিঞ্চিৎ সমারভেৎ।
যৎ তু শক্যং ময়া কর্তুং বাগ্বুদ্ধিগুণবর্তিনা॥ ২৩
শ্রূয়তাং তত্র বক্ষ্যামি ভবতাং পৌরুষাশ্রয়ম্।

'আমি পক্ষবিহীন পক্ষী, কী করেই বা বীরত্বব্যঞ্জক কর্ম করব। আমি কেবল বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা গুণসংযুক্ত কার্য করতে সক্ষম। এটিই আমার স্বভাব। আপনাদের পৌরুষের দ্বারাই যে কার্য সিদ্ধ হতে পারে তাই আমি বলছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

বাঙ্মতিভ্যাং হি সর্বেষাং করিষ্যামি প্রিয়ং হি বঃ॥ ২৪
যদ্ধি দাশরথেঃ কার্যং মম তন্নাত্র সংশয়ঃ।

'বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা আমি আপনাদের সকল প্রিয়কার্য সাধন করব। যেহেতু দশরথপুত্র রামচন্দ্রের কর্মই আমার প্রিয় কর্ম, এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

তদ্ ভবন্তো মতিশ্রেষ্ঠা বলবন্তো মনস্বিনঃ॥ ২৫
প্রহিতাঃ কপিরাজেন দেবৈরপি দুরাসদাঃ।

'আপনারাও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, বলবান এবং মনস্বী। দেবতাদের দ্বারাও আপনাদের জয় করা

[১]পথ ছেড়ে দিতে বললেন।

দুঃসাধ্য। বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক আপনারা প্রেরিত হয়েছেন।

রামলক্ষ্মণবাণাশ্চ বিহিতাঃ কঙ্কপত্রিণঃ॥ ২৬
ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্যাপ্তাস্ত্রাণনিগ্রহে।

'শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের কঙ্কপত্রসমন্বিত যে বাণ তা বিধাতারই সৃষ্টি। ওই বাণ ত্রিলোককে রক্ষা ও দমন করতে পর্যাপ্তরূপে সক্ষম।

কামং খলু দশগ্রীবস্তেজোবলসমন্বিতঃ।
ভবতাং তু সমর্থানাং ন কিঞ্চিদপি দুষ্করম্॥ ২৭

'দশগ্রীবাবিশিষ্ট রাবণ যদিও যথেষ্ট তেজস্বী এবং বলবান ; কিন্তু আপনারাও শক্তি এবং বিক্রমে তার উপযুক্ত। অতএব, আপনাদের পক্ষে তাকে পরাস্ত করা কঠিন হবে না।

তদলং কালসঙ্গেন ক্রিয়তাং বুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
নহি কর্মসু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ॥ ২৮

'অতএব অধিক সময় নষ্ট না করে, বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প গ্রহণ করুন। কারণ আপনাদের মতো বুদ্ধিমানেরা কখনো কার্যে বিলম্ব করে না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গঃ॥ ৫৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম সর্গ (৬০)

সম্পাতির আত্মকথা

ততঃ কৃতোদকং স্নাতং তং গৃধ্রং হরিযূথপাঃ।
উপবিষ্টা গিরৌ রম্যে পরিবার্য সমন্ততঃ॥ ১

তারপর সেই গৃধ্র সম্পাতি তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে তর্পণ এবং স্নান সমাপ্ত করলে বানরযূথপতিগণ সেই রমণীয় পর্বতে তাঁকে পরিবেষ্টন করে উপবেশন করলেন।

তমঙ্গদমুপাসীনং তৈঃ সর্বৈর্হরিভির্বৃতম্।
জনিতপ্রত্যয়ো হর্ষাৎ সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২

সেইসময় অঙ্গদও বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁর নিকটে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। সম্পাতিও বানরদের বিশ্বাসভাজন হয়ে আনন্দের সঙ্গে পুনরায় বললেন—

কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শৃণ্বন্তু হরয়ো মম।
তথ্যং সংকীর্তয়িষ্যামি যথা জানামি মৈথিলীম্॥ ৩

'ওহে বানরগণ! নীরবে একাগ্রচিত্তে আমার কথা শুনুন, মৈথিলী সীতাকে আমি যেরকম জানি তা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।

অস্য বিন্ধ্যস্য শিখরে পতিতোঽস্মি পুরানঘ।
সূর্যতাপপরীতাঙ্গো নির্দগ্ধঃ সূর্যরশ্মিভিঃ॥ ৪

'আমি বহুদিন পূর্বে এই বিন্ধ্য পর্বতের চূড়ায় পতিত হয়েছি ; তখন সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে আমার সমস্ত অঙ্গ নিদারুণভাবে দগ্ধ হয়েছে।

লব্ধসংজ্ঞস্তু ষড়্‌রাত্রাদ্ বিবশো বিহ্বলন্নিব।
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বা নাভিজানামি কিঞ্চন॥ ৫

'ছয় রাত্রির পরে যখন আমার সংজ্ঞা হল তখন আমি বিবশ, বিহ্বল। চারদিকে তাকিয়ে দেখছি, কিন্তু কিছুই চিনতে পারছি না।

ততস্তু সাগরাঞ্ছৈলান্ নদীঃ সর্বাঃ সরাংসি চ।
বনানি চ প্রদেশাংশ্চ নিরীক্ষ্য মতিরাগতা॥ ৬

'অনন্তর সমুদ্র, সকল পর্বত, নদী, সরোবরসমূহ, বনভূমি এবং প্রদেশগুলি দেখে আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এল।

হৃষ্টপক্ষিগণাকীর্ণঃ কন্দরোদরকূটবান্।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে বিন্ধ্যোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ॥ ৭

'হর্ষোৎফুল্ল পাখিদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, গিরিগুহাশৃঙ্গ সমৃদ্ধ এইস্থান নিশ্চয় দক্ষিণসমুদ্র তীরবর্তী বিন্ধ্যপর্বত (আমার অর্থাৎ সম্পাতির এইরূপ মনে হয়েছিল)।

আসীচ্চাত্রাশ্রমং পুণ্যং সুরৈরপি সুপূজিতম্।
ঋষির্নিশাকরো নাম যস্মিন্নুগ্রতপাঽভবৎ॥ ৮

'পুরাকালে এখানে নিশাকর নামে এক কঠোর ঋষির পবিত্র আশ্রম ছিল। তিনি ছিলেন দেবতাদেরও অতি সম্মাননীয়।

অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি তেনাস্মিন্নৃষিণা গিরৌ।
বসতো মম ধর্মজ্ঞে স্বর্গতে তু নিশাকরে॥ ৯

'সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি নিশাকর স্বর্গে গমন করেছেন। তাঁর লোকান্তরের পর আট হাজার বৎসর এই পর্বতে বাস করছি।

অবতীর্য চ বিন্ধ্যাগ্রাৎ কৃচ্ছ্রেণ বিষমাচ্ছনৈঃ।
তীক্ষ্ণদর্ভাং বসুমতীং দুঃখেন পুনরাগতঃ॥ ১০

'সংজ্ঞা ফিরলে বিন্ধ্যপর্বতের উঁচু-নীচু শৃঙ্গ থেকে অত্যন্ত কষ্ট করে আমি অবতরণ করলাম। সেইস্থানের ভূমি তীক্ষ্ণ কুশমণ্ডিত; সেখান থেকেও কষ্ট করে আরও এগিয়ে গেলাম।

তমৃষিং দ্রষ্টুকামোঽস্মি দুঃখেনাভ্যাগতো ভৃশম্।
জটায়ুষা ময়া চৈব বহুশোঽধিগতো হি সঃ॥ ১১

'আমি সেই ঋষিকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত কষ্ট করেই এখানে এলাম। পূর্বে জটায়ুর সঙ্গে আমি বহুবার তাঁর নিকটে গিয়েছি।

তস্যাশ্রমপদাভ্যাশে ববুর্বাতাঃ সুগন্ধিনঃ।
বৃক্ষো নাপুষ্পিতঃ কশ্চিদফলো বা ন দৃশ্যতে॥ ১২

'সেই আশ্রমের নিকটে সুগন্ধী বাতাস বইছিল। সেখানে ফুল অথবা ফল-বর্জিত কোনো বৃক্ষ দেখা যাচ্ছিল না।

উপেত্য চাশ্রমং পুণ্যং বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
দ্রষ্টুকামঃ প্রতীক্ষে চ ভগবন্তং নিশাকরম্॥ ১৩

'সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করে আমি একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়ে, ভগবান নিশাকরকে দর্শনের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

অথ পশ্যামি দূরস্থমৃষিং জ্বলিততেজসম্।
কৃতাভিষেকং দুর্ধর্ষমুপাবৃত্তমুদঙ্মুখম্॥ ১৪

'আপন তপস্যার তেজে উজ্জ্বল সেই ঋষিকে দূরে উত্তর দিক থেকে স্নান করে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন তপস্যায় অপরাজেয়।

তমৃক্ষাঃ সৃমরা ব্যাঘ্রাঃ সিংহা নানাসরীসৃপাঃ।
পরিবার্যোপগচ্ছন্তি দাতারং প্রাণিনো যথা॥ ১৫

'প্রাণীরা যেমন দাতাকে পরিবেষ্টন করে থাকে, তেমনি ভল্লুক, হরিণ, বাঘ, সিংহ, নানাবিধ সরীসৃপের দল-পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি আসছিলেন।

ততঃ প্রাপ্তমৃষিং জ্ঞাত্বা তানি সত্ত্বানি বৈ যযুঃ।
প্রবিষ্টে রাজনি যথা সর্বং সামাত্যকং বলম্॥ ১৬

'রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে মন্ত্রীসহ সৈন্যরা যেমন প্রত্যাবর্তন করেন, তেমনি ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করার পর, সেই পশুর দল ফিরে চলে গেল।

ঋষিস্তু দৃষ্ট্বা মাং তুষ্টঃ প্রবিষ্টশ্চাশ্রমং পুনঃ।
মুহূর্তমাত্রান্নির্গম্য ততঃ কার্যমপৃচ্ছত॥ ১৭

'ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করে আমাকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মুহূর্তের জন্য আশ্রমের ভেতরে গিয়ে আবার ফিরে এসে আমার আগমনের হেতু জানতে চাইলেন।

সৌম্য বৈকল্যতাং দৃষ্ট্বা রোম্ণাং তে নাবগম্যতে।
অগ্নিদগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ প্রাণাশ্চাপি শরীরকে॥ ১৮

'তিনি বললেন—"হে সৌম্য! তোমার দেহ বিকল হয়েছে, দেহের রোমরাজিও দেখা যাচ্ছে না এবং পক্ষদ্বয় দগ্ধ; এই অবস্থায় তোমার শরীরে কেবল প্রাণের অস্তিত্বই আছে।

গৃধ্রৌ দ্বৌ দৃষ্টপূর্বৌ মে মাতরিশ্বসমৌ জবে।
গৃধ্রাণাং চৈব রাজানৌ ভ্রাতরৌ কামরূপিণৌ॥ ১৯

"আমি পূর্বে মাতরিশ্বার সমান বেগসম্পন্ন দুই গৃধ্রকে দেখেছিলাম। যারা ছিল পরস্পর দুই ভাই; তারা ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম এবং তারাই গৃধ্রদের রাজা।

জ্যেষ্ঠোঽবিতস্ত্বং সম্পাতে জটায়ুরনুজস্তব।
মানুষং রূপমাস্থায় গৃহ্নীতাং চরণৌ মম॥ ২০

"হে সম্পাতি! তুমিই ছিলে জ্যেষ্ঠ; আমি তোমাকে

চিনতে পেরেছি। জটায়ু তোমার ভাই। তোমরা দুজনে মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমার চরণবন্দনা করেছিলে।

কিং তে ব্যাধিসমুত্থানং পক্ষয়োঃ পতনং কথম্।
দণ্ডো বায়ং ধৃতঃ কেন সর্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ॥ ২১

"তুমি কি অসুস্থ হয়েছ ? পক্ষযুগল কীভাবে বিনষ্ট হল ? তুমি কি কারও দ্বারা দণ্ডিত হয়েছ ? কে সেই শাস্তিদাতা ? এই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমাকে দাও।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ (৬১)

নিশাকর মুনির নিকট সম্পাতির আপন পক্ষ দগ্ধ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা

ততস্তদ্ দারুণং কর্ম দুষ্করং সহসা কৃতম্।
আচচক্ষে মুনেঃ সর্বং সূর্যানুগমনং তথা॥ ১

'মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তখন আমার সহসা-কৃত সকল দারুণ দুষ্কর কর্ম— সূর্যানুগমনের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলাম।

ভগবন্ ব্রণযুক্তত্বাল্লজ্জয়া চাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
পরিশ্রান্তো ন শক্নোমি বচনং পরিভাষিতুম্॥ ২

'আমি বললাম—হে ভগবন্! আমার শরীর ক্ষতযুক্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাকুল ; আমি ক্লান্ত, সেইজন্য আমি ভালোভাবে কথাও বলতে পারছি না।

অহং চৈব জটায়ুশ্চ সংঘর্ষাদ্ গর্বমোহিতৌ।
আকাশং পতিতৌ দূরাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাক্রমম্॥ ৩

'আমি এবং আমার ভাই জটায়ু সংঘর্ষের কারণে (দেবতাদের[১] সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের কারণে) গর্বে মোহিত হয়ে পরাক্রম প্রকাশের জন্য দূর আকাশের উদ্দেশে উড়তে আরম্ভ করি।

কৈলাসশিখরে বদ্ধা মুনীনামগ্রতঃ পণম্।
রবিঃ স্যাদনুযাতব্যো যাবদস্তং মহাগিরিম্॥ ৪

'কৈলাস পর্বতে অবস্থিত মুনীদের সামনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, সূর্যদেব অস্তাচলে যাওয়ার পূর্বেই আমরা তাঁর নিকট পৌঁছব।

অপ্যাবাং যুগপৎ প্রাপ্তাবপশ্যাব মহীতলে।
রথচক্রপ্রমাণানি নগরাণি পৃথক্ পৃথক্॥ ৫

'আমরা দুজনেই দূর আকাশে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে পৃথিবীর পৃথক পৃথক নগরীগুলি রথচক্রের ন্যায় দৃশ্যমান হচ্ছিল।

ক্বচিদ্ বাদিত্রঘোষশ্চ ক্বচিদ্ ভূষণনিঃস্বনঃ।
গায়ন্তীঃ স্মাঙ্গনা বহ্বীঃ পশ্যাবো রক্তবাসসঃ॥ ৬

'সেখানে কোথাও যেন বাজনার শব্দ, কোথাও বা অলংকারের ঝংকার শ্রুত হচ্ছিল। সুন্দরী রমণীদের অগ্নিতুল্য রক্তবস্ত্র পরিধান করে গান গাইতে দেখা যাচ্ছিল।

তূর্ণমুৎপত্য চাকাশমাদিত্যপদমাস্থিতৌ।
আবামালোকয়াবস্তদ্ বনং শাদ্বলসংস্থিতম্॥ ৭

'দ্রুত আমরা সেইস্থান থেকে ঊর্ধ্বে সূর্যের গতিপথে উঠে, অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পৃথিবীর বনভূমিকে শ্যামল তৃণভূমির রূপে দেখতে পেলাম।

উপলৈরিব সংছন্না দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চয়ৈঃ।
আপগাভিশ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্ধরা॥ ৮

---

[১]সর্গ ৫৮ শ্লোক ৪,৫।

'পর্বতরাজির কারণে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর ভূমি যেন প্রস্তরাচ্ছাদিত ; তদুপরি নদীর জলধারাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধরিত্রীর বক্ষে যজ্ঞোপবীত।

হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ।
ভূতলে সম্প্রকাশন্তে নাগা ইব জলাশয়ে॥ ৯
তীব্রঃ স্বেদশ্চ খেদশ্চ ভয়ং চাসীৎ তদাবয়োঃ।
সমাবিশত মোহশ্চ ততো মূর্চ্ছা চ দারুণা॥ ১০

'হিমালয়, বিন্ধ্য, মেরু প্রভৃতি সুমহান পর্বতগুলিকে জলাশয়ে দণ্ডায়মান বড় বড় হাতির মতো দেখাচ্ছিল। তখন আমাদের দুজনের শরীর থেকে তীব্র ঘর্ম নিঃসরণ হতে লাগল ; আমরা অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করলাম। ভয় এবং মোহ আমাদের আবিষ্ট করল। আমরা দারুণভাবে মূর্চ্ছিত হলাম।

ন চ দিগ্ জ্ঞায়তে যাম্যা ন চাগ্নেয়ী ন বারুণী।
যুগান্তে নিয়তো লোকো হতো দগ্ধ ইবাগ্নিনা॥ ১১

'দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে সেই সময় দক্ষিণ দিক[১], পশ্চিম দিক[২] এবং অগ্নি কোণ প্রভৃতির জ্ঞান হারালাম। মনে হচ্ছিল যেন যুগান্তের কালাগ্নিতে পৃথিবী দগ্ধ হচ্ছে।

মনশ্চ মে হতং ভূয়শ্চক্ষুঃ প্রাপ্য তু সংশ্রয়ম্।
যত্নেন মহতা হ্যস্মিন্ মনঃ সন্ধায় চক্ষুষী॥ ১২
যত্নেন মহতা ভূয়ো ভাস্করঃ প্রতিলোকিতঃ।
তুল্যপৃথ্বীপ্রমাণেন ভাস্করঃ প্রতিভাতি নৌ॥ ১৩

'আমার মন তখন চক্ষুকে আশ্রয়রূপে পেয়েও বিনষ্ট হয়ে গেল—চক্ষু তার দৃষ্টিশক্তি হারাল। আমিও মন এবং চক্ষুকে সক্রিয় করতে সচেষ্ট হলাম। অনেক চেষ্টা করে আমি পুনরায় সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হলাম। তখন সূর্যদেবকে আমার পৃথিবী[৩] তুল্য বলেই মনে হল।

জটায়ুর্মামনাপৃচ্ছ্য নিপপাত মহীং ততঃ।
তং দৃষ্ট্বা তূর্ণমাকাশাদাত্মানং মুক্তবানহম্॥ ১৪

'জটায়ু আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই পৃথিবীতে অবতরণ করতে আরম্ভ করল। তাকে নীচে নামতে দেখে আমিও নিজেকে আকাশ থেকে মুক্ত করে দিলাম (অর্থাৎ নীচে নামতে শুরু করলাম)।

পক্ষাভ্যাং চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন প্রদহ্যত।
প্রমাদাৎ তত্র নির্দগ্ধঃ পতন্ বায়ুপথাদহম্॥ ১৫
আশঙ্কে তং নিপতিতং জনস্থানে জটায়ুষম্।
অহং তু পতিতো বিন্ধ্যে দগ্ধপক্ষো জড়ীকৃতঃ॥ ১৬

'আমি আমার পক্ষযুগল দ্বারা জটায়ুকে আচ্ছাদিত করলাম। ভ্রান্তিবশত আমি নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে বায়ুপথে অবতরণ করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যে, জটায়ু জনস্থানেই পতিত হয়েছে। আমি পক্ষবিহীন অর্থাৎ দগ্ধপক্ষ অবস্থায় জড়বস্তুর ন্যায় এই বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হলাম।

রাজ্যাচ্চ হীনো ভ্রাত্রা চ পক্ষাভ্যাং বিক্রমেণ চ।
সর্বতা মর্তুমেবেচ্ছন্ পতিষ্যে শিখরাদ্ গিরেঃ॥ ১৭

'আমি রাজ্যহীন, ভ্রাতৃহীন অবস্থায় পক্ষ হারিয়ে তথা পরাক্রম হারিয়ে একবারে হৃতসর্বস্ব হয়েছি। একেবারে মারা যাবার ইচ্ছায় আমি পর্বত শিখর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছা করলাম।'

—o—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১॥

—o—

[১]যাম্যা—দক্ষিণদিক, [২]বারুণী—পশ্চিমদিক, [৩]পৃথিবীর মতো আয়তন বিশিষ্ট।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

নিশাকর মুনি কর্তৃক সম্পাতিকে সান্ত্বনাদান। শ্রীরামের কার্যে সহায়তার জন্য বেঁচে থাকার আদেশ দান

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠমরুদং ভৃশদুঃখিতঃ।
অথ ধ্যাত্বা মুহূর্তং চ ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ১

'মুনিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলে আমি দারুণভাবে রোদন করতে লাগলাম। অনন্তর ভগবান নিশাকর মুহূর্তকাল ধ্যান করে এইরূপ বললেন—

পক্ষৌ চ তে প্রপক্ষৌ চ পুনরন্যৌ ভবিষ্যতঃ।
চক্ষুষী চৈব প্রাণাশ্চ বিক্রমশ্চ বলং চ তে॥ ২

"হে সম্পাতি ! তোমার ছোট এবং বড় দুটি করে দুরকম পাখা গজাবে, তথা তোমার পরাক্রম, চক্ষু এবং প্রাণশক্তি সবই তুমি ফিরে পাবে।

পুরাণে সুমহৎ কার্যং ভবিষ্যং হি ময়া শ্রুতম্।
দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রুত্বা চ বিদিতং মম॥ ৩

"ভবিষ্যতের মহৎ কার্যসমূহের কথা আমি পুরাণে শুনেছি। তপস্যার দ্বারা আমি সেইসব কথা প্রত্যক্ষ করেছি এবং শ্রবণ করেছি।

রাজা দশরথো নাম কশ্চিদিক্ষ্বাকুবর্ধনঃ।
তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি॥ ৪

"ইক্ষ্বাকু বংশে দশরথ নামে কীর্তিবর্ধনকারী একজন রাজা হবেন ; এবং তাঁর মহাতেজস্বী পুত্রের নাম হবে রাম।

অরণ্যং চ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন গমিষ্যতি।
তস্মিন্নর্থে নিযুক্তঃ সন্ পিত্রা সত্যপরাক্রমঃ॥ ৫

"সত্যপরাক্রমী সেই রামচন্দ্র পিতার নির্দেশে তাঁরই আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে যাবেন।

নৈর্ঋতো রাবণো নাম তস্য ভার্যাং হরিষ্যতি।
রাক্ষসেন্দ্রো জনস্থানে অবধ্যঃ সুরদানবৈঃ॥ ৬

"বনবাসকালে জনস্থানে তাঁর পত্নীকে দেবতা ও দানবদের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ অপহরণ করবেন।

সা চ কামৈঃ প্রলোভ্যন্তী ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ মৈথিলী।
ন ভোক্ষ্যতি মহাভাগা দুঃখমগ্না যশস্বিনী॥ ৭

"কিন্তু মিথিলাকুমারী সীতা অত্যন্ত যশস্বিনী এবং সৌভাগ্যবতী। তিনি দুঃখিত অবস্থায় নানাবিধ কাম্য ও ভোগ্য বস্তু সেবনে তথা খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকবেন।

পরমান্নং চ বৈদেহ্যা জ্ঞাত্বা দাস্যতি বাসবঃ।
যদন্নমমৃতপ্রখ্যং সুরাণামপি দুর্লভম্॥ ৮

"দেবরাজ ইন্দ্র বিদেহকুমারীকে জেনে তাঁকে পরমান্ন প্রদান করবেন। (কারণ, সীতা রাক্ষস আলয়ে অশুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করবেন না) অমৃততুল্য ইন্দ্রের সেই অন্ন দেবতাদেরও দুর্লভ।

তদন্নং মৈথিলী প্রাপ্য বিজ্ঞায়েন্দ্রাদিদং ত্বিতি।
অগ্রমুদ্ধৃত্য রামায় ভূতলে নির্বপিষ্যতি॥ ৯

"মৈথিলী সীতা সেই অন্ন ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত জেনে, তা গ্রহণ করে, তার অগ্রভাগ রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভূতলে রাখবেন।

যদি জীবতি মে ভর্তা লক্ষ্মণো বাপি দেবরঃ।
দেবত্বং গচ্ছতোর্বাপি তয়োরন্নমিদং ত্বিতি॥ ১০

"তিনি বলবেন—'যদি আমার স্বামী (শ্রীরামচন্দ্র) এবং আমার দেবর লক্ষ্মণ জীবিত থাকেন অথবা দেবলোকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন ; তাঁদের উদ্দেশে আমি এই অন্ন নিবেদন করলাম।'

এষ্যন্তি প্রেষিতাস্তত্র রামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আখ্যেয়া রামমহিষী ত্বয়া তেভ্যো বিহঙ্গম॥ ১১

"রামচন্দ্রের দূতরূপে বহুসংখ্যক বানর সেখানে আসবে ; হে বিহঙ্গ ! তুমি রামমহিষী সীতার কথা তাঁদের জানাবে।

সর্বথা তু ন গন্তব্যমীদৃশঃ ক্ব গমিষ্যসি।
দেশকালৌ প্রতীক্ষস্ব পক্ষৌ ত্বং প্রতিপৎস্যসে॥ ১২

"তুমি এখন কোথাও যেতেও পারবে না আর এই অবস্থায় যাবেই বা কেমন করে ? উপযুক্ত দেশ এবং কালের জন্য তুমি প্রতীক্ষা করো। নূতন পাখা তুমি আবার লাভ করবে।

উৎসহেয়মহং কর্তুমদ্যৈব ত্বাং সপক্ষকম্।
ইহস্থস্ত্বং হি লোকানাং হিতং কার্যং করিষ্যসি॥ ১৩

"যদিও আমি আজই তোমায় পক্ষযুক্ত করতে পারি ; কিন্তু তুমি এইখানে থেকেই জগতের কল্যাণসাধন করবে (অর্থাৎ তুমি এখনই পক্ষযুক্ত হয়ে অন্যত্র চলে গেলে আর তোমার দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন হবে না। সেইজন্যই এখন আমি তোমাকে পাখা দিলাম না)।

ত্বয়াপি খলু তৎ কার্যং তয়োশ্চ নৃপপুত্রয়োঃ।
ব্রাহ্মণানাং গুরূণাং চ মুনীনাং বাসবস্য চ॥ ১৪

"তুমিই সেই রাজকুমারদ্বয়ের (রাম এবং লক্ষ্মণের) কার্যে সহায়তা কোরো। সেই কার্য কেবল তাঁদেরই নয় : তা ব্রাহ্মণদের, গুরুজনদের, মুনীদের এবং দেবরাজ ইন্দ্রেরও কার্য।"

ইচ্ছাম্যহমপি দ্রষ্টুং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
নেচ্ছে চিরং ধারয়িতুং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।
মহর্ষিস্ত্বব্রবীদেবং দৃষ্টতত্ত্বার্থদর্শনঃ॥ ১৫

'যদিও আমি সেই দুই ভাই রাম এবং লক্ষ্মণকে দর্শন করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণধারণ করার ইচ্ছা আমার নেই, আমি দেহত্যাগ করতেই আগ্রহী ; সেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষি আমাকে এইরূপ বলেছিলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৬৩)

সম্পাতির পক্ষলাভ। তাঁর দ্বারা বানরদের উৎসাহ দানপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ। বানরদেরও সেই স্থান ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করা

এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্বাক্যৈর্বাক্যবিশারদঃ।
মাং প্রশস্যাভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রবিষ্টঃ স স্বমালয়ম্॥ ১

'বাক্যবিশারদ মহর্ষি নিশাকর এইভাবে আরও অনেক বাক্যের দ্বারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং আমার অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন।

কন্দরাৎ তু বিসর্পিত্বা পর্বতস্য শনৈঃ শনৈঃ।
অহং বিন্ধ্যং সমারুহ্য ভবতঃ প্রতিপালয়ে॥ ২

'অনন্তর আমি পর্বতের কন্দর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে বিন্ধ্যপর্বতের শিখরে এসে আপনাদের প্রতিপালনের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

অদ্য ত্বেতস্য কালস্য বর্ষং সাগ্রশতং গতম্।
দেশকালপ্রতীক্ষোঽস্মি হৃদি কৃত্বা মুনের্বচঃ॥ ৩

'মুনির সেইরূপ বচনের পর আজ পর্যন্ত সওয়া[১] একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর বাক্যকে হৃদয়ে ধারণ করে আমি দেশ-কালের প্রতীক্ষা করছি।

মহাপ্রস্থানমাসাদ্য স্বর্গতে তু নিশাকরে।
মাং নির্দহতি সন্তাপো বিতর্কৈর্বহুভির্বৃতম্॥ ৪

'নিশাকর মুনি মহাপ্রস্থান করে স্বর্গলোকে গমন করলে আমি নানাবিধ তর্কবিতর্কে জর্জরিত এবং সন্তাপে দগ্ধ হচ্ছি।

উদিতাং মরণে বুদ্ধিং মুনিবাক্যৈর্নিবর্তয়ে।
বুদ্ধির্যা তেন মে দত্তা প্রাণানাং রক্ষণে মম॥ ৫
সা মেঽপনয়তে দুঃখং দীপ্তেবাগ্নিশিখা তমঃ।

'মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে জাগরিত হলে মুনিবাক্যের দ্বারা তা থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। আমার প্রাণরক্ষার জন্য তিনি আমায় যে কথা বলেছেন, তাই আমার দুঃখকে অপনোদিত করেছে ; যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা অন্ধকার বিনাশ করে।

---

[১]সাগ্রশত অর্থাৎ সোওয়া একশত ; কিন্তু ৬০-তম সর্গের ৯ম শ্লোকে সম্পাতির ওই স্থানে আট হাজার বছর অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। এখন এই দুই বাক্যের একবাক্যতা করার জন্য এখানে শতবৎসর এই শব্দের অর্থ শত শত বৎসর এইরূপ গ্রহণ করে আটহাজার বছর বুঝতে হবে।

বুধ্যতা চ ময়া বীর্যং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৬
পুত্রঃ সন্তর্জিতো বাগ্‌ভির্ন ত্রাতা মৈথিলী কথম্।

'আমি জানি দুরাত্মা রাবণের বীরত্ব কেমন। এই কারণেই মিথিলাকুমারী সীতাকে ত্রাণ না-করার জন্য আমি আমার পুত্রকে কঠোরভাবে তিরস্কার করি।

তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা তৌ চ সীতাবিয়োজিতৌ॥ ৭
ন মে দশরথস্নেহাৎ পুত্রেণোৎপাদিতং প্রিয়ম্।

'তাঁকে অর্থাৎ সীতাকে বিলাপ করতে শুনে, সীতা-বিচ্ছিন্ন রাম লক্ষ্মণের কথা শুনে, দশরথের প্রতি স্নেহের কথা স্মরণ করেও আমার পুত্র আমার প্রিয়কার্য সম্পাদন করেনি।'

তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য সংহতৈর্বানরৈঃ সহ॥ ৮
উৎপেততুস্তদা পক্ষৌ সমক্ষং বনচারিণাম্।

সমবেত বানরদের সঙ্গে এইরূপ কথা বলতে বলতেই বনবাসী বানরদের সামনেই তাঁর দুটি নতুন পাখা উৎপন্ন হল।

স দৃষ্ট্বা স্বাং তনুং পক্ষৈরুদ্গতৈররুণচ্ছদৈঃ॥ ৯
প্রহর্ষমতুলং লেভে বানরাংশ্চেদমব্রবীৎ।

নবোদ্গত লালবর্ণের পক্ষযুগলকে তাঁর শরীরে দেখে সম্পাতি অতুলনীয় আনন্দলাভ করলেন এবং বানরদের বললেন—

নিশাকরস্য রাজর্ষেঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ॥ ১০
আদিত্যরশ্মিনির্দগ্ধৌ পক্ষৌ পুনরুপস্থিতৌ।

'বানরগণ! অমিত তেজসম্পন্ন রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদেই সূর্যকিরণে দগ্ধ আমার পক্ষযুগল পুনরায় উৎপন্ন হল।

যৌবনে বর্তমানস্য মমাসীদ্ যঃ পরাক্রমঃ॥ ১১
তমেবাদ্যাবগচ্ছামি বলং পৌরুষমেব চ।

'যৌবনে আমার যে পরাক্রম ছিল, যে বল এবং পৌরুষ আমাতে বর্তমান ছিল তাই এখন আমি আমার শরীরে অনুভব করছি।

সর্বথা ক্রিয়তাং যত্নঃ সীতামধিগমিষ্যথ॥ ১২
পক্ষলাভো মমায়ং বঃ সিদ্ধিপ্রত্যয়কারকঃ।

'আপনারা সীতার সন্ধানলাভের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন। আমার এই পক্ষলাভ আপনাদের কার্যসিদ্ধিতে বিশ্বাস উৎপাদন করেছে।'

ইত্যুক্ত্বা তান্ হরীন্ সর্বান্ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ॥ ১৩
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাজ্জিজ্ঞাসুঃ খগমো গতিম্।

উপস্থিত সকল বানরদের এইরূপ বলে পক্ষীশ্রেষ্ঠ সম্পাতি নিজের আকাশে গমনের শক্তি জানার জন্য পর্বতশৃঙ্গে উড়ে চলে গেলেন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রতিসংহৃষ্টমানসাঃ।
বভূবুর্হরিশার্দূলা বিক্রমাভ্যুদয়োন্মুখাঃ॥ ১৪

তাঁর সেই কথা শুনে বানরবীরদের হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল, তাঁরা পরাক্রম প্রকাশের জন্য (সীতা-সন্ধানকার্যে) উদ্যোগী হলেন।

অথ পবনসমানবিক্রমাঃ
প্লবগবরাঃ প্রতিলব্ধপৌরুষাঃ।
অভিজিদভিমুখাং দিশং যযু-
র্জনকসুতাপরিমার্গণোন্মুখাঃ ॥ ১৫

অনন্তর বায়ুতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠগণ নিজেদের হৃতপৌরুষ পুনরায় লাভ করে জনকনন্দিনী সীতার অনুসন্ধানের জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্ত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

———o———

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৬৪)

সমুদ্রের বিশালতা দেখে বানরদের বিষণ্ণতা। অঙ্গদ কর্তৃক তাঁদের আশ্বাসদান। সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সবার কাছে পৃথক পৃথকভাবে শক্তি-জিজ্ঞাসা

আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন সমুৎপ্লুত্য প্লবঙ্গমাঃ।
সঙ্গতাঃ প্রীতিসংযুক্তা বিনেদুঃ সিংহবিক্রমাঃ॥ ১

গৃধ্ররাজ সম্পাতি এইরূপ বললে (সীতানুসন্ধান প্রসঙ্গে) সিংহের ন্যায় পরাক্রমী বানরবীরেরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লম্ফন করতে করতে গর্জন করতে লাগল।

সম্পাতের্বচনং শ্রুত্বা হরয়ো রাবণক্ষয়ম্।
হৃষ্টাঃ সাগরমাজগ্মুঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২

সম্পাতির কথায় রাবণের ধ্বংসকামনায় এবং সীতার দর্শনলাভের বাসনায় আনন্দিত বানরেরা সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হল।

অভিগম্য তু তং দেশং দদৃশুর্ভীমবিক্রমাঃ।
কৃৎস্নং লোকস্য মহতঃ প্রতিবিম্বমবস্থিতম্॥ ৩

তখন সেই ভীমবিক্রমসম্পন্ন বানরেরা সেই দেশে গিয়ে সুবিশাল সমুদ্রের জলে এই বিরাট বিশ্বের প্রতিবিম্ব দেখলেন।

দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য সমাসাদ্যোত্তরাং দিশম্।
সন্নিবেশং ততশ্চক্রুর্হরিবীরা মহাবলাঃ॥ ৪

দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর দিকে গিয়ে সেই মহাবলশালী বানরবীরগণ সকলে সন্নিবিষ্ট হলেন।

প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীড়ন্তমিব চান্যতঃ।
ক্বচিৎ পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্॥ ৫

সেই সমুদ্র কোথাও প্রসুপ্তের ন্যায় (শান্তভাবের কারণে), কোথাও বা ক্রীড়ারতের ন্যায় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার কারণে) বৃহৎ তরঙ্গরাজির কারণে পর্বতের মতো সুবিশাল জলরাশির দ্বারা আবৃত।

সংকুলং দানবৈন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।
রোমহর্ষকরং দৃষ্ট্বা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৬

পাতালবাসী দানবশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত রোমহর্ষক সেই সমুদ্রকে দেখে শ্রেষ্ঠ বানরবৃন্দ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্বে কথং কার্যমিতি ব্রুবন্॥ ৭

আকাশের মতো দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সকল বানরেরা বিষাদপূর্বক কী করা যায় তা চিন্তা করতে লাগলেন।

বিষণ্ণাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা সাগরস্য নিরীক্ষণাৎ।
আশ্বাসয়ামাস হরীন্ ভয়ার্তান্ হরিসত্তমঃ॥ ৮

মহাসমুদ্রের রূপ এবং বানরদের বিষণ্ণতা দেখে বানরবীর অঙ্গদ সেই ভয়ার্ত বানরদের আশ্বস্ত করে বললেন—

ন বিষাদে মনঃ কার্যং বিষাদো দোষবত্তরঃ।
বিষাদো হন্তি পুরুষং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ॥ ৯

'কাজের সময় বিষাদে মন দেবেন না ; কারণ বিষাদ অধিকতর দূষণীয়। যেমন ক্রুদ্ধ সর্প নিকটস্থ বালককেও দংশন করে, বিষাদও তেমনি পুরুষের বিনাশ করে।

যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিদ্ধ্যতি॥ ১০

'পরাক্রম প্রকাশের সময়ে যে বিষাদগ্রস্ত হয়, তার তেজ বিনষ্ট হয়ে যায়। তেজহীন সেই পুরুষের পুরুষার্থও সিদ্ধ হয় না।'

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামঙ্গদো বানরৈঃ সহ।
হরিবৃদ্ধৈঃ সমাগম্য পুনর্মন্ত্রমমন্ত্রয়ৎ॥ ১১

সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হলে, অঙ্গদ বানরবৃদ্ধদের (প্রবীণদের) সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পুনরায় মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন।

সা বানরাণাং ধ্বজিনী পরিবার্যাঙ্গদং বভৌ।
বাসবং পরিবার্যেব মরুতাং বাহিনী স্থিতা॥ ১২

দেবতাদের বাহিনী যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে শোভিত হন, তেমনি বানরসৈন্যারা অঙ্গদকে বেষ্টন করে শোভালাভ করেছিল।

কোঽন্যস্তাং বানরীং সেনাং শক্তঃ স্তম্ভয়িতুং ভবেৎ।
অন্যত্র বালিতনয়াদন্যত্র চ হনূমতঃ॥ ১৩

বালীপুত্র অঙ্গদ এবং হনুমান ব্যতীত অন্য আর কে-ই বা সেই বানরবাহিনীকে সুস্থির রাখতে অর্থাৎ

নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ?

ততস্তান্ হরিবৃদ্ধাংশ্চ তাংশ্চ সৈনামরিন্দমঃ।
অনুমান্যাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বাক্যমর্থবদব্রবীৎ॥ ১৪

শত্রুসৈন্য দমনকারী শ্রীমান অঙ্গদ সেই বানরবৃদ্ধদের সম্মানিত করে অর্থযুক্ত বাক্যে বললেন—

ক ইদানীং মহাতেজা লঙ্ঘয়িষ্যতি সাগরম্।
কঃ করিষ্যতি সুগ্রীবং সত্যসন্ধমরিন্দমম্॥ ১৫

'এখন এই সমুদ্রকে কোন মহাতেজস্বী লঙ্ঘন করতে পারবেন ? শত্রুদমন সুগ্রীবকে কে সত্যরক্ষায় সক্ষম করতে পারবেন ?

কো বীরো যোজনশতং লঙ্ঘয়েৎ প্লবঙ্গমঃ।
ইমাংশ্চ যূথপান্ সর্বান্ মোচয়েৎ কো মহাভয়াৎ॥ ১৬

'কে সেই বানরবীর যিনি এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করতে সক্ষম ? কে এই বানরবীরদের মহাভয় থেকে মুক্ত করতে পারবেন ?

কস্য প্রসাদাদ্ দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চৈব গৃহাণি চ।
ইতো নিবৃত্তাঃ পশ্যেম সিদ্ধার্থাঃ সুখিনো বয়ম্॥ ১৭

'কার প্রসাদে আমরা কার্যসিদ্ধ করে এখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে পুনরায় স্ত্রী, পুত্র, গৃহ লাভ করে সুখী হতে পারব ?

কস্য প্রসাদাদ্ রামং চ লক্ষ্মণং চ মহাবলম্।
অভিগচ্ছেম সংহৃষ্টাঃ সুগ্রীবং চ বনৌকসম্॥ ১৮

'কার প্রসাদে আমরা সানন্দে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র, মহাবলশালী লক্ষ্মণ এবং বানরবীর সুগ্রীবের নিকট যেতে সক্ষম হব ?

যদি কশ্চিৎ সমর্থো বঃ সাগরপ্লবনে হরিঃ।
স দদাত্বিহ নঃ শীঘ্রং পুণ্যামভয়দক্ষিণাম্॥ ১৯

'যদি আপনাদের মধ্যে কোনো বানর সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ হন, তাহলে শীঘ্র আমাদের অভয় দান করে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করুন।'

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
স্তিমিতেবাভবৎ সর্বা সা তত্র হরিবাহিনী॥ ২০

অঙ্গদের সেই বচন শুনে কেউই কিছুই বললেন না। সেখানে উপস্থিত সমগ্র বানরবাহিনী স্তব্ধ হয়ে থাকল।

পুনরেবাঙ্গদঃ প্রাহ তান্ হরীন্ হরিসত্তমঃ।
সর্বে বলবতাং শ্রেষ্ঠা ভবন্তো দৃঢ়বিক্রমাঃ
ব্যপদেশকুলে জাতাঃ পূজিতাশ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥ ২১

পুনরায় বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সেই বানরদের বললেন—'আপনারা সকলেই বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দৃঢ়বিক্রমসম্পন্ন, উচ্চবংশজাত। এইজন্য আপনারা বারংবার সম্মানিত হয়েছেন।

নহি বো গমনে সঙ্গঃ কদাচিৎ কস্যচিদ্ ভবেৎ।
ব্রুবধ্বং যস্য যা শক্তিঃ প্লবনে প্লবগর্ষভাঃ॥ ২২

'কখনোই কারও দ্বারাই আপনাদের গতিরুদ্ধ হয় না। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! সমুদ্র লঙ্ঘনে আপনাদের যার যা শক্তি তা আপনারা বলুন।'

———০———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

———০———

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬৫)

বীর বানরদের নিজ নিজ গমন-শক্তির বর্ণনা। জাম্ববান এবং অঙ্গদের কথোপকথন। হনুমানকে প্রেরণ করবার জন্য জাম্ববানের তাঁর কাছে গমন

অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তে সর্বে বানরর্ষভাঃ।
স্বং স্বং গতৌ সমুৎসাহমূচুস্তত্র যথাক্রমম্॥ ১

অঙ্গদের বাক্য শুনে সেইসব বানরবীরগণ সোৎসাহে যথাক্রমে নিজ-নিজ লম্ফন-শক্তির কথা বলতে লাগলেন।

গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব সুষেণো জাম্ববাংস্তথা॥ ২

গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ,

দ্বিবিদ, সুষেণ এবং জাম্ববান—এঁরা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ শক্তির বর্ণনা করলেন।

আবভাষে গজস্তত্র প্লবেয়ং দশযোজনম্।
গবাক্ষো যোজনান্যাহ গমিষ্যামীতি বিংশতিম্॥ ৩

এঁদের মধ্যে গজ বললেন—'আমি লাফিয়ে দশ-যোজন পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম।' গবাক্ষ বললেন—'আমি কুড়ি যোজন অবধি যেতে পারি।'

শরভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
ত্রিংশতং তু গমিষ্যামি যোজনানাং প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪

শরভ নামক অপর এক বানরবীর বললেন—'বানরগণ ! আমি লাফিয়ে লাফিয়ে ত্রিশ যোজন পথ যেতে পারব।'

ঋষভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
চত্বারিংশদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং ন সংশয়ঃ॥ ৫

ঋষভ নামক বানর অপরাপর বানরদের বললেন—'আমি চল্লিশ যোজন পথ যেতে পারব, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

বানরাংস্তু মহাতেজা অব্রবীদ্ গন্ধমাদনঃ।
যোজনানাং গমিষ্যামি পঞ্চাশত্তু ন সংশয়ঃ॥ ৬

অনন্তর বানরবীর গন্ধমাদন অন্য বানরদের বললেন—'আমি যে পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত যেতে পারব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

মৈন্দস্তু বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
যোজনানাং পরং ষষ্টিমহং প্লবিতুমুৎসহে॥ ৭

অনন্তর বানরবীর মৈন্দ অন্য বানরদের বললেন—'আমি এক লাফে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করতে উৎসাহী।'

ততস্তত্র মহাতেজা দ্বিবিদঃ প্রত্যভাষত।
গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনান্যহম্॥ ৮

তদনন্তর মহাতেজস্বী দ্বিবিদ বললেন—'আমার সত্তর যোজন পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রমের বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

সুষেণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ কপিসত্তমঃ।
অশীতিং প্রতিজানেঽহং যোজনানাং পরাক্রমে॥ ৯

ধৈর্যবান, মহাতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ বললেন—'আমি পরাক্রমের সঙ্গে আশী যোজন পথ অতিক্রম করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

তেষাং কথয়তাং তত্র সর্বাংস্তাননুমান্য চ।
ততো বৃদ্ধতমস্তেষাং জাম্ববান্ প্রত্যভাষত॥ ১০

বানরদের এইরূপ কথনের পরে তাঁদের সকলকে সম্মান জানিয়ে ; তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ জাম্ববান বললেন—

পূর্বমস্মাকমপ্যাসীৎ কশ্চিদ্ গতিপরাক্রমঃ।
তে বয়ং বয়সঃ পারমনুপ্রাপ্তাঃ স্ম সাম্প্রতম্॥ ১১

কিং তু নৈবং গতে শক্যমিদং কার্যমুপেক্ষিতুম্।
যদর্থং কপিরাজশ্চ রামশ্চ কৃতনিশ্চয়ৌ॥ ১২

সাম্প্রতং কালমস্মাকং যা গতিস্তাং নিবোধত।
নবতিং যোজনানাং তু গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ১৩

'পূর্বে (যৌবনে) আমার পরাক্রমসম্পন্ন কিছু গতিশক্তি ছিল। কিন্তু এখন আমি সেই বয়স পার করে এসেছি। যেহেতু বানররাজ সুগ্রীব এবং শ্রীরামচন্দ্র যে কার্যে দৃঢ়সংকল্প তাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য বর্তমানে আমার যা গতি তাই আমি বলছি, আপনারা শুনুন। বর্তমানে আমি নব্বই যোজন পর্যন্ত যেতে পারি, এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই।'

তাংশ্চ সর্বান্ হরিশ্রেষ্ঠাঞ্জাম্ববানিদমব্রবীৎ।
ন খল্বেতাবদেবাসীদ্ গমনে মে পরাক্রমঃ॥ ১৪

ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্বং ক্রমমাণস্ত্রিবিক্রমম্॥ ১৫

এই বলে জাম্ববান সেই সব বানরশ্রেষ্ঠদের বললেন—'(যৌবনে) আমার গমনের পরাক্রম এই পর্যন্তই ছিল না। পূর্বে বলিরাজের যজ্ঞে সনাতন ভগবান বিষ্ণু সর্বব্যাপী (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ব্যাপী) তিন-পা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিলেন ; তখন তাঁকেও আমি পরিক্রমা করেছিলাম।

স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ প্লবনে মন্দবিক্রমঃ।
যৌবনে চ তদাসীন্মে বলমপ্রতিমং পরম্॥ ১৬

'সেই আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, উল্লম্ফনে আমার বিক্রম মন্দ। যৌবনে আমার অতুলনীয় পরমশক্তি ছিল।

সম্প্রত্যেতাবদেবাদ্য শক্যং মে গমনে স্বতঃ।
নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাস্য ভবিষ্যতি॥ ১৭

'সম্প্রতি এই পর্যন্ত গমনই আমার স্বাভাবিক শক্তি। কিন্তু এর দ্বারা তো এই কার্যের সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে না।'

অথোত্তরমুদারার্থমব্রবীদঙ্গদস্তদা।
অনুমান্য তদা প্রাজ্ঞো জাম্ববন্তং মহাকপিঃ॥ ১৮

অনন্তর মহাকপি বুদ্ধিমান অঙ্গদ জাম্ববানকে সম্মানিত করে উদার এবং অর্থপূর্ণ বাক্য সহযোগে বললেন—

অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্ন বেতি ন নিশ্চিতম্॥ ১৯

'আমি শতযোজনব্যাপী সুবিশাল দূরত্ব (এই মহাসাগর) অতিক্রম করতে সক্ষম ; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় আমার এই শক্তি থাকবে কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।'

তমুবাচ হরিশ্রেষ্ঠং জাম্ববান্ বাক্যকোবিদঃ।
জ্ঞায়তে গমনে শক্তিস্তব হর্যৃক্ষসত্তম॥ ২০

বাক্যকলাকুশল জাম্ববান তখন হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে বললেন—'আপনি বানর এবং ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনার গমনশক্তি সম্পর্কে আমরা সুবিদিত।

কামং শতসহস্রং বা নহ্যেষ বিধিরুচ্যতে।
যোজনানাং ভবাঞ্ শক্তো গন্তুং প্রতিনিবর্তিতুম্॥ ২১

'আপনি শতসহস্র যোজন দূরত্ব উল্লম্ফনপূর্বক অতিক্রম করতে এবং প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম ; কিন্তু আমাদের তা কাম্য নয়, কারণ তা আমাদের উচিত নয়।

নহি প্রেষয়িতা তাত স্বামী প্রেষ্যঃ কথঞ্চন।
ভবতায়ং জনঃ সর্বঃ প্রেষ্যঃ প্লবগসত্তম॥ ২২

'হে তাত ! বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই প্রভু। আপনি কেমন করে আমাদের দ্বারা প্রেরিত হতে পারেন ? আমরাই তো আপনার প্রেরণীয়।

ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ।
স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেষা পরন্তপ॥ ২৩

'আপনি আমাদের কলত্র। আপনিই আমাদের প্রভু অর্থাৎ স্বামী পদে অধিষ্ঠিত। হে পরন্তপ ! সৈন্যদের নিকট প্রভু হচ্ছেন কলত্র অর্থাৎ স্ত্রীতুল্য রক্ষণীয়। কারণ তিনিই হলেন তাঁদের একমাত্র গতি। (যেহেতু অঙ্গদ প্রভু, যুবরাজ, তাই তাঁর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সকলের কর্তব্য। কারণ তাঁর মৃত্যুতে তাঁদের সমগ্র বাহিনীই বিনষ্ট হতে পারে। জাম্ববানের এই উক্তির মধ্যে নিয়ে তৎকালীন সময়ে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করার বিষয়ে পুরুষদের সচেতনতাই পরিস্ফুট হয়।)

অপি বৈ তস্য কার্যস্য ভবান্ মূলমরিন্দম।
তস্মাৎ কলত্রবৎ তাত প্রতিপাল্যঃ সদা ভবান্॥ ২৪

'হে অরিন্দম্ ! আপনিই আমাদের এই কার্যের মূল। অতএব হে তাত ! আমাদের কর্তব্য আপনাকে কলত্রবৎ পালন করা।

মূলমর্থস্য সংরক্ষ্যমেষ কার্যবিদাং নয়ঃ।
মূলে হি সতি সিধ্যন্তি গুণাঃ সর্বে ফলোদয়াঃ॥ ২৫

'কার্যতত্ত্ববিদগণ কার্যের মূলকে সততই রক্ষা করেন। কারণ, মূল যথাযথভাবে রক্ষিত হলেই, সকল গুণ সফলভাবে সিদ্ধ হয়।

তদ্ ভবানস্য কার্যস্য সাধনং সত্যবিক্রম।
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নো হেতুরত্র পরন্তপ॥ ২৬

'অতএব হে পরন্তপ ! সত্যপরাক্রমী ! আপনিই এই কার্যসাধনের হেতু তথা বুদ্ধি ও বিক্রমসম্পন্ন।

গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসত্তম।
ভবন্তমাশ্রিত্য বয়ং সমর্থা হ্যর্থসাধনে॥ ২৭

'বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই আমাদের গুরু এবং গুরুপুত্র ; আপনাকে আশ্রয় করেই আমরা কার্যসাধনে সক্ষম।'

উক্তবাক্যং মহাপ্রাজ্ঞং জাম্ববন্তং মহাকপিঃ।
প্রত্যুবাচোত্তরং বাক্যং বালিসূনুরথাঙ্গদঃ॥ ২৮

মহাজ্ঞানী জাম্ববান এইরূপ বাক্য বললে, মহাকপি বালীপুত্র অঙ্গদ তখন প্রত্যুত্তরে বললেন—

যদি নাহং গমিষ্যামি নান্যো বানরপুঙ্গবঃ।
পুনঃ খল্বিদমস্মাভিঃ কার্যং প্রায়োপবেশনম্॥ ২৯

'যদি আমি না যাই, যদি অন্য বানরমুখ্যরা না যেতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের আমরণ অনশন করতে হবে।

নহ্যকৃত্বা হরিপতেঃ সন্দেশং তস্য ধীমতঃ।
তত্রাপি গত্বা প্রাণানাং ন পশ্যে পরিরক্ষণম্॥ ৩০

'বুদ্ধিমান বানররাজ সুগ্রীবের কার্যসিদ্ধ না করে

কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে, প্রাণরক্ষার কোনো উপায় আমি দেখছি না।

স হি প্রসাদে চাত্যর্থকোপে চ হরিরীশ্বরঃ।
অতীত্য তস্য সন্দেশং বিনাশো গমনে ভবেৎ॥ ৩১

'সেই বানররাজ আমাদের প্রতি কৃপা করতে অথবা ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ডদান করতেও সক্ষম। তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তথা হ্যস্য কার্যস্য ন ভবত্যন্যথা গতিঃ।
তদ্ ভবানেব দৃষ্টার্থঃ সঞ্চিন্তয়িতুমর্হতি॥ ৩২

'অতএব আমাদের এই কাজের যাতে কোনো অন্যথা না ঘটে সেই বিষয়ে আপনি চিন্তাভাবনা করুন। কারণ আপনিই এ বিষয়ে উপযুক্ত।'

সোঽঙ্গদেন তদা বীরঃ প্রত্যুক্তঃ প্লবগর্ষভঃ।
জাম্ববানুত্তমং বাক্যং প্রোবাচেদং ততোঽঙ্গদম্॥ ৩৩

অঙ্গদ যখন এইরকম বললেন, তখন সেই বীর বানরশিরোমণি জাম্ববান তাঁকে উত্তম বাক্য সহযোগে বললেন—

তস্য তে বীর কার্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
এষ সংচোদয়াম্যেনং যঃ কার্যং সাধয়িষ্যতি॥ ৩৪

'হে বীর! আপনার সেই কার্যের কোনো হানি ঘটবে না। যিনি কার্যসিদ্ধ করতে পারবেন এবার আমি তাঁকেই প্রেরণ করছি।'

ততঃ প্রতীতং প্লবতাং বরিষ্ঠ-
মেকান্তমাশ্রিত্য সুখোপবিষ্টম্।
সঞ্চোদয়ামাস হরিপ্রবীরো
হরিপ্রবীরং হনুমন্তমেব॥ ৩৫

এই বলে, হরিপুঙ্গব জাম্ববান একান্তে সুখে উপবিষ্ট বানরশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত বানরবীর হনুমানকে এই কাজে প্রেরণ করলেন। যিনি দীর্ঘতম দূরত্ব এক লম্ফে অতিক্রম করতে সক্ষম, তিনি নিশ্চিন্তমনে এককোণে চুপচাপ বসেছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬৬)

হনুমানের উৎপত্তির বর্ণনা করে তাঁকে সমুদ্র-লঙ্ঘন-কার্যে জাম্ববানের উৎসাহ দান

অনেকশতসাহস্রীং বিষণ্ণাং হরিবাহিনীম্।
জাম্ববান্ সমুদীক্ষ্যৈবং হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ১

অনেক শতসহস্র বানরকে এইরকম বিষাদগ্রস্ত দেখে, জাম্ববান তখন হনুমানকে বললেন—

বীর বানরলোকস্য সর্বশাস্ত্রবিদাং বর।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনূমন্ কিং ন জল্পসি॥ ২

'হে বানরজগতের শ্রেষ্ঠবীর! সর্বশাস্ত্রবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হনুমান! আপনি একাকী শান্তভাবে কেন অবস্থান করছেন? কিছু বলছেন না কেন?

হনূমন্ হরিরাজস্য সুগ্রীবস্য সমো হ্যসি।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি তেজসা চ বলেন চ॥ ৩

'হনুমান! আপনি বানররাজ সুগ্রীবের তুল্য পরাক্রমী; বাক্যে এবং তেজে আপনি রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েরই সমকক্ষ।

অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্বপক্ষিণাম্॥ ৪

'অরিষ্টনেমি তথা কশ্যপের পুত্র মহাবলী এবং পক্ষিশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন গরুড়ের মতো আপনিও শক্তিশালীরূপে বিখ্যাত এবং তীব্রবেগসম্পন্ন।

বহুশো হি ময়া দৃষ্টঃ সাগরে স মহাবলঃ।
ভুজঙ্গানুদ্ধরন্ পক্ষী মহাবাহুর্মহাবলঃ॥ ৫

'মহাবলশালী মহাবাহু পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়কে আমি

বহুবার সমুদ্র থেকে সর্প আহরণ করতে দেখেছি।

পক্ষয়োর্যদ্ বলং তস্য ভুজবীর্যবলং তব।
বিক্রমশ্চাপি বেগশ্চ ন তে তেনাপহীয়তে॥ ৬

'তাঁর দুই পাখার যে বল, আপনার বাহুযুগলে তদনুরূপ বল এবং পরাক্রম ; সেইজন্য আপনার বেগ এবং বিক্রম তাঁর থেকে কিছু কম নয়।

বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ সত্ত্বং চ হরিপুঙ্গব।
বিশিষ্টং সর্বভূতেষু কিমাত্মানং ন সজ্জসে॥ ৭

'হে বানরপুঙ্গব ! বল, বুদ্ধি, তেজ এবং ধৈর্য—এই সবেতেই আপনি সকল প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব, আপনি নিজে কেন প্রস্তুত হচ্ছেন না ?

অপ্সরাঽপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা।
অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেসরিণো হরেঃ॥ ৮
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অভিশাপাদভূৎ তাত কপিত্বে কামরূপিণী॥ ৯
দুহিতা বানরেন্দ্রস্য কুঞ্জরস্য মহাত্মনঃ।

'অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা অভিশপ্তা হয়ে বানররাজ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতারূপে আবির্ভূতা হন। তাঁর নাম হয় অঞ্জনা। হে তাত ! তিনি ছিলেন বানররাজ কেশরীর পত্নী। ইচ্ছানুসারী রূপধারিণী তিনি ছিলেন অসামান্যা রূপবতী রূপে খ্যাতা। ত্রিলোকে তাঁর মতো সুন্দরী আর কেউ ছিলেন না।

মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা রূপযৌবনশালিনী॥ ১০
বিচিত্রমাল্যাভরণা কদাচিৎ ক্ষৌমধারিণী।
অচরৎ পর্বতস্যাগ্রে প্রাবৃড়ম্বুদসন্নিভে॥ ১১

'রূপযৌবনশালিনী সেই অঞ্জনা একদা মনুষ্যরূপ ধারণ করে, বিচিত্র মাল্য আভরণে সজ্জিতা হয়ে এবং রেশমীবস্ত্র পরিধান করে কোনো এক পর্বতশিখরে বর্ষার মেঘের ন্যায় বিচরণ করছিলেন।

তস্যা বস্ত্রং বিশালাক্ষ্যাঃ পীতং রক্তদশং শুভম্।
স্থিতায়াঃ পর্বতস্যাগ্রে মারুতোঽপাহরচ্ছনৈঃ॥ ১২

'সেই আয়তলোচনার বস্ত্র ছিল পীতবর্ণের এবং তার পাড় রক্তবর্ণের। পর্বতশিখরে অবস্থিতা সেই নারীর বস্ত্র পবনদেব ধীরে ধীরে অপহরণ করলেন।

স দদর্শ ততস্তস্যা বৃত্তাবূরূ সুসংহতৌ।
স্তনৌ চ পীনৌ সহিতৌ সুজাতং চারু চাননম্॥ ১৩

'তিনি তখন তাঁর সুসংহত, সুগোল ঊরুযুগল, পীনোন্নত স্তনদ্বয় এবং সুমনোহর আনন দর্শন করলেন।

তাং বলাদায়তশ্রোণীং তনুমধ্যাং যশস্বিনীম্।
দৃষ্ট্বৈব শুভসর্বাঙ্গীং পবনঃ কামমোহিতঃ॥ ১৪

'সেই যশস্বিনীর দেহের মধ্যভাগ ছিল ক্ষীণ, তিনি ছিলেন গুরু নিতম্বিনী। এইভাবে বলপূর্বক তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর দেহদর্শন করে পবনদেব কামমোহিত হয়ে গেলেন।

স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পর্যষ্বজত মারুতঃ।
মন্মথাবিষ্টসর্বাঙ্গো গতাত্মা তামনিন্দিতাম্॥ ১৫

'তিনি তাঁর দুই বাহু দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সেই অনিন্দিতা সুন্দরীকে পেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ কামাবিষ্ট হয়ে উঠল।

সা তু তত্রৈব সম্ভ্রান্তা সুব্রতা বাক্যমব্রবীৎ।
একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি॥ ১৬

'তখন সেই সম্ভ্রান্তা পতিব্রতা নারী ভীতভাবে বললেন—"কে পাতিব্রত্য নষ্ট করতে চাইছে ?"

অঞ্জনায়া বচঃ শ্রুত্বা মারুতঃ প্রত্যভাষত।
ন ত্বাং হিংসামি সুশ্রোণি মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্॥ ১৭

'অঞ্জনার কথা শুনে পবনদেব প্রত্যুত্তরে বললেন —"হে সুশ্রোণি ! তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করছি না।

মনসাস্মি গতো যৎ ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনি।
বীর্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ১৮

"যশস্বিনি ! তোমাকে আলিঙ্গন করে অব্যক্তরূপে আমি মনে মনে তোমাতেই উপগত হয়েছি। এর ফলে তোমার একটি বীর্যবান এবং বুদ্ধিমান পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।

মহাসত্ত্বো মহাতেজা মহাবলপরাক্রমঃ।
লঙ্ঘনে প্লবনে চৈব ভবিষ্যতি ময়া সমঃ॥ ১৯

"সেই সন্তান হবে মহা ধৈর্যবান, মহা তেজস্বী, মহাবলশালী ও অতি পরাক্রমশালী ; উল্লম্ফনে এবং লঙ্ঘনে সে আমারই সমতুল হবে।"

এবমুক্তা ততস্তুষ্টা জননী তে মহাকপে।
গুহায়াং ত্বাং মহাবাহো প্রজজ্ঞে প্লবগর্ষভ॥ ২০

'হে মহাকপি ! বায়ুদেব এইরূপ বললে আপনার জননী সন্তুষ্ট হলেন ; হে মহাবাহু ! বানরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তখন এক গুহায় আপনার জন্ম দিলেন।

অভ্যুত্থিতং ততঃ সূর্যং বালো দৃষ্ট্বা মহাবনে।

ফলং চেতি জিঘৃক্ষুস্ত্বমুৎপ্লুত্যাভ্যুৎপতো দিবম্॥ ২১

'বাল্যকালে সুবিশাল বনে উদিত সূর্যকে দেখে, ফল মনে করে ; তা লাভ করার জন্য আপনি আকাশে লাফ দিয়েছিলেন।

শতানি ত্রীণি গত্বাথ যোজনানাং মহাকপে।
তেজসা তস্য নির্ধূতো ন বিষাদং গতস্ততঃ॥ ২২

'হে মহাকপি ! ঊর্ধ্বে তিনশত যোজন অতিক্রম করে সূর্যের তেজে নিরস্ত হয়েও আপনি বিষাদগ্রস্ত হলেন না।

ত্বামুপাগতং তূর্ণমন্তরিক্ষং মহাকপে।
ক্ষিপ্তমিন্দ্রেণ তে বজ্রং কোপাবিষ্টেন তেজসা॥ ২৩

'কপিশ্রেষ্ঠ ! অন্তরিক্ষলোকে আপনাকে যেতে দেখে ; কোপাবিষ্ট হয়ে ইন্দ্র সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করলেন।

তদা শৈলাগ্রশিখরে বামো হনুরভজ্যত।
ততো হি নামধেয়ং তে হনুমানিতি কীর্তিতম্॥ ২৪

'তখন পর্বতশিখরে পতিত হওয়ায় আপনার হনু অর্থাৎ চোয়াল ভগ্ন হল। তখন থেকেই আপনি হনুমান নামে পরিচিত হলেন।

ততস্ত্বাং নিহতং দৃষ্ট্বা বায়ুর্গন্ধবহঃ স্বয়ম্।
ত্রৈলোক্যং ভৃশসংক্রুদ্ধো ন ববৌ বৈ প্রভঞ্জনঃ॥ ২৫

'তখন আপনাকে নিহত দেখে গন্ধবাহী বায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিলোক প্রকম্পিত করে বইতে লাগলেন।

সম্ভ্রান্তাশ্চ সুরাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যে ক্ষুভিতে সতি।
প্রসাদয়ন্তি সংক্রুদ্ধং মারুতং ভুবনেশ্বরাঃ॥ ২৬

'ত্রিলোক ক্ষুব্ধ হলে সকল দেবতারা অত্যন্ত ভীত হয়ে ভুবনের ঈশ্বরস্বরূপ ক্রুদ্ধ মরুৎদেবকে প্রসন্ন করতে উদ্যত হলেন।

প্রসাদিতে চ পবনে ব্রহ্মা তুভ্যং বরং দদৌ।
অশস্ত্রবধ্যতাং তাত সমরে সত্যবিক্রম॥ ২৭

'হে সত্যপরাক্রমী তাত ! পবনদেবকে প্রসন্ন করার জন্য ব্রহ্মা আপনাকে বর দিলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আপনি অবধ্য হবেন।

বজ্রস্য চ নিপাতেন বিরুজং ত্বাং সমীক্ষ্য চ।
সহস্রনেত্রঃ প্রীতাত্মা দদৌ তে বরমুত্তমম্॥ ২৮
স্বচ্ছন্দতশ্চ মরণং তব স্যাদিতি বৈ প্রভো।

'হে প্রভু ! বজ্রের আঘাতেও আপনাকে অক্ষত দেখে সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীতচিত্তে আপনাকে ইচ্ছামৃত্যুরূপ উত্তম বর প্রদান করলেন।

স ত্বং কেসরিণঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ॥ ২৯
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ।

'আপনি কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র ভয়ংকর পরাক্রমশালী। মরুতের ঔরসজাত পুত্র আপনি, আপনার তেজও তাঁর সমতুল।

ত্বং হি বায়ুসুতো বৎস প্লবনে চাপি তৎসমঃ॥ ৩০
বয়মদ্য গতপ্রাণা ভবানস্মাসু সাম্প্রতম্।
দাক্ষ্যবিক্রমসম্পন্নঃ কপিরাজ ইবাপরঃ॥ ৩১

'বৎস ! আপনি পবনপুত্র, উল্লম্ফনের শক্তিও আপনার তাঁরই মতো। আমাদের প্রাণশক্তিও প্রায় গত হয়েছে। এখন আপনিই আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় বানররাজতুল্য পরাক্রমশালী হয়ে বিরাজমান।

ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈলবনকাননা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্॥ ৩২

'বৎস ! ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রমরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন আমি সকল বন, পর্বত, কাননসহ সমগ্র পৃথিবীকে একুশবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম।

তথা চৌষধয়োঽস্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাৎ।
নির্মথ্যামমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহদ্বলম্॥ ৩৩

'সমুদ্রমন্থনকালে দেবতাদের আদেশানুসারে আমি যে বনস্পতি-ওষধি আদি সঞ্চয় করেছিলাম, যা তখন অমৃতমন্থনে সহায়ক হয়েছিল। তখন আমি ছিলাম মহাবলশালী।

স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ পরিহীনপরাক্রমঃ।
সাম্প্রতং কালমস্মাকং ভবান্ সর্বগুণান্বিতঃ॥ ৩৪

'সেই আমি এখন বৃদ্ধ এবং পরাক্রমহীন। এইসময় আপনিই আমাদের নিকট সর্বগুণান্বিত।

তদ্ বিজৃম্ভস্ব বিক্রান্ত প্লবতামুত্তমো হ্যসি।
ত্বদ্বীর্যং দ্রষ্টুকামা হি সর্বা বানরবাহিনী॥ ৩৫

'অতএব বানরোত্তম পরাক্রমী আপনি আপনার বল প্রকাশ করুন। এই সমগ্র বানরবাহিনী আপনার বীরত্ব দেখতে চায়।

উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।
পরা হি সর্বভূতানাং হনুমন্ যা গতিস্তব॥ ৩৬

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি উঠুন, এই মহা-সমুদ্রকে লঙ্ঘন করুন। হনুমান! আপনার গতিই সকল

প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে।
বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব॥ ৩৭

'হে হনুমান! বিষণ্ণ বানরদের আপনি কেন উপেক্ষা করছেন? মহাবেগবান! ত্রিবিক্রম বিষ্ণু যেমন তিন পদক্ষেপের সমান ভূমি মেপে নেওয়ার জন্য নিজের আকৃতির বিস্তার করেছিলেন তেমনই আপনার বিক্রম প্রকাশ করুন।'

ততঃ কপীনামৃষভেণ চোদিতঃ প্রতীতবেগঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
প্রহর্ষয়ংস্তাং হরিবীরবাহিনীং চকার রূপং মহদাত্মনস্তদা॥ ৩৮

এরপর বানর এবং ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাম্ববানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পবনপুত্র হনুমান নিজের গতিশক্তি সম্পর্কে আস্থাশীল হয়ে, বানরবীর বাহিনীর আনন্দবর্ধন করে নিজের সুবিশাল রূপ ধারণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬৭)

সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য হনুমানের উৎসাহ ব্যক্ত করা। জাম্ববান কর্তৃক তাঁর প্রশংসা তথা কোপপূর্বক লাভ দেবার জন্য হনুমানের মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ

তং দৃষ্ট্বা জৃম্ভমাণং তে ক্রমিতুং শতযোজনম্।
বেগেনাপূর্যমাণং চ সহসা বানরোত্তমম্॥ ১
সহসা শোকমুৎসৃজ্য প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ।
বিনেদুস্তুষ্টুবুশ্চাপি হনূমন্তং মহাবলম্॥ ২

শতযোজনব্যাপী সমুদ্রকে লঙ্ঘন করার জন্য সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সহসা সবেগে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে দেখে (অর্থাৎ তাঁর সুবিশাল রূপ ধারণ করতে দেখে) বানরেরা শোক পরিত্যাগ করে অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, মহাবলশালী হনুমানকে গর্জন সহকারে অভিনন্দিত এবং স্তুতি করতে আরম্ভ করল।

প্রহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চাপি তে বীক্ষন্তে সমন্ততঃ।
ত্রিবিক্রমং কৃতোৎসাহং নারায়ণমিব প্রজাঃ॥ ৩

যেমন ভগবান ত্রিবিক্রম নারায়ণকে সোৎসাহে প্রজারা দর্শন করেছিলেন; হনুমানকেও তেমনি সমস্ত দিক থেকে বিস্মিত এবং আনন্দিত বানরেরা দেখতে লাগলেন।

সংস্তূয়মানো হনুমান্ ব্যবর্ধত মহাবলঃ।
সমাবিধ্য চ লাঙ্গুলং হর্ষাদ্ বলমুপেয়িবান্॥ ৪

মহাবলশালী হনুমান সংস্তুত হয়ে নিজেকে অধিক বর্ধিত করলেন। সানন্দে নিজের লাঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে নিজের মহান বলের কথা স্মরণ করতে লাগলেন।

তস্য সংস্তূয়মানস্য বৃদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ।
তেজসাঽঽপূর্যমাণস্য রূপমাসীদনুত্তমম্॥ ৫

বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা সংস্তুত এবং তেজে পরিপূর্ণ সেই হনুমানের রূপ হয়েছিল অতি উত্তম।

যথা বিজৃম্ভতে সিংহো বিবৃতে গিরিগহ্বরে।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তথা সম্প্রতি জৃম্ভতে॥ ৬

পর্বতের প্রশস্ত কন্দরে সিংহ যেমন অলসভরে হাত-পা ছড়ায় (হাই তোলে), বায়ুদেবের ঔরসজাত পুত্র তেমনি নিজের শরীরকে বিস্তারিত করলেন।

অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমাণস্য ধীমতঃ।
অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ॥ ৭

বুদ্ধিমান হনুমান যখন হাই তুললেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল জ্বলন্ত পাত্রের মতো তথা ধূমহীন অগ্নির ন্যায় শোভিত হচ্ছিল।

হরীণামুত্থিতো মধ্যাৎ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
অভিবাদ্য হরীন্ বৃদ্ধান্ হনুমানিদমব্রবীৎ॥ ৮

সমস্ত বানরদের মধ্য থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বানরদের অভিবাদন করে হনুমান বললেন—

আরুজন্ পর্বতাগ্রাণি হুতাশনসখোঽনিলঃ।
বলবানপ্রমেয়শ্চ বায়ুরাকাশগোচরঃ॥ ৯

'তিনি অগ্নিদেবের সখা এবং স্ববেগে বিশাল বিশাল পর্বত শিখরগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম। গগনমার্গে বিচরণকারী বায়ুদেবতা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর বলের কোনো সীমা নেই।

তস্যাহং শীঘ্রবেগস্য শীঘ্রগস্য মহাত্মনঃ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রঃ প্লবনেনাস্মি তৎসমঃ॥ ১০

'অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন, দ্রুতগামী সেই মহাত্মা বায়ুদেবতার ঔরসজাত পুত্র আমি ; উল্লম্ফন শক্তিতেও আমি তাঁর সমান।

উৎসহেয়ং হি বিস্তীর্ণমালিখন্তমিবাম্বরম্।
মেরুং গিরিমসঙ্গেন পরিগন্তুং সহস্রশঃ॥ ১১

'আদিগন্ত বিস্তৃত গগনস্পর্শী মেরুপর্বতকে আমি সোৎসাহে অক্লান্তভাবে সহস্রবার অতিক্রম করতে সক্ষম।

বাহুবেগপ্রণুন্নেন সাগরেণাহমুৎসহে।
সমাপ্লাবয়িতুং লোকং সপর্বতনদীহ্রদম্॥ ১২

'আমার বাহুর বেগে আমি সমুদ্রকে আন্দোলিত করে তার জলে পর্বত, নদী, হ্রদ তথা জগৎকে প্লাবিত করতে পারি।

মমোরুজঙ্ঘাবেগেন ভবিষ্যতি সমুত্থিতঃ।
সমুত্থিতমহাগ্রাহঃ সমুদ্রো বরুণালয়ঃ॥ ১৩

'আমার জঙ্ঘা এবং উরুর বেগে বরুণালয় মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে সেখানে বাসকারী জলজন্তুরা সমুত্থিত হবে (সমুদ্রের উপরিভাগে উঠে আসবে)।

পন্নগাশনমাকাশে পতন্তং পক্ষিসেবিতম্।
বৈনতেয়মহং শক্তঃ পরিগন্তুং সহস্রশঃ॥ ১৪

'সমস্ত পক্ষীকুলের সেবিত, সর্পভোজী বিনতানন্দন গরুড় আকাশে উড্ডীয়মান হলে আমি তাঁকে হাজারবার অতিক্রম করতে সক্ষম।

উদয়াৎ প্রস্থিতং বাপি জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্।
অনস্তমিতমাদিত্যমহং গন্তুং সমুৎসহে॥ ১৫
ততো ভূমিমসংস্পৃষ্ট্বা পুনরাগন্তুমুৎসহে।
প্রবেগেনৈব মহতা ভীমেন প্লবগর্ষভাঃ॥ ১৬

'বানরশ্রেষ্ঠগণ ! রশ্মিমালী সূর্যদেব উদয়ের পরে আপন তেজে প্রজ্বলিত হয়ে অস্ত যাবার পূর্বেই আমি তাঁর কাছে যেতে উৎসাহী। অনন্তর ভূমিকে স্পর্শ না করেই পুনরায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী।

উৎসহেয়মতিক্রান্তুং সর্বানাকাশগোচরান্।
সাগরাঞ্ছোষয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্॥ ১৭
পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি প্লবমানঃ প্লবঙ্গমঃ।
হরিষ্যাম্যূরুবেগেন প্লবমানো মহার্ণবম্॥ ১৮

'আকাশস্থিত সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে আমি অতিক্রম করতে উৎসাহী ; সাগরকে আমি শোষণ করব, পৃথিবীকে বিদীর্ণ করব। হে বানরগণ ! লাফিয়ে লাফিয়ে আমি পর্বতকে চূর্ণ করতে পারি, লম্ফদানকারী বানর আমি উরুর বেগে মহাসমুদ্রকে লাফিয়ে লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপানাং চ সর্বশঃ।
অনুয়াস্যতি মামদ্য প্লবমানং বিহায়সা॥ ১৯

'আকাশমার্গে আমার সবেগে গমনকালে বৃক্ষসমূহের তথা লতাসমূহের নানাবিধ পুষ্প আমার অনুগমন করবে।

ভবিষ্যতি হি মে পন্থাঃ স্বাতেঃ পন্থা ইবাম্বরে।
চরন্তং ঘোরমাকাশমুৎপতিষ্যন্তমেব চ॥ ২০
দ্রক্ষ্যন্তি নিপতন্তং চ সর্বভূতানি বানরাঃ।

'কুসুমাকীর্ণ আমার সেই আকাশপথ ছায়াপথের মতোই সুদৃশ্য হয়ে উঠবে। প্রাণীসকল এবং বানরেরা ভয়ংকর আকাশপথে আমাকে উঠতে, নামতে এবং বিচরণ করতে দেখবে।

মহামেরুপ্রতীকাশং মাং দ্রক্ষ্যধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ২১
দিবমাবৃত্য গচ্ছন্তং গ্রসমানমিবাম্বরম্।
বিধমিষ্যামি জীমূতান্ কম্পয়িষ্যামি পর্বতান্।
সাগরং শোষয়িষ্যামি প্লবমানঃ সমাহিতঃ॥ ২২

'বানরগণ ! তোমরা আমাকে মহান মেরুগিরির মতো সুবিশাল আকৃতি ধারণ করে দিব্যলোককে আবৃত করতে দেখবে। দেখে তোমাদের মনে হবে, আমি যেন আকাশকে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছি। আমার তেজে মেঘরাজি হবে ছিন্নভিন্ন, পর্বতসমূহ হবে কম্পবান, একাগ্রচিত্তে লম্ফদানপূর্বক অগ্রসর হলে সমুদ্রও শুকিয়ে যাবে।

বৈনতেয়স্য বা শক্তির্মম বা মারুতস্য বা।
ঋতে সুপর্ণরাজানং মারুতং বা মহাবলম্।
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি যন্মাং প্লুতমনুব্রজেৎ॥ ২৩

'বিনতার পুত্র গরুড়, পবনদেব অথবা আমিই এই শক্তি (সমুদ্রলঙ্ঘনের শক্তি) ধারণ করি। পক্ষিরাজ গরুড় অথবা মহাবলশালী পবনদেব ব্যতীত আর কোনো প্রাণীকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না যিনি আমার সঙ্গে লাফ দিয়ে যেতে পারেন।

নিমেষান্তরমাত্রেণ নিরালম্বনমম্বরম্।
সহসা নিপতিষ্যামি ঘনাদ্ বিদ্যুদিবোত্থিতা॥ ২৪

'মেঘে উৎপন্ন বিদ্যুতের মতোই আমি অবলম্বনহীন আকাশে নিমেষের মধ্যেই লাফিয়ে উঠব।

ভবিষ্যতি হি মে রূপং প্লবমানস্য সাগরম্।
বিষ্ণোঃ প্রক্রমমাণস্য তদা ত্রীন্ বিক্রমানিব॥ ২৫

'ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম রূপ ধারণের সময় যেমন বিশালদেহী হয়ে উঠেছিলেন, সমুদ্র লঙ্ঘনের সময়ে আমার রূপও তদনুরূপ হবে।

বুদ্ধ্যা চাহং প্রপশ্যামি মনশ্চেষ্টা চ মে তথা।
অহং দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং প্রমোদধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৬

'বানরগণ ! বুদ্ধি দিয়ে যা আমি দেখতে পাচ্ছি, মনচেষ্টাও তদনুরূপ। আমি অবশ্যই বৈদেহী সীতার দর্শন লাভ করব, বানরেরা আনন্দ করবে।

মারুতস্য সমো বেগে গরুড়স্য সমো জবে।
অযুতং যোজনানাং তু গমিষ্যামীতি মে মতিঃ॥ ২৭

'আমি গতিবেগে বায়ু এবং গরুড়ের তুল্য। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি দশ হাজার যোজন পর্যন্ত যেতে সক্ষম হব।

বাসবস্য সবজ্রস্য ব্রহ্মণো বা স্বয়ম্ভুবঃ।
বিক্রম্য সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ে॥ ২৮
লঙ্কাং বাপি সমুৎক্ষিপ্য গচ্ছেয়মিতি মে মতিঃ।

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে, বজ্রধারী ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার হাত থেকে সহসা বলপূর্বক অমৃত নিয়ে এখানে আসি অথবা লঙ্কানগরীকে ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত করে নিয়ে যাই।'

তমেবং বানরশ্রেষ্ঠং বর্জন্তমমিতপ্রভম্॥ ২৯
প্রহৃষ্টা হরয়স্তত্র সমুদৈক্ষন্ত বিস্মিতাঃ।

অমিত তেজসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এইভাবে গর্জন করছিলেন। বানরেরা যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিতভাবে তাঁকে লক্ষ করছিলেন।

তচ্চাস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাতীনাং শোকনাশনম্॥ ৩০
উবাচ পরিসংহৃষ্টো জাম্ববান্ প্লবগেশ্বরঃ।

তাঁর এইরূপ কথা শুনে (তাঁর) জ্ঞাতিদের শোক বিনষ্ট হল। ভল্লুকাধিপতি জাম্ববান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—

বীর কেসরিণঃ পুত্র বেগবন্ মারুতাত্মজ॥ ৩১
জ্ঞাতীনাং বিপুলঃ শোকস্ত্বয়া তাত প্রণাশিতঃ।

'হে বীর ! কেশরীপুত্র ! বেগবান পবননন্দন ! তাত ! আপনি আপনার জ্ঞাতিদের বিপুল শোক বিনষ্ট করেছেন।

তব কল্যাণরুচয়ঃ কপিমুখ্যাঃ সমাগতাঃ॥ ৩২
মঙ্গলান্যর্থসিদ্ধ্যর্থং করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ।

'আপনার কল্যাণকামী বানরমুখ্যগণ আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁরা আপনার কার্যসিদ্ধিহেতু একাগ্র চিত্তে মঙ্গলকামনা করবেন।

ঋষীণাং চ প্রসাদেন কপিবৃদ্ধমতেন চ॥ ৩৩
গুরূণাং চ প্রসাদেন সম্প্লব ত্বং মহার্ণবম্।

'ঋষিদের প্রসাদে, কপিবৃদ্ধদের অনুমতিতে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদে আপনি এই মহাসমুদ্রকে অতিক্রম করবেন।

স্থাস্যামশ্চৈকপাদেন যাবদাগমনং তব॥ ৩৪
ত্বদ্গতানি চ সর্বেষাং জীবনানি বনৌকসাম্।

'বনবাসী আমাদের সকলের জীবন আপনারই অধীন। সেইজন্য আপনি যতক্ষণ না প্রত্যাবর্তন করেন ততক্ষণ আমরা এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকব।'

ততশ্চ হরিশার্দূলস্তানুবাচ বনৌকসঃ॥ ৩৫
কোঽপি লোকে ন মে বেগং প্লবনে ধারয়িষ্যতি।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই বনবাসী বানরদের বললেন—'যখন আমি লাফ মারব তখন জগতের কোনো প্রাণীই আমার বেগকে ধারণ করতে পারবে না।

এতানীহ নগস্যাস্য শিলাসংকটশালিনঃ॥ ৩৬
শিখরাণি মহেন্দ্রস্য স্থিরাণি চ মহান্তি চ।
যেষু বেগং গমিষ্যামি মহেন্দ্রশিখরেষ্বহম্॥ ৩৭
নানাদ্রুমবিকীর্ণেষু ধাতুনিষ্পন্দশোভিষু।

'এই মহেন্দ্র পর্বতের স্থির শিখরদেশ সুউচ্চ এবং শিলাদ্বারা শোভিত—এই সুউচ্চ শিখরগুলি নানাবিধ বৃক্ষশোভিত, বিচিত্র ধাতুসমৃদ্ধ। এই পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আমি সবেগে দৌড়ে যাব।

এতানি মম বেগং হি শিখরাণি মহান্তি চ॥ ৩৮
প্লবতো ধারয়িষ্যন্তি যোজনানামিতঃ শতম্।

'সেখান থেকেই শত যোজন দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য লাফ দিলে পর্বতের এই চূড়াগুলিই আমার বেগ সহ্য করতে পারবে।'

ততস্তু মারুতপ্রখ্যঃ স হরির্মারুতাত্মজঃ।
আরুরোহ নগশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রমরিমর্দনঃ॥ ৩৯

এই কথা বলে সেই বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন, মহাপরাক্রমশালী, শত্রুদমনকারী, পবনপুত্র হনুমান পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রতে আরোহণ করলেন।

বৃতং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্মৃগসেবিতশাদ্বলম্।
লতাকুসুমসম্বাধং নিত্যপুষ্পফলদ্রুমম্॥ ৪০

পর্বতটি নানাবিধ পুষ্পসমৃদ্ধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন সেই পর্বত বহুবিধ পশুর বিচরণভূমি, লতা ও পুষ্প সমাকীর্ণ সেই স্থানে বৃক্ষসমূহ নিত্যই ফল ও ফুল দান করে।

সিংহশার্দূলসহিতং মত্তমাতঙ্গসেবিতম্।
মত্তদ্বিজগণোদ্ঘুষ্টং সলিলোৎপীড়সংকুলম্॥ ৪১

বাঘ, সিংহের নিবাসভূমি, মদমত্ত হাতিদের বিচরণভূমি সেই পার্বত্যভূমি সর্বদাই পাখিদের কলকাকলি-মুখরিত। সেখানে আছে অনেক জলধারা ও ঝর্ণা।

মহদ্ভিরুচ্ছ্রিতং শৃঙ্গৈর্মহেন্দ্রং স মহাবলঃ।
বিচচার হরিশ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ॥ ৪২

অত্যুচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন।

পাদাভ্যাং পীড়িতস্তেন মহাশৈলো মহাত্মনা।
ররাস সিংহাভিহতো মহান্ মত্ত ইব দ্বিপঃ॥ ৪৩

মহাত্মা হনুমান কর্তৃক পদপিষ্ট হয়ে সেই মহান পর্বত, সিংহের দ্বারা আক্রান্ত মদমত্ত বিশাল হস্তীর ন্যায় আর্তনাদ করতে লাগল (পর্বতে উপস্থিত অন্য প্রাণীদের সভয় চিৎকারকেই এখানে পর্বতের আর্তনাদ বলা হয়েছে)।

মুমোচ সলিলোৎপীড়ান্ বিপ্রকীর্ণশিলোচ্চয়ঃ।
বিত্রস্তমৃগমাতঙ্গঃ প্রকম্পিতমহাদ্রুমঃ॥ ৪৪

জলধারাগুলি নতুনভাবে মুক্ত হয়ে ঝর্ণা সৃষ্টি করল, প্রস্তরখণ্ডগুলি চর্তুদিকে বিপ্রকীর্ণ হয়ে গেল, হস্তী ও হরিণের দল ভীত হয়ে পড়ল ও সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি প্রকম্পিত হতে আরম্ভ করল।

নানাগন্ধর্বমিথুনৈঃ পানসংসর্গকর্কশৈঃ।
উৎপতদ্ভির্বিহংগৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈরপি॥ ৪৫

ত্যজ্যমানমহাসানুঃ সন্নিলীনমহোরগঃ।
শৈলশৃঙ্গশিলোৎপাতস্তদাভূৎ স মহাগিরিঃ॥ ৪৬

মধুপানে উন্মত্ত-চিত্ত গন্ধর্বযুগলের দল, বিদ্যাধরগণ, উড্ডীয়মান পাখিরা সেই মহান পর্বতের সানুদেশ ত্যাগ করল। সুবৃহৎ সর্পসমূহ গহ্বরে লুকিয়ে পড়ল। পর্বতশৃঙ্গের প্রস্তরগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূপতিত হতে লাগল। এইভাবে সেই মহান পর্বত অত্যন্ত দুর্দশাপ্রাপ্ত হল।

নিঃশ্বসদ্ভিস্তদা তৈস্তু ভুজগৈরর্ধনিঃসৃতৈঃ।
সপতাক ইবাভাতি স তদা ধরণীধরঃ॥ ৪৭

গহ্বরের বাইরে শরীরের অর্ধেক প্রকাশিত করে যে সাপগুলি লম্বা শ্বাস গ্রহণ করছিল তাদের দেখে সেই পর্বতকে তখন নানাবিধ পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত মনে হচ্ছিল।

ঋষিভিস্ত্রাসসম্ভ্রান্তৈস্ত্যজ্যমানঃ শিলোচ্চয়ঃ।
সীদন্ মহতি কান্তারে সার্থহীন ইবাধ্বগঃ॥ ৪৮

মুনিঋষিগণ নিদারুণ ভয়ে সেই পর্বত ত্যাগ করলেন। পর্বতটিও যেন দুর্গম সুবিশাল বনমধ্যে সঙ্গীবিহীন একা হয়ে দুর্দশাপ্রাপ্ত হল।

স বেগবান্ বেগসমাহিতাত্মা
হরিপ্রবীরঃ পরবীরহন্তা।
মনঃ সমাধায় মহানুভাবো
জগাম লঙ্কাং মনসা মনস্বী॥ ৪৯

শত্রুবীর সংহারকারী, শ্রেষ্ঠ বানরবীর, বেগবান, দ্রুতগমনের জন্য একাগ্র মহাত্মা হনুমান চিত্ত একাগ্র করলেন এবং মনে মনে লঙ্কাকে স্মরণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

गीताप्रेस गोरखपुर

GITA PRESS, GORAKHPUR [SINCE 1923]

Gita Press, Gorakhpur—273005
Ph. (0551) 2334721, 2331250, 2331251

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(সুন্দরকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত)

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाग २ (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर

GITA PRESS GORAKHPUR SINCE 1923

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নম্র নিবেদন

স্কন্দপুরাণে রামায়ণের মহত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥

(স্কন্দপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৫।২০)

বাল্মীকির এই কৃতি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, বিশ্বের দরবারে এর মূল্য বহুদিন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমরা মূল গ্রন্থটি বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে এটির আধুনিক চলিত বাংলায় অনুবাদ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলাম কয়েক বছর পূর্বে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রথম চারটি কাণ্ডের অনুবাদ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে বাকি তিনটি কাণ্ড অর্থাৎ সুন্দর, যুদ্ধ (বা লঙ্কা) এবং উত্তরকাণ্ডের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সেই আরব্ধ কাজটি সম্পন্ন হল।

মূল হিন্দি থেকে বাংলায় যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এই অনুবাদটি সুসম্পন্ন করে গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু কুমার মাইতি এবং দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বর্তমান সময়ে সংবাদ-মাধ্যম তথা বৈদ্যুতিন গণ-মাধ্যমের বিভিন্ন প্রচার-সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু মহনীয়, যা কিছু শুভ ও সুন্দর, সেগুলির সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা রটনার টীৎকৃত প্রয়াস দেখা যায়, এবং অনেক সাধারণ মানুষই এইগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করতে প্ররোচিত হন। আমরা মনে করি এইসব অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের গৌরবময় মহৎ কীর্তির প্রতিভূ-স্বরূপ মূল গ্রন্থগুলিকে জনগণের কাছে সহজবোধ্য এবং সহজলভ্য করে তুলতে পারলে এই সাংস্কৃতিক আক্রমণকে প্রতিহত করার পক্ষে যথাযথ সহায়তা হতে পারে।

আদিকবির এই রচনা সম্পর্কে ভবভূতি যে কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

পাপেভ্যশ্চ পুনাতি, বর্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা।
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ॥

আমরা এই মঙ্গলদায়িনী মনোহরা কথার স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ-রূপ কুসুমটি দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করছি, এই দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা এতে প্রীতিলাভ করবেন—এই আশা।

— প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

যুদ্ধকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, মৈনাক কর্তৃক তাঁকে স্বাগত জানানো, সুরসা বিজয় এবং সিংহিকাকে বধ করে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে লঙ্কানগরীর শোভা দর্শন

ততো রাবণনীতায়াঃ সীতায়াঃ শত্রুকর্ষণঃ।
ইয়েষ পদমন্বেষ্টুং চারণাচরিতে পথি॥ ১

তদনন্তর শত্রুসংহারক শ্রীহনুমান রাবণকর্তৃক অপহৃত সীতার নিবাসস্থান অন্বেষণের জন্য আকাশপথে গমনের কথা চিন্তা করলেন—যে আকাশপথে চারণগণ (দেবযোনি বিশেষ) বিচরণ করেন।

**দুষ্করং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন্ কর্ম বানরঃ।
সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ॥ ২**

শ্রীহনুমান কষ্টকর এবং অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকেই এই সুকঠিন কর্ম সম্পাদনে ইচ্ছুক হলেন। মস্তক এবং গ্রীবা সমুন্নত তিনি যেন বৃষের মতো শোভায়মান হচ্ছিলেন।

অথ বৈদূর্যবর্ণেষু শাদ্বলেষু মহাবলঃ।
ধীরঃ সলিলকল্পেষু বিচচার যথাসুখম্॥ ৩

অনন্তর ধীর-স্বভাব মহাবলী শ্রীহনুমান বৈদূর্য-মণির এবং সমুদ্র জলরাশির মতো নীলাভ ঘাসের উপর সুখে বিচরণ করতে লাগলেন।

দ্বিজান্ বিত্রাসয়ন্ ধীমানুরসা পাদপান্ হরন্।
মৃগাংশ্চ সুবহূন্ নিঘ্নন্ প্রবৃদ্ধ ইব কেসরী॥ ৪

সে সময় (বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান) পক্ষিকুলের ভয় সৃষ্টি করে এবং বক্ষঃস্থলের আঘাতে বৃক্ষসকল ধরাশায়ী করে, সুপ্রচুর বন্যজন্তুদের পদদলিত করে বিশাল সিংহের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

নীললোহিতমাঞ্জিষ্ঠপত্মবর্ণৈঃ সিতাসিতৈঃ।
স্বভাবসিদ্ধৈর্বিমলৈর্ধাতুভিঃ **সমলঙ্কৃতম্॥ ৫**

ওই পাহাড়ের তলদেশ মঞ্জুল নীল, লোহিত এবং শ্বেত ও শ্যাম পদ্মরাগের বর্ণালীযুক্ত পর্বত-জাত নির্মল ধাতুসকলে সুসজ্জিত ছিল।

কামরূপিভিরাবিষ্টমভীক্ষ্ণং সপরিচ্ছদৈঃ।
যক্ষকিন্নরগন্ধর্বৈর্দেবকল্পৈঃ সপন্নগৈঃ॥ ৬

স্বেচ্ছানুসারে রূপধারণে সক্ষম, দেবোপম যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও নাগ ওই পর্বতে নিরন্তর সপরিবারে বসবাস করতেন।

স তস্য গিরিবর্যস্য তলে নাগবরায়ুতে।
তিষ্ঠন্ কপিবরস্তত্র হ্রদে নাগ ইবাবভৌ॥ ৭

সেই কপিবর শ্রীহনুমান গজরাজবহুল ওই পর্বতের পার্বত্য হ্রদের সমতলে স্থিত বিশালকায় দণ্ডায়মান হাতির মতো শোভিত হচ্ছিলেন।

স সূর্যায় **মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভুবে।**
ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্॥ ৮

তিনি সূর্য, ইন্দ্র, পবন, ব্রহ্মা এবং (দেবযোনি বিশেষ) ভূতগণকে কৃতাঞ্জলি প্রণামপূর্বক (সমুদ্রের) ওপারে যাওয়া স্থির করলেন।

অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখং কুর্বন্ পবনায়াত্মযোনয়ে।
ততো হি ববৃধে গন্তুং দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্॥ ৯

পুনরায় পূর্বাভিমুখে নিজ পিতা পবনদেবকে প্রণাম

করে সরলস্বভাব শ্রীহনুমান দক্ষিণ দিকে গমনের জন্য নিজ শরীরকে বর্দ্ধিত করতে লাগলেন।

প্লবগপ্রবরৈর্দৃষ্টঃ প্লবনে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ববৃধে রামবৃদ্ধ্যর্থং সমুদ্র ইব পর্বসু॥ ১০

বড় বড় বানরেরা দেখলেন যে, সমুদ্রে পূর্ণিমা তিথিতে যেমন জোয়ার আসে তেমনি সমুদ্র-লঙ্ঘনে কৃত নিশ্চয় শ্রীহনুমান শ্রীরামের কার্য-সিদ্ধির জন্য শরীরে বাড়তে লাগলেন।

নিষ্প্রমাণশরীরঃ সঁল্লিলঙ্ঘয়িষুরর্ণবম্।
বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চরণাভ্যাং চ পর্বতম্॥ ১১

সমুদ্র লঙ্ঘনে ইচ্ছুক তিনি নিজ শরীরকে অপরিমিতভাবে বাড়িয়ে তুললেন এবং নিজের দুই বাহু ও চরণদ্বয়ের দ্বারা পর্বতকে চাপ দিতে লাগলেন।

স চচালাচলশ্চাশু মুহূর্তং কপিপীড়িতঃ।
তরূণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্বং পুষ্পমশাতয়ৎ॥ ১২

শ্রীহনুমানের চাপে সেই পর্বত নিমেষে কেঁপে উঠল ও দুদণ্ড পর্যন্ত দুলতে লাগল। পর্বতস্থ তরুরাজির শাখার পুষ্পিত অগ্রভাগ থেকে সকল ফুলদল ঝড়ে পড়ল।

তেন পাদপমুক্তেন পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধিনা।
সর্বতঃ সংবৃতঃ শৈলো বভৌ পুষ্পময়ো যথা॥ ১৩

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া সুগন্ধ পুষ্পরাশি দ্বারা চতুর্দিকে আচ্ছাদিত সেই পর্বত পুষ্পনির্মিত বলে মনে হতে লাগল।

তেন চোত্তমবীর্যেণ পীড্যমানঃ স পর্বতঃ।
সলিলং সম্প্রসুস্রাব মদমত্ত ইব দ্বিপঃ॥ ১৪

মহাপরাক্রমশালী শ্রীহনুমানের চাপে মহেন্দ্র পর্বত জলস্রোত মোচন করতে লাগল, মনে হল যেন মদমত্ত গজরাজ নিজের কুম্ভস্থল থেকে মদধারা ক্ষরণ করছে।

পীড্যমানস্তু বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্বতঃ।
রীতীর্নির্বর্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ॥ ১৫

বলবান পবনকুমারের ভারে পিষ্ট মহেন্দ্রগিরি স্বর্ণালী ও কৃষ্ণবর্ণের জলস্রোত প্রবাহিত করতে লাগল।

মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃশিলাঃ।
মধ্যমেনার্চিষা জুষ্টো ধূমরাজীরিবানলঃ॥ ১৬

শুধু এটুকুই নয়, যেমন করে মধ্যম-শিখাযুক্ত অগ্নি ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, তেমনি সেই পাহাড় মনঃশিলা সহ বড় বড় শিলাখণ্ড স্থানচ্যুত করতে লাগল।

হরিণা পীড্যমানেন পীড্যমানানি সর্বতঃ।
গুহাবিষ্টানি সত্ত্বানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ॥ ১৭

শ্রীহনুমানকর্তৃক পর্বতপীড়নে পীড়িত হয়ে তথায় বসবাসকারী সমস্ত জীবকুল গুহাপ্রবিষ্ট হল এবং বিকৃত স্বরে ডাকতে লাগল।

স মহান্ সত্ত্বসন্নাদঃ শৈলপীড়ানিমিত্তজঃ।
পৃথিবীং পূরয়ামাস দিশশ্চোপবনানি চ॥ ১৮

শৈলপীড়নে উৎপন্ন ওই সকল জীবজন্তুর বিশাল কোলাহল পৃথিবী, উপবন ও চতুর্দিক ভরিয়ে তুলল।

শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ।
বমন্তঃ পাবকং ঘোরং দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ॥ ১৯

স্বস্তিক চিহ্ন (সাপের ফণায় স্থিত নীলরেখা) পরিস্ফুট বিশাল বিশাল ফণায় সর্পকুল তীব্র অগ্নি বমন করতে করতে দাঁত দিয়ে পার্বত্য শিলাখণ্ডগুলিকে দংশন করতে লাগল।

তাস্তদা সবিষৈর্দষ্টাঃ কুপিতৈস্তৈর্মহাশিলাঃ।
জজ্বলুঃ পাবকোদ্দীপ্তা বিভিদুশ্চ সহস্রধা॥ ২০

ক্রোধান্বিত বিষধর সাপের দংশনে বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড এমনভাবে জ্বলতে লাগল যে, মনে হল সেগুলিতে আগুন লেগেছে। এমতাবস্থায় শিলাগুলি সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল।

যানি ত্বৌষধজালানি তস্মিঞ্জাতানি পর্বতে।
বিষঘ্নান্যপি নাগানাং ন শেকুঃ শমিতুং বিষম্॥ ২১

সেই পর্বতে উৎপন্ন যে-সকল ঔষধির বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা ছিল, সেগুলিও বিষধর সর্পদের বিষ প্রশমিত করতে পারল না।

ভিদ্যতেঽয়ং গিরির্ভূতৈরিতি মত্বা তপস্বিনঃ।
ত্রস্তা বিদ্যাধরাস্তস্মাদুৎপেতুঃ স্ত্রীগণৈঃ সহ॥ ২২

তখন পর্বতে বসবাসকারী তপস্বী ও বিদ্যাধরগণ ভাবলেন যে ওই পর্বত প্রেতাত্মারা খণ্ড-খণ্ড করছে। অতএব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা পর্বত থেকে উত্থিত হয়ে নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত অন্তরীক্ষে চলে গেলেন।

পানভূমিগতং হিত্বা হৈমমাসবভাজনম্।
পাত্রাণি চ মহার্হাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্॥ ২৩
লেহ্যানুচ্চাবচান্ ভক্ষ্যান্ মাংসানি বিবিধানি চ।
আর্ষভাণি চ চর্মাণি খড়্গাংশ্চ কনকৎসরূন্॥ ২৪
কৃতকণ্ঠগুণাঃ ক্ষীবা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তাক্ষাঃ পুষ্করাক্ষাশ্চ গগনং প্রতিপেদিরে॥ ২৫

ওই পর্বতে বসবাসকারী মধু-মত্ত পদ্মলোচন বিদ্যাধরগণ রক্তরাগরঞ্জিত নেত্রে, কণ্ঠে মাল্য ও সঙ্গে চন্দন ধারণপূর্বক (ত্রস্ত হয়ে) (স্ত্রীগণের সহিত) আকাশে প্রস্থান করলেন। প্রস্থান কালে, তাঁরা স্বর্ণনির্মিত আসব-পাত্র, বহুমূল্য বাসনাদি, সোনার কলস, বহুবিধ ব্যঞ্জন লেহ্য ও সুপ্রচুর খাদ্যবস্তু এবং বৃষভচর্ম নির্মিত ঢাল ও স্বর্ণময় হাতলযুক্ত তলোয়ার সেখানেই ফেলে রেখে গেলেন।

হারনূপুরকেয়ূরপারিহার্যধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিস্মিতাঃ সস্মিতাস্তস্থুরাকাশে রমণৈঃ সহ॥ ২৬

কণ্ঠে হার, পায়ে নূপুর, বাহুশিরে বাজুবন্দ ও হাতে বলয় পরিহিতা স্ত্রীগণ বিস্মিতনেত্রে ও স্মিতবদনে প্রেমাস্পদদিগের সহিত আকাশে অবস্থান করতে লাগিলেন।

দর্শয়ন্তো মহাবিদ্যাং বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ।
সহিতাস্তস্থুরাকাশে বীক্ষাংচক্রুশ্চ পর্বতম্॥ ২৭

(আকাশে অবলম্বনহীনভাবে অবস্থান করার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে) মহাবিদ্যা প্রদর্শনকারী বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওই পর্বতকে দেখতে লাগলেন।

শুশ্রুবুশ্চ তদা শব্দমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
চারণানাং চ সিদ্ধানাং স্থিতানাং বিমলেঽম্বরে॥ ২৮

তখন তাঁরা সেই নির্মল আকাশে বিচরণকারী পবিত্র হৃদয় চারণদের, সিদ্ধদের ও ঋষিগণের স্বর শুনতে পেলেন।

এষ পর্বতসংকাশো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
তিতীর্ষতি মহাবেগঃ সমুদ্রং বরুণালয়ম্॥ ২৯

পর্বত-সদৃশ, বায়ুর তুল্য বেগবান পবনপুত্র হনুমান বরুণালয় সমুদ্রের ওপারে যেতে ইচ্ছে করেছেন।

রামার্থং বানরার্থং চ চিকীর্ষন্ কর্ম দুষ্করম্।
সমুদ্রস্য পরং পারং দুষ্প্রাপং প্রাপ্তুমিচ্ছতি॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্রের ও বানরকুলের কার্যসিদ্ধিহেতু শ্রীহনুমান সমুদ্রের পরপারে যাওয়ার অত্যন্ত কঠিন কার্য সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক।

ইতি বিদ্যাধরা বাচঃ শ্রুত্বা তেষাং তপস্বিনাম্।
তমপ্রমেয়ং দদৃশুঃ পর্বতে বানরর্ষভম্॥ ৩১

তপস্বিগণের এরূপ বাক্য শুনে বিদ্যাধরগণ বানর-শিরোমণি অতুল বলবান শ্রীহনুমানকে পর্বতে দেখতে পেলেন।

দুধুবে চ স রোমাণি চকম্পে চানলোপমঃ।
ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ॥ ৩২

(সেই সময়ে) শ্রীহনুমান অগ্নিতুল্য তেজস্বী প্রতিভাত হচ্ছিলেন। তিনি তার দেহকে মৃদু মোচড় দিলেন, দেহস্থ রোমরাজি সবেগে ঝাঁকিয়ে দিলেন এবং তিনি ঘনঘোর মেঘের মতো উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করলেন।

আনুপূর্ব্যা চ বৃত্তং তল্লাঙ্গূলং রোমভিশ্চিতম্।
উৎপতিষ্যন্ বিচিক্ষেপ পক্ষিরাজ ইবোরগম্॥ ৩৩

আকাশে উড্ডয়নের পূর্বে শ্রীহনুমান তাঁর বক্রাকার এবং লোমপূর্ণ লাঙ্গুল এমনভাবে আকাশে উৎক্ষেপণ করলেন, যেন মনে হল পক্ষিরাজ গরুড় সর্পকুলকে আকাশে উৎক্ষেপণ করছেন।

তস্য লাঙ্গূলমাবিদ্ধমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ।
দদৃশে গরুড়েনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ॥ ৩৪

অত্যন্ত বেগশালী শ্রীহনুমানের পশ্চাতে ওই বক্রাকার লাঙ্গুল, গরুড় (পক্ষিরাজের) দ্বারা হ্রিয়মান বিশাল সর্পের ন্যায় পরিদৃষ্ট হল।

বাহূ সংস্তম্ভয়ামাস মহাপরিঘসন্নিভৌ।
আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সঞ্চুকোচ চ॥ ৩৫

তিনি (হনুমান) বিশাল মুগুরের মতো নিজের বাহুদ্বয়কে সজোরে পর্বতের গাত্রদেশে চেপে ধরলেন, ঊর্ধ্বাঙ্গকে কোমরের দিকে গুটিয়ে ধরে পদদ্বয় সংকুচিত করলেন।

সংহৃত্য চ ভুজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোধরাম্।
তেজঃ সত্ত্বং তথা বীর্যমাবিবেশ স বীর্যবান্॥ ৩৬

বাহুযুগল এবং গ্রীবাদেশকে কুঞ্চিত করে ঐশ্বর্যময় (শ্রীহনুমান) তেজ, বল এবং পরাক্রম সঞ্চার করলেন।

মার্গমালোকয়ন্ দূরাদূর্ধ্বপ্রণিহিতেক্ষণঃ।
রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্॥ ৩৭

উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূর থেকে আকাশে নিজের গন্তব্য স্থান অবলোকন করতে করতে তিনি হৃদয়ে বায়ু নিরুদ্ধ করলেন।

পদ্ভ্যাং দৃঢ়মবস্থানং কৃত্বা স কপিকুঞ্জরঃ।
নিকুচ্য কর্ণৌ হনুমানুৎপতিষ্যন্ মহাবলঃ॥ ৩৮
বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।

কপিকুলে হস্তীর মতো পরাক্রমী ও বলবান শ্রীহনুমান পদদ্বয়ে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মানপূর্বক এবং কর্ণযুগলকে সংকুচিত করতঃ বানরকুলকে এইরূপ বললেন—

যথা রাঘবনির্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ॥ ৩৯
গচ্ছেৎ তদ্বদ্ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর যেমন করে বায়ুবেগে গমন করে, তেমন করেই আমি রাবণ শাসিত লঙ্কাপুরীতে গমন করব।

নহি দ্রক্ষ্যামি যদি তাং লঙ্কায়াং জনকাত্মজাম্॥ ৪০
অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুরালয়ম্।

যদি (সেই) জনক-দুহিতা সীতাকে লঙ্কা-নগরীতে না দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ বেগেই দেবলোকে যাত্রা করব।

যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন দ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ॥ ৪১
বদ্ধা রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্।

এরূপ পরিশ্রম করেও যদি স্বর্গলোকে সীতার দেখা না পাই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করে নিয়ে আসব।

সর্বথা কৃতকার্যোঽহমেষ্যামি সহ সীতয়া॥ ৪২
আনয়িষ্যামি বা লঙ্কাং সমুৎপাট্য সরাবণাম্।

সর্বপ্রকারে কৃতকার্য আমি সীতাকে নিয়ে আসব অথবা রাবণসহ লঙ্কাপুরীকে উৎপাটিত করে তুলে আনব।

এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ বানরো বানরোত্তমঃ॥ ৪৩
উৎপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্।
সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪৪

এইরূপ বলে বেগবান বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান বাধা-বিঘ্ন বিচার না করেই সবেগে আকাশের দিকে উঠে গেলেন। উৎপতনের সময় নিজেকে পক্ষীরাজ গরুড়ের মতোই মনে করলেন।

সমুৎপততি বেগাৎ তু বেগাৎ তে নগরোহিণঃ।
সংহৃত্য বিটপান্ সর্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ॥ ৪৫

মহাবলী শ্রীহনুমানের উৎপতনের বেগে আকর্ষিত হয়ে চতুর্দিক হতে (উন্মূলিত) পার্বত্য বৃক্ষসকল শাখা-প্রশাখাসহ সজোর (শ্রীহনুমানের সঙ্গে সঙ্গে) উড়ে চলল।

স মত্তকোয়ষ্টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ।
উদ্বহন্নূরুবেগেন জগাম বিমলেঽম্বরে॥ ৪৬

তিনি মত্ত কোয়ষ্টি প্রভৃতি পক্ষিগণের আশ্রয়সহ বৃক্ষসকলকে এবং বহুসংখ্যক পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজীকে প্রবল বেগবায়ু দ্বারা নির্মল আকাশে আকর্ষণপূর্বক সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

উরুবেগোত্থিতা বৃক্ষা মুহূর্তং কপিমন্বয়ুঃ।
প্রস্থিতং দীর্ঘমধ্বানং স্ববন্ধুমিব বান্ধবাঃ॥ ৪৭

যেমন করে দূরাগত বান্ধবকে নিজের ভাই-বন্ধুগণ প্রত্যাগমনের পথে কিছুটা রাস্তা সঙ্গে গমন করেন, সেইরূপ প্রবল বেগে উত্থিত বৃক্ষসকল ক্ষণকাল মহাবলীর অনুসরণ করল।

তমূরুবেগোন্মথিতাঃ সালাশ্চান্যে নগোত্তমাঃ।
অনুজগ্মুর্হনূমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্॥ ৪৮

সৈন্যসকল যেরূপ নৃপতিকে অনুগমন করে সেইরূপ সাল ও অন্যান্য বৃক্ষসকল মহাবলীর জঙ্ঘাবেগে উন্মূলিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করল।

সুপুষ্পিতাগ্রৈর্বহুভিঃ পাদপৈরন্বিতঃ কপিঃ।
হনূমান্ পর্বতাকারো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৪৯

কপিবর শ্রীহনুমান পুষ্পোপশোভিত বহুপ্রকার বৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেখতে অদ্ভুত এক পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলেন।

সারবন্তোঽথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জঁল্লবণাম্ভসি।
ভয়াদিব মহেন্দ্রস্য পর্বতা বরুণালয়ে॥ ৫০

অতঃপর ভারী বৃক্ষগুলি লবণাক্ত সমুদ্রে পড়ে ডুবে গেল, যেমন করে (পাখাযুক্ত) পর্বতরাজি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছিল।

স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাঙ্কুরকোরকৈঃ।
শুশুভে মেঘসংকাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্বতঃ॥ ৫১

মেঘসদৃশ সেই শ্রীহনুমান বহুবিধ পুষ্প, অঙ্কুর ও কুঁড়িতে আবৃত হয়ে খদ্যোৎ পরিবেষ্টিত পর্বতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

বিমুক্তাস্তস্য বেগেন মুক্ত্বা পুষ্পাণি তে দ্রুমাঃ।
ব্যবশীর্যন্ত সলিলে নিবৃত্তাঃ সুহৃদো যথা॥ ৫২

সেই সমস্ত বৃক্ষসকল — যেগুলি মহাবলীর বেগ থেকে মুক্ত হচ্ছিল, তারা নিজ নিজ পুষ্পবর্ষণ করতে করতে সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছিল (মনে হচ্ছিল) যেন বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে অন্য বন্ধুরা ফিরে আসছিল।

লঘুত্বেনোপপন্নং তদ্ বিচিত্রং সাগরেঽপতৎ।
দ্রুমাণাং বিবিধং পুষ্পং কপিবায়ুসমীরিতম্।

তারাচিতমিবাকাশং প্রবভৌ স মহার্ণবঃ।। ৫৩

লঘুত্ব হেতু, বৃক্ষসমূহ হতে পতিত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পদল মহাবলীর বেগোত্থিত বায়ুতে গতিময় হয়ে সমুদ্রে ঝরতে লাগল। সমুদ্রে (ভাসমান) পাপড়িগুলি তারকাখচিত আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিল।

পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধেন নানাবর্ণেন বানরঃ।
বভৌ মেঘ ইবোদ্যন্ বৈ বিদ্যুদ্গণবিভূষিতঃ।। ৫৪

অনেক রঙের সুগন্ধিত পুষ্পরাশির দ্বারা উপলক্ষিত কপিবর শ্রীহনুমানকে যেন বিদ্যুৎ-সুশোভিত মেঘের ন্যায় মনে হতে লাগলেন।

তস্য বেগসমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈস্তোয়মদৃশ্যত।
তারাভিরিব রামাভিরুদিতাভিরিবাম্বরম্।। ৫৫

(শ্রীহনুমানের) গতিতে ঝরে পড়া ফুল-দলে সমুদ্রের জল, নয়নাভিরাম তারকাখচিত আকাশের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

তস্যাম্বরগতৌ বাহূ দদৃশাতে প্রসারিতৌ।
পর্বতাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তৌ পঞ্চাস্যাবিব পন্নগৌ।। ৫৬

আকাশে প্রসারিত তাঁর দুটি বাহু যেন পর্বতশিখর থেকে বিনিষ্ক্রান্ত পঞ্চমুখী দুটি সর্পের মতো দেখাচ্ছিল।

পিবন্নিব বভৌ চাপি সোর্মিজালং মহার্ণবম্।
পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ।। ৫৭

সেই সময় কপিবরকে (শ্রীহনুমানকে) মনে হতে লাগল যেন তিনি সোর্মি সমুদ্রকে পান করতে করতে চলেছেন এবং পিপাসিত হয়ে আকাশকেও যেন পান করছেন।

তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ।
নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্বতস্থাবিবানলৌ।। ৫৮

বায়ুমার্গে গতিশীল শ্রীহনুমানের বিদ্যুৎপ্রভ দুইটি নেত্র পর্বতস্থ দাবানলের মতো প্রকাশিত হতে লাগল।

পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখ্যস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে।
চক্ষুষী সম্প্রকাশেতে চন্দ্রসূর্যাবিব স্থিতৌ।। ৫৯

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের গোলাকার বড় বড় পিঙ্গল চোখ দুটি চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় বিভাসিত হচ্ছিল।

মুখং নাসিকয়া তস্য তাম্রয়া তাম্রমাবভৌ।
সন্ধ্যায়া সমভিস্পৃষ্টং যথা স্যাৎ সূর্যমণ্ডলম্।। ৬০

সন্ধ্যার সময় যেমন সূর্যমণ্ডল তাম্র-বর্ণ ধারণ করে, তেমনি (রক্তিম) লাল নাসিকাযুক্ত তাঁর মুখমণ্ডল তামার রঙ ধারণ করেছিল।

লাঙ্গুলং চ সমাবিদ্ধং প্লবমানস্য শোভতে।
অম্বরে বায়ুপুত্রস্য শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতম্।। ৬১

আকাশে ভাসমান (শ্রীহনুমানের) বর্তুলাকার উচ্চ পুচ্ছ ইন্দ্রদেবের ধ্বজার মতো শোভা পাচ্ছিল।

লাঙ্গূলচক্রো হনুমান্ শুক্লদংষ্ট্রোঽনিলাত্মজঃ।
ব্যরোচত মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবেষীব ভাস্করঃ।। ৬২

মহাপ্রাজ্ঞ পবনপুত্র শ্রীহনুমানের শ্মশ্রু শুভ্র ছিল এবং পুচ্ছ বর্তুলাকারে শোভিত ছিল। এইজন্য তিনি পরিধি পরিবৃত সূর্যমণ্ডলের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

স্ফিগ্দেশেনাতিতাম্রেণ ররাজ স মহাকপিঃ।
মহতা দারিতেনেব গিরির্গৈরিকধাতুনা।। ৬৩

কপিবর শ্রীহনুমানের কটিদেশের নিম্নভাগ অতিশয় তাম্রবর্ণের (রক্তিম) ছিল। সেইজন্য তিনি বিদারিত গৈরিক ধাতুযুক্ত বিশাল পর্বতের মতো দৃশ্যমান হচ্ছিলেন।

তস্য বানরসিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্।
কক্ষান্তরগতো বায়ুর্জীমূত ইব গর্জতি।। ৬৪

সমুদ্র পরপারে যাওয়ার সময় সেই বানরকেশরী শ্রীহনুমানের কক্ষি-চ্যুত বায়ু মেঘগর্জনের মতো শোনাচ্ছিল।

খে যথা নিপতত্যুল্কা উত্তরান্তাদ্ বিনিঃসৃতা।
দৃশ্যতে সানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ।। ৬৫

উপরিভাগ হতে প্রকট হয়ে আকাশে নিপতিত উল্কা সঞ্চরণকালে যেমন পরিলক্ষিত হয়, কপিকুঞ্জর পুচ্ছযুক্ত শ্রীহনুমান তেমনটি শোভিত হচ্ছিলেন।

পতৎপতঙ্গসংকাশো ব্যায়তঃ শুশুভে কপিঃ।
প্রবৃদ্ধ ইব মাতঙ্গঃ কক্ষ্যয়া বধ্যমানয়া।। ৬৬

সূর্যদেবের ন্যায় গতিশীল বিশালকায় শ্রীহনুমান (নিজ পুচ্ছের কারণে) রজ্জুদ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ বিশাল হস্তীর মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

উপরিষ্টাচ্ছরীরেণ ছায়য়া চাবগাঢ়য়া।
সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীৎ তদা কপিঃ।। ৬৭

তাঁর শরীর সাগরের উপর দিয়ে ধাবমান কিন্তু তাঁর ছায়া সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত হতে লাগল। যেন তিনি এমন এক নৌকা যার তলদেশ জল স্পর্শ করেছে অথচ উপরিভাগের পালে বাতাস লেগেছে।

যং যং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ।

স তু তস্যাঙ্গবেগেন সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে॥ ৬৮

কপিবর (আকাশে) সমুদ্রের যেই যেই অংশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেগবায়ুতে সমুদ্রের জল যেখানে-সেখানে উন্মত্তের মতো উত্তাল দেখাচ্ছিল।

সাগরস্যোর্মিজালানামুরসা শৈলবর্ষ্মণাম্।
অভিঘ্নংস্তু মহাবেগঃ পুপ্লুবে স মহাকপিঃ॥ ৬৯

মহা বেগবান কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পর্বতের সমান উচ্চ সাগর তরঙ্গমালাকে যেন নিজের বক্ষদেশ দ্বারা বিচূর্ণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

কপিবাতশ্চ বলবান্ মেঘবাতশ্চ নির্গতঃ।
সাগরং ভীমনির্হ্রাদং কম্পয়ামাসতুর্ভৃশম্॥ ৭০

কপিবর শ্রীহনুমানের শরীরাভিঘাতের বায়ুবেগ ও মেঘের ঘনঘটায় উৎপন্ন বায়ুপ্রবাহ কল্লোলমুখর সাগরকে কম্পমান করে তুলছিল।

বিকর্ষন্নূর্মিজালানি বৃহন্তি লবণাম্ভসি।
পুপ্লুবে কপিশার্দূলো বিকিরন্নিব রোদসী॥ ৭১

সেই কপিশার্দূল নিজের প্রচণ্ড বেগে উঁচু উঁচু সাগর তরঙ্গগুলিকে আকর্ষণ করতে করতে এমনভাবে উড়ে যেতে লাগলেন যে স্থল ও নভোতল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

মেরুমন্দরসংকাশানুদ্গতান্ সুমহার্ণবে।
অত্যক্রামন্মহাবেগস্তরঙ্গান্ গণয়ন্নিব॥ ৭২

মহা-সমুদ্রে মেরু ও মন্দার পর্বত সদৃশ সুউচ্চ তরঙ্গমালাকে যেন গণনা করতে করতে প্রবল বেগবান শ্রীহনুমান অগ্রসর হতে লাগলেন।

তস্য বেগসমুদ্‌ঘুষ্টং জলং সজলদং তদা।
অম্বরস্থং বিবভ্রাজে শরদভ্রমিবাততম্॥ ৭৩

সেই সময়ে শ্রীহনুমানের প্রবল বেগে মথিত সাগর-জল আকাশস্থ হয়ে অর্থাৎ উর্দ্ধে উঠে যেন বিতত শারদ মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

তিমিনক্রঝষাঃ কূর্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতাস্তদা।
বস্ত্রাপকর্ষণেনেব শরীরাণি শরীরিণাম্॥ ৭৪

সমুদ্রের জল অপসারিত হওয়ায় কুম্ভীর, মৎস্য ও কূর্মাদি স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান হতে লাগল, যেমনটি আবরণ অপসৃত হলে প্রাণীদের দেহ পরিলক্ষিত হয়।

ক্রমমাণং সমীক্ষ্যাথ ভুজগাঃ সাগরঙ্গমাঃ।
ব্যোম্নি তং কপিশার্দূলং সুপর্ণমিব মেনিরে॥ ৭৫

সাগরে বিচরণশীল সর্পগুলি আকাশে গতিময় কপিশার্দূলকে গরুড় পক্ষীর মতো মনে করল।

দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্যোজনমায়তা।
ছায়া বানরসিংহস্য জবে চারুতরাভবৎ॥ ৭৬

কপি-কেশরীর প্রস্থে দশযোজন ও দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত ছায়া (দেহের প্রতিবিম্ব) তাঁর বেগের কারণে রমণীয় প্রতীত হচ্ছিল।

শ্বেতাভ্রঘনরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী।
তস্য সা শুশুভে ছায়া পতিতা লবণাম্ভসি॥ ৭৭

পবনপুত্রের অনুগামিনী সেই ছায়া সমুদ্রের জলে পতিত হয়ে শুভ্র মেঘরাশির মতো শোভা পাচ্ছিল।

শুশুভে স মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ।
বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্বতঃ॥ ৭৮

মহা পরাক্রমশালী দীর্ঘদেহী কপিবর শ্রীহনুমান আকাশে অবলম্বনহীন অবস্থায় পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

যেনাসৌ যাতি বলবান্ বেগেন কপিকুঞ্জরঃ।
তেন মার্গেণ সহসা দ্রোণীকৃত ইবার্ণবঃ॥ ৭৯

সেই বলবান কপিশ্রেষ্ঠ যেমন আকাশমার্গে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন, সেই সেই স্থানের সাগরের জল সহসা অপসারিত হওয়ায় যেন কটাহ অথবা নৌকার মতো গভীর হয়ে যাচ্ছিল।

আপাতে পক্ষিসঙ্ঘানাং পক্ষিরাজ ইব ব্রজন্।
হনুমান্ মেঘজালানি প্রকর্ষন্ মারুতো যথা॥ ৮০

উড়ন্ত পক্ষিকুলের মধ্যে উড্ডীন পক্ষীরাজ গরুড় হঠাৎ এসে পড়ার মতো করে শ্রীহনুমান বায়ুবেগে মেঘমালাকে আকর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চললেন।

পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমঞ্জিষ্ঠকানি চ।
কপিনাহহকৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে॥ ৮১

এইরূপে শ্বেত, অরুণ, নীল ও খয়েরি বর্ণের বড় বড় মেঘখণ্ড শ্রীহনুমানের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে অতিশয় শোভা পাচ্ছিল।

প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে॥ ৮২

বারবার মেঘরাজির মধ্যে প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্ত হতে হতে শ্রীহনুমান মেঘাচ্ছাদিত ও পুনরায় মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মতো দেখাতে লাগলেন।

প্লবমানং তু তং দৃষ্ট্বা প্লবগং ত্বরিতং তদা।

ববৃষুস্তত্র পুষ্পাণি দেবগন্ধর্বচারণাঃ॥ ৮৩

সেই সময় তীব্রগতিতে চলমান কপিবরকে দেখে দেব, গন্ধর্ব ও চারণগণ তাঁর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

ততাপ নহি তং সূর্যঃ প্লবন্তং বানরেশ্বরম্।
সিষেবে চ তদা বায়ূ রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৮৪

তীব্র গতিতে ধাবমান বানররাজকে সূর্যদেব তাপিত করলেন না, রামের কার্যসিদ্ধির জন্য পবনদেবও তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

ঋষয়স্তুষ্টুবুশ্চৈনং প্লবমানং বিহায়সা।
জগুশ্চ দেবগন্ধর্বাঃ প্রশংসন্তো বনৌকসম্॥ ৮৫

ঋষি ও মুনিগণ আকাশমার্গে গমনকারী বানরবীর শ্রীহনুমানের স্তুতি করতে লাগলেন এবং দেবতা ও গন্ধর্বগণ প্রশংসায় গান করতে লাগলেন।

নাগাশ্চ তুষ্টুবুর্যক্ষা রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
প্রেক্ষ্য সর্বে কপিবরং সহসা বিগতক্লমম্॥ ৮৬

সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা অক্লান্তভাবে অগ্রসর হতে দেখে নাগ, যক্ষ ও নানা শ্রেণীর রাক্ষসগণ তাঁর স্তুতি করতে লাগল।

তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে প্লবমানে হনূমতি।
ইক্ষ্বাকুকুলমানার্থী চিন্তয়ামাস সাগরঃ॥ ৮৭

যে সময়ে কপিকেশরী শ্রীহনুমান প্লবমান হয়ে সমুদ্র পার হচ্ছিলেন, তখন ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মানার্থে সাগর চিন্তা করলেন।

সাহায্যং বানরেন্দ্রস্য যদি নাহং হনূমতঃ।
করিষ্যামি ভবিষ্যামি সর্ববাচ্যো বিবক্ষতাম্॥ ৮৮

'যদি বানররাজ শ্রীহনুমানের সহায়তা না করি, তাহলে সকল বিবক্ষু লোকেদের কাছে আমি নিন্দনীয় হব।

অহমিক্ষ্বাকুনাথেন সগরেণ বিবর্ধিতঃ।
ইক্ষ্বাকুসচিবশ্চায়ং তন্নার্হত্যবসাদিতুম্॥ ৮৯

'আমাকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ সগর বিবর্ধিত করেছিলেন। এখন ইক্ষ্বাকু বংশের বীর শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা করছেন শ্রীহনুমানও। অতএব এই যাত্রাপথে তাঁর কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

তথা ময়া বিধাতব্যং বিশ্রমেত যথা কপিঃ।
শেষং চ ময়ি বিশ্রান্তঃ সুখী সোঽতিতরিষ্যতি॥ ৯০

'আমার এরূপ কোন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে বানর বীর এখানে কিছুটা বিশ্রাম করে নিতে পারেন। আমার আশ্রয়ে বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে অবশিষ্ট ভাগটুকু তিনি সুখপূর্বক অতিক্রম করবেন।'

ইতি কৃত্বা মতিং সাধ্বীং সমুদ্রশ্ছন্নমম্ভসি।
হিরণ্যনাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্॥ ৯১

এভাবে শুভ চিন্তা করে সমুদ্র আপন বারিতে স্থিত প্রচ্ছন্ন গিরিশ্রেষ্ঠ স্বর্ণাভ মৈনাককে বললেন—

ত্বমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা।
পাতালনিলয়ানাং হি পরিঘঃ সন্নিবেশিতঃ॥ ৯২

'মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুরদিগের নিষ্ক্রমণ পথে তোমাকে লৌহ মুসলের মতো স্থাপন করেছেন।

ত্বমেষাং জ্ঞাতবীর্যাণাং পুনরেবোৎপতিষ্যতাম্।
পাতালস্যাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি॥ ৯৩

'এই অসুরগণের পরাক্রম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। অসুরগণ পুনরায় পাতালপুরী থেকে উত্থিত হতে ইচ্ছুক। এজন্য, তুমি (হে পর্বত!) অতল পাতালপুরীর দ্বার বন্ধ করে উত্থিত হও।

তির্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব শক্তিস্তে শৈল বর্ধিতুম্।
তস্মাৎ সঞ্চোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম॥ ৯৪

'হে শৈল! উপরে, নীচে ও পাশাপাশি বর্দ্ধিত হওয়ার শক্তি তোমার আছে। তাই, আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তুমি উপরের দিকে উত্থিত হও।

স এষ কপিশার্দূলস্ত্বামুপর্যেতি বীর্যবান্।
হনূমান্ রামকার্যার্থী ভীমকর্মা খমাপ্লুতঃ॥ ৯৫

'(দেখো)! এই কপিকেশরী শ্রীহনুমান তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ভয়ংকর কাজে ব্যস্ত হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছেন।

অস্য সাহ্যং ময়া কার্যমিক্ষ্বাকুকুলবর্তিনঃ।
মম ইক্ষ্বাকবঃ পূজ্যাঃ পরং পূজ্যতমাস্তব॥ ৯৬

'এই ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্রকে আমার সাহায্য করা উচিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ আমার পূজ্য, অতএব তোমারও পরম পূজ্য।'

কুরু সাচিব্যমস্মাকং ন নঃ কার্যমতিক্রমেৎ।
কর্তব্যমকৃতং কার্যং সতাং মন্যুমুদীরয়েৎ॥ ৯৭

'অতএব তুমি আমার সহায়তা করো। যেন

শ্রীহনুমানের সেবারূপ কর্তব্যকর্মের সুযোগ নষ্ট না হয়, কর্তব্য কর্ম না করা হলে, তা সজ্জনের ক্রোধের কারণ হয়।

সলিলাদূর্ধ্বমুত্তিষ্ঠ তিষ্ঠত্বেষ কপিস্ত্বয়ি।
অস্মাকমতিথিশ্চৈব পূজ্যশ্চ প্লবতাং বরঃ॥ ৯৮

'জল থেকে উপরের দিকে উত্থিত হও, যাতে কপিবর তোমার উপরে বিশ্রাম নিতে পারেন। বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান আমাদের অতিথি এবং পূজ্যও।

চামীকরমহানাভ দেবগন্ধর্বসেবিত।
হনূমাংস্ত্বয়ি বিশ্রান্তস্ততঃ শেষং গমিষ্যতি॥ ৯৯

'হে সুবর্ণময় দেবগন্ধর্ব অধ্যুষিত বিশাল পর্বত ! শ্রীহনুমান তোমার উপরে বিশ্রাম নিয়ে অবশিষ্ট পথ গমন করতে পারবেন।

কাকুৎস্থস্যানৃশংস্যং চ মৈথিল্যাশ্চ বিবাসনম্।
শ্রমং চ প্লবগেন্দ্রস্য সমীক্ষ্যোত্থাতুমর্হসি॥ ১০০

'ককুৎস্থবংশীয় রামচন্দ্রের দয়ালুতা, পরদেশবাসিনী সীতার বিহ্বলতা এবং শ্রীহনুমানের পরিশ্রম বিবেচনা করে, তোমার অবশ্যই উত্থিত হওয়া উচিত।'

হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ।
উৎপপাত জলাৎ তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ॥ ১০১

বনস্পতি ও লতা আবৃত মৈনাক পর্বত লবণাক্ত সমুদ্রের কথা শুনে শীঘ্রই জল থেকে উত্থিত হলেন।

স সাগরজলং ভিত্ত্বা বভূবাত্যুচ্ছ্রিতস্তদা।
যথা জলধরং ভিত্ত্বা দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ॥ ১০২

মেঘের আবরণ ভেদ করে প্রখর সূর্য যেমন করে উদিত হন, তেমনি সাগর বারি ভেদ করে মৈনাক পর্বত অতি উচ্চ হলেন।

স মহাত্মা মুহূর্তেন পর্বতঃ সলিলাবৃতঃ।
দর্শয়ামাস শৃঙ্গাণি সাগরেণ নিয়োজিতঃ॥ ১০৩

সাগরের আজ্ঞা পেয়ে জলমধ্যস্থিত সেই মহানুভব পর্বত মুহূর্তে নিজ শৃঙ্গগুলি প্রকট করলেন।

শাতকুম্ভময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ।
আদিত্যোদয়সংকাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্॥ ১০৪

সেই সুবর্ণময় শৃঙ্গগুলি কিন্নর ও বৃহৎ নাগকুল অধ্যুষিত ছিল। সূর্যোদয়ের দীপ্তিসম্পন্ন ওইগুলি ছিল আকাশচুম্বী।

তস্য জাম্বূনদৈঃ শৃঙ্গৈঃ পর্বতস্য সমুত্থিতৈঃ।
আকাশং শস্ত্রসংকাশমভবৎ কাঞ্চনপ্রভম্॥ ১০৫

উত্থিত শৃঙ্গগুলির স্বর্ণপ্রভায় তলোয়ারের মতো নীলাভ আকাশ কাঞ্চনপ্রভ হয়ে উঠল।

জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্ভ্রাজমানৈর্মহাপ্রভৈঃ।
আদিত্যশতসংকাশঃ সোঽভবদ্ গিরিসত্তমঃ॥ ১০৬

সেই গিরিশ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় শৃঙ্গগুলির সাতিশয় বিচ্ছুরিত আভায় শতসূর্যের প্রভার মতো হয়ে উঠল।

সমুত্থিতমসঙ্গেন হনূমানগ্রতঃ স্থিতম্।
মধ্যে লবণতোয়স্য বিঘ্নোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ॥ ১০৭

সহসা সাগর থেকে উত্থিত পর্বতকে সম্মুখে দেখে শ্রীহনুমান সেটিকে বিঘ্নরূপে বিবেচনা করলেন।

স তমুচ্ছ্রিতমত্যর্থং মহাবেগো মহাকপিঃ।
উরসা পাতয়ামাস জীমূতমিব মারুতঃ॥ ১০৮

বায়ু যেমন মেঘকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়, তেমনি প্রবল বেগবান কপিবর শ্রীহনুমান বুকের ধাক্কায় অত্যন্ত উচ্চতায় বেড়ে ওঠা শৃঙ্গগুলিকে ভেঙে ফেললেন।

স তদাসাদিতস্তেন কপিনা পর্বতোত্তমঃ।
বুদ্ধ্বা তস্য হরের্বেগং জহর্ষ চ ননাদ চ॥ ১০৯

সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ, শ্রীহনুমান কর্তৃক কর্তিত হয়ে তাঁর প্রবল বেগ অনুভব করতঃ (যুগপৎ) আনন্দিত হলেন ও আর্তনাদ করলেন।

তমাকাশগতং বীরমাকাশে সমুপস্থিতঃ।
প্রীতো হৃষ্টমনা বাক্যমব্রবীৎ পর্বতঃ কপিম্॥ ১১০
মানুষং ধারয়ন্ রূপমাত্মনঃ শিখরে স্থিতঃ।

প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত মৈনাক পর্বত মানুষের রূপে শিখরে দণ্ডায়মান হয়ে আকাশগত বীর শ্রীহনুমানের নিকট এই বাক্যগুলি বলতে লাগলেন—

দুষ্করং কৃতবান্ কর্ম ত্বমিদং বানরোত্তম॥ ১১১
নিপত্য মম শৃঙ্গেষু সুখং বিশ্রম্য গম্যতাম্।

'বানরোত্তম আপনি সমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো অসম্ভব কাজ করেছেন। এখন আমার শৃঙ্গের উপরে এসে সুখে বিশ্রাম করে যাত্রা করুন।

রাঘবস্য কুলে জাতৈরুদধিঃ পরিবর্ধিতঃ॥ ১১২
স ত্বাং রামহিতে যুক্তং প্রত্যর্চয়তি সাগরঃ।

'শ্রীরঘুনাথের পূর্বপুরুষ সমুদ্রকে পরিবর্ধিত করেছিলেন। সেই বারিধি সমুদ্র রাঘবের উপকারার্থে নিযুক্ত আপনার অর্চনা করতে চায়।

কৃতে চ প্রতিকর্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ১১৩
সোঽয়ং তৎপ্রতিকারার্থী ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি।

'কেউ উপকার করলে, তার প্রত্যুপকার করা উচিত— এই হল সর্বকালীন নিয়ম। এই সাগর আপনার প্রত্যুপকার করতে চায়, সেজন্য সে আপনার কাছ থেকে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য।

ত্বন্নিমিত্তমনেনাহং বহুমানাৎ প্রচোদিতঃ॥ ১১৪
যোজনানাং শতং চাপি কপিরেষ খমাপ্লুতঃ।
তব সানুষু বিশ্রান্তঃ শেষং প্রক্রমতামিতি॥ ১১৫

'আপনার পরিচর্যার জন্য সাগর সসম্মানে আমাকে নিযুক্ত করে বলেছেন— 'শ্রীহনুমান শতযোজন আকাশে উড্ডয়ন করেছেন ; হে মৈনাক ! তোমার শৃঙ্গে বিশ্রাম নিয়ে তিনি বাকি গন্তব্য অতিক্রম করুন।' অতএব হে বানরকুল-শ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার শৃঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যাত্রা করুন।

তিষ্ঠ ত্বং হরিশার্দূল ময়ি বিশ্রম্য গম্যতাম্।
তদিদং গন্ধবৎ স্বাদু কন্দমূলফলং বহু॥ ১১৬
তদাস্বাদ্য হরিশ্রেষ্ঠ বিশ্রান্তোঽথ গমিষ্যসি।

'হে কপিবর ! সেই কারণে, এখানে অনেক সুগন্ধি ও সুস্বাদু অনেক কন্দ, মূল ও ফল রাখা আছে। সেগুলির আস্বাদ গ্রহণপূর্বক বিশ্রাম করে গন্তব্যে যাত্রা করুন।

অস্মাকমপি সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য ত্বয়াস্তি বৈ।
প্রখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মহাগুণপরিগ্রহঃ॥ ১১৭

'কপিবর ! আপনার সঙ্গে আমারও একপ্রকার সম্পর্ক আছে। আপনি ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত ও গুণগ্রাহী।

বেগবন্তঃ প্লবন্তো যে প্লবগা মারুতাত্মজ।
তেষাং মুখ্যতমং মন্যে ত্বামহং কপিকুঞ্জর॥ ১১৮

'কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন ! বেগবান ও উল্লম্ফনক্ষম বানরকুলের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ।

অতিথিঃ কিল পূজার্হঃ প্রাকৃতোঽপি বিজানতা।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানেন কিং পুনর্যাদৃশো ভবান্॥ ১১৯

'ধর্মজিজ্ঞাসু প্রাজ্ঞ মানুষের কাছে একজন সাধারণ অতিথিও পূজ্য, আপনার মতো অতিথি সম্পর্কে আর কী কথা।

ত্বং হি দেববরিষ্ঠস্য মারুতস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রস্তস্যৈব বেগেন সদৃশঃ কপিকুঞ্জর॥ ১২০

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আপনি দেবশিরোমণি মহাত্মা বায়ুর পুত্র এবং বেগবত্তায় পবনদেবের সমান।

পূজিতে ত্বয়ি ধর্মজ্ঞে পূজাং প্রাপ্নোতি মারুতঃ।
তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়ো মে শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥ ১২১

'হে শ্রীহনুমান ! আপনি ধর্মবিদ। আপনার পূজায় বায়ুদেবও পূজা পান। সেইজন্য আপনি আমার পূজার্হ, অবশ্য আপনাকে পূজা করার অন্য কারণও আছে, সেগুলি শ্রবণ করুন—

পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্।
তেঽপি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ॥ ১২২

'পূর্বে (সত্যযুগে) পর্বতগুলিও পক্ষযুক্ত ছিল। (পক্ষীরাজ) গরুড়ের মতো বেগবান হয়ে তারাও দিকে দিকে উড়ে বেড়াত।

ততস্তেষু প্রযাতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশঙ্কয়া॥ ১২৩

'এইপ্রকার যাতায়াতে দেবকুল, ঋষিকুল ও প্রাণিগণ সেগুলির পতনের আশঙ্কায় ভয় পেয়ে গেলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ॥ ১২৪

'সেহেতু ক্রুদ্ধ শতক্রতু ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা শতসহস্র পর্বতের পক্ষ শাসন করলেন।

স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্।
ততোঽহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা॥ ১২৫

'সেইসময় বজ্র উদ্যত করে দেবরাজ ইন্দ্র আমার দিকে ধাবিত হলে মহাত্মা পবনদেব আমাকে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অস্মিঁল্লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম।
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ॥ ১২৬

'বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনার পিতৃদেব আমাকে লবণাম্বুরাশিতে নিক্ষেপ করে আমার পক্ষগুলি রক্ষা করেছেন এবং আমি সর্বাঙ্গে সুরক্ষিত আছি।

ততোঽহং মানয়ামি ত্বাং মান্যোঽসি মম মারুতে।
ত্বয়া মমৈষ সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য মহাগুণঃ॥ ১২৭

'পবননন্দন ! কপিশ্রেষ্ঠ ! এইজন্য আমি আপনার সম্মান করি, আপনি আমার মাননীয়। অতিশয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অস্মিন্নেবংগতে কার্যে সাগরস্য মমৈব চ।
প্রীতিং প্রীতমনাঃ কর্তুং ত্বমর্হসি মহামতে॥ ১২৮

'মহামতি ! আপনি এই প্রকারের মহান কর্মে

প্রসন্নচিত্তে সাগরের ও আমার প্রীতি উৎপাদন করুন।

শ্রমং মোক্ষয় পূজাং চ গৃহাণ হরিসত্তম।
প্রীতিং চ মম মানাস্য প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ॥ ১২৯

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আপনি ক্লান্তি বিনোদন করুন। আমার পূজা ও প্রেমভক্তি গ্রহণ করুন। মাননীয় ! আপনার সাক্ষাতে আমি আনন্দিত হয়েছি।'

এবমুক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠস্তং নগোত্তমমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি কৃতমাতিথ্যং মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্॥ ১৩০

এইভাবে সম্ভাষিত হয়ে বানরশিরোমণি মৈনাককে বললেন—'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমিও প্রসন্ন হয়েছি। আমার অতিথি সৎকারও পূর্ণ হল। অতএব আপনার দুঃখ অথবা চিন্তা দূর হোক।

ত্বরতে কার্যকালো মে অহশ্চাপ্যতিবর্ততে।
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা॥ ১৩১

'কাজের সময়কাল বয়ে যাচ্ছে, বানরকুলের কাছে কাজের মাঝে কোথাও থামব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈলমালভ্য হরিপুঙ্গবঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য বীর্যবান্ প্রহসন্নিব॥ ১৩২

এইরূপ বলে মহাবলী বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান যেন হাসতে হাসতে মৈনাককে আপন হাতে স্পর্শ করলেন এবং আকাশে উঠে এগোতে লাগলেন।

স পর্বতসমুদ্রাভ্যাং বহুমানাদবেক্ষিতঃ।
পূজিতশ্চোপপন্নাভিরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ১৩৩

পর্বত ও সমুদ্র—উভয়েই অতিশয় সম্মানপূর্বক তাকে অবলোকন করলেন। যথোচিতভাবে তাঁকে পূজা করলেন এবং আশীর্বচনে অভিনন্দিত করলেন।

অথোর্ধ্বং দূরমাগত্য হিত্বা শৈলমহার্ণবৌ।
পিতুঃ পন্থানমাসাদ্য জগাম বিমলেঽম্বরে॥ ১৩৪

এইভাবে পাহাড় ও সমুদ্রকে ছাড়িয়ে শ্রীহনুমান অতি উচ্চে গিয়ে বায়ুমার্গে নির্মল আকাশে চলতে লাগলেন।

ভূয়শ্চোর্ধ্বং গতিং প্রাপ্য গিরিং তমবলোকয়ন্।
বায়ুসূনুর্নিরালম্বো জগাম কপিকুঞ্জরঃ॥ ১৩৫

পুনরায় আরও ঊর্ধ্বগতি নিয়ে পর্বতকে অবলোকন করতে করতে কপিশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র শ্রীহনুমান আকাশপথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তদ্ দ্বিতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ॥ ১৩৬

দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ শ্রীহনুমানের দ্বিতীয় দুঃসাধ্য কাজ দেখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

দেবতাশ্চাভবন্ হৃষ্টাস্তত্রস্থাস্তস্য কর্মণা।
কাঞ্চনস্য সুনাভস্য সহস্রাক্ষশ্চ বাসবঃ॥ ১৩৭

আকাশস্থ দেবতাগণ ও সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সুন্দর কটিদেশযুক্ত সুবর্ণময় মৈনাক পর্বতের সেই কর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

উবাচ বচনং ধীমান্ পরিতোষাৎ সগদ্গদম্।
সুনাভং পর্বতশ্রেষ্ঠং স্বয়মেব শচীপতিঃ॥ ১৩৮

সেই সময় বুদ্ধিমান শচীপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে পর্বতশ্রেষ্ঠ সুনাভ মৈনাককে গদ্গদ বাক্যে বললেন—

হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভৃশম্।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্॥ ১৩৯

'হে সুবর্ণময় শৈলরাজ মৈনাক ! আমি তোমাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সৌম্য ! তোমাকে অভয় দান করছি, তুমি আপন খুশিতে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।

সাহ্যং কৃতং তে সুমহদ্ বিক্রান্তস্য হনূমতঃ।
ক্রমতো যোজনশতং নির্ভয়স্য ভয়ে সতি॥ ১৪০

'শ্রীহনুমানের শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনকালে হনুমানের মনে কোনও ভয় নেই, তবু আমাদের শঙ্কা যেন কি হয়, কি হয় ! (এমতাবস্থায়) তাঁকে বিশ্রামের অবসর দিয়ে তুমি অনেক সাহায্য করেছ।

রামস্যৈষ হিতায়ৈব যাতি দাশরথেঃ কপিঃ।
সৎক্রিয়াং কুর্বতা শক্ত্যা তোষিতোঽস্মি দৃঢ়ং ত্বয়া॥ ১৪১

'এই বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান দশরথনন্দন রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁকে যথাশক্তি সমাদর করায়, আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।'

স তৎ প্রহর্ষমলভদ্ বিপুলং পর্বতোত্তমঃ।
দেবতানাং পতিং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টং শতক্রতুম্॥ ১৪২

দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট দেখে পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক অতিশয় আনন্দিত হলেন।

স বৈ দত্তবরঃ শৈলো বভূবাবস্থিতস্তদা।
হনূমাংশ্চ মুহূর্তেন ব্যতিচক্রাম সাগরম্॥ ১৪৩

তখন সেই পর্বত ইন্দ্রের বর পেয়ে সাগর জলে স্থিত হয়ে গেলেন এবং শ্রীহনুমানও মুহূর্তমধ্যে সাগরের সেই অংশ অতিক্রম করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।

অব্রুবন্ সূর্যসংকাশাং সুরসাং নাগমাতরম্॥ ১৪৪

তারপর দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং ঋষিগণ, গন্ধর্বকুলের সঙ্গে একত্রে সূর্যের মতো তেজস্বিনী নাগমাতা সুরসাকে বললেন—

অয়ং বাতাত্মজঃ শ্রীমান্ প্লবতে সাগরোপরি।
হনূমান্ নাম তস্য ত্বং মুহূর্তং বিঘ্নমাচর॥ ১৪৫

'এই পবনপুত্র শ্রীমান হনুমান সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। আপনি (নাগমাতা) ক্ষণকাল তাঁর যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটান।

রাক্ষসং রূপমাস্থায় সুঘোরং পর্বতোপমম্।
দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাক্ষং বক্ত্রং কৃত্বা নভঃস্পৃশম্॥ ১৪৬

'আপনি পর্বতপ্রমাণ ভয়ংকর রাক্ষসীর রূপ ধারণ করুন — যাঁর আকৃতি যেন বিকটদন্তযুক্ত, আকাশচুম্বী মুখমণ্ডল ও নীলহরিৎ মিশ্রিত চক্ষুদ্বয় সমন্বিত হয়।

বলমিচ্ছামহে জ্ঞাতুং ভূয়শ্চাস্য পরাক্রমম্।
ত্বাং বিজেষ্যত্যুপায়েন বিষাদং বা গমিষ্যতি॥ ১৪৭

'আমরা পুনরায় শ্রীহনুমানের শক্তি ও বীরত্বের পরীক্ষা নিতে ইচ্ছুক। হয়ত তিনি কোনও উপায়ে আপনাকে জয় করবেন অথবা বিষণ্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হবেন।'

এবমুক্তা তু সা দেবী দৈবতৈরভিসৎকৃতা।
সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিভ্রতী রাক্ষসং বপুঃ॥ ১৪৮
বিকৃতং চ বিরূপং চ সর্বস্য চ ভয়াবহম্।
প্লবমানং হনূমন্তমাবৃত্যেদমুবাচ হ॥ ১৪৯

দেবতাগণের দ্বারা সমাদৃতা ও অভিহিতা হয়ে সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিকৃত, কুৎসিৎ ও সকলের পক্ষে ভয়ংকর রাক্ষসী শরীর ধারণ করে সমুদ্রের উপর দিয়ে গতিশীল শ্রীহনুমানের পথ আগলে এই কথা বললেন—

মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমীশ্বরৈর্বানরর্ষভ।
অহং ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি প্রবিশেদং মমাননম্॥ ১৫০

'হে কপিশ্রেষ্ঠ ! দেব ও ঈশ্বর তোমাকে আমার খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। আমার এই মুখে তুমি প্রবেশ করো, আমি তোমাকে ভক্ষণ করব।

বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা।
ব্যাদায় বক্ত্রং বিপুলং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ॥ ১৫১

'পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর দিয়েছিলেন।' এই কথা বলে বিশাল মুখ বিস্তার পূর্বক সুরসা শ্রীহনুমানের সামনে দাঁড়াল।'

এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রহৃষ্টবদনোঽব্রবীৎ।
রামো দাশরথির্নাম প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চাপি ভার্যয়া॥ ১৫২

সুরসাকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হয়ে প্রসন্নবদনে শ্রীহনুমান বললেন— 'দেবি ! দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

অন্যকার্যবিষক্তস্য বদ্ধবৈরস্য রাক্ষসৈঃ।
তস্য সীতা হৃতা ভার্যা রাবণেন যশস্বিনী॥ ১৫৩

'সেখানে পরোপকারী রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসদের বিরোধ বাধলে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী যশস্বিনী সীতাকে রাবণ হরণ করলেন।

তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ।
কর্তুমর্হসি রামস্য সাহ্যং বিষয়বাসিনি॥ ১৫৪

'রামের আদেশে দূতরূপে সীতার নিকট গমন করছি। রামরাজ্যে নিবাসকারিণী তুমিও রামচন্দ্রের কাজে সাহায্য করো।

অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্।
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে॥ ১৫৫

'অথবা আমি সীতাকে এবং সহজে মহৎকর্মপরায়ণ শ্রীরামকে দর্শন করে তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করব। আমি সত্য সত্যই এই প্রতিজ্ঞা করছি।'

এবমুক্তা হনুমতা সুরসা কামরূপিণী।
অব্রবীন্নাতিবর্তেন্মাং কশ্চিদেষ বরো মম॥ ১৫৬

শ্রীহনুমানকর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হলে সেই মায়াবী সুরসা বলল, 'আমাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারবে না'—আমি এই বর পেয়েছি।

তং প্রয়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সুরসা বাক্যমব্রবীৎ।
বলং জিজ্ঞাসমানা সা নাগমাতা হনূমতঃ॥ ১৫৭

নাগমাতা সুরসা তবুও শ্রীহনুমানকে গমনরত দেখে তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্য বলল—

নিবিশ্য বদনং মেঽদ্য গন্তব্যং বানরোত্তম।
বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা॥ ১৫৮
ব্যাদায় বিপুলং বক্ত্রং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ।

'হে কপিকুলশ্রেষ্ঠ ! আজ তুমি নিশ্চয় আমার মুখে প্রবেশ করে, তারপরেই এগোতে পারবে। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এরূপ বর লাভ করেছি'—এই কথা বলে সেই নাগমাতা সুরসা নিজের বিশাল মুখ ব্যাদান করে

শ্রীহনুমানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হল।

এবমুক্তঃ সুরসয়া ক্রুদ্ধো বানরপুঙ্গবঃ॥ ১৫৯
অব্রবীৎ কুরু বৈ বক্ত্রং যেন মাং বিষহিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তাম্॥ ১৬০
দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবৎ তদা।
তং দৃষ্ট্বা মেঘসংকাশং দশযোজনমায়তম্।
চকার সুরসাপ্যাস্যং বিংশদ্ যোজনমায়তম্॥ ১৬১

সুরসা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হলে অসন্তুষ্ট হয়ে কপিবর বললেন — 'তুমি এমনভাবে তোমার মুখবিস্তার করো, যাতে আমার ভার সহ্য করতে পারো।' সুরসাকে এই কথা বলে শ্রীহনুমান চুপ হলেন। তখন সুরসা তার দেহ দশযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করল। তখন শ্রীহনুমানও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দেহ দশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। তাঁকে মেঘের মতো দশ যোজন বিস্তৃত দেখে সুরসা নিজের মুখবিস্তার বিংশতি যোজন বাড়িয়ে তুললেন।

হনুমাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিংশদ্ যোজনমায়তঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং চত্বারিংশৎ তথোচ্ছ্রিতম্॥ ১৬২

অতঃপর ক্রুদ্ধ শ্রীহনুমান নিজের শরীর ত্রিশ যোজন পর্যন্ত বর্দ্ধিত করলেন। সুরসাও তখন নিজের মুখব্যাদান চল্লিশ যোজন করল।

বভূব হনুমান্ বীরঃ পঞ্চাশদ্ যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং ষষ্টিং যোজনমুচ্ছ্রিতম্॥ ১৬৩

(পুনরায়) বীর হনুমান পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ হলেন এবং সুরসাও মুখবিস্তার ষাট যোজন করল।

তথৈব হনুমান্ বীরঃ সপ্ততিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রমশীতিং যোজনোচ্ছ্রিতম্॥ ১৬৪

তেজস্বী শ্রীহনুমান সত্তর যোজন হয়ে গেলে সুরসা মুখগহ্বর আশিযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করল।

হনূমাননলপ্রখ্যো নবতিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং শতযোজনমায়তম্॥ ১৬৫

তদনন্তর শ্রীহনুমান নিজেকে নব্বই যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করলে সুরসা তার মুখ ব্যাদন শত যোজন করে তুলল।[1]

তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্।
দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্॥ ১৬৬

স সংক্ষিপ্যাত্মনঃ কায়ং জীমূত ইব মারুতিঃ।
তস্মিন্ মুহূর্তে হনুমান্ বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ॥ ১৬৭

সুরসার দীর্ঘজিহ্বাযুক্ত বিশাল ভয়ংকর নরকতুল্য মুখ দেখে বুদ্ধিমান বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে মেঘের মতো সংকুচিত করে অঙ্গুলি পরিমাণ ক্ষুদ্রাকার হয়ে গেলেন।

সোঽভিপদ্যাথ তদ্বক্ত্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ।
অন্তরিক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬৮

তারপর মহাবলী শ্রীমান পবনকুমার সুরসার মুখগহ্বরে প্রবেশ করে শীঘ্রই নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে এই বাক্যগুলি বললেন—

প্রবিষ্টোঽস্মি হি তে বক্ত্রং দাক্ষায়ণি নমোঽস্তু তে।
গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশ্চাসীদ্ বরস্তব॥ ১৬৯

'হে দক্ষকুমারী ! তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার মুখে প্রবেশ করে নিয়েছি, এখন তোমাকে প্রদত্ত বর সত্য হয়ে গেছে। অতএব এক্ষণে আমি বৈদেহী সীতা যেখানে আছেন, সেই স্থানে যাব।'

তং দৃষ্ট্বা বদনান্মুক্তং চন্দ্রং রাহুমুখাদিব।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ বানরম্॥ ১৭০

নিজের মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত সুরসা রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো শ্রীহনুমানের দীপ্তি দেখে নিজের আসল রূপ ধরে বানরবীরকে বলল—

অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ১৭১

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সাফল্যের জন্য অনায়াসে যাত্রা করো। সৌম্য ! বিদেহ-দুহিতা সীতার মহানুভব শ্রীরামের সহিত মিলন ঘটাও।'

তৎ তৃতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
সাধুসাধ্বিতি ভূতানি প্রশশংসুস্তদা হরিম্॥ ১৭২

কপিবর শ্রীহনুমানের এই তৃতীয় দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন দেখে প্রাণিকুল 'সাধু সাধু' উচ্চারণে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

স সাগরমনাধৃষ্যমভ্যেত্য বরুণালয়ম্।
জগামাকাশমাবিশ্য বেগেন গরুড়োপমঃ॥ ১৭৩

শ্রীহনুমান বরুণের আশ্রয়ভূত অলঙ্ঘ্য সমুদ্রের

[1] কতিপয় টীকাকারগণ ১৬২ থেকে ১৬৬—এই চারটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু 'রামায়ণশিরোমণি' নামক গ্রন্থে এটি অঙ্কিত রয়েছে। অতএব এখানে এই শ্লোকগুলিকে সম্মিলিত করা হয়েছে।

সন্নিকট হয়ে পুনরায় আকাশে আশ্রয় নিয়ে পক্ষীরাজ গরুড়ের সমান গতিবেগে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সেবিতে বারিধারাভিঃ পতগৈশ্চ নিষেবিতে।
চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈরাবতনিষেবিতে॥ ১৭৪
সিংহকুঞ্জরশার্দূলপতগোরগবাহনৈঃ।
বিমানৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ সমলঙ্কৃতে॥ ১৭৫
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ পাবকৈরিব শোভিতে।
কৃতপুণ্যৈর্মহাভাগৈঃ স্বর্গজিদ্ভিরধিষ্ঠিতে॥ ১৭৬
বহতা হব্যমত্যন্তং সেবিতে চিত্রভানুনা।
গ্রহনক্ষত্রচন্দ্রার্কতারাগণবিভূষিতে॥ ১৭৭
মহর্ষিগণগন্ধর্বনাগযক্ষসমাকুলে।
বিবিক্তে বিমলে বিশ্বে বিশ্বাবসুনিষেবিতে॥ ১৭৮
দেবরাজগজাক্রান্তে চন্দ্রসূর্যপথে শিবে।
বিতানে জীবলোকস্য বিততে ব্রহ্মনির্মিতে॥ ১৭৯
বহুশঃ সেবিতে বীরৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বৃতে।
জগাম বায়ুমার্গে চ গরুত্মানিব মারুতিঃ॥ ১৮০

পবননন্দন গরুড়ের মতো আকাশপথে চললেন—যে আকাশ জলপূর্ণ মেঘমালা ও পক্ষিকুলের দ্বারা সেবিত, যেখানে তাম্বুরা ও অন্যান্য নৃত্যগীতাদির আচার্যগণ বিচরণ করেন এবং যাদৃশ আকাশ ঐরাবত সেবিত, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষি ও সর্পকুল যাকে বহন করেন এবং সুশোভিত বেগবান বিমানসকল দ্বারা যা অলংকৃত, বজ্ররূপ অস্ত্র সংযুক্ত ও অগ্নি কর্তৃক সুশোভিত, পুণ্যবান মহাত্মা ও স্বর্গজয়ী সকলের দ্বারা অধ্যুষিত, সাতিশয় যজ্ঞহবিঃ বহনকারী অগ্নিকর্তৃক সেবিত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাগণের দ্বারা সমলংকৃত ; মহর্ষি সঙ্ঘ, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষসকলকর্তৃক সমাবৃত অথচ যা জন-মানবহীন ; জগদাশ্রয় ও নির্মল, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুকর্তৃক সেবিত, দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী যেখানে ভ্রমণ করে, যে শুভ পথে চন্দ্র-সূর্য গমনাগমন করেন, এই পৃথিবীর জন্য যা চাঁদোয়া, সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম যার সৃষ্টিকর্তা, বহু সংখ্যক বীর এবং বিদ্যাধরগণের দ্বারা যাহা সেবিত—এরূপ পথে পবননন্দন শ্রীহনুমান গরুড়ের বেগে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

হনুমান্ মেঘজালানি প্রাকর্ষন্ মারুতো যথা।
কালাগুরুসবর্ণানি রক্তপীতসিতানি চ॥ ১৮১

বায়ুর সমান বেগবান শ্রীহনুমান অগুরুসদৃশ কালো, লাল, হরিৎ ও শ্বেত মেঘজালকে আকর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

কপিনা কৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে।
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৮২
প্রাবৃষীন্দুরিবাভাতি নিষ্পতন্ প্রবিশংস্তদা।

কপিবরের দ্বারা আকর্ষিত বৃহৎ বৃহৎ মেঘখণ্ড অত্যন্ত শোভনীয় ছিল। তিনি বারবার মেঘমালার মধ্যে প্রবেশ করছিলেন ও নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই শোভিত হচ্ছিলেন যেমন বর্ষাকালের মেঘে চন্দ্রমা লুক্কায়িত ও বহির্গত হওয়া কালে শোভায়মান হয়।

প্রদৃশ্যমানঃ সর্বত্র হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১৮৩
ভেজেঽম্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্।

সর্বত্র দৃশ্যমান শ্রীহনুমান পক্ষযুক্ত পর্বতরাজের মতো ভাসমান অবস্থায় আকাশপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

প্লবমানং তু তং দৃষ্ট্বা সিংহিকা নাম রাক্ষসী॥ ১৮৪
মনসা চিন্তয়ামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী।

বিশাল সিংহিকা নাম্নী মায়াবী রাক্ষসী এইরূপে প্লবমান শ্রীহনুমানকে দেখে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—

অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা॥ ১৮৫
ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্য বশমাগতম্।

'আজ অনেকদিন পর এই বিশাল প্রাণীটি আমার বশীভূত হয়েছে, একে খাদ্যরূপে গ্রহণ করলে অনেকদিনের জন্য আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।'

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ছায়ামস্য সমাক্ষিপৎ॥ ১৮৬
ছায়ায়াং গৃহ্যমাণায়াং চিন্তয়ামাস বানরঃ।
সমাক্ষিপ্তোঽস্মি সহসা পঙ্গূকৃতপরাক্রমঃ॥ ১৮৭
প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে সিংহিকা বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের ছায়া অধিগ্রহণ করল। নিজের ছায়া অধিগৃহীত হলে কপিবর চিন্তা করলেন—'প্রতিকূল বায়ু যেমন করে সাগরে (ভাসমান) অর্ণবপোতকে প্রতিহত করে, তেমনি কেউ যেন আমাকে অবরুদ্ধ করে আমার শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে।'

তির্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ॥ ১৮৮
দদর্শ স মহাসত্ত্বমুত্থিতং লবণাম্ভসি।

ঊর্ধ্ব, অধঃ, দক্ষিণে ও বামে নিরীক্ষণ করে তখন কপিবর এক বিশালকায় প্রাণীকে সমুদ্র থেকে উত্থিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

তদ্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মারুতির্বিকৃতাননাম্॥ ১৮৯
কপিরাজ্ঞা যথাখ্যাতং সত্ত্বমদ্ভুতদর্শনম্।

ছায়াগ্রাহি মহাবীর্যং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৯০

পবন-নন্দন বীভৎস মুখমণ্ডলযুক্ত সেই সিংহিকাকে দেখে চিন্তা করলেন—'বানররাজ সুগ্রীব ছায়াগ্রাহী শক্তিশালী ও অদ্ভুতদর্শন যে জীবটির কথা আলোচনা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটিই হল সেই (জীব)।'

স তাং বুদ্ধ্বার্থতত্ত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ।
ব্যবর্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥ ১৯১

বুদ্ধিমান কপিবর শ্রীহনুমান বাস্তবিক এটিই সিংহিকা এই নিশ্চয় করে, তিনি বিশালকায় বর্ষাকালের মেঘের মতো বিবর্ধিত হতে লাগলেন।

তস্যা সা কায়মুদ্বীক্ষ্য বর্ধমানং মহাকপেঃ।
বক্ত্রং প্রসারয়ামাস পাতালাম্বরসন্নিভম্॥ ১৯২
ঘনরাজীব গর্জন্তী বানরং সমভিদ্রবৎ।

সেই মহাকায় শ্রীহনুমানের বিবর্ধিতরূপ দেখে সিংহিকা পাতাল ও আকাশের অন্তর প্রমাণ মুখ ব্যাদান করল ও ঘনঘোর মেঘের মতো গর্জন করতে করতে তাঁর দিকে ধাবিত হল।

স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহন্মুখম্॥ ১৯৩
কায়মাত্রং চ মেধাবী মর্মাণি চ মহাকপিঃ।

শ্রীহনুমান সিংহিকার অত্যন্ত বিকট ও কুৎসিত বিশাল মুখগহ্বর দেখতে পেলেন। নিজের শরীর পরিমাণ বিস্তৃত সিংহিকার মুখ দৃষ্টিগোচর হলে বুদ্ধিমান মহাকপি সিংহিকার বক্ষদেশকে লক্ষ্যবস্তু করলেন।

স তস্যা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ॥ ১৯৪
সংক্ষিপ্য মুহুরাত্মানং নিপপাত মহাকপিঃ।

তদনন্তর বজ্রতুল্য দেহ মহাকপি পবনকুমার নিজের শরীরকে সংকুচিত করে সিংহিকার বিশাল মুখমধ্যে নিপতিত হলেন।

আস্যে তস্যা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ॥ ১৯৫
গ্রস্যমানং যথা চন্দ্রং পূর্ণং পর্বণি রাহুণা।

সিংহিকার মুখে নিমজ্জমান শ্রীহনুমানকে সিদ্ধ ও চারণগণ দেখতে পেলেন, যেন পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র রাহুর গ্রাসে চলে গেলেন।

ততস্তস্যা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্মাণ্যুৎকৃত্য বানরঃ॥ ১৯৬
উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ।

সিংহিকার মুখমধ্যে প্রবেশ করে শ্রীহনুমান নিজের তীক্ষ্ণ নখে ওই রাক্ষসীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে মনের সমান গতিবেগে লম্ফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তাং তু দিষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দাক্ষিণ্যেন নিপাত্য সঃ॥ ১৯৭
কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরাত্মবান্।

দৈবত অনুগ্রহ, স্বাভাবিক ধৈর্য ও কৌশলে ওই রাক্ষসীকে নিহত করে মনস্বী বানরবীর পুনরায় ত্বরিৎগতিতে বর্দ্ধিত হলেন।

হৃতহৃৎসা হনুমতা পপাত বিধুরাম্ভসি।
স্বয়ংভুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপাতনে॥ ১৯৮

শ্রীহনুমানকর্তৃক বিদীর্ণবক্ষ সিংহিকা প্রাণশূন্য হয়ে জলে নিপতিত হল। তাকে হত্যা করার জন্যই বিধাতা শ্রীহনুমানকে সৃষ্টি করেছিলেন।

তাং হতাং বানরেণাশু পতিতাং বীক্ষ্য সিংহিকাম্।
ভূতান্যাকাশচারীণি তমূচুঃ প্লবগোত্তমম্॥ ১৯৯

কপিবরকর্তৃক ক্ষণকালের মধ্যেই সিংহিকাকে মৃতরূপে জলে পতিত হতে দেখে আকাশচারী প্রাণিগণ বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে বললেন—

ভীমমদ্য কৃতং কর্ম মহৎসত্ত্বং ত্বয়া হতম্।
সাধয়ার্থমভিপ্রেতমরিষ্টং প্লবতাং বর॥ ২০০

'কপিবর ! আপনি আজ বড় ভয়ংকর কর্ম সম্পাদন করেছেন, বিশালকায় প্রাণীটি (সিংহিকা) আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। কপিবর ! এখন আপনি বিনা বাধায় অভীষ্ট কর্ম সমাধা করুন।'

যস্য ত্বেতানি চত্বারি বানরেন্দ্র যথা তব।
ধৃতির্দৃষ্টির্মতির্দাক্ষ্যং স কর্মসু ন সীদতি॥ ২০১

'বানরেন্দ্র ! যার মধ্যে আপনার তুল্য ধৈর্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও দক্ষতা, —এই চারটি গুণ আছে, তিনি কর্মে অকৃতকার্য হন না।'

স তৈঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ প্রতিপন্নপ্রয়োজনৈঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য পন্নগাশনবৎ কপিঃ॥ ২০২

প্রয়োজন সমাধা হওয়ায় আকাশচারী প্রাণিগণ পূজনীয় শ্রীহনুমানের যথোচিত পূজা করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় আকাশে গরুড়ের সমান গতিবেগে চলতে লাগলেন।

প্রাপ্তভূয়িষ্ঠপারস্তু সর্বতঃ পরিলোকয়ন্।
যোজনানাং শতস্যান্তে বনরাজীং দদর্শ সঃ॥ ২০৩

শতযোজনের শেষে প্রায় সমুদ্রের ওপারে পৌঁছানোর সময় শ্রীহনুমান সব দিকে তাকিয়ে দেখলেন

এবং সর্বত্র শ্যামল বনরাজি তাঁর দৃষ্টিগোচর হল।

দদর্শ চ পতন্নেব বিবিধদ্রুমভূষিতম্।
দ্বীপং শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ॥ ২০৪

আকাশে উড্ডয়নরত কপিবর বহুপ্রকার বৃক্ষরাজি শোভিত লঙ্কা নামক দ্বীপভূমি দেখলেন এবং মলয় পর্বত ও উপবনও দেখতে পেলেন।

সাগরং সাগরানূপান্ সাগরানূপজান্ দ্রুমান্।
সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ৎ॥ ২০৫

সমুদ্র, সাগরতটবর্তী জলপ্রায় দেশ ও তথায় উপজাত বৃক্ষ এবং সাগরপত্নী সরিতা নদীগুলির মোহনাও দেখতে পেলেন।

স মহামেঘসংকাশং সমীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্।
নিরুন্ধন্তমিবাকাশং চকার মতিমান্ মতিম্॥ ২০৬

মনকে বশে রাখতে সমর্থ বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান নিজেকে মেঘের ন্যায় বিশালকায় এবং নিজের বিশালতা দ্বারা আকাশকে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন—

কায়বৃদ্ধিং প্রবেগং চ মম দৃষ্ট্বৈব রাক্ষসাঃ।
ময়ি কৌতূহলং কুর্যুরিতি মেনে মহামতিঃ॥ ২০৭

'আমার বিশাল শরীর এবং তাঁর তীব্র গতিবেগ দেখে রাক্ষসকুল কৌতূহলী হয়ে উঠবে এবং আমার সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয়ে উঠবে' —পরম বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান এইভেবে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

ততঃ শরীরং সংক্ষিপ্য তন্মহীধরসন্নিভম্।
পুনঃ প্রকৃতিমাপেদে বীতমোহ ইবাত্মবান্॥ ২০৮

অতএব পর্বততুল্য তিনি নিজের শরীরকে হ্রস্বাকার করে স্বাভাবিক আয়তনে স্থিত হলেন— ঠিক যেমনভাবে মনকে বশ করতে সমর্থ মোহমুক্ত ব্যক্তি নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদ্রূপমতিসংক্ষিপ্য হনূমান্ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
ত্রীন্ ক্রমানিব বিক্রম্য বলিবীর্যহরো হরিঃ॥ ২০৯

যেমন ত্রিপাদ পরিক্রমন করে বিষ্ণু বলিরাজের দর্প নাশ করার পর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, সেইভাবে শ্রীহনুমান তাঁর বিশাল শরীর সংকুচিত করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ ধারণ করলেন।

স চারুনানাবিধরূপধারী
পরং সমাসাদ্য সমুদ্রতীরম্।
পরৈরশক্যঃ প্রতিপন্নরূপঃ
সমীক্ষিতাত্মা সমবেক্ষিতার্থঃ॥ ২১০

নানাপ্রকার সুন্দর রূপ ধারণ করতে সক্ষম শ্রীহনুমান সমুদ্রের পরপারে এসে নিজের দেহের প্রতি সচেতন হলেন এবং স্বকর্তব্য চিন্তা করে স্বাভাবিক রূপ ধারণ করলেন।

ততঃ স লম্বস্য গিরেঃ সমৃদ্ধে
বিচিত্রকূটে নিপপাত কূটে।
সকেতকোদ্দালকনারিকেলে
মহাভ্রকূটপ্রতিমো মহাত্মা॥ ২১১

অতঃপর মহান মেঘমালাসদৃশ মহানুভব শ্রীহনুমান বহু অনুচ্চ শৃঙ্গযুক্ত লম্বক পর্বতের কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল বৃক্ষ সমৃদ্ধ একটি শৃঙ্গে অবতরণ করলেন।

ততস্তু সম্প্রাপ্য সমুদ্রতীরং
সমীক্ষ্য লঙ্কাং গিরিবর্যমূর্ধ্নি।
কপিস্তু তস্মিন্ নিপপাত পর্বতে
বিধূয় রূপং ব্যথয়ন্মৃগদ্বিজান্॥ ২১২

সমুদ্রের তীরে এসে, তথায় এক শ্রেষ্ঠ পর্বতের শিখরে উপবিষ্ট হয়ে তিনি লঙ্কা নগরীকে অবলোকন করলেন এবং নিজের পূর্ব রূপকে অপসারিত করে পর্বতস্থ পশু পক্ষীকে ব্যথিত করতঃ পর্বতে নেমে পড়লেন।

স সাগরং দানবপন্নগায়ুতং
বলেন বিক্রম্য মহোর্মিমালিনম্।
নিপত্য তীরে চ মহোদধেস্তদা
দদর্শ লঙ্কামমরাবতীমিব॥ ২১৩

এইভাবে দানব ও সর্পসংকুল, বৃহৎ তরঙ্গমালা মণ্ডিত সমুদ্রকে স্ববলে লঙ্ঘন করে শ্রীহনুমান পরপারে নেমে পড়লেন এবং অমরাবতী তুল্য লঙ্কাপুরীর শোভা দেখতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

লঙ্কাপুরীর বর্ণনা, তথায় প্রবেশকালে শ্রীহনুমানের চিন্তা-ভাবনা, ক্ষুদ্রশরীর ধারণ করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ এবং চন্দ্র উদয়ের বর্ণনা

স সাগরমনাধৃষ্যমতিক্রম্য মহাবলঃ।
ত্রিকূটস্য তটে লঙ্কাং স্থিতঃ স্বস্থো দদর্শ হ॥ ১

মহা পরাক্রমশালী শ্রীহনুমান অলঙ্ঘ্য সমুদ্র পেরিয়ে, ত্রিকূট পর্বতের শিখরে সুস্থভাবে দণ্ডায়মান হয়ে লঙ্কা নগরী অবলোকন করতে লাগলেন।

ততঃ পাদপমুক্তেন পুষ্পবর্ষেণ বীর্যবান্।
অভিবৃষ্টস্ততস্তত্র বভৌ পুষ্পময়ো হরিঃ॥ ২

অতঃপর সেই স্থানে বৃক্ষরাজি থেকে পুষ্পদল বর্ষিত হতে লাগল, তাতে কপিবরকে পুষ্পনির্মিত বানরের মতো মনে হতে লাগল।

যোজনানাং শতং শ্রীমাংস্তীর্ত্বাপ্যুত্তমবিক্রমঃ।
অনিঃশ্বসন্ কপিস্তত্র ন গ্লানিমধিগচ্ছতি॥ ৩

অতি পরাক্রমশালী শ্রীমান কপিবর শতযোজন (সমুদ্র) লঙ্ঘন করেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন না, ক্লান্তিও অনুভব করলেন না।

শতান্যহং যোজনানাং ক্রমেয়ং সুবহূন্যপি।
কিং পুনঃ সাগরস্যান্তং সংখ্যাতং শতযোজনম্॥ ৪

শ্রীমান হনুমান বরং চিন্তা করলেন—'আমি শত শত যোজন বহু সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি, তাহলে এই একটিমাত্র শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনে কি আর তেমন ব্যাপার।'

স তু বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্লবতামপি চোত্তমঃ।
জগাম বেগবাঁল্লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্॥ ৫

বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বানরদের মধ্যে বেগবান পবনকুমার মহার্ণব লঙ্ঘন করে শীঘ্রই লঙ্কানগরীতে গমন করলেন।

শাদ্বলানি চ নীলানি গন্ধবন্তি বনানি চ।
মধুমন্তি চ মধ্যেন জগাম নগবন্তি চ॥ ৬

যাত্রাপথে তিনি শ্যামল দূর্বাদল এবং মকরন্দ পুষ্প সুরভিত বৃক্ষরাজিপূর্ণ বনানী দেখতে দেখতে মধ্য মার্গ দিয়ে চলতে লাগলেন।

শৈলাংশ্চ তরুসংছন্নান্ বনরাজীশ্চ পুষ্পিতাঃ।
অভিচক্রাম তেজস্বী হনূমান্ প্লবগর্ষভঃ॥ ৭

তেজস্বী বানরশিরোমণি হনুমান বৃক্ষশোভিত পর্ব
ও পুষ্পময় বনরাজিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

স তস্মিন্নচলে তিষ্ঠন্ বনান্যুপবনানি চ।
স নগাগ্রে স্থিতাং লঙ্কাং দদর্শ পবনাত্মজঃ॥

সেই পর্বতের উপরিভাগে পবনপুত্র শ্রীহনু অনেক বন ও উপবন দেখতে পেলেন এবং পর্বতে সানুদেশে অবস্থিত লঙ্কানগরীকে অবলোকন করলেন।

সরলান্ কর্ণিকারাংশ্চ খর্জূরাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।
প্রিয়ালান্ মুচুলিন্দাংশ্চ কূটজান্ কেতকানপি॥
প্রিয়ঙ্গূন্ গন্ধপূর্ণাংশ্চ নীপান্ সপ্তচ্ছদাংস্তথা।
অসনান্ কোবিদারাংশ্চ করবীরাংশ্চ পুষ্পিতান্॥ ১০
পুষ্পভারনিবদ্ধাংশ্চ তথা মুকুলিতানপি।
পাদপান্ বিহগাকীর্ণান্ পবনাধূতমস্তকান্॥ ১১

কপিশ্রেষ্ঠ তথায় সরল, কর্ণিকা, পুষ্পিত খেজুর, পিয়াল, মুচকুন্দ, কুটজ, কেতকী, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদ, পুষ্পিত করবী ইত্যাদি দেখতে পেলেন। ফুলের ভারে আনত ও মুকুলিত বৃক্ষরাজি তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। ওই বৃক্ষ পক্ষিকুল সমাকীর্ণ এবং শাখা-প্রশাখা বাতাসে দোদুল্যমান হচ্ছিল।

হংসকারণ্ডবাকীর্ণা বাপীঃ পদ্মোৎপলাবৃতাঃ।
আক্রীড়ান্ বিবিধান্ রম্যান্ বিবিধাংশ্চ জলাশয়ান্॥ ১২

হংস ও কারণ্ডবে ব্যাপ্ত এবং কমল ও উৎপলে আচ্ছাদিত বহু পুষ্করিণী, বহুপ্রকার রমণীয় ক্রীড়াস্থান ও নানাপ্রকার জলাশয় শ্রীহনুমানের দৃষ্টিগোচর হল।

সন্ততান্ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বর্তুফলপুষ্পিতৈঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ॥ ১৩

বানরশিরোমণি শ্রীহনুমান সেই সব জলাশয়ের চতুর্দিকে সকল ঋতুতে ফল, ফুল প্রদানকারী বৃক্ষরাজি এবং সুন্দর সুন্দর উদ্যানসমূহ দেখতে পেলেন।

সমাসাদ্য চ লক্ষ্মীবাঁল্লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।
পরিখাভিঃ সপদ্মাভিঃ সোৎপলাভিরলঙ্কৃতাম্॥ ১৪
সীতাপহরণাৎ তেন রাবণেন সুরক্ষিতাম্।
সমন্তাদ্ বিচরদ্ভিশ্চ রাক্ষসৈরুগ্রধন্বিভিঃ॥ ১৫

শ্রীমান হনুমান ধীরে ধীরে রাবণ নির্মিত লঙ্কানগরীর সন্নিকটে পৌঁছলেন। নগরীর চারদিক শতদল ও উৎপল পরিপূর্ণ পরিখা দ্বারা সুশোভিত ছিল। সীতাদেবীর হরণের পরে রাবণ নগরীর বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। লঙ্কাপুরীর চারদিকে ভয়ংকর ধনুর্ধর রাক্ষসেরা বিচরণ করছিল।

কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসংকাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ॥ ১৬

সুবিশাল সেই সুন্দর নগরী চতুর্দিকে স্বর্ণ-প্রাকারে সুরক্ষিত ছিল এবং পর্বততুল্য উচ্চ ও শারদাভ্রশুভ্র নিবাস সমূহে পরিপূর্ণ ছিল।

পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্॥ ১৭

শ্বেতশুভ্র উঁচু উঁচু রাস্তা সেই লঙ্কা পুরীর চারদিক ঘিরে ছিল। পথ ও অট্টালিকা শোভায়মান ছিল এবং পতাকার আন্দোলিত ধ্বজা নগরীর সৌন্দর্য বর্ধিত করছিল।

তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনুমাঁল্লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব॥ ১৮

নগরীর প্রবেশ দ্বার ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং লতা-পাতার চিত্রণে শোভিত। শ্রীহনুমান প্রবেশ তোরণ থেকে এমনভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন, যাতে মনে হচ্ছিল যেন কোনো দেবতা দেবপুরীকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

গিরিমূর্ধ্নি স্থিতাং লঙ্কাং পাণ্ডুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ।
দদর্শ স কপিঃ শ্রীমান্ পুরীমাকাশগামিব॥ ১৯

তেজস্বী শ্রীহনুমান সুন্দর শুভ্র নিকেতনশ্রেণী সুশোভিত লঙ্কা নগরীকে পর্বত শিখর থেকে দেখলেন, মনে হচ্ছিল যেন আকাশের গায়ে চলমান পুরী।

পালিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।
প্লবমানামিবাকাশে দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২০

কপিবর পবনাত্মজ বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত এবং রাক্ষসরাজ রাবণদ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা নগরীকে যেন আকাশে বিচরণশীল পুরী মনে হচ্ছিল।

বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলাম্বুবনাম্বরাম্।
শতঘ্নীশূলকেশান্তামট্টালকাবতংসকাম্ ॥ ২১
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।

বিশ্বকর্মার তৈরি লঙ্কাপুরী তাঁর মনের মতো করে নির্মিত যেন এক সুন্দরী নারী। ভিত্তিভূমির উপরিস্থিত প্রাচীর যেন (সুন্দরীর) জঙ্ঘা, সমুদ্রের বিশাল জলরাশি বসনস্বরূপ, শতঘ্নী ও শূল নামক অস্ত্র যেন কেশদাম, বিশাল হর্ম্যরাজি তাঁর কর্ণভূষণের মতো।

দ্বারমুত্তরমাসাদ্য চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ২২
কৈলাসনিলয়প্রখ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্ ।
ধ্রিয়মাণমিবাকাশমুচ্ছ্রিতৈর্ভবনোত্তমৈঃ ॥ ২৩

ওই লঙ্কানগরীর উত্তর দ্বারে এসে বানরবীর শ্রীহনুমান চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উত্তরের প্রবেশদ্বার কৈলাসে অলকাপুরীর বহির্দ্বারের মতো উঁচু ছিল, যেন গগণতল স্পর্শ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন, সেই দ্বার তার অন্তর্বর্তী প্রাসাদ দিয়ে আকাশকে ধরে রেখেছে।

সম্পূর্ণাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্নাগৈর্ভোগবতীমিব।
অচিন্ত্যাং সুকৃতাং স্পষ্টাং কুবেরাধ্যুষিতাং পুরা॥ ২৪
দংষ্ট্রাভির্বহুভিঃ শূরৈঃ শূলপট্টিশপাণিভিঃ।
রক্ষিতাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্গুহামাশীবিষৈরিব॥ ২৫

পাতালদেশের ভোগবতী পুরী যেমন সর্পসংকুল, তেমনি লঙ্কা নগরীও ভীষণাকার রাক্ষসকুল সমাকীর্ণ ছিল। সুচারুসম্পন্ন, অকল্পনীয় ও পুরাকালে ধনাধিপতি কুবেরদেবের বাসভূমি লঙ্কানগরী শ্রীহনুমান স্পষ্ট দেখতে পেলেন। যেমন করে বিষধর সর্পকুল নিজেদের পাতাল পুরীকে রক্ষা করে, তদনুরূপ শূল ও পট্টিশ হাতে বিশাল দ্রংষ্ট্রা সংযুক্ত শক্তিশালী ভীষণ রাক্ষসকুল লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করছিল।

তস্যাশ্চ মহতীং গুপ্তিং সাগরং চ নিরীক্ষ্য সঃ।
রাবণং চ রিপুং ঘোরং চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ২৬

সেই লঙ্কানগরীর অতিশয় সুরক্ষা ব্যবস্থা ও চারদিক সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং রাবণের ন্যায় ভয়ানক শত্রুকে দেখে বানরবীর চিন্তা করতে লাগলেন—

আগত্যাপীহ হরয়ো ভবিষ্যন্তি নিরর্থকাঃ।
নহি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি॥ ২৭

'যদি বানর এতদূর (লঙ্কানগরী পর্যন্ত) এসেও পড়েন, তবুও তিনি ব্যর্থমনোরথ হবেন। যুদ্ধে লঙ্কা জয় করা দেবগণের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ইমাং ত্ববিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ॥ ২৮

'এই লঙ্কাপুরী অপেক্ষা সঙ্কটাকীর্ণ আর কিছু নেই। রাবণপালিত এই দুর্গম লঙ্কায় এসে মহাবাহু শ্রীরঘুনাথও কী করবেন ?

অবকাশো ন সাম্নস্তু রাক্ষসেষ্বভিগম্যতে।

ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে॥ ২৯

'রাক্ষসদের উপর সামনীতি প্রয়োগের অবকাশ নেই। আবার এদের উপর দান, ভেদ ও যুদ্ধ (দণ্ড) নীতির প্রয়োগ সফল হবে বলেও মনে হয় না।

চতুর্ণামেব হি গতির্বানরাণাং তরস্বিনাম্।
বালিপুত্রস্য নীলস্য মম রাজ্ঞশ্চ ধীমতঃ॥ ৩০

'এই স্থানে মাত্র চারজন বেগশালী বানরই আসতে পারে— বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল, আমি এবং বুদ্ধিমান বানররাজ সুগ্রীব।

যাবজ্জানামি বৈদেহীং যদি জীবতি বা ন বা।
তত্রৈব চিন্তয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা তাং জনকাত্মজাম্॥ ৩১

'প্রথমে অবশ্য জানতে হবে — বৈদেহী (সীতা) জীবিতা আছেন কি না। জনকদুহিতা সীতার দর্শন লাভের পর এসব ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করা যাবে।'

ততঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ।
গিরেঃ শৃঙ্গে স্থিতস্তস্মিন্ রামস্যাভ্যুদয়ং ততঃ॥ ৩২

অতঃপর সেই পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয়ের জন্য দুদণ্ড সীতার খোঁজ খবরে উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন।

অনেন রূপেণ ময়া ন শক্যা রক্ষসাং পুরী।
প্রবেষ্টুং রাক্ষসৈর্গুপ্তা ক্রূরৈর্বলসমন্বিতৈঃ॥ ৩৩

তিনি চিন্তা করলেন—'এই অবয়বে অর্থাৎ দেহাকৃতি নিয়ে আমার এই রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ করা ঠিক হবে না ; কেননা, অনেক বলশালী ও কুটিল রাক্ষস এই নগরীর সুরক্ষা করছে।

মহৌজসো মহাবীর্যা বলবন্তশ্চ রাক্ষসাঃ।
বঞ্চনীয়া ময়া সর্বে জানকীং পরিমার্গতা॥ ৩৪

'জানকীর খোঁজখবর করার সময় নিজেকে লুকোনোর জন্য আমাকে মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমী ও বলবান রাক্ষসদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে হবে।

লক্ষ্যালক্ষ্যেণ রূপেণ রাত্রৌ লঙ্কাপুরী ময়া।
প্রাপ্তকালং প্রবেষ্টুং মে কৃত্যং সাধয়িতুং মহৎ॥ ৩৫

'অতএব, আমি রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করবো এবং সীতার অন্বেষণরূপ মহান কাজ করার জন্য এমন আকার ধারণ করব, যা চোখে ধরা না পড়ে। কেবলমাত্র কাজের পরিণাম থেকেই অনুমান হবে যে কেউ এসেছিল।'

তাং পুরীং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ।
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৬

দেবতা ও অসুরকুলের অজেয় সেই লঙ্কাপুরীকে দেখে শ্রীহনুমান বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস নিতে নিতে চিন্তা করতে লাগলেন—

কেনোপায়েন পশ্যেয়ং মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
অদৃষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৩৭

'রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি উপায়ে আমি জনকদুহিতা মৈথিলী সীতাদেবীকে দর্শন করব !

ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
একামেকস্তু পশ্যেয়ং রহিতে জনকাত্মজাম্॥ ৩৮

'কোন্ উপায়ে কাজ করব যাতে জগদ্বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্রের কাজ সুসম্পন্ন এবং একা নিভৃতে নিঃসঙ্গ জনক দুহিতা সীতাদেবীর দর্শন লাভ করা যায় ?

ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ ৩৯

'কখনও কখনও ভয়াকুল অথবা অবিবেচক দূতের দ্বারা দেশ ও কালের প্রতিকূল ব্যবহার করার ফলে সম্ভাব্য কর্মও ব্যর্থ হয়ে যায়, যেমন করে সূর্যোদয় হলে পর অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যায়।

অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তীহ কার্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৪০

'রাজা ও মন্ত্রিগণের দ্বারা নিশ্চিত কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ও কোন অবিবেচক দূতের দৌত্য বিফল করে দেয়। নিজেকে অতি বুদ্ধিমান মান্যবাদী অভিমানী অবিবেচক দূত কার্য বিনষ্ট করে।

ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং বৈক্লব্যং ন কথং ভবেৎ।
লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য কথং নু ন ভবেদ্ বৃথা॥ ৪১

'কি উপায় অবলম্বন করলে রাজা রামচন্দ্রের কাজ পণ্ড না হয় ; আমি ভীত বা অবিবেচক সিদ্ধ না হই এবং আমার সাগর লঙ্ঘন-ও বৃথা না যায়।

ময়ি দৃষ্টে তু রক্ষোভী রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ভবেদ্ ব্যর্থমিদং কার্যং রাবণানর্থমিচ্ছতঃ॥ ৪২

'যদি রাক্ষসেরা আমাকে দেখে ফেলে, তবে রাবণের পরাজয়ে ইচ্ছুক শ্রীরামচন্দ্রের এই কাজ অসফল হয়ে যাবে।

নহি শক্যং ক্বচিৎ স্থাতুমবিজ্ঞাতেন রাক্ষসৈঃ।

অপি রাক্ষসরূপেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ॥ ৪৩

'রাক্ষসের ছদ্মবেশ ধারণ করেও রাক্ষসকুলের অজ্ঞাত অবস্থায় এখানে থাকা অসম্ভব, অন্য কোন ছদ্মবেশের কথায় বলার কি আছে!

বায়ুরপ্যত্র নাজ্ঞাতশ্চরেদিতি মতির্মম।
নহ্যত্রাবিদিতং কিঞ্চিদ্ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্॥ ৪৪

'আমার তো এই বিশ্বাস যে রাক্ষসদের কাছ থেকে লুকিয়ে বায়ু দেবতাও এই লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করতে পারেন না। এখানে এমন কোন স্থান নেই, যা ভয়ংকর কর্ম-কুশলী রাক্ষসদের অজ্ঞাত।

ইহাহং যদি তিষ্ঠামি স্বেন রূপেণ সংবৃতঃ।
বিনাশমুপয়াস্যামি ভর্তুরর্থশ্চ হাস্যতি॥ ৪৫

'যদি আমি এখানে আমার এই রূপ লুকিয়ে অবস্থান করি, তাহলে নিহত হব এবং আমার প্রভুর কার্যহানি হবে।

তদহং স্বেন রূপেণ রজন্যাং হ্রস্বতাং গতঃ।
লঙ্কামভিপতিষ্যামি রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪৬

'অতএব, আমি রাত্রিকালে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে শ্রীরঘুনাথের কার্যসিদ্ধির জন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করব।

রাবণস্য পুরীং রাত্রৌ প্রবিশ্য সুদুরাসদাম্।
প্রবিশ্য ভবনং সর্বং দ্রক্ষ্যামি জনকাত্মজাম্॥ ৪৭

'যদিও রাবণের এই নগরী দুর্গম, তবুও রজনীতে পুরীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রকোষ্ঠে ঘুরে ঘুরে জানকী সীতাদেবীর অন্বেষণ করব।'

ইতি নিশ্চিত্য হনুমান্ সূর্যস্যাস্তময়ং কপিঃ।
আচকাঙ্ক্ষে তদা বীরো বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ॥ ৪৮

এইরূপ বিবেচনা করে বীর শ্রীহনুমান বৈদেহীর দর্শনে উৎসুক হয়ে সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সূর্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ।
বৃষদংশকমাত্রোঽথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৪৯

অতঃপর সূর্যাস্ত হলে পবন-নন্দন শ্রীহনুমান শরীরকে ক্ষুদ্রাকার করে বেড়ালের সমান করে নিলেন এবং তাঁকে অদ্ভুত দেখতে লাগল।

প্রদোষকালে হনুমাংস্তূর্ণমুৎপত্য বীর্যবান্।
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহাপথাম্॥ ৫০

সায়ংকালে, বলবান শ্রীহনুমান শীঘ্র লম্ফ দিয়ে সেই রম্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। ওই নগরী বিভাজিত, চওড়া ও বিশাল রাজপথ সমূহে সুশোভিত ছিল।

প্রাসাদমালাবিততাং স্তম্ভৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ।
শাতকুম্ভনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্বনগরোপমাম্ ॥ ৫১

লঙ্কানগরীতে প্রাসাদ সুদীর্ঘ সারি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্বর্ণালী রঙের স্তম্ভগুলি সোনার জালিকায় বিভূষিত ছিল। সেই নগরী গন্ধর্ব নগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছিল।

সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্।
তলৈঃ স্ফটিকসংকীর্ণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ॥ ৫২
বৈদূর্যমণিচিত্রৈশ্চ মুক্তাজালবিভূষিতৈঃ।
তৈস্তৈঃ শুশুভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্॥ ৫৩

শ্রীহনুমান দেখলেন ওই নগরের সপ্ত ও অষ্টতল অট্টালিকা শ্রেণী এবং তলগুলি ছিল স্ফটিকমণি খচিত ও স্বর্ণদ্বারা অলংকৃত। সেগুলি বৈদুর্যমণি খচিত ও মুক্তা জাল বিভূষিত ছিল। এইসব কারণে রাক্ষসদের ভবনগুলি বড় সুন্দরভাবে শোভায়মান হচ্ছিল।

কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রক্ষসাম্।
লঙ্কামুদ্যোতয়ামাসুঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্॥ ৫৪

সোনার তৈরী বিচিত্র তোরণ দ্বার সর্ববিধ উপায়ে সুসজ্জিত রাক্ষসকুলের লঙ্কাপুরীকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

অচিন্ত্যামদ্ভুতাকারাং দৃষ্ট্বা লঙ্কাং মহাকপিঃ।
আসীদ্ বিষণ্ণো হৃষ্টশ্চ বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ॥ ৫৫

এইরূপ অচিন্ত্য ও অদ্ভুত প্রকারের লঙ্কানগরীকে দেখে মহাকপি হনুমান বিষাদগ্রস্ত হলেন। কিন্তু সীতার দর্শন লাভের জন্য তাঁর মন অত্যন্ত উৎসুক ছিল ; সেজন্য তার আনন্দ ও উৎসাহ একটুও কমল না।

স পাণ্ডুরাবিদ্ধবিমানমালিনীং
মহার্হজাম্বূনদজালতোরণাম্।
যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং
ক্ষপাচরৈর্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্॥ ৫৬

পরস্পর সংলগ্ন সপ্ততল হর্ম্যরাজি লঙ্কাপুরীর শোভা বর্ধন করছিল। মহামূল্য জাম্বুনদ নামক সুবর্ণের জালিকা ও তোরণশ্রেণী সেখানকার গৃহগুলিকে সুসজ্জিত করেছিল। ভয়ঙ্কর বলশালী রাক্ষসেরা সেই নগরীকে সযত্নে রক্ষা করছিল। রাবণরাজের বাহুবলের পরাক্রমে ওই নগরী সুরক্ষিত ছিল। ওইরূপ লঙ্কাপুরীতে শ্রীহনুমান প্রবেশ

করলেন।

চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্য কুর্বং-
স্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।
জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকা-
নুত্তিষ্ঠতেঽনেকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ৫৭

সেই সময় তারাগণের মধ্যে বিরাজমান অনেক সহস্রাংশু চন্দ্রদেবও শ্রীহনুমানের সহায়তা করার জন্য সমস্ত লোকে জ্যোৎস্নার চন্দ্রাতপ ছড়িয়ে উদিত হলেন।

শঙ্খপ্রভং ক্ষীরমৃণালবর্ণ-
মুদ্গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।
দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্ ॥ ৫৮

কপিবর শ্রীহনুমান শঙ্খশুভ্র কান্তি এবং দুগ্ধ ও মৃণালের বর্ণচ্ছটা যুক্ত চন্দ্রদেবকে আকাশে সেই প্রকারে উদিত ও প্রকাশিত হতে দেখলেন, যেন কোন এ সরোবরে একটি হংস সন্তরণ করছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

লঙ্কাপুরীকে অবলোকন করে শ্রীহনুমানের বিস্মিত হওয়া, পুরীতে প্রবেশকালে নিশাচরী লঙ্কিনী কর্তৃক শ্রীহনুমানকে বাধা দান এবং শ্রীহনুমানের প্রহারে বিহ্বল হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান

**স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে।
সত্ত্বমাস্থায় মেধাবী হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ।
রম্যকাননতোয়াঢ্যাং পুরীং রাবণপালিতাম্॥ ২**

উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত ত্রিকূটপর্বতে মেঘের সুবিশাল ঘনঘটার ন্যায় বিশালাকার মহাশক্তিশালী, বুদ্ধিমান, কপিশ্রেষ্ঠ পবনাত্মজ শ্রীহনুমান সত্ত্বগুণের আশ্রয়পূর্বক রাত্রিকালে রাবণপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী সুরম্য উদ্যান ও জলাশয় সমূহে সুশোভিত ছিল।

**শারদাম্বুধরপ্রখ্যৈর্ভবনৈরুপশোভিতাম্ ।
সাগরোপমনির্ঘোষাং সাগরানিলসেবিতাম্॥ ৩**

শারদাভ্রশুভ্র সুন্দর হর্ম্যরাজি ওই পুরীর শোভা বর্ধিত করছিল। সাগরের ঊর্মিমালার স্পর্শ নিয়ে প্রবাহিত সমুদ্র-বায়ু সেই পুরীর সেবা করছিল।

**সুপুষ্টবলসম্পুষ্টাং যথৈব বিটপাবতীম্।
চারুতোরণনির্যূহাং পাণ্ডুরদ্বারতোরণাম্॥ ৪**

লঙ্কাপুরী অলকাপুরীর তুল্য শক্তিশালী সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সুন্দর তোরণের সন্নিকটে মত্ত হস্তী শোভা পাচ্ছিল এবং পুরীর অন্তর্দ্বার ও বহির্দ্বার দুইই শুভ্রকান্তিতে সুশোভিত ছিল।

**ভুজগাচরিতাং গুপ্তাং শুভাং ভোগবতীমিব।
তাং সবিদ্যুদ্ঘনাকীর্ণাং জ্যোতির্গণনিষেবিতাম্॥ ৫
চণ্ডমারুতনির্হ্রাদাং যথা চাপ্যমরাবতীম্।**

সেই নগরীর সুরক্ষার জন্য বিশাল বিশাল সর্প গমনাগমন করছিল। সেই কারণে লঙ্কাপুরী একটি সুরক্ষিত ভোগবতীপুরীর ন্যায় মনে হত। অমরাপুরীর মতো সেখানেও প্রয়োজনানুসারে মেঘের ঘনঘটা ও বিদ্যুৎ চমক দেখা দিত। গ্রহ-নক্ষত্রাদির দীপ্তি ও বজ্রালোকে সেই নগরী আলোকিত থাকত এবং সর্বদা সেখানে ভীষণ পবন নির্ঘোষ শোনা যেত।

**শাতকুম্ভেন মহতা প্রাকারেণাভিসংবৃতাম্ ॥ ৬
কিঙ্কিণীজালঘোষাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্।**

লঙ্কাপুরী স্বর্ণনির্মিত প্রাকারে বেষ্টিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূপুরের রিনি-ঝিনি যুক্ত পতাকাসমূহে অলংকৃত ছিল।

**আসাদ্য সহসা হৃষ্টঃ প্রাকারমভিপেদিবান্ ॥ ৭
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পুরীমালোক্য সর্বতঃ।**

লঙ্কার নিকটস্থ হয়ে শ্রীহনুমান আনন্দে ও উৎসাহে লম্ফ দিয়ে নগরীর প্রাচীরের উপর উঠে পড়লেন। সেখান থেকে চারদিকে অবলোকন করে শ্রীহনুমানের চিত্ত বিস্ময়ে চকিত হয়ে গেল।

জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈর্বৈদূর্যকৃতবেদিকৈঃ ॥ ৮
বজ্রস্ফটিকমুক্তাভির্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ।
তপ্তহাটকনির্যূহৈ রাজতামলপাণ্ডুরৈঃ॥ ৯
বৈদূর্যকৃতসোপানৈঃ স্ফাটিকান্তরপাংসুভিঃ।
চারুসংজবনোপেতৈঃ খমিবোৎপতিতৈঃ শুভৈঃ॥ ১০

স্বর্ণনির্মিত দ্বারগুলি নগরীকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করেছিল। সেই সকল দ্বারসমূহে বৈদূর্যমণিময় বেদিকা নির্মিত ছিল এবং দ্বারগুলি হীরক, স্ফটিক ও মণি-মাণিক্য খচিত ছিল। দ্বারগুলির দুই পার্শ্বে তপ্তকাঞ্চন নির্মিত হস্তীমূর্তি শোভা পাচ্ছিল। উপরিভাগ রজত নির্মিত হওয়ায় শুভ্র ও স্বচ্ছ, দ্বারগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্যমণি দ্বারা নির্মিত এবং প্রবেশাভ্যন্তর স্ফটিক নির্মিত ও ধূলিমুক্ত ছিল।

ক্রৌঞ্চবর্হিণসংঘুষ্টৈ রাজহংসনিষেবিতৈঃ।
তূর্যাভরণনির্ঘোষৈঃ সর্বতঃ পরিনাদিতাম্॥ ১১

সেখানে ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের ধ্বনি গুঞ্জিত হচ্ছিল। ওই সকল দ্বার সমূহের উপরে রাজহংস নিবাস করত। বিবিধ বাদ্য ও আভরণের মধুর শব্দ সর্বদাই গুঞ্জিত হত—যেজন্য লঙ্কানগরী চতুর্দিক থেকেই প্রতিধ্বনি মুখরিত ছিল।

বস্বোকসারপ্রতিমাং সমীক্ষ্য নগরীং ততঃ।
খমিবোৎপতিতাং লঙ্কাং জহর্ষ হনুমান্ কপিঃ॥ ১২

ত্রিকূট পর্বতোপরি অবস্থিত কুবেরের অলকাপুরীর তুল্য সুন্দরী লঙ্কানগরী আকাশে স্থিত মনে হচ্ছিল। এরূপ নগরীকে দেখে কপিবর শ্রীহনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাং সমীক্ষ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসাধিপতেঃ শুভাম্।
অনুত্তমামৃদ্ধিমতীং চিন্তয়ামাস বীর্যবান্॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণের সুন্দর লঙ্কাপুরী অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী ছিল—যা দেখে বলবান শ্রীহনুমান চিন্তা করতে লাগলেন—

নেয়মন্যেন নগরী শক্যা ধর্ষয়িতুং বলাৎ।
রক্ষিতা রাবণবলৈরুদ্যতায়ুধপাণিভিঃ॥ ১৪

'রাক্ষসরাজের উদ্যতায়ুধ সৈনিকেরা এই নগরীকে রক্ষা করছে, অতএব অন্য কেউ বলপূর্বক এই পুরীকে অধিকার করতে পারবে না।

কুমুদাঙ্গদয়োর্বাপি সুষেণস্য মহাকপেঃ।
প্রসিদ্ধেয়ং ভবেদ্ ভূমির্মৈন্দদ্বিবিদয়োরপি॥ ১৫
বিবস্বতস্তনূজস্য হরেশ্চ কুশপর্বণঃ।
ঋক্ষস্য কপিমুখ্যস্য মম চৈব গতির্ভবেৎ॥ ১৬

'কেবলমাত্র কুমুদ, অঙ্গদ, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সূর্যপুত্র সুগ্রীব, বানর কুশপর্বা এবং বানরসৈন্যের মধ্যে মুখ্য বীর ঋক্ষরাজ জাম্বুবানের এবং আমার দ্বারা এই নগরীর অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত প্রবেশ হতে পারে।'

সমীক্ষ্য চ মহাবাহো রাঘবস্য পরাক্রমম্।
লক্ষ্মণস্য চ বিক্রান্তমভবৎ প্রীতিমান্ কপিঃ॥ ১৭

তখন মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্রের ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের বীরত্ব ভেবে শ্রীহনুমান অতিশয় আনন্দিত হলেন।

তাং রত্নবসনোপেতাং গোষ্ঠাগারাবতংসিকাম্।
যন্ত্রাগারস্তনীমৃদ্ধাং প্রমদামিব ভূষিতাম্॥ ১৮
তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ।
নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য স দদর্শ মহাকপিঃ॥ ১৯

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান রাবণরাজের লঙ্কানগরীকে বস্ত্র ও অলংকারে বিভূষিত সুন্দরী যুবতীর মতো দেখতে পেলেন। রত্নময় বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন পরিধেয় বস্ত্র, গোশালা ও অন্যান্য ভবনগুলি উহার অলংকার স্বরূপ, প্রকোষ্ঠে নির্মিত যন্ত্রনির্মিত গৃহ লঙ্কারূপী যুবতীর স্তনদেশ। এটি সর্ববিধ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। জ্যোতির্ময় দীপমালা ও গ্রহ-নক্ষত্রের উজ্জ্বল রশ্মি সেখানকার অন্ধকার দূর করেছে।

অথ সা হরিশার্দূলং প্রবিশন্তং মহাকপিম্।
নগরী স্বেন রূপেণ দদর্শ পবনাত্মজম্॥ ২০

অতঃপর বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি পবনকুমার শ্রীহনুমান ওই নগরীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। তখন সেই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপে প্রকট হয়ে পবনকুমারকে দেখলেন।

সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা।
স্বয়মেবোত্থিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা॥ ২১

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে দেখার জন্য (যেন) রাবণরাজ পালিতা লঙ্কিনী স্বয়ং উত্থিত হল। তার মুখমণ্ডল ছিল ভীষণাকার।

পুরস্তাৎ তস্য বীরস্য বায়ুসূনোরতিষ্ঠত।
মুঞ্চমানা মহানাদমব্রবীৎ পবনাত্মজম্॥ ২২

সেই ভীষণাকার লঙ্কিনী বীর পবনকুমারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খুব জোরে গর্জন করে এইরূপ বলল—

কস্ত্বং কেন চ কার্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয়।

কথয়স্বেহ যৎ তত্ত্বং যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে॥ ২৩

'বনচর বানর ! তুই কে ? কি কাজে এখানে এসেছিস ? যতক্ষণ তোর প্রাণ আছে, তার মধ্যে এখানে আসার যথার্থ রহস্য ঠিক ঠিক বলে দে।

ন শক্যং খল্বিয়ং লঙ্কা প্রবেষ্টুং বানর ত্বয়া।
রক্ষিতা রাবণবলৈরভিগুপ্তা সমন্ততঃ॥ ২৪

'বানর ! রাবণরাজের সেনা সব দিকে এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করছে। অতএব, তুই এখানে প্রবেশ করতে পারবি না।'

অথ তামব্রবীদ্ বীরো হনুমানগ্রতঃ স্থিতাম্।
কথয়িষ্যামি তৎ তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসে॥ ২৫
কা ত্বং বিরূপনয়না পুরদ্বারেঽবতিষ্ঠসে।
কিমর্থং চাপি মাং ক্রোধান্নির্ভর্ৎসয়সি দারুণে॥ ২৬

তখন বীরশ্রেষ্ঠ, হনুমান নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান মূর্তিমতী লঙ্কিনীকে বললেন — 'ওহে ক্রুর স্বভাবশীলা নারী ! তুমি আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করছ, সব সত্যি সত্যি বলব ; কিন্তু প্রথমে বল তুমি কে ? তোমার দৃষ্টি ভয়ংকর। তুমি এই নগরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছ। কি কারণে তুমি এত রাগান্বিত হয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করছ।'

হনুমদ্বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা পরুষং পবনাত্মজম্॥ ২৭

শ্রীহনুমানের এই কথা শুনে মায়াবী লঙ্কিনী ক্রুদ্ধা হয়ে পবনকুমারকে কঠোর বাক্যে বলল—

অহং রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষা দুর্ধর্ষা রক্ষামি নগরীমিমাম্॥ ২৮

'আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাবহ সেবিকা। আমাকে আক্রমণ করা কারো পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমি এই লঙ্কানগরীকে রক্ষা করছি।

ন শক্যং মামবজ্ঞায় প্রবেষ্টুং নগরীমিমাম্।
অদ্য প্রাণৈঃ পরিত্যক্তঃ স্বপ্স্যসে নিহতো ময়া॥ ২৯

'আমাকে অবজ্ঞা করে এই নগরীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আজই প্রাণ ত্যাগ করে নিহত অবস্থায় আমার দ্বারা তুই ধরাশায়ী হবি।

অহং হি নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
সর্বতঃ পরিরক্ষামি অতস্তে কথিতং ময়া॥ ৩০

'বানর ! আমিই মূর্তিমতী লঙ্কিনী। অতএব, সর্বতোভাবে একে রক্ষা করি। এই কারণে আমি তোর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেছি।'

লঙ্কায়া বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
যত্নবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ স্থিতঃ শৈল ইবাপরঃ॥ ৩১

মূর্তিমতী লঙ্কিনীর কথা শুনে কপিশ্রেষ্ঠ পবনাত্মজ শ্রীহনুমান ওকে জয় করবার জন্য যত্নশীল হলেন এবং অন্যতর পর্বততুল্য হয়ে সেই স্থানে স্থির হয়ে গেলেন।

স তাং স্ত্রীরূপবিকৃতাং দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবঃ।
আবভাষেঽথ মেধাবী সত্ত্ববান্ প্লবগর্ষভঃ॥ ৩২

লঙ্কিনীর বিকট রাক্ষসী-রূপ দেখে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান তাকে এইরূপ বললেন—

দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
ইত্যর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৩৩

'আমি হনুমান পবনাত্মজ ; অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণ যুক্ত এই লঙ্কা নগরী দর্শন করব। এই প্রয়োজনে এখানে এসেছি। দর্শনের জন্য আমার মনে তীব্র কৌতূহল রয়েছে।

বনান্যুপবনানীহ লঙ্কায়াঃ কাননানি চ।
সর্বতো গৃহমুখ্যানি দ্রষ্টুমাগমনং হি মে॥ ৩৪

'এই লঙ্কানগরীর যে সকল বন, উপবন, কানন ও প্রধান প্রধান অট্টালিকা আছে, সেগুলি দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি এখানে এসেছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
ভূয় এব পুনর্বাক্যং বভাষে পরুষাক্ষরম্॥ ৩৫

শ্রীহনুমানের এই কথা শুনে মায়াবী রাক্ষসী লঙ্কিনী পুনরায় পরুষ বাক্যে বলল—

মামনির্জিত্য দুর্বুদ্ধে রাক্ষসেশ্বরপালিতাম্।
ন শক্যং হ্যদ্য তে দ্রষ্টুং পুরীয়ং বানরাধম॥ ৩৬

'বুদ্ধিহীন নীচ বানর ! রাক্ষসেশ্বর রাবণ আমার রক্ষক। আমাকে পরাস্ত না করে তুই এই লঙ্কাপুরী দর্শন করতে পারবি না।'

ততঃ স হরিশার্দূলস্তামুবাচ নিশাচরীম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিমাং ভদ্রে পুনর্যাস্যে যথাগতম্॥ ৩৭

তখন বানরশিরোমণি ওই নিশাচরীকে বললেন — 'ভদ্রে ! এই নগরীকে পরিদর্শন করে, আমি যেভাবে এখানে এসেছি, সেভাবেই ফিরে যাব।'

ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্।
তলেন বানরশ্রেষ্ঠং তাড়য়ামাস বেগিতা॥ ৩৮

এই কথা শুনে লঙ্কিনী অতি ভয়ংকর গর্জনা করে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে সজোরে চপেটাঘাত করল।

ততঃ স হরিশার্দূলো লঙ্কয়া তাড়িতো ভৃশম্।
ননাদ সুমহানাদং বীর্যবান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩৯

লঙ্কিনী কর্তৃক এই প্রকার জোরে আঘাত পেয়ে, সেই পরাক্রমশালী পবনকুমার কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করলেন।

ততঃ সংবর্তয়ামাস বামহস্তস্য সোঽঙ্গুলীঃ।
মুষ্টিনাভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪০

অতঃপর তিনি বামহস্তের অঙ্গুলিগুলিকে গুটিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে লঙ্কিনীকে তীব্রবেগে আঘাত করলেন।

স্ত্রী চেতি মন্যমানেন নাতিক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ।
সা তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলাঙ্গী নিশাচরী।
পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা॥ ৪১

লঙ্কিনি নারী হওয়াতে শ্রীহনুমান অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু এই লঘু প্রহারেই নিশাচরীর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। সে সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সেই সময় তার মুখমণ্ডল ভীষণ কদাকার দেখাচ্ছিল।

ততস্তু হনুমান্ বীরস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্।
কৃপাং চকার তেজস্বী মন্যমানঃ স্ত্রিয়ং চ তাম্॥ ৪২

নিজের দ্বারা ধরাশায়ী ওইরূপ লঙ্কিনীকে দেখে এবং নারী বলে তেজস্বী বীর শ্রীহনুমান দয়ার্দ্র হলেন। তাকে অনুগ্রহ করলেন।

ততো বৈ ভৃশমুদ্বিগ্না লঙ্কা সা গদ্গদাক্ষরম্।
উবাচাগর্বিতং বাক্যং হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্॥ ৪৩

তখন সেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন লঙ্কিনী বানরবীর শ্রীহনুমানকে অভিমানশূন্য গদ্গদ বাক্যে এইরূপ বলল—

প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম।
সময়ে সৌম্য তিষ্ঠন্তি সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ॥ ৪৪

'মহাবাহো ! প্রসন্ন হও। কপিশ্রেষ্ঠ ! আমাকে রক্ষা করো। সৌম্য ! মহাপরাক্রমী সত্ত্বগুণবান বীরপুঙ্গব ! তুমি শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো। (শাস্ত্রে স্ত্রী জাতিকে অবধ্য বলা হয়েছে, অতএব তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না।)

অহং তু নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
নির্জিতাহং ত্বয়া বীর বিক্রমেণ মহাবল॥ ৪৫

'হে পরাক্রমী বীরপুঙ্গব বানর ! আমিই হচ্ছি মূর্তিমতী লঙ্কিনী। তুমি নিজের পরাক্রমে আমাকে পরাজিত করেছো।

ইদং চ তথ্যং শৃণু মে ব্রুবন্ত্যা বৈ হরীশ্বর।
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা দত্তং বরদানং যথা মম॥ ৪৬

'বানরেশ্বর ! আমি তোমাকে একটি সত্যি কথা শোনাব, শ্রবণ করো। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা আমাকে যে বর দান করেছিলেন, সেই কথা বলছি—

যদা ত্বাং বানরঃ কশ্চিদ্ বিক্রমাদ্ বশমানয়েৎ।
তদা ত্বয়া হি বিজ্ঞেয়ং রক্ষসাং ভয়মাগতম্॥ ৪৭

'উনি বলেছিলেন—'যখন কোন বানর নিজের পরাক্রমে তোমাকে জয় করবে, তখন তুমি বুঝবে যে রাক্ষসকুলের ভয়ানক বিপদ আসন্ন।

স হি মে সময়ঃ সৌম্য প্রাপ্তোঽদ্য তব দর্শনাৎ।
স্বয়ম্ভূবিহিতঃ সত্যো ন তস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৪৮

'হে সৌম্য ! তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আজ আমার সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশিত সত্যের ব্যতিক্রম হয় না।

সীতানিমিত্তং রাজ্ঞস্তু রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রক্ষসাং চৈব সর্বেষাং বিনাশঃ সমুপাগতঃ॥ ৪৯

'এখন সীতার কারণে দুরাত্মা রাবণ তথা সমস্ত রাক্ষসকুলের বিনাশকাল উপস্থিত।

তৎ প্রবিশ্য হরিশ্রেষ্ঠ পুরীং রাবণপালিতাম্।
বিধৎস্ব সর্বকার্যাণি যানি যানীহ বাঞ্ছসি॥ ৫০

'কপিশ্রেষ্ঠ ! অতএব, তুমি রাবণ পালিত এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করো এবং যেখানে যেখানে যা যা করণীয়, তাই সম্পাদন করো।

প্রবিশ্য শাপোপহতাং হরীশ্বর
পুরীং শুভাং রাক্ষসমুখ্যপালিতাম্।
যদৃচ্ছয়া ত্বং জনকাত্মজাং সতীং
বিমার্গ সর্বত্র গতো যথাসুখম্॥ ৫১

'বানরেশ্বর ! রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক পালিত এই সুন্দরী নগরী অভিশাপে নষ্টপ্রায় হয়ে গেছে। এখানে প্রবেশ করে তুমি অনায়াসে ইচ্ছানুসারে সর্বত্র সতীসাধ্বী জনকনন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী এবং রাবণরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ

স নির্জিত্য পুরীং লঙ্কাং শ্রেষ্ঠাং তাং কামরূপিণীম্।
বিক্রমেণ মহাতেজা হনূমান্ কপিসত্তমঃ॥ ১
অদ্বারেণ মহাবীর্যঃ প্রাকারমবপুপ্লুবে।
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ॥ ২

অতি শক্তিশালী মায়াবী রাক্ষসী লঙ্কিনীকে নিজ পরাক্রমে পরাস্ত করে মহাতেজস্বী, মহাবলী, মহান সত্ত্বগুণবান বানরশিরোমণি কপিকুঞ্জর প্রবেশপথ পরিত্যাগ করে রাত্রি অন্ধকারে লম্ফ দিয়ে দিয়ে প্রাচীরের উপর লঙ্ঘনগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজহিতঙ্করঃ।
চক্রেঽথ পাদং সব্যং চ শত্রূণাং স তু মূর্ধনি॥ ৩

বানররাজ সুগ্রীবের শুভার্থী শ্রীহনুমান এইরূপে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে যেন তাঁর বাম পদ শত্রুদের মাথায় রাখলেন।

প্রবিষ্টঃ সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাত্মজঃ।
স মহাপথমাস্থায় মুক্তপুষ্পবিরাজিতম্॥ ৪
ততস্তু তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযযৌ কপিঃ।

সত্ত্বগুণশালী পবনপুত্র শ্রীহনুমান সেই নিশীথে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক ঝরা ফুলদল সুশোভিত রাজপথে রমণীয় লঙ্কাপুরীর অভিমুখে চলতে লাগলেন।

হসিতোৎকৃষ্টনিনদৈস্তূর্যঘোষপুরস্কৃতৈঃ ॥ ৫
বজ্রাঙ্কুশনিকাশৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ।
গৃহমেঘৈঃ পুরী রম্যা বভাসে দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ॥ ৬

শুভ্র মেঘমালায় আকাশ যে রূপে সুশোভিত হয়, তেমনি ভাবেই সেই রমণীয় লঙ্কা নগরী শ্বেতমেঘতুল্য হর্ম্যরাজিতে শোভা পাচ্ছিল। গৃহগুলি অট্টহাসিতে ও বাদ্য নিনাদে মুখরিত ছিল। ওইগুলিতে বজ্র ও অঙ্কুশের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল এবং হীরকনির্মিত প্রকোষ্ঠে গৃহগুলির শোভা বৃদ্ধি হচ্ছিল।

প্রজজ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ।
সিতাভ্রসদৃশৈশ্চিত্রৈঃ পদ্মস্বস্তিকসংস্থিতৈঃ॥ ৭
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি সর্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ।

তখন লঙ্কানগরী শুভ্র মেঘমালার তুল্য সুন্দর ও বিচিত্র রাক্ষস-গৃহগুলির দ্বারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। গৃহগুলির কোন কোনটি পদ্মের আকৃতিতে তৈরি, কিছু 'স্বস্তিক' আকারে, আবার কিছু 'বর্ধমান' নামক রীতিতে নির্মিত ছিল। সকল গৃহগুলি সর্বতোভাবে সুসজ্জিত ছিল।

তাং চিত্রমাল্যাভরণাং কপিরাজহিতঙ্করঃ। ৮
রাঘবার্থে চরন্ শ্রীমান্ দদর্শ চ ননন্দ চ।

বানররাজ সুগ্রীবের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান শ্রীহনুমান প্রভু রঘুনাথের কার্যসিদ্ধির জন্য বিচিত্র পুষ্পমাল্যে অলংকৃত লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করতে লাগলেন। তখন তিনি লঙ্কা নগরীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে আনন্দিত হলেন।

ভবনাদ্ ভবনং গচ্ছন্ দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ॥ ৯
বিবিধাকৃতিরূপাণি ভবনানি ততস্ততঃ।
শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থানস্বরভূষিতম্॥ ১০

কপিবর শ্রীহনুমান গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিবিধ আকৃতির ভবন সমূহ দেখতে লাগলেন, গৃহাভ্যন্তরে হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা থেকে উত্থিত মন্দ্র, মধ্যম ও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁর কানে প্রবেশ করল।

স্ত্রীণাং মদনবিদ্ধানাং দিবি চাপ্সরসামিব।
শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নূপুরাণাং চ নিঃস্বনম্॥ ১১

শ্রীহনুমান কামবেদনায় পীড়িতা স্বর্গীয় অপ্সরাতুল্য সুন্দরীগণের মেখলাধ্বনি ও নূপুরের নিক্কন শুনতে পেলেন।

সোপাননিনদাংশ্চাপি ভবনেষু মহাত্মনাম্।
আস্ফোটিতনিনাদাংশ্চ ক্ষ্বেড়িতাংশ্চ ততস্ততঃ॥ ১২

এইভাবেই ভবনাভ্যন্তরে সোপান শ্রেণীতে বিচরণশীলা রমণীগণের মেখলা ও নূপুরের মধুরধ্বনি এবং পুরুষগণের তাল সঙ্গত ও কণ্ঠ নির্ঘোষ শ্রীহনুমানের কর্ণগোচর হল।

শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ।
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ॥ ১৩

রাক্ষসকুলের গৃহে গৃহে অনেককে শ্রীহনুমান মন্ত্র জপতে শুনলেন এবং কাউকে কাউকে স্বাধ্যায়ে নিরত দেখলেন।

রাবণস্তবসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি।
রাজমার্গং সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ॥ ১৪

কিছু সংখ্যক রাক্ষসকে তিনি রাবণরাজের স্তুতি

করতে বা গর্জন করতে দেখলেন। রাজপথের উপরে রাক্ষসগণের এক বৃহৎ সমাবেশও তাঁর চক্ষুগোচর হল।

দদর্শ মধ্যমে গুল্মে রাক্ষসস্য চরান্ বহূন্।
দীক্ষিতাঞ্জটিলান্ মুণ্ডান্ গোজিনাম্বরবাসসঃ॥ ১৫
দুর্ভমুষ্টিপ্রহরণানগ্নিকুণ্ডায়ুধাংস্তথা।
কূটমুদ্গরপাণীংশ্চ দণ্ডায়ুধধরানপি॥ ১৬

নগরের মধ্য ভাগে তিনি রাবণের অনেক গুপ্তচর দেখলেন। চরদের মধ্যে কেহ কেহ যোগীরূপে দীক্ষিত, কেউ বা জটাধারী আবার কেহ মুণ্ডিত মস্তক, গোচর্ম বা মৃগচর্ম পরিধানকারী অথবা দিগম্বর। মুষ্টিতে অস্ত্ররূপে কুশ ধারণ করেছে কেউ কেউ, কারো বা অস্ত্র অগ্নিকুণ্ড, কেউ বা গুপ্ত অস্ত্র হাতে, কারোও হাতে রয়েছে মুদ্গর অথবা দণ্ড।

একাক্ষানেকবর্ণাংশ্চ লম্বোদরপয়োধরান্।
করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান্ বামনাংস্তথা॥ ১৭

গুপ্তচরদের মধ্যে কারো একটি চোখ, কারও দেহ বহু অঙ্গবিশিষ্ট, কেউ বা বিশালাকার উদর ও স্তনদেশ যুক্ত। আবার কেউ কেউ ভয়ঙ্কর আকৃতিসম্পন্ন, তাদের মধ্যে কেউ অসমঞ্জস মুখমণ্ডল, আবার কিছু সংখ্যক বিকট দর্শন অথবা খর্বাকৃতি।

ধন্বিনঃ খড়্গিনশ্চৈব শতঘ্নীমুসলায়ুধান্।
পরিঘোত্তমহস্তাংশ্চ বিচিত্রকবচোজ্জ্বলান্॥ ১৮

কোনও কোনও গুপ্তচরের কাছে তীর-ধনুক, কারো কাছে খড়্গ, শতঘ্নী বা মুষল অস্ত্ররূপে ছিল। কারো বা হাতে 'পরিঘ' আয়ুধরূপে ছিল এবং দেহে বিচিত্র কবচ বিভাসিত হচ্ছিল।

নাতিস্থূলান্ নাতিকৃশান্ নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বকান্।
নাতিগৌরান্ নাতিকৃষ্ণান্নাতিকুব্জান্ বামনান্॥ ১৯

কিছু চরেরা নাতিস্থূল, কিছু নাতিশীর্ণ, কেউ কেউ নাতিদীর্ঘ বা নাতিহ্রস্ব ছিল। নাতিগৌরবর্ণ, নাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ বা অতিশয় কুব্জ বা বামনাকৃতি নয়—এইরূপও কিছুসংখ্যক চর ছিল।

বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ সুবর্চসঃ।
ধ্বজিনঃ পতাকিনশ্চৈব দদর্শ বিবিধায়ুধান্॥ ২০

কেউ কুৎসিৎ, কেউ বা বহুরূপী, আবার কেউ সুদর্শন অথবা কেউ খুব তেজস্বী ছিল। কারো কাছে ধ্বজা বা পতাকা, আবার কারও হাতে অনেক প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ছিল।

শক্তিবৃক্ষায়ুধাংশ্চৈব পট্টিশাশনিধারিণঃ।
ক্ষেপণীপাশহস্তাংশ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ॥ ২১

কেউ কেউ শক্তি এবং বৃক্ষরূপ অস্ত্রধারণ করেছিল, কেউ পট্টিশ বা বজ্র, ক্ষেপনী বা পাশ ধারণ করেছিল —সবাইকে কপিবর শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন।

স্রগ্বিণস্ত্বনুলিপ্তাংশ্চ বরাভরণভূষিতান্।
নানাবেষসমাযুক্তান্ যথাস্বৈরচরান্ বহূন্॥ ২২

কারো কারো গলায় ফুলহার ও ললাটাদি চন্দনচর্চিত ছিল, কেউ বা শ্রেষ্ঠ বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিল, কেউ কেউ নানাবিধ পরিচ্ছদে আবৃত অথবা কেউ কেউ ছিল ইচ্ছানুসারে স্থানান্তরে বিচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তীক্ষ্ণশূলধরাংশ্চৈব বজ্রিণশ্চ মহাবলান্।
শতসাহস্রমব্যগ্রমারক্ষং মধ্যমং কপিঃ॥ ২৩
রক্ষোঽধিপতিনির্দিষ্টং দদর্শান্তঃপুরাগ্রতঃ।

কত না রাক্ষস শূল অথবা বজ্রধারী ছিল। এরা সকলেই খুব শক্তিশালী। কিন্তু কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান, রাক্ষসরাজ রাবণের এক লক্ষ সৈন্যকে সতর্ক হয়ে নগরের মধ্যভাগের সুরক্ষায় নিযুক্ত দেখলেন। সকলেই রাবণরাজের অন্তঃপুরের সম্মুখে অবস্থান করছিল।

স তদা তদ্ গৃহং দৃষ্ট্বা মহাহাটকতোরণম্॥ ২৪
রাক্ষসেন্দ্রস্য বিখ্যাতমদ্রিমূর্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতম্।
পুণ্ডরীকাবতংসাভিঃ পরিখাভিঃ সমাবৃতম্॥ ২৫
প্রাকারাবৃতমত্যন্তং দদর্শ স মহাকপিঃ।
ত্রিবিষ্টপনিভং দিব্যং দিব্যনাদবিনাদিতম্॥ ২৬

রাক্ষস সৈন্যদের জন্য যে বিশাল ভবন ছিল, তার তোরণ বহুমূল্য সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই সুরক্ষা ভবনটি দেখার পর শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের বিখ্যাত প্রাসাদে দৃষ্টিপাত করলেন। সেটি ত্রিকূট পর্বতের একটি শৃঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাসাদ চার দিকে শ্বেত পদ্মে পরিপূর্ণ পরিখা দ্বারা সমাবৃত এবং সেটি স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত স্বর্গভূমির ন্যায় মনোহর ছিল। সেখানে সঙ্গীতাদি দিব্য শব্দের গুঞ্জন হচ্ছিল।

বাজিহ্রেষিতসংঘুষ্টং নাদিতং ভূষণৈস্তথা।
রথৈর্যানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়গজৈঃ শুভৈঃ॥ ২৭
বারণৈশ্চ চতুর্দন্তৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ।
ভূষিতং রুচিরদ্বারং মত্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ॥ ২৮

ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি সেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অলংকারের রুনু-ঝুনুও কানে আসছিল। নানা

প্রকারের রথ, পালকী প্রভৃতি পরিবহন, বিমান, সুন্দর হস্তী, ঘোটক এবং শ্বেতশুভ্র মেঘের তুল্য চতুর্দন্তযুক্ত সুসজ্জিত হস্তী এবং মদমত্ত পশু-পক্ষীদের সঞ্চরণে ওই রাজপ্রাসাদের প্রবেশ দ্বার খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

রক্ষিতং সুমহাবীর্যৈর্যাতুধানৈঃ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাধিপতের্গুপ্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ॥ ২৯

হাজার-হাজার বলশালী নিশাচর রাক্ষসরাজের মহলকে রক্ষা করছিল। ওই সুরক্ষিত প্রাসাদে শ্রীহনুমান এসে পৌঁছলেন।

স হেমজাম্বূনদচক্রবালং
মহার্হমুক্তামণি ভূষিতান্তম্।
পরার্ধ্যকালাগুরুচন্দনার্হং
স রাবণান্তঃপুরমাবিবেশ॥ ...

তদনন্তর, তিনি রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে... অন্তঃপুরের চারদিকে সুবর্ণ ও জাম্বুবানদের প্রা... উপরিভাগ মূল্যবান মুক্তাবলী ও মণিরত্ন সুসজ্জি... ছিল এবং অগুরু ও চন্দনে প্রত্যহ সেই অন্তঃ... অভিসিঞ্চিত হত।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

শ্রীহনুমানের রাবণের অন্তঃপুরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সীতাকে অন্বেষণ করা, তাঁকে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হওয়া

ততঃ স মধ্যংগতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্॥ ১

অতঃপর সেই বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান দেখলেন, যেমন করে গোশালার অভ্যন্তরে মত্ত ষণ্ড বিচরণ করে, তেমনভাবে পৃথিবীতে বারংবার নিজের জ্যোৎস্নালোক ছড়িয়ে চন্দ্রদেব আকাশের মধ্যভাগে তারকাগণের সঙ্গে বিচরণ করছেন।

লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং
মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম্।
ভূতানি সর্বাণি বিরাজয়ন্তং
দদর্শ শীতাংশুমথাভিয়ান্তম্॥ ২

শীতাংশু চন্দ্রমা জগতের পাপ-তাপ নাশ করেন, মহাসাগরে জোয়ার আনেন, সমস্ত প্রাণীর জীবনে নতুন দীপ্তি ও প্রকাশ দান করেন—এইরূপ চন্দ্রদেবকে শ্রীহনুমান আকাশের ঊর্ধ্বাভিমুখে উঠতে দেখলেন।

যা ভাতি লক্ষ্মীর্ভুবি মন্দরস্থা
যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা
ররাজ সা চারুনিশাকরস্থা॥ ...

ধরাতলে মন্দার পর্বতের উপরে, সন্ধ্যাকা... মহাসাগরে এবং জলের মধ্যে কমলদলে যে লক্ষ্মী শোভা পায়, সেই মনোরম শোভা চন্দ্রমাতেও বিকশি... হচ্ছিল।

হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থ-
শ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ॥ ...

রজত পিঞ্জরে যেমন হংস, মন্দার পর্বতের গুহায় সিংহ এবং মদমত্ত হস্তীর পীঠে উপবিষ্ট বীর পুরুষ শোভা পায়, তেমনি আকাশে চন্দ্রদেব শোভিত হচ্ছিলেন।

স্থিতঃ ককুদ্মানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো
মহাচলঃ শ্বেত ইবোর্দ্ধশৃঙ্গঃ।
হস্তীব জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গো
বিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ ॥ ৫

তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ যুক্ত (ককুদ্মান) বৃষভ যেমন দণ্ডায়মান থাকে, যেরূপ বিশাল পর্বত (হিমালয়) শুভ্র ও উচ্চ শিখরে শোভায়মান এবং সুবর্ণজড়িত শৃঙ্গে গজরাজ, তেমনভাবেই হরিণের শৃঙ্গ লাঞ্ছিত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাচ্ছিল।

বিনষ্টশীতাম্বুতুষারপঙ্কো
মহাগ্রহগ্রাহবিনষ্টপঙ্কঃ।
প্রকাশলক্ষ্ম্যাশ্রয়নির্মলাঙ্কো
ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ ॥ ৬

যাঁর শীতল জল ও তুষাররূপ পঙ্ক সংসর্গ বিনষ্ট হয়েছে, সূর্যকিরণকে গ্রহণ করায় যাঁর অন্ধকাররূপ পঙ্কও বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রকাশস্বরূপা লক্ষ্মীর আশ্রয় হওয়াতে যাঁর কালিমাও নির্মল রূপে প্রতিভাত হচ্ছে এবং ভগবান শশলাঞ্ছন চন্দ্রদেব আকাশে প্রকাশিত হচ্ছেন।

শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো
মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ।
রাজ্যং সমাসাদ্য যথা নরেন্দ্র-
স্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ ॥ ৭

গুহা হতে নির্গত শিলাখণ্ডে উপবেশিত হয়ে পশুরাজ সিংহ যেমন শোভিত হয়, বিশাল অরণ্যে পৌঁছে গজরাজ যেমনভাবে শোভিত হয় তথা হৃতরাজ্য উদ্ধার করে নৃপতি যেমনভাবে শোভায়মান হন, তেমনই চন্দ্রদেব উজ্জ্বল প্রকাশে আকাশে শোভা পাচ্ছিলেন।

প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ
প্রবৃদ্ধরক্ষঃপিশিতাশদোষঃ।
রামাভিরামেরিতচিত্তদোষঃ
স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ ॥ ৮

বিভাসিত চন্দ্রমার উদয়ে অন্ধকাররূপ দোষ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, রাক্ষসকুলের জীব-হিংসা ও মাংস ভক্ষণ-রূপ উপভোগ বেড়ে যাওয়ায় এবং রমণীদের রমণ রূপ চিত্ত দোষ জনিত প্রণয়-কলহ নিবৃত্ত হওয়ায় পূজনীয় প্রদোষ কাল স্বর্গসুখের প্রকাশক হয়ে উঠল।

তন্ত্রীস্বরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃত্তাঃ
স্বপন্তি নার্যঃ পতিভিঃ সুবৃত্তাঃ।
নক্তংচরাশ্চাপি তথা প্রবৃত্তা
বিহর্তুমত্যদ্ভুতরৌদ্রবৃত্তাঃ ॥ ৯

কর্ণসুখকর বীণার সুর ঝংকৃত হচ্ছিল, সদাচারিণী পত্নীগণ পতিদের সহিত শায়িত ছিলেন এবং অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়ংকর চরিত্রের নিশাচরেরা অন্ধকারে বিচরণ করছিল।

মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি
রথাশ্বভদ্রাসনসঙ্কুলানি।
বীরশ্রিয়া চাপি সমাকুলানি
দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি ॥ ১০

গৃহ থেকে গৃহান্তর গমনকালে বুদ্ধিমান শ্রীহনুমানের দৃষ্টিতে ভিন্ন দৃশ্য উপস্থিত হল। কোনটিতে ঐশ্বর্যমদে মত্ত নিশাচর রাক্ষস বাস করছিল, কোনটিতে সুরা পানে মত্ত রাক্ষসেরা ছিল, আবার কোনটি রথাশ্ব আদি বাহন ও ভদ্রাসনসমূহসম্পন্ন ছিল এবং অনেকগুলি বীরত্বরূপ লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন ছিল। ওই আবাসগুলি সবই একটি অন্যটির সহিত সংযুক্ত ছিল।

পরস্পরং চাধিকমাক্ষিপন্তি
ভুজাংশ্চ পীনানধিবিক্ষিপন্তি।
মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপন্তি
মত্তানি চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তি ॥ ১১

কোথাও রাক্ষসেরা একে অন্যের সমালোচনায় মুখর ছিল। তারা নিজেদের অতি পুষ্ট বাহুগুলিও নানা ভঙ্গিমায় সঞ্চালিত করছিল, মাতালদের ন্যায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল এবং সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় পরস্পর তিক্ত ভাষণ করছিল।

রক্ষাংসি বক্ষাংসি চ বিক্ষিপন্তি
গাত্রাণি কান্তাসু চ বিক্ষিপন্তি।
রূপাণি চিত্রাণি চ বিক্ষিপন্তি
দৃঢ়ানি চাপানি চ বিক্ষিপন্তি॥ ১২

শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও রাক্ষসেরা নিজেদের বক্ষ তাড়না করছিল, নিজেদের হস্তাদি অঙ্গ প্রেয়সী পত্নীদের গাত্রে রাখছিল, ওই রাক্ষস-জায়াগণ

সুন্দর সুন্দর রূপ শোভা প্রকাশ করছিল এবং আপন আপন শক্তিশালী ভ্রূ-ধনুক আকর্ণ বিস্তৃত করছিল।

দদর্শ কান্তাশ্চ সমালভন্ত্য-
স্তথাপরাস্তত্র পুনঃ স্বপন্ত্যঃ।
সুরূপবক্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ
ক্রুদ্ধাঃ পরাশ্চাপি বিনিঃশ্বসন্ত্যঃ॥ ১৩

শ্রীহনুমান আরও দেখতে পেলেন, নায়িকাগণ আপন অঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপন করছেন। অন্য নায়িকারা তথায় শায়িত, অপর সুন্দরী ললনাগণ হাস্য করছেন এবং অপর কেউ কেউ প্রণয়-কলহে কুপিত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন।

মহাগজৈশ্চাপি তথা নদদ্ভিঃ
সুপূজিতৈশ্চাপি তথা সুসদ্ভিঃ।
ররাজ বীরৈশ্চ বিনিঃশ্বসদ্ভি-
র্হ্রদো ভুজঙ্গৈরিব নিঃশ্বসদ্ভিঃ॥ ১৪

ক্ষুব্ধ গজরাজগণের উচ্চ বৃংহণে, অত্যন্ত সম্মানিত সভাসদ্‌গণের শোভায় এবং বীরগণের সশব্দ নিঃশ্বসনে, সেই লঙ্কাপুরী সর্পকুলের গর্জন যুক্ত সরোবরের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

বুদ্ধিপ্রধানান্ রুচিরাভিধানান্
সংশ্রদ্দধানাঞ্জগতঃ প্রধানান্।
নানাবিধানান্ রুচিরাভিধানান্
দদর্শ তস্যাং পুরি যাতুধানান্॥ ১৫

শ্রীহনুমান লঙ্কাপুরীতে বহু শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সুবক্তা প্রমুখ, অতিশয় শ্রদ্ধাশীল, বহুবিধ শৈলীসম্পন্ন এবং সুন্দর সুন্দর অভিধার বিশ্ববিখ্যাত রাক্ষসগণকে দেখতে পেলেন।

ননন্দ দৃষ্ট্বা স চ তান্ সুরূপান্
নানাগুণানাত্মগুণানুরূপান্ ।
বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুরূপান্
দদর্শ কাংশ্চিচ্চ পুনর্বিরূপান্॥ ১৬

শ্রীহনুমান সুন্দর সুন্দর রূপসম্পন্ন, নানা গুণে গুণী, স্ব-স্ব গুণানুরূপ ব্যবহারযুক্ত এবং তেজস্বী রাক্ষসদের দেখে আনন্দিত হলেন। তিনি অনেক রাক্ষসকে সুদর্শন দেখলেন, আবার কিছু-কিছুর খুব কুৎসিত দর্শনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো।

ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবা-
স্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবা
দদর্শ তারা ইব সুস্বভাবাঃ॥ ১৭

অতঃপর শ্রীহনুমান তথায় বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিতা সুন্দরী রাক্ষস-রমণীদের দেখতে পেলেন, তাদের ভাব ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও তারা প্রভাবশালীও ছিল। স্ব-স্ব প্রিয়তমে তাদের মন পড়ে ছিল এবং তারা ছিল সুরাপানে আসক্ত। তারা আকাশের তারকাগণের ন্যায় দ্যুতিময়ী এবং সুন্দর-স্বভাব সম্পন্না ছিল।

স্ত্রিয়ো জ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢা
নিশীথকালে রমণোপগূঢাঃ।
দদর্শ কাশ্চিৎ প্রমদোপগূঢা
যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢাঃ॥ ১৮

স্বকীয় সৌন্দর্যে বিভাসিত কিছু লজ্জাশীলা নারীকে শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন, যারা অর্ধরাত্রে নিজ প্রিয়তমের সঙ্গে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ ছিল, যেমন করে পক্ষী তার সঙ্গিনী পক্ষীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়। তারা সবাই আনন্দে নিমগ্ন ছিল।

অন্যাঃ পুনর্হর্ম্যতলোপবিষ্টা-
স্তত্র প্রিয়াঙ্কেষু সুখোপবিষ্টাঃ।
ভর্তুঃ পরা ধর্মপরা নিবিষ্টা
দদর্শ ধীমান্ মদনোপবিষ্টাঃ॥ ১৯

অন্য অনেক নারীরা ভবনের ছাদে উপবিষ্ট ছিল, যারা পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা, বিবাহিতা ও কামার্তা। শ্রীহনুমান তাদের সবাইকে আপন প্রিয়তমের অঙ্কে সুখে উপবিষ্ট দেখলেন।

অপ্রাবৃতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ
কাশ্চিৎপরার্ধ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ ।
পুনশ্চ কাশ্চিচ্ছশলক্ষ্মবর্ণাঃ
কান্তপ্রহীণা রুচিরাঙ্গবর্ণাঃ॥ ২০

কত না নারীকে সুবর্ণরেখার মতো কান্তিময়ী দেখাচ্ছিল। সেই নারীরা তাদের উত্তরীয় বস্ত্র ফেলে দিয়েছিল। কত না সুন্দরী নারীরা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের মতো

উজ্জ্বল ছিল। পতিবিয়োগিনী বালাগণকে শুভ্র চন্দ্রমার মতো দেখাচ্ছিল। তাদের গাত্রবর্ণ ছিল খুবই সুন্দর।

ততঃ প্রিয়ান্ প্রাপ্য মনোঽভিরামান্
সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোঽভিরামাঃ।
গৃহেষু হৃষ্টাঃ পরমাভিরামা
হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ ॥ ২১

অতঃপর, বানরকুলে শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীহনুমান বিভিন্ন গৃহে এমন সব সুন্দরীদের দেখতে পেলেন, যারা মনোহর প্রিয়তমের সঙ্গসুখে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। ফুলমালায় সজ্জিত থাকায় তাদের রমণীয়তা আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং সবাইকে আনন্দে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ হি বক্ত্রমালা
বক্ত্রাঃ সুপক্ষ্মাশ্চ সুনেত্রমালাঃ।
বিভূষণানাং চ দদর্শ মালাঃ
শতহ্রদানামিব চারুমালাঃ ॥ ২২

তিনি চন্দ্রবদনাদের অনেককে দেখতে পেলেন, সুন্দর অক্ষিলোম যুক্ত তির্যক চোখের সারি এবং বিদ্যুল্লেখার মতো চমকযুক্ত অলংকারে অলংকৃতাদের মনোহর পংক্তি দেখতে পেলেন।

ন ত্বেব সীতাং পরমাভিজাতাং
পথি স্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং
দদর্শ তন্বীং মনসাভিজাতাম্ ॥ ২৩

কিন্তু স্বাভাবিক সৌন্দর্যসহ জাত লতার ন্যায় শোভায়মান কৃশাঙ্গী সীতা দেবী—যিনি পরমাত্মার মানসিক সঙ্কল্পে ধর্মপথে স্থিত রাজবংশে প্রকট হয়েছিলেন এবং যাঁর প্রাদুর্ভাব পরম ঐশ্বর্যের প্রাপ্তির হেতু—তাকে শ্রীহনুমান কোথাও খুঁজে পেলেন না।

সনাতনে বর্ত্মনি সন্নিবিষ্টাং
রামেক্ষণীং তাং মদনাভিবিষ্টাম্।
ভর্তুর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রবিষ্টাং
স্ত্রীভ্যঃ পরাভ্যশ্চ সদা বিশিষ্টাম্ ॥ ২৪

উষ্ণার্দিতাং সানুসৃতাস্রকণ্ঠীং
পুরা বরার্হোত্তমনিষ্ককণ্ঠীম্।
সুজাতপক্ষ্মামভিরক্তকণ্ঠীং
বনে প্রনৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্ ॥ ২৫

অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং
পাংসুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বর্ণরেখাং
বায়ুপ্রভুগ্নামিব মেঘরেখাম্ ॥ ২৬

সীতামপশ্যন্মনুজেশ্বরস্য
রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।
বভূব দুঃখোপহতশ্চিরস্য
প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচিরস্য ॥ ২৭

যিনি সর্বদা সনাতন মার্গে স্থিতা, শ্রীরামচন্দ্রে নিবদ্ধ-দৃষ্টিসম্পন্না, শ্রীরামবিষয়ক প্রেমে পরিপূর্ণা, পতিদেবতার মনোময়ী, অন্য সকল সুন্দরী নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যাঁকে বিরহ-তাপ সদা তাপিত করছিল, যাঁর নেত্রযুগলে নিরন্তর অশ্রুধারা ঝড়ে পড়ছিল এবং সেইকারণে যাঁর কণ্ঠ বাষ্পাকুল ছিল, সুচারু অক্ষিলোমসম্পন্না, যাঁর গলদেশ নিষ্করূপ সুবর্ণে (সুবর্ণ পদকে) অলংকৃত ছিল, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর, যাঁকে বনস্থলীতে নৃত্যরতা ময়ূরীর মতো মনোহর মনে হত ; মেঘাচ্ছন্ন অব্যক্ত জ্যোৎস্নার মতো যিনি ধূলি-ধূসরিত সুবর্ণের ন্যায়, শরাঘাতে উৎপন্ন ক্ষতের উপশমিত রেখার মতো, বায়ুতাড়িত মেঘের ক্ষীণ চিহ্নের তুল্য যিনি— সেই বক্তাশ্রেষ্ঠ নরেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে বহু অন্বেষণেও দেখতে না পেয়ে শ্রীহনুমান ক্ষণকালের জন্য দুঃখী ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ তথা অন্যান্য রাক্ষসের গৃহে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করা

স নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্।
বিচচার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমন্বিতঃ॥ ১

পুনরায় যথেচ্ছরূপধারণকারী কপিবর শ্রীহনুমান খুব ক্ষিপ্রতায় লঙ্কাপুরীর সাতমহলা হর্ম্যরাজিতে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে লাগলেন।

আসসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্॥ ২

অত্যন্ত বল-বৈভব সম্পন্ন পবনকুমার রাবণরাজের প্রাসাদে এসে পড়লেন, যেটি সূর্যের মতো বর্ণের সুবর্ণ প্রাচীরে ঘেরা ছিল।

রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্ বনম্।
সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ॥ ৩

যেমন করে সিংহ বিশাল বনের রক্ষা করে, তেমন করেই বহুসংখ্যক ভয়ংকর রাক্ষস ওই প্রাসাদের রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ওই প্রাসাদের নিরীক্ষণ করতে করতে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান মনে মনে আনন্দিত হলেন।

রূপ্যকোপহিতৈশ্চিত্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ।
বিচিত্রাভিশ্চ কক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্॥ ৪

রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদ চিত্রিত রৌপ্যক সজ্জিত তোরণ, সোনায় জড়ানো প্রবেশদ্বার ও বড় অদ্ভুত কক্ষ এবং সুন্দর দরজা দ্বারা সুশোভিত ছিল।

গজাস্থিতৈর্মহামাত্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ।
উপস্থিতমসংহার্যৈর্হয়ৈঃ স্যন্দনয়ায়িভিঃ॥ ৫

হস্তীর পিঠে উপবিষ্ট মাহুত এবং শক্তিশালী অক্লান্ত বীরেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। অজেয় রথবাহক অশ্বরাজি শোভা পাচ্ছিল।

সিংহব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দান্তকাঞ্চনরাজতৈঃ।
ঘোষবদ্ভির্বিচিত্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ॥ ৬

সিংহ এবং ব্যাঘ্রের চর্মনির্মিত কবচে রথ আচ্ছাদিত ছিল, তাতে হাতির দাঁত, সুবর্ণ ও রৌপ্যের প্রতিমা সকল সজ্জিত ছিল। ছোট ছোট ঘণ্টায় শোভিত রথে মধুর ধ্বনি নিরন্তর হতে থাকত এবং নানাবিধ বিচিত্র রথ রাবণের প্রাসাদে সদাই প্রস্তুত থাকত।

বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্ঘ্যাসনভূষিতম্।
মহারথসমাবাপং মহারথমহাসনম্॥ ৭

রাবণের ওই প্রাসাদ অনেক প্রকার রত্নে পরিপূর্ণ ছিল, বহুমূল্য আসন সেখানকার শোভা বর্ধন করত। প্রাসাদের চতুর্দিকে বড় বড় রথ রাখার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল এবং মহারথী বীরদের জন্য আবাস-স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

দৃশ্যৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ।
বিবিধৈর্বহুসাহস্রৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ॥ ৮

দর্শনীয় এবং পরম সুন্দর নানাবিধ হাজার হাজার পশু-পক্ষী সেখানে সবদিকে পরিপূর্ণ ছিল।

বিনীতৈরন্তপালৈশ্চ রক্ষোভিশ্চ সুরক্ষিতম্।
মুখ্যাভিশ্চ বরস্ত্রীভিঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ॥ ৯

অত্যন্ত প্রশিক্ষিত রাক্ষসদের দ্বারা প্রাসাদ সুরক্ষিত ছিল। অন্তঃপুররক্ষীরাও রক্ষায় নিযুক্ত থাকত। সুন্দরী নারীগণে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ছিল সেই প্রাসাদটি।

মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।
বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিঃস্বনম্॥ ১০

তথাকার রত্নস্বরূপা যুবতী নারীরা সদা প্রসন্ন থাকত। সুন্দর সুন্দর আভরণের ঝংকারে ঝংকৃত রাক্ষসরাজের প্রাসাদ সাগরের কল্লোলের মতো মুখরিত থাকত।

তদ্ রাজগুণসম্পন্নং মুখ্যৈশ্চ বরচন্দনৈঃ।
মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্ বনম্॥ ১১

প্রাসাদটি রাজকীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, উত্তম সুগন্ধিত চন্দনে চর্চিত এবং বিশাল বনানীতে পশুরাজের মতো প্রধান-প্রধান পুরুষ সিংহদের দ্বারা প্রাসাদ অধ্যুষিত ছিল।

ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্।
নিত্যার্চিতং পর্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা॥ ১২

তথায় ভেরী ও মৃদঙ্গের ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, শঙ্খ-নিনাদ হচ্ছিল। প্রত্যহ প্রাসাদের পূজা ও সজ্জা রচনা হতো। পর্ব তিথিতে সেখানে হোম অনুষ্ঠিত হত এবং রাক্ষসকুল ভবনের নিরন্তর পূজা করত।

সমুদ্রমিব গম্ভীরং সমুদ্রসমনিঃস্বনম্।
মহাত্মনো মহদ্ বেশ্ম মহারত্নপরিচ্ছদম্॥ ১৩

মহামনা রাক্ষসরাজের বিশাল প্রাসাদ মূল্যবান রত্ন অলংকারে অলঙ্কৃত ছিল এবং সমুদ্রের তুল্য গভীরতা ও কল-কোলাহল সেখানে বর্তমান ছিল।

মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ।

বিরাজমানং বপুষা গজাশ্বরথসঙ্কুলম্॥ ১৪

তথায় প্রচুর হস্তী-অশ্ব-রথ উপস্থিত ছিল এবং মহতী নারীগণের উপস্থিতিতে স্বরূপে দ্যুতিমান ছিল ভবনটি। কপিবর শ্রীহনুমান তা দেখতে লাগলেন।

লঙ্কাভরণমিত্যেব সোঽমন্যত মহাকপিঃ।
চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ॥ ১৫

শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের প্রাসাদকে লঙ্কাপুরীর অলঙ্কার স্বরূপ ভাবলেন এবং তদনন্তর রাজপ্রাসাদের পাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলেন।

গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্বশঃ।
বীক্ষমাণোঽপ্যসংত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ॥ ১৬

এই প্রকারে তিনি এক গৃহ হতে অন্য গৃহে গমনপূর্বক রাক্ষসদের উদ্যানগুলি দেখতে দেখতে নিঃশঙ্কচিত্তে অট্টালিকাগুলির উপর বিচরণ করতে লাগলেন।

অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্যবান্॥ ১৭

অত্যন্ত বেগশালী ও বলবান বীর শ্রীহনুমান তথা হতে লম্ফ দিয়ে প্রহস্তের গৃহে এসে পড়লেন, আবার সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে মহাপার্শ্বের ভবনে চলে এলেন।

অথ মেঘপ্রতীকাশং কুম্ভকর্ণনিবেশনম্।
বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ॥ ১৮

তদনন্তর মহান শ্রীহনুমান বিশাল মেঘের মতো প্রতীয়মান কুম্ভকর্ণের ভবনে এবং তথা হতে বিভীষণের মহলে লাফ দিয়ে এলেন।

মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুন্মালেস্তথৈব চ॥ ১৯

এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজিহ্ব ও বিদ্যুন্মালির গৃহে গেলেন।

বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ॥ ২০

এরপর ক্ষিপ্রগতি কপিবর শ্রীহনুমান পুনরায় ঝম্প দিয়ে বজ্রদন্ত, শুক এবং বুদ্ধিমান সারণের গৃহে এসে পৌঁছলেন।

তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম জগাম হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ জগাম হরিসত্তমঃ॥ ২১

অতঃপর বানর-দলপতি কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান ইন্দ্রজিতের ভবনে গেলেন, সেখান থেকে জম্বুমালি এবং তারপর সুমালিকের গৃহে পৌঁছলেন।

রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোস্তথৈব চ।
বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ॥ ২২

অনন্তর কপিবর লম্ফ-ঝম্ফ করতে করতে রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু তথা বজ্রকায়ের মহলে এসে পড়লেন।

ধূম্রাক্ষস্যাথ সম্পাতের্ভবনং মারুতাত্মজঃ।
বিদ্যুদ্রূপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ॥ ২৩
শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য লোমশস্য চ রক্ষসঃ॥ ২৪
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য সাদিনঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বদ্বিজিহ্বানাং তথা হস্তিমুখস্য চ॥ ২৫
করালস্য পিশাচস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ২৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
তেষামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ॥ ২৭

পুনরায় ক্রমে ক্রমে কপিশ্রেষ্ঠ পবনকুমার ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুৎরূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দ্রংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, পিশাচ, শোণিতাক্ষ প্রভৃতির মহলে চলে এলেন। এইভাবে প্লবমান মারুতাত্মজ সুখ্যাত শ্রীহনুমান ক্রমশঃ সেই সেই অত্যন্ত মূল্যবান ভবনগুলিতে সমৃদ্ধশালী রাক্ষসদের সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করলেন।

সর্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সমন্ততঃ।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্॥ ২৮

তারপর শক্তিমান ও বৈভবসম্পন্ন শ্রীহনুমান এই সকল ভবনগুলিকে লঙ্ঘনপূর্বক পুনরায় রাক্ষসরাজ রাবণের মহলে উপস্থিত হলেন।

রাবণস্যোপশায়িন্যো দদর্শ হরিসত্তমঃ।
বিচরন্ হরিশার্দূলো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ॥ ২৯

তথায় বিচরণকালে বানরশিরোমণি কপিশ্রেষ্ঠ রাবণের অনতিদূরে শায়িতা (তাঁর পালঙ্কের রক্ষায় নিযুক্তা) রাক্ষসীদের দেখতে পেলেন, যাদের চোখগুলি খুব ভয়ংকর ছিল।

শূলমুদ্গরহস্তাংশ্চ শক্তিতোমরধারিণঃ।
দদর্শ বিবিধান্‌গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে॥ ৩০

সাথে সাথে, তিনি রাক্ষসরাজের ভবনে দলে দলে রাক্ষসীদের দেখতে পেলেন — যাদের হাতে শূল, মুদ্গার, শক্তি ও তোমর ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত ছিল।

রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্।

রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্॥ ৩১

এছাড়া সেখানে বহু সংখ্যায় বিশালকায় রাক্ষসও দেখা গেল—যারা নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে প্রস্তুত ছিল। শুধু এটুকুই নয়, সেখানে লাল, সাদা ও শ্বেতাভ রঙের অত্যন্ত ক্ষিপ্রগামী ঘোটক সকলও বাঁধা ছিল।

কুলীনান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্।
শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি॥ ৩২
নিহর্তৄন্ পরসৈন্যানাং গৃহে তস্মিন্ দদর্শ সঃ।
ক্ষরতশ্চ যথা মেঘান্ স্রবতশ্চ যথা গিরীন্॥ ৩৩
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ দুর্ধর্ষান্ সমরে পরৈঃ।

এগুলির সাথে ভালো জাতের সুন্দর সুন্দর হস্তীও ছিল—যেগুলি শত্রুসৈন্যের হাতিগুলিকে সহজেই ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম। হাতিগুলি যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত ও ঐরাবতের ন্যায় পরাক্রমী এবং শত্রুসৈন্যদের সংহার করতে পারদর্শী। হস্তিগণ বর্ষার মেঘের মতো ও পার্বত্য ঝরনার মতো মদবারি ঝরিয়ে দিচ্ছিল। মেঘের নাদের মতো ছিল তাদের বৃংহণ এবং তারা বিপক্ষ সৈন্যদের পক্ষে অজেয় ছিল। শ্রীহনুমান রাবণরাজের ভবনে এইসব দেখলেন।

সহস্রং বাহিনীস্তত্র জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ॥ ৩৪
হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ।
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে॥ ৩৫

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহলে সোনার আভরণে অলংকৃত সহস্র-সহস্র সৈন্য দেখতে পেলেন। তাদের সর্বাঙ্গ স্বর্ণালংকারে আচ্ছাদিত ছিল এবং তারা প্রাতের তরুণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিল।

শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ।
লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ॥ ৩৬
ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্বতকানি চ।
কামস্য গৃহকং রম্যং দিবাগৃহকমেব চ॥ ৩৭
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।

পবনপুত্র শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের সেই ভবনে অনেক প্রকার পালকি, বিচিত্র লতা-গৃহ, চিত্র-শালা সমূহ, ক্রীড়া-ভবন, কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়া পর্বত, রম্য বিলাস-গৃহ ও দিবাভাগের উপযোগী বিলাস-ভবনও দেখতে পেলেন।

স মন্দরসমপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্॥ ৩
ধ্বজযষ্টিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্।
অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ।
ধীরনিষ্ঠিতকর্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব॥ ৩

শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের প্রাসাদকে মন্দার পর্বতে ন্যায় উচ্চ, ক্রীড়া-ময়ূরদের থাকার সংরক্ষিত ভূমিসম্প পতাকা-যষ্টি সমূহে পরিব্যাপ্ত, অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার স এবং চতুর্দিকে ধন-রত্নে পরিপূর্ণ দেখলেন। তথায় ধী পুরুষেরা সঞ্চিত ধন-রত্নের রক্ষার উপযুক্ত অনু করতেন এবং প্রাসাদটি সাক্ষাৎ ভূতনাথের (অর্থ মহেশ্বর বা কুবেরের) ভবনের ন্যায় প্রতীয়মান ছিল।

অর্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ।
বিররাজ চ তদ্ বেশ্ম রশ্মিবানিব রশ্মিভিঃ॥ ৪

রত্নরাজির ছটায় এবং রাক্ষসরাজ রাবণের তেজ দীপ্তিতে সেই গৃহ কিরণময় সূর্যের তুল্য মনে হত।

জাম্বূনদময়ান্যেব শয়নান্যাসনানি চ।
ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ৪

বানর যূথপতি শ্রীহনুমান সেখানকার পালঙ্ক, চৌ এবং পাত্রগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জাম্বনদ-সুবর্ণে নির্মি দেখলেন।

মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্।
মনোরমমসম্বাধং কুবেরভবনং যথা॥ ৪
নূপুরাণাং চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ।
মৃদঙ্গতলনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্ ॥ ৪

সেখানে মধু ও সুগন্ধিত দ্রব্যে ভূমিতল আর্দ্র হ ছিল। মণিময় আসবাব পাত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ মহ কুবের-ভবনের তুল্য মনোরম মনে হত। নূপুরের নিক্কন কটিবন্ধের (কাঞ্চীর) ধ্বনি, মৃদঙ্গ ও তালের মধুর ধ্ব এবং গম্ভীর-নাদ আদি অন্য সকল বাদ্যে সেই ভব মুখরিত হয়ে থাকত।

প্রাসাদসংঘাতযুতং স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্।
সুব্যূঢকক্ষ্যাং হনুমান্ প্রবিবেশ মহাগৃহম্॥ ৪

সেই ভবনে শত-শত অট্টালিকা ছিল, সেগু রমণী-রত্নে পূর্ণ ছিল। উহার কক্ষগুলি ছিল বৃহদাক এইরূপ বিশাল ভবনে শ্রীহনুমান প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

রাবণের ভবন এবং পুষ্পক বিমানের বর্ণনা

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যাসক্তবৈদূর্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎপ্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুৎপিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্॥ ১

বলবান শ্রীহনুমান বৈদূর্যমণিখচিত স্বর্ণ গবাক্ষে শোভিত এবং পক্ষিকুল যুক্ত ভবনগুলি দেখতে পেলেন। ভবনসমূহ বিদ্যুৎখচিত বর্ষার মেঘ-মালার মতো সুশোভিত মনে হচ্ছিল।

নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ
প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ।
মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা
দদর্শ বেশ্মাদ্রিষু চন্দ্রশালাঃ॥ ২

সেখানে শ্রীহনুমান বিভিন্ন প্রকারের বৈঠকখানা, শঙ্খ-আয়ুধ-ধনুর্বাণ রাখার গৃহাদি এবং পর্বত তুল্য ভবন সমূহের উচ্চতম অংশে (ছাদে) মনোহর ও বিশাল চন্দ্রশালা (চিলে ছাদ) দেখতে পেলেন।

গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি
দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি।
সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি
কপির্দদর্শ স্ববলার্জিতানি॥ ৩

কপিবর শ্রীহনুমান তথায় নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত এমন এমন গৃহসমূহ দেখলেন, যেগুলি দেবতা ও অসুরদের দ্বারা প্রশংসিত। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল এবং রাবণ নিজ বাহুবলে সেগুলি লাভ করেছিলেন।

তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি
ময়েন সাক্ষাদিব নির্মিতানি।
মহীতলে সর্বগুণোত্তরাণি
দদর্শ লঙ্কাধিপতের্গৃহাণি॥ ৪

রাক্ষসরাজের ভবনগুলি অত্যন্ত যত্নসহকারে নির্মিত হয়েছিল এবং এত আশ্চর্য দেখাচ্ছিল, যেন ময়দানব স্বয়ং সেগুলি নির্মাণ করেছেন। ধরাতলে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ লঙ্কাধিপতি রাবণের ভবনগুলি শ্রীহনুমান নিরীক্ষণ করলেন।

ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপং
মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্।
রক্ষোঽধিপস্যাত্মবলানুরূপং
গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্॥ ৫

অতঃপর শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের শক্তির অনুরূপ বেনজির উৎকৃষ্ট ভবন (পুষ্পক বিমান) দেখলেন, সেটি মেঘের ন্যায় উচ্চ এবং সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর ও দ্যুতিমান ছিল।

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরুণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্॥ ৬

সেই ভবন ধরাধামে বিস্তৃত স্বর্গতুল্য ছিল ও সৌন্দর্যে জাজ্বল্যমান দেখাচ্ছিল। বহুবিধ রত্ন ও নানাবিধ বৃক্ষের ফুলে-ফুলে সেটি আচ্ছাদিত ছিল এবং পরাগরেণুতে পরিপূর্ণ পর্বত শিখরের মতো শোভা পাচ্ছিল।

নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তড়িদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানং
শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্॥ ৭

সেই বিমানরূপ-ভবন বিদ্যুৎমালায় চর্চিত মেঘসম্ভারের ন্যায় রমণী-রত্নে দেদীপ্যমান হচ্ছিল এবং শ্রেষ্ঠ হংসসকল দ্বারা আকাশে নীয়মান বিমানের মতো প্রতীয়মান ছিল। এই স্বর্গীয় বিমান অতীব সুন্দর রীতিতে নির্মিত এবং অদ্ভুত শোভা সম্পন্ন ছিল।

যথা নগাগ্রং বহুধাতুচিত্রং
যথা নভশ্চ গ্রহচন্দ্রচিত্রম্।
দদর্শ যুক্তীকৃতচারুমেঘ-
চিত্রং বিমানং বহুরত্নচিত্রম্॥ ৮

যেমন নানা প্রকারের খনিজ সম্পদে পর্বত-শিখর শোভিত হয়, যেমন করে নভোমণ্ডল গ্রহ-চন্দ্র-তারকাদির দ্বারা বহুধা শোভা পায়, অনেক বর্ণে যেমন মেঘমালা বর্ণময় হয়ে ওঠে, সেইরকম নানাপ্রকার রত্নমণ্ডিত বিমানটি বহুবিধ শোভাচিত্রে শোভিত দেখাচ্ছিল।

মহী কৃতা পর্বতরাজিপূর্ণা
শৈলাঃ কৃতা বৃক্ষবিতানপূর্ণাঃ।
বৃক্ষাঃ কৃতাঃ পুষ্পবিতানপূর্ণাঃ
পুষ্পং কৃতং কেসরপত্রপূর্ণম্॥ ৯

বিমানের আধার-ভূমি (যাত্রীদের আরোহণাবরোহণের স্থান স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্য দ্বারা নির্মিত কৃত্রিম পর্বতমালায় পরিপূর্ণ ছিল, কৃত্রিম পর্বতগুলি বিস্তর

বৃক্ষের পংক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, বৃক্ষরাজি ছিল পুষ্পবিতানে মণ্ডিত এবং কুসুমগুলি ছিল কেশর ও পাপড়ি সুশোভিত।

কৃতানি বেশ্মানি চ পাণ্ডুরাণি
তথা সুপুষ্পাণ্যপি পুষ্করাণি।
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরাণি
বনানি চিত্রাণি সরোবরাণি ॥ ১০

সেই বিমানে শুভ্র ভবন নির্মিত ছিল, সুন্দর সুন্দর পুষ্পরাজিতে সুশোভিত জলাশয় ছিল। কেশরযুক্ত পদ্ম, বিচিত্র বনানী ও অদ্ভুত সরোবরও তথায় নির্মিত ছিল।

পুষ্পাহ্বয়ং নাম বিরাজমানং
রত্নপ্রভাভিশ্চ বিঘূর্ণমানম্।
বেশ্মোত্তমানামপি চোচ্চমানং
মহাকপিস্তত্র মহাবিমানম্ ॥ ১১

কপিবর শ্রীহনুমান যে সুন্দর বিমানটি ওখানে দেখতে পেলেন সেটি 'পুষ্পক' নামে খ্যাত। সেটি রত্ন-প্রভায় দ্যুতিমান ছিল এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণে সক্ষম ছিল। দেবতাগণের গৃহের আকারের উত্তম বিমানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব এই মহাবিমান পুষ্পকের-ই ছিল।

কৃতাশ্চ বৈদূর্যময়া বিহঙ্গা
রূপ্যপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ।
চিত্রাশ্চ নানাবসুভির্ভুজঙ্গা
জাত্যানুরূপাস্তুরগাঃ শুভাঙ্গাঃ ॥ ১২

এর মধ্যে কেতুরত্ন, রৌপ্য ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত পক্ষীসকল ছিল। নানা রত্নে চিত্রিত সর্পসকল এবং ভালো জাতের অশ্বের মতো সুঠাম অশ্বসকল নির্মিত ছিল।

প্রবালজাম্বূনদপুষ্পপক্ষাঃ
সলীলমাবর্জিতজিহ্মপক্ষাঃ।
কামস্য সাক্ষাদিব ভান্তি পক্ষাঃ
কৃতা বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ ॥ ১৩

সেই বিমানে সুন্দর মুখশ্রী ও মনোহর পক্ষসম্পন্ন বহু বিহঙ্গ এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে, সেগুলি সাক্ষাৎ মদনদেবের সহায়ক মনে হচ্ছিল। সেগুলির পক্ষসমূহ প্রবাল ও সুবর্ণ নির্মিত পুষ্পসমূহে খচিত ছিল এবং বিহঙ্গেরা লীলাবিলাসে তাদের বঙ্কিম পক্ষগুলি সুন্দর ভঙ্গিতে স্থাপন করেছিল।

নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতাসুহস্তা
লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা ॥ ১৪

বিমানের কমল-শোভিত সরোবরে এমন হস্তীসমূহ নির্মিত হয়েছিল, যেগুলি লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল। তাদের শুণ্ড খুব সুশ্রী ছিল, গায়ে লেগেছিল পদ্মকেশর এবং শুণ্ডে পদ্মফুল আবৃত ছিল। সরোবরে দীপ্তিময়ী লক্ষ্মী প্রতিমাও বিরাজমান ছিলেন, যিনি সুহস্তের একটিতে কমল-পুষ্প ধারণ করেছিলেন।

ইতীব তদ্‌গৃহমভিগম্য শোভনং
সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্।
পুনশ্চ তৎপরমসুগন্ধি সুন্দরং
হিমাত্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্ ॥ ১৫

এইরূপ সুন্দর গিরিকন্দর সম্পন্ন পর্বতের তুল্য ও বসন্ত ঋতুতে সুন্দর বৃক্ষ কোটরযুক্ত সুগন্ধি বৃক্ষের ন্যায়, সেই সুশোভিত মনোমুগ্ধকর বিমানে উপস্থিত হয়ে শ্রীহনুমান অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

ততঃ স তাং কপিরভিপত্য পূজিতাং
চরন্ পুরীং দশমুখবাহুপালিতাম্।
অদৃশ্য তাং জনকসুতাং সুপূজিতাং
সুদুঃখিতাং পতিগুণবেগনির্জিতাম্ ॥ ১৬

তদনন্তর দশমুখ রাবণের বাহু-পরাক্রমে পালিত সেই প্রশংসিত পুরীতে এসে চতুর্দিক বিচরণ করেও পতিগুণমুগ্ধা পরমদুঃখিনী জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে না পেয়ে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

ততস্তদা বহুবিধভাবিতাত্মনঃ
কৃতাত্মনো জনকসুতাং সুবর্ত্মনঃ।
অপশ্যতোঽভবদতিদুঃখিতং মনঃ
সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাত্মনঃ ॥ ১৭

মহাত্মা শ্রীহনুমান বহুধা পরমার্থ-চিন্তনে তৎপর, কৃতাত্মা পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন, সৎপথাশ্রয়ী ও শুভদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইতস্ততঃ বহু বিচরণ করেও যখন মহাত্মা জানকীর দেখা পেলেন না, তখন তাঁর মন খুব দুঃখিত হয়ে পড়ল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

শ্রীহনুমান দ্বারা পুনরায় পুষ্পক বিমানের দর্শন করা

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
মহদ্বিমানং মণিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজাম্বূনদজালকৃত্রিমং
দদর্শ ধীমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ১

রাবণের ভবনে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বুদ্ধিমান পবনকুমার কপিবর শ্রীহনুমান মণি ও রত্ন দ্বারা মণ্ডিত এবং তপ্ত কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত গবাক্ষ যুক্ত সেই বিশাল বিমানকে পুনরায় দেখলেন।

তদপ্রমেয়প্রতিকারকৃত্রিমং
কৃতং স্বয়ং সাধ্বিতি বিশ্বকর্মণা।
দিবং গতে বায়ুপথে প্রতিষ্ঠিতং
ব্যরাজতাদিত্যপথস্য লক্ষ্ম তৎ ॥ ২

বিমানটির রচনাশৈলী সৌন্দর্যাদি দৃষ্টিতে পরিমাপযোগ্য নয়। অনুপম শৈলীতে সেটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা বিমানটির নির্মাণ করে 'সাধু! সাধু!' উচ্চারণ করেছিলেন। যখন সেটি আকাশে অবস্থিত হল, তখন সেটি সৌরলোকের দিক্‌চিহ্নরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল।

ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহার্ঘরত্নবৎ।
ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরেষ্বপি
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ ॥ ৩

সেই বিমানে এমন কোনও কিছু ছিলনা, যা অত্যন্ত যত্নে নির্মিত নয়, এমন কোনও অংশ ছিল না যা মূল্যবান রত্নে অলংকৃত নয়, এটির বিশিষ্টতাগুলি দেবগণের বিমানেও ছিল না। সেখানে এমন কোনও কিছু ছিল না, যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়।

তপঃ সমাধানপরাক্রমার্জিতং
মনঃসমাধানবিচারচারিণম্।
অনেকসংস্থানবিশেষনির্মিতং
ততস্ততস্তুল্যবিশেষনির্মিতম্ ॥ ৪

রাবণরাজ উপবাসে থেকে তপস্যা করেছিলেন এবং ভগবানে একাগ্রচিত্ত হতে পেরেছিলেন — সেই তপোবলের পরাক্রমে তিনি সেই বিমানের অধিকারী হয়েছিলেন। মনে মনে যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা উদিত হওয়া মাত্র বিমানটি সেই স্থলে পৌঁছে যেত। বিমানোপযোগী বহুপ্রকার বস্তু দ্বারা ও বিশিষ্ট নির্মাণ রীতিতে সেটি রচনা করা হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তুলনাপূর্বক বিশেষ বিশেষ বিমানোপযোগী বস্তুসমূহ দ্বারা বিমানটি নির্মিত হয়েছিল।

মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনং
দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্।
মহাত্মনাং পুণ্যকৃতাং মহর্দ্ধিনাং
যশস্বিনামগ্র্যমুদামিবালয়ম্ ॥ ৫

সেই বিমান প্রভুর মনোমতো শীঘ্র গমনে সক্ষম, অনতিক্রম্য ও বায়ুতুল্য বেগে অগ্রসর হতো, সেটি অতি আনন্দিত, মহাতপা ও পুণ্যশীল মহাত্মাদেরও আশ্রয়স্বরূপ ছিল।

বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং
বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্মলং
বিচিত্রকূটং শিখরং গিরের্যথা ॥ ৬

পুষ্পক বিমান গতিবিশেষ অবলম্বনপূর্বক শূন্য আকাশে স্থির হয়ে থাকতে সক্ষম ছিল। আশ্চর্যজনক বিচিত্র বস্তু সমুদায় সেই বিমানে একত্রিত ছিল। সেটি শরৎ-ঋতুর চন্দ্রমার ন্যায় নির্মল ও আনন্দ প্রদানকারী ছিল। ছোট- ছোট শিখরযুক্ত কোনও বিশাল পর্বতের উচ্চতম প্রধান শিখরের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ শোভা এই অদ্ভুত শিখরযুক্ত পুষ্পক বিমানেরও ছিল।

বহন্তি যং কুণ্ডলশোভিতাননা
মহাশনা ব্যোমচরানিশাচরাঃ।
বিবৃত্তবিধ্বস্তবিশাললোচনা
মহাজবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭

বসন্তপুষ্পোৎকরচারুদর্শনং

বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্।
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং
দদর্শ তদ্ বানরবীরসত্তমঃ ॥ ৮

সহস্র-সহস্র ভূতগণ—যাদের মুখমণ্ডল কুণ্ডলে শোভিত, অপরিমিত ভোজনশীল, আকাশচারী, ঘূর্ণিতলোচন, অনিমেষ বিশাল চক্ষুসম্পন্ন, অতিবেগশালী ও নিশাচর—তারা সেই বিমানের ভার বহন করত। (এবং) যেটি বসন্ত ঋতুতে পরিস্ফুট পুষ্প-পুঞ্জের সমান রমণীয়-দর্শন এবং বসন্ত মাসের অপেক্ষাও সুদর্শন, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ 'পুষ্পক' বিমানটি বানরবীর শিরোমণি তথায় দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের **অষ্টম সর্গ সমাপ্ত** ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ (৯)

শ্রীহনুমানের রাবণের শ্রেষ্ঠ ভবন, পুষ্পক বিমান এবং তাঁর সুন্দর আবাসস্থল (প্রাসাদকে) দেখে সেই অন্তঃপুরে শায়িত শত-শত সুন্দরী নারীদের অবলোকন করা

তস্যালয়বরিষ্ঠস্য মধ্যে বিমলমায়তম্।
দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১
অর্ধযোজনবিস্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ।
ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্॥ ২

লঙ্কায় সর্বাপেক্ষা বিশাল ভবনের মধ্যভাগে শ্রীহনুমান দেখলেন— একটি উত্তম ভবন শোভা পাচ্ছে। সেইটি অত্যন্ত নির্মল এবং বিশালাকার, দৈর্ঘ্যে এক যোজন ও প্রস্থে অর্ধযোজন ছিল সেটি। রাক্ষসরাজ রাবণের ওই বিশাল ভবনটি অনেক হর্ম্যরাজিতে পরিব্যাপ্ত ছিল।

মার্গমাণস্তু বৈদেহীং সীতামায়তলোচনাম্।
সর্বতঃ পরিচক্রাম হনূমানরিসূদনঃ॥ ৩

শত্রুসূদন শ্রীহনুমান আয়তলোচনা সীতাদেবীর খোঁজ করতে করতে ওই ভবনের সকলদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্॥ ৪

বল-বৈভবশালী শ্রীহনুমান ওই উত্তম আবাসের অবলোকন করতে করতে এমন এক সুন্দর গৃহে পৌঁছলেন, যেটি ছিল স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণের বসবাসের স্থান।

চতুর্বিষাণৈর্দ্বিরদৈস্ত্রিবিষাণৈস্তথৈব চ।
পরিক্ষিপ্তমসম্বাধং রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ॥ ৫

চতুর্দন্তী ও ত্রিদন্তী হস্তিসমূহের দ্বারা ভবনটি চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল এবং উদ্যত প্রহরণ হাতে বহুসংখ্যক রাক্ষস সেটির রক্ষা করত।

রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্।
আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্॥ ৬

রাবণরাজের মহলটি তার রাক্ষসকুলোদ্ভব পত্নীগণের এবং বলপূর্বক আহৃত রাজকন্যাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

তন্নক্রমকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিলঝষাকুলম্।
বায়ুবেগসমাধূতং পন্নগৈরিব সাগরম্॥ ৭

এইরূপ নর-নারী পরিপূর্ণ ভবন কুমীর, বিশাল মৎস্য, তিমিঙ্গিল ও নানাবিধ মৎস্যে পূর্ণ এবং বায়ুবেগে আন্দোলিত ও সর্পসমূহে আবৃত মহাসাগরের তুল্য মনে হত।

যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হরিবাহনে।

সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী॥ ৮

যে লক্ষ্মী কুবের, চন্দ্রমা ও ইন্দ্রের স্থানে নিবাস করেন, তিনিই সুষমা রূপিণী হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে নিত্য অচঞ্চলা রূপে বাস করতেন।

যা চ রাজ্ঞঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋদ্ধী রক্ষোগৃহেষ্বিহ॥ ৯

যে সমৃদ্ধি মহারাজ কুবের, যম ও বরুণের স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষাও বেশি সমৃদ্ধি রাক্ষসরাজের ভবনে দৃষ্ট হত।

তস্য হর্ম্যস্য মধ্যস্থবেশ্ম চান্যৎ সুনির্মিতম্।
বহুনির্যূহসংযুক্তং দদর্শ পবনাত্মজঃ॥ ১০

রাক্ষসরাজ রাবণের (এক যোজন লম্বা ও অর্ধ যোজন চওড়া) ওই মহলের মধ্যভাগে একটি অন্য ভবন (পুষ্পক বিমান) ছিল, যার নির্মাণ বড় সুন্দর শৈলীতে করা হয়েছিল। ওই ভবনটি বহুসংখ্যক মদমত্ত হস্তীযুক্ত ছিল। পবনকুমার শ্রীহনুমান পুনরায় ভবনটি দর্শন করলেন।

ব্রহ্মণোঽর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্ বিশ্বকর্মণা।
বিমানং পুষ্পকং নাম সর্বরত্নবিভূষিতম্॥ ১১

ওই বিমানটি সকল প্রকার রত্নরাজিতে বিভূষিত ছিল। পুষ্পক নামক ওই দিব্য বিমানটি বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ।
কুবেরমোজসা জিত্বা লেভে তদ্ রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ১২

বড় কঠিন তপস্যার দ্বারা রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে বিমানটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, পুনরায় কুবেরকে বলপূর্বক পরাস্ত করে রাক্ষসরাজ রাবণ সেটি হস্তগত করেছিলেন।

ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ।
সুকৃতৈরাচিতং স্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া॥ ১৩

এইটিতে (নেকড়ে) ব্যাঘ্রের মূর্তি যুক্ত সোনা ও রূপোর স্তম্ভ বানানো ছিল, যে কারণে সেই ভবনটি অদ্ভুত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত।

মেরুমন্দরসংকাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্।
কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ১৪

ভবনটিতে সুমেরু ও মন্দারপর্বতের তুল্য উচ্চ অনেক গুপ্ত গৃহ ও মঙ্গলভবন তৈরি করা ছিল, যেগুলি স্ব-স্ব উচ্চতায় আকাশকে স্পর্শ করছে বলে মনে হত। এইগুলি সর্বতোভাবে বিমানকে সমলংকৃত করে রাখত।

জ্বলনার্কপ্রতীকাশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্মণা।
হেমসোপানযুক্তং চ চারুপ্রবরবেদিকম্॥ ১৫

ভবনটির দীপ্তি অগ্নি ও সূর্যের সমান ছিল। বিশ্বকর্মা দক্ষ কারিগরের মতো সেটি নির্মাণ করেছিলেন। এতে সোনার সিঁড়ি ও অত্যন্ত মনোহর শ্রেষ্ঠ বেদীসমূহ নির্মিত ছিল।

জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।
ইন্দ্রনীলমহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্ ॥ ১৬

এটিতে সোনা ও স্ফটিকের জালিকা ও গবাক্ষ সন্নিবিষ্ট ছিল। ইন্দ্রনীল ও মহানীল মণিসমূহে শ্রেষ্ঠ বেদীগুলি রচিত ছিল।

বিদ্রুমেণ বিচিত্রেণ মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভিস্তলেনাভিবিরাজিতম্॥ ১৭

এখানে গৃহতলের উপরিভাগ বিচিত্র প্রবাল, বহুমূল্য মণিসমূহ এবং বর্তুলাকার মুক্তায় সুশোভিত ছিল। এ-কারণে ওই বিমানটি খুবই সুশোভিত ছিল।

চন্দনেন চ রক্তেন তপনীয়নিভেন চ।
সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্॥ ১৮

সুবর্ণতুল্য রক্তিম ও সুগন্ধ চন্দনে সংযুক্ত হওয়ায় ভবনটি অরুনার্কের ন্যায় মনে হত।

কূটাগারৈর্বরাকারৈর্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমারুরোহ মহাকপিঃ।
তত্রস্থঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্॥ ১৯
দিব্যং সম্মূর্ছিতং জিঘ্রন্ রূপবন্তমিবানিলম্।

মহাকপি শ্রীহনুমান নানাপ্রকার সুন্দর অট্টালিকায় সমলংকৃত সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে উঠে পড়লেন। সেখানে বসে তিনি সব দিকে ছড়ানো নানা প্রকারের পানীয়, ভক্ষ্য এবং অন্নের দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করে দেখলেন। সেই গন্ধ মূর্তিমান 'পবন'-এর ন্যায় প্রতীত হতে লাগল।

স গন্ধস্তং মহাসত্ত্বং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্॥ ২০

ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ।

যেমন করে কোন বন্ধু-বান্ধব নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে কাছে ডাকে, ওইভাবে সেই সুগন্ধ মহাবলী শ্রীহনুমানকে যেন 'এদিকে এসো' এরূপে ডেকে, যেখানে রাবণ ছিলেন, সেই-দিকে আহ্বান করছিল।

ততস্তাং প্রস্থিতঃ শালাং দদর্শ মহতীং শিবাম্॥ ২১
রাবণস্য মহাকান্তাং কান্তামিব বরস্ত্রিয়ম্।

অনন্তর শ্রীহনুমান অগ্রসর হয়ে একটি অতিবৃহৎ দরবার গৃহ দেখতে পেলেন, যেটি অত্যন্ত সুন্দর ও আরামদায়ক ছিল। ওই সুবৃহৎ গৃহটি রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল— যেমনটি লাবণ্যময়ী সুন্দরী পত্নী পতির নিকট অধিকতর প্রিয় হয়।

মণিসোপানবিকৃতাং হেমজালবিরাজিতাম্॥ ২২
স্ফাটিকৈরাবৃততলাং দন্তান্তরিতরূপিকাম্।
মুক্তাবজ্রপ্রবালৈশ্চ রূপ্যচামীকরৈরপি॥ ২৩

এটির মধ্যে (বিশাল প্রকোষ্ঠে) মণিরত্নখচিত সোপানশ্রেণী ও স্বর্ণনির্মিত জানালা সুশোভিত ছিল। স্ফটিক মণিতে বিস্তৃত ছিল গৃহতল, হাতির দাঁতের তৈরি নানা আকৃতির মূর্তি, পুত্তলিকা মধ্যে মধ্যে শোভা পাচ্ছিল। মুক্তো, হীরা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্বারাও তন্মধ্যে বহু ধরণের আকার অঙ্কিত ছিল।

বিভূষিতাং মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্।
সমৈর্ঋজুভিরত্যুচ্চৈঃ সমন্তাৎ সুবিভূষিতৈঃ॥ ২৪

মণিমণ্ডিত অনেক স্তম্ভ— যেগুলির কোনটি সমান, কোনটি ঋজু, আবার কোনটি উচ্চ এবং সর্বদিকে বিভূষিত স্তম্ভরাজির দীপ্তি সেই বিশাল প্রাসাদের শোভা বর্ধন করছিল।

স্তম্ভৈঃ পক্ষৈরিবাত্যুচ্চৈর্দিবং সম্প্রস্থিতামিব।
মহত্যা কুথয়াহঽস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণাঙ্কয়া॥ ২৫

মনে হচ্ছিল, পাখার মতো সু-উচ্চ স্তম্ভগুলির দ্বারা (ওই বিশাল শালীগৃহটি) আকাশের পানে উড়ছে। ঐটির অভ্যন্তরে পৃথিবীর অন্য-পর্বতাদির চিত্র অঙ্কিত সুবিশাল আস্তরণ-ও বিছানোর ন্যায় ছিল।

পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাং সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্।
নাদিতাং মত্তবিহগৈর্দিব্যগন্ধাধিবাসিতাম্॥ ২৬

রাষ্ট্র ও গৃহাদির চিত্রে সুশোভিত সেই বিশাল প্রকোষ্ঠ পৃথিবীর সমান বিস্তৃত মনে হচ্ছিল। ওখানে কামাতুর বিহঙ্গেরা কলরব করছিল এবং স্থানটি দিব্য সুগন্ধে সুবাসিত ছিল।

পরার্ধ্যাস্তরণোপেতাং রক্ষোঽধিপনিষেবিতাম্।
ধূম্রামগুরুধূপেন বিমলাং হংসপাণ্ডুরাম্॥ ২৭

সেই বিশাল বহুমূল্য বিছানা বিছানো ছিল এবং রাক্ষসরাজ রাবণ সেই প্রকোষ্ঠে বাস করতেন। স্থানটি 'অগুরু' নামক ধূপের ধোঁয়ায় ধূমায়িত দেখাচ্ছিল, বাস্তবে তা কিন্তু হংসের ন্যায় শুভ্র ও নির্মল ছিল।

পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্মাষীমিব সুপ্রভাম্।
মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্॥ ২৮

পত্র-পুষ্পের সাজ-সজ্জায় সুবৃহৎ শালাটি চিত্তাকর্ষক ছিল। অথবা বশিষ্ঠ মুনির সবলা গাভীর ন্যায় সম্পূর্ণ কামনাপূরক ছিল। উহার দীপ্তিও সুন্দর ছিল। উহা মনোহারী ও শোভাবর্ধনকারী ছিল।

তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সঞ্জননীমিব।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থৈস্তু পঞ্চ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ॥ ২৯
তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা।

স্বর্গীয় সেই শালাটি শোকাপহারিণী এবং সৌন্দর্যের জননী ছিল। শ্রীহনুমান সেটি পরিদর্শন করলেন রাক্ষসরাজ-লালিতা সেই শালাটি তদ্ক্ষণে মাতৃস্নেহে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের দ্বারা শ্রীহনুমানের শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে দিল।

স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ॥ ৩০

সেই (দিব্য) শালা দেখে শ্রীহনুমান মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে এটি স্বর্গলোক, না দেবলোক অথবা ইন্দ্রপুরীও হতে পারে, নয়তো পরমসিদ্ধি (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক)।

প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্।
ধূর্তানিব মহাধূর্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্॥ ৩১

শ্রীহনুমান সেই শালাভ্যন্তরে সুবর্ণ প্রদীপগুলিকে একই লয়ে জ্বলতে দেখলেন, মনে হচ্ছিল যেন প্রদীপগুলি ধ্যানমগ্ন, যেমনটি জুয়া খেলায় বড় জুয়াড়ীর কাছে হেরে

ধন-নাশের আশঙ্কায় ছোট জুয়াড়ী ধ্যানে মগ্নের মতো হয়ে থাকে।

দীপানাং চ প্রকাশেন তেজসা রাবণস্য চ।
অর্চির্ভির্ভূষণানাং চ প্রদীপ্তেত্যভ্যমন্যত॥ ৩২

প্রদীপের দীপ্তি, রাক্ষসরাজ রাবণের তেজস্বিতা এবং ভূষণরাজির রশ্মি-প্রভায় সমগ্র শালাটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

ততোঽপশ্যৎ কুথাসীনং নানাবর্ণাম্বরস্রজম্।
সহস্রং বরনারীণাং নানাবেশবিভূষিতম্॥ ৩৩

তদনন্তর শ্রীহনুমান গৃহতলের আস্তরণে বসে সহস্র সহস্র সুন্দরী নারীদের দেখতে পেলেন, যারা নানা রঙের বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও অনেক প্রকার আভরণে সুসজ্জিত ছিল।

পরিবৃত্তেঽর্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশং গতম্।
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ প্রসুপ্তং বলবৎ তদা॥ ৩৪

অর্দ্ধরাত্রি ব্যতীত হয়ে গেলে ক্রীড়া থেকে বিরত হয়ে সুরাপানের আবেশ ও নিদ্রার বশীভূত হওয়ায় বরনারীবৃন্দ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

তৎ প্রসুপ্তং বিরুরুচে নিঃশব্দান্তরভূষিতম্।
নিঃশব্দহংসভ্রমরং যথা পদ্মবনং মহৎ॥ ৩৫

ঘুমন্ত সহস্র সহস্র নারীদের কটিদেশে এখন অঙ্গভূষণের সুমধুর ধ্বনি আর শোনা যাচ্ছিল না, যেন হংস কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন থেমে যাওয়ার পর সুপ্ত বিশাল কমল-সরোবরের মতো তখন সুষুপ্ত সুন্দরী সমুদায় অতিশয় শোভা পাচ্ছিল।

তাসাং সংবৃতদান্তানি মীলিতাক্ষীণি মারুতিঃ।
অপশ্যৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুযোষিতাম্॥ ৩৬

পবনকুমার শ্রীহনুমান সেই সকল সুন্দরীদের মুখপদ্ম দেখতে পেলেন, যেখান থেকে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁদের দন্তরাজি আবৃত ও চক্ষু মুদ্রিত ছিল।

প্রবুদ্ধানীব পদ্মানি তাসাং ভূত্বা ক্ষপাক্ষয়ে।
পুনঃ সংবৃতপত্রাণি রাত্রাবিব বভুস্তদা॥ ৩৭

রাত্রির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ওই সকল সুন্দরীগণের মুখপদ্ম হর্ষে উৎফুল্ল দেখাত, পুনরায় রাত্রির আগমনে নিদ্রিত হওয়ায় মুদ্রিত শতদলের ন্যায় শোভা পেত।

ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্‌পদাঃ।
অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ॥ ৩৮
ইতি বামন্যত শ্রীমানুপপত্ত্যা মহাকপিঃ।
মেনে হি গুণতস্তানি সমানি সলিলোদ্ভবৈঃ॥ ৩৯

তাদের দেখে শ্রীমান মহাকপি শ্রীহনুমান এইরকম তুলনা করতে লাগলেন যে— 'মদমত্ত ভ্রমরেরা প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় উহাদের মুখারবিন্দ প্রাপ্তির জন্য যেন বারংবার প্রার্থনা করে থাকবে— তার উপর বসবার জন্য সর্বদা ঘুরে ঘুরে ওড়ে। কারণ, তারা গুণের দৃষ্টিতে সেই সকল মুখারবিন্দকে জলজ পদ্মের তুল্য জ্ঞান করে।

সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা।
শারদীব প্রসন্না দ্যৌস্তারাভিরভিশোভিতা॥ ৪০

রাবণের সেই সুবৃহৎ শালাগৃহটি ওই সকল বরনারীদের সৌন্দর্য-মাধুর্যে বিভাসিত হয়ে এমনরূপে শোভিত ছিল, যেমনভাবে শরৎকালে নির্মল আকাশ তারায় তারায় সুশোভিত হয়।

স চ তাভিঃ পরিবৃতঃ শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
যথা হ্যুডুপতিঃ শ্রীমাংস্তারাভিরিব সংবৃতঃ॥ ৪১

ওই সকল স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃত রাক্ষসরাজ রাবণ তারকা পরিবৃত কান্তিমান নক্ষত্রপতি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

যাশ্চ্যবন্তেঽম্বরাৎ তারাঃ পুণ্যশেষসমাবৃতাঃ।
ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা॥ ৪২

তৎক্ষণে শ্রীহনুমানের মনে হতে লাগল যে—ক্ষীন-পুণ্যে যে সকল তারকারাজি আকাশ থেকে নীচে নেমে আসে, সেইগুলি সকলই কি একত্রিত হয়েছে এই সব সুন্দরী রূপে!

তারাণামিব সুব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চিষাম্।
প্রভাবর্ণপ্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্॥ ৪৩

কেননা সেখানে ওই সকল যুবতীদের তেজস্বিতা, বর্ণ ও প্রসাদ স্পষ্টরূপে সুন্দর দীপ্তিময় তারার তুল্য প্রকাশিত হচ্ছিল।

ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্‌প্রকীর্ণবরভূষণাঃ।
পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ॥ ৪৪

(মধু) মদিরা পানের পরে ব্যায়াম (নৃত্য, গান,

ক্রীড়াদি) এর সময় যে-সকল সুন্দরীদের কেশদাম আলুলায়িত হয়ে গিয়েছিল, পুষ্পমালিকামর্দিত হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সৌন্দর্যাভরণও বিস্রস্ত হয়ে শরীরের এখানে-ওখানে খসে পড়েছিল, ওই-সকল সুন্দরীরা তথায় নিদ্রায় সংজ্ঞাহীনের ন্যায় ঘুমন্ত ছিলেন।

ব্যাবৃত্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদুদ্‌ভ্রান্তনূপুরাঃ।
পার্শ্বে গলিতহারাশ্চ কাশ্চিৎ পরমযোষিতঃ॥ ৪৫

সুন্দরী যুবতীদের কারো কারো কপালের সিন্দুর-কস্তুরী আদির তিলক মুছে গিয়েছিল, কারো কারো নূপুর পদযুগল থেকে বিস্রস্ত হয়ে দূরে পড়েছিল এবং কারো বা হার নির্গলিত হয়ে পাশে পড়েছিল।

মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
ব্যাবিদ্ধরশনাদামাঃ কিশোর্য ইব বাহিতাঃ॥ ৪৬

মুক্তা-হার ছিন্ন হওয়াতে কেউ কেউ সেগুলির মুক্তদানায় আবৃত ছিল, কারো কারো পরিহিত বস্ত্র বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল, আবার কেউ কেউ বিস্রস্ত মেখলা বিজাড়িত হয়ে সুপ্ত ছিল, মনে হচ্ছিল তারা সকলে যেন বোঝা বহন করে কিশোরী ঘোটকীর ন্যায় ক্লান্ত।

অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্নমৃদিতস্রজঃ।
গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে॥ ৪৭

কোন কোন সুন্দরীর কানের কুণ্ডল পড়ে গিয়েছিল, কারো কারো পুষ্পমাল্য দলিত ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, গজরাজ কর্তৃক মথিত পুষ্পিত লতার মতো তাদের দেখাচ্ছিল।

চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাংচিদুদ্‌গতাঃ।
হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্॥ ৪৮

আবার কিছু সুন্দরীদের চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ তুল্য প্রকাশমান গলার হার বক্ষঃস্থলে দীপ্তিমান ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন সুন্দরীদের স্তনমণ্ডলে হংস ঘুমিয়ে আছে।

অপরাসাং চ বৈদূর্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ।
হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্॥ ৪৯

অপর কিছু বরনারীদের স্তনমণ্ডলে বৈদূর্যমণির হার কাদম্ব (জলকাক) নামক পক্ষীর তুল্য শোভা পাচ্ছিল এবং অন্য সুন্দরীদের বক্ষস্থলের উপর যে স্বর্ণহার বিছানো ছিল, সেগুলি চক্রবাক বিহঙ্গের মতো দেখাচ্ছিল।

হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুলিনৈরিব॥ ৫০

এইভাবে, সুন্দরী সকল হংস, কারণ্ড (জলকাক) ও চক্রবাক উপশোভিত নদীর সমান শোভা পাচ্ছিল। তাহাদের জঙ্ঘাদেশ ছিল যেন নদীর তটদেশ তুল্য।

কিঙ্কিণীজালসংকাশাস্তা হেমবিপুলাম্বুজাঃ।
ভাবগ্রাহা যশস্তীরাঃ সুপ্তা নদ্য ইবাবভুঃ॥ ৫১

তাই সকল সুপ্ত সুন্দরীরা তথায় এক-একটি নদীর ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। নূপুরগুলি পুষ্পকোরকের মতো প্রতীত হচ্ছিল। বহুবিধ স্বর্ণাভরণ যেন বহুসংখ্যক স্বর্ণকমলের শোভা ধারণ করেছিল। সুপ্তাবস্থায় তাদের বাসনাসকল (শৃঙ্গার চেষ্টাগুলি) কুম্ভীলকের ন্যায় ছিল এবং শোভাময় দীপ্তি নদীতটের সহিত তুলনীয় ছিল।

মৃদুষ্বংগেষু কাসাংচিৎ কুচাগ্রেষু চ সংস্থিতাঃ।
বভূবুর্ভূষণানীব শুভা ভূষণরাজয়ঃ॥ ৫২

কোন কোন সুন্দরীর কোমল দেহে এবং স্তনাগ্রভাগের উপরে পড়ে থাকা আভরণসমূহের সৌন্দর্য নূতন গহনার মতো শোভা পাচ্ছিল।

অংশুকান্তাশ্চ কাসাংচিন্মুখমারুতকম্পিতাঃ।
উপর্যুপরি বক্ত্রাণাং ব্যাধূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ॥ ৫৩

কারো কারো বা মুখোপরি পড়ে থাকা পরিহিত শাড়ির অঞ্চল (ঘুমন্ত) নাসিকা হতে নির্গত নিঃশ্বাসে বারংবার কম্পিত হয়ে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছিল।

তাঃ পতাকা ইবোদ্‌ধূতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ।
নানাবর্ণসুবর্ণানাং বক্ত্রমূলেষু রেজিরে॥ ৫৪

নানা প্রকার সুন্দর রূপ-রঙের তাদের বস্ত্রাঞ্চল রাবণ পত্নীদের মুখের উপর আন্দোলিত থেকে সুন্দর শোভাযুক্ত পতাকাসমূহের মতো শোভিত হচ্ছিল।

ববল্গুশ্চাত্র কাসাংচিৎ কুণ্ডলানি শুভার্চিষাম্।
মুখমারুতসংকম্পৈর্মন্দং মন্দং চ যোষিতাম্॥ ৫৫

তথায় কোন কোন সুন্দরী কান্তিমতী কামিনীদের কানের কুণ্ডল তাদের নিঃশ্বাসজনিত কম্পনে ধীরে ধীরে দুলছিল।

শর্করাসবগন্ধঃ স প্রকৃত্যা সুরভিঃ সুখঃ।
তাসাং বদননিঃশ্বাসঃ সিষেবে রাবণং তদা॥ ৫৬

সেই সব সুন্দরীদের মুখনিঃসৃত স্বভাব-সুগন্ধিত শ্বাসবায়ু শর্করানিঃসৃত পানীয়ের মনোহর সুবাসে সংযুক্ত হয়ে অধিকতর সুখদ হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের সেবা করতে থাকল।

রাবণাননশঙ্কাশ্চ কাশ্চিদ্ রাবণযোষিতঃ।
মুখানি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃ পুনঃ॥ ৫৭

রাবণের কিছু কিছু তরুণী পত্নীগণ, রাবণের মুখ ভ্রম করে, নিজ সপত্নীদের মুখ সমূহের আঘ্রান নিচ্ছিল।

**অত্যর্থং সক্তমনসো রাবণে তা বরস্ত্রিয়ঃ।
অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা॥ ৫৮**

সে-সকল সুন্দরীদের মন রাবণের উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিল, সে কারণে তারা আসক্তি এবং মদিরা বশগ হলে, ভ্রান্তিতে রাবণের মুখ মনে করে আপন সপত্নীদের মুখের আঘ্রান নিয়ে সপত্নীদের কাঙ্ক্ষিত কাজই করছিল।

**বাহূনুপনিধায়ান্যাঃ পারিহার্যবিভূষিতান্।
অংশুকানি চ রম্যাণি প্রমদাস্তত্র শিশ্যিরে॥ ৫৯**

অন্য-সব মদিরা-মত্ত যুবতীগণ নিজ নিজ বলয় বিভূষিত বাহুকে উপাধান করে এবং কেউ কেউ আপন আপন মস্তকের নীচে নিজেদের সুরম্য বস্ত্রকে রেখে তথায় শায়িত ছিল।

**অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যাঃ কাচিৎ পুনর্ভুজম্।
অপরা ত্বঙ্কমন্যস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যপরা কুচৌ॥ ৬০**

একজন অন্যজনের বক্ষের উপর মস্তক রেখে শায়িত ছিল, আবার অপরজন অন্যের এক বাহুকে উপাধান করে ঘুমিয়ে ছিল। এইভাবে অন্য আর একজন অপরের জঙ্ঘার উপর মাথা রেখে নিদ্রিত ছিল তো অন্য কোন একজন সুন্দরী তারই স্তনের উপর মাথা রেখে শায়িত ছিল।

**উরুপার্শ্বকটীপৃষ্ঠমন্যোন্যস্য সমাশ্রিতাঃ।
পরস্পরনিবিষ্টাংগ্যো মদস্নেহবশানুগাঃ॥ ৬১**

এইরূপে রাবণের প্রতি স্নেহাসক্ত ও মদিরা-বশীভূত হয়ে সেই সুন্দরীগণ একে অন্যের উরুদেশে, পার্শ্বে, কটিদেশে ও পৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে সৌহার্দ্যে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

**অন্যোন্যস্যাংগসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণাঃ সুমধ্যমাঃ।
একীকৃতভুজাঃ সর্বাঃ সুষুপুস্তত্র যোষিতঃ॥ ৬২**

ক্ষীণকটিদেশ শোভিতা সুন্দরীগণ একে অন্যের অঙ্গস্পর্শকে প্রিয়তমের (রাক্ষসরাজের) স্পর্শ ভ্রম করে মনে মনে আনন্দ অনুভব করতে করতে পরস্পর বাহুতে বাহু দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল।

**অন্যোন্যভুজসূত্রেণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা।
মালেব গ্রথিতা সূত্রে শুশুভে মত্তষট্পদা॥ ৬৩**

পরস্পর বাহুরূপ সূত্রে গ্রথিত কালো কেশের সুন্দরীগণ মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, যেন একই সূত্রে মদমত্ত ভ্রমর সংযুক্ত পুষ্প মালা!

**লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ।
অন্যোন্যমালাগ্রথিতং সংসক্তকুসুমোচ্চয়ম্॥ ৬৪
প্রতিবেষ্টিতসুস্কন্ধমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্ ।
আসীদ্ বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ॥ ৬৫**

মধুমাস বসন্তের মলয়ানিলে সঞ্চরণশীল লতাসমূহের বনভূমি যেমন কম্পিত হতে থাকে, তেমনি করে রাক্ষসরাজ রাবণের স্ত্রীকুলের নিঃশ্বাস বায়ুতে বস্ত্রাঞ্চলের আন্দোলন হেতু কম্পিত মনে হচ্ছিল। যেমন করে লতাসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে মালার ন্যায় আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাদের (লতাগুলি) সুশ্রী শাখাগুলি পরস্পর সংযোজিত হয়ে যায় এবং (সেই হেতু) লতা-পুষ্প-রাশিও অনায়াসে সম্মিলিত প্রতীত হয়, পুষ্পে পুষ্পে উপবিষ্ট ভ্রমরও অবলীলায় মিলিত হয়ে যায়, তেমনি করে সেই সুন্দরীগণ একে অন্যের সাথে মিলে গিয়ে মালার ন্যায় গ্রথিত মনে হচ্ছিল। তাদের বেণীতে শোভিত পুষ্পও অনায়াসে (পরস্পর) মিলে গিয়েছিল এবং সুন্দরীদের কুন্তল দাম-ও (পরস্পর) মিলিত হয়ে গিয়েছিল।

**উচিতেষ্বপি সুব্যক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা।
বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাংগাম্বরস্রজাম্॥ ৬৬**

যদিও ওই-সকল যুবতীগণের বস্ত্র, অঙ্গ, অলংকার ও হার যথাস্থানেই ছিল, তবুও তারা পরস্পর গ্রথিত হওয়ায় বস্ত্র-অলংকার-অঙ্গাদি কোনটি কাহার পৃথক পৃথক বোঝা যাচ্ছিল না।

**রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ।
জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তো নিমিষা ইব॥ ৬৭**

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন সুখ-নিদ্রায় শায়িত, তখন

সেখানকার জ্বলন্ত সুবর্ণ প্রদীপ যেন সেই-সকল বহুধা কান্তিময়ী সুন্দরীদেরকে নির্নিমেষ দেখাচ্ছিল।

রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্বাণাং চ যোষিতঃ।
রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশংগতাঃ॥ ৬৮

রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দৈত্য, গন্ধর্ব তথা রাক্ষসকুলের কন্যাগণ কাম-বশীভূত হয়ে রাবণের পত্নীত্ব বরণ করেছিল।

যুদ্ধকামেন তাঃ সর্বা রাবণেন হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ॥ ৬৯

ওই-সকল স্ত্রীলোককে রাবণ যুদ্ধে হরণ করেছিলেন এবং কিছু নারী কামার্ত মোহিত হয়ে স্বয়ং রাবণরাজের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদাঃ প্রসহ্য
বীর্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।
ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু॥ ৭০

সেখানে এমন কেউ ছিল না, যাকে বলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ করেছিলেন। তারা সকলেই রাবণের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হয়ে (স্বেচ্ছায়) সমর্পণ করেছিল। যিনি শ্রেষ্ঠতম ও পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য ছিলেন সেই সীতাকে বাদ দিলে, এ-রকম কোন নারী সেখানে ছিল না, যে রাবণ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কাউকে ইচ্ছা করত অথবা যার আগে কোন পতি ছিল।

ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা
নাদক্ষিণা নানুপচারযুক্তা।
ভার্যাভবৎ তস্য ন হীনসত্ত্বা
ন চাপি কান্তস্য ন কামনীয়া॥ ৭১

রাবণের এমন কোন স্ত্রী ছিল না, যে কুলোদ্ভবা নয় অথবা কুৎসিত, অনুদার বা কৌশলরহিত, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-ভূষণ-মাল্যাদি থেকে বঞ্চিত, শক্তিহীন বা প্রিয়তম রাবণের অপ্রিয়।

বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য
যদীদৃশী রাঘবধর্মপত্নী।
ইমা মহারাক্ষসরাজভার্যাঃ
সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ॥ ৭

সেই ক্ষণে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বানররাজ শ্রীহনুমানের মনে এই ভাবনা উৎপন্ন হল যে, মহান রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীকুল যেমন করে পতির সঙ্গ-সুখে সুখী, তেমন শ্রীরঘুনাথের ধর্মপত্নী সীতাদেবীও ইহাদের ন্যায় যদি পতির সাথে মিলিত হয়ে সঙ্গসুখ লাভ করতেন, অর্থাৎ যদি রা[illegible] শীঘ্রই সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের সেবায় সমর্পিত করে দে[illegible] তবে রাবণের পক্ষে সেইটি মঙ্গলজনক হত।

পুনশ্চ সোঽচিন্তয়দাত্তরূপো
ধ্রুবং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা।
অথায়মস্যাং কৃতবান্ মহাত্মা
লঙ্কেশ্বরঃ কষ্টমনার্যকর্ম॥

তখনই শ্রীহনুমানের মনে চিন্তা হল, নিশ্চিতর[illegible] সীতাদেবী গুণাবলীতে ইহাদের সকলের চেয়ে অ[illegible] উর্ধ্বে। এই মহাবলী লঙ্কাপতি মায়াময় রূপে সীতা[illegible] প্রতারিত করে তাঁর প্রতি অপহরণের ন্যায় খুব কষ্টকর অধম কাজ করেছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ (১০)

শ্রীহনুমান দ্বারা অন্তঃপুরে শয়ান রাবণ এবং প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন তাঁর স্ত্রীকুলকে দেখা এবং মন্দোদরীকে সীতা মনে করে আনন্দিত হওয়া

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্॥ ১

সেখানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে শ্রীহনুমান এক দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ বেদী দেখতে পেলেন, যার উপরে পালঙ্ক বিছানো ছিল। সেই বেদীটি ছিল স্ফাটিকমণি দ্বারা নির্মিত এবং বহুধরণের রত্নে খচিত।

দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ॥ ২

সেখানে বৈদূর্যমণিতে তৈরি শ্রেষ্ঠ পালঙ্ক বিছানো ছিল, যার বিভিন্ন ভাগ (পাট-পায়াদি) হাতির দাঁত ও সুবর্ণ খচিত হওয়ায় চিত্তাকর্ষক দেখাচ্ছিল। সেই মহামূল্য পালঙ্কের উপরে মূল্যবান বিছানো পাতা ছিল। এইসকল কারণে ওই বেদী খুব শোভনীয় ছিল।

তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমালোপশোভিতম্।
দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্॥ ৩

শ্রীহনুমান ওই পালঙ্কের এক অংশে চন্দ্রমা তুল্য এক শ্বেত ছত্র দেখতে পেলেন, সেটি দিব্য মাল্যে সুশোভিত ছিল।

জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্।
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্॥ ৪

তিনি সুবর্ণখচিত পালঙ্ককে অগ্নিতুল্য শোভায় দেদীপ্যমান দেখলেন। হনুমান সেটি অশোক পুষ্পের মাল্যে অলংকৃত দেখলেন।

বালব্যজনহস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ।
গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্॥ ৫

চতুর্দিকে দণ্ডায়মানা অনেক স্ত্রীলোক হস্তে চামর নিয়ে সেটির উপর হাওয়া করছিলেন। পালঙ্কটি অনেক প্রকারের সুগন্ধে ও উত্তম ধূমসমূহে সুবাসিত ছিল।

পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্ ।
দামভির্বরমাল্যানাং সমন্তাদুপশোভিতম্॥ ৬

পালঙ্কের উপরে অতি উত্তম বিছানা পাতা ছিল, সেটি ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা ঢাকা ছিল এবং চারদিক থেকে ফুলমালায় সুশোভিত ছিল।

তস্মিঞ্জীমূতসংকাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্॥ ৭

লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গং চন্দনেন সুগন্ধিনা।
সন্ধ্যারক্তমিবাকাশে তোয়দং সতড়িদ্‌গুণম্॥ ৮

বৃতমাভরণৈর্দিব্যৈঃ সুরূপং কামরূপিণম্।
সবৃক্ষবনগুল্মাঢ্যং প্রসুপ্তমিব মন্দরম্॥ ৯

ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্।
প্রিয়ং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্॥ ১০

পীত্বাপ্যুপরতং চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ।
ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাধিপম্॥ ১১

সেই দীপ্তিময় পালঙ্কের উপরে শ্রীহনুমান, সুন্দর আভরণে ভূষিত, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে সক্ষম, দিব্য অলংকারে বিভূষিত ও সুদর্শন রাক্ষসরাজ রাবণকে শয়ান অবস্থায় দেখলেন। রাবণরাজ রাক্ষসকন্যাদের প্রিয় এবং রাক্ষসকুলের সুখদায়ক ছিলেন। তাঁর অঙ্গে রক্ত-চন্দনের প্রলেপ লেগে ছিল, তাই তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় ও ক্ষণপ্রভা-প্রদীপ্ত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি মেঘের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ছিল। কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল ঝকমক করছিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম এবং বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল। পরিধানে ছিল স্বর্ণালী বস্ত্র। রাত্রিতে স্ত্রীকুলের সঙ্গে ক্রীড়াবসানে সুরাপান করে আরাম করছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-বনভূমি শোভিত মন্দার পর্বত ঘুমিয়ে আছে।

নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ।
আসাদ্য পরমোদ্বিগ্নঃ সোপাসর্পৎ সুভীতবৎ॥ ১২

অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাশ্রিতঃ।
ক্ষীবং রাক্ষসশার্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ॥ ১৩

নিদ্রিত অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে রাবণরাজকে ক্রোধে গর্জনরত সর্পের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর পাশে এসে বানরশিরোমণি হনুমান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও যেন ভীত হয়ে সহসা দূরে সরে গেলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে অন্য বেদিকায় আরোহণ করে, সেখান থেকে মহাকপি শ্রীহনুমান মত্ত শার্দূলের মতো বলশালী রাক্ষসসিংহকে দেখতে লাগলেন।

শুশুভে রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বপতঃ শয়নং শুভম্।
গন্ধহস্তিনি সংবিষ্টে যথা প্রস্রবণং মহৎ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ শায়িত হওয়ায় সুন্দর পালঙ্ক

তেমনি শোভা পাচ্ছিলেন, যেমনটি গন্ধহস্তী শয়ন করলে বিশাল প্রস্রবণগিরি সুশোভিত হয়।

কাঞ্চনাংগদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ॥ ১৫

শ্রীহনুমান রাবণরাজের সোনার বাজুবন্ধ শোভিত বিক্ষিপ্ত বাহুদ্বয়কে ইন্দ্রধ্বজার ন্যায় দেখতে পেলেন।

ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরাপীড়নকৃতব্রণৌ।
বজ্রোল্লিখিতপীনাংসৌ বিষ্ণুচক্রপরিক্ষতৌ॥ ১৬

যুদ্ধের সময় তাঁর বাহুদ্বয়ে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা যে আঘাত করেছিল, তার চিহ্ন থেকে গিয়েছিল। বাহুমূল ও স্কন্ধ খুব পেশী বহুল ও আয়ত ছিল এবং ইন্দ্রের বজ্রের আঘাত-চিহ্ন বহন করছিল। কোন এক সময়ে ভগবান বিষ্ণুর চক্রেও রাক্ষসরাজের হস্তদ্বয়ে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল।

পীনৌ সমসুজাতাংসৌ সংগতৌ বলসংযুতৌ।
সুলক্ষণনখাংগুষ্ঠৌ স্বংগুলীয়কলক্ষিতৌ॥ ১৭

রাক্ষসরাজের বাহুদ্বয় সুসমঞ্জস ও সুন্দর অংশযুক্ত তথা সুপুষ্ট ছিল। হস্তদ্বয় সুলক্ষণ নখসমূহ এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সুশোভিত ছিল।

সংহতৌ পরিঘাকারৌ বৃত্তৌ করিকরোপমৌ।
বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভ্রে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ॥ ১৮

বাহু দুটি সুগঠিত ও পুষ্ট ছিল। গদার ন্যায় সুগোল তথা হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় উচ্চাবচ ও দীর্ঘ ছিল। সেই উজ্জ্বল পালঙ্কে বিস্তারিত ভুজদ্বয় পঞ্চফণা দুটি সর্পের ন্যায় দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল।

শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা।
চন্দনেন পরার্ধ্যেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ॥ ১৯

শশকের রক্তের ন্যায় রক্তরাগযুক্ত উত্তম সুশীতল ও সুগন্ধি চন্দনে চর্চিত রাক্ষসরাজের বাহুদ্বয় অলঙ্কারে সুশোভিত ছিল।

উত্তমস্ত্রীবিমৃদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ।
যক্ষপন্নগগন্ধর্বদেবদানবরাবিণৌ ॥ ২০

সুন্দরী যুবতীরা ধীরে ধীরে তাঁর বাহুদ্বয়কে মর্দিত করছিল। বাহুদ্বয়ে উত্তম সুগন্ধির প্রলেপ ছিল, যা যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, দেবতা ও দানব প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম ছিল।

দদর্শ স কপিস্তস্য বাহূ শয়নসংস্থিতৌ।
মন্দরস্যান্তরে সুপ্তৌ মহাহী রুষিতাবিব॥ ২১

কপিবর শ্রীহনুমান পালঙ্কের উপর শায়িত রাবণরাজের বাহুদ্বয় দেখতে পেলেন। বাহুযুগল মন্দার পর্বতের গুহায় শায়িত দুটি ক্রুদ্ধ অজগর সর্পের মতো মনে হচ্ছিল।

তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসংকাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ॥ ২২

সেই বৃহদাকার ও গোলাকৃতি বাহুযুক্ত রাক্ষসরাজ রাবণ শৃঙ্গদ্বয়-সংযুক্ত মন্দারপর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।[1]

চূতপুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ।
মৃষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ॥ ২৩
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্॥ ২৪

তথায় শায়িত রাক্ষসরাজ রাবণের বিশাল মুখ থেকে আম্র ও নাগকেশরের সুবাস মিশ্রিত, বকুলের সুগন্ধ ও উত্তম অন্নের রসগন্ধ সমন্বিত এবং সুরার সুবাস সংপৃক্ত নিঃশ্বাস নির্গত হচ্ছিল, যার দ্বারা শয়ন কক্ষটির সর্বত্র সুগন্ধে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল।

মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্॥ ২৫

কর্ণকুণ্ডল স্থানচ্যুত হওয়ায় মুক্তামণিমণ্ডিত বিচিত্র বর্ণময় সুবর্ণ মুকুটের দ্বারা রাবণের মুখমণ্ডল অধিকতর উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা।
পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজিতা॥ ২৬

রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষদেশ রক্তিমচন্দনে চর্চিত গলহারে সুশোভিত, পরিপুষ্টে ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদাকার ছিল, ফলে সেই রাক্ষসরাজের সম্পূর্ণ শরীর অত্যন্ত শোভা পাচ্ছিল।

পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্।
মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা॥ ২৭

তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম ছিল। কটিদেশের নিম্নাংশ আলগাভাবে রেশমী শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আবৃত ছিল এবং তিনি হলুদ রং-এর বহুমূল্য রেশমী চাদর গায়ে দিয়ে শায়িত ছিলেন।

মাষরাশিপ্রতীকাশং নিঃশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ।
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্॥ ২৮

[1] শয়নাগারে শায়িত রাবণের একটি মুখ ও দুটি বাহুর বর্ণনা এখানে উল্লিখিত রয়েছে। তাতে মনে হয় যে সাধারণ অবস্থায় রাবণ এইভাবেই অবস্থান করতেন। যুদ্ধাদি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় স্বেচ্ছায় তিনি দশটি মুখ ও কুড়িটি বাহুতে সংযুক্ত হয়ে যেতেন।

তাঁকে সূক্ষ্ম স্থানে রঞ্জিত (শ্যামবর্ণ) বিউলির ফুলরাশি তুল্য দেখাচ্ছিল এবং যেন সর্পের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসরত ছিলেন। সেই উজ্জ্বল পালঙ্কে শায়িত রাবণ গঙ্গার অগাধ জলরাশি মধ্যে শায়িত গজরাজের তুল্য শোভা পাচ্ছিলেন।

চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈর্দীপৈর্দীপ্যমানং চতুর্দিশম্।
প্রকাশীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্গণৈরিব॥ ২৯

তাঁর চারদিকে চারিটি সুবর্ণ প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল — যেগুলির প্রভায় রাক্ষসরাজ দেদীপ্যমান ছিলেন এবং সর্বাঙ্গ প্রকাশিত ও স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান হচ্ছিল; ঠিক সেইরূপ যেভাবে বিদ্যুন্মালায় মেঘরাশি প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হয়।

পাদমূলগতাশ্চাপি দদর্শ সুমহাত্মনঃ।
পত্নীঃ স প্রিয়ভার্যস্য তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে॥ ৩০

পত্নীপ্রেমিক মহাকায় সেই রাক্ষসরাজের গৃহে শ্রীহনুমান তাঁর পত্নীগণকেও দেখতে পেলেন, যারা তাঁর চরণের সন্নিকটে বা অনতিদূরে শায়িতা ছিলেন।

শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ।
অম্লানমাল্যাভরণা দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ৩১

বানর যূথপতি শ্রীহনুমান দেখলেন, সেইসকল রাজ-পত্নীদের মুখমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত। তাঁরা সুন্দর কুণ্ডলে বিভূষিত ছিলেন এবং এমন-এমন ফুলহার পরিহিতা ছিলেন যেগুলি কখনও ম্লান হয় না।

নৃত্যবাদিত্রকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভুজাঙ্কগাঃ।
বরাভরণধারিণ্যো নিষণ্ণা দদৃশে কপিঃ॥ ৩২

রাজপত্নীগণ নৃত্যবাদ্যাদিতে নিপুণ ছিল, তাঁরা রাক্ষসরাজের বাহু ও অঙ্কে স্থান পাওয়ার যোগ্যা এবং সুন্দর আভরণে বিভূষিতা ছিলেন। কপিবর শ্রীহনুমান তাঁদের সকলকে তথায় শায়িতা দেখলেন।

বজ্রবৈদূর্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ॥ ৩৩

শ্রীহনুমান সেই সকল সুন্দরীদের কর্ণে হীরক ও বৈদূর্যমণি খচিত স্বর্ণ কুণ্ডল এবং বাজুবন্ধ দেখতে পেলেন।

তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ।
বিররাজ বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব॥ ৩৪

সেই সুন্দরীদের ললিত কর্ণকুণ্ডলে অলংকৃত চন্দ্রমা তুল্য মনোহরণ সুশ্রী মুখমণ্ডল দ্বারা সেই বিমানাকার পর্যঙ্ক তারকামণ্ডিত আকাশের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ॥ ৩৫

ক্ষীণকটিদেশশোভিতা রাক্ষসরাজের সকল স্ত্রীগণ রতি ক্লেশে শ্রান্ত হয়ে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেইভাবেই নিদ্রিত হলেন।

অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।
বিন্যস্তশুভসর্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী॥ ৩৬

বিধাতা যাদের সর্বাঙ্গসুন্দরী ও কোমল শোভাময়ী করে গড়েছিলেন, রাক্ষস রাজের সেই নৃত্য নিপুণা সুন্দরী জায়াগণ গাঢ় নিদ্রায় শায়িত হয়েও বাসনা বশে জাগ্রতের ন্যায় যেন নৃত্যাভিনয়ের মনোহরা প্রতীত হচ্ছিলেন।

কাচিদ্ বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্প্রকাশতে।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা॥ ৩৭

কেউ বা বীণার আলিঙ্গণে শায়িত ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন, মহানদীতে পতিত কোন কমলিনী একটি নৌকার গায়ে আশ্রিতা হয়ে আছে।

অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা॥ ৩৮

অন্য কাজলনয়না সুন্দরী কক্ষগত 'মড্ডুক' নামক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শিশু পুত্রবৎসলার ন্যায় প্রসুপ্তা ছিলেন।

পটহং চারুসর্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী।
চিরস্য রমণং লব্ধা পরিষ্বজ্যেব কামিনী॥ ৩৯

অপরা সর্বাঙ্গসুন্দরী চারুস্তনী সুন্দরী 'পটহ' নামক বাদ্যযন্ত্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বহুদিন পরে প্রাপ্ত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পাশে পাওয়ার মতো হয়ে প্রসুপ্তা ছিলেন।

কাচিদ্ বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী॥ ৪০

কমললোচনা সুন্দরী যুবতী বীণাকে আলিঙ্গন করে শায়িতা ছিলেন, যেন কোন এক কামার্তা রমণী সুদর্শন প্রিয়তমকে বাহুপাশে আবদ্ধ করেছে।

বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী॥ ৪১

নৃত্যকলায় বিধিপূর্বক পারদর্শিনী অন্য এক যুবতী বিপঞ্চী (বিশেষ প্রকারের বীণা) কে অঙ্কে ধারণ করে, প্রিয়তমের সহিত শায়িতা প্রিয়তমার মতো নিদ্রাভিভূতা ছিলেন।

অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ।
মৃদঙ্গং পরিবিদ্ধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা॥ ৪২

আবার এক মদমত্তলোচনা যুবতী সুবর্ণ-সদৃশ গৌরাঙ্গী নিজের কোমল, পুষ্ট ও মনোরম অঙ্গের দ্বারা

মৃদঙ্গকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে গাঢ় নিদ্রায় সুপ্তা ছিলেন।

ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষগেন কৃশোদরী।
পণবেন সহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা॥ ৪৩

রতিশ্রমে শ্রান্তা কৃশোদরী অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী নিজ বাহুদ্বয়ের মধ্যে ও কক্ষে জড়িয়ে 'পনবক' নামক বাদ্যযন্ত্র সহিত নিদ্রিতা ছিলেন।

ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী॥ ৪৪

অন্য এক সুন্দরী 'ডিণ্ডিম' নামক বাদ্যযন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে এমন ভাবে প্রসুপ্তা ছিলেন যেন কোন এক নারী নিজের বালক পুত্রকে বক্ষে নিয়ে শায়িতা আছেন।

কাচিদাডম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা॥ ৪৫

সুরাপানে মোহিতা অপর এক কমললোচনা সুন্দরী 'আড়ম্বর' নামক বাদ্যকে নিজের বাহুপাশে আলিঙ্গন করে প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন।

কলশীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী।
বসন্তে পুষ্পশবলা মালেব পরিমার্জিতা॥ ৪৬

অন্য সুন্দরী নারী অনবধানে কলসীর জল গড়িয়ে দিয়ে বসন্ত ঋতুতে বিবিধবর্ণের পুষ্পে রচিত জলসিঞ্চিত মাল্যের ন্যায় প্রসুপ্তা ছিলেন।

পাণিভ্যাং চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলশোপমৌ।
উপগুহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা॥ ৪৭

নিদ্রাভিভূতা কোন এক রমণী সুবর্ণকলস তুল্য নিজের স্তনদ্বয়কে হস্তে ধারণ করে প্রসুপ্তা ছিলেন।

অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণীং প্রসুপ্তা মদবিহ্বলা॥ ৪৮

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখশোভাযুক্তা কমললোচনা সুন্দর নিতম্বসম্পন্না সুন্দরী নারী অন্য সুশ্রোণী সম্পন্না নারীকে আলিঙ্গন করে মদবিহ্বলা হয়ে সুসুপ্তা ছিলেন।

আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব॥ ৪৯

যেমন করে কামিনীগণ নিজ নিজ পছন্দের কামুকদেরকে বক্ষে আলিঙ্গন করে শায়িতা থাকে, তেমনিভাবে সেখানে সুন্দরী সকল বিবিধ বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রকে আলিঙ্গনপূর্বক বক্ষে ধারন করে শায়িতা ছিলেন।

তাসামেকান্তবিন্যস্তে শয়ানাং শয়নে শুভে।
দদর্শ রূপসম্পন্নামথ তাং স কপিঃ স্ত্রিয়ম্॥ ৫০

কিন্তু তখনই সকলের শয্যা থেকে একান্তে পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত সুন্দর শয্যোপরি শায়িত এক রূপবতী যুবতীকে শ্রীহনুমান সেখানে দেখতে পেলেন।

মুক্তামণিসমাযুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিভূষিতম্।
বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্॥ ৫১

তিনি মুক্তা ও মণি সংযুক্ত অলঙ্কারে বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিলেন এবং আপন শোভায় এই উৎকৃষ্ট ভবনটির শোভা বর্দ্ধন করছিলেন।

গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্।
কপির্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্॥ ৫২

স তাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্ভূষিতাং মারুতাত্মজঃ।
তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ননন্দ হরিযূথপঃ॥ ৫৩

তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গী। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের প্রিয়তমা ও অন্তঃপুরেশ্বরী মন্দোদরী। তিনি আপনার রূপে আপনি সুশোভিত ছিলেন। তিনিই তথায় পৃথক শয্যায় শায়িতা ছিলেন। শ্রীহনুমান তাঁকে দেখতে পেলেন। রূপ এবং যৌবনের ছটায় মনোহর ও বস্ত্র-অলংকারে বিভূষিতা মন্দোদরীকে দেখে মহাবাহু পবনকুমার অনুমান করলেন ইনিই সীতাদেবী। তাই বানরদলপতি শ্রীহনুমান মহানন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন।

আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং
ননন্দ চিক্রীড় জগৌ জগাম।
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ
নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্॥ ৫৪

পবনকুমার শ্রীহনুমান (আনন্দে) নিজের পুচ্ছ নিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন এবং পুচ্ছকে চুম্বন করতে লাগলেন। আনন্দে বানর স্বভাববশতঃ লম্ফ-ঝম্ফ করে ইতস্ততঃ যেতে-আসতে লাগলেন, স্তম্ভে আরোহণ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগলেন। (এভাবে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ (১১)

ইনি সীতাদেবী নয়—এইরূপ নিশ্চিত হয়ে শ্রীহনুমানের পুনরায় অন্তঃপুরে ও তদন্তর্গত পানভূমিতে সীতার অন্বেষণ করা, ধর্মলোপের আশঙ্কা মনে উদিত হওয়া এবং স্বতঃ নিবারিত হওয়া

অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ॥ ১

মহাকপি শ্রীহনুমান (ইনি সীতাদেবী) এই বিচার ত্যাগপূর্বক নিজের স্বাভাবিক (ধৈর্য, বীরত্ব ইত্যাদি) স্থিতিতে আস্থিত হলেন এবং সীতাদেবীর ব্যাপারে অন্যপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী।
ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্॥ ২

(তিনি ভাবলেন) 'ভামিনী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। এই অবস্থায় ইনি না শুতে পারছেন, না তো খেতে পারছেন, শৃঙ্গার ও আভূষাদি উপভোগও করতে পারছেন না, তাহলে মদিরা পানাদি তো তাঁর পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

নান্যং নরমুপস্থাতুং সুরাণামপি চেশ্বরম্।
ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্ বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি॥ ৩

'ইনি (সীতাদেবী) অন্য পুরুষের সঙ্গ করতে পারেন না, যদি সেই পুরুষ দেবতাদের ঈশ্বরও হন! দেবতাদের মধ্যেও এমন কেউ নেই যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমকক্ষ (সীতাদেবীর কাছে)।

অন্যেয়মিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ।
পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ॥ ৪

'অতএব ইনি সীতা নন, অপরা কোন নারী' —এইরূপ নিশ্চয় করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সীতাদেবীর দর্শনে উৎসুক হলেন এবং পুনরায় পানশালাতে বিচরণ করতে লাগলেন।

ক্রীড়িতেনাপরাঃ ক্লান্তা গীতেন চ তথাপরাঃ।
নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লান্তাঃ পানবিপ্রহতাস্তথা॥ ৫

কোনো স্ত্রীলোক ক্রীড়ায় ক্লান্ত, কেউ বা গান বাজনায়। আবার কেউ নৃত্য করতে করতে শ্রান্ত, কেউ কেউ মদ্যপান করে অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন।

মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাসু চ সংস্থিতাঃ।
তথাঽঽস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৬

অনেকে মুরজ-মৃদঙ্গ-চেলিকা নামক বাদ্যযন্ত্রে আপন-আপন অঙ্গকে আশ্রিত করে শায়িত ছিলেন, আবার অন্য অনেকে সুন্দর সুন্দর শয্যায় ঘুমিয়ে ছিলেন।

অঙ্গনানাং সহস্রেণ ভূষিতেন বিভূষণৈঃ।
রূপসংলাপশীলেন যুক্তগীতার্থভাষিণা॥ ৭
দেশকালাভিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধায়িনা।
রতাধিকেন সংযুক্তাং দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ৮

বানরদলপতি শ্রীহনুমান সেই পানক্ষেত্রে এমনি সহস্র-সহস্র নারীদের দেখলেন যারা বিবিধ অলংকারে বিভূষিত ছিলেন, (যারা) রূপ-লাবণ্যের চর্চায় পারদর্শী, গীতির সমুচিত ব্যঞ্জনাকে উচ্চারণে সক্ষম, দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রতিক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অতিশয় আগ্রহী।

অন্যত্রাপি বরস্ত্রীণাং রূপসংলাপশায়িনাম্।
সহস্রং যুবতীনাং তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ॥ ৯

স্থানান্তরে যূথপতি শ্রীহনুমান সুন্দরী সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকদের শায়িতা দেখলেন যারা রূপ সৌন্দর্যের চর্চা করতে করতে শায়িত অবস্থায় ছিলেন।

দেশকালাভিযুক্তং তু যুক্তবাক্যাভিধায়ি তৎ।
রতাবিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ১০

বানরযূথপতি কপিবর পবনকুমার এমন অনেক স্ত্রীলোককে দেখলেন যারা দেশ ও কাল বিষয়ে পারদর্শী, উচিত কথনে পটু এবং রতিক্রীড়ার পর গাঢ় নিদ্রায় প্রসুপ্ত।

তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ॥ ১১

এইরূপ সকলের মধ্যে মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ, বিশাল গোশালায় শ্রেষ্ঠ গাভীদের মধ্যে শায়িত বৃষের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

স রাক্ষসেন্দ্রঃ শুশুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বয়ম্।
করেণুভির্যথারণ্যে পরিকীর্ণো মহাদ্বিপঃ॥ ১২

যেমন করে বনে হস্তিসকলের দ্বারা পরিবৃত বিশাল গজরাজ শায়িত থাকে, তেমনি ওই ভবনে সুন্দরীদের দ্বারা সমাবৃত হয়ে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ সুশোভিত ছিলেন।

সর্বকামৈরুপেতাং চ পানভূমিং মহাত্মনঃ।
দদর্শ কপিশার্দূলস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে॥ ১৩
মৃগাণাং মহিষাণাং চ বরাহাণাং চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ॥ ১৪

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সেই মহাকায় রাক্ষসরাজের ভবনে সর্বপ্রকার ভোগোপকরণে সজ্জিত পানভূমি দেখতে পেলেন। সেই পানভূমিতে আলাদা-আলাদা করে মৃগ, মহিষ ও শূকরের মাংস রাখা ছিল।

রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বপ্যভক্ষিতান্।
দদর্শ কপিশার্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা॥ ১৫
বরাহবাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলায়ুতান্।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত॥ ১৬

বানরসিংহ শ্রীহনুমান তথায় সোনার বড় বড় পাত্রে দধি ও লবণ মিশ্রিত ময়ূর, কুক্কুট, শূকর, ছাগ, সজারু, হরিণ ও ময়ূরের মাংস দেখতে পেলেন। সেগুলি তখনও অভক্ষিত অবস্থায় ছিল।

কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগান্ শশকানর্ধভক্ষিতান্।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ মেষাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্॥ ১৭
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
তথাম্ললবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ॥ ১৮

কৃকল নামক পক্ষির মাংস, বিবিধ ছাগ মাংস, খরগোশ, অর্ধভক্ষিত মহিষ মাংস, একশল্য নামক মৎস্য ও ভেড়ার মাংস— এই সমস্ত রন্ধনপূর্বক পাক করে রাখা ছিল। এগুলির সঙ্গে অনেক প্রকার চাটনিও ছিল। বিবিধ প্রকারের ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল। রসনার শৈথিল্য দূর করার জন্য অম্ল ও লবণের মিশ্রণে আঙুরাদি বিবিধ রাগ[1] ও খাণ্ডব রক্ষিত ছিল।

মহানূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ
পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি॥ ১৯
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকাং পুষ্যতি শ্রিয়ম্।

সেখানে বড় বড় বহুমূল্য নূপুর এবং বাজুব[ন্ধ] পড়েছিল। মদ্যপানের পাত্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছি[ল।] এই সকল বস্তুর দ্বারা উপলক্ষিত পানভূমি ফুলদলে সজ্জি[ত] হওয়ায় অধিকতর সৌন্দর্য ধারণ করেছিল।

তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ॥ ২
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে।

পানভূমিতে যত্র-তত্র ছড়ানো সুদৃঢ় শয্যাসমূহে সুন্দর-সুন্দর স্বর্ণময় সিংহাসনে সেই মধুশালা, বহ্নি ছাড়া যেন ঝলমল করছিল।

বহুপ্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ ॥ ২
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্।
দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি॥ ২
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ২

রন্ধন-পটু পাচকগণের দ্বারা বিবিধভ[াবে] বহুপ্রকারের মাংস প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং পানভূমিতে পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত ছিল। উপরন্তু ও উত্তম বিবিধ প্রকার সুরা (কদম্বাদি বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন) এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সুরাও তথায় র[ক্ষিত] ছিল। সুরার প্রকারের মধ্যে 'শর্করাসব' (মিষ্ট হই[তে] উৎপন্ন), 'মাধ্বীক' (মধু হইতে প্রস্তুত), 'পুষ্পা[সব'] (মহুয়া কুসুম ও অন্যান্য ফুলের মধু থেকে উৎপ[ন্ন]) 'ফলাসব' (দ্রাক্ষাদি ফলোৎপন্ন সুরা)-ও ছিল। এগুলি আবার নানা ধরণের সুগন্ধিত চূর্ণাদির দ্বারা আমোদিত [করা] হয়েছিল।

সন্ততা শুশুভে ভূমির্মাল্যৈশ্চ বহুসংস্থিতৈঃ।
হিরণ্ময়ৈশ্চ কলশৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি॥ ২

[1]আঙুর ও বেদানার রসে মিছরি ও মধু প্রভৃতি মিশিয়ে যে সুমধুর পানীয় তৈরি করা হয় সেটি তরল হলে তাকে 'রাগ' এবং [ঘন] হলে সেটিকে 'খাণ্ডব' বলা হয়। বলা হয়েছে যে—

সিতামধ্বাদিমধুরো দ্রাক্ষাদাড়িময়োঃ রসঃ।
বিরলশ্চেৎ কৃতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ খাণ্ডবঃ স্মৃতঃ॥

জামবূনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা।

স্থানে স্থানে সজ্জিত অনেক প্রকারের পুষ্প, স্বর্ণ কলসসমূহ, স্ফটিকমণি নির্মিত পাত্রসকল ও কমণ্ডলু প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত অবস্থায় ছিটিয়ে থাকায় পানভূমি অত্যন্ত সুশোভিত ছিল।

রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বূনদময়েষু চ॥ ২৫
পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ সঃ।

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পানভূমিতে ভালোভাবে ঘুরে ঘুরে দেখলেন — স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে শ্রেষ্ঠ পানীয় রক্ষিত ছিল।

সোঽপশ্যচ্ছাতকুম্ভানি শীধোর্মণিময়ানি চ॥ ২৬
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।

মহাকপি শ্রীহনুমান দেখলেন—মদিরায় পূর্ণ সোনা ও মণিরত্নের বিভিন্ন পাত্র তথায় রাখা ছিল।

ক্বচিদর্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ॥ ২৭
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ।

কোনো ঘড়ায় অর্থাৎ বড় পাত্রে অর্ধেক মদিরা অবশিষ্ট ছিল, কোনটা আবার পুরোটাই পান করা হয়েছিল, এমনও ছিল যা একেবারেই পান করা হয়নি।

ক্বচিদ্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানানি ভাগশঃ॥ ২৮
ক্বচিদর্ধাবশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ।

কোথাও নানাপ্রকারের খাদ্য দ্রব্যাদি, কোথাও পেয় বস্তু সমূহ আলাদা আলাদা, আবার কোথাও কোথাও (ভুক্তাবশিষ্ট) অর্ধেক সামগ্রীর অবশেষ পড়ে ছিল— এই-সকল দেখতে দেখতে শ্রীহনুমান বিচরণ করতে লাগলেন।

শয়নান্যত্র নারীণাং শূন্যানি বহুধা পুনঃ।
পরস্পরং সমাশ্লিষ্য কাশ্চিৎ সুপ্তা বরাঙ্গনাঃ॥ ২৯

অন্তঃপুরে অনেক শয্যা শূন্য ছিল এবং অনেক সুন্দরীরা এক এক স্থলে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে শায়িতা ছিলেন।

কাচিচ্চ বস্ত্রমন্যস্যা অপহৃত্যোপগুহ্য চ।
উপগম্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবলপরাজিতা॥ ৩০

নিদ্রায় অভিভূত কোন নারী অন্যের শরীর থেকে বস্ত্র পরিধানপূর্বক তার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে প্রসুপ্তা ছিলেন।

তাসামুচ্ছ্বাসবাতেন বস্ত্রং মাল্যং চ গাত্রজম্।
নাত্যর্থং স্পন্দতে চিত্রং প্রাপ্য মন্দমিবানিলম্॥ ৩১

তাদের (প্রসুপ্ত সুন্দরী স্ত্রীলোকেদের) নিঃশ্বাসে শরীরস্থ বিবিধ প্রকারের বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছিল, যেন মন্দ মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হচ্ছে।

চন্দনস্য চ শীতস্য শীধোর্মধুরসস্য চ।
বিবিধস্য চ মাল্যস্য পুষ্পস্য বিবিধস্য চ॥ ৩২
বহুধা মারুতস্তত্র গন্ধং বিবিধমুদ্বহন্।
স্নানানাং চন্দনানাং চ ধূপানাং চৈব মূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৩
প্রববৌ সুরভির্গন্ধো বিমানে পুষ্পকে তদা।

সেই সময়ে পুষ্পকবিমানে শীতল চন্দন, মদ্য, মধুরস, বিবিধপ্রকারের মালা, নানা ধরণের কুসুম, স্নান সামগ্রী, চন্দন ও ধূপের বিভিন্ন প্রকারের গন্ধের ভার বহনকারী সুগন্ধিত বায়ু চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল।

শ্যামাবদাতাস্তত্রান্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাঙ্গনাঃ॥ ৩৪
কাশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাঙ্গ্যঃ প্রমদা রাক্ষসালয়ে।

রাক্ষসরাজের ভবনে শ্যামলা, গৌরবর্ণা, কৃষ্ণা, অথবা স্বর্ণকান্তিময়ী আদি বিভিন্ন সুন্দরী যুবতীবৃন্দ সুপ্তা ছিলেন।

তাসাং নিদ্রাবশত্বাচ্চ মদনেন বিমূর্চ্ছিতম্॥ ৩৫
পদ্মিনীনাং প্রসুপ্তানাং রূপমাসীদ্ যথৈব হি।

নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের কামমোহিত রূপ লাবণ্য, মুদিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

এবং সর্বমশেষেণ রাবণান্তঃপুরং কপিঃ।
দদর্শ স মহাতেজা ন দদর্শ চ জানকীম্॥ ৩৬

এইরূপে মহাতেজা কপিবর শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরে সবকিছুই নিঃশেষে দেখলেন, কিন্তু জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন না।

নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ।
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশংকিতঃ॥ ৩৭

ওইসকল সুপ্ত সুন্দরীদের দেখতে দেখতে মহাকপি শ্রীহনুমান ধর্মাধর্মের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর হৃদয়ে অত্যধিক সন্দেহ উপস্থিত হল।

পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।

ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি॥ ৩৮

শ্রীহনুমান ভাবতে লাগলেন 'এইরূপ গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন পরস্ত্রীগণকে নিরীক্ষণ করা মঙ্গলজনক নয়। ইহা আমার পক্ষে অতিশয় ধর্মলোপের কারণ হবে।

ন হি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্তিনী।
অয়ং চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ॥ ৩৯

'অদ্যাবধি কখনও আমার দৃষ্টি পরস্ত্রীগণের দিকে যায়নি। এখানে এসে পরস্ত্রী অপহরণকারী পাপী রাক্ষসরাজ রাবণের দর্শন হল (এইভাবে পাপীদের দেখতে থাকাও ধর্মলোপের কারণ হয়ে উঠতে পারে)।'

তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্যনিশ্চয়দর্শিনী॥ ৪০

তদনন্তর মনস্বী পবনকুমারের মনে অন্য এক চিন্তার উদয় হল। শ্রীহনুমানের চিত্ত লক্ষ্যে স্থির ছিল, এমতাবস্থায় এই বিচার বিমর্ষ তাকে কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করল।

কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ।
ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে॥ ৪১

শ্রীহনুমান চিন্তা করতে লাগলেন— 'এতে সন্দেহ নেই যে রাবণের অন্তঃপুরনারীগণ নিঃশঙ্ক শায়িত এবং সেই অবস্থায় আমি তাদের সকলকে ভালোভাবে দেখেছি, তবুও আমার মনে কোন বিকার উৎপন্ন হয়নি।

মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥ ৪২

'সকল ইন্দ্রিয়সকলকে শুভ ও অশুভ অবস্থায় নিয়োজিত হওয়ার প্রেরণাদানে মন-ই কারণ হয়ে থাকে কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ স্থির অর্থাৎ মনে কোনো প্রকারের রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ হয়নি, অতএব আমার দ্বারা পরস্ত্রীদর্শন 'ধর্মলোপ' করতে পারবে না।

নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্।
স্ত্রিয়ো হি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে॥

'বিদেহনন্দিনী সীতাকে স্থানান্তরে অন্বেষণ করা সম্ভব নয় ; কেননা নারীকে খুঁজতে হলে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎ পরিমার্গ্যতে।
ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতুম্॥

'যে জাতের জীব সেই জাতির মধ্যেই তাকে অন্বেষণ করা যায়। নিরুদ্দিষ্টা কোন যুবতী স্ত্রীলোককে হরিণীদের মধ্যে অন্বেষণ করা হয় না।

তদিদং মার্গিতং তাবচ্ছুদ্ধেন মনসা ময়া।
রাবণান্তঃপুরং সর্বং দৃশ্যতে ন চ জানকী॥

'অতএব আমি শ্রীহনুমান রাবণের অন্তঃপুরে শুদ্ধহৃদয়ে সকল স্থানে তাঁকে অন্বেষণ করেছি ; কিন্তু জনকনন্দিনী সীতাকে খুজে পাইনি।'

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ বীর্যবান্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ নৈবাপশ্যত জানকীম্॥

অন্তঃপুরে নিরীক্ষণ করে পরাক্রমী পবনকুমার দেবতাদের, গন্ধর্বদের এবং নাগকন্যাদের দেখলেন, কিন্তু জনকনন্দিনীকে দেখতে পেলেন না।

তামপশ্যন্ কপিস্তত্র পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
অপক্রম্য তদা বীরঃ প্রধ্যাতুমুপচক্রমে॥

অন্য সুন্দরীদের দেখতে দেখতে বীর কপি শ্রীহনুমান যখন সীতাকে খুঁজে পেলেন না, তখন অন্যত্র যেতে উদ্যত হলেন।

স ভূয়ঃ সর্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্যত্নমাশ্রিতঃ।
আপানভূমিমুৎসৃজ্য তাং বিচেতুং প্রচক্রমে॥

তখন শ্রীহনুমান পানভূমি ব্যতিরেকে অন্য সকল স্থানে সীতাদেবীকে অতিশয় যত্নে অন্বেষণ করতে শুরু করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

সীতার মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের বিহ্বল হওয়া ; পুনঃ সাহসে ভর করে স্থানান্তরে সীতার খোঁজ করেও না পেয়ে পুনরায় চিন্তিত হয়ে পড়া

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্ নিশাগৃহান্।
জগাম সীতাং প্রতিদর্শনোৎসুকো
ন চৈব তাং পশ্যতি চারুদর্শনাম্ ॥ ১

সেই রাজভবনে সীতাদেবীর দর্শনোৎসুক হয়ে শ্রীহনুমান ক্রমে ক্রমে লতামণ্ডপ, চিত্রশালা এবং বিশ্রামগৃহসমূহে গেলেন ; কিন্তু কোথাও পরমা সুন্দরী সীতাকে দেখতে পেলেন না।

স চিন্তয়ামাস ততো মহাকপিঃ
প্রিয়ামপশ্যন্ রঘুনন্দনস্য তাম্।
ধ্রুবং ন সীতা ধ্রিয়তে যথা ন মে
বিচিন্বতো দর্শনমেতি মৈথিলী ॥ ২

রঘুনন্দন শ্রীরামের প্রিয়তমা সীতাকে যখন ওখানেও দেখা গেল না— তখন মহাকপি শ্রীহনুমান এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন— 'নিশ্চয় সীতা আর জীবিতা নেই, সেইহেতু এত অন্বেষণের পরেও তাঁকে খুঁজে পেলাম না।

সা রাক্ষসানাং প্রবরেণ জানকী
স্বশীলসংরক্ষণতৎপরা সতী।
অনেন নূনং প্রতি দুষ্টকর্মণা
হতা ভবেদার্যপথে পরে স্থিতা ॥ ৩

'সতী-সাধ্বী সীতা শ্রেষ্ঠ আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিতা, তিনি নিজ চরিত্র ও সদাচার রক্ষায় তৎপর। এইজন্য দুরাচারী এই রাক্ষসরাজ হয়তো তাঁকে হত্যা করেছে।

বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চসো
মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ।
সমীক্ষ্য তা রাক্ষসরাজযোষিতো
ভয়াদ্ বিনষ্টা জনকেশ্বরাত্মজা ॥ ৪

'এইস্থানে রাক্ষসরাজ রাবণের দাসাকর্মে নিযুক্তা রাক্ষসীরা বিকৃতদর্শনা, কান্তিশূন্যা। এদের মুখমণ্ডল বৃহৎ, এরা বিশালাকায়া ও ভয়ংকরী। এইসব রাক্ষসীদের নিরীক্ষণ করে জনকাত্মজা (হয়তো) ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

সীতামদৃষ্ট্বা হ্যনবাপ্য পৌরুষং
বিহৃত্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্।
ন মেঽস্তি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ
সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ ॥ ৫

'সীতার দর্শন না হওয়ায় আমি আমার পুরুষার্থের ফল পেলাম না। এখানে বানরদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে আমার প্রত্যাবর্তনের সময়সীমাও পার হয়ে গেছে। এইভাবে আমার সুগ্রীবের কাছে ফিরে যাওয়ার পথও বন্ধ, কেননা তিনি (সুগ্রীব) অত্যন্ত বলবান ও কঠোর দণ্ড প্রদানকারী।

দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্বং দৃষ্টা রাবণযোষিতঃ।
ন সীতা দৃশ্যতে সাধ্বী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ ॥ ৬

'আমি রাবণের সম্পূর্ণ অন্তঃপুর অন্বেষণ করেছি, এক-এক করে রাক্ষসরাজের সমস্ত স্ত্রীলোককে নিরীক্ষণ করেছি ; কিন্তু এ পর্যন্ত সাধ্বী সীতার দর্শন পাইনি, অতএব সমুদ্রলঙ্ঘন করার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

কিং নু মাং বানরাঃ সর্বে গতং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
গত্বা তত্র ত্বয়া বীর কিং কৃতং তদ্ বদস্ব নঃ ॥ ৭

'যখন আমি ফিরে যাব, সকল বানরেরা মিলে আমাকে কী বলবে ! প্রশ্ন করবে—''বীর ! তুমি লঙ্কায় গিয়ে কি করেছ—আমাদেরকে বল।''

অদৃষ্ট্বা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকাত্মজাম্।
ধ্রুবং প্রায়মুপাসিষ্যে কালস্য ব্যতিবর্তনে ॥ ৮

'কিন্তু জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে না পাওয়ায়, আমি কি প্রত্যুত্তর দেব ? সুগ্রীব কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায়, নিশ্চিতভাবে আমি আমরণ অনশন করব।

কিং বা বক্ষ্যতি বৃদ্ধশ্চ জাম্ববানঙ্গদশ্চ সঃ।
গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯

'অতি বৃদ্ধ জাম্ববান এবং যুবরাজ অঙ্গদ আমাকে কী বলবে ? অন্যান্য বানরেরা সমুদ্রের ওপার থেকে আসার পর আমাকে দেখতে পাবে, তারাও কি বলবে ?'

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্।

ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ॥ ১০

(এইভাবে কিছু সময় হতাশ হয়ে থাকার পর, তিনি আবার চিন্তা করতে লাগলেন—)'হতাশ না হয়ে উৎসাহকে জাগিয়ে রাখাই হল উন্নতি বা সাফল্যের মূল। উৎসাহ-ই পরম সুখের কারণ, এখন আমি সেই অবশিষ্ট স্থান সমূহে সীতার অন্বেষণ করব, যেখান অনুসন্ধান করা হয়নি।

অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম যচ্চ করোতি সঃ॥ ১১

'উৎসাহ-ই প্রাণিগনকে সর্বদা সর্বপ্রকার কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং তারা যে যে কর্ম করে, উৎসাহ সেই কর্মে সাফল্য প্রদান করে।

তস্মাদনির্বেদকরং যত্নং চেষ্টেঽহমুত্তমম্।
অদৃষ্টাংশ্চ বিচেষ্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্॥ ১২

'অতএব এখন আমি নূতন উদ্যমে প্রযত্ন করব। রাবণরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত যে স্থানগুলি এ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, সে-সব স্থলেও অনুসন্ধান করব।

আপানশালা বিচিতাস্তথা পুষ্পগৃহাণি চ।
চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ॥ ১৩
নিষ্কুটান্তররথ্যাশ্চ বিমানানি চ সর্বশঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽপি বিচেতুমুপচক্রমে॥ ১৪

'পানশালা, পুষ্পগৃহ, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, গৃহোদ্যান মধ্যবর্তী পথসমূহ এবং ভবনগুলি— এইসব সর্বতোভাবে আমি এক এক করে দেখে নিয়েছি (এখন অন্যত্র সন্ধান করব)।' এইরূপ চিন্তা করে শ্রীহনুমান পুনরায় অন্বেষণ আরম্ভ করলেন।

ভূমীগৃহাংশ্চৈত্যগৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি।
উৎপতন্ নিপতংশ্চাপি তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ পুনঃ ক্বচিৎ॥ ১৫

শ্রীহনুমান মাটির নীচে তৈরী গৃহগুলি, চৌরাস্তার প্রারম্ভে তৈরি গৃহসমূহ ও ভবনগুলি থেকে ছোট ছোট গৃহপঙ্‌ক্তি খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলেন। কোন ঘরের উপরে উঠে, কোথাও বা নীচে লাফিয়ে এসে, কোথাও কিছুটা অপেক্ষা করে, আবার কখনও চলতে চলতে অন্বেষণ করতে লাগলেন।

অপবৃণ্বংশ্চ দ্বারাণি কপাটান্যবঘট্টয়ন্।
প্রবিশন্ নিষ্পতংশ্চাপি প্রপতন্নুৎপতন্নিব॥ ১৬

ঘরের দরজা খুলে নিয়ে, কোথাও কপাট আঘাতে খুলে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বেরিয়ে আর্সি... শ্রীহনুমান নীচে লাফিয়ে এবং উপরে উঠে নানাভাবে ... অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

সর্বমপ্যবকাশং স বিচচার মহাকপিঃ।
চতুরঙ্গুলমাত্রোঽপি নাবকাশঃ স বিদ্যতে।
রাবণান্তঃপুরে তস্মিন্ যং কপির্ন জগাম সঃ॥ ১...

মহাকপি সমস্ত স্থানে বিচরণ করলেন। রাব... অন্তঃপুরে কোন চতুরঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অবশেষ ... না, যেখানে কপিবর হনুমান ঘুরে দেখলেন না।

প্রাকারান্তরবীথ্যশ্চ বেদিকাশ্চৈত্যসংশ্রয়াঃ।
শ্বভ্রাশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ সর্বং তেনাবলোকিতম্॥ ১...

তিনি প্রাকারের মধ্যবর্তী রাস্তাসমূহ, চৌরা... বৃক্ষতলস্থ বেদীগুলি, কূপ এবং পুষ্করিণীসকল ... সহকারে অনুসন্ধান করলেন।

রাক্ষস্যো বিবিধাকারা বিরূপা বিকৃতাস্তথা।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা॥ ১...

বিবিধ আকারের রাক্ষসীবৃন্দ, কুৎসিৎ ও... বিকৃতাকারাদের শ্রীহনুমান দেখতে পেলেন ; কি... জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে পেলেন না।

রূপেণাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাধরস্ত্রিয়ঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু রাঘবনন্দিনী॥ ২...

পৃথিবীতে রূপলাবণ্যে অতুলনীয়া শ্রেষ্ঠা বিদ্যা... সুন্দরীগণ হনুমানের দৃষ্টিগোচর হল, কিন্তু তিনি ত... জনকনন্দিনীকে দেখতে পেলেন না।

নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা॥ ২...

শ্রীহনুমান সুন্দর নিতম্ব ও পূর্ণচন্দ্রমা তুল্য মনো... মুখমণ্ডল বিশিষ্টা অনেক নাগকন্যাগণকে তথায় দেখ... পেলেন, কিন্তু জনকাত্মজা সীতাদেবীর দর্শন হল না।

প্রমথ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ নাগকন্যা বলাদ্ধৃতাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন সা জনকনন্দিনী॥ ২...

নাগসৈন্য পরাস্ত করে বলপূর্বক রাক্ষসরাজ রা... কর্তৃক অপহৃতা নাগকন্যাদের শ্রীহনুমান তথায় দেখলে... কিন্তু জানকী তাঁর দৃষ্টিগোচরে এলেন না।

সোঽপশ্যংস্তাং মহাবাহুঃ পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
বিষসাদ মহাবাহুর্হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ২...

সীতাদেবীকে না দেখতে পেয়ে, বরং অন্য...

অনেক সুন্দরীদের দেখে মহাবাহু মারুতাত্মজ হনুমান বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

উদ্যোগং বানরেন্দ্রাণাং প্লবনং সাগরস্য চ।
ব্যর্থং বীক্ষ্যানিলসুতশ্চিন্তাং পুনরুপাগতঃ॥ ২৪

বানরশিরোমণি পবনকুমার শ্রেষ্ঠ বানরগণের বহু প্রচেষ্টা ও নিজের দ্বারা সমুদ্র লঙ্ঘন কর্ম ব্যর্থ হতে দেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

অবতীর্য বিমানাচ্চ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তামুপজগামাথ শোকোপহতচেতনঃ॥ ২৫

এমতাবস্থায় বায়ুনন্দন শ্রীহনুমান বিমান থেকে নীচে নেমে এলেন এবং ভীষণভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। শোকে তাঁর চৈতন্য শিথিল হয়ে পড়ল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

সীতাদেবীর মৃত্যু আশঙ্কায় শ্রীহনুমানের চিন্তা, সীতাদেবীর অদর্শন বার্তা শ্রীরামচন্দ্রকে পৌঁছে দিলে অনর্থের সম্ভাবনায় শ্রীহনুমান দ্বারা নিজের প্রত্যাবর্তনের আশা বিসর্জন দিয়ে পুনরায় অন্বেষণের নির্ণয় এবং অশোক বনে অনুসন্ধানের বিষয়ে নানা প্রকারে চিন্তা-ভাবনা করা

বিমানাৎ তু স সংক্রম্য প্রাকারং হরিযূথপঃ।
হনূমান্ বেগবানাসীদ্ যথা বিদ্যুদ্ ঘনান্তরে॥ ১

বানরযূথপতি শ্রীহনুমান বিমান থেকে অবতরণ করে ভবনের প্রাচীরের উপরে উঠে এলেন। তথায় এসে, মেঘের কোলে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় সবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

সম্পরিক্রম্য হনূমান্ রাবণস্য নিবেশনান্।
অদৃষ্ট্বা জানকীং সীতামব্রবীদ্ বচনং কপিঃ॥ ২

রাবণরাজের সমস্ত ভবনগুলিতে আবার পরিক্রমণ করে, যখন কবিবর শ্রীহনুমান জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন না, তখন মনে মনে এইরূপ বলতে লাগলেন—

ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লঙ্কা রামস্য চরতা প্রিয়ম্।
ন হি পশ্যামি বৈদেহীং সীতাং সর্বাঙ্গশোভনাম্॥ ৩

'আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় কার্য করার নিমিত্ত খুব ভালোভাবে লঙ্কা নগরী তল্লাশি করেছি ; কিন্তু সর্বাঙ্গশোভনা বিদেহনন্দিনী সীতাদেবীকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

পল্বলানি তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা।
নদ্যোঽনূপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ॥ ৪
লোলিতা বসুধা সর্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্।

'আমি এখানে ছোট জলাশয়, পুকুর, সরোবর, ছোট নদী, নদীসমূহ এবং জল সমীপবর্তী জঙ্গলসমূহ তথা দুর্গম পাহাড়— সব অনুসন্ধান করেছি ; কিন্তু কোথাও জানকী সীতার দর্শন লাভ ঘটেনি।

ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে।
আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন ন চ সা দৃশ্যতে ন কিম্॥ ৫

'গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলেছিলেন যে সীতাদেবী রাবণের মহলে আছেন। জানিনা তবুও কেন তাঁকে এই স্থলে দেখা যাচ্ছে না।

কিং নু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাত্মজা।
উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হৃতা বলাৎ॥ ৬

'তাহলে কি রাবণের দ্বারা বলপূর্বক অপহৃতা বিদেহ-কুলনন্দিনী মিথিলেশকুমারী জনকদুলালী সীতাদেবী বিবশা হয়ে রাবণের সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন (যা অসম্ভব)।

ক্ষিপ্রমুৎপততো মন্যে সীতামাদায় রক্ষসঃ।
বিভ্যতো রামবাণানামন্তরা পতিতা ভবেৎ॥ ৭

'আমার তো মনে হচ্ছে যে শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতের শঙ্কায় ভীত রাবণ (রাক্ষস) যখন সীতাকে হরণ করে শীঘ্র আকাশে উঠে গেলেন, সেই সময়ে কোথাও কাছাকাছি সীতাদেবী নীচে পড়ে গেছেন।

অথবা ম্রিয়মাণায়াঃ পথি সিদ্ধনিষেবিতে।
মন্যে পতিতমার্যায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্॥ ৮

'অথবা, এ-ও তো সম্ভব হতে পারে যে, যখন অপহৃতা আর্যা সীতা সিদ্ধসেবিত আকাশপথে নীয়মানা হচ্ছিলেন, সেই সময় সমুদ্র দেখে ভয়ে হৃদয় বিদারিত হওয়ায় নীচে পড়ে গেছেন।

রাবণস্যোরুবেগেন ভুজাভ্যাং পীড়িতেন চ।
তয়া মন্যে বিশালাক্ষ্যা ত্যক্তং জীবিতমার্যয়া॥ ৯

'কিংবা এরকমও হতে পারে যে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রবল বেগ ও দৃঢ় বাহুবন্ধনে পীড়িতা হয়ে দীর্ঘলোচনা সীতাদেবী প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন।

উপর্যুপরি সা নূনং সাগরং ক্রমতস্তদা।
বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাত্মজা॥ ১০

'এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যে, যখন রাবণ তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় জনককুমারী সীতা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় (রাক্ষসের হাত থেকে) সমুদ্রে পড়ে গিয়েছেন, নিশ্চয় এটাই ঘটেছে।

আহো ক্ষুদ্রেণ চানেন রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ।
অবন্ধুর্ভক্ষিতা সীতা রাবণেন তপস্বিনী॥ ১১
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা।
অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্ষিতা সা ভবিষ্যতি॥ ১২

'অথবা এমন কি হয়নি যে কোনও সাহায্যকারী না থাকায় নিজের চরিত্র রক্ষায় তৎপর তপস্বিনী সীতাকে এই নীচস্বভাব রাবণ ভক্ষণ করে ফেলেছে, অথবা কুভাবনা পোষণকারী রাক্ষসরাজের পত্নীগণ কাজলনয়না সাধ্বী সীতাদেবীকে আহার করেছে।

সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
রামস্য ধ্যায়তী বক্তং পঞ্চত্বং কৃপণা গতা॥ ১৩

'হায় ! পদ্মলোচন শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণশশীর ন্যায় মুখমণ্ডল ধ্যান করতে করতে দয়নীয়া সীতা মৃত্যুবরণ করেছেন।

হা রাম লক্ষ্মণেত্যেবং হায়োধ্যে চেতি মৈথিলী।
বিলপ্য বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি॥ ১৪

'হয়তো বা, হা রাম ! হা লক্ষ্মণ ! হা অযোধ্যাপুরী ! এইভাবে বহুধা বিলাপ করে মিথিলেশ কুমারী বিদেহনন্দিনী সীতা দেহ ত্যাগ করে থাকবেন।

অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে।
ভৃশং লালপ্যতে বালা পঞ্জরস্থেব শারিকা॥ ১

'অথবা মনে হয় যে সীতাকে রাবণের কোন গু গৃহে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। হায় ! সেখানে সেই না পিঞ্জরাবদ্ধ ময়নার মতো বারংবার আর্তনাদ ক চলেছেন।

জনকস্য কুলে জাতা রামপত্নী সুমধ্যমা।
কথমুৎপলপত্রাক্ষী রাবণস্য বশং ব্রজেৎ॥ ১

'যিনি জনকরাজের বংশে জাত এবং শ্রীরামচন্দ্রে ধর্মপত্নী, সেই নীলোৎপলনয়না তন্বী সীতাদেবী কিভা রাবণের অধীন হয়ে পড়তে পারেন!

বিনষ্টা বা প্রণষ্টা বা মৃতা বা জনকাত্মজা।
রামস্য প্রিয়ভার্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্॥ ১

'জনকদুহিতা সীতা গুপ্ত গৃহে বন্দিনী হউন বা হউন, সমুদ্রে পড়ে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে থাকুন বা থাকুন অথবা শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ সহ্য করতে না পে মৃত্যু বরণ করে থাকুন—কোনো ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের কা এই সব কথা উত্থাপন করা উচিত হবে না ; কেননা তি সীতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

নিবেদ্যমানে দোষঃ স্যাদ্‌ দোষঃ স্যাদনিবেদনে।
কথং নু খলু কর্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে॥ ১

'এই সমাচার জানালেও ক্ষতি এবং না জানালে ক্ষতি, এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য ? আমার পক্ষে ব দেওয়া অথবা না বলতে পারা—দুই দিকই দুঃসাধ্য ম হচ্ছে।

অস্মিন্নেবংগতে কার্যে প্রাপ্তকালং ক্ষমং চ কিম্।
ভবেদিতি মতিং ভূয়ো হনুমান্‌ প্রবিচারয়ন্॥ ১

'এইরূপ দশায়, যখন কোন কর্ম সম্পাদন দু প্রতীত হয়, তখন সময় অনুযায়ী কি করা উচিত ?' এই বিচার বার্তায় শ্রীহনুমান পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে লাগলে

যদি সীতামদৃষ্ট্বাহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ।
গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি॥ ২

তিনি আবার ভাবলেন—'যদি আমি সীতাদেবীকে দেখে এখান থেকে বানররাজ সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যান প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে এতসব চেষ্টারূপ পুরুষার্থের ক কী হল ?

মমেদং লঙ্ঘনং ব্যর্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি।
প্রবেশশ্চৈব লঙ্কায়াং রাক্ষসানাং চ দর্শনম্॥ ২

'তবে তো আমার দ্বারা সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ এবং রাক্ষসদেরকে নিরীক্ষণ করা সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিং বা বক্ষ্যতি সুগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ।
কিষ্কিন্ধামনুসম্প্রাপ্তং তৌ বা দশরথাত্মজৌ॥ ২২

'কিষ্কিন্ধ্যায় পৌঁছনোর পরে আমার সাক্ষাতে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরেরা এবং দশরথকুমার দুই ভাই কী বলবে ?

গত্বা তু যদি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি পরুষং বচঃ।
ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৩

'যদি সেখানে গিয়ে আমি শ্রীরামচন্দ্রকে কঠিন বার্তা দিয়ে দিই যে আমি সীতাদেবীর দর্শন পেলাম না, তাহলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্।
সীতানিমিত্তং দুর্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি॥ ২৪

'সীতাদেবীর ব্যাপারে এইরকম রুক্ষ কঠোর, তীক্ষ্ণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তাপ দায়ক দুর্বচন শুনে তিনি কোনোভাবেই জীবিত থাকবেন না।

তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বগতমানসম্।
ভৃশানুরক্তমেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষ্মণঃ॥ ২৫

'শ্রীরামচন্দ্রকে বিপদে পড়ে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করতে দেখে অগ্রজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বুদ্ধিমান লক্ষ্মণও জীবিত থাকবেন না।

বিনষ্টৌ ভ্রাতরৌ শ্রুত্বা ভরতোঽপি মরিষ্যতি।
ভরতং চ মৃতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি॥ ২৬

'নিজের দুই ভ্রাতার বিনাশের সংবাদ শুনে ভরতও প্রাণ ত্যাগ করবেন এবং ভরতের মৃত্যু দর্শনে শত্রুঘ্নও জীবিত থাকতে পারবেন না।

পুত্রান্ মৃতান্ সমীক্ষ্যাথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়ঃ॥ ২৭

'এইভাবে চার পুত্রের মৃত্যু দেখে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী — এই তিন মাতা নিঃসন্দেহে প্রাণ ত্যাগ করবেন।

কৃতজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
রামং তথাগতং দৃষ্ট্বা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৮

'কৃতজ্ঞ ও সত্যসন্ধ বানররাজ সুগ্রীবও শ্রীরামচন্দ্রকে মৃতাবস্থায় দেখলে জীবন বিসর্জন দিবেন।

দুর্মনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী।
পীড়িতা ভর্তৃশোকেন রুমা ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৯

'তারপর পতিভক্তি হেতু পীড়িত হয়ে দুঃখিত, দীন, ব্যথিত ও বিমর্ষ তপস্বিনী রুমাও প্রাণ বিসর্জন করবেন।

বালিজেন তু দুঃখেন পীড়িতা শোককর্শিতা।
পঞ্চত্বমাগতা রাজ্ঞী তারাপি ন ভবিষ্যতি॥ ৩০

'অতঃপর রাণী তারাও জীবিতা থাকবেন না। তিনি বালির বিরহজনিত দুঃখে আগে থেকেই পীড়িতা, আবার এই নূতন শোকে কাতর হয়ে তিনি শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সুগ্রীবব্যসনেন চ।
কুমারোঽপ্যঙ্গদস্তস্মাদ্ বিজহিষ্যতি জীবিতম্॥ ৩১

'মাতা-পিতার বিনাশ ও সুগ্রীবের মৃত্যুজনিত বিপন্নতায় পীড়িত কুমার অঙ্গদও প্রাণ পরিত্যাগ করবেন।

ভর্তৃজেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ।
শিরাংস্যভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ॥ ৩২
সান্ত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা।
লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩৩

'তদনন্তর যূথপতি সুগ্রীবের দুঃখে পীড়িত বানরকুল স্বহস্তে মুষ্টির দ্বারা নিজ নিজ মস্তকে আঘাত করবে। যশস্বী বানররাজ যাদেরকে সান্তনা বাক্যে ও দানে-মানে লালন করেছেন, সেই বানরকুল প্রাণ বিসর্জন দেবে।

ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ।
ক্রীড়ামনুভবিষ্যন্তি সমেতা কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৩৪

'এই সব ঘটনা ঘটলে, অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বানরেরা না বনে, না পর্বতে অথবা আবৃত স্থানে একত্রিত হয়ে আর কোনদিন ক্রীড়া উৎসবের আনন্দ পাবে না।

সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীড়িতাঃ।
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ॥ ৩৫

'নিজেদের রাজার শোকে কাতর হয়ে সকল বানর নিজের পুত্র, স্ত্রী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্বতের শিখর থেকে সমতল কিংবা বিষম স্থানে পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে।

বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩৬

'অথবা বিষ পান করবে, কিংবা ফাঁসি লাগিয়ে বা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। অনাহারে থেকে নিজেদের নিঃশেষ করবে অথবা নিজেদের শরীরে ছুরিকাঘাত

করে বসবে।

ঘোরমারোদনং মন্যে গতে ময়ি ভবিষ্যতি।
ইক্ষ্বাকুকুলনাশশ্চ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্॥ ৩৭

'আমি বুঝতে পারছি এভাবে তথায় ফিরে গেলে ভয়ংকর আর্তনাদ উঠবে। ইক্ষ্বাকুকুলের বিনাশ এবং বানরগণেরও বিনাশ ঘটবে।

সোঽহং নৈব গমিষ্যামি কিষ্কিন্ধাং নগরীমিতঃ।
নহি শক্ষ্যামহং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা॥ ৩৮

'সেই হেতু আমি এখান থেকে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে ফিরে যাবো না। মিথিলেশকুমারী সীতার সাক্ষাৎ বিনা আমি সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

ময্যগচ্ছতি চেহস্থে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ।
আশয়া তৌ ধরিষ্যেতে বানরাশ্চ তরস্বিনঃ॥ ৩৯

'আমি যদি না ফিরে গিয়ে এখানেই থেকে যাই, তাহলে আমার আশাতে দুই ধর্মাত্মা মহারথী বন্ধু (রাম ও লক্ষ্মণ) প্রাণ ধারণ করে বাঁচবেন এবং বেগবান সেই বানর (সুগ্রীবও) জীবিত থাকবেন।

হস্তাদানো মুখাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
বানপ্রস্থো ভবিষ্যামি হ্যদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্॥ ৪০

'জানকীর দর্শন না পাওয়া গেলে, আমি এখানে বানপ্রস্থী হয়ে থাকব। ফলমূলাদি খাদ্যবস্তু আপনা থেকেই আমার হাতে এসে পড়বে, আমি তাই খেয়ে থাকব। অথবা অন্যের ইচ্ছায় ফল প্রভৃতি আমার কাছে এসে যাবে, তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করব। আমি শুচিতা, সন্তোষাদি নিয়ম পালনপূর্বক বৃক্ষমূলে আশ্রয় নেব।

সাগরানূপজে দেশে বহুমূলফলোদকে।
চিতিং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণীসুতম্॥ ৪১

'অথবা সাগর তটবর্তী স্থানে, যেখানে ফল-মূল ও জলের প্রাচুর্য আছে, সেখানে আমি চিতা প্রস্তুত করে জ্বলন্ত আগুনে প্রবিষ্ট হব।

উপবিষ্টস্য বা সম্যগ্ লিঙ্গিনং সাধয়িষ্যতঃ।
শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ॥ ৪২

'অথবা আমরণ উপবাসে উপবিষ্ট অবস্থায় লিঙ্গশরীরধারী জীবাত্মাকে শরীর থেকে বিযুক্ত করানোর চেষ্টায় রত থাকব এবং শরীরকে কাক ও হিংস্রজন্তুদের দিয়ে আহার করাব।

ইদমপ্যৃষিভির্দৃষ্টং নির্যাণমিতি মে মতিঃ।
সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্॥ ৪৩

'যদি আমার দ্বারা সীতাদেবী প্রত্যক্ষ না হয়, তাহলে আমি স্বেচ্ছায় জলসমাধি গ্রহণ করব। আমার মনে হয় ঋষিদের দৃষ্টিতে জল-প্রবেশ করে পরলোক গমন উত্তম কার্য।

সুজাতমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী।
প্রভগ্না চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ॥ ৪৪

'যে রাত্রির আরম্ভ শুভ, যা সুভগা (সৌন্দর্যময়ী), যশোমতী ও আমার কীর্তি প্রদানকারী ও সুদীর্ঘ, সেই রাত্রি সীতাদেবীর দর্শন ব্যতীত অতিবাহিত হয়ে গেল।

তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্ট্বাসিতেক্ষণাম্॥ ৪৫

'অথবা আমি নিয়মপালনপূর্বক বৃক্ষতলনিবাসী তপস্বী হয়ে যাব, কিন্তু সেই অসিতলোচনা সীতাদেবীকে না দেখে এখান থেকে কিছুতেই ফিরে যাব না।

যদি তু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্য তাম্।
অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি॥ ৪৬

'যদি সীতার অবস্থান না জেনে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে সমস্ত বানরসহ অঙ্গদও জীবিত থাকবে না।

বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ॥ ৪৭

'এই জীবন নষ্ট করলে বহু দোষ হয়। যে জীবিত থাকে, সে কোন এক সময়ে কল্যাণ লাভ করতে পারে। অতএব, আমি প্রাণ ধারণ করব। জীবিত থাকলে অভীষ্ট বস্তু অথবা সুখের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।'

এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু।
নাধ্যগচ্ছৎ তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪৮

এইভাবে মনে অনেক প্রকারের দুঃখ ধারণ করে কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমান শোকের সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্।
কামমস্তু হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি॥ ৪৯

অতঃপর ধৈর্যবান কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান পরাক্রম সঞ্চয় করে ভাবলেন— 'অথবা দশানন মহাবলী রাবণকে বধ করব। সীতা তো অপহৃতা হয়েছেন, এই রাবণকে নিহত করলে ভালোই প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্যুপরি সাগরম্।

রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব॥ ৫০

'অথবা রাবণকে ঊর্ধ্বে তুলে সাগরের উপরে উপরে বহন করে নিয়ে যাব এবং যেমন করে পশুপতি (রুদ্র বা অগ্নি) কে পশু অর্পণ করা হয়, সেইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে একে সঁপে দিব।'

ইতি চিন্তাসমাপন্নঃ সীতামনধিগম্য তাম্।
ধ্যানশোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ৫১

এইভাবে সীতাদেবীকে না দেখতে পেয়ে শ্রীহনুমান চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন সীতার ধ্যান ও শোকে নিমগ্ন হয়ে গেল। পুনরায় বীর বানর ভাবতে লাগলেন—

যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ॥ ৫২

'যতদিন পর্যন্ত আমি যশস্বিনী শ্রীরামপত্নী সীতার দর্শন না করি, ততদিন এই লঙ্কাপুরীতে পুনঃ পুনঃ তাঁর অন্বেষণ করতে থাকব।

সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়াম্যহম্।
অপশ্যন্ রাঘবো ভার্যাং নির্দহেৎ সর্ববানরান্॥ ৫৩

'যদি সম্পাতির কথানুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে ডেকে আনি, তাহলে রাঘব, পত্নীকে দেখতে না পয়ে সমস্ত বানরদের ক্রোধের আগুনে ভস্ম করে দেবেন।

ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ন মৎকৃতে বিনশ্যেয়ুঃ সর্বে তে নরবানরাঃ॥ ৫৪

'অতএব এখানে পরিমিত আহার এবং ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক বসবাস করব। আমার জন্য যেন সমস্ত নর ও বানর ধ্বংস না হয়ে যায়।

অশোকবনিকা চাপি মহতীয়ং মহাদ্রুমা।
ইমামধিগমিষ্যামি নহীয়ং বিচিতা ময়া॥ ৫৫

'এখানে এই সুবিশাল অশোক বন আছে ; তার মধ্যে বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি বর্তমান। তথায় এখনও পর্যন্ত আমি অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করিনি, অতএব এবারে তার মধ্যে প্রবেশ করব।

বসূন্ রুদ্রাংস্তথাঽঽদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্ধনঃ॥ ৫৬

'রাক্ষসগণের শোকবর্ধনকারী শ্রীহনুমান বসু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্গণকে প্রণাম করে, অশোকবনের দিকে অগ্রসর হব।

জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিক্ষ্বাকুকুলনন্দিনীম্।
সম্প্রদাস্যামি রামায় সিদ্ধীমিব তপস্বিনে॥ ৫৭

'রাক্ষসকুলকে পরাজিত করে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দিনী সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রদান করব, যেমন তাপসের নিকট (ফলস্বরূপ) সিদ্ধি লাভ হয়।'

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তাবিগ্রথিতেন্দ্রিয়ঃ।
উদতিষ্ঠন্ মহাবাহুর্হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৫৮

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈঃ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রয়মানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদ্গণেভ্যঃ॥ ৫৯

এইভাবে এক মুহূর্ত চিন্তা করে চিন্তাবিহ্বল মহাবাহু পবনকুমার শ্রীহনুমান সহসা দণ্ডায়মান হলেন (এবং দেবতাগণকে নমস্কার করতে করতে বললেন—) 'লক্ষ্মণসহিত শ্রীরামকে নমস্কার। জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে নমস্কার। নমস্কার রুদ্র, ইন্দ্র, যম ও বায়ুদেবতাকে এবং চন্দ্রমা, অগ্নি ও মরুদ্গণকে।'

স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্বা সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং প্রতি॥ ৬০

দেবতাদের সকলকেই এবং সুগ্রীবকেও নমস্কার করে পবনকুমার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক অশোকবনে গমনোদ্যত হলেন।

স গত্বা মনসা পূর্বমশোকবনিকাং শুভাম্।
উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাত্মজঃ॥ ৬১

সুশোভিত অশোক বাটিকায় প্রবেশ করেই শ্রীহনুমান ভাবী কর্তব্যের পরিকল্পনা করলেন।

ধ্রুবং তু রক্ষোবহুলা ভবিষ্যতি বনাকুলা।
অশোকবনিকা পুণ্যা সর্বসংস্কারসংস্কৃতা॥ ৬২

'পবিত্র অশোকবাটিকা উদ্যানসজ্জার নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃতা। অশোকবন অন্যান্য বনভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব এই বাটিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশ্চয় বহুসংখ্যক রাক্ষসকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

রক্ষিণশ্চাত্র বিহিতা নূনং রক্ষন্তি পাদপান্।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা নাতিক্ষোভং প্রবায়তি॥ ৬৩

'রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণ নিশ্চয়ই অশোক বাটিকার বৃক্ষরাজি রক্ষা করছেন ; সেইহেতু জগতের প্রাণপুরুষ বায়ুদেবও তথায় অতিবেগে প্রবাহিত হন না।

সংক্ষিপ্তোঽয়ং ময়াঽঽত্মা চ রামার্থে রাবণস্য চ।
সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ॥ ৬৪

'আমি শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধি এবং রাবণের কাছে অদৃশ্য থাকার জন্য স্বশরীরকে সংকুচিত করে ক্ষুদ্র করে নিয়েছি। আমাকে এই কার্যে ঋষিগণের সহিত সকল দেবতা সাফল্য প্রদান করুন।

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ॥ ৬৫

'স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ, তপোনিষ্ঠ মহর্ষি, অগ্নিদেব, বায়ু তথা বজ্রধারী ইন্দ্রও আমাকে সফলতা প্রদান করুন।

বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ।
অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব এব চ॥ ৬৬
সিদ্ধিং সর্বাণি ভূতানি ভূতানাং চৈব যঃ প্রভুঃ।
দাস্যন্তি মম যে চান্যেঽপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ॥ ৬৭

'পাশধারী বরুণ, সোম, আদিত্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমস্ত মরুদ্‌গণ, সম্পূর্ণভূত ও ভূতনাথ এবং গমনমার্গে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অন্য সকলদেবতা আমার সাফল্য কামনা করবেন।

তদুন্নসং পাণ্ডুরদন্তমব্রণং
শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
দ্রক্ষ্যে তদার্যাবদনং কদা ন্বহং
প্রসন্নতারাধিপতুল্যবর্চসম্ ॥ ৬৮

'যাঁর নাসিকা উন্নত ও অক্ষত দন্তরাজি শুভ্র, যেখানে পবিত্র হাসির ছটা লেগে থাকে, যাঁহার নেত্রযুগল প্রস্ফুটিত কমলদলের তুল্য (সুন্দর) এবং যাঁর কমনীয় কান্তি তারকাধিপ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর সেই আর্যা সীতাদেবীর আনন কবে দেখতে পাব !

ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্তিনা
সুদারুণালঙ্কৃতবেষধারিণা ।
বলাভিভূতা হ্যবলা তপস্বিনী
কথং নু মে দৃষ্টিপথেঽদ্য সা ভবেৎ॥ ৬৯

'ক্ষুদ্র, নীচ, নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত ভয়ংকর হলেও ছদ্মবেশে বিশ্বসনীয় রূপধারী রাবণ সেই অবলা সীতাকে নিজের অধীনস্থা করেছে। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হবেন !'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

শ্রীহনুমানের অশোকবনে প্রবেশ করে তার শোভা দর্শন এবং অশোকবৃক্ষে লুকিয়ে থেকে সীতার অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা মনসা চাধিগম্য তাম্।
অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ॥ ১

মহাতেজস্বী শ্রীহনুমান এক মুহূর্ত চিন্তা করে। অতঃপর মনে মনে সীতাদেবীর ধ্যান করে রাবণের মহল থেকে অশোকবাটিকার প্রাচীরের উপরে লম্ফ দিয়ে চলে এলেন।

স তু সংহৃষ্টসর্বাঙ্গঃ প্রাকারস্থো মহাকপিঃ।
পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ দ্রুমান্॥ ২

সেই প্রাকারের উপর উপবিষ্ট মহাকপি শ্রীহনুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হতে লাগল। তিনি বসন্ত ঋতুর সমাগমে তথায় বহুবিধ বৃক্ষশাখায় পুষ্পোদ্গম দেখতে পেলেন।

সালানশোকান্ ভব্যাংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।
উদ্দালকান্ নাগবৃক্ষাংশ্চূতান্ কপিমুখানপি॥ ৩
তথাঽঽম্রবণসম্পন্নাঁল্লতাশতসমন্বিতান্ ।
জ্যামুক্ত ইব নারাচঃ পুপ্লুবে বৃক্ষবাটিকাম্॥ ৪

তথায় শাল, অশোক, নিম্ব ও চম্পক বৃক্ষসমূহ পুষ্প শোভিত ছিল। উদ্দালক, নাগ, বানরমুখের মতো ফলদায়ক আম্রবৃক্ষ মুকুলে সুশোভিত ছিল। শ্রীহনুমান

জ্যামুক্ত শরের ন্যায় শতাধিক লতিকায় অনুবিদ্ধ রসাল-বৃক্ষরাজিসমন্বিত অশোকবাটিকায় প্রবিষ্ট হলেন।

স প্রবিশ্য বিচিত্রাং তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্।
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্বতো বৃতাম্॥ ৫
বিহগৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
উদিতাদিত্যসংকাশাং দদর্শ হনুমান্ বলী॥ ৬

সেই বিচিত্র অশোকবাটিকা চতুর্দিকে স্বর্ণালী ও রূপালী বৃক্ষরাজিতে পরিবেষ্টিত ছিল। বহু প্রকারের পাখীর কলরবে বনভূমি মুখরিত হচ্ছিল। প্রবিষ্ট হয়ে, বলবান শ্রীহনুমান নানাবর্ণের সৌন্দর্যছটায় ও উদ্যানসমূহে অলংকৃত, অরুণার্কের মতো রঙিন বনভূমি পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

বৃতাং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পোপগফলোপগৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মত্তৈর্নিত্যনিষেবিতাম্॥ ৭

ফুল ও ফলভারনত বহুবিধ বৃক্ষসমৃদ্ধ সেই অশোকবাটিকায় কোকিল ও ভ্রমরকুল মত্ত চিত্তে সেগুলি উপভোগ করছিল।

প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্।
মত্তবর্হিণসংঘুষ্টাং নানাদ্বিজগণায়ুতাম্॥ ৮

অশোকবাটিকাটি এমনই যে সেখানে প্রবেশ করা মাত্রই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মৃগ ও পক্ষী মদমত্ত হয়ে পড়ে। মত্ত ময়ূর তথায় নিরন্তর কলনাদ করে এবং নানাবিধ বিহগকুল সেথায় আনন্দে বাস করে।

মার্গমাণো বরারোহাং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ॥ ৯

অশোক বাটিকায় সতী সাধ্বী সুন্দরী রাজকুমারী সীতার অন্বেষণে রত বানরবীর শ্রীহনুমান সুখনিদ্রায় বিহগকুলকে জাগিয়ে দিলেন।

উৎপতদ্ভির্দ্বিজগণৈঃ পক্ষৈর্বাতৈঃ সমাহতাঃ।
অনেকবর্ণা বিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ১০

উড়ন্ত বিহগসমূহের পাখনার বাতাসে পুষ্পবৃক্ষগুলি নানাবর্ণের ও বহুবিধ পুষ্পের বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল।

পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ॥ ১১

এমত সময়ে, অশোকবাটিকায় পুষ্পোচ্ছাদিত পবনকুমার শ্রীহনুমান পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভিত হচ্ছিলেন।

দিশঃ সর্বাভিধাবন্তং বৃক্ষখণ্ডগতং কপিম্।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে॥ ১২

এই অবস্থায় চারিদিকে ধাবমান এবং বৃক্ষে বৃক্ষে ভ্রমণরত কপিবর শ্রীহনুমানকে নিরীক্ষণ করে অশোক বাটিকার সমস্ত প্রাণী এবং রাক্ষস মনে করতে লাগল যেন মূর্তিমান ঋতুরাজ বসন্ত বানরবেশে বিচরণ করছেন।

বৃক্ষেভ্যঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈরবকীর্ণাঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা॥ ১৩

বৃক্ষরাজি থেকে ঝরে পড়া বিবিধ কুসুমরাজিতে আচ্ছাদিত বাটিকার ভূমিতল ফুলসজ্জায় বিভূষিত যুবতী নারীর ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

তরস্বিনা তে তরবস্তরসা বহু কম্পিতাঃ।
কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা॥ ১৪

সেই সময়ে বেগশালী বানরবীরের দ্বারা বারংবার সমাহত বৃক্ষসমূহ বিচিত্র পুষ্পরাজির বর্ষণ করছিল।

নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলদ্রুমাঃ।
নিক্ষিপ্তবস্ত্রাভরণা ধূর্তা ইব পরাজিতাঃ॥ ১৫

এইরূপে বৃক্ষগুলির শাখা থেকে পত্র-পল্লব-ফুল-ফল ঝরে পড়ায় সেই শ্রীহীন বৃক্ষগুলিকে পাশাখেলায় বস্ত্র-অলংকারাদির বাজী রেখে পরাজিত হওয়া উলঙ্গ জুয়াড়ীর মতো মনে হচ্ছিল।

হনূমতা বেগবতা কম্পিতাস্তে নগোত্তমাঃ।
পুষ্পপত্রফলান্যাশু মুমুচুঃ ফলশালিনঃ॥ ১৬

বেগবান কপিবরের দ্বারা কম্পিত ফলশালী শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরাজি নিজ নিজ পুষ্প-পত্র-ফলাদি ঝরিয়ে দিচ্ছিল।

বিহঙ্গসঙ্ঘৈর্হীনাস্তে স্কন্ধমাত্রাশ্রয়া দ্রুমাঃ।
বভূবুরগমাঃ সর্বে মারুতেন বিনির্ধুতাঃ॥ ১৭

শ্রীহনুমানের দ্বারা সবেগে কম্পিত হওয়ায় বৃক্ষগুলির ফল-ফুল ঝরে পড়ায় সেগুলিতে শুধুমাত্র শুকনো শাখা অবশিষ্ট হওয়ায় বসবাসের অযোগ্য হওয়ায় পক্ষীকুল সেগুলি পরিত্যাগ করেছিল।

বিধূতকেশী যুবতির্যথা মৃদিতবর্ণকা।
নিপীতশুভদন্তোষ্ঠী নখৈর্দন্তৈশ্চ বিক্ষতা॥ ১৮
তথা লাঙ্গুলহস্তৈশ্চ চরণাভ্যাং চ মর্দিতা।
তথৈবাশোকবনিকা প্রভগ্নবনপাদপা॥ ১৯

শ্রীহনুমানের লাঙ্গুল, হাত ও পদের দ্বারা মর্দিত হয়ে উন্মীলিত পাদপ অশোকবন, এমন যুবতী নারীর মতো মনে হচ্ছিল— যার কেশ আলুলায়িত, সজ্জার অঙ্গরাগ বিবর্ণ, সুন্দর দন্তৌষ্ঠ (প্রিয়তমের দ্বারা) নিপীত ও কোন কোন অঙ্গ নখ ও দন্তের আঁচড়ে উপলক্ষিত।

মহালতানাং দামানি ব্যধমৎ তরসা কপিঃ।
যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ॥ ২০

বর্ষা ঋতুতে বায়ু যেমন আপন বেগে মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, সেইভাবেই কপিবর শ্রীহনুমান তথায় বিশালাকার লতাসমূহকে সবেগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

স তত্র মণিভূমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ।
তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ॥ ২১

সেখানে বিচরণ করতে করতে বানরবীর মনোরম মণিময় রজতময় ও সুবর্ণময় পৃথক পৃথক ভূমি দেখতে পেলেন।

বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
মহার্হৈর্মণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ ॥ ২২
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥ ২৩

সেই বাটিকায় শ্রীহনুমান যত্র তত্র বিভিন্ন আকারের পুষ্করিণী দেখলেন, যা উত্তম উদকে পরিপূর্ণ ছিল ও মণিময় সোপান দ্বারা যুক্ত ছিল। পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে মুক্তা ও বৈদূর্যমণির বালুকা ছিল। জলের তলভাগ স্ফটিক নির্মিত ছিল এবং সেইসব পুষ্পরিণীর তটদেশ বিবিধ প্রকার বিচিত্র সুবর্ণময় বৃক্ষরাজিতে শোভা পাচ্ছিল।

বুদ্ধপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ।
নত্যূহরুতসংঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ॥ ২৪

সেইসকল পুষ্পরিণীতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও চকোর-চকোরীর উপস্থিতি শোভা বর্ধন করছিল এবং পাপিয়া, হংস ও সারসাদির কূজনে তা মুখরিত থাকত।

দীর্ঘাভিদ্রুমযুক্তাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ।
অমৃতোপমতোয়াভিঃ শিবাভিরুপসংস্কৃতাঃ॥ ২

অনেক বিশালাকার তটবর্তী বৃক্ষরাজি দ্বা সুশোভিত, অমৃতমধুর জলপূর্ণ এবং সুখদায়ক নদীস চতুর্দিক থেকে ওইসকল পুষ্পরিণীর সংস্কার সাধন কর অর্থাৎ স্বচ্ছজলরাশিতে পরিপূর্ণ করে রাখত।

লতাশতৈরবততাঃ সন্তানকুসুমাবৃতাঃ।
নানাগুল্মাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ॥ ২

ওই সকল জলাধারের তীরে পুষ্পাবৃত শতাধিক ল বিস্তৃত ছিল। প্রফুল্ল কল্পবৃক্ষসমূহ সেগুলিকে চতুর্দি পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। পবিত্র উদক নানাবিধ গুল্ম দ্বারা ছায়াবৃত ছিল এবং তন্মধ্যে পুষ্পিত করবী ব গবাক্ষের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

ততোঽম্বুধরসংকাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্।
বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্বতঃ পরিবারিতম্॥
শিলাগৃহৈরবততং নানাবৃক্ষসমাবৃতম্।
দদর্শ কপিশার্দূলো রম্যং জগতি পর্বতম্॥

অতঃপর কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান মেঘসদৃশ কৃষ্ণ এ উচ্চ শিখরসমন্বিত পর্বত দেখতে পেলেন। তার শৃঙ্গস ছিল বিচিত্র ও উহার চতুর্দিকে অন্যান্য অনেক পর্বতশ শোভা পাচ্ছিল। ওই রমণীয় পর্বতে পাথরের অনেক ও বৃক্ষরাজি ছিল।

দদর্শ চ নগাৎ তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্॥

কপিবর শ্রীহনুমান ওই পর্বত থেকে উৎপন্ন এক দেখলেন, নদীটি যেন প্রিয়তমের অঙ্ক হতে উত্থি প্রিয়তমার মতো ছিল।

জলে নিপতিতাগ্রেশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ॥

তটবর্তী পাদপসমূহের শাখাগ্রভাগ নদীর জলে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল ক্রুদ্ধা নারীর মতো সবে প্রস্থানপরা নারীকে (নদীকে) প্রিয়সখিরা (বিনত শাখাসমূ অগ্রসর হতে বারণ করছে।

পুনরাবৃত্ততোয়াং চ দদর্শ স মহাকপিঃ।
প্রসন্নামিব কান্তস্য কান্তাং পুনরুপস্থিতাম্॥ ৩১

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান আনত বৃক্ষরাজির শাখাসমূহে বাধাপ্রাপ্ত প্রত্যাবৃত জলস্রোত দেখলেন, যেন প্রসন্না প্রেয়সী প্রিয়তমের সেবার্থে পুনরায় উপস্থিতা।

তস্মাদ্দূরাৎ স পদ্মিন্যো নানাদ্বিজগণায়ুতাঃ।
দদর্শ কপিশার্দূলো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩২

সেই পর্বত থেকে অনতিদূরে কপিবর পবনপুত্র শ্রীহনুমান বহু পদ্মসরোবর দেখতে পেলেন যেখানে নানাপ্রকার পক্ষিকুল কূজন করছিল।

কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাং চাপি পূর্ণাং শীতেন বারিণা।
মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিকতশোভিতাম্॥ ৩৩

শ্রীহনুমান এক কৃত্রিম পুষ্করিণীও দেখতে পেলেন। সেইটি শীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল, তার সিঁড়িগুলি ছিল মণিমুক্তাখচিত এবং পুষ্করিণীটি ছিল মুক্তার বালুকায় সুশোভিত।

বিবিধৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
প্রাসাদৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নির্মিতৈর্বিশ্বকর্মণা॥ ৩৪
কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্।

সেই অশোকবাটিকায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বিশালাকার প্রাসাদসমূহ এবং কৃত্রিম বনরাজি সর্বতোভাবে বাটিকার শোভা বর্ধন করেছিল। নানাধরণের পশুকুল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল এবং অশোক বাটিকায় বিচিত্র বন ও উপবনের সম্ভার দ্বারাও শোভা বর্ধিত হচ্ছিল।

যে কেচিৎ পাদপাস্তত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ॥ ৩৫
সচ্ছত্রাঃ সবিতর্দীকাঃ সর্বে সৌবর্ণবেদিকাঃ।

সেখানে যে-সকল পুষ্প-ফল-মণ্ডিত বৃক্ষরাজি ছিল, সেইগুলি ছত্র-তুল্য ছায়াপ্রদানকারী ছিল। অধঃদেশে বিশাল বিশাল বেদিকা ও তদুপরি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সুবর্ণ বেদিকাও ছিল।

লতাপ্রতানৈর্বহুভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্॥ ৩৬
কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ।
বৃতাং হেমময়ীভিস্তু বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ॥ ৩৭

তদনন্তর মহাকপি শ্রীহনুমান একটি সুবর্ণময় অশোক বৃক্ষ দেখতে পেলেন, সেটি বহুপ্রকার লতাবিতান ও অগণিত পক্ষিকুল দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল এবং চারিদিক সুবর্ণময় বেদিকায় পরিবৃত ছিল।

সোঽপশ্যদ্ ভূমিভাগাংশ্চ নগপ্রস্রবণানি চ।
সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসন্নিভান্॥ ৩৮

তা-ছাড়া ছাড়াও মহাকপি শ্রীহনুমান অনেক উন্মুক্ত প্রান্তর, পাহাড়ি ঝরণা ও অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান সুবর্ণময় বৃক্ষসমূহ দেখতে পেলেন।

তেষাং দ্রুমাণাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ।
অমন্যত তদা বীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্বতঃ॥ ৩৯

সেইক্ষণে বীর মহাকপি শ্রীহনুমান সুমেরু প্রভার তুল্য ওই-সকল বৃক্ষরাজির প্রভায় প্রদীপ্ত হওয়ায় নিজেকেও সর্বতোভাবে সুবর্ণময় মনে করতে লাগলেন।

তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগমৎ॥ ৪০
সুপুষ্পিতাগ্রান্ রুচিরাংস্তরুণাঙ্কুরপল্লবান্।

সেই সুবর্ণময় অশোকবৃক্ষ অন্যসকল স্বর্ণাঙ্গী বৃক্ষরাজির সঙ্গে বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় যেন শত - শত নূপুরের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এইসব দেখে শ্রীহনুমান খুবই বিস্মিত হলেন। সেইসব বৃক্ষ শাখায় সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিল এবং পল্লবাঙ্কুর ও কিশলয় উদ্গম হওয়ায় অতি সুন্দর শোভা সৃষ্টি হয়েছিল।

তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্॥ ৪১
ইতো দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্।
ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্তাং সম্পতন্তীং যদৃচ্ছয়া॥ ৪২

মহান বেগশালী শ্রীহনুমান পল্লব আচ্ছাদিত সেই অশোকবৃক্ষের উপর আরোহণপূর্বক চিন্তা করলেন—'আমি এখান থেকে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনোৎসুক বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করতে পারব, যিনি দুঃখ-কাতর হয়ে ইতস্ততঃ চলাফেরা করছেন।

অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ।
চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতা॥ ৪৩
ইয়ং চ নলিনী রম্যা দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতা।
ইমাং সা রাজমহিষী নূনমেষ্যতি জানকী॥ ৪৪

'দুরাত্মা রাবণের এই অশোকবাটিকা অতীব রম্য। চন্দন, চম্পা ও বকুল বৃক্ষরাজি বাটিকার শোভা বর্ধন করছে। এখানে পক্ষিকুল সেবিত পদ্ম-সরোবরও খুব সুন্দর। রাজ্ঞী জানকী নিশ্চয় এই সরোবরের তটে আসতে পারেন।

সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সতী।
বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী॥ ৪৫

'রঘুনাথ শ্রীরামের প্রিয়তমা রাজ্ঞী সতী-সাধ্বী জানকী বন-ভ্রমণে কুশল (পারদর্শী)। তিনি অবশ্যই এখানে আসবেন।

অথবা মৃগশাবাক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা।
বনমেষ্যতি সাদ্যেহ রামচিন্তাসুকর্শিতা॥ ৪৬

'অথবা এই বনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ মৃগশাবকনয়না সীতাদেবী আজ এখানে সরোবরের তটবর্তী কাননে অবশ্যই আসবেন, কেননা শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগ ব্যথায় তিনি খুবই বলহীনা হয়ে পড়েছেন (অতএব, সুন্দর শোভিত স্থান গুলিতে যাতায়াতে তাঁর মনঃকষ্ট কিছুটা লাঘব হতে পারে)।

রামশোকাভিসন্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা।
বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী॥ ৪৭

'শোভন-নয়না দেবী সীতা ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের বিরহ শোকে অতিশয় সন্তপ্তা। বনবাস বিলাসিনী সীতা বন-ভ্রমণকালে অবশ্যই এদিকে আসবেন।

বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা।
রামস্য দয়িতা চার্যা জনকস্য সুতা সতী॥ ৪৮

'শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া জায়া সতী-সাধ্বী জনকনন্দিনী সীতা পূর্বের বনবাসকালে নিশ্চয় বন্যজন্তুদের সদা ভালোবাসতেন। (এইজন্য, তাঁর পক্ষে ভ্রমণ করা স্বাভাবি[ক] ব্যাপার, অতএব এই স্থানে তাঁর দর্শন পাওয়ার সম্ভাব[না] আছে)।

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী॥ ৪৯

'চিরযৌবনা শোভনবর্ণা সীতাদেবী সন্ধ্যা উপাসনা[য়] সদাই আগ্রহী। এখন সন্ধ্যোপাসনার সময় উপস্থিত। নিশ্চ[য়] পবিত্রোদক এই নদীতে সান্ধ্য-উপাসনার জন্য তি[নি] আসবেন।

তস্যাশ্চাপানুরূপেয়মশোকবনিকা শুভা।
শুভায়াঃ পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা॥ ৫০

'যিনি রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সমাদরণীয়া প[ত্নী] সেই শুভলক্ষণা সীতার পক্ষে এই সুন্দর অশোক-কা[নন] সর্বপ্রকারে অনুকূল।

যদি জীবতি সা দেবী তারাধিপনিভাননা।
আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্॥ ৫১

'যদি চন্দ্রমুখী সীতা দেবী জীবিতা থাকেন, তাহ[লে] অবশ্যই এই শীতলতোয়া নদীর তটে অবশ্যই পদা[র্পণ] করবেন।'

এবং তু মত্বা হনুমান্ মহাত্মা
প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ দদর্শ সর্বং
সুপুষ্পিতে পর্ণঘনে নিলীনঃ॥ ৫২

এবম্বিধ পর্যালোচনা করে মহাত্মা শ্রীহনুমান নর[েন্দ্র] শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর দর্শনের জন্য অপেক্ষা[য়] থেকে সুপুষ্পিত পল্লবঘন সেই অশোকবৃক্ষে লুক্কা[য়িত] থেকে সমগ্র বনভূমিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

অশোকবাটিকার শোভা দর্শনের সময় শ্রীহনুমানের চৈত্যপ্রাসাদ (মন্দির)-এর কাছে সীতাকে করুণ অবস্থায় দেখা, চিনতে পারা এবং প্রসন্ন হওয়া

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্বাং তামন্ববৈক্ষত॥ ১

সেই অশোকবৃক্ষের উপরে বসে বসে শ্রীহনুমান সম্পূর্ণ বনভূমিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং তথাকার সমগ্র ভূখণ্ডের উপরে দৃষ্টিপাত করলেন।

সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্॥ ২

সেই বনভূমি কল্পবৃক্ষের লতাসমূহে ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত ছিল ; দিব্য গন্ধ তথা দিব্য রসে পরিপূর্ণ ছিল এবং সবদিক থেকে সুসজ্জিত ছিল।

তাং স নন্দনসংকাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্॥ ৩

মৃগ ও পক্ষিকুলে পরিব্যাপ্ত সেই ভূমি নন্দনকাননের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, অট্টালিকা ও রাজভবনরাজি দ্বারা সংযুক্ত তথা কোকিল সমূহের কলকাকলিতে কোলাহলপূর্ণ ছিল।

কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাপীভিরুপশোভিতাম্ ।
বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্॥ ৪

সুবর্ণময় শতদল ও পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ অশোকবনের শোভা বর্দ্ধক ছিল। সেখানে বহুপ্রকারের বহু আসন ও গালিচা বিস্তীর্ণ ছিল ও বহুসংখ্যক মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ তথায় শোভা পাচ্ছিল।

সর্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্যোদয়প্রভাম্॥ ৫

সকল ঋতুতে ফুল ও ফল প্রদানকারী সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ সেই বনকে বিভূষিত করছিল। নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের দীপ্তির তুল্য ছটায় অশোককানন ঝলমল করছিল।

প্রদীপ্তামিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাসকৃৎ॥ ৬

পবনকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষের উপরে বসে সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান সেই বাটিকাকে দেখলেন। সেখানে পক্ষিকুল অশোক বাটিকাকে বারংবার পত্র ও শাখাশূন্য করছিল।

বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ।
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ॥ ৭
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্।
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ॥ ৮
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্বতঃ।

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া শত-শত বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছে যেন আমূল বিরচিত শোকনাশক অশোকতরু দ্বারা, পুষ্পের অতিভারে ভূমিস্পর্শকারী কর্ণিকার বৃক্ষ দ্বারা এবং প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলসমৃদ্ধ পলাশের দ্বারা উপলক্ষিত বনস্থলী স্বপ্রভায় চতুর্দিকে দীপ্যমান হচ্ছিল।

পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা॥ ৯
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।

পুংনাগ, সপ্তপর্ণী, চম্পক, উদ্দালকাদি মূলদেশে পৃথু, সুন্দর শোভায় পুষ্পিত বহু পুষ্পবৃক্ষ অশোক বাটিকায় শোভিত ছিল।

শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ॥ ১০
নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিৎ তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।

সেখানে সহস্র-সহস্র অশোক বৃক্ষ ছিল। যেগুলির কোনটা সোনার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটা বা অগ্নি তুল্য দীপ্যমান, আবার কোনটি নীলাঞ্জন সম কাজলকালো কান্তিময়।

নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা॥ ১১
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যশ্রিয়ায়ুতম্।

সেই অশোকবন দেবোদ্যান নন্দনের ন্যায় আনন্দদায়ী, কুবের দেবের চৈত্ররথ বনের তুল্য বিচিত্র তথা এই দুটি অপেক্ষাও দিব্য ও রমণীয় শোভা সম্পন্ন ছিল।

দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণায়ুতম্॥ ১২
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।

অশোকবাটিকা পুষ্পরূপ নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যে দ্বিতীয় আকাশের মতো শোভিত ছিল এবং শত-শত রত্ন তুল্য পুষ্পসম্ভারে বিচিত্রভাবে শোভিত পঞ্চম সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

সর্বর্তুপুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ॥ ১৩
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণদ্বিজৈঃ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

অশোকবাটিকার শোভা দর্শনের সময় শ্রীহনুমানের চৈত্যপ্রাসাদ (মন্দির)-এর কাছে সীতাকে করুণ অবস্থায় দেখা, চিনতে পারা এবং প্রসন্ন হওয়া

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্বাং তামন্ববৈক্ষত॥ ১

সেই অশোকবৃক্ষের উপরে বসে বসে শ্রীহনুমান সম্পূর্ণ বনভূমিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং তথাকার সমগ্র ভূখণ্ডের উপরে দৃষ্টিপাত করলেন।

সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্॥ ২

সেই বনভূমি কল্পবৃক্ষের লতাসমূহে ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত ছিল ; দিব্য গন্ধ তথা দিব্য রসে পরিপূর্ণ ছিল এবং সবদিক থেকে সুসজ্জিত ছিল।

তাং স নন্দনসংকাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিঃস্বনাম্॥ ৩

মৃগ ও পক্ষিকুলে পরিব্যাপ্ত সেই ভূমি নন্দনকাননের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল, অট্টালিকা ও রাজভবনরাজি দ্বারা সংযুক্ত তথা কোকিল সমূহের কলকাকলিতে কোলাহলপূর্ণ ছিল।

কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্বাপীভিরুপশোভিতাম্ ।
বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্॥ ৪

সুবর্ণময় শতদল ও পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ অশোকবনের শোভা বর্দ্ধক ছিল। সেখানে বহুপ্রকারের বহু আসন ও গালিচা বিস্তীর্ণ ছিল ও বহুসংখ্যক মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ তথায় শোভা পাচ্ছিল।

সর্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্যোদয়প্রভাম্॥ ৫

সকল ঋতুতে ফুল ও ফল প্রদানকারী সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ সেই বনকে বিভূষিত করছিল। নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের দীপ্তির তুল্য ছটায় অশোককানন ঝলমল করছিল।

প্রদীপ্তামিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণামিবাসকৃৎ॥ ৬

পবনকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষের উপরে বসে সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান সেই বাটিকাকে দেখলেন। সেখানে পক্ষিকুল অশোক বাটিকাকে বারংবার পত্র ও শাখাশূন্য করছিল।

বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ।
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ॥ ৭
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্।
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ॥ ৮
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্বতঃ।

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া শত-শত বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছে, যেন আমূল বিরচিত শোকনাশক অশোকতরু দ্বারা, পুষ্পের অতিভারে ভূমিস্পর্শকারী কর্ণিকার বৃক্ষ দ্বারা এবং প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুলসমৃদ্ধ পলাশের দ্বারা উপলক্ষিত বনস্থলী স্বপ্রভায় চতুর্দিকে দীপ্যমান হচ্ছিল।

পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা॥ ৯
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ।

পুংনাগ, সপ্তপর্ণী, চম্পক, উদ্দালকাদি মূলদেশে পৃথু, সুন্দর শোভায় পুষ্পিত বহু পুষ্পবৃক্ষ অশোক বাটিকায় শোভিত ছিল।

শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখপ্রভাঃ॥ ১০
নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিৎ তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ।

সেখানে সহস্র-সহস্র অশোক বৃক্ষ ছিল। যেগুলির কোনটা সোনার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটা বা অগ্নি তুল্য দীপ্যমান, আবার কোনটি নীলাঞ্জন সম কাজলকালো কান্তিময়।

নন্দনং বিবুধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা॥ ১১
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যশ্রিয়াযুতম্।

সেই অশোকবন দেবোদ্যান নন্দনের ন্যায় আনন্দদায়ী, কুবের দেবের চৈত্ররথ বনের তুল্য বিচিত্র তথা এই দুটি অপেক্ষাও দিব্য ও রমণীয় শোভা সম্পন্ন ছিল।

দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণায়ুতম্॥ ১২
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা।

অশোকবাটিকা পুষ্পরূপ নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যে দ্বিতীয় আকাশের মতো শোভিত ছিল এবং শত-শত রত্ন তুল্য পুষ্পসম্ভারে বিচিত্রভাবে শোভিত পঞ্চম সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

সর্বর্তুপুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ॥ ১৩
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণদ্বিজৈঃ।

অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোহরম্॥ ১৪
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যং দ্বিতীয়ং গন্ধমাদনম্।

সকল ঋতুতে পুষ্প প্রদানকারী মনোরম গন্ধযুক্ত বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ কলরবকারী পশু-পক্ষীতে সুশোভিত অশোক-কানন বড় রমণীয় প্রতীত হচ্ছিল। অনেক প্রকারে গন্ধভারে কাননটি পবিত্র ও মনোরম ছিল। দ্বিতীয় গন্ধমাদন পর্বতের সমান উত্তম সুগন্ধে যেন সেই কাননটি ব্যাপ্ত ছিল।

অশোকবনিকায়াং তু তস্যাং বানরপুঙ্গবঃ॥ ১৫
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদমূর্জিতম্।
মধ্যে স্তম্ভসহস্রেণ স্থিতং কৈলাসপাণ্ডুরম্॥ ১৬
প্রবালকৃতসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া॥ ১৭
নির্মলং প্রাংশুভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্।

সেই অশোক বাটিকাতে বানরশিরোমণি শ্রীহনুমান অনতিদূরে এক গোলাকার উচ্চ মন্দির দেখলেন, যার ভিতর এক হাজার স্তম্ভ ছিল এবং সেই মন্দির কৈলাস পর্বতের সমান শ্বেতবর্ণের ছিল। মন্দিরে প্রবাল-এর সিঁড়ি এবং তাপিত কাঞ্চনের বেদী ছিল। সেই নির্মল মন্দির প্রাসাদ নিজের শোভায় দেদীপ্যমান মনে হচ্ছিল। দর্শকের দৃষ্টিশক্তিতে ঝিলিক লাগিয়ে দেওয়ার মতো সেই প্রাসাদ উচ্চতায় যেন আকাশে রেখাপাত করত।

ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্॥ ১৮
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্॥ ১৯

সেই চৈত্যপ্রাসাদ (মন্দির) দেখার পর শ্রীহনুমানের দৃষ্টি সেখানে এক সুন্দরী মহিলার উপর পড়ল, যিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করে রাক্ষসী পরিবৃতা অবস্থায় উপবিষ্টা ছিলেন। উপবাসের কারণে যাঁকে অত্যন্ত দুর্বল ও দীন দেখাচ্ছিল এবং যিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। তিনি শুক্লপক্ষের শুরুতে চন্দ্রের নির্মল অথচ ক্ষীণ কলার ন্যায় শ্রীহনুমানের দৃষ্টিগোচর হলেন।

মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্।
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ॥ ২০

ধূসর স্মৃতি থেকে কিছু কিছু অভিজ্ঞান সেই রূপ-সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যেন অগ্নিশিখা ধূমজালে আবৃত হয়ে পড়েছে।

পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্॥ ২১

একটি হলুদ রঙের পুরাতন রেশমী বস্ত্রে (সীতার) শরীর আবৃত ছিল। মলিন এবং অলংকারহীন হওয়ায় তাঁকে কমলশূন্য সরোবরের মতো দেখাচ্ছিল।

পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাংগারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্॥ ২২

তপস্বিনী (সীতা) মঙ্গলগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত রোহিণী তুল্য শোকার্ত, দুঃখিত ও সর্বপ্রকারে ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন।

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যং দুঃখপরায়ণাম্॥ ২৩

উপবাসে দুর্বল সেই দুঃখিতা নারীর মুখমণ্ডল অশ্রুপূর্ণ ছিল এবং তিনি শোকনিমগ্না হয়ে দীন দশায় নিত্য দুঃখ সহ্য করছিলেন।

প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব॥ ২৪

প্রিয়জনেরা তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন রাক্ষসীদের দ্বারা এক হরিণী যূথভ্রষ্টা হয়ে কুক্কুরের দল দ্বারা পরিবৃতা হয়ে পড়েছে।

নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব॥ ২৫

কালসাপ তুল্য কটিদেশ থেকে শ্রোণী পর্যন্ত দৃশ্যমান বেণীর দ্বারা উপলক্ষিতা সেই নারীকে মেঘমালা অপসারণের পর নীল বনশ্রেণী পরিবৃত পৃথ্বীর মতো মনে হচ্ছিল।

সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্।
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্॥ ২৬
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ।

সুখে থাকার যোগ্যা নারী তিনি, কিন্তু দুঃখে সন্তপ্ত হচ্ছেন। এই অবস্থার পূর্বে কোনদিন তাঁর দুঃখের অনুভূতি হয়নি। সেই আয়তাক্ষী, অতি মলিন ও কৃশ নারীকে (দূর থেকে) দেখে যুক্তিযুক্ত কারণসমূহের দ্বারা শ্রীহনুমান তাঁকে সীতা হিসেবে অনুমান করলেন।

হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা॥ ২৭
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা।

বহুরূপী রাক্ষস (রাবণ) যেদিন সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, ততদিনে তাঁর (সীতাদেবীর) যেরূপ শ্রীহনুমান (শেষবার) দর্শন করেছিলেন, কল্যাণী নারীমূর্তিকে সেই রূপলাবণ্যেযুক্ত দেখা যাচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রূং চারুবৃত্তপয়োধরাম্॥ ২৮
কুর্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ।

দেবী সীতার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর ছিল, ভ্রূযুগল ছিল সুচারু এবং স্তনযুগল মনোহর ও সুগোলাকার। তিনি অঙ্গকান্তিতে চতুর্দিকের তমসা বিদূরিত করে দিচ্ছিলেন।

তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্॥ ২৯

তাঁর কেশদাম কাল ও ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম ছিল, কটিদেশ ছিল অতি সুন্দর। সর্বাঙ্গ ছিল সুডৌল ও সুসমঞ্জস।

সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা।
ইষ্টাং সর্বস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব॥ ৩০
ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব॥ ৩১

কমলনয়নী সীতা কামদেবের পত্নী রতির ন্যায় সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রমার প্রভার মতো অখিল জগতের প্রিয় ছিলেন। সীতাদেবীর অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। নিয়মনিষ্ঠ তাপসীর মতো ভূমিতে বসে ছিলেন। যদিও স্বভাবে ভীরু এবং দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন, তবু অপরের পক্ষে নাগিনীর মতো ভয়ংকর ছিলেন।

শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ॥ ৩২

তিনি সাতিশয় বিশাল শোকজালে আচ্ছাদিত হওয়ায় বিশেষভাবে শোভিত ছিলেন না, তাঁকে ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছিল।

তাং স্মৃতীমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব॥ ৩৩
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব॥ ৩৪

তাঁকে সন্দিগ্ধ স্মৃতি, ভূমিতে পতিত ঋদ্ধি, আহত শ্রদ্ধা, ভগ্ন আশা, বিঘ্নিত সিদ্ধি, কলুষিত বুদ্ধি এবং মিথ্যা কলুষে ভ্রষ্ট কীর্তির ন্যায় দেখাচ্ছিল।

রামোপরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্।
অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ॥ ৩৫

শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় বাধা পড়ে যাওয়ায় তাঁর যৎপরনাস্তি বেদনা ছিল। রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত মৃগশাবকনয়না অবলা সীতা অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক দেখছিলেন।

বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা।
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ॥ ৩৬

তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ছিল না, অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছিল। নেত্রপলক কালিমালিপ্ত ও অবিন্যস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন।

মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্॥ ৩৭

তাঁর শরীর ধূলিধূসরিত হয়ে পড়েছিল, দীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে উপবিষ্টা ছিলেন, ভূষণাদি দ্বারা মণ্ডণের যোগ্যা (রাজ্ঞী) হয়েও অলংকারশূন্যা ছিলেন, যেন কালমেঘের দ্বারা আবৃত চন্দ্রের প্রভা।

তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতাং নিরীক্ষ্য চ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব॥ ৩৮

অনভ্যাস হেতু বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায় ক্ষীণা সীতা দেবীকে দেখে শ্রীহনুমানের বুদ্ধি সন্দেহ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল, (ইনিই সীতা কিনা)।

দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্।
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্॥ ৩৯

অলংকার ও স্নানানুলেপনাদি অঙ্গসংস্কার বঞ্চিতা সীতাকে যেন ব্যাকরণাদি সংস্কাররহিত হওয়ায় অর্থান্তর প্রাপ্ত বাণীর ন্যায় অজ্ঞাতা মনে হচ্ছিল। শ্রীহনুমান বড় কষ্টে তাঁকে চিনতে পারলেন।

তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্॥ ৪০

আয়তনয়না অনিন্দ্যসুন্দরী রাজপুত্রী সীতাকে দেখে শ্রীহনুমান যুক্তি দ্বারা উপপাদন করতে করতে নিশ্চিত হলেন যেন 'ইনি-ই সীতাদেবী'।

বৈদেহ্যা যানি চাঙ্গেষু তদা রামোঽন্বকীর্তয়ৎ।
তান্যাভরণজালানি গাত্রশোভীন্যলক্ষয়ৎ॥ ৪১

সেইদিন শ্রীরামচন্দ্র বিদেহকুমারী সীতার অঙ্গে যে যে আভূষণের কথা বলেছিলেন, ওইসকল আভরণগুলি এখনও সীতার অঙ্গের শোভা বর্ধন করছিল। শ্রীহনুমান সেই সকল ভূষণাদি নিরীক্ষণ করলেন।

সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ॥ ৪২

সুগঠিত কুণ্ডল এবং সারমেয় দন্তাকৃতি বিকরর্ণ নামক কর্ণফুল কর্ণে সুন্দররূপে পরিহিত ও শোভিত ছিল। হস্তে কঙ্কনাদি আভূষণ ছিল, যেগুলিতে মণি ও প্রবাল

খচিত ছিল।

শ্যামানি চিরযুক্তত্বাৎ তথা সংস্থানবন্তি চ।
তান্যেবৈতানি মন্যেঽহং যানি রামোঽন্বকীর্তয়ৎ॥ ৪৩
তত্র যান্যবহীনানি তান্যহং নোপলক্ষয়ে।
যান্যস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ॥ ৪৪

যদিও অনেকদিন যাবৎ পরিধান হেতু সেগুলিতে কিছুটা কালিমা লেগে গিয়েছিল, তথাপি অলংকারগুলির আকার-প্রকার আগের মতোই ছিল। (শ্রীহনুমান ভাবলেন —) 'শ্রীরামচন্দ্র যেগুলির কথা বলেছিলেন, আমার মতে এগুলিই সেইসব অলংকার। সীতাদেবী যে অলংকার পথে ফেলে দিয়েছিলেন, সেগুলি আমি এনার অঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না। যে আভরণগুলি পথে পড়ে গিয়েছে, সেগুলিই শুধু দেখা যাচ্ছে না।'

পীতং কনকপট্টাভং স্রস্তং তদ্বসনং শুভম্।
উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্লবঙ্গমৈঃ॥ ৪৫
ভূষণানি চ মুখ্যানি দৃষ্টানি ধরণীতলে।
অনয়ৈবাপবিদ্ধানি স্বনবন্তি মহান্তি চ॥ ৪৬

সেই সময় বানরগণ পর্বতের উপর পড়ে থাকা সুবর্ণপত্রের তুল্য হলুদ বস্ত্র এবং মাটিতে লুটিয়ে থাকা উত্তম ও বহুমূল্য (স্বর্ণবৎ) শব্দকারী অলংকার দেখেছিলেন, সেগুলি এনার দ্বারাই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্ বসনং ক্লিষ্টবত্তরম্।
তথাপ্যনূনং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদ্যথেতরৎ॥ ৪৭

বস্ত্রটি বহুদিন যাবৎ পরিধান করার কারণে যদিও অনেক পুরাতন, তবুও তার হলুদ রং এখনও বিবর্ণ হয়নি। সেটি এখনও এমন কান্তিমান যেন অন্য (নূতন) বস্ত্র।

ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি॥ ৪৮

ইনি কাঞ্চনবর্ণা। শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া মহারাণী, যিনি তাঁর চক্ষুর সামনে না থেকেও মন থেকে অন্তর্হিত হননি।

ইয়ং সা যৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপ্যতে।
কারুণ্যেনানৃশংস্যেন শোকেন মদনেন চ॥ ৪৯

ইনিই সীতা, যাঁর কারণে শ্রীরামচন্দ্র এই জগতে করুণা, দয়া, শোক ও প্রেম — এই চারটিতে সন্তপ্ত।

স্ত্রী প্রণষ্টেতি কারুণ্যাদাশ্রিতেত্যানৃশংস্যতঃ।
পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ॥ ৫০

প্রথমতঃ, পত্নী নিরুদিষ্টা হয়েছেন এই কথা ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় করুণায় ভরে যাচ্ছে। সীতা আমার আশ্রিতা, এই ভেবে তাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র হচ্ছে। আমার পত্নী আমার থেকে দূরে অন্য কোথাও আছেন, এই কথা মনে পড়লে, তিনি শোকাকুল হয়ে পড়ছেন এবং আমার প্রিয়তমা পত্নী আমার কাছে নেই, এই ভাবনা শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়কে বিরহানলে দগ্ধ করছে।

অস্যা দেব্যা যথারূপমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্।
রামস্য চ যথারূপং তস্যেয়মসিতেক্ষণা॥ ৫১

এই সুন্দরী দেবীর যেমন রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব তাহাতে মনে হয় ইনি যেন শ্রীরামচন্দ্রের রূপের যোগ্য কাজলনয়না জায়া।

অস্যা দেব্যা মনস্তস্মিংস্তস্য চাস্যাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
তেনেয়ং স চ ধর্মাত্মা মুহূর্তমপি জীবতি॥ ৫২

এই দেবীর মন পড়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে, রঘুনাথের মন জুড়ে আছেন সীতাদেবী। এই কারণে সীতাদেবী এবং সেই ধর্মাত্মা (রঘুনাথ) মুহূর্তমাত্র হলেও জীবিত আছেন।

দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি॥ ৫৩

এঁনার কাছ থেকে বিযুক্ত হয়েও ভগবান শ্রীরাম যে জীবনধারণ করছেন, শোকবিহ্বল হয়ে পড়ছেন না, এরূপ এক দুঃসাধ্য সাধন করছেন শ্রীরামচন্দ্র।

এবং সীতাং তথা দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ।
জগাম মনসা রামং প্রশশংস চ তং প্রভুম্॥ ৫৪

এইভাবেই সীতার দর্শন লাভ করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান অতীব প্রসন্ন হলেন। তিনি মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পৌঁছে গেলেন — রঘুনাথের চিন্তা করতে লাগলেন এবং সীতার তুল্য পত্নী লাভ করায় তাঁর সৌভাগ্যকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

সীতাদেবীর চরিত্র ও সৌন্দর্যের চিন্তা করতে করতে তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীহনুমানের শোকাকুল হওয়া

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যাং সীতাং তাং হরিপুঙ্গবঃ।
গুণাভিরামং রামং চ পুনশ্চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ১

পরম প্রশংসনীয়া সীতা ও গুণসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান আবার বিচার করতে লাগলেন।

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
সীতামাশ্রিত্য তেজস্বী হনূমান্ বিললাপ হ॥ ২

এক মুহূর্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করার পর শ্রীহনুমানের নয়নযুগল অশ্রুতে ভরে গেল এবং তেজস্বী শ্রীহনুমান সীতার বিষয়ে এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

মান্যা গুরুবিনীতস্য লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া।
যদি সীতা হি দুঃখার্তা কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ৩

গুরুপদেশে বিনীত লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীও যদি এই প্রকার দুঃখে আতুরা হন, তবে বলতে হবে—ভাগ্যকে প্রতিরোধ করা কঠিন।

রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।
নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে॥ ৪

বর্ষাকাল এলেও যেমন দেবী গঙ্গা ক্ষুব্ধা হন না, ঠিক তেমনি সীতা দেবীও শ্রীরামচন্দ্রেরও বুদ্ধিমান লক্ষ্মণের অমোঘ পরাক্রমে নিশ্চিত থাকায় শোকে অত্যধিক বিহ্বল হয়ে পড়ছেন না।

তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা॥ ৫

সীতার শীল, বয়স, অবস্থা এবং কুল শ্রীরামচন্দ্রের সমতুল্য ছিল। অতএব শ্রীরঘুনাথ বিদেহকুমারী সীতার সর্বপ্রকারে যোগ্য এবং কাজলনয়না সীতাদেবীও রামচন্দ্রের যোগ্যতমা।

তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্।
জগাম মনসা রামং বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৬

নব হেমকান্তি ও লোককমনীয় লক্ষ্মীর সমতুল্য শোভাময়ী সীতাদেবীকে দর্শন করে শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করলেন এবং মনে মনে এরূপ বললেন—

অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ।
রাবণপ্রতিমো বীর্যে কবন্ধশ্চ নিপাতিতঃ॥ ৭

'এই আয়তনয়না সীতার জন্য ভগবান শ্রীরাম মহাবলী বালিকে বধ করেছিলেন এবং রাবণের সমান পরাক্রমী কবন্ধকেও নিপতিত করেছিলেন।

বিরাধশ্চ হতঃ সংখ্যে রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
বনে রামেণ বিক্রম্য মহেন্দ্রেণেব শম্বরঃ॥ ৮

'এঁর জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে যুদ্ধ করে ভয়ানক ক্ষমতাশালী রাক্ষস বিরোধকেও সেই-প্রকারে হত্যা করেন, যে প্রকারে দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ৯
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ।
দূষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাত্মনা॥ ১০

সীতাদেবীর জন্য আত্মজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র জনস্থানে অগ্নিশিখাতুল্য নিজের তেজস্বী শরক্ষেপে ভয়ানক কর্মকারী চতুর্দশ হাজার রাক্ষসকে নিহত করেছেন এবং যুদ্ধে খর ত্রিশিরা তথা মহাতেজস্বী দূষণকেও নিপতিত করেছেন।

ঐশ্বর্যং বানরাণাং চ দুর্লভং বালিপালিতম্।
অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবাঁল্লোকবিশ্রুতঃ॥ ১১

'বানরকুলের সেই দুর্লভ ঐশ্বর্য — বালি কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল, সীতাদেবীর জন্য বিশ্ববিশ্রুত সুগ্রীব তা লাভ করেছিলেন।

সাগরশ্চ ময়াঽক্রান্তঃ শ্রীমান্ নদনদীপতিঃ।
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা॥ ১২

'এই বিশালাক্ষী সীতার হেতু আমি নদী ও নদী সমূহের প্রভুস্বরূপ সাগর উল্লঙ্ঘন করেছি এবং এই লঙ্কাপুরীকে তন্ন-তন্ন করে নিরীক্ষণ করেছি।

যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্তয়েৎ।
অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ॥ ১৩

'যদি এই সীতাদেবীর জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসমুদ্র পৃথিবী এবং নিখিল জগৎকেও উল্টে দেন, তবুও তাই আমার বিচারে যথার্থ কাজই হবে।

রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্॥ ১৪

'যদি একদিকে ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) রাজ্য এবং অন্যদিকে জনককন্যা সীতাকে স্থাপন করে তুলনা

করা যায় তাহলে সমগ্র ত্রিলোক সীতাদেবীর একটিমাত্র কলারও সমতুল্য হতে পারবে না।

ইয়ং সা ধর্মশীলস্য জনকস্য মহাত্মনঃ।
সুতা মৈথিলরাজস্য সীতা ভর্তৃদৃঢ়ব্রতা॥ ১৫

'এই ধর্মশীল মিথিলানরেশ মহাত্মা রাজা জনকের এই পুত্রী সীতা পতিব্রত ধর্মে পালনে অটল।

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংসুভিঃ॥ ১৬

'যখন লাঙলের মুখে অর্থাৎ ফালে ক্ষেত কর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন পৃথিবীর ভূমি বিদীর্ণ করে পদ্মরেণুর ন্যায় পবিত্র সুন্দর ধূলি ধূসরিত হয়ে সীতাদেবী প্রকট হয়েছিলেন।

বিক্রান্তস্যার্যশীলস্য সংযুগেষ্বনিবর্তিনঃ।
স্নুষা দশরথস্যৈষা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞো যশস্বিনী॥ ১৭

'যিনি পরম পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও স্বভাবসুন্দর এবং যুদ্ধে কোনও দিন পশ্চাদ-অপসরণ করেননি, এমনই মহারাজ দশরথের ইনি (সীতা) যশস্বিনী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ।

ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ইয়ং সা দয়িতা ভার্যা রাক্ষসীবশমাগতা॥ ১৮

'ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামের এই প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবী রাক্ষসীগণের বশীভূতা হয়ে আছেন।

সর্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্তৃস্নেহবলাৎ কৃতা।
অচিন্তয়িত্বা কষ্টানি প্রবিষ্টা নির্জনং বনম্॥ ১৯

'ইনি শুধুমাত্র পতিপ্রেমের কারণে, সকল রাজভোগকে পরিত্যাগ করে, বিপদ-আপদের কথা চিন্তা না করে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে নির্জন বনে চলে এসেছেন।

সন্তুষ্টা ফলমূলেন ভর্তৃশুশ্রূষণাপরা।
যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেঽপি ভবনে যথা॥ ২০

'এখানে এসে ফল-মূলে পরিতুষ্ট থেকে পতিদেবের সেবায় নিরতা আছেন, এবং বনমধ্যেও সেই প্রকার প্রসন্না আছেন, যেমনটি রাজপ্রাসাদে থাকতেন।

সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুস্মিতভাষিণী।
সহতে যাতনামেতামনর্থানামভাগিনী॥ ২১

'সুবর্ণকান্তি এবং সর্বদা স্মিতভাষিণী সুন্দরী সীতা—যিনি এইসকল দুর্ভোগের একেবারেই উপযুক্ত নন তাঁকেই এইসকল কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।

ইমাং তু শীলসম্পন্নাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাঘবঃ।
রাবণেন প্রমথিতাং প্রপামিব পিপাসিতঃ॥ ২২

'যদিও রাবণ এনাকে (সীতাদেবীকে) অনেক ক্লেশ দিয়েছেন, তবু ইনি শীল, সদাচার ও সতীত্ব সম্পন্ন; অতএব, যেমন করে পিপাসিত ব্যক্তি জলাশয়ের দিকে যেতে আগ্রহী থাকে, তেমনি শ্রীরঘুনাথ সীতাদেবীর দেখতে ইচ্ছা করছেন।

অস্যা নূনং পুনর্লাভাদ্ রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্॥ ২৩

'যেমনিভাবে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনরায় নিজ রাজ্য ফিরে পেয়ে আনন্দিত হন, সেইরূপ সীতাকে পুনরায় ফিরে পেলে শ্রীরঘুনাথের প্রীতি উৎপাদন হবে।

কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং তৎসমাগমকাঙ্ক্ষিণী॥ ২৪

'ইনি (সীতা) আপন বন্ধু স্বজন বিরহিত ও বিষয় ভোগের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় প্রাণ ধারণ করে আছেন।

নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্পফলদ্রুমান্।
একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি॥ ২৫

'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তিনি রাক্ষসীদেরকে (যেন) দেখছেন না, পুষ্প ও ফল সুশোভিত বৃক্ষরাজি দেখছেন না, সর্বপ্রকারে একাগ্রচিত্তে মানসচক্ষে কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করছেন।

ভর্তা নাম পরং নার্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি।
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে॥ ২৬

'নিশ্চিতরূপে পতি নারীর অলংকার অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্যের কারণ, সেই সীতা সেই পতিদেবতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। সেই হেতু শোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও শোভিত হতে পারছেন না।

দুষ্করং কুরুতে রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি॥ ২৭

'ভগবান শ্রীরাম সীতাহারা হয়েও যে জীবন ধারণ করে রয়েছেন, দুঃখে অতিশয় বিহ্বল হয়ে পড়ছেন না —এটি শ্রীরঘুনাথের এক অত্যন্ত দুরূহ কর্ম।

ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রনিভেক্ষণাম্।
সুখার্হাং দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা মমাপি ব্যথিতং মনঃ॥ ২৮

'কালো কেশী, কমল নয়না সীতা বাস্তবিক

ভোগের যোগ্যা, তাঁকে দুঃখী দেখে আমার (শ্রীহনুমানের) মনও ব্যথিত হচ্ছে।

ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা
যা রক্ষিতা রাঘবলক্ষ্মণাভ্যাম্।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ
সংরক্ষ্যতে সম্প্রতি বৃক্ষমূলে ॥ ২৯

'হায়! যিনি ধরিত্রীর ন্যায় ক্ষমাশীলা এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় নেত্রসম্পন্না—শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যাঁকে সর্বদা রক্ষা করেন, সেই সীতা আজ বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা এবং ভয়ানক-চক্ষু রাক্ষসীরা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা
ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥ ৩০

'শৈত্যাহত কমলের ন্যায় সীতাদেবীর শোভা নষ্ট হয়েছে, ক্রমাগত দুঃখের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িতা এবং সহচর থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাকীর ন্যায় পতি বিরহের কষ্টে সহ্য করছেন।

অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ
শোকং দৃঢ়ং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মি-
রভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩১

'ফুলভারে বিনত অশোক বৃক্ষের শাখাগ্রভাগ সীতাদেবীর কষ্টকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সীতাপগমে বসন্তরাত্রির শীতল কিরণ বিকিরণকারী চন্দ্রদেবও সহস্র সহস্র কিরণযুক্ত সূর্যদেবের ন্যায় সন্তাপদায়ক হয়েছেন।'

ইত্যেবমর্থং কপিরন্ববেক্ষ্য
সীতেয়মিত্যেব তু জাতবুদ্ধিঃ।
সংশ্রিত্য তস্মিন্ নিষসাদ বৃক্ষে
বলী হরীণামৃষভস্তরস্বী ॥ ৩২

এইভাবে বিচার করতে করতে বলবান, বানরশ্রেষ্ঠ বেগশালী শ্রীহনুমান — 'ইনি-ই সীতাদেবী' — এইরূপ নিশ্চিত হয়ে বৃক্ষের উপরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত মহাকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

ভয়ংকর রাক্ষসীসমূহের দ্বারা পরিবৃতা সীতাদেবীর দর্শন পাওয়ায় শ্রীহনুমানের প্রসন্নতা

ততঃ কুমুদখণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্ ॥ ১

তদনন্তর (দিনান্তে) কুমুদপুষ্প সদৃশ শ্বেতবর্ণ ও নির্মলাকাশস্থ স্বচ্ছ চন্দ্রদেব ক্রমশঃ আকাশের কিছুটা উপরে উঠে এলে, মনে হচ্ছিল যেন একটি শুভ্র হংস নীলজলরাশিতে সন্তরণ করছে।

সাচিব্যমিব কুর্বন্ স প্রভয়া নির্মলপ্রভঃ।
চন্দ্রমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিষেবে পবনাত্মজম্ ॥ ২

সেই চন্দ্র নির্মল কান্তি প্রভায় সীতার দর্শনে যেন সহায়তা করতে পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে শীতলতা প্রদান দ্বারা তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৩

অতঃপর পবনাত্মজ শ্রীহনুমান পূর্ণচন্দ্রাননা সীতাকে দেখতে পেলেন, যিনি অধিক ভারের কারণে জলমধ্যে নীচু নৌকার মতো, শোকভারে নিমগ্না ছিলেন।

দিদৃক্ষমাণো বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
স দদর্শাবিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৪

বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান যখন বিদেহকুমারী সীতাকে দেখার জন্য দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি নিজের

অনতিদূরে ভয়ংকর দর্শন রাক্ষসীদের দেখতে পেলেন।

একাক্ষীমেককর্ণাং চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।
অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাং চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্॥ ৫

রাক্ষসীদের মধ্যে একজনের একটিমাত্র চোখ, অন্যজনের একটিমাত্র কান। কারো কারো কান এত বৃহৎ ছিল যে সেটি চাদরের মতো শরীরকে আচ্ছাদিত করেছিল। কারো আবার কানই ছিল না। কারো বা কান শঙ্খের মতো দেখতে ছিল। কারো কারো শ্বাস গ্রহণ করার নাসিকা তার মস্তকের উপরে অবস্থিত ছিল।

অতিকায়োত্তমাঙ্গীং চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্।
ধ্বস্তকেশীং তথাকেশীং কেশকম্বলধারিণীম্॥ ৬

কারো শরীর অনেক বড় ছিল এবং কারো বা শরীর অত্যন্ত উত্তম। কারও ঘাড় কৃশ ও দীর্ঘ ছিল। কারো কেশ পড়ে গিয়েছিল, কারো আবার মস্তকে কেশই জন্মায়নি। কোন কোন রাক্ষসী নিজ শরীরের কেশের অর্থাৎ চুলের কম্বল (স্বরূপ) ধারণ করেছিল।

লম্বকর্ণললাটাং চ লম্বোদরপয়োধরাম্।
লম্বোষ্ঠীং চিবকোষ্ঠীং চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্॥ ৭

কারো কারো কান এবং ললাট চওড়া ছিল আবার কারো পেট ও স্তন দীর্ঘ ছিল। কারো বা ওষ্ঠ বড় হওয়ার জন্য ঝুলে পড়েছিল ও চিবুক স্পর্শ করেছিল উহাদের মধ্যে কারো কারো হাঁ-মুখ ও জানুপ্রদেশ সুদীর্ঘ ছিল।

হ্রস্বাং দীর্ঘাং চ কুব্জাং চ বিকটাং বামনাং তথা।
করালাং ভুগ্নবক্ত্রাং চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্॥ ৮

হ্রস্বাকৃতি, লম্বা, কুব্জা, বক্রা, রাবণ, করালা (দন্তযুক্ত), সবুজাক্ষি, বিকৃত মুখায়ব সব রাক্ষসীরা সেখানে অবস্থান করছিল।

বিকৃতাঃ পিঙ্গলাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
কালায়সমহাশূলকূটমুদ্গরধারিণীঃ ॥ ৯

বিকৃতাবয়বা, কৃষ্ণাঙ্গী, হরিতাভ, ক্রোধান্বিতা, কলহপ্রিয়া, রাক্ষসীরাও ছিল। তারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ বিশালাকার লৌহ শূল, কূট ও মুদ্গর ধারণ করেছিল।

বরাহমৃগশার্দূলমহিষাজশিবামুখাঃ।
গজোষ্ট্রহয়পাদাশ্চ নিখাতশিরসোঽপরাঃ॥ ১০

কিছু কিছু রাক্ষসীর মুখ শূকর, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ছাগ অথবা শৃগালের মতো ছিল। কারোও বা পদদ্বয় হস্তির মতো কিংবা উষ্ট্রের মতো অথবা ঘোটকের ন্যায় ছিল। কিছু রাক্ষসীর মস্তক বক্ষদেশে স্থাপিত থাকায় তাহারা কবন্ধের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

একহস্তৈকপাদাশ্চ খরকর্ণ্যশ্বকর্ণিকাঃ।
গোকর্ণীর্হস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীস্তথাপরাঃ॥ ১১

কাহারও বা একটিমাত্র হস্ত ছিল, অন্য কিছু রাক্ষসীর একটিমাত্র পা ছিল। কিছু সংখ্যক রাক্ষসীর কর্ণ ছিল গদর্ভের মতো, কিছুর ঘোটকের মতো অথবা গরুর মতো কিংবা হাতী বা সিংহের মতো।

অতিনাসাশ্চ কাশ্চিচ্চ তির্যঙ্‌নাসা অনাসিকাঃ।
গজসন্নিভনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ॥ ১২

কিছু রাক্ষসীর নাসিকা আকারে বেশ বড়, কারো নাসিকা বক্র অথবা অনুপস্থিত। কেউ কেউ হস্তিশুণ্ডের নাসিকা বক্র অথবা অনুপস্থিত। কেউ কেউ হস্তিশুণ্ডের তুল্য নাসিকাযুক্ত অথবা কারও নাসিকা ছিল ললাটদেশে স্থাপিত (যার ভিতর দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলছিল)।

হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচূলিকাঃ।
অতিমাত্রশিরোগ্রীবা অতিমাত্রকুচোদরীঃ॥ ১৩

আবার কিছু রাক্ষসীর পদদ্বয় হস্তির ন্যায়, কিছুর পদদ্বয় অতিবিশাল কিংবা গরুর ন্যায় (লম্বা), কারো পদদ্বয় ছিল কেশবহুল। অনেক রাক্ষসী অতিমাত্রায় দীর্ঘ গ্রীবা ও শিরঃসম্পন্ন, অনেকের আবার উদর ও স্তন অতিশয় বিশালাকার ছিল।

অতিমাত্রাস্যনেত্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বাননাস্তথা।
অজামুখীর্হস্তিমুখীর্গোমুখীঃ সূকরীমুখীঃ॥ ১৪
হয়োষ্ট্রখরবক্ত্রাশ্চ রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ।

অনেকগুলির মুখ ও নয়ন মাত্রাতিরিক্ত বড়, অন্যদের বৃহদাকার জিহ্বাযুক্ত মুখমণ্ডল, কারো মুখ দেখতে ছাগলের ন্যায়, কারো হস্তীর ন্যায়, কারো গরুর বা শূকরের মতো, ঘোড়ার মতো, উষ্ট্রের মতো অথবা গর্দভের মতো। সেইকারণে এরা সবাই ভীষণদর্শনা ছিল।

শূলমুদ্গরহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥ ১৫
করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
পিবন্তি সততং পানং সুরামাংসসদাপ্রিয়াঃ॥ ১৬

কিছু রাক্ষসীর হাতে শূল নামক অস্ত্র ছিল, কিছুর হাতে মুদ্গার ছিল। কেউ ক্রোধী, কেউ-কেউ আবার ভয়ংকর কলহকারী। ধূম্রকেশী, বিকৃতবদনা বহু ঘোরদর্শনা রাক্ষসীরা সর্বদা মদ্যপানে রত ছিল। মদিরা ও মাংস তাদের

সর্বদাই প্রিয় ছিল।

মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গীর্মাংসশোণিতভোজনাঃ ।
তাঃ দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠো রোমহর্ষণদর্শনাঃ॥ ১৭

কেউ-কেউ নিজ-নিজ অঙ্গে রক্ত ও মাংসের প্রলেপ দিয়েছিল। রক্ত ও মাংস তাদের আহার্যও ছিল। তাদের দর্শনেই রোমহর্ষ হতো। কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান তাদের সবাইকে দেখতে পেলেন।

স্কন্ধবন্তমুপাসীনাঃ পরিবার্য বনস্পতিম্।
তস্যাধস্তাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্॥ ১৮
লক্ষয়ামাস লক্ষ্মীবান্ হনূমাঞ্জনকাত্মজাম্।
নিষ্প্রভাং শোকসন্তপ্তাং মলসংকুলমূর্ধজাম্॥ ১৯

রাক্ষসীরা উত্তম শাখাযুক্ত সেই অশোকবৃক্ষের অনতিদূরে চারদিক ঘিরে বসেছিল এবং সতী সাধ্বী রাজকুমারী সীতাদেবী সেই বৃক্ষের নীচে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিলেন। সেই সময়ে তেজস্বী শ্রীহনুমান জনকনন্দিনী জানকীকে আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন। সীতার কান্তি পাংশু হয়ে গিয়েছিল। তিনি শোকসন্তাপ্তা ও মলিন কেশশ্রী সম্পন্না ছিলেন।

ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব।
চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্॥ ২০

পুণ্যফল ক্ষীণ হয়ে গেলে স্বর্গীয় তারকা যেমন স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীর উপর খসে পড়ে, তেমনই যেন সীতাদেবীকে শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। তিনি আদর্শচরিত্র (পাতিব্রত)-যুক্তা ও চরিত্রগুণে খ্যাতিমতী এবং পতির অদর্শনে দুর্গতিগ্রস্তা ছিলেন।

ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্।
রাক্ষসাধিপসংরুদ্ধাং বন্ধুভিশ্চ বিনাকৃতাম্॥ ২১

তিনি উত্তম আভরণ সমূহে বঞ্চিতা হয়েও পতির স্নেহে ও আকর্ষণে মণ্ডিতা ছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে বন্দিনী করে রেখেছিল। তাই তিনি বন্ধু ও স্বজন থেকে বিচ্ছিন্না ছিলেন।

বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব।
চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্॥ ২২

কোনও হস্তিনী নিজের দল (যূথ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যূথপতির প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বন্য সিংহের দ্বারা পথে অবরুদ্ধ হওয়ার মতো রাবণের দ্বারা বন্দিনী সীতাও যেন তদনুরূপ দশা হয়েছেন। বর্ষাপগমে শরতের শুভ্র চন্দ্রকলা যেন শারদভ্রচ্ছায়ায় (কিছুটা) ম্লান হয়ে পড়েছে।

ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্।
স তাং ভর্তৃহিতে যুক্তামযুক্তাং রক্ষসাং বশে॥ ২৩
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্।
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্॥ ২৪

সুরলহরী বীণা বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে যেমন সুরের অযোগ্য অবস্থায় নিশ্চুপ পড়ে থাকে, তেমনি সীতা পতি বিরহে এত ক্লেশকর অবস্থায় পড়েছিলেন — পতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সদা তৎপর সীতাদেবীর রাক্ষসের অধীনস্থা থাকার কথা নয়, তবুও তিনি এরূপ অবস্থায় পড়ে আছেন। অশোকবাটিকায় অবস্থান করেও সীতা শোকসাগরে নিমগ্না। ক্রুর গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত রোহিণীর মতো সীতা রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা ছিলেন। শ্রীহনুমান তাঁকে পুষ্পবিহীন লতার মতো দেখতে পেলেন।

দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব।
সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি চ ন ভাতি চ॥ ২৫

তাঁর সর্বশরীর মলিন হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র স্বাভাবিক শরীর সৌন্দর্যই তাঁর অলংকার স্বরূপ ছিল। পঙ্কলিপ্ত কমল মৃণালের ন্যায় সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য দুইই ছিল সীতার শরীরে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্।
সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২৬

মলিন পুরাতন বস্ত্র পরিহিতা মৃগনয়না ভামিনী সীতাকে কপিবর হনুমান সেই অবস্থা দেখতে পেলেন।

তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্॥ ২৭

যদিও সীতা দেবীর মুখে দৈন্যের ছাপ পড়েছিল, তথাপি পতিদেবতার তেজস্বিতার কথা স্মৃতিপটে এলে হৃদয়ের দৈন্য দূর হয়ে যেত। কাজলনয়না সীতা আপন চরিত্র বলে সুরক্ষিতা ছিলেন।

তাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্।
মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ॥ ২৮
দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ।
সংঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোর্মিমিবোত্থিতাম্॥ ২৯

তাং ক্ষমাং সুবিভক্তাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্॥ ৩০

সীতার নয়নযুগল মৃগশাবকের মতো চঞ্চল ছিল। তিনি ত্রস্ত মৃগশাবকের মতো শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিকে দেখছিলেন। নিজের তপ্ত নিঃশ্বাসে পল্লবিত বৃক্ষসমূহকে যেন দগ্ধ করছিলেন। তাঁকে শোকের মূর্তিমতী প্রতিমার মতো এবং দুঃখের উত্থিত ঊর্মির তুল্য মনে হচ্ছিল। তাঁর সকল অঙ্গগুলি সুবিভক্ত অর্থাৎ সুসমঞ্জস ছিল। যদিও তিনি বিরহশোকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি অলংকার ছাড়াই শোভান্বিতা হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় মিথিলাকুমারী সীতাদেবীকে দেখে তাঁকে খুঁজে পাওয়ায়, পবনকুমার শ্রীহনুমান অতুলনীয় আনন্দ লাভ করলেন।

হর্ষজানি চ সোঽশ্রূণি তাং দৃষ্ট্বা মদিরেক্ষণাম্।
মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমশ্চক্রে চ রাঘবম্॥ ৩১

তথায় মনোহর-নয়না সীতাকে দেখে শ্রীহনুমান আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মনে মনে তিনি শ্রীরঘুনাথজীকে নমস্কার করতে লাগলেন।

নমস্কৃত্বাথ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্।
সীতাদর্শনসংহৃষ্টো হনুমান্ সংবৃতোঽভবৎ॥ ৩২

সীতার দর্শনলাভের উল্লসিত পরাক্রমী শ্রীহনুমান শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নমস্কার করে সেইস্থলেই লুকিয়ে রইলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

স্ত্রীসমূহের দ্বারা পরিবৃত রাবণের অশোক বাটিকায় আগমন এবং শ্রীহনুমান দ্বারা তাঁকে লক্ষ্য করা

**তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনং পুষ্পিতপাদপম্।
বিচিন্বতশ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ॥ ১**

এই প্রকারে পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত অশোক বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এবং বিদেহ নন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করতে করতে শ্রীহনুমানের প্রায় সারা রাত্রি কেটে গেল। (কেবল এক প্রহর রাত বাকী রইল)।

**ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্॥ ২**

রাত্রির অন্তিম প্রহরে ষড়ঙ্গ সহিত সম্পূর্ণ বেদবিদ্বানগণের ও শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিকগণের দ্বারা বেদপাঠের ধ্বনি শ্রীহনুমান শ্রবণ করলেন।

**অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ॥ ৩**

তদনন্তর মঙ্গল বাদ্য ও শ্রবণসুখদ শব্দ দ্বারা মহাবলী মহাবাহু দশমুখ রাবণকে জাগানো হল।

**বিবুধ্য তু মহাভাগো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
স্রস্তমাল্যাম্বরধরো বৈদেহীমন্বচিন্তয়ৎ॥ ৪**

জাগরণের পর মহা ভাগ্যবান ও প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাবণ সবকিছুর আগে বিদেহনন্দিনী সীতার চিন্তা করলেন। সেই (সদ্য জাগ্রত) অবস্থায় রাবণরাজের পুষ্পহার ও বস্ত্র বিস্রস্ত ছিল।

**ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাং চ মদনেন মদোৎকটঃ।
ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকাত্মনি গূহিতুম্॥ ৫**

মদমত্ত নিশাচর (রাবণরাজ) কামার্ত হয়ে সীতার প্রতি অতিশয় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। অতএব কামভাব নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে অসমর্থ ছিলেন।

**স সর্বাভরণৈর্যুক্তো বিভ্রচ্ছ্রিয়মনুত্তমাম্।
তাং নগৈর্বিবিধৈর্জুষ্টাং সর্বপুষ্পফলোপগৈঃ॥
বৃতাং পুষ্করিণীভিশ্চ নানাপুষ্পোপশোভিতাম্।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাদ্ভুতৈঃ॥
ঈহামৃগৈশ্চ বিবিধৈর্বৃতাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ।
বীথীঃ সম্প্রেক্ষমাণশ্চ মণিকাঞ্চনতোরণাম্॥**

নানামৃগগণাকীর্ণাং ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বৃতাম্।
অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততদ্রুমাম্॥ ৯

রাবণরাজ সকল অলংকার ধারণ এবং শ্রেষ্ঠ শোভা সম্পন্ন হয়ে সেই অশোকবাটিকায় প্রবেশ করলেন। সেই বাটিকা সকল প্রকার পুষ্প ও ফল প্রদানকারী বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। নানা প্রকারের ফুলদল বাটিকার শোভা বর্ধন করছিল। অনেক সরোবর দ্বারা পরিবৃত ছিল বাটিকা। বিচিত্র বিচিত্র মত্ত পক্ষিসমূহ বাটিকার শোভা বর্ধন করত। বহু নয়নাভিরাম ক্রীড়ামৃগে পরিপূর্ণ সেই বাটিকা নানা প্রকার জীব-জন্তুতে পরিব্যাপ্ত ছিল। বৃক্ষ হতে পতিত ফলসমূহে বনভূমি পরিকীর্ণ হয়ে যেত। পুষ্পবাটিকায় মণিরত্ন ও সুবর্ণের তোরণ ছিল ও তদভ্যন্তরে বৃক্ষের সারিগুলি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথাকার সারিবদ্ধ বৃক্ষ পঙ্ক্তিগুলি দেখতে দেখতে রাবণ বাটিকার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অঙ্গনাঃ শতমাত্রং তু তং ব্রজন্তমনুব্রজন্।
মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেবগন্ধর্বয়োষিতঃ॥ ১০

দেবতা ও গন্ধর্বগণের স্ত্রীসমূহ যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইভাবে অশোক বাটিকা প্রবেশ কালে পুলস্ত্যনন্দন রাবণের পিছনে একশত সুন্দরী গমন করতে লাগল।

দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাশ্চিজ্জগৃহুস্তত্র যোষিতঃ।
বালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ॥ ১১

কিছু সুন্দরী সুবর্ণ প্রদীপ বহন করছিল, কারো হাতে ছিল চামর, কারো হাতে তালপাতার পাখা।

কাঞ্চনৈশ্চৈব ভৃঙ্গারৈর্জহ্রুঃ সলিলমগ্রতঃ।
মণ্ডলাগ্রা বৃসীশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ॥ ১২

কোনো কোনো সুন্দরীগণ স্বর্ণ ঝারিকায় জল নিয়ে অগ্রে অগ্রে চলছিল, অন্য কিছু সুন্দরী বর্তুলাকার বৃসী নামক আসন নিয়ে পশ্চাতে গমন করছিল।

কাচিদ্ রত্নময়ীং পাত্রীং পূর্ণাং পানস্য ভ্রাজতীম্।
দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্রাহ পাণিনা॥ ১৩

কোনো চতুর-চালাক যুবতী দক্ষিণ হস্তে পানীয় রসে পরিপূর্ণ রত্ননির্মিত অত্যুজ্জ্বল কলসী নিয়ে ছিল।

রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্।
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ॥ ১৪

অপর সুন্দরীগণ স্বর্ণদণ্ডে যুক্ত, পূর্ণ চন্দ্রমা ও রাজহংস তুল্য শুভ্র ছত্র নিয়ে রাবণরাজের পশ্চাতে অনুগমন করছিল।

নিদ্রামদপরীতাক্ষ্যো রাবণস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।
অনুজগ্মুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুল্লতা ইব॥ ১৫

যেমন করে মেঘমালার সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমক চলতে থাকে, তেমন করে রাবণের সুন্দরী পত্নীকুল তাদের বীর পতির অনুগমন করছিল। তখনও নিদ্রার আবেশে তাদের আঁখি পল্লব বন্ধ হয়ে আসছিল।

ব্যাবিদ্ধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ।
সমাগলিতকেশান্তাঃ সস্বেদবদনাস্তথা॥ ১৬

তাদের হার ও বাজুবন্ধ স্বস্থান থেকে বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল, অঙ্গরাজ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেশ-বন্ধান লাল হয়েছিল এবং মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে ছেয়ে গিয়েছিল।

ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ।
স্বেদক্লিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সমাল্যাকুলমূর্ধজাঃ॥ ১৭

সেই সকল সুদর্শনা স্ত্রীগণ অবশিষ্ট মত্ততা ও নিদ্রায় আবিষ্টা (স্খলিত) হয়ে পথ চলছিলেন। অঙ্গের স্থানে স্থানে ধারণ করা পুষ্পসমূহ স্বেদাক্ত ও পুষ্পমাল্য শোভিত কেশবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল।

প্রয়ান্তং নৈর্ঋতপতিং নার্যো মদিরলোচনাঃ।
বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্যাস্তমন্বয়ুঃ॥ ১৮

মদিরনয়না সুন্দরীগণ অশোকবনে গমনকারী রাক্ষসরাজ পতিকে অত্যন্ত আদর ও অনুরাগ সহকারে অনুগমন করছিল।

স চ কামপরাধীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ।
সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাঞ্চিতগতির্বভৌ॥ ১৯

তাদের পতি মহাবলী মন্দবুদ্ধি রাবণ কামরিপুর বশীভূত হয়ে পড়ছিল। সীতার আসক্ত রাবণরাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ কাঞ্চীনিনাদং চ নূপুরাণাং চ নিঃস্বনম্।
শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ॥ ২০

তদনন্তর পবনাত্মজ শ্রীহনুমান সেই পরম সুন্দরী রমণীদের অঙ্গের অলংকারের ও নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন।

তং চাপ্রতিমকর্মাণমচিন্ত্যবলপৌরুষম্।
দ্বারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২১

সাথে সাথে শ্রীহনুমান দেখলেন অতুলনীয় কর্ম-পারঙ্গম ও অভাবনীয় শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী রাবণকে যিনি (এখন) অশোকবাটিকার দ্বারদেশে এসে গেছেন।

দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমন্তাদবভাসিতম্।
গন্ধতৈলাবসিক্তাভির্ধ্রিয়মাণাভিরগ্রতঃ ॥ ২২

রাবণরাজের গন্তব্য পথের আগে আগে সুগন্ধিত তৈল দ্বারা সিক্ত, সুন্দরীগণের হস্তধৃত অনেক মশাল জ্বলছিল এবং সেজন্য রাবণ সর্বতোভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলেন।

কামদর্পমদৈর্যুক্তং জিহ্মতাম্রায়তেক্ষণম্।
সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্॥ ২৩

রাবণ কাম, দর্প ও মদমত্ত ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় তির্যক, রক্তিম ও বিশাল দেখাচ্ছিল, যেন ধনুর্বাণহীন মূর্তিমান কামদেব।

মথিতামৃতফেনাভমরজোবস্ত্রমুত্তমম্ ।
সপুষ্পমবকর্ষন্তং বিমুক্তং সক্তমঙ্গদে॥ ২৪

তাঁর বস্ত্র মথিত দুগ্ধের ফেণার মতো শ্বেতশুভ্র, নির্মল ও উৎকৃষ্ট ছিল। তাতে মুক্তার দানা ও ফুল খচিত ছিল। বিস্রস্ত বস্ত্র বাজুবন্ধে আটকে গেলে রাক্ষসরাজ সেটি টেনে ঠিক করে নিচ্ছে।

তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্রপুষ্পশতাবৃতঃ।
সমীপমুপসংক্রান্তং বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে॥ ২৫

অশোকবৃক্ষের পত্র ও শাখায় লুকিয়ে শ্রীহনুমান শত শত পত্র-পুষ্পে ঢাকা পড়লেন। সেই অবস্থায় তিনি নিকটস্থ রাবণকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

অবেক্ষমাণস্তু তদা দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
রূপযৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ॥ ২৬

রাবণের প্রতি দৃষ্টি নিমগ্ন করার সময় বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রাবণের সুন্দর রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রীগণকেও লক্ষ্য করলেন।

তাভিঃ পরিবৃতো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ।
তন্মৃগদ্বিজসংঘুষ্টং প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্॥ ২৭

সুন্দরী স্ত্রীকুল কর্তৃক পরিবৃত মহাযশস্বী রাবণ পশু-পক্ষীর কলকাকলিতে মুখরিত সেই প্রমোদ কানন প্রবেশ করলেন।

ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ।
তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ॥ ২৮

তাঁকে মত্ত দেখাচ্ছিল। আভরণ ছিল বিচিত্র। কর্ণ ছিল শঙ্কুর মতো। এইরূপে বিশ্রবামুনির পুত্র মহাবলী রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীহনুমানের নয়নগোচর হলেন।

বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ।
তং দদর্শ মহাতেজাস্তেজোবন্তং মহাকপিঃ॥ ২৯
রাবণোঽয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ।
সোঽয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমে।
অবপ্লুতো মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩০

তারকাবৃত চন্দ্রমার মতো রাবণরাজ বরনারীগণ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। মহাতেজস্বী মহাকপি সেই তেজস্বী রাক্ষসকে দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে 'এই সেই দীর্ঘবাহু রাবণ। পূর্বে ইনিই নগরীর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন।' এই ভেবে বানরবীর মহাতেজস্বী পবনপুত্র শ্রীহনুমান লাফিয়ে নিম্নাভিমুখে শাখান্তরে চলে এলেন (যাতে করে কাছ থেকে রাবণের গতি-বিধি দেখতে পারেন)।

স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ স নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ॥ ৩১

যদিও মতিমান শ্রীহনুমান অতিশয় তেজস্বী ছিলেন তথাপি রাবণের তেজদীপ্তিতে যেন ম্লান হয়ে বৃক্ষের ঘন পত্ররাজীর মধ্যে প্রবেশ করে লুকিয়ে গেলেন।

স তামসিতকেশান্তাং সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্।
দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্তত রাবণঃ॥ ৩২

রাবণ অসিতকেশী (কালোকেশী), কাজলনয়না, সুন্দর কটিভাগসম্পন্না, সংহতস্তনী সুন্দরী সীতাকে দেখার ইচ্ছায় তাঁর নিকটস্থ হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ (১৯)

রাবণকে দেখে দুঃখ, ভয় এবং চিন্তায় নিমগ্না সীতাদেবীর অবস্থার বর্ণনা

তস্মিন্নেব ততঃ কালে রাজপুত্রী ত্বনিন্দিতা।
রূপযৌবনসম্পন্নং ভূষণোত্তমভূষিতম্॥ ১
ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা॥ ২

অনিন্দ্য সুন্দরী রাজকুমারী সীতা যখন শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত ও রূপযৌবনসম্পন্ন রাক্ষসরাজ রাবণকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড বায়ুবেগে কম্পমান কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন।

ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাং চ পয়োধরৌ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী॥ ৩

সুন্দরকান্তি আয়তলোচনা জানকী আপন উরুদ্বয় দ্বারা উদর ও দুই বাহু দ্বারা স্তনদ্বয়কে ঢেকে সেখানে বসে-বসেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে॥ ৪
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ॥ ৫

রাক্ষসীগণের প্রহরায় বিদেহ রাজকুমারী সীতা অত্যন্ত দীন ও দুঃখী ছিলেন। রাবণরাজ দীন ও দুঃখী সীতাকে সমুদ্রে বিপন্ন নৌকার মতো শোকসাগরে নিমগ্না দেখলেন। সীতাদেবীকে আস্তরণহীন উন্মুক্ত জমির উপর যেন বনস্পতির কর্তিত শাখার মতো দেখাচ্ছিল। তিনি কঠোর ব্রত পালন করছিলেন।

মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ॥ ৬

তাঁর অঙ্গে অঙ্গরাগের স্থানে মলিনতা লিপ্ত ছিল। তিনি অলংকরণ ও পতিপ্রেমযোগ্যা হওয়া সত্ত্বেও এসব থেকে বঞ্চিতা ছিলেন এবং পঙ্কলিপ্ত কমলনালের মতো শোভিত হয়েও শোভিত ছিলেন না (অর্থাৎ সুন্দরী হলেও মলিনতা হেতু দীপ্তিহীনা ছিলেন)।

সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ॥ ৭

সংকল্পরূপ ঘোড়ায় টানা মনরূপ রথে আরোহণ করে সীতা যেন রাজসিংহ ভগবান শ্রীরামের নিকটে যাচ্ছিলেন।

শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্।
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্॥ ৮

তাঁর শরীর শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি একাকী বসে রোদন করছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান ও বিয়োগব্যথায় নিমগ্না ছিলেন। তাঁর দুঃখের শেষ ছিল না। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অনুরাগিনী ও তাঁর রমনীয় ভার্যা।

চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা॥ ৯

সীতা যেন মন্ত্রাবিষ্ট নাগরাজের বধূর ন্যায় সাতিশয় চঞ্চলা, যেন কেতুগ্রস্ত রোহিণীর ন্যায় সন্তপ্তা ছিলেন।

বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্মিকে।
পুনঃ সংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে॥ ১০

যদিও সদাচারী ও সুশীল বংশে তাঁর জন্ম, উপরন্তু ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ আচারসম্পন্ন বংশে তাঁর বিবাহ (সংস্কার) হয়েছে, তথাপি দুষ্ট বংশ জাত নারীর ন্যায় সীতাকে মলিন দেখাচ্ছিল।

সন্নামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব॥ ১১
আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব॥ ১২
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব॥ ১৩
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব॥ ১৪

সীতাকে প্রতীত হচ্ছিল যেন ক্ষীণ হয়ে যাওয়া মহৎকীর্তি, তিরস্কৃত শ্রদ্ধা, হ্রাসমানা প্রজ্ঞা, প্রতিহতা আশা, বিনষ্ট ভবিষ্যৎ, উল্লঙ্ঘিত রাজাজ্ঞা, প্রলয়কালে প্রজ্বলিত দিকসমূহ, বিঘ্নিত দেবপূজা, চন্দ্রগ্রহণের পূর্ণিমানিশি, তুষারপাতে জীর্ণ-শীর্ণ কমলিনী, রণাঙ্গনে নিহত সেনাপতিশূণ্য সৈন্য, আঁধারগ্রস্তা প্রভা, (অশুচি প্রাণিগণের স্পর্শে) অপবিত্রা বেদী, শুষ্ক নদী, প্রশমিতা বহ্নিশিখা।

উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্॥ ১৫

সীতা প্রতীতা হচ্ছিলেন যেন এক পদ্মসরোবরের ন্যায়, যেখানে কমলগুলি হস্তির শুণ্ডে ক্ষতবিক্ষত এবং জলপক্ষির ভয়ে ত্রস্ত মথিত ও মলিন।

পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব।
পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব॥ ১৬

পতির বিরহশোকে তাঁর হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল ছিল। নিগর্মণ নালিকা দিয়ে জলধারা বহির্গত হওয়ায় বিশুষ্কা নদীর মতো এবং উত্তম অঙ্গরাগাদি না থাকায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতো প্রতীতা ছিলেন সীতা।

সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্॥ ১৭

তাঁর অঙ্গ অতি সুকুমার ও সুন্দর ছিল। তিনি রত্নখচিত রাজপ্রাসাদে বসবাসের যোগ্য। এইরূপ সীতাকে সদ্য উৎপাটিত উষ্ণতায় ম্লান কমলিনীর ন্যায় মনে হচ্ছিল।

গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিঃশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব॥ ১৮

যূথপতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্তম্ভে বদ্ধ করা হলে দুঃখার্তা হস্তিনী (গজরাজবধূ) যেমন অতি দীর্ঘ নিঃশ্বা… ফেলে, সীতাও তেমনি আচরণ করছিলেন।

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব॥ ১…

অযত্নে বাঁধা একটিমাত্র দীর্ঘ (কেশ) বেণীতে সী… শোভা পাচ্ছিলেন, যেমন করে বর্ষোপগমে দূর-বি… সবুজ বনরাজিতে পৃথিবী সুশোভিত থাকে।

উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ।
পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্॥ ২…

তিনি উপবাস, শোক, চিন্তা ও ভয়ে অত্যন্ত দুর্ব… কৃশ ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আহার-ও খুব ক… গিয়েছিল, তপস্যাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল।

আয়াচমানাং দুঃখার্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব।
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্॥ ২…

সীতা ছিলেন দেবীতুল্য। তিনি দুঃখে কাতর হ… কুলদেবতার উদ্দেশ্যে যুক্তকরে মনে মনে এই প্রার্থ… করতেন — 'শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যেন দশানন রাব… পরাজয় ঘটে।'

সমীক্ষমাণাং রুদতীমনিন্দিতাং
সুপক্ষ্মতাম্রায়তশুক্ললোচনাম্।
অনুব্রতাং রামমতীব মৈথিলীং
প্রলোভয়ামাস বধায় রাবণঃ॥ ২…

সুশ্রী আঁখিপল্লবযুক্তা, লাল, শ্বেত ও আয়ত… সতী সাধ্বী মিথিলেশকুমারী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি… অনুরক্তা ছিলেন এবং এদিক ওদিক দৃষ্টি নি… করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে দেখে রাক্ষসরাজ রা… তাঁকে প্রলোভিত করতে লাগলেন (যেন রামচন্দ্রের… নিজেকে বধের জন্য প্ররোচিত করছেন)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশঃ সর্গঃ (২০)

সীতাকে রাবণের প্রলোভন দেওয়া

স তাং পরিবৃতাং দীনাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।
সাকারৈর্মধুরৈর্বাক্যৈর্ন্যদর্শয়ত রাবণঃ॥ ১

রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা, দীন ও নিরানন্দ তপস্বিনী সীতাকে সম্বোধিত করে রাবণ উদ্দেশ্যমূলক মধুর বাক্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।

মাং দৃষ্ট্বা নাগনাসোরু গূহমানা স্তনোদরম্।
অদর্শনমিবাত্মানং ভয়ান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি॥ ২

'হাতিশুঁড় তুল্য সুশ্রী জঙ্ঘাবিশিষ্টা সীতা ! তুমি আমাকে দেখে নিজের স্তনদেশ ও উদর লুকিয়ে ফেলেছ, (মনে হচ্ছে) ভয় পেয়ে নিজেকে আড়াল করছ।

কাময়ে ত্বাং বিশালাক্ষি বহু মন্যস্ব মাং প্রিয়ে।
সর্বাঙ্গগুণসম্পন্নে সর্বলোকমনোহরে॥ ৩

'কিন্তু বিশাললোচনে ! আমি তোমাকে পেতে চাই—তোমাকে ভালোবাসি। ত্রিলোকসুন্দরি, সর্বাঙ্গসুন্দরি ! তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসার যোগ্য বলে মেনে নাও, (আমার প্রার্থনা অনুমোদন করো)।

নেহ কিঞ্চিন্মনুষ্যা বা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
ব্যপসর্পতু তে সীতে ভয়ং মত্তঃ সমুত্থিতম্॥ ৪

'এখানে তোমার কোন ভয় নেই। এই স্থলে কোন মনুষ্য আসতে পারে না, বহুরূপী অন্য রাক্ষসও আসবে না। এখানে কেবলমাত্র আমি আসতে পারি। কিন্তু সীতে ! আমাকে যে তুমি ভয় পাচ্ছ, তা দূর করো।

স্বধর্মো রক্ষসাং ভীরু সর্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা॥ ৫

'ভীরু ! (তুমি মনে কোরো না আমি অধর্ম করেছি) পরস্ত্রীর নিকট গমন অথবা বলপূর্বক তাকে হরণ করা সর্বদা রাক্ষসের ধর্ম, এতে সন্দেহ নেই।

এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম্॥ ৬

'মিথিলেশনন্দিনি ! এমতাবস্থায়ও, তুমি যতদিন না চাইবে, আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। বরং মদনদেব আমার শরীরের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করুক।

দেবি নেহ ভয়ং কার্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে।
প্রণয়স্ব চ তত্ত্বেন মৈবং ভূঃ শোকলালসা॥ ৭

'দেবি ! এই বিষয়ে তোমার ভয় করা উচিত নয়। প্রিয়ে ! আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো এবং যথার্থরূপে প্রেমদান করো। এইভাবে শোকে ব্যাকুল হয়ে যেও না।

একবেণী অধঃশয্যা ধ্যানং মলিনমম্বরম্।
অস্থানেঽপ্যুপবাসশ্চ নৈতান্যৌপয়িকানি তে॥ ৮

'একবেণী হয়ে থাকা, ভূমিতে শয়ন করা, সদা চিন্তা করা, মলিন বস্ত্র পরিধান, উপলক্ষ্য ছাড়াও উপবাসে থাকা—এ-সকল তোমার যোগ্য নয়।

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরূণি চ।
বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ৯
মহার্হাণি চ পানানি শয়নান্যাসনানি চ।
গীতং নৃত্যং চ বাদ্যং চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি॥ ১০

'মৈথিলি ! আমাকে ভালোবেসে তুমি বিচিত্র মাল্য, চন্দন, অগুরু, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র, দিব্য অলংকারসমূহ, মূল্যবান বিবিধ পানীয়, শয্যা, আসন, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির সুখ ভোগ করো।

স্ত্রীরত্নমসি মৈবং ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্।
মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাস্ত্বমনর্হা সুবিগ্রহে॥ ১১

'তুমি স্ত্রীকুলে রত্নস্বরূপা। এইরূপ মলিনবেশে থেকো না। অঙ্গে আভরণ ধারণ করো। আমাকে সম্মুখে পেয়েও তুমি কেন আভরণাদি থেকে বঞ্চিত থাকবে !

ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ততে।
যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব॥ ১২

'তোমার এই সুন্দর নবীন যৌবন নদীর প্রবাহের মতো (যা গেলে আর আসে না) চলে চলে গেলে আর ফিরে আসবে না।

ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ।
নহি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে॥ ১৩

'হে শুভদর্শনে ! মনে হচ্ছে যে রূপের সৃষ্টিকারী জগৎকর্তা তোমাকে সৃষ্টি করার পর সৃষ্টিকার্য হতে বিরত

হয়েছেন ; কেননা, তোমার রূপের সদৃশ অন্য কোন স্ত্রীলোক নেই।

ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহি রূপযৌবনশালিনীম্।
কঃ পুনর্নাতিবর্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ॥ ১৪

'বিদেহনন্দিনি ! রূপযৌবনসম্পন্না তোমাকে পেয়ে কে এমন পুরুষ আছে—তিনি সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা হলেও যার ধৈর্য চ্যুতি ঘটবে না।

যদ্ যৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাংশুসদৃশাননে।
তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষুর্মম নিবধ্যতে॥ ১৫

'পৃথুশ্রোণি, চন্দ্রাননে ! আমার দৃষ্টি তোমার যে যে অঙ্গে পড়ছে, সেখানে সেখানে আমার চোখ আটকে যাচ্ছে।

ভব মৈথিলি ভার্যা মে মোহমেতং বিসর্জয়।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মমাগ্রমহিষী ভব॥ ১৬

'মিথিলানন্দিনি ! আমার রাণী হও, মোহ (ভ্রান্তি) পরিত্যাগ করো। আমার সুন্দরী স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি প্রধানা মহিষী হও।

লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহৃতানি মে।
তানি তে ভীরু সর্বাণি রাজ্যং চৈব দদামি তে॥ ১৭

'ভীরু ! আমি লোক সকল মথিত করে যে রত্নসমূহ আহরণ করেছি, সকলই তোমার হবে এবং এই রাজ্যও তোমাকে সমর্পণ করব।

বিজিত্য পৃথিবীং সর্বাং নানানগরমালিনীম্।
জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বিলাসিনি॥ ১৮

'বিলাসিনি ! তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য বিচিত্র অলঙ্কৃত নগরাদি সহ পৃথিবী জয় করে জনকরাজের হস্তে সমর্পণ করব।

নেহ পশ্যামি লোকেঽন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ।
পশ্য মে সুমহদ্বীর্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে॥ ১৯

'এই সংসারে দ্বিতীয় এমন কোন পুরুষ দেখছি না, যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্য (পরাক্রম) দেখবে, যা যুদ্ধে অপরাজেয় (সমকক্ষহীন)।

অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতধ্বজাঃ।
অশক্তাঃ প্রত্যনীকেষু স্থাতুং মম সুরাসুরাঃ॥ ২০

'আমি যুদ্ধে বহুবার যাদের পতাকা ভেঙে দিয়েছি, সেইসকল সুর ও অসুর প্রতিপক্ষ হিসেবে আমার সম্মুখে সমরে অসমর্থ হওয়ায় বহুবার পলায়ন করেছে।

ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম তবোত্তমম্।
সুপ্রভাণ্যবসজ্জন্তাং তবাঙ্গে ভূষণানি হি॥ ২১

'তুমি আমাকে স্বীকার করে নাও। আজ তোমার উত্তম অলংকরণ হোক এবং তোমার অঙ্গ জমকালো আভরণে সুসজ্জিত হোক।

সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্মণা।
প্রতিকর্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে॥ ২২

'সুমুখি ! আজ আমি যেন প্রণয় সজ্জায় সুসজ্জিত তোমার সুন্দর রূপ দেখতে পাচ্ছি।[1] তুমি উদারতাবশত আমার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে শৃঙ্গার যোগ্য অলংকরণে বিভূষিত হয়ে যাও।

ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাকামং পিব ভীরু রমস্ব চ।
যথেষ্টং চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ॥ ২৩

'ভীরু ! ইচ্ছানুসারে বিবিধ ভোগসুখ অনুভব করো, পানাহার ও আনন্দ করো। যথেচ্ছ ভূমি ও সম্পদ (ধন) দান করো।

ললস্ব ময়ি বিস্রব্ধা ধৃষ্টমাজ্ঞাপয়স্ব চ।
মৎপ্রসাদাল্ললন্ত্যাশ্চ ললতাং বান্ধবস্তব॥ ২৪

'তুমি বিশ্বাস করে আমার অনুকূল আচরণ করো, নির্ভয়ে তোমার সেবার জন্য আজ্ঞা করো। আমার উপর দয়া করে, আমার প্রাসাদে ভোগসুখে রত তোমার স্বজন বন্ধুরাও যথেষ্ট ভোগ করুক।

ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি।
কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা॥ ২৫

'ভদ্রে ! যশস্বিনি ! তুমি একবার আমার ঐশ্বর্য, ধন-সম্পত্তি বিবেচনা করো। সুভগে ! চীরবস্ত্র পরিহিত রামের চিন্তা করে কী হবে !

নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।

[1] এখানে ভবিষ্যতের বর্তমানের ন্যায় বর্ণনা হওয়ায় 'ভাবিক' অলংকার বুঝে নিতে হবে।

ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা॥ ২৬

'রাম বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করেছে। শ্রীহীন হয়ে বনে বনে বিচরণ করছে, ব্রতের পালন করছে এবং মাটির বেদীর উপর শয়ন করছে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে যে সে জীবিত আছে কি না।

নহি বৈদেহি রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলভাতে।
পুরোবলাকৈরসিতৈর্মেঘৈর্জ্যোৎস্নামিবাবৃতাম্ ॥ ২৭

'বিদেহনন্দিনি ! কৃষ্ণমেঘে ঢাকা ও পুরোভাগে বলাকার সারি দ্বারা আবদ্ধ জোৎস্নার ন্যায় তোমাকে রামের পাওয়া তো দূরে থাক, দেখতেও পাবে না।

ন চাপি মম হস্তাৎ ত্বাং প্রাপ্তুমর্হতি রাঘবঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ কীর্তিমিন্দ্রহস্তগতামিব॥ ২৮

'যেমন হিরণ্যকশিপু ইন্দ্রের হস্তগত কীর্তিকে পায়নি, তেমনি রামও আমার হাত থেকে তোমাকে ফিরে পাবে না।'

চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে ভীরু সুপর্ণঃ পন্নগং যথা॥ ২৯

'সুস্মিতে, সুদতি, চারুনেত্রে, বিলাসিনি ! ভীরু ! গরুড় পক্ষী যেমন করে সর্পকে হরণ করে নিয়ে যায়, তেমনভাবেই তুমি আমার মনোহরণ করেছ।

ক্লিষ্টকৌশেয়বসনাং তন্বীমপ্যনলঙ্কৃতাম্।
ত্বাং দৃষ্ট্বা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্॥ ৩০

'তোমার রেশমী বস্ত্র মলিন হয়ে গেছে। তুমি কৃশ হয়ে গেছ, তোমার অঙ্গও নিরাভরণ হয়ে আছে। তবুও তোমাকে দেখার পর আমি আপন স্ত্রীগণের প্রতি আসক্তি অনুভব করছি না।

অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বগুণান্বিতাঃ।
যাবন্ত্যো মম সর্বাসামৈশ্বর্যং কুরু জানকি॥ ৩১

'জনকনন্দিনি ! আমার অন্তঃপুরে নিবাসকারিণী যেসকল সর্বগুণান্বিতা রাণীরা আছেন, তাদের মধ্যে তুমি (কর্ত্রী) প্রধানা হয়ে যাও।

মম হ্যসিতকেশান্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ।
তাস্ত্বাং পরিচরিষ্যন্তি শ্রিয়মপ্সরসো যথা॥ ৩২

'কৃষ্ণকেশী সুন্দরী ! যেমন করে অপ্সরাগণ লক্ষ্মীদেবীর সেবা করে, তেমনি করে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা তোমার পরিচর্যা করবে।

যানি বৈশ্রবণে সুভ্রু রত্নানি চ ধনানি চ।
তানি লোকাংশ্চ সুশ্রোণি ময়া ভুঙ্‌ক্ষ্ব যথাসুখম্॥ ৩৩

'সুভ্রু ! সুশ্রোণি ! এখানে কুবেরের যত রত্ন ও ধনরাজি আছে, সেই সবকিছু এবং সম্পূর্ণ ত্রিলোক আমার সঙ্গে সুখে উপভোগ করো।

ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা॥ ৩৪

'দেবি ! না তপস্যায়, না শক্তিতে, না পরাক্রমে, না ঐশ্বর্যে, কিংবা তেজে বা খ্যাতিতে রাম কখনও আমার সমতুল্য নয়।

পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্
ধননিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীং চ।
ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং
ত্বয়ি চ সমেত্য ললন্তু বান্ধবাস্তে॥ ৩৫

'তুমি দিব্য রস পান করো, বিহার করো ও রমণ করো, তথা অভীষ্টানুসারে ভোগ করো। আমি তোমাকে ধনরাশি ও সারা পৃথিবী সমর্পণ করছি। ললনে ! তুমি আমার সাথে থেকে সানন্দে অভীষ্ট দ্রব্যাদি গ্রহণ করো এবং তোমার সাথে তোমার ভাই-বন্ধুরাও যথেষ্ট সুখ ভোগ করুক।

কুসুমিততরুজালসন্ততানি
ভ্রমরযুতানি সমুদ্রতীরজানি।
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গী
বিহর ময়া সহ ভীরু কাননানি॥ ৩৬

'ভীরু ! তুমি নির্মল স্বর্ণহারে নিজেকে বিভূষিত করে, আমার সঙ্গে সমুদ্রতটবর্তী এই কাননে ভ্রমণ করো, যেখানে কুসুমিত বৃক্ষরাজি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে এবং কাননে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

সীতাদেবীর রাবণকে প্রত্যুত্তর এবং রাবণকে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় নগণ্য প্রতিপাদন করা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্য রক্ষসঃ।
আর্তা দীনস্বরা দীনং প্রত্যুবাচ ততঃ শনৈঃ॥ ১

সেই ভয়ংকর রাক্ষসের এইরূপ কথা শুনে সীতার অত্যন্ত কষ্ট হল। তিনি দীন স্বরে বড় দুঃখের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী।
চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা॥ ২

(সেই সময়ে) সুতনু, পতিব্রতা, তপস্বিনী সীতা দেবী দুঃখার্তা হয়ে ক্রন্দন করতে করতে কম্পমানা অবস্থায় পতিদেবের চিন্তা করছিলেন।

তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা।
নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ॥ ৩

সুস্মিতা বিদেহনন্দিনী সীতা হাতে তৃণ ধারণপূর্বক এই প্রকার উত্তর দিলেন—'তুমি আমার থেকে মন সরিয়ে নাও এবং স্বজনের (নিজ পত্নীদের) প্রতি প্রেম নিবেদন করো।

ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ।
অকার্যং ন ময়া কার্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্॥ ৪

'যেমন করে পাপী পুরুষ সিদ্ধি প্রাপ্তির ইচ্ছা করতে পারে না, তেমনি তুমি আমাকে ইচ্ছা করার যোগ্য নয়। যে কার্য পতিব্রতা নারীর পক্ষে নিন্দিত, সেই অকর্তব্য আমি কদাপি করতে পারব না।

কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণ্যং কুলে মহতি জাতয়া।
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী॥ ৫
রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ।
নাহমৌপয়িকী ভার্যা পরভার্যা সতী তব॥ ৬

'কেননা আমি মহান কুলসম্ভবা এবং বিবাহসূত্রে আর একটি পবিত্র কূলে (বধূ হয়ে) এসেছি।' রাবণকে এইরূপ বলার পর, বিদেহরাজকুমারী তাহার প্রতি পিছন ফিরে আরও বললেন—'রাবণ! আমি সতী এবং পরস্ত্রী, তোমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যা নই।

সাধু ধর্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর।
যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর।

'নিশাচর! তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মের দিকে মন দাও এবং স মত সৎপুরুষের ব্রত পালন করো। যেমন করে তো স্ত্রীগণ তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়, তেমনি অন্যের পত্নীদে তোমার রক্ষা করা উচিত।

আত্মানমুপমাং কৃত্বা স্বেষু দারেষু রম্যতাম্।
অতুষ্টং স্বেষু দারেষু চপলং চপলেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্॥

'তুমি নিজেকে আদর্শ স্বরূপ করে নিজের স্ত্র বৃন্দের প্রতি অনুরক্ত থাকো। যে নিজ স্ত্রীতে সন্তুষ্ট হ এবং যার ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় চঞ্চল, সেই নীচবুদ্ধি পুরু পরস্ত্রীগণ পরাভবের দুয়ারে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ তাকে করে।

ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্তসে।
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জিতা॥

'এখানে কি কোন সৎপুরুষ নেই, অথবা থাকলে তুমি কি তার অনুসরণ কর না? সেই হেতু তোমার এবংবিধ বিপরীত ও সদাচারশূন্য হয়ে পড়েছে!

বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে॥

'অথবা বুদ্ধিমান পুরুষ— যাঁরা তোমার হিত বাক্য (কথা) বলেন, সেগুলি নিঃসার মনে ক রাক্ষসকুলের বিনাশে উদ্যত হওয়ায় তুমি তা গ্র করছ না।

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রানি নগরাণি চ॥

'যার মন অপবিত্র এবং যে সদুপদেশ গ্রহণ ক না, এইরূপ অন্যায়পরায়ণ রাজাদের হাতে পড়ে বিশা বিশাল সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর নষ্ট হয়ে যায়।

তথৈব ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌঘসঙ্কুলা।

অপরাধাৎ তবৈকস্য নচিরাদ্ বিনশিষ্যতি॥ ১২

'সেইভাবে রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ এই লঙ্কাপুরী তোমার কবলে এসে, (এখন) শুধুমাত্র তোমার অপরাধেই, খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে।

স্বকৃতৈর্হন্যমানস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ।
অভিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্মণঃ॥ ১৩

'রাবণ! যখন কোনও অদূরদর্শী পাপাচারী নিজের কুকর্মের জন্য বিনষ্ট হয়, তখন সেই পাপাচারীর বিনাশে সকল প্রাণী প্রসন্নতা লাভ করে।

এবং ত্বাং পাপকর্মাণং বক্ষ্যন্তি নিকৃতা জনাঃ।
দিষ্ট্যৈতদ্ ব্যসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ॥ ১৪

'অতএব তুমি যে-সকল লোককে কষ্ট দিয়েছ, তারা তোমাকে 'পাপী' বলবে এবং আনন্দিত হবে যে নিষ্ঠুর রাবণ বিপদে পড়েছে তা ভালোই হয়েছে।

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা॥ ১৫

'তুমি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বা ধনসম্পত্তি দিয়ে আমাকে লুব্ধ করতে পারবে না। রশ্মি যেমন সূর্য থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি আমি ও শ্রীরঘুনাথ অভিন্ন।

উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সৎকৃতম্।
কথং নামোপধাস্যামি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ॥ ১৬

'জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের সম্মানিত বাহুতে আশ্রয় নেওয়ার পর, আমি কি করে অন্য কোন পুরুষের ভুজলগ্না হব।

অহমৌপয়িকী ভার্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ॥ ১৭

'যেমন বেদবিদ্যা আত্মজ্ঞানী স্নাতক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, তেমনি আমি কেবলমাত্র পৃথিবীপতি শ্রীরঘুনাথের প্রিয়া ভার্যা হওয়ার যোগ্যা।

সাধু রাবণ রামেণ মাং সমানয় দুঃখিতাম্।
বনে বাসিতয়া সার্ধং করেণ্বেব গজাধিপম্॥ ১৮

'রাবণ! তুমি বরং আমার ন্যায় দুঃখিনীকে রামের সহিত মিলিত হতে দাও, যেমন করে বনাঞ্চলে বাসনার্ত হস্তিনীকে গজপতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

মিত্রমৌপয়িকং কর্তুং রামঃ স্থানং পরীপ্সতা।
বধং চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ॥ ১৯

'যদি তোমার আপন নগরের সুরক্ষা ও বন্ধন ভয় রহিত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে ভগবান শ্রীরামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও, যেহেতু তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

বিদিতঃ সর্বধর্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ।
তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥ ২০

'ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা ও শরণাগতের প্রতি স্নেহশীলরূপে বিখ্যাত। যদি জীবিত থাকতে চাও, তাঁর সঙ্গে তোমার মৈত্রী স্থাপন করা উচিত।

প্রসাদয়স্ব ত্বং চৈনং শরণাগতবৎসলম্।
মাং চাস্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি॥ ২১

'তুমি শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করো ও শুদ্ধান্তঃকরণে আমাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করো।

এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘূত্তমে।
অন্যথা ত্বং হি কুর্বাণঃ পরাং প্রাপ্স্যসি চাপদম্॥ ২২

'এইভাবে, শ্রীরঘুনাথের নিকটে আমাকে সঁপে দিলে তোমার মঙ্গল হবে। অন্যথায় তুমি ভয়ানক ভীষণ বিপদে পড়বে।

বর্জয়েদ্ বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।
ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ॥ ২৩

'তোমার মতো নিশাচরকে কখনও কখনও (ইন্দ্রের) হস্তভ্রষ্ট বজ্র অথবা কখনও কালান্তক (যমরাজও) উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাতিশয় ক্রুদ্ধ লোকনাথ রঘুপতি রামের হাত থেকে তুমি কখনও রক্ষা পাবে না।

রামস্য ধনুষঃ শব্দং শ্রোষ্যসি ত্বং মহাস্বনম্।
শতক্রতুবিসৃষ্টস্য নির্ঘোষমশনেরিব॥ ২৪

'ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অশনি-নির্ঘোষের অর্থাৎ, (বজ্র নির্ঘোষের) ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের মহা টংকার তুমি শুনতে পাবে।

ইহ শীঘ্রং সুপর্বাণো জ্বলিতাস্যা ইবোরগাঃ।
ইষবো নিপতিষ্যন্তি রামলক্ষ্মণলক্ষিতাঃ॥ ২৫

'এই স্থানে অচিরেই রাম ও লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত সুঠাম (অর্থাৎ সুন্দর পর্বযুক্ত) জ্বালামুখী শরসমূহ সর্পের ন্যায় বর্ষিত হবে।

রক্ষাংসি নিহনিষ্যন্তঃ পুর্যামস্যাং ন সংশয়ঃ।
অসম্পাতং করিষ্যন্তি পতন্তঃ কঙ্কবাসসঃ॥ ২৬

'তাঁদের (রাম ও লক্ষ্মণ) কঙ্কপত্রযুক্ত (অর্থাৎ ঈগলের পালকসম্পন্ন) বাণসমূহ এই নগরীর রাক্ষসকুলকে বধ করবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইরূপ শর-বর্ষণের ফলে এই নগরীর তিলমাত্র স্থানও বাকী থাকবে না।

রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্পান্ স রামগরুড়ো মহান্।
উদ্ধরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্॥ ২৭

'যেমন করে পক্ষীরাজ গরুড় বিশাল বিশাল সাপসমূহকে সবেগে তুলে নিয়ে যায়, সেইভাবে রামরূপী গরুড় রাক্ষসরাজতুল্য বড় বড় রাক্ষসকে উন্মূলিত অর্থাৎ উচ্ছিন্ন করে দেবে।

অপনেষ্যতি মাং ভর্তা ত্বত্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ।
অসুরেভ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং বিষ্ণুস্ত্রিভিরিব ক্রমৈঃ॥ ২৮

'যেমন করে ভগবান বিষ্ণু নিজের তিনটি পদক্ষেপে অসুরদের দীপ্তিময়ী রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে নিয়েছিলেন, তেমনি সীতাপতি রিপুসূদন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে অচিরে তোমার কাছ থেকে উদ্ধার করবেন।

জনস্থানে হতস্থানে নিহতে রক্ষসাং বলে।
অশক্তেন ত্বয়া রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ॥ ২৯

'রাক্ষস ! রাক্ষস সৈন্যসমূহ বিধ্বস্ত হওয়াতে জনপদগুলিতে তোমার আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ করতে অসমর্থ তুমি ছল ও চৌর্যের অবলম্বনে এই নীচ (আমার অপহরণ) কার্য করেছ।

আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ।
গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম॥ ৩০

'নীচ নিশাচর ! তুমি পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে আশ্রমে প্রবেশ করে আমাকে হরণ করেছ। তাঁরা দুইজন সেই সময়ে মায়ামৃগকে ধরার জন্য বনে গিয়েছিলেন (নচেৎ তুমি হাতে হাতে ফল পেয়ে যেতে)।

নহি গন্ধমুপাঘ্রায় রামলক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া।
শক্যং সংদর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দূলয়োরিব॥ ৩১

'শার্দূলের আঘ্রাণ যেমন সারমেয় সহ্য করতে পারে না, তেমনি তুমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের আঘ্রাণ পেলে, তাঁদের সামনে টিকে থাকতে পারবে না।

তস্য তে বিগ্রহে তাভ্যাং যুগগ্রহণমস্থিরম্।
বৃত্রস্যেবেন্দ্রবাহুভ্যাং বাহোরেকস্য বিগ্রহে॥ ৩২

'সব্যসাচী ইন্দ্রের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি বাহুতে যুদ্ধ করা যেমন বৃত্রাসুরের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তেমনি দুই ভাইয়ের সাথে (রাম ও লক্ষ্মণের সাথে) যুদ্ধে টিকে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তোয়মল্পমিবাদিত্যঃ প্রাণানাদাস্যতে শরৈঃ॥ ৩৩

'অচিরেই আমার প্রাণনাথ শ্রীরাম সৌমিত্রি লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে তোমার প্রাণ হরণ করবেন, যেমন করে সূর্য অল্প জলরাশিকে বিশুষ্ক করে দেয়।

গিরিং কুবেরস্য গতোঽথবাঽঽলয়ং
সভাং গতো বা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
অসংশয়ং দাশরথের্বিমোক্ষ্যসে
মহাদ্রুমঃ কালহতোঽশনেরিব॥ ৩৪

'তুমি কুবের পর্বতে অথবা কুবেরের গৃহে লুকিয়ে থাকো কিংবা বরুণরাজের সভায় (লুকিয়ে থাকো), মহাকালের দ্বারা পূর্বেই বিনষ্ট বৃক্ষ যেমন বজ্রাঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি কাল তোমাকে ইতঃপূর্বেই বিনষ্ট করেছেন, নিঃসন্দেহে রঘুপতি রামের বাণে তুমি নিহত হবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

রাবণের সীতাকে দু'মাসের সময় দেওয়া, সীতার রাবণকে তিরস্কার, পুনরায় রাবণের সীতাকে ধমক দিয়ে রাক্ষসীগণের নিয়ন্ত্রণে রেখে স্ত্রীকুলের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে যাওয়া

**সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রাক্ষসেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্॥ ১**

সীতার কঠোর বাক্য শ্রবণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রিয়দর্শিনী সীতার প্রতি অপ্রিয় উত্তর দিলেন—

**যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা।
যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা॥ ২**

'সংসারে পুরুষেরা যেমন যেমন স্ত্রীলোকের কাছে অনুনয়-বিনয় করে, তেমন তেমন করে তাদের প্রিয়ত্ব পায় ; কিন্তু আমি তোমাকে যে যে মিষ্টি কথা বলেছি, তেমনি তেমনি (বিপরীতভাবে) তুমি আমাকে তিরস্কার করে চলেছ।

**সন্নিয়চ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ॥ ৩**

'যেমন করে পারদর্শী সারথী বিপথে ধাবমান অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি তোমার প্রতি আসক্তি আমার ক্রোধকে সংযত রেখেছে।

**বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে॥ ৪**

'মনুষ্যের মধ্যে আসক্তি একটি বড় জ্বালা। যার প্রতি এটি নিবদ্ধ হয়, তার প্রতি করুণা ও স্নেহ উৎপন্ন হয়।

**এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।
বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্॥ ৫**

'সুমুখি ! এইটিই কারণ যে, মিথ্যা বৈরাগ্যে রতা তোমাকে বধযোগ্যা ও তিরস্কার যোগ্যা হওয়া সত্ত্বেও আমি হত্যা করছি না।

**পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্।
তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ॥ ৬**

'বিদেহরাজকুমারী ! তুমি আমাকে যে যে কঠোর বাক্যসমূহ বলছ, সেগুলির জন্য তোমাকে কঠোর প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত।'

**এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধসংরম্ভসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ॥ ৭**

বিদেহরাজকুমারী সীতাকে এইপ্রকার বলে ক্রোধের আবেশে পরিপূর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে পুনরায় প্রত্যুত্তর দিল—

**দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি॥ ৮**

'আমি তোমার জন্য দুই মাস পর্যন্ত যে সময়-সীমা নির্দিষ্ট করেছি, সেটি আমাকে পালন করতে হবে। তারপর, তোমাকে আমার শয়ন-শয্যায় আসতে হবে।

**দ্বাভ্যামূর্ধ্বং তু মাসাভ্যাং ভর্তারং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ॥ ৯**

'অতএব মনে রেখো—দুই মাস পর্যন্ত সময়ের পরে পতিরূপে আমাকে না চাইলে, সূপকারগণ আমার প্রাতঃরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে !'

**তাং ভর্ৎস্যমানাং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ জানকীম্।
দেবগন্ধর্বকন্যাস্তা বিষেদুর্বিকৃতেক্ষণাঃ॥ ১০**

রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক জনকনন্দিনী সীতাকে এইভাবে ভর্ৎসিতা হতে দেখে দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যাগণ মলিননেত্রে বিষণ্ণতা প্রকাশ করলেন।

**ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বক্ত্রৈস্তথাপরাঃ।
সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জিতাং তেন রক্ষসা॥ ১১**

তাঁদের মধ্যে কেউ ওষ্ঠের সংকেতে, কেউ বা নেত্রের ইঙ্গিতে, আবার কেউ কেউ মুখভঙ্গিমার দ্বারা রাক্ষসকর্তৃক ভৎর্সিতা সীতাকে আশ্বস্ত করলেন।

**তাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং বৃত্তশৌটীর্যগর্বিতম্॥ ১২**

তাঁদের দ্বারা আশ্বাসিতা সীতা রাক্ষসরাজ রাবণকে, স্বকীয় সদাচার (পাতিব্রত্য) এবং পতির শৌর্যে গর্বিতা হয়ে হিতকর বাক্য বললেন—

**নূনং ন তে জনঃ কশ্চিদস্মিন্নিঃশ্রেয়সি স্থিতঃ।
নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্মণোঽস্মাদ্ বিগর্হিতাৎ॥ ১৩**

'নিঃসন্দেহে এই নগরীতে কেউই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, যে তোমাকে এইরূপ গর্হিত কর্ম হতে বিরত করতে পারে !

**মাং হি ধর্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ।
ত্বদন্যস্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়েন্মনসাপি কঃ॥ ১৪**

'শচীদেবী যেমন ইন্দ্রের ধর্মপত্নী, আমিও তেমনই ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী। ত্রিভুবনে তুমি ব্যতিরেকে এমন কে আছে, যে মনে মনে-ও আমাকে কামনা করে!

রাক্ষসাধম রামস্য ভার্যামমিততেজসঃ।
উক্তবানসি যৎ পাপং ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে॥ ১৫

'নীচ রাক্ষস ! তুমি অমিত তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের ভার্যার সঙ্গে যেরূপ পাপ-বাক্য বলছ, তার ফলস্বরূপ শাস্তির থেকে কোথায় গিয়ে অব্যাহতি পাবে!

যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে।
তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ॥ ১৬

'যেমন মত্ত হস্তী ও শশক দৈববশে বনমধ্যে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তেমনি শ্রীরাম দন্তীহস্তীর ন্যায় এবং তুমি শশকের তুল্য।

স ত্বমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ ক্ষিপন্নিহ ন লজ্জসে।
চক্ষুষো বিষয়ে তস্য ন যাবদুপগচ্ছসি॥ ১৭

'ওহে! ইক্ষ্বাকুনাথ শ্রীরামের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না, যতক্ষণ শ্রীরামের চোখের বিষয়ীভূত না হচ্ছে, অর্থাৎ চোখের সামনে না পড়ছ (ততক্ষণ যা বলার বলে নাও!)

ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মান্মামনার্য নিরীক্ষতঃ॥ ১৮

'ওহে রাক্ষস ! আমার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময় তোমার ক্রুর ও বিকারগ্রস্ত কালো-হলুদ চোখ দুটো কেন মাটিতে ছিটকে পড়ে না ?

তস্য ধর্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ।
কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্যতি॥ ১৯

'আমি ধর্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী ও মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ। আমাকে পাপ বচন বলার সময় কেন তোমার জিহ্বা বিগলিত হয়ে যাচ্ছে না ?

অসংদেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ।
ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা॥ ২০

'দশানন রাবণ ! আমার তেজোরাশি তোমাকে ভস্মীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি না পাওয়ায় এবং আপন তপস্যাকে (সুরক্ষিত ভাবে) পালনের জন্য আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করছি না।

নাপহর্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ।
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১

'আমি ধীমান শ্রীরামের ভার্যা, আমাকে হরণ ক... আনার শক্তি তোমার মধ্যে নেই (অর্থাৎ তোমার সাহস... না আমাকে হরণ করার)। নিঃসন্দেহে বিধাতা তো... বিনাশের জন্য এই বিধান (এইরূপ কার্য) করিয়েছেন।

শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ।
অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ্ দারচৌর্যং ত্বয়া কৃতম্॥

'তুমি তো নিজেকে শক্তিশালী শূরবীর মনে ক... কুবের রাজের ভ্রাতা তুমি এবং তোমার অনেক সৈন্য... তবু শ্রীরামচন্দ্রকে ছলনা করে (আশ্রম থেকে) দূরে ... নিয়ে গিয়ে (একাকিনী) তাঁর ভার্যাকে তুমি কেন ... করলে ?'

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে জানকীমন্ববৈক্ষত॥

সীতার কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুর নয়ন বিস্তারিত করে সীতাকে নিরীক্ষণ করলেন।

নীলজীমূতসংকাশো মহাভুজশিরোধরঃ।
সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বোগ্রলোচনঃ॥

রাবণ কৃষ্ণমেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ ও বিশাল... ছিল। তার বাহুদ্বয় ও গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। সে গতি ও শ... ছিল সিংহতুল্য এবং তাকে তেজোদ্দীপ্ত দেখাচ্ছিল। ... জিহ্বাগ্র ও চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত আগুনের শিখার মতো প্রতী... হচ্ছিল।

চলাগ্রমুকুটপ্রাংশুশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ॥

শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ॥

ক্রোধে রাবণের মুকুটের অগ্রভাগ বেঁকে গিয়েছি... তাকে উচ্চতায় বিশাল মনে হচ্ছিল। বিবিধ ফুলের মা... অনুলেপন ছিল অঙ্গে এবং পাকা সোনায় তৈরি বা... শোভিত হচ্ছিল। লাল ফুলের মালা ও রক্ত বস্ত্র ... পরিধানে ছিল। কোমরে কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ কটিসূত্র বাঁধা ... সেইহেতু রাবণকে অমৃত মন্থনের কালে বাসুকি... পরিবেষ্টিত মন্দার পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যাং ভুজাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসংকাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ॥

পর্বতের মতো বিশালাকার রাক্ষসরাজ রাবণ ... দুটি পরিপুষ্ট বাহুদ্বয়ে শোভিত হচ্ছিল, যেমন শৃঙ্গ...

দ্বারা মন্দার পর্বত সুশোভিত।

তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতঃ।
রক্তপল্লবপুষ্পাভ্যামশোকাভ্যামিবাচলঃ ॥ ২৮

প্রাতঃকালীন অরুণাদিত্যের সূর্যের মতো অরুণ-পীত-দীপ্তিতে কুণ্ডলদ্বয় তার কর্ণের শোভা বর্ধন করছিল। মনে হচ্ছিল লাল পত্র ও পুষ্পে সুশোভিত দুটি অশোক বৃক্ষ কোন পর্বতকে শোভান্বিত করছিল।

স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্তিমান্।
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥ ২৯

রাবণ অভিনব শোভায় কল্পবৃক্ষ ও মূর্তিমান বসন্তের সমতুল্য দেখাচ্ছিল। আভরণে বিভূষিত হলেও শ্মশানচৈত্যের[১] (শ্মশানের দেবালয়ের) ন্যায় ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ।
উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিঃশ্বসন্॥ ৩০

রাবণ ক্রোধে রক্তিম নেত্রদ্বয়ে সীতাকে দেখতে লাগল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস রত সর্পের মতো ক্রোধপূর্বক সীতাকে বলল।

অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুব্রতে ।
নাশয়াম্যহমদ্য ত্বাং সূর্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা॥ ৩১

'অন্যায়পরায়ণ ও নির্ধন মানুষের অনুসরণকারিণী নারী! যেমন করে সূর্যদেব আপন দীপ্তিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নষ্ট করে দেয়, তেমনি আমি আজই তোমাকে হত্যা করব।'

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
সংদদর্শ ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ॥ ৩২

মিথিলেশকুমারী সীতাকে এইরূপ বলে, শত্রুকুলকে কাঁদিয়ে দিতে সক্ষম রাবণ ভয়ংকর দর্শন সকল রাক্ষসীদের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

একাক্ষীমেককর্ণাং চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।
গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীং চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্॥ ৩৩
হস্তিপদ্যশ্বপদ্যৌ চ গোপদীং পাদচূলিকাম্।
একাক্ষীমেকপাদীং চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্॥ ৩৪
অতিমাত্রশিরোগ্রীবামতিমাত্রকুচোদরীম্ ।
অতিমাত্রাস্যনেত্রাং চ দীর্ঘজিহ্বানখামপি॥ ৩৫
অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং সূকরীমুখীম্।
যথা মদ্বশগা সীতা ক্ষিপ্রং ভবতি জানকী॥ ৩৬
তথা কুরুত রাক্ষস্যঃ সর্বাঃ ক্ষিপ্রং সমেত্য বা।
প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সামদানাদিভেদনৈঃ॥ ৩৭
আবর্জয়ত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ।

একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণ প্রাবরণা (লম্বা কানের দ্বারা যাদের শরীর ঢেকে যায়), গোকর্ণী, হস্তিকর্ণা, লম্বকর্ণা, অকর্ণিকা (যাদের কান নেই), হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা (কেশবহুল পদদ্বয় যাদের), একাক্ষী, একপাদী, পৃথুপাদী, অপাদিকা (পা নেই যাদের), অতিমাত্র শিরোগ্রীবা (বিশাল মস্তক ও গর্দান যাদের), অতিমাত্র কুচোদরী (অতিশয় বিশাল স্তনদেশ ও উদর যাদের) অতিমাত্র মুখ ও নেত্র সম্পন্না, দীর্ঘজিহ্বনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী তথা শূকরমুখী—এই সমস্ত রাক্ষসীদের (রাবণ) আদেশ করল—'নিশাচরবৃন্দ! তোমরা সবাই একসঙ্গে অথবা একে একে শীঘ্র এমন চেষ্টা করো, যাতে জনকনন্দিনী সীতা অচিরে আমার বশীভূত হয়। অনুকূল ও প্রতিকূল উপায়সমূহ দ্বারা সাম, দান, ভেদ-নীতি এবং দণ্ডের ভয় দেখিয়ে সীতাকে বশে আনার চেষ্টা করো।'

ইতি প্রতিসমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৮
কামমন্যুপরীতাত্মা জানকীং প্রতি গর্জত।

রাক্ষসীদেরকে এইরূপে বারংবার আদেশ দিয়ে কামক্রোধান্বিতাত্মা রাক্ষসরাজ জানকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক গর্জন করতে লাগল।

উপগম্য ততঃ ক্ষিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী॥ ৩৯
পরিষ্বজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ।

তদনন্তর রাক্ষসীদের সম্রাজ্ঞী মন্দোদরী ও ধান্যমালিনী নামক রাক্ষসকন্যা শীঘ্র রাবণের নিকটে গিয়ে তাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলল—

[১]প্রাচীনকালে নগরের নিকটবর্তী শ্মশানে একটি গোলাকার দেবালয়ের মতো স্থান তৈরি করা হত, যেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে জল্লাদ দ্বারা হত্যা করা হত। কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পূর্বে সেই মন্দিররূপী স্থানটিকে ফুলমালা আদি দিয়ে খুব সাজানো হত। সেই সজ্জিত শ্মশানচৈত্যকে দেখেই লোকে ভয়ে ত্রস্ত হত যে আজ কাউকে এখানে হত্যা করা হবে! সুতরাং শ্মশানচৈত্য পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন ভয়ংকর প্রতীত হত, তেমনই সুন্দরভাবে সজ্জিত রাবণও সীতার নিকট ভয়ানক প্রতীত হচ্ছিল, কেননা সে সীতার সতীত্ব নষ্ট করতে চাইছিল।

ময়া ক্রীড় মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া॥ ৪০
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মানুষ্যা রাক্ষসেশ্বর।

'মহারাজ রাক্ষসরাজ ! আপনি আমার সঙ্গে ক্রীড়া করুন। এই বিবর্ণ ও দীন মানবী সীতাকে আপনার কী প্রয়োজন ?

নূনমস্যাং মহারাজ ন দেবা ভোগসত্তমান্॥ ৪১
বিদধত্যমরশ্রেষ্ঠাস্তব বাহুবলার্জিতান্।

'মহারাজ ! নিশ্চয় দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সীতার ভাগ্যে আপনার বাহুবলে উপার্জিত স্বর্গীয় উত্তম ভোগ্য নির্ধারণ করেননি।

অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে॥ ৪২
ইচ্ছতীং কাময়ানস্য প্রীতির্ভবতি শোভনা।

'প্রাণনাথ ! যে স্ত্রীলোক নিজে থেকে প্রেম নিবেদন করে না, তাকে কামনা করলে শরীরে কেবল তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে তার প্রতি অনুরক্তা, সেরূপ স্ত্রীলোককে কামনা করলে উত্তম প্রসন্নতা লাভ হয়।'

এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা সমুৎক্ষিপ্তস্ততো বলী।
প্রহসন্ মেঘসংকাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্তত॥ ৪৩

যখন রাক্ষসী এইরূপ বলছিল, তখন কিছুটা দূরে সরে গিয়ে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের বর্ণতুল্য রাক্ষস রা[বণ] অট্টহাস্য করতে করতে প্রাসাদের দিকে প্রত্যাবর্তন কর[ল]।

প্রস্থিতঃ স দশগ্রীবঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
জ্বলদ্ভাস্করসংকাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্॥ ৪[৪]

অশোক বাটিকা হতে প্রস্থান করে, পৃথিবীকে [যে]ন প্রকম্পিত করে দশগ্রীব রাবণ উদ্দীপ্ত সূর্যের মতো নিজ[ের] মহলে প্রবেশ করল।

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাস্ততঃ।
পরিবার্য দশগ্রীবং প্রবিশুস্তা গৃহোত্তমম্॥ ৪[৫]

দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, নাগকন্যাগণও রাবণ[কে] চতুর্দিকে পরিবৃত করে তার সাথে শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদে প্রবে[শ] করল।

স মৈথিলীং ধর্মপরামবস্থিতাং
প্রবেপমানাং পরিভৎর্স্য রাবণঃ।
বিহায় সীতাং মদনেন মোহিতঃ
স্বমেব বেশ্ম প্রবিবেশ রাবণঃ॥ ৪[৬]

এইভাবে স্বধর্ম পালনে তৎপর, স্থিরচিত্ত এ[বং] ভয়প্রকম্পিতা মিথিলেশকুমারী সীতাকে আস্ফালনপূ[র্বক] সেই কামমোহিত রাবণ নিজের প্রাসাদে প্রস্থান করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক সীতাকে বোঝানো

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
সন্দিশ্য চ ততঃ সর্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ॥ ১

শত্রুদের আর্তনাদ উৎপাদনকারী রাজা রাবণ সীতাকে এইভাবে (পূর্বোক্ত) কথা বলে এবং তাঁকে বশে আনার জন্য রাক্ষসীবৃন্দকে আদেশ করে সেই স্থান হতে নির্গত হলেন।

নিষ্ক্রান্তে রাক্ষসেন্দ্রে তু পুনরন্তঃপুরং গতে।
রাক্ষস্যো ভীমরূপাস্তাঃ সীতাং সমভিদুদ্রুবুঃ॥ ২

অশোকবাটিকা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যখন রাক্ষস[রাজ] রাবণ অন্তঃপুরে চলে গেলেন, তখন তত্রস্থ ভয়ংকর-[দর্শন] রাক্ষসীবৃন্দ চতুর্দিক থেকে সীতার সন্নিকটে দৌড়ে এল।

ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
পরং পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবন্॥ [৩]

বিদেহকুমারী সীতার নিকটে এসে ক্রোধান্বিত [হয়ে] সেই সকল রাক্ষসীগণ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় (সীতা[কে]) এইরূপ বলতে লাগল—

পৌলস্ত্যস্য বরিষ্ঠস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
দশগ্রীবস্য ভার্যাত্বং সীতে ন বহু মন্যসে॥ ৪

'সীতে ! তুমি পুলস্ত্যবংশোদ্ভব সর্বশ্রেষ্ঠ দশানন রাবণের জায়া হওয়াকেও বড় বলে কিছু ভাবছ না ?'

ততস্ত্বেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
আমন্ত্র্য ক্রোধতাম্রাক্ষী সীতাং করতলোদরীম্॥ ৫

তৎপশ্চাৎ একজটা নামক রাক্ষসী ক্রোধে রক্তবর্ণ নয়নে কৃশোদরী সীতাকে উচ্চৈঃস্বরে বলল—

প্রজাপতীনাং ষণ্ণাং তু চতুর্থোঽয়ং প্রজাপতিঃ।
মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ॥ ৬

'বিদেহকুমারী ! 'পুলস্ত্য' হলেন ছয়জন[১] প্রজাপতির মধ্যে চতুর্থ এবং ব্রহ্মার মানস পুত্র। এইভাবে তাঁর সর্বত্র খ্যাতি আছে।

পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ॥ ৭

'মহাত্মা পুলস্ত্যের মানসপুত্র হলেন তেজস্বী মহর্ষি বিশ্রবা। তিনি প্রভায় (খ্যাতিতে) প্রজাপতির সমতুল্য।

তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যা ভবিতুমর্হসি॥ ৮
ময়োক্তং চারুসর্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে।

'বিশাললোচনে ! শত্রুদের ত্রস্তকারী এই মহারাজ রাবণ তাঁর (বিশ্রবার) পুত্র এবং সকল রাক্ষসদের রাজা। তুমি তাঁর ভার্যা হয়ে যাও। সর্বাঙ্গসুন্দরী ! আমার এই কথা কেন তুমি অনুমোদন করছ না ?'

ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯
বিবৃত্য নয়নে কোপান্মার্জারসদৃশেক্ষণা।
যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবরাজশ্চ নির্জিতঃ॥ ১০
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যা ভবিতুমর্হসি।

অতঃপর মার্জার সদৃশ চক্ষুবিশিষ্টা হরিজটা নামে রাক্ষসী ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করে বলতে আরম্ভ করল—'ওহে ! যিনি তেত্রিশজন[২] দেবতা এবং দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছেন, সেই রাক্ষসরাজ রাবণের রাণী হয়ে যাওয়া, তোমার পক্ষে অতিশয় সৌভাগ্যজনক।

বীর্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
বলিনো বীর্যযুক্তস্য ভার্যাত্বং কিং ন লিপ্সসে॥ ১১

'তাঁর (রাবণরাজের) নিজের পরাক্রমে গর্ববোধ আছে। যুদ্ধে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন না, এমন শূরবীর। এ-রূপ বল-বীর্যসম্পন্ন পুরুষের স্ত্রী হওয়ার সুযোগ কেন হাতছাড়া করছ ?

প্রিয়াং বহুমতাং ভার্যাং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ।
সর্বাসাং চ মহাভাগাং ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ॥ ১২
সমৃদ্ধং স্ত্রীসহস্রেণ নানারত্নোপশোভিতম্।
অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ॥ ১৩

'মহাবলী রাজা রাবণ নিজের অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত ভার্যা সম্রাজ্ঞী মন্দোদরীকেও ত্যাগ করে তোমাকে স্বীকার করবেন। তোমার কী সৌভাগ্য ! তিনি সহস্র রমণী পরিপূর্ণ এবং বহু রত্ন সুশোভিত অন্তঃপুর পরিহার করে তোমার সান্নিধ্যে থাকবেন (অতএব, তুমি তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করে নাও)।'

অন্যা তু বিকটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
অসকৃদ্ ভীমবীর্যেণ নাগা গন্ধর্বদানবাঃ।
নির্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ॥ ১৪
তস্য সর্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্যাত্বং নেচ্ছসেঽধমে॥ ১৫

তদনন্তর বিকটা নাম্নী অন্য এক রাক্ষসী বলল—'যে ভীষণ পরাক্রমী রাক্ষসরাজ (রাবণ) নাগ, গন্ধর্ব ও দানবদেরকেও সমরাঙ্গনে বারবার পরাস্ত করেছেন, তিনি তোমার পার্শ্বে সমাগত। অধমে ! পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্যা হওয়ার ইচ্ছা, তোমার কেন হচ্ছে না ?'

ততস্তাং দুর্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
যস্য সূর্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ।
ন বাতি স্মায়তাপাঙ্গি কিং ত্বং তস্য ন তিষ্ঠসে॥ ১৬

অতঃপর সীতাকে দুর্মুখী নামে রাক্ষসী বলল—'হে আয়তলোচনে ! যার ভয়ে সূর্য তাপ প্রদানে বিরত থাকে এবং যার ভয়ে বায়ু রুদ্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ বায়ু বহে না) তুমি কেন তার সঙ্গে থাকছ না।

পুষ্পবৃষ্টিং চ তরবো মুমুচুর্যস্য বৈ ভয়াৎ।
শৈলাঃ সুস্রুবুঃ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি॥ ১৭
তস্য নৈর্ঋতরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি।

[১]মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু—এই ছয়জন হলেন প্রজাপতি।

[২]দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং দুজন অশ্বিনীকুমার—এঁরা হলেন তেত্রিশ (কোটি—প্রকারের) দেবতা।

কিং ত্বং ন কুরুষে বুদ্ধিং ভার্যার্থে রাবণস্য হি॥ ১৮

'ভামিনি! যার ভয়ে বৃক্ষসকল পুষ্পবৃষ্টি করে এবং তিনি ইচ্ছা করলে, পর্বত ও মেঘমালা জলস্রোত মোচন করে — সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্যা হওয়ার চিন্তা কেন করছ না?

সাধু তে তত্ত্বতো দেবি কথিতং সাধু ভামিনি।
গৃহাণ সুস্মিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি॥ ১৯

'দেবি! আমি তোমাকে উত্তম, যথার্থ ও হিতকর কথা বলছি। সুস্মিতে সীতে! তুমি এই প্রস্তাব মেনে নাও, নচেৎ তুমি প্রাণে বাঁচবে না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

সীতা দেবী কর্তৃক রাক্ষসীদের বাক্য অবমাননা করা এবং রাক্ষসীবৃন্দ কর্তৃক তাঁকে বধ ও কেটে ফেলার ধমক

ততঃ সীতাং সমস্তাস্তা রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
পরুষং পরুষানর্হামূচুস্তদ্বাক্যমপ্রিয়ম্॥ ১

তদনন্তর বিকৃতদর্শনা সকল রাক্ষসীরা, নিন্দা ও কটুবচনের অযোগ্যা সীতাদেবীকে অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য বলতে লাগল।

কিং ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্বভূতমনোরমে।
মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে॥ ২

'হে সীতে! রাবণের অন্তঃপুর সমস্ত প্রাণীর জন্য মনোরম। বহুমূল্য শয্যাযুক্ত প্রাসাদ তোমার অবস্থান হোক, এ-ব্যাপারে তুমি কেন অনুমতি দিচ্ছ না।

মানুষী মানুষস্যৈব ভার্যাত্বং বহু মন্যসে।
প্রত্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি॥ ৩

'তুমি মানবী, তাই মানবের ভার্যারূপে জীবন ধারণ তোমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে, তুমি রামের চিন্তন থেকে মনকে নিবৃত্ত করো, নতুবা আর বেঁচে থাকবে না (রাক্ষসের হাতে মরবে)।

ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
ভর্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৪

'তুমি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য ভোগকারী রাক্ষসরাজ রাবণকে পতিরূপে পেয়ে আনন্দপূর্বক বিহার করো।

মানুষী মানুষং তং তু রামমিচ্ছসি শোভনে।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবন্তমনিন্দিতে॥ ৫

'অনিন্দ্য সুন্দরি! তুমি মানবী, এইজন্য রামকে পতিরূপে ফিরে পেতে চাইছ, কিন্তু রাম রাজ্যভ্রষ্ট। তাঁর কোন মনোরথই সফল হয় না এবং তিনি সর্বদা ব্যাকুলিত চিত্ত থাকেন।'

রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা সীতা পদ্মনিভেক্ষণা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬

রাক্ষসীদের কথা শুনে কমলনয়না সীতা অশ্রুপূর্ণনয়নে এইরূপ কথা বলতে লাগলেন -

যদিদং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরত সঙ্গতাঃ।
নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিল্বিষং প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৭

'তোমরা সবাই মিলে যে লোকবিরুদ্ধ প্রস্তাব করছ, তোমাদের এই পাপপূর্ণ বাক্য আমার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করছে না।

ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ॥ ৮

'একজন মানবকন্যা রাক্ষসের পত্নী হওয়ার যোগ্য নয়। বরং তোমরা সকলে আমাকে ভক্ষণ করো, কিন্তু আমি তোমাদের কথা শুনব না।

দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্তা স মে গুরুঃ।
তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্যং সুবর্চলা॥ ৯

'আমার স্বামী, দীন বা রাজ্যহীন হলেও, তিনি আমার গুরু। আমি সর্বদা তাঁর প্রতি অনুরক্তা থাকব, যেমন সুবর্চলা নিয়ত সূর্যের প্রতি অনুরক্তা থাকে।

যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি।
অরুন্ধতী বসিষ্ঠং চ রোহিণী শশিনং যথা॥ ১০
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা।
সাবিত্রী সত্যবন্তং চ কপিলং শ্রীমতী যথা॥ ১১
সৌদাসং মদয়ন্তীব কেশিনী সগরং যথা।
নৈষধং দময়ন্তীব ভৈমী পতিমনুব্রতা॥ ১২
তথাহমিক্ষ্বাকুবরং রামং পতিমনুব্রতা।

'যেমন করে সৌভাগ্যবতী শচীদেবী ইন্দ্রের সেবায় তৎপর, যেমন অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সেবায়, রোহিণী চন্দ্রের সেবায়, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনদেবের, সাবিত্রি সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের, ভীমকন্যা দময়ন্তী নিষধাধিপতি নলের, আমিও সেই ইক্ষ্বাকুবংশতিলক (আমার) পতি রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা।'

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
ভর্ৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্বাক্যৈ রাবণচোদিতাঃ॥ ১৩

সীতার কথা শুনে রাক্ষসীদের ক্রোধের সীমা থাকল না। তারা রাবণের আদেশানুসারে কঠোর বাক্যে সীতাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।

অবলীনঃ স নির্বাক্যো হনুমান্ শিংশপাদ্রুমে।
সীতাং সন্তর্জয়ন্তীস্তা রাক্ষসীরশৃণোৎ কপিঃ॥ ১৪

নিঃশব্দে অশোকবৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে শ্রীহনুমান রাক্ষসীদের সীতার প্রতি আস্ফালন শুনতে লাগলেন।

তামভিক্রম্য সংরব্ধা বেপমানাং সমন্ততঃ।
ভৃশং সংলিলিহুর্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্॥ ১৫

সকল রাক্ষসীবৃন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিক হতে কম্পমানা সীতাকে পরিবেষ্টন করে নিজ নিজ সুদীর্ঘ ওষ্ঠাধরকে লেহন করতে লাগল।

উচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যাশু পরশ্বধান্।
নেয়মর্হতি ভর্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ১৬

তাদের ক্রোধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। তারা সকলে ত্বরিৎগতিতে হাতে কুঠার তুলে নিয়ে বলে উঠল—'এই রমণী রাক্ষসরাজ রাবণকে পতিরূপে পাওয়ার যোগ্য নয়।'

সা ভর্ৎস্যমানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্বরাঙ্গনা।
সা বাষ্পমপমার্জন্তী শিংশপাং তামুপাগমৎ॥ ১৭

সেই ভয়ানক রাক্ষসীদের দ্বারা বারংবার ভর্ৎসিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণী সীতা চোখের জল মুছতে মুছতে সেই অশোকবৃক্ষের সন্নিকটে চলে এলেন যার উপরিভাগে শ্রীহনুমান লুকিয়ে বসেছিলেন।

ততস্তাং শিংশপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা।
অভিগম্য বিশালাক্ষী তস্থৌ শোকপরিপ্লুতা॥ ১৮

বিশাললোচনা বৈদেহী শোকসাগরে নিমজ্জিতা ছিলেন। সেই হেতু অশোক বৃক্ষের নীচে নিঃশব্দে বসে রইলেন। কিন্তু, সেইসব রাক্ষসীবৃন্দ সেখানেও এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাম্বরবাসিনীম্।
ভর্ৎসয়াঞ্চক্রিরে ভীমা রাক্ষস্যস্তাঃ সমন্ততঃ॥ ১৯

সীতা হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আননে বিমর্ষতা ও গাত্রে মলিন বসন। এমতাবস্থাতেও জনকনন্দিনীকে ভীমদর্শনা রাক্ষসীরা চারদিক থেকে ঘিরে আস্ফালন করতে লাগল।

ততস্তু বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা।
অব্রবীৎ কুপিতাকারা করালা নির্ণতোদরী॥ ২০

তদনন্তর বিনতা নাম্নী রাক্ষসী অগ্রসর হয়ে সন্নিকটে এল। সে দেখতে ছিল অতীব ভয়ংকর। তার উদর বিশালাকার হওয়ায় আনত হয়ে পড়েছিল। সে বলল—

সীতে পর্যাপ্তমেতাবদ্ ভর্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ।
সর্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে॥ ২১

'সীতে ! তুমি নিজ পতির প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করেছ, তা যথেষ্ট হয়েছে। ভদ্রে ! অতিশয় সবকিছুই দুঃখের কারণ হয়।

পরিতুষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষস্তে কৃতো বিধিঃ।
মমাপি তু বচঃ পথ্যং ব্রুবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলি॥ ২২

'মিথিলাকুমারী ! তোমার ভালো হোক। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। কেননা তুমি মানবোচিত শিষ্টাচারের যথাযথ পালন করেছ। এবার তোমার হিতার্থে কিছু কথা বলছি, তুমি সেই অনুসারে কাজ করো।

রাবণং ভজ ভর্তারং ভর্তারং সর্বরক্ষসাম্।
বিক্রান্তমাপতন্তং চ সুরেশমিব বাসবম্॥ ২৩

'সকল রাক্ষসীদের ভরণ-পোষণকারী মহারাজ রাবণকে পতিরূপে বরণ করে নাও। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ও রূপবান।

দক্ষিণং ত্যাগশীলং চ সর্বস্য প্রিয়বাদিনম্।
মানুষং কৃপণং রামং ত্যক্ত্বা রাবণমাশ্রয়॥ ২৪

'দীন-হীন মানব রামকে পরিত্যাগ করে তুমি সকলের প্রতি প্রিয়বাদী, উদার ও ত্যাগী রাবণের আশ্রয় গ্রহণ করো।

দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা।
অদ্যপ্রভৃতি লোকানাং সর্বেষামীশ্বরী ভব॥ ২৫

'বিদেহরাজকুমারী ! তুমি আজ হতে সমস্ত (ত্রিভুবন) সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হও এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণ ধারণ করো।

অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচী বেন্দ্রস্য শোভনে।
কিং তে রামেণ বৈদেহি কৃপণেন গতায়ুষা॥ ২৬

'শোভনে ! অগ্নিদেবের প্রিয় পত্নী যেমন স্বাহা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাণপ্রিয়া শচী, সেইভাবেই তুমিও রাক্ষসরাজ রাবণের প্রেয়সী হও। বিদেহকুমারী ! শ্রীরাম দীন-দরিদ্র, তার আয়ুষ্কালও সমাপ্তির দিকে। শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা কেন পোষণ করছ ?

এতদুক্তং চ মে বাক্যং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অস্মিন্ মুহূর্তে সর্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্॥ ২৭

'যদি তুমি আমার এই কথানুসারে কাজ না করো, তাহলে আমরা সবাই মিলে এই মুহূর্তে তোমাকে আমাদের খাদ্যে পরিণত করব।'

অন্যা তু বিকটা নাম লম্বমানপয়োধরা।
অব্রবীৎ কুপিতা সীতাং মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতী॥ ২৮

তদনন্তর অপর এক রাক্ষসী আগুয়ান হল। সেই রাক্ষসীর স্তনযুগল ছিল প্রলম্বিত। তার নাম বিকটা। সে ক্রুদ্ধ হয়ে মুষ্টি উদ্যত করে সীতার প্রতি গর্জন করতে-করতে বলল—

বহূন্যপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদুর্মতে।
অনুক্রোশান্মৃদুত্বাচ্চ সোঢানি তব মৈথিলি॥ ২৯

'মিথিলেশকুমারী ! তুমি অতিশয় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্না, এখনও পর্যন্ত আমরা কোমলতাবশতঃ দয়াপরবশ হয়ে তোমার অনেক অনুচিত বাক্য সহ্য করেছি।

ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপুরস্কৃতম্।
আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমন্যৈর্দুরাসদম্॥ ৩
রাবণান্তঃপুরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি।
রাবণস্য গৃহে রুদ্ধা অস্মাভিস্তুভিরক্ষিতা॥ ৩

'এত কিছুর পরও তুমি আমাদের কথা শুনছ না। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সময়োচিত পরামর্শ দিচ্ছি। দেখো, তোমাকে সাগর পারে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে পৌঁছনো অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এখানে রাক্ষসরাজ রাবণের ভয়ংকর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়ে মিথিলেশকুমারী ! মনে রেখো, তুমি রাবণের মহলে বন্দিনী এবং আমাদের ন্যায় রাক্ষসীরা তোমার প্রহরায় রত।

ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
কুরুষ্ব হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি॥ ৩

'মৈথিলি ! সাক্ষাৎ ইন্দ্রও (এখান থেকে) তোমাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। অতএব,আমার কথানুযায়ী কাজ করো। আমি তোমার মঙ্গলার্থে এসব বলছি।

অলমশ্রুনিপাতেন ত্যজ শোকমনর্থকম্।
ভজ প্রীতিং প্রহর্ষং চ ত্যজন্তী নিত্যদৈন্যতাম্॥ ৩

'অশ্রুবিসর্জন করা বৃথা, অকারণ শোক পরিত্যাগ করো। প্রতিমুহূর্তের দীনতার অনুভূতি সরিয়ে ফেলে আপন হৃদয়ে প্রসন্নতা ও উল্লাসকে স্থান দাও।

সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড় যথাসুখম্।
জানীমহে যথা ভীরু স্ত্রীণাং যৌবনমধ্রুবম্॥ ৩

'সীতে ! রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে সুখপূর্বক ক্রীড়াবিহার করো। ভীরু ! আমরা স্ত্রীলোকেরা জানি যে নারীদের যৌবন স্থায়ী হয় না।

যাবন্ন তে ব্যতিক্রামেৎ তাবৎ সুখমবাপ্নুহি।
উদ্যানানি চ রম্যাণি পর্বতোপবনানি চ॥ ৩
সহ রাক্ষসরাজেন চর ত্বং মদিরেক্ষণে।
স্ত্রীসহস্রাণি তে দেবি বশে স্থাস্যন্তি সুন্দরি॥ ৩

'যতদিন তোমার যৌবন অতিক্রান্ত না হচ্ছে, ততদিন

সুখ ভোগ করো। মদিরেক্ষণে ! তুমি রাক্ষসরাজের সাথে লঙ্কানগরীর রমণীয় উদ্যান ও পার্বত্য উপবনে বিহার করো। দেবি ! এইরূপ করলে সহস্র স্ত্রীলোক তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে (অর্থাৎ, তোমার দাসী হয়ে থাকবে)।

রাবণং ভজ ভর্তারং ভর্তারং সর্বরক্ষসাম্।
উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি॥ ৩৭
যদি মে ব্যাহৃতং বাক্যং ন যথাবৎ করিষ্যসি।

'মহারাজ রাবণ সমস্ত রাক্ষসদের ভরণ-পোষণকারী অধিপতি। তুমি তাঁকে স্বামীরূপে স্বীকার করো। মৈথিলি ! মনে রেখো, আমি যে কথা বললাম, যদি ঠিকমতো তা পালন না করো, তবে তোমার হৃদয় উৎপাটন করে এখনই আমি ভক্ষণ করব।'

ততশ্চণ্ডোদরী নাম রাক্ষসী ক্রূরদর্শনা॥ ৩৮
ভ্রাময়ন্তী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ।

তদনন্তর চণ্ডোদরী নামে ভয়ানক দর্শনা রাক্ষসী বিশালাকার শূল ঘূর্ণিত করতে করতে নিম্নোক্ত বাক্য বলল—

ইমাং হরিণশাবাক্ষীং ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্॥ ৩৯
রাবণেন হৃতাং দৃষ্ট্বা দৌর্হৃদো মে মহানয়ম্।
যকৃৎপ্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ং চ সবন্ধনম্॥ ৪০
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ।

'মহারাজ রাবণ যেদিন এই নারীকে হরণ করে নিয়ে আসেন, সেই সময় তাঁর বক্ষদেশ ভয়ে থর-থর কম্পিত হচ্ছিল। তখন এই মানবকন্যাকে দেখে আমার হৃদয়ে এইরূপ উৎকট ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল যে— আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, বিশাল বক্ষ, কলিজা, মাংসপেশী, অন্যান্য অঙ্গ ও মস্তক (চিবিয়ে) খাব। এখনও আমার সেইরূপ ইচ্ছা রয়েছে।'

ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াঃ পীড়য়ামঃ কিমাস্যতে।
নিবেদ্যতাং ততো রাজ্ঞে মানুষী সা মৃতেতি হ॥ ৪২
নাত্র কশ্চন সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি।

তদনন্তর প্রঘসা নামক রাক্ষসী বলে উঠল— 'আমরা কেন অপেক্ষা করছি, এসো, এই নিষ্ঠুর নারীর গলা টিপে মারি, তারপর রাক্ষসরাজকে অবগত করি যে, মানবীর মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি নিশ্চয় বলবেন—''তোমরা এই মানবীকে খেয়ে নাও।''

ততস্ত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৩
বিশসোমাং ততঃ সর্বান্ সমান্ কুরুত পিণ্ডকান্।
বিভজাম ততঃ সর্বা বিবাদো মে ন রোচতে॥ ৪৪
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্রং মাল্যং চ বিবিধং বহু।

তদনন্তর রাক্ষসী অজামুখি বলল— 'কলহ আমার ভালো লাগে না। এসো, আগে একে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলি এবং সমানভাবে অংশ করে নিজেদের মধ্যে আপসে ভাগ করে নিই। (মাংসের) সাথে বিবিধ প্রকার পানীয় ও ফুল-মাল্যাদিও শীঘ্র প্রচুর মাত্রায় আনিয়ে নিই।'

ততঃ শূর্পণখা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৫
অজামুখ্যা যদুক্তং বৈ তদেব মম রোচতে।
সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী॥ ৪৬
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্।

অতঃপর রাক্ষসী শূর্পণখা বলল— 'অজামুখির কথা আমারও সঠিক মনে হচ্ছে। সর্বদুঃখাপহরণকারী সুরা পানীয় অতি শীঘ্র নিয়ে এসো, তৎসহ মনুষ্য-মাংসের আস্বাদন দিয়ে আমরা নিকুম্ভিলা দেবীর সম্মুখে নৃত্য করব।'

এবং নির্ভর্ৎস্যমানা সা সীতা সুরসুতোপমা।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্যমুৎসৃজ্য রোদিতি॥ ৪৭

এইভাবে ভয়ংকর রাক্ষসীদের দ্বারা ভর্ৎসিতা হয়ে দেবকন্যার তুল্য সুন্দরী সীতা ধৈর্যচ্যুতা হলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ (২৫)

সীতা কর্তৃক রাক্ষসীদের কথা পুনরায় অস্বীকার করা এবং শোকার্ত বিলাপ

অথ তাসাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু।
রাক্ষসীনামসৌম্যানাং রুরোদ জনকাত্মজা॥ ১

এইরূপে সেই সকল ক্রুর রাক্ষসীগণ এবংবিধ বহু কঠোর ও নিষ্ঠুর বাক্য বলছিল এবং জনকনন্দিনী সীতা অধীর হয়ে ক্রন্দন করছিলেন।

এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্বিনী।
উবাচ পরমত্রস্তা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ২

সেইসব রাক্ষসীদের এইপ্রকার কথনে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে মনস্বিনী বিদেহরাজকুমারী সীতা অশ্রু-বিগলিত নেত্রে গদগদ স্বরে বললেন—

ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ॥ ৩

'মানবী রাক্ষসের পত্নী হওয়ার যোগ্য নয়। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তো তোমরা সবাই মিলে আমাকে খেয়ে নাও, তবুও আমি তোমাদের কথা মানতে পারব না।'

সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সুরসুতোপমা।
ন শর্ম লেভে শোকার্তা রাবণেনেব ভর্ৎসিতা॥ ৪

রাক্ষসীদের মধ্যবর্তী অবস্থানরত দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী সীতা রাবণের দ্বারা ভর্ৎসিতা হওয়ায় শোকার্ত অবস্থায় কোনোরূপ শান্তি পেলেন না।

বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ।
বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দিতা॥ ৫

বনস্থলীতে যূথভ্রষ্ট মৃগী যেমন নেকড়ে বাঘেদের দ্বারা তাড়িত হয়ে কষ্ট অনুভব করে, তেমনি সীতাও ভয়ে নিজের মধ্যে কুঞ্চিত হয়ে কাঁপতে লাগলেন।

সা ত্বশোকস্য বিপুলাং শাখামালম্ব্য পুষ্পিতাম্।
চিন্তয়ামাস শোকেন ভর্তারং ভগ্নমানসা॥ ৬

সীতার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি হতাশের ন্যায় অশোকবৃক্ষের পুষ্পিত শাখা ধরে শোকে মুহ্যমান হয়ে স্বামীর কথা ভাবতে লাগলেন।

সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ স্তনৌ নেত্রজলস্রবৈঃ।
চিন্তয়ন্তী ন শোকস্য তদান্তমধিগচ্ছতি॥ ৭

নয়নজলের প্রবাহে বিপুল স্তনদ্বয়কে স্নান করাতে-করাতে ও চিন্তা করতে-করতে সীতা শোকের কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

সা বেপমানা পতিতা প্রবাতে কদলী যথা।
রাক্ষসীনাং ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনাভবৎ॥ ৮

ঝঞ্ঝা-প্রবাহে কম্পমান কদলী বৃক্ষের ন্যায় রাক্ষসীদের ভয়ে পাণ্ডুরাননা সীতা মাটিতে পড়ে গেলেন।

তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া তদা।
দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী॥ ৯

সেই সময়ে সীতার সুকেশী লম্বমান বেণী কম্পিত হচ্ছিল, সেটি যেন গতিশীল সর্পিণীর মতো দেখাচ্ছিল।

সা নিঃশ্বসন্তী শোকার্তা কোপোপহতচেতনা।
আর্তা ব্যসৃজদশ্রূণি মৈথিলী বিললাপ চ॥ ১০

তিনি শোকসন্তপ্তা হয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছিলেন এবং ক্রোধে অচেতনপ্রায় অবস্থায় অশ্রুমোচন করে বিলাপ করছিলেন।

হা রামেতি চ দুঃখার্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ।
হা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যে হা সুমিত্রেতি ভামিনী॥ ১১

'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হায় আমার শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) কৌশল্যা! হা সুমিত্রা!' বারংবার এইভাবে বলে দুঃখিনী সীতা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

লোকপ্রবাদঃ সত্যোঽয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ।
অকালে দুর্লভো মৃত্যুঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা॥ ১২

'হায়! পণ্ডিতেরা এই লোকপ্রবাদ সত্য বলে মনে করেন— 'সময় না হলে মৃত্যু আসে না, সে স্ত্রী হোক বা পুরুষ।

যত্রাহমাভিঃ ক্রূরাভী রাক্ষসীভিরিহার্দিতা।
জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্তমপি দুঃখিতা॥ ১৩

'তাই তো আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে বঞ্চিতা এবং রাক্ষসীদের দ্বারা পীড়িতা হয়েও এখানে মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত আছি (অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয়নি)।

এষাল্পপুণ্যা কৃপণা বিনশিষ্যাম্যনাথবৎ।
সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বায়ুবেগৈরিবাহতা॥ ১৪

'আমি পূর্বজন্মে অল্প পুণ্য করেছিলাম, সেইজন্য

দীন দশায় পতিত হয়ে অনাথের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হব, যেমন করে সমুদ্র মধ্যে পণ্য-পরিপূর্ণ নৌকা বায়ুবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়।

ভর্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা।
সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হতং যথা॥ ১৫

'আমি পতিদেবকে দেখতে না পেয়ে ও রাক্ষসীদের বশীভূতা হয়ে তরঙ্গতাড়িত সাগর বেলার মতো শোকে কষ্ট পাচ্ছি।

তং পদ্মদলপত্রাক্ষং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ধন্যাঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞং প্রিয়বাদিনম্॥ ১৬

'এখন যে-সকল লোকেরা সিংহ তুল্য পরাক্রমী ও চাল-চলনে সিংহোপম, কমল-লোচন কৃতজ্ঞ ও প্রিয়বাদী প্রাণনাথকে দর্শন করছে, তারা ধন্য।

সর্বথা তেন হীনায়া রামেণ বিদিতাত্মনা।
তীক্ষ্ণং বিষমিবাস্বাদ্য দুর্লভং মম জীবনম্॥ ১৭

'যেমন তীব্র বিষ পান করে কাহারও পক্ষে জীবন ধারণ কঠিন কাজ, তেমনই আত্মজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আমার জীবন ধারণ করা অসম্ভব।

কীদৃশং তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।
তেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্॥ ১৮

'জানিনা, (পূর্বজন্মে) অন্য শরীরে কীরূপ মহাপাপ করেছিলাম, সেইহেতু বড় ভীষণ দুঃসহ দুঃখ পাচ্ছি।

জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃতা।
রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া॥ ১৯

'এই-সকল রাক্ষসীরা আমাকে পাহারা দিচ্ছে। অতএব আমি প্রাণারাম শ্রীরামচন্দ্রকে আর হয়তো পাব না। এত বড় শোক পরিবৃত হয়ে জীবন ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে।

ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম্।
ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্॥ ২০

'ধিক্ মানবজীবন ! ধিক্ অন্যের বশ্যতা ! যেখানে নিজের ইচ্ছানুসারে প্রাণ-ত্যাগ করাও যায় না !'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

সীতার করুণ বিলাপ ও প্রাণ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত

প্রসক্তাশ্রুমুখী ত্বেবং ব্রুবতী জনকাত্মজা।
অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে॥ ১
উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে॥ ২

জনকনন্দিনী সীতার মুখমণ্ডলে অবিরল অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি অধোমুখী হয়ে উপরি উক্ত কথাগুলি বলতে বলতে বিলাপ করতে লাগলেন— প্রেতগ্রস্তের ন্যায় অথবা প্রমত্তের (পাগলের) ন্যায় কিংবা দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ক্রন্দন করতে করতে ধরণীতে লুণ্ঠিত ঘোটক-শাবকীর মতো ছটফট করছিলেন। সেই অবস্থাতে সরলহৃদয়া সীতা নিম্নোক্ত বিলাপ করলেন।

রাঘবস্য প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা।
রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশতী বলাৎ॥ ৩

'হায় ! ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে সক্ষম রাক্ষস মারীচ যখন রঘুনাথকে ছলনা করে দূরে সরিয়ে দিল এবং তিনি আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলেন না, সেই সুযোগে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা এই অবলাকে রাবণ বলপূর্বক হরণ করে এনেছে।

রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎস্যমানা চ দারুণম্।
চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৪

'এখন আমি রাক্ষসীদের বশবর্তী হয়ে তাদের নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা সহ্য করছি। এই অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা আমি আর বাঁচতে চাই না।

নহি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ।

বসন্ত্যা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামং মহারথম্॥ ৫

'রাক্ষসীদের মধ্যে বসবাস করে শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই' ধনৈশ্বর্যের আবশ্যকতা নেই এবং অলংকারাদিতেও কোন প্রয়োজন নেই।

অশ্মসারমিদং নূনমথবাপ্যজরামরম্।
হৃদয়ং মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্যতে॥ ৬

'নিশ্চয়ই আমার এই হৃদয় লৌহনির্মিত কিংবা অব্যয়-অমর, যার ফলে এত দুঃখেও এটি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

ধিঙ্‌মামনার্যামসতীং যাহং তেন বিনা কৃতা।
মুহূর্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা॥ ৭

'আমার ন্যায় অনার্য ও অসতীকে ধিক্কার ! কেননা, তাঁর বিহনে আমি মুহূর্তমাত্রও এ পাপপূর্ণ জীবন ধারণ করছি (অর্থাৎ এখন জীবন ধারণ শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য)।

চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্।
রাবণং কিং পুনরহং কাময়েয়ং বিগর্হিতম্॥ ৮

'স্বামী রূপে কামনা করা দূরে থাক, লোকনিন্দিত এই নিশাচর রাবণকে আমি আমার বাম পা দিয়েও স্পর্শ করতে চাই না।

প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নাত্মানং নাত্মনঃ কুলম্।
যো নৃশংসস্বভাবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি॥ ৯

'এই রাক্ষস নিষ্ঠুর স্বভাবের বশবর্তী থাকায় আমার প্রত্যাখ্যান বুঝতে পারছে না, নিজের মর্যাদা ও নিজ কুলের পরিচয়ও অনুভব করতে অক্ষম। সে বারংবার আমাকে কামনা করে চলেছে।

ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা।
রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্॥ ১০

'(রাক্ষসীগণ !) তোমরা যদি আমাকে কাটো, চিরে ফেলো, টুকরো-টুকরো করে দাও, আগুনে তপ্ত কর কিংবা পুড়িয়ে দাও, তবুও আমি কিছুতেই রাবণকে স্বীকার করব না। এতক্ষণ ধরে তোমাদের প্রলাপ করা বৃথা !

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ।
সদ্‌বৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ॥ ১১

'শ্রীরঘুনাথ বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী, কৃতজ্ঞ, সদাচারী এবং পরম দয়ালু, তবুও আশংকা করছি, আমার হতভাগ্যতা হেতু তিনিও নির্দয় হয়ে গেছেন।

রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দশ।
একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদ্যতে॥ ১২

'অন্যথায়, যিনি লোকালয়ে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে একাই হত্যা করেছেন, তিনি কেন আমার কাছে আসছেন না।

নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্পবীর্যেণ রক্ষসা।
সমর্থঃ খলু মে ভর্তা রাবণং হন্তুমাহবে॥ ১৩

'এই অল্প শক্তিধর রাক্ষস রাবণ আমাকে বন্দী করে রেখেছে। নিশ্চয়ই আমার পতিদেব সমরাঙ্গনে এই রাক্ষসকে বধ করতে সমর্থ।

বিরাধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
রণে রামেণ নিহতঃ স মাং কিং নাভিপদ্যতে॥ ১৪

'যে শ্রীরামচন্দ্র 'দণ্ডক' অরণ্যের মধ্যে রাক্ষস শিরোমণি বিরাধকে হত্যা করেছেন, তিনি আমার রক্ষার জন্য আসছেন না কেন ?

কামং মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুষ্প্রধর্ষণা।
ন তু রাঘববাণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি॥ ১৫

'একথা ঠিক, সমুদ্রের মধ্যবর্তী লঙ্কা নগরীকে আক্রমণ করা কঠিন, তবুও শ্রীরামচন্দ্রের শরজালের গতিরোধ হওয়ার নয়।

কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢ়পরাক্রমঃ।
রক্ষসাপহৃতাং ভার্যামিষ্টাং যো নাভিপদ্যতে॥ ১৬

'কী কারণ থাকতে পারে, যাতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পরাক্রমশালী রামচন্দ্র রাক্ষসের দ্বারা অপহৃতা প্রাণপ্রিয়া সীতাকে মুক্ত করতে আসছেন না ?

ইহস্থাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
জানন্নপি স তেজস্বী ধর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি॥ ১৭

'সন্দেহ হচ্ছে যে, লক্ষ্মণাগ্রজ (শ্রীরামচন্দ্র) এখানে আমার অবস্থানের কথা জানেন না। কেননা, জানতে পেরেও সেই তেজস্বী বীর পত্নীর তিরস্কার কিভাবে সহ্য করতে পারেন ?

হৃতেতি মাং যোঽধিগতা রাঘবায় নিবেদয়েৎ।
গৃধ্ররাজোঽপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ॥ ১৮

'যিনি শ্রীরামচন্দ্রকে আমার অপহৃতা হওয়ার দুঃসংবাদ নিবেদন করতে পারতেন, সেই পক্ষিরাজ জটায়ুকেও রাবণ নিহত করেছে।

কৃতং কর্ম মহৎ তেন মাং তথাভ্যবপদ্যতা।

তিষ্ঠতা রাবণবধে বৃদ্ধেনাপি জটায়ুষা॥ ১৯

'জটায়ু যদিও বৃদ্ধ ছিলেন, তবু আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে রাবণকে বধ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মহান পুরুষার্থ সাধন করেছেন।

যদি মামিহ জানীয়াদ্ বর্তমানাং হি রাঘবঃ।
অদ্য বাণৈরভিক্রুদ্ধঃ কুর্যাল্লোকমরাক্ষসম্॥ ২০

'যদি শ্রীরঘুনাথের অবগতি হয় যে, আমি এখানে আছি, তাহলে তিনি আজই ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোককে রাক্ষসশূণ্য করে দেবেন।

নির্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং নির্দহেচ্চ মহোদধিম্।
রাবণস্য চ নীচস্য কীর্তিং নাম চ নাশয়েৎ॥ ২১

'লঙ্কাপুরীকে জ্বালিয়ে দেবেন, সাগরকে ভস্মীভূত করে ফেলবেন এবং হীন-স্বভাব রাবণের নাম ও খ্যাতি বিনষ্ট করবেন।

ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে।
যথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ॥ ২২

'অতঃপর তাদের নিজ নিজ পতির সংহারে রাক্ষসীদের মধ্যে ক্রন্দন রোল উঠবে ; ঠিক আমার কান্নার মতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অন্বিষ্য রক্ষসাং লঙ্কাং কুর্যাদ্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
নহি তাভ্যাং রিপুর্দৃষ্টো মুহূর্তমপি জীবতি॥ ২৩

'লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরাম অন্বেষণ করে লঙ্কানগরী খুঁজে বার করবেন এবং রাক্ষসকুলের সংহার করবেন। যে শত্রুকে এই দুই ভ্রাতা দেখে নিয়েছেন, সে কিছুতেই ক্ষণমাত্রও বেঁচে থাকবে না।

চিতাধূমাকুলপথা গৃধ্রমণ্ডলমণ্ডিতা।
অচিরেণৈব কালেন শ্মশানসদৃশী ভবেৎ॥ ২৪

'অচিরেই লঙ্কা শ্মশান সদৃশ হয়ে যাবে। শকুনের দলে এবং চিতার ধোঁয়ায় লঙ্কার পথ-ঘাট ভরে উঠবে।

অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাম্যেনং মনোরথম্।
দুষ্প্রস্থানোঽয়মাভাতি সর্বেষাং বো বিপর্যয়ঃ॥ ২৫

'আর অধিক দেরী নেই, আমার মনোরথ পূর্ণ হবে। তোমাদের দুষ্টাচার তোমাদেরই বিপর্যয় ডেকে আনছে।

যাদৃশানি তু দৃশ্যন্তে লঙ্কায়ামশুভানি তু।
অচিরেণৈব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা॥ ২৬

'লঙ্কা নগরীতে যে যে অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে, অনতিকালে এটির জাঁক-জমক দ্যুতিহীন হয়ে পড়বে।

নূনং লঙ্কা হতে পাপে রাবণে রাক্ষসাধিপে।
শোষমেষ্যতি দুর্ধর্ষা প্রমদা বিধবা যথা॥ ২৭

'পাপাচারী রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু হলে দুর্ধর্ষ লঙ্কাপুরীও নিশ্চয় বিধবা যুবতীর ন্যায় শুকিয়ে যাবে অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

পুণ্যোৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাঙ্গনা॥ ২৮

'এখন যে লঙ্কানগরী পুণ্যোৎসবে সুশোভিতা, সেটি রাক্ষসকুলের বিনাশের সাথে নিজ নিজ পতিদের মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রীকুলের ন্যায় শ্রীহীন হয়ে যাবে।

নূনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে।
শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্তানামিহ ধ্বনিম্॥ ২৯

'নিঃসন্দেহে, আমি খুব শীঘ্রই লঙ্কার ঘরে ঘরে দুঃখ-কাতর রাক্ষস-কন্যাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনব।

সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঙ্গবা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দগ্ধা রামসায়কৈঃ॥ ৩০

'শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহে দগ্ধ হয়ে লঙ্কাপুরীর শোভা নষ্ট হবে। নগরী অন্ধকারাবৃত হবে। শ্রেষ্ঠ রাক্ষসেরা কালের করাল গ্রাসে চলে যাবে।

যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তান্তলোচনঃ।
জানীয়াদ্ বর্তমানাং যাং রাক্ষসস্য নিবেশনে॥ ৩১

'এই সবকিছুই তখন সম্ভব হবে, যখন রক্তিম নেত্রান্তধারী শূরবীর শ্রীরামচন্দ্র জানতে পারবেন যে আমি (সীতা) রাক্ষসের প্রাসাদে বর্তমানে বন্দিনী হয়ে রয়েছি।

অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে।
সময়ো যস্তু নির্দিষ্টস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ॥ ৩২

'এই হীন ও নিষ্ঠুর রাবণ আমার জন্য যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছে, সেটিও প্রায় শেষ হতে চলেছে।

স চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুষ্টেন বর্ততে।
অকার্যং যে ন জানন্তি নৈর্ঋতাঃ পাপকারিণঃ॥ ৩৩

'সেই কালটিকেই দুষ্টাচারী রাবণ আমাকে হত্যার জন্য নির্দিষ্ট করেছে। পাপাচারী রাক্ষস এটুকুও জানে না —কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়।

অধর্মাৎ তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্।
নৈতে ধর্মং বিজানন্তি রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ৩৪

'অধুনা, অধর্ম হতে উৎপন্ন বড় ধরণের বিপদ হবে।

মাংসাশী রাক্ষসেরা ধর্মের কিছুমাত্র জানে না।

ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থং রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি।
সাহং কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্॥ ৩৫

'এই সকল রাক্ষস প্রাতঃরাশের জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে অর্থাৎ আমার শরীরকে বিবেচনা করবে। প্রিয়দর্শন শ্রীরামচন্দ্রের বিহনে এইরূপ অসহায়া আমি কি করব ?

রামং রক্তান্তনয়নমপশ্যন্তী সুদুঃখিতা।
ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা॥ ৩৬

'রক্তাক্তলোচন পতি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন না পেলে সাতিশয় দুঃখিতা আমি অতি শীঘ্রই যম-দেবকে দেখতে পাব অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করব।

নাজানাজ্জীবতীং রামঃ স মাং ভরতপূর্বজঃ।
জানন্তৌ তু ন কুর্যাতাং নোর্ব্যাং হি পরিমার্গণম্॥ ৩৭

'ভরতের অগ্রজ ভগবান শ্রীরাম জানেন না যে আমি জীবিত আছি। যদি তাঁদের এ-কথা জানা থাকত (যে আমি জীবিতা), তাহলে এরকম অসম্ভব যে—তাঁরা ধরাতলে আমার অনুসন্ধান করতেন না।

নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে॥ ৩৮

'নিঃসন্দেহে, আমারই শোকে সেই বীর লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র ইহলোক থেকে (শরীর ত্যাগ করে) দেবলোকে চলে গেছেন।

ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
মম পশ্যন্তি যে বীরং রামং রাজীবলোচনম্॥ ৩৯

'সকল দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ ধন্য, যেহেতু তাঁরা আমার পতিদেব বীরপুঙ্গব কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করছেন।

অথবা নহি তস্যার্থো ধর্মকামস্য ধীমতঃ।
ময়া রামস্য রাজর্ষের্ভার্যয়া পরমাত্মনঃ॥ ৪০

'অথবা কেবলমাত্র ধর্মকামী পরমাত্মাস্বরূপ বুদ্ধিমান রাজর্ষি শ্রীরামের পত্নীর কোন প্রয়োজন নেই (এইজন্য আমার খবর রাখেন না)।

দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌহৃদং নাস্ত্যদৃশ্যতঃ।
নাশয়ন্তি কৃতঘ্নাস্তু ন রামো নাশয়িষ্যতি॥ ৪১

'যে স্বজন চোখের সম্মুখে থাকে, তার উপরেই প্রীতি তৈরী হয়, যে চোখের আড়ালে থাকে, তার জন্য স্নেহ থাকে না। কিন্তু এ-রকম স্বভাব অকৃতজ্ঞদের হ[য়] থাকে যে, তারা সৌহার্দ্য রক্ষা করে না। রাম তো কৃ[তঘ্ন] নন, তিনি সৌহার্দ্যের ক্ষতি করবেন না।

কিং বা ময্যগুণাঃ কেচিৎ কিং বা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে।
যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ ভামিনী॥ ৪

'অথবা আমার কোন দুর্গুণ (দোষস্বভাব) আ[ছে] কিংবা আমার ভাগ্য খারাপ, যে এখন আমি মানিনী সী[তা] পরম পূজ্য পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের থেকে বিযুক্ত হয়ে গে[ছি]

শ্রেয়ো মে জীবিতান্মর্তুং বিহীনায়া মহাত্মনা।
রামাদক্লিষ্টচারিত্রাচ্ছূরাচ্ছত্রুনিবর্হণাৎ ॥ ৪

'জীবিত থাকা অপেক্ষা, আমার মরণ ভা[লো] কেননা, আমি অনিন্দ্য খ্যাতিবান, বীর, শত্রু নির্দনক[ারী] মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বিহনে জীবন ধারণ করছি।

অথবা ন্যস্তশস্ত্রৌ তৌ বনে মূলফলাশনৌ।
ভ্রাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ॥ ৪

'অথবা বনে বিচরণকারী ও ফলমূলাহারী নরবর দু[ই] ভাই এখন অহিংসার ব্রত ধারণ করে অস্ত্র-শ[স্ত্র] পরিত্যাগপূর্বক বনেই বসবাস করছেন।

অথবা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ছদ্মনা ঘাতিতৌ শূরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪

'অথবা দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ছলের আশ্রয় নি[য়ে] দুই বীরপুঙ্গব ভ্রাতা (রাম-লক্ষ্মণকে) নিহত করেছে।

সাহমেবংবিধে কালে মর্তুমিচ্ছামি সর্বতঃ।
ন চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুঃখেঽতিবর্ততি॥ ৪

'এমতাবস্থায়, সর্বতোভাবে আমি মৃত্যুর ক[ামনা] করছি' কিন্তু এত দুঃখেও আমার কপালে এখন মৃ[ত্যু] নেই।

ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ।
জিতাত্মানো মহাভাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে॥ ৪

'সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান ক[রেন] যাঁরা এবং যাঁরা অন্তঃকরণকে বশীভূত করতে পা[রেন] এইরূপ মহাপুরুষগণ ধন্যবাদার্হ, তাঁদের প্রিয় ব[লে] অপ্রিয় বলে কিছু নেই।

প্রিয়ান্ন সম্ভবেদ্ দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ।
তাভ্যাং হি তে বিযুজ্যন্তে নমস্তেষাং মহাত্মনাম্॥ ৪

'যাঁদের প্রিয় (জন বা বস্তুর) বিয়োগে দুঃখ হ[য় না] এবং যাঁরা অপ্রিয়ের সংযোগে দুঃখিত হন না, প্রি[য়]

অপ্রিয় দুই থেকেই যাঁরা অনাসক্ত (অর্থাৎ উদাসীন) থাকেন, সেইসকল মহাপুরুষদেরকে আমি প্রণাম করি।

সাহং ত্যক্তা প্রিয়েণৈব রামেণ বিদিতাত্মনা।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পাপস্য রাবণস্য গতা বশম্॥ ৪৯

'আমি আমার প্রিয়তম আত্মজ্ঞানী পতিদেব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের থেকে দূরে আছি এবং পাপাচারী রাক্ষসরাজ রাবণের বন্দিনী হয়েছি, অতএব এই জীবন পরিত্যাগ করব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, রাক্ষসীদের বিনাশ এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় সম্বন্ধে শুভ সূচনা

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
কাশ্চিজ্জগ্মুস্তদাখ্যাতুং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১

সীতা কর্তৃক এইরূপ ভয়ংকর বাক্যে অভিহিত হয়ে রাক্ষসীরা ক্রোধে অচেতনপ্রায় হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুরাত্মা রাবণকে সেই খবর দেওয়ার জন্য চলে গেল।

ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যো ভীমদর্শনাঃ।
পুনঃ পরুষমেকার্থমনর্থার্থমথাব্রুবন্॥ ২

অতঃপর করালদর্শন রাক্ষসীরা সীতার নিকটে এসে পুনরায় একই (পূর্বোক্ত) প্রয়োজনাত্মক কঠোর ও অহিতকারী বাক্য বলতে লাগল—

অদ্যেদানীং তবানার্যে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে।
রাক্ষস্যো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসমেতদ্ যথাসুখম্॥ ৩

'পাপপূর্ণ বিবেচনায় পটিয়সী অনার্যে সীতে! আজ এক্ষুনি এই সকল রাক্ষসীরা সানন্দে তোমার মাংস ভক্ষণ করবে।'

সীতাং তাভিরনার্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা।
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

সেইসব রাক্ষসীদের দ্বারা তিরস্কৃতা সীতাকে দেখে ত্রিজটা নামে সুপ্তোত্থিতা (ঘুম থেকে উত্থিতা) প্রবুদ্ধা রাক্ষসী বলল—

আত্মানং খাদতানার্যা ন সীতাং ভক্ষয়িষ্যথ।
জনকস্য সুতামিষ্টাং স্নুষাং দশরথস্য চ॥ ৫

'নীচ নিশাচরীবৃন্দ! তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ভক্ষণ করো। সীতাদেবীকে ভক্ষণ করতে পারবে না, তিনি রাজা জনকের আদরের কন্যা এবং মহারাজ দশরথের প্রিয় পুত্রবধূ।

স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ভর্তুরস্যা ভবায় চ॥ ৬

'আজ আমি এক ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকারী স্বপ্ন দেখেছি, যা রাক্ষসকুলের বিনাশ ও সীতাপতির অভ্যুদয় সূচিত করে।'

এবমুক্তাস্ত্রিজটয়া রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সর্বা এবাব্রুবন্ ভীতাস্ত্রিজটাং তামিদং বচঃ॥ ৭

ত্রিজটা এইরূপ বললে, (পূর্বে) ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সেই সকল রাক্ষসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ত্রিজটাকে বলল—

কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোঽয়ং কীদৃশো নিশি।
তাসাং শ্রুত্বা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্গতম্॥ ৮
উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্।

'আমাদের বল তুমি রাত্রিতে কেমন স্বপ্ন দেখেছ?' রাক্ষসীদের মুখে এই জিজ্ঞাসা শুনে ত্রিজটা তখন স্বপ্নের বিবরণ দিতে লাগল—

গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্॥ ৯
যুক্তাং বাজিসহস্রেণ স্বয়মাস্থায় রাঘবঃ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ॥ ১০

'আজ স্বপ্ন দেখলাম যে, গজদন্তনির্মিত এক স্বর্গীয় শিবিকা সহস্র ঘোড়ায় সংযুক্ত হয়ে আকাশপথে চলছে এবং তাতে লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরামচন্দ্র শ্বেত মালা ও শুক্লাম্বর পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন।

স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তং শ্বেতপর্বতমাস্থিতা॥ ১১
রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা।

'আজ স্বপ্নে আমি এও দেখেছি— সীতা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে শ্বেত পর্বতের শিখরে বসে আছে ; সেই পর্বত চারিদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত। সেখানে সূর্যদেবের সঙ্গে প্রভার মিলনের মতো শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সীতার মিলন সম্পন্ন হয়েছে।

রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্॥ ১২
আরূঢ়ঃ শৈলসংকাশং চকাস সহলক্ষ্মণঃ।

'আমি পুনরায় শ্রীরঘুনাথকে দেখলাম — তিনি লক্ষ্মণের সাথে চতুর্দন্তযুক্ত বিশালাকার হস্তীর উপর আরূঢ় হয়ে পর্বতের ন্যায় (বিশালতায়) শোভা পাচ্ছেন।

ততস্তু সূর্যসংকাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা॥ ১৩
শুক্লমাল্যাম্বরধরৌ জানকীং পর্যুপস্থিতৌ।

'অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের দীপ্তিতে সূর্যসদৃশ দেদীপ্যমান এবং শুভ্র মাল্য ও শুভ্র বস্ত্রে সুশোভিত হয়ে জনকনন্দিনী সীতার সন্নিকটে উপস্থিত হলেন।

ততস্তস্য নগস্যাগ্রে হ্যাকাশস্থস্য দন্তিনঃ॥ ১৪
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য জানকী স্কন্ধমাশ্রিতা।

'তখন সেই সাগর মধ্যস্থ পর্বত শিখরের উপরিস্থিত আকাশে পতি শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক পরিগৃহীত হয়ে জানকী দেবী সেই হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় হলেন।

ভর্তুরঙ্কাৎ সমুৎপত্য ততঃ কমললোচনা॥ ১৫
চন্দ্রসূর্যৌ ময়া দৃষ্টা পাণিভ্যাং পরিমার্জতী।

'তদনন্তর, পদ্মলোচনা সীতা পতির অঙ্ক থেকে দ্রুত গতিতে উপরে উঠে গিয়ে চন্দ্রমা ও সূর্যের সন্নিকটে পৌঁছে গেলেন। আমি সেখানে দেখলাম, সীতা তার দুই হাতে চন্দ্র ও সূর্যকে হস্তাবলেপনে পরিমার্জন করছেন।[1]

ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যামাস্থিতঃ স গজোত্তমঃ।
সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কায়া উপরি স্থিতঃ॥ ১৬

'এরপর দুই কুমার (রাম ও লক্ষ্মণ) কে এবং আয়তনয়না সীতাকে নিয়ে সেই বিশাল গজরাজ লঙ্কানগরীর উপরে (আকাশে) স্থির হল।

পাণ্ডুরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থঃ সীতয়া সহ ভার্যয়া॥ ১৭
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সহাগতঃ।

'আমি আরও দেখলাম আটটি শ্বেত বলদযুক্ত রথের উপর ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র শুভ্র পুষ্পমাল্য ও শ্বেত বস্ত্র পরিহিত হয়ে প্রিয় পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

ততোঽন্যত্র ময়া দৃষ্টো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্যবান্।
আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্যসন্নিভম্॥ ১৯
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

'আবার অন্য এক দৃশ্যে আমি দেখলাম— সত্য-পরাক্রমী ও বীর্য-বিক্রমশালী পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম নিজ পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হয়ে এখান থেকে উত্তর দিকে প্রস্থান করলেন।

এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টো রামো বিষ্ণুপরাক্রমঃ॥ ২০
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্যয়া।

'এইভাবে স্বপ্নে আমি ভগবান বিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমী শ্রীরামকে, তাঁর প্রিয়-পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সাথে দর্শন করলাম।

ন হি রামো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ॥ ২১
রাক্ষসৈর্বাপি চান্যৈর্বা স্বর্গঃ পাপজনৈরিব।

'মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতা, দানব, রাক্ষস বা অন্য কেউই পরাস্ত করতে পারবে না। ঠিক যেমন, স্বর্গ কখনও পাপীজনের দ্বারা জয় করা যেতে পারে না।

রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ॥ ২২
রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ।
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ॥ ২৩

'আমি রাবণকেও স্বপ্নে দেখলাম। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে তৈল-স্নান করে রক্তবাস পরিধান করেছেন এবং মদিরা পান করে মত্ত হয়ে গেছেন, করবী ফুলের মালা গলায় ধারণ করেছেন। এইভাবে সজ্জিত রাবণ আজ পুষ্পক বিমান হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন।

কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ।
রথেন খরযুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ॥ ২৪
পিবংস্তৈলং হসন্নৃত্যন্ ভ্রান্তচিত্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
গর্দভেন যযৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ॥ ২[illegible]

'একজন কৃষ্ণাম্বর পরিহিত স্ত্রীলোক মুণ্ডিত মস্তক

[1] যে স্ত্রী বা পুরুষ স্বপ্নে নিজের দুই হাত দ্বারা সূর্যমণ্ডল অথবা চন্দ্রমণ্ডলকে স্পর্শ করে, সে বিশাল রাজ্য লাভ করে। স্বপ্ন[illegible] পরম বাক্য হল—

আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা।
স্বপ্নে গৃহ্ণাতি হস্তাভ্যাং রাজ্যং সম্প্রাপ্নুয়ান্মহৎ॥ (গোবিন্দরাজবিরচিত রামায়ণভূষণ)

রাবণকে আকর্ষণ করে কোথাও যেন নিয়ে যাচ্ছে। তিনি রক্তপুষ্পের মালা ও রক্তচন্দনে শোভিত হয়ে গর্দভ-যুক্ত রথারূঢ় ছিলেন। তৈল পান করতে করতে, হাসতে হাসতে তিনি নৃত্য করছিলেন। উন্মত্তের ন্যায় তাঁর চিত্ত ভ্রান্ত এবং ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুলিত ছিল। গর্দভের পৃষ্ঠে করে তিনি শীঘ্রই দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

পুনরেব ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
পতিতোঽবাক্‌শিরা ভূমৌ গর্দভাদ্ ভয়মোহিতঃ॥ ২৬

'তদনন্তর আমি আবার দেখলাম রাক্ষসরাজ রাবণ গর্দভের পৃষ্ঠ হতে ভয়ত্রস্ত হয়ে মস্তক নীচের দিকে করে ভূতলে পতিত হলেন।

সহসোত্থায় সম্ভ্রান্তো ভয়ার্তো মদবিহ্বলঃ।
উন্মত্তরূপো দিগ্বাসা দুর্বাক্যং প্রলপন্ বহু॥ ২৭
দুর্গন্ধং দুঃসহং ঘোরং তিমিরং নরকোপমম্।
মলপঙ্কং প্রবিশ্যাশু মগ্নস্তত্র স রাবণঃ॥ ২৮

'পুনরায়, তিনি ভয়ার্ত হয়ে মদিরা বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সহসা ভূতল হতে উত্থিত হলেন এবং উন্মত্ত ও উলঙ্গ রূপে বহুপ্রকার দুর্বাক্য প্রলাপ করতে করতে অগ্রসর হলেন। সম্মুখস্থ দুর্গন্ধ, দুঃসহ, ঘোর অন্ধকার পূর্ণ ও নরকতুল্য মলের পঙ্কে রাবণ প্রবেশ করলেন এবং নিমজ্জিত হলেন।

প্রস্থিতো দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টোঽকর্দমং হ্রদম্।
কণ্ঠে বদ্ধা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী॥ ২৯
কালী কর্দমলিপ্তাঙ্গী দিশং যাম্যাং প্রকর্ষতি।
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ৩০

'তদনন্তর পুনরায়, দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে রাবণ কর্দমশূন্য এক হ্রদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তথায় কর্দমে লিপ্ত সর্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তাম্বর পরিহিতা এক নারী দশাননকে গলায় বন্ধান করে দক্ষিণ দিকে টানতে লাগল এবং সেইস্থলে মহাপরাক্রমী দুষ্ট কুম্ভকর্ণকেও একই অবস্থাতে স্বপ্নে দেখা গেল।

রাবণস্য সুতাঃ সর্বে মুণ্ডাস্তৈলসমুক্ষিতাঃ।
বরাহেণ দশগ্রীবঃ শিশুমারেণ চেন্দ্রজিৎ॥ ৩১
উষ্ট্রেণ কুম্ভকর্ণশ্চ প্রযাতৌ দক্ষিণাং দিশম্।

'রাবণের সকল পুত্রকে মুণ্ডিত মস্তক ও তৈলস্নাত দেখলাম। দশানন শূকরের পৃষ্ঠে, ইন্দ্রজিৎ গর্দভের এবং কুম্ভকর্ণ উটের পৃষ্ঠে করে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করল।

একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ॥ ৩২
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।

'একমাত্র বিভীষণকে দেখলাম শুভ্র ছাতায় শ্বেত মাল্যে, শ্বেত বস্ত্রে ও শ্বেত চন্দনাদি সুগন্ধিতে সুশোভিত।

শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নৃত্তগীতৈরলঙ্কৃতঃ॥ ৩৩
আরুহ্য শৈলসংকাশং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্।
চতুর্দন্তং গজং দিব্যমাস্তে তত্র বিভীষণঃ॥ ৩৪
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্ধং বৈহায়সমুপস্থিতঃ॥ ৩৫

'তার (বিভীষণের) নিকটে শঙ্খধ্বনি দুন্দুভি, নৃত্যগীতাদি সমারোহ ছিল এবং সে পর্বততুল্য সুবিশাল ও মেঘের ন্যায় গম্ভীর নিনাদী চতুর্দন্ত স্বর্গীয় গজে আরূঢ় হয়ে মন্ত্রিদের সঙ্গে আকাশে দৃশ্যমান হচ্ছিল।

সমাজশ্চ মহান্ বৃত্তো গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ।
পিবতাং রক্তমাল্যানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্॥ ৩৬

'তৈল পানকারী এবং রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিহিত রাক্ষসদের বিশাল সমাবেশ দেখা গেল এবং গীতবাদ্যাদিতে (ধ্বনিত) সবদিক মুখরিত হচ্ছিল।

লঙ্কা চেয়ং পুরী রম্যা সবাজিরথকুঞ্জরা।
সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরতোরণা॥ ৩৭

'এই রমণীয় লঙ্কাপুরী ঘোটক, রথ এবং হস্তীসকল সহ সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আরও দেখা গেল এই নগরীর বাহিরের তোরণ অর্থাৎ গোপুর ও অন্তর্তোরণ ভগ্ন হয়ে গিয়েছে।

লঙ্কা দৃষ্টা ময়া স্বপ্নে রাবণেনাভিরক্ষিতা।
দগ্ধা রামস্য দূতেন বানরেণ তরস্বিনা॥ ৩৮

'রাবণের দ্বারা সুরক্ষিতা লঙ্কা নগরী শ্রীরামচন্দ্রের দূত ইতস্ততঃ ধাবমান বানর কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয়েছে।

পীত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাস্বনাঃ।
লঙ্কায়াং ভস্মরূক্ষায়াং সর্বা রাক্ষসযোষিতঃ॥ ৩৯

'ভস্মীভূত লঙ্কায় রাক্ষস রমণীকুল তৈল পানে উন্মত্ত হয়ে অট্টহাস্য করছিল।

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে সর্বে রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়হ্রদম্॥ ৪০

'কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি সমস্ত বীর রাক্ষসেরা রক্তবসন পরিধান করে গোময় পরিপূর্ণ হ্রদে প্রবেশ করল।

অপগচ্ছত পশ্যধ্বং সীতামাপ্নোতি রাঘবঃ।
ঘাতয়েৎ পরমামর্ষী যুষ্মান্ সার্ধং হি রাক্ষসৈঃ॥ ৪১

'তোমরা (রাক্ষসীরা) পালাও ! দেখ, রাঘব কেমন করে সীতাকে উদ্ধার করেন। তোমার এবং তোমাদেরও অধর্মাচারী রাক্ষসদের সাথে বিনাশ হবে।

প্রিয়াং বহুমতাং ভার্যাং বনবাসমনুব্রতাম্।

ভর্ৎসিতাং তর্জিতাং বাপি নানুমংস্যতি রাঘবঃ॥ ৪২

'যে সীতাদেবী বনবাসেও রাঘবের অনুগমন করেছিলেন, সেই প্রিয়া ও আদরণীয়া ভার্যা সীতাদেবীর প্রতি রাক্ষসগণকর্তৃক ভর্ৎসনা বা ভীতি প্রদর্শন শ্রীরঘুনাথ ক্ষমা করবেন না।

তদলং ক্রূরবাক্যৈশ্চ সান্ত্বমেবাভিধীয়তাম্।
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে॥ ৪৩

'অতএব এইভাবে পরুষ বাক্য প্রয়োগ বৃথা, মধুর বাক্য বলো। আমার (ত্রিজটার) বরং মনে হয়, আমরা সীতার কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করি।

যস্যা হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে।
সা দুঃখৈর্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ৪৪

'যে দুঃখিনী নারীর বিষয়ে এবংবিধ স্বপ্ন দেখা যায়, সে বহু দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অভিলষিত সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ করে।

ভর্ৎসিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যঃ কিং বিবক্ষয়া।
রাঘবাদ্ধি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্॥ ৪৫

'রাক্ষসীগণ ! আমি জানি তোমাদের আরও কিছু বলবার আছে, কিন্তু তাতে কি হবে ? যদিও সীতাকে বহু ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তবুও তার শরণাপন্ন হয়ে অভয় প্রার্থনা করো ; কেননা, রঘুনাথের নিকট হতে রাক্ষসকুলের ভীষণ ত্রাস সমুপস্থিত প্রায়।

প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা।
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ॥ ৪৬

'জনকনন্দিনী মৈথিলী প্রণিপাতের দ্বারাই প্রসন্না হয়ে যাবেন, তিনি একাই রাক্ষসীদের মহাভয় থেকে রক্ষা করতে পারেন।

অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে।
বিরূপমপি চাঙ্গেষু সুসূক্ষ্মমপি লক্ষণম্॥ ৪৭

'এই আয়তনয়না সীতার অঙ্গসমূহে বিপরীত লক্ষণের লেশমাত্র দেখতে পাচ্ছি না (যাতে মনে হচ্ছে যে সীতা চিরকাল এরকম কষ্টে থাকবে না)।

ছায়াবৈগুণ্যমাত্রং তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্।
অদুঃখার্হামিমাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্॥ ৪৮

'সীতার এই দুঃখ চন্দ্রগ্রহণকালীন ছায়ার মালিন্য মাত্র। আমি (ত্রিজটা) স্বপ্নে সীতাকে বিমানে উপবিষ্টা দেখেছি ; অতএব সীতা দুঃখভোগের যোগ্যা নয়।

অর্থসিদ্ধিং তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যাম্যহমুপস্থিতাম্।
রাক্ষসেন্দ্রবিনাশং চ বিজয়ং রাঘবস্য চ॥ ৪৯

'আমি কিন্তু জানকীর অভিলষিত মনোরথ সিদ্ধি সমুপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। রাক্ষসরাজ রাবণের বিনাশ এবং শ্রীরঘুনাথের বিজয়ের আর অধিক বিলম্ব নেই।

নিমিত্তভূতমেতৎ তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্।
দৃশ্যাতে চ স্ফুরচ্চক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্॥ ৫০

'কমলদলের তুল্য সীতার বিশাল বাম নেত্র স্ফুরিত হচ্ছে। এটি সূচিত করছে যে, সীতা শীঘ্রই প্রিয় সংবাদ শুনতে পাবেন।

ঈষদ্ধি হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হ্যদক্ষিণঃ।
অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে॥ ৫১

'উদারহৃদয়া এই বিদেহরাজকুমারীর বামহস্ত সহসা রোমাঞ্চিত হয়ে কম্পিত হচ্ছে, এটি শুভলক্ষণ।

করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোরুরনুত্তমঃ।
বেপন্ কথয়তীবাস্যা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্॥ ৫২

'হস্তীশুণ্ডের তুল্য সীতার সুন্দর বাম জঙ্ঘা প্রকম্পিত হয়ে সূচিত করছে, যেন রাঘব সীতার সম্মুখে উপস্থিত (অর্থাৎ রঘুনন্দনের আগমন সমাগতপ্রায়)।

পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ
পুনঃ পুনশ্চোত্তমসান্ত্ববাদী।
সুস্বাগতাং বাচমুদীরয়াণঃ
পুনঃ পুনশ্চোদয়তীব হৃষ্টঃ॥ ৫৩

'দেখ ! পাখীটি নিজের শাখাকুলায় প্রবেশ করে বারংবার সান্ত্বনাপূর্ণ সুমিষ্ট কূজন করছে, যেন সুস্বাগত ভাষণ উচ্চারণ করতে করতে হৃষ্ট চিত্তে পুনঃ পুনঃ প্রিয়তমের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে।'

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুর্বিজয়হর্ষিতা।
অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ॥ ৫৪

এইভাবে পতিদেবের (রঘুনাথের) বিজয় সংবাদে হৃষ্ট লজ্জাবতী জনকদুহিতা সীতা বললেন— 'যদি তোমার (ত্রিজটার) কথা সত্যি হয়, তবে আমি তোমাদের (রাক্ষসীদের) সবাইকে রক্ষা করব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

বিলাপ করতে করতে সীতার প্রাণত্যাগে উদ্যত হওয়া

সা রাক্ষসেন্দ্রস্য বচো নিশম্য
তদ্ রাবণস্যাপ্রিয়মপ্রিয়ার্তা।
সীতা বিতত্রাস যথা বনান্তে
সিংহাভিপন্না গজরাজকন্যা॥ ১

পতির বিরহে ব্যাকুল সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের অপ্রিয় বচন শুনে, বনমধ্যে সিংহের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্র শাবকীর মতো ভয়ার্ত হয়ে পড়লেন।

সা রাক্ষসীমধ্যগতা চ ভীরু-
র্বাগ্‌ভির্ভৃশং রাবণতর্জিতা চ।
কান্তারমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা
বালেব কন্যা বিললাপ সীতা॥ ২

রাক্ষসীদের মধ্যবর্তিনী হয়ে তাদের কঠোর বাক্যসমূহে বারংবার তিরস্কৃত ও রাবণের দ্বারা ভর্ৎসিত ভীরু-স্বভাবা সীতা নির্জন নিবিড় বনে একাকী নিরুদ্দিষ্ট বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

সত্যং বতেদং প্রবদন্তি লোকে
নাকালমৃত্যুর্ভবতীতি সন্তঃ।
যত্রাহমেবং পরিভর্ৎস্যমানা
জীবামি যস্মাৎ ক্ষণমপ্যপুণ্যা॥ ৩

তিনি বললেন—'সাধু মহাত্মাগণ! এ-কথা যথার্থ যে সময় না এলে কারও মৃত্যু হয় না, যেহেতু ভীষণভাবে ভর্ৎসিত হয়েও পুণ্যহীনা আমি এখনও জীবিত আছি।

সুখাদ্ বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণ-
মিদং তু নূনং হৃদয়ং স্থিরং মে।
বিদীর্যতে যন্ন সহস্রধাদ্য
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য॥ ৪

'আমার এই হৃদয় সুখ হতে বঞ্চিত ও বহুবিধ দুঃখরাজিতে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কঠিন, বজ্রাহত পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

নৈবাস্তি নূনং মম দোষমত্র
বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য।
ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতু-
মলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায়॥ ৫

'বিকট দর্শন রাবণের আসন্ন বধ্য আমার আত্মহত্যায় নিঃসন্দেহে কোন পাপ নেই। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র প্রদান করতে পারেন না, আমিও তেমনি এই নিশাচরকে নিজ হৃদয়ের অনুরাগ নিবেদন করতে পারব না।

তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ
শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥ ৬

'হায়! লোকনাথ ভগবান শ্রীরামের আগমনের পূর্বেই এই দুষ্ট রাক্ষসরাজ নিশ্চয় তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা আমার অঙ্গসমূহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে। ঠিক যেমন করে শল্যবিদ বিশেষ অবস্থায় গর্ভস্থ শিশুকে টুকরো টুকরো করে দেয় (অথবা যেমন করে ইন্দ্র দিতির গর্ভস্থ শিশুকে উনপঞ্চাশ টুকরো করে দিয়েছিলেন)।

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ।
বদ্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে
রাজোপরোধাদিব তস্করস্য॥ ৭

'আমি অতিশয় দুঃখিনী। আমার প্রতি রাবণকর্তৃক নির্দিষ্ট দুই মাস পর্যন্ত সময় শীঘ্রই সমাপিত হবে। রাজার আদেশে রাত্রিশেষে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী তস্করের ন্যায় আমার অবস্থা।

হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে
হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।
এষা বিপদ্যাম্যহমল্পভাগ্যা
মহার্ণবে নৌরিব মূঢ়বাতা॥ ৮

'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামজননী কৌশল্যে! হা আমার জননীবৃন্দ! যেমন করে ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত নৌকা মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তেমনই আসন্ন জীবন-নাশের ভয়ানক সংকটের মুখোমুখি আমি।

তরস্বিনৌ ধারয়তা মৃগস্য
সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
নূনং বিশস্তৌ মম কারণাৎ তৌ
সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন॥ ৯

'সেই মৃগরূপধারী প্রাণী নিশ্চয় তপস্বী রাজকুমারদ্বয়কে আমার জন্যই নিহত করেছে, যেমন করে শ্রেষ্ঠ সিংহদ্বয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে (ঠিক তেমনি)।

নূনং স কালো মৃগরূপধারী
মামল্পভাগ্যাং লুলুভে তদানীম্।
যত্রার্যপুত্রৌ বিসসর্জ মূঢ়া
রামানুজং লক্ষ্মণপূর্বজং চ ॥ ১০

'সেই সময়ে নিশ্চয়ই কাল অর্থাৎ যম মৃগের ছদ্মবেশে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল, যার ফলে প্রভাবিত হয়ে আমি লক্ষ্মণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করতে বলেছিলাম।

হা রাম সত্যব্রত দীর্ঘবাহো
হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবক্ত্র।
হা জীবলোকস্য হিতঃ প্রিয়শ্চ
বধ্যাং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্ ॥ ১১

'হা সত্যব্রতধারী মহাবাহু শ্রীরাম ! হা পূর্ণচন্দ্রবদন রঘুনাথ ! হা জীবলোকের হিতৈষী প্রিয়তম ! তোমরা কি জানতে পারছ না, আমি রাক্ষসকুলের হননীয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছি।

অনন্যদেবত্বমিয়ং ক্ষমা চ
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চ ধর্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং
কৃতং কৃতঘ্নেষ্বিব মানুষাণাম্ ॥ ১২

'আমার এই একাগ্র উপাসনা, ক্ষমা, ভূমিশয়ন, ব্রতাদি (নিয়ম) পালন ও পতিভক্তিপরায়ণতা—এই সবই নিষ্ফল হয়ে গেল, যেমন করে কৃতঘ্নের প্রতি কৃত উপকার বিফলে যায়।

মোঘো হি ধর্মশ্চরিতো মমায়ং
তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।
যা ত্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা
হীনা ত্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা ॥ ১৩

'প্রভু ! আমি অত্যন্ত কৃশা ও কান্তিহীন হয়ে গেছি, তোমার (রঘুনাথের) নিকট হতে বিরহিত হয়েছি, তোমার সাথে মিলনের আশাও আর নেই। আমার ধর্মাচরণ নিষ্ফল, অর্থহীন (আমার) একপত্নীত্বব্রত-অনুপালন।

পিতুর্নির্দেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥ ১৪

'পিতার আজ্ঞা যথাযথ পালন করে বনবাসকাল অবসানে কৃতব্রত আপনি (রঘুনাথ) বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে, নির্ভয়ে ও সফলমনোরথে আয়তনয়না বহু সুন্দরীদের বিবাহ করে সংসার করবেন।

অহং তু রাম ত্বয়ি জাতকামা
চিরং বিনাশায় নিবদ্ধভাবা।
মোঘং চরিত্বাথ তপো ব্রতং চ
ত্যক্ষ্যামি ধিগ্‌জীবিতমল্পভাগ্যাম্ ॥ ১৫

'কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ! তোমাতে আমার অনুরাগ রয়েছে, নিজের অন্তিম সময়ে আমি চিরকাল তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করব। অদ্যাবধি আমি তপস্যা ও ব্রতাদি যা কিছু করেছি, সবকিছুই আমার জন্য ব্যর্থ। অতএব, আমাকে প্রাণত্যাগ করতে হবে। আমার মতো হতভাগিনীকে ধিক্!

সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং
বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেহস্তি কশ্চি-
চ্ছস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য ॥ ১৬

'আমি তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা অথবা আত্মঘাতী বিষের প্রয়োগে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করতে চাই। কিন্তু রাক্ষসপুরীতে আমাকে বিষ অথবা শস্ত্র প্রদান করার কেউ নেই।'

শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য
সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্‌গ্রথনেন শীঘ্র-
মহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥ ১৭

শোকসন্তপ্তা সীতা এইরূপ বহুধা বিচারপূর্বক মস্তকের বেণীবন্ধন হস্তে ধারণ করে স্থির করলেন—'আমি শীঘ্রই এই বেণীতে ফাঁসি দিয়ে যমালয়ে চলে যাব (অর্থাৎ আত্মঘাতী হব)।'

উপস্থিতা সা মৃদুসর্বগাত্রী
শাখাং গৃহীত্বা চ নগস্য তস্য।
তস্যাস্তু রামং পরিচিন্তয়ন্ত্যা
রামানুজং স্বং চ কুলং শুভাঙ্গ্যাঃ ॥ ১৮
তস্যা বিশোকানি তদা বহূনি
ধৈর্যার্জিতানি প্রবরাণি লোকে।

প্রাদুর্নিমিত্তানি তদা বভূবুঃ
পুরাপি সিদ্ধান্যুপলক্ষিতানি ॥ ১৯

কোমলাঙ্গী সীতা সেই অশোকবৃক্ষের শাখা হস্তে ধারণ করে বৃক্ষের নিকটে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত তিনি শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং পিতৃকুল সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায়, শুভাঙ্গী সীতার সম্মুখে শোকহর ও সাহস সঞ্চারকারী লোকপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ সূচনা সকল উপলক্ষিত হল — যেগুলি ইতঃপূর্বেও শুভ লক্ষণ হিসেবে দৃষ্ট হয়েছিল এবং শুভফল প্রদান করেছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

সীতার সম্মুখে শুভ লক্ষণ প্রকট হওয়া

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাং
ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ ॥ ১

এইভাবে অশোকবৃক্ষের নীচে স্থিত সীতার পক্ষে বহু প্রকার মাঙ্গলিক সংকেত প্রকটিত হয়ে ব্যথিত হৃদয়া, সতী-সাধ্বী, হর্ষশূন্য, দীনচিত্ত ও শুভলক্ষণা সীতাকে সেইভাবেই হৃষ্ট করল, যেমন করে সেবকেরা ঐশ্বর্যশালী পুরুষের কাছে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়।

তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্ম-
রাজ্যাবৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা
মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্ ॥ ২

সেই সময় সুকেশী সীতার বক্র ভ্রূ-সমন্বিত পরম মনোহর কৃষ্ণ, শ্বেত এবং আয়ত বাম নেত্র প্রকম্পিত হতে লাগল, মনে হচ্ছিল যেন মীনের আঘাতে রক্ত কমল প্রকম্পিত হচ্ছে।

ভুজশ্চ চার্বঞ্চিতবৃত্তপীনঃ
পরার্ঘ্যকালাগুরুচন্দনার্হঃ।
অনুত্তমেনাধ্যুষিতঃ প্রিয়েণ
চিরেণ বামঃ সমবেপতাশু ॥ ৩

সেইসঙ্গে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর গোলাকার, পরিপুষ্ট, মহার্ঘ কৃষ্ণ অগুরু ও চন্দনে সেবার্হ এবং পরম উত্তম প্রিয়তমের স্পর্শে দীর্ঘকাল ধরে সেবিত বাম-বাহুও স্ফুরিত হল।

গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীন-
স্তয়োর্দ্বয়োঃ সংহতয়োস্তু জাতঃ।
প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা
রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে ॥ ৪

পুনরায় তাঁর সংহত জঙ্ঘা যুগলের বাম জঙ্ঘা, যেটি গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় পৃথুল, সেটি স্পন্দমান হয়ে যেন সংকেত দিতে লাগল যে—রামচন্দ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান।

শুভং পুনর্হেমসমানবর্ণ-
মীষদ্রজোধ্বস্তমিবাতুলাক্ষ্যাঃ।
বাসঃ স্থিতায়াঃ শিখরাগ্রদন্ত্যাঃ
কিঞ্চিৎ পরিস্রংসত চারুগাত্র্যাঃ ॥ ৫

অতঃপর সুদন্তপংক্তিযুক্তা মনোহর গাত্রী ও অনুপম নয়না সীতাকে হেমবর্ণা হওয়া সত্ত্বেও তথায় কিছুটা ধূলি ধূসরিত মনে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর রেশমী মলিন বস্ত্র স্খলিত হয়ে ভবিষ্যতের শুভ সূচনা দিল।

এতৈর্নিমিত্তৈরপরৈশ্চ সুভ্রূঃ
সঞ্চোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ।
বাতাতপক্লান্তমিব প্রণষ্টং
বর্ষেণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ ॥ ৬

এই সকল ও অন্য বহুবিধ পূর্ব উল্লিখিত শুভ সূচনা লক্ষ্য করে শুভ্রা সীতা সম্যক্ রূপে হর্ষোৎফুল্লা হলেন,

যেমন করে (শুষ্ক) বায়ুও রৌদ্রতাপে নষ্ট বীজ বর্ষাবারিতে শ্যামলিমা ধারণ করে।

তস্যাঃ পুনর্বিম্বফলোপমোষ্ঠং স্বক্ষিভ্রুকেশান্তমরালপক্ষ্ম।
বক্ত্রং বভাসে সিতশুক্লদংষ্ট্রং রাহোর্মুখাচ্চন্দ্র ইব প্রমুক্তঃ॥ ৭

সীতার বিম্বফল তুল্য রক্তিম ওষ্ঠ, সুন্দর নয়ন, মনোহর ভ্রূযুগল, রুচিপূর্ণ কেশবিন্যাস, বঙ্কিম নেত্রপক্ষ্ম ও শুভ্রোজ্জ্বল দন্তরাজি সুশোভিত আনন, রাহুর গ্রাস হতে বিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভিত হতে লাগল।

সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্যা বদনেন শুক্লে শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন॥ ৮

তাঁর শোক তিরোহিত হল, ক্লান্তি অপনীত হল, মনোবেদনা প্রশমিত হল এবং প্রাণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। সীতার আনন শুক্লপক্ষে উদিত চন্দ্রের দ্বারা আলোকিত রাত্রির ন্যায় শোভা পেতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

সীতার সহিত বার্তালাপের জন্য শ্রীহনুমানের চিন্তা-ভাবনা

হনুমানপি বিক্রান্তঃ সর্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ।
সীতায়াস্ত্রিজটায়াশ্চ রাক্ষসীনাং চ তর্জিতম্॥ ১

পরাক্রমী শ্রীহনুমানও সীতার বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন চর্চা ও রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন সঠিকভাবে শুনলেন।

অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে।
ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ২

শ্রীহনুমান সীতাকে স্বর্গীয় নন্দন কাননে (স্থিত) দেবীর ন্যায় দেখতে লাগলেন এবং মনে মনে বহুবিধ চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহূন্যযুতানি চ।
দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে সেয়মাসাদিতা ময়া॥ ৩

'যে সীতাকে হাজার হাজার ও বহু লক্ষ বানর সমস্ত দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আজ আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।

চারেণ তু সুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা।
গূঢ়েন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া॥ ৪
রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা।
রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ॥ ৫

'আমি (শ্রীহনুমান) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত গুপ্তচররূপে বিচরণ করতে করতে শত্রুপক্ষের শক্তি নিরীক্ষণ করেছি ; রাক্ষসগণের শ্রেণীবিভাগ, লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসরাজের প্রভাবকে নিরীক্ষণ করেছি।

যথা তস্যাপ্রমেয়স্য সর্বসত্ত্বদয়াবতঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্যাং পতিদর্শনকাংক্ষিণীম্॥ ৬

'সীতাদেবী অসীম প্রভাবশালী এবং সকল জীবের প্রতি দয়াশীল শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী। তিনি পতিদর্শনের অভিলাষী, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্॥ ৭

'সীতাদেবীর আনন চন্দ্রমার তুল্য। ইনি পূর্বে কখনও দুঃখের অনুভব করেননি, কিন্তু এখন অপার দুঃখে পতিত হয়েছেন। সুতরাং আমি এঁনাকে সান্ত্বনা দেব।

যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্।
অনাশ্বাস্য গমিষ্যামি দোষবদ্ গমনং ভবেৎ॥ ৮

যদি আমি সতীসাধ্বী সীতাদেবীকে আশ্বাসিত না করে

প্রস্থান করি, তবে তা দোষাবহ হবে।

গতে হি ময়ি তত্রেয়ং রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পরিত্রাণমপশ্যন্তী জানকী জীবিতং ত্যজেৎ॥ ৯

'আমি চলে গেলে নিজের রক্ষার কোন উপায় না পেয়ে যশস্বিনী রাজপুত্রী জানকী জীবন ত্যাগ করবেন।

যথা চ স মহাবাহুঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ন্যায্যঃ সীতাদর্শনলালসঃ॥ ১০

'পূর্ণচন্দ্রের তুল্য মুখমণ্ডলবিশিষ্ট মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্রও সীতার দর্শনের জন্য উৎসুক। সীতার জন্য তাঁকে আশ্বাসিত করা উচিত (যেমনটি সীতাকেও আশ্বাসিত করা উচিত)।

নিশাচরীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাষিতম্।
কথং নু খলু কর্তব্যমিদং কৃচ্ছ্রগতো হ্যহম্॥ ১১

'কিন্তু রাক্ষসীদের সম্মুখে সীতার সঙ্গে বার্তালাপ করা যাবে না। এমতাবস্থায় কি করা উচিত— এই ব্যাপারে কঠিন সমস্যায় পড়েছি।

অনেন রাত্রিশেষেণ যদি নাশ্বাস্যতে ময়া।
সর্বথা নাস্তি সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ১২

'যদি এই রাত্রির অবসানে সীতাকে আশ্বাসিত না করি, তবে তিনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করবেন—এ-বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ নেই।

রামস্তু যদি পৃচ্ছেন্মাং কিং মাং সীতাব্রবীদ্ বচঃ।
কিমহং তং প্রতিব্রূয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্॥ ১৩

'সুমধ্যমা সীতার সঙ্গে এখন যদি বাক্যালাপ না করি, তাহলে সীতা আমার প্রতি কি সংবাদ পাঠিয়েছেন ?' শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হলে আমি কী প্রত্যুত্তর দেব ?

সীতাসন্দেশরহিতং মামিতস্ত্বরয়া গতম্।
নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধতীব্রেণ চক্ষুষা॥ ১৪

'সীতার সংবাদ না নিয়ে আমি যদি এইস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করি, ককুৎস্থকুলভূষণ ভগবান শ্রীরাম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে ভস্মীভূত করে দেবেন।

যদি বোদ্যোজয়িষ্যামি ভর্তারং রামকারণাৎ।
ব্যর্থমাগমনং তস্য সসৈন্যস্য ভবিষ্যতি॥ ১৫

'যদি সীতাকে সান্ত্বনা না দিয়ে প্রত্যাবর্তন করি এবং শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য প্রভু অর্থাৎ বানররাজ সুগ্রীবকে উত্তেজিত করি, তাহলে বানরসৈন্যদল নিয়ে তাঁর এখানে আসা ব্যর্থ হবে (কেননা, সীতা তৎপূর্বেই জীবন পরিত্যাগ করবেন)।

অন্তরং ত্বহমাসাদ্য রাক্ষসীনামবস্থিতঃ।
শনৈরাশ্বাসয়াম্যদ্য সন্তাপবহুলামিমাম্॥ ১৬

'তবুও রাক্ষসীদের উপস্থিতিতে সময়-সুযোগ মতো অর্থাৎ সুযোগের অবসরে এই বৃক্ষশাখার অন্তরালে বসে সীতাদেবীকে ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দেব ; কেননা, তিনি সাতিশয় দুঃখিতা হয়ে আছেন।

অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্॥ ১৭

'একদিকে আমার শরীর এখন অতি ক্ষুদ্র, অন্যদিকে আমি বানর-জাতি। কিন্তু, মনুষ্য-সুলভ সংস্কৃত ভাষায় আমি কথা বলব।

যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ ১৮

'কিন্তু এতে একটি বাধা আছে, যদি আমি দ্বিজ-জাতির মতো সংস্কৃত ভাষায় কথা বলি, তাহলে আমাকে রাক্ষসরাজ রাবণ মনে করে সীতা ভয়-ত্রস্তা হয়ে যাবেন।

অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা॥ ১৯

'এমতাবস্থায়, আমাকে অবশ্যই অর্থবহ মানুষী ভাষা ব্যবহার করতে হবে (যা অযোধ্যা ও তৎপার্শ্ববর্তী মানুষেরা ব্যবহার করে), অন্যথা সতী-সাধ্বী সীতাকে আমি যথোচিত আশ্বাসন দিতে পারব না।

সেয়মালোক্য মে রূপং জানকী ভাষিতং তথা।
রক্ষোভিস্ত্রাসিতা পূর্বং ভূয়স্ত্রাসমুপৈষ্যতি॥ ২০

'আমার বানর রূপ দেখে এবং আমার মুখে মনুষ্যোচিত ভাষা শুনে এই জনকনন্দিনী সীতা, যিনি ইতঃপূর্বেই রাক্ষসীদের দ্বারা ভয়-ত্রস্তা হয়ে আছেন, আরও ভয় পেয়ে যাবেন।

ততো জাতপরিত্রাসা শব্দং কুর্যান্মনস্বিনী।
জানানা মাং বিশালাক্ষী রাবণং কামরূপিণম্॥ ২১

'অতঃপর ভয়ার্ত হয়ে আয়তলোচনা মনস্বিনী সীতা

আমাকে ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রম করে উচ্চৈঃস্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করবেন।

সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ।
নানাপ্রহরণো ঘোরঃ সমেয়াদন্তকোপমঃ॥ ২২

'সীতা এইরূপ শব্দ করলে যমরাজতুল্য ভয়ংকর রাক্ষসীবৃন্দ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সহসা এখানে সম্মিলিত হবে।

ততো মাং সম্পরিক্ষিপ্য সর্বতো বিকৃতাননাঃ।
বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্যুর্যত্নং মহাবলাঃ॥ ২৩

'তদনন্তর, বিকটবদনা প্রচণ্ড বলবতী রাক্ষসীগণ আমার সর্বদিকে পরিবৃত হয়ে আমাকে হত্যা বা বন্দী করার চেষ্টা করবে।

তং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ স্কন্ধাংশ্চোত্তমশাখিনাম্।
দৃষ্ট্বা চ পরিধাবন্তং ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ॥ ২৪

'(তারা) আমাকে বনস্পতিসমূহের শাখা-প্রশাখায় এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-স্কন্ধ প্রভৃতিতে লম্ফমান দেখে শঙ্কিত হবে।

মম রূপং চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ।
রাক্ষস্যো ভয়বিত্রস্তা ভবেয়ুর্বিকৃতস্বরাঃ॥ ২৫

'বনে বিচরণকারী আমার প্রকাণ্ড স্বরূপ দেখে ত্রস্ত রাক্ষসীরা বিকৃত স্বরে চিৎকার আরম্ভ করবে।

ততঃ কুর্যুঃ সমাহ্বানং রাক্ষস্যো রক্ষসামপি।
রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্তানাং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনে॥ ২৬

'অতঃপর এই সকল রাক্ষসীরা রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে রাবণকর্তৃক নিযুক্ত রাক্ষসগণকে আহ্বান করবে।

তে শূলশরনিস্ত্রিংশবিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
আপতেয়ুর্বিমর্দেঽস্মিন্ বেগেনোদ্বেগকারণাৎ॥ ২৭

'এইরূপ তুমুল গণ্ডগোলে রাক্ষসগণও উদ্বিগ্ন হয়ে শূল, বাণ, তলোয়ার ও বিবিধ প্রকার শস্ত্র-অস্ত্রাদি উদ্যত হস্তে ধারণ করে সবেগে সমবেত হবে।

সংরুদ্ধস্তৈস্তু পরিতো বিধমে রাক্ষসং বলম্।
শক্নুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ॥ ২৮

'তাদের দ্বারা সর্বতোভাবে পরিবৃত আমি রাক্ষস সৈন্যদের বধ করতে পারলেও মহার্ণবের অর্থাৎ সাগরের পরপারে পৌঁছতে পারব না।

মাং বা গৃহ্নীয়ুরাবৃত্য বহবঃ শীঘ্রকারিণঃ।
স্যাদিয়ং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহণং ভবেৎ॥ ২৯

'যদি বহুসংখ্যক বেগবান রাক্ষসসৈন্য আমাকে ঘিরে বন্দী করে নেয়, তাহলে সীতাদেবীর (পতিদর্শনলাভের) মনোভিলাষ পূর্ণ হবে না এবং আমিও কয়েদী হয়ে যাব।

হিংসাভিরুচয়ো হিংস্যুরিমাং বা জনকাত্মজাম্।
বিপন্নং স্যাৎ ততঃ কার্যং রামসুগ্রীবয়োরিদম্॥ ৩০

'অথবা, হিংসাপ্রিয় রাক্ষসেরা যদি এই জনকদুহিতাকে হত্যা করে, তাহলে প্রভু রঘুনাথ ও বানররাজ সুগ্রীবের অভীষ্ট (সীতা-উদ্ধার রূপ) কার্য বিফল হয়ে যাবে।

উদ্দেশে নষ্টমার্গেঽস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে গুপ্তে বসতি জানকী॥ ৩১

'এই স্থানটি রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে আসার পথ অন্যের পক্ষে দেখা বা চেনা সম্ভব নয়। এই ভূখণ্ডকে সমুদ্র চতুর্দিকে পরিবৃত করে রেখেছে। এমন নিভৃত স্থানে জনকদুহিতা সীতা বাস করছেন।

বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভির্ময়ি সংযুগে।
নান্যং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্যসাধনে॥ ৩২

'রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অথবা বন্দী হলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কাজ সফল করার জন্য অন্য কাউকে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

বিমৃশংশ্চ ন পশ্যামি যো হতে ময়ি বানরঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎ মহোদধিম্॥ ৩৩

'বহুধা বিচার করেও আমি এমন কোন বানর দেখতে পাচ্ছি না, যে আমার মৃত্যুর পর শতযোজন বিস্তৃত মহাসাগর লঙ্ঘন করতে পারে।

কামং হন্তুং সমর্থোঽস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্।
ন তু শক্ষ্যামাহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ॥ ৩৪

'আমি হাজার হাজার রাক্ষস সৈন্যকে হত্যা করতে সমর্থ। কিন্তু যুদ্ধে আটকে পড়লে মহাসাগরের পরপারে যেতে পারব না।

অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে।
কশ্চ নিঃসংশয়ং কার্যং কুর্যাৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্॥ ৩৫

'যুদ্ধ অনিশ্চয়াত্মক (অর্থাৎ বিজয় বা পরাজয়

কোন একটি ঘটতে পারে) এবং সংশয়যুক্ত কার্যকলাপ আমার প্রিয় নয়। কে-ই বা এমন বুদ্ধিমান আছে যে সংশয়রহিত (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক) কার্যকে সংশয়াত্মক করতে আগ্রহী হবে !

এষ দোষো মহান্ হি স্যান্মম সীতাভিভাষণে।
প্রাণত্যাগশ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে॥ ৩৬

'সীতা দেবীর সঙ্গে বার্তালাপে এইটিই একমাত্র বাধা (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক কর্ম অনিশ্চয় হয়ে পড়তে পারে)। কিন্তু যদি অভিভাষণ না করি, তবে বিদেহনন্দিনীর প্রাণ ত্যাগ নিশ্চিত।

ভূতাশ্চার্থা বিরুধ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ ৩৭

'অবিবেকী বা অসাবধান দূতের হাতে নিশ্চিত সাফল্যও দেশ ও কালের বিরুদ্ধ হওয়ায় অসফল বা ব্যর্থ হয়, যেমন করে সূর্যোদয় হলে তমোনাশ হয়ে যায় (অর্থাৎ, অন্ধকারের প্রভাব আর থাকে না)।

অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তি হি কার্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৩৮

'কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে প্রভু বা নৃপতির নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অবিবেচক দূতের কারণে সাফল্য লাভ করে না। কেননা, নিজেকে অতিশয় বুদ্ধিমান বা পণ্ডিত-অভিমানী দূতেরা (নিজেদের ভ্রান্তিতে) কর্ম ভণ্ডুল করে দেয়।

ন বিনশ্যেৎ কথং কার্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম।
লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ॥ ৩৯
কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ান্নোদ্বিজেত চ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংশ্চকার মতিমান্ মতিম্॥ ৪০

'যাতে কর্তব্য-কর্ম বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং আমার দ্বারা কোন অসাবধানতা না হয়, সমুদ্র লঙ্ঘনও যাতে বৃথা না যায় এবং সীতাদেবী আমার কথা শ্রবণ করেন, অথচ ত্রস্ত বা উত্তেজিত না হয়ে পড়েন, — এই সকল দিক বিশেষভাবে বিচারপূর্বক বুদ্ধিমান শ্রীহনুমান স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

রামমক্লিষ্টকর্মাণং সুবন্ধুমনুকীর্তয়ন্।
নৈনামুদ্বেজয়িষ্যামি তদ্বন্ধুগতচেতনাম্॥ ৪১

'নিজের জীবনসঙ্গী শ্রীরামচন্দ্রে অনুগতচিত্ত সীতাদেবীকে আমি রঘুনাথের অনায়াস কার্যকলাপ ও সৌহার্দ্যের গুণকীর্তন শোনাব। এইরূপ করলে সীতাদেবী ভয়ভীতা বা উত্তেজিতা হবেন না।

ইক্ষ্বাকূণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
শুভানি ধর্মযুক্তানি বচনানি সমর্পয়ন্॥ ৪২

'ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ বিদিতাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে সুন্দর, ধর্মানুকূল কথা বর্ণনা করতঃ আমি এখানেই অপেক্ষা করব।

শ্রাবয়িষ্যামি সর্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্।
শ্রদ্ধাস্যতি যথা সীতা তথা সর্বং সমাদধে॥ ৪৩

'সুমিষ্ট বচনে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ এমনভাবে শোনাব, যাতে সীতার বিশ্বাস জন্মায়। যেভাবে তাঁর মনের সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেইভাবে বাক্যগুলি পরিকল্পিত করব।

ইতি স বহুবিধং মহাপ্রভাবো
জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।
মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং
দ্রুমবিটপান্তরমাস্থিতো হনূমান্॥ ৪৪

এইরূপে বহুধা বিচার পূর্বক অশোকবৃক্ষের শাখাসমূহে লুক্কায়িত মহাশক্তিশালী শ্রীহনুমান পৃথিবীপতি শ্রীরামচন্দ্রের ভার্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে মধুর ও যথার্থ কথা বলতে শুরু করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাকে শোনাবার জন্য রাম-কথা কীর্তন

এবং বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়িত্বা মহামতিঃ।
সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা ব্যাজহার হ॥ ১

এইভাবে বহু বিচার-বিমর্শের পর মহামতি শ্রীহনুমান সীতাদেবীর শ্রবণগোচরে নানাপ্রকার মধুর বাক্য (অর্থাৎ রাম-কথা) বলতে আরম্ভ করলেন।

রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্।
পুণ্যশীলো মহাকীর্তিরিক্ষ্বাকূণাং মহাযশাঃ॥ ২

'ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ নামে প্রসিদ্ধ এক পুণ্যাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কীর্তিমান ও মহাযশস্বী ছিলেন। তাঁর চতুরঙ্গ রাজশক্তিতে অনেক (সৈন্য) রথ, হস্তী ও ঘোটক ছিল।

রাজর্ষীণাং গুণশ্রেষ্ঠস্তপসা চর্ষিভিঃ সমঃ।
চক্রবর্তিকুলে জাতঃ পুরন্দরসমো বলে॥ ৩

'সেই শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজর্ষি তুল্য গুণাবলীসম্পন্ন। তাঁর জন্ম হয়েছিল রাজচক্রবর্ত্তী বংশে এবং তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান বলশালী ছিলেন।

অহিংসারতিরক্ষুদ্রো ঘৃণী সত্যপরাক্রমঃ।
মুখ্যস্যেক্ষ্বাকুবংশস্য লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মিবর্ধনঃ॥ ৪
পার্থিবব্যঞ্জনৈর্যুক্তঃ পৃথুশ্রীঃ পার্থিবর্ষভঃ।
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বিশ্রুতঃ সুখদঃ সুখী॥ ৫

'তাঁর অনুরাগ ছিল অহিংসায়। তিনি উদার, মহদাশয়, দয়ালু ও প্রকৃত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশের প্রসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালী নৃপতি — যিনি রাজোচিত লক্ষণসমূহে বিভূষিত, শোভাসম্পন্ন এবং ধরাতলে শ্রেষ্ঠ (নৃপতি)। চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে তিনি সুখী ও সুখদাতৃরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাধিপনিভাননঃ।
রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্॥ ৬

'সেই দশরথ নৃপতির প্রিয় পুত্র শ্রীরাম নামে বিখ্যাত, তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় (সুন্দর), ধনুর্ধারিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম।

রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ॥ ৭

'তিনি ছিলেন শত্রুগণের পক্ষে তাপপ্রদানকারী এবং সদাচার, আত্মীয়জন, জীবজগৎ তথা ধর্মের রক্ষাকর্তা।

তস্য সত্যাভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাৎ পিতুঃ।
সভার্যঃ সহ চ ভ্রাত্রা বীরঃ প্রব্রজিতো বনম্॥ ৮

'তাঁর বৃদ্ধ পিতা মহারাজ দশরথ অতিশয় সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর আদেশে বীর শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন।

তেন তত্র মহারণ্যে মৃগয়াং পরিধাবতা।
রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ॥ ৯

'বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র মহারণ্যে মৃগয়া করার সময় অনেক কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষসদের নিধন করেছেন।

জনস্থানবধং শ্রুত্বা নিহতৌ খরদূষণৌ।
ততস্ত্বমর্ষাপহৃতা জানকী রাবণেন তু॥ ১০

'তাঁর দ্বারা লোকালয় ধ্বংসকারী খর ও দূষণ নামক দুই রাক্ষসের হত্যার কথা শুনে হিংসাবশে রাবণ জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে।

বঞ্চয়িত্বা বনে রামং মৃগরূপেণ মায়য়া।
স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিন্দিতাম্॥ ১১
আসসাদ বনে মিত্রং সুগ্রীবং নাম বানরম্।

'তৎপূর্বে, ছদ্মরূপ ধারণে পারদর্শী মারীচ নামক রাক্ষসকে মৃগরূপ ধারণ করিয়ে বনবাসী রামকে রাক্ষসরাজ রাবণ বঞ্চনা করেছিল। অতঃপর, বঞ্চিত (সীতাহারা) রামচন্দ্র পরম সাধ্বী সীতাকে অনুসন্ধান করতে করতে বনমধ্যে 'সুগ্রীব' নামক বানরকে মিত্ররূপে পেয়েছিলেন।

ততঃ স বালিনং হত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১২
আয়চ্ছৎ কপিরাজ্যং তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে।

'তদনন্তর, শত্রুনগরীসমূহ বিজয়কারী শ্রীরামচন্দ্র 'বালি' নামক বানররাজকে হত্যা করে, মিত্র সুগ্রীবকে রাজ্যপাট প্রত্যর্পণ করলেন।

সুগ্রীবেণাভিসন্দিষ্টা হরয়ঃ কামরূপিণঃ॥ ১৩
দিক্ষু সর্বাসু তাং দেবীং বিচিন্বন্তঃ সহস্রশঃ।

'বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ইচ্ছারূপ ধারণে পারঙ্গম হাজার হাজার বানর সীতার অনুসন্ধানে সকল দিকে নির্গত হয়।

অহং সম্পাতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্॥ ১৪
তস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ প্লুতঃ।

'অনুসন্ধানকারী সেইসকল বানরদের মধ্যে আমিও একজন। সম্পাতির কথানুসারে আয়তলোচনা রাজকুমারী সীতার উদ্দেশ্যে শতযোজন বিস্তৃত সাগর সবেগে লঙ্ঘন করে এখানে পৌঁছেছি।

যথারূপাং যথাবর্ণাং যথালক্ষ্মবতীং চ তাম্॥ ১৫
অশ্রৌষং রাঘবস্যাহং সেয়মাসাদিতা ময়া।
বিররামৈবমুক্ত্বা স বাচং বানরপুঙ্গবঃ॥ ১৬

'আমি শ্রীরঘুনাথের মুখে জানকীর যেমন যেমন রূপ সৌন্দর্য, গাত্রবর্ণ এবং সুলক্ষণ শুনেছি, সেগুলি আমার বিচারে এখানে মিলে যাচ্ছে।' এই পর্যন্ত বলে বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান বিরত হলেন (অর্থাৎ চুপ হয়ে গেলেন)।'

জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা।
ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষত॥ ১৭

তাঁর অর্থাৎ শ্রীহনুমানের কথাগুলি শুনে জানকী সীতাদেবীর বিস্ময় উৎপন্ন হল। তাঁর কেশরাজি সুশ্রী ও কোঁকড়ানো ছিল। ভীরু সীতা অবিনাস্ত কেশরাজিতে ঢাকা মুখমণ্ডল তুলে অশোকবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

নিশম্য সীতা বচনং কপেশ্চ
দিশশ্চ সর্বাঃ প্রদিশাশ্চ বীক্ষ্য।
স্বয়ং প্রহর্ষং পরমং জগাম
সর্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী॥ ১৮

কপিবরের কথা শ্রবণ করে সীতার মন প্রফুল্ল হল। তিনি সর্বাত্মকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করতে করতে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

সা তির্যগূর্ধ্বং চ তথা হ্যধস্তা-
ন্নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্।
দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং
বাতাত্মজং সূর্যমিবোদয়স্থম্॥ ১৯

তিনি উপরে-নীচে এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী, অচিন্ত্যবুদ্ধি উদয়াচলে বিরাজিত সূর্যের মতো শ্রীহনুমানকে দেখতে পেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

সীতাদেবী কর্তৃক বিচার-বিমর্শ

ততঃ শাখান্তরে লীনং দৃষ্ট্বা চলিতমানসা।
বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসংঘাতপিঙ্গলম্॥ ১
সা দদর্শ কপিং তত্র প্রশ্রিতং প্রিয়বাদিনম্।
ফুল্লাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্॥ ২

তদনন্তর বৃক্ষশাখার অন্তরালে লুক্কায়িত, বিদ্যুৎপুঞ্জসম পিঙ্গলবর্ণ ও শ্বেতবস্ত্রপরিহিত শ্রীহনুমানের প্রতি সীতার দৃষ্টি পড়ল। তাঁর মন পুনরায় চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন, বিকশিত অশোকতুল্য অরুণকান্তি এক বিনীত ও প্রিয়বাদী বানর শাখাভ্যন্তরে বসে আছে। বানরের নেত্র তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল।

সাথ দৃষ্ট্বা হরিশ্রেষ্ঠং বিনীতবদবস্থিতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস বিস্ময়ং পরমং গতা॥ ৩

বিনীতভাবে উপবিষ্ট বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে দেখে মিথিলানন্দিনী খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম্।
দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা॥ ৪

'আঃ। বানরপ্রজাতির এই প্রাণী তো খুবই ভয়ংকর। একে ধরা খুবই কঠিন। এর প্রতি দৃষ্টিপাত দুষ্কর' — এই সকল চিন্তা করে সীতা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হলেন।

বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা।
রাম রামেতি দুঃখার্তা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী॥ ৫

মাতা সীতা ভয় পেয়ে অত্যন্ত করুণস্বরে 'হা রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' এইরূপে দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী।

সাথ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনীতবদুপাগতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস স্বপ্নোঽয়মিতি ভামিনী॥ ৬

তখন সীতা অনুচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেখলেন সেই বানরশ্রেষ্ঠ অতি বিনয়ের সাথে কিছুটা নিকটে এসেছে। তখন মিথিলাকুমারী ভাবলেন —'স্বপ্ন দেখছি না তো !'

সা বীক্ষমাণা পৃথুভুগ্নবক্ত্রং
শাখামৃগেন্দ্রস্য যথোক্তকারম্।
দদর্শ পিঙ্গপ্রবরং মহার্হং
বাতাত্মজং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্॥ ৭

সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাপালক অর্থাৎ মন্ত্রী, বিশাল ভুগ্নবক্ত্রবিশিষ্ট, আদরণীয়, বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানরপ্রবর পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে লক্ষ্য করলেন।

সা তং সমীক্ষ্যৈব ভৃশং বিপন্না
গতাসুকল্পেব বভূব সীতা।
চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা॥ ৮

শ্রীহনুমানকে দেখে সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে যেন প্রাণান্তকর দশা অবস্থায় উপস্থিত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে সচেতন হয়ে বিশাললোচনা বিদেহকুমারী বিচার করলেন—

স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্য দৃষ্টঃ
শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।
স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ॥ ৯

'আজ আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। বানরকে স্বপ্নে দেখা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও আমার পিতা জনকরাজের যেন মঙ্গল হয় (অর্থাৎ এই দুঃস্বপ্নের প্রভাব সেখানে যেন না পড়ে)।

স্বপ্নো হি নায়ং নহি মেঽস্তি নিদ্রা
শোকেন দুঃখেন চ পীড়িতায়াঃ।
সুখং হি মে নাস্তি যতো বিহীনা
তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমাননেন॥ ১০

'কিন্তু এই দৃশ্য স্বপ্ন হতে পারে না, কেননা শোক ও দুঃখে পীড়িত আমার চোখে ঘুম নেই (নিদ্রা সুখীদেরই আসে)। আমি পূর্ণচন্দ্রবদন শ্রীরঘুনাথের বিরহে আজ পর্যন্ত সুখ অনুভব করিনি।

রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা
বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব।
তস্যানুরূপং চ কথাং তদর্থা-
মেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি॥ ১১

'সর্বদা 'রাম' ! 'রাম !' এইরূপ বুদ্ধিতে ও চিন্তনে তাঁর নাম স্মরণ করেছি ; তদনুরূপ তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) সম্পর্কিত দর্শন ও শ্রবণ হচ্ছে।

অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন
সম্পীড়িতা তদ্গতসর্বভাবা।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তমেব
তথৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি॥ ১২

'আজ আমি মানসিকভাবে পীড়িতা হয়ে সর্বতোভাবে অনবরত তাঁকেই চিন্তা করছি ; তদনুসারে তাঁকে দেখছি ও তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি।

মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি
তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।
কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং
সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ং মাম্॥ ১৩

'ভাবছি এসকল হয়ত আমার কোন মানসিক মনোভাব। তবুও বিচার-বুদ্ধিতে ভেবে-চিন্তে বুঝতে পারছি না, যা দেখছি এর কারণ কী ? মনের ইচ্ছার কোনও মূর্তরূপ হয় না ; কিন্তু, এই বানরকে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে সে কথাও বলছে।

নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে সবজ্রিণে
স্বয়ম্ভুবে চৈব হুতাশনায়।
অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা॥ ১৪

'বাণীর অধিপতি বৃহস্পতিদেবকে প্রণাম, তৎসহ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও প্রণাম। প্রণাম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে এবং অগ্নিকেও প্রণাম। এই বানর আমার সমক্ষে যা বলছে, তা যেন সত্য হয়, যেন অন্যথা না হয়।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট নিজের পরিচয় প্রদান এবং বনবাস ও সীতার অপহরণের বৃত্তান্ত বর্ণনা

সোঽবতীর্য দ্রুমাৎ তস্মাদ্ বিদ্রুমপ্রতিমাননঃ।
বিনীতবেষঃ কৃপণঃ প্রণিপত্যোপসৃত্য চ॥ ১
তামব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় সীতাং মধুরয়া গিরা॥ ২

প্রবাল রত্নের তুল্য রক্তিম বদন মহাতেজস্বী পবনকুমার শ্রীহনুমান অশোকবৃক্ষ থেকে অবতরণ করে করাঞ্জলি কপালে স্থাপনপূর্বক বিনয় ও দীনতা সহকারে সীতাদেবীকে প্রণাম করে নিকটে এসে মধুর বাণীতে বললেন—

কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে॥ ৩
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্॥ ৪

'ফুল্লকমলদল তুল্য আয়তলোচনে দেবি ! মলিন রেশমী পীতাম্বর পরিহিতা আপনি এখানে কে ? কি পরিচয় আপনার ? অনিন্দিতে ! অশোকবৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন ? পদ্মপত্র থেকে গড়িয়ে পড়া জলবিন্দুর ন্যায় আপনার শোকাশ্রু কেন বিগলিত হচ্ছে ?

সুরাণামসুরাণাং চ নাগগন্ধর্বরক্ষসাম্।
যক্ষাণাং কিন্নরাণাং চ কা ত্বং ভবসি শোভনে॥ ৫
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে।
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে॥ ৬

'শোভনে ! দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, রুদ্র, মরুদ্গণ অথবা অষ্টবসুগণের মধ্যে আপনি কে ? এঁদের মধ্যে কারও কন্যা অথবা জায়া ? সুমুখি ! বরারোহে ! আমার বুদ্ধিতে আপনাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছে।

কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ।
রোহিণী জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা সর্বগুণাধিকা॥ ৭

'অথবা, আপনি কি সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা ও তারকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্র, চন্দ্রমা থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যধামে এসেছেন ?

কোপাদ্ বা যদি বা মোহাদ্ ভর্তারমসিতেক্ষণে।
বসিষ্ঠং কোপয়িত্বা ত্বং বাসি কল্যাণ্যরুন্ধতী॥ ৮

'অথবা, কাজলনয়না দেবি ! আপনি কি কল্যাণী সতী অরুন্ধতী ? ক্রোধবশে বা মোহবুদ্ধিতে বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করে (অভিশাপ বশে) এখানে এসে পড়েছেন ?

কো নু পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভর্তা বা তে সুমধ্যমে।
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং গতং ত্বমনুশোচসি॥ ৯

'সুমধ্যমে ! আপনার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা পতি কি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকগত হয়েছেন, যে-জন্য আপনি অনুশোচনা করছেন ?

রোদনাদতিনিঃশ্বাসাদ্ ভূমিসংস্পর্শনাদপি।
ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ॥ ১০
ব্যঞ্জনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
মহিষী ভূমিপালস্য রাজকন্যা চ মে মতা॥ ১১

'আপনার ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস ও ভূমিস্পর্শন হতে মনে হয়, আপনি কোন দেবী নন। আপনি বার বার একজন রাজার নাম নিচ্ছেন এবং আপনার চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ দেখে অনুমান করছি, আপনি কোন এক রাজার মহিষী বা কোন একজন রাজকন্যা।

রাবণেন জনস্থানাদ্ বলাৎ প্রমথিতা যদি।
সীতা ত্বমসি ভদ্রং তে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ১২

'লোকালয় থেকে রাবণ যাঁকে বলপূর্বক হরণ করেছেন, আপনি যদি সেই সীতা দেবী হয়ে থাকেন, তবে আপনার কুশল কামনা করি। আমি আপনার বর্তমান অবস্থা জানতে উৎসুক, আপনি আমাকে নির্দ্বিধায় সব বলুন।

যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপং চাপ্যতিমানুষম্।
তপসা চান্বিতো বেষস্ত্বং রামমহিষী ধ্রুবম্॥ ১৩

'দুঃখভোগে আপনার যেরূপ দৈন্যদশা হয়েছে এবং আপনার যেমন অলৌকিক সৌন্দর্য এবং তপস্বিনীর তুল্য পরিচ্ছদ — এ-সকল থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয় আপনি এক রাজমহিষী।'

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্তনহর্ষিতা।
উবাচ বাক্যং বৈদেহী হনূমন্তং দ্রুমাশ্রিতম্॥ ১৪

ইতিপূর্বে শ্রীহনুমানকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন শ্রবণে আনন্দিতা বৈদেহী সীতা বৃক্ষাশ্রিত শ্রীহনুমানের

প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন—

পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাত্মনঃ।
স্নুষা দশরথস্যাহং শত্রুসৈন্যপ্রণাশিনঃ॥ ১৫
দুহিতা জনকস্যাহং বৈদেহস্য মহাত্মনঃ।
সীতেতি নাম্না চোক্তাহং ভার্যা রামস্য ধীমতঃ॥ ১৬

'কপিবর ! যিনি ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ রাজন্যদের মধ্যে প্রধান, সর্বত্র যাঁর সুখ্যাতি ছিল এবং যিনি শত্রুসংহারক ছিলেন, দশরথ নামে খ্যাত সেই নৃপতির আমি পুত্রবধূ, বিদেহরাজ জনকের কন্যা এবং পরম বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী আমার নাম সীতা।

সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ১৭

'আমি অযোধ্যায় শ্রীরঘুনাথের অন্তঃপুরে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত সর্বপ্রকার মানবীয় বিলাস ভোগ করতাম এবং আমার অভিলাষ সর্বদা পরিপূর্ণ হতো।

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে॥ ১৮

'তদনন্তর, ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ রাজগুরু বসিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করতে যত্নবান হলেন।'

তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্তারমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৯

শ্রীরঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থাপনা কালে দশরথের অন্যতমা রাণী কৈকেয়ী পতিদেবকে এইরূপ কথা বললেন—

ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রত্যহং মম ভোজনম্।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে॥ ২০

'আমি জলস্পর্শ করব না এবং খাদ্য গ্রহণও করব না। যদি শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তাহলে এখানেই আমার জীবন শেষ হবে।

যৎ তদুক্তং ত্বয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম।
তচ্চেন্ন বিতথং কার্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ॥ ২১

'নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে যে বর দিয়েছেন, সেটি যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে রামচন্দ্র বনবাসে যাত্রা করুক।

স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্।
মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ ক্রূরমপ্রিয়ম্॥ ২২

'মহারাজ দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বরপ্রদানের পূর্বকথা স্মরণ করতঃ রাণী কৈকেয়ীর ক্রূর ও দুঃসহ বচন শ্রবণ করে মূর্চ্ছিত হলেন।

ততস্তং স্থবিরো রাজা সত্যধর্মে ব্যবস্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠং যশস্বিনং পুত্রং রুদন্ রাজ্যমযাচত॥ ২৩

'তদনন্তর সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ নিজের যশস্বী পুত্র রামচন্দ্রের নিকট ভরতের জন্য রাজ্যভিক্ষা চাইলেন।

স পিতুর্বচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্।
মনসা পূর্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্॥ ২৪

'শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও পিতার আজ্ঞা পালন অনেক বড় মনে করতেন। সেইহেতু প্রথমতঃ সেই আদেশ পালনে মন স্থির করে তাতে স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্ন চানৃতম্।
অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২৫

'যথার্থ পরাক্রমশালী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেবল দিতে জানেন, গ্রহণ করেন না। সর্বদা সত্য বলেন, নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও কদাপি মিথ্যা বলেন না।

স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ।
বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ॥ ২৬

'মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ বহুমূল্য রাজকীয় উত্তরীয় পরিত্যাগ করে অন্তর থেকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন এবং আমাকে (অর্থাৎ সীতাকে) নিজ মাতার আশ্রয়ে রাখলেন।

সাহং তস্যাগ্রতস্তূর্ণং প্রস্থিতা বনচারিণী।
নহি মে তেন হীনায়া বাসঃ স্বর্গেঽপি রোচতে॥ ২৭

'শ্রীরামচন্দ্র বিরহিত হয়ে স্বর্গধামও আমার ভাল লাগে না। সেইহেতু, আমি কালক্ষেপ না করে তাঁর আগে আগে বনের পথে যাত্রা করলাম।

প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
পূর্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশচীরৈরলঙ্কৃতঃ॥ ২৮

'বন্ধুদের আনন্দদানকারী মহদাশয় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অগ্রজের অনুসরণ করতে পূর্বেই কুশ ও বল্কল পরিধানপূর্বক প্রস্তুত হলেন।

তে বয়ং ভর্তুরাদেশং বহুমান্য দৃঢ়ব্রতাঃ।
প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাদৃষ্টং বনং গম্ভীরদর্শনম্॥ ২৯

'এইরূপে আমরা তিনজন আমাদের অগ্রজের

মহারাজ দশরথের আজ্ঞাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিয়ে সত্য পালনের জন্য অজানা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করলাম।

বসতো দণ্ডকারণ্যে তস্যাহমমিতৌজসঃ।
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৩০

'তথায় দণ্ডক অরণ্যে বসবাস কালে অমিত পরাক্রমী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জায়াস্বরূপা আমাকে দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ অপহরণ করে এখানে নিয়ে এসেছে।

দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ।
ঊর্ধ্বং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ৩১

'রাক্ষস রাবণ অনুগ্রহপূর্বক দুই মাস সময় আমাকে জীবিত রাখবে বলে স্থির করেছে। দুই মাস ব্যতীত হলে আমাকে প্রাণত্যাগ করতে হবে (অর্থাৎ রাক্ষসেরা আমাকে হত্যা করবে।)'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

শ্রীহনুমানের প্রতি সীতার সন্দেহ, সন্দেহের নিরসন এবং পবনকুমার কর্তৃক শ্রীরঘুনাথের গুণ-কীর্তন

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতায়াঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১

দুঃখের পর দুঃখ ভোগে পীড়িতা সীতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান তাঁকে সান্ত্বনা বাক্যে বললেন—

অহং রামস্য সন্দেশাদ্ দেবি দূতস্তবাগতঃ।
বৈদেহি কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ॥ ২

'দেবি! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত এবং আপনার কাছে তাঁর সংবাদ বহন করে এনেছি। বিদেহনন্দিনী! শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।
স ত্বাং দাশরথী রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ॥ ৩

'দেবি! যিনি ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদবিদ্যায় জ্ঞানী এবং বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই দশরথনন্দন শ্রীরঘুনাথ নিজে নির্বিঘ্নে আছেন এবং আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন।

লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা ভর্তুস্তেঽনুচরঃ প্রিয়ঃ।
কৃতবাঞ্শোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেঽভিবাদনম্॥ ৪

'আপনার পতির প্রিয় অনুচর মহাবীর লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্ত হয়ে আপনাকে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়েছেন।'

সা তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নরসিংহয়োঃ।
প্রতিসংহৃষ্টসর্বাঙ্গী হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৫

পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ শ্রবণ করে সীতাদেবীর সর্বাঙ্গ হর্ষে রোমাঞ্চিত হল এবং তিনি শ্রীহনুমানের প্রতি বললেন—

কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥ ৬

'যদি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে শতবর্ষ পরেও সুখ ও আনন্দানুভূতি লাভ করতে পারে— এই লোকপ্রবাদ আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ সত্য ও মঙ্গলময় মনে হচ্ছে।'

তয়োঃ সমাগমে তস্মিন্ প্রীতিরুৎপাদিতাদ্ভুতা।
পরস্পরেণ চালাপং বিশ্বস্তৌ তৌ প্রচক্রতুঃ॥ ৭

সীতা ও শ্রীহনুমানের পারস্পরিক সাক্ষাতে অদ্ভুত প্রসন্নতা প্রকাশ পেল। একে অন্যের সহিত বিশ্বস্ত বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন।

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
সীতায়াঃ শোকতপ্তায়াঃ সমীপমুপচক্রমে॥ ৮

শোকসন্তপ্ত সীতার কথাগুলি শ্রবণ করে পবনকুমার

শ্রীহনুমান (সীতার) কিছুটা সন্নিকটে এলেন।

যথা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি।
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে॥ ৯

শ্রীহনুমান যত-যত সীতার নিকটে আসতে লাগলেন, তিনি ততটাই তাঁকে (শ্রীহনুমানকে) রাবণ ভেবে ভয় পেতে লাগলেন।

অহো ধিগ্ ধিক্কৃতমিদং কথিতং হি যদস্য মে।
রূপান্তরমুপাগম্য স এবায়ং হি রাবণঃ॥ ১০

এইরূপ ভেবে, মনে মনে বলতে লাগলেন—'হায় ধিক্ আমাকে ! আমি অন্তরের কথা প্রকাশ করে ফেললাম ! ছদ্মবেশ ধারণকারী এই হনুমান নিঃসন্দেহে রাক্ষসরাজ রাবণ।'

তামশোকস্য শাখাং তু বিমুক্তা শোককর্শিতা।
তস্যামেবানবদ্যাঙ্গী ধরণ্যাং সমুপাবিশৎ॥ ১১

এইরূপ ভেবে অনিন্দ্যসুন্দরী সীতা অশোকবৃক্ষের শাখা থেকে হাত সরিয়ে গিয়ে শোকার্ত অবস্থায় সেখানেই ভূতলে বসে পড়লেন।

অবন্দত মহাবাহুস্ততস্তাং জনকাত্মজাম্।
সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত॥ ১২

অতঃপর মহাবাহু শ্রীহনুমান সীতার চরণবন্দনা করলেন, কিন্তু তিনি ভয়ে ত্রস্ত হওয়ায় পুনরায় পবনকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলেন না।

তং দৃষ্ট্বা বন্দমানং চ সীতা শশিনিভাননা।
অব্রবীদ্ দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য বানরং মধুরস্বরা॥ ১৩

বানরকে বারংবার তাঁর বন্দনা করতে দেখে চন্দ্রবদনা সীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বানরকে মধুরস্বরে বললেন—

মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ ১৪

'যদি তুমি স্বয়ং কামরূপী রাবণ হয়ে থাকো এবং মায়ার ছদ্মবেশে বানররূপে আমাকে কষ্ট দিতে চাও, তাহলে তা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিব্রাজকরূপবান্।
জনস্থানে ময়া দৃষ্টস্ত্বং স এব হি রাবণঃ॥ ১৫

'যাকে আমি লোকালয়ে দেখেছিলাম এবং যে নিজের যথার্থরূপ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর অবয়ব ধারণ করে এসেছিল, তুমিই সেই রাবণ।

উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর।
সন্তাপয়সি মাং ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ ১৬

'ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী নিশাচর ! আমি উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে গেছি এবং মনে মনে দুঃখিত হয়ে আছি। এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে পুনরায় কষ্ট দিচ্ছ, এ-সব তোমার পক্ষে ভালো নয়।

অথবা নৈতদেবং হি যন্ময়া পরিশঙ্কিতম্।
মনসো হি মম প্রীতিরুৎপন্না তব দর্শনাৎ॥ ১৭

'অথবা, আমি যা আশঙ্কা করছি হয়তো তা সত্যি নয়, কেননা, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আমার মন প্রসন্ন হচ্ছে।

যদি রামস্য দূতস্ত্বমাগতো ভদ্রমস্তু তে।
পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে॥ ১৮

'বানরশ্রেষ্ঠ ! সত্যই যদি তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দূত হও, তবে তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমার নিকট তাঁর বার্তা শুনতে চাই, কেননা শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন আমার অত্যন্ত প্রিয়।

গুণান্ রামস্য কথয় প্রিয়স্য মম বানর।
চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ॥ ১৯

'বানর ! আমার প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করো। সৌম্য ! যেরূপ জলের প্রবল প্রবাহ নদীর তটকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়, সেইরূপ তোমার দ্বারা রামের গুণগান আমার মনকে অপহৃত করে নেয় অর্থাৎ মন রামচন্দ্রের বশীভূত হয়ে যায়।

অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেব চিরাহৃতা।
প্রেষিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকসম্॥ ২০

'অহো ! সেই স্বপ্ন কেমন সুখদায়ক হয়েছে! যাতে দীর্ঘদিন যাবৎ অপহৃতা অবস্থায় রাঘবের দ্বারা প্রেরিত বানরকে দেখতে পাচ্ছি।

স্বপ্নেঽপি যদাহং বীরং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
পশ্যেয়ং নাবসীদেয়ং স্বপ্নোঽপি মম মৎসরী॥ ২১

'যদি লক্ষ্মণের সঙ্গে বীর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি স্বপ্নে দেখি, তাহলে আমার এত কষ্ট হবে না। কিন্তু স্বপ্নও আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

নাহং স্বপ্নমিমং মন্যে স্বপ্নে দৃষ্ট্বা হি বানরম্।
ন শক্যোঽভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তুং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ো মম॥ ২২

'আমি এই সকল দৃশ্য ও ঘটনা স্বপ্ন বলে ভাবতে পারি না, কেননা স্বপ্নে বানরদর্শন কোন অভ্যুদয় হয় না

কিন্তু আমার অভ্যুদয় হচ্ছে অর্থাৎ মনে আনন্দ হচ্ছে। অতএব, দৃশ্যমান ঘটনাসকল অবশ্যই সত্য।

কিং নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্ বাতগতিস্ত্বিয়ম্।
উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদয়ং মৃগতৃষ্ণিকা॥ ২৩

'অথবা এগুলি আমার চিত্ত-ভ্রম নয়তো ! বায়ুর বিকার হেতু মিথ্যা-দর্শন বা মরীচিকা নয় তো !

অথবা নায়মুন্মাদো মোহোঽপ্যুন্মাদলক্ষণঃ।
সম্বুধ্যে চাহমাত্মানমিমং চাপি বনৌকসম্॥ ২৪

'অথবা এইসব উম্মাদজনিত পাগলামি হতে পারে না। উম্মাদজনিত মোহও হতে পারে না। কেননা, আমি নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এবং এই বানরকেও ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি (উন্মাদাদি অবস্থায় এরূপ সত্যজ্ঞান সম্ভব নয়)।'

ইত্যেবং বহুধা সীতা সম্প্রধার্য বলাবলম্।
রক্ষসাং কামরূপত্বান্মেনে তং রাক্ষসাধিপম্॥ ২৫
এতাং বুদ্ধিং তদা কৃত্বা সীতা সা তনুমধ্যমা।
ন প্রতিব্যাজহারাথ বানরং জনকাত্মজা॥ ২৬

এরূপে নানাভাবে রাক্ষসদের প্রভাবে প্রবলতা এবং বানরদের ক্ষমতায় লঘুতার পারস্পরিক তুলনা করে সীতা তাকে (শ্রীহনুমানকে) রাক্ষসরাজ রাবণ বলেই স্থির করলেন, কেননা রাক্ষসদের মধ্যে নানাপ্রকারের রূপ ধারণের ক্ষমতা থাকে। অতঃপর কটিপ্রদেশসম্পন্না জনকাত্মজা সীতা কপিবর শ্রীহনুমানের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন।

সীতায়া নিশ্চিতং বুদ্ধ্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
শ্রোত্রানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ২৭

সীতার এইপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত অনুমান করে শ্রীহনুমান শ্রবণসুখকর অনুকূল বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁর হর্ষোৎপাদন করে বললেন—

আদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা।
রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবো বৈশ্রবণো যথা॥ ২৮

'ভগবান শ্রীরাম সূর্যের সমান তেজস্বী, চন্দ্রমার তুল্য সকলের রমণীয় এবং কুবের দেবের ন্যায় অখিল জগতের রাজা।

বিক্রমেণোপপন্নশ্চ যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
সত্যবাদী মধুরবাগ্ দেবো বাচস্পতির্যথা॥ ২৯

'মহাযশস্বী ভগবান বিষ্ণুর মতো পরাক্রমী এবং দেব বৃহস্পতির সম সত্যবাদী ও মধুরভাষী।

রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্তিমান্।
স্থানক্রোধে প্রহর্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ॥ ৩০

'রূপবান, সৌভাগ্যবান ও কান্তিমান শ্রীরামচন্দ্রের শরীর কন্দর্পতুল্য। তিনি ক্রোধের উপযুক্ত জনকে আঘাত করতে সমর্থ এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মহারথী।

বাহুচ্ছায়ামবষ্টব্ধো যস্য লোকো মহাত্মনঃ।
অপক্রম্যাশ্রমপদান্মৃগরূপেণ রাঘবম্॥ ৩১
শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষ্যসি তৎফলম্।

'সমগ্র বিশ্ব তাঁর (রঘুনাথের) বাহুবলের ছত্রছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে। হরিণের ছদ্মবেশে নিশাচরকর্তৃক শ্রীরঘুনাথকে আশ্রম থেকে দূরে সরিয়ে যে (রাবণ) আপনাকে আকাশ পথে অপহরণ করেছে, তার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে, আপনি স্বচক্ষে তা দেখবেন।

অচিরাদ্ রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্যবান্॥ ৩২
ক্রোধপ্রমুক্তৈরিষুভির্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।

'পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ক্রোধে নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য জ্বলন্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে অচিরেই রাবণ বধ হবে।

তেনাহং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ॥ ৩৩
ত্বদ্বিয়োগেন দুঃখার্তঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।

'আমি তাঁর দ্বারা প্রেরিত দূত হয়ে আপনার নিকটে এসেছি। আপনার বিরহে দুঃখার্ত তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন (অর্থাৎ আপনার কাছ থেকে শুভবার্তা ইচ্ছা করেছেন)।

লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ৩৪
অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।

'রাজমহিষী সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী মহাতেজস্বী মহাবাহু লক্ষ্মণও আপনাকে প্রণামপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ॥ ৩৫
রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
নিত্যং স্মরতি তে রামঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ৩৬

'দেবি ! শ্রীরঘুনাথের সুহৃদ সুগ্রীব নামে এক বানররাজ — যিনি প্রধান প্রধান বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিও আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন। সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে স্মরণ

করেন।

দিষ্ট্যা জীবসি বৈদেহি রাক্ষসীবশমাগতা।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং লক্ষ্মণং চ মহারথম্॥ ৩৭

'বিদেহনন্দিনি ! রাক্ষসীদের কবলে পড়েও আপনি ভাগ্যক্রমে জীবিতা আছেন। অচিরেই আপনি মহারথী শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের দর্শন পাবেন।

মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবং চামিতৌজসম্।
অহং সুগ্রীবসচিবো হনুমান্ নাম বানরঃ॥ ৩৮

'তৎসহিত কোটি কোটি বানরসৈন্য পরিবৃত অমিততেজস্বী সুগ্রীবকেও আপনি দেখতে পাবেন। আমি হলাম বানররাজ সুগ্রীবের শ্রীহনুমান নামক মন্ত্রী।

প্রবিষ্টো নগরীং লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্।
কৃত্বা মূর্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৩৯

'আমি মহাসাগর লঙ্ঘন করে দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদক্ষেপপূর্বক লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করেছি।

ত্বাং দ্রষ্টুমুপযাতোঽহং সমাশ্রিত্য পরাক্রমম্।
নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি।
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম॥ ৪০

'আমি নিজের শক্তিকে আশ্রয় করে আপনার দর্শন লাভের ইচ্ছায় এখানে এসেছি। দেবি ! আমি তা নই, যে-রূপে আপনি আমাকে ভাবছেন ! আপনি বিপরীত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন এবং আমার কথায় বিশ্বাস করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

সীতাদেবীর অনুরোধে শ্রীহনুমানকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গের লক্ষ্মণ ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং মানব ও বানরের মৈত্রী প্রসঙ্গ সীতাদেবীর শ্রবণগোচর করতঃ তাঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন

তাং তু রামকথাং শ্রুত্বা বৈদেহী বানরর্ষভাৎ।
উবাচ বচনং সান্ত্বমিদং মধুরয়া গিরা॥ ১

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা শ্রবণ করে বিদেহরাজকন্যা সীতা মধুর বাক্যে ধীরভাবে বললেন—

ক্ব তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্।
বানরাণাং নরাণাং চ কথমাসীৎ সমাগমঃ॥ ২

'কপিবর ! শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার কোথায় পরিচয় ? তুমি লক্ষ্মণকে কিভাবে জানতে পারলে ? মানুষের সাথে বানরকুলের বন্ধুত্ব কীপ্রকারে সম্ভব হয়েছে।

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ বানর।
তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষ্ব ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ॥ ৩

'বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের এবং অনুজ লক্ষ্মণের বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনরায় বর্ণনা করো, যাতে আমার মনে কোনোপ্রকার শোকাদি উৎপন্ন না হয়।

কীদৃশং তস্য সংস্থানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্।
কথমূরূ কথং বাহূ লক্ষ্মণস্য চ শংস মে॥ ৪

'ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণের অবয়ব কিরূপ ? তাঁরা কিরূপ দেখতে ? তাঁহাদের জঙ্ঘা ও বাহু কীদৃশ ? সব আমার কাছে বর্ণনা করো।'

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ততো রামং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৫

বিদেহ রাজকুমারী সীতাকর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পবনকুমার শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন—

জানন্তী বত দিষ্ট্যা মাং বৈদেহি পরিপৃচ্ছসি।
ভর্তুঃ কমলপত্রাক্ষি সংস্থানং লক্ষ্মণস্য চ॥ ৬

'কমলদলনেত্রে ! বিদেহরাজকন্যে ! আপনি আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্র ও রামানুজ লক্ষ্মণের সুন্দর অবয়বাদি অবগত আছেন, তথাপিও যে আমার নিকট জানতে ইচ্ছে করেছেন, তা আমার পরম সৌভাগ্য।

যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ যানি বৈ।
লক্ষিতানি বিশালাক্ষি বদতঃ শৃণু তানি মে॥ ৭

'আয়তলোচনে ! শ্রীরামচন্দ্র এবং অনুজ লক্ষ্মণের

যে-সকল বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি, সেগুলি বর্ণনা করছি, আপনি শ্রবণ করুন।

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে॥ ৮

'জনকনন্দিনি ! শ্রীরামচন্দ্রের নয়নযুগল ফুল্লারবিন্দ-দলের ন্যায় দীর্ঘ ও সুশ্রী ; মুখমণ্ডল পূর্ণিমা চন্দ্রমার সমান মনোহর। তিনি সৌন্দর্য ও দাক্ষিণ্যাদি গুণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন।

তেজসাহহদিত্যসংকাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা যশসা বাসবোপমঃ॥ ৯
রক্ষিতা জীবলোকস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ॥ ১০

'তিনি তেজস্বিতায় সূর্যের মতো, ক্ষমায় পৃথিবী তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সদৃশ এবং যশস্বিতায় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়। সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা এবং স্বজন বান্ধবগণেরও রক্ষক। শত্রুগণের উৎপীড়ক শ্রীরামচন্দ্র সদাচরণ তথা ধর্মের রক্ষয়িতা।

রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
মর্যাদানাং চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ॥ ১১

'ভামিনি ! শ্রীরামচন্দ্র জগতে চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষক। তিনি নিজে লোকধর্মের অনুসরণকারী এবং সকল অনুবর্তনকারিগণের পথপ্রদর্শক।

অর্চিষ্মানর্চিতোহত্যর্থং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতঃ।
সাধূনামুপকারজ্ঞঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্মণাম্॥ ১২

'সর্বত্র অতিশয় ভক্তিভরে তাঁর পূজার্চনা হয়ে থাকে। তিনি কান্তিমান এবং পরম প্রকাশস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালনকারী, সাধু লোকেদের উপকার বিষয়ে এবং নিজের আচরণাদি দ্বারা সৎকর্মসমূহের প্রচারে কুশল।

রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ॥ ১৩

'তিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, ব্রাহ্মণকুলের আরাধক, জ্ঞানী, সদাচারী, বিনয়ী এবং শত্রুগণের সংহারক।

যজুর্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪

'তিনি চতুর্বেদে সুশিক্ষিত, বেদজ্ঞ বিদ্বানদের দ্বারা সম্মানিত। ধনুর্বেদে (অর্থাৎ ধনুর্বিদ্যায়), ঋক্ প্রভৃতি চারিটি বেদে এবং ছয়টি বেদাঙ্গে (অর্থাৎ শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্পশাস্ত্রে) নিষ্ণাত বিদ্বান।

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ।
গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥ ১৫

'শ্রীরামচন্দ্র বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, শঙ্খগ্রীব এবং সুদর্শন মুখমণ্ডল সম্পন্ন পুরুষ। সুস্নাস্থ্যসম্পন্ন, (অর্থাৎ গলার অস্থিযুগল মাংসপেশীতে আবৃত), রক্তিমাভাযুক্ত নেত্রবান। তিনি 'রাম' এই নামে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ॥ ১৬

'তাঁর কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়, তাঁহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল, তিনি বীর ; সুঠাম আকৃতি এবং সুসমঞ্জস অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন ও শ্যামকান্তি।

ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ।
ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ॥ ১৭

'বক্ষঃস্থল, কব্জি ও মুষ্টি দৃঢ়—তাই তিনি ত্রিস্থির, ভ্রূযুগল, বাহুদ্বয় ও মেঢ় (অঙ্গবিশেষ) প্রলম্বিত—তাই ত্রিলম্ব, কেশের অগ্রাংশ, অন্ত ও হাঁটুদ্বয় সুবিন্যস্ত—অতএব (তিনি) ত্রিসম ; বক্ষঃপ্রদেশ, নাভির পরিধি ও উদর এই অঙ্গত্রয় উন্নত ; নেত্রদ্বয়ের কৌণিকাংশ, নখ ও হস্ত-পদের তলদেশ তাম্রবর্ণ—সেইহেতু ত্রিতাম্র ; শিশ্নাগ্রে, পদতলের রেখাসমূহে ও মস্তকের কেশসমূহে তিনি উজ্জ্বলবর্ণ ; কণ্ঠস্বর, গতি ও নাভি—এই তিনে সদাই গম্ভীর ও গভীর।

ত্রিবলীমাংস্ত্র্যবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্ ।
চতুষ্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃসমঃ ॥ ১৮

'তাঁর উদরে ও গলায় তিনটি করে রেখা আছে, পায়ের তলার মধ্যাংশ, তথাকার পাদরেখাসমূহ ও স্তনের অগ্রভাগ—এই তিনটি অংশ গভীর ও নিম্ন ; গলা, পিঠ ও পিণ্ডলিযুগল — এই চার অংশ ছোট ; মস্তকে তিনটি কেশকুণ্ডলী, পদাঙ্গুলির নীচে ও কপালে চার চারটি রেখা ; চার হস্ত পরিমাণ উচ্চতা তাঁর ; কপোল, বাহু, জঙ্ঘা ও হাঁটু—এই চতুষ্টয় পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্গতিঃ ।
মহোষ্ঠহনুনাসশ্চ পঞ্চস্নিগ্ধোঽষ্টবংশবান্॥ ১৯

'তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) শরীরের চতুর্দশ যুগল অঙ্গসমূহ (ভ্রূযুগল, নাসারন্ধ্রদ্বয়, নেত্র, কর্ণ, ওষ্ঠাধর, স্তনযুগল, বাহুদ্বয়ের কনুই, কব্জিদ্বয়, দুইটি জঙ্ঘা,

শ্রোণির দুইপার্শ্ব, থুতনি, অণ্ড, হস্ত ও পদ) পরস্পর সুসমঞ্জস ; উপরিভাগ ও নীচের চারটি কোণে চারটি দন্ত শাস্ত্রীয় লক্ষণসম্পন্ন ; তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী এবং বৃষভ—এই চারটির সমান গতি সম্পন্ন, তাঁর ওষ্ঠ, থুতনি ও নাসিকা প্রশস্ত। কেশ, নেত্র, দাঁত, ত্বক্ ও পদতল এই পাঁচটির অঙ্গশোভা অত্যুজ্জ্বল ; বাহু দুইটি, দুই জঙ্ঘা, শ্রোণিদ্বয়, হস্ত ও পদের অঙ্গুলিসমূহ শুভলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ শোভন ও দীর্ঘ)।

দশপদ্মো দশবৃহৎত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্।
ষডুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ॥ ২০

'তাঁর নেত্র, মুখবিবর, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পদ—এই দশটি অঙ্গ পদ্মের তুল্য। বক্ষ, মস্তক, ললাট, গলদেশ, বাহুদ্বয়, স্কন্ধ, নাভি, চরণ, পৃষ্ঠদেশ ও কর্ণ— এই দশ অঙ্গ বিস্তৃত ও বিশাল। তিনি শ্রীসম্পন্ন, যশস্বী ও প্রতাপান্বিত (অর্থাৎ, এই গুণত্রয় তাঁকে ব্যাপ্ত করে আছে) ; তাঁর মাতুলবংশ ও পিতৃকুল অত্যন্ত পবিত্র। দুই পার্শ্ব, উদর, বক্ষ, নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট—এই ষড়ঙ্গ উন্নত ; কেশ, নখ, লোম, ত্বক, অঙ্গুলির পর্বসন্ধি, শিশ্ন, বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ আদি সূক্ষ্ম। শ্রীরামচন্দ্র পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নে—প্রত্যহ (দিবাভাগের) এই তিন সময়ে (যথাক্রমে) ধর্ম, অর্থ ও কাম-এর অনুচিন্তন ও তদনুরূপ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন।

সত্যধর্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রহানুগ্রহে রতঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞঃ সর্বলোকপ্রিয়ংবদঃ॥ ২১

'শ্রীরামচন্দ্র সত্যধর্মের অনুষ্ঠানকারী, শ্রীসম্পন্ন, রাজধর্মানুসারে ঐশ্বর্যের সংগ্রহ ও প্রজানুগ্রহে তৎপর, দেশ ও কালের বিভাগবিষয়ে অভিজ্ঞ, সকলের প্রিয় এবং সদা প্রিয়ভাষী।

ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।
অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ॥ ২২

'তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণও অত্যন্ত শক্তিমান। অনুরাগ, সৌন্দর্য ও সদ্‌গুণের সমাহারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমান।

স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ।
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ॥ ২৩
বিচিন্বন্তৌ মহীং কৃৎস্নামস্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ।

'তিনি (লক্ষ্মণ) সুবর্ণকান্তি ও রূপবান। শ্রীরামচন্দ্র শ্যামসুন্দর ও মহাযশস্বী। এই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় আপনার দর্শনে উৎসুক হয়ে সারা পৃথিবীতে আপনার (সীতাদেবীর) অনুসন্ধান করতে করতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

ত্বামেব মার্গমাণৌ তৌ বিচরন্তৌ বসুন্ধরাম্॥
দদর্শতুর্মৃগপতিং পূর্বজেনাবরোপিতম্।

'আপনাকে অনুসন্ধান করতে করতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণরত ভ্রাতৃদ্বয় বানররাজ সুগ্রীবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এই সুগ্রীবকে তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা (বানররাজ 'বালি') রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছেন।

ঋষ্যমূকস্য মূলে তু বহুপাদপসংকুলে॥
ভ্রাতুর্ভয়ার্তমাসীনং সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।

'ঋষ্যমূক পর্বতের বহুবিধ বৃক্ষ পরিবৃত সানুদেশে অগ্রজের ভয়ে আর্ত প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে তাঁরা (রাম ও লক্ষ্মণ) দেখতে পেয়েছেন।

বয়ং চ হরিরাজং তং সুগ্রীবং সত্যসঙ্গরম্॥
পরিচর্যামহে রাজ্যাৎ পূর্বজেনাবরোপিতম্।

'অগ্রজকর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত সত্যপ্রতিজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীবকে আমরা (আমি শ্রীহনুমান এবং অন্য অনেকে) সেবা করি (অর্থাৎ আমরা বানররাজ সুগ্রীব-এর সেবক)।

ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরপাণিনৌ॥
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য রম্যং দেশমুপাগতৌ।
স তৌ দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রৌ ধন্বিনৌ বানরর্ষভঃ॥
অভিপ্লুতো গিরেস্তস্য শিখরং ভয়মোহিতঃ।

'বল্কল পরিহিত ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় (রাম ও লক্ষ্মণ) যখন ঋষ্যমূক পর্বতের রমণীয় প্রদেশে এলেন, তখন ধনুর্বাণসজ্জিত সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করে তথায় উপবিষ্ট বানরশিরোমণি সুগ্রীব ত্রস্ত চিত্তে লম্ফ দিয়ে পর্বতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন।

ততঃ স শিখরে তস্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ॥
তয়োঃ সমীপং মামেব প্রেষয়ামাস সত্বরম্।

'সেই (উচ্চতম) শিখরে উপবিষ্ট বানররাজ সুগ্রীব আমাকে সত্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমীপে প্রেরণ করলেন।

তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীববচনাৎ প্রভূ॥
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।

'সুগ্রীবের আদেশে আমি সেই নরশ্রেষ্ঠ রূপযৌবনসম্পন্ন ভ্রাতৃযুগলের সেবার্থে করজোড়ে তাঁদের নিকটে উপস্থিত হলাম।

তৌ পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থৌ ময়া প্রীতিসমন্বিতৌ॥

পৃষ্ঠমারোপ্য তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ।

'আমার নিকট হতে যথার্থ সত্য শ্রবণ করে ভ্রাতৃদ্বয় প্রসন্ন হলেন। তদনন্তর, সেই দুই পুরুষোত্তম ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি পৃষ্ঠে বহন করে (যেখানে বানররাজ সুগ্রীব উপবিষ্ট ছিলেন) সেখানে নিয়ে এলাম।

নিবেদিতৌ চ তত্ত্বেন সুগ্রীবায় মহাত্মনে॥ ৩২
তয়োরন্যোন্যসম্ভাষাদ্ ভৃশং প্রীতিরজায়ত।

'সেখানে মহাত্মা সুগ্রীবকে আমি দুই ভ্রাতার যথার্থ পরিচয় প্রদান করলাম। তদনন্তর, শ্রীরাম ও সুগ্রীবের পরস্পর বার্তালাপে অতিশয় সদ্ভাব উৎপন্ন হল।

তত্র তৌ কীর্তিসম্পন্নৌ হরীশ্বরনরেশ্বরৌ॥ ৩৩
পরস্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ববৃত্তয়া।

'তথায় যশস্বী বানররাজ ও নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের জীবনের অঘটন বর্ণনাপূর্বক পরস্পরকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

তং ততঃ সান্ত্বয়ামাস সুগ্রীবং লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৩৪
স্ত্রীহেতোর্বালিনা ভ্রাত্রা নিরস্তং পুরুতেজসা।

'সেই অবসরে, লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরঘুনাথ মহাপরাক্রমী 'বালি' কর্তৃক স্ত্রীর কারণে রাজ্য থেকে বিতাড়িত সুগ্রীবকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

ততস্ত্বন্নাশজং শোকং রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৩৫
লক্ষ্মণো বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ।

'অতঃপর, লক্ষ্মণ অক্লিষ্টকর্মা শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহজনিত শোক-কথা বানররাজ সুগ্রীবের কাছে নিবেদন করলেন।

স শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্তু লক্ষ্মণেনেরিতং বচঃ॥ ৩৬
তদাসীন্নিষ্প্রভোঽত্যর্থং গ্রহগ্রস্ত ইবাংশুমান্।

'লক্ষ্মণকর্তৃক বার্তা শ্রবণ করে বানররাজ সুগ্রীব রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

ততস্ত্বদগাত্রশোভীনি রক্ষসা হ্রিয়মাণয়া॥ ৩৭
যান্যাভরণজালানি পাতিতানি মহীতলে।
তানি সর্বাণি রামায় আনীয় হরিযূথপাঃ॥ ৩৮
সংহৃষ্টা দর্শয়ামাসুর্গতিং তু ন বিদুস্তব।

'তদনন্তর, বানরদলপতি সুগ্রীব রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক হ্রিয়মানা আপনার শরীরের শোভাবর্ধক অলংকাররাজি, যেগুলি আকাশমার্গ হতে আপনি (অর্থাৎ সীতা) পৃথিবীতে নিপতিত করেছিলেন, সেইসমস্ত আনিয়ে প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করালেন ; কিন্তু আপনার (অর্থাৎ, সীতাদেবীর) অবস্থান বিষয়ে কিছু বলতে পারলেন না।

তানি রামায় দত্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ॥ ৩৯
স্বনবন্ত্যবকীর্ণানি তস্মিন্ বিহতচেতসি।
তান্যঙ্কে দর্শনীয়ানি কৃত্বা বহুবিধং তদা॥ ৪০
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্।

'সেই সমস্ত অলংকাররাজি ঝন্ ঝন্ শব্দে পৃথিবীতে পড়লে আমিই (অর্থাৎ, শ্রীহনুমান) সেগুলি জড়ো করে শ্রীরামের সকাশে এনে তাঁকে দিলাম। সেই সমস্ত অলঙ্কাররাজি অঙ্কে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্র যেন অচেতন হয়ে পড়লেন। তখন দেবোপম শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর সুন্দর আভরণরাজি বক্ষে ধারণ করে বহু বিলাপ করলেন।

পশ্যতস্তানি রুদতস্তাম্যতশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪১
প্রাদীপয়দ্ দাশরথেস্তদা শোকহুতাশনম্॥ ৪২
শায়িতং চ চিরং তেন দুঃখার্তেন মহাত্মনা।
ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছ্রাদুত্থাপিতঃ পুনঃ॥ ৪৩

'সেই অঙ্গভূষণাদি বারংবার দেখে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামচন্দ্র বাষ্পনিরুদ্ধচিত্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং তাঁর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠছিল। দুঃখার্ত হয়ে মহাত্মা রঘুনাথ বহুক্ষণ মূর্ছিত অবস্থায় শায়িত ছিলেন ; তখন আমি (শ্রীহনুমান) বহুপ্রকার সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে বহুক্লেশে তাঁকে পুনরুত্থিত করলাম।

তানি দৃষ্ট্বা মহার্হাণি দর্শয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সন্ন্যবেশয়ৎ॥ ৪৪

'লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরঘুনাথ সেই সকল বহুমূল্য অলঙ্কাররাজি বারবার দেখলেন এবং সুগ্রীবকে দেখালেন। পুনরায়, তিনি সুগ্রীবের নিকট সেগুলি গচ্ছিত রাখলেন।

স তবাদর্শনাদার্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্বতঃ॥ ৪৫

'আর্যে ! যেমন করে জ্বালামুখী আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হলে ভীষণ অগ্নির তাপে অহর্নিশ তপ্ত হতে থাকে, তেমনই আপনার অদর্শনে শ্রীরঘুনাথ প্রতিনিয়ত ভয়ংকর শোকাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছেন।

ত্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশ্চিন্তা চ রাঘবম্।
তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্ন্যগারমিবাগ্নয়ঃ॥ ৪৬

'আপনার জন্য মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের অনিদ্রা (অর্থাৎ

নিরন্তর জাগরণ) শোক এবং চিন্তা এই ত্রিতয় সেইরূপ সন্তাপদায়ক হচ্ছে, যেমন আহবনীয়াদি ত্রিবিধ অগ্নি যজ্ঞশালাকে তাপিত করে।

তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচাল্যতে।
মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ॥ ৪৭

'আপনার অদর্শন (অর্থাৎ আপনার দেখা না পেয়ে) শোকে শ্রীরামচন্দ্র সেইরূপ বিচলিত হচ্ছেন, যেরূপ বিশাল ভূমিকম্পে সুবৃহৎ পর্বতও প্রকম্পিত হয়।

কাননানি সুরম্যাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
চরন্ ন রতিমাপ্নোতি ত্বামপশ্যন্ নৃপাত্মজে॥ ৪৮

'রাজকুমারি ! আপনার দর্শন না পেয়ে রমণীয় কানন, নদীসমূহ ও ঝরণাদির মধ্যে বিচরণ করেও শ্রীরামচন্দ্র মনে সুখ অনুভব করছেন না।

স ত্বাং মনুজশার্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্স্যতি রাঘবঃ।
সমিত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং জনকাত্মজে॥ ৪৯

'জনকনন্দিনি ! পুরুষসিংহ ভগবান শ্রীরাম মিত্র ও বন্ধুবান্ধবের সাথে রাবণকে বধ করে শীঘ্রই আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।

সহিতৌ রামসুগ্রীবাবুভাবকুরুতাং তদা।
সময়ং বালিনং হন্তুং তব চান্বেষণং প্রতি॥ ৫০

'যেইদিন শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীব মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তখন থেকেই একে অন্যের সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র বালিবধের জন্য এবং সুগ্রীব আপনার অনুসন্ধানের জন্য পরস্পরকে কথা দিয়েছেন।

ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যাং বীরাভ্যাং স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ॥ ৫১

'তদনন্তর বীর রাজকুমারদ্বয় কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বানররাজ বালিকে যুদ্ধে নিহত করেছেন।

ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে।
সর্বর্ক্ষহরিসঙ্ঘানাং সুগ্রীবমকরোৎ পতিম্॥ ৫২

'যুদ্ধে সবেগে বালিকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র ভল্লুক ও বানরকুলের সম্পূর্ণ রাজ্যে সুগ্রীবকে রাজা করেছেন।

রামসুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত।
হনূমন্তং চ মাং বিদ্ধি তয়োর্দূতমুপাগতম্॥ ৫৩

'দেবি ! শ্রীরাম ও সুগ্রীবের এই প্রকার মৈত্রী হয়েছে। আমি এই দুই পক্ষের দূত স্বরূপ এখানে এসেছি। আপনি আমাকে হনুমান বলে জানুন।

স্বং রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ স্বানানীয় মহাকপীন্।
ত্বদর্থং প্রেষয়ামাস দিশো দশ মহাবলান্॥

'নিজের রাজ্য ফিরে পেয়ে বানররাজ সুগ্রীব ... অধীনস্থ পরাক্রমী বানরকুলকে আহ্বান করে আপনার অনুসন্ধানের জন্য দশ দিকে প্রেরণ করেছেন।

আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহৌজসঃ।
অদ্রিরাজপ্রতীকাশাঃ সর্বতঃ প্রস্থিতা মহীম্॥

'সুগ্রীবের আজ্ঞায় হিমালয়তুল্য বিশালকায় মহাবলশালী বানরগণ পৃথিবীর সকল দিকে যাত্রা করেছেন।

ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্রীববচনাতুরাঃ।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ॥

'তাঁর আদেশে ভয়ার্ত হয়ে আমি ও অন্য সকল বানর আপনার অনুসন্ধানে সমস্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করছি।

অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান্ বালিসূনুর্মহাবলঃ।
প্রস্থিতঃ কপিশার্দূলস্ত্রিভাগবলসংবৃতঃ॥

'বালির পরাক্রমী কান্তিমান পুত্র কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বানরসৈন্যের এক তৃতীয়াংশ সঙ্গে নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে (তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে আমি একজন)।

তেষাং নো বিপ্রণষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকপরীতানামহোরাত্রগণা গতাঃ॥

'পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে এসে পথ হারিয়ে ফেলে আমাদের বহু ক্লেশ হয়েছে এবং সেখানেই আমাদের দিনরাত্রি কেটে গিয়েছে।

তে বয়ং কার্যনৈরাশ্যাৎ কালস্যাতিক্রমেণ চ।
ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপস্থিতাঃ॥

'তখন, আমরা সকলে কার্যে অসফলতার ... ও নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় কপিরাজ সুগ্রীবের ভয়ে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলাম।

বিচিত্য গিরিদুর্গাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
অনাসাদ্য পদং দেব্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতাঃ॥

'দুর্গম পর্বতে, নদীর তটে এবং ঝরণার ... স্থানে অনুসন্ধান করেও দেবীর (সীতাদেবীর) ... জানতে না পারায় আমরা প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

ততস্তস্য গিরের্মূর্ধ্নি বয়ং প্রায়মুপাস্মহে।

দৃষ্ট্বা প্রায়োপবিষ্টাংশ্চ সর্বান্ বানরপুঙ্গবান্।। ৬১
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নঃ পর্যদেবয়দঙ্গদঃ।

'আমরণ উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা সকলে পর্বতশিখরে উপবিষ্ট হলাম। সমস্ত বানর শিরোমণিগণকে মরণান্ত উপবাসে বসে থাকতে দেখে কুমার অঙ্গদ অত্যন্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন।

তব নাশং চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্।। ৬২
প্রায়োপবেশমস্মাকং মরণং চ জটায়ুষঃ।

'বিদেহনন্দিনি ! (রাক্ষসের দ্বারা) আপনার নিরুদ্দেশ হওয়া, বালির মৃত্যু, আমাদের আমরণ অনশন তথা জটায়ুর হত্যা ইত্যাদি চিন্তা করে কুমার অঙ্গদ ভীষণ দুঃখিত হলেন।

তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশান্নিরাশানাং মুমূর্ষতাম্।। ৬৩
কার্যহেতোরিহায়াতঃ শকুনির্বীর্যবান্ মহান্।
গৃধ্ররাজস্য সোদর্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্।। ৬৪

'আমরা (অঙ্গদের বানর সৈন্যগণ) যখন প্রভু সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখনই (যেন) আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য গৃধ্ররাজ জটায়ুর অগ্রজ, মহান বলশালী এবং শকুনিদের রাজা সম্পাতি তথায় এলেন।

শ্রুত্বা ভ্রাতৃবধং কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ।
যবীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক্ব চ নিপাতিতঃ।। ৬৫
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বানরোত্তমাঃ।

'আমাদের নিকট হতে অনুজ ভ্রাতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনে তিনি সক্রোধে এইরূপ বললেন—'বানরশিরোমণি-বৃন্দ ! বলো, আমার অনুজ ভ্রাতা জটায়ুকে কে বধ করেছে ? কোন স্থলে তার (জটায়ুর) মৃত্যু হয়েছে ? সমস্ত ঘটনা আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই।

অঙ্গদোঽকথয়ৎ তস্য জনস্থানে মহদ্বধম্।। ৬৬
রক্ষসা ভীমরূপেণ ত্বামুদ্দিশ্য যথার্থতঃ।

'অঙ্গদ তখন জনস্থানে আপনার সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার সময় ভয়ানক রূপধারী সেই রাক্ষসকর্তৃক মহান পক্ষিরাজের (জটায়ুর) বধের প্রসঙ্গ যথাযথভাবে বর্ণনা করলেন।

জটায়োস্তু বধং শ্রুত্বা দুঃখিতঃ সোঽরুণাত্মজঃ।। ৬৭
ত্বামাহ স বরারোহে বসন্তীং রাবণালয়ে।

'জটায়ু-বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অরুণপুত্র সম্পাতির খুব দুঃখ হল। বরারোহে ! তিনিই (অর্থাৎ সম্পাতি) আমাদের বলেছেন যে আপনি (সীতাদেবী) রাবণের প্রাসাদে নিবাস করছেন।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ প্রীতিবর্ধনম্।। ৬৮
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে ততঃ প্রস্থাপিতা বয়ম্।
বিন্ধ্যাদুত্থায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরস্যান্তমুত্তমম্।। ৬৯
ত্বদ্দর্শনে কৃতোৎসাহা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্বে বেলোপান্তমুপাগতাঃ।। ৭০

'সম্পাতির কথা বানরযূথের পক্ষে খুব আনন্দজনক ছিল। সেই কথা শুনে অঙ্গদপ্রমুখ বানরযূথ অর্থাৎ আমরা সকলে বিন্ধ্যাচল থেকে উত্থিত হয়ে প্রস্থান করলাম এবং সাগরের উত্তর তটে এলাম। অঙ্গদাদি হৃষ্টপুষ্ট সকল বানর সমুদ্রের তটে এসে পৌঁছলেন।

চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ।
অথাহং হরিসৈন্যস্য সাগরং দৃশ্য সীদতঃ।। ৭১
ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ।

'আপনার দর্শনে উৎসুক হলেও সম্মুখস্থ অপার সমুদ্র দেখে সকল বানর ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বিশাল সমুদ্র দেখে বানরসৈন্য মনঃকষ্ট অনুভব করছে জেনে, আমি সকলের ভয়াবহ ভয় দূর করে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক এই স্থলে এসেছি।

লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুলা।। ৭২
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্ত্বং চ শোকনিপীড়িতা।

'রাক্ষস-সংকুল লঙ্কানগরীতে আমি রাত্রিতে প্রবেশ করেছি। এখানে এসে রাবণকে দেখলাম এবং শোক-পীড়িতা আপনাকেও দর্শন করলাম।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তমনিন্দিতে।। ৭৩
অভিভাষস্ব মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্।

'সতীশিরোমণি ! সকল বৃত্তান্ত ঘটনানুসারে আপনার সমক্ষে বর্ণনা করলাম। দেবি ! আমি দশরথপুত্রনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের দূত, অতএব আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন।

তন্মাং রামকৃতোদ্যোগং ত্বন্নিমিত্তমিহাগতম্।। ৭৪
সুগ্রীবসচিবং দেবি বুদ্ধ্যস্ব পবনাত্মজম্।

'আমি শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি এবং আপনার দর্শনের নিমিত্ত এখানে এসেছি। দেবি ! আপনি আমাকে সুগ্রীবের মন্ত্রী তথা পবনপুত্র

শ্রীহনুমান বলে জানবেন।

কুশলী তব কাকুৎস্থঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ৭৫
গুরোরারাধনে যুক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
তস্য বীর্যবতো দেবি ভর্তুস্তব হিতে রতঃ॥ ৭৬

'দেবি ! আপনার পতিদেব সকল যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ককুৎস্থকুলভূষণ সেই শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন এবং অগ্রজের সেবায় নিরত সুলক্ষণ ভ্রাতা লক্ষ্মণও প্রসন্ন আছেন। আমি আপনার এবং তাঁর পরাক্রমী পতিদেবের হিতসাধনে সর্বদা নিযুক্ত।

অহমেকস্তু সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীববচনাদিহ।
ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা॥ ৭৭
দক্ষিণা দিগনুক্রান্তা ত্বন্মার্গবিচয়ৈষিণা।

'সুগ্রীবের আজ্ঞায় আমি একাই এখানে এসেছি। আমি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে পারি এবং আপনার অনুসন্ধান করতে করতে কারও সহায়তা ছাড়াই দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধান করেছি।

দিষ্ট্যাহং হরিসৈন্যানাং ত্বন্নাশমনুশোচতাম্॥ ৭৮
অপনেষ্যামি সন্তাপং তবাধিগমশাসনাৎ।

'আপনার বিনাশের সম্ভাবনায় যারা নিরন্তর শোকে নিমজ্জিত, সেই সকল বানরসৈন্যদের ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন সংবাদ দিয়ে সন্তাপ দূর করব। আমার পক্ষে তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হবে।

দিষ্ট্যা হি ন মম ব্যর্থং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনম্॥ ৭৯
প্রাপ্স্যাম্যহমিদং দেবি ত্বদ্দর্শনকৃতং যশঃ।

'দেবি ! সমুদ্র লঙ্ঘন করে আমার এতদূর পথ অতিক্রম করা ব্যর্থ হয়নি। সকলের আগে আপনাকে দেখতে পাওয়ার সুনাম আমারই হবে। এই আমার সৌভাগ্য।

রাঘবশ্চ মহাবীর্যঃ ক্ষিপ্রং ত্বামভিপৎস্যতে॥ ৮০
সপুত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।

'মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে সপুত্র ও সবান্ধবে নিধন করে অচিরেই এসে আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।

মাল্যবান্ নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ॥ ৮১
ততো গচ্ছতি গোকর্ণং পর্বতং কেসরী হরিঃ।
স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ।
তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শম্বসাদনমুদ্ধরন্॥ ৮২
যস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি।
হনূমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা॥ ৮৩

'বিদেহনন্দিনি ! পর্বতসমূহের মধ্যে মাল্যবান নামক এক প্রসিদ্ধ ও উত্তম গিরি আছে। সেখানে কেশরী নামে এক বানর নিবাস করতেন। একদা তিনি সেখানে থেকে গোকর্ণ নামক অন্য একটি পর্বতে প্রস্থান করেছিলেন। মহাকপি কেশরী হলেন আমার পিতা। তিনি সমুদ্রতীরে অবস্থিত সেই পবিত্র গোকর্ণ-তীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শম্বসাদন নামক দৈত্যের সংহার করেন। মিথিলেশকুমারি ! কপিরাজ কেশরীর পত্নীর গর্ভে বায়ুদেবতার দ্বারা আমার জন্ম হয়েছে। মর্তলোকে নিজগুণে আমি 'হনুমান' নামে বিখ্যাত।

বিশ্বাসার্থং তু বৈদেহি ভর্তুরুক্তা ময়া গুণাঃ।
অচিরাৎ ত্বামিতো দেবি রাঘবো নয়িতা ধ্রুবম্॥ ৮৪

'বিদেহনন্দিনি ! আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি আপনার পতিদেবের গুণাবলী বর্ণনা করলাম। শ্রীরঘুনাথ নিঃসন্দেহে অচিরেই আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করবেন।'

এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্শিতা।
উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি॥ ৮৫

এই প্রকারে যুক্তিযুক্ত ও যোগ্য প্রমাণরূপে কথিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের শারীরিক চিহ্নের বর্ণনা দ্বারা শোকক্লিষ্ট সীতার বিশ্বাস জন্মাল এবং তিনি শ্রীহনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত হিসেবে বুঝতে পারলেন।

অতুলং চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী।
নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্॥ ৮৬

তৎক্ষণাৎ জনকনন্দিনী সীতা অনুপম আনন্দ অনুভব করলেন এবং তাঁর বক্রপক্ষযুক্ত নয়নযুগল হতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

চারু তদ্ বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোডুরাট্॥ ৮৭

এমতাবস্থায়, সীতার রক্তাভা, শুভ্র ও আয়তলোচন সুশোভিত মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

হনূমন্তং কপিং ব্যক্তং মন্যতে নান্যথেতি সা।
অথোবাচ হনূমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্॥ ৮৮

তদনন্তর, সীতা শ্রীহনুমানকে বাস্তবিক বানর হিসেবে মনে করতে লাগলেন। অন্য কোন মায়াবী বলে আর মনে ভাবলেন না। তখন শ্রীহনুমান প্রিয়দর্শনা সীতাকে বললেন—

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং সমাশ্বসিহি মৈথিলি।
কিং করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিয়াম্যহম্॥ ৮৯

'মিথিলেশকুমারি ! আপনি যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেগুলি সর্বপ্রকারে আমি বর্ণনা করলাম। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি। কীভাবে আপনার সেবায় লাগতে পারি। আপনার কী প্রিয় কার্য করতে পারি ? আদেশ করুন, এখন আমি কি শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে প্রত্যাবর্তন করব।

হতেঽসুরে সংগতি শম্বসাদনে
কপিপ্রবীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।
ততোঽস্মি বায়ুপ্রভবো হি মৈথিলি
প্রভাবতস্তৎপ্রতিমশ্চ বানরঃ॥ ৯০

'মহর্ষিগণের প্রেরণায় কপিবর কেসরী কর্তৃক শাম্বসাদননামক অসুর নিহত হওয়ায় আমি পবনদেবের ঔরসে জন্ম নিয়েছি। অতএব, মৈথিলি ! আমিই সেই পবনদেবের তুল্য পরাক্রমশালী বানর।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

শ্রীহনুমানকর্তৃক সীতাদেবীকে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান, শ্রীরামচন্দ্র কখন আমাকে (সীতাকে) উদ্ধার করবেন—সীতা কর্তৃক শ্রীহনুমানের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম বর্ণন ও সান্ত্বনা প্রদান

ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ॥ ১

তদনন্তর মহাতেজস্বী পবনকুমার শ্রীহনুমান সীতাদেবীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সবিনয়ে বললেন—

বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্॥ ২

'মহাভাগে ! আমি পরম বুদ্ধিমান শ্রীরামের দূতস্বরূপ বানর। দেবি ! এটি শ্রীরামচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। আপনি ইহা গ্রহণ করে পরীক্ষণ করুন।

প্রত্যয়ার্থং ত্বানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি॥ ৩

'মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আমার হস্তে অভিজ্ঞান স্বরূপ যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেছিলেন, সেইটি আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার দুঃখের ফলভোগ সমাপ্তির পথে। আপনার কল্যাণ হোক।'

গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ॥ ৪

পতিদেবের হস্তাঙ্গুলির অলংকরণস্বরূপ অঙ্গুরীয়ককে গ্রহণ করে সীতাদেবী সেটি সযত্নে দেখতে লাগলেন। তখন, জানকীদেবীর সাতিশয় আনন্দানুভব হল—যেন তিনি আপন পতিদেবতার সহিত মিলিত হতে পেরেছেন।

চারু তদ্ বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
বভূব হর্ষোদগ্রং চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্॥ ৫

সীতাদেবীর রক্তাভা ও শুভ্র আয়তলোচনযুগলে শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুঃ সন্দেশহর্ষিতা।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্॥ ৬

অতঃপর, লজ্জাবতী বিদেহরাজকন্যা শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ পেয়ে আনন্দিতা হলেন। তিনি মনে প্রসন্নতা অনুভব করলেন এবং সাদরে শ্রীহনুমানের প্রশংসা করতে লাগলেন।

বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম।
যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্॥ ৭

'বানরশ্রেষ্ঠ ! তুমি অতিশয় পরাক্রমশালী, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ; কেননা, কোনও সহায়তা ছাড়াই তুমি এই

রাক্ষসপুরীকে পদদলিত করেছ।

শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ।
বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ॥ ৮

'প্রশংসনীয় পরাক্রমের অধিকারী তুমি মকরাদি সংকুল শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগরকে গোষ্পদের তুল্য অতিক্রম করেছ।

নহি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ।
যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ॥ ৯

'বানরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে এক সাধারণ বানর বলে মানতে পারছিনা। কেননা, রাবণের ন্যায় রাক্ষস-রাজের থেকেও তোমার মনে কোন ভয় বা বিহ্বলতা নেই।

অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিভাষিতুম্।
যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা॥ ১০

'কপিবর ! যদি আত্মজ্ঞানী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে প্রেরণ করে থাকেন, তবে তুমি আমার দ্বারা সম্ভাষণের যোগ্য (অর্থাৎ আমি তোমার সহিত কথা বলতে পারি)।

প্রেষয়িষ্যতি দুর্ধর্ষো রামো নহ্যপরীক্ষিতম্।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ॥ ১১

'দুর্ধর্ষ বীর শ্রীরামচন্দ্র কখনও আমার সকাশে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন না, যার বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নেই এবং যার শীল ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়নি।

দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ১২

'সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কুশলে আছেন এবং রাণী সুমিত্রার আনন্দবর্ধক মহাতেজা লক্ষ্মণও ভাগ্যক্রমে কুশলে রয়েছেন।

কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং ন সাগরমেখলাম্।
মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১৩

'যদি ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম কুশলে থাকেন, তাহলে প্রলয়কালে যুগান্তকারী অগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি সাগরবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করছেন না কেন ?

অথবা শক্তিমন্তৌ তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে।
মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্যয়ঃ॥ ১৪

'অথবা শক্তিশালী ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা দেবগণকেও পরাভূত করতে সক্ষম, তাঁহারা অদ্যাবধি নিশ্চেষ্ট রয়েছেন, সেটি আমারই ভাগ্যের দোষ, ভ্রাতৃদ্বয় দোষী নয়। আমি বুঝতে পারছি, আমার দুঃখের শেষ হতে বিলম্ব হবে।

কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে।
উত্তরাণি চ কার্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ॥ ১৫

'আচ্ছা, শ্রীরামচন্দ্র কি কখনও ব্যথিত হন না ? কখনও কি দুঃখিত হন না ? পরবর্তী (রাবণবধরূপ) কর্তব্যসমূহ পুরুষোত্তম রাম সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক কিনা ?

কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্যেষু চ ন মুহ্যতি।
কচ্চিৎ পুরুষকার্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ॥ ১৬

'তাঁর কোন প্রকার দৈন্য বা বিহ্বলতা নেই তো ? কর্তব্যকর্মে তিনি মোহের বশীভূত নন তো ? রাজকুমার শ্রীরাম কি অপর কোনো পুরুষোচিত কার্য করছেন ?

দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে।
বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচ্চিন্মিত্রেষু চ পরন্তপঃ॥ ১৭

'শত্রুপক্ষকে সন্তাপপ্রদানকারী শ্রীরাম মিত্রপক্ষকে সৌহার্দ্য দেখিয়ে সাম ও দানরূপ উপায়দ্বয় অবলম্বন করছেন তো ? অথবা, শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক তিনি দান, ভেদ ও দণ্ড—এই তিন প্রকার উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন ?

কচ্চিন্মিত্রাণি লভতেঽমিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে।
কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ॥ ১৮

'শ্রীরামচন্দ্র কি স্বয়ং যত্নসহকারে মিত্রপক্ষ সংগঠিত করছেন ? কিংবা, শত্রুগণ-ও কি আপন জীবন রক্ষার জন্য তাঁর শরণাগত হচ্ছে ? তিনি কি বিপক্ষের উপকার করে তাদের কল্যাণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ? তিনি কি কোনদিন মিত্রদের দ্বারা উপকৃত বা পুরস্কৃত হয়েছেন ?

কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রসাদং পার্থিবাত্মজঃ।
কচ্চিৎ পুরুষকারং চ দৈবং চ প্রতিপদ্যতে॥ ১৯

'রাজকুমার শ্রীরাম কি দেবতাদের কৃপা কামনা করছেন ? তিনি কি দৈব ও পুরুষার্থ— দুটিরই আশ্রয় নিচ্ছেন ?

কচ্চিন্ন বিগতস্নেহো বিবাসাম্ময়ি রাঘবঃ।
কচ্চিন্মাং ব্যসনাদস্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ॥ ২০

'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আপনার থেকে দূরে রয়েছি, সেইহেতু, শ্রীরঘুনাথ আমার প্রতি স্নেহহীন হয়ে যাননি তো ? তিনি কবে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন ?

সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনূচিতঃ।

দুঃখমুত্তরমাসাদ্য কচ্চিদ্ রামো ন সীদতি॥ ২১

'তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সর্বদা সুখ ভোগের যোগ্য ; কদাপি দুঃখ ভোগের যোগ্য নন। কিন্তু ক্রমাঘাতে তিনি দুঃখে অতি শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েননি তো ?

কৌসল্যায়াস্তথা কচ্চিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ।
অভীক্ষ্ণং শ্রূয়তে কচ্চিৎ কুশলং ভরতস্য চ॥ ২২

'তিনি কি মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল সংবাদ সর্বদা অবগত রয়েছেন ?

মন্নিমিত্তেন মানার্হঃ কচ্চিচ্ছোকেন রাঘবঃ।
কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি॥ ২৩

'সম্মানার্হ শ্রীরঘুনাথ কি আমার বিরহজনিত শোকে সন্তপ্ত ? আমার বিষয়ে তিনি অন্যমনস্ক নয় তো ? শ্রীরামচন্দ্র কি এই সংকট থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন ?

কচ্চিদক্ষৌহিণীং ভীমাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধ্বজিনীং মন্ত্রিভির্গুপ্তাং প্রেষয়িষ্যতি মৎকৃতে॥ ২৪

'ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি আমার উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিগণের দ্বারা সংরক্ষিত ভয়ংকর অক্ষৌহিণী সৈন্যদল প্রেরণ করবেন ?

বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ কচ্চিদেষ্যতি।
মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ॥ ২৫

'বানরাধিপতি সুগ্রীব কি দন্ত ও নখররূপ অস্ত্রে বলীয়ান বানরসৈন্য পরিবৃত হয়ে আমাকে রক্ষা করতে আসবেন ?

কচ্চিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
অস্ত্রবিচ্ছরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি॥ ২৬

'সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ বীর লক্ষ্মণ কি শরবর্ষণে রাক্ষসকুলের সংহার করবেন ?

রৌদ্রেণ কচ্চিদস্ত্রেণ রামেণ নিহতং রণে।
দ্রক্ষ্যাম্যল্পেন কালেন রাবণং সসুহৃজ্জনম্॥ ২৭

'আমি কি ভয়ংকর যুদ্ধে সবান্ধব রাবণকে শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক অস্ত্রাঘাতে অচিরে নিহত হতে দেখব ?

কচ্চিন্ন তদ্ধেমসমানবর্ণং
তস্যাননং পদ্মসমানগন্ধি।
ময়া বিনা শুষ্যতি শোকদীনং
জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন॥ ২৮

'যেমন করে জল শুকিয়ে গেলে রৌদ্রতাপে কমল শুকিয়ে যায়, তেমনি আমার বিরহজনিত শোকে শ্রীরামের পদ্মতুল্য সুরভিত ও স্বর্ণকান্তি বদনকমল কি বিশুষ্ক হয়নি ?

ধর্মাপদেশাৎ ত্যজতঃ স্বরাজ্যং
মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতেঃ।
নাসীদ্ যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ
কচ্চিৎ স ধৈর্যং হৃদয়ে করোতি॥ ২৯

'ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিত্যাগ করতে এবং পদব্রজে আমাকে (সীতাকে) বনবাসে নিয়ে যেতে যিনি একটুও ভয়ভীত অথবা শোকাভিভূত হননি, সেই শ্রীরঘুনাথ এই সংকটসময়ে ধৈর্য ধারণ করছেন নাকি ?

ন চাস্য মাতা ন পিতা ন চান্যঃ
স্নেহাদ্ বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবদ্ধ্যহং দূত জিজীবিষেয়ং
যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য॥ ৩০

'ওহে দূত ! তাঁর মাতা-পিতা অথবা অন্য বিশেষ কেউ এমন নেই, যিনি আমার অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ কিংবা আমার সমান আদর (তাঁর কাছ থেকে) পেয়েছেন। আমি ততদিন জীবিত থাকতে ইচ্ছুক, যতদিন আমি প্রিয়তমের আগমনবার্তা শুনতে পাই ?'

ইতীব দেবী বচনং মহার্থং
তং বানরেন্দ্রং মধুরার্থমুক্ত্বা।
শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোঽভিরামং
রামার্থযুক্তং বিররাম রামা॥ ৩১

সীতাদেবী কপিবর শ্রীহনুমানকে এইপ্রকার মহান অর্থযুক্ত মধুর বচন বলে, পুনরায় বানরেন্দ্রের নিকট রামসম্বন্ধীয় মনোহর বাণী শোনার জন্য থামলেন।

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ৩২

সীতার কথাগুলি শ্রবণ করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান কপালে করদ্বয় যুক্তকরতঃ এই প্রকার উত্তর দিতে লাগলেন—

ন ত্বামিহস্থাং জানীতে রামঃ কমললোচনঃ।
তেন ত্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব পুরন্দরঃ॥ ৩৩

'দেবি ! কমলাক্ষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আপনার অবস্থান সম্বন্ধে জানেন না। সেইহেতু শত্রুদুর্গ ধ্বংসকারী ইন্দ্র (পত্নী) শচীদেবীকে যেভাবে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে তিনি অতি শীঘ্র আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারছেন না।

শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসংযুতাম্॥ ৩৪

'এখন আমি এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব ; তদনন্তর আমার কাছ থেকে সংবাদ শুনেই রঘুপতি রাঘব বানর এবং ভল্লুকের বিশাল সৈন্যদল নিয়ে (লঙ্কা পুরীর উদ্দেশ্যে) সবেগে যাত্রা করবেন।

বিষ্টম্ভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভ্যং বরুণালয়ম্।
করিষ্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্॥ ৩৫

'ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র শরসংহতির দ্বারা শান্ত সাগর স্রোতকে স্তব্ধ করে সেতু রচনা করবেন এবং সসৈন্যে এসে লঙ্কাপুরীকে রাক্ষসশূন্য করবেন।

তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্যদি দেবা মহাসুরাঃ।
স্থাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বধিষ্যতি॥ ৩৬

'তখন যদি মৃত্যু অথবা দেবতাগণ অথবা মহাপরাক্রমী অসুরেরাও শ্রীরামচন্দ্রের পথ রোধ করে, তাহলে তিনি তাদের সকলকেই বধ করবেন।

তবাদর্শনজেনার্যে শোকেন পরিপূরিতঃ।
ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ॥ ৩৭

'আর্যে ! আপনার অদর্শনজনিত শোকে তাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা পরিপূর্ণ। সেইকারণে, সিংহকর্তৃক পীড়িত হস্তীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষণমাত্রের জন্যও শান্তি নেই।

মন্দরেণ চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ।
মলয়েন চ বিন্ধ্যেন মেরুণা দর্দুরেণ চ॥ ৩৮
যথা সুনয়নং বল্গু বিম্বোষ্ঠং চারুকুণ্ডলম্।
মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্॥ ৩৯

'দেবি ! মন্দর পর্বতাদি আমাদের বাসস্থান এবং সেই সকল স্থানের ফল-মূলাদি হল আমাদের খাদ্য। অতএব, আমি মন্দরাচল, মলয়পর্বত, বিন্ধ্যাচল, মেরু ও দর্দুর পর্বতের এবং তথায় স্থিত আমাদের জীবনধারণের উপযোগী ফল-মূল প্রভৃতির নামে শপথ করে বলছি, অর্থাৎ সত্য-সত্যই বলছি যে— আপনি শীঘ্রই সুন্দর নয়ন সুশোভিত, সুপুরুষ বিম্বাধরযুক্ত, চারু কর্ণকুণ্ডল মণ্ডিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর বদন দেখবেন।

ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রস্রবণে গিরৌ।
শতক্রতুমিবাসীনং নাগপৃষ্ঠস্য মূর্ধনি॥ ৪০

'বিদেহনন্দিনি ! আপনি শীঘ্রই ঐরাবত হস্তীর পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্রের মতো প্রস্রবণ গিরি শিখরে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করবেন।

ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥ ৪১

'রাঘববংশের কেউ মাংস ভক্ষণ করেন না ; মধু পানও করেন না। শ্রীরামচন্দ্র নিত্য চারপ্রহর উপবাস থেকে পঞ্চম প্রহরে শাস্ত্র বিহিত বন্য ফল-মূল ও নীবার অন্নাদি ভোজন করেন।

নৈব দংশান্ ন মশকান্ ন কীটান্ ন সরীসৃপান্।
রাঘবোঽপনয়েদ্ গাত্রাৎ ত্বদ্‌গতেনান্তরাত্মনা॥ ৪২

'শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বদা আপনার চিন্তায় নিমগ্ন, সুতরাং তাঁর শরীরে কোন মশকাদি, কীট অথবা সরীসৃপ এসে পড়লেও সেগুলিকে সরাবার দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় না।

নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ।
নান্যচ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং গতঃ॥ ৪৩

'শ্রীরাম আপনার প্রেমের অধীন হয়ে সর্বদা আপনার ধ্যান করেন এবং নিরন্তর আপনার বিরহজনিত শোকে নিমজ্জিত থাকেন। আপনি ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁর মনে আসে না।

অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে॥ ৪৪

'নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম নিদ্রাকালে নিদ্রিত হতে পারেন না। নয়ন বুজে হয়ে এলে তিনি 'সীতা'-'সীতা'—এইরূপ মধুর বাক্য উচ্চারণপূর্বক শীঘ্র জাগ্রত হয়ে যান।

দৃষ্ট্বা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্।
বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্ত্বামভিভাষতে॥ ৪৫

'ফল-ফুল কিংবা নারীর চিত্তাকর্ষক অন্য কোনো বস্তু দেখলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বারংবার 'হা প্রিয়ে ! হা প্রিয়ে !' স্বরে আপনাকে ডাকতে থাকেন।

স দেবি নিত্যং পরিতপ্যমান-
স্ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমাণঃ।
ধৃতব্রতো রাজসুতো মহাত্মা
তবৈব লাভায় কৃতপ্রযত্নঃ॥ ৪৬

'দেবি ! রাজপুত্র মহাত্মা শ্রীরাম আপনার বিরহে সর্বদা দুঃখী থাকেন, 'সীতে ! সীতে !' এইরূপে আপনার সম্বোধন করেন এবং ব্রতাদির পালন করে আপনার পুনঃপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় সংলগ্ন থাকেন।'

রামসংকীর্তনবীতশোকা
সা রামস্য শোকেন সমানশোকা।
শরন্মুখেনাম্বুদশেষচন্দ্রা
নিশেব বৈদেহসুতা বভূব॥ ৪৭

শ্রীরামসম্পর্কীয় আলোচনায় সীতাদেবীর শোক অপনীত হল, কিন্তু তিনি শ্রীরামের শোক কথায় তাঁর সমব্যথী হয়ে পড়লেন। সেইসময় বিদেহনন্দিনীকে যেন শরৎসমাগমে মেঘচ্ছায়াচ্ছাদিত (অর্থাৎ, অন্ধকার ও প্রকাশের যৌগপদ্যে) জ্যোৎস্না রাত্রির মতো হর্ষ এবং শোকে উদ্বেলিত মনে হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ (৩৭)

সীতাদেবীর শ্রীহনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রকে শীঘ্র আনয়নের অনুরোধ, শ্রীহনুমানের সীতাদেবীকে নিজের পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সীতার অস্বীকার করা

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
হনূমন্তমুবাচেদং ধর্মার্থসহিতং বচঃ॥ ১

শ্রীহনুমানের পূর্বোক্ত উক্তি শ্রবণ করে পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় মনোহর মুখশ্রীযুক্তা সীতা তাঁকে ধর্ম ও বাস্তবসম্মত কথা বললেন—

অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া বানর ভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ॥ ২

'বানর! তুমি আমাকে বলেছ যে, শ্রীরাম অনন্যমনা হয়ে আমার চিন্তা করেন এবং সদা শোকে নিমজ্জিত থাকেন, তোমার এই কথা আমার কাছে বিষমিশ্রিত অমৃতের ন্যায় মনে হচ্ছে।

ঐশ্বর্যে বা সুবিস্তীর্ণে ব্যসনে বা সুদারুণে।
রজ্জ্বেব পুরুষং বদ্ধ্বা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥ ৩

'প্রভূত ঐশ্বর্য বা নিদারুণ বিপত্তি থেকে কাল মানুষকে যেন রজ্জুতে বন্ধন করে আকর্ষণ করে আনে।

বিধির্নূনমসংহার্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম।
সৌমিত্রিং মাং চ রামং চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্॥ ৪

'বানরশিরোমণি! বিধির বিধান প্রাণীদের পক্ষে দুর্নিবার। উদাহরণরূপে দেখো—সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ, আমি ও শ্রীরামচন্দ্র কীরূপ বিরহ-দুঃখে কাতর।

শোকস্যাস্য কথং পারং রাঘবোঽধিগমিষ্যতি।
প্লবমানঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে যথা॥ ৫

'সমুদ্রে নৌকা বিনষ্ট হয়ে গেলে আপন বাহুদ্বয়ে সন্তরমান পরাক্রান্ত পুরুষের ন্যায় শ্রীরঘুনাথ কীভাবে এই শোকসাগর উত্তীর্ণ হবেন।

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্।
লঙ্কামুন্মথিতাং কৃত্বা কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ॥ ৬

'রাক্ষসকুলকে বধ, রাবণকে নিধন এবং লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করে, আমার পতিদেব কবে আমাকে দেখতে আসবেন।

স বাচ্যঃ সংত্বরস্বেতি যাবদেব ন পূর্যতে।
অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবদ্ধি মম জীবিতম্॥ ৭

'তুমি গিয়ে তাঁকে অতি শীঘ্র ব্যবস্থা করতে বল, যাতে রাবণকর্তৃক নির্দিষ্ট এক বৎসর কাল পূর্ণ না হয়। কারণ ততদিন পর্যন্তই আমার আয়ু (তারপর রাবণ আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে)।

বর্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম।
রাবণেন নৃশংসেন সময়ো যঃ কৃতো মম॥ ৮

'রাবণ বৎসর কাল পর্যন্ত আমাকে যে সময় দিয়েছে, তার দশম মাস বর্তমানে অতিবাহিত হচ্ছে। অতএব, আমার জীবনের দুই মাস কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে।

বিভীষণেন চ ভ্রাত্রা মম নির্যাতনং প্রতি।
অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে মতিম্॥ ৯

'রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে

ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাবণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে, কিন্তু রাবণ সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে না।

মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে।
রাবণং মার্গতে সংখ্যে মৃত্যুঃ কালবশংগতম্॥ ১০

'আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাবণের ভাল লাগছে না, কেননা বিধির অধীন রাবণকে সমরাঙ্গনে মৃত্যুরূপী কাল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা নাম বিভীষণসুতা কপে।
তয়া মমৈতদাখ্যাতং মাত্রা প্রহিতয়া স্বয়ম্॥ ১১

'কপিবর ! বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম কলা। তার মাতা স্বয়ং কলাকে আমার কাছে প্রেরণ করেছিল, সে আমাকে একথা জানিয়েছে।

অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ধৃতিমাঞ্ছীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ॥ ১২

'অবিন্ধ্য নামে এক শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছেন—যিনি বড় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ধীর, সচ্চরিত্র, বর্ষীয়ান এবং রাবণের সম্মানীয়।

রামাৎ ক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ।
ন চ তস্য স দুষ্টাত্মা শৃণোতি বচনং হিতম্॥ ১৩

'তিনি রাবণকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাক্ষসকুলের বিনাশের সময় উপস্থিত হয়েছে, সুতরাং সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই দুরাত্মা তাঁর মঙ্গল বার্তায় কান দেয়নি।

আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাপ্স্যতে পতিঃ।
অন্তরাত্মা হি মে শুদ্ধস্তস্মিংশ্চ বহবো গুণাঃ॥ ১৪

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমার আশা যে, পতিদেব শীঘ্র এসে আমার সাথে মিলিত হবেন ; কেননা আমি শুদ্ধান্তঃকরণ এবং শ্রীরঘুনাথ বহুগুণে গুণান্বিত।

উৎসাহঃ পৌরুষং সত্ত্বমানৃশংস্যং কৃতজ্ঞতা।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ সন্তি বানর রাঘবে॥ ১৫

'বানর ! শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে উৎসাহ, পুরুষার্থ, শক্তি, দয়ালুতা, কৃতজ্ঞতা, পরাক্রম, প্রভাব প্রভৃতি সর্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান।

চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ।
জনস্থানে বিনা ভ্রাত্রা শত্রুঃ কস্তস্য নোদ্বিজেৎ॥ ১৬

'যিনি জনস্থানে একাই (অর্থাৎ, লক্ষ্মণ ভ্রাতার সাহায্য ছাড়াই) চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করেছেন, তাঁকে কোন শত্রু ভয় না করে ?

ন স শক্যস্তুলয়িতুং ব্যসনৈঃ পুরুষর্ষভঃ।
অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শক্রস্যেব পুলোমজা॥ ১৭

'শ্রীরামচন্দ্র পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। তিনি বিপদে বিচলিত হননা। যেমন করে পুলোম-দুহিতা শচী ইন্দ্রের শক্তিসামর্থ্য জানেন, তদ্রূপ আমিও শ্রীরঘুনাথের বীরত্ব বিলক্ষণ জানি।

শরজালাংশুমান্ শূরঃ কপে রামদিবাকরঃ।
শত্রুরক্ষোময়ং তোয়মুপশোষং নয়িষ্যতি॥ ১৮

'কপিবর ! শূরবীর ভগবান শ্রীরাম সূর্যের সমান। বাণসমূহ তাঁর কিরণজাল। তিনি সেগুলি দ্বারা রাক্ষসরূপ শত্রুপক্ষকে উদকের মতো শীঘ্রই শুষ্ক করে দেবেন।'

ইতি সঞ্জল্পমানাং তাং রামার্থে শোককর্শিতাম্।
অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনুমান্ কপিঃ॥ ১৯

এইরূপ বলতে বলতে সীতাদেবীর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে উঠল এবং তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ শোকে পীড়িতা হলেন। ইত্যবসরে কপিবর শ্রীহনুমান তাঁকে বললেন—

শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্যৃক্ষগণসঙ্কুলাম্॥ ২০

'দেবি ! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আমার নিকট হতে সকল সংবাদ পেয়ে রঘুপতি রাঘব ত্বরায় ভল্লুক ও বানর সংকুল বিশাল সৈন্যদলসহ সবেগে আক্রমণ করবেন।

অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্ দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে॥ ২১

'অথবা আমি এখনই আপনাকে রাক্ষসদের এই ক্লেশ থেকে মুক্ত করব। অনিন্দিতে ! আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করুন।

ত্বাং তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্।
শক্তিরস্তি হি মে বোঢুং লঙ্কামপি সরাবণাম্॥ ২২

'আপনাকে পৃষ্ঠে বহন করে আমি সাগর লঙ্ঘন করব। রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরীকে বহন করার ক্ষমতা আমার আছে।

অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।
প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ॥ ২৩

'মিথিলেশকুমারী ! শ্রীরঘুনাথ প্রস্রবন গিরি-শিখরে থাকেন। আমি আজই আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেব ঠিক সেইভাবে, যেভাবে অগ্নিদেব ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত হব্য ইন্দ্রের সকাশে বহন করেন।

ত্বৎপ্রসাদাদৈব বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
ব্যবসায়সমাযুক্তং বিষ্ণুং দৈত্যবধে যথা॥ ২৪

'বিদেহনন্দিনি ! দৈত্যবধের জন্য উৎসাহিত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় রাক্ষস সংহারে সচেষ্ট শ্রীরামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনি আজই দর্শন করবেন।

ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহমাশ্রমস্থং মহাবলম্।
পুরন্দরমিবাসীনং নগরাজস্য মূর্ধনি॥ ২৫

'আপনার দর্শনের জন্য উৎসাহিত মহাবলী শ্রীরাম পর্বত শিখরে নিজের আশ্রমে সেইরূপ উপবিষ্ট আছেন, যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র গজরাজ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আসীন থাকেন।

পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে।
যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী॥ ২৬

'দেবি ! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। শোভনে ! আমার বিনীত বচন উপেক্ষা করবেন না। চন্দ্রমার সহিত মিলিত রোহিণীর ন্যায় আপনিও শ্রীরামচন্দ্রের সাথে মিলনের জন্য ইচ্ছুক হোন।

কথয়ন্তীব শশিনা সঙ্গমিষ্যসি রোহিণী।
মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্॥ ২৭

'আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হব' —এই কথা বললেই আপনি চন্দ্রমার সহিত মিলিত রোহিণীর ন্যায় শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে মিলিত হবেন, এখন শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছা ও কথার অপেক্ষা ! কেননা, আপনি আমার পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে আকাশ পথে মহাসাগর পার হয়ে যাবেন।

নহি মে সম্প্রয়াতস্য ত্বামিতো নয়তোঽঙ্গনে।
অনুগন্তুং গতিং শক্তাঃ সর্বে লঙ্কানিবাসিনঃ॥ ২৮

'কল্যাণি ! আমি আপনাকে পৃষ্ঠে নিয়ে যখন এই স্থান ত্যাগ করব, তখন সকল লঙ্কাবাসিগণও আমার গতির অনুসরণ করতে পারবে না।

যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্।
যাস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যম্য বিহায়সম্॥ ২৯

'বিদেহনন্দিনি ! যে উপায়ে আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেইভাবেই আকাশ পথে আপনাকে বহন করে নিয়ে চলে যাব, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমার পরাক্রম দেখুন।'

মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাচ্ছুত্বা বচনমদ্ভুতম্।
হর্ষবিস্মিতসর্বাঙ্গী হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৩০

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের মুখে এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনে মিথিলানন্দিনী সীতার সর্বাঙ্গ আনন্দে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। তিনি শ্রীহনুমানকে বললেন—

হনূমন্ দূরমধ্বানং কথং মাং নেতুমিচ্ছসি।
তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযূথপ॥ ৩১

'বানরদলপতি হনুমান ! এত দূরের পথ তুমি কী করে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ ? তোমার এইরূপ দুঃসাহসকে বানরসুলভ চপলতা বলে মনে হচ্ছে।

কথং চাল্পশরীরস্ত্বং মামিতো নেতুমিচ্ছসি।
সকাশং মানবেন্দ্রস্য ভর্তুর্মে প্লবগর্ষভ॥ ৩২

'বানরশিরোমণে ! তোমার অবয়ব খুব ছোট। তাহলে তুমি আমাকে আমার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছ কেন ?'

সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তয়ামাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্॥ ৩৩

সীতাদেবীর এই কথা শুনে কান্তিমান পবনপুত্র শ্রীহনুমান সীতার এবংবিধ উক্তিকে নিজের প্রতি তিরস্কার বলে মনে করলেন।

ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা।
তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্ রূপং মম কামতঃ॥ ৩৪

তিনি ভাবতে লাগলেন যে 'কাজলনয়না বিদেহনন্দিনী সীতা আমার আভ্যন্তরীন শক্তি ও প্রকাশ বিষয়ে জানেন না। সেইকারণে, ইচ্ছানুসারে ধারণকারী আমার অবয়বের যে বিশালতা, তাই বৈদেহী আজ প্রত্যক্ষ করুন।'

ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংস্তদা প্লবগসত্তমঃ।
দর্শয়ামাস সীতায়াঃ স্বরূপমরিমর্দনঃ॥ ৩৫

এইভাবে বিচারপূর্বক অরিন্দম বানরশিরোমণি শ্রীহনুমান তদ্ক্ষণাৎ সীতাকে নিজের স্বরূপ দেখালেন।

স তস্মাৎ পাদপাদ্ ধীমানাপ্লুত্য প্লবগর্ষভঃ।
ততো বর্ধিতুমারেভে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ॥ ৩৬

বুদ্ধিমান কপিবর তখন সেই বৃক্ষ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেন এবং সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শরীরের আয়তন বাড়াতে লাগলেন।

মেরুমন্দরসংকাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ।
অগ্রতো ব্যবতস্থে চ সীতায়া বানরর্ষভঃ॥ ৩৭

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের শরীর উচ্চতায় মেরু ও মন্দার

পর্বতসদৃশ হয়ে উঠল, তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য তেজস্বী মনে হচ্ছিল। এইরূপ বিশাল শরীরযুক্ত হয়ে তিনি সীতাদেবীর সামনে দণ্ডায়মান হলেন।

হরিঃ পর্বতসংকাশস্তাম্রবক্ত্রো মহাবলঃ।
বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ॥ ৩৮

তদনন্তর পর্বততুল্য বিশালাকার, তাম্রতুল্য বক্ত্র এবং বজ্রতুল্য দন্ত-নখর যুক্ত ভয়ংকর শক্তিশালী বানরবীর শ্রীহনুমান বিদেহনন্দিনীকে বললেন—

সপর্বতবনোদ্দেশাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
লঙ্কামিমাং সনাথাং বা নয়িতুং শক্তিরস্তি মে॥ ৩৯

'দেবি ! পর্বত, অরণ্য, হর্ম্যরাজি, প্রাকার এবং নগরতোরণসহ সমগ্র লঙ্কাপুরীকে রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার ভেতরে আছে।

তদবস্থাপ্যতাং বুদ্ধিরলং দেবি বিকাঙ্ক্ষয়া।
বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্॥ ৪০

'অতএব আপনি আমার সঙ্গে প্রস্থানের জন্য মনঃস্থির করুন। আপনার আশঙ্কা অমূলক। দেবি ! বিদেহনন্দিনি ! আপনি আমার সঙ্গে গিয়ে লক্ষ্মণসহিত শ্রীরঘুনাথকে শোকমুক্ত করুন।'

তং দৃষ্ট্বাচলসংকাশমুবাচ জনকাত্মজা।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী মারুতস্যৌরসং সুতম্॥ ৪১

বায়ুদেবের ঔরসজাত পুত্র শ্রীহনুমানকে পর্বততুল্য বিশাল শরীরযুক্ত দেখে প্রস্ফুটিত কমলদলের ন্যায় আয়তেক্ষণা জনকনন্দিনী তাঁকে বললেন—

তব সত্ত্বং বলং চৈব বিজানামি মহাকপে।
বায়োরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগ্নেরিবাদ্ভুতম্॥ ৪২

'মহাকপে ! আমি তোমার শক্তিমত্তা ও পরাক্রম অবগত হয়েছি। বায়ুর সমান তোমার গতিবেগ এবং অগ্নির সমকক্ষ তোমার অদ্ভুত তেজস্বিতা।

প্রাকৃতোঽন্যঃ কথং চেমাং ভূমিমাগন্তুমর্হতি।
উদধেরপ্রমেয়স্য পারং বানরযূথপ॥ ৪৩

'বানরদলপতি ! অন্য কোন্ সাধারণ বানর অপার মহাসাগর পার হয়ে এই স্থলে আগমন করতে পারে ?

জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম।
অবশ্যং সম্প্রধার্যাশু কার্যসিদ্ধিরিবাত্মনঃ॥ ৪৪

'আমি জানি তুমি সমুদ্র অতিক্রম করে আমাকে নিয়ে যেতে সমর্থ, তথাপি অচিরে তোমার ন্যায় আমাকেও অবশ্যই কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে নিতে হবে।

অযুক্তং তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ।
বায়ুবেগসবেগস্য বেগো মাং মোহয়েৎ তব॥ ৪৫

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তোমার সঙ্গে আমার যাত্রা করা কোনো প্রকারে উচিত নয়, কেননা তোমার বেগ বায়ুবেগের সমান তীব্র। তোমার পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় অবস্থায় সেই গতিবেগ আমাকে মূর্চ্ছিত করে দিতে পারে।

অহমাকাশমাসক্তা উপর্যুপরি সাগরম্।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ ভূয়ো বেগেন গচ্ছতঃ॥ ৪৬

'আমি পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে সমুদ্রের উপরে উপরে আকাশে পৌঁছে গেলে অধিকতর বেগে তোমার পৃষ্ঠ থেকে নীচে পড়ে যেতে পারি।

পতিতা সাগরে চাহং তিমিনক্রঝষাকুলে।
ভবেয়মাশু বিবশা যাদসামন্নমুত্তমম্॥ ৪৭

'তিমি, কুম্ভীর ও মৎস্য সংকুল সমুদ্রে পতিত হয়ে আমি বিবশ হয়ে অচিরে জল-জন্তুদের উত্তম আহার্য হয়ে যাব।

ন চ শক্ষ্যে ত্বয়া সার্ধং গন্তুং শত্রুবিনাশন।
কলত্রবতি সন্দেহস্ত্বয়ি স্যাদপ্যসংশয়ম্॥ ৪৮

'এই কারণে, অরিনাশন বীর ! আমি তোমার সাথে যেতে পারব না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাত্রা করতে দেখে অবশ্যই রাক্ষসেরা সন্দেহ করবে।

হ্রিয়মাণাং তু মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৪৯

'আমাকে তোমার দ্বারা হ্রিয়মান দেখে ভয়ংকর পরাক্রমী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞায় তোমার পশ্চাদ্ধাবন করবে।

তৈস্ত্বং পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ।
ভবেস্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্॥ ৫০

'বীর ! তৎকালে আমার ন্যায় রক্ষণীয়া অবলা সঙ্গে থাকার কারণে তুমি শূল-মুদ্গরাদি আয়ুধ ধারণকারী ঐ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রাণ সংশয়ে পড়বে।

সায়ুধা বহবো ব্যোম্নি রাক্ষসাস্ত্বং নিরায়ুধঃ।
কথং শক্ষ্যসি সংযাতুং মাং চৈব পরিরক্ষিতুম্॥ ৫১

'আকাশপথে অস্ত্র-শস্ত্রধারী বহু রাক্ষস তোমার উপরে আক্রমণ করবে এবং তোমার কাছে কোনো অস্ত্র

থাকবে না। এমতাবস্থায় তুমি তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ এবং আমার সুরক্ষা কিরূপে করবে ?

যুধ্যমানস্য রক্ষোভিস্তৈস্তৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ ভয়ার্তা কপিসত্তম॥ ৫২

'কপিশ্রেষ্ঠ ! সেইসকল নিষ্ঠুর রাক্ষসদের সঙ্গে যখন তুমি যুদ্ধ করতে থাকবে, সেই সময়ে ভয়ে কাতর হয়ে আমি তোমার পৃষ্ঠদেশ থেকে অবশ্যই নীচে পড়ে যাব।

অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ।
কথংচিৎ সাম্পরায়ে ত্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম॥ ৫৩
অথবা যুধ্যমানস্য পতেয়ং বিমুখস্য তে।
পতিতাং চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ॥ ৫৪

'কপিশ্রেষ্ঠ ! যদি কোনপ্রকারে মহান বলবান ভয়ানক রাক্ষসেরা তোমার সাথে যুদ্ধে জিতে যায়, অথবা যুদ্ধ করবার সময় আমার সুরক্ষায় তুমি অন্যমনস্ক হলে যদি আমি নীচে পড়ে যাই, তাহলে সকল পাপাত্মা রাক্ষসেরা আমাকে পড়ে যেতে দেখে ধরে নিয়ে যাবে।

মাং বা হরেয়ুস্ত্বদ্ধস্তাদ্ বিশসেয়ুরথাপি বা।
অনবস্থৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ॥ ৫৫

'অথবা, এও হতে পারে যে নিশাচর রাক্ষসেরা আমাকে তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে কিংবা যুদ্ধের অবসরে আমাকে বধ করবে। কেননা, যুদ্ধে কারও জয় বা পরাজয় নিশ্চিত নয়।

অহং বাপি বিপদ্যেয়ং রক্ষোভিরভিতর্জিতা।
ত্বৎপ্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেন্নিষ্ফল এব তু॥ ৫৬

'অথবা, বানরশিরোমণি ! যদি রাক্ষসদের অত্যধিক তর্জন-গর্জনে ভয়ে আমার প্রাণ চলে যায়, তাহলে তোমার সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কামং ত্বমপি পর্যাপ্তো নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্।
রাঘবস্য যশো হীয়েৎ ত্বয়া শস্তৈস্তু রাক্ষসৈঃ॥ ৫৭

'যদ্যপি তুমি সম্পূর্ণভাবে রাক্ষসদের সংহার করতে সমর্থ, তবুও তুমি যদি রাক্ষসদের বধ কর, তাহলে শ্রীরঘুনাথের যশ হ্রাস পাবে (লোকে বলবে যে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং কিছুই করতে পারেননি)।

অথবাহহদায় রক্ষাংসি ন্যসেয়ুঃ সংবৃতে হি মাম্।
যত্র তে নাভিজানীয়ুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ॥ ৫৮

'অথবা, এও হতে পারে যে রাক্ষসেরা আমাকে নিয়ে গিয়ে এমন এক গোপনীয় স্থানে রেখে দেবে, যেখানে না বানরেরা আমায় খুঁজে পাবে, না স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।

আরম্ভস্তু মদর্থোহয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ।
ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ॥ ৫৯

'যদি এই সকল ঘটে, তবে আমার জন্য তোমার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তোমার সঙ্গে এখানে এলে তা অতিশয় মঙ্গলজনক হবে।

ময়ি জীবিতমায়ত্তং রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
ভ্রাতৃণাং চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ॥ ৬০

'মহাবাহো ! অমিতপরাক্রমী শ্রীরঘুনাথের, তাঁর ভ্রাতৃগণের, তোমার নিজের এবং বানররাজ সুগ্রীবের বংশধরদের জীবন আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের উপর নির্ভর করছে।

তৌ নিরাশৌ মদর্থং চ শোকসন্তাপকর্শিতৌ।
সহ সর্বর্ক্ষহরিভিস্ত্যক্ষ্যতঃ প্রাণসংগ্রহম্॥ ৬১

'শোক ও সন্তাপে কাতর ভ্রাতৃদ্বয় যখন আমাকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবেন, তখন সকল ভল্লুক ও বানর সৈন্যসহ নিজেরাও প্রাণত্যাগ করবেন।

ভর্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম॥ ৬২

'বানরশ্রেষ্ঠ ! তোমার সঙ্গে প্রস্থান না করবার আরও একটি প্রধান কারণ হল— পতিভক্তির কথা মনে রেখে, আমি শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষের শরীর স্বেচ্ছায় স্পর্শ করতে পারি না।

যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী॥ ৬৩

'আমার দ্বারা রাবণের যে শরীরের স্পর্শ হয়েছে, তা রাক্ষস রাবণের বলপ্রয়োগ হেতু ঘটেছে। তৎকালে, অসমর্থ-অনাথ এবং বিবশ-বিহ্বল আমার আর কী করণীয় ছিল ?

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ৬৪

'যদি শ্রীরঘুনাথ রাক্ষসগণের সঙ্গে দশানন রাবণকে বধ করে এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান, তাহলে সেইটি তাঁর পক্ষে যথাযোগ্য কাজ হবে।

শ্রুতাশ্চ দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা
মহাত্মনস্তস্য রণাবমর্দিনঃ।
ন দেবগন্ধর্বভুজঙ্গরাক্ষসা
ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে॥ ৬৫

'যুদ্ধে শত্রুসংহারক মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম

আমি অনেকবার দেখেছি এবং শুনেছি। দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষস—সবাই একত্র হলেও সংগ্রামে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না।

সমীক্ষ্য তং সংযতি চিত্রকার্মুকং
মহাবলং বাসবতুল্যবিক্রমম্।
সলক্ষ্মণং কো বিষহেত রাঘবং
হুতাশনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্ ॥ ৬৬

'যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ুতাড়িত প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য সর্বগ্রাসী এবং বিচিত্র ধনুর্ধর ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী সলক্ষ্মণ শ্রীরঘুনাথকে সম্মুখে দেখে, কে এমন আছে যে তাঁকে সহ্য করতে পারবেন ?

সলক্ষ্মণং রাঘবমাজিমর্দনং
দিশাগজং মত্তমিব ব্যবস্থিতম্।
সহেত কো বানরমুখ্য সংযুগে
যুগান্তসূর্যপ্রতিমং শরার্চিষম্ ॥ ৬৭

'বানরশিরোমণি ! যুদ্ধে সংহারক, মদমত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় দণ্ডায়মান এবং প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় তেজোদ্দীপ্ত শরসন্ধানী সলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে সমরাঙ্গনে কে সহ্য করতে পারবে !

স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষ্মণং প্রিয়ং
সযূথপং ক্ষিপ্রমিহোপপাদয়।
চিরায় রামং প্রতি শোককর্শিতাং
কুরুষ্ব মাং বানরবীর হর্ষিতাম্ ॥ ৬৮

'এই সকল কথা বিবেচনা করে কপিশ্রেষ্ঠ ! বানরবীর ! তুমি প্রযত্নপূর্বক যূথপতি সুগ্রীব এবং সলক্ষ্মণ আমার প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে উপস্থিত করো। বহুদিন যাবৎ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য আমি শোক-কাতর হয়ে আছি। তুমি তাঁর শুভাগমনে আমাকে আনন্দিত করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

সীতাদেবীর সঙ্গে শ্রীহনুমানের সাক্ষাতের প্রমাণ রূপে সীতাদেবী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রকূট পর্বতের বায়স বৃত্তান্ত শোনানো, শ্রীরামচন্দ্রকে ত্বরায় আনার জন্য শ্রীহনুমানকে অনুরোধ এবং চূড়ামণি প্রদান

ততঃ স কপিশার্দূলস্তেন বাক্যেন তোষিতঃ।
সীতামুবাচ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১

সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান অতিশয় প্রসন্ন হলেন। বাক্যবিশারদ শ্রীহনুমান অতঃপর সীতাকে বললেন—

যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে।
সদৃশং স্ত্রীস্বভাবস্য সাধ্বীনাং বিনয়স্য চ ॥ ২

'দেবি ! আপনার কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। শুভদর্শনে ! আপনার এই সকল কথা নারী স্বভাবের এবং পতিব্রতাগণের বিনীত চরিত্রের অনুরূপ।

স্ত্রীত্বান্ন ত্বং সমর্থাসি সাগরং ব্যতিবর্তিতুম্।
মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৩

'এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আপনি অবলা বলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্রের ওপারে যেতে অসমর্থ।

দ্বিতীয়ং কারণং যচ্চ ব্রবীষি বিনয়ান্বিতে।
রামাদন্যস্য নার্হামি সংসর্গমিতি জানকি ॥ ৪
এতৎ তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্ বচনমীদৃশম্ ॥ ৫

'জনকনন্দিনি ! আপনি দ্বিতীয় কারণ বলেছেন যে আপনার পক্ষে শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করা উচিত নয়, সেই উক্তি আপনার পক্ষে যথাযোগ্য। দেবি ! মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নীর মুখ থেকেই এইরূপ বাক্য নির্গত হতে পারে, আপনি

অন্য কেউই বা এইরূপ কথা বলবে ?

শ্রোষ্যতে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্বং নিরবশেষতঃ।
চেষ্টিতং যৎ ত্বয়া দেবি ভাষিতং চ মমাগ্রতঃ॥ ৬

'দেবি ! আপনি যে যে পবিত্র চেষ্টা করেছেন এবং আমার সমক্ষে যেভাবে যেভাবে বলেছেন, সেই সকল সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামচন্দ্র আমার মুখ থেকে শুনবেন।

কারণৈর্বহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
স্নেহপ্রস্কন্নমনসা ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্॥ ৭

'দেবি ! আমি যে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ আমি অতি শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়কার্য সমাধা করতে চেয়েছিলাম ; অতএব স্নেহার্দ্রহৃদয়ে এইরূপ প্রস্তাব করেছিলাম।

লঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বাদ্ দুস্তরত্বান্মহোদধেঃ।
সামর্থ্যাদাত্মনশ্চৈব ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্॥ ৮

'দ্বিতীয় কারণ এই যে, লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সবার পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। তৃতীয় কারণ হল মহাসাগরের দুরতিক্রম্যতা এবং তৎসত্ত্বেও আমার মধ্যে আপনাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য থাকায় আমি এইরূপ বলেছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়।

ইচ্ছামি ত্বাং সমানেতুমদ্যৈব রঘুনন্দিনা।
গুরুস্নেহেন ভক্ত্যা চ নান্যথা তদুদাহৃতম্॥ ৯

'আমার ইচ্ছা যেন আজই শ্রীরঘুনাথের সহিত আপনার মিলন ঘটাতে পারি। সুতরাং পরমারাধ্য গুরু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ এবং আপনার প্রতি ভক্তির কারণে আমি এইরূপ বলেছিলাম, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

যদি নোৎসহসে যাতুং ময়া সার্ধমনিন্দিতে।
অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্ রাঘবো হি যৎ॥ ১০

'কিন্তু সতী-সাধ্বী দেবি ! যদি আপনার মনে আমার সঙ্গে প্রস্থান করার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমাকে আপনার পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ (অর্থাৎ, অভিজ্ঞান) কিছু প্রদান করুন, যাতে শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিত হতে পারেন যে আমি আপনাকে দর্শন করেই প্রত্যাবর্তন করেছি।'

এবমুক্তা হনুমতা সীতা সুরসুতোপমা।
উবাচ বচনং মন্দং বাষ্পপ্রগ্রথিতাক্ষরম্॥ ১১

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হলে দেবকন্যার তুল্য তেজস্বিনী সীতা অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে একথা বললেন—

ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ব্রূয়াস্ত্বং তু মম প্রিয়ম্।
শৈলস্য চিত্রকূটস্য পাদে পূর্বোত্তরে পদে॥ ১২
তাপসাশ্রমবাসিন্যাঃ প্রাজ্যমূলফলোদকে।
তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রিতে দেশে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ॥ ১৩
তস্যোপবনখণ্ডেষু নানাপুষ্পসুগন্ধিষু।
বিহৃত্য সলিলে ক্লিন্নো মমাঙ্কে সমুপাবিশঃ॥ ১৪

'বানরশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার প্রিয়তমকে এই শ্রেষ্ঠাভিজ্ঞান বৃত্তান্ত (বায়সবৃত্তান্ত) শ্রবণ করাবে— 'নাথ ! চিত্রকূট পর্বতের উত্তর-পূর্ব ভাগে, মন্দাকিনী নদীর নিকটস্থ ফল-মূল-উদক পরিপূরিত সিদ্ধসেবিত প্রদেশে তাপসাশ্রমে নানা প্রকার ফুলের সুগন্ধে সুবাসিত উপবনে জলবিহার করে আপনি সিক্ত অবস্থায় আমার অঙ্কে একদিন বসে পড়েছিলেন।

ততো মাংসসমাযুক্তো বায়সঃ পর্যতুণ্ডয়ৎ।
তমহং লোষ্টমুদ্যম্য বারয়ামি স্ম বায়সম্॥ ১৫
দারয়ন্ স চ মাং কাকস্তত্রৈব পরিলীয়তে।
ন চাপ্যুপারমন্মাংসাদ্ ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ॥ ১৬

'তদনন্তর এক মাংসলোলুপ বায়স (কাক) এসে চঞ্চু দিয়ে আমাকে ঠোকরাতে থাকে। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করে বায়সকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বারংবার চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে বায়স সেখানেই কোথাও লুকিয়ে যাচ্ছিল। ক্ষুধার্ত বায়স খাওয়ার প্রয়োজনে আমার মাংসের লোভ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছিল না।

উৎকর্ষন্ত্যাং চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং ময়ি পক্ষিণে।
স্রংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্॥ ১৭

'আমি সেই বায়সের উপরে রাগান্বিত হলে আমার পরিধান বিস্রস্ত হয়ে পড়ল এবং পরিধেয় আবরণ দৃঢ়তর করার জন্য আমি কটিসূত্র টানতে লাগলাম। আপনি তদবস্থায় আমাকে দেখে ফেলেন।

ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা।
ভক্ষ্যগৃদ্ধেন কাকেন দারিতা ত্বামুপাগতা॥ ১৮

'তখন, আপনার হাস্যে আমি রাগান্বিতা ও পরে লজ্জিতা হয়েছিলাম। অতঃপর সেই ভক্ষ্য-লোলুপ কাক পুনরায় চঞ্চুর আঘাতে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করলে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

ততঃ শ্রান্তাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্।
ক্রুধ্যন্তীব প্রহৃষ্টেন ত্বয়াহং পরিসান্ত্বিতা॥ ১৯

'তদনন্তর, শ্রান্ত-ক্লান্ত আমি আপনাকে উপবিষ্ট দেখে আপনার অঙ্কে বসে পড়লাম এবং আমাকে রাগান্বিতের ন্যায় ভেবে সদয় আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বাষ্পপূর্ণমুখী মন্দং চক্ষুষী পরিমার্জতী।
লক্ষিতাহং ত্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা॥ ২০

'নাথ ! কাক আমাকে কুপিত করে দিয়েছিল। আমার মুখমণ্ডল অশ্রু-ধারায় সিক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি ধীরে ধীরে চোখ মুছে ফেলছিলাম। তদবস্থায় আপনি আমাকে লক্ষ্য করছিলেন।

পরিশ্রমাচ্চ সুপ্তা হে রাঘবাঙ্কেঽস্ম্যহং চিরম্।
পর্যায়েণ প্রসুপ্তশ্চ মমাঙ্কে ভরতাগ্রজঃ॥ ২১

'হনুমান ! আমি অতিশয় ক্লান্তিতে সেদিন বহুক্ষণ শ্রীরঘুনাথের অঙ্কে নিদ্রিত ছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে ভরতাগ্রজও (শ্রীরামও) আমার ক্রোড়ে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

স তত্র পুনরেবাথ বায়সঃ সমুপাগমৎ।
ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধাং মাং রাঘবাঙ্কাৎ সমুত্থিতাম্।
বায়সঃ সহসাগম্য বিদদার স্তনান্তরে॥ ২২

'ইত্যবসরে কাক পুনরায় তথায় এল। আমি ঘুম থেকে জেগে শ্রীরঘুনাথের অঙ্ক থেকে উঠে বসেছিলাম। এমন সময়ে কাক হঠাৎ উড়ে এসে আমার স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে চঞ্চুদ্বারা আঁচড়ে দিল।

পুনঃ পুনরথোৎপত্য বিদদার স মাং ভৃশম্।
ততঃ সমুত্থিতো রামো মুক্তৈঃ শোণিতবিন্দুভিঃ॥ ২৩

'সেই কাকটি বার বার উড়ে উড়ে আমাকে ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করল। আমার শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরতে লাগল, এই সবের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি উঠে বসলেন।

স মাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্বিতুন্নাং স্তনয়োস্তদা।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বাক্যমভাষত॥ ২৪

'আমার বক্ষদেশে চঞ্চুর ক্ষতচিহ্ন দেখে দীর্ঘবাহু শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলেন এবং গর্জনরত সর্পের ন্যায় সজোরে শ্বাস নিতে নিতে বললেন—

কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা॥ ২৫

''বর্তুল উরুদেশসম্পন্না সুন্দরী ! কে তোমার স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী বক্ষদেশ ক্ষত-বিক্ষত করল ? কে ক্রোধপূর্ণ পঞ্চমুখী সর্পের সাথে এইভাবে খেলা করছে ?''

বীক্ষমাণস্ততস্তং বৈ বায়সং সমবৈক্ষত।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মামেবাভিমুখং স্থিতম্॥ ২৬

'এই কথা বলে যখন তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করলেন, তখন সেই কাককে আমার দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখলেন। কাকের সুতীক্ষ্ণ নখর রক্ত রঞ্জিত ছিল।

পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।
ধরান্তরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ॥ ২৭

'সেই কাকটি ছিল ইন্দ্রের পুত্র। তার গতিবেগ ছিল বায়ুর সমান তীব্র। সে সদাই স্বর্গ থেকে উড়ে পৃথিবীতে এসেছিল।

ততস্তস্মিন্ মহাবাহুঃ কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে কৃতবান্ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বরঃ॥ ২৮

'সেইসময় বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্রের নেত্র ক্রোধে ঘূর্ণিত হতে লাগল এবং তিনি সেই কাককে কঠোর দণ্ড দেওয়ার কথা ভাবলেন।

স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ যোজয়ৎ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জজ্বালাভিমুখো দ্বিজম্॥ ২৯

'শ্রীরাম কুশাস্তরণ থেকে একটি কুশ নিয়ে, সেটিকে ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করলেন। এইরূপে অভিমন্ত্রিত কুশটি কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে কাকপাখীকে লক্ষ্য করল।

স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দর্ভঃ সোঽম্বরেঽনুজগাম হ॥ ৩০

'শ্রীরঘুনাথ সেই প্রজ্জ্বলিত কুশ কাকটির দিকে শরের ন্যায় নিক্ষেপ করলেন। তখন সেটি আকাশে বায়সের দিকে ধাবিত হল।

অনুসৃষ্টস্তদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্।
ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্বং বৈ বিচচার হ॥ ৩১

'সেই কাক এদিক-সেদিক বহু ভাবে ছুটে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু সেই বাণ তার পিছু ছাড়ল না।

স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্বৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
ত্রীঁল্লোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ॥ ৩২

'তার পিতা ইন্দ্র এবং সকল শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণও তাকে পরিত্যাগ করলেন। ত্রিলোক ঘুরে ঘুরে শেষে সে পুনরায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

স তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্যপালয়ৎ॥ ৩৩

'রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র হলেন শরণাগতবৎসল। তাঁর শরণাগত হয়ে সে যখন পৃথিবীতে আছড়ে পড়ল, তখন তার উপর শ্রীরামের দয়া হল। অতএব, বধের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বায়সটিকে তিনি বধ করলেন না, বরং প্রাণদান করলেন।

পরিদ্যূনং বিবর্ণং চ পতমানং তমব্রবীৎ।
মোঘমস্ত্রং ন শক্যং তু ব্রাহ্মং কর্তুং তদুচ্যতাম্॥ ৩৪

'সেই বায়সকে ক্লান্ত ও বিবর্ণ অবস্থায় নিপতিত দেখে শ্রীরামচন্দ্র তাকে লক্ষ্য করে বললেন—ব্রহ্মাস্ত্র কখনও ব্যর্থ হওয়ার নয় (অর্থাৎ, লক্ষ্যবস্তুকে এই অস্ত্র আঘাত করবেই)। এখন কি করবে বল ?

ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।
দত্ত্বা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিরক্ষিতঃ॥ ৩৫

'তারপর, বায়সের সম্মতিক্রমে শ্রীরামচন্দ্র সেই অস্ত্রে বায়সের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করলেন। এইভাবে দক্ষিণ নেত্রের বিনিময়ে সে তার প্রাণ বাঁচাতে পারল।

স রামায় নমস্কৃত্বা রাজ্ঞে দশরথায় চ।
বিসৃষ্টস্তেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্॥ ৩৬

'সে তখন শ্রীরামকে এবং রাজা দশরথকে নমস্কার করে শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক মুক্ত হয়ে নিজের নিবাসস্থানে ফিরে গেল।

মৎকৃতে কাকমাত্রেঽপি ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্।
কস্মাদ্ যো মাহরৎ ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে॥ ৩৭

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার পতিদেবকে গিয়ে বলবে —'নৃপতি ! আপনি আমার জন্য কাকের উপরেও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন ; কিন্তু যে আপনার কাছ থেকে আমাকে অপহরণ করেছে তাকে কিরূপে ক্ষমা করছেন ?

স কুরুষ্ব মহোৎসাহাং কৃপাং ময়ি নরর্ষভ।
ত্বয়া নাথবতী নাথ হ্যনাথা ইব দৃশ্যতে॥ ৩৮

'নরশ্রেষ্ঠ ! আমার উপর পূর্ণ উদ্যম সহকারে কৃপা করুন। যে সীতা সর্বদাই আপনার দ্বারা সুরক্ষিতা, তাঁকে এখন অনাথবৎ দেখাচ্ছে।

আনৃশংসাং পরো ধর্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্।
জানামি ত্বাং মহাবীর্যং মহোৎসাহং মহাবলম্॥ ৩৯

'দয়া করা সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম, এই বাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি। আপনাকে আমি ভালোভাবে জানি, আপনার বল, পরাক্রম ও উৎসাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

অপারবারমক্ষোভ্যং গাম্ভীর্যাৎ সাগরোপমম্।
ভর্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্॥ ৪০

'আপনার কোন পারাপার নেই— আপনি অসীম। আপনাকে কোন কিছুই ক্ষুব্ধ অথবা পরাজিত করতে পারে না। আপনি গাম্ভীর্যে সমুদ্রের সমান। সসাগরা পৃথিবীর রাজা আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী। আমি আপনার শক্তি সামর্থ্য পূর্ণরূপে অবগত।

এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি।
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব॥ ৪১

'রঘুনন্দন ! এইভাবে অস্ত্রবিশারদ্‌দের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রাক্ষসগণের উপরে কেন অস্ত্রের প্রয়োগ করছেন না ?

ন নাগা নাপি গন্ধর্বা ন সুরা ন মরুদ্‌গণাঃ।
রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতিসমীহিতুম্॥ ৪২

'পবনকুমার ! নাগ, গন্ধর্ব, দেবতা ও মরুদ্‌গণের মধ্যে কেউই সমরাঙ্গনে শ্রীরামচন্দ্রের বেগ সহ্য করতে পারবেন না।

তস্য বীর্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ।
কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্॥ ৪৩

'সেই পরম পরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে যদি আমার জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে আপনি (শ্রীরাম) তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রাক্ষসদের কেন সংহার করছেন না ?

ভ্রাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।
কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ॥ ৪৪

'অরিন্দম মহাবলী বীর লক্ষ্মণই বা কেন নিজের অগ্রজের আদেশ নিয়ে আমার উদ্ধারে আসছেন না ?

যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বিন্দ্রসমতেজসৌ।
সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ॥ ৪৫

'এই দুই পুরুষশার্দূল (রাম ও লক্ষ্মণ) বায়ু এবং ইন্দ্রের সমান তেজস্বী। যদি তাঁরা দেবতাগণেরও অজেয়, তবে আমাকে উপেক্ষা করছেন কেন ?

মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
সমর্থাবপি তৌ যন্মাং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ॥ ৪৬

'নিঃসন্দেহে আমারই কোন মহাপাপ আছে, যেজন্য পরন্তপ বীর ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিচ্ছেন না।'

বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রু ভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ হরিযূথপঃ॥ ৪৭

বিদেহরাজকন্যা সীতা সাশ্রু নয়নে যখন করুণস্বরে এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন বানরদলপতি শ্রীহনুমান এইরূপ বললেন—

ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে দুঃখাভিপন্নে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে॥ ৪৮

'দেবি ! আমি সত্যি-সত্যিই শপথ করে বলছি যে শ্রীরামচন্দ্র আপনার বিরহ শোকে পীড়িত হয়ে সর্ববিষয়ে বিমুখ থাকেন। তিনি কেবলই আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যান। রামচন্দ্র দুঃখী হলে লক্ষ্মণও দুঃখ-তাপে দগ্ধ হন।

কথংচিদ্ ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।
ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি শোভনে॥ ৪৯

'কোনোভাবে আপনার দর্শন পাওয়া গেছে। এখন শোক করবার সময় নয়। শোভনে ! অল্প কালের মধ্যেই আপনার দুঃখের অন্ত দেখবেন।

তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লোকান্ ভস্মীকরিষ্যতঃ॥ ৫০

'সেই দুই পুরুষসিংহ রাজকুমার খুব বলবান। আপনাকে দেখবার জন্য তাঁদের মনে সবিশেষ উদ্যম ও ঔৎসুক্য আছে। সুতরাং তাঁরা সম্পূর্ণ রাক্ষস-কুলকে ভস্মসাৎ করে দেবেন।

হত্বা চ সমরক্রূরং রাবণং সহবান্ধবম্।
রাঘবস্ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতি॥ ৫১

'বিশাললোচনে ! শ্রীরঘুনাথ সমরাঙ্গনে নিষ্ঠুর রাক্ষসরাজ রাবণকে সবান্ধবে হত্যা করে আপনাকে অযোধ্যাপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

ব্রূহি যদ্ রাঘবো বাচ্যো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সুগ্রীবো বাপি তেজস্বী হরয়ো বা সমাগতাঃ॥ ৫২

'এবার ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মহাবলী লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব এবং একত্রিত বানরযূথের প্রতি আপনার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আজ্ঞা করুন।'

ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ সীতা পুনরথাব্রবীৎ।
কৌসল্যা লোকভর্তারং সুষুবে যং মনস্বিনী॥ ৫৩

তং মমার্থে সুখং পৃচ্ছ শিরসা চাভিবাদয়।

শ্রীহনুমান এইরূপ বললে সীতাদেবী পুনরায় বললেন— 'কপিশ্রেষ্ঠ ! মনস্বিনী রাণী কৌশল্যা যাঁকে জন্ম দিয়েছেন এবং যিনি নিখিল জগতের প্রভু, সেই শ্রীরঘুনাথকে আমার হয়ে নতমস্তকে প্রণাম করবে ও কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করবে।

স্রজশ্চ সর্বরত্নানি প্রিয়ায়াশ্চ বরাঙ্গনাঃ॥ ৫৪
ঐশ্বর্যং চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্।
পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ॥ ৫৫
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।
আনুকূল্যেন ধর্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্॥ ৫৬
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ॥ ৫৭
পিতৃবদ্ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ॥ ৫৮
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবান্ শক্তো ন বহুভাষিতা।
রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে॥ ৫৯
মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।
নিযুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্বহতি বীর্যবান্॥ ৬০
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্যমনুস্মরৎ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম॥ ৬১
মৃদুর্নিত্যং শুচির্দক্ষঃ প্রিয়ো রামস্য লক্ষ্মণঃ।
যথা হি বানরশ্রেষ্ঠ দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ॥ ৬২

'তদনন্তর, বিশাল ভূমণ্ডলে যার তুলনা পাওয়া ভার —ঈদৃশ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, বিভিন্ন প্রকারের হারসমূহ, মনোহর রত্নরাজি এবং সর্বোত্তম সুন্দরীদেরও পরিত্যাগপূর্বক যিনি পিতা-মাতাকে সম্মানিত ও সম্মত করিয়ে বনবাসে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে চলে এসেছেন, যাঁর জন্য সুমিত্রা দেবীকে রত্নগর্ভা বলা হয়, যিনি সদা সর্বদা ধর্মমনস্ক, যিনি সর্বোত্তম সুখভোগ পরিত্যাগ করে বনমধ্যে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের সুরক্ষার জন্য অনুসরণ করেন, যাঁর স্কন্ধদেশ সিংহতুল্য দৃঢ় ও বিশালাকার, দীর্ঘবাহু, মনস্বী ও যিনি সুদর্শন, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি পিতৃতুল্য ও আমার প্রতি মাতৃতুল্য আচরণ করেন, তাদৃশ লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক আমার অপহরণের সময় আশ্রম থেকে দূরে থাকার জন্য কিছুই জানতে পারেননি ; তিনি বৃদ্ধগণের প্রতি সেবাপরায়ণ, কান্তিমান ও সংযতবাক্, শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়

ভ্রাতাগণের মধ্যে যাঁর স্থান সর্বোচ্চ, আমার শ্বশুরের সমান পরাক্রমী লক্ষ্মণ আমার চেয়েও শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়, বীর্যবান, ন্যস্ত দায়িত্বের গুরুভার বহনে সক্ষম, যাঁকে দেখে শ্রীরঘুনাথ পিতৃদেবকে ভুলে থাকেন (অর্থাৎ, লক্ষ্মণ অগ্রজ রামের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহশীল), এতাদৃশ লক্ষ্মণকে আপনি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ কুশল প্রশ্ন করবেন এবং বানরশ্রেষ্ঠ ! আমার কথানুসারে তাঁকে এমনভাবে জানাবেন যাতে শ্রবণমাত্রই সর্বদা কোমল, পবিত্র, দক্ষ এবং শ্রীরামের প্রিয়পাত্র লক্ষ্মণ আমার দুঃখ দূর করতে উদ্যত হন।

ত্বমস্মিন্ কার্যনির্বাহে প্রমাণং হরিযূথপ।
রাঘবস্ত্বৎসমারম্ভান্ময়ি যত্নপরো ভবেৎ॥ ৬৩

'বানরযূথপতে ! কার্যসিদ্ধি হয় এমন উপায় আপনাকে করতে হবে। এই ব্যাপারে আপনি অগ্রদূত। আপনার দ্বারা আমার দুর্দশাদি সব কিছু উপস্থাপনা হলে শ্রীরামচন্দ্র আমার উদ্ধারে সচেষ্ট হবেন।

ইদং ব্রূয়াশ্চ মে নাথং শূরং রামং পুনঃ পুনঃ।
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ॥ ৬৪
ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে।

'আপনি আমার পতিদেব শূরবীর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বারংবার বলবেন যে আমি আর দুমাস কাল জীবিত থাকব। তারপরে আর রক্ষা পাব না—একথা আমি আপনাকে সত্যের নামে শপথ করে বলছি।

রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং নিকৃত্যা পাপকর্মণা।
ত্রাতুমর্হসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্॥ ৬৫

'বীর ! পাপাচারী রাবণ আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে। রাক্ষসীরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে! ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন পাতাললোক থেকে লক্ষ্মীদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন, আপনিও তেমন করে আমাকে এখান থেকে পরিত্রাণ করুন।'

ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ॥ ৬৬

এইরূপ বলে সীতাদেবী বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা সুন্দর দিব্য চূড়ামণি গ্রন্থি খুলে বের করলেন এবং এটি শ্রীরামচন্দ্রকে অভিজ্ঞান স্বরূপ দেবেন, এইরূপ বলে শ্রীহনুমানের হাতে রেখে দিলেন।

প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্।
অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস নহ্যস্য প্রাভবদ্ ভুজঃ॥ ৬৭

সেই পরম উৎকৃষ্ট মণিরত্নকে গ্রহণ করে বীর হনুমান আপন অঙ্গুলিতে পরালেন, কিন্তু তাঁর অঙ্গুলিতে সেটি ঢুকল না (শ্রীহনুমান সাধারণ শরীর ধারণ করা সত্ত্বেও)।

মণিরত্নং কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদ্য চ।
সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ॥ ৬৮

শ্রীহনুমান মণিরত্ন নিয়ে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক প্রদক্ষিণ করলেন এবং বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন।

হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ।
হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণং চ সলক্ষণম্॥ ৬৯

সীতার দর্শনে শ্রীহনুমানের মনোমধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মনে মনে শ্রীরাম ও শুভ লক্ষণ সম্পন্ন লক্ষ্মণের নিকট চলে গেলেন, (যদিও শরীরে সেখানেই দণ্ডায়মান থাকলেন।)

মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং
জনকনৃপাত্মজয়া ধৃতং প্রভাবাৎ।
গিরিবরপবনাবধূতমুক্তঃ
সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে॥ ৭০

রাজা জনকের দুহিতা সীতা নিজের বিশেষ প্রভাবে যেটি লুকিয়ে ধারণ করেছিলেন, সেই বহুমূল্য রত্ন গ্রহণপূর্বক শ্রীহনুমান মনে মনে সেই ব্যক্তির ন্যায় সুখী ও আনন্দিত হলেন, যিনি কোন উচ্চ পর্বতের উপরিভাগে বায়ুবেগে প্রকম্পিত হয়েও তার বেগের প্রভাবমুক্ত হয়েছেন। তদনন্তর তিনি সেখান থেকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

চূড়ামণি গ্রহণ করে গমনে উদ্যত শ্রীহনুমানকে শ্রীরাম প্রমুখের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সীতাদেবী কর্তৃক অনুরোধ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক সমুদ্র লঙ্ঘনের ব্যাপারে শঙ্কিত সীতাকে নিজের পরাক্রম জানিয়ে শ্রীহনুমানের আশ্বাসন

মণিং দত্ত্বা ততঃ সীতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্ রামস্য তত্ত্বতঃ॥ ১

মণিরত্ন প্রদান করার পর সীতা শ্রীহনুমানকে বললেন — 'আমার দেওয়া এই পরিচয়-চিহ্ন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভালোভাবে চেনেন।

মণিং দৃষ্ট্বা তু রামো বৈ ত্রয়াণাং সংস্মরিষ্যতি।
বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ॥ ২

'এই মণিরত্নকে দেখে বীর শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয় তিনজনের একত্রে স্মরণ করবেন— আমার মাতা, আমি এবং মহারাজ দশরথের।

স ভূয়স্ত্বং সমুৎসাহচোদিতো হরিসত্তম।
অস্মিন্ কার্যসমুৎসাহে প্রচিন্তয় যদুত্তরম্॥ ৩

'কপিশ্রেষ্ঠ ! পুনরায় বলছি যে তুমি বিশেষ উৎসাহে প্রণোদিত হয়ে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভাবী কর্তব্য চিন্তা করো।

ত্বমস্মিন্ কার্যনির্যোগে প্রমাণং হরিসত্তম।
তস্য চিন্তয় যো যত্নো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ॥ ৪

'বানরশিরোমণি ! এই কার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে তুমিই অগ্রদূত, সকল দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি এমন উপায়াদি বিচার-বিবেচনা করো যাতে আমার দুর্দশার অবসান হয়।

হনূমন্ যত্নমাস্থায় দুঃখক্ষয়করো ভব।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ॥ ৫
শিরসাঽঽবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে।

'শ্রীহনুমান ! আমার দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করার জন্য সাতিশয় চেষ্টা ও সহায়তা করো।' সীতাদেবীর এই কথার প্রত্যুত্তরে 'হ্যাঁ তাই করব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে ভীমবিক্রম মারুতি নতমস্তকে বৈদেহীকে প্রণামপূর্বক প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হলেন।

জ্ঞাত্বা সম্প্রস্থিতং দেবী বানরং পবনাত্মজম্॥ ৬
বাষ্পগদ্‌গদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ।

পবনপুত্র বানরবীরকে সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত দেখে মিথিলেশকুমারী অশ্রুনিরুদ্ধ স্বরে এইরূপ বললেন—

হনূমন্ কুশলং ব্রূয়াঃ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭
সুগ্রীবং চ সহামাত্যং সর্বান্ বৃদ্ধাংশ্চ বানরান্।
ব্রূয়াস্ত্বং বানরশ্রেষ্ঠ কুশলং ধর্মসংহিতম্॥ ৮

'শ্রীহনুমান ! তুমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুজনকেই আমার কুশল সংবাদ দেবে এবং তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করবে। বানরশ্রেষ্ঠ ! পুনশ্চ মন্ত্রিসহিত সুগ্রীব এবং অন্যান্য বর্ষীয়ান বানরদেরকেও রীতি অনুসারে কুশল সমাচার দেবে ও জিজ্ঞাসা করবে।

যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি॥ ৯

'মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ যেভাবে এই দুঃখার্ণব থেকে আমার উদ্ধার করবেন, সেইরূপ চেষ্টা তোমাকে (অর্থাৎ শ্রীহনুমানকে) করতে হবে।

জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্তিমান্।
তৎ ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্মমবাপ্নুহি॥ ১০

'শ্রীহনুমান ! যাতে বেঁচে থাকতেই আমি যশস্বী রঘুনাথ আমার কাছে আসেন এবং আমাকে আশ্বাসিত করেন, এইরকম কথাই তুমি তাঁকে বলবে এবং তাতেই সার্থক দৌত্যের পুণ্যলাভ করবে।

নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রুত্বা ময়েরিতাঃ।
বর্ধিষ্যতে দাশরথেঃ পৌরুষং মদবাপ্তয়ে॥ ১১

'দাশরথি শ্রীরাম সর্বদা উৎসাহ ও শক্তিতে ভরপুর, তথাপি আমার উক্তি সমূহ তোমার মুখ থেকে শুনে আমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর পুরুষোচিত শক্তি উজ্জীবিত হবে।

মৎসন্দেশযুতা বাচস্ত্বত্তঃ শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিধাস্যতি॥ ১২

'তোমার মুখ থেকে আমার সমাচার শুনে বীর শ্রীরামচন্দ্র আমার উদ্ধারে শক্তি প্রয়োগের জন্য যথাবিধি মনঃসংযোগ করবেন।'

সীতায়াস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।

শিরসাঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১৩

সীতাদেবীর এই সকল কথা শুনে পবনকুমার শ্রীহনুমান কপালে বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক প্রত্যুত্তরে বললেন—

ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্যৃক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি॥ ১৪

'কাকুৎস্থ শ্রীরাম বানর ও ভল্লুক সৈন্যদল পরিবৃত হয়ে অচিরেই এখানে আসবেন এবং তিনি শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে জয় করে আপনার শোক দূর করবেন।

নহি পশ্যামি মর্ত্যেষু নাসুরেষু সুরেষু বা।
যস্তস্য বমতো বাণান্ স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ॥ ১৫

'আমি মনুষ্য, অসুর অথবা দেবতাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখছি না, যিনি বাণবর্ষণকারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ।

অপ্যর্কমপি পর্জন্যমপি বৈবস্বতং যমম্।
স হি সোঢুং রণে শক্তস্তব হেতোর্বিশেষতঃ॥ ১৬

'আপনার জন্য ভগবান শ্রীরাম বিশেষতঃ সূর্য, ইন্দ্র এবং সূর্যপুত্র যমের সঙ্গেও সম্মুখ সমরে সমর্থ।

স হি সাগরপর্যন্তাং মহীং সাধিতুমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি॥ ১৭

'তিনি সসাগরা পৃথিবীকে শাসন করার যোগ্যতা রাখেন। জনকনন্দিনি ! আপনার জন্য সংঘটিত যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের নিশ্চিত বিজয় হবে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সত্যং সুভাষিতম্।
জানকী বহু মেনে তং বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৮

শ্রীহনুমানের বাক্যসমূহ যুক্তিযুক্ত, সত্য এবং মনোরম ছিল। তা শ্রবণ করে জনকনন্দিনী শ্রীহনুমানকে সম্মান ও সমাদর করলেন এবং তিনি তাকে পুনরায় কিছু বলতে উদ্যত হলেন।

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ।
ভর্তৃস্নেহান্বিতং বাক্যং সৌহার্দাদনুমানয়ৎ॥ ১৯

সীতা প্রস্থানোদ্যত শ্রীহনুমানকে পুনঃ পুনঃ দেখতে দেখতে পতিদেবের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাচারসূচক বাক্যগুলি শ্রীহনুমানকে পুনশ্চ বুঝিয়ে বললেন—

যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি॥ ২০

'পরন্তপ বীর শ্রীহনুমান ! যদি তুমি উচিত মনে করো তাহলে আজকের জন্য এখানে কোথাও গোপনীয় স্থানে বিশ্রাম করে আগামী কাল যাত্রা করো।

মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্য শোকস্য মহতো মুহূর্তং মোক্ষণং ভবেৎ॥ ২১

'বানরবীর ! তোমার উপস্থিতি আমার মতো মন্দভাগীর দুঃখ স্বল্পকালের জন্য হলেও প্রশমিত করবে।

ততো হি হরিশার্দূল পুনরাগমনায় তু।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ২২

'কপিশ্রেষ্ঠ ! বিশ্রামের পরে এখান থেকে যাত্রা করার পর যদি আপনাদের এখানে ফিরে আসায় সংশয় বা বিলম্ব হয় তাহলে আমার জীবনসংশয় হবে, এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্দুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়ন্নিব বানর॥ ২৩

'বানরবীর ! আমি দুঃখপরম্পরা ভোগ করছি। তোমার প্রস্থানের পর তোমার অদর্শনজনিত শোক পুনরায় আমাকে দগ্ধ করে সন্তাপ দিতে থাকবে।

অয়ং চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্যৃক্ষেষু হরীশ্বর॥ ২৪

কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্।
তানি হর্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ॥ ২৫

'বীর বানরেশ্বর ! তোমার সঙ্গী ভল্লুক ও বানর সৈন্যদের সম্বন্ধে আমার অতিশয় সন্দেহ রয়েছে, কেননা সেইসকল ভল্লুক ও বানর সৈন্যেরা এবং রাজকুমারদ্বয় — শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এই দুরতিক্রম্য মহাসাগরকে কিরূপে লঙ্ঘন করবেন ?

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা॥ ২৬

'এই সংসারে সাগর লঙ্ঘনের শক্তি কেবলমাত্র তিনজনের আছে—আপনার, গরুড়ের অথবা বায়ুদেবের।

তদস্মিন্ কার্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসে সমাধানং ত্বং হি কার্যবিদাং বরঃ॥ ২৭

'বীর ! এই দুস্তর কার্যে তুমি কী উপায় দেখতে পাচ্ছো ? কেননা তুমি কর্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে।
পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ॥ ২৮

'শত্রুবীরগণের সংহারক পবনকুমার ! এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি একাই আমার উদ্ধাররূপ কার্য সাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ ; কিন্তু এই কাজ একাই করলে শত্রুবিজয়রূপী যে ফল প্রাপ্তি হবে, তা কেবল তোমারই

হবে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নয়।

বলৈঃ সমগ্রৈর্যুধি মাং রাবণং জিত্বা সংযুগে।
বিজয়ী স্বপুরং যায়াৎ তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ২৯

'যদি শ্রীরঘুনাথ সসৈন্যে রাবণকে যুদ্ধে বধ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হন, তাহলে সেইটিই হবে তাঁর যোগ্য কাজ।

বলৈস্তু সংকুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ৩০

'শত্রুসেনাদের সংহারক শ্রীরাম যদি সসৈন্যে লঙ্কাকে পদদলিত করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান তো সেটি শ্রীরামের অনুরূপ কাজ হবে।

তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবেদাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়॥ ৩১

'অতএব, এমন উপায় করো যাতে সমরে বীর মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের যথাযোগ্য বীরত্ব প্রকট হয়।'

তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ৩২

সীতাদেবীর সার্থক, বিনীত ও যুক্তিযুক্ত পরবর্তী বাক্যসমূহ শ্রবণ করে প্রত্যুত্তরে শ্রীহনুমান এইরূপ বললেন—

দেবি হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৩

'দেবি ! বানর ও ভল্লুক সৈন্যদের প্রভু কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সত্যবাদী। তিনি আপনার উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প।

স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ॥ ৩৪

'বিদেহনন্দিনি ! সুগ্রীব হাজার হাজার কোটি বানরসৈন্যের সাথে এই স্থলে শীঘ্রই আসবেন এবং রাক্ষসদের বধ করবেন।

তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসংকল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ॥ ৩৫

'যে সকল বিক্রান্ত, সাত্ত্বিক এবং মহাবলী বানরেরা মনের তুল্য গতিবেগসম্পন্ন, তারা সুগ্রীবের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ॥ ৩৬

'যাদের (যে সকল বানরের) গতি ঊর্ধ্ব-অধঃ অথবা দক্ষিণে-বামে ব্যাহত হয় না, তারা কোনরূপ কার্যে কাতর হয় না, কেননা সেই বানরেরা বাস্তবিকই বীর।

অসকৃৎ তৈর্মহোৎসাহৈঃ সসাগরধরাধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ॥ ৩৭

'সেই সকল বানর সৈন্যেরা সোৎসাহে বায়ুমার্গে সাগরমেখলা ও সপর্বত পৃথিবীকে একাধিকবার প্রদক্ষিণ করেছে।

মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ॥ ৩৮

'সুগ্রীবের সৈন্যের মধ্যে আমার সমকক্ষ অথবা আমার অপেক্ষাও শক্তিশালী বানর আছে। কিন্তু তাঁর সৈন্যবলে এমন কোন বানর নেই যে আমার চেয়ে কম শক্তিশালী।

অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ॥ ৩৯

'আমি যেহেতু এখানে আসতে পেরেছি, তাহলে মহাবলী অন্য বানরদের এখানে আসায় কি সন্দেহ ? যারা শ্রেষ্ঠজন তাদেরকে সন্দেহবাহক দূতরূপে প্রেরণ করা হয় না, বরং সাধারণ মাপের লোকেদের পাঠানো হয়।

তদলং পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ॥ ৪০

'দেবি ! অতএব, আপনার সন্তাপ করার আবশ্যকতা নেই। আপনার শোক দূরীভূত হওয়া উচিত। বানরসৈন্যরা এক উল্লম্ফনেই লঙ্কা নগরীতে এসে পড়বে।

মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাসত্ত্বৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ॥ ৪১

'উদিত সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় এবং বিশাল বানরবাহিনী পরিবৃত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পুরুষসিংহদ্বয় আমার পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় হয়ে আপনার নিকটে এসে পৌঁছবেন।

তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ॥ ৪২

'সেই নরবরদ্বয় একত্রে এসে তাঁদের বাণসমূহ দ্বারা লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করবেন।

সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতি যাস্যতি॥ ৪৩

'বরারোহে ! রঘুকুলের আনন্দস্বরূপ শ্রীরঘুনন্দন রাবণকে সসৈন্যে বধ করে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

যশস্বিনি হি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
নচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং প্রজ্বলন্তমিবানলম্॥ ৪৪

'অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি সময়ের অপেক্ষা করুন। প্রদীপ্ত অগ্নির সমান তেজস্বী শ্রীরঘুনাথ আপনাকে অচিরেই দর্শন দেবেন।

নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী॥ ৪৫

'পুত্র, মন্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে নিহত হলে শ্রীরামচন্দ্র, চন্দ্রমার সহিত রোহিণীর মিলনের মতো, আপনার সাথে মিলিত হবেন।

ক্ষিপ্রং ত্বং দেবি শোকস্য পারং দ্রক্ষ্যসি মৈথিলি।
রাবণং চৈব রামেণ দ্রক্ষ্যসে নিহতং বলাৎ॥ ৪৬

'দেবি ! মিথিলেশকুমারী ! আপনি শীঘ্র আপনার শোকের সমাপ্তি দেখবেন এবং আরও দেখবেন যে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বলপূর্বক নিহত করেছেন।'

এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ॥ ৪৭

বিদেহনন্দিনী সীতাকে এই প্রকারে আশ্বাসিত করে পবনকুমার শ্রীহনুমান সেই স্থান থেকে প্রস্থানের কথা চিন্তা করে তাঁকে পুনরায় বললেন—

তমরিঘ্নং কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণং চ ধনুষ্পাণিং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্॥ ৪৮

'দেবি ! আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে শুদ্ধান্তঃকরণ ও শত্রুসংহারক ধনুর্ধর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কানগরীর দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছেন।

নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্॥ ৪৯

'নখর ও দন্ত যাদের অস্ত্র ও শস্ত্র স্বরূপ যারা ব্যাঘ্রের সমান পরাক্রমী এবং গজরাজগণের ন্যায় বিশালাকার, ঐরূপ বানরগণকে আপনি শীঘ্রই সমবেত হতে দেখবেন।

শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানামার্যে যূথান্যনেকশঃ॥ ৫০

'আর্যে ! পর্বত ও মেঘের সমান বিশালাকার মুখ্য-মুখ্য বানরগণকে অনেক সংখ্যায় দলে দলে লঙ্কানগরস্থ মলয়পর্বতের শিখরে গর্জন করতে দেখা যাবে।

স তু মর্মণি ঘোরেণ তাড়িতো মন্মথেষুণা।
ন শর্ম লভতে রামঃ সিংহার্দিত ইব দ্বিপঃ॥ ৫১

'শ্রীরামচন্দ্রের মর্মস্থলে মদনদেবের ভয়ংকর শরের আঘাত লেগেছে। সেইহেতু, সিংহ কর্তৃক পীড়িত গজরাজের ন্যায় তিনি কিছুতেই সুখ পাচ্ছেন না।

রুদ মা দেবি শোকেন মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্।
শচীব ভর্ত্রা শক্রেণ সঙ্গমেষ্যসি শোভনে॥ ৫২

'দেবি ! আপনি শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদবেন না, মনে ভয়ও রাখবেন না। শোভনে ! ইন্দ্রের সহিত শচীদেবীর ন্যায় আপনিও আপনার পতিদেবের সহিত মিলিত হবেন।

রামাদ্ বিশিষ্টঃ কোঽন্যোঽস্তি কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ।
অগ্নিমারুতকল্পৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ৌ॥ ৫৩

'শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে বড় দ্বিতীয় কে আছে ? লক্ষ্মণের সমকক্ষ কে আছে ? ভ্রাতৃদ্বয় অগ্নি এবং বায়ুর তুল্য তেজস্বী। এই দুই ভ্রাতা আপনার আশ্রয়-স্বরূপ (আপনার অহেতুক চিন্তা করা উচিত নয়)।

নাস্মিংশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে
রক্ষোগণৈরধ্যুষিতেঽতিরৌদ্রে।
ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়স্য
ক্ষমস্ব মৎসঙ্গমকালমাত্রম্॥ ৫৪

'দেবি ! রাক্ষসগণের দ্বারা অধ্যুষিত এই ভয়ংকর দেশে আপনাকে আর বেশীদিন থাকতে হবে না। আপনার প্রিয়তমের আগমনে বিলম্ব হবে না যতক্ষণ না আমার সঙ্গে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেইটুকু বিলম্ব আপনি ক্ষমা করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪০)

শ্রীরামচন্দ্রর জন্য পুনশ্চ সীতাদেবীর সংবাদ প্রেরণ এবং তাঁকে আশ্বাসিত করে শ্রীহনুমানের উত্তর দিকে প্রস্থান

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং সীতা সুরসুতোপমা॥ ১

বায়ুপুত্র মহাত্মা শ্রীহনুমানের বচন শ্রবণ করে, দেবকন্যা তুল্য তেজস্বিনী সীতা নিজের মঙ্গলার্থে শ্রীহনুমানকে এই প্রকার বললেন—

ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সম্প্রহৃষ্যামি বানর।
অর্ধসঞ্জাতসস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা॥ ২

'বানরবীর ! তুমি আমাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ দিয়েছো, তাই তোমাকে দেখে যেরূপ বৃষ্টির জল পেয়ে অর্ধেক বর্ধিত শস্যযুক্তা বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠে, সেরূপ আনন্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্শিতৈঃ।
সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি॥ ৩

'আমার প্রতি এমন কৃপা করো, যাতে আমি সেই নরশার্দূলকে শোকে কৃশতা প্রাপ্ত অঙ্গ দ্বারা প্রেমপূর্বক স্পর্শ করতে পারি।

অভিজ্ঞানং চ রামস্য দদ্যা হরিগণোত্তম।
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিশাতনীম্॥ ৪

'বানরশ্রেষ্ঠ ! শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধপরবশ হয়ে যে বায়সের একটি চক্ষু বিদ্ধকারী বাণ ক্ষেপণ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গকে তুমি আমার পরিচয় জ্ঞাপক হিসেবে মনে করিয়ে দেবে।

মনঃশিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ।
ত্বয়া প্রণষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্তুমর্হসি॥ ৫

'আমার পক্ষ থেকে এই কথাও মনে করিয়ে দেবে যে যখন আমার কপালে তিলক মুছে গিয়েছিল, আপনি (শ্রীরামচন্দ্র) স্বহস্তে মনঃশিলার তিলক দিয়ে দিয়েছিলেন।

স বীর্যবান্ কথং সীতাং হৃতাং সমনুমন্যসে।
বসন্তীং রক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম॥ ৬

'মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য পরাক্রমী প্রিয়তম ! আপনি বলবান হওয়া সত্ত্বেও অপহৃতা অবস্থায় রাক্ষসদের আবাসে বন্দিনী সীতার তিরস্কার কিরূপে সহ্য করছেন ?.

এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ॥ ৭

'নিষ্পাপ প্রাণেশ্বর ! এই দিব্য চূড়ামণিকে আমি সযত্নে সুরক্ষিত রেখেছিলাম এবং বিপদে-আপদে এটি দেখে মনে হত যেন আপনার দর্শন সুখ অনুভব করছি।

এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
অতঃ পরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা॥ ৮

'সমুদ্রের জলে উৎপন্ন এই কান্তিমান মণিরত্ন আজ আপনাকে অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রত্যর্পণ করছি। এবার (মণিরত্ন না থাকায়) শোকাতুরা হয়ে পড়লে আমি অধিক কাল জীবিত থাকতে পারব না।

অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ।
রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বৎকৃতে মর্ষয়াম্যহম্॥ ৯

'দুঃসহ দুঃখ, হৃদয় বিদারক বাক্য এবং রাক্ষসীদের সঙ্গে নিবাস—এই সব কিছুই আপনার আশায় সহ্য করছি।

ধারয়িষ্যামি মাসং তু জীবিতং শত্রুসূদন।
মাসাদূর্ধ্বং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাত্মজ॥ ১০

'রাজকুমার ! শত্রুসূদন ! আমি কোনওভাবে আপনার প্রতীক্ষায় এক মাস অবধি জীবন ধারণ করব, একমাসের বেশী আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

ঘোরো রাক্ষসরাজোঽয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা ময়ি।
ত্বাং চ শ্রুত্বা বিষজ্জন্তং ন জীবেয়মপি ক্ষণম্॥ ১১

'এই রাক্ষসরাজ রাবণ ভীষণ নিষ্ঠুর এবং আমার প্রতি তার দৃষ্টি ভালো নয়। এরপর যদি শুনি যে আপনার আসতে বিলম্ব হবে, তাহলে আমি এক মুহূর্তও জীবিত থাকব না।'

বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রুভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১২

বৈদেহীর অশ্রুপূর্ণ ও করুণ বচন শ্রবণ করে মহাতেজা পবনকুমার শ্রীহনুমান বললেন—

ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে॥ ১৩

'দেবি ! সত্য সত্যই আমি আপনার কাছে শপথ করছি যে আপনার শোকে অভিভূত শ্রীরামচন্দ্র অন্য সব বিষয়ে নিরুদ্যম হয়ে পড়েছেন এবং শ্রীরামের শোকে লক্ষ্মণও দুঃখ পাচ্ছেন।

দৃষ্টা কথংচিদ্ ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুম্।
ইমং মুহূর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি॥ ১৪

'কোনক্রমে আপনার দর্শন পেয়েছি, সেই কারণে এখন ক্রন্দনাদির সময় নয়। ভামিনি ! আপনি এই মুহূর্তে (অর্থাৎ, অল্পকালেই) দুঃখের পরিসমাপ্তি দেখবেন।

তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ॥ ১৫

'ভ্রাতৃদ্বয় পুরুষশার্দূল রাজকুমার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সর্বত্র প্রশংসিত বীর। আপনার দর্শনের জন্য তাঁরা লঙ্কাপুরীকে ভস্মীভূত করে দেবেন।

হত্বা তু সমরে রক্ষো রাবণং সহবান্ধবৈঃ।
রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতি নেষ্যতঃ॥ ১৬

'আয়তলোচনে ! রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে সবান্ধবে বধ করে দুই রঘুবংশী আপনাকে আপনার রাজপুরীতে নিয়ে যাবেন।

যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।
প্রীতিসঞ্জননং ভূয়স্তস্য ত্বং দাতুমর্হসি॥ ১৭

'সতী-সাধ্বী দেবি ! এমন কিছু যা শ্রীরামচন্দ্র সহজে চিনতে পারবেন এবং যা তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও আনন্দের অনুভূতি দেবে, এইরূপ আরও কিছু অভিজ্ঞানসূচক (বস্তু বা বচন) প্রদান করার বা বলার থাকলে আমাকে জানান।'

সাব্রবীদ্ দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্।
এতদেব হি রামস্য দৃষ্ট্বা যত্নেন ভূষণম্॥ ১৮
শ্রদ্ধেয়ং হনুমন্ বাক্যং তব বীর ভবিষ্যতি।

তখন সীতা বললেন— 'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে সর্বোত্তম অভিজ্ঞান দিয়ে দিয়েছি। বীর হনুমান ! এই অভিজ্ঞানকে যত্ন করে দেখার পর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তোমার সকল বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য হবে।'

স তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্লবগসত্তমঃ॥ ১৯
প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে।

তখন সেই শ্রেষ্ঠ মণিকে নিয়ে বানরশিরোমণি শ্রীমান হনুমান নতমস্তকে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক সেই স্থান থেকে প্রস্থানে উদ্যত হলেন।

তমুৎপাতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য হরিযূথপম্॥ ২০
বর্ধমানং মহাবেগমুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ২১

বানরযূথপতি মহাবেগবান শ্রীহনুমানকে উল্লম্ফন করতে উদ্যমী এবং সেইহেতু শারীরিকভাবে ক্রমবর্ধমান দেখে জনকনন্দিনী সীতার মুখমণ্ডলে অশ্রুপ্রবাহ নেমে এল। তিনি দুঃখিত হৃদয়ে অশ্রুনিরুদ্ধ স্বরে বললেন—

হনুমন্ সিংহসংকাশৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবং চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্॥ ২২

'বীর হনুমান ! সিংহতুল্য পরাক্রমী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং মন্ত্রিদের সহিত সুগ্রীবকে এবং অন্য সকল বানরবৃন্দকে আমার শারীরিক কুশল জানাবে।

যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি॥ ২৩

'মহাবাহু শ্রীরঘুনাথকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলবে যাতে তিনি এই দুঃখার্ণব থেকে আমাকে শীঘ্রই উদ্ধার করেন।

ইদং চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনং চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর॥ ২৪

'হরিমুখ্য ! আমার সুতীব্র শোকবেগের কথা এবং রাক্ষসদের দ্বারা ভর্ৎসনার বর্ণনা তুমি শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে বলবে। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।'

স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থঃ
কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ।
তদল্পশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্যং
দিশং হ্যুদীচীং মনসা জগাম॥ ২৫

রাজকুমারী সীতাদেবীর সন্দেশের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে শ্রীহনুমান নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন এবং আনন্দিত চিত্তে মুহূর্তের জন্য পরবর্তী দায়িত্বের কথা চিন্তা করে সেই স্থান থেকে মনে মনে সমুদ্রের উত্তরদিকের উপকূলে পৌঁছে গেলেন (অর্থাৎ, তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করতে লাগলেন, যিনি উত্তর দিকে অবস্থিত কিষ্কিন্ধ্যাতে অপেক্ষা করছিলেন)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক প্রমদাবন (অশোকবাটিকা) বিধ্বংস

স চ বাগ্‌ভিঃ প্রশস্তাভিগমিষ্যন্ পূজিতস্তয়া।
তস্মাদ্ দেশাদপাক্রম্য চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ১

সীতার সুন্দর বাক্যসমূহে সম্মানিত হয়ে বানরবীর শ্রীহনুমান সেই স্থান হতে প্রস্থান করতঃ স্থানান্তরে গিয়ে এই প্রকারে চিন্তা করলেন—

অল্পশেষমিদং কার্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে॥ ২

'আমি কাজলনয়না সীতাদেবীর দর্শন পেয়েছি, এখন আমার কর্তব্যের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থেকে গেছে, তা হল শত্রুর শক্তির পরিমাণ, অর্থাৎ বল অবগত হওয়া। এই বিষয়ের উপায় স্বরূপ রাজধর্মে চারটি পথ বলা আছে—সাম (শত্রুর প্রতি মধুর বাক্য), দান (উপঢৌকন), ভেদ (শত্রুশিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করা) এবং দণ্ড (সম্মুখ সমর)। এস্থলে প্রথম তিনটি উপায় লঙ্ঘন করে চতুর্থ উপায়টি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেব মমেহ রোচতে॥ ৩

'রাক্ষসদের প্রতি সামনীতির প্রয়োগে লাভ হয় না। এরা ঐশ্বর্যশালী ও প্রভূত সম্পদের অধিকারী, অতএব দান-রূপ উপায়ের কোন উপযোগ নেই। এছাড়াও এরা বলদর্পে মত্ত থাকে। অতএব ভেদনীতির কার্যকারিতাও এখানে নেই। এমতাবস্থায়, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগেই উচিত মনে হচ্ছে।

ন চাস্য কার্যস্য পরাক্রমাদৃতে
বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদ্যতে।
হতপ্রবীরাশ্চ রণে তু রাক্ষসাঃ
কথংচিদীয়ুর্যদিহাদ্য মার্দবম্॥ ৪

'এই কার্যের সিদ্ধির জন্য পরাক্রম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ের অবলম্বন সঠিক নয়। যদি সমরে রাক্ষসপক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হয়, তবে এরা কিছুটা হীনবল হয়ে পড়বে।

কার্যে কর্মণি নির্বৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ।
পূর্বকার্যাবিরোধেন স কার্যং কর্তুমর্হতি॥ ৫

'যে পুরুষ প্রধান কর্ম সমাধা হয়ে যাওয়ার পর, প্রধানকার্যের অবিরোধী বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক কার্যসমূহও সম্পন্ন করে নেয়, সেই ব্যক্তিই সুচারুরূপে কর্ম করতে সমর্থ।

ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্মণঃ।
যো হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে॥ ৬

'ক্ষুদ্র কর্মের সম্পাদনেও একটিমাত্র উপায়-ই কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয় না। যিনি কোন একটি কার্যের সম্পাদনে অনেক প্রকার উপায় জানেন, তিনি কার্যসম্পাদনে অধিক পারদর্শী।

ইহৈব তাবৎকৃতনিশ্চয়ো হ্যহং
ব্রজেয়মদ্য প্লবগেশ্বরালয়ম্।
পরাত্মসম্মর্দবিশেষতত্ত্ববিৎ
ততঃ কৃতং স্যান্মম ভর্তৃশাসনম্॥ ৭

'যদি এই যাত্রায় একথা সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারি যে আত্মপক্ষ ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধ হলে কোন পক্ষ প্রবল এবং কোন পক্ষ দুর্বল, এবং ভবিষ্যতের কার্যসম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সুগ্রীবের সকাশে উপস্থিত হই, তাহলে আমার প্রভু সুগ্রীবের আদেশ পূর্ণতঃ পালিত হয়েছে বলে মনে হবে।

কথং নু খল্বদ্য ভবেৎ সুখাগতং
প্রসহ্য যুদ্ধং মম রাক্ষসৈঃ সহ।
তথৈব খল্বাত্মবলং চ সারবৎ
সমানয়েন্মাং চ রণে দশাননঃ॥ ৮

'কিন্তু আমার এতদূরে আগমন আজ কিভাবে সুখপ্রদ অথবা শুভ পরিণামের উৎস হতে পারে ? রাক্ষসদের সঙ্গে সহসা যুদ্ধ করার সুযোগ কিভাবে পাওয়া যাবে এবং দশানন রাবণ যুদ্ধে নিজের সৈন্যদেরও আমার তুলনামূলক বিবেচনা করে কিভাবে বুঝবে পারবে যে কে বেশি বলশালী ?

ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং
সমন্ত্রিবর্গং সবলং সয়ায়িনম্।
হৃদি স্থিতং তস্য মতং বলং চ

সুখেন মন্ত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে ॥ ৯

'সেই যুদ্ধে মন্ত্রী, সৈন্য ও সহযোগীদের সঙ্গে রাবণকে সম্মুখে পেয়ে আমি তার মনোভিলাষ ও সমরশক্তি সহজে বুঝে নিতে পারব এবং তারপরে এখান থেকে প্রস্থান করব।

ইদমস্য নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্।
বনং নেত্রমনঃকান্তং নানাদ্রুমলতায়ুতম্॥ ১০

'নির্দয় রাবণের সুন্দর উপবন এক নয়নসুখকর ও মনোরম স্থান। নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ থাকার জন্য এই বনভূমি নন্দন কাননের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে।

ইদং বিধ্বংসয়িষ্যামি শুষ্কং বনমিবানলঃ।
অস্মিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ॥ ১১

'যেমন করে আগুন শুষ্ক বনকে পুড়িয়ে দেয়, তেমনি আমিও এখন এই উপবনকে বিধ্বস্ত করে দেব। এটি ধ্বংস হয়ে গেলে রাবণ নিশ্চয় আমার উপর ক্রোধান্বিত হবে।

ততো মহৎসাশ্বমহারথদ্বিপং
বলং সমানেষ্যতি রাক্ষসাধিপঃ।
ত্রিশূলকালায়সপট্টিশায়ুধং
ততো মহদ্যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি ॥ ১২

'তদনন্তর, সেই রাক্ষসরাজ হস্তী, অশ্ব ও বিশাল রথ সমাযুক্ত এবং ত্রিশূল লৌহনির্মিত পট্টিশ (অর্থাৎ বর্শা) প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যদল নিয়ে আসবে। অতএব, সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হবে।

অহং চ তৈঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমৈঃ
সমেত্য রক্ষোভিরভঙ্গবিক্রমঃ।
নিহত্য তদ্ রাবণচোদিতং বলং
সুখং গমিষ্যামি হরীশ্বরালয়ম্ ॥ ১৩

'এই যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় আমি অত্যন্ত পরাক্রমী রাক্ষসদের সম্মুখীন হব এবং রাবণ কর্তৃক প্রেরিত সকল সৈন্যকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিয়ে সুখে সুগ্রীবের নিবাসস্থল কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে ফিরে যাব।'

ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
ঊরুবেগেন মহতা দ্রুমান্ ক্ষেপ্তুমথারভৎ॥ ১৪

অতঃপর, ভীমবিক্রমী পবনকুমার শ্রীহনুমান ক্রোধান্বিত বায়ুদেবের ন্যায় ঊরু ভঙ্গিমার বেগবত্তায় বৃক্ষরাজি উৎপাটিত করে উৎক্ষেপন করতে লাগলেন।

ততস্তদ্ধনুমান্ বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্।
মত্তদ্বিজসমাঘুষ্টং নানাদ্রুমলতায়ুতম্॥ ১৫

এইভাবে বীর হনুমান মত্ত পক্ষিকুলের কলরবে মুখরিত এবং বিবিধপ্রকার বৃক্ষ ও লতা সমূহে পরিপূর্ণ সেই প্রমদাবন (অন্তঃপুরের উপবন)-কে উজাড় করে ফেললেন।

তদ্বনং মথিতৈর্বৃক্ষৈর্ভিন্নৈশ্চ সলিলাশয়ৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্॥ ১৬

তথাকার বনস্থলীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে জলাশয়গুলিকে মথিত করে ফেললেন এবং পর্বতশৃঙ্গগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সুন্দর প্রমদাবনকে অল্পসময়ের মধ্যে বীভৎস করে তুললেন।

নানাশকুন্তবিরুতৈঃ প্রভিন্নসলিলাশয়ৈঃ।
তাম্রৈঃ কিসলয়ৈঃ ক্লান্তৈঃ ক্লান্তদ্রুমলতায়ুতৈঃ ॥ ১৭
ন বভৌ তদ্ বনং তত্র দাবানলহতং যথা।
ব্যাকুলাবরণা রেজুর্বিহ্বলা ইব তা লতাঃ॥ ১৮

নানা ধরণের পাখিরা ভয়বিহ্বল হয়ে কাতরস্বরে ডাকতে লাগল, জলাশয় সমূহের কিনারা ও ঘাটগুলি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হল, তাম্রবর্ণের কিশলয়গুলি ঝলসে গেল এবং বৃক্ষ ও লতাসমূহ শুষ্কপ্রায় দেখাতে লাগল। দাবানলে দগ্ধ বনের ন্যায় প্রমদাবন আর সুশোভিত দেখাল না, বিহ্বলা বিত্রস্তা স্ত্রীলোকের মতো বনলতাগুলি ধরাশায়ী হয়ে গেল।

লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চ সাদিতৈ-
র্ব্যালৈর্মৃগৈরার্তরবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শিলাগৃহৈরুন্মথিতৈস্তথা গৃহৈঃ
প্রণষ্টরূপং তদভূন্মহদ্ বনম্ ॥ ১৯

লতামণ্ডপ ও চিত্রশালাগুলি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল, সংরক্ষিত হিংস্র প্রাণীরা — হরিণ ও বিবিধ বিহঙ্গকুল আর্তস্বরে ডাকতে লাগল, প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ এবং সাধারণ গৃহাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এইভাবে সেই প্রমদাবনের সকল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল।

সা বিহ্বলাশোকলতাপ্রতানা
বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।
জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য
কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য ॥ ২০

রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরিকাগণের বিলাস বিহার সেই বনস্থলী শোচনীয় লতাবিতানের আকার গ্রহণ করল। শ্রীহনুমানের বলপ্রয়োগে সেই কাননভূমি সম্পূর্ণ শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।

ততঃ স কৃত্বা জগতীপতের্মহান্
মহদ্ ব্যলীকং মনসো মহাত্মনঃ।
যুযুৎসুরেকো বহুভির্মহাবলৈঃ
শ্রিয়া জ্বলংস্তোরণমাশ্রিতঃ কপিঃ॥ ...

এই প্রকারে মহামনা রাজা রাবণের অতিশয় কষ্টদায়ক কার্য সম্পন্ন করে বহু মহাবলীর সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করার ইচ্ছায় কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান প্রমদাবনের সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। সেইসময়ে তিনি নিজের অদ্ভুত তেজে বিভাসিত হচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

রাক্ষসীগণের মুখে বানর কর্তৃক প্রমদাবনের ধ্বংসবৃত্তান্ত শুনে রাবণের দ্বারা কিঙ্কর নামক হাজার হাজার রাক্ষস প্রেরণ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক তাদের বিনাশ

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গস্বনেন চ।
বভূবুস্ত্রাসসম্ভ্রান্তাঃ সর্বে লঙ্কানিবাসিনঃ॥ ১

তথায় পক্ষিকুলের আর্ত চিৎকার ও বৃক্ষরাজি ভেঙ্গে ফেলার শব্দে লঙ্কাপুরীর সকল আবাসিক ভয়বিহ্বল হয়ে পড়ল।

বিদ্রুতাশ্চ ভয়ত্রস্তা বিনেদুর্মৃগপক্ষিণঃ।
রক্ষসাং চ নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে॥ ২

পশুপক্ষিগণ ভয়ে ভীত পলায়ন করতে লাগল এবং আর্তনাদ শুরু করল। রাক্ষসকুলে ভয়ংকর অশুভ লক্ষণ প্রকটিত হতে থাকল।

ততো গতায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
তদ্ বনং দদৃশুর্ভগ্নং তং চ বীরং মহাকপিম্॥ ৩

প্রমদাবনে নিদ্রিত বীভৎস-দর্শন রাক্ষসীদের নিদ্রাভঙ্গ হল। তারা ধ্বংসস্যাৎ প্রমদাবনকে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টি বীর মহাকপি শ্রীহনুমানের উপর পড়ল।

স তা দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।
চকার সুমহদ্রূপং রাক্ষসীনাং ভয়াবহম্॥ ৪

মহাবলী, মহাসাহসী এবং মহাবাহু শ্রীহনুমান সেই সকল রাক্ষসীদের দেখে, তাদের মনে ভয় উদ্রেককারী বিশালাকার রূপ ধারণ করলেন।

ততস্তু গিরিসংকাশমতিকায়ং মহাবলম্।
রাক্ষস্যো বানরং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুর্জনকাত্মজাম্॥ ৫

পর্বততুল্য বিশাল শরীর মহাবলী বানরকে দেখে রাক্ষসীরা জনকনন্দিনী সীতাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—

কোঽয়ং কস্য কুতো বায়ং কিংনিমিত্তমিহাগতঃ।
কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যুত॥ ৬
আচক্ষ্ব নো বিশালাক্ষি মা ভূত্তে সুভগে ভয়ম্।
সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানয়ম্॥ ৭

'বিশাললোচনে! ইনি কে? কোথা হতে, কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? তোমার সাথে কেন কথা বলছিলেন? কাজল সুন্দরি! সবকিছু আমাদের বলো। ভয় পেও না। তোমার সাথে কি কথা হয়েছে, বলো।'

অথাব্রবীৎ তদা সাধ্বী সীতা সর্বাঙ্গশোভনা।

রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম॥ ৮

তখন সর্বাঙ্গসুন্দরী সাধ্বী সীতা বললেন ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী এবং বলশালী রাক্ষসদের বুঝবার বা চিনবার উপায় কী করে জানব ?

যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্ বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ॥ ৯

'তোমরাই জানো ইনি কে এবং কী করবেন ? সাপই বলতে পারে সাপের কয়টা পা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অহমপ্যতিভীতাস্মি নৈব জানামি কো হ্যয়ম্।
বেদ্মি রাক্ষসমেবৈনং কামরূপিণমাগতম্॥ ১০

'আমিও অতিশয় ভয় পেয়েছি, জানি না ইনি কে ? আমি তো এই বানরকে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী আগত রাক্ষস বলে ভেবেছি।'

বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যো বিদ্রুতা দ্রুতম্।
স্থিতাঃ কাশ্চিদ্গতাঃ কাশ্চিদ্ রাবণায় নিবেদিতুম্॥ ১১

বিদেহনন্দিনী সীতার এই কথা শুনে রাক্ষসীরা দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ করল। কেউ কেউ তথায় অপেক্ষা করতে লাগল, কেউ কেউ রাবণকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করার জন্য ছুটল।

রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
বিরূপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদিষুঃ॥ ১২

রাবণের সমীপে গিয়ে বিকরাল দর্শন রাক্ষসীরা রাবণকে অবগত করল যে কোনো এক বিকটরূপধারী ভয়ংকর বানর প্রমদাবনে উপস্থিত হয়েছে।

অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ।
সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ॥ ১৩

তারা রাবণকে নিবেদন করল — 'রাজন্ ! অশোকবনে এক বানর এসেছে, যার শরীর বড় শক্তিশালী। সে সীতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল (আমরা দেখেছি), সেই মহাপরাক্রমী বানর এখনও সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

ন চ তং জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা।
অস্মাভির্বহুধা পৃষ্টা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি॥ ১৪

'আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মৃগনয়না সীতা সেই বানর সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাইছে না।

বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো বৈশ্রবণস্য বা।
প্রেষিতো বাপি রামেণ সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৫

'সম্ভবতঃ সেই বানর ইন্দ্র অথবা কুবেরের দূত, কিংবা শ্রীরামচন্দ্র সীতার খোঁজে তাকে পাঠিয়েছেন।

তেনৈবাদ্ভুতরূপেণ যত্তত্তব মনোহরম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমৃষ্টং প্রমদাবনম্॥ ১৬

'অদ্ভুত দর্শন সেই বানর নানাবিধ পশু-পক্ষীতে পরিপূর্ণ আপনার মনোহর প্রমদাবনকে একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছে।

ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যস্তেন ন বিনাশিতঃ।
যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ॥ ১৭

'প্রমদাবনের এমন কোনো জায়গা নেই যা সেই বানর নষ্ট করে দেয়নি। কেবলমাত্র যেখানে সীতা অবস্থান করছে, সেইটুকু স্থানটিকে সে ধ্বংস করেনি।

জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্ বা নোপলক্ষ্যতে।
অথবা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা॥ ১৮

'জানকীর রক্ষার্থে কিংবা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে প্রমদাবনের ওই স্থানটি অক্ষত রেখে দিয়েছে— এবিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। অথবা, হয়ত তার কি আর পরিশ্রম হয়েছে ? সে নিশ্চয় সীতার সুরক্ষার জন্য প্রমদাবনের সেই অংশটিতে হাত দেয়নি।

চারুপল্লবপত্রাঢ্যং যং সীতা স্বয়মাস্থিতা।
প্রবৃদ্ধঃ শিংশপাবৃক্ষঃ স চ তেনাভিরক্ষিতঃ॥ ১৯

'মনোহর পত্রপল্লবে সুশোভিত যে বিশাল অশোক বৃক্ষের নীচে সীতা অবস্থান করছে, বানর সেইটি সুরক্ষিত রেখে দিয়েছে।

তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্ঞাতুমর্হসি।
সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্॥ ২০

'যে সীতার সঙ্গে বার্তালাপ করেছে এবং প্রমদাবনকে ধ্বংসস্যাৎ করেছে সেই উগ্র বানরকে আপনি কঠোর দণ্ড দেওয়ার আদেশ করুন।

মনঃপরিগৃহীতাং তাং তব রক্ষোগণেশ্বর।
কঃ সীতামভিভাষেত যো ন স্যাৎ ত্যক্তজীবিতঃ॥ ২১

'রাক্ষসরাজ ! যাকে আপনি নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন, সেই সীতার সঙ্গে কে কথা বলতে সাহস করে,

যদি না সে নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করে থাকে ?'

রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ॥ ২২

রাক্ষসীদের সেই সকল কথা শুনে রাক্ষসদের রাজা চিতাগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ক্রোধে তাঁর নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হতে লাগল।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ॥ ২৩

তাঁর ক্রুদ্ধনয়নদ্বয় থেকে অশ্রু বিন্দু পড়তে লাগল, যেমন প্রদীপ্ত প্রদীপের থেকে আগুনের শিখার সাথে তৈলবিন্দু ঝরে পড়তে থাকে।

আত্মনঃ সদৃশান্ বীরান্ কিঙ্করান্নাম রাক্ষসান্।
ব্যাদিদেশ মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনূমতঃ॥ ২৪

সেই মহাতেজস্বী নিশাচর রাক্ষসরাজ শ্রীহনুমানকে বন্দী করবার উদ্দেশ্যে নিজের মতোই পরাক্রান্ত কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে যাত্রা করার আদেশ দিলেন।

তেষামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরস্বিনাম্।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ॥ ২৫

রাজার আজ্ঞায় অশীতি সহস্র বেগবান কিঙ্কর কূট ও মুদ্গর হস্তে প্রাসাদপুরী থেকে নির্গত হয়ে গেল।

মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
যুদ্ধাভিমনসঃ সর্বে হনূমদ্‌গ্রহণোন্মুখাঃ॥ ২৬

সেই সকল কিঙ্করগণের উদর বিশাল ছিল, দন্তরাজি ছিল বড় আকারের এবং তারা ভয়ানক দর্শন ছিল। তারা সবাই মহা পরাক্রমী, যুদ্ধাভিলাষী ও শ্রীহনুমানকে বন্দী করার জন্য উৎসুক ছিল।

তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণস্থমবস্থিতম্।
অভিপেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ ২৭

প্রমদাবনের তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান সেই বানরবীরকে দেখতে পেয়ে সকল বেগবান নিশাচর (কিঙ্কর) চতুর্দিকে থেকে অগ্নি-অভিমুখী পতঙ্গকুলের মতো তার দিকে ধাবিত হল।

তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ।
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ॥ ২৮

তারা বিচিত্র গদা, স্বর্ণমণ্ডিত লৌহ দণ্ড ও সূর্যের সমান প্রজ্জ্বলিত শরসমূহে সুসজ্জিত হয়ে শ্রীহনুমা[নের] উপর আক্রমণ করল।

মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ।
পরিবার্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ॥ ২৯

কিঙ্করেরা সকলে দ্রুতবেগে শ্রীহনুমানকে পরিবে[ষ্টন] করে ফেলল এবং তাঁর সম্মুখে মুদ্গর, পট্টিশ (অর্ধ[চন্দ্রাকার] একপ্রকার শস্ত্র, তীক্ষ্ণ মুখ বর্শা), ত্রিশূল, প্রাশ (ক্ষেপ[ণীয়] বর্শা), তোমর (শর্বলা) হস্তে উপস্থিত হল।

হনূমানপি তেজস্বী শ্রীমান্ পর্বতসন্নিভঃ।
ক্ষিতাবাবিধ্য লাঙ্গূলং ননাদ চ মহাধ্বনিম্॥ ৩০

তখন পর্বততুল্য বিশালকার তেজস্বী শ্রীহনুমান[ও] পুচ্ছকে মাটিতে বারংবার আঘাতপূর্বক গর্জন ক[রতে] লাগলেন।

স ভূত্বা তু মহাকায়ো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
পুচ্ছমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্॥ ৩১

পবনপুত্র শ্রীহনুমান অতিশয় বিশাল অবয়ব ধারণ করে পুচ্ছ দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে লঙ্কানগরীতে প্রতিধ্বনি তুললেন।

তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা।
পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চেদমঘোষয়ৎ॥ ৩২

তাঁর পুচ্ছ তাড়নের গম্ভীর শব্দ বহু দূর পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাতে ভয়ার্ত হয়ে পক্ষিরা আকাশ থেকে পতিত হচ্ছিল। তখন শ্রীহনুমান উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন।

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ৩৩
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
হনূমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥ ৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ॥ ৩৫
অর্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩৬

'অত্যন্ত বলবান ভগবান শ্রীরাম ও মহাবলী লক্ষ্মণের জয় হোক। শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয় হোক। অনায়াস-পরাক্রমী কৌশলনরেশ শ্রীরামচন্দ্রের দাস

আমি, আমার নাম হনুমান। আমি পবনদেবের পুত্র এবং শত্রুসেনার সংহারক। যখন আমি হাজার হাজার প্রস্তরখণ্ডসমূহ এবং উৎপাটিত বৃক্ষরাজির দ্বারা শত্রুদেরকে প্রহার করব, তখন সহস্র সহস্র রাবণ একত্রে মিলেও যুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষ হতে পারবে না। আমি লঙ্কাপুরীকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলব এবং সামনেই মিথিলানন্দিনী সীতাকে প্রণামপূর্বক সকলের কার্য সমাধা করে প্রত্যাবর্তন করব।'

তস্য সন্নাদশব্দেন তেহভবন্ ভয়শঙ্কিতাঃ।
দদৃশুশ্চ হনূমন্তং সন্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্॥ ৩৭

শ্রীহনুমানের গর্জনে সকল রাক্ষস ভয় ও আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেল এবং তারা শ্রীহনুমানকে সান্ধ্য মেঘের ন্যায় রক্তাভ ও সু-উচ্চ রূপে দেখতে পেল।

স্বামিসন্দেশনিঃশঙ্কাস্ততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্।
চিত্রৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ॥ ৩৮

শ্রীহনুমান নিজের প্রভুর নাম উচ্চারণ করে স্বয়ং নিজ পরিচয় দিয়ে দিলেন, অতএব তাঁকে চিনতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকল না। তখন তারা ভয়ংকর অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রহার করতে করতে চতুর্দিক হতে তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্বতঃ স মহাবলঃ।
আসসাদায়সং ভীমং পরিঘং তোরণাশ্রিতম্॥ ৩৯

সেই সকল শূরবীর রাক্ষসগণের দ্বারা সবদিক থেকে পরিবৃত হয়ে শ্রীহনুমান তোরণস্থিত এক ভয়ংকর পরিঘ অর্থাৎ লৌহ গদা হাতে তুলে নিলেন।

স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্।
স পন্নগমিবাদায় স্ফুরন্তং বিনতাসুতঃ॥ ৪০

যেমন করে বিনতানন্দন গরুড় চঞ্চল সর্পকুলকে নখরে ধরে বধ করে সেইরূপ শ্রীহনুমান পরিঘতুল্য লৌহ দণ্ডকে হস্তগত করে রাক্ষসগণের সংহার আরম্ভ করলেন।

বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।
সূদয়ামাস বজ্রেণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্॥ ৪১

বীর পবনকুমার পরিঘ-হস্তে আকাশে বিচরণ করতে লাগলেন এবং সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রাঘাতে দৈত্যদের মতো করে পরিঘের আঘাতে রাক্ষসদের বধ করলেন।

স হত্বা রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাত্মজঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবস্থিতঃ॥ ৪২

সেই সকল কিঙ্কর নামক রাক্ষসদের বধ করে মহাবীর পবনপুত্র শ্রীহনুমান যুদ্ধের অভিলাষে পুনরায় তোরণের উপরে এসে দাঁড়ালেন।

ততস্তস্মাদ্ ভয়ান্মুক্তাঃ কতিচিত্তত্র রাক্ষসাঃ।
নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্বান্ রাবণায় ন্যবেদয়ন্॥ ৪৩

তদনন্তর, নির্ভয় কিছু রাক্ষস সেখান থেকে গিয়ে রাবণকে সমস্ত কিঙ্করদের মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করল।

স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং
নিশম্য রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।
সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে
প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জয়ম্॥ ৪৪

রাক্ষসপক্ষের বিশাল সৈন্যদলের নিধন সংবাদ শুনে রাক্ষসরাজ রাবণের চক্ষু কপালে উঠল এবং অমিত পরাক্রমশালী প্রহস্ত-এর পুত্রকে শ্রীহনুমানের বিরুদ্ধে সমরে যেতে আদেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

শ্রীহনুমান কর্তৃক চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংস এবং তথাকার প্রহরীদের হত্যা

ততঃ স কিঙ্করান্ হত্বা হনুমান্ ধ্যানমাস্থিতঃ।
বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ॥ ১

এদিকে কিঙ্করদের বধ করার পর শ্রীহনুমান চিন্তা করতে লাগলেন যে 'আমি প্রমদাবনকে ধ্বংস করে দিয়েছি, কিন্তু এই চৈত্যপ্রাসাদকে (অর্থাৎ রাক্ষসদের কুলদেবতার স্থান) ধ্বংস করা হয়নি।

তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসা দর্শয়ন্ বলম্॥ ২
চৈত্যপ্রাসাদমুৎপ্লুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩

'অতএব আজ এই চৈত্যপ্রাসাদও বিধ্বংস করব'—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান নিজের শক্তি প্রকাশিত করতে করতে মেরুপর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদের উপরিভাগে উল্লম্ফনপূর্বক আরোহণ করলেন।

আরুহ্য গিরিসংকাশং প্রাসাদং হরিযূথপঃ।
বভৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য ইবোদিতঃ॥ ৪

সেই পর্বতাকার প্রাসাদে আরোহণ করে মহাতেজস্বী বানর-যূথপতি শ্রীহনুমান অচিরে উদিত দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় শোভিত হতে লাগলেন।

সম্প্রধৃষ্য তু দুর্ধর্ষশ্চৈত্যপ্রাসাদমুন্নতম্।
হনূমান্ প্রজ্বলঁল্লক্ষ্ম্যা পারিযাত্রোপমোঽভবৎ॥ ৫

উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ আক্রমণ করে দুর্ধর্ষ বীর শ্রীহনুমান নিজের সহজ শোভায় উদ্ভাসিত হয়ে 'পারিযাত' পর্বতের সমতুল্য প্রতীত হলেন।

স ভূত্বা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্ মারুতাত্মজঃ।
ধৃষ্টমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্॥ ৬

তেজস্বী পবনকুমার নিজের প্রভাবে সুবিশাল অবয়ব ধারণ করে উচ্চ নিনাদের করধ্বনিতে প্রাসাদটি ধ্বংস করতে লাগলেন।

তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা।
পেতুর্বিহঙ্গমাস্তত্র চৈত্যপালাশ্চ মোহিতাঃ॥ ৭

প্রাসাদ ধ্বংসের সেই ভয়ংকর শব্দ শ্রোত্রের (কানের পক্ষে) বিদারণকারী ছিল। তাতে বিহগেরা এবং চৈত্যরক্ষীগণ মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হল।

অস্ত্রবিজ্জয়তাং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ৮
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥ ৯
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ॥ ১০
অর্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ১১

তৎক্ষণে শ্রীহনুমান পুনরায় ঘোষণা করলেন—'অস্ত্রবিশারদ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবলী লক্ষ্মণের জয় হোক। শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক সুরক্ষিত সুগ্রীবেরও জয় হোক। আমি কোশল নরেশের দাস, তিনি অনায়াসে কঠিন কর্তব্য সম্পাদন করতে পারদর্শী। আমার নাম হনুমান। যখন আমি হাজার হাজার (উৎপাটিত) বৃক্ষরাজি ও সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা প্রহার করতে আরম্ভ করব, তখন সহস্র-সহস্র রাবণ একত্রে মিলেও আমার সমকক্ষ হতে অথবা সম্মুখ যুদ্ধ করতে পারবে না। লঙ্কাপুরী তছনছ করে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক কৃতকৃতার্থ আমি রাক্ষসদের চোখের সামনে দিয়ে প্রস্থান করব।'

এবমুক্ত্বা মহাকায়শ্চৈত্যস্থো হরিযূথপঃ।
ননাদ ভীমনির্হ্রাদো রক্ষসাং জনয়ন্ ভয়ম্॥ ১২

এইরূপ ঘোষণা করে চৈত্যপ্রাসাদের উপর স্থিত বিশালকায় বানরযূথপতি শ্রীহনুমান রাক্ষসদের মনে ভীতি সঞ্চার করলেন এবং ভয়ংকর শব্দে গর্জন করতে লাগলেন।

তেন নাদেন মহতা চৈত্যপালাঃ শতং যযুঃ।
গৃহীত্বা বিবিধানস্ত্রান্ প্রাসান্ খড্গান্ পরশ্বধান্॥ ১৩

সেই উচ্চ শব্দ শুনে একশত চৈত্যপাল নানাপ্রকার অস্ত্র, প্রাস, খড়্গ ও কুঠার হাতে বেরিয়ে এল।

বিসৃজন্তো মহাকায়া মারুতিং পর্যবারয়ন্।
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ॥ ১৪
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং বাণৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ।

সেই সকল সুবিশাল রাক্ষসেরা সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করতে করতে পবনকুমার শ্রীহনুমানকে বেষ্টন

ফেললো। বিচিত্র গদাসমূহ, স্বর্ণ-প্রলিপ্ত (লৌহ) পরিঘ এবং সূর্যতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে সুসজ্জিত হয়ে তারা একত্রে শ্রীহনুমানের উপর আক্রমণ করল।

আবর্ত ইব গঙ্গায়াস্তোয়স্য বিপুলো মহান্॥ ১৫
পরিক্ষিপ্য হরিশ্রেষ্ঠং স বভৌ রক্ষসাং গণঃ।

বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দণ্ডায়মান রাক্ষসদের বিশাল সমষ্টি গঙ্গার ভয়ংকর ঘূর্ণাবর্তের মতো প্রতীত হচ্ছিল।

ততো বাতাত্মজঃ ক্রুদ্ধো ভীমরূপং সমাস্থিতঃ॥ ১৬
প্রাসাদস্য মহাংস্তস্য স্তম্ভং হেমপরিষ্কৃতম্।
উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১৭
ততস্তং ভ্রাময়ামাস শতধারং মহাবলঃ।
তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদশ্চাপ্যদহ্যত॥ ১৮

এভাবে রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পবনকুমার শ্রীহনুমান ক্রোধে অতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন। মহাবীর শ্রীহনুমান চৈত্যপ্রাসাদের এক স্বর্ণমণ্ডিত ও শতধার স্তম্ভ তীব্র বেগে উৎপাটিত করলেন এবং সেটিকে ঘূর্ণিত করতে লাগলেন। সেই ঘূর্ণনে সঞ্জাত অগ্নি চৈত্যপ্রাসাদকে ভস্মীভূত করল।

দহ্যমানং ততো দৃষ্ট্বা প্রাসাদং হরিযূথপঃ।
স রাক্ষসশতং হত্বা বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্॥ ১৯
অন্তরিক্ষস্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।

ওই প্রাসাদকে সেইভাবে জ্বলতে দেখে বানরদলপতি শ্রীহনুমান বজ্র দ্বারা অসুরগণের সংহারক ইন্দ্রের ন্যায় শত সংখ্যক রাক্ষসকে বধ করলেন এবং আকাশে আস্থিত হয়ে তেজস্বী বীর এই কথা বললেন—

মাদৃশানাং সহস্রাণি বিসৃষ্টানি মহাত্মনাম্॥ ২০
বলিনাং বানরেন্দ্রাণাং সুগ্রীববশবর্তিনাম্।

'ওহে রাক্ষসবৃন্দ ! সুগ্রীবের বংশবদ আমার তুল্য হাজার হাজার বিশালকায় বলবান বানরশ্রেষ্ঠ সকল দিকে প্রেরিত হয়েছে।

অটন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ॥ ২১
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ॥ ২২

'আমি এবং অন্য সকল বানরসমূহ মর্ত্যধামে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ দশ হস্তীর মতো বলবান। কেউ কেউ আবার শত হস্তীর ন্যায় শক্তিধর। অন্যেরা প্রত্যেকে হাজার হস্তীর তুল্য পরাক্রান্ত।

সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ সন্তি বায়ুবলোপমাঃ।
অপ্রমেয়বলাঃ কেচিৎ তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ॥ ২৩

'কিছু কিছু বানরের শক্তি প্রবল জলপ্রবাহের তুল্য দুঃসহ, কিছু কিছু আবার বায়ুবেগের মতো অপ্রতিরোধ্য এবং অন্য কিছু সংখ্যক যূথপতি বানর অপরিমেয় বলশালী।

ঈদৃগ্বিধৈস্তু হরিভির্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ।
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি॥ ২৪
আগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ সর্বেষাং বো নিষূদনঃ।

'দাঁত ও নখর যাহাদের অস্ত্র, এইরূপ শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি বানরসমূহে পরিবৃত বানররাজ সুগ্রীব এখানে এসে সকল রাক্ষসদের বধ করবেন।

নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ।
যস্য ত্বিক্ষ্বাকুবীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাত্মনা॥ ২৫

'আর লঙ্কাপুরী থাকবে না, না থাকবে তোমরা (রাক্ষসেরা) না রাক্ষসরাজ রাবণ ; কেননা সেই রাবণ মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৪)

প্রহস্ত-তনয় জম্বুমালীর বধ

সন্দিষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রহস্তস্য সুতো বলী।
জম্বুমালী মহাদংষ্ট্রো নির্জগাম ধনুর্ধরঃ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশ পেয়ে প্রহস্তের বলশালী ও বৃহৎ দন্তসম্পন্ন পুত্র হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে রাজপুরী থেকে নির্গত হল।

রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ।
মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জয়ঃ॥ ২

সে লাল ফুলের মালা ও লাল রঙের বসন পরিহিত ছিল। তার গলায় হার ও কর্ণে সুন্দর কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল। তার নয়নযুগল ঘূর্ণিত হচ্ছিল। সে ছিল বিশালবপু, ক্রোধী এবং সমরে দুষ্পরাজেয়।

ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং মহদ্ রুচিরসায়কম্।
বিস্ফারয়াণো বেগেন বজ্রাশনিসমস্বনম্॥ ৩

তার ধনু ছিল ইন্দ্রতুল্য বিশাল। ক্ষেপনীয় তীরসমূহ ছিল সুশোভিত। সেগুলি সবেগে আকর্ষণের সময় ধনুকের টঙ্কার (ইন্দ্রের) বজ্র ও অশনির ন্যায় মহাশব্দ উৎপন্ন করত।

তস্য বিস্ফারঘোষেণ ধনুষো মহতা দিশঃ।
প্রদিশশ্চ নভশ্চৈব সহসা সমপূর্যত॥ ৪

সেই ধনুর টংকার ধ্বনিতে দিগ্বিদিক এবং নভঃস্থল সহসা নিনাদিত হল।

রথেন খরযুক্তেন তমাগতমুদীক্ষ্য সঃ।
হনূমান্ বেগসম্পন্নো জহর্ষ চ ননাদ চ॥ ৫

সে গর্দভবাহিত রথে চড়ে উপস্থিত হল, শ্রীহনুমান তাকে দেখে আনন্দিত হলেন এবং সজোরে গর্জন করতে লাগলেন।

তং তোরণবিটঙ্কস্থং হনূমন্তং মহাকপিম্।
জম্বুমালী মহাতেজা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬

মহাতেজা জম্বুমালী মহাকপি শ্রীহনুমানকে নিগর্মন তোরণের উপরে দণ্ডায়মান দেখে তীক্ষ্ণ শরসমূহে বিদ্ধ করতে লাগল।

অর্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা।
বাহ্বোর্বিব্যাধ নারাচৈর্দশভিস্তু কপীশ্বরম্॥ ৭

সে অর্ধচন্দ্র নামক বাণে শ্রীহনুমানের মুখে, কর্ণি নামক একটি বাণে মস্তকে এবং দশটি 'নারাচ' বাণে কপীশ্বরকে বাহুদ্বয়ে প্রবলভাবে বিদ্ধ করল।

তস্য তাম্রমুখং তত্র শরেণাভিহতং মুখম্।
শরদীবাম্বুজং ফুল্লং বিদ্ধং ভাস্কররশ্মিনা॥ ৮

তার বাণে বিক্ষত শ্রীহনুমানের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল সূর্যের কিরণে প্রস্ফুটিত শারদীয় পদ্মের ন্যায় শোভিত হল।

তত্তস্য রক্তং রক্তেন রঞ্জিতং শুশুভে মুখম্।
যথাऽऽকাশে মহাপদ্মং সিক্তং কাঞ্চনবিন্দুভিঃ॥ ৯

রক্তে রঞ্জিত শ্রীহনুমানের মুখমণ্ডল আকাশে স্বর্ণবিন্দু সিঞ্চিত মহাপদ্মের মতো মনে হচ্ছিল।

চুকোপ বাণাভিহতো রাক্ষসস্য মহাকপিঃ।
ততঃ পার্শ্বেঽতিবিপুলাং দদর্শ মহতীং শিলাম্॥ ১০
তরসা তাং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ জববদ্ বলী।

রাক্ষস জম্বুমালীর শরাঘাতে শ্রীহনুমান ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি পার্শ্বে পতিত একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেলেন এবং সবেগে সেটিকে উৎপাটিত করে সজোরে রাক্ষসের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

তাং শরৈর্দশভিঃ ক্রুদ্ধস্তাডয়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১১
বিপন্নং কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা হনূমাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
সালং বিপুলমুৎপাট্য ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্॥ ১২

কিন্তু ক্রোধান্বিত রাক্ষস দশটি বাণ নিক্ষেপ করে ঐ প্রস্তর-খণ্ডকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলল। নিজের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে প্রচণ্ড পরাক্রমী ও বলশালী শ্রীহনুমান এক বিশাল শাল বৃক্ষকে সমুৎপাটিত করে ঘূর্ণিত করতে লাগলেন।

ভ্রাময়ন্তং কপিং দৃষ্ট্বা সালবৃক্ষং মহাবলম্।
চিক্ষেপ সুবহূন্ বাণাঞ্জম্বুমালী মহাবলঃ॥ ১৩

সেই মহা বলশালী শ্রীহনুমানকে বিশাল শালবৃক্ষ ঘূর্ণিত করতে দেখে মহাবল জম্বুমালী বহু শর বর্ষণ করল।

সালং চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ বানরং পঞ্চভির্ভুজে।
উরস্যেকেন বাণেন দশভিস্তু স্তনান্তরে॥ ১৪

চারটি বাণে শালগাছকে ছেদন করে পাঁচটি বাণে শ্রীহনুমানের বাহু বিদ্ধ করল, একটি বাণ বক্ষদেশে এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে দশটি বাণ নিক্ষেপ করল।

স শরৈঃ পূরিততনুঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ।
তমেব পরিঘং গৃহ্য ভ্রাময়ামাস বেগিতঃ॥ ১৫

বাণে-বাণে শ্রীহনুমানের শরীর ভরে গেলে তিনি অতিশয় ক্রোধে সেই লৌহ 'পরিঘ' হাতে নিয়ে সবেগে ঘোরাতে লাগলেন।

অতিবেগোঽতিবেগেন ভ্রাময়িত্বা বলোৎকটঃ।
পরিঘং পাতয়ামাস জম্বুমালের্মহোরসি॥ ১৬

অতি বেগবান ও অতি বলশালী শ্রীহনুমান প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত করে লৌহ পরিঘকে জম্বুমালীর বিস্তৃত বক্ষে প্রক্ষেপ করলেন।

তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ।
ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ॥ ১৭

জম্বুমালীর না থাকল মস্তক, না থাকল বাহুদ্বয় না জানুদ্বয়। ধনু বা রথ কিছুই বাঁচল না, না গর্দভেরা অথবা না শরসমূহ, তথায় কিছুই চক্ষুগোচর হল না।

স হতস্তরসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ।
পপাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ॥ ১৮

এইরূপে সবেগে নিক্ষিপ্ত পরিঘাঘাতে মৃত জম্বুমালী চূর্ণ-বিচূর্ণ বনস্পতির ন্যায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জম্বুমালিং সুনিহতং কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্।
চুক্রোধ রাবণঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ১৯

জম্বুমালী তথা মহাবলশালী কিঙ্করদের নিধনের সংবাদ শুনে রাবণ অতিশয় কুপিত হল এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল।

স রোষসংবর্তিততাম্রলোচনঃ
প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।
অমাত্যপুত্রানতিবীর্যবিক্রমান্
সমাদিদেশাশু নিশাচরেশ্বরঃ॥ ২০

প্রহস্তপুত্র মহাবলী জম্বুমালী নিহত হলে নিশাচররাজ রাবণের নেত্রযুগল তাম্র বর্ণ ধারণ করল এবং ক্রোধে আবর্তিত হতে লাগল। তখন সে অতি শীঘ্র পরাক্রমী মন্ত্রীপুত্রগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য আদেশ দিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৪৫)

সাত মন্ত্রিপুত্রের নিধন

ততস্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সুতাঃ।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চিবর্চসঃ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মন্ত্রীদের সাতজন পুত্র—যারা ছিল অগ্নি তুল্য তেজস্বী, তারা রাজপুরী থেকে বহির্গত হল।

মহদ্বলপরীবারা ধনুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
কৃতাস্ত্রাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ॥ ২

মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে বিশাল সৈন্যদল ছিল। তারা অতিশয় বলবান, অস্ত্রবিশারদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনুর্ধর এবং শত্রুকে জয় করার ইচ্ছায় তাহারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল (অর্থাৎ 'আমি আগে', 'আমি আগে'—শত্রুকে আঘাত করব এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন)

হেমজালপরিক্ষিপ্তৈর্ধ্বজবদ্ভিঃ পতাকিভিঃ।
তোয়দস্বননির্ঘোষৈর্বাজিযুক্তৈর্মহারথৈঃ॥ ৩
তপ্তকাঞ্চনচিত্রাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ।
বিস্ফারয়ন্তঃ সংহৃষ্টাস্তড়িত্বন্ত ইবাম্বুদাঃ॥ ৪

মন্ত্রীপুত্রদের ঘোটকবাহিত রথগুলি স্বর্ণজালিকায় মণ্ডিত ছিল, সেগুলির ধ্বজায় পতাকা উড্ডীন ছিল এবং চলাকালে শকট হতে মেঘের গম্ভীর নিনাদের শব্দ উত্থিত হতো। এবংবিধ রথে আরূঢ় হয়ে সেই সকল অমিত বিক্রমী মন্ত্রীপুত্রগণ তপ্তকাঞ্চন বনের তুল্য নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার তুলে সাতিশয় হর্ষে ও উৎসাহে অগ্রসর হল। তদবস্থায় তারা সকলে বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

জননান্তাস্ততস্তেষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্।
বভূবুঃ শোকসম্ভ্রান্তাঃ সবান্ধবসুহৃজ্জনাঃ॥ ৫

তখন, প্রথমযুদ্ধে যে সকল কিঙ্কর গিয়েছিল তাদের মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে তাদের জননীরা ভাই-বন্ধু-সুহৃদসহ শোক-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

তে পরস্পরসংঘর্ষাৎ তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।
অভিপেতুর্হনূমন্তং তোরণস্থমবস্থিতম্॥ ৬

তপ্ত কাঞ্চনের আভরণে বিভূষিত সেই সাতজন বীর তোরণদ্বারের উপরিভাগে অবস্থিত শ্রীহনুমানের দিকে যেন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অগ্রসর হতে লাগল।

সৃজন্তো বাণবৃষ্টিং তে রথগর্জিতনিঃস্বনাঃ।
প্রাবৃট্কাল ইবাম্ভোদা বিচেরুর্নৈর্ঋতাম্বুদাঃ॥ ৭

মেঘমালা সদৃশ সেই রাক্ষসগণ রথচক্রের গম্ভীর ঘর্ঘর গর্জন সহকারে বাণবৃষ্টি করতে করতে বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে বিচরণ করতে লাগল।

অবকীর্ণস্ততস্তাভির্হনূমান্ শরবৃষ্টিভিঃ।
অভবৎ সংবৃতাকারঃ শৈলরাডিব বৃষ্টিভিঃ॥ ৮

তদনন্তর রাক্ষসগণ কর্তৃক বাণবৃষ্টিতে শ্রীহনুমান প্রাবৃটকালের বৃষ্টিতে গিরিরাজের সদৃশ আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন।

স শরান্ বঞ্চয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ।
রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঽম্বরে॥ ৯

তদবস্থায় নির্মল আকাশে তীব্র গতিতে বিচরণ করে কপিবর শ্রীহনুমান সেই সকল রাক্ষসদের শরসন্ধান ও রথচক্রের বেগকে ব্যর্থ করলেন।

স তৈঃ ক্রীড়ন্ ধনুষ্মদ্ভির্ব্যোম্নি বীরঃ প্রকাশতে।
ধনুষ্মদ্ভির্যথা মেঘৈর্মারুতঃ প্রভুরম্বরে॥ ১০

ব্যোমমণ্ডলে যেমন শক্তিশালী পবনদেব ইন্দ্রধনু-মণ্ডিত মেঘের সাথে খেলা করেন, তেমন করেই পবনপুত্র বীর শ্রীহনুমানকে সেই সকল ধনুর্ধর বীর রাক্ষসদের সাথে যেন খেলা করতে দেখা গেল।

স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসয়ংস্তাং মহাচমূম্।
চকার হনুমান্ বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্যবান্॥ ১১

পরাক্রমী শ্রীহনুমান ঘোর গর্জনে রাক্ষসদের বিশাল সৈন্যদলকে ভয়ার্ত করে তুললেন এবং অত্যন্ত বেগে রাক্ষসদেরকে আক্রমণ করলেন।

তলেনাভিহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরন্তপঃ।
মুষ্টিভিশ্চাহনৎ কাংশ্চিন্নখৈঃ কাংশ্চিদ্ ব্যদারয়ৎ॥ ১২

শত্রুকুলের সংহারকর্তা বানরবীর তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে চপেটাঘাতে বধ করলেন, কাউকে বা পদদলিত করে অথবা মুষ্টিপ্রহারে মেরে ফেললেন এবং অন্যদের নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করলেন।

প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদূরুভ্যামপরানপি।
কেচিৎ তস্যৈব নাদেন তত্রৈব পতিতা ভুবি॥ ১৩

কিছু রাক্ষসকে বক্ষে চেপে ধরে চিপটে মারলেন, কাউকে কাউকে ঊরুদ্বয়ের মধ্যভাগে পিষ্ট করলেন, কেউ কেউ বা বীরের গম্ভীর গর্জনে নিষ্প্রাণ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল।

ততস্তেষ্ববসন্নেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ।
তৎসৈন্যমগমৎ সর্বং দিশো দশ ভয়ার্দিতম্॥ ১৪

এইভাবে যখন মন্ত্রীদের সকল পুত্র নিহত ও ধরাশায়ী হল, তখন অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে দশদিকে পলায়ন করল।

বিনেদুর্বিস্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি বাজিনঃ।
ভগ্ননীড়ধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূশ্চ কীর্ণাভবদ্ রথৈঃ॥ ১৫

হস্তীসমূহ বেদনায় আর্ত চিৎকার করছিল, অশ্বসকল ভূমিশায়ী ছিল এবং ভগ্ন আসন, ভগ্ন ধ্বজ ও বিদীর্ণ ছত্র হয়ে রথসমূহ ভূমিতে সমাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

স্রবতা রুধিরেণাথ স্রবন্ত্যো দর্শিতাঃ পথি।
বিবিধৈশ্চ স্বনৈর্লঙ্কা ননাদ বিকৃতং তদা॥ ১৬

পথে রক্তের নদী সমূহ প্রবাহিত দেখা যাচ্ছিল এবং লঙ্কাপুরী যেন রাক্ষসদের আর্তনাদের বীভৎস স্বরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

স তান্ প্রবৃদ্ধান্ বিনিহত্য রাক্ষসান্
মহাবলশ্চণ্ডপরাক্রমঃ কপিঃ।
যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব রাক্ষসৈ-
স্তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণম্॥ ১৭

দোর্দণ্ড পরাক্রমী মহাবলী বানরেশ্বর শ্রীহনুমান প্রকাণ্ড রাক্ষসদের যমের দ্বারে পাঠিয়ে, অন্যান্য রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছায় পুনরায় সেই তোরণে এসে উপস্থিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

রাবণের পাঁচ সেনাপতির নিধন

হতান্ মন্ত্রিসুতান্ বুদ্ধা বানরেণ মহাত্মনা।
রাবণঃ সংবৃতাকারশ্চকার মতিমুত্তমাম্॥ ১

মহাত্মা শ্রীহনুমান কর্তৃক মন্ত্রীপুত্রদের নিধন হয়েছে জানতে পেরে রাবণ অন্তরে ভয় পেলেও বাহ্য আচরণে ধৈর্য প্রদর্শনপূর্বক উত্তম উপায় অবলম্বন করল।

স বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দুর্ধরং চৈব রাক্ষসম্।
প্রঘসং ভাসকর্ণং চ পঞ্চ সেনাগ্রনায়কান্॥ ২
সন্দিদেশ দশগ্রীবো বীরান্ নয়বিশারদান্।
হনূমদ্গ্রহণেঽব্যগ্রান্ বায়ুবেগসমান্ যুধি॥ ৩

দশানন বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস এবং ভাসকর্ণ—এই পাঁচজন সেনাপতিকে শ্রীহনুমানের বন্ধনের জন্য আদেশ দিল। পঞ্চ সেনাপতি ছিল বীর, নীতিজ্ঞ, ধৈর্যবান এবং যুদ্ধে বায়ুর ন্যায় বেগশালী।

যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ।
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি॥ ৪

দশানন রাবণ বলল — 'সৈন্যদলের অগ্রগামী বীরগণ ! তোমরা অশ্ব-রথ-গজ সমন্বিত বিশাল সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধে যাও এবং সেই বানরকে বলপূর্বক বন্দী করে সমুচিত শিক্ষা দাও।

যত্তৈশ্চ খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদ্য বনালয়ম্।
কর্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্॥ ৫

'সেই বনচারী বানরের কাছে গিয়ে তোমরা সকলে সাবধান ও সতর্ক থাকবে এবং সেই কর্তব্য কর্ম সমাধা করবে যা দেশ ও কালের উপযুক্ত বলে মনে হবে।

ন হ্যহং ন কপিং মন্যে কর্মণা প্রতি তর্কয়ন্।
সর্বথা তন্মহদ্ ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্॥ ৬

'যখন আমি তার অলৌকিক কর্মসমূহ বিচার করে তার স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি, তখন সে সাধারণ হনুমান মাত্র মনে হচ্ছে না আমার। সকল বিবেচনায় সে কোনো এক মহৎ প্রাণী এবং মহাবলী।

বানরোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা নহি শুদ্ধ্যতি মে মনঃ।
নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেয়ং প্রস্তুতা কথা॥ ৭

'এই প্রাণীটি বানর এইরূপ ভেবে আমি মনের মধ্যে আশ্বস্ত হতে পারছি না। যেরূপ প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে অথবা লোকমুখে যেভাবে প্রচার হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রাণীটিকে বানর হিসেবে মানতে পারছি না।

ভবেদিন্দ্রেণ বা সৃষ্টমস্মদর্থং তপোবলাৎ।
সনাগযক্ষগন্ধর্বদেবাসুরমহর্ষয়ঃ ॥ ৮
যুষ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্বৈর্ময়া সহ বিনির্জিতাঃ।
তৈরবশ্যং বিধাতব্যং ব্যলীকং কিঞ্চিদেব নঃ॥ ৯

'সম্ভবতঃ দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের বিনাশের জন্য তপঃপ্রভাবে এটির সৃষ্টি করেছেন। আমার আদেশে তোমরা সকলে আমার সাথে গিয়ে একযোগে নাগসমূহের সঙ্গে, যক্ষগণের সঙ্গে, গন্ধর্বদিগের সঙ্গে, দেবতা-অসুর ও মহর্ষিগণের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করেছ ও তাদের পরাজিত করেছ।

তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্।
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ॥ ১০
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি।

'এই প্রাণীটি (অর্থাৎ বানর) তাদের দ্বারাই একটি সৃষ্ট জীব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা তাকে বলপূর্বক বন্দী করে নিয়ে এস। আমার সেনাগ্রগাজীগণ (সেনাপতিগণ) ! তোমরা অশ্ব-রথ-হস্তি সমন্বিত বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করো এবং সেই বানরকে উচিত শিক্ষা দাও।

নাবমন্যো ভবদ্ভিশ্চ কপির্ধীরপরাক্রমঃ॥ ১১
দৃষ্টা হি হরয়ঃ পূর্বে ময়া বিপুলবিক্রমাঃ।

'বানর ভেবে তোমরা ওকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না ; কেননা সে বীর ও বলবান। এর পূর্বেও আমি অত্যন্ত পরাক্রমী বানর ও ভল্লুকদের প্রত্যক্ষ করেছি।

বালী চ সহ সুগ্রীবো জাম্ববাংশ্চ মহাবলঃ॥ ১২
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ।

'যেমন বালী, সুগ্রীব, মহাবলী জাম্ববান এবং সেনাপতি নীল, দ্বিবিদ প্রমুখ। এরা সকলেই মহা পরাক্রমী।

নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ॥ ১৩
ন মতির্ন বলোৎসাহো ন রূপপরিকল্পনম্।

'কিন্তু তাদের গতিবেগ এতটা ভয়ংকর নয় এবং তাদের মধ্যে এইরূপ তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, শক্তি, উৎসাহ

কিংবা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করার ক্ষমতা নেই।

মহৎসত্ত্বমিদং জ্ঞেয়ং কপিরূপং ব্যবস্থিতম্॥ ১৪
প্রযত্নং মহদাস্থায় ক্রিয়াতামস্য নিগ্রহঃ।

'বানরের ছদ্মবেশে বানরটি কোনো অমিত শক্তিশালী জীব বলে মনে হয়। অতএব তোমরা সতর্ক চেষ্টায় তাকে বন্দী করো।

কামং লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ সসুরাসুরমানবাঃ॥ ১৫
ভবতামগ্রতঃ স্থাতুং ন পর্যাপ্তা রণাজিরে।

'নিঃসন্দেহে তোমরা ইন্দ্রসহ দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) পরিক্রমণ করেছ, কেউই রণাঙ্গনে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি।

তথাপি তু নয়জ্ঞেন জয়মাকাঙ্ক্ষতা রণে॥ ১৬
আত্মা রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চঞ্চলা।

'তথাপি, সমরাঙ্গনে বিজিগীষু নীতিজ্ঞ পুরুষগণের উচিত সযত্নে আত্মরক্ষা করা, কেননা যুদ্ধের সাফল্য বা অসাফল্য অনিশ্চিত।'

তে স্বামিবচনং সর্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ॥ ১৭
সমুৎপেতুর্মহাবেগা হুতাশসমতেজসঃ।
রথৈশ্চ মত্তৈর্নাগৈশ্চ বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ॥ ১৮
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্বৈশ্চোপচিতা বলৈঃ।

রাবণের আদেশ পেয়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অত্যন্ত গতিমান ও প্রভূত বলশালী সেনাপতিগণ বেগবান অশ্বসমূহ মত্ত হস্তীবল ও সুবিশাল রথের উপরে আসীন হয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। তারা সর্বপ্রকার সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহে ও সৈন্যদলে সুসজ্জিত ছিল।

ততস্তু দদৃশুর্বীরা দীপ্যমানং মহাকপিম্॥ ১৯
রশ্মিমন্তমিবোদ্যন্তং স্বতেজোরশ্মিমালিনম্।
তোরণস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্॥ ২০
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহাভুজম্।

অগ্রসর হয়ে বীর সেনাপতিগণ দেখতে পেল, মহাকপি শ্রীহনুমান তোরণের উপরে নিজের তেজোময় কিরণে মণ্ডিত হয়ে উদয়াচলে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার শক্তি, বল, গতিবেগ, বুদ্ধি, উৎসাহ, শরীর এবং বাহুদ্বয় অসাধারণ ছিল।

তং সমীক্ষ্যৈব তে সর্বে দিক্ষু সর্বাস্ববস্থিতাঃ॥ ২১
তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ।

শ্রীহনুমানকে দেখে চতুর্দিকে প্রস্তুত রাক্ষসেরা ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে করতে তার কাছাকাছি পড়ল।

তস্য পঞ্চায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ সিতাঃ পীতমুখাঃ শরাঃ।
শিরস্যুৎপলপত্রাভা দুর্ধরেণ নিপাতিতাঃ।

নিকটস্থ হয়ে সেনাপতি দুর্ধর প্রথমে শ্রীহনুমানের মস্তকে পাঁচটি লৌহবাণ নিক্ষেপ করল। সেগুলি মর্মভেদী এবং সুতীক্ষ্ণ। অগ্রভাগে সোনার জল দেওয়া যাতে শরগুলির মুখ হরিদ্রা বর্ণের মতো দেখাচ্ছিল। পাঁচটি বাণ শ্রীহনুমানের কপালে প্রস্ফুটিত কমলদলের শোভা পাচ্ছিল।

স তৈঃ পঞ্চভিরাবিদ্ধঃ শরৈঃ শিরসি বানরঃ।
উৎপপাত নদন্ ব্যোম্নি দিশো দশ বিনাদয়ন্।

মস্তকে সেই পঞ্চ তীরের গভীর আঘাতে বানর শ্রীহনুমান নিজের ভীষণ গর্জনে দশ দিক নিনাদিত করতে করতে আকাশের উপরিভাগে উল্লম্ফন করলেন।

ততস্তু দুর্ধরো বীরঃ সরথঃ সজ্যকার্মুকঃ।
কিরন্ শরশতৈর্নৈকৈরভিপেদে মহাবলঃ।

তখন রথের উপরে আরূঢ় মহাবলী সেনাপতি ধনুকের টংকারে শত শত বাণ বর্ষণ করতে করতে শ্রীহনুমানকে তাড়না করতে লাগল।

স কপির্বারয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবর্ষিণম্।
বৃষ্টিমন্তং পয়োদান্তে পয়োদমিব মারুতঃ।

আকাশে দণ্ডায়মান সেই বানরবীর শ্রীহনুমান নিজ হুংকারনিনাদে বানবর্ষণকারী দুর্ধরকে নিরস্ত করলেন, যেমন করে বর্ষাকালের শেষে বাদল মেঘকে বায়ু নিরস্ত করে।

অর্দ্যমানস্ততস্তেন দুর্ধরেণানিলাত্মজঃ।
চকার নিনদং ভূয়ো ব্যবর্ধত চ বীর্যবান্।

আবার 'দুর্ধর' বাণ নিক্ষেপ করে শ্রীহনুমানকে অতিশয় পীড়িত করতে লাগল, তখন তিনি পরাক্রমী পবনকুমার পুনরায় বিকট গর্জনে নিজের শরীরকে বর্ধিত করতে লাগলেন।

স দূরং সহসোৎপত্য দুর্ধরস্য রথে হরিঃ।
নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরাবিব।

অতঃপর, সেই মহাবেগবান বানরবীর অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠে সহসা দুর্ধর-এর রথের উপর প্রবল বেগে নিপতিত হলেন, যেন বিদ্যুৎরাশি পর্বতে

(আকাশ থেকে) এসে পড়ল।

ততঃ স মথিতাষ্টাশ্বং রথং ভগ্নাক্ষকূবরম্।
বিহায় ন্যপতদ্ ভূমৌ দুর্ধরস্ত্যক্তজীবিতঃ॥ ২৮

শ্রীহনুমানের পতনের বেগভারে রথের আটটি অশ্ব মথিত হয়ে গেল, রথের ধুরী এবং কাষ্ঠের কূবর (ধুরীকে ধারণ করে রথের যে অংশটি) ভেঙ্গে গেল এবং 'দুর্ধর' নষ্ট রথ থেকে প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল।

তং বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
তৌ জাতরোষৌ দুর্ধর্ষাবুৎপেততুররিন্দমৌ॥ ২৯

'দুর্ধর' কে ধরাশায়ী দেখে শত্রুদের সংহারক দুর্ধর্ষ বীর বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ-এর ভীষণ ক্রোধ জন্মাল। তারা দুজনে আকাশে উল্লম্ফন করল।

স তাভ্যাং সহসোৎপ্লুত্য বিষ্ঠিতো বিমলেঽম্বরে।
মুদ্গরাভ্যাং মহাবাহুর্বক্ষস্যভিহতঃ কপিঃ॥ ৩০

সহসা উল্লম্ফন করে তারা আকাশে দণ্ডায়মান হল এবং মহাবাহু কপিবরের বক্ষে মুদ্গর প্রহার করল।

তয়োর্বেগবতোর্বেগং নিহত্য স মহাবলঃ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ॥ ৩১

সেই দুই বেগবান বীরের গতিবেগকে ব্যর্থ করে দিয়ে মহাবলী শ্রীহনুমান বেগবান গরুড়ের মতো পুনরায় পৃথিবীতে নেমে এলেন।

স সালবৃক্ষমাসাদ্য সমুৎপাট্য চ বানরঃ।
তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাত্মজঃ॥ ৩২

তথায় বানরশিরোমণি পবনকুমার একটি শাল বৃক্ষ দেখে, সেটিকে সমুৎপাটিত করে দুর্ধর্ষ ও বিরূপাক্ষকে প্রহারে নিধন করলেন।

ততস্তাংস্ত্রীন্ হতান্ জ্ঞাত্বা বানরেণ তরস্বিনা।
অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রঘসো বলী॥ ৩৩
ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্যবান্।
একতঃ কপিশার্দূলং যশস্বিনমবস্থিতৌ॥ ৩৪

সেই বেগবান বানরবীরের দ্বারা তিন রাক্ষসের (দুর্ধর, দুর্ধর্ষ ও বিরূপাক্ষ নামক তিন সেনাপতির) নিধন প্রত্যক্ষ করে প্রচণ্ড বেগশালী বলবান বীর প্রঘস সহাস্যে পবনকুমারের অভিমুখে ধাবিত হল। অন্যদিক থেকে পরাক্রান্ত বীর ভাসকর্ণও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে শূল হস্তে তথায় এল। এই দুই বীর কপিশার্দূলের নিকটে এসে একসঙ্গে বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

পট্টিশেন শিতাগ্রেণ প্রঘসঃ প্রত্যপোথয়ৎ।
ভাসকর্ণশ্চ শূলেন রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্॥ ৩৫

'প্রঘস' ধারালো পট্টিশ দিয়ে এবং রাক্ষস 'ভাসকর্ণ' শূলের সাহায্যে কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমানকে প্রহার করল।

স তাভ্যাং বিক্ষতৈর্গাত্রৈরসৃগ্দিগ্ধতনূরুহঃ।
অভবদ্ বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্যসমপ্রভঃ॥ ৩৬

দুই রাক্ষস বীরের শস্ত্র প্রহারে কপিবরের শরীরের কোনো কোনো অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল ; শরীরের রোমরাশি রুধিরে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন ক্রোধান্বিত বানরবীর প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো অরুণরাগে শোভিত হতে লাগলেন।

সমুৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগব্যালপাদপম্।
জঘান হনুমান্ বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।
গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্তৌ বভূবতুঃ॥ ৩৭

তদনন্তর মৃগ, সর্প এবং বৃক্ষাদি সহিত এক সম্পূর্ণ পর্বতশিখর উৎপাটিত করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান দুই রাক্ষস সেনাপতিকে নিধন করলেন। পর্বত শৃঙ্গের আঘাতে সেই বীরদ্বয়ের শরীর তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল।

ততস্তেষ্ববসন্নেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু।
বলং তদবশেষং তু নাশয়ামাস বানরঃ॥ ৩৮

এইভাবে সেই পাঁচজন সেনাপতির মৃত্যু হলে শ্রীহনুমান অবশিষ্ট সৈন্যদেরও বধ করলেন।

অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধৈর্যোধান্ রথৈ রথান্।
স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্॥ ৩৯

যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের নিধন করেছিলেন, সেইভাবে বানরবীর শ্রীহনুমান অশ্বসমূহের দ্বারা অশ্বসকলকে, হস্তীবলের দ্বারা হস্তীসমূহকে, যোদ্ধগণ কর্তৃক যোদ্ধা সমুদায়কে এবং রথরাজির দ্বারা রথরাজিকে বিনষ্ট করলেন।

হয়ৈর্নাগৈস্তুরঙ্গৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ।
হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ॥ ৪০

মৃত হস্তীসমূহে, তীব্রগামী মৃত অশ্বসমূহে, ভগ্নধুরী বিশাল বিশাল রথরাজিতে এবং যুদ্ধে নিহত রাক্ষসগণের শবদেহে তথাকার সমগ্র ভূমি চারিদিক থেকে গমনাগমনের

অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

ততঃ কপিস্তান্ ধ্বজিনীপতীন্ রণে
নিহত্য বীরান্ সবলান্ সবাহনান্।
তথৈব বীরঃ পরিগৃহ্য তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥ ৪১

এইপ্রকারে সেনা ও বাহনসহিত সেই পাঁচ সেনাপতি বীর রাক্ষসকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুর দ্বারে পাঠিয়ে, মহাবীর শ্রীহনুমান পুনরায় যুদ্ধের জন্য তোরণের উপরে এসে দণ্ডায়মান হলেন। সেই সময় তিনি প্রাণ সংহারকারী উদ্যত যমরাজের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

রাক্ষসরাজ রাবণপুত্র অক্ষকুমারের যুদ্ধে পরাক্রম ও তার নিধন

সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্
হনূমতা সানুচরান্ সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং
কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক অনুচর ও রথাদি বাহন সহ পঞ্চ সেনাপতির নিধন বার্তা শ্রবণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ সম্মুখে উপবিষ্ট যুদ্ধোন্মুখ রাজপুত্র অক্ষকুমার এর প্রতি উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ
প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ ॥ ২

বলবান ও স্বর্ণধনুর্ধর অক্ষকুমার পিতার দৃষ্টিপাত মাত্রে অনুপ্রেরিত হয়ে রাজসভায় প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উঠে দাঁড়াল। সেই সময় তাকে মুখ্য হোতার দ্বারা ঘৃতাহুতিকৃত অগ্নির তুল্য দেদীপ্যমান দেখাচ্ছিল।

ততো মহান্ বালদিবাকরপ্রভং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালসন্ততম্।
রথং সমাস্থায় যযৌ স বীর্যবান্
মহাহরিং তং প্রতি নৈর্ঋতর্ষভঃ ॥ ৩

তদনন্তর মহাপরাক্রমী এবং প্রভাত অরুণের মতো কান্তিমান অক্ষকুমার স্বর্ণজালিকা বিজড়িত রথোপরি আরূঢ় হয়ে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের অভিমুখে যাত্রা করল।

ততস্তপঃসংগ্রহসঞ্চয়ার্জিতং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালচিত্রিতম্।
পতাকিনং রত্নবিভূষিতধ্বজং
মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্ ॥ ৪

সুরাসুরাধৃষ্যমসঙ্গচারিণং
তড়িৎপ্রভং ব্যোমচরং সমাহিতম্।
সতূণমষ্টাসিনিবদ্ধবন্ধুরং
যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্ ॥ ৫

বিরাজমানং প্রতিপূর্ণবস্তুনা
সহেমদাম্না শশিসূর্যবর্চসা।
দিবাকরাভং রথমাস্থিতস্ততঃ
স নির্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ ॥ ৬

সেই রথ কঠিন ছিল তপস্যালব্ধ। তপ্ত কাঞ্চনের উজ্জ্বল জালিকায় মণ্ডিত ; পতাকাযুক্ত ছিল সেই রথ। রত্ন বিভূষিত ধ্বজদণ্ড শোভিত রথটি মনের সমান গতি সম্পন্ন ও অষ্ট অশ্ব দ্বারা সংযুক্ত ছিল। দেবতা অথবা অসুরেরা সেই রথকে ধ্বংস করতে অপারগ ছিলেন। তার তীব্রগতি ভূমি স্পর্শ করত না। আকাশেও বিচরণ করতে সমর্থ রথটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হত এবং তা সর্ববিধ সমরোপকরণে সুসজ্জিত ছিল। তূণসমূহে ও অষ্ট তলোয়ারে সপ্রস্তুত রথ অধিকতর শোভা পাচ্ছিল এবং যথাস্থানে শক্তি

ও তোমর প্রমুখ অস্ত্র-শস্ত্র তথায় ক্রমান্বয়ে রক্ষিত ছিল। রাজকুমার অক্ষ দেবতাদের মতো বিক্রমশালী এবং সূর্যের ন্যায় কান্তিমান ছিল। সে চন্দ্র ও সূর্যের মতো ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান সর্ববিধ যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত ও স্বর্ণমালিকাসমূহে মণ্ডিত রথে আরূঢ় হয়ে যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হল।

স পূরয়ন্ খং চ মহীং চ সাচলাং
তুরঙ্গমাতঙ্গমহারথস্বনৈঃ।
বলৈঃ সমেতৈঃ সহতোরণস্থিতং
সমর্থমাসীনমুপাগমৎ কপিম্ ॥ ৭

অশ্বসমূহ, হস্তিসমূহ এবং রথাদির তুমুল শব্দে সাচলা (অর্থাৎ সপর্বত) পৃথিবী ও নভঃস্থল পরিপূর্ণ করে সসৈন্যে অক্ষকুমার তোরণদ্বারে অপেক্ষারত বীর মহাকপি শ্রীহনুমানের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল।

স তং সমাসাদ্য হরিং হরীক্ষণো
যুগান্তকালাগ্নিমিব প্রজাক্ষয়ে।
অবস্থিতং বিস্মিতজাতসম্ভ্রমং
সমৈক্ষতাক্ষো বহুমানচক্ষুষা ॥ ৮

সিংহনেত্র অক্ষকুমার তথায় এসে প্রলয়কালে প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী অপেক্ষমান শ্রীহনুমানকে অত্যন্ত সগর্ব দৃষ্টিতে দেখল।

স তস্য বেগং চ কপের্মহাত্মনঃ
পরাক্রমং চারিষু রাবণাত্মজঃ।
বিচারয়ন্ স্বং চ বলং মহাবলো
যুগক্ষয়ে সূর্য ইবাভিবর্ধত ॥ ৯

মহাত্মা কপিবরের বেগবত্তা ও শত্রুসমক্ষে তাঁর পরাক্রম এবং অপরপক্ষে নিজের সমরশক্তি বিবেচনা করে মহাবলী অক্ষকুমার যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় উদ্দীপনায় প্রবর্ধিত হতে লাগল।

স জাতমন্যুঃ প্রসমীক্ষ্য বিক্রমং
স্থিতঃ স্থিরঃ সংযতি দুর্নিবারণম্।
সমাহিতাত্মা হনুমন্তমাহবে
প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১০

শ্রীহনুমানের পরাক্রমে দৃষ্টিপাত করে অক্ষকুমারের ক্রোধ জন্মাল। তখন সুস্থির অবস্থানে থেকে একাগ্র চিত্তে তিনটি সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ দ্বারা সে অজেয় শ্রীহনুমানকে যুদ্ধে প্ররোচিত করল।

ততঃ কপিং তং প্রসমীক্ষ্য গর্বিতং
জিতশ্রমং শত্রুপরাজয়োচিতম্।
অবৈক্ষতাক্ষঃ সমুদীর্ণমানসঃ
সবাণপাণিঃ প্রগৃহীতকার্মুকঃ ॥ ১১

তদনন্তর, হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করে অক্ষকুমার বিবেচনা করলেন—এই কপি গর্বিত, (পূর্ব পূর্ব) যুদ্ধশ্রমের ক্লেশমুক্ত এবং শত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ। অক্ষকুমার শ্রীহনুমানকে উৎসাহে পরিপূর্ণ মানসিকতায় দেখতে পেল।

স হেমনিষ্কাঙ্গদচারুকুণ্ডলঃ
সমাসসাদাশুপরাক্রমঃ কপিম্।
তয়োর্বভূবাপ্রতিমঃ সমাগমঃ
সুরাসুরাণামপি সম্ভ্রমপ্রদঃ ॥ ১২

গলায় সুবর্ণ পদক, বাহুতে বাজুবন্ধ ও কর্ণে মনোহর কুণ্ডল পরিধান করে সেই শীঘ্রগতি বীর রাবণকুমার শ্রীহনুমানের সমীপবর্তী হল। তখন উভয়ের মধ্যে যে সংগ্রাম হয়েছিল, তার তুলনা হয় না। সেই যুদ্ধ দেবতা ও অসুর—উভয়ের মনে ভীতি সঞ্চারকারী হয়েছিল।

ররাস ভূমির্ন ততাপ ভানুমান্
ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।
কপেঃ কুমারস্য চ বীর্যসংযুগং
ননাদ চ দ্যৌরুদধিশ্চ চুক্ষুভে ॥ ১৩

অক্ষকুমার এবং শ্রীহনুমানের মধ্যে সেই সংগ্রাম পর্যবেক্ষণ করে পৃথ্বী আর্তনাদ করতে লাগল, সূর্য তাপ দেওয়া বন্ধ করল, বায়ু বইল না (অর্থাৎ নিরুদ্ধ হয়ে গেল), পর্বত প্রকম্পিত হল এবং আকাশ বজ্রনিনাদ করল ও জলভাগ (অর্থাৎ সমুদ্র) সংক্ষোভিত (অত্যন্ত উর্মি-মুখর) হল।

স তস্য বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ
সুবর্ণপুঙ্খান্ সবিষানিবোরগান্।
সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববি-
চ্ছরানথ ত্রীন্ কপিমূর্ধ্ন্যতাড়য়ৎ ॥ ১৪

অক্ষকুমার লক্ষ্যভেদ, শরসন্ধান ও শরনিক্ষেপে অতি অভিজ্ঞ ছিল। সেই বীর, বিষধর সর্পের তুল্য সুবর্ণ পক্ষ সমন্বিত, শাণিত শোভন অগ্রমুখযুক্ত ও পালকসজ্জিত বাণসমূহের তিনটি শর শ্রীহনুমানের শিরোদেশে নিক্ষেপ করল।

স তৈঃ শরৈর্মূর্ধ্নি সমং নিপাতিতৈঃ
ক্ষরন্নসৃগ্দিগ্ধবিবৃত্তনেত্রঃ।
নবোদিতাদিত্যনিভঃ শরাংশুমান্

বারাজতাদিত্য ইবাংশুমালিকঃ ॥ ১৫

সেই বাণত্রয়ের আঘাত শ্রীহনুমানের মস্তকে একত্রে এসে পড়ল, সেই সকল ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তাঁর নেত্রযুগল রুধিরস্নাত হয়ে (ক্রোধে) বিঘূর্ণিত হতে লাগল এবং তিনি সায়করূপ কিরণজালে অংশুমালী নবারুণ আদিত্যের তুল্য বিরাজ করতে লাগলেন।

ততঃ প্লবঙ্গাধিপমন্ত্রিসত্তমঃ
সমীক্ষ্য তং রাজবরাত্মজং রণে।
উদগ্রচিত্রায়ুধচিত্রকার্মুকং
জহর্ষ চাপূর্যত চাহবোন্মুখঃ ॥ ১৬

তদনন্তর, বানররাজ সুগ্রীবের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজের পুত্র অক্ষকুমারকে শ্রেষ্ঠ ও অতি উত্তম বিচিত্র-আয়ুধ এবং অদ্ভুত ধনুক ধারণ করতে দেখে সহর্ষ উৎসাহে ভরপুর হয়ে উঠলেন, আর যুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে স্বকীয় শরীর বর্ধিত করতে লাগলেন।

স মন্দরাগ্রস্থ ইবাংশুমালী
বিবৃদ্ধকোপো বলবীর্যসংবৃতঃ।
কুমারমক্ষং সবলং সবাহনং
দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিস্তদা ॥ ১৭

বলবীর্য সম্পন্ন শ্রীহনুমানের ক্রোধ বর্ধিত হল। তিনি মন্দার পর্বতের শৃঙ্গে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো তদীয় নয়নবহ্নিতে সসৈন্য ও রথাদি সবাহন অক্ষকুমারকে যেন দগ্ধ করতে লাগলেন।

ততঃ স বাণাসনশক্রকার্মুকঃ
শরপ্রবর্ষো যুধি রাক্ষসাম্বুদঃ।
শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে
বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে ॥ ১৮

তখন, মেঘ যেমন শ্রেষ্ঠ (উচ্চ) পর্বতোপরি জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ সমরাঙ্গনে ইন্দ্রধনুরূপী শরাসনে সজ্জিত সেই মেঘতুল্য রাক্ষসকুমার বাণবর্ষণ করে পর্বতরূপ হনুমানের উপর তীব্র বেগে শরবৃষ্টি করতে লাগল।

কপিস্ততস্তং রণচণ্ডবিক্রমং
প্রবৃদ্ধতেজোবলবীর্যসায়কম্ ।
কুমারমক্ষং প্রসমীক্ষ্য সংযুগে
ননাদ হর্ষাদ্ ঘনতুল্যনিঃস্বনঃ॥ ১৯

রণভূমিতে অক্ষকুমারের পরাক্রম অতিশয় প্রচণ্ডরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। তার তেজ, বল, পরাক্রম এবং শরসমূহ সমস্ত কিছুই অপরিমিত ছিল। যুদ্ধে রাক্ষসকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শ্রীহনুমান হর্ষ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করলেন।

স বালভাবাদ্ যুধি বীর্যদর্পিতঃ
প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।
সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং
গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ ॥ ২০

সমরাঙ্গনে যৌবনের মদগর্বে গর্বিত অক্ষকুমার শ্রীহনুমানের গর্জন শ্রবণে ক্রোধান্বিত হল। তার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে বালকসুলভ অনভিজ্ঞতা হেতু অতুল পরাক্রমী শ্রীহনুমানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অগ্রসর হল, যেমন করে কোনো হস্তী তৃণাচ্ছাদিত (ছন্ন) কূপের দিকে (পায়ে পায়ে) এগিয়ে চলে।

স তেন বাণৈঃ প্রসভং নিপাতিতৈ-
শ্চকার নাদং ঘননাদনিঃস্বনঃ।
সমুৎসহেনাশু নভঃ সমারুজন্
ভুজোরুবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ ॥ ২১

অক্ষকুমারের তীব্র বেগে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে বিদ্ধ হয়ে শ্রীহনুমান সোৎসাহে আকাশ মথিত করে মেঘের গম্ভীর নাদের তুল্য ভীষণ গর্জন করলেন। সেই সময় বাহুদ্বয় ও উরু প্রক্ষেপণ শ্রীহনুমানকে অতি ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

তমুৎপতন্তং সমভিদ্রবদ্ বলী
স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।
রথী রথশ্রেষ্ঠতরঃ কিরন্ শরৈঃ
পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্মবৃষ্টিভিঃ ॥ ২২

তাঁকে উল্লম্ফনে আকাশে উঠতে দেখে রথিশ্রেষ্ঠ রথারূঢ় বলবান প্রতাপশালী এবং রাক্ষসশিরোমণি বীর শরবর্ষণ করতে করতে তাঁর অনুধাবন করল। তৎকালে মনে হচ্ছিল যেন পর্বতের উপরে মেঘে ঘনঘটা শিলাবৃষ্টি করে চলছে।

স তাঞ্ছরাংস্তস্য হরির্বিমোক্ষয়ং-
শ্চচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে।
শরান্তরে মারুতবদ্ বিনিষ্পতন্
মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৩

সেইসকল বর্ধিত শরসমূহের অন্তবর্তী বায়ুমার্গে

অক্ষকুমার কর্তৃক শরবর্ষণকে ব্যর্থ করে শ্রীহনুমান দুটি শরের মধ্যে সূক্ষ্মপথচারী বায়ুর ন্যায় মনের সমান বেগে (শরজাল থেকে) বিনির্গত হতে লাগলেন।

ততস্তবাণাসনমাহবোন্মুখং
খমাস্তৃণন্তং বিবিধৈঃ শরোত্তমৈঃ।
অবৈক্ষতাক্ষং বহুমানচক্ষুষা
জগাম চিন্তাং স চ মারুতাত্মজঃ ॥ ২৪

যুদ্ধের জন্য উন্মুখ অক্ষকুমার হস্তে ধনুঃ ধারণ করে নানাবিধ শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আকাশ আচ্ছন্ন করতে লাগল। পবনকুমার শ্রীহনুমান অক্ষকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মনে মনে কিছু চিন্তা করতে লাগলেন।

ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ
কুমারবর্যেণ মহাত্মনা নদন্।
মহাভুজঃ কর্মবিশেষতত্ত্ববিদ্
বিচিন্তয়ামাস রণে পরাক্রমম্ ॥ ২৫

ইতিমধ্যে মহাত্মা বীর অক্ষকুমার কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে বাহুদ্বয়ের অন্তবর্তী বক্ষে গভীর আঘাত প্রাপ্ত, সময়োচিত কর্মে কুশল, বানরবীর শ্রীহনুমান যুদ্ধকালীন পরাক্রম প্রকাশের নিমিত্ত এই প্রকার বিচার বিবেচনা করলেন—

অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ
করোত্যয়ং কর্ম মহন্মহাবলঃ।
ন চাস্য সর্বাহবকর্মশালিনঃ
প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে ॥ ২৬

'এই মহাবলশালী অক্ষকুমার অরুণার্কের তুল্য তেজস্বী এবং বালকতুল্য হয়েও অবালকসুলভ সুকঠিন কর্ম সম্পাদন করছে। সকল প্রকার যুদ্ধকর্মে নিপুণ এই রাক্ষসকুমারের এস্থানে নিধনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।

অয়ং মহাত্মা চ মহাংশ্চ বীর্যতঃ
সমাহিতশ্চাতিসহশ্চ সংযুগে।
অসংশয়ং কর্মগুণোদয়াদয়ং
সনাগয়ক্ষৈর্মুনিভিশ্চ পূজিতঃ ॥ ২৭

'এই কুমার মহাত্মা এবং অতিশয় শৌর্যবীর্যবান। যুদ্ধে একাগ্র-চিত্ত ও শত্রুপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত রণক্লেশ সহ্য করতে সমর্থ। নিঃসন্দেহে আপন কর্ম-কুশলতা ও গুণাবলীতে এই বীর নাগ, যক্ষ এবং মুনিগণের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

পরাক্রমোৎসাহবিবৃদ্ধমানসঃ
সমীক্ষতে মাং প্রমুখোঽগ্রতঃ স্থিতঃ।
পরাক্রমো হ্যস্য মনাংসি কম্পয়েৎ
সুরাসুরাণামপি শীঘ্রকারিণঃ ॥ ২৮

'পরাক্রম ও রণোৎসাহে এর মন এখন সম্প্রসারিত হয়ে আছে। সে আমার দিকে মুখ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। অতিশয় শীঘ্রতায় যুদ্ধ করতে সক্ষম এর পরাক্রম দেবতা অথবা অসুরদেরও হৃদয় কম্পিত করতে পারে।

ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ
পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্ধতে।
প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে
ন বর্ধমানোঽগ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥ ২৯

'কিন্তু অক্ষকে যদি উপেক্ষা করি, তাহলে সে আমাকে পরাস্ত না করে ছাড়বে না, কেননা সংগ্রামে ইহার পরাক্রম ও মনোবল ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। অতএব আজই একে বধ করা আমার উচিত মনে হচ্ছে, কেননা ক্রমাগত অভিবর্ধিত অগ্নিকে কখনও উপেক্ষা করা ভালো নয়।'

ইতি প্রবেগং তু পরস্য তর্কয়ন্
স্বকর্মযোগং চ বিধায় বীর্যবান্।
চকার বেগং তু মহাবলস্তদা
মতিং চ চক্রেঽস্য বধে তদানীম্ ॥ ৩০

এইপ্রকারে শত্রুর আক্রমনের গতিবেগ বিচারপূর্বক তার প্রতিকারের জন্য আপন কর্তব্য স্থির করে মহান বল ও পরাক্রমসম্পন্ন শ্রীহনুমান তখন নিজের গতিবেগ বর্ধিত করলেন এবং শত্রুনিধনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

স তস্য তানষ্ট বরান্ মহাহয়ান্
সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্তনে।
জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে
তলপ্রহারৈঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ৩১

পবনকুমার শ্রীহনুমান অক্ষ-এর সদা সপ্রস্তুত, ভারবহনে সক্ষম এবং নানা কৌশলে ভার বহনে সক্ষম এবং নানা কৌশলে দিক্‌পরিবর্তনের শিক্ষায় সুশিক্ষিত আটটি মহৎ অশ্বকে চপেটাঘাতে বায়ুমার্গেই নিধন করলেন।

ততস্তলেনাভিহতো মহারথঃ
স তস্য পিঙ্গাধিপমন্ত্রিনির্জিতঃ।

স ভগ্ননীড়ঃ পরিবৃত্তকূবরঃ
পপাত ভূমৌ হতবাজিরম্বরাৎ ॥ ৩২

তদনন্তর, বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী শ্রীহনুমান অক্ষকুমারের সুবিশাল রথটিকে করাঘাতে ধ্বংস করলেন এবং ভগ্নাসন ও পরিবৃত্ত চক্রদণ্ড সেই রথ থেকে মৃতাশ্বসহ মাটিতে এসে পড়ল।

স তং পরিত্যজ্য মহারথো রথং
সকার্মুকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতন্।
ততোঽভিযোগাদৃষিরুগ্রবীর্যবান্
বিহায় দেহং মরুতামিবালয়ম্ ॥ ৩৩

তখন মহারথী অক্ষকুমার ধনুক ও তলোয়ার হাতে রথ ছেড়ে অন্তরীক্ষে উড়তে লাগল, যেন কোনো উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি যৌগিক উপায়ে শরীর মোচনপূর্বক স্বর্গলোকের অভিমুখে যাত্রারত।

কপিস্ততস্তং বিচরন্তমম্বরে
পতত্রিরাজানিলসিদ্ধসেবিতে।
সমেত্য তং মারুতবেগবিক্রমঃ
ক্রমেণ জগ্রাহ চ পাদয়োর্দৃঢ়ম্ ॥ ৩৪

সেইসময়, বায়ুর সমান বেগ এবং পরাক্রমী কপিবর শ্রীহনুমান পক্ষিরাজ গরুড়, বায়ু ও সিদ্ধগণসেবিত ব্যোমমার্গে অক্ষকুমারের কাছে পৌঁছে ক্রমশঃ তার পদদ্বয় দৃঢ়ভাবে অধিগ্রহণ করলেন।

স তং সমাবিধ্য সহস্রশঃ কপি-
র্মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ।
মুমোচ বেগাৎ পিতৃতুল্যবিক্রমো
মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ ॥ ৩৫

পক্ষিরাজ গরুড় কর্তৃক ধৃত মহাসর্পের ন্যায় বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান অক্ষকুমারকে সহস্রবার শূন্যে ঘূর্ণিত করলেন এবং তৎপরে, বায়ুদেবের তুল্য বিক্রমশালী সেই কপিশ্রেষ্ঠ তাকে প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করলেন।

স ভগ্নবাহূরুকটীপয়োধরঃ
ক্ষরন্নসৃঙ্নির্মথিতাস্থিলোচনঃ।
সম্ভগ্নসন্ধিঃ প্রবিকীর্ণবন্ধনো
হতঃ ক্ষিতৌ বায়ুসুতেন রাক্ষসঃ ॥ ৩৬

ভূমিতে পতিত হয়ে (অক্ষকুমারের) বাহুদ্বয়, জঙ্ঘা, কোমর ও বক্ষদেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল; রুধির ধারা বইতে লাগল শরীরের অস্থিসমূহ চূর্ণমান হয়ে গেল, চোখ বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এল, অস্থি-সন্ধি ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল এবং পেশীবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল।

মহাকপির্ভূমিতলে নিপীড্য তং
চকার রক্ষোঽধিপতের্মহদ্ভয়ম্।
মহর্ষিভিশ্চক্রচরৈঃ সমাগতৈঃ
সমেত্য ভূতৈশ্চ সযক্ষপন্নগৈঃ।
সুরৈশ্চ সেন্দ্রৈর্ভৃশজাতবিস্ময়ৈ-
র্হতে কুমারে স কপির্নিরীক্ষিতঃ ॥ ৩৭

তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে মহাকপি শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের মনে ভীষণ ভয় জন্মালেন। অক্ষের নিধনের পরে নক্ষত্রমণ্ডলে অবাধে বিচরণশীল মহর্ষিগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, ভূতবৃন্দ এবং ইন্দ্রের সহিত দেবতা সকল সেখানে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে শ্রীহনুমানকে দর্শন করলেন।

নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে
কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষণম্।
তদেব বীরোঽভিজগাম তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥ ৩৮

যুদ্ধে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের তুল্য পরাক্রমী এবং রক্তাভ সুচারু নয়নসম্পন্ন অক্ষকুমারকে বধ করে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রজা) সংহারে উদ্যত মহাকালের ন্যায় পুনরায় যুদ্ধের প্রতীক্ষায় বাটিকার তোরণদ্বারে চলে এলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

ইন্দ্রজিৎ এবং শ্রীহনুমানের সমর, ইন্দ্রজিতের দিব্যাস্ত্রের বন্ধনে বন্দী হয়ে শ্রীহনুমানের রাক্ষসরাজ রাবণের দরবারে উপস্থিত হওয়া

রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
হনূমতাক্ষে নিহতে কুমারে।
মনঃ সমাধায় স দেবকল্পং
সমাদিদেশেন্দ্রজিতং সরোষঃ ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক অক্ষকুমারের নিধনের পর রাক্ষসরাজ রাবণ কোনোপ্রকারে মনঃস্থির করে দেবতুল্য পরাক্রমী কুমার ইন্দ্রজিৎকে সরোষে এইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

ত্বমস্ত্রবিচ্ছস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ
সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্মা
পিতামহারাধনসঞ্চিতাস্ত্রঃ ॥ ২

'পুত্র ! তুমি ব্রহ্মার তপস্যা করে অনেক প্রকার অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছ। তুমি অস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা ও অসুরগণকেও শোক প্রদানে সমর্থ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাগণের দ্বারা তোমার শক্তি পরীক্ষিত হয়েছে।

ত্বদস্ত্রবলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং সুরেশ্বরসমাশ্রিতাঃ॥ ৩

'যেহেতু তোমার অস্ত্রের শক্তি অজেয় সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সমর্থিত হলেও সকল দেবতা অথবা সকল মরুদ্‌গণ, কেউই তোমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে দাঁড়াতে পারবে না।

ন কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগে ন গতশ্রমঃ।
ভুজবীর্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ।
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ॥ ৪

'তুমি ব্যতীত এমন কেউ নেই যে তিন লোকেই (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল-এ) যুদ্ধ করেছে। তুমি খুবই বুদ্ধিমান এবং নিজের বাহুবল ও তপোবল দ্বারা স্বয়ং সুরক্ষিত এবং দেশ ও কাল অনুরূপ কার্যসাধনে পারদর্শী।

ন তেঽস্ত্যশক্যং সমরেষু কর্মণাং
ন তেঽস্ত্যকার্যং মতিপূর্বমন্ত্রণে।
ন সোঽস্তি কশ্চিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু
ন বেদ যস্তেঽস্ত্রবলং বলং চ ॥ ৫

'যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তোমার বুদ্ধিদীপ্ত বিবেচনার শক্তিতে কোনো কর্মসম্পাদন তুমি অসম্ভব মনে কর না। ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই, যে তোমার শারীরিক ক্ষমতা এবং অস্ত্রবল সম্বন্ধে অবগত নয়।

মমানুরূপং তপসো বলং চ তে
পরাক্রমশ্চাস্ত্রবলং চ সংযুগে।
ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দে
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্ ॥ ৬

'তোমার তপোবল, যুদ্ধবিষয়ক পরাক্রম এবং অস্ত্রবল আমার সমকক্ষ। যুদ্ধস্থলে তোমাকে পেয়ে আমার মন কোনদিন দুঃখ বা বিষাদগ্রস্ত হয় না, কেননা আমি এই বিশ্বাস রাখি যে তোমার পক্ষেই বিজয়ী হবে।

নিহতাঃ কিঙ্করাঃ সর্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ।
অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চ সেনাগ্রগামিনঃ॥ ৭

'কিঙ্কর উপাধিযুক্ত সব রাক্ষস নিহত হয়েছে, সাতজন মন্ত্রীপুত্র এবং পঞ্চ সেনাপতিও মৃত্যু বরণ করেছে।

বলানি সুসমৃদ্ধানি সাশ্বনাগরথানি চ।
সহোদরস্তে দয়িতঃ কুমারোঽক্ষশ্চ সূদিতঃ।
ন তু তেষ্বেব মে সারো যস্ত্বয্যরিনিষূদন॥ ৮

'তাদের সাথে সাথে হস্তী, অশ্ব ও রথাদি এবং অত্যন্ত পরাক্রমী সৈন্যবলও বিনষ্ট হয়েছে। তোমার সহোদর ভ্রাতা ও বন্ধু অক্ষকুমার নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে অতুল্য শক্তি বিদ্যমান ছিল না, যা অরিন্দম তোমার মধ্যে আছে।

ইদং চ দৃষ্ট্বা নিহতং মহদ্ বলং
কপেঃ প্রভাবং চ পরাক্রমং চ।
ত্বমাত্মনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সারং
কুরুষ্ব বেগং স্ববলানুরূপম্ ॥ ৯

'এইভাবে স্বপক্ষে বিশাল সৈন্যদলের সংহার এবং সেই বানরের শক্তি, পরাক্রম ও বীরত্বকে পর্যবেক্ষণ করে তুমি নিজের ক্ষমতা বিচার করবে এবং তৎপরে শক্তি

অনুযায়ী প্রযত্ন করবে।

বলাবমর্দস্ত্বয়ি সন্নিকৃষ্টে
যথা গতে শাম্যতি শান্তশত্রৌ।
তথা সমীক্ষ্যাত্মবলং পরং চ
সমারভস্বাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ ॥ ১০

'অস্ত্রধারিগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি শত্রুদেরকে সংযত করতে সমর্থ। নিজের এবং অরিপক্ষের বল ও বীরত্ব বিচার-বিবেচনা করে তুমি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করবে যাতে যুদ্ধভূমিতে তুমি উপস্থিত হলে আমার সৈন্যবলের ক্ষয়-ক্ষতি থমকে যায়।

ন বীর সেনা গণশো চ্যবন্তি
ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।
ন মারুতস্যাস্তি গতিপ্রমাণং
ন চাগ্নিকল্পঃ করণেন হন্তুম্ ॥ ১১

'বীরবর ! তুমি তোমার সাথে সৈন্যদল নিও না ; কেননা, অনেক সৈন্য পালিয়ে যায় এবং অনেকে মারা যায়। বিশালশক্তিশালী বজ্রাস্ত্রেরও দরকার নেই ; কেননা, তাও ব্যর্থ হতে পারে। সেই বায়ুপুত্র হনুমানের গতিবেগ ও শক্তির পরিমাপ নেই। সে অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং কোনোপ্রকার উপকরণে নিধনযোগ্য নয়।

তমেবমর্থং প্রসমীক্ষ্য সম্যক্
স্বকর্মসাম্যাদ্ধি সমাহিতাত্মা।
স্মরংশ্চ দিব্যং ধনুষোঽস্য বীর্যং
ব্রজাক্ষতং কর্ম সমারভস্ব ॥ ১২

'এই সকল কথা যথার্থভাবে বিচারপূর্বক, প্রতিপক্ষের পরাক্রমও তোমার অপেক্ষা ন্যূন নয়—এইরূপ বুঝে একাগ্রচিত্ত হবে, (চঞ্চলমতি হবে না)। নিজের এই ধনুকের দৈবীশক্তি মনে রেখে অগ্রসর হও এবং অব্যর্থ কর্ম সম্পাদন করো।

ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বাং সম্প্রেষয়াম্যহম্।
ইয়ং চ রাজধর্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্মতা ॥ ১৩

'হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমান ! আমি তোমাকে যে এইরূপ বিপদের মধ্যে প্রেরণ করছি যদিও তা (স্নেহের দৃষ্টিতে) উচিত নয়, তথাপি আমার বিচার রাজনীতি ও ক্ষাত্র ধর্মের অনুকূল।

নানাশস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম।
অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং বিজয়ো রণে ॥ ১৪

'অরিসূদন ! বীর পুরুষের নানা প্রকার শাস্ত্রে কুশলতা সংগ্রামে অবশ্যই (বুঝে নেওয়ার) প্রয়োজন হয়, সাথে সাথে মনে-প্রাণে যুদ্ধবিজয়ের ইচ্ছাও জাগ্রত থাকা প্রয়োজন।'

ততঃ পিতুস্তদ্বচনং নিশম্য
প্রদক্ষিণং দক্ষসুতপ্রভাবঃ।
চকার ভর্তারমতিত্বরেণ
রণায় বীরঃ প্রতিপন্নবুদ্ধিঃ ॥ ১৫

নিজের পিতৃদেব রাবণের এই কথা শুনে দেবতাদের সমান শক্তিধর বীর মেঘনাদ যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে অতি শীঘ্র রক্ষাধিপ রাবণকে প্রদক্ষিণ করল।

ততস্তৈঃ স্বগণৈরিষ্টৈরিন্দ্রজিৎ প্রতিপূজিতঃ।
যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামং সম্প্রপদ্যত ॥ ১৬

তদনন্তর, রাজসভায় উপস্থিত স্বপক্ষের প্রিয় রাক্ষসগণ কর্তৃক বহুল প্রশংসিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত যুদ্ধের জন্য সোৎসাহে প্রস্তুতিপূর্বক সংগ্রামস্থলে গমনে উদ্যত হল।

শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ।
নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥ ১৭

তখন মনে হল যেন প্রফুল্ল কমলদলের তুল্য আয়ত নেত্রবান ও রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র, মহাতেজস্বী শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র তিথিতে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ন্যায় (সবিশেষ হর্ষ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে) রাজপুরী হতে বহির্গত হল।

স পক্ষিরাজোপমতুল্যবেগৈ-
র্ব্যাঘ্রৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।
রথং সমাযুক্তমসহ্যবেগঃ
সমারুরোহেন্দ্রজিদিন্দ্রকল্পঃ ॥ ১৮

যার গতিবেগ শত্রুপক্ষের জন্য অসহনীয়, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী সেই ইন্দ্রজিৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের মত তীব্রগতিসম্পন্ন ও সুতীক্ষ্ণ দন্তরাজিযুক্ত চারটি সিংহবাহিত রথে আরূঢ় হল।

স রথী ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ শস্ত্রজ্ঞোঽস্ত্রবিদাং বরঃ।
রথেনাভিযযৌ ক্ষিপ্রং হনূমান্ যত্র সোঽভবৎ ॥ ১৯

সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা মহারথী ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণ করে শীঘ্র সেই দিকে যাত্রা করল, যেখানে শ্রীহনুমান যুদ্ধের জন্য অপেক্ষারত

ছিলেন।

স তস্য রথনির্ঘোষং জ্যাস্বনং কার্মুকস্য চ।
নিশম্য হরিবীরোঽসৌ সম্প্রহৃষ্টতরোঽভবৎ॥ ২০

তার রথের গম্ভীর ঘর্ঘরধ্বনি এবং ধনুকের জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণ করে বানরবীর শ্রীহনুমান অতীব উৎসাহ ও হর্ষে পরিপূর্ণ হলেন।

ইন্দ্রজিচ্চাপমাদায় শিতশল্যাংশ্চ সায়কান্।
হনূমন্তমভিপ্রেত্য জগাম রণপণ্ডিতঃ॥ ২১

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ ছিল। সে ধনুঃ ও তীক্ষ্মমুখ শরসমূহে সুসজ্জিত হয়ে শ্রীহনুমানকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হল।

তস্মিংস্ততঃ সংযতি জাতহর্ষে
রণায় নির্গচ্ছতি বাণপাণৌ।
দিশশ্চ সর্বাঃ কলুষা বভূবু-
র্মৃগাশ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ॥ ২২

হৃদয়ে হর্ষ ও উৎসাহ এবং হস্তে ধনুর্বাণ নিয়ে যখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করল, তখন দিকসমূহ ম্লান হয়ে গেল, আর শ্বাপদ জন্তুরা বিভিন্ন স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

সমাগতাস্তত্র তু নাগযক্ষা
মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।
নভঃ সমাবৃত্য চ পক্ষিসঙ্ঘা
বিনেদুরুচ্চৈঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ॥ ২৩

যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার অভিলাষে সেইক্ষণে নাগ, যক্ষ, মহর্ষি ও নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণকারী সিদ্ধগণ এসে পড়লেন এবং নানাবিধ পাখির দল আকাশ পরিব্যাপ্ত করে আনন্দে উচ্চঃস্বরে কল-কাকলি করতে লাগল।

আয়ান্তং স রথং দৃষ্ট্বা তূর্ণমিন্দ্রধ্বজং কপিঃ।
ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্ধত চ বেগবান্॥ ২৪

ইন্দ্রধ্বজযুক্ত রথোপরি অতি বেগে আগুয়ান মেঘনাদকে দেখে বেগবান বানরবীর শ্রীহনুমান অতি উচ্চঃস্বরে গর্জন করলেন এবং নিজের শারীরিক আয়তন বর্ধিত করলেন।

ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাশ্রিতশ্চিত্রকার্মুকঃ।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস তড়িদূর্জিতনিঃস্বনম্॥ ২৫

অন্যদিকে, দিব্য রথে আরূঢ় বিচিত্রধনুর্ধর ইন্দ্রজিৎ বিদ্যুৎনির্ঘোষ তুল্য নিঃস্বনে নিজের ধনুকে টংকার তুলল।

ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ
মহাবলৌ তৌ রণনির্বিশঙ্কৌ।
কপিশ্চ রক্ষোঽধিপতেস্তনূজঃ
সুরাসুরেন্দ্রাবিব বদ্ধবৈরৌ॥ ২৬

অতিশয় তীব্র বেগশালী রণে নিঃশঙ্ক দুই বীর রাক্ষসরাজের পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং অন্যদিকে শ্রীহনুমান সুর ও অসুরের তুল্য চিরবৈরিতা নিয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হলেন।

স তস্য বীরস্য মহারথস্য
ধনুষ্মতঃ সংযতি সম্মতস্য।
শরপ্রবেগং ব্যহনৎ প্রবৃদ্ধ-
শ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ॥ ২৭

অপরিমিত শক্তিশালী শ্রীহনুমান বিশাল শরীরে পিতৃদেব বায়ুর মার্গে বিচরণ করতে করতে বহুযুদ্ধে বিজয়ী সেই ধনুর্ধর মহারথী রাক্ষসবীরের শরজালের গতিকে ব্যর্থ করে দিলেন।

ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্
সুপত্রিণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খান্।
মুমোচ বীরঃ পরবীরহন্তা
সুসন্ততান্ বজ্রসমানবেগান্॥ ২৮

তদনন্তর, শত্রুবীরগণের সংহারক ইন্দ্রজিৎ বিশালাকার, তীক্ষ্ণমুখ, শোভন পালকে সুসজ্জিত ও স্বর্ণের তৈরি বিচিত্র পক্ষমণ্ডিত, তথা বজ্রপাতের তুল্য বেগবান শরসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে নিক্ষেপ করতে লাগল।

ততঃ স তৎস্যন্দননিঃস্বনং চ
মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনং চ।
বিকৃষ্যমাণস্য চ কার্মুকস্য
নিশম্য ঘোষং পুনরুৎপপাত॥ ২৯

সেই সময়ে রথের ঘর্ঘর শব্দ, মৃদঙ্গ, ভেরী ও পটহাদি বাদ্যের নিনাদ এবং কার্মুক আকর্ষণের টংকার শ্রবণ করে শ্রীহনুমান পুনরায় অধিকতর উচ্চতায় স্বয়ং উন্নীত হলেন।

শরাণামন্তরেষ্বাশু ব্যাবর্তত মহাকপিঃ।
হরিস্তস্যাভিলক্ষ্যস্য মোক্ষয়ঁল্লক্ষ্যসংগ্রহম্॥ ৩০

উপরে উঠে গিয়ে মহাকপি বানরবীর, লক্ষ্যভেদে অসন্দিগ্ধ মেঘনাদের অভিলক্ষিত লক্ষ্যকে ব্যর্থ করতে করতে নিক্ষিপ্ত শরসমূহের অন্তরাল মার্গে নিষ্ক্রমন করে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন।

শরণামগ্রতস্তস্য পুনঃ সমভিবর্তত।
প্রসার্য হস্তৌ হনুমানুৎপপাতানিলাত্মজঃ॥ ৩১

বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান পুনরায় মেঘনাদের লক্ষ্যপথে আবির্ভূত হয়ে, আবার দুইবাহু প্রসারিত করে নিমেষে উড্ডীন হতে লাগলেন।

তাবুভৌ বেগসম্পন্নৌ রণকর্মবিশারদৌ।
সর্বভূতমনোগ্রাহি চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্॥ ৩২

মহাবেগবান ও রণনিপুণ সেই দুই বীর সকল প্রাণীর চিত্তাকর্ষক মহারণে রত হলেন।

হনূমতো বেদ ন রাক্ষসোঽন্তরং
ন মারুতিস্তস্য মহাত্মনোঽন্তরম্।
পরস্পরং নির্বিষহৌ বভূবতুঃ
সমেত্য তৌ দেবসমানবিক্রমৌ॥ ৩৩

ইন্দ্রজিৎ শ্রীহনুমানকে আঘাত করার অবসর পাচ্ছিল না, পবনকুমারও সেই মহাবীরকে আহত করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। দেবতাদের সমান পরাক্রমশালী দুই বীর পরস্পর সম্মুখ সমরে একে অন্যের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠলেন। (দুই বীর উল্কার গতিতে যুদ্ধ করায়, একে অন্যের লক্ষ্য হওয়া কষ্টকর মনে হচ্ছিল)।

ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে
শরেষ্বমোঘেষু চ সম্পতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগসমাহিতাত্মা॥ ৩৪

লক্ষ্যভেদে নিক্ষিপ্ত মেঘনাদের অমোঘ শরও যখন ব্যর্থ হয়ে ভূপতিত হল, তখন সেই মহাবীর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল এবং ধ্যান মৌন একাগ্রতায় অন্তরে ভাবতে লাগল।

ততো মতিং রাক্ষসরাজসূনু-
শ্চকার তস্মিন্ হরিবীরমুখ্যে।
অবধ্যতাং তস্য কপেঃ সমীক্ষ্য
কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্॥ ৩৫

সেই কপিশ্রেষ্ঠকে অবধ্য দেখে রাক্ষস রাজকুমার মেঘনাদ বীরবানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীহনুমানের ব্যাপারে বিচার করতে লাগল যে 'ইহাকে যে কোন প্রকারে বন্দী করতে হবে, কিন্তু এই কপি কিভাবে আমার বন্ধন স্বীকার করবে ?'

ততঃ পৈতামহং বীরঃ সোঽস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
সন্দধে সুমহাতেজাস্তং হরিপ্রবরং প্রতি॥ ৩৬

তারপর, অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে মহাতেজস্বী বীর কপিশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্য করে নিজের ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করল।

অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তমস্ত্রেণাস্ত্রতত্ত্ববিৎ।
নিজগ্রাহ মহাবাহুং মারুতাত্মজমিন্দ্রজিৎ॥ ৩৭

অস্ত্রতত্ত্বের জ্ঞাতা মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ পবনকুমারকে অবধ্য জেনে তাঁকে সেই অস্ত্রে বন্দী করল।

তেন বদ্ধস্ততোঽস্ত্রেণ রাক্ষসেণ স বানরঃ।
অভবন্নির্বিচেষ্টশ্চ পপাত চ মহীতলে॥ ৩৮

রাক্ষস কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র বন্দী অবস্থায় গতিহীন হয়ে বানরবীর পৃথিবীতলে পতিত হলেন।

ততোঽথ বুদ্ধ্বা স তদস্ত্রবন্ধং
প্রভোঃ প্রভাবাদ্ বিগতাল্পবেগঃ।
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ
বিচিন্তয়ামাস হরিপ্রবীরঃ॥ ৩৯

নিজেকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্দী জেনেও ব্রহ্মার কৃপায় বানরবীরের কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হল না। সেই বানরশ্রেষ্ঠ তাঁর নিজের উপর ব্রহ্মার অনুগ্রহের কথা ভাবতে লাগলেন।

ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রং চাভিমন্ত্রিতম্।
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বরদানং পিতামহাৎ॥ ৪০

যে মন্ত্রের দেবতা সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, সেই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্রকে দেখে শ্রীহনুমান পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হতে তাঁর (শ্রীহনুমানের) প্রতি বরপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করলেন (ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মাস্ত্র এক মুহূর্তে শ্রীহনুমানকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবে)।

ন মেঽস্য বন্ধস্য চ শক্তিরস্তি
বিমোক্ষণে লোকগুরোঃ প্রভাবাৎ।
ইত্যেবমেবং বিহিতোঽস্ত্রবন্ধো
ময়াঽঽত্মযোনেরনুবর্তিতব্যঃ॥ ৪১

কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন—'ইন্দ্রজিতের ধারণা যে এই ব্রহ্মার প্রভাব হেতু বন্ধাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তি আমার নেই, এইরূপ ভেবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব এই বন্ধন আমার স্বীকার করা উচিত।'

স বীর্যমস্ত্রস্য কপির্বিচার্য
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ

বিমোক্ষশক্তিং পরিচিন্ত্যমিত্রা
পিতামহাজ্ঞামনুবর্ততে স্ম ॥ ৪২

অন্তরে ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি বিচার-বিবেচনা করে শ্রীহনুমান তাঁর প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলেন। তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তির নিজস্ব শক্তির কথা স্মরণ করলেন, তবুও পিতামহ ব্রহ্মার সম্মানার্থে তদাজ্ঞার অনুবর্তন করতে মনঃস্থির করলেন।

অস্ত্রেণাপি হি বদ্ধস্য ভয়ং মম ন জায়তে।
পিতামহমহেন্দ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ॥ ৪৩

'অস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ হলেও, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং পবনদেব আমাকে রক্ষা করছেন। অতএব আমার মনে কোন ভয় হচ্ছে না।

গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্।
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্ণন্তু মাং পরে॥ ৪৪

'রাক্ষসের দ্বারা বন্দী হলেও আমি বিরাট এক সুযোগ দেখতে পাচ্ছি। এতে রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে কথা বলার অবসর পাওয়া যাবে। সুতরাং শত্রু-পক্ষ আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাক (আমি এখন মুক্তির চেষ্টা করব না)।'

স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহন্তা
সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেষ্টঃ।
পরৈঃ প্রসহ্যাভিগতৈর্নিগৃহ্য
ননাদ তৈস্তৈঃ পরিভর্ৎস্যমানঃ ॥ ৪৫

এইভাবে মনঃস্থির ও বিচারপূর্বক কার্যসম্পাদনকারী অরিসূদন শ্রীহনুমান নিশ্চেষ্ট থাকলেন। এদিকে সকল শত্রুগণ নিকটে এসে তাঁকে বলপূর্বক অধিগ্রহণ ও ভর্ৎসনা করতে লাগল, তখন শ্রীহনুমান যেন কষ্টানুভব করছেন এরূপ ভান করে গর্জন করতে লাগলেন।

ততস্তে রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্।
ববন্ধুঃ শণবল্কৈশ্চ দ্রুমচীরৈশ্চ সংহতৈঃ॥ ৪৬

রাক্ষসেরা দেখল যে এখন এই বানর হস্ত পদ আন্দোলিত করছে না, তদবসরে তারা শত্রুসংহারক শ্রীহনুমানকে শনের রজ্জু ও বৃক্ষবল্কলের একত্রিত বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বন্দী করল।

স রোচয়ামাস পরৈশ্চ বন্ধং
প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণং চ।
কৌতূহলান্মাং যদি রাক্ষসেন্দ্রো
দ্রষ্টুং ব্যবস্যেদিতি নিশ্চিতার্থঃ ॥ ৪৭

শ্রীহনুমান শত্রুপক্ষের বীরগণ কর্তৃক নিজের বন্ধন এবং তিরস্কারাদি সবকিছুই ওই সময়ের জন্য রুচিকর মনে করলেন। মনে মনে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণ সম্ভবতঃ কৌতূহল বশবর্তী হয়ে আমাকে (অর্থাৎ শ্রীহনুমানকে) দেখতে ইচ্ছুক হবে।

স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্যবান্।
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ততে॥ ৪৮

বল্কলের রজ্জুতে বদ্ধ হওয়ার পর পরাক্রমী শ্রীহনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, কেননা সেই (ব্রহ্মাস্ত্রের) বন্ধন অন্য কোন বন্ধনের সঙ্গে একযোগে স্থায়ী হয় না।

অথেন্দ্রজিৎ তং দ্রুমচীরবদ্ধং
বিচার্য বীরঃ কপিসত্তমং তম্।
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তা-
মন্যেন বদ্ধোঽপ্যনুবর্ততেঽস্ত্রম্ ॥ ৪৯

অহো মহৎ কর্ম কৃতং নিরর্থং
ন রাক্ষসৈর্মন্ত্রগতির্বিমৃষ্টা।
পুনশ্চ নাস্ত্রে বিহতেঽস্ত্রমন্যৎ
প্রবর্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্বে ॥ ৫০

বীর ইন্দ্রজিৎ যখন দেখল যে সেই বানরশিরোমণি কেবলমাত্র বৃক্ষের বল্কলে বদ্ধ হয়েছেন এবং (নিয়মানুসারে) ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, তখন ইন্দ্রজিতের ভীষণ চিন্তার উদ্রেক হল। সে ভাবতে লাগল— 'অন্য বন্ধনে বদ্ধ হয়েও শ্রীহনুমান ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হয়ে থাকার মতো ভাব দেখাচ্ছেন। হায় ! এই সকল রাক্ষসেরা আমার দ্বারা কৃত এতবড় একটি কাজ (ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা শ্রীহনুমানের বন্ধন) ব্যর্থ করে দিয়েছে। রাক্ষসেরা মন্ত্রের শক্তি বিচার করতে পারেনি। ব্রহ্মাস্ত্র যদি একবার ব্যর্থ হয়ে যায় দ্বিতীয়বার তার প্রয়োগ হয় না। এখন বিজয়ী হয়েও আমরা সবাই নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।'

অস্ত্রেণ হনুমান্ মুক্তো নাত্মানমববুধ্যতে।
কৃষ্যমাণস্তু রক্ষোভিস্তৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ॥ ৫১
হন্যমানস্ততঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ।
সমীপং রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রাকৃষ্যত স বানরঃ॥ ৫২

শ্রীহনুমান যদিও অস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন তথাপি বন্ধন-মুক্তির ব্যাপারে অজ্ঞতার ভান

করলেন। নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা তাঁকে বন্ধনের ক্লেশ দিচ্ছিল এবং কঠোর মুষ্টির আঘাতে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বানরবীরকে রাক্ষসরাজের নিকটে উপস্থিত করা হল।

অথেন্দ্রজিৎ তং প্রসমীক্ষ্য মুক্ত-
মস্ত্রেণ বদ্ধং দ্রুমচীরসূত্রৈঃ।
ব্যদর্শয়ৎ তত্র মহাবলং তং
হরিপ্রবীরং সগণায় রাজ্ঞে ॥ ৫৩

তদনন্তর, ইন্দ্রজিৎ সেই মহাবলী বানরবীরকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে মুক্ত এবং বৃক্ষ বল্কলের রজ্জুতে বন্দী অবস্থায় রাজসভাতে সপার্ষদ রাবণের সমক্ষে উপস্থিত করল।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বদ্ধং কপিবরোত্তমম্।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫৪

মত্ত হস্তীর তুল্য বন্দী সেই বানরশিরোমণিকে রাক্ষসেরা রাক্ষসরাজ রাবণের সেবায় উৎসর্গ করে দিল।

কোঽয়ং কস্য কুতো বাপি কিং কার্যং কোঽভ্যুপাশ্রয়ঃ।
ইতি রাক্ষসবীরাণাং দৃষ্ট্বা সঞ্জজ্ঞিরে কথাঃ ॥ ৫৫

শ্রীহনুমানকে দেখে রাক্ষসবীরগণ পরস্পর বলতে লাগল— 'এই বানর কে ? কার পুত্র অথবা সেবক ? কোন জায়গা থেকে এসেছে ? এখানে কী কাজে এসেছে ? এবং ইহার সহায়ক কে ?

হন্যতাং দহ্যতাং বাপি ভক্ষ্যতামিতি চাপরে।
রাক্ষসাস্তত্র সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্ ॥ ৫৬

ক্রোধান্বিত অন্য একদল রাক্ষসেরা বলছিল— 'এই বানরকে মেরে ফেল, পুড়িয়ে দাও অথবা ভক্ষ্য হিসাবে খেয়ে নাও।'

অতীত্য মার্গং সহসা মহাত্মা
স তত্র রক্ষোঽধিপপাদমূলে।
দদর্শ রাজ্ঞঃ পরিচারবৃদ্ধান্
গৃহং মহারত্নবিভূষিতং চ ॥ ৫৭

মহাত্মা শ্রীহনুমান যখন সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করে সহসা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটে এলেন, তখন তিনি রাবণের কাছে বহু বর্ষীয়ান সেবকগণকে দেখলেন এবং বহুমূল্য রত্নরাজিতে বিভূষিত সভাভবনটিও নিরীক্ষণ করলেন।

স দদর্শ মহাতেজা রাবণঃ কপিসত্তমম্।
রক্ষোভির্বিকৃতাকারৈঃ কৃষ্যমাণমিতস্ততঃ ॥ ৫৮

তখন মহাতেজস্বী রাবণ বিকটাকার রাক্ষসগণের দ্বারা ইতস্ততঃ আকৃষ্যমান কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানকে দেখতে লাগলেন।

রাক্ষসাধিপতিং চাপি দদর্শ কপিসত্তমঃ।
তেজোবলসমাযুক্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৫৯

কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানও তপ্ত সূর্যের তুল্য তেজস্বী ও বলবান রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখলেন।

স রোষসংবর্তিততাম্রদৃষ্টি-
র্দশাননস্তং কপিমন্ববেক্ষ্য।
অথোপবিষ্টান্ কুলশীলবৃদ্ধান্
সমাদিশৎ তং প্রতি মুখ্যমন্ত্রীন্ ॥ ৬০

শ্রীহনুমানকে দেখে দশানন রাবণের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে বিঘূর্ণিত ও রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সে তথায় উপবিষ্ট কুলীন সুশীল ও মুখ্য মন্ত্রীগণকে শ্রীহনুমানের পরিচয় নেওয়ার জন্য আদেশ করল।

যথাক্রমং তৈঃ স কপিশ্চ পৃষ্টঃ
কার্যার্থমর্থস্য চ মূলমাদৌ।
নিবেদয়ামাস হরীশ্বরস্য
দূতঃ সকাশাদহমাগতোঽস্মি ॥ ৬১

তখন মন্ত্রিগণ ক্রমানুসারে শ্রীহনুমানকে কার্য, প্রয়োজন এবং সমস্ত কিছুর মূল কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন শ্রীহনুমান বললেন — 'আমি বানররাজ সুগ্রীবের কাছে থেকে তাঁর দূত হয়ে (এখানে) এসেছি।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

রাবণের প্রভাবশালী স্বরূপকে দেখে শ্রীহনুমানের মনে বহুবিধ চিন্তা-ভাবনার উদয় হওয়া

ততঃ স কর্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ।
হনূমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত॥ ১

অত্যন্ত পরাক্রমশালী শ্রীহনুমান ইন্দ্রজিতের নীতিযুক্ত কর্মে বিস্মিত এবং রাবণের সীতাহরণাদি কর্মের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে রক্তবর্ণ চক্ষুতে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্॥ ২

শ্রীহনুমান দেখলেন যে দীপ্তিমান রাক্ষসরাজ মুক্তাজালে মণ্ডিত বহুমূল্য স্বর্ণমুকুটে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ।
হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ॥ ৩

তার বিভিন্ন অঙ্গসমূহে বিচিত্র আভরণরাজি এমন সুন্দর লাগছিল যেন ওইগুলি মানসিক কল্পনা শক্তি দ্বারা রচিত হয়েছিল (অর্থাৎ হস্ত দ্বারা নির্মিত ভূষণাদি এমন সুন্দর হতে পারে না)। সেই সকল ভূষণে হীরক ও বহুমূল্য মণিরত্ন খচিত ছিল যাতে রাবণকে অদ্ভুত শোভাযুক্ত লাগছিল।

মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্।
স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ॥ ৪

বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র তার শারীরিক শোভা বর্ধিত করছিল, সে রক্তচন্দ্রনে চর্চিত ছিল ও বহুবিধ বিচিত্র অলঙ্করণ সুগন্ধি রসায়নের দ্বারা তার শরীর অঙ্কিত ছিল।

বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ॥ ৫

রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ছিল ভয়াবহ এবং দীপ্তিমান তীক্ষ্ণ ও বিশালাকার দন্তরাজির সঙ্গে আয়ত অধর-ওষ্ঠে রাক্ষসরাজকে বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত করেছিল।

শিরোভির্দশভির্বীরো ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্॥ ৬

বীর হনুমান দেখলেন যে, দশ-মস্তকে সুশোভিত মহাবলী রাবণ নানা প্রকার সর্পসংকুল বহুশৃঙ্গশোভিত মন্দার পর্বতের তুল্য প্রতীত হচ্ছে।

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্॥ ৭

রাবণরাজের গাত্রবর্ণ কালো-কাজল-পর্বতের তুল্য ছিল এবং বক্ষদেশ জমকালো হারে বিভূষিত ছিল। পূর্ণচন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডলযুক্ত প্রাতঃকালীন সবলীক মেঘমণ্ডলের ন্যায় সে শোভা পাচ্ছিল।

বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ।
ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ॥ ৮

হাতে কেয়ূর বাঁধা ছিল, উত্তম চন্দন চর্চিত বাহুতে চমকপ্রদ অঙ্গদও শোভা পাচ্ছিল এবং সেই ভয়ঙ্কর বাহুযুগলে রাবণরাজকে মনে হচ্ছিল যেন সে পঞ্চ-শীর্ষযুক্ত বহুসংখ্যক সর্পদ্বারা সেবিত।

মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে।
উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে॥ ৯

নানাবিধ রত্নে সুশোভিত ও উৎকৃষ্ট আসনে আচ্ছাদিত স্ফটিক মণিনির্মিত বিশাল ও শোভন সিংহাসনে রাজকীয় ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট ছিল।

অলঙ্কৃতাভিরত্যর্থং প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ।
বালব্যজনহস্তাভিরারাৎসমুপসেবিতম্ ॥ ১০

বস্ত্র ও আভরণে আতিশয় সজ্জিত বহুসংখ্যক যুবতিরা অদূরে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক থেকে চামর দিয়ে তাকে ব্যজন করছিল।

দুর্ধরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্নিকুম্ভেন চ মন্ত্রিণা॥ ১১

উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্।
কৃৎস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ॥ ১২

মন্ত্রতত্ত্ববিদ্ দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব তথা নিকুম্ভ — রাক্ষসকুলের চারজন রাজমন্ত্রী তার চারদিকে বসেছিল। মন্ত্রীচতুষ্টয়পরিবেষ্টিত বলাভিমানী রাবণ চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত সসাগরা মহীতলের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।
আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্॥ ১৩

যেমন করে দেবতাগণ ইন্দ্রকে সান্ত্বনা দেয়, অনুরূপভাবে মন্ত্রতত্ত্বের জ্ঞাতা মন্ত্রীগণ এবং অন্যান্য

শুভাকাঙ্খী সচিববৃন্দ তাকে আশ্বাসিত করছিল।

অপশ্যদ্ রাক্ষসপতিং হনুমানতিতেজসম্।
বেষ্টিতং মেরুশিখরে সতোয়মিব তোয়দম্॥ ১৪

এইভাবে শ্রীহনুমান অতিপরাক্রমী রাক্ষসরাজ রাবণকে মেরুপর্বতের শিখরে জলদ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় মন্ত্রীও পার্ষদ পরিবেষ্টিত দেখলেন।

স তৈঃ সম্পীড্যমানোঽপি রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত॥ ১৫

সমস্ত ভীমবিক্রমী রাক্ষসদের দ্বারা পীড়িত হয়েও শ্রীহনুমান পরম বিস্ময়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখতে লাগলেন।

ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্।
মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ॥ ১৬

সেই দীপ্তিশালী রাক্ষসাধিপতিকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, তার তেজে বিমোহিত চিত্ত শ্রীহনুমান মনে মনে এইরূপ বিচার করতে লাগলেন—

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥ ১৭

'আহা ! রাক্ষসরাজের অদ্ভুদ রূপচ্ছটা ! কি অতুলনীয় ধৈর্য ! কিরূপ শক্তি ! আশ্বর্য তেজচ্ছটার কি বাহার ! সর্ববিধ রাজকীয় লক্ষণ সম্পন্ন হওয়া কি আশ্চর্যের !

যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥ ১৮

'যদি ইহার মধ্যে প্রবল অধর্ম না থাকত তাহলে এই রাক্ষসরাজ রাবণ ইন্দ্রসহিত সম্পূর্ণ দেবলোকেরও রক্ষক (অর্থাৎ রাজা) হতে পারত।

অস্য ক্রূরৈর্নৃশংসৈশ্চ কর্মভির্লোককুৎসিতৈঃ।
সর্বে বিভ্যতি খল্বস্মাল্লোকাঃ সামরদানবাঃ॥ ১৯
অয়ং হ্যুৎসহতে ক্রুদ্ধঃ কর্তুমেকার্ণবং জগৎ।
ইতি চিন্তাং বহুবিধামকরোন্মতিমান্ কপিঃ।
দৃষ্ট্বা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ॥ ২০

'ইহার লোকনিন্দিত নিষ্ঠুর ক্রূর কর্মের জন্য দেবতা এবং দানবসহ স্বর্গাদি সমস্ত লোক একে ভয় করে কেননা, এই রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হলে সমগ্র সসাগরা ধরিত্রীকে প্রলয়পয়োধির একার্ণব-জলরাশিতে পরিণত করতে পারে (অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রলয় ঘটিয়ে বারিধির জলে নিমগ্ন করতে পারে)।' অমিত তেজস্বী রাক্ষসরাজের প্রভাবকে দেখে সেই বুদ্ধিমান বানরবীর শ্রীহনুমান এভাবে অনেক প্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

শ্রীহনুমানকে লঙ্কাপুরীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য প্রহস্তের প্রতি রাবণের আদেশ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত হিসেবে ঘোষণা

তমুদ্বীক্ষ্য মহাবাহুঃ পিঙ্গাক্ষং পুরতঃ স্থিতম্।
রোষেণ মহতাঽঽবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ॥ ১

সমস্ত লোককে কাঁদাতে পারে যে, সেই মহাবাহু পিঙ্গল চক্ষু বিশিষ্ট রাবণ শ্রীহনুমানকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হল।

শঙ্কাহতাত্মা দধ্যৌ স কপীন্দ্রং তেজসা বৃতম্।
কিমেষ ভগবান্ নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ॥ ২
যেন শপ্তোঽস্মি কৈলাসে ময়া প্রহসিতে পুরা।
সোঽয়ং বানরমূর্তিঃ স্যাৎকিংস্বিদ্ বাণোঽপি বাসুরঃ॥ ৩

তৎসহ বিবিধ প্রকার আশঙ্কায় রাবণের মন ত্রস্ত হয়ে উঠল। অতএব, সে তেজস্বী বানররাজের বিষয়ে বিচার করতে লাগল — 'এই বানরের ছদ্মবেশে ভগবান নন্দী সাক্ষাৎ এখানে এসেছেন কি ? পূর্বে যাকে কৈলাসে উপহাস করেছিলাম বলে তিনি আমাকে অভিশাপ

গিয়েছিলেন ? তিনি বানরের রূপ ধারণ করে এখানে আসেননি তো ? অথবা এই মূর্তিতে বাণাসুর-এর এখানে আগমন হয়নি তো ?

স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্।
কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ॥ ৪

এইভাবে বিচার বিমর্শ করতে করতে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে রাবণ মন্ত্রীবর প্রহস্তের প্রতি সময়োপযোগী গম্ভীর ও অর্থযুক্ত বাক্য বলতে লাগল—

দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ কুতঃ কিং বাস্য কারণম্।
বনভঙ্গে চ কোঽস্যার্থো রাক্ষসানাং চ তর্জনে॥ ৫

'অমাত্য ! এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করো সত্যি সত্যি সে কোথা থেকে এসেছে ? এখানে তার আসার কারণ কী ? প্রমদাবনকে তছনছ করা এবং রাক্ষসদের হত্যা করার পিছনে কী উদ্দেশ্য ?

মৎপুরীমপ্রধৃষ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্।
আয়োধনে বা কিং কার্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ॥ ৬

'আমার দুর্ভেদ্য পুরীতে আগমনের তার প্রয়োজন কী ? রাক্ষসদের সাথে যে যুদ্ধ করছে তার কী উদ্দেশ্য ইত্যাদি। দুর্মতি বানরকে এসব জিজ্ঞাসা করো।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্যা ত্বয়া কপে॥ ৭

রাবণের কথা শুনে প্রহস্ত শ্রীহনুমানকে বলল—'বানর ! তুমি ভয় পেও না, ধৈর্য ধরো। তোমার কুশল হোক এবং তুমি আশ্বস্ত হও।

যদি তাবৎ ত্বমিন্দ্রেণ প্রেষিতো রাবণালয়ম্।
তত্ত্বমাখ্যাহি মা তে ভূদ্ ভয়ং বানর মোক্ষ্যসে॥ ৮

'যদি তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরাজের নগরীতে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে সত্য-সত্য বলো। বানর ! ভয় পেও না, তোমাকে মুক্ত করা হবে।

যদি বৈশ্রবণস্য ত্বং যমস্য বরুণস্য চ।
চারুরূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাম্॥ ৯

'অথবা যদি তুমি কুবের, যম বা বরুণের দূত হয়ে থাক এবং এই সুন্দর রূপ ধারণ করে আমাদের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে থাক তাহলে সেকথাও বলে দাও।

বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাঙ্ক্ষিণা।
নহি তে বানরং তেজো রূপমাত্রং তু বানরম্॥ ১০

'অথবা বিজিগীষু বিষ্ণু কি তোমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন ? তোমার তেজস্বিতা (সাধারণ) বানরের মতো নয়, কেবল শরীরটাই দেখতে বানরের মতো।

তত্ত্বতঃ কথয়স্বাদ্য ততো বানর মোক্ষ্যসে।
অনৃতং বদতশ্চাপি দুর্লভং তব জীবিতম্॥ ১১

'বানর ! আজ এক্ষুণেই সত্য কথা বলে দাও, তাহলে তোমাকে মুক্ত করা হবে আর যদি মিথ্যা বল, তবে তোমার বাঁচা অসম্ভব।

অথবা যন্নিমিত্তস্তে প্রবেশো রাবণালয়ে।
এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্॥ ১২
অব্রবীন্নাস্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ॥ ১৩

'অথবা অন্য সব কথা থাক ! তোমার রাবণরাজের এই নগরীতে আসার উদ্দেশ্য কী ? সেটাই বলে দাও।' প্রহস্তের দ্বারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান তৎক্ষণে রাক্ষসগণের প্রভু রাবণের প্রতি উত্তরে বললেন —'আমি ইন্দ্র, যম অথবা বরুণের দূত নই। কুবেরের সঙ্গেও আমার মৈত্রী নেই এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে এখানে প্রেরণ করেননি।

জাতিরেব মম ত্বেষা বানরোঽহমিহাগতঃ।
দর্শনে রাক্ষসেন্দ্রস্য তদিদং দুর্লভং ময়া॥ ১৪
বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থং বিনাশিতম্।
ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৫
রক্ষণার্থং চ দেহস্য প্রতিযুদ্ধা ময়া রণে।

'আমি আজন্ম জাতিতে বানর এবং রাক্ষসরাজ রাবণের দেখা পাওয়ার জন্য এখানে এসে দুর্লভ প্রমদাবনকে উজাড় করেছি। এরপর তোমার বলশালী রাক্ষসেরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আমার সঙ্গে সমরে অবতীর্ণ হলে আত্মরক্ষার্থ রণভূমিতে আমি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছি।

অস্ত্রপাশৈর্ন শক্যোঽহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি॥ ১৬
পিতামহাদেষ বরো মমাপি হি সমাগতঃ।

'দেবতা বা অসুর কেউই আমাকে অস্ত্র বা পাশে আবদ্ধ করতে পারবেন না — এই মর্মে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট থেকে আমিও বর লাভ করেছি।

রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াস্ত্রমনুবর্তিতম্॥ ১৭
বিমুক্তোঽপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্বভিবেদিতঃ।

'রাক্ষসরাজকে দেখার ইচ্ছায় আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন

স্বীকার করেছি। যদিও আমি এক্ষণে অস্ত্র-বন্ধন থেকে মুক্ত তথাপি এই রাক্ষসেরা আমাকে আবদ্ধ ভেবে এখানে এনে আপনার নিকটে সমর্পণ করেছে।

কেনচিদ্ রামকার্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥ ১৮
দূতোঽহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
শ্রূয়তামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রভো॥ ১৯

'ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কিছু কার্য ব্যপদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি অমিততেজস্বী শ্রীরঘুনাথের দূত ; প্রভো ! এই কথা মনে করে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে সম্মত করার চেষ্টা

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ।
বাক্যমর্থবদব্যগ্রস্তমুবাচ দশাননম্॥ ১

মহাবলী দশমুখ রাবণের দিকে তাকিয়ে শক্তিশালী বানর শিরোমণি শ্রীহনুমান শান্তভাবে এইসকল অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—

অহং সুগ্রীবসংদেশাদিহ প্রাপ্তস্তবান্তিকে।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ॥ ২

'রাক্ষসরাজ ! আমি বানররাজ সুগ্রীবের বার্তা দিয়ে তোমার কাছে এসেছি। সেই বানররাজ সুগ্রীব তোমার ভ্রাতা, এই সম্পর্কের জন্য তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

ভ্রাতুঃ শৃণু সমাদেশং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
ধর্মার্থসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্॥ ৩

'এখন তুমি মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের বার্তা শ্রবণ করো ; এই সকল কথা ইহলোক ও পরলোকেও লাভদায়ক।

রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্।
পিতেব বন্ধুর্লোকস্য সুরেশ্বরসমদ্যুতিঃ॥ ৪

'সম্প্রতি রথ, হস্তী ও ঘোটকাদি বলসম্পন্ন দশরথ নামে এক রাজা হয়েছিলেন যিনি ছিলেন পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী।

জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ।
পিতুর্নিদেশান্নিষ্ক্রান্তঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ৫
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া সহ ভার্যয়া।
রামো নাম মহাতেজা ধর্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ॥ ৬

'তাঁর (দশরথের) পরম প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাতেজস্বী, প্রভাবশালী মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় ধর্মপথ আশ্রয়পূর্বক পত্নী সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দণ্ডক-অরণ্যে এসেছিলেন।

তস্য ভার্যা জনস্থানে ভ্রষ্টা সীতেতি বিশ্রুতা।
বৈদেহস্য সুতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ৭

'সীতা বিদেহ দেশের রাজা মহাত্মা জনকের কন্যা। জনস্থানে আসার পর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেছেন।

মার্গমাণস্তু তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুজঃ।
ঋষ্যমূকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ চ সঙ্গতঃ॥ ৮

'রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র নিজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করতে করতে ঋষ্যমূক পর্বতে এসে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েছেন।

তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্

সুগ্রীবস্যাপি রামেণ হরিরাজ্যং নিবেদিতুম্।। ৯

'সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধান কার্যে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বানররাজ্য ফিরে পাওয়ায় সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন।

ততস্তেন মৃধে হত্বা রাজপুত্রেণ বালিনম্।
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরঃ।। ১০

'অতঃপর রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে বালীকে নিহত করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন সুগ্রীব সমগ্র বানর ও ভল্লুক রাজ্যের অধীশ্বর।

ত্বয়া বিজ্ঞাতপূর্বশ্চ বালী বানরপুঙ্গবঃ।
স তেন নিহতঃ সংখ্যে শরেণৈকেন বানরঃ।। ১১

'বানররাজ বালীকে তুমি প্রথম থেকেই জানো। তদ্রূপ বীর বানররাজকে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র তীরে নিহত করেছিলেন।

স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ।
হরীন্ সম্প্রেষয়ামাস দিশঃ সর্বা হরীশ্বরঃ।। ১২

'তদনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীব সীতাকে খুঁজে বার করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। বানররাজ সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে মুখ্য বানরগণকে সসৈন্যে প্রেরণ করেছেন।

তং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে।। ১৩

'এক্ষণে শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ বানর সকল দিকে তথা আকাশে ও পাতালপ্রদেশে সীতাদেবীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছে।

বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিৎ তত্রানিলোপমাঃ।
অসঙ্গগতয়ঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ।। ১৪

'সেই বানরমুখ্যদের মধ্যে কেহ কেহ পক্ষীরাজ গরুড়ের তুল্য বেগবান, কেউ কেউ বায়ুর সমান গতিসম্পন্ন। অপ্রতিরোধ্য গতিযুক্ত সেই সকল বানরবীর শীঘ্রগামী ও মহাবলী।

অহং তু হনুমান্নাম মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ।
সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্।। ১৫
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বৈব তাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ।
ভ্রমতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকাত্মজা।। ১৬

'আমার নাম শ্রীহনুমান। আমি পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র। সীতার অনুসন্ধান ও তোমার সাক্ষাৎ লাভের কারণে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করে তীব্র গতিতে হেথায় এসেছি। এখানে ঘুরতে ঘুরতে তোমার অন্দরমহলে আমি জনকনন্দিনী সীতার দর্শন পেয়েছি।

তদ্ ভবান্ দৃষ্টধর্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।
পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি।। ১৭

'মহামতে ! তুমি ধর্মার্থের তত্ত্বজ্ঞ। তুমি কঠিন তপস্যার ফল সঞ্চয় করেছ। অতএব পরস্ত্রী অপহরণ ও তাকে অন্তরীন করা তোমার উচিত নয়।

নহি ধর্মবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ।। ১৮

'ধর্মবিরুদ্ধ কাজে বহু অনর্থ জড়িয়ে থাকে এবং তা অধর্মাচারীকে সমূলে বিনাশ করে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ সর্বনাশে প্রবৃত্ত হয় না।

কশ্চ লক্ষ্মণমুক্তানাং রামকোপানুবর্তিনাম্।
শরাণামগ্রতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষ্বপি।। ১৯

'দেবতা অথবা অসুরগণের মধ্যে কে এমন বীর আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হলে লক্ষ্মণের জ্যামুক্ত শরসমূহের সম্মুখে স্থির থাকতে পারে ?

ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন।
রাঘবস্য ব্যলীকং যঃ কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ।। ২০

'রাজন্ ! ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে ভগবান শ্রীরামের বিরুদ্ধাচরণ করে সুখী হতে পারে।

তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্ম্যমর্থানুয়ায়ি চ।
মনাস্ব নরদেবায় জানকী প্রতিদীয়তাম্।। ২১

'সুতরাং ত্রিকালের জন্য মঙ্গলকর ও ধর্মার্থের অনুকূল বচনে সম্মত হয়ে নরদেবতা শ্রীরামকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দাও।

দৃষ্টা হীয়ং ময়া দেবী লব্ধং যদিহ দুর্লভম্।
উত্তরং কর্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ।। ২২

'আমার সীতাদেবীর দর্শন লাভ হয়েছে, দুর্লভ বস্তুও (অর্থাৎ অভিজ্ঞান) পেয়ে গেছি। অবশিষ্ট কার্যের সম্পাদনে শ্রীরঘুনাথ নিমিত্ত হবেন।

লক্ষিতেয়ং ময়া সীতা তথা শোকপরায়ণা।

গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্॥ ২৩

'আমি এখানে সীতার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। তিনি সদাই শোকে নিমগ্ন থাকেন। সীতা তোমার অন্দরমহলে পঞ্চফনা-সম্পন্না নাগিনীর মতো বাস করছেন, যা তুমি জান না।'

নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি।
বিষসংস্পৃষ্টমত্যর্থং ভুক্তমান্নমিবৌজসা॥ ২৪

'বিষসংপৃক্ত অন্ন ভোজন করে যেমন কেউই তা হজম করতে পারে না, সেইরূপ সীতাদেবীকে নিজ নিজ শক্তিতে আত্মস্যাৎ করা দেবতা তথা অসুরদের পক্ষেও অসম্ভব।

তপঃসন্তাপলব্ধস্তে সোঽয়ং ধর্মপরিগ্রহঃ।
ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ॥ ২৫

'তুমি তপঃক্লেশরূপ ধর্মের ফলস্বরূপ যে ঐশ্বর্য লাভ করেছ তথা চিরকাল শরীর ও প্রাণ ধারণের যে শক্তি উপার্জন করেছ, সেই সম্পদ বিনষ্ট করা উচিত হবে না।

অবধ্যতাং তপোভির্যাং ভবান্ সমনুপশ্যতি।
আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্হেতুস্তত্রাপ্যয়ং মহান্॥ ২৬

'তপঃপ্রভাবে তুমি দেবতা অথবা অসুর কর্তৃক নিজের যে অবধ্যতা চিন্তা করছ, তাতেও তপস্যাজনিত এই ধর্মই হল গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সুগ্রীবো ন চ দেবোঽয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ।
মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ।
তস্মাৎ প্রাণপরিত্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি॥ ২৭

'রাক্ষসরাজ ! সুগ্রীব ও শ্রীরামচন্দ্র দেবতাও নয়, যক্ষও নয় অথবা রাক্ষসও নয়। শ্রীরঘুনাথ মনুষ্য এবং সুগ্রীব বানরগণের রাজা। অতএব ইহাদের আক্রমণ থেকে তুমি কিরূপে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে ?

ন তু ধর্মোপসংহারমধর্মফলসংহিতম্।
তদেব ফলমন্বেতি ধর্মশ্চাধর্মনাশনঃ॥ ২৮

'যে পুরুষ অধর্মে নিবিষ্ট, তার ধর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না। সে অধর্মের ফলভাগী হয়। অবশ্য যদি ধর্মের আত্যন্তিক অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে পূর্বকৃত অধর্মের বিনাশ হতে পারে।[১]

প্রাপ্তং ধর্মফলং তাবদ্ ভবতা নাত্র সংশয়ঃ।
ফলমস্যাপ্যধর্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে॥

'তুমি পূর্বে যে ধর্মাচরণ করেছ, তার ফল নিঃসন্দেহে ভোগ করে নিয়েছ ; এখন এই সীতাপহরণরূপ অধর্মের ফলও তোমাকে শীঘ্রই ভোগ করতে হবে।

জনস্থানবধং বুদ্ধা বালিনশ্চ বধং তথা।
রামসুগ্রীবসখ্যং চ বুদ্ধ্যস্ব হিতমাত্মনঃ॥

'জনস্থান-এ রাক্ষসদের সংহার, বালিবধ এবং শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মৈত্রী পর্যালোচনা করে নিজের মঙ্গল স্থির করো।

কামং খল্বহমপ্যেকঃ সবাজিরথকুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তস্তস্যৈষ তু ন নিশ্চয়ঃ॥

'যদিও আমি একাই হস্তী-ঘোটক-রথাদি বল সহ সমগ্র লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করতে সমর্থ, তথাপি শ্রীরঘুনাথের সিদ্ধান্ত এইরূপ নয়—তিনি আমাকে এরূপ কার্যের জন্য আদেশ করেননি।

রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্যৃক্ষগণসন্নিধৌ।
উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈস্তু প্রধর্ষিতা॥

'শ্রীরামচন্দ্র বানর ও ভল্লুকগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছেন—যারা সীতাদেবীর অপমান করেছে, সেই সকল শত্রুদের তিনি স্বয়ং সংহার করবেন।

অপকুর্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ।
ন সুখং প্রাপ্নুয়াদন্যঃ কিং পুনস্ত্বদ্বিধো জনঃ॥

'সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেবও যদি শ্রীরঘুনাথের অপকার করেন, তাহলে তিনি সুখ পাবেন না, তোমার মতো ব্যক্তির আর কি কথা !

যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কাবিনাশিনীম্॥

'যাঁকে তুমি সীতা নামে জান এবং যিনি তোমার অন্তঃপুরে রয়েছেন, তিনি আসলে সমগ্র লঙ্কার বিনাশকারিণী শক্তিরূপা কালরাত্রি — এই কথা জেনে রাখো।'

[১]শ্রুতি বলছে—'ধর্মেণ পাপমপনুদতি'—অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ পাপের ক্ষয় করে। স্মৃতিতে উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আদি তা সমর্থন করে।

তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা।
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্॥ ৩৫

'সীতারূপিণী মৃত্যুর ফাঁদ-ই যথেষ্ট, তুমি তাই স্বয়ং গলদেশে পরিধান করেছ। এখন নিজের সুরক্ষার কথা চিন্তা করো।

সীতায়াস্তেজসা দগ্ধাং রামকোপপ্রদীপিতাম্।
দহ্যমানামিমাং পশ্য পুরীং সাট্টপ্রতোলিকাম্॥ ৩৬

'দেখো ! সীতাদেবীর তেজ ও শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধাগ্নিতে অচিরেই এই লঙ্কানগরী অট্টালিকা ও রাজপথাদি সহ পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে (বাঁচাতে পারলে বাঁচাও)।

স্বানি মিত্রাণি মন্ত্রীংশ্চ জ্ঞাতীন্ ভ্রাতৄন্ সুতান্ হিতান্।
ভোগান্ দারাংশ্চ লঙ্কাং চ মা বিনাশমুপানয়॥ ৩৭

'নিজ মিত্রসমূহ, মন্ত্রিবর্গ, জ্ঞাতিকুল, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, হিতাকাঙ্ক্ষীজনসমুদায়, ভোগ্যবস্তুসমূহ, স্ত্রীবর্গ এবং সমগ্র লঙ্কানগরীকে বিনষ্টির মুখে ঠেলে দিও না।

সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম।
রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ॥ ৩৮

'হে রাক্ষসরাজ ! আমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দাস ও দূত এবং বিশেষতঃ বানর। আমার সত্য বচন মন দিয়ে শ্রবণ করো।

সর্বাংল্লোকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্।
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ॥ ৩৯

'মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্র চরাচর প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ লোকসমূহের সংহার করে, পুনরায় পূর্ববৎ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন।

দেবাসুরনরেন্দ্রেষু যক্ষরক্ষোরগেষু চ।
বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্বেষু মৃগেষু চ॥ ৪০
সিদ্ধেষু কিন্নরেন্দ্রেষু পতত্রিষু চ সর্বতঃ।
সর্বত্র সর্বভূতেষু সর্বকালেষু নাস্তি সঃ॥ ৪১
যো রামং প্রতি যুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।

'ভগবান শ্রীরাম শ্রীবিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমী, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর, পক্ষী এবং অন্য সকল প্রাণিগণের মধ্যে কোনো কালে কেউ এমন নেই, যে শ্রীরঘুনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ।

সর্বলোকেশ্বরস্যেহ কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
রামস্য রাজসিংহস্য দুর্লভং তব জীবিতম্॥ ৪২

'সকল লোকের অধীশ্বর রাজসিংহ শ্রীরামের নিকট এত বড় অপরাধ করে তোমার জীবিত থাকা দুষ্কর।

দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ নিশাচরেন্দ্র
গন্ধর্ববিদ্যাধরনাগযক্ষাঃ।
রামস্য লোকত্রয়নায়কস্য
স্থাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্বে॥ ৪৩

'নিশাচররাজ ! শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোকের প্রভু। দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ তথা যক্ষ— সকলে একত্রে মিলেও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে স্থির থাকতে পারবে না।

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননো বা
রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।
ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য॥ ৪৪

'চতুর্মুখ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ত্রিনেত্র ত্রিপুরনাশক রুদ্র অথবা দেবকুলের রাজা মহা ঐশ্বর্যবান ইন্দ্রও সমরে শ্রীরামচন্দ্রের মুখোমুখি হতে সক্ষম নন।

স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ
কপের্নিশম্যাপ্রতিমোহপ্রিয়ং বচঃ।
দশাননঃ কোপবিবৃত্তলোচনঃ
সমাদিশৎ তস্য বধং মহাকপেঃ॥ ৪৫

'নির্ভীক শ্রীহনুমানের উত্তম শৈলীপূর্ণ, তথাপি নিজের অপ্রিয় ও অরুচিকর বচন শুনে অনুপম শক্তিশালী দশানন ক্রোধবিঘূর্ণিত নয়নে সেই কপিবরের হত্যার জন্য সেবকদের আদেশ দিল।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫২)

'দূত অবধ্য' এই কথা জানিয়ে অন্য কোন দণ্ড প্রদানের জন্য বিভীষণের নিবেদন এবং সেই অনুরোধে রাবণের সম্মতি

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপয়দ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ১

বানর শিরোমণি মহাত্মা শ্রীহনুমানের কথা শুনে ক্রোধে পরিপূর্ণ রাবণ নিজের সেবকবৃন্দকে আদেশ করল—'এই বানরকে এখনই বধ করো।'

বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা।
নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ॥ ২

দুরাত্মা রাবণ যখন বধের জন্য আজ্ঞা দিল তখন যেহেতু শ্রীহনুমান নিজেকে সুগ্রীব ও শ্রীরামচন্দ্রের দূত বলে পরিচয় দিয়েছিলেন অতএব তথায় উপস্থিত বিভীষণ সেই কার্যে সম্মতি দিলেন না।

তং রক্ষোঽধিপতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্যমুপস্থিতম্।
বিদিত্বা চিন্তয়ামাস কার্যং কার্যবিধৌ স্থিতঃ॥ ৩

একদিকে ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ, অন্যদিকে দূতের নিধনকার্য সম্পাদন—এই দুই বিচার করে উচিত কার্যবিষয়ে অবিচলবুদ্ধি বিভীষণ সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিলেন।

নিশ্চিতার্থস্ততঃ সাম্না পূজ্যং শত্রুজিদগ্রজম্।
উবাচ হিতমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ৪

কার্যাকার্য বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বাক্‌পটু বিভীষণ পূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুজিৎ রাবণকে শান্তিপূর্বক এইরূপ মঙ্গলকর বাক্য বললেন—

ক্ষমস্ব রোষং ত্যজ রাক্ষসেন্দ্র
প্রসীদ মে বাক্যমিদং শৃণুষ্ব।
বধং ন কুর্বন্তি পরাবরজ্ঞা
দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ॥ ৫

'রাক্ষসরাজ! ক্ষমা করো, ক্রোধ পরিত্যাগ করো, প্রসন্ন হও এবং আমার কথা মন দিয়ে শোনো। উচ্চ-নীচ বিবেকী শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ দূতের কখনও হত্যা করেন না।

রাজন্ ধর্মবিরুদ্ধং চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্।
তব চাসদৃশং বীর কপেরস্য প্রমাপণম্॥ ৬

'বীর মহারাজ! এই বানরকে বধ করা ধর্মবিরুদ্ধ এবং লোকনিন্দিত। তোমার মতো বীরের পক্ষে এই কার্য কদাপি উচিত নয়।

ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্মবিশারদঃ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ॥ ৭
গৃহ্যন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ৮

'তুমি ধর্মজ্ঞ, কখনো কারও দ্বারা কৃত উপকার বিস্মৃত হও না এবং রাজধর্মবিষয়ে পারদর্শী, ভালো-মন্দ বিবেকসম্পন্ন পরমার্থবিদ্। যদি তোমার মতো বিদ্বান ক্রোধের বশীভূত হয়, তবে সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ব্যর্থশ্রমমাত্র।

তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ।
যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্॥ ৯

'অতএব, অরিন্দম ও দুর্জয় রাক্ষসরাজ! প্রসন্ন হও এবং ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচারপূর্বক দূতের যোগ্য কোনপ্রকার শাস্তির বিধান করো।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কোপেন মহতাঽঽবিষ্টো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১০

বিভীষণের কথা শুনে রাক্ষসদের প্রভু অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে প্রত্যুত্তরে বলল—

ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্॥ ১১

'হে রিপুসূদন! পাপিদেরকে বধ করলে পাপ হয় না। এই বানর বাটিকা বিধ্বংস ও রাক্ষসদের হত্যা করার মতো ঘোর পাপ করেছে। সেইহেতু একে নিঃসন্দেহে বধ করব।'

অধর্মমূলং বহুদোষযুক্ত-
মনার্যজুষ্টং বচনং নিশম্য।
উবাচ বাক্যং পরমার্থতত্ত্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ॥ ১২

রাবণের উক্তি বহুদোষে দুষ্ট, পাপাত্মক ও শিষ্টজনোচিত ছিল না। রাবণের কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বিভীষণ উত্তম কর্তব্যসূচক কথা বললেন—

প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
ধর্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্
সর্বেষু সর্বত্র বদন্তি সন্তঃ॥ ১৩

'লঙ্কেশ্বর ! প্রসন্ন হও। আমার ধর্মার্থবোধক সার কথা মন দিয়ে শ্রবণ করো। রাজন্ ! সৎপুরুষদের উক্তি হল যে দূত কোথাও কোন সময়েই বধের যোগ্য নয়।

অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধঃ
কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যাং প্রবদন্তি সন্তো
দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ ॥ ১৪

'নিঃসন্দেহে এ একজন খুব বড় শত্রু, কেননা যে প্রকারের অপরাধ সংঘটিত করেছে তার তুলনা হয় না, তথাপি সৎ বিদ্বান ব্যক্তিগণ দূতের অবধ্যতা বিষয়ে বলেছেন। দূতের জন্য বহুপ্রকার অন্যান্য দণ্ডবিধানের উল্লেখ রয়েছে।

বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো
মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্
বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽস্তি ॥ ১৫

'কোন অঙ্গ ভঙ্গ করা বা বিকৃত করে দেওয়া, কশাঘাত করা, শিরঃ মুণ্ডন কিংবা শরীরে কোন স্থায়ী দাগ দিয়ে দেওয়া — এইগুলি দূতের জন্য উচিত দণ্ড বলা হয়েছে। দূতের বধ আমরা কখনও শ্রবণ করিনি।

কথং চ ধর্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ
পরাবরপ্রত্যয়নিশ্চিতার্থঃ ।
ভবদ্বিধঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ
কোপং ন গচ্ছন্তি হি সত্ত্ববন্তঃ ॥ ১৬

'তোমার বুদ্ধি ধর্ম ও অর্থের শিক্ষায় পরিশীলিত। তুমি উচ্চ-নীচ বিচারপূর্বক কর্তব্য-কর্ম করতে সমর্থ। তোমার তুল্য নীতিজ্ঞ পুরুষ কিভাবে ক্রোধপরবশ হতে পারে ? কেননা, শক্তিশালী ব্যক্তি কখনও ক্রোধান্বিত হয় না।

ন ধর্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে
ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু বাপি।
বিদ্যেত কশ্চিত্তব বীর তুল্য-
স্ত্বং হ্যুত্তমঃ সর্বসুরাসুরাণাম্ ॥ ১৭

'বীর ! ধর্মব্যাখ্যানে, লোকাচার পালনে এবং শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তোমার তুল্য কেউ নেই। তুমি সকল দেবতা ও অসুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাং চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়াপ্রমেয়েণ সুরেন্দ্রসঙ্ঘা
জিতাশ্চ যুদ্ধেষ্বসকৃন্নরেন্দ্রাঃ ॥ ১৮

'পরাক্রম ও উৎসাহে ভরপুর যেসকল মনস্বী দেবতা ও অসুর বর্তমান, তাদের পক্ষেও তুমি অজেয়। তুমি অমিত পরাক্রমী। বারংবার দেবরাজ ও নৃপতিসকলকে যুদ্ধবিগ্রহে তুমি পরাজিত করেছ।

ইত্থংবিধস্যামরদৈত্যশত্রোঃ
শূরস্য বীরস্য তবাজিতস্য।
কুর্বন্তি বীরা মনসাপ্যলীকং
প্রাণৈর্বিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে ॥ ১৯

'দেবতা ও দৈত্যগণের বৈরী এবং তোমার ন্যায় অজেয় শূরবীরকে পূর্বে কখনও শত্রুপক্ষীয় বীরেরা পরাভূত করার কথা মনেও ভাবতে পারেনি। উপরন্তু যে সাহস করেছে, সে প্রাণে মারা পড়েছে।

ন চাপ্যস্য কপের্ঘাতে কঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং গুণম্।
তেষ্বয়ং পাত্যতাং দণ্ডো যৈরয়ং প্রেষিতঃ কপিঃ॥ ২০

'এই বানরকে বধ করে কোনো লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। যিনি একে প্রেরণ করেছেন, তাকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত।

সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ।
ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি॥ ২১

'এই বানর সাধু হোক বা অসাধু হোক, শত্রুপক্ষ ইহাকে প্রেরণ করেছে ; অতএব এই প্রাণী প্রেরকের স্বার্থে কথা বলছে। দূত সর্বদা পরাধীন, সেই কারণে (দূত) বধের যোগ্য নয়।

অপি চাস্মিন্ হতে নান্যং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্।
ইহ যঃ পুনরাগচ্ছেৎ পরং পারং মহোদধেঃ॥ ২২

'রাজন্ ! এই বানরদূতের মৃত্যু হলে আমি দ্বিতীয় কোনো নভশ্চর প্রাণীকে দেখছি না, যে মহার্ণবের পরপারে লঙ্কাপুরীতে পুনরায় আসতে পারবে (তদবস্থায় শত্রুপক্ষের গতিপ্রকৃতি তোমার অজ্ঞেয় থেকে যাবে)।

তস্মান্নাস্য বধে যত্নঃ কার্যঃ পরপুরঞ্জয়।
ভবান্ সেন্দ্রেষু দেবেষু যত্নমাস্থাতুমর্হতি॥ ২৩

'অতএব হে শত্রুমর্দন ! এই দূতের বধে তোমার অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কেননা, দেবরাজ ইন্দ্র সহ সকল দেবতাদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধের যোগ্যতা রাখো।

অস্মিন্ বিনষ্টে নহি ভূতমন্যং
পশ্যামি যস্তৌ নররাজপুত্রৌ।
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্বিনীতা-
বুদ্যোজয়েদ্ বৈ ভবতা বিরুদ্ধৌ॥ ২৪

'হে যুদ্ধপ্রিয় মহারাজ ! এর বধ হয়ে গেলে আমি দ্বিতীয় এমন কাউকে দেখছি না, যে তোমার বিরুদ্ধে উদ্ধত রাজপুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে পারবে।

পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাং চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং
যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্॥ ২৫

'প্রজানন্দন ! বীর তুমি দেব ও দানব কর্তৃক অজেয়, অতএব পরাক্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রাক্ষসদের মনে যুদ্ধ করার উদ্যম বর্দ্ধিত হয়েছে, তা বিনষ্ট করা উচিত হবে না।

হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ
কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ
কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ॥ ২৬

তদেকদেশেন বলস্য তাবৎ
কেচিৎ তবাদেশকৃতোঽভ্যযান্তু।
তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢৌ
পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্॥ ২৭

'আমার সিদ্ধান্ত এই যে — বিরহদুঃখে জর্জরিত রাজকুমারদ্বয়কে বন্দী করার জন্য এবং শত্রুপক্ষকে তোমার শক্তিপ্রদর্শনের জন্য, তোমার আদেশে কিছু সৈন্যদল এখান থেকে যাত্রা করুন—যারা হিতৈষী, শূরবীর, সতর্ক, অধিক গুণশালী মহান কুলোদ্ভব, মনস্বী, শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিজেদের শত্রুহিংসা ও দৃঢ়শক্তিবত্তার হেতু প্রশংসিত তোমার দ্বারা উত্তম বৃত্তি প্রদানে পরিপালিত।'

নিশাচরাণামধিপোঽনুজস্য
বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্।
জগ্রাহ বুদ্ধ্যা সুরলোকশত্রু-
র্মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ॥ ২৮

নিজের অনুজ ভ্রাতা বিভীষণের এই উত্তম ও প্রিয় বাক্য শুনে রাক্ষসদের প্রভু তথা দেবশত্রু মহাবলী রাবণ বুদ্ধিসহকারে বিচারপূর্বক সেই প্রস্তাব স্বীকার করে নিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

রাক্ষসগণের শ্রীহনুমানের পুচ্ছে আগুন লাগিয়ে নগরে ঘোরানো

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবো মহাত্মনঃ।
দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতুরুত্তরমব্রবীৎ॥ ১

অনুজ ভ্রাতা বিভীষণের দেশকালোচিত উত্তম বাক্যসমূহ শুনে মহাবলী দশানন উত্তরে বলল—

সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা।
অবশ্যং তু বধায়ান্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ॥ ২

'বিভীষণ ! তুমি ঠিকই বলেছ, দূতের বধ করা নিন্দনীয় কর্ম ; কিন্তু বধ ব্যতিরেকে এর জন্য অন্য কোনো শাস্তি বিধান করা উচিত।

কপীনাং কিল লাঙ্গূলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্।
তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু॥ ৩

'বানরকুলের প্রিয় পুচ্ছ তাদের অলংকরণ তুল্য। ইহার সেই অঙ্গে অচিরে আগুন লাগিয়ে দাও ; সে প্রজ্বলিত পুচ্ছ নিয়ে পালিয়ে যাক।

ততঃ পশ্যন্ত্বিমং দীনমঙ্গবৈরূপ্যকর্শিতম্।
সুমিত্রজ্ঞাতয়ঃ সর্বে বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ॥ ৪

'সেখানে কিষ্কিন্ধ্যায় এর মিত্র, কুটুম্ব, ভাই-বন্ধু তথা হিতৈষী সুহৃদ্ বিকৃত অঙ্গের কারণে পীড়িত এর

দৈন্যদশা দেখুক।'

আজ্ঞাপয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরং সর্বং সচত্বরম্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রক্ষোভিঃ পরিণীয়তাম্॥ ৫

'পুনরায় রাক্ষসরাজ রাবণ আদেশ করল যে 'রাক্ষসেরা, তোমরা এর ল্যাজে আগুন জ্বালিয়ে একে প্রকাশ্য রাস্তা ও জন-উদ্যানসহ সমগ্র নগরে ঘোরাও।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ।
বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গূলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ॥ ৬

প্রভুর সেই আজ্ঞা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা শ্রীহনুমানের পুচ্ছে পুরাতন সুতির কাপড় জড়াতে লাগল।

সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গূলে ব্যবর্ধত মহাকপিঃ।
শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনম্॥ ৭

যখন তার পুচ্ছে কাপড় জড়ানো হচ্ছিল তখন মহাকপি শ্রীহনুমান অরণ্যের শুষ্ক ইন্ধনে ক্রমশঃ বর্তমান অগ্নির ন্যায়, শরীরের আয়তনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।

তৈলেন পরিষিচ্যাথ তেঽগ্নিং তত্রোপপাদয়ন্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতাড়য়ৎ॥ ৮
রোষামর্ষপরীতাত্মা বালসূর্যসমাননঃ।

রাক্ষসগণ (ল্যাজে) কাপড় জড়ানোর পর তাতে তৈল সিঞ্চন করে অগ্নি সংযোগ করল। তখন শ্রীহনুমানের অন্তর ক্রোধে ভরে উঠল। তাঁর মুখমণ্ডল প্রাতঃকালীন অরুণের ন্যায় রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে গেল ; দেদীপ্যমান পুচ্ছের সাহায্যে তিনি রাক্ষসদের প্রহার করতে লাগলেন।

স ভূয়ঃ সঙ্গতৈঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈর্হরিপুঙ্গবঃ॥ ৯
সহস্ত্রীবালবৃদ্ধাশ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ।

তদনন্তর নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা সকলে মিলে বানর শিরোমণিকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিল। সেই দৃশ্য দেখে রাক্ষসকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে খুব আনন্দ অনুভব করল।

নিবদ্ধঃ কৃতবান্ বীরস্তৎকালসদৃশীং মতিম্॥ ১০
কামং খলু ন মে শক্তা নিবদ্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ।
ছিত্ত্বা পাশান্ সমুৎপত্য হন্যামহমিমান্ পুনঃ॥ ১১

এইরূপ বন্ধনদশায় স্থিত শ্রীহনুমান সময়োচিত কর্ম বিবেচনা করতে লাগলেন— 'যদিও আমি বন্ধনে আবদ্ধ, তথাপি এই সকল রাক্ষসদের জারিজুরি আমার উপর খাটবে না। এই বাঁধন ছিঁড়ে আমি লাফ দিয়ে আকাশে উঠে যাব এবং পুনরায় রাক্ষসদের আঘাত করতে পারব।

যদি ভর্তৃহিতার্থায় চরন্তং ভর্তৃশাসনাৎ।
নিবধ্নন্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥ ১২

'এই সকল দুরাত্মা রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞায় আমাকে বন্ধন করেছে এমন একটা সময়ে যখন আমি আমার প্রভুর মঙ্গলাধানের জন্য এখানে বিচরণ করছি। অতএব, আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।

সর্বেষামেব পর্যাপ্তো রাক্ষসানামহং যুধি।
কিং তু রামস্য প্রীত্যর্থং বিষহিষ্যেঽহমীদৃশম্॥ ১৩

'সমগ্র রাক্ষসকুলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একাই যথেষ্ট। কিন্তু এখন শ্রীরামচন্দ্রের সন্তুষ্টির জন্য আমি এই বন্ধনকে চুপচাপ সহ্য করব।

লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি।
রাত্রৌ নহি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্মবিধানতঃ॥ ১৪

'এই বন্ধনদশায় আমি পুনরায় লঙ্কানগরীকে নিরীক্ষণ করার অবকাশ পাব। বাস্তবতঃ আমি লঙ্কাপুরীকে রাত্রিকালে দেখেছি, তাই নগরীর দুর্গ সুরক্ষাদি সম্যক্‌রূপে জানতে পারিনি।

অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে।
কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ॥ ১৫
পীড়াং কুর্বন্তি রক্ষাংসি ন মেঽস্তি মনসঃ শ্রমঃ।

'সুতরাং প্রাতে অবশ্যই আমাকে লঙ্কা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভালই হল যে রাক্ষসেরা আমাকে বারবার বেঁধে পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করছে এবং ক্লেশ দিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না।'

ততস্তে সংবৃতাকারং সত্ত্ববন্তং মহাকপিম্॥ ১৬
পরিগৃহ্য যয়ুর্হৃষ্টা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ॥ ১৭
রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্মাণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্।

তদনন্তর, দিব্য-আকাশ লুক্কায়িত করে রাখা সত্ত্বগুণবান মহান বানরবীর কপিকুঞ্জরকে নিষ্ঠুরচরিত্রের রাক্ষসেরা অধিগ্রহণ করে আনন্দিত চিত্তে তাকে নিয়ে চলল এবং শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ সহকারে লঙ্কানগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘোরাতে লাগল।

অন্বীয়মানো রক্ষোভির্যযৌ সুখমরিন্দমঃ॥ ১৮
হনূমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানাং মহাপুরীম্।
অথাপশ্যদ্ বিমানানি বিচিত্রাণি মহাকপিঃ॥ ১৯

শত্রুদমন শ্রীহনুমান অন্তঃকরণে সুখী হয়ে অগ্রে চলতে লাগলেন। সকল রাক্ষসেরা তাঁর পশ্চাতে চলল। মহাকপি শ্রীহনুমান সেই বিশাল রাক্ষস নগরীতে বিচরণ

করতে করতে (দিনের বেলায়) সব কিছু নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি তথায় বহু বিচিত্র বিমানসমূহ দেখতে পেলেন।

সংবৃতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্।
রথ্যাশ্চ গৃহসম্বাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গাটকানি চ॥ ২০
তথা রথ্যোপরথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্।

প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত বহু ভূভাগ, পৃথক, পৃথক ভাবে সুবিভক্ত চতুষ্কোন উদ্যানসমূহ, শ্রেণীবদ্ধ গৃহগুলির সমুখস্থ পথ, শৃঙ্গসদৃশ সুবিশাল হর্ম্যরাজিতথা প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত এবং গৃহমধ্যাংশের দৃশ্যসকল মহাকপি দেখতে লাগলেন।

চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ॥ ২১
ঘোষয়ন্তি কপিং সর্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ।

পথের চৌমাথায়, চারটি স্তম্ভযুক্ত পূজামণ্ডপসমূহে এবং রাজপথগুলিতে অগ্রসর রাক্ষসেরা শ্রীহনুমানকে 'চর' বলে ঘোষণা করতে লাগল।

স্ত্রীবালবৃদ্ধা নির্জগ্মুস্তত্র তত্র কুতূহলাৎ॥ ২২
তং প্রদীপিতলাঙ্গূলং হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ।

সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গুল বানরকে দেখতে উৎসুক আবালবৃদ্ধবনিতা কৌতূহলবশে স্থানে-স্থানে ঘরের বাইরে এসে পড়ল।

দীপ্যমানে ততস্তস্য লাঙ্গুলাগ্রে হনূমতঃ॥ ২৩
রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্।

শ্রীহনুমানের পুচ্ছে যখন অগ্নিসংযোগ করা হল তখন বিকটাক্ষ রাক্ষসীবৃন্দ সেই অপ্রিয় সংবাদ সীতাসকাশে নিবেদন করল।

যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ॥ ২৪
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে।

'সীতে ! যে লালমুখো বানরটি তোমার সাথে বার্তালাপ করেছিল, তাহার পুছে অগ্নিসংযোগ করে সারা শহর ঘোরানো হচ্ছে।'

শ্রুত্বা তদ্ বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্॥ ২৫
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ।

নিজের অপহরণের তুল্য দুঃখদায়ক এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে শোকতাপিতা বিদেহনন্দিনী সীতা মনে মনে অগ্নিদেবের উপাসনা করতে লাগলেন।

মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্মহাকপেঃ॥ ২৬
উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রয়তা হব্যবাহনম্।

তখন বিশাললোচনা পবিত্রহৃদয়া সীতা মহাকপি শ্রীহনুমানের মঙ্গলকামনায় অগ্নির উপাসনায় নিমগ্ন হলেন এবং বললেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ॥ ২৭

'অগ্নিদেব ! যদি আমি পতিসেবা করে থাকি, যদি তপঃক্লেশ সহ্য করে থাকি, যদি আমার পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ থেকে থাকে, তাহলে শ্রীহনুমানের জন্য (এক্ষণে) তুমি শীতল হও।

যদি কিঞ্চিদনুক্রোশস্তস্য ময্যস্তি ধীমতঃ।
যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনূমতঃ॥ ২৮

'যদি বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মনে আমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহ থাকে অথবা আমার সৌভাগ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহলে শ্রীহনুমানের জন্য শীতল হয়ে যাও।

যদি মাং বৃত্তসম্পন্নাং তৎসমাগমলালসাম্।
স বিজানাতি ধর্মাত্মা শীতো ভব হনূমতঃ॥ ২৯

'যদি সেই ধর্মাত্মা আমাকে সদাচারিণী ও তাঁর সঙ্গে মিলনে উৎসুক বলে জেনে থাকেন তো হে অগ্নিদেব! তুমি শ্রীহনুমানের অনুকূলে শীতলতা দান করো।

যদি মাং তারয়েদার্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ।
অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাচ্ছীতো ভব হনূমতঃ॥ ৩০

'যদি সত্যসন্ধ আর্য সুগ্রীব এই দুঃখপারাবার হতে আমার রক্ষা করতে সমর্থ বলে মনে হয়, তাহলে তুমি (অগ্নিদেব) হনুমানের জন্য শীতল হও।'

ততস্তীক্ষ্ণার্চিরব্যগ্রঃ প্রদক্ষিণশিখোঽনলঃ।
জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যাঃ শংসন্নিব শুভং কপেঃ॥ ৩১

মৃগনয়না সীতার এইরূপ প্রার্থনার তীক্ষ্ণ শিখাসম্পন্ন অগ্নিদেব যেন তাঁকে (সীতাদেবীকে) শ্রীহনুমানের মঙ্গলের ইঙ্গিত দিয়ে শান্তভাবে জ্বলতে লাগল এবং শিখাগুলি প্রদক্ষিণ রত হয়ে উর্ধ্বে উঠতে লাগল।

হনূমজ্জনকশ্চৈব পুচ্ছানলযুতোঽনিলঃ।
ববৌ স্বাস্থ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ॥ ৩২

শ্রীহনুমানের পিতা, পবনদেব-ও তাঁর (শ্রীহনুমানের) পুচ্ছের অগ্নির সহিত সহায়তাপূর্বক শৈত্যপ্রবাহের ন্যায় শীতল হলেন এবং দিব্যাঙ্গনা সীতার মনকে শীতল করলেন।

দহ্যমানে চ লাঙ্গূলে চিন্তয়ামাস বানরঃ।
প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্বতঃ॥ ৩৩

পুচ্ছ প্রদীপ্ত থাকাকালীন শ্রীহনুমান বিস্মিত হলেন

যে 'আগুন সর্বদিকে জ্বলতে থাকলেও কেন আমাকে দহনের কষ্ট দিচ্ছে না।

দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্।
শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৩৪

'এখানে এত উচ্চ শিখা দেখা যাচ্ছে, তথাপি অগ্নি আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আমার পুচ্ছাগ্রে বরফের স্তূপ রাখা আছে।

অথ বা তদিদং ব্যক্তং যদ্ দৃষ্টং প্লবতা ময়া।
রামপ্রভাবাদাশ্চর্যং পর্বতঃ সরিতাং পতৌ॥ ৩৫

'অথবা ইতঃপূর্বে সমুদ্রলঙ্ঘন কালে আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে সাগর মধ্য হতে পর্বতের প্রকটিত হওয়ার মতো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিলাম, তদ্রূপ অদ্য অগ্নির শীতলতা অভিব্যক্ত হচ্ছে।

যদি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ।
রামার্থং সম্ভ্রমস্তাদৃক্ কিমগ্নির্ন করিষ্যতি॥ ৩৬

'যদি শ্রীরামচন্দ্রের উপকারার্থে সমুদ্র ও বুদ্ধিমান মৈনাক-এর মনে এতটা উদ্বেগ থেকে থাকে, তাহলে অগ্নিদেবই বা শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলের জন্য কেন শীতলতা প্রকাশ করবেন না ?

সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ।
পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ॥ ৩৭

'সীতার দয়ায়, শ্রীরঘুনাথের তেজস্বিতা হেতু এবং আমার পিতার সঙ্গে সখ্যতার প্রভাবে অগ্নিদেব আমাকে তাপ দিচ্ছেন না।'

ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ।
কথমস্মদ্বিধস্যেহ বন্ধনং রাক্ষসাধমৈঃ॥ ৩৮
প্রতিক্রিয়াস্য যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে।

তদনন্তর, কপিকুঞ্জর শ্রীহনুমান এক মুহূর্তে এইরূপ চিন্তা করলেন — 'আমার মতো পুরুষের নীচ রাক্ষসগণ কর্তৃক বন্ধন স্বীকার করে নেওয়া কি উচিত ? আমার সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই এর প্রতিকার করা যুক্তিযুক্ত।'

ততশ্ছিত্ত্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ॥ ৩৯
উৎপপাতাথ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ।

এইরূপ চিন্তা করে সেই মহাকপি শ্রীহনুমান রাক্ষসদের বন্ধন ছিন্ন করে তীব্রবেগে উল্লম্ফন করলেন এবং গর্জন করতে লাগলেন।

পুরদ্বারং ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্॥ ৪০
বিভক্তরক্ষঃসম্বাধমাসসাদানিলাত্মজঃ।

অতঃপর, শ্রীমান পবনকুমার লাফ দিয়ে পর্বতশিখর তুল্য উচ্চ নগরতোরণে এসে পৌঁছলেন, সেখানে (তখন) রাক্ষসদের ভীড় ছিল না।

স ভূত্বা শৈলসংকাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্॥ ৪১
হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বন্ধনান্যবশাতয়ৎ।
বিমুক্তশ্চাভবচ্ছ্রীমান্ পুনঃ পর্বতসন্নিভঃ॥ ৪২

শৈলের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে, পুনরায় মনস্বী তিনি ক্ষণমাত্রমধ্যে অত্যন্ত হ্রস্বতা প্রাপ্ত হলেন এবং এইভাবে কৌশলে নিজের বন্ধনসমূহ শিথিল করে দিলেন। সেই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েই শ্রীহনুমান পুনরায় পর্বত তুল্য বিশালাকার ধারণ করলেন।

বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘং তোরণাশ্রিতম্।
স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিষ্কৃতম্।
রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ॥ ৪৩

এমন সময়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি দিয়ে তিনি তোরণোপরি এক কৃষ্ণলৌহ নির্মিত 'পরিঘ' দেখতে পেলেন। সেই পরিঘ হাতে নিয়ে মহাবাহু পবনপুত্র তথায় সকল রক্ষিগণকে বধ করলেন।

স তান্ নিহত্বা রণচণ্ডবিক্রমঃ
সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
প্রকাশিতাদিত্য ইবার্চিমালী॥ ৪৪

সেই সকল রাক্ষসদের নিধন করে রণভূমিতে প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শনকারী শ্রীহনুমান পুনরায় লঙ্কাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় তিনি দীপ্যমান প্রজ্বলিত লাঙ্গুল হতে উত্থিত অগ্নিশিখাগুলিতে অলংকৃত বানরবীর রশ্মিমালায় দেদীপ্যমান সূর্যদেবের সদৃশ প্রকটিত হচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

লঙ্কাপুরীর দহন এবং রাক্ষসদের বিলাপ

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ।
বর্ধমানসমুৎসাহঃ কার্যশেষমচিন্তয়ৎ॥ ১

শ্রীহনুমানের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হল এবং তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ বাড়তে লাগল। অতএব 'লঙ্কা'-কে নিরীক্ষণ করতে করতে তিনি অবশিষ্ট কার্যের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন—

কিং নু খল্ববশিষ্টং মে কর্তব্যমিহ সাম্প্রতম্।
যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ॥ ২

'এখন এখানে আমার কী কাজ বাকী আছে, যা এইসকল রাক্ষসদের জন্য অধিক দুঃখদায়ক হবে?

বনং তাবৎপ্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা হতাঃ।
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতঃ শেষং দুর্গবিনাশনম্॥ ৩

'প্রমদাবন প্রমথিত করেছি, বীর রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে এবং সমর শক্তির কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এখন দুর্গ ধ্বংস করা বাকী আছে।

দুর্গে বিনাশিতে কর্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্।
অল্পযত্নেন কার্যেঽস্মিন্ মম স্যাৎ সফলঃ শ্রমঃ॥ ৪

'দুর্গ বিনষ্ট হলে আমার সমুদ্র-লঙ্ঘনাদি প্রয়াস সুখকর ও সফল হবে। আমি সীতাদেবীর অনুসন্ধানে যে প্রযত্ন করেছি, তা স্বল্প আয়াসসাধ্য লঙ্কাদহনের দ্বারা সফলতা লাভ করবে।

যো হ্যয়ং মম লাঙ্গূলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ।
অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ॥ ৫

'আমার পুচ্ছাগ্রে যে হব্যবাহন অগ্নিদেব জ্বলছেন তাঁকে এই সকল শ্রেষ্ঠ গৃহাদির দ্বারা আহুতি করাও সঙ্গত মনে হচ্ছে।'

ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গূলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ॥ ৬

এইরূপ চিন্তা করে মহাকপি শ্রীহনুমান দীপ্যমান লাঙ্গুল সহ বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সদৃশ লঙ্কানগরীর অট্টালিকাগুলির উপরিভাগ বিচরণ করতে লাগলেন।

গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।
বীক্ষমাণো হ্যসংত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ॥ ৭

সেই বানরবীর রাক্ষসদের গৃহ হতে গৃহান্তর, উদ্যানসমূহ এবং রাজপ্রাসাদরাজিকে দেখতে দেখতে নির্ভয়ে ঘুরতে লাগলেন।

অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।
অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী॥ ৮
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্যবান্।
মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্॥ ৯

বিচরণ করতে করতে পবনদেব তুল্য বলবান ও অতি তীব্র গতিতে শ্রীহনুমান উল্লম্ফন করে প্রহস্ত-এর প্রাসাদপুরীতে এসে পৌঁছলেন এবং তথায় অগ্নিসংযোগ করে অন্যত্র লাফিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়টি ছিল মহাপার্শ্ব-এর নিবাসস্থল। পরাক্রমী শ্রীহনুমান সেখানেও প্রলয়াগ্নিশিখার মতো লেলিহান অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন।

বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ॥ ১০

অতঃপর মহাতেজা মহাকপি ক্রমে ক্রমে বজ্রদংষ্ট্র, শুক এবং বুদ্ধিমান সারণের ভবনসমূহের উপর প্লুতগতিতে বিচরণ করে অগ্নি জ্বালিয়ে দিলেন।

তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ॥ ১১

আবার, বানরযূথপতি শ্রীহনুমান ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের ভবন পুড়িয়ে দিলেন এবং জম্বুমালী ও সুমালীর হর্ম্যপ্রাসাদ ভস্মীভূত করে দিলেন।

রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্যশত্রোস্তথৈব চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ॥ ১২
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ॥ ১৩
করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি॥ ১৪
নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য দুরাত্মনঃ।
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ॥ ১৫

তদনন্তর, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রাক্ষস, রোমশ, রণোন্মত্ত মত্ত, ধ্বজগ্রীব, ভয়ানক বিদ্যুজ্জিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, দুরাত্মা নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু প্রভৃতি রাক্ষসদের ভবনে-ভবনে ঘুরে তিনি আগুন ছড়িয়ে দিলেন।

বর্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি।
ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ॥ ১৬

এইরূপে মহাতেজস্বী কপিশ্রেষ্ঠ অগ্রসর হতে হতে বিভীষণের প্রাসাদভবন ব্যতিরেকে অন্য সকল ভবনে ক্রমশঃ অগ্নিসংযোগ করলেন।

তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
গৃহেষ্বৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ॥ ১৭

মহাযশস্বী কপিকুঞ্জর পবনকুমার বিভিন্ন বহুমূল্য ভবনে ভবনে গিয়ে সমৃদ্ধিশালী রাক্ষসদের সকল সম্পত্তি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করলেন।

সর্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্যবান্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্॥ ১৮

সকলের ভবনগুলি লঙ্ঘনপূর্বক দ্যুতিমান পরাক্রমী শ্রীহনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের রাজমহলে পৌঁছলেন।

ততস্তস্মিন্ গৃহে মুখ্যে নানারত্নবিভূষিতে।
মেরুমন্দরসংকাশে নানামঙ্গলশোভিতে॥ ১৯
প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
ননাদ হনুমান্ বীরো যুগান্তজলদো যথা॥ ২০

লঙ্কানগরীর সকল প্রাসাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নানা রত্নে সুমণ্ডিত, মেরুসদৃশ সু-উচ্চ ও নানাবিধ মাঙ্গলিক চিহ্নে সুশোভিত রাজমহলে বীরবর শ্রীহনুমান স্থিত অগ্নি মোচনপূর্বক প্রলয় প্রয়োদ-এর মতো ভয়ঙ্কর গর্জন করলেন।

শ্বসনেন চ সংযোগাদতিবেগো মহাবলঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল প্রাবর্ধত হুতাশনঃ॥ ২১

বায়ুপ্রবাহের সাহায্য পেয়ে বেগে ছড়িয়ে পড়া সেই প্রবল আগুন প্রলয়াগ্নির মতো অভিবর্ধিত হয়ে জ্বলতে লাগল।

প্রদীপ্তমগ্নিং পবনস্তেষু বেশ্মসু চারয়ন্।
তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামণিময়ানি চ॥ ২২
ভবনানি ব্যশীর্যন্ত রত্নবন্তি মহান্তি চ।
তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্বসুধাতলে॥ ২৩

বায়ুর গতি সেই দেদীপ্যমান অগ্নিকে সকল নিবাসে ছড়িয়ে দিতে লাগল ; স্বর্ণ গবাক্ষ, মুক্তো ও মনিসমূহে নির্মিত তথা রত্নরাজিতে বিভূষিত উঁচু-উঁচু প্রাসাদ এবং সাতমহলা পুরী দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ভবনানীব সিদ্ধানামম্বরাৎ পুণ্যসংক্ষয়ে।
সংজজ্ঞে তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং প্রধাবতাম্॥ ২৪
স্বে স্বে গৃহপরিত্রাণে ভগ্নোৎসাহোজ্ঝিতশ্রিয়াম্।

দগ্ধভবনগুলির পতন, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হতে মর্ত্যে পতনশীল সিদ্ধগণের আশ্রয়ের মতো প্রতীত হচ্ছিল। সেক্ষণে রাক্ষসেরা নিজ-নিজ আবাসগুলি সুরক্ষিত করা ও আগুন প্রশমিত করার জন্য এ-দিক ও-দিক ধাবিত হতে লাগল। তাদের উৎসাহ এবং সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

নূনমেষোঽগ্নিরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি॥ ২৫
ক্রন্দন্ত্যঃ সহসা পেতুঃ স্তনন্ধয়ধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।

রাক্ষসেরা পরস্পর বলছিল —'হায় ! এই জীব বানরের ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা রয়েছেন।' হঠাৎ-হঠাৎ বহু ক্রন্দনরতা স্ত্রীলোকেরা সন্তান ক্রোড়ে নিয়ে গৃহ থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিল।

কাশ্চিদগ্নিপরীতাঙ্গ্যো হর্ম্যেভ্যো মুক্তমূর্ধজাঃ॥ ২৬
পতন্ত্যোরেজিরেঽভ্রেভ্যঃ সৌদামন্য ইবাম্বরাৎ।

কিছু কিছু রাক্ষসীর সর্বাঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল, তারা অলুলায়িত কেশে হর্ম্য থেকে নীচে এসে পড়ল এবং সেই রাক্ষসীদের পতন আকাশের মেঘ থেকে বিচ্যুত বিদ্যুতের তুল্য দৃশ্যমান হতে লাগল।

বজ্রবিদ্রুমবৈদূর্যমুক্তারজতসংহতান্ ॥ ২৭
বিচিত্রান্ ভবনাদ্ধাতূন্ স্যন্দমানান্ দদর্শ সঃ।

শ্রীহনুমান দেখলেন—জ্বলন্ত আবাসগুলি হতে হীরক, প্রবাল, নীলা, মুক্তা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিবিধ ধাতুর গলিত স্রোত বেরিয়ে আসছে।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং তৃণানাং চ যথা তথা॥ ২৮
হনূমান্ রাক্ষসেন্দ্রাণাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি।
ন হনূমদ্বিশস্তানাং রাক্ষসানাং বসুন্ধরা॥ ২৯

অগ্নি শুষ্ক কাঠ ও তৃণ দহন করায় কখনও তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ প্রশমিত হয় না, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের নিধনে শ্রীহনুমান বিন্দুমাত্র তৃপ্ত হলেন না এবং নিহত রাক্ষসদের নিজের কোলে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে বসুন্ধরাও যেন কোনোপ্রকার নিরুদ্যম ছিলেন না।

হনূমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা।
লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা॥ ৩০

যেমন করে ভগবান রুদ্র পুরাকালে 'ত্রিপুর' দগ্ধ করেছিলেন, সেইরূপ সাতিশয় বেগবান বানরবীর মহাত্মা

শ্রীহনুমান লঙ্কানগরীকে জ্বালিয়ে দিলেন।

ততঃ স লঙ্কাপুরপর্বতাগ্রে
সমুত্থিতো ভীমপরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো
হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ ॥ ৩১

তদনন্তর লঙ্কাপুরীর পর্বতশৃঙ্গে অতি ভয়ংকর লেলিহান আগুন উর্ধ্বে উঠতে লাগল। বেগবান শ্রীহনুমান কর্তৃক সংযুক্ত সেই অগ্নি চতুর্দিকে শিখা বিস্তার করে সজোরে দেদীপ্যমান হতে লাগল।

যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ
সমারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবস্পৃক্।
বিধূমরশ্মির্ভবনেষু সক্তো
রক্ষঃশরীরাজ্যসমর্পিতার্চিঃ ॥ ৩২

বায়ুর সহায়তা পেয়ে সেই গগনচুম্বী আগুন এতটা বিস্তার করল যে, তার রূপ প্রলয়কালীন অগ্নির মতো লাগছিল। লঙ্কানগরীর ভবনে-ভবনে প্রদীপ্ত অগ্নি ছিল নির্ধূম এবং রাক্ষসদের শরীররূপ ঘৃত-আহুতি অগ্নির শিখাসমূহকে ক্রমশঃ অভিবর্ধিত করছিল।

আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা
লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনিপ্ররূঢ়ৈ-
র্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ ॥ ৩৩

সমগ্র লঙ্কাপুরীকে নিজশিখায় প্রলিপ্ত করে বিস্তীর্ণ সেই প্রচণ্ড আগুন কোটি সূর্যের ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল। ভবন ও পর্বতাদির বিদারণে উদ্ভূত নানাবিধ শব্দ বজ্রনির্ঘোষকেও হার মানাচ্ছিল। সেই বিশালাকার অনল যেন পৃথিবী বিদীর্ণ করে উত্থিত হচ্ছিল।

তত্রাম্বরাদগ্নিরতিপ্রবৃদ্ধো
রূক্ষপ্রভঃ কিংশুকপুষ্পচূড়ঃ।
নির্বাণধূমাকুলরাজয়শ্চ
নীলোৎপলাভাঃ প্রচকাশিরেঽভ্রাঃ ॥ ৩৪

তথায় মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল খরতর অগ্নিশিখাসমূহ প্রস্ফুটিত কিংশুকফুলের গুচ্ছগুলির মতো রক্তবর্ণ মনে হচ্ছিল। আকাশে মেঘসমূহ অগ্নি থেকে উত্থিত নীলোৎপলবর্ণের ধূম্রকুণ্ডলীতে সংপৃক্ত হয়ে শোভা পাচ্ছিল অর্থাৎ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল।

বজ্রী মহেন্দ্রস্ত্রিদশেশ্বরো বা
সাক্ষাদ্ যমো বা বরুণোঽনিলো বা।
রৌদ্রোঽগ্নিরর্কো ধনদশ্চ সোমো
ন বানরোঽয়ং স্বয়মেব কালঃ ॥ ৩৫

কিং ব্রহ্মণঃ সর্বপিতামহস্য
লোকস্য ধাতুশ্চতুরাননস্য।
ইহাগতো বানররূপধারী
রক্ষোপসংহারকরঃ প্রকোপঃ ॥ ৩৬

কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য
রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং
স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা ॥ ৩৭

ইত্যেবমূচুর্বহবো বিশিষ্টা
রক্ষোগণাস্তত্র সমেত্য সর্বে।
সপ্রাণিসঙ্ঘাং সগৃহাং সবৃক্ষাং
দগ্ধাং পুরীং তাং সহসা সমীক্ষ্য ॥ ৩৮

প্রাণিসমূহ, গৃহাদি এবং বৃক্ষরাজি সহ সমগ্র লঙ্কাপুরীকে সহসা দগ্ধ হতে দেখে দলে-দলে একত্রিত মুখ্য রাক্ষসগণ পরস্পর বলতে লাগল — 'ইনি বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ যমরাজ নয় তো ? বরুণ, ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ যমরাজ নয় তো ? বরুণ, বায়ু, রুদ্র, অগ্নি, সূর্য, কুবের অথবা চন্দ্র আদির মধ্যে কেউ নয় তো ? এই প্রাণী বানর হতে পারে না, এ হচ্ছে সাক্ষাৎ কাল (যম)। অথবা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রচণ্ড ক্রোধ বানরের ছদ্মবেশে রাক্ষসকুলের সংহারহেতু এখানে উপস্থিত হয়েছে। কিংবা ভগবান বিষ্ণুর অতুল তেজোরাশি যা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, স্বকীয় মায়াবলে তাই বানররূপ নিয়ে রক্ষঃকুলের ধ্বংসের জন্য এখন এখানে এসেছে ?'

ততস্তু লঙ্কা সহসা প্রদগ্ধা
সরাক্ষসা সাশ্বরথা সনাগা।
সপক্ষিসঙ্ঘা সমৃগা সবৃক্ষা
রুরোদ দীনা তুমুলং সশব্দম্ ॥ ৩৯

এইভাবে অশ্ব, হস্তী, রথ, পশুপক্ষী, বৃক্ষ তথা বহু রাক্ষসগণকে ভস্মসাৎকারী লঙ্কা, —যেন দৈন্যদশায় উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল।

হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র
হা জীবিতেশাঙ্গ হতং সুপুণ্যম্।

রক্ষোভিরেবং বহুধা ব্রুবদ্ভিঃ
শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ ॥ ৪০

লঙ্কাবাসীগণ বলতে লাগল—'হা পিতা! হা পুত্র! হা স্বামি! হা মিত্র! হা প্রাণেশ্বর, আমাদের সকল পুণ্য নষ্ট হয়ে গেছে!' এইরূপ বিবিধ বিলাপ করতে করতে রাক্ষসেরা বড় ভয়ংকর এবং ঘোর আর্তনাদ করতে লাগল।

হুতাশনজ্বালসমাবৃতা সা
হতপ্রবীরা পরিবৃত্তয়োধা।
হনূমতঃ ক্রোধবলাভিভূতা
বভূব শাপোপহতেব লঙ্কা ॥ ৪১

অগ্নির নিদারুন দহনজ্বালায় ক্লিষ্ট এবং নিহত বীরপুঙ্গব ও নিরুৎসাহ যোদ্ধাগণ সমাকীর্ণ লঙ্কানগরী অভিশপ্তার ন্যায় শ্রীহনুমানের কোপানলের বশীভূত হয়ে গেল।

সসম্ভ্রমং ত্রস্তবিষণ্ণরাক্ষসাং
সমুজ্জ্বলজ্জ্বালহুতাশনাঙ্কিতাম্ ।
দদর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ
স্বয়ংভুরোষোপহতামিবাবনিম্ ॥ ৪২

মহামনস্বী শ্রীহনুমান লঙ্কাপুরীকে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ক্রোধে বিনষ্টা পৃথিবীর মতো দেখলেন। তথায় সকল রাক্ষস ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। অত্যুজ্জ্বল শিখাসমূহ সুশোভিত অগ্নিদেব তাঁদের উপর নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন।

ভঙ্ক্ত্বা বনং পাদপরত্নসঙ্কুলং
হত্বা তু রক্ষাংসি মহান্তি সংযুগে।
দগ্ধ্বা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং
তস্থৌ হনূমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ৪৩

শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ প্রমদাবনকে লণ্ডভণ্ড করে, সমরে রাক্ষসগণকে নিধন করে, উত্তম ভবনসমূহে সুসজ্জিত লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করে পবনপুত্র শ্রীহনুমান শান্তশ্রী ধারণ করলেন।

স রাক্ষসাংস্তান্ সুবহূংশ্চ হত্বা
বনং চ ভঙ্ক্ত্বা বহুপাদপং তৎ।
বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিং
জগাম রামং মনসা মহাত্মা ॥ ৪৪

বহু বহু রাক্ষসকে নিধন করে, প্রচুর বৃক্ষযুক্ত প্রমদাবনের গাছপালা ভেঙ্গে এবং রাক্ষসদের ভবনসমূহে অগ্নি মোচন করে মহাত্মা সেই শ্রীহনুমান মনে-মনে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ততস্তু তং বানরবীরমুখ্যং
মহাবলং মারুততুল্যবেগম্।
মহামতিং বায়ুসুতং বরিষ্ঠং
প্রতুষ্টুবুর্দেবগণাশ্চ সর্বে ॥ ৪৫

তদনন্তর, সমগ্র দেবকুল মুখ্য বানরবীর মহাবলবান, বায়ু তুল্য গতিমান, বুদ্ধিমান ও বায়ুদেবতার সুযোগ্য পুত্র শ্রীহনুমানের স্তুতি করলেন।

দেবাশ্চ সর্বে মুনিপুঙ্গবাশ্চ
গন্ধর্ববিদ্যাধরপন্নগাশ্চ ।
ভূতানি সর্বাণি মহান্তি তত্র
জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুল্যরূপাম্ ॥ ৪৬

তাঁর এই কাজে সকল দেবতা, মুনিবর্গ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ এবং সকল মহান প্রাণিগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই আনন্দের প্রসন্নতার তুল্য কিছুই হতে পারে না।

ভঙ্ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে।
দগ্ধ্বা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥ ৪৭

মহাতেজস্বী মহাকপি পবনকুমার প্রমদবনকে উজাড় করে দিয়ে, যুদ্ধে রাক্ষসদের নিধন করে এবং ভয়ংকর লঙ্কাপুরীকে জ্বালিয়ে সাতিশয় শোভা পাচ্ছিলেন।

গৃহাগ্রশৃঙ্গাগ্রতলে বিচিত্রে
প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
ব্যরাজতাদিত্য ইবার্চিমালী ॥ ৪৮

শ্রেষ্ঠ ভবনমালার বিচিত্র শিখরে দণ্ডায়মান বানররাজসিংহ শ্রীহনুমান পুচ্ছাগ্রে জ্বলন্ত শিখা সমূহে অলংকৃত হয়ে, তেজোরাশিতে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো প্রকটিত হলেন।

লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গূলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৯

সমগ্র লঙ্কাকে পীড়িত করে বানরশিরোমণি মহাকপি শ্রীহনুমান তখন সমুদ্রের জলে পুচ্ছের আগুন নির্বাপিত করলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ৫০

তদনন্তর প্রদগ্ধা লঙ্কাপুরীকে দেখে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যৎপরনাস্তি বিস্মিত হলেন।

তং দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনুমন্তং মহাকপিম্।
কালাগ্নিরিতি সঞ্চিন্ত্য সর্বভূতানি তত্রসুঃ ॥ ৫১

সেই ক্ষণে বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি শ্রীহনুমানকে চিন্তা করে সাক্ষাৎ কালাগ্নি জ্ঞানে সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

সীতার জন্য শ্রীহনুমানের আশঙ্কা ও তার নিরসন

**সন্দীপ্যমানাং বিত্রস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্।
অবেক্ষ্য হনুমাঁল্লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ১**

বিপন্ন রাক্ষসগণের লঙ্কাপুরীকে ভীতসন্ত্রস্ত ও অগ্নিতে দেদীপ্যমান দেখতে পেয়ে শ্রীহনুমান চিন্তা করলেন।

**তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত।
লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া ॥ ২**

উপরন্তু তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হল এবং নিজের প্রতি যেন ঘৃণা জন্মাল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন— 'হায় ! লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করে আমি কী জঘন্য কর্ম করেছি !

**ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্।
নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥ ৩**

'সেই সকল মহাত্মাগণ সত্যিই ধন্যার্হ, যাঁরা ক্রোধকে বুদ্ধি দ্বারা প্রতিহত করতে পারেন, যেমন করে জল জ্বলন্ত অগ্নিকে নির্বাপিত করে।

**ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥ ৪**

'ক্রোধান্বিত কোন্ পুরুষ পাপ করে না ? ক্রোধোবশীভূত ব্যক্তি গুরুজনদেরও হত্যা করতে পারে ! ক্রোধী মানুষ সাধুপুরুষদেরকেও কটুবাক্যে তিরস্কার করতে সমর্থ।

**বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫**

'সাতিশয় ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কথ্য ও অকথ্যের বিচার করতে অক্ষম। ক্রুদ্ধ মনুষ্যের পক্ষে সকল দুষ্কর্মই সম্ভব এবং যেকোন প্রকার কুবাক্য বলাও অসম্ভব নয়।

**যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৬**

'সর্পের দ্বারা জীর্ণ খোলস পরিত্যাগের ন্যায়, যিনি নিজের হৃদয়ে উৎপন্ন ক্রোধকে ক্ষমার ভাব দ্বারা নিরস্ত করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

**ধিগস্তু মাং সদুর্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্।
অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিঘাতকম্ ॥ ৭**

'অতিশয় বুদ্ধিহীন আমাকে ধিক ! আমি নির্লজ্জ ও মহাপাপী ! সীতার সুরক্ষার কথা না ভেবেই আমি লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করেছি এবং ফলতঃ নিজ প্রভুকেও (যেন) হত্যা করে ফেলেছি।

**যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্বা নূনমার্যাপি জানকী।
দগ্ধা তেন ময়া ভর্তুর্হতং কার্যমজানতা ॥ ৮**

'যদি সমগ্র লঙ্কাপুরী আগুনে ছার খার হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সীতাও নিশ্চয় দগ্ধ হয়েছেন। এইভাবে আমি নিজের অজান্তে প্রভুর সকল কার্য বিনষ্ট করে ফেলেছি।

**যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্যমবসাদিতম্।
ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা ॥ ৯**

'যে কার্যসিদ্ধির জন্য এই সকল উদ্যোগ সেই কার্য আমি সমূলে বিনষ্ট করেছি ; কেননা লঙ্কাদহনের সময়

আমি সীতার সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করিনি।

ধ্রুবং কার্যমিদং কার্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ।
রুষা ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ॥ ১০

'নিঃসন্দেহে লঙ্কাদহনরূপ একটি সামান্য কর্ম অবশিষ্ট ছিল যা আমি সম্পন্ন করেছি। বস্তুত ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমি শ্রীরামচন্দ্রের কর্মপরিকল্পনার মূলে আঘাত করেছি।

বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভস্মীকৃতা পুরী॥ ১১

'লঙ্কাপুরীর কোন অংশই আগুন থেকে রক্ষা পায়নি। আমি সমগ্র পুরী ভস্মীভূত করে দিয়েছি। অতএব জানকীও আর অক্ষত নেই—একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

যদি তদ্বিহতং কার্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্যয়াৎ।
ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে॥ ১২

'যদি নিজের বুদ্ধি বিভ্রাটে আমি সবকিছু বিনষ্ট করে দিয়ে থাকি, তাহলে আজই আমার প্রাণত্যাগ করা ভালো।

কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্ বড়বামুখে।
শরীরমিহ সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্॥ ১৩

'আমি কি আজ আগুনে ঝাঁপ দিব, অথবা দাবানলে প্রবেশ করব ? কিংবা নিজ শরীর সামুদ্রিক জলজন্তুদের কাছে সঁপে দিব।

কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ।
তৌ বা পুরুষশার্দূলৌ কার্যসর্বস্বঘাতিনা॥ ১৪

'আমি সবকিছুই ভণ্ডুল করে দিয়েছি। অতএব জীবিতাবস্থায় কীভাবে সুগ্রীব অথবা ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে মুখ দেখাবো ?

ময়া খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্।
প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্॥ ১৫

'ত্রিলোকে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, বানরযোনী অতিশয় চঞ্চল, আমি এই চাপল্যই এক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছি।

ধিগস্তু রাজসং ভাবমনীশমনবস্থিতম্।
ঈশ্বরেণাপি যদ্ রাগান্ময়া সীতা ন রক্ষিতা॥ ১৬

'এই রাজস-ভাব অর্থাৎ চিন্তাধারা কোনো কার্যের সুসম্পাদনে অসমর্থ ও অব্যবস্থিত, একে ধিক্কার জানাই ! এই রজোচিত ক্রোধের ফলেই সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও আমি সীতামাতাকে রক্ষা করিনি।

বিনষ্টায়াং তু সীতায়াং তাবুভৌ বিনশিষ্যতঃ।
তয়োর্বিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্বিনশিষ্যতি॥ ১৭

'সীতার মৃত্যু হয়ে থাকলে, সেই ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণও মৃত্যুবরণ করবেন। ভ্রাতৃযুগলের বিনাশ হলে সুগ্রীবও সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করবেন।

এতদেব বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধর্মাত্মা সহশত্রুঘ্নঃ কথং শক্ষ্যতি জীবিতুম্॥ ১৮

'পুনশ্চ, এইসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন কিরূপে জীবন ধারণ করবে ?

ইক্ষ্বাকুবংশে ধর্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ম্।
ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্বাঃ শোকসন্তাপপীড়িতাঃ॥ ১৯

'এইভাবে ধর্মপরায়ণ ইক্ষ্বাকুবংশ বিনষ্ট হলে সমগ্র প্রজাকুল শোকতাপে কষ্ট ভোগ করবে।

তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ।
রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তং লোকবিনাশনঃ॥ ২০

'অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভাগ্যহীন আমি ক্রোধ পরিপূর্ণ হৃদয়ে নিঃসন্দেহে জগতের বিনাশকারী হয়ে দাঁড়িয়েছি।'

ইতি চিন্তয়তস্তস্য নিমিত্তান্যুপপেদিরে।
পূর্বমপ্যুপলব্ধানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ॥ ২১

এবংবিধ চিন্তাগ্রস্ত শ্রীহনুমান তখনই কিছু শুভলক্ষণ দেখলেন — যেগুলি তিনি পূর্বেই বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন ; তাই তিনি পুনরায় এইভাবে ভাবতে লাগলেন—

অথ বা চারুসর্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা।
ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে॥ ২২

'অথবা, সম্ভবতঃ সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতা নিজের মহিমায় সুরক্ষিতা আছেন। কল্যানময়ী জনকদুহিতার বিনাশ কখনও হবে না ; যেহেতু অগ্নি কখনও অগ্নিকে গ্রাস করে না।

নহি ধর্মাত্মনস্তস্য ভার্যামমিততেজসঃ।
স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ॥ ২৩

'সীতা অমিততেজা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী, নিজের চরিত্রবলে ও পাতিব্রত্যের শক্তিতে সদা সুরক্ষিতা। অগ্নি তাঁকে স্পর্শ করতে অসমর্থ।

নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ।
যন্মাং দহনকর্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ॥ ২৪

'ইহা অবশ্যই শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা এবং বিদেহনন্দিনী সীতার পুণ্যফল যে সর্বগ্রাসী অগ্নি আমাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়নি।

ত্রয়াণাং ভরতাদীনাং ভ্রাতৄণাং দেবতা চ যা।
রামস্য চ মনঃকান্তা সা কথং বিনশিষ্যতি॥ ২৫

'কিংবা, যিনি (অর্থাৎ সীতাদেবী) ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের আরাধ্যা দেবী এবং শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়বল্লভা, আগুনে তাঁর বিনাশ কী করে সম্ভব ?

যদ্ বা দহনকর্মায়ং সর্বত্র প্রভুরব্যয়ঃ।
ন মে দহতি লাঙ্গূলং কথমার্যাং প্রধক্ষ্যতি॥ ২৬

'অগ্নি দাহক এবং অবিনাশী, সর্বত্র নিজের প্রভাব বিস্তার করে সবকিছুই ভস্মসাৎ করতে পারে। যাঁর প্রভাবে এটি আমার পুচ্ছকে জ্বালাতে পারেনি, সেই সাক্ষাৎ মাতা জানকীকে তা কীভাবে জ্বালাতে পারে ?'

পুনশ্চাচিন্তয়ৎ তত্র হনূমান্ বিস্মিতস্তদা।
হিরণ্যনাভস্য গিরের্জলমধ্যে প্রদর্শনম্॥ ২৭

তৎক্ষণে শ্রীহনুমান বিস্মিত হয়ে সমুদ্রমধ্যে তাঁর যে মৈনাক পর্বতের দর্শন হয়েছিল সেই ঘটনা স্মরণ করলেন।

তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যত্বাচ্চ ভর্তরি।
অসৌ বিনির্দহেদগ্নিং ন তামগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি॥ ২৮

তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন— 'তপস্যা, সদা সত্য কথা বলা এবং পতির প্রতি একাগ্র ভক্তির কারণে তিনি (অর্থাৎ সীতাদেবী) অগ্নিকে বিনষ্ট করে দিতে পারেন ; আগুন তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে না।'

স তথা চিন্তয়ংস্তত্র দেব্যা ধর্মপরিগ্রহম্।
শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাত্মনাম্॥ ২৯

এবংপ্রকারে ভগবতী সীতাদেবীর ধর্মপরায়ণতা বিচার করতে করতে শ্রীহনুমান তখনই মহাত্মা চারণগণের মুখনিঃসৃত স্তবগান শুনতে পেলেন—

অহো খলু কৃতং কর্ম দুর্বিগাহং হনূমতা।
অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি॥ ৩০

'আহা ! শ্রীহনুমান রাক্ষসদের গৃহে গৃহে ভয়ানক অসহনীয় আগুন লাগিয়ে অতি অদ্ভুত ও দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করেছে।

প্রপলায়িতরক্ষঃস্ত্রীবালবৃদ্ধসমাকুলা
জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ॥ ৩১
দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা।
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ॥ ৩২

'নিজ-নিজ গৃহ থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমাকুল সমগ্র লঙ্কা নগরী জন-কোলাহলে তুমুল চিৎকার করছে। নগরের প্রাচীরযুক্ত অট্টালিকা ও তোরণসমূহ সহ গিরিগহ্বর পর্যন্ত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সীতার গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগেনি, এটি বড়ই বিস্ময়ের কথা !'

ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমাম্।
বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ॥ ৩৩

শ্রীহনুমান যখন চারণবৃন্দের এইরূপ অমৃত তুল্য বাণী শ্রবণ করলেন তখন তাঁর হৃদয় হর্ষোল্লাসে ভরে গেল।

স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ॥ ৩৪

পূর্বে বহুবার প্রত্যক্ষ সাফল্যে পরীক্ষিত শুভ লক্ষণসমূহ দেখে, মহিমাময় কারণসমষ্টি তথা চারণবৃন্দ দ্বারা সুগীত পূর্বোক্ত বাণীসকল সীতাদেবীর সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করলে শ্রীহনুমান অন্তঃকরণে প্রসন্নতা অনুভব করলেন।

ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থ-
স্তামক্ষতাং রাজসুতাং বিদিত্বা।
প্রত্যক্ষতস্তাং পুনরেব দৃষ্ট্বা
প্রতিপ্রয়াণায় মতিং চকার॥ ৩৫

সীতার কোন ক্ষতি হয়নি জেনে তখন কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান নিজেকে সফল মনোরথ মনে করলেন এবং স্বচক্ষে সীতাদেবীর দর্শন করে প্রত্যাবর্তন করা স্থির করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সীতাদেবীকে দর্শন করে পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন

ততস্তু শিংশপামূলে জানকীং পর্যবস্থিতাম্।
অভিবাদ্যাব্রবীদ্ দিষ্ট্যা পশ্যামি ত্বামিহাক্ষতাম্॥ ১

অতঃপর, শ্রীহনুমান অশোকতরুমূলে উপবিষ্টা জনকনন্দিনীর নিকটে গেলেন এবং প্রণত হয়ে বললেন—'আর্যে ! সৌভাগ্যক্রমে আমি এখানে আপনাকে অক্ষত দেখতে পাচ্ছি।'

ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃ পুনঃ।
ভর্তৃঃ স্নেহান্বিতা বাক্যং হনূমন্তমভাষত॥ ২

সীতা পতির প্রণয় চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। তিনি শ্রীহনুমানকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তাঁকে বারংবার দেখতে দেখতে বললেন—

যদি ত্বং মনাসে তাত বসৈকাহমিহানঘ।
ক্বচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি॥ ৩

'তাত ! নিষ্পাপ বীরশ্রেষ্ঠ ! যদি তুমি উচিত মনে কর, তাহলে আরও দু'এক দিন এখানে গোপন স্থানে লুকিয়ে থাক, আজ বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করবে।

মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ॥ ৪

'বানরপ্রবর ! তুমি অদূরে থাকলে আমার মতো মন্দভাগিনীর অপার শোক কিছুক্ষণের জন্য প্রশমিত হবে।'

গতে হি হরিশার্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি।
প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব॥ ৫

'কপিশ্রেষ্ঠ ! বানরশিরোমণে ! তুমি প্রস্থান করলে তোমার পুনরাগমন পর্যন্ত আমার জীবন থাকবে কিনা সন্দেহ আছে।

অদর্শনং চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্মনঃশোককর্শিতাম্॥ ৬

'বীর ! দুঃখের পর দুঃখ আমাকে আঘাত করছে। আমি মানসিক শোকে দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। এ অবস্থায় তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার হৃদয় আরও বিদীর্ণ হবে।

অয়ং চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহৎসু সহায়েষু হর্যৃক্ষেষু মহাবলঃ॥ ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং সন্তরিষ্যতি সাগরম্।
তানি হর্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ॥ ৮

'বীর ! আমার মনে এখনও এই সন্দেহ হচ্ছে যে প্রমুখ বানর ও ভল্লুকগণ সহায়ক হলেও মহাবলী সুগ্রীব এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রকে কী করে অতিক্রম করবেন ? তাঁর সৈন্যদলের বানর-ভল্লুকেরা তথা দুই রাজকুমার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণও বা এই মহাসাগরকে কী উপায়ে লঙ্ঘন করবেন ?

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা॥ ৯

'প্রাণিগণের শুধুমাত্র তিনটি প্রজাতির মধ্যে সমুদ্র লঙ্ঘনের শক্তি-সামর্থ্য বিদ্যমান আছে— তোমার মধ্যে (অর্থাৎ, শ্রীহনুমানের মধ্যে), গরুড়ের মধ্যে এবং পবনদেবের মধ্যে।'

তদত্র কার্যনির্বন্ধে সমুৎপন্নে দুরাসদে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্যবিশারদঃ॥ ১০

'অতএব এক্ষেত্রে এই দুষ্কর কর্মের সাফল্য সুদূর পরাহত হয়ে পড়ছে। হে কর্মকুশলিন্ ! তুমি এসবের কিরূপ সমাধান ভাবছ।

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে।
পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ॥ ১১

'শত্রুপক্ষের বীরসমূহকে সংহারকারী কপিশ্রেষ্ঠ ! নিঃসন্দেহে এই কর্মকাণ্ডের সমাধা করতে তুমি একাই সমর্থ। পরিণামে বিজয়রূপ (সঞ্জাত) সাফল্য তোমারই যশোদায়ক হবে, (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নয়)।

বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ১২

'পরন্তু শত্রুসৈন্যের উৎপীড়ক শ্রীরামচন্দ্র যদি লঙ্কানগরীকে সৈন্যবলে পদদলিত করে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করেন, তবে সেইটিই তাঁহার মর্যাদার অনুরূপ হবে।

তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়॥ ১৩

'সুতরাং তুমি এমন উপায় কর, যাহাতে যুদ্ধবীর মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য পরাক্রম প্রকাশিত হতে পারে।'

তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১৪

সীতাদেবীর এইসকল কথা সস্নেহ ও প্রয়োজনাত্মক ছিল। শ্রবণ করে বীর শ্রীহনুমান এইরূপ উত্তর দিলেন।

দেবি হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১৫

'দেবি ! বানর ও ভল্লুকদের প্রভু সুগ্রীব অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি আপনাকে উদ্ধার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ॥ ১৬

'বিদেহনন্দিনি ! (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণে) বানররাজ সুগ্রীব হাজার-হাজার কোটি বানর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে অতি শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন।

তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ॥ ১৭

'সেই নরোত্তম বীর দুই ভাই শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ একত্রে এখানে এসে শরবর্ষণে এই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করে দেবেন।

সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতি যাস্যতি॥ ১৮

'বরারোহে ! রাক্ষসদেরকে সবান্ধবে হত্যা করে অচিরে রঘুনন্দন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবেন।

সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে॥ ১৯

'আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক ; উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করুন। আপনি অচিরেই দেখবেন যে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ রণে নিহত হয়েছে।

নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী॥ ২০

'পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সহ রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হলে আপনি চন্দ্র- রোহিণীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন।

ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্যৃক্ষপ্রবরৈর্যুতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীঞ্ছোকং ব্যপনয়িষ্যতি॥ ২১

'বানর ও ভল্লুকবৃন্দের প্রমুখ বীরদেরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র শীঘ্রই এখানে এসে পৌঁছুবেন এবং যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করে আপনার সকল দুঃখ দূর করবেন।'

এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভ্যবাদয়ৎ॥ ২২

বিদেহনন্দিনী সীতাকে এভাবে আশ্বাসিত করে বিদায় নেওয়ার জন্য শ্রীহনুমান সীতাকে প্রণাম করলেন।

রাক্ষসান্ প্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্॥ ২৩
নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্।
দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ॥ ২৪
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্মধ্যেন সাগরম্।

বহু বলশালী রাক্ষসদেরকে হত্যা করে এবং বল-বীর্যের পরিচয় দিয়ে স্বনামে খ্যাত হলেন শ্রীহনুমান। তিনি বৈদেহীকে সমাশ্বাসিত করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে চমৎকৃত করে লঙ্কানগরী শোকাকুল করে তুললেন। এইরূপে অতিশয় বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক সীতাকে প্রণাম করে তিনি সমুদ্রের মধ্যদিয়ে (আকাশ পথে) প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ॥ ২৫
আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দনঃ।

(এরপর, শ্রীহনুমানের জন্য লঙ্কাপুরীতে কোনো কার্য অবশেষ থাকল না, অতএব) অরিন্দম তিনি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-অভিলাষে পর্বতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম 'অরিষ্টগিরি'-তে আরোহণ করলেন।

তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভির্নীলাভির্বনরাজিভিঃ॥ ২৬
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।

'অরিষ্ট' পর্বত সুউচ্চ 'পদ্মক' নামক শ্যামল বনস্পতিসমূহে সুশোভিত ছিল এবং পর্বতের শৃঙ্গগুলির অন্তবর্তী স্থানে আনত মেঘমালা পর্বতগাত্রে উত্তরীয় বস্ত্রের

ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল।

বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৭
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব পর্বতম্॥ ২৮

সূর্যের মঙ্গলময় ও প্রীতিপূর্ণ কিরণে 'অরিষ্ট' গিরিকে সুপ্রোক্ষিত মনে হচ্ছিল, পর্বতের স্থানে স্থানে উদ্ভূত নানাপ্রকার ধাতু ও মণিরত্ন যেন তার নেত্রস্বরূপ ছিল। সেগুলির দ্বারা যেন বিস্ফারিতভাবে সেই পর্বত সর্বত্র নিরীক্ষণ করছিল। পার্বত্য নদীর প্রবাহিত জলধারার গম্ভীর নাদে যেন সেই পর্বত সস্বর বেদপাঠে নিরত ছিল।

প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরুদ্ধূতৈরূর্ধ্ববাহুমিব স্থিতম্॥ ২৯

অনেকানেক ঝরণার কুলুকুলু শব্দে সেই পর্বত স্ফুটস্বরে সঙ্গীত শোনাচ্ছিল এবং উঁচু উঁচু দেবদারু-বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত হয়ে যেন উর্ধ্ববাহু হয়ে দণ্ডায়মান ছিল।

প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রুষ্টমিব সর্বতঃ।
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ॥ ৩০

(অরিষ্ট পর্বত) পার্বত্য জলপ্রপাতের গম্ভীর ধ্বনিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে উচ্চৈস্বরে শোরগোল করছিল বলে মনে হচ্ছিল এবং বেপমান শারদীয় শ্যাম বনরাজিতে সুশোভিত হয়ে যেন স্বয়ং কম্পমান বলে প্রতীত হচ্ছিল।

বেণুভির্মারুতোদ্ধূতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ।
নিঃশ্বসন্তমিবামর্ষাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ॥ ৩১

বায়ুর আন্দোলনে আন্দোলিত পর্বতীয় বৃক্ষরাজির মধুরধ্বনি যেন পর্বতের বংশীধ্বনি ছিল এবং ভয়ংকর বিষধর সর্পকুলের ক্রুদ্ধ চিৎসকারে যেন সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ।
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্বতঃ॥ ৩২

তুষারাবৃত গম্ভীরদর্শন গুম্ফারাজিতে উপলক্ষিত সেই পর্বত যেন ধ্যানস্থ হয়ে মৌনরূপ ধারণ করেছিল। তার ও সমীপস্থ পর্বতরাজির সানুদেশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় মনে হচ্ছিল যেন (স্থানুতা পরিহার করে) 'অরিষ্ট' মেঘরূপ পাদচারণায় সর্বত্র বিচরণ করছিল।

জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ।
কূটৈশ্চ বহুধা কীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ॥ ৩৩

শৃঙ্গদেশে মেঘমালায় অলংকৃত সেই পর্বত যেন আকাশ স্পর্শ করছিল। বহুশৃঙ্গ ও বহু গিরিগুহায় সুশোভিত পর্বতটি সুদৃশ্য ছিল।

সালতালৈশ্চ কর্ণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্বৃতম্।
লতাবিতানৈর্বিততৈঃ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩৪

সাল, তাল, কর্ণ ও বহু সংখ্যক বৃক্ষরাজি পর্বতটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল এবং ফুলভারে মণ্ডিত বিস্তীর্ণ লতা-বিতান সেই পর্বতের অলংকারস্বরূপ ছিল।

নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষ্যন্দভূষিতম্।
বহুপ্রস্রবণোপেতং শিলাসঞ্চয়সংকটম্॥ ৩৫

নানা ধরনের জীব-জন্তুরা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। বিবিধ ধাতব নিঃসরণ ভূপ্রকৃতির ভূষণতুল্য প্রতীয়মান হচ্ছিল। সেই পর্বত বহুসংখ্যক পার্বত্য ঝরণা ও রাশি রাশি প্রস্তরে প্রতিহত তাহাদের স্রোতধারায় সুরম্য ছিল।

মহর্ষিযক্ষগন্ধর্বকিন্নরোরগসেবিতম্ ।
লতাপাদপসম্বাধং সিংহাধিষ্ঠিতকন্দরম্॥ ৩৬

মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নানাগণ তথায় নিবাস করতেন। বৃক্ষ-লতাসমূহে সেই পর্বত চতুর্দিকে আচ্ছাদিত ছিল। তার গিরিগুহায় সিংহেরা বিশ্রাম নিত।

ব্যাঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলদ্রুমম্।
আরুরোহানিলসুতঃ পর্বতং প্লবগোত্তমঃ॥ ৩৭
রামদর্শনশীঘ্রেণ প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ।

ত্বরায় শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতের জন্য উৎসুক ও তদ্রূপ হর্ষে প্রচোদিত পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসংকুল ও সুস্বাদু ফল-মূল সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি শোভিত সেই 'অরিষ্ট' পর্বতে আরোহণ করলেন।

তেন পাদতলাক্রান্তা রম্যেষু গিরিসানুষু॥ ৩৮
সঘোষাঃ সমশীর্যন্ত শিলাশ্চূর্ণীকৃতাস্ততঃ।

অরিষ্ট পর্বতের রমণীয় শৃঙ্গোপরি যেসকল প্রস্তরখণ্ড ছিল, সেগুলি শ্রীহনুমানের পদভারে সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

স তমারুহ্য শৈলেন্দ্রং ব্যবর্ধত মহাকপিঃ॥ ৩৯

দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ঁল্লবণাম্ভসঃ।

শৈলরাজ অরিষ্টগিরি শিখরে আরোহণ করে মহাকপি শ্রীহনুমান সমুদ্রের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর বেলাভূমিতে যাত্রার জন্য উৎসুক্যে নিজের শারীরিক আয়তন পরিবর্ধিত করলেন।

অধিরুহ্য ততো বীরঃ পর্বতং পবনাত্মজঃ॥ ৪০
দদর্শ সাগরং ভীমং ভীমোরগনিষেবিতম্।

পর্বতোপরি আরূঢ় বীরবর পবনকুমার ভয়ানক সর্পসংকুল (সমুখস্থ) ভয়ংকর মহার্ণবকে দেখলেন।

স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাত্মসম্ভবঃ॥ ৪১
প্রপেদে হরিশার্দূলো দক্ষিণাদুত্তরাং দিশম্।

পবনাত্মজ শ্রীহনুমান বায়ুবেগে আকাশমার্গে দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে তীব্রগতিতে লম্ফ দিয়ে গমনোদ্যত হলেন।

স তদা পীড়িতস্তেন কপিনা পর্বতোত্তমঃ॥ ৪২
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্ বসুধাতলম্।
কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ পতদ্ভিরপি চ দ্রুমৈঃ॥ ৪৩

শ্রীহনুমানের পায়ের চাপে পর্বতে বিকট শব্দ সমুত্থিত হল এবং বিকম্পিত শৃঙ্গ, ভগ্ন বৃক্ষরাজি ও বিবিধ প্রাণিগণ সহ পার্বত ভূভাগ নিম্নাভিমুখে ভেঙ্গে পড়ল।

তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনঃ।
নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব॥ ৪৪

তাঁর তীব্র গতিতে বিকম্পিত পুষ্পোপশোভিত বহু সংখ্যক বৃক্ষ বজ্রাহতের ন্যায় সমতলে লুটিয়ে পড়ল।

কন্দরোদরসংস্থানাং পীড়িতানাং মহৌজসাম্।
সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো ভিন্দন্ হি শুশ্রুবে॥ ৪৫

সেই সময় গিরিকন্দরে বিশ্রান্ত বলবান সিংহেরা পর্বতের চাপে পীড়িত হয়ে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে গর্জন করতে লাগল।

স্রস্তব্যাবিদ্ধবসনা ব্যাকুলীকৃতভূষণাঃ।
বিদ্যাধর্যঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাৎ॥ ৪৬

শংকিতচিত্তে স্খলিতবসনা ও বিস্রস্ত আভরণ বিদ্যাধরীগণ সহসা পর্বত থেকে আকাশে উড়ে গেলেন।

অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিষাঃ।
নিপীড়িতশিরোগ্রীবা ব্যবেষ্টন্ত মহাহয়ঃ॥ ৪৭

বিশালাকার, পৃথু, দীপ্তজিহ্ব, বিষধর ও ভয়ানক সর্পেরা শ্রীহনুমান কর্তৃক গ্রীবা ও মস্তকে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল।

কিন্নরোরগগন্ধর্বযক্ষবিদ্যাধরাস্তথা।
পীড়িতং তং নগবরং ত্যক্ত্বা গগনমাস্থিতাঃ॥ ৪৮

কিন্নর, নাগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরেরা পদভার-পীড়িত পতনোন্মুখ পার্বত্য ভূখণ্ড থেকে আকাশে আশ্রয় নিলেন।

স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীড়িতঃ।
সবৃক্ষশিখরোদগ্রঃ প্রবিবেশ রসাতলম্॥ ৪৯

শ্রীসম্পন্ন অরিষ্ট পর্বতও মহাবলী শ্রীহনুমানের বেগভারে পিষ্ট হয়ে রসাতলে প্রবেশ করল।

দশযোজনবিস্তারস্ত্রিংশদ্যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভূব ধরাধরঃ॥ ৫০

অরিষ্ট পর্বত দৈর্ঘ্যে দশ যোজন ও উচ্চতায় ত্রিশ যোজন পরিমিত ছিল। কিন্তু সেই ভূধরও শ্রীহনুমানের পদভারপীড়িত হয়ে সমতল ভূমির আকার ধারণ করল।

স লিলঙ্ঘয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্।
কল্লোলাস্ফালবেলান্তমুৎপপাত নভো হরিঃ॥ ৫১

যার উত্তুঙ্গ ঊর্মিমালা বেলাভূমিকে ক্রমাগত চুম্বন করছে, সেই লবণাম্বুরাশিসংকুল মহাসমুদ্রকে অনায়াসে লঙ্ঘন করার ঔৎসুক্যে শ্রীহনুমান আকাশমার্গে উল্লম্ফন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৭)

সমুদ্র লঙ্ঘন করে শ্রীহনুমানের জাম্ববান, অঙ্গদ আদি সুহৃদগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ

আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্বতঃ।
ভুজঙ্গযক্ষগন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥ ১
স চন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্।
তিষ্যশ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্ ॥ ২
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্।
ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্॥ ৩
বাতসংঘাতজালোর্মিচন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ।
হনূমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্॥ ৪

পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় অতি বেগবান শ্রীহনুমান ক্লান্তিহীনভাবে সেই সুন্দর এবং রমণীয় আকাশরূপ সমুদ্রকে অতিক্রম করতে লাগলেন ; সেখানে নাগ, যক্ষ এবং গন্ধর্ব প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপলের তুল্য দৃশ্যমান ছিলেন ; চন্দ্র কুমুদিনীর তুল্য এবং সূর্য জলকুক্কুটের ন্যায় প্রতীয়মান ছিলেন ; পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্রযুগল কলহংস ও মেঘমালা শৈবালদাম তুল্য ছিল ; পুনর্বসু, বিশাল মৎস্যের এবং 'মঙ্গল' বিরাট কুমীরের মতো প্রতীত হচ্ছিল ; ঐরাবত হস্তী গগনার্ণবে বিশালায়তন দ্বীপের তুল্য মনে হচ্ছিল। সেই আকাশসমুদ্রে স্বাতী নক্ষত্র হংসবিলাসের ন্যায় সুদৃশ্য ছিল এবং গগনার্ণব বায়ুরূপ তরঙ্গভঙ্গে ও চন্দ্রকিরণরূপ শীতলাম্বুররাশিতে পরিপূর্ণ ছিল।

গ্রসমান ইবাকাশং তারাধিপমিবোল্লিখন্।
হরন্নিব সনক্ষত্রং গগনং সার্কমণ্ডলম্॥ ৫
অপারমপরিশ্রান্তশ্চাম্বুধিং সমগাহত।
হনূমান্ মেঘজালানি বিকর্ষন্নিব গচ্ছতি॥ ৬

শ্রীহনুমান যেন আকাশকে গ্রাস করতে করতে, চন্দ্রমণ্ডলকে নখরে আঁচড়ে-আঁচড়ে, নক্ষত্র ও সূর্যমণ্ডল সহিত গগনকে সঙ্গে নিয়ে মেঘমালাকে অপসারিত করে, করতে অক্লান্তভাবে অপার মহাসাগর অতিক্রমণ করতে লাগলেন।

পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ।
হরিতারুণবর্ণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে॥ ৭

সেই সময়ে আকাশে সাদা, লাল, নীল ও মঞ্জিষ্ঠ রঙের এবং হরিৎ ও অরুণ বর্ণের বিস্তীর্ণ মেঘরাশি শোভা পাচ্ছিল।

প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্ক্রমংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে॥ ৮

শ্রীহনুমান কখনও মেঘাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে, কখনও বা নিষ্ক্রান্ত হয়ে বারংবার মেঘের আড়ালে অথবা নীলাকাশে অপ্রকাশিত বা প্রকাশিত চন্দ্রের মতো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলেন।

বিবিধাভ্রঘনাপন্নগোচরো ধবলাম্বরঃ।
দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে॥ ৯

বিবিধ প্রকার মেঘরাশির মধ্যে সঞ্চরমান শ্বেতাম্বরপরিহিত শ্রীহনুমান ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য ও অদৃশ্য হতে হতে আকাশে চন্দ্র তুল্য প্রতীত হচ্ছিলেন।

তার্ক্ষ্যায়মাণো গগনে স বভৌ বায়ুনন্দনঃ।
দারয়ন্ মেঘবৃন্দানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ১০

বারংবার মেঘমালা বিদীর্ণ করায় এবং সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় পবনাত্মজ শ্রীহনুমানকে আকাশে গরুড়ের মতো মনে হচ্ছিল।

নদন্ নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ।
প্রবরান্ রাক্ষসান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ॥ ১১
আকুলাং নগরীং কৃত্বা ব্যথয়িত্বা চ রাবণম্।
অর্দয়িত্বা মহাবীরান্ বৈদেহীমভিবাদ্য চ॥ ১২
আজগাম মহাতেজাঃ পুনর্মধ্যেন সাগরম্।

এইরূপে মহাতেজস্বী হনুমান স্বকৃত ঘোর সিংহনাদে মেঘনিনাদকে ছাপিয়ে অগ্রসর হলেন। মুখ্য মুখ্য রাক্ষসদের নিধন করে তিনি খ্যাতনামা হয়েছিলেন। প্রখ্যাত বীরগণকে যুদ্ধে পরাভূত করে তিনি লঙ্কা নগরীকে ব্যাকুলিত ও রাক্ষসরাজ রাবণকে ব্যথিত করেছিলেন। অতঃপর বিদেহনন্দিনী সীতাকে প্রণামপূর্বক তিনি আকাশমার্গে অগ্রসর হয়ে মাঝসমুদ্রের উপরিভাগে এসে পড়লেন।

পর্বতেন্দ্রং সুনাভং চ সমুপস্পৃশ্য বীর্যবান্॥ ১৩

জ্যামুক্ত ইব নারাবো মহাবেগোঽভ্যুপাগমৎ।

পর্বতরাজ সুনাভ (মৈনাক)-কে স্পর্শ করে পরাক্রমী এবং মহাবেগবান বানরবীর জ্যামুক্ত তীরের বেগে অগ্রসর হলেন।

স কিঞ্চিদারাৎ সম্প্রাপ্তঃ সমালোক্য মহাগিরিম্।। ১৪
মহেন্দ্রং মেঘসংকাশং ননাদ স মহাকপিঃ।

উত্তরদিকের বেলাভূমির কাছাকাছি এসে মহাগিরি মহেন্দ্রকে অবলোকন করে মহাকপি মেঘের মতো উচ্চ নিনাদে গর্জন করে উঠলেন।

স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ।। ১৫
নদন্ নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ।

সেই সময় মেঘের মতো গর্জন করে বানরবীর দশদিকের সর্বত্র কোলাহলে পরিপূর্ণ করলেন।

স তং দেশমনুপ্রাপ্তঃ সুহৃদ্দর্শনলালসঃ।। ১৬
ননাদ সুমহানাদং লাঙ্গূলং চাপ্যকম্পয়ৎ।

তিনি গন্তব্যের সন্নিকটস্থ হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলনের ঔৎসুক্যে ঘোর গর্জন সহকারে পুচ্ছ আন্দোলিত করলেন।

তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি।। ১৭
ফলতীবাস্য ঘোষেণ গগনং সার্কমণ্ডলম্।

পক্ষিরাজ গরুড়ের গমনাগমনের মার্গে চলতে চলতে বারংবার সিংহনাদে শ্রীহনুমান আকাশ ও সূর্যমণ্ডল বিদীর্ণ করতে লাগলেন।

যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ।। ১৮
পূর্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ।
মহতো বায়ুনুন্নস্য তোয়দস্যেব নিঃস্বনম্।
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনূমতঃ।। ১৯

তখন পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে দর্শনের অভিলাষে মহাবলী বীর বানরেরা সমুদ্রের উত্তর বেলায় একত্রিত হয়েছিলেন। তারা বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বিশাল মেঘমালার গর্জনের তুল্য শ্রীহনুমানের উচ্চ সিংহনাদ শুনতে পেলেন।

তে দীনমনসঃ সর্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ।
বানরেন্দ্রস্য নির্ঘোষং পর্জন্যনিনদোপমম্।। ২০

অনিষ্ট ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিষণ্ণমনা বনবাসী বানরকুল বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের মেঘনিঃস্বন তুমুল সিংহনাদ শ্রবণ করলেন।

নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ।
বভূবুরুৎসুকাঃ সর্বে সুহৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ২১

পবনকুমারের সেই উচ্চ নিনাদ শুনে চারিদিকে বানরকুল সঙ্গী তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠল।

জাম্ববান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহৃষ্টমানসঃ।
উপামন্ত্র্য হরীন্ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ।। ২২

বানর-ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাম্ববান আনন্দিত মনে সকল বানরদের কাছে ডেকে বললেন—

সর্বথা কৃতকার্যোঽসৌ হনূমান্ নাত্র সংশয়ঃ।
ন হ্যস্যাকৃতকার্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ।। ২৩

'নিঃসন্দেহে শ্রীহনুমান সর্বপ্রকারে কৃতকার্য হয়েছেন। কেননা, অকৃতকার্য ব্যক্তিত্বের এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে গর্জন হতে পারে না।'

তস্য বাহূরুবেগং চ নিনাদং চ মহাত্মনঃ।
নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্যতস্ততঃ।। ২৪

মহাত্মা শ্রীহনুমানের বাহু ও উরুর গতিশব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করে সমগ্র বানরকুল আনন্দিতান্তঃকরণে স্থানে স্থানে নৃত্য করতে লাগল।

তে নগাগ্রান্নগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিখরাণি চ।
প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ।। ২৫

শ্রীহনুমানকে দর্শনেচ্ছার ও আনন্দের আতিশয্যে তারা বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে এবং শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে লাফালাফি আরম্ভ করল।

তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবস্থিতাঃ।
বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিধ্যন্ত বানরাঃ।। ২৬

আনন্দিত বানরেরা বৃক্ষসমূহের শাখার অগ্রভাগে আরোহণ করে দেখিয়ে-দেখিয়ে বস্ত্রগুলি আন্দোলিত করতে লাগল।

গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জতি মারুতঃ।
এবং জগর্জ বলবান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।। ২৭

গিরিগহ্বরগুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হলে বায়ুপ্রবাহ যেমন ঘোর গর্জন করতে থাকে, বলবান পবনকুমার শ্রীহনুমান তদনুরূপ ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন।

অভ্রঘনসংকাশমাপতন্তং মহাকপিম্।
দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ২৮

মেঘের ঘনঘটার সদৃশ সেই মহাকপিকে আকাশ থেকে নামতে দেখে তথায় সকল বানরেরা কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ততস্তু বেগবান্ বীরো গিরেগিরিনিভঃ কপিঃ।
নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে॥ ২৯

তদনন্তর, পর্বততুল্য বিশালাকার বেগবান বীর শ্রীহনুমান অরিষ্টপর্বত থেকে যাত্রা করে বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশে নেমে পড়লেন।

হর্ষেণাপূর্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্বতনির্ঝরে।
ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ॥ ৩০

হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে শ্রীহনুমান কর্তিতপক্ষ পর্বতের ন্যায় আকাশ থেকে সুরম্য পার্বত্য ঝরণার পার্শ্বে পদার্পণ করলেন।

ততস্তে প্রীতমনসঃ সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
হনূমন্তং মহাত্মানং পরিবার্যোপতস্থিরে॥ ৩১

তখন সেই সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ সহর্ষে মহাত্মা শ্রীহনুমানের চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

পরিবার্য চ তে সর্বে পরাং প্রীতিমুপাগতা।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্বে তমাগতমুপাগমন্॥ ৩২
উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ।
প্রত্যর্চয়ন্ হরিশ্রেষ্ঠং হরয়ো মারুতাত্মজম্॥ ৩৩

শ্রীহনুমানের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান সকলের মন পরম আনন্দে ভরে উঠল। সেই সকল বানর প্রসন্নবদনে সমুপাগত শ্রীহনুমানের কাছে এসে উপহার, ফল-মূলাদি সহকারে কপিশ্রেষ্ঠকে স্বাগত-সৎকার করতে লাগলেন।

বিনেদুর্মুদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা।
হৃষ্টাঃ পাদপশাখাশ্চ আনিন্যুর্বানরর্ষভাঃ॥ ৩৪

কেউ কেউ আনন্দিতচিত্তে গর্জন করতে লাগলেন, কেউ কেউ কোলাহল করতে লাগলেন, আবার কেউ কেউ আনন্দে বৃক্ষশাখা ভেঙ্গে শ্রীহনুমানের জন্য আসন পাতলেন।

হনূমাংস্তু গুরূন্ বৃদ্ধাঞ্জাম্ববৎপ্রমুখাংস্তদা।
কুমারমঙ্গদং চৈব সোঽবন্দত মহাকপিঃ॥ ৩৫

মহাকপি শ্রীহনুমান জাম্ববান প্রমুখ বৃদ্ধ গুরুজনদের তথা কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করলেন।

স তাভ্যাং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিশ্চ প্রসাদিতঃ।
দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ॥ ৩৬

পুনরায়, জাম্ববান এবং অঙ্গদও আদরণীয় শ্রীহনুমানের আদর-সৎকার করলেন ; অন্যান্য বানরগণও তাঁকে সম্মানিত করে সন্তুষ্ট করলেন। অতঃপর পরাক্রমী বানরবীর সংক্ষেপে বললেন—'আমার সীতাদেবীকে দর্শন করা হয়ে গেছে।'

নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা॥ ৩৭
হনূমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্।
অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাত্মজা॥ ৩৮

এবার বালিপুত্র অঙ্গদের হাতে হাত দিয়ে শ্রীহনুমান মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনাঞ্চলে এসে বসলেন এবং সকলের প্রশ্নের উত্তরে বানরশিরোমণি বললেন—'জনক-নন্দিনী সীতা লঙ্কার অশোকবনে নিবাস করছেন। আমি তাঁকে দর্শন করে এসেছি।

রক্ষ্যমাণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
একবেণীধরা বালা রামদর্শনলালসা॥ ৩৯
উপবাসপরিশ্রান্ত মলিনা জটিলা কৃশা।

অনিন্দ্যসুন্দরী সীতার পাহারায় বিকরাল রাক্ষসীরা নিযুক্ত আছে। তিনি একবেণী ধারণপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে সমুৎসুক হয়ে আছেন এবং উপবাসে দুর্বল, মলিনবস্ত্র এবং জটাযুক্ত কেশে কৃশতনু হয়ে গেছেন।

ততো দৃষ্টেতি বচনং মহার্থমমৃতোপমম্॥ ৪০
নিশম্য মারুতেঃ সর্বে মুদিতা বানরাভবন্।

'সীতাকে দর্শন করেছি' — এই কথা সেই মুহূর্তে বানরগণের কাছে অমৃতসমান মনে হল। কেননা, সেই বাক্যটি ছিল মহান উদ্দেশ্য সাধনের দ্যোতক। শ্রীহনুমানের মুখে সেই শুভ সংবাদ শুনে বানরবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হলেন।

ক্ষ্বেড়ন্ত্যন্যে নদন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে মহাবলাঃ॥ ৪১
চক্রুঃ কিলকিলামন্যে প্রতিগর্জন্তি চাপরে।

কিছু মহাবলী বানর সিংহনাদ, কেউ কেউ হর্ষনাদ, অন্য কিছু বানরেরা মেঘতুল্য গর্জন করতে লাগলেন। কেউ কেউ আনন্দে কোলাহল করলেন, কেউ বা সমুত্থিত গর্জনের প্রতিগর্জনের দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কেচিদুচ্ছ্রিতলাঙ্গূলাঃ প্রহৃষ্টাঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৪২
আয়তাঞ্চিতদীর্ঘাণি লাঙ্গূলানি প্রবিব্যধুঃ।

বহু কপি-কুঞ্জর ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে সহর্ষে নৃত্য করতে লাগলেন, অন্যেরা নিজ নিজ দীর্ঘ ও পৃথুল পুচ্ছ ঘূর্ণিত বা আন্দোলিত করলেন।

অপরে তু হনূমন্তং শ্রীমন্তং বানরোত্তমম্॥ ৪৩
আপ্লুত্য গিরিশৃঙ্গেষু সংস্পৃশন্তি স্ম হর্ষিতাঃ।

দলে দলে হৃষ্ট বানরেরা শৃঙ্গসমূহ হতে নেমে এসে শ্রীমান কপিশ্রেষ্ঠকে সাদরে স্পর্শ করতে লাগলেন।

উক্তবাক্যং হনূমন্তমঙ্গদস্তু তদাব্রবীৎ॥ ৪৪
সর্বেষাং হরিবীরাণাং মধ্যে বাচমনুত্তমাম্।

শ্রীহনুমানের উপর্যুক্ত সীতাদর্শন রূপ কথা শ্রবণ করে কুমার অঙ্গদ সেই ক্ষণে সমস্ত বানরগণের সমক্ষে শ্রীহনুমানকে এই উচিত বাক্য বললেন—

সত্ত্বে বীর্যে ন তে কশ্চিৎ সমো বানর বিদ্যতে॥ ৪৫
যদবপ্লুত্য বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ।

'বানরশ্রেষ্ঠ ! শক্তি ও বীরত্বে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই ; কেননা, তুমি বিশাল সমুদ্র পারাপার করে প্রত্যাবর্তন করেছ।

জীবিতস্য প্রদাতা নস্ত্বমেকো বানরোত্তম॥ ৪৬
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ।

'বানরশিরোমণি ! তুমিই একমাত্র আমাদের জীবন-দাতা। তোমার আনুকূল্যে আমরা সকলে সফল মনোরথ হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হব।

অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্যমহো ধৃতিঃ॥ ৪৭
দিষ্ট্যা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী।
দিষ্ট্যা ত্যক্ষ্যতি কাকুৎস্থঃ শোকং সীতাবিয়োগজম্॥ ৪৮

'প্রভু রঘুনাথের প্রতি তোমার কী ভক্তি ! কী তোমার পরাক্রম ও ধৈর্য ! সৌভাগ্যক্রমে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী যশস্বিনী সীতাদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছ, এবার ভগবান শ্রীরাম সীতাবিরহ জনিত দুঃখ ভুলে যাবেন।'

ততোঽঙ্গদং হনূমন্তং জাম্ববন্তং চ বানরাঃ।
পরিবার্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ॥ ৪৯
উপবিষ্টা গিরেস্তস্য শিলাসু বিপুলাসু তে।
শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ॥ ৫০
দর্শনং চাপি লঙ্কায়াঃ সীতায়া রাবণস্য চ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে হনূমদ্বদনোন্মুখাঃ॥ ৫১

তদনন্তর শ্রেষ্ঠ বানরগণ সমুদ্রলঙ্ঘন, লঙ্কাপুরী, রাবণ এবং সীতা দর্শনের বৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য একত্রিত হয়ে অঙ্গদ, শ্রীহনুমান এবং জাম্ববানের চতুর্দিকে পরিবৃত (পর্বতের) বিশাল বিশাল শিলাখণ্ডগুলির উপরে যুক্তকরে শ্রীহনুমানের মুখাপেক্ষী অবস্থায় বসে রইলেন (অর্থাৎ শ্রীহনুমানের কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত শোনার জন্য উদ্গ্রীব হলেন)।

তস্থৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ।
উপাস্যমানো বিবুধৈর্দিবি দেবপতির্যথা॥ ৫২

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পূজিত হন, কুমার অঙ্গদও সেইরূপ বহুসংখ্যক সমস্ত বানর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।

হনূমতা কীর্তিমতা যশস্বিনা
তথাঙ্গদেনাঙ্গদনদ্ধবাহুনা ।
মুদা তদাধ্যাসিতমুন্নতং মহ-
ন্মহীধরাগ্রং জ্বলিতং শ্রিয়াভবৎ॥ ৫৩

কীর্তিমান ও যশস্বী শ্রীহনুমান এবং বাহুতে বাজুবন্ধ পরিহিত অঙ্গদের প্রসন্ন সান্নিধ্যে মহেন্দ্র পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গ অনির্বচনীয় শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

জাম্ববানের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কা পর্যটনের সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণনা

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ।
হনুমৎপ্রমুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জগ্মুরুত্তমাম্॥ ১

তদনন্তর শ্রীহনুমান প্রমুখ মহাবলী বানরগণ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশে পরস্পর মিলিত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন।

প্রীতিমৎসূপবিষ্টেষু বানরেষু মহাত্মসু।
ততঃ প্রতিসংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তং মহাকপিম্॥ ২
জাম্ববান্ কার্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলাত্মজম্।
কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ততে॥ ৩
তস্যাং চাপি কথং বৃত্তঃ ক্রূরকর্মা দশাননঃ।
তত্ত্বতঃ সর্বমেতন্নঃ প্রব্রূহি ত্বং মহাকপে॥ ৪

সকল মহাত্মা বানরগণ তথায় সৌহার্দ্যে উপবিষ্ট হলে, হৃষ্টচিত্ত জাম্ববান পবনকুমার মহাকপিকে প্রেমপূর্বক সমগ্র ঘটনাবলীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করলেন— 'মহাকপে! সীতাদেবী সেখানে কেমন আছেন ? আপনি সীতাকে কেমন অবস্থায় দেখলেন ? এবং নিষ্ঠুর দশানন তাঁর প্রতি কেমন ব্যবহার করছে ? সবকিছু আপনি যথার্থভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

সম্মার্গিতা কথং দেবী কিং চ সা প্রত্যভাষত।
শ্রুতার্থাশ্চিন্তয়িষ্যামো ভূয়ঃ কার্যবিনিশ্চয়ম্॥ ৫

'সীতাদেবীকে কিভাবে খুঁজে পাওয়া গেল ? তিনিই বা কী কী বললেন ? এই সকল বৃত্তান্ত শোনার পর আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।

যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্।
রক্ষিতব্যং চ যত্তত্র তদ্ ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ॥ ৬

'কিষ্কিন্ধ্যা গমনের প্রাক্কালে সেখানকার কী কী কথা এখন প্রকাশ করা উচিত এবং কোনটি গোপন রাখা উচিত বুদ্ধিমান আপনি এই সকল আমাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে বলুন।'

স নিযুক্তস্ততস্তেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
নমস্যন্ শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ প্রত্যভাষত॥ ৭

জাম্ববান কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে শ্রীহনুমানের শরীর রোমাঞ্চিত হল। তিনি সীতাদেবীকে নতশিরে মনে মনে প্রণাম করে বললেন—

প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ খমাপ্লুতঃ।
উদধের্দক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ॥ ৮

'আমি আপনাদের সমক্ষেই সমুদ্রের দক্ষিণতটে গমনেচ্ছু হয়ে সাবধানতাপূর্বক মহেন্দ্রপর্বতের শিখর থেকে আকাশে উল্লম্ফন করেছিলাম।

গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ।
কাঞ্চনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্॥ ৯
স্থিতং পন্থানমাবৃত্য মেনে বিঘ্নং চ তং নগম্।

'অগ্রসর হতে হতে আমি এক পরম মনোহর দিব্য সুবর্ণময় শিখর আবির্ভূত হতে দেখলাম, যেটি আমার পথ অবরোধ করেছিল। পর্বতটিকে আমার যাত্রাপথে অতিশয় বিঘ্নরূপ মনে হল। আমি সেটিকে মূর্তিমান বিঘ্ন বলে চিন্তা করলাম।

উপসংগম্য তং দিব্যং কাঞ্চনং নগমুত্তমম্॥ ১০
কৃতা মে মনসা বুদ্ধির্ভেত্তব্যোঽয়ং ময়েতি চ।

'সেই দিব্য ও সুন্দর সুবর্ণময় পর্বতের নিকট পৌঁছে আমি মনে মনে ভেবে দেখলাম যে আমি সেটিকে বিদীর্ণ করে ফেলব।

প্রহতস্য ময়া তস্য লাঙ্গূলেন মহাগিরেঃ॥ ১১
শিখরং সূর্যসংকাশং ব্যশীর্যত সহস্রধা।

'তখন আমার দ্বারা পুচ্ছতাড়িত হয়ে সেই বিশাল পর্বতের সূর্যতুল্য দীপ্তিমান শিখর সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

ব্যবসায়ং চ তং বুদ্ধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ॥ ১২
পুত্রেতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পিতৃব্যং চাপি মাং বিদ্ধি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ॥ ১৩

'সুবর্ণময় পর্বতটিকে বিচূর্ণ করবার মদীয় ইচ্ছা উপলব্ধি করে সেই মহাগিরি মৈনাক আমার মনকে আহ্লাদিত করলেন এবং মধুর বাক্যে পুত্র নামে সম্বোধনপূর্বক বললেন— 'আমাকে তোমার পিতৃব্য বলে জানবে। আমি তোমার পিতা পবনদেবের বন্ধু।

মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তং মহোদধৌ।
পক্ষবন্তঃ পুরা পুত্র বভূবুঃ পর্বতোত্তমাঃ॥ ১৪

'আমার নাম মৈনাক এবং আমি এই মহার্ণবে বাস

করি। পুত্র ! পুরাকালে সকল শ্রেষ্ঠ পর্বতই পক্ষযুক্ত ছিল।

ছন্দতঃ পৃথিবীং চেরুর্বাধমানাঃ সমন্ততঃ।
শ্রুত্বা নগানাং চরিতং মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ॥ ১৫
বজ্রেণ ভগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ।
অহং তু মোচিতস্তস্মাৎ তব পিত্রা মহাত্মনা॥ ১৬

'সেই সকল পর্বত সমগ্র প্রজাবর্গকে ক্লেশ দিয়ে ইচ্ছানুসারে পৃথিবীর যত্র-তত্র বিচরণ করত। পর্বতগণের এইরূপ স্বভাবের বৃত্তান্ত শুনে পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা সহস্র খণ্ডে তাদের পক্ষ ছেদন করলেন। কিন্তু সেই সময় তোমার মহাত্মা পিতা পবনদেব আমাকে ইন্দ্রের শাসন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে।
রাঘবস্য ময়া সাহ্যে বর্তিতব্যমরিন্দম॥ ১৭
রামো ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।

'পুত্র ! তখন হতে আমি পবনদেব কর্তৃক মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি (যার ফলে আমার পক্ষ রক্ষা পেয়েছে) ; অতএব, অরিন্দম বীর ! শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তাকার্যে আমাকে অবশ্যই তৎপর হতে হবে ; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী।'

এতচ্ছ্রুত্বা ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ॥ ১৮
কার্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম।
তেন চাহমনুজ্ঞাতো মৈনাকেন মহাত্মনা॥ ১৯

'মহাত্মা মৈনাকের এই কথা শুনে আমি আমার করণীয় কার্য সম্বন্ধে তাঁকে অবজ্ঞাত করলাম এবং তাঁর আজ্ঞায় আমার মন অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত হল। মহাকায় মৈনাক তখন আমাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

স চাপ্যন্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা।
শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ॥ ২০

'অতঃপর সেই মহান পর্বত মনুষ্য শরীরে অন্তর্হিত হলেন ; কিন্তু মহাশৈল রূপে মহার্ণবে নিমগ্ন রইলেন।

উত্তমং জবমাস্থায় শেষমধ্বানমাস্থিতঃ।
ততোঽহং সুচিরং কালং জবেনাভ্যগমং পথি॥ ২১

'তখন আবার আমি অবশিষ্ট পথ সবেগে অতিক্রম করতে আরম্ভ করলাম এবং দীর্ঘকাল ধরে তীব্রবেগে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীং সুরসাং নাগমাতরম্।
সমুদ্রমধ্যে সা দেবী বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২২

'অতঃপর সমুদ্রের মধ্যে আমি নাগমাতা সুরসা দেবীর দর্শন পেলাম। দেবী সুরমা আমাকে এরূপ বললেন—

মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমমরৈর্হরিসত্তম।
ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতস্ত্বং হি মে সুরৈঃ॥ ২৩

'কপিশ্রেষ্ঠ ! দেবতাগণ তোমাকে আমার খাদ্য বলে স্থির করেছেন। সেইহেতু আমি তোমাকে ভক্ষণ করব ; দেবতাগণ আজকের জন্য তোমাকে আমার আহাররূপে প্রেরণ করেছেন।'

এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যং চেদমুদীরয়ম্॥ ২৪

সুরসা কর্তৃক এইরূপ কথিত হলে প্রাঞ্জলি, প্রণত ও বিষণ্ণবদন আমি (শ্রীহনুমান) বললাম—

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ॥ ২৫

'দেবি ! অরিন্দম দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন।

তস্য সীতা হৃতা ভার্যা রাবণেন দুরাত্মনা।
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ॥ ২৬

'তথায় দুরাত্মা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ করেছে। এখন আমি শ্রীরামের আদেশে দূতরূপে সীতার সকাশে যাচ্ছি।

কর্তুমর্হসি রামস্য সাহায্যং বিষয়ে সতী।
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্॥ ২৭
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে।

'আমি সুরমাকে বললাম যে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে বসবাস কর ; তোমার উচিত সীতাদেবীর সহায়তা করা। অথবা আমি সীতার এবং অক্লিষ্ট কর্মকারী শ্রীরামের দর্শন করার পর তোমার গ্রাস রূপে ফিরে আসব— আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি।

এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী॥ ২৮
অব্রবীন্নাতিবর্তেত কশ্চিদেষ বরো মম।

'আমার দ্বারা এইরূপ উক্ত হলে বহুরূপী সুরসা বলল— 'আমি (সুরমা) এই বর পেয়েছি যে, আমার মুখ রূপে সন্নিহিত হয়ে কোনো প্রাণী আমাকে (সুরসাকে) অতিক্রম করতে পারবে না।

এবমুক্তঃ সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ॥ ২৯
ততোঽর্থগুণবিস্তারো বভূবাহং ক্ষণেন তু।
মৎপ্রমাণাধিকং চৈব ব্যাদিতং তু মুখং তয়া॥ ৩০

'যখন সুরসা এইরূপ বলল — সেক্ষণে আমি দশযোজন পরিমিত আমার শরীরকে বর্ধিত করে পঞ্চদশযোজন করলাম। সুরসাও ততোধিক মুখ ব্যাদান করে ফেলল।

তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং হ্রস্বং হ্যকরবং পুনঃ।
তস্মিন্ মুহূর্তে চ পুনর্বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ॥ ৩১

'তার অতি বিস্তৃত মুখবদন দেখে আমি পুনরায় নিজের শরীরকে হ্রস্ব করে নিলাম এবং আমার আয়তন অঙ্গুষ্ঠের তুল্য হয়ে গেল।

অভিপত্যাশু তদ্বক্ত্রং নির্গতোঽহং ততঃ ক্ষণাৎ।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ মাং পুনঃ॥ ৩২

'অতঃপর অতি শীঘ্রতায় আমি সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশপূর্বক সেই ক্ষণেই নিষ্ক্রমণ করলাম। তখন সুরসা নিজের দেবী স্বরূপ ধারণ করে আমাকে বলল—

অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ৩৩

'সৌম্য ! কপিশ্রেষ্ঠ ! এবার তুমি কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুখে যাত্রা করো এবং বিদেহনন্দিনী সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত করাও।

সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর।
ততোঽহং সাধুসাধ্বীতি সর্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ॥ ৩৪

'মহাবাহু বানর ! তুমি সুখী থাক। আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই মুহূর্তে 'সাধু-সাধু' উচ্চারণে সকল প্রাণিকুল আমার প্রশংসা করল।

ততোঽন্তরিক্ষং বিপুলং প্লুতোঽহং গরুড়ো যথা।
ছায়া মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন॥ ৩৫

'তদনন্তর, বিশাল আকাশে আমি গরুড়ের মতো উড়তে লাগলাম। তৎকালে কেউ যেন আমার ছায়ানুসরণ করছে মনে হল, কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না।

সোঽহং বিগতবেগস্তু দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ন কিঞ্চিৎ তত্র পশ্যামি যেন মে বিহতা গতিঃ॥ ৩৬

'আমার প্রতিবিম্ব অবরুদ্ধ করায় আমার গতি কমে গেল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না যে কে আমাকে বাধা দিচ্ছে।

অথ মে বুদ্ধিরুৎপন্না কিন্নাম গমনে মম।
ঈদৃশো বিঘ্ন উৎপন্নো রূপমত্র ন দৃশ্যতে॥ ৩৭

'তখন আমার মনে চিন্তা হল যে আমার যাত্রাপথে নিরবয়ব এ কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয়েছে !

অধোভাগে তু মে দৃষ্টিঃ শোচতঃ পতিতা তদা।
তত্রাদ্রাক্ষমহং ভীমাং রাক্ষসীং সলিলেশয়াম্॥ ৩৮

'এইরকম ভাবতে ভাবতে নীচের দিকে যখন আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, তখন সমুদ্রের জলে আমি এক ভয়ানক রাক্ষসীকে দেখলাম।

প্রহস্য চ মহানাদমুক্তোঽহং ভীময়া তয়া।
অবস্থিতমসম্ভ্রান্তমিদং বাক্যমশোভনম্॥ ৩৯

'ভীষণ সেই নিশাচরী উচ্চ অট্টহাস করে নির্ভয়ে গর্জন করতে করতে নিকটস্থ হয়ে আমাকে এইরূপ অমঙ্গলজনক বাক্য বলল—

ক্বাসি গন্তা মহাকায় ক্ষুধিতায়া মমেপ্সিতঃ।
ভক্ষঃ প্রীণয় মে দেহং চিরমাহারবর্জিতম্॥ ৪০

'বিশালাকার বানর, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? আমি ক্ষুধার্ত। তুমি আমার বাঞ্ছিত খাদ্য। এস, বহুকাল উপবাসী আমি শরীর ও প্রাণ পরিতৃপ্ত করি।

বাঢ়মিত্যেব তাং বাণীং প্রত্যগৃহ্ণামহং ততঃ।
আস্যপ্রমাণাদধিকং তস্যাঃ কায়মপূরয়ম্॥ ৪১

'আমি তখন সম্মতিসূচক আচ্ছা কথাটি উচ্চারণ করে তার প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং নিজের শরীরকে রাক্ষসীর দেহের অনুপাতে অনেকটা বর্ধিত করলাম।

তস্যাশ্চাস্যং মহদ্ ভীমং বর্ধতে মম ভক্ষণে।
ন তু মাং সা নু বুবুধে মম বা বিকৃতং কৃতম্॥ ৪২

'কিন্তু আমাকে ভক্ষণ করার জন্য তার বিশাল ও ভয়ানক মুখও বিস্তৃত হতে লাগল। সে আমাকে এবং আমার শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিল না তথা আমার পরিকল্পিত চাতুর্যও তার বোধগম্য হয়নি।

ততোঽহং বিপুলং রূপং সংক্ষিপ্য নিমিষান্তরাৎ।
তস্যা হৃদয়মাদায় প্রপতামি নভঃস্থলম্॥ ৪৩

'আমি এক নিমেষে বিশাল শরীরকে অতিশয় ছোট করে নিলাম এবং তার হৃৎপিণ্ড কেড়ে নিয়ে আকাশে উঠে গেলাম।

সা বিসৃষ্টভুজা ভীমা পপাত লবণাম্ভসি।
ময়া পর্বতসংকাশা নিকৃত্তহৃদয়া সতী॥ ৪৪

'আমি তার হৃৎপিণ্ড বের করে নিলে পর্বততুল্য ভয়ানক অবয়ববতী সেই দুষ্টা রাক্ষসী শিথিলবাহু হয়ে লবণাম্বুরাশিতে নিমজ্জিত হল।

শৃণোমি খগতানাং চ বাচঃ সৌম্যা মহাত্মনাম্।
রাক্ষসী সিংহিকা ভীমা ক্ষিপ্রং হনুমতা হতা॥ ৪৫

'সেই সময় আমি নভশ্চারী সিদ্ধ মহাত্মাদের শান্তি-বাণী শ্রবণ করলাম — অহো ! সিংহিকা নামে ভয়ানক রাক্ষসীকে শ্রীহনুমান মুহূর্তে হত্যা করেছেন।

তাং হত্বা পুনরেবাহং কৃত্যমাত্যয়িকং স্মরন্।
গত্বা চ মহদধ্বানং পশ্যামি নগমণ্ডিতম্॥ ৪৬
দক্ষিণং তীরমুদধের্লঙ্কা যত্র গতা পুরী।

'রাক্ষসীকে হত্যার পর আমি পুনরায় অত্যাবশ্যক কর্মে মন দিলাম ; সেই কর্তব্যকর্মে ইতঃমধ্যেই অধিক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশাল যাত্রাপথের সমাপ্তি পর্যায়ে আমি পর্বতমালা পরিবৃত সমুদ্রের দক্ষিণ তটভূমি দেখতে পেলাম, সেখানে লঙ্কাপুরী অবস্থিত ছিল।

অস্তং দিনকরে যাতে রক্ষসাং নিলয়ং পুরীম্॥ ৪৭
প্রবিষ্টোঽহমবিজ্ঞাতো রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।

'সূর্য অস্তাচলে গেলে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের অগোচরে রাক্ষসদের নিবাস লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলাম।

তত্র প্রবিশতশ্চাপি কল্পান্তঘনসপ্রভা॥ ৪৮
অট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী নারী কাপ্যুত্থিতা পুরঃ।

'আমার প্রবেশকালে প্রলয় মেঘের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ এক স্ত্রীলোক অট্টহাস্যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হল।

জিঘাংসন্তীং ততস্তাং তু জ্বলদগ্নিশিরোরুহাম্॥ ৪৯
সব্যমুষ্টিপ্রহারেণ পরাজিত্য সুভৈরবাম্।
প্রদোষকালে প্রবিশং ভীতয়াহং তয়োদিতঃ॥ ৫০

'তার মস্তকের কেশদাম প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেখাচ্ছিল। সে আমাকে বধ করতে উদ্যতা হল। তাই দেখে আমি বামহস্তের মুষ্ট্যাঘাতে ভয়ংকর সেই নিশাচরীকে পরাস্ত করে প্রদোষ সময়ে পুরীর ভিতর প্রবেশ করলাম। তখন সেই ভয়ার্ত নিশাচরী আমাকে বলল—

অহং লঙ্কাপুরী বীর নির্জিতা বিক্রমেণ তে।
যস্মাৎ তস্মাদ্ বিজেতাসি সর্বরক্ষাংস্যশেষতঃ॥ ৫১

'বীর ! আমি মূর্তিমতী লঙ্কাপুরী। তুমি নিজের শৌর্যে আমাকে জয় করেছ। অতএব, তুমি সমগ্র রাক্ষসকুলের উপর পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে।

তত্রাহং সর্বরাত্রং তু বিচরঞ্জনকাত্মজাম্।
রাবণান্তঃপুরগতো ন চাপশ্যং সুমধ্যমাম্॥ ৫২

'তথায় অর্থাৎ লঙ্কায় সারা রাত্রি গৃহে গৃহে বিচরণ করে এবং রাবণের অন্তঃপুরে গিয়েও আমি সুমধ্যমা জানকী সীতাকে দেখতে পেলাম না।

ততঃ সীতামপশ্যংস্তু রাবণস্য নিবেশনে।
শোকসাগরমাসাদ্য ন পারমুপলক্ষয়ে॥ ৫৩

'রাবণের অন্তঃপুরে সীতাকে দেখতে না পেয়ে আমি অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হলাম।

শোচতা চ ময়া দৃষ্টং প্রাকারেণাভিসংবৃতম্।
কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্॥ ৫৪

'দুঃখিত হৃদয় নিয়ে আমি সুবর্ণমণ্ডিত প্রাচীর বেষ্টিত এক সুন্দর গৃহোদ্যান দেখতে পেলাম।

সপ্রাকারমবপ্লুত্য পশ্যামি বহুপাদপম্।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্॥ ৫৫

'প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক আমি বহুসংখ্যক বৃক্ষরাজি এবং অশোকবনে শিংশপা নামক একটি বনস্পতি দেখলাম।

তমারুহ্য চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্।
অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাৎ পশ্যামি বরবর্ণিনীম্॥ ৫৬

'সেই বৃক্ষে আরোহণ করে আমি সুবর্ণময় কদলীবন তথা অশোকবৃক্ষের অনতিদূরে সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাদেবীকে দেখতে পেলাম।

শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্।
তদেকবাসঃসংবীতাং রজোধ্বস্তশিরোরুহাম্॥ ৫৭

'তখন সীতাদেবীকে শ্যামা, পদ্মদলনয়না, উপবাসে কৃশাননা, একবস্ত্রপরিহিতা ও ধূলিধূসরিত কেশা দেখাচ্ছিল।

শোকসন্তাপদীনাঙ্গীং সীতাং ভর্তৃহিতে স্থিতাম্।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্॥ ৫৮
মাংসশোণিতভক্ষ্যাভির্ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা।

'শোক-সন্তাপে সীতার শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তিনি পতির মঙ্গলচিন্তনে নিমগ্না ছিলেন। কুরূপা ও নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা চারিদিকে তাঁর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, যেন রক্তমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রীসকল হরিণীকে পরিবৃত করেছে।

সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৯

একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরায়ণা।
ভূমিশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে॥ ৬০

'আমি দেখলাম, তিনি রাক্ষসীদের মধ্যভাগে উপবিষ্টা এবং তারা তাঁকে বারংবার ভর্ৎসনা করছে। একবেণী তিনি বিষণ্ণা হয়ে পতির চিন্তায় বিভোর ছিলেন ; শয্যা ছিল তাঁর ভূমিস্থল। তাঁকে হেমন্তাগমে শ্রীহীন পদ্মিনীর ন্যায় দেখাচ্ছিল।

রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যে কৃতনিশ্চয়া।
কথংচিন্মৃগশাবাক্ষী তূর্ণমাসাদিতা ময়া॥ ৬১

'রাবণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা চোখে পড়ছিল। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে হয়ে গিয়েছিলেন। এইরূপ অবস্থায় মৃগনয়না সীতাদেবীকে আমি দৈবক্রমে চিনতে পেরেছিলাম।

তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং নারীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যন্নহমবস্থিতঃ॥ ৬২

'শোচনীয় দশায় যশস্বিনী নারী শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অশোকবৃক্ষের নীচে বসে থাকতে দেখে আমিও সেই বৃক্ষের উপর থেকে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

ততো হলহলাশব্দং কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিতম্।
শৃণোম্যধিকগম্ভীরং রাবণস্য নিবেশনে॥ ৬৩

'ইতঃমধ্যে, রাবণের প্রাসাদে করতালি ও নূপুর-নিক্বনের একত্রিত সুগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণগোচর হল।

ততোঽহং পরমোদ্বিগ্নঃ স্বরূপং প্রত্যসংহরম্।
অহং চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ॥ ৬৪

'এমতাবস্থায় আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের আকৃতিকে সংকুচিত করলাম এবং পক্ষিসদৃশ হয়ে সেই নিবিড় অশোকবৃক্ষের অভ্যন্তরে অপেক্ষা করলাম।

ততো রাবণদারাশ্চ রাবণশ্চ মহাবলঃ।
তং দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা॥ ৬৫

'তদনন্তর, রাবণের অন্তঃপুরীকাবৃন্দ এবং মহাবলী রাবণ স্বয়ং সীতার অবস্থানে সমুপাগত হল।

তং দৃষ্ট্বাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্।
সংকুচ্যোরূ স্তনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ॥ ৬৬

'রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখে সুমধ্যমা সীতা জঙ্ঘাদ্বয় কুঞ্চিত করে উন্নত স্তনযুগলকে বাহুতে আচ্ছাদিত করলেন।

বিত্রস্তাং পরমোদ্বিগ্নাং বীক্ষমাণামিতস্ততঃ।
ত্রাণং কঞ্চিদপশ্যন্তীং বেপমানাং তপস্বিনীম্॥ ৬৭
তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
অবাক্‌শিরাঃ প্রপতিতো বহুমন্যস্ব মামিতি॥ ৬৮

'তিনি অতি উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ দেখতে লাগলেন। তাঁকে রক্ষা করার মতো কাউকে দেখতে পেলেন না। ভয়-কম্পিতা ও অতিশয় দুঃখিতা তপস্বিনী সীতার সম্মুখে এসে দশমুখ রাবণ নতশিরে সীতার চরণে পতিত হয়ে বলল— 'বিদেহকুমারী ! আমি তোমার সেবক, আমাকে গ্রহণ করো।'

যদি চেত্ত্বং তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্বিতে।
দ্বিমাসানন্তরং সীতে পাস্যামি রুধিরং তব॥ ৬৯

'(এত কিছুর পরও নিজের প্রতি সীতার উপেক্ষা দেখে ক্রোধান্বিত রাবণ বলল —) 'গর্বিতে ! যদি অহংকারবশতঃ তুমি আমাকে অভিনন্দিত না করো, তাহলে দুই মাস পরে আমি তোমার রক্ত পান করব (অর্থাৎ, তোমাকে বধ করব)।'

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
উবাচ পরমক্রুদ্ধা সীতা বচনমুত্তমম্॥ ৭০

'দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধা সীতা উচিত প্রত্যুত্তর দিলেন—

রাক্ষসাধম রামস্য ভার্যামমিততেজসঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশনাথস্য স্নুষাং দশরথস্য চ॥ ৭১
অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথং ন পতিতা তব।

'অধম রাক্ষস ! অমিততেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের আমি পত্নী, ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি দশরথের পুত্রবধূ। আমার প্রতি অকথ্য-ভাষী তোমার জিহ্বা কেন খসে পড়ছে না ?

কিম্বিদ্‌বীর্য তবানার্য যো মাং ভর্তুরসন্নিধৌ॥ ৭২
অপহৃত্যাগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাত্মনা।

'দুরাত্মা পাপী ! তোমার কী শক্তি আছে ? আমার পতিদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর তুল্য মহাত্মার চক্ষুর অগোচরে আমাকে অপহরণ করে এখানে এনেছো।

ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাস্যেঽপ্যস্য ন যুজ্যসে॥ ৭৩
অজেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ।

'তুমি কখনও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সমকক্ষ হতে পার না। তাঁর দাসত্বের যোগ্যতাও তোমার নেই। রাঘব দুর্জয় বীর, সত্যভাষী ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসিত যোদ্ধা।

জানক্যা পরুষং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ॥ ৭৪
জজ্বাল সহসা কোপাচ্চিতাস্থ ইব পাবকঃ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্॥ ৭৫
মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতং তদা।

স্ত্রীণাং মধ্যাৎ সমুৎপত্য তস্য ভার্যা দুরাত্মনঃ॥ ৭৬
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ।
উক্তশ্চ মধুরাং বাণীং তয়া স মদনার্দিতঃ॥ ৭৭

'জানকী কর্তৃক এইরূপ কঠোরভাবে প্রত্যুক্ত হলে দশানন চিতাগ্নির ন্যায় সহসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ক্রুর নয়ন ঘূর্ণনপূর্বক দক্ষিণ মুষ্টি উদ্যত করে রাবণ সীতাকে বধ করতে যাবে এমন সময় সমুপস্থিত স্ত্রীগণ হাহাকার করে উঠল। এর মধ্যে স্ত্রীলোকগণের মধ্য থেকে দুরাত্মার সুন্দরী পত্নী মন্দোদরী দ্রুতপদে এগিয়ে এল এবং রাবণকে এই কার্য হতে নিবৃত্ত করল। মন্দোদরী মধুর বাক্যে কামার্ত রাবণকে বলল—

সীতয়া তব কিং কার্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম।
ময়া সহ রমস্বাদ্য মদ্বিশিষ্টা ন জানকী॥ ৭৮

"হে মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমী রাক্ষসরাজ! তোমার সীতাকে কি দরকার? এখন আমার সাথে রতি বিলাস করো। জনকনন্দিনী আমার চেয়ে অধিক রূপবতী নয়।

দেবগন্ধর্বকন্যাভির্যক্ষকন্যাভিরেব চ।
সার্ধং প্রভো রমস্বেতি সীতয়া কিং করিষ্যসি॥ ৭৯

'প্রভো! দেবতা, গন্ধর্ব এবং যক্ষ কন্যাগণ আছে, তাদের সাথে রতিসুখ আস্বাদন করো; সীতাকে নিয়ে কি হবে?'

ততস্তাভিঃ সমেতাভির্নারীভিঃ স মহাবলঃ।
উত্থাপ্য সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ॥ ৮০

'অতঃপর সেখানে সমবেত স্ত্রীকুল মিলে মহাবলী রাবণকে শীঘ্র সেই স্থল থেকে তুলে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেল।

যাতে তস্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
সীতাং নির্ভর্ৎসয়ামাসুর্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ৮১

'দশানন প্রস্থান করলে করাল কুরূপা রাক্ষসীরা নিদারুণ পরুষ বাক্যবাণে সীতাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।

তৃণবদ্ ভাষিতং তাসাং গণয়ামাস জানকী।
গর্জিতং চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপ্য নিরর্থকম্॥ ৮২

'কিন্তু জানকী তাহাদের বাক্যগুলিকে তৃণের তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। সীতার কাছে রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন অর্থহীন হয়ে পড়ল।

বৃথা গর্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যঃ পিশিতাশনাঃ।
রাবণায় শশংসুস্তাঃ সীতাব্যবসিতং মহৎ॥ ৮৩

'এইরূপ তর্জন-গর্জন এবং চেষ্টাসমূহ ব্যর্থ হওয়ায় নিরুৎসাহ মাংসাশী রাক্ষসীরা রাবণের নিকটে সীতার স্থৈর্যের বিবরণ নিবেদন করল।

ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা বিহতাশা নিরুদ্যমাঃ।
পরিক্লিশ্য সমস্তাস্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ॥ ৮৪

'অতঃপর, তারা সবাই সীতাকে অনেক কষ্ট দিয়ে হতাশ ও নিরুদ্যম হওয়ায় নিদ্রাভিভূত হল।

তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্তৃহিতে রতা।
বিলপ্য করুণং দীনাং প্রশুশোচ সুদুঃখিতা॥ ৮৫

'রাক্ষসীরা সকলে ঘুমিয়ে গেলে পতির মঙ্গল ভাবনায় নিরতা বিষণ্ণা সীতা অতিশয় দুঃখে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন।

তাসাং মধ্যাৎ সমুত্থায় ত্রিজটা বাক্যমব্রবীৎ।
আত্মানং খাদত ক্ষিপ্রং ন সীতামসিতেক্ষণাম্॥ ৮৬
জনকস্যাত্মজাং সাধ্বীং স্নুষাং দশরথস্য চ।

'রাক্ষসীদের মধ্য থেকে সমুত্থানপূর্বক ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী বলল— তোমরা বরং পরস্পরকে খাও, কাজল-নয়না সীতাকে নয়। সে হল রাজা জনকের কন্যা, সাধ্বী এবং ইক্ষ্বাকুনৃপতি দশরথের পুত্রবধূ।

স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ॥ ৮৭
রক্ষসাং চ বিনাশায় ভর্তুরস্যা জয়ায় চ।

'আজ আমি এক অতি ভয়ংকর ও গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো একটি ঘোর স্বপ্ন দেখেছি, যেটি রাক্ষসদের বিনাশ এবং সীতাপতির বিজয়ের সূচক।

অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্ রাক্ষসীগণম্॥ ৮৮
অভিয়াচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে।

'এই সীতাই শ্রীরঘুনাথের ক্রোধ থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করতে সমর্থ। অতএব, আমরা বরং প্রাণরক্ষার জন্য সীতার কাছে প্রার্থনা করি—এটাই আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে।

যদি হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে॥ ৮৯
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্মুক্তা সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।

(ত্রিজটা আরও বলল যে—) 'যদি কোনো দুঃখিনী বিষয়ে এবংবিধ স্বপ্ন কেউ দেখে, তাহলে সেই দুঃখিনী বহুবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অতুলনীয় সুখ ভোগ করে।

প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা॥ ৯০
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ।

'রাক্ষসীগণ ! শুধুমাত্র প্রণামেই জানকী প্রসন্ন হবে। একমাত্র সে-ই রাক্ষসীদেরকে এত বড় ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্তুর্বিজয়হর্ষিতা॥ ৯১
অবোচদ্ যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ।

'তখন লজ্জাবতী কন্যা সীতা পতিদেবতার বিজয়ের সম্ভাবনায় আনন্দিত হয়ে বললেন—যদি এই কথা অর্থাৎ, স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে আমি তোমাদের সকলকে বিনাশ থেকে রক্ষা করব।

তাং চাহং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সীতায়া দারুণাং দশাম্॥ ৯২
চিন্তয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃতং মনঃ।
সম্ভাষণার্থে চ ময়া জানক্যাশ্চিন্তিতো বিধিঃ॥ ৯৩

'কিছুটা বিশ্রামের পর আমি (শ্রীহনুমান) সীতার সেই শোচনীয় দশা দেখে চিন্তিত হলাম, মনে কিছুতেই শান্তি পেলাম না। বরং তখন জানকীর সঙ্গে বার্তালাপ করার এক উপায় স্থির করলাম।

ইক্ষ্বাকুকুলবংশস্তু স্তুতো মম পুরস্কৃতঃ।
শ্রুত্বা তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্॥ ৯৪
প্রত্যভাষত মাং দেবী বাষ্পৈঃ পিহিতলোচনা।

'আমি ইক্ষ্বাকুবংশের স্তুতি আরম্ভ করলাম। আমার দ্বারা বর্ণিত রাজর্ষিগণের স্তুতি শুনে অশ্রুপূর্ণলোচনা সীতা প্রত্যুত্তরে আমাকে বললেন—

কস্ত্বং কেন কথং চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব॥ ৯৫
কা চ রামেণ তে প্রীতিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি।

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে ? কে তোমাকে প্রেরিত করেছে ? কি করে এখানে এলে ? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার কীদৃশ প্রীতিভাব ? সবকিছু আমাকে সবিস্তারে বলো।

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা অহমপ্যব্রুবং বচঃ॥ ৯৬
দেবি রামস্য ভর্তুস্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ।
সুগ্রীবো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ॥ ৯৭

'সীতাদেবীর এই কথা শুনে আমি বললাম—দেবি ! আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের সহায়ক এক অতি পরাক্রমী বলবীর্যসম্পন্ন শক্তিশালী বানররাজ আছেন— যাঁর নাম সুগ্রীব।

তস্য মাং বিদ্ধি ভৃত্যং ত্বং হনূমন্তমিহাগতম্।
ভর্ত্রা সম্প্রহিতস্তুভ্যং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৯৮

'আমাকে তাঁর সেবক বলে জানবেন। আমার নাম হনুমান। অনায়াসে সুকঠিন কর্মসম্পাদনে পারঙ্গম আপনার পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্র আপনার অন্বেষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইদং তু পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানমদাৎ তুভ্যং যশস্বিনি॥ ৯৯

'যশস্বিনি ! নরশার্দূল শ্রীমান দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয় আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন।

তদিচ্ছামি ত্বয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিং করবাণ্যহম্।
রামলক্ষ্মণয়োঃ পার্শ্বং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্॥ ১০০

'দেবি ! আমার এই ইচ্ছা যে আপনি আমাকে আদেশ করুন কীভাবে আপনার সেবা করব। আপনি যদি বলেন তাহলে এখনই আপনাকে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট নিয়ে যাব। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী ?

এতচ্ছ্রুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী।
আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি॥ ১০১

'আমার এই কথা শুনে বিবেচনাপূর্বক জনকনন্দিনী সীতা বললেন— আমার ইচ্ছা যে, শ্রীরঘুনাথ রাবণকে সংহার করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।

প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্যামনিন্দিতাম্।
রাঘবস্য মনোহ্লাদমভিজ্ঞানময়াচিষম্॥ ১০২

'অনিন্দসুন্দরী আর্যা সীতাদেবীকে নতশিরে প্রণামপূর্বক আমি শ্রীরামচন্দ্রের আহ্লাদকর কোনো এক অভিজ্ঞান-চিহ্ন তাঁর কাছে যাচ্ঞা করলাম।

অথ মামব্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ।
মণির্যেন মহাবাহু রামস্ত্বাং বহু মন্যতে॥ ১০৩

'আমি যাচ্ঞা করায় সীতাদেবী বললেন—এই শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি, এইটি তোমার নিকট থেকে পেয়ে মহাবাহু শ্রীরাম তোমার অতিশয় প্রশংসা করবেন।

ইত্যুক্ত্বা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্।
প্রায়চ্ছৎ পরমোদ্বিগ্না বাচা মাং সন্দিদেশ হ॥ ১০৪

'এইরূপ বলার পর সুন্দরী সীতা আমাকে শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি প্রদান করলেন এবং অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের জন্য কিছু সংবাদ ব্যক্ত করলেন—

ততস্তস্যৈ প্রণম্যাহং রাজপুত্র্যৈ সমাহিতঃ।
প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাভ্যুদ্গতমানসঃ॥ ১০৫

'তখন মনে-মনে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসুক হয়ে আমি সীতাকে প্রণামপূর্বক দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করলাম অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করলাম।

উত্তরং পুনরেবাহ নিশ্চিতা মনসা তদা।
হনূমন্ মম বৃত্তান্তং বক্তুমর্হসি রাঘবে॥ ১০৬
যথা শ্রুত্বৈব নচিরাৎ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াতাং তথা কুরু॥ ১০৭

'সেইক্ষণে সীতাদেবী মনে মনে কিছু বিবেচনা করে পুনরায় আমাকে বললেন — হনুমন্ ! তুমি শ্রীরঘুনাথকে সকল বৃত্তান্ত জানাবে এবং চেষ্টা করবে যাতে সুগ্রীবের সাথে সেই দুই বীর রাম ও লক্ষ্মণ আমার দুর্দশা শ্রবণ করা মাত্র অবিলম্বে এখানে চলে আসে।

যদন্যথা ভবেদেতদ্ দ্বৌ মাসৌ জীবিতং মম।
ন মাং দ্রক্ষ্যতি কাকুৎস্থো ম্রিয়ে সাহমনাথবৎ॥ ১০৮

'আমার জীবিতকালের দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। যদি এর অন্যথা হয়, তাহলে শ্রীরঘুনাথ আমাকে আর দেখতে পাবেন না। আমি অনাথার মতো মৃত্যু বরণ করব।

তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্তত।
উত্তরং চ ময়া দৃষ্টং কার্যশেষমনন্তরম্॥ ১০৯

'তাঁর এই করুণ বাক্য শুনে রাক্ষসদের প্রতি আমার ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত হল। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কী করণীয় তা ভাবতে লাগলাম।

ততোঽবর্ধত মে কায়স্তদা পর্বতসন্নিভঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে॥ ১১০

'তদনন্তর আমি আমার শরীর পরিবর্ধিত করে পর্বততুল্য আকার ধারণ করলাম। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছায় আমি রাক্ষসরাজের অশোকবনকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করলাম।

তদ্ ভগ্নং বনখণ্ডং তু ভ্রান্তত্রস্তমৃগদ্বিজম্।
প্রতিবুদ্ধা নিরীক্ষন্তে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ॥ ১১১

'কুরূপা রাক্ষসীরা জেগে উঠে দেখল যে বনভূমির বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়েছে এবং পশুপক্ষিগণ উদ্‌ভ্রান্ত ও ভয়ার্ত হয়ে পড়েছে।

মাং চ দৃষ্ট্বা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ।
তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্রং রাবণায়াচচক্ষিরে॥ ১১২

'সেই সঙ্গে আমাকেও বনাভ্যন্তরে দেখতে পেয়ে তাহারা এদিক-ওদিক থেকে এসে, সকলে একত্রে শী... শীঘ্র গিয়ে রাবণের কাছে সবকিছু বর্ণনা করল—

রাজন্ বনমিদং দুর্গং তব ভগ্নং দুরাত্মনা।
বানরেণ হ্যবিজ্ঞায় তব বীর্যং মহাবল॥ ১১৩

'মহাবলী রাক্ষসরাজ ! আপনার শৌর্য-বীর্য বিনা... অনবজ্ঞাত এক দুরাত্মা বানর দুর্গ তুল্য প্রমদাবনকে উজা... করে দিয়েছে।

তস্য দুর্বুদ্ধিতা রাজংস্তব বিপ্রিয়কারিণঃ।
বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং যথাসৌ ন পুনর্ব্রজেৎ॥ ১১৪

'মহারাজ ! বানরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তা... আপনার অপ্রিয় কর্ম করছে। আপনি অচিরে তাকে বধ করার আদেশ দিন, যাতে সে জীবিত ফিরতে না পারে।'

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদুর্জয়াঃ।
রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোঽনুগাঃ॥ ১১৫

'সেই সব শুনে রাক্ষসরাজ নিজের মনোবৃত্তি অনুসরণকারী ও অতিশয় দুর্জয় কিঙ্কর নামক রাক্ষসদের তথায় প্রেরণ করল।'

তেষামশীতিসাহস্রং শূলমুদ্গরপাণিনাম্।
ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিঘেণ নিষূদিতম্॥ ১১৬

'অশীতি সহস্র কিঙ্কর শূল ও মুদ্‌গর হস্তে অগ্রসর হয়ে এলে আমি সেই বনভূমিতে তাদেরকে পরিঘ দিয়ে নিধন করলাম।'

তেষাং তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ।
নিহতং চ ময়া সৈন্যং রাবণায়াচচক্ষিরে॥ ১১৭

'নিহত রাক্ষস ব্যতীত অবশিষ্ট কিছু কিঙ্কর শী... পদক্ষেপে পালিয়ে গিয়ে, আমার দ্বারা কিঙ্করদের নি... বৃত্তান্ত রাবণকে নিবেদন করল।

ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্।
তত্রস্থান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতং স্তম্ভেন বৈ পুনঃ॥ ১১৮
ললামভূতো লঙ্কায়া ময়া বিধ্বংসিতো রুষা।

'অতঃপর অন্য এক চিন্তা আমার মাথায় এল। আ... লঙ্কার অলংকারস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ও শতস্তম্ভবিশিষ্ট চৈত্যপ্রা... নিযুক্ত রাক্ষসদের হত্যা করে সেই চৈত্যপ্রাসাদের ধ্বং... করলাম।

ততঃ প্রহস্তস্য সুতং জম্বুমালিনমাদিশৎ॥ ১১৯
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সার্ধং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ।

'তখন, রাবণ ভীমাকৃতি ও ভয়ংকর বহুসংখ্যক রাক্ষস সৈন্যের সঙ্গে প্রহস্তের পুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করল।

তমহং বলসম্পন্নং রাক্ষসং রণকোবিদম্॥ ১২০
পরিঘেণাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্।

'সেই জম্বুমালীকে আমি ভয়ানক পরিঘ-আঘাতে সানুচর নিধন করলাম।

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্তু মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্॥ ১২১
পদাতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
পরিঘেণৈব তান্ সর্বান্ নয়ামি যমসাদনম্॥ ১২২

'এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে রাবণ পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে মন্ত্রিপুত্রগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করল। তারা অতিশয় বলবান ছিল, কিন্তু আমি তাদের সকলকেই পরিঘ-এর আঘাতে এক এক করে যমালয়ে পাঠালাম।

মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্।
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ শূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ॥ ১২৩

'যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্রগতিতে নিজ নিজ পরাক্রম প্রকটকারী মন্ত্রীপুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণ পাঁচজন বীর সেনাপতিকে যুদ্ধের জন্য পাঠাল।

তানহং সহসৈন্যান্ বৈ সর্বানেবাভ্যসূদয়ম্।
ততঃ পুনর্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্॥ ১২৪
বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্ধং প্রেষয়ামাস সংযুগে।

'তাদের সকলকে আমি সসৈন্য হত্যা করলাম। অতঃপর দশানন স্বপুত্র মহাবলী অক্ষকুমারকে বহু রাক্ষসসৈন্যের সাথে যুদ্ধে পাঠাল।

তং তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্॥ ১২৫
সহসা খং সমুদ্যন্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্।
তমাসীনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যপেষয়ম্॥ ১২৬

'মন্দোদরীর সেই পুত্র যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ ছিল। সহসা সে আকাশে উঠে যুদ্ধ করতে লাগল। আমি তখন হঠাৎ তার পদদ্বয় ধরে শতবার ঘূর্ণনপূর্বক ভূমিতে আছড়ে ফেললাম। এইভাবে আমি অক্ষকে খণ্ড খণ্ড করলাম।

তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ।
তত ইন্দ্রজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্॥ ১২৭
ব্যাদিদেশ সুসংক্রুদ্ধো বলিনং যুদ্ধদুর্মদম্।

'যুদ্ধে প্রেরিত অক্ষয়কুমার নিহত হয়েছে শুনে দশমুখ অত্যন্ত কুপিত হয়ে নিজের অপর পুত্র বলবান ও রণদুর্মদ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধার্থে আদেশ দিল।

তচ্চাপ্যহং বলং সর্বং তং চ রাক্ষসপুঙ্গবম্॥ ১২৮
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ।

'ইন্দ্রজিতের সৈন্যদলকে এবং শ্রেষ্ঠ বীর রাক্ষস স্বয়ং ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে হতোদ্যম করে আমার খুব আনন্দ হল।

মহতাপি মহাবাহুঃ প্রত্যয়েন মহাবলঃ॥ ১২৯
প্রহিতো রাবণেনৈষ সহ বীরৈর্মদোদ্ধতৈঃ।

'মহাবলী রাবণ অনেক আশা করে মহাবাহু বীর ইন্দ্রজিৎকে মদোদ্ধত বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিল।

সোঽবিষহ্যং হি মাং বুদ্ধ্বা স্বসৈন্যং চাবমর্দিতম্॥ ১৩০
ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধ্বা চাতিবেগিনঃ।
রজ্জুভিশ্চাপি বধ্নন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ॥ ১৩১

'ইন্দ্রজিৎ দেখল যে তার সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছে। তখন সে ভেবে দেখল যে এই বানরের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে দাঁড়ান অসম্ভব। অতএব তীব্র বেগে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে আমাকে বন্ধন করল। পুনরায়, রাক্ষস-সৈন্যেরা আমাকে রজ্জু দ্বারা বাঁধল।

রাবণস্য সমীপং চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্।
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাত্মনা॥ ১৩২
পৃষ্টশ্চ লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাং চ তং বধম্।
তৎসর্বং চ রণে তত্র সীতার্থমুপজল্পিতম্॥ ১৩৩

'এইভাবে আমাকে বন্দী করে তারা সবাই রাবণের সমীপে নিয়ে গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখে বার্তালাপপূর্বক জিজ্ঞাসা করল— "তুই লঙ্কায় কেন এসেছিস ? রাক্ষসদের কেন বধ করেছিস ?" আমি উত্তরে বললাম —সবকিছু সীতার জন্য করেছি।

তস্যাস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তস্ত্বদ্ভবনং বিভো।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্॥ ১৩৪
রামদূতং চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
সোঽহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ॥ ১৩৫

'প্রভো ! জনকনন্দিনীর দর্শনেচ্ছায় আমি তোমার প্রাসাদপুরীতে এসেছি। আমি পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র, শ্রীহনুমান আমার নাম। আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত এবং সুগ্রীবের মন্ত্রী বলে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের দৌত্য কার্যে এই আমি তোমার সকাশে উপস্থিত হয়েছি।'

শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং বাক্যমাহ সমাহিতম্॥ ১৩৬

'রাক্ষসরাজ ! তুমি মদীয় প্রভুর প্রেরিত সন্দেশ আমার মুখে শ্রবণ করো। বানররাজ সুগ্রীবও তোমাকে যে সুচিন্তিত বার্তা প্রেরণ করেছেন তাও ভেবে দেখো।

সুগ্রীবশ্চ মহাভাগঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
ধর্মার্থকামসহিতং হিতং পথ্যমুবাচ হ॥ ১৩৭

'মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তোমার শ্রবণগোচরার্থে ধর্ম, অর্থ ও কাম সমন্বিত মঙ্গলজনক ও উপাদেয় এইবার্তা পাঠিয়েছেন।

বসতো ঋষ্যমূকে মে পর্বতে বিপুলদ্রুমে।
রাঘবো রণবিক্রান্তো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ॥ ১৩৮

''বনরাজি পরিপূর্ণ ঋষ্যমূক পর্বতে বসবাস করার সময়ে রণে পরাক্রমশালী শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য হয়।

তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্যা মে রক্ষসা হৃতা।
তত্র সাহায্যহেতোর্মে সময়ং কর্তুমর্হসি॥ ১৩৯

''রাক্ষসরাজ ! তখন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বললেন যে রাক্ষস রাবণ আমার পত্নী সীতাকে অপহরণ করেছে ; তার উদ্ধার কার্যে সহায়তার জন্য তুমি আমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

বালিনা হৃতরাজ্যেন সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ।
চক্রেঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৪০

''বালি যার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই সুগ্রীব অর্থাৎ আমার সঙ্গে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষী করে মিত্রতা স্থাপন করেছেন।

তেন বালিনমাহত্য শরেণৈকেন সংযুগে।
বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সম্প্লবতাং প্রভুঃ॥ ১৪১

'বালিকে যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র শরক্ষেপে নিহত করে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে (সুগ্রীবকে) বানর রাজ্যের রাজা করেছেন।'

তস্য সাহায্যমস্মাভিঃ কার্যং সর্বাত্মনা ত্বিহ।
তেন প্রস্থাপিতস্তুভ্যং সমীপমিহ ধর্মতঃ॥ ১৪২

'অতএব, এক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বাত্মক সাহায্য আমাদের করণীয় কাজ। এইরূপ ভেবে তিনি তোমার সমীপে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ক্ষিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ।
যাবন্ন হরয়ো বীরা বিধমন্তি বলং তব॥ ১৪৩

'যাতে বীর বানর সৈন্যেরা তোমার রাক্ষস সৈন্যদের হত্যা না করে, সেই হেতু সীতাকে শীঘ্র নিয়ে এসে শ্রীরঘুনাথের হস্তে প্রত্যর্পণ করো।

বানরাণাং প্রভাবোঽয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা।
দেবতানাং সকাশং চ যে গচ্ছন্তি নিমন্ত্রিতাঃ॥ ১৪৪

'এমন কোনো বীর নেই যে বানরদের বীরত্ব পূর্ব থেকে জানে না। বানরেরা নিমন্ত্রিত হয়ে সহায়তার জন্য দেবতার পাশেও দাঁড়িয়েছে।

ইতি বানররাজস্ত্বামাহেত্যভিহিতো ময়া।
মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব॥ ১৪৫

'বানররাজ সুগ্রীব যথাভিহিত সন্দেশ আপনাকে (আমার মাধ্যমে) পাঠিয়েছেন। আমার দ্বারা এইরূপ উক্ত হলে ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে (শ্রীহনুমানকে) যেন দগ্ধ করতে করতে আমাকে রাক্ষসরাজ রাবণ দেখতে লাগল।

তেন বধ্যোঽহমাজ্ঞপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা।
মৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাত্মনা॥ ১৪৬

'ভয়ংকর কর্ম সম্পাদনকারী রাক্ষসরাজ আমার শক্তিসামর্থ্য না জেনেই নিজের সেবকবৃন্দকে আমার হত্যার জন্য আদেশ দিল।

ততো বিভীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ।
তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতো মম কারণাৎ॥ ১৪৭

'তখন, তার বুদ্ধিমান ভ্রাতা বিভীষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের নিকট প্রার্থনা করে বলল—

নৈবং রাক্ষসশার্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ।
রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংসেব্যতে ত্বয়া॥ ১৪৮

'রাক্ষসশার্দূল ! এই কাজ করা উচিত নয়, এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করো। তুমি রাজনীতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পথে চলছ।

দূতবধ্যা ন দৃষ্টা হি রাজশাস্ত্রেষু রাক্ষস।
দূতেন বেদিতব্যং চ যথাভিহিতবাদিনা॥ ১৪৯

'হে রাক্ষসরাজ ! রাজধর্মে দূতকে বধের বিধান দেখা যায় না। দূত সেই বার্তাই বহন করে আনে, যা তাকে বলতে বলা হয়েছে। দূতের কাজ হল নিজ প্রভুর অভিপ্রায় বিষয়ে প্রাপককে অবহিত করা।

সুমহত্যপরাধেঽপি দূতস্যাতুলবিক্রম।
বিরূপকরণং দৃষ্টং ন বধোঽস্তি হি শাস্ত্রতঃ॥ ১৫০

'হে অতুলবিক্রমী বীর ! সুমহৎ অপরাধেও দূতকে হত্যার বিধানে রাজনীতিতে নেই। পরন্তু শাস্ত্রে কোনো অঙ্গ বিকৃত করাণ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।'

বিভীষণেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।
রাক্ষসানেতদেবাদ্য লাঙ্গূলং দহ্যতামিতি॥ ১৫১

'বিভীষণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হয়ে রাবণ রাক্ষসদেরকে আদেশ করলেন যে, তাহলে এর (শ্রীহনুমানের) পুচ্ছ অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দাও।

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ।
বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পট্টৈঃ কার্পাসকৈস্তথা॥ ১৫২

'রাবণের ঈদৃশ আদেশ পেয়ে রাক্ষসেরা আমার লাঙ্গুলের চতুর্দিকে সুতির বস্ত্র শণরজ্জুতে জড়িয়ে দিল।

রাক্ষসাঃ সিদ্ধসন্নাহাস্ততস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ।
তদাদীপ্যন্ত মে পুচ্ছং হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ॥ ১৫৩

'এইভাবে বন্ধন করার পর সেই সকল প্রচণ্ড পরাক্রমী রাক্ষসেরা কাষ্ঠ দণ্ড ও মুষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত করতে করতে আমার পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করল।

বদ্ধস্য বহুভিঃ পাশৈর্যন্ত্রিতস্য চ রাক্ষসৈঃ।
ন মে পীড়াভবৎ কাচিদ্ দিদৃক্ষোর্নগরীং দিবা॥ ১৫৪

'রজ্জু দ্বারা বহুভাবে বদ্ধ এবং রাক্ষসগণের শক্ত টানাটানির পীড়া সত্ত্বেও আমার কষ্ট বোধ হল না, কেননা আমি দিনের বেলা লঙ্কাপুরীকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম।

ততস্তে রাক্ষসাঃ শূরা বদ্ধং মামগ্নিসংবৃতম্।
অঘোষয়ন্ রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ॥ ১৫৫

'তখন নগরদ্বারে এসে সেইসকল বীর রাক্ষসেরা পুচ্ছপ্রদেশে অগ্নিপরিবৃত এবং বন্ধনে বদ্ধ আমাকে রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মৎকৃত অপরাধের ঘোষণা করতে লাগল।

ততোঽহং সুমহদ্রূপং সংক্ষিপ্য পুনরাত্মনঃ।
বিমোচয়িত্বা তং বন্ধং প্রকৃতিস্থঃ স্থিতঃ পুনঃ॥ ১৫৬

'তদনন্তর আমি নিজের বিশাল আকৃতিকে সঙ্কুচিত করে নিজে নিজেই সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম এবং পুনরায় স্বাভাবিক রূপ ধারণপূর্বক তথায় স্থির হয়ে থাকলাম।

আয়সং পরিঘং গৃহ্য তানি রক্ষাংস্যসূদয়ম্।
ততস্তন্নগরদ্বারং বেগেন প্লুতবানহম্॥ ১৫৭

'আমি লৌহ পরিঘ হস্তে নিয়ে সেই সকল রাক্ষসদের হত্যা করলাম এবং তীব্র গতিতে উল্লম্ফন করে নগর তোরণে উঠে পড়লাম।

পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন তাং পুরীং সাট্টগোপুরাম্।
দহাম্যহমসম্ভ্রান্তো যুগান্তাগ্নিরিব প্রজাঃ॥ ১৫৮

'তখন সকল সৃষ্টিকে দহনকারী যুগান্তের প্রলয়াগ্নির মতো আমি নির্ভয়ে অট্টালিকা ও গোপুর সহিত সমগ্র নগরীকে জলন্ত পুচ্ছের আগুনে দগ্ধ করতে লাগলাম।

বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্বা ভস্মীকৃতা পুরী॥ ১৫৯

দহতা চ ময়া লঙ্কাং দগ্ধা সীতা ন সংশয়ঃ।
রামস্য চ মহৎকার্যং ময়েদং বিফলীকৃতম্॥ ১৬০

'পুনরায়, আমি চিন্তা করলাম—লঙ্কানগরীর কোনো স্থান এমন নেই যা দগ্ধ হয়নি ; সমগ্র নগরী ভস্মীভূত হয়ে গেছে। লঙ্কা নগরীকে দগ্ধ করতে গিয়ে আমি সীতাদেবীকেও দগ্ধীভূত করেছি, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইরূপে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান কার্যক্রম আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি।

ইতি শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তামহমুপাগতঃ।
ততোঽহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্॥ ১৬১

জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োদন্তভাষিণাম্।

'এই শোকে ব্যথিত হয়ে আমি সাতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তখন আমি চারণবৃন্দের দ্বারা উচ্চারিত শুভ বাণী শুনতে পেলাম যে, বিস্ময়করভাবে সীতাদেবী লঙ্কার আগুনে দগ্ধীভূতা হননি।

ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না শ্রুত্বা তামদ্ভুতাং গিরম্॥ ১৬২

অদগ্ধা জানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্।
দীপ্যমানে তু লাঙ্গূলে ন মাং দহতি পাবকঃ॥ ১৬৩

হৃদয়ং চ প্রহৃষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ।

'সেই অদ্ভুত বাণী শ্রবণ করে আমার মনে এই ভাবনার উদয় হল এবং মঙ্গলসূচক লক্ষণের দ্বারাও উপলক্ষিত হচ্ছিল যে সীতাদেবী অক্ষতা আছেন। লাঙ্গুল জ্বলতে থাকলেও অগ্নিদেব আমাকে দহন করছে না। বরং আমার হৃদয় পরম আনন্দে পরিপূর্ণ এবং সুরভিত পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে।

তৈর্নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ॥ ১৬৪
ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টার্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ।

'অতীতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ শুভ লক্ষণসমূহের দ্বারা,

মহদ্ গুণসম্পন্ন কারণসমষ্টি তথা চারণবৃন্দের প্রত্যক্ষীভূত বার্তায় সীতাদেবীর কুশল থাকার বিশ্বাস আমার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।

পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিসৃষ্টশ্চ তয়া পুনঃ॥ ১৬৫
ততঃ পর্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ।
প্রতিপ্লবনমারেভে যুষ্মদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৬৬

'অতঃপর আমি পুনরায় বিদেহনন্দিনীকে দর্শন করলাম এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরিষ্টপর্বতে এলাম এবং সাগরের দক্ষিণ তট থেকে আমি আপনাদের দর্শনের ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দ্বিতীয়বার আকাশে উড্ডয়ন আরম্ভ করলাম।

ততঃ শ্বসনচন্দ্রার্কসিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্।
পন্থানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহ॥ ১৬৭

'তৎপশ্চাৎ বায়ু, চন্দ্রমা, সূর্য, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব সেবিত আকাশ-মার্গের দ্বারা এখানে এসে আমি আপনাদের দর্শন লাভ করেছি।

রাঘবস্য প্রসাদেন ভবতাং চৈব তেজসা।
সুগ্রীবস্য চ কার্যার্থং ময়া সর্বমনুষ্ঠিতম্॥ ১৬৮

'শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা এবং আপনাদের সকলের তেজঃশক্তির সাহায্যে আমি সুগ্রীবের কার্যসিদ্ধির জন্য কর্তব্যানুষ্ঠান করেছি।

এতৎ সর্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্।
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি॥ ১৬৯

'এই সকল কার্য আমি তথায় যথোচিতরূপে সম্পন্ন করেছি। এখন যে-সকল কর্ম অবশিষ্ট রয়েছে আপনারা সকলে সেইগুলি পূর্ণ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

বানরদের নিকটে সীতার দুরবস্থা বর্ণনা করে শ্রীহনুমান কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণের জন্য তাদের উত্তেজিত করা

এতদাখ্যায় তৎ সর্বং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বক্তুমুত্তরম্॥ ১

এইরূপে সকল বৃত্তানত বলার পর পবনকুমার শ্রীহনুমান উপসংহারে কিছু বলতে আরম্ভ করলেন—

সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্রীবস্য চ সম্ভ্রমঃ।
শীলমাসাদ্য সীতায়া মম চ প্রীণিতং মনঃ॥ ২

'হে কপিবৃন্দ ! শ্রীরামচন্দ্রের উদ্যোম ও সুগ্রীবের উৎসাহ সফল হয়েছে। সীতাদেবীর উত্তম শীল ও স্বভাব আমাকে অত্যন্ত প্রীত করেছে।

আর্যায়াঃ সদৃশং শীলং সীতায়াঃ প্লবগর্ষভাঃ।
তপসা ধারয়েল্লোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দহেদপি॥ ৩

'বানরশিরোমণিগণ ! আর্যা সীতার তুল্য চরিত্রের নারীরা তপস্যাবলে সমগ্র জগৎ রক্ষা করতে পারেন, অথবা কুপিতা হলে ত্রিলোক দগ্ধ করে দিতে পারেন।

সর্বথাতিপ্রকৃষ্টোঽসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্॥ ৪

'রাক্ষসরাজ রাবণ মহান তপস্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সীতার দেহস্পর্শ করেও জীবিত আছে।

ন তদগ্নিশিখা কুর্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী।
জনকস্য সুতরা কুর্যাদ্ যৎ ক্রোধকলুষীকৃতা॥ ৫

'হস্তে অগ্নিশিখা স্পর্শ করলে ততটা ক্ষতি হবে না, যতটা সীতাকে ক্রোধান্বিতা করে তুললে তাঁর দ্বারা ক্ষতি হবে।

জাম্ববৎপ্রমুখান্ সর্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্।
অস্মিন্নেবঙ্গতে কার্যে ভবতাং চ নিবেদিতে।
ন্যায্যং স্ম সহ বৈদেহ্যা দ্রষ্টুং তৌ পার্থিবাত্মজৌ॥ ৬

'এবংবিধ কার্যে এখন পর্যন্ত আমার সাফল্য সম্পর্কে আমি আপনাদের অবগত করলাম। এখন জাম্ববান প্রমুখ সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণের সম্মতিক্রমে (সীতার বন্দীদশা মোচন করে) সীতাসহ রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।

অহমেকোঽপি পর্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্।
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণং চ মহাবলম্॥ ৭
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ॥ ৮

'আমি একাই রাক্ষসকুল সহ সমগ্র লঙ্কাপুরীকে সবেগে ধ্বংস করতে এবং মহাবলী রাবণকে নিধন করতে যথেষ্ট। উপরন্তু বলবান, শুদ্ধাত্মা, শক্তিশালী, বিজিগীষু ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ আপনাদের তুল্য প্রমুখ বানরগণের সহায়তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই।

অহং তু রাবণং যুদ্ধে সসৈন্যং সপুরঃসরম্।
সহপুত্রং বধিষ্যামি সহোদরযুতং যুধি॥ ৯

'যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর সৈনিকবৃন্দ, পুত্রগণ এবং সহোদর সহিত রাবণকে আমিই বধ করতে পারি।

ব্রাহ্মমস্ত্রং চ রৌদ্রং চ বায়ব্যং বারুণং তথা।
যদি শক্রজিতোঽস্ত্রাণি দুর্নিরীক্ষ্যাণি সংযুগে।
তান্যহং নিহনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্॥ ১০

'যদি ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বায়ব্য ও বরুণাদি অস্ত্র অলক্ষ্যে যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, তবুও ব্রহ্মার আশীর্বাদে আমি সেই সকল নিরস্ত করে রাক্ষসদের সংহার করব।

ভবতামভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি তম্।
ময়াতুলা বিসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা॥ ১১
দেবানপি রণে হন্যাৎ কিং পুনস্তান্ নিশাচরান্।

'আপনারা সম্মতি দিলে আমার পরাক্রম রাবণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করতে পারে ; আমার দ্বারা অভিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের অনবরত ও অতুলনীয় বৃষ্টি যুদ্ধে দেবতাদেরকেও নিধন করতে সক্ষম, সেই সব নিশাচরদের ব্যাপারে আর কী কথা !'

ভবতামননুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি মাম্॥ ১২
সাগরোঽপ্যতিয়াদ্ বেলাং মন্দরঃ প্রচলেদপি।
ন জাম্ববন্তং সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী॥ ১৩

'আপনাদের অনুমতি না পাওয়াতে আমার পরাক্রম আমাকে কুণ্ঠিত করছে। সমুদ্র উদ্বেল হতে পারে এবং মন্দার পর্বত প্রকম্পিত হতে পারে, কিন্তু জাম্ববানকে শত্রুপক্ষ সমরক্ষেত্রে বিচলিত করবে—তা অসম্ভব।

সর্বরাক্ষসসঙ্ঘানাং রাক্ষসা যে চ পূর্বজাঃ।
অলমেকোঽপি নাশায় বীরো বালিসুতঃ কপিঃ॥ ১৪

'সম্পূর্ণ রাক্ষসকুলকে এবং তাদের পূর্বজগণকে যমলোকে প্রেরণ করতে বালি-রাজের বীরপুত্র অঙ্গদ একাই যথেষ্ট।

প্লবগস্যোরুবেগেন নীলস্য চ মহাত্মনঃ।
মন্দরোঽপ্যবশীর্যেত কিং পুনর্যুধি রাক্ষসাঃ॥ ১৫

'বানরবীর মহাত্মা নীল-এর তীব্র গতিবেগে মন্দার পর্বতও বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, তাহলে যুদ্ধে রাক্ষসদেরকে বিনাশ করা তার পক্ষে এমন কী কষ্টকর কাজ?

সদেবাসুরয়ক্ষেষু গন্ধর্বোরগপক্ষিষু।
মৈন্দস্য প্রতিযোদ্ধারং শংসত দ্বিবিদস্য বা॥ ১৬

'তোমরা সবাই বলতো দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও পক্ষীদের মধ্যে কে এমন আছে যে মৈন্দ অথবা দ্বিবিদ-এর সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম !

অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্লবগসত্তমৌ।
এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে॥ ১৭

'এই দুইজন বানরশিরোমণি অতিশয় বেগবান, এঁরা অশ্বিনীকুমারের পুত্র। যুদ্ধে এই দুজনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার মতো কেউ নেই।

ময়ৈব নিহতা লঙ্কা দগ্ধা ভস্মীকৃতা পুরী।
রাজমার্গেষু সর্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া॥ ১৮

'আমি (শ্রীহনুমান) একাই লঙ্কার রাক্ষসদের হত্যা করেছি, নগর ভস্মীভূত করেছি। লঙ্কার সকল রাজপথে আমার নামের যশ-কীর্তি ঘোষণা করেছি।

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ১৯
অহং কোসলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ভবঃ।
হনূমানিতি সর্বত্র নাম বিশ্রাবিতং ময়া॥ ২০

'অত্যন্ত বলশালী শ্রীরাম এবং মহাবলী লক্ষ্মণের জয় হোক ! শ্রীরঘুনাথের দ্বারা সুরক্ষিত বানররাজ সুগ্রীবেরও জয় হোক। পবনপুত্র তথা সর্বত্র শ্রীহনুমান নামে বিশ্রুত,

আমি হলাম কৌশলনরেশ শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাবাহী।

অশোকবনিকামধ্যে রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
অধস্তাচ্ছিংশপামূলে সাধ্বী করুণমাস্থিতা॥ ২১

'দুরাত্মা রাবণের অশোকবাটিকার মধ্যভাগে অশোকবৃক্ষের নীচে সাধ্বী সীতা শোচনীয় দশায় অবস্থান করছেন।

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা।
মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা॥ ২২

'রাক্ষসীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা সীতাদেবী মেঘরেখালাঞ্ছিত নিষ্প্রভ চন্দ্রমার মতো শোক ও সন্তাপে শীর্ণা হয়ে গেছেন।

অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী রাবণং বলদর্পিতম্।
পতিব্রতা চ সুশ্রোণী অবষ্টব্ধা চ জানকী॥ ২৩

'সুমধ্যা বিদেহনন্দিনী জানকী পতিব্রতা। তিনি বলদর্পিত রাবণকে লেশমাত্র গ্রাহ্য করেন না। তবুও তিনি রাক্ষসের বন্দিনী হয়ে আছেন।

অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্বাত্মনা শুভা।
অনন্যচিত্তা রামেণ পৌলোমীব পুরন্দরে॥ ২৪

'কল্যাণী সীতা অনন্যমনা হয়ে ইন্দ্রের প্রতি পৌলমীর ন্যায় সর্বাত্মক হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা।

তদেকবাসঃসংবীতা রজোধ্বস্তা তথৈব চ।
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ২৫
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্দৃষ্টা হি প্রমদাবনে।
একবেণীধরা দীনা ভর্তৃচিন্তাপরায়ণা॥ ২৬

'সীতা একবস্ত্রপরিহিতা তথা ধূলি-ধূসরিতা রূপে করাল রাক্ষসীদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসিতা ; প্রমদাবনে দীনা, একবেণী ও পতির মঙ্গল চিন্তায় নিমগ্না হয়ে রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে আছেন—এটি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া॥ ২৭

'তিনি ভূমিতে শয়ন করেন, হেমন্ত ঋতুর আগমে কমলিনীর ন্যায় তাঁর সৌন্দর্য বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাবণের প্রতি উদাসীন তিনি মরণ নিশ্চিত জেনে অপেক্ষা করছেন।

কথংচিন্মৃগশাবাক্ষী বিশ্বাসমুপপাদিতা।
ততঃ সম্ভাষিতা চৈব সর্বমর্থং প্রকাশিতা॥ ২৮

'কোনক্রমে আমি (হনুমান) সীতার বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সকল বৃত্তান্ত তাঁর সমক্ষে বর্ণন করেছিলাম।

রামসুগ্রীবসখ্যং চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্তরি চোত্তমা॥ ২৯

'শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মৈত্রীর বার্তা শুনে তিনি প্রীতা হলেন। সীতার মধ্যে সুদৃঢ় পাতিব্রত্য আছে এবং স্বামীর প্রতি তাঁর হৃদয়ে অতিশয় ভক্তি বিদ্যমান।

যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ।
নিমিত্তমাত্রং রামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি॥ ৩০

'সীতা স্বয়ং যে রাবণকে বিনাশ করছেন না, এথেকে মনে হয় যে দশানন রাবণ মহাত্মা ব্যক্তি —তপোবলে বলীয়ান সে অভিশাপে বিনষ্ট হওয়ার যোগ্য নয় (তথাপি সীতাহরণরূপ পাপে দশমুখ জর্জরিত)। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে কেবল নিমিত্তমাত্র হবেন।

সা প্রকৃত্যৈব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা।
প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতা॥ ৩১

'সীতাদেবী সহজাতভাবেই দুর্বল ও কৃশ প্রকৃতির, পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে কৃশতরা হয়ে গেছেন, যেমন প্রতিপদ তিথিতে স্বাধ্যায় অভ্যাসকারীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা।
যদত্র প্রতিকর্তব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্॥ ৩২

'এইভাবে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা হয়ে আছেন ; অতএব এইসময়ে যা প্রতিকার করা যায়, তাই আপনারা চিন্তা করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৫৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬০)

অঙ্গদ কর্তৃক লঙ্কা জয় করে সীতা উদ্ধারের উৎসাহপূর্ণ উক্তি এবং জাম্ববান কর্তৃক নিবারণ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বালিসূনুরভাষত।
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ॥ ১

শ্রীহনুমানের এবংবিধ কথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ বললেন—'অশ্বিনীকুমারের পুত্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদ বানরদ্বয় অতি বেগবান ও বলশালী।

পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্বলোকপিতামহঃ॥ ২
সর্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা।
বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীং চমূম্॥ ৩
সুরাণামমৃতং বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ।

'পুরাকালে ব্রহ্মার বরে তারা বলদর্পে গর্বিত হয়ে গিয়েছিল। পিতামহ ব্রহ্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সম্মান রক্ষার্থে প্রীতিতে এই যুগলকে অতুলনীয় বর দান করেছিলেন যে তারা কারও দ্বারা বধ্য হবে না। সেই বরে বলদর্পিত ভ্রাতৃদ্বয় দেবতাদের বিশাল সৈন্যদলকে মথিত করে অমৃত পান করেছিল।

এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজিরথকুঞ্জরাম্॥ ৪
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।

'এই ভ্রাতৃদ্বয় সংক্রুদ্ধ হলে হস্তী-অশ্ব-রথ সহ সমগ্র লঙ্কাকে ধ্বংস করতে সক্ষম। অন্য বানরবীরগণ বসে বিশ্রাম করুক।

অহমেকোঽপি পর্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্॥ ৫
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণং চ মহাবলম্।
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ॥ ৬
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ।

'আমি (অঙ্গদ) একাই রাক্ষসগণ সহ সমগ্র লঙ্কাপুরীকে সবেগে বিধ্বংস করতে তথা মহাবলী রাবণকে নিধন করতে যথেষ্ট। উপরন্তু, যদি সর্ব-অস্ত্রবিশারদ, বলবান, শুদ্ধাত্মা, শক্তিশালী ও যুদ্ধজয়েচ্ছু আপনাদের মতো বীর বানরদের সহায়তা পাওয়া যায়, তবে আর কি কথা!

বায়ুসূনোর্বলেনৈব দগ্ধা লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্॥ ৭
দৃষ্টা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতুম্।
ন যুক্তমিব পশ্যামি ভবদ্ভিঃ খ্যাতপৌরুষৈঃ॥ ৮

'বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান একাই নিজের পরাক্রমে লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিয়েছে, এই বৃত্তান্ত আমরা শুনেছি। কিন্তু আপনাদের তুল্য খ্যাতনামা ও পৌরুষসম্পন্ন বীরেরা বর্তমান থাকতে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে একথা বলা উচিত মনে হচ্ছে না যে আমরা সীতাদেবীর দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারিনি।

নহি বঃ প্লবনে কশ্চিন্নাপি কশ্চিৎ পরাক্রমে।
তুল্যঃ সামরদৈত্যেষু লোকেষু হরিসত্তমাঃ॥ ৯

'হে বানরশিরোমণিযুগল! দেব-দৈত্য সহ ত্রিলোকে তোমাদের তুল্য অন্য কেউ বীর নেই যে উল্লম্ফনে ও বীরত্বে তোমাদের সম্মুখিন হতে পারে।

জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষৌঘাং হত্বা তং রাবণং রণে।
সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ॥ ১০

'অতএব রাক্ষসকুল সহ লঙ্কাকে জয় করে, যুদ্ধে রাবণকে বধ করে, সীতাকে সঙ্গে নিয়ে, সফলমনোরথ এবং প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে যাব।

তেষ্বেবং হতবীরেষু রাক্ষসেষু হনূমতা।
কিমন্যদত্র কর্তব্যং গৃহীত্বা যাম জানকীম্॥ ১১

'যেহেতু শ্রীহনুমান রাক্ষসদের প্রমুখ বীরগণকে নিধন করেছে, এমতাবস্থায় সীতাকে সঙ্গে নিয়ে (শ্রীরামচন্দ্রের নিকট) যাওয়া ব্যতীত আমাদের আর কি কর্তব্য আছে।

রামলক্ষ্মণয়োর্মধ্যে ন্যস্যাম জনকাত্মজাম্।
কিং ব্যলীকৈস্তু তান্ সর্বান্ বানরান্ বানরর্ষভান্॥ ১২
বয়মেব হি গত্বা তান্ হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
রাঘবং দ্রষ্টুমর্হামঃ সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্॥ ১৩

'কপিবরগণ! আমরা জনকনন্দিনীকে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট প্রত্যর্পণ করব। কিষ্কিন্ধ্যায় সমবেত সকল বানরদের অযথা ক্লেশ দেওয়ার প্রয়োজন কী! আমরা লঙ্কা অভিযানপূর্বক তথা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে হত্যা করব; তৎপশ্চাৎ ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দর্শন করব।'

তমেবং কৃতসংকল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ॥ ১৪

অঙ্গদের এই সংকল্প অবজ্ঞাত হয়ে বানর-ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থতত্ত্বজ্ঞ জাম্ববান অত্যন্ত

প্রসন্নচিত্তে অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—

নৈষা বুদ্ধির্মহাবুদ্ধে যদ্ ব্রবীষি মহাকপে।
বিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্॥ ১৫
নানেতুং কপিরাজেন নৈব রামেণ ধীমতা।

'কপিবর! তুমি বুদ্ধিমান, তথাপি এখন যা বললে তা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় ; কেননা বানররাজ সুগ্রীব তথা পরম বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণের সর্বত্র সীতার কেবলমাত্র অন্বেষণমাত্র করতে আদেশ দিয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে আসার নয়।

কথংচিন্নির্জিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ॥ ১৬
রাঘবো নৃপশার্দূলঃ কুলং ব্যপদিশন্ স্বকম্।

"যদি বা আমরা কোনোক্রমে সীতাকে উদ্ধার করে তাঁর সকাশে নিয়ে যাই, নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম নিজের বংশমর্যাদা স্মরণ করে আমাদের কাজে প্রীত হবেন না।

প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ॥ ১৭
সর্বেষাং কপিমুখ্যানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি।

"রাজা শ্রীরামচন্দ্র সকল মুখ্য বানরবৃন্দের সমক্ষে সীতাকে বিজয়গৌরবে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই সংকল্প কিরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন ?

বিফলং কর্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্ন তস্য চ॥ ১৮
বৃথা চ দর্শিতং বীর্যং ভবেদ্ বানরপুঙ্গবাঃ।

"অতএব, বানরশিরোমণিগণ ! এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা সম্পন্ন কার্য নিষ্ফল হয়ে যাবে ; তাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিপ্রদত্ত হবে না এবং (আমাদের) প্রকটিত পরাক্রমও ব্যর্থ হবে।

তস্মাদ্ গচ্ছাম বৈ সর্বে যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্যস্যাস্য নিবেদনে॥ ১৯

"অতএব, আমরা সবাই অনুসন্ধানের সংবাদ দেওয়ার অভিলাষে সেইস্থলে যাই, যেখানে সলক্ষ্মণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাতেজা সুগ্রীব উপস্থিত।

ন তাবদেষা মতিরক্ষমা নো
যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র।
যথা তু রামস্য মতির্নিবিষ্টা
তথা ভবান্ পশ্যতু কার্যসিদ্ধিম্॥ ২০

"রাজকুমার অঙ্গদ ! তুমি যেমন চিন্তা করছ আমরা যে তদনুরূপ করতে সমর্থ নই, তা নয় ; তবুও এই বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ পরিকল্পনা তদনুরূপ তুমি কার্যসিদ্ধি বিষয়ে তুমি মন দাও।"

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

বানরগণের মধুবনে গমন, তথাকার মধু ও ফলাদির ইচ্ছানুসারে উপভোগ এবং বনরক্ষীকে হেনস্তা করা

ততো জাম্ববতো বাক্যমগৃহ্নন্ত বনৌকসঃ।
অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনূমাংশ্চ মহাকপিঃ॥ ১

অতঃপর অঙ্গদ ও শ্রীহনুমান প্রমুখ মহাকপিগণ জাম্ববানের কথা স্বীকার করে নিল।

প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্বে বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ।
মহেন্দ্রাগ্রাৎ সমুৎপত্য পুপ্লুবুঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ২

তখন পবনপুত্র হনুমানকে সামনে রেখে প্রীত ও প্রসন্ন মনে বানরপুঙ্গবগণ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশ থেকে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে চলতে লাগল।

মেরুমন্দরসংকাশা মত্তা ইব মহাগজাঃ।
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ॥ ৩

মেরু ও মন্দার পর্বতের তুল্য বিশালকায় এবং বৃহৎ বৃহৎ মদমত্ত হস্তীর মতো মহাবলী বানরগণ যেন আকাশ আচ্ছাদিত করে অগ্রসর হল।

সভাজ্যমানং ভূতৈস্তমাত্মবন্তং মহাবলম্।
হনূমন্তং মহাবেগং বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ॥ ৪

তৎক্ষণে সিদ্ধ প্রমুখ ভূতগণ অত্যন্ত বেগবান ও মহাবলী, বুদ্ধিমান শ্রীহনুমানের বহুধা প্রশংসা করতে

এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর (শ্রীহনুমানের) দিকে একভাবে দেখছিলেন যেন দৃষ্টি দ্বারা তাঁকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন।

রাঘবে চার্থনির্বৃত্তিং কর্তুং চ পরমং যশঃ।
সমাধায় সমৃদ্ধার্থাঃ কর্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ॥ ৫
প্রিয়াখ্যানোন্মুখাঃ সর্বে সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
সর্বে রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ॥ ৬

শ্রীরঘুনাথের কার্য সিদ্ধি করতে পেরে প্রভূত শক্তিমান বানরবৃন্দের মনোরথ সফল হয়েছিল। সেই কার্য সফল হওয়ায় তাহাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়েছিল। তারা সকলে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতে সফলতার বৃত্তান্ত নিবেদন করতে উৎসুক ছিল এবং রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে সবার ইচ্ছে হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন সেই সকল মনস্বী ও বীর বানরেরা।

প্লবমানাঃ খমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ।
নন্দনোপমমাসেদুর্বনং দ্রুমশতাযুতম্॥ ৭

আকাশে উল্লম্ফন করতে করতে বনবাসী বানরগণ শত-শত বৃক্ষসমন্বিত নন্দনকানন তুল্য সুন্দর বনভূমিতে এসে পৌঁছুল।

যৎ তন্মধুবনং নাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্।
অধৃষ্যং সর্বভূতানাং সর্বভূতমনোহরম্॥ ৮

সেই কাননটির নাম হল 'মধুবন'। বানররাজ সুগ্রীবের এই মধুবনটি অতি সুরক্ষিত ছিল। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে কেউই সেই কাননের ক্ষতি করতে সমর্থ ছিল না এবং সেটি ছিল চিত্তাকর্ষক।

যদ্ রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ।
মাতুলঃ কপিমুখ্যস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ৯

কপিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের মাতুল মহাবীর দধিমুখ নামক বানর সর্বদা সেই বনের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

তে তদ্ বনমুপাগম্য বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ।
বানরা বানরেন্দ্রস্য মনঃকান্তং মহাবনম্॥ ১০

বানররাজ সুগ্রীবের মনোরম বনভূমিতে পৌঁছে সেই সকল বানরগণ মধুপান ও ফলাস্বাদনের জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ।
কুমারমভ্যযাচন্ত মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ॥ ১১

তখন আনন্দে মধুপিঙ্গল সেই বানরেরা কুমার অঙ্গদের কাছে মধুপানের অনুমতি চাইল।

ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধাঞ্জাম্ববৎপ্রমুখান্ কপীন্।
অনুমান্য দদৌ তেষাং নিসর্গং মধুভক্ষণে॥ ১২

কুমার অঙ্গদ জাম্ববান প্রমুখ বৃদ্ধ বানরগণের সম্মতিক্রমে সবাইকে মধুপান করার অনুমতি দিলেন।

তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেণ ধীমতা বালিসূনুনা।
হরয়ঃ সমপদ্যন্ত দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্॥ ১৩

বুদ্ধিমান বালিপুত্র রাজকুমার অঙ্গদের অনুমতি পেয়ে সকলে মৌমাছি ও মৌচাক পরিপূর্ণ বৃক্ষে উঠে পড়ল।

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ।
জগ্মুঃ প্রহর্ষং তে সর্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ॥ ১৪

তথায় সুগন্ধিযুক্ত ফলমূলাদি ভক্ষণ করতে করতে সবার মন প্রফুল্লিত হল। সকলে মধুমদে মত্ত হয়ে উঠল।

ততশ্চানুমতাঃ সর্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ।
মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রনৃত্যন্তি ততস্ততঃ॥ ১৫

যুবরাজ অঙ্গদের অনুমতি পাওয়ায় সকল বানর অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং সানন্দে ইতস্ততঃ নৃত্য করতে লাগল।

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচি-
ন্নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পতন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ॥ ১৬

(এমতাবস্থায়) কেউ কেউ গাইতে লাগল, কেউ কেউ হাসতে লাগল, নাচতে লাগল ও প্রণাম করতে লাগল। আবার কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ল, কেউ কেউ বা সবেগে চলতে শুরু করল, লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করল এবং কেউ কেউ আনন্দে প্রলাপ বকতে লাগল।

পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিব্রুবন্তি।
দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ॥ ১৭

বানরেরা কেউ কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল, কেউ কেউ বা কলহে লিপ্ত হল, কেউ বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ঝাঁপিয়ে অথবা কেউ বা বৃক্ষসমূহের শাখাগ্রভাগ হতে মাটিতে ঝাঁপাতে লাগল।

মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি
।

গায়ন্তমনাঃ প্রহসন্নুপৈতি
হসন্তমনাঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥ ১৮

বানরদের কিয়দংশ ভূমি থেকে সবেগে বৃক্ষশিখরে উঠে যাচ্ছিল, কেউ আবার গীতরত বানরের কাছে সহাস্যে এগিয়ে যাচ্ছিল অথবা হাস্যরত বানরের কাছে কেউ কাঁদতে কাঁদতে আসছিল।

তুদন্তমনাঃ প্রণদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥ ১৯

কেউ অন্যকে পীড়ন করতে চাইলে অন্যজন গর্জন করতে করতে তার দিকে যাচ্ছিল। এইরূপে বানরবৃন্দ মধুমদে মত্ত হয়ে যথেচ্ছ আচরণ করছিল। সেখানে এমন একজনও ছিল না যে মধুমদে মত্ত হয়নি, কিংবা এমন কেউই ছিল না যে অহংকারে ও দম্ভে পরিপূর্ণ হয়নি।

ততো বনং তৎ পরিভক্ষ্যমাণং
দ্রুমাংশ্চ বিধ্বংসিতপত্রপুষ্পান্।
সমীক্ষ্য কোপাদ্ দধিবক্ত্রনামা
নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্ ॥ ২০

এইভাবে সেই বন বানরদের ভক্ষ্য হিসেবে পর্যবসিত এবং গাছপালা ও পত্রপুষ্পাদি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে দেখে দধিমুখ নামে ক্রুদ্ধ বনরক্ষক বানর সেই সকল বানরগণকে নিবৃত্ত করতে চাইল।

স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভৎর্স্যমানো
বনস্য গোপ্তা হরিবৃদ্ধবীরঃ।
চকার ভূয়ো মতিমুগ্রতেজা
বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ ॥ ২১

তখন বনরক্ষক সেই বৃদ্ধ ও বীর বানর খ্যাতিমান বানরগণের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও দৃপ্তভঙ্গীতে বানরদের অত্যাচার থেকে বনকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হল।

উবাচ কাংশ্চিৎ পরুষাণ্যভীত-
মসক্তমন্যাংশ্চ তলৈর্জঘান।
সমেত্য কৈশ্চিৎ কলহং চকার
তথৈব সাম্নোপজগাম কাংশ্চিৎ ॥ ২২

নির্ভীক দধিমুখ কাউকে কঠোর বাক্য বলল, কাউকে করাঘাতে তাড়িয়ে দিতে চাইল, অনেকের সাথে ঝগড়া করল, কাউকে ভালো কথায় নিবৃত্ত করতে চাইল।

স তৈর্মদাদপ্রতিবার্যবেগৈ-
র্বলাচ্চ তেন প্রতিবার্যমাণৈঃ।
প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়ৈঃ সমেত্য
প্রকৃষ্যতে চাপ্যনবেক্ষ্য দোষম্ ॥ ২৩

মধুমদে মত্ত বানরগণকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল, সুতরাং দধিমুখ তাদেরকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করতে চাইলে সকল বানরেরা একত্রে তাকে এ-দিক ও-দিক টানতে লাগল। বনরক্ষককে আক্রমণ করার শাস্তি হল রাজদণ্ড, এই অপরাধ তাদের চোখে পড়ল না (অতএব মত্ত বানরেরা নির্ভয়ে তাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করতে লাগল)।

নখৈস্তুদন্তো দশনৈর্দশন্ত-
স্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।
মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমন্তা-
ন্মহাবনং নির্বিষয়ং চ চক্রুঃ ॥ ২৪

মদমত্ত হয়ে তাঁরা বনরক্ষক দধিমুখকে নখে আঁচড়ে, দাঁতে কামড়ে, করাঘাতে ও পদাঘাতে অর্ধমৃত করে সুবিশাল বনের ফলমূল ও পত্র-পুষ্পাদি উজাড় করে দিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৬২)

বানরগণের দ্বারা মধুবনের রক্ষিগণ ও দধিমুখের পরাভব তথা সেবকবৃন্দদের সঙ্গে দধিমুখের সুগ্রীবের সন্নিকটে গমন

উবাচ হরিশ্রেষ্ঠো হনূমান্ বানরর্ষভঃ।
অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরাঃ॥ ১
অহমাবারয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ।

সেই সময় বানরশিরোমণি কপিবর শ্রীহনুমান তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন — 'বানরবৃন্দ ! তোমরা নিশ্চিন্তে মধু পান করো। আমি প্রতিরোধকারীদের পথ রোধ করছি।'

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোঽঙ্গদঃ॥ ২
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পিবন্তু হরয়ো মধু।
অবশ্যং কৃতকার্যস্য বাক্যং হনুমতো ময়া॥ ৩
অকার্যমপি কর্তব্যং কিমঙ্গং পুনরীদৃশম্।

শ্রীহনুমানের কথা শুনে বানরপ্রবর অঙ্গদও প্রসন্নচিত্তে বলল — 'বানরগণ ইচ্ছামত মধু পান করুক। শ্রীহনুমান কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। অতএব তার কথা মানার অযোগ্য হলেও অবশ্যই আমার মান্য করা উচিত ; অতএব এই কথার (অর্থাৎ, আপনাদের মধুপানের) ব্যাপারে আর বলার কী আছে ?'

অঙ্গদস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং বানরর্ষভাঃ॥ ৪
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্।

অঙ্গদের মুখে এরূপ কথা শুনে মুখ্য বানরগণ সকলে আনন্দিত হয়ে 'সাধু সাধু' বলে তার প্রশংসা করলেন।

পূজয়িত্বাঙ্গদং সর্বে বানরা বানরর্ষভম্॥ ৫
জগ্মুর্মধুবনং যত্র নদীবেগ ইব দ্রুমম্।

তারা বানরশিরোমণি অঙ্গদের প্রশংসা করতে করতে নদীর মতো দ্রুতবেগে মধুবনের দিকে ধাবিত হলেন।

তে প্রবিষ্টা মধুবনং পালানাক্রম্য শক্তিতঃ॥ ৬
অতিসর্গাচ্চ পটবো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্।
পপুঃ সর্বে মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ॥ ৭

তারা স্বশক্তিতে বনরক্ষীদের আক্রমণ করে মধুবনে প্রবেশ করলেন। মিথিলেশকুমারী সীতাকে শ্রীহনুমান স্বচক্ষে লঙ্কায় দেখেছে এই কথা তাঁর মুখ থেকে ইতঃপূর্বেই শোনার আনন্দাতিশয্যে তারা সকলে তখন মধু পান করলেন এবং রসাল ফল ভক্ষণ করলেন।

উৎপত্য চ ততঃ সর্বে বনপালান্ সমাগতান্।
তে তাড়য়ন্তঃ শতশঃ সক্তা মধুবনে তদা॥ ৮

প্রতিরোধ করার জন্য আগত বনরক্ষীদেরকে সেই সকল বানরেরা শতসংখ্যায় একত্রিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আঘাত করতে লাগলেন এবং মধুবনের মধু এবং ফলাদি ভক্ষণে নিরত হলেন।

মধূনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে।
পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সঙ্ঘশস্তত্র হৃষ্টবৎ॥ ৯

দলে দলে অনেকে একত্র হয়ে তথায় নিজ নিজ হস্তে এক এক 'দ্রোণ'[1] মধুপূর্ণ চাক ধরে ধরে হৃষ্টচিত্তে মধু পান করতে লাগলেন।

ঘ্নন্তি স্ম সহিতাঃ সর্বে ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।
কেচিৎ পীত্বাপবিধ্যন্তি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ॥ ১০
মধূচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘ্নুরন্যোন্যমুৎকটাঃ।
অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ॥ ১১

মধু সদৃশ পিঙ্গল-বর্ণ সেই সব বানর একসাথে মৌচাক ভেঙে আনছিলেন, অন্যেরা সেই মধু পান করছিলেন এবং অবশিষ্ট মধু ফেলে দিচ্ছিলেন। অনেকে মদমত্ত হয়ে উচ্ছিষ্ট (মোমমিশ্রিত) মধু দিয়ে পরস্পরকে আপসে আঘাত করছিলেন তথা অনেকে আবার বৃক্ষের শাখাসমূহ ধরে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন।

অত্যর্থং চ মদগ্লানাঃ পর্ণান্যাস্তীর্য শেরতে।
উন্মত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হৃষ্টবৎ॥ ১২

অনেক বানর মদমত্ত হওয়ায় অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করতে লাগলেন এবং উদ্দাম বেগশালী বানরেরা মধুমদের নেশায় আনন্দে বৃক্ষের পত্র বিছিয়ে শায়িত হয়ে গেলেন।

ক্ষিপন্ত্যপি তথান্যোন্যং স্খলন্তি চ তথাপরে।
কেচিৎ ক্ষ্বেড়ান্ প্রকুর্বন্তি কেচিৎ কূজন্তি হৃষ্টবৎ॥ ১৩

বানরেরা একে অন্যের দিকে মধু ক্ষেপন করলেন,

[1] বত্রিশ সের সম পরিমাণকে এক 'দ্রোণ' বলা হয়। প্রাচীনকালে এরূপই প্রচলিত ছিল।

কেউ কেউ স্খলিত পদ হয়ে পড়ে গেলেন, কেউ গর্জন করলেন, অন্য কেউ কেউ পাখির মতো কলরব করতে লাগলেন।

হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে।
ধৃষ্টাঃ কেচিদ্ধসন্ত্যন্যে কেচিৎ কুর্বন্তি চেতরৎ॥ ১৪

মধুপানে মত্ত হয়ে অনেক বানর ভূমিতে শুয়ে পড়লেন, কিছু একগুঁয়ে বানরেরা হাসতে লাগলেন, কিছু আবার বিপরীত আচরণ করলেন (অর্থাৎ কাঁদতে লাগলেন)।

কৃত্বা কেচিদ্ বদন্ত্যন্যে কেচিদ্ বুধ্যন্তি চেতরৎ।
যেঽপ্যত্র মধুপালাঃ স্যুঃ প্রেষ্যা দধিমুখস্য তু॥ ১৫
তেঽপি তৈর্বানরৈর্ভীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ।
জানুভিশ্চ প্রধৃষ্টাশ্চ দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ॥ ১৬

কিছু বানর এক কাজ করে অন্য কাজ করেছে বলে জানাচ্ছিলেন, কিছু আবার সেসকল কথার ভিন্ন অর্থ বুঝছিলেন। তথায় দধিমুখের সেবকদেরকে ভীমাকৃতি বানরেরা প্রতিরোধ করলে, তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বনরক্ষীদের কাউকে কাউকে অঙ্গদের সঙ্গীরা মাটিতে ফেলে ভীষণভাবে টানতে লাগল, আবার কাউকে কাউকে পা দুটি ধরে আকাশে ছুঁড়ে দিল অথবা আঘাতে-আঘাতে দুর্বল করে চিৎ করে ধরাশায়ী করল।

অব্রুবন্ পরমোদ্বিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ।
হনূমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ।
বয়ং চ জানুভির্ধৃষ্টা দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ॥ ১৭

সেই সকল সেবক বনরক্ষীরা দধিমুখের কাছে গিয়ে বলল — 'প্রভো ! শ্রীহনুমানের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সঙ্গীসাথীসহ বানরেরা বলপ্রয়োগে মধুবন ধ্বংস করেছে ; আমাদেরকে মাটিতে টেনে টেনে ক্লেশ দিয়েছে, এবং মারতে মারতে দুর্বল করে ধরাশায়ী করে ছেড়েছে।'

তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনপস্তত্র বানরঃ।
হতং মধুবনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়ামাস তান্ হরীন্॥ ১৮

তখন মুখ্য বনরক্ষক দধিমুখ মধুবন ধ্বংসের সমাচার শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সেবক বনরক্ষী বানরদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল—

এতাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানতিদর্পিতান্।
বলেনাবারয়িষ্যামি প্রভুঞ্জানান্ মধূত্তমম্॥ ১৯

'চল, চল ! আমরা দর্পিত বানরদের সন্নিকটে যাব, মধুবনের শ্রেষ্ঠ মধু পানকারী বানরদেরকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করব।'

শ্রুত্বা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্ষভাঃ।
পুনর্বীরা মধুবনং তেনৈব সহিতা যযুঃ॥ ২০

দধিমুখের এইরূপ বাক্য শুনে সেই সকল বনরক্ষক বীর বানরেরা তার সঙ্গে আবার মধুবন অভিমুখে চলল।

মধ্যে চৈষাং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতরুম্।
সমভ্যধাবন্ বেগেন সর্বে তে চ প্লবঙ্গমাঃ॥ ২১

দৃঢ়হস্তে একটি বিশাল বৃক্ষ নিয়ে দধিমুখ তীব্র বেগে শ্রীহনুমানের সঙ্গীদের দিকে ধাবিত হল। সাথে সাথে সেবক বনরক্ষী বানরেরাও মধু পানকারী বানরদলকে আক্রমণ করল।

তে শিলাঃ পাদপাংশ্চৈব পাষাণানপি বানরাঃ।
গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপিকুঞ্জরাঃ॥ ২২

ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে সেই সকল বনরক্ষী বানরেরা প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ এবং বৃহৎ শিলা সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে এল, যেখানে শ্রীহনুমান প্রমুখ কপিবরগণ অবস্থান করছিলেন।

বলান্নিবারয়ন্তশ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভৎর্সয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ॥ ২৩

ওষ্ঠ ক্রোধভরে দাঁতে চেপে ধরে, বারংবার ধমক দিতে দিতে, সেইসকল বনরক্ষক বানরেরা অঙ্গদের সঙ্গী বানরদলকে নিবৃত্ত করার জন্য তাদের সন্নিকটে এসে পড়ল।

অথ দৃষ্ট্বা দধিমুখং ক্রুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভ্যধাবন্ত বেগেন হনুমৎপ্রমুখাস্তদা॥ ২৪

দধিমুখকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে শ্রীহনুমান প্রভৃতি মুখ্য বানরগণ তখন সবেগে তার প্রতি ধাবিত হলেন।

সবৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তং মহাবলম্।
বেগবন্তং বিজগ্রাহ বাহুভ্যাং কুপিতোঽঙ্গদঃ॥ ২৫

বৃক্ষ হাতে নিয়ে মহাবলী ও মহাবাহু দধিমুখকে আসতে দেখে ক্রোধান্বিত অঙ্গদ তাকে দুই হাতে ধরে ফেললেন।

মদান্ধো ন কৃপাং চক্রে আর্যকোঽয়ং মমেতি সঃ।
অথৈনং নিষ্পিপেষাশু বেগেন বসুধাতলে॥ ২৬

মধুপানে মত্তাবস্থায় মাতামহ রূপে (চিনতে না

পরায়) দধিমুখকে অঙ্গদ কোনো দয়া দেখালেন না। তিনি সবেগে তাকে ত্বরায় ভূপাতিত করে নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন।

স ভগ্নবাহূরুমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।
প্রমুমোহ মহাবীরো মুহূর্তং কপিকুঞ্জরঃ॥ ২৭

দধিমুখ-এর ভুজদ্বয়, জঙ্ঘা এবং মুখমণ্ডল সবকিছু কেটে-কুটে গেল। রুধিরাক্ত হয়ে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই মহাবীর কপিবর দধিমুখ কিছুক্ষণ ধরে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রহিল।

স কথংচিদ্ বিমুক্তস্তৈর্বানরৈর্বানরর্ষভঃ।
উবাচৈকান্তমাগত্য স্বান্ ভৃত্যান্ সমুপাগতান্॥ ২৮

সেই সকল বানরের হাত থেকে কোনক্রমে ছাড়া পেয়ে বানরশ্রেষ্ঠ দধিমুখ নিভৃতে এলে নিজ সেবকবৃন্দকে বলল—

এতাগচ্ছত গচ্ছামো ভর্তা নো যত্র বানরঃ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি॥ ২৯

'চলো, আমরা সকলে এখন আমাদের প্রভু পৃথু গ্রীবাসম্পন্ন সুগ্রীব ও শ্রীরামচন্দ্র যেখানে বিরাজমান, সেইস্থলে যাই।

সর্বং চৈবাঙ্গদে দোষং শ্রাবয়িষ্যাম পার্থিবে।
অমর্ষী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যতি বানরান্॥ ৩০

'রাজার সকাশে গিয়ে আমরা সব দোষ অঙ্গদের ঘাড়ে ফেলব। রাজা সুগ্রীব অত্যন্ত ক্রোধী। তিনি আমার কথা শুনে বানরদেরকে পিটুনি দেবেন।

ইষ্টং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পিতৃপৈতামহং দিব্যং দেবৈরপি দুরাসদম্॥ ৩১

'এই মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের বড় প্রিয় স্থান। এটি তাঁর পিতা ও পিতামহের স্বর্গীয় বনভূমি। এখানে প্রবেশ করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন।

স বানরানিমান্ সর্বান্ মধুলুব্ধান্ গতায়ুষঃ।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সসুহৃজ্জনান্॥ ৩২

'মধুলুব্ধ এই সকল বানরের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সুগ্রীব এদের সকলকে সবান্ধবে মৃত্যু দণ্ড দেবেন।

বধ্যা হ্যেতে দুরাত্মানো নৃপাজ্ঞাপরিপন্থিনঃ।
অমর্ষপ্রভবো রোষঃ সফলো মে ভবিষ্যতি॥ ৩৩

'রাজার আদেশ অমান্যকারী এই দুরাত্মা রাজদ্রোহী বানরেরা বধার্হ। এদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে, আমার অমর্ষজনিত ক্রোধ সার্থক হবে।'

এবমুক্ত্বা দধিমুখো বনপালান্ মহাবলঃ।
জগাম সহসোৎপত্য বনপালৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৩৪

সেই সকল রক্ষীদেরকে এইরূপ বলার পর, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহাবলী দধিমুখ সহসা উল্লম্ফনপূর্বক আকাশমার্গে চলতে লাগল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ।
সহস্রাংশুসুতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ৩৫

চোখের নিমেষে দধিমুখ সেই আরণ্যক নিবাসে পৌঁছুলেন যেখানে সূর্যপুত্র বুদ্ধিমান সুগ্রীব অবস্থান করছিলেন।

রামং চ লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীমাকাশান্নিপপাত হ॥ ৩৬

(দধিমুখ) শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে দূর থেকে দেখে আকাশ থেকে সমতলভূমিতে নেমে এল।

স নিপত্য মহাবীরঃ সর্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ।
হরির্দধিমুখঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ॥ ৩৭
স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
সুগ্রীবস্যাশু তৌ মূর্ধ্না চরণৌ প্রত্যপীড়য়ৎ॥ ৩৮

বনরক্ষকগণের প্রভু মহাবীর বানর দধিমুখ ভূমিতে অবতরণ করে বিষণ্ণ মুখে রক্ষিগণ পরিবৃত হয়ে সুগ্রীবের সন্নিকটস্থ হল এবং কৃতাঞ্জলিপূর্বক নতশিরে সুগ্রীবের চরণে প্রণাম করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৩)

দধিমুখ-এর কাছ থেকে মধুবন বিধ্বংস করার সংবাদ শুনে সুগ্রীবের শ্রীহনুমান প্রভৃতি বানরগণের সাফল্যের বিষয়ে অনুমান

ততো মূর্ধ্না নিপতিতং বানরং বানরর্ষভঃ।
দৃষ্ট্বৈবোদ্বিগ্নহৃদয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

মুখ্য বনরক্ষক দধিমুখকে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে দেখে সুগ্রীবের হৃদয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তিনি তাকে বললেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাৎ ত্বং পাদয়োঃ পতিতো মম।
অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাভিধীয়তাম্॥ ২

'উঠ-উঠ ! তুমি কি কারণে আমার চরণে প্রণত হয়েছ ? আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি, যা যা ঘটেছে বল।

কিং সম্ভ্রমাদ্ধিতং কৃৎস্নং ব্রূহি যদ্ বক্তুমর্হসি।
কচ্চিন্মধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর॥ ৩

'বল, কিসের ভয়ে এখানে এসেছ ? যা পুরোপুরি হিতকর কথা, তাই বল, কেননা তোমার বলার যোগ্যতা আছে। মধুবনে সবকিছু কুশল তো ? বানর ! আমি তোমার মুখ থেকে এই সব শুনতে চাই।'

স সমাশ্বাসিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
উত্থায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোঽব্রবীৎ॥ ৪

'মহাত্মা সুগ্রীবের আশ্বাস পেয়ে বুদ্ধিমান দধিমুখ দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগল—

নৈবর্ক্ষরজসা রাজন্ ন ত্বয়া ন চ বালিনা।
বনং নিসৃষ্টপূর্বং তে নাশিতং তত্তু বানরৈঃ॥ ৫

'রাজন্ ! আপনার পিতা ঋক্ষরজা, বালি অথবা আপনি পূর্বে কখনও যে বনকে ইচ্ছামতো উপভোগের জন্য কাউকে অনুমতি দেননি, সেই মধুবনকে শ্রীহনুমান প্রমুখ বানরগণ ধ্বংস করে দিয়েছে।'

নাবারয়মহং সর্বান্ সহৈভির্বনচারিভিঃ।
অচিন্তয়িত্বা মাং হৃষ্টা ভক্ষয়ন্তি পিবন্তি চ॥ ৬

'আমি সহকারী বনরক্ষক বানরদের নিয়ে সবাইকে বার করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করে তারা আনন্দে পান-ভোজন করতে থাকে।

এভিঃ প্রধর্ষণায়াং চ বারিতং বনপালকৈঃ।
মামপ্যচিন্তয়ন্ দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ॥ ৭

'দেব ! শ্রীহনুমান প্রমুখ এই সকল বানরেরা যখন মধুবনে লুটপাট করতে শুরু করল, তখন আমাদের বনরক্ষকগণ তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল ; কিন্তু সেই বানরের দল আমাকেও নগন্য ভেবে ফলমূলাদি ভক্ষণ করতে থাকে।

শিষ্টমত্রাপবিধ্যন্তি ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।
নিবার্যমাণাস্তে সর্বে ভ্রুকুটিং দর্শয়ন্তি হি॥ ৮

'বানরেরা মধুবনে পান-ভোজন তো করছেই, উপরন্তু উচ্ছিষ্ট তুলে তুলে যত্র-তত্র ফেলছে ; আমরা বাধা দিতে গেলে সকলে মিলে কুৎসিত ভ্রূভঙ্গিমা করছে।

ইমে হি সংরব্ধতরাস্তদা তৈঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ।
নিবার্যন্তে বনাৎ তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ॥ ৯

'যখন বনরক্ষীরা তাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তখন তারা রক্ষীদেরকে আক্রমণ করে। এটুকুই সব নয়, ক্রুদ্ধ বানরপুঙ্গবগণ বনরক্ষকদেরকে মধুবন থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ততস্তৈর্বহুভির্বীরৈর্বানরৈর্বানরর্ষভাঃ।
সংরক্তনয়নৈঃ ক্রোধাদ্ধরয়ঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ॥ ১০

'বনের বাইরে বের করে দিয়ে অঙ্গদের সঙ্গী বানরেরা ক্রোধে রক্তবর্ণ চোখে বনরক্ষক শ্রেষ্ঠ বানরগণকে ধরে ধরে অপদস্ত করছে।

পাণিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ।
প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ॥ ১১

'চড়-থাপ্পড়, ভূমিতে উপুড় করে ঘর্ষণে-ঘর্ষণে জানুদেশ ক্ষতবিক্ষত করা, যথেচ্ছ টানাটানির পর আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া, এভাবে বনরক্ষক সেবকবৃন্দদের হেনস্তা করেছে।

এবমেতে হতাঃ শূরাস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভর্তরি।
কৃৎস্নং মধুবনং চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষ্যতে॥ ১২

'আপনি থাকতে এই বীর বানরেরা এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং দোষী বানরেরা যথেচ্ছভাবে মধুবনের সবকিছু খাচ্ছে।'

এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ১৩

এইরূপে মধুবনের লুঠ হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণরত বানররাজ সুগ্রীবকে অরিন্দম, মহাবীর ও পরম বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—

কিময়ং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
কিং চার্থমভিনির্দিশ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৪

'রাজন্ ! বনরক্ষাকারী বানরেরা এখানে কী প্রয়োজনে এসেছে ? এবং কী বিষয় লক্ষ্য করে দুঃখিতচিত্তে এ কথা বলছে ?'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ১৫

মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞসিত হলে বাক্য-বিশারদ সুগ্রীব প্রত্যুত্তর দিলেন—

আর্য লক্ষ্মণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্ভক্ষিতং মধু বানরৈঃ॥ ১৬

'আর্য লক্ষ্মণ ! বীর বানর দধিমুখ আমাকে এই কথা বলল যে— অঙ্গদ প্রভৃতি বীর বানরেরা মধুবনের সব মধু পান করে ফেলেছে।

নৈষামকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ।
বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম তদ্ ধ্রুবম্॥ ১৭

'সীতার অন্বেষণরূপ যে কার্যার্থে তারা প্রেরিত হয়েছিল, সেই কাজ সফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ; অকৃতকার্য হলে বানরেরা এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করত না (অর্থাৎ আমাদের বিপদের মধ্যে ব্যতিক্রমী আনন্দ প্রকটিত করত না)। তারা দলে দলে যেহেতু মধুবনে এমন আনন্দ এবং অদ্ভুত আচরণ করছে, সেহেতু নিঃসন্দেহে তারা কৃতকার্য হয়েছে।

বারয়ন্তো ভৃশং প্রাপ্তাঃ পালা জানুভিরাহতাঃ।
তথা ন গণিতশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী॥ ১৮
পতির্মম বনস্যায়মস্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা॥ ১৯

'যখন বনরক্ষকরা তাদেরকে বারংবার নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করল, তখন তাদের সকলকে ধরে ধরে জানুদেশ দ্বারা দলিত-মর্দিত করেছে এবং বলবান দধিমুখকেও গ্রাহ্য করেনি— যে কিনা বনের প্রমুখ্য রক্ষক এবং যাকে আমি (সুগ্রীব) স্বয়ং এই সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছি। এ থেকে মনে হচ্ছে যে সীতাদেবীকে শ্রীহনুমান অবশ্যই দর্শন করে এসেছে।

ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্মণোঽস্য হনূমতঃ।
কার্যসিদ্ধির্হনুমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে॥ ২০
ব্যবসায়শ্চ বীর্যং চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।

'এই সীতাদর্শনরূপ কার্য সম্পাদনে শ্রীহনুমান ব্যতীত অন্য কেউ সফল হতে পারে না। বানরশিরোমণি হনুমানের এই কাজ করার শক্তি ও বুদ্ধি আছে। তার মধ্যে উদ্যম, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানও নিহিত আছে।

জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ॥ ২১
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তস্য গতিরন্যথা।

'যে বাহিনীর নেতৃত্বে জাম্ববান এবং মহাবলী অঙ্গদ তথা কাজের দায়িত্বে শ্রীহনুমান নিযুক্ত তাদের বিপরীত পরিণতি অর্থাৎ অসাফল্য অসম্ভব।

অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্হতং মধুবনং কিল॥ ২২
বিচিত্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ।
আগতৈশ্চাপ্রধৃষ্যং তদ্ধতং মধুবনং হি তৈঃ॥ ২৩
ধর্ষিতং চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তং তু বানরৈঃ।
পাতিতা বনপালাস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ॥ ২৪
এতদর্থময়ং প্রাপ্তো বক্তুং মধুরবাগিহ।
নাম্না দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ॥ ২৫

'দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন স্থানে সীতার অনুসন্ধান করে প্রত্যাবর্তনের পর অঙ্গদাদি বীর বানরপুঙ্গবেরা সেই দুষ্প্রবেশ্য সমগ্র মধুবনকে যথেষ্ট দলিত-মথিত করে দিয়েছে এবং বনরক্ষক বানরবৃন্দকে ভূতলে পাতিত করে তাদের জানুদেশকে ঘর্ষণপূর্বক ক্ষতবিক্ষত করেছে। এইহেতু বিশ্রুতবীর দধিমুখ নামে মিষ্টভাষী বানর সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করতে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তত্ত্বতঃ।
অভিগম্য যথা সর্বে পিবন্তি মধু বানরাঃ॥ ২৬

'মহাবাহু সুমিত্রানন্দন ! সীতার দর্শন পাওয়া গেছে আপনার এ-কথা অযৌক্তিক নয়, কেননা সেই সকল বানরবৃন্দ মধুবনে প্রবেশ করে মধু পান করছে (অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশ করছে)।

ন চাপ্যদৃষ্ট্বা বৈদেহীং বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ।
বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্ষয়েয়ুর্বনৌকসঃ॥ ২৭

'পুরুষ-প্রবর (লক্ষ্মণ) ! বৈদেহী সীতার দর্শন বিনা বিখ্যাত বানরেরা দৈববরে প্রাপ্ত স্বর্গীয় কানন কখনও বিধ্বংস করতে পারে না।

ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা লক্ষ্মণঃ সহরাঘবঃ।
শ্রুত্বা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্রীববদনাচ্চ্যুতাম্॥ ২৮
প্রাহৃষ্যত ভৃশং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।

'তখন ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রসহ আনন্দিতচিত্তে সুগ্রীবের মুখ থেকে শ্রুতিসুখকর কথা শুনে আনন্দে

উচ্ছ্বসিত হলেন।'

শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈবং সুগ্রীবস্তু প্রহৃষ্য চ॥ ২৯
বনপালং পুনর্বাক্যং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত।

দধিমুখের উপর্যুক্ত কথা শুনে সুগ্রীবের বড় আনন্দ হল। তিনি বনরক্ষককে পুনরায় বললেন—

প্রীতোঽস্মি সোঽহং যদ্ভুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্মভিঃ॥ ৩০
ধর্ষিতং মর্ষণীয়ং চ চেষ্টিতং কৃতকর্মণাম্।
গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষস্ব ত্বমেব হি।
শীঘ্রং প্রেষয় সর্বাংস্তান্ হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন্॥ ৩১

'মাতুল ! কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবৃত্ত বানরেরা আমার মধুবনে পান-ভোজন করেছে, এই ঘটনায় আমি খুবই প্রীত হয়েছি। যেহেতু (মধুবনের ধ্বংসরূপ) এই কাজ বানরেরা কৃতকার্যতার আনন্দে ঘটিয়েছে, তাই তাদের এই অপরাধ আমাদের ক্ষমা করা উচিত। এখন ত্বরায় গিয়ে তুমি পূর্বের ন্যায় মধুবন রক্ষা করো এবং শ্রীহনুমান প্রমুখ কপিবরদের সকলকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ইচ্ছামি শীঘ্রং হনুমৎপ্রধানান্-
শাখামৃগাংস্তান্ মৃগরাজদর্পান্।
প্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবাভ্যাং
শ্রোতুং চ সীতাধিগমে প্রযত্নম্॥ ৩২

'আমি অতি শীঘ্র শ্রীহনুমানপ্রমুখ সিংহবিক্রম বানরগণের সঙ্গে মিলিত হতে চাই এবং রঘুবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের উপস্থিতিতে কৃতকার্য বানরগণকে জিজ্ঞাসা করে সীতাকে খুঁজে পাওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।'

প্রীতিস্ফীতাক্ষৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ
দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাং চ রাজা।
অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্যসিদ্ধিং বিদিত্বা
বাহ্বোরাসন্নামতিমাত্রং ননন্দ॥ ৩৩

রাজকুমারদ্বয় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এই সংবাদে সফল মনোরথ হয়ে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন, প্রসন্নতায় তাঁদের চক্ষু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁদের প্রসন্ন দেখে সুগ্রীব অঙ্গ-ভঙ্গিমায় কার্যসিদ্ধি করায়ত্ত হয়েছে প্রকাশ করে অতিশয় আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

দধিমুখের কাছ থেকে সুগ্রীবের বার্তা শুনে অঙ্গদ হনুমানাদি বানরবৃন্দের কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণামপূর্বক সীতাদেবীর দর্শন বৃত্তান্ত বর্ণনা

**সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব সুগ্রীবং চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১**

সুগ্রীব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হয়ে কপি দধিমুখ আনন্দিতচিত্তে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে প্রণাম করল।

**স প্রণম্য চ সুগ্রীবং রাঘবৌ চ মহাবলৌ।
বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দিবমেবোৎপপাত হ॥ ২**

সুগ্রীব তথা মহাবলী রঘুবংশীয় বীরদ্বয়কে প্রণাম করে সেই শূরবীর বানরগণের সঙ্গে আকাশমার্গে উড়ে চলল।

**স যথৈবাগতঃ পূর্বং তথৈব ত্বরিতং গতঃ।
নিপত্য গগনাদ্ ভূমৌ তদ্ বনং প্রবিবেশ হ॥ ৩**

যেরূপ শীঘ্রতায় দধিমুখ তথায় এসেছিল, সেইরূপ ব্যগ্র হয়ে সে প্রত্যাবর্তন করল এবং আকাশ থেকে ভূমিতে অবতরণ করেই সে মধুবনে প্রবেশ করল।

**স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযূথপান্।
বিমদানুদ্ধতান্ সর্বান্ মেহমানান্ মধূদকম্॥ ৪**

মধুবনে প্রবেশ করে সে সমস্ত বানর যূথপতিগণকে দেখতে পেল যাদের নেশামুক্তি ঘটায় তারা স্বাভাবিক হয়ে মধুমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করছিল।

স তানুপাগমদ্ বীরো বদ্ধ্বা করপুটাঞ্জলিম্।

উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমিদং হৃষ্টবদঙ্গদম্॥ ৫

বীর দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপূর্বক তাদের কাছে গিয়ে অঙ্গদকে মধুর ও সানন্দ বচনে বলল—

সৌম্য রোষো ন কর্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্।
অজ্ঞানাদ্ রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ॥ ৬

'সৌম্য ! এই সকল বনরক্ষকেরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাদের মধু পান করতে সক্রোধে নিষেধ করেছিল, এজন্য আপনারা মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না।

শ্রান্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়স্ব স্বকং মধু।
যুবরাজস্ত্বমীশশ্চ বনস্যাস্য মহাবল॥ ৭

'আপনারা দূর থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে এখানে এসেছেন ; অতএব ফল ভক্ষণ করুন, মধু পান করুন। এই সবই আপনার। মহাবলী বীর ! আপনি আমাদের যুবরাজ এবং এই বনের মালিক।

মৌর্খ্যাৎ পূর্বং কৃতো রোষস্তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
যথৈব হি পিতা তেঽভূৎ পূর্বং হরিগণেশ্বরঃ॥ ৮
তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্তু হরিসত্তম।

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি ইতঃপূর্বে মূর্খতাবশতঃ ক্রোধ প্রকাশ করেছি, আপনি তা ক্ষমা করুন। কেননা, অতীতে আপনার পূর্বপুরুষগণ যেমন বানরদের রাজা ছিলেন, তেমন আপনি এবং রাজা সুগ্রীব আমাদের প্রভু, অন্য কেউ নয়।'

আখ্যাতং হি ময়া গত্বা পিতৃব্যস্য তবানঘ॥ ৯
ইহোপয়ানং সর্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্।
ভবদাগমনং শ্রুত্বা সহৈভির্বনচারিভিঃ॥ ১০
প্রহৃষ্টো ন তু রুষ্টোঽসৌ বনং শ্রুত্বা প্রধর্ষিতম্।

'নিষ্পাপ যুবরাজ ! আমি এই মধুবন থেকে গিয়ে আপনার পিতৃব্য সুগ্রীবকে আপনার সঙ্গী বানরদের এখানে এসে পড়ার বৃত্তান্ত বলেছিলাম। এই সকল বানরদের সাথে আপনার (অর্থাৎ অঙ্গদের) আগমন বার্তা শুনে সুগ্রীব নিরতিশয় সুখী হয়েছেন এবং মধুবনের বেহাল দশায় উষ্মা প্রকাশ করেননি।

প্রহৃষ্টো মাং পিতৃব্যস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ॥ ১১
শীঘ্রং প্রেষয় সর্বাংস্তানিতি হোবাদ পার্থিবঃ।

'আপনার পিতৃব্য বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাকে বলেছেন— তাদের সকলকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ করো।'

শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈতদ্ বচনং শ্লক্ষ্ণমঙ্গদঃ॥ ১২
অব্রবীৎ তান্ হরিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।

দধিমুখের এই কথা শুনে বাক্‌পটু কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তাদের সবাইকে মধুর বাক্যে বলল—

শঙ্কে শ্রুতোঽয়ং বৃত্তান্তো রামেণ হরিযূথপাঃ॥ ১৩
অয়ং চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা।
তৎ ক্ষমং নেহ নঃ স্থাতুং কৃতে কার্যে পরন্তপাঃ॥ ১৪

'বানরদলপতিবৃন্দ ! মনে হচ্ছে যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে গেছেন ; কেননা দধিমুখ হর্ষাতিশয্যে আমাদেরকে সুগ্রীব প্রমুখের বার্তা জানাচ্ছে। অতএব হে পরন্তপ বীরবৃন্দ ! এখন আমাদের আর দেরী করা উচিত নয়, যেহেতু আমরা কৃতকার্য হয়েছি, সেই সংবাদ যথাস্থানে নিবেদন করতে হবে।

পীত্বা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ।
কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ১৫

'বানরগণ ইচ্ছামত মধুপান করেছে। এখন এখানে আর কি কাজ অবশেষ আছে ? এবার আমাদের গন্তব্য হল বানররাজ সুগ্রীবের অবস্থান স্থল।

সর্বে যথা মাং বক্ষ্যন্তি সমেত্য হরিপুঙ্গবাঃ।
তথাস্মি কর্তা কর্তব্যে ভবদ্ভিঃ পরবানহম্॥ ১৬

'বানরপুঙ্গবগণ ! তোমরা সবাই মিলে আমাকে যেমন বলবে, আমি করণীয় বিষয়ে তাই সম্পন্ন করব ; কেননা এ-বিষয়ে আমি তোমাদের মুখাপেক্ষী (অথবা, তোমাদের অধীন)।

নাজ্ঞাপয়িতুমীশোঽহং যুবরাজোঽস্মি যদ্যপি।
অযুক্তং কৃতকর্মাণো যূয়ং ধর্ষয়িতুং বলাৎ॥ ১৭

'যদিও আমি যুবরাজ, আদেশ দানের সর্বময় ক্ষমতা আমার নেই ; সীতার অনুসন্ধানে সফলকাম তোমাদের উপর আমার বলপূর্বক শাসন করা অযৌক্তিক।'

ব্রুবতশ্চাঙ্গদস্যৈবং শ্রুত্বা বচনমুত্তমম্।
প্রহৃষ্টমনসো বাক্যমিদমূচুর্বনৌকসঃ॥ ১৮

সেই সময় এইরূপ মনোভাব প্রকাশকারী অঙ্গদের উত্তম বাক্য শুনে সকল বানরের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে গেল এবং তারা বলল—

এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ।
ঐশ্বর্যমদমত্তো হি সর্বোঽহমিতি মন্যতে॥ ১৯

'রাজন্ ! কপিশ্রেষ্ঠ ! প্রভু হওয়া সত্ত্বেও অধীনস্থগণকে কে এইভাবে সম্ভাষণ করতে পারে ? ঐশ্বর্যমদে মত্ত প্রভুগণ অহংকারবশত হয়ে নিজেদেরকে সর্বেসর্বা মনে করে থাকেন।

তব চেদং সুসদৃশং বাক্যং নান্যস্য কস্যচিৎ।
সন্নতির্হি তবাখ্যাতি ভবিষ্যচ্ছুভযোগ্যতাম্॥ ২০

'আপনার এই সকল বচন, আপনাকেই শোভা পায়। অন্য কারো মুখ থেকে এইরূপ বাক্য নির্গত হয় না। এই বিনম্রতা (যেন) আপনার ভাবী মঙ্গলময় যোগ্যতার বার্তা বহন করছে।

সর্বে বয়মপি প্রাপ্তাস্তত্র গন্তুং কৃতক্ষণাঃ।
স যত্র হরিবীরাণাং সুগ্রীবঃ পতিরব্যয়ঃ॥ ২১

'আমরা সকলেও যেখানে বানরবীরগণের অবিনাশী রাজা সুগ্রীব বিরাজমান, সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আপনার সমীপে এসেছি।

ত্বয়া হ্যনুক্তৈর্হরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্।
ক্বচিদ্ গন্তুং হরিশ্রেষ্ঠ ব্রূমঃ সত্যমিদং তু তে॥ ২২

'বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনার আজ্ঞা বিনা বানরেরা কদাপি এক পাও এগোতে পারে না, এ-কথা আপনাকে আমরা সত্যি করে বলছি।'

এবং তু বদতাং তেষামঙ্গদঃ প্রত্যভাষত।
সাধু গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ॥ ২৩

বানরগণ এইরূপে বলতে থাকলে, অঙ্গদ বললেন—'খুব ভালো ! এখন, চল আমরা যাই'—এই কথা বলে সেই মহাবলী বানরগণ আকাশমার্গে উড়ে চলল।

উৎপতন্তমনূৎপেতুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ।
কৃত্বাঽঽকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ॥ ২৪

আগে আগে অঙ্গদ উড়তে লাগলেন, অন্য বানরদলপতিগণ তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন এবং সকলে সেই উড্ডীয়নে আকাশ আচ্ছাদিত করে গুলতি থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মতো সবেগে চলতে লাগলেন।

অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনুমন্তং চ বানরম্।
তেঽম্বরং সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৫
বিনদন্তো মহানাদং ঘনা বাতেরিতা যথা।

অঙ্গদ ও বানরবীর হনুমানকে অগ্রণী করে সকল বেগবান বানরেরা সহসা আকাশে উঠে বায়ু তাড়িত মেঘমালার মতো জোরে গর্জন করতে করতে কিষ্কিন্ধ্যার কাছাকাছি এসে গেল।

অঙ্গদে সমনুপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ॥
উবাচ শোকসন্তপ্তং রামং কমললোচনম্।

অঙ্গদের আগমন সন্নিহিত হলে, বানররাজ সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত কমলনয়ন শ্রীরামকে বললেন—

সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়ঃ॥
নাগন্তুমিহ শক্যং তৈরতীতসময়ৈরিহ।

'প্রভু ধৈর্যধারণ করুন। আপনার শুভ হোক, সীতাদেবীকে খুঁজে পাওয়া গেছে। নাহলে (সীতানুসন্ধানের জন্য) নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত হয়ে যাওয়ায় বানরেরা সম্ভবত এখানে আসতে পারত না।

অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন॥
ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে।
যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতাম্ প্রবরোঽঙ্গদঃ॥

'সুদর্শন শ্রীরাম ! অঙ্গদের অতিশয় প্রসন্নতা আমাকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত করছে। যদি কার্য বিনষ্ট হোত তাহলে বানরকুলের শ্রেষ্ঠ যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করত না।

যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ।
ভবেৎ তু দীনবদনো ভ্রান্তবিপ্লুতমানসঃ॥ ৩০

'যদি অকৃতকার্য হয়ে স্বস্থানে পুনরাগমনও করত, তাহলে অঙ্গদের মুখমণ্ডল মলিন এবং তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও উদ্‌ভ্রান্ত দেখাত।

পিতৃপৈতামহং চৈতৎ পূর্বকৈরভিরক্ষিতম্।
ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্॥ ৩১

'যে মধুবন আমার পূর্বসূরী পিতা পিতামহগণ রক্ষা করে গেছেন সীতাদেবীর দর্শন লাভ ব্যতিরেকে কেউ তা বিনষ্ট করতে পারে না।

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম সমাশ্বসিহি সুব্রত।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা॥ ৩২

'শ্রেষ্ঠ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠাতা শ্রীরাম ! আপনাকে পুত্ররূপে পেয়ে রাণী কৌশল্যা রত্নগর্ভা ! আপনি ধৈর্য ধরুণ ! নিঃসন্দেহে সীতাদেবীর দর্শনলাভ ঘটেছে এবং অন্য কেউ নয়, শ্রীহনুমান-ই তাঁর দর্শন পেয়েছে।

নহ্যন্যঃ কর্মণো হেতুঃ সাধনেঽস্য হনূমতঃ।
হনূমতীহ সিদ্ধিশ্চ মতিশ্চ মতিসত্তম॥ ৩৩
ব্যবসায়শ্চ শৌর্যং চ শ্রুতং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।

জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ হরীশ্বরঃ॥ ৩৪
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা।

'হে বুদ্ধিমানগণের শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! এই কার্য সিদ্ধিতে শ্রীহনুমান ব্যতীত অন্য কেউ কারণ হতে পারে না। বানরশিরোমণি শ্রীহনুমানের মধ্যে কার্যসিদ্ধির শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা আছে। তার মধ্যে উদ্যম, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞান নিহিত। যে দলের নেতা জাম্ববান ও মহাবলী অঙ্গদ এবং কার্যনির্বাহক শ্রীহনুমান — সেই যূথের বিপরীত পরিমাণ অর্থাৎ অসাফল্য অসম্ভব।

মা ভূশ্চিন্তাসমাযুক্তঃ সম্প্রত্যমিতবিক্রম॥ ৩৫
যদা হি দর্পিতোদগ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ।
নৈবাকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ॥ ৩৬
বনভঙ্গেন জানামি মধূনাং ভক্ষণেন চ।

'অমিত পরাক্রমী শ্রীরাম! এখন আর চিন্তা করবেন না। এই বনবাসী বানরেরা সগর্বে এত অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে এখানে আসছে—কার্যসিদ্ধি ব্যতীত তাদের এইরূপে আগমন সম্ভব ছিল না। মধুপান এবং বন ধ্বংস করার ঘটনা থেকেও আমার এমন শুভ আশা জাগছে।'

ততঃ কিলকিলাশব্দং শুশ্রাবাসন্নমম্বরে॥ ৩৭
হনূমৎকর্মদৃপ্তানাং নদতাং কাননৌকসাম্।
কিষ্কিন্ধামুপয়াতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিব॥ ৩৮

তদনন্তর আকাশে বানরবৃন্দের কোলাহল ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। শ্রীহনুমানের সাফল্যে গর্বিত ও গর্জনমুখর বানরবৃন্দ যেন কৃতকার্যতা সূচিত করছিল।

ততঃ শ্রুত্বা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ।
আয়তাঞ্চিতলাঙ্গূলঃ সোঽভবদ্‌হৃষ্টমানসঃ॥ ৩৯

সেই সকল বানরগণের সিংহগর্জন শুনে কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল এবং তিনি লাঙ্গুল প্রসারিত করে উচ্চে ধারণ করলেন।

আজগ্মুস্তেঽপি হরয়ো রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তং চ বানরম্॥ ৪০

ইতঃমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনেচ্ছায় অঙ্গদ ও শ্রীহনুমানকে অগ্রণী করে সকল বানরেরা তথায় আগমন করল।

তেঽঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুদান্বিতাঃ।
নিপেতুর্হরিরাজস্য সমীপে রাঘবস্য চ॥ ৪১

অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরপুঙ্গবগণ আনন্দিত ও প্রোৎসাহিত অন্তরে বানররাজ সুগ্রীব তথা শ্রীরামচন্দ্রের নিকটস্থ হয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করল।

হনূমাংশ্চ মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ।
নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৪২

দীর্ঘবাহু শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথের চরণে নতমস্তকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন যে—'দেবী সীতা পাতিব্রত্যের কঠিন নিয়মের পালন করছেন এবং অক্ষত আছেন।'

দৃষ্টা দেবীতি হনুমদ্বদনাদমৃতোপমম্।
আকর্ণ্য বচনং রামো হর্ষমাপ সলক্ষ্মণঃ॥ ৪৩

'আমি সীতাদেবীকে দর্শন করে এসেছি'—শ্রীহনুমানের মুখনিঃসৃত এই অমৃতসমান বাণী শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সাথে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাত্মজে।
লক্ষ্মণঃ প্রীতিমান্ প্রীতং বহুমানাদবৈক্ষত॥ ৪৪

পবনপুত্র শ্রীহনুমানের বিষয়ে সুগ্রীব পূর্বেই নিশ্চিত ছিলেন যে শ্রীহনুমান কৃতকার্য হয়েছে। সেইকারণে প্রসন্নচিত্ত লক্ষ্মণ প্রীতিপূর্ণ সুগ্রীবের দিকে সাদরে দৃষ্টিপাত করলেন।

প্রীত্যা চ পরয়োপেতো রাঘবঃ পরবীরহা।
বহুমানেন মহতা হনূমন্তমবৈক্ষত॥ ৪৫

শত্রুবীরদের সংহারকারী শ্রীরঘুনাথ পরম প্রীতি ও মহাসম্মান সহকারে শ্রীহনুমানকে দেখতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ প্রদান করা

ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণং চ মহাবলম্॥ ১
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ॥ ২

তদনন্তর বিচিত্র কাননসমূহে সুসজ্জিত প্রস্রবণ গিরিতে যুবরাজ অঙ্গদকে অগ্রগামী করে সকল বানরগণ শ্রীরামচন্দ্র, মহাবলী লক্ষ্মণ তথা সুগ্রীবকে নতমস্তকে প্রণাম করলেন এবং সীতার বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন—

রাবণান্তঃপুরে রোধং রাক্ষসীভিশ্চ তর্জনম্।
রামে সমনুরাগং চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ॥ ৩
এতদাখ্যায় তে সর্বং হরয়ো রামসন্নিধৌ।
বৈদেহীমক্ষতাং শ্রুত্বা রামস্তূত্তরমব্রবীৎ॥ ৪

'সীতাদেবীকে রাবণের অন্তঃপুরে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। রাক্ষসীরা তাঁকে তর্জন-গর্জন শোনাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর অনন্য অনুরাগ রয়েছে। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার আনুগত্য প্রাপ্তির জন্য সীতাদেবীকে মাসদ্বয় সময় দিয়েছে। এখনও সীতাদেবী অক্ষতা এবং কুশলে আছেন।' শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এই সকল নিবেদন করে সেই বাক্যনিপুণ বানর বিরত হলে শ্রীরামচন্দ্র বৈদেহীর কুশল শ্রবণপূর্বক প্রত্যুত্তর বললেন—

ক্ব সীতা বর্ততে দেবী কথং চ ময়ি বর্ততে।
এতন্মে সর্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ॥ ৫

'বানরগণ ! বলো, দেবী সীতা কোথায় আছেন ? আমার ব্যাপারে তিনি কী ভাবছেন ? বিদেহকুমারীর সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে অবগত করো।'

রামস্য গদিতং শ্রুত্বা হরয়ো রামসন্নিধৌ।
চোদয়ন্তি হনূমন্তং সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি শুনে বানরগণ সীতাবৃত্তান্তের প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীহনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সকল ঘটনা বিবৃত করতে অনুরোধ করলেন।

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
প্রণম্য শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি॥ ৭

সেইসকল বানরবৃন্দের অনুরোধক্রমে পবনপুত্র শ্রীহনুমান প্রথমে সীতাদেবীর উদ্দেশে দক্ষিণমুখে নতশিরে প্রণাম করলেন।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সীতায়া দর্শনং যথা।
তং মণিং কাঞ্চনং দিব্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৮
দত্ত্বা রামায় হনূমাংস্ততঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।

বাক্যবিশারদ শ্রীহনুমান তখন যথাযথভাবে সীতাদর্শনের কথা বলতে লাগলেন। সীতাকর্তৃক প্রদত্ত স্বতেজে দেদীপ্যমান দিব্য কাঞ্চনমণিকে তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণপূর্বক শ্রীহনুমান যুক্তাঞ্জলি হয়ে বললেন—

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমায়তম্॥ ৯
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিদৃক্ষয়া।

'প্রভো ! আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শনেচ্ছায় অনুসন্ধান করতে করতে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করে দক্ষিণ বেলাভূমিতে গিয়েছিলাম।

তত্র লঙ্কেতি নগরী রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১০
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরে বসতি দক্ষিণে।

'দক্ষিণ সমুদ্রের দক্ষিণ তটে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কা নামক নগরী অবস্থিত।

তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী॥ ১১
ত্বয়ি সন্ন্যস্য জীবন্তী রামা রাম মনোরথম্।
দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ১২
রাক্ষসীভির্বিরূপাভী রক্ষিতা প্রমদাবনে।

'প্রভো ! লঙ্কায় গিয়ে আমি রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রমদাবনের ভেতরে রাক্ষসীদের পাহারায় উপবিষ্টা সতী-সাধ্বী সুন্দরী দেবী সীতার দর্শন করলাম। তিনি তাঁর সমগ্র মনোভাবনা শ্রীরামচন্দ্রে ধ্যানস্থ করে কোনোক্রমে দিনাতিপাত করছেন। বিকট করালদর্শনা রাক্ষসীরা সীতার প্রহরায় নিযুক্ত আছে এবং বারংবার তাঁর দিকে তর্জন-গর্জন করছে।

দুঃখমাপদ্যতে দেবী ত্বয়া বীর সুখোচিতা॥ ১৩
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা॥ ১৪

'বীরবর ! দেবী সীতা আপনার সঙ্গে একত্রে সুখে বসবাসের যোগ্যা, তবু এখন তিনি অতিশয় দুঃখে দি

যাপন করছেন। তাঁকে রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীদের প্রহরায় বন্দিনীর মতো রাখা হয়েছে; একবেণী হয়ে সর্বদা আপনার চিন্তায় তিনি নিমগ্না হয়ে আছেন।

অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্ বিনিবৃত্তার্থা মর্তব্যকৃতনিশ্চয়া॥ ১৫

'ভূমিশায়িনী হিমাগমে কমলিনীর তুল্য বিবর্ণা সীতা রাবণরাজে নিরাসক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ নিশ্চিত বলে মনে করছেন।

দেবী কথংচিৎ কাকুৎস্থ ত্বন্মনা মার্গিতা ময়া।
ইক্ষ্বাকুবংশবিখ্যাতিং শনৈঃ কীর্তয়তানঘ॥ ১৬
সা ময়া নরশার্দূল শনৈর্বিশ্বাসিতা তদা।
ততঃ সম্ভাষিতা দেবী সর্বমর্থং চ দর্শিতা॥ ১৭

'ককুৎস্থকুলভূষণ! সদা পতিচিন্তায়মগ্না সীতাদেবীকে আমি অতি কষ্টে খুঁজে পেয়েছি। হে নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ! ধীরে ধীরে ইক্ষ্বাকুবংশের কীর্তিসমূহের কীর্তন করতে করতে আমি কোনোক্রমে তাঁর হৃদয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করলে তিনি বার্তালাপে লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত আমাকে সবিস্তারে বলেছেন।

রামসুগ্রীবসখ্যং চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্চাস্যাঃ সদা ত্বয়ি॥ ১৮

'শুদ্ধাচারে নিরত এবং আপনার বিষয়ে ভক্তিমতী সীতা আপনার সাথে সুগ্রীবের মৈত্রী সংবাদ শুনে খুবই প্রীতা হন।

এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ॥ ১৯

'মহাভাগ! পুরুষোত্তম! এইভাবে আমি জনকনন্দিনীকে আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হয়ে কঠোর তপস্যা করতে দেখলাম।

অভিজ্ঞানং চ মে দত্তং যথাবৃত্তং তবান্তিকে।
চিত্রকূটে মহাপ্রাজ্ঞ বায়সং প্রতি রাঘব॥ ২০

'মহামতে! রঘুনন্দন! চিত্রকূটে সীতাদেবী যখন আপনার সমভিব্যাহারে বিনোদনে নিরত ছিলেন সেই সময়ে এক বায়সকে বিতাড়নের জন্য যে-সকল ঘটনা ঘটেছিল, সেই বৃত্তান্ত তিনি লঙ্কায় প্রমাণস্বরূপ আমার কাছে বিবৃত করেছিলেন, আপনার কাছে নিবেদনের জন্য।

বিজ্ঞাপ্যঃ পুনরপোষ রামো বায়ুসুত ত্বয়া।
অখিলেনেহ যদ্ দৃষ্টমিতি মামাহ জানকী॥ ২১
অয়ং চাস্মৈ প্রদাতব্যো যত্নাৎ সুপরিরক্ষিতঃ।

'আমার প্রত্যাবর্তনকালে সীতা আমাকে বলেছেন — বায়ুনন্দন! তুমি এখানে আমার যেরূপ দুঃখ দশা দেখেছ, তার সবকিছু ভগবান শ্রীরামকে বলবে এবং এই মণিটিকে পরম যত্নে সুরক্ষিতরূপে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অর্পণ করবে।

ব্রুবতা বচনান্যেবং সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ॥ ২২
এষ চূড়ামণিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যত্নরক্ষিতঃ।
মনঃশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরস্বেতি চাব্রবীৎ॥ ২৩
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
এবং দৃষ্ট্বা প্রমোদিষ্যে ব্যসনে ত্বামিবানঘ॥ ২৪

'সময়মতো অভিজ্ঞানটি প্রত্যর্পণ করবে, যেন সুগ্রীবও তাঁর কাছাকাছি অবস্থানরত হয়ে তোমার সকল বাক্য শুনতে পান। এইভাবে আমার কথা নিবেদন করবে — 'প্রভো! আপনার দ্বারা প্রদত্ত দীপ্তিময়ী চূড়ামণিটি আমি (সীতা) বহু যত্নে রেখেছি। জলজ এই রত্নকে আমি এখন আপনার প্রয়োজনে প্রত্যর্পণ করলাম। নিষ্পাপ! রঘুনন্দন! এই সংকট সময়ে আমি চূড়ামণির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনাকে (শ্রীরামকে) দর্শনের মতো আনন্দে মগ্ন হই। অধিকন্তু আপনি আমার কপালে যে মনঃশিলার তিলক দিয়েছিলেন, সে-কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে।' তাঁর এই সকল কথা বলার জন্য জানকী দেবী আমাকে বলেছেন।

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা॥ ২৫

'উনি পুনশ্চ বলেছেন — দশরথনন্দন! আমি আর মাত্র একমাস জীবিত থাকব। তারপর রাক্ষসদের কবলে পড়ে তার বেশী আর বাঁচতে পারব না।

ইতি মামব্রবীৎ সীতা কৃশাঙ্গী ধর্মচারিণী।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা॥ ২৬

'আশঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় আয়তলোচনা এবং রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধা কৃশাঙ্গী ধর্মপরায়ণা সীতা আপনার কাছে নিবেদনের জন্য আমাকে উপযুক্ত বাক্যগুলি বলেছেন।

এতদেব ময়াঽঽখ্যাতং সর্বং রাঘব যদ্ যথা।
সর্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিধীয়তাম্॥ ২৭

'রঘুনন্দন! লঙ্কার এই সকল বৃত্তান্ত আমি

যথাযথরূপে নিবেদন করলাম। প্রভু ! এখন আপনি সাগর পারাপারের সবরকম উপায় ভেবে দেখুন।'

তৌ জাতাশ্বাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।
দেব্যা চাখ্যাতং সর্বমেবানুপূর্ব্যাদ্ বাচা সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস॥ ২১

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ রাজপুত্রদ্বয় আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে এবং 'চূড়ামণি' নামক অভিজ্ঞান শ্রীরামচন্দ্রের হাতে প্রত্যর্পণ করে বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান সীতাদেবীর কথিত বচনসমূহ সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

'চূড়ামণি'র দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সীতার বার্তা শুনে সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ

এবমুক্তো হনূমতা রামো দশরথাত্মজঃ।
তং মণিং হৃদয়ে কৃত্বা রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ॥ ১

শ্রীহনুমান এই সকল কথা বলার পর দশরথনন্দন শ্রীরাম সেই অভিজ্ঞান মণি বক্ষে ধারণ করে লক্ষ্মণের সাথে বিলাপ করতে লাগলেন।

তং তু দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবঃ শোককর্শিতঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ২

সেই শ্রেষ্ঠ মণিটির দিকে তাকিয়ে শোকাকুল শ্রীরঘুনাথ সাশ্রুনয়নে সুগ্রীবকে বললেন—

যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্ বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ॥ ৩

'মিত্র ! সবৎসা গাভী যেমন করে বাৎসল্যে স্তনধারা বর্ষণ করে আমার হৃদয়ও তেমনি মনিশ্রেষ্ঠটির দর্শনে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।

মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে।
বধূকালে যথা বদ্ধমধিকং মূর্ধ্নি শোভতে॥ ৪

'আমার শ্বশুর রাজা জনক বিবাহকালে দুহিতা সীতাকে এই মণিরত্ন দান করেছিলেন, যেটি সীতার শিরোরত্নরূপে শোভিত থাকত।

অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা॥ ৫

'এই জলজ মণিটি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের দ্বারা পূজিত। যজ্ঞাচরণে অতীব প্রীত হয়ে বুদ্ধিমান ইন্দ্রদেব জনকরাজকে এই মণিরত্ন দিয়েছিলেন।

ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্।
অদ্যাস্ম্যবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিভোঃ॥ ৬

'সৌম্য শ্রীহনুমান ! এই মণিরত্নের দর্শনে আজ যেন আমার পূজ্য পিতা তথা বিদেহরাজ মহারাজ জনকের দর্শন তুল্য অনুভূতি হচ্ছে।

অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়া মূর্ধ্নি মে মণিঃ।
অদ্যাস্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে॥ ৭

'এই মণি সর্বদা আমার পত্নী সীতার সীমন্তে শোভা পেত। আজ এটি দেখে মনে হচ্ছে যেন সীতাকে দেখছি।

কিমাহ সীতা বৈদেহী ব্রূহি সৌম্য পুনঃ পুনঃ।
পরাসুমিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা॥ ৮

'সৌম্য পবনকুমার ! মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞা ফেরানোর জন্য যেমন তার উপর বারংবার জল সিঞ্চন করা হয়, তেমনি সংজ্ঞাহীনতুল্য আমার উদ্দেশ্যে বৈদেহী সীতা যে-সকল বাক্যবারির শীতলতা প্রদান করেছে—সেই সকল পুনঃ পুনঃ আমাকে বলো।'

ইতস্তু কিং দুঃখতরং যদিমং বারিসম্ভবম্।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতাং বিনা॥ ৯

(পুনরায় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন) 'সুমিত্রানন্দন ! সীতার প্রত্যাবর্তন ছাড়াই আমাকে যে জলজ এই মণিটি দেখতে হচ্ছে, এতদপেক্ষা অধিক দুঃখের আর কী হতে পারে !'

চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি।
ক্ষণং বীর ন জীবেয়ং বিনা তামসিতেক্ষণাম্॥ ১০

(পুনরায় তিনি শ্রীহনুমানকে বললেন) 'বীর পবনপুত্র ! যদিও সীতা মাসাবধি জীবিত থাকেন, তবু কাজলনয়না সীতাকে ছাড়া আমি আর মুহূর্তমাত্রও বাঁচব না।

নয় মামপি তং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া।
ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ॥ ১১

'আমাকেও সেই দেশে নিয়ে চল, যেখানে আমার প্রিয়াকে দেখা গেছে ; ইচ্ছা-প্রবৃত্তির অনুভূতি আমাকে বিন্দুমাত্র স্থির থাকতে দিচ্ছে না।

**কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী তদা।
ভয়াবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্॥ ১২**

'ভাবছি, তাহলে আমার সুমধ্যমা জায়া যিনি স্বভাবতঃ ভয়ে-ভয়ে থাকতে অভ্যস্ত, তিনি ভয়ংকর ও ভীমাকৃতি রাক্ষসদের মধ্যে কিভাবে অবস্থান করছেন ?

**শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ।
আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্॥ ১৩**

'নিঃসন্দেহে, তিমিরান্ধকার থেকে মুক্ত অথচ শারদঅভ্রচ্ছায়ায় অবগুণ্ঠিত চন্দ্রের মতো সীতার চন্দ্রবদন এখন আর পূর্বের ন্যায় শোভিত হচ্ছে না।

**কিমাহ সীতা হনুমন্তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে।
এতেন খলু জীবিষ্যে ভেষজেনাতুরো যথা॥ ১৪**

'হনুমান ! সীতা কী কী বলেছিলেন যথাযথরূপে আমাকে বলো ; এইরূপে তোমার দ্বারা সীতার বাক্যসমূহের আবৃত্তি শুনতে শুনতে, ক্লিষ্ট মানুষ যেমন করে ঔষধের গুণে বেঁচে থাকে, আমিও তদ্রূপ জীবন ধারণ করব।

**মধুরা মধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী।
মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়স্ব মে।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী॥ ১৫**

'হনুমন্ ! বিরহক্লিষ্টা আমার সুমধ্যা মধুরভাষিণী সুন্দরী প্রিয়তমা জনকনন্দিনী সীতা আমার উদ্দেশে কীদৃশ সমাচারা প্রেরণ করছে ? পরন্তু এতাদৃশ দুঃখ পরম্পরা সহ্য করেও জানকী কিভাবে জীবন ধারণ করছে ?'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সীতাদেবীর সমাচার বর্ণনা

**এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা।
সীতায়া ভাষিতং সর্বং ন্যবেদয়ত রাঘবে॥ ১**

মহাত্মা রঘুনাথ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হলে শ্রীহনুমান সীতাদেবী যা যা বলেছিলেন সেই সকল কথা নিবেদন করলেন।

**ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ।
পূর্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্॥ ২**

শ্রীহনুমান বললেন — 'পুরুষোত্তম ! জানকী দেবী প্রথমে চিত্রকূটে ঘটে যাওয়া পূর্ব বৃত্তান্তের যথাযথ বর্ণনা করলেন। তিনি অভিজ্ঞানার্থে সেইসকল এইভাবে বলেছিলেন—

**সুখসুপ্তা ত্বয়া সার্ধং জানকী পূর্বমুত্থিতা।
বায়সঃ সহসোৎপত্য বিদদার স্তনান্তরম্॥ ৩**

'চিত্রকূটে জানকী দেবী আপনার সাথে সুখশয়ানে ছিলেন এবং তিনি আপনার পূর্বে উত্থিতা হলে এক বায়স সহসা উড়ে এসে তাঁর স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আঁচড় কাটল।

**পর্যায়েণ চ সুপ্তস্ত্বং দেব্যঙ্কে ভরতাগ্রজ।
পুনশ্চ কিল পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথা॥ ৪**

'ভরতাগ্রজ ! আপনারা পর্যায়ক্রমে একে অন্যের ক্রোড়ে মাথা রেখে শয়ন করতেন। যখন আপনি সীতাদেবীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করে ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন পুনরায় কাক পাখিটি সীতাদেবীকে কষ্ট দিতে লাগল।

**ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিল।
ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যাঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ॥ ৫**

'পুনরায় কাছে এসে কাক চঞ্চুদ্বারা সীতাদেবীকে ভীষণভাবে আঁচড়ে-কামড়ে দিল এবং আপনি শোণিতে সিক্ত হয়ে জাগরিত হলেন।

বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাধ্যমানয়া।
বোধিতঃ কিল দেব্যা ত্বং সুখসুপ্তঃ পরন্তপ॥ ৬

'শত্রুগণের সন্তাপকারী রঘুনন্দন ! সেই বায়স অনবরত পীড়ন করতে থাকলে সুখসুপ্ত আপনাকে সীতা জাগ্রত করলেন।

তাং চ দৃষ্ট্বা মহাবাহো দারিতাং চ স্তনান্তরে।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাক্যং ত্বমূচিবান্॥ ৭

'মহাবাহো ! সীতার বক্ষদেশে ক্ষতচিহ্ন দেখে আপনি বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রোধে এইরূপ বললেন—

নখাগ্রৈঃ কেন তে ভীরু দারিতং বৈ স্তনান্তরম্।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা॥ ৮

''ভীরু ! নখের অগ্রভাব দিয়ে কে তোমাকে বক্ষ-ক্ষতবিক্ষত করেছে ? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সাপ নিয়ে খেলা করছে ?

নিরীক্ষমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তামেবাভিমুখং স্থিতম্॥ ৯

এইরূপ বলার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টি ফেলে আপনি সহসা বায়সটিকে দেখতে পেলেন, রুধিরাক্ত নখ নিয়ে সেই পক্ষী সীতার দিকে তাকিয়ে কাছাকাছি কোথাও বসেছিল।

সুতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।
ধরান্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ॥ ১০

'শুনেছি, পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বায়সটি ছিল সাক্ষাৎ ইন্দ্রের পুত্র, যে সেইদিন পবনদেবের সমান গতিতে ধরাধামে বিচরণ করছিল।

ততস্তস্মিন্ মহাবাহো কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে ত্বং ব্যধাঃ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বর॥ ১১

'কীর্তিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহো ! সীতাকে সেই অবস্থা দেখে আপনার নয়নযুগল ক্রোধে ঘূর্ণিত হতে লাগল এবং আপনি সেই কাককে কঠোর দণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

স দর্ভসংস্তরাদ্ গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ ন্যয়োজয়ঃ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জজ্বালাভিমুখং খগম্॥ ১২

'আপনি কুশাসন থেকে একটি কুশ বের করে সেটিকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে অভিমন্ত্রিত করলেন। সেই তৃণ প্রলয়াগ্নির সমান জ্বলে উঠল। তার লক্ষ ছিল সেই বায়সটি।

স ত্বং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোঽনুজগাম হ॥ ১৩

'আপনি জ্বলন্ত তৃণটিকে কাকের অভিমুখে প্রক্ষেপন করলেন। তখন ওই দেদীপ্যমান দর্ভ সেই বায়সকে অনুসরণ করে ধাবিত হল।

ভীতৈশ্চ সম্পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চ বায়সঃ।
ত্রীঁল্লোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি॥ ১৪

'দেবতারাও ত্রস্ত হয়ে সেই কাকের সহায়তা করতে ভয় পেলেন। ত্রিভুবন পরিক্রমা করেও সে কাউকে পেল না যে তাকে রক্ষা করবে।

পুনরপ্যাগতস্তত্র ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্॥ ১৫
বধার্হমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয়ঃ।

'অরিন্দম্ ! সর্বত্র বিফল হয়ে সেই বায়স পুনরায় এসে আপনার শরণাগত হল এবং তদবস্থায় ধরাতলে নিপতিত তাকে আপনি আশ্রয় দিলেন, কেননা আপনি হলেন শরণাগতবৎসল। যদিও সেই কাকটি বধের যোগ্য ছিল, তথাপি আপনি সেটিকে দয়া করে জীবন দান দিলেন।

মোঘমস্ত্রং ন শক্যং তু কর্তুমিত্যেব রাঘব॥ ১৬
ভবাংস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্।

'রঘুনন্দন ! অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল করা যায় না, সেইহেতু আপনি কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করে দিলেন।

রাম ত্বাং স নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ॥ ১৭
বিসৃষ্টস্তু তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্।

'শ্রীরাম ! তদনন্তর আপনার নিকট হতে বিদায় নিয়ে সেই কাক ধরাতলে আপনাকে এবং স্বর্গে দশরথকে নমস্কারপূর্বক আপন আলয়ে প্রস্থান করল।

এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্ববাঞ্ছীলবানপি॥ ১৮
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব।

(সীতা বললেন —) 'রঘুনন্দন ! এইরূপ অস্ত্রবিশারদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও শীলবান হয়েও আপনি রাক্ষসদের প্রতি ত্বদীয় অস্ত্রের প্রয়োগ করছেন না কেন ?

ন দানবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন মরুদ্গণাঃ॥ ১৯
তব রাম রণে শক্তাস্তথা প্রতিসমাসিতুম্।

'শ্রীরাম ! দানব, গন্ধর্ব, অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে কেউই সমরাঙ্গনে আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন না।

তব বীর্যবতঃ কশ্চিন্ময়ি যদ্যস্তি সম্ভ্রমঃ॥ ২০
ক্ষিপ্রং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হন্যতাং যুধি রাবণঃ।

'শক্তিশালী আপনার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ-ভালোবাসা থাকে তাহলে অচিরে অব্যর্থ শরক্ষেপে

রণক্ষেত্রে রাবণকে হত্যা করুন।

ভ্রাতুরাদেশমাজ্ঞায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ॥ ২১
স কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ।

'হনুমান ! অথবা অগ্রজের আজ্ঞা নিয়ে শত্রুর সন্তাপক রঘুবংশতিলক নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণই বা কেন আমাকে রক্ষা করছে না ?

শক্তৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বগ্নিসমতেজসৌ॥ ২২
সুরাণামপি দুর্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ।

'শক্তিশালী সেই পুরুষশার্দূল শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বায়ু ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী এবং দেবগণেরও অজেয়। তৎসত্ত্বেও তারা কেন আমার প্রতি উদাসীন থাকছেন ?

মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৩
সমর্থৌ সহিতৌ যন্মাং ন রক্ষেতে পরন্তপৌ।

'নিঃসন্দেহে আমার কিছু না কিছু মহাপাপ রয়েছে, যে কারণে অরিন্দম ও সমর্থ ভ্রাতৃদ্বয় একত্রিত হয়ে আমাকে রক্ষা করছেন না।

বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাধুভাষিতম্॥ ২৪
পুনরপ্যহমার্যাং তামিদং বচনমব্রুবম্।

'রঘুনন্দন ! বিদেহনন্দিনীর উচিতার্থক করুণ বচন শ্রবণ করে আমি পুনরায় আর্যা সীতাদেবীকে এইরূপ বাক্য বললাম—

ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে॥ ২৫
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে।

'দেবি ! আমি সত্য সত্য শপথ করে বলছি শ্রীরামচন্দ্র আপনার বিরহশোকে সকল কার্যে উদাসীন হয়ে আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখে লক্ষ্মণও সন্তাপিত হচ্ছেন।

কথংচিদ্ ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্॥ ২৬
অস্মিন্ মুহূর্তে দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি।

'কোনোক্রমে আপনার দর্শন লাভ হয়েছে (অর্থাৎ, আপনার অবস্থান বিজ্ঞাত হয়েছে), এতএব এখন শোক করার সময় নয়। ভামিনি ! আপনি এই মুহূর্তেই আপনার দুঃখের অবসান দেখবেন।

তাবুভৌ নরশার্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ॥ ২৭
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ।

'সেই শত্রুসংহারক পুরুষব্যাঘ্র রাজপুত্রযুগল আপনাকে দর্শনের অত্যুগ্র ইচ্ছায় লঙ্কাকে ভস্মীভূত করে দেবে।

হত্বা চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্॥ ২৮
রাঘবস্ত্বাং বরারোহে স্বপুরীং নয়িতা ধ্রুবম্।

'বরারোহ ! তিনি সমরাঙ্গনে রৌদ্র রাক্ষস রাবণকে সবান্ধবে নিধন করে অবশ্যই আপনাকে নিজের রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যৎ তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে॥ ২৯
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমর্হসি।

'সতী-সাধ্বী দেবি ! এবার আপনি (সীতা) আমাকে এমন কিছু পরিচয়জ্ঞাপক অভিজ্ঞান দিন, যেটি শ্রীরামচন্দ্র সহজে চিনতে পারেন এবং যেটি তাঁর তাপিত মনকে প্রসন্নতা দান করবে।

সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্বা বেণ্যুদ্গ্রথনমুত্তমম্॥ ৩০
মুক্ত্বা বস্ত্রাদ্ দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল।

'তখন তিনি চারদিক দেখে নিয়ে চর্চিত কেশের অলংকারস্বরূপ শ্রেষ্ঠ এই উত্তম মণিরত্নটিকে বস্ত্রাঞ্চলের বন্ধন থেকে খুলে আমার হাতে দিলেন।

প্রতিগৃহ্য মণিং দোর্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয়॥ ৩১
শিরসা সম্প্রণম্যৈনামহমাগমনে ত্বরে।

'রঘুবংশীয়গণের প্রিয়তম প্রভো ! তখন আমি আপনার নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই মণিকে করদ্বয়ে গ্রহণ করে সীতাদেবীকে নতমস্তকে প্রণামপূর্বক শীঘ্র এইখানে ফিরে আসাতে উদ্যত হলাম।

গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্ণিনী॥ ৩২
বিবর্ধমানং চ হি মামুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদভাষিণী॥ ৩৩
মমোৎপতনসম্ভ্রান্তা শোকবেগসমাহতা।
মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগ্যোঽসি মহাকপে॥ ৩৪
যদ্ দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুং রামং কমললোচনম্।
লক্ষ্মণং চ মহাবাহুং দেবরং মে যশস্বিনম্॥ ৩৫

'লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য শারীরিক আয়তনে বর্ধমান আমাকে প্রস্তুতপ্রায় দেখে পরম জনকাত্মজা সীতা বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে বিষণ্ণ ও অশ্রুপূর্ণলোচনে শোকোদ্বিগ্ন মনে আমার আকাশমার্গে গমনের উদ্যোগে দিশাহারা তুল্য হয়ে আমাকে বললেন— "মহাকপে ! তুমি সৌভাগ্যবান যেহেতু দীর্ঘবাহু পদ্মনেত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবাহু ও যশস্বী আমার দেবর লক্ষ্মণকে আবার দেখতে পাবে।'

সীতয়াপ্যেবমুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা।
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি॥ ৩৬
যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবং চ মহাভাগে ভর্তারমসিতেক্ষণে॥ ৩৭

'সীতাদেবী এইরূপ বলার পর আমি বললাম—

'দেবি ! জনকনন্দিনী ! আপনি সত্বর আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করুন। মহাভাগে ! শ্যামলোচনে ! আমি অচিরে আপনাকে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সাথে আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন করাব অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যায় নিয়ে যাব।'

সাব্রবীন্মাং ততো দেবী নৈষ ধর্মো মহাকপে।
যত্তে পৃষ্ঠং সিষেবেঽহং স্ববশা হরিপুঙ্গব॥ ৩৮

'এই কথা শুনে সীতাদেবী আমাকে বললেন—মহাকপে ! বানরশিরোমণে ! আমার ধর্ম এই নয় যে আমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তোমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করি।'

পুরা চ যদহং বীর স্পৃষ্টা গাত্রেষু রক্ষসা।
তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিপীড়িতা॥ ৩৯
গচ্ছ ত্বং কপিশার্দূল যত্র তৌ নৃপতেঃ সুতৌ।

(সীতা পুনশ্চ বললেন) 'বীর ! ইতঃপূর্বে রাক্ষস যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করছিল, তখন আমার করার কিছু ছিল না ; আমাকে দুঃসময় গ্রাস করেছিল। অতএব বানরপ্রবর ! যেখানে রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় বিরাজ করছেন, তুমি তথায় প্রস্থান করো।'

ইত্যেবং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেষ্টুমাস্থিতা॥ ৪০
হনূমন্ সিংহসংকাশৌ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবং চ সহামাত্যং সর্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্॥ ৪১

'এত কিছু বলে পুনরায় তিনি আপনাদেরকে তাঁর কুশল সংবাদ দেওয়ার জন্য আমাকে বললেন—'হনুমন্ ! সিংহ তুল্য পরাক্রমী দুই ভাই শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে, মন্ত্রিপরিষদসহ সুগ্রীবকে তথা অন্যান্যদেরকেও আমার কুশল সংবাদ দেবে এবং সবার কুশল জিজ্ঞাসা করবে।

যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্‌দুঃখাম্বুসংরোধাৎ তৎ ত্বমাখ্যাতুমর্হসি॥ ৪২

'তুমি এমনভাবে আমার কথা উপস্থাপিত করবে, যাতে মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ এই দুঃখপারাবার থেকে আমাকে রক্ষা করেন।

ইদং চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনং চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর॥ ৪৩

'হে বানরগণের মধ্যে বীরোত্তম ! তুমি রামের সমীপে গিয়ে আমার তীব্র শোকবেগ তথা আমার প্রতি রাক্ষসদের নিয়ত তর্জন-গর্জন সম্যক বুঝিয়ে বলবে। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।'

এতৎ তবার্যা নৃপ সংযতা সা
সীতা বচঃ প্রাহ বিষাদপূর্বম্।
এতচ্চ বুদ্ধ্বা গদিতং যথা ত্বং
শ্রদ্ধৎস্ব সীতাং কুশলাং সমগ্রাম্॥ ৪৪

নরেশ্বর ! আপনার প্রিয়তমা সংযমশীলা আর্যা সীতা বড় দুঃখে এই সব কথা বলেছেন। আমার দ্বারা নিবেদিত সীতার এই সকল বার্তা বিচারপূর্বক আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে সতী-সাধ্বী সীতা সর্বথা বিশ্বস্তা আছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

শ্রীহনুমান কর্তৃক সাগর পারাপার করে সীতাকে উদ্ধার করা নিয়ে সীতার মনের সন্দেহের অপনোদন এবং শ্রীরামচন্দ্র সকাশে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্ভ্রমম্।
তব স্নেহান্নরব্যাঘ্র সৌহার্দাদনুমান্য চ॥ ১

'পুরুষসিংহ রঘুনন্দন ! আমার প্রতি স্নেহ এবং আপনার প্রতি প্রীতিতে দেবী সীতা আমার সৎকারপূর্বক প্রস্থানোদ্যত আমাকে পুনরায় ত্বরিতে বললেন—

এবং বহুবিধং বাচ্যো রামো দাশরথিস্ত্বয়া।
যথা মাং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রং হত্বা রাবণমাহবে॥ ২

'পবনকুমার ! তুমি দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামকে বিভিন্নভাবে এমন বার্তা দেবে, যাতে তিনি সমরাঙ্গনে অচিরে রাবণকে বধ করে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি॥ ৩

'শত্রুসূদন বীর ! যদি তোমার মনে হয় তাহলে তুমি একদিন এখানে কোথাও গুপ্তস্থানে বিশ্রাম করে কাল সকালে এখান থেকে যাত্রা করবে।

মম চাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্যা শোকবিপাকস্য মুহূর্তং স্যাদ্ বিমোক্ষণম্॥ ৪

'বানর ! তুমি নিকটে থাকলে আমার মতো মন্দভাগিনীর কিছু সময়ের জন্য হলেও দুঃখপীড়া থেকে অব্যাহতি মিলবে।

গতে হি ত্বয়ি বিক্রান্তে পুনরাগমনায় বৈ।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫

'হে পরাক্রমী বীর হনুমান ! যখন তুমি পুনরাগমনের অভিপ্রায়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে, তখন আমার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্ দুঃখপরাভূতাং দুর্গতাং দুঃখভাগিনীম্॥ ৬

'তোমার অদর্শনজনিত দুঃখ আমাকে অতিশয় ক্লেশ দিতে থাকবে। কিন্তু, আমি দুঃখপরম্পরায় পরাজিত হতে হতে যার-পর-নাই দুঃখিনীর জীবন-যাপন করছি।

অয়ং চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্যৃক্ষেষু হরীশ্বর॥ ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্।
তানি হর্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ॥ ৮

'বীর বানররাজ ! আমার মনে যেন সন্দেহ হচ্ছে যে কিভাবে তোমার সহায়ক বানরসৈন্য ও ভল্লুকযোদ্ধৃগণ সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসবে এবং রাম-লক্ষ্মণ রাজকুমারদ্বয় বা কীপ্রকারে সমুদ্র পার হবেন।

ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্ বৈনতেয়স্য বায়োর্বা তব চানঘ॥ ৯

'নিষ্পাপ পবনকুমার ! মাত্র তিনজনের মধ্যেই সমুদ্র পারাপারের শক্তি আছে— বিনতানন্দ গরুড়ের, পবনদেবের এবং তোমার।'

তদস্মিন্ কার্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ব্রূহি কার্যবিদাং বর॥ ১০

'বীর ! যদি এই সমুদ্র পারাপাররূপ কার্যসিদ্ধি দুঃসাধ্য হয়ে যায় তাহলে তুমি কী সমাধান দেখছ ! কর্মজ্ঞগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, অতএব এব্যাপারে আমাকে (সীতাকে) কিছু বলো।

কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্যস্য পরিসাধনে।
পর্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ॥ ১১

'নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষকে নিধন করতে তুমি একাই একশ ; তোমার বল ও উৎসাহ তোমার যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধি করবে (শ্রীরামচন্দ্রের নয়)।

বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।
বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্ যশস্করম্॥ ১২

'(সেইহেতু) যদি শ্রীরাম নিজের সমগ্র সৈন্যদলসহ রাবণকে নিধন করে বিজয়গৌরবে আমাকে নিজের নগরীতে নিয়ে যান তবে সেইটিই তাঁর পক্ষে যশস্কর হবে।

যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধিনা হৃতা।
রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ॥ ১৩

'যেমন করে রাক্ষস রাবণ বীরবর ভগবান শ্রীরামের ভয়ে ছলপূর্বক আমাকে অপহরণ করেছিল, রঘুনন্দনের সেইরূপ করা শোভা পায় না (তিনি যেন রাবণকে বধ করেই আমাকে নিয়ে যান)।

বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দনঃ।
মা নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ১৪

'শত্রুদের সংহারক ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম যদি স্বপক্ষীয় সৈন্যদের দ্বারা লঙ্কাকে পদদলিত করে আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, তবেই সেই কাজ রাঘবের যোগ্য কাজ হবে।

তদ্ যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়॥ ১৫

'অতএব যা সেই মহাত্মা যুদ্ধবীর শ্রীরামের পরাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেই উপায় তুমি চিন্তা করো।

তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্যাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রবম্॥ ১৬

'সীতাদেবীর সেই প্রয়োজনমূলক, বিনয়ী ও যুক্তিযুক্ত শুনে আমি উত্তরে এইরূপ বললাম—

দেবি হর্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তদর্থে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১৭

'দেবি ! বানর এবং ভল্লুক সৈন্যদের রাজা কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতি শক্তিশালী। তিনি আপনার উদ্ধারে দৃঢ়-নিশ্চয় করেছেন।

তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসংকল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ॥ ১৮

''সুগ্রীবের অধীনে পরাক্রমী, শক্তিশালী ও মহাবলী বানরগণ রয়েছে, যারা মনের তুল্য সুতীব্র গতিবেগসম্পন্ন। তারা সকলেই সুগ্রীবের নির্দেশের

অপেক্ষা করছে।

যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ॥ ১৯

'সেই সকল বানর ও ভল্লুক সৈন্যদের গতি নিম্নে, উর্ধ্বে, দক্ষিণে বা বামে কোথাও বাধাগ্রস্ত হয় না। অমিত তেজস্বী তারা বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কখনও অবসন্ন হয় না।

অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ॥ ২০

'বায়ুমার্গ অর্থাৎ আকাশ কে অনুসরণ করে সেই সকল মহাত্মা বানরগণ অনেকবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন।

মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ॥ ২১

'সেখানে আমার অপেক্ষা শক্তিশালী এবং আমার সমকক্ষ বহুসংখ্যক বানর আছে। বানররাজ সুগ্রীবের অধীনস্থ এমন কেউ নেই যে আমার (শ্রীহনুমানের) চেয়ে কোন অংশে কম।

অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ॥ ২২

'আমি যেহেতু সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসতে পেরেছি, সেহেতু সেই-সকল মহাবলী বানরগণের, আগমনে কী সন্দেহ ? আপনি (সীতাদেবী) জানেন যে উত্তম বীরদের দৌত্যে প্রেরণ করা হয় না বরং অন্যদের অর্থাৎ কম শক্তিধরদের পাঠানো হয়।

তদলং পরিতাপেন দেবি মন্যুরপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ॥ ২৩

'অতএব দেবি ! পরিতাপের প্রয়োজন নেই, আপনার দুঃখ দূর হোক। বানরদলপতি সুগ্রীব একক উল্লম্ফনেই লঙ্কায় এসে পড়তে সক্ষম।

মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ॥ ২৪

'মহাভাগে ! দুই পুরুষসিংহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উদয়াচলে উদিত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে আপনার সন্নিকটে পৌঁছে যাবেন।

অরিঘ্নং সিংহসংকাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণং চ ধনুষ্মন্তং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্॥ ২৫

'আপনি অচিরে দেখবেন যে সিংহ তুল্য পরাক্রমী শত্রুনাশক রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বান হস্তে লঙ্কার প্রবেশদ্বারে এসে পড়েছেন।

নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্॥ ২৬

'নখর ও দন্তায়ুধসম্পন্ন বীর এবং সিংহ ও শার্দূলতুল্য বিক্রমশালী গজেন্দ্রসমাকার বানরগণকে আপনি শীঘ্রই সমবেত হতে দেখবেন।

শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাচ্ছ্রোষ্যসে স্বনম্॥ ২৭

'লঙ্কা নগরীর মলয়পর্বতের শিখরে পাহাড় ও মেঘমালার সমান বিশালাকার প্রধান প্রধান বানরগণ এখানে গর্জন করবেন এবং আপনি তাদের সিংহনাদ শুনতে পাবেন।

নিবৃত্তবনবাসং চ ত্বয়া সার্ধমরিন্দমম্।
অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্॥ ২৮

'অনতিকালে আপনার দেখার সৌভাগ্য হবে যে অরিসূদন শ্রীরঘুনাথ বনবাস-এর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করে আপনার সাথে অযোধ্যার রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন।

ততো ময়া বাগ্‌ভিরদীনভাষিণী
শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা।
উবাহ শান্তিং মম মৈথিলাত্মজা
তবাতিশোকেন তথাতিপীড়িতা॥ ২৯

'আপনার (শ্রীরামচন্দ্রের) বিরহশোকে বহুভাবে পীড়িতা হয়েও যাঁর (সীতাদেবীর) বাচনে দৈন্য থাকে না — সেই মিথিলেশকুমারীকে যখন আমি (শ্রীহনুমান) মঙ্গলজনক ও ইঙ্গিত বাক্যে প্রসন্না করলাম, তখন তিনি কিছুটা শান্তি পেলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

যুদ্ধকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হনুমানের প্রশংসা ও তাঁকে বক্ষে আলিঙ্গন এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের চিন্তা

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্।
রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীহনুমান কর্তৃক যথাযথভাবে কথিত সকল বাক্য শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হয়ে উত্তরে এরূপ উত্তম বাক্য বললেন—

কৃতং হনূমতা কার্যং সুমহদ্ ভুবি দুর্লভম্।
মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে॥ ২

'হনুমান এমন সুমহান কার্য সম্পাদন করেছেন যা পৃথিবীতে দুর্লভ ; শুধু তাই নয়, ভূমণ্ডলে অন্য কারও পক্ষে তা অচিন্তনীয়।

নহি তং পরিপশ্যামি যস্তরেত মহোদধিম্।
অন্যত্র গরুডাদ্ বায়োরন্যত্র চ হনূমতঃ॥ ৩

'আমার দৃষ্টিতে গরুড়, বায়ু এবং হনুমান ব্যতীত কেউই নেই যিনি এই মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্॥ ৪
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ।

'রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত এই লঙ্কাপুরী দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ইত্যাদি সকলের পক্ষেই অপরাজেয়। নিজস্ব শক্তিকে অবলম্বন করে এর মধ্যে প্রবেশ করে কেই বা জীবিত ফিরে আসতে পারে!

কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্॥ ৫
যো বীর্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনূমতঃ।

'রাক্ষসদের দ্বারা সুরক্ষিত এবং অপরাজেয় লঙ্কায় হনুমানের তুল্য বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এমন কেই বা আছে, যিনি সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম ?

ভৃত্যকার্যং হনুমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ।
এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ॥ ৬

'এইভাবে আপন বল ও বিক্রম প্রকাশ করে হনুমান সুগ্রীবের সেবকরূপে তাঁর মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন।

যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্রা কর্মণি দুষ্করে।
কুর্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৭

'যে সেবক প্রভুর দ্বারা দুঃসাধ্য কর্মে নিযুক্ত হয়েও তা অনুরাগসহ করেন (অর্থাৎ এইরূপ দুষ্কর কর্মে যাঁর বিরক্তি জন্মায় না, বারংবার এইরূপ দুঃসাধ্য কার্য অবিচলিতভাবে সম্পন্ন করেন) তিনিই সেবক মধ্যে উত্তম।

যো নিযুক্তঃ পরং কার্যং ন কুর্যান্নৃপতেঃ প্রিয়ম্।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্॥ ৮

'যিনি প্রভুর কার্যে নিযুক্ত হয়ে কেবল নির্ধারিত কার্যই সম্পন্ন করেন এবং সমর্থ হয়েও অন্য হিতকর কার্যে বিরত থাকেন, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ।

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্যং ন কুর্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥ ৯

'রাজার কার্যে নিযুক্ত যে সেবক যোগ্য ও সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও একাগ্রচিত্তে সেই কার্য সমাপন না করেন,

তিনি পুরুষাধম।

তন্নিযোগে নিযুক্তেন কৃতং কৃত্যং হনূমতা।
ন চাত্মা লঘুতাং নীতঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোষিতঃ॥ ১০

'প্রভুর দ্বারা কার্যে নিযুক্ত হয়ে হনুমান তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষাঙ্গিক কার্যও সম্পন্ন করেছেন এবং এর দ্বারা স্বমর্যাদা রক্ষা করেছেন— কারও চোখে নিজেকে হেয় করেননি এমন কি তিনি সুগ্রীবকেও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছেন।

অহং চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ॥ ১১

'হনুমান কর্তৃক বিদেহনন্দিনী সীতার সন্ধান-লাভের দ্বারা—স্বচক্ষে তাঁকে দেখে আসার ফলে আমার (শ্রীরামচন্দ্রের), মহাবলশালী লক্ষ্মণ এবং রঘুবংশ ধর্মতঃ রক্ষা পেল।

ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি।
যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্মি সদৃশং প্রিয়ম্॥ ১২

'যে আমাকে এমন প্রিয় সংবাদ প্রদান করছে, আমি তার জন্য তদনুরূপ কিছু করতে পারছি না (অর্থাৎ তার কোনো প্রিয়কার্য করতে পারছি না বা তাকে পুরস্কৃত করতে পারছি না), এই দীনতা আমার মনকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে।

এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনূমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩

'এই সময়ে মহাত্মা হনুমানকে আমি কেবল নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনই করতে পারি ; কারণ এখন এই আলিঙ্গনই আমার সর্বস্ব।'

ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে।
হনূমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্যমুপাগতম্॥ ১৪

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমূহ প্রীতি-পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর আদেশ অনুসারে কার্য সমাধা করে ফিরে আসা হনুমানকে বক্ষে আলিঙ্গন করলেন।

ধ্যাত্বা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ।
হরীণামীশ্বরস্যাপি সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ॥ ১৫

অতঃপর রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বানররাজ সুগ্রীবকে শুনিয়ে একথা বললেন।

সর্বথা সুকৃতং তাবৎ সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাগরং তু সমাসাদ্য পুনর্নষ্টং মনো মম॥ ১৬

'সীতার অনুসন্ধান কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু সাগরের কথা চিন্তা করে আমি পুনরায় হতোদ্যম হয়ে পড়ছি।

কথং নাম সমুদ্রস্য দুষ্পারস্য মহাম্ভসঃ।
হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ॥ ১৭

'বিশাল জলরাশিতে পরিপূর্ণ দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, সমবেত বানরগণ সমুদ্রের দক্ষিণ পারে কেমন করে যাবে ?

যদ্যপ্যেষ তু বৃত্তান্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম।
সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্॥ ১৮

'আমার বৈদেহী সীতাও এই সংশয় প্রকাশ করেছেন যে (যে বিষয়ে আমাকে অবগত করানো হয়েছে) ; সমুদ্র-লঙ্ঘনের বিষয়ে বানরদের এই যে সংশয়—তার নিরসন হবে কীভাবে ?'

ইত্যুক্ত্বা শোকসম্ভ্রান্তো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
হনূমন্তং মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমৎ॥ ১৯

শত্রুদমনকারী, শোকাকুল, মহাবাহু শ্রীরাম হনুমানকে এইরূপ বলে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

সুগ্রীবের শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসাহ প্রদান

তং তু শোকপরিদ্যূনং রামং দশরথাত্মজম্।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ শোকনাশনম্॥ ১

শোকাতুর দশরথনন্দন শ্রীরামের শোক অপনোদনের জন্য শ্রীমান সুগ্রীব একথা বললেন—

কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।
মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্॥ ২

'হে বীর ! আপনি কেন অন্যান্য প্রাকৃতজনের ন্যায় তাপিত হচ্ছেন ? কৃতঘ্নব্যক্তি যেমন সৌহার্দ্য বিস্মৃত হয়, আপনিও তেমনি শোক ভুলে যান।

সন্তাপস্য চ তে স্থানং নহি পশ্যামি রাঘব।
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ॥ ৩

'হে রাঘব ! যেহেতু সীতামাতার অবস্থান এবং শত্রুর নিবাস সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি ; অতএব আপনার সন্তাপের কোনো কারণ আমি দেখছি না।

মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব।
ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্॥ ৪

'হে রঘুনন্দন ! আপনি বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী পণ্ডিত এবং কৃতাত্মা। অতএব আত্মজ্ঞানী পুরুষের ন্যায় আপনি এই অর্থদূষক প্রাকৃতবুদ্ধি ত্যাগ করুন।

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্।
লঙ্কামারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামশ্চ তে রিপুম্॥ ৫

'কুম্ভীরাদি বিশাল জলজন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্রকে আমরা লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে আপনার শত্রুকে ধ্বংস করব।

নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ।
সর্বার্থা ব্যবসীদন্তি ব্যসনং চাধিগচ্ছতি॥ ৬

'উৎসাহহীন, দীন ব্যক্তি নিজের মনকে শোকাকুল করে তোলেন এবং সম্পূর্ণ রূপে দুর্বল হয়ে অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ইমে শূরাঃ সমর্থাশ্চ সর্বতো হরিযূথপাঃ।
ত্বৎ প্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্।
এষাং হর্ষেণ জানামি তর্কশ্চাপি দৃঢ়ো মম॥ ৭

'এই বানরদলপতিরা সকলেই সর্বতোভাবে সমর্থ এবং শূরবীর। আপনার প্রীতির জন্য এরা আগুনেও প্রবেশ করতে উৎসাহী। এদের আনন্দের উৎস (রাবণবধ-পূর্বক সীতা উদ্ধার কার্যে আনন্দ) আমি সুনিশ্চিতরূপে জানি।

বিক্রমেন সমানেষ্যে সীতাং হত্বা যথা রিপুম্।
রাবণং পাপকর্মাণং তথা ত্বং কর্তুমর্হসি॥ ৮

'আপনি তাই করুন, যাতে আমরা পরাক্রমের সঙ্গে পাপাচারী শত্রু রাবণকে হত্যা করে সীতামাতাকে লাভ করতে পারি।

সেতুরত্র যথা বদ্ধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুরীম্।
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব॥ ৯

'হে রঘুনন্দন ! যাতে এখানে সেতুবন্ধন করা যায়, রাক্ষসরাজের সেই পুরী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আপনি সেইরূপ করুন।

দৃষ্টা তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্।
হতং চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারয়॥ ১০

'ত্রিকূট পর্বতের শিখরে অবস্থিত লঙ্কাপুরীকে দর্শন-মাত্রই আপনি জানবেন যে, রণক্ষেত্রে রাবণ হত হয়েছে।

অবদ্ধা সাগরে সেতুং ঘোরে চ বরুণালয়ে।
লঙ্কাং ন মর্দিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ১১

'বরুণদেবের বাসস্থান এই ভয়ানক সমুদ্রে সেতুবন্ধন না করে, দেবতা ও দানবদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রও লঙ্কাকে নিষ্পেষণ করতে (লঙ্কানগরীকে পদদলিত) পারবেন না।

সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ।
সর্বং তীর্ণং চ মে সৈন্যং জিতমিত্যুপধারয়।
ইমে হি সমরে বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ॥ ১২

'লঙ্কার নিকটবর্তী সমুদ্রে সেতুবন্ধন করলেই, আমাদের সমস্ত বানরসৈন্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে এবং তখনই আপনার জয় নিশ্চিত মনে করবেন। কারণ ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই বানরেরা যুদ্ধে মহাবীর।

তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্বার্থনাশিনীম্।
পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্যাপকর্ষণঃ॥ ১৩

'অতএব হে রাজন্! আপনি বুদ্ধি বিনাশক

ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। বুদ্ধির এই ব্যাকুলতা সর্বকার্য বিনাশক। এই জগতে শোকই পুরুষের শৌর্যকে বিনষ্ট করে।

যৎ তু কার্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্যমবলম্ব্যতাম্।
তদলঙ্করণায়ৈব কর্তুর্ভবতি সত্বরম্॥ ১৪

'এখন মানুষের যা করণীয়, আপনি সেই শৌর্য অবলম্বন করুন। কারণ এই কার্যই কর্তাকে শীঘ্র অলংকৃত করে—অভীষ্ট ফল প্রদান করে।

অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা।
শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্বিধানাং মহাত্মনাম্।
বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্বার্থনাশনঃ॥ ১৫

'হে মহাজ্ঞানী ! এই সময়ে আপনি স্বতেজে ধৈর্য অবলম্বন করুন। কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে বা ধ্বংস হলে আপনার মতো শূরবীর মহাত্মা পুরুষদের শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, এই শোকই সকল কর্মের বিনাশক হয়ে থাকে।

তত্ত্বং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
মদ্বিধৈঃ সচিবৈঃ সার্থমরিং জেতুং সমর্হসি॥ ১৬

'আপনি সকল বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রে জ্ঞানী, আমার মন্ত্রিদের সহায়তায় আপনি অবশ্যই শত্রুদের জয় করবেন।

নহি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে॥ ১৭

'হে রঘুনন্দন ! এই তিন লোকে এমন কোনো বীর দেখতে পাচ্ছি না, যে যুদ্ধে ধনুক ধারণ করে আপনার সম্মুখে জীবিত থাকতে সক্ষম !

বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্যং বিপৎস্যতে।
অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে সীতাং তীর্ত্বা সাগরমক্ষয়ম্॥ ১৮

'বানরদের যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা বিনষ্ট হবে না অর্থাৎ সাফল্য নিশ্চিত। এই অক্ষয় সমুদ্র অতিক্রম করে আপনি অচিরেই সীতামাতার দর্শন লাভ করবেন।

তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে।
নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি॥ ১৯

'হে রাজন্ ! আপনি শোক অবলম্বন না করে, ক্রোধই অবলম্বন করুন। মন্দবুদ্ধি (ক্রোধশূন্য) ক্ষত্রিয় কোনো কাজের নয়, কিন্তু প্রয়োজন মতো শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশকারী ক্ষত্রিয়কে সকলেই ভয় পায়।

লঙ্ঘনার্থং চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।
সহাস্মাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয়॥ ২০

'নদী সমূহের প্রভু এই ভয়ানক সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে উপায় নির্ধারণ করুন ; কারণ আপনিই সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন।

লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিনু।
সর্বং তীর্ণং চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধার্যতাম্॥ ২১

'যদি আমাদের সৈন্যরা সমুদ্র লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়, তাহলে জয় সম্পর্কেও আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। আমার সমস্ত সৈন্য সমুদ্র অতিক্রম করতে পারলে আপনি নিজেকে বিজয়ী জানবেন।

ইমে হি হরয়ঃ শূরাঃ সমরে কামরূপিণঃ।
তানরীন্ বিধমিষ্যন্তি শিলাপাদপবৃষ্টিভিঃ॥ ২২

'এই বানরেরা বীর, যুদ্ধে ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম। এরা শিলা এবং বৃক্ষসমূহের বৃষ্টি দ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টিধারার ন্যায় শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করে) সেই শত্রুদের সংহারে সক্ষম।

কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্।
হতমিত্যেব তং মন্যে যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণ॥ ২৩

'হে শত্রুসূদন ! যদি কোনও উপায়ে সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক সৈন্যদলকে ওপারে দেখতে পাই ; (অর্থাৎ সসৈন্যে সমুদ্রলঙ্ঘন করে শত্রুকে পাই) তাহলে যুদ্ধে রাবণ নিহতই হয়েছে, এইরূপ মনে করব।

কিমুক্ত্বা বহুধা চাপি সর্বথা বিজয়ী ভবান্।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি॥ ২৪

'আর অধিক কি বলব ? আপনি সর্বতোভাবে বিজয়ী হবেন। কিছু শুভলক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি, সেইজন্য আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

হনুমানের নিকটে শ্রীরামের লঙ্কার পরিচয়-জিজ্ঞাসা, হনুমান কর্তৃক লঙ্কার বর্ণনা প্রদান এবং প্রস্থান করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ১

সুগ্রীবের এইরূপ যুক্তিযুক্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য শুনে শ্রীরামচন্দ্র তা মেনে নিয়ে, হনুমানকে বললেন—

তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ।
সর্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে॥ ২

'আমি তপস্যার দ্বারা সেতুবন্ধনে এবং সাগর-শোষণের সাহায্যে সর্বপ্রকারে সমুদ্র-লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ ব্রবীষ মে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং দর্শনাদিব বানর॥ ৩

'হে বানর ! আমাকে জানাও দুর্গম লঙ্কায় দুর্গ কতগুলি ? আমি দর্শনের ন্যায় স্পষ্টরূপে সেই সব জানতে চাই।

বলস্য পরিমাণং চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি।
গুপ্তিকর্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ॥ ৪
যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্।
সর্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন সর্বথা কুশলো হ্যসি॥ ৫

'সৈন্যবল কত ? দুর্গদ্বার রক্ষার উপায় কী ? লঙ্কাকে সুরক্ষিত রাখা হয় কীভাবে ? তথা রাক্ষসদের ভবনসমূহ সম্পর্কে তুমি লঙ্কায় যেমন দেখেছ, তা যথাযথভাবে আমাকে জানাও। কারণ, তুমিই এই কার্যে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী।'

শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাব্রবীৎ॥ ৬

শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনে ; বাক্য এবং বাক্যের অর্থতত্ত্বজ্ঞ পবনপুত্র হনুমান রামচন্দ্রকে পুনরায় বললেন—

শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্ম বিধানতঃ।
গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ॥ ৭
রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা।
পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্॥ ৮
বিভাগং চ বলৌঘস্য নির্দেশং বাহনস্য চ।
এবমুক্ত্বা কপিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ॥ ৯

'আমি সব বলছি, আপনি শুনুন। দুর্গের নির্মাণ পদ্ধতি, সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুগঠিত লঙ্কাপুরীর সুরক্ষার ব্যবস্থা, রাবণের তেজ দ্বারা রাক্ষসেরা স্নিগ্ধ (রাবণ অত্যন্ত তেজস্বী হওয়ায় তাঁর তেজের প্রভাবে রাক্ষসেরা পরস্পরের প্রতি প্রীতি পরায়ণ), লঙ্কার অপরিসীম সমৃদ্ধি ভয়ংকর সমুদ্র, সৈন্যবাহিনীর বিভাগ এবং বাহনের সংখ্যা — এই সবই আমি বলব।' এই বলে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান যথাযথভাবে সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

হৃষ্টপ্রমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা।
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা॥ ১০

'প্রভো ! লঙ্কাপুরী অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণা। উন্মত্ত হস্তীসমাকুলা। এই নগরীতে আছে বড় বড় রথ। সর্বত্রই সেখানে রাক্ষসদের নিবাস।

দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ॥ ১১

'নগরীর চারদিকে আছে বিপুল আয়তনবিশিষ্ট সুবিশাল চারটি দরজা। বিশাল বিশাল অর্গলযুক্ত সেই দ্বারগুলি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ।

তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং প্রতিসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্যতে॥ ১২

'সেই দরজাগুলিতে মহাশক্তিশালী সুবিশাল ইষূপল যন্ত্র লাগানো রয়েছে (ইষু-বাণ, উপল-প্রস্তর। এই যন্ত্র থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তীর এবং পাথরের গোলা বর্ষিত হয়)। এই যন্ত্রের দ্বারা আগত শত্রুসৈন্যকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়।

দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ॥ ১৩

'বীর রাক্ষসদের দ্বারা নির্মিত কৃষ্ণবর্ণের লৌহনির্মিত ভয়ানক এবং তীক্ষ্ণ শত-শত শতঘ্নী অস্ত্র (লোহার কাঁটায় ভরা গদা) লঙ্কানগরীর দ্বারদেশে সুসজ্জিত।

সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ।
মণিবিদ্রুমবৈদূর্যমুক্তাবিরচিতান্তরঃ॥ ১৪

'মণি, প্রবাল, বৈদূর্য এবং মুক্তো খচিত সুবর্ণ নির্মিত

লঙ্কার সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম।

সর্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ।
অগাধা গ্রাহবত্যশ্চ পরিখা মীনসেবিতাঃ॥ ১৫

'প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে সুগভীর পরিখা ; যার জল অত্যন্ত শীতল এবং সেই জলে আছে মহাভয়ানক জলজন্তুসমূহ।

দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ॥ ১৬

'সেই দ্বারসমূহের সম্মুখভাগে আছে চারটি প্রশস্ত সেতু। এই সেতুগুলিতে আছে বড় বড় যন্ত্র এবং বহু বড় বড় ঘরের সারি।

ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ॥ ১৭

'এই সেতুগুলি শত্রুসৈন্যর হাত থেকে নগরীকে রক্ষা করে ; সেতুতে অবস্থিত যন্ত্রগুলি দ্বারা সেতুগুলিকে পরিখার চতুর্দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং তৎসহ শত্রুসৈন্যরা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয়।

একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিঃ স্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ॥ ১৮

'এগুলির মধ্যে একটি সেতু অত্যন্ত দৃঢ় ; যা কোনো কিছুতেই কম্পিত হয় না। বহুবিধ সোনার স্তম্ভ এবং বেদীর দ্বারা এই সেতুটি সুশোভিত।

স্বয়ং প্রকৃতিমাপন্নো যুযুৎসূ রাম রাবণঃ।
উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে॥ ১৯

'হে রামচন্দ্র! রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়েও অপ্রমত্ত এবং ধীর স্বভাববিশিষ্ট। সৈন্যদের কাজকর্ম নিরীক্ষণে সর্বদাই উদ্যত।

লঙ্কা পুনর্নিরালম্বা দেবদুর্গা ভয়াবহা।
নাদেয়ং পার্বতং বান্যং কৃত্রিমং চ চতুর্বিধম্॥ ২০

'ভয়াবহ নিরালম্ব সেই লঙ্কাপুরী দেবতাদের পক্ষেও দুর্গম। এর চতুর্দিকে অবস্থিত নদী, পর্বত, বন এবং কৃত্রিম পরিখা—এই চারপ্রকার দুর্গ স্থিত রয়েছে।

স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব।
নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্বতঃ॥ ২১

'হে রঘুনন্দন! দুস্তর সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই নগরী। এখানে পৌঁছনোর জন্য নৌপথও নেই ; তাই সর্বপ্রকারেই এই দেশ নাগালের বাইরে।

শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পূর্দেবপুরোপমা।
বাজিবারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জয়া॥ ২২

'পর্বতশিখরে অবস্থিত সেই দুর্গম পুরীর সৌন্দর্য দেবনগরীতুল্য ; হস্তী, অশ্ব দ্বারা পরিপূর্ণ সেই লঙ্কানগরীকে জয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ২৩

'পরিখা, শতঘ্নী এবং নানাবিধ যন্ত্র দুরাত্মা রাবণের লঙ্কানগরীর সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে বর্ধিত করেছে।

অযুতং রক্ষসামত্র পূর্বদ্বারং সমাশ্রিতম্।
শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ॥ ২৪

'লঙ্কার পূর্বদ্বারে আছে দশ হাজার রাক্ষস। তারা সকলেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তাদের সকলেরই হাতে আছে শূল এবং খড়্গ।

নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্।
চতুরঙ্গেন সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ॥ ২৫

'দক্ষিণদিকের দ্বারে সমাশ্রিত নিযুত সংখ্যক (দশ লক্ষ) রাক্ষস এবং চতুরঙ্গ সৈন্য সহ বহু বীর যোদ্ধার অবস্থান।

প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্।
চর্মখড়্গধরাঃ সর্বে তথা সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ॥ ২৬

'পশ্চিমদ্বারে আশ্রয় নিয়েছে সর্ব অস্ত্রে কুশল খড়্গধারী, চর্মাবৃত (তরোয়াল ও ঢালধারী) দশ লক্ষ সংখ্যক রাক্ষস।

ন্যর্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্।
রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ॥ ২৭

'বীরত্বের জন্য প্রশংসিত এবং সৎ-কুলজাত রথারোহী ও অশ্বারোহী মিলিয়ে প্রায় দশকোটি সেনা উত্তরদ্বার আশ্রয় করে ঐদিককে রক্ষা করছে।

শতশোঽথ সহস্রাণি মধ্যমং স্কন্ধমাশ্রিতাঃ।
যাতুধানা দুরাধর্ষাঃ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্॥ ২৮

'লঙ্কার মধ্যভাগে আশ্রয় নিয়ে প্রহরা দিচ্ছে শত শত সহস্র সহস্র দুর্ধর্ষ, বীর যোদ্ধা।

তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ।
দগ্ধা চ নগরী লঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতাঃ।
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতো রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্॥ ২৯

'সেই সেতুগুলি আমি ভগ্ন করেছি, পরিখাগুলি পূর্ণ

করেছি (মাটি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে দিয়েছি), লঙ্কানগরী আমি দগ্ধ করেছি এবং প্রাচীরগুলি ধ্বংস করেছি, সুবিশাল বীর রাক্ষসদের প্রায় এক চতুর্থাংশকে পর্যুদস্ত করেছি।

যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্।
হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপধার্যতাম্॥ ৩০

'যে কোনো উপায়ে যদি আমরা সমুদ্র পার হতে পারি, তাহলে বানরদের দ্বারা লঙ্কা ধ্বংস হয়েছে— এই কথা নিশ্চিত জানবেন।

অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ।
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব॥ ৩১

'লঙ্কা জয় করতে অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল— এদের শক্তিই যথেষ্ট ; অবশিষ্ট সেনা নিয়ে আপনার আর কিই বা করণীয় !

প্লবমানা হি গত্বা ত্বাং রাবণস্য মহাপুরীম্।
সপর্বতবনাং ভিত্বা সখাতাং চ সতোরণাম্।
সপ্রাকারাং সভবনামানয়িষ্যন্তি রাঘব॥ ৩২

'আমরা আকাশপথে রাবণের সেই মহাপুরীতে উড়ে যাবো। হে রাঘব ! পর্বত, বন, পরিখা, তোরণ, প্রাচীর, ভবন সব ধ্বংস করে আমরা সীতাদেবীকে নিয়ে আসব।

এবমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলানাং সর্বসংগ্রহম্।
মুহূর্তেন তু যুক্তেন প্রস্থানমভিরোচয়॥ ৩৩

'আপনি শীঘ্রই সৈন্যদের সকল আবশ্যক বস্তু সংগ্রহের আদেশ দিন এবং উপযুক্ত সময়ে যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

বানরসেনাদের নিয়ে শ্রীরাম ও অন্যান্যদের প্রস্থান এবং সমুদ্রের তীরে তাঁদের সমাবেশ

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্বশঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১

হনুমানের বাক্য আনুপূর্বিকভাবে যথাযথরূপে শুনে ; সত্যপরায়ণ, পরাক্রমশালী, মহাতেজস্বী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

যন্নিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ।
ক্ষিপ্রমেনাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২

'হনুমান ! ভয়ানক রাক্ষসদের যে লঙ্কাপুরীর কথা তুমি আমাকে বললে, তা আমি অচিরেই ধ্বংস করব—এই সত্যিকথা আমি তোমায় বলছি।

অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়।
যুক্তো মুহূর্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ॥ ৩

'হে সুগ্রীব ! আপনি এই মুহূর্তেই যাত্রার আয়োজন করুন। দিনমণি দিবসের মধ্যভাগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অতএব এই বিজয়[১] মুহূর্তেই আমাদের যাত্রা করা যুক্তিযুক্ত।

সীতাং হৃত্বা তু তদ্ যাতু ক্বাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ।
সীতা শ্রুত্বাভিযানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।
জীবিতান্তেঽমৃতং স্পৃষ্ট্বা পীত্বামৃতমিবাতুরঃ॥ ৪

'রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকবে ? সিদ্ধগণের দ্বারা আমার এই অভিযানের (যুদ্ধযাত্রার) কথা শুনে সীতা জীবনের আশা লাভ করে বেঁচে থাকবে ; — যেমন, জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে অমৃতের স্পর্শে অথবা অমৃতরূপ ঔষধ পান করে রোগীর প্রাণের আশা জেগে ওঠে।

উত্তরাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।

[১]দিবসের মধ্যভাগ অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ বিজয়যাত্রার প্রকৃষ্ট সময়। একে বলে অভিজিৎ মুহূর্ত।

সর্বানীকসমাবৃতাঃ॥ ৫
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব

'আজ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। কাল হস্তা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। হে সুগ্রীব ! আসুন, আজই আমরা সসৈন্যে যাত্রা করি।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি যানি প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
নিহত্য রাবণং সীতামানয়িষ্যামি জানকীম্॥ ৬

'আমি শুভ লক্ষণের যে প্রাদুর্ভাব দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে—আমি রাবণকে হত্যা করে সীতাকে নিয়ে আসব।

উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিমং মম।
বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্॥ ৭

'আমার দক্ষিণ নয়নের উপরিভাগ স্ফুরিত হচ্ছে, এর ফলে আমার বিজয়প্রাপ্তি অভিলাষ সুনিশ্চিত হচ্ছে।'

ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ।
উবাচ রামো ধর্মাত্মা পুনরপ্যর্থকোবিদঃ॥ ৮

তখন বানর সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক সুপূজিত হয়ে অর্থসম্মত বাক্য প্রয়োগে নিপুণ, ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় বললেন—

অগ্রে যাতু বলস্যাস্য নীলো মার্গমবেক্ষিতুম্।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্॥ ৯

'এই সৈন্যদলের অগ্রে একলক্ষ দ্রুতগামী বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নীল পথের সন্ধানে অগ্রসর হউক।

ফলমূলবতা নীল শীতকাননবারিণা।
পথা মধুমতা চাশু সেনাং সেনাপতে নয়॥ ১০

'হে সেনাপতি নীল ! আপনি সৈন্যদের সেই পথে পরিচালনা করবেন, যে পথে রয়েছে ফলমূলের প্রাচুর্য, শীতল ছায়াযুক্ত বনপথ, শীতল জল এবং মধুর আধিক্য।

দূষয়েয়ুর্দুরাত্মানঃ পথি মূলফলোদকম্।
রাক্ষসাঃ পথি রক্ষেথাস্তেভ্যস্ত্বং নিত্যমুদ্যতঃ॥ ১১

'দুরাত্মা রাক্ষসেরা পথিমধ্যে ফল-মূল জল সব বিষিয়ে দিতে পারে, তা থেকে সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য আপনি সদা সতর্ক থাকবেন।

নিম্নেষু বনদুর্গেষু বনেষু চ বনৌকসঃ।
অভিপ্লুত্যাভিপশ্যেয়ুঃ পরেষাং নিহিতং বলম্॥ ১২

'বানরেরা নিম্নভাগে (নীচে অবস্থিত গহ্বরগুলি) দুর্গম বন এবং সাধারণ জঙ্গলগুলি সাবধানে দেখে লাফিয়ে অতিক্রম করবে। দেখবেন শত্রুসৈন্য কোথাও গুপ্তভাবে অবস্থান করছে কি না!

যত্তু ফল্গু বলং কিঞ্চিৎ তদত্রৈবোপপদ্যতাম্।
এতদ্ধি কৃত্যং ঘোরং নো বিক্রমেণ প্রযুজ্যতাম্॥ ১৩

'সৈন্যদের মধ্যে যাঁরা কিঞ্চিৎ হীনবল তাঁরা এখানেই অবস্থান করুন। এই যুদ্ধ বড় ভয়ংকর। আমাদের বলবিক্রমসম্পন্ন সৈনিকদের প্রয়োজন।

সাগরৌঘনিভং ভীমমগ্রানীকং মহাবলাঃ।
কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্তু শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৪

'মহাবলশালী শতসহস্রসংখ্যক বানরশ্রেষ্ঠগণ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ভয়ংকর এবং সুবিশাল বানরসৈন্যদের পরিচালনা করুক।

গজশ্চ গিরিসংকাশো গবয়শ্চ মহাবলঃ।
গবাক্ষশ্চাগ্রতো যাতু গবাং দৃপ্ত ইবর্ষভঃ॥ ১৫

'পর্বতের ন্যায় সুবিশাল হস্তী, মহাবলশালী গবয় এবং গবাক্ষের দল মদমত্ত ষণ্ডের ন্যায় দৃপ্তভাবে বাহিনীর পুরোভাগে অগ্রসর হবে।

যাতু বানরবাহিন্যা বানরঃ প্লবতাং পতিঃ।
পালয়ন্ দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো বানরর্ষভঃ॥ ১৬

'এই বানরবাহিনীর দক্ষিণভাগ রক্ষা করে চলবে বানরদের পালক, বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ।

গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
যাতু বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ॥ ১৭

'বানরবাহিনীর বামভাগ রক্ষা করে অগ্রসর হবে গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্ধর্ষ, বেগশালী গন্ধমাদন।

যাস্যামি বলমধ্যেঽহং বলৌঘমভিহর্ষয়ন্।
অধিরুহ্য হনূমন্তমৈরাবতমিবেশ্বরঃ॥ ১৮

'ইন্দ্র যেমন ঐরাবতে আরোহণ করেন, আমিও তদ্রূপ হনুমানের স্কন্ধারোহণপূর্বক সৈন্যদের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়ে বাহিনীর আনন্দবর্ধন করে অগ্রসর হব।

অঙ্গদেনৈষ সংযাতু লক্ষ্মণশ্চান্তকোপমঃ।
সার্বভৌমেন ভূতেশো দ্রবিণাধিপতির্যথা॥ ১৯

'ধনাধিপতি কুবের যেমন সার্বভৌম নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বিচরণ করেন ; তেমনি যমের ন্যায় পরাক্রমী লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধারোহণপূর্বক যাত্রা করবে।

জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋক্ষরাজো মহাবাহুঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ॥ ২০

'ঋক্ষরাজ মহাবাহু জাম্ববান, সুষেণ এবং বেগদর্শী

নামক বানর — এই তিনজন বানরসেনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করবে।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
ব্যাদিদেশ মহাবীর্যো বানরান্ বানরর্ষভঃ॥ ২১

রামচন্দ্রের বাক্য শুনে মহাবীর, বানরশ্রেষ্ঠ, বাহিনীপতি সুগ্রীব বানরদের যথোচিত আদেশ দিলেন।

তে বানরগণাঃ সর্বে সমুৎপত্য মহৌজসঃ।
গুহাভ্যঃ শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা॥ ২২

তখন মহাবলশালী সেই সমস্ত বানরেরা গুহা থেকে, পর্বতশিখর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এলো।

ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ।
জগাম রামো ধর্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্॥ ২৩

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক পূজিত হয়ে (অনুরুদ্ধ হয়ে) ধর্মাত্মা রামচন্দ্র সসৈন্যে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন।

শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি।
বারণাভৈশ্চ হরিভির্যযৌ পরিবৃতস্তদা॥ ২৪

শত, শত সহস্র, কোটি, অযুত সংখ্যক হস্তীতুল্য বিশালাকৃতিসম্পন্ন বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র অগ্রসর হলেন।

তং যান্তমনুয়ান্তী সা মহতী হরিবাহিনী।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে সুগ্রীবেণাপি পালিতাঃ॥ ২৫

তিনি যাত্রা করলে সেই বিশাল বানরবাহিনী তাঁকে অনুসরণ করলেন। সুগ্রীব কর্তৃক প্রতিপালিত সেই বানরবীরেরা ছিল হৃষ্টপুষ্ট এবং আনন্দিত।

আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্ষ্বেলন্তো নিনদন্তশ্চ জগ্মুর্বৈ দক্ষিণাং দিশম্॥ ২৬

বানরেরা তখন কেউ লাফিয়ে, কেউ বা উচ্ছলভাবে, আবার কেউ বা গর্জন করতে কিংবা খেলতে খেলতে অথবা সিংহের মতো হুঙ্কার করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল।

ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি চ ফলানি চ।
উদ্বহন্তো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ॥ ২৭

তারা সুগন্ধী মধু এবং ফল সেবন করতে করতে এবং পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জরীসমৃদ্ধ বড় বড় বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

অন্যোন্যং সহসা দৃপ্তা নির্বহন্তি ক্ষিপন্তি চ।
পতন্তশ্চোৎপতন্ত্যন্যে পাতয়ন্ত্যপরে পরান্॥ ২৮

বানরেরা সহসা বলদৃপ্ত হয়ে মজা করে একে অপরকে বহন করছিল, নিক্ষেপ করছিল, একে অপরের উপরের গায়ে পড়ছিল, লাফাচ্ছিল এবং অন্যকে বলপূর্বক ভূপতিত করছিল।

রাবণো নো নিহন্তব্যঃ সর্বে চ রজনীচরাঃ।
ইতি গর্জন্তি হরয়ো রাঘবস্য সমীপতঃ॥ ২৯

রামচন্দ্রের সন্নিকটে চলতে চলতে বানরেরা এই বলে গর্জন করছিল, 'আমরা রাবণকে এবং সকল নিশাচরকে হত্যা করব।'

পুরস্তাদৃষভো নীলো বীরঃ কুমুদ এব চ।
পন্থানং শোধয়ন্তি স্ম বানরৈর্বহুভিঃ সহ॥ ৩০

বাহিনীর পুরোভাগে ঋষভ, নীল এবং বীর কুমুদ বহু সংখ্যক বানরের সঙ্গে পথ সংস্কার করছিলেন।

মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ।
বলিভির্বহুভির্ভীমৈর্বৃতঃ শত্রুনিবর্হণঃ॥ ৩১

রাজা সুগ্রীব, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে মধ্যভাগে নিয়ে বহুবলশালী এবং ভীমাকৃতিসম্পন্ন বানরেরা শত্রুনিধনের জন্য চলতে লাগলেন।

হরিঃ শতবলির্বীরঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সর্বামেকো হ্যবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্॥ ৩২

শতবলী নামে এক বানরবীর দশকোটি সংখ্যক বানর নিয়ে একাই সমগ্র বানরবাহিনীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্ষা করছিলেন।

কোটীশতপরীবারঃ কেসরী পনসো গজঃ।
অর্কশ্চ বহুভিঃ পার্শ্বমেকং তস্যাভিরক্ষতি॥ ৩৩

শতকোটি বানরসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কেসরী, পনস, গজ এবং অর্ক নামক বীরেরা বাহিনীর এক একটি দিক রক্ষা করছিলো।

সুষেণো জাম্ববাংশ্চৈব ঋক্ষৈর্বহুভিরাবৃতৌ।
সুগ্রীবং পুরতঃ কৃত্বা জঘনং সংররক্ষতুঃ॥ ৩৪

বহুসংখ্যক ভল্লুকসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সুষেণ এবং জাম্ববান সুগ্রীবকে পুরোভাগে রেখে নিজেরা পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করছিলো।

তেষাং সেনাপতির্বীরো নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
সম্পতন্ প্লবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্ বলং পর্যবারয়ৎ॥ ৩৫

বানরশ্রেষ্ঠ, বীরসেনাপতি সেই বানরদের মধ্যে

মুখ্য নীল সেই বাহিনীকে সম্যক্‌রূপে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

দরীমুখঃ প্রজঙ্ঘশ্চ জম্ভোঽথ রভসঃ কপিঃ।
সর্বতশ্চ যযুর্বীরাস্ত্বরয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্॥ ৩৬

দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভো, রভস প্রভৃতি বানরবীরেরা সর্বতোভাবে বানরদের দ্রুত অগ্রসর হতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

এবং তে হরিশার্দূলা গচ্ছন্তি বলদর্পিতাঃ।
অপশ্যন্ত গিরিশ্রেষ্ঠং সহ্যং গিরিশতায়ুতম্॥ ৩৭

এইভাবে সেই বলোন্মত্ত বানরবীরেরা অগ্রসর হতে লাগল। চলতে চলতে তারা পর্বতশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গযুক্ত সহ্য এবং আশে-পাশে শত-সহস্র পর্বত দেখতে পেল।

সরাংসি চ সুফুল্লানি তটাকানি বরাণি চ।
রামস্য শাসনং জ্ঞাত্বা ভীমকোপস্য ভীতবৎ॥ ৩৮
বর্জয়ন্ নাগরাভ্যাশাংস্তথা জনপদানপি।
সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্ বানরবলং মহৎ॥ ৩৯
নিঃসসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষমিবার্ণবম্।

পথে মনোরম পদ্মফুলে পরিপূর্ণ সুন্দর বহুসংখ্যক সরোবর জলাশয় ছিল। কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের কঠোর আদেশ ছিল যে, গমনপথে কেউ উপদ্রব করবে না এবং পার্শ্ববর্তী কোনো বস্তুর ক্ষতি সাধন করবে না। তাই সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় সুবিশাল ভয়ানক বিকট গর্জনকারী, মহারাবী বানরবাহিনী নগর জনপদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হচ্ছিল।

তস্য দাশরথেঃ পার্শ্বে শূরাস্তে কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৪০
তূর্ণমাপুপ্লুবুঃ সর্বে সদশ্বা ইব চোদিতাঃ।

সেই দশরথনন্দনের পার্শ্বে বানরদের শ্রেষ্ঠ বীরগণ অবস্থান করছিল। তারা প্রেরিত উত্তম অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল।

কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে নরর্ষভৌ॥ ৪১
মহদ্‌ভ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রহাভ্যাং চন্দ্রভাস্করৌ।

বানরদ্বয় দ্বারা স্কন্ধারূঢ় নরশ্রেষ্ঠদ্বয়কে (হনুমান এবং অঙ্গদের দ্বারা স্কন্ধে ধৃত রাম এবং লক্ষ্মণকে) বৃহস্পতি এবং শুক্রের মতো দুই মহাগ্রহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট সূর্য ও চন্দ্রের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ॥ ৪২
জগাম রামো ধর্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্।

তখন বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণের দ্বারা সুপূজিত ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলেন।

তমঙ্গদগতো রামং লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা॥ ৪৩
উবাচ পরিপূর্ণার্থং পূর্ণার্থপ্রতিভানবান্।

অঙ্গদের স্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ কার্যসিদ্ধির মানসে সুনিশ্চিতরূপে সুন্দর বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—

হৃতামবাপ্য বৈদেহীং ক্ষিপ্রং হত্বা চ রাবণম্॥ ৪৪
সমৃদ্ধার্থঃ সমৃদ্ধার্থামযোধ্যাং প্রতিযাস্যসি।
মহান্তি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাঘব॥ ৪৫
শুভানি তব পশ্যামি সর্বাণ্যেবার্থসিদ্ধয়ে।

'হে রাঘব ! আমি ভূমিতে এবং আকাশে সার্বিক সিদ্ধিলাভের সূচনাকারী সুন্দর সুন্দর শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। রাবণকে হত্যা করে আমরা অচিরেই সীতামাতাকে উদ্ধার করব এবং সফল হয়ে সমৃদ্ধশালী অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করব।

অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাং মৃদুহিতঃ সুখঃ॥ ৪৬
পূর্ণবল্গুস্বরাশ্চেমে প্রবদন্তি মৃগাদ্বিজাঃ।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্বা বিমলশ্চ দিবাকরঃ॥ ৪৭
উশনা চ প্রসন্নার্চিরনু ত্বাং ভার্গবো গতঃ।
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্চিষ্মন্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবং সর্বে প্রদক্ষিণম্॥ ৪৮

'দেখুন, সৈন্যদের অনুভাবো মৃদু, হিতকর, সুখপ্রদ এবং মঙ্গলময় বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। পশু পাখিরা সুমধুর স্বরে শব্দ এবং কূজন করছে। নির্মল সূর্যের প্রকাশে সকল দিক প্রসন্ন। আপনার পশ্চাতে প্রকাশিত ভৃগুনন্দন শুক্রের কিরণ অতি মনোরম। শুদ্ধ সপ্তর্ষিগণ এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মরাশি (ধ্রুবতারা) উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান। সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করছে।

ত্রিশঙ্কুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ।
পিতামহঃ পুরোঽস্মাকমিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্॥ ৪৯

'ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে আমাদের অগ্রভাগে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান।

বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে।
নক্ষত্রং পরমস্মাকমিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্॥ ৫০

'ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজাদের পক্ষে সর্বোত্তম বিশাখানামক নক্ষত্রযুগল নিরুপদ্রব হয়ে নির্মলরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

নৈর্ঋতং নৈর্ঋতানাং চ নক্ষত্রমতিপীড্যতে।
মূলো মূলবতা স্পৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা।। ৫১

'রাক্ষসদের মূল নামক নক্ষত্র—যার দেবতা হলেন নির্ঋতি। সেই দেবতা মূলনক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক ধূমকেতুর স্পর্শে অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে।

সর্বং চৈতদ্ বিনাশায় রাক্ষসানামুপস্থিতম্।
কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্।। ৫২

'রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এই সমস্ত কিছু উপস্থিত হয়েছে। যাদের বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তাদেরই নক্ষত্র সময়ানুসারে গ্রহ-পীড়িত হয়।

প্রসন্নাঃ সুরসাশ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ।
প্রবান্তি নাধিকা গন্ধা যথর্তুকুসুমা দ্রুমাঃ।। ৫৩

'বনভূমি স্বচ্ছ সুপেয় জল এবং ফলে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বৃক্ষসমূহ ঋতু অনুসারে পুষ্পসমৃদ্ধ। সুগন্ধী বায়ু মন্দ-মধুর গতিতে প্রবহমান।

ব্যূঢানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেঽধিকং প্রভো।
দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।
এবমার্য সমীক্ষ্যৈতৎ প্রীতো ভবিতুমর্হসি।। ৫৪

'হে প্রভু ! ব্যূহবদ্ধ বানরসৈন্যরা খুবই সুশোভিত। তারকাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে দেবসৈন্যদের ন্যায় এই বানরসৈন্য শোভায়মান। হে আর্য ! এই সমস্ত শুভ লক্ষণ দেখে আপনারও প্রীত হওয়া উচিত।'

ইতি ভ্রাতরমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।
অথাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী।। ৫৫

হৃষ্ট সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যখন এইভাবে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করছিলেন ; তখন বানরবাহিনী সেই স্থানের ভূমিকে আবৃত করে অগ্রসর হচ্ছিল।

ঋক্ষবানরশার্দূলৈর্নখদংষ্ট্রায়ুধৈরপি ।
করাগ্রৈশ্চরণাগ্রৈশ্চ বানরৈরুদ্ধতং রজঃ।। ৫৬

এই বাহিনীতে ছিল কিছু ভল্লুক এবং সিংহের ন্যায় পরাক্রমী, নখ-দন্ত বিশিষ্ট কিছু বানর। এইসব সৈন্যরা তাদের হাত-পায়ের আঙুলের দ্বারা চতুর্দিক ধূলিধূসরিত করে অগ্রসর হচ্ছিল।

ভীমমন্তর্দধে লোকং নিবার্য সবিতুঃ প্রভাম্।
সপর্বতবনাকাশং দক্ষিণাং হরিবাহিনী।। ৫৭
ছাদয়ন্তী যযৌ ভীমা দ্যামিবাম্বুদসন্ততিঃ।

উড্ডীয়মান ভয়ানক ধূলিরাশি পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে সূর্যের কিরণকে ম্লান করে দিল। বানরবাহিনী দক্ষিণদিকের বন, পর্বত, আকাশ আবৃত করে এগিয়ে চলেছে। যেন পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশকে আবৃত করে এগিয়ে চলেছিল।

উত্তরন্ত্যাশ্চ সেনায়াঃ সততং বহুযোজনম্।। ৫৮
নদীস্রোতাংসি সর্বাণি সস্যন্দুর্বিপরীতবৎ।

বানরসেনারা যখন নদী পার হচ্ছিল, তখন বহু যোজন দূর পর্যন্ত নদীর স্রোত বিপরীতমুখী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

সরাংসি বিমলাম্ভাংসি দ্রুমাকীর্ণাংশ্চ পর্বতান্।। ৫৯
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ।
মধ্যেন চ সমন্তাচ্চ তির্যক্ চাধশ্চ সাবিশৎ।। ৬০
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।

নির্মল জলবিশিষ্ট সরোবরসমূহ, বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বতরাজি, সমতলভূমি, ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ বনভূমি —এই সবকিছুর মধ্যে, চারদিকে, নীচে এবং উপরে সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে এই সুবিশাল বানরবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল।

তে হৃষ্টবদনাঃ সর্বে জগ্মুর্মারুতরংহসঃ।। ৬১
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ।

পবনবেগতুল্য সেই সমস্ত বানরদের মুখে আনন্দের প্রকাশ। শ্রীরামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির জন্য তারা বিক্রম প্রকাশ করছিল।

হর্ষং বীর্যং বলোদ্রেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্।। ৬২
যৌবনোৎসেকজাদ্ দর্পাদ্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি।

তারা পরস্পরকে আনন্দ, বিক্রম এবং বল প্রকাশ করে দেখাচ্ছিল। যৌবনের উৎসাহ, উত্তেজনা এবং দর্পবশতঃ তারা বিবিধ ধ্বনি প্রকাশ করছিল।

তত্র কেচিদ্ দ্রুতং জগ্মুরুৎপেতুশ্চ তথাপরে।। ৬৩
কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুর্বানরা বনগোচরাঃ।
প্রাস্ফোটয়ংশ্চ পুচ্ছানি সন্নিজঘ্নুঃ পদান্যপি।। ৬৪

তাদের মধ্যে কেউ ভূমিতে অতি দ্রুতবেগে আবার কেউ বা আকাশপথে উড্ডীয়মান অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিল। কোনো কোনো বনবাসী বানর হর্ষধ্বনি করছিল, কেউ বা লেজ আছড়াচ্ছিল। আবার কেউ বা পা দিয়ে মাটিতে

দাপাচ্ছিল।

ভুজান্ বিক্ষিপ্য শৈলাংশ্চ দ্রুমানন্যে বভঞ্জিরে।
আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গাণি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ॥ ৬৫

বাহু প্রসারিত করে কেউ বা বৃক্ষগুলি এবং পর্বতগুলি বিচূর্ণ করছিল। পর্বতে বিচরণকারী বহু বানর পর্বতশিখরে আরোহণ করছিল।

মহানাদান্ প্রমুঞ্চন্তি ক্ষ্বেড়ামন্যে প্রচক্রিরে।
উরুবেগৈশ্চ মমৃদুর্লতাজালান্যনেকশঃ॥ ৬৬

কেউ ভয়ংকর গর্জন করছিল, কেউ বা সিংহনাদ করছিল। কারও বা জঙ্ঘার বেগে অর্থাৎ জঙ্ঘার আঘাতে বহুবিধ লতাজাল নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

জৃম্ভমাণাশ্চ বিক্রান্তা বিচিক্রীড়ুঃ শিলাদ্রুমৈঃ।
ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ সহস্রশঃ॥ ৬৭
বানরাণাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎপরিবৃতা মহী।

মহাপরাক্রমী বানরেরা আলস্য সহকারে (হাই তুলতে তুলতে) প্রস্তর এবং বৃক্ষ নিয়ে খেলা করছিল। তখন শত-সহস্র, সহস্র কোটি সংখ্যক ভয়ানক বানর পরিবৃত পৃথিবীকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সা স্ম যাতি দিবারাত্রং মহতী হরিবাহিনী॥ ৬৮
প্রহৃষ্টমুদিতাঃ সর্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ।
বানরাস্ত্বরিতা যান্তি সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
প্রমোক্ষয়িষবঃ সীতাং মুহূর্তং ক্বাপি নাবসন্॥ ৬৯

সেই সুবিশাল বানরবাহিনী দিন-রাত এক করে চলতে লাগল। সুগ্রীবের দ্বারা পালিত সেই বানরেরা ছিল অত্যন্ত প্রসন্ন এবং হৃষ্ট-পুষ্ট। যুদ্ধকে অভিনন্দনকারী সেই বীর বানরেরা সীতামাতাকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য মুহূর্তকালও বিলম্ব না করে দ্রুতগতিতে চলতে থাকল।

ততঃ পাদপসম্বাধং নানাবনসমায়ুতম্।
সহ্যপর্বতমাসাদ্য বানরাস্তে সমারুহন্॥ ৭০

অনন্তর বিবিধ বৃক্ষ সমৃদ্ধ এবং নানা বনে সুশোভিত সহ্য পর্বতে এসে বানরেরা সেই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করল।

কাননানি বিচিত্রাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
পশ্যন্নপি যযৌ রামঃ সহ্যস্য মলয়স্য চ॥ ৭১

সহ্যপর্বত এবং মলয় পর্বতের বিচিত্র বনভূমি, নদী এবং ঝরণাগুলি দেখতে দেখতে শ্রীরামচন্দ্র চলতে লাগলেন।

চম্পকাংস্তিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিন্দুবারকান্।
তিনিশান্ করবীরাংশ্চ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭২

বানরেরা চম্পক, তিলক, আম্র, অশোক, সিন্ধুবার, তিনিশ, করবী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষগুলি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

অঙ্কোলাংশ্চ করঞ্জাংশ্চ প্লক্ষন্যগ্রোধপাদপান্।
জম্বূকামলকান্ নীপান্ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭৩

অঙ্কোল, করঞ্জ, পাকুড়, বট, জাম, আমলকী এবং কদম্ব বৃক্ষগুলিও বানরেরা ভাঙছিল।

প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্॥ ৭৪

রমণীয় প্রস্তরগুলিতে নানাবিধ বন্য বৃক্ষগুলি বায়ুবেগে আন্দোলিত হয়ে তাদের উপর পুষ্পবর্ষণ করছিল।

মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
ষট্‌পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু॥ ৭৫

বনে মধুর সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ ভ্রমরের গুঞ্জনের সাথে সাথে চন্দনের ন্যায় শীতল সুখস্পর্শী বায়ু বয়ে যাচ্ছিল।

অধিকং শৈলরাজস্তু ধাতুভিস্তু বিভূষিতঃ।
ধাতুভ্যঃ প্রসৃতো রেণুর্বায়ুবেগেন ঘট্টিতঃ॥ ৭৬
সুমহদ্বানরানীকং ছাদয়ামাস সর্বতঃ।

সেই পর্বতরাজ গৈরিক ধাতুসমূহ দ্বারা অধিক বিভূষিত। বায়ুর বেগে চালিত হয়ে ধাতুর রেণুগুলি নির্গত হয়েছিল। ধাতুমিশ্রিত ধূলিকণা দ্বারা সুবিশাল বানরবাহিনী সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছিল।

গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু সর্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতাঃ॥ ৭৭
কেতক্যঃ সিন্দুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৭৮

রমণীয় পার্বত্য সানুদেশের সর্বত্র মনোরম কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী প্রভৃতি পুষ্পিতা লতার সমারোহ; সুগন্ধে পরিপূর্ণ মাধবীলতা ফুল এবং কুন্দফুলের ভারে নত।

চিরিবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
রঞ্জকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ॥ ৭৯

চিরিবিল্ব, মধূক (মহুয়া), বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক,

তিলক এবং নাগকেশরের বৃক্ষগুলি পুষ্পে পরিপূর্ণ।

চূতাঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
মুচুলিন্দার্জুনাশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্তথা॥ ৮০
হিন্তালাস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্তথা।
নীলাশোকাশ্চ সরলা অঙ্কোলাঃ পদ্মকাস্তথা॥ ৮১

আম, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিশু, কুটজ, হেঁতাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল অশোক, সরল, অঙ্কোল, পদ্মক প্রভৃতি বৃক্ষে সুন্দর সুন্দর ফুলের সমারোহ।

প্রীয়মাণৈঃ প্লবংগৈস্তু সর্বে পর্যাকুলীকৃতাঃ।
বাপ্যস্তস্মিন্ গিরৌ রম্যাঃ পল্বলানি তথৈব চ॥ ৮২
চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণ্ডবনিষেবিতাঃ।
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সংকীর্ণা বরাহমৃগসেবিতাঃ॥ ৮৩

আনন্দিত বানরেরা সেই সব বৃক্ষগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল (গাছের ডালে লাফিয়ে, দোল খেয়ে, ফুলপাতা ছিঁড়ে গাছগুলিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল)। সেই পর্বতে ছিল ছোট ছোট রমণীয় জলাশয়। সেই স্থান চক্রবাকদের বিচরণভূমি এবং জলহংসদের নিবাসভূমি। জলাশয়গুলি ছিল ক্রৌঞ্চ এবং পানকৌড়ি দ্বারা সমাকীর্ণ, শূকর এবং হরিণরা সেই জল পান করত।

ঋক্ষৈস্তরক্ষুভিঃ সিংহৈঃ শার্দূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ॥ ৮৪

ভল্লুক, নেকড়েবাঘ, সিংহ এবং ভয়ানক বাঘ তথা বহু দুষ্ট ভয়ানক হাতি জলাশয়ের সমস্ত দিকের জল পান করে।

পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা।
বারিজৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ রম্যাস্তত্র জলাশয়াঃ॥ ৮৫

প্রস্ফুটিত, সুগন্ধযুক্ত পদ্ম, কুমুদ (শাপলা), নীলপদ্ম তথা নানাবিধ জলজ পুষ্পের দ্বারা জলাশয়গুলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তস্য সানুষু কূজন্তি নানাদ্বিজগণাস্তথা।
স্নাত্বা পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীড়ন্তি বানরাঃ॥ ৮৬

পর্বতের সানুদেশ ছিল নানাবিধ পাখির কূজনে মুখরিত। বানরেরা সেই সরোবরের জলে স্নান ও পান করে খেলা করছিল।

অন্যোন্যং প্লাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি মূলানি কুসুমানি চ॥ ৮৭
বভঞ্জুর্বানরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ।
দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লম্বমানানি বানরাঃ॥ ৮৮
যযুঃ পিবন্তঃ হৃষ্টাস্তে মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।

বানরেরা একে অপরের প্রতি জল নিক্ষেপ করছিল। তারা পর্বতে আরোহণ করে সেই স্থানের বৃক্ষরাজি, অমৃততুল্য সুগন্ধী, ফল-মূল, পুষ্পসমূহ তছনছ করে দিলো। মধুর মতো পিঙ্গল বর্ণের বানরেরা মদমত্ত হয়ে বৃক্ষে দোদুল্যমান দ্রোণ পরিমাণ মৌচাকগুলি বিপর্যস্ত করে তুলল। সেই মধু পান করে তারা আনন্দিত হল।

পাদপানবভঞ্জন্তো বিকর্ষন্তস্তথা লতাঃ॥ ৮৯
বিধমন্তো গিরিবরান্ প্রযযু প্লবগর্ষভাঃ।

বড়ো বড়ো বানরেরা বৃক্ষগুলিকে ভেঙ্গে এবং লতাগুলি টেনে ছিঁড়ে সুবিশাল পর্বতরাজি তোলপাড় করে দ্রুতবেগে অগ্রসর হল।

বৃক্ষেভ্যোঽন্যে তু কপয়ো নদন্তো মধু দর্পিতাঃ॥ ৯০
অন্যে বৃক্ষান্ প্রপদ্যন্তে প্রপিবন্ত্যপি চাপরে।

গাছ থেকে অপর বানরেরা মধুর ছত্র ভেঙ্গে গর্জন করছিল। কিছু সংখ্যক বানর বৃক্ষে আরোহণ করতে লাগলো ; কেউ বা মধুপান করছিল।

বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কমলকেদারৈঃ পক্বৈরিব বসুন্ধরা॥ ৯১

সেই বানর শ্রেষ্ঠদের দ্বারা সমগ্র ভূমি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। পাকা কলম ধানের দ্বারা পরিপূর্ণ ক্ষেতের মতো শোভা ধারণ করল সেই ভূমি।

মহেন্দ্রমথ সম্প্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্॥ ৯২

কমললোচন, মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। বৃক্ষশোভিত সেই পর্বতের শিখরে তিনি আরোহণ করলেন।

ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাত্মজঃ।
কূর্মমীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্॥ ৯৩

দশরথনন্দন শ্রীরাম মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে আরোহণ করে কূর্ম এবং মৎস্যে পরিপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলেন।

তে সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ং চ মহাগিরিম্।
আসেদুরানুপূর্ব্যেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্॥ ৯৪

তিনি সহ্যাদ্রি, মলয় পর্বত এবং মহাগিরি মহেন্দ্রকে

অতিক্রম করে সমুদ্রের নিকটবর্তী হয়ে তার ভয়ংকর শব্দ শুনতে পেলেন।

অবরুহ্য জগামাশু বেলাবনমনুত্তমম্‌।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ৯৫

পর্বত থেকে অবরোহণ করে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই সাগরবেলার অত্যুত্তম রমণীয় বনে এসে উপস্থিত হবেন।

অথ ধৌতোপলতলাং তোয়ৌঘৈঃ সহসোত্থিতৈঃ।
বেলামাসাদ্য বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৯৬

সহসা উত্থিত তরঙ্গ সমুদ্র তটবর্তী প্রস্তরখণ্ড ধৌত করছিল। শ্রীরামচন্দ্র সুবিশাল বেলাভূমিতে এসে বললেন—

এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্‌।
ইহেদানীং বিচিন্তা সা যা নঃ পূর্বমুপস্থিতা॥ ৯৭

'সুগ্রীব ! আমরা সকলে এখন সমুদ্রকে লাভ করেছি অর্থাৎ সমুদ্রের নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছি। যে চিন্তা (সাগর লঙ্ঘনের) আমাদের মনে পূর্বেই এসেছিল তা এখন পুনরায় উপস্থিত হল।

অতঃ পল্লমতীরোহয়ং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ।
ন চায়মনুপায়েন শক্যস্তরিতুমর্ণবঃ॥ ৯৮

'এই সরিৎপতি মহাসমুদ্রের কোনো কূল নেই। এখন সমুচিত কোনো উপায় ব্যতীত এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করা যাবে না।

তদিহৈব নিবেশোহস্তু মন্ত্রঃ প্রস্তূয়তামিহ।
যথেদং বানরবলং পরং পারমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৯

'তাহলে, এইস্থানেই সৈন্য সমাবেশ হোক ; আমরা এখানেই প্রস্তুতির পরামর্শ করি, যাতে এই বানরসৈন্য সমুদ্রলঙ্ঘনে সক্ষম হয়।'

ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্শিতঃ।
রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ৎ তদা॥ ১০০

এইভাবে সীতার বিরহে শোকার্ত মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন।

সর্বাঃ সেনা নিবেশ্যন্তাং বেলায়াং হরিপুঙ্গব।
সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে॥ ১০১

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত সেনাদের এই সাগরবেলায় সন্নিবেশিত করুন। এই সমুদ্র লঙ্ঘনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।

স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎসৃজ্য মা চ কশ্চিৎ কুতো ব্রজেৎ।
গচ্ছন্তু বানরাঃ শূরা জ্ঞেয়ং ছন্নং ভয়ং চ নঃ॥ ১০২

'নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীকে ছেড়ে বানরসেনাপতিরা যেন কোথাও না যান। সমস্ত বীর বানরসেনারা যথাস্থানে গমন করুন ; সকলেই জেনে রাখুন যে রাক্ষসদের দল গুপ্তভাবে আমাদের মধ্যে ভয় উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করবে।'

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সেনাং নিবেশয়ৎ তীরে সাগরস্য দ্রুমায়ুতে॥ ১০৩

রামচন্দ্রের কথা শুনে লক্ষ্মণ সহ সুগ্রীব বৃক্ষশোভিত সমুদ্রতীরে সেনা সন্নিবেশ করলেন।

বিররাজ সমীপস্থং সাগরস্য চ তদ্‌ বলম্‌।
মধুপাণ্ডুজলঃ শ্রীমান্‌ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ॥ ১০৪

সমুদ্রতটে সন্নিবিষ্ট সেই বানর সেনাবাহিনী মধুর মতো পিঙ্গলবর্ণের জলপূর্ণ দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করেছিল।

বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ।
নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাঙ্ক্ষমাণা মহোদধেঃ॥ ১০৫

সমুদ্র তীরবর্তী বনে উপস্থিত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠগণ সমুদ্রের অপর পারে যাওয়ার অভিলাষ নিয়ে সমবেত হল।

তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসন্নাহনিঃস্বনঃ।
অন্তর্ধায় মহানাদমর্ণবস্য প্রশুশ্রুবে॥ ১০৬

সেই স্থানে সন্নিবিষ্ট বানরসেনাদের মহাকলরবে মহাসমুদ্রের গম্ভীর গর্জন অন্তর্হিত হল।

সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবেণাভিপালিতা।
ত্রিধা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্থপরাভবৎ॥ ১০৭

সুগ্রীবের দ্বারা প্রতিপালিত শ্রীরামচন্দ্রের অভীষ্ট সাধনকামী সেই বানরবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে সন্নিবেশিত করা হল।

সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্‌॥ ১০৮

সেই বানরবাহিনী মহাসমুদ্রের নিকটে পৌঁছে বায়ুবেগে কম্পিত হয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত হল।

দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্‌।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ॥ ১০৯

বহুদূরে সমুদ্রের অপরপারে রাক্ষসদের নিবাস; সঙ্গে সম্বন্ধহীন এই পারে বসে বানর যূথপতিগণ সমুদ্রকে

দেখতে লাগলেন।

চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ॥ ১১০
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণং তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ॥ ১১১

ভয়ানক কুপিত হাঙর, কুমীরে পরিপূর্ণ, তিমি প্রভৃতি মহামৎস্যে আকীর্ণ সেই সমুদ্র দিবসের অন্তে রাত্রির প্রারম্ভে তার ঊর্মিমালায় যেন নৃত্যরত এবং ফেনাপ্রবাহ হাস্যরত। চন্দ্রোদয়ের পরে সমুদ্ভূত জোয়ারের আকর্ষণে বায়ুর বেগ হয়েছে জলজন্তুদের ন্যায় ভয়ংকর।

দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্॥ ১১২

সেই বরুণালয় দীপ্ত ফণাবিশিষ্ট সর্পে, বিশালাকায় জলজন্তু এবং নানাবিধ পাহাড়ে ব্যাপ্ত দেখাচ্ছিল।

সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ।
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ॥ ১১৩

রাক্ষসদের নিবাসভূমি এবং সেখানে যাওয়ার পথ এই অতলসমুদ্র অতি দুর্গম। বিশালাকৃতিসম্পন্ন সর্প এবং কুম্ভীর পরিপূর্ণ, বায়ুর বেগে আন্দোলিত, আনন্দিত তরঙ্গমালা অবিরামভাবে উৎপতিত এবং নিপতিত হচ্ছে।

অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা॥ ১১৪
সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরং চাম্বরং চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত॥ ১১৫

সর্পের উজ্জ্বল ফণার ন্যায় দীপ্ত জলরাশি অগ্নিকণার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের তলদেশে পাতালে সর্বদা ভয়ানক অসুরদের বাস। আকাশকে সমুদ্রের মতো এবং সমুদ্রকে আকাশের তুল্য মনে হচ্ছে। আকাশ এবং সমুদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তং চ নভোঽম্ভসা।
তাদৃগ্রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে॥ ১১৬

জল যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে ; আবার আকাশও জলের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। সেইজন্য আকাশের তারা এবং সমুদ্রের রত্নকে একই মনে হচ্ছে।

সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ।
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ॥ ১১৭

আকাশে মেঘের ঘনঘটা এবং সমুদ্রে বিস্তৃত তরঙ্গমালা। অতএব সমুদ্র এবং আকাশ এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হচ্ছে না।

অন্যোন্যৈরহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ।
ঊর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য ইবাম্বরে॥ ১১৮

সিন্ধুরাজের ঊর্মিমালা একে অপরের ওপর তরঙ্গায়িত হয়ে গগনে বাদনরত মহাভেরীর ন্যায় ভীষণ শব্দ উত্থিত হচ্ছে।

রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা।
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্॥ ১১৯

রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ এবং জলজন্তু সমাকীর্ণ জলরাশি বায়ু তাড়িত হয়ে যেন ক্রুদ্ধভাবে উচ্ছলিত হচ্ছে।

দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্।
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রবলান্তমিবোর্মিভিঃ॥ ১২০

মহাত্মা বানরসেনারা বাতাহত যে সমুদ্রকে দেখেছিল, সে যেন বায়ুর আঘাতে গগনে উত্থিত হয়ে তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করছিল।

ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশুঃ স্থিতাঃ।
ভ্রান্তোর্মিজালসন্নাদং প্রলোলমিব সাগরম্॥ ১২১

সাগরের জল ঘূর্ণায়মান, গর্জনরত এবং তীব্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তাই দেখে বানরেরা বিস্মিতচিত্তে স্থির হয়ে গেলো।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের শোক এবং বিলাপ

সা তু নীলেন বিধিবৎস্বারক্ষা সুসমাহিতা।
সাগরস্যোত্তরে তীরে সাধু সা বিনিবেশিতা॥ ১

নীল, সেই বানরবাহিনীকে বিধিসম্মতভাবে সমুদ্রের উত্তরতীরে সন্নিবিষ্ট করেছিল এবং তাদের সুন্দরভাবে রক্ষার ব্যবস্থাও করছিল।

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তত্র বানরপুঙ্গবৌ।
বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থং সর্বতোদিশম্॥ ২

দুই বানরবীর মৈন্দ এবং দ্বিবিদ উভয়ে সেই সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য সবদিকে বিচরণ করছিল।

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়া তীরে নদনদীপতেঃ।
পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩

নদ-নদীদের প্রভু সেই সমুদ্রের তীরে সমবিষ্ট সৈন্যদের দেখে শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্বে অবস্থিত লক্ষ্মণকে বললেন—

শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্ধতে॥ ৪

'বলা হয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকও ক্রমশ দূরীভূত হয় ; কিন্তু আমার কান্তাকে না দেখে দিনে দিনে আমার দুঃখ বেড়েই চলেছে।

ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ততে॥ ৫

'আমার প্রিয়া আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থিতা সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তিনি অপহৃতা হয়েছেন বলেও আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁর জীবন-কাল (বাঁচার অবধি) অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে—সেইজন্যই আমি শোকাহত।

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ ৬

'হে বায়ু ! যেখানে আমার কান্তা অবস্থিতা সেথায় গিয়ে তাকে স্পর্শ করে এসে আমাকে স্পর্শ করো। এইভাবে তুমি আমার গাত্র স্পর্শ করলে ; চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টিসংযোগের ন্যায় আমার শরীর শীতল হবে।

তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং পীতমিবাশয়ে।
হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা যদব্রবীৎ॥ ৭

'অপহরণের সময় আমার প্রিয়া যেমন করে 'হা নাথ' বলে চিৎকার করেছিল তা আমার শরীরে বিষপানের ন্যায় প্রদাহ সৃষ্টি করছে।

তদ্‌বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চিষা।
রাত্রিংদিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা॥ ৮

'তাঁর বিয়োগব্যথা যেন ইন্ধন স্বরূপ, তাঁর চিন্তা উজ্জ্বল অগ্নিশিখাতুল্য ; তাই দিন-রাত আমার শরীর সেই প্রেমাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হচ্ছে।

অবগাহ্যার্ণবং স্বপ্স্যে সৌমিত্রে ভবতা বিনা।
এবং চ প্রজ্বলন্ কামো ন মা সুপ্তং জলে দহেৎ॥ ৯

'হে সৌমিত্র ! তুমি এখানেই উপবেশন করো। আমি সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শয়ন করবো। এইভাবে জলে শয়ন করলে, প্রজ্জ্বলিত প্রেমাগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারবে না।

বহ্বেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্।
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ॥ ১০

'আমি এবং সেই বামারু সীতা একই ধরণীতে আশ্রয় নিয়ে আছি। তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণকারী আমার পক্ষে এটিই যথেষ্ট। মাত্র এটুকু সম্বল করেও আমি বেঁচে থাকতে পারব।

কেদারস্যেবাকেদারঃ সোদকস্য নিরূদকঃ।
উপস্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যচ্ছৃণোমি তাম্॥ ১১

'ধান্যক্ষেত্রের জল শুষ্ক হয়ে গেলেও শস্য যেমন রসহীন হয়ে যায় না, (কোনরকমে গাছ বেঁচে থাকে) আমিও তেমনি সীতার জীবন ধারণের কথা শুনে বেঁচে থাকতে পারব।

কদা নু খলু সুশ্রোণীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিজিত্য শত্রূন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং স্ফীতামিব শ্রিয়ম্॥ ১২

'কবে আমি শত্রুকে জয় করে সমৃদ্ধশালিনী, কমললোচনা, সুমধ্যমা সীতাকে দর্শন করব ?

কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যা পদ্মমিবাননম্।

ঈষদুন্নাম্য পাস্যামি রসায়নমিবাতুরঃ॥ ১৩

'রোগী যেমন ঔষধ পান করে আমিও তেমনি করে সেই সুন্দর দন্ত-ওষ্ঠবিশিষ্টা পদ্মাননা সীতার মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করে অধরসুধা পান করবো ?

তৌ তস্যাঃ সহিতৌ পীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ।
কদা ন খলু সোৎকম্পৌ শ্লিষ্যন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ॥ ১৪

'কবে সেই সুন্দরী সীতা তাঁর তালফলের ন্যায় বর্তুল এবং আশ্লেষে উৎকম্পিত স্তনযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করবেন ?

সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী।
অনাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি॥ ১৫

'যাঁর অক্ষির প্রান্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ সেই সীতা ;—আমি যাঁর স্বামী, সেই সতী আজ অনাথের ন্যায় রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে আছেন। কোনও ত্রাণকর্তাই তাঁর কাছে যাচ্ছে না।

কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া।
রাক্ষসীমধ্যগা শেতে স্নুষা দশরথস্য চ॥ ১৬

'জনক রাজার কন্যা, আমার পত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ কেমন করে রাক্ষসীদের মধ্যে শয়ন করছে?

অবিক্ষোভ্যাণি রক্ষাংসি সা বিধূয়োৎপতিষ্যতি।
বিধূয় জলদান্ নীলান্ শশিলেখা শরৎস্বিব॥ ১৭

'শরৎকালে নীলমেঘমালাকে অপসারিত করে যেমন চন্দ্রের উদয় হয়, তেমনি সীতাও কবে আমার দ্বারা সব রাক্ষসদের বধ করিয়ে পুনরায় প্রকাশিতা হবেন।

স্বভাবতনুকা নূনং শোকেনানশনেন চ।
ভূয়স্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্যয়াৎ॥ ১৮

'স্বভাবকৃশা সীতা দেশকালের বিপর্যয়ে শোকে এবং অনশনে নিশ্চয়ই অধিক কৃশাঙ্গী হয়ে পড়েছেন।

কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্।
শোকং প্রত্যাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্॥ ১৯

'কবে সেই রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষে তীরনিক্ষেপ করে আমার এবং সীতার মানসিক ক্লেশ দূরীভূত করবো।

কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্॥ ২০

'দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী সতী-সাধ্বী সীতা কবে উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে আনন্দাশ্রু মোচন করবে ?

কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজম্।
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা॥ ২১

'মৈথিলীর বিয়োগব্যথাজনিত এই ভয়ানক শোককে কবে মলিন বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করতে পারব ?'

এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ।
দিনক্ষয়ান্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগমৎ ॥ ২২

সেইখানে বুদ্ধিমান রামচন্দ্র এমনভাবে বিলাপ করছিলেল এবং দিবাবসানে মন্দ কিরণযুক্ত সূর্যদেব অস্ত গেলেন।

আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত।
স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ॥ ২৩

পদ্মনয়না সীতার চিন্তারত শোকাকুল রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যাবন্দনায় রত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাবণ কর্তৃক যথোচিত পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রিগণকে অনুরোধ

লঙ্কায়াং তু কৃতং কর্ম ঘোরং দৃষ্ট্বা ভয়াবহম্।
রাক্ষসেন্দ্রো হনুমতা শক্রেণেব মহাত্মনা।
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ১

ইন্দ্রের তুল্য মহাত্মা হনুমান লঙ্কায় ঘোর ভয়াবহ কর্ম করেছিলেন, তা দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ লজ্জায় নতমস্তক হয়ে অন্য সব রাক্ষসদের বললেন—

ধর্ষিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুষ্প্রসহা পুরী।
তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী॥ ২

'হে রাক্ষসগণ ! সেই একটিমাত্র বানর দুর্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সেটিকে বিধ্বস্ত করে এবং জানকী সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেল।

প্রাসাদো ধর্ষিতশ্চৈত্যঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ।
আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্বা হনুমতা কৃতা॥ ৩

'শুধু তাই নয়, হনুমান সমস্ত লঙ্কাপুরীকে কলুষিত করেছে, প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরদের হত্যা করে প্রাসাদ এবং যজ্ঞশালা ধ্বংস করেছে।

কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্।
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতং চ সুকৃতং ভবেৎ॥ ৪

'তোমাদের মঙ্গল হোক ! এখন আমার কী করা উচিত ? কী যুক্তিযুক্ত হবে ? আপনারা তাই বলুন, যা আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

মন্ত্রমূলং চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।
তস্মাদ্ বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ॥ ৫

'মনীষীগণ বলেন যে, বিজয়লাভের মূল হল মন্ত্রণা ; (পরামর্শ দান এবং গ্রহণ) অতএব হে বলশালীগণ ! রামচন্দ্রের বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ জানতে চাইছি।

ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেষাং তু সমবেতানাং গুণদোষৌ বদাম্যহম্॥ ৬

'পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম, অধম—এই ত্রিবিধ পুরুষ আছেন ; তাঁদের সকলের গুণ এবং দোষের কথা আমি বলছি।

মন্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ॥ ৭
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্মারম্ভান্ প্রবর্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৮

'মন্ত্রণা তিন প্রকার লক্ষ্মণযুক্ত হয় ; যিনি মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ বন্ধু অথবা সুখ-দুঃখের সমান ভাগীদার বন্ধুর চেয়েও বড় হিতকামী মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মারম্ভ করেন এবং দৈব সহায়তা লাভে যত্নবান হন— তিনিই উত্তমজন।

একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্॥ ৯

'যিনি একাই কর্তব্য বিচার করেন এবং একাই ধর্মে মনঃসংযোগ করে সকল কর্ম নিজেই সম্পাদন করেন তিনিই মধ্যমপুরুষ।

গুণদোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ॥ ১০

'যিনি গুণ-দোষ বিচার না করে, দৈবেরও আশ্রয় ত্যাগ করে কার্য করেন এবং এইরূপ চিন্তা করেও কার্য শুরু করে পরে ত্যাগ করেন, তিনিই অধমপুরুষ।

যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধমমধ্যমঃ॥ ১১

'যেমন পুরুষদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ব্যক্তি হয়ে থাকেন ; তেমনি মন্ত্রণার মধ্যেও আছে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—এই ত্রিবিধ ভেদ রয়েছে।

ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্॥ ১২

'যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে সেইমতো বিচার করে একমত হয়ে মন্ত্রণায় উপনীত হন, সেই মন্ত্রণাই হল উত্তম মন্ত্রণা।

বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥ ১৩

'যেখানে মন্ত্রীরা বহুমতাবলম্বী হয়েও আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে উপনীত হন, সেই মন্ত্রণাই হল মধ্যম মন্ত্রণা।

অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে॥ ১৪

'যেখানে বিভিন্ন মত আশ্রয় করে প্রত্যেকেই

বাদানুবাদপূর্বক ভাষণ করেন ; যেখানে ঐক্যমতে পৌঁছান গেলেও যেখানে পরিণাম মঙ্গলময় হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে—সেই মন্ত্রণা হল অধম-মন্ত্রণা।

তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।
কার্যং সম্প্রতিপদ্যন্তমেতৎ কৃত্যং মতং মম॥ ১৫

'আপনারা হলেন উত্তমবুদ্ধি সম্পন্ন অতএব আমার অভিমত হল ভালোভাবে পরামর্শ করে আপনারা আশু কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

বানরাণাং হি ধীরাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ।
রামোঽভ্যেতি পুরীং লঙ্কামস্মাকমুপরোধকঃ॥ ১৬

'(মন্ত্রণার প্রয়োজনের কারণ হল) রামচন্দ্র সহস্র-সহস্র বীর বানরদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের লঙ্কাপুরীকে আক্রমণ করতে আসছেন।

তরিষ্যতি চ সুব্যক্তং রাঘবঃ সাগরং সুখম্।
তরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ॥ ১৭

'সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রঘুনন্দন অনুজ লক্ষ্মণ এবং সৈন্যবাহিনী সহ শীঘ্রই অনায়াসে সমুদ্র অতিক্রম করবেন।

সমুদ্রমুচ্ছোষয়তি বীর্যেণান্যৎকরোতি বা।
তস্মিন্নেবংবিধে কার্যে বিরুদ্ধে বানরৈঃ সহ।
হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্বং সম্মন্ত্র্যতাং মম॥ ১৮

'তিনি সমুদ্রকে শোষণ করবেন কিংবা পরাক্রমের দ্বারা অন্যকিছু করবেন — এই অবস্থায় বানরদের সঙ্গে বিরোধ আসন্ন হলে, লঙ্কাপুরী এবং সৈন্যদের পক্ষে যা হিতকর—সেইরূপ পরামর্শ আপনারা আমাকে দিন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

রাক্ষসদের দ্বারা রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের বল-পরাক্রমের বর্ণনা এবং রামের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভের বিশ্বাস উৎপাদন

ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১
দ্বিষৎপক্ষমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যাস্ত্ববুদ্ধয়ঃ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ এইরূপ বললে, শত্রুপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই মহাবলশালী রাক্ষসেরা রাক্ষসেশ্বরকে হাতজোড় করে বলল—

রাজন্ পরিঘশক্ত্যৃষ্টিশূলপট্টিশকুন্তলম্॥ ২
সুমহন্নো বলং কস্মাদ্ বিষাদং ভজতে ভবান্।

'হে রাজন্ ! আমাদের সৈন্যবল সুমহান ; পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পট্টিশ, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্রযুক্ত। অতএব আপনি কেন বিষণ্ণ হচ্ছেন ?

ত্বয়া ভোগবতীং গত্বা নির্জিতাঃ পন্নগা যুধি॥ ৩
কৈলাসশিখরাবাসী যক্ষৈর্বহুভিরাবৃতঃ।
সুমহৎকদনং কৃত্বা বশ্যস্তে ধনদঃ কৃতঃ॥ ৪

'আপনি ভোগবতী অর্থাৎ পাতালগঙ্গায় গিয়ে যুদ্ধে সর্পদের পরাস্ত করেছেন। বহু যক্ষের দ্বারা পরিবৃত কৈলাসশিখরবাসী কুবেরকেও ভীষণভাবে অত্যাচার করে আপনার বশীভূত করেছেন।

স মহেশ্বরসখ্যেন শ্লাঘমানস্ত্বয়া বিভো।
নির্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ॥ ৫

'হে প্রভু ! মহেশ্বরের সঙ্গে সখ্যতার কারণে সেই মহাবলশালী লোকপাল (কুবের) ছিলেন গর্বিত ; কিন্তু যুদ্ধে আপনি তাঁকে রোষপূর্বক পরাস্ত করেছেন।

বিনিপাত্য চ যক্ষৌঘান্ বিক্ষোভ্য বিনিগৃহ্য চ।
ত্বয়া কৈলাসশিখরাদ্ বিমানমিদমাহৃতম্॥ ৬

'যক্ষসমূহকে বিচলিত করে, নিগৃহীত করে এবং নিপাতিত করে কৈলাসশিখর থেকে আপনি এই বিমান আহরণ করেছেন।

ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা।
দুহিতা তব ভার্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব॥ ৭

'হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হয়ে আপনার মিত্রতা কামনা করে নিজ কন্যাকে আপনার পত্নীরূপে সম্প্রদান করেছেন।

দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্যোৎসিক্তো দুরাসদঃ।
বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুম্ভীনস্যাঃ সুখাবহঃ॥ ৮

'হে মহাবাহু ! দানবরাজ (মধু) ছিলেন বীরত্বের গর্বে গর্বিত এবং দুর্জয় ; কিন্তু আপনার ভগ্নী কুম্ভীনসীর সেই সুখদায়ক পতিকেও আপনি যুদ্ধে বশীভূত করেছেন।

নির্জিতাস্তে মহাবাহো নাগা গত্বা রসাতলম্।
বাসুকিস্তক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহৃতাঃ॥ ৯

'হে মহাবীর ! আপনি রসাতলে গিয়ে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটি প্রভৃতি নাগদের যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজের বশে নিয়ে এসেছেন।

অক্ষয়া বলবন্তশ্চ শূরা লব্ধবরাঃ পুনঃ।
ত্বয়া সংবৎসরং যুদ্ধা সমরে দানবা বিভো॥ ১০
স্ববলং সমুপাশ্রিত্য নীতা বশমরিন্দম।
মায়াশ্চাধিগতাস্তত্র বহ্ব্যো বৈ রাক্ষসাধিপ॥ ১১

'হে প্রভু ! শত্রুদমন রাক্ষসরাজ ! অক্ষয় বলশালী বীর দানবসকল—যারা বর লাভ করে আরও বলশালী হয়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে আপনি একবছর ধরে যুদ্ধ করে, নিজবলে তাদের আপনার অধীনস্থ করেছেন এবং তাদের থেকে বহুবিধ মায়াবিদ্যাও আপনি লাভ করেছেন।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ বরুণস্য সুতা রণে।
নির্জিতাস্তে মহাভাগ চতুর্বিধবলানুগাঃ॥ ১২

'হে মহাভাগ ! আপনি যুদ্ধে বরুণের শূরবীর এবং বলবান পুত্রকে তাঁর চতুরঙ্গ সেনা সহ পরাস্ত করেছেন।

মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহং শাল্মলীদ্রুমমণ্ডিতম্।
কালপাশমহাবীচিং যমকিংকরপন্নগম্॥ ১৩
মহাজ্বরেণ দুর্ধর্ষং যমলোকমহার্ণবম্।
অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমস্য বলসাগরম্॥ ১৪
জয়শ্চ বিপুলঃ প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ।
সুযুদ্ধেন চ তে সর্বে লোকাস্তত্র সুতোষিতাঃ॥ ১৫

'রাজন্ ! মৃত্যুদণ্ডই যেখানে মহান গ্রাহসম, যম-যাতনা রূপ শাল্মলীতরু মণ্ডিত যে স্থান, যার মহান তরঙ্গ হল কালপাশ, কালসর্প তুল্য যমদূতদের যেখানে বাস, ভীষণ জ্বরের দ্বারা দুর্জয় সেই যমলোকরূপী মহাসমুদ্রে আপনি অবগাহন করে (যমপুরীতে প্রবেশ করে) যমরাজের সাগরতুল্য অনন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে বিপুলভাবে পরাস্ত করে মৃত্যুকে প্রতিহত করেছেন। শুধু তাই নয়, উত্তম যুদ্ধের দ্বারা সেখানে সকলের সন্তুষ্টি বিধান করেছেন।

ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্বীরৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা মহদ্ভিরিব পাদপৈঃ॥ ১৬

'পূর্বে এই পৃথিবী ছিল সুবিশাল বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বহু ক্ষত্রিয় বীরের বাসভূমি।

তেষাং বীর্যগুণোৎসাহৈর্ন সমো রাঘবো রণে।
প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জয়াঃ॥ ১৭

'রণাঙ্গণে রামের বীরত্ব, গুণ এবং উৎসাহ কখনোই তাঁদের সমতুল্য নয়। (অর্থাৎ রামচন্দ্র যেন তাঁদের তুলনায় একেবারেই হীনবল) হে রাজন্ ! আপনি সেই সমরদুর্জয় বীরদেরও হত্যা করেছেন। এমতাবস্থায় রামকে পরাজিত করা এমন কী বড় কাজ ?

তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্।
অয়মেকো মহাবাহুরিন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি॥ ১৮

'মহারাজ ! আপনি স্থির থাকুন, আপনার পরিশ্রমের কী প্রয়োজন ? বানরদের সংহার করতে এই একা মহাবাহু ইন্দ্রজিৎই সক্ষম।

অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুত্তমম্।
ইষ্ট্বা যজ্ঞং বরো লব্ধো লোকে পরমদুর্লভঃ॥ ১৯

'মহারাজ ! ইনি পরম উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে জগতে পরম দুর্লভ বর লাভ করেছেন।

শক্তিতোমরমীনং চ বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলম্।
গজকচ্ছপসম্বাধমশ্বমণ্ডূকসঙ্কুলম্ ॥ ২০
রুদ্রাদিত্যমহাগ্রাহং মরুদ্বসুমহোরগম্।
রথাশ্বগজতোয়ৌঘং পদাতিপুলিনং মহৎ॥ ২১
অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্।
গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাং চাপি প্রবেশিতঃ॥ ২২

'দেবসৈন্য ছিলেন সমুদ্রতুল্য বিশাল। তথায় শক্তি এবং তোমর যেন মৎস্যের ন্যায়, শ্যাওলার মতো সেখানে বিকীর্ণ ছিল অস্ত্ররাশি ; হস্তী এবং অশ্ব সেই সমুদ্রে কচ্ছপ এবং ভেকতুল্য, রুদ্র এবং আদিত্যগণ বিশালাকার জলজন্তুর ন্যায়, মরুৎগণ এবং বসুগণ হলেন মহাসর্প তুল্য, সমুদ্রের বিপুল জলরাশির সঙ্গে তুলনীয় হল সেই

বাহিনীর রথ, অশ্ব এবং হস্তীসমূহ, পদাতিকবাহিনী হল সমুদ্রের মহান তটতুল্য। দেবতাদের সেই সৈন্যসাগরকে জয় করে এই ইন্দ্রজিৎই দেবতাদের অধিপতির (ইন্দ্র) দেবতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে লঙ্কায় নিয়ে এসে বন্দি করে রেখেছিল।

পিতামহনিয়োগাচ্চ মুক্তঃ শম্বরবৃত্রহা।
গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ২৩

'রাজন্! পিতামহের বাক্যে (পিতামহ ব্রহ্মার কথায়) সর্বদেববন্দিত শম্বর এবং বৃত্রাসুরঘাতক ইন্দ্রকে আপনার সুপুত্র মুক্ত করেছিলেন। তারপরেই ইন্দ্র স্বর্গলোকে যেতে পেরেছিলেন।

তমেব ত্বং মহারাজ বিসৃজেন্দ্রজিতং সুতম্।
যাবদ্ বানরসেনাং তাং সরামাং নয়তি ক্ষয়ম্॥ ২৪

'অতএব মহারাজ! আপনি আপনার সেই পুত্র ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করুন; তিনি যেন রামসহ সমগ্র বানরসেনাকে ধ্বংস করেন।

রাজন্নাপদযুক্তেয়মাগতা প্রাকৃতাজ্জনাৎ।
হৃদি নৈব ত্বয়া কার্যা ত্বং বধিষ্যসি রাঘবম্॥ ২৫

'রাজন্! প্রাকৃতজনের প্রতি (নর বা বানরদের থেকে) এইরূপ চিন্তা করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। আপনার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা সর্বতোভাবে অনুচিত। আপনি অবশ্যই রামচন্দ্রকে বধ করবেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, নিকুম্ভ এবং বজ্রহনুর রাবণ-সম্মুখে উৎসাহ প্রদর্শন

ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা॥ ১

অনন্তর নীলমেঘের মতো বর্ণবিশিষ্ট রাক্ষসবীর প্রহস্ত নামক সেনাপতি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল—

দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচপতগোরগাঃ।
সর্বে ধর্ষয়িতুং শক্যাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে॥ ২

'দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী, সর্প সকলকেই ধ্বংস-বিধ্বংস করতে আমরা সক্ষম; যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুটি মানুষ আর এমন কী জিনিস?

সর্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বঞ্চিতাঃ স্ম হনূমতা।
নহি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ॥ ৩

'পূর্বে আমরা সকলেই প্রমত্ত (অসতর্ক) এবং নিশ্চিন্ত (শত্রুর আক্রমণের অসম্ভাবনায়) ছিলাম। সেইজন্য হনুমান কর্তৃক আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। অন্যথায় আমি জীবিত থাকতে সেই বানর প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে পারতো না।

সর্বাং সাগরপর্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্।
করোম্যবানরাং ভূমিমাজ্ঞাপয়তু মাং ভবান্॥ ৪

'আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি পর্বতসহ বন এবং কাননসহ সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভূমি বানরশূন্য করে দিই!

রক্ষাং চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্ রজনীচর।
নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজম্॥ ৫

'হে রাক্ষসরাজ! বানরদের থেকে আমি রাক্ষসদের রক্ষা করবো; আপনার অপরাধজনিত (সীতা হরণের কারণে) দুঃখ কিছুমাত্র থাকবে না।'

অব্রবীৎ তু সুসংক্রুদ্ধো দুর্মুখো নাম রাক্ষসঃ।
ইদং ন ক্ষমণীয়ং হি সর্বেষাং নঃ প্রধর্ষণম্॥ ৬

এরপরে দুর্মুখ নামক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—'আমাদের সকলের ওপরে এই অত্যাচার কখনোই ক্ষমার যোগ্য নয়।

অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ।

শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেণ প্রধর্ষণম্॥ ৭

'ওই বানরের অত্যাচারে সমগ্র লঙ্কাপুরীর, শ্রীমান রাক্ষসরাজ রাবণের তথা তাঁর সমগ্র অন্তঃপুরের ভয়ানক অপমান হয়েছে।

অস্মিন্ মুহূর্তে গত্বৈকো নিবর্তয়ামি বানরান্।
প্রবিষ্টান্ সাগরং ভীমমম্বরং বা রসাতলম্॥ ৮

'এই মুহূর্তেই আমি একাই গিয়ে বানরদের মেরে তাড়িয়ে দেব। তারা ভয়ানক সমুদ্র, আকাশ অথবা রসাতল নামক পাতালে—যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, আমার কাছ থেকে তাদের নিস্তার নেই।'

ততোঽব্রবীৎ সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং মাংসশোণিতরূষিতম্॥ ৯

তদনন্তর মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে রক্তমাংস লিপ্ত পরিঘ নামক ভয়ানক অস্ত্র হাতে নিয়ে বলল—

কিং নো হনুমতা কার্যং কৃপণেন তপস্বিনা।
রামে তিষ্ঠতি দুর্ধর্ষে সুগ্রীবেঽপি সলক্ষ্মণে॥ ১০

'দুর্ধর্ষ বীর রামচন্দ্র, সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ থাকতে বেচারা তপস্বী হনুমানকে নিয়ে আমাদের কী প্রয়োজন ?

অদ্য রামং সসুগ্রীবং পরিঘেণ সলক্ষ্মণম্।
আগমিষ্যামি হত্বৈকো বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্॥ ১১

'আজ আমি একাই বানরবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে, লক্ষ্মণসহ রাম এবং সুগ্রীবকে এই পরিঘ দ্বারা হত্যা করে আসব।

ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদিচ্ছসি।
উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছত্রূনতন্দ্রিতঃ॥ ১২

'রাজন্ ! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার অপর বাক্য শুনুন। কুশলব্যক্তি যদি অতন্দ্রভাবে উপায় নির্ধারণে যত্নপরায়ণ হন, তাহলে তিনি শত্রুজয়ে সক্ষম হন।

কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ।
রাক্ষসা বা সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিতাঃ॥ ১৩
কাকুৎস্থমুপসংগম্য বিভ্রতো মানুষং বপুঃ।
সর্বে হ্যসম্ভ্রমা ভূত্বা ব্রুবন্তু রঘুসত্তমম্॥ ১৪
প্রেষিতা ভরতেনৈব ভ্রাত্রা তব যবীয়সা।
স হি সেনাং সমুত্থাপ্য ক্ষিপ্রমেবোপয়াস্যতি॥ ১৫

'হে রাক্ষসরাজ ! কামরূপধারী (ইচ্ছানুসারে রূপধারণে সক্ষম) সহস্র সহস্র ভয়ানক ভীষণদর্শন রাক্ষস-বীরেরা নিশ্চিতরূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করে রঘুকুলশিরোমণিকে নিঃশঙ্কচিত্তে বলুক—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমাদের প্রেরণ করেছেন। এই কথা শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের নিয়ে এখানে আসবেন।

ততো বয়মিতস্তূর্ণং শূলশক্তিগদাধরাঃ।
চাপবাণাসিহস্তাশ্চ ত্বরিতাস্তত্র যামহে॥ ১৬

'তৎপশ্চাৎ আমরা এখান থেকে সত্বর শূল, শক্তি, গদা, ধনুর্বাণ, অসি ধারণপূর্বক সেখানে উপস্থিত হব।

আকাশে গণশঃ স্থিত্বা হত্বা তাং হরিবাহিনীম্।
অশ্মশস্ত্রমহাবৃষ্ট্যা প্রাপয়াম যমক্ষয়ম্॥ ১৭

'আকাশে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে সেই বানরবাহিনীকে পাথর এবং শস্ত্রবর্ষণ দ্বারা হত্যা করে নিশ্চিতরূপে যমালয়ে প্রেরণ করব।

এবং চেদুপসর্পেতামনয়ং রামলক্ষ্মণৌ।
অবশ্যমপনীতেন জহতামেব জীবিতম্॥ ১৮

'এইভাবে প্রতারণাপূর্বক রাম-লক্ষ্মণকে নিকটে আনা হলে তাঁরা অবশ্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ ত্যাগ করবেন।'

কৌম্ভকর্ণিস্ততো বীরো নিকুম্ভো নাম বীর্যবান্।
অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্॥ ১৯

তারপরে কুম্ভকর্ণের বীরপুত্র নিকুম্ভ নামক বীর্যবান রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জগৎপীড়ক রাবণকে বলল—

সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু মহারাজেন সংগতাঃ।
অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্॥ ২০
সুগ্রীবং সহনূমন্তং সর্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্।

'আপনারা সকলে এখানে মহারাজের সঙ্গে বসে থাকুন। আমি একাই লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রকে তথা সুগ্রীব, হনুমান সহ সকল বানরদেরকে হত্যা করব।'

ততো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্বতোপমঃ॥ ২১
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্ সৃক্কাং জিহ্বয়া বাক্যমব্রবীৎ।

অনন্তর পর্বতপ্রমাণ-বিশাল বজ্রহনু নামক রাক্ষস কুপিত হয়ে জিহ্বা দ্বারা আপন ওষ্ঠ লেহন করতে করতে বলল—

স্বৈরং কুর্বন্তু কার্যাণি ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ॥ ২২
একোঽহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্বাং হরিবাহিনীম্।

'আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে ইচ্ছামতো আপন আপন কর্ম করুন, আমি একাই সেই সমগ্র বানরবাহিনীকে

ভক্ষণ করব।

সুস্থাঃ ক্রীড়ন্তু নিশ্চিন্তাঃ পিবন্তু মধু বারুণীম্॥ ২৩
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্।
সাঙ্গদং চ হনূমন্তং সর্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্॥ ২৪

'আপনারা সুস্থ ভাবে ক্রীড়া করুন, নিশ্চিন্ত হয়ে বারুণী নামক মদিরা পান করুন। আমি একাই সুগ্রীব সহ লক্ষ্মণকে তথা অঙ্গদ, হনুমান এবং অন্য সব বানরদেরকে হত্যা করব।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমঃ সর্গঃ (৯)

শ্রীরাম অজেয়—এই কথা বলে রামের কাছে সীতাকে প্রত্যার্পণের জন্য রাবণের নিকটে বিভীষণের অনুরোধ

ততো নিকুম্ভো রভসঃ সূর্যশত্রুর্মহাবলঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ॥ ১
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
ইন্দ্রজিচ্চ মহাতেজা বলবান্ রাবণাত্মজঃ॥ ২
প্রহস্তোঽথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চাতিকায়শ্চ দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ॥ ৩
পরিঘান্ পট্টিশান্ শূলান্ প্রাসান্ শক্তিপরশ্বধান্।
চাপানি চ সুবাণানি খড্গাংশ্চ বিপুলাম্বুভান্॥ ৪
প্রগৃহ্য পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্য চ রাক্ষসাঃ।
অব্রুবন্ রাবণং সর্বে প্রদীপ্তা ইব তেজসা॥ ৫

অনন্তর নিকুম্ভ, রভস, মহাবলশালী সূর্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রাক্ষস রশ্মিকেতু, মহাতেজস্বী বলবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, অতিকায় রাক্ষস দুর্মুখ প্রভৃতি নিশাচরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, ধনুক, সুতীক্ষ্ণ বাণ এবং বিশাল ধারালো খড়্গ হস্তে গ্রহণপূর্বক উত্তোলিত করে সকলে মিলে তেজোদ্দীপ্তভাবে রাবণকে বললেন—

অদ্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবং চ সলক্ষ্মণম্।
কৃপণং চ হনূমন্তং লঙ্কা যেন প্রধর্ষিতা॥ ৬

'আজই সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ সহ রামকে আমরা বধ করবো এবং বেচারা হনুমান যার দ্বারা লঙ্কা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাকেও আমরা হত্যা করব।'

তান্ গৃহীতায়ুধান্ সর্বান্ বারয়িত্বা বিভীষণঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুনঃ প্রত্যুপবেশ্য তান্॥ ৭

অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলিত, উত্তেজিত সকল রাক্ষসকে পুনঃ পুনঃ বারণ করে বিভীষণ তাদের উপবেশন করিয়ে করজোড়ে রাবণকে বললেন—

অপ্যুপায়ৈস্ত্রিভিস্তাত যোঽর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে।
তস্য বিক্রমকালাংস্তান্ যুক্তানাহুর্মনীষিণঃ॥ ৮

'হে তাত! সাম, দান এবং ভেদ এই তিন উপায়ের দ্বারা যে ইচ্ছা পূরিত হয় না, সেই ক্ষেত্রেই বিক্রমপ্রকাশ যুক্তিযুক্ত—এইটাই হল মনীষিদের মত।

প্রমত্তেষ্বভিযুক্তেষু দৈবেন প্রহতেষু চ।
বিক্রমাস্তাত সিধ্যন্তি পরীক্ষ্য বিধিনা কৃতাঃ॥ ৯

'তাত! যে সতর্ক নয় ও অন্যের দ্বারা আক্রান্ত এবং দৈবের দ্বারা উৎপীড়িত, সেই শত্রুর প্রতি উত্তমরূপে পরীক্ষাপূর্বক বিধিসম্মত পরাক্রম প্রয়োগ সফল হয়।

অপ্রমত্তং কথং তং তু বিজিগীষুং বলে স্থিতম্।
জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ॥ ১০

'শ্রীরামচন্দ্র অপ্রমত্ত, জিতক্রোধ, অপরাজেয় বিজয়াভিলাষী এবং সৈন্য-সমন্বিত, আপনি কেমন করে তাঁকে উৎপীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন?

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্।

গতিং হনূমতো লোকে কো বিদ্যাৎ তর্কয়েত বা॥ ১১
বলান্যপরিমেয়ানি বীর্যাণি চ নিশাচরাঃ।
পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্তব্যা কথঞ্চন॥ ১২

'হে নিশাচরগণ! নদ-নদীসমূহের অধিপতি ভয়ানক সমুদ্রকে যিনি লঙ্ঘন করতে সক্ষম, সেই হনুমানের গতি সম্পর্কে এই সংসারে কেই বা জানে অথবা কেই বা সেই সম্পর্কে অনুমান করতে পারে ? শত্রুপক্ষের সৈন্যবল অপরিমেয়, অত্যধিক তাদের বীর্যবত্তা। সহসা তাদের অবজ্ঞা করা কখনোই উচিত হতে পারে না।

কিং চ রাক্ষসরাজস্য রামেণাপকৃতং পুরা।
আজহার জনস্থানাদ্ যস্য ভার্যাং যশস্বিনঃ॥ ১৩

'পূর্বে শ্রীরাম কর্তৃক রাক্ষসরাজের কি অপকার সাধিত হয়েছিল যে, সেই যশস্বী মহাত্মার ভার্যাকে জনস্থান থেকে অপহরণ করা হল ?

খরো যদ্যতিবৃত্তস্তু স রামেণ হতো রণে।
অবশ্যং প্রাণিনাং প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্॥ ১৪

'যুদ্ধে রামচন্দ্র খরকে হত্যা করেছেন ; যদি এই কারণেই একাজ করা হয় তাহলেও বলতে হয়, যথাশক্তি অনুসারে প্রত্যেকের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা কর্তব্য। (অর্থাৎ খর নামক রাক্ষস অত্যাচারী এবং শ্রীরামচন্দ্র তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েই তাকে হত্যা করেছিলেন।)

এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহদ্ ভবেৎ।
আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্॥ ১৫

'এই কারণেই যদি বৈদেহীকে হরণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হোক ; অন্যথায় আমাদের পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। কলহের কী প্রয়োজন ?

ন তু ক্ষমং বীর্যবতা তেন ধর্মানুবর্তিনা।
বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ১৬

'শ্রীরামচন্দ্র মহাপরাক্রমী এবং মহান ধর্মাত্মা। তিনি কখনোই আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা নিরর্থক। মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত।

যাবন্ন সগজাং সাশ্বাং বহুরত্নসমাকুলাম্।
পুরীং দারয়তে বাণৈর্দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ১৭

'তিনি হস্তী, অশ্ব, বহুরত্নে পরিপূর্ণ আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে শরাঘাতে বিপর্যস্ত করার পূর্বেই মৈথিলী সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্ধর্ষা হরিবাহিনী।
নাবস্কন্দতি নো লঙ্কাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাম্॥ ১৮

'যতক্ষণে অত্যন্ত ভয়ানক, বিশাল এবং দুর্ধর্ষ বানরবাহিনী আমাদের লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস না করে, তার পূর্বেই সীতাকে অর্পণ করা উচিত।

বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী ন স্বয়ং যদি দীয়তে॥ ১৯

'যদি আপনি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা-পত্নীকে স্বয়ং ফিরিয়ে না দেন, তাহলে লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হবে এবং সকল রাক্ষসবীর ধ্বংস হবে।

প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ২০

'বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আপনি আমার কথা শুনুন, আমি সবিনয়ে আপনাকে প্রসন্ন করতে এবং আপনার পক্ষে হিতকর কথাই বলছি ; আপনি মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন।

পুরা শরৎসূর্যমরীচিসন্নিভান্
নবাগ্রপুঙ্খান্ সুদৃঢ়ান্ নৃপাত্মজঃ।
সৃজত্যমোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ২১

'রাজকুমার শ্রীরামের দ্বারা শরৎকালীন সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল অগ্রভাগ বিশিষ্ট নূতন পুঙ্খযুক্ত অমোঘ বাণ আপনাকে বধের নিমিত্ত বর্ষিত হওয়ার পূর্বেই আপনি দশরথনন্দনের সেবার জন্য মৈথিলীকে প্রেরণ করুন।

ত্যজাশু কোপং সুখধর্মনাশনং
ভজস্ব ধর্মং রতিকীর্তিবর্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ২২

'সুখ এবং ধর্মের বিনাশক ক্রোধকে আপনি এখনই ত্যাগ করুন। আনন্দ এবং কীর্তিবর্ধক ধর্মের ভজনা করুন। সপুত্র বন্ধুবান্ধব সহ আপনি প্রসন্নভাবে জীবিত থাকুন। দাশরথির হস্তে সীতাকে প্রদান করুন।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
বিসর্জয়িত্বা তান্ সর্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্॥ ২৩

বিভীষণের এইরূপ কথা শুনে রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাঁদের সকলকে বিদায় জানিয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ (১০)

বিভীষণের রাবণের অন্তঃপুরে গমন ও অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা, রাবণের দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রত্যাখ্যান এবং বিভীষণকে বিদায় করা

ততঃ প্রত্যুষসি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্মার্থনিশ্চয়ঃ।
রাক্ষসাধিপতের্বেশ্ম ভীমকর্মা বিভীষণঃ॥ ১
শৈলাগ্রচয়সংকাশং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
সুবিভক্তমহাকক্ষং মহাজনপরিগ্রহম্॥ ২
মতিমদ্ভির্মহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্ ।
রাক্ষসৈরাপ্তপর্যাপ্তৈঃ সর্বতঃ পরিরক্ষিতম্॥ ৩
মত্তমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈর্ব্যাকুলীকৃতমারুতম্ ।
শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্যসম্বাধনাদিতম্॥ ৪
প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্।
তপ্তকাঞ্চননির্যূহং ভূষণোত্তমভূষিতম্॥ ৫
গন্ধর্বাণামিবাবাসমালয়ং মরুতামিব।
রত্নসঞ্চয়সম্বাধং ভবনং ভোগিনামিব॥ ৬
তং মহাভ্রমিবাদিত্যস্তেজোবিস্তৃতরশ্মিবান্।
অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ॥ ৭

অনন্তর (পরদিবস) প্রত্যুষকালে ধর্ম ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ ভীষণকর্মা বিভীষণ রাক্ষসাধিপতি রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অনেক প্রাসাদের মধ্যে সেই প্রাসাদকে শৈলচূড়ার মতো সুউন্নত মনে হচ্ছিল। সুন্দর এবং সুবৃহৎ নানা কক্ষে বিভক্ত সেই প্রাসাদে বিশিষ্টজনেদের যাতায়াত। বুদ্ধিমান, অনুরক্ত মুখ্য অমাত্যগণ সেখানে অধিষ্ঠানরত। পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশ্বস্ত রাক্ষসদের দ্বারা সেই ভবন সবদিক থেকে সুরক্ষিত ছিল। সেই স্থানের বাতাস মত্ত হস্তীদের নিঃশ্বাস দ্বারা আকুলিত। শঙ্খধ্বনির মতো সুউচ্চ ধ্বনিতে এবং তূর্য নিনাদে সেই ভবন পরিপূর্ণ। প্রাসাদের প্রধান পথগুলি মনোহারিণী নারীদের অবাধ বিচরণে এবং কোলাহলে মুখরিত। প্রাসাদদ্বার উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত। উত্তম আভরণে সুসজ্জিত সেই প্রাসাদ। রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ সেই ভবন দেবতা, গন্ধর্ব এবং নাগগণের বাসস্থানতুল্য মনোরম। সূর্যদেব যেমন তাঁর বিস্তারিত কিরণসহ মেঘমালায় প্রবেশ করেন, বীর বিভীষণও তদনুরূপভাবে উজ্জ্বলরূপে অগ্রজের আলয়ে প্রবেশ করলেন।

পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্॥ ৮

মহাতেজস্বী বিভীষণ ভাইয়ের বিজয়ের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা উচ্চারিত পবিত্র পুণ্যাহ বচন ঘোষণা শুনতে পেলেন।

পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পির্ভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ॥ ৯

সেই মহাবলশালী বিভীষণ মন্ত্রবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দর্শন করলেন। তাঁদের হস্তে ছিল ঘৃত ও দধি পাত্র। আতপ তণ্ডুল এবং পুষ্প দ্বারা তাঁদের পূজা করা হয়েছিল।

স পূজ্যমানো রক্ষোভির্দীপ্যমানং স্বতেজসা।
আসনস্থং মহাবাহুর্ববন্দে ধনদানুজম্॥ ১০

সেখানে উপস্থিত রাক্ষসেরা তাকে সম্মান জানাল এবং তিনি রাক্ষসদের দ্বারা পূজিত হলেন। স্বতেজে দেদীপ্যমান, সিংহাসনস্থ, ধনদাতা কুবেরের ভ্রাতা মহাবাহু রাবণকে বিভীষণ প্রণাম জানালেন।

স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনং হেমভূষিতম্।
জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ॥ ১১

অনন্তর শিষ্টাচার পরায়ণ বিভীষণ (বিজয়তাং মহারাজঃ — মহারাজের জয় হোক বলে) উপযুক্ত আচার পালন করে, রাজা রাবণের দৃষ্টি সংকেত অনুসারে স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন।

স রাবণং মহাত্মানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ।
উবাচ হিতমত্যর্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্॥ ১২
প্রসাদ্য ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সান্ত্বেনোপস্থিতক্রমঃ।
দেশকালার্থসংবাদি দৃষ্টলোকপরাবরঃ॥ ১৩

মন্ত্রিদের সন্নিধানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা রাবণকে প্রসন্ন করে (প্রণামাদিপূর্বক) জগতের হিতাহিতজ্ঞ বিভীষণ সান্ত্বনাপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত, হিতকর (তথা দেশ এবং কালের উপযোগী অত্যন্ত হিতকারক) বাক্য বললেন—

যদাপ্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ।
তদাপ্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ॥ ১৪

'হে পরন্তপ ! যেদিন থেকে বৈদেহী সীতা এখানে এসেছেন সেইদিন থেকেই আমাদের নানাবিধ অশুভ বিষয় সংঘটিত হচ্ছে।

সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চিঃ সধূমকলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্ধতে॥ ১৫

'মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত বিধিপূর্বক প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি থেকে কেবল স্ফুলিঙ্গ এবং ধূম নির্গত হচ্ছে কিন্তু অগ্নিশিখা বর্ধিত হচ্ছে না।

অগ্নিষ্টোমাগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ॥ ১৬

'অগ্নিষ্টোমশালায় (যজ্ঞস্থলে), অগ্নিশালায় (রন্ধনস্থলে), ব্রহ্মস্থলে (বেদাধ্যয়নস্থানে) সর্পাদি সরীসৃপসমূহ দেখা যাচ্ছে। যজ্ঞীয় সামগ্রী যথা হবি প্রভৃতিতে দেখা যাচ্ছে পিপীলিকার দল।

গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।
দীনমশ্বাঃ প্রহেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ॥ ১৭

'গাভীদের দুধ শুকিয়ে গেছে, বড় বড় হাতিগুলি হয়েছে মদবারিরহিত, অশ্বগুলি ভোজনে তৃপ্ত হয়েও দীনভাবে রোদন করছে।

খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ।
ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ॥ ১৮

'গাধা, উট, খচ্চরসমূহ অশ্রুমোচন করছে। হে রাজন্ ! তাদের রোমকূপগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। তারা অত্যন্ত চিন্তিত। বিধিপূর্বক চিকিৎসা সত্ত্বেও তারা সুস্থ হচ্ছে না।

বায়সাঃ সংঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সংঘশঃ॥ ১৯

'ক্রূর কাকেরা দলবদ্ধ হয়ে কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে। সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের শীর্ষদেশে তাদের সমবেত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পিণ্ডিতাঃ।
উপপন্নাশ্চ সংধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ॥ ২০

'দলে দলে শকুনগুলি লঙ্কাপুরীর চূড়া স্পর্শ করে ঘোরাঘুরি করছে। দুই সন্ধ্যায় শৃগালের দল নগর সমীপে এসে অশুভ স্বরে চিৎকার করছে।

ক্রব্যাদানাং মৃগাণাং চ পুরীদ্বারেষু সংঘশঃ।
শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জিতনিঃস্বনাঃ॥ ২১

'নগরীর দ্বারদেশে কাঁচামাংসভোজী পশুদের দল ভয়ংকর মেঘ গর্জনের তুল্য শব্দ করছে।

তদেবং প্রস্তুতে কার্যে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্।
রোচয়ে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীয়তাম্॥ ২২

'হে মহাবীর ! এইরকম পরিস্থিতিতে আমার মতে সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে প্রত্যর্পণ করাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

ইদং চ যদি বা মোহাল্লোভাদ্ বা ব্যাহৃতং ময়া।
তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষং কর্তুমর্হসি॥ ২৩

'মহারাজ ! যদি আমি এই কথা মোহ বা লোভবশতঃ বলে থাকি, তাহলেও আপনি আমাকে দোষযুক্ত মনে করবেন না অর্থাৎ আমার অপরাধ নেবেন না।

অয়ং হি দোষঃ সর্বস্য জনস্যাস্যোপলক্ষ্যতে।
রক্ষসাং রাক্ষসীনাং চ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ॥ ২৪

'কারণ এইসব অমঙ্গলের দ্বারা সকলেই, রাক্ষস-রাক্ষসী, নগর-অন্তঃপুর প্রভাবিত হবে।

প্রাপণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্বমন্ত্রিণঃ।
অবশ্যং চ ময়া বাচ্যং যদ্ দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সম্প্রধার্য যথান্যায়ং তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি॥ ২৫

'সকল মন্ত্রিরাই আপনাকে এই মন্ত্রণা দিতে নিবৃত্ত হয়েছেন অর্থাৎ সংকোচ বোধ করছেন। কিন্তু আমি যা দেখেছি বা যা শুনেছি, তা আমাকে অবশ্যই আপনার সমীপে নিবেদন করতে হবে। এরপর আপনি যথোচিত বিচার করে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ করবেন।'

ইতি স্বমন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমূচিবান্।
রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্ বিভীষণঃ॥ ২৬

এইভাবে মন্ত্রিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অগ্রজ রাবণকে ভ্রাতা বিভীষণ হিতকর বাক্যসমূহ বললেন।

হিতং মহার্থং মৃদু হেতুসংহিতং
ব্যতীতকালায়তিসম্প্রতিক্ষমম্।
নিশম্য তদ্বাক্যমুপস্থিতজ্বরঃ
প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদব্রবীৎ॥ ২৭

ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপ্যহং
ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্।
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি সঙ্গরে কথং
মমাগ্রতঃ স্থাস্যতি লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ২৮

বিভীষণের এইরূপ হিতকর, মহান অর্থযুক্ত, কোমল এবং যুক্তিসঙ্গত বাক্যগুলি অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিনকালের পক্ষেই উপযুক্ত। এই কথাগুলি শুনে রাবণের জ্বর[১] উপস্থিত হলো (বিরক্তি বোধ করলেন) এর উত্তরে তিনি বললেন—'আমি তো কোথাও

[১]প্রকৃতপক্ষে এই জ্বর কোনো সংক্রমণ জনিত বা অন্য কোনো কারণে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি নয় ; এটি হলো রামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতাবৃদ্ধির বাসনাসক্তিবশতঃ মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

কোনো ভয় দেখছি না। রাম কখনোই মৈথিলী সীতাকে ফিরে পাবে না। ইন্দ্রসহ দেবতাদের সহায়তা পেলেও যুদ্ধে লক্ষ্মণের অগ্রজ আমার সামনে স্থির থাকতে পারবে না।'

ইত্যেবমুক্ত্বা সুরসৈন্যনাশনো
মহাবলঃ সংগতি চণ্ডবিক্রমঃ।
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবাদিনং
বিসর্জয়ামাস তদা বিভীষণম্॥ ২৯

এই বলে দেবসৈন্য বিনাশক প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, মহাবলবান দশানন যথার্থবাদী আপনভাই বিভীষণকে তৎক্ষণাৎ বিদায় জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ (১১)

রাবণের সঙ্গে তাঁর সভাসদ্‌গণের সম্মেলন

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণ মৈথিলী সীতার প্রতি কামমোহিত হওয়ার ফলে সুহৃদগণ তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাচ্ছিল না এবং তার কুকর্মের নিন্দা করছিল এবং তাকে পাপী ঘোষণা করেছিল। এই সকল কারণে (দুশ্চিন্তা, দৌর্বল্য) তিনি কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

অতীব কামসম্পন্নো বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
অতীতসময়ে কালে তস্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ।
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ প্রাপ্তকালমমন্যত॥ ২

অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে তিনি সীতার চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন ফলে যুদ্ধের উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তিনি অমাত্য ও সুহৃদ্‌জনেদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধকেই সময়োচিত কর্তব্য মনে করলেন।

স হেমজালবিততং মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
উপগম্য বিনীতাশ্বমারুরোহ মহারথম্॥ ৩

স্বর্ণজালাচ্ছাদিত মণিরত্নখচিত সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত এক সুবিশাল রথে তিনি আরোহণ করলেন।

তমাস্থায় রথশ্রেষ্ঠং মহামেঘসমস্বনম্।
প্রযযৌ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি॥ ৪

মহান মেঘগর্জনতুল্য শব্দসৃষ্টিকারী সেই সুবৃহৎ রথারোহী হয়ে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ দশানন সভাগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অসিচর্মধরা যোধাঃ সর্বায়ুধধরাস্ততঃ।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে॥ ৫

সেই সময় অসিচর্মধারী[1] এবং সর্ববিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত বহুসংখ্যক রাক্ষস যোদ্ধা তাদের রাজা রাবণের অগ্রবর্তী হয়েছিল।

নানাবিকৃতবেষাশ্চ নানাভূষণভূষিতাঃ।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্য যযুস্তদা॥ ৬

নানাবিধ বিকৃত পোশাক পরিহিত এবং নানাবিধ অলংকারে ভূষিত রাক্ষসেরা তাঁর পশ্চাতে এবং পার্শ্বভাগে বেষ্টন করে অগ্রসর হচ্ছিল।

রথৈশ্চাতিরথাঃ শীঘ্রং মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ।
অনূৎপেতুর্দশগ্রীবমাক্রীড়দ্ভিশ্চ বাজিভিঃ॥ ৭

দশগ্রীব রাবণ প্রস্থান করলে অতিরথীগণ সত্বর বহুসংখ্যক রথে, মত্ত গজরাজে এবং ক্রীড়াশীল অশ্বে আরোহণপূর্বক তাঁকে অনুসরণ করলেন।

[1] হস্তে তরোয়াল ধৃত এবং চর্মনির্মিত বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত।

গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিতোমরপাণয়ঃ।
পরশ্বধধরাশ্চান্যে তথান্যে শূলপাণয়ঃ।
ততস্তূর্যসহস্রাণাং সংজজ্ঞে নিঃস্বনো মহান্॥ ৮

তাঁদের কারো হাতে গদা এবং পরিঘ, কারও বা হাতে শক্তি, তোমর নামক অস্ত্র। কেউ বা হাতে কুঠার নিয়ে, অন্য কেউ বা শূল হস্তে অগ্রসর হলে সহস্র তূর্য বাদ্যে এক মহান শব্দ উৎপন্ন হল।

তুমুলঃ শঙ্খশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে।
স নেমিঘোষেণ মহান্ সহসাভিনিনাদয়ন্॥ ৯
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ।

রাবণ সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তুমুল শব্দে শঙ্খধ্বনি হল। বিপুল রথচক্রের মহান শব্দে সমস্ত দিক সহসা প্রতিধ্বনিত করে শোভামণ্ডিত সেই মহান রথটি রাজপথে উপস্থিত হল।

বিমলং চাতপত্রং চ প্রগৃহীতমশোভত॥ ১০
পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য পূর্ণস্তারাধিপো যথা।

সেই সময় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের নির্মল শুভ্র ছত্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত হচ্ছিল।

হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহে॥ ১১
চামরব্যজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে।

স্বর্ণমঞ্জরী বিশিষ্ট শুদ্ধ স্ফটিকদণ্ডের চামর দিয়ে তাঁর বামভাগে এবং দক্ষিণপার্শ্বে ব্যজন করা হচ্ছিলো।

তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্বে রথস্থং পৃথিবীস্থিতাঃ॥ ১২
রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে।

রথস্থিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে ভূমিপরি দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিনন্দিত করছিল।

রাক্ষসৈঃ স্তূয়মানঃ সঞ্জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ॥ ১৩
আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা।

রাক্ষসদের দ্বারা স্তুত হয়ে জয়ধ্বনি এবং আশীর্বচন শুনতে শুনতে শত্রুমর্দনকারী মহাতেজস্বী রাবণ তখন বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত সেই সভাগৃহে উপস্থিত হলেন।

সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্॥ ১৪
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্।
তাং পিশাচশতৈঃ ষড়্ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্॥ ১৫
প্রবিবেশ মহাতেজা সুকৃতাং বিশ্বকর্মণা।

সেই সভাগৃহ স্বর্ণ ও রৌপ্যে সুসজ্জিত। মাঝে মধ্যে স্ফটিকের স্তম্ভ। সোনার জরিদার বেদী সেই কক্ষে বিস্তারিত। বিশ্বকর্মা কর্তৃক সুন্দরভাবে নির্মিত সেই ভবন সর্বদাই আপন প্রভায় উদ্ভাসিত এবং ছদ্ম-পিশাচ দ্বারা সুরক্ষিত। মহাতেজস্বী রাবণ সেখানে প্রবেশ করলেন।

তস্যাং তু বৈদুর্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্॥ ১৬
মহৎসোপাশ্রয়ং ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্।
ততঃ শশাসেশ্বরবদ্দূতাঁল্লঘুপরাক্রমান্॥ ১৭

সেইখানে বৈদুর্যমণিমণ্ডিত 'প্রিয়ক' নামক মৃগচর্মাবৃত মহান আসনে রাবণ আসীন হলেন। তৎপর তিনি তাঁর ঈশ্বরতুল্য(১) (শক্তিমান) পরাক্রমী দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন।

সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি।
কৃত্যমস্তি মহজ্জানে কর্তব্যমিতি শত্রুভিঃ॥ ১৮

'শীঘ্রই সমস্ত রাক্ষসদের আসতে বলো কেননা, বোঝা যাচ্ছে শত্রুপক্ষের প্রতি আমাদের কী করণীয়—এ বিষয়ে আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।'

রাক্ষসাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ।
অনুগেহমবস্থায় বিহারশয়নেষু চ।
উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ॥ ১৯

রাক্ষসেরা সেই কথা শুনে লঙ্কার চারিদিকে ছুটল। প্রতিটি গৃহে, বিহারস্থানে, শয়নাগারে, উদ্যানে গিয়ে নির্ভীকভাবে রাক্ষসদের সভাগৃহে যাওয়ার জন্য যোগ করল।

তে রথান্তচরা একে দৃপ্তানেকে দৃঢ়ান্ হয়ান্।
নাগানেকেঽধিরুরুহুর্জগ্মুশ্চৈকে পদাতয়ঃ॥ ২০

তখন রাক্ষসেরা কেউবা রথে আরোহণ করে, অনেকে বা দৃঢ় এবং দৃপ্ত অশ্বারোহণে, আবার অনেকে গজারূঢ় হয়ে প্রস্থান করল। বহুসংখ্যক রাক্ষস পদব্রজে গমন করলো।

সা পুরী পরমাকীর্ণাং রথকুঞ্জরবাজিভিঃ।
সম্পতদ্ভির্বিরুরুচে গরুত্মদ্ভিরিবাম্বরম্॥ ২১

তখন সেই লঙ্কাপুরী বিমান রথ, অশ্ব, হস্তী দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে বহুসংখ্যক গরুড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় শোভাধারণ করল।

(১)শক্তিশালী সুযোগ্য শব্দের বিবক্ষাতেও ঈশ্বর শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

তে বাহনান্যবস্থায় যানানি বিবিধানি চ।
সভাং পদ্ভিঃ প্রবিবিশুঃ সিংহা গিরিগুহামিব॥ ২২

যানবাহনাদি থেকে অবতরণপূর্বক যখন তারা পায়ে হেঁটে সভায় প্রবেশ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল সিংহ যেন পর্বত গুহায় প্রবেশ করছে।

রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ।
পীঠেষ্বন্যে বৃসীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্॥ ২৩

তারা রাজার চরণ বন্দনা করলে রাজাও তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। অনন্তর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিংহাসনে, কেউ বা কুশাসনে, কেউ ভূমিতে অধিষ্ঠান করল।

তে সমেত্য সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
যথার্হমুপতস্থুস্তে রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ২৪

রাজার আদেশে তারা সকলে একত্রিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন।

মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।
অমাত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ॥ ২৫
সমীয়ুস্তত্র শতশঃ শূরাশ্চ বহবস্তথা।
সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্বার্থস্য সুখায় বৈ॥ ২৬

মুখ্য মুখ্য মন্ত্রিগণ, অর্থ নিরূপক পণ্ডিতগণ, অমাত্যগণ—যাঁরা সকলেই গুণজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরা বহুসংখ্যক শূরবীর, সবকিছুর তাৎপর্য অনুধাবন হেতু এবং সুখলাভের উপায় অন্বেষন হেতু সেই স্বর্ণবর্ণের সভাগৃহে সমবেত হলেন।

ততো মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং
রথং বরং হেমবিচিত্রিতাঙ্গম্।
শুভং সমাস্থায় যযৌ যশস্বী
বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য॥ ২৭

অনন্তর যশস্বী, মহাত্মা বিভীষণ সুন্দর অশ্বযুক্ত, সুবর্ণখচিত, বিশাল, মঙ্গলজনক রথে আরূঢ় হয়ে জেষ্ঠভ্রাতার সভায় এলেন।

স পূর্বজায়াবরজঃ শশংস
নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে।
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো
দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি॥ ২৮

সর্বপ্রথমে তিনি তাঁর নাম জানিয়ে অগ্রজের চরণ বন্দনা করলেন। শুক এবং প্রহস্তও তদনুরূপ করলেন। তখন তাদের বসার জন্য পৃথক্ পৃথক্ উপযুক্ত আসন দেওয়া হলো।

সুবর্ণনানামণিভূষণানাং
সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।
তেষাং পরার্ঘ্যাগুরুচন্দনানাং
স্রজাং চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ॥ ২৯

সুবর্ণনির্মিত, মণিমণ্ডিত নানাবিধ অলংকার এবং সুন্দর বসনে সুসজ্জিত, বহুমূল্য অগুরু, চন্দনে অনুলেপিত এবং কণ্ঠস্থিত সুগন্ধী পুষ্পমাল্যের রাক্ষসেরা সভার চতুর্দিক সুগন্ধিত করছিল।

ন চুক্রুশুর্নানৃতমাহ কশ্চিৎ
সভাসদো নাপি জজল্পুরুচ্চৈঃ।
সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব এবোগ্রবীর্যা
ভর্তুঃ সর্বে দদৃশুশ্চাননং তে॥ ৩০

সেইখানে সভাসদেরা কেউ শোরগোল করেনি, মিথ্যাভাষণ বা উচ্চৈঃস্বরে জল্পনা করেনি। তারা সকলেই সফল মনোরথ এবং ভয়ংকর পরাক্রমী এবং সকলেই তাদের প্রভু রাবণের মুখমণ্ডলোপরি দৃষ্টি স্থাপন করেছিল।

স রাবণঃ শস্ত্রভৃতাং মনস্বিনাং
মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।
তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চকাশে
মধ্যে বসূনামিব বজ্রহস্তঃ॥ ৩১

সেই সভায় শস্ত্রধারী, মহাবলশালী, মনস্বী বীরেদের সম্মুখে মনস্বী রাবণ সভামধ্যে এমনভাবে আপন প্রভায় দীপ্ত হচ্ছিলেন যেন, বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্র উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান হয়েছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

নগররক্ষার জন্য সৈন্য নিয়োগ, সীতার প্রতি স্বীয় আসক্তির উল্লেখপূর্বক তাঁর হরণবৃত্তান্ত বর্ণনা, ভবিষ্যৎ-কর্তব্যের জন্য সভাসদগণের নিকট মতামত জানাতে বলা, প্রথমে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তিরস্কার এবং পরে সকল শত্রুসৈন্য বধের জন্য কর্তব্যভার গ্রহণ

স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রচোদয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্॥ ১

যুদ্ধজয়ী রাবণ তাঁর পারিষদবর্গের প্রতি পরিপূর্ণরূপে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেনাপতি প্রহস্তকে সেইসময় আদেশ করলেন—

সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ।
যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি॥ ২

'হে সেনাপতি ! চতুর্বিধ[১] যুদ্ধবিদ্যায় কৃতবিদ্য আপনার বাহিনীকে আপনি নগররক্ষার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিন।'

স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্।
বিনিক্ষিপদ্ বলং সর্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে॥ ৩

সেই প্রণীত (যিনি নিজেকে নিজের শিক্ষিত করেছেন) প্রহস্ত রাজার আদেশ পালন করার ইচ্ছায় নগরের ভেতরে এবং বাইরে সমস্ত সৈন্যদের যথাস্থানে নিযুক্ত করলেন।

ততো বিনিক্ষিপ্য বলং সর্বং নগরগুপ্তয়ে।
প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজ্ঞো নিষসাদ জগাদ চ॥ ৪

অনন্তর সকল সৈন্যদের নগররক্ষায় নিয়োজিত করে প্রহস্ত রাজার সম্মুখে এসে বসলেন এবং বললেন—

বিহিতং বহিরন্তশ্চ বলং বলবতস্তব।
কুরুষ্বাবিমনাঃ ক্ষিপ্রং যদভিপ্রেতমস্তি তে॥ ৫

'মহারাজ ! আপনি বলবান, আপনার বাহিনীকে যথাবিহিতভাবে নগরের ভিতরে এবং বাইরে স্থাপন করেছি। এখন অবিচলিত চিত্তে শীঘ্র আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করুন।'

প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা রাজ্যহিতৈষিণঃ।
সুখেপ্সুঃ সুহৃদাং মধ্যে ব্যাজহার স রাবণঃ॥ ৬

রাজ্যের হিতকামী প্রহস্তের কথা শুনে সেই সুখাভিলাষী রাজা রাবণ সমবেত সুহৃদজনেদের বললেন—

প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে।
ধর্মকামার্থকৃচ্ছ্রেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম্॥ ৭

'প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, হিত-অহিত, ধর্ম, অর্থ, কাম, কৃচ্ছ্র বিষয়ে আপনারা সকলেই অবহিত, অতএব এই বিষয়ে আপনারাই বিচার-বিবেচনা করতে সমর্থ।

সর্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্বদা।
মন্ত্রকর্মনিযুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে॥ ৮

'আপনারা সকলে সমবেতভাবে সর্বদা পরামর্শ করে যে সমস্ত কার্য করেছেন, তা আমার জন্য কখনোই বিফল হয়নি।

সসোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
ভবদ্ভিরহমত্যর্থং বৃতঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াম্॥ ৯

'ইন্দ্র যেমন চন্দ্র, অন্য গ্রহ নক্ষত্র সকল, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য উপভোগ করেন, আমিও তদনুরূপ আপনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভোগ করছি (লঙ্কার বিপুল ঐশ্বর্যসুখ ভোগ করছি)।

অহং তু খলু সর্বান্ বঃ সমর্থয়িতুমুদ্যতঃ।
কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নান্নেমমর্থমচোদয়ম্॥ ১০

'আমি তো আপনাদের সর্বকার্যকেই সমর্থন করতে প্রস্তুত থাকি[২]। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাজনিত কারণে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

অয়ং হি সুপ্তঃ ষণ্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সর্বশস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ॥ ১১

'সকল শস্ত্রধারীদের মধ্যে প্রধান কুম্ভকর্ণ মহাবলশালী। তিনি ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকেন। এখন তিনি জাগ্রত হয়েছেন।

ইয়ং চ দণ্ডকারণ্যাদ্ রামস্য মহিষী প্রিয়া।

---

[১]হস্তী, অশ্ব এবং রথারোহী তথা পদাতিক এই চার বাহিনীর সমন্বয়কে বলা হয় 'চতুর্বিধ যুদ্ধবিদ্যা'।

[২]কৌশলে এখানে বলা হচ্ছে, আপনারা আমার কাজকে সমর্থন করুন অর্থাৎ তিনি তাঁর সীতা হরণ কার্যকে পাপ বলে বিবেচনা না করে, বীরত্ব বলে উচ্ছ্বসিত হওয়ার জন্য সভাসদদের ওপরে পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করছেন।

রক্ষোভিশ্চরিতোদ্দেশানীতা জনকাত্মজা॥ ১২

'রাক্ষসদের বিচরণ-ভূমি দণ্ডকারণ্য থেকে আমি জনকরাজের কন্যা তথা রামের প্রিয়া মহিষী সীতাকে অপহরণ করেছি।

সা মে ন শয্যামারোঢুমিচ্ছত্যলসগামিনী।
ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতাসদৃশী তথা॥ ১৩

'কিন্তু সেই অলসগামিনী সীতা আমার শয্যায় আরোহণ করতে চাইছেন না। ত্রিলোকে সীতার মতো অন্য কোনো নারীকে আমি দেখিনি।

তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণী শরদিন্দুনিভাননা।
হেমবিম্বনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্মিতা॥ ১৪

'তাঁর শরীরের মধ্যভাগ ক্ষীণ, পশ্চাৎভাগ স্থূল, মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য শরৎকালীন চন্দ্রতুল্য, স্বর্ণপ্রতিমাতুল্যা, সৌম্যকান্তিবিশিষ্টা সেই নারী যেন ময়াসুর কর্তৃক সৃষ্টা কোনো মায়া।

সুলোহিততলৌ শ্লক্ষ্ণৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
দৃষ্ট্বা তাম্রনখৌ তস্যা দীপ্যতে মে শরীরজঃ॥ ১৫

'তাঁর চরণযুগল সুন্দর, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, মনোরম এবং সুগঠিত। নখগুলি তাম্রবর্ণতুল্য। এমন পদযুগল দেখে আমার শরীরে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

হুতাগ্নেরর্চিসংকাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্।
উন্নসং বিমলং বল্গু বদনং চারুলোচনম্॥ ১৬
পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্।

'ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্বক প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তথা সূর্যের প্রভাতুল্য তেজস্বিনী সীতার নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল নির্মল মনোহর, নয়নযুগল সুবিশাল ; তাঁর এই রূপ দেখে আমি বিবশ হয়েছি, কামের বশীভূত হয়েছি।

ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্বর্ণকরণেন চ॥ ১৭
শোকসন্তাপনিত্যেন কামেন কলুষীকৃতঃ।

'আমাতে এই কামের প্রভাব ক্রোধ এবং আনন্দ —উভয় অবস্থাই সমানভাবে থাকে। আমার গাত্রবর্ণ হয়েছে মলিন, শোকসন্তাপের কারণে মন হয়েছে কলুষিত।

সা তু সংবৎসরং কালং মাময়াচত ভামিনী॥ ১৮
প্রতীক্ষমাণা ভর্তারং রামমায়তলোচনা।
তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্॥ ১৯

'আয়তলোচনা সেই সীতা আমার কাছে এক বৎসর সময় প্রার্থনা করেছেন। তিনি এইসময়ে তাঁর স্বামী রামের জন্য প্রতীক্ষা করবেন। আমিও সেই সুনয়নার এই সুন্দর বাক্য পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেছি।[1]

শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবাধ্বনি।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিষ্যন্তি বনৌকসঃ॥ ২০
বহুসত্ত্বঝষাকীর্ণং তৌ বা দশরথাত্মজৌ।

'দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত অশ্বের ন্যায় আমি কামপ্রভাবে শ্রান্ত। বহু মৎস্যাদি জলজন্তু আকীর্ণ অলঙ্ঘ্য সাগর বনবাসী বানরেরা বা সেই দশরথনন্দনদ্বয় কেমন করে অতিক্রম করবে, আমি সেই বিষয়ে চিন্তিত নই।

অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ॥ ২১
দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি।
মানুষান্নো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্॥ ২২

'অথবা একটিমাত্র বানর আমাদের কী ভীষণ ক্ষতি করেছে— তাতেও আমি উদ্বিগ্ন নই। কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। অতএব যার যেমন মনে হয়, সকলেই নিজ-নিজ পরামর্শ দাও। যদিও মানুষের থেকে আমাদের ভয় নেই, তবুও তোমাদের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ সহিতোঽজয়ম্।
তে মে ভবন্তশ্চ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্॥ ২৩
পরে পারে সমুদ্রস্য পুরস্কৃত্য নৃপাত্মজৌ।
সীতায়াঃ পদবীং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্॥ ২৪

'সেই দেবাসুরের যুদ্ধে তোমাদের সহায়তায় আমি জয়লাভ করেছিলাম। আজও তোমরা আমার তদনুরূপ সহায়ক। দুই রাজকুমার সীতার সন্ধান পেয়ে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরদের নিয়ে সমুদ্রের অপরপারে এসে উপস্থিত হয়েছে।

অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতং চাভিধীয়তাম্॥ ২৫

'তোমরা মন্ত্রণা করে এমন কোনো নীতি প্রণয়ন করো, যাতে সীতাকেও প্রত্যর্পণ করতে না হয় তথা দুই দশরথনন্দনকে হত্যা করা সম্ভব হয়।

[1] রাবণের এই উক্তি সর্বৈব অসত্য, কারণ ইতিপূর্বে অরণ্যকাণ্ডের ৫৬তম সর্গে ২৪-২৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায়, রাবণ নিজেই সীতাকে একবৎসর সময় দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন যে, সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁকে জঘন্যভাবে হত্যা করা হবে। অন্যদিকে সীতাদেবীও আগাগোড়া রাবণকে তিরস্কার করেছেন, কোনো দুর্বলতা দেখাননি।

নহি শক্তিং প্রপশ্যামি জগত্যন্যস্য কস্যচিৎ।
সাগরং বানরৈস্তীর্ত্বা নিশ্চয়েন জয়ো মম॥ ২৬

'বানরদের সঙ্গে নিয়ে সাগর পার হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার শক্তি রাম ছাড়া আর কারও নেই (কিন্তু রাম ও বানরগণ আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না) অতএব আমার জয় নিশ্চিত।'

তস্য কামপরীতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৭

সেই কামার্ত রাবণের অনুতাপপূর্ণ এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বললেন—

যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্॥ ২৮

'যখন আপনি লক্ষ্মণ ও রামের আশ্রম থেকে সীতাকে অপহরণ করে এখানে এনেছিলেন, তখন একাই চিন্তা করে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ আমাদের কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেননি ; যা করা উচিত ছিল। কারণ পূর্বে পরামর্শ করে তারপরেই কাজ করা উচিত। কাজ করে এসে পরামর্শ করার কোনো মানে হয় না। যেমন, যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পূর্বে যামুন হ্রদ পূর্ণ করে তারপরে সমুদ্রে মিলিত হয়েছিলেন। কেননা সমুদ্রে মিলিত হবার পর তাঁর বেগ শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কাজেই তাঁর পক্ষে পুণরায় যামুন হ্রদ পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তদনুরূপ কার্য পণ্ড করে, পরে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না।

সর্বমেতন্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব।
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্মণঃ॥ ২৯

'মহারাজ ! আপনি পূর্বেই যে অন্যায় কাজ করেছেন, (ছলনা পূর্বক পরস্ত্রী অপহরণ) তৎপূর্বেই এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল।

ন্যায়েন রাজকার্যাণি যঃ করোতি দশানন।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥ ৩০

'হে দশানন ! যে রাজা ন্যায়পূর্বক রাজকর্মসমূহ সম্পন্ন করেন, তাঁর বুদ্ধি নিশ্চয়তাপূর্ণ হওয়ার কারণে তাকে পরে অনুতাপ করতে হয় না।

অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব॥ ৩১

'অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক অনুষ্ঠিত কর্ম বিপরীত ফলপ্রদানকারী হয়ে থাকে। অপবিত্র যজ্ঞে প্রদত্ত ঘৃত যেমন কলুষিত হয় ; তেমনি অনুচিত পাপকর্মের ফলও দোষযুক্ত হয়।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কর্মাণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্বং চাপরকার্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ॥ ৩২

যথা সময়ে যে কাজ করতে হয়, তা না করে যিনি সেটি পরে করেন এবং পরে করার কাজটি বর্তমানে করে থাকেন, তিনি ন্যায় অন্যায় বিষয়ে কিছুই জানেন না।

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ॥ ৩৩

'বিপক্ষের বল অধিক জেনেও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুরা তাদের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্বলতা অনুসন্ধান করেন, যেমন পক্ষী ক্রৌঞ্চপর্বত লঙ্ঘন করার জন্য সেই ছিদ্রের[1] অনুসন্ধান করে (যা কার্তিক শক্তি প্রহারের দ্বারা তৈরি করেছিলেন)।

ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্যমপ্রতিচিন্তিতম্।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্॥ ৩৪

'আপনি পরিণামের কথা চিন্তা না করে ভয়ানক যুদ্ধ করেছেন। আপনার এই কার্য বিষমিশ্রিত খাদ্যগ্রহণতুল্য প্রাণসংহারক। রামচন্দ্র যে আপনাকে এখনো বধ করেননি, আপনার এটাই সৌভাগ্য।

তস্মাৎ ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ॥ ৩৫

'হে অনঘ ! যদিও আপনি শত্রুর সঙ্গে অনুচিত কর্ম আরম্ভ করেছেন, তথাপি আমি আপনার শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করব।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব নিশাচর।
যদি শক্রবিবস্বন্তৌ যদি পাবকমারুতৌ।
তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবেরবরুণাবপি॥ ৩৬

'হে নিশাচর ! আপনার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও হন, তাহলেও আমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সংহার করব।

[1] কুমার কার্তিকেয় স্ব-শক্তির দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করে তাতে ছিদ্র করে দিয়েছিলেন—মহাভারতে শল্যপর্বের ৪৬।৮৫ শ্লোকে এটির উল্লেখ আছে।

গিরিমাত্রশরীরস্য মহাপরিঘযোধিনঃ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ॥ ৩৭

'তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত পর্বততুল্য দেহধারী আমি যখন গর্জন করতে করতে মহাপরিঘ (ভয়ানক লৌহমুদ্গর) নিয়ে যুদ্ধ করব, তখন স্বয়ং পুরন্দরও ভয় পাবেন।

পুনর্মাং স দ্বিতীয়েন শরেণ নিহনিষ্যতি।
ততোঽহং তস্য পাস্যামি রুধিরং কামমাশ্বস॥ ৩৮

'রাম যখন আমাকে দ্বিতীয়বার শরাঘাত করতে উদ্যত হবেন সেইসময়ে (অর্থাৎ একটি বাণ নিক্ষেপ করার পরে দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপের পূর্বে মধ্যবর্তী সময়ে) তখনই আমি তাঁর রক্ত পান করবো। অতএব আপনি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হন।

বধেন বৈ দাশরথেঃ সুখাবহং
জয়ং তবাহর্তুমহং যতিষ্যে।
হত্বা চ রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্বান্ হরিযূথমুখ্যান্॥ ৩৯

'দশরথনন্দনকে বধ করে আমি আপনার পক্ষে সুখদায়ক বিজয় নিয়ে আসতে প্রযত্নশীল হবো। লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করে আমি মুখ্য বানর দলপতিদের ভক্ষণ করব।

রমস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং
কুরুষ্ব কার্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ।
ময়া তু রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি॥ ৪০

'আপনি ইচ্ছামতো বিহার করুন, উত্তম বারুণী পান করুন। নিশ্চিন্ত মনে আপন হিতকর কর্মে রত থাকুন। আমার দ্বারা রামচন্দ্রের যমালয়ে গমনের পরে চিরকালের জন্য সীতা আপনার বশীভূতা হবেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

সীতাকে বলপূর্বক সম্ভোগের জন্য রাবণের প্রতি মহাপার্শ্বের উক্তি এবং রাবণের ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা এবং দুরাধর্ষত্বের উল্লেখ

রাবণং ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
মুহূর্তমনুসঞ্চিন্ত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন জেনে মহাবলশালী মহাপার্শ্ব মুহূর্তকাল চিন্তা করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলতে লাগলো—

যঃ খল্বপি বনং প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সম্প্রাপ্য স নরো বালিশো ভবেৎ॥ ২

'হিংস্র পশু এবং সর্পসমাকুল বনে গিয়ে মধুর সন্ধান পেয়েও যে তা পান করে না, সে মূর্খ।

ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্ধসু॥ ৩

'হে শত্রুমর্দনকারী ! আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনাকে কে শাসন করবে ? শত্রুদের মস্তকে চরণ স্থাপন করে আপনি সীতার সঙ্গে রমণ করুন।

বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্তস্ব মহাবল।
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ রমস্ব চ॥ ৪

'হে মহবলী বীর ! আপনিও কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক বলপ্রয়োগ করে সীতাকে বারংবার ভোগ করুন।

লব্ধকামস্য তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং ভয়ম্।
প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্বং প্রতিবিধাস্যসে॥ ৫

'আপনার মনোরথ সফল হলে, আপনার আর কীসের ভয় আসবে ? যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনও ভয় আসে, তাহলে তার প্রতিবিধান করা যাবে।

কুম্ভকর্ণঃ সহাস্মাভিরিন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।

প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্‌॥ ৬

'আমাদের সঙ্গে আছেন মহাবলী কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ। বজ্রধারী ইন্দ্রকেও তাঁরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্‌।
সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে॥ ৭

'নীতি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সাম, দান এবং ভেদ নীতিকে বাদ দিয়ে কেবল দণ্ডনীতির দ্বারা সিদ্ধিলাভই আমার নিকট রুচিকর।

ইহ প্রাপ্তান্‌ বয়ং সর্বাঞ্ছত্রূংস্তব মহাবল।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ॥ ৮

'হে মহাবলী ! এখানে আপনার শত্রু যারা আসবে, আমাদের শস্ত্রপ্রহারের দ্বারা তারা বশীভূত হবে—এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।'

এবমুক্তস্তদা রাজা মহাপার্শ্বেন রাবণঃ।
তস্য সম্পূজয়ন্‌ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৯

মহাপার্শ্ব এইরূপ বললে রাজা রাবণ তার এইরকম বাক্যের প্রশংসা করে বললেন—

মহাপার্শ্ব নিবোধ ত্বং রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া॥ ১০

'হে মহাপার্শ্ব ! আমার জীবনের একটি গুপ্ত কথা তুমি জেনে নাও। বহুদিন পূর্বে আমার জীবনে যা ঘটেছিল—আমাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল, তাই আমি তোমাকে জানাচ্ছি।

পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম্‌।
চঞ্চূর্যমাণামদ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব ॥ ১১

'মহাপার্শ্ব ! একবার আমি পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে গমনরতা পুঞ্জিকাস্থলা নাম্নী এক অপ্সরাকে, আকাশের বুকে অগ্নিশিখার মতো উড়ে যেতে দেখেছিলাম।

সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভূভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা॥ ১২

'তখন আমি বলপূর্বক তাকে বিবস্ত্রা করে সম্ভোগ করি। তারপর সে বিধ্বস্তা কমলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার ভবনে উপস্থিত হয়েছিল।

তচ্চ তস্য তথা মন্যে জ্ঞাতমাসীন্মহাত্মনঃ।
অথ সঙ্কুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩

'মনে হয় আমার এই অপকর্মের কথা মহাত্মা ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন—

অদ্যপ্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৪

'আজ থেকে যেদিন তুমি অন্য যেকোনো নারীকে বলপূর্বক ভোগ করতে প্রবৃত্ত হবে, তদদণ্ডে তোমার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হবে, এই বিষয়ে কোনোও সংশয় নেই।'

ইত্যহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব তাম্‌।
নারোহয়ে বলাৎ সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে॥ ১৫

'তাঁর সেই শাপের ভয়ে আমি ভীত। সেইজন্যই বৈদেহী সীতাকে আমি বলপূর্বক আমার সুন্দর শয্যায় তুলিনি।

সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্‌ দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্‌॥ ১৬

'আমার বেগ সমুদ্রের মতো এবং বায়ুতুল্য আমার গতি। একথা দশরথনন্দন জানে না, এইজন্যই সে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে।

কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি॥ ১৭

'গিরিকন্দরে নিদ্রিত সিংহের ন্যায় অবস্থিত এবং ক্রুদ্ধ মৃত্যুর তুল্য ভয়ংকর আমাকে (এই রাক্ষসরাজ রাবণকে) জাগ্রত করতে কে ইচ্ছা করবে ?

ন মত্তো নির্গতান্‌ বাণান্‌ দ্বিজিহ্বান্‌ পন্নগানিব।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি॥ ১৮

'আমার ধনুক নির্গত বাণগুলি দুই জিহ্বাবিশিষ্ট সর্পতুল্য ভয়ানক। রাম কখনো এরকম দেখেনি, সেইজন্যই সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে।

ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্‌॥ ১৯

'উল্কা অর্থাৎ মশালের দ্বারা হাতি দগ্ধ করার মতো আমার ধনুকচ্যুত বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা শীঘ্রই আমি রামকে দগ্ধ করবো।

তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
উদিতঃ সবিতা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব॥ ২০

'সূর্য উদিত হলে নক্ষত্রদের প্রভা যেমন ম্লান হয়ে যায়, সেইরকম আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী রামের সৈন্যবলকে পরিবেষ্টিত করে দুর্বল করে দেবে।

বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
ন যুধাস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
ময়া ত্বিয়ং বাহুবলেন নির্জিতা
পুরা পুরী বৈশ্রবণেন পালিতা ॥ ২১

'সহস্রলোচন ইন্দ্র অথবা বরুণও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। পূর্বে কুবেরের দ্বারা পালিতা এই লঙ্কাপুরী আমি বাহুবলে জয় করে নিয়েছি।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

রাম অজেয়— এই কথা জানিয়ে সীতাকে প্রত্যার্পণের জন্য বিভীষণের অভিমত প্রকাশ

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশম্য বাক্যং
স কুম্ভকর্ণস্য চ গর্জিতানি।
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্য-
মুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্ ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণের এই কথা এবং কুম্ভকর্ণের গর্জন শুনে বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণকে সার্থক এবং হিতকর বাক্য বললেন—

বৃতো হি বাহ্বন্তরভোগরাশি-
শ্চিন্তাবিষঃ সুস্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।
পঞ্চাঙ্গুলীপঞ্চশিরোঽতিকায়ঃ
সীতামহাহিস্তব কেন রাজন্ ॥ ২

'হে রাজন্! আপনার নিকট সীতা যেন এক সুবিশাল সর্প। আপনি কার দ্বারা এই সর্পে আবদ্ধ হয়েছেন? তাঁকে চিন্তা করাও বিষতুল্য। তাঁর সুস্মিত হাসি হল তীক্ষ্ণ দাঁত। প্রত্যেক হাতের পাঁচটি আঙুল হল এই সর্পের পাঁচটি মস্তক।

যাবন্ন লঙ্কাং সমভিদ্রবন্তি
বলীমুখাঃ পর্বতকূটমাত্রাঃ।
দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৩

'দাঁত এবং নখরূপ অস্ত্রধারী পর্বতশিখরতুল্য সুবিশাল বানরবাহিনীর লঙ্কা আক্রমণের পূর্বেই দাশরথিকে তাঁর মৈথিলী (সীতাকে) প্রত্যার্পণ করুন।

যাবন্ন গৃহ্ণন্তি শিরাংসি বাণা
রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৪

'রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রসম, বায়ুবেগতুল্য তীক্ষ্ণ বাণগুলি রাক্ষসপুঙ্গবদের মস্তক ছেদনের পূর্বেই আপনি তাঁকে তাঁর পত্নী প্রত্যার্পণ করুন।

ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজং-
স্তথা মহাপার্শ্বমহোদরৌ বা।
নিকুম্ভকুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং সমর্থা যুধি রাঘবস্য ॥ ৫

'হে রাজন্! এই কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ তথা মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ তথা অতিকায়— এরা কেউই যুদ্ধে রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম নয়।

জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যো-
র্নভো ন পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৬

'যদি সূর্যদেব অথবা মরুদ্দেবগণ আপনাকে রক্ষা করতে চান, ইন্দ্র এবং যম যদি আপনাকে কোলেও স্থান দেন অথবা আপনি আকাশে কিংবা পাতালেও প্রবেশ করেন, তাহলেও রামচন্দ্রের হাত থেকে আপনার জীবন রক্ষা সম্ভব নয়।'

নিশম্য বাক্যং তু বিভীষণস্য
ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।
ন নো ভয়ং বিদ্ম ন দৈবতেভ্যো
ন দানবেভ্যোঽপ্যথবা কদাচিৎ ॥ ৭

বিভীষণের এই কথা শুনে প্রহস্ত তখন বললেন—

'ভয় কাকে বলে আমরা জানি না। দেবতা অথবা দানবদেরও আমরা কখনো ভয় করি না।

ন যক্ষগন্ধর্বমহোরগেভ্যো
ভয়ং ন সংখ্যে পতগোরগেভ্যঃ।
কথং নু রামাদ্ ভবিতা ভয়ং নো
নরেন্দ্রপুত্রাৎ সমরে কদাচিৎ ॥ ৮

'যুদ্ধে আমরা কখনও যক্ষ, গন্ধর্ব, মহানাগ, পক্ষী এবং সর্পকেও ভয় করি না। রণাঙ্গনে রাজপুত্র রামচন্দ্রকে আমরা কেন ভয় করবো ?'

প্রহস্তবাক্যং ত্বহিতং নিশম্য
বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
ধর্মার্থকামেষু নিবিষ্টবুদ্ধিঃ ॥ ৯

বিভীষণ ছিলেন রাজার প্রকৃত হিতাকাঙ্খী। প্রহস্তের এই অহিতকর বাক্য শুনে ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবিধ বিষয়ে নিবিষ্টবুদ্ধি বিভীষণ তখন এই মহান অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—

প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ
ত্বং কুম্ভকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।
ব্রবীত রামং প্রতি তন্ন শক্যং
যথা গতিঃ স্বর্গমধর্মবুদ্ধেঃ ॥ ১০

'হে প্রহস্ত ! মহারাজ রাবণ মহোদর, কুম্ভকর্ণ এবং আপনি যেসব কথা রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলছেন, আপনারা তা করতে সক্ষম হবেন না। যেমন অধর্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ স্বর্গলাভে সক্ষম হয় না।

বধস্তু রামস্য ময়া ত্বয়া চ
প্রহস্ত সর্বৈরপি রাক্ষসৈর্বা।
কথং ভবেদর্থবিশারদস্য
মহার্ণবং তর্তুমিবাপ্লবস্য ॥ ১১

'হে প্রহস্ত ! রামচন্দ্র অর্থবিশারদ। (সকল কার্যসাধনে কুশল) তরণী ব্যতীত যেমন মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়, তেমনি আমার, আপনার অথবা সমস্ত রাক্ষসের দ্বারা তাঁর নিধন কীভাবে সম্ভব ?

ধর্মপ্রধানস্য মহারথস্য
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোঽস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য
কৃত্যেষু শক্রস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ ॥ ১২

'ইক্ষ্বাকুকুলজাত রাজা রামচন্দ্রের কাছে ধর্মই প্রধান (অর্থাৎ তিনি ধর্মকেই প্রধান বস্তু বলে স্বীকার করেন)। তিনি মহারথী। (বালী, কবন্ধ, বিরাধ প্রভৃতি বীরকে যুদ্ধে হত্যা করেছেন) এইরূপ পরাক্রমী বীরের সম্মুখে দেবতারাও কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যান।

তীক্ষ্ণা ন তাবৎ তব কঙ্কপত্রা
দুরাসদা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥ ১৩

'প্রহস্ত ! রাঘব রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত, দুর্জয় এবং তীক্ষ্ণ বাণগুলি এখনো আপনার শরীর বিদীর্ণ করে প্রবেশ করেনি, সেইজন্যই আপনি এইরকম কথা বলছেন।

ভিত্ত্বা ন তাবৎ প্রবিশন্তি কায়ং
প্রাণান্তিকাস্তেঽশনিতুল্যবেগাঃ।
শিতাঃ শরা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥ ১৪

'হে প্রহস্ত ! রাঘবের ধনুকমুক্ত তীক্ষ্ণ, প্রাণঘাতী, বজ্রবেগতুল্য বাণগুলি যতক্ষণ না আপনার শরীর ভেদ করে প্রবেশ করছে, ততক্ষণ আপনি এইরকম কথা বলতে সক্ষম হচ্ছেন।

ন রাবণো নাতিবলস্ত্রিশীর্ষো
ন কুম্ভকর্ণস্য সুতো নিকুম্ভঃ।
ন চেন্দ্রজিদ্ দাশরথিং প্রবোঢ়ুং
ত্বং বা রণে শক্রসমং সমর্থঃ ॥ ১৫

'রাক্ষসরাজ রাবণ, অতিবলশালী ত্রিশীর্ষ, কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, এমনকী ইন্দ্রজিৎও যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রতুল্য বীর দশরথনন্দন শ্রীরামের বীরত্ব সহ্য করতে পারবেন না।

দেবান্তকো বাপি নরান্তকো বা
তথাতিকায়োঽতিরথো মহাত্মা।
অকম্পনশ্চাদ্রিসমানসারঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ১৬

'দেবান্তক[১], নরান্তক[২], অতিকায়, অতিরথ মহাত্মা তথা পর্বত তুল্য অকম্পিত বীরও যুদ্ধে রামচন্দ্রের সামনে টিকে থাকতে পারবে না।

[১]দেবতা বিনাশক, [২]মনুষ্যনাশক

অয়ং চ রাজা ব্যসনাভিভূতো
মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবদ্ভিঃ।
অন্বাসিতে রাক্ষসনাশনার্থে
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা হ্যসমীক্ষ্যকারী ॥ ১৭

'এই রাজা রাবণ ব্যসনে[1] অভিভূত, তাই তিনি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তগ্রহণে অপারগ, তিনি স্বভাবতই কঠোর এবং অবিবেচক। এতদ্ভিন্ন আপনাদের মতো শত্রুতুল্য মিত্রগণ রাক্ষসরাজ রাবণের সর্বনাশের জন্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন।

অনন্তভোগেন সহস্রমূর্ধ্না
নাগেন ভীমেন মহাবলেন।
বলাৎ পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো
রাজানমুৎক্ষিপ্য বিমোচয়ন্তু ॥ ১৮

'সহস্রমস্তক বিশিষ্ট, মহান বলশালী, অনন্তভোগী ভয়ানক নাগ এই রাজাকে বলপূর্বক বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে; আপনারা তাকে উৎক্ষেপন করে (টেনে-হিঁচড়ে ছুঁড়ে ফেলে) রাজাকে মুক্ত করুন।

যাবদ্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্ভিঃ
সমেত্য সর্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ।
নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতব্যো
ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ ॥ ১৯

'মহাবলশালী ভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রিয়জনেরা যেমন বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করে, তেমনি আপনারাও— সুহৃদজনেরা—যাঁরা তাঁর দ্বারা সকল কামনা পরিপূর্ণ করেছেন, তাঁদের উচিত প্রয়োজনে তাঁকে নিগ্রহ করেও বিপদ থেকে রক্ষা করা।

সুবারিণা রাঘবসাগরেণ
প্রচ্ছাদ্যমানস্তরসা ভবদ্ভিঃ।
যুক্তস্ত্বয়ং তারয়িতুং সমেত্য
কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ ॥ ২০

'উত্তম চরিত্ররূপ জলে পরিপূর্ণ রামচন্দ্র হলেন সমুদ্রতুল্য ; (এই রাক্ষসরাজ রাবণ) সেই সাগরে নিমজ্জমান। শ্রীরামরূপ পাতাল গহ্বরে পতনশীল রাজাকে আপনারা সকলে মিলে উদ্ধার করুন।

ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য
রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যগ্‌ঘি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি
নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্ ॥ ২১

'আমি রাক্ষসসহ এই নগরীর তথা সুহৃদজনসহ রাজার হিতের জন্য অমৃততুল্য সম্যক্ বচন পুনরায় বলছি যে, রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রকে মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করা হোক!

পরস্য বীর্যং স্ববলং চ বুদ্ধ্বা
স্থানং ক্ষয়ং চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা
বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥ ২২

'যিনি শত্রুপক্ষের বল-বীর্য অনুধাবন করে, উভয়পক্ষের বস্তুস্থিতি ও হ্রাস-বৃদ্ধি অবগত হয়ে বুদ্ধিপূর্বক স্বপক্ষের কল্যাণকর এবং প্রভুর হিতকর বাক্য বলেন, তিনিই হলেন যথার্থ মন্ত্রী।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

---

[1] [illegible] —কঠোর বাক্য প্রয়োগ, কঠিন শাস্তি দান, অর্থের অপব্যয়, মদ্যপান, অতিরিক্ত

পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উপহাস, বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার এবং যথার্থ বাক্য কথন

বৃহস্পতেস্তুল্যমতের্বচস্ত-
ন্নিশম্য যত্নেন বিভীষণস্য।
ততো মহাত্মা বচনং বভাষে
তত্রেন্দ্রজিন্নৈর্ঋতযূথমুখ্যঃ ॥ ১

বিভীষণ ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বিজ্ঞ। তাঁর সেই উপদেশ শোনাকালেই অধৈর্য হয়ে রাক্ষসদলপতিদের মধ্যে প্রধান অতিকায় আকৃতিবিশিষ্ট মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ বললেন—

কিং নাম তে তাত কনিষ্ঠ বাক্য-
মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্যাৎ ॥ ২

'হে কনিষ্ঠ তাত ! অত্যন্ত ভীত হয়েই কি আপনি এইরকম নিরর্থক কথা বলছেন ? এই বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করেননি, তিনিও এইরকম কথা কখনো বলবেন না বা এমন কাজ করবেন না।

সত্ত্বেন বীর্যেণ পরাক্রমেণ
ধৈর্যেণ শৌর্যেণ চ তেজসা চ।
একঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো
বিভীষণস্তাত কনিষ্ঠ এষঃ ॥ ৩

'পিতা ! কনিষ্ঠ তাত বিভীষণই হলেন আমাদের এই রাক্ষসকুলে একমাত্র পুরুষ যিনি বল, বীর্য, পরাক্রম, ধৈর্য, শৌর্য এবং তেজ রহিত।

কিং নাম তৌ মানুষরাজপুত্রা-
বস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন।
সুপ্রাকৃতেনাপি নিহন্তুমেতৌ
শক্যৌ কুতো ভীষয়সে স্ম ভীরো ॥ ৪

'এই দুই মনুষ্যকুলজাত রাজকুমার কীই বা এমন ? আমাদের একজন সাধারণ রাক্ষসই এই দুজনকে হত্যা করতে সক্ষম। হে ভীরু ! কেন আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন ?

ত্রিলোকনাথো ননু দেবরাজঃ
শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ।
ভয়ার্পিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ
সর্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৫

'ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমি স্বর্গচ্যুত করে পথে বসিয়ে ছিলাম এবং অন্যান্য সকল দেবগণ ভীত হয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলেন।

ঐরাবতো নিঃস্বনমুন্নদন্ স
নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া তু।
বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য
বিত্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৬

'আমি তাঁর ঐরাবত নামক হস্তীর দন্তোৎপাটন করে তাঁকে সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছিলাম। ঐরাবতের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার শুনে সকল দেবগণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন।

সোঽহং সুরাণামপি দর্পহন্তা
দৈত্যোত্তমানামপি শোককর্তা।
কথং নরেন্দ্রাত্মজয়োর্ন শক্তো
মনুষ্যয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ সুবীর্যঃ ॥ ৭

'আমি হলাম দেবতাদের দর্পহরণকারী তথা দৈত্যশ্রেষ্ঠদেরও শোক উৎপন্নকারী তদনুরূপ মহাবীর আমি মনুষ্যজাতির দুজন সাধারণ রাজকুমারের সঙ্গে কেন যুদ্ধে সক্ষম হব না ?'

অথেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহৌজসস্তদ্ বচনং নিশম্য।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
বিভীষণঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৮

ইন্দ্রতুল্য মহাতেজস্বী দুর্জয় বীর ইন্দ্রজিতের বাক্য

ততঃ শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ অনন্তর মহান প্রযুক্ত বাক্য বললেন—

ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি
বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
তস্মাৎ ত্বয়াপ্যাত্মবিনাশনায়
বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্॥ ৯

'বৎস! মন্ত্রণা বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই তুমি এখনো শিশু, তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক নয়; সেইজন্যই তুমি নিজের বিনাশার্থে অনর্থক বহু প্রলাপ বকছ।

পুত্রপ্রবাদেন তু রাবণস্য
ত্বমিন্দ্রজিন্মিত্রমুখোঽসি শত্রুঃ।
যস্যেদৃশং রাঘবতো বিনাশং
নিশম্য মোহাদনুমন্যসে ত্বম্॥ ১০

'ইন্দ্রজিৎ! তুমি রাবণের পুত্র রূপেই পরিচিত। তথাপি, তুমি তাঁর মিত্রমুখী শত্রু (অর্থাৎ মুখে মৈত্রীভাব বজায় থাকলেও অন্তরে তুমি তাঁর শত্রুতাই ইচ্ছা করো)। রামচন্দ্রের দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের বিনাশ আসন্ন জেনেও মোহবশতঃ তুমি তাঁর কার্যসমূহ সমর্থন করছ।

ত্বমেব বধ্যশ্চ সুদুর্মতিশ্চ
স চাপি বধ্যো য ইহানয়ৎ ত্বাম্।
বালং দৃঢ়ং সাহসিকং চ যোঽদ্য
প্রাবেশয়ন্মন্ত্রকৃতাং সমীপম্॥ ১১

'তুমি দুর্বুদ্ধি পরায়ণ এবং বধযোগ্য। যে তোমাকে এখানে আনয়ন করেছে (আহ্বান করে এনেছে), সেও বধের যোগ্য। তোমার মতো কঠোর হঠকারী বালককে যে এই মন্ত্রণাকারীদের নিকট এনেছে, সেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

মূঢোঽপ্রগল্‌ভোঽবিনয়োপপন্ন-
স্তীক্ষ্ণস্বভাবোঽল্পমতির্দুরাত্মা।
মূর্খস্ত্বমত্যন্তসুদুর্মতিশ্চ
ত্বমিন্দ্রজিদ্ বালতয়া ব্রবীষি॥ ১২

'হে ইন্দ্রজিৎ! তুমি মূঢ়, নিরুদ্যম, দুর্বিনীত, কঠোর স্বভাববিশিষ্ট, স্বল্পবুদ্ধিপরায়ণ, মূর্খ এবং অত্যন্ত দুর্মতি সম্পন্ন। অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন অবোধ শিশুদের মতো তুমি এইসব আজে-বাজে কথা বলছ।

কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশা-
নর্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্
সমক্ষমুক্তান্ যুধি রাঘবেণ॥ ১৩

'যুদ্ধে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত রামচন্দ্রের বাণ ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রকাশমান, কালাগ্নিতুল্য অব্যর্থ এবং যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর। তাঁর সম্মুখে কেই-বা স্থির থাকতে সক্ষম।

ধনানি রত্নানি সুভূষণানি
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাং চ রামায় নিবেদ্য দেবীং
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ॥ ১৪

'অতএব হে রাজন্! আমাদের পক্ষে উচিত হবে ধন-সম্পদ, রত্ন, সুন্দর অলংকার, দিব্যবস্ত্রসমূহ ও বিচিত্র রত্নরাজি সহ দেবী সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করা। এতেই আমরা বীতশোক হয়ে এখানে বসবাস করতে পারব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে তিরস্কার এবং বিভীষণেরও রাবণকে ভর্ৎসনা এবং সভাত্যাগ

সুনিবিষ্টং হিতং বাক্যমুক্তবন্তং বিভীষণম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ॥ ১

বিভীষণ সুন্দর অর্থযুক্ত এবং হিতকর বাক্য বললেও রাবণ কালগ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে কঠোর বাক্য বললেন—

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা॥ ২

'শত্রু এবং ক্রুদ্ধসর্পের সঙ্গেও বাস করা যায়, কিন্তু মিত্ররূপে পরিচিত হয়েও যে শত্রুর সেবক তার সঙ্গে কখনো বাস করা যায় না।

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥ ৩

'ওহে রাক্ষস ! সমগ্র জগতে জ্ঞাতিদের আচরণ আমি জানি, জ্ঞাতিদের বিপদে জ্ঞাতিরাই সর্বদা আনন্দিত হয়।

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্মশীলং চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োঽপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ॥ ৪

'রাক্ষস ! যিনি প্রধান অর্থাৎ জ্ঞাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ তিনি দায়িত্ববান, বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ এবং শূরবীর হলেও জ্ঞাতিরা তাকে অবমাননা করে এবং তিরস্কার করে।

নিত্যমন্যোন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥ ৫

'জ্ঞাতিগণ অত্যন্ত ভয়ানক হয়, বিপদকালে তারা শত্রু, দুঃসময়ে তারা আনন্দ লাভ করে, আপন মনোভাব গোপনকারী এবং তারা অত্যন্ত ক্রূর হয়ে থাকে।

শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা।
পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ৬

'পূর্বকালে পদ্মবনে পাশহস্তে মানুষদের দেখে হাতিদের দ্বারা গীত যে শ্লোকের কথা শোনা যায় ; তা আমি বলছি, শোনো।

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥ ৭

'অগ্নি, অন্যান্য শস্ত্রসমূহ, পাশ প্রভৃতি আমাদের কাছে ভয়াবহ নয়, ঘোর স্বার্থপর জ্ঞাতিগণই আমাদের পক্ষে ভীতিদায়ক হয়ে থাকে।

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
কৃৎস্নাদ্ ভয়াৎ জ্ঞাতিভয়ং কুকষ্টং বিহিতং চ নঃ॥ ৮

'এরা আমাদের বন্দি করার (ধরে নেওয়ার) উপায় বলে দেবে, এতে কোনো সংশয় নেই। আমরা জানি সকল ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতি ভয়ই অধিক কষ্টদায়ক।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥ ৯

'গাভীতে যেমন বিদ্যমান থাকে হব্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকে চাঞ্চল্য, ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকে তপস্যা, জ্ঞাতিরা তেমনই অবশ্যই ভয়ের কারণ হয়।'

ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ।
ঐশ্বর্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতঃ॥ ১০

'হে সৌম্য ! যে আমি আজ জগতে সম্মানিত, ঐশ্বর্যবান, অভিজাত এবং শত্রুদের মস্তকোপরি অবস্থিত রয়েছি, এগুলি কিন্তু তোমার অভীষ্ট নয়।

যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমভিগচ্ছন্তি তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১১

'পদ্মপাতায় যেমন জলবিন্দু লেগে থাকে না, তেমনি অনার্যহৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকতে পারে না।

যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জতাম্।
ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১২

'যেমন শরৎকালীন মেঘের গর্জনে এবং বর্ষণে পৃথ্বী সিক্ত হয় না, তেমনি অনার্যহৃদয়ে সৌহার্দ্য সিঞ্চিত হয় না।

যথা মধুকরস্তর্ষাদ্ রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১৩

'মধুকর আগ্রহ সহকারে রসলাভ করেও সেই ফুলে অবস্থান করে না, সৌহার্দ্যও তেমনি অনার্যহৃদয়ে অবস্থান করে না। তুমিও তেমনই একজন অনার্য।

যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি।
রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১৪

'রস পানের আশায় কাশপুষ্পের মধুপান করেও মধুকর যেমন রসলাভ করে না ; তদনুরূপ অনার্যজনে যে স্নেহ, তার দ্বারা কেউই উপকৃত হয় না।

যথা পূর্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।
দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্যেষু সৌহৃদম্॥ ১৫

'হাতি যেমন স্নান করার পর পুনরায় শুঁড়ের সাহায্যে ধুলো দিয়ে আপন দেহকে দূষিত করে ; অনার্যদের মৈত্রীও তদনুরূপভাবে দূষিত হয়।

যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্ মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন॥ ১৬

'কুলকলঙ্ক নিশাচর ! তোমাকে ধিক্ । যদি তুমি ব্যতীত অন্য কেউ এইরকম কথা বলতো ; তাহলে তাকে এই মুহূর্তেই আমি সংহার করতাম।'

ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১৭

ন্যায়বাদী বিভিষণকে রাবণ এইরকম রূঢ় বাক্য বললে, বিভিষণ গদা হাতে চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে আকাশ পথে চলে গেলেন।

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।
অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাধিপম্॥ ১৮

তখন অন্তরীক্ষে স্থিত হয়ে তেজস্বী ভ্রাতা শ্রীমান বিভিষণ কুপিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে বললেন—

স ত্বং ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে॥ ১৯

'হে রাজন্ ! আপনার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে, আপনি ধর্মপথে অবস্থান করছেন না। হে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! আপনি পিতৃতুল্য মাননীয়। আপনি আমাকে যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু অগ্রজের তথা আপনার এই কঠোরবাক্য আমি সহ্য করব না।

সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্ণন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ॥ ২০

'হে দশানন ! যারা কালের বশীভূত হয়েছে, তারা সুন্দর নীতিযুক্ত হিতকর সেই বাক্য—যা আমি বললাম, তা গ্রহণ করে না।

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ২১

'হে রাজন্ ! সর্বদা প্রিয়বাদীজন (যিনি সর্বদাই সুন্দর সুন্দর কথা বলেন) জগতে সুলভ। অপ্রিয় অথচ পথ্যতুল্য (অর্থাৎ যার কথাগুলো শুনতে খারাপ কিন্তু পরিণামে শুভফলদায়ী) বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা—উভয়েই দুর্লভ।

বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্বভূতাপহারিণঃ।
ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা॥ ২২

'সকল প্রাণির সংহারক যমের পাশে আপনি আবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নি কবলিত গৃহের ন্যায় ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হওয়া আপনাকে আমি কিভাবে উপেক্ষা করতে পারি (অর্থাৎ গৃহ অগ্নি কবলিত হলে তা ধ্বংস হবেই, কিন্তু আমরা সহজে তাকে ত্যাগ করতে পারি না বা সেই বিসর্জন সহজে মেনে নিতে পারি না। তেমনি, রাবণের আসন্ন পরিণাম উপলব্ধি করে বিভীষণ তাঁকে হেলায় পরিত্যাগ করতে পারছেন না ; আবার অগ্রজকে সমর্থন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সুপরিণামদর্শী হলেও কখনো কখনো তাঁরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে উভয়সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন।)

দীপ্তপাবকসংকাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ॥ ২৩

'শ্রীরামের বাণ সুবর্ণভূষিত, তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত আগুনের মতো ভয়ানক। তাঁর শরের দ্বারা নিহত আপনাকে আমি দেখতে চাই না।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ ২৪

'কালের বশীভূত হয়ে শূরবীর, বলবান অস্ত্রবিদ্‌গণ যুদ্ধে বালুকানির্মিত সেতুর ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্বথা রক্ষ পুরীং চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা॥ ২৫

'গুরুজনের হিতকামনায় আমি যা বলেছি, তার জন্য আমাকে মার্জনা করুন। এখন রাক্ষসদের সঙ্গে নিজেকে

তথা এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করুন। আপনার কল্যাণ হোক। আমি প্রস্থান করছি। আমাকে ব্যতীতই আপনি সুখলাভ করুন।

নিবার্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা
ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।
পরান্তকালে হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥ ২৬

'হে নিশাচর! আমি আপনার হিতৈষী। আপনার এ অশুভকার্য নিবারণের জন্য আমার বক্তব্য আপনার নিকট রুচিকর হয়নি। কিন্তু যাঁদের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তাঁরা অন্তিমকালে সুহৃদজনের হিতকর পরামর্শও গ্রহণ করেন না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ, তাকে আশ্রয়দান বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীরামের পরামর্শ করা

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ।
আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ১

রাবণানুজ বিভীষণ অগ্রজ রাবণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলে মুহূর্তের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র অবস্থান করছেন, সেখানে চলে গেলেন।

তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ॥ ২

মেরুপর্বতের শিখরতুল্য মহাকায় বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত বিভীষণকে পৃথিবীস্থিত বানরাধিপতিরা আকাশে স্থিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

তে চাপ্যনুচরাস্তস্য চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ।
তেঽপি বর্মায়ুধোপেতা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ॥ ৩

তাঁর সঙ্গে যে চারজন ভীমবিক্রমসম্পন্ন অনুচর ছিল, তারাও উত্তম অলংকারে বিভূষিত এবং অস্ত্র ও বর্মে সুসজ্জিত ছিল।

স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ।
বরায়ুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ৪

মেঘ এবং পর্বতের তুল্য বিশাল বিভীষণ ছিলেন বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, উত্তম অস্ত্রধারী বীর এবং দিব্য আভরণে বিভূষিত।

তমাত্মপঞ্চমং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
বানরৈঃ সহ দুর্ধর্ষশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্॥ ৫

বিভীষণসহ পাঁচজনকে দেখে দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান, বানরাধিপতি সুগ্রীব অন্যান্য বানরদের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং তু বানরাংস্তানুবাচ হ।
হনুমৎপ্রমুখান্ সর্বানিদং বচনমুত্তমম্॥ ৬

মুহূর্তকাল চিন্তা করে হনুমান প্রভৃতি সকল বানরকে তিনি উত্তম বাক্যের দ্বারা বললেন—

এষ সর্বায়ুধোপেতশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
রাক্ষসোঽভ্যেতি পশ্যধ্বমস্মান্ হন্তুং ন সংশয়ঃ॥ ৭

'দেখো! সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে এই রাক্ষস আমাদের হত্যা করতেই আসছে, এতে কোনো সংশয় নেই।'

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বে তে বানরোত্তমাঃ।
সালানুদ্যম্য শৈলাংশ্চ ইদং বচনমব্রুবন্॥ ৮

সুগ্রীবের এই কথা শুনে সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ শালবৃক্ষ এবং পর্বতের শিলাখণ্ড উৎপাটন করে বলল—

শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষাং দুরাত্মনাম্।
নিপতন্তি হতা যাবদ্ ধরণ্যামল্পচেতনাঃ॥ ৯

'হে রাজন্ ! আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মাদের বধের জন্য আমাদের আজ্ঞা দিন যাতে এই অল্পমতিসম্পন্ন রাক্ষসেরা নিহত হয়ে ভূতলশায়ী হয়।'

তেষাং সম্ভাষমাণানামন্যোন্যং স বিভীষণঃ।
উত্তরং তীরমাসাদ্য খস্থ এব ব্যতিষ্ঠত॥ ১০

তাদের পারস্পরিক এইসব কথোপকথনের মধ্যে সমুদ্রের উত্তরতীরে বিভীষণ উপস্থিত হয়ে আকাশেই অবস্থান করতে লাগলেন।

স উবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্বরেণ মহতা মহান্।
সুগ্রীবং তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য খস্থ এব বিভীষণঃ॥ ১১

মহাজ্ঞানী মহাত্মা বিভীষণ আকাশে অবস্থিত হয়ে সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরদেরকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন—

রাবণো নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ।
তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ॥ ১২

'রাবণ নামক রাক্ষসরাজ— যিনি একজন দুরাচারী রাক্ষস ; আমি তাঁর ছোটভাই। আমার নাম হল বিভীষণ।

তেন সীতা জনস্থানাদ্ হৃতা হত্বা জটায়ুষম্।
রুদ্ধা চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা॥ ১৩

'তিনি (রাবণ) জটায়ুকে হত্যা করে নির্জনস্থান থেকে সীতাকে অপহরণ করেছেন। অসহায়া, দীনা সীতা রাক্ষসীদের দ্বারা সুরক্ষিতা এবং অবরুদ্ধা হয়ে আছেন।

তমহং হেতুভির্বাক্যৈর্বিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্।
সাধু নির্যাত্যতাং সীতা রামায়েতি পুনঃ পুনঃ॥ ১৪

'রাবণকে আমি পুনঃপুন নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা বুঝিয়েছি যে, সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করাই ভালো।

স চ ন প্রতিজগ্রাহ রাবণঃ কালচোদিতঃ।
উচ্যমানং হিতং বাক্যং বিপরীত ইবৌষধম্॥ ১৫

'মরণাপন্ন ব্যক্তি যেমন ঔষধ ত্যাগ করে বিপরীত আচরণ করে, রাবণও যেন তেমনিভাবে পথ্যরূপী আমার হিতকর বাক্য শুনেও তা গ্রহণ করেননি। তিনি যেন যমের দ্বারাই প্রেরিত হয়েছেন।

সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥ ১৬

'আমি তাঁর কঠোর বাক্যের দ্বারা দাসের ন্যায় অপমানিত হয়েছি। অতএব আমি স্ত্রী এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে রামচন্দ্রের শরণাগত হয়েছি।

নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে।
সর্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ১৭

'সর্বলোকের আশ্রয়দাতা মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট শীঘ্র আমাকে উপস্থিত করো এবং আমার (বিভীষণের) আগমন বার্তা তোমরা তাঁকে জানাও।'

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ॥ ১৮

বিভীষণের এই কথা শুনে দ্রুতগামী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখে রামচন্দ্রকে ক্রুদ্ধভাবে এই কথা বললেন—

প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ।
নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব॥ ১৯

'শত্রুসৈন্যের কোনো একজন শত্রু আজ অতর্কিতে এখানে প্রবেশ করেছে। সুযোগ পেলেই পেচক যেমন বায়সকে হত্যা করে, সেও তেমনি আমাদের হত্যা করবে।

মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি।
বানরাণাং চ ভদ্রং তে পরেষাং চ পরন্তপ॥ ২০

'হে পরন্তপ ! বানরদের কল্যাণের জন্য মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা, নীতিপ্রণয়ন এবং চরনিযুক্তিকরণ প্রভৃতি কার্য আপনার করা উচিত।

অন্তর্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ॥ ২১

'এই রাক্ষসেরা ইচ্ছামতো রূপধারণকারী, অন্তর্ধান হওয়ার শক্তিসম্পন্ন, শূরবীর এবং মায়া দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণকারী, এদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্।
অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্যান্ন সংশয়ঃ॥ ২২

'এই রাক্ষস, রাক্ষসরাজ রাবণের গুপ্তচর। এ আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিভেদ সৃষ্টি করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অথ বা স্বয়মেবৈষ ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি॥ ২৩

'অথবা এই বুদ্ধিমান রাক্ষস স্বয়ং আমাদের ছিদ্রানুসন্ধান করে, আমাদের বিশ্বস্ত সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে কখন যে আমাদের প্রহার করবে !

মিত্রাটবিবলং চৈব মৌলভৃত্যবলং তথা।
সর্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্॥ ২৪

'বন্ধুদের থেকে সংগৃহীত সৈন্য, গ্রাম্যলোকের সাহায্য, ভৃত্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সৈন্য— এই সব কিছুই

গ্রহণযোগ্য কিন্তু শত্রুপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে নেই।

প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতামিত্রস্য বৈ প্রভো।
আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ॥ ২৫

'হে প্রভু ! আপনার শত্রুর ভাই স্বভাবতই রাক্ষস। সাক্ষাৎ শত্রুরূপেই তিনি এসেছেন। এঁকে কেমন করে বিশ্বাস করা যায়।

রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।
চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ॥ ২৬

'এ হলো রাবণের কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ—এটাই তাঁর পরিচয়। চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আপনার শরণাগত।

রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর॥ ২৭

'হে কর্তব্যকর্মশ্রেষ্ঠ ! রাবণ কর্তৃক প্রেরিত বিভীষণকে আপনি নিগৃহীত করুন (বন্দী করুন)—আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি।

রাক্ষসো জিহ্মযা বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্তুং মায়য়া ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ॥ ২৮

'হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র ! রাবণ কর্তৃক প্রেরিত কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন এই রাক্ষস মায়ার দ্বারা আত্মগোপন করে, সুযোগমতো আপনাকে প্রহার করতে এসেছে।

বধ্যতামেষ তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ॥ ২৯

'রাবণের নিষ্ঠুর ভ্রাতা বিভীষণ সচিবদের সঙ্গে কঠোর দণ্ডের দ্বারা বধযোগ্য।'

এবমুক্ত্বা তু তং রামং সংরব্ধো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ॥ ৩০

বাক্য জ্ঞানী এবং সংক্ষুব্ধ বাহিনীপতি সুগ্রীব বাক্যকুশল রামচন্দ্রকে এইরূপ বলে মৌন হলেন।

সুগ্রীবস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ।
সমীপস্থানুবাচেদং হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন্॥ ৩১

সুগ্রীবের এই কথা শুনে মহাবলশালী শ্রীরাম নিকটস্থ হনুমান প্রভৃতি বানরদেরকে এইরূপ বললেন—

যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি।
বাক্যং হেতুমদত্যর্থং ভবদ্ভিরপি চ শ্রুতম্॥ ৩২

'বানরগণ ! বানররাজ সুগ্রীব রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য বললেন, তা তোমরা শুনলে।

সুহৃদামর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।
সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা॥ ৩৩

'মিত্রজনের চিরন্তন কল্যাণকামী বুদ্ধিমান এবং সমর্থ পুরুষেরা কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে সংকটকালে সুহৃদজনের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।'

ইত্যেবং পরিপৃষ্টাস্তে স্বং স্বং মতমতন্দ্রিতাঃ।
সোপচারং তদা রামমূচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ৩৪

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা এইরূপে পরিপৃষ্ট হয়ে (জিজ্ঞাসিত হয়ে), তাঁর হিতকামী বানরেরা আলস্য ত্যাগ করে সোৎসাহে স্ব-স্ব মত প্রকাশ করল।

অজ্ঞাতং নাস্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
আত্মানং পূজয়ন্ রাম পৃচ্ছস্যস্মান্ সুহৃত্তয়া॥ ৩৫

'হে রাঘব ! এই ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছু নেই। হে রামচন্দ্র ! আমাদের সম্মানিত করার জন্য এবং বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য আপনি আমাদের পরামর্শ প্রার্থনা করছেন।

ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্মিকো দৃঢ়বিক্রমঃ।
পরীক্ষ্যকারী স্মৃতিমান্ নিসৃষ্টাত্মা সুহৃৎসু চ॥ ৩৬

'আপনি সত্যব্রত পরায়ণ, শূরবীর, দৃঢ়পরাক্রমী, ধার্মিক, সুবিবেচক, স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, সুহৃদবর্গের প্রতি বিশ্বাস করেই তাদের হাতে নিজেকে সমর্পণকারী।

তস্মাদেকৈকশস্তাবদ্ ব্রুবন্তু সচিবাস্তব।
হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৭

'এইজন্য আপনার সকল বুদ্ধিমান এবং সক্ষম সচিবেরা একজন একজন করে বারংবার নিজ নিজ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলবেন।'

ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ।
বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ॥ ৩৮

বানরেরা এইরূপ বললে সর্বাগ্রে বুদ্ধিমান বানর অঙ্গদ বিভীষনের পরীক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বললেন—

শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ॥ ৩৯

'শত্রুপক্ষ থেকে আগত বিভীষণকে নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। সহসা এঁকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ছাদয়িত্বাঽঽত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ॥ ৪০

'শঠবুদ্ধিপরায়ণরা নিজের ভাব গোপন রেখে বিচরণ করে। সুযোগ মতো প্রহার করে গুরুতর অনর্থ ঘটায়।

অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেত হ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্যাদ্ দোষতস্তু বিসর্জয়েৎ॥ ৪১

'অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থসাধন বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। গুণবিশিষ্টকে গ্রহণ এবং দোষযুক্তকে বর্জন করা কর্তব্য।

যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজ্যতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তাং নৃপ॥ ৪২

'হে রাজন্ ! যদি সে মহান দোষযুক্ত হয়, তাহলে তাকে নির্ভয়ে ত্যাগ করুন, আর যদি তাকে বহুগুণসম্পন্ন বলে মনে হয়, তাহলে তাকে গ্রহণ করুন।'

শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রমস্মিন্ নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্॥ ৪৩

অনন্তর, শরভ নামক বানর অর্থযুক্ত বাক্য সহযোগে বলল — 'হে নরব্যাঘ্র ! শীঘ্রই এর পেছনে (অর্থাৎ বিভীষণের পেছনে) চর নিযুক্ত করুন।

প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা।
পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ॥ ৪৪

'সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন গুপ্তচর দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়ে সবকিছু জেনে, তারপরে ন্যায় অনুসারে তাঁকে গ্রহণ করা কর্তব্য।'

জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্ দোষবর্জিতম্॥ ৪৫

অনন্তর শাস্ত্রবুদ্ধিতে পরিশীলিত জাম্ববান সবকিছু ভালোভাবে বিবেচনা করে দোষবর্জিত এবং গুণযুক্ত বাক্য বিজ্ঞাপিত করলো—

বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শংক্যতাময়ম্॥ ৪৬

'পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ শত্রুতায় বদ্ধপরিকর। তাঁর নিকট থেকে অস্থানে, অসময়ে আগত বিভীষণ অবশ্যই সর্বতোভাবে শঙ্কার কারণ বলে মনে হচ্ছে।'

ততো মৈন্দস্তু সম্প্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্॥ ৪৭

অনন্তর নীতি এবং অনীতি বিষয়ে প্রাজ্ঞ বাগ্মী মৈন্দ সম্যক্ বিবেচনা করে যুক্তিযুক্ত এবং উত্তম কথা বললেন—

অনুজো নাম তস্যৈব রাবণস্য বিভীষণঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বর॥ ৪৮

'হে মহারাজ ! ইনিই সেই রাবণের ছোটভাই বিভীষণ ; এঁকে ধীরে ধীরে মধুরভাবে সকলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা হোক।

ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতস্তং করিষ্যসি।
যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্বং নরর্ষভ॥ ৪৯

'হে নরশ্রেষ্ঠ ! এঁর ভাব জেনে আপনি বুদ্ধিপূর্বক নিশ্চিত করবেন ইনি দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে এসেছেন কি না ?'

অথ সংস্কারসম্পন্নো হনূমান্ সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু॥ ৫০

অনন্তর সচিবশ্রেষ্ঠ, সংস্কারসম্পন্ন হনুমান সুখশ্রাব্য, অর্থযুক্ত মধুর এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য বললেন—

ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্।
অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্॥ ৫১

'আপনি মতিশ্রেষ্ঠ, সক্ষম, বক্তাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। ভাষণদানে বৃহস্পতিও আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না।

ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ।
বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রাম গৌরবাৎ॥ ৫২

'মহারাজ ! আমি যা বলছি তা তর্ক করার জন্য বা স্পর্ধা প্রকাশের জন্য নয়, বুদ্ধির আধিক্যবশতঃ বা কামনার বশীভূত হয়েও নয়। হে রাম ! আপনার গৌরবের কথা ভেবেই যা যথার্থ আমি সেই কথা বলছি।

অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব।
তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া নহ্যুপপদ্যতে॥ ৫৩

'অর্থ এবং অনর্থের নিমিত্ত আপনার সচিবেরা যা বলেছেন তাতে দোষ দেখতে পাচ্ছি, কারণ এখন এরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে।
সহসা বিনিয়োগোঽপি দোষবান্ প্রতিভাতি মে॥ ৫৪

'কার্যে নিয়োগ ব্যতীত সামর্থ্য অনুধাবন সম্ভব নয়, আবার সহসা নিয়োগ করাও আমার কাছে দোষযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে।

চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব।
অর্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র কারণং নোপপদ্যতে॥ ৫৫

'আপনার সচিবেরা চর নিয়োগের বিষয়ে যা বলেছেন, প্রয়োজনের অভাবে আমি তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখছি না। (যে দূরে অবস্থিত তার পিছনে গোপনে চর নিয়োগ করে তার গতিবিধি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু যে সামনে উপস্থিত তার সম্পর্কে গোপনে তথ্যানুসন্ধান সম্ভব নয়। সেইজন্যই বর্তমান ক্ষেত্রে গুপ্তচর

নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই, তা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।)

অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যয়ং যদ্ বিভীষণঃ।
বিবক্ষা তত্র মেঽস্তীয়ং তাং নিবোধ যথামতি॥ ৫৬

'এই বিভীষণ বিদেশে অসময়ে এসে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গে আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি কিছু বলছি, আপনি শুনুন।

এষ দেশশ্চ কালশ্চ ভবতীহ যথা তথা।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি॥ ৫৭
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমং চ তথা ত্বয়ি।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ॥ ৫৮

'তিনি দেশ-কাল এমনকী দোষ-গুণ সব বিবেচনা করেই একজন নীচ পুরুষকে ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠপুরুষকে আশ্রয় করেছেন। তিনি রাবণের দৌরাত্ম্য এবং আপনার বিক্রম দেখে এখানে এসেছেন। তাঁর বুদ্ধি অনুসারে এখানে তাঁর আগমন যুক্তিসম্মত হয়েছে।

অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি।
যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা॥ ৫৯

'হে রাজন্! গুপ্তচর দ্বারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের যে কথা এখানে বলা হয়েছে, সেই বিষয়ে আমার বিবেচনা অনুসারে কিছু বলার আছে।

পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ।
তত্র মিত্রং প্রদুষ্যেত মিথ্যা পৃষ্টং সুখাগতম্॥ ৬০

'বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহসা জিজ্ঞাসিত হলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সহজভাবে আগত মিত্রকে সহসা সন্দেহপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ দোষযুক্ত হয়ে থাকে।

অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বোদ্ধুং পরস্য বৈ।
অন্তরেণ স্বরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্॥ ৬১

'হে রাজন্! সহসা অপরের মনোভাব অনুধাবন করা অসম্ভব। অত্যন্ত নিপুণভাবে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে তা জানা যায়।

ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা।
প্রসন্নং বদনং চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৬২

'এঁর কথাবার্তায় কোনো দুষ্টভাব লক্ষ্য করা যায় না এবং এঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন, অতএব এঁর সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি।
ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ॥ ৬৩

'শঠ ব্যক্তি সুস্থির অশঙ্কিতচিত্তে উপস্থিত হতে পারে না। এঁর বাক্যও দোষযুক্ত নয়, অতএব আমার কোনো সংশয় নেই।

আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্॥ ৬৪

'বাহ্যিক আকারকে আবৃত করা গেলেও অন্তরের ভাবকে গোপন করা যায় না, মানুষের অন্তর্গতভাব বলপূর্বক প্রকাশিত হয়ে যায়।

দেশকালোপপন্নং চ কার্যং কার্যবিদাং বর।
সফলং কুরুতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্॥ ৬৫

'হে কার্যবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! বিভীষণের এই আগমনরূপ কার্য দেশ এবং কালের উপযোগী। যদি যোগ্য পুরুষের দ্বারা তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দ্রুত সাফল্য আসে।

উদ্যোগং তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তং চ রাবণম্।
বালিনং চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবং চাভিষেচিতম্॥ ৬৬
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্তু বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ।
এতাবৎ তু পুরস্কৃত্য যুজ্যতে তস্য সংগ্রহঃ॥ ৬৭

'আপনার উদ্যোগ এবং রাবণের মিথ্যাচার দেখে, বালি বধ এবং সুগ্রীবের অভিষেকের কথা শুনে, রাজ্য প্রার্থনার জন্য সুচিন্তিতভাবে ইনি এখানে এসেছেন। এই চিন্তা করে তাঁকে পুরস্কৃত করে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

যথাশক্তি ময়োক্তং তু রাক্ষসস্যার্জবং প্রতি।
প্রমাণং ত্বং হি শেষস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাং বর॥ ৬৮

'বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ! এই রাক্ষস বিভীষণের সরলতা এবং নির্দোষ বিষয় আমি যথাশক্তি নিবেদন করলাম। সব শুনে আপনি যা উচিত মনে করেন, তাই করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতকে রক্ষা করার মহত্ত্ব বর্ণনা এবং আপন ব্রত জানিয়ে বিভীষণের সঙ্গে মিলন

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রুত্বা বায়ুসুতস্য হ।
প্রত্যভাষত দুর্ধর্ষঃ শ্রুতবানাত্মনি স্থিতম্।। ১

বায়ুনন্দন হনুমানের মুখে আপন অন্তরস্থিত ভাবের কথা শুনে অপরাজেয় ভগবান শ্রীরামের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন—

মমাপি চ বিবক্ষাস্তি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সি স্থিতৈঃ।। ২

'বন্ধুগণ ! বিভীষণের বিষয়ে আমারও কিছু বলার আছে। আপনারা সকলেই আমার মঙ্গলসাধনে সদাই তৎপর। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা এ-বিষয়ে আমার কথাও শুনে নিন।

মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্।। ৩

'বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে আগতকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। যদি তার কোনও দোষ থাকে, তাহলেও সজ্জনদের পক্ষে একাজ (দোষী ব্যক্তিকে আশ্রয়দান) নিন্দনীয় নয়।'

সুগ্রীবস্ত্বথ তদ্বাক্যমাভাষ্য চ বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবঃ।। ৪

বানররাজ সুগ্রীব শ্রীরামের এই কথা শুনে নিজের দিক থেকেও তদনুরূপ ভাব ব্যক্ত করলেন এবং সে-সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে পরম সুন্দর বাক্যে বললেন—

স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ।। ৫
কো নাম স ভবেৎ তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ।

'এ দুষ্ট বা অদুষ্ট যাই হোক না কেন— সে তো নিশাচরই বটে ! এইরকম সংকটাপন্ন অবস্থায় যে ভাইকে ত্যাগ করে, তার এমন কে আপনজন আছে, যাকে সে ত্যাগ না করতে পারে ?'

বানরাধিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বানুদীক্ষ্য তু।। ৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্।
ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সত্যপরাক্রমঃ।। ৭

বানররাজ সুগ্রীবের এইরূপ বাক্যশুনে সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমী কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র সবাইকে দেখে ঈষৎ হাস্য করে পুণ্যলক্ষণবিশিষ্ট শ্রীলক্ষ্মণকে বললেন—

অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ।। ৮

'হে লক্ষ্মণ ! বানররাজ সুগ্রীব যা বললেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে এবং প্রবীনদের সেবা না করে এরূপ বলা সম্ভব নয়।

অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিদ্ যথাত্র প্রতিভাতি মা।
প্রত্যক্ষং লৌকিকং চাপি বর্ততে সর্বরাজসু।। ৯

'বিভীষণের ভ্রাতৃ-ত্যাগ প্রসঙ্গে আমার মনে এক সূক্ষ্মতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে — যা সকল রাজন্যবর্গের মধ্যেই দেখা যায় এবং তা লৌকিকভাবে সুপ্রসিদ্ধও বটে। আপনারা সেটি শুনুন।

অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্তিতাঃ।
ব্যসনেষু প্রহর্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ।। ১০

'বলা হয় যে, রাজাদের শত্রু দুইপ্রকারের হয়ে থাকে — নিজকুলজাত জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী রাজা। দুঃসময়ে এঁরা রাজাকেই অপদস্থ করেন। সেই কারণেই ইনি এখানে এসেছেন। (এই ভয়বশত বিভীষণ এখানে এসেছে এরও জ্ঞাতিদের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে)।

অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ।। ১১

'সমকুলে জাত নিষ্পাপ পুরুষকে আত্মজনেরা হিতকামী বলেই মানেন। কিন্তু এই স্বজাতীয় বন্ধু ভাল হলেও, প্রায়শঃ রাজাদের শঙ্কার কারণ হয়ে থাকেন। (রাবণও বিভীষণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো, তাই নিজেকে রক্ষার জন্য তার (বিভীষণের) এখানে আসা অনুচিত নয় ; অতএব বিভীষণের উপর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে ত্যাগ করার দোষ বর্তায় না।)

যস্তু দোষস্ত্বয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽরিবলস্য চ।
তত্র তে কীর্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু।। ১২

'শত্রুসৈন্যদের মধ্যে থেকে কাউকে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে আপনি যা বলেছেন, সেই প্রসঙ্গে আমি শাস্ত্রানুসারেই কিছু বলব, আপনি শুনুন।

ন বয়ং তৎ কুলীনাশ্চ রাজ্যকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ।
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ।। ১৩

'আমরা বিভীষণের আত্মীয় নই। এই রাক্ষস

রাজ্যাকাঙ্ক্ষী। (অতএব এর দ্বারা আমাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নেই এবং ইনি আমাদের ত্যাগ করবেন না) রাক্ষসেরাও পণ্ডিত হয়ে থাকেন। অতএব, ইনি গ্রহণীয়।

অবগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্।
ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাদ্ গ্রাহ্যো বিভীষণঃ॥ ১৪

'আমাদের সঙ্গে মিলিত হলে ইনি শান্ত এবং প্রসন্ন হবেন। ইনি আমাদের আশ্রয় লাভের জন্য যেভাবে উৎসুক হয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, এঁদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং অপরপক্ষ বিনষ্ট হবে। এই দৃষ্টিতেও বিভীষণকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে।

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ॥ ১৫

'হে সুগ্রীব ! সংসারে সব ভাই ভরতের তুল্য হয় না। সকল পিতার সমস্ত সন্তানেরা আমার মতো হয় না আবার সকল ভ্রাতাও তোমার মতো হয় না।'

এবমুক্তস্তু রামেণ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৬

রামচন্দ্র এইরূপ বললে, মহাজ্ঞানী সুগ্রীব লক্ষ্মণ সহ উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বললেন—

রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর॥ ১৭

'সকল কর্মনিপুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রঘুনাথ ! এই রাক্ষসকে রাবণই প্রেরণ করেছেন। সেইজন্য তাঁকে নিগ্রহ অর্থাৎ বন্দী করাই উচিত বলে আমি মনে করি।

রাক্ষসো জিহ্মায়া বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্তুং ত্বয়ি বিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ময়ি বানঘ॥ ১৮
লক্ষ্মণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ॥ ১৯

'হে নিষ্পাপ রঘুনন্দন ! কূট বুদ্ধি নিয়ে এই রাক্ষস রাবণের আদেশে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আপনার, লক্ষ্মণের তথা আমাদেরও বিশ্বাস উৎপাদন করে আমাদের প্রহার করার জন্যই এর আগমন। অতএব হে মহাবাহো ! নিষ্ঠুর রাবণের ভাই এই বিভীষণকে সচিবদের সঙ্গে হত্যা করা উচিত।'

এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ॥ ২০

বাক্যকুশল রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ বলে বাক্যজ্ঞ সেনাপতি সুগ্রীব মৌন হলেন।

স সুগ্রীবস্য তদ্ বাক্যং রামঃ শ্রুত্বা বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবম্॥ ২১

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই বাক্য শুনে এবং বিবেচনা করে বানরমুখ্যকে পরম শুভতর বাক্য বললেন—

স দুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
সূক্ষ্মমপ্যহিতং কর্তুং মম শক্তঃ কথঞ্চন॥ ২২

'সুগ্রীব ! বিভীষণ দুষ্ট বা সাধু যাই হোন না কেন, এই রাক্ষস কিভাবে আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে ? (অর্থাৎ রামচন্দ্রের ন্যূনাতিন্যূনতম ক্ষতি সাধনও বিভীষণের দ্বারা অসম্ভব)।

পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্।
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বর॥ ২৩

'হে বানররাজ ! আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে অবস্থিত পিশাচ, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের সকলকেই আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারাই হত্যা করতে পারি।

শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ॥ ২৪

'শোনা যায় একটি পায়রা তার শরণাগত শত্রুকে (ব্যাধকে) যথাবিহিতভাবে অর্চনা করে নিজ মাংসের দ্বারা নিমন্ত্রিত করেছিল। (অর্থাৎ নিজ মাংসই তার অতিথি ব্যাধকে ভক্ষণ করিয়েছিল।)

স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতম্।
কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ॥ ২৫

'হে বানরশ্রেষ্ঠ ! সেই ব্যাধ কিন্তু কপোতের সেই কপোতিকে বন্দী করেছিল, তবুও কপোত শরণাগত ব্যাধের সৎকার করেছিল, তাহলে আমার মতো মানুষের কথা আর কী বলব ? (অর্থাৎ কর্তব্য নির্ধারণে আমাদের আর কেনই বা দ্বিধা থাকবে ?)

ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা।
শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনা॥ ২৬

'পুরাকালে ঋষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু একটি ধর্মবিষয়ক গীত রচনা করেছিলেন ; আপনারা সেটি শ্রবণ করুন।

বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ॥ ২৭

'হে পরন্তপ ! শত্রু যদি শরণাগত হয়ে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে প্রহার

করা বা হত্যা করা উচিত নয়।

আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা॥ ২৮

'শত্রু যদি দুঃখী হয়ে বা অভিমানী হয়ে বিপক্ষের শরণাগত হয়, তাহলেও হৃদয়বান পুরুষের কর্তব্য হল আপন প্রাণ বিসর্জন করেও তাকে রক্ষা করা।'

স চেদ্ ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎ পাপং লোকগর্হিতম্॥ ২৯

'যদি সে ভয় বা মোহ বা কামবশতঃ ন্যায়সম্মতভাবে, যথাশক্তি তার রক্ষা না করে, তাহলে সেই পাপ অত্যন্ত লোকনিন্দনীয়।

বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।
আনায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ॥ ৩০

'শরণাগত পুরুষ যদি রক্ষাকারীর দৃষ্টি সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহলে সে রক্ষাকর্তার সকল পুণ্যফল নিয়ে চলে যায়।'

এবং দোষো মহানত্র প্রপন্নানামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যং চায়শস্যং চ বলবীর্যবিনাশনম্॥ ৩১

'শরণাগতকে রক্ষা না করার এই দোষ অতীব ভয়ানক। এই দোষে দুষ্ট ব্যক্তি স্বর্গলাভ এবং যশলাভ থেকে বঞ্চিত হয়। তার বল এবং বীর্যের বিনাশ ঘটে।

করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্।
ধর্মিষ্ঠং চ যশস্যং চ স্বর্গ্যং স্যাৎ তু ফলোদয়ে॥ ৩২

'মহর্ষি কণ্ডুর যথার্থ এবং উত্তম বচনই আমি অনুসরণ করব। কারণ তা পরিণামে ধর্ম, যশ এবং স্বর্গ লাভের মতই ফলদায়ক।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ ৩৩

'আমার শরণাগত হয়ে কেউ যদি একবারের জন্যও রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়ে বলে 'আমি তোমারই'—তাকে আমি সমস্ত প্রাণিদের থেকে অভয় প্রদান করি। এটাই আমার ব্রত।

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্॥ ৩৪

'হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ! তিনি বিভীষণ অথবা স্বয়ং রাবণ যেই হোন না কেন, তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন। আমি তাঁকে অভয় দান করছি।'

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থং সৌহার্দেনাভিপূরিতঃ॥ ৩৫

শ্রীরামের এই বচন শুনে বানররাজ সুগ্রীব কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যুত্তরে সৌহার্দপূর্ণ বাক্য বললেন—

কিমত্র চিত্রং ধর্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।
যৎ ত্বমার্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ॥ ৩৬

'হে ধর্মজ্ঞ ! লোকনাথশিরোমণি ! আপনার মতো বলবান, সৎপথে অবস্থিত ব্যক্তি যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বলবেন, এতে আর আশ্চর্য কি ?

মম চাপ্যন্তরাত্মায়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্।
অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ॥ ৩৭

'আমার অন্তরাত্মাও বিভীষণকে শুদ্ধ বলেই মনে করছে। হনুমানও তাঁকে অনুমানে এবং ভাবে সর্বপ্রকারে, ভালোভাবে পরীক্ষা করেছেন।

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ॥ ৩৮

'অতএব, হে রঘুনন্দন ! বিভীষণ শীঘ্রই আপনার নিকট আমাদের মতো প্রিয় হয়ে উঠুন। সেই মহাজ্ঞানী শীঘ্রই আমাদের বন্ধুত্ব লাভ করুন।'

ততস্তু সুগ্রীববচো নিশম্য ত-
দ্ধরীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।
বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং
পতত্ত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ॥ ৩৯

তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের বাক্যশুনে রাজা রামচন্দ্র দ্রুত অগ্রসর হয়ে বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ (১৯)

শ্রীরামের চরণে বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ, রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে রাবণের শক্তির পরিচয়-প্রদান করা, রাবণের বিনাশ এবং লঙ্কারাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করার জন্য রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং সম্মিলিতভাবে সমুদ্র তীরে আবাসস্থাপন

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সংনতো রাবণানুজঃ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ॥ ১

রাঘব কর্তৃক অভয় প্রাপ্ত হয়ে, মহাজ্ঞানী, রাবণানুজ বিভীষণ অবতরণ করার জন্য ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

খাৎ পপাতাবনিং হৃষ্টো ভক্তৈরনুচরৈঃ সহ।
স তু রামস্য ধর্মাত্মা নিপপাত বিভীষণঃ॥ ২
পাদয়োর্নিপপাতাথ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।

ধর্মাত্মা বিভীষণ ভক্ত অনুচরদের সঙ্গে আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক চারজন রাক্ষসসহ রামচন্দ্রের শ্রীচরণে পতিত হলেন।

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং রামং প্রতি বিভীষণঃ॥ ৩
ধর্মযুক্তং চ যুক্তং সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্।

তখন বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে ধর্মসম্মত, যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত এবং সম্যক্‌রূপে আনন্দদায়ক বাক্যে বললেন—

অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ॥ ৪
ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ।

'আমি রাবণের ছোট ভাই। তাঁর দ্বারা অপমানিত হয়ে, আপনাকে সর্বভূতের আশ্রয় জেনে, আপনার শরণাগত হয়েছি।

পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ॥ ৫
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতং চ সুখানি চ।

'এখন আমি বন্ধু, সম্পদ তথা লঙ্কা ত্যাগ করে এসেছি। আমার রাজ্য জীবন এবং সুখ সবই এখন আপনার অধীন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৬
বচসা সান্ত্বয়িত্বৈনং লোচনাভ্যাং পিবন্নিব।

তাঁর সেই কথা শুনে, নেত্র দ্বারা পান করা যায় এমনই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করতে করতে সান্ত্বনা দিয়ে, মধুর বাক্য দ্বারা রামচন্দ্র তাঁকে বললেন—

আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্॥ ৭
এবমুক্তং তদা রক্ষো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
রাবণস্য বলং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৮

'রাক্ষসদের বলাবল (তুলনাত্মক শক্তি) সম্পর্কে আপনি আমায় যথাযথভাবে অবহিত করুন।' শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে, রাক্ষস বিভীষণ তখন রাবণের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বলতে আরম্ভ করলেন—

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং গন্ধর্বোরগপক্ষিণাম্।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৯

'হে রাজপুত্র ! প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে দশানন রাবণ গন্ধর্ব, সর্প, পক্ষীসহ সর্বভূতের (সকল প্রাণির) অবধ্য।

রাবণানন্তরো ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠশ্চ বীর্যবান্।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ শক্রপ্রতিবলো যুধি॥ ১০

'রাবণের ছোট এবং আমার বড় ভাই কুম্ভকর্ণ মহা তেজস্বী এবং বলশালী। যুদ্ধে তিনি ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রম প্রকাশে সক্ষম।

রাম সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো যদি তে শ্রুতঃ।
কৈলাসে যেন সমরে মণিভদ্রঃ পরাজিতঃ॥ ১১

'হে রামচন্দ্র ! হয়তো আপনি শুনেছেন তাঁর (রাবণের) সেনাপতির নাম প্রহস্ত। কৈলাস পর্বতে সংঘটিত যুদ্ধে যিনি মণিভদ্রকে (কুবেরের সেনাপতি) পরাস্ত করেছেন।

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণস্ত্ববধ্যকবচো যুধি।
ধনুরাদায় যস্তিষ্ঠন্নদৃশ্যো ভবতীন্দ্রজিৎ॥ ১২

'রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ গোধাঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করে (গোসাপের চামড়া দিয়ে তৈরি দস্তানা পরে) অবধ্য কবচে সুরক্ষিত হয়ে ধনুর্ধারণপূর্বক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সংগ্রামে সুমহদ্‌ব্যূহে তর্পয়িত্বা হুতাশনম্।
অন্তর্ধানগতঃ শ্রীমানিন্দ্রজিদ্ধন্তি রাঘব॥ ১৩

'হে রঘুনন্দন ! শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ অগ্নিদেবকে (যজ্ঞে আহুতি দ্বারা) তৃপ্ত করে যুদ্ধে সুবিশাল ব্যূহ মধ্যে অদৃশ্য হয়ে শত্রুসৈন্যকে প্রহার করার শক্তিলাভ করেছে।

মহোদরমহাপার্শ্বৌ রাক্ষসশ্চাপ্যকম্পনঃ।
অনীকপাস্তু তস্যৈতে লোকপালসমা যুধি॥ ১৪

'মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং অকম্পন— এই তিনজন

রাক্ষস হল তাঁর সেনাপতি। যুদ্ধে তারা লোকপালদের তুল্য বীর।

দশকোটিসহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্।। ১৫
স তৈস্তু সহিতো রাজা লোকপালানয়োধয়ৎ।
সহ দেবৈস্তু তে ভগ্না রাবণেন দুরাত্মনা।। ১৬

'ইচ্ছামতো রূপধারণকারী, রক্ত-মাংসভোজনকারী দশকোটি সহস্র সংখ্যক রাক্ষস লঙ্কাপুরীতে বাস করে। রাজা রাবণ তাদের সঙ্গে নিয়ে লোকপালদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দুরাত্মা রাবণ দেবতাদের সঙ্গে সেই লোকপালদেরও পরাস্ত করেছিলেন।'

বিভীষণস্য তু বচস্তচ্ছ্রুত্বা রঘুসত্তমঃ।
অন্বীক্ষ্য মনসা সর্বমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৭

বিভীষণের এই কথা শুনে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র মনে মনে সেগুলি উত্তমরূপে বিচার বিবেচনা করে এইরূপ বাক্য বললেন—

যানি কর্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ।
আখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্।। ১৮

'বিভীষণ ! যুদ্ধ বিষয়ক রাবণের যেসব পরাক্রমের কথা আপনি বললেন, তা আমি ভালোভাবেই জানি।

অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে।। ১৯

'কিন্তু আপনি আমার এই সত্য কথা শুনুন ; সেনাপতি প্রহস্ত এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ সহ দশানন রাবণকে হত্যা করে, আপনাকেই আমি রাজা করব।

রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ।
পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে।। ২০

'রাবণ যদি রসাতলে, পাতালে প্রবেশ করে অথবা পিতামহ ব্রহ্মার নিকটেও উপস্থিত হয়, তাহলেও জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্রজনবান্ধবম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে।। ২১

'আমি আমার তিন ভাইয়ের নামে শপথ করে বলছি, যুদ্ধে আত্মীয়-বন্ধু-পুত্রসহ রাবণকে হত্যা না করে আমি অযোধ্যায় প্রবেশ করব না।'

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
শিরসাঽঽবন্দ্য ধর্মাত্মা বক্তুমেবং প্রচক্রমে।। ২২

অক্লিষ্টকর্মা (যিনি অনায়াসে সকল কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম) রামচন্দ্রের এই কথা শুনে ধর্মাত্মা বিভীষণ অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে (শ্রীরামকে) বলতে আরম্ভ করলেন।

রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে।
করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্।। ২৩

'রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বধ করতে তথা লঙ্কাপুরী তছনছ করতে আমি যথাসাধ্য সহায়তা করবো। এমনকী এই কাজে প্রাণত্যাগেও পিছপা হব না।'

ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয়।। ২৪
তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্।
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ।। ২৫

বিভীষণ এইরূপ বললে রামচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রীত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—'হে মানদ ! (যিনি অপরকে সম্মান জানাতে পারেন, তিনিই মানদ) সমুদ্র থেকে জল নিয়ে এসো, তার দ্বারা এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে শীঘ্রই আমি প্রসন্ন চিত্তে রাক্ষসদের রাজারূপে অভিষিক্ত করব।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ।। ২৬

এইরূপ কথা শুনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহারাজ রামচন্দ্রের আদেশে বানর প্রধানদের উপস্থিতিতে বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন।

তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানং সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্।। ২৭

রামচন্দ্রের সেই সদ্য অনুগ্রহ দেখে বানরেরা মহাত্মা শ্রীরামকে সাধু সাধু বলে অভিনন্দিত করলেন।

অব্রবীচ্চ হনূমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরাম বরুণালয়ম্।
সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্বে বানরাণাং মহৌজসাম্।। ২৮

অনন্তর সুগ্রীব এবং হনুমান বিভীষণকে বললেন—'রাক্ষসরাজ ! আমরা কেমন করে মহাতেজস্বী বনের সৈন্য পরিবৃত হয়ে অক্ষোভ্য বরুণালয়[১]সহ এই উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করব ?

(১) ... জলদেবতার বাসস্থান।

নদনদীপতিম্।
উপায়ৈরভিগচ্ছাম যথা
তরাম তরসা সর্বে সসৈন্যা বরুণালয়ম্॥ ২৯

'সকল নদ-নদীর পতি বরুণালয় এই সমুদ্রকে সসৈন্যে আমরা সকলে কিভাবে অতি শীঘ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হবো ? তার উপায় আপনি বলুন।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি॥ ৩০

এইরূপ বললে, ধর্মাত্মা বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—'রঘুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের সমুদ্রের শরণ নেওয়া উচিত।

খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ।
কর্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্যং মহোদধিঃ॥ ৩১

'রাজা সগর এই অপার মহান সমুদ্র খনন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হলেন তাঁরই বংশজ। তাই সমুদ্র অবশ্যই রামের কাজ সুসম্পন্ন করবেন।'

এবং বিভীষণেনোক্তো রাক্ষসেন বিপশ্চিতা।
আজগামাথ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ৩২

ধর্মাত্মা বিভীষণ এইরূপ বললে, লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র যেখানে অবস্থান করছিলেন, সুগ্রীব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

ততশ্চাখ্যাতুমারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরস্যোপবেশনম্॥ ৩৩

সুবিশাল গ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীব সাগরতীরে উপবেশন বিষয়ে বিভীষণের প্রতি মঙ্গলজনক বাক্যসমূহ উল্লেখ করতে আরম্ভ করলেন।

প্রকৃত্যা ধর্মশীলস্য রামস্যাস্যাপ্যরোচত।
সলক্ষ্মণং মহাতেজাঃ সুগ্রীবং চ হরীশ্বরম্॥ ৩৪
সৎক্রিয়ার্থং ক্রিয়াদক্ষং স্মিতপূর্বমভাষত।

ধর্মশীলপ্রকৃতিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বিভীষণের এই কথা ভালো লাগলো। অনন্তর মহাতেজস্বী রঘুনাথ কার্যদক্ষ বানররাজ সুগ্রীবকে স্মিতহাস্যপূর্বক অভ্যর্থনা জানিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

বিভীষণস্য মন্ত্রোঽয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে॥ ৩৫
সুগ্রীবঃ পণ্ডিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ।
উভাভ্যাং সম্প্রধার্যার্থং রোচতে যৎ তদুচ্যতাম্॥ ৩৬

'লক্ষ্মণ ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার ভাল লেগেছে। সুগ্রীব রাজনীতি বিষয়ে বড় পণ্ডিত, সময়োচিত মন্ত্রণাদানে তুমিও কুশল। অতএব, তোমরা উভয়ে ভালোভাবে বিচার করে যা উচিত মনে হয় তাই বল।'

এবমুক্তৌ ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীবলক্ষ্মণৌ।
সমুদাচারসংযুক্তমিদং বচনমূচতুঃ॥ ৩৭

তিনি এইরূপ বললে সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ—এই দুই বীর সমাদর পূর্ণভাবে বললেন—

কিমর্থং নৌ নরব্যাঘ্র ন রোচিষ্যতি রাঘব।
বিভীষণেন যৎ ত্বক্তমস্মিন্ কালে সুখাবহম্॥ ৩৮

'হে নরব্যাঘ্র রাঘব ! এই সময়ে বিভীষণ যে সুখদায়ক কথা বলেছেন, তা আমাদের কেনই বা পছন্দ হবে না ?

অবদ্ধা সাগরে সেতুং ঘোরেঽস্মিন্ বরুণালয়ে।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৩৯

'এই ভয়ংকর বরুণালয় সমুদ্রে সেতুবন্ধন না করে ইন্দ্রসহ দেবতারা এমনকী অসুরেরাও লঙ্কায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ।
অলং কালাত্যয়ং কৃত্বা সাগরোঽয়ং নিযুজ্যতাম্।
যথা সৈন্যেন গচ্ছাম পুরীং রাবণপালিতাম্॥ ৪০

'বীর বিভীষণের বাক্যকে আপনি যথার্থ মনে করুন। অধিক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সমুদ্রকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করি, যাতে আমরা সসৈন্যে রাবণ পালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারি।'

এবমুক্তঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ।
সংবিবেশ তদা রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ॥ ৪১

তাঁদের এইরূপ উক্তির পর, নদ-নদীর অধিপতি সমুদ্রের তীরে কুশ বিস্তীর্ণ করে রামচন্দ্র উপবেশন করলেন। সেইস্থানে তিনি তখন যজ্ঞবেদীতে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভিত হচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশঃ সর্গঃ (২০)

শার্দূলের পরামর্শে রাবণের শুককে দূতরূপে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ, বানরদের দ্বারা তার দুর্দশার কারণ বর্ণনা, শ্রীরামের কৃপায় তার সংকট মোচন এবং রাবণের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের বার্তা প্রেরণ

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং সুগ্রীবেণাভিপালিতাম্।
দদর্শ রাক্ষসোঽভ্যেত্য শার্দূলো নাম বীর্যবান্॥ ১
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
তাং দৃষ্ট্বা সর্বতোঽব্যগ্রাং প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ॥ ২
আবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ।

ইতিমধ্যে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের গুপ্তচর পরাক্রমী রাক্ষস শার্দূল সমুদ্রতীরে সমবেত সুগ্রীবপালিত বাহিনীকে দেখতে পেল। সর্বতো ধিতস্থী অর্থাৎ সম্পূর্ণ শান্ত নিরুদ্বিগ্ন সেই বাহিনীকে দেখে সে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করে রাজা রাবণকে এইরূপ বলল—

এষ বৈ বানরর্ক্ষৌঘো লঙ্কাং সমভিবর্ততে॥ ৩
অগাধশ্চাপ্রমেয়শ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ।

'লঙ্কাভিমুখে বানর ও ভল্লুকদের একটা প্রবাহ এগিয়ে আসছে। অগাধ এবং অসীম সমুদ্রের এ যেন দ্বিতীয় এক রূপ।

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪
উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়াঃ পদমাগতৌ।

'উত্তম রূপ সম্পন্ন রাজা দশরথের পুত্রদ্বয় শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ—এই ভ্রাতৃদ্বয় সীতা উদ্ধারের জন্য আসছেন।

এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতে॥ ৫
বলং চাকাশমাবৃত্য সর্বতো দশযোজনম্।
তত্ত্বভূতং মহারাজ ক্ষিপ্রং বেদিতুমর্হসি॥ ৬

'মহাতেজস্বী মহারাজ ! এই ভ্রাতৃদ্বয় সমুদ্রতীরে এসে অবস্থান করছেন। তাঁদের বানর-বাহিনী সব দিক থেকে দশযোজন ব্যাপ্ত করে সকল শূন্যস্থান আবৃত করে অবস্থান করছে। এই সংবাদ যথার্থ। আপনি এ বিষয়ে শীঘ্রই বিশদে জানতে পারবেন।

তব দূতা মহারাজ ক্ষিপ্রমর্হন্তি বেদিতুম্।
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুজ্যতাম্॥ ৭

'মহারাজ ! এ বিষয়ে জানার জন্য শীঘ্র আপনার দূত প্রেরণ করুন, অনন্তর যা উচিত বিবেচনা করেন, তাই করুন যেমন, সীতাকে প্রত্যর্পণ অথবা মধুর ব্যবহার দ্বারা শত্রুদের বশীকরণ অথবা শত্রুমধ্যে (সুগ্রীব ও রামের মধ্যে) বিভেদ রচনা।'

শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্যার্থমাত্মনঃ।
শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্॥ ৮

রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দূলের এই কথা শুনে সহসা ব্যগ্র হয়ে আপন কর্তব্য স্থির করে বাক্য অর্থতত্ত্ববিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাক্ষস শুককে উত্তম বাক্য সহযোগে বললেন—

সুগ্রীবং ব্রূহি গত্বাঽঽশু রাজানং বচনান্মম।
যথাসংদেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা॥ ৯

'শুক ! আমার কথানুসারে শীঘ্রই রাজা সুগ্রীবের নিকট গিয়ে মধুর এবং উত্তম ভাষা দ্বারা নির্ভীক ভাবে বলো—

ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো
মহাবলশ্চর্ক্ষরজঃসুতশ্চ।
ন কশ্চনার্থস্তব নাস্ত্যনর্থ-
স্তথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ॥ ১০

'হে বানররাজ ! আপনি বানরদের মহারাজকুল সম্ভূত। বলশালী ঋক্ষরাজের সন্তান, আপনি নিজেই যথেষ্ট মহাবলশালী। আপনি আমার ভ্রাতৃসম। আমার দ্বারা আপনার কোনো লাভ না হলেও আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।

অহং যদ্যহরং ভার্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাং প্রতি গম্যতাম্॥ ১১

'সুগ্রীব ! যদিও আমি বুদ্ধিমান রাজপুত্র রামের স্ত্রীকে হরণ করেছি ; কিন্তু আপনার তাতে কী ক্ষতি হয়েছে ! আপনি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করুন।

নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন।
দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ কিং পুনর্নরবানরৈঃ॥ ১২

'আমাদের এই লঙ্কাপুরীতে বানরেরা কোনওমতেই পৌঁছতে পারবে না। গন্ধর্ব সহ দেবতাদেরও এই স্থানে প্রবেশ অসম্ভব। নর-বানরদের কথা আর কি বলব ?'

স তদা রাক্ষসেন্দ্রেন সন্দিষ্টো রজনীচরঃ।

শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্লুতো চাম্বরম্‌॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ সন্দেশ প্রদান করলে সেই রাক্ষস শুক পক্ষীরূপ ধারণ করে দ্রুত গগনপথে উড্ডীয়মান হল।

স গত্বা দূরমধ্বানমুপর্যুপরি সাগরম্‌।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ১৪
সর্বমুক্তং যথাঽঽদিষ্টং রাবণেন দুরাত্মনা।

সমুদ্রের অনেক উপর দিয়ে বহু দূর পথ অতিক্রম করে সুগ্রীবের নিকটে এসে আকাশে স্থিত হয়ে সেই শুক দুরাত্মা রাবণের আদেশানুসারে সব কথা বলল।

তৎ প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমাপ্লুত্য বানরাঃ॥ ১৫
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং লোপ্তুং হন্তুং চ মুষ্টিভিঃ।

তার সেই বার্তা শুনেই বানরেরা তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ; শীঘ্রই তাকে ধরে মুষ্ট্যাঘাতে (ঘুঁষি মেরে) হত্যা করতে উদ্যত হয়।

সর্বৈঃ প্লবঙ্গৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ॥ ১৬
গগনাদ্‌ ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ।

(কিন্তু তারা সংযত হয়ে) সেই রাক্ষসকে ধরে শীঘ্রই আকাশ থেকে ভূতলে নামিয়ে আনল। 'শুক' বানরদের দ্বারা বন্দী হল।

বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ॥ ১৭
ন দূতান্‌ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্যন্তাং সাধু বানরাঃ।
যস্তু হিত্বা মতং ভর্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ।
অনুক্তবাদী দূতঃ সন্‌ স দূতো বধমর্হতি॥ ১৮

বানরদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে শুক বলল—'হে কাকুৎস্থ ! দূত অবধ্য, আপনি বানরদের বারণ করুন। যে প্রভুর মত ত্যাগ করে আপন মত প্রকাশ করতে চায়, সেই দূত অনুক্তবাদী[1] (প্রভু যা বলতে চেয়েছেন তা যে বলে না), সেই দূতই বধ্য।'

শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্‌।
উবাচ মাবধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্‌॥ ১৯

শুকের এই বিলাপমিশ্রিত কথা শুনে রামচন্দ্র প্রহাররত বানরমুখ্যদের বললেন—'একে মেরো না।'

স চ পত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতেঽভয়ে।
অন্তরিক্ষে স্থিতো ভূত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ॥ ২০

তখন বানরেরা তাকে অভয় দিলে সে তার ডানার ভার লঘু করে, আকাশে অবস্থিত হয়ে পুনরায় বলল—

সুগ্রীব সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম।
কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ॥ ২১

'সত্ত্বগুণসম্পন্ন ! মহাবলশালী ! পরাক্রমী ! হে সুগ্রীব ! জগতে উৎপীড়নকারী রাবণকে আমি কি বলব ?'

স এবমুক্তঃ প্লবগাধিপস্তদা
প্লবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ।
উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য
চারং শুকং শুদ্ধমদীনসত্ত্বঃ॥ ২২

শুক এইরূপ বললে মহাবলশালী প্লবগশিরোমণি বানররাজ সুগ্রীব রাক্ষসদের দূত শুককে স্পষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে বললেন—

ন মেঽসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো
ন চোপকর্তাসি ন মে প্রিয়োঽসি।
অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধ-
স্ততোঽসি বালীব বধার্হ বধ্যঃ॥ ২৩

'(ওহে দূত ! রাবণকে বলো—) হে বধ্য ! (দশানন) আপনি আমার বন্ধুও নন, দয়ারও পাত্র নন, আমার উপকারীও নন, আবার আমার প্রিয়জনও নন। আপনি ভগবান রামচন্দ্রের শত্রু। সেইজনাই আপনি পরিবার-পরিজনসহ বালীর ন্যায় আমার নিকটেও বধযোগ্য।

নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং
সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ।
লঙ্কাং চ সর্বাং মহতা বলেন
সর্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম॥ ২৪

'ওহে নিশাচররাজ ! আমি আপনার পুত্র, বন্ধু এবং আত্মীয় কুটুম্বসহ আপনাকে হত্যা করব। মহাবলশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে আপনার লঙ্কাপুরীকে ভস্ম করব।

ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ।
অন্তর্হিতঃ সূর্যপথং গতোঽপি

[1]রাক্ষস দূত প্রকৃতপক্ষে এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে, যা করেছে তা তার প্রভুর নির্দেশেই করেছে। প্রভুর নির্দেশ পালনই তার একমাত্র কর্তব্য। অন্যথায় সে প্রভুর নিকট বধযোগ্য অপরাধী রূপে গণ্য হবে। অতএব রামচন্দ্রের নিকট সে বধযোগ্য নয়।

তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ।
গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা
হতোঽসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্॥ ২৫

'মূর্খ রাবণ! যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে রক্ষাও করেন অথবা আপনি সূর্যপথে (আকাশে) অন্তর্হিত হন কিংবা পাতালে প্রবেশ করেন, এমনকী মহাদেবের চরণেও আশ্রয় গ্রহণ করেন তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না। আপনি অবশ্যই অনুজদের সঙ্গে তাঁর হাতে মারা পড়বেন।

তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্।
ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্বং ন চাসুরম্॥ ২৬

'ত্রিলোকের কোনো পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব কিংবা অসুরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, যে আপনাকে তাঁর হাত থেকে রক্ষা করবে।

অবধীস্ত্বং জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুষম্।
কিং নু তে রামসান্নিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ।
হৃতা সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে॥ ২৭

'আপনি জরাগ্রস্ত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে হত্যা করেছেন। আপনি রাম এবং লক্ষ্মণের অলক্ষে আয়তলোচনা সীতাকে কি হরণ করেননি? (অর্থাৎ আপনি তো মহাবলশালী বীর, তাহলে কেন কাপুরুষের ন্যায় তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁকে অপহরণ করেছেন?) যাঁকে আপনি হরণ করেছেন, তার পরিণাম আপনি বুঝতে পারছেন না।

মহাবলং মহাত্মানং দুরাধর্ষং সুরৈরপি।
ন বুধ্যসে রঘুশ্রেষ্ঠং যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ২৮

'মহাবলবান, মহাত্মা, দেবতাদেরও অপরাজেয়, রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র যে আপনার প্রাণ হরণ করবেন (আপনি তো সীতাকে গোপনে অপহরণ করেছেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রকাশ্যেই আপনার প্রাণ হরণ করবেন), তা আপনি বুঝতে পারছেন না।'

ততোঽব্রবীদ্ বালিসুতোঽপ্যঙ্গদো হরিসত্তমঃ।
নায়ং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিভাতি মে॥ ২৯
তুলিতং হি বলং সর্বমনেন তব তিষ্ঠতা।
গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতদ্ধি মম রোচতে॥ ৩০

তখন বানরশিরোমণি বালিপুত্র অঙ্গদ বললেন—'মহারাজ এ দূত নয়, আমার মনে হয় এ গুপ্তচর। এখানে উপস্থিত হয়ে আপনার সমস্ত সৈন্য সংখ্যার সম্পূর্ণ বিবরণ নিচ্ছে। একে বন্দি করুন, এ যেন লঙ্কায় ফিরে যেতে না পারে। এই আমার অভিমত।'

ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপত্য বলীমুখাঃ।
জগৃহুশ্চ ববন্ধুশ্চ বিলপন্তমনাথবৎ॥ ৩১

তখন রাজা সুগ্রীবের আদেশে বানরেরা লাফিয়ে উঠে তাকে বন্দি করে বেঁধে রাখল। সেই রাক্ষস তখন অনাথের ন্যায় বিলাপ করতে লাগল।

শুকস্তু বানরৈশ্চণ্ডৈস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীড়িতঃ।
ব্যাচুক্রোশ মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্।
লুপ্যেতে মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদ্যেতে মে তথাক্ষিণী॥ ৩২
যাং চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিং চ যামহম্।
এতস্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হ্যশুভং কৃতম্।
সর্বং তদুপপদ্যেথা জহ্যাং চেদ্ যদি জীবিতম্॥ ৩৩

রাক্ষস 'শুক' বানরদের দ্বারা প্রচণ্ডরকম উৎপীড়িত হয়ে দশরথনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্রকে চিৎকার করে বলতে লাগলো—'এরা বলপূর্বক আমার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করছে তথা অক্ষিযুগল ভেদ করছে। যদি আমি (এই অত্যাচারে) প্রাণত্যাগ করি, তাহলে যে রাত্রিতে আমি জন্মেছি এবং যে রাত্রে মারা যাব, তার তন্মধ্যবর্তী কালে আমি যা পাপ করেছি, সেই পাপের ভাগী হবেন আপনি।'

নাঘাতয়ৎ তদা রামঃ শ্রুত্বা তৎপরিদেবিতম্।
বানরানব্রবীদ্ রামো মুচ্যতাং দূত আগতঃ॥ ৩৪

তখন রামচন্দ্র তার বিলাপ শুনে তাকে আঘাত করতে নিষেধ করে বানরদেরকে বললেন—'দূতরূপে আগতকে ছেড়ে দাও।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

সমুদ্রের তীরে কুশাস্তীর্ণ আসনে বসে শ্রীরামচন্দ্রের তিন দিন ধরে ধর্ণা, সমুদ্রদেবের অদর্শনে ক্রোধে বাণ নিক্ষেপপূর্বক সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করা

ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য রাঘবঃ।
অঞ্জলিং প্রাঙ্‌মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ॥ ১

অনন্তর রঘুনাথ সমুদ্রের তীরে কুশ বিস্তীর্ণ করে মহাসমুদ্রের অভিমুখী হয়ে কৃতাঞ্জলিবদ্ধভাবে শয়ন করলেন।

বাহুং ভুজঙ্গভোগাভমুপধায়ারিসূদনঃ।
জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা॥ ২

বনবাসের পূর্বে স্বর্ণাভরণে ভূষিত থাকত যে বাহু, যা সর্পের ন্যায় কোমল, তাই হল তখন তাঁর উপাধান অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ বাহু বালিশের মতো করে তাতে মাথা রেখে শয়ন করলেন।

মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ।
ভুজৈঃ পরমনারীণামভিমৃষ্টমনেকধা॥ ৩

মণিকাঞ্চন শোভিত কেয়ূর তথা মুক্তার শ্রেষ্ঠ আভরণে বিভূষিতা নারীদের করকমল দ্বারা তাঁর বাহুযুগল মার্জিত এবং সেবিত হত।

চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্।
বালসূর্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরুপশোভিতম্॥ ৪

পূর্বে অগুরু এবং চন্দন দ্বারা এই বাহুদ্বয় সেবিত হত। প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট রক্তচন্দন তাঁর শোভা বর্ধন করত।

শয়নে চোত্তমাঙ্গেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা।
তক্ষকস্যেব সম্ভোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্॥ ৫

সীতা হরণের পূর্বে শয়নকালে সীতাদেবীর মস্তক দ্বারা তাঁর বাহু শোভিত হত। সুন্দর শয্যায় অবস্থিত রক্তচন্দন চর্চিত তাঁর বাহুদ্বয় গঙ্গাজলে বাসরত তক্ষকের[১] ন্যায় শোভা ধারণ করত।

সংযুগে যুগসংকাশং শত্রূণাং শোকবর্ধনম্।
সুহৃদাং নন্দনং দীর্ঘং সাগরান্তব্যপাশ্রয়ম্॥ ৬

রথ হলাদির জোয়ালের ন্যায় দৃঢ়, যুদ্ধে শত্রুদের শোকবর্ধনকারী, সুহৃদ্‌জনের দীর্ঘকালীন আনন্দদায়ক এই বাহুতেই ছিল আসমুদ্র ভূমণ্ডলের রক্ষার ভার।

অস্যতা চ পুনঃ সব্যং জ্যাঘাতবিহতত্বচম্।
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্॥ ৭
গোসহস্রপ্রদাতারং হ্যুপধায় ভুজং মহৎ।
অদ্য মে তরণং বাথ মরণং সাগরস্য বা॥ ৮
ইতি রামো ধৃতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্।
অধিশিশ্যে চ বিধিবৎ প্রয়তো নিয়তো মুনিঃ॥ ৯

জ্যা-এর আঘাতে (পুনঃ পুনঃ বাণচালনার কারণে) যাঁর বামঅঙ্গের ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং দক্ষিণ বাহু মহামুদ্‌গরের ন্যায় দৃঢ় শক্তিশালী, সহস্র গাভী দানকারী রামচন্দ্র তাঁর সুবিশাল বাহুকে বালিশ করে 'আজ হয় সমুদ্র পার হবো অথবা সমুদ্রকে সংহার করব' এইরূপ সংকল্প করে শরীর, মন এবং বাণীকে সংযত করে মহাসমুদ্রকে অনুকূল করার উদ্দেশ্যে বিধিপূর্বক ধরনা দিয়ে কুশাসনে শয়ন করলেন।

তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে।
নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽভিজগ্মতুঃ॥ ১০

কুশাস্তীর্ণ ভূমির উপরে শয়ন করে নিয়ম থেকে বিচ্যুত না হয়ে, রামচন্দ্র সেই সমুদ্রতীরে তিন রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্মবৎসলঃ।
উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্॥ ১১
ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ।
প্রয়তেনাপি রামেণ যথার্হমভিপূজিতঃ॥ ১২

ন্যায়জ্ঞ, ধর্মবৎসল রামচন্দ্র সরিৎপতি সাগরকে

[১] তক্ষকনাগের গাত্রবর্ণ ছিল লাল (দ্রষ্টব্য মহাভারতের আদিপর্ব ৪৪।২-৩)

যথাবিহিত উপাসনা এবং সযত্নে যথাযথভাবে পূজা করে সেই স্থানে তিনরাত্রি ব্যাপী ধরনা দিলেও তাঁর জন্য সমুদ্রকে মন্দরূপ ধারণ করতে (অসীম জলরাশির প্রবল তরঙ্গমালাকে শান্ত হতে) দেখলেন না।

সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ১৩

তখন সমুদ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে রক্তলোচনধারী শ্রীরামচন্দ্র নিকটস্থিত শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে বললেন—

অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্।
প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা॥ ১৪
অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ।

'সমুদ্রের খুব অহংকার, সেইজন্য সে আমাকে দেখা দিল না। শান্তি, ক্ষমা, সরলতা এবং মধুরভাষণ —সজ্জনদের এই গুণগুলি গুণহীন পুরুষের নিকট নিস্ফল হয়ে যায়।

আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্॥ ১৫
সর্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডং চ লোকঃ সৎকুরুতে নরম্।

'আত্মপ্রশংসাকারী, দুষ্ট, ধৃষ্ট, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং সর্বত্র কঠোর দণ্ডদাতা ব্যক্তিকে সব মানুষই সৎকার করে।

ন সাম্না শক্যতে কীর্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ॥ ১৬
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেঽস্মিঞ্জয়ো বা রণমূর্ধনি।

'হে লক্ষ্মণ! এই লোকে সাম নীতির দ্বারা (শান্তির দ্বারা) কীর্তিমান হওয়া যায় না, যশের প্রসার লাভ হয় না, যুদ্ধে জয়লাভও করা যায় না।

অদ্য মদ্বাণনির্ভগ্নৈর্মকরৈর্মকরালয়ম্॥ ১৭
নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে প্লবদ্ভিঃ পশ্য সর্বতঃ।

'হে সৌমিত্র! আজ আমার বাণে এই মকরালয় সমুদ্রের মৎস্য মকরাদিসহ সকল জলজন্তুর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তুমি দেখবে সর্বত্র তাদের মৃতদেহগুলি সমুদ্রের জলকে আচ্ছাদিত করেছে।

ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিন্নানি লক্ষ্মণ॥ ১৮
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাং চ করানিহ।

'লক্ষ্মণ! সাপেদের দেহগুলি, মৎস্যসমূহের বিশাল শরীরগুলি তথা জলহস্তীদের শুণ্ড-হস্তাদি আমি টুকরো-টুকরো করে ফেলব।

সশঙ্খশুক্তিকাজালং সমীনমকরং তথা॥ ১৯
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোষয়ে।

'আজ ভয়ংকর যুদ্ধের দ্বারা শঙ্খ-ঝিনুকাদি সহ তথা মৎস্য-মকরাদি সহ সমগ্র সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেব।

ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ॥ ২০
অসমর্থং বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে।

'মকরালয় এই সমুদ্র আমাকে ক্ষমাপরায়ণ দেখে অক্ষম জ্ঞান করছে। এইরূপ মূর্খকে ক্ষমা করার জন্য ধিক্।

ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ॥ ২১
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ॥ ২২

'সুমিত্রানন্দন! আমি সামনীতি আশ্রয় করেছি; সেইজন্য সে আমাকে তার স্বরূপ দেখাল না। তুমি আমার ধনুক এবং বিষধর সর্পতুল্য বাণগুলি নিয়ে এসো। আমি সমুদ্রকে শোষণ করব। বানরেরা পদব্রজেই যাতে লঙ্কায় যেতে পারে।

অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্।
বেলাসু কৃতমর্যাদং সহস্রোর্মিসমাকুলম্॥ ২৩
নির্মর্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্।
মহার্ণবং ক্ষোভয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কুলম্॥ ২৪

'যদিও সমুদ্র আজ অক্ষোভ্য তথাপি ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাকে ক্ষুব্ধ করতে তুলব। তার সহস্র তরঙ্গমালাও বেলাভূমিকে (সমুদ্রতটকে) অতিক্রম করে না। শরাঘাতে সমুদ্রতীরের এই সীমারেখাও আমি ভেঙ্গে দেব। মহা মহা দানব সমকুল মহাসমুদ্রকে আমি ক্ষুব্ধ করবই।'

এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
বভূব রামো দুর্ধর্ষো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্॥ ২৫

এই বলে ধনুর্ধারী দুর্ধর্ষ বীর রামচন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর নেত্র যুগল ক্রোধে বিস্ফারিত এবং কালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠল।

সম্পীড্য চ ধনুর্ঘোরং কম্পয়িত্বা শরৈর্জগৎ।
মুমোচ বিশিখানুগ্রান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ॥ ২৬

তিনি তাঁর ভয়ংকর ধনুক আন্দোলিত করে শরসন্ধান করলে জগৎ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। শতক্রতু অর্থাৎ ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ানক বাণ তিনি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

তে জ্বলন্তো মহাবেগাস্তেজসা সায়কোত্তমাঃ।
প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিত্রস্তপন্নগম্॥ ২৭

সেই জ্বলন্ত, মহাবেগসম্পন্ন, তেজস্বী উত্তম বাণগুলি সবেগে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করে জলস্থিত প্রাণীকুলকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

তোয়বেগঃ সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্।
স বভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা॥ ২৮

মৎস্য-মকরাদিপূর্ণ বেগসম্পন্ন জলরাশির মধ্যে ভয়ংকর আলোড়ন সৃষ্টি হল। ঝড় সহ সেখানে মহা কলরব আরম্ভ হয়ে গেল।

মহোর্মিমালাবিততঃ শঙ্খশুক্তিসমাবৃতঃ।
সধূমঃ পরিবৃত্তোর্মিঃ সহসাসীন্মহোদধিঃ॥ ২৯

সেই মহাসমুদ্র সুবিশাল তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠলো এবং শঙ্খ এবং ঝিনুকের দ্বারা সমাবৃত হয়ে গেলো। উর্মিমালা ধূম দ্বারা পরিবৃত হল। সহসা জলরাশির মধ্যে বড় বড় ঘূর্ণি সৃষ্টি হল।

ব্যথিতাঃ পন্নগাশ্চাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ।
দানবাশ্চ মহাবীর্যাঃ পাতালতলবাসিনঃ॥ ৩০

উদ্দীপ্ত ফণা এবং দীপ্তিশালী নয়নবিশিষ্ট সর্পকুল অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠল। পাতালবাসী মহাবলী দানবেরাও ব্যাকুল হয়ে উঠল।

উর্মযঃ সিন্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা।
বিন্ধ্যমন্দরসংকাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ॥ ৩১

সিন্ধুরাজের সহস্র সহস্র উর্মিমালা ছিল বিন্ধ্য এবং মন্দার পর্বতের ন্যায় সুবিশাল এবং বিস্তৃত ; যাতে উঠে আসছিল কুমীর সহ নানা জলজন্তু।

আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ।
উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সঘোষো বরুণালয়ঃ॥ ৩২

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা মধ্যে ঘূর্ণি সৃষ্টি হল, সেখানে বসবাসকারী এবং বড় বড় রাক্ষসগণ বিভ্রান্ত হল, মহা মহা হাঙরগুলিও উচ্ছলিত হতে লাগল। বরুণালয় সমুদ্রে মহা কোলাহল উপস্থিত হল।

ততস্তু তং রাঘবমুগ্রবেগং
প্রকর্ষমাণং ধনুরপ্রমেয়ম্।
সৌমিত্রিরুৎপত্য বিনিঃশ্বসন্তং
মামেতি চোক্ত্বা ধনুরাললম্বে॥ ৩৩

তদনন্তর রঘুনাথ রোষপূর্ণ হয়ে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করতে করতে ভয়ংকর বেগশালী ধনুকটিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তাই দেখে সুমিত্রানন্দন তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তাঁর ধনুক আকর্ষণ করে অর্থাৎ হাতে ধরে বাধা দিয়ে বললেন—'না, না, আর না।'

এতদ্বিনাপি হ্যুদধেস্তবাদ্য
সম্পৎস্যতে বীরতমস্য কার্যম্।
ভবদ্বিধাঃ ক্রোধবশং ন যান্তি
দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তম্॥ ৩৪

'আপনি বীর শিরোমণি। এছাড়াও (এই সমুদ্রকে ধ্বংস না করেও) আপনার কার্য সম্পন্ন হতে পারে। আপনার মতো মহাপুরুষের ক্রোধের বশবর্তী হওয়া শোভা পায় না। আপনার দূরদর্শিতার সাহায্যে ভালো কোনো উপায় নির্ধারণ করুন।'

অন্তর্হিতৈশ্চাপি তথান্তরিক্ষে
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সুরর্ষিভিশ্চ।
শব্দঃ কৃতঃ কষ্টমিতি ব্রুবদ্ভি-
র্মামেতি চোক্ত্বা মহতা স্বরেণ॥ ৩৫

এই সময়ে অন্তরীক্ষ লোকে অপ্রকাশিতরূপে অবস্থিত মহর্ষিগণ এবং দেবর্ষিগণ গম্ভীর স্বরে 'হায়! কী কষ্ট', 'না-না আর না' এইরকম বলে কোলাহল করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

সমুদ্রের পরামর্শ অনুসারে নলের দ্বারা সাগরের ওপরে শতযোজনব্যাপী দীর্ঘসেতু নির্মাণ, সেই সেতুপথে বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সমুদ্রের অপরপারে গমন, সেখানে সেনা সন্নিবেশ

অথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ।
অদ্য ত্বাং শোষয়িষ্যামি সপাতালং মহার্ণব॥ ১

অনন্তর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সমুদ্রকে কঠোর ভাষায় বললেন—'হে মহাসমুদ্র ! আজ আমি তোমাকে পাতাল সহ শোষণ করবো।

শরনির্দগ্ধতোয়স্য পরিশুষ্কস্য সাগর।
ময়া নিহতসত্ত্বস্য পাংসুরুৎপদ্যতে মহান্॥ ২

'সমুদ্র ! আমার শরাঘাতে তোমার জলরাশি দগ্ধ হয়ে যাবে, তুমি শুষ্ক হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে অবস্থিত প্রাণীকুল আমার দ্বারা নিহত হবে এবং জলরাশির পরিবর্তে বিশাল বালির সৃষ্টি হবে।

মৎকার্মুকবিসৃষ্টেন শরবর্ষেণ সাগর।
পরং তীরং গমিষ্যন্তি পদ্ভিরেব প্লবঙ্গমাঃ॥ ৩

'সমুদ্র ! আমার ধনুক নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণে তোমার এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হলে, বানরেরা পদব্রজেই অপর তীরে যাত্রা করবে।

বিচিন্বন্নাভিজানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্।
দানবালয় সন্তাপং মত্তো নাম গমিষ্যসি॥ ৪

'দানবালয় সাগর ! তুমি আমার পৌরুষ ও পরাক্রম সম্পর্কে জানো না। কিন্তু জেনে রাখো, আমার দ্বারাই তুমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হবে।'

ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্।
সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচকর্ষ মহাবলঃ॥ ৫

এই বলে মহাবলী শ্রীরাম ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় একটি ভয়ানক তীর ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধনুকে সংযুক্ত করে আকর্ষণ করলেন।

তস্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে।
রোদসী সম্পফালেব পর্বতাশ্চ চকম্পিরে॥ ৬

রঘুনন্দন কর্তৃক শরসন্ধানপূর্বক ধনুক আকর্ষণ করলে সহসা ভূলোক দ্যুলোক বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং পর্বত প্রকম্পিত হল।

তমশ্চ লোকমাবব্রে দিশশ্চ ন চকাশিরে।
প্রতিচুক্ষুভিরে চাশু সরাংসি সরিতস্তথা॥ ৭

সমগ্র লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, দিক্ সমূহ নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। জলাশয় তথা সরোবরসমূহ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

তির্যক্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতৌ চন্দ্রভাস্করৌ।
ভাস্করাংশুভিরাদীপ্তং তমসা চ সমাবৃতম্॥ ৮

নক্ষত্র সহ সূর্য এবং চন্দ্র তির্যক গতি প্রাপ্ত হল। সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হলেও আকাশ তমশাবৃত হয়ে গেল।

প্রচকাশে তদাহকাশমুল্কাশতবিদীপিতম্।
অন্তরিক্ষাচ্চ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ॥ ৯

শত শত উল্কার প্রকাশে আকাশ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। আকাশে গম্ভীর এবং অতুলনীয় শব্দে বজ্রপাত আরম্ভ হল।

বপুঃপ্রকর্ষেণ ববুর্দিব্যমারুতপঙ্ক্তয়ঃ।
বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষাঞ্জলদানুদ্বহন্মুহুঃ॥ ১০
আরুজংশ্চৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ।

প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। তার প্রভাবে মেঘরাজি বারংবার তাড়িত হতে লাগল, বৃক্ষ সমূহ ভেঙে যাচ্ছিল, পর্বত শিখরগুলি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

দিবি চ স্ম মহামেঘাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ॥ ১১
মুমুচুর্বৈদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা।
যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশুশ্চাশনেঃ সমম্॥ ১২
অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবস্বনম্।

আকাশে মহাবেগবান বজ্রের গর্জন সহ পুনঃপুন বিদ্যুতের ঝলকানি সূচিত হচ্ছিল। জগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল প্রাণীকুল অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করতে লাগল।

শিশ্যিরে চাভিভূতানি সন্ত্রস্তান্যুদ্বিজন্তি চ॥ ১৩
সম্প্রবিব্যথিরে চাপি ন চ পস্পন্দিরে ভয়াৎ।

তাদের মধ্যে কেউ ধরাশায়ী হল। কেউ বা ভয়ে উদ্বিগ্ন হল। কেউ ব্যাথায় ব্যাকুল হয়ে উঠল, আবার কেউ ভয়ে জড়বৎ হয়ে গেল।

সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ॥ ১৪
সহসাভূৎ ততো বেগাদ্ ভীমবেগো মহোদধিঃ।
যোজনং ব্যতিচক্রাম বেলামন্যত্র সম্প্লবাৎ॥ ১৫

সমুদ্র তার অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীসমূহ, তরঙ্গ, সর্প এবং রাক্ষসদের সহিত সহসা ভয়ানক বেগে প্রলয়কাল ব্যতীতই এক যোজনব্যাপী বেলাভূমিকে প্লাবিত করলেন।

তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিচক্রাম রাঘবঃ।
সমুদ্ধতমমিত্রঘ্নো রামো নদনদীপতিম্॥ ১৬

নদ-নদী সমূহের প্রভু উদ্ধত সমুদ্র আপন সীমা লঙ্ঘন করলেও শত্রুমর্দনকারী রামচন্দ্র আপন স্থান থেকে পদমাত্র অপসারণ করলেন না।

ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ।
উদয়াদ্রিমহাশৈলান্মেরোরিব দিবাকরঃ॥ ১৭

তখন সমুদ্রের মধ্যভাগ থেকে মহাশৈল মেরুপর্বতের অঙ্গভূত উদয়াচল থেকে উদিত সূর্যের ন্যায় সাগর আত্মপ্রকাশ করলেন।

পন্নগৈঃ সহ দীপ্তাস্যৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত।
স্নিগ্ধবৈদূর্যসংকাশো জাম্বূনদবিভূষণঃ॥ ১৮

উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট সর্পসমূহের ন্যায় স্বর্ণালংকারে ভূষিত স্নিগ্ধ বৈদুর্যমণিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট সমুদ্রের দর্শন লাভ হল।

রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
সর্বপুষ্পময়ীং দিব্যাং শিরসা ধারয়ন্ স্রজম্॥ ১৯

রক্তপুষ্পমাল্য এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিহিত সমুদ্রের অক্ষিযুগল পদ্মপুষ্পের পাপড়িতুল্য। তিনি মস্তকে ধারণ করেছেন সর্বপুষ্পময়ী দিব্য মালা।

জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ।
আত্মজানাং চ রত্নানাং ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ॥ ২০

সুবর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চন[১] নির্মিত অলংকারে সুশোভিত এবং আপন অভ্যন্তরস্থিত রত্নভূষণে সুসজ্জিত ছিলেন এই সাগর।

ধাতুভির্মণ্ডিতঃ শৈলো বিবিধৈর্হিমবানিব।
একাবলীমধ্যগতং তরলং পাণ্ডরপ্রভম্॥ ২১
বিপুলেনোরসা বিভ্রৎকৌস্তুভস্য সহোদরম্।

তিনি ছিলেন নানাবিধ ধাতুর অলঙ্কারে সুসজ্জিত, হিমবান পর্বতের ন্যায় সুশোভিত। তাঁর কণ্ঠমালা মধ্যস্থ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের মনি সুবিশাল বক্ষদেশে কৌস্তভমণির মতো শোভা পাচ্ছে।

আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসংকুলঃ॥ ২২
গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাভিঃ সমাবৃতঃ।

ঘূর্ণায়মান তরঙ্গদ্বারা বেষ্টিত, মেঘমালা এবং বায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত তথা গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদ-নদী তাঁকে পরিবেষ্টিত করে ছিল।

উদ্বর্তিতমহাগ্রাহঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ॥ ২৩
দেবতানাং সুরূপাভির্নানারূপাভিরীশ্বরঃ।
সাগরঃ সমুপক্রম্য পূর্বমামন্ত্র্য বীর্যবান্॥ ২৪
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং শরপাণিনম্॥ ২৫

সমুদ্রস্থিত জলজন্তুগুলি (হাঙর, তিমি প্রভৃতি) উদ্বর্তিত হয়েছিল, (লাফিয়ে উঠছিল) সর্প, রাক্ষসাদি হয়েছিল অত্যন্ত ভীত। দেবতাদের তুল্য সুন্দর রূপ ধারণ করে আগত বিভিন্ন রূপবিশিষ্ট নদ-নদীর সাথে শক্তিশালী নদীপতি সাগর নিকটে এসে ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে বললেন—

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব।
স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ॥ ২৬

'সৌম্য রঘুনন্দন! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং তেজ চিরকাল নিজ স্বভাবেই স্বীয়মার্গ আশ্রয়পূর্বক অবস্থান করে।

তৎস্বভাবো মমাপ্যেষ যদগাধোঽহমপ্লবঃ।
বিকারস্তু ভবেদ্ গাধ এতৎ তে প্রবদাম্যহম্॥ ২৭

'আমারও স্বভাব এইরূপ। আমি অগাধ (তলহীন) এবং অপ্লব (দুস্তর অর্থাৎ যা পার হওয়া যায় না), যদি আমি গাধযুক্ত (তলবিশিষ্ট) হই তাহলে তা হবে আমার বিকার। অতএব আমি এই বিষয়ে (সমুদ্র লঙ্ঘনের বিষয়ে) আপনাকে বলছি।

ন কামান্ন চ লোভাদ্ বা ন ভয়াৎ পার্থিবাত্মজ।
গ্রাহনক্রাকুলজলং স্তম্ভয়েয়ং কথঞ্চন॥ ২৮

'হে রাজকুমার! হাঙর, কুমীর সমাকুল এই জলরাশিকে কোনো কিছুর কামনায়, লোভে অথবা ভয়ে আমি স্তম্ভিত হতে দেব না।

বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহিষ্যেঽপ্যহং তথা।
ন গ্রাহা বিধমিষ্যন্তি যাবৎসেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্॥ ২৯

'শ্রীরাম! যাতে আপনি সাগর পার হয়ে যেতে পারেন, আমারও কোনো কষ্ট না হয়—সেইরকম উপায় বিধান আমি করছি। যখন সেনারা সমুদ্র অতিক্রম করবে, তখন জলজন্তুরা যাতে উৎপীড়ন না করে, অবস্থা অনুসারে বানরদের অতিক্রমের জন্য আমি তা করব।'

তমব্রবীৎ তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়।
অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্॥ ৩০

তখন রামচন্দ্র তাঁকে বললেন—'হে বরুণালয়! আমার কথা শুনুন। আমার এই বিশাল বাণ অমোঘ। একে

[১]সম্ভবত সোনার দ্বিবিধ ভাগ পাকা সোনা এবং গয়না সোনা—এই দুরকম সোনার গয়নার কথা বোঝান হয়েছে।

কোথায় নিক্ষেপ করবো তা বলুন ?'

রামস্য বচনং শ্রুত্বা তং চ দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩১

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে এবং সুবিশাল বাণ দেখে মহাতেজস্বী মহাসমুদ্র রঘুকুলনন্দনকে বললেন—

উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম।
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথা ভবান্॥ ৩২

'আপনি যেমন জগতে বিখ্যাত, তেমনি আমার উত্তর দিকে আছে দ্রুমকুল্য নামে প্রখ্যাত এক পবিত্র দেশ।

উগ্রদর্শনকর্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ।
আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম॥ ৩৩

'ভয়ানক দর্শনধারী দুষ্কর্মকারী আভীর প্রভৃতি জাতির দস্যুরা সেখানে বাস করে। বহুসংখ্যক সেই পাপীরা আমার জল পান করে।

তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্মভিঃ।
অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ॥ ৩৪

'সেই পাপাচারীদের পাপস্পর্শ আমি সহ্য করতে পারছি না। হে রামচন্দ্র ! আপনার এই মহান অমোঘ বাণ সেই স্থানেই নিক্ষেপ করুন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ।
মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ॥ ৩৫

মহাত্মা সমুদ্রের এই কথা শুনে রামচন্দ্র সাগর প্রদর্শিত স্থানে পরম দীপ্ত সেই শর নিক্ষেপ করলেন।

তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্।
নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ॥ ৩৬

বজ্র এবং অশনিতুল্য সেই শর সেখানে নিপাতিত হল। পৃথিবীতে সেই স্থানটি অস্ত্রাঘাতের কারণে দুর্গম মরুভূমি নামে খ্যাত হল।

ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা।
তস্মাদ্ ব্রণমুখাৎ তোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ॥ ৩৭

তখন সেই বাণের আঘাতে পৃথিবীও আর্তনাদ করে উঠেছিলো। এই আঘাতে সৃষ্ট পৃথিবীর ক্ষতমুখ থেকে রসাতলোত্থিত জলধারা নির্গত হতে লাগল।

স বভূব তদা কূপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ।
সততং চোত্থিতং তোয়ং সমুদ্রস্যেব দৃশ্যতে॥ ৩৮

ধরিত্রীর সেই ক্ষতস্থান কূপের মতো হয়ে ব্রণ নামে পরিচিত হল। সদা নির্গত সেই জলধারা দেখতে সমুদ্রের জলরাশি তুল্য।

অবদারণশব্দশ্চ দারুণঃ সমপদ্যত।
তস্মাৎ তদ্ বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষ্বশোষয়ৎ॥ ৩৯

তখন সেই স্থানে ধরণী বিদীর্ণকারী ভয়ানক শব্দ উত্থিত হল ; অতঃপর সেই স্থানের সমস্ত জলরাশি বাণাঘাতে শুষ্ক হয়ে গেল।

বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তারমেব চ।
শোষয়িত্বা তু তং কুক্ষিং রামো দশরথাত্মজঃ॥ ৪০
বরং তস্মৈ দদৌ বিদ্বান্ মরবেঽমরবিক্রমঃ॥ ৪১

ত্রিলোকে সেই স্থান মরুকান্তার নামে বিশ্রুত হল। দশরথনন্দন শ্রীরাম সেই কুক্ষিদেশকে বিশুষ্ক করলেন। দেবোপম পরাক্রমী বিদ্বান দাশরথি রামচন্দ্র সেই মরুভূমিকে বর প্রদান করলেন।

পশব্যশ্চাল্পরোগশ্চ ফলমূলরসায়ুতঃ।
বহুস্নেহো বহুক্ষীরঃ সুগন্ধির্বিবিধৌষধিঃ॥ ৪২

সেই স্থান পশুদের পক্ষে হিতকারী হবে এবং সেখানে বসবাসকারীরা অধিক রোগগ্রস্ত হবে না। রসালো ফলমূলে পরিপূর্ণ সেই স্থান পরিপূর্ণ হবে তথা সেখানে ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের প্রাচুর্য এবং নানাবিধ সুগন্ধী ও ওষধির সমৃদ্ধিও হবে।

এবমেতৈশ্চ সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুতো মরুঃ।
রামস্য বরদানাচ্চ শিবঃ পন্থা বভূব হ॥ ৪৩

এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের বরদানের ফলে সেই মরুভূমি বহুগুণসম্পন্ন হল এবং সেখানে মঙ্গলময় পথ তৈরী হল।

তস্মিন্ দগ্ধে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
রাঘবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৪

সেই কুক্ষিস্থান দগ্ধ হয়ে গেলে সরিৎপতি সমুদ্র তখন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ রঘুনাথকে এই কথা বললেন—

অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ॥ ৪৫

'হে সৌম্য ! আপনার বাহিনী মধ্যে নল নামধারী বিশ্বকর্মাতনয় রয়েছেন। পিতা বিশ্বকর্মার বরে ইনি অত্যন্ত শ্রীমান এবং প্রীতিমান।

এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা॥ ৪৬

'পিতার সমান শিল্পকর্মে দক্ষ এই মহোৎসাহী বানর আমার ওপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি সেই সেতু ধারণ করব।'

এবমুক্ত্বোদধির্নষ্টঃ সমুত্থায় নলস্ততঃ।
অব্রবীদ্ বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামং মহাবলম্॥ ৪৭

এই বলে সমুদ্র অন্তর্হিত হলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ নল উঠে মহাবলশালী ভগবান শ্রীরামকে বললেন—

অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে।
পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ॥ ৪৮

'পিতৃদত্ত শক্তিতে বলীয়ান আমি এই বিস্তীর্ণ মকরালয়ে সেতু রচনা করব। মহাসমুদ্র যথার্থই বলেছেন।

দণ্ড এব বরো লোকে পুরুষস্যেতি মে মতিঃ।
ধিক্ ক্ষমামকৃতজ্ঞেষু সান্ত্বং দানমথাপি বা॥ ৪৯

'আমার মতে সংসারে অকৃতজ্ঞ জনের প্রতি দণ্ডনীতির প্রয়োগই মঙ্গলকর। তাদের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্বনা এবং দাননীতির প্রয়োগকে ধিক্কার।

অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্মদিদৃক্ষয়া।
দদৌ দণ্ডভয়াদ্ গাধং রাঘবায় মহোদধিঃ॥ ৫০

'ভয়ংকর এই মহাসমুদ্রকে রাজা সগরের পুত্রগণই বিস্তারিত করেছেন। তবুও কৃতজ্ঞতাবশে নয় বরং দণ্ডভয়েই সেতু নির্মাণ কার্য অবলোকন করার জন্যই মহাসমুদ্র রঘুনাথের নিকট নিজের গুরুত্ব প্রদর্শিত করেছেন।

মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্মণা।
ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি॥ ৫১

'মন্দার পর্বতে বিশ্বকর্মা আমার মাতৃদেবীকে বর দান করেছিলেন, 'দেবি ! তোমার পুত্র আমারই সদৃশ হবে।

ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্মণা।
স্মারিতোঽস্ম্যহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ।
ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রব্রূয়ামাত্মনো গুণান্॥ ৫২

'বিশ্বকর্মার ঔরসজাত পুত্র আমি কর্মে তৎসদৃশ (তাঁরই সমান)। এই মহাসমুদ্র আজ আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি আপনাকে এই বিষয়ে বলিনি। কারণ, আপন গুণের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়।

সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্তুং বৈ বরুণালয়ে।
তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৫৩

'এই বরুণালয়ে আমি সেতু বন্ধন করতে সক্ষম। অতএব বানরবীরগণ আজকেই সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ করুন।'

ততো বিসৃষ্টা রামেণ সর্বতো হরিপুঙ্গবাঃ।
উৎপেতুর্মহারণ্যং হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫৪

অনন্তর রামচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শতসহস্র বানরবীরগণ আনন্দিত হয়ে লাফাতে-লাফাতে মহা অরণ্যে প্রবেশ করল।

তে নগান্ নগসংকাশাঃ শাখামৃগগণর্ষভাঃ।
বভঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুশ্চ সাগরম্॥ ৫৫

তখন পর্বততুল্য বিশালাকায় বানরশ্রেষ্ঠগণ পর্বতশিখরসমূহ এবং বৃক্ষরাজি ভগ্ন করে সমুদ্রতটে টেনে আনতে লাগলেন।

তে সালৈশ্চাশ্বকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ।
কুটজৈরর্জুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি॥ ৫৬
বিল্বকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
চূতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্॥ ৫৭

সেই বানরেরা শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বাঁশ, কুটজ (কুর্চি) অর্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বেল, ছাতিম, পুষ্পিত কর্ণিকা (কনক চাঁপা), আম এবং অশোক গাছ ও তাদের ডালপালাগুলি সমুদ্রতীরে আনতে লাগল।

সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিসত্তমাঃ।
ইন্দ্রকেতূনিবোদ্যম্য প্রজহ্রুর্বানরাস্তরূন্॥ ৫৮

সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ সমূলে এবং বিমূলে (মূল ব্যতীত অর্থাৎ মূলের উপরিভাগ থেকে) ইন্দ্রধ্বজতুল্য বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করে আনতে লাগল।

তালান্ দাড়িমগুল্মাংশ্চ নারিকেলবিভীতকান্।
করীরান্ বকুলান্ নিম্বান্ সমাজহ্রুরিতস্ততঃ॥ ৫৯

তাল, ডালিমের ঝাড়, নারকেল, বিভীতক, করীর, বকুল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষ নানা দিক থেকে সংগ্রহ করে আনল।

হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥ ৬০

বিশালাকার ও মহাবলশালী বানরেরা হস্তীতুল্য বড় বড় প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বতসমূহ সমুৎপাটন করে বিভিন্নভাবে পরিবহন করছিল।

প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধতম্।
সমুৎসসর্প চাকাশমবাসর্পৎ ততঃ পুনঃ॥ ৬১

পর্বতখণ্ড নিক্ষেপের ফলে সমুদ্রের জল সহসা আকাশে উত্থিত হয়ে পুনরায় নিম্নে পতিত হচ্ছিল।

সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ।
সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্ণন্তি হ্যায়তং শতযোজনম্॥ ৬২

বানরেরা সব দিক থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। অন্য একদল বানর শত যোজন দীর্ঘ সূত্র ধারণ করল।

নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ।
স তদা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্মভিঃ॥ ৬৩

নদ-নদী সমূহের প্রভু সমুদ্রের মধ্যে নল মহাসেতু নির্মাণ করতে লাগলেন। বানরদের ভয়ানক কর্মের দ্বারা তখন সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ হল।

দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্ণন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে।
বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞাপুরঃসরৈঃ॥ ৬৪
মেঘাভৈঃ পর্বতাভৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈর্ববন্ধিরে।
পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ তরুভিঃ সেতুং বধ্নন্তি বানরাঃ॥ ৬৫

পরিমাপের জন্য কেউ দণ্ড ধারণ করল, কেউবা সামগ্রী সংগ্রহ করতে লাগল। রামচন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র বানর এই কার্যে অগ্রসর হল। পর্বততুল্য এবং মেঘতুল্য বানরেরা তৃণ এবং কাষ্ঠ দ্বারা সেতু বন্ধন করছিল। অগ্রভাগে পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষদ্বারাও বানরেরা সেতু বন্ধন করছিল।

পাষাণাংশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ।
দৃশ্যন্তে পরিধাবন্তো গৃহ্য দানবসন্নিভাঃ॥ ৬৬

পর্বতসদৃশ বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বত শিখর নিয়ে ধাবমান বানরদের দৈত্যের মতো মনে হচ্ছিল।

শিলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শৈলানাং তত্র পাত্যতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্তদা তস্মিন্ মহোদধৌ॥ ৬৭

তখন সেই মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিলা এবং পর্বতচূড়া সমূহের দ্বারা তুমুল শব্দ সৃষ্টি হল।

কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দশ।
প্রহৃষ্টৈর্গজসংকাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ॥ ৬৮

হস্তীতুল্য বিশালদেহী, আনন্দিত বানরেরা দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে, প্রথম দিনেই চৌদ্দ যোজন দীর্ঘ সেতু বন্ধন করল।

দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ।
কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ॥ ৬৯

ভীমকায়, মহাবলশালী বানরেরা দ্বিতীয় দিনে অত্যন্ত দ্রুত বিশযোজন দীর্ঘ সেতু বন্ধন করল।

অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে।
ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ॥ ৭০

তৃতীয় দিনে মহাকায় বানরেরা শীঘ্রতাপূর্বক সমুদ্রে একুশ যোজন ব্যাপী সেতু বন্ধন করল।

চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি বা।
যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ॥ ৭১

শীঘ্রকারী এবং মহাবেগবান বানরেরা চতুর্থ দিবসে বাইশ যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করল।

পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ॥ ৭২

ক্ষিপ্রকারী সেই বানরেরা পঞ্চমদিনে সুবেল-পর্বতের নিকট পর্যন্ত তেইশ যোজন লম্বা সেতু রচনা করল।

স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মাত্মজো বলী।
ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা॥ ৭৩

বিশ্বকর্মার পুত্র মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠ পিতৃতুল্য প্রতিভাবান শ্রীমান নল এইভাবে সমুদ্রে শত যোজন ব্যাপী দীর্ঘ সেতু রচনা করল।

স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকারলয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে॥ ৭৪

মকরালয় সমুদ্রে নল কর্তৃক নির্মিত সুন্দর সেতুটি আকাশে স্বাতীপথের (ছায়াপথ) ন্যায় সুশোভিত হয়েছিল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্॥ ৭৫

তখন গন্ধর্ব সহ দেবগণ, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ সেই অদ্ভুত কার্য দর্শনের জন্য আকাশে এসে উপস্থিত হলেন।

দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্॥ ৭৬

নল কর্তৃক নির্মিত দশযোজন প্রস্থ এবং শতযোজন দীর্ঘ এই সুদুষ্কর সেতু (সেতুটির নির্মাণ কার্য অতি দুরূহ) দেবতা ও গন্ধর্বগণ দর্শন করলেন।

আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
তমচিন্ত্যমসহ্যং চ হ্যদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৭
দদৃশুঃ সর্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্।

অচিন্তনীয়, অসহ্য, অদ্ভুত, রোমহর্ষক সমুদ্রবন্ধনকারী এই সেতুকে দেখে বানরেরা আনন্দে লাফাতে লাফাতে গর্জন করতে লাগল। সকল প্রাণী এই সেতুবন্ধন কার্য দর্শন করল।

তানি কোটিসহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্॥ ৭৮
বধ্নন্তঃ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ।

সহস্র কোটি সংখ্যক উৎসাহী এবং বলশালী বানর সেতুবন্ধন কার্য সম্পন্ন করতে করতেই সমুদ্রের অপরপারে এসে উপস্থিত হল।

বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ॥ ৭৯
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।

সুন্দর রূপে নির্মিত, সুবিশাল, শোভাসম্পন্ন, সমতল এবং সুসংবদ্ধ সেই মহান সেতু সাগর মধ্যে সীমন্তের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাপাণির্বিভীষণঃ॥ ৮০
পরেষামভিঘাতার্থমতিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ।

সমুদ্রের অপরপারে শত্রুদের আঘাত সহ্য করার জন্য (যদি কোনো রাক্ষস সৈন্য সেতু ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয় সেইক্ষেত্রে) গদা হাতে নিয়ে সচিবদের সঙ্গে বিভীষণ অবস্থান করছিলেন।

সুগ্রীবস্তু ততঃ প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ৮১
হনূমন্তং ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ।
অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ॥ ৮২
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ।

সত্যপরাক্রমী রামচন্দ্রকে সুগ্রীব তখন বললেন — 'আপনি হনুমানের ওপরে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। হে বীর ! মকরালয় এই সাগর বিপুল আকাশগামী এই বানরদ্বয় আপনাদের দুজনকে ধারণ করতে পারবে।'

অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ৮৩
জগাম ধন্বী ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ।

ধনুকধারী ধর্মাত্মা ভগবান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সঙ্গে সৈন্যদের পূর্বভাগে থেকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

অন্যে মধ্যেন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোঽন্যে প্লবঙ্গমাঃ॥ ৮৪
সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।
কেচিদ্ বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব পুপ্লুবুঃ॥ ৮৫

অন্য বানরেরা মধ্যভাগে এবং পার্শ্বভাগে চলতে লাগলো। আবার কেউবা জলে ঝাঁপিয়ে জলপথে সাঁতার কেটে, কেউবা আকাশপথে গরুড়ের ন্যায় উড্ডীয়মান হয়ে অগ্রসর হলেন।

ঘোষেণ মহতা ঘোষং সাগরস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ভীমমন্তর্দধে ভীমা তরন্তী হরিবাহিনী॥ ৮৬

এইভাবে সমুদ্রের অপর পারে যেতে যেতে বানরদের ঘোর গর্জন সমুদ্রের সুবিশাল ভয়ানক গর্জনকেও অতিক্রম করে গেল।

বানরাণাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা।
তীরে নিবিবেশে রাজ্ঞো বহুমূলফলোদকে॥ ৮৭

নলনির্মিত সেতুপথে বানরদের বাহিনী সমুদ্রের অপরপারে অবতীর্ণ হল। বানররাজ সুগ্রীব সমুদ্রতীরে প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় জল সমৃদ্ধ স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন।

তদদ্ভুতং রাঘবকর্ম দুষ্করং
সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।
উপেত্য রামং সহসা মহর্ষিভি-
স্তমভ্যষিঞ্চন্ সুশুভৈর্জলৈঃ পৃথক্॥ ৮৮

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই অদ্ভুত এবং দুষ্কর কর্ম দেখে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং মহর্ষিগণের সঙ্গে দেবতারাও তাঁর নিকটে এসে পৃথক পৃথক ভাবে পবিত্র এবং শুভ জল দ্বারা তাঁর অভিষেক করলেন।

জয়স্ব শত্রূন্ নরদেব মেদিনীং
সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ইতীব রামং নরদেবসৎকৃতং
শুভৈর্বচোভির্বিবিধৈরপূজয়ন্॥ ৮৯

তাঁরা বললেন— 'হে নরদেব ! আপনি শত্রুদের জয় করুন এবং সসাগরা পৃথিবীকে সদা পালন করুন।' এইভাবে তাঁরা নরদেব রামচন্দ্রকে নানাবিধ মঙ্গলসূচক বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা লক্ষ্মণের নিকট দুর্লক্ষণের বর্ণনা এবং লঙ্কা আক্রমণ

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
সৌমিত্রিং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

দুর্লক্ষণের জ্ঞাতা তথা লক্ষ্মণের অগ্রজ রামচন্দ্র বহুবিধ দুর্লক্ষণ দেখে সুমিত্রানন্দনকে আলিঙ্গন করে এইরূপ বললেন—

পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ॥ ২

'হে লক্ষ্মণ ! এখানে শীতল পানীয় জলের সুবিধা, ফলবান বৃক্ষরাজি ও সমৃদ্ধ বনভূমি রয়েছে। এখানেই আমরা ব্যূহ রচনা করে সৈন্যদের কয়েক ভাগে ভাগ করে তাদের রক্ষা করব।

লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।
প্রবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষবানররক্ষসাম্॥ ৩

'আমি দেখছি লোকক্ষয়কারী ভীষণ ভয় সমুপস্থিত হয়েছে, যা শ্রেষ্ঠ বানর, ভল্লুক, প্রকৃষ্ট বীর রাক্ষসদের পক্ষে ভয়ংকর।

বাতাশ্চ কলুষা বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা।
পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ॥ ৪

'বাতাস কলুষিত ভাবে বয়ে চলেছে। পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে। পর্বত শিখরগুলি স্থির থাকছে না। বৃক্ষরাজি পতিত হচ্ছে।

মেঘাঃ ক্রব্যাদসংকাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ॥ ৫

'কাঁচা মাংসভোজী রাক্ষসের ন্যায় ক্রূর মেঘরাশি ভয়ানক গর্জন করছে। সেই মেঘ নিঃসৃত বৃষ্টি যেন রক্ত-বিন্দুতুল্য।

রক্তচন্দনসংকাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা।
জ্বলতঃ প্রপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্॥ ৬

'সন্ধ্যার রক্তরাগ মিশ্রিত আকাশ যেন রক্তচন্দন বিলিপ্ত অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সমূহ যেন আদিত্যমণ্ডল থেকে পতিত হচ্ছে।

দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরাঃ সর্বতো মৃগপক্ষিণঃ।
প্রত্যাদিত্যং বিনদন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্॥ ৭

'হিংস্র পশু পাখিরা দীন ভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে করুণ স্বরে চিৎকার করতে করতে মহাভয় উৎপন্ন করছে।

রজন্যামপ্রকাশস্তু সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ॥ ৮

'রাত্রিতে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়ে জগৎকে সন্তপ্ত করছে। কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তবর্ণের কিরণ দ্বারা ব্যাপ্ত সেই চন্দ্রমার এমনই উদয় — মনে হয় যেন প্রলয় কাল আসন্ন।

হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষস্তু লোহিতঃ।
আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে॥ ৯

'হে লক্ষ্মণ ! নির্মল সূর্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন দৃশ্যমান হয়। চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য হ্রস্ব, রুক্ষ, অপ্রশস্ত রূপ ধারণ করে, তার বর্ণ হয় লাল।

রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ।
যুগান্তমিব লোকানাং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ॥ ১০

'লক্ষ্মণ ! দেখো নক্ষত্রগুলি অজস্র ধূলিকণা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে হতপ্রভ হয়েছে। অতএব জগতের ধ্বংসের লক্ষণ সূচিত হয়েছে।

কাকাঃ শ্যেনাস্তথা নীচা গৃধ্রাঃ পরিপতন্তি চ।
শিবাশ্চাপ্যশুভান্ নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্॥ ১১

'কাক, বাজ এবং অধম শকুন চতুর্দিকে উড্ডীয়মান এবং শৃগালেরাও অশুভ স্বরে মহাভয়ানক চিৎকার করছে।

শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা॥ ১২

'বোঝা যাচ্ছে যে, বানর এবং রাক্ষসদের আসন্ন যুদ্ধে শিলাখণ্ড, শূল এবং তরবারির প্রয়োগে এই স্থানের ভূমি রক্ত-মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে কর্দমাক্ত হয়ে উঠবে।

ক্ষিপ্রমদ্যৈব দুর্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিয়াম জবেনৈব সর্বৈর্হরিভিরাবৃতাঃ॥ ১৩

'আজই অতি শীঘ্র সকল বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাবণ পালিত এই দুর্জয় নগরীকে আমরা দ্রুতবেগে আক্রমণ করব।'

ইত্যেবমুক্ত্বা ধন্বী স রামঃ সংগ্রামধর্ষণঃ।
প্রতস্থে পুরতো রামো লঙ্কামভিমুখো বিভুঃ॥ ১৪

এই কথা বলে সংগ্রামজয়ী শ্রীরাম সর্বাগ্রে ধনুক হাতে নিয়ে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

সবিভীষণসুগ্রীবাঃ সর্বে তে বানরর্ষভাঃ।
প্রতস্থিরে বিনর্দন্তো ধৃতানাং দ্বিষতাং বধে॥ ১৫

সুগ্রীব, বিভীষণ সহ সকল বানরমুখ্যগণ যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে শত্রুবধের উদ্দেশ্যে গর্জন করতে করতে প্রস্থান করলেন।

রাঘবস্য প্রিয়ার্থং তু সুতরাং বীর্যশালিনাম্।
হরীণাং কর্মচেষ্টাভিস্তুতোষ রঘুনন্দনঃ॥ ১৬

রঘুকুলনন্দন শ্রীরামের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য সেই মহাবলশালী বানরদের কর্মে এবং চেষ্টায় রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

লক্ষ্মণকে শ্রীরামের লঙ্কার শোভা বর্ণনাপূর্বক সেনাদের ব্যূহবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ দান, রামচন্দ্রের আদেশে বন্ধনমুক্ত হয়ে শুকের রাবণ-সমীপে গমন, শ্রীরামের সৈন্যশক্তির প্রাবল্য প্রদর্শন এবং রাবণের আত্মবলনিমিত্ত গর্বপ্রদর্শন

সা বীরসমিতী রাজ্ঞা বিররাজ ব্যবস্থিতা।
শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী॥ ১

রাজা সুগ্রীবের ব্যবস্থাপনায় বীর বানরবাহিনী সুন্দরভাবে অবস্থানরত—এই সৌন্দর্য শরৎকালীন পূর্ণিমায় শুভ নক্ষত্র এবং চন্দ্রমার দ্বারা সুসজ্জিত আকাশের সঙ্গে তুলনীয়। (এখানে শ্রীরামচন্দ্র চন্দ্রমার সঙ্গে, বানরবীরগণ উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং লঙ্কার সমুদ্রতট গগনতলের সঙ্গে তুলনীয়)

প্রচচাল চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা।
পীড্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চসা॥ ২

সাগর তুল্য সুবিশাল সেই সৈন্যবাহিনীর পদভারে পীড়িতা বসুন্ধরা ভয়ভীত হয়ে সবেগে কম্পমানা হয়ে উঠল।

ততঃ শুশ্রুবুরাক্রুষ্টং লঙ্কায়াং কাননৌকসঃ।
ভেরীমৃদঙ্গসংঘুষ্টং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৩

তদনন্তর বনবাসী বানরেরা লঙ্কায় ভেরী মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি সহ ভয়ানক রোমাঞ্চকর কোলাহল শুনতে পেল।

বভূবুস্তেন ঘোষেণ সংহৃষ্টা হরিযূথপাঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তদ্ ঘোষং বিনেদুর্ঘোষবত্তরম্॥ ৪

এই তুমুল কোলাহল শুনে বানর যূথপতিরা আনন্দিত হয়ে সেই ধ্বনি সহ্য করতে না পেরে অধিকতর জোরে গর্জন করতে লাগল।

রাক্ষসাস্তৎ প্লবঙ্গানাং শুশ্রুবুস্তেঽপি গর্জিতম্।
নর্দতামিব দৃপ্তানাং মেঘানামম্বরে স্বনম্॥ ৫

রাক্ষসেরাও বানরদের সেই গর্জন শুনে সদর্পে আকাশে মেঘের মতো প্রবল গর্জন করতে লাগল।

দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা॥ ৬

দশরথনন্দন শ্রীরাম বিচিত্র ধ্বজা-পতাকা দ্বারা সুশোভিতা লঙ্কা নগরীকে দেখে বিষণ্ণচিত্তে সীতাকে স্মরণ করলেন।

অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুধ্যতে।
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী॥ ৭

মনে মনে ভাবলেন—'হায় ! এখানেই মৃগশাবকের ন্যায় সুলোচনা সীতা রাবণের হাতে বন্দী হয়ে আছে। তাঁর অবস্থা যেন মঙ্গলগ্রহের দ্বারা আক্রান্তা রোহিণীর মতো।'

দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বস্য সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণম্।

উবাচ বচনং বীরস্তৎকালহিতমাত্মনঃ॥ ৮

এইরকম চিন্তা করে, বীর রামচন্দ্র দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ভালো করে সব কিছু দেখে লক্ষ্মণকে সময়ানুকূল হিতকর বাক্য বললেন—

**আলিখন্তীমিবাকাশমুত্থিতাং পশ্য লক্ষ্মণ।
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্মণা॥ ৯**

'হে লক্ষ্মণ ! সুউচ্চ গগনস্পর্শী এই লঙ্কাকে দেখো, পুরাকালে বিশ্বকর্মা পর্বতচূড়ায় এই নগরীকে যেন যত্নপূর্বক নির্মাণ করেছিলেন।

**বিমানৈর্বহুভির্লঙ্কা সংকীর্ণা রচিতা পুরা।
বিষ্ণোঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ॥ ১০**

'পূর্বে বহুসংখ্যক সুউচ্চ প্রাসাদের দ্বারা লঙ্কা ছিল পরিপূর্ণ। বহুতলবিশিষ্ট বিমানাকার প্রাসাদসমূহের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর চরণ স্থাপনের স্থানভূত আকাশ যেন আচ্ছাদিত ছিল।

**পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনৈশ্চিত্ররথোপমৈঃ।
নানাপতগসংঘুষ্টফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ॥ ১১**

'পুষ্পশোভিত চিত্ররথ বনের ন্যায় লঙ্কাপুরী পুষ্পসজ্জিত। ফুলে ফলে সমৃদ্ধ, নানা পাখির কলরব মুখরিত সেই স্থান বড়োই সুন্দর।

**পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ॥ ১২**

'দেখো ! এখানে পাখিরা আনন্দোন্মত্ত, ভ্রমরেরা পত্রে-পুষ্পে একাকার হয়ে যাচ্ছে এবং কোকিলের সঙ্গীতে আকুলিত এই বনভূমি সুন্দর শীতল বায়ুর দ্বারা বারংবার আন্দোলিত হচ্ছে।'

**ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত।
বলং চ তত্র বিভজচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা॥ ১৩**

দশরথনন্দন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলে যুদ্ধশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করলেন।

**শশাস কপিসেনাং তাং বলাদাদায় বীর্যবান্।
অঙ্গদঃ সহ নীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জয়ঃ॥ ১৪**

বীর্যবান রামচন্দ্র সেই বানরসৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন— 'বানরেরা যেন এই দুর্জয় সেনাপতি অঙ্গদ এবং নীলের সঙ্গে বাহিনীর বক্ষস্থলে অর্থাৎ মধ্যভাগে অবস্থান করে।

**তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ।
আশ্রিতো দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো নাম বানরঃ॥ ১৫**

'ঋষভ নামে বীর বানর কপিবাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় এই বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

**গন্ধহস্তীব দুর্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
তিষ্ঠেদ্ বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ॥ ১৬**

'দুর্ধর্ষ এবং বেগশালী গন্ধহাতীতুল্য গন্ধমাদন বানরবাহিনীর বামপার্শ্বে অবস্থান করবে।

**মূর্ধ্নি স্থাস্যাম্যহং যত্তো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ॥ ১৭
ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ।**

'মধ্যভাগে আমি লক্ষ্মণসহ অবস্থান করবো ; জাম্ববান, সুষেণ এবং বানর বেগদর্শী— এই তিনজন বীর মহাত্মা তথা ঋক্ষবাহিনীর প্রধান সৈন্যবাহিনীর কুক্ষিভাগ (অভ্যন্তর ভাগে) সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

**জঘনং কপিসেনায়াঃ কপিরাজোঽভিরক্ষতু।
পশ্চার্ধমিব লোকস্য প্রচেতাস্তেজসা বৃতঃ॥ ১৮**

'বানররাজ সুগ্রীব সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে সুরক্ষিত করবেন,— যেমনভাবে তেজস্বী বরুণ জগতের পশ্চিমভাগকে রক্ষা করেন।'

**সুবিভক্তমহাব্যূহা মহাবানররক্ষিতা।
অনীকিনী সা বিবভৌ যথা দ্যৌঃ সাভ্রসম্প্লবা॥ ১৯**

এইরূপ সুন্দরভাবে বিভক্ত সুবিশাল বানরদের দ্বারা রক্ষিত সেই মহান সৈন্যবাহিনী আকাশে ক্ষুব্ধ মেঘমালার ন্যায় শোভা লাভ করছিল।

**প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গানি মহতশ্চ মহীরুহান্।
আসেদুর্বানরা লঙ্কাং মিমর্দয়িষবো রণে॥ ২০**

বড় বড় বৃক্ষ এবং পর্বত শৃঙ্গগুলি নিয়ে বানরেরা যুদ্ধে লঙ্কাপুরীকে তছনছ করে দেবার জন্য অগ্রসর হল।

**শিখরৈর্বিকিরামৈনাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিপুঙ্গবাঃ॥ ২১**

সকল বানর যূথপতিগণ মনে মনে চিন্তা করেছিল যে তারা এই পর্বতশিখরগুলি বর্ষণ করে এবং মুষ্ট্যাঘাত করেই

লঙ্কাকে ধ্বংস করবে।

ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্॥ ২২

তখন মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে এইরূপ বললেন— 'আমাদের সৈন্যবাহিনী সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখন এই শুককে মুক্ত করো।'

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।
মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ॥ ২৩

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে মহাবলশালী বানররাজ সুগ্রীব তাঁর আদেশে রাবণের দূত শুককে মুক্ত করে দিলেন।

মোচিতো রামবাক্যেন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ।
শুকঃ পরমসংত্রস্তো রক্ষোধিপমুপাগমৎ॥ ২৪

বানরদের দ্বারা নিপীড়িত অত্যন্ত ভীত শুক রামচন্দ্রের আদেশে মুক্ত হয়ে রাক্ষসরাজের সন্নিধানে চলে গেল।

রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ।
কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূনপক্ষশ্চ দৃশ্যসে॥ ২৫
কচ্চিন্নানেকচিত্তানাং তেষাং ত্বং বশমাগতঃ।

রাবণ তখন হাসতে হাসতে শুককে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার শুভ্র পক্ষদ্বয় এইরূপ ছিন্নভিন্ন দেখাচ্ছে কেন ? তুমি কি সেই চঞ্চলমতিসম্পন্ন বানরদের বশীভূত হয়েছিলে ?'

ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ।
বচনং প্রত্যুবাচেদং রাক্ষসাধিপমুত্তমম্॥ ২৬

রাজা রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত শুক প্রত্যুত্তরে রাক্ষসাধিপতি শ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলল—

সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং তথা।
যথা সন্দেশমক্লিষ্টং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ২৭

'আমি সমুদ্রের উত্তর তটে পৌঁছে যথাযথভাবে সুন্দর বাণীদ্বারা স্পষ্টভাবে সান্ত্বনা দানের মতো করেই আপনার সন্দেশ ব্যক্ত করেছিলাম।

ক্রুদ্ধৈস্তৈরহমুৎপ্লুত্য দৃষ্টমাত্রঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
গৃহীতোঽস্ম্যপি চারব্ধো হন্তুং লোপ্তুং চ মুষ্টিভিঃ॥ ২৮

'কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই বানরেরা ক্রুদ্ধ হয়ে লাফিয়ে আমাকে ধরে মুষ্ট্যাঘাত করতে তথা পক্ষদ্বয়ে আঘাত করতে আরম্ভ করল।

ন তে সংভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন বিদ্যতে।
প্রকৃত্যা কোপনাস্তীক্ষ্ণা বানরা রাক্ষসাধিপ॥ ২৯

'হে রাক্ষসরাজ ! স্বভাব ক্রুদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ বানরদের আমি সম্ভাষণ করতে সক্ষম হইনি, এমনকী তাদের প্রশ্নও করতে পারিনি।

স চ হন্তা বিরাধস্য কবন্ধস্য খরস্য চ।
সুগ্রীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ॥ ৩০

'বিরাধ, কবন্ধ এবং খরের হত্যাকারী সেই রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে সীতার সন্ধানে এখানে এসেছেন।

স কৃত্বা সাগরে সেতুং তীর্ত্বা চ লবণোদধিম্।
এষ রক্ষাংসি নির্ধূয় ধন্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ॥ ৩১

'সেই রাঘব সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে লবণসাগর অতিক্রম করে রাক্ষসদের তুচ্ছ জ্ঞান করে ধনুক ধারণপূর্বক এখানে অবস্থান করছেন।

ঋক্ষবানরসঙ্ঘানামনীকানি সহস্রশঃ।
গিরিমেঘনিকাশানাং ছাদয়ন্তি বসুন্ধরাম্॥ ৩২

'ঋক্ষ এবং বানর সমূহের সহস্র সহস্র সৈন্য পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেছে। তাদের আকৃতি সুবিশাল মেঘতুল্য এবং পর্বততুল্য।

রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেবদানবয়োরিব॥ ৩৩

'দেবতা ও দানবদের মধ্যে যেমন মিলন অসম্ভব, তেমনি রাক্ষসদের এই বাহিনীর সঙ্গে বানরদের সম্ভাবও অসম্ভব।

পুরা প্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং চাস্মৈ প্রয়চ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্॥ ৩৪

'লঙ্কাপুরীর প্রাকারের নিকটে তাদের আসার পূর্বেই আপনি সত্বর একটি কাজ করুন। হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন, নয়তো যুদ্ধের আদেশ দিন।'

শুকস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
রোষসংরক্তনয়নো নির্দহন্নিব চক্ষুষা॥ ৩৫

শুকের বচন শুনে রোষপূর্বক আরক্তলোচনে দৃষ্টিপাত দ্বারা যেন দগ্ধ করতে করতে রাবণ এইরূপ

বললেন—

যদি মাং প্রতি যুদ্ধেরন্ দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি॥ ৩৬

'যদি আমার সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব, দানবেরাও যুদ্ধ করতে আসে, যদি সংসারের সব লোক আমাকে ভয় দেখায়, তাহলেও আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেব না।

কদা সমভিধাবন্তি মামকা রাঘবং শরাঃ।
বসন্তে পুষ্পিতং মত্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্॥ ৩৭

'বসন্তকালে মত্ত ভ্রমরেরা যেমন পুষ্পিত বৃক্ষের সন্ধান করে, তেমনি আমার বাণও সেই রঘুবংশী বীরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে।

কদা শোণিতদিগ্ধাঙ্গং দীপ্তৈঃ কার্মুকবিচ্যুতৈঃ।
শরৈরাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্॥ ৩৮

'সেই সময় কখন আসবে যখন আমার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত দীপ্ত শরগুলি হবে রক্তরঞ্জিত ? জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে হাতি যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি আমার বাণের আঘাতেও রাম দগ্ধ হয়ে যাবে।

তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
জ্যোতিষামিব সর্বেষাং প্রভামুদ্যন্ দিবাকরঃ॥ ৩৯

'সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল নক্ষত্রের দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়, তেমনি আমার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেই রামের বানরসৈন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে বলম্।
ন চ দাশরথির্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪০

'আমার গতি সাগরের মতো, বল পবনদেবের ন্যায়। দশরথনন্দন তা জানেন না বলেই আমার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা করছেন।

ন মে তূণীশয়ান্ বাণান্ সবিষানিব পন্নগান্।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪১

'আমার তূণীরে শায়িত বাণগুলি বিষধর সর্পতুল্য। যুদ্ধে রাম কখনো সেগুলি দেখেননি বলেই আমার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা করছেন।

ন জানাতি পুরা বীর্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ।
মম চাপময়ীং বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্॥ ৪২
জ্যাশব্দতুমুলাং ঘোরামার্তগীতমহাস্বনাম্।
নারাচতলসংনাদাং নদীমহিতবাহিনীম্।
অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে॥ ৪৩

'পূর্বে হওয়া যুদ্ধে আমার বীরত্বের কথা রামচন্দ্র জানেন না। আমার ধনুক একটি বীণার মতো, যা শরের কোণ[1] দ্বারা বাদিত হয়। এর টংকারধ্বনি অতি ভয়ংকর। এই ভয়ঙ্কর ধ্বনিই এর স্বর লহরী তুল্য। শরক্ষেপণকালীন উত্থিত শব্দ যেন করতল সৃষ্ট তালতুল্য। বহমানা নদীর মতো সেই শত্রু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমি অবগাহন করার ন্যায় প্রবেশ করে যুদ্ধরূপী রঙ্গভূমিতে সেই বীণা বাজাব।

ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুদ্ধেঽস্মি শক্যো বরুণেন বা স্বয়ম্।
যমেন বা ধর্ষয়িতুং শরাগ্নিনা
মহাহবে বৈশ্রবণেন বা পুনঃ॥ ৪৪

'সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র অথবা স্বয়ং বরুণদেব আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নন। সাক্ষাৎ যম অথবা আমার বড় ভাই কুবেরও তাঁর বাণাগ্নির দ্বারা আমাকে পীড়ন করতে সক্ষম হবেন না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

---

[1] কোণ অর্থাৎ বীণার ছড়। বজ্রবীণা বাদনের জন্য যে ছড় ব্যবহৃত হয়, রাবণের তূণীরস্থ তীর হল সেই বজ্রবীণারূপ ধনুক বাদনের ছড়।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ (২৫)

শুক এবং সারণকে রাবণ কর্তৃক গুপ্তভাবে বানরসৈন্য মধ্যে প্রেরণ, বিভীষণকর্তৃক তাদের বন্ধন ; শ্রীরামের কৃপায় তাদের মুক্তিলাভ তথা শ্রীরামের সংবাদ নিয়ে তাদের লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন এবং রাবণকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করা

সবলে সাগরং তীর্ণে রামে দশরথাত্মজে।
অমাত্যৌ রাবণঃ শ্রীমানব্রবীচ্ছুকসারণৌ॥ ১

দশরথনন্দন শ্রীরাম সসৈন্যে সাগর উত্তীর্ণ হলে, শ্রীমান রাবণ তাঁর দুই অমাত্য শুক ও সারণকে বললেন—

সমগ্রং সাগরং তীর্ণং দুস্তরং বানরং বলম্।
অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্॥ ২

'সমগ্র বানর সৈন্য নিয়ে সাগর অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং রামচন্দ্র তা করেছেন। সাগরে সেতুবন্ধন তাঁর একটি অভূতপূর্ব কার্য।

সাগরে সেতুবন্ধং তং ন শ্রদ্দধ্যাং কথঞ্চন।
অবশ্যং চাপি সংখ্যেয়ং তন্ময়া বানরং বলম্॥ ৩

'সমুদ্রে সেতুবন্ধনের কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। বানরসেনারা সংখ্যায় কত তা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে।

ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ।
পরিমাণং চ বীর্যং চ যে চ মুখ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪
মন্ত্রিণো যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ।
যে পূর্বমভিবর্তন্তে যে চ শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫
স চ সেতুর্যথা বদ্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে।
নিবেশং চ যথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্॥ ৬
রামস্য ব্যবসায়ং চ বীর্যং প্রহরণানি চ।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য তত্ত্বতো জ্ঞাতুমর্হথঃ॥ ৭
কশ্চ সেনাপতিস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ॥ ৮

'অন্যদের অলক্ষ্যে তোমরা দুজন বানর সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করো বানরেরা সংখ্যায় কতো ? তাদের শক্তি কেমন ? প্রধান-প্রধান বানর কারা ? রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবের মতানুকূল মন্ত্রণাদাতা কারা ? বানরদের মধ্যে কোন্ কোন্ শূরবীর বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করছে ? অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রে তারা কিভাবে সেতু বন্ধন করল ? কিভাবে বানরদের সৈন্য সমাবেশ হয়েছে ? শ্রীরাম এবং বীর লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য কী ? তাঁদের পরাক্রম কেমন ? তাঁদের নিকট কী কী অস্ত্র-শস্ত্র আছে ? এবং সেই বানরদের সেনাপতি কে ? এইসব বিষয়ে তোমরা যথাযথভাবে জেনে এসে শীঘ্র আমাকে জানাও।'

ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
হরিরূপধরৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ বানরং বলম্॥ ৯

দুই রাক্ষস বীর শুক এবং সারণ এইভাবে আদিষ্ট হয়ে বানররূপ ধারণ করে বানর সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করল।

ততস্তদ্ বানরং সৈন্যমচিন্ত্যং লোমহর্ষণম্।
সংখ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুকসারণৌ॥ ১০

সেই রোমহর্ষণকারী বিপুল সংখ্যক বানরসেনা গণনা করা তো দূরের কথা, তাদের সংখ্যা আন্দাজ করাও শুক এবং সারণের পক্ষে অসম্ভব হল।

তৎ স্থিতং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
সমুদ্রস্য চ তীরেষু বনেষূপবনেষু চ।
তরমাণং চ তীর্ণং চ তর্তুকামং চ সর্বশঃ॥ ১১

সেই সেনারা পর্বতশিখরে, ঝর্ণায়, গুহায়, সমুদ্রতীরে, বনে এবং উপবনে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে কতক সংখ্যক সমুদ্র পার হয়েছিল, কিছু সংখ্যক বানর সমুদ্র অতিক্রম করেছিল আবার কিছু ভাগ বানর সমুদ্র লঙ্ঘনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

নিবিষ্টং নিবিশচ্চৈব ভীমনাদং মহাবলম্।
তদ্‌বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ॥ ১২

ভয়ানক কোলাহলকারী সুবিশাল সেই বানরবাহিনী কোথাও শিবির স্থাপন করেছে, কোথাও বা স্থাপন করছে। রাক্ষসদ্বয় দেখল সেই বাহিনী সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভ্য।

তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছন্নৌ বিভীষণঃ।
আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুকসারণৌ॥ ১৩

মহাতেজস্বী বিভীষণ লুক্কায়িত অবস্থায় সেই রাক্ষসদ্বয়—শুক এবং সারণকে দেখতে পেয়ে বন্দি করে রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—

তস্যৈতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুকসারণৌ।

লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয়॥ ১৪

'হে শত্রুনগরী বিজয়কামী ! লঙ্কা থেকে আগত এই গুপ্তচরদ্বয় হল রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক এবং সারণ।'

তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনং চেদমূচতুঃ॥ ১৫

রাক্ষসদ্বয় শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ব্যথিত এবং ভীত চিত্তে জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে কৃতাঞ্জলিবদ্ধভাবে এইরূপ বলল—

আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ।
পরিজ্ঞাতুং বলং সর্বং তদিদং রঘুনন্দন॥ ১৬

'হে সৌম্য ! হে রঘুনন্দন ! রাবণের আদেশে এই সৈন্যদের বিষয়ে সমস্ত কিছু জানার জন্য আমরা দুজন এখানে এসেছি।'

তয়োস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সর্বভূতহিতে রতঃ॥ ১৭

রাক্ষসদ্বয়ের সেই কথা শুনে সকল প্রাণীর হিতকর্মে রত দশরথনন্দন শ্রীরাম হাসতে হাসতে বললেন—

যদি দৃষ্টং বলং সর্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।
যথোক্তং বা কৃতং কার্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্॥ ১৮

'যদি আমাদের সমগ্র সৈন্যবল তথা সুসমাহিত আমাদেরকে দেখা হয়ে থাকে, রাবণের কথা মতো কাজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা স্বচ্ছন্দে চলে যাও।

অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্ দ্রষ্টুমর্হথঃ।
বিভীষণো বা কাৎস্ন্যেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি॥ ১৯

'অথবা এখনো যদি কিছু দেখা না হয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় দেখে নাও। বিভীষণ তোমাদের পুনরায় সবকিছুই দেখিয়ে দেবে।

ন চেদং গ্রহণং প্রাপ্য ভেতব্যং জীবিতং প্রতি।
ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ॥ ২০

'তোমাদের যে আটক করা হয়েছে, সেই কারণে তোমরা প্রাণের ভয় পেয়ো না। তোমরা দুজন শস্ত্রহীন অবস্থায় ধৃত হয়েছ এবং তোমরা দূত, সেইজন্য তোমরা অবধ্য।

প্রচ্ছন্নৌ চ বিমুঞ্চেমৌ চারৌ রাত্রিংচরাবুভৌ।
শত্রুপক্ষস্য সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ॥ ২১

'বিভীষণ ! এই রাক্ষস চরদ্বয় প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছে। তথাপি আপনি এই রাক্ষস দুজনকে ছেড়ে দিন।

প্রবিশ্য মহতীং লঙ্কাং ভবদ্ভ্যাং ধনদানুজঃ।
বক্তব্যো রক্ষসাং রাজা যথোক্তং বচনং মম॥ ২২

'শুক এবং সারণ ! তোমরা দুজন মহতী লঙ্কায় প্রবেশ করে কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তথা তোমাদের রাক্ষস রাজা রাবণকে আমি যা বলছি, তা বলবে।

যদ্ বলং ত্বং সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি।
তদ্ দর্শয় যথাকামং সসৈন্যশ্চ সবান্ধবঃ॥ ২৩

'যে বলকে আশ্রয় করে তুমি আমার সীতাকে হরণ করেছ ; এখন তুমি তোমার ইচ্ছামতো সৈন্য ও বন্ধু সহ এসে সেই বল দেখাও।

শ্বঃ কাল্যে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রক্ষসাং চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া॥ ২৪

'আগামীকাল সকালেই তুমি দেখবে আমার শরাঘাতে তোমার লঙ্কানগরী প্রাকার তোরণ তথা রাক্ষসসৈন্যসহ ধ্বংস হবে।

ক্রোধং ভীমমহং মোক্ষ্যে সসৈন্যে ত্বয়ি রাবণ।
শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ॥ ২৫

'রাবণ ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদের ওপর বজ্রনিক্ষেপ করেন, আগামীকাল প্রাতে আমি তেমনি তোমার ওপরে ক্রোধ মোচন করব।'

ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
জয়েতি প্রতিনন্দ্যৈনং রাঘবং ধর্মবৎসলম্॥ ২৬
আগম্য নগরীং লঙ্কামব্রূতাং রাক্ষসাধিপম্।

শ্রীরামের এইরূপ সন্দেশ লাভ করে শুক এবং সারণ নামক রাক্ষসদ্বয় ধর্মবৎসল রামচন্দ্রের 'জয় হোক' এই মর্মে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, লঙ্কানগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বলল—

বিভীষণগৃহীতৌ তু বধার্থং রাক্ষসেশ্বর॥ ২৭
দৃষ্ট্বা ধর্মাত্মনা মুক্তৌ রামেণামিততেজসা।

'রাক্ষসেশ্বর ! বিভীষণ আমাদের বধ করার জন্য বন্দি করেছিলেন। কিন্তু অমিত তেজ সম্পন্ন ধর্মাত্মা রামচন্দ্র আমাদেরকে মুক্ত করে দেন।

একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ॥ ২৮
লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢবিক্রমাঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণশ্চ বিভীষণঃ॥ ২৯

সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
এতে শক্তাঃ পুরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্॥ ৩০
উৎপাট্য সংক্রাময়িতুং সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।

'দশরথনন্দন শ্রীরাম, শ্রীমান লক্ষ্মণ, বিভীষণ, মহাতেজস্বী মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমী সুগ্রীব এই চারজন পুরুষ শ্রেষ্ঠ, লোকপালতুল্য শূরবীর, দৃঢ়বিক্রমসম্পন্ন এবং অস্ত্রবিদ্। সব বানরদের কথা বাদ দিন, এই চারজন পুরুষপ্রবরই তোরণ প্রাকার সহ লঙ্কাপুরীকে উৎপাটন পূর্বক নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

যাদৃশং তদ্ধি রামস্য রূপং প্রহরণানি চ॥ ৩১
বধিষ্যতি পুরীং লঙ্কামেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।

'রামচন্দ্রের যেরকম রূপ এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখলাম, তাতে মনে হয় তিনি একাই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করতে সক্ষম। বাকি তিনজনকে বাদই রাখুন। (অর্থাৎ বাকি তিনজনকে বাদ দিয়েই রামচন্দ্র একা এই লঙ্কাকে ধ্বংস করবেন)।

রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী।
বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৩২

'শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত সেই বাহিনী সমস্ত দেবতা এবং অসুরদের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ (অর্থাৎ এই বাহিনীকে জয় করা আপনার পক্ষেও অসম্ভব)।

প্রহৃষ্টযোধা ধ্বজিনী মহাত্মনাং
বনৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্।
অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ৩৩

'মহামনস্বী বানরবাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য উৎসুক। বনবাসী বীর যোদ্ধারা এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। এদের সঙ্গে বিরোধ করার কী প্রয়োজন ? শান্তি স্থাপন করুন। দশরথ নন্দন রামচন্দ্রের হাতে মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

রাবণের নিকট সারণের দ্বারা হরিযূথপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয়-প্রদান

তদ্বচঃ সত্যমক্লীবং সারণেনাভিভাষিতম্।
নিশম্য রাবণো রাজা প্রত্যভাষত সারণম্॥ ১

সারণ কর্তৃক কথিত সেই সত্য এবং তেজস্বী ভাষণ শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রত্যুত্তরে সারণকে বললেন—

যদি মামভিযুঞ্জীরন্ দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
নৈব সীতামহং দদ্যাং সর্বলোকভয়াদপি॥ ২

'যদি দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবরাও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, আর যদি সমস্ত লোক আমাকে ভয় দেখায়, তাহলেও আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেব না।

ত্বং তু সৌম্য পরিত্রস্তো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্।
প্রতিপ্রদানমদ্যৈব সীতায়াঃ সাধু মন্যসে॥ ৩
কো হি নাম সপত্নো মাং সমরে জেতুমর্হতি।

'হে সৌম্য ! বানরদের দ্বারা ভীষণভাবে উৎপীড়িত হয়ে তুমি সন্ত্রস্ত হয়েছ। সেইজন্য সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে। আমার এমন শত্রু কে আছে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে জয় করতে সক্ষম ?'

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ৪
আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্।
বহুতালসমুৎসেধং রাবণোঽথ দিদৃক্ষয়া॥ ৫

এইরূপ কঠোর বাক্য বলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ বানরবাহিনীকে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বরফতুল্য শুভ্র সুউচ্চ প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলেন।

তাভ্যাং চরাভ্যাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পশ্যমানঃ সমুদ্রং তং পর্বতাংশ্চ বনানি চ॥ ৬
দদর্শ পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্লবঙ্গমৈঃ।

সেই দুই গুপ্তচরসহ যখন রাবণ সমুদ্র, পর্বত এবং বনভূমির উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি দেখলেন—সমগ্র পৃথিবী যেন সম্পূর্ণরূপে বানরদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে। তিনি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

তদপারমসহ্যং চ বানরাণাং মহাবলম্॥ ৭
আলোক্য রাবণো রাজা পরিপপ্রচ্ছ সারণম্।

বানরদের সেই সুবিশাল অপার এবং অসহ্য[১] বাহিনীকে দেখে রাজা রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এষাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ॥ ৮

'এদের মধ্যে কে কে বানরপ্রধান ? কারা শূরবীর ? আর কারাই বা মহাবলশালী ?

কে পূর্বমভিবর্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ।
কেষাং শৃণোতি সুগ্রীবঃ কে বা যূথপযূথপাঃ॥ ৯
সারণাচক্ষ্ব মে সর্বং কিংপ্রভাবাঃ প্লবঙ্গমাঃ।

'কোন্ কোন্ বানর যুদ্ধে মহোৎসাহী হয়ে পুরোভাগে অগ্রসর হবে ? সুগ্রীব কাদের কথা শোনেন ? কারা দলপতিদেরও দলপতি ? এই বানরদের প্রভাব কেমন ? সারণ ! তুমি আমাকে এই সমস্ত বিষয়ে অবগত করাও।'

সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ॥ ১০
আবভাষেঽথ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে মুখ্য বানর বিষয়ে অভিজ্ঞ সারণ প্রধান বানরদের সম্পর্কে এইরূপ বললেন—

এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নর্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ॥ ১১
যূথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ।
যস্য ঘোষেণ মহতা সপ্রাকারা সতোরণা॥ ১২
লঙ্কা প্রতিহতা সর্বা সশৈলবনকাননা।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩
বলাগ্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নামৈষ যূথপঃ।

'মহারাজ ! যে বানরটি লঙ্কার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে, যে শত-সহস্র যূথপতি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার প্রচণ্ড গর্জনে লঙ্কার প্রাকার, তোরণসহ সকল বন-পর্বত-কানন সহ লঙ্কানগরী প্রতিহত হচ্ছে, সেই হচ্ছে সকল বানরদের রাজা মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে অবস্থানকারী। এর নাম নীল।

বাহূ প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্যবান্॥ ১৪
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদভীক্ষ্ণং চ বিজৃম্ভতে।
গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ॥ ১৫
স্ফোটয়ত্যতিসংরব্ধো লাঙ্গূলং চ পুনঃ পুনঃ।
যস্য লাঙ্গূলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ॥ ১৬
এষ বানররাজেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম ত্বামাহ্বয়তি সংযুগে॥ ১৭

'যে পরাক্রমী বানর বাহু দুটি ধরে (দুই পায়ের সাহায্যে) ভূমিতে বিচরণ করছে, লঙ্কার দিকে মুখ করে সক্রোধে দৃষ্টিপাত করতে করতে জৃম্ভণ করছে, যার শরীর পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুবিশাল, গাত্রবর্ণের শোভা পদ্মকেশরের ন্যায় উজ্জ্বল, ক্রুদ্ধভাবে যে পুনঃপুনঃ লাঙ্গুল আস্ফালন করছে ; আর যার এই লাঙ্গুল আস্ফালনের শব্দে দশদিক মুখরিত হয়েছে, সেই হল যুবরাজ 'অঙ্গদ' —সুগ্রীব যাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। এই বানর অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তঃ শক্রার্থে বরুণো যথা॥ ১৮

'বালিপুত্র অঙ্গদ বালির মতোই বীর এবং সে সদাই সুগ্রীবের প্রিয় পাত্র। ইন্দ্রের জন্য যেমন বরুণদেব পরাক্রম প্রকাশ করে থাকেন, তেমনি রামচন্দ্রের জন্য পরাক্রম প্রকাশে এই অঙ্গদ উদ্যত হয়েছে।

এতস্য সা মতিঃ সর্বা যদ্ দৃষ্টা জনকাত্মজা।
হনূমতা বেগবতা রাঘবস্য হিতৈষিণা॥ ১৯

'রামচন্দ্রের হিতকামী মহাবেগশালী 'হনুমান'—যিনি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করেছিলেন, তিনিও অতিশয় বুদ্ধিমান, যেন অঙ্গদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা তার মধ্যে আশ্রয় করেছে।

বহূনি বানরেন্দ্রাণামেষ যূথানি বীর্যবান্।
পরিগৃহ্যাভিয়াতি ত্বাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২০

'বীর্যবান অঙ্গদ বানর শিরোমণিদের বহু সংখ্যক

[১]রাবণের নিকট এই সুবিশাল সেনাবাহিনী ছিল অসহ্য। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের এই বিপুল ক্ষমতা ছিল তাঁর ঈর্ষার কারণ ; সেইজন্যই এটি তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল।

বাহিনী নিয়ে আপনাকে বিধ্বস্ত করতে আসছে।

অনুবালিসুতস্যাপি বলেন মহতা বৃতঃ।
বীরস্তিষ্ঠতি সংগ্রামে সেতুহেতুরয়ং নলঃ॥ ২১

'যুদ্ধ ক্ষেত্রে বালিনন্দনের পশ্চাতে যে বীর, বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পরিবেষ্টন করে আছে তার নাম হচ্ছে 'নল', সেই হচ্ছে এই সেতু রচনার প্রধান হেতু।

যে তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি ক্ষ্বেডয়ন্তি নদন্তি চ।
উত্থায় চ বিজৃম্ভন্তে ক্রোধেন হরিপুঙ্গবাঃ॥ ২২
এতে দুষ্প্রসহা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ।
য এনমনুগাচ্ছন্তি বীরাশ্চন্দনবাসিনঃ॥ ২৩
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।

'যে বানরেরা আপন অঙ্গকে স্থির রেখে সিংহের ন্যায় গর্জন করছে, যে বানর শ্রেষ্ঠগণ ক্রোধে আসন ত্যাগ করে জৃম্ভণ করছে, এরা অত্যন্ত ভয়ংকর, প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ও ভয়ানক ক্রোধী। এরা সংখ্যায় দশ কোটি শত এবং আট লাখ। নলের অনুসরণকারী এই বানরবীরেরা চন্দনবনে বাসকারী। এরা লঙ্কাকে সসৈন্যে ধ্বংস করতে সক্ষম।

শ্বেতো রজতসংকাশশ্চপলো ভীমবিক্রমঃ॥ ২৪
বুদ্ধিমান্ বানরঃ শূরস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ॥ ২৫
বিভজন্ বানরীং সেনামনীকানি প্রহর্ষয়ন্।

'রজততুল্য শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট মহাপরাক্রমশালী চঞ্চল বানরের নাম হল 'শ্বেত'। ত্রিলোকে বিখ্যাত এই বানর অতিশয় বুদ্ধিমান। শ্বেত শীঘ্র সুগ্রীবের নিকটে এসে পুনরায় ফিরে ফিরে যাচ্ছে। সে বানরসেনাদের দায়িত্ব অনুসারে বিভাগ করছে এবং সৈনিকদের আনন্দবর্ধনপূর্বক উৎসাহিত করছে।

যঃ পুরা গোমতীতীরে রম্যং পর্যেতি পর্বতম্॥ ২৬
নাম্না সংরোচনো নাম নানানগযুতো গিরিঃ।
তত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যেষ কুমুদো নাম যূথপঃ॥ ২৭

'পুরাকালে গোমতী নদীর তীরে নানাপ্রকার বৃক্ষ যুক্ত সংরোচন নামক পর্বতে এবং তার আশেপাশে যে বিচরণ করতো এবং সেখানকার শাসনকর্তা ছিল, সেই হল 'কুমুদ' নামক যূথপতি।

যোঽসৌ শতসহস্রাণি সহর্ষং পরিকর্ষতি।
যস্য বালা বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ॥ ২৮
তাম্রা পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।
অদীনো বানরশ্চণ্ডঃ সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতি।
এষোঽপ্যাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২৯

'যে এই শত সহস্র সংখ্যক বানরকে সানন্দে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, যার দীর্ঘলাঙ্গুলে এবং বাহুমূলে বিস্তৃত আছে লম্বা লম্বা লাল, হলুদ, কালো এবং সাদা রঙের রোমরাজি, যা দেখতে অতি ভয়ংকর, যার মধ্যে কোন দীনতা নেই—তার নাম হল 'চণ্ড'। সে সর্বদাই যুদ্ধে আগ্রহী সৈন্যদের নিয়ে লঙ্কাকে মর্দন করতে অধীর হয়ে রয়েছে।

যস্ত্বেষ সিংহসংকাশঃ কপিলো দীর্ঘকেসরঃ।
নিভৃতঃ প্রেক্ষতে লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা॥ ৩০
বিন্ধ্যং কৃষ্ণগিরিং সহ্যং পর্বতং চ সুদর্শনম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে স রম্ভো নাম যূথপঃ।
শতং শতসহস্রাণাং ত্রিংশচ্চ হরিপুঙ্গবাঃ॥ ৩১
যং যান্তং বানরা ঘোরাশ্চণ্ডাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ।
পরিবার্যানুগচ্ছন্তি লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা॥ ৩২

'হে রাজন্! সিংহতুল্য পরাক্রমী, দীর্ঘকেশর যুক্ত কপিলবর্ণের 'রম্ভ' নামক সেই যূথপতি নিভৃতে গভীর মনোযোগ সহকারে লঙ্কাপুরীর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে; যেন সে এই নগরীকে ভস্ম করে দেবে। সে সততই বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য এবং সুদর্শন পর্বতে অবস্থান করে, এককোটি ত্রিশ সংখ্যক অতি ভয়ংকর এবং পরাক্রমী বানরবীর যুদ্ধযাত্রার কালে তাকে অনুসরণ করে। তারা আপন তেজে লঙ্কাকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাকে (সেই রম্ভ নামক বানরকে) ঘিরে অগ্রসর হচ্ছে।

যস্তু কর্ণৌ বিবৃণুতে জৃম্ভতে চ পুনঃ পুনঃ।
ন তু সংবিজতে মৃত্যোর্ন চ সেনাং প্রধাবতি॥ ৩৩
প্রকম্পতে চ রোষেণ তির্যক্ চ পুনরীক্ষতে।
পশ্য লাঙ্গূলবিক্ষেপং ক্ষ্বেড়ত্যেষ মহাবলঃ॥ ৩৪

'যে কানকে প্রসারিত করে পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করছে, সে মৃত্যুকেও ভয় করে না; সৈন্যদের উপর নির্ভর না করে একাই শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহাবলশালী সেই বানরের রোষে মেদিনী কম্পমানা। তির্যক দৃষ্টিতে সে অবলোকন করছে। দেখুন, এই বানর লাঙ্গুল বিক্ষেপ করতে করতে সিংহের ন্যায় গর্জন করছে।

মহাজবো বীতভয়ো রম্যং সাল্বেয়পর্বতম্।
রাজন্ সততমধ্যাস্তে শরভো নাম যূথপঃ॥ ৩৫

'হে রাজন্! 'শরভ' নামক এই যূথপতি রমণীয় সাল্বেয় পর্বতে অবস্থান করে। এ মহাবেগবান এবং একেবারেই ভয়হীন।

এতস্য বলিনঃ সর্বে বিহারা নাম যূথপাঃ।
রাজন্ শতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ॥ ৩৬

'এর অধীনে একলক্ষ চল্লিশহাজার মহাবলশালী 'বিহার' নামক পরাক্রমী বানর সেনা আছে।

যস্তু মেঘ ইবাকাশং মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মধ্যে বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ॥ ৩৭
ভেরীণামিব সন্নাদো যস্যৈষ শ্রূয়তে মহান্।
ঘোষঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতাম্॥ ৩৮
এষ পর্বতমধ্যাস্তে পারিয়াত্রমনুত্তমম্।
যুদ্ধে দুষ্প্রসহো নিত্যং পনসো নাম যূথপঃ॥ ৩৯
এনং শতসহস্রাণাং শতার্ধং পর্যুপাসতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠং যেষাং যূথানি ভাগশঃ॥ ৪০

'যে বিশাল বানর মেঘের মতো আকাশকে ঘিরে আছে, দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র শোভিত হন, তেমনি বানরবীরদের মধ্যে যাঁর সর্বোত্তম শোভা তথা অসংখ্য ভেরীর ধ্বনির মতো যার গর্জন মহাগম্ভীর, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বানরবীরদের মধ্যে অন্যতম, যুদ্ধে দুঃসহ সেই 'পনস' নামক বানর যূথপতি সর্বোত্তম পরিযাত্র পর্বতে বাস করে। যূথপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বানরবীরের সেবক সংখ্যা পঞ্চাশলক্ষ—যারা নিজেরাই পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত।

যস্তু ভীমাং প্রবল্গন্তীং চমূং তিষ্ঠতি শোভয়ন্।
স্থিতাং তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ॥ ৪১
এষ দর্দুরসংকাশো বিনতো নাম যূথপঃ।
পিবংশ্চরতি যো বেণাং নদীনামুত্তমাং নদীম্॥ ৪২
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্লবঙ্গমাঃ।

'সমুদ্রের তীরে অবস্থিত উচ্ছলিত লম্ফনরত ভয়ানক বানরসেনা দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। 'দর্দুর' পর্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি সম্পন্ন 'বিনত' নামক বানর যূথপতি। যে, নদীশ্রেষ্ঠ বেণা নদীর জল পান করতে করতে বিচরণ করছে, তার বানর বাহিনীর সংখ্যা হল ষাট লক্ষ।

ত্বামাহ্বয়তি যুদ্ধায় ক্রোধনো নাম বানরঃ॥ ৪৩
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ যথা যূথানি ভাগশঃ।

'সর্বদাই আপনাকে যে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে 'ক্রোধন' নামক সেই বানরের বল-বিক্রম সুবিশাল, তার অধীনে বহু যূথপতি পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছে।

যস্তু গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ॥ ৪৪
অবমত্য সদা সর্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ।
গবয়ো নাম তেজস্বী ত্বাং ক্রোধাদভিবর্ততে॥ ৪৫
এনং শতসহস্রাণি সপ্ততিঃ পর্যুপাসতে।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ৪৬

'ওই যে গৈরিকবর্ণ বিশিষ্ট তেজস্বী বানর, নিজ দেহ পোষণ করছে, তার নাম হল 'গবয়'। বলদর্পিত এই বানর সর্বদা অন্যসব বানরদেরকে অবজ্ঞা করে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে। এর অধীনে আছে সত্তর লক্ষ বানর সৈন্য। সে চায় তার সৈন্যদের সাহায্যে লঙ্কা নগরীকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে।

এতে দুষ্প্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠাস্তেষাং যূথানি ভাগশঃ॥ ৪৭

'এরা সকলেই প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী, এদের গণনা করাও সম্ভব নয়। এইরকম যূথপতিদের যত শ্রেষ্ঠ যূথপ আছে, তাদেরও পৃথক পৃথক যূথ রয়েছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের **যুদ্ধকাণ্ডের ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥**

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

বানরসেনাদের প্রধান প্রধান যূথপতিদের পরিচয় প্রদান

তাংস্তু তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যূথপান্।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তা যে ন রক্ষন্তি জীবিতম্॥ ১

'মহারাজ ! আপনি যে সব বানর দলপতিদের দেখছেন, আমি তাদের কথাই আপনাকে সম্যক্‌রূপে বলছি। এরা রামচন্দ্রের হিতসাধনের জন্য পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত এবং সেইকার্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।

স্নিগ্ধা যস্য বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গূলমাশ্রিতাঃ।
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্মণঃ॥ ২
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ।
পৃথিব্যাং চানুকৃষ্যন্তে হরো নামৈষ বানরঃ॥ ৩
যং পৃষ্ঠতোঽনুগচ্ছন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বৃক্ষানুদ্যম্য সহসা লঙ্কারোহণতৎপরাঃ॥ ৪
যূথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ।

'সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এবং আয়ত বাহুসন্ধিমূলবিশিষ্ট তথা ভয়ংকর কর্মসাধনকারী 'হর' নামক বানরের লেজের চুলগুলি লাল, হলুদ, সাদা রঙের এবং অত্যন্ত চিকণ। সেগুলি সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। দীর্ঘাকৃতির কারণে সেগুলি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। শতসহস্র সংখ্যক বানর তার পশ্চাদনুগমন করে। তারা বৃক্ষ উৎপাটন করে সহসা লঙ্কা আক্রমণে তৎপর। যূথপ বানররাজের সেবকেরা এখানে সমুপস্থিত হয়েছে।

নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি॥ ৫
অসিতাঞ্জনসংকাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
অসংখ্যেয়াননির্দেশ্যান্ পরং পারমিবোদধেঃ॥ ৬
পর্বতেষু চ যে কেচিদ্ বিষমেষু নদীষু চ।
এতে ত্বামভিবর্তন্তে রাজন্নৃক্ষাঃ সুদারুণাঃ॥ ৭
এষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
পর্জন্য ইব জীমূতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ॥ ৮
ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্মদাং পিবন্।
সর্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ॥ ৯

'ওদিকে যাদের আপনি দেখছেন, সেই নীল মহামেঘ তথা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, যারা যুদ্ধে সত্যই অতীব পরাক্রমী। সমুদ্রের অপরপারে অবস্থিত অসংখ্য, অগণিত সৈন্যদের সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। হে রাজন্ ! বিভিন্ন পর্বতে, তলদেশে, নদীতটে বিচরণকারী ভল্লুকেরা অত্যন্ত ভয়ংকর। এরা আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে। হে রাজন্ ! এদের মধ্যে অবস্থানরত ভয়ানক নেত্র বিশিষ্ট বিকট দর্শন 'ধূম্র' নামক যূথপতি—মেঘের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায়, অন্যান্য ভল্লুকদের দ্বারা সমাবিষ্ট এই যূথপতি পর্বতশ্রেষ্ঠে মধ্যে অবস্থিত নর্মদার জল পান করে থাকে।

যবীয়ানস্য তু ভ্রাতা পশ্যৈনং পর্বতোপমম্।
ভ্রাত্রা সমানো রূপেণ বিশিষ্টস্তু পরাক্রমে॥ ১০
স এষ জাম্ববান্ নাম মহাযূথপযূথপঃ।
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্বমর্ষণঃ॥ ১১

'ওই দেখুন ! তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ; পর্বততুল্য আকৃতি বিশিষ্ট রূপে তার সমতুল্য হলেও পরাক্রমে সে তদপেক্ষা অধিকতর। যূথপতিদের যূথপতি সেই ঋক্ষের নাম হলো 'জাম্ববান'। স্বভাবে সে শান্ত এবং গুরুজনের আজ্ঞাধীন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সে অতি কোপনস্বভাবিশিষ্ট রূপ ধারণ করে।

এতেন সাহ্যং তু মহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা।
দৈবাসুরে জাম্ববতা লব্ধাশ্চ বহবো বরাঃ॥ ১২

'এই বুদ্ধিমান জাম্ববান দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করে তাঁর কাছ থেকে বহু বর লাভ করেছে।

আরুহ্য পর্বতাগ্রেভ্যো মহাভ্রবিপুলাঃ শিলাঃ।
মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ॥ ১৩
রাক্ষসানাং চ সদৃশাঃ পিশাচানাং চ রোমশাঃ।
এতস্য সৈন্যা বহবো বিচরন্ত্যমিতৌজসঃ॥ ১৪

'অমিততেজসম্পন্ন বহুসংখ্যক এই সৈন্যরা বিচরণ করছে। তাদের শরীর রাক্ষসদের মতো, পিশাচদের মতো এরা ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন, মৃত্যুভয়হীন এবং পর্বতচূড়ায় আরোহণ করে মেঘের মতো বিশাল-বিশাল শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করে।

য এনমভিসংরব্ধং প্লবমানমবস্থিতম্।
প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্বে স্থিতা যূথপযূথপম্॥ ১৫

এষ রাজন্ সহস্রাক্ষং পর্যুপাস্তে হরীশ্বরঃ।
বলেন বলসংযুক্তো দম্ভো নামৈষ যূথপঃ॥ ১৬

'ক্রীড়াচ্ছলে লম্ফনরত এবং মাঝে-মধ্যে দণ্ডায়মান যে বানরটিকে অন্য সব বানরেরা স্থির হয়ে দেখছে ; সে হলো দলপতিদেরও দলপতি। হে রাজন্ ! তার নাম হল 'দম্ভ'। এই বলসংযুক্ত বানররাজ আপন সৈন্যদের সঙ্গে সহস্রলোচন ইন্দ্রের উপাসনা করে—তাঁর সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠিয়ে থাকে।

যঃ স্থিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে।
ঊর্ধ্বং তথৈব কায়েন গতঃ প্রাপ্নোতি যোজনম্॥ ১৭
যস্মাৎ তু পরমং রূপং চতুষ্পাৎসু ন বিদ্যতে।
শ্রুতঃ সংনাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ॥ ১৮
যেন যুদ্ধং তদা দত্তং রণে শক্রস্য ধীমতা।
পরাজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোঽয়ং যূথপযূথপঃ॥ ১৯

'যে গমনকালে একযোজন দূরে অবস্থিত পর্বতকে আপন পার্শ্বভাগ দ্বারা স্পর্শ করে। তদ্রূপ একযোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুকেও শরীর দ্বারা গ্রহণ করে। চতুষ্পদদের মধ্যে যার মতো ভয়ংকর রূপ আর নেই, তার নাম হল 'সংনাদন'। শোনা যায় সে বানরদের পিতামহ। সেই বুদ্ধিমান বানর ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধে পরাস্ত হয়নি, সেই বানর হল যূথপতিদেরও যূথপতি।

যস্য বিক্রমমাণস্য শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
এষ গন্ধর্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা॥ ২০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।
যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বূমুপনিষেবতে॥ ২১
যো রাজা পর্বতেন্দ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্।
বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতুস্তে রাক্ষসাধিপ॥ ২২
তত্রৈষ রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ।
যুদ্ধেষ্বকত্থনো নিত্যং ক্রথনো নাম যূথপঃ॥ ২৩
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্॥ ২৪

'যুদ্ধ-পরাক্রমে যে ইন্দ্রের সমতুল্য, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্যের জন্য অগ্নিদেবের দ্বারা গন্ধর্বকন্যার গর্ভে জাত সেই যূথপতি হল 'ক্রথন'। হে রাক্ষসরাজ ! বহু কিন্নর যার সেবায় নিযুক্ত এবং বহু বিশাল পর্বতরাজীর যে নৃপতি তথা আপনার ভ্রাতা কুবেরকে সে সর্বদাই সুখ প্রদান করে। যে পর্বতের উপর সে অবস্থান করে সেই পর্বতের উপরেই এই বলশালী ক্রথন বসবাস করে। সে কখনও নিজের প্রশংসা করে না। কোটি-সহস্র বানরসেনা দ্বারা সমাবৃত সেই বানর নিজ সৈন্যদের সাহায্যে লঙ্কাকে ধ্বংস করার সাহস রাখে।

যো গঙ্গামনুপর্যেতি ত্রাসয়ন্ গজযূথপান্।
হস্তিনাং বানরাণাং চ পূর্ববৈরমনুস্মরন্॥ ২৫
এষ যূথপতির্নেতা গর্জন্ গিরিগুহাশয়ঃ।
গজান্ রোধয়তে বন্যানারুজংশ্চ মহীরুহান্॥ ২৬
হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু।
উশীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্বতোত্তমম্॥ ২৭
রমতে বানরশ্রেষ্ঠো দিবি শক্র ইব স্বয়ম্।
এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ততে॥ ২৮
বীর্যবিক্রমদৃপ্তানাং নর্দতাং বাহুশালিনাম্।
স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্॥ ২৯
স এষ দুর্ধরো রাজন্ প্রমাথী নাম যূথপঃ।
বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি॥ ৩০
অনীকমপি সংরব্ধং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
উদ্ধূতমরুণাভাসং পবনেন সমন্ততঃ॥ ৩১
বিবর্তমানং বহুশো যত্রৈতদ্বহুলং রজঃ।

'হাতি এবং বানরদের পুরনো শত্রুতাকে[১] স্মরণ করে যে গজ যূথপতিদের সন্ত্রস্ত করে গঙ্গার তীরে বিচরণ করে, এই বানর-যূথপতি নেতা গিরি-গুহায় শয়ন করে গর্জন করে, বন্য মহীরুহসমূহ উৎপাটন করে হাতিদের গতিরুদ্ধ করে, বানর-বাহিনীর এই প্রধান হৈমবতী নদীর[২] তীরে উশীরবীজ পর্বত তথা গিরিশ্রেষ্ঠ মন্দার আশ্রয় করে রমণ করে। হে রাজন্ ! স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই বানরশ্রেষ্ঠ শত সহস্র বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে অবস্থান করে। বীর্যবিক্রমদৃপ্ত, গর্জনরত, বাহুবলে বলীয়ান, বানরকুলের অগ্রগণ্য সেই যূথপতির নাম হল 'প্রমাথী'। বায়ুর বেগে উত্থিত উদ্ধত মেঘের মতো, একে দেখুন। দ্রুতগামী ক্রুদ্ধ বানর সৈন্যদের

[১]হস্তীর রূপ ধারণ করে আগত শম্বরাদন নামক রাক্ষসকে শ্রীহনুমানের পিতৃদেব বানররাজ কেসরী হত্যা করেছিলেন। ফলে হস্তীকুলের সঙ্গে বানরদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল।
[২]গঙ্গা নদী।

পদভারে উত্থিত বাতাসে অরুণবর্ণের ধূলিজাল বিস্তৃত হয়ে আচ্ছন্ন করেছে। এই ধূলিরাশি বহুদিকে বহুলভাবে উড্ডীয়মান।

এতেঽসিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ॥ ৩২
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বৈ সেতুবন্ধনম্।
গোলাঙ্গূলং মহারাজ গবাক্ষং নাম যূথপম্॥ ৩৩
পরিবার্যাভিনর্দন্তে লঙ্কাং মর্দিতুমোজসা।

'এরা হল কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট, ভয়ানক-দর্শন, মহাবলশালী গোলাঙ্গূলজাতীয় বানর। মহারাজ ! এরা সংখ্যায় প্রায় এককোটি। এই গোলাঙ্গূল জাতীয় বানরেরা সেতুবন্ধনে সহায়তা করেছিল। এদের যূথপতির নাম হল 'গবাক্ষ'। এই দলপতি বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বলপূর্বক লঙ্কাকে ধ্বংস করার জন্য গর্জন করতে করতে যাচ্ছে।

ভ্রমরাচরিতা যত্র সর্বকালফলদ্রুমাঃ॥ ৩৪
যং সূর্যস্তুল্যবর্ণাভমনুপর্যেতি পর্বতম্।
যস্য ভাসা সদা ভান্তি তদ্বর্ণা মৃগপক্ষিণঃ॥ ৩৫
যস্য প্রস্থং মহাত্মানো ন ত্যজন্তি মহর্ষয়ঃ।
সর্বকামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ॥ ৩৬
মধূনি চ মহার্হাণি যস্মিন্ পর্বতসত্তমে।
তত্রৈষ রমতে রাজন্ রম্যে কাঞ্চনপর্বতে॥ ৩৭
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেসরী নাম যূথপঃ।

'যে পর্বতে সব ঋতুতে ফল প্রদানকারী বৃক্ষসমূহ ভ্রমর দ্বারা সেবিত, যেখানে সূর্যতুল্য বর্ণের আভা প্রতিদিন পরিক্রমা করে। আলোকছটায় সেখানকার মৃগপক্ষিগণ সদা উজ্জ্বল হয়ে থাকে, মহাত্মা মহর্ষিগণ যার সানুদেশ কখনো ত্যাগ করেন না, যেখানে বৃক্ষগুলি সকল কামনানুসারে ফলদায়ী, যে পর্বতশ্রেষ্ঠে মহার্ঘ মধু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হে রাজন্ ! সেই রমণীয় কাঞ্চন পর্বতে মুখ্য বানরদের দলপতি 'কেসরী' নামক বানর রমণ করে।

ষষ্টির্গিরিসহস্রাণি রম্যাঃ কাঞ্চনপর্বতাঃ॥ ৩৮
তেষাং মধ্যে গিরিবরস্ত্বমিবানঘ রক্ষসাম্।

'এইরূপ রমণীয় কাঞ্চনপর্বতের সংখ্যা ষাট হাজার, হে নিষ্পাপ ! রাক্ষসদের মধ্যে যেমন আপনি প্রধান, তেমনি ওই গিরিশৃঙ্গগুলির মধ্যে প্রধান হল এই শৃঙ্গটি।

তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতাস্তাম্রাস্যা মধুপিঙ্গলাঃ॥ ৩৯
নিবসন্ত্যুত্তমগিরৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা নখায়ুধাঃ।
সিংহা ইব চতুর্দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ॥ ৪০
সর্বে বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিষোপমাঃ।
সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গূলা মত্তমাতঙ্গসন্নিভাঃ॥ ৪১
মহাপর্বতসংকাশা মহাজীমূতনিঃস্বনাঃ।
বৃত্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাভীমগতিস্বনাঃ॥ ৪২
মর্দয়ন্তীব তে সর্বে তস্থুর্লঙ্কাং সমীক্ষ্য তে।

'সেই শৃঙ্গের অন্তিম শৃঙ্গে— কপিল, শ্বেত, রক্ত এবং মধুর মতো পিঙ্গল বর্ণের মুখ বিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ নখ এবং দন্তযুক্ত বানরেরা বাস করে। তারা সিংহের ন্যায় চতুর্দন্ত-বিশিষ্ট এবং ব্যাঘ্রের মতো দুর্জয়। এরা সকলেই অগ্নির ন্যায় তেজস্বী প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডল সর্পের ন্যায় ক্রোধী। তাদের সুন্দর লেজগুলি সুদীর্ঘ এবং তারা উন্মত্ত হাতির মতো পরাক্রমী। মহান পর্বতের ন্যায় সুবিশাল আকৃতিসম্পন্ন এই বানরেরা ঘোর মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করছে, তাদের অক্ষিযুগল বৃত্তাকার এবং পিঙ্গল বর্ণের, তাদের ভীম তুল্য গতি ভয়ানক শব্দ সৃষ্টিকারী। তারা এখানে উপস্থিত হয়ে লঙ্কা নগরীকে খেলাচ্ছলে তছনছ করে দেবে।

এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্যবান্॥ ৪৩
জয়ার্থী নিত্যমাদিত্যমুপতিষ্ঠতি বীর্যবান্।
নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ॥ ৪৪

'এদের পরাক্রমী অধিপতি এদের মধ্যেই অবস্থানরত। হে রাজন্ ! এই বীর্যবান্ অধিপতি জয়লাভের জন্য নিত্যই সূর্যদেবের উপাসনা করে। এই বীর পৃথিবীতে 'শতবলী' নামে বিখ্যাত।

এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দিতুম্।
বিক্রান্তো বলবান্ শূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৫
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং দয়াং ন কুরুতে হরিঃ।

'বলবান, পরাক্রমী তথা শূরবীর এই শতবলী নিজ পৌরুষে পূর্ণ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নিজ সৈন্যদের সাহায্যে এই বানরবীর লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করতে চায়। এই বানর রামচন্দ্রের হিতকর্মের জন্য নিজের প্রাণের প্রতিও দয়া দেখায় না।

গজো গবাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ॥ ৪৬
একৈকমেব যোধানাং কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।

'গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল এবং নীল— এই সকল এক একজন সেনাপতি দশ কোটি করে সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তথান্যে বানরশ্রেষ্ঠা বিন্ধ্যপর্বতবাসিনঃ।

ন শক্যন্তে বহুত্বাৎ তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ॥ ৪৭

'এতদ্ব্যতীতও বিন্ধ্যপর্বতবাসী অন্যান্য পরাক্রমী বানর শ্রেষ্ঠগণও রয়েছে, সংখ্যাধিক্যের কারণে যাদের গণনা করা যাচ্ছে না।

সর্বে মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ
সর্বে মহাশৈলনিকাশকায়াঃ।
সর্বে সমর্থাঃ পৃথিবীং ক্ষণেন
কর্তুং প্রবিধ্বস্তবিকীর্ণশৈলাম্॥ ৪৮

'মহারাজ! সেইসব বানরেরাও অত্যন্ত প্রভাবশালী, এদের সকলেরই শরীর মহা মহা পর্বততুল্য বিশাল। এরা সকলেই ক্ষণমধ্যেই পৃথিবীর সকল পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

শুক কর্তৃক সুগ্রীবের মন্ত্রীদের, মৈন্দ এবং দ্বিবিদের, হনুমানের, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং সুগ্রীবের পরিচয় প্রদান এবং বানরসেনাদের সংখ্যা নিরূপণ

সারণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
বলমাদিশ্য তৎ সর্বং শুকো বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণ সারণের সব কথা শুনে, শুককে সেইসব সৈন্যদের বিষয়ে বলতে আদেশ করলে শুক বলতে লাগল—

স্থিতান্ পশ্যসি যানেতান্ মত্তানিব মহাদ্বিপান্।
ন্যগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব॥ ২
এতে দুষ্প্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ।
দৈত্যদানবসংকাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ॥ ৩

'রাজন্! উন্মত্ত মহা মাতঙ্গের ন্যায় আপনি যাদের দেখছেন এরা গঙ্গাতীরবর্তী বটবৃক্ষতুল্য তথা হিমালয়স্থ শাল বৃক্ষের ন্যায় শক্তিশালী। এদের বেগ দুঃসহ। এরা বলশালী এবং ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে সক্ষম। যুদ্ধে এরা দৈত্য-দানবদের মতো শক্তিশালী এবং দেবতাদের ন্যায় পরাক্রমী।

এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্কুসহস্রাণি তথা বৃন্দশতানি চ॥ ৪
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিষ্কিন্ধানিলয়াঃ সদা।
হরয়ো দেবগন্ধর্বৈরুৎপন্না কামরূপিণঃ॥ ৫

'এরা সংখ্যায় একুশ কোটি সহস্র, তথা সহস্র শঙ্কু তথা শতবৃন্দ[১]। এইসব বানরেরা সর্বদাই কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী সুগ্রীবের পরামর্শদাতা। ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই বানরেরা দেবতা ও গন্ধর্বদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

যৌ তৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ কুমারৌ দেবরূপিণৌ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাভ্যাং নাস্তি সমো যুধি॥ ৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতাবমৃতপ্রাশিনাবুভৌ।
আশংসেতে যথা লঙ্কামেতৌ মর্দিতুমোজসা॥ ৭

'দেবতুল্য রূপধারী যে দুই কুমারকে আপনি অবস্থানরত দেখছেন, তারা হল 'মৈন্দ' এবং 'দ্বিবিদ'। তাদের সমান যোদ্ধা আর নেই। ব্রহ্মার আদেশানুসারে তারা দুজনে অমৃত পান করেছিল। এই দুই বীর আপন বল এবং পরাক্রম দ্বারা লঙ্কাকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করে।

যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ॥ ৮
এষোঽভিগন্তা লঙ্কায়াং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো।
এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগতম্॥ ৯
জ্যেষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রো বাতাত্মজ ইতি শ্রুতঃ।

---

[১]এইসকল সংখ্যার বিষয়ে বর্তমান সর্গের শেষভাগে দেওয়া বর্ণনা অনুসারে অনুধাবন করতে হবে।

হনূমানিতি বিখ্যাতো লঙ্ঘিতো যেন সাগরঃ॥ ১০

'মদমত্ত হস্তীর ন্যায় যে বানরকে আপনি দেখছেন, সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলপূর্বক সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, ওই বানরকে দেখুন, যে পূর্বে এখানে এসে আপনার সঙ্গে তথা বৈদেহী সীতার সঙ্গে দেখা করেছিল। সে পুনরায় উপস্থিত হয়েছে। এই হনুমান কেসরির জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে সাগর লঙ্ঘন করেছিল। জগতে এই বানর 'পবনপুত্র হনুমান' নামে বিখ্যাত।

কামরূপো হরিশ্রেষ্ঠো বলরূপসমন্বিতঃ।
অনিবার্যগতিশ্চৈব যথা সততগঃ প্রভুঃ॥ ১১

'বল এবং রূপ সমন্বিত এই বানরশ্রেষ্ঠ ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম। এর গতির বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং সে বায়ুর মতো সর্বত্রগামী।

উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা বালঃ কিল বুভুক্ষিতঃ।
ত্রিযোজনসহস্রং তু অধ্বানমবতীর্য হি॥ ১২
আদিত্যমাহরিষ্যামি ন মে ক্ষুৎ প্রতিযাস্যতি।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুপ্লুবে বলদর্পিতঃ॥ ১৩

'বাল্যকালে সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উদীয়মান সূর্যকে দেখে তিন হাজার যোজন পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেছিল। আদিত্যকে ভক্ষণ না করে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না —এইরূপ (আসলে শৈশব জনিত চপলমতির কারণে সে সূর্যকেও একটি রঙীন ফল মনে করেছিল।) মনে করে সেই বলদর্পিত বানর সূর্যের দিকে লাফ দিয়েছিল।

অনাধৃষ্যতমং দেবমপি দেবর্ষিরাক্ষসৈঃ।
অনাসাদ্যৈব পতিতো ভাস্করোদয়নে গিরৌ॥ ১৪

'সূর্যদেবের নিকটে না পৌঁছে সে উদয়গিরিতে পতিত হয়, কারণ দেবতা, রাক্ষস এবং ঋষিরাও এই সূর্যদেবকে ধরতে পারেন না।

পতিতস্য কপেরস্য হনুরেকা শিলাতলে।
কিঞ্চিদ্ ভিন্না দৃঢ়হনুর্হনূমানেষ তেন বৈ॥ ১৫

'শিলাতলে পতিত হওয়ায় তার একটি হনু (চোয়াল) কিঞ্চিৎ আঘাতপ্রাপ্ত হল (ভেঙে গেল)। সেইজন্য সেই দৃঢ় হনুবিশিষ্ট বানর হনুমান নামে পরিচিত হল।

সত্যমাগমযোগেন মমৈষ বিদিতো হরিঃ।
নাস্য শক্যং বলং রূপং প্রভাবো বানুভাষিতুম্॥ ১৬
এষ আশংসতে লঙ্কামেকো মথিতুমোজসা।
যেন জাজ্বল্যতেঽসৌ বৈ ধূমকেতুস্তবাদ্য বৈ।
লঙ্কায়াং নিহিতশ্চাপি কথং বিস্মরসে কপিম্॥ ১৭

'বিশ্বস্ত সূত্রে আমি এই বানরের বিষয়ে জেনেছি। এর বল, রূপ এবং প্রভাব সম্পর্কে বলার মতো কেউ নেই। আপনতেজে এ একাই লঙ্কাকে তছনছ করতে চায়। সে একাই আপনার লঙ্কাকে রুদ্ধ করতে সক্ষম। আপনি কি করে বিস্মৃত হচ্ছেন যে এই বানর (আপন পুচ্ছের অগ্নি দ্বারা) একাই সমগ্র লঙ্কাকে দগ্ধ করেছিল।

যশ্চৈযোঽনন্তরঃ শূরঃ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ।
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো লোকে বিশ্রুতপৌরুষঃ॥ ১৮

'এর পাশেই পদ্ম ফুলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণের যে শূরবীর অবস্থিত, তিনিই হলেন ইক্ষ্বাকু বংশের অতিরথী, জগতে এঁর পৌরুষ বিখ্যাত।

যস্মিন্ ন চলতে ধর্মো যো ধর্মং নাতিবর্ততে।
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ॥ ১৯

'ধর্ম যাঁকে কখনো ত্যাগ করেনা। যিনি কখনো ধর্মকে লঙ্ঘন করেন না ; যিনি ব্রহ্মাস্ত্র এবং বেদ — উভয়ই উত্তমরূপে জানেন। বেদবিদ্দের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম।

যো ভিন্দ্যাদ্ গগনং বাণৈর্মেদিনীং বাপি দারয়েৎ।
যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ॥ ২০

'যিনি আপন বলপ্রয়োগের দ্বারা আকাশকে ধ্বংস করতে সক্ষম, পৃথিবীকে বল প্রয়োগের দ্বারা বিদীর্ণ করতে সক্ষম, যাঁর ক্রোধ মৃত্যুতুল্য এবং পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য।

যস্য ভার্যা জনস্থানাৎ সীতা চাপি হৃতা ত্বয়া।
স এষ রামস্ত্বাং রাজন্ যোদ্ধুং সমভিবর্ততে॥ ২১

'যাঁর ভার্যা সীতাকে আপনি জনস্থান থেকে অপহরণ করেছেন, তিনিই সেই 'শ্রীরামচন্দ্র'—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

যস্যৈষ দক্ষিণে পার্শ্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভঃ।
বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্ধজঃ॥ ২২
এষো হি লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
নয়ে যুদ্ধে চ কুশলঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ২৩

'তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান, বিশাল বক্ষ বিশিষ্ট, তাম্রতুল্য উজ্জ্বল রক্তিম নেত্র বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত কেশপূর্ণ যে ব্যক্তি রয়েছেন, তিনিই হলেন 'লক্ষ্মণ'। তিনি সতত আপন ভ্রাতার প্রিয় তথা হিতকর্মে রত। রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি নিপুণ এবং তিনি সকল শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তশ্চ জয়ী বলী।

রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ॥ ২৪

'অমর্ষশীল, দুর্জয়, বিজয়ী, পরাক্রমী, শত্রুদমনকারী, বলবান এই লক্ষ্মণ সর্বদাই শ্রীরামের দক্ষিণ বাহু তুল্য তথা বাইরে বিচরণকারী প্রাণস্বরূপ।

নহ্যেষ রাঘবস্যার্থে জীবিতং পরিরক্ষতি।
এষৈবাশংসতে যুদ্ধে নিহন্তুং সর্বরাক্ষসান্॥ ২৫

'ইনি রামচন্দ্রের জন্য আপন প্রাণ রক্ষা বিষয়েও আগ্রহী নন। (অর্থাৎ রামচন্দ্রের হিতসাধনের নিমিত্ত ইনি আপন প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুত)। যুদ্ধে ইনি একাই সমস্ত রাক্ষসকে নিধন করতে ইচ্ছা করেন।

যস্তু সব্যমসৌ পক্ষং রামস্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
রক্ষোগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ॥ ২৬
শ্রীমতা রাজরাজেন লঙ্কায়ামভিষেচিতঃ।
ত্বামসৌ প্রতিসংরব্ধো যুদ্ধায়ৈষোঽভিবর্ততে॥ ২৭

'রামচন্দ্রের বাম পার্শ্বে অবস্থিত, রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছেন রাজা বিভীষণ ; তিনি শ্রীরামের আশ্রিত এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের দ্বারা লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন, তিনিও আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

যং তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং মধ্যে গিরিমিবাচলম্।
সর্বশাখামৃগেন্দ্রাণাং ভর্তারমমিতৌজসম্॥ ২৮

'বানর সেনাদের মধ্যে অবস্থিত পর্বতের ন্যায় অবিচল যাঁকে আপনি দেখছেন, তিনিই হলেন সকল বানরশ্রেষ্ঠদের প্রভু, অমিত তেজস্বী সুগ্রীব।

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা বলেনাভিজনেন চ।
যঃ কপীনতিবভ্রাজ হিমবানিব পর্বতঃ॥ ২৯

'হিমালয় পর্বতের মতো শ্রেষ্ঠ তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান এবং বলশালী সুগ্রীব বানরদের মধ্যে সর্বোপরিরূপে বিরাজমান।

কিষ্কিন্ধাং যঃ সমধ্যাস্তে গুহাং সগহনদ্রুমাম্।
দুর্গাং পর্বতদুর্গভ্যাং প্রধানৈঃ সহ যূথপৈঃ॥ ৩০

'কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থিত গহন বৃক্ষ পরিবেষ্টিত পার্বত্য দুর্গের দুর্গম গুহায় প্রধান-প্রধান বানর যূথপতিদের সঙ্গে ইনি অবস্থান করেন।

যস্যৈষা কাঞ্চনী মালা শোভতে শতপুষ্করা।
কান্তা দেবমনুষ্যাণাং যস্যাং লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ৩১

'তাঁর কণ্ঠে যে সুবর্ণময় শতপদ্মের মালা শোভা পাচ্ছে, তাতেই দেবতা ও মনুষ্যগণের কাম্যা লক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা।

এতাং মালাং চ তারাং চ কপিরাজ্যং চ শাশ্বতম্।
সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ॥ ৩২

'ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করে এই মালা, স্ত্রী তারাকে এবং চিরন্তন বানররাজ্য সুগ্রীবকে সমর্পণ করেছেন।

শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহুর্মনীষিণঃ।
শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে॥ ৩৩

'মনীষীরা বলেন— একশত লক্ষ মানে এক কোটি এবং শত সহস্র কোটি সংখ্যাকে বলা হয় এক শঙ্কু।

শতং শঙ্কুসহস্রাণাং মহাশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
মহাশঙ্কুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে॥ ৩৪

'শত সহস্র অর্থাৎ এক লাখ শঙ্কু সমান হল এক মহাশঙ্কু এবং এক লক্ষ মহাশঙ্কুর সমান হল এক বৃন্দ।

শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দমিতি স্মৃতম্।
মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদ্মমিহোচ্যতে॥ ৩৫

'এক লক্ষ বৃন্দের সমান হল এক মহাবৃন্দ এবং শত সহস্র মহাবৃন্দের সমকক্ষ হল এক পদ্ম।

শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতি স্মৃতম্।
মহাপদ্মসহস্রাণাং শতং খর্বমিহোচ্যতে॥ ৩৬

'এক লক্ষ পদ্ম মানে এক মহাপদ্ম এবং এক লক্ষ মহাপদ্মের সমান হল এক খর্ব।

শতং খর্বসহস্রাণাং মহাখর্বমিতি স্মৃতম্।
মহাখর্বসহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীয়তে।
শতং সমুদ্রসাহস্রমোঘ ইত্যভিধীয়তে॥ ৩৭
শতমোঘসহস্রাণাং মহৌঘা ইতি বিশ্রুতঃ।

'শত সহস্র খর্বকে বলা হয় এক মহাখর্ব এবং এক লক্ষ মহাখর্ব হল এক সমুদ্র আবার এক লক্ষ সমুদ্র সমান হল এক ওঘ এবং এইরূপ শতসহস্র সংখ্যক ওঘকে বলা হয় এক মহৌঘ।

এবং কোটিসহস্রেণ শঙ্কুনাং চ শতেন চ।
মহাশঙ্কুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ॥ ৩৮
মহাবৃন্দসহস্রেণ তথা পদ্মশতেন চ।
মহাপদ্মসহস্রেণ তথা খর্বশতেন চ॥ ৩৯
সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌঘেন তথৈব চ।
এষ কোটিমহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন চ॥ ৪০
বিভীষণেন বীরেণ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।
সুগ্রীবো বানরেন্দ্রস্ত্বাং যুদ্ধার্থমনুবর্ততে।

মহাবলবৃতো নিত্যং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৪১

'এইরূপ সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমুদ্র, শত মহৌঘ তথা সমুদ্রতুল্য কোটি মহৌঘ সৈন্য সহ তথা বীর বিভীষণ এবং আপন সচিবদের দ্বারা পরিবৃত বানররাজ সুগ্রীব আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি সর্বদাই সুবিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত এবং স্বয়ং মহান বলবান ও পরাক্রমশালী।

ইমাং মহারাজ সমীক্ষ্য বাহিনী-
মুপস্থিতাং প্রজ্বলিতগ্রহোপমাম্।
ততঃ প্রযত্নঃ পরমো বিধীয়তাং
যথা জয়ঃ স্যান্ন পরৈঃ পরাভবঃ ॥ ৪২

'মহারাজ ! এই সেনা এক উজ্জ্বল গ্রহের তুল্য। ভালো করে বিবেচনা করে যাতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয় সেই উপায় অবলম্বনে প্রয়াস করুন। আমরা যেন অন্যের দ্বারা পরাস্ত না হই।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

রাবণ কর্তৃক শুক-সারণকে তিরস্কারপূর্বক রাজসভা থেকে বহিষ্কার, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বানরদের হাত থেকে রাবণ প্রেরিত গুপ্তচরদের মুক্তিলাভ এবং লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

শুকেন তু সমাদিষ্টান্ দৃষ্ট্বা স হরিযূথপান্।
লক্ষ্মণং চ মহাবীর্যং ভুজং রামস্য দক্ষিণম্ ॥ ১
সমীপস্থং চ রামস্য ভ্রাতরং চ বিভীষণম্।
সর্ববানররাজং চ সুগ্রীবং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২
অঙ্গদং চাপি বলিনং বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্।
হনুমন্তং চ বিক্রান্তং জাম্ববন্তং চ দুর্জয়ম্ ॥ ৩
সুষেণং কুমুদং নীলং নলং চ প্লবগর্ষভম্।
গজং গবাক্ষং শরভং মৈন্দং চ দ্বিবিদং তথা ॥ ৪

শুকের বচনানুসারে রাবণ যূথপতিদের দেখলেন ; দেখতে পেলেন রামচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ মহাবীর্যবান লক্ষ্মণকে, শ্রীরামের নিকটে অবস্থিত ভাই বিভীষণকে, সমস্ত বানরদের রাজা তথা ভয়ংকর পরাক্রমী সুগ্রীবকে, বজ্রধারী ইন্দ্রের পুত্র বালিনন্দন বলবান অঙ্গদকে, বিক্রমশালী হনুমান, দুর্জয় জাম্ববান, তথা সুষেণ, কুমুদ, নীল, বানরশ্রেষ্ঠ নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকেও দেখলেন।

কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ।
ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ ॥ ৫

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনস্ক রাবণের (এই সুবিশাল বাহিনী দর্শনই হল রাবণের উদ্বেগের কারণ) হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হল। দুই বীর শুক এবং সারণের কথা শেষ হলে তিনি তাদের তিরস্কার করলেন।

অধোমুখৌ তৌ প্রণতাবব্রবীচ্ছুকসারণৌ।
রোষগদ্গদয়া বাচা সংরব্ধং পরুষং তথা ॥ ৬

শুক এবং সারণ বিনীতভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান থাকলেন, রাবণ ক্রুদ্ধভাবে রোষগদ্গদ বাক্যের দ্বারা কঠোরভাবে তাদের বললেন—

ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ।
বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ ॥ ৭

'রাজা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দুইই করতে সক্ষম। সেই রাজার নিকট তাঁর উপজীবী সচিবদের এইরূপ অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়।

রিপূণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ততাম্।
উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্তুমপ্রস্তবে স্তবম্ ॥ ৮

'অপ্রাসঙ্গিক ভাবে যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত প্রতিকূল শত্রুদের এইরূপ প্রশংসা করা কি তোমাদের দুজনের উচিত হয়েছে ?

আচার্যা গুরুবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্যুপাসিতাঃ।
সারং যদ্ রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে॥ ৯

'আচার্য, গুরু এবং বৃদ্ধদের তোমরা বৃথাই সেবা করেছো। কারণ, রাজনীতির যা সার অনুজীবি ধর্ম, তা তোমরা গ্রহণ করোনি।

গৃহীতো বা ন বিজ্ঞাতো ভারোঽজ্ঞানস্য বাহ্যতে।
ঈদৃশৈঃ সচিবৈর্যুক্তো মূর্খৈর্দিষ্ট্যা ধরাম্যহম্॥ ১০

'যদি তোমরা তা গ্রহণ করেও থাকো তাহলেও এইসময়ে তোমাদের সেই জ্ঞান নেই ; তোমরা কেবল অজ্ঞানের ভার বহন করছো। হায় কী ভাগ্য ! এইরকম মূর্খ সচিবদের নিয়ে আমি রাজ্যশাসন করছি।

কিং নু মৃত্যোর্ভয়ং নাস্তি মাং বক্তুং পরুষং বচঃ।
যস্য মে শাসতো জিহ্বা প্রযচ্ছতি শুভাশুভম্॥ ১১

'আমার জিহ্বাই এই রাজ্য শাসন করে (অর্থাৎ আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য দ্বারাই এই রাজ্য চালিত হয়), তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল প্রদান করে ; তোমরা আমাকেই এইরূপ কঠোর কথা বলছ ; তোমাদের কি মৃত্যুভয় নেই ?

অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
রাজদণ্ডপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ॥ ১২

'দাবানল স্পর্শ করলেও বনের বৃক্ষরা জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কখনো বেঁচে থাকতে পারে না।

হন্যামহং ত্বিমৌ পাপৌ শত্রুপক্ষপ্রশংসিনৌ।
যদি পূর্বোপকারৈর্মে ক্রোধো ন মৃদুতাং ব্রজেৎ॥ ১৩

'যদি এদের পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে আমার ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত না হতো, তাহলে শত্রুদের প্রশংসাকারী এই দুই পাপীকে আমি এখনই হত্যা করতাম।

অপধ্বংসত নশ্যধ্বং সন্নিকর্ষাদিতো মম।
নহি বাং হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্।
হতাবেব কৃতঘ্নৌ দ্বৌ ময়ি স্নেহপরাঙ্মুখৌ॥ ১৪

'আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে চলে যাও, আর কখনও মুখ দেখিও না। তোমাদের পূর্বের উপকার স্মরণ করে আমি তোমাদের হত্যা করতে চাই না। কিন্তু, আমার নিকট তোমরা মৃত। তোমাদের কৃতঘ্নতার কারণে তোমরা আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছ।'

এবমুক্তো তু সব্রীড়ৌ তৌ দৃষ্ট্বা শুকসারণৌ।
রাবণং জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্যাভিনিঃসৃতৌ॥ ১৫

রাবণ তাদেরকে এইরূপ বললে সেই শুক এবং সারণ লজ্জিতভাবে জয়ধ্বনি দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করে সভা থেকে প্রস্থান করল।

অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ সমীপস্থং মহোদরম্।
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং চারানিতি নিশাচরঃ।
মহোদরস্তথোক্তস্তু শীঘ্রমাজ্ঞাপয়চ্চরান্॥ ১৬

দশানন রাবণ নিকটে অবস্থিত মহোদরকে বললেন — 'আমার সম্মুখে শীঘ্র গুপ্তচরদের উপস্থিত করো।' আদেশ প্রাপ্ত হয়েই মহোদর গুপ্তচরদের উপস্থিত হতে আজ্ঞা দিলেন।

ততশ্চারাঃ সংত্বরিতাঃ প্রাপ্তাঃ পার্থিবশাসনাৎ।
উপস্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বর্ধয়িত্বা জয়াশিষঃ॥ ১৭

রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে সেই গুপ্তচরেরা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে করজোড়ে রাজার জয়সূচক আর্শীবাদ জ্ঞাপন করল।

তানব্রবীৎ ততো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চারান্ প্রত্যায়িকান্ শূরান্ ধীরান্ বিগতসাধ্বসান্॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণকে বিশ্বস্ত, শূরবীর গুপ্তচরেরা এইভাবে অভিনন্দিত করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন—

ইতো গচ্ছত রামস্য ব্যবসায়ং পরীক্ষিতুম্।
মন্ত্রেষ্বভ্যন্তরা যেঽস্য প্রীত্যা তেন সমাগতাঃ॥ ১৯

'রামের কার্যকলাপ পরীক্ষা করার জন্য তোমরা এখনই এখান থেকে গমন করো। প্রীতিপূর্বক গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তাদের সন্ধান করো।

কথং স্বপিতি জাগর্তি কিমদ্য চ করিষ্যতি।

বিজ্ঞায় নিপুণং সর্বমাগন্তব্যমশেষতঃ॥ ২০

'তারা কেমন করে শয়ন করে ? কীভাবে জাগ্রত হয় ? আজ তারা কী করবে ? — এগুলি নিপুণভাবে সম্যক্‌রূপে জেনে তোমরা ফিরে আসবে।

চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।
যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে॥ ২১

'গুপ্তচর দ্বারা যদি শত্রুর গতিবিধি ভালোভাবে জানা যায়, তাহলে বুদ্ধিমান রাজা অল্প আয়াসেই শত্রুকে নিরস্ত করতে পারেন।'

চারাস্তু তে তথেত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টা রাক্ষসেশ্বরম্।
শার্দূলমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্॥ ২২

চরেরা তখন 'তাই হোক' — বলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শার্দূলকে পুরোভাগে রেখে রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রদক্ষিণ করল।

ততস্তং তু মহাত্মানং চারা রাক্ষসসত্তমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং জগ্মুর্যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ২৩

এইভাবে গুপ্তচরেরা রাক্ষস শিরোমণি মহাত্মা রাবণকে পরিক্রমা করে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, যেখানে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরাম অবস্থান করছিলেন।

তে সুবেলস্য শৈলস্য সমীপে রামলক্ষ্মণৌ।
প্রচ্ছন্না দদৃশুর্গত্বা সসুগ্রীববিভীষণৌ॥ ২৪

তারা সুবেল পর্বতের নিকটে গিয়ে গোপন ভাবে লুকিয়ে থেকে সুগ্রীব বিভীষণ সহ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন।

প্রেক্ষমাণাশ্চমূং তাং চ বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ।
তে তু ধর্মাত্মনা দৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাঃ॥ ২৫

বানরদের সেই সুবিশাল বাহিনী দেখে তারা ভ[illegible] বিহ্বল হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বিভীষ[illegible] সেই রাক্ষসদের দেখতে পেলেন।

বিভীষণেন তত্রস্থা নিগৃহীতা যদৃচ্ছয়া।
শার্দূলো গ্রাহিতস্ত্বেকঃ পাপোঽয়মিতি রাক্ষসঃ॥ ২[illegible]

সেইখানে বিভীষণ তাদের যথেচ্ছ নিগ্রহ করলে[illegible] এবং শার্দূলকেই একমাত্র অতি পাপী মনে করে ব[illegible] করলেন।

মোচিতঃ সোঽপি রামেণ বধ্যমানঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
আনৃশংস্যেন রামেণ মোচিতা রাক্ষসাঃ পরে॥ ২[illegible]

বানরদের দ্বারা বধ্যমান (অত্যাচারের ফলে মৃতপ্রা[illegible] সেই রাক্ষস রামচন্দ্রের দ্বারা মুক্ত হল। তাঁর অনুগ্র[illegible] অন্যান্য রাক্ষসেরাও মুক্ত হল।

বানরৈরর্দিতাস্তে তু বিক্রান্তৈর্লঘুবিক্রমৈঃ।
পুনর্লঙ্কামনুপ্রাপ্তাঃ শ্বসন্তো নষ্টচেতসঃ॥ ২৮

বল-বিক্রমশালী, শীঘ্র পরাক্রমী সেই রাক্ষসের বানরদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে প্রায় হতচেতন অবস্থ[illegible] হাঁপাতে হাঁপাতে লঙ্কায় ফিরে এল।

ততো দশগ্রীবমুপস্থিতাস্তে
চারা বহির্নিত্যচরা নিশাচরাঃ।
গিরেঃ সুবেলস্য সমীপবাসিনং
ন্যবেদয়ন্ রামবলং মহাবলাঃ॥ ২৯

অনন্তর দশানন রাবণের সেবায় উপস্থিত হ[illegible] গুপ্তচরের বেশে সদা বিচরণকারী নিশাচরের দল এই তথ্য জ্ঞাপন করল যে, রামচন্দ্র সসৈন্যে সুবেল পর্বতের নিকটে অবস্থান করছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

রাবণের প্রেরিত গুপ্তচরদের এবং শার্দূলের বানরসেনাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা এবং প্রধান-প্রধান বীরদের পরিচয় প্রদান

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কাধিপতয়ে চরাঃ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্॥ ১

গুপ্তচরেরা লঙ্কাধিপতিকে জানাল শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অপরাজেয় সৈন্য সহ সুবেল পর্বতের নিকটে অবস্থান করছেন।

চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিচ্ছার্দূলং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২

মহাবলী শ্রীরাম এসে উপস্থিত হয়েছেন —গুপ্তচরদের মুখে এই কথা শুনে রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি শার্দূলকে বললেন—

অযথাবচ্চ তে বর্ণো দীনশ্চাসি নিশাচর।
নাসি কচ্চিদমিত্রাণাং ক্রুদ্ধানাং বশমাগতঃ॥ ৩

'হে নিশাচর ! তোমার কান্তি পূর্বের ন্যায় লক্ষিত হচ্ছে না। তোমার মধ্যে দীনতা প্রকাশিত হচ্ছে। তুমি কোনো ক্রুদ্ধ শত্রুর বশীভূত হওনি তো ?'

ইতি তেনানুশিষ্টস্তু বাচং মন্দমুদীরয়ন্।
তদা রাক্ষসশার্দূলং শার্দূলো ভয়বিক্লবঃ॥ ৪

তিনি এইরূপ প্রশ্ন করলে শার্দূল ভীত সংকুচিত হয়ে রাক্ষসপ্রবর রাবণকে মৃদুস্বরে বলল—

ন তে চারয়িতুং শক্যা রাজন্ বানরপুঙ্গবাঃ।
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ রাঘবেণ চ রক্ষিতাঃ॥ ৫

'হে রাজন্ ! মহাপরাক্রমী, বলবান শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত সেই বানরশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে গুপ্তচর-বৃত্তি দুঃসাধ্য।

নাপি সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন লভ্যতে।
সর্বতো রক্ষ্যতে পন্থা বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ॥ ৬

'পর্বততুল্য বিশালাকায় বানরেরা সর্বতোভাবে পথসমূহ রক্ষায় রত। বিপক্ষের সঙ্গে বার্তালাপ অসম্ভব, এমনকী কোনো প্রশ্ন করাও সম্ভব নয়।

প্রবিষ্টমাত্রে জ্ঞাতোঽহং বলে তস্মিন্ বিচারিতে।
বলাদ্ গৃহীতো রক্ষোভির্বহুধাস্মি বিচারিতঃ॥ ৭

'সেই সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়ামাত্রই ধরা পড়ে যাই। তারা আমাকে নিগৃহীত করে যথেচ্ছভাবে অপদস্থ করতে থাকে।

জানুভির্মুষ্টিভির্দন্তৈস্তলৈশ্চাভিহতো ভৃশম্।
পরিণীতোঽস্মি হরিভির্বলমধ্যে অমর্ষণৈঃ॥ ৮

'জানুদ্বয়, করতল, মুষ্টি এমনকী দন্ত প্রহারের দ্বারা ক্রুদ্ধ বানর সৈন্যরা আমাদের নিদারুণ আঘাত করেছে। তারা আমাদের এইভাবে প্রহার করতে করতে সৈন্যদের মধ্যে ঘুরিয়েছে।

পরিণীয় চ সর্বত্র নীতোঽহং রামসংসদি।
রুধিরস্রাবিদীনাঙ্গো বিহ্বলশ্চলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯

'এইভাবে সর্বত্র বিচারিত করে (ঘুরিয়ে) শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যখন নীত হলাম, তখন আমাদের অঙ্গসমূহ বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং শরীর রক্তলিপ্ত তথা ইন্দ্রিয়গুলি ভয়ে বিচলিত।

হরিভির্বধ্যমানশ্চ যাচমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
রাঘবেণ পরিত্রাতো মা মেতি চ যদৃচ্ছয়া॥ ১০

'বানরদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে যখন কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হয়ে তাদের নিকট প্রাণভিক্ষা করছিলাম, তখন 'না, না, এভাবে এদের নিগৃহীত করো না'—এই বলে রামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করলেন।

এষ শৈলশিলাভিস্তু পূরয়িত্বা মহার্ণবম্।
দ্বারমাশ্রিত্য লঙ্কায়া রামস্তিষ্ঠতি সায়ুধঃ॥ ১১

'এই রামচন্দ্র পার্বত্য শিলাখণ্ড দ্বারা মহাসমুদ্রকে পূর্ণ করে (সেতু নির্মাণ করে) ধনুক হস্তে লঙ্কানগরীর দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।

গরুড়ব্যূহমাস্থায় সর্বতো হরিভির্বৃতঃ।
মাং বিসৃজ্য মহাতেজা লঙ্কামেবাতিবর্ততে॥ ১২

'মহাতেজস্বী শ্রীরাম গরুড়ব্যূহ রচনা করে বানর পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজমান। আমাকে বিদায় করে তিনি লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন।

পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং বাপি প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্॥ ১৩

'লঙ্কাপুরীর প্রাচীরের দিকে তিনি আসছেন, তার পূর্বেই আপনি যেকোনো একটি কাজ করুন ; হয় সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করুন অথবা সমরাঙ্গনের অগ্রভাগে অবস্থান করুন।'

মনসা তৎ তদা প্রেক্ষ্য তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ।
শার্দূলং সুমহদ্বাক্যমথোবাচ স রাবণঃ॥ ১৪

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করে শার্দূলকে মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বললেন—

যদি মাং প্রতিযুধ্যন্তে দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি॥ ১৫

'যদি দেবতা, গন্ধর্ব কিংবা দানবেরাও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা সর্বলোক আমাকে ভয়ও দেখায়, তাহলেও আমি সীতাকে প্রত্যর্পণ করবো না।'

এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণঃ পুনরব্রবীৎ।
চরিতা ভবতা সেনা কেঽত্র শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৬

এই বলে মহাতেজস্বী রাবণ পুনরায় বললেন — 'বানর সেনাদের মধ্যে বিচরণ করে তুমি তো দেখেছ কারা শূরবীর ?

কিংপ্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য বানরা যে দুরাসদাঃ।
কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তত্ত্বমাখ্যাহি রাক্ষস॥ ১৭

'হে সৌম্য ! এই দুর্জয় বানরদের তেজ কেমন ? তারা কিরকম ? তারা কে কার পুত্র অথবা পৌত্র ? ওহে রাক্ষস ! এই সব বিষয়ে যথাযথভাবে বলো।

তথাত্র প্রতিপৎস্যামি জ্ঞাত্বা তেষাং বলাবলম্।
অবশ্যং খলু সংখ্যানং কর্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা॥ ১৮

'সেই বানরদের বলাবল জেনে আমি কর্তব্য নিরূপণ করবো। যুদ্ধকামী ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সম্পর্কে অবশ্যই ভালোভাবে জেনে কর্তব্য নির্ধারণ করেন।'

অথৈবমুক্তঃ শার্দূলো রাবণেনোত্তমশ্চরঃ।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং রাবণসন্নিধৌ॥ ১৯

রাবন কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর শার্দূল রাবন সমীপে এইরূপ বলতে আরম্ভ করলেন—

অথর্ক্ষরজসঃ পুত্রো যুধি রাজন্ সুদুর্জয়ঃ।
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ॥ ২০

'হে রাজন্ ! এই বানরসেনাদের মধ্যে আছে ঋক্ষরাজ গদ্গদর পুত্র যে জাম্ববান নামে পরিচিত ; যুদ্ধে সে অপরাজেয়।

গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽন্যো গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ।
কদনং যস্য পুত্রেণ কৃতমেকেন রক্ষসাম্॥ ২১

'গদ্গদর অন্য এক পুত্র[১] তথা দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির পুত্র[২] ; যাঁর পুত্র একাই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।

সুষেণশ্চাত্র ধর্মাত্মা পুত্রো ধর্মস্য বীর্যবান্।
সৌম্যঃ সোমাত্মজশ্চাত্র রাজন্ দধিমুখঃ কপিঃ॥ ২২

'ধর্মের পুত্র ধর্মাত্মা তথা পরাক্রমী 'সুষেণ' এখানে অবস্থিত। হে রাজন্ ! এখানে আছে চন্দ্রের পুত্র দধিমুখ নামক সৌম্য বানর।

সুমুখো দুর্মুখশ্চাত্র বেগদর্শী চ বানরঃ।
মৃত্যুর্বানররূপেণ নূনং সৃষ্টঃ স্বয়ংভুবা॥ ২৩

'সুমুখ, দুর্মুখ এবং বেগদর্শী নামক বানর মৃত্যু অর্থাৎ ধর্মরাজ যমের পুত্র। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এই তিন বানররূপে সৃষ্টি করেছেন।

পুত্রো হুতবহস্যাত্র নীলঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্।
অনিলস্য তু পুত্রোঽত্র হনূমানিতি বিশ্রুতঃ॥ ২৪

'বাহিনীর সেনাপতি স্বয়ং নীল হলেন অগ্নির পুত্র। পবনদেবের পুত্র হনুমানও এখানে উপস্থিত রয়েছেন।

নপ্তা শক্রস্য দুর্ধর্ষো বলবানঙ্গদো যুবা।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ বলিনাবশ্বিসম্ভবৌ॥ ২৫

'তরুণ অঙ্গদ হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের পৌত্র। তিনি অত্যন্ত বলবান এবং যুদ্ধে অপরাজেয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দুই বলবান পুত্র মৈন্দ এবং দ্বিবিদ। এঁরা সকলেই উপস্থিত।

পুত্রা বৈবস্বতস্যাথ পঞ্চ কালান্তকোপমাঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ॥ ২৬

'এই বাহিনীতে যমরাজের কালান্তকতুল্য পরাক্রমী পঞ্চপুত্র গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদনও উপস্থিত রয়েছেন।

দশ বানরকোট্যশ্চ শূরাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রীমতাং দেবপুত্রাণাং শেষং নাখ্যাতুমুৎসহে॥ ২৭

[১]এর নাম ধূম্র। [২]এর নাম কেশরী।

'এইরূপ যুদ্ধকামী, শ্রীযুক্ত, মহাবীর, দেবপুত্র বানরের সংখ্যা দশকোটি। এই বানর-বাহিনীতে এতদ্ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট বানরদের কথা বলা সম্ভব নয়।

পুত্রো দশরথস্যৈষ সিংহসংহননো যুবা।
দূষণো নিহতো যেন খরশ্চ ত্রিশিরাস্তথা॥ ২৮

'দশরথের যুবক পুত্র শ্রীরামের দেহ সিংহতুল্য। তিনি একাই খর, দূষণ এবং ত্রিশিরাকে সংহার করেছেন।

নাস্তি রামস্য সদৃশে বিক্রমে ভুবি কশ্চন।
বিরাধো নিহতো যেন কবন্ধশ্চান্তকোপমঃ॥ ২৯

'পৃথিবীতে রামের তুল্য পরাক্রমী বীর দ্বিতীয় কেউ নেই। বিরাধ এবং যমের তুল্য কবন্ধকে ইনি হত্যা করেছেন।

বক্তুং ন শক্তো রামস্য গুণান্ কশ্চিন্নরঃ ক্ষিতৌ।
জনস্থানগতা যেন তাবন্তো রাক্ষসা হতাঃ॥ ৩০

'পৃথিবীতে এমন কেউই নেই, যিনি রামচন্দ্রের গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে সক্ষম। জনস্থানে যতো রাক্ষস ছিল, সকলকেই তিনি সংহার করেছেন।

লক্ষ্মণশ্চাত্র ধর্মাত্মা মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ।
যস্য বাণপথং প্রাপ্য ন জীবেদপি বাসবঃ॥ ৩১

'এখানে উপস্থিত ধর্মাত্মা লক্ষ্মণও শ্রেষ্ঠ গজরাজতুল্য পরাক্রমী— যাঁর বাণের সম্মুখে পতিত হলে ইন্দ্রও জীবন ধারণ করতে সক্ষম হবেন না।

শ্বেতো জ্যোতির্মুখশ্চাত্র ভাস্করস্যাত্মসম্ভবৌ।
বরুণস্যাথ পুত্রোঽন্যো হেমকূটঃ প্লবঙ্গমঃ॥ ৩২

'ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যদেবের দুই পুত্র শ্বেত এবং জ্যোতির্মুখ তথা বরুণদেবের সন্তান হেমকূট নামক বানরও তথায় উপস্থিত রয়েছে।

বিশ্বকর্মসুতো বীরো নলঃ প্লবগসত্তমঃ।
বিক্রান্তো বেগবানত্র বসুপুত্রঃ স দুর্ধরঃ॥ ৩৩

বিশ্বকর্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল, বেগবান এবং পরাক্রমী 'দুর্ধর' হলেন বসুদেবের পুত্র। তাঁরাও এই বাহিনীতে সমবেত হয়েছেন।

রাক্ষসানাং বরিষ্ঠশ্চ তব ভ্রাতা বিভীষণঃ।
প্রতিগৃহ্য পুরীং লঙ্কাং রাঘবস্য হিতে রতঃ॥ ৩৪

'আপনার ভাই তথা রাক্ষস শিরোমণি বিভীষণও লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে রামচন্দ্রের হিতসাধনে রত হয়েছেন।

ইতি সর্বং সমাখ্যাতং তথা বৈ বানরং বলম্।
সুবেলেঽধিষ্ঠিতং শৈলে শেষকার্যে ভবান্ গতিঃ॥ ৩৫

'এইভাবে সুবেল পর্বতে অবস্থিত বানর সৈন্যদের পরিপূর্ণ বর্ণনা আমি করলাম, অবশিষ্ট কাজ আপনার হাতে।'[১]

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

---

[১] এই সর্গে বানরদের জন্মের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনা বালকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে উল্লিখিত বর্ণনার বিরুদ্ধ। সেখানে বরুণের পুত্র সুষেণ, পর্জন্যপুত্র শরভ এবং কুবেরনন্দন গন্ধমাদন এইরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সর্গে সুষেণকে ধর্মের পুত্র, শরভ এবং গন্ধমাদনকে বৈবস্বত যমের পুত্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বালকাণ্ডের সুষেণাদি বানর এবং বর্তমান যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে উল্লিখিত সুষেণ, শরভ প্রভৃতি বানর হলেন পৃথক পৃথক।

একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

মায়ারচিত শ্রীরামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়ে রাবণকর্তৃক সীতাকে মোহিত করার প্রয়াস

**ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কায়াং নৃপতেশ্চরাঃ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্॥ ১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিৎ সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ২**

অনন্তর চরদের দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণ সুবেল পর্বতে সসৈন্যে রামচন্দ্রের উপস্থিতি এবং যুদ্ধে মহাবলী রামচন্দ্রকে জয় করা অসম্ভব, গুপ্তচরদের মুখ থেকে এই বার্তা শুনে রাবণ খুবই উদ্বিগ্ন হলেন এবং সচিবদের উদ্দেশ্যে বললেন—

**মন্ত্রিণঃ শীঘ্রমায়ান্তু সর্বে বৈ সুসমাহিতাঃ।
অয়ং নো মন্ত্রকালো হি সম্প্রাপ্ত ইতি রাক্ষসাঃ॥ ৩**

'হে মন্ত্রিগণ ! আপনারা শীঘ্র উপস্থিত হয়ে একাগ্রচিত্তে শুনুন। আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হয়েছে।'

**তস্য তচ্ছাসনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽভ্যাগমন্ দ্রুতম্।
ততঃ স মন্ত্রয়ামাস রাক্ষসৈঃ সচিবৈঃ সহ॥ ৪**

তাঁর নির্দেশ শুনে মন্ত্রিগণ শীঘ্র সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি রাক্ষসদের এবং সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

**মন্ত্রয়িত্বা তু দুর্ধর্ষঃ ক্ষমং যৎ তদনন্তরম্।
বিসর্জয়িত্বা সচিবান্ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্॥ ৫**

দুর্ধর্ষ বীর রাবণ সমুচিত মন্ত্রণা করে মন্ত্রিদের বিদায় জানিয়ে আপন ভবনে প্রবেশ করলেন।

**ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাবলম্।
মায়াবিনং মহামায়ং প্রাবিশদ্ যত্র মৈথিলী॥ ৬**

তদনন্তর 'বিদ্যুদ্‌জিহ্ব' নামক মহামায়াবী রাক্ষসকে নিয়ে মহাবলশালী রাবণ যেখানে মৈথিলী সীতা অবস্থিতা সেখানে উপস্থিত হলেন।

**বিদ্যুজ্জিহ্বং চ মায়াজ্ঞমব্রবীদ্ রাক্ষসাধিপঃ।
মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম্॥ ৭**

মায়াবিদ্যায় জ্ঞানী বিদ্যুদ্‌জিহ্বকে রাক্ষসরাজ বললেন —'মায়া দ্বারা আমরা দুজন জনক-দুহিতা সীতাকে মোহাবিষ্ট করব।

**শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর।
মাং ত্বং সমুপতিষ্ঠস্ব মহচ্চ সশরং ধনুঃ॥ ৮**

'ওহে নিশাচর ! রামচন্দ্রের মায়ানির্মিত মস্তক নিয়ে বিশাল ধনুক এবং তীর সহ তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও।'

**এবমুক্তস্তথেত্যাহ বিদ্যুজ্জিহ্বো নিশাচরঃ।
দর্শয়ামাস তাং মায়াং সুপ্রযুক্তাং স রাবণে॥ ৯**

এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে নিশাচর বিদ্যুদ্‌জিহ্ব বলল —'তাই হবে'। অনন্তর রাবণকে সে তার সুপ্রযুক্ত মায়াবিদ্যা দেখাল।

**তস্য তুষ্টোঽভবদ্ রাজা প্রদদৌ চ বিভূষণম্।
অশোকবনিকায়াং চ সীতাদর্শনলালসঃ॥ ১০
নৈর্ঋতানামধিপতিঃ সংবিবেশ মহাবলঃ।**

তাই দেখে রাজা রাবণ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অলংকার প্রদান করলেন। অনন্তর রাক্ষসদের অধিপতি মহাবলশালী রাবণ সীতাদর্শনের বাসনায় অশোকবনে প্রবেশ করলেন।

**ততো দীনামদৈন্যার্হাং দদর্শ ধনদানুজঃ॥ ১১
অধোমুখীং শোকপরামুপবিষ্টাং মহীতলে।
ভর্তারং সমনুধ্যান্তীমশোকবনিকাং গতাম্॥ ১২**

ধনদাতা কুবেরের ভাই রাবণ সেখানে দীন-হীন অবস্থায় সীতাকে দেখতে পেলেন। শোকাকুলা অবস্থায় অধোবদনা হয়ে অশোককাননমধ্যে ভূমিতে উপবিষ্টা ; তিনি স্বামী রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন।

**উপাস্যমানাং ঘোরাভী রাক্ষসীভিরদূরতঃ।
উপসৃত্য ততঃ সীতাং প্রহর্ষং নাম কীর্তয়ন্॥ ১৩
ইদং চ বচনং ধৃষ্টমুবাচ জনকাত্মজাম্।**

উপাস্যমানা সীতার অদূরে বিকটদর্শনা রাক্ষসীরা অবস্থান করছে। অনন্তর সীতার নিকটে উপস্থিত হয়ে সহর্ষে স্বনাম কীর্তন করতে করতে জনকদুহিতাকে রাবণ ধৃষ্টতাপূর্বক এইরূপ বললেন—

**সান্ত্ব্যমানা ময়া ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে॥ ১৪
খরহন্তা স তে ভর্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ।**

'ভদ্রে ! আমি বার বার সান্ত্বনা দিলেও তুমি যাকে আশ্রয় করে আমার প্রতি বিমনা হয়ে আছো ; খরহন্তারক তোমার সেই স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

**ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া॥ ১৫
ব্যসনেনাত্মনঃ সীতে মম ভার্যা ভবিষ্যসি।
বিসৃজৈতাং মতিং মূঢ়ে কিং মৃতেন করিষ্যসি॥ ১৬**

'তোমার মূল সর্বপ্রকারে ছিন্ন হয়েছে। তোমার দর্প আমি চূর্ণ করেছি। হে সীতা ! এই দুঃসময়ে তুমি আমার

ভার্যা হবে। ওহে মূঢ়া ! রামের চিন্তা বিসর্জন দাও। কারণ, মৃতব্যক্তিকে নিয়ে আর কী করবে ?

ভবস্ব ভদ্রে ভার্যাণাং সর্বাসামীশ্বরী মম।
অল্পপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।
শৃণু ভর্তৃবধং সীতে ঘোরং বৃত্রবধং যথা।। ১৭

'ভদ্রে ! আমার সকল ভার্যাদের মধ্যে তুমি ঈশ্বরী হয়ে বিরাজ করবে। ওহে মূঢ়া ! তুমি নিজেকে বিজ্ঞা মনে করো। হে অল্পপুণ্যা ! তোমার পুণ্যের নিবৃত্তি হয়েছে অর্থাৎ রামকে নিয়ে তোমার যা প্রয়োজন ছিল, তা শেষ হয়েছে। বৃত্রাসুরের বধ যেমন ভয়ানক, তেমনিই ভয়ংকর হলো তোমার পতি বধের ঘটনা ; তুমি তা শোনো।

সমায়াতঃ সমুদ্রান্তং হন্তুং মাং কিল রাঘবঃ।
বানরেন্দ্রপ্রণীতেন বলেন মহতা বৃতঃ।। ১৮

'আমাকে মারার জন্য রাম সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল, সঙ্গে ছিল বানররাজ সুগ্রীবের সুবিশাল সৈন্যবাহিনী।

সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য পীড্য তীরমথোত্তরম্।
বলেন মহতা রামো ব্রজত্যস্তং দিবাকরে।। ১৯

'সূর্য যখন অস্তাচলগামী তখন রামচন্দ্র সমুদ্রের উত্তর তীরে সুবিশাল সৈন্য নিয়ে সমবেত হয়েছিল।

অথাধ্বনি পরিশ্রান্তমর্ধরাত্রে স্থিতং বলম্।
সুখসুপ্তং সমাসাদ্য চরিতং প্রথমং চরৈঃ।। ২০

'অর্ধরাত্রে ক্লান্ত সৈন্যরা যখন সুখনিদ্রায় মগ্ন, তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার গুপ্তচরেরা প্রথমে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল।

তৎ প্রহস্তপ্রণীতেন বলেন মহতা মম।
বলমস্য হতং রাত্রৌ যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ২১

'অনন্তর প্রহস্তের নেতৃত্বে আমার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী—যেখানে লক্ষ্মণ সহ রাম রাত্রিতে অবস্থানরত, সেখানে সমস্ত বানরসৈন্যদের ধ্বংস করেছিল।

পট্টিশান্ পরিঘাংশ্চক্রানৃষ্টীন্ দণ্ডান্ মহাযুধান্।
বাণজালানি শূলানি ভাস্বরান্ কূটমুদ্গরান্।। ২২
যষ্টীশ্চ তোমরান্ প্রাসাংশ্চক্রাণি মুসলানি চ।
উদ্যম্যোদ্যম্য রক্ষোভির্বানরেষু নিপাতিতাঃ।। ২৩

'সেই সময় রাক্ষসেরা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, বড় বড় আয়ুধ, বানসমূহ, শূল, উজ্জ্বল কূট এবং মুদ্গর তথা লাঠি, তোমর, প্রাস ও মুসল এইসমস্ত অস্ত্র তুলে বানরদের প্রহার করেছিল।

অথ সুপ্তস্য রামস্য প্রহস্তেন প্রমাথিনা।
অসক্তং কৃতহস্তেন শিরশ্ছিন্নং মহাসিনা।। ২৪

'অনন্তর শত্রু দমনকারী প্রহস্ত বিনা বাধায় সুবিশাল তরবারি দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তক ছিন্ন করল।

বিভীষণঃ সমুৎপত্য নিগৃহীতো যদৃচ্ছয়া।
দিশঃ প্রব্রাজিতঃ সৈন্যৈর্লক্ষ্মণঃ প্লবগৈঃ সহ।। ২৫

'সহসা নিগৃহীতা বিভীষণ এবং বানরসৈন্য সহ লক্ষ্মণ ইচ্ছামতো দিকে (যে যেদিকে পারলো) পলায়ন করল।

সুগ্রীবো গ্রীবয়া সীতে ভগ্নয়া প্লবগাধিপঃ।
নিরস্তহনুকঃ সীতে হনূমান্ রাক্ষসৈর্হতঃ।। ২৬

'সীতা ! বানররাজ সুগ্রীবের গ্রীবা ভঙ্গ হয়েছে। (এই যুদ্ধে তার ঘাড় মটকে দেওয়া হয়েছে)। রাক্ষসেরা হনুমানের হনু ভেঙ্গে দিয়ে হত্যা করেছে।

জাম্ববানথ জানুভ্যামুৎপতন্ নিহতো যুধি।
পট্টিশৈর্বহুভিশ্ছিন্নো নিকৃত্তঃ পাদপো যথা।। ২৭

'অতঃপর জাম্ববান লাফিয়ে পালাতে গিয়ে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। রাক্ষসেরা বহু পট্টিশের আঘাতে তার জানুদ্বয় চূর্ণ করেছে। ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় সে এখন ধরাশায়ী।

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তৌ বানরবরর্ষভৌ।
নিঃশ্বসন্তৌ রুদন্তৌ চ রুধিরেণ পরিপ্লুতৌ।। ২৮
অসিনা ব্যায়তৌ ছিন্নৌ মধ্যে হ্যরিনিষূদনৌ।

'মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই বানর শ্রেষ্ঠ যুগল রক্ত বিলিপ্ত অবস্থায় রোদন করতে করতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বিশালাকায় শত্রুসূদন বানরদের শরীরের মধ্যভাগ সুবিশাল অসি দ্বারা ছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী হয়েছে।

অনুশ্বসিতি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা।। ২৯
নারাচৈর্বহুভিশ্ছিন্নঃ শেতে দর্যাং দরীমুখঃ।
কুমুদস্তু মহাতেজা নিষ্কূজন্ সায়কৈর্হতঃ।। ৩০

'পনস নামক বানর বিদীর্ণ পনসের (কাঁঠালের) ন্যায় ধরাশায়ী হয়ে অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করছে। দরীমুখ নামক বানর নারাচ নামক অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গুহামুখে শায়িত। মহাতেজস্বী কুমুদ সায়কের আঘাতে তীব্র চিৎকার করে নিহত হয়েছে।

অঙ্গদো বহুভিশ্ছিন্নঃ শরৈরাসাদ্য রাক্ষসৈঃ।
পরিতো রুধিরোদ্গারী ক্ষিতৌ নিপতিতোঽঙ্গদঃ।। ৩১

'রাক্ষসদের অসংখ্য বাণের আঘাতে অঙ্গদের শরীর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার সর্ব অঙ্গ থেকে রক্ত নিঃসৃত হচ্ছে।

হয়াশ্চ মথিতা নাগৈ রথজালৈস্তথাপরে।
শয়ানা মৃদিতাস্তত্র বায়ুবেগৈরিবাম্বুদাঃ ॥ ৩২

'বায়ুর আঘাতে বিদীর্ণ মেঘের ন্যায় সুবিশাল হস্তী ও রথসমূহের মতো বিধ্বস্ত বানরেরা সকলেই ভূশায়িত হয়েছে।

প্রসৃতাশ্চ পরে ত্রস্তা হন্যমানা জঘন্যতঃ।
অনুদ্রুতাস্তু রক্ষোভিঃ সিংহৈরিব মহাদ্বিপাঃ ॥ ৩৩

'সিংহের দ্বারা তাড়িত বিশাল হস্তীর ন্যায় সন্ত্রস্ত বানরেরা রাক্ষসদের দ্বারা তাড়িত এবং আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করছে।

সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ গগনমাশ্রিতাঃ।
ঋক্ষা বৃক্ষানুপারূঢ়া বানরীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৪

'তাদের মধ্যে কেউ সমুদ্রে পতিত হয়েছে অথবা কেউ কেউ আকাশে উড়ে পলায়ন করেছে। ভল্লুকেরা বানর-বৃত্তি অবলম্বন করে বৃক্ষে আরোহণ করেছে।

সাগরস্য চ তীরেষু শৈলেষু চ বনেষু চ।
পিঙ্গলাস্তে বিরূপাক্ষৈ রাক্ষসৈর্বহবো হতাঃ ॥ ৩৫

'অরণ্যে, পর্বতে তথা সমুদ্রের তীরে বহু সংখ্যক পিঙ্গলবর্ণের বানর বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসদের দ্বারা নিহত হয়েছে।

এবং তব হতো ভর্তা সসৈন্যো মম সেনয়া।
ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদং চাস্যাহৃতং শিরঃ ॥ ৩৬

'এইভাবে আমার সৈন্যদের দ্বারা তোমার স্বামী সসৈন্যে নিহত হয়েছে। রক্তলিপ্ত, ধূলি ধূসরিত তাঁর এই মস্তক আমি সংগ্রহ করেছি।'

ততঃ পরমদুর্ধর্ষো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতায়ামুপশৃণ্বন্ত্যাং রাক্ষসীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৭

অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, রাক্ষস-রাজ রাবণ তখন সীতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে একজন রাক্ষসীকে বললেন—

রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং বিদ্যুজ্জিহ্বং সমানয়।
যেন তদ্রাঘবশিরঃ সংগ্রামাৎ স্বয়মাহৃতম্ ॥ ৩৮

'নিষ্ঠুরকর্মা রাক্ষস সেই বিদ্যুদ্‌জিহ্বকে তুমি ডেকে নিয়ে এসো, যে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রামের মস্তক আহরণ করেছে।'

বিদ্যুজ্জিহ্বস্তদা গৃহ্য শিরস্তৎসশরাসনম্।
প্রণামং শিরসা কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৯

তমব্রবীৎ ততো রাজা রাবণো রাক্ষসং স্থিতম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাজিহ্বং সমীপপরিবর্তিনম্ ॥ ৪০

তখন বিদ্যুদ্‌জিহ্ব রামচন্দ্রের মস্তক সহ ধনুক নিয়ে এসে রাবণকে প্রণাম করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। তখন নিকটে অবস্থিত বিশাল জিহ্বাবিশিষ্ট রাক্ষস বিদ্যুদ্‌জিহ্বকে রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন—

অগ্রতঃ কুরু সীতায়াঃ শীঘ্রং দাশরথেঃ শিরঃ।
অবস্থাং পশ্চিমাং ভর্তুঃ কৃপণা সাধু পশ্যতু ॥ ৪১

'দশরথ নন্দনের মস্তক তুমি শীঘ্র সীতার সামনে রাখো, বেচারী সীতা তার স্বামীর অন্তিম অবস্থা ভালো করে দেখুক।'

এবমুক্তং তু তদ্ রক্ষঃ শিরস্তৎ প্রিয়দর্শনম্।
উপনিক্ষিপ্য সীতায়াঃ ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥ ৪২

রাবণ এইরূপ বললে সেই রাক্ষস সীতার সম্মুখে সেই সুন্দরদর্শন মস্তকটি রেখে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হল।

রাবণশ্চাপি চিক্ষেপ ভাস্বরং কার্মুকং মহৎ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্ ॥ ৪৩

রাবণও সীতার সম্মুখে সেই বিশাল উজ্জ্বল ধনুকটি নিক্ষেপ করে বললেন 'এইটি হল ত্রিলোকে বিখ্যাত রামের সেই ধনুক।'

ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্।
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্ ॥ ৪৪

'এই তোমার রামচন্দ্রের জ্যা-সমন্বিত ধনুক। রাত্রিকালে সেই মনুষ্যকে হত্যা করে প্রহস্ত এটি এখানে নিয়ে এসেছে।'

স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরো
ধনুশ্চ ভূমৌ বিনিকীর্যমাণঃ।
বিদেহরাজস্য সুতাং যশস্বিনীং
ততোঽব্রবীৎ তাং ভব মে বশানুগা ॥ ৪৫

অনন্তর বিদ্যুদ্‌জিহ্বের আনীত রামচন্দ্রের মস্তক এবং সেই ধনুক সীতার সম্মুখে ভূমিতে রেখে বিদেহরাজকন্যা যশস্বিনী সীতাকে রাবণ বললেন— 'এখন তুমি আমার বশবর্তী হও।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

শ্রীরামের মৃত্যু হয়েছে জেনে সীতাদেবীর বিলাপ তথা সভায় গিয়ে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের পরামর্শ এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ

সা সীতা তচ্ছিরো দৃষ্ট্বা তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্।
সুগ্রীবপ্রতিসংসর্গমাখ্যাতং চ হনূমতা॥ ১
নয়নে মুখবর্ণং চ ভর্তুস্তৎসদৃশং মুখম্।
কেশান্ কেশান্তদেশং চ তং চ চূড়ামণিং শুভম্॥ ২
এতৈঃ সর্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় সুদুঃখিতা।
বিজগর্হেঽথ কৈকেয়ীং ক্রোশন্তী কুররী যথা॥ ৩

সীতাদেবী সেই ছিন্ন-মস্তক এবং উত্তম ধনুক দর্শন করে, হনুমান কর্তৃক উক্ত সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী-সম্বন্ধ স্থাপনের কথা স্মরণ করে পতিদেবতার মুখমণ্ডলের ন্যায় মুখ, মুখবর্ণ, নেত্র, কেশ, ললাট এবং সুন্দর চূড়ামণি দর্শন করলেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞানের দ্বারা অভিজ্ঞাত হয়ে (উক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে) অত্যন্ত দুঃখীভাবে কুররীর ন্যায়[1] চিৎকার করে রোদন করতে করতে কৈকেয়ীর নিন্দা করতে লাগলেন—

সকামা ভব কৈকেয়ি হতোঽয়ং কুলনন্দনঃ।
কুলমুৎসাদিতং সর্বং ত্বয়া কলহশীলয়া॥ ৪

'হে কৈকেয়ী ! তুমি সফলকামা হও। রঘুকুলনন্দন (যিনি রঘুকুলের আনন্দবর্ধক) নিহত হয়েছেন। তুমি কলহপরায়ণা। তোমার দ্বারাই বংশ ধ্বংস হল।

আর্যেণ কিং নু কৈকেয্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্।
যয়া চীরবসনং দত্ত্বা প্রব্রাজিতো বনম্॥ ৫

'আর্য শ্রীরাম কৈকেয়ীর কি অপ্রিয় সাধন করেছিলেন, যে তিনি তাঁকে চীরবাস (ছিন্নবস্ত্র) দিয়ে আমার সঙ্গে বনে পাঠিয়ে দিলে।'

এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী বেপমানা তপস্বিনী।
জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা॥ ৬

এই বলে বিদেহ-রাজকন্যা তপস্বিনী বেচারী বালিকা সীতা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিতা হলেন।

সা মুহূর্তাৎ সমাশ্বস্য পরিলভ্যাথ চেতনাম্।
তচ্ছিরঃ সমুপাঘ্রায় বিললাপায়তেক্ষণাঃ॥ ৭

আয়তলোচনা সীতা মুহূর্তের মধ্যে চেতনালাভ করে সেই ছিন্নমুণ্ড কাছে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

হা হতাস্মি মহাবাহো বীরব্রতমনুব্রত।
ইমাং তে পশ্চিমাবস্থাং গতাস্মি বিধবা কৃতা॥ ৮

'হায় ! হে মহাবীর ! আমিও মারা গেলাম। (অর্থাৎ স্বামীকে হারিয়ে জীবিত অবস্থাতেও আমার মৃত্যু হল) আপনি বীরব্রত পালন করে এইরূপ অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আমাকে বিধবা করে দিয়ে গেলেন।

প্রথমং মরণং নার্যা ভর্তুর্বৈগুণ্যমুচ্যতে।
সুবৃত্তঃ সাধুবৃত্তায়াঃ সংবৃত্তস্ত্বং মমাগ্রতঃ॥ ৯

'স্ত্রীর পূর্বেই স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর দোষ বলেই গণ্য হয়। কিন্তু সর্বদা সদাচারিণী আমার সম্মুখে আপনার মতো সজ্জন স্বামীর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মহদ্ দুঃখং প্রপন্নায়া মগ্নায়াঃ শোকসাগরে।
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপি ত্বং বিনিপাতিতঃ॥ ১০

'আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে শোকসাগরে নিমজ্জিত হলাম, যে আপনি আমাকে উদ্ধার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই আপনিই আজ শত্রু কর্তৃক নিহত হলেন।

সা শ্বশ্রূর্মম কৌসল্যা ত্বয়া পুত্রেণ রাঘব।
বৎসেনেব যথা ধেনুর্বিবৎসা বৎসলা কৃতা॥ ১১

'রঘুনাথ ! আমার শ্বশ্রূমাতা স্নেহময়ী কৌশল্যা আপনার মতো পুত্রকে হারিয়ে বৎসহীনা গাভীর মতো বিপন্না হলেন।

উদ্দিষ্টং দীর্ঘমায়ুস্তে দৈবজ্ঞৈরপি রাঘব।
অনৃতং বচনং তেষামল্পায়ুরসি রাঘব॥ ১২

'হে রঘুবীর ! দৈবজ্ঞরা বলেছিলেন আপনার আয়ু দীর্ঘ। কিন্তু তাঁদের বাক্য মিথ্যা। হে রঘুনন্দন ! আপনার আয়ুতো অল্পই।

অথবা নশ্যতি প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতস্তব।
পচত্যেনং তথা কালো ভূতানাং প্রভবো হ্যয়ম্॥ ১৩

'অথবা আপনি জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আপনার বুদ্ধি নষ্ট হয়েছিল। প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহাকাল, তিনিই তাদের এইভাবে সকলের পাক করেন।[2]

অদৃষ্টং মৃত্যুমাপন্নঃ কস্মাৎ ত্বং নয়শাস্ত্রবিৎ।

[1]কুররী—সামুদ্রিক ঈগল [2]বিপাকে ফেলে দুর্দশাগ্রস্ত করেন।

ব্যসনানামুপায়জ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বর্জনে॥ ১৪

'হে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ! বিপদসমূহের কারণ আপনি জানেন। সেগুলিকে বর্জন করতেও আপনি দক্ষ। তথাপি আপনি কেমন করে অজ্ঞাতে মারা গেলেন ?

তথা ত্বং সম্পরিষ্বজ্য রৌদ্রয়াতিনৃশংসয়া।
কালরাত্র্যা মমাচ্ছিদ্য হৃতঃ কমললোচন॥ ১৫

'কমললোচন ! ভয়ংকর এবং অতি নিষ্ঠুর কালরাত্রি আপনাকে আলিঙ্গন করে আমার থেকে ছিনিয়ে নিল।

ইহ শেষে মহাবাহো মাং বিহায় তপস্বিনীম্।
প্রিয়ামিব যথা নারীং পৃথিবীং পুরুষর্ষভ॥ ১৬

'হে মহাবাহো ! পুরুষোত্তম ! আপনি এই তপস্বিনীকে ত্যাগ করে, শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীকে প্রিয়তমা নারীর ন্যায় আলিঙ্গন করেছেন।

অর্চিতং সততং যত্নাদ্ গন্ধমাল্যৈর্ময়া তব।
ইদং তে মৎপ্রিয়ং বীর ধনুঃ কাঞ্চনভূষিতম্॥ ১৭

'হে বীর ! এই আপনার সেই স্বর্ণমণ্ডিত ধনুক, যাকে নিত্য যত্নপূর্বক গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আমি পূজা করেছি। এইটি আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।

পিত্রা দশরথেন ত্বং শ্বশুরেণ মমানঘ।
সর্বৈশ্চ পিতৃভিঃ সার্ধং নূনং স্বর্গে সমাগতঃ॥ ১৮

'হে নিষ্পাপ ! আপনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়ে আমার শ্বশুর তথা আপনার পিতৃদেব দশরথ সহ অন্যান্য পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

দিবি নক্ষত্রভূতং চ মহৎকর্মকৃতং তথা।
পুণ্যং রাজর্ষিবংশং ত্বমাত্মনঃ সমুপেক্ষসে॥ ১৯

'মহৎ কর্ম সাধনের দ্বারা (পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বনবাস গ্রহণ) পুণ্যার্জন পূর্বক আপনি যে রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন, যা মহাকাশে নক্ষত্র রূপে[1] প্রকাশিত।

কিং মাং ন প্রেক্ষসে রাজন্ কিং বা ন প্রতিভাষসে।
বালাং বালেন সম্প্রাপ্তাং ভার্যাং মাং সহচারিণীম্॥ ২০

'বাল্যকালে আপনি আমাকে বালিকা অবস্থায় ভার্যারূপে লাভ করেছিলেন। হে রাজন্ ! আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না কেন ? কেনই বা আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না ?

সংশ্রুতং গৃহ্নতা পাণিং চরিষ্যামীতি যৎ ত্বয়া।
স্মর তন্মম কাকুৎস্থ নয় মামপি দুঃখিতাম্॥ ২১

'হে কাকুৎস্থ ! পাণিগ্রহণ কালে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মাচরণ করব।' সেই কথা স্মরণ করুন। ব্যথিতা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

কস্মান্মামপহায় ত্বং গতো গতিমতাং বর।
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং ত্যক্ত্বা মামপি দুঃখিতাম্॥ ২২

'হে গতিমান শ্রেষ্ঠ ! আমাকে দুঃখিনী করে কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করলেন ?

কল্যাণৈ রুচিরং গাত্রং পরিষ্বক্তং ময়ৈব তু।
ক্রব্যাদৈস্তচ্ছরীরং তে নূনং বিপরিকৃষ্যতে॥ ২৩

'নানাবিধ উপাচার দ্বারা আপনার যে সুন্দর শরীরকে আমি আলিঙ্গন করতাম, মাংসাশী রাক্ষসেরা আজ নিজেরা নিশ্চয়ই সেই শরীরকে বিপরিস্কৃত[2] (বিকৃত) করবে।

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট বানাপ্ত দক্ষিণৈঃ।
অগ্নিহোত্রেণ সংস্কারং কেন ত্বং ন তু লপ্স্যসে॥ ২৪

'আপনি তো পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদানপূর্বক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করতেন, তাহলে কেন এখন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অগ্নি দ্বারা আপনার দাহ সংস্কার হচ্ছে না ?

প্রব্রজ্যামুপপন্নানাং ত্রয়াণামেকমাগতম্।
পরিপ্রেক্ষ্যতি কৌসল্যা লক্ষ্মণং শোকলালসা॥ ২৫

'আমরা তিনজন একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে এসেছিলাম। লক্ষ্মণকে একাকী দেখে মাতা কৌশল্যা শোকাকুলা হবেন।

স তস্যাঃ পরিপৃচ্ছন্ত্যা বধং মিত্রবলস্য তে।
তব চাখ্যাস্যতে নূনং নিশায়াং রাক্ষসৈর্বধম্॥ ২৬

'তাঁর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে (অর্থাৎ তিনি লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে) তিনি নিশ্চয়ই রাত্রিকালে রাক্ষসদের দ্বারা আপনার এবং আপনার মিত্র সৈন্যের বধ-বৃত্তান্ত বলবেন।

সা ত্বাং সুপ্তং হতং জ্ঞাত্বা মাং চ রক্ষোগৃহং গতাম্।
হৃদয়েনাবদীর্ণেন ন ভবিষ্যতি রাঘব॥ ২৭

'হে রঘুনন্দন ! নিদ্রিত অবস্থায় আপনার মৃত্যুসংবাদ এবং রাক্ষসগৃহে আমার অপহরণের কথা জেনে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

[1] ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু নক্ষত্ররূপে গগনে প্রকাশিত, এই ক্ষত্রিয়-ন্যায় অনুসারে সমস্ত ...

[2] অর্থাৎ সেই সুন্দর শরীরটি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া, ...

মম হেতোরনার্যায়া অনঘঃ পার্থিবাত্মজঃ।
রামঃ সাগরমুত্তীর্য বীর্যবান্ গোষ্পদে হতঃ॥ ২৮

'হায়! অনার্যা (হতভাগিনী) আমার জন্য নিষ্পাপ রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র আপন পরাক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসে গোষ্পদে নিহত হলেন।

অহং দাশরথেনোঢা মোহাৎ স্বকুলপাংসনী।
আর্যপুত্রস্য রামস্য ভার্যা মৃত্যুরজায়ত॥ ২৯

'আমি স্বকুলনাশিনী, মোহবশতঃ দাশরথি আমাকে বিবাহ করেছিলেন। আর্যপুত্র শ্রীরামের ভার্যা হয়েও আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ হলাম।

নূনমন্যাং ময়া জাতিং বারিতং দানমুত্তমম্।
যাহমদ্যৈব শোচামি ভার্যা সর্বাতিথেরিহ॥ ৩০

'আমি অবশ্যই অন্য কোনো জন্মে উত্তম দান কার্যে বাধা দিয়েছিলাম। সেইজন্যই সকল অতিথির প্রিয় রামচন্দ্রের ভার্যা হয়েও আজ আমি শোকাকুলা হয়েছি।

সাধু ঘাতয় মাং ক্ষিপ্রং রামস্যোপরি রাবণ।
সমানয় পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্॥ ৩১

'ওহে রাবণ! আমাকেও শ্রীরামের শবের ওপর স্থাপন করে শীঘ্র হত্যা করো। এইভাবে পতি-পত্নীকে মিলিত করা উত্তমরূপে কল্যাণকর হবে।

শিরসা মে শিরশ্চাস্য কায়ং কায়েন যোজয়।
রাবণানুগমিষ্যামি গতিং ভর্তুর্মহাত্মনঃ॥ ৩২

'হে রাবণ! আমার মস্তকের সঙ্গে তাঁর মস্তক এবং আমার শরীরের সঙ্গে তাঁর শরীর সংযুক্ত করো; এইভাবেই আমি আমার মহাত্মা পতির গতি অনুসরণ করব।'

ইতীব দুঃখসন্তপ্তা বিললাপায়তেক্ষণা।
ভর্তুঃ শিরো ধনুশ্চৈব দদর্শ জনকাত্মজা॥ ৩৩

স্বামীর মস্তক এবং ধনুক দেখে দুঃখসন্তপ্তা, আয়তলোচনা, জনকতনয়া সীতা এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

এবং লালপ্যমানায়াং সীতায়াং তত্র রাক্ষসঃ।
অভিচক্রাম ভর্তারমনীকস্থঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৪

সীতাদেবীর এইরূপ বিলাপরতা অবস্থায় রাবণের সেনার একজন রাক্ষস তার নিকট কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হল।

বিজয়স্বার্যপুত্রেতি সোহভিবাদ্য প্রসাদ্য চ।
ন্যবেদয়দনুপ্রাপ্তং প্রহস্তং বাহিনীপতিম্॥ ৩৫

'আর্যপুত্রের জয় হোক' এই বলে অভিবাদন করে প্রভুকে প্রসন্ন করে সেনাপতি প্রহস্তের আগমনবার্তা জানাল।

অমাত্যৈঃ সহিতঃ সর্বৈঃ প্রহস্তস্ত্বামুপস্থিতঃ।
তেন দর্শনকামেন অহং প্রস্থাপিতঃ প্রভো॥ ৩৬

'হে প্রভু! সকল অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি প্রহস্ত আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আপনার দর্শনকামী হয়ে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

নূনমস্তি মহারাজ রাজভাবাৎ ক্ষমান্বিত।
কিঞ্চিদাত্যয়িকং কার্যং তেষাং ত্বং দর্শনং কুরু॥ ৩৭

'ক্ষমাশীল মহারাজ! অবশ্যই কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সমুপস্থিত হয়েছে। অতএব আপনি তাঁদের দর্শন দান করুন' (দেখা করুন)।

এতচ্ছ্রুত্বা দশগ্রীবো রাক্ষসপ্রতিবেদিতম্।
অশোকবনিকাং ত্যক্ত্বা মন্ত্রিণাং দর্শনং যযৌ॥ ৩৮

রাক্ষসের এই কথা শুনে দশানন রাক্ষসরাজ অশোককানন ত্যাগ করে মন্ত্রিদের সাথে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করলেন।

স তু সর্বং সমর্থ্যৈব মন্ত্রিভিঃ কৃত্যমাত্মনঃ।
সভাং প্রবিশ্য বিদধে বিদিত্বা রামবিক্রমম্॥ ৩৯

তিনি সভায় প্রবেশ করে, শ্রীরামের বিক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং মন্ত্রিদের দ্বারা সকল স্বকৃতকর্মের সমর্থন নিয়ে আশু কর্তব্য নিরূপণে ব্যস্ত হলেন।

অন্তর্ধানং তু তচ্ছীর্ষং তচ্চ কার্মুকমুত্তমম্।
জগাম রাবণস্যৈব নির্যাণসমনন্তরম্॥ ৪০

রাবণ সেইস্থান (অশোককানন) থেকে প্রস্থান করা মাত্রই সেই ছিন্ন মস্তক এবং উত্তম ধনুক অন্তর্হিত হল।

রাক্ষসেন্দ্রস্তু তৈঃ সার্ধং মন্ত্রিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
সমর্থয়ামাস তদা রামকার্যবিনিশ্চয়ম্॥ ৪১

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপরাক্রমী মন্ত্রিদের সঙ্গে তখন রামের প্রতি করণীয় বিষয়ে আলোচনা করে কর্তব্য নিশ্চিত করলেন।

অবিদূরস্থিতান্ সর্বান্ বলাধ্যক্ষান্ হিতৈষিণঃ।
অব্রবীৎ কালসদৃশং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ৪২

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অদূরে অবস্থিত সকল হিতৈষী সেনাপতিদের এইরূপ সময়োচিত কথা বললেন—

শীঘ্রং ভেরীনিনাদেন স্ফুটং কোণাহতেন মে।
সমানয়ধ্বং সৈন্যানি বক্তব্যং চ ন কারণম্॥ ৪৩

'বাদ্যদণ্ডের আঘাত দ্বারা ভেরী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা শীঘ্র সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করো ; কিন্তু এর কারণ এখন অজ্ঞাত থাকবে।'

ততস্তথেতি প্রতিগৃহ্য তদ্বচ-
স্তদৈব দূতাঃ সহসা মহদ্ বলম্।
সমানয়ংশ্চৈব সমাগতং চ
ন্যবেদয়ন্ ভর্তরি যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণি॥ ৪৪

তখন দূতেরা 'তাই হোক' বলে রাবণের আদেশ স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সহসা একত্রিত করে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী প্রভুর নিকটে এসে জানালেন —'প্রভু সমগ্র সেনা উপস্থিত হয়েছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

সীতাদেবীকে সরমার সান্ত্বনাজ্ঞাপন, রাবণের মায়ার কথা বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের শুভ সংবাদ-প্রদান এবং তাঁর বিজয়লাভে বিশ্বাসস্থাপন

সীতাং তু মোহিতাং দৃষ্ট্বা সরমা নাম রাক্ষসী।
আসসাদাথ বৈদেহীং প্রিয়াং প্রণয়িনী সখীম্॥ ১

বিদেহনন্দিনী সীতাকে এইরূপ মোহগ্রস্তা হতে দেখে সরমা নামক রাক্ষসী প্রেমপরায়ণা সখীর মতো প্রিয়সখীর (সীতার) নিকটে উপস্থিত হলেন।

মোহিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা সরমা মৃদুভাষিণী॥ ২

রাক্ষসরাজের দ্বারা পরমদুঃখিতা মোহিতা সীতাকে তখন মৃদুভাষিণী সরমা আশ্বাস দান করলেন।

সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।
রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢ়ব্রতা॥ ৩

রাবণের আদেশে তিনি সীতাকে রক্ষা করেছিলেন। দয়ালু এবং দৃঢ়ব্রতা সরমা তখন তাঁর রক্ষণীয়া সীতার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন।

সা দদর্শ সখী সীতাং সরমা নষ্টচেতনাম্।
উপাবৃত্তোত্থিতাং ধ্বস্তাং বড়বামিব পাংসুষু॥ ৪

সেই সখী সরমা সীতাকে হতচেতন অবস্থায় দেখলেন। পরিশ্রান্তা ঘোটকীর ন্যায় ধূলিধূসরিতা সীতা ভূলুণ্ঠিতা।

তাং সমাশ্বাসয়ামাস সখীস্নেহেন সুব্রতাম্।
সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া॥ ৫
সখীস্নেহেন তদ্ ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্।
লীনয়া গহনে শূন্যে ভয়মুৎসৃজ্য রাবণাৎ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নহি মে রাবণাদ্ ভয়ম্॥ ৬

সখীর মতো স্নেহদ্বারা উত্তমব্রত-পালনকারিণী সীতাকে সরমা আশ্বাস দিয়ে বললেন—'বৈদেহী ! আপনি ব্যথিতচিত্তা হবেন না। ওহে ভীরু ! রাবণ আপনাকে যা বলেছেন এবং প্রত্যুত্তরে আপনি যা বলেছেন, সখীস্নেহের কারণে রাবণের ভয় ত্যাগ করে, এই বনের গভীরে একাকী লুকিয়ে থেকে আমি সেই সব কথা শুনেছি। হে আয়তলোচনা ! আপনার জন্য আমি রাবণের ভয় ত্যাগ করেছি।

স সম্ভ্রান্তশ্চ নিষ্ক্রান্তো যৎকৃতে রাক্ষসেশ্বরঃ।
তত্র মে বিদিতং সর্বমভিনিষ্ক্রম্য মৈথিলি॥ ৭

'হে মিথিলারাজকুমারী ! সেই শঙ্কিত রাক্ষসরাজ যে কারণে এখান থেকে নিষ্ক্রমণ করলেন (চলে গেলেন), আমি সেখানে গিয়েও তা সম্পূর্ণরূপে জেনেছি।

ন শক্যং সৌপ্তিকং কর্তুং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
বধশ্চ পুরুষব্যাঘ্রে তস্মিন্ নৈবোপপদ্যতে॥ ৮

'আত্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের নিদ্রাকালে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব নয়। সেই পুরুষসিংহের এইরূপ বধবৃত্তান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়।

ন চৈবং বানরা হন্তুং শক্যাঃ পাদপযোধিনঃ।
সুরা দেবর্ষভেণেব রামেণ হি সুরক্ষিতাঃ॥ ৯

'দেবতারা যেমন ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত, বানরেরাও তেমনি রামচন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত। বৃক্ষদ্বারা যুদ্ধকারী বানরেরা এইভাবে নিহত হতে পারে না।

দীর্ঘবৃত্তভুজঃ শ্রীমান্ মহোরস্কঃ প্রতাপবান্।
ধন্বী সংহননোপেতো ধর্মাত্মা ভুবি বিশ্রুতঃ॥ ১০
বিক্রান্তো রক্ষিতা নিত্যমাত্মনশ্চ পরস্য চ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা কুলীনো নয়শাস্ত্রবিৎ॥ ১১
হন্তা পরবলৌঘানামচিন্ত্যবলপৌরুষঃ।
ন হতো রাঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রুনিবর্হণঃ॥ ১২

'সীতে ! শ্রীরামের বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বর্তুলাকার, বিশালবক্ষ বিশিষ্ট তিনি প্রতাপবান, ধনুকধারী, তাঁর শরীর সুগঠিত, তিনি ধর্মাত্মা রূপে পৃথিবীতে সুবিখ্যাত। তিনি নীতিশাস্ত্রবিদ, কুলীন, পরাক্রমশালী ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে নিজেকে এবং অপরকে সর্বদাই রক্ষা করতে সক্ষম। শত্রুসৈন্যনিধনকারী তাঁর বল এবং পৌরুষ অচিন্ত্যনীয়। শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র কখনোই নিহত হননি।

অযুক্তবুদ্ধিকৃত্যেন সর্বভূতবিরোধিনা।
ইয়ং প্রযুক্তা রৌদ্রেণ মায়া মায়াবিনা ত্বয়ি॥ ১৩

'রাবণ স্বল্পবুদ্ধি এবং তাঁর কর্মও নিম্নশ্রেণীর। সে সমস্ত প্রাণীকুলের বিরোধী এবং মায়াবী (মায়া বিস্তারপূর্বক ছলনাকারী)। সে তোমার ওপর মায়াজাল বিস্তার করেছে। (সেই মস্তক এবং ধনুক মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে)।

শোকস্তে বিগতঃ সর্বকল্যাণং ত্বামুপস্থিতম্।
ধ্রুবং ত্বাং ভজতে লক্ষ্মীঃ প্রিয়ং তে ভবতি শৃণু॥ ১৪

'আপনার শোক বিগত হয়েছে, সকল কল্যাণ আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ্মী নিশ্চয় আপনার সেবা করছেন, আপনি শুনুন আপনার প্রিয় কার্যই হতে যাচ্ছে।

উত্তীর্য সাগরং রামঃ সহ বানরসেনয়া।
সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য তীরমাসাদ্য দক্ষিণম্॥ ১৫

'শ্রীরামচন্দ্র বানরসেনাদের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন। তিনি সমুদ্রের দক্ষিণতীরে সৈন্য সমাবেশ করেছেন।

দৃষ্টো মে পরিপূর্ণার্থঃ কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সহিতৈঃ সাগরান্তেষু বলৈস্তিষ্ঠতি রক্ষিতঃ॥ ১৬

'সফলকাম শ্রীরামকে লক্ষ্মণসহ আমি দেখেছি। তাঁরা সাগরপ্রান্তে সসৈন্যে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করছে।

অনেন প্রেষিতা যে চ রাক্ষসা লঘুবিক্রমাঃ।
রাঘবস্তীর্ণ ইত্যেবং প্রবৃত্তিস্তৈরিহাহৃতা॥ ১৭

'রাক্ষসরাজ যে সমস্ত দ্রুতগামী, পরাক্রমী রাক্ষসদের প্রেরণ করেছিলেন (শত্রুপক্ষের সম্পর্কে তথ্য আহরণের নিমিত্ত) তারা সকলেই এই সংবাদ এনেছে যে, রামচন্দ্র সমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছেন।

স তাং শ্রুত্বা বিশালাক্ষি প্রবৃত্তিং রাক্ষসাধিপঃ।
এষ মন্ত্রয়তে সর্বৈঃ সচিবৈঃ সহ রাবণঃ॥ ১৮

'হে বিশালাক্ষি ! রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শুনে সকল সচিবদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করছেন।'

ইতি ব্রুবাণা সরমা রাক্ষসী সীতয়া সহ।
সর্বোদ্যোগেন সৈন্যানাং শব্দং শুশ্রাব ভৈরবম্॥ ১৯

রাক্ষসী সরমা সীতাকে যখন এইরূপ বলছেন, তখন যুদ্ধের জন্য সর্বতঃ উদ্যোগশীল সৈন্যদের ভৈরব নিনাদ শুনতে পেলেন।

দণ্ডনির্ঘাতবাদিন্যাঃ শ্রুত্বা ভের্যা মহাস্বনম্।
উবাচ সরমা সীতামিদং মধুরভাষিণী॥ ২০

দণ্ডাঘাতে বাদনরত ভেরীর গম্ভীর নাদ শুনে মধুরভাষিণী সরমা সীতাকে এইরূপ বললেন—

সন্নাহজননী হ্যেষা ভৈরবা ভীরু ভেরিকা।
ভেরীনাদং চ গম্ভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্॥ ২১

'ভীরু ! ভেরীর এই ভয়ংকর নাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতির[১] সূচনা-দানকারী। মেঘ-গর্জনতুল্য ভেরীর এই গম্ভীর নাদ আপনিও শুনুন।

কল্পন্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যন্তে রথবাজিনঃ।
দৃশ্যন্তে তুরগারূঢ়াঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ॥ ২২

'মত্ত হস্তীদের সুসজ্জিত করা হচ্ছে। রথে অশ্বগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে। হাজার হাজার অস্ত্রধারী

[১]সন্নাহ শব্দটির অর্থ বর্ম। এখানে যুদ্ধ প্রস্তুতি বলতে বর্মাদি পরিধানপূর্বক যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতির কথাই বলা হয়েছে।

অশ্বারোহী সৈন্য দেখা যাচ্ছে।

তত্র তত্র চ সন্নদ্ধাঃ সম্পতন্তি সহস্রশঃ।
আপূর্যন্তে রাজমার্গাঃ সৈন্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ॥ ২৩
বেগবদ্ভির্নদদ্ভিশ্চ তোয়ৌঘৈরিব সাগরঃ।

'নানাদিক থেকে হাজার সৈন্য এসে সম্মিলিত হচ্ছে। সাগরের অজস্র জলরাশির মতো রাজপথ অদ্ভুতদর্শন এবং সবেগে গর্জনরত সৈন্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে।

শস্ত্রাণাং চ প্রসন্নানাং চর্মণাং বর্মণাং তথা॥ ২৪
রথবাজিগজানাং চ রাক্ষসেন্দ্রানুয়ায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ হৃষিতানাং তরস্বিনাম্॥ ২৫
প্রভাং বিসৃজতাং পশ্য নানাবর্ণসমুত্থিতাম্।
বনং নির্দহতো ঘর্মে যথা রূপং বিভাবসোঃ॥ ২৬

'তাদের উজ্জ্বল শস্ত্র, চর্ম এবং বর্মের দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি রাক্ষসরাজ রাবণের অনুসরণ করছে। এই হৃষ্ট রাক্ষসেরা অতি দ্রুতগামী এবং সম্ভ্রান্ত। দেখুন গ্রীষ্মকালে বনে সংঘটিত দাবানলের ন্যায় এদের অস্ত্রশস্ত্রাদির নানা বর্ণের উজ্জ্বল প্রভা সৃষ্টি হয়েছে।

ঘণ্টানাং শৃণু নির্ঘোষং রথানাং শৃণু নিঃস্বনম্।
হয়ানাং হেষমাণানাং শৃণু তূর্যধ্বনিং তথা॥ ২৭

'ঘন্টার নির্ঘোষ, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষা তথা তুরী নামক রণবাদ্যের ধ্বনি শুনুন।

উদ্যতায়ুধহস্তানাং রাক্ষসেন্দ্রানুয়ায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ তুমুলো লোমহর্ষণম্॥ ২৮
শ্রীসত্বাং ভজতি শোকঘ্নী রক্ষসাং ভয়মাগতম্।

'রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগামী রাক্ষসদের হাতে উদ্যত অস্ত্র। এই রাক্ষসেরা ভীত এবং অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়েছে। যেহেতু রাক্ষসদের ভয় উপস্থিত হয়েছে অতএব আপনি শোক সংবরণ করুন, লক্ষ্মী আপনার সেবা করছেন।

রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ॥ ২৯
অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রাবণং সমরে হত্বা ভর্তা ত্বাধিগমিষ্যতি॥ ৩০

'দৈত্যদের পরান্তকারী ইন্দ্রের ন্যায় কমললোচন শ্রীরাম ; যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, যাঁর পরাক্রম অচিন্তনীয়, সেই আপনার পতি যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে আপনাকে লাভ করবেন।

বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্তা তে সহলক্ষ্মণঃ।
যথা শত্রুষু শত্রুঘ্নো বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ॥ ৩১

'ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহায়তায় শত্রুমধ্যে বিক্রম প্রকাশ করে শত্রুবিনাশ করেন, আপনার পতি শ্রীরামও তেমনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসদের মধ্যে পরাক্রম প্রকাশ করবেন।

আগতস্য হি রামস্য ক্ষিপ্রমঙ্কাগতাং সতীম্।
অহং দ্রক্ষ্যামি সিদ্ধার্থাং ত্বাং শত্রৌ বিনিপাতিতে॥ ৩২

'শত্রু রাবণের পতন হলে সতী-সাধ্বী, সিদ্ধকামা আপনি আগত শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, শীঘ্রই আমি এই দৃশ্য দেখব।

অস্রাণ্যানন্দজানি ত্বং বর্তয়িষ্যসি জানকি।
সমাগম্য পরিষ্বক্তা তস্যোরসি মহোরসঃ॥ ৩৩

'জনকনন্দিনী ! বিশালবক্ষবিশিষ্ট শ্রীরাম সমাগত হলে আপনি তাঁর বক্ষলগ্না হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবেন।

অচিরান্মোক্ষ্যতে সীতে দেবি তে জঘনং গতাম্।
ধৃতামেকাং বহূন্ মাসান্ বেণীং রামো মহাবলঃ॥ ৩৪

'হে দেবি সীতা ! বহু মাস ধরে আপনার যে বেণী একভাবে জঘনদেশে বিলম্বিত হয়ে আছে, মহাবলী শ্রীরাম অচিরেই তা মুক্ত করবেন।

তস্য দৃষ্ট্বা মুখং দেবি পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
মোক্ষ্যসে শোকজং বারি নির্মোকমিব পন্নগী॥ ৩৫

'সাপিনী যেমন খোলস ত্যাগ করে, উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করে হে দেবি ! আপনিও অশ্রু সংবরণ করবেন।

রাবণং সমরে হত্বা নচিরাদেব মৈথিলি।
ত্বয়া সমগ্রঃ প্রিয়য়া সুখার্হো লপ্স্যতে সুখম্॥ ৩৬

'হে মৈথিলী ! শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে হত্যা করে, সকল সুখভোগের যোগ্য রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়া আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখলাভ করবেন।

সভাজিতা ত্বং রামেণ মোদিষ্যসি মহাত্মনা।
সুবর্ষেণ সমাযুক্তা যথা সস্যেন মেদিনী॥ ৩৭

'উত্তম বর্ষণ হলে ধরিত্রী যেমন শস্য সমৃদ্ধা হয়, আপনিও তেমনি মহাত্মা শ্রীরামের দ্বারা সম্মানিতা হয়ে আনন্দমগ্না হয়ে উঠবেন।

গিরিবরমভিতো বিবর্তমানো
হয় ইব মণ্ডলমাশু যঃ করোতি।
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি
দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্ ॥ ৩৮

'হে দেবি ! যে গিরিরাজ মেরুদেশের চতুর্দিকে অশ্বের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করেন, সেই সূর্যদেবকে আপনি আশ্রয় করুন। কারণ তিনি প্রজাদের সকল দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান করে থাকেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

সীতার অনুরোধে সরমার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীসহ রাবণের নিশ্চিত অভিপ্রায় নিবেদন

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্।
সরমা হ্লাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা ॥ ১

রাবণের বাক্যে বিমূঢ় হয়ে সীতার অন্তরে যে সন্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, সরমার কথায় তা দূর হয়ে গেল, তিনি আনন্দিতা হলেন ; যেমন গ্রীষ্মের তাপদগ্ধা ধরিত্রী বর্ষার বারিধারায় শীতল হয়।

ততস্তস্যা হিতং সখ্যাশ্চিকীর্ষন্তী সখী বচঃ।
উবাচ কালে কালজ্ঞা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ॥ ২

অনন্তর সখী সীতার কল্যাণ কামনায় বাকপটু সখী সরমা স্মিত হেসে সময়োপযোগী বাক্যে এইরূপ বলল—

উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্ ॥ ৩

"হে কৃষ্ণলোচনা ! আমি সোৎসাহে প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রের সমীপে গিয়ে আপনার কুশলবার্তা নিবেদন করে আসতে পারি।

নহি মে ক্রমমাণায়া নিরালম্বে বিহায়সি।
সমর্থো গতিমন্বেতুং পবনো গরুড়োঽপি বা ॥ ৪

'নিরাধার আকাশে তীব্রবেগ সম্পন্না আমার গতিকে অনুসরণ করা বায়ু অথবা গরুড়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।''

এবং ব্রুবাণাং তাং সীতা সরমামিদমব্রবীৎ।
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূর্বশোকাভিপন্নয়া ॥ ৫

সরমা এইরূপ কথা বললে, পূর্বে যিনি শোকমগ্না ছিলেন সেই সীতা তাকে এইরূপ কোমল এবং মধুর বাক্য বললেন—

সমর্থা গগনং গন্তুমপি চ ত্বং রসাতলম্।
অবগচ্ছাদ্য কর্তব্যং কর্তব্যং তে মদন্তরে ॥ ৬

''সরমা ! তুমি আকাশে এবং পাতালেও গমন করতে সক্ষম। এখন আমার জন্য যা কর্তব্য, তা অনুধাবন করো।

মৎপ্রিয়ং যদি কর্তব্যং যদি বুদ্ধিঃ স্থিরা তব।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং গত্বা কিং করোতীতি রাবণঃ ॥ ৭

'আমার প্রিয় কার্য সাধনে যদি তোমার মতি স্থির থাকে, তাহলে আমি জানতে চাইছি রাবণ এখান থেকে ফিরে গিয়ে এখন কি করছে ?

স হি মায়াবলঃ ক্রূরো রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
মাং মোহয়তি দুষ্টাত্মা পীতমাত্রেব বারুণী ॥ ৮

'সেই মায়াবলশালী, নিষ্ঠুর, শত্রুপীড়নকারী দুষ্টাত্মা রাবণ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছিল, যা মদ্যপায়ীকে অধিক মদ্যপান দ্বারা মোহিত করার সমতুল্য।

তর্জাপয়তি মাং নিত্যং ভর্ৎসাপয়তি চাসকৃৎ।
রাক্ষসীভিঃ সুঘোরাভির্যো মাং রক্ষতি নিত্যশঃ ॥ ৯

'সে আমাকে ভয়ানক রাক্ষসীদের দ্বারা প্রতিদিন তর্জন-গর্জন এবং তিরস্কারপূর্বক সর্বদা তাদের পাহারায় রাখে।

উদ্বিগ্না শঙ্কিতা চাস্মি ন স্বস্থং চ মনো মম।
তদ্ভয়াচ্চাহমুদ্বিগ্না অশোকবনিকাং গতা॥ ১০

'তার ভয়ে আমি উদ্বিগ্না এবং শঙ্কিতা, আমার মনে শান্তি নেই। ভীত উদ্বিগ্ন চিত্তে আমাকে অশোকবনে নিয়ে আসা হয়েছে।

যদি নাম কথা তস্য নিশ্চিতং বাপি যদ্‌ ভবেৎ।
নিবেদয়েথা সর্বং তদ্‌ বরো মে স্যাদনুগ্রহঃ॥ ১১

'যদি রাবণের কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অথবা তার নিশ্চিত বিচারের কিছু আলোচনা সর্বতোভাবে তুমি আমাকে নিবেদন করো, তাই হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।'

সাপ্যেবং ব্রুবতীং সীতাং সরমা মৃদুভাষিণী।
উবাচ বদনং তস্যাঃ স্পৃশন্তী বাষ্পবিক্লবম্‌॥ ১২

তিনি এইরকম বললে কোমলভাষিণী সরমা তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল স্পর্শ করে (আপন হাতে মুছিয়ে দিয়ে) সীতাকে বলল—

এষ তে যদ্যভিপ্রায়স্তস্মাদ্‌ গচ্ছামি জানকি।
গৃহ্য শত্রোরভিপ্রায়মুপাবর্তামি মৈথিলি॥ ১৩

'মিথিলাকুমারী জনকনন্দিনী ! যদি আপনার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি শত্রুর অভিপ্রায় জেনে আসছি।'

এবমুক্ত্বা ততো গত্বা সমীপং তস্য রক্ষসঃ।
শুশ্রাব কথিতং তস্য রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ॥ ১৪

এই বলে সরমা তখন সেই রাক্ষসের নিকট গিয়ে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের কথোপকথন শুনতে পেল।

সা শ্রুত্বা নিশ্চয়ং তস্য নিশ্চয়জ্ঞা দুরাত্মনঃ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রমশোকবনিকাং শুভাম্‌॥ ১৫

সেই দুরাত্মা রাবণের সিদ্ধান্ত শুনে তা নিশ্চিতরূপে বুঝে সরমা পুনরায় সুন্দর অশোকবনে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করল।

সা প্রবিষ্টা ততস্তত্র দদর্শ জনকাত্মজাম্‌।
প্রতীক্ষমাণাং স্বামেব ভ্রষ্টপদ্মামিব শ্রিয়ম্‌॥ ১৬

সেখানে প্রবেশ করে সে তার জন্য প্রতীক্ষ্যমানা জনকনন্দিনীকে দেখতে পেল, তিনি যেন কমলাসনচ্যুতা লক্ষ্মী।

তাং তু সীতা পুনঃ প্রাপ্তাং সরমাং প্রিয়ভাষিণীম্‌।
পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধং দদৌ চ স্বয়মাসনম্‌॥ ১৭

প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরায় কাছে পেয়ে সীতাদেবী তাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে বসার জন্য আসন দিলেন।

ইহাসীনা সুখং সর্বমাখ্যাহি মম তত্ত্বতঃ।
ক্রূরস্য নিশ্চয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৮

'সখী ! এইখানে ভালোভাবে বসে সেই নিষ্ঠুর, দুরাত্মা রাবণের সমস্ত কথা এবং তার সিদ্ধান্ত আমাকে বলো।'

এবমুক্তা তু সরমা সীতয়া বেপমানয়া।
কথিতং সর্বমাচষ্ট রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ॥ ১৯

কম্পিতা সীতার এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে সরমা তাঁকে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাবণের সমগ্র কথোপকথন বর্ণনা করল।

জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥ ২০

'বিদেহনন্দিনী ! রাক্ষসরাজ রাবণের মা তথা তাঁর প্রতি স্নেহপরায়ণ এক বৃদ্ধ মন্ত্রী আপনার মুক্তির জন্য রাবণকে অনেক অনুরোধ ও প্রার্থনা করেছেন।'

দীয়তামভিসৎকৃত্য মনুজেন্দ্রায় মৈথিলী।
নিদর্শনং তে পর্যাপ্তং জনস্থানে যদদ্ভুতম্‌॥ ২১

'ওহে রাক্ষসরাজ ! মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে সৎকারপূর্বক মৈথিলী সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। জনস্থানের অদ্ভুত ঘটনাই রামচন্দ্রের পরাক্রমের পর্যাপ্ত প্রমাণ।

লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য দর্শনং চ হনূমতঃ।
বধং চ রক্ষসাং যুদ্ধে কঃ কুর্যান্মানুষো যুধি॥ ২২

'হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার দর্শন লাভ, যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ—এইসব কাজ কী কোনো মানুষ করতে পারে ?'

এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধৈশ্চ মাত্রা চ বহুবোধিতঃ।
ন ত্বামুৎসহতে মোক্তুমর্থমর্থপরো যথা॥ ২৩

'এইভাবে বৃদ্ধ মন্ত্রী তথা মাতা তাঁকে বোঝাতে চাইলেও তিনি আপনাকে মুক্ত করতে উৎসাহী নন, যেমন অর্থলোভী ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে অনুৎসাহী হয়।

নোৎসহত্যমৃতো মোক্তুং যুদ্ধে ত্বামিতি মৈথিলি।
সামাত্যস্য নৃশংসস্য নিশ্চয়ো হ্যেষ বর্ততে॥ ২৪

'হে মৈথিলী ! যুদ্ধে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি আপনাকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন, অমাত্যদের সঙ্গে সেই নিষ্ঠুর রাক্ষস এমনই সঙ্কল্প করেছেন।

তদেষা সুস্থিরা বুদ্ধির্মৃত্যুলোভাদুপস্থিতা।

জয়াম শক্তস্ত্বাং মোক্তুমনিরস্তঃ স সংযুগে॥ ২৫
রাক্ষসানাং চ সর্বেষামাত্মনশ্চ বধেন হি।

'যুদ্ধের ভয়ে তিনি আপনাকে মুক্তি দেবেন না, তিনি নিরস্তও হবেন না। মৃত্যু তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে, সেইজন্য এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে। তাঁর এই বুদ্ধির ফলে সকল রাক্ষসসহ তাঁরও বিনাশ আসন্ন।

নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রতিনেষ্যতি রামস্ত্বামযোধ্যামসিতেক্ষণে॥ ২৬

'হে কৃষ্ণলোচনা ! শ্রীরাম সর্বতোভাবে তীক্ষ্ণ বাণগুলির দ্বারা যুদ্ধে রাবণকে বধ করে আপনাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

এতস্মিন্নন্তরে শব্দো ভেরীশঙ্খসমাকুলঃ।
শ্রুতো বৈ সর্বসৈন্যানাং কম্পয়ন্ ধরণীতলম্॥ ২৭

তখনই ভেরীনাদ, শঙ্খধ্বনি সহ সৈন্যদের তুমুল কোলাহল শ্রুত হল, যার প্রভাবে ধরণীও হল প্রকম্পিতা।

শ্রুত্বা তু তং বানরসৈন্যনাদং
লঙ্কাগতা রাক্ষসরাজভৃত্যাঃ।
হতৌজসো দৈন্যপরীতচেষ্টাঃ
শ্রেয়ো ন পশ্যন্তি নৃপস্য দোষাৎ॥ ২৮

বানরসৈন্যদের সেই তুমুল গর্জন শুনে লঙ্কাবাসী রাক্ষসরাজের সেবকরা তেজ হারিয়ে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হল, রাজার কারণে তারা কোনো কল্যাণজনক উপায় দেখতে পেল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গঃ॥ ৩৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্য মাল্যবানের উপদেশ

তেন শঙ্খবিমিশ্রেণ ভেরীশব্দেন নাদিনা।
উপযাতি মহাবাহূ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১

শঙ্খ এবং ভেরীর সেই মিশ্রিত মহাশব্দের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনগরী জয়কারী মহাবাহু শ্রীরাম লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন।

তং নিনাদং নিশম্যাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
মুহূর্তং ধ্যানমাস্থায় সচিবানভ্যুদৈক্ষত॥ ২

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়ানক শব্দ শুনে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে সচিবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

অথ তান্ সচিবাংস্তত্র সর্বানাভাষ্য রাবণঃ।
সভাং সন্নাদয়ন্ সর্বামিত্যুবাচ মহাবলঃ॥ ৩
জগৎসন্তাপনঃ ক্রূরোঽগর্হয়ন্ রাক্ষসেশ্বরঃ।

অনন্তর সেই সকল মন্ত্রিদেরকে সম্ভাষণ করে জগৎ-পীড়নকারী, নিষ্ঠুর, মহাবলশালী, রাক্ষসরাজ সমগ্র সভাকে সচকিত করে (তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে সভার মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলে) তিরস্কার করে বললেন—

তরণং সাগরস্যাস্য বিক্রমং বলপৌরুষম্॥ ৪
যদুক্তবন্তো রামস্য ভবন্তস্তন্ময়া শ্রুতম্।
ভবতশ্চাপ্যহং বেদ্মি যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
তূষ্ণীকানীক্ষতোঽন্যোন্যং বিদিত্বা রামবিক্রমম্॥ ৫

'রামের সাগরলঙ্ঘন, পরাক্রম, বল-পৌরুষ সম্পর্কে আপনারা যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। রামের বিক্রমের কথা জেনে আপনারা যে পরস্পর মুখ দেখা-দেখি করছেন, তাও আমি দেখছি, কিন্তু আমি যুদ্ধক্ষেত্রেই সত্যপরাক্রমীকে যাচাই করে থাকি।'

ততস্তু সুমহাপ্রাজ্ঞো মাল্যবান্ নাম রাক্ষসঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা ইতি মাতামহোঽব্রবীৎ॥ ৬

রাবণের কথা শুনে মাতামহ মাল্যবান নামক

মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষস তখন একথা বললেন—

বিদ্যাস্ববিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ।
স শাস্তি চিরমৈশ্বর্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে॥ ৭

'হে রাজন্! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং ন্যায়-পরায়ণ, তিনিই চিরন্তন ঐশ্বর্য লাভ করে, শত্রুদের বশীভূত করেন।

সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈশ্বর্যমশ্নুতে॥ ৮

'যিনি সময়ানুসারে শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি অথবা বিগ্রহ করে আত্মপক্ষের শ্রীবৃদ্ধি করেন, তিনিই মহান ঐশ্বর্য ভোগ করেন।

হীয়মানেন কর্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্॥ ৯

'ক্ষীয়মান শক্তিসম্পন্ন অথবা সমশক্তিসম্পন্ন রাজার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করাই কর্তব্য। শত্রুকে অবমাননা করা উচিত নয়। স্বয়ং অধিক শক্তিশালী হলে তবেই যুদ্ধ করা কর্তব্য।

তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ।
যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১০

'হে রাবণ! সেইজন্যই আমার ইচ্ছা রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো। যে কারণে তুমি অভিযুক্ত হয়েছ, সেই সীতাকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

তস্য দেবর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্বাশ্চ জয়ৈষিণঃ।
বিরোধং মা গমস্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্॥ ১১

'দেবগণ, ঋষিগণ, সকলগন্ধর্বগণ তাঁর বিজয় ইচ্ছা করছেন। অতএব তাঁর সঙ্গে বিরোধ কোরো না। রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা ধারণ করো।

অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ।
সুরাণামসুরাণাং চ ধর্মাধর্মৌ তদাশ্রয়ৌ॥ ১২

'পিতামহ ব্রহ্মা সুর এবং অসুর এই দুই পক্ষের সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম এবং অধর্মই হল তাদের আশ্রয়।

ধর্মো হি শ্রূয়তে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্।
অধর্মো রক্ষসাং পক্ষো হ্যসুরাণাং চ রাক্ষস॥ ১৩

'শোনা যায় মহাত্মা দেবতাদের পক্ষ হল ধর্মের। হে রাক্ষস! অসুর এবং রাক্ষসদের পক্ষ হল অধর্মের।

ধর্মো বৈ গ্রসতেঽধর্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্।
অধর্মো গ্রসতে ধর্মং যদা তিষ্যঃ প্রবর্ততে॥ ১৪

'কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে, যখন তিষ্য অর্থাৎ কলিযুগের আগমন হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করে।

তৎ ত্বয়া চরতা লোকান্ ধর্মোঽপি নিহতো মহান্।
অধর্মঃ প্রগৃহীতশ্চ তেনাস্মদ্ বলিনঃ পরে॥ ১৫

'তুমি জগতে বিচরণকালে সেই ধর্মের বিনাশ করেছ এবং অধর্মকে গ্রহণ করেছ, এইজন্যই আমাদের শত্রু এখন প্রবল হয়েছে।

স প্রমাদাৎ প্রবৃদ্ধস্তেঽধর্মোঽহির্গ্রসতে হি নঃ।
বিবর্ধয়তি পক্ষং চ সুরাণাং সুরভাবনঃ॥ ১৬

'তোমার প্রমাদবশতঃ অধর্মের বৃদ্ধি হয়েছে, বিশাল সর্পের ন্যায় সে আমাদের গ্রাস করেছে। দেবতাদের দ্বারা পালিত ধর্ম বর্ধিত হয়ে বিপক্ষকে শক্তিশালী করেছে।

বিষয়েষু প্রসক্তেন যৎকিঞ্চিৎকারিণা ত্বয়া।
ঋষীণামগ্নিকল্পানামুদ্বেগো জনিতো মহান্॥ ১৭

'বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে তুমি যা কিছু করেছো বা করার চিন্তা করেছো, তাতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

তেষাং প্রভাবো দুর্ধর্ষঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।
তপসা ভাবিতাত্মানো ধর্মস্যানুগ্রহে রতাঃ॥ ১৮

'প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁদের প্রভাব অতি ভয়ানক। তাঁরা তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করে ধর্মের অনুগ্রহ লাভে রত থাকেন।

মুখ্যৈর্যজ্ঞৈর্যজন্ত্যেতে তৈস্তৈর্যত্নৈর্দ্বিজাতয়ঃ।
জুহ্বত্যগ্নীংশ্চ বিধিবদ্ বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে॥ ১৯

'এই দ্বিজগণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, বিধিসম্মতভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্রসমূহ পাঠ করেন।

অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মঘোষানুদীরয়ন্।
দিশো বিপ্রদ্রুতাঃ সর্বাঃ স্তনয়িত্নুরিবোষ্ণগে॥ ২০

'তাঁরা রাক্ষসদের অভিভূত করে বেদমন্ত্রের ধ্বনি প্রসারিত করছেন, যেমন সূর্যের প্রভাবে মেঘ পলায়ন করে, তেমনি সকল রাক্ষস চতুর্দিকে পলায়ন করেছে।

ঋষীণামগ্নিকল্পানামগ্নিহোত্রসমুত্থিতঃ।
আদত্তে রক্ষসাং তেজো ধূমো ব্যাপ্য দিশো দশ॥ ২১

'অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিদের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে

প্রজ্বলিত ধূম্ররাশি দশ দিকে ব্যাপ্ত হয়ে রাক্ষসদের তেজ হরণ করছে।

ক্ষেত্রে তেষু চ দেশেষু পুণ্যেষ্বেব দৃঢ়ব্রতৈঃ।
চর্যমাণং তপস্বীভিঃ সন্তাপয়তি রাক্ষসান্॥ ২২

'কঠোরব্রতী তপস্বীরা—সমস্ত দেশে তাঁদের পুণ্য-কর্ম— তপশ্চর্যা করেন সেখানেই রাক্ষসকুল সন্তপ্ত হয়ে থাকে।

দেবদানবযক্ষেভ্যো গৃহীতশ্চ বরস্ত্বয়া।
মনুষ্যা বানরা ঋক্ষা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ।
বলবন্ত ইহাগমা গর্জন্তি দৃঢ়বিক্রমাঃ॥ ২৩

'তুমি দেবতা, দানব এবং যক্ষদের দ্বারা অবধ্য হওয়ার বরলাভ করেছো। কিন্তু মনুষ্য, বানর, ভল্লুক এবং গোলাঙ্গুল নামক বিশেষ বলশালী বানরদের বিশাল বাহিনী এখানে এসে দৃঢ় পরাক্রমে গর্জন করছে।

উৎপাতান্ বিবিধান্ দৃষ্ট্বা ঘোরান্ বহুবিধান্ বহূন্।
বিনাশমনুপশ্যামি সর্বেষাং রক্ষসামহম্॥ ২৪

'নানাবিধ ভয়ানক উৎপাত লক্ষ্য করে আমি উপলব্ধি করছি যে, সমস্ত রাক্ষসদের বিনাশকাল আসন্ন।

খরাভিস্তনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ।
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্বতঃ॥ ২৫

'ভয়ংকর মেঘের দল প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে সমগ্র লঙ্কা নগরীর ওপর উষ্ণ রক্তধারা বর্ষণ করছে।

রুদতাং বাহনানাং চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ।
রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্॥ ২৬

'রোদনরত বাহনদের (হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির) নেত্র থেকে অশ্রুবিন্দু পতিত হচ্ছে। দিঙ্‌মণ্ডল ধূলিধূসরিত, মলিন হওয়ায় তা পূর্বের ন্যায় শোভিত হচ্ছে না।

ব্যালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্।
প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াশ্চ কুর্বতে॥ ২৭

'হিংস্রপশুরা, শৃগালেরা এবং শকুনের দল ভয়ানক স্বরে চিৎকার করছে। তারা লঙ্কার উপবনে প্রবেশ করে দলে দলে অবস্থান করছে।

কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্ত্যো গৃহাণি প্রতিভাষ্য চ॥ ২৮

'স্বপ্নে দেখেছি কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পাণ্ডু (হলদে রং-এর) দাঁত বিকশিত করে হাসছে, প্রতিকূল ভাষণ করছে এবং গৃহের দ্রব্য অপহরণ করছে।

গৃহাণাং বলিকর্মাণি শ্বানঃ পর্যুপভুঞ্জতে।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলেষু চ॥ ২৯

'গৃহে যজ্ঞের উপাচারসমূহ কুকুরে ভক্ষণ করছে। গরুর গর্ভে গাধা এবং নকুলের গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হচ্ছে।

মার্জারা দ্বীপিভিঃ সার্ধং সূকরাঃ শুনকৈঃ সহ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেযুর্মানুষৈঃ সহ॥ ৩০

'বিড়াল ব্যাঘ্রের সঙ্গে, শূকরেরা কুকুরদের সঙ্গে, কিন্নরেরা রাক্ষস এবং মনুষ্যদের সঙ্গে সঙ্গম করছে।

পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ।
রাক্ষসানাং বিনাশায় কপোতা বিচরন্তি চ॥ ৩১

'শ্বেতপক্ষ, রক্তপাদবিশিষ্ট কপোতের দল রাক্ষসদের বিনাশের জন্য মহাকালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিচরণ করছে।

চীচীকূচীতি বাশন্ত্যঃ শারিকা বেশ্মসু স্থিতাঃ।
পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জিতাঃ কলহৈষিভিঃ॥ ৩২

'গৃহে অবস্থিত সারিকার দল বিবাদের ইচ্ছায় চী-চী করে পরস্পর কলহ করতে করতে ক্লান্ত তথা পরাজিত হয়ে ভূপতিত হচ্ছে।

পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ সর্বে প্রত্যাদিত্যং রুদন্তি তে।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ॥ ৩৩
কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালেঽন্ববেক্ষতে।

'পশুপাখিরা সূর্যের দিকে মুখ করে কাঁদছে। কৃষ্ণ এবং পিঙ্গল বর্ণের মুণ্ডধারী, বিকরাল, বিকট দর্শন পুরুষরূপে 'কাল' স্বয়ং সময়ে সময়ে সকলের গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

এতান্যন্যানি দুষ্টানি নিমিত্তান্যুৎপতন্তি চ॥ ৩৪
বিষ্ণুং মন্যামহে রামং মানুষং রূপমাস্থিতম্।
নহি মানুষমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ॥ ৩৫
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাদ্ভুতঃ।
কুরুষ্ব নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ।
জ্ঞাত্বাবধার্য কর্মাণি ক্রিয়তামায়তিক্ষমম্॥ ৩৬

'এইরকম আরও অনেক দুর্নিমিত্ত উৎপাতসমূহ উপস্থিত হয়েছে। আমরা মনে করি দৃঢ়বিক্রমশালী শ্রীরাম কেবল মানুষ নন। রামচন্দ্র হলেন মনুষ্যরূপধারী ভগবান বিষ্ণু। যিনি অতি অদ্ভুত উপায়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন — সেই রঘুবীর হলেন মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। এইসব জেনে-বুঝে

ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর কার্যে মন দাও। হে রাবণ ! তুমি নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো।'

ইদং বচস্তস্য নিগদ্য মাল্যবান্
পরীক্ষ্য রক্ষোধিপতের্মনঃ পুনঃ।
অনুত্তমেষূত্তমপৌরুষো বলী
বভূব তূষ্ণীং সমবেক্ষ্য রাবণম্॥ ৩

অনুত্তমদের মধ্যে উত্তম পৌরুষসম্পন্ন মহাবলশালী মাল্যবান এইকথা বলে রাক্ষসরাজ রাবণের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য পুনরায় শান্তভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

মাল্যবানের প্রতি রাবণের দোষারোপ এবং নগরীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রাবণের অন্তঃপুরে গমন

তৎ তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ॥ ১

দুষ্টাত্মা দশানন রাবণ কালের বশীভূত হয়েছিলেন, সেইজন্য মাল্যবানের সেই হিতকর বাক্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

স বদ্ধ্বা ভ্রুকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য বশমাগতঃ।
অমর্ষাৎ পরিবৃত্তাক্ষো মাল্যবন্তমথাব্রবীৎ॥ ২

তিনি ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেলেন। ভ্রূযুগল কুটিল হয়ে উঠল। অসহনীয়তাবশতঃ তাঁর অক্ষি যুগল ঘূর্ণিত হতে লাগল। তিনি মাল্যবানকে বললেন—

হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে।
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম॥ ৩

'আপনি শত্রুপক্ষের সমর্থনে যে অহিতকর কঠোরবাক্য বললেন, তা আমার কর্ণে প্রবেশ করেনি।

মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনাশ্রয়ম্॥ ৪

'পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, বনে আশ্রয়গ্রহণকারী, বানরদের আশ্রিত রাম একজন কৃপার পাত্র মানুষমাত্র ; আপনি কেন তাকে যুদ্ধে সক্ষম বলে মনে করছেন ?

রক্ষসামীশ্বরং মাং চ দেবানাং চ ভয়ঙ্করম্।
হীনং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ॥ ৫

'রাক্ষসদের প্রভু তথা সকল পরাক্রমসম্পন্ন আমি দেবতাদের পক্ষেও ভয়ংকর, আমাকে কেন হীন মনে করেছেন ?

বীরদ্বেষেণ বা শঙ্কে পক্ষপাতেন বা রিপোঃ।
ত্বয়াহং পরুষাণ্যুক্তো পরপ্রোৎসাহনেন বা॥ ৬

'আপনি আমাকে যে কঠোর বাক্য বলেছেন, তাতে আমি আশঙ্কিত যে, আপনি কি আমার মতো বীরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ? কিংবা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন অথবা শত্রুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এরূপ বলছেন।

প্রভবন্তং পদস্থং হি পরুষং কোঽভিভাষতে।
পণ্ডিতঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বিনা প্রোৎসাহনেন বা॥ ৭

'প্রভাবশালী এবং পদস্থ ব্যক্তিকে শত্রুর দ্বারা উৎসাহিত না হয়ে কোন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি কী কখনো কঠোরবাক্য শোনাতে পারে ?

আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্॥ ৮

'পদ্মহীন কমলার ন্যায় রূপবতী সীতাকে বন থেকে নিয়ে এসে কেবল রামের ভয়ে আমি কেন তাকে ফিরিয়ে দেব ?

বৃতং বানরকোটীভিঃ সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
পশ্য কৈশ্চিদহোভিশ্চ রাঘবং নিহতং ময়া॥ ৯

'আপনি দেখতে পাবেন, কোটি কোটি বানর পরিবৃত সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ সহ রামকে আমি কিছুদিনের মধ্যেই হত্যা করব।

দ্বন্দ্বে যস্য ন তিষ্ঠন্তি দৈবতানাপি সংযুগে।
স কস্মাদ্ রাবণো যুদ্ধে ভয়মাহারয়িষ্যতি॥ ১০

'দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দেবতারাও যার সামনে দাঁড়াতে পারেন না, সেই রাবণ কেন যুদ্ধে ভীত হবে ?

দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ ১১

'ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাব, কিন্তু কারও সামনে নত হব না, এই আমার সহজাত দোষ। আমার এই স্বভাব দুরতিক্রমা।

যদি তাবৎ সমুদ্রে তু সেতুর্বদ্ধো যদৃচ্ছয়া।
রামেণ বিস্ময়ঃ কোঽত্র যেন তে ভয়মাগতম্॥ ১২

'যদিও রাম যদৃচ্ছাক্রমে (স্বতন্ত্রভাবে) সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছে, কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কী ? যাতে আপনারা ভীত হচ্ছেন ?

স তু তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সহ বানরসেনয়াঃ।
প্রতিজানামি তে সত্যং ন জীবন্ প্রতিয়াস্যতি॥ ১৩

'সেই রাম যদিও বানরসেনাদের সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে উপস্থিত হয়েছে, তথাপি আমি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি যে, সে এখান থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারবে না।'

এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং রুষ্টং বিজ্ঞায় রাবণম্।
ব্রীড়িতো মাল্যবান্ বাক্যং নোত্তরং প্রত্যপদ্যত॥ ১৪

এইরূপ ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনে, রাবণকে রুষ্ট মনে করে মাল্যবান অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, এর উত্তরে কোনো বাক্য বললেন না।

জয়াশিষা তু রাজানং বর্ধয়িত্বা যথোচিতম্।
মাল্যবানভ্যনুজ্ঞাতো জগাম স্বং নিবেশনম্॥ ১৫

রাজা রাবণকে জয়সূচক বাক্যে যথোচিতভাবে অভিনন্দিত করে তাঁর অনুমতি নিয়ে মাল্যবান নিজ-শিবিরে গমন করলেন।

রাবণস্তু সহামাত্যো মন্ত্রয়িত্বা বিমৃশ্য চ।
লঙ্কায়াস্তু তদা গুপ্তিং কারয়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১৬

রাবণও অমাত্যদের সঙ্গে তখন লঙ্কাকে সুরক্ষিত করার জন্য পরামর্শ করতে লাগলেন।

ব্যাদিদেশ চ পূর্বস্যাং প্রহস্তং দ্বারি রাক্ষসম্।
দক্ষিণস্যাং মহাবীর্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ॥ ১৭
পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা।
ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্॥ ১৮

তিনি পূর্বদিকের দ্বারে রাক্ষস প্রহস্ত, দক্ষিণদ্বারে মহাবলশালী রাক্ষস মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং পশ্চিম প্রান্তের দ্বারে তাঁর বহুমায়াবী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে অবস্থান করার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রজিৎ ছিলেন বহুসংখ্যক রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

উত্তরস্যাং পুরদ্বারি ব্যাদিশ্য শুকসারণৌ।
স্বয়ং চাত্র গমিষ্যামি মন্ত্রিণস্তানুবাচ হ॥ ১৯

নগরীর উত্তরদ্বার রক্ষার আদেশ দিলেন শুক এবং সারণকে। তিনি মন্ত্রিদেরকে বললেন—'আমি স্বয়ং এইদিকে (উত্তরদিকে) যাব।'

রাক্ষসং তু বিরূপাক্ষং মহাবীর্যপরাক্রমম্।
মধ্যেমেঽস্থাপয়দ্ গুল্মে বহুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ২০

তিনি পুরীর মধ্যবর্তী শিবিরে মহাপরাক্রমী, বলশালী রাক্ষস বিরূপাক্ষকে বহুসংখ্যক রাক্ষস সহ অবস্থানের আদেশ দিলেন।

এবং বিধানং লঙ্কায়াং কৃত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ॥ ২১

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ লঙ্কায় এইরূপ ব্যবস্থা করে, কালপ্রেরিত হয়েই নিজেকে কৃতকৃত্য (যা করণীয় তা নিশ্চিতরূপে পালনকারী) মনে করতে লাগলেন।

বিসর্জয়ামাস ততঃ স মন্ত্রিণো
বিধানমাজ্ঞাপ্য পুরস্য পুষ্কলম্।
জয়াশিষা মন্ত্রিগণেন পূজিতো
বিবেশ সোঽন্তঃপুরমৃদ্ধিমন্মহৎ॥ ২২

অনন্তর নগরীর রক্ষার জন্য এইরূপ প্রভূত আদেশ দিয়ে রাবণ মন্ত্রিদের বিদায় জানালেন এবং নিজে মন্ত্রিদের দ্বারা জয়সূচক ধ্বনিসহ পূজিত হয়ে আপন সমৃদ্ধশালী এবং বিশাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৭)

শ্রীরাম সমীপে বিভীষণের দ্বারা রাবণের লঙ্কাপুরী রক্ষার ব্যবস্থা জ্ঞাপন, লঙ্কাপুরী আক্রমণের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক বিভিন্ন দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ করা

নরবানররাজানৌ স তু বায়ুসুতঃ কপিঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ১
অঙ্গদো বালিপুত্রশ্চ সৌমিত্রিঃ শরভঃ কপিঃ।
সুষেণঃ সহদায়াদো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ॥ ২
গজো গবাক্ষঃ কুমুদো নলোঽথ পনসস্তথা।
অমিত্রবিষয়ং প্রাপ্তাঃ সমবেতাঃ সমর্থয়ন্‌॥ ৩

নররাজ শ্রীরাম, বানররাজ সুগ্রীব, পবনপুত্র হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষস বিভীষণ, বালিপুত্র অঙ্গদ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানর শরভ, সবান্ধব সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস এরা সকলে শত্রুদেশে (লঙ্কায়) এসে সমবেত হয়ে বিচার-বিবেচনা করতে লাগল।

ইয়ং সা লক্ষ্যতে লঙ্কা পুরী রাবণপালিতা।
সাসুরোরগগন্ধর্বৈরমরৈরপি দুর্জয়া॥ ৪

'এই দেখা যাচ্ছে সেই রাবণ-পালিতা লঙ্কা নগরী, যা অসুর, সর্প, গন্ধর্ব সহ দেবতাদেরও দুর্জয়। (অর্থাৎ এরাও সহজে এই নগরীকে জয় করতে পারে না)

কার্যসিদ্ধিং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ধ্বং বিনির্ণয়ে।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ৫

'রাক্ষসরাজ রাবণ এখানে নিত্য অবস্থান করেন। সকলে কার্যসিদ্ধি বিষয়ে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।'

অথ তেষু ব্রুবাণেষু রাবণাবরজোঽব্রবীৎ।
বাক্যমগ্রাম্যপদবৎ পুষ্কলার্থং বিভীষণঃ॥ ৬

অনন্তর তাদের এইরূপ বাক্য শুনে রাবণের ছোটভাই বিভীষণ বহু অর্থযুক্ত এবং পরিশীলিত বাক্য সহযোগে বললেন—

অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা।
গত্বা লঙ্কাং মমামাত্যাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ॥ ৭

'আমার মন্ত্রী অনল, পনস, সম্পাতি এবং প্রমতি লঙ্কাপুরীতে গিয়ে পুনরায় এখানে ফিরে এসেছেন।

ভূত্বা শকুনয়ঃ সর্বে প্রবিষ্টাশ্চ রিপোর্বলম্‌।
বিধানং বিহিতং যচ্চ তদ্‌ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতাঃ॥ ৮

'তাঁরা পক্ষীরূপ ধারণকরে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক তাদের রক্ষাব্যবস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

সংবিধানং যথাহুস্তে রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাম তদ্‌ ব্রুবতঃ সর্বং যাথাতথ্যেন মে শৃণু॥ ৯

'শ্রীরাম ! দুরাত্মা রাবণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যা তাঁরা আমাকে বলেছেন, সেই সবই আমি আপনাকে যথাযথভাবে বলছি, আপনি শুনুন।

পূর্বং প্রহস্তঃ সবলো দ্বারমাসাদ্য তিষ্ঠতি।
দক্ষিণং চ মহাবীর্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ॥ ১০

'নগরীর পূর্বদ্বার রক্ষার জন্য 'প্রহস্ত' সসৈন্যে অবস্থান করছে, দক্ষিণদ্বারে আছে দুই মহাবলশালী রাক্ষস 'মহাপার্শ্ব' এবং 'মহোদর'।

ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমং দ্বারং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
পট্টিশাসিধনুষ্মদ্ভিঃ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ॥ ১১
নানাপ্রহরণৈঃ শূরৈরাবৃতো রাবণাত্মজঃ।

'পশ্চিমদ্বারে বহু রাক্ষস পরিবৃত হয়ে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অবস্থান করছে। সেইসব রাক্ষসবীরদের হাতে আছে পট্টিশ, তরবারি, ধনুক, শূল, মুদ্গার প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র।

রাক্ষসানাং সহস্রৈস্তু বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ॥ ১২
যুক্তঃ পরমসংবিগ্নো রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রবিৎ।
উত্তরং নগরদ্বারং রাবণঃ স্বয়মাস্থিতঃ॥ ১৩

'বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী সহস্রাধিক রাক্ষসদের সঙ্গে মন্ত্রবিদ রাবণ নগরীর উত্তরদ্বারে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সাবধানতার সঙ্গে অবস্থান করছেন।

বিরূপাক্ষস্তু মহতা শূলখড়্গধনুষ্মতা।

বলেন রাক্ষসৈঃ সার্ধং মধ্যমং গুল্মমাশ্রিতঃ॥ ১৪

'নগরীর মধ্যে বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষস শূল, খড়্গ এবং ধনুক ধারণপূর্বক বিশাল রাক্ষসবাহিনী নিয়ে শিবিরে অবস্থান করছে।

এতানেবং বিধান্ গুল্মাঁল্লঙ্কায়াং সমুদীক্ষ্য তে।
মামকা মন্ত্রিণঃ সর্বে শীঘ্রং পুনরিহাগতাঃ॥ ১৫

'এভাবে আমার মন্ত্রিগণ লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ দেখে তারা সকলে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

গজানাং দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা।
হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্॥ ১৬

'সেখানে সমবেত হয়েছে দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ, কুড়ি হাজার ঘোড়া এবং এক কোটিরও বেশী রাক্ষস।

বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সংযুগেষ্বাততায়িনঃ।
ইষ্টা রাক্ষসরাজস্য নিত্যমেতে নিশাচরাঃ॥ ১৭

'তারা সকলেই বল-বিক্রমসম্পন্ন এবং যুদ্ধে আততায়ী অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ শত্রুসংহারে উদ্যত। এইসব নিশাচরেরা সর্বদাই রাক্ষসরাজ রাবণের প্রিয়।

একৈকস্যাত্র যুদ্ধার্থে রাক্ষসস্য বিশাম্পতে।
পরীবারঃ সহস্রাণাং সহস্রমুপতিষ্ঠতে॥ ১৮

'হে প্রজানাথ ! এই যুদ্ধের জন্য সমবেত রাক্ষসদের এক-একজনের সঙ্গে দশ লক্ষ করে পরিবারজন উপস্থিত হয়েছে।'

এতাং প্রবৃত্তিং লঙ্কায়াং মন্ত্রিপ্রোক্তাং বিভীষণঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহূ রাক্ষসাংস্তানদর্শয়ৎ॥ ১৯
লঙ্কায়াং সচিবৈঃ সর্বং রামায় প্রত্যবেদয়ৎ।

মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিদের দ্বারা কথিত লঙ্কাবিষয়ক বার্তা শ্রীরাম সমীপে নিবেদনপূর্বক, সেই শ্রীরামকে সচিবদের দেখিয়ে লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত পুনরায় জ্ঞাপন করলেন।

রামং কমলপত্রাক্ষমিদমুত্তরমব্রবীৎ॥ ২০
রাবণাবরজঃ শ্রীমান্ রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।

অনন্তর রাবণের অনুজ শ্রীমান বিভীষণ কমললোচন শ্রীরামের হিতসাধনের জন্য তাঁকে এইরূপ উত্তম বাক্য বললেন—

কুবেরং তু যদা রাম রাবণঃ প্রতিযুদ্ধ্যতি॥ ২১
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি তদা নির্যান্তি রাক্ষসাঃ।
পরাক্রমেণ বীর্যেণ তেজসা সত্ত্বগৌরবাৎ।
সদৃশা হ্যত্র দর্পেণ রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ২২

'হে রাম ! রাবণ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল ষাট লক্ষ রাক্ষস। তারা সকলেই ছিল বল-বিক্রমে, তেজে, ধৈর্যের আধিক্যে এবং দর্পে দুরাত্মা রাবণের সমতুল।

অত্র মন্যুর্ন কর্তব্যঃ কোপয়ে ত্বাং ন ভীষয়ে।
সমর্থো হ্যসি বীর্যেণ সুরাণামপি নিগ্রহে॥ ২৩

'এখন আপনি দীনতা প্রকাশ করবেন না, আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না বা ভয় পাবেন না। শত্রুর প্রতি আপনাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করতে চাইছি। বীর্যবত্তায় আপনি তো দেবতাদেরও নিগ্রহ করতে সক্ষম।

তদ্ভবাংশ্চতুরঙ্গেন বলেন মহতা বৃতম্।
ব্যূহ্যেদং বানরানীকং নির্মথিষ্যসি রাবণম্॥ ২৪

'সুবিশাল চতুরঙ্গ সেনা দ্বারা পরিবৃত রাবণকে আপনি আপনার বানর-বাহিনী রচিত ব্যূহ দ্বারা নিঃশেষে মথিত করবেন।'

রাবণাবরজে বাক্যমেবং ব্রুবতি রাঘবঃ।
শত্রূণাং প্রতিঘাতার্থমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৫

রাবণানুজ বিভীষণ এইরূপ বাক্য বললে শত্রুদের পরাস্ত করার জন্য রামচন্দ্র এইভাবে বললেন—

পূর্বদ্বারং তু লঙ্কায়া নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
প্রহস্তং প্রতিযোদ্ধা স্যাদ্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ২৬

'বানরশ্রেষ্ঠ নীল বহু সংখ্যক বানর সেনা পরিবৃত হয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বারে প্রহস্তের (রাক্ষস সেনাপতি) সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

অঙ্গদো বালিপুত্রস্তু বলেন মহতা বৃতঃ।
দক্ষিণে বাধতাং দ্বারে মহাপার্শ্বমহোদরৌ॥ ২৭

'সুবিশাল বাহিনী নিয়ে বালিপুত্র অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব এবং মহোদরকে প্রতিরোধ করবে।

হনূমান্ পশ্চিমদ্বারং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ।

প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ॥ ২৮

'পবননন্দন হনুমান অপ্রমেয় মহাত্মা। তিনি বহুসংখ্যক বানর পরিবৃত হয়ে পশ্চিমদ্বারে যুদ্ধ করে লঙ্কায় প্রবেশ করুন।

দৈত্যদানবসঙ্ঘানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
বিপ্রকারপ্রিয়ঃ ক্ষুদ্রো বরদানবলান্বিতঃ॥ ২৯
পরিক্রমতি যঃ সর্বান্ লোকান্ সন্তাপয়ন্ প্রজাঃ।
তস্যাহং রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বয়মেব বধে ধৃতঃ॥ ৩০
উত্তরং নগরদ্বারমহং সৌমিত্রিণা সহ।
নিপীড্যাভিপ্রবেক্ষ্যামি সবলো যত্র রাবণঃ॥ ৩১

'বরলাভ করে শক্তিশালী হয়ে ক্ষুদ্র স্বভাবসম্পন্ন রাবণ দৈত্য-দানবদের তথা মহাত্মা, ঋষিদের সর্বদা অনিষ্ট সাধন করেই আনন্দ লাভ করে। প্রজাদের সন্তপ্ত করে যে সর্বলোকে বিচরণ করে — সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে নিশ্চিতরূপে বধ করার জন্য আমি নিজেই লক্ষ্মণ সহ নগরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করে প্রবেশ করব। কেননা উত্তর দ্বারে রাবণ সসৈন্যে অবস্থান করছে।

বানরেন্দ্রশ্চ বলবানৃক্ষরাজশ্চ বীর্যবান্।
রাক্ষসেন্দ্রানুজশ্চৈব গুল্মে ভবতু মধ্যমে॥ ৩২

'বানররাজ সুগ্রীব বলবান এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান পরাক্রমী রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের সঙ্গে বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান করবে।

ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে।
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে॥ ৩৩

'এই যুদ্ধে বানরেরা যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে, বানরবাহিনীর চিনে নেওয়ার জন্য এটিই হবে চিহ্নস্বরূপ।

বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বয়ং তু মানুষেণৈব সপ্ত যোৎস্যামহে পরান্॥ ৩৪

'যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা আমাদের স্বজনরূপে চিহ্নিত হবে। কেবল আমরা সাতজনই মনুষ্যরূপে থেকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অহমেব সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন মহৌজসা।
আত্মনা পঞ্চমশ্চায়ং সখা মম বিভীষণঃ॥ ৩৫

'আমি আমার মহাতেজস্বী ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকবো, চারজন অমাত্য সহ আমার বন্ধু বিভীষণ —কেবলমাত্র এইভাবে সাতজনই মনুষ্যরূপে অবস্থান করবে।'

স রামঃ কৃত্যসিদ্ধ্যর্থমেবমুক্ত্বা বিভীষণম্।
সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ।
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্॥ ৩৬

বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আপন কর্তব্য সিদ্ধির জন্য বিভীষণকে এইরূপ বললেন, সুবেল পর্বতের সানুদেশের রমণীয়তর সৌন্দর্য দেখে সেই পর্বতে আরোহণের ইচ্ছা করলেন।

ততস্তু রামো মহতা বলেন
প্রচ্ছাদ্য সর্বাং পৃথিবীং মহাত্মা।
প্রহৃষ্টরূপোঽভিজগাম লঙ্কাং
কৃত্বা মতিং সোঽরিবধে মহাত্মা॥ ৩৭

অনন্তর মহামতি মহাত্মা রামচন্দ্র নিজের বিশাল সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে শত্রুবধের ইচ্ছায় আনন্দিত চিত্তে লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

বানরদের সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সুবেল পর্বতে আরোহণ ও সেখানে রাত্রিবাস

স তু কৃত্বা সুবেলস্য মতিমারোহণং প্রতি।
লক্ষ্মণানুগতো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ১
বিভীষণং চ ধর্মজ্ঞমনুরক্তং নিশাচরম্।
মন্ত্রজ্ঞং চ বিধিজ্ঞং চ শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা॥ ২

সুবেলপর্বতে আরোহণের জন্য মতিস্থির করে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অনুগামী হয়ে সুগ্রীবকে এবং ধর্মানুরাগী, মন্ত্রবেত্তা তথা বিধিজ্ঞানী নিশাচর বিভীষণকে উত্তম এবং মধুর ভাষায় বললেন—

সুবেলং সাধু শৈলেন্দ্রমিমং ধাতুশতৈশ্চিতম্।
অধ্যারোহামহে সর্বে বৎস্যামোঽত্র নিশামিমাম্॥ ৩

'পর্বতরাজ সুবেল শত শত ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা সকলে এখানে আরোহণ করে এই রাত্রিটি এখানে যাপন করব।

লঙ্কাং চালোকয়িষ্যামো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ।
যেন মে মরণান্তায় হৃতা ভার্যা দুরাত্মনা॥ ৪

'সেই রাক্ষস রাবণের নিবাসস্থল লঙ্কাকে অবলোকন করব, যেখানে সেই দুরাত্মা নিজের মরণ ত্বরান্বিত করার জন্যই আমার ভার্যাকে অপহরণ করেছে।

যেন ধর্মো ন বিজ্ঞাতো ন বৃত্তং ন কুলং তথা।
রাক্ষস্যা নীচয়া বুদ্ধ্যা যেন তদ্ গর্হিতং কৃতম্॥ ৫

'যে ধর্ম জানে না, বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই, বংশমর্যাদা বিষয়েও যে অজ্ঞ ; কেবল রাক্ষসোচিত নীচ বুদ্ধির কারণেই সে এই গর্হিত কাজ করেছে।

তস্মিন্ মে বর্ততে রোষঃ কীর্তিতে রাক্ষসাধমে।
যস্যাপরাধান্নীচস্য বধং দ্রক্ষ্যামি রক্ষসাম্॥ ৬

'সেই অধম রাক্ষসের নাম উচ্চারণ করলেও আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই নীচ রাক্ষসের জন্য সমস্ত রাক্ষসবংশ আমার দ্বারা নিহত হবে।

একো হি কুরুতে পাপং কালপাশবশং গতঃ।
নীচেনাত্মাপচারেণ কুলং তেন বিনশ্যতি॥ ৭

'কালপাশে আবদ্ধ হয়ে একজনই পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু সেই নীচ ব্যক্তির কৃত কুকর্মের জন্য তার বংশই বিনষ্ট হয়।'

এবং সম্মন্ত্রয়ন্নেব সক্রোধো রাবণং প্রতি।
রামঃ সুবেলং বাসায় চিত্রসানুমুপারুহৎ॥ ৮

এইরূপ চিন্তা করতে করতে রামচন্দ্র রাবণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রিবাসের জন্য সুবেল পর্বতের মনোরম সানুদেশে আরোহণ করলেন।

পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণশ্চৈনমন্বগচ্ছৎ সমাহিতঃ।
সশরং চাপমুদ্যম্য সুমহদ্বিক্রমে রতঃ॥ ৯

মহাপরাক্রম সহকারে লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্তে, ধনুর্বাণ উদ্যত করে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

তমন্বারোহৎ সুগ্রীবঃ সামাত্যঃ সবিভীষণঃ।
হনুমানঙ্গদো নীলো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ॥ ১০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
পনসঃ কুমুদশ্চৈব হরো রম্ভশ্চ যূথপঃ॥ ১১
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ ঋষভশ্চ মহামতিঃ।
দুর্মুখশ্চ মহাতেজাস্তথা শতবলিঃ কপিঃ॥ ১২
এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ শীঘ্রগামিনঃ।
তে বায়ুবেগপ্রবণাস্তং গিরিং গিরিচারিণঃ॥ ১৩

তার পরে সুগ্রীব, মন্ত্রিদের সঙ্গে বিভীষণ, হনুমান্, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, হর, যূথপতি রম্ভ, জাম্ববান, সুষেণ, মহামতি ঋষভ, মহাতেজস্বী দুর্মুখ, শতবলি নামক বানর এবং অন্যান্য দ্রুতগামী পর্বতচারী বহুসংখ্যক বানর বায়ু বেগে সেই পর্বতে আরোহণ করল।

অধ্যারোহন্ত শতশঃ সুবেলং যত্র রাঘবঃ।
তে ত্বদীর্ঘেণ কালেন গিরিমারুহ্য সর্বতঃ॥ ১৪

সুবেল পর্বতে—যেখানে রামচন্দ্র অবস্থানরত, শত-শত বানর সেখানে অচিরেই আরোহণ করে পর্বতের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল।

দদৃশুঃ শিখরে তস্য বিষক্তামিব খে পুরীম্।
তাং শুভাং প্রবরদ্বারাং প্রাকারবরশোভিতাম্॥ ১৫
লঙ্কাং রাক্ষসসম্পূর্ণাং দদৃশুর্হরিযূথপাঃ।

সেই পর্বতশিখরে উঠে তারা সুন্দর লঙ্কাপুরীকে নিরীক্ষণ করল। সেই নগরীর প্রবেশদ্বার ছিল মনোহর এবং তা উত্তম প্রাচীর দ্বারা সুশোভিত। বানর যূথপতিগণ

রাক্ষসে পরিপূর্ণ সেই লঙ্কা নগরীকে অবলোকন করল।

প্রাকারবরসংস্থৈশ্চ তথা নীলৈশ্চ রাক্ষসৈঃ॥ ১৬
দদৃশুস্তে হরিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকারমপরং কৃতম্॥ ১৭

উত্তম প্রাচীরের উপর নীল বর্ণের রাক্ষসেরা এমনভাবে দণ্ডায়মান দেখাচ্ছিল, যেন তারা নিজেরাই অপর একটি প্রাকার নির্মাণ করেছে।

তে দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে রাক্ষসান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
মুমুচুর্বিবিধান্ নাদাংস্তস্য রামস্য পশ্যতঃ॥ ১৮

যুদ্ধকামী সেই রাক্ষসদের দেখে সেইসব বানরেরা রামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে নানাবিধ স্বরে ভয়ংকর গর্জন করতে লাগল।

ততোঽস্তমগমৎ সূর্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্তত॥ ১৯

তদনন্তর সন্ধ্যার রাগে রঞ্জিত হয়ে সূর্যদেব অস্তাচলগামী হলেন এবং পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশে উজ্জ্বল রাত্রি সমাগত হল।

ততঃ স রামো হরিবাহিনীপতি-
র্বিভীষণেন প্রতিনন্দ্য সৎকৃতঃ।
সলক্ষ্মণো যূথপযূথসংযুতঃ
সুবেলপৃষ্ঠে ন্যবসদ্ যথাসুখম্॥ ২০

অতঃপর বানরসেনাদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ কর্তৃক অভিনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং বানরদলপতিদের সঙ্গে সুবেল পর্বতের পৃষ্ঠদেশে সুখপূর্বক নিবাস করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

বানরদের সঙ্গে সুবেলপর্বতের শিখর থেকে শ্রীরামের লঙ্কাদর্শন

তাং রাত্রিমুষিতাস্তত্র সুবেলে হরিযূথপাঃ।
লঙ্কায়াং দদৃশুর্বীরা বনান্যুপবনানি চ॥ ১

বানরদলপতিরা সুবেলপর্বতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করলো। বীর বানরেরা সেখান থেকে লঙ্কার বন-উপবনসমূহ দেখতে পেল।

সমসৌম্যানি রম্যাণি বিশালান্যায়তানি চ।
দৃষ্টিরম্যাণি তে দৃষ্ট্বা বভূবুর্জাতবিস্ময়াঃ॥ ২

সর্বত্র সমানভাবে সুন্দর, শান্ত, নয়নসুখকর, সুবিশাল ও বিস্তৃত সেই স্থান দেখে বানরেরা বিস্মিত হয়ে গেল।

চম্পকাশোকবকুলশালতালসমাকুলা।
তমালবনসংছন্না নাগমালাসমাবৃতা॥ ৩
হিন্তালৈরর্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ॥ ৪
শুশুভে পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্দ্রুমৈঃ।
লঙ্কা বহুবিধৈর্দিব্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥ ৫

সেই বনভূমি ছিল চম্পা, অশোক, বকুল, শাল, তাল বৃক্ষ দ্বারা সমাবৃত। তমাল বৃক্ষরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত, নাগাকেশর দ্বারা পরিবৃত। সেখানে ছিল হেঁতাল, অর্জুন, কদম্ব, সুপুষ্পিত ছাতিম, তিলক (তিল গাছ), কর্ণিকা (অগ্নি মন্থন নিমিত্ত ব্যবহৃত কাষ্ঠের বৃক্ষ) এবং পাটল (শ্বেত ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট একধরণের পুষ্পবৃক্ষ) বৃক্ষের সমারোহ। বৃক্ষগুলির শাখাসমূহ কুসুমভারে হয়েছে অবনমিত। নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে লঙ্কার স্বর্গীয় সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য।

বিচিত্রকুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ।
শাদ্বলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিত্রাভির্বনরাজিভিঃ॥ ৬

বিচিত্র পুষ্পযুক্ত রক্তবর্ণের কোমল পল্লব, ঘন সবুজ তৃণরাজি তথা বনরাজি দ্বারা সুশোভিত সেই পুরী যেন নীলবর্ণের (গাঢ়রঙের) চিত্রতুল্য।

গন্ধাঢ্যান্যতিরম্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ॥ ৭

মানুষ যেমন সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত অলংকার ধারণ করে, তেমনি লঙ্কার বৃক্ষরাজিও সুগন্ধিত এবং অতিরমণীয় ফুল ও ফল ধারণ করে আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল।

চৈত্ররথসংকাশং মনোজ্ঞং নন্দনোপমম্।
বনং সর্বর্তুকং রম্যং শুশুভে ষট্পদায়ুতম্॥ ৮

চৈত্ররথ (কুবেরের উদ্যান) তথা নন্দনকাননের তুল্য মনোরম সেই বন সব ঋতুতেই ভ্রমরদের দ্বারা রমণীয় ভাবে সুশোভিত হতো।

দাত্যূহকোয়ষ্টিবকৈর্নৃত্যমানৈশ্চ বর্হিণৈঃ।
রুতং পরভৃতানাং চ শুশ্রুবে বননির্ঝরে॥ ৯

ডাহুক, টিট্টিভ, বক এবং নৃত্যরত ময়ূরদের দ্বারা সুশোভিত ছিল এই বনভূমি। বন্য ঝরণার নিকটে শ্রুত হচ্ছিল কোকিলের কুহুতান।

নিত্যমত্তবিহংগানি ভ্রমরাচরিতানি চ।
কোকিলাকুলখণ্ডানি বিহঙ্গাভিরুতানি চ॥ ১০
ভৃঙ্গরাজাভিগীতানি কুররস্বনিতানি চ।
কোণালকবিঘুষ্টানি সারসাভিরুতানি চ।
বিবিশুস্তে ততস্তানি বনান্যুপবনানি চ॥ ১১

লঙ্কার উপবনে পাখিরা সর্বদাই আনন্দোন্মত্ত, ভ্রমরেরা বিচরণরত। বনভূমি পাখির কূজনে—কোকিলের কুহুতানে আমোদিত। ভৃঙ্গরাজের গীতে, কুরর পক্ষীর প্রবল চীৎকারে, কোণালকের কলরবে, সারসের স্বরলহরীতে সেই স্থান মুখরিত। কতিপয় বানরবীর সেই বনে-উপবনে প্রবেশ করল।

হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
তেষাং প্রবিশতাং তত্র বানরাণাং মহৌজসাম্॥ ১২
পুষ্পসংসর্গসুরভির্ববৌ ঘ্রাণসুখোঽনিলঃ।
অন্যে তু হরিবীরাণাং যূথান্নিষ্ক্রম্য যূথপাঃ।
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা লঙ্কাং জগ্মুঃ পতাকিনীম্॥ ১৩

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী এই বানরবীরেরা ছিল উৎসাহী এবং অত্যন্ত আনন্দমগ্ন। মহাতেজস্বী সেই বানরগণ সেখানে প্রবেশ করতেই ফুলের স্পর্শে সুগন্ধিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখকর বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। অন্যান্য বীর বানর যূথপতিগণ দল থেকে বেরিয়ে এসে সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে পতাকা শোভিত লঙ্কাপুরীতে চলে গেল।

বিত্রাসয়ন্তো বিহগান্ গ্লাপয়ন্তো মৃগাদ্বিপান্।
কম্পয়ন্তশ্চ তাং লঙ্কাং স্বৈর্নদতাং বরাঃ॥ ১৪

পাখিদের সন্ত্রস্ত করে, মৃগ এবং হস্তীকুলকে আতঙ্কিত তথা লঙ্কাকে প্রকম্পিত করে আপন তেজে গর্জন করতে করতে শ্রেষ্ঠ গর্জনকারী বীর বানরেরা অগ্রসর হলো।

কুর্বন্তস্তে মহাবেগা মহীং চরণপীড়িতাম্।
রজশ্চ সহসৈবোর্ধ্বং জগাম চরণোত্থিতম্॥ ১৫

মহাবেগশালী বীর বানরেরা তাদের পদভারে পৃথিবীকে পীড়িত করল। তাদের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি সহসা ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হল।

ঋক্ষাঃ সিংহাশ্চ মহিষা বারণাশ্চ মৃগাঃ খগাঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তা জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ॥ ১৬

ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, হাতি, হরিণ এবং পাখির দল সেই ভয়ানক শব্দে আতঙ্কিত হল এবং ভীত অবস্থায় দশদিকে পলায়ন করল।

শিখরং তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্।
সমন্তাৎ পুষ্পসংছন্নং মহারজতসন্নিভম্॥ ১৭

ত্রিকূট নামক সুউচ্চ পর্বতের একটি শৃঙ্গ যেন দিব্য লোক স্পর্শ করেছে। সেই শৃঙ্গ সর্বতোভাবে পুষ্পাচ্ছন্ন এবং সোনার মতো উজ্জ্বল।

শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।
শ্লক্ষ্ণং শ্রীমন্মহচ্চৈব দুষ্প্রাপং শকুনৈরপি॥ ১৮

সুদর্শন, নির্মল, শতযোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ, মনোরম, কান্তিমান সেই গিরিশৃঙ্গ পাখিদের কাছেও অগম্য। (অর্থাৎ সেখানে পৌঁছানো পাখিদের পক্ষেও কঠিন।)

মনসাপি দুরারোহং কিং পুনঃ কর্মণা জনৈঃ।
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা॥ ১৯

ত্রিকূট পর্বতের সেই শৃঙ্গে আরোহণ করা কল্পনাতীত ও অসম্ভব। কর্ম দ্বারা আরোহণ প্রসঙ্গে আর কি বলব ? রাবণ পালিত লঙ্কানগরী সেই পর্বত শিখরে অবস্থিত।

দশযোজনবিস্তীর্ণা বিংশদ্যোজনমায়তা।
সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ।
কাঞ্চনেন চ শালেন রাজতেন চ শোভতে॥ ২০

কুড়ি যোজনব্যাপী দীর্ঘ এবং দশযোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ শুভ্র মেঘের ন্যায় সুউচ্চ সেই নগরীর প্রবেশদ্বার শালকাঠ দ্বারা নির্মিত এবং স্বর্ণ দ্বারা অলংকৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে।

প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্‌॥ ২১

গ্রীষ্মাবসানে বর্ষাঋতুর সমাগমে মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে আকাশের[১] শোভা বর্ধন করে, লঙ্কাপুরীও তদনুরূপ প্রাসাদ ও বিমান[২] দ্বারা সুশোভিত।

যস্যাং স্তম্ভসহস্রেণ প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ।
কৈলাসশিখরাকারো দৃশ্যতে খমিবোল্লিখন্‌॥ ২২

লঙ্কা নগরীর প্রাসাদগুলি সহস্র স্তম্ভ দ্বারা অলংকৃত। কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় সুউচ্চ সেই প্রাসাদগুলি আকাশের ন্যায় মনোরম দৃশ্যসম্পন্ন।

চৈত্যঃ স রাক্ষসেন্দ্রস্য বভূব পুরভূষণম্‌।
শতেন রক্ষসাং নিত্যং যঃ সমগ্রেণ রক্ষ্যতে॥ ২৩

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই চৈত্য প্রাসাদ (যজ্ঞগৃহ) ছিল লঙ্কাপুরীর অলংকার, যা শত সংখ্যক রাক্ষস দ্বারা নিত্য সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হত।

মনোজ্ঞাং কাঞ্চনবতীং পর্বতৈরুপশোভিতাম্‌।
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ উদ্যানৈরুপশোভিতাম্‌॥ ২৪

নানাবিধ অদ্ভুত ধাতু দ্বারা চিত্রিত এবং বহুপ্রকার উদ্যান দ্বারা সুশোভিত তথা মনোরম সুবর্ণময় অনেকানেক পর্বত দ্বারা সেই নগরী অলংকৃত হয়েছিল।

নানাবিহগসংঘুষ্টাং নানামৃগনিষেবিতাম্‌।
নানাকুসুমসম্পন্নাং নানারাক্ষসসেবিতাম্‌॥ ২৫

আপন মধুর স্বরে কূজনরত পাখির দল, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু, তথা বহু প্রকারের পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এই লঙ্কানগরী।

তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
রাবণস্য পুরীং রামো দদর্শ সহ বানরৈঃ॥ ২৬

লক্ষ্মণের অগ্রজ লক্ষ্মীবান শ্রীরাম সেই সমৃদ্ধ এবং মনোবাঞ্ছিত রাবণের পুরীকে বানরসৈন্য সহ অবলোকন করলেন।

তাং মহাগৃহসম্বাধাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
নগরীং ত্রিদিবপ্রখ্যাং বিস্ময়ং প্রাপ বীর্যবান্‌॥ ২৭

মহাপরাক্রমী লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম সুবৃহৎ প্রাসাদ সমন্বিত স্বর্গতুল্য লঙ্কানগরী দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

তাং রত্নপূর্ণাং বহুসংবিধানাং
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতাং চ।
পুরীং মহাযন্ত্রকবাটমুখ্যাং
দদর্শ রামো মহতা বলেন॥ ২৮

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শ্রীরাম এইভাবে নানাবিধ রত্নপূর্ণ সুসজ্জিত, মালার ন্যায় রচিত সুদৃশ্য প্রাসাদ দ্বারা অলঙ্কৃত, বিশাল যন্ত্র এবং সুদৃঢ় কপাট বিশিষ্ট লঙ্কানগরীকে দেখতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

---

[১]মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্‌-এর অর্থ হলো আকাশ। বলিরাজের দর্পচূর্ণ করার জন্য বামনাবতার আকাশে তাঁর মধ্যম পদ স্থাপন করেছিলেন। সেইজন্যই দ্যুলোক অর্থাৎ আকাশকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[২]আকাশমার্গে বিচরণকারী দেবতাদের রথকে বলা হয় বিমান আবার সাতমহল বিশিষ্ট প্রাসাদকেও বলা হয় বিমান, এমনকী প্রাচীন বাস্তুবিদ্যা অনুসারে সুউচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট মন্দিরকে বিমান বলা হয়। বিমান শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থের মধ্যে অন্যতম একটি হল সার্বভৌমগৃহবিশেষ (assembly-hall)।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪০)

সুগ্রীব এবং রাবণের মল্লযুদ্ধ

ততো রামঃ সুবেলাগ্রং যোজনদ্বয়মণ্ডলম্।
উপারোহৎ সসুগ্রীবো হরিযূথৈঃ সমন্বিতঃ॥ ১

অনন্তর শ্রীরাম দুই যোজনব্যাপী সুবেলপর্বতের শিখরে সুগ্রীব সহ যূথপতিদের নিয়ে আরোহণ করলেন।

স্থিত্বা মুহূর্তং তত্রৈব দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ত্রিকূটশিখরে রম্যে নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা॥ ২
দদর্শ লঙ্কাং সুন্যস্তাং রম্যকাননশোভিতাম্।

তিনি সেখানে মুহূর্তকাল অবস্থান করে ত্রিকূট পর্বতের রমণীয় শিখরে সুন্দরভাবে অবস্থিত, বিশ্বকর্মা-নির্মিত, মনোহর কানন দ্বারা সুশোভিত লঙ্কানগরীকে সর্বদিক থেকে অবলোকন করলেন।

তস্যা গোপুরশৃঙ্গস্থং রাক্ষসেন্দ্রং দুরাসদম্॥ ৩
শ্বেতচামরপর্যন্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্।
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রত্নাভরণভূষিতম্॥ ৪

এই নগরীর গোপুর শৃঙ্গে দুর্জয়, রাক্ষস রাজ রাবণ অবস্থানরত, তাঁর শরীর রক্তচন্দন দ্বারা অনুলেপিত এবং রত্নালঙ্কার দ্বারা সুভূষিত। তাঁর পার্শ্বদেশ শ্বেত চামর দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে এবং মস্তকে শোভিত হচ্ছে বিজয়ছত্র।

নীলজীমূতসংকাশং হেমসংছাদিতাম্বরম্।
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥ ৫

তাঁর সৌন্দর্য ছিল নীল মেঘের মতো। তাঁর বস্ত্র ছিল স্বর্ণ মণ্ডিত। ঐরাবত-হস্তীর দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল তাঁর বক্ষদেশে।

শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসসা।
সন্ধ্যাতপেন সংছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে॥ ৬

খরগোশের রক্ততুল্য লাল বর্ণে রঞ্জিত রক্তবাস দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অস্তগামী সূর্যের কিরণ দ্বারা মেঘমালার ন্যায় তিনি শোভিত হচ্ছিলেন।

পশ্যতাং বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ।
দর্শনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্রীবঃ সহসোত্থিতঃ॥ ৭

প্রধান-প্রধান বানর দলপতিদের তথা রামচন্দ্রের সম্মুখে রাক্ষসরাজ রাবণ দৃষ্টিগোচর হলে সুগ্রীব সহসা উত্থিত হলেন।

ক্রোধবেগেন সংযুক্তঃ সত্ত্বেন চ বলেন চ।
অচলাগ্রাদথোত্থায় পুপ্লুবে গোপুরস্থলে॥ ৮

ক্রোধের বেগে সংযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে তিনি পর্বতের শিখরদেশ থেকে উত্থিত হয়ে গোপুরস্থলে লাফিয়ে পড়লেন।

স্থিত্বা মুহূর্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
তৃণীকৃত্য চ তদ্ রক্ষঃ সোঽব্রবীৎ পরুষং বচঃ॥ ৯

মুহূর্তকাল সেখানে অবস্থান করে ভালোভাবে দেখে আন্তরিকভাবে নির্ভীক চিত্তে সুগ্রীব তাঁকে তৃণজ্ঞানে অবহেলা করে কঠোর বাক্য বললেন—

লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস।
ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা॥ ১০

'রাক্ষস ! লোকসমূহের প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আমি সখা এবং দাস। পৃথিবীপতি শ্রীরামের তেজে তেজস্বী আমার হাত থেকে আজ তোমার মুক্তি নেই।'

ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য পুপ্লুবে তস্য চোপরি।
আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ ভুবি॥ ১১

এই কথা বলে তিনি অকস্মাৎ রাবণের উপরে লাফিয়ে উঠে তাঁর বিচিত্র মুকুট ধরে টানতে লাগলেন এবং তাঁকে ভূপতিত করলেন।

সমীক্ষ্য তূর্ণমায়ান্তং বভাষে তং নিশাচরঃ।
সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি॥ ১২

এইভাবে তীব্রবেগে তাঁকে আক্রমণ করতে দেখে, সেই রাক্ষস তখন সুগ্রীবকে বললেন — 'যতক্ষণ তুমি আমার সম্মুখ না এসেছিলে, ততক্ষণই তুমি সুন্দর গ্রীবা বিশিষ্ট ছিলে, কিন্তু এইবার তুমি গ্রীবাহীন হয়ে যাবে।'

ইত্যুক্ত্বোত্থায় তং ক্ষিপ্রং বাহুভ্যামাক্ষিপৎ তলে।
কন্দুবৎ স সমুত্থায় বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ধরিঃ॥ ১৩

এই বলে রাবণ সুগ্রীবকে দুই বাহু দ্বারা ভূমি থেকে উত্তোলনপূর্বক শীঘ্রই ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীবও রাবণকে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলিত করে কন্দুকবৎ ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।

পরস্পরং স্বেদবিদিগ্ধগাত্রৌ
পরস্পরং শোণিতরক্তদেহৌ।
পরস্পরং শ্লিষ্টনিরুদ্ধচেষ্টৌ

পরস্পরং শাল্মলিকিংশুকাবিব ॥ ১৪

পরস্পর এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে উভয়ের শরীর হয়ে উঠল ঘর্মাক্ত এবং রক্তাক্ত। একে অপরকে বলপূর্বক আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিশ্চেষ্ট হয়েছেন। (অর্থাৎ দুই সম-শক্তিমান যুদ্ধ করতে করতে একে অপরকে জোর করে ধরে রাখার ফলে, কেউই কাউকে কোনো আঘাত করতে পারছে না, ফলে যুদ্ধের নিস্পত্তিও হচ্ছে না।) এই অবস্থায় উভয়ে শিমূল এবং পলাশ বৃক্ষের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ তলপ্রহারৈঃ-
ররত্নিঘাতৈশ্চ করাগ্রঘাতৈঃ।
তৌ চক্রতুর্যুদ্ধমসহ্যরূপং
মহাবলৌ রাক্ষসবানরেন্দ্রৌ ॥ ১৫

রাক্ষসরাজ রাবণ এবং বানরপতি সুগ্রীব— এই দুই মহাবলী অসহ্যরূপে যুদ্ধ করতে করতে একে অপরকে মুষ্টি, করতল, হাতের অগ্রভাগ এবং অরত্নি (কনুই থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত) দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

কৃত্বা নিযুদ্ধং ভৃশমুগ্রবেগৌ
কালং চিরং গোপুরবেদিমধ্যে।
উৎক্ষিপ্য চোৎক্ষিপ্য বিনম্য দেহৌ
পাদক্রমাদ্ গোপুরবেদিলগ্নৌ ॥ ১৬

গোপুরের বেদীমধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এই দুই মহাবীর উগ্রবেগে যুদ্ধ করতে করতে একে অপরের দেহকে উৎক্ষেপন করে, নিক্ষেপ এবং পদাঘাত করে বেদী সংলগ্ন স্থানে এনে ফেলতে লাগলেন।

অন্যোন্যমাপীড্য বিলগ্নদেহৌ
তৌ পেততুঃ সালনিখাতমধ্যে।
উৎপেততুর্ভূমিতলং স্পৃশন্তৌ
স্থিত্বা মুহূর্তং ত্বভিনিঃশ্বসন্তৌ ॥ ১৭

তারা আক্রমণ করতে করতে পরস্পর একে অপরকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা অবস্থায় শালবৃক্ষ পরিবেষ্টিত পরিখার মধ্যে ভূপতিত হল। কিছুক্ষণ ভূমিতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ এবং মোচন করতে লাগলেন। মুহূর্তকাল এইরূপে অবস্থান করে তাঁরা পুনরায় ভূমির উপরে উত্থিত হলেন।

আলিঙ্গ্য চালিঙ্গ্য চ বাহুযোক্ত্রৈঃ
সংযোজয়ামাসতুরাহবে তৌ।
সংরম্ভশিক্ষাবলসম্প্রযুক্তৌ
সুচেরতুঃ সম্প্রতি যুদ্ধমার্গৈঃ ॥ ১৮

পরস্পরকে বাহুপাশে আকর্ষণ করতে করতে তাঁরা পুনঃপুনঃ একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মল্লযুদ্ধের মাধ্যমেই তাঁরা তখন যুদ্ধোচিত বল এবং শিক্ষা প্রয়োগ করতে লাগলেন।

শার্দূলসিংহাবিব জাতদংষ্ট্রৌ
গজেন্দ্রপোতাবিব সম্প্রযুক্তৌ।
সংহত্য সংবেদ্য চ তৌ করাভ্যাং
তৌ পেততুর্বৈ যুগপদ্ ধরায়াম্ ॥ ১৯

সদ্য দন্ত প্রকাশিত হয়েছে এমন ব্যাঘ্রশাবক কিংবা সিংহশাবকের ন্যায় তথা দুটি হস্তী শাবকের মতো দুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, করতলদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে করতে যুগপৎ ভূপতিত হলেন।

উদ্যম্য চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তৌ
সংচক্রমাতে বহু যুদ্ধমার্গে।
ব্যায়ামশিক্ষাবলসম্প্রযুক্তৌ
ক্লমং ন তৌ জগ্মতুরাশু বীরৌ ॥ ২০

দুই বীরই যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং বলশালী। অতএব তাঁরা শীঘ্র ক্লান্ত হলেন না। যুদ্ধের জন্য উদ্যমশীল হয়ে একে অপরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পথে তিরস্কার করতে করতে নানা আচরণ করতে লাগলেন।

বাহূত্তমৈর্বারণবারণাভৈ-
র্নিবারয়ন্তৌ পরবারণাভৌ।
চিরেণ কালেন ভৃশং প্রযুদ্ধৌ
সংচেরতুর্মণ্ডলমার্গমাশু ॥ ২১

তাঁদের দৃঢ় বাহুযুগল ছিল হস্তীর স্থূল-শুণ্ডের ন্যায় বলিষ্ঠ। দীর্ঘসময় ধরে ভয়ানক যুদ্ধ করতে করতে এবং দ্রুত যুদ্ধের কৌশল বদল করতে করতে তাঁরা একে অপরকে নিবারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যসূদনে।
মার্জারাবিব ভক্ষার্থেঽবতস্থাতে মুহুর্মুহুঃ ॥ ২২

ভোজ্যবস্তুর জন্য দুটি বিড়াল যেমন মুহুর্মুহু বিবদমান হয়, তেমনি এই বীরদ্বয় একে অপরকে সংহার করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
গোমূত্রকাণি চিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥ ২৩

বিভিন্ন মণ্ডলে[১] এবং নানাবিধ স্থানে[২] যুদ্ধ করতে করতে গোমূত্ররেখার ন্যায় কুটিল গতিতে তাঁরা কখনো কখনো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, কখনো বা পশ্চাদপসারণ করছেন।

তিরশ্চীনগতান্যেব তথা বক্রগতানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্॥ ২৪
অভিদ্রবণমাপ্লাবমবস্থানং সবিগ্রহম্।
পরাবৃত্তমপাবৃত্তমপদ্রুতমবপ্লুতম্ ॥ ২৫
উপন্যস্তমপন্যস্তং যুদ্ধমার্গবিশারদৌ।
তৌ বিচেরতুরন্যোন্যং বানরেন্দ্রশ্চ রাবণঃ॥ ২৬

কখনো তির্যক গতিতে কখনো বা বক্রগতিতে ঘুরতে ঘুরতে, কখনো আপন অবস্থান থেকে সরে এসে শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করে, কখনো বা শত্রুর প্রতি অগ্রসর হয়ে তাকে আক্রমণ করে ; যুদ্ধ করতে করতে সবেগে অগ্রসর হয়ে, কখনো তীব্র গতিতে লাফিয়ে, কখনো পিছিয়ে এসে অথবা সরে গিয়ে কখনো বা একই স্থানে দণ্ডায়মান থেকে, কখনো শরীর ঝুঁকিয়ে দৌড়ে, আবার কখনো সামনে তাকিয়ে পিছু হটে অথবা অবস্থান পরিবর্তন করে বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ রাবণ এই দুই মল্লযুদ্ধ বিশারদ, একে অপরের প্রতি আক্রমণ বা প্রতিআক্রমণ করতে লাগলেন।

এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো মায়াবলমথাত্মনঃ।
আরব্ধুমুপসম্পেদে জ্ঞাত্বা তং বানরাধিপঃ॥ ২৭
উৎপপাত তদাऽऽকাশং জিতকাশী জিতক্লমঃ।
রাবণঃ স্থিত এবাত্র হরিরাজেন বঞ্চিতঃ॥ ২৮

ইতিমধ্যে রাক্ষস রাবণ তাঁর মায়া শক্তি বিস্তারের কথা চিন্তা করলেন কিন্তু বানরাধিপতি তা বুঝতে পারলেন। তিনি সহসা বিজয়োল্লাসে ক্লান্তিহীনভাবে আকাশে উঠে গেলেন এবং বানররাজ কর্তৃক ঠকে গিয়ে রাবণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অথ হরিবরনাথঃ প্রাপ্তসংগ্রামকীর্তি-
নিশিচরপতিমাজৌ যোজয়িত্বা শ্রমেণ।
গগনমতিবিশালং লঙ্ঘয়িত্বার্কসূনু-
র্হরিগণবলমধ্যে রামপার্শ্বং জগাম॥ ২৯

অনন্তর যুদ্ধে লব্ধকীর্তি বানররাজ সূর্যপুত্র সুগ্রীব রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে সুবিশাল আকাশমার্গ লঙ্ঘন করে তাঁর বানর সৈন্যদলের মধ্যে রামচন্দ্রের পাশে এসে উপস্থিত হলেন।

ইতি স সবিতৃসূনুস্তত্র তৎ কর্ম কৃত্বা
পবনগতিরনীকং প্রাবিশৎ সম্প্রহৃষ্টঃ।
রঘুবরনৃপসূনোর্বর্ধয়ন্ যুদ্ধহর্ষং
তরুমৃগগণমুখ্যৈঃ পূজ্যমানো হরীন্দ্রঃ॥ ৩০

এইরূপ এক অদ্ভুত কর্ম সাধন করে সূর্যপুত্র সুগ্রীব বায়ুর মতো তীব্র বেগে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহকে বর্ধিত করে আপন সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বানরমুখ্যদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

---

[১]মল্লযুদ্ধে মণ্ডল চার প্রকার—চারিমণ্ডল, করণমণ্ডল, খণ্ডমণ্ডল এবং মহামণ্ডল। এদের লক্ষণ এইরূপ—এক পা এগিয়ে চক্কর দিতে দিতে শত্রুকে আক্রমণ করা হল চারিমণ্ডল। দুই পায়ে মণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে আক্রমণ করা হলো করণমণ্ডল। অনেক করণমণ্ডলের সংযোগে হয় খণ্ডমণ্ডল। তিন অথবা চার খণ্ডমণ্ডলের সংযোগে হয় এক মহামণ্ডল।

[২]মল্লযুদ্ধে স্থান ছয় প্রকারের হয়ে থাকে—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় এবং অনালীঢ়। পাদুটিকে আগে পিছে আশে-পাশে বিশেষভাবে চালনা করতে করতে যথাস্থানে স্থাপন করাকেই বলা হয় স্থান। কারও কারও মতে বাঘ সিংহ প্রভৃতি জন্তুদের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়াই হল স্থান। প্রকৃতপক্ষে মণ্ডল, স্থান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ গুলি পাই আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। তিনিই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থানের এইরূপ নামকরণ ও বিভাজন করেছেন।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সুগ্রীবকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্তি করা, লঙ্কার চারটি দ্বারে বানরসৈন্যদেরকে নিয়োগ, রাবণের সভায় অঙ্গদের পরাক্রম প্রকাশ এবং বানরদের আক্রমণে রাক্ষসদের ভয়

অথ তস্মিন্ নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
সুগ্রীবং সম্পরিষ্বজ্য রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১

লক্ষ্মণের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের শরীরে যুদ্ধের চিহ্নসকল দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—

অসম্মন্ত্র্য ময়া সার্ধং তদিদং সাহসং কৃতম্।
এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্বন্তি জনেশ্বরাঃ॥ ২

'সুগ্রীব ! আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। রাজারা এইরূপ দুঃসাহসপূর্ণ কাজ করেন না।

সংশয়ে স্থাপ্য মাং চেদং বলং চেমং বিভীষণম্।
কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয়॥ ৩

'সাহসপ্রিয় বীর ! আমাকে, এই সৈন্যবাহিনীকে তথা এই বীর বিভীষণকে সংশয়াপন্ন করে আপনি যে সাহস প্রদর্শন করেছেন, তাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি।

ইদানীং মা কৃথা বীর এবংবিধমরিন্দম।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্যং সীতয়া মম॥ ৪
ভরতেন মহাবাহো লক্ষ্মণেন যবীয়সা।
শত্রুঘ্নেন চ শত্রুঘ্ন স্বশরীরেণ বা পুনঃ॥ ৫

'শত্রুদমনকারী বীর ! আপনি পুনরায় এইরূপ দুঃসাহসিক কাজে বিরত থাকুন। হে শত্রুসূদন মহাবাহো ! যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তাহলে সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন তথা আমার এই দেহধারণ করে কী হবে ?

ত্বয়ি চানাগতে পূর্বমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
জানতশ্চাপি তে বীর্যং মহেন্দ্রবরুণোপম॥ ৬
হত্বাহং রাবণং যুদ্ধে সপুত্রবলবাহনম্।
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং বিভীষণমথাপি চ॥ ৭
ভরতে রাজ্যমারোপ্য ত্যক্ষ্যে দেহং মহাবল।

'বরুণ ও মহেন্দ্রের ন্যায় মহাবীর ! যদিও আমি পূর্বেই আপনার বল সম্পর্কে অবগত আছি, তথাপি আপনি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, যুদ্ধে রাবণকে পুত্র, সেনা এবং বাহনসহ নিশ্চিহ্ন করে লঙ্কারাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করে এবং ভরতকে অযোধ্যার রাজ্য দান করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করব।'

তমেবং বাদিনং রামং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত॥ ৮
তব ভার্যাপহর্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্।
মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ॥ ৯

রামচন্দ্র এইরূপ কথা বললে প্রত্যুত্তরে সুগ্রীব তাঁকে বললেন—'হে রঘুকুলপতি বীর ! আপন পরাক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে আপনার ভার্যার অপহরণকারী রাবণকে সামনে পেয়ে আমি তাঁকে কিভাবে ক্ষমা করব' ?

ইত্যেবং বাদিনং বীরমভিনন্দ্য চ রাঘবঃ।
লক্ষ্মণং লক্ষ্মিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০

এইরূপ ভাষণকারী বীর সুগ্রীবকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীরামচন্দ্র শোভাসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বললেন—

পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠাম লক্ষ্মণ॥ ১১

'লক্ষ্মণ ! শীতল জলে পরিপূর্ণ জলাশয় এবং ফলে ভরা বনে অবস্থিত হয়ে আমরা সুবিশাল বানরসেনাকে বিভক্ত করে ব্যূহ রচনা করব।

লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।
নিবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষবানররক্ষসাম্॥ ১২

'অধুনা লোকক্ষয়কারী ভয়ংকর কুলক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি; মুখ্য বীর ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের মরণ আসন্ন মনে হচ্ছে।'

বাতা হি পরুষং বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা।
পর্বতাগ্রাণি বেপন্তে নদন্তি ধরণীধরাঃ॥ ১৩

'প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, পৃথিবী কম্পমান হয়েছে, পর্বতশিখর সমূহ কম্পিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর রক্ষাকারী দিগ্‌গজেরা চিৎকার করছে।

মেঘাঃ ক্রব্যাদসংকাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বরাঃ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তে মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ॥ ১৪

'মেঘেরা হিংস্র পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর হয়ে বিকট স্বরে গর্জন করছে তথা নির্দয়ভাবে রক্তবিন্দুমিশ্রিত বারিধারা বর্ষণ করছে।

রক্তচন্দনসংকাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা।
জ্বলচ্চ নিপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্॥ ১৫

'সন্ধ্যাকে দেখাচ্ছে অতি ভয়ানক রক্ত চন্দনের ন্যায় লাল। আদিত্যমণ্ডল থেকে যেন জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিপতিত হচ্ছে।

আদিত্যভিবাশ্যন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্।
দীনা দীনস্বরা ঘোরা অপ্রশস্তা মৃগদ্বিজাঃ॥ ১৬

'নিষিদ্ধ পশু এবং পক্ষীর দল দীনভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে ভয়ানক চিৎকার করছে, যা দেখে ভীতির সঞ্চার হয়।

রজন্যামপ্রকাশশ্চ সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্যন্তো যথা লোকস্য সংক্ষয়ে॥ ১৭

'রাত্রে চাঁদ অপ্রকাশিত হয়ে পৃথিবীকে সন্তপ্ত করছে। তার প্রান্তভাগের কৃষ্ণবর্ণ এবং রক্তবর্ণের কিরণ যেন পৃথিবীর ধ্বংসকেই সূচিত করছে।

হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষঃ সুলোহিতঃ।
আদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে॥ ১৮

'লক্ষ্মণ ! দেখো, সূর্যমণ্ডলে হ্রস্ব, রুক্ষ, অপ্রশস্ত অমঙ্গলকারী অত্যন্ত লাল পরিবেষ্টন তথা নীল বর্ণের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

দৃশ্যন্তে ন যথাবচ্চ নক্ষত্রাণ্যভিবর্ততে।
যুগান্তমিব লোকস্য পশ্য লক্ষ্মণ শংসতি॥ ১৯

'হে লক্ষ্মণ ! নক্ষত্রগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না। দেখো ! এগুলি যেন মলিন হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রলয়কাল আগমনের এইটিই হল সূচনা।

কাকাঃ শ্যেনাস্তথা গৃধ্রা নীচৈঃ পরিপতন্তি চ।
শিবাশ্চাপ্যশুভা বাচঃ প্রবদন্তি মহাস্বনাঃ॥ ২০

'কাক, বাজ, শকুন—এই সমস্ত পাখিরা নীচে পতিত হচ্ছে। শৃগালের দল উচ্চৈঃস্বরে অমঙ্গলসূচক চিৎকার করছে।

শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দমা॥ ২১

'মনে হচ্ছে যে, বানর এবং রাক্ষসদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড এবং শূলাদি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভূতলে রক্তমাংসের পিণ্ড সৃষ্টি করবে।

ক্ষিপ্রমদ্য দুরাধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিয়াম জবেনৈব সর্বতো হরিভির্বৃতাঃ॥ ২২

'রাবণপালিত সেই লঙ্কাপুরী যা শত্রুদের পক্ষে দুর্জয়, বানরদের দ্বারা সর্বতোভাবে পরিবৃত হয়ে আমরা সবেগে আক্রমণ করব।'

ইত্যেবং তু বদন্ বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
তস্মাদবাতরচ্ছীঘ্রং পর্বতাগ্রান্মহাবলঃ॥ ২৩

লক্ষ্মণকে এইরূপ বলে তাঁর অগ্রজ মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই পর্বতশিখর থেকে নীচে অবতরণ করলেন।

অবতীর্য তু ধর্মাত্মা তস্মাচ্ছৈলাৎ স রাঘবঃ।
পরৈঃ পরমদুর্ধর্ষং দদর্শ বলমাত্মনঃ॥ ২৪

সেই পর্বত থেকে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আপন সেনাদের নিরীক্ষণ করলেন, যা শত্রুদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্জয়।

সন্নহ্য তু সসুগ্রীবঃ কপিরাজবলং মহৎ।
কালজ্ঞো রাঘবঃ কালে সংযুগায়াভ্যচোদয়ৎ॥ ২৫

বানররাজ সুগ্রীবের সুবিশাল বাহিনীকে সুসজ্জিত করে সময়জ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র শুভ সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন।

ততঃ কালে মহাবাহুর্বলেন মহতা বৃতঃ।
প্রস্থিতঃ পুরতো ধন্বী লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্॥ ২৬

তদনন্তর মহাবাহু ধনুর্ধর শ্রীরামচন্দ্র সুবিশাল বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থিত হয়ে শুভলগ্নে লঙ্কাপুরী অভিমুখে রওনা হলেন।

তং বিভীষণসুগ্রীবৌ হনূমাঞ্জাম্ববান্ নলঃ।
ঋক্ষরাজস্তথা নীলো লক্ষ্মণশ্চান্বযুস্তদা॥ ২৭

সেই সময় বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, নল, নীল তথা লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ করছিলেন।

ততঃ পশ্চাৎ সুমহতী পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিমনুয়াতি স্ম রাঘবম্॥ ২৮

তৎপশ্চাৎ ভল্লুক এবং বানরদের সুবিশাল বাহিনী বিস্তীর্ণ ভূমিকে আচ্ছাদিত করে রঘুনাথকে অনুসরণ করছিলেন।

শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পরবারণাঃ॥ ২৯

প্রতিপক্ষের অগ্রগমনকে রোধ করার জন্য হাতির মতো বিশাল বানরেরা শত শত শৈলশিখর এবং বড় বড় বৃক্ষ হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

তৌ ত্বদীর্ঘেণ কালেন ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

রাবণস্য পুরীং লঙ্কামাসেদতুররিংদমৌ॥ ৩০

শত্রুদমনকারী সেই দুই ভাই শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ অল্প সময়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন।

পতাকামালিনীং রম্যামুদ্যানবনশোভিতাম্।
চিত্রবপ্রাং সুদুষ্প্রাপামুচ্চৈঃ প্রাকারতোরণাম্॥ ৩১

এই লঙ্কা ছিল পতাকাশোভিত, মনোরম উদ্যান এবং বনভূমি দ্বারা সুসজ্জিত, সুউচ্চ, দুর্লঙ্ঘ্য এবং সুচারু রূপে চিত্রিত প্রাকার এবং তোরণ দ্বারা বেষ্টিত।

তাং সুরৈরপি দুর্ধর্ষাং রামবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
যথানিদেশং সম্পীড্য ন্যবিশন্ত বনৌকসঃ॥ ৩২

এই লঙ্কা দেবতাদেরও সহজলভ্য নয়। রামচন্দ্রের আজ্ঞায় প্রেরিত বনবাসী বানরেরা যথাস্থানে থেকে সেই পুরীকে পীড়ন করে প্রবেশ করল।

লঙ্কায়াস্তূত্তরদ্বারং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
রামঃ সহানুজো ধন্বী জুগোপ চ রুরোধ চ॥ ৩৩

লঙ্কার উত্তর দ্বার ছিল পর্বতশৃঙ্গের মতো উন্নত। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম ধনুক হাতে সেই পথ রোধ করলেন এবং বানরসৈন্যদের রক্ষা করতে লাগলেন।

লঙ্কামুপনিবিষ্টস্তু রামো দশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ পুরীং রাবণপালিতাম্॥ ৩৪
উত্তরদ্বারমাসাদ্য যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।
নান্যো রামাদ্ধি তদ্ দ্বারং সমর্থঃ পরিরক্ষিতুম্॥ ৩৫

দশরথনন্দন শ্রীরাম বীর অনুচর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাবণপালিত লঙ্কাপুরীর নিকটে পৌঁছলেন, যেখানে (উত্তর দ্বারে) রাবণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো বীর সেই দ্বার রক্ষা করতে সক্ষম নন।

রাবণাধিষ্ঠিতং ভীমং বরুণেনেব সাগরম্।
সায়ুধৈ রাক্ষসৈর্ভীমৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ॥ ৩৬

বরুণদেব যেমন সমুদ্রে অধিষ্ঠান করেন, তেমনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভয়ানক রাক্ষসদের নিয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় ভয়ানকভাবে সেই দ্বারে রাবণ অবস্থান করছিলেন।

লঘূনাং ত্রাসজননং পাতালমিব দানবৈঃ।
বিন্যস্তানি চ যোধানাং বহূনি বিবিধানি চ॥ ৩৭
দদর্শায়ুধজালানি তথৈব কবচানি চ।

দানবদের দ্বারা সুরক্ষিত পাতালদেশ যেমন লঘুবলশালীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, লঙ্কার উত্তরদ্বারও তদনুরূপ ভয় উৎপাদক। বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে এখানে বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করা হয়েছে। রামচন্দ্র সেই যোদ্ধাদের অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি অবলোকন করলেন।

পূর্বং তু দ্বারমাসাদ্য নীলো হরিচমূপতিঃ॥ ৩৮
অতিষ্ঠৎ সহ মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ বীর্যবান্।

মহাপরাক্রমী বানরসেনাপতি নীল, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বারে অবস্থান করছিলেন।

অঙ্গদো দক্ষিণদ্বারং জগ্রাহ সুমহাবলঃ॥ ৩৯
ঋষভেণ গবাক্ষেণ গজেন গবয়েন চ।

ঋষভ, গবাক্ষ, গজ, গবয়দের সঙ্গে মহাবলশালী অঙ্গদ নগরীর দক্ষিণদ্বার অবরুদ্ধ করেছিলেন।

হনূমান্ পশ্চিমদ্বারং ররক্ষ বলবান্ কপিঃ॥ ৪০
প্রমাথিপ্রঘসাভ্যাং চ বীরৈরন্যৈশ্চ সঙ্গতঃ।

প্রমাথি, প্রঘস সহ অন্যান্য বীর বানরদের সঙ্গে বানরশ্রেষ্ঠ বলবান হনুমান পশ্চিমদ্বার অবরোধ করেছিলেন।

মধ্যমে চ স্বয়ং গুল্মে সুগ্রীবঃ সমতিষ্ঠত॥ ৪১
সহ সর্বৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈঃ সুপর্ণপবনোপমৈঃ।

মধ্যভাগে (উত্তর এবং পশ্চিমদ্বারের মধ্যভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণে) গরুড় এবং পবনতুল্য কোশলী সকল বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং সুগ্রীব অবস্থানরত ছিলেন।

বানরাণাং তু ষট্‌ত্রিংশৎকোট্যঃ প্রখ্যাতযূথপাঃ॥ ৪২
নিপীড্যোপনিবিষ্টাশ্চ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।

ছত্রিশকোটি সংখ্যক বিখ্যাত বানরদলপতিদের সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব যেস্থানে অবস্থিত ছিলেন, সেখানে রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিল।

শাসনেন তু রামস্য লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ॥ ৪৩
দ্বারে দ্বারে হরীণাং তু কোটিং কোটীর্ন্যবেশয়ৎ।

শ্রীরামের আদেশে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে এক কোটি সংখ্যক বানর নিযুক্ত করলেন।

পশ্চিমেন তু রামস্য সুষেণঃ সহজাম্ববান্॥ ৪৪
অদূরান্মধ্যমে গুল্মে তস্থৌ বহুবলানুগঃ।

সুষেণ এবং জাম্ববান বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে রামচন্দ্রের থেকে কিছুটা পশ্চাতে অবস্থান করছিলেন। অল্পদূরে থেকে তাঁরা মধ্যম ভাগকে রক্ষা করছিলেন।

তে তু বানরশার্দূলাঃ শার্দূলা ইব দংষ্ট্রিণঃ।
গৃহীত্বা দ্রুমশৈলাগ্রান্ হৃষ্টা যুদ্ধায় তস্থিরে॥ ৪৫

ব্যাঘ্রের ন্যায় বড় বড় দন্তবিশিষ্ট বানর শার্দুলেরা যুদ্ধের জন্য আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়ে বড় বড় বৃক্ষ এবং শৈলাগ্র-সমূহ হাতে নিয়ে অগ্রসর হল।

সর্বে বিকৃতলাঙ্গুলাঃ সর্বে দংষ্ট্রানখায়ুধাঃ।
সর্বে বিকৃতচিত্রাঙ্গাঃ সর্বে চ বিকৃতাননাঃ॥ ৪৬

সকল বানরের সম্মিলিত ক্রোধে তাদের পুচ্ছ বিকৃত হয়ে গেছিল। তাদের হাতিয়ার ছিল তাদের দাঁত এবং নখ। তাদের সর্বাঙ্গে ক্রোধের বিকৃত লক্ষণ প্রকাশিত হল, মুখমণ্ডল বিকৃত এবং ভয়ানক হয়ে উঠল।

দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ॥ ৪৭

এই বানরদের মধ্যে কারও শক্তি ছিল দশটি হাতির সমান। কারও বা শক্তি ছিল ততোধিক, আবার কেউ হাজার হাতির বিক্রম ধারণ করেছিল।

সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছতগুণোত্তরাঃ।
অপ্রমেয়বলাশ্চান্যে তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ॥ ৪৮

দশসহস্র হস্তীর বলতুল্যও যেমন কোনো কোনো বানর এই বাহিনীতে ছিল ; তেমনি ছিল শতগুণ বলশালী বানরও। বানর দলপতিদের শক্তি ছিল অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তত্র বানরসৈন্যানাং শলভানামিবোদ্গমঃ॥ ৪৯

পতঙ্গদলের উদ্গমনের ন্যায়, সেই স্থানে দলে দলে উপস্থিত বানরদের অদ্ভূত এবং বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল।

পরিপূর্ণমিবাকাশং সম্পূর্ণেব চ মেদিনী।
লঙ্কামুপনিবিষ্টৈশ্চ সম্পতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ॥ ৫০

লঙ্কায় সমাগত বানরদের দ্বারা আকাশ হয়েছিল পরিপূর্ণ এবং ভূমি হয়েছিল সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত।

শতং শতসহস্রাণাং পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুরন্যে যোদ্ধুং সমন্ততঃ॥ ৫১

ঋক্ষ এবং বানরদের এককোটি সংখ্যক সৈন্য লঙ্কার চারটি দ্বারে এসে উপস্থিত হল, অন্য সৈন্যরা সর্বত্র যুদ্ধের জন্য রওনা হল।

আবৃতঃ স গিরিঃ সর্বৈস্তৈঃ সমন্তাৎ প্লবঙ্গমৈঃ।
অযুতানাং সহস্রং চ পুরীং তামভ্যবর্তত॥ ৫২

সমস্ত বানরেরা সেই ত্রিকূট পর্বতকে (লঙ্কা যার উপরে অবস্থিত) আবৃত করেছিল। অযুত সহস্র সংখ্যক (এক কোটি) বানর সেই পুরীতে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করছিল।

বানরৈর্বলবদ্ভিশ্চ বভূব দ্রুমপাণিভিঃ।
সর্বতঃ সংবৃতা লঙ্কা দুষ্প্রবেশাপি বায়ুনা॥ ৫৩

হস্তে বৃক্ষধারী বলশালী বানরদের দ্বারা লঙ্কা সর্বতোভাবে এমন পরিবেষ্টিত হয়েছিল যে, বায়ুর পক্ষেও সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়েছিল।

রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুঃ সহসাভিনিপীড়িতাঃ।
বানরৈর্মেঘসংকাশৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ॥ ৫৪

মেঘ তুল্য ভয়ংকর এবং কালো তথা ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমী বানরদের সহসা আক্রমণে রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল।

মহাঞ্শব্দোঽভবৎ তত্র বলৌঘস্যাভিবর্ততঃ।
সাগরস্যেব ভিন্নস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ॥ ৫৫

সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভয়ানক শব্দ সৃষ্টি হয়, তেমনি আক্রমণকারী বিশাল বলশালী বানরদের আক্রমণে ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি হল।

তেন শব্দেন মহতা সপ্রাকারা সতোরণা।
লঙ্কা প্রচলিতা সর্বা সশৈলবনকাননা॥ ৫৬

সেই ভয়ানক কোলাহলে প্রাচীর, তোরণ, পর্বত, বন, উপবন সহ সমগ্র লঙ্কাপুরী প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী।
বভূব দুর্ধর্ষতরা সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৫৭

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের দ্বারা সুরক্ষিত সেই বাহিনী সমস্ত দেবতা ও অসুরদের পক্ষেও হয়েছিল দুর্জয়।

রাঘবঃ সন্নিবেশ্যৈবং স্বসৈন্যং রক্ষসাং বধে।
সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ সার্ধং নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ৫৮
আনন্তর্যমভিপ্রেপ্সু ক্রমযোগার্থতত্ত্ববিৎ।
বিভীষণস্যানুমতে রাজধর্মমনুস্মরন্॥ ৫৯
অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহূয়েদমব্রবীৎ।

রাক্ষস বধের জন্য এইভাবে সৈন্যদের সন্নিবিষ্ট করে বার বার মন্ত্রিদের সঙ্গে (সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ) পরামর্শ করে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার নীতি ক্রমানুসারে প্রয়োগে অভিজ্ঞ তথা অর্থতত্ত্ববিৎ শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের অনুমতি নিয়ে রাজধর্ম অনুসরণ করে বালিপুত্র অঙ্গদকে আহ্বান করে বললেন—

গত্বা সৌম্য দশগ্রীবং ব্রূহি মদ্বচনাৎ কপে॥ ৬০
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ত্যক্ত্বা গতব্যথঃ।
ভ্রষ্টশ্রীকং গতৈশ্বর্যং মুমূর্ষানষ্টচেতনম্॥ ৬১

'সৌম্য ! কপি প্রবর ! লক্ষ্মীভ্রষ্ট, গতৈশ্বর্য, দশানন রাবণ মরণকামী, তাই তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়েছে। তুমি ভয় ত্যাগপূর্বক প্রাকার লঙ্ঘন করে ব্যথারহিত হয়ে লঙ্কায় গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলো—

ঋষীণাং দেবতানাং চ গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা।
নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্ঞাং চ রজনীচর॥ ৬২
যচ্চ পাপং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস।
নূনং তে বিগতো দর্পঃ স্বয়ংভূবরদানজঃ।
তস্য পাপস্য সম্প্রাপ্তা ব্যুষ্টিরদ্য দুরাসদা॥ ৬৩

'হে নিশাচর ! রাক্ষসরাজ ! আপনি মোহবশতঃ অহংকারপূর্বক যে পাপ কাজ করেছেন, তার ফলে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ এবং রাজাদের নিকট আপনি অপরাধী। ব্রহ্মার বর লাভ করে আপনি যেরূপ দর্পিত হয়েছেন, তাতে অচিরেই আপনি বিনষ্ট হবেন। আপনার সেই পাপের দুঃসহ ফল এখন উপস্থিত হয়েছে।

যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্শিতঃ।
দণ্ডং ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ॥ ৬৪

'আমি দণ্ডধারী শাসক। আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। এই কারণে আপনাকে দণ্ড দেবার জন্য আমি লঙ্কা দ্বারে উপস্থিত হয়েছি।'

পদবীং দেবতানাং চ মহর্ষীণাং চ রাক্ষস।
রাজর্ষীণাং চ সর্বেষাং গমিষ্যসি যুধি স্থিরঃ॥ ৬৫

'রাক্ষস ! যদি তুমি যুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহলে সকল দেবতা, মহর্ষি, রাজর্ষিদের পদবী তুমি লাভ করবে। (অর্থাৎ পরলোকবাসী হবে)

বলেন যেন বৈ সীতাং মায়য়া রাক্ষসাধম।
মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হৃতবাংস্তন্নিদর্শয়॥ ৬৬

'রাক্ষসাধম ! আমাকে অতিক্রম করে যে মায়া শক্তির দ্বারা তুমি সীতাকে হরণ করেছ, আজ তুমি তা দেখাও।

অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন চেচ্ছরণমভ্যেষি তামাদায় তু মৈথিলীম্॥ ৬৭

'যদি তুমি মিথিলাকুমারী সীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমার শরণাগত না হও, তাহলে আমার তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে এ পৃথিবী আমি রাক্ষস শূন্য করব।

ধর্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং বিভীষণঃ।
লঙ্কৈশ্বর্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্॥ ৬৮

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্মাত্মা শ্রীমান বিভীষণ এখানে আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন, নিশ্চিতরূপেই ইনি নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য লাভ করবেন।

নহি রাজ্যমধর্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া।
শক্যং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিতাত্মনা॥ ৬৯

'অধর্মের দ্বারা মূর্খদের সাহায্যে তুমি ক্ষণমাত্রও রাজ্য ভোগ করতে পারবে না। তুমি পাপী। তাই তুমি আত্মজ্ঞানহীন হয়েছ।

যুধ্যস্ব মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্যমালম্ব্য রাক্ষস।
মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তস্ততঃ পূতো ভবিষ্যসি॥ ৭০

'ওহে রাক্ষস ! শৌর্য অবলম্বন করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার তীরের আঘাতে শান্ত (প্রাণশূন্য) হয়ে তুমি পূত (নিষ্পাপ) হবে।

যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর।
মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিয়াস্যসি॥ ৭১

'নিশাচর ! যদি তুমি পাখি হয়ে তিন লোকে উড়তে থাকো, তাহলেও আমার দৃষ্টিপথের মধ্যে এলে তুমি জীবিত ফিরে যাবে না।

ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্ধ্বদেহিকম্।
সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্॥ ৭২

'আমি তোমাকে হিতকর বাক্য বলছি। তুমি তোমার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, লঙ্কানগরীকে ভাল করে দেখে নাও। কারণ তোমার জীবন এখন আমার অধীন।'

ইত্যুক্তঃ স তু তারেয়ো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
জগামাকাশমাবিশ্য মূর্তিমানিব হব্যবাট্॥ ৭৩

অনায়াসে কর্মসাধনকারী শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে তারাপুত্র অঙ্গদ মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় আকাশে উঠে গেলেন।

সোঽতিপত্য মুহূর্তেন শ্রীমান্ রাবণমন্দিরম্।
দদর্শাসীনমব্যগ্রং রাবণং সচিবৈঃ সহ॥ ৭৪

শ্রীমান অঙ্গদ এক মুহূর্তেই রাবণের ভবনে এসে

উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি শান্তভাবে মন্ত্রিদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

তত্তস্যাবিদূরেণ নিপত্য হরিপুঙ্গবঃ।
দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ॥ ৭৫

বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সোনার বাজুবন্ধ পরিহিত হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় রাবণের নিকট উপস্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

তদ্ রামবচনং সর্বমন্যূনাধিকমুত্তমম্।
সামাত্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা॥ ৭৬

তিনি আত্মপরিচয় নিবেদন করে শ্রীরামের বক্তব্য অমাত্যসহ রাবণ সমীপে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করলেন। তিনি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলেননি।

দূতোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বালিপুত্রোঽঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ॥ ৭৭

তিনি বললেন—'অক্লিষ্টকর্মা (যিনি একটুও ক্লান্ত না হয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে সক্ষম) কোশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের আমি দূত। আমি বালির পুত্র অঙ্গদ। আমার পরিচয় হয়তো কখনো আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

আহ ত্বাং রাঘবো রামঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
নিষ্পত্য প্রতিযুধ্যস্ব নৃশংস পুরুষো ভব॥ ৭৮

'মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে সন্দেশ দিয়েছেন— 'নৃশংস রাবণ ! ঘর থেকে বেরিয়ে আমার সম্মুখে এসে যুদ্ধ করো। যথার্থ পুরুষত্ব দেখাও।

হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবম্।
নিরুদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো লোকা ভবিষ্যন্তি হতে ত্বয়ি॥ ৭৯

'মন্ত্রি, পুত্র, জ্ঞাতি-বন্ধু সহ আমি তোমাকে হত্যা করব। কারণ, তোমার মৃত্যু হলেই ত্রিলোকে সকল প্রাণী নিরুদ্বিগ্ন হবে।

দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাং চ কণ্টকম্॥ ৮০

'ঋষিদের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস সকলেরই শত্রু। আজই আমি তোমায় ধ্বংস করব।

বিভীষণস্য চৈশ্বর্যং ভবিষ্যতি হতে ত্বয়ি।
ন চেৎ সৎকৃত্য বৈদেহীং প্রণিপত্য প্রদাস্যসি॥ ৮১

'আমার চরণবন্দনা করে সশ্রদ্ধ চিত্তে যদি তুমি বৈদেহী সীতাকে আমার হাতে প্রত্যর্পণ না কর, তাহলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সকল ঐশ্বর্য লাভ করবে।'

ইত্যেবং পরুষং বাক্যং ব্রুবাণে হরিপুঙ্গবে।
অমর্ষবশমাপন্নো নিশাচরগণেশ্বরঃ॥ ৮২

বানরপুঙ্গব অঙ্গদ এইরূপ কঠোর বাক্য বললে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

ততঃ স রোষমাপন্নঃ শশাস সচিবাংস্তদা।
গৃহ্যতামিতি দুর্মেধা বধ্যতামিতি চাসকৃৎ॥ ৮৩

তখন তিনি ক্রোধপূর্ণভাবে মন্ত্রিদের বারংবার নির্দেশ দিলেন—'এই দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন বানরকে ধরো, একে এখনই হত্যা করো।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীপ্তাগ্নিমিব তেজসা।
জগৃহুস্তং ততো ঘোরাশ্চত্বারো রজনীচরাঃ॥ ৮৪

রাবণের নির্দেশ শুনে চারজন ভয়ংকর নিশাচর প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অঙ্গদকে ধরে ফেলল।

গ্রাহয়ামাস তারেয়ঃ স্বয়মাত্মানমাত্মবান্।
বলং দর্শয়িতুং বীরো যাতুধানগণে তদা॥ ৮৫

আত্মবলে বলীয়ান তারানন্দন অঙ্গদ রাক্ষসদের নিকট আপনি বলপ্রদর্শনের নিমিত্ত স্বয়ং ধরা দিলেন।

স তান্ বাহুদ্বয়াসক্তানাদায় পতগানিব।
প্রাসাদং শৈলসংকাশমুৎপপাতাঙ্গদস্তদা॥ ৮৬

অনন্তর তিনি তাঁর বাহুধারী রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে পর্বতশিখরতুল্য সুউচ্চ প্রাসাদের শীর্ষদেশে লাফিয়ে উঠলেন।

তস্যোৎকপতনবেগেন নির্ধূতাস্তত্র রাক্ষসাঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্বে রাক্ষসেন্দ্রস্য পশ্যতঃ॥ ৮৭

তাঁর উল্লম্ফনের বেগে সেই নিশাচরেরা প্রকম্পিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের দৃষ্টির সম্মুখেই ভূপতিত হল।

ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্॥ ৮৮

তদনন্তর প্রতাপবান বালিপুত্র অঙ্গদ রাক্ষসরাজের

পর্বতশিখরতুল্য সুউচ্চ সেই প্রাসাদের শীর্ষদেশ পদদলিত করে বেড়াতে লাগলেন।

পফাল চ তদাক্রান্তং দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ।
পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেব বিদারিতম্॥ ৮৯

পুরাকালে বজ্রাঘাতে যেমন হিমালয়পর্বতের শৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়েছিল, তেমনি দশানন রাবণের চোখের সম্মুখে তাঁর প্রাসাদও বিদারিত হল।

ভঙ্‌ক্ত্বা প্রাসাদশিখরং নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
বিনদ্য সুমনাহাদমুৎপপাত বিহায়সা॥ ৯০

এইভাবে প্রাসাদশিখর ভগ্ন করে নিজের নাম শুনিয়ে ভয়ানক শব্দ করে অঙ্গদ আকাশপথে উড্ডীয়মান হলেন।

ব্যথয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ংশ্চাপি বানরান্।
স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ॥ ৯১

সকল রাক্ষসকে ব্যথিত করে এবং সব বানরদেরকে আনন্দিত করে, তিনি বানরদের মধ্যে শ্রীরামের পাশে এসে উপস্থিত হলেন।

রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ।
বিনাশং চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোঽভবৎ॥ ৯২

রাবণ তাঁর প্রাসাদের ভগ্নদশা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং আপন-বিনাশ আসন্ন বুঝে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগলেন।

রামস্তু বহুভির্হৃষ্টৈর্বিনদদ্ভিঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বৃতো রিপুবধাকাঙ্ক্ষী যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্তত॥ ৯৩

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গর্জনরত বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুবধের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুষেণস্তু মহাবীর্যো গিরিকূটোপমো হরিঃ।
বহুভিঃ সংবৃতস্তত্র বানরৈঃ কামরূপিভিঃ॥ ৯৪
স তু দ্বারাণি সংযম্য সুগ্রীববচনাৎ কপিঃ।
পর্যক্রামত দুর্ধর্ষো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ॥ ৯৫

পর্বতশীর্ষের ন্যায় বিশালাকৃতি সম্পন্ন মহাপরাক্রমী বানর সুষেণ ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বহুসংখ্যক বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুগ্রীবের আদেশানুসারে লঙ্কার সকল দ্বার রুদ্ধ করলো। চন্দ্রদেব যেমন সকল নক্ষত্রের ওপরে গমন করেন, তেমনি বানরবাহিনী সকল দ্বারে বিচরণ করতে লাগলো।

তেষামক্ষৌহিণিশতং সমবেক্ষ্য বনৌকসাম্।
লঙ্কামুপনিবিষ্টানাং সাগরং চাভিবর্ততাম্॥ ৯৬
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুস্ত্রাসং জগ্মুস্তথাপরে।
অপরে সমরে হর্ষাদ্ধর্ষমেবোপপেদিরে॥ ৯৭

রাক্ষসেরা বিস্মিত হয়ে দেখল শত অক্ষৌহিণী বানরসৈন্য লঙ্কানগরীকে পরিবেষ্টন করে সমুদ্র পর্যন্ত ভূমিকে আচ্ছাদিত করেছে। তন্মধ্যে কিছু রাক্ষস ভয়ভীত হল আবার কিছু রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য আনন্দে এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কৃৎস্নং হি কপিভির্ব্যাপ্তং প্রাকারপরিখান্তরম্।
দদৃশূ রাক্ষসা দীনাঃ প্রাকারং বানরীকৃতম্।
হাহাকারমকুর্বন্ত রাক্ষসা ভয়মাগতাঃ॥ ৯৮

সেই সময় লঙ্কার প্রাকারগুলি এবং পরিখাসমূহ বানরদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। রাক্ষসেরা দীনভাবে দেখলো নগরীর প্রাকার বানরময় হয়ে গেছে। তারা ভীত চিত্তে হাহাকার করে উঠল।

তস্মিন্ মহাভীষণকে প্রবৃত্তে
কোলাহলে রাক্ষসরাজযোধাঃ।
প্রগৃহ্য রক্ষাংসি মহাযুধানি
যুগান্তবাতা ইব সংবিচেরুঃ॥ ৯৯

তখন সেখানে ভয়ানক কোলাহল শুরু হল। রাক্ষসরাজ রাবণের যোদ্ধারা বড়-বড় অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রলয়কালীন ভয়ানক বাতাসের মতো দ্রুতগতিতে বিচরণ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

লঙ্কার ওপর বানরদের আক্রমণ তথা রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের ভয়ানক যুদ্ধ

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র গত্বা রাবণমন্দিরম্।
ন্যবেদয়ন্ পুরীং রুদ্ধাং রামেণ সহ বানরৈঃ॥ ১

তখন রাক্ষসেরা রাবণের গৃহে গিয়ে নিবেদন করলো, রামচন্দ্র বানরদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ করেছেন।

রুদ্ধাং তু নগরীং শ্রুত্বা জাতক্রোধো নিশাচরঃ।
বিধানং দ্বিগুণং কৃত্বা প্রাসাদং চাপ্যরোহত॥ ২

লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ জেনে রাবণ ভয়ানক কুপিত হয়ে, সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলেন।

স দদর্শ বৃতাং লঙ্কাং সশৈলবনকাননাম্।
অসংখ্যেয়ৈর্হরিগণৈঃ সর্বতো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ৩

সেখানে তিনি দেখলেন অসংখ্য যুদ্ধকামী বানরবাহিনী দ্বারা বন, পর্বত, উদ্যান সহ সমগ্র লঙ্কা নগরী সবদিক থেকে পরিবেষ্টিত।

স দৃষ্ট্বা বানরৈঃ সর্বৈর্বসুধাং কপিলীকৃতাম্।
কথং ক্ষপয়িতব্যাঃ স্যুরিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ৪

বসুধাকে এইভাবে সম্পূর্ণরূপে বানরদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে কপিল বর্ণ ধারণ করতে দেখে, কিভাবে তাদের বিনাশ করবেন, সেই চিন্তায় রাবণ মগ্ন হলেন।

স চিন্তয়িত্বা সুচিরং ধৈর্যমালম্ব্য রাবণঃ।
রাঘবং হরিযূথাংশ্চ দদর্শায়তলোচনঃ॥ ৫

দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যধারণপূর্বক চিন্তা করে, আয়তলোচন রাবণ পুনরায় রামচন্দ্রকে ও তাঁর বানরবাহিনীকে অবলোকন করলেন।

রাঘবঃ সহ সৈন্যেন মুদিতো নাম পুপ্লুবে।
লঙ্কাং দদর্শ গুপ্তাং বৈ সর্বতো রাক্ষসৈর্বৃতাম্॥ ৬

শ্রীরাম বানরসৈন্যদের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হলেন। দেখলেন লঙ্কা সবদিক থেকে রাক্ষসদের দ্বারা আবৃত এবং সুরক্ষিত।

দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম সহসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা॥ ৭

বিচিত্র ধ্বজা এবং পতাকায় সুসজ্জিত লঙ্কাকে দেখে দশরথনন্দন শ্রীরাম বিষণ্ণচিত্তে মনে মনে সীতাকে স্মরণ করলেন—

অত্র সা মৃগশাবাক্ষী মৎকৃতে জনকাত্মজা।
পীড্যতে শোকসন্তপ্তা কৃশা স্থণ্ডিলশায়িনী॥ ৮

'হায়! সেই মৃগশাবকাক্ষি জনকতনয়া সীতা আমার জন্যই শোকসন্তপ্ত অবস্থায় পীড়িত হয়ে কৃশ দেহে ভূমিতে শয়ন করছেন।'

নিপীড্যমানাং ধর্মাত্মা বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্ রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে॥ ৯

এইভাবে নিপীড়িত বিদেহনন্দিনীর কথা বার বার চিন্তা করে ধর্মাত্মা শ্রীরাম শীঘ্রই শত্রু রাক্ষসদের বধ করার জন্য বানরদের আদেশ দিলেন।

এবমুক্তে তু বচসি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
সংঘর্ষমাণাঃ প্লবগাঃ সিংহনাদৈরনাদয়ন্॥ ১০

অক্লিষ্টকর্মা শ্রীরাম এইরূপ আদেশ দিলে বানরেরা সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে সর্বাগ্রে গমনের নিমিত্ত যেন পরস্পর প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হল।

শিখরৈর্বিকিরামৈতাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্বে মনাংসি হরিযূথপাঃ॥ ১১

বানরদলপতিরা সকলে মনে মনে সুনিশ্চিত হল যে, তারা পর্বতশৃঙ্গ বর্ষণের দ্বারা এবং মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা লঙ্কাকে চূর্ণ করবেন।

উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গানি মহান্তি শিখরাণি চ।
তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধাংস্তিষ্ঠন্তি হরিযূথপাঃ॥ ১২

এইসব বানরসেনাপতিরা বড় বড় পর্বতশৃঙ্গ সুবিশাল বৃক্ষরাজিসমূহ উৎপাটন করে প্রস্তুত হল।

প্রেক্ষতো রাক্ষসেন্দ্রস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা॥ ১৩

রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখতে দেখতে সেই বানর সৈনিকেরা নানাভাগে বিভক্ত হয়ে শ্রীরামের বিজয় কামনায় লঙ্কার প্রাকারে আরোহণ করল।

তে তাম্রবক্ত্রা হেমাভা রামার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
লঙ্কামেবাভ্যবর্তন্ত সালভূধরযোধিনঃ॥ ১৪

সেইসব লালমুখ বিশিষ্ট, সুবর্ণকান্তি বানরেরা রামচন্দ্রের জন্য প্রাণ ত্যাগে প্রস্তুত ছিল। তারা শালবৃক্ষ এবং শৈলশিখর নিয়ে যুদ্ধোদ্যত হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করল।

তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রেশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রাকারাগ্রাণ্যসংখ্যানি মমন্থুস্তোরণানি চ॥ ১৫

সেই বানরেরা বৃক্ষ, পর্বতশিখর এবং মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা অগণিত প্রাকার এবং তোরণ ধ্বংস করতে লাগল।

পরিখান্ পূরয়ন্তশ্চ প্রসন্নসলিলাশয়ান্।
পাংসুভিঃ পর্বতাগ্রেশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাঃ॥ ১৬

স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ পরিখাগুলিকে বানরেরা ধুলো, ঘাস, কাঠ, পর্বত-শিখর দ্বারা পূর্ণ করে ফেলল।

ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ।
কোটিযূথশতাশ্চান্যে লঙ্কামারুরুহুস্তদা॥ ১৭

অনন্তর সহস্র যূথ, কোটি যূথ এবং শতকোটি যূথ নিয়ে যূথপতিগণ লঙ্কার দুর্গে আরোহণ করল।

কাঞ্চনানি প্রমর্দন্তস্তোরণানি প্লবঙ্গমাঃ।
কৈলাসশিখরাগ্রাণি গোপুরাণি প্রমথ্য চ॥ ১৮
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কাং তামভিধাবন্তি মহাবারণসন্নিভাঃ॥ ১৯

বিশাল হস্তী তুল্য বৃহৎ বানরেরা স্বর্ণমণ্ডিত তোরণগুলি, কৈলাশ শৃঙ্গের মতো গোপুরগুলি মর্দন করতে লাগলো। তারা গর্জন করতে করতে লঙ্কার ওপরে লাফালাফি ও ছোটাছুটি করছিল।

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ২০
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যধাবন্ত লঙ্কায়াঃ প্রাকারং কামরূপিণঃ॥ ২১

অত্যন্ত বলবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং মহাবলী শ্রীমান লক্ষ্মণের তথা রামচন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের নামে জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে করতে এবং গর্জন করতে করতে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা লঙ্কার প্রাকারের দিকে ছুটতে লাগল।

বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ নলশ্চ পনসস্তথা।
নিপীড্যোপনিবিষ্টাস্তে প্রাকারং হরিযূথপাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্॥ ২২

এই সময়ে বীরবাহু, সুবাহু, নল, পনস—এইসকল বানর যূথপতিগণ লঙ্কার প্রাকারগুলি নিপীড়িত করে সেখানে অবস্থিত হল এবং যথাসময়ে সেখানে সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করল।

পূর্বদ্বারং তু কুমুদঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ হরিভির্জিতকাশিভিঃ॥ ২৩

বলবান কুমুদ বিজয়শ্রীসম্পন্ন দশকোটি বানরকে সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার পূর্বদ্বার (ঈশান কোণ)(১) ঘিরে ফেলল।

সহায়ার্থে তু তস্যৈব নিবিষ্টঃ প্রঘসো হরিঃ।
পনসশ্চ মহাবাহুর্বানরৈরভিসংবৃতঃ॥ ২৪

তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যান্য বানরদের সঙ্গে নিয়ে মহাবাহু পনস এবং প্রঘস সেখানে উপস্থিত হল।

দক্ষিণদ্বারমাসাদ্য বীরঃ শতবলিঃ কপিঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ বিংশত্যা কোটিভির্বৃতঃ॥ ২৫

কুড়ি কোটি বলবান বানরসৈন্য সঙ্গে নিয়ে বীর বানর শতবলি দক্ষিণদ্বার (অগ্নি কোণ)(২) রুদ্ধ করে অবস্থানরত হলেন।

সুষেণঃ পশ্চিমদ্বারং গত্বা তারাপিতা বলী।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ কোটিকোটিভিরাবৃতঃ॥ ২৬

তারার পিতা বলবান সুষেণ কোটি কোটি বানর সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমদ্বারে (নৈঋত কোণে)(৩) অবস্থিত হলেন।

উত্তরদ্বারমাগম্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ॥ ২৭

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মহাবলবান শ্রীরাম তথা বানররাজ সুগ্রীব উত্তরদ্বার (বায়ু কোণ)(৪) অবরোধ করে অবস্থিত হলেন।

গোলাঙ্গূলো মহাকায়ো গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৮

বিশালাকৃতিসম্পন্ন ভয়ানক দর্শন গবাক্ষ, যে গোলাঙ্গুল জাতীয় বানরদের মধ্যে মহাপরাক্রমী, এককোটি বানর নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে অবস্থিত হল।

ঋক্ষাণাং ভীমকোপানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৯

এরপর শ্রীরামের পার্শ্বে এসে দণ্ডায়মান হল শত্রুমর্দনকারী, মহাবলশালী ঋক্ষরাজ ধূম্র। তার সঙ্গে ছিল এককোটি সংখ্যক ভয়ানক ক্রোধী ভল্লুক।

(১)-(২)-(৩)-(৪) এখানে পূর্বদ্বার, দক্ষিণদ্বার, পশ্চিমদ্বার এবং উত্তরদ্বার এই চারটি শব্দ দ্বারা যথাক্রমে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত এবং বায়ুকোণকে বোঝান হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী সর্গে পূর্বাদি দ্বার নীল প্রমুখ বানর যূথপতিদের রক্ষার দায়িত্ব উল্লিখিত হয়েছে। ফলে কুমুদ প্রভৃতি বানরদের অবস্থান সেই দ্বারের নিকটস্থ ঈশানাদি কোণকেই বুঝিয়েছে।

মহাবীর্যো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
যত্রৈস্তু সচিবৈস্তস্থৌ যত্র মহাবলঃ॥ ৩০

মহাবলী শ্রীরাম যেখানে অবস্থানরত, সেখানেই উপস্থিত হলেন সচিব-পরিবৃত মহাপরাক্রমী, গদাপাণি বিভীষণ।

গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো ররক্ষুর্হরিবাহিনীম্॥ ৩১

সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বানর-বাহিনীর সুরক্ষায় ব্যস্ত হল গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদন।

ততঃ কোপপরীতাত্মা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
নির্যাণং সর্বসৈন্যানাং দ্রুতমাজ্ঞাপয়ৎ তদা॥ ৩২

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের সকল সৈন্যদেরকে দ্রুত নির্গমনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং রাবণস্য মুখেরিতম্।
সহসা ভীমনির্ঘোষমুদ্ঘুষ্টং রজনীচরৈঃ॥ ৩৩

রাবণের মুখ থেকে বহির্গমনের আদেশ শুনে রাক্ষসেরা সহসা অত্যন্ত ভয়ানক গর্জন করে উঠল।

ততঃ প্রবোধিতা ভের্যশ্চন্দ্রপাণ্ডুরপুষ্করাঃ।
হেমকোণৈরভিহতা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ॥ ৩৪

অনন্তর রাক্ষসেরা স্বর্ণদণ্ডের সাহায্যে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র পুষ্কর এবং ভেরী বাজাতে আরম্ভ করল। যা থেকে মহাভয়ানক শব্দ উত্থিত হল।

বিনেদুশ্চ মহাঘোষাঃ শঙ্খাঃ শতসহস্রশঃ।
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং মুখমারুতপূরিতাঃ॥ ৩৫

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক রাক্ষসদের মুখ বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়ে শত সহস্র শঙ্খের গম্ভীর গর্জন নিনাদিত হল।

তে বভুঃ শুভনীলাঙ্গাঃ সশঙ্খা রজনীচরাঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলসন্নদ্ধাঃ সবলাকা ইবাম্বুদাঃ॥ ৩৬

অলঙ্কারে সুসজ্জিত শঙ্খ-বাদনরত কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ বিদ্যুৎ-উদ্ভাসিত বলাকা দ্বারা সুসজ্জিত জলমেঘের ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

নিষ্পেতুস্তে ততঃ সৈন্যা হৃষ্টা রাবণচোদিতাঃ।
সময়ে পূর্যমাণস্য বেগা ইব মহোদধেঃ॥ ৩৭

প্রলয়কালে মহাসমুদ্রের জল যেমন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, তেমনি রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তাঁর সৈনিকেরা আনন্দিতভাবে যুদ্ধের জন্য নির্গত হল।

ততো বানরসৈন্যেন মুক্তো নাদঃ সমন্ততঃ।
মলয়ঃ পূরিতো যেন সসানুপ্রস্থকন্দরঃ॥ ৩৮

তদনন্তর বানরসৈন্যরা সকলে মিলে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে উঠল। যার দ্বারা ছোট-বড় শিখর, কন্দর বিশিষ্ট মলয় পর্বত প্রকম্পিত হল।

শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ সিংহনাদস্তরস্বিনাম্।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ সাগরং চাভ্যনাদয়ৎ॥ ৩৯
গজানাং বৃংহিতৈঃ সার্ধং হয়ানাং হ্রেষিতৈরপি।
রথানাং নেমিনির্ঘোষৈ রক্ষসাং বদনস্বনৈঃ॥ ৪০

এইভাবে হাতিদের বৃংহন, অশ্বসমূহের হ্রেষাধ্বনি, রথচক্রের ঘর্ঘরানি, রাক্ষসদের মুখনিঃসৃত শব্দ, শঙ্খ এবং দুন্দুভির নির্ঘোষ তথা দ্রুতগামী বানরদের সিংহতুল্য গর্জন দ্বারা পৃথিবী, সমুদ্র এবং আকাশ নিনাদিত হল।

এতস্মিন্নন্তরে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
রক্ষসাং বানরাণাং চ যথা দেবাসুরে পুরা॥ ৪১

ইত্যবসরে প্রাচীনকালের দেবাসুরের দ্বন্দ্বের ন্যায় রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

তে গদাভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্বানরান্ সর্বান্ কথয়ন্তঃ স্ববিক্রমান্॥ ৪২

রাক্ষসেরা প্রদীপ্ত গদা দ্বারা তথা শক্তি, শূল, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আপন বিক্রম ঘোষণা করে সমস্ত বানরদেরকে আঘাত করতে লাগল।

তথা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দন্তৈশ্চ বেগিনঃ॥ ৪৩

অনুরূপভাবে বিশালকায় দ্রুতগামী বানরেরা বৃক্ষ এবং পর্বতশিখর দ্বারা তথা আপন-আপন নখ-দন্ত দ্বারা রাক্ষসদের আঘাত করল।

রাজা জয়তি সুগ্রীব ইতি শব্দো মহানভূৎ।
রাজঞ্জয়জয়েত্যুক্ত্বা স্বস্বনামকথাং ততঃ॥ ৪৪

বানরসেনাদের মধ্যে 'বানররাজ সুগ্রীবের জয় হোক' এই মহান শব্দ ধ্বনিত হল। রাক্ষসরাও নিজ-নিজ নাম উল্লেখ করে 'মহারাজ রাবণের জয় হোক' এইরূপ বলতে লাগল।

রাক্ষসাস্ত্বপরে ভীমাঃ প্রাকারস্থা মহীং গতান্।
বানরান্ ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চৈব ব্যদারয়ন্॥ ৪৫

প্রাকারে আরূঢ় অপরাপর ভয়ানক রাক্ষসেরা ভূমিতে দণ্ডায়মান বানরদেরকে শূল এবং ভিন্দিপালদ্বারা বিদীর্ণ করতে লাগল।

বানরাশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ প্রাকারস্থান্ মহীং গতাঃ।
রাক্ষসান্ পাতয়ামাসুঃ খমাপ্লুত্য স্ববাহুভিঃ॥ ৪৬

ভূতলে অবস্থিত বানরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লাফিয়ে আকাশে উঠে প্রাকারস্থিত রাক্ষসদের আপন বাহুবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করতে লাগল।

স সম্প্রহারস্তুমুলো মাংসশোণিতকর্দমঃ।
রক্ষসাং বানরাণাং চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥ ৪৭

এইভাবে রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে মহা অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই তুমুল যুদ্ধের ফলে সেইস্থানে রক্ত-মাংসের স্তূপ জমে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

দ্বন্দ্বযুদ্ধে বানরদের দ্বারা রাক্ষসদের পরাজয়

যুধ্যতাং তু ততস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রক্ষসাং সম্বভূবাথ বলরোষঃ সুদারুণঃ॥ ১

তদনন্তর যুদ্ধরত মহাত্মা বানরেরা এবং রাক্ষসেরা একে অপরের শক্তি দেখে ভয়ানক রুষ্ট হল।

তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীডৈর্গজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ।
রথৈশ্চাদিত্যসংকাশৈঃ কবচৈশ্চ মনোরমৈঃ॥ ২
নির্যযূ রাক্ষসা বীরা নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসা ভীমকর্মাণো রাবণস্য জয়ৈষিণঃ॥ ৩

স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত হাতি, ঘোড়া তথা অগ্নিশিখার ন্যায় জাজ্বল্যমান রথে উপবিষ্ট হয়ে সূর্যতুল্য তেজস্বী, মনোরম কবচযুক্ত বীর রাক্ষসেরা দশদিক নিনাদিত করে ভীমকর্মা রাক্ষসরাজ রাবণের বিজয় কামনা করতে করতে বেরিয়ে এল।

বানরাণামপি চমূর্বৃহতী জয়মিচ্ছতাম্।
অভ্যধাবত তাং সেনাং রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্॥ ৪

রামচন্দ্রের বিজয়কামী বানরেরা ঘোর কর্মকারী সেই সুবিশাল রাক্ষস সেনাদের তাড়া করল।

এতস্মিন্নন্তরে তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
রক্ষসাং বানরাণাং চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্তত॥ ৫

ইত্যবসরে একে অপরকে আক্রমণোদ্যত রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

অঙ্গদেনেন্দ্রজিৎসার্ধং বালিপুত্রেণ রাক্ষসঃ।
অযুধ্যত মহাতেজাস্ত্র্যম্বকেণ যথান্ধকঃ॥ ৬

বালিপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে মহাতেজস্বী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ এমন যুদ্ধ আরম্ভ করল, যা অন্ধকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের ঘোর যুদ্ধের সাথে তুলনীয়।

প্রজঙ্ঘেন চ সম্পাতির্নিত্যং দুর্ধর্ষণো রণে।
জম্বুমালিনমারব্ধো হনূমানপি বানরঃ॥ ৭

প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষসের সঙ্গে নিত্য রণদুর্জয় বীর সম্পাতি এবং রাক্ষস জম্বুমালীর সঙ্গে বানরবীর হনুমান যুদ্ধ করছিল।

সঙ্গতস্তু মহাক্রোধো রাক্ষসো রাবণানুজঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন শত্রুঘ্নেন বিভীষণঃ॥ ৮

মহাক্রোধী, রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তীব্র বেগে শত্রুঘ্ন নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে রত হল।

তপনেন গজঃ সার্ধং রাক্ষসেন মহাবলঃ।
নিকুম্ভেন মহাতেজা নীলোঽপি সমযুধ্যত॥ ৯

মহাবলী গজ রাক্ষস তপনের সঙ্গে, মহাতেজস্বী নীল নিকুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল।

বানরেন্দ্রস্তু সুগ্রীবঃ প্রঘসেন সুসঙ্গতঃ।
সঙ্গতঃ সমরে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষেণ লক্ষ্মণঃ॥ ১০

বানররাজ সুগ্রীব রাক্ষস প্রঘসের সঙ্গে এবং শ্রীমান

লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সঙ্গে সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত হলেন।

অগ্নিকেতুঃ সুদুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামেণ সহ সঙ্গতাঃ॥ ১১

শ্রীমান রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো দুর্জয় বীর অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ নামক রাক্ষসেরা।

বজ্রমুষ্টিশ্চ মৈন্দেন দ্বিবিদেনাশনিপ্রভঃ।
রাক্ষসাভ্যাং সুঘোরাভ্যাং কপিমুখ্যৌ সমাগতৌ॥ ১২

বানর মুখ্য মৈন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো বজ্রমুষ্টি। অশনিপ্রভ নামক রাক্ষসের সঙ্গে বানর শিরোমণি দ্বিবিদের অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

বীরঃ প্রতপনো ঘোরো রাক্ষসো রণদুর্ধরঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন নলেন সমযুধ্যত॥ ১৩

ভয়ানক রাক্ষস বীর প্রতপন ছিল যুদ্ধ-কুশল। যুদ্ধক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবেগে সে নলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

ধর্মস্য পুত্রো বলবান্ সুষেণ ইতি বিশ্রুতঃ।
স বিদ্যুন্মালিনা সার্ধমযুধ্যত মহাকপিঃ॥ ১৪

ধর্মের বলবান পুত্র মহাকপি সুষেণ বিদ্যুন্মালী নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

বানরাশ্চাপরে ঘোরা রাক্ষসৈরপরৈঃ সহ।
দ্বন্দ্বং সমীয়ুঃ সহসা যুদ্ধ্বা চ বহুভিঃ সহ॥ ১৫

এইভাবে অন্যান্য অসংখ্য বানরের সঙ্গে অপরাপর রাক্ষসদের যুদ্ধ হতে সহসা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাং চ বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্॥ ১৬

সেই তুমুল যুদ্ধ ছিল অতি ভয়ানক এবং রোমাঞ্চকারী। রাক্ষসেরা এবং বানরবীরেরা ছিল আপন-আপন পক্ষের বিজয়কামী।

হরিরাক্ষসদেহেভ্যঃ প্রভূতাঃ কেশশাদ্বলাঃ।
শরীরসংঘাটবহাঃ প্রসস্রুঃ শোণিতাপগাঃ॥ ১৭

যুদ্ধে বানর এবং রাক্ষসদের দেহনিঃসৃত রক্ত নদীর মতো বয়ে যেতে লাগল, তাদের কেশরাশি হল সেই নদীর শ্যাওলা এবং তাদের মৃতদেহগুলি হল নদীবক্ষে ভাসমান কাষ্ঠতুল্য।

আজঘানেন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেব শতক্রতুঃ।
অঙ্গদং গদয়া বীরং শত্রুসৈন্যবিদারণম্॥ ১৮

ইন্দ্রের বজ্রাঘাতের ন্যায় ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ করার জন্য বীর অঙ্গদকে গদা-প্রহার করলেন।

তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্।
জঘান গদয়া শ্রীমানঙ্গদো বেগবান্ হরিঃ॥ ১৯

বেগবান বানর শ্রীমান অঙ্গদ সেই গদা কেড়ে নিয়ে তার আঘাতে অশ্ব এবং সারথি সহ ইন্দ্রজিতের সুবর্ণমণ্ডিত রথ ধ্বংস করলেন।

সম্পাতিস্তু প্রজঙ্ঘেন ত্রিভির্বাণৈঃ সমাহতঃ।
নিজঘানাশ্বকর্ণেন প্রজঙ্ঘং রণমূর্ধনি॥ ২০

প্রজঙ্ঘ তিনটি বাণের দ্বারা সম্পাতিকে আহত করলে সম্পাতি রণভূমিতে অশ্বকর্ণ নামক বৃক্ষ দ্বারা প্রজঙ্ঘকে হত্যা করল।

জম্বুমালী রথস্থস্তু রথশক্ত্যা মহাবলঃ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো হনূমন্তং স্তনান্তরে॥ ২১

রথে বসেই মহাবলশালী রাক্ষস জম্বুমালী অত্যন্ত কুপিত হয়ে সমরাঙ্গনে রথ-শক্তি দ্বারা বীর হনুমানের বক্ষমধ্যে আঘাত করল।

তস্য তং রথমাস্থায় হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
প্রমমাথ তলেনাশু সহ তেনৈব রক্ষসা॥ ২২

কিন্তু পবনপুত্র হনুমান তার সেই রথে উঠে রথসহ সেই রাক্ষসকে করাঘাতের প্রহার দ্বারা ধ্বংস করলেন।

নদন্ প্রতপনো ঘোরো নলং সোঽভ্যনুধাবত।
নলঃ প্রতপনস্যাশু পাতয়ামাস চক্ষুষী॥ ২৩
ভিন্নগাত্রঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষিপ্রহস্তেন রক্ষসা।

এদিকে প্রতপন নামক ভয়ানক রাক্ষস ভীষণ গর্জন করতে করতে নলের দিকে ধাবিত হল। ক্ষিপ্র হস্তে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে সেই রাক্ষস নলের শরীর ক্ষতবিক্ষত করলে, নলও তৎক্ষণাৎ তার চোখ দুটি উপড়ে নিল।

গ্রসন্তমিব সৈন্যানি প্রঘসং বানরাধিপঃ॥ ২৪
সুগ্রীবঃ সপ্তপর্ণেন নিজঘান জবেন চ।

অন্যদিকে প্রঘস নামক রাক্ষস বানরসেনাকে কালের মতো গ্রাস করছে দেখে বানররাজ সুগ্রীব ছাতিম গাছ দিয়ে সবেগে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন।

প্রপীড্য শরবর্ষেণ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্॥ ২৫
নিজঘান বিরূপাক্ষং শরেণৈকেন লক্ষ্মণঃ।

লক্ষ্মণ প্রথমেই বাণবর্ষণ করে ভয়ানক দর্শন রাক্ষস বিরূপাক্ষকে অত্যন্ত পীড়িত করলেন। অনন্তর একটি বাণের আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামং নির্বিভিদুঃ শরৈঃ॥ ২৬

অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ রশ্মিকেতু, রাক্ষস সুপ্তঘ্ন এবং যজ্ঞকোপ শরাঘাতে রামচন্দ্রকে আহত করল।

তেষাং চতুর্ণাং রামস্তু শিরাংসি সমরে শরৈঃ।
ক্রুদ্ধশ্চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ২৭

তখন রামচন্দ্রও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিশিখার ন্যায় ভয়ংকর তীর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ওই চার রাক্ষসের মস্তক ছেদন করলেন।

বজ্রমুষ্টিস্তু মৈন্দেন মুষ্টিনা নিহতো রণে।
পপাত সরথঃ সাশ্বঃ পুরাট্ট ইব ভূতলে॥ ২৮

যুদ্ধে বজ্রমুষ্টিকে মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা মৈন্দ হত্যা করলো। দেবতাদের বিমানের ন্যায় সে রথ, অশ্বসহ ভূতলে পতিত হল।

নিকুম্ভস্তু রণে নীলং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
নির্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ করৈর্মেঘমিবাংশুমান্॥ ২৯

কালো কাজলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট নীলকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিকুম্ভ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এইরূপ আঘাত করলো, যেন সূর্যদেব তাঁর কিরণ দ্বারা মেঘকে ছিন্নভিন্ন করেছেন।

পুনঃ শরশতেনাথ ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ।
বিভেদ সমরে নীলং নিকুম্ভঃ প্রজহাস চ॥ ৩০

পুনরায় ক্ষিপ্রহস্ত সেই রাক্ষস নিকুম্ভ সমরাঙ্গনে শত শর দ্বারা নীলকে আঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

তস্যৈব রথচক্রেণ নীলো বিষ্ণুরিবাহবে।
শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে নিকুম্ভস্য চ সারথেঃ॥ ৩১

যুদ্ধস্থলে নীল সেই রাক্ষসের রথচক্র দ্বারা সারথি সহ তার মস্তক ছেদন করলেন, যেমন ভগবান বিষ্ণু সংগ্রামভূমিতে দৈত্যের শিরচ্ছেদ করেছিলেন।

বজ্রাশনিসমস্পর্শো দ্বিবিদোঽশনিপ্রভম্।
জঘান গিরিশৃঙ্গেন মিষতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩২

বানর দ্বিবিদের স্পর্শ ছিল বজ্র এবং অশনির তুল্য দুঃসহ। সব রাক্ষসদের চোখের সামনেই অশনিপ্রভ নামক রাক্ষসকে গিরিশৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করল।

দ্বিবিদং বানরেন্দ্রং তু ক্রময়োধিনমাহবে।
শরৈরশনিসংকাশৈঃ স বিব্যাধাশনিপ্রভঃ॥ ৩৩

তখন অশনিপ্রভও রণভূমিতে বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধকারী বানররাজ দ্বিবিদকে বজ্রতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা আঘাত করল।

স শরৈরভিবিদ্ধাঙ্গো দ্বিবিদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সালেন সরথং সাশ্বং নিজঘানাশনিপ্রভম্॥ ৩৪

শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দ্বিবিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শাল বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করে রথ এবং অশ্ব সহ অশনিপ্রভকে হত্যা করল।

বিদ্যুন্মালী রথস্থস্তু শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
সুষেণং তাড়য়ামাস ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৫

রথে উপবিষ্ট বিদ্যুন্মালী আপন স্বর্ণমণ্ডিত শর দ্বারা সুষেণকে পুনঃপুন আঘাত করে বিকট স্বরে গর্জন করতে লাগল।

তং রথস্থমথো দৃষ্ট্বা সুষেণো বানরোত্তমঃ।
গিরিশৃঙ্গেন মহতা রথমাশু ন্যপাতয়ৎ॥ ৩৬

তাকে রথে আসীন দেখে বানর শিরোমণি সুষেণ পর্বত শৃঙ্গের আঘাতে তখনই সেই রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করল।

লাঘবেন তু সংযুক্তো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
অপক্রম্য রথাৎ তূর্ণং গদাপাণিঃ ক্ষিতৌ স্থিতঃ॥ ৩৭

রাক্ষস বিদ্যুন্মালী শীঘ্রতাপূর্বক রথ থেকে পলায়ন করে সানন্দে ভূমির উপরে গদাহস্তে দণ্ডায়মান হল।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সুষেণো হরিপুঙ্গবঃ।
শিলাং সুমহতীং গৃহ্য নিশাচরমভিদ্রবৎ॥ ৩৮

তখন বানর চূড়ামণি সুষেণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুবিশাল শিলা নিয়ে রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হল।

তমাপতন্তং গদয়া বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
বক্ষস্যভিজঘানাশু সুষেণঃ হরিপুঙ্গবম্॥ ৩৯

বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণকে আক্রমণ করতে দেখে রাক্ষস বিদ্যুন্মালী গদা দ্বারা তার বক্ষদেশে প্রহার করল।

গদাপ্রহারং তং ঘোরমচিন্ত্য প্লবগোত্তমঃ।
তাং তূষ্ণীং পাতয়ামাস তস্যোরসি মহামৃধে॥ ৪০

বানরোত্তম সুষেণ সেই ভয়ানক গদাপ্রহারে অবিচলিত থেকে সেই শিলাখণ্ড নিয়ে তার বক্ষদেশে আঘাত করল।

শিলাপ্রাহারাভিহতো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
নিষ্পিষ্টহৃদয়ো ভূমৌ গতাসুর্নিপপাত হ॥ ৪১

শিলার আঘাতে রাক্ষস বিদ্যুন্মালীর বক্ষদেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো, সে প্রাণশূন্য অবস্থায় ভূমিতে পতিত হল।

এবং তৈর্বানরৈঃ শূরৈঃ শূরাস্তে রজনীচরাঃ।

ধ্বস্তে বিমথিতাস্তত্র দৈত্যা ইব দিবৌকসৈঃ॥ ৪২

এইভাবে শৌর্যসম্পন্ন সেই বানর শূরবীর রাক্ষসকে যুদ্ধে এমনভাবে মথিত করল, যেন দেবতাদের দ্বারা দৈত্যকুল বিমথিত হল।

ভল্লৈশ্চান্যৈর্গদাভিশ্চ শক্তিতোমরসায়কৈঃ।
অপবিদ্ধৈশ্চাপি রথৈস্তথা সাংগ্রামিকৈর্হয়ৈঃ॥ ৪৩
নিহতৈঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈস্তথা বানররাক্ষসৈঃ।
চক্রাক্ষযুগদণ্ডৈশ্চ ভগ্নৈর্ধরণিসংশ্রিতৈঃ॥ ৪৪
বভূবায়োধনং ঘোরং গোমায়ুগণসেবিতম্।
কবন্ধানি সমুৎপেতুর্দিক্ষু বানররক্ষসাম্।
বিমর্দে তুমুলে তস্মিন্ দেবাসুররণোপমে॥ ৪৫

তখন ভল্ল, অন্যান্য বাণ, গদা, শক্তি, তোমর তথা ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত রথ, মৃত যুদ্ধাশ্ব, মত্ত হস্তী, বানর, রাক্ষসদের মৃতদেহ, ভগ্ন রথচক্র এবং চক্রযুগলের দণ্ড ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে। সেই ভয়ানক রণভূমিতে শৃগালের দল বিচরণ করছে। দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় সেই ভয়ানক যুদ্ধে রাক্ষস এবং বানরদের কবন্ধগুলি (মস্তকহীন দেহগুলি) যত্র তত্র ভূপতিত।

নিহন্যমানা হরিপুঙ্গবৈস্তদা
নিশাচরাঃ শোণিতগন্ধমূর্ছিতাঃ।
পুনঃ সুযুদ্ধং তরসা সমাশ্রিতা
দিবাকরস্যাস্তময়াভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪৬

বানর শ্রেষ্ঠদের দ্বারা মৃত্যুপথযাত্রী রাক্ষসেরা রক্তের গন্ধে মূর্ছিত হয়েছিল। তারা সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো[১] এবং মহাবেগে আরও ভালোভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৪)

রাত্রিতে বানর এবং রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ, অঙ্গদের দ্বারা ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রজিতের নাগবাণ দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে বন্ধন করা

যুধ্যতামেব তেষাং তু তদা বানররক্ষসাম্।
রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী॥ ১

এইভাবে সেই বানর এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ চলতে চলতে সূর্যদেব অস্তগামী হলেন এবং প্রাণসংহারকারী রাত্রির আগমন ঘটল।

অন্যোন্যং বদ্ধবৈরাণাং ঘোরাণাং জয়মিচ্ছতাম্।
সম্প্রবৃত্তং নিশাযুদ্ধং তদা বানররক্ষসাম্॥ ২

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তখন নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হল। তারা পরস্পর ভয়ানক শত্রুতায় আবদ্ধ হয়ে আপন আপন বিজয় ইচ্ছা করছিল।

রাক্ষসোঽসীতি হরয়ো বানরোঽসীতি রাক্ষসাঃ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তস্মিংস্তমসি দারুণে॥ ৩

সেই দারুণ অন্ধকারে বানর এবং রাক্ষসেরা একে অপরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে (অন্ধকারে একজন অন্যজনকে দেখতে না পেয়ে তুমি কি বানর ? তুমি কি রাক্ষস ? এইভাবে জিজ্ঞাসা করে) পরস্পরকে আঘাত করছিল।

হত দারয় চৈহীতি কথং বিদ্রবসীতি চ।
এবং সুতুমুলঃ শব্দস্তস্মিন্ সৈন্যে তু শুশ্রুবে॥ ৪

সৈন্যদের মধ্যে মার, কাট, আয়, পালাচ্ছিস

---

[১]সূর্যাস্তের পর প্রদোষকাল থেকে সারারাত রাক্ষসদের বল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে। এইজন্যই তারা সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করছিলো।

কেন ?—এইরূপ ভয়ানক শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কালাঃ কাঞ্চনসন্নাহাস্তস্মিংস্তমসি রাক্ষসাঃ।
সম্প্রদৃশ্যন্ত শৈলেন্দ্রা দীপ্তৌষধিবনা ইব॥ ৫

কালো পাহাড়ে অবস্থিত দীপ্ত ওষধি বনের মতো কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট রাক্ষসদের শরীরে সুবর্ণ কবচ চমকিত হচ্ছিল।

তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
পরিপেতুর্মহাবেগা ভক্ষয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্॥ ৬

সেই দুস্তর অন্ধকারে রাক্ষসেরা ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে গেছিল। তারা মহাবেগে অগ্রসর হয়ে বানরদেরকে ভক্ষণ করতে লাগল।

তে হয়ান্ কাঞ্চনাপীডান্ ধ্বজাংশ্চাশীবিষোপমান্।
আপ্লুত্য দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমকোপা ব্যদারয়ন্॥ ৭

মহাক্রোধী বানরেরা স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত অশ্বগুলিকে এবং রাক্ষসদের সর্পতুল্য ধ্বজাগুলিকে লাফিয়ে লাফিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

বানরা বলিনো যুদ্ধেঽক্ষোভয়ন্ রাক্ষসীং চমূম্।
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহান্ পতাকাধ্বজিনো রথান্॥ ৮
চকর্ষুশ্চ দদংশুশ্চ দশনৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।

বলশালী বানরেরা যুদ্ধে রাক্ষসসৈন্যদের ক্ষুব্ধ করেছিলো। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা হস্তী ও তার আরোহীদের, ধ্বজা ও পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত রথগুলিকে সবলে আকর্ষণ করে দাঁত দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছিল।

লক্ষ্মণশ্চাপি রামশ্চ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥ ৯
দৃশ্যাদৃশ্যানি রক্ষাংসি প্রবরাণি নিজঘ্নতুঃ।

(রাক্ষসেরা কখনও প্রকাশ্যে কখনো বা অপ্রকাশিত অর্থাৎ অদৃশ্য ভাবে যুদ্ধ করছিল)। শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ তাঁদের সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দৃশ্য এবং অদৃশ্য রাক্ষসবীরদের নিহত করছিলেন।

তুরঙ্গখুরবিধ্বস্তং রথনেমিসমুত্থিতম্॥ ১০
রুরোধ কর্ণনেত্রাণি যুধ্যতাং ধরণীরজঃ।

অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এবং রথচক্রের বর্ষণে ভূমি থেকে উত্থিত ধূলিরাশি যোদ্ধাদের চোখ, কান রুদ্ধ করে দিল।

বর্তমানে তথা ঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
রুধিরৌঘা মহাঘোরা নদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ॥ ১১

এইরূপ ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধে প্রবাহিত ভয়ংকর রক্তধারায় ভীষণ এক রক্তের নদী বয়ে গেল।

ততো ভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাং চ নিঃস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥ ১২

তদনন্তর ভেরী, মৃদঙ্গ এবং পণবাদি রণবাদ্য ধ্বনি শ্রুত হলো। শঙ্খধ্বনি এবং রথচক্রের ঘর্ঘরাণি মিলিত হয়ে এক অদ্ভুত অতুলনীয় ধ্বনি সৃষ্টি করল।

হতানাং স্তনমানানাং রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনঃ।
শস্তানাং বানরাণাং চ সম্ভভূবাত্র দারুণঃ॥ ১৩

আহত রাক্ষসদের আর্তনাদে, শস্ত্রঘাতে ক্ষতবিক্ষত বানরদের প্রবল চিৎকারে ভয়ানক কোলাহল সৃষ্টি হল।

হতৈর্বানরমুখ্যৈশ্চ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
নিহতৈঃ পর্বতাকারৈ রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ॥ ১৪
শস্ত্রপুষ্পোপহারা চ তত্রাসীদ্ যুদ্ধমেদিনী।
দুর্জ্ঞেয়া দুর্নিবেশা চ শোণিতাস্রাবকর্দমা॥ ১৫

শক্তি, শূল, পরশুর আঘাতে নিহত বানর প্রধানদের, তথা বানরদের দ্বারা হত পর্বতাকায়, কামরূপী রাক্ষসদের রক্তধারায় রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে গেল। ঐ রণস্থলকে চেনা যাচ্ছিল না, এখানে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। পুষ্পাচ্ছাদিত ভূমির ন্যায় সেই স্থান শস্ত্রের দ্বারা আবৃত।

সা বভূব নিশা ঘোরা হরিরাক্ষসহারিণী।
কালরাত্রীব ভূতানাং সর্বেষাং দুরতিক্রমা॥ ১৬

বানর এবং রাক্ষসদের প্রাণসংহারকারিণী সেই রজনী কালরাত্রির ন্যায় সকল প্রাণির নিকট দুরতিক্রম্য হয়ে উঠল।

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র তস্মিংস্তমসি দারুণে।
রামমেবাভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ শরবৃষ্টিভিঃ॥ ১৭

অনন্তর সেই দারুণ অন্ধকারে রাক্ষসেরা সানন্দে শরবর্ষণ করতে করতে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

তেষামাপততাং শব্দঃ ক্রুদ্ধানামপি গর্জতাম্।
উদ্বর্ত ইব সপ্তানাং সমুদ্রাণামভূৎ স্বনঃ॥ ১৮

তখন আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ রাক্ষসদের প্রবল গর্জন ছিল প্রলয়কালীন সপ্ত সমুদ্রের সুমহান গর্জনতুল্য।

তেষাং রামঃ শরৈঃ ষড়্ভিঃ ষড় জঘান নিশাচরান্।
নিমেষান্তরমাত্রেণ শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ১৯

শ্রীরামচন্দ্র তখন নিমেষের মধ্যে অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল ছয়টি শরের আঘাতে ছজন রাক্ষসকে ক্ষত-বিক্ষত করলেন।

বজ্রশত্রুশ্চ দুর্ধর্ষো মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
বজ্রদংষ্ট্রো মহাকায়স্তৌ চোভৌ শুকসারণৌ॥ ২০

তারা হল দুর্ধর্ষ বীর যজ্ঞ শত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, মহাকায় তথা শুক-সারণ উভয়েই।

তে তু রামেণ বাণৌঘৈঃ সর্বমর্মসু তাড়িতাঃ।
যুদ্ধাদপসৃতাস্তত্র সাবশেষায়ুষোঽভবন্॥ ২১

শ্রীরাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরের আঘাত তাদের মর্মস্থলে পীড়া দিয়েছিল। সেইজন্য তারা তাদের অবশিষ্ট আয়ু নিয়ে রণভূমি থেকে পালিয়ে গেল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
দিশশ্চকার বিমলাঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ॥ ২২

মহারথী শ্রীরাম অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ভয়ানক শরাঘাতে নিমেষের মধ্যে সকল দিগ্‌বিদিক নির্মল করে দিলেন।

যে ত্বন্যে রাক্ষসা বীরা রামস্যাভিমুখে স্থিতাঃ।
তেঽপি নষ্টাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ ২৩

যে সব রাক্ষসবীরেরা রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থিত ছিল, তারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পতিত পতঙ্গের ন্যায় ধ্বংস হয়ে গেল।

সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
বভূব রজনী চিত্রা খদ্যোতৈরিব শারদী॥ ২৪

সুবর্ণ ভূষিত পুঙ্খবিশিষ্ট (পুঙ্খ বাণমূল, যে শরের গোড়ার অংশ বা মূল ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত) বাণসমূহ যখন সমস্ত দিক থেকে পতিত হচ্ছিল, তখন সেই রজনী খদ্যোৎ খচিত (জোনাকী দ্বারা শোভিত) শরৎকালীন রাত্রির ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

রাক্ষসানাং চ নিনদৈর্ভেরীণাং চৈব নিঃস্বনৈঃ।
সা বভূব নিশা ঘোরা ভূয়ো ঘোরতরাভবৎ॥ ২৫

রাক্ষসদের গর্জনে এবং ভেরীর তুমুল শব্দে সেই ভয়ানক রাত্রি অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠল।

তেন শব্দেন মহতা প্রবৃদ্ধেন সমন্ততঃ।
ত্রিকূটঃ কন্দরাকীর্ণঃ প্রব্যাহরদিবাচলঃ॥ ২৬

চতুর্দিকে সেই ভয়ানক শব্দ প্রসারিত হচ্ছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বহু কন্দরবিশিষ্ট ত্রিকূট পর্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়ায় মনে হচ্ছে পর্বত কোনো প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

গোলাঙ্গূলা মহাকায়াস্তমসা তুল্যবর্চসঃ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রজনীচরান্॥ ২৭

গোলাঙ্গূল জাতীয় বিশালদেহী বানরদের গাত্রবর্ণ ছিল অন্ধকার তুল্য কালো। দুই বাহু দ্বারা মথিত করে তারা রাক্ষসদের দেহগুলিকে ভক্ষণের জন্য কুকুরদের কাছে নিক্ষেপ করছিল।

অঙ্গদস্তু রণে শত্রূন্ নিহন্তুং সমুপস্থিতঃ।
রাবণিং নিজঘানাশু সারথিং চ হয়ানপি॥ ২৮

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসংহারের জন্য অঙ্গদ সমুপস্থিত হলেন। সারথি সহ অশ্বগুলিকে হত্যা করে তিনি রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে পরাস্ত করলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু রথং ত্যক্ত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্গদেন মহাকায়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৯

অঙ্গদ কর্তৃক অশ্ব এবং সারথিকে হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

তৎ কর্ম বালিপুত্রস্য সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।
তুষ্টুবুঃ পূজনার্হস্য তৌ চোভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩০

ঋষিগণ সহ সকল দেবগণ এবং রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই, বালিপুত্র অঙ্গদের এই প্রশংসনীয় কার্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করলেন ।

প্রভাবং সর্বভূতানি বিদুরিন্দ্রজিতো যুধি।
ততস্তে তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা তুষ্টাঃ প্রধর্ষিতম্॥ ৩১

যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের প্রভাব সম্পর্কে সকল প্রাণীদেরই ধারণা ছিল। অঙ্গদের নিকট তাঁকে পরাস্ত হতে দেখে সকলেই মহাত্মা অঙ্গদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হল।

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কপয়ঃ সসুগ্রীববিভীষণাঃ।
সাধুসাধ্বিতি নেতুশ্চ দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্॥ ৩২

শত্রুকে পরাজিত হতে দেখে সুগ্রীব এবং বিভীষণসহ সকল বানরেরা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু তদানেন নির্জিতো ভীমকর্মণা।
সংযুগে বালিপুত্রেণ ক্রোধং চক্রে সুদারুণম্॥ ৩৩

ভীমকর্মা বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

সোঽন্তর্ধানগতঃ পাপো রাবণী রণকর্শিতঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো বীরো রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৪
অদৃশ্যো নিশিতান্ বাণান্ মুমোচাশনিবর্চসঃ।

প্রজাপতি ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত, রাবণপুত্র, রণক্লিষ্ট, পাপী, বীর মেঘনাদ ক্রোধে হতচেতন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্তর্ধান করলেন। তিনি অদৃশ্য হয়ে বজ্রতুল্য তেজস্বী এবং তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

রামং চ লক্ষ্মণং চৈব ঘোরৈর্নাগময়ৈঃ শরৈঃ॥ ৩৫
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাক্ষসঃ।

যুদ্ধস্থলে অতি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক সর্পময় শরবর্ষণ করে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে আহত করলেন। কুপিত রাক্ষস তাঁদের সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করলেন।

মায়য়া সংবৃতস্তত্র মোহয়ন্ রাঘবৌ যুধি॥ ৩৬
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ।
ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩৭

মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে সকল প্রাণীর নিকট অদৃশ্য হয়ে সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষস যুদ্ধভূমিতে দুই রঘুবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়কে মোহিত করে নাগপাশ বাণ দ্বারা আবদ্ধ করলেন।

তৌ তেন পুরুষব্যাঘ্রৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিষৈঃ শরৈঃ।
সহসাভিহতৌ বীরৌ তদা প্রেক্ষন্ত বানরাঃ॥ ৩৮

এইভাবে ক্রুদ্ধ মেঘনাদ সেই দুই ব্যাঘ্রপুরুষ বীরকে নাগপাশ বাণে আবদ্ধ করলে বানরেরা তা দেখতে পেল।

প্রকাশরূপস্তু যদা ন শক্ত-
স্তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্র।
মায়াং প্রযোক্তুং সমুপাজগাম
ববন্ধ তৌ রাজসুতৌ দুরাত্মা॥ ৩৯

রাক্ষসরাজকুমার দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ প্রকাশ্য যুদ্ধে ঐ দুই বীর রাজকুমারকে পরাস্ত করতে সক্ষম না হয়ে, তাঁদের উপর মায়াশক্তি প্রয়োগ করে নাগপাশে আবদ্ধ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৫)

ইন্দ্রজিতের বাণের দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ এবং বানরদের শোকপ্রকাশ

স তস্য গতিমন্বিচ্ছন্ রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দিদেশাতিবলো রামো দশ বানরযূথপান্॥ ১

তদনন্তর অত্যন্ত বলবান, প্রতাপশালী রাজকুমার রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের গতিবিধি জানার জন্য দশজন বানরদলপতিকে নির্দেশ দিলেন।

দ্বৌ সুষেণস্য দায়াদৌ নীলং চ প্লবগাধিপম্।
অঙ্গদং বালিপুত্রং চ শরভং চ তরস্বিনম্॥ ২
দ্বিবিদং চ হনূমন্তং সানুপ্রস্থং মহাবলম্।
ঋষভং চর্ষভস্কন্ধমাদিদেশ পরন্তপঃ॥ ৩

তাদের মধ্যে দুজন সুষেণের পুত্র, বানর রাজ নীল, বালিপুত্র অঙ্গদ, দ্রুতগামী শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান, মহাবলশালী সানুপ্রস্থ, ঋষভ এবং ঋষভস্কন্ধ। শত্রুদমনকারী শ্রীরাম এই দশজনকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন।

তে সম্প্রহৃষ্টা হরয়ো ভীমানুদ্যম্য পাদপান্।
আকাশং বিবিশুঃ সর্বে মার্গমাণা দিশো দশ॥ ৪

তখন সেইসব বানরেরা সুবিশাল বৃক্ষরাজি উৎপাটিত করে আনন্দিত চিত্তে দশদিকে অনুসন্ধান করতে করতে আকাশমার্গে উত্থিত হল।

তেষাং বেগবতাং বেগমিষুভির্বেগবত্তরৈঃ।
অস্ত্রবিৎ পরমাস্ত্রস্তু বারয়ামাস রাবণিঃ॥ ৫

অস্ত্রবিদ্, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদের বেগ অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী বাণ বর্ষণ করে এবং উত্তম অস্ত্র দ্বারা তাদের গতি রুদ্ধ করলেন।

তং ভীমবেগা হরয়ো নারাচৈঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
অন্ধকারে ন দদৃশুর্মেঘৈঃ সূর্যমিবাবৃতম্।। ৬

সেই ভয়ানক বেগসম্পন্ন বানরেরা অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় ঘন অন্ধকারে ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পেল না।

রামলক্ষ্মণয়োরেব সর্বদেহভিদঃ শরান্।
ভৃশমাবেশয়ামাস রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।। ৭

অতঃপর যুদ্ধবিজয়ী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ পুনরায় রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের উপর তাঁদের সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ করার জন্য বারংবার শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

নিরন্তরশরীরৌ তু তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ক্রুদ্ধেনেন্দ্রজিতা বীরৌ পন্নগৈঃ শরতাং গতৈঃ।। ৮

ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণ উভয় বীরকে বাণরূপী সর্প দ্বারা এমন ক্ষত-বিক্ষত করেছে যে তাঁদের শরীরের কোনো স্থান আর অক্ষত নেই।

তয়োঃ ক্ষতজমার্গেণ সুস্রাব রুধিরং বহু।
তাবুভৌ চ প্রকাশেতে পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।। ৯

তাঁদের দুজনের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তধারা নির্গত হল। তাঁরা উভয়ে প্রস্ফুটিত পলাশ ফুলের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিলেন।

ততঃ পর্যন্তরক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রাবণির্ভ্রাতরৌ বাক্যমন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ।। ১০

দলিত কজ্জলের ন্যায় তথা আরক্তিম নয়নপ্রান্ত বিশিষ্ট রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত অবস্থায় এইরূপ বললেন—

যুধ্যমানমনালক্ষ্যং শক্রোঽপি ত্রিদশেশ্বরঃ।
দ্রষ্টুমাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্যুবাম্।। ১১

'অলক্ষ্যে স্থিত অবস্থায় যুদ্ধরত আমাকে দেবরাজ ইন্দ্রও দেখতে পান না। অতএব তোমরা দুজনও যে তা পারবে না, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাপিতাবিষুজালেন রাঘবৌ কঙ্কপত্রিণা।
এষ রোষপরীতাত্মা নয়ামি যমসাদনম্।। ১২

'কঙ্কপত্রযুক্ত শরজালে আমি তোমাদের — দুই রঘুবংশীয়কে আবদ্ধ করেছি। এখন ক্রোধপূর্ণ হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে যমদ্বারে প্রেরণ করব।'

এবমুক্ত্বা তু ধর্মজ্ঞৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
নির্বিভেদ শিতৈর্বাণৈঃ প্রজহর্ষ ননাদ চ।। ১৩

এই কথা বলে তিনি ধর্মজ্ঞ দুই ভাই শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন এবং আনন্দে সজোরে গর্জন করতে লাগলেন।

ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যামো বিস্ফার্য বিপুলং ধনুঃ।
ভূয় এব শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ মহামৃধে।। ১৪

মথিত কজ্জল তুল্য কৃষ্ণবর্ণীয় ইন্দ্রজিৎ পুনরায় আপন সুবিশাল ধনুক দ্বারা বিপুল সংখ্যক ভয়ানক শরবর্ষণ আরম্ভ করলেন।

ততো মর্মসু মর্মজ্ঞো মজ্জয়ন্ নিশিতান্ শরান্।
রামলক্ষ্মণয়োর্বীরো ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ।। ১৫

তদনন্তর মর্মজ্ঞ বীর ইন্দ্রজিৎ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ —এই উভয় বীরের মর্মস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করতে করতে বারংবার গর্জন করতে লাগলেন।

বদ্ধৌ তু শরবন্ধেন তাবুভৌ রণমূর্ধনি।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ন শেকতুরবেক্ষিতুম্।। ১৬

যুদ্ধের মধ্যে শরবন্ধনে আবদ্ধ তাঁদের দুজনের এমন অবস্থা হলো যে নিমেষের জন্য চোখ মেলে দেখার শক্তিও আর অবশিষ্ট থাকলো না।

ততো বিভিন্নসর্বাঙ্গৌ শরশল্যাচিতৌ কৃতৌ।
ধ্বজাবিব মহেন্দ্রস্য রজ্জুমুক্তৌ প্রকম্পিতৌ।। ১৭

তাঁদের দুজনের শরীর এমনই বিদীর্ণ এবং সর্বাঙ্গ শরাঘাতে এতটাই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যে, তাঁরা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রদেবের ধ্বজার মতো প্রকম্পিত হচ্ছিলেন।

তৌ সম্প্রচলিতৌ বীরৌ মর্মভেদেন কর্শিতৌ।
নিপেততুর্মহেষ্বাসৌ জগত্যাং জগতীপতী।। ১৮

রাম-লক্ষ্মণ এই বীরদ্বয় মহা ধনুর্ধর তথা জগৎপালক হয়েও মর্মস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে ভূপতিত হলেন।

তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ।
শরবেষ্টিতসর্বাঙ্গাবার্তৌ পরমপীড়িতৌ।। ১৯

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শায়িত এই বীরদ্বয় রক্তস্নাত হয়েছেন। তাঁদের সর্বাঙ্গ বাণরূপী সর্প দ্বারা আবৃত। তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং পীড়িত।

নহ্যবিদ্ধং তয়োর্গাত্রং বভূবাঙ্গুলমন্তরম্।
নানির্বিণ্ণং ন চাধ্বস্তমাকরাগ্রাদজিহ্মগৈঃ।। ২০

তাঁদের শরীরে এক আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট নেই, যেখানে বাণবিদ্ধ হয়নি। (অর্থাৎ সর্বাঙ্গে প্রতিটি

ক্ষতের মধ্যে ব্যবধান এক আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও নয়।) হাতের অগ্রভাগ পর্যন্ত এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে শরাঘাত দ্বারা ক্ষত সৃষ্টি হয়নি।

তৌ তু ক্রূরেণ নিহতৌ রক্ষসা কামরূপিণা।
অসৃক্‌ সুস্রুবতুস্তীব্রং জলং প্রস্রবণাবিব॥ ২১

ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণে সক্ষম নিষ্ঠুর রাক্ষসের আঘাতে তাঁদের শরীর থেকে তীব্র বেগে যে শোণিতধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা ঝর্ণার জলধারা তুল্য।

পপাত প্রথমং রামো বিদ্ধো মর্মসু মার্গণৈঃ।
ক্রোধাদিন্দ্রজিতা যেন পুরা শক্রো বিনির্জিতঃ॥ ২২

যিনি পুরাকালে ইন্দ্রকে জয় করেছিলেন, সেই ইন্দ্রজিতের ক্রোধপূর্বক চালিত বাণের আঘাতে মর্মস্থলে আহত হয়ে প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রই ভূতলশায়ী হলেন।

রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈ রজোগতিভিরাশুগৈঃ।
নারাচৈরর্ধনারাচৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি।
বিব্যাধ বৎসদন্তৈশ্চ সিংহদংষ্ট্রৈঃ ক্ষুরৈস্তথা॥ ২৩

ইন্দ্রজিৎ তাঁদেরকে সোনার পুচ্ছ বিশিষ্ট, সরল অগ্রভাগ সম্পন্ন এবং ধূলিরাশির গতিতুল্য নারাচ[১], অর্ধনারাচ[২], ভল্ল[৩], অঞ্জলিক[৪], বৎসদন্ত[৫], সিংহদ্রংষ্ট্র[৬] এবং ক্ষুর[৭] জাতীয় বাণ দ্বারা আঘাত করলেন।

স বীরশয়নে শিশ্যেঽবিজ্যমাবিধ্য কার্মুকম্‌।
ভিন্নমুষ্টিপরীণাহং ত্রিনতং রুক্মভূষিতম্‌॥ ২৪

শ্রীরাম বীরশয্যায় শায়িত। হস্তমুষ্টি শিথিল হওয়ায় তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত ধনুক ভূলুণ্ঠিত। তাঁর দেহের উভয় পার্শ্ব এবং মধ্যভাগ এই তিন স্থানই নত হয়েছে।

বাণপাতান্তরে রামং পতিতং পুরুষর্ষভম্‌।
স তত্র লক্ষ্মণো দৃষ্ট্বা নিরাশো জীবিতেঽভবৎ॥ ২৫

যতদূর পর্যন্ত বাণ নিক্ষেপ সম্ভব ততদূরে তিনি ভূতলশায়ী হয়েছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে এই অবস্থায় দেখে শ্রীলক্ষ্মণ জীবন সম্পর্কে হতাশ হলেন।

রামং কমলপত্রাক্ষং শরণ্যং রণতোষিণম্‌।
শুশোচ ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পতিতং ধরণীতলে॥ ২৬

সকল শরণাগতের আশ্রয়দাতা, সংগ্রামে সন্তুষ্ট, কমললোচন বিশিষ্ট আপন ভাই শ্রীরামকে ভূপতিত দেখে লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাহত হলেন।

হরয়শ্চাপি তং দৃষ্ট্বা সন্তাপং পরমং গতাঃ।
শোকার্তাশ্চুক্রুশুর্ঘোরমশ্রুপূরিতলোচনাঃ॥ ২৭

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে বানরেরাও অত্যন্ত সন্তপ্ত হলো। তারা ভয়ানক আর্তনাদ করতে করতে নেত্র থেকে অশ্রুমোচন করতে লাগল।

বদ্ধৌ তু তৌ বীরশয়ে শয়ানৌ
তে বানরাঃ সম্পরিবার্য তস্থুঃ।
সমাগতা বায়ুসুতপ্রমুখ্যা
বিষাদমার্তাঃ পরমং চ জগ্মুঃ॥ ২৮

নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা দুজনেই বীরশয্যায় শায়িত এবং বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। (বানরেরা তাঁদের ঘিরে বসে আছে)। পবনপুত্র হনুমান প্রমুখ প্রধান প্রধান বানরেরা সেখানে সমাগত ; তারা সকলেই ব্যথিত এবং বিষাদগ্রস্ত।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫॥

---

(১)যার অগ্রভাগ সরল এবং গোল সেই বাণ হল নারাচ।
(২)যার অর্ধভাগ নারাচের ন্যায় তাকে বলে অর্ধনারাচ।
(৩)যে বাণের অগ্রভাগ কুড়ুলের মতো তাকে বলে ভল্ল।
(৪)যার মুখভাগ দুই হাতের অঞ্জলির মতো তাকে বলে অঞ্জলিক।
(৫)যে বাণের অগ্রভাগ বাছুরের দাঁতের মতো তাকে বলে বৎসদন্ত।
(৬)সিংহের দাঁতের অগ্রভাগ তুল্য বাণকে বলা হয় সিংহদ্রষ্ট।
(৭)অগ্রভাগ ক্ষুরধার তুল্য যে বাণের তাই হল ক্ষুর।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে হতচেতন দেখে বানরদের শোকপ্রকাশ এবং ইন্দ্রজিতের উল্লাস, বিভীষণ কর্তৃক সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দান, লঙ্কায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পিতা রাবণের নিকট শত্রুবধের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং প্রসন্ন চিত্তে রাবণের পুত্রকে অভিনন্দন

ততো দ্যাং পৃথিবীং চৈব বীক্ষমাণা বনৌকসঃ।
দদৃশুঃ সন্ততৌ বাণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১

তখন সেই দশজন বানর (পূর্বকথিত শ্রীরাম কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হনুমান, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ প্রমুখ বানরেরা) ভূলোক এবং দ্যুলোকে অনুসন্ধান করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে এইরূপ বাণবিদ্ধ অবস্থায় দেখলেন।

বৃষ্টেবেবোপরতে দেবে কৃতকর্মণি রাক্ষসে।
আজগামাথ তং দেশং সসুগ্রীবো বিভীষণঃ॥ ২

বর্ষণান্তে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শান্ত হয়ে যান, রাক্ষস ইন্দ্রজিৎও তেমনি শরবর্ষণ কর্মে বিরত হলেন, তখন সুগ্রীব সহ বিভীষণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

নীলশ্চ দ্বিবিদো মৈন্দঃ সুষেণঃ কুমুদোঽঙ্গদঃ।
তূর্ণং হনুমতা সার্ধমন্বশোচন্ত রাঘবৌ॥ ৩

নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ এবং অঙ্গদ হনুমানের সঙ্গে দ্রুত মিলিত হয়ে রঘুবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

অচেষ্টৌ মন্দনিঃশ্বাসৌ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
শরজালাচিতৌ স্তব্ধৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ॥ ৪

তাঁদের শরীর তখন রক্তাপ্লুত, নিঃশ্বাসের গতি ধীর, শরজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা নিশ্চল, স্তব্ধ অবস্থায় শায়িত।

নিঃশ্বসন্তৌ যথা সর্পৌ নিশ্চেষ্টৌ মন্দবিক্রমৌ।
রুধিরস্রাবদিগ্ধাঙ্গৌ তপনীয়াবিব ধ্বজৌ॥ ৫

নিশ্চেষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের পরাক্রম হয়েছে মন্দ, শ্বাস গ্রহণ করছেন সাপের মতো ধীর গতিতে, সারা শরীর রক্তধারায় সিক্ত, ছিন্ন স্বর্ণপতাকার ন্যায় তাঁদের শরীর ভূলুণ্ঠিত।

তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ মন্দচেষ্টিতৌ।
যূথপৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতৌ বাষ্পব্যাকুললোচনৈঃ॥ ৬

নিশ্চল হয়ে বীর শয্যায় শায়িত রয়েছে দুই বীর ভাই, অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁদের পরিবেষ্টন করে আছে মুখ্য বানর দলপতিরা।

রাঘবৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা শরজালসমন্বিতৌ।
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ॥ ৭

রঘুবংশীয় বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে শরজালে আবদ্ধ এবং ভূপতিত অবস্থায় দেখে, বিভীষণ সহ সকল বানরেরা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

অন্তরিক্ষং নিরীক্ষন্তো দিশঃ সর্বাশ্চ বানরাঃ।
ন চৈনং মায়য়া ছন্নং দদৃশূ রাবণিং রণে॥ ৮

সব বানরেরা সমস্ত দিক থেকে, এমনকী আকাশ থেকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও মায়াচ্ছন্ন রাবণপুত্রকে দেখতে পেল না।

তং তু মায়াপ্রতিচ্ছন্নং মায়য়ৈব বিভীষণঃ।
বীক্ষমাণো দদর্শাগ্রে ভ্রাতুঃ পুত্রমবস্থিতম্।
তমপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ৯

তখন বিভীষণ মায়া শক্তির দ্বারা নিরীক্ষণ করে তাঁর সামনেই যুদ্ধে অপ্রতিহতকর্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মায়াচ্ছন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখতে পেলেন।

দদর্শান্তর্হিতং বীরং বরদানাদ্ বিভীষণঃ।
তেজসা যশসা চৈব বিক্রমেণ চ সংযুতঃ॥ ১০

তেজস্বী, যশস্বী, পরাক্রমী বিভীষণ বরদানের প্রভাবে মায়াশক্তির দ্বারাই অন্তর্হিত বীর ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পেলেন।

ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ।
উবাচ পরমপ্রীতো হর্ষয়ন্ সর্বরাক্ষসান্॥ ১১

সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে রণভূমিতে শায়িত অবস্থায় দেখে ইন্দ্রজিৎ আপন কৃতকর্মে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং রাক্ষসদের আনন্দ বর্ধনের জন্য নিজ পরাক্রম বর্ণনা করতে লাগলেন।

দূষণস্য চ হন্তারৌ খরস্য চ মহাবলৌ।
সাদিতৌ মামকৈর্বাণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১২

'খর এবং দূষণের হত্যাকারী মহাবলশালী দুই ভাই রাম এবং লক্ষ্মণ আমারই বাণের আঘাতে নিহত হয়েছে।

নেমৌ মোক্ষয়িতুং শক্যাবেতস্মাদিষুবন্ধনাৎ।
সর্বৈরপি সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরাসুরৈঃ॥ ১৩

'সমস্ত ঋষিদের সঙ্গে দেবতা ও অসুরগণ সমাগত হলেও এই শরবন্ধন থেকে দুই ভাইকে মুক্ত করতে সমর্থ হবেন না।

যৎকৃতে চিন্তয়ানস্য শোকার্তস্য পিতুর্মম।
অস্পৃষ্ট্বা শয়নং গাত্রৈস্ত্রিয়ামা যাতি শর্বরী॥ ১৪
কৃৎস্নেয়ং যৎকৃতে লঙ্কা নদী বর্ষাস্বিবাকুলা।
সোঽয়ং মূলহরোঽনর্থঃ সর্বেষাং শমিতো ময়া॥ ১৫

'যার জন্য চিন্তাগ্রস্ত এবং শোকার্ত হয়ে আমার পিতা শয্যা স্পর্শ না করে সারা রাত অতিবাহিত করেছেন তথা যার জন্য সমগ্র লঙ্কাপুরী নদীর মতো ব্যাকুল হয়েছিল, সকলের সব অনর্থের মূল রামকে আমি আজ প্রশমিত করেছি।

রামস্য লক্ষ্মণস্যৈব সর্বেষাং চ বনৌকসাম্।
বিক্রমা নিষ্ফলাঃ সর্বে যথা শরদি তোয়দাঃ॥ ১৬

'রাম, লক্ষ্মণ সহ সকল বানরদের সমস্ত বিক্রম শরৎকালীন মেঘের মতো (যার বারিবর্ষণ ব্যর্থ) নিষ্ফল হয়ে গেল।'

এবমুক্ত্বা তু তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ পরিপশ্যতঃ।
যূথপানপি তান্ সর্বাংস্তাডয়ৎ স চ রাবণিঃ॥ ১৭

তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকা রাক্ষসদের এরূপ বলে, সেই রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন বানরদের সুপ্রসিদ্ধ যূথপতিদের নিঃশেষ করতে লাগলেন।

নীলং নবভিরাহত্য মৈন্দং সদ্বিবিদং তথা।
ত্রিভিস্ত্রিভিরমিত্রঘ্নস্ততাপ পরমেষুভিঃ॥ ১৮

শত্রুদমনকারী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ নীলকে নয়টি বাণের দ্বারা আহত করে, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে তিনটি করে উত্তম শর দ্বারা আঘাত করলেন।

জাম্ববন্তং মহেষ্বাসো বিদ্ধ্বা বাণেন বক্ষসি।
হনূমতো বেগবতো বিসসর্জ শরান্ দশ॥ ১৯

মহাধনুর্ধারী সেই রাক্ষস জাম্ববানের বক্ষদেশে একটি বাণের দ্বারা তীব্র আঘাত করে দ্রুতগামী হনুমানকে দশটি শরাঘাত করলেন।

গবাক্ষং শরভং চৈব তাবপ্যমিতবিক্রমৌ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহাবেগো বিব্যাধ যুধি রাবণিঃ॥ ২০

অমিতবিক্রমসম্পন্ন, মহাবেগশালী, রাবণনন্দন যুদ্ধভূমিতে গবাক্ষ এবং শরভকে দুটি করে তীরের আঘাতে আহত করলেন।

গোলাঙ্গূলেশ্বরং চৈব বালিপুত্রমথাঙ্গদম্।
বিব্যাধ বহুভির্বাণৈস্ত্বরমাণোঽথ রাবণিঃ॥ ২১

তদনন্তর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বহুসংখ্যক শরনিক্ষেপ করে রাবণপুত্র গোলাঙ্গুল নামক বানরগণের দলপতিকে এবং বালিপুত্র অঙ্গদকে গভীরভাবে আঘাত করলেন।

তান্ বানরবরান্ ভিত্ত্বা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
ননাদ বলবাংস্তত্র মহাসত্ত্বঃ স রাবণিঃ॥ ২২

এই সব মুখ্য বানরদের অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী বাণের আঘাতে পীড়িত করে মহাবলশালী এবং ধৈর্যবান ইন্দ্রজিৎ জোরে জোরে গর্জন করতে লাগলেন।

তানর্দয়িত্বা বাণৌঘৈস্ত্রাসয়িত্বা চ বানরান্।
প্রজহাস মহাবাহুর্বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৩

আপন বাণসমূহের দ্বারা সেই বানরদেরকে পীড়িত এবং ভীত করে মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অট্টহাস্য করতে করতে বললেন—

শরবন্ধেন ঘোরেণ ময়া বদ্ধৌ চমূমুখে।
সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ॥ ২৪

'রাক্ষসগণ ! দেখো, যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি এই দুই ভাই রাম লক্ষ্মণকে ভয়ানক বাণ দ্বারা আবদ্ধ করেছি।'

এবমুক্তাস্তু তে সর্বে রাক্ষসাঃ কূটযোধিনঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না কর্মণা তেন হর্ষিতাঃ॥ ২৫

ইন্দ্রজিতের এইরূপ কথা শুনে কূট-যুদ্ধকারী রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তাঁর সেই কর্মে অত্যন্ত আনন্দিত হল।

বিনেদুশ্চ মহানাদান্ সর্বে তে জলদোপমাঃ।
হতো রাম ইতি জ্ঞাত্বা রাবণিং সমপূজয়ন্॥ ২৬

রামচন্দ্র নিহত হয়েছেন —এইরূপ জেনে সেই রাক্ষসেরা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে মেঘের ন্যায় গম্ভীর এবং ভয়ানক স্বরে গর্জন করতে করতে অভিনন্দিত করল।

নিষ্পন্দৌ তু তদা দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বসুধায়াং নিরুচ্ছ্বাসৌ হতাবিত্যন্বমন্যত॥ ২৭

ইন্দ্রজিৎও রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে নিস্পন্দ এবং শ্বাসরহিত অবস্থায় ভূমিশয্যায় শায়িত দেখে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁরা নিহত হয়েছেন।

হর্ষেণ তু সমাবিষ্ট ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং হর্ষয়ন্ সর্বনৈর্ঋতান্॥ ২৮

ফলে, যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, সকল রাক্ষসদের আনন্দবর্ধন করে তিনি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

রামলক্ষ্মণয়োর্দৃষ্ট্বা শরীরে সায়কৈশ্চিতে।
সর্বাণি চাঙ্গোপাঙ্গানি সুগ্রীবং ভয়মাবিশৎ॥ ২৯

রাম-লক্ষ্মণ উভয়ের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরজালে ব্যাপ্ত, আর তা দেখে সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হলেন।

তমুবাচ পরিত্রস্তং বানরেন্দ্রং বিভীষণঃ।
সবাষ্পবদনং দীনং শোকব্যাকুললোচনম্॥ ৩০
অলং ত্রাসেন সুগ্রীব বাষ্পবেগো নিগৃহ্যতাম্।

তাঁর নয়নযুগল শোকে বাষ্পাকুল এবং মুখমণ্ডল দীনতায় মলিন। তখন এইরূপ ভয়ভীত বানররাজকে বিভীষণ বললেন—'ওহে সুগ্রীব ! ভয় পেয়ো না। অশ্রুবেগ সংবরণ করো।

এবংপ্রায়াণি যুদ্ধানি বিজয়ো নাস্তি নৈষ্ঠিকঃ॥ ৩১
সভাগ্যশেষতাস্মাকং যদি বীর ভবিষ্যতি।
মোহমেতৌ প্রহাস্যেতে মহাত্মানৌ মহাবলৌ॥ ৩২
পর্যবস্থাপয়াত্মানমনাথং মাং চ বানর।
সত্যধর্মাভিরক্তানাং নাস্তি মৃত্যুকৃতং ভয়ম্॥ ৩৩

'বীর ! সব যুদ্ধেই প্রায় এইরকমই হয়। এর দ্বারা বিজয় নিশ্চিত হয় না। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হলে মহাবলশালী, মহাত্মা এই ভ্রাতৃদ্বয় মূর্ছা মুক্ত হবেন। হে বানররাজ ! আপনি আত্মসংবরণ করে অনাথ আমাদের রক্ষা করুন। সত্য এবং ধর্মে যাঁরা অনুরক্ত তাঁদের মৃত্যুভয় থাকে না।'

এবমুক্ত্বা ততস্তস্য জলক্লিন্নেন পাণিনা।
সুগ্রীবস্য শুভে নেত্রে প্রমমার্জ বিভীষণঃ॥ ৩৪

এই বলে, বিভীষণ আপন জলসিক্ত হস্তদ্বারা সুগ্রীবের সুন্দর নেত্রদ্বয় মার্জনা করলেন। (মুছিয়ে দিলেন)

ততঃ সলিলমাদায় বিদ্যয়া পরিজপ্য চ।
সুগ্রীবনেত্রে ধর্মাত্মা প্রমমার্জ বিভীষণঃ॥ ৩৫

অনন্তর ধর্মাত্মা বিভীষণ হাতে জল নিয়ে তা মন্ত্রপূত করে সুগ্রীবের অক্ষিযুগল মার্জনা করলেন।

বিমৃজ্য বদনং তস্য কপিরাজস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ কালসম্প্রাপ্তসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ॥ ৩৬

অতঃপর বুদ্ধিমান বানররাজের সিক্ত মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে তিনি সময়োচিত অভ্রান্ত বাক্য বললেন—

ন কালঃ কপিরাজেন্দ্র বৈক্লব্যমবলম্বিতুম্।
অতিস্নেহোঽপি কালেঽস্মিন্ মরণায়োপকল্পতে॥ ৩৭

'বানররাজ ! এখন বিহ্বল হওয়ার সময় নয়। এই সময় অধিক স্নেহ প্রদর্শনও মৃত্যুভয়কে আহ্বান করে আনে।

তস্মাদুৎসৃজ্য বৈক্লব্যং সর্বকার্যবিনাশনম্।
হিতং রামপুরোগাণাং সৈন্যানামনুচিন্তয়॥ ৩৮

'এইজন্য সর্বকার্য ধ্বংসকারী বিহ্বলতা ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের পুরোগামী সৈন্যদের হিত চিন্তা করুন।

অথ বা রক্ষ্যতাং রামো যাবৎসংজ্ঞাবিপর্যয়ঃ।
লব্ধসংজ্ঞৌ হি কাকুৎস্থৌ ভয়ং নৌ ব্যপনেষ্যতঃ॥ ৩৯

'অথবা রামচন্দ্রের সংজ্ঞালাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করুন। এই দুই রঘুবংশীয় বীর চেতনা-লাভ করে আমাদের রক্ষা করবেন।

নৈতৎ কিঞ্চন রামস্য ন চ রামো মুমূর্ষতি।
নহ্যেনং হাস্যতে লক্ষ্মীর্দুর্লভা যা গতায়ুষাম্॥ ৪০

'রামচন্দ্রের এই অবস্থা এমন কিছুই নয়। তিনি মরণাপন্ন নন। যে সৌন্দর্য গতায়ুদের মধ্যে দুর্লভ, তা তাঁকে ত্যাগ করেনি অর্থাৎ জীবনের সৌন্দর্য এখনো পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।

তস্মাদাশ্বাসয়াত্মানং বলং চাশ্বাসয় স্বকম্।
যাবৎ সৈন্যানি সর্বাণি পুনঃ সংস্থাপয়াম্যহম্॥ ৪১

'সেইজন্য নিজেদের আশ্বস্ত করুন। নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে আশ্বস্ত করুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যদেরকে পুনরায় সংস্থাপিত করি।

এতে হি ফুল্লনয়নাস্ত্রাসাদাগতসাধ্বসাঃ।
কর্ণে কর্ণে প্রকথিতা হরয়ো হরিসত্তম॥ ৪২

'হে বানররাজ ! দেখুন, এই বানরদের চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। এরা কানে কানে কথা বলছে।

মাং তু দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তমনীকং সম্প্রহর্ষিতম্।
ত্যজন্তু হরয়স্ত্রাসং ভুক্তপূর্বামিব স্রজম্॥ ৪৩

'হৃষ্টচিত্ত আমাকে দেখে সৈন্যরা সানন্দে এদিকে ওদিকে দৌড়চ্ছে। অতএব বানরেরাও পূর্বে ব্যবহৃত মালার ন্যায় ভয় ত্যাগ করুক।'

সমাশ্বাস্য তু সুগ্রীবং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিদ্রুতং বানরানীকং তৎ সমাশ্বাসয়ৎ পুনঃ॥ ৪৪

এভাবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ সুগ্রীবকে আশ্বস্ত করে, পলায়নরত বানসৈন্যদেরও পুনরায় সম্যক্‌রূপে আশ্বস্ত

করলেন।

ইন্দ্রজিৎ তু মহামায়ঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং পিতরং চাভ্যুপাগমৎ॥ ৪৫

মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ সকল সৈন্যদের দ্বারা সমাবৃত হয়ে লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট হয়ে পিতার নিকট উপস্থিত হলেন।

তত্র রাবণমাসাদ্য অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
আচচক্ষে প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪৬

রাবণ সমীপে উপস্থিত হয়ে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ইন্দ্রজিৎ পিতাকে প্রিয়সংবাদ—রামলক্ষ্মণের মৃত্যুবার্তা নিবেদন করলেন।

উৎপাত ততো হৃষ্টঃ পুত্রং চ পরিষস্বজে।
রাবণো রক্ষসাং মধ্যে শ্রুত্বা শত্রূ নিপাতিতৌ॥ ৪৭

রাক্ষসদের মধ্যে আপন শত্রুদ্বয়ের নিধনবার্তা শুনে রাবণ আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।

উপাঘ্রায় চ তং মূর্ধ্নি পপ্রচ্ছ প্রীতমানসঃ।
পৃচ্ছতে চ যথাবৃত্তং পিত্রে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ৪৮
যথা তৌ শরবন্ধেন নিশ্চেষ্টৌ নিষ্প্রভৌ কৃতৌ॥ ৪৯

প্রীতচিত্ত পিতা সানন্দে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনার বর্ণনা জানতে চাইলে, তিনি পিতার নিকট তাঁদের দুজনকে যেভাবে শরবন্ধনে আবদ্ধ করে নিশ্চেষ্ট এবং নিস্তেজ করেছেন, তা বর্ণনা করলেন।

স হর্ষবেগানুগতান্তরাত্মা
শ্রুত্বা গিরং তস্য মহারথস্য।
জহৌ জ্বরং দাশরথেঃ সমুত্থং
প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্॥ ৫০

মহারথী ইন্দ্রজিতের সেই বর্ণনা শুনে রাবণের অন্তরাত্মা আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। দশরথনন্দন শ্রীরাম থেকে উৎপন্ন সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। তিনি প্রসন্নতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গঃ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

বানরদের দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রক্ষা, রাবণের নির্দেশে সীতাকে পুষ্পকবিমানে করে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দেখানোর জন্য রাক্ষসীদের রণভূমিতে গমন, তাঁদের দেখে দুঃখিতা সীতার রোদন

তস্মিন্ প্রবিষ্টে লঙ্কায়াং কৃতার্থে রাবণাত্মজে।
রাঘবং পরিবার্যাথ ররক্ষুর্বানরর্ষভাঃ॥ ১

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন কৃতার্থ হয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন বানরশ্রেষ্ঠগণ রামচন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে রক্ষা করতে লাগলেন।

হনুমানঙ্গদো নীলঃ সুষেণঃ কুমুদো নলঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ॥ ২
জাম্ববানৃষভঃ স্কন্ধো রম্ভঃ শতবলিঃ পৃথুঃ।
ব্যূঢানীকাশ্চ যত্তাশ্চ দ্রুমানাদায় সর্বতঃ॥ ৩

হনুমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, ঋষভ, স্কন্ধ, রম্ভ, শতবলি এবং পৃথু—এইসকল বানরেরা আপন আপন সৈন্যদ্বারা ব্যূহ রচনা করে হাতে গাছ নিয়ে সবদিকে পাহারা দিতে লাগল।

বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাস্তির্যগূর্ধ্বং চ বানরাঃ।
তৃণেষ্বপি চ চেষ্টৎসু রাক্ষসা ইতি মেনিরে॥ ৪

বানরেরা সবদিকে তথা প্রতিটি কোণে কোণে এমনকী ওপরে নীচে— সর্বত্র কঠোর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। সামান্য তৃণকম্পনকেও তারা রাক্ষস আগমনের কারণ মনে করে, গুরুত্ব দিয়ে দেখছিল।

রাবণশ্চাপি সংহৃষ্টো বিসৃজ্যেন্দ্রজিতং সুতম্।
আজুহাব ততঃ সীতারক্ষণী রাক্ষসীস্তদা॥ ৫

রাবণও আনন্দিত চিত্তে বিজয়ী পুত্রকে বিদায় করে সীতার প্রহরারত রাক্ষসীদের আহ্বান করলেন।

রাক্ষস্যস্ত্রিজটা চাপি শাসনাৎ তমুপস্থিতাঃ।
তা উবাচ ততো হৃষ্টো রাক্ষসী রাক্ষসাধিপঃ॥ ৬

তাঁর আদেশ শুনেই ত্রিজটা এবং অন্যান্য রাক্ষসীরা সেখানে উপস্থিত হল। রাক্ষসরাজ তখন আনন্দিত হয়ে সেই রাক্ষসীদের বললেন—

হতাবিন্দ্রজিতাখ্যাত বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
পুষ্পকং তৎমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ॥ ৭

'তোমরা বৈদেহী সীতাকে বলো যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করেছে, তাঁকে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মৃতদেহ দেখাও।'

যদাশ্রয়াদবষ্টব্ধা নৈয়ং মামুপতিষ্ঠতে।
সোহস্যা ভর্তা সহ ভ্রাত্রা নিহতো রণমূর্ধনি॥ ৮

'যাঁর আশ্রয়ে থাকায় গর্বিতা সীতা আমার কাছে আসতে অপারগ ছিলেন, তাঁর সেই স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে ভাই সহ নিহত হয়েছেন।

নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী।
মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা॥ ৯

'এখন মৈথিলী সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে, আর তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে নিরুদ্বিগ্নভাবে, সর্ব অলংকারে সুসজ্জিতা হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবেন।

অদ্য কালবশং প্রাপ্তং রণে রামং সলক্ষ্মণম্।
অবেক্ষ্য বিনিবৃত্তা সা চান্যাং গতিমপশ্যতী॥ ১০
অনপেক্ষা বিশালাক্ষী মামুপস্থাস্যতে স্বয়ম্।

'আজ রণভূমিতে লক্ষ্মণ সহ রামকে কালের বশীভূত অবস্থায় দেখে আয়তলোচনা সীতা তাঁর প্রতি নিবৃত্তা হয়ে, অন্য কোনো আশ্রয় না পেয়ে, কারও জন্য প্রতীক্ষা না করে, স্বয়ং আমার কাছে আসতে প্রবৃত্তা হবেন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১১
রাক্ষস্যস্তাস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্মুর্বৈ যত্র পুষ্পকম্।

দুরাত্মা রাবণের সেই কথা শুনে রাক্ষসীরা 'তাই হোক'—বলে যেখানে পুষ্পক বিমানটি ছিল, সেইখানে চলে গেল।

ততঃ পুষ্পকমাদায় রাক্ষস্যো রাবণাজ্ঞয়া॥ ১২
অশোকবনিকাস্থাং তাং মৈথিলীং সমুপানয়ন্।

রাবণের আজ্ঞানুসারে রাক্ষসীরা পুষ্পকরথ নিয়ে অশোকবনে যেখানে মৈথিলী সীতা অবস্থিতা, সেখানে গেল।

তামাদায় তু রাক্ষস্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাম্॥ ১৩
সীতামারোপয়ামাসুর্বিমানং পুষ্পকং তদা।

রাক্ষসীরা পতি শোকে ব্যাকুল সীতাকে তৎক্ষণাৎ সেই পুষ্পক রথে চড়াল।

ততঃ পুষ্পকমারোপ্য সীতাং ত্রিজটয়া সহ॥ ১৪
জগ্মুর্দর্শয়িতুং তস্যৈ রাক্ষস্যো রামলক্ষ্মণৌ।
রাবণশ্চারয়ামাস পতাকাধ্বজমালিনীম্॥ ১৫

ত্রিজটা সহ রাক্ষসীরা সীতাকে পুষ্পক বিমানে চড়িয়ে নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেখাতে নিয়ে চলল। ধ্বজা পতাকা শোভিত লঙ্কাপুরীর ওপরে পুষ্পক বিমানটি বিচরণ করল।

প্রাঘোষয়ত হৃষ্টশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বরঃ।
রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব হতাবিন্দ্রজিতা রণে॥ ১৬

আনন্দে পরিপূর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কায় ঘোষণা করলেন রাম এবং লক্ষ্মণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের দ্বারা নিহত হয়েছে।

বিমানেনাপি গত্বা তু সীতা ত্রিজটয়া সহ।
দদর্শ বানরাণাং তু সর্বং সৈন্যং নিপাতিতম্॥ ১৭

ত্রিজটার সঙ্গে বিমানারূঢ়া হয়ে সীতাও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মৃত বানরসৈন্যদের দেখলেন।

প্রহৃষ্টমনসশ্চাপি দদর্শ পিশিতাশনান্।
বানরাংশ্চাতিদুঃখার্তান্ রামলক্ষ্মণপার্শ্বতঃ॥ ১৮

তিনি মাংসভোজী রাক্ষসদের মধ্যে প্রসন্নতা এবং রাম-লক্ষ্মণের পাশে অবস্থিত দুঃখিত বানরদের দেখতে পেলেন।

ততঃ সীতা দদর্শোভৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ।
লক্ষ্মণং চৈব রামং চ বিসংজ্ঞৌ শরপীড়িতৌ॥ ১৯

অনন্তর সীতা শরশয্যায় শায়িত সংজ্ঞাহীন তথা শরাঘাতে জর্জরিত রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন।

বিধ্বস্তকবচৌ বীরৌ বিপ্রবিদ্ধশরাসনৌ।
সায়কৈশ্ছিন্নসর্বাঙ্গৌ শরস্তম্বময়ৌ ক্ষিতৌ॥ ২০

তিনি দেখলেন উভয় বীরের কবচ বিধ্বস্ত, তীর

সমূহ শরীরে বিশেষভাবে বিদ্ধ হয়েছে, শরাঘাতে সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভূমিতে পড়ে রয়েছে।

তৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ তত্র প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।
শয়ানৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ কুমারাবিব পাবকী॥ ২১
শরতল্পগতৌ বীরৌ তথাভূতৌ নরর্ষভৌ।
দুঃখার্তা করুণং সীতা সুভৃশং বিললাপ হ॥ ২২

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের অক্ষিযুগল পদ্মফুলের মতো। অগ্নিপুত্র শাখ এবং বিশাখের মতো উজ্জ্বল শরসমূহের মধ্যে তাঁরা শায়িত। নরশ্রেষ্ঠ সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে দুঃখার্তা সীতা করুণ সুরে নিদারুণ ভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

ভর্তারমনবদ্যাঙ্গীং লক্ষ্মণং চাসিতেক্ষণা।
প্রেক্ষ্য পাংসুষু চেষ্টন্তৌ রুরোদ জনকাত্মজা॥ ২৩

নির্দোষ অঙ্গবিশিষ্টা, শ্যামলোচনা, জনকতনয়া সীতা তাঁর স্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে এবং দেবর লক্ষ্মণকে ধূলায় লুণ্ঠিত হতে দেখে রোদন করতে লাগলেন।

সবাষ্পশোকাভিহতা সমীক্ষ্য
তৌ ভ্রাতরৌ দেবসুতপ্রভাবৌ।
বিতর্কয়ন্তী নিধনং তয়োঃ সা
দুঃখান্বিতা বাক্যমিদং জগাদ॥ ২৪

তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুসজল, হৃদয় শোকে বিহ্বল। দেবকুমার তুল্য প্রভাববিশিষ্ট সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে এই অবস্থায় দেখে, তাঁদের মৃত্যু আশঙ্কা করে দুঃখে এবং চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে তিনি এইরূপ বললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

সীতার বিলাপ, ত্রিজটার দ্বারা 'শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন'—এই আশ্বাস দিয়ে সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন

ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং চ মহাবলম্।
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং শোককর্শিতা॥ ১

স্বামী রামচন্দ্রকে এবং মহাবলশালী লক্ষ্মণকে মৃত অবস্থায় দেখে শোকে আকুল হয়ে সীতা অত্যন্ত করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

ঊচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥ ২

'সামুদ্রিক লক্ষণ বিচার করে যেসব জ্ঞানীজনেরা আমাকে পুত্রবতী হওয়ার এবং বিধবা না হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সেইসব জ্ঞানীগণ আজ শ্রীরামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হলেন।

যজ্বনো মহিষীং যে মামূচুঃ পত্নীং চ সত্রিণঃ।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥ ৩

'যাঁরা আমাকে বলেছিলেন, আমি যজ্ঞপরায়ণ তথা বিভিন্ন যজ্ঞের নানাবিধ সত্র সঞ্চালক সম্রাটের পত্নী হব, তাঁরা আজ শ্রীরামের মৃত্যুর সাথে সাথেই অনৃতবাদী রূপে পরিচিত হলেন।

বীরপার্থিবপত্নীনাং যে বিদুর্ভর্তৃপূজিতাম্।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥ ৪

'যাঁরা জানতেন আমি বীররাজাদের দ্বারা সম্মানিতা এবং তাঁদের পত্নীদের দ্বারা পূজিতা হব, আজ শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াণে তাঁরা অসত্যবাদী রূপে পরিচিত হলেন।

ঊচুঃ সংশ্রবণে যে মাং দ্বিজাঃ কার্তান্তিকা শুভাম্।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥ ৫

'যে সমস্ত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমাকে সদামঙ্গলময়ীরূপে উল্লেখ করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের

মৃত্যুর ফলে আজ তাঁরা অসত্যবাদী রূপে পরিগণিত হলেন।

ইমানি খলু পদ্মানি পাদয়োর্বৈ কুলস্ত্রিয়ঃ।
আধিরাজ্যেঽভিষিচ্যন্তে নরেন্দ্রৈঃ পতিভিঃ সহ॥ ৬

'হাতে-পায়ে যে সমস্ত লক্ষণ থাকলে কুলস্ত্রীগণ সম্রাট স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞীরূপে অভিষিক্তা হন, সেগুলি আমার হাতে-পায়ে বিদ্যমান।

বৈধব্যং যান্তি যৈর্নার্যোঽলক্ষণৈর্ভাগ্যদুর্লভাঃ।
নাত্মনস্তানি পশ্যামি পশ্যন্তী হতলক্ষণা॥ ৭

'যে-সব অশুভ লক্ষণ থাকলে নারীদের সৌভাগ্য দুর্লভ হয় এবং তারা বিধবা হয়, সেগুলি আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তথাপি, আমার সকল সুলক্ষণ নষ্ট হয়ে গেল।

সত্যনামানি পদ্মানি স্ত্রীণামুক্তানি লক্ষণৈঃ।
তান্যদ্য নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে॥ ৮

'হাতে-পায়ে যেসব পদ্মচিহ্ন থাকলে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য লক্ষণ সূচিত হয়, সেগুলি আজ শ্রীরামের মৃত্যুতে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংহতে মম।
বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম॥ ৯

'আমার কেশরাশি সূক্ষ্ম, সমান এবং কৃষ্ণবর্ণ ; ভ্রূযুগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সুচারু জঙ্ঘা বৃত্তাকার তথা রোমশূন্য এবং দন্তরাজি সুবিন্যস্ত।

শঙ্খে নেত্রে করৌ পাদৌ গুল্ফাবূরূ সমৌ চিতৌ।
অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম॥ ১০

আমার নেত্রদ্বয় ও তৎপার্শ্ববর্তী অংশ, দুই হাত, দুই পা, গুল্ফদ্বয় (পায়ের গাঁট) এবং উরুযুগল প্রশস্ত এবং সমানভাবে বিস্তৃত। আমার হাতের আঙ্গুলগুলি সুন্দর এবং সমান নখরাজি সুগোল।

স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচুচুকৌ।
মগ্না চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোরস্কং চ মে চিতম্॥ ১১

'আমার স্তনযুগল পরস্পর অবিচ্ছিন্ন এবং স্থূল। এর মুখভাগ ভেতর দিকে মগ্ন। নাভি সুগভীর ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান উঁচু। শরীরের পার্শ্বভাগ এবং বক্ষদেশ মাংসল।

মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূন্যঙ্গরুহাণি চ।
প্রতিষ্ঠিতাং দ্বাদশভির্মামূচুঃ শুভলক্ষণাম্॥ ১২

'আমার গাত্রবর্ণ মণির মতো উজ্জ্বল, শরীরের রোমরাজি কোমল। আমার দুই পদতল এবং দশ পদাঙ্গুলি উত্তমরূপে ভূমি স্পর্শ করে (শ্লোকে ব্যবহৃত দ্বাদশাভি শব্দের দ্বারা এই দশটি আঙ্গুল এবং দুই পদতল মোট বারোটিকে বোঝানো হয়েছে) এই সবকিছুই দৈবজ্ঞদের মতে শুভ লক্ষণ।

সমগ্রযবমচ্ছিদ্রং পাণিপাদং চ বর্ণবৎ।
মন্দস্মিতেত্যেব চ মাং কন্যালাক্ষণিকা বিদুঃ॥ ১৩

'আমার হাত-পা রক্তবর্ণবিশিষ্ট সুন্দর কান্তিযুক্ত। হাতের রেখা যবচিহ্নযুক্ত, আঙ্গুলগুলি যখন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে তখন তাতে কোনো ছিদ্র থাকে না। কন্যালক্ষণবেত্তারা এই কারণে আমাকে মন্দস্মিতা (মৃদু হাস্যময়ী) বলে অভিহিত করেছেন।

আধিরাজ্যেঽভিষেকো মে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ।
কৃতান্তকুশলৈরুক্তং তৎ সর্বং বিতথীকৃতম্॥ ১৪

'জ্যোতির্বিদ্যায় কুশল ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন যে, পতির সঙ্গে আমার রাজ্যাভিষেক হবে, সে সবই মিথ্যা হয়ে গেল।

শোধয়িত্বা জনস্থানং প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ।
তীর্ত্বা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্পদে হতৌ॥ ১৫

'এই দুই ভাই জনস্থানকে শোধন করেছিলেন (রাক্ষসদের হাত থেকে এই স্থানকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন), আমার অবস্থান জানতে পেরে দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করে গোষ্পদে এসে নিহত হলেন। (সীতাদেবীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, যে বীরদ্বয় জনস্থানকে ভয়ানক রাক্ষসদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন, যাঁরা সুবিশাল এবং অনতিক্রম্য সাগরকেও লঙ্ঘন করতে সক্ষম, তাঁদের কাছে রাবণের রাক্ষসসৈন্য তথা বীর ইন্দ্রজিৎও অতি তুচ্ছ।)

ননু বারুণমাগ্নেয়মৈন্দ্রং বায়ব্যমেব চ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব রাঘবৌ প্রত্যপদ্যত॥ ১৬

'কিন্তু এই দুই রঘুবংশীয় বীর তো বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন। তাহলে তা প্রয়োগ করলেন না কেন ?

অদৃশ্যমানেন রণে মায়য়া বাসবোপমৌ।
মম নাথাবনাথায়া নিহতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৭

'অনাথের নাথ আমার শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ ছিলেন ইন্দ্রতুল্য বীর। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মায়াশক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে

এঁদের হত্যা করেছে।

নহি দৃষ্টিপথং প্রাপ্য রাঘবস্য রণে রিপুঃ।
জীবন্ প্রতিনিবর্তেত যদ্যপি স্যান্মনোজবঃ॥ ১৮

'অন্যথায় যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের দৃষ্টিপথের সামনে থেকে কোনো শত্রু মনের তুল্য বেগশালী হলেও জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

ন কালস্যাতিভারোঽস্তি কৃতান্তশ্চ সুদুর্জয়ঃ।
যত্র রামঃ সহ ভ্রাত্রা শেতে যুধি নিপাতিতঃ॥ ১৯

'কিন্তু কালের নিকট কোনো কিছুই গুরু-ভার নয়। কৃতান্তদেব যম সুদুর্জয়। তাই কালের বশীভূত হয়ে আজ শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিশয্যায় শায়িত হয়েছেন।

ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণং চ মহারথম্।
নাত্মানং জননীং চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্॥ ২০
সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাং চ লক্ষ্মণং চ সরাঘবম্॥ ২১

'আমি শ্রীরাম, মহারথী লক্ষ্মণকে হারিয়ে আমার নিজের জন্য—এমনকী আমার মায়ের জন্যও শোক করছি না, যেমন করছি আমার তপস্বিনী শ্বশ্রুমাতার জন্য। তিনি সর্বদা চিন্তা করছেন—বনবাসব্রত সমাপনের দিন কবে আসবে ? কবে তিনি রাম-লক্ষ্মণ সহ সীতাকে দেখতে পাবেন ?'

পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্তায়ং তব জীবতি॥ ২২

এইভাবে বিলাপরতা সীতাকে রাক্ষসী ত্রিজটা বলল—'হে দেবি ! বিষাদগ্রস্তা হয়ো না। তোমার স্বামী জীবিত আছেন।

কারণানি চ বক্ষ্যামি মহান্তি সদৃশানি চ।
যথেমৌ জীবতো দেবি ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৩

'দেবি ! আমি আপনাকে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলব, যা নির্দেশ করবে যে, এই দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ জীবিত আছেন।

নহি কোপপরীতানি হর্ষপর্যুৎসুকানি চ।
ভবন্তি যুধি যোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ॥ ২৪

'যুদ্ধে আপনার পতি নিহত হলে তাঁর মতো যোদ্ধার মুখ ক্রোধ এবং আনন্দের ঔৎসুক্য যুক্ত হতো না।

ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ॥ ২৫

'হে বৈদেহি ! এই পুষ্পক বিমান দিব্য যান। যদি তাঁরা নিহত হতেন তাহলে এই বিমান আপনাকে ধারণ করতো না।

হতবীরপ্রধানা হি গতোৎসাহা নিরুদ্যমা।
সেনা ভ্রমতি সংখ্যেষু হতকর্ণেব নৌর্জলে॥ ২৬
ইয়ং পুনরসম্ভ্রান্তা নিরুদ্বিগ্না তপস্বিনি।
সেনা রক্ষতি কাকুৎস্থৌ ময়া প্রীত্যা নিবেদিতৌ॥ ২৭

'প্রধান বীর নিহত হলে, অন্যান্য সৈন্যরা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিচরণ করে, যেমন হালভাঙা নৌকা জলে দিশাহীন ভাবে বয়ে যায়। হে তপস্বিনি ! এই বাহিনী কেমন নির্ভীক নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দুই রাজকুমারকে রক্ষা করছে। প্রীতিপূর্ণ চিত্তেই আমি আপনাকে এই কথা বলছি, যে এঁরা দুই ভাই জীবিত আছেন।

সা ত্বং ভব সুবিস্রব্ধা অনুমানৈঃ সুখোদয়ৈঃ।
অহতৌ পশ্য কাকুৎস্থৌ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২৮

'এখন আপনি আসন্ন সুখের সূচনাদায়ক অনুমান থেকেই নিশ্চিত হন যে, তাঁরা জীবিত। আপনি কাকুৎস্থ এই দুই রাজকুমারকে জীবিত রূপেই দেখুন। আপনার প্রতি স্নেহবশতঃই আমি এই কথা বলছি।

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যামি মৈথিলি।
চারিত্রসুখশীলত্বাৎ প্রবিষ্টাসি মনো মম॥ ২৯

'হে মৈথিলী ! আপনার শান্ত ভাব, নির্মল চরিত্র অত্যন্ত সুখদায়ক। সেইজন্য আপনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। এইজন্যই আমি আপনাকে পূর্বেও মিথ্যা কথা বলিনি, পরেও বলব না।

নেমৌ শক্যৌ রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
তাদৃশং দর্শনং দৃষ্ট্বা ময়া চোদীরিতং তব॥ ৩০

'যুদ্ধক্ষেত্রে এই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতা তথা অসুরেরাও পরাস্ত করতে পারে না। এইরূপ লক্ষণ দেখেই আমি আপনাকে এই কথা বলছি।

ইদং তু সুমহচ্চিত্রং শরৈঃ পশ্যস্ব মৈথিলি।
বিসংজ্ঞৌ পতিতাবেতৌ নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি॥ ৩১

'মিথিলানন্দিনী ! এই মহান চিত্রটি দেখো। বাণের আঘাতে এঁরা অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু দেহের সৌন্দর্য এঁদের ত্যাগ করেনি।

প্রায়েণ গতসত্ত্বানাং পুরুষাণাং গতায়ুষাম্।
দৃশ্যমানেষু বক্ত্রেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্॥ ৩২

'যাঁদের শরীর থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে বা আয়ু সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রায়শই তাতে বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

ত্যজ শোকং চ দুঃখং চ মোহং চ জনকাত্মজে।
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে নাদ্য শক্যমজীবিতুম্॥ ৩৩

'হে জনকতনয়া ! শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের জন্য আপনি শোক, দুঃখ এবং মোহ ত্যাগ করুন। এঁরা নিহত হতে পারেন না।'

শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ সীতা সুরসুতোপমা।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেমামেবমস্ত্বিতি মৈথিলী॥ ৩৪

তার এই কথা শুনে দেবকন্যাতুল্য মৈথিলী সীতা হাতজোড় করে বললেন— 'তাই হোক'।

বিমানং পুষ্পকং তত্তু সন্নিবর্ত্য মনোজবম্।
দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেব প্রবেশিতা॥ ৩৫

মনের মতো গতিসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে ঘুরিয়ে দুঃখিনী সীতাকে নিয়ে ত্রিজটা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

ততস্ত্রিজটয়া সার্ধং পুষ্পকাদবরুহ্য সা।
অশোকবনিকামেব রাক্ষসীভিঃ প্রবেশিতা॥ ৩৬

অতঃপর ত্রিজটার সঙ্গে পুষ্পক থেকে অবরোহণ করলে, রাক্ষসীরা তাঁকে নিয়ে পুনরায় অশোকবনে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য সীতা বহুবৃক্ষখণ্ডাং
তাং রাক্ষসেন্দ্রস্য বিহারভূমিম্।
সম্প্রেক্ষ্য সঞ্চিন্ত্য চ রাজপুত্রৌ
পরং বিষাদং সমুপাজগাম॥ ৩৭

বহু বৃক্ষ সুশোভিত রাক্ষসরাজের সেই বিহারভূমিতে পৌঁছে সীতা রাজপুত্র দুজনকে যেভাবে দেখেছেন, তা চিন্তা করে গভীর দুঃখে নিমজ্জিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

শ্রীরামের চেতনালাভ এবং অচেতন লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ, স্বয়ং প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করে বানরদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান

ঘোরেণ শরবন্ধেন বদ্ধৌ দশরথাত্মজৌ।
নিঃশ্বসন্তৌ যথা নাগৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ॥ ১

দশরথপুত্রদ্বয় ভয়ানক নাগপাশ বাণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভূপতিত। রক্তাক্ত দেহে শায়িত অবস্থায় তাঁদের শ্বাসগ্রহণ সাপের ফোঁসফোঁসানির মতো।

সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সসুগ্রীবমহাবলাঃ।
পরিবার্য মহাত্মানৌ তস্থুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ॥ ২

সুগ্রীব সহ সকল মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ শোকে কাতর হয়ে ওই মহাত্মা দুজনকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করছেন।

এতস্মিন্নন্তরে রামঃ প্রত্যবুধ্যত বীর্যবান্।
স্থিরত্বাৎ সত্ত্বযোগাচ্চ শরৈঃ সন্দানিতোঽপি সন্॥ ৩

ইতিমধ্যে পরাক্রমী রামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হয়েও আপন স্থৈর্য এবং শক্তিমত্তার কারণে মূর্ছা থেকে জাগ্রত হলেন।

ততো দৃষ্ট্বা সরুধিরং বিষণ্ণং গাঢ়মর্পিতম্।
ভ্রাতরং দীনবদনং পর্যদেবয়দাতুরঃ॥ ৪

অতঃপর শরাহত, রক্তাক্ত, দুর্বল, মলিনবদন ভাইকে দেখে তিনি শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

কিং নু মে সীতয়া কার্যং লব্ধয়া জীবিতেন বা।
শয়ানং যোঽদ্য পশ্যামি ভ্রাতরং যুধি নির্জিতম্॥ ৫

'আজ আমার ভাইকে রণভূমিতে পরাজিত হয়ে শায়িত অবস্থায় দেখে, সীতাকে লাভ করেই বা কী হবে ? আর জীবনধারণ করেই বা কী কার্যসিদ্ধ হবে ?

শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্যলোকে বিচিন্বতা।
ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ॥ ৬

'মর্ত্যলোকে অনুসন্ধান করলে সীতার তুল্যা নারী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের মতো যুদ্ধনিপুণ, সচিব এমন ভাই পাওয়া যাবে না।

পরিত্যক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ বানরাণাং তু পশ্যতাম্।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ৭

'মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষ্মণ যদি নিহত হয়, তাহলে বানরদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমি প্রাণত্যাগ করব।

কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকয়ীম্।
কথমম্বাং সুমিত্রাং চ পুত্রদর্শনলালসাম্॥ ৮
বিবৎসাং বেপমানাং চ বেপন্তীং কুররীমিব।
কথমাশ্বাসয়িষ্যামি যদি যাস্যামি তং বিনা॥ ৯

'লক্ষ্মণকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরে গেলে আমি মাতা কৌশল্যাকে, কৈকেয়ীকে কী বলব ? পুত্রের মুখদর্শনকামী মাতা সুমিত্রাকেই বা কী বলব ? সন্তানহীনা, কম্পমানা, কুররীর (এক ধরণের পাখী) মতো ক্রন্দনরতা তাঁকে কী বলেই বা আশ্বস্ত করব ?

কথং বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং ভরতং চ যশস্বিনম্।
ময়া সহ বনং যাতো বিনা তেনাহমাগতঃ॥ ১০

'যশস্বী ভরতকে এবং শত্রুঘ্নকে আমি কী করে বলবো যে, লক্ষ্মণ আমার সঙ্গেই বনে গিয়েছিল কিন্তু আমি তাকে না নিয়েই ফিরে এসেছি ?

উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢুমম্বাসুমিত্রয়া।
ইহৈব দেহং ত্যক্ষ্যামি নহি জীবিতুমুৎসহে॥ ১১

'মাতা সুমিত্রার রোষপূর্ণ বাক্য আমি সহ্য করতে পারবো না। আমার জীবিত থাকার কোনো ইচ্ছাই নেই, এখানেই আমি দেহত্যাগ করব।

ধিঙ্‌মাং দুষ্কৃতকর্মাণমনার্যং যৎকৃতে হ্যসৌ।
লক্ষ্মণঃ পতিতঃ শেতে শরতল্পে গতাসুবৎ॥ ১২

'আমার মতো দুষ্কর্মকারী অনার্যকে ধিক্। যার কারণে লক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় শরশয্যায় শায়িত।

ত্বং নিত্যং সুবিষণ্ণং মামাশ্বাসয়সি লক্ষ্মণ।
গতাসুর্নাদ্য শক্তোঽসি মামার্তমভিভাষিতুম্॥ ১৩

'লক্ষ্মণ ! আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হলে তুমি নিত্য আমাকে আশ্বস্ত করেছো। আজ তুমি প্রাণ হারিয়েছ, সেইজন্য আর্ত আমার সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে অক্ষম।

যেনাদ্য বহবো যুদ্ধে নিহতা রাক্ষসাঃ ক্ষিতৌ।
তস্যামেবাদ্য শূরস্ত্বং শেষে বিনিহতঃ শরৈঃ॥ ১৪

'যুদ্ধে যার দ্বারা বহুসংখ্যক রাক্ষস নিহত হয়েছে, সেই তুমি শূরবীর হয়েও রাক্ষসদেরই শরাঘাতে ভূমিশয্যায় মৃতবৎ শায়িত।

শয়ানঃ শরতল্পেঽস্মিন্ সশোণিতপরিস্রুতঃ।
শরভূতস্ততো ভাসি ভাস্করোঽস্তমিব ব্রজন্॥ ১৫

'তোমার শরীর শরজালে ব্যাপ্ত, শরশয্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় শায়িত হওয়ায় তোমাকে অস্তগামী সূর্যের মতো মনে হচ্ছে।

বাণাভিহতমর্মত্বান্ন শক্নোষীহ ভাষিতুম্।
রুজা চাব্রুবতো যস্য দৃষ্টিরাগেণ সূচ্যতে॥ ১৬

'বাণাঘাতে তোমার মর্মস্থল বিদীর্ণ হয়েছে। তাই, তুমি বাক্য বিনিময়ে অক্ষম, তোমার রক্তাক্ত চোখের দ্বারা মর্মপীড়া সূচিত হচ্ছে।

যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্॥ ১৭

'এই মহাতেজস্বী যেমন বনে আমার অনুগমন করেছিলেন, আমিও তদনুরূপভাবে তাঁকে যমালয়ে অনুসরণ করব।

ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং চ নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামদ্য বতোঽবস্থাং মমানার্যস্য দুর্নয়ৈঃ॥ ১৮

'যে ছিল আমার প্রিয় বন্ধুজন, সর্বদাই আমার প্রতি যার ভক্তিভাব এবং অনুরাগ ছিল অবিচল ; আমার মতো অনার্যের দুর্নীতির জন্য সে আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছে।

সুরুষ্টেনাপি বীরেণ লক্ষ্মণেন ন সংস্মরে।
পরুষং বিপ্রিয়ং চাপি শ্রাবিতং তু কদাচন॥ ১৯

'আমি স্মরণ করতে পারছি না, বীর লক্ষ্মণ কখনো অত্যন্ত কুপিত হয়েও আমাকে কোনো কঠোর বা অপ্রিয় কথা শুনিয়েছেন !

বিসসর্জৈকবেগেন পঞ্চবাণশতানি যঃ।
ইষ্বস্ত্রেষ্বধিকস্তস্মাৎ কার্তবীর্যাচ্চ লক্ষ্মণঃ॥ ২০

'লক্ষ্মণ সমান-বেগে পাঁচ শত শরবর্ষণে সক্ষম,

এইজন্য সে ছিল ধনুর্বিদ্যায় কৃতবীর্য অর্জুনের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি যো হন্যাচ্ছক্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
সোঽয়মুর্ব্যাং হতঃ শেতে মহার্হশয়নোচিতঃ॥ ২১

'যে আপন অস্ত্রের দ্বারা মহাত্মা ইন্দ্রের অস্ত্রও খণ্ডন করতে সক্ষম, বহুমূল্য শয্যায় শয়নের যোগ্য হয়েও, সে নিহত হয়ে ভূমি শয্যায় শায়িত।'

তত্র মিথ্যা প্রলপ্তং মাং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যস্ময়া ন কৃতো রাজা রাক্ষসানাং বিভীষণঃ॥ ২২

'আমি বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজা করতে পারিনি। আমার এই মিথ্যা প্রলাপ আমাকে দগ্ধ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অস্মিন্ মুহূর্তে সুগ্রীব প্রতিযাতুমিতোঽর্হসি।
মত্বা হীনং ময়া রাজন্ রাবণোঽভিভবিষ্যতি॥ ২৩

'বানররাজ সুগ্রীব ! আপনি এই মুহূর্তেই এই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করুন ; কারণ আমার অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরাজ রাবণ আপনাকে তিরস্কার করবেন।

অঙ্গদং তু পুরস্কৃত্য সসৈন্যং সপরিচ্ছদম্।
সাগরং তর সুগ্রীবং নীলেন চ নলেন চ॥ ২৪

'সুগ্রীব ! সৈন্য এবং সামগ্রীসহ অঙ্গদকে সামনে রেখে নল এবং নীলকে নিয়ে আপনি সমুদ্র পার হয়ে যথাস্থানে ফিরে যান।

কৃতং হি সুমহৎকর্ম যদন্যৈর্দুষ্করং রণে।
ঋক্ষরাজেন তুষ্যামি গোলাঙ্গুলাধিপেন চ॥ ২৫

'গোলাঙ্গুলদের অধিপতি গবাক্ষ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। যুদ্ধে তোমরা যে মহান পরাক্রম দেখিয়েছো, তা অন্যের পক্ষে দুষ্কর।

অঙ্গদেন কৃতং কর্ম মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ।
যুদ্ধং কেসরিণা সংখ্যে ঘোরং সম্পাতিনা কৃতম্॥ ২৬

'অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদও মহান বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। কেশরী এবং সম্পাতিও সমরাঙ্গনে ভয়ানক যুদ্ধ করেছে।

গবয়েন গবাক্ষেণ শরভেণ গজেন চ।
অন্যৈশ্চ হরিভির্যুদ্ধং মদর্থে ত্যক্তজীবিতৈঃ॥ ২৭

'গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ তথা অন্যান্য বানরেরা আমার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সংগ্রাম করেছে।

ন চাতিক্রমিতুং শক্যং দৈবং সুগ্রীব মানুষৈঃ।
যত্তু শক্যং বয়স্যেন সুহৃদা বা পরং মম॥ ২৮
কৃতং সুগ্রীবং তৎ সর্বং ভবতা ধর্মভীরুণা।
মিত্রকার্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ॥ ২৯
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।

'কিন্তু সুগ্রীব ! মানুষ দৈবকে অতিক্রম করতে পারে না। আমার পরমবন্ধু তথা উত্তম সুহৃদ হয়ে আপনাদের মতো ধর্মভীরুদের পক্ষে যা করা সম্ভব, সবই আপনারা করেছেন। বানরমুখ্যগণ আপনারা সকলে মিলে মিত্রকার্য সম্পন্ন করেছেন। এখন আমি আজ্ঞা করছি, আপনারা যথাস্থানে ফিরে যান।'

শুশ্রুবুস্তস্য যে সর্বে বানরাঃ পরিদেবিতম্॥ ৩০
বর্তয়াংচক্রিরেঽশ্রূণি নেত্রৈঃ কৃষ্ণেতরেক্ষণাঃ॥ ৩১

পিঙ্গল বর্ণের অক্ষি বিশিষ্ট বানরেরা সকলে রামচন্দ্রের এই বিলাপ শুনে আপন নেত্র হতে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

ততঃ সর্বাণ্যনীকানি স্থাপয়িত্বা বিভীষণঃ।
আজগাম গদাপাণিস্ত্বরিতং যত্র রাঘবঃ॥ ৩২

অনন্তর সমস্ত সৈন্যদের সুবিন্যস্ত করে, যেখানে রামচন্দ্র অবস্থিত, সেইস্থানে গদা হাতে নিয়ে বিভীষণ প্রত্যাবর্তন করলেন।

তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং যান্তং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
বানরা দুদ্রুবুঃ সর্বে মন্যমানাস্তু রাবণিম্॥ ৩৩

কজ্জ্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট সেই বিভীষণকে দ্রুত আসতে দেখে বানরেরা তাঁকে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করে ইতস্ততঃ পলায়ন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ মনে করে বানরদের পলায়ন, সুগ্রীবের নির্দেশে জাম্ববানের তাদেরকে আশ্বাসদান, বিভীষণের বিলাপ, তাঁকে সুগ্রীবের সান্ত্বনাদান, গরুড়ের আগমন এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে প্রতিগমন

অথোবাচ মহাতেজা হরিরাজো মহাবলঃ।
কিমিয়ং ব্যথিতা সেনা মূঢ়বাতেব নৌর্জলে॥ ১

অনন্তর মহাবলশালী, মহাতেজস্বী, বানররাজ সুগ্রীব বললেন— 'ঝড়ের আঘাতে জলে অবস্থিত নৌকার মতো এই বানর সেনারা কেন বিচলিত হয়েছে ?'

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা বালিপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
ন ত্বং পশ্যসি রামং চ লক্ষ্মণং চ মহারথম্॥ ২

সুগ্রীবের এই কথা শুনে বালিপুত্র অঙ্গদ বলল — 'শ্রীরাম এবং মহারথী লক্ষ্মণের অবস্থা কী আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?

শরজালাচিতৌ বীরাবুভৌ দশরথাত্মজৌ।
শরতল্পে মহাত্মানৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ॥ ৩

'এই দুই দশরথনন্দন বীর মহাত্মা শরশয্যায় রক্তলিপ্ত অবস্থায় শায়িত।

অথব্রবীদ্ বানরেন্দ্রঃ সুগ্রীবঃ পুত্রমঙ্গদম্।
নানিমিত্তমিদং মন্যে ভবিতব্যং ভয়েন তু॥ ৪

অতঃপর বানররাজ সুগ্রীব পুত্র অঙ্গদকে বললেন —'বৎস ! সৈন্যরা অকারণে ভীত হয়েছে, তা আমি মনে করি না। নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ আছে।

বিষণ্ণবদনা হ্যেতে ত্যক্তপ্রহরণা দিশঃ।
পলায়ন্তেঽত্র হরয়স্ত্রাসাদুৎফুল্ললোচনাঃ॥ ৫

'এই বানরেরা বিষণ্ণ মুখে ভয়-বিস্ফারিত চোখে অস্ত্র ত্যাগ করে দিশাহারা হয়ে এই স্থান থেকে পলায়ন করছে।

অন্যোন্যস্য ন লজ্জন্তে ন নিরীক্ষন্তি পৃষ্ঠতঃ।
বিপ্রকর্ষন্তি চান্যোন্যং পতিতং লঙ্ঘয়ন্তি চ॥ ৬

'পলায়নকালে এদের একে অপরের কাছে লজ্জিত হচ্ছে না, পেছন ফিরে দেখছেও না, একে-অপরকে টেনে ধরছে (আকর্ষণ করছে), কোনো একজন ভূপতিত হলে তাকে পদপিষ্ট করেই তারা চলে যাচ্ছে। (অর্থাৎ তাদের ভয় এতটাই মারাত্মক যে, মাটিতে পড়ে যাওয়া সাথীকে তোলার চেষ্টাও করছে না ; ভয়ের কারণে তারা সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়েছে।)'

এতস্মিন্নন্তরে বীরো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
সুগ্রীবং বর্ধয়ামাস রাঘবং চ জয়াশিষা॥ ৭

এই সময়ে বীর বিভীষণ গদা হাতে নিয়ে বিজয়সূচক আশীর্বাদ দ্বারা রামচন্দ্রকে এবং সুগ্রীবকে সম্বর্ধিত করলেন।

বিভীষণং চ সুগ্রীবো দৃষ্ট্বা বানরভীষণম্।
ঋক্ষরাজং মহাত্মানং সমীপস্থমুবাচ হ॥ ৮

বানরদের মধ্যে প্রীতি সঞ্চারকারী বিভীষণকে দেখে নিকটস্থিত ঋক্ষরাজ মহাত্মা জাম্ববানকে সুগ্রীব বললেন—

বিভীষণোঽয়ং সম্প্রাপ্তো যং দৃষ্ট্বা বানরর্ষভাঃ।
দ্রবন্ত্যায়তসংত্রাসা রাবণাত্মজশঙ্কয়া॥ ৯

'বিভীষণ আসছেন, যাঁকে দেখে বানর শিরোমণিরা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মনে করে সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

শীঘ্রমেতান্ সুসংত্রস্তান্ বহুধা বিপ্রধাবিতান্।
পর্যবস্থাপয়াখ্যাহি বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ১০

'নানাদিকে প্রধাবিত ভীত এই বানরদেরকে আপনি সত্বর এই বলে আশ্বস্ত করুন যে, ইনি ইন্দ্রজিৎ নন, প্রকৃতপক্ষে ইনি হলেন বিভীষণ।'

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু জাম্ববানৃক্ষপার্থিবঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়ামাস সন্নিবর্ত্য প্রধাবতঃ॥ ১১

সুগ্রীব এইরূপ বললে, ঋক্ষরাজ জাম্ববান পলায়নোদ্যত বানরদের পলায়নকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে সান্ত্বনা দিলেন।

তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ সর্বে বানরাস্ত্যক্তসাধ্বসাঃ।
ঋক্ষরাজবচঃ শ্রুত্বা তং চ দৃষ্ট্বা বিভীষণম্॥ ১২

ঋক্ষরাজের কথা শুনে এবং বিভীষণকে দেখে সকল বানরেরা ভয় ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করল।

বিভীষণস্তু রামস্য দৃষ্ট্বা গাত্রং শরৈশ্চিতম্।
লক্ষ্মণস্য তু ধর্মাত্মা বভূব ব্যথিতস্তদা॥ ১৩

ধর্মাত্মা বিভীষণও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ শরাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

জলক্লিন্নেন হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমৃজ্য চ।
শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ॥ ১৪

তিনি নিজে জলসিক্ত হস্ত দ্বারা তাঁদের দুই ভাইয়ের চোখ মুছিয়ে দিলেন। মনে মনে শোক-পীড়িত হয়ে রোদন করতে এবং বিলাপ করতে লাগলেন—

ইমৌ তৌ সত্ত্বসম্পন্নৌ বিক্রান্তৌ প্রিয়সংযুগৌ।
ইমামবস্থাং গমিতৌ রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ॥ ১৫

'হায়! এঁরা দুজনেই বলবিক্রমশালী এবং যুদ্ধপ্রিয় হয়েও রাক্ষসদের মায়া-যুদ্ধের দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভ্রাতৃপুত্রেণ চৈতেন দুষ্পুত্রেণ দুরাত্মনা।
রাক্ষস্যা জিহ্ময়া বুদ্ধ্যা বঞ্চিতাবৃজুবিক্রমৌ॥ ১৬

'আমার ভাইয়ের কুপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ তার রাক্ষসোচিত কূটবুদ্ধির দ্বারা এই দুই সরল ও পরাক্রমশালী বীরকে বঞ্চিত করেছে।

শরৈরিমাবলং বিদ্ধৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।
বসুধায়ামিমৌ সুপ্তৌ দৃশ্যেতে শল্যকাবিব॥ ১৭

এঁদের দুজনেরই শরীর শরের আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন, রক্তলিপ্ত অবস্থায় ভূমি শয্যায় শায়িত তাদের দেখতে হয়েছে শজারুর মতো।

যয়োর্বীর্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ॥ ১৮

'যাঁদের বীর্যবত্তাকে আশ্রয় করে আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিলাষ করেছিলাম, সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ দেহত্যাগের কারণে মহানিদ্রায় শায়িত।

জীবন্নদ্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ।
প্রাপ্তপ্রতিজ্ঞশ্চ রিপুঃ সকামো রাবণঃ কৃতঃ॥ ১৯

'জীবিত থেকেও আজ আমার জীবন বিপন্ন। রাজ্যবিষয়ক বাসনা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। শত্রু রাবণের প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। তিনি সফলকাম হয়েছেন।'

এবং বিলপমানং তং পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নো হরিরাজোঽব্রবীদিদম্॥ ২০

এইরূপ বিলাপরত বিভীষণকে বানররাজ বলবান সুগ্রীব আলিঙ্গন করে বললেন—

রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ।
রাবণঃ সহ পুত্রেণ স্বকামং নেহ লপ্স্যতে॥ ২১

'হে ধর্মজ্ঞ! আপনি লঙ্কা রাজ্য লাভ করবেন—এতে কোনো সংশয় নেই। পুত্র সহ রাবণ আপন কামনা পূরণে সক্ষম হবে না।

গরুড়াধিষ্ঠিতাবেতাবুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
ত্যক্ত্বা মোহং বধিষ্যেতে সগণং রাবণং রণে॥ ২২

'শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ—এঁরা উভয়েই মূর্ছাভঙ্গের পরে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধে সপরিবারে রাবণকে হত্যা করবেন।'

তমেবং সান্ত্বয়িত্বা তু সমাশ্বাস্য তু রাক্ষসম্।
সুষেণং শ্বশুরং পার্শ্বে সুগ্রীবস্তমুবাচ হ॥ ২৩

রাক্ষস বিভীষণকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এবং আশ্বস্ত করে, সুগ্রীব তাঁর পাশে উপস্থিত শ্বশুর সুষেণকে বললেন—

সহ শূরৈর্হরিগণৈর্লব্ধসংজ্ঞাবরিন্দমৌ।
গচ্ছ ত্বং ভ্রাতরৌ গৃহ্য কিষ্কিন্ধাং রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৪

'শত্রুদমনকারী এই দুই ভাই সংজ্ঞালাভ করলে, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে শূরবীর বানরদের সাথে আপনি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করুন।

অহং তু রাবণং হত্বা সপুত্রং সহবান্ধবম্।
মৈথিলীমানয়িষ্যামি শক্রো নষ্টামিব শ্রিয়ম্॥ ২৫

'পুত্রসহ রাবণকে সবান্ধবে হত্যা করে আমি মৈথিলী সীতাকে নিয়ে আসব, যেমন ইন্দ্র হৃত রাজ্যে লক্ষ্মীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

শ্রুত্বৈতদ্ বানরেন্দ্রস্য সুষেণো বাক্যমব্রবীৎ।
দেবাসুরং মহাযুদ্ধমনুভূতং পুরাতনম্॥ ২৬

বানররাজ সুগ্রীবের এই কথা শুনে সুষেণ বললেন—'পুরাকালে দেবাসুরের মহাযুদ্ধ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

তদা স্ম দানবা দেবান্ শরসংস্পর্শকোবিদান্।
নিজঘ্নুঃ শস্ত্রবিদুষশ্ছাদয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ॥ ২

'তখন অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ লক্ষ্যভেদে কুশল দেবতাদেরকে দানবেরা পুনঃপুনঃ শর দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিল।

তানার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাংশ্চ গতাসূংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
বিদ্যাভির্মন্ত্রযুক্তাভিরোষধীভিশ্চিকিৎসতি ॥ ২৮

'সেই যুদ্ধে পীড়িত, মৃতপ্রায় এবং অচেতন দেবতাদেরকে রক্ষা করার জন্য বৃহস্পতি মন্ত্রযুক্ত বিদ্যা তথা ওষধি দ্বারা চিকিৎসা করেছিলেন।

তানৌষধানানয়িতুং ক্ষীরোদং যান্তু সাগরম্।
জবেন বানরাঃ শীঘ্রং সম্পাতিপনসাদয়ঃ॥ ২৯

'সেই ওষধিকে আনার জন্য শীঘ্র সম্পাতি, পনস প্রভৃতি বানরেরা দ্রুতবেগে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে যাত্রা করুক।

হরয়স্তু বিজানন্তি পার্বতী তে মহৌষধী।
সঞ্জীবকরণীং দিব্যাং বিশল্যাং দেবনির্মিতাম্॥ ৩০

'এই বানরেরা সেই পার্বত্য মহৌষধিকে জানে। দেবনির্মিত সেই ঔষধদ্বয়ের একটি হল সঞ্জীবকরণী এবং অপরটি হল বিশল্যকরণী।

চন্দ্রশ্চ নাম দ্রোণশ্চ ক্ষীরোদে সাগরোত্তমে।
অমৃতং যত্র মথিতং তত্র তে পরমৌষধী॥ ৩১
তৌ তত্র বিহিতৌ দেবৈঃ পর্বতৌ তৌ মহোদধৌ।
অয়ং বায়ুসুতো রাজন্ হনূমাংস্তত্র গচ্ছতু॥ ৩২

'সমুদ্রের মধ্যে উত্তম ক্ষীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র এবং দ্রোণ নামক দুটি পর্বত আছে, যেখানে অমৃত মন্থন করা হয়েছিল, সেখানেই পরমৌষধি বর্তমান। মহাসমুদ্রে ওই দুই পর্বতকে দেবতারাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হে রাজন্! বায়ুপুত্র হনুমানই সেইস্থানে গমন করুক।'

এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্মেঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ।
পর্যস্য সাগরে তোয়ং কম্পয়ন্নিব পর্বতান্॥ ৩৩

ইতিমধ্যেই বায়ুর গতি দ্রুত হল। আকাশে সঞ্চারিত হল ঘন মেঘ, তৎসহ শুরু হল বিদ্যুতের চমক, বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জল প্রবলভাবে আলোড়িত হতে লাগলো, পর্বতসমূহ প্রকম্পিত হতে লাগল।

মহতা পক্ষবাতেন সর্বদ্বীপমহাদ্রুমাঃ।
নিপেতুর্ভগ্নবিটপাঃ সলিলে লবণাম্ভসি॥ ৩৪

গরুড়ের পক্ষজাত প্রচণ্ড বাতাসে দ্বীপের বড় বড় বৃক্ষগুলি ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি ভেঙে ভেঙে সমুদ্রের জলে পড়তে লাগল।

অভবন্ পন্নগাস্ত্রস্তা ভোগিনস্তত্রবাসিনঃ।
শীঘ্রং সর্বাণি যাদাংসি জগ্মুশ্চ লবণার্ণবম্॥ ৩৫

সেই দ্বীপে বাসকারী সাপেরা ভীত হয়েছিল, জলজন্তুগুলি দ্রুততার সঙ্গে জলের গভীরে প্রবেশ করল।

ততো মুহূর্তাদ্ গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলম্।
বানরা দদৃশুঃ সর্বে জ্বলন্তমিব পাবকম্॥ ৩৬

তারপর মুহূর্তের মধ্যেই বানরেরা দেখল মহাবলশালী, জ্বলন্ত অগ্নির তুল্য তেজস্বী বিনতানন্দন গরুড় আবির্ভূত হলেন।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য নাগাস্তে বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
যৈস্তু তৌ পুরুষৌ বদ্ধৌ শরভূতৈর্মহাবলৈঃ॥ ৩৭

যে মহাবলশালী সর্পগুলি বাণরূপে ওই দুই মহাপুরুষকে বেঁধে রেখেছিল, সেই নাগেরা তাঁকে উপস্থিত দেখে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করল।

ততঃ সুপর্ণঃ কাকুৎস্থৌ স্পৃষ্ট্বা প্রত্যভিনন্দ্য চ।
বিমমর্শ চ পাণিভ্যাং মুখে চন্দ্রসমপ্রভে॥ ৩৮

অনন্তর গরুড় দুই রঘুবংশীয়কে স্পর্শ করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। চন্দ্রের ন্যায় কান্তিযুক্ত তাঁদের মুখমণ্ডল নিজের দুই হাত দিয়ে মার্জনা করলেন।

বৈনতেয়েন সংস্পৃষ্টাস্তয়োঃ সংরুরুহুর্ব্রণাঃ।
সুবর্ণে চ তনূ স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভূবতুঃ॥ ৩৯

গরুড়ের স্পর্শমাত্রই তাঁদের দুজনের ক্ষতগুলির নিরাময় হল। তৎক্ষণাৎ তাঁদের শরীর সোনার মতো উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত এবং স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

তেজো বীর্যং বলং চৌজ উৎসাহশ্চ মহাগুণাঃ।
প্রদর্শনং চ বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ দ্বিগুণা তয়োঃ॥ ৪০

তাঁদের দুজনের তেজ, বীর্য, বল, ওজ, উৎসাহ, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তি প্রভৃতি মহাগুণগুলি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।

তাবুত্থাপ্য মহাতেজা গরুড়ো বাসবোপমৌ।
উভৌ চ সস্বজে হৃষ্টো রামশ্চৈনমুবাচ হ॥ ৪১

অনন্তর মহাতেজস্বী গরুড় ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ওই দুই ভাইকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। রামচন্দ্র প্রীত হয়ে তাঁকে

বললেন—

ভবৎপ্রসাদাদ্ ব্যসনং রাবণিপ্রভবং মহৎ।
উপায়েন ব্যতিক্রান্তৌ শীঘ্রং চ বলিনৌ কৃতৌ॥ ৪২

'রাবণপুত্রের কারণে আমরা দুজনে যে মহাবিপদাপন্ন হয়েছিলাম, আপনার চেষ্টায় তা অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। আপনি বিশেষ উপায়ে শীঘ্র আমাদের দুজনকে বলশালী করে দিয়েছেন।

যথা তাতং দশরথং যথাজং চ পিতামহম্।
তথা ভবন্তমাসাদ্য হৃদয়ং মে প্রসীদতি॥ ৪৩

'পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজ এঁদের সান্নিধ্যে আমার হৃদয় যেমন প্রসন্নতা লাভ করতো, আপনাকে পেয়েও আমি তেমনি প্রসন্ন হয়েছি।

কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
বসানো বিরজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ৪৪

'আপনি অত্যন্ত রূপবান, দিব্য মাল্য চন্দন বিভূষিত, শুভ্র বস্ত্র পরিহিত, দিব্য আভরণ দ্বারা সজ্জিত। আপনার পরিচয় কী ?' (সর্বজ্ঞ হয়েও মানব-ভাবের আশ্রয় নিয়ে শ্রীরাম গরুড়কে এরূপ প্রশ্ন করেছেন)।

তমুবাচ মহাতেজা বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
পতত্রিরাজঃ প্রীতাত্মা হর্ষপর্যাকুলেক্ষণম্॥ ৪৫

তখন মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, পক্ষীরাজ, বিনতানন্দন গরুড় মনে মনে প্রসন্ন হয়ে রামচন্দ্রকে বললেন—

অহং সখা তে কাকুৎস্থ প্রিয়ঃ প্রাণো বহিশ্চরঃ।
গরুত্মানিহ সম্প্রাপ্তো যুবয়োঃ সাহ্যকারণাৎ॥ ৪৬

'কাকুৎস্থ ! আমি আপনার প্রিয় বন্ধু গরুড়। বাহিরে বিচরণকারী আপনার প্রাণস্বরূপ। আপনাদের দুজনকে সহায়তা করার জন্যই আমি এসেছি।

অসুরা বা মহাবীর্যা দানবা বা মহাবলাঃ।
সুরাশ্চাপি সগন্ধর্বাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্॥ ৪৭
নেমং মোক্ষয়িতুং শক্তাঃ শরবন্ধং সুদারুণম্।

'অতি বীর্যবান অসুরেরা, মহাবলশালী দানবেরা, এমনকী দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরোভাগে নিয়ে গন্ধর্ব সহ দেবগণ ভয়ংকর সর্পাকার এইরূপ শরবন্ধন থেকে আপনাদের মুক্ত করতে সক্ষম হতেন না।

মায়াবলাদিন্দ্রজিতা নির্মিতং ক্রূরকর্মণা॥ ৪৮
এতে নাগাঃ কাদ্রবেয়াস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বিষোল্বণাঃ।
রক্ষোমায়াপ্রভাবেণ শরভূতাস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৪৯

'নিষ্ঠুরকর্মা ইন্দ্রজিত আপন মায়াশক্তির দ্বারা এই অস্ত্র নির্মাণ করেছেন। এই সাপেদের দাঁতগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এরা কদ্রুর পুত্র, এদের বিষ অতি ভয়ংকর। রাক্ষসের মায়ার প্রভাবেই এরা শর হয়ে আপনাদের দেহকে আশ্রয় করেছিল।

সভাগ্যশ্চাসি ধর্মজ্ঞ রাম সত্যপরাক্রম।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সমরে রিপুঘাতিনা॥ ৫০

'ধর্মজ্ঞ, সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম ! যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসংহারক আপনার ভাই লক্ষ্মণ সহ আপনি মহাভাগ্যবান। (কারণ শ্রীরাম ও তাঁর ভাই লক্ষ্মণ দুজনেই অতি সহজে এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন।)

ইমং শ্রুত্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণোঽহমাগতঃ।
সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখিত্বমনুপালয়ন্॥ ৫১

'দেবতাদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে আমি দ্রুত এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে স্নেহ, তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই মৈত্রী ধর্ম পালনের জন্যই আমি সহসা এখানে এসেছি।

মোক্ষিতৌ চ মহাঘোরাদস্মাৎ সায়কবন্ধনাৎ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি॥ ৫২

'এই ভয়ানক শরবন্ধন থেকে আমি আপনাদের দুজনকে মুক্ত করেছি। এখন সর্বদাই আপনারা সাবধানে থাকবেন।

প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্॥ ৫৩

'রাক্ষসেরা স্বভাবতই যুদ্ধে কপটাচারী। শুদ্ধভাবসম্পন্ন আপনাদের মতো শূরবীরদের সরলতাই হল বল।

তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।
এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ॥ ৫৪

'এই দৃষ্টান্তের কথা মনে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে কখনোই উচিত নয়, কারণ রাক্ষসেরা সর্বদাই কুটিল।'

এবমুক্ত্বা তদা রামং সুপর্ণঃ স মহাবলঃ।
পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে॥ ৫৫

এই কথা বলে মহাবলী গরুড় সস্নেহে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বিদায় নেওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

সখে রাঘব ধর্মজ্ঞ রিপূণামপি বৎসল।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি গমিষ্যামি যথাসুখম্॥ ৫৬

'শত্রুদের প্রতিও দয়াবান হে ধর্মজ্ঞ বন্ধু রাঘব! আমি এখন তাহলে এখান থেকে সুখপূর্বক যাত্রা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ন চ কৌতূহলং কার্যং সখিত্বং প্রতি রাঘব।
কৃতকর্মা রণে বীর সখিত্বং প্রতিবেৎস্যসি॥ ৫৭

'বীর রঘুনন্দন! আপনাদের প্রতি আমার সখা সম্বোধন বিষয়ে কোনো কৌতুহল রাখবেন না। যুদ্ধে সাফল্য লাভের পরে আপনি স্বয়ং এই সখ্যতা বুঝতে পারবেন।

বালবৃদ্ধাবশেষাং তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোর্মিভিঃ।
রাবণং তু রিপুং হত্বা সীতাং ত্বমুপলপ্স্যসে॥ ৫৮

'আপনার শর তরঙ্গমালার আঘাতে লঙ্কার শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকলেই ধ্বংস হবে। শত্রু রাবণকে হত্যা করে আপনি সীতাকে লাভ করবেন।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুপর্ণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
রামং চ নীরুজং কৃত্বা মধ্যে তেষাং বনৌকসাম্॥ ৫৯
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা পরিষ্বজ্য চ বীর্যবান্।
জগামাকাশমাবিশ্য সুপর্ণঃ পবনো যথা॥ ৬০

এই কথা বলে গরুড় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রামচন্দ্রকে সুস্থ করলেন। অনন্তর বনবাসী বানরদের মধ্যে সেই বীর্যবান প্রদক্ষিণ করে তাদের আলিঙ্গন করে বায়ুর গতিতে আকাশপথে চলে গেলেন।

নীরুজৌ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা ততো বানরযূথপাঃ।
সিংহনাদং তদা নেদুর্লাঙ্গূলং দুধুবুশ্চ তে॥ ৬১

বানর যূথপতিগণ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ অবস্থায় দেখে আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল ও লেজ আছড়াতে লাগল।

ততো ভেরীঃ সমাজঘ্নুর্মৃদঙ্গাংশ্চাপ্যনাদয়ন্।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ সম্প্রহৃষ্টাঃ ক্ষ্বেলন্ত্যপি যথাপুরম্॥ ৬২

তারপরে বানরেরা ভেরী বাজাতে আরম্ভ করল, বাজতে লাগল মৃদঙ্গ, নিনাদিত হল শঙ্খ এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দপূর্ণ চিত্তে গর্জন করতে লাগল।

অপরে স্ফোট্য বিক্রান্তা বানরা নগযোধিনঃ।
দ্রুমানুৎপাট্য বিবিধাংস্তস্থুঃ শতসহস্রশঃ॥ ৬৩

অপর পরাক্রমী বানর, যারা বৃক্ষ এবং পর্বতশিখর হাতে নিয়ে যুদ্ধ করছিল, তারা বৃক্ষরাজি উৎপাটন করে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

বিসৃজন্তো মহানাদাংস্ত্রাসয়ন্তো নিশাচরান্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুর্যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৬৪

ভয়ানক শব্দে গর্জন করতে করতে রাক্ষসদের ভীতি উৎপাদন করে বানরেরা যুদ্ধ কামনায় লঙ্কার দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হল।

তেষাং সুভীমস্তুমুলো নিনাদো
বভূব শাখামৃগযূথপানাম্।
ক্ষয়ে নিদাঘস্য যথা ঘনানাং
নাদঃ সুভীমো নদতাং নিশীথে॥ ৬৫

তখন সেই বানরদলপতিদের ভয়ানক গর্জন অধিকতর তুমুল হয়ে উঠল। মনে হয় যেন গ্রীষ্মঋতুর অবসানে অর্ধেক রাত্রিতে প্রবল গর্জন আরম্ভ হয়েছে। এইরূপ মেঘমন্দ্র, গুরুগম্ভীর গর্জন চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

শ্রীরামের বন্ধনমুক্তির সংবাদ জেনে চিন্তিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য রাবণের ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ, সসৈন্যে ধূম্রাক্ষের নগর থেকে নির্গমন

তেষাং তু তুমুলং শব্দং বানরাণাং মহৌজসাম্।
নর্দতাং রাক্ষসৈঃ সার্ধং তদা শুশ্রাব রাবণঃ॥ ১

তখন অন্যান্য রাক্ষসদের সঙ্গে রাবণ মহাবলশালী বানরদের তুমুল কোলাহল শুনতে পেলেন।

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রুত্বা তং নিনদং ভৃশম্।
সচিবানাং ততস্তেষাং মধ্যে বচনমব্রবীৎ॥ ২

সচিবদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ সেই স্নিগ্ধ, গম্ভীর, সমুচ্চ ধ্বনি শুনে এইরূপ বলতে লাগলেন—

যথাসৌ সম্প্রহৃষ্টানাং বানরাণামুপস্থিতঃ।
বহূনাং সুমহান্ নাদো মেঘানামিব গর্জতাম্॥ ৩
সুব্যক্তং মহতী প্রীতিরেতেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
তথাহি বিপুলৈর্নাদৈশ্চুক্ষুভে লবণার্ণবঃ॥ ৪

'অত্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ, গর্জনরত মেঘের ন্যায় বহুসংখ্যক বানরদের সুমহান কোলাহল সমুপস্থিত হয়েছে। তারা যে অতিশয় আনন্দিত এতে কোনো সংশয় নেই। এইরূপ বিপুল গর্জনে লবণসমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

তৌ তু বদ্ধৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অয়ং চ সুমহান্ নাদঃ শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ ৫

'তীক্ষ্ণশরের দ্বারা দুই ভাই রাম এবং লক্ষ্মণ আবদ্ধ। এদিকে এই মহান আনন্দরব আমার মনকে শঙ্কিত করছে।'

এবং চ বচনং চোক্ত্বা মন্ত্রিণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচ নৈর্ঋতাংস্তত্র সমীপপরিবর্তিনঃ॥ ৬

রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাঁর মন্ত্রিদেরকে এইরূপ বলে নিকটে সমুপস্থিত রাক্ষসদের বললেন—

জ্ঞায়তাং তূর্ণমেতেষাং সর্বেষাং চ বনৌকসাম্।
শোককালে সমুৎপন্নে হর্ষকারণমুত্থিতম্॥ ৭

'শোকাকুল পরিস্থিতিতে সকল বানরদের আনন্দের কারণ কী, তোমরা তা শীঘ্র জেনে এসো।'

তথোক্তাস্তে সুসম্ভ্রান্তাঃ প্রাকারমধিরুহ্য চ।
দদৃশুঃ পালিতাং সেনাং সুগ্রীবেণ মহাত্মনা॥ ৮

তিনি এইরূপ আদেশ দিলে অত্যন্ত শঙ্কিত রাক্ষসেরা প্রাকারে উঠে মহাত্মা সুগ্রীবের দ্বারা পালিত বানরসেনাকে দেখল।

তৌ চ মুক্তৌ সুঘোরেণ শরবন্ধেন রাঘবৌ।
সমুত্থিতৌ মহাভাগৌ বিষেদুঃ সর্বরাক্ষসাঃ॥ ৯

মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ভয়ানক শরবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উত্থিত হয়েছেন জেনে রাক্ষসেরা সকলেই বিষণ্ণ হল।

সংত্রস্তহৃদয়াঃ সর্বে প্রাকারাদবরুহ্য তে।
বিবর্ণা রাক্ষসা ঘোরা রাক্ষসেন্দ্রমুপস্থিতাঃ॥ ১০

তারা সকলেই ভীত মনে প্রাকার থেকে অবতরণ করে আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হল।

তদপ্রিয়ং দীনমুখা রাবণস্য চ রাক্ষসাঃ।
কৃৎস্নং নিবেদয়ামাসুর্যথাবদ্ বাক্যকোবিদাঃ॥ ১১

দীনমুখবিশিষ্ট রাক্ষসেরা ছিলো বাক্যে নিপুণ। তারা সমবেত হয়ে রাবণের নিকট এই অপ্রিয় সংবাদ নিবেদন করল।

যৌ তাবিন্দ্রজিতা যুদ্ধে ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
নিবদ্ধৌ শরবন্ধেন নিষ্প্রকম্পভুজৌ কৃতৌ॥ ১২
বিমুক্তৌ শরবন্ধেন দৃশ্যেতে তৌ রণাজিরে।
পাশানিব গজৌ ছিত্ত্বা গজেন্দ্রসমবিক্রমৌ॥ ১৩

'যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যে দুই ভাই রামলক্ষ্মণকে শরবন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের বাহুযুগল নিস্পন্দ করেছিলেন ; গজরাজের সমান পরাক্রমী সেই দুই বীর মত্ত হস্তীর ন্যায় পাশ ছিন্ন করে মুক্ত হয়েছেন। শরবন্ধন মুক্ত হয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ॥ ১৪

মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের সেই কথা শুনে চিন্তায় এবং শোকে আক্রান্ত হলেন, তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঘোরৈর্দত্তবরৈর্বদ্ধৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অমোঘৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ প্রমথ্যেন্দ্রজিতা যুধি॥ ১৫
তদস্ত্রবন্ধমাসাদ্য যদি মুক্তৌ রিপূ মম।
সংশয়স্থমিদং সর্বমনুপশ্যাম্যহং বলম্॥ ১৬

(তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—) 'বিষধর সাপের

মতো ভয়ানক, বরপ্রাপ্ত, অমোঘ, সূর্যতুল্য তেজসম্পন্ন বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁদের আবদ্ধ করেছিল ; আমার শত্রুদ্বয় যদি সেই বন্ধন মুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়েও (যুদ্ধজয় বিষয়ে) আমি সংশয়াপন্ন হচ্ছি।

নিষ্ফলাঃ খলু সংবৃত্তাঃ শরাঃ পাবকতেজসঃ।
আদত্তং যৈস্তু সংগ্রামে রিপূণাং জীবিতং মম॥ ১৭

'যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আমার শত্রুদের প্রাণঘাতী, অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণগুলি নিশ্চয়ই আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে।'

এবমুক্ত্বা তু সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা।
অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে ধূম্রাক্ষং নাম রাক্ষসম্॥ ১৮

এই বলে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস মোচন করতে করতে রাক্ষসদের মধ্যে ধূম্রাক্ষ নামক রাক্ষসকে বললেন—

বলেন মহতা যুক্তো রক্ষসাং ভীমবিক্রম।
ত্বং বধায়াশু নির্যাহি রামস্য সহ বানরৈঃ॥ ১৯

'ভয়ানক পরাক্রমী বীর ! তুমি রাক্ষসদের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বানরদের সঙ্গে রামচন্দ্রকে বধ করার জন্য শীঘ্র গমন করো।'

এবমুক্তস্তু ধূম্রাক্ষো রাক্ষসেন্দ্রেণ ধীমতা।
পরিক্রম্য ততঃ শীঘ্রং নির্জগাম নৃপালয়াৎ॥ ২০

বুদ্ধিমান রাক্ষসরাজ ধূম্রাক্ষকে এইরূপ আদেশ দিলে, সে তাঁকে পরিক্রমা করে দ্রুত রাজভবন থেকে নির্গত হল।

অভিনিষ্ক্রম্য তদ্ দ্বারং বলাধ্যক্ষমুবাচ হ।
ত্বরয়স্ব বলং শীঘ্রং কিং চিরেণ যুযুৎসতঃ॥ ২১

সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজার গৃহদ্বারে গিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষকে বললো, 'শীঘ্র সৈন্য প্রস্তুত করো। যুদ্ধার্থীদের বিলম্বের কী প্রয়োজন ?'

ধূম্রাক্ষবচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো বলানুগঃ।
বলমুদ্যোজয়ামাস রাবণস্যাজ্ঞয়া ভৃশম্॥ ২২

ধূম্রাক্ষের কথা শুনে সৈন্যাধ্যক্ষ রাবণের আজ্ঞা অনুসারে বহুসংখ্যক অনুগত সৈন্যদের নিয়ে এক বিশাল বাহিনী সজ্জিত করল।

তে বদ্ধঘণ্টা বলিনো ঘোররূপা নিশাচরাঃ।
বিনদ্যমানাঃ সংহৃষ্টা ধূম্রাক্ষং পর্যবারয়ন্॥ ২৩

ভয়ানক রূপধারী মহাবলশালী সেই রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঘণ্টা বেঁধে ধূম্রাক্ষকে পরিবেষ্টন করে গর্জন করতে লাগল।

বিবিধায়ুধহস্তাশ্চ শূলমুদ্গরপাণয়ঃ।
গদাভিঃ পট্টিশৈর্দণ্ডৈরায়সৈর্মুষলৈরপি॥ ২৪
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্যয়ূ রাক্ষসা ঘোরা নর্দন্তো জলদা যথা॥ ২৫

তাদের হাতে ছিল নানাবিধ অস্ত্র। কারও হাতে ছিল শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, দণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ এবং কুঠার, এইসব অস্ত্র নিয়ে আর রাক্ষসেরা মেঘের মতো গর্জন করতে করতে যুদ্ধযাত্রা করল।

রথৈঃ কবচিনস্ত্বন্যে ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
সুবর্ণজালবিহিতৈঃ খরৈশ্চ বিবিধাননৈঃ॥ ২৬
হয়ৈঃ পরমশীঘ্রৈশ্চ গজেন্দ্রৈশ্চৈব মদোৎকটৈঃ।
নির্যযুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ॥ ২৭

বর্মপরিহিত কিছুসংখ্যক রাক্ষস সোনার জাল দ্বারা আচ্ছাদিত পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত রথে যুদ্ধযাত্রা করল। দুর্ধর্ষ কিছু রাক্ষস নানাপ্রকার মুখবিশিষ্ট গাধা, দ্রুতগামী ঘোড়া, মদমত্ত হাতির পিঠে চড়ে ব্যাঘ্রের মতো যুদ্ধ করার জন্য নগর থেকে দ্রুত রওনা হল।

বৃকসিংহমুখৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ।
আরুরোহ রথং দিব্যং ধূম্রাক্ষঃ খরনিঃস্বনঃ॥ ২৮

স্বর্ণাভরণে ভূষিত নেকড়ে বাঘ এবং সিংহের মুখবিশিষ্ট গাধায় টানা দিব্য রথে আরোহণ করে ধূম্রাক্ষ যুদ্ধযাত্রা করল। তার রথের ধ্বনিও ছিল গাধার ডাকের মতো।

স নির্যাতো মহাবীর্যো ধূম্রাক্ষো রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
হসন্ বৈ পশ্চিমদ্বারাদ্ধনূমান্ যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৯

মহাবলশালী ধূম্রাক্ষ এইভাবে বহুসংখ্যক রাক্ষস পরিবৃত হয়ে হাসতে হাসতে পশ্চিম দ্বারে— যেখানে হনুমান অবস্থানরত ছিলেন, যুদ্ধার্থে সেইদিকে নির্গত হল।

রথপ্রবরমাস্থায় খরযুক্তং খরস্বনম্।
প্রযান্তং তু মহাঘোরং রাক্ষসং ভীমদর্শনম্॥ ৩০
অন্তরিক্ষগতাঃ ক্রূরাঃ শকুনাঃ প্রত্যবেধয়ন্।

গাধার মতো শব্দকারী গাধায় টানা শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করছে ভয়ানকদর্শন মহাঘোর

রাক্ষস ধূম্রাক্ষ। অন্তরীক্ষচারী ক্রূর শকুনগুলি অশুভ ধ্বনি করে তাকে যেতে নিষেধ করছে।

রথশীর্ষে মহাভীমো গৃধ্রশ্চ নিপপাত হ॥ ৩১
ধ্বজাগ্রে গ্রথিতাশ্চৈব নিপেতুঃ কুণপাশনাঃ।
রুধিরার্দ্রো মহান্ শ্বেতঃ কবন্ধঃ পতিতো ভুবি॥ ৩২

রথশীর্ষে একটি বিশালাকায় গৃধ্র পতিত হল। ধ্বজার অগ্রভাগে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শবভোজী কিছু পাখি পতিত হল। এইসময়ে সামনে মাটিতে এসে পড়ল একটি রক্তাক্ত সাদা মুণ্ডহীন ধড়।

বিস্বরং চোৎসৃজন্নাদান্ ধূম্রাক্ষস্য নিপাতিতঃ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ সঞ্চচাল চ মেদিনী॥ ৩৩

ধূম্রাক্ষের নিকটে পড়ে সে বিকট স্বরে চিৎকার করতে লাগল। বৃষ্টির দেবতা রক্তবর্ষণ করতে লাগলেন এবং পৃথিবী কেঁপে উঠল।

প্রতিলোমং ববৌ বায়ুর্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
তিমিরৌঘাবৃতাস্তত্র দিশশ্চ ন চকাশিরে॥ ৩৪

দিক্ নির্ণয় করা যায় না, এমন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। বায়ু প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উত্থিত হল।

স তূৎপাতাংস্ততো দৃষ্ট্বা রাক্ষসানাং ভয়াবহান্।
প্রাদুর্ভূতান্ সুঘোরাংশ্চ ধূম্রাক্ষো ব্যথিতোঽভবৎ।
মুমুহূ রাক্ষসাঃ সর্বে ধূম্রাক্ষস্য পুরঃসরাঃ॥ ৩৫

রাক্ষসদের বিরুদ্ধে এইরূপ ভয়ানক উৎপাত দেখে তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়ায় ধূম্রাক্ষ অত্যন্ত ব্যথিত হল এবং তার অগ্রগামী রাক্ষসেরা সকলেই ভয়ে হতচেতন হয়ে পড়ল।

ততঃ সুভীমো বহুভির্নিশাচরৈ-
র্বৃতোঽভিনিষ্ক্রম্য রণোৎসুকো বলী।
দদর্শ তাং রাঘববাহুপালিতাং
মহৌঘকল্পাং বহু বানরীং চমূম্॥ ২৮

এইভাবে যুদ্ধে উৎসুক বহুসংখ্যক রাক্ষস পরিবেষ্টিত হয়ে মহাবলশালী ভয়ানক রাক্ষস ধূম্রাক্ষ নগর থেকে নির্গত হয়ে রামচন্দ্রের বাহুবলে পালিত প্রলয়কালীন সমুদ্রের মতো সুবিশাল বানরসেনা দেখতে পেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫২)

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ এবং হনুমানের দ্বারা তার বিনাশ

ধূম্রাক্ষং প্রেক্ষ্য নির্যান্তং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্।
বিনেদুর্বানরাঃ সর্বে প্রহৃষ্টা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১

ভীমবিক্রমসম্পন্ন রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে নির্গত হতে দেখে যুদ্ধাভিলাষী সকল বানরেরা আনন্দিত হয়ে সিংহনাদ করতে লাগল।

তেষাং সুতুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
অন্যোন্যং পাদপৈর্ঘোরৈর্নিঘ্নতাং শূলমুদ্গরৈঃ॥ ২

তখন সেই বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সেই ভয়ানক যুদ্ধে একে অপরকে গাছ, শূল, মুদ্গর সহযোগে আঘাত করতে লাগল।

রাক্ষসৈর্বানরা ঘোরা বিনিকৃত্তাঃ সমন্ততঃ।
বানরৈ রাক্ষসাশ্চাপি দ্রুমৈর্ভূমিসমীকৃতাঃ॥ ৩

রাক্ষসেরা সবদিক থেকে ভয়ানক বানরদের কর্তিত করতে লাগল, বানরেরাও রাক্ষসদের গাছের আঘাতে ভূতলশায়ী করতে আরম্ভ করল।

রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধা বানরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যধুর্ঘোরসংকাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৪

রাক্ষসেরাও ক্রুদ্ধ হয়ে কঙ্কপত্রযুক্ত, তীক্ষ্ণ, সরল বাণ দ্বারা বানরদের গভীরভাবে আঘাত করতে লাগল।

তে গদাভিশ্চ ভীমাভিঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ।
ঘোরৈশ্চ পরিঘৈশ্চিত্রৈস্ত্রিশূলৈশ্চাপি সংশ্রিতৈঃ॥ ৫
বিদার্যমাণা রক্ষোভির্বানরাস্তে মহাবলাঃ।

অমর্ষজনিতোদ্ধর্ষাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ॥ ৬

তারা ভয়ানক গদা, পট্টিশ, কূট, মুদগর, ভয়ংকর পরিঘ এবং বিচিত্র ত্রিশূল হাতে নিয়ে মহাবলশালী বানরদের বিদীর্ণ করছিল। তারা অমর্ষজনিত উৎসাহে ভীত না হয়ে ভয়ংকর ভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

শরনির্ভিন্নগাত্রাস্তে শূলনির্ভিন্নদেহিনঃ।
জগৃহুস্তে দ্রুমাংস্তত্র শিলাশ্চ হরিযূথপাঃ॥ ৭

বাণের আঘাতে শরীর হয়েছে বিদীর্ণ, শূলপ্রহারে দেহ ক্ষতবিক্ষত ; তথাপি বানরদলপতিগণ যুদ্ধের জন্য হাতে তুলে নিয়েছে বৃক্ষরাজি এবং শিলাসমূহ।

তে ভীমবেগা হরয়ো নর্দমানাস্ততস্ততঃ।
মমন্থু রাক্ষসান্ বীরান্ নামানি চ বভাষিরে॥ ৮

সেই বানরেরা ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং তীব্র গর্জনরত। সজোরে আপন আপন নাম ঘোষণা করতে করতে তখন তারা বীর রাক্ষসদের মর্দন করছিল।

তদ্ বভূবাদ্ভুতং ঘোরং যুদ্ধং বানররক্ষসাম্।
শিলাভির্বিবিধাভিশ্চ বহুশাখৈশ্চ পাদপৈঃ॥ ৯

নানাবিধ পাথর এবং বহুশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ সহযোগে বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে এক অদ্ভুত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

রাক্ষসা মথিতাঃ কেচিদ্ বানরৈর্জিতকাশিভিঃ।
প্রবেমূ রুধিরং কেচিন্মুখৈ রুধিরভোজনাঃ॥ ১০

বিজয়োল্লাসে সুশোভিত বানরেরা কত রাক্ষসকে বিমর্দিত করল। কত রক্তভোজী রাক্ষসের দল বানরদের প্রহারে আহত হয়ে রক্তবমি করতে লাগল।

পার্শ্বেষু দারিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রাশীকৃতা দ্রুমৈঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দন্তৈর্বিদারিতাঃ॥ ১১

বানরেরা কিছু রাক্ষসকে ধরে তাদের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করল। বৃক্ষ সহযোগে বানরদের আক্রমণে কিছু রাক্ষস আহত অবস্থায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকল। শিলার আঘাতে কিছু সংখ্যক রাক্ষস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আবার কিছু রাক্ষস দন্তাঘাতে বিদারিত হল।

ধ্বজৈর্বিমথিতৈর্ভগ্নৈঃ খড়্গৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।
রথৈর্বিধ্বংসিতৈঃ কেচিদ্ ব্যথিতা রজনীচরাঃ॥ ১২

রাক্ষসদের কতকগুলি রথের ধ্বজা ভেঙে দিয়ে, খড়্গাঘাতে কতকজনের মস্তকছিন্ন করে, কারও বা রথ ধ্বংস করে বানরেরা তাদের নিপীড়ন করল।

গজেন্দ্রৈঃ পর্বতাকারৈঃ পর্বতাগ্রৈর্বনৌকসাম্।
মথিতৈর্বাজিভিঃ কীর্ণং সারোহৈর্বসুধাতলম্॥ ১৩

পর্বতাকৃতি তুল্য গজরাজদের বানরেরা পর্বতশিখর দ্বারা আঘাত করে মথিত করল। আরোহীসহ অশ্বগুলিও এই আঘাতে ভূপতিত হল।

বানরৈর্ভীমবিক্রান্তৈরাপ্লুত্যোৎপ্লুত্য বেগিতৈঃ।
রাক্ষসাঃ করজৈস্তীক্ষ্ণৈর্মুখেষু বিনিদারিতাঃ॥ ১৪

ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা অত্যন্ত দ্রুত বেগে লাফিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে রাক্ষসদের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করল।

বিষণ্ণবদনা ভূয়ো বিপ্রকীর্ণশিরোরুহাঃ।
মূঢ়াঃ শোণিতগন্ধেন নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ১৫

রাক্ষসদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, চুল এলোমেলো, হতবুদ্ধি অবস্থায় তারা রক্তের গন্ধে ধরণীতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

অন্যে তু পরমক্রুদ্ধা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
তলৈরেবাভিধাবন্তি বজ্রস্পর্শসমৈর্হরীন্॥ ১৬

অন্য রাক্ষসেরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপরাক্রমে বজ্রতুল্য কঠোর করতলপ্রহার করে বানরদের প্রতি ধাবিত হল।

বানরৈঃ পাত্যমানাস্তে বেগিতা বেগবত্তরৈঃ।
মুষ্টিভিশ্চরণৈর্দন্তৈঃ পাদপৈশ্চাবপোথিতাঃ॥ ১৭

আক্রমণোদ্যত বেগশালী রাক্ষসদের অপেক্ষাও দ্রুতবেগে বানরেরা মুষ্ট্যাঘাতে, পদাঘাতে, দন্তাঘাতে এবং বৃক্ষাঘাতে শত্রুদের ভূতলশায়ী করল।

সৈন্যং তু বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষো রাক্ষসর্ষভঃ।
রোষেণ কদনং চক্রে বানরাণাং যুযুৎসতাম্॥ ১৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ বানরদের দ্বারা আপন সৈন্যদের বিতাড়িত হতে দেখে, যুদ্ধে অগ্রগামী বানরদের সরোষে সংহার করতে আরম্ভ করল।

প্রাসৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদ্ বানরাঃ শোণিতস্রবাঃ।
মুদ্গরৈরাহতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরণীতলে॥ ১৯

কতকগুলি বানরকে সে প্রাস নামক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে, তাদের দেহ থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হল, আবার, মুদ্গর প্রহারে আহত হয়ে কিছু বানর ভূপতিত হল।

পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ ভিন্দিপালৈশ্চ দারিতাঃ।

পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ বিহ্বলন্তো গতাসবঃ॥ ২০

কিছু বানর পরিঘের আঘাতে মথিত হয়ে, কিছুসংখ্যক বানর ভিন্দিপালের আঘাতে বিদারিত হয়ে, আবার কতক বানর পট্টিশের আঘাতে মথিত হয়ে ব্যাকুলভাবে প্রাণত্যাগ করল।

কেচিদ্ বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রা বনৌকসঃ।
কেচিদ্ বিদ্রাবিতা নষ্টাঃ সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৈর্যুধি॥ ২১

কতিপয় বনবাসী বানর রক্তাক্ত অবস্থায় নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আবার কিছু বানর যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাক্ষসদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে গেল।

বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদেকপার্শ্বেন শায়িতাঃ।
বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিদান্ত্রৈর্বিনিঃসৃতাঃ॥ ২২

বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় কোনো কোনো বানর একদিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। কারো কারো দেহে একদিকে বিদ্ধ হয়ে অন্যদিক থেকে ত্রিশূল বেরিয়ে এসেছে।

তৎ সুভীমং মহদ্যুদ্ধং হরিরাক্ষসসঙ্কুলম্।
প্রবভৌ শস্ত্রবহুলং শিলাপাদপসঙ্কুলম্॥ ২৩

রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ প্রবল হয়ে উঠল। সেই যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রবর্ষণ এবং প্রবলভাবে শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপণ হচ্ছিল।

ধনুর্জ্যাতন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্।
মন্দ্রস্তনিতগীতং তদ্ যুদ্ধগান্ধর্বমাবভৌ॥ ২৪

সেই যুদ্ধ গন্ধর্বদের সঙ্গীত মহোৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হল। ধনুকের টঙ্কার ধ্বনি যেন বীণার গম্ভীর নাদ, মুমূর্ষু সৈন্যদের হিক্কা যেন তালবাদ্য এবং আহতদের যন্ত্রণা কাতরস্বর যেন সঙ্গীত।

ধূম্রাক্ষস্তু ধনুষ্পাণির্বানরান্ রণমূর্ধনি।
হসন্ বিদ্রাবয়ামাস দিশস্তাঞ্ছরবৃষ্টিভিঃ॥ ২৫

ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে ধূম্রাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে শরবর্ষণ করে হাসতে হাসতে বানরদের দিগ্‌ভ্রষ্ট করে রণস্থল থেকে বিতাড়িত করল।

ধূম্রাক্ষেণার্দিতং সৈন্যং ব্যথিতং প্রেক্ষ্য মারুতিঃ।
অভ্যবর্তত সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্॥ ২৬

ধূম্রাক্ষের প্রহারে আপন সৈন্যদের ব্যথিত এবং পীড়িত হতে দেখে পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে তার সামনে এলেন।

ক্রোধাদ্ দ্বিগুণতাম্রাক্ষঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ।
শিলাং তাং পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষস্য রথং প্রতি॥ ২৭

অতিশয় ক্রোধে তাঁর নেত্রদ্বয় দ্বিগুণ তাম্রবর্ণ (আরক্তিম)। পরাক্রমে তিনি তাঁর পিতা পবনদেবের তুল্য, ধূম্রাক্ষের রথের উপরে তিনি সেই শিলা নিক্ষেপ করলেন।

আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদামুদ্যম্য সম্ভ্রমাৎ।
রথাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত॥ ২৮

শিলাটিকে পতিত হতে দেখে ধূম্রাক্ষ দ্রুত গদা নিয়ে সবেগে রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে এল।

সা প্রমথ্য রথং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি।
সচক্রকূবরং সাশ্বং সধ্বজং সশরাসনম্॥ ২৯

সেই শিলাটি চক্র, ধ্বজা, অশ্ব, কূবর (রথের আসন), ধনুক সহ রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূপতিত হল।

স ভঙ্‌ক্ত্বা তু রথং তস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
রক্ষসাং কদনং চক্রে সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ॥ ৩০

পবনপুত্র হনুমান সেই রথকে ধ্বংস করে শাখাপ্রশাখাসহ বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসদেরকে সংহার করতে আরম্ভ করলেন।

বিভিন্নশিরসো ভূত্বা রাক্ষসা রুধিরোক্ষিতাঃ।
দ্রুমৈঃ প্রমথিতাশ্চান্যে নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৩১

বহুসংখ্যক রাক্ষস মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় রক্তস্নাত হলো, আবার অনেকে বৃক্ষের আঘাতে আহত হয়ে ধরাশায়ী হল।

বিদ্রাব্য রাক্ষসং সৈন্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গিরেঃ শিখরমাদায় ধূম্রাক্ষমভিদুদ্রুবে॥ ৩২

এইভাবে রাক্ষসসৈন্যদের বিতাড়িত করে পবনপুত্র হনুমান একটি পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে ধূম্রাক্ষের প্রতি ধাবিত হলেন।

তমাপতন্তং ধূম্রাক্ষো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্।
বিনর্দমানঃ সহসা হনূমন্তমভিদ্রবৎ॥ ৩৩

তাঁকে অগ্রগামী দেখে বীর্যবান ধূম্রাক্ষ গদা দিয়ে গর্জন করতে করতে সহসা হনুমানের দিকে তেড়ে এল।

তস্য ক্রুদ্ধস্য রোষেণ গদাং তাং বহুকণ্টকাম্।
পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষো মস্তকেঽথ হনূমতঃ॥ ৩৪

ক্রুদ্ধ ধূম্রাক্ষ সরোষে সেই বহুসংখ্যক কাঁটাবিশিষ্ট গদা দিয়ে হনুমানের মাথায় আঘাত করল।

তাড়িতঃ স তয়া তত্র গদয়া ভীমবেগয়া।
স কপির্মারুতবলস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্॥ ৩৫
ধূম্রাক্ষস্য শিরোমধ্যে গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ।

সেই ভীষণ বেগসম্পন্ন গদার আঘাতেও পবনতুল্য বলশালী হনুমান সেইস্থানে অবিচলিতরূপে অবস্থিত হয়ে ধূম্রাক্ষের মস্তকোপরি পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করলেন।

স বিস্ফারিতসর্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ॥ ৩৬
পপাত সহসা ভূমৌ বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ।

পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা আহত হয়ে তার সারা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, পর্বতের মতো সহসা সে ভূপতিত হল।

ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা হতশেষা নিশাচরাঃ।
ত্রস্তাঃ প্রবিবিশুর্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্রবঙ্গমৈঃ॥ ৩৭

ধূম্রাক্ষকে নিহত হতে দেখে অন্যান্য রাক্ষসেরা ভীত চিত্তে বানরদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করল।

স তু পবনসুতো নিহত্য শত্রূন্
ক্ষতজবহাঃ সরিতশ্চ সংবিকীর্য।
রিপুবধজনিতশ্রমো মহাত্মা
মুদমগমৎ কপিভিঃ সুপূজ্যমানঃ॥ ৩৮

পবনপুত্র হনুমান শত্রুদের নিহত করে তাদের রক্তের ধারায় বহুসংখ্যক নদী প্রবাহিত করল। শত্রুবধজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত মহাত্মা হনুমান বানরদের দ্বারা উত্তমরূপে পূজিত হয়ে আনন্দিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে বজ্রদংষ্ট্রের প্রস্থান, বজ্রদংষ্ট্রের দ্বারা বানরদের এবং অঙ্গদের দ্বারা রাক্ষসদের নিধন

ধূম্রাক্ষং নিহতং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ক্রোধেন মহতাऽऽবিষ্টো নিঃশ্বসন্নুরগো যথা॥ ১

ধূম্রাক্ষকে নিহত জেনে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাপের মতো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
অব্রবীদ্ রাক্ষসং ক্রূরং বজ্রদংষ্ট্রং মহাবলম্॥ ২

ক্রোধে কলুষিত হয়ে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করতে করতে মহাবলশালী ক্রূর রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রকে বললেন—

গচ্ছ ত্বং বীর নির্যাহি রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
জহি দাশরথিং রামং সুগ্রীবং বানরৈঃ সহ॥ ৩

'হে বীর! তুমি রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যাও এবং দশরথনন্দন শ্রীরাম তথা বানরদের সঙ্গে সুগ্রীবকে হত্যা করো।'

তথেত্যুক্ত্বা দ্রুততরং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরঃ।
নির্জগাম বলৈঃ সার্ধং বহুভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৪

মায়াবী রাক্ষসপ্রধান বজ্রদংষ্ট্র তখন 'তাই হোক' বলে বহুসংখ্যক রাক্ষসদের সঙ্গে পরিবৃত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নাগৈরশ্বৈঃ খরৈরুষ্ট্রৈঃ সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ।
পতাকাধ্বজচিত্রৈশ্চ বহুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ॥ ৫

বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, উটের দ্বারা সুসংযুক্ত পরিবারিত হয়ে পতাকা ধ্বজা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে, সে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করল।

ততো বিচিত্রকেয়ূরমুকুটৈর্‌ বিভূষিতঃ।
তনুত্রং স সমাবৃত্য সধনুর্নির্যয়ৌ দ্রুতম্॥ ৬

বিচিত্র, কেয়ূর, মুকুট প্রভৃতি বিভূষিত হয়ে বর্ম ধারণপূর্বক ধনুক হাতে নিয়ে সে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল।

পতাকালঙ্কৃতং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্।
রথং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সমারোহচ্চমূপতিঃ॥ ৭

পতাকার দ্বারা অলংকৃত, দীপ্তিমান, উজ্জ্বল স্বর্ণের দ্বারা ভূষিত রথকে প্রদক্ষিণ করে সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্র রথে

আরোহণ করল।

ঋষ্টিভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ শুক্লৈশ্চ মুসলৈরপি।
ভিন্দিপালৈশ্চ চাপৈশ্চ শক্তিভিঃ পট্টিশৈরপি॥ ৮

খড়্গৈশ্চক্রৈর্গদাভিশ্চ নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
পদাতয়শ্চ নির্যান্তি বিবিধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৯

তার সঙ্গে চলতে লাগলো বহুসংখ্যক পদাতিক সেনা। তারা ঋষ্টি, বিচিত্র তোমর, উজ্জ্বল মুষল, ভিন্দিপাল, ধনুক, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা এবং তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা সুসজ্জিত। আরও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তারা বেরিয়ে এল।

বিচিত্রবাসসঃ সর্বে দীপ্তা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
গজা মোহাৎকটা শূরাশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ॥ ১০

রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিচিত্র পোশাক পরিধান করে সকলে আপন তেজে উদ্ভাসিত। মদমত্ত বীর হাতিগুলিকে চলমান পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

তে যুদ্ধকুশলা রূঢ়াস্তোমরাঙ্কুশপাণিভিঃ।
অন্যে লক্ষণসংযুক্তাঃ শূরারূঢ়া মহাবলাঃ॥ ১১

যুদ্ধকুশল রাক্ষসেরা তোমর, অঙ্কুশ হাতে নিয়ে গজপৃষ্ঠে আরোহণ করল। অন্যান্য রাক্ষসবীরেরা সুলক্ষণযুক্ত অশ্বে চেপে বসল।

তদ্ রাক্ষসবলং সর্বং বিপ্রস্থিতমশোভত।
প্রাবৃট্‌কালে যথা মেঘা নর্দমানাঃ সবিদ্যুতঃ॥ ১২

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নির্গত সকল রাক্ষস সৈন্যরা বিদ্যুৎসহ গর্জনকারী বর্ষকালীন মেঘের মতো শোভা লাভ করছিল।

নিঃসৃতা দক্ষিণদ্বারাদঙ্গদো যত্র যূথপঃ।
তেষাং নিষ্ক্রমমাণানামশুভং সমজায়ত॥ ১৩

যেখানে বানরদলপতি অঙ্গদ অবস্থানরত, সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়ে রাক্ষস সৈন্যরা নির্গত হয়ে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক অশুভ দৃশ্য দেখতে পেল।

আকাশাদ্ বিঘনাৎ তীব্রা উৎকাশ্চাভ্যপতংস্তদা।
বমন্তঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে॥ ১৪

মেঘহীন আকাশ থেকে তৎক্ষণাৎ উল্কাপাত শুরু হলো। শৃগালগুলির মুখ থেকে তীব্র চিৎকার এবং ভয়ানক আগুনের হলকা বের হতে লাগল।

ব্যাহরন্ত মৃগা ঘোরা রক্ষসাং নিধনং তদা।
সমাপতন্তো যোধাস্তু প্রাস্খলংস্তত্র দারুণম্॥ ১৫

ভয়ানক পশুরা এমন ভয়ংকর রব তুলেছিল যে তার দ্বারাই রাক্ষসদের সংহার কালের সূচনা হয়েছিল। যোদ্ধারা বারংবার পদস্খলনের ফলে ভূপতিত হচ্ছিল।

এতানৌৎপাতিকান্ দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য তেজস্বী নির্জগাম রণোৎসুকঃ॥ ১৬

মহাবলশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র এইসব উৎপাত দেখেও ধৈর্য অবলম্বন করে স্থির রইল। যুদ্ধে উৎসুক তেজস্বী সেই বীর সমরক্ষেত্রে রওনা হল।

তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ।
প্রণেদুঃ সুমহানাদান্ দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্॥ ১৭

দ্রুতগতিতে সেই রাক্ষসদেরকে আসতে দেখে বিজয়শ্রী-শোভিত বানরেরা দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ করে ভয়ানক জোরে গর্জন করতে লাগল।

ততঃ প্রবৃত্তং তুমুলং হরীণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
ঘোরাণাং ভীমরূপাণামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্॥ ১৮

অনন্তর ভয়ংকর রূপধারী অতি ঘোর বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। তারা একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হল।

নিষ্পতন্তো মহোৎসাহা ভিন্নদেহশিরোধরাঃ।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা ন্যপতন্ ধরণীতলে॥ ১৯

মহোৎসাহে যুদ্ধ করতে এসে কেউ বা দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন অবস্থায় ভূপতিত হল, কেউবা সর্বাঙ্গ রক্তলিপ্ত অবস্থায় ধরাশায়ী হল।

কেচিদন্যোন্যমাসাদ্য শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
চিক্ষিপুর্বিবিধান্ শস্ত্রান্ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ॥ ২০

পরিঘসদৃশ বাহুধারী কোনো কোনো বীর যোদ্ধা —যারা যুদ্ধে পশ্চাদপসারণ করে না, তারা একে অপরের ওপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল।

দ্রুমাণাং চ শিলানাং স শস্ত্রাণাং চাপি নিঃস্বনঃ।
শ্রূয়তে সুমহাংস্তত্র ঘোরো হৃদয়ভেদনঃ॥ ২১

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর এবং শস্ত্রসমূহের ভয়ানক এবং সুমহান শব্দের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল।

রথনেমিস্বনস্তত্র ধনুষশ্চাপি ঘোরবৎ।
শঙ্খভেরীমৃদঙ্গানাং বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ২২

রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি, ধনুকের ভয়ানক টংকার তথা শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গের সম্মিলিত শব্দ থেকে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করল।

কেচিদস্ত্রানি সংত্যজ্য বাহুযুদ্ধমকুর্বত॥ ২৩
তলৈশ্চ চরণৈশ্চাপি মুষ্টিভিশ্চ দ্রুমৈরপি।
জানুভিশ্চ হতাঃ কেচিদ্ ভগ্নদেহাশ্চ রাক্ষসাঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিদ্ বানরৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ॥ ২৪

কোনো কোনো বানর যোদ্ধা অস্ত্র ত্যাগ করে ; করতল প্রহার, পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত তথা বৃক্ষ এবং জানুদেশ দ্বারা আঘাত করে বহু সংখ্যক রাক্ষসকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। রণদুর্মদ বানরেরা প্রস্তরাঘাতে রাক্ষসদের চুরমার করে দিল।

বজ্রদংষ্ট্রো ভৃশং বাণৈ রণে বিত্রাসয়ন্ হরীন্।
চচার লোকসংহারে পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ২৫

এইসময় বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে আপন ভয়ানক বাণ দ্বারা বানরদেরকে আতঙ্কিত করে তুললো। লোকসংহারক পাশধারী যমের মতো সে বিচরণ করতে লাগল।

বলবন্তোঽস্ত্রবিদুষো নানাপ্রহরণা রণে।
জঘ্নুর্বানরসৈন্যানি রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্ছিতাঃ॥ ২৬

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নানাপ্রহরণধারী অস্ত্রকুশল বলবান রাক্ষসেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বানরসেনাদের হত্যা করতে লাগল।

জঘ্নে তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ ধৃষ্টো বালিসুতো রণে।
ক্রোধেন দ্বিগুণাবিষ্টঃ সংবর্তক ইবানলঃ॥ ২৭

নির্ভীক, বালিপুত্র অঙ্গদ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রলয়কালীন সংবর্তক অগ্নির ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সকল রাক্ষসদের হত্যা করতে লাগল।

তান্ রাক্ষসগণান্ সর্বান্ বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্যবান্।
অঙ্গদঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ২৮
চকার কদনং ঘোরং শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।

ক্রোধে রক্তচক্ষু অঙ্গদ ছিল ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমী। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুকে অনায়াসেই বধ করে, সেই বীর্যবানও তেমনি বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক সকল রাক্ষসদের তীব্রভাবে সংহার করতে আরম্ভ করল।

অঙ্গদাভিহতাস্তত্র রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ॥ ২৯
বিভিন্নশিরসঃ পেতুর্নিকৃত্তা ইব পাদপাঃ।

ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরা অঙ্গদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে শিরচ্ছিন্ন অবস্থায় কর্তিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হল।

রথৈশ্চিত্রৈর্ধ্বজৈরশ্বৈঃ শরীরৈর্হরিরক্ষসাম্॥ ৩০
রুধিরোঘেণ সংছন্না ভূমির্ভয়করী তদা।

সেইসময় যুদ্ধক্ষেত্রে রথ, বিচিত্র ধ্বজা, ঘোড়া, রাক্ষস এবং বানরদের শরীর রক্তলিপ্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকায় রণভূমি হয়ে উঠেছিল অতি ভয়ংকর।

হারকেয়ূরবস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতা॥ ৩১
ভূমির্ভাতি রণে তত্র শারদীব যথা নিশা।

যোদ্ধাদের হার, কেয়ূর, বস্ত্র এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় রণভূমি শরৎকালীন রাত্রির ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল।

অঙ্গদস্য চ বেগেন তদ্ রাক্ষসবলং মহৎ।
প্রাকম্পত তদা তত্র পবনেনাম্বুদো যথা॥ ৩২

অঙ্গদের প্রবলবেগে সেই সুবিশাল রাক্ষসসৈন্যবাহিনী প্রকম্পিত হচ্ছিল, যেমন কখনো কখনো বায়ুর আঘাতে মেঘরাজি কম্পিত হয়ে ওঠে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

অঙ্গদ এবং বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ, অঙ্গদ কর্তৃক সেই রাক্ষসের বিনাশ

স্ববলস্য চ ঘাতেন অঙ্গদস্য বলেন চ।
রাক্ষসঃ ক্রোধমাবিষ্টো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ॥ ১

অঙ্গদের শক্তির দ্বারা নিজ সৈন্যদের বিনাশ দেখে মহাবলশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল।

বিস্ফার্য চ ধনুর্ঘোরং শক্রাশনিসমপ্রভম্।
বানরাণামনীকানি প্রাকিরচ্ছরবৃষ্টিভিঃ॥ ২

ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য তেজস্বী নিজের বিশাল ধনুক আকর্ষণ করে সেই নিশাচর বানর সেনাদের উপর শরবর্ষণ করতে লাগল।

রাক্ষসাশ্চাপি মুখ্যাস্তে রথেষু সমবস্থিতাঃ।
নানাপ্রহরণাঃ শূরাঃ প্রাযুধ্যন্ত তদা রণে॥ ৩

যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাপর প্রধান প্রধান শূরবীর রাক্ষসেরা রথে অবস্থিত হয়ে, নানাবিধ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

বানরাণাং চ শূরাস্তে সর্বে প্লবগর্ষভাঃ।
অযুধ্যন্ত শিলাহস্তাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ॥ ৪

শূরবীর বানর শিরোমণিরা সকলে সবদিক থেকে একত্রিত হয়ে হাতে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হল।

তত্রায়ুধসহস্রাণি তস্মিন্নাযোধনে ভৃশম্।
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যেষু পাতয়াংচক্রিরে তদা॥ ৫

সেই যুদ্ধে তখন বানরদলপতিদের ওপর রাক্ষসেরা হাজার-হাজার অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল।

বানরাশ্চৈব রক্ষঃসু গিরিবৃক্ষান্ মহাশিলাঃ।
প্রবীরাঃ পাতয়ামাসুর্মত্তবারণসন্নিভাঃ॥ ৬

মদমত্ত হাতির ন্যায় বিশালকায় বীর বানরেরা রাক্ষসদের ওপরে বড়-বড় গাছ, পর্বত নয়তো প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করতে লাগল।

শূরাণাং যুধ্যমানানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।
তদ্ রাক্ষসগণানাং চ সুযুদ্ধং সমবর্তত॥ ৭

যুদ্ধে উৎসাহ নিয়ে সমুদ্যত এবং অপরাঙ্মুখ প্রধান প্রধান বানর বীর এবং বীর রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল।

প্রভিন্নশিরসঃ কেচিচ্ছিন্নৈঃ পাদৈশ্চ বাহুভিঃ।
শস্ত্রৈরর্দিতদেহাস্তু রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥ ৮

কারও মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল, কারও কারও বা হস্ত অথবা পদ দ্বিখণ্ডিত হল। বহুসংখ্যক যোদ্ধার শরীর শস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে রক্তস্নাত হয়ে উঠল।

হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব শেরতে গাং সমাশ্রিতাঃ।
কঙ্কগৃধ্রবলাঢ্যাশ্চ গোমায়ুকুলসঙ্কুলাঃ॥ ৯

বানর এবং রাক্ষস যোদ্ধারা ভূমিতে আশ্রয় নিয়ে শায়িত হল। তাদের শরীরের ওপর কঙ্কপক্ষী (একপ্রকার মাংসাশী পাখি), শকুন এবং শৃগালের দল সমবেত হয়েছে।

কবন্ধানি সমুৎপেতুর্ভীরূণাং ভীষণানি বৈ।
ভুজপাণিশিরশ্ছিন্নাশ্ছিন্নকায়াশ্চ ভূতলে॥ ১০

ছিন্ন বাহু এবং শিরচ্ছিন্ন কবন্ধগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ভীরুরা তা দেখে ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

বানরা রাক্ষসাশ্চাপি নিপেতুস্তত্র ভূতলে।
ততো বানরসৈন্যেন হন্যমানং নিশাচরম্॥ ১১
প্রাভজ্যত বলং সর্বং বজ্রদংষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।

ভূতলে শায়িত হয়েছে বানর এবং রাক্ষস—উভয়-দলের সৈন্যরা। তদনন্তর বানরসেনাদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে রাক্ষসসৈন্যরা বজ্রদংষ্ট্রের দৃষ্টির সম্মুখেই পলায়নোদ্যত হল।

রাক্ষসান্ ভয়বিত্রস্তান্ হন্যমানান্ প্লবঙ্গমৈঃ॥ ১২
দৃষ্ট্বা স রোষতাম্রাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

বানরদের প্রহারে ভীতসন্ত্রস্ত রাক্ষসদেরকে দেখে প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্রের নয়নযুগল আরক্তিম হয়ে উঠল।

প্রবিবেশ ধনুষ্পাণিস্ত্রাসয়ন্ হরিবাহিনীম্॥ ১৩
শরৈর্বিদারয়ামাস কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।

বানরবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করার জন্য হাতে ধনুক নিয়ে সে তাদের মধ্যে প্রবেশ করল।

বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্টৌ নব পঞ্চ চ॥ ১৪
বিব্যাধ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতাপবান বজ্রদংষ্ট্র বানরদেরকে আঘাত করতে লাগল। তার এক একটি আঘাতে পাঁচ, সাত, আট এমনকী নটি করে বানর আহত হতে লাগল।

ত্রস্তাঃ সর্বে হরিগণাঃ শরৈঃ সংকৃত্তদেহিনঃ।
অঙ্গদং সম্প্রধাবন্তি প্রজাপতিমিব প্রজাঃ॥ ১৫

শরাঘাতে শতবিক্ষত শরীরে ত্রস্ত বানরেরা সকলে অঙ্গদের দিকে ছুটে গেল, যেমন প্রজারা প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করে।

ততো হরিগণান্ ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা বালিসুতস্তদা।
ক্রোধেন বজ্রদংষ্ট্রং তমুদীক্ষন্তমুদৈক্ষত॥ ১৬

তখন বানরদের পলায়নোদ্যত দেখে বালিকুমার অঙ্গদ তার প্রতি দৃষ্টিপাতরত বজ্রদংষ্ট্রকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে দেখল।

বজ্রদংষ্ট্রোঽঙ্গদশ্চোভৌ যোযুধ্যেতে পরস্পরম্।
চেরতুঃ পরমক্রুদ্ধৌ হরিমত্তগজাবিব॥ ১৭

বজ্রদংষ্ট্র এবং অঙ্গদ উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে পরস্পরের প্রতি সবেগে যুদ্ধ করতে লাগল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বাঘ এবং মত্ত হাতির মতো বিচরণ করছিল।

ততঃ শতসহস্রেণ হরিপুত্রং মহাবলম্।
জঘান মর্মদেশেষু শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ১৮

তখন মহাবলশালী বজ্রদংষ্ট্র বালিপুত্র অঙ্গদের মর্মস্থানে শত সহস্র সংখ্যক তীর—যেগুলি অগ্নিশিখার তুল্য তেজস্বী, তা নিক্ষেপ করল।

রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গো বালিসূনুর্মহাবলঃ।
চিক্ষেপ বজ্রদংষ্ট্রায় বৃক্ষং ভীমপরাক্রমঃ॥ ১৯

বালিপুত্র মহাবলশালী অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের ওপর একটি বৃক্ষ দ্বারা আঘাত হানল, যদিও তাঁর সারা শরীর তখন রক্তে দারুণভাবে সিক্ত হয়েছিল।

দৃষ্ট্বা পতন্তং তং বৃক্ষমসম্ভ্রান্তশ্চ রাক্ষসঃ।
চিচ্ছেদ বহুধা সোঽপি মথিতঃ প্রাপতদ্ ভুবি॥ ২০

গাছটিকে নিজের দিকে আসতে দেখে সেই রাক্ষস অবিচলিতভাবে বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলে, সেই বৃক্ষের অংশগুলি ভূমিতে পতিত হল।

তং দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রস্য বিক্রমং প্লবগর্ষভঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং শৈলং চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ২১

বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দেখে বানর শিরোমণি এক বিশাল পর্বত নিয়ে গর্জন করতে করতে তার দিকে নিক্ষেপ করল।

তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা স রথাদাপ্লুত্য বীর্যবান্।
গদাপাণিরসম্ভ্রান্তঃ পৃথিব্যাং সমতিষ্ঠত॥ ২২

সেই পর্বতকে পতিত হতে দেখে বীর্যবান রাক্ষস অবিচলিত ভাবে গদা হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে ভূমিতে দণ্ডায়মান হল।

অঙ্গদেন শিলা ক্ষিপ্তা গত্বা তু রণমূর্ধনি।
সচক্রকূবরং সাশ্বং প্রমমাথ রথং তদা॥ ২৩

অঙ্গদের নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড যুদ্ধমধ্যে অবস্থিত রথের উপর পতিত হল, কূবর এবং অশ্বসহ রথটি চুরমার হয়ে গেল।

ততোঽন্যচ্ছিখরং গৃহ্য বিপুলং দ্রুমভূষিতম্।
বজ্রদংষ্ট্রস্য শিরসি পাতয়ামাস বানরঃ॥ ২৪

তখন অঙ্গদ প্রচুর বৃক্ষশোভিত অপর একটি পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক লক্ষ্য করে আঘাত করল।

অভবচ্ছোণিতোদ্গারী বজ্রদংষ্ট্রঃ সুমূর্চ্ছিতঃ।
মুহূর্তমভবন্মূঢ়ো গদামালিঙ্গ্য নিঃশ্বসন্॥ ২৫

এই আঘাতে বজ্রদংষ্ট্র রক্তবমি করতে করতে মূর্ছিত হল। গদা আলিঙ্গনপূর্বক শ্বাসত্যাগ করতে করতে মুহূর্তকাল সে অজ্ঞান হয়ে থাকল।

স লব্ধসংজ্ঞো গদয়া বালিপুত্রমবস্থিতম্।
জঘান পরমক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে নিশাচরঃ॥ ২৬

চেতনা লাভ করে সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে নিকটে অবস্থিত বালিপুত্রের বক্ষদেশে গদা দিয়ে প্রবল আঘাত করল।

গদাং ত্যক্ত্বা ততস্তত্র মুষ্টিযুদ্ধমকুর্বত।
অন্যোন্যং জঘ্নতুস্তত্র তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ॥ ২৭

অনন্তর গদা ত্যাগ করে তারা পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ করল। বানর এবং রাক্ষস একে অপরকে মুষ্টি দ্বারা

আঘাত করতে লাগল।

রুধিরোদ্গারিণৌ তৌ তু প্রহারৈর্জনিতশ্রমৌ।
বভূবতুঃ সুবিক্রান্তাবঙ্গারকবুধাবিব॥ ২৮

তারা দুজনেই প্রহারজনিত শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং রক্তবমি করতে লাগল। দুই পরাক্রমী যোদ্ধাকে মঙ্গল ও বুধের মতো মনে হচ্ছিল।

ততঃ পরমতেজস্বী অঙ্গদঃ প্লবগর্ষভঃ।
উৎপাট্য বৃক্ষং স্থিতবানাসীৎ পুষ্পফলৈর্যুতঃ॥ ২৯

তখন বানর শিরোমণি পরমতেজস্বী অঙ্গদ ফল-ফুল সমৃদ্ধ একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে অবস্থানরত হল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ফুল-ফল ভরা বৃক্ষ।

জগ্রাহ চার্ষভং চর্ম খড়্গং চ বিপুলং শুভম্।
কিঙ্কিণীজালসংছন্নং চর্মণা চ পরিষ্কৃতম্॥ ৩০

বজ্রদংষ্ট্র ঋষভচর্ম নির্মিত ঢাল এবং সুন্দর সুবিশাল তরোয়াল নিয়ে প্রস্তুত হল। সেই তরবারি ছিল কিঙ্কিণীজাল সমাচ্ছন্ন এবং চর্মদ্বারা পরিস্কৃত।

চিত্রাংশ্চ রুচিরান্ মার্গাংশ্চেরতুঃ কপিরাক্ষসৌ।
জঘ্নতুশ্চ তদান্যোন্যং নর্দন্তৌ জয়কাঙ্ক্ষিণৌ॥ ৩১

তখন সেই বিজয়কামী দুই বীর বানর এবং রাক্ষস গর্জন করতে করতে নানা বিচিত্র কৌশলে একে অপরকে আক্রমণ করতে লাগল।

ব্রণৈঃ সাস্রৈরশোভেতাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।
যুধ্যমানৌ পরিশ্রান্তৌ জানুভ্যামবনীং গতৌ॥ ৩২

দুজনেরই ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হওয়ায় তাদের দুজনকেই দুটি পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো মনে হচ্ছিল। তারা দুজনেই রণক্লান্ত হয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে বসল।

নিমেষান্তরমাত্রেণ অঙ্গদঃ কপিকুঞ্জরঃ।
উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো দণ্ডাহত ইবোরগঃ॥ ৩৩

পলকের মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ লাঠিতে আহত সর্পের ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্ত লোচনে উঠে দাঁড়াল।

নির্মলেন সুধৌতেন খড়্গেনাস্য মহচ্ছিরঃ।
জঘান বজ্রদংষ্ট্রস্য বালিসূনুর্মহাবলঃ॥ ৩৪

মহাবলশালী বালিপুত্র অঙ্গদ নিজের নির্মল শাণিত তরবারি দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের বিশাল মস্তক ছেদন করল।

রুধিরোক্ষিতগাত্রস্য বভূব পতিতং দ্বিধা।
তচ্চ তস্য পরীতাক্ষং শুভং খড়্গাহতং শিরঃ॥ ৩৫

রক্তসিক্ত শরীরবিশিষ্ট সেই রাক্ষসের বিকৃত নয়নযুক্ত সুন্দর মস্তক তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বজ্রদংষ্ট্রং হতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভয়মোহিতাঃ।
ত্রস্তা হ্যভ্যদ্রবৈল্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বিষণ্ণবদনা দীনা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখাঃ॥ ৩৬

বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত হতে দেখে রাক্ষসেরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। বানরদের দ্বারা প্রহৃত ভয়ে ভীত রাক্ষসেরা লঙ্কায় পালিয়ে গেল। পলায়মান বিষণ্ণবদন, দীন রাক্ষসেরা তখন লজ্জায় মুখ নামিয়ে রেখেছিল।

নিহত্য তং বজ্রধরঃ প্রতাপবান্
স বালিসূনুঃ কপিসৈন্যমধ্যে।
জগাম হর্ষং মহিতো মহাবলঃ
সহস্রনেত্রস্ত্রিদশৈরিবাবৃতঃ ॥ ৩৭

বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপবান মহাবলশালী বালিকুমার অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে হত্যা করে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যেমন আনন্দিত হন, অঙ্গদও বানর সেনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তদনুরূপ আনন্দ লাভ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

রাবণের আদেশে অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসদের যুদ্ধযাত্রা, বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের প্রবল যুদ্ধ

বজ্রদংষ্ট্রং হতং শ্রুত্বা বালিপুত্রেণ রাবণঃ।
বলাধ্যক্ষমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্॥ ১

বালিপুত্রের দ্বারা বজ্রদংষ্ট্র নিহত হয়েছে এইকথা শুনে রাবণ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নিকটে উপস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে বললেন—

শীঘ্রং নির্যান্তুদুর্ধর্ষা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
অকম্পনং পুরস্কৃত্য সর্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদম্॥ ২

'সকল অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যায় কুশল অকম্পনকে পুরোভাগে রেখে ভীমবিক্রমসম্পন্ন দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা যুদ্ধ যাত্রা করুক।

এষ শাস্তা চ গোপ্তা চ নেতা চ যুধি সত্তমঃ।
ভূতিকামশ্চ মে নিত্যং নিত্যং চ সমরপ্রিয়ঃ॥ ৩

'এই অকম্পন যুদ্ধে শত্রুকে শাসন করতে পারে, আশ্রিতকে রক্ষা করতে পারে এবং সৈন্যদের নেতৃত্বদানে সক্ষম। সে সর্বদাই আমার উন্নতি কামনা করে এবং যুদ্ধ তার অত্যন্ত প্রিয়।

এষ জেষ্যতি কাকুৎস্থৌ সুগ্রীবং চ মহাবলম্।
বানরাংশ্চাপরান্ ঘোরান্ হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪

'এই অকম্পন শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ— এই দুই ভাই সহ মহাবলী সুগ্রীবকে পরাস্ত করবে এবং অন্যান্য ভয়ানক বানরদের হত্যা করবে, এতে কোনো সংশয় নেই।'

পরিগৃহ্য স তামাজ্ঞাং রাবণস্য মহাবলঃ।
বলং সম্প্রেরয়ামাস তদা লঘুপরাক্রমঃ॥ ৫

রাবণের এই আদেশকে শিরোধার্য করে পরাক্রমী মহাবলশালী সৈন্যাধ্যক্ষ তখনই যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করল।

ততো নানাপ্রহরণা ভীমাক্ষা ভীমদর্শনাঃ।
নিষ্পেতূ রাক্ষসা মুখ্যা বলাধ্যক্ষপ্রচোদিতাঃ॥ ৬

সেনাপতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট বিকটদর্শন রাক্ষস প্রধানেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সহ নগর থেকে নির্গত হল।

রথমাস্থায় বিপুলং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
মেঘাভো মেঘবর্ণশ্চ মেঘস্বনমহাস্বনঃ॥ ৭
রাক্ষসৈঃ সংবৃতো ঘোরৈস্তদা নির্যাত্যকম্পনঃ।

তখন তপ্তস্বর্ণ বিভূষিত সুবিশাল রথে আরোহণ করে ভয়ানক রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অকম্পন যুদ্ধ যাত্রা করলো। তার আকৃতি, গাত্রবর্ণ এবং গর্জন ছিল মেঘের মতোই বিপুল এবং ভয়ংকর।

নহি কম্পয়িতুং শক্যঃ সুরৈরপি মহামৃধে॥ ৮
অকম্পনস্ততস্তেষামাদিত্য ইব তেজসা।

মহাসমরে দেবতারাও তাকে কম্পিত করতে পারে না। এইজন্যই তার নাম অকম্পন। রাক্ষসদের মধ্যে এই বীর ছিল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী।

তস্য নির্ধাবমানস্য সংরব্ধস্য যুযুৎসয়া॥ ৯
অকস্মাদ্ দৈন্যমাগচ্ছদ্ধয়ানাং রথবাহিনাম্।

যুদ্ধাভিলাষী সেই রাক্ষস রোষাবিষ্ট হয়ে ধাবিত হচ্ছিল। অকস্মাৎ রথবাহী অশ্বগুলির মধ্যে দীনতা প্রকাশিত হল।

ব্যস্ফুরন্নয়নং চাস্য সব্যং যুদ্ধাভিনন্দিনঃ॥ ১০
বিবর্ণো মুখবর্ণশ্চ গদ্গদশ্চাভবৎ স্বনঃ।

যুদ্ধকে অভিনন্দনকারী নিশাচরের বামনয়ন স্ফুরিত হতে লাগল। মুখবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেলো এবং কণ্ঠস্বর হলো গদ্‌গদ।

অভবৎ সুদিনে কালে দুর্দিনং রূক্ষমারুতম্॥ ১১
উচুঃ খগমৃগাঃ সর্বে বাচঃ ক্রূরা ভয়াবহাঃ।

যদিও দিনটি ছিল ভালো, তথাপি রূক্ষবায়ুর প্রভাবে সহসা দুর্দিন ঘনিয়ে এল। সকল পশুপাখী নিষ্ঠুর এবং ভয়ানক স্বরে ডাকতে লাগল।

স সিংহোপচিতস্কন্ধঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ॥ ১২
তানুৎপাতানচিন্ত্যৈব নির্জগাম রণাজিরম্।

অকম্পনের স্কন্ধ ছিল সিংহতুল্য এবং পরাক্রমও ব্যাঘ্রতুল্য। সে এইসব উৎপাতকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেল।

তথা নির্গচ্ছতস্তস্য রক্ষসঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১৩
বভূব সুমহান্ নাদঃ ক্ষোভয়ন্নিব সাগরম্।

যখন সেই রাক্ষস অন্যান্য রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে নগরী থেকে নির্গত হলো, তখন ক্ষুব্ধ সমুদ্রের প্রবল গর্জনের ন্যায় তুমুল কোলাহল সৃষ্টি হল।

তেন শব্দেন বিত্রস্তা বানরাণাং মহাচমূঃ॥ ১৪
দ্রুমশৈলপ্রহারাণাং যোদ্ধুং সমুপতিষ্ঠতাম্।

তেষাং যুদ্ধং মহারৌদ্রং সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।। ১৫

সেই প্রচণ্ড শব্দে বানরদের বিশালবাহিনী সন্ত্রস্ত হল। বৃক্ষ এবং পর্বতশিখর দ্বারা যুদ্ধকারী বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে এক মহাভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

রামরাবণয়োরর্থে সমভিত্যক্তদেহিনঃ।
সর্বে হ্যতিবলাঃ শূরাঃ সর্বে পর্বতসন্নিভাঃ।। ১৬

শ্রীরাম এবং রাবণের নিমিত্ত শরীর ত্যাগ করতে উদ্যত সকল শূরবীরেরা অত্যন্ত বলশালী এবং পর্বততুল্য বিশালাকৃতি সম্পন্ন।

হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব পরস্পরজিঘাংসয়া।
তেষাং বিনর্দতাং শব্দঃ সংযুগেঽতিতরস্বিনাম্।। ১৭
শুশ্রুবে সুমহান্ কোপাদন্যোন্যমভিগর্জতাম্।

বানর এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে হত্যা করার ইচ্ছায় সমবেত হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অতি দ্রুতবেগে ধাবমান এবং প্রবল গর্জনরত। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশ্যে যে ভীষণ গর্জন করছে, তা প্রবলভাবে শ্রুতিগোচর হচ্ছে।

রজশ্চারুণবর্ণাভং সুভীমমভবদ্ ভৃশম্।। ১৮
উদ্ধূতং হরিরক্ষোভিঃ সংরুরোধ দিশো দশ।

বানর এবং রাক্ষসদের পদাঘাতে উত্থিত লাল ধূলিরাজি দশদিক্ আচ্ছাদিত হয়ে অত্যন্ত ভয়ানক দেখাচ্ছিল।

অন্যোন্যং রজসা তেন কৌশেয়োদ্ধতপাণ্ডুনা।। ১৯
সংবৃতানি চ ভূতানি দদৃশুর্ন রণাজিরে।

পরস্পরের দ্বারা উত্থিত ধূলিরাজির আস্তরণকে পাণ্ডুবর্ণের রেশমী বস্ত্রের মতো মনে হচ্ছিল। এই আস্তরণে আবৃত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত প্রাণীদেরও দেখা যাচ্ছিল না।

ন ধ্বজো ন পতাকা বা চর্ম বা তুরগোঽপি বা।। ২০
আয়ুধং স্যন্দনো বাপি দদৃশে তেন রেণুনা।

ধূলায় আচ্ছাদিত হওয়ায় ধ্বজা, পতাকা, বর্ম, অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র এমনকী রথ—কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

শব্দশ্চ সুমহাংস্তেষাং নর্দতামভিধাবতাম্।। ২১
শ্রূয়তে তুমুলো যুদ্ধে ন রূপাণি চকাশিরে।

যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জনরত এবং ধাবমান প্রাণীদের মহাভয়ানক শব্দ সকলের শ্রুতিগোচর হলেও তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

হরীনেব সুসংক্রুদ্ধা হরয়ো জঘ্নুরাহবে।। ২২
রাক্ষসা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুস্তিমিরে তদা।

সবদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বানরেরা বানরদেরকেই এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসদেরকে প্রহার করতে লাগল।

তে পরাংশ্চ বিনিঘ্নন্তঃ স্বাংশ্চ বানররাক্ষসাঃ।। ২৩
রুধিরার্দ্রাং তদা চক্রুর্মহীং পঙ্কানুলেপনাম্।

স্বপক্ষ এবং বিপক্ষের যোদ্ধাদের হত্যা করতে উদ্যত বানর তথা রাক্ষসেরা রণভূমিকে শোণিত ধারায় সিক্ত করে কর্দমাক্ত করে ফেলেছে।

ততস্তু রুধিরৌঘেন সিক্তং ব্যপগতং রজঃ।। ২৪
শরীরশবসংকীর্ণা বভূব চ বসুন্ধরা।

যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি রক্তধারায় সিক্ত হওয়ায়, পূর্বে উত্থিত ধূলিঝড় শান্ত হয়ে গেল, সমরাঙ্গন মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

দ্রুমশক্তিগদাপ্রাসৈঃ শিলাপরিঘতোমরৈঃ।। ২৫
রাক্ষসা হরয়স্তূর্ণং জঘ্নুরন্যোন্যমোজসা।

বানর এবং রাক্ষসেরা বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ এবং তোমর নিয়ে একে অপরকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বলপূর্বক প্রহার করতে লাগল।

বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্যুধ্যন্তঃ পর্বতোপমান্।। ২৬
হরয়ো ভীমকর্মাণো রাক্ষসাঞ্জঘ্নুরাহবে।

ভীষণকর্মা বানরেরা তাদের পরিঘতুল্য বাহুদ্বারা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হত্যা করছিল।

রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধাঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ।। ২৭
কপীন্ নিজঘ্নিরে তত্র শস্ত্রৈঃ পরমদারুণৈঃ।

রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাস, তোমর প্রভৃতি নানাবিধ ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বানরদেরকে বধ করতে লাগল।

অকম্পনঃ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসানাং চমূপতিঃ।। ২৮
সংহর্ষয়তি তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।

তখন রাক্ষসদের সেনাপতি অকম্পন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ানক পরাক্রমশালী রাক্ষসদের হর্ষবৃদ্ধি (বানরদের হত্যা করে) করতে লাগল।

হরয়স্ত্বপি রক্ষাংসি মহাদ্রুমমহাশ্মভিঃ।। ২৯
বিদারয়ন্ত্যভিক্রম্য শস্ত্রাণ্যাচ্ছিদ্য বীর্যতঃ।

বানরেরাও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা রাক্ষসদের বিদীর্ণ করতে লাগল এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিল।

এতস্মিন্নন্তরে বীরা হরয়ঃ কুমুদো নলঃ॥ ৩০
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদঃ ক্রুদ্ধাশ্চক্রুর্বেগমনুত্তমম্।

ইত্যবসরে বীর বানর কুমুদ, নল, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের পরম উত্তম বেগ প্রকট করল।

তে তু বৃক্ষৈর্মহাবীরা রাক্ষসানাং চমূমুখে॥ ৩১
কদনং সুমহচ্চক্রুর্লীলয়া হরিপুঙ্গবাঃ।
মমন্থু রাক্ষসান্ সর্বে নানাপ্রহরণৈর্ভৃশম্॥ ৩২

এই সব মহান বানর বীরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাগে বৃক্ষরাজি দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসদের বধ করতে লাগল। বানরশিরোমণিরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রাক্ষসদেরকে মথিত করে হত্যা করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক অকম্পনের বিনাশ

তদ্ দৃষ্ট্বা সুমহৎ কর্ম কৃতং বানরসত্তমৈঃ।
ক্রোধমাহারয়ামাস যুধি তীব্রমকম্পনঃ॥ ১

এই বানরমুখ্যদের মহান পরাক্রম দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে অকম্পনের দুঃসহ ক্রোধ উৎপন্ন হল।

ক্রোধমূর্চ্ছিতরূপস্তু ধুন্বন্ পরমকার্মুকম্।
দৃষ্ট্বা তু কর্ম শত্রূণাং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২

শত্রুদের ভয়াবহ কর্ম দেখে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই রাক্ষস নিজের উত্তম ধনুকটিকে হাতে তুলে আস্ফালন করে সারথিকে এইরূপ বাক্য বলল—

তত্রৈব তাবৎ ত্বরিতো রথং প্রাপয় সারথে।
এতে চ বলিনো ঘ্নন্তি সুবহূন্ রাক্ষসান্ রণে॥ ৩

'হে সারথে! যেখানে বলবান বানরেরা বহুসংখ্যক রাক্ষসকে বধ করছে, সেখানেই শীঘ্র আমার রথ নিয়ে চলো।

এতে চ বলবন্তো বা ভীমকোপাশ্চ বানরাঃ।
দ্রুমশৈলপ্রহরণাস্তিষ্ঠন্তি প্রমুখে মম॥ ৪

'এই বানরেরা অত্যন্ত বলবান, আর এদের ক্রোধও অতি ভয়ানক। এরা বৃক্ষ এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করছে।

এতান্ নিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো হ্যহম্।
এতৈঃ প্রমথিতং সর্বং রক্ষসাং দৃশ্যতে বলম্॥ ৫

'যুদ্ধে উৎসাহী আমি এদের সবাইকে বধ করতে চাই। দেখছি, এরাই সমগ্র রাক্ষসবাহিনীকে বিক্ষুব্ধ করেছে।'

ততঃ প্রচলিতাশ্বেন রথেন রথিনাং বরঃ।
হরীনভ্যপতদ্ দূরাচ্ছরজালৈরকম্পনঃ॥ ৬

অনন্তর তেজস্বী অশ্বচালিত রথে আরোহণ করে রথীশ্রেষ্ঠ অকম্পন দূর থেকে শরজাল নিক্ষেপ করে বানরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ন স্থাতুং বানরাঃ শেকুঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে।
অকম্পনশরৈর্ভগ্নাঃ সর্ব এবাভিদুদ্রুবুঃ॥ ৭

বানরসেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারল না; তাহলে যুদ্ধ করবে কিভাবে? অকম্পনের শরাঘাতে তারা সকলেই রণেভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল।

তান্ মৃত্যুবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্।

সমীক্ষ্য হনুমান্ জ্ঞাতীনুপতস্থে মহাবলঃ॥ ৮

অকম্পনের বাণ বানরদের অনুসরণ করে তাদের মৃত্যুমুখে পতিত করছে ; নিজের জ্ঞাতিদের এই অবস্থা দেখে মহাবলশালী শ্রীহনুমান সেখানে উপস্থিত হলেন।

তং মহাপ্লবগং দৃষ্ট্বা সর্বে তে প্লবগর্ষভাঃ।
সমেত্য সমরে বীরাঃ সংহৃষ্টাঃ পর্যবারয়ন্॥ ৯

মহাকপি শ্রীহনুমানকে দেখে বীর বানরমুখ্যগণ সকলে সমবেতভাবে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে পরিবেষ্টন করে যুদ্ধে উপস্থিত হল।

ব্যবস্থিতং হনুমন্তং তে দৃষ্ট্বা প্লবগর্ষভাঃ।
বভূবুর্বলবন্তো হি বলবন্তমুপাশ্রিতাঃ॥ ১০

বানরশ্রেষ্ঠরা হনুমানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে, তারা সকলেই সেই বলবানের আশ্রয় নিয়ে নিজেরা বলশালী হয়ে উঠল।

অকম্পনস্তু শৈলাভং হনূমন্তমবস্থিতম্।
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরৈরভিববর্ষ হ॥ ১১

পর্বততুল্য বিশালদেহী হনুমানকে উপস্থিত হতে দেখে অকম্পন মহেন্দ্রর বৃষ্টিধারার মতো তাঁর উপরে শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

অচিন্তয়িত্বা বাণৌঘান্ শরীরে পাতিতান্ কপিঃ।
অকম্পনবধার্থায় মনো দধ্রে মহাবলঃ॥ ১২

মহাবলবান হনুমান আপন শরীরে নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণকে উপেক্ষা করে অকম্পনকে বধ করার জন্য মনোনিবেশ করলেন।

স প্রহস্য মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদুদ্রাব তদ্রক্ষঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১৩

সেই মহাতেজস্বী পবনপুত্র হনুমান অট্টহাস্য করে, মেদিনীকম্পিত করে সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হলেন।

তস্যাথ নর্দমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা।
বভূব রূপং দুর্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ॥ ১৪

তেজে দেদীপ্যমান গর্জনরত হনুমানের রূপ তখন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল।

আত্মানং ত্বপ্রহরণং জ্ঞাত্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
শৈলমুৎপাটয়ামাস বেগেন হরিপুঙ্গবঃ॥ ১৫

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান নিজেকে নিরস্ত্র জেনে অত্যন্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে সবেগে পর্বত উৎপাটন করলেন।

গৃহীত্বা সুমহাশৈলং পাণিনৈকেন মারুতিঃ।
স বিনদ্য মহানাদং ভ্রাময়ামাস বীর্যবান্॥ ১৬

পরাক্রমী পবনপুত্র সেই মহান পর্বতকে একহাতে ধারণ করে প্রবল গর্জন করতে করতে সেটি ঘোরাতে লাগলেন।

ততস্তমভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।
পুরা হি নমুচিং সংখ্যে বজ্রেণেব পুরন্দরঃ॥ ১৭

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র নিয়ে নমুচিকে আক্রমণ করেছিলেন, তেমনি হনুমানও মুখ্য রাক্ষসবীর অকম্পনের প্রতি ধাবিত হলেন।

অকম্পনস্তু তদ্ দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গং সমুদ্যতম্।
দূরাদেব মহাবাণৈরর্ধচন্দ্রৈর্ব্যদারয়ৎ॥ ১৮

সমুদ্যত সেই গিরিশৃঙ্গকে দেখে অকম্পনও দূর থেকে অর্ধচন্দ্রাকার বিশাল বাণ নিক্ষেপ করে সেটিকে বিদীর্ণ করল।

তং পর্বতাগ্রমাকাশে রক্ষোবাণবিদারিতম্।
বিকীর্ণং পতিতং দৃষ্ট্বা হনূমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৯

রাক্ষসের বাণ দ্বারা সেই পর্বতশিখরকে আকাশেই বিদীর্ণ করে ভূপতিত করতে দেখে হনুমান ক্রোধে হতচেতন হয়ে গেলেন।

সোঽশ্বকর্ণং সমাসাদ্য রোষদর্পান্বিতো হরিঃ।
তূর্ণমুৎপাটয়ামাস মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্॥ ২০

পুনরায় ক্রোধে এবং দর্পে বানরবীর হনুমান মহান পর্বততুল্য বিশাল অশ্বকর্ণ বৃক্ষ (শালগাছ) ক্ষিপ্রতাপূর্ণভাবে উৎপাটন করলেন।

তং গৃহীত্বা মহাস্কন্ধং সোঽশ্বকর্ণং মহাদ্যুতিঃ।
প্রগৃহ্য পরয়া প্রীত্যা ভ্রাময়ামাস সংযুগে॥ ২১

মহান দ্যুতিমান হনুমান অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সুবিশাল অশ্বকর্ণকে (শালগাছ) তাঁর বিপুল স্কন্ধে ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসে ঘোরাতে লাগলেন।

প্রধাবন্নুরুবেগেন বভঞ্জ তরসা দ্রুমান্।
হনূমান্ পরমক্রুদ্ধশ্চরণৈর্দারয়ন্ মহীম্॥ ২২

দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ায় হনুমান কর্তৃক বহুসংখ্যক বৃক্ষ ভগ্ন হল এবং তাঁর পদভারে পৃথিবী বিদীর্ণ হল।

গজাংশ্চ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা।
জঘান হনূমান্ ধীমান্ রাক্ষসাংশ্চ পদাতিগান্॥ ২৩

আরোহীসহ হাতি, রথীসহ রথ এবং পদাতিক

রাক্ষসদেরকে বুদ্ধিমান হনুমান হত্যা করতে লাগলেন।

তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সক্রমং প্রাণহারিণম্।
হনূমন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৪

যমরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হনুমানকে বৃক্ষ হস্তে প্রাণ সংহার করতে দেখে রাক্ষসেরা পলায়ন করল।

তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।
দদর্শাকম্পনো বীরশ্চুক্ষোভ চ ননাদ চ॥ ২৫

রাক্ষসদের পক্ষে ভয়াবহ অতি ক্রুদ্ধ হনুমানকে আক্রমণোদ্যত দেখে বীর অকম্পন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গর্জন করতে লাগল।

স চতুর্দশভির্বাণৈর্নিশিতৈর্দেহদারণৈঃ।
নির্বিভেদ মহাবীর্যং হনূমন্তমকম্পনঃ॥ ২৬

সেই অকম্পন মহাবীর হনুমানকে দেহবিদীর্ণকারী চৌদ্দটি বাণ দ্বারা আঘাত করল।

স তথা বিপ্রকীর্ণস্তু নারাচৈঃ শিতশক্তিভিঃ।
হনূমান্ দদৃশে বীরঃ প্ররূঢ় ইব সানুমান্॥ ২৭

নারাচ এবং তীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা আহত হয়েও বীর হনুমান তখন বৃক্ষরাজি সমন্বিত পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকলেন।

বিররাজ মহাবীর্যো মহাকায়ো মহাবলঃ।
পুষ্পিতাশোকসংকাশো বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২৮

মহাবীর, মহাবলশালী, বিপুলাকৃতিসম্পন্ন দণ্ডায়মান হনুমানকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের মতো তথা ধূমহীন অগ্নির মতো মনে হচ্ছিল।

ততোঽন্যং বৃক্ষমুৎপাট্য কৃত্বা বেগমনুত্তমম্।
শিরস্যভিজঘানাশু রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্॥ ২৯

তদনন্তর হনুমান অন্য একটি বৃক্ষ সবেগে উৎপাটন করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাক্ষসবীর অকম্পনের মস্তকে আঘাত করলেন।

স বৃক্ষেণ হতস্তেন সক্রোধেন মহাত্মনা।
রাক্ষসো বানরেন্দ্রেণ পপাত চ মমার চ॥ ৩০

ক্রুদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হনুমানের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বৃক্ষের আঘাতে রাক্ষস অকম্পন ভূপতিত হয়ে মারা গেল।

তং দৃষ্ট্বা নিহতং ভূমৌ রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।
ব্যথিতা রাক্ষসা সর্বে ক্ষিতিকম্প ইব দ্রুমাঃ॥ ৩১

ভূমিকম্পের সময়ে কম্পিত বৃক্ষের মতো অন্যান্য রাক্ষসেরা, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনকে ভূমিতে মৃত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হল।

ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্বে রাক্ষসাস্তে পরাজিতাঃ।
লঙ্কামভিয়য়ুস্ত্রাসাদ্ বানরৈস্তৈরভিদ্রুতাঃ॥ ৩২

বানরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ঐসব পরাজিত রাক্ষসেরা সকল অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে ভয়ে লঙ্কায় পালিয়ে গেল।

তে মুক্তকেশাঃ সম্ভ্রান্তা ভগ্নমানাঃ পরাজিতাঃ।
ভয়াচ্ছ্রমজলৈরঙ্গৈঃ প্রস্রবদ্ভির্বিদুদ্রুবুঃ॥ ৩৩

সেই পরাজিত রাক্ষস সৈন্যরা ছিলো হতমান এবং বিভ্রান্ত। তাদের কেশরাজি উন্মুক্ত। সন্ত্রস্ত এবং পলায়নোদ্যত তাদের শরীর হয়েছিল ঘর্মাক্ত।

অন্যোন্যং যে প্রমথ্নন্তো বিবিশুর্নগরং ভয়াৎ।
পৃষ্ঠতস্তে তু সম্মূঢ়াঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৪

ভীতির কারণে পলায়ন করতে গিয়ে তারা একে অপরকে পদদলিত করে নগরীতে প্রবেশ করল এবং ভয়ের কারণেই তারা বিমূঢ় হয়ে পলায়নকালে বারবার পিছন ফিরে দেখছিল।

তেষুং লঙ্কাং প্রবিষ্টেষু রাক্ষসেষু মহাবলাঃ।
সমেত্য হরয়ঃ সর্বে হনূমন্তমপূজয়ন্॥ ৩৫

সেই রাক্ষসেরা লঙ্কায় প্রবেশ করলে মহাবলশালী বানরেরা সকলে একত্রিত হয়ে হনুমানকে অভিনন্দিত করল।

সোঽপি প্রবৃদ্ধস্তান্ সর্বান্ হরীন্ সম্প্রত্যপূজয়ৎ।
হনূমান্ সত্ত্বসম্পন্নো যথার্হমনুকূলতঃ॥ ৩৬

সত্ত্বগুণসম্পন্ন হনুমান সম্বর্ধিত হয়ে যথাযোগ্য অনুকূল সম্মান দ্বারা সেই সব বানরদেরকে প্রতিসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন।

বিনেদুশ্চ যথাপ্রাণং হরয়ো জিতকাশিনঃ।
চকৃষুশ্চ পুনস্তত্র সপ্রাণানেব রাক্ষসান্॥ ৩৭

বিজয়োল্লাসে শোভিত বানরেরা প্রাণভরে আনন্দে গর্জন করতে লাগল। তারা জীবিত রাক্ষসদের ধরে ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

স বীরশোভামভজন্মহাকপিঃ
সমেত্য রক্ষাংসি নিহত্য মারুতিঃ।
মহাসুরং ভীমমমিত্রনাশনং
বিষ্ণুর্যথৈবেরুবলং চমূমুখে॥ ৩৮

ভগবান বিষ্ণু যেমন শত্রুদমনকারী, মহাবলশালী, ভয়ানক মহাসুরকে বিনাশ করে বিজয়শোভায় শোভিত হয়েছিলেন তেমনি মহাকপি পবনপুত্র হনুমান রাক্ষসদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের নিধন করে বিজয়শ্রী লাভ করেছিলেন।

অপূজয়ন্ দেবগণাস্তদাকপিং
স্বয়ং চ রামোঽতিবলশ্চ লক্ষ্মণঃ।
তথৈব সুগ্রীবমুখাঃ প্লবঙ্গমা
বিভীষণশ্চৈব মহাবলস্তদা॥ ৩৯

তখন দেবতারা, মহাবলী শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, তথা সুগ্রীব আদি মুখ্য বানরেরা, এমনকী অত্যন্ত বলবান বিভীষণও হনুমানকে যথোচিত সৎকার করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৭)

রাবণের আজ্ঞানুসারে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা

অকম্পনবধং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো বৈ রাক্ষসেশ্বরঃ।
কিঞ্চিদ্ দীনমুখশ্চাপি সচিবাংস্তানুদৈক্ষত॥ ১

অকম্পনের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কিঞ্চিৎ দীন বদনে (মলিন মুখে) সচিবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

স তু ধ্যাত্বা মুহূর্তং তু মন্ত্রিভিঃ সংবিচার্য চ।
ততস্তু রাবণঃ পূর্বদিবসে রাক্ষসাধিপঃ।
পুরীং পরিযযৌ লঙ্কাং সর্বান্ গুল্মানবেক্ষিতুম্॥ ২

মুহূর্তকাল চিন্তা করে তিনি মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তখন দিবসের সেই পূর্বভাগে রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কানগরীর সমস্ত সেনানিবাসগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাং রাক্ষসগণৈর্গুপ্তাং গুল্মৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
দদর্শ নগরীং রাজা পতাকাধ্বজমালিনীম্॥ ৩

ধ্বজা-পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাক্ষসদের দ্বারা সুরক্ষিত বহুসংখ্যক সেনানিবাস দ্বারা পরিবেষ্টিত লঙ্কা নগরীকে রাজা রাবণ দর্শন করলেন।

রুদ্ধাং তু নগরীং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচাত্মহিতং কালে প্রহস্তং যুদ্ধকোবিদম্॥ ৪

অবরুদ্ধ লঙ্কা নগরীকে দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ আত্মকল্যাণকারী, যুদ্ধকলানিপুণ প্রহস্তকে বললেন—

পুরস্যোপনিবিষ্টস্য সহসা পীড়িতস্য হ।
নান্যযুদ্ধাৎ প্রপশ্যামি মোক্ষং যুদ্ধবিশারদ॥ ৫

'নগরীর সন্নিকটে সৈন্য সমাবেশ করে শত্রুরা পুরীকে উৎপীড়িত করেছে। হে যুদ্ধবিশারদ ! অন্যকারও যুদ্ধের দ্বারা এ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্মম।
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্॥ ৬

'আমি অথবা কুম্ভকর্ণ অথবা আমার সেনাপতি তুমি কিংবা পুত্র ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভই এই যুদ্ধের ভার বহন করতে সক্ষম।

স ত্বং বলমতঃ শীঘ্রমাদায় পরিগৃহ্য চ।
বিজয়ায়াভিনির্যাহি যত্র সর্বে বনৌকসঃ॥ ৭

'অতএব তুমি সত্বর সৈন্য নিয়ে বিজয় লাভের জন্য প্রস্থান করো এবং যেখানে সকল বানরেরা একত্রিত হয়েছে, সেখানে যাও।

নির্যাণাদেব তূর্ণং চ চলিতা হরিবাহিনী।
নর্দতাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং শ্রুত্বা নাদং দ্রবিষ্যতি॥ ৮

'তোমার নির্গমনমাত্রই বানর সৈন্যরা অত্যন্ত দ্রুত বিচলিত হয়ে যাবে, গর্জনকারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের তীব্র নাদ শুনেই তারা পালিয়ে বাঁচবে।

চপলা হ্যবিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ বানরাঃ।
ন সহিষ্যন্তি তে নাদং সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ॥ ৯

'বানরেরা অত্যন্ত চঞ্চল, দুর্বিনীত এবং অস্থিরচিত্ত। হাতিরা যেমন সিংহের গর্জন সহ্য করতে পারে না, তেমনি তোমাদের গর্জনও বানরেরা সহ্য করতে পারবে না।

বিদ্রুতে চ বলে তস্মিন্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
অবশস্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেষ্যতি॥ ১০

'প্রহস্ত ! বানরসেনারা পলায়ন করলে লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্র অসহায় এবং আশ্রয়হীন হয়ে তোমার বশীভূত হবে।

আপৎ সংশয়িতা শ্রেয়ো নাত্র নিঃসংশয়ীকৃতা।
প্রতিলোমানুলোমং বা যৎ তু নো মন্যসে হিতম্॥ ১১

'আপদ অর্থাৎ যুদ্ধে মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় আছে, কিন্তু এইরূপ মৃত্যু যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বক্তব্যের অনুকূল বা প্রতিকূল যা তুমি আমার পক্ষে হিতকর মনে কর, তা বলো।'

রাবণেনৈবমুক্তস্তু প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনা ॥ ১২

রাবণ এইরূপ বললে যেভাবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য (উশনা) অসুররাজ বলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজকে সেইভাবে বললেন—

রাজন্ মন্ত্রিতপূর্বং নঃ কুশলৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
বিবাদশ্চাপি নো বৃত্তঃ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্॥ ১৩

'রাজন্ ! আমরা এই বিষয়ে পূর্বেই কুশল মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। সেইদিন আমরা আলোচনা করতে গিয়ে পরস্পর বিবাদ করেছি (অর্থাৎ এক-নিশ্চয়ে আসতে পারেনি)।

প্রদানেন তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া।
অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেব তথৈব নঃ॥ ১৪

'আমার মতে সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করাই কল্যাণকর। তা না করলে পুনরায় যুদ্ধই হবে। সেই নিশ্চয় অনুসারে এখন যুদ্ধই হচ্ছে।

সোঽহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্ত্বয়া।
সান্ত্বৈশ্চ বিবিধৈঃ কালে কিং ন কুর্যা হিতং তব॥ ১৫

'আপনি বিভিন্ন সময়ে দান, মান এবং নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা আমার সৎকার করেছেন। অতএব আমি কেন আপনার হিতসাধন করব না ? (অর্থাৎ যে কার্যের দ্বারা আপনার হিতসাধন হয়, আমি কেন তা থেকে বিরত থাকব ? আমি অবশ্যই সেই কার্যসাধন করব।)

নহি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্রদারধনানি চ।
ত্বং পশ্য মাং জুহূষন্তং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি॥ ১৬

'আমার জীবন, স্ত্রী, পুত্র এবং সম্পদাদি রক্ষার জন্য আমি চিন্তিত নই। আপনি দেখুন আপনার কল্যাণের জন্য যুদ্ধের অনলে আমি কিভাবে আত্মাহুতি দান করি।'

এবমুক্ত্বা তু ভর্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ।
উবাচেদং বলাধ্যক্ষান্ প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতান্॥ ১৭

প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত তার প্রভু রাবণকে এইরূপ বলে সম্মুখে উপস্থিত সেনাধ্যক্ষদের এইরূপ বললেন—

সমানয়ত মে শীঘ্রং রাক্ষসানাং মহাবলম্।
মদ্বাণানাং তু বেগেন হতানাং চ রণাজিরে॥ ১৮
অদ্য তৃপ্যন্তু মাংসাদাঃ পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্।

'রাক্ষসদের বিশাল বাহিনী নিয়ে শীঘ্র তোমরা আমার সামনে এসো। যুদ্ধে আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন শরসমূহের আঘাতে নিহত বনবাসী বানরদের মাংস ভোজন করে মাংসাশী পাখিরা আজ তৃপ্ত হোক।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষা মহাবলাঃ॥ ১৯
বলমুদ্যোজয়ামাসুস্তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে।

মহাবলশালী সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁর সেই কথা শুনে রাক্ষসভবনের নিকটে যুদ্ধের জন্য বিশাল বাহিনীকে প্রস্তুত করল।

সা বভূব মুহূর্তেন ভীমৈর্নানাবিধায়ুধৈঃ॥ ২০
লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা।

সেই বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে নানাবিধ ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হলো। হাতির মতো বিশালকায় রাক্ষসবীরের দ্বারা লঙ্কা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

হুতাশনং তর্পয়িতাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্॥ ২১
আজ্যগন্ধপ্রতিবহঃ সুরভির্মারুতো ববৌ।

রাক্ষসেরা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করার জন্য আহুতি দান করলো। ব্রাহ্মণদের নমস্কার করল। ঘিয়ের সুগন্ধে পরিপূর্ণ বাতাস বয়ে যেতে লাগল।

স্রজশ্চ বিবিধাকারা জগৃহুস্ত্বভিমন্ত্রিতাঃ॥ ২২
সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টা ধারয়ন্ রাক্ষসাস্তদা।

তখন রাক্ষসেরা নানাবিধ মন্ত্রপূত মালা ধারণ করে সানন্দে রণসজ্জায় সজ্জিত হল। (যুদ্ধের উপযুক্ত পোশাক ধারণ করল)।

সধনুষ্কাঃ কবচিনো বেগাদাপ্লুত্য রাক্ষসাঃ॥ ২৩
রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্যবারয়ন্।

ধনুক এবং বর্ম ধারণ করে রাক্ষসেরা সবেগে লাফিয়ে এগিয়ে গেল এবং রাজা রাবণকে দর্শন করে প্রহস্তকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে রইল।

অথামন্ত্র্য তু রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবাম্॥ ২৪
আরুরোহ রথং যুক্তঃ প্রহস্তঃ সজ্জকল্পিতম্।

অতঃপর রাজার আদেশে ভয়ানক শব্দে ভেরী বাজিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রহস্ত যুদ্ধোদ্যত হয়ে রথে আরোহণ করলেন।

হয়ৈর্মহাজবৈর্যুক্তং সম্যকসূতং সুসংযতম্॥ ২৫
মহাজলদনির্ঘোষং সাক্ষাচ্চন্দ্রার্কভাস্বরম্।

প্রহস্তের রথের ঘোড়াগুলি ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন, সারথি অতীব কর্মকুশল, গমনকালে রথের শব্দ ছিল মেঘগর্জন তুল্য। সেই রথ চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল।

উরগধ্বজদুর্ধর্ষং সুবরূথং স্বপস্করম্॥ ২৬
সুবর্ণজালসংযুক্তং প্রহসন্তমিব শ্রিয়া।

সর্প চিহ্নিত অথবা সর্পাকৃতি সম্পন্ন ধ্বজাযুক্ত সেই দুর্ধর্ষ রথের রক্ষার্থে নির্মিত কবচটিও ছিল অতীব সুন্দর। রথাঙ্গগুলি ছিল সুদৃশ্য এবং উত্তমরূপে নির্মিত। সুবর্ণজাল দ্বারা আচ্ছাদিত সেই রথ আপন সৌন্দর্যের বৈভবে যেন হেসে হেসে অন্য সবকিছুকে উপহাস করছে।

ততস্তং রথমাস্থায় রাবণার্পিতশাসনঃ॥ ২৭
লঙ্কায়া নির্যযৌ তূর্ণং বলেন মহতা বৃতঃ।

রথে আরোহণ করে প্রহস্ত রাবণের আদেশ শিরোধার্য করে বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে তৎক্ষণাৎ লঙ্কানগরী থেকে নির্গত হলেন।

ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ।
বাদিত্রাণাং চ নিনদঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ২৮

তখন মেঘের গম্ভীর গর্জনের মতো দুন্দুভি বেজে উঠল। অন্যান্য রণবাদ্যের প্রবল শব্দে পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতৌ।
নিনদন্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মুরগ্রতঃ॥ ২৯
ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ।

সেনাপতির নির্গমনকালে শঙ্খধ্বনিও শ্রুতিগোচর হলো। প্রহস্তের পুরোভাগে অগ্রগামী বিকটদর্শন বিশালকায় রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে প্রচণ্ড গর্জন করছিল।

নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ।
প্রহস্তসচিবা হ্যেতে নির্যযুঃ পরিবার্য তম্॥ ৩০

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ এবং সমুন্নত — এই চারজন সচিব দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রহস্ত যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

ব্যূঢেনৈব সুঘোরেণ পূর্বদ্বারাৎ স নির্যযৌ।
গজযূথনিকাশেন বলেন মহতা বৃতঃ॥ ৩১

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ভয়ানক গজযূথপতি দ্বারা রচিত ব্যূহ পরিবেষ্টিত প্রহস্ত নগরীর পূর্বদ্বার থেকে নির্গত হলেন।

সাগরপ্রতিমৌঘেন বৃতস্তেন বলেন সঃ।
প্রহস্তো নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ কালান্তকযমোপমঃ॥ ৩২

সাগরের মতো সুবিশাল বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে ক্রুদ্ধ কালান্তক যমরাজের মতো সেনাপতি প্রহস্ত বেরিয়ে এলেন।

তস্য নির্যাণঘোষেণ রাক্ষসানাং চ নর্দতাম্।
লঙ্কায়াং সর্বভূতানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ॥ ৩৩

তাঁর নির্গমনের প্রবল শব্দে রাক্ষসদের প্রচণ্ড গর্জনে লঙ্কার সকল প্রাণী ভয়ে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল।

ব্যভ্রমাকাশমাবিশ্য মাংসশোণিতভোজনাঃ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি খগাশ্চক্রু রথং প্রতি॥ ৩৪

তখন মেঘহীন আকাশে শোণিত এবং মাংসভোজী পাখির দল মণ্ডল রচনা করে প্রহস্তের রথকে দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করছিল।

বমন্তাঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে।
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা বায়ুশ্চ পরুষং ববৌ॥ ৩৫

ভয়ানক শৃগালের দল মুখ থেকে অগ্নিশিখা বমন করতে লাগল। আকাশ থেকে উল্কাপাত হতে লাগল। প্রবল বেগে বায়ু বইতে লাগল।

অন্যোন্যমভিসংরব্ধা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে।
মেঘাশ্চ খরনির্ঘোষা রথস্যোপরি রক্ষসঃ॥ ৩৬
ববর্ষু রুধিরং চাস্য সিষিচুশ্চ পুরঃসরান্।
কেতুমূর্ধনি গৃধ্রস্তু বিলোনো দক্ষিণামুখঃ॥ ৩৭
নদন্নুভয়তঃ পার্শ্বং সমগ্রাং শ্রিয়মাহরৎ।

গ্রহগুলি যেন সরোষে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল। তারা অদৃশ্য হয়ে গেছিল। মেঘেরা রাক্ষসের রথের উপরে গাধার মতো গর্জন করছিল এবং রক্ত বর্ষণ করতে করতে অগ্রগামী সৈনিকদের সিক্ত করছিল। রথের ধ্বজার উপরে একটি শকুন দক্ষিণদিকে মুখ করে বসেছিল। সেই শকুনটি রথের উভয়পার্শ্বে মুখ ফিরিয়ে অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করতে করতে রথটির সৌন্দর্য হরণ করল।

সারথের্বহুশশ্চাস্য সংগ্রামমবগাহতঃ॥ ৩৮
প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সূতস্য হয়সাদিনঃ।

সংগ্রামভূমিতে প্রবেশকালে অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সারথির হাত থেকে চাবুকটি বহুবার মাটিতে পড়ে গেল।

নির্যাণশ্রীশ্চ যা চ স্যাদ্ ভাস্বরা চ সুদুর্লভা॥ ৩৯
সা ননাশ মুহূর্তেন সমে চ স্খলিতা হয়াঃ।

যুদ্ধযাত্রার সময়ে প্রহস্তের যে সুদুর্লভ শোভা ছিল, তা মুহূর্তেই বিনষ্ট হল। সমতল ভূমিতেই অশ্বগুলির পদস্খলন ঘটল।

প্রহস্তং তং হি নির্যান্তং প্রখ্যাতগুণপৌরুষম্।
যুধি নানাপ্রহরণা কপিসেনাভ্যবর্তত॥ ৪০

গুণ এবং পৌরুষের কারণে বিখ্যাত প্রহস্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলে, নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে বানরসেনারা তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হল।

অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজায়ত।
বৃক্ষানারুজতাং চৈব গুর্বীর্বৈ গৃহ্ণতাং শিলাঃ॥ ৪১

তখন বানরেরা গাছ ভেঙ্গে, ভারী পাথর তুলে, ভয়ানক গর্জন করতে করতে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করল।

নদতাং রাক্ষসানাং চ বানরাণাং চ গর্জতাম্।
উভে প্রমুদিতে সৈন্যে রক্ষোগণবনৌকসাম্॥ ৪২

রাক্ষসেরাও সিংহনাদ করছে, বানরেরাও গর্জন করছে, উভয় পক্ষের সৈন্যরাই উল্লাসে কোলাহল করছে।

বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্।
পরস্পরং চাহ্বয়তাং নিনাদঃ শ্রূয়তে মহান্॥ ৪৩

অত্যন্ত বেগশালী, সমর্থ এবং একে অপরকে হত্যা করতে আগ্রহী যোদ্ধারা একে অপরকে যুদ্ধে আহ্বান করায় ভয়ানক কোলাহল শোনা যাচ্ছিল।

ততঃ প্রহস্তঃ কপিরাজবাহিনী-
মভিপ্রতস্থে বিজয়ায় দুর্মতিঃ।
বিবৃদ্ধবেগাং চ বিবেশ তাং চমূং
যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্॥ ৪৪

অনন্তর প্রহস্ত দুর্বুদ্ধিবশতঃ বিজয়ের অভিলাষে বানররাজ সুগ্রীবের বাহিনীর প্রতি ধাবিত হলেন। পতঙ্গ যেমন মৃত্যুকামনায় আগুনের দিকে ছুটে যায়, রাক্ষস সেনাপতিও তদনুরূপভাবে বানরসেনাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

নীলের দ্বারা প্রহস্তের বিনাশ

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং দৃষ্ট্বা রণকৃতোদ্যমম্।
উবাচ সস্মিতং রামো বিভীষণমরিন্দমঃ॥ ১

প্রহস্তকে যুদ্ধোদ্যমী হয়ে নির্গত হতে দেখে শত্রুদমনকারী শ্রীরামচন্দ্র মৃদুহাস্যে বিভীষণকে বললেন—

ক এষ সুমহাকায়ো বলেন মহতা বৃতঃ।
আগচ্ছতি মহাবেগঃ কিংরূপবলপৌরুষঃ॥ ২
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো বীর্যবন্তং নিশাচরম্।

'হে মহাবাহো! এই বিপুল দেহী, মহান বেগসম্পন্ন তথা সুবিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে আসছে এই যোদ্ধা কে? এর রূপ, বল এবং পৌরুষ কেমন? এই বীর্যবান রাক্ষস সম্পর্কে আমাকে বলুন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ॥ ৩
এষ সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।
লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রস্য ত্রিভাগবলসংবৃতঃ।
বীর্যবানস্ত্রবিচ্ছূরঃ সুপ্রখ্যাতপরাক্রমঃ॥ ৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—'এই হল রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত। লঙ্কার সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ একে পরিবেষ্টন করে থাকে। এর পরাক্রম সুবিখ্যাত। বীর্যবান এই রাক্ষস নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। বল-বিক্রম সম্পন্ন এই রাক্ষস একজন শূরবীর।'

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
গর্জন্তং সুমহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্॥ ৫
দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্।
অভিসংজাতঘোষাণাং প্রহস্তমভিগর্জতাম্॥ ৬

অতঃপর মহান পরাক্রমী, বিশালদেহী, ভয়ানক রাক্ষস প্রহস্ত বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গর্জন করতে করতে নির্গত হয়ে কোলাহলরত সুবিশাল বানরসেনাকে দেখলেন। প্রহস্তকে দেখে বানরসৈন্য তাঁর উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে গর্জন করতে লাগল।

খড্গশক্ত্যৃষ্টিশূলাশ্চ বাণানি মুসলানি চ।
গদাশ্চ পরিঘাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ॥ ৭
ধনূংষি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্।
প্রগৃহীতান্যরাজন্ত বানরানভিধাবতাম্॥ ৮

বিজয় অভিলাষী রাক্ষসেরা বানরদের প্রতি ধাবিত হলো। তাদের হাতে ছিল খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, বাণ, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস, নানাবিধ কুঠার বিচিত্র রকমের ধনুক। এই সমস্ত অস্ত্রগুলি ধারণ করে তারা শোভিত হচ্ছিল।

জগৃহুঃ পাদপাংশ্চাপি পুষ্পিতাংস্তু গিরীংস্তথা।
শিলাশ্চ বিপুলা দীর্ঘা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৯

যুদ্ধকামী দীর্ঘদেহী বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষরাজি, পর্বত তথা বড় বড় পাথর হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।

তেষামন্যোন্যমাসাদ্য সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
বহূনামশ্মবৃষ্টিং চ শরবর্ষং চ বর্ষতাম্॥ ১০

শরবর্ষণ এবং প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে উভয়পক্ষই একে অপরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে রত হল।

বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহূন্ বানরপুঙ্গবান্।
বানরা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্॥ ১১

এই যুদ্ধে বানরেরা বহু রাক্ষসবীরকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্যক বানরপুঙ্গবকে হত্যা করল।

শূলৈঃ প্রমথিতা কেচিৎ কেচিৎ তু পরমায়ুধৈঃ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ॥ ১২

বানরেরা কেউ কেউ শূলের আঘাতে, কেউ বা চক্রের দ্বারা, আবার কেউ বা পরিঘের মারে আহত হল। আর কোনো কোনো বানর কুঠারাঘাতে খণ্ডিত হল।

নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিৎ পতিতা জগতীতলে।
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদিষুসন্ধানসাধিতাঃ॥ ১৩

পুনরায় কোনো যোদ্ধা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল। আবার কেউ বা বাণের লক্ষ্যে পরিণত হয়ে বিদীর্ণ হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করল।

কেচিদ্ দ্বিধা কৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি।
বানরা রাক্ষসৈঃ শূরৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ॥ ১৪

কোনো কোনো বানর খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়ে কম্পিত হচ্ছিল। আবার কোনো কোনো বানরের পার্শ্বদেশ শূরবীর রাক্ষসদের দ্বারা বিদীর্ণ হল।

বানরৈশ্চাপি সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সম্পিষ্টা বসুধাতলে॥ ১৫

ফলে বানরেরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বৃক্ষ এবং পর্বতশিখর দ্বারা রাক্ষসদের ভূমিতে পেষণ করতে লাগল।

বজ্রস্পর্শতলৈর্হস্তৈর্মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্।
বমন্ শোণিতমাস্যেভ্যো বিশীর্ণদশনেক্ষণাঃ॥ ১৬

বানরদের বজ্রতুল্য করতল প্রহার তথা মুষ্ট্যাঘাতে অনেক রাক্ষসের দন্ত ও নেত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিছু রাক্ষসের দাঁত ভেঙ্গে গেল।

আর্তস্বনং চ স্বনতাং সিংহনাদং চ নর্দতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসামপি॥ ১৭

কেউ আর্তনাদ করছে, আবার কেউ সিংহনাদ করছে, এইভাবে বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

বানরা রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধা বীরমার্গমনুব্রতাঃ।
বিবৃত্তবদনাঃ ক্রূরাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ॥ ১৮

ক্রুদ্ধ বানরেরা ও রাক্ষসেরা বীরপথ অনুসরণ করলো, তারা মুখ না ফিরিয়ে নির্ভীকভাবে ক্রূরকর্ম করতে লাগল।

নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ।
এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্বে জঘ্নুর্বনৌকসঃ॥ ১৯

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ এবং সমুন্নত-প্রহস্তের এইসব সচিবেরা বানরদের হত্যা করতে লাগল।

তেষাং নিপততাং শীঘ্রং নিঘ্নতাং চাপি বানরান্।
দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেন জঘানৈকং নরান্তকম্॥ ২০

শীঘ্রতাপূর্বক বানরদের আঘাত করতে এবং হত্যা করতে উদ্যত প্রহস্তের সচিব নরান্তককে দ্বিবিদ নামক বানর একটি পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা হত্যা করল।

দুর্মুখঃ পুনরুত্থায় কপিঃ সবিপুলদ্রুমম্।
রাক্ষসং ক্ষিপ্রহস্তং তু সমুন্নতমপোথয়ৎ॥ ২১

পুনরায় দুর্মুখ নামক বানর একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটিত করে ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুন্নতকে নিধন করল।

জাম্ববাংস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্।
পাতয়ামাস তেজস্বী মহানাদস্য বক্ষসি॥ ২২

অনন্তর তেজস্বী জাম্ববান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি বিশাল শিলা দ্বারা মহানাদের বক্ষদেশে আঘাত করলেন।

অথ কুম্ভহনুস্তত্র তারেণাসাদ্য বীর্যবান্।
বৃক্ষেণ মহতা সদ্যঃ প্রাণান্ সন্ত্যাজয়দ্ রণে॥ ২৩

অতঃপর তার নামক বানর একটি বিশাল বৃক্ষ নিয়ে বীর্যবান কুম্ভহনুকে আঘাত করলে, যুদ্ধক্ষেত্রেই সে মারা গেল।

অমৃষ্যমাণস্তৎকর্ম প্রহস্তো রথমাস্থিতঃ।
চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্বনৌকসাম্॥ ২৪

রথে অবস্থিত প্রহস্ত বানরদের এইরূপ পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে ধনুক হাতে নিয়ে তাদের ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করলেন।

আবর্ত ইব সংজজ্ঞে সেনয়োরুভয়োস্তদা।
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ২৫

উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী তখন বিঘূর্ণিত জলরাশির ন্যায় আবর্তিত হচ্ছিল এবং ক্ষুব্ধ মহাসাগরের গর্জনতুল্য কলরব করছিল।

মহতা হি শরৌঘেণ রাক্ষসো রণদুর্মদঃ।
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে॥ ২৬

রণদুর্মদ রাক্ষস প্রহস্ত তখন ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে সেই মহাযুদ্ধে আপন বাণসমূহ দ্বারা বানরদের পীড়িত করতে লাগলেন।

বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাং চ মেদিনী।
বভূবাতিচিতা ঘোরৈঃ পর্বতৈরিব সংবৃতা॥ ২৭

মাটিতে বানর এবং রাক্ষসদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। মৃতদেহে আচ্ছাদিত হয়ে যুদ্ধস্থল যেন বিশালাকার পর্বতের আকৃতি ধারণ করল।

সা মহী রুধিরৌঘেণ প্রচ্ছন্না সম্প্রকাশতে।
সংছন্না মাধবে মাসি পলাশৈরিব পুষ্পিতৈঃ॥ ২৮

রক্তপ্রবাহে আচ্ছাদিত সেই ভূমিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন, বৈশাখ মাসে পলাশপুষ্প দ্বারা পৃথিবী আবৃত হয়েছে।

হতবীরৌঘবপ্রাং তু ভগ্নায়ুধমহাদ্রুমাম্।
শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্॥ ২৯
যকৃৎপ্লীহমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলাম্।
ভিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বশাদ্বলাম্ ॥ ৩০
গৃধ্রহংসবরাকীর্ণাং কঙ্কসারসসেবিতাম্।
মেদঃফেনসমাকীর্ণামার্তস্তনিতনিঃস্বনাম্ ॥ ৩১
তাং কাপুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্।
নদীমিব ঘনাপায়ে হংসসারসসেবিতাম্॥ ৩২
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যাস্তে তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্।
যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ॥ ৩৩

যুদ্ধে নিহত বীরদের রক্তধারা যেন, যমলোকগামী সাগরের অভিমুখী নদীর জলরাশি তুল্য। তাতে উভয়পক্ষের মৃতদেহগুলি যেন নদীর দুই তীর। ভগ্ন অস্ত্রসমূহ হল তীরবর্তী মহীরুহ। যকৃত-প্লীহ প্রভৃতি সেই নদীর মহাপঙ্ক। শরীর থেকে বিনির্গত অন্ত্রসমূহ হল জলের শ্যাওলা। ছিন্ন-ভিন্ন মাথা এবং শরীর হচ্ছে জলমধ্যস্থিত

মৎস্যরাজি এবং ছোট ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গুলি নদীতে অবস্থিত তৃণরাজি। মাংস সন্ধানী শকুন এবং কাকের দল যথাক্রমে হংস এবং সারস। মৃতদেহে মেদরাজি যেন ফেনপুঞ্জরূপে রক্তের স্রোতস্বিনীতে আবর্তিত হচ্ছে। আহতদের যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি যেন সেই নদীর কলধ্বনি। রণভূমি রূপ সেই নদীকে কাপুরুষেরা অতিক্রম করতে পারে না. যেমন বর্ষার অবসানে হংস এবং সারসসেবিত পূর্ণজলধারাকে সহজে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। গজযূথপতিরা যেমন অনায়াসেই পদ্মপরাগে সমাচ্ছন্ন জলাশয়কে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, তেমন রাক্ষস এবং বানরবীরেরাই যুদ্ধভূমিরূপিণী দুস্তরা নদীকে অনায়াসে পার হতে সক্ষম।

ততঃ সৃজন্তং বাণৌঘান্ প্রহস্তং স্যন্দনে স্থিতম্।
দদর্শং তরসা নীলো বিধমন্তং প্লবঙ্গমান্॥ ৩৪

তদনন্তর নীল দেখতে পেল— রথে উপবিষ্ট প্রহস্ত সবেগে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করে বানরদেরকে সংহার করছেন।

উদ্ধূত ইব বায়ুঃ খে মহদভ্রবলং বলাৎ।
সমীক্ষ্যাভিদ্রুতং যুদ্ধে প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ॥ ৩৫
রথেনাদিত্যবর্ণেন নীলমেবাভিদুদ্রুবে।

আকাশে অবস্থিত বিশাল মেঘপুঞ্জকে বায়ু যেমন ছিন্নভিন্ন করে দেয়, সেইরকম নীলও বলপূর্বক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাক্ষস নিধন করতে লাগল। সেনাপতি প্রহস্ত বাহিনীর এই দুর্দশা দেখে, সূর্যতুল্য তেজস্বী রথ নিয়ে নীলের প্রতি ধাবিত হলেন।

স ধনুর্ধ্বিনাং শ্রেষ্ঠো বিকৃষ্য পরমাহবে॥ ৩৬
নীলায় ব্যসৃজদ্ বাণান্ প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।

তখন ধনুকধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাক্ষস সেনাপতি প্রহস্ত আপন ধনুক থেকে নীলের প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ করলেন।

তে প্রাপ্য বিশিখা নীলং বিনির্ভিদ্য সমাহিতাঃ॥ ৩৭
মহীং জগ্মুর্মহাবেগা রোষিতা ইব পন্নগাঃ।

রোষে পরিপূর্ণ সর্পের ন্যায় অতি দ্রুত বাণ বেগে নীলকে আঘাত করে শান্তভাবে ভূমিতে প্রবেশ করল।

নীলঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্জ্বলনোপমৈঃ॥ ৩৮
স তং পরমদুর্ধর্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ।
প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্যবান্॥ ৩৯

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তীব্র শরের আঘাতে নীল নিদারুণ পীড়িত হল। মহাভয়ানক দুর্ধর্ষ রাক্ষস প্রহস্তকে আক্রমণোদ্যত দেখে মহাবল-বিক্রমশালী বানর নীল একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে, তা নিয়ে রাক্ষসকে তাড়না করল।

স তেনাভিহতঃ ক্রুদ্ধো নর্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবঙ্গনাং চমূপতৌ॥ ৪০

নীলের দ্বারা আহত হয়ে ক্রুদ্ধ রাক্ষসবীর প্রহস্ত গর্জন করতে করতে বানরসেনাপতির ওপরে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

তস্য বাণগণানেব রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্ণান্নিমীলিতঃ।
যথৈব গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্॥ ৪১
এবমেব প্রহস্তস্য শরবর্ষান্ দুরাসদান্।
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা নীলঃ সেহে দুরাসদান্॥ ৪২

সেই দুরাত্মা রাক্ষসের শরসমূহকে নিবারিত করতে না পেরে, নীল চোখ বন্ধ করে সেগুলি নিজ শরীরে গ্রহণ করতে লাগলো, যেমন শরৎকালে হঠাৎ আসা বৃষ্টিকে বৃষভ, গাভী— এরা নিজ শরীরে গ্রহণ করে।

রোষিতঃ শরবর্ষেণ সালেন মহতা মহান্।
প্রজঘান হয়ান্ নীলঃ প্রহস্তস্য মহাবলঃ॥ ৪৩

প্রহস্তের শরবর্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে মহাবলশালী মহাবানর নীল একটি বিশাল শালবৃক্ষ দ্বারা তাঁর রথের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করল।

ততো রোষপরীতাত্মা ধনুস্তস্য দুরাত্মনঃ।
বভঞ্জ তরসা নীলো ননাদ চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪৪

অতঃপর রোষপূরিত নীল বারংবার গর্জন করতে করতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের ধনুক ভেঙ্গে ফেলল।

বিধনুঃ স কৃতস্তেন প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
প্রগৃহ্য মুসলং ঘোরং স্যন্দনাদবপুপ্লুব॥ ৪৫

সেনাপতি প্রহস্ত নীল কর্তৃক ধনুকহীন হয়ে এক ভয়ানক মুগুর নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে এল।

তাবুভৌ বাহিনীমুখ্যৌ জাতবৈরৌ তরস্বিনৌ।
স্থিতৌ ক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ প্রভিন্নাবিব কুঞ্জরৌ॥ ৪৬

সেই দুই আজন্ম বৈরীভাবাপন্ন, বেগবান বাহিনীপতি মদবর্ষণকারী গজরাজের ন্যায় রক্তধারায় সিক্ত দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত।

উল্লিখন্তৌ সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।
সিংহশার্দূলসদৃশৌ সিংহশার্দূলচেষ্টিতৌ॥ ৪৭

তারা দুজনেই তাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা দংশন করে একে অপরের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বাঘ-

সিংহতুল্য শক্তিশালী সেই দুজনের জয়লাভের চেষ্টাও তদনুরূপ।

বিক্রান্তবিজয়ৌ বীরৌ সমরেষ্বনিবর্তিনৌ।
কাঙ্ক্ষমাণৌ যশঃ প্রাপ্তুং বৃত্রবাসবয়োরিব॥ ৪৮

দুই মহাপরাক্রমী, বিজয়ী, সমরে পৃষ্ঠদেশ অপ্রদর্শনকারী বীর যেন বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের মতো যুদ্ধে যশের অভিলাষী।

আজঘান তদা নীলং ললাটে মুসলেন সঃ।
প্রহস্তঃ পরমায়ত্তস্ততঃ সুস্রাব শোণিতম্॥ ৪৯

তখন পরম উদ্যোগী সেই প্রহস্ত মুষল দ্বারা নীলের ললাটদেশে আঘাত করলে সেখান থেকে রক্তধারা নির্গত হল।

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুম্।
প্রহস্তস্যোরসি ক্রুদ্ধো বিসসর্জ মহাকপিঃ॥ ৫০

এই আঘাতে ক্রুদ্ধ মহাবানর নীল রক্তসিক্ত শরীরে বিশাল বৃক্ষ নিয়ে প্রহস্তের বক্ষদেশে আঘাত হানল।

তমচিন্ত্যপ্রহারং স প্রগৃহ্য মুসলং মহৎ।
অভিদুদ্রাব বলিনং বলান্নীলং প্লবঙ্গমম্॥ ৫১

এই আঘাতকে গ্রাহ্য না করে সেই রাক্ষস ভয়ানক মুষল হাতে নিয়ে বলবান বানর নীলের প্রতি সজোরে ধাবিত হল।

তমুগ্রবেগং সংরব্ধমাপতন্তং মহাকপিঃ।
ততঃ সম্প্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাবেগো মহাশিলাম্॥ ৫২

সেই মহাবেগশালী রাক্ষসকে আসতে দেখে মহাবেগবান বানর নীল একটি সুবিশাল প্রস্তর খণ্ড হাতে তুলে নিল।

তস্য যুদ্ধাভিকামস্য মৃধে মুষলযোধিনঃ।
প্রহস্তস্য শিলাং নীলো মূর্ধ্নি তূর্ণমপাতয়ৎ॥ ৫৩

নীল সেই শিলাটি দ্বারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধকামী, মুষলযোধী রাক্ষস প্রহস্তের মস্তকে আঘাত করল।

নীলেন কপিমুখ্যেন বিমুক্তা মহতী শিলা।
বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা॥ ৫৪

বানর প্রবর নীল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সুবিশাল শিলা তখন প্রহস্তের মস্তককে খণ্ড খণ্ড করে দিল।

স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ৫৫

এই আঘাতে ছিন্নমূল মহীরুহের মতো প্রহস্ত ভূপতিত হলে তাঁর শরীর প্রাণহীন গতশ্রী, গতশক্তি এবং গতেন্দ্রিয় হল।

বিভিন্নশিরসস্তস্য বহু সুস্রাব শোণিতম্।
শরীরাদপি সুস্রাব গিরেঃ প্রস্রবণং যথা॥ ৫৬

তার ছিন্নভিন্ন মস্তক এবং শরীর থেকেও গিরি নির্গত ঝর্ণাধারার মতো প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হচ্ছিল।

হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্প্যং মহাবলম্।
রাক্ষসানামহৃষ্টানাং লঙ্কামভিজগাম হ॥ ৫৭

নীল কর্তৃক প্রহস্ত নিহত হলে অকম্পনীয় সৈন্য বিশাল রাক্ষসবাহিনী দুঃখিত চিত্তে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করল।

ন শেকুঃ সমবস্থাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ।
সেতুবন্ধং সমাসাদ্য বিশীর্ণং সলিলং যথা॥ ৫৮

যেমন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে জলরাশিকে ধরে রাখা যায় না তদনুরূপ সেনাপতি নিহত হলে সেনাবাহিনীও যথাযথভাবে অবস্থান করতে পারে না।

হতে তস্মিংশ্চমূমুখ্যে রাক্ষসাস্তে নিরুদ্যমাঃ।
রক্ষঃপতিগৃহং গত্বা ধ্যানমূকত্বমাগতাঃ॥ ৫৯
প্রাপ্তাঃ শোকার্ণবং তীব্রং বিসংজ্ঞা ইব তেঽভবন্॥ ৬০

সেনানায়কের মৃত্যু হলে, রাক্ষসেরা হতোদ্যম হয়ে রাক্ষসরাজের গৃহে গিয়ে চিন্তাকুল অবস্থায় নীরবে উপস্থিত হল। তারা যেন ভয়ানক শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেছে।

ততস্তু নীলো বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ সুকৃতেন কর্মণা।
সমেত্য রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রহৃষ্টরূপস্তু বভূব যূথপঃ॥ ৬১

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়ী নীল তার মহৎকর্মের জন্য প্রশংসিত হল। লক্ষ্মণ সহ শ্রীরাম মিলিতভাবে এসে বানরযূথপতিকে অভিনন্দিত করলে নীল অত্যন্ত আনন্দিত হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখী রাবণের স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হওয়া এবং তার সঙ্গে আগত মুখ্যবীরদের পরিচয়, রাবণের আঘাতে সুগ্রীবের চেতনালোপ হওয়া, লক্ষ্মণের যুদ্ধে আগমন, হনুমান এবং রাবণের পরস্পরের করতল-প্রহার ; রাবণের শরাঘাতে নীলের সংজ্ঞালোপ, লক্ষ্মণের শক্তিপ্রহারে রাবণের মূর্চ্ছা, চেতনালাভের পর শ্রীরাম কর্তৃক পরাস্ত হয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ

তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যপালে
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
ভীমায়ুধং সাগরবেগতুল্যং
বিদুদ্রুবে রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥ ১

সেই যুদ্ধে বানরশ্রেষ্ঠ নীল কর্তৃক রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্তের মৃত্যু হলে ভয়ানক অস্ত্রে সুসজ্জিত, সমুদ্রতুল্য বেগবান রাক্ষসরাজের সৈন্যবাহিনী পালিয়ে গেল।

গত্বা তু রক্ষোধিপতেঃ শশংসুঃ
সেনাপতিং পাবকসূনুশস্তম্।
তচ্চাপি তেষাং বচনং নিশম্য
রক্ষোধিপঃ ক্রোধবশং জগাম ॥ ২

তারা রাক্ষসাধিপতির নিকটে গিয়ে অগ্নিপুত্র নীলের হাতে সেনাপতি প্রহস্তের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করল, তাদের এই কথা শুনে রাক্ষসরাজের অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হল।

সংখ্যে প্রহস্তং নিহতং নিশম্য
ক্রোধার্দিতং শোকপরীতচেতাঃ।
উবাচ তান্ রাক্ষসযূথমুখ্যা-
নিন্দ্রো যথা নির্জরযূথমুখ্যান্ ॥ ৩

'যুদ্ধে প্রহস্ত নিহত হয়েছে' এই কথা শুনে তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, পুনরায় শোকে আকুল হলেন। অতঃপর রাক্ষস সৈন্যদের মধ্যে মুখ্য-মুখ্য আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের ন্যায় সম্ভাষণ করতে লাগলেন।

নাবজ্ঞা রিপবে কার্যা যৈরিন্দ্রবলসাদনঃ।
সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ॥ ৪

'যুদ্ধে ইন্দ্রেরও সৈন্যদের সংহার করতে সক্ষম এইরূপ ক্ষমতাধর আমার সেনাপতি অনুচর এবং হস্তীসহ— যাদের আমি ক্ষুদ্র মনে করেছিলাম, তাদের অবহেলা করা কখনোই উচিত নয়।

সোঽহং রিপুবিনাশায় বিজয়ায়াবিচারয়ন্।
স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষং তদদ্ভুতম্॥ ৫

'সেইজন্য শত্রু সংহার করে বিজয়লাভের জন্য কোনো বিচার না করেই, আমি স্বয়ং সেই অদ্ভুত যুদ্ধের সম্মুখভাগে যাব।

অদ্য তদ্ বানরানীকং রামং চ সহলক্ষ্মণম্।
নির্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ।
অদ্য সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ॥ ৬

'প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নি যেমন বনভূমিকে ধ্বংস করে, আজ আমিও তেমনি বাণসমূহের দ্বারা বানরসৈন্য এবং লক্ষ্মণসহ শ্রীরামকে ভস্ম করব। আজ আমি বানরদের রক্ত দিয়ে পৃথিবীকে তৃপ্ত করব।'

স এবমুক্ত্বা জ্বলনপ্রকাশং
রথং তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তম্।
প্রাকশমানং বপুষা জ্বলন্তং
সমারুরোহামররাজশত্রুঃ ॥ ৭

এইকথা বলে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান, উত্তম অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করলেন। তখন তাঁর সমগ্র দেহ জ্বল-জ্বল করছিল।

স শঙ্খভেরীপণবপ্রণাদৈ-
রাস্ফোটিতক্ষ্বেড়িতসিংহনাদৈঃ।
পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপি সুপূজ্যমান-
স্তদা যযৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ৮

তখন (রাবণের যুদ্ধযাত্রা কালে) শঙ্খ, ভেরী, পণব (পটহ) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রবল শব্দের সঙ্গে বীররাক্ষসদের সিংহনাদ তুল্য গর্জন ও তৎসহ পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা রাক্ষসরাজপ্রধান রাবণ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

স শৈলজীমূতনিকাশরূপৈঃ-
র্মাংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ।

বক্তৌ বৃতো রাক্ষসরাজমুখ্যো
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ ॥ ৯

ভূতগণ দ্বারা পরিবৃত দেবতাধিপ রুদ্র মহেশ্বরের মতো রাক্ষসরাজ রাবণ মাংসাশী মুখ্য রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে চলেছে। এই রাক্ষসেরা পর্বততুল্য তথা মেঘরাজির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, তাদের নেত্র আগুনের মতো উজ্জ্বল।

ততো নগর্যাঃ সহসা মহৌজা
নিষ্ক্রম্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
মহার্ণবাভ্রস্তনিতং দদর্শ
সমুদ্যতং পাদপশৈলহস্তম্ ॥ ১০

অনন্তর মহাতেজস্বী রাবণ সহসা নগর থেকে নির্গত হয়ে মহাসমুদ্রের ন্যায় তথা মেঘের ন্যায় গর্জনকারী উগ্র বানর সৈন্যদের দেখতে পেলেন। বৃক্ষ এবং পর্বত হাতে নিয়ে তারা তখন যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত।

তদ্ রাক্ষসানীকমতিপ্রচণ্ড-
মালোক্য রামো ভুজগেন্দ্রবাহুঃ।
বিভীষণং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ-
মুবাচ সেনানুগতঃ পৃথুশ্রীঃ ॥ ১১

তখন সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষস সেনাকে দেখে নাগরাজের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট, সুন্দর দেহকান্তি যুক্ত, অনুগত বানরসেনাদের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরামচন্দ্র শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন—

নানাপতাকাধ্বজছত্রজুষ্টং
প্রাসাসিশূলায়ুধশস্ত্রজুষ্টম্।
কস্যেদমক্ষোভ্যমভীরুজুষ্টং
সৈন্যং মহেন্দ্রোপমনাগজুষ্টম্ ॥ ১২

'নানা পতাকা-ধ্বজা-ছত্র সুশোভিত, প্রাস-অসি এবং শূল প্রভৃতি অস্ত্রে সুসম্পন্ন, মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি বিশিষ্ট, হস্তিবাহিনী যুক্ত, নির্ভীক এবং অপরাজেয় এই সৈন্যবাহিনী কার ?'

ততস্তু রামস্য নিশম্য বাক্যং
বিভীষণঃ শক্রসমানবীর্যঃ।
শশংস রামস্য বলপ্রবেকং
মহাত্মনাং রাক্ষসপুঙ্গবানাম্ ॥ ১৩

ইন্দ্রতুল্য বলশালী বিভীষণ শ্রীরামের এইরূপ কথা শুনে মহামনা রাক্ষসশিরোমণিদের বল এবং সৈন্যবাহিনীর পরিচয় দিয়ে তাঁকে বললেন—

যোঽসৌ গজস্কন্ধগতো মহাত্মা
নবোদিতার্কোপমতাম্রবক্ত্রঃ।
সঙ্কম্পয়ন্নাগশিরোঽভ্যুপৈতি
হ্যকম্পনং ত্বেনমবেহি রাজন্ ॥ ১৪

'রাজন্ ! হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী যে মহাত্মা আপন গুরুভারে হস্তীর মস্ত আন্দোলিত করতে করতে এইদিকে আগমনোদ্যত জানবেন, এরই নাম হল অকম্পন।'[১]

যোঽসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতু-
র্ধূন্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্।
করীব ভাত্যুগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ
স ইন্দ্রজিন্নাম বরপ্রধানঃ ॥ ১৫

'সুবিশাল রথে আরোহী, যার রথের ধ্বজা সিংহচিহ্নিত, যার দাঁত হাতির দাঁতের মতো উগ্র, ভয়ানক এবং সেই দাঁত হাতির দাঁতের মতো বাইরে বেরিয়ে এসেছে, যে ইন্দ্রধনুর মতো ধনুক হাতে নিয়ে আস্ফালন করছে, সেই হল বরপ্রভাবে অতি প্রবল ইন্দ্রজিৎ।

যশ্চৈষ বিন্ধ্যাস্তমহেন্দ্রকল্পো
ধন্বী রথস্থোঽতিরথোঽতিবীরঃ।
বিস্ফারয়ংশ্চাপমতুল্যমানং
নাম্নাতিকায়োঽতিবিবৃদ্ধকায়ঃ ॥ ১৬

'বিন্ধ্যাচল, অস্তাচল এবং মহেন্দ্র পর্বতের তুল্য বিশাল আকৃতিসম্পন্ন ধনুর্ধারী, রথে অবস্থিত অতিরথী মহাবীর—যে তার অতুলনীয় ধনুকটিকে বারবার আস্ফালন করছে, তার নাম অতিকায়। তার শরীর অতি বিশাল।

যোঽসৌ নবার্কোদিততাম্রচক্ষু-
রারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্।
গজং খরং গর্জতি বৈ মহাত্মা
মহোদরো নাম স এষ বীরঃ ॥ ১৭

'যার অক্ষিযুগল নবোদিত সূর্যের মতো তাম্রবর্ণবিশিষ্ট, যার আওয়াজ ঘণ্টাধ্বনির মতো, ওইরকম ক্রূর স্বভাবের হাতিতে আরোহণ করে জোরে গর্জন করতে করতে আসছে যে মহাবীর, সেই মহাত্মা হলেন মহোদর।

যোঽসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ড-
মারুহ্য সন্ধ্যাভ্রগিরিপ্রকাশম্।

[১]শ্রীহনুমান যাকে নিহত করেছিলেন, ইনি তার থেকে ভিন্নজন।

সমুদ্যম্য মরীচিনদ্ধং
প্রাসং পিশাচ এষোঽশনিতুল্যবেগঃ ॥ ১৮

'স্বর্ণালংকারে ভূষিত হয়ে অশ্বারোহণপূর্বক যে আগমনোদ্যত হয়েছে, যার শোভা সন্ধ্যাকালীন মেঘযুক্ত পর্বতের মতো, উদ্যত প্রাস যার হাতে ঝলমল করছে, যার গতিবেগ অশনিতুল্য, তার নাম হল পিশাচ।

যশ্চৈষ শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য
বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্করবজ্রবেগম্।
বৃষেন্দ্রমাস্থায় শশিপ্রকাশ-
মায়াতি যোঽসৌ ত্রিশিরা যশস্বী ॥ ১৯

'বজ্রের গতিবেগ যার দাস, বিদ্যুতের মতো প্রভাবিশিষ্ট, চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ কান্তিযুক্ত তীক্ষ্ণ ত্রিশূল উদ্যত করে ষণ্ডপৃষ্ঠে আরোহী হয়ে যে যুদ্ধভূমিতে আগমন করছে, সেই হল যশস্বী ত্রিশিরা।

অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ
কুম্ভঃ পৃথুব্যূঢ়সুজাতবক্ষাঃ।
সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতু-
র্বিস্ফারয়ন্ যাতি ধনুর্বিধুন্বন্ ॥ ২০

'মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট যোদ্ধা কুম্ভ যার বক্ষদেশ সুন্দর, সুগঠিত এবং বিশাল, নাগরাজের ধ্বজা চিহ্নযুক্ত, সে একাগ্রচিত্তে ধনুক আস্ফালন করতে করতে রণভূমিতে প্রবেশ করছে।

যশ্চৈষ জাম্বূনদবজ্রজুষ্টং
দীপ্তং সধূমং পরিঘং প্রগৃহ্য।
আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো
যোঽসৌ নিকুম্ভোঽদ্ভুতঘোরকর্মা ॥ ২১

'স্বর্ণনির্মিত হীরকখচিত (বজ্র-হীরক) ধূম্রযুক্ত অগ্নিতুল্য দীপ্ত পরিঘ নামক অস্ত্র উদ্যত করে রাক্ষস সেনাদের ধ্বজার মতো হয়ে আসছে নিকুম্ভ নামক রাক্ষস, যুদ্ধে যার পরাক্রম ভয়ানক এবং অদ্ভুত।

যশ্চৈষ চাপাসিশরৌঘজুষ্টং
পতাকিনং পাবকদীপ্তরূপম্।
রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রো
নরান্তকোঽসৌ নগশৃঙ্গযোধী ॥ ২২

'এই যে ধনুক, অসি, শর প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে সজ্জিত, পতাকাযুক্ত এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান রথে আরূঢ় হয়ে অতিমাত্রায় শোভিত হচ্ছে নরান্তক (রাবণের পুত্র) নামক রাক্ষস। এই যোদ্ধা গিরিশৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে।

যশ্চৈষ নানাবিধঘোররূপৈ-
র্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগাশ্ববক্ত্রৈঃ।
ভূতৈর্বৃতো ভাতি বিবৃত্তনেত্রৈ-
র্যোঽসৌ সুরাণামপি দর্পহন্তা ॥ ২৩
যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতি
ছত্রং সিতং সূক্ষ্মশলাকমগ্র্যম্ ।
অত্রৈষ রক্ষোধিপতির্মহাত্মা
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবাবভাতি ॥ ২৪

'বাঘ, উট, হাতী, হরিণ এবং ঘোড়ার মতো মুখ বিশিষ্ট, আয়ত নেত্রযুক্ত তথা নানাবিধ ভয়ংকর রূপধারী ভূতেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, দেবতাদেরও দর্পনাশক তথা যাঁর উপরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্বেত এবং সূক্ষ্মশলাকাযুক্ত ছত্র শোভিত হচ্ছে, সেই রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ ভূতদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় রুদ্রদেবের ন্যায় সুন্দররূপে প্রতিভাত হচ্ছেন।'

অসৌ কিরীটী চলকুণ্ডলাস্যো
নগেন্দ্রবিন্ধ্যোপমভীমকায়ঃ ।
মহেন্দ্রবৈবস্বতদর্পহন্তা
রক্ষোধিপঃ সূর্য ইবাবভাতি ॥ ২৫

'মস্তকস্থিত মুকুট এবং কর্ণযুগলে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা তাঁর মুখ অলংকৃত, পর্বতরাজ হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের ন্যায় তাঁর আকৃতি বিশাল এবং ভয়ংকর, মহান ইন্দ্র এবং যমরাজের দর্প বিনাশক রাক্ষসরাজের শোভা সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছেন।'

প্রত্যুবাচ ততো রামো বিভীষণমরিন্দমঃ।
অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ২৬

শত্রুদমনকারী শ্রীরাম প্রত্যুত্তরে বিভীষণকে বললেন—'আহা ! রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর মহানতেজে দীপ্তিমান হচ্ছেন।

আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্॥ ২৭

'রাবণ সূর্যের মতোই দুষ্প্রেক্ষ্য (দর্শন করা বা যার দিকে তাকিয়ে থাকা সহজ নয়), সূর্যকিরণের ন্যায় তাঁর শোভা। তাঁর তেজপূর্ণ রূপ আমি স্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি না।

দেবদানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ।
যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্ বিরাজতে॥ ২৮

'রাক্ষসরাজের শরীরের যেরূপ সৌন্দর্য, সেইরূপ শোভা দেবতা এবং দানবীরদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না।

সর্বে পর্বতসংকাশাঃ সর্বে পর্বতযোধিনঃ।
সর্বে দীপ্তায়ুধধরা যোধাস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ২৯

'মহাত্মা এই রাক্ষসের সকল যোদ্ধাই পর্বতের মতো বিশাল, সকলেই পর্বত নিয়ে যুদ্ধ করে এবং সকলেই উজ্জ্বল অস্ত্রধারী।

বিভাতি রক্ষোরাজোঽসৌ প্রদীপ্তৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
ভূতৈঃ পরিবৃতস্তীক্ষ্ণৈর্দেহবদ্ভিরিবান্তকঃ॥ ৩০

'দীপ্তিমান, বিকটদর্শন এবং তীক্ষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং দেহধারী ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ যেন যমরাজের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

দিষ্ট্যায়মদ্য পাপাত্মা মম দৃষ্টিপথং গতঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি সীতাহরণসম্ভবম্॥ ৩১

'সৌভাগ্যবশতঃ আজ এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সীতাহরণের কারণে আমার সঞ্চিত ক্ষোভ এখন আমি দূর করব।'

এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্যবান্।
লক্ষ্মণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধৃত্য শরোত্তমম্॥ ৩২

এই বলে বীর্যবান রামচন্দ্র ধনুকে উত্তম বাণ সংযোজিত করে অনুচর রূপে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থিত হলেন।

ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা
রক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।
দ্বারেষু চর্যাগৃহগোপুরেষু
সুনির্বৃতাস্তিষ্ঠত নির্বিশঙ্কাঃ॥ ৩৩

অনন্তর রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ তাঁর সঙ্গে সমাগত মহাবলশালী রাক্ষসদের বললেন—'তোমরা নির্ভয়ে সুপ্রসন্নভাবে নগরদ্বারে, রাজপথে এবং অট্টালিকাগুলিতে অবস্থান কর।

ইহাগতং মাং সহিতং ভবদ্ভি-
র্বনৌকসশ্ছিদ্রমিদং বিদিত্বা।
শূন্যাং পুরীং দুষ্প্রসহাং প্রমথ্য
প্রধর্ষয়েয়ুঃ সহসা সমেতাঃ॥ ৩৪

'আমার সঙ্গে তোমাদের সবাইকে আসতে দেখে বনবাসী বানরেরা সেই সুযোগে শূন্য নগরীতে সম্মিলিতভাবে সহসা প্রবেশ করে সব তছনছ করে দেবে।'

বিসর্জয়িত্বা সচিবাংস্ততস্তান্
গতেষু রক্ষঃসু যথানিয়োগম্।
ব্যদারয়দ্ বানরসাগরৌঘং
মহাঝষঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্॥ ৩৫

এইভাবে তিনি মন্ত্রিদের বিদায় জানালেন। রাক্ষসেরাও তাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। মহামৎস্য (তিমি) যেমন পূর্ণ মহাসাগরের মধ্যে প্রবেশ করে সবকিছুকে বিক্ষুব্ধ করে দেয়, তেমনি তিনিও বানরসেনা সৈন্যসাগরের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলেন।

তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
দীপ্তেষুচাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।
মহৎ সমুৎপাট্য মহীধরাগ্রং
দুদ্রাব রক্ষোধিপতিং হরীশঃ॥ ৩৬

সহসা রাক্ষসরাজ রাবণকে উজ্জ্বল ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে দেখে বানররাজ সুগ্রীব পাহাড়ের একটি বিরাট চূড়া উপড়ে নিয়ে রাক্ষসরাজের দিকে ছুটে গেল।

তচ্ছৈলশৃঙ্গং বহুবৃক্ষসানুং
প্রগৃহ্য চিক্ষেপ নিশাচরায়।
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ॥ ৩৭

বহু বৃক্ষসমন্বিত সংযুক্ত ঐ গিরিশৃঙ্গ সুগ্রীব রাক্ষসরাজের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। রাবণ সহসা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত সেই শৃঙ্গটি দেখে সোনার পুচ্ছযুক্ত বহু বাণ দ্বারা সেটিকে ছিন্নভিন্ন করলেন।

তস্মিন্ প্রবৃদ্ধোত্তমসানুবৃক্ষে
শৃঙ্গে বিদীর্ণে পতিতে পৃথিব্যাম্।
মহাহিকল্পং শরমন্তকাভং
সমাদধে রাক্ষসলোকনাথঃ॥ ৩৮

সেই উত্তম বৃক্ষ ও সানুযুক্ত শৃঙ্গটি বিদীর্ণ হয়ে ভূমিতে পতিত হলে রাক্ষসলোকের প্রভু মহান সর্প এবং যমরাজ তুল্য এক ভয়ানক শর সন্ধান করলেন।

স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং
সবিস্ফুলিঙ্গজ্বলনপ্রকাশম্ ।
বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং
চিক্ষেপ সুগ্রীববধায় রুষ্টঃ ॥ ৩৯

সেই বাণের বেগ ছিল বায়ুর তুল্য। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি তাতে প্রকাশিত হচ্ছিল। ক্ষুব্ধ রাবণ ইন্দ্রের বজ্রতুল্য বেগসম্পন্ন সেই বাণ সুগ্রীবকে বধের জন্য নিক্ষেপ করেছিলেন।

স সায়কো রাবণবাহুমুক্তঃ
শক্রাশনিপ্রখ্যবপুঃপ্রকাশম্।
সুগ্রীবমাসাদ্য বিভেদ বেগাদ্
গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ ॥ ৪০

কার্তিকের নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিল, তদনুরূপভাবে রাবণের বাহুমুক্ত সেই বাণ সবেগে ইন্দ্রতুল্য দৃঢ় শরীরধারী সুগ্রীবকে আঘাত করল।

স সায়কার্তো বিপরীতচেতাঃ
কূজন্ পৃথিব্যাং নিপপাত বীরঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥ ৪১

সেই শরাঘাতে আর্তনাদ করতে করতে সংজ্ঞাহীন হয়ে সুগ্রীব ভূপতিত হলেন। তাঁকে অচেতন অবস্থায় ভূমিতে শায়িত দেখে যুদ্ধে উপস্থিত রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল।

ততো গবাক্ষো গবয়ঃ সুষেণ-
স্ত্বৃষভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
শৈলান্ সমুৎপাট্য বিবৃদ্ধকায়াঃ
প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ৪২

তখন গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ এবং নলের মতো বিশালকায় বানরেরা পর্বতচূড়া উৎপাটন করে রাক্ষসরাজের প্রতি ধাবিত হল।

তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্
রক্ষোধিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈ-
র্বিভেদ জাম্বূনদচিত্রপুঙ্খৈঃ ॥ ৪৩

তে বানরেন্দ্রাস্ত্রিদশারিবাণৈ-
র্ভিন্না নিপেতুর্ভুবি ভীমকায়াঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ তীক্ষ্ণাগ্র শত শত বাণ দ্বারা তাদের সেই প্রহারকে ব্যর্থ করলেন, সোনার বিচিত্রপুচ্ছবিশিষ্ট বাণের জালে সেই বানরমুখ্যদেরও ক্ষত-বিক্ষত করলেন। দেবদ্রোহী রাবণের তীরের আঘাতে আহত হয়ে ভীমকায় বানরশ্রেষ্ঠগণও ভূমিতলে পতিত হল।

ততস্তু তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রং
প্রচ্ছাদয়ামাস স বাণজালৈঃ ॥ ৪৪
তে বধ্যমানাঃ পতিতাশ্চ বীরা
নানদ্যমানা ভয়শল্যবিদ্ধাঃ।

সেই ভয়ংকর বানরসেনারা রাবণ-নিক্ষিপ্ত সেই শরজালে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। শরাঘাতে পীড়িত, ভীত কাতর বীর বানরেরা ভয়ে জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল।

শাখামৃগা রাবণসায়কার্তা
জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্ ॥ ৪৫
ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুষ্মা-
নাদায় রামঃ সহসা জগাম।
তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য
উবাচ রামং পরমার্থযুক্তম্ ॥ ৪৬

রাবণের বাণে কাতর বানরেরা শরণাগতের আশ্রয়স্থল শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় নিল, তখন ধনুর্ধারী মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সহসা ধনুক নিয়ে অগ্রসর হলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকটে এসে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপযুক্ত বাক্য বললেন—

কামমার্য সুপর্যাপ্তো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ।
বিধমিষ্যাম্যহং চৈতমনুজানীহি মাং বিভো॥ ৪৭

'হে আর্য ! এই দুরাত্মাকে বধের জন্য আমিই পর্যাপ্ত। প্রভু ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমিই একে বধ করব।'

তমব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
গচ্ছ যত্নপরশ্চাপি ভব লক্ষ্মণ সংযুগে॥ ৪৮

মহাতেজস্বী সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম এই কথা শুনে বললেন—'লক্ষ্মণ ! ঠিক আছে, তুমি যুদ্ধজয়ের জন্য যত্নপরায়ণ হও।

রাবণো হি মহাবীর্যো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ॥ ৪৯

'রাবণও মহাবীর, যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রমী।

সম্যকরূপে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যুদ্ধ করলে, তা ত্রিভুবনেরও অসহ্য হয়ে উঠবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

তস্যাচ্ছিদ্রাণি মার্গস্ব স্বচ্ছিদ্রাণি চ লক্ষয়।
চক্ষুষা ধনুষাহঽত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ ৫০

'তুমি তাঁর ছিদ্র (দুর্বলতা) অনুসন্ধান করো। আপন ছিদ্রের (ত্রুটির) প্রতিও লক্ষ্য রেখো। সংযতভাবে আপন চক্ষু এবং ধনুক দ্বারা আত্মরক্ষা করো।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পরিষ্বজ্য পূজ্য চ।
অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে॥ ৫১

রামচন্দ্রের কথা শুনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর পূজা করে ও তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

স রাবণং বারণহস্তবাহুং
দদর্শ ভীমোদ্যতদীপ্তচাপম্।
প্রচ্ছাদয়ন্তং শরবৃষ্টিজালৈ-
স্তান্ বানরান্ ভিন্নবিকীর্ণদেহান্॥ ৫২

তিনি দেখলেন, রাবণের বাহু হস্তীশুণ্ডতুল্য সেই হাতে উদ্যত ভয়ানক দীপ্তিমান ধনুক। বৃষ্টির ন্যায় শরনিক্ষেপ করতে করতে রাবণ বানরদেরকে আচ্ছাদিত করে তাদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করছেন।

তমালোক্য মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
নিবার্য শরজালানি বিদুদ্রাব স রাবণম্॥ ৫৩

এই দেখে মহাতেজস্বী পবনপুত্র হনুমান রাবণের এই শরজালকে নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন।

রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৪

সেই রথের নিকটে গিয়ে নিজের ডান হাত উঁচু করে বুদ্ধিমান হনুমান রাবণকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বললেন—

দেবদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।
অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্॥ ৫৫

'দেবতা, দানব, গন্ধর্ব এবং যক্ষ সহ রাক্ষসদের দ্বারা তুমি অবধ্যত্বের বর (এদের দ্বারা মৃত্যু না হবার বর) লাভ করলেও বানরদের থেকে তুমি ভয়মুক্ত নও।'

এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ।
বিধমিষ্যতি তে দেহে ভূতাত্মানং চিরোষিতম্॥ ৫৬

'পাঁচ অঙ্গুলিসহ আমার এই উদ্যত দক্ষিণ হস্ত দেখো, দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার দেহস্থিত জীবাত্মাকে আজ আমি তোমার দেহ থেকে চ্যুত করব।'

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৭

হনুমানের এই কথা শুনে রাবণের নেত্র রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন—

ক্ষিপ্রং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীর্তিমবাপ্নুহি।
ততস্ত্বাং জ্ঞাতবিক্রান্তং নাশয়িষ্যামি বানর॥ ৫৮

'ওহে বানর! তুমি নির্ভয়ে শীঘ্র আমাকে প্রহার করে সুদীর্ঘ যশ লাভ করো ; তোমার পরাক্রম জেনে তারপর আমি তোমাকে বধ করব।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূনুর্বচোঽব্রবীৎ।
প্রহৃতং হি ময়া পূর্বমক্ষং তব সুতং স্মর॥ ৫৯

রাবণের এই কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান বললেন —'স্মরণ করুন আমি পূর্বেই আপনার পুত্র অক্ষকে হত্যা করেছিল্যাম।'

এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
আজঘানানিলসুতং তলেনোরসি বীর্যবান্॥ ৬০

তাঁর এই কথা বলা মাত্রই মহাতেজস্বী, বীর্যবান রাক্ষসরাজ রাবণ পবনপুত্র হনুমানের বক্ষদেশে এক প্রবল চপেটাঘাত করলেন।

স তলাভিহতস্তেন চচাল চ মুহুর্মুহুঃ।
স্থিতো মুহূর্তং তেজস্বী স্থৈর্যং কৃত্বা মহামতিঃ॥ ৬১
আজঘান চ সংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিষম্।

সেই করতলপ্রহারে হনুমান মুহুর্মুহু অস্থিরভাবে পদক্ষেপ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যেই স্থিরতা লাভ করে মহামতি, তেজস্বী হনুমান দণ্ডায়মান হলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবদ্রোহী রাবণকে চপেটাঘাত করলেন।

ততঃ স তেনাভিহতো বানরেণ মহাত্মনা॥ ৬২
দশগ্রীবঃ সমাধূতো যথা ভূমিতলেঽচলঃ।

সেই মহাত্মা বানরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, ভূমিকম্পে প্রকম্পিত পর্বতের ন্যায় দশানন রাবণ কম্পিত হতে লাগলেন।

সংগ্রামে তং তথা দৃষ্ট্বা রাবণং তলতাড়িতম্॥ ৬৩
ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহাসুরৈঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে চপেটাহত হতে দেখে ঋষিগণ, বানরেরা, সিদ্ধগণ, দেবতারা এবং অসুরেরা সকলেই আনন্দ ধ্বনি করতে লাগলেন।

অথাশ্বস্য মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৪
সাধু বানর বীর্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ।

অনন্তর মহাতেজস্বী রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বললেন— 'ওহে বানর ! অতি উত্তম। পরাক্রমে আপনি আমার প্রশংসনীয় শত্রু।'

রাবণেনৈবমুক্তস্তু মারুতির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৫
ধিগস্তু মম বীর্যস্য যৎ ত্বং জীবসি রাবণ।

রাবণ এইরূপ বললে পবনপুত্র হনুমান বললেন — 'রাবণ ! আপনি এখনও জীবিত আছেন সেইজন্যই আমার পরাক্রমকে ধিক্কার জানাই।

সকৃৎ তু প্রহরেদানীং দুর্বুদ্ধে কিং বিকত্থসে॥ ৬৬
ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্।

'ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ ! আর একবার তুমি আমাকে প্রহার করে দেখো ! লম্বা-চওড়া বাক্যের দ্বারা কিছু হবে না। তোমার প্রহারের পর যখন আমি পুনরায় প্রহার করবো, তখন তুমি তৎক্ষণাৎ যমালয়ে পৌঁছে যাবে।'

ততো মারুতিবাক্যেন কোপস্তস্য প্রজজ্বলে॥ ৬৭
সংরক্তনয়নো যত্নান্মুষ্টিমাবৃত্য দক্ষিণম্।
পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্যবান্॥ ৬৮

মরুৎপুত্র হনুমানের এই কথা শুনেই রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল। তিনি আরক্তিম নয়নে সযত্নে দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করলেন। বীর্যবান রাবণ সবেগে হনুমানের বক্ষদেশে মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

হনূমান্ বক্ষসি ব্যূঢ়ে সঞ্চচাল পুনঃ পুনঃ।
বিহ্বলং তু তদা দৃষ্ট্বা হনূমন্তং মহাবলম্॥ ৬৯
রথেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমভাগাৎ।

বুকে আঘাত পেয়ে হনুমান পুনঃপুনঃ প্রকম্পিত হতে লাগলেন। মহাবলী হনুমানকে এইরূপ বিহ্বল হতে দেখে অতিরথী রাবণ তখন রথারোহণপূর্বক দ্রুত নীলের প্রতি ধাবিত হলেন।

রাক্ষসানামধিপতির্দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্॥ ৭০
পন্নগপ্রতিমৈর্ভীমৈঃ পরমর্মাভিভেদনৈঃ।
শরৈরাদীপয়ামাস নীলং হরিচমূপতিম্॥ ৭১

প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশানন শত্রুর মর্মবিদারক সর্পতুল্য মহাভয়ানক বাণ দ্বারা বানর-সেনাপতি নীলকে সন্তপ্ত করতে লাগলেন।

স শরৌঘসমায়স্তো নীলো হরিচমূপতিঃ।
করেণৈকেন শৈলাগ্রং রক্ষোঽধিপতয়েঽসৃজৎ॥ ৭২

বানর-সেনাপতি নীল শরাঘাতে পীড়িত হয়ে এক হাতে একটি পর্বত শিখর উত্তোলন করে রাক্ষসরাজের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

হনূমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহামনাঃ।
বিপ্রেক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ॥ ৭৩
নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
অন্যেন যুধ্যমানস্য ন যুক্তমভিধাবনম্॥ ৭৪

ইতিমধ্যে মহামনস্বী, তেজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হয়ে (নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) রক্ষোরাজ রাবণকে নীলের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে পুনরায় যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে সরোষে বললেন—'অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় আপনার প্রতি ধাবিত হওয়া আমার উচিত নয়।'

রাবণোঽথ মহাতেজাস্তং শৃঙ্গং সপ্তভিঃ শরৈঃ।
আজঘান সুতীক্ষ্ণাগ্রৈস্তদ্ বিকীর্ণং পপাত হ॥ ৭৫

এদিকে মহাতেজস্বী রাবণও নীলকর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বতশিখরের ওপর সুতীক্ষ্ণ সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। যার আঘাতে সেটি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তদ্ বিকীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমূপতিঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল কোপেন পরবীরহা॥ ৭৬

শত্রুহন্তারক বানরসেনাপতি নীল সেই গিরিশৃঙ্গকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখে ক্রোধে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন।

সোঽশ্বকর্ণদ্রুমান্ শালাংশ্চূতাংশ্চাপি সুপুষ্পিতান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ষেপ সংযুগে॥ ৭৭

তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বকর্ণ, শাল, সুপুষ্পিত আম তথা অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাবণের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

স তান্ বৃক্ষান্ সমাসাদ্য প্রতিচিচ্ছেদ রাবণঃ।
অভ্যবর্ষচ্চ ঘোরেণ শরবর্ষেণ পাবকিম্॥ ৭৮

রাবণও আগত বৃক্ষগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটতে লাগলেন এবং অগ্নিপুত্র নীলের প্রতি ভয়ানক শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

অভিবৃষ্টঃ শরৌঘেণ মেঘেনেব মহাচলঃ।
হ্রস্বং কৃত্বা ততো রূপং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ॥ ৭৯

মহান পর্বতের উপরে বারিবর্ষণের ন্যায় রাবণ

নীলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন নীল ক্ষুদ্রাকৃতি রূপ ধারণ করে রাবণের রথের ধ্বজা-চূড়ায় এসে পতিত হল (চড়ে বসল)।

পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে সমবস্থিতম্।
জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ চ॥ ৮০

ধ্বজার উপরে উপবিষ্ট অগ্নিপুত্র নীলকে দেখে রাবণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং নীলও তখন গর্জন করতে লাগলেন।

ধ্বজাগ্রে ধনুষশ্চাগ্রে কিরীটাগ্রে চ তং হরিম্।
লক্ষ্মণোঽথ হনুমাংশ্চ রামশ্চাপি সুবিস্মিতাঃ॥ ৮১

নীলকে কখনো ধ্বজার উপরে, আবার কখনো ধনুকের অগ্রভাগে, কখনো বা মুকুটের ওপরে বসতে দেখে শ্রীলক্ষ্মণ, হনুমান এবং রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

রাবণোঽপি মহাতেজাঃ কপিলাঘববিস্মিতঃ।
অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মদ্ভুতম্॥ ৮২

বানরের এইরূপ লঘুতা[১] দেখে মহাতেজস্বী রাবণও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং অদ্ভুত তেজস্বী দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করলেন।

ততস্তে চুক্রুশুর্হৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে॥ ৮৩

নীলের লঘুতায় রাবণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে সকল বানরেরা আনন্দে তুমুল কোলাহল করতে লাগল।

বানরাণাং চ নাদেন সংরব্ধো রাবণস্তদা।
সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত॥ ৮৪

তখন বানরদের উক্তম কোলাহলে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত ভীতও হলেন। সেইজন্যই তিনি কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছিলেন না।

আগ্নেয়েনাপি সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্।
ধ্বজশীর্ষস্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ॥ ৮৫

তখন নিশাচর রাবণ আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ গ্রহণ করে ধ্বজাশীর্ষে অবস্থানকারী নীলকে নিরীক্ষণ করলেন।

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কপে লাঘবযুক্তোঽসি মায়য়া পরয়া সহ॥ ৮৬

মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রাবণ তখন তাকে বললেন — 'বানর ! মায়াশক্তি দ্বারা তৎপরতার সঙ্গে তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হয়েছ।'

জীবিতং খলু রক্ষস্ব যদি শক্তোঽসি বানর।
তানি তান্যাত্মরূপাণি সৃজসি ত্বমনেকশঃ॥ ৮৭
তথাপি ত্বাং ময়া মুক্তঃ সায়কোঽস্ত্রপ্রয়োজিতঃ।
জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি॥ ৮৮

'ওহে বানর ! যদি সক্ষম হও তাহলে নিজের প্রাণ রক্ষা করো। যদিও তুমি বহুবিধ রূপ ধারণ করতে সক্ষম, তথাপি আমা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রযোজিত এই বাণ থেকে তুমি প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলেও তোমার প্রাণ বিয়োগ ঘটবেই।'

এবমুক্ত্বা মহাবাহূ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সন্ধায় বাণমস্ত্রেণ চমূপতিমতাড়য়ৎ॥ ৮৯

এই বলে মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ আগ্নেয় অস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সেনাপতি নীলকে আঘাত করলেন।

সোঽস্ত্রমুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ।
নির্দহ্যমানঃ সহসা স পপাত মহীতলে॥ ৯০

সেই ধনুর্মুক্ত বাণ নীলের বক্ষদেশে আঘাত করলে তিনি দারুণভাবে দগ্ধ হয়ে সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

পিতৃমাহাত্ম্যসংযোগাদাত্মনশ্চাপি তেজসা।
জানুভ্যামপতদ্ ভূমৌ ন তু প্রাণৈর্বিযুজ্যত॥ ৯১

জানুদ্বয়ে ভরপূর্বক তিনি ভূপতিত হলেও পিতা অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যে এবং আপন তেজপ্রভাবে তাঁর প্রাণের বিয়োগ ঘটল না।

বিসংজ্ঞং বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ।
রথেনাম্বুদনাদেন সৌমিত্রিমভিদুদ্রুবে॥ ৯২

হতচেতন বানরকে দেখে যুদ্ধে উদগ্রীব দশানন মেঘতুল্য গর্জনকারী রথে করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন।

আসাদ্য রণমধ্যে তং বারয়িত্বা স্থিতো জ্বলন্।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ৯৩

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরসৈন্যদের অগ্রগমন রোধ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় লক্ষ্মণ সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রতাপবান রাক্ষসরাজ রাবণ আপন ধনুকে টংকার দিলেন।

তমাহ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো
বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।

[১]স্বভাবগত এবং আকৃতিগত উভয়বিধ লঘুতা।

অবেহি মামদ্য নিশাচরেন্দ্র
ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমর্হসি ॥ ৯৪

নিজের অনুপম ধনুক বিস্ফারিত করতে করতে উদারচেতা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রাবণকে বললেন —'রাক্ষসরাজ ! আপনি দেখুন, আমি উপস্থিত হয়েছি। আপনি আর বানরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না।'

স তস্য বাক্যং প্রতিপূর্ণঘোষং
জ্যাশব্দমুগ্রং চ নিশম্য রাজা।
আসাদ্য সৌমিত্রিমুপস্থিতং তং
রোষান্বিতং বাচমুবাচ রক্ষঃ ॥ ৯৫

গুরুগম্ভীর ধ্বনিযুক্ত লক্ষ্মণের এই বাক্য এবং ধনুকের ভয়ানক টংকার ধ্বনি শুনে রাক্ষসরাজ যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত লক্ষ্মণকে রোষপূর্ণভাবে বললেন—

দিষ্ট্যাসি মে রাঘব দৃষ্টিমার্গং
প্রাপ্তোঽন্তগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ।
অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যসি মৃত্যুলোকং
সংসাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ ॥ ৯৬

'ওহে রঘুবংশী ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে এসেছ। তোমার অন্তিমকাল আসন্ন। সেইজন্যই তোমার এই বিপরীত বুদ্ধি। আমার বাণজালে যন্ত্রণাকাতর হয়ে তুমি অবিলম্বে যমলোকে যাত্রা করবে।'

তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়ানো
গর্জন্তমুদ্‌বৃত্তশিতাগ্রদংষ্ট্রম্ ।
রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা
বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠ ॥ ৯৭

উৎকট ও তীক্ষ্ণ দন্তে ভীতি সঞ্চারক গর্জনরত রাবণের এই কথা শুনে সৌমিত্র লক্ষ্মণ অবিস্মিতভাবে বললেন—'হে রাজন্ ! আপনি পাপিষ্ঠদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বৃথা আপনার এই অহংকার প্রকাশ। মহান প্রভাবশালী পুরুষ কখনো গর্জন করে না।

জানামি বীর্যং তব রাক্ষসেন্দ্র
বলং প্রতাপং চ পরাক্রমং চ।
অবস্থিতোঽহং শরচাপপাণি
রাগচ্ছ কিং মোঘবিকত্থনেন ॥ ৯৮

'ওহে রাক্ষসরাজ ! আমি আপনার বল, বীরত্ব, প্রতাপ, পরাক্রম সবই জানি। ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি। বৃথা আত্মপ্রশংসার কি প্রয়োজন। আসুন যুদ্ধ করি।'

স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সসর্জ
রক্ষোধিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্।
তাঁল্লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতাগ্রধারৈঃ ॥ ৯৯

তিনি এইরূপ বললে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুন্দর পুঙ্খবিশিষ্ট সাতটি শর নিক্ষেপ করলেন। সুতীক্ষ্ণ (বাণমূল) ধারবিশিষ্ট সোনার পুঙ্খযুক্ত বিচিত্র শর নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণ সেগুলিকে ব্যর্থ করলেন।

তান্ প্রেক্ষমাণঃ সহসা নিকৃত্তান্
নিকৃত্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্।
লঙ্কেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম
সসর্জ চান্যান্ নিশিতান্ পৃষৎকান্ ॥ ১০০

শ্রেষ্ঠ সর্পদের ফণার মতো তীক্ষ্ণ বাণগুলিকে সহসা বিদীর্ণ হতে দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে অন্য প্রকারের সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন।

স বাণবর্ষং তু ববর্ষ তীব্রং
রামানুজঃ কার্মুকসম্প্রযুক্তম্।
ক্ষুরার্থচন্দ্রোত্তমকর্ণিভল্লৈঃ
শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুক্ষুভে চ ॥ ১০১

রামানুজ লক্ষ্মণ অবিচলিতভাবে ধনুকে শরসন্ধান করে তীব্র বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ক্ষুর, অর্ধচন্দ্র, উত্তমকর্ণী, ভল্ল প্রভৃতি নিক্ষেপ করে রাবণনিক্ষিপ্ত শররাজিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

স বাণজালান্যপি তানি তানি
মোঘানি পশ্যংস্ত্রিদশারিরাজঃ।
বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন
পুনশ্চ বাণান্ নিশিতান্ মুমোচ ॥ ১০২

লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রতায় ওই সমস্ত বাণরাজিকে নিস্ফল হতে দেখে দেবারিরাজ রাবণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তাঁর উপরে পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

স লক্ষ্মণশ্চাপি শিতাঞ্শিতাগ্রান্
মহেন্দ্রতুল্যোঽশনিভীমবেগান্ ।
সন্ধায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্
সসর্জ রক্ষোধিপতের্বধায় ॥ ১০৩

দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমী লক্ষ্মণও তখন রাবণকে হত্যা করার জন্য ভয়ানক বেগসম্পন্ন, অগ্নিতুল্য

উজ্জ্বল এবং সুতীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট ভয়ানক বাণ ধনুকে সন্ধান করলেন।

স তান্ প্রচিচ্ছেদ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
শিতাঞ্ছরাংল্লক্ষ্মণমাজঘান।
শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ
স্বয়ংভুদত্তেন ললাটদেশে ॥ ১০৪

কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন করে ব্রহ্মাপ্রদত্ত কালাগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা তাঁর ললাটদেশে আঘাত করলেন।

স লক্ষ্মণো রাবণসায়কার্ত-
শ্চচাল চাপং শিথিলং প্রগৃহ্য।
পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রা-
চ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ ॥ ১০৫

রাবণের শরাঘাতে আহত হয়ে লক্ষ্মণ বিচলিত বোধ করলেন, তাঁর ধনুকধারী হাত শিথিল হয়ে গেল। পুনরায় অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করে দেবদ্রোহী রাবণের ধনুক টুকরো টুকরো করে দিলেন।

নিকৃত্তচাপং ত্রিভিরাজঘান
বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ।
স সায়কার্তো বিচচাল রাজা
কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসসাদ ॥ ১০৬

ধনুকহীন রাবণকে তখন দশরথনন্দন লক্ষ্মণ তিনটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা আঘাত করলেন। সেই শরাঘাতে রাক্ষসরাজ কাতর হয়ে পড়লেন, পুনরায় অত্যন্ত কষ্ট করে তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন।

স কৃত্তচাপঃ শরতাড়িতশ্চ
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।
জগ্রাহ শক্তিং স্বয়মুগ্রশক্তিঃ
স্বয়ংভুদত্তাং যুধি দেবশত্রুঃ ॥ ১০৭

তীব্রভাবে শরাহত ধনুকহীন রাক্ষসরাজের শরীর তখন মেদের দ্বারা আর্দ্র এবং রক্তে সিক্ত। সেই অবস্থায় ভয়ানক শক্তিশালী দেবশত্রু রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মাপ্রদত্ত মহাশক্তি গ্রহণ করলেন।

স তাং সধূমানলসন্নিকাশাং
বিত্রাসনাং সংযতি বানরাণাম্।
চিক্ষেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং
সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ ॥ ১০৮

ধূমযুক্ত অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমান সেই শক্তি ছিল বানরদের মধ্যে ত্রাস উদ্রেককারী। রাক্ষসরাষ্ট্রের অধিপতি সেই জ্বলন্ত শক্তি সবেগে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করলেন।

তামাপতন্তীং ভরতানুজোঽস্ত্রৈ-
র্জঘান বাণৈশ্চ হুতাগ্নিকল্পৈঃ।
তথাপি সা তস্য বিবেশ শক্তি-
র্ভুজান্তরং দাশরথের্বিশালম্ ॥ ১০৯

সেই শক্তি তাঁর উপর পতিত হচ্ছে দেখে ভরতানুজ লক্ষ্মণ অগ্নিতুল্য তেজস্বী অনেক সংখ্যক বাণ দ্বারা তাকে (সেই শক্তি নামক মহান অস্ত্রকে) আঘাত করলেন। তথাপি সেই শক্তি দশরথনন্দন লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষদেশে আঘাত করল।

স শক্তিমাঞ্ছক্তিসমাহতঃ সন্
জজ্বাল ভূমৌ স রঘুপ্রবীরঃ।
তং বিহ্বলন্তং সহসাভ্যুপেত্য
জগ্রাহ রাজা তরসা ভুজাভ্যাম্ ॥ ১১০

রঘুবংশের প্রধানবীর শক্তিমান লক্ষ্মণ সেই শক্তিশেলের আঘাতে ভূমিতে পতিত হয়ে যেন জ্বলতে লাগলেন। তাঁকে বিহ্বল হতে দেখে রাজা রাবণ সহসা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে, আপন বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে ধরে ফেললেন।

হিমবান্ মন্দরো মেরুস্ত্রৈলোক্যং বা সহামরৈঃ।
শক্যং ভুজাভ্যামুদ্ধর্তুং ন শক্যো ভরতানুজঃ ॥ ১১১

যে রাবণ দেবতাবৃন্দসহ হিমালয়, মন্দর, মেরুপর্বত এমনকী ত্রিলোককেও আপন বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করতে সক্ষম, সেই রাক্ষসরাজও ভরতানুজ লক্ষ্মণকে তুলতে পারলেন না।

শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে।
বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ ॥ ১১২

ব্রহ্মাপ্রদত্ত শক্তিশেলের দ্বারা বক্ষদেশের মধ্যভাগে আঘাত পেলেও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপে চিন্তা করলেন।

ততো দানবদর্পঘ্নং সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ।
তং পীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং ন প্রভুর্লঙ্ঘনেঽভবৎ ॥ ১১৩

অতঃপর দেবারি রাবণ দানবদের দর্পচূর্ণকারী লক্ষ্মণকে আপন বাহুযুগল দ্বারা পীড়ন করেও প্রকম্পিত

করতে ব্যর্থ হলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসুতো রাবণং সমভিদ্রবৎ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা॥ ১১৪

তখন ক্রুদ্ধ পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত কুপিত হয়ে রাবণের প্রতি ধাবিত হয়ে তাঁর বক্ষদেশে বজ্রতুল্য কঠিন মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জানুভ্যামগমদ্ ভূমৌ চচাল চ পপাত চ॥ ১১৫

সেই মুষ্টির আঘাতে রাক্ষসেশ্বর রাবণ ভূমিতে জানু পেতে কম্পনরত অবস্থায় ভূপতিত হলেন।

আস্যৈশ্চ নেত্রৈঃ শ্রবণৈঃ পপাত রুধিরং বহু।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টো রথোপস্থ উপাবিশৎ॥ ১১৬

তাঁর মুখ, চোখ এবং কান দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো। তিনি নিশ্চেষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে রথের পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট হলেন।

বিসংজ্ঞো মূর্চ্ছিতশ্চাসীন্ন চ স্থানং সমালভৎ।
বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্বা সমরে ভীমবিক্রমম্॥ ১১৭
ঋষয়ো বানরাশ্চৈব নেদুর্দেবাশ্চ সাসুরাঃ।

তিনি সংজ্ঞাহীন, অচেতন অবস্থায় অস্থির হয়ে পড়লেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক পরাক্রমী রাবণকে হতচেতন অবস্থায় দেখে ঋষিগণ, দেবতা, বানর এবং অসুরদের সঙ্গে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।

হনূমানথ তেজস্বী লক্ষ্মণং রাবণার্দিতম্॥ ১১৮
আনয়দ্ রাঘবাভ্যাশং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্।

অতঃপর তেজস্বী হনুমান রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে দুই হাতে তুলে রামচন্দ্রের নিকটে নিয়ে এলেন।

বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।
শত্রূণামপ্যকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ॥ ১১৯

পবনপুত্রের পরমভক্তিভাব এবং সৌহার্দ্যবশতঃ সৌমিত্রের দেহ লঘু হয়ে গেছিল এবং রাবণের প্রতি বৈরীভাববশতই লক্ষ্মণের দেহ তাঁর নিকট অকম্পনীয় গুরুভার হয়ে উঠেছিল।

তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জিতম্।
রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্থানং পুনরুপাগমৎ॥ ১২০

শক্তি নামক সেই অস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে পুনরায় রাবণের রথেই ফিরে এল।

রাবণোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে।
আদদে নিশিতান্ বাণাঞ্জগ্রাহ চ মহদ্ধনুঃ॥ ১২১

মহাযুদ্ধে মহাতেজস্বী রাবণও ক্ষণান্তরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে সুবিশাল ধনুক তুলে সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ হাতে তুলে নিলেন।

আশ্বস্তশ্চ বিশল্যশ্চ লক্ষ্মণঃ শত্রুসূদনঃ।
বিষ্ণোর্ভাগমমীমাংস্যমাত্মানং প্রত্যনুস্মরন্॥ ১২২

শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ ভগবান বিষ্ণুর অচিন্তনীয় অংশরূপে নিজেকে চিন্তা করে সুস্থ এবং নীরোগ হলেন।

নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমূম্।
রাঘবস্তু রণে দৃষ্ট্বা রাবণং সমভিদ্রবৎ॥ ১২৩

বানরদের বিশাল বাহিনীর বড়-বড় বীরদেরকে যুদ্ধে নিপতিত হতে দেখে রামচন্দ্র রাবণের প্রতি ধাবিত হলেন।

অথৈনমনুসংক্রম্য হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ।
মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য রাক্ষসং শাস্তুমর্হসি॥ ১২৪
বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্।

হনুমান তখন তাঁকে অনুসরণ করে এসে বললেন — 'ভগবান বিষ্ণু যেমন গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে দৈত্যদের সংহার করেন, তেমনি আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাক্ষসদের দণ্ডবিধান করুন।'

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং বায়ুপুত্রেণ ভাষিতম্॥ ১২৫
অথারুরোহ সহসা হনূমন্তং মহাকপিম্।

পবনপুত্র হনুমান কর্তৃক এইকথা শুনে রামচন্দ্র সহসা মহাকপি হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন।

রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ॥ ১২৬
তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রদুদ্রাব স রাবণম্।
বৈরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদ্যতায়ুধঃ॥ ১২৭

যুদ্ধক্ষেত্রে রথে উপস্থিত রাবণকে দেখে মনুষ্যাধিপতি মহাতেজস্বী শ্রীরাম তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন, যেন ক্রুদ্ধ ভগবান বিষ্ণু নিজস্ব চক্র নিয়ে বিরোচনপুত্র বলির উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।

জ্যাশব্দমকরোৎ তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্।
গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ॥ ১২৮

বজ্রনির্ঘোষ অপেক্ষা কঠোরতর তীব্র স্বরে তিনি ধনুকে টংকার দিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গম্ভীর ভাষায় রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বললেন—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।

ক্ব নু রাক্ষসশার্দূল গত্বা মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ১২৯

'ওহে রাক্ষসব্যাঘ্র ! অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। আমার প্রতি এইরকম অপ্রিয় কাজ করে তুমি কোথায় গিয়ে প্রাণরক্ষা করবে ?

যদীন্দ্রবৈবস্বতভাস্করান্ বা
স্বয়ংভুবৈশ্বানরশঙ্করান্ বা।
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা
তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে॥ ১৩০

'যদি তুমি ইন্দ্র, যম, সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নিদেব অথবা মহেশ্বরের নিকটেও গমন করো কিংবা দশদিকের মধ্যে যেকোনো দিকে চলে যাও না কেন, তথাপি তুমি আজ আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

যশ্চৈষ শক্ত্যা নিহতস্ত্বয়াদ্য
গচ্ছন্ বিষাদং সহসাভ্যুপেত্য।
স এষ রক্ষোগণরাজ মৃত্যুঃ
সপুত্রপৌত্রস্য তবাদ্য যুদ্ধে॥ ১৩১

'আজ তুমি যুদ্ধে যে শক্তিশেল দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করেছ, সেই আঘাতে সে মূর্ছিত হয়েছে ; তাতে আমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি, আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রসহ তোমাকে আমি সংহার করব।

এতেন চাত্যদ্ভুতদর্শনানি
শরৈর্জনস্থানকৃতালয়ানি।
চতুর্দশান্যাত্তবরায়ুধানি
রক্ষঃসহস্রাণি নিষূদিতানি॥ ১৩২

'ওহে রাবণ ! জনস্থাননিবাসী অদ্ভুতদর্শন, উত্তম অস্ত্র সম্পন্ন চোদ্দ হাজার রাক্ষসকে এই বাণসমূহ দ্বারা হত্যা করেছি।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
বায়ুপুত্রং মহাবেগং বহন্তং রাঘবং রণে॥ ১৩৩
রোষেণ মহতাঽঽবিষ্টঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
আজঘান শরৈর্দীপ্তৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ॥ ১৩৪

রাক্ষসরাজ মহাবলী রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধপূর্ণভাবে পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে কালাগ্নি শিখাতুল্য দীপ্ত শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বাহন মহাবেগবান পবনপুত্র হনুমানকে তীব্রভাবে আঘাত করলেন।

রাক্ষসেনাহবে তস্য তাড়িতস্যাপি সায়কৈঃ।
স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূয়স্তেজোঽভ্যবর্ধত॥ ১৩৫

যুদ্ধভূমিতে রাক্ষসরাজের সেই বাণের আঘাতে আহত হয়েও স্বভাব তেজস্বী হনুমানের তেজ অধিকতর বৃদ্ধি লাভ করল।

ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্।
দৃষ্ট্বা প্লবগশার্দূলং ক্রোধস্য বশমেয়িবান্॥ ১৩৬

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে রাবণ আঘাত করেছেন—এই দৃশ্য দেখে মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধের বশীভূত হলেন।

তস্যাভিসংক্রম্য রথং সচক্রং
সাশ্বধ্বজচ্ছত্রমহাপতাকম্।
সসারথিং সাশনিশূলখড়্গং
রামঃ প্রচিচ্ছেদ শিতৈঃ শরাগ্রৈঃ॥ ১৩৭

অতঃপর ভগবান শ্রীরাম তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর অশ্ব, ধ্বজা, ছত্র, পতাকা, সারথি, অশনি, শূল, তরবারি এবং সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।

অথেন্দ্রশত্রুং তরসা জঘান
বাণেন বজ্রাশনিসন্নিভেন।
ভুজান্তরে ব্যূঢ়সুজাতরূপে
বজ্রেণ মেরুং ভগবানিবেন্দ্রঃ॥ ১৩৮

ভগবান ইন্দ্র যেভাবে মেরুপর্বতকে বজ্র দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তদনুরূপভাবে শ্রীরামচন্দ্রও বজ্র এবং অশনিতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা ইন্দ্রশত্রু রাবণের দুই বাহুর মধ্যবর্তী সুবিশাল বক্ষদেশে সবেগে আঘাত হানলেন।

যো বজ্রপাতাশনিসন্নিপাতা-
ন্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা।
স রামবাণাভিহতো ভৃশার্ত-
শ্চচাল চাপে চ মুমোচ বীরঃ॥ ১৩৯

যে রাজা রাবণ বজ্র এবং অশনির আঘাতে পূর্বে কখনো ক্ষুব্ধ অথবা বিচলিত হননি, সেই বীরই রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে ভয়ানক বিচলিত এবং কাতর হয়ে উঠলেন এবং তাঁর হাত থেকে ধনুক পড়ে গেল।

তং বিহ্বলন্তং প্রসমীক্ষ্য রামঃ
সমাদদে দীপ্তমথার্ধচন্দ্রম্।
তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং
চিচ্ছেদ রক্ষোধিপতের্মহাত্মা॥ ১৪০

তাঁকে বিচলিত হতে দেখে মহাত্মা শ্রীরাম সমুজ্জ্বল অর্ধচন্দ্রবাণ গ্রহণ করে তার দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের সূর্যতুল্য দেদীপ্যমান মুকুটটিকে সহসা ছেদন করলেন।

নির্বিষাশীবিষসন্নিকাশং
তং শান্তার্চিষং সূর্যমিবাপ্রকাশম্।
কৃত্তকিরীটকূট-
গতশ্রিয়ং মুবাচ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ১৪১

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন ধনুকহীন রাবণকে দেখাচ্ছিল বিষহীন সর্পের মতো। মুকুটবিহীন অবস্থায় তাঁকে মনে হচ্ছিল অস্তাচলগামী প্রভাহীন সূর্যের মতো। শ্রীহীন, মুকুটহীন রাক্ষসরাজকে রামচন্দ্র তখন বললেন—

কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং
হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥ ১৪২

'রাবণ ! তুমি আজ বড় ভয়ংকর কাজ করেছ, আমার সৈন্যবাহিনীর মহা মহা বীরদের তুমি হত্যা করেছ। এইজন্য তোমাকে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত বিবেচনা করে আমি আজ তোমাকে শরবিদ্ধ করে হত্যা করব না।

প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
প্রবিশ্য রাত্রিংচররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥ ১৪৩

'হে নিশাচররাজ ! আমি জানি তুমি আজ যুদ্ধে পীড়িত, অতএব যাও লঙ্কায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করো। পুনরায় রথ এবং ধনুক নিয়ে নির্গত হও এবং রথে অবস্থিত হয়ে তোমার বল প্রদর্শন করো।'

স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো
নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসূতঃ।
শরার্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥ ১৪৪

ভগবান রামচন্দ্র এইরূপ বললে, রক্ষোরাজ সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর দর্প এবং হর্ষ দুইই নষ্ট হয়েছিল। তাঁর ধনুক দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, নিহত হয়েছিল অশ্ব এবং সারথি, মুকুটটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তিনি নিজেও শরাঘাতে পীড়িত হয়েছিলেন।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেন্দ্রে
মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।
হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্মণেন
চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে ॥ ১৪৫

দেবতা এবং দানবদের শত্রু মহাবলশালী নিশাচররাজ রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করলে লক্ষ্মণসহ শ্রীরাম মহাযুদ্ধের স্থলে উপস্থিত হয়ে বানরদের শরীরগুলি শরমুক্ত করলেন।

তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ
সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।
সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ
তথৈব ভূম্যম্বুচরাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪৬

দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাবণের এই পরাজয়ে দেবতাগণ, অসুরগণ, ভূতগণ, দিক্‌সমূহ, সমুদ্রগণ, ঋষিগণ, মহাসর্পগণ, ভূতচর এবং জলচর প্রাণীসমূহ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬০)

পরাজিত রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ; তাকে দেখে বানরদের ভয়

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণময়ার্দিতঃ।
ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১

রামচন্দ্রের বাণ এবং ভয়ে পীড়িত হয়ে রাক্ষসরাজ যখন লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর দর্প চূর্ণ হয়েছে এবং ইন্দ্রিয় সকল ব্যথায় কাতর।

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ।
অভিভূতোহভবদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ২

সিংহ যেমন হাতিকে, গরুড় যেমন সর্পকে পরাস্ত করে, তেমনিভাবে মহাত্মা শ্রীরাম রাজা রাবণকে পরাস্ত করেছিলেন।

ব্রহ্মদণ্ডপ্রতীকানাং বিদ্যুচ্চলিতবর্চসাম্।
স্মরন্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩

রামচন্দ্রের বাণ যেন ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক, তার দীপ্তি বিদ্যুৎতুল্য চঞ্চল, সেই বাণ স্মরণ করে রাক্ষসেশ্বর মনোবেদনায় কাতর হলেন।

স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্।
বিপ্রেক্ষমাণো রক্ষাংসি রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

সুবর্ণনির্মিত দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে রাক্ষসদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাবণ এইরূপ বললেন—

সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ॥ ৫

'আমার সকল কঠোর তপস্যা আজ ব্যর্থ হয়ে গেলো। মহেন্দ্রর তুল্য বীর হয়েও আমি মানুষের কাছে পরাস্ত হলাম।

ইদং তদ্ ব্রহ্মণো ঘোরং বাক্যং মামভ্যুপস্থিতম্।
মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়ং ত্বমিতি তত্তথা॥ ৬

'ব্রহ্মার কঠোর বাক্য ছিল—'মানুষ থেকেই তুমি ভয় প্রাপ্ত হবে এই কথা জেনে রাখো।' তাইই এখন সফলভাবে আমার সামনে উপস্থিত হল।'

দেবদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্॥ ৭

'আমি বলেছিলাম ; দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্পদের নিকট আমি যেন অবধ্য হই ; মানুষের থেকে অভয় বর আমি তো প্রার্থনা করিনি।

তমিমং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতেন অনরণ্যেন যৎ পুরা॥ ৮
উৎপৎস্যতি হি মদ্বংশপুরুষো রাক্ষসাধম।
যস্ত্বাং সপুত্রং সামাত্যং সবলং সাশ্বসারথিম্॥ ৯
নিহনিষ্যতি সংগ্রামে ত্বাং কুলাধম দুর্মতে।

'পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা অনরণ্য বলেছিলেন 'রাক্ষসাধম, কুলাঙ্গার ! দুর্মতিপরায়ণ আমার বংশে এমন এক পুরুষ জন্মাবে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে পুত্র, অমাত্য, সৈন্য, অশ্ব এবং সারথি সহ ধ্বংস করবে। আমার মনে হচ্ছে দশরথপুত্র রামই হলেন সেই পুরুষ।

শপ্তোহহং বেদবত্যা চ যথা সা ধর্ষিতা পুরা॥ ১০
সেয়ং সীতা মহাভাগা জাতা জনকনন্দিনী।

'পূর্বকালে বেদবতীকে ধর্ষণ করার জন্য তার দ্বারা আমি অভিশপ্ত হয়েছিলাম। মনে হয় সেই বেদবতীই মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতারূপে উপস্থিত হয়েছে।

উমা নন্দীশ্বরশ্চাপি রম্ভা বরুণকন্যকা॥ ১১
যথোক্তাস্তন্ময়া প্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম্।

'এইভাবে উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা এবং বরুণকন্যাও আমাকে যা বলেছিলেন, আমি সেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছি।[১] ঋষিবাক্য কখনো মিথ্যা হয় না।

এতদেব সমাগম্য যত্নং কর্তুমিহার্হথ॥ ১২
রাক্ষসাশ্চাপি তিষ্ঠন্তু চর্যাগোপুরমূর্ধসু।

এইসবই আমার বর্তমান সংকট ঘনীভূত করেছে। তোমরা এই সংকটের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরী হও। রাক্ষসেরা রাজপথে গোপুরশিখরে অবস্থিত হও।

স চাপ্রতিমগাম্ভীর্যো দেবদানবদর্পহা॥ ১৩

---

[১]কৈলাস পর্বত উত্তোলনের সময় ভীত হয়ে উমা রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—'তোমার মৃত্যুর কারণ হবে স্ত্রীলোক।' নন্দীশ্বরের বানরমূর্তি দেখে রাবণ উপহাস করায় তিনি শাপ দিয়েছিলেন—'আমার মতো রূপধারী এবং পরাক্রমসম্পন্ন প্রাণী তোমার বংশ ধ্বংস করবে।' রম্ভাকে অত্যাচার করার জন্য নলকূবর এবং বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলাকে অত্যাচার করার জন্য ব্রহ্মা অভিশাপ দিয়েছিলেন—'অনিচ্ছুক কোনো রমণীকে বলপূর্বক সম্ভোগ করলেই তোমার মৃত্যু হবে।' এই কারণেই রাবণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সীতাকে বন্দী করলেও বলপূর্বক সম্ভোগ করতে উদ্যত হয়নি।

দ্রষ্টব্য ঃ যুদ্ধকাণ্ড (১৩।১৫)

ব্রহ্মশাপাভিভূতস্তু কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্।

'গাম্ভীর্যে অতুলনীয় দেবতা ও দানবদের দর্পহরণকারী তথা ব্রহ্মার শাপে নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে তোলো।

সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তং চ নিষূদিতম্॥ ১৪

জ্ঞাত্বা রক্ষোবলং ভীমমাদিদেশ মহাবলঃ।

দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাধিরুহ্যতাম্॥ ১৫

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্।

'যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ স্বয়ং পরাজিত এবং প্রহস্ত নিহত'—একথা অনুধাবন করে মহাবলী রাবণ ভয়ানক রাক্ষস সেনাকে আদেশ দিলেন 'দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করো। নগরদ্বার রক্ষা করো এবং নিদ্রামগ্ন কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করো।

সুখং স্বপিতি নিশ্চিন্তঃ কামোপহতচেতনঃ॥ ১৬

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ।

মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমেঽহনি॥ ১৭

'কামভোগে অচেতন হয়ে সুখে এবং নিশ্চিতভাবে সেই রাক্ষস গভীর নিদ্রামগ্ন। কখনো নয় মাস, কখনো সাত মাস কখনো বা দশ অথবা আট মাস সে নিদ্রিত থাকে। আজ থেকে নয়মাস পূর্বে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিদ্রিত হয়েছে।

তং তু বোধয়ত ক্ষিপ্রং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।

স হি সংখ্যে মহাবাহু ককুদং সর্বরক্ষসাম্

বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যতি॥ ১৮

'তোমরা শীঘ্রতাপূর্বক মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করো। যুদ্ধে সেই মহাবাহু রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুই রাজপুত্র এবং বানরদেরকে সে শীঘ্রই হত্যা করবে।

এষ কেতুঃ পরং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্বরক্ষসাম্।

কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ॥ ১৯

'এই বীর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের মধ্যে প্রধান। যুদ্ধে সে বিজয়-পতাকা স্বরূপ। কিন্তু সেই মূর্খ সর্বদা গ্রাম্যসুখে রত হয়ে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে।

রামেণাভিনিরস্তস্য সংগ্রামেঽস্মিন্ সুদারুণে।

ভবিষ্যতি ন মে শোকঃ কুম্ভকর্ণে বিবোধিতে॥ ২০

'যদি কুম্ভকর্ণ জেগে ওঠে তাহলে এই সুদারুণ যুদ্ধে রামের নিকট পরাজিত হবার দুঃখ আমার আর থাকবে না।

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি।

ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সাহ্যায় কল্পতে॥ ২১

'এই ভয়ানক দুঃসময়ে যদি সে আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার ইন্দ্রতুল্য শক্তি নিয়ে আমি কী করব ?'

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।

জগ্মুঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ কুম্ভকর্ণনিবেশনম্॥ ২২

রাক্ষসেরা রক্ষোরাজের সেই কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে অতি সত্বর কুম্ভকর্ণের গৃহে গমন করল।

তে রাবণসমাদিষ্টা মাংসশোণিতভোজনাঃ।

গন্ধং মাল্যং মহদ্ভক্ষ্যমাদায় সহসা যযুঃ॥ ২৩

রক্তমাংসভোজী সেই রাক্ষসরা রাবণের আদেশে গন্ধ, মালা, নানাবিধ খাদ্যসম্ভার নিয়ে সহসা কুম্ভকর্ণের নিকট যাত্রা করল।

তাং প্রবিশ্য মহাদ্বারাং সর্বতো যোজনায়তাম্।

কুম্ভকর্ণগুহাং রম্যাং পুষ্পগন্ধপ্রবাহিনীম্॥ ২৪

কুম্ভকর্ণস্য নিঃশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ।

প্রতিষ্ঠমানাঃ কৃচ্ছ্রেণ যত্নাৎ প্রবিবিশুর্গুহাম্॥ ২৫

কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয়, সেখানে সর্বদা পুষ্প গন্ধ প্রবাহিত। সেই গুহা সবদিকেই এক যোজন করে বিস্তৃত এবং দ্বারদেশ সুবিশাল। সেখানে প্রবেশ করলে মহাবলশালী রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসের প্রবলবেগে পিছু হঠল। অনন্তর অনেক কষ্ট করে তারা গুহার ভেতরে প্রবেশ করল।

তাং প্রবিশ্য গুহাং রম্যাং রত্নকাঞ্চনকুট্টিমাম্।

দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্॥ ২৬

সুবর্ণ ও রত্নমণ্ডিত সেই রমণীয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করে রাক্ষসবীরেরা ভয়ানক পরাক্রমী কুম্ভকর্ণকে শায়িত অবস্থায় দেখল।

তে তু তং বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্বতম্।

কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্॥ ২৭

বিপ্রকীর্ণ পর্বতের ন্যায় বিকৃত অবস্থায় কুম্ভকর্ণ মহানিদ্রায় নিমগ্ন। রাক্ষসেরা সমবেতভাবে তাকে জাগাতে চেষ্টা করল।

উর্ধ্বলোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্।

ভ্রাময়ন্তং বিনিঃশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্॥ ২৮

তার দেহের রোমরাজি উর্ধ্বমুখী। ভয়ানক বল-বিক্রম সম্পন্ন সেই রাক্ষস শায়িত অবস্থায় সাপের মতো শ্বাস নিচ্ছে। তার নিঃশ্বাসের বেগে অন্যরা (অন্য রাক্ষসদের) ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভীমনাসাপুটং তং তু পাতালবিপুলাননম্।

শয়নে ন্যস্তসর্বাঙ্গং মেদোরুধিরগন্ধিনম্॥ ২৯

তার নাসারন্ধ্র ভয়ানক। মুখগহ্বর পাতালের ন্যায় সুগভীর। শয্যায় শায়িত তার সারা শরীর মেদ এবং রক্তের গন্ধ-সমন্বিত।

কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাঙ্গং কিরীটেনার্কবর্চসম্।
দদৃশুর্নৈর্ঋতব্যাঘ্রং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্॥ ৩০

তার বাহুতে সোনার অঙ্গদ। মাথায় উজ্জ্বল মুকুট ধারণ করে সে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। শত্রুদমনকারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই কুম্ভকর্ণকে রাক্ষসেরা দেখল।

ততশ্চক্রুর্মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণস্য চাগ্রতঃ।
ভূতানাং মেরুসংকাশং রাশিং পরমতর্পণম্॥ ৩১

অনন্তর মহাবলী কুম্ভকর্ণের সামনে নানাবিধ প্রাণির অত্যন্ত তৃপ্তিকর মাংস মেরুপর্বতের মতো স্তূপীকৃত করে তারা সাজাল।

মৃগাণাং মহিষাণাং চ বরাহাণাং চ সঞ্চয়ান্।
চক্রুর্নৈর্ঋতশার্দূলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্॥ ৩২

রাক্ষসবীরেরা সেখানে মৃগ, মহিষ এবং বরাহ মাংস এনে উপস্থিত করল এবং তৎসহ একত্রিত করল অদ্ভুত সুস্বাদু অন্ন।

ততঃ শোণিতকুম্ভাংশ্চ মাংসানি বিবিধানি চ।
পুরস্তাৎ কুম্ভকর্ণস্য চক্রুস্ত্রিদশশত্রবঃ॥ ৩৩

অতঃপর দেবশত্রু কুম্ভকর্ণের সমীপে বহুসংখ্যক রক্তপূর্ণ কলসী এবং আরও নানাবিধ মাংস নিয়ে এল।

লিলিপুশ্চ পরার্ঘ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্।
দিব্যৈরাশ্বাসয়ামাসুর্মাল্যৈর্গন্ধৈশ্চ গন্ধিভিঃ॥ ৩৪
ধূপগন্ধাংশ্চ সসৃজুস্তুষ্টুবুশ্চ পরন্তপম্।
জলদা ইব চানেদুর্যাতুধানাস্ততস্ততঃ॥ ৩৫

অনন্তর শত্রুদমনকারী কুম্ভকর্ণের শরীরে চন্দন লেপন করে দিব্য মাল্য, সুন্দর গন্ধযুক্ত পুষ্প, ধূপ ইত্যাদির উত্তম গন্ধ ছড়িয়ে দিল। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের নানাবিধ স্তুতি করে মেঘের মতো গম্ভীর গর্জন করতে লাগল।

শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্।
তুমুলং যুগপচ্চাপি বিনেদুশ্চাপ্যমর্ষিতাঃ॥ ৩৬

(এতে জাগ্রত না হলে) ক্রোধে পরিপূর্ণ রাক্ষসেরা তুমুল গর্জন করতে লাগল এবং একই সঙ্গে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বহুসংখ্যক শঙ্খ বাদন করতে লাগল।

নেদুরাস্ফোটয়ামাসুশ্চিক্ষিপুস্তে নিশাচরাঃ।
কুম্ভকর্ণবিবোধার্থং চক্রুস্তে বিপুলং স্বরম্॥ ৩৭

কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করার জন্য রাক্ষসেরা ভয়ানক গর্জন করে প্রবল চিৎকার করে বিপুল ধ্বনি উৎপন্ন করে তাকে ধাক্কা দিতে লাগল।

সশঙ্খভেরীপণবপ্রণাদং সাস্ফোটিতক্ষ্বেলিতসিংহনাদম্।
দিশো দ্রবন্তস্ত্রিদিবং কিরন্তঃ শ্রুত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ॥ ৩৮

শঙ্খ, ভেরী, পণব বাজতে থাকল। চিৎকার, গর্জন এবং সিংহনাদ দিক্‌সকল পরিপূর্ণ করল। এই প্রবলশব্দে পাখিরা ভয়ে নানাদিকে উড়তে লাগল এবং আকাশে উড়তে উড়তে সহসা ভূতলে পতিত হচ্ছিল।

যদা ভৃশং তৈর্নিনদৈর্মহাত্মা ন কুম্ভকর্ণো বুবুধে প্রসুপ্তঃ।
ততো ভুশুণ্ডীর্মুসলানি সর্বে রক্ষোগণাস্তে জগৃহুর্গদাশ্চ॥ ৩৯

যখন সেই তুমুল কোলাহলে অতিকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল না, তখন রাক্ষসেরা সকলে ভুশুণ্ডী, মুষল এবং গদা হাতে নিল।

তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুসলৈর্গদাভি- র্বক্ষঃস্থলে মুদ্গরমুষ্টিভিশ্চ।
সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং রক্ষাংস্যুদগ্রাণি তদা নিজঘ্নুঃ॥ ৪০

ভূতলে কুম্ভকর্ণ সুখশয্যায় শায়িত — এই অবস্থায় ভয়ানক রাক্ষসেরা তার বক্ষদেশে শৈলশৃঙ্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা এবং মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

তস্য নিঃশ্বাসবাতেন কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
রাক্ষসাঃ কুম্ভকর্ণস্য স্থাতুং শেকুর্ন চাগ্রতঃ॥ ৪১

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাস বায়ুর আঘাতে অন্যান্য রাক্ষসেরা তার সম্মুখে স্থির থাকতে পারছিল না।

ততঃ পরিহিতা গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
মৃদঙ্গপণবান্ ভেরীঃ শঙ্খকুম্ভগণাংস্তথা॥ ৪২
দশ রাক্ষসসাহস্রং যুগপৎপর্যবারয়ৎ।
নীলাঞ্জনচয়াকারং তে তু তং প্রত্যবোধয়ন্॥ ৪৩

অতঃপর তার জাগরণের জন্য প্রায় দশহাজার ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষস পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়বদ্ধ করে (কষে কোমর বেঁধে) কাজলকালো অতিকায় সেই রাক্ষসকে ঘিরে একসঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং কুম্ভ (ধামসা) বাজাতে লাগল।

অভিঘ্নন্তো নদন্তশ্চ ন চ সম্বুবুধে তদা।
যদা চৈনং ন শেকুস্তে প্রতিবোধয়িতুং তদা॥ ৪৪

ততো গুরুতরং যত্নং দারুণং সমুপাক্রমন্।

এইভাবে যখন আঘাত করে, গর্জন করেও তারা তাকে জাগিয়ে তুলতে পারল না, সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হল তখন তারা পূর্বের অপেক্ষা গুরুতর এক ভয়ানক উপায় অবলম্বন করল।

অশ্বানুষ্ট্রান্ খরান্ নাগাঞ্জঘ্নুর্দণ্ডকশাঙ্কুশৈঃ॥ ৪৫
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংশ্চ সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্।
নিজঘ্নুশ্চাস্য গাত্রাণি মহাকাষ্ঠকটঙ্করৈঃ॥ ৪৬
মুদ্গরৈর্মুসলৈশ্চাপি সর্বপ্রাণসমুদ্যতৈঃ।
তেন নাদেন মহতা লঙ্কা সর্বা প্রপূরিতা।
সপর্বতবনা সর্বা সোঽপি নৈব প্রবুধ্যতে॥ ৪৭

ঘোড়া, উট, গাধা এবং হাতিকে দণ্ড, চাবুক এবং অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে করতে তার শরীরের ওপর উঠিয়ে দিল, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ বাজিয়ে তার শরীরে বড় বড় লোহার কাঁটাযুক্ত ভয়ানক কাষ্ঠ দিয়ে আঘাত করতে লাগল। মুদ্গর, মুষল দিয়েও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার শরীরে আঘাত করতে লাগল। তাদের মহান কলরবে পর্বত এবং বনভূমি সহ সমগ্র লঙ্কা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তথাপি তারা তাকে জাগাতে পারল না।

ততো ভেরীসহস্রং তু যুগপৎ সমহন্যত।
মৃষ্টকাঞ্চনকোণানামসক্তানাং সমন্ততঃ॥ ৪৮

তারপর সবদিক থেকে হাজার হাজার ভেরী একসঙ্গে একনাগাড়ে বাজতে লাগল। এই ভেরী বাজানোর দণ্ডগুলি ছিল সুবর্ণনির্মিত।

এবমপ্যতিনিদ্রস্তু যদা নৈব প্রবুধ্যতে।
শাপস্য বশমাপন্নস্ততঃ ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ॥ ৪৯

শাপগ্রস্ত হওয়ার কারণে সেই রাক্ষস জাগ্রত হল না, গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকল। তখন অন্যান্য রাক্ষসেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল।

ততঃ কোপসমাবিষ্টাঃ সর্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
তদ্ রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রুরন্যে পরাক্রমম্॥ ৫০

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরা তাকে জাগানোর জন্য অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করতে লাগল।

অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশানন্যে প্রলুলুপুঃ কর্ণানন্যে দশন্তি চ॥ ৫১

রাক্ষসেরা কেউ ভেরী বাজাতে লাগল, কেউবা কোলাহল করতে লাগল, কেউ চুল টানল আবার কেউবা দাঁতের দ্বারা কান কামড়াতে লাগল।

উদকুম্ভশতান্যন্যে সমসিঞ্চন্ত কর্ণয়োঃ।
ন কুম্ভকর্ণঃ পস্পন্দে মহানিদ্রাবশং গতঃ॥ ৫২

অন্য রাক্ষসেরা তার কানে একশত কলসীর জল ঢেলে দিল, তথাপি মহানিদ্রামগ্ন কুম্ভকর্ণকে একটুও নড়ানো গেল না।

অন্যে চ বলিনস্তস্য কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
মূর্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু পাতয়ন্ কূটমুদ্গরান্॥ ৫৩

অপর বলশালী রাক্ষসেরা কাঁটাযুক্ত মুগুর হাতে নিয়ে তা দিয়ে তার মাথায়, বুকে এবং শরীরে আঘাত করতে লাগল।

রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্বতঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ॥ ৫৪

অতঃপর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ শতঘ্নী নামক অস্ত্র নিয়ে এসে সেই মহাকায় রাক্ষসকে আঘাত করলেও তার নিদ্রা ভঙ্গ হল না।

বারণানাং সহস্রং চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্।
কুম্ভকর্ণস্তদা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যত॥ ৫৫

তার শরীরের ওপর দিয়ে সহস্র সংখ্যক হাতি ধাবিত হল। তখন কুম্ভকর্ণ তাদের স্পর্শ অনুভব করতে জাগ্রত হল।

স পাত্যমানৈর্গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈ-
রচিন্তয়ংস্তান্ বিপুলান্ প্রহারান্।
নিদ্রাক্ষয়াৎ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতশ্চ
বিজৃম্ভমাণঃ সহসোৎপপাত॥ ৫৬

তার উপরে গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার বর্ষিত হলেও, সে তার কিছুই জানতে পারেনি। এখন (হাতির স্পর্শে) নিদ্রাভঙ্গ হলে সে ক্ষুধায় এবং ভয়ে পীড়িত অবস্থায় হাই তুলতে তুলতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

স নাগভোগাচলশৃঙ্গকল্পৌ
বিক্ষিপ্য বাহূ গিরিশৃঙ্গসারৌ।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভং
নিশাচরোঽসৌ বিকৃতং জজৃম্ভে॥ ৫৭

তার বাহুযুগল ছিল হস্তীতুল্য, পর্বতশিখরতুল্য। ওই বাহুদ্বয়ের শক্তির কাছে বজ্রের শক্তিও পরাস্ত হয়। সেই নিশাচর তার বাহুদুটি প্রসারিত করে এবং মুখ বিস্তারিত করে বাড়বানলের মতো বিকট মুখভঙ্গি করে হাই তুলতে লাগল।

তস্য জাজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্।

দদৃশে মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর ইবোদিতঃ॥ ৫৮

জৃম্ভণকালে (হাই তোলার সময়ে) তার পাতালের মতো মুখ মেরুপর্বতের শিখর উদিত সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল।

স জৃম্ভমাণোঽতিবলঃ প্রবুদ্ধস্তু নিশাচরঃ।
নিঃশ্বাসশ্চাস্য সংজজ্ঞে পর্বতাদিব মারুতঃ॥ ৫৯

এইভাবে জৃম্ভণরত অতিবলশালী রাক্ষস জাগ্রত হয়ে মুখ থেকে যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, তা ছিল পার্বত্যঝটিকাতুল্য।

রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্ বভৌ।
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ॥ ৬০

প্রলয়কালে সকল প্রাণীর সংহারকামী কালের ন্যায় নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের রূপ প্রতিভাত হতে লাগল।

তস্য দীপ্তাগ্নিসদৃশে বিদ্যুৎসদৃশবর্চসী।
দদৃশাতে মহানেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ॥ ৬১

তার নেত্রদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজপূর্ণ এবং বিদ্যুতের মতো এমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন, তার চোখ দুটি মহান্ উজ্জ্বল দুই গ্রহ।

ততস্ত্বদর্শয়ন্ সর্বান্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব বভক্ষ স মহাবলঃ॥ ৬২

তদনন্তর রাক্ষসেরা তাকে বহুল পরিমাণে নানাবিধ খাদ্যবস্তু দেখাল। মহাবলী কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক শূকর এবং মহিষ খেয়ে ফেলল।

আদদ্ বুভুক্ষিতো মাংসং শোণিতং তৃষিতোঽপিবৎ।
মেদঃকুম্ভাংশ্চ মদ্যাংশ্চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা॥ ৬৩

তখন ইন্দ্রশত্রু ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাক্ষস প্রচুর মাংস ভক্ষণ করল এবং রক্তপান করল। অনন্তর কলসী কলসী মেদ ও মদ পান করল।

ততস্তৃপ্ত ইতি জ্ঞাত্বা সমুৎপেতুর্নিশাচরাঃ।
শিরোভিশ্চ প্রণম্যৈনং সর্বতঃ পর্যবারয়ন্॥ ৬৪

তাকে তৃপ্ত জেনে রাক্ষসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে তার সামনে এসে তাকে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়ে সবদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল।

নিদ্রাবিশদনেত্রস্তু কলুষীকৃতলোচনঃ।
চারয়ন্ সর্বতো দৃষ্টিং তান্ দদর্শ নিশাচরান্॥ ৬৫

অতিরিক্ত নিদ্রার কারণে তার নেত্র অতিশয় মলিন। অর্ধনিমীলিত নেত্রে সর্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, সে রাক্ষসদেরকে দেখতে পেল।

স সর্বান্ সান্ত্বয়ামাস নৈর্ঋতান্ নৈর্ঋতর্ষভঃ।
বোধনাদ্ বিস্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদমব্রবীৎ॥ ৬৬

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ সব রাক্ষসদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং বিস্মিতভাবে তাকে জাগানোর কারণ জানতে এইরূপ বলল—

কিমর্থমহমাদৃত্য ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বা নেহ কিঞ্চন॥ ৬৭

'তোমরা এইভাবে আদর করে আমাকে কেন জাগালে ? রাজা রাবণ কুশলে আছেন তো ? এখানে কোনো ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি তো ?

অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্।
যদর্থমেব ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ॥ ৬৮

'অথবা নিশ্চিতরূপেই অপর কোনো মহাভয় উপস্থিত হয়েছে ; যার কারণেই তোমরা এত শীঘ্র আমাকে জাগিয়ে তুললে।

অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্।
দারয়িষ্যে মহেন্দ্রং বা শীতয়িষ্যে তথানলম্॥ ৬৯

'আজ আমি রাক্ষসরাজের ভয় উৎপাটন করব। মহেন্দ্র[১] পর্বতকে বিদীর্ণ করব এবং অগ্নিদেবকে শীতল করব।

ন হ্যল্পকারণে সুপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্।
তদাখ্যাতার্থতত্ত্বেন মৎপ্রবোধনকারণম্॥ ৭০

'আমার মতো বীরকে কোনো সাধারণ কারণে জাগ্রত করা হয়নি। অতএব, তোমরা ঠিক করে বলো আমাকে জাগানোর কারণ কী ?'

এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্।
যূপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৭১

শত্রুদমনকারী কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধভাবে এইরূপ বললে, রাজা রাবণের সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিবদ্ধভাবে বলল—

ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ ভয়মস্তি কদাচন।
মানুষান্নো ভয়ং রাজংস্তুমুলং সম্প্রবাধতে॥ ৭২

'মহারাজ ! দেবতাদের থেকে আমাদের কোনও ভয় নেই। কিন্তু একজন মানুষের জন্য আমরা ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি।

ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি ন নঃ ক্বচিৎ।
যাদৃশং মানুষং রাজন্ ভয়মস্মানুপস্থিতম্॥ ৭৩

'রাজন্ ! একজন মানুষ যেভাবে আমাদের ভীত করেছে, এরূপ তো কোনো দৈত্য দানবও কখনো করতে

---
(১)মহেন্দ্র পর্বত অথবা ইন্দ্রদেব

পারেনি।

বানরৈঃ পর্বতাকারৈর্লঙ্কেয়ং পরিবারিতা।
সীতাহরণসন্তপ্তাদ্ রামাদ্মস্তমুলং ভয়ম্॥ ৭৪

'পর্বতের তুল্য বিশালাকৃতিবিশিষ্ট বানরেরা চতুর্দিক থেকে আমাদের বেষ্টন করে রেখেছে।

একেন বানরেণেয়ং পূর্বং দগ্ধা মহাপুরী।
কুমারো নিহতশ্চাক্ষঃ সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ॥ ৭৫

'একটি বানর পূর্বেই এই মহাপুরীকে দগ্ধ করেছে, হস্তী এবং সঙ্গীসহ কুমার অক্ষকেও সে হত্যা করেছে।

ত্বং রক্ষোধিপশ্চাপি পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।
গচ্ছেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিত্যবর্চসা॥ ৭৬

'সূর্যের মতো তেজস্বী শ্রীরাম দেবশত্রু কুলনন্দন পুলস্ত্যবংশীয় রাজা রাবণকে পরাস্ত করেও মুক্তি দিয়ে বলেছেন "চলে যাও।"

যন্ন দেবৈঃ কৃতো রাজা নাপি দৈত্যৈর্ন দানবৈঃ।
কৃতঃ স ইহ রামেণ বিভুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ॥ ৭৭

'দেবতা, দৈত্য এবং দানবেরাও মহারাজ রাবণের যে অবস্থা করতে পারেনি, এই রাম তা করেছে ; আমাদের প্রভুর জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন।'

স যূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্যুধি পরাভবম্।
কুম্ভকর্ণো বিবৃতাক্ষো যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ॥ ৭৮

যূপাক্ষের কথা থেকে ভ্রাতা রাবণের পরাভবের কথা জেনে কুম্ভকর্ণের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং সে তাকে এইরূপ বলল—

সর্বমদ্যৈব যূপাক্ষ হরিসৈন্যং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবং চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্॥ ৭৯

'যূপাক্ষ ! আমি আজকেই সমগ্র বানরসেনা তথা লক্ষ্মণসহ রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ভ্রাতা রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্॥ ৮০

'আমি আজ বানরদের রক্তমাংস দিয়ে রাক্ষসদের তৃপ্ত করাব এবং নিজে রাম ও লক্ষ্মণের রক্ত পান করব।'

তৎ তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
সগর্বিতং রোষবিবৃদ্ধদোষম্।
মহোদরো নৈর্ঋতয়োধমুখ্যঃ
কৃতাঞ্জলির্বাক্যমিদং বভাষে॥ ৮১

তার সেই ক্রোধপূর্ণ, দোষযুক্ত, গর্বিত বাক্য শুনে রাক্ষস যোদ্ধাদের প্রধান মহোদর হাতজোড় করে এইরূপ বলল—

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা গুণদোষৌ বিমৃশ্য চ।
পশ্চাদপি মহাবাহো শত্রূন্ যুধি বিজেষ্যসি॥ ৮২

'হে মহাবাহো ! পূর্বে মহারাজ রাবণের কথা শুনে দোষগুণ বিচার করে তদনন্তর যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করবেন।'

মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা সম্প্রতস্থে মহাবলঃ॥ ৮৩

মহোদরের কথা শুনে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাতেজস্বী, মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ প্রস্থানোদ্যত হল।

সুপ্তমুত্থাপ্য ভীমাক্ষং ভীমরূপপরাক্রমম্।
রাক্ষসাস্ত্বরিতা জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্॥ ৮৪

ভীষণদর্শন, ভীমরূপী, পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে উঠিয়ে রাক্ষসেরা দ্রুতগতিতে দশানন রাবণের ভবনে প্রস্থান করল।

তেঽভিগম্য দশগ্রীবমাসীনং পরমাসনে।
ঊচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব এব নিশাচরাঃ॥ ৮৫

উত্তম সিংহাসনে আসীন দশগ্রীব রাবণের নিকটে গিয়ে সব রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলল—

কুম্ভকর্ণঃ প্রবুদ্ধোঽসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসেশ্বর।
কথং তত্রৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যসে তমিহাগতম্॥ ৮৬

'হে রাক্ষসেশ্বর ! আপনার ভাই কুম্ভকর্ণ জেগে উঠেছেন। তিনি কি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করবেন নাকি এখানে এসে আপনাকে দর্শন করবেন ?'

রাবণস্ত্বব্রবীদ্‌হৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপস্থিতান্।
দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ং চ পূজ্যতাম্॥ ৮৭

তখন হৃষ্ট রাবণ সমবেত সেই রাক্ষসদেরকে বললেন— 'আমি তাকে এখানে দেখতে এবং যথাবিহিত তার সৎকার করতে ইচ্ছা করি।'

তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে পুনরাগম্য রাক্ষসাঃ।
কুম্ভকর্ণমিদং বাক্যমূচু রাবণচোদিতাঃ॥ ৮৮

'যথা আজ্ঞা' এইরূপ বলে সমস্ত রাক্ষসেরা রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কুম্ভকর্ণের নিকটে এসে এইরূপ বলল—

দ্রষ্টুং ত্বাং কাঙ্ক্ষতে রাজা সর্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ।
গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধির্ভ্রাতরং সম্প্রহর্ষয়॥ ৮৯

'সর্বরাক্ষসশিরোমণি ! হে প্রভু ! রাজা রাবণ আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করছেন। ভ্রাতাকে সম্যক্‌রূপে আনন্দিত করার জন্য আপনি তাঁর নিকট যাওয়া মনস্থ

করুন।'

কুম্ভকর্ণস্তু দুর্ধর্ষো ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।
তথেত্যুক্ত্বা মহাবীর্যঃ শয়নাদুৎপপাত হ॥ ৯০

ভাইয়ের আদেশ লাভ করে মহাপরাক্রমী, দুর্ধর্ষ বীর কুম্ভকর্ণও 'যথা আজ্ঞা' এই বলে শয্যা ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হল।

প্রক্ষাল্য বদনং হৃষ্টঃ স্নাতঃ পরমহর্ষিতঃ।
পিপাসুস্ত্বরয়ামাস পানং বলসমীরণম্॥ ৯১

সে অত্যন্ত আনন্দ এবং প্রসন্নতার সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন এবং স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করল। পিপাসিত হয়ে বলবর্ধক পানীয় আনার জন্য বলল।

ততস্তে ত্বরিতাস্তত্র রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া।
মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রমেবোপহারয়ন্॥ ৯২

তখন রাবণের আদেশে সেইসব রাক্ষসেরা শীঘ্রই মদ্য এবং নানাবিধ ভোজ্য পদার্থ নিয়ে এল।

পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎসমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ॥ ৯৩

দুই হাজার ঘড়া মদ্য পান করে কুম্ভকর্ণ গমনোদ্যত হলো। মদের প্রভাবে সে ঈষৎ উত্তেজিত হল, হয়ে উঠল যেন অধিক বলবান এবং তেজস্বী।

কুম্ভকর্ণো বভৌ রুষ্টঃ কালান্তকয়মোপমঃ।
ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোবলসমন্বিতঃ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্॥ ৯৪

কুম্ভকর্ণ ঈষৎ রুষ্ট হওয়ায় তাকে দেখাচ্ছিল কালান্তক যমের মতো। রাক্ষস সেনাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভবনে গমনকালে কুম্ভকর্ণের পদভারে মেদিনী প্রকম্পিতা হয়ে উঠল।

স রাজমার্গং বপুষা প্রকাশয়ন্
সহস্ররশ্মির্ধরণীমিবাংশুভিঃ।
জগাম তত্রাঞ্জলিমালয়া বৃতঃ
শতক্রতুর্গেহমিব স্বয়ংভুবঃ॥ ৯৫

সূর্য যেমন আপন কিরণদ্বারা ধরিত্রীকে আলোকিত করে, তেমনি কুম্ভকর্ণও আপন শরীরের তেজে রাজপথ উদ্ভাসিত করে তুলল। এই রাক্ষসবীর কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃভবনে এমনভাবে যাত্রা করেছিল যেন, ইন্দ্রদেব ব্রহ্মার গৃহে গমন করছেন।

তং রাজমার্গস্থমমিত্রঘাতিনং
বনৌকসস্তে সহসা বহিঃস্থিতাঃ।
দৃষ্ট্বাপ্রমেয়ং গিরিশৃঙ্গকল্পং
বিতত্রসুস্তে সহ যূথপালৈঃ॥ ৯৬

পর্বত শিখরতুল্য বিশাল দেহধারী, শত্রুঘাতী কুম্ভকর্ণকে রাজপথে দেখে, নগরের বাইরে অবস্থিত দলপতিসহ অপরাপর বানরেরা ভয়ানক ভীত হয়ে উঠল।

কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামং
ব্রজন্তি কেচিদ্ ব্যথিতাঃ পতন্তি।
কেচিদ্ দিশশ্চ ব্যথিতাঃ পতন্তি
কেচিদ্ ভয়ার্তা ভুবি শেরতে স্ম॥ ৯৭

বানরদের মধ্যে কেউ কেউ শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় নিল, কোনো কোনো বানর ব্যথিত হয়ে ভূপতিত হল, আবার কিছুসংখ্যক বানর দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে পতিত হল এবং কতিপয় বানর ভয়ার্ত চিত্তে ভূমিতে শায়িত হল।

তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং
স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাত্মতেজসা।
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবৃদ্ধমদ্ভুতং
ভয়ার্দিতা দুদ্রুবিরে যতস্ততঃ॥ ৯৮

মাথায় মুকুটধারী কুম্ভকর্ণ পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সুউচ্চ। আপন তেজে সে যেন সূর্যকেও স্পর্শ করছে। এই অদ্ভুত সুবিশাল রাক্ষসকে দেখে বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

বিভীষণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কুম্ভকর্ণের পরিচয় দান, রামচন্দ্রের আদেশে যুদ্ধের জন্য বানরদের লঙ্কার দ্বারে আরোহণ

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্যবান্।
কিরীটিনং মহাকায়ং কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ॥ ১

তারপর বল-বিক্রমসম্পন্ন মহাতেজস্বী শ্রীরাম ধনুর্বাণ নিয়ে কিরীটধারী বিশালাকৃতিসম্পন্ন কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।

তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং পর্বতাকারদর্শনম্।
ক্রমমাণমিবাকাশং পুরা নারায়ণং যথা॥ ২
সতোয়াম্বুদসংকাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্।
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রদুদ্রাব বানরাণাং মহাচমূঃ॥ ৩

পর্বতাকার রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর পদবিন্যাস যেন পুরাকালে বিশালদেহধারী নারায়ণের তুল্য। জলপূর্ণ মেঘতুল্য তার গাত্রবর্ণ। সোনার অঙ্গদে ভূষিত সেই রাক্ষসকে পুনরায় দেখে বানরদের বিশাল বাহিনী পুনরায় দ্রুত পলায়নোদ্যত হল।

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বর্ধমানং চ রাক্ষসম্।
সবিস্মিতমিদং রামো বিভীষণমুবাচ হ॥ ৪

কুম্ভকর্ণের বিবর্ধন এবং নিজ সৈন্যদের পলায়ন দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বললেন—

কোঽসৌ পর্বতসংকাশঃ কিরীটী হরিলোচনঃ।
লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ৫

'লঙ্কাপুরীতে পর্বততুল্য বিশালকায় কে এই বীর যার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল বর্ণের এবং মস্তকে শোভিত হচ্ছে কিরীট? তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুৎসহ মেঘ।

পৃথিব্যাং কেতুভূতোঽসৌ মহানেকোঽত্র দৃশ্যতে।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ॥ ৬

'একে দেখে বানরেরা এদিকে-ওদিকে পালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সে একমাত্র মহান ধ্বজার মতো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে!

আচক্ষ্ব সুমহান্ কোঽসৌ রক্ষো বা যদি বাসুরঃ।
ন ময়েবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্বং কদাচন॥ ৭

'এই বিশাল আকৃতিসম্পন্ন পুরুষটি কে? একি কোনো রাক্ষস নাকি অসুর? আমি এইরূপ কোনো প্রাণীকে পূর্বে দেখিনি।'

সম্পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ৮

অক্লেশে সুমহান কর্ম অনুষ্ঠানকারী রাজপুত্র শ্রীরাম এইরূপ প্রশ্ন করলে মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ককুৎস্থবংশীয় শ্রীরামকে বললেন—

যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ।
সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুম্ভকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অস্য প্রমাণসদৃশো রাক্ষসোঽন্যো ন বিদ্যতে॥ ৯

'যিনি যুদ্ধে সূর্যদেবের পুত্র যম এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করেছেন, এই সেই বিশ্রবার পুত্র মহাপ্রতাপবান কুম্ভকর্ণ। এঁর তুল্য রাক্ষসবীর আর কেউ নেই।

এতেন দেবা যুধি দানবাশ্চ
যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ।
গন্ধর্ববিদ্যাধরকিন্নরাশ্চ
সহস্রশো রাঘব সম্প্রভগ্নাঃ॥ ১০

'হে রঘুনন্দন! যুদ্ধে এঁর দ্বারা দেবতা, দানব, যক্ষ, সর্প, কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসেরা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণ সহস্রবার পর্যুদস্ত হয়েছে।

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণ মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ॥ ১১

'মহাবলশালী, ভয়ানকদৃষ্টিসম্পন্ন, শূলধারী কুম্ভকর্ণকে দেবতারাও হত্যা করতে পারেননি, তাঁকেই স্বয়ং যম মনে করে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন।

প্রকৃত্যা হ্যেষ তেজস্বী কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
অন্যেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্॥ ১২

'কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী এবং মহাবলশালী। অন্যান্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের যে বল, তা তারা বরদানের মাধ্যমে লাভ করেছে।

বালেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্তেন মহাত্মনা।
ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহূন্যপি॥ ১৩

'এই মহাত্মা রাক্ষস জন্মের পরে বাল্যাবস্থাতেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে বহু সহস্র প্রজাকে খেয়ে ফেলেছিল।

তেষু সম্ভক্ষ্যমাণেষু প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ।
যান্তি স্ম শরণং শক্রং তমপার্থং ন্যবেদয়ন্॥ ১৪

'এইভাবে প্রজাদের ভক্ষণ করতে লাগলে তারা ভয়ে পীড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করেছিল।

স কুম্ভকর্ণং কুপিতো মহেন্দ্রো
জঘান বজ্রেণ শিতেন বজ্রী।
স শক্রবজ্রাভিহতো মহাত্মা
চচাল কোপাচ্চ ভৃশং ননাদ॥ ১৫

'বজ্রধারী ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হয়ে সুতীক্ষ্ণ বজ্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে আঘাত করলেন। সেই বজ্রের আঘাতে আহত হয়ে সে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধভাবে ঘোষপূর্বক ভয়ানক গর্জন করছিল।

তস্য নানদ্যমানস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
শ্রুত্বা নিনাদং বিত্রস্তাঃ প্রজা ভূয়ো বিতত্রসুঃ॥ ১৬

'সেই গর্জনরত রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পুনঃ পুনঃ চিৎকার শুনে সন্ত্রস্ত প্রজাকুল অধিকতর ভীত হয়ে পড়ল।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
নিষ্কৃষ্যৈরাবতাদ্ দন্তং জঘানোরসি বাসবম্॥ ১৭

'অনন্তর মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের দাঁত উপড়ে নিয়ে দেবরাজের বক্ষদেশে আঘাত করেছিল।

কুম্ভকর্ণপ্রহারার্তো বিজজ্বাল স বাসবঃ।
ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষিদানবাঃ॥ ১৮

'কুম্ভকর্ণের প্রহারে দেবরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন, আঘাতের তীব্রতায় তাঁর শরীরে প্রচণ্ড জ্বালা সৃষ্টি হলো ; তখন সহসা দেবগণ, দানবগণ এবং ব্রহ্মর্ষিরাও অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন।

প্রজাভিঃ সহ শক্রশ্চ যযৌ স্থানং স্বয়ংভুবঃ।
কুম্ভকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংসুস্তে প্রজাপতেঃ॥ ১৯

'তখন দেবরাজ প্রজাগণ সহ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন, সেখানে গিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্যের বার্তা নিবেদন করলেন।

প্রজানাং ভক্ষণং চাপি দেবানাং চাপি ধর্ষণম্।
আশ্রমধ্বংসনং চাপি পরস্ত্রীহরণং ভৃশম্॥ ২০

'প্রজাদের ভক্ষণ, দেবতাদের ওপর অত্যাচার, আশ্রমসমূহের ধ্বংসসাধন এবং পরস্ত্রী অপহরণ এইসব ভয়ানক অত্যাচারের কথা তাঁরা জানালেন।

এবং প্রজা যদি ত্বেষ ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ।
অচিরেণৈব কালেন শূন্যো লোকো ভবিষ্যতি॥ ২১

ইন্দ্র বললেন—'ভগবন্ ! যদি এই রাক্ষস প্রত্যহ এইভাবে প্রজাদের ভক্ষণ করে তাহলে অচিরেই সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে যাবে।'

বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
রক্ষাংস্যাবাহয়ামাস কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ॥ ২২

ইন্দ্রের এই বার্তা শুনে সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসদের আহ্বান করলেন এবং কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।

কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব বিতত্রাস প্রজাপতিঃ।
কুম্ভকর্ণমথাশ্বাস্য স্বয়ংভূরিদমব্রবীৎ॥ ২৩

কুম্ভকর্ণকে ভালোভাবে দেখেই প্রজাপতি ব্রহ্মা অত্যন্ত ভীত হলেন, পরে নিজেই আশ্বস্ত হয়ে তিনি তাকে বললেন—

ধ্রুবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নির্মিতঃ।
তস্মাৎ ত্বমদ্যপ্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে॥ ২৪

'অবশ্যই লোকের বিনাশের জন্য পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা তোমায় সৃষ্টি করেছেন ; অতএব আজ থেকে তুমি মৃতবৎ শায়িত থাকবে।'

ব্রহ্মশাপাভিভূতোঽথ নিপপাতাগ্রতঃ প্রভোঃ।
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৫

ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হয়ে সে প্রভু রাবণের সম্মুখে ভূপতিত হল। অতঃপর রাবণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁকে বললেন—

প্রবৃদ্ধঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃত্যতে।
ন নপ্তারং স্বকং ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে॥ ২৬

'হে প্রজাপতি ! আপনার দ্বারা সংবর্ধিত সুবর্ণরূপ ফলপ্রদানকারী বৃক্ষকে ফলদানকালে বিনষ্ট করবেন না। আপন প্রপৌত্রকে এইরূপ অভিশাপ দেওয়া কদাচ উচিত নয়।

ন মিথ্যাবচনশ্চ ত্বং স্বপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
কালস্তু ক্রিয়তামস্য শয়নে জাগরে তথা॥ ২৭

'আপনার বাক্য মিথ্যা হতে পারে না, অতএব এ শায়িত থাকবে একথা নিশ্চিত। তবে এর শয়নের এবং জাগরণের একটা সময় নির্ধারণ করে দিন।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ংভূরিদমব্রবীৎ।

শয়িতা হ্যেষ ষণ্মাসমেকাহং জাগরিষ্যতি॥ ২৮

রাবণের এই কথা শুনে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বললেন— 'এ ছয়মাস কাল নিদ্রিত থাকবে এবং একদিন জাগবে।

একেনাহ্না ত্বসৌ বীরশ্চরন্ ভূমিং বুভুক্ষিতঃ।
ব্যাত্তাস্যো ভক্ষয়েল্লোকান্ সংবৃদ্ধ ইব পাবকঃ॥ ২৯

'ওই একদিনের জন্যই এই বীর ক্ষুধার্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখ বিস্তৃত করে বহুসংখ্যক প্রাণিকে ভক্ষণ করবে।

সোঽসৌ ব্যসনমাপন্নঃ কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ।
ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ॥ ৩০

'মহারাজ ! এখন আপনার পরাক্রমে ভীত হয়ে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করেছে।

স এষ নির্গতো বীরঃ শিবিরাদ্ ভীমবিক্রমঃ।
বানরান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ পরিধাবতি॥ ৩১

'ভয়ানক পরাক্রমী বীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে শিবির থেকে নির্গত হয়ে বানরদের খাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে।

কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব হরয়োঽদ্য প্রদুদ্রুবুঃ।
কথমেনং রণে ক্রুদ্ধং বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩২

'আজ কুম্ভকর্ণকে দেখেই বানরেরা পালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণকে বানরেরা কিভাবে বাধা দেবে ?

উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্।
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ॥ ৩৩

'সব বানরদের বলুন এ কেবল বিশাল আকৃতি বিশিষ্ট একটি যন্ত্রমাত্র। তাহলে এই বানরেরা সকলেই নির্ভয় হয়ে যাবে।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ সুমুখোদ্গতম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং নীলং সেনাপতিং তদা॥ ৩৪

বিভীষণের সুন্দর মুখ নিঃসৃত এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনে শ্রীরঘুনাথ সেনাপতি নীলকে বললেন—

গচ্ছ সৈন্যানি সর্বাণি ব্যূহ্য তিষ্ঠস্ব পাবকে।
দ্বারাণ্যাদায় লঙ্কায়াশ্চর্যাশ্চাপ্যাথ সংক্রমান্॥ ৩৫

'হে অগ্নিপুত্র নীল ! যাও সকল সৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ করো। লঙ্কানগরীর দ্বার সমূহ এবং রাজপথগুলি দখল করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

শৈলশৃঙ্গানি বৃক্ষাংশ্চ শিলাশ্চাপ্যুপসংহরন্।
ভবন্তঃ সায়ুধাঃ সর্বে বানরাঃ শৈলপাণয়ঃ॥ ৩৬

'পর্বতশৃঙ্গসমূহ, বৃক্ষরাজি, শিলাখণ্ডগুলি একত্রিত করো, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ এবং প্রস্তরখণ্ডসমূহ হাতে নিয়ে তোমরা এবং সব বানরেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।'

রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলো হরিচমূপতিঃ।
শশাস বানরানীকং যথাবৎ কপিকুঞ্জরঃ॥ ৩৭

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা সমাদিষ্ট হয়ে বানরবীর, সেনাপতি নীল বানরসৈন্যদের যথোচিত কার্যের জন্য আদেশ দিলেন।

ততো গবাক্ষঃ শরভো হনুমানঙ্গদস্তথা।
শৈলশৃঙ্গানি শৈলাভা গৃহীত্বা দ্বারমভ্যয়ুঃ॥ ৩৮

তখন গবাক্ষ, শরভ, হনুমান, অঙ্গদ প্রমুখ পর্বতাকৃতি সম্পন্ন বানরেরা পর্বতশৃঙ্গসমূহ হাতে নিয়ে লঙ্কার দ্বারে দণ্ডায়মান হলেন।

রামবাক্যমুপশ্রুত্য হরয়ো নিজকাশিনঃ।
পাদপৈরর্দয়ন্ বীরা বানরাঃ পরবাহিনীম্॥ ৩৯

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শুনেই বানরবীরেরা বিজয়োল্লাসে সুশোভিত হয়ে বৃক্ষরাজি দ্বারা শত্রুসৈন্যদের পীড়িত করতে লাগল।

ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
ররাজ শৈলোদ্যতবৃক্ষহস্তম্।
গিরেঃ সমীপানুগতং যথৈব
মহন্মহাম্ভোধরজালমুগ্রম্॥ ৪০

তখন বানরদের ভয়ানক সৈন্যরা হাতে পর্বতশিখর এবং বৃক্ষরাজি নিয়ে পর্বতশিখরে ঘন পুঞ্জীভূত মেঘরাজির ন্যায় সুশোভিত হচ্ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬২)

কুম্ভকর্ণের রাবণ-ভবনে প্রবেশ, রামের কাছ থেকে ভয়ের কথা জানিয়ে কুম্ভকর্ণকে শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য রাবণের প্রেরণা দান

স তু রাক্ষসশার্দূলো নিদ্রামদসমাকুলঃ।
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং যযৌ বিপুলবিক্রমঃ॥ ১

নিদ্রা ও মদে সমাকুল বিপুল পরাক্রমী রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ সুন্দর রাজপথ দিয়ে চলতে লাগল।

রাক্ষসানাং সহস্রৈশ্চ বৃতঃ পরমদুর্জয়ঃ।
গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষেণ কীর্যমাণস্তদা যযৌ॥ ২

অত্যন্ত দুর্জয় সেই রাক্ষসবীরকে হাজার হাজার রাক্ষস বেষ্টন করে আছে, পথিপার্শ্বস্থ ভবনগুলি থেকে তার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল।

স হেমজালবিততং ভানুভাস্বরদর্শনম্।
দদর্শ বিপুলং রম্যং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্॥ ৩

সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত সূর্যতুল্য দীপ্যমান রাক্ষসরাজ রাবণের সুবিশাল এবং রমণীয় প্রাসাদ সে দর্শন করল।

স তন্তদা সূর্য ইবাভ্রজালং
প্রবিশ্য রক্ষোধিপতের্নিবেশনম্।
দদর্শ দূরেঽগ্রজমাসনস্থং
স্বয়ংভুবং শক্র ইবাসনস্থম্॥ ৪

সূর্য যেমন কখনো কখনো মেঘের অন্তরালে প্রবেশ করে, তদনুরূপ কুম্ভকর্ণও রাক্ষসরাজের প্রাসাদে প্রবেশ করলো এবং দূরে সিংহাসনে বিরাজমান আপন অগ্রজকে দর্শন করল, যেন দেবরাজ ইন্দ্র কমলাসনস্থ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন।

ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোগণসমন্বিতঃ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্॥ ৫

রাক্ষসদের সঙ্গে ভ্রাতৃভবনে গমনকালে কুম্ভকর্ণের প্রতিটি পদক্ষেপে মেদিনী কম্পিতা হচ্ছিল।

সোঽভিগম্য গৃহং ভ্রাতুঃ কক্ষ্যামভিবিগাহ্য চ।
দদর্শোদ্বিগ্নমাসীনং বিমানে পুষ্পকে গুরুম্॥ ৬

ভ্রাতৃগৃহে গিয়ে সে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করল, সেখানে সে তার উদ্বিগ্ন অগ্রজকে পুষ্পক বিমানে বিরাজমান অবস্থায় দেখল।

অথ দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমুপস্থিতম্।
তূর্ণমুত্থায় সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ষমুপানয়ৎ॥ ৭

অনন্তর দশানন রাবণ কুম্ভকর্ণকে সমুপস্থিত দেখে দ্রুত উত্থিত হয়ে সানন্দে তাকে নিকটে আহ্বান করলেন।

অথাসীনস্য পর্যঙ্কে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
ভ্রাতুর্ববন্দে চরণৌ কিং কৃত্যমিতি চাব্রবীৎ॥ ৮

অতঃপর সিংহাসনে সমাসীন অগ্রজের চরণ বন্দনা করে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল —'আমাকে কী করতে হবে ?'

উৎপত্য চৈনং মুদিতো রাবণঃ পরিষস্বজে।
স ভ্রাত্রা সম্পরিষ্বক্তো যথাবচ্চাভিনন্দিতঃ॥ ৯

রাবণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উঠে কুম্ভকর্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাকে আলিঙ্গন করে রাবণ তাঁর ভাইকে যথাযথভাবে অভিনন্দিত করলেন।

কুম্ভকর্ণঃ শুভং দিব্যং প্রতিপেদে বরাসনম্।
স তদাসনমাশ্রিত্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ১০
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদ্ রাবণং বাক্যমব্রবীৎ।

তদনন্তর সুন্দর দিব্য সিংহাসনে কুম্ভকর্ণকে বসানো হল, মহাবলী কুম্ভকর্ণ সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে ক্রোধে রক্তলোচন রাবণকে বলল—

কিমর্থমহমাদৃত্য ত্বয়া রাজন্ প্রবোধিতঃ॥ ১১
শংস কস্মাদ্ ভয়ং তেঽত্র কো বা প্রেতো ভবিষ্যতি।

'হে রাজন্ ! কী কারণে আপনি মহাসমাদরে আমাকে প্রবোধিত করেছেন ? কার ভয়ে আপনি ভীত হয়েছেন অথবা কাকে যমলোকে প্রেরণ করতে হবে ?'

ভ্রাতরং রাবণঃ ক্রুদ্ধং কুম্ভকর্ণমবস্থিতম্॥ ১২
রোষেণ পরিবৃত্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বাক্যমব্রবীৎ।

তখন রাবণ তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ক্রুদ্ধ ভাই কুম্ভকর্ণকে ক্রোধে ঘূর্ণিত নয়নে বলল—

অদ্য তে সুমহান্ কালঃ শয়ানস্য মহাবল॥ ১৩

সুপ্তস্ত্বং ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্।

'হে মহাবলী ! সুদীর্ঘকাল তুমি নিদ্রিত অবস্থায় যাপন করেছ। গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন থাকায় তুমি জানো না যে রামের জন্যই আমার ভয়।

এষ দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতো বলী॥ ১৪
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মূলং নঃ পরিকৃন্ততি।

'এই দশরথনন্দন বলবান শ্রীমান রাম সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এখানে এসে আমাদের বংশকে ধ্বংস করছে।

হন্ত পশ্যস্ব লঙ্কায়াং বনান্যুপবনানি চ॥ ১৫
সেতুনা সুখমাগত্য বানরৈকার্ণবং কৃতম্।

'হায় ! তুমি দেখো, সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে সুখে লঙ্কায় এসে এখানকার বন-উপবন সমুদ্রের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে।

যে রাক্ষসা মুখ্যতমা হতাস্তে বানরৈর্যুধি॥ ১৬
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কথঞ্চন।
ন চাপি বানরা যুদ্ধে জিতপূর্বাঃ কদাচন॥ ১৭

'আমাদের প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ যুদ্ধে বানরদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে বানরদের কোনোভাবেই আমি ক্ষয় হতে দেখছি না। ইতিপূর্বে যুদ্ধে কখনো কোনো বানর জয়লাভ করেনি।

তদেতদ্ ভয়মুৎপন্নং ত্রায়স্বেহ মহাবল।
নাশয় ত্বমিমানদ্য তদর্থং বোধিতো ভবান্॥ ১৮

'ওহে মহাবলী ! সেইজন্যই আমার মনে এখন এই ভয় উৎপন্ন হয়েছে। এই বানরদের বিনষ্ট করে এই ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করো। এই কারণেই তোমাকে জাগরিত করা হয়েছে।

সর্বক্ষপিতকোশং চ স ত্বমভ্যুপপদ্য মাম্।
ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্॥ ১৯

'আমার কোষ শূন্য হয়ে গেছে। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করো। এখানে কেবল বালক এবং বৃদ্ধরাই অবশিষ্ট আছে।

ভ্রাতুরর্থে মহাবাহো কুরু কর্ম সুদুষ্করম্।
মযৈবং নোক্তপূর্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ॥ ২০

'মহাবাহু ! হে পরন্তপ ! আপন ভাইয়ের জন্য তুমি এই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করো। আমি ইতিপূর্বে কখনো কোনো ভাইকে এইরূপ অনুরোধ করিনি।

ত্বয্যস্তি মম চ স্নেহঃ পরা সম্ভাবনা চ মে।
দেবাসুরেষু যুদ্ধেষু বহুশো রাক্ষসর্ষভ॥ ২১
ত্বয়া দেবাঃ প্রতিব্যূহ্য নির্জিতাশ্চাসুরা যুধি॥ ২২

'তোমার প্রতি রয়েছে আমার গভীর স্নেহ এবং বিশেষ আশা। তুমি দেবাসুরের দ্বন্দ্বে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছ। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে তুমি দেবতাদের এবং অসুরদের বারংবার পরাস্ত করেছ।

তদেতৎ সর্বমাতিষ্ঠ বীর্যং ভীমপরাক্রম।
নহি তে সর্বভূতেষু দৃশ্যতে সদৃশো বলী॥ ২৩

'তুমি ভয়ানক পরাক্রমী। এই সব বীরকর্ম তুমি সম্পাদন করো, কারণ প্রাণিকুলের মধ্যে তোমার তুল্য দ্বিতীয় কোনো বলশালী বীর আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কুরুষ্ব মে প্রিয়হিতমেতদুত্তমং
যথাপ্রিয়ং প্রিয়রণ বান্ধবপ্রিয়।
স্বতেজসা ব্যথয় সপত্নবাহিনীং
শরদ্ঘনং পবন ইবোদ্যতো মহান্॥ ২৪

'তুমি যুদ্ধপ্রেমী এবং বন্ধুপ্রিয়। এখন তুমি আমার এই উত্তম হিতকর প্রিয় কার্য সম্পন্ন করো। শরৎকালে বায়ুর প্রবলবেগ যেমন মেঘরাজিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনিভাবে তুমি আপন তেজে আমার এই শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে তছনছ করে দাও।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৩)

কুম্ভকর্ণ কর্তৃক রাবণের কুকর্মের জন্য নিন্দা, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ দান

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো বভোষেদং বচনং প্রজহাস চ॥ ১

রাক্ষসরাজ রাবণের এইরূপ বিলাপ শুনে কুম্ভকর্ণ অট্টহাসি হেসে বলল—

দৃষ্টো দোষো হি যোঽস্মাভিঃ পুরা মন্ত্রবিনির্ণয়ে।
হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া॥ ২

'অগ্রজ আমার ! পূর্বে বিভীষণের সঙ্গে আলোচনাকালে আমরা তোমার মধ্যে যেসব দোষ দেখেছিলাম, বর্তমানেও তুমি সেই দোষ প্রাপ্ত হয়েছ, কারণ তুমি হিতৈষীদের বাক্যে আস্থা হারিয়েছ।

শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ॥ ৩

'দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি যেমন নরকে পতিত হয়, তেমনি তুমিও শীঘ্রই তোমার পাপকর্মের ফল লাভ করবে।

প্রথমং বৈ মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্।
কেবলং বীর্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ॥ ৪

'মহারাজ ! কেবল শক্তির অহংকারে এই কাজের পরিণামের কথা চিন্তা করোনি, এর হিতাহিতও বিচার করোনি।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কুর্যাদৈশ্বর্যমাস্থিতঃ।
পূর্বং চোত্তরকার্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ॥ ৫

'যে ঐশ্বর্যের কারণে আত্মহারা হয়ে পূর্বে করণীয় কার্য পরে করে এবং পরে অনুষ্ঠেয় কার্য বর্তমানে সম্পাদন করে, তার নীতি বা অনীতি বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই।

দেশকালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব॥ ৬

'দেশ, কাল বিচার না করে বিপরীত কার্য অনুষ্ঠান করলে তার ফলও বিপরীত হয়। সংস্কারহীন অগ্নিতে হবি প্রদান যেমন দুঃখদায়ক হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যঃ প্রপদ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ততে পথি॥ ৭

'যে রাজা মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং স্থান রূপে উপলক্ষিত সাম-দান-দণ্ড — এই তিন প্রকার কাজ, পাঁচ প্রকারে যুক্ত করে প্রয়োগ করেন (পাঁচ প্রকারের যোগ অর্থাৎ কার্যারম্ভের উপায়, পৌরুষ এবং দ্রব্যরূপ সম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ, বিপত্তি দূরীকরণের উপায় এবং কার্যসিদ্ধি— এই পাঁচ প্রকার যোগ), তিনিই উত্তম নীতি মার্গে বিদ্যমান, এইরূপ জানবেন।

যথাগমং চ যো রাজা সময়ং চ চিকীর্ষতি।
বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি॥ ৮

'যে রাজা নীতিশাস্ত্র অনুসারে আগমাদি-সময় বিচার সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ করে তদনুরূপ কার্য করেন এবং আপনবুদ্ধি অনুসারে সুহৃদদের বিচার করেন, তিনিই উত্তমমার্গে বিরাজমান। (আগমাদি সময় অর্থাৎ যখন আপন শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং শত্রুর শক্তি ক্ষয় হবে, তখন দণ্ডবিধানপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। যখন নিজশক্তি এবং শত্রুশক্তি সমান সমান হবে, তখন সামপূর্বক সন্ধিস্থাপন বিধেয় এবং যখন শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে এবং নিজ শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হবে, তখন তাকে কিছু দান করে তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে)।

ধর্মমর্থং হি কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাং পতে।
ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ॥ ৯

'হে রাক্ষসরাজ ! নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়েই ধর্ম-অর্থ-কাম এই সবের উপভোগ করেন অথবা এই তিনটির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলেও ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক ভাবে তা ভোগ করেন। (শাস্ত্রানুসারে প্রাতঃকাল ধর্ম সাধনের সময়, মধ্যাহ্ন কাল অর্থসাধনের এবং রাত্রিকাল কামসেবনের সময়। এই নির্দিষ্ট সময়গুলিতেই নির্দিষ্ট কার্যসমূহ সাধন করা উচিত। অথবা যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহলে প্রাতঃকালে ধর্ম ও অর্থ, মধ্যাহ্নকালে অর্থ ও ধর্ম এবং রাত্রিকালে কাম এবং অর্থ সাধন কর্তব্য। কিন্তু যে সবসময় কামের সাধন করে, সে পুরুষাধম।)

ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্॥ ১০

'ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ একথা যে রাজা অথবা রাজপুরুষ শুনেও বোঝে না, তার বহু শাস্ত্র অধ্যয়নও ব্যর্থ হয়।

উপপ্রদানং সান্ত্বং চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্।
যোগং চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবভৌ চ নয়ানয়ৌ॥ ১১
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।

নিবেবেতাত্মবাঁল্লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ॥ ১২

'হে রাক্ষসশিরোমণি ! মন্ত্রিদের সঙ্গে ভালোভাবে পরামর্শ করে যে দান, ভেদ এবং বিক্রম নীতি গ্রহণ করেন, পাঁচপ্রকার যোগ অবলম্বন করেন, ন্যায় অন্যায় বিচার করেন এবং উপযুক্ত সময়ে ধর্ম-অর্থ-কাম সেবন করেন, সে রাজা তিনি কখনো দুঃখ বা বিপদগ্রস্ত হন না।

হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্যাৎ কার্যমিহাত্মনঃ।
রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ॥ ১৩

'রাজার উচিত অর্থতত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি এবং মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক, সেই অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করা।

অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্‌ভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষভ্যন্তরীকৃতাঃ॥ ১৪

'শাস্ত্রার্থ সম্পর্কে অজ্ঞানী, পশুর মতো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা প্রগলভতাবশতঃ মন্ত্রিদের কথা না শুনে নিজেদের কথা বলতে চায়।

অশাস্ত্রবিদুষাং তেষাং কার্যং নাভিহিতং বচঃ।
অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞানাং বিপুলাং শ্রিয়মিচ্ছতাম্॥ ১৫

'শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এবং অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হয়েও যারা প্রভূত ঐশ্বর্যলাভ করতে ইচ্ছা করে, তাদের কথা কখনো শোনা উচিত নয়।

অহিতং চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ।
অবশ্যং মন্ত্রবহ্যাস্তে কর্তব্যাঃ কৃত্যদূষকাঃ॥ ১৬

'যারা ধৃষ্টতার কারণে অকল্যাণকর বাক্যকে হিতকর মনে করে, তারা কর্মকে দূষিত করে। পরামর্শ করার অযোগ্য এদের মন্ত্রণার সময় দূরে রাখাই হল কর্তব্য।

বিনাশয়ন্তো ভর্তারং সহিতাঃ শত্রুভির্বুধৈঃ।
বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ॥ ১৭

'কোনো কোনো মন্ত্রি বুদ্ধিমান শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপন প্রভুর বিনাশের জন্য বিপরীত সব কাজ করে।

তান্ ভর্তা মিত্রসংকাশানমিত্রান্ মন্ত্রনির্ণয়ে।
ব্যবহারেণ জানীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্॥ ১৮

'প্রভু তাঁর সেই মিত্রতুল্য অমিত্র মন্ত্রিদেরকে মন্ত্রণার সময় ব্যবহারের দ্বারা চিনে নেবেন। এইসব মন্ত্রিরা শত্রুর থেকে অর্থ গ্রহণ করে প্রভুর অনিষ্ট সাধন করে, তাই স্বামী এদের পরিহার করবেন।

চপলস্যেহ কৃত্যানি সহসানুপ্রধাবতঃ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ॥ ১৯

'চপল স্বভাবের রাজা কোনওরকম চিন্তা না করেই সবরকম কার্যে হস্তক্ষেপ করতে যান, তাঁর এই দুর্বলতার কথা জেনে শত্রুরা এই পথ দিয়েই রাজার সব কাজের মধ্যে প্রবেশ করে ; যেমন ক্রৌঞ্চপর্বতের মধ্যে অন্যের কৃত ছিদ্রপথে পক্ষীকুল প্রবেশ করে।

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে॥ ২০

'যে রাজা শত্রুকে অবহেলা করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন না, তিনি অচিরেই অনর্থের সম্মুখীন হন এবং আপন স্থান থেকে (সিংহাসন থেকে) চ্যুত হন।

যদুক্তমিহ তে পূর্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ।
তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ২১

'আপনার প্রিয়া মন্দোদরী এবং আমার অনুজ বিভীষণ আপনাকে পূর্বেই যা বলেছিল, তাই ছিল আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।'

তৎ তু শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণস্য ভাষিতম্।
ভ্রূকুটিং চৈব সংচক্রে ক্রুদ্ধশ্চৈনমভাষত॥ ২২

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে দশানন রাবণের ভ্রূযুগল কুটিল হয়ে উঠল এবং তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি বললেন—

মান্যো গুরুরিবাচার্যঃ কিং মাং ত্বমনুশাসসে।
কিমেবং বাক্‌শ্রমং কৃত্বা যদ্ যুক্তং তদ্ বিধীয়তাম্॥ ২৩

'মাননীয় গুরু এবং আচার্যের মতো তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ কেন ? এইভাবে কথা বলে পরিশ্রম করার কী প্রয়োজন ? এখন যা করা আবশ্যক, তাই করো।

বিভ্রমাচ্চিত্তমোহাদ্ বা বলবীর্যাশ্রয়েণ বা।
নাভিপন্নমিদানীং যদ্ ব্যর্থা তস্য পুনঃ কথা॥ ২৪

'ভ্রমবশতঃ বা চিত্তের মোহবশতঃ কিংবা আপন বলবীর্যের প্রভাবে আমি সেইসব কথা শুনিনি, যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, তা পুনরায় চর্চা করে কী হবে ?

অস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।
গতং তু নানুশোচন্তি গতং তু গতমেব হি॥ ২৫

মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু।

'যা গত হয়েছে, তাতো হয়েই গেছে, তার জন্য অনুশোচনা করে কী লাভ ? এখন এইসময়ে যা করা যুক্তিযুক্ত সেই বিষয়ে বিচার করো। আপন পরাক্রমের দ্বারা আমার অপকর্মজনিত দুঃখকে শান্ত করো।

যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি॥ ২৬

যদি কার্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্যতমং মতম্।

'আমার প্রতি যদি তোমার স্নেহ থাকে, বা নিজের মধ্যে তোমার যথেষ্ট পরাক্রম থাকে এবং আমার এই কার্যকে পরম কর্তব্য মনে করে হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকো, তাহলে যুদ্ধ করো।

স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে॥ ২৭
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে।

'সেই সুহৃদ, যে বিপন্নকে রক্ষা করার জন্য, দুঃখী জনের সাহায্যের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেয়। সেই বন্ধু, যে বিপথগামী হয়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করে।'

তমথৈবং ব্রুবাণং স বচনং ধীরদারুণম্॥ ২৮
রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় শনৈঃ শ্লক্ষ্ণমুবাচ হ।

রাবণকে এইরূপ ধীরে ধীরে দারুণ সব বাক্য বলতে দেখে কুম্ভকর্ণ অনুধাবন করল যে, তিনি রুষ্ট হয়েছেন, ফলে সেও ধীরে ধীরে মধুরবাক্য বলতে লাগল।

অতীব হি সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ম॥ ২৯
কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্বাক্যং বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্।

কুম্ভকর্ণ দেখল তার অগ্রজের ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় ক্ষুব্ধ। অতএব সে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল।

শৃণু রাজন্নবহিতো মম বাক্যমরিন্দম॥ ৩০
অলং রাক্ষসরাজেন্দ্র সন্তাপমুপপদ্য তে।
রোষং চ সম্পরিত্যজ্য স্বস্থো ভবিতুমর্হসি॥ ৩১

'হে শত্রুদমনকারী মহারাজ ! অবহিত হয়ে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। রাক্ষসরাজ ! সন্তাপ করে কী হবে ? আপনি রোষ ত্যাগ করে স্বস্থ হোন।

নৈতন্মনসি কর্তব্যং ময়ি জীবতি পার্থিব।
তমহং নাশয়িষ্যামি যৎ কৃতে পরিতপ্যতে॥ ৩২

'মহারাজ ! আমার জীবদ্দশায় আপনি এইরূপ চিন্তা কখনো করবেন না, আপনার সন্তাপের যা কারণ, আমি তাকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

অবশ্যং তু হিতং বাচ্যং সর্বাবস্থং ময়া তব।
বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব॥ ৩৩

'হে পৃথ্বীনাথ ! সব অবস্থাতেই আমি আপনার পক্ষে যা হিতকর, সেইরূপ বলব। অতএব ভ্রাতৃস্নেহের কারণে আমি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে এইরূপ বলেছি।

সদৃশং যচ্চ কালেঽস্মিন্ কর্তুং স্নেহেন বন্ধুনা।
শত্রূণাং কদনং পশ্য ক্রিয়মাণং ময়া রণে॥ ৩৪

'এই সময়ে বন্ধু কর্তৃক স্নেহবশতঃ যা করণীয় তাই আমি করব। আপনি দেখুন যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কিভাবে আপনার শত্রুদের সংহার করি।

অদ্য পশ্য মহাবাহো ময়া সমরমূর্ধনি।
হতে রামে সহ ভ্রাত্রা দ্রবন্তীং হরিবাহিনীম্॥ ৩৫

'মহাবাহো ! আজ আপনি দেখুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি কি করে ভাই সহ রামকে হত্যা করি এবং বানরবাহিনী কিভাবে পলায়ন করে।

অদ্য রামস্য তদ্ দৃষ্টা ময়াঽঽনীতং রণাচ্ছিরঃ।
সুখী ভব মহাবাহো সীতা ভবতু দুঃখিতা॥ ৩৬

'মহাবাহো ! আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি রামের মস্তক ছিন্ন করে আনব, যা দেখে আপনি আনন্দিত হবেন আর সীতা হবে দুঃখিতা।

অদ্য রামস্য পশ্যন্তু নিধনং সুমহৎ প্রিয়ম্।
লঙ্কায়াং রাক্ষসাঃ সর্বে যে তে নিহতবান্ধবাঃ॥ ৩৭

'লঙ্কায় যে সব রাক্ষসের বান্ধবেরা নিহত হয়েছে, তারাও আজ রামের মৃত্যু দেখবে, যা তাদের কাছে হবে অত্যন্ত প্রীতিদায়ক।

অদ্য শোকপরীতানাং স্ববন্ধুবধশোচিনাম্।
শত্রোর্যুধি বিনাশেন করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্॥ ৩৮

'আপনজন বিনাশের কারণে যারা এখন শোকহত, আজ যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করে তাদের চোখের জল মুছে দেব।

অদ্য পর্বতসংকাশং সসূর্যমিব তোয়দম্।
বিকীর্ণং পশ্য সমরে সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্॥ ৩৯

'আজ পর্বততুল্য বিশালাকায় বানররাজ সুগ্রীবকে যুদ্ধক্ষেত্রে সূর্যসহ মেঘবর্ণ তুল্য (কৃষ্ণবর্ণের মেঘের উপর সূর্যকিরণের রক্তিম আভা) রক্তাপ্লুত দেহে পতিত হতে দেখবে।[১]

কথং চ রাক্ষসৈরেভির্ময়া চ পরিসান্ত্বিতঃ।
জিঘাংসুভির্দাশরথিং ব্যথসে ত্বং সদানঘ॥ ৪০

'হে নিষ্পাপ রাক্ষসরাজ ! আমি আপনাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছি যে, আমি এবং এই রাক্ষস

(১)পর্বততুল্য সুগ্রীবের শরীর মেঘের মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণের ভয়ানক প্রহারে তা এমনই রক্তাক্ত হবে যে, [illegible] হবে, যেন মসী নিন্দিত কৃষ্ণবর্ণের মেঘের শরীরে সূর্যকিরণের রক্তিম আভা শোভিত হচ্ছে।

দশরথনন্দন রামকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

মাং নিহত্য কিল ত্বাং হি নিহনিষ্যতি রাঘবঃ।
নাহমাত্মনি সন্তাপং গচ্ছেয়ং রাক্ষসাধিপ॥ ৪১

'আমাকে হত্যা করার পরেই রামচন্দ্র আপনাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু হে রক্ষোরাজ ! আমি নিজের জন্য কোনোরকম সন্তাপ করছি না।

কামং ত্বিদানীমপি মাং ব্যাদিশ ত্বং পরন্তপ।
ন পরঃ প্রেক্ষণীয়স্তে যুদ্ধায়াতুলবিক্রম॥ ৪২

'হে পরন্তপ ! এখন আপনি আমাকে যুদ্ধের জন্য আদেশ প্রদান করুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম অতুলনীয়। যুদ্ধে আপনি আমাকে ছাড়া আর কারও প্রতি নির্ভরশীল হবেন না।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব মহাবলান্।
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবকমারুতৌ॥ ৪৩
তানহং যোধয়িষ্যামি কুবেরবরুণাবপি।

'আপনার মহাবলশালী শত্রুরা যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও হয়, তথাপি আমি তাদেরকেও বিনাশ করব।

গিরিমাত্রশরীরস্য শিতশূলধরস্য মে॥ ৪৪
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্ বৈ পুরন্দরঃ।

'আমার শরীর পর্বততুল্য সুবিশাল, আমার হাতে আছে সুতীক্ষ্ণ শূল, আমার তীক্ষ্ণ দন্ত বিকশিত করে ভয়ানক গর্জন করলে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হন।

অথ বা ত্যক্তশস্ত্রস্য মৃদ্নতস্তরসা রিপূন্॥ ৪৫
ন মে প্রতিমুখঃ কশ্চিৎ স্থাতুং শক্তো জিজীবিষুঃ।

'অথবা আমি যখন শস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের প্রতি ধাবিত হই, জীবন ধারণে আগ্রহী কোনো পুরুষ আমার সম্মুখস্থ হয় না।

নৈব শক্ত্যা ন গদয়া নাসিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৪৬
হস্তাভ্যামেব সংরভ্য হনিষ্যামি সবজ্রিণম্।

'শক্তি, গদা, তলোয়ার অথবা সুতীক্ষ্ণ বাণ—এসব কিছুই আমি নেব না। বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন সরোষে শত্রুদের বিনাশ করেন, আমিও তদনুরূপ রোষপূর্ণভাবে দুই হাত দিয়ে শত্রু নিধন করব।

যদি মে মুষ্টিবেগং স রাঘবোঽদ্য সহিষ্যতি॥ ৪৭
ততঃ পাস্যন্তি বাণৌঘা রুধিরং রাঘবস্য মে।

'যদি রামচন্দ্র আমার মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করতে সক্ষমও হয়, তাহলে আমার বাণসমূহ অবশ্যই তার রক্তপান করবে।

চিন্তয়া তপ্যসে রাজন্ কিমর্থং ময়ি তিষ্ঠতি॥ ৪৮
সোঽহং শত্রুবিনাশায় তব নির্যাতুমুদ্যতঃ।

'হে রাজন্ ! আমি থাকতে আপনি কেন চিন্তায় তাপিত হচ্ছেন ? আপনার শত্রুবিনাশের জন্য আমি এখনই রণভূমিতে যেতে উদ্যত হয়েছি।

মুঞ্চ রামাদ্ ভয়ং ঘোরং নিহনিষ্যামি সংযুগে॥ ৪৯
রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব সুগ্রীবং চ মহাবলম্।

'রামের কাছ থেকে আপনি যে দারুণ ভয় পেয়েছেন, তা আপনি ত্যাগ করুন। আমি যুদ্ধে রাম, লক্ষ্মণ এবং মহাবলশালী সুগ্রীবকে হত্যা করব।

হনূমন্তং চ রক্ষোঘ্নং যেন লঙ্কা প্রদীপিতা॥ ৫০
হরীংশ্চ ভক্ষয়িষ্যামি সংযুগে সমুপস্থিতে।
অসাধারণমিচ্ছামি তব দাতুং মহদ্ যশঃ॥ ৫১

'রাক্ষসঘাতক এবং লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমানকে আমি ধ্বংস করব। যুদ্ধে উপস্থিত অন্যান্য বানরদেরও আমি ভক্ষণ করব। অসাধারণ এবং মহান যশ আমি আপনাকে দিতে চাই।

যদি চেন্দ্রাদ্ ভয়ং রাজন্ যদি চাপি স্বয়ংভুবঃ।
ততোঽহং নাশয়িষ্যামি নৈশং তম ইবাংশুমান্॥ ৫২

'হে রাজন্ ! যদি আপনি ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মার ভয়েও ভীত হন, তাহলেও আমি তাদের বিনাশ করব, যেমন সূর্য রাত্রির অন্ধকারকে ধ্বংস করে।

অপি দেবাঃ শয়িষ্যন্তে ময়ি ক্রুদ্ধে মহীতলে।
যমং চ শময়িষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি পাবকম্॥ ৫৩

'আমি ক্রুদ্ধ হলে দেবতারাও ধরাশায়ী হয়ে যান। (মানুষ আর বানরদের কথা অধিক কি ?) মৃত্যুর অধিপতি যমকে আমি শান্ত করব, সর্বগ্রাসী অগ্নিকেও ভক্ষণ করব।

আদিত্যং পাতয়িষ্যামি সনক্ষত্রং মহীতলে।
শতক্রতুং বধিষ্যামি পাস্যামি বরুণালয়ম্॥ ৫৪

'নক্ষত্রসহ সূর্যকেও আমি ধরাতলে পতিত করব, ইন্দ্রকে বধ করব এবং সমুদ্রকেও পান করব।'

পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্।
দীর্ঘকালং প্রসুপ্তস্য কুম্ভকর্ণস্য বিক্রমম্॥ ৫৫
অদ্য পশ্যন্তু ভূতানি ভক্ষ্যমাণানি সর্বশঃ।

ন ত্বিদং ত্রিদিবং সর্বমাহারো মম পূর্যতে॥ ৫৬

'আমি পর্বতসমূহ বিচূর্ণ করব, পৃথিবী বিদীর্ণ করবো। দীর্ঘকাল ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের বিক্রম আজ সকলে দেখুক। ভক্ষণীয় সকল পশুই আমি ভোজন করি। আজ যদি সমগ্র ত্রিলোকও আমি আহার করি তথাপি আমার উদরপূর্তি হবে না।

বধেন তে দাশরথেঃ সুখাবহং
সুখং সমাহর্তুমহং ব্রজামি।
নিহত্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্বান্ হরিযূথমুখ্যান্॥ ৫৭

'দশরথনন্দন রামকে হত্যা করে আমি আপনাকে উত্তরোত্তর সুখ প্রাপ্ত করাতে এবং সুখ ও সৌভাগ্য দান করতে যাচ্ছি। লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করে আমি সকল বানর দলপতিদের ভোজন করব।

রমস্ব রাজন্ পিব চাদ্য বারুণীং
কুরুষ্ব কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্।
ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি॥ ৫৮

'রাজন্! আপনি সানন্দে রমণ করুন, মদ্যপান করুন, দুঃখ ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করুন। আজ আমা কর্তৃক রাম যমালয়ে গমন করলে, চিরকালের জন্য সীতা আপনার বশীভূতা হবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

কুম্ভকর্ণের প্রতি আক্ষেপ করে মহোদর নামক রাক্ষস দ্বারা রাবণের বিনা যুদ্ধেই অভীষ্ট লাভের উপায় কথন

তদুক্তমতিকায়স্য বলিনো বাহুশালিনঃ।
কুম্ভকর্ণস্য বচনং শ্রুত্বোবাচ মহোদরঃ॥ ১

বিশালদেহী, বলশালী এবং দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট কুম্ভকর্ণের এইরূপ কথা শুনে মহোদর নামক রাক্ষস বলল—

কুম্ভকর্ণ কুলে জাতো ধৃষ্টঃ প্রাকৃতদর্শনঃ।
অবলিপ্তো ন শক্নোষি কৃত্যং সর্বত্র বেদিতুম্॥ ২

'কুম্ভকর্ণ! তুমি উচ্চবংশজাত, কিন্তু তোমার দৃষ্টি নিম্নশ্রেণীর, তুমি প্রগলভ এবং দাম্ভিক, অবস্থা অনুসারে তোমার কী কর্তব্য তা তুমি জানো না।

নহি রাজা ন জানীতে কুম্ভকর্ণ নয়ানয়ৌ।
ত্বং তু কৈশোরকাদ্ ধৃষ্টঃ কেবলং বক্তুমিচ্ছসি॥ ৩

'ওহে কুম্ভকর্ণ! আমাদের মহারাজ ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে জানেন না এমন নয়। তুমি কেবল বালকসুলভ চপলতায় ধৃষ্টতাপূর্বক এইরূপ বলছ।

স্থানং বৃদ্ধিং চ হানিং চ দেশকালবিধানবিৎ।
আত্মনশ্চ পরেষাং চ বুধ্যতে রাক্ষসর্ষভঃ॥ ৪

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ দেশ-কাল-বিধান সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি নিজের এবং শত্রুপক্ষের স্থান, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় সম্পর্কেও ভালোভাবে জানেন।

যৎ তু শক্যং বলবতা কর্তুং প্রাকৃতবুদ্ধিনা।
অনুপাসিতবৃদ্ধেন কঃ কুর্যাৎ তাদৃশং বুধঃ॥ ৫

'বৃদ্ধদের অর্থাৎ গুরুজনদের উপাসনা অর্থাৎ সেবা করেনি যাঁরা, যাদের বুদ্ধি নিম্নশ্রেণীর—এইরূপ বলবান পুরুষেরাও যে কাজ করতে সক্ষম নয়—অনুচিত জেনে বুদ্ধিমান লোকেরা তা কী করে করতে সক্ষম হবে।

যাংস্তু ধর্মার্থকামাংস্ত্বং ব্রবীষি পৃথগাশ্রয়ান্।
অববোদ্ধুং স্বভাবেন নহি লক্ষণমস্তি তান্॥ ৬

'যে ধর্ম, অর্থ, কামের আশ্রয় তুমি পৃথক বলে উল্লেখ করেছো, তা যথাযথভাবে বোঝার ক্ষমতা

স্বভাববশতই তোমার মধ্যে নেই।

কর্ম চৈব হি সর্বেষাং কারণানাং প্রয়োজনম্।
শ্রেয়ঃ পাপীয়সাং চাত্র ফলং ভবতি কর্মণাম্॥ ৭

'একমাত্র কর্মই হলো সকল কারণের প্রয়োজক। পাপীদেরও কর্মফল পরিণামে শ্রেয়ঃ সাধন করে।

নিঃশ্রেয়সফলাবেব ধর্মার্থাবিতরাবপি।
অধর্মানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলং চ প্রত্যবায়িকম্॥ ৮

'ধর্ম এবং অর্থ সাধনের মাধ্যমে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। অধর্ম এবং অনর্থের কারণে প্রত্যবায় জনিত ফলভোগ করতে হয় (ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের জন্য কর্মই করতে হবে। ধর্ম অর্থাৎ জপ, ধ্যান প্রভৃতি অর্থ অর্থাৎ ধনসাধ্য যজ্ঞ, দান, দক্ষিণা প্রভৃতি কাম অর্থাৎ স্বর্গলাভাদি। কর্মের জন্যই শুভ এবং অশুভ ফললাভ হয়, কর্মকারী সেই ফল পেতে হয়। কিন্তু কর্ম করতে হয় নিষ্কামভাবে। এমনকী স্বর্গলাভাদি কামনাও পরিত্যাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়। নিষ্কামভাবে ধ্যান জপ প্রভৃতির দ্বারা ধর্মসাধন এবং ধনসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দক্ষিণার মাধ্যমে অর্থসাধনের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরিণাম স্বরূপ ফললাভ হয় মোক্ষ। পূর্বোক্ত জপাদিরূপ নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান না করলে অর্থাৎ নিত্য ক্রিয়া তথা নিত্য ধর্মের লোপ হলে অধর্ম এবং অনর্থ হয়। তার শাপজনিত ফলভোগ করতে হয়, কিন্তু কাম্য কর্মানুষ্ঠান না করলে কোনো প্রত্যবায় হয় না। ধর্ম ও অর্থ এবং কামের মধ্যে এইটিই হলো একটি বিশেষ পার্থক্য।)

ঐহলৌকিকপারক্যং কর্ম পুংভির্নিষেব্যতে।
কর্মাণ্যপি তু কল্যাণি লভতে কামমাস্থিতঃ॥ ৯

'ইহলোকে এবং পরলোকে জীবকে তার কর্মের দ্বারা অর্জিত ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু কাম্যকর্মের ফল মনোবাসনাপূর্ণতা জনিত সুখাদি জীব ইহলোকেও প্রাপ্ত হয়ে যায়, ধর্মাদি অনুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তির মতো তা কালান্তর অর্থাৎ লোকান্তরের অপেক্ষা রাখে না (এভাবে কাম, ধর্ম এবং অর্থ থেকে অনুপম প্রমাণিত হয়।)

তত্র কৢপ্তমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্যং মতং চ নঃ।
শত্রৌ হি সাহসং যৎ তৎ কিমিবাত্রাপনীয়তে॥ ১০

'হে রাজন্! কামরূপী পুরুষার্থ সাধন রাজার পক্ষে অকর্তব্য নয়। শত্রুর প্রতি সাহসিক কর্ম পালন করায় তা দোষণীয় হয় নি। (এখানে মহোদর রাবণের সীতাহরণাদি কর্মকে সমর্থন করেছে। এটি আদর্শ মত নয়। বাস্তবে ধর্ম, অর্থ এবং কামের মধ্যে ধর্মই প্রধান ; কারণ ধর্ম সাধনের মাধ্যমেই জগতের কল্যাণ সাধিত হয়।)

একস্যৈবাভিযানে তু হেতুর্যঃ প্রাক্তস্ত্বয়া।
তত্রাপ্যনুপপন্নং তে বক্ষ্যামি যদসাধু চ॥ ১১

'যুদ্ধ অভিযানে তুমি যে একাই যেতে চাইছ এবং সে বিষয়ে যে হেতু তুমি উল্লেখ করেছ, তা অনুচিত এবং অসঙ্গত ; এই বিষয়ে আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি মন দিয়ে শোনো—

যেন পূর্বং জনস্থানে বহবোঽতিবলা হতাঃ।
রাক্ষসা রাঘবং তং ত্বং কথমেকো জয়িষ্যসি॥ ১২

'যিনি পূর্বেই জনস্থানে বহুসংখ্যক বলশালী রাক্ষসকে হত্যা করেছেন সেই রঘুবংশী বীর শ্রীরামকে তুমি একা কী করে পরাস্ত করবে?

যে পূর্বং নির্জিতাস্তেন জনস্থানে মহৌজসঃ।
রাক্ষসাংস্তান্ পুরে সর্বান্ ভীতানদ্য ন পশ্যসি॥ ১৩

'জনস্থানে পূর্বেই যে মহাবলশালী রাক্ষসেরা রামচন্দ্রের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল, বর্তমানে লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত তাদের ভয় আজও দূরীভূত হয়নি। তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না।

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং রামং দশরথাত্মজম্।
সর্পং সুপ্তমহো বুদ্ধা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি॥ ১৪

'দশরথ নন্দন শ্রীরাম সিংহের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। তুমি কি জেনে বুঝে নিদ্রিত সর্পের নিদ্রাভঙ্গ করতে চাইছ?

জ্বলন্তং তেজসা নিত্যং ক্রোধেন চ দুরাসদম্।
কস্তং মৃত্যুমিবাসহ্যমাসাদয়িতুমর্হতি॥ ১৫

'শ্রীরামচন্দ্র আপন তেজে সর্বদাই দেদীপ্যমান। ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্জয় এবং মৃত্যুর ন্যায় অসহনীয় হয়ে ওঠেন। যুদ্ধে কে তাঁর মুখোমুখি হবে?

সংশয়স্থমিদং সর্বং শত্রোঃ প্রতিসমাসনে।
একস্য গমনং তাত নহি মে রোচতে ভৃশম্॥ ১৬

'আমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে সেই শত্রুর মুখোমুখি করালে তাদের জীবন সংশয় উপস্থিত হয়। অতএব হে তাত! তোমার এই একাকী যুদ্ধযাত্রা আমার ভাল লাগছে না। এর পরিণাম অতি ভয়ানক হবে।

হীনার্থস্তু সমৃদ্ধার্থং কো রিপুং প্রাকৃতং যথা।

নিশ্চিতং জীবিতত্যাগে বশমানেতুমিচ্ছতি॥ ১৭

'যে শত্রু সহায় সম্পন্ন এবং প্রাণত্যাগে ভয়হীন তথা শত্রুসংহার কার্যে নিশ্চিতরূপে উদ্যত তাকে সাধারণ মনে করে কোন অসহায় যোদ্ধা বশীভূত করার চেষ্টা করে?'

যস্য নাস্তি মনুষ্যেষু সদৃশো রাক্ষসোত্তম।
কথমাশংসসে যোদ্ধুং তুল্যোনেন্দ্রবিবস্বতোঃ॥ ১৮

'হে রাক্ষসোত্তম ! মানুষের মধ্যে যার তুল্য বীর নেই। (অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে পারে।) ইন্দ্র এবং সূর্যতুল্য সেই তেজস্বী বীরের সঙ্গে তুমি কেমন করে যুদ্ধ করতে চাইছো ?'

এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধং কুম্ভকর্ণং মহোদরঃ।
উবাচ রক্ষসাং মধ্যে রাবণং লোকরাবণম্॥ ১৯

মহোদর সরোষে কুম্ভকর্ণকে এইরূপ বলে সমস্ত রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থিত লোক পীড়নকারী রাবণকে সে বলল—

লব্ধা পুরস্তাদ্ বৈদেহীং কিমর্থ ত্বং বিলম্বসে।
যদীচ্ছসি তদা সীতা বশগা তে ভবিষ্যতি॥ ২০

'মহারাজ ! বৈদেহী সীতাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও আপনি কেন বিলম্ব করছেন ? (অর্থাৎ জনক তনয়াকে তো আপনি করায়ত্ত করেইছেন, তবে তাকে ভোগ করতে কেন কালক্ষয় করছেন।) আপনি ইচ্ছা করলেই তো সীতা আপনার বশীভূতা হবেন।

দৃষ্টঃ কশ্চিদুপায়ো মে সীতোপস্থানকারকঃ।
রুচিতশ্চেৎ স্বয়া বুদ্ধ্যা রাক্ষসেন্দ্র ততঃ শৃণু॥ ২১

'আপনার সেবায় সীতাকে নিযুক্ত করার জন্য আমি একটি উপায় বের করেছি। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! আপনি শুনুন, আপনার বিচার বুদ্ধি অনুসার যদি তা রুচিকর মনে হয়, তাহলে তাই করুন।

অহং দ্বিজিহ্বঃ সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণো বিতর্দনঃ।
পঞ্চ রামবধায়ৈতে নির্যান্তীত্যবঘোষয়॥ ২২

আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি (মহোদর), দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ এবং বিতর্দন এই পাঁচজন রাক্ষস রামকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছি।

ততো গত্বা বয়ং যুদ্ধং দাস্যামস্তস্য যত্নতঃ।
জেষ্যামো যদি তে শত্রূন্ নোপায়ৈঃ কার্যমস্তি নঃ॥ ২৩

'যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে সযত্নে যুদ্ধ করবো। যদি আমরা শত্রুদেরকে জয় করতে সক্ষম হই, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কোনো উপায়ের প্রয়োজন হবে না। (অর্থাৎ সীতাকে বশীভূত করার জন্য অন্য কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না, সীতা নিজে থেকেই আপনার বশীভূতা হবে।)

অথ জীবতি নঃ শত্রুর্যুয়ং চ কৃতসংযুগাঃ।
ততঃ সমভিপৎস্যামো মনসা যৎ সমীক্ষিতম্॥ ২৪

'যদি আমাদের শত্রু অজেয় হওয়ার কারণেই জীবিত থাকে, (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধে সফল হতে না পারি) তাহলে আমি মনে মনে যা চিন্তা করেছি, আমরা সেটাই সম্পন্ন করবো।

বয়ং যুদ্ধাদিহৈষ্যামো রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ।
বিদার্য স্বতনুং বাণৈ রামনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ॥ ২৫
ভক্ষিতো রাঘবোঽস্মাভির্লক্ষ্মণশ্চেতি বাদিনঃ।
ততঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামস্ত্বং নঃ কামং প্রপূরয়॥ ২৬

'রাম নামাঙ্কিত শর দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এখানে ফিরে এসে বলবো আমরা লক্ষ্মণসহ রামকে খেয়ে ফেলেছি। তখন আমরা আপনার চরণ ধরে বলবো, আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।'

ততোঽবঘোষয় পুরে গজস্কন্ধেন পার্থিব।
হতো রামঃ সহ ভ্রাত্রা সসৈন্য ইতি সর্বতঃ॥ ২৭

'হে পৃথিবীপতি ! আপনি হস্তীপৃষ্ঠে যে কোনো একজনকে চাপিয়ে নগরে সর্বত্র ঘোষণা করবেন যে, যুদ্ধে ভাইসহ রামচন্দ্র সসৈন্যে নিহত হয়েছে।

প্রীতো নাম ততো ভূত্বা ভৃত্যানাং ত্বমরিন্দম।
ভোগাংশ্চ পরিবারাংশ্চ কামান্ বসু চ দাপয়॥ ২৮
ততো মাল্যানি বাসাংসি বীরাণামনুলেপনম্।
পেয়ং চ বহু যোধেভ্যঃ স্বয়ং চ মুদিতঃ পিব॥ ২৯

'হে শত্রুদমনকারী ! অতঃপর আপনি প্রসন্নতা দেখিয়ে আপনার সেবকদের ভোগ্যদ্রব্য, কাম্যবস্তু, দাসদাসী, ধনরত্নসমূহ দান করবেন। বীরগণদের বস্ত্রসমূহ, মাল্যাদি অলংকার অনুলেপন অর্পণ করবেন। অন্যান্য যোদ্ধাদেরও বহুবিধ উপহার দান করে নিজে সানন্দে মদ্যপান করবেন।

ততোঽস্মিন্ বহুলীভূতে কৌলীনে সর্বতো গতে।
ভক্ষিতঃ সসুহৃদ্ রামো রাক্ষসৈরিতি বিশ্রুতে॥ ৩০

প্রবিশ্যাশ্বাস্য চাপি ত্বং সীতাং রহসি সান্ত্বয়ন্।
ধনধান্যৈশ্চ কামৈশ্চ রত্নৈশ্চৈনাং প্রলোভয়॥ ৩১

'তারপর যখন এই লোকবাদ বহুলভাবে সর্বত্র প্রচারিত হবে যে যুদ্ধে রাক্ষসেরা রামচন্দ্রকে সুহৃদ্‌সহ ভক্ষণ করেছে ; এমনকী কথাটি সীতারও কর্ণগোচর হবে তখন আপনি তার কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবেন এবং ধন-ধান্য কামবস্তুসমূহ, রত্নরাজি দ্বারা প্রলোভিত করবেন।

অনয়োপধয়া রাজন্ ভূয়ঃ শোকানুবন্ধয়া।
অকামা ত্বদ্বশং সীতা নষ্টনাথা গমিষ্যতি॥ ৩২

'হে রাজন্ ! এই প্রবঞ্চনার দ্বারা সীতা নিজেকে অনাথ জেনে শোকার্তা হয়ে আপনার প্রতি অনিচ্ছুক হলেও আপনারই বশীভূতা হবে।

রমণীয়ং হি ভর্তারং বিনষ্টমধিগম্য সা।
নৈরাশ্যাৎ স্ত্রীলঘুত্বাচ্চ ত্বদ্বশং প্রতিপৎস্যতে॥ ৩৩

'নিজের রমণীয় পতিকে মৃত জেনে নৈরাশ্যবশতঃ এবং স্ত্রীসুলভ চপলতার কারণে সে আপনার বশীভূত হবে।

সা পুরা সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্শিতা।
ত্বদধীনং সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি॥ ৩৪

'সীতা পূর্বে সুখেই লালিত-পালিত হয়েছে। সুখভোগের যোগ্য হয়েও সে এখন দুঃখক্লিষ্ট, ফলে আপনার অধীনেই এখন তার সুখ—এই কথা বুঝে সে সর্বতোভাবে আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে।

এতৎ সুনীতং মম দর্শনেন
রামং হি দৃষ্টৈবব ভবেদনর্থঃ।
ইহৈব তে সেৎস্যতি মোৎসুকো ভূ-
র্মহানযুদ্ধেন সুখস্য লাভঃ॥ ৩৫

'আমার দৃষ্টিতে এটিই সুন্দর নীতি। যুদ্ধে রামের সাক্ষাৎ হলেই আপনার অনর্থ (মৃত্যু) ঘটতে পারে। আপনি যুদ্ধযাত্রায় উৎসুক হবেন না। এইভাবেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হবে। বিনা যুদ্ধেই আপনার মহান সুখ লাভ হবে।

অনষ্টসৈন্যো হ্যনবাপ্তসংশয়ো
রিপুং ত্বযুদ্ধেন জয়ঞ্জনাধিপঃ।
যশশ্চ পুণ্যং চ মহান্মহীপতে
শ্রিয়ং চ কীর্তিং চ চিরং সমশ্নুতে॥ ৩৬

'মহারাজ ! যুদ্ধ না করেই যে রাজা শত্রুকে জয় করেন তাঁর সৈন্যহানিও ঘটে না, প্রাণসংশয়েরও আশঙ্কা থাকে না। তিনিই মহান যশ, পুণ্য, রাজলক্ষ্মী এবং সুদীর্ঘ কীর্তি লাভ করেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা

স তথোক্তস্তু নির্ভর্ৎস্য কুম্ভকর্ণো মহোদরম্।
অব্রবীদ্ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাবণং ততঃ॥ ১

মহোদর এইরূপ বললে কুম্ভকর্ণ তাকে তিরস্কার করল এবং তার ভাই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বলল—

সোঽদ্য তব ভয়ং ঘোরং বধাৎ তস্য দুরাত্মনঃ।
রামস্যাদ্য প্রমার্জামি নির্বৈরো হি সুখী ভব॥ ২

'আজ আমি দুরাত্মা রামকে হত্যা করে আপনার এই ভয়ানক ভয় দূর করবো আপনি শত্রুহীন হয়ে সুখী হবেন।'

গর্জন্তি ন বৃথা শূরা নির্জলা ইব তোয়দাঃ।
পশ্য সম্পদ্যমানং তু গর্জিতং যুধি কর্মণা॥ ৩

'শূরবীরেরা বৃষ্টিহীন মেঘের ন্যায় কখনো বৃথা গর্জন করে না। আপনি দেখবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের পরাক্রমেই আমি গর্জন করব।'

ন মর্ষয়ন্তি চাত্মানং সম্ভাবয়িতুমাত্মনা।
অদর্শয়িত্বা শূরাস্তু কর্ম কুর্বন্তি দুষ্করম্॥ ৪

'বীরপুরুষেরা কখনো ...

বাক্যের দ্বারা প্রকাশ না করেই তাঁরা দুষ্কর কর্মসমূহ সমাধান করেন।'

বিক্লবানাং হ্যবুদ্ধীনাং রাজ্ঞাং পণ্ডিতমানিনাম্।
রোচতে ত্বদ্বচো নিত্যং কথ্যমানং মহোদর॥ ৫

'মহোদর ! ভীরু, বুদ্ধিহীন এবং মিথ্যাই পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন যে রাজারা—তাঁদের কাছেই তোমার এই কথাগুলি ভালো লাগবে।'

যুদ্ধে কাপুরুষৈর্নিত্যং ভবদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
রাজানমনুগচ্ছদ্ভিঃ সর্বং কৃত্যং বিনাশিতম্॥ ৬

'যুদ্ধে তোমার মতো ভীরুরা রাজার তোষামোদ করে তার কথায় গলা মিলিয়ে সকল কিছুই পণ্ড করে।

রাজশেষা কৃতা লঙ্কা ক্ষীণঃ কোশো বলং হতম্।
রাজানমিমমাসাদ্য সুহৃচ্চিহ্নমমিত্রকম্॥ ৭

'লঙ্কার রাজশক্তি শেষ হতে চলেছে, রাজকোষ শূন্য, বহুসৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তোমরা এইরূপ রাজার সঙ্গে বন্ধুরূপে শত্রুতা করছ।

এষ নির্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জয়ে।
দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে॥ ৮

'এই দেখো, আমি শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য যুদ্ধে উদ্যত হয়ে তথা তোমাদের দুর্নয়ের (নীতিবিরুদ্ধ আচরণের) সমাধান করতে মহাসমরে যাত্রা করছি।'

এবমুক্তবতো বাক্যং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং প্রহসন্ রাক্ষসাধিপঃ॥ ৯

ধীমান কুম্ভকর্ণ এইরূপ বললে রাক্ষসরাজ রাবণ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—

মহোদরোঽয়ং রামাৎ তু পরিত্রস্তো ন সংশয়ঃ।
ন হি রোচয়তে তাত যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ॥ ১০

'যুদ্ধবিশারদ তাত ! এই মহোদর শ্রীরামের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছে এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই, এইজন্যই যুদ্ধে তাঁর এত অনীহা।

কশ্চিন্মে ত্বৎসমো নাস্তি সৌহৃদেন বলেন চ।
গচ্ছ শত্রুবধায় ত্বং কুম্ভকর্ণ জয়ায় চ॥ ১১

'হে কুম্ভকর্ণ ! সৌহার্দে এবং শক্তিতে তোমার তুল্য আমার আর কেউ নেই, অতএব শত্রুবধের জন্য এবং বিজয়লাভের জন্য তুমি যুদ্ধযাত্রা করো।

শয়ানঃ শত্রুনাশার্থং ভবান্ সম্বোধিতো ময়া।
অয়ং হি কালঃ সুমহান্ রাক্ষসানামরিন্দম॥ ১২

'রাক্ষসকুলের শত্রুদমনকারী ! তুমি নিদ্রিত ছিলে, তোমার দ্বারা শত্রু সংহারের জন্যই আমি তোমাকে জাগ্রত করেছি। যুদ্ধযাত্রার জন্য এখনই হলো সর্বোত্তম কাল।

সংগচ্ছ শূলমাদায় পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ভক্ষয়াদিত্যতেজসৌ॥ ১৩

'পাশহস্ত যমের মতো তুমিও শূল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করো। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারদ্বয়কে এবং বানরদেরকে তুমি ভক্ষণ করো।

সমালোক্য তু তে রূপং বিদ্রবিষ্যন্তি বানরাঃ।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি হৃদয়ে প্রস্ফুটিষ্যতঃ॥ ১৪

'তোমার রূপ (বিশাল এবং বিকট আকৃতি) দেখে বানরেরা ভয়ে পলায়ন করবে এবং রামলক্ষ্মণ উভয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হবে।'

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ১৫

মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে এইরূপ বলে মহাতেজস্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ নিজের পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে করলেন।

কুম্ভকর্ণবলাভিজ্ঞো জানংস্তস্য পরাক্রমম্।
বভূব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ॥ ১৬

রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাকে এই কথা বলে নির্মল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল আনন্দে ভরে উঠলেন।

ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টো নির্জগাম মহাবলঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা যোদ্ধুমুদ্যুক্তবাংস্তদা॥ ১৭

রাবণ এইরূপ বললে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করলো। রাজার কথা শুনে তখন যুদ্ধে উদ্যত হয়ে সে তখনই লঙ্কাপুরী থেকে নির্গত হল।

আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
সর্বং কালায়সং দীপ্তং তপ্তকাশ্চনভূষণম্॥ ১৮

শত্রুসংহারকারী সেই মহাবীর হাতে নিল অত্যন্ত দ্রুতগামী ও সুতীক্ষ্ণ শূল, কৃষ্ণবর্ণের সেই অস্ত্র ছিল আদ্যন্ত লৌহনির্মিত। তার শরীর ছিল উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।

ইন্দ্রাশনিসমপ্রখ্যং বজ্রপ্রতিমগৌরবম্।
দেবদানবগন্ধর্বযক্ষপন্নগসূদনম্॥ ১৯

তার কান্তি ছিল ইন্দ্রের অশনিতুল্য বজ্রের মতো দৃঢ়

এবং গৌরবযুক্ত। এই অস্ত্রগুলি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং সর্পদেরও সংহার করতে সক্ষম।

রক্তমাল্যমহাদামং স্বতশ্চোদ্‌গতপাবকম্।
আদায় বিপুলং শূলং শত্রুশোণিতরঞ্জিতম্॥ ২০
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাবণং বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যাম্যহমেকাকী তিষ্ঠত্বিহ বলং মম॥ ২১

রক্তবর্ণের সুবিশাল পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত শত্রুর রক্তে রঞ্জিত সেই ভয়ানক শূল দেখে মনে হচ্ছিল যেন অগ্নিশিখা স্বতোৎসারিত হচ্ছে (আপনা থেকেই ঠিকরে বের হচ্ছে)। মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ সেই ভয়ানক শূল হাতে নিয়ে রাবণকে এইরূপ বলল— 'আমার সকল সৈন্য এইখানেই অবস্থান করুন। আমি একাকী যুদ্ধযাত্রা করছি।

অদ্য তান্ ক্ষুধিতঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়িষ্যামি বানরান্।
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২২

'আজ আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত এবং ক্রুদ্ধ। সেইজন্য সব বানরদেরকে আমি ভক্ষণ করব।' কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে রাবণ তাকে এইরূপ বললেন—

সৈন্যৈঃ পরিবৃতো গচ্ছ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ।
বানরা হি মহাত্মানঃ শূরাঃ সুব্যবসায়িনঃ॥ ২৩
একাকিনং প্রমত্তং বা নয়েয়ুর্দশনৈঃ ক্ষয়ম্।
তস্মাৎ পরমদুর্ধর্ষৈঃ সৈন্যৈঃ পরিবৃতো ব্রজ।
রক্ষসামহিতং সর্বং শত্রুপক্ষং নিষূদয়॥ ২৪

'কুম্ভকর্ণ! শূল, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রধারী সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করো। মহাত্মা বানরেরা যুদ্ধে মহাবীর এবং সুনিপুণ। তোমাকে একাকী অথবা অসতর্ক অবস্থায় দেখলে দংশন করে ক্ষতিবিক্ষত করবে। অতএব অত্যন্ত দুর্ধর্ষ রাক্ষসসৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুরক্ষিতভাবে যাত্রা করো। রাক্ষসদের অকল্যাণকারী সকল শত্রুদলকে তুমি সংহার করো।'

অথাসনাৎ সমুৎপত্য স্রজং মণিকৃতান্তরাম্।
আববন্ধ মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ॥ ২৫

এই বলে মহাতেজস্বী রাবণ আপন সিংহাসন থেকে উত্থিত হয়ে কুম্ভকর্ণকে মণিমণ্ডিত স্বর্ণমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করালেন।

অঙ্গদান্যঙ্গুলীবেষ্টান্ বরাণ্যাভরণানি চ।
হারং চ শশিসংকাশমাববন্ধ মহাত্মনঃ॥ ২৬

বাজুবন্ধ, আংটি সহ চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা মহাকায় কুম্ভকর্ণকে সুসজ্জিত করা হলো।

দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ।
গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শ্রোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে॥ ২৭

শুধু তাই নয় রাবণ তার সারা শরীর দিব্য এবং সুগন্ধী মালা দ্বারা সুসজ্জিত করালেন, দুই কানে পরিয়ে দিলেন কুণ্ডল।

কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরনিষ্কাভরণভূষিতঃ।
কুম্ভকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহুতোঽগ্নিরিবাবভৌ॥ ২৮

অগ্নিদেব যেমন আহুতি লাভ করে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন, কুম্ভকর্ণও তেমনি সোনার অঙ্গদ, কেয়ূর পদক এবং বৃহৎ কর্ণের উপযুক্ত কর্ণাভরণে ভূষিত হয়ে অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যরাজত।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ॥ ২৯

কৃষ্ণবর্ণের স্থূল শ্রোণীসূত্র (কোমরবন্ধ) পরিধান করায় তাকে সমুদ্র মন্থনকালে বাসুকী নাগ বেষ্টিত মন্দর পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

স কাঞ্চনং ভারসহং নিবাতং
বিদ্যুৎপ্রভং দীপ্তমিবাত্মভাসা।
আবধ্যমানঃ কবচং ররাজ
সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ॥ ৩০

অনন্তর কুম্ভকর্ণ দৃঢ় আঘাত সহ্য করতে সক্ষম, স্বর্ণনির্মিত, অভেদ্য তথা বিদ্যুতের ন্যায় আপন প্রভায় দেদীপ্যমান একটি বর্ম পরিধান করলো, যা পরিধান করার ফলে তাকে বর্ষার সন্ধ্যাকালীন লাল মেঘবেষ্টিত গিরিরাজ হিমালয়ের মতো দৃঢ় এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সর্বাভরণসর্বাঙ্গঃ শূলপাণিঃ স রাক্ষসঃ।
ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহো নারায়ণ ইবাবভৌ॥ ৩১

সেই রাক্ষসের সমস্ত শরীর সকল আভরণে ভূষিত। শূল হাতে নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হলে তাকে ত্রিবিক্রম নারায়ণের মতো মনে হচ্ছিল।

ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ॥ ৩২

ভ্রাতাকে বক্ষে আলিঙ্গন করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে এবং নতমস্তকে প্রণাম করে সেই মহাবলী বীর যুদ্ধযাত্রা করল।

তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।

শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ॥ ৩৩

তখন রাবণ তাকে উত্তমরূপে আশীর্বাদ করে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য সহযোগে বিদায় জানালেন ; সেই সময়ে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি রণবাদ্য নিনাদিত হল।

তং গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ স্যন্দনৈশ্চাম্বুদস্বনৈঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো রথিনো রথিনাং বরম্॥ ৩৪

মেঘগম্ভীরধ্বনি তুল্য রথধ্বনি তথা হস্তী এবং অশ্বের নিনাদ সহযোগে রথারোহণ পূর্বক অনেকানেক মহামনস্বী, মহাবীর রথীশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করল।

সর্পৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব সিংহদ্বিপমৃগাদ্বিজৈঃ।
অনুজগ্মুশ্চ তং ঘোরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্॥ ৩৫

বহুসংখ্যক রাক্ষস সাপ, উট, গাধা, সিংহ, হাতি, মৃগ এবং পক্ষী সঙ্গে নিয়ে মহাবলশালী সেই ভয়ানক রাক্ষস কুম্ভকর্ণের অনুগমন করল।

স পুষ্পবর্ষৈরবকীর্যমাণো
ধৃতাতপত্রঃ শিতশূলপাণিঃ।
মদোৎকটঃ শোণিতগন্ধমত্তো
বিনির্যয়ৌ দানবদেবশত্রুঃ॥ ৩৬

তখন তার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো, মাথায় শোভিত হচ্ছিল শ্বেতছত্র, হাতে সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল। দেবতা ও দানবদের এই শত্রু যখন নির্গত হলো তখন সে রক্তের গন্ধে উন্মত্ত।

পদাতয়শ্চ বহবো মহানাদা মহাবলাঃ।
অন্বয়ূ রাক্ষসা ভীমা ভীমাক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৩৭

তার সঙ্গে নির্গত হল অতিশয় বলবান তীব্র গর্জনকারী, ভয়ানক নেত্রধারী বিকটরূপী অসংখ্য পদাতিক রাক্ষস। তাদের হাতে ছিল নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র।

রক্তাক্ষাঃ সুবহুব্যামা নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ।
শূলানুদ্যম্য খড়্গাংশ্চ নিশিতাংশ্চ পরশ্বধান্॥ ৩৮
ভিন্দিপালাংশ্চ পরিঘান্ গদাশ্চ মুসলানি চ।
তালস্কন্ধাংশ্চ বিপুলান্ ক্ষেপণীয়ান্ দুরাসদান্॥ ৩৯

তাদের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ, বর্ণ নীলাঞ্জনতুল্য (কালো কাজলের মতো), দেহের আয়তন সুবিশাল। হাতে উদ্যত শূল, তরবারি, তীক্ষ্ণ কুঠার, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, তালগাছের স্কন্ধ ইত্যাদি নানাবিধ দূরক্ষেপনীয় অভেদ্য অস্ত্রসমূহ।

অথান্যদ্বপুরাদায় দারুণং ঘোরদর্শনম্।
নিষ্পপাত মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ৪০

অনন্তর মহাতেজস্বী, মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ অতি বড়ই উগ্র রূপ ধারণ করল, যা দেখই ভীতির সঞ্চার হয়। এভাবে সে যুদ্ধযাত্রা করল।

ধনুঃশতপরীণাহঃ স ষট্‌শতসমুচ্ছ্রিতঃ।
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ॥ ৪১

তার শরীর হয়েছিল বিশাল পর্বতের মতো ভয়ংকর, তার দেহের বিস্তার ছিল ছয়শত ধনুকতুল্য, উচ্চতা একশত ধনুকের সমান, অক্ষিযুগল রথচক্রতুল্য।

সন্নিপত্য চ রক্ষাংসি দগ্ধশৈলোপমো মহান্।
কুম্ভকর্ণো মহাবক্ত্রঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ৪২

দগ্ধ পর্বততুল্য[১] বিশাল কুম্ভকর্ণ রাক্ষস সৈনাদের ব্যূহ রচনা করে তার সুবিস্তৃত মুখে বিকট হাস্য করতে করতে বলল—

অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ।
নির্দহিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ॥ ৪৩

'রাক্ষসগণ ! আগুন যেমন পতঙ্গদের পুড়িয়ে ফেলে, আমিও তেমনিভাবে প্রধান প্রধান বানরদের এক-একটি দলকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে ভস্ম করে দেব।

নাপরাধ্যন্তি মে কামং বানরা বনচারিণঃ।
জাতিরস্মদ্বিধানাং সা পুরোদ্যানবিভূষণম্॥ ৪৪

'বনবাসী বানরেরা তো স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে কোনো অপরাধ করেনি। তারা হল আমাদের রাক্ষসদের উদ্যান এবং নগরী সমূহের আভূষণ স্বরূপ।

পুররোধস্য মূলং তু রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
হতে তস্মিন্ হতং সর্বং তং বধিষ্যামি সংযুগে॥ ৪৫

'আমাদের লঙ্কাপুরী অবরোধের মূলে আছেন লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্র। যুদ্ধে সর্বাগ্রে তাদেরকে হত্যা করে সব বানরসেনাদের আমি হত্যা করব।'

এবং তস্য ব্রুবাণস্য কুম্ভকর্ণস্য রাক্ষসাঃ।
নাদং চক্রুর্মহাঘোরং কম্পয়ন্ত ইবার্ণবম্॥ ৪৬

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে তার রাক্ষসসৈন্যরা ভয়ংকর গর্জন করে উঠল, তার ফলে যেন সমুদ্রও প্রকম্পিত হল।

তস্য নিষ্পততস্তূর্ণং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ।

[১]দাবানলের কারণে যে পর্বত দগ্ধ হয়েছে।

বভূবুর্ঘোররূপাণি নিমিত্তানি সমন্ততঃ॥ ৪৭

শ্রীমান কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে চতুর্দিকে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক দৃশ্য দেখা যেতে লাগল।

উল্কাশনিযুতা মেঘা বভূবুর্গর্দভারুণাঃ।
সসাগরবনা চৈব বসুধা সমকম্পত॥ ৪৮

উল্কা এবং অশনিযুক্ত মেঘরাশির বর্ণ হলো রক্তবর্ণবিশিষ্ট গর্দভতুল্য। সাগর এবং বনরাজি সহ ধরিত্রী কম্পমানা হয়ে উঠল।

ঘোররূপাঃ শিবা নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি ববন্ধুশ্চ বিহঙ্গমাঃ॥ ৪৯

ভয়ানক শৃগালগুলি মুখ দিয়ে অগ্নি উদগীরণ করতে করতে বিকট রবে চিৎকার করতে লাগল। পাখিরা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিকূলভাবে পরিক্রমণ করছিল।

নিষ্পপাত চ গৃধ্রোঽস্য শূলে বৈ পথি গচ্ছতঃ।
প্রাস্ফুরন্নয়নং চাস্য সব্যো বাহুরকম্পত॥ ৫০

পথচলার সময়ে কুম্ভকর্ণের শূলের উপর একটি শকুন এসে বসল। তার বাম চক্ষু এবং বাম বাহু প্রকম্পিত হল।

নিষ্পপাত তদা চোল্কা জ্বলন্তী ভীমনিঃস্বনা।
আদিত্যো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন বাতি চ সুখোঽনিলঃ॥ ৫১

সেইসময় প্রচণ্ড শব্দ করে জ্বলন্ত উল্কা নিপতিত হলো। সূর্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল। বাতাসের বেগ তীব্র হওয়ায় তা অসুখকর হয়ে উঠল।

অচিন্তয়ন্ মহোৎপাতানুদিতান্ রোমহর্ষণান্।
নির্যযৌ কুম্ভকর্ণস্তু কৃতান্তবলচোদিতঃ॥ ৫২

এইরূপ রোমহর্ষক মহা মহা উৎপাত দেখেও সে বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা না করে কালের শক্তিতে প্রেরিত হয়ে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধযাত্রা করল।

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং পদভ্যাং পর্বতসন্নিভঃ।
দদর্শাভ্রঘনপ্রখ্যং বানরানীকমদ্ভুতম্॥ ৫৩

পর্বততুল্য সুউচ্চ কুম্ভকর্ণ লঙ্কার প্রাকার দুপায়ে লঙ্ঘন করে দেখল মেঘপুঞ্জের মতো অদ্ভুতভাবে বানরসেনারা অবস্থানরত।

তে দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং বানরাঃ পর্বতোপমম্।
বায়ুনুন্না ইব ঘনা যযুঃ সর্বা দিশস্তদা॥ ৫৪

সেই বানরেরা পর্বততুল্য শ্রেষ্ঠ রাক্ষসকে দেখে বাতাহত মেঘরাজির মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল।

তদ্ বানরাণীকমতিপ্রচণ্ডং
দিশো দ্রবদ্ভিন্নমিবাভ্রজালম্।
স কুম্ভকর্ণঃ সমবেক্ষ্য হর্ষা-
ন্ননাদ ভূয়ো ঘনবদ্‌ঘনাভঃ॥ ৫৫

মেঘবর্ণ প্রচণ্ড বানরবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন মেঘের মতো চতুর্দিকে পলায়মান দেখে মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ কুম্ভকর্ণ আনন্দে জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জন করে উঠল।

তে তস্য ঘোরং নিনদং নিশম্য
যথা নিনাদং দিবি বারিদস্য।
পেতুর্ধরণ্যাং বহবঃ প্লবঙ্গা
নিকৃত্তমূলা ইব শালবৃক্ষাঃ॥ ৫৬

আকাশস্থিত মেঘের গর্জনতুল্য রাক্ষসের প্রচণ্ড গর্জন শুনে বহুসংখ্যক বানর ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হল।

বিপুলপরিঘবান্ স কুম্ভকর্ণো
রিপুনিধনায় বিনিঃসৃতো মহাত্মা।
কপিগণভয়মাদদৎ সুভীমং
প্রভুরিব কিঙ্করদণ্ডবান্ যুগান্তে॥ ৫৭

শূল এবং বিপুল পরিঘধারী মহাকায় রাক্ষস কুম্ভকর্ণ শত্রুনিধনের জন্য পুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বানরদের নিদারুনভাবে ভীত করে, প্রলয়কালে কালদণ্ডধারী কৃতান্তদেবের ন্যায় অবস্থান করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পয়ষট্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে পয়ষট্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

পলায়মান বানরদেরকে অঙ্গদ কর্তৃক আশ্বাসপ্রদান, পুনরায় বানরদের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং গিরিকূটোপমো মহান্।
নির্যযৌ নগরাৎ তূর্ণং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ১

গিরিশৃঙ্গের মতো সুবিশাল মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ সতেজে সুউচ্চ প্রাকার লঙ্ঘন করে লঙ্কা নগরী থেকে নির্গত হল।

ননাদ চ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্।
বিজয়ন্নিব নির্ঘাতান্ বিধমন্নিব পর্বতান্॥ ২

তার সুউচ্চ গম্ভীর গর্জনধ্বনি সমুদ্রে, পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেগুলিকে বিদ্যুতের মতো আলোড়িত করল।

তমবধ্যং মঘবতা যমেন বরুণেন বা।
প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তং বানরা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ৩

ইন্দ্র, যম অথবা বরুণের দ্বারাও অবধ্য ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট সেই রাক্ষসকে আসতে দেখে বানরেরা পালাতে লাগল।

তাংস্তু বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা রাজপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
নলং নীলং গবাক্ষং চ কুমুদং চ মহাবলম্॥ ৪

তাদেরকে পালাতে দেখে রাজকুমার অঙ্গদ মহাবলশালী নল, নীল, গবাক্ষ এবং কুমুদকে বলল—

আত্মনস্তানি বিস্মৃত্য বীর্যাণ্যভিজনানি চ।
ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা॥ ৫

'নিজেদের বংশমর্যাদা ও বীর্যবত্তা ভুলে গিয়ে বীর বানরের দল তোমরা সাধারণ বানরদের মতো ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কোথায় পলায়ন করছো ?

সাধু সৌম্যা নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ।
নালং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা॥ ৬

'ওহে সৌম্য সুন্দর বানরবৃন্দ ! তোমরা কি প্রাণভয়ে পলায়ন করছো ? এই রাক্ষস আসলে দেখতেই অতি ভয়ানক, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যতা এর নেই। তোমরা সকলে ফিরে এসো।

মহতীমুত্থিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্।
বিক্রমাদ্ বিধমিষ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭

'বানরবীরেরা ! তোমরা ফিরে এসো। আমরা আমাদের পরাক্রমের দ্বারাই রাক্ষসদের সৃষ্ট এই বিভীষিকাকে বিনষ্ট করব।'

কৃচ্ছ্রেণ তু সমাশ্বস্য সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ।
বৃক্ষান্ গৃহীত্বা হরয়ঃ সম্প্রতস্থূ রণাজিরে॥ ৮

অতঃপর বহু কষ্টে বানরেরা আশ্বস্ত হয়ে তাদের অবিন্যস্তভাব দূর করে একত্রিত হয়ে বৃক্ষ হাতে নিয়ে রণভূমিতে প্রত্যাবর্তন করল।

তে নিবর্ত্য তু সংরব্ধাঃ কুম্ভকর্ণং বনৌকসঃ।
নিজঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধাঃ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ॥ ৯
প্রাংশুভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ হন্যমানো ন কম্পতে॥ ১০

মহাবলশালী সেই বানরেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে এসে মত্ত হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কুম্ভকর্ণকে সুবৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ, শিলাখণ্ড এবং পুষ্পিতা বৃক্ষশাখা দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করলেও সে একেবারে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকল।

তস্য গাত্রেষু পতিতা ভিদ্যন্তে বহবঃ শিলাঃ।
পাদপাঃ পুষ্পিতাগ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুর্মহীতলে॥ ১১

তার শরীরে পতিত হয়ে বহুসংখ্যক শিলা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, বহুবিধ ফুলে ভরা বৃক্ষগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূপতিত হল।

সোঽপি সৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বানরাণাং মহৌজসাম্।
মমন্থ পরমায়ত্তো বনান্যগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১২

কুম্ভকর্ণও ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে মহাতেজী বানরদের সংহার করতে লাগল, দাবানল যেমন করে বনের বৃক্ষরাজিকে ধ্বংস করে, কুম্ভকর্ণের এই সংহারমূর্তিও ছিল তদনুরূপ।

লোহিতার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে বানরর্ষভাঃ।
নিরস্তাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ॥ ১৩

বহুসংখ্যক বানরশ্রেষ্ঠ শোণিত ধারায় সিক্ত হয়ে ভূমিতে শায়িত হল। রক্তাক্ত, ভূপতিত এই বানরদের দেখে রক্তপুষ্প সমৃদ্ধ, উৎপাটিত বৃক্ষরাজির মতো মনে হচ্ছিল।

লঙ্ঘয়ন্তঃ প্রধাবন্তো বানরা নাবলোকয়ন্।
কেচিৎ সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিদ্ গগনমাস্থিতাঃ॥ ১৪

দিক্‌ভ্রান্ত বানরেরা কোনোদিকে না তাকিয়ে উচ্চ-নীচ ভূমি লঙ্ঘন করে দৌড়তে গিয়ে কেউ কেউ সাগরে পতিত হলো, আবার কেউবা আকাশেই উড়তে থাকল।

বধ্যমানাস্তু তে বীরা রাক্ষসেন চ লীলয়া।
সাগরং যেন তে তীর্ণাঃ পথা তেনৈব দুদ্রুবুঃ॥ ১৫

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের দ্বারা অবলীলাক্রমে আহত হয়ে বীর বানরেরা যে পথ দিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিল সেই পথেই পালাতে লাগল।

তে স্থলানি তদা নিম্নং বিবর্ণবদনা ভয়াৎ।
ঋক্ষা বৃক্ষান্ সমারূঢ়াঃ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ॥ ১৬

তারা ভয়ে বিবর্ণমুখে নিম্ন স্থলভূমিতে আত্মগোপন করলো। ভল্লুকেরা কেউবা বৃক্ষারোহণ করল আবার কেউবা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করল।

মমজ্জুরর্ণবে কেচিদ্ গুহাঃ কেচিদ্ সমাশ্রিতাঃ।
নিপেতুঃ কেচিদপরে কেচিন্নৈবাবতস্থিরে।
কেচিদ্ ভূমৌ নিপতিতাঃ কেচিৎ সুপ্তা মৃতা ইব॥ ১৭

বানরেরা এবং ভল্লুকেরা কেউবা সমুদ্রে নিমজ্জিত হল, আবার কেউবা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল, কেউবা পতিত হল, কেউবা হল অস্থিরগতি সম্পন্ন, কেউ ভূমিতে পতিত হল, কতকগুলি আবার মৃতের মতো শ্বাসরুদ্ধ করে শায়িত হল।

তান্ সমীক্ষ্যাঙ্গদো ভগ্নান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
অবতিষ্ঠত যুধ্যামো নিবর্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৮

সেই পলায়নোদ্যত বানরদের দেখে অঙ্গদ বলল —'বানরগণ! তোমরা স্থির হও, যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করো, আমরা সকলে মিলে যুদ্ধ করব।

ভগ্নানাং বো ন পশ্যামি পরিক্রম্য মহীমিমাম্।
স্থানং সর্বে নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ॥ ১৯

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে পৃথিবী পরিক্রমা করলেও তোমাদের অবস্থানযোগ্য স্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। (অর্থাৎ সুগ্রীবের আজ্ঞা না নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পৃথিবীর কোনো জায়গাতে গিয়েই বাঁচতে পারবে না, যে প্রাণভয়ে তোমরা রাক্ষসের সম্মুখ থেকে পলায়ন করছ ; রাজরোষেই সেই প্রাণ বিয়োগ হবে।) অতএব প্রাণ রক্ষার চিন্তা ত্যাগ করে তোমরা সকলে ফিরে এসো।

নিরায়ুধানাং ক্রমতামসঙ্গগতিপৌরুষাঃ।
দারা হ্যপহসিষ্যন্তি স বৈ ঘাতঃ সুজীবতাম্॥ ২০

'তোমাদের গতি এবং পৌরুষ অপ্রতিরোধ্য, তথাপি তোমরা যদি অস্ত্রত্যাগী হও তাহলে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের দ্বারা উপহাসিত হবে যা হবে তোমাদের গৌরবময় জীবনের পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

কুলেষু জাতাঃ সর্বেঽস্মিন্ বিস্তীর্ণেষু মহৎসু চ।
ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা।
অনার্যাঃ খলু যদ্ভীতাস্ত্যক্ত্বা বীর্যং প্রধাবত॥ ২১

'তোমরা সকলেই উচ্চবংশেজাত, তোমাদের মহান বংশখ্যাতি সুবিস্তৃত। তথাপি সাধারণ বানরদের মতো ভীত হয়ে কেন তোমরা পলায়নোদ্যত হয়েছ ? যদি তোমরা পরাক্রম ত্যাগ করে ভীত ভাবে পলায়ন কর তাহলে তোমরা অনার্য রূপে পরিচিত হবে।

বিকত্থনানি বো যানি ভবদ্ভির্জনসংসদি।
তানি বঃ ক্ব নু যাতানি সোদগ্রাণি হিতানি চ॥ ২২

'জনসমক্ষে তোমরা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে নিজেদেরকে প্রভুর হিতৈষীরূপে তুলে ধরেছিলে, এখন সেসব কোথায় গেল ?

ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্তু জীবতি ধিক্কৃতঃ।
মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্॥ ২৩

'এইরকম প্রবাদ শোনা যায় যে ভীরু এই আখ্যা লাভ

করে যারা জীবন ধারণ করে তাদের জীবন ধিক্কার। অতএব ভয় ত্যাগ করে সৎপুরুষদের দ্বারা সেবিত পথ অবলম্বন কর।

শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ।
প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপং চ কুযোধিভিঃ॥ ২৪

'যদি আমাদের আয়ুর স্বল্পই অবশেষ থাকে তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দ্বারা নিহত হয়ে আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করব, যা কুযোগীদের নিকট দুষ্প্রাপ্য।

অবাপ্নুয়ামঃ কীর্তিং বা নিহত্বা শত্রুমাহবে।
নিহতা বীরলোকস্য ভোক্ষ্যামো বসু বানরাঃ॥ ২৫

'বানরগণ! যুদ্ধে যদি আমরা শত্রুকে হত্যা করতে পারি তাহলে উত্তম কীর্তি লাভ হবে, আর যদি আমরাই নিহত হই তাহলে বীরলোকের বৈভব লাভ করব।

ন কুম্ভকর্ণঃ কাকুৎস্থং দৃষ্ট্বা জীবন্ গমিষ্যতি।
দীপ্যমানমিবাসাদ্য পতঙ্গো জ্বলনং যথা॥ ২৬

'প্রজ্বলিত দীপের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পতঙ্গ যেমন প্রাণধারণ করতে পারে না তেমনি কুম্ভকর্ণও শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জীবিত থাকতে পারবে না।

পলায়নেন চোদ্দিষ্টাঃ প্রাণান্ রক্ষামহে বয়ম্।
একেন বহবো ভগ্না যশো নাশং গমিষ্যতি॥ ২৭

'বীরত্ব সত্ত্বেও যদি আমরা পলায়নের দ্বারা প্রাণ রক্ষা করি এবং বহুসংখ্যক হয়েও একজনের কাছে পরাস্ত হই তাহলে আমাদের যশ বিনষ্ট হবে।'

এবং ব্রুবাণং তং শূরমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্।
দ্রবমাণাস্ততো বাক্যমূচুঃ শূরবিগর্হিতম্॥ ২৮

স্বর্ণনির্মিত বাজুবন্ধধারী শূরবীর অঙ্গদ এইরূপ বললে পলায়নোদ্যত বানরেরা শূরবীরদের দ্বারা নিন্দনীয় বাক্যে উত্তর দিল।

কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা।
ন স্থানকালো গচ্ছামো দয়িতং জীবিতং হি নঃ॥ ২৯

তারা বলল — 'রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করছে, এখন স্থির হওয়ার সময় নয়, আমরা জীবনের মায়া ত্যাগ না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাচ্ছি।'

এতাবদুক্ত্বা বচনং সর্বে তে ভেজিরে দিশঃ।
ভীমং ভীমাক্ষমায়ান্তং দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ॥ ৩০

এই কথা বলে ভয়ানক নেত্রবিশিষ্ট ভীষণ কুম্ভকর্ণকে এগিয়ে আসতে দেখে বানরদলপতিরা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল।

দ্রবমাণাস্তু তে বীরা অঙ্গদেন বলীমুখাঃ।
সান্ত্বনৈশ্চানুমানৈশ্চ ততঃ সর্বে নিবর্তিতাঃ॥ ৩১

তখন পলায়নমুখী সকল বীর বানরদের প্রতি সান্ত্বনা এবং সম্মান জ্ঞাপন করে অঙ্গদ তাদেরকে প্রতিনিবৃত্ত করল।

মহর্ষমুপনীতাশ্চ বালিপুত্রেণ ধীমতা।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষাস্তস্থুশ্চ সর্বে বানরযূথপাঃ॥ ৩২

বুদ্ধিমান বালিপুত্র তাদের সবাইকে প্রসন্ন করলে, তারা সকলে বানর দলপতি সুগ্রীবের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ঋষভশরভমৈন্দধূম্রনীলাঃ
কুমুদসুষেণগবাক্ষরম্ভতারাঃ।
দ্বিবিদপনসবায়ুপুত্রমুখ্যা-
স্ত্বরিততরাভিমুখং রণং প্রয়াতাঃ॥ ৩৩

অনন্তর ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস এবং পবনপুত্র হনুমান প্রমুখ বানরবীরেরা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধ, বহু বানরের মৃত্যু, হনুমান প্রমুখ বীর বানরদের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের সংগ্রাম, কুম্ভকর্ণের দ্বারা অসংখ্য বানরসৈন্যের নিধন দেখে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা এবং কুম্ভকর্ণের মৃত্যু

তে নিবৃত্তা মহাকায়াঃ শ্রুত্বাঙ্গদবচস্তদা।
নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিমাস্থায় সর্বে সংগ্রামকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১

সেই বিশালকায় বানরেরা পলায়ন থেকে নিবৃত্ত হয়ে হেস্তনেস্ত করার জন্য সকলেই যুদ্ধ করার জন্য ফিরে এল।

সমুদীরিতবীর্যাস্তে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
পর্যবস্থাপিতা বাক্যৈরঙ্গদেন বলীয়সা॥ ২

মহাবলী অঙ্গদ সেই বীর বানরদের পূর্ব-পরাক্রম বর্ণনা করতে লাগলো। এইভাবে তাদের বলবিক্রমসম্পন্ন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল।

প্রয়াতাশ্চ গতা হর্ষং মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ॥ ৩

বানরেরা মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগল।

অথ বৃক্ষান্ মহাকায়াঃ সানূনি সুমহান্তি চ।
বানরাস্তূর্ণমুদ্যম্য কুম্ভকর্ণমভিদ্রবন্॥ ৪

বিশালদেহী বানরেরা সুবিশাল পর্বতশৃঙ্গ সমূহ এবং বৃক্ষরাজি নিয়ে শীঘ্রই কুম্ভকর্ণকে তাড়া করল।

কুম্ভকর্ণঃ সুসংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্।
অর্দয়ন্ স মহাকায়ঃ সমন্তাদ্ ব্যক্ষিপদ্ রিপূন্॥ ৫

বিরাটদেহী, মহাপরাক্রমী কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গদা নিয়ে চারদিক থেকে শত্রুদের আঘাত করতে লাগল।

শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ সহস্রাণি চ বানরাঃ।
প্রকীর্ণাঃ শেরতে ভূমৌ কুম্ভকর্ণেন তাড়িতাঃ॥ ৬

কুম্ভকর্ণের ভয়ানক প্রহারে আট হাজার সাতশত বানর তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হল।

ষোড়শাষ্টৌ চ দশ চ বিংশৎত্রিংশত্তথৈব চ।
পরিক্ষিপ্য চ বাহুভ্যাং খাদন্ স পরিধাবতি।
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব॥ ৭

সে ষোলোটি, আটটি, দশটি, কুড়িটি, এমনকী ত্রিশটি করে বানর দুই বাহু দিয়ে জাপটে ধরে তাদের ভক্ষণ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে সবেগে বিচরণ করতে লাগলো। গরুড় যেমন ভয়ানক ক্রুদ্ধহয়ে সর্প ভক্ষণ করে, কুম্ভকর্ণও তদনুরূপভাবে বানরভোজন করতে লাগল।

কৃচ্ছ্রেণ চ সমাশ্বস্তাঃ সংগম্য চ ততস্ততঃ।
বৃক্ষাদ্রিহস্তা হরয়স্তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি॥ ৮

তখন বানরেরা কঠোর ধৈর্য ধারণ করে বৃক্ষ তথা পর্বতশিখর হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এদিকে-ওদিকে দলবদ্ধ ভাবে স্থির হয়ে অবস্থান করতে লাগল।

ততঃ পর্বতমুৎপাট্য দ্বিবিদঃ প্লবগর্ষভঃ।
দুদ্রাব গিরিশৃঙ্গাভং বিলম্ব ইব তোয়দঃ॥ ৯

তারপর মেঘের মতো বিশালদেহী বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ একটি পর্বত উৎপাটন করে পর্বতশৃঙ্গ তুল্য সুউচ্চ দেহধারী কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করল।

তং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় বানরঃ।
তমপ্রাপ্য মহাকায়ং তস্য সৈন্যেঽপতৎ ততঃ॥ ১০

দ্বিবিদ সেই উৎপাটিত পর্বতটিকে কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলো, কিন্তু সেটি বিশালাকায় সেই রাক্ষসের ওপরে পতিত না হয়ে সৈন্যদের ওপরে পতিত হল।

মমর্দাশ্বান্ গজাংশ্চাপি রথাংশ্চাপি গজোত্তমান্।
তানি চান্যানি রক্ষাংসি এবং চান্যদ্গিরেঃ শিরঃ॥ ১১

পর্বতশৃঙ্গটির আঘাতে বহুসংখ্যক রাক্ষসসেনা, হাতি, ঘোড়া, রথ এবং শ্রেষ্ঠ হস্তীসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

তচ্ছৈলবেগাভিহতং হতাশ্বং হতসারথিম্।
রক্ষসাং রুধিরক্লিন্নং বভূবায়োধনং মহৎ॥ ১২

তখন সেই ভয়াবহ যুদ্ধস্থলে, যেখানে পর্বতশৃঙ্গের আঘাতে বহুসংখ্যক অশ্ব এবং সারথির দেহ বিচূর্ণ হয়েছে সেই স্থান রাক্ষসদের রক্তে সিক্ত হয়ে গেল।

রথিনো বানরেন্দ্রাণাং শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ।
শিরাংসি নর্দতাং জহ্রুঃ সহসা ভীমনিঃস্বনাঃ॥ ১৩

রথারোহী রাক্ষসসেনারা তখন ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে কালান্তক যমের মতো ভয়ানক শরবর্ষণ করে সহসা গর্জনরত বানর সেনাপতিদের মস্তক ছিন্ন করতে লাগল।

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সমুৎপাট্য মহাদ্রুমান্।
রথানশ্বান্ গজানুষ্ট্রান্ রাক্ষসানভ্যসূদয়ন্॥ ১৪

মহাত্মা বানরেরাও বৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে শত্রুপক্ষের রথ, হাতী, ঘোড়া, উট এবং রাক্ষসসেনাদের সংহার করতে লাগল।

হনূমান্ শৈলশৃঙ্গানি শিলাশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
ববর্ষ কুম্ভকর্ণস্য শিরস্যম্বরমাস্থিতঃ॥ ১৫

হনুমান আকাশে অবস্থিত হয়ে কুম্ভকর্ণের মাথায় পর্বতশৃঙ্গ, পাথর এবং নানাবিধ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।

তানি পর্বতশৃঙ্গানি শূলেন স বিভেদ হ।
বভঞ্জ বৃক্ষবর্ষং চ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ১৬

সেই পর্বতশৃঙ্গগুলিকে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ শূল দ্বারা টুকরো টুকরো করতে লাগল এবং গাছগুলিকেও কেটে ফেলতে লাগল।

ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
দুদ্রাব শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য।
তস্থৌ স তস্যাপততঃ পরস্তা-
ন্মহীধরাগ্রং হনুমান্ প্রগৃহ্য॥ ১৭

অতঃপর কুম্ভকর্ণ তার তীক্ষ্ণাগ্র শূল হাতে নিয়ে ভয়ানক বানরসেনাদের ওপর আক্রমণ করল। তখন হনুমান একটি পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে আক্রমণকারী রাক্ষসের সামনে দণ্ডায়মান হল।

স কুম্ভকর্ণং কুপিতো জঘান
বেগেন শৈলোত্তমভীমকায়ম্।
সংচুক্ষুভে তেন তদাভিভূতো
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ॥ ১৮

মহান পর্বততুল্য ভীষণকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমান তাকে সবেগে আঘাত করল। সেই প্রহারে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তার শরীর মেদ ও রক্তে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হয়ে উঠল।

স শূলমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং
গিরিং যথা প্রজ্বলিতাগ্নিশৃঙ্গম্।
বাহ্বন্তরে মারুতিমাজঘান
গুহোঽচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্যা॥ ১৯

বিদ্যুৎতুল্য প্রভাসম্পন্ন এবং জ্বলন্ত অগ্নি বিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের মতো বিপুলকায় কুম্ভকর্ণ শূল দিয়ে হনুমানের দুই বাহুর মধ্যভাগে অর্থাৎ বক্ষদেশে তীব্র আঘাত করল যেমন প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন কার্তিক ক্রৌঞ্চপর্বতকে।

স শূলনির্ভিন্নমহাভুজান্তরঃ
প্রবিহ্বলঃ শোণিতমুদ্বমন্ মুখাৎ।
ননাদ ভীমং হনুমান্ মহাহবে
যুগান্তমেঘস্তনিতস্বনোপমম্॥ ২০

বিশাল বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগ শূলের আঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় হনুমান অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে লাগল। মহাযুদ্ধে হনুমান তখন প্রলয়কালীন মেঘের মতন ভয়ানক গর্জন করতে লাগল।

ততো বিনেদুঃ সহসা প্রহৃষ্টা
রক্ষোগণাস্তং ব্যথিতং সমীক্ষ্য।
প্লবঙ্গমাস্তু ব্যথিতা ভয়ার্তাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সংযতি কুম্ভকর্ণাৎ॥ ২১

হনুমানকে ব্যথায় পীড়িত হতে দেখে রাক্ষসেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে কোলাহল করতে লাগল। আর বানরেরা কুম্ভকর্ণের ভয়ে ব্যথিত চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল।

ততস্তু নীলো বলবান্ পর্যবস্থাপয়ন্ বলম্।
প্রবিচিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুম্ভকর্ণায় ধীমতে॥ ২২

তখন বলশালী নীল সৈন্যবাহিনীকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করল। অনন্তর বুদ্ধিমান কুম্ভকর্ণকে একটি পর্বতশৃঙ্গ দিয়ে আঘাত করল।

তদাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মুষ্টিনাভিজঘান হ।
মুষ্টিপ্রহারাভিহতং তচ্ছৈলাগ্রং ব্যশীর্যত।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত মহীতলে॥ ২৩

সেই গিরিশিখরকে পতিত হতে দেখে কুম্ভকর্ণ তাতে মুষ্ট্যাঘাত করল। আর সেই মুষ্টির প্রহারে গিরিশৃঙ্গটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ভূমিতে পতিত হল।

ঋষভঃ শরভো নীলো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ।
পঞ্চ বানরশার্দূলাঃ কুম্ভকর্ণমুপাদ্রবন্॥ ২৪

অতঃপর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন এই পাঁচজন মুখ্য বানরবীর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

শৈলৈর্বৃক্ষৈস্তলৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিশ্চ মহাবলাঃ।
কুম্ভকর্ণং মহাকায়ং নিজঘ্নুঃ সর্বতো যুধি॥ ২৫

মহাবলশালী বানরেরা মহাকায় কুম্ভকর্ণকে চারদিক থেকে ঘিরে বৃক্ষ, পর্বত, করতল, পদ এবং মুষ্টির দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ বেদয়ানো ন বিব্যথে।
ঋষভং তু মহাবেগং বাহুভ্যাং পরিষস্বজে॥ ২৬

বানরদের এই ভয়ানক প্রহার তাকে কেবল স্পর্শ করছিল মাত্র, বিন্দুমাত্রও সে ব্যথিত হচ্ছিল না। মহাবেগবান ঋষভকে সে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

কুম্ভকর্ণভুজাভ্যাং তু পীড়িতো বানরর্ষভঃ।
নিপপাতর্ষভো ভীমঃ প্রমুখাগতশোণিতঃ॥ ২৭

ভয়ানক বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ কুম্ভকর্ণের বাহুদ্বয়ের চাপে পীড়িত হতে লাগল। মুখ দিয়ে রক্ত বমি করতে করতে সে

ভূমিতে পতিত হল।

মুষ্টিনা শরভং হত্বা জানুনা নীলমাহবে।
আজঘান গবাক্ষং তু তলেনেন্দ্ররিপুস্তদা।
পাদেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তরসা গন্ধমাদনম্॥ ২৮

ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ তখন শরভকে মুষ্টি দ্বারা, নীলকে জানুদেশ দিয়ে, গবাক্ষকে করতল দ্বারা আঘাত করল। অতঃপর ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে গন্ধমাদনকে সজোরে পদাঘাত করল।

দন্তপ্রহারব্যথিতা মুমুহুঃ শোণিতোক্ষিতাঃ।
নিপেতুস্তে তু মেদিন্যাং নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ॥ ২৯

এই ভয়ানক প্রহারে ব্যথিত হয়ে বানরেরা মূর্চ্ছিত হলো এবং তাদের শরীর হল রক্তস্নাত। কর্তিত পলাশবৃক্ষের মতো তারা ভূতলশায়ী হল।

তেষু বানরমুখ্যেষু পাতিতেষু মহাত্মসু।
বানরাণাং সহস্রাণি কুম্ভকর্ণং প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৩০

মহামনস্বী এইসব মুখ্য বানরবীরগণ ধরাশায়ী হলে হাজার হাজার বানর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

তং শৈলমিব শৈলাভাঃ সর্বে তু প্লবগর্ষভাঃ।
সমারুহ্য সমুৎপত্য দদংশুশ্চ মহাবলাঃ॥ ৩১

পর্বততুল্য দর্শনধারী মহাবলশালী বানরমুখ্যগণ পর্বতকায় রাক্ষসের দেহে আরোহণ করে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে দংশন করতে লাগল।

তং নখৈর্দশনৈশ্চাপি মুষ্টিভির্বাহুভিস্তথা।
কুম্ভকর্ণং মহাবাহুং নিজঘ্নুঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ৩২

প্রধান প্রধান বানরেরা নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে, মুষ্টি এবং হাত সহযোগে মহাবাহু কুম্ভকর্ণকে প্রহার করতে লাগল।

স বানরসহস্রৈস্তু বিচিতঃ পর্বতোপমঃ।
ররাজ রাক্ষসব্যাঘ্রো গিরিরাত্মরুহৈরিব॥ ৩৩

বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পর্বত যেমন সৌন্দর্য লাভ করে, তেমনি সহস্র সহস্র বানরদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে পর্বততুল্য রাক্ষস বীর কুম্ভকর্ণও অদ্ভূত শোভা লাভ করেছিল।

বাহুভ্যাং বানরান্ সর্বান্ প্রগৃহ্য স মহাবলঃ।
ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব॥ ৩৪

গরুড় যেভাবে সর্পসমূহ ভক্ষণ করে, সেইভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহাবলশালী কুম্ভকর্ণও দুই বাহু দিয়ে সকল বানরদেরকে ভোজন করতে লাগল।

প্রক্ষিপ্তাঃ কুম্ভকর্ণেন বক্ত্রে পাতালসন্নিভে।
নাসাপুটাভ্যাং সংজগ্মুঃ কর্ণাভ্যাং চৈব বানরাঃ॥ ৩৫

কুম্ভকর্ণ তার পাতালতুল্য মুখগহ্বরে বানরদেরকে নিক্ষেপ করতে লাগল, বানরেরাও তার নাসারন্ধ্র এবং কর্ণবিবর থেকে নির্গত হতে লাগল।

ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো হরীন্ পর্বতসন্নিভঃ।
বভঞ্জ বানরান্ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোত্তমঃ॥ ৩৬

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদেরকে ভক্ষণ করতে করতে পর্বততুল্য বিশালকায় সেই রাক্ষসোত্তম সমস্ত বানরদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

মাংসশোণিতসংক্লেদাং কুর্বন্ ভূমিং স রাক্ষসঃ।
চচার হরিসৈন্যেষু কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৭

রণভূমিকে রক্তমাংসের কাদায় লিপ্ত করে সেই রাক্ষস বানরসেনাদের মধ্যে উদ্ধত প্রলয়াগ্নির মতো বিচরণ করতে লাগল।

বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ৩৮

বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো তথা পাশহস্ত যমের মতো মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ শূল ধারণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগল।

যথা শুষ্কাণ্যরণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ।
তথা বানরসৈন্যানি কুম্ভকর্ণো দদাহ সঃ॥ ৩৯

গ্রীষ্ম ঋতুতে দাবানল যেমন শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে, কুম্ভকর্ণও তদনুরূপভাবে বানরসৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল।

ততস্তে বধ্যমানাস্তু হতযূথাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বানরা ভয়সংবিগ্না বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ॥ ৪০

রাক্ষসবীরের প্রবল প্রহারে দলভ্রষ্ট বানরেরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বিকৃত স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

অনেকশো বধ্যমানাঃ কুম্ভকর্ণেন বানরাঃ।
রাঘবং শরণং জগ্মুর্ব্যথিতা ভিন্নচেতসঃ॥ ৪১

কুম্ভকর্ণের হাতে মারা যেতে যেতে বহুসংখ্যক বানর ভীত বিহ্বল চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

প্রভগ্নান্ বানরান্ দৃষ্ট্বা বজ্রহস্তাত্মজাত্মজঃ।
অভ্যধাবত বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাহবে॥ ৪২

বানরদের বিপর্যস্ত হতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ সেই মহাযুদ্ধে কুম্ভকর্ণের প্রতি তীব্র বেগে ধাবিত হল।

শৈলশৃঙ্গং মহদ্ গৃহ্য বিনদন্ স মুহুর্মুহুঃ।
ত্রাসয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণপদানুগান্॥ ৪৩
চিক্ষেপ শৈলশিখরং কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি।

পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে করতে বিশাল এক পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে কুম্ভকর্ণের অনুগামী রাক্ষসদের সবাইকে সন্ত্রস্ত করে, অঙ্গদ সেই পর্বতশৃঙ্গটি কুম্ভকর্ণের মস্তকে নিক্ষেপ করল।

স তেনাভিহতো মূর্ধ্নি শৈলেনেন্দ্ররিপুস্তদা। ৪৪
কুম্ভকর্ণঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেন মহতা তদা।
সোঽভ্যধাবত বেগেন বালিপুত্রমমর্ষণঃ॥ ৪৫

মস্তকে সেই গিরিশৃঙ্গের আঘাত পেয়ে ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ ভয়ানক ক্রোধে জ্বলে উঠল। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে তখন বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি দ্রুত গতিতে ধাবমান হল।

কুম্ভকর্ণো মহানাদস্ত্রাসয়ন্ সর্ববানরান্।
শূলং সসর্জ বৈ রোষাদঙ্গদে তু মহাবলঃ॥ ৪৬

মহাবলী কুম্ভকর্ণ ভয়ানক গর্জন করতে করতে সমস্ত বানরদের সন্ত্রস্ত করে তুলল ভয়ানক রোষে অঙ্গদকে শূল দ্বারা প্রহার করল (অঙ্গদের প্রতি শূল নিক্ষেপ করল)।

তদাপতন্তং বলবান্ যুদ্ধমার্গবিশারদঃ।
লাঘবান্মোক্ষয়ামাস বলবান্ বানরর্ষভঃ॥ ৪৭

যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ, বলবান, বানরশিরোমণি অঙ্গদ সেই শূলটিকে নিপতিত হতে দেখে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে এসে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করল।

উৎপত্য চৈনং তরসা তলেনোরস্যতাড়য়ৎ।
স তেনাভিহতঃ কোপাৎ প্রমুমোহাচলোপমঃ॥ ৪৮

তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ভাবে অত্যন্ত বেগে লাফিয়ে উঠে সেই রাক্ষসের বক্ষদেশে করতল দ্বারা প্রহার করল। পর্বতকায় রাক্ষস সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

স লব্ধসংজ্ঞোঽতিবলো মুষ্টিং সংগৃহ্য রাক্ষসঃ।
অপহস্তেন চিক্ষেপ বিসংজ্ঞঃ স পপাত হ॥ ৪৯

অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করে অতি বলশালী সেই রাক্ষস বাম হাত দিয়ে অঙ্গদকে মুষ্ট্যাঘাত করল, সেই আঘাতে হতচেতন হয়ে সে ভূপতিত হল।

তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে বিসংজ্ঞে পতিতে ভুবি।
তচ্ছূলং সমুপাদায় সুগ্রীবমভিদুদ্রুবে॥ ৫০

বানরশ্রেষ্ঠ অচেতন অবস্থায় ভূতলশায়ী হলে, কুম্ভকর্ণ শূল হাতে নিয়ে সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হল।

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
উৎপপাত তদা বীরঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ॥ ৫১

মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে তার দিকে আসতে দেখে বানররাজ বীর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল।

স পর্বতাগ্রমুৎক্ষিপ্য সমাবিধ্য মহাকপিঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাবলম্॥ ৫২

মহাকপি সুগ্রীব একটি পর্বতশৃঙ্গ উঠিয়ে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হল।

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণঃ প্লবঙ্গমম্।
তস্থৌ বিবৃত্তসর্বাঙ্গো বানরেন্দ্রস্য সম্মুখঃ॥ ৫৩

বানর সুগ্রীবকে তার দিকে আসতে দেখে কুম্ভকর্ণ তার সর্বাঙ্গ বর্ধিত করে বানররাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হল।

কপিশোণিতদিগ্ধাঙ্গং ভক্ষয়ন্তং মহাকপীন্।
কুম্ভকর্ণং স্থিতং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৪

কুম্ভকর্ণের শরীর বানরদের রক্তে রঞ্জিত। রণক্ষেত্রে অবস্থিত বিশালকায় বানরদের ভোজনরত অবস্থায় তাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে সুগ্রীব বলল—

পাতিতাশ্চ ত্বয়া বীরাঃ কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।
ভক্ষিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্তং তে পরমং যশঃ॥ ৫৫
ত্যজ তদ্ বানরানীকং প্রাকৃতৈঃ কিং করিষ্যসি।
সহস্বৈকং নিপাতং মে পর্বতস্যাস্য রাক্ষস॥ ৫৬

'ওহে রাক্ষস ! তুমি বহুসংখ্যক বীর বানরকে পাতিত করে দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছ, বহুসংখ্যক সৈন্যকে ভক্ষণ করে তুমি পরম যশ লাভ করেছ, এই সাধারণ বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি করবে ? এদের ত্যাগ করো। যদি পারো তাহলে আমার এই পর্বতের (আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পর্বতশৃঙ্গের) একটি আঘাত তুমি সহ্য করো।'

তদ্ বাক্যং হরিরাজস্য সত্ত্বধৈর্যসমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাক্ষসশার্দূলঃ কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ৫৭

বানররাজের এই সত্ত্বপূর্ণ এবং ধৈর্যযুক্ত কথা শুনে রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ বলল—

প্রজাপতেস্তু পৌত্রস্ত্বং তথৈবর্ক্ষরজঃসুতঃ।
ধৃতিপৌরুষসম্পন্নস্তস্মাদ্ গর্জসি বানর॥ ৫৮

'বানর ! তুমি প্রজাপতির পৌত্র, তথা ঋক্ষরাজের পুত্র, তুমি ধীশক্তি সম্পন্ন এবং পৌরুষবান। এইজন্যই এইরূপ গর্জন করছ।'

স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
ব্যাবিধ্য শৈলং সহসা মুমোচ।
তেনাজঘানোরসি কুম্ভকর্ণং
শৈলেন বজ্রাশনিসন্নিভেন॥ ৫৯

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে সুগ্রীব সেই পর্বত শৃঙ্গটি ঘুরিয়ে তার উপরে নিক্ষেপ করল। বজ্র এবং অশনি তুল্য

ভয়ংকর এই প্রহার রাক্ষসের বক্ষদেশে নিদারুণভাবে আঘাত হানল।

অচ্ছেলশৃঙ্গং সহসা বিভিন্নং
ভুজান্তরে তস্য তদা বিশালে।
ততো বিষেদুঃ সহসা প্লবঙ্গা
রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেদুঃ ॥ ৬০

কিন্তু তার বিশাল বক্ষদেশে পতিত হয়ে গিরিশিখরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তা দেখে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেল আর রাক্ষসেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

স শৈলশৃঙ্গাভিহতশ্চুকোপ
ননাদ রোষাচ্চ বিবৃত্য বক্ত্রম্।
ব্যাবিধ্য শূলং স তড়িৎপ্রকাশং
চিক্ষেপ হর্যৃক্ষপতের্বধায় ॥ ৬১

পর্বতশিখরের আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ মুখ হাঁ করে জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল। বানররাজ সুগ্রীবকে বধের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শূল নিক্ষেপ করল।

তং কুম্ভকর্ণস্য ভুজপ্রণুন্নং
শূলং শিতং কাঞ্চনধামযষ্টিম্।
ক্ষিপ্রং সপুৎপত্য নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং
বভঞ্জ বেগেন সুনোঽনিলস্য ॥ ৬২

কুম্ভকর্ণের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শূলের দণ্ডটি ছিল সুবর্ণমণ্ডিত। পবনপুত্র হনুমান শীঘ্র লাফিয়ে উঠে দুহাতে সেটি ধরে নিয়ে সবেগে ভেঙে ফেলল।

কৃতং ভারসহস্রস্য শূলং কালায়সং মহৎ।
বভঞ্জ জানুমারোপ্য তদা হৃষ্টঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬৩

কৃষ্ণবর্ণ, লৌহনির্মিত, হাজার ভার সম্পন্ন সেই মহান শূলটিকে হনুমান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানুদেশে স্থাপিত করে ভেঙে ফেলল।

শূলং ভগ্নং হনুমতা দৃষ্ট্বা বানরবাহিনী।
হৃষ্টা ননাদ বহুশঃ সর্বতশ্চাপি দুদ্রুবে ॥ ৬৪

হনুমান কর্তৃক শূল ভগ্ন হয়েছে দেখে বানরসেনারা আনন্দিত চিত্তে বারংবার গর্জন করতে লাগল এবং চতুর্দিকে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বভূবাথ পরিত্রস্তো রাক্ষসো বিমুখোঽভবৎ।
সিংহনাদং চ তে চক্রুঃ প্রহৃষ্টা বনগোচরাঃ।
মারুতিং পূজয়াংচক্রুর্দৃষ্ট্বা শূলং তথাগতম্ ॥ ৬৫

রাক্ষসেরা ভীত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হল। বনচারী বানরেরা সানন্দে সিংহনাদ করতে লাগল। শূলটিকে খণ্ডিত হতে দেখে তারা পবনপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল।

স তৎ তথা ভগ্নমবেক্ষ্য শূলং
চুকোপ রক্ষোধিপতির্মহাত্মা।
উৎপাট্য লঙ্কামলয়াৎ স শৃঙ্গং
জঘান সুগ্রীবমুপেত্য তেন ॥ ৬৬

এইভাবে শূল-ভগ্ন হতে দেখে মহাকায় রাক্ষসাধিপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লঙ্কার নিকটবর্তী মলয়পর্বতের একটি শৃঙ্গ তুলে এনে সুগ্রীবের নিকটে গিয়ে তাকে আঘাত করল।

স শৈলশৃঙ্গাভিহতো বিসংজ্ঞঃ
পপাত ভূমৌ যুধি বানরেন্দ্রঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ ॥ ৬৭

বানররাজ সুগ্রীব সেই পর্বতশৃঙ্গের আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে রণভূমিতে ধরাশায়ী হল। তাকে হতচেতন অবস্থায় ভূপতিত হতে দেখে রাক্ষসেরা প্রহৃষ্ট চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জন করতে লাগল।

সমভ্যুপেত্যাদ্ভুতঘোরবীর্যং
স কুম্ভকর্ণো যুধি বানরেন্দ্রম্।
জহার সুগ্রীবমভিপ্রগৃহ্য
যথানিলো মেঘমিব প্রচণ্ডঃ ॥ ৬৮

অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত এবং ভয়ানক পরাক্রমী বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে গিয়ে কুম্ভকর্ণ তাকে হরণ করে চলে গেল। প্রচণ্ড বাতাস যেমন মেঘকে হরণ করে, কুম্ভকর্ণও তদনুরূপভাবে সুগ্রীবকে অপহরণ করল।

স তং মহামেঘনিকাশরূপ-
মুৎপাট্য গচ্ছন্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
ররাজ মেরুপ্রতিমানরূপো
মেরুর্যথা ব্যুচ্ছ্রিতঘোরশৃঙ্গঃ ॥ ৬৯

কুম্ভকর্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মেরুপর্বতের মতো বিরাজ করছিল। সুগ্রীবের দেহ যেন মহামেঘ। তাকে নিয়ে রাক্ষসবীরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভয়ানক উচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট মেরুপর্বত।

ততস্তমাদায় জগাম বীরঃ
সংস্তূয়মানো যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।
শৃণ্বন্ নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং
প্লবঙ্গরাজগ্রহবিস্মিতানাম্ ॥ ৭০

বীর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের স্তুতি করতে লাগল।

বানররাজকে ধরে নিয়ে যাওয়ার এই দৃশ্য দেবতারা বিস্মিত হয়ে দেখতে দেখতে ক্রন্দন করছিলেন এবং কুম্ভকর্ণ তা শুনতে পাচ্ছিল।

ততস্তমাদায় তদা স মেনে
হরীন্দ্রমিন্দ্রোপমমিন্দ্রবীর্যঃ।
অস্মিন্ হতে সর্বমিদং হতং স্যাৎ
সরাঘবং সৈন্যমিতীন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৭১

ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমী ইন্দ্রের শত্রু কুম্ভকর্ণ দেবরাজতুল্য তেজস্বী বানররাজকে হরণ করে চিন্তা করল যে একে হত্যা করতে পারলেই রঘুবংশীয় শ্রীরাম সহ তাঁর সকল সৈন্যই ধ্বংস হবে।

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বানরাণামিতস্ততঃ।
কুম্ভকর্ণেন সুগ্রীবং গৃহীতং চাপি বানরম্॥ ৭২
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস মতিমান্ মারুতাত্মজঃ।
এবং গৃহীতে সুগ্রীবে কিং কর্তব্যং ময়া ভবেৎ॥ ৭৩

বানররাজ সুগ্রীবকে কুম্ভকর্ণ হরণ করেছে, বানরসৈন্যরা এদিকে ওদিকে পলায়ন করছে—এই দেখে বুদ্ধিমান পবনপুত্র হনুমান চিন্তা করল সুগ্রীবকে এইভাবে ধরা হয়েছে ; এবার আমার কী করণীয় ?

যদ্ধি ন্যায্যং ময়া কর্তুং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্।
ভূত্বা পর্বতসংকাশো নাশয়িষ্যামি রাক্ষসম্॥ ৭৪

'যা উচিত হবে, নিঃসন্দেহে আমি তা অবশ্যই করব। পর্বতাকার রূপ ধারণ করে এই রাক্ষসের বিনাশ করব।

ময়া হতে সংযতি কুম্ভকর্ণে
মহাবলে মুষ্টিবিশীর্ণদেহে।
বিমোচিতে বানরপার্থিবে চ
ভবন্তু হৃষ্টাঃ প্লবগাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৭৫

'যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের শরীর আমি মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। আমি এই রাক্ষসকে হত্যা করলে বানররাজ সুগ্রীব তার হাত থেকে মুক্ত হবে। বানরেরাও সকলে আনন্দিত হবে।

অথবা স্বয়মপ্যেষ মোক্ষং প্রাপ্স্যতি বানরঃ।
গৃহীতোঽয়ং যদি ভবেৎ ত্রিদশৈঃ সাসুরোরগৈঃ॥ ৭৬

'অথবা এই বানর সুগ্রীব নিজেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবে। যদি একে দেবতা, অসুর অথবা সর্পকুলও বন্দী করে তাহলেও সে নিজেই মুক্ত হবে।

মন্যে ন তাবদাত্মানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ।
শৈলপ্রহারাভিহতঃ কুম্ভকর্ণেন সংযুগে॥ ৭৭

'আমার মনে হয় কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পর্বতশিখরের আঘাতে সুগ্রীব গভীরভাবে আহত হয়েছে, ফলে বানররাজের চেতনা লুপ্ত হয়েছে।

অয়ং মুহূর্তাৎ সুগ্রীবো লব্ধসংজ্ঞো মহাহবে।
আত্মনো বানরাণাং চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যতি॥ ৭৮

'এক মুহূর্তেই সুগ্রীব চেতনা লাভ করবে এবং তখন মহাযুদ্ধে বানরদের জন্য নিজের জন্য যা হিতকর তাই করবে।

ময়া তু মোক্ষিতস্যাস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অপ্রীতিশ্চ ভবেৎ কষ্টা কীর্তিনাশশ্চ শাশ্বতঃ॥ ৭৯

'মহাত্মা সুগ্রীব আমার দ্বারা মুক্ত হলে অপ্রসন্ন হতে পারে, ফলে তার কষ্ট হবে এবং চিরকালের জন্য তার কীর্তিও বিনষ্ট হবে।

তস্মান্মুহূর্তং কাংক্ষিষ্যে বিক্রমং মোক্ষিতস্য তু।
ভিন্নং চ বানরানীকং তাবদাশ্বাসয়াম্যহম্॥ ৮০

'অতএব মুক্ত হয়ে তার পরাক্রম দেখার জন্য আমি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করব। ততক্ষণ পলায়নোদ্যত বানরদের আশ্বস্ত করি।'

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বাথ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সংস্তম্ভয়ামাস বানরাণাং মহাচমূম্॥ ৮১

পবনপুত্র হনুমান এইরূপ চিন্তা করে বানরদের সেই বিশাল বাহিনীকে পুনরায় আশ্বস্ত করে সংস্থাপিত করল।

স কুম্ভকর্ণোঽথ বিবেশ লঙ্কাং
স্ফুরন্তমাদায় মহাহরিং তম্।
বিমানচর্যাগৃহগোপুরস্থৈঃ
পুষ্পাগ্র্যবর্ষৈরভিপূজ্যমানঃ ॥ ৮২

এদিকে কুম্ভকর্ণ প্রদীপ্ত বানররাজ সুগ্রীবকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলে বিমান, (সাত মহলা প্রাসাদ) পথ, (পথের দুপাশ) বাড়ী এবং গোপুর থেকে রাক্ষসেরা উত্তম পুষ্পবর্ষণ করে তাকে অভ্যর্থনা করল।

লাজগন্ধোদবর্ষৈস্তু সেচ্যমানঃ শনৈঃ শনৈঃ।
রাজবীথ্যাস্তু শীতত্বাৎ সংজ্ঞাং প্রাপ মহাবলঃ॥ ৮৩

খই এবং উত্তমগন্ধযুক্ত বারিধারায় অভিষিক্ত হয়ে এবং রাজপথের শীতলতার কারণে মহাবলী সুগ্রীব ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করল।

ততঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য কৃচ্ছ্রাদ্
বলীয়সস্তস্য ভুজান্তরস্থঃ।
অবেক্ষমাণ পুররাজমার্গং
বিচিন্তয়ামাস মুহুর্মহাত্মা॥ ৮৪

অনন্তর বলবান কুম্ভকর্ণের দুই বাহুর অভ্যন্তরে আবদ্ধ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে চেতনা লাভ করে মহাত্মা সুগ্রীব নগর এবং রাজপথ দেখতে দেখতে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে লাগল।

এবং গৃহীতেন কথং নু নাম
শক্যং ময়া সম্প্রতিকর্তুমদ্য।
তথা করিষ্যামি যথা হরীণাং
ভবিষ্যতীষ্টং চ হিতং চ কার্যম্ ॥ ৮৫

'এইভাবে বন্দী অবস্থায় আমি কেমন করে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেব ? যাতে বানরদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং তাদের পক্ষে যা হিতকর হয় আমি তাই করব !'

ততঃ করাগ্রৈঃ সহসা সমেত্য
রাজা হরীণামমরেন্দ্রশত্রোঃ।
খরৈশ্চ কর্ণৌ দশনৈশ্চ নাসাং
দদংশ পাদৈর্বিদদার পার্শ্বৌ ॥ ৮৬

অতঃপর সহসা বানররাজ সুগ্রীব তার তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের কান দুটি ছিন্ন করল এবং দাঁত দিয়ে ছিন্ন করল তার নাক। শরীরের দুই পাশও বিদীর্ণ করল তার পায়ের নখ দিয়ে।

স কুম্ভকর্ণো হৃতকর্ণনাসো
বিদারিতস্তেন রদৈর্নখৈশ্চ।
রোষাভিভূতঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ
সুগ্রীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ ॥ ৮৭

সুগ্রীবের নখ ও দাঁতের দ্বারা নাক, কান হারানোয় এবং শরীর বিদীর্ণ হওয়ায় রক্তাক্ত দেহে কুম্ভকর্ণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে তাকে ভূপাতিত করে নিষ্পেষণ করতে লাগল।

স ভূতলে ভীমবলাভিপিষ্টঃ
সুরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ।
জগাম খং কন্দুকবজ্জবেন
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥ ৮৮

মহাবলশালী দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ বানররাজকে ভূতলশায়ী করে সজোরে পেষণ করতে লাগল। সহসা সুগ্রীব বলের মতো সবেগে লাফিয়ে আকাশে উঠে পড়ল এবং পুনরায় রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হল।

কর্ণনাসাবিহীনস্তু কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
ররাজ শোণিতোৎসিক্তো গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥ ৮৯

নাক, কান বিহীন মহাবলবান কুম্ভকর্ণের শরীর থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পর্বত গাত্রে অবস্থিত ঝরণাধারা।

শোণিতার্দ্রো মহাকায়ো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।
যুদ্ধায়াভিমুখো ভূয়ো মনশ্চক্রে নিশাচরঃ ॥ ৯০

মহাকায়, শোণিতসিক্ত, ভয়ানকদর্শন রাক্ষস পুনরায় শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধযাত্রার ইচ্ছা করল।

অমর্ষাচ্ছোণিতোদ্গারী শুশুভে রাবণানুজঃ।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ সসংধ্য ইব তোপদঃ ॥ ৯১

রাবণের ছোটো ভাই কুম্ভকর্ণ অমর্ষপূর্বক রক্তবমি করছে। মেঘের মতো ঘনকৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কুম্ভকর্ণ সন্ধ্যার জলভরা মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিল।

গতে চ তস্মিন্ সুররাজশত্রুঃ
ক্রোধাৎ প্রদুদ্রাব রণায় ভূয়ঃ।
অনায়ুধোঽস্মীতি বিচিন্ত্য রৌদ্রো
ঘোরং তদা মুদ্গরমাসসাদ ॥ ৯২

সুগ্রীব চলে যাওয়ার পরে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু রাক্ষস ক্রুদ্ধ ভাবে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য ধাবিত হল। 'আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই' এইরূপ চিন্তা করে সে একটি বড় ভয়ংকর মুদ্গর তুলে নিল।'

ততঃ স পুর্যাঃ সহসা মহৌজা
নিষ্ক্রম্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
বভক্ষ রক্ষো যুধি কুম্ভকর্ণঃ
প্রজা যুগান্তাগ্নিরিব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৯৩

অতঃপর সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সহসা নগরী থেকে বেরিয়ে এসে প্রজাভক্ষণকারী প্রলয়কালীন অগ্নির মতো সেই ভয়ানক বানরসেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ভক্ষণ করতে লাগল।

বুভুক্ষিতঃ শোণিতমাংসগৃধ্নুঃ
প্রবিশ্য তদ্ বানরসৈন্যমুগ্রম্।
চখাদ রক্ষাংসি হরীন্ পিশাচা-
নৃক্ষাংশ্চ মোহাদ্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে
স ভক্ষয়ামাস হরীংশ্চ মুখ্যান্ ॥ ৯৪

রক্তমাংসলোলুপ কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় উগ্র বানরসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত বানর, ভল্লুক, রাক্ষস এবং পিশাচদের মোহবশতঃ ভক্ষণ করতে লাগল। কালান্তে যম যেমন সকল প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন কুম্ভকর্ণও তদনুরূপভাবে মুখ্য বানরদের ভক্ষণ করছিল।

একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ ক্রুদ্ধো বানরান্ সহ রাক্ষসৈঃ।
সমাদায়ৈকহস্তেন প্রচিক্ষেপ ত্বরন্ মুখে॥ ৯৫

ক্রুদ্ধ রাক্ষসবীর এক হাতেই এক, দুই, তিন তথা বহু সংখ্যক বানর এবং রাক্ষসদের ধরে নিজ মুখে নিক্ষেপ করতে লাগল।

সম্প্রস্রবংস্তদা মেদঃ শোণিতং চ মহাবলঃ।
বধ্যমানো নগেন্দ্রাগ্রৈর্ভক্ষয়ামাস বানরান্॥ ৯৬

মহাবলী সেই রাক্ষস তখন বানরদের হাতে পর্বত শিখর দ্বারা প্রহৃত হতে হতেও তাদেরকে ভক্ষণ করতে লাগল। তার দেহ থেকে তখন মেদ ও রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

তে ভক্ষ্যমাণা হরয়ো রামং জগ্মুস্তদা গতিম্।
কুম্ভকর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ কপীন্ খাদ্ প্রধাবতি॥ ৯৭

ভক্ষ্যমাণ বানরেরা দ্রুত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করল। ভয়ানক ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বানরদের ভক্ষণ করতে করতে তাদের প্রতি ধাবিত হল।

শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ বিংশৎত্রিংশৎ তথৈব চ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং খাদন্ বিপরিধাবতি॥ ৯৮

যুদ্ধক্ষেত্রে সে দুই হাত দিয়ে সাত, আট, বিশ, ত্রিশ তথা শত শত বানরদের ধরে ভক্ষণ করতে করতে ছুটে বেড়াতে লাগল।

মেদোবসাশোণিতদিগ্ধগাত্রঃ
কর্ণাবসক্তগ্রথিতান্ত্রমালঃ।
ববর্ষ শূলানি সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ
কালো যুগান্তস্থ ইব প্রবৃদ্ধঃ॥ ৯৯

মেদ, মাংস এবং রক্তে তার শরীর লিপ্ত হয়েছে, সুতীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট সেই রাক্ষসের কানে তন্ত্রের মালা। প্রলয়কালে প্রাণীদের সংহারকারী বিশাল দেহধারী যমের মতো সে বানরদের উপরে শূলবর্ষণ করতে লাগল।

তস্মিন্ কালে সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ পরবলার্দনঃ।
চকার লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধং পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১০০

সেই সময় শত্রুপুরী-ধ্বংসকারী, শত্রুসংহারক, সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

স কুম্ভকর্ণস্য শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্যবান্।
নিচখানাদদে চান্যান্ বিসসর্জ চ লক্ষ্মণঃ॥ ১০১

বীর্যবান লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রথমে সাতটি শর বিদ্ধ করে, পুনরায় অপর একটি শরজাল নিক্ষেপ করলেন।

পীড্যমানস্তদস্ত্রং তু বিশেষং তৎ স রাক্ষসঃ।
ততশ্চুকোপ বলবান্ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ১০২

পীড়িত অবস্থায় সেই রাক্ষস লক্ষ্মণের নিক্ষেপিত অস্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলে সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী রাজকুমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

অথাস্য কবচং শুভ্রং জাম্বূনদময়ং শুভম্।
প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈঃ সন্ধ্যাভ্রমিব মারুতঃ॥ ১০৩

কুম্ভকর্ণের স্বর্ণনির্মিত, সুন্দর এবং দীপ্তিমান কবচটি তিনি শর দ্বারা এমনভাবে নষ্ট করলেন, যেন বায়ু দ্বারা সন্ধ্যাকালীন মেঘ বিতাড়িত হল।

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
আপীড্যমানঃ শুশুভে মেঘৈঃ সূর্য ইবাংশুমান্॥ ১০৪

কাজলের মতো কালো কুম্ভকর্ণের শরীর স্বর্ণভূষিত বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে মেঘাবৃত সূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিল।

ততঃ স রাক্ষসো ভীমঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্।
সাবজ্ঞমেব প্রোবাচ বাক্যং মেঘৌঘনিঃস্বনঃ॥ ১০৫

তখন সেই ভয়ানক রাক্ষস সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী পুত্র লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করে মেঘের মতো গর্জন করে বলল—

অন্তকস্যাপ্যকষ্টেন যুধি জেতারমাহবে।
যুধ্যতা মামভীতেন খ্যাপিতা বীরতা ত্বয়া॥ ১০৬

'যুদ্ধক্ষেত্রে যে যমকেও অনায়াসে জয় করতে সক্ষম সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছ, এতেই তোমার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রগৃহীতায়ুধস্যেহ মৃত্যোরিব মহামৃধে।
তিষ্ঠন্নপ্যগ্রতঃ পূজ্যঃ কিমু যুদ্ধপ্রদায়কঃ॥ ১০৭

'মহাযুদ্ধে আমি যখন মৃত্যুতুল্য অস্ত্র নিয়ে প্রহারে উদ্যত হই তখন যে আমার সামনে স্থির থাকতে পারে সেই প্রশংসনীয়। আর যে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তার কথা আর কী বলব ?

ঐরাবতং সমারূঢ়ো বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ।
নৈব শক্রোঽপি সমরে স্থিতপূর্বঃ কদাচন॥ ১০৮

'ঐরাবতে আরোহণ করে সকল দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়েও দেবরাজ ইন্দ্র কখনও যুদ্ধে আমার সামনে স্থির থাকতে পারেনি।

অদ্য ত্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ।
তোষিতো গন্তুমিচ্ছামি ত্বামনুজ্ঞাপ্য রাঘবম্॥ ১০৯

'ওহে সুমিত্রানন্দন ! তুমি বালক হয়েও আপন পরাক্রমে আজ আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, অতঃপর তোমার অনুমতি নিয়ে আমি রামচন্দ্রের নিকটে যেতে চাই।

যৎ তু বীর্যবলোৎসাহৈস্তোষিতোঽহং রণে ত্বয়া।
রামমেবৈকমিচ্ছামি হন্তুং যস্মিন্ হতে হতম্॥ ১১০

'যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বীরত্ব, বলবত্তা এবং উৎসাহে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি সেইজন্য আমি কেবল রামচন্দ্রকেই হত্যা করতে চাইছি, যার মৃত্যু হলে শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে।

রামে ময়াত্র নিহতে যেঽন্যে স্থাস্যন্তি সংযুগে।
তানহং যোধয়িষ্যামি স্ববলেন প্রমাথিনা॥ ১১১

'আমার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে রাঘব নিহত হলে অন্যান্য যারা উপস্থিত আছে তাদের সাথে আমার সংহারকারী শক্তি দ্বারা যুদ্ধ করব।'

ইত্যুক্তবাক্যং তদ্ রক্ষঃ প্রোবাচ স্তুতিসংহিতম্।
মৃধে ঘোরতরং বাক্যং সৌমিত্রিঃ প্রহসন্নিব॥ ১১২

রাক্ষস পূর্বোক্ত বাক্যগুলি এইভাবে বললে, সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে হাসতে হাসতে প্রশংসামিশ্রিত কঠোরতর বাক্য বললেন—

যৎ শক্রাদিভির্দেবৈরসহ্যঃ প্রাপ্য পৌরুষম্।
তৎ সত্যং নান্যথা বীর দৃষ্টস্তেঽদ্য পরাক্রমঃ॥ ১১৩
এষ দাশরথী রামস্তিষ্ঠত্যদ্রিরিবাচলঃ।

'ওহে বীর ! তুমি মহান পৌরুষ লাভ করে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছ একথা সত্য। আজ আমি নিজেই তোমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করলাম। ঐ যে অচল পর্বতের ন্যায় অবস্থান করছেন ইনিই হলেন দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র।'

ইতি শ্রুত্বা হ্যনাদৃত্য লক্ষ্মণং স নিশাচরঃ॥ ১১৪
অতিক্রম্য চ সৌমিত্রিং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
রামমেবাভিদুদ্রাব কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১১৫

এইকথা শুনে মহাবলী রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সৌমিত্র লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করে তাঁকে অতিক্রম করে, মেদিনী প্রকম্পিত করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

অথ দাশরথী রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রয়োজয়ন্।
কুম্ভকর্ণস্য হৃদয়ে সসর্জ নিশিতান্ শরান্॥ ১১৬

অতঃপর দাশরথি রাম রৌদ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে কুম্ভকর্ণের বক্ষদেশে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন।

তস্য রামেণ বিদ্ধস্য সহসাভিপ্রধাবতঃ।
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ॥ ১১৭

শ্রীরামের বাণে আহত হয়ে সেই রাক্ষস সহসা তাঁর প্রতি ধাবিত হল। তখন ক্রোধে তার মুখ থেকে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল।

রামাস্ত্রবিদ্ধো ঘোরং বৈ নর্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে॥ ১১৮

রামচন্দ্রের অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে রাক্ষসবীর ভয়ানক গর্জন করতে করতে ক্রুদ্ধ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের বিনষ্ট করতে লাগল।

তস্যোরসি নিমগ্নাস্তে শরা বর্হিণবাসসঃ।
হস্তাচ্চাস্য পরিভ্রষ্টা গদা চোর্ব্যাং পপাত হ॥ ১১৯

তার বক্ষদেশে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত শরগুলি বিদ্ধ হয়েছিল। তার হাত থেকে গদা খসে পড়ে গেল।

আয়ুধানি চ সর্বাণি বিপ্রকীর্যন্ত ভূতলে।
স নিরায়ুধমাত্মানং যদা মেনে মহাবলঃ॥ ১২০
মুষ্টিভ্যাং চ করাভ্যাং চ চকার কদনং মহৎ।

তার সকল অস্ত্রসমূহ মাটিতে ছড়িয়ে গেল। সে তখন নিজেকে নিরস্ত্র মনে করল। মহাবল সেই রাক্ষস তখন নিজের করতল দ্বারা, মুষ্টি দ্বারা বানরদের সংহার করতে লাগলো।

স বাণৈরতিবিদ্ধাঙ্গঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ।
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণং যথা॥ ১২১

বাণরাশির দ্বারা তার শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পর্বত থেকে যেমন ঝরণা প্রবাহিত হয় সেই রাক্ষসবীরের শরীর থেকেও তেমনি রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

স তীব্রেণ চ কোপেন রুধিরেণ চ মূর্চ্ছিতঃ।
বানরান্ রাক্ষসানৃক্ষান্ খাদন্ স পরিধাবতি॥ ১২২

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে সে ব্যাকুল হয়ে বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসদের খেতে খেতে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

অথ শৃঙ্গং সমাবিধ্য ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
চিক্ষেপ রামমুদ্দিশ্য বলবানন্তকোপমঃ॥ ১২৩

অতঃপর যমরাজের তুল্য বলবান এবং ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষস একটি ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গ নিয়ে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

অপ্রাপ্তমন্তরা রামঃ সপ্তভিস্তমজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ গিরিশৃঙ্গং তং পুনঃ সন্ধায় কার্মুকম্॥ ১২৪

সেই পর্বতশৃঙ্গ তাঁর নিকটে আসার পূর্বেই শ্রীরাম ধনুক শরসন্ধান করে সহজগামী সাতটি শর নিক্ষেপ করে সেটিকে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

ততস্তু রামো ধর্মাত্মা তস্য শৃঙ্গং মহৎ তদা।
শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈশ্চিচ্ছেদ ভরতাগ্রজঃ॥ ১২৫
তন্মেরুশিখরাকারং দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।
দ্বে শতে বানরাণাং চ পতমানমপাতয়ৎ॥ ১২৬

ভরতের অগ্রজ ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বর্ণমণ্ডিত বিচিত্র বাণ দ্বারা সেই পর্বত শিখরকে খণ্ডিত করলেন তখন সেই মেরুপর্বতের শিখর আপন প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে ভূমিতে পতিত হতে হতে দুইশত বানরকে ভূপাতিত করল।

তস্মিন্ কালে স ধর্মাত্মা লক্ষ্মণো রামমব্রবীৎ।
কুম্ভকর্ণবধে যুক্তো যোগান্ পরিমৃশন্ বহূন্॥ ১২৭

তখন কুম্ভকর্ণ বধের জন্য নিযুক্ত ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করার প্রসঙ্গে বহুবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে শ্রীরামকে বললেন—

নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্।
মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈব খাদতি॥ ১২৮

'রাজন্! এই রাক্ষস রক্তের গন্ধে মত্ত হয়ে উঠে রাক্ষসদের এবং বানরদের চিনতে পারছে না। সেইজন্য নিজপক্ষ এবং অপরপক্ষ এই দুপক্ষের যোদ্ধাদেরই ভক্ষণ করছে।

সাধ্বেনমধিরোহন্তু সর্বতো বানরর্ষভাঃ।
যূথপাশ্চ যথা মুখ্যাস্তিষ্ঠন্ত্বস্মিন্ সমন্ততঃ॥ ১২৯

'অতএব শ্রেষ্ঠ বানরদলপতিদের মধ্যে যারা মুখ্য তারা সব দিক থেকে এই রাক্ষসের শরীরের উপর আরোহণপূর্বক অবস্থান করুক।

অদ্যায়ং দুর্মতিঃ কালে গুরুভারপ্রপীড়িতঃ।
প্রচরন্ রাক্ষসো ভূমৌ নান্যান্ হন্যাৎ প্লবঙ্গমান্॥ ১৩০

'এখন এই দুর্বুদ্ধি পরায়ণ রাক্ষস বানরদের গুরুভারে পীড়িত হয়ে রণভূমিতে বিচরণ কালে অন্য বানরদের নিহত করতে পারবে না।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
তে সমারুরুহুর্হৃষ্টাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলাঃ॥ ১৩১

বুদ্ধিমান রাজকুমার লক্ষ্মণের এই কথা শুনে মহাবলশালী বানরদলপতিরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের শরীরে আরোহণ করল।

কুম্ভকর্ণস্তু সংক্রুদ্ধঃ সমারূঢ়ঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
ব্যধূনয়ৎ তান্ বেগেন দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্॥ ১৩২

বানরেরা শরীরের উপর আরোহণ করায় রাক্ষস কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কুপিত হয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে তাদের ফেলে দিল, যেমনভাবে মত্তহাতি তার দেহ কাঁপিয়ে মাহুতকে ফেলে দেয়।

তান্ দৃষ্ট্বা নির্ধুতান্ রামো রুষ্টোঽয়মিতি রাক্ষসম্।
সমুত্পপাত বেগেন ধনুরুত্তমমাদদে॥ ১৩৩

তাদের পতিত হতে দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন রাক্ষস ক্ষুব্ধ হয়েছে। তখন তিনি লাফিয়ে উঠে একটি উত্তম ধনুক হাতে নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হলেন।

ক্রোধরক্তেক্ষণো বীরো নির্দহন্নিব চক্ষুষা।
রাঘবো রাক্ষসং বেগাদভিদুদ্রাব বেগিতঃ।
যূথপান্ হর্ষয়ন্ সর্বান্ কুম্ভকর্ণবলার্দিতান্॥ ১৩৪

আরক্তিম, ক্রুদ্ধ চক্ষু দিয়েই তিনি যেন সবকিছু দগ্ধ করবেন এইরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক কুম্ভকর্ণের বলে পীড়িত সমস্ত বানরদলপতিদের আনন্দ বৃদ্ধি করে বীর রামচন্দ্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হলেন।

স চাপমাদায় ভুজঙ্গকল্পং
দৃঢ়জ্যমুগ্রং তপনীয়চিত্রম্।
হরীন্ সমাশ্বাস্য সমুৎপপাত
রামো নিবদ্ধোত্তমতূণবাণঃ॥ ১৩৫

সুদৃঢ় জ্যা সংযুক্ত, সর্পতুল্য ভয়ানক এবং স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল চিত্রিত ধনুক নিয়ে শ্রীরাম বানরদের আশ্বস্ত করে উত্তম বাণ সম্বলিত তূণ গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন।

স বানরগণৈস্তৈস্তু বৃতঃ পরমদুর্জয়ৈঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ॥ ১৩৬

মহাবলী বীর রামচন্দ্রের এই যাত্রাকালে লক্ষ্মণ তাঁকে অনুসরণ করছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত দুর্জয় বানরসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন।

স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমরিন্দমম্।
শোণিতাপ্লুতরক্তাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলঃ॥ ১৩৭
সর্বান্ সমভিধাবন্তং যথা রুষ্টং দিশাগজম্।
মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতম্॥ ১৩৮

মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্র মহাকায়, কিরীটধারী,

শত্রুদমনকারী, রক্তাপ্লুত, রক্তলোচন কুম্ভকর্ণকে দেখলেন যে, সে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রুষ্ট দিগ্‌গজের মতো বানরদের সন্ধানে সর্বত্র ধাবিত হচ্ছে এবং তাদেরকে আক্রমণ করছে।

বিন্ধ্যমন্দরসংকাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্ ।
স্রবন্তং রুধিরং বক্ত্রাদ্ বর্ষমেঘমিবোত্থিতম্॥ ১৩৯

বিন্ধ্য এবং মন্দার পর্বতের মতো সে দীর্ঘকায়। সোনার অঙ্গদ তার ভূষণ। বর্ষার জলধারাবর্ষী মেঘের মতো তার মুখ থেকে রক্তধারা বর্ষিত হচ্ছে।

জিহ্বয়া পরিলিহান্তং সৃক্কিণী শোণিতোক্ষিতে ।
মৃদ্নন্তং বানরানীকং কালান্তকয়মোপমম্॥ ১৪০

রক্তসিক্ত ওষ্ঠদেশ জিহ্বা দ্বারা লেহন করছে, কালান্তক যমের মতো বানরসৈন্যদের বিধ্বস্ত করছে।

তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং প্রদীপ্তানলবর্চসম্ ।
বিস্ফারয়ামাস তদা কার্মুকং পুরুষর্ষভঃ॥ ১৪১

এইরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে দেখে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপন ধনুকটি বিস্ফারিত করলেন। (শরসন্ধানের জন্য ধনুকের জ্যা অর্থাৎ ছিলাটি আকর্ষণ করলেন।)

স তস্য চাপনির্ঘোষাৎ কুপিতো রাক্ষসর্ষভঃ।
অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমভিদুদ্রাব রাঘবম্॥ ১৪২

সেই ধনুকের টংকার শুনে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কুপিত হল এবং সেই টংকার ধ্বনি সহ্য করতে না পেরে সে শ্রীরামের প্রতি ধাবিত হল।[1]

---

[1]এই শ্লোকের পরে কোনো কোনো গ্রন্থে নিম্নলিখিত কতিপয় অতিরিক্ত শ্লোক পাওয়া যায়, উপযোগিতা থাকার জন্য অর্থসহ সেগুলির এখানে উল্লেখ করা হল।

পুরস্তাদ্ রাঘবস্যার্থে গদাযুক্তো বিভীষণঃ। অভিদ্রুদাব বেগেন ভ্রাতা ভ্রাতরমাহবে॥
বিভীষণং পুরো দৃষ্ট্বা কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদিদম্। প্রহরস্ব রণে শীঘ্রং ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভব॥
ভ্রাতৃস্নেহং পরিত্যজ্য রাঘবসয় প্রিয়ং কুরু। অস্মৎকার্যং কৃতং বৎস যস্ত্বং রামমুপাগতঃ॥
ত্বমেকো রক্ষসাং লোকে সত্যধর্মাভিরক্ষিতা। নাস্তি ধর্মাভিরক্তানাং ব্যসনং তু কদাচন॥
সন্তনার্থং ত্বমেবৈকঃ কুলস্যাস্য ভবিষ্যসি। রাঘবস্য প্রসাদাৎ ত্বং রক্ষসাং রাজ্যমাপ্স্যসি॥
প্রকৃত্যা মম দুর্ধর্ষ শীঘ্রং মার্গাদপক্রম। ন স্থাতব্যং পুরস্তান্মে সম্ভ্রমান্নষ্টচেতসঃ॥
ন বেদ্মি সংযুগে সক্তঃ স্বান্ পরান্ বা নিশাচর। রক্ষণীয়োঽসি মে বৎস সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥
এবমুক্তো বচস্তেন কুম্ভকর্ণেন ধীমতা। বিভীষণো মহাবাহুঃ কুম্ভকর্ণমুবাচ হ॥
গতিতং মে কুলস্যাস্য রক্ষণার্থমরিন্দম। ন শ্রুতং সর্বরক্ষোভিস্ততোঽহং রামমাগতঃ॥
কৃতং তু তন্মহাভাগ সুকৃতং দুষ্কৃতং তু বা। এবমুক্ত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো গদাপাণির্বিভীষণঃ॥
একান্তমাশ্রিতো ভূত্বা চিন্তয়ামাস সংস্থিতঃ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য গদা হাতে নিয়ে বিভীষণ তার (কুম্ভকর্ণের) সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন এবং সেই যুদ্ধস্থলে ভাই-ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দ্রুতবেগে একে অপরের প্রতি অগ্রসর হলেন। বিভীষণকে সামনে দেখে কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলল —'বৎস! তুমি ভাইয়ের স্নেহ ত্যাগ করে রামচন্দ্রের হিত করো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ওপরে গদাঘাত করো। এখন তুমি ক্ষাত্রধর্মে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হও। তুমি যে শ্রীরামের আশ্রয় নিয়েছ, এর ফলে তুমি আমাদের কার্যসিদ্ধ করেছ। রাক্ষসদের মধ্যে একমাত্র তুমিই জগতে সত্য এবং ধর্মকে রক্ষা করছ। যে ধর্মে অনুরক্ত হয়, সে কখনো কোনো দুঃখভোগ করে না। এখন একমাত্র তুমিই এই বংশের সন্তান পরম্পরাকে সুরক্ষিত করার জন্য জীবিত থাকবে। শ্রীরঘুনাথের কৃপায় তুমি রাক্ষসদের রাজ্য লাভ করবে। দুর্জয় বীর! আমার স্বভাব সম্পর্কে তো তুমি পরিচিতই আছো। অতএব শীঘ্রই আমার পথ ছেড়ে দূরে চলে যাও। এখন সম্ভ্রম প্রদর্শনের বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব আমার সম্মুখে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। নিশাচর! এখন যুদ্ধে আসক্ত হওয়ার জন্য আমি আপন-পর জ্ঞান-রহিত হয়েছি, তথাপি বৎস! আমার দ্বারা তুমি রক্ষণীয়—আমি তোমাকে বধ করতে চাই না। তোমাকে এই সত্যি কথাই আমি বলছি।' বুদ্ধিমান কুম্ভকর্ণ এইরূপ বললে মহাবাহু বিভীষণ তাকে বললেন—'হে শত্রুদমনকারী বীর! আমি এই বংশের রক্ষার জন্য অনেক কথা বলেছি; কিন্তু কোনো রাক্ষসই আমার কথা শোনেনি; অতএব আমি হতাশ হয়ে শ্রীরামের আশ্রয় নিয়েছি। হে মহাভাগ! এটা আমার পক্ষে পুণ্য বা পাপ যাই হোক না কেন এখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়ই গ্রহণ করেছি।' এই কথা বলতে বলতে গদাধারী বিভীষণের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি একান্তে দাঁড়িয়ে চিন্তা মগ্ন হলেন।

তত্তস্তু বাতোদ্ধতমেকল্পং
ভুজঙ্গরাজোত্তমভোগবাহুঃ ।
তমাপতন্তং ধরণীধরাভ-
মুবাচ রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্‌ ॥ ১৪৩

যাঁর বাহুদ্বয় সর্পরাজ বাসুকীর মতো উত্তম (সুবিশাল এবং স্থূল) সেই রামচন্দ্র পর্বততুল্য সুউচ্চ কুম্ভকর্ণকে বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় দ্রুতগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হতে দেখে বললেন—

আগচ্ছ রক্ষোঽধিপ মা বিষাদ-
মবস্থিতোঽহং প্রগৃহীতচাপঃ।
অবেহি মাং রাক্ষসবংশনাশনং
যস্ত্বং মুহূর্তাদ্‌ ভবিতা বিচেতাঃ ॥ ১৪৪

'ওহে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! এসো, দুঃখ করো না। আমি ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে রাক্ষসকুলের বিনাশক রূপে জানো। মুহূর্তের মধ্যেই তোমার প্রাণবিয়োগ হবে।'

রামোঽয়মিতি বিজ্ঞায় জহাস বিকৃতস্বনম্‌।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্‌ বিদ্রাবয়ন্‌ রণে॥ ১৪৫

'ইনিই রাম' — এইকথা জেনে সেই রাক্ষস বিকৃত স্বরে হাসতে লাগল এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের বিতাড়িত করে তাঁর প্রতি ধাবিত হল।

দারয়ন্নিব সর্বেষাং হৃদয়ানি বনৌকসাম্‌।
প্রহস্য বিকৃতং ভীমং স মেঘস্তনিতোপমম্‌॥ ১৪৬
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ো ন কবন্ধঃ খরো ন চ।
ন বালী ন চ মারীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ॥ ১৪৭

মহাতেজস্বী কুম্ভকর্ণ সমস্ত বানরদের হৃদয় বিদীর্ণ করতে করতে অট্টহাস্য করে মেঘের মতো ভয়ানক এবং গম্ভীর গর্জন করে রামচন্দ্রকে বলল— 'আমাকে বিরাধ, কবন্ধ অথবা খর বলে মনে করো না। আমি মারীচ অথবা বালীও নই। আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ সমাগত হয়েছি (অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি)

পশ্য মে মুদ্গরং ভীমং সর্বং কালায়সং মহৎ।
অনেন নির্জিতা দেবা দানবাশ্চ পুরা ময়া॥ ১৪৮

'আমার এই ভয়ংকর এবং সুবিশাল মুগুরটি দেখ। লৌহনির্মিত কৃষ্ণবর্ণের এই মুগুর দিয়ে আমি পূর্বে দেবতা ও দানবদের পরাস্ত করেছি।

বিকর্ণনাস ইতি মাং নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি।
স্বল্পাপি হি ন মে পীড়া কর্ণনাসাবিনাশনাৎ॥ ১৪৯

'আমাকে কর্ণহীন এবং নাসিকাহীন দেখে তুমি অবজ্ঞা করো না। নাক-কান কাটা গেলেও আমার ন্যূনতম পীড়া হচ্ছে না।

দর্শয়েক্ষ্বাকুশার্দূল বীর্যং গাত্রেষু মেঽনঘ।
ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি দৃষ্টপৌরুষবিক্রমম্‌॥ ১৫০

'ইক্ষ্বাকুবংশের বীরপুরুষ ! তুমি নিষ্পাপ। আগে আমার ওপর তোমার পরাক্রম দেখাও। তোমার পৌরুষ এবং পরাক্রম দেখে আমি তোমাকে ভক্ষণ করব।'

স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
রামঃ সুপুঙ্খান্‌ বিসসর্জ বাণান্‌।
তৈরাহতো বজ্রসমপ্রবেগৈ-
র্ন চুক্ষুভে ন ব্যথতে সুরারিঃ ॥ ১৫১

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে শ্রীরাম পুঙ্খসমন্বিত শররাজি নিক্ষেপ করলেন। বজ্রতুল্য বেগবান সেই শররাশির গভীর আঘাতেও দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ ব্যথিতও হল না, ক্ষুব্ধও হল না।

যৈঃ সায়কৈঃ সালবরা নিকৃত্তা
বালী হতো বানরপুঙ্গবশ্চ।
তে কুম্ভকর্ণস্য তদা শরীরং
বজ্রোপমা ন ব্যথয়াম্প্রচক্রুঃ ॥ ১৫২

যে বাণের আঘাতে মহান শালবৃক্ষসমূহ কর্তিত হয়, বানররাজ বালীর প্রাণবিয়োগ ঘটেছিল যে তীরের আঘাতে, বজ্রতুল্য সেই শরের আঘাতে কুম্ভকর্ণের শরীর ব্যথিত হল না।

স বারিধারা ইব সায়কাংস্তান্‌
পিবন্‌ শরীরেণ মহেন্দ্রশত্রুঃ।
জঘান রামস্য শরপ্রবেগং
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগম্‌ ॥ ১৫৩

মহান ইন্দ্রের শত্রু কুম্ভকর্ণ জলধারার মতো শ্রীরামের বাণবর্ষণকে যেন আপন শরীর দিয়ে পান করতে লাগল। ভয়ংকর বেগশালী মুদ্গরটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বহুসংখ্যক বাণের তীব্র বেগকে প্রতিহত করল।

ততস্তু রক্ষঃ ক্ষতজানুলিপ্তং
বিত্রাসনং দেবমহাচমূনাম্।
আবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগং
বিদ্রাবয়ামাস চমূং হরীণাম্ ॥ ১৫৪

তদনন্তর দেবতাদের সুবিশাল বাহিনীর ত্রাস উৎপাদনকারী সেই রাক্ষস ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে উগ্র বেগশালী মুদ্গর ঘুরিয়ে বানরবাহিনীকে বিতাড়িত করতে লাগল।

বায়ব্যমাদায় ততোঽপরাস্ত্রং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়।
সমুদ্গরং তেন জহার বাহুং
স কৃত্তবাহুস্তুমুলং ননাদ ॥ ১৫৫

তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বায়ব্য নামক অন্য একটি অস্ত্র রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। তার দ্বারা কুম্ভকর্ণের মুদ্গরসহ দক্ষিণহস্তটি ছিন্ন হল, বাহু কর্তিত হওয়ায় সে ভয়ানক শব্দে চিৎকার করতে লাগল।

স তস্য বাহুর্গিরিশৃঙ্গকল্পঃ
সমুদ্গরো রাঘববাণকৃত্তঃ।
পপাত তস্মিন্ হরিরাজসৈন্যে
জঘান তাং বানরবাহিনীং চ ॥ ১৫৬

রামচন্দ্রের শরাঘাতে কর্তিত সেই পর্বতশৃঙ্গতুল্য মুদ্গরসহ হাতটি বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পতিত হওয়ায় বানরেরা তার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে প্রাণ হারাল।

তে বানরা ভগ্নহতাবশেষাঃ
পর্যন্তমাশ্রিত্য তদা বিষণ্ণাঃ।
প্রপীড়িতাঙ্গা দদৃশুঃ সুঘোরং
নরেন্দ্ররক্ষোঽধিপসন্নিপাতম্ ॥ ১৫৭

অবশিষ্ট বানরেরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও তাদের অঙ্গ ভগ্ন হওয়ায় তারা বিষণ্ণচিত্তে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র এবং রাক্ষসাধিপতি কুম্ভকর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ দেখতে লাগল। ভয়ানক আঘাতের ফলে তাদের শরীর অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছিল।

স কুম্ভকর্ণোঽস্ত্রনিকৃত্তবাহু-
র্মহাসিকৃত্তাগ্র ইবাচলেন্দ্রঃ।
উৎপাটয়ামাস করেণ বৃক্ষং
ততোঽভিদুদ্রাব রণে নরেন্দ্রম্ ॥ ১৫৮

অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বাহু কুম্ভকর্ণকে শিখরবিহীন পর্বতরাজের মতো মনে হচ্ছিল। সে এক হাতেই একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হল।

তং তস্য বাহুং সহতালবৃক্ষং
সমুদ্যতং পন্নগভোগকল্পম্।
ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্তেন জঘান রামো
বাণেন জাম্বূনদচিত্রিতেন ॥ ১৫৯

রামচন্দ্র সুবর্ণভূষিত একটি বাণ নিয়ে সেটিকে ঐন্দ্রাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে নিক্ষেপ করলেন। তার ফলে সেটি সর্পের ন্যায় উত্থিত হয়ে তালবৃক্ষসহ রাক্ষসের দ্বিতীয় বাহুটিকে ছিন্ন করল।

স কুম্ভকর্ণস্য ভুজো নিকৃত্তঃ
পপাত ভূমৌ গিরিসন্নিকাশঃ।
বিচেষ্টমানো নিজঘান বৃক্ষান্
শৈলান্ শিলাবানররাক্ষসাংশ্চ ॥ ১৬০

কুম্ভকর্ণের সেই পর্বতসদৃশ ছিন্নবাহু ভূপতিত হয়ে কম্পিত হতে লাগল এবং তার আঘাতে বহুসংখ্যক বৃক্ষ, শিলা, শৈলশৃঙ্গ, বানরেরা এমনকী রাক্ষসেরাও নিষ্পেষিত হল।

তং ছিন্নবাহুং সমবেক্ষ্য রামঃ
সমাপতন্তং সহসা নদন্তম্।
দ্বাবর্ধচন্দ্রৌ নিশিতৌ প্রগৃহ্য
চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসস্য ॥ ১৬১

দুই বাহু ছিন্ন হওয়ায় রাক্ষস প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধাবিত হল। রামচন্দ্র দুইটি সুতীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্বক নিক্ষেপ করলে রাক্ষসের দুইটি পা কাটা গেল।

তৌ তস্য পাদৌ প্রদিশো দিশশ্চ
গিরের্গুহাশ্চৈব মহার্ণবং চ।
লঙ্কাং চ সেনাং কপিরাক্ষসানাং
বিনাদয়ন্তৌ বিনিপেততুশ্চ ॥ ১৬২

তার সেই পা দুটি তখন দিক্-বিদিক্, পর্বত, কন্দর,

মহাসাগর, লঙ্কাপুরী, বানর এবং রাক্ষসসৈন্যদের প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত করে ভূপতিত হল।

নিকৃত্তবাহুর্বিনিকৃত্তপাদো
বিদার্য বক্তুং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্
রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরিক্ষে ॥ ১৬৩

দুই পা এবং দুই হাত কাটা গেলে রাক্ষস তার বাড়বানলের মতে মুখটি বিশাল হাঁ-করে গর্জন করতে করতে রামচন্দ্রকে গ্রাস করার জন্য অগ্রসর হল। চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে কুম্ভকর্ণের এই আক্রমণ প্রয়াসও তদনুরূপ।

অপূরয়ৎ তস্য মুখং শিতাগ্রৈ
রামঃ শরৈর্হেমপিনদ্ধপুঙ্খৈঃ।
সম্পূর্ণবক্ত্রো ন শশাক বক্তুং
চুকূজ কৃচ্ছ্রেণ মুমূর্চ্ছ চাপি ॥ ১৬৪

তখন শ্রীরামচন্দ্র সোনার পুঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তার মুখবিবর পূর্ণ করে দিলেন। এইভাবে মুখবন্ধ হওয়ায় সে আর কথা বলতে পারল না। অত্যন্ত কষ্টে আর্তনাদ প্রকাশ করে সে মূর্ছিত হল।

অথাদদে সূর্যমরীচিকল্পং
স ব্রহ্মদণ্ডান্তককালকল্পম্।
অরিষ্টমৈন্দ্রং নিশিতং সুপুঙ্খং
রামঃ শরং মারুততুল্যবেগম্ ॥ ১৬৫
তং বজ্রজাম্বূনদচারুপুঙ্খং
প্রদীপ্তসূর্যজ্বলনপ্রকাশম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায় ॥ ১৬৬

অতঃপর রামচন্দ্র ব্রহ্মদণ্ড তথা বিনাশকারী কালতুল্যের ন্যায় ভয়ানক, সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল বায়ুতুল্য গতিসম্পন্ন, সুন্দর পুঙ্খযুক্ত, হীরক ও সুবর্ণদ্বারা নির্মিত সুচারুদর্শন বাণমূলযুক্ত, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তথা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, ইন্দ্রের বজ্র এবং অশনিতুল্য বেগবান শর গ্রহণ করে সেটি রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।

স সায়কো রাঘববাহুচোদিতো
দিশঃস্বভাসা দশ সম্প্রকাশয়ন্।
বিধূমবৈশ্বানরভীমদর্শনো
জগাম শক্রাশনিভীমবিক্রমঃ ॥ ১৬৭

শ্রীরামের দ্বারা প্রেরিত ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ানক সেই তীর আপন প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করে ধূমহীন অগ্নির মতো ভয়ানক রূপে দ্রুতগতিতে ধাবিত হল।

স তন্মহাপর্বতকূটসন্নিভং
সুবৃত্তদংষ্ট্রং চলচারুকুণ্ডলম্।
চকর্ত রক্ষোঽধিপতেঃ শিরস্তদা
যথৈব বৃত্রস্য পুরা পুরন্দরঃ ॥ ১৬৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন, তেমনি সেই বাণের আঘাতে রাক্ষসরাজ কুম্ভকর্ণের মহান পর্বত শিখরতুল্য সুউচ্চ, সুগঠিত দন্ত শোভিত এবং চঞ্চল কুণ্ডলে সুসজ্জিত মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

কুম্ভকর্ণশিরো ভাতি কুণ্ডলালঙ্কৃতং মহৎ।
আদিত্যেঽভ্যুদিতে রাত্রৌ মধ্যস্থ ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৬৯

কুণ্ডলে অলংকৃত কুম্ভকর্ণের বিশাল মস্তক তখন সূর্যোদয়ের পরে মধ্যগগনে বিরাজমান ম্লান চন্দ্রের মতো নিস্তেজ মনে হচ্ছিল।

তদ্ রাবমাণাভিহতং পপাত
রক্ষঃশিরঃ পর্বতসন্নিকাশম্।
বভঞ্জ চর্যাগৃহগোপুরাণি
প্রাকারমুচ্চং তমপাতয়চ্চ ॥ ১৭০

শ্রীরামের বাণে কর্তিত রাক্ষসের সেই পর্বততুল্য মস্তক ভূপতিত হওয়ার সময় লঙ্কা নগরীর বহু চর্যাগৃহ, গোপুর (দরজা) এবং সুউচ্চ প্রাকারকে বিনষ্ট তথা ধরাশায়ী করল।

তচ্চাতিকায়ং হিমবৎ প্রকাশং
রক্ষস্তদা তোয়নিধৌ পপাত।
গ্রাহান্ পরান্ মীনবরান্ ভুজঙ্গমান্
মমর্দ ভূমিং চ তথা বিবেশ ॥ ১৭১

হিমালয়ের মতো সুবিশাল রাক্ষসের সেই ধড়টি তখন সমুদ্রের জলে পতিত হল। বড় বড় কুমীর, মাছ তথা সাপেদের শরীর মর্দিত করে সেটি পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ করল।

তস্মিন্ হতে ব্রাহ্মণদেবশত্রৌ
মহাবলে সংযতি কুম্ভকর্ণে।
চচাল ভূর্ভূমিধরাশ্চ সর্বে
হর্ষাচ্চ দেবাস্তুমুলং প্রণেদুঃ ॥ ১৭২

ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের শত্রু মহাবলশালী সেই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে নিহত হলে পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ প্রকম্পিত হল। দেবতারা সকলে মহানন্দে তুমুল হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন।

ততস্তু দেবর্ষিমহর্ষিপন্নগাঃ
সুরাশ্চ ভূতানি সুপর্ণগুহ্যকাঃ।
সযক্ষগন্ধর্বগণা নভোগতাঃ
প্রহর্ষিতা রামপরাক্রমেণ ॥ ১৭৩

রামচন্দ্রের পরাক্রমে আকাশস্থিত দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, দেবতাগণ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ, গন্ধর্বগণ এবং প্রাণী সকল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ততস্তু তে তস্য বধেন ভূরিণা
মনস্বিনো নৈর্ঋতরাজবান্ধবাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্ব্যথিতা রঘূত্তমং
হরিং সমীক্ষ্যৈব যথা মতঙ্গজাঃ ॥ ১৭৪

কুম্ভকর্ণের এই মহান বধের জন্য রাক্ষসরাজের মনস্বী বান্ধবগণ অত্যন্ত ব্যথিত হল। মত্ত হাতি যেমন সিংহকে দেখে জোরে গর্জন করে ওঠে তেমনি রামচন্দ্রকে দেখে তারা সজোরে রোদন করতে লাগল।

স দেবলোকস্য তমো নিহত্য
সূর্যো যথা রাহুমুখাদ্ বিমুক্তঃ।
তথা ব্যভাসীদ্ধরিসৈন্যমধ্যে
নিহত্য রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্ ॥ ১৭৫

রাহুর মুখ থেকে মুক্ত হয়ে সূর্য যেমন স্বমহিমায় প্রকাশিত হন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি দেবলোকের অন্ধকার দূর করে কুম্ভকর্ণকে বধ করে বানরসৈন্যদের মধ্যে শোভা লাভ করছিলেন।

প্রহর্ষমীয়ুর্বহবশ্চ বানরাঃ
প্রবুদ্ধপদ্মপ্রতিমৈরিবাননৈঃ।
অপূজয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে নৃপাত্মজম্ ॥ ১৭৬

ভয়ানক শক্তিশালী শত্রুর নিধন হলে বহুসংখ্যক বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিকশিত পদ্মের মতো তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাদের ইষ্টভোগী রামচন্দ্রকে তারা সফল মনোরথ হয়ে পূজা করল।

স কুম্ভকর্ণং সুরসৈন্যমর্দনং
মহৎসু যুদ্ধেষু কদাচনাজিতম্।
ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজো রণে
মহাসুরং বৃত্রমিবামরাধিপঃ ॥ ১৭৭

দেবসৈন্য মর্দনকারী কুম্ভকর্ণ, যে বড় বড় যুদ্ধেও কখনো পরাজিত হয়নি ; ভরতাগ্রজ শ্রীরাম তাকে হত্যা করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ভয়ংকর অসুর বৃত্রকে সংহার করে আনন্দলাভ করেছিলেন, কুম্ভকর্ণকে হত্যা করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তদনুরূপ আনন্দ লাভ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণের বিলাপ

কুম্ভকর্ণং হতং দৃষ্ট্বা রাঘবেণ মহাত্মনা।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্‌॥ ১

মহাত্মা রামচন্দ্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছে দেখে নিশাচরেরা রাক্ষসরাজ রাবণকে সেই বার্তা নিবেদন করলো—

রাজন্‌ স কালসংকাশঃ সংযুক্তঃ কালকর্মণা।
বিদ্রাব্য বানরীং সেনাং ভক্ষয়িত্বা চ বানরান্‌॥ ২

'মহারাজ ! কালের মতো ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী কুম্ভকর্ণ বানরসেনাদের তাড়িয়ে বহুসংখ্যক বানর ভক্ষণ করে স্বয়ং কালগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতপিত্বা মুহূর্তং তু প্রশান্তো রামতেজসা।
কায়েনার্ধপ্রবিষ্টেন সমুদ্রং ভীমদর্শনম্‌॥ ৩
নিকৃত্তনাসাকর্ণেন বিক্ষরদ্রুধিরেণ চ।
রুদ্ধ্বা দ্বারং শরীরেণ লঙ্কায়াঃ পর্বতোপমঃ॥ ৪
কুম্ভকর্ণস্তব ভ্রাতা কাকুৎস্থশরপীড়িতঃ।
অগণ্ডভূতো বিবৃতো দাবদগ্ধ ইব দ্রুমঃ॥ ৫

'আপন প্রতাপে বানরদের তাপিত করে মুহূর্তের মধ্যে শ্রীরামের তেজে সে শান্ত হয়েছে। তার শরীরের অর্ধভাগ ভীষণ দর্শন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। নাক-কান কাটা অবস্থায় ক্ষরিত রক্তধারায় লিপ্ত মুখমণ্ডল লঙ্কার দ্বারদেশে পতিত হয়েছে। তার সেই পর্বততুল্য মস্তক দ্বারা লঙ্কানগরীর দ্বার অবরুদ্ধ হয়েছে। আপনার ভাই কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের শরে পীড়িত হয়ে গণ্ডহীন হয়ে (ধড়হীন মুণ্ড এই অবস্থায়) দাবানলে দগ্ধ বৃক্ষের মতো ধ্বংস হয়েছে।'

শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্‌।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ॥ ৬

মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে শুনে রাবণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা দেবান্তকনরান্তকৌ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ রুরুদুঃ শোকপীড়িতাঃ॥ ৭

পিতৃব্যের (কাকার) নিধন-বার্তা শুনে দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা এবং অতিকায় শোকে পীড়িত হয়ে রোদন করতে লাগলো।

ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ শোকাক্রান্তৌ বভূবতুঃ॥ ৮

অনায়াসেই মহান কর্মানুষ্ঠানকারী শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ভাই কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছে শুনে মহোদর এবং মহাপার্শ্ব শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
কুম্ভকর্ণবধাদ্‌ দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করে কুম্ভকর্ণ বধের দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শোকে ব্যাকুল হয়েছিল।

হা বীর রিপুদর্পঘ্ন কুম্ভকর্ণ মহাবল।
ত্বং মাং বিহায় বৈ দৈবাদ্‌ যাতোঽসি যমসাদনম্‌॥ ১০

(তিনি রোদন করে বলতে লাগলেন—) 'হায় বীর! শত্রুদর্পবিনাশকারী ! হায় মহাবলী ! কুম্ভকর্ণ ! দৈববশতঃ তুমি আমায় ছেড়ে যমলোকে যাত্রা করলে।

মম শল্যমনুদ্‌ধৃত্য বান্ধবানাং মহাবল।
শত্রুসৈন্যং প্রতাপ্যৈকঃ ক্ব মাং সংত্যজ্য গচ্ছসি॥ ১১

'মহাবলী ! আমার তথা বন্ধুদের কণ্টক (পথের কাঁটা) দূর না করে শত্রুসৈন্যদের সন্তপ্ত করে, আমাকে ত্যাগ করে তুমি একা কোথায় চলে গেলে ?

ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ।
দক্ষিণোঽয়ং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাৎ॥ ১২

'এখন আমার আর অস্তিত্বই নেই ; সে ছিল আমার দক্ষিণহস্তের ন্যায়। তার ভরসায় আমি দেবতা অথবা অসুর কাউকেই ভয় করতাম না, আজ সেই কুম্ভকর্ণই ধরাশায়ী।

কথমেবংবিধো বীরো দেবদানবদর্পহা।
কালাগ্নিপ্রতিমো হ্যদ্য রাঘবেণ রণে হতঃ॥ ১৩

'দেবতা ও দানবদের দর্পহরণকারী কালাগ্নিতুল্য এইরকম বীর যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন করে রামের হাতে মারা গেল ?

যস্য তে বজ্রনিষ্পেষো ন কুর্যাদ্‌ ব্যসনং সদা।

স কথং রামবাণার্তঃ প্রসুপ্তোঽসি মহীতলে॥ ১৪

'বজ্রের আঘাতও তোমাকে কখনো পীড়িত করতে পারেনি। সেই তুমি কীকরে আজ রামের বাণে আর্ত হয়ে ভূতলশায়ী হলে?

এতে দেবগণাঃ সার্ধমৃষিভির্গগনে স্থিতাঃ।
নিহতং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা নিনদন্তি প্রহর্ষিতাঃ॥ ১৫

'তোমাকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে আজ আকাশে দেবতারা ঋষিদের সঙ্গে অবস্থিত হয়ে আনন্দধ্বনি করছে।

ধ্রুবমদ্যৈব সংহৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আরোক্ষ্যন্তীহ দুর্গাণি লঙ্কাদ্বারাণি সর্বশঃ॥ ১৬

'আজ অবশ্যই অভীষ্টসিদ্ধ বানরেরা আনন্দিত চিত্তে লঙ্কার সমস্ত দুর্গম দ্বারে আরোহণ করবে।

রাজ্যেন নাস্তি মে কার্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।
কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ॥ ১৭

'আজ আমার রাজ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। সীতাকে নিয়েই বা আমি কি করব? কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে আমার আর প্রাণধারণ করতে ইচ্ছা করছে না।

যদ্যহং ভ্রাতৃহন্তারং ন হন্মি যুধি রাঘবম্।
ননু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং ব্যর্থজীবিতম্॥ ১৮

'যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভ্রাতৃহন্তারক রামকে হত্যা করতে না পারি তাহলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এই ব্যর্থজীবন রক্ষিত না হওয়াতেই মঙ্গল।

অদ্যৈব তং গমিষ্যামি দেশং যত্রানুজো মম।
নহি ভ্রাতৄন্ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে॥ ১৯

'যে দেশে (স্থানে) আমার অনুজ কুম্ভকর্ণ যাত্রা করেছে আমি আজই সেই দেশে যাত্রা করতে চাই। আমার ভাইকে হারিয়ে আমি ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করতে চাই না।

দেবা হি মাং হসিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা পূর্বাপকারিণম্।
কথমিন্দ্রং জয়িষ্যামি কুম্ভকর্ণ হতে ত্বয়ি॥ ২০

'পূর্বে যাদের অপকার করেছি সেই দেবতারাও আমাকে দেখে হাসবে। হায় কুম্ভকর্ণ! তোমার মৃত্যু হয়েছে, এখন আমি কী করে ইন্দ্রকে জয় করব?

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ॥ ২১

'আমি অজ্ঞানতাবশতঃ মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর বাক্য গ্রহণ করিনি। তাই এখন আমার এই অবস্থা হয়েছে।

বিভীষণবচস্তাবৎ কুম্ভকর্ণপ্রহস্তয়োঃ।
বিনাশোঽয়ং সমুৎপন্নো মাং ব্রীডয়তি দারুণঃ॥ ২২

'কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের এই নিদারুণ বিনাশ হওয়ায় বিভীষণের সেই বাক্যগুলি আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করছে।

তস্যায়ং কর্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ।
যন্ময়া ধার্মিকঃ শ্রীমান্ স নিরস্তো বিভীষণঃ॥ ২৩

'আমি ধর্মপরায়ণ শ্রীমান বিভীষণকে যে বিতাড়িত করেছি সেই কর্মের ফলেই এইরূপ শোকদায়ক পরিণাম আমাকে ভুগতে হচ্ছে।'

ইতি বহুবিধমাকুলান্তরাত্মা
কৃপণমতীব বিলপ্য কুম্ভকর্ণম্।
ন্যপতদপি দশাননো ভৃশার্ত-
স্তমনুজমিন্দ্ররিপুং হতং বিদিত্বা॥ ২৪

এইভাবে অতিশয় দীনতাপূর্বক বিলাপ করতে করতে দশানন রাবণ ব্যাকুলচিত্তে আপন-অনুজ ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণকে স্মরণ করে ব্যথিত হয়ে পুনরায় ভূপতিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৬৯)

রাবণের পুত্র এবং ভ্রাতাদের যুদ্ধযাত্রা এবং অঙ্গদ কর্তৃক নরান্তকের বিনাশ

এবং বিলপমানস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রুত্বা শোকভিভূতস্য ত্রিশিরা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

এইরূপ বিলাপমান শোকাভিভূত দুরাত্মা রাবণের কথা শুনে ত্রিশিরা বলল—

এবমেব মহাবীর্যো হতো নস্তাতমধ্যমঃ।
ন তু সৎপুরুষা রাজন্ বিলপন্তি যথা ভবান্॥ ২

'হে রাজন্ ! আমাদের মহাবীর মধ্যমতাত (মেজোকাকা) যুদ্ধে নিহত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাতে আপনার মতো শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা তো এরকম বিলাপ করেন না।

নূনং ত্রিভুবনস্যাপি পর্যাপ্তস্ত্বমসি প্রভো।
স কস্মাৎ প্রাকৃত ইব শোচস্যাত্মানমীদৃশম্॥ ৩

'হে প্রভু ! আপনি অবশ্যই ত্রিভুবন জয় করতে সক্ষম, তবে কেন আপনি প্রাকৃতজনের মতো নিজেকে শোকাভিভূত করেছেন ?

ব্রহ্মদত্তাস্তি তে শক্তিঃ কবচং সায়কো ধনুঃ।
সহস্রখরসংযুক্তো রথো মেঘসমস্বনঃ॥ ৪

'ব্রহ্মাপ্রদত্ত শক্তি তথা কবচ, ধনুক এবং বাণ আপনার কাছে রয়েছে, মেঘের মতো গর্জনকারী, একহাজার গাধায় টানা রথও আপনার অধীন।

ত্বয়াসকৃদ্ধি শস্ত্রেণ বিশস্তা দেবদানবাঃ।
স সর্বায়ুধসম্পন্নো রাঘবং শাস্তুমর্হসি॥ ৫

'আপনি কেবলমাত্র একটি শস্ত্রের দ্বারা দেবতা এবং দানবদের বহুবার শাসন করেছেন। অতএব সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আপনি রামকে শাস্তি দিতে সক্ষম।

কামং তিষ্ঠ মহারাজ নির্গমিষ্যাম্যহং রণে।
উদ্ধরিষ্যামি তে শত্রূন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব॥ ৬

'মহারাজ ! আপনি স্থির হন, অনুমতি দিন আমি যুদ্ধযাত্রা করি। গরুড় যেমনভাবে সাপেদের সংহার করেন, আমিও তেমনি করে আপনার শত্রুদের ধ্বংস করব।

শম্বরো দেবরাজেন নরকো বিষ্ণুনা যথা।
তথাদ্য শয়িতা রামো ময়া যুধি নিপাতিতঃ॥ ৭

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে[১] এবং ভগবান বিষ্ণু যেমন নরকাসুরকে বধ করেছেন তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে আজ রামচন্দ্রও আমার দ্বারা চিরকালের জন্য শায়িত হবে।'

শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ॥ ৮

ত্রিশিরার কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এমন উজ্জীবিত হলেন যে মনে হল তাঁর পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে।

শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং দেবান্তকনরান্তকৌ।
অতিকায়শ্চ তেজস্বী বভূবুর্যুদ্ধহর্ষিতাঃ॥ ৯

ত্রিশিরার কথা শুনে দেবান্তক, নরান্তক এবং তেজস্বী অতিকায়— এই তিনজনেই যুদ্ধের জন্য উৎসাহী হলেন।

ততোঽহমহমিত্যেবং গর্জন্তো নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
রাবণস্য সুতা বীরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ॥ ১০

রাবণের বীর পুত্রেরা ছিল ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী, তাই তারা 'আমি যাব, আমি যাব' বলে তীব্র গর্জন করতে শুরু করল।

অন্তরিক্ষগতাঃ সর্বে সর্বে মায়াবিশারদাঃ।
সর্বে ত্রিদশদর্পঘ্নাঃ সর্বে সমরদুর্মদাঃ॥ ১১

তারা সকলেই আকাশে গমন করতে সক্ষম, মায়াবিদ্যায় বিশারদ, দেবতাদের দর্পচূর্ণ করতে সক্ষম এবং রণদুর্মদ।

সর্বে সুবলসম্পন্নাঃ সর্বে বিস্তীর্ণকীর্তয়ঃ।
সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তে স্ম নির্জিতাঃ॥ ১২
দেবৈরপি সগন্ধর্বৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ।
সর্বেঽস্ত্রবিদুষো বীরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
সর্বে প্রবরবিজ্ঞানাঃ সর্বে লব্ধবরাস্তথা॥ ১৩

তারা সকলেই ছিল উত্তম বলসম্পন্ন, তাদের কীর্তি

---

[১]এখানে যে নরকাসুরের কথা বলা হয়েছে, সে বিপ্রচিত্তি নামক দানবের দ্বারা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন বাতাপি প্রভৃতি সাত পুত্রের একজন, তাদের নাম যথাক্রমে হল—বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, সৃমর, অন্ধক, নরক এবং কালনাম। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করেছিলেন এখানে উল্লিখিত নরকাসুর তা থেকে পৃথক। ত্রিশিরা এবং রাবণের সময় তার জন্মই হয়নি

ছিল সুদূর প্রসারিত। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর তথা মহাসর্পদের দ্বারা রণাঙ্গণে তারা কখনও পরাস্ত হয়েছে, এমন কথা কখনো শোনা যায়নি। তারা সকলেই বীর এবং সর্বশস্ত্র বিশারদ, সকল শাস্ত্রে জ্ঞানী এবং যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ এবং সকলেই তপস্যার দ্বারা বর লাভ করেছে।

স তৈস্তথা ভাস্করতুল্যবর্চসৈঃ
সুতৈর্বৃতঃ শত্রুবলশ্রিয়ার্দনৈঃ।
রক্ষ রাজা মঘবান্ যথামরৈ-
র্বৃতো মহাদানবদর্পনাশনৈঃ॥ ১৪

শত্রুসৈন্য এবং সম্পদ ধ্বংসকারী সেই সূর্যের মতো তেজস্বী পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে বড় বড় দানবদের দর্পবিনষ্টকারী দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শোভাযুক্ত মনে হচ্ছিল।

স পুত্রান্ সম্পরিষ্বজ্য ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ।
আশীর্ভিশ্চ প্রশস্তাভি প্রেষয়ামাস বৈ রণে॥ ১৫

তিনি পুত্রদের আলিঙ্গন করে নানাবিধ অলংকারে অলংকৃত করে এবং উত্তমরূপে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন।

যুদ্ধোন্মত্তং চ মত্তং চ ভ্রাতরৌ চাপি রাবণঃ।
রক্ষার্থং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে॥ ১৬

যুদ্ধে রাজকুমারদের রক্ষা করার জন্য রাবণ তাঁর আপন দুই ভাই যুদ্ধোন্মত্ত (মহাপার্শ্ব) এবং মত্ত (মহোদর) কে প্রেরণ করলেন।

তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে॥ ১৭

তারা সকলে বিশালদেহী, লোক-ভয়ঙ্কর রাক্ষস মহাত্মা রাবণকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম জানিয়ে যুদ্ধের জন্য গমন করল।

সর্বৌষধীভির্গন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ।
নির্জগ্মুর্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠাঃ ষড়েতে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৮
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ নির্জগ্মুঃ কালচোদিতাঃ॥ ১৯

সকল প্রকার ওষধি এবং গন্ধদ্রব্যের স্পর্শ নিয়ে (অর্থাৎ এগুলির দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে) যুদ্ধকাঙ্ক্ষী ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর এবং মহাপার্শ্ব—এই ছয় মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যুদ্ধের জন্য পুরী থেকে নির্গত হল।

ততঃ সুদর্শনং নাগং নীলজীমূতসন্নিভম্।
ঐরাবতকুলে জাতমারুরোহ মহোদরঃ॥ ২০

তখন মহোদর ঐরাবত বংশে জাত মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট সুদর্শন নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করল।

সর্বায়ুধসমাযুক্তস্তূণীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ।
ররাজ গজমাস্থায় সবিতেবাস্তমূর্ধনি॥ ২১

সকল অস্ত্রে সজ্জিত এবং তূণীরের দ্বারা অলংকৃত মহোদর হস্তীপৃষ্ঠে আসীন হয়ে অস্তাচল শিখরে বিরাজমান সূর্যদেবের মতো শোভিত হচ্ছিল।

হয়োত্তমসাযুক্তং সর্বায়ুধসমাকুলম্।
আরোরুহ রথশ্রেষ্ঠং ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ॥ ২২

রাবণপুত্র ত্রিশিরা সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করল।

ত্রিশিরা রথমাস্থায় বিররাজ ধনুর্ধরঃ।
সবিদ্যুদুল্কঃ সজ্বালঃ সেন্দ্রচাপ ইবাম্বুদঃ॥ ২৩

ধনুক ধারণ করে রথে বিরাজমান অবস্থায় তাকে বিদ্যুৎ, উল্কা, অগ্নি এবং ইন্দ্রধনুযুক্ত মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

ত্রিভিঃ কিরীটৈস্ত্রিশিরাঃ শুশুভে স রথোত্তমে।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ॥ ২৪

উত্তম রথে আরোহণ করে তিনটি কিরীটযুক্ত ত্রিশিরা তিনটি স্বর্ণমণ্ডিত শিখরযুক্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

অতিকায়োঽতিতেজস্বী রাক্ষসেন্দ্রসুতস্তদা।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্॥ ২৫

রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যন্ত তেজস্বী পুত্র অতিকায় ছিল সকল ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেও এক উত্তম রথে আরোহণ করল।

সুচক্রাক্ষং সুসংযুক্তং স্বনুকর্ষং সুকূবরম্।
তূণীবাণাসনৈর্দীপ্তং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্॥ ২৬

সেই রথের চক্র, অক্ষ ও তাদের সংযোগ ছিল উত্তম। তার অনুকর্ষ এবং কূবরও ছিল সুন্দর। তূণী, বাণ, ধনুক দ্বারা দীপ্ত সেই রথটি ছিল প্রাস, অসি, পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কিরীটেন বিরাজতা।
ভূষণৈশ্চ বভৌ মেরুঃ প্রভাভিরিব ভাসয়ন্॥ ২৭

সে স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র কিরীট ধারণ করেছে, তার

অন্যান্য অলংকারসমূহ উজ্জ্বলরূপে দীপ্তিশীল। আপন প্রভায় উজ্জ্বল মেরুপর্বতের ন্যায় সুশোভিতা।

স ররাজ রথে তস্মিন্ রাজসূনুর্মহাবলঃ।
বৃতো নৈর্ঋতশার্দূলৈর্বজ্রপাণিরিবামরৈঃ॥ ২৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী, রাক্ষসরাজকুমার রথে বিরাজমান অবস্থায় রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল — যেমন বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন।

হয়মুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং শ্বেতং কনকভূষণম্।
মনোজবং মহাকায়মারুরোহ নরান্তকঃ॥ ২৯

নরান্ত উচ্চৈঃশ্রবার মতো শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট কনকাভরণভূষিত বিশালদেহী, মনের তুল্য বেগবান অশ্বে আরোহণ করল।

গৃহীত্বা প্রাসমুল্কাভং বিররাজ নরান্তকঃ।
শক্তিমাদায় তেজস্বী গুহঃ শিখিগতো যথা॥ ৩০

তেজস্বী নরান্তক উল্কার মতো উজ্জ্বল প্রাস হাতে নিয়ে শক্তিশালী ময়ূরবাহন কার্তিকের মতো শোভা ধারণ করেছিল।

দেবান্তকঃ সমাদায় পরিঘং হেমভূষণম্।
পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্॥ ৩১

সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দর পর্বত হাতে নিয়ে ভগবান বিষ্ণু যেমন শোভা ধারণ করেছিলেন, দেবান্তকও উজ্জ্বল স্বর্ণভূষিত পরিঘ ধারণ করে তদনুরূপ শোভা ধারণ করেছিল।

মহাপার্শ্বো মহাতেজা গদামাদায় বীর্যবান্।
বিররাজ গদাপাণিঃ কুবের ইব সংযুগে॥ ৩২

মহাতেজস্বী এবং পরাক্রমী মহাপার্শ্ব গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করছিল।

তে প্রতস্থুর্মহাত্মনোঽমরাবত্যাঃ সুরা ইব।
তান্ গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ রথৈশ্চাম্বুদনিঃস্বনৈঃ॥ ৩৩
অনূৎপেতুর্মহাত্মানো রাক্ষসাঃ প্রবরায়ুধাঃ।

অমরাবতীপুরী থেকে নির্গমনরত দেবতাদের মতো লঙ্কাপুরী থেকে রাক্ষসেরা নির্গত হল। তাদের পশ্চাৎভাগে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারণকারী রাক্ষস হাতি, ঘোড়া তথা মেঘের গর্জনতুল্য শব্দ সৃষ্টিকারী রথে আরোহণ করে যুদ্ধের জন্য নির্গত হল।

তে বিরেজুর্মহাত্মানঃ কুমারাঃ সূর্যবর্চসঃ॥ ৩৪
কিরীটিনঃ শ্রিয়া জুষ্টা গ্রহা দীপ্তা ইবাম্বরে।

সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, মহামনস্বী রাজপুত্রেরা কিরীট ধারণ করে আকাশে অবস্থিত উজ্জ্বল গ্রহের মতো শোভা লাভ করেছিল।

প্রগৃহীতা বভৌ তেষাং শস্ত্রাণামবলিঃ সিতা॥ ৩৫
শরদভ্রপ্রতীকাশা হংসাবলিরিবাম্বরে।

তাদের (রাজকুমারদের) দ্বারা ধৃত অস্ত্রশস্ত্র সমূহের ঔজ্জ্বল্য ছিল শরৎকালীন মেঘতুল্য উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত হংসশ্রেণীর মতো শোভাযুক্ত।

মরণং বাপি নিশ্চিত্য শত্রূণাং বা পরাজয়ম্॥ ৩৬
ইতি কৃত্বা মতিং বীরাঃ সংজগ্মুঃ সংযুগার্থিনঃ।

শত্রুর পরাজয় অথবা নিজেদের মৃত্যু — যেকোন একটি নিশ্চিত জেনে সেই রাক্ষস বীরেরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হল।

জগর্জুশ্চ প্রণেদুশ্চ চিক্ষিপুশ্চাপি সায়কান্॥ ৩৭
জগৃহুশ্চ মহাত্মানো নির্যান্তো যুদ্ধদুর্মদাঃ।

রণদুর্মদ মহামনস্বী সেই রাক্ষসেরা গর্জন, সিংহনাদ, শরগ্রহণ এবং নিক্ষেপ করতে করতে যাত্রা করছিল।

ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতানাং বৈ সঞ্চচালেব মেদিনী॥ ৩৮
রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ সংস্ফোটিতমিবাম্বরম্।

রাক্ষসদের গর্জনে, সিংহনাদে, আস্ফালনে পৃথিবী প্রকম্পিত হল আর গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

তেঽভিনিষ্ক্রম্য মুদিতা রাক্ষসেন্দ্রা মহাবলাঃ॥ ৩৯
দদৃশুর্বানরানীকং সমুদ্যতশিলানগম্।

মহাবলশালী রাক্ষসচূড়ামণি বীরেরা সানন্দে নগরের সীমা অতিক্রম করে দেখল বানরসৈন্যরা পর্বতশিখর এবং সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি উদ্যত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

হরয়োঽপি মহাত্মানো দদৃশূ রাক্ষসং বলম্॥ ৪০
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।
নীলজীমূতসংকাশং সমুদ্যতমহায়ুধম্॥ ৪১

মহাত্মা বানরেরাও রাক্ষস সৈন্যদের দেখল। হস্তী, অশ্ব এবং রথ নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। শত শত কিঙ্কিণী ধ্বনি তথায় উত্থিত হচ্ছে। কালো মেঘের মতো দৃশ্যমান সৈন্যদের হাতে উদ্যত সুবিশাল অস্ত্রসমূহ শোভা পাচ্ছিল।

দীপ্তানলরবিপ্রখ্যৈর্নৈর্ঋতৈঃ সর্বতো বৃতম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা বলমায়াতং লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪২

সমুদ্যতমহাশৈলাঃ সম্প্রণেদুর্মুহুর্মুহুঃ।
অমৃষ্যমাণা রক্ষাংসি প্রতিনর্দন্ত বানরাঃ ॥ ৪৩

প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের মতো তেজস্বী রাক্ষসদের সেনাবাহিনী সবদিকে পরিবৃত হয়েছিল। সেই বাহিনীকে আসতে দেখে বানরেরা সুবিশাল পর্বতশিখর উদ্যত করে পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে লাগল। রাক্ষসদের সিংহনাদ সহ্য করতে না পেরে তারাও প্রতিগর্জন করতে লাগল।

ততঃ সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
রক্ষোগণা বানরযূথপানাম্।
অমৃষ্যমাণাঃ পরহর্ষমুগ্রং
মহাবলা ভীমতরং প্রণেদুঃ ॥ ৪৪

রাক্ষসেরা বানরদলপতিদের এই উচ্চস্বরে গর্জন শুনে তা সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত আনন্দে ভয়ানকভাবে উগ্র স্বরে গর্জন করতে লাগল।

তে রাক্ষসবলং ঘোরং প্রবিশ্য হরিযূথপাঃ।
বিচেরুরুদ্যতৈঃ শৈলৈর্নগাঃ শিখরিণো যথা ॥ ৪৫

বানর দলপতিরা তখন সেই ভয়ানক রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে শৈলশৃঙ্গ নিয়ে প্রবেশ করে শিখর বিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় বিচরণ করতে লাগল।

কেচিদাকাশমাবিশ্য কেচিদুর্ব্যাং প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষঃসৈন্যেষু সংক্রুদ্ধাঃ কেচিদ্ দ্রুমশিলায়ুধাঃ ॥ ৪৬
দ্রুমাংশ্চ বিপুলস্কন্ধান্ গৃহ্য বানরপুঙ্গবাঃ।

রাক্ষসসৈন্যদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু সংখ্যক বানর বৃক্ষ এবং প্রস্তরকে অস্ত্ররূপে ধারণ করে আকাশপথে বিচরণ করতে লাগল, আবার কিছু সংখ্যক বানর দলপতি বিশাল স্কন্ধ সমন্বিত বৃক্ষ হাতে নিয়ে ভূমিতে বিচরণ করতে লাগল।

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং রক্ষোবানরসঙ্কুলম্ ॥ ৪৭
তে পাদপশিলাশৈলৈশ্চক্রুর্বৃষ্টিমনুপমাম্।
বাণৌঘৈর্বার্যমাণাশ্চ হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪৮

তখন রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে লাগল। রাক্ষসেরা শরসমূহ বর্ষণের দ্বারা বানরদের গতিরোধ করতে চাইল, তখন ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা বৃক্ষসমূহ, শিলাখণ্ড এবং পর্বতশৃঙ্গ-সমূহের অনুপম বৃষ্টি করতে লাগল।

সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণয়ামাসুর্যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৪৯
নির্জঘ্নুঃ সংযুগে ক্রুদ্ধাঃ কবচাভরণাবৃতান্।

রাক্ষস এবং বানর — উভয়পক্ষই যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ করছিল। ক্রুদ্ধ বানরেরা কবচ এবং অলংকারে ভূষিত বহুসংখ্যক রাক্ষসদের শিলাখণ্ডের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

কেচিদ্ রথগতান্ বীরান্ গজবাজিগতানপি ॥ ৫০
নির্জঘ্নুঃ সহসাহহপ্লুত্য যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ।

কোনো কোনো বানর রথারোহী, হস্তী এবং অশ্ব পৃষ্ঠে অবস্থিত বীর রাক্ষসদের ওপর সহসা লাফিয়ে উঠে তাদেরকে হত্যা করল।

শৈলশৃঙ্গাম্বিতাঙ্গাস্তে মুষ্টিভির্বান্তলোচনাঃ ॥ ৫১
চেলুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ তত্র রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।

প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরদের শরীর শৈলশৃঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত হল, বানরদের মুষ্ট্যাঘাতে তাদের চোখ ভেতরে ঢুকে গেল, রাক্ষসেরা চিৎকার করতে করতে কেউ পলায়ন করতে লাগল আবার কতক বা ভূমিতে পতিত হল।

রাক্ষসাশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিদুঃ কপিকুঞ্জরান্ ॥ ৫২
শূলমুদ্গরখড়্গৈশ্চ জঘ্নুঃ প্রাসৈশ্চ শক্তিভিঃ।

রাক্ষসেরাও তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কতিপয় বানর শিরোমণির শরীর বিদীর্ণ করল। শূল, মুদ্গর, খড়্গ, শক্তি এবং প্রাস দ্বারা বহু বানরকে হত্যা করল।

অন্যোন্যং পাতয়ামাসুঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥ ৫৩
রিপুশোণিতদিগ্ধাঙ্গাস্তত্র বানররাক্ষসাঃ।

শত্রুর রক্ত যাদের শরীরে লিপ্ত হয়েছিল সেই বানর এবং রাক্ষসেরা পরস্পর বিজয় লাভের ইচ্ছায় একে অপরকে ধরাশায়ী করছিল।

ততঃ শৈলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিসৃষ্টৈর্হরিরাক্ষসৈঃ ॥ ৫৪
মুহূর্তেনাবৃতা ভূমিরভবচ্ছোণিতোক্ষিতা।

অতঃপর বানরদের এবং রাক্ষসদের নিক্ষিপ্ত পর্বতশৃঙ্গ এবং খড়্গ দ্বারা যুদ্ধভূমি আচ্ছাদিত হয়ে গেল এবং রক্তপ্রবাহে সিক্ত হয়ে উঠল।

বিকীর্ণৈঃ পর্বতাকারৈ রক্ষোভিরভিমর্দিতৈঃ।
আসীদ্ বসুমতী পূর্ণা তদা যুদ্ধমদান্বিতৈঃ ॥ ৫৫

পর্বতাকায় রাক্ষসেরা বানরদের দ্বারা মর্দিত হচ্ছিল। যুদ্ধের অহংকারে উন্মত্ত রাক্ষসেরা নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থেকে ভূমিকে আবৃত করেছিল।

আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যমাণাশ্চ ভগ্নশৈলাশ্চ বানরাঃ।
পুনরঙ্গৈস্তদা চক্রুরাসন্না যুদ্ধমদ্ভুতম্॥ ৫৬

বানরেরা ভগ্ন পর্বতের প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগলো, রাক্ষসদের নিকটবর্তী হয়ে তারা হাত-পা দিয়ে অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করতে লাগল।

বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নুস্তে নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব জঘ্নুস্তে বানরা অপি॥ ৫৭

রাক্ষসবীরেরা বানরদের দ্বারা বানরসৈন্যদের এবং বানরেরা রাক্ষসদের দ্বারা রাক্ষসবীরদের হত্যা করতে লাগল।

আক্ষিপ্য চ শিলাঃ শৈলাঞ্জঘ্নুস্তে রাক্ষসাস্তদা।
তেষাং চাচ্ছিদ্য শস্ত্রাণি জঘ্নু রক্ষাংসি বানরাঃ॥ ৫৮

তখন রাক্ষসেরা বানরদের থেকে শিলাখণ্ড পর্বতশৃঙ্গসমূহ কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে বানরদের আঘাত করতে লাগল, আবার বানরেরাও রাক্ষসদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে রাক্ষসদের বধ করতে লাগল।

নির্জঘ্নুঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ বিভিদুশ্চ পরস্পরম্।
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ॥ ৫৯

এইভাবে রাক্ষস এবং বানরেরা পরস্পরকে শৈলশৃঙ্গ দ্বারা হত্যা করতে করতে পরস্পরের অস্ত্র-বিদীর্ণ করতঃ উভয়পক্ষই সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল।

ছিন্নবর্মতনুত্রাণা রাক্ষসা বানরৈর্হতাঃ।
রুধিরং প্রসৃতাস্তত্র রসসারমিব দ্রুমাঃ॥ ৬০

রাক্ষসদের অঙ্গরক্ষক বর্ম কবচসমূহ ভগ্ন হয়েছে, বানরদের দ্বারা তারা নিহত হয়েছে। গাছ থেকে যেমন গাছের নির্যাস ক্ষরিত হয়—অনুরূপ ধারায় রাক্ষসদের দেহ থেকে শোণিত-ধারা নির্গত হচ্ছে।

রথেন চ রথং চাপি বারণেনাপি বারণম্।
হয়েন চ হয়ং কেচিন্নির্জঘ্নুর্বানরা রণে॥ ৬১

যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক বানর রথ দ্বারা রথকে, হস্তী দ্বারা হস্তীকে এবং অশ্ব দ্বারা অশ্বকে ধ্বংস করছিল।

ক্ষুরপ্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ভল্লৈশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাক্ষসা বানরেন্দ্রাণাং বিভিদুঃ পাদপান্ শিলাঃ॥ ৬২

বানরশ্রেষ্ঠদের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ এবং শিলাসমূহ রাক্ষসেরা ক্ষুরপ্র, অর্ধচন্দ্র, ভল্ল এবং তীক্ষ্ণ শর দিয়ে বিদীর্ণ করছিল।

বিকীর্ণাঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ দ্রুমৈশ্ছিন্নৈশ্চ সংযুগে।
হতৈশ্চ কপিরক্ষোভির্দুর্গমা বসুধাভবৎ॥ ৬৩

কর্তিত বৃক্ষরাজি, ছিন্নভিন্ন পর্বতসমূহ তথা রাক্ষস এবং বানরদের মৃতদেহ দ্বারা রণভূমি আবৃত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রের পথ দুর্গম হয়ে গিয়েছিল।

তে বানরা গর্বিতহৃষ্টচেষ্টাঃ
সংগ্রামমাসাদ্য ভয়ং বিমুচ্য।
যুদ্ধং স্ম সর্বে সহ রাক্ষসৈস্তে
নানায়ুধাশ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ॥ ৬৪

বানরেরা ছিল গর্বিত এবং আনন্দিত চিত্ত। তারা ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে এসে রাক্ষসদের নানাবিধ অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল।

তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিমর্দে
প্রহৃষ্যমাণেষু বলীমুখেষু।
নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু
মহর্ষয়ো দেবগণাশ্চ নেদুঃ॥ ৬৫

এইরকমভাবে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হলে রাক্ষসেরা নিহত হতে লাগল। বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। মহর্ষিগণ ও দেবতাগণ উল্লাসধ্বনি করতে লাগলেন।

ততো হয়ং মারুততুল্যবেগ-
মারুহ্য শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।
নরান্তকো বানরসৈন্যমুগ্রং
মহার্ণবং মীন ইবাবিবেশ॥ ৬৬

তখন নরান্তক বায়ুর মতো বেগবান অশ্বে আরোহণ করে হাতে শক্তি নামক তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে মহাসমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় উগ্র বানরসৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

স বানরান্ সপ্ত শতানি বীরঃ
প্রাসেন দীপ্তেন বিনির্বিভেদ।
একঃ ক্ষণেনেন্দ্ররিপুর্মহাত্মা
জঘান সৈন্যং হরিপুঙ্গবানাম্॥ ৬৭

সেই ইন্দ্রশত্রু মহাবীর নরান্তক ক্ষণকালের মধ্যে একাই প্রাস নামক দীপ্ত অস্ত্রের দ্বারা সাতশত শ্রেষ্ঠ বানর দলপতিকে সংহার করল।

দদৃশুশ্চ মহাত্মানং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্।
চরন্তং হরিসৈন্যেষু বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ॥ ৬৮

বিদ্যাধরগণ এবং মহর্ষিগণ অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সেই মহাত্মা রাক্ষসকে বানরসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখলেন।

স তস্য দদৃশে মার্গো মাংসশোণিতকর্দমঃ।
পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতঃ॥ ৬৯

তার বিচরণপথে দেখা গেলো মাংস ও শোণিতের কাদা। পর্বতাকার বানরদের মৃতদেহ দ্বারা সেই পথ ছিল আচ্ছাদিত।

যাবদ্ বিক্রমতিং বুদ্ধিং চক্রুঃ প্লবগপুঙ্গবাঃ।
তাবদেতানতিক্রম্য নির্বিভেদ নরান্তকঃ॥ ৭০

বানরবীরেরা যখনই পরাক্রম প্রকাশের চিন্তা করছিল তখনই নরান্তক তাদের অতিক্রম করে নিদারুণ প্রহার করে আহত করতে থাকে।

জ্বলন্তং প্রাসমুদ্যম্য সংগ্রামাগ্রে নরান্তকঃ।
দদাহ হরিসৈন্যানি বনানীব বিভাবসুঃ॥ ৭১

দাবানল যেমন শুষ্ক বনানীকে দগ্ধ করে, তদনুরূপভাবে নরান্তক প্রজ্জ্বলিত প্রাস হাতে নিয়ে যুদ্ধের সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়ে বানরসেনাদের দগ্ধ করতে লাগল।

যাবদুৎপাটয়ামাসুর্বৃক্ষান্ শৈলান্ বনৌকসঃ।
তাবৎ প্রাসহতাঃ পেতুর্বজ্রকৃত্তা ইবাচলাঃ॥ ৭২

বানরেরা যখন পর্বতশিখর এবং বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করছিল তখনই পর্বতের উপর বজ্রাঘাতের তুল্য প্রাসের আঘাতে তাদের মৃত্যু হচ্ছিল।

দিক্ষু সর্বাসু বলবান্ বিচচার নরান্তকঃ।
প্রমৃদ্নন্ সর্বতো যুদ্ধে প্রাবৃট্‌কালে যথানিলঃ॥ ৭৩

বর্ষাকালের প্রবল বাতাস যেমন সকল দিকে বৃক্ষরাজিকে তছনছ করে দেয়, মহাবলশালী নরান্তকও তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র বিচরণ করে বানরদের ধ্বংস করছিল।

ন শেকুর্ধাবিতুং বীরা ন স্থাতুং স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
উৎপতন্তং স্থিতং যান্তং সর্বান্ বিব্যাধ বীর্যবান্॥ ৭৪

বীর বানরেরা দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারল না, ভয়ে স্থির হয়ে থাকতে পারল না, পরাক্রমী নরান্তক লম্ফনরত, ভূপতিত, গমনোদ্যত সকল বানরদের প্রাস দ্বারা আঘাত করল।

একেনান্তককল্পেন প্রাসেনাদিত্যতেজসা।
ভগ্নানি হরিসৈন্যানি নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৭৫

সেই প্রাস আপন প্রভায় সূর্যের মতো তেজতুল্য উজ্জ্বল। নরান্তক যমের তুল্য প্রাস সহযোগে সেই বানরদের ভূতলে নিপাতিত করে ধ্বংস করে দিল।

বজ্রনিষ্পেষসদৃশং প্রাসস্যাভিনিপাতনম্।
ন শেকুর্বানরাঃ সোঢ়ুং তে বিনেদুর্মহাস্বনম্॥ ৭৬

বজ্রের আঘাতের মতো ভয়ানক সেই প্রাসের আঘাত বানরেরা সহ্য করতে না পেরে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল।

পততাং হরিবীরাণাং রূপাণি প্রচকাশিরে।
বজ্রভিন্নাগ্রকূটানাং শৈলানাং পততামিব॥ ৭৭

বানরবীরদের পতিত হতে দেখে মনে হচ্ছিল বজ্রের আঘাতে শিখর বিদীর্ণ হওয়া ধরাশায়ী পর্বতসমূহ পতিত হচ্ছে।

যে তু পূর্বং মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণেন পাতিতাঃ।
তে স্বস্থা বানরশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীবমুপতস্থিরে॥ ৭৮

পূর্বে কুম্ভকর্ণের প্রহারে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত হয়েছিল, মহামনস্বী সেইসব শ্রেষ্ঠ বানরেরা সুস্থ হয়ে সুগ্রীবের সেবায় উপস্থিত হল।

প্রেক্ষমাণঃ স সুগ্রীবো দদৃশে হরিবাহিনীম্।
নরান্তকভয়ত্রস্তাং বিদ্রবন্তীং যতস্ততঃ॥ ৭৯

সব দিকে দৃষ্টিপাত করে সুগ্রীব দেখলেন বানরবাহিনী নরান্তকের ভয়ে ভীত হয়ে এদিক-ওদিক পলায়ন করছে।

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা স দদর্শ নরান্তকম্।
গৃহীতপ্রাসমায়ান্তং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮০

পলায়নোদ্যত বানর সৈন্যদের দেখে তিনি নরান্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখলেন যে সে হাতে প্রাস দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে এগিয়ে আসছে।

দৃষ্ট্বোবাচ মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
কুমারমঙ্গদং বীরং শক্রতুল্যপরাক্রমম্॥ ৮১

মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব তাকে দেখে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীর কুমার অঙ্গদকে বললেন—

গচ্ছৈনং রাক্ষসং বীরং যোঽসৌ তুরগমাস্থিতঃ।
ক্ষোভয়ন্তং হরিবলং ক্ষিপ্রং প্রাণৈর্বিয়োজয়॥ ৮২

'যে বীর রাক্ষস অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থেকে বানরবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, বৎস ! তুমি তার নিকটে যাও এবং তার প্রাণ সংহার করো।'

স ভর্তুর্বচনং শ্রুত্বা নিষ্পপাতাঙ্গদস্তদা।
অনীকান্মেঘসংকাশাদংশুমানিব বীর্যবান্॥ ৮৩

প্রভুর এই কথা শুনে পরাক্রমী অঙ্গদ মেঘের ঘনঘটার মতো বানরবাহিনীর মধ্য থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এলেন যেন মনে হয়, মেঘপুঞ্জের মধ্য থেকে সূর্য উদ্ভাসিত হয়েছে।

শৈলসংঘাতসংকাশো হরীণামুত্তমোঽঙ্গদঃ।
ররাজাঙ্গদসন্নদ্ধঃ সধাতুরিব পর্বতঃ॥ ৮৪

পর্বতমালার মতো সুবিশাল আকৃতিসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বর্ণ আভরণে ভূষিত হওয়ায় ধাতুরাগরঞ্জিত পর্বতের ন্যায় বিরাজ করছিল।

নিরায়ুধো মহাতেজাঃ কেবলং নখদংষ্ট্রবান্।
নরান্তকমভিক্রম্য বালিপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ৮৫

মহাতেজস্বী বালিপুত্র অঙ্গদ নিরস্ত্র হলেও নখ এবং দাঁত ছিল তাঁর অস্ত্র। তিনি নরান্তকের নিকটে গিয়ে বললেন—

তিষ্ঠ কিং প্রাকৃতৈরেভির্হরিভিস্ত্বং করিষ্যসি।
অস্মিন্ বজ্রসমস্পর্শং প্রাসং ক্ষিপ্র মমোরসি॥ ৮৬

'দাঁড়াও। এই সাধারণ বানরদের মেরে তুমি কি করবে ? তোমার এই প্রাসের স্পর্শ বজ্রতুল্য। এটি তুমি আবার বুকে নিক্ষেপ করো।'

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রচুক্রোধ নরান্তকঃ।
সংদশ্য দশনৈরোষ্ঠং নিঃশ্বস্য চ ভুজঙ্গবৎ।
অভিগম্যাঙ্গদং ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং নরান্তকঃ॥ ৮৭

অঙ্গদের এই কথা শুনে নরান্তক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করে সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ক্রুদ্ধ নরান্তক বালিপুত্র অঙ্গদের নিকটে এসে উপস্থিত হল।

স প্রাসমাবিধ্য তদাঙ্গদায়
সমুজ্জ্বলন্তং সহসোৎসসর্জ।
স বালিপুত্রোরসি বজ্রকল্পে
বভূব ভগ্নো ন্যপতচ্চ ভূমৌ॥ ৮৮

সে সহসা সমুজ্জ্বল সেই প্রাস অস্ত্রটি অঙ্গদের উপর নিক্ষেপ করল। বালিপুত্রের বক্ষদেশে ছিল বজ্রতুল্য কঠিন ; সেখানে আঘাত পেয়ে অস্ত্রটি ভেঙে গিয়ে ভূমিতে পতিত হল।

তং প্রাসমালোক্য তদা বিভগ্নং
সুপর্ণকৃত্তোরগভোগকল্পম্।
তলং সমুদ্যম্য স বালিপুত্র-
স্তুরঙ্গমস্যাভিজঘান মূর্ধ্নি॥ ৮৯

প্রাস নামক অস্ত্রটিকে গরুড় কর্তৃক খণ্ডিত সর্পদেহের ন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখে বালিপুত্র অঙ্গদ করতল সমুদ্যত করে রাক্ষসের ঘোড়ার মাথায় আঘাত করলেন।

নিমগ্নপাদঃ স্ফুটিতাক্ষিতারো
নিষ্ক্রান্তজিহ্বোঽচলসন্নিকাশঃ।
স তস্য বাজী নিপপাত ভূমৌ
তলপ্রহারেণ বিকীর্ণমূর্ধা॥ ৯০

এই তল প্রহারে অশ্বের মস্তক বিদীর্ণ হল, চক্ষুদ্বয় গোলকচ্যুত হয়ে বেরিয়ে এল, জিভও বেরিয়ে গেল, পা-গুলি মাটিতে বসে গেল পর্বতসদৃশ সেই অশ্ব ভূতলশায়ী হয়ে প্রাণত্যাগ করল।

নরান্তকঃ ক্রোধবশং জগাম
হতং তুরঙ্গং পতিতং সমীক্ষ্য।
স মুষ্টিমুদ্যম্য মহাপ্রভাবো
জঘান শীর্ষে যুধি বালিপুত্রম্॥ ৯১

মৃত ঘোড়াটিকে ভূপাতিত অবস্থায় দেখে নরান্তক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। যুদ্ধে মহাপ্রভাবশালী সেই রাক্ষস মুষ্টি উদ্যত করে বালিপুত্রের মস্তকে আঘাত করল।

অথাঙ্গদো মুষ্টিবিশীর্ণমূর্ধা
সুস্রাব তীব্রং রুধিরং ভৃশোষ্ণম্।
মুহুর্বিজজ্বাল মুমোহ চাপি
সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বিসিস্মিয়ে চ॥ ৯২

মুষ্ট্যাঘাতে অঙ্গদের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেখান থেকে সবেগে অতি উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত হল। বেদনায় মস্তক জ্বলতে লাগল মুহূর্তের জন্য তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেল, পুনরায় চেতনা লাভ করলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অথাঙ্গদো মৃত্যুসমানবেগং
সংবর্ত্য মুষ্টিং গিরিশৃঙ্গকল্পম্।
নিপাতয়ামাস তদা মহাত্মা
নরান্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ॥ ৯৩

অতঃপর বালিপুত্র মহাত্মা অঙ্গদ পর্বততুল্য বিশাল এবং মৃত্যুর মতো বেগসম্পন্ন মুষ্টি উদ্যত করে নরান্তকের বক্ষদেশে আঘাত করলেন।

স মুষ্টিনির্ভিন্ননিমগ্নবক্ষা
জ্বালা বমন্ শোণিতদিগ্ধগাত্রঃ।

নরান্তকো ভূমিতলে পপাত
যথাচলো বজ্রনিপাতভগ্নঃ ॥ ৯৪

প্রচণ্ড সেই মুষ্টির আঘাতে নিশাচরের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল, তার সারা শরীর হলো রক্তাক্ত, মুখ দিয়ে অগ্নি বমন করতে লাগল। বজ্রের প্রবল আঘাতে পর্বতশিখর যেমন বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হয় রাক্ষসও তেমনিভাবেই ভূতলশায়ী হল।

তদান্তরিক্ষে ত্রিদশোত্তমানাং
বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদঃ।
বভূব তস্মিন্ নিহতেঽগ্র্যবীর্যে
নরান্তকে বালিসুতেন সংখ্যে ॥ ৯৫

যুদ্ধে বালিকুমার কর্তৃক মহাপরাক্রমী নরান্তক নিহত হলে আকাশে দেবতারা এবং ভূমিতে বানরেরা অত্যন্ত আনন্দে তীব্রভাবে হর্ষনাদ করতে লাগল।

অথাঙ্গদো রামমনঃপ্রহর্ষণং
সুদুষ্করং তং কৃতবান্ হি বিক্রমম্।
বিসিস্মিয়ে সোঽপ্যথ ভীমকর্মা
পুনশ্চ যুদ্ধে স বভূব হর্ষিতঃ ॥ ৯৬

শ্রীরামচন্দ্রের মনে আনন্দ উৎপন্নকারী অঙ্গদের এই দুষ্কর পরাক্রম, তাঁকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল। অতঃপর ভীষণ কর্মকারী অঙ্গদ পুনরায় যুদ্ধের জন্য অতীব উৎসাহে পরিপূর্ণ হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭০)

হনুমান কর্তৃক দেবান্তক ও ত্রিশিরা, নীল কর্তৃক মহোদর এবং ঋষভের দ্বারা মহাপার্শ্বের বধ

নরান্তকং হতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুর্নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
দেবান্তকস্ত্রিমূর্ধা চ পৌলস্ত্যশ্চ মহোদরঃ ॥ ১

নরান্তককে নিহত হতে দেখে দেবান্তক, ত্রিশিরা পুলস্ত্যবংশীয় ত্রিশিরা এবং মহোদর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবীরেরা হাহাকার করতে লাগল।

আরূঢ়ো মেঘসংকাশং বারণেন্দ্রং মহোদরঃ।
বালিপুত্রং মহাবীর্যমভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥ ২

মেঘতুল্য গজশ্রেষ্ঠতে আরোহণ করে মহোদর মহাপরাক্রমী বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি সবেগে ধাবমান হল।

ভ্রাতৃব্যসনসন্তপ্তস্তদা দেবান্তকো বলী।
আদায় পরিঘং ঘোরমঙ্গদং সমভিদ্রবৎ ॥ ৩

ভাইয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত চিত্ত মহাবলী দেবান্তক ভয়ানক পরিঘ হাতে নিয়ে অঙ্গদকে আক্রমণ করল।

রথমাদিত্যসংকাশং যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
আস্থায় ত্রিশিরা বীরো বালিপুত্রমথাভ্যগাৎ ॥ ৪

উত্তম অশ্বযুক্ত সূর্যতুল্য তেজস্বী রথে আরোহণ করে বীর ত্রিশিরা বালিপুত্রের সম্মুখীন হল।

স ত্রিভির্দেবদর্পঘ্নৈ রাক্ষসেন্দ্রৈরভিদ্রুতঃ।
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাবিটপমঙ্গদঃ ॥ ৫

দেবান্তকায় তং বীরশ্চিক্ষেপ সহসাঙ্গদঃ।
মহাবৃক্ষং মহাশাখং শক্রো দীপ্তামিবাশনিম্ ॥ ৬

এই তিন দেবদর্প বিনাশক রাক্ষস শ্রেষ্ঠ একত্রে আক্রমণ করলে বীর অঙ্গদ সহসা বড়ো বড়ো শাখাযুক্ত এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করে দেবান্তককে আক্রমণ করল। তার এই আঘাত ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের প্রজ্জ্বলিত বজ্র প্রহারের মতো ভয়ানক।

ত্রিশিরাস্তং প্রচিচ্ছেদ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।

স বৃক্ষং কৃত্তমালোক্য উৎপপাত তদাঙ্গদঃ॥ ৭
স ববর্ষ ততো বৃক্ষান্ শিলাশ্চ কপিকুঞ্জরঃ।
তান্ প্রচিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধস্ত্রিশিরা নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৮

বিষধর সর্পের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ত্রিশিরা সেই বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিল। বৃক্ষটিকে খণ্ডিত হতে দেখে বানরবীর অঙ্গদ আকাশে লাফিয়ে উঠে রাক্ষসদের উপরে শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ক্রোধে আকুল ত্রিশিরা সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেগুলোও কেটে ফেলতে লাগল।

পরিঘাগ্রেণ তান্ বৃক্ষান্ বভঞ্জ স মহোদরঃ।
ত্রিশিরাশ্চাঙ্গদং বীরমভিদুদ্রাব সায়কৈঃ॥ ৯

মহোদর আপন পরিঘের অগ্রভাগ দ্বারা সেই বৃক্ষগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। অতঃপর ত্রিশিরা শর বর্ষণ করতে করতে বীর অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হল।

গজেন সমভিদ্রুত্য বালিপুত্রং মহোদরঃ।
জঘানোরসি সংক্রুদ্ধস্তোমরৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ॥ ১০

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহোদর গজারূঢ় হয়ে আক্রমণ করে বজ্রতুল্য তোমর দ্বারা বালিপুত্রের বক্ষদেশে আঘাত করল।

দেবান্তকশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পরিঘেণ তদাঙ্গদম্।
উপগম্যাভিহত্যাশু ব্যপচক্রাম বেগবান্॥ ১১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেবান্তক অঙ্গদের নিকটে এসে পরিঘ দিয়ে তাকে আঘাত করে সবেগে পলায়ন করল।

স ত্রিভির্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠৈর্যুগপৎ সমভিদ্রুতঃ।
ন বিব্যথে মহাতেজা বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্॥ ১২

এই তিন বীরশ্রেষ্ঠ রাক্ষস একসঙ্গে অঙ্গদকে আক্রমণ করলেও, মহাতেজস্বী প্রতাপবান বালিপুত্র ব্যথিত বা বিচলিত হল না।

স বেগবান্ মহাবেগং কৃত্বা পরমদুর্জয়ঃ।
তলেন সমভিদ্রুত্য জঘানাস্য মহাগজম্॥ ১৩

সে ছিল অত্যন্ত দুর্জয় এবং প্রচণ্ড বেগশালী। সে সবেগে মহোদরের গজশ্রেষ্ঠকে আক্রমণ করল এবং করতল দ্বারা তাকে সজোরে চপেটাঘাত করল।

তস্য তেন প্রহারেণ নাগরাজস্য সংযুগে।
পেততুর্নয়নে তস্য বিননাশ স কুঞ্জরঃ॥ ১৪

তার সেই প্রহারের ফলে গজরাজের নেত্রদ্বয় বেরিয়ে এসে ভূপতিত হল এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

বিষাণং চাস্য নিষ্কৃষ্য বালিপুত্রো মহাবলঃ।
দেবান্তকমভিদ্রুত্য তাড়য়ামাস সংযুগে॥ ১৫

মহাবলশালী বালিপুত্র সেই হাতির দাঁত উপড়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবান্তককে তাড়া করে আঘাত করল।

স বিহ্বলস্তু তেজস্বী বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ।
লাক্ষারসসবর্ণং চ সুস্রাব রুধিরং মহৎ॥ ১৬

তেজস্বী দেবান্তক সেই আঘাতে বিহ্বল হয়ে বায়ুতাড়িত বৃক্ষের মতো কাঁপতে লাগল, তার শরীর থেকে মহাবেগে লাক্ষারসের ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হল।

অথাশ্বাস্য মহাতেজাঃ কৃচ্ছ্রাদ্ দেবান্তকো বলী।
আবিধ্য পরিঘং বেগাদাজঘান তদাঙ্গদম্॥ ১৭

অতঃপর বহুকষ্টে নিজেকে আশ্বস্ত করে (সামলে নিয়ে) মহাতেজস্বী, বলবান দেবান্তক পরিঘ তুলে সবেগে ঘুরিয়ে অঙ্গদকে আঘাত করল।

পরিঘাভিহতশ্চাপি বানরেন্দ্রাত্মজস্তদা।
জানুভ্যাং পতিতো ভূমৌ পুনরেবোৎপপাত হ॥ ১৮

পরিঘের আঘাতে আহত হয়ে বানররাজপুত্র অঙ্গদ ভূমিতে জানুদ্বয় স্পর্শপূর্বক উপবিষ্ট হয়েও পুনরায় লাফিয়ে উঠে পড়ল।

তমুৎপতন্তং ত্রিশিরাস্ত্রিভির্বাণৈরজিহ্মগৈঃ।
ঘোরৈর্হরিপতেঃ পুত্রং ললাটেঽভিজঘান হ॥ ১৯

লাফানোর সময়ে ত্রিশিরা তিনটি তীব্রগামী ভয়ানক বাণদ্বারা বানররাজকুমারের ললাটে গভীরভাবে আঘাত করল।

ততোঽঙ্গদং পরিক্ষিপ্তং ত্রিভির্নৈর্ঋতপুঙ্গবৈঃ।
হনূমানথ বিজ্ঞায় নীলশ্চাপি প্রতস্থতুঃ॥ ২০

অতঃপর হনুমান এবং নীল একত্রে তিন ভয়ানক রাক্ষসবীর কর্তৃক অঙ্গদকে আক্রান্ত জেনে তাঁর সহায়তার জন্য অগ্রসর হলেন।

ততশ্চিক্ষেপ শৈলাগ্রং নীলস্ত্রিশিরসে তদা।
তদ্ রাবণসুতো ধীমান্ বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২১

তখন নীল ত্রিশিরার প্রতি একটি পর্বতশিখর নিক্ষেপ করলো, কিন্তু বুদ্ধিমান রাবণপুত্র তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিল।

শরশতনির্ভিন্নং বিদারিতশিলাতলম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত গিরেঃ শিরঃ॥ ২২

একশত বাণের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে শিলাতলটির প্রতিটি খণ্ড অগ্নিশিখা তথা স্ফুলিঙ্গ সহ ভূমিতে পতিত হল।

স বিজৃম্ভিতমালোক্য হর্ষাদ্ দেবান্তকো বলী।
পরিঘেণাভিদুদ্রাব মারুতাত্মজমাহবে॥ ২৩

বলবান দেবান্তক আপন ভাই ত্রিশিরার পরাক্রম দেখে আনন্দিত হয়ে পরিঘ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পবনপুত্র হনুমানের প্রতি ধাবিত হল।

তমাপতন্তমুৎপত্য হনূমান্ কপিকুঞ্জরঃ।
আজঘান তদা মূর্ধ্নি বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা॥ ২৪

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাকে আক্রমণোদ্যত দেখে লাফিয়ে উঠে নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টি দ্বারা তার মস্তকে আঘাত করলেন।

শিরসি প্রাহরদ্ বীরস্তদা বায়ুসুতো বলী।
নাদেনাকম্পয়চ্চৈব রাক্ষসান্ স মহাকপিঃ॥ ২৫

দেবান্তকের মস্তকে আঘাত করার সময় বলবান বায়ুপুত্র মহাকপি হনুমান ভয়ানক গর্জন করে রাক্ষসদের প্রকম্পিত করলেন।

স মুষ্টিনিষ্পিষ্টবিভিন্নমূর্ধা
নির্বান্তদন্তাক্ষিবিলম্বিজিহ্বঃ।
দেবান্তকো রাক্ষসরাজসূনু-
র্গতাসুরুর্ব্যাং সহসা পপাত॥ ২৬

তাঁর মুষ্ট্যাঘাতে দেবান্তকের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে চোখ, দাঁত বেরিয়ে এল এবং জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়ল। রাক্ষসরাজপুত্র দেবান্তকের প্রাণপাখি উড়ে গেল। তার নিষ্প্রাণদেহ সহসা ভূমিতে পতিত হল।

তস্মিন্ হতে রাক্ষসয়োধমুখ্যে
মহাবলে সংযতি দেবশত্রৌ।
ক্রুদ্ধস্ত্রিশীর্ষা নিশিতাস্ত্রমুগ্রং
ববর্ষ নীলোরসি বাণবর্ষম্॥ ২৭

রাক্ষস যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান মহাবলী দেবদ্রোহী দেবান্তককে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে ত্রিশিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নীলের বক্ষদেশে অত্যন্ত উগ্র এবং সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগল।

মহোদরস্তু সংক্রুদ্ধঃ কুঞ্জরং পর্বতোপমম্।
ভূয়ঃ সমধিরুহ্যাশু মন্দরং রশ্মিবানিব॥ ২৮

মহোদরও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বততুল্য সুউচ্চ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করল, তাকে দেখে মনে হল যেন সূর্যদেব মন্দর পর্বতে আরোহণ করেছেন।

ততো বাণময়ং বর্ষং নীলস্যোপর্যপাতয়ৎ।
গিরৌ বর্ষং তড়িচ্চক্রচাপবানিব তোয়দঃ॥ ২৯

রামধনু এবং বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘ যেমন পর্বতের উপরে অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ করে, মহোদরও তেমনি নীলের ওপরে বাণবর্ষণ করতে লাগল।

ততঃ শরৌঘৈরভিবৃষ্যমাণো
বিভিন্নগাত্রঃ কপিসৈন্যপালঃ।
নীলো বভূবাথ বিসৃষ্টগাত্রো
বিষ্টম্ভিতস্তেন মহাবলেন॥ ৩০

শরসমূহের অবিরাম বর্ষণে বানর সেনাপতির অঙ্গসমূহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। মহাবলী মহোদরের সেই আঘাতে তাঁর শরীর শিথিল হয়ে গেল। তিনি চেতনা হারালেন।

ততস্তু নীলঃ প্রতিলব্ধসংজ্ঞঃ
শৈলং সমুৎপাট্য সবৃক্ষখণ্ডম্।
ততঃ সমুৎপত্য মহোগ্রবেগো
মহোদরং তেন জঘান মূর্ধ্নি॥ ৩১

অনন্তর নীল সংজ্ঞালাভ করে বৃক্ষরাজি যুক্ত এক পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করে, তা দিয়ে তীব্রবেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করলেন।

ততঃ স শৈলাভিনিপাতভগ্নো
মহোদরস্তেন মহাদ্বিপেন।
ব্যামোহিতো ভূমিতলে গতাসুঃ
পপাত বজ্রাভিহতো যথাদ্রিঃ॥ ৩২

পর্বতশৃঙ্গের এই আঘাতে মহোদর সেই মহান গজরাজের সঙ্গেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। হতচেতন এবং

প্রাণশূন্য হয়ে সে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হল।

পিতৃব্যং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিশিরাশ্চাপমাদদে।
হনূমন্তং চ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৩

পিতৃব্যকে নিহত হতে দেখে ত্রিশিরা অপরিসীম ক্রোধে ধনুক হাতে নিয়ে হনুমানকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে আরম্ভ করল।

স বায়ুসূনুঃ কুপিতশ্চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।
ত্রিশিরাস্তচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভেদ বহুধা বলী॥ ৩৪

তখন পবনপুত্র হনুমান কুপিত হয়ে তার প্রতি পর্বত শিখর নিক্ষেপ করলে বলবান ত্রিশিরা তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাকে টুকরো-টুকরো করে দিল।

তদ্ ব্যর্থং শিখরং দৃষ্ট্বা দ্রুমবর্ষং তদা কপিঃ।
বিসসর্জ রণে তস্মিন্ রাবণস্য সুতং প্রতি॥ ৩৫

পর্বতশৃঙ্গের প্রহার ব্যর্থ হতে দেখে কপিবর হনুমান যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণপুত্র ত্রিশিরার উপর বৃক্ষসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।

তমাপতন্তমাকাশে দ্রুমবর্ষং প্রতাপবান্।
ত্রিশিরা নিশিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চ ননাদ চ॥ ৩৬

প্রতাপবান ত্রিশিরা বৃষ্টিধারার ন্যায় পতনশীল বৃক্ষগুলিকে আকাশেই তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গর্জন করতে লাগল।

হনূমাংস্তু সমুৎপত্য হয়ং ত্রিশিরসস্তদা।
বিদদার নখৈঃ ক্রুদ্ধো নাগেন্দ্রং মৃগরাড়িব॥ ৩৭

ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, হনুমানও তেমনি লাফিয়ে ত্রিশিরার নিকটে গিয়ে তার অশ্বটিকে বিদারিত করলেন।

অথ শক্তিং সমাসাদ্য কালরাত্রিমিবান্তকঃ।
চিক্ষেপানিলপুত্রায় ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ॥ ৩৮

রাবণপুত্র ত্রিশিরা যমরাজের কালরাত্রির মতো শক্তি নামক ভয়ানক অস্ত্র হাতে নিয়ে হনুমানকে আক্রমণ করল।

দিবঃ ক্ষিপ্তামিবোল্কাং তাং শক্তিং ক্ষিপ্তামসঙ্গতাম্।
গৃহীত্বা হরিশার্দূলো বভঞ্জ চ ননাদ চ॥ ৩৯

আকাশস্থিত উল্কার মতো অবাধগতিসম্পন্ন শক্তি নামক সেই নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটিকে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান ধরে নিয়ে ভেঙে ফেললেন এবং প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলেন।

তাং দৃষ্ট্বা ঘোরসংকাশাং শক্তিং ভগ্নাং হনূমতা।
প্রহৃষ্টা বানরগণা বিনেদুর্জলদা যথা॥ ৪০

শক্তি নামক ভয়ানক অস্ত্রকে হনুমান ভেঙে ফেলেছে দেখে বানরেরা অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হয়ে মেঘের মতো গম্ভীর গর্জন করতে লাগল।

ততঃ খড়্গং সমুদ্যম্য ত্রিশিরা রাক্ষসোত্তমঃ।
নিচখান তদা খড়্গং বানরেন্দ্রস্য বক্ষসি॥ ৪১

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ত্রিশিরা তরোয়াল উঠিয়ে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের বক্ষদেশে তীব্র আঘাত করল।

খড়্গপ্রহারাভিহতো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আজঘান ত্রিমূর্ধানং তলেনোরসি বীর্যবান্॥ ৪২

বীর্যবান, পবনপুত্র হনুমান তরবারির আঘাতে আহত হয়ে ত্রিশিরার বক্ষদেশে তীব্রভাবে চপেটাঘাত করলেন।

স তলাভিহতস্তেন স্রস্তহস্তায়ুধো ভুবি।
নিপপাত মহাতেজাস্ত্রিশিরাস্ত্যক্তচেতনঃ॥ ৪৩

'তল' প্রহারের আঘাতে মহাতেজস্বী ত্রিশিরার চেতনা লুপ্ত হল। তার হাতের অস্ত্র সহ সে স্বয়ং ভূমিতে পড়ে গেল।

স তস্য পততঃ খড়্গং তমাচ্ছিদ্য মহাকপিঃ।
ননাদ গিরিসংকাশস্ত্রাসয়ন্ সর্বরাক্ষসান্॥ ৪৪

ভূমিতে পতনকালে সেই রাক্ষসের তরবারিটি ছিনিয়ে নিয়ে পর্বতকায় মহাকপি হনুমান সব রাক্ষসদের সন্ত্রস্ত করার জন্য জোরে জোরে গর্জন করতে লাগলেন।

অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমুৎপপাত নিশাচরঃ।
উৎপত্য চ হনূমন্তং তাড়য়ামাস মুষ্টিনা॥ ৪৫

রাক্ষস ত্রিশিরা হনুমানের সেই গর্জন সহ্য করতে না পেরে সহসা লাফিয়ে উঠে শ্রীহনুমানকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করল।

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সঞ্চুকোপ মহাকপিঃ।
কুপিতশ্চ নিজগ্রাহ কিরীটে রাক্ষসর্ষভম্॥ ৪৬

সেই মুষ্ট্যাঘাতে মহাকপি হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসবীরের মুকুটসহ মস্তক নিজ হস্তে ধারণ করলেন।

স তস্য শীর্ষাণ্যসিনা শিতেন

কিরীটজুষ্টানি সকুণ্ডলানি।
ক্রুদ্ধঃ প্রচিচ্ছেদ সুতোঽনিলস্য
ত্বষ্টুঃ সুতস্যেব শিরাংসি শক্রঃ ॥ ৪৭

পুরাকালে ইন্দ্র যেমন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথা বজ্র দ্বারা কর্তন করেছিলেন, পবনপুত্র হনুমানও তদনুরূপ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণপুত্র ত্রিশিরার কিরীট এবং কুণ্ডল সহ তিনটি মস্তক তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা ছিন্ন করলেন।

তান্যায়তাক্ষাণ্যগসন্নিভানি
প্রদীপ্ত বৈশ্বানরলোচনানি।
পেতুঃ শিরাংসীন্দ্ররিপোঃ পৃথিব্যাং
জ্যোতীংষি মুক্তানি যথার্কমার্গাৎ ॥ ৪৮

তার মস্তকস্থিত সকল ইন্দ্রিয়ই ছিল সুবিশাল। চক্ষুসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত ছিল। সেই ইন্দ্রশত্রু ত্রিশিরার তিনটি মস্তক আকাশচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো ভূমিতে পতিত হল।

তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ ত্রিশীর্ষে
হনূমতা শক্রপরাক্রমেণ।
নেদুঃ প্লবঙ্গাঃ প্রচচাল ভূমী
রক্ষাংস্যথো দুদ্রুবিরে সমন্তাৎ ॥ ৪৯

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী হনুমানের দ্বারা দেবশত্রু ত্রিশিরা নিহত হলে সমস্ত বানরবাহিনী পৃথিবী প্রকম্পিত করে হর্ষনাদ করতে লাগল এবং ভীত রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পলায়ন করল।

হতং ত্রিশিরসং দৃষ্ট্বা তথৈব চ মহোদরম্।
হতৌ প্রেক্ষ্য দুরাধর্ষৌ দেবান্তকনরান্তকৌ॥ ৫০
চুকোপ পরমামর্ষী মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
জগ্রাহার্চিষ্মতীং চাপি গদাং সর্বায়সীং তদা॥ ৫১

ত্রিশিরা ও মহোদরকে এইভাবে নিহত হতে দেখে এবং দুর্ধর্ষ বীর দেবান্তক ও নরান্তককেও একইভাবে মারা যেতে দেখে অত্যন্ত অসহিষ্ণু, প্রমত্ত রাক্ষসবীর মহাপার্শ্ব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ লোহার তৈরী একটি তেজস্বিনী গদা হাতে তুলে নিল।

হেমপট্টপরিক্ষিপ্তাং মাংসশোণিতফেনিলাম্।
বিরাজমানাং বিপুলাং শত্রুশোণিততর্পিতাম্॥ ৫২

এটি (এই গদাটি) সুবর্ণপত্র-মণ্ডিত, রক্তমাংসের ফেনালিপ্ত, শত্রুর রক্তে তৃপ্ত এর আয়তন বিশাল।

তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রাং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
ঐরাবতমহাপদ্মসার্বভৌমভয়াবহাম্ ॥ ৫৩

রক্তপুষ্পের মালা দ্বারা বিভূষিত এর অগ্রভাগ তেজে প্রজ্বলিত হচ্ছে। ঐরাবত, মহাপদ্ম এবং সার্বভৌম নামক দিগ্‌গজরাও এই গদার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত।

গদামাদায় সংক্রুদ্ধো মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
হরীন্ সমভিদুদ্রাব যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৫৪

ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত রাক্ষসবীর গদা হাতে নিয়ে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হয়ে বানরদের প্রতি ধাবিত হল।

অথর্ষভঃ সমুৎপত্য বানরো রাবণানুজম্।
মত্তানীকমুপাগম্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী॥ ৫৫

অতঃপর ঋষভ নামক বলবান বানর লাফিয়ে উঠে রাবণানুজ মত্তানীক (মহাপার্শ্ব)-এর সামনে এসে উপস্থিত হল।

তং পুরস্তাৎ স্থিতং দৃষ্ট্বা বানরং পর্বতোপমম্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো গদয়া বজ্রকল্পয়া॥ ৫৬

পর্বততুল্য বিশাল বানরবীর ঋষভকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে ক্রুদ্ধ রাক্ষস তার বজ্রতুল্য গদাদ্বারা তার বক্ষদেশে আঘাত করল।

স তয়াভিহতস্তেন গদয়া বানরর্ষভঃ।
ভিন্নবক্ষাঃ সমাধূতঃ সুস্রাব রুধিরং বহু॥ ৫৭

সেই গদার প্রচণ্ড আঘাতে বানরশিরোমণি ঋষভের বক্ষদেশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। তার শরীর ঈষৎ কম্পিত হলো এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রবল রক্তধারা বইতে লাগল।

স সম্প্রাপ্য চিরাৎ সংজ্ঞামৃষভো বানরেশ্বরঃ।
ক্রুদ্ধো বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো মহাপার্শ্বমুদৈক্ষত॥ ৫৮

বানরেশ্বর ঋষভ দীর্ঘক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে, ক্রুদ্ধ ভাবে মহাপার্শ্বকে দেখতে লাগল ; তখন তার ওষ্ঠ যুগল স্ফুরিত হচ্ছিল।

স বেগবান্ বেগবদভ্যুপেত্য
তং রাক্ষসং বানরবীরমুখ্যঃ।
সংবর্ত্য মুষ্টিং সহসা জঘান
বাহ্বন্তরে শৈলনিকাশরূপঃ ॥ ৫৯

পর্বততুল্য বিশালদেহী মুখ্য বানরবীর

দ্রুতগতিসম্পন্ন ঋষভ সহসা সবেগে লাফিয়ে উঠে রাক্ষসের নিকটে এসে মুষ্টি উদ্যত করে তার দুই বাহুর মধ্যবর্তী বক্ষদেশে সজোরে আঘাত করল।

স কৃত্তমূলঃ সহসেব বৃক্ষঃ
ক্ষিতৌ পপাত ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ।
তাং চাস্য ঘোরাং যমদণ্ডকল্পাং
গদাং প্রগৃহ্যাশু তদা ননাদ ॥ ৬০

অনন্তর রাক্ষসবীর মহাপার্শ্ব ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো ভূমিতে পতিত হল। তার দেহের ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হল। যমদণ্ডের মতো ভয়ানক গদাটি হাতে নিয়ে বানরবীর ঋষভ জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল।

মুহূর্তমাসীৎ স গতাসুকল্পঃ
প্রত্যাগতাত্মা সহসা সুরারিঃ।
উৎপত্য সন্ধ্যাভ্রসমানবর্ণ-
স্তং বারিরাজাত্মজমাজঘান ॥ ৬১

দেবশত্রু মহাপার্শ্ব মুহূর্তমাত্র মৃতকল্প অবস্থায় শায়িত থেকে, পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে সহসা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার রক্ত রঞ্জিত শরীর সন্ধ্যার বাদলমেঘের মতো লাল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সে বরুণপুত্র ঋষভকে গুরুতর ভাবে আঘাত করল।

স মূর্চ্ছিতো ভূমিতলে পপাত
মুহূর্তমুৎপত্য পুনঃ সসংজ্ঞঃ।
তামেব তস্যাদ্রিবরাদ্রিকল্পাং
গদাং সমাবিধ্য জঘান সংখ্যে ॥ ৬২

সেই আঘাতে ঋষভ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতলে পতিত হল এবং মুহূর্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করে লাফিয়ে উঠল। পর্বতরাজের (পর্বতরাজ অর্থাৎ ঋষভ) নিকট পতিত পর্বততুল্য সেই মহাপার্শ্বের গদাটি তুলে তা দিয়ে রাক্ষসকে আঘাত করল।

সা তস্য রৌদ্রা সমুপেত্য দেহং
রৌদ্রস্য দেবাধ্বরবিপ্রশত্রোঃ।
বিভেদ বক্ষঃ ক্ষতজং চ ভূরি
সুস্রাব ধাত্বম্ভ ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬৩

সেই গদার ভয়ানক আঘাতে দেবতা, যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণের শত্রু সেই ভয়ানক রাক্ষসের বক্ষদেশ বিদীর্ণ হল। তার দেহ থেকে ধাতু মিশ্রিত হিমালয়ের জলধারার মতো রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

অভিদুদ্রাব বেগেন গদাং তস্য মহাত্মনঃ।
তাং গৃহীত্বা গদাং ভীমামাবিধ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৪
মত্তানীকং মহাত্মা স জঘান রণমূর্ধনি।

মহাত্মা ঋষভের কাছ থেকে নিজের গদাটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য রাক্ষস তার পশ্চাদ্ধাবন করল। ঋষভ সেই গদাটি মহাবেগে বারংবার ঘোরাতে ঘোরাতে মহাপার্শ্বকে আক্রমণ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাকে হত্যা করল।

স স্বয়া গদয়া ভগ্নো বিশীর্ণদশনেক্ষণঃ ॥ ৬৫
নিপপাত তদা মত্তো বজ্রাহত ইবাচলঃ।

নিজের গদার আঘাতেই তার দন্তরাজি বিচ্যুত হল এবং অক্ষিযুগল বিদীর্ণ হল। বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সে ভূতলশায়ী হল।

বিশীর্ণনয়নে ভূমৌ গতসত্ত্বে গতায়ুষি।
পতিতে রাক্ষসে তস্মিন্ বিদ্রুতং রাক্ষসং বলম্ ॥ ৬৬

চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে চেতনাবিলুপ্ত তথা গতায়ু অবস্থায় মহাপার্শ্ব ভূতলশায়ী হলে রাক্ষস সৈন্যরা ভয়ে পলায়নোদ্যত হল।

তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি রাবণস্য
তন্নৈর্ঋতানাং বলমর্ণবাভম্।
ত্যক্তায়ুধং কেবলজীবিতার্থং
দুদ্রাব ভিন্নার্ণবসন্নিকাশম্ ॥ ৬৭

রাবণের এই ভাই নিহত হলে সমুদ্রতুল্য সুবিশাল রাক্ষসসেনা কেবল প্রাণরক্ষার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে জলধারা চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭১)

অতিকায়ের ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক তার নিধন

স্ববলং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শক্রতুল্যপরাক্রমান্॥ ১
পিতৃব্যৌ চাপি সংদৃশ্য সমরে সন্নিপাতিতৌ।
যুদ্ধোন্মত্তং চ মত্তং চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসোত্তমৌ॥ ২
চুকোপ চ মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরো যুধি।
অতিকায়োঽদ্রিসংকাশো দেবদানবদর্পহা॥ ৩

পিতামহ ব্রহ্মা-প্রদত্ত বরে-বলীয়ান, মহাতেজস্বী, পর্বততুল্য বিশালকায়, দেবতা ও দানবদের দর্পচূর্ণকারী রাবণপুত্র রাক্ষস অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেখল শত্রুদের রোমহর্ষণকারী তার সৈন্যবাহিনী ব্যথিত হয়ে উঠেছে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী তার ভাই নিহত হয়েছে, তার দুই পিতৃব্য (কাকা) যুদ্ধোন্মত্ত মহোদর এবং মত্ত মহাপার্শ্ব— এই দুই ভাইও প্রাণ হারিয়েছে।

স ভাস্করসহস্রস্য সংঘাতমিব ভাস্বরম্।
রথমারুহ্য শক্রারিরভিদুদ্রাব বানরান্॥ ৪

ইন্দ্রশত্রু এই রাক্ষস তখন সহস্র সূর্যের কিরণতুল্য উজ্জ্বল তেজস্বী রথে আরোহণ করে বানরদের প্রতি ধাবিত হল।

স বিস্ফার্য তদা চাপং কিরীটী মৃষ্টকুণ্ডলঃ।
নাম সংশ্রাবয়ামাস ননাদ চ মহাস্বনম্॥ ৫

তার মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল দেদীপ্যমান। ধনুকে সজোরে টংকার দিয়ে নিজের নাম শুনিয়ে সে প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করতে লাগল।

তেন সিংহপ্রণাদেন নামবিশ্রাবণেন চ।
জ্যাশব্দেন চ ভীমেন ত্রাসয়ামাস বানরান্॥ ৬

সেই ভয়ানক সিংহনাদে নাম ঘোষিত হতে শুনে এবং ধনুকের টংকারে বানরেরা ভয়ানক ভীত হয়ে পড়ল।

তে দৃষ্ট্বা দেহমাহাত্ম্যং কুম্ভকর্ণোঽয়মুত্থিতঃ।
ভয়ার্তা বানরাঃ সর্বে সংশ্রয়ন্তে পরস্পরম্॥ ৭

তার দেহের বিশালতা দেখে বানরদের এইরূপ প্রতীতি জন্মালো যে কুম্ভকর্ণই পুনরায় উত্থিত হয়েছে। ভীত বানরেরা সকলে একে অপরকে আশ্রয় করল।

তে তস্য রূপমালোক্য যথা বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমে।
ভয়াদ্ বানরয়োধাস্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ॥ ৮

ত্রিবিক্রম অবতারে ভগবান বিষ্ণুর বিরাট রূপ-তুল্য তার সেই বিশাল আকৃতি দেখে বানর যোদ্ধারা ভয়ে এদিকে-ওদিকে পলায়ন করতে লাগল।

তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য বানরা মূঢ়চেতসঃ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্লক্ষ্মণাগ্রজমাহবে॥ ৯

সেই অতিকায় নিকটবর্তী হলে বানরেরা মোহান্ধ অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের অগ্রজ আশ্রয়বৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

ততোঽতিকায়ং কাকুৎস্থো রথস্থং পর্বতোপমম্।
দদর্শ ধন্বিনং দূরাদ্ গর্জন্তং কালমেঘবৎ॥ ১০

রথে বিরাজমান পর্বততুল্য অতিকায়কে শ্রীরামচন্দ্রও দূর থেকে দেখলেন। সেই রাক্ষস তখন হাতে ধনুক নিয়ে প্রলয়কালীন মেঘের মতো গর্জন করছিল।

স তং দৃষ্ট্বা মহাকায়ং রাঘবস্তু সুবিস্মিতঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ॥ ১১

বিশালদেহী সেই রাক্ষসকে দেখে রামচন্দ্রও বিস্মিত হলেন। বানরদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বিভীষণকে বললেন—

কোঽসৌ পর্বতসংকাশো ধনুষ্মান্ হরিলোচনঃ।
যুক্তে হয়সহস্রেণ বিশালে স্যন্দনে স্থিতঃ॥ ১২

'বিভীষণ ! সহস্র অশ্বযুক্ত সুবিশাল রথে আরোহী, পর্বতাকার, ধনুর্ধারী, সিংহতুল্য তেজস্বী চক্ষুবিশিষ্ট এই রাক্ষস কে ?

য এষ নিশিতৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ প্রাসতোমরৈঃ।
অর্চিষ্মদ্ভির্বৃতো ভাতি ভূতৈরিব মহেশ্বরঃ॥ ১৩

'ভূতগণপরিবৃত মহাদেবের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শূল, অত্যন্ত তেজস্বী প্রাস এবং তোমর দ্বারা অদ্ভুতভাবে পরিবেষ্টিত।

কালজিহ্বাপ্রকাশাভির্য এষোঽভিবিরাজতে।
আবৃতো রথশক্তীভির্বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ॥ ১৪

'কালজিহ্বা তুল্য প্রকাশিত রথশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বীররাক্ষস যেন বিদ্যুৎমালায় আবৃত মেঘের ন্যায় প্রকাশমান।

ধনূংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্বশঃ।

শোভয়ন্তি রথশ্রেষ্ঠং শক্রচাপমিবাম্বরম্॥ ১৫

'সুবর্ণমণ্ডিত বহুসংখ্যক সুসজ্জিত ধনুক যার পৃষ্ঠভাগকে সর্বতোভাবে আবৃত করে তার শ্রেষ্ঠরথের শোভা বর্ধন করছে, যেন আকাশের গায়ে রামধনু শোভিত হচ্ছে।

য এষ রক্ষঃশার্দুলো রণভূমিং বিরাজয়ন্।
অভ্যেতি রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনাদিত্যবর্চসা॥ ১৬

'এই ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমী, রথীশ্রেষ্ঠ, বীর রাক্ষস সূর্যের সমান তেজস্বী রথে করে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের শোভা বর্ধন করছে।

ধ্বজশৃঙ্গপ্রতিষ্ঠেন রাহুণাভিবিরাজতে।
সূর্যরশ্মিপ্রভৈর্বাণৈর্দিশো দশ বিরাজয়ন্॥ ১৭

'যার ধ্বজাশৃঙ্গে রাহুর চিহ্ন অঙ্কিত, সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল বাণরাশির দ্বারা দশদিক প্রকাশিত হচ্ছে।

ত্রিনতং মেঘনির্হ্রাদং হেমপৃষ্ঠমলঙ্কৃতম্।
শতক্রতুধনুঃপ্রখ্যং ধনুশ্চাস্য বিরাজতে॥ ১৮

'এর ধনুক স্বর্ণমণ্ডিত, মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর তার টংকারধ্বনি। দেবরাজ ইন্দ্রের ধনুকের মতো উজ্জ্বল এবং এর তিনটি স্থান (আদি, মধ্য এবং অন্ত) ঈষৎ নত।

সধ্বজঃ সপতাকশ্চ সানুকর্ষো মহারথঃ।
চতুঃসাদিসমাযুক্তো মেঘস্তনিতনিঃস্বনঃ॥ ১৯

'অনুকর্ষযুক্ত, ধ্বজা ও পতাকায় সুসজ্জিত সেই বিশাল রথ চারজন সারথি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গতিমান অবস্থায় এই রথ মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করে।

বিংশতির্দশ চাষ্টৌ চ তূণাস্য রথমাস্থিতাঃ।
কার্মুকাণি চ ভীমানি জ্যাশ্চ কাঞ্চনপিঙ্গলাঃ॥ ২০

'এই রথে কুড়িটি তূণ, দশটি ভয়ংকর ধনুক এবং উজ্জ্বল সোনালী ও পিঙ্গল বর্ণের আটটি জ্যা রাখা আছে।

দ্বৌ চ খড়্গৌ চ পার্শ্বস্থৌ প্রদীপ্তৌ পার্শ্বশোভিতৌ।
চতুর্হস্তৎসরুযুতৌ ব্যক্তহস্তদশায়তৌ॥ ২১

'দুই পাশে দুটি ঝকঝকে তলোয়ার শোভা পাচ্ছে, যাদের দৈর্ঘ্য দশ হাত এবং মুষ্টি প্রায় চার হাত।

রক্তকণ্ঠগুণো ধীরো মহাপর্বতসন্নিভঃ।
কালঃ কালমহাবক্ত্রো মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ॥ ২২

'রাক্ষসের কণ্ঠে রক্তপুষ্পের মালা, মহান পর্বতের মতো সুদীর্ঘ আকৃতি-বিশিষ্ট, সুবিশাল তার মুখমণ্ডল যমের মতো ভয়ানক ; দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত সূর্য।

কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাভ্যাং ভুজাভ্যামেষ শোভতে।
শৃঙ্গাভ্যামিব তুঙ্গাভ্যাং হিমবান্ পর্বতোত্তমঃ॥ ২৩

'সোনার তৈরী অঙ্গদ দ্বারা তার বাহুদ্বয় অলংকৃত, এই বাহুযুগল সুউচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের মতো শোভিত হচ্ছে।

কুণ্ডলাভ্যামুভাভ্যাং চ ভাতি বক্ত্রং সুভীষণম্।
পুনর্বস্বন্তরগতঃ পরিপূর্ণো নিশাকরঃ॥ ২৪

'অত্যন্ত ভয়ানক তার মুখমণ্ডলে শোভিত হচ্ছে দুটি কুণ্ডল। পুনর্বসু নামক নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের মতো তার মুখ শোভা পাচ্ছে।

আচক্ষ্ব মে মহাবাহো ত্বমেনং রাক্ষসোত্তমম্।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ॥ ২৫

'হে মহাবাহো ! যাকে দেখে বানরেরা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পলায়ন করছে তুমি আমাকে এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠের পরিচয় দাও।'

স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণামিততেজসা।
আচচক্ষে মহাতেজা রাঘবায় বিভীষণঃ॥ ২৬

অমিত তেজস্বী রাজপুত্র শ্রীরাম এইরূপ প্রশ্ন করলে মহাতেজস্বী বিভীষণ রামচন্দ্রকে বললেন—

দশগ্রীবো মহাতেজা রাজা বৈশ্রবণানুজঃ।
ভীমকর্মা মহাত্মা হি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ২৭
তস্যাসীদ্ বীর্যবান্ পুত্রো রাবণপ্রতিমো বলে।
বৃদ্ধসেবী শ্রুতিধরঃ সর্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ॥ ২৮

'ধনপতি কুবেরের অনুজ, মহাতেজস্বী, মহাত্মা, ভীমকর্মা (ভয়ানক কর্মানুষ্ঠানকারী), রাক্ষসরাজ দশানন রাবণের পুত্র হল এই মহাবীর্যবান রাক্ষস, যে শক্তিতে রাবণের সমতুল। বৃদ্ধজনের সেবক, বেদশাস্ত্রজ্ঞ এই রাক্ষসবীর সকল অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অশ্বপৃষ্ঠে নাগপৃষ্ঠে খড়্গে ধনুষি কর্ষণে।
ভেদে সান্ত্বে চ দানে চ নয়ে মন্ত্রে চ সম্মতঃ॥ ২৯

'অশ্বারোহণে, গজারোহণে, খড়্গসঞ্চালনে, ধনুর্ধারণে, শরসন্ধানে, সাম এবং দাননীতির প্রয়োগে তথা ন্যায়সম্মত বাক্যালাপে এবং মন্ত্রণাদানে সে অত্যন্ত পারদর্শী।

যস্য বাহুং সমাশ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্ভয়া।
তনয়ং ধান্যমালিন্যা অতিকায়মিমং বিদুঃ॥ ৩০

'এর বাহুবলের উপরেই ভরসা করে লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণরূপে ভয়হীন হয়ে আছে। রাবণপত্নী ধান্যমালিনীর এই পুত্র অতিকায় নামেই পরিচিত।

এতেনারাধিতো ব্রহ্মা তপসা ভাবিতাত্মনা।
অস্ত্রাণি চাপ্যবাপ্তানি রিপবশ্চ পরাজিতাঃ॥ ৩১

'তপস্যায় আত্মনিমগ্ন থেকে এই অতিকায় রাক্ষস ব্রহ্মার আরাধনা করে অনেক অস্ত্র লাভ করেছে এবং তার দ্বারা বহু শত্রুকে পরাজিত করেছে।

সুরাসুরৈরবধ্যত্বং দত্তমস্মৈ স্বয়ংভুবা।
এতচ্চ কবচং দিব্যং রথশ্চ রবিভাস্বরঃ॥ ৩২

'ব্রহ্মার বরে এই রাক্ষস দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা অবধ্য। সূর্যের মতো তেজস্বী রথ এবং দিব্য কবচও তিনি একে দিয়েছেন।

এতেন শতশো দেবা দানবাশ্চ পরাজিতাঃ।
রক্ষিতানি চ রক্ষাংসি যক্ষাশ্চাপি নিষূদিতাঃ॥ ৩৩

'এই বীর রাক্ষস শত শত দেবতা ও দানবকে পরাজিত করেছে, রাক্ষসদের রক্ষা করেছে এবং যক্ষদেরকেও বধ করেছে।

বজ্রং বিষ্টম্ভিতং যেন বাণৈরিন্দ্রস্য ধীমতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য যুদ্ধে প্রতিহতস্তথা॥ ৩৪

'বুদ্ধিমান অতিকায় বাণসমূহের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করেছে তথা যুদ্ধক্ষেত্রে জলাধিপতি বরুণদেবের পাশকে ব্যর্থ করেছে।

এষোঽতিকায়ো বলবান্ রাক্ষসানামথর্ষভঃ।
স রাবণসুতো ধীমান্ দেবদানবদর্পহা॥ ৩৫

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান রাবণপুত্র অতিকায় অত্যন্ত বলবান তথা দেবতা ও দানবদের দর্পহরণকারী।

তদস্মিন্ ক্রিয়তাং যত্নঃ ক্ষিপ্রং পুরুষপুঙ্গব।
পুরা বানরসৈন্যানি ক্ষয়ং নয়তি সায়কৈঃ॥ ৩৬

'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে রামচন্দ্র ! আপনি শীঘ্রই এই রাক্ষসকে ধ্বংস করতে প্রয়াস করুন, অন্যথায় এর শরাঘাতে আপনার বানরসেনা বিনষ্ট হবে।'

ততোঽতিকায়ো বলবান্ প্রবিশ্য হরিবাহিনীম্।
বিস্ফারয়ামাস ধনুর্ননাদ চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৭

অতঃপর বলবান রাক্ষস অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে বারংবার গর্জন করতে লাগল এবং ধনুকে টংকার দিতে লাগল।

তং ভীমবপুষং দৃষ্ট্বা রথস্থং রথিনাং বরম্।
অভিপেতুর্মহাত্মানঃ প্রধানা যে বনৌকসঃ॥ ৩৮
কুমুদো দ্বিবিদো মৈন্দো নীলঃ শরভ এব চ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ যুগপৎ সমভিদ্রবন্॥ ৩৯

রথে অবস্থিত রথীশ্রেষ্ঠ ভয়ানক দেহধারী সেই রাক্ষসকে দেখে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল, শরভ প্রভৃতি মহামনস্বী প্রধান প্রধান বানরদলপতিরা বৃক্ষ এবং পর্বতশৃঙ্গসমূহ হাতে তুলে নিয়ে একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল।

তেষাং বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অতিকায়ো মহাতেজাশ্চিচ্ছেদাস্ত্রবিদাং বরঃ॥ ৪০

কিন্তু শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ মহাতেজস্বী অতিকায় তার স্বর্ণভূষিত তীর দিয়ে সেই সব গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহকে কেটে ফেলল।

তাংশ্চৈব সর্বান্ স হরীন্ শরৈঃ সর্বায়সৈর্বলী।
বিব্যাধাভিমুখান্ সংখ্যে ভীমকায়ো নিশাচরঃ॥ ৪১

সেই বলবান ভয়ংকরদেহী রাক্ষস রণক্ষেত্রে তার প্রতি ধাবমান বানরদের লোহার বাণে বিদ্ধ করল।

তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ ভিন্নগাত্রাঃ পরাজিতাঃ।
ন শেকুরতিকায়স্য প্রতিকর্তুং মহাহবে॥ ৪২

সেই শরবর্ষণে বানরদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হল, আহত অবস্থায় তারা সকলেই পরাজয় স্বীকার করে নিল। সেই মহাযুদ্ধে অতিকায়কে প্রতিরোধ করতে তারা কেউ সক্ষম হল না।

তৎ সৈন্যং হরিবীরাণাং ত্রাসয়ামাস রাক্ষসঃ।
মৃগযূথমিব ক্রুদ্ধো হরির্যৌবনদর্পিতঃ॥ ৪৩

যৌবনদর্পিত ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন হরিণের পালকে ভীত করে তোলে, তেমনিভাবে রাক্ষস অতিকায় বীরবানরদের সৈন্যবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

স রাক্ষসেন্দ্রো হরিযূথমধ্যে
নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ।
উৎপত্য রামং স ধনুঃকলাপী
সগর্বিতং বাক্যমিদং বভাষে॥ ৪৪

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে বিচরণ করতে করতে যারা যুদ্ধে বিরত ছিল তাদের কাউকে আঘাত না করে, ধনুক এবং তূণ ধারণ করে লাফিয়ে শ্রীরামের সামনে উপস্থিত হয়ে সগর্বে এইরূপ বলল—

রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণি-

ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।
যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো
দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্‌॥ ৪৫

'ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আমি রথে বসেছি। সাধারণ কারও সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না। যার উৎসাহ আছে, সাহস এবং শক্তি আছে; সে শীঘ্রই এখানে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।'

তৎ তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
চুকোপ সৌমিত্রিরমিত্রহন্তা।
অমৃষ্যমাণশ্চ সমুৎপপাত
জগ্রাহ চাপং চ ততঃ স্ময়িত্বা॥ ৪৬

তাকে এইরকম বলতে শুনে শত্রুহন্তা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অসহ্যভাবে অগ্রসর হয়ে স্মিতহাস্য সহযোগে তিনি ধনুক তুলে নিলেন।

ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিরুৎপত্য তূণাদাক্ষিপ্য সায়কম্‌।
পুরস্তাদতিকায়স্য বিচকর্ষ মহদ্ধনুঃ॥ ৪৭

ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ লাফিয়ে উঠে তূণ থেকে বাণ টেনে নিয়ে অতিকায়ের সামনে এসে বিশাল ধনুকের জ্যা-আকর্ষণ করতে লাগলেন।

পূরয়ন্‌ স মহীং সর্বামাকাশং সাগরং দিশঃ।
জ্যাশব্দো লক্ষ্মণস্যোগ্রস্ত্রাসয়ন্‌ রজনীচরান্‌॥ ৪৮

লক্ষ্মণের ধনুকের সেই ভয়ানক টংকারধ্বনিতে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র তথা সকলদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাক্ষসেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

সৌমিত্রেশ্চাপনির্ঘোষং শ্রুত্বা প্রতিভয়ং তদা।
বিসিস্মিয়ে মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী॥ ৪৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ধনুকের সেই ভয়ানক টংকার শুনে মহাতেজস্বী, বলবান, রাক্ষসরাজপুত্র অতিকায় অত্যন্ত বিস্মিত হল।

তদাতিকায়ঃ কুপিতো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমুত্থিতম্‌।
আদায় নিশিতং বাণমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫০

লক্ষ্মণকে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে দেখে অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুতীক্ষ্ণ শর হাতে নিয়ে এইরূপ বাক্য বলল—

বালস্ত্বমসি সৌমিত্রে বিক্রমেষ্ববিচক্ষণঃ।
গচ্ছ কিং কালসংকাশং মাং যোধয়িতুমিচ্ছসি॥ ৫১

'ওহে সৌমিত্র ! তুমি বালক মাত্র। যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশেও তুমি বিচক্ষণ নও। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছ কেন ? যমতুল্য আমার কাছ থেকে তুমি ফিরে যাও।

নহি মদ্বাহুসৃষ্টানাং বাণানাং হিমবানপি।
সোঢুমুৎসহতে বেগমন্তরিক্ষমথো মহী॥ ৫২

'আমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত বাণের বেগ পৃথিবী, আকাশ, এমনকী হিমালয়ও সহ্য করতে পারে না।

সুখপ্রসুপ্তং কালাগ্নিং বিবোধয়িতুমিচ্ছসি।
ন্যস্য চাপং নিবর্তস্ব প্রাণান্ন জহি মদ্গতঃ॥ ৫৩

'সুখে নিদ্রিত কালাগ্নিকে তুমি জাগিয়ে দিতে চাও? ধনুক রেখে ফিরে যাও। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারিয়ো না।

অথবা ত্বং প্রতিষ্টব্ধো ন নিবর্তিতুমিচ্ছসি।
তিষ্ঠ প্রাণান্‌ পরিত্যজ্য গমিষ্যসি যমক্ষয়ম্‌॥ ৫৪

'অথবা তুমি অত্যন্ত অহংকারী, এইজন্যই ফিরে যেতে চাও না। ঠিক আছে, দাঁড়াও। তাহলে প্রাণত্যাগ করে যমালয়ে যাত্রা করো !

পশ্য মে নিশিতান্‌ বাণান্‌ রিপুদর্পনিষূদনান্‌।
ঈশ্বরায়ুধসংকাশাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণান্‌॥ ৫৫

'শত্রুর দর্পচূর্ণকারী আমার এই সুতীক্ষ্ণ শরগুলি উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত। তুমি দেখো, এগুলি দিব্যাস্ত্রের মতো ভয়ানক।

এষ তে সর্পসংকাশো বাণঃ পাস্যতি শোণিতম্‌।
মৃগরাজ ইব ক্রুদ্ধো নাগরাজস্য শোণিতম্‌।
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধঃ শরং ধনুষি সংদধে॥ ৫৬

'ক্রুদ্ধসিংহ যেমন গজরাজের রক্ত পান করে তেমনিভাবে সাপের মতো ভয়ংকর এই বাণ তোমার রক্ত পান করবে।' এই কথা বলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অতিকায় ধনুকে শর-সন্ধান করল।

শ্রুত্বাতিকায়স্য বচঃ সরোষং
সগর্বিতং সংযতি রাজপুত্রঃ।
স সঞ্চুকোপাতিবলো মনস্বী
উবাচ বাক্যং চ ততো মহার্থম্‌॥ ৫৭

যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের এইরূপ ক্রোধপূর্ণ গর্বিত কথা শুনে অত্যন্ত বলশালী, মনস্বী, রাজকুমার লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মহান অর্থযুক্ত বাক্যে বললেন—

ন বাক্যমাত্রেণ ভবান্‌ প্রধানো
ন কত্থনাৎ সৎপুরুষা ভবন্তি।

ক্ষী ক্ষিতে ধন্বিনি বাণপাণৌ
নিদর্শয়স্বাত্মবলং দুরাত্মন্ ॥ ৫৮

'ওহে দুরাত্মা! কেবল বাক্য প্রয়োগের দ্বারাই তুমি প্রধান বলে গণ্য হবে না। শুধু কথা দিয়েই কেউ সৎপুরুষ হয় না। আমি ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে অবস্থিত হলাম। তুমি তোমার শক্তি প্রদর্শন করো।

কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৯

'কর্মের দ্বারা নিজের পরিচয় দাও অর্থাৎ কাজের মাধ্যমেই নিজের বীরত্ব প্রকাশ করো। কেবল কথায় বীরত্ব প্রকাশ কোরো না। পৌরুষযুক্ত ব্যক্তিকেই শূরবীর বলে মনে করা হয়।

সর্বায়ুধসমাযুক্তো ধন্বী ত্বং রথমাস্থিতঃ।
শরৈর্বা যদি বাপ্যস্ত্রৈর্দর্শয়স্ব পরাক্রমম্ ॥ ৬০

'ধনুর্ধারী! সকল অস্ত্র নিয়ে তুমি রথে আসীন হয়ে আছ; অতএব বাণ অথবা অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নিজের পরাক্রম দেখাও।

ততঃ শিরস্তে নিশিতৈঃ পাতয়িষ্যাম্যহং শরৈঃ।
মারুতঃ কালসম্পক্বং বৃন্তাৎ তালফলং যথা ॥ ৬১

'অতঃপর যথাসময়ে বায়ু যেমন পাকা তালকে ভূপাতিত করে, আমিও সেইরকম তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তোমার মস্তক ভূপাতিত করব।

অদ্য তে মামকা বাণাস্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।
পাস্যন্তি রুধিরং গাত্রাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্ ॥ ৬২

'আজ উজ্জ্বল সুবর্ণ বিভূষিত আমার বাণগুলি তোমার শরবিদ্ধ দেহের ক্ষত থেকে রক্ত পান করবে।

বালোঽয়মিতি বিজ্ঞায় ন চাবজ্ঞাতুমর্হসি।
বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে ॥ ৬৩

'আমাকে বালক ভেবে তুমি অবহেলা কোরো না। আমি বালক বা বৃদ্ধ যেই হই না কেন, যুদ্ধে আমাকে তোমার মৃত্যু রূপেই জেনো।

বালেন বিষ্ণুনা লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাস্ত্রিবিক্রমৈঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
অতিকায়ঃ প্রচুক্রোধ বাণং চোত্তমমাদদে ॥ ৬৪

'বালকরূপী (বামন অবতারে) ভগবান বিষ্ণু তাঁর তিনটি পা দিয়ে সমগ্র ত্রিলোককে তাপিত করেছিলেন।' লক্ষ্মণের এইরূপ যুক্তিসম্মত, পরমার্থযুক্ত বচন শুনে অতিকায় অসীম ক্রোধে বাণ হাতে তুলে নিল।

ততো বিদ্যাধরা ভূতা দেবা দৈত্যা মহর্ষয়ঃ।
গুহ্যকাশ্চ মহাত্মানস্তদ্ যুদ্ধং দ্রষ্টুমাগমন্ ॥ ৬৫

তদনন্তর বিদ্যাধর, ভূত, দেবতা, দৈত্য, মহর্ষি, গুহ্যক তথা মহাত্মাগণ সেই যুদ্ধ দেখতে এলেন।

ততোঽতিকায়ঃ কুপিতশ্চাপমারোপ্য সায়কম্।
লক্ষ্মণায় প্রচিক্ষেপ সংক্ষিপন্নিব চাম্বরম্ ॥ ৬৬

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অতিকায় ধনুকে শর যোজনা করে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করল। অত্যন্ত দ্রুতগামী সেই তীর যেন আকাশকেও সংক্ষিপ্ত করে ফেলল।

তমাপতন্তং নিশিতং শরমাশীবিষোপমম্।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৬৭

শত্রুসংহারক লক্ষ্মণ একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণ দিয়ে সর্পতুল্য সেই তীক্ষ্ণবাণকে কেটে ফেললেন।

তং নিকৃত্তং শরং দৃষ্ট্বা কৃত্তভোগমিবোরগম্।
অতিকায়ো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পঞ্চ বাণান্ সমাদধে ॥ ৬৮

সর্পের কর্তিত ফণার মতো খণ্ডিত সেই তীক্ষ্ণ শর দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ অতিকায় পঞ্চবাণ ধনুকে সন্ধান করল।

তান্ শরান্ সম্প্রচিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।
তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ ভরতানুজঃ ॥ ৬৯

অতঃপর সেই রাক্ষস ওই শরগুলি লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। কিন্তু তার কাছে আসার আগেই ভরতানুজ লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে সেগুলিকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেললেন।

স তান্ ছিত্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
আদদে নিশিতং বাণং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৭০

শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ নিজের সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ওই শরগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে আপন তেজে জাজ্বল্যমান একটি ভয়ানক শর গ্রহণ করলেন।

তমাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচকর্ষ চ বেগেন বিসসর্জ চ সায়কম্ ॥ ৭১

লক্ষ্মণ নিজের শ্রেষ্ঠ ধনুকে সেই শর যুক্ত করে জ্যা আকর্ষণ করলেন এবং তীব্রবেগে সেই তীরটি নিক্ষেপ করলেন।

পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন শরেণ নতপর্বণা।
ললাটে রাক্ষসশ্রেষ্ঠমাজঘান স বীর্যবান্ ॥ ৭২

বীর্যবান লক্ষ্মণ ধনুকটিকে সম্পূর্ণ আকর্ষণ করে, পর্ব নত করে ওই শর নিক্ষেপ করেছিলেন, যা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটে আঘাত হেনেছিল।

স ললাটে শরো মগ্নস্তস্য ভীমস্য রক্ষসঃ।
দদৃশে শোণিতেনাক্তঃ পন্নগেন্দ্র ইবাচলে॥ ৭৩

ভয়ানক রাক্ষসের ললাটে ঐ শর আঘাত করল। পর্বতগাত্রে সর্পরাজের মতো শোভা লাভ করেছিল রক্তসিক্ত সেই রাক্ষস।

রাক্ষসঃ প্রচকম্পেঽথ লক্ষ্মণেষু প্রপীড়িতঃ।
রুদ্রবাণহতং ঘোরং যথা ত্রিপুরগোপুরম্॥ ৭৪
চিন্তয়ামাস চাশ্বাস্য বিমৃশ্য চ মহাবলঃ।

লক্ষ্মণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে সেই রাক্ষস কেঁপে উঠল। যেমন ত্রিপুরার ভয়ানক গোপুর কেঁপে উঠেছিল ভগবান রুদ্রের বাণে। মহাবলশালী অতিকায় একটু চিন্তা করে আশ্বস্ত হয়ে বিবেচনাপূর্বক বলল—

সাধু বাণনিপাতেন শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ॥ ৭৫
বিধায়ৈবং বিদার্যাস্যং নিয়ম্য চ মহাভুজৌ।
স রথোপস্থমাস্থায় রথেন প্রচচার হ॥ ৭৬

'শাবাস ! শাবাস !! এইরূপ বাণনিক্ষেপের কারণে তুমি আমার গৌরবজনক শত্রু।' এই বলে মুখ বিস্তার করে বিশাল হাত দুটি নামিয়ে রথে বসে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগল। (অগ্রসর হল)

একং ত্রীন্ পঞ্চ সপ্তেতি সায়কান্ রাক্ষসর্ষভঃ।
আদদে সন্দধে চাপি বিচকর্ষোৎসসর্জ চ॥ ৭৭

অতঃপর সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ একে একে একটি, তিনটি, পাঁচটি এবং সাতটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজিত করে তীব্র বেগে আকর্ষণ পূর্বক চালিয়ে দিল।

তে বাণাঃ কালসংকাশা রাক্ষসেন্দ্রধনুশ্চ্যুতাঃ।
হেমপুঙ্খা রবিপ্রখ্যাশ্চক্রুর্দীপ্তমিবাম্বরম্॥ ৭৮

রাক্ষসরাজের ধনুর্নিক্ষিপ্ত সেই সুবর্ণমণ্ডিত, সূর্যতুল্য তেজস্বী, যমের মতো ভয়ংকর বাণগুলি আকাশ পরিপূর্ণরূপে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

ততস্তান্ রাক্ষসোৎসৃষ্টান্ শরৌঘান্ রাঘবানুজঃ।
অসম্ভ্রান্তঃ প্রচিচ্ছেদ নিশিতৈর্বহুভিঃ শরৈঃ॥ ৭৯

অনন্তর রামচন্দ্রের ছোটো ভাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রাক্ষসনিক্ষিপ্ত বাণগুলিকে বহুসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শর প্রয়োগে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

তান্ শরান্ যুধি সম্প্রেক্ষ্য নিকৃত্তান্ রাবণাত্মজঃ।
চুকোপ ত্রিদশেন্দ্রারির্জগ্রাহ নিশিতং শরম্॥ ৮০

ইন্দ্রদ্রোহী, রাবণপুত্র অতিকায় সেই বাণগুলিকে খণ্ড খণ্ড হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় একটি সুতীক্ষ্ণ বাণ হাতে তুলে নিল।

স সন্ধায় মহাতেজাস্তং বাণং সহসোৎসৃজৎ।
তেন সৌমিত্রিমায়ান্তমাজঘান স্তনান্তরে॥ ৮১

মহাতেজস্বী রাক্ষস সেই বাণ ধনুকে সংযোজিত করে সহসা নিক্ষেপ করল এবং সম্মুখে অগ্রগামী লক্ষ্মণের বক্ষদেশের মধ্যভাগে সেটি আঘাত করল।

অতিকায়েন সৌমিত্রিস্তাড়িতো যুধি বক্ষসি।
সুস্রাব রুধিরং তীব্রং মদং মত্ত ইব দ্বিপঃ॥ ৮২

যুদ্ধে অতিকায়ের নিক্ষিপ্ত বাণে বক্ষদেশে আঘাতপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের ক্ষত থেকে তীব্রবেগে মত্ত হস্তীর মদক্ষরণের ন্যায় শোণিতধারা নির্গত হল।

স চকার তদাত্মানং বিশল্যং সহসা বিভুঃ।
জগ্রাহ চ শরং তীক্ষ্ণমস্ত্রেণাপি সমাদধে॥ ৮৩

বলশালী লক্ষ্মণ সহসা নিজেকে শরমুক্ত করে একটি তীক্ষ্ণ বাণ হাতে নিয়ে এক দিব্য-অস্ত্রের সঙ্গে সেটি যুক্ত করলেন।

আগ্নেয়েন তদাস্ত্রেণ যোজয়ামাস সায়কম্।
স জজ্বাল তদা বাণো ধনুষ্যস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৪

সেই আগ্নেয় অস্ত্রের সঙ্গে তিনি শরযোজনা করলেন। ধনুকে যুক্ত হয়ে তাঁর সেই শর আপন তেজে জ্বলে উঠল।

অতিকায়োঽতিতেজস্বী রৌদ্রমস্ত্রং সমাদদে।
তেন বাণং ভুজঙ্গাভং হেমপুঙ্খমযোজয়ৎ॥ ৮৫

মহাতেজস্বী অতিকায় তখন রৌদ্রঅস্ত্র গ্রহণ করল, তার সঙ্গে সর্পাকৃতি বিশিষ্ট স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত বাণ যোজনা করল।

তদস্ত্রং জ্বলিতং ঘোরং লক্ষ্মণঃ শরমাহিতম্।
অতিকায়ায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবান্তকঃ॥ ৮৬

যমরাজ যেমনভাবে তাঁর কালদণ্ড প্রয়োগ করেন, তেমনিভাবে সেই প্রজ্জ্বলিত, ভয়ানক অস্ত্রটি অতিকায়ের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

আগ্নেয়াস্ত্রাভিসংযুক্তং দৃষ্ট্বা বাণং নিশাচরঃ।
উৎসসর্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্যাস্ত্রযোজিতম্॥ ৮৭

আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত সেই বাণকে দেখে নিশাচর অতিকায় তৎক্ষণাৎ সূর্যাস্ত্রযোজিত ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করল।

তাবুভাবম্বরে বাণাবন্যোন্যামভিজঘ্নতুঃ।
তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রৌ ক্রুদ্ধাবিব ভুজঙ্গমৌ॥ ৮৮
তাবন্যোন্যং বিনির্দহ্য পেততুঃ পৃথিবীতলে॥ ৮৯

উভয়বাণের অগ্রভাগ ছিল স্বতেজে দীপ্যমান। দুটি ক্রুদ্ধ সর্পের মতো আকাশপথে স্বতেজে প্রদীপ্ত বাণদ্বয় একে অপরকে আঘাত করলে উভয়েই দগ্ধ হয়ে পৃথিবীতলে পতিত হল।

নিরর্চিষৌ ভস্মকৃতৌ ন ভ্রাজেতে শরোত্তমৌ।
তাবুভৌ দীপামানৌ স্ম ন ভ্রাজেতে মহীতলে॥ ৯০

উত্তম শরদুটি আর দীপ্ত হচ্ছিল না। ভস্মীভূত হওয়ায় তাদের দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছিল। ভূতলে পতিত অবস্থায় তাদের ঔজ্জ্বল্য, শোভা সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছিল।

ততোঽতিকায়ঃ সংক্রুদ্ধস্ত্বাষ্ট্রমৈষীকমুৎসৃজৎ।
ততশ্চিচ্ছেদ সৌমিত্রিরস্ত্রমৈন্দ্রেণ বীর্যবান্॥ ৯১

অতঃপর অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ত্বষ্টা দেবতার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে বাণ নিক্ষেপ করলে সুমিত্রানন্দন বলবান লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে ওই অস্ত্রটিকে কেটে ফেললেন।

ঐষীকং নিহতং দৃষ্ট্বা কুমারো রাবণাত্মজঃ।
যাম্যেনাস্ত্রেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়ামাস সায়কম্॥ ৯২
ততস্তদস্ত্রং চিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।
বায়ব্যেন তদস্ত্রেণ নিজঘান স লক্ষ্মণঃ॥ ৯৩

রাবণপুত্র রাজকুমার অতিকায় ঐষীক নামক অস্ত্রটি বিনষ্ট হতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাম্য নামক অস্ত্রের দ্বারা শরসন্ধান করল। তারপর সেই রাক্ষস অস্ত্রটি লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করল। বায়ব্য নামক অস্ত্রের দ্বারা লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রটিকে নষ্ট করে দিল।

অথৈনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দঃ।
অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণো রাবণাত্মজম্॥ ৯৪

অতঃপর মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদনুরূপভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ রাবণপুত্র অতিকায়ের প্রতি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে।
ভগ্নাগ্রশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে॥ ৯৫

অতিকায় হীরক-ভূষিত এক দিব্য কবচ ধারণ করেছিল ; সেই বর্মে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শরের অগ্রমুখ ভগ্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল।

তামোঘানভিসম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভ্যবর্ষত বাণানাং সহস্রেণ মহাযশাঃ॥ ৯৬

মহাযশস্বী, শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ হতে দেখে হাজার হাজার শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

স বৃষ্যমাণো বাণৌঘৈরতিকায়ো মহাবলঃ।
অবধ্যকবচঃ সংখ্যে রাক্ষসো নৈব বিব্যথে॥ ৯৭

যুদ্ধে মহাবলশালী অতিকায়ের উপর বাণরাজি বর্ষিত হলেও তার কবচ অভেদ্য হওয়ায়, সে ব্যথিত হল না।

শরং চাশীবিষাকারং লক্ষ্মণায় ব্যপাসৃজৎ।
স তেন বিদ্ধঃ সৌমিত্রির্মর্মদেশে শরেণ হ॥ ৯৮

সে লক্ষ্মণের উপরে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ানক শর নিক্ষেপ করল। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই শরাঘাতে মর্মস্থলে আঘাত পেলেন।

মুহূর্তমাত্রং নিঃসংজ্ঞো হ্যভবচ্ছত্রুতাপনঃ।
ততঃ সংজ্ঞামুপালভ্য চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ॥ ৯৯
নিজঘান হয়ান্ সংখ্যে সারথিং চ মহাবলঃ।
ধ্বজস্যোন্মথনং কৃত্বা শরবর্ষৈররিন্দমঃ॥ ১০০

শত্রুসন্তপ্তকারী, মহাবলী অরিন্দম লক্ষ্মণ মুহূর্তের জন্য হতচেতন হলেও পুনরায় চেতনা লাভ করে চারটি উত্তম শরনিক্ষেপ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাক্ষসের রথের অশ্বগুলিকে এবং সারথিকে হত্যা করলেন, তার সঙ্গে রথের ধ্বজাটিও নষ্ট করলেন।

অসম্ভ্রান্তঃ স সৌমিত্রিস্তান্ শরানভিলক্ষিতান্।
মুমোচ লক্ষ্মণো বাণান্ বধার্থং তস্য রক্ষসঃ॥ ১০১
ন শশাক রুজং কর্তুং যুধি তস্য নরোত্তমঃ।

অতঃপর নির্ভীক নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসকে বধ করার জন্য বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৌমিত্রির সেই বাণ রাক্ষসকে বিদ্ধ করতে পারল না।

অথৈনমভ্যুপাগম্য বায়ুর্বাক্যমুবাচ হ॥ ১০২
ব্রহ্মদত্তবরো হ্যেষ অবধ্যকবচাবৃতঃ।
ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ ভিন্ধ্যেনমেষ বধ্যো হি নান্যথা।
অবধ্য এষ হ্যন্যেষামস্ত্রাণাং কবচী বলী॥ ১০৩

তদনন্তর পবনদেব তাঁর নিকটে এসে বললেন— 'এই রাক্ষস ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হয়ে অভেদ্য কবচের দ্বারা নিজেকে

আবৃত করেছে। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা একে বিদীর্ণ করে হত্যা করা যাবে, অন্য কোনো ভাবে নয়। এই কবচধারী বলবান রাক্ষস অন্য অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য।'

ততস্তু বায়োর্বচনং নিশম্য
সৌমিত্রিরিন্দ্রপ্রতিমানবীর্যঃ।
সমাদধে বাণমথোগ্রবেগং
তদ্‌ব্রাহ্মমস্ত্রং সহসা নিযুজ্য ॥ ১০৪

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী লক্ষ্মণ পবনদেবের এই কথা শুনে সহসা একটি ভয়ংকর গতিসম্পন্ন বাণ নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে সেটি ধনুকে সংযোজন করলেন।

তস্মিন্ বরাস্ত্রে তু নিযুজ্যমানে
সৌমিত্রিণা বাণবরে শিতাগ্রে।
দিশশ্চ চন্দ্রার্কমহাগ্রহাশ্চ
নভশ্চ তত্রাস ররাস চোর্বী ॥ ১০৫

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যখন উত্তম তেজসম্পন্ন শ্রেষ্ঠবাণটি ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করলেন তখন সকলদিক, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ তথা অন্তরীক্ষলোকের সকল প্রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল (এবং পৃথিবীতে মহাকোলাহল সৃষ্টি হল)।

তং ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ নিযুজ্য চাপে
শরং সপুঙ্খং যমদূতকল্পম্।
সৌমিত্রিরিন্দ্রারিসুতস্য তস্য
সসর্জ বাণং যুধি বজ্রকল্পম্ ॥ ১০৬

সৌমিত্র লক্ষ্মণ সুন্দরপুঙ্খযুক্ত যে শর ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ধনুকে সন্ধান করেছিলেন, সেটি ছিল বজ্রের মতো অমোঘ এবং যমদূতের মতো ভয়ংকর। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইন্দ্রদ্রোহী রাবণপুত্র অতিকায়ের প্রতি সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগং
সমাপতন্তং শ্বসনোগ্রবেগম্।
সুপর্ণবজ্রোত্তমচিত্রপুঙ্খং
তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ ॥ ১০৭

সমরাঙ্গনে অতিকায় দেখলো লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ ভয়ানক বেগে তার দিকে ধাবিত হয়েছে। ওই বাণের পুঙ্খ ছিল গরুড়ের মতো এবং সেটি ছিল হীরক খচিত অতীব সৌন্দর্য বিশিষ্ট।

তং প্রেক্ষমাণঃ সহসাতিকায়ো
জঘান বাণৈর্নিশিতৈরনেকৈঃ।
স সায়কস্তস্য সুপর্ণবেগ-
স্তথাতিবেগেন জগাম পার্শ্বম্ ॥ ১০৮

সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে দেখে অতিকায় সহসা তার উপরে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করল। তথাপি গরুড়তুল্য দ্রুতগামী সেই শর অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার সম্মুখে উপস্থিত হল।

তমাগতং প্রেক্ষ্য তদাতিকায়ো
বাণং প্রদীপ্তান্তককালকল্পম্।
জঘান শক্ত্যৃষ্টিগদাকুঠারৈঃ
শূলৈঃ শরৈশ্চাপ্যবিপন্নচেষ্টঃ ॥ ১০৯

প্রলয়কালীন অগ্নির মতো উজ্জ্বল সেই বাণকে অতি নিকটে আসতে দেখেও অতিকায় যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট না হয়ে শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল এবং বাণ দ্বারা ওই অস্ত্রকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হল।

তান্যায়ুধান্যদ্ভুতবিগ্রহাণি
মোঘানি কৃত্বা স শরোঽগ্নিদীপ্তঃ।
প্রগৃহ্য তস্যৈব কিরীটজুষ্টং
তদাতিকায়স্য শিরো জহার ॥ ১১০

কিন্তু অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান সেই বাণ অদ্ভুত ওই অস্ত্রসমূহকে ব্যর্থ করে অতিকায়ের মুকুটশোভিত মস্তকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল।

তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং লক্ষ্মণেষুপ্রমর্দিতম্।
পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং হিমবতো যথা ॥ ১১১

লক্ষ্মণের বাণে কর্তিত রাক্ষসের সেই শিরস্ত্রাণ সহ মস্তক হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো সহসা ভূমিতে পতিত হল।

তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা বিক্ষিপ্তাম্বরভূষণম্।
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্বে হতশেষা নিশাচরাঃ ॥ ১১২

বস্ত্র এবং অলংকারাদি বিপর্যস্ত অবস্থায় অতিকায়কে ভূপতিত হতে দেখে অবশিষ্ট সকল রাক্ষসেরা অত্যন্ত ব্যথিত হল।

তে বিষণ্ণমুখা দীনাঃ প্রহারজনিতশ্রমাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্বহবঃ সহসা বিস্বরৈঃ স্বরৈঃ ॥ ১১৩

প্রহার জনিত পরিশ্রমে তাদের মুখ মলিন এবং এই দুঃখে তাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সেইজন্য বহুসংখ্যক রাক্ষস সহসা বিকৃতস্বরে উচ্চকণ্ঠে রোদন

করতে লাগল।

ততস্তং পরিতঃ যাতা নিরপেক্ষা নিশাচরাঃ।
পুরীমভিমুখা ভীতা দ্রবন্তো নায়কে হতে॥ ১১৪

সেনানায়ককে মারা যেতে দেখে নিরপেক্ষ[1] রাক্ষসেরা অত্যন্ত ভীতভাবে লঙ্কাপুরী অভিমুখে পলায়ন করল।

প্রহর্ষযুক্তা বহবস্তু বানরাঃ
প্রফুল্লপদ্মপ্রতিমাননাস্তদা।
অপূজয়ঁল্লক্ষ্মণমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে দুরাসদে॥ ১১৫

ভয়ংকর বলশালী দুর্ধর্ষ শত্রুর মৃত্যু হলে বহুসংখ্যক বানর অত্যন্ত আনন্দিত হল। খুশীতে তাদের মুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অভীষ্ট বিজয়লাভের জন্য তারা তখন বীর লক্ষ্মণকে পূজা করতে লাগল।

অতিবলমতিকায়মভ্রকল্পং
যুধি বিনিপাত্য স লক্ষ্মণঃ প্রহৃষ্টঃ।
ত্বরিতমথ তদা স রামপার্শ্বং
কপিনিবহৈশ্চ সুপূজিতো জগাম॥ ১১৬

অত্যন্ত বলশালী এবং মেঘের মতো বিশালকায় অতিকায়কে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত করে লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। বানরদের দ্বারা সম্পূজিত হয়ে তিনি দ্রুত শ্রীরামের নিকটে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭২)

অতিকায়ের বিনাশে রাবণের চিন্তা, লঙ্কারক্ষার জন্য রাক্ষসদের প্রতি রাবণের সতর্কবার্তা

অতিকায়ং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উদ্বেগমগমদ্ রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১

মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক অতিকায় নিহত হয়েছে শুনে রাজা রাবণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং বললেন—

ধূম্রাক্ষঃ পরমামর্ষী সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অকম্পনঃ প্রহস্তশ্চ কুম্ভকর্ণস্তথৈব চ॥ ২
এতে মহাবলা বীরা রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
জেতারঃ পরসৈন্যানাং পরৈর্নিত্যাপরাজিতাঃ॥ ৩

'অত্যন্ত অমর্ষশীল ধূম্রাক্ষ, সকল শস্ত্রধারিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ এইসব যুদ্ধাভিলাষী, মহাবলশালী রাক্ষসবীরেরা সর্বদাই শত্রুসৈন্যদের পরাস্ত করে এবং নিজেরা নিত্যই অপরাজিত থাকে।

সসৈন্যাস্তে হতা বীরা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
রাক্ষসাঃ সুমহাকায়া নানাশস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৪

'কিন্তু অনায়াসে মহান কর্মসাধনকারী শ্রীরাম নানা শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হয়ে এইসব বিশালকায় মহাবীর রাক্ষসদের সসৈন্যে সংহার করছে।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মহাত্মানো নিপাতিতাঃ।
প্রখ্যাতবলবীর্যেণ পুত্রেণেন্দ্রজিতা মম॥ ৫
তৌ ভ্রাতরৌ তদা বদ্ধৌ ঘোরৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
যন্ন শক্যং সুরৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বা মহাবলৈঃ॥ ৬
মোক্তুং তদ্বন্ধনং ঘোরং যক্ষগন্ধর্বপন্নগৈঃ।
তন্ন জানে প্রভাবৈর্বা মায়য়া মোহনেন বা॥ ৭
শরবন্ধাদ্ বিমুক্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

'এছাড়াও বহুসংখ্যক মহাত্মা শূরবীর রাক্ষস নিহত হয়েছে। আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ শক্তি ও পরাক্রমে সুবিখ্যাত, সে এই দুই ভাইকে দেবতার বরে প্রাপ্ত নাগপাশরূপ ভয়ানক বাণে আবদ্ধ করেছিল। যাকে ছিন্ন করা দেবতা অথবা মহাবলশালী অসুরদের দ্বারাও সম্ভব ছিল না। যক্ষ, গন্ধর্ব অথবা সর্পগণও সেই ভয়ানক বন্ধন থেকে

[1]নিরপেক্ষ অর্থাৎ উদাসীন।

নিজেদের মুক্ত করতে অক্ষম। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই সেই শরবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। জানিনা কিসের প্রভাবে বা কোন মায়ায় অথবা কোন মোহিনী বিদ্যায় এই অসম্ভব কার্য সম্ভব হয়েছে ?

যে যোধা নির্গতাঃ শূরা রাক্ষসা মম শাসনাৎ॥ ৮
তে সর্বে নিহতা যুদ্ধে বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ।

'আমার আদেশে যে সমস্ত শূরবীর রাক্ষস যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য নির্গত হয়েছিল, তারা সকলেই মহাবলশালী বানরদের দ্বারা সমরাঙ্গনে নিহত হয়েছে।

তং ন পশ্যাম্যহং যুদ্ধে যোঽদ্য রামং সলক্ষ্মণম্॥ ৯
নাশয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীবং বিভীষণম্।

'আজ আমি এমন কোনো বীরকে দেখতে পাচ্ছি না, যে যুদ্ধে লক্ষ্মণ সহ রামকে এবং সৈন্য সহ সুগ্রীবকে তথা বীর বিভীষণকে হত্যা করতে সক্ষম।

অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলং চ বৈ॥ ১০
যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনং গতাঃ।

'অহো ! রামচন্দ্র নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত বলবান, তাঁর অস্ত্রবলও মহান। যাঁর বল-বিক্রমের সামনে অসংখ্য রাক্ষস কালগতি প্রাপ্ত হয়েছে।

তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্॥ ১১
তদ্ভয়াদ্ধি পুরী লঙ্কা পিহিতদ্বারতোরণা।

'বীর রামচন্দ্রকে মনে হচ্ছে রোগ-শোকরহিত সাক্ষাৎ নারায়ণ ; কারণ তাঁর ভয়েই আজ লঙ্কাপুরীর সব দরজা, সব তোরণ অবরুদ্ধ হয়েছে।

অপ্রমত্তৈশ্চ সর্বত্র গুল্মৈ রক্ষ্যা পুরী ত্বিয়ম্॥ ১২
অশোকবনিকা চৈব যত্র সীতাভিরক্ষ্যতে।

'অপ্রমত্ত রাক্ষসসৈন্যদের দ্বারা সর্বত্র এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করতে হবে। অশোকবনে যেখানে সীতা অবস্থিতা, সেইস্থানকেও সুরক্ষিত করতে হবে।

নিষ্ক্রমো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্যঃ সর্বদৈব নঃ॥ ১৩
যত্র যত্র ভবেদ্ গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।
সর্বতশ্চাপি তিষ্ঠধ্বং স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতা বলৈঃ॥ ১৪

'অশোকবনে কে কখন প্রবেশ করছে এবং নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তা সর্বদা আমাকে জানাতে হবে। যেখানে যেখানে গুল্ম অর্থাৎ সেনাশিবির আছে, সেখানেই বারবার নজরদারি রাখতে হবে এবং সর্বত্র নিজ নিজ সৈন্যসকল পাহারাদারি করতে হবে।

দ্রষ্টব্যং চ পদং তেষাং বানরাণাং নিশাচরাঃ।
প্রদোষে বার্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপি সর্বশঃ॥ ১৫

'হে রাক্ষসগণ ! প্রত্যূষে, প্রদোষে বা অর্ধরাত্রে —সর্বদাই বানরদের সকল গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হবে।

নাবজ্ঞা তত্র কর্তব্যা বানরেষু কদাচন।
দ্বিষতাং বলমুদ্যুক্তমাপতৎ কিং স্থিতং যথা॥ ১৬

'বানরদের প্রতি কখনো কোনোরকম অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে না। শত্রুরা আক্রমণের উদ্যোগ করছে নাকি পূর্বের অবস্থান করছে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।'

ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে শ্রুত্বা লঙ্কাধিপস্য তৎ।
বচনং সর্বমাতিষ্ঠন্ যথাবৎ তু মহাবলাঃ॥ ১৭

তখন লঙ্কাধিপতি রাবণের এই কথা শুনে সেই সকল মহাবলশালী রাক্ষসেরা সেই আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে লাগল।

তান্ সর্বান্ হি সমাদিশ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
মন্যুশল্যং বহন্ দীনঃ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্॥ ১৮

রাক্ষসরাজ রাবণ তাদের সকলকে এইভাবে আদেশ দিয়ে হৃদয়ে শোকরূপে বিদ্ধ শলাকা বহন করে আপন ভবনে প্রবেশ করলেন।

ততঃ স সন্দীপিতকোপবহ্নি-
র্নিশাচরাণামধিপো মহাবলঃ।
তদেব পুত্রব্যসনং বিচিন্তয়ন্
মুহুর্মুহুশ্চৈব তদা বিনিঃশ্বসন্॥ ১৯

অতঃপর পুত্রদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে মহাবলী রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল এবং তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

...কি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৩)

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বানরসেনা সহ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি

ততো হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্
দেবান্তকাদিত্রিশিরোঽতিকায়ান্।
রক্ষোগণাস্তত্র হতাবশিষ্টা-
স্তে রাবণায় ত্বরিতাঃ শশংসুঃ ॥ ১

যুদ্ধক্ষেত্রে যে রাক্ষসেরা তখনো বেঁচে ছিল, তারা দ্রুত রাবণের কাছে গিয়ে তাঁকে দেবান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসবীরদের মৃত্যু সংবাদ জানাল।

ততো হতাংস্তান্ সহসা নিশম্য
রাজা মহাবাষ্পপরিপ্লুতাক্ষঃ।
পুত্রক্ষয়ং ভ্রাতৃবধং চ ঘোরং
বিচিন্ত্য রাজা বিপুলং প্রদধ্যৌ ॥ ২

তাদের নিহত হওয়ার কথা শুনে লঙ্কারাজ রাবণের চোখ সহসা বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। পুত্রক্ষয় এবং ভ্রাতৃবধের ভয়ানক দুঃখে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

ততস্তু রাজানমুদীক্ষ্য দীনং
শোকার্ণবে সম্পরিপুপ্লুবানম্।
রথর্ষভো রাক্ষসরাজসূনু-
স্তমিন্দ্রজিদ্ বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৩

এইরকম দীনভাবে শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় রাজা রাবণকে দেখে রথীশ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইরূপ বলল—

ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ।
নেন্দ্রারিবাণাভিহতো হি কশ্চিৎ
প্রাণান্ সমর্থঃ সমরেঽভিপাতুম্ ॥ ৪

'হে রাক্ষসরাজ ! যতক্ষণ ইন্দ্রজিৎ জীবিত আছে, ততক্ষণ আপনি এইরূপ চিন্তিত এবং মোহগ্রস্ত হবেন না। তাত ! যুদ্ধক্ষেত্রে এই ইন্দ্রশত্রুর বাণে আহত হয়ে কেউই প্রাণরক্ষা করতে পারে না।

পশ্যাদ্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
মদ্বাণনির্ভিন্নবিকীর্ণদেহম্।
গতায়ুষং ভূমিতলে শয়ানং
শিতৈঃ শরৈরাচিতসর্বগাত্রম্ ॥ ৫

'দেখুন, আজকে লক্ষণ সহ রামের শরীর আমি আমার বাণের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করে তাদের সারা শরীরে তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করব, এবং এই দুই ভাই গতায়ু হয়ে ভূমিতলে শায়িত হবে।

ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ
সুনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন
সন্তর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ ॥ ৬

'এই ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতের পৌরুষ এবং দৈবযুক্ত সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার কথা শুনুন—আজ আমি আমার অমোঘ বাণরাশির দ্বারা রাম এবং লক্ষ্মণের যুদ্ধের আশা মিটিয়ে দেব। তাদের তৃপ্ত করব।

অদ্যেন্দ্রবৈবস্বতবিষ্ণুরুদ্র-
সাধ্যাশ্চ বৈশ্বানরচন্দ্রসূর্যাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি মে বিক্রমমপ্রমেয়ং
বিষ্ণোরিবোগ্রং বলিযজ্ঞবাটে ॥ ৭

'আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য বলির যজ্ঞ-স্থলে ভগবান বিষ্ণুর ভয়ানক বিক্রমের মতো আমার অসীম পরাক্রম প্রত্যক্ষ করবে।'

স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশত্রু-
রাপৃচ্ছ্য রাজানমদীনসত্ত্বঃ।
সমারুরোহানিলতুল্যবেগং
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্ ॥ ৮

এই কথা বলে উদারচেতা ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিৎ রাজা রাবণের আদেশ নিয়ে, উৎকৃষ্ট গাধাযুক্ত, বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন এবং যুদ্ধসামগ্রীতে সম্পন্ন রথে আরোহণ করল।

সমাস্থায় মহাতেজা রথং হরিরথোপমম্।
জগাম সহসা তত্র যত্র যুদ্ধমরিন্দমঃ ॥ ৯

মহাতেজস্বী শত্রুদমনকারী ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের তুল্য রথে আরোহণ করে সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল।

তং প্রস্থিতং মহাত্মানমনুজগ্মুর্মহাবলাঃ।
সংহর্ষমাণা বহবো ধনুঃপ্রবরপাণয়ঃ ॥ ১০

মহামনস্বী বীর ইন্দ্রজিৎকে প্রস্থান করতে দেখে

মহাবলশালী বহুসংখ্যক রাক্ষস হাতে শ্রেষ্ঠ ধনুক নিয়ে সানন্দে তার অনুগমন করল।

গজস্কন্ধগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরমবাজিভিঃ।
ব্যাঘ্রবৃশ্চিকমার্জারখরোষ্ট্রৈশ্চ ভুজঙ্গমৈঃ॥ ১১
বরাহৈঃ শ্বাপদৈঃ সিংহৈর্জম্বুকৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
কাকহংসময়ূরৈশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ॥ ১২

কেউ বা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে, আবার কেউ কেউ উত্তম অশ্বে আরূঢ় হয়ে, এমনকী অনেকে বাঘ, বিছা, বিড়াল, গাধা, উট, সাপ, শূকর, অন্য হিংস্র জন্তু, সিংহ, পর্বততুল্য বিশাল শৃগাল, কাক, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি জন্তুগুলির পিঠে উঠে মহাবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল।

প্রাসপট্টিশনিস্ত্রিংশপরশ্বধগদাধরাঃ।
ভুশুণ্ডিমুদ্গরায়ষ্টিশতঘ্নীপরিঘায়ুধাঃ॥ ১৩

তাদের হাতে ছিল প্রাস, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডি, মুদ্গার, লাঠি, শতঘ্নী এবং পরিঘ প্রভৃতি ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র।

স শঙ্খনিনদৈঃ পূর্ণৈর্ভেরীণাং চাপি নিঃস্বনৈঃ।
জগাম ত্রিদশেন্দ্রারিরাজিং বেগেন বীর্যবান্॥ ১৪

শঙ্খ এবং ভেরীর ভয়ানক শব্দে দশদিক নিনাদিত করে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু বীর্যবান ইন্দ্রজিৎ সবেগে রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

স শঙ্খশশিবর্ণেন ছত্রেণ রিপুসূদনঃ।
ররাজ প্রতিপূর্ণেন নভশ্চন্দ্রমসা যথা॥ ১৫

পরিপূর্ণ চন্দ্রমার উজ্জ্বলতা যেমন সমগ্র আকাশকে সুশোভিত করে, তেমনি শত্রুসূদন ইন্দ্রজিতের রথের চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল এবং শঙ্খশুভ্র পতাকা বিশেষ শোভা লাভ করছিল।

বীজ্যমানস্ততো বীরো হৈমৈর্হেমবিভূষণঃ।
চারুচামরমুখ্যৈশ্চ মুখ্যঃ সর্বধনুষ্মতাম্॥ ১৬

সকল ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিৎ ছিল স্বর্ণাভরণে ভূষিত। তার দুদিকে স্বর্ণমণ্ডিত চামর দিয়ে তাকে ব্যজন করা হচ্ছিল।

স তু দৃষ্ট্বা বিনির্যান্তং বলেন মহতা বৃতম্।
রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাবণঃ পুত্রমব্রবীৎ॥ ১৭

সুবিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখে রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ তাকে বললেন—

ত্বমপ্রতিরথঃ পুত্র ত্বয়া বৈ বাসবো জিতঃ।
কিং পুনর্মানুষং ধৃষ্যং নিহনিষ্যসি রাঘবম্॥ ১৮

'বৎস্য ! তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথী, তুমি ইন্দ্রজয়ী। মানুষ আর কি ? তুমি অবশ্যই রঘুবংশীয় রামকে হত্যা করবে।'

তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যগৃহ্ণান্মহাশিষঃ।
ততস্ত্বিন্দ্রজিতা লঙ্কা সূর্যপ্রতিমতেজসা॥ ১৯
ররাজাপ্রতিবীর্যেণ দ্যৌরিবার্কেণ ভাস্বতা।

রাক্ষসরাজ এইরকম কথা বললে ইন্দ্রজিৎ সেই মহান আশীর্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করল। তেজস্বী সূর্য যেমন আকাশের সৌন্দর্য, তেমনি অপ্রতিম শক্তিশালী সূর্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীকে সুশোভিত করছিল।

স সম্প্রাপ্য মহাতেজা যুদ্ধভূমিমরিন্দমঃ॥ ২০
স্থাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমন্ততঃ।

মহাতেজস্বী, অরিন্দম এই রাক্ষসবীর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নিজের রথের চতুর্দিকে রাক্ষস সৈন্যদের স্থাপন করল।

ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্সদৃশপ্রভঃ॥ ২১
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ।
স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ॥ ২২
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।

তারপর অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্থাপন করে বিধিসম্মতভাবে উত্তমভাবে উচ্চারণপূর্বক মন্ত্রপাঠ করে ঘৃত, লাজ (খই), পুষ্প, মাল্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করে তাতে আহুতি প্রদান করল।

শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ॥ ২৩
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা।

অগ্নির নিকটে অস্ত্রগুলি রাখার জন্য সে কুশ বিছিয়ে দিল। কাষ্ঠ, সমিধ প্রভৃতি সাজিয়ে নিল। রক্তবর্ণের বস্ত্র, আহুতিদানের জন্য লৌহনির্মিত চমস্ (হাতা) প্রভৃতি নিয়ে প্রস্তুত হল।

স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ॥ ২৪
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ।

শরপত্র এবং তোমরসহ অগ্নিস্থাপন করে একটি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট জীবন্ত ছাগলের গলায় লক্ষ্য স্থির করল।

সকৃদেব সমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ॥ ২৫

[illegible] লিঙ্গানি বিজয়ং যান্যদর্শয়ন্।

এক আঘাতেই আহুতি প্রদান করা সেই অগ্নি ধূমশূন্য হয়ে গেল। তখন এমন কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, যা বিজয়লাভকেই সূচিত করে।

প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥ ২৬
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ।

তপ্তকাঞ্চন তুল্য বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দক্ষিণাবর্তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। অগ্নিদেব যেন স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে ঘৃতের আহুতি গ্রহণ করছেন।

সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমস্ত্রবিশারদঃ॥ ২৭
ধনুশ্চাত্মরথং চৈব সর্বং তত্রাভ্যমন্ত্রয়ৎ।

অতঃপর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র আহ্বান করলো এবং তাঁর নিজের রথ, ধনুক প্রভৃতি সব কিছুকেই এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করল।

তস্মিন্নাহূয়মানেঽস্ত্রে হূয়মানে চ পাবকে।
সার্কগ্রহেন্দুনক্ষত্রং বিতত্রাস নভঃস্থলম্॥ ২৮

অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রজিৎ যখন ব্রহ্মাস্ত্র আহ্বান করলো তখন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রসমূহ সহ সমগ্র অন্তরীক্ষলোক ভীত হয়ে উঠল।

স পাবকং পাবকদীপ্ততেজা
হুত্বা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ।
সচাপবাণাসিরথাশ্বসূতঃ
খেঽন্তর্দধেঽঽত্মানমচিন্ত্যবীর্যঃ ॥ ২৯

যার তেজ অগ্নির মতো, তথা যে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো অনুপম প্রভাযুক্ত, সেই মহাপরাক্রমী ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ধনুক, তীর, তরবারি, রথ, অশ্ব, সারথি সহ আকাশে অদৃশ্য হল।

ততো হয়রথাকীর্ণং পতাকাধ্বজশোভিতম্।
নির্যযৌ রাক্ষসবলং নর্দমানং যুযুৎসয়া॥ ৩০

অতঃপর রথ, অশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে এবং ধ্বজা পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে রাক্ষসসেনারা যুদ্ধের ইচ্ছায় গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এল।

তে শরৈর্বহুভিশ্চিত্রৈস্তীক্ষ্ণবেগৈরলঙ্কৃতৈঃ।
তোমরৈরঙ্কুশৈশ্চাপি বানরাঞ্জঘ্নুরাহবে॥ ৩১

সেই রাক্ষসেরা তীব্রবেগসম্পন্ন, স্বর্ণমণ্ডিত, বিচিত্র বহুসংখ্যক বাণ, তোমর এবং অঙ্কুশ দিয়ে বানরদের আঘাত করতে লাগল।

রাবণিস্তু সুসংক্রুদ্ধস্তান্ নিরীক্ষ্য নিশাচরান্।
হৃষ্টা ভবন্তো যুধ্যন্তু বানরাণাং জিঘাংসয়া॥ ৩২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই রাক্ষসদের দেখে বললো —'তোমরা বানরদের হত্যা করার ইচ্ছায় আনন্দিত চিত্তে যুদ্ধ করো।'

ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে গর্জন্তো জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
অভ্যবর্ষংস্ততো ঘোরং বানরান্ শরবৃষ্টিভিঃ॥ ৩৩

অনন্তর রাক্ষসেরা যুদ্ধ জয়ের বাসনায় সকলে মিলে প্রবল গর্জন করতে করতে বানরদের ওপর ভয়ানকভাবে বৃষ্টিধারার মতো বাণ বর্ষণ করতে লাগল।

স তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
রক্ষোভিঃ সংবৃতঃ সংখ্যে বানরান্ বিচকর্ত হ॥ ৩৪

রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্রজিৎও নালীক, নারাচ, গদা, মুসল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সহযোগে বানরদের সংহার করতে লাগল।

তে বধ্যমানাঃ সমরে বানরাঃ পাদপায়ুধাঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সহসা রাবণিং শৈলপাদপৈঃ॥ ৩৫

যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত বানরদের অস্ত্র ছিল সুবিশাল বৃক্ষসমূহ। সহসা তারা রাবণপুত্রের ওপরে গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষরাজি বর্ষণ করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ তু তদা ক্রুদ্ধো মহাতেজা মহাবলঃ।
বানরাণাং শরীরাণি ব্যধমদ্ রাবণাত্মজঃ॥ ৩৬

মহাতেজস্বী, মহাবলশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগল।

শরেণৈকেন চ হরীন্ নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ৩৭

যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদের আনন্দবর্ধনকারী ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক একটি শরের আঘাতে পাঁচটি, সাতটি তথা ন'টি করে বানর হত্যা করতে লাগল।

স শরৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ শাতকুম্ভবিভূষণৈঃ।
বানরান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ সুদুর্জয়ঃ॥ ৩৮

বীর ইন্দ্রজিতের সুবর্ণমণ্ডিত বাণগুলি সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। অত্যন্ত দুর্জয় এই বীর যুদ্ধক্ষেত্রে এই শরসমূহ ব্যবহার করে বানরদের মথিত করতে লাগল।

তে ভিন্নগাত্রাঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ।
পেতুর্মথিতসংকল্পাঃ সুরৈরিব মহাসুরাঃ॥ ৩৯

যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাদের দ্বারা পীড়িত বড়-বড় অসুরদের মতো ইন্দ্রজিতের বাণে ব্যথিত বানরদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হল, তারা যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ করল এবং ধরাশায়ী হতে লাগল।

তে তপন্তমিবাদিত্যং ঘোরৈর্বাণগভস্তিভিঃ।
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সংযুগে বানরর্ষভাঃ॥ ৪০

রণভূমিতে ইন্দ্রজিৎ যেন প্রখর সূর্য আর বাণগুলি যেন তার কিরণ। রণক্ষেত্রে তাপিত হয়ে বানরপ্রধানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি ধাবিত হল।

ততস্তু বানরাঃ সর্বে ভিন্নদেহা বিচেতসঃ।
ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥ ৪১

কিন্তু তার শরাঘাতে গাত্রবিদীর্ণ হওয়ায় রক্তলিপ্ত বানরেরা সকলে হতচেতন হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

রামস্যার্থে পরাক্রম্য বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ।
নর্দন্তস্তেঽনিবৃত্তাস্তু সমরে সশিলায়ুধাঃ॥ ৪২

ভগবান রামচন্দ্রের জন্য বানরেরা জীবনের মোহ ত্যাগ করে পরাক্রমপূর্বক গর্জন করতে করতে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত না হয়ে শিলাখণ্ডগুলি অস্ত্ররূপে ধারণ করল।

তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রেশ্চ শিলাভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সমরে রাবণিং সমবস্থিতাঃ॥ ৪৩

সমরাঙ্গনে উপস্থিত থেকে বানরেরা রাবণপুত্রের উপরে বৃক্ষ, শিলাখণ্ড এবং পর্বতশৃঙ্গসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।

তং দ্রুমাণাং শিলানাং চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ।
ব্যপোহত মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ৪৪

বৃক্ষ ও প্রস্তরের সেই ভয়ানক প্রাণহরণকারী বর্ষণকে রাবণপুত্র মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ ব্যাহত করল।

ততঃ পাবকসংকাশৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
বানরাণামনীকানি বিভেদ সমরে প্রভুঃ॥ ৪৫

অতঃপর বিষধর সর্পের মতো ভয়ানক এবং অগ্নি তুল্য তেজস্বী বাণদ্বারা প্রভু ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে উপস্থিত বানরদের বিদীর্ণ করতে লাগল।

অষ্টাদশশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স বিদ্ধ্বা গন্ধমাদনম্।
বিব্যাধ নবভিশ্চৈব নলং দূরাদবস্থিতম্॥ ৪৬

আঠারোটি তীক্ষ্ণ শর দিয়ে গন্ধমাদনকে আঘাত করে দূরে অবস্থিত নলকেও নয়টি শর দ্বারা আঘাত করল।

সপ্তভিস্তু মহাবীর্যো মৈন্দং মর্মবিদারণৈঃ।
পঞ্চভির্নিশিখৈশ্চৈব গজং বিব্যাধ সংযুগে॥ ৪৭

মহাপরাক্রমী ইন্দ্রজিৎ সাতটি মর্মবিদারী বাণ দ্বারা মৈন্দকে বিদীর্ণ করে পাঁচটি শর দ্বারা গজ নামক বানরকে বিদ্ধ করল।

জাম্ববন্তং তু দশভির্নীলং ত্রিংশতিরেব চ।
সুগ্রীবমৃষভং চৈব সোঽঙ্গদং দ্বিবিদং তথা॥ ৪৮
ঘোরৈর্দত্তবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিষ্প্রাণানকরোৎ তদা।

অতঃপর দশটি বাণে জাম্ববানকে এবং ত্রিশটি বাণে নীলকে বিদ্ধ করল। ব্রহ্মার বরে লব্ধ ভয়ানক তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ এবং দ্বিবিদকেও যেন নিষ্প্রাণ করে দিল।

অন্যানপি তথা মুখ্যান্ বানরান্ বহুভিঃ শরৈঃ॥ ৪৯
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ।

প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে সে অন্যান্য বীর বানরপ্রধানদের বহুসংখ্যক শরপ্রহারে পীড়িত করে তুলল।

স শরৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ॥ ৫০
বানরাণামনীকানি নির্মমন্থ মহারণে।

মহাসংগ্রামে ইন্দ্রজিৎ সূর্যতুল্যতেজস্বী, দ্রুতগতিসম্পন্ন শরগুলি উত্তমরূপে নিক্ষেপ করে বানর সৈন্যবাহিনীকে পীড়িত করল।

আকুলাং বানরীং সেনাং শরজালেন পীড়িতাম্॥ ৫১
হৃষ্টঃ স পরয়া প্রীত্যা দদর্শ ক্ষতজোক্ষিতাম্।

এভাবে সে শরজালে বানরসৈন্যদের ব্যথিত, আকুলিত করল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বানরদের দেখে সে পরমপ্রীতি লাভ করল।

পুনরেব মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী॥ ৫২
সংসৃজ্য বাণবর্ষং চ শস্ত্রবর্ষং চ দারুণম্।
মমর্দ বানরানীকং পরিতস্ত্বিন্দ্রজিদ্ বলী॥ ৫৩

রাক্ষসরাজপুত্র, মহাতেজস্বী, বলবান ইন্দ্রজিৎ চতুর্দিক থেকে বানর সৈন্যদের ওপর শর তথা অন্যান্য অস্ত্র ভয়ানকরূপে বর্ষণ করে বাহিনীকে বিমর্দিত করল।

স্বসৈন্যমুৎসৃজ্য সমেত্য তূর্ণং
মহাহবে বানরবাহিনীষু।
অদৃশ্যমানঃ শরজালমুগ্রং
ববর্ষ নীলাম্বুধরো যথাম্বু॥ ৫৪

নীল মেঘ যেমন আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করে,

[illegible]ভাবে আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত হয়ে নিজ সৈন্যদের বাঁচিয়ে বানরবাহিনীর ওপরে সে ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল।

তে শক্রজিদ্বাণবিশীর্ণদেহা
মায়াহতা বিস্বরমুন্নদন্তঃ।
নিপেতুর্হরয়োঽদ্রিকল্পা
রণে যথেন্দ্রবজ্রাভিহতা নগেন্দ্রাঃ ॥ ৫৫

ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে সুউন্নত পর্বতসমূহ যেমন ভূলুণ্ঠিত হয়, সেইরকমভাবে পর্বতপ্রমাণ বিশাল বানরেরা ইন্দ্রজিতের ছলনায় এবং বাণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে রণভূমিতে পতিত হতে লাগল।

তে কেবলং সংদদৃশুঃ শিতাগ্রান্
বাণান্ রণে বানরবাহিনীষু।
মায়ানিগূঢ়ং চ সুরেন্দ্রশত্রুং
ন চাত্র তং রাক্ষসমপ্যপশ্যন্ ॥ ৫৬

যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ওপরে যে সুতীক্ষ্ণ এবং অত্যন্ত তীব্র বাণরাজি বর্ষিত হচ্ছিল, বানরেরা কেবল সেগুলিই দেখতে পাচ্ছিল। মায়াবলে অদৃশ্য, দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু ইন্দ্রজিৎ কোথায় লুকিয়ে আছে, তা তারা দেখতে পাচ্ছিল না।

ততঃ স রক্ষোধিপতির্মহাত্মা
সর্বা দিশো বাণগণৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস রবিপ্রকাশৈ-
র্বিদারয়ামাস চ বানরেন্দ্রান্ ॥ ৫৭

মহাশক্তিধর রাক্ষসাধিপতি তার সূর্যতুল্য তেজস্বী, সুতীক্ষ্ণ বাণরাশির দ্বারা সকলদিক আচ্ছাদিত করে বানরমুখ্যদের শরীর বিদীর্ণ করতে লাগল।

স শূলনিস্ত্রিংশপরশ্বধানি
ব্যাবিদ্ধদীপ্তানলসপ্রভাণি।
সবিস্ফুলিঙ্গোজ্জ্বলপাবকানি
ববর্ষ তীব্রং প্লবগেন্দ্রসৈন্যে ॥ ৫৮

বানর সেনাপতিদের মধ্যে তথা তাদের বাহিনীর ওপরে প্রদীপ্ত অগ্নির মতো দীপ্তিমান তথা উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ সহ আগুনের মতো শূল, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ প্রবলভাবে বর্ষিত হচ্ছিল।

ততো জ্বলনসংকাশৈর্বাণৈর্বানরযূথপাঃ।
তাড়িতাঃ শক্রজিদ্বাণৈঃ প্রফুল্লা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৫৯

ইন্দ্রজিতের অগ্নিতুল্য বাণাঘাতে তাড়িত বানরদলপতিরা রক্তস্নাত হয়ে পুষ্পশোভিত পলাশবৃক্ষের মতো শোভা লাভ করছিল।

তেঽন্যোন্যমভিসর্পন্তো নিনদন্তশ্চ বিস্বরম্।
রাক্ষসেন্দ্রাস্ত্রনির্ভিন্না নিপেতুর্বানরর্ষভাঃ ॥ ৬০

রাক্ষসাধিপতি ইন্দ্রজিতের বাণের আঘাতে বানর প্রধানেরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিকৃতস্বরে চিৎকার করতে করতে একে অপরের সামনে এসে ভূতলশায়ী হতে লাগল।

উদীক্ষমাণা গগনং কেচিন্নেত্রেষু তাড়িতাঃ।
শরৈর্বিবিশুরন্যোন্যং পেতুশ্চ জগতীতলে ॥ ৬১

কোনো কোনো বানর আকাশপথে দৃষ্টিপাত করা কালে নেত্র শরাঘাতে আহত হলে, একে অপরের শরীরকে জড়িয়ে ভূতলশায়ী হতে লাগল।

হনূমন্তং চ সুগ্রীবমঙ্গদং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণং চ বেগদর্শিনমেব চ ॥ ৬২
মৈন্দং চ দ্বিবিদং নীলং গবাক্ষং গবয়ং তথা।
কেসরিং হরিলোমানং বিদ্যুদ্দংষ্ট্রং চ বানরম্ ॥ ৬৩
সূর্যাননং জ্যোতির্মুখং তথা দধিমুখং হরিম্।
পাবকাক্ষং নলং চৈব কুমুদং চৈব বানরম্ ॥ ৬৪
প্রাসৈঃ শূলৈঃ শিতৈর্বাণৈরিন্দ্রজিন্মন্ত্রসংহিতৈঃ।
বিব্যাধ হরিশার্দূলান্ সর্বাংস্তান্ রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ৬৫

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ দিব্যমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত প্রাস, শূল এবং তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, কেশরী, হরিলোম, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্যানন, জ্যোতির্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল এবং কুমুদ সহ সকল বানর বীরদের তীব্রভাবে আহত করল।

স বৈ গদাভির্হরিযূথমুখ্যান্
নির্ভিদ্য বাণৈস্তপনীয়বর্ণৈঃ।
ববর্ষ রামং শরবৃষ্টিজালৈঃ
সলক্ষ্মণং ভাস্কররশ্মিকল্পৈঃ ॥ ৬৬

গদা এবং সুবর্ণতুল্য কান্তিমান বাণদ্বারা বানরদলপতিদের ক্ষতবিক্ষত করে সেই রাক্ষসবীর লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের উপর সূর্যতুল্য উজ্জ্বল বাণরাশি বর্ষণ করতে লাগল।

স বাণবর্ষৈরভিবৃষ্যমাণো
ধারানিপাতানিব তানচিন্ত্য।
সমীক্ষমাণঃ পরমাদ্ভুতশ্রী-
রামস্তদা লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ৬৭

বৃষ্টিধারার মতো শরপ্রহার বর্ষিত হতে দেখে অনুপম শোভায়মান শ্রীরামচন্দ্র সেগুলিকে গ্রাহ্য না করে লক্ষ্মণকে বললেন—

অসৌ পুনর্লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রো
ব্রহ্মাস্ত্রমাশ্রিত্য সুরেন্দ্রশত্রুঃ।
নিপাতয়িত্বা হরিসৈন্যমস্মান্
শিতৈঃ শরৈরর্দয়তি প্রসক্তম্ ॥ ৬৮

'লক্ষ্মণ! ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসরাজ এই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের শরণ নিয়ে বানর সৈন্যদের ভূপাতিত করে এখন তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আমাদেরকে পীড়িত করতে চাইছে।

স্বয়ংভুবা দত্তবরো মহাত্মা
সমাহিতোঽন্তর্হিতভীমকায়ঃ।
কথং নু শক্যো যুধি নষ্টদেহো
নিহন্তুমদ্যেন্দ্রজিদুদ্যতাস্ত্রঃ ॥ ৬৯

'স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বরলাভ করে এই বিশালদেহী, মহাশক্তিশালী, মনস্বী রাক্ষস সম্পূর্ণ সমাহিত হয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের শরীর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অস্ত্র বর্ষণ করছে, এই অবস্থায় তাকে কিভাবে আঘাত করা সম্ভব?

মন্যে স্বয়ংভূর্ভগবানচিন্ত্য-
স্তস্যৈতদস্ত্রং প্রভবশ্চ যোঽস্য।
বাণাবপাতং ত্বমিহাদ্য ধীমন্
ময়া সহাব্যগ্রমনাঃ সহস্ব ॥ ৭০

'স্বয়ম্ভূ ভগবান ব্রহ্মার স্বরূপ অচিন্তনীয়। মনে হচ্ছে এই অস্ত্রগুলি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ তুমি যুদ্ধে স্থির অবিচলিত ভাবে আমার সন্নিকটে থেকে এই বাণবর্ষণ সহ্য করো।

প্রচ্ছাদয়ত্যেষ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
সর্বা দিশঃ সায়কবৃষ্টিজালৈঃ।
এতচ্চ সর্বং পতিতাগ্র্যশূরং
ন ভ্রাজতে বানররাজসৈন্যম্ ॥ ৭১

'রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিৎ এখন বাণবর্ষণ করে সকল দিক আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। বানররাজ সুগ্রীবের সকল প্রধান প্রধান বীরগণ সহ সৈন্যরা ভূপাতিত হয়েছে। তাদের সেই শোভা আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আবাং তু দৃষ্ট্বা পতিতৌ বিসংজ্ঞৌ
নিবৃত্তযুদ্ধৌ হতহর্ষরোষৌ।
ধ্রুবং প্রবেক্ষ্যত্যমরারিবাস-
মসৌ সমাসাদ্য রণাগ্রলক্ষ্মীম্ ॥ ৭২

'আমরা দুজন আনন্দ এবং ক্রোধশূন্য অবস্থায় যুদ্ধে যদি নিশ্চেষ্টের মতো হয়ে ধরাশায়ী হই, তাহলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী লাভ হয়েছে জেনে রাক্ষসপুরী লঙ্কায় ফিরে যাবে।'

ততস্তু তাবিন্দ্রজিতোঽস্ত্রজালৈ-
র্বভূবতুস্তত্র তদা বিশস্তৌ।
স চাপি তৌ তত্র বিষাদয়িত্বা
ননাদ হর্ষাদ্ যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ ৭৩

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে আহত হয়ে পড়লেন। তাঁদের দুজনের ঐ অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে গর্জন করে উঠল।

ততস্তদা বানরসৈন্যমেবং
রামং চ সংখ্যে সহ লক্ষ্মণেন।
বিষাদয়িত্বা সহসা বিবেশ
পুরীং দশগ্রীবভুজাভিগুপ্তাম্।
সংস্তূয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ
পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোঽভ্যুবাচ ॥ ৭৪

এইভাবে সংগ্রামে বানরসৈন্যদের তথা লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্ছিত করে ইন্দ্রজিৎ দশানন রাবণের দ্বারা পালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করল। সেখানে রাক্ষসদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পিতার নিকট সে তার বিজয় বার্তা নিবেদন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৪)

জাম্ববানের নির্দেশে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমানের হিমালয়ে গমন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে সেই ওষধির গন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও বানরদের পুনরায় সুস্থ হওয়া

তয়োস্তদা সাদিতয়ো রণাগ্রে
মুমোহ সৈন্যং হরিযূথপানাম্।
সুগ্রীবনীলাঙ্গদজাম্ববন্তো
ন চাপি কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে তে॥ ১

যুদ্ধক্ষেত্রে দুইভাইকে এইরকম হতচেতন হয়ে যেতে দেখে বানর-দলপতিরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববানও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

ততো বিষণ্ণং সমবেক্ষ্য সর্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
উবাচ শাখামৃগরাজবীরা-
নাশ্বাসয়ন্নপ্রতিমৈর্বচোভিঃ॥ ২

তখন তাদের সকলের বিষণ্ণতা দেখে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বিভীষণ বানররাজ সুগ্রীবের বীর সৈন্যদের আশ্বস্ত করার জন্য অনুপম বাক্য দ্বারা বললেন—

মা ভৈষ্ট নাস্ত্যত্র বিষাদকালো
যদার্যপুত্রৌ হ্যবশৌ বিষণ্ণৌ।
স্বয়ংভুবো বাক্যমথোদ্বহন্তৌ
যৎসাদিতাবিন্দ্রজিতাস্ত্রজালৈঃ॥ ৩

'ওহে বানরবীরেরা ! ভয় পেয়ো না, এখন বিষাদের সময় নয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে এই আর্যপুত্রদ্বয় বন্ধন স্বীকার করেছেন।

তস্মৈ তু দত্তং পরমাস্ত্রমেতৎ
স্বয়ংভুবা ব্রাহ্মমমোঘবীর্যম্।
তন্মানয়ন্তৌ যুধি রাজপুত্রৌ
নিপাতিতৌ কোঽত্র বিষাদকালঃ॥ ৪

'স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নামক মহাশক্তিশালী, অমোঘ এবং উত্তম অস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই রাজকুমারদ্বয় ধরাশায়ী হয়েছেন। এখন কি বিষাদের সময় ?'

ব্রাহ্মমস্ত্রং ততো ধীমান্ মানয়িত্বা তু মারুতিঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হনূমানিদমব্রবীৎ॥ ৫

বিভীষণের এই কথা শুনে বুদ্ধিমান পবনপুত্র শ্রীহনুমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান জ্ঞাপন করে এইরূপ বললেন—

অস্মিন্নস্ত্রহতে সৈন্যে বানরাণাং তরস্বিনাম্।
যো যো ধারয়তে প্রাণাংস্তং তমাশ্বাসয়াবহে॥ ৬

'রাক্ষসরাজ ! এই অস্ত্রে দ্রুতগামী বানরসৈন্যদের মধ্যে যারা প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয়েছে ; আমাদের সেখানে গিয়ে তাদের আশ্বস্ত করা প্রয়োজন।'

তাবুভৌ যুগপদ্ বীরৌ হনূমদ্রাক্ষসোত্তমৌ।
উল্কাহস্তৌ তদা রাত্রৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ॥ ৭

তখন সেই রাত্রে হনুমান এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ —এই দুই বীর মশাল হাতে নিয়ে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগল।

ভিন্নলাঙ্গূলহস্তোরুপাদাঙ্গুলিশিরোধরৈঃ।
স্রবদ্ভিঃ ক্ষতজং গাত্রৈঃ প্রস্রবদ্ভিঃ সমন্ততঃ॥ ৮
পতিতৈঃ পর্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতাম্।
শস্ত্রৈশ্চ পতিতৈর্দীপ্তৈর্দদৃশাতে বসুন্ধরাম্॥ ৯

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বানরদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন লেজ, হাত, জঙ্ঘা, পা, আঙুল, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের ক্ষত থেকে সৃষ্ট রক্তধারা। পর্বতাকার বানরদের পতিতদেহে ভূমি আবৃত হয়েছে। রণক্ষেত্রে পতিত উজ্জ্বল অস্ত্রগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

সুগ্রীবমঙ্গদং নীলং শরভং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণং চ বেগদর্শিনমেব চ॥ ১০
মৈন্দং নলং জ্যোতির্মুখং দ্বিবিদং চাপি বানরম্।
বিভীষণো হনূমাংশ্চ দদৃশাতে হতান্ রণে॥ ১১

সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্মুখ, দ্বিবিদ—এইসব বানরদেরকে হনুমান এবং বিভীষণ যুদ্ধে আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

সপ্তষষ্টির্হতাঃ কোট্যো বানরাণাং তরস্বিনাম্।
অহ্নঃ পঞ্চমশেষেণ বল্লভেন স্বয়ংভুবঃ॥ ১২

দিবসের অন্তিমভাগে তাঁরা দেখলেন ব্রহ্মার প্রিয় অস্ত্রের আঘাতে সাতষট্টি কোটি বেগবান বানর নিহত হয়েছে।

সাগরৌঘনিভং ভীমং দৃষ্ট্বা বাণার্দিতং বলম্।
মার্গতে জাম্ববন্তং চ হনূমান্ সবিভীষণঃ॥ ১৩

সমুদ্রের প্রবাহের মতো বিশাল বানরবাহিনী ভয়ংকর শরাঘাতে ভূপতিত দেখে বিভীষণ সহ হনুমান জাম্ববানকে অনুসন্ধান করতে লাগল।

স্বভাবজরয়া যুক্তং বৃদ্ধং শরশতৈশ্চিতম্।
প্রজাপতিসুতং বীরং শাম্যন্তমিব পাবকম্॥ ১৪
দৃষ্ট্বা সমভিসংক্রম্য পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ।
কচ্চিদার্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন প্রাণা ধ্বংসিতাস্তব॥ ১৫

ব্রহ্মার পুত্র জাম্ববান স্বাভাবিক ভাবেই জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, অধিকন্তু শত শত বাণের আঘাতে নির্বাপিত প্রায় অগ্নিশিখার ন্যায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখে পুলস্ত্যবংশীয় বিভীষণ দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন— 'হে আর্য ! এই তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে আপনার প্রাণবিয়োগ হয়নি তো ?'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
কৃচ্ছ্রাদভ্যুদ্গিরন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬

বিভীষণের এই কথা শুনে ঋক্ষরাজ জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য উচ্চারণ করে এইরূপ বললেন—

নৈর্ঋতেন্দ্র মহাবীর্য স্বরেণ ত্বাভিলক্ষয়ে।
বিদ্ধগাত্রঃ শিতৈর্বাণৈর্ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা॥ ১৭

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! হে মহাবীর্যবান ! আমি আপনার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছি। আমার সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণ-বাণে বিদ্ধ হওয়ায় আমি চোখ খুলে আপনাকে দেখতে পারছি না।

অঞ্জনা সুপ্রজা যেন মাতরিশ্বা চ সুব্রত।
হনূমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রাণান্ ধারয়তে কচ্চিৎ॥ ১৮

'হে সুব্রত ! (উত্তমব্রত পালনকারী) যাঁকে জন্ম দিয়েই বায়ুদেব এবং অঞ্জনাদেবী উত্তমপুত্রের জনক-জননী হয়েছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কি জীবিত আছেন ?'

শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যমুবাচেদং বিভীষণঃ।
আর্যপুত্রাবতিক্রম্য কস্মাৎ পৃচ্ছসি মারুতিম্॥ ১৯

জাম্ববানের এইরূপ কথা শুনে বিভীষণ বললেন —'আপনি রাজকুমারদ্বয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে পবনপুত্র হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

নৈব রাজনি সুগ্রীবে নাঙ্গদে নাপি রাঘবে।
আর্য সন্দর্শিতঃ স্নেহো যথা বায়ুসুতে পরঃ॥ ২০

'হে আর্য ! আপনি পবনপুত্র হনুমানের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করেছেন, সেরূপ স্নেহ তো বানররাজ সুগ্রীব, রাজকুমার অঙ্গদ, এমন কী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি লক্ষিত হচ্ছে না।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববান্ বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু নৈর্ঋতশার্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্॥ ২১

বিভীষণের এই কথা শুনে জাম্ববান বললেন — 'রাক্ষসরাজ ! আপনি শুনুন আমি কেন মরুৎপুত্র হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করেছি ?

অস্মিঞ্জীবতি বীরে তু হতমপ্যহতং বলম্।
হনূমত্যুজ্ঝিতপ্রাণে জীবন্তোঽপি মৃতা বয়ম্॥ ২২

'যদি বীর হনুমান জীবিত থাকে, তাহলে মৃত বানর সৈন্যদেরও জীবিত বলে জানবেন ; আর যদি এই বীরের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে জীবিত আমাদেরকেও মৃত বলে জানবেন।

ধরতে মারুতিস্তাত মারুতপ্রতিমো যদি।
বৈশ্বানরসমো বীর্যে জীবিতাশা ততো ভবেৎ॥ ২৩

'হে তাত ! যদি বায়ুতুল্য বেগবান তথা অগ্নিতুল্য পরাক্রমী পবনপুত্র হনুমান জীবিত থাকে, তাহলে আমাদের সকলের জীবনের আশা আছে।'

ততো বৃদ্ধমুপাগম্য নিয়মেনাভ্যবাদয়ৎ।
গৃহ্য জাম্ববতঃ পাদৌ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ২৪

বৃদ্ধ জাম্ববানের এই কথা শুনে পবননন্দন হনুমান তাঁর নিকটে এসে বিনয়াবনতভাবে তাঁর চরণযুগল ধরে তাঁকে প্রণাম জানালেন।

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং তদা ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে স্মর্ক্ষপুঙ্গবঃ॥ ২৫

ঋক্ষরাজ জাম্ববান — যাঁর সমস্ত শরীর শরাঘাতে পীড়িত হয়েছিল, হনুমানের কথা শুনে মনে করলেন যেন তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা হনূমন্তং স জাম্ববান্।
আগচ্ছ হরিশার্দূল বানরাংস্ত্রাতুমর্হসি॥ ২৬

মহাতেজস্বী জাম্ববান তখন হনুমানকে বললেন — 'বানরসিংহ ! একমাত্র তুমিই সমস্ত বানরদের রক্ষা করতে সক্ষম।

নান্যো বিক্রমপর্যাপ্তস্ত্বমেষাং পরমঃ সখা।
ত্বৎপরাক্রমকালোঽয়ং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন॥ ২৭

'তোমার মতো মহাপরাক্রমী আর কেউ নেই। তুমিই এদের পরম মিত্র। তোমার পরাক্রম প্রকাশের এখনই উপযুক্ত সময়। তোমার সমকক্ষ আর কাউকে আমি দেখছি না।

ঋক্ষবানরবীরাণামনীকানি প্রহর্ষয়।
বিশল্যৌ কুরু চাপ্যেতৌ সাদিতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৮

'তুমি ভল্লুক এবং বানরবীরদের এই সৈন্যবাহিনীর

বর্ধন করো। বাণপীড়িত দুইভাই রাম এবং লক্ষ্মণের শরীর শল্যমুক্ত করে সুস্থ করে তোলো।

গত্বা পরমমধ্বানমুপর্যুপরি সাগরম্।
হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠং হনূমন্ গন্তুমর্হসি॥ ২৯

'হনুমান! সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যেতে হবে।

ততঃ কাঞ্চনমত্যুচ্চমৃষভং পর্বতোত্তমম্।
কৈলাসশিখরং চাত্র দ্রক্ষ্যস্যরিনিষূদন॥ ৩০

'অরিনিষূদন! সেখানে পৌঁছে তুমি সুবর্ণময়, সুউচ্চ পর্বতশ্রেষ্ঠদ্বয় যথাক্রমে ঋষভ এবং কৈলাসকে দেখতে পাবে।

তয়োঃ শিখরয়োর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্।
সর্বৌষধিযুতং বীর দ্রক্ষ্যস্যোষধিপর্বতম্॥ ৩১

'এই দুই গিরিশৃঙ্গের মধ্যভাগে এক অতুলনীয়, দীপ্তিমান এবং সর্বপ্রকার ওষধিসম্পন্ন পর্বত দেখতে পাবে।

তস্য বানরশার্দূল চতস্রো মূর্ধ্নি সম্ভবাঃ।
দ্রক্ষ্যস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্তীর্দিশো দশ॥ ৩২

'হে বানরসিংহ! সেই গিরিশৃঙ্গে তুমি চারটি ওষধি দেখতে পাবে, যাদের প্রভায় দশদিক প্রকাশিত হচ্ছে।

মৃতসঞ্জীবনীং চৈব বিশল্যকরণীমপি।
সুবর্ণকরণীং চৈব সন্ধানীং চ মহৌষধীম্॥ ৩৩

'এই মহৌষধিগুলি হল — মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী এবং সন্ধানী।

তাঃ সর্বা হনুমন্ গৃহ্য ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি।
আশ্বাসয় হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গন্ধবহাত্মজ॥ ৩৪

'পবনসুত হনুমান! তুমি এইসকল ওষধিসমূহ নিয়ে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করো এবং বানরদের প্রাণদান করে আশ্বস্ত করো।'

শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আপূর্যত বলোদ্ধর্ষৈর্বায়ুবেগৈরিবার্ণবঃ॥ ৩৫

মরুৎনন্দন হনুমান জাম্ববানের এই কথা শুনে সমুদ্রবাটিকার তুল্য অসীম শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

স পর্বততটাগ্রস্থঃ পীড়য়ন্ পর্বতোত্তমম্।
হনূমান্ দৃশ্যতে বীরো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ॥ ৩৬

বীর হনুমান একটি পর্বতের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে সেই উত্তম পর্বতকে পীড়ন করতে লাগলে তাকে দ্বিতীয় পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

হরিপাদবিনির্ভগ্নো নিষসাদ স পর্বতঃ।
ন শশাক তদাত্মানং বোঢুং ভৃশনিপীড়িতঃ॥ ৩৭

বানরবীরের পদভারে ভীষণভাবে নিপীড়িত হওয়ায় সেই পর্বত আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ল।

তস্য পেতুর্নগা ভূমৌ হরিবেগাচ্চ জজ্বলুঃ।
শৃঙ্গাণি চ ব্যকীর্যন্ত পীড়িতস্য হনূমতা॥ ৩৮

হনুমানের ভারে পীড়িত পর্বতের বৃক্ষগুলি সবেগে পতিত হয়ে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে উঠল। শৃঙ্গগুলিও বিক্ষিপ্ত ভাবে লুটিয়ে পড়ল।

তস্মিন্ সম্পীড্যমানে তু ভগ্নদ্রুমশিলাতলে।
ন শেকুর্বানরাঃ স্থাতুং ঘূর্ণমানে নগোত্তমে॥ ৩৯

হনুমানের সংপীড়নে শ্রেষ্ঠ পর্বতের শিলারাশি এবং বৃক্ষসমূহ ভগ্ন অবস্থায় যখন ভূপতিত হচ্ছিল, তখন বানরেরাও আর সেখানে থাকতে পারছিল না।

সা ঘূর্ণিতমহাদ্বারা প্রভগ্নগৃহগোপুরা।
লঙ্কা ত্রাসাকুলা রাত্রৌ প্রনৃত্তেবাভবৎ তদা॥ ৪০

লঙ্কার সুবিশাল এবং সুউচ্চ দ্বারসমূহ, প্রাসাদগুলি এবং নগরদ্বারসমূহ ঘূর্ণিত হতে লাগল। ত্রাসে আকুল সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন রাত্রিবেলায় নৃত্য করতে লাগল।

পৃথিবীধরসংকাশো নিপীড্য পৃথিবীধরম্।
পৃথিবীং ক্ষোভয়ামাস সার্ণবাং মারুতাত্মজঃ॥ ৪১

পর্বতকায় পবননন্দন হনুমান পর্বতকে নিপীড়িত করে সমুদ্রসহ পৃথিবীকে আলোড়িত করে তুললেন।

আরুরোহ তদা তস্মাদ্ধরির্মলয়পর্বতম্।
মেরুমন্দরসংকাশং নানাপ্রস্রবণাকুলম্॥ ৪২

অতঃপর সেখান থেকে সরে এসে হনুমান মেরু এবং মন্দর পর্বততুল্য সুউচ্চ এবং বহুপ্রস্রবণযুক্ত মলয়পর্বতে আরোহণ করলেন।

নানাদ্রুমলতাকীর্ণং বিকাসিকমলোৎপলম্।
সেবিতং দেবগন্ধর্বৈঃ ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্॥ ৪৩

ষাট যোজন উঁচু এই পর্বত নানাবিধ বৃক্ষলতায় আকীর্ণ। সেখানে বিকশিত হয়েছে কুমুদ এবং পদ্মফুল। দেবতা ও গন্ধর্বগণ সেখানে বাস করেন।

বিদ্যাধরৈর্মুনিগণৈরপ্সরোভির্নিষেবিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্॥ ৪৪

সেখানে বিদ্যাধর, মুনি-ঋষি তথা অপ্সরাদের নিবাস। বহুবিধ পশুতে পরিপূর্ণ এই পর্বত অনেকানেক গুহা দ্বারা শোভিত।

সর্বানাকুলয়ংস্তত্র যক্ষগন্ধর্বকিন্নরান্।

হনুমান্ মেঘসংকাশো ববৃধে মারুতাত্মজঃ॥ ৪৫

পবনপুত্র হনুমান সেই পর্বতের অধিবাসী যক্ষগন্ধর্বদের এবং কিন্নরদের সন্ত্রস্ত (আকুলিত) করার জন্য নিজেকে মেঘের মতো বড় করে তুললেন।

পদ্ভ্যাং তু শৈলমাপীড্য বড়বামুখবন্মুখম্।
বিবৃত্যোগ্রং ননাদোচ্চৈস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্॥ ৪৬

পদযুগল দ্বারা পর্বতকে পীড়িত করে বাড়বানলের তুল্য ভয়ানক মুখ বিস্তার করে রাক্ষসদের ভীত করার জন্য তিনি তীব্র গর্জন করতে লাগলেন।

তস্য নানদ্যমানস্য শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্।
লঙ্কাস্থা রাক্ষসব্যাঘ্রা ন শেকুঃ স্পন্দিতুং কচিৎ॥ ৪৭

তার সেই ভয়ানক গর্জন শুনে লঙ্কার রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীরগণ স্পন্দনহীন হয়ে গেল।

নমস্কৃত্বা সমুদ্রায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
রাঘবার্থে পরং কর্ম সমীহত পরন্তপঃ॥ ৪৮

শত্রুসন্তাপকারী ভয়ানক পরাক্রমী পবনপুত্র হনুমান সমুদ্রকে নমস্কার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহান কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হলেন।

স পুচ্ছমুদ্যম্য ভুজঙ্গকল্পং
বিনম্য পৃষ্ঠং শ্রবণে নিকুচ্য।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভ-
মাপুপ্লুবে ব্যোম্নি স চণ্ডবেগঃ॥ ৪৯

সাপের মতো লেজটিকে উঁচু করে, পিঠ নিচু করে, কানদুটি সংকুচিত করে, বাড়বানলের মতো মুখটি বিবৃত করে তিনি প্রচণ্ড গতিতে আকাশে উড়ে চললেন।

স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার
শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ।
বাহূরুবেগোদ্ধতসম্প্রণুন্না-
স্তে ক্ষীণবেগাঃ সলিলে নিপেতুঃ॥ ৫০

তাঁর তীব্র বেগের কারণে অসংখ্য বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ, শিলা, অন্যান্য বানরদেরও উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পরে বেগ শান্ত হলে সেগুলি সমুদ্রের জলে পতিত হল।

স তৌ প্রসার্যোরগভোগকল্পৌ
ভুজৌ ভুজঙ্গারিনিকাশবীর্যঃ।
জগাম শৈলং নগরাজমগ্র্যং
দিশঃ প্রকর্ষন্নিব বায়ুসূনুঃ॥ ৫১

সর্পশরীরের মতো দৃশ্যমান আপন শরীরের বাহুযুগল বিস্তারিত করে গরুড়ের মতো পরাক্রমী পবনপুত্র হনুমান সকল দিককে আকর্ষণ করতে করতে পর্বতরাজ হিমালয়ের দিকে চলতে লাগলেন।

স সাগরং ঘূর্ণিতবীচিমালং
তদন্বসা ভ্রামিতসর্বসত্ত্বম্।
সমীক্ষমাণঃ সহসা জগাম
চক্রং যথা বিষ্ণুকরাগ্রমুক্তম্॥ ৫২

তিনি ভগবান বিষ্ণুর হস্তনিক্ষিপ্ত চক্রের মতো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে দেখলেন—সমুদ্রের তরঙ্গমালা ঘূর্ণিত হচ্ছে ও তৎসহ সামুদ্রিক জলজন্তুসমূহও ঘূর্ণিত হচ্ছে।

স পর্বতান্ পক্ষিগণান্ সরাংসি
নদীস্তটাকানি পুরোত্তমানি।
স্ফীতাঞ্জনাংস্তানপি সম্প্রবীক্ষ্য
জগাম বেগাৎ পিতৃতুল্যবেগঃ॥ ৫৩

পিতা পবনদেবের তুল্য বেগবান হয়ে তিনি অনেকানেক পর্বতরাজি, পক্ষীসমূহ, বহু নদী, সরোবর, উত্তম নগর, সমৃদ্ধশালী জনপদ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন।

আদিত্যপথমাশ্রিত্য জগাম স গতশ্রমঃ।
হনূমাংস্ত্বরিতো বীরঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ॥ ৫৪

বীর হনুমান তাঁর পিতার মতোই পরাক্রমী এবং দ্রুতগামী। তিনি সূর্যপথ আশ্রয় নিয়ে অক্লান্তভাবে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

জবেন মহতা যুক্তো মারুতির্বাতরংহসা।
জগাম হরিশার্দূলো দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্॥ ৫৫

বানরবীর পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত দ্রুতবেগে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন।

স্মরঞ্জাম্ববতো বাক্যং মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
দদর্শ সহসা চাপি হিমবন্তং মহাকপিঃ॥ ৫৬

মহাপরাক্রমী হনুমান জাম্ববানের কথা স্মরণ করতে করতেই সহসা হিমালয় পর্বত দর্শন করলেন।

নানাপ্রস্রবণোপেতং বহুকন্দরনির্ঝরম্।
শ্বেতাভ্রচয়সংকাশৈঃ শিখরৈশ্চারুদর্শনৈঃ।
শোভিতং বিবিধৈর্বৃক্ষৈরগমৎ পর্বতোত্তমম্॥ ৫৭

সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে শোভা লাভ করেছে নানাবিধ বৃক্ষ, প্রস্রবণ, কন্দর, ঝর্ণা। শ্বেত মেঘের রাজি শৃঙ্গগুলিকে করে তুলেছে সুমনোহর।

স তং সমাসাদ্য মহানগেন্দ্র-

মতিপ্রবৃদ্ধোত্তমহেমশৃঙ্গম্
দদর্শ পুণ্যানি মহাশ্রমাণি ।
সুরর্ষিসঙ্ঘোত্তমসেবিতানি ॥ ৫৮

পর্বতশ্রেষ্ঠের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিকে সুবর্ণময় দেখাচ্ছিল। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন পবিত্র আশ্রমসমূহ— শ্রেষ্ঠ দেবর্ষিগণ যেখানে বাস করেন।

স ব্রহ্মকোশং রজতালয়ং চ
শক্রালয়ং রুদ্রশরপ্রমোক্ষম্।
হয়াননং ব্রহ্মশিরশ্চ দীপ্তং
দদর্শ বৈবস্বতকিঙ্করাংশ্চ ॥ ৫৯

সেখানে তিনি দেখতে পেলেন ভগবান ব্রহ্মার স্থান, রজতনাভি নামক হিরণ্যগর্ভের স্থান, ইন্দ্রের স্থান, ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্য যেখান থেকে রুদ্রদেব শরনিক্ষেপ করেছিলেন, সেইস্থান। দেখলেন হয়গ্রীবের স্থান তথা ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার দীপ্তিমান স্থান— এইসব দিব্য স্থানের পাশাপাশি তিনি দেখলেন কৃতান্তদেবের কিঙ্করদের।

বহ্ন্যালয়ং বৈশ্রবণালয়ং চ
সূর্যপ্রভং সূর্যনিবন্ধনং চ।
ব্রহ্মালয়ং শঙ্করকার্মুকং চ
দদর্শ নাভিং চ বসুন্ধরায়াঃ ॥ ৬০

তিনি দর্শন করলেন অগ্নিদেবের স্থান, কুবেরের স্থান, সূর্যতুল্য উজ্জ্বল সূর্যের স্থান, চতুরানন ব্রহ্মার বাসস্থান, শঙ্কর মহাদেবের পিনাক নামক ধনুক এবং বসুন্ধরার নাভিদেশ।

কৈলাসমগ্র্যং হিমবচ্ছিলাং চ
তং বৈ বৃষং কাঞ্চনশৈলমগ্র্যম্।
প্রদীপ্তসর্বৌষধিসম্প্রদীপ্তং
দদর্শ সর্বৌষধিপর্বতেন্দ্রম্ ॥ ৬১

অতঃপর দেখতে পেলেন শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্বত, হিমালয় শিলা, মহাদেবের বাহন বৃষ, সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ পর্বত ঋষভ। সর্বোপরি দেখতে পেলেন সকল ওষধির প্রভাবে প্রদীপ্ত সর্বৌষধি নামক শ্রেষ্ঠ পর্বত।

স তং সমীক্ষ্যানলরাশিদীপ্তং
বিসিস্মিয়ে বাসবদূতসূনুঃ।
আপ্লুত্য তং চৌষধিপর্বতেন্দ্রং
তত্রৌষধীনাং বিচয়ং চকার ॥ ৬২

অগ্নিরাশির মতো উজ্জ্বল সেই পর্বতকে দেখে পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ওষধিপূর্ণ সেই পর্বতরাজের ওপরে লাফিয়ে উঠে তিনি পূর্বোক্ত ওষধিগুলি খুঁজতে লাগলেন।

স যোজনসহস্রাণি সমতীত্য মহাকপিঃ।
দিব্যৌষধিধরং শৈলং ব্যচরন্মারুতাত্মজঃ ॥ ৬৩

মরুৎপুত্র মহাকপি হনুমান সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করে এসে দিব্য ওষধি ধারণকারী সেই পর্বতশৃঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

মহৌষধ্যস্ততঃ সর্বাস্তস্মিন্ পর্বতসত্তমে।
বিজ্ঞায়ার্থিনমায়ান্তং ততো জগ্মুরদর্শনম্ ॥ ৬৪

উত্তম পর্বতে অবস্থিত ওষধিসমূহ ওষধি সংগ্রহের জন্য প্রার্থী এসেছে জেনে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।

স তা মহাত্মা হনুমানপশ্যং-
শ্চুকোপ রোষাচ্চ ভৃশং ননাদ।
অমৃষ্যমাণোঽগ্নিসমানচক্ষু-
র্মহীধরেন্দ্রং তমুবাচ বাক্যম্ ॥ ৬৫

মহাত্মা হনুমান ওষধিগুলি দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধভাবে ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন, পর্বতের এই ধৃষ্টতা সহ্য করতে না পেরে তাঁর চোখ আগুনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি পর্বতরাজকে বললেন—

কিমেতদেবং সুবিনিশ্চিতং তে
যদ্ রাঘবে নাসি কৃতানুকম্পঃ।
পশ্যাদ্য মদ্বাহুবলাভিভূতো
বিকীর্ণমাত্মানমথো নগেন্দ্র ॥ ৬৬

'নগেন্দ্র ! তুমি রামচন্দ্রের প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করছ না ? এটাই কি তোমার সুবিবেচনা ? আমার বাহুবলে তুমি নিজেকে বিকীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাবে।'

স তস্য শৃঙ্গং সনগং সনাগং
সকাঞ্চনং ধাতুসহস্রজুষ্টম্।
বিকীর্ণকূটং জ্বলিতাগ্রসানুং
প্রগৃহ্য বেগাৎ সহসোন্মমাথ ॥ ৬৭

এই বলে তিনি সবেগে হাতি, সর্প, সুবর্ণ, সহস্রবিধ ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ সেই পর্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করলেন। পর্বতের উপরিভাগ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

স তং সমুৎপাট্য খমুৎপপাত
বিত্রাস্য লোকান্ সসুরাসুরেন্দ্রান্।
সংস্তূয়মানঃ খচরৈরনেকৈ-
র্জগাম বেগাদ্ গরুড়োগ্রবেগঃ ॥ ৬৮

সেই পর্বতটিকে উপড়ে নিয়ে দেবতা এবং অসুর সহ ত্রিলোককে ভীত সন্ত্রস্ত করে তিনি আকাশে উঠে গরুড়ের ন্যায় তীব্র বেগে উড়ে চললেন। বহুসংখ্যক

আকাশচারী তাঁকে স্তুতি করতে লাগল।

স ভাস্করাধ্বানমনুপ্রপন্ন-
স্তং ভাস্করাভং শিখরং প্রগৃহ্য।
বভৌ তদা ভাস্করসন্নিকাশো
রবেঃ সমীপে প্রতিভাস্করাভঃ ॥ ৬৯

সূর্যের মতো উজ্জ্বল শৃঙ্গটি নিয়ে তিনি সূর্যের পথেই অগ্রসর হলেন। তিনি নিজেও সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। তখন সূর্যদেবের নিকটে উপস্থিত তাঁর মতোই তেজস্বী হনুমানকে দ্বিতীয় সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল।

স তেন শৈলেন ভৃশং ররাজ
শৈলোপমো গন্ধবহাত্মজস্তু।
সহস্রধারেণ সপাবকেন
চক্রেণ খে বিষ্ণুরিবার্পিতেন ॥ ৭০

বায়ুপুত্র হনুমান পর্বত হাতে নিয়ে পর্বতশৃঙ্গের মতো শোভা লাভ করেছিলেন। সহস্রধার, অগ্নিদেব দ্বারা অর্পিত এবং চক্র দ্বারা শোভিত আকাশস্থ বিষ্ণুর মতো ছিল তাঁর শোভা।

তং বানরাঃ প্রেক্ষ্য তদা বিনেদুঃ
স তানপি প্রেক্ষ্য মুদা ননাদ।
তেষাং সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
লঙ্কালয়া ভীমতরং বিনেদুঃ ॥ ৭১

তখন তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে বানরেরা সজোরে গর্জন করতে লাগল। তিনিও তাদের দেখে আনন্দে প্রতিধ্বনি করতে লাগলেন। বানরদের এই তুমুল কোলাহল শুনে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিন্
শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমধ্যে।
হর্যুত্তমেভ্যঃ শিরসাভিবাদ্য
বিভীষণং তত্র চ সস্বজে সঃ ॥ ৭২

তারপর মহাত্মা হনুমান উত্তম পর্বতটি নিয়ে ত্রিকূটে বানরসৈন্যদের মধ্যে লাফিয়ে নামলেন। অবনত মস্তকে বানরশ্রেষ্ঠদের অভিবাদন জানিয়ে তিনি বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন।

তাবপ্যুভৌ মানুষরাজপুত্রৌ
তং গন্ধমাঘ্রায় মহৌষধীনাম্।
বভূবতুস্তত্র তদা বিশল্যা-
বুত্তস্থুরন্যে চ হরিপ্রবীরাঃ ॥ ৭৩

সর্বে বিশল্যা বিরুজাঃ ক্ষণেন
হরিপ্রবীরাশ্চ হতাশ্চ যে স্যুঃ।
গন্ধেন তাসাং প্রবরৌষধীনাং
সুপ্তা নিশান্তেষ্বিব সম্প্রবুদ্ধাঃ ॥ ৭৪

অতঃপর মনুষ্যসন্তান দুই রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ মহৌষধিসমূহ আঘ্রাণ করে সুস্থ হয়ে উঠলেন। অন্যান্য আহত বানরবীরেরাও শল্যমুক্ত হয়ে গেল। এমনকী নিহত বানরবীরেরাও বাণমুক্ত হয়ে অক্ষত শরীরে ক্ষণিকের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল। নিশাবসানে প্রাণিকুল যেমন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উত্থিত হয়, শ্রেষ্ঠ ঔষধি সমূহের সুগন্ধে হতাহত বানরকুল তদনুরূপভাবে জাগরিত হল।

যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরিরাক্ষসাঃ।
তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ॥ ৭৫
যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরৈঃ।
হতা হতাস্তু ক্ষিপ্যন্তে সর্ব এব তু সাগরে॥ ৭৬

লঙ্কায় যেদিন থেকে রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকেই রাবণের আদেশে যুদ্ধে বানরবীরদের দ্বারা নিহত রাক্ষসসৈন্যদের দেহগুলি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। রাবণের এইরূপ আদেশ দানের কারণ হল—বানরসৈন্যদলের যেন শত্রুপক্ষ অর্থাৎ রাক্ষস সৈন্যদের ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা যাতে তৈরী না হয়।

ততো হরির্গন্ধবহাত্মজস্তু
তমোষধীশৈলমুদগ্রবেগঃ।
নিনায় বেগাদ্ধিমবন্তমেব
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম॥ ৭৭

অনন্তর প্রচণ্ড বেগবান পবনপুত্র হনুমান ঔষধিসমূহের পর্বতটি সবেগে হিমালয় পর্বতে স্থাপিত করে পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৫)

বানরদের দ্বারা লঙ্কানগরী দহন, রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ

ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অর্থ্যং বিজ্ঞাপয়ংশ্চাপি হনূমন্তমিদং বচঃ॥ ১

অতঃপর মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব আসল কর্তব্য জ্ঞাপিত করে হনুমানকে এরূপ বললেন—

যতো হতঃ কুম্ভকর্ণঃ কুমারাশ্চ নিষূদিতাঃ।
নেদানীমুপনির্হারং রাবণো দাতুমর্হতি॥ ২

যেহেতু কুম্ভকর্ণ এবং রাবণপুত্ররা নিহত হয়েছে তাই এখন রাবণ লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারবে না।

যে যে মহাবলাঃ সন্তি লঘবশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কামভ্যুৎপতন্ত্বাশু গৃহ্যোল্কাঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ৩

'এখন মহাবলশালী এবং দ্রুতগামী বানরসৈন্যরা শীঘ্রই মশাল হাতে নিয়ে লঙ্কায় অভিযান করুক।'

ততোঽস্তং গত আদিত্যে রৌদ্রে তস্মিন্ নিশামুখে।
লঙ্কামভিমুখাঃ সোল্কা জগ্মুস্তে প্লবগর্ষভাঃ॥ ৪

অনন্তর সূর্যাস্তের পরে ভয়ানক রাত্রে শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণ মশাল নিয়ে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

উল্কাহস্তৈর্হরিগণৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতাঃ।
আরক্ষস্থা বিরূপাক্ষাঃ সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ৫

মশালধারী বানরেরা সবদিক থেকে আক্রমণ করলে বিকটলোচন দ্বাররক্ষকেরা সহসা পলায়ন করল।

গোপুরাট্টপ্রতোলীষু চর্যাসু বিবিধাসু চ।
প্রাসাদেষু চ সংহৃষ্টাঃ সসৃজুস্তে হুতাশনম্॥ ৬

উৎফুল্ল বানরেরা বহির্দ্বার, অট্টালিকা, রাজপথ, গলিপথ এবং প্রাসাদসমূহে আগুন লাগিয়ে দিল।

তেষাং গৃহসহস্রাণি দদাহ হুতভুক্ তদা।
প্রাসাদাঃ পর্বতাকারাঃ পতন্তি ধরণীতলে॥ ৭

রাক্ষসদের হাজার-হাজার গৃহ আগুনে ভস্মীভূত হল। পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ প্রাসাদগুলি ভূপতিত হতে লাগল।

অগুরুর্দহ্যতে তত্র পরং চৈব সুচন্দনম্।
মৌক্তিকা মণয়ঃ স্নিগ্ধা বজ্রং চাপি প্রবালকম্॥ ৮

পুরীর অভ্যন্তরস্থ কোথাও অগুরু কোথাও বা উত্তম চন্দনকাঠ, মণি, মুক্তা, স্নিগ্ধ রত্নরাজি, হীরা এবং প্রবাল দগ্ধ হতে লাগল।

ক্ষৌমং চ দহ্যতে তত্র কৌশেয়ং চাপি শোভনম্।
আবিকং বিবিধং চৌর্ণং কাঞ্চনং ভাণ্ডমায়ুধম্॥ ৯

রেশমীবস্ত্র, অতিসুন্দর পট্টবস্ত্রসমূহ, মেষলোম দ্বারা প্রস্তুত উত্তম কম্বল, নানাবিধ বস্ত্র, স্বর্ণালংকার তথা অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ দগ্ধ হতে লাগল।

নানাবিকৃতসংস্থানং বাজিভাণ্ডপরিচ্ছদম্।
গজগ্রৈবেয়কক্ষ্যাশ্চ রথভাণ্ডাংশ্চ সংস্কৃতান্॥ ১০

অশ্বদের নানাবিধ অলংকার, উপকরণ (জীন প্রভৃতি) হাতিদের কণ্ঠভূষণ, অবস্থানশালা, রথ ও রথের বহুবিধ উপকরণ সবকিছুই অগ্নিদগ্ধ হতে লাগল।

তনুত্রাণি চ যোধানাং হস্ত্যশ্বানাং চ বর্ম চ।
খড্গা ধনূংষি জ্যাবাণাস্তোমরাঙ্কুশশক্তয়ঃ॥ ১১

রোমজং বালজং চর্ম ব্যাঘ্রজং চাণ্ডজং বহু।
মুক্তামণিবিচিত্রাংশ্চ প্রাসাদাংশ্চ সমন্ততঃ॥ ১২

বিবিধানস্ত্রসংঘাতানগ্নির্দহতি তত্র বৈ।

যোদ্ধাদের কবচ তথা হস্তী, অশ্বসমূহের দেহের বর্ম, খড়্গ, ধনুক, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি, রোমজাত দ্রব্য (কম্বল প্রভৃতি) কেশজাত দ্রব্য (চামর আদি) ব্যাঘ্র চর্মজাত (আসনাদি দ্রব্য) অণ্ডজ অর্থাৎ কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্য, বিবিধ মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদসহ নানাবিধ অস্ত্রসমূহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

নানাবিধান্ গৃহাংশ্চিত্রান্ দদাহ হুতভুক্ তদা॥ ১৩
আবাসান্ রাক্ষসানাং চ সর্বেষাং গৃহগৃধ্নুনাম্।
হেমচিত্রতনুত্রাণাং স্রগ্‌ভাণ্ডাম্বরধারিণাম্॥ ১৪

নানাবিধ চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত গৃহগুলিকে অগ্নিদেব দগ্ধ করলেন। বিচিত্র স্বর্ণবর্মভূষিত, মাল্যাদি ভূষণে সুসজ্জিত তথা উত্তম বসন পরিহিত গৃহাসক্ত রাক্ষসদের গৃহগুলি অগ্নিদগ্ধ হল।

সীধুপানচলাক্ষাণাং মদবিহ্বলগামিনাম্।
কান্তালম্বিতবস্ত্রাণাং শত্রুসঞ্জাতমন্যুনাম্॥ ১৫
গদাশূলাসিহস্তানাং খাদতাং পিবতামপি।
শয়নেষু মহার্হেষু প্রসুপ্তানাং প্রিয়ৈঃ সহ॥ ১৬
ত্রস্তানাং গচ্ছতাং তূর্ণং পুত্রানাদায় সর্বতঃ।

তেষাং শতসহস্রাণি তদা লঙ্কানিবাসিনাম্‌॥ ১৭
অদহৎ পাবকস্তত্র জজ্বাল চ পুনঃ পুনঃ।

মদ্যপানে যাদের নেত্র চঞ্চল, সুরার প্রভাবে যাদের গতি হয়েছে স্খলিত, প্রেয়সীরা যাদের স্খলিত বসন ধারণ করে আছে, যারা শত্রুদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, যাদের হাতে ছিল গদা, শূল এবং তরবারি, যারা পান-ভোজনে মত্ত, যারা মহামূল্যবান শয্যায় প্রিয়জনের সান্নিধ্যে নিদ্রিত, যারা ভীতভাবে সন্তান কোলে দ্রুতবেগে পলায়ন করছিল— এইরূপ লক্ষ লক্ষ লঙ্কাবাসীকে ভস্মীভূত করে অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

সারবন্তি মহার্হাণি গম্ভীরগুণবন্তি চ॥ ১৮
হেমচন্দ্রার্ধচন্দ্রাণি চন্দ্রশালোন্নতানি চ।
তত্র চিত্রগবাক্ষাণি সাধিষ্ঠানানি সর্বশঃ॥ ১৯
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি স্পৃশন্তীব দিবাকরম্‌।
ক্রৌঞ্চবর্হিণবীণানাং ভূষণানাং চ নিঃস্বনৈঃ॥ ২০
নাদিতান্যচলাভানি বেশ্মান্যগ্নির্দদাহ সঃ।

মূল্যবান, স্বর্ণনির্মিত অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র শোভিত সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ, চন্দ্রশালা, প্রাসাদশীর্ষে অবস্থিত কক্ষসমূহ, বিচিত্র গবাক্ষসমূহ যাদের শোভাবর্ধন করেছে, যেখানে সর্বত্র মূল্যবান আসনসমূহ (শয়ন এবং উপবেশনের জন্য রক্ষিত) প্রবালাদি রত্নসুসজ্জিত সূর্যস্পর্শী সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ, যে স্থান ক্রৌঞ্চ এবং ময়ূরের কলতানে মুখরিত ছিল, যেখানে ধ্বনিত হত বীণা এবং অলঙ্কারের শিঞ্জন—সেইসকল পর্বততুল্য সুউচ্চ প্রাসাদগুলিও অগ্নিদগ্ধ হতে লাগল।

জ্বলনেন পরীতানি তোরণানি চকাশিরে॥ ২১
বিদ্যুদ্ভিরিব নদ্ধানি মেঘজালানি ঘর্মগে।

লঙ্কাপুরীর অগ্নিবেষ্টিত তোরণগুলিকে যেন গ্রীষ্মকালের বিদ্যুম্মালামণ্ডিত মেঘের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

জ্বলনেন পরীতানি গৃহাণি প্রচকাশিরে॥ ২২
দাবাগ্নিদীপ্তানি যথা শিখরাণি মহাগিরেঃ।

অগ্নি পরিবেষ্টিত গৃহগুলি দাবাগ্নিবেষ্টিত সুউচ্চ পর্বতমালার শিখরসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করেছিল।

বিমানেষু প্রসুপ্তাশ্চ দহ্যমানা বরাঙ্গনাঃ॥ ২৩
ত্যক্তাভরণসংযোগা হাহেত্যুচ্চৈর্বিচুক্রুশুঃ।

সুউচ্চ প্রাসাদে নিদ্রিতা সুন্দরীরা নিজেদের অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে তাদের অলংকারসমূহ ফেলে দিতে দিতে হায় হায় করে চিৎকার করতে লাগল।

তত্র চাগ্নিপরীতানি নিপেতুর্ভবনান্যপি॥ ২৪
বজ্রিবজ্রহতানীব শিখরাণি মহাগিরেঃ।

অগ্নিকবলিত গৃহগুলি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আহত সুউচ্চ শৈলশিখরগুলির ন্যায় ভূতলশায়ী হচ্ছিল।

তানি নির্দহ্যমানানি দূরতঃ প্রচকাশিরে॥ ২৫
হিমবচ্ছিখরাণীব দহ্যমানানি সর্বশঃ।

দহ্যমান গগনচুম্বী প্রাসাদগুলিকে দূর থেকে জ্বলন্ত হিমালয় পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল।

হর্ম্যাগ্রৈর্দহ্যমানৈশ্চ জ্বালাপ্রজ্বলিতৈরপি॥ ২৬
রাত্রৌ সা দৃশ্যতে লঙ্কা পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ।

দহ্যমান অট্টালিকাসমূহের অগ্নিশিখা একসঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে ঊর্ধ্বমুখে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করছিল। তা দেখে রাত্রিবেলায় লঙ্কাপুরীকে উজ্জ্বল পলাশ ফুলের দ্বারা শোভিত মনে হচ্ছিল।

হস্ত্যধ্যক্ষৈর্গজৈর্মুক্তৈর্মুক্তৈশ্চ তুরগৈরপি।
বভূব লঙ্কা লোকান্তে ভ্রান্তগ্রাহ ইবার্ণবঃ॥ ২৭

হস্তীর অধ্যক্ষ সেগুলিকে মুক্ত করেছিল। অশ্বগুলি মুক্তিলাভ করেছিল। বিভ্রান্ত পলায়মান এইসব পশুগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কালে মহাসাগরের জলজন্তুরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

অশ্বং মুক্তং গজো দৃষ্ট্বা কচিদ্‌ ভীতোঽপসর্পতি।
ভীতো ভীতং গজং দৃষ্ট্বা কচিদশ্বো নিবর্ততে॥ ২৮

কোথাও মুক্ত অশ্বকে দেখে হাতি ভীত শঙ্কিত চিত্তে পলায়ন করছিল আবার কোথাও সন্ত্রস্ত হাতিকে দেখে ঘোড়া পলায়ন করেছিল।

লঙ্কায়াং দহ্যমানায়াং শুশুভে চ মহোদধিঃ।
ছায়াসংসক্তসলিলো লোহিতোদ ইবার্ণবঃ॥ ২৯

জ্বলন্ত লঙ্কাপুরীর প্রতিবিম্ব সমুদ্রের জলে পতিত হওয়ায় মহাসমুদ্রকে লোহিত বর্ণের সাগরের মতো মনে হচ্ছিল।

সা বভূব মুহূর্তেন হরিভির্দীপিতা পুরী।
লোকস্যাস্য ক্ষয়ে ঘোরে প্রদীপ্তেব বসুন্ধরা॥ ৩০

বানরেরা আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে লঙ্কাপুরীকে প্রলয়কালের কালাগ্নি কবলিত পৃথিবীর মতো মনে হচ্ছিল।

নারীজনস্য ধূমেন ব্যাপ্তস্যোচ্চৈর্বিনেদুষঃ।
রুদতো জ্বলনতপ্তস্য শুশ্রুবে শতযোজনম্॥ ৩১

ধূমে আচ্ছাদিত, অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা নারীদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শত যোজন দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

প্রদগ্ধকায়ানপরান্ রাক্ষসান্ নির্গতান্ বহিঃ।
সহসা হ্যুৎপতন্তি স্ম হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ॥ ৩২

যেসব রাক্ষসের শরীর অত্যন্ত দগ্ধ হয়েছে তারা বাইরে বেরিয়ে এলে যুদ্ধকামী বানরেরা সহসা লাফিয়ে তাদের আক্রমণ করছিল।

উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনম্।
দিশো দশ সমুদ্রং চ পৃথিবীং চ ব্যনাদয়ৎ॥ ৩৩

বানরদের গর্জন আর রাক্ষসদের আর্তনাদে সমুদ্র-পৃথিবীসহ দশদিক যেন আলোড়িত হচ্ছিল।

বিশল্যৌ চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অসম্ভ্রান্তৌ জগৃহতুস্তে উভে ধনুষী বরে॥ ৩৪

ইতিমধ্যে মহাত্মা দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হয়ে অবিচলিতভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধনুক হাতে তুলে নিলেন।

ততো বিস্ফারয়ামাস রামশ্চ ধনুরুত্তমম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং ভয়াবহঃ॥ ৩৫

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর উত্তম ধনুকে টংকার দিলেন, তার ফলে যে তুমুল শব্দ হল রাক্ষসেরা তাতে ভীত হয়ে পড়ল।

অশোভত তদা রামো ধনুর্বিস্ফারয়ন্ মহৎ।
ভগবানিব সংক্রুদ্ধো ভবো বেদময়ং ধনুঃ॥ ৩৬

রামচন্দ্র যখন তাঁর বিশাল ধনুক আকর্ষণ করেছিলেন তখন তিনি বেদময় নামক ধনুকধারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভগবান মহাদেবের মতো শোভা লাভ করেছিলেন। (ত্রিপুরাসুর বধের সময় তার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শঙ্কর এরূপ মূর্তি ধারণ করেছিলেন)।

উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনম্।
জ্যাশব্দস্তাবুভৌ শব্দাবতি রামস্য শুশ্রুবে॥ ৩৭

বানরদের কলরব এবং রাক্ষসদের আর্তনাদ—উভয় শব্দকেই অতিক্রম করে গেল শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের টংকার ধ্বনি!

বানরোদ্‌ঘুষ্টঘোষশ্চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনঃ।
জ্যাশব্দশ্চাপি রামস্য ত্রয়ং ব্যাপ দিশো দশ॥ ৩৮

বানরদের গর্জন, রাক্ষসদের কোলাহল এবং শ্রীরামের ধনুক-টংকার — এই ত্রিবিধ শব্দে দশ-দিক মুখরিত হয়ে উঠল।

তস্য কার্মুকনির্মুক্তৈঃ শরৈস্তৎপুরগোপুরম্।
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমং বিকীর্ণমভবদ্ ভুবি॥ ৩৯

রামচন্দ্রের ধনুক নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে কৈলাস গিরিশৃঙ্গের মতো সুউচ্চ লঙ্কাপুরীর প্রবেশদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূপতিত হল।

ততো রামশরান্ দৃষ্ট্বা বিমানেষু গৃহেষু চ।
সন্নাহো রাক্ষসেন্দ্রাণাং তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ৪০

সাতমহলা ভবনে তথা সাধারণ গৃহে শ্রীরামের বাণ নিক্ষিপ্ত হতে দেখে বীর রাক্ষসেরা ভয়ানক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

তেষাং সন্নহ্যমানানাং সিংহনাদং চ কুর্বতাম্।
শর্বরী রাক্ষসেন্দ্রাণাং রৌদ্রীব সমপদ্যত॥ ৪১

বর্ম-অস্ত্রে সজ্জিত হতে হতে গর্জনরত রাক্ষসবীরদের তুমুল কোলাহলে সেই রাত্রি তখন কালরাত্রির মতো হয়ে উঠল।

আদিষ্টা বানরেন্দ্রাস্তে সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
আসন্নং দ্বারমাসাদ্য যুধ্যধ্বং চ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪২

বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব বানরবীরদের আদেশ দিলেন— 'বানরবীরগণ ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী দ্বারে থেকে যুদ্ধ করো।

যশ্চ বো বিতথং কুর্যাৎ তত্র তত্রাপ্যুপস্থিতঃ।
স হন্তব্যোঽভিসম্প্লুত্য রাজশাসনদূষকঃ॥ ৪৩

'তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হয়েও আমার আদেশ পালন করবে না, তারা রাজাদেশ লঙ্ঘিত করায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

তেষু বানরমুখ্যেষু দীপ্তোল্কোজ্জ্বলপাণিষু।
স্থিতেষু দ্বারমাশ্রিত্য রাবণং ক্রোধ আবিশৎ॥ ৪৪

সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে বানরযূথপতিগণ হাতে উজ্জ্বল মশাল নিয়ে নগরদ্বারগুলিতে স্থিত হলে রাবণ অত্যন্ত কুপিত হলেন।

তস্য জৃম্ভিতবিক্ষেপাদ্ ব্যামিশ্রা বৈ দিশো দশ।
রূপবানিব রুদ্রস্য মন্যুর্গাত্রেষ্বদৃশ্যত॥ ৪৫

তিনি জৃম্ভণ ত্যাগ করে (হাই তুলে) তাঁর অঙ্গগুলিকে সঞ্চালিত করলেন, (আড়মোড়া ভাঙলেন) তার ফলে দশদিক ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর শরীর ছিল ক্রুদ্ধ

কালরুদ্রের শরীরের মতো।

স কুম্ভং চ নিকুম্ভং চ কুম্ভকর্ণাত্মজাবুভৌ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সহ॥ ৪৬

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ এবং নিকুম্ভকে বহু সংখ্যক রাক্ষসসহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন।

যূপাক্ষঃ শোণিতাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘঃ কম্পনস্তথা।
নির্যযুঃ কৌম্ভকর্ণিভ্যাং সহ রাবণশাসনাৎ॥ ৪৭

রাবণের নির্দেশে দুই কুম্ভকর্ণপুত্রের সঙ্গে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ এবং কম্পন যাত্রা করল।

শশাস চৈব তান্ সর্বান্ রাক্ষসান্ স মহাবলান্।
রাক্ষসা গচ্ছতাদ্যৈব সিংহনাদং চ নাদয়ন্॥ ৪৮

সিংহের মতো গর্জন করে রাবণ তখন সেইসব মহাবলী রাক্ষসদের আদেশ করলেন—'রাক্ষসগণ তোমরা এখনই যুদ্ধযাত্রা করো।'

ততস্তু চোদিতাস্তেন রাক্ষসা জ্বলিতায়ুধাঃ।
লঙ্কায়া নির্যযুর্বীরাঃ প্রণদন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৪৯

তখন রাক্ষসরাজের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বীর রাক্ষসেরা হাতে উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বারংবার গর্জন করতে করতে লঙ্কাপুরী থেকে নির্গত হল।

রক্ষসাং ভূষণস্থাভির্ভাভিঃ স্বাভিশ্চ সর্বশঃ।
চক্রুস্তে সপ্রভং ব্যোম হরয়শ্চাগ্নিভিঃ সহ॥ ৫০

রাক্ষসদের নিজেদের প্রভায় এবং অলংকারের ঔজ্জ্বল্যে তথা বানরদের মশালের আগুনে সেই স্থানের আকাশ পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত (আলোকিত) হয়ে উঠল।

তত্র তারাধিপস্যাভা তারাণাং ভা তথৈব চ।
তয়োরাভরণাভা চ জ্বলিতা দ্যামভাসয়ৎ॥ ৫১

সেই স্থানের আকাশ নক্ষত্রদের অধিপতি (চন্দ্র) তথা তারাদের উজ্জ্বলতায় এবং উভয় সেনার অলংকারের প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

চন্দ্রাভা ভূষণাভা চ গ্রহাণাং জ্বলতাং চ ভা।
হরিরাক্ষসসৈন্যানি ভ্রাজয়ামাস সর্বতঃ॥ ৫২

চাঁদের কিরণে, অলংকারের ঔজ্জ্বল্যে তথা গ্রহদের দীপ্তিতে সবদিক থেকে রাক্ষস এবং বানরসৈন্যরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তত্র চার্ধপ্রদীপ্তানাং গৃহাণাং সাগরঃ পুনঃ।
ভাভিঃ সংসক্তসলিলশ্চলোর্মিঃ শুশুভেঽধিকম্॥ ৫৩

লঙ্কায় অর্ধজ্বলিত গৃহগুলির প্রতিবিম্ব চঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গে উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল।

পতাকাধ্বজসংযুক্তমুত্তমাসিপরশ্বধম্।
ভীমাশ্বরথমাতঙ্গং নানাপত্তিসমাকুলম্॥ ৫৪
দীপ্তশূলগদাখড়্গপ্রাসতোমরকার্মুকম্।
তদ্ রাক্ষসবলং ভীমং ঘোরবিক্রমপৌরুষম্॥ ৫৫

রাক্ষসদের সেই ভয়ানক সৈন্যবাহিনী ছিল ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত। এই বাহিনীতে ছিল ভয়ানক অশ্ব, রথ, হস্তী এবং পদাতিক সৈন্য। তাদের হাতে ছিল উজ্জ্বল শূল, গদা, তরোয়াল, প্রাস, তোমর এবং ধনুক। ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষসবাহিনী ভয়ানক বিক্রম সহযোগে পৌরুষ প্রকাশিত করছিল।

দদৃশে জ্বলিতপ্রাসং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।
হেমজালাচিতভুজং ব্যাবেষ্টিতপরশ্বধম্॥ ৫৬
ব্যাঘূর্ণিতমহাশস্ত্রং বাণসংসক্তকার্মুকম্।
গন্ধমাল্যমধূৎসেকসম্মোদিতমহানিলম্॥ ৫৭
ঘোরং শূরজনাকীর্ণং মহাম্বুধরনিঃস্বনম্।

তাদের হাতে জ্বলজ্বল করছিল প্রাস নামক অস্ত্র। ধ্বনিত হচ্ছিল শত-শত নূপুরের ঝঙ্কার। তাদের বাহুগুলি স্বর্ণাভরণে শোভিত, সেই হাতে ঘূর্ণিত হচ্ছিল বিশাল অস্ত্রসমূহ, কেউ হাতে ধরে ছিল কুঠার, কেউবা ধনুকে শরসন্ধান করছিল। (রাক্ষসেরা ছিল চন্দন ও পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত এবং তারা মদিরা পান করেছিল) চন্দন, পুষ্পমাল্য এবং মদিরা গন্ধে সেই স্থানের বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছিল। ভয়ানক রাক্ষস বীরদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই রণভূমিতে তাদের ভীষণ গর্জন মেঘগর্জনের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল।

তদ্ দৃষ্ট্বা বলমায়াতং রাক্ষসানাং দুরাসদম্॥ ৫৮
সঞ্চবাল প্লবঙ্গানাং বলমুচ্চৈর্ননাদ চ।

সেই দুর্জয় রাক্ষসবাহিনীকে আসতে দেখে বানরসৈন্যরা চঞ্চল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগল।

জবেনাপ্লুত্য চ পুনস্তদ্ বলং রক্ষসাং মহৎ॥ ৫৯
অভ্যয়াৎ প্রত্যরিবলং পতঙ্গা ইব পাবকম্।

পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, রাক্ষসদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীও তদনুরূপভাবে শত্রুর

শত্রুসেনাদের মধ্যে লাফিয়ে অগ্রসর হল।

ভুজপরামর্শব্যামৃষ্টপরিঘাশনি॥ ৬০
রক্ষসাং বলং শ্রেষ্ঠং ভূয়ঃ পরমশোভত।

রাক্ষস সৈনিকদের হাতে পরিঘ এবং অশনি নামক অস্ত্র ঘূর্ণিত হতে লাগল। রাক্ষসদের সেই শ্রেষ্ঠ বাহিনীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

উন্মত্তা ইবোৎপেতুর্হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ॥ ৬১
বৃক্ষশৈলৈরভিঘ্নন্তো মুষ্টিভিশ্চ নিশাচরান্।

তখন যুদ্ধকামী বানরেরা উন্মত্তের মতো হয়ে বৃক্ষ, পর্বত এবং মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

তথৈবাপততাং তেষাং হরীণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬২
শিরাংসি সহসা জহ্রূ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।

এইভাবে ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষসেরাও তাদের তীক্ষ্ণ-বাণের সম্মুখে আগত বানরদের মস্তক ছিন্ন করতে লাগল।

দশনৈর্হৃতকর্ণাশ্চ মুষ্টিভির্ভিন্নমস্তকাঃ।
শিলাপ্রহারভগ্নাঙ্গা বিচেরুস্তত্র রাক্ষসাঃ॥ ৬৩

রাক্ষসেরাও বানরদের দন্তাঘাতে হৃত-কর্ণ ও মুষ্ট্যাঘাতে ছিন্ন-মস্তক হয়ে গেল। শিলার আঘাতে ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে বিচরণ করতে লাগল।

তথৈবাপ্যপরে তেষাং কপীনামসিভিঃ শিতৈঃ।
প্রবরানভিতো জঘ্নুর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ॥ ৬৪

এইভাবে ভয়ানক রূপধারী রাক্ষসেরাও প্রধান প্রধান বানরদের নিজ নিজ তীক্ষ্ণ-তরবারি দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

ঘ্নন্তমন্যং জঘানান্যঃ পাতয়ন্তমপাতয়ৎ।
গর্হমাণং জগর্হান্যো দশন্তমপরোঽদশৎ॥ ৬৫

একজন যোদ্ধা অপর যোদ্ধাকে মারতে এলে অন্য এক বীর যোদ্ধা তাকে মারতে আসছিল। একে অপরকে ধরাশায়ী করতে উদ্যত হলে অন্যজন তাকে ধরাশায়ী করছিল। কেউ কাউকে নিন্দা করলে অন্যজন এসে নিন্দাকারীর নিন্দা করছিল। একে অপরকে দংশন করতে (কামড়াতে) গেলে অন্যজন এসে দংশনকারীকেই দংশন করতে লাগল।

দেহীত্যন্যো দদাত্যন্যো দদামীত্যপরঃ পুনঃ।
কিং ক্লেশয়সি তিষ্ঠেতি তত্রান্যোন্যং বভাষিরে॥ ৬৬

একজন যুদ্ধকামনায় অন্যজনের প্রতি অগ্রসর হলে অপরজন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। একে অপরকে বলছে—'দাঁড়াও! তুমি কেন কষ্ট করছ?'

বিপ্রলম্বিতশস্ত্রং চ বিমুক্তকবচায়ুধম্।
সমুদ্যতমহাপ্রাসং মুষ্টিশূলাসিকুন্তলম্॥ ৬৭
প্রাবর্তত মহারৌদ্রং যুদ্ধং বানররক্ষসাম্।
বানরান্ দশ সপ্তেতি রাক্ষসা জঘ্নুরাহবে॥ ৬৮
রাক্ষসান্ দশ সপ্তেতি বানরাশ্চাভ্যপাতয়ন্।

তখন বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ লেগে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র হাতিয়ার হস্তচ্যুত হতে লাগল। বর্ম ছিন্ন হয়ে গেল। মহাপ্রাস, মুষ্টি, শূল, তরবারি প্রভৃতির প্রহারে, অস্ত্রাঘাতে যোদ্ধাদের কেশরাজিসহ মস্তক ছিন্ন হতে লাগল। এক-একজন রাক্ষস একসাথে দশ-দশ বা সাত-সাতজন বানরদের একসাথে বধ করছিল এবং তদনুরূপ যুদ্ধে একসঙ্গে সেই সংখ্যক রাক্ষসদের বধ করছিল।

বিপ্রলম্বিতবস্ত্রং চ বিমুক্তকবচধ্বজম্।
বলং রাক্ষসমালম্ব্য বানরাঃ পর্যবারয়ন্॥ ৬৯

রাক্ষসদের বস্ত্র উন্মোচিত হয়ে গেল। তাদের ধ্বজা এবং কবচ বিদীর্ণ হয়ে গেল। রাক্ষস সৈন্যদের নিবৃত্ত করে বানর সৈন্যদল তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৬)

অঙ্গদের দ্বারা কম্পন এবং প্রজঙ্ঘের, দ্বিবিদের দ্বারা শোণিতাক্ষের, মৈন্দের দ্বারা যূপাক্ষের ও সুগ্রীবের দ্বারা কুম্ভের বধ

প্রবৃত্তে সংকুলে তস্মিন্ ঘোরে বীরজনক্ষয়ে।
অঙ্গদঃ কম্পনং বীরমাসসাদ রণোৎসুকঃ॥ ১

বীরজনেদের বিনাশকারী সেই ভয়ানক যুদ্ধে উৎসাহী হয়ে বীর অঙ্গদ রাক্ষসবীর কম্পনের মুখোমুখি হল।

আহূয় সোঽঙ্গদং কোপাৎ তাড়য়ামাস বেগিতঃ।
গদয়া কম্পনঃ পূর্বং স চচাল ভৃশাহতঃ॥ ২

কম্পন ক্রোধপূর্ণভাবে অঙ্গদকে আহ্বান করে সবেগে গদা দিয়ে আঘাত করলে অঙ্গদ গভীরভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।
অর্দিতশ্চ প্রহারেণ কম্পনঃ পতিতো ভুবি॥ ৩

তখনই তেজস্বী বীর অঙ্গদ সহসা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে একটি পর্বতশিখর তুলে নিক্ষেপ করলে তার আঘাতে আহত হয়ে কম্পন ভূতলশায়ী হল।

ততস্তু কম্পনং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো হতং রণে।
রথেনাভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং তত্রাঙ্গদমভীতবৎ॥ ৪

যুদ্ধে কম্পনকে নিহত হতে দেখে শোণিতাক্ষ দ্রুত রথে আরোহণ করে নির্ভীকভাবে অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হল।

সোঽঙ্গদং নিশিতৈর্বাণৈস্তদা বিব্যাধ বেগিতঃ।
শরীরদারণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালাগ্নিসমবিগ্রহৈঃ॥ ৫

অতঃপর সে শরীর বিদীর্ণকারী, কালাগ্নিতুল্য সুতীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে অঙ্গদকে সবেগে বিদ্ধ করল।

ক্ষুরক্ষুরপ্রনারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ।
কর্ণিশল্যবিপাঠৈশ্চ বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ধনুরুগ্রং রথং বাণান্ মমর্দ তরসা বলী॥ ৭

তার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি—ক্ষুর[1], ক্ষুরপ্র[2], নারাচ[3], বৎসদন্ত[4], শিলীমুখ[5], কর্ণি[6], শল্য[7], বিপাঠ[8] এবং বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণে মহাপ্রতাপবান বালীপুত্র অঙ্গদের সারা শরীর নিদারুণভাবে বিদ্ধ হলে সেই মহাবলশালী বীর অঙ্গদ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত রাক্ষসের রথ, ভয়ংকর ধনুক, বাণসমূহ ধ্বংস করল।

শোণিতাক্ষস্ততঃ ক্ষিপ্রমসিচর্ম সমাদদে।
উৎপাত তদা ক্রুদ্ধো বেগবানবিচারয়ন্॥ ৮

অনন্তর বেগবান রাক্ষস শোণিতাক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঢাল এবং তরোয়াল নিয়ে কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই লাফিয়ে পড়ল।

তং ক্ষিপ্রতরমাপ্লুত্য পরামৃশ্যাঙ্গদো বলী।
করেণ তস্য তং খড়্গং সমাচ্ছিদ্য ননাদ চ॥ ৯

বলবান অঙ্গদ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন এবং হাত দিয়ে তার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে গর্জন করতে লাগল।

তস্যাংসফলকে খড়্গং নিজঘান ততোঽঙ্গদঃ।
যজ্ঞোপবীতবচ্চৈনং চিচ্ছেদ কপিকুঞ্জরঃ॥ ১০

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তার স্কন্ধদেশে সেই তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে চিরে দিল, যা দেখে মনে হয় সে যেন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে।

তং প্রগৃহ্য মহাখড়্গং বিনদ্য চ পুনঃ পুনঃ।

---

[1]যার অগ্রভাগ নাপিতের ক্ষুরের মতো, তাকে 'ক্ষুর' বলা হয়। [2]অর্ধচন্দ্রাকার বাণকে 'ক্ষুরপ্র' বলা হয়। [3]সম্পূর্ণভাবে লোহা দিয়ে তৈরি বাণকে 'নারাচ' বলা হয়। এটির উপর থেকে নীচে সবই লোহা দিয়ে তৈরি হয়। [4]বাছুরের দাঁতের মতো যার অগ্রভাগ সেটিকে 'বৎসদন্ত' বলা হয়। [5]যার অগ্রভাগ 'কঙ্ক' (পক্ষীবিশেষ) -এর পালকের ন্যায় তাকে 'শিলীমুখ' বলা হয়। [6]যে বাণের পার্শ্বে দুটি দিক কানের আকার সদৃশ হয় সেটিকে 'কর্ণী' বলা হয়। যার ফলা বা অগ্রভাগ বৃহদাকার সেটিকে 'শল্য' বলা হয়। কারও কারও মতে অর্ধেক নারাচকে 'শল্য' বলা হয়। কানের পাতার অগ্রভাগের ন্যায় আকারযুক্ত বাণকে 'বিপাঠ' বলা হয়।

(রামায়ণতিলক নাম গ্রন্থ থেকে)

বালিপুত্রোঽভিদুদ্রাব রণশীর্ষে পরানরীন্॥ ১১

অতঃপর বলিপুত্র অঙ্গদ সেই বিশাল তলোয়ার নিয়ে পুনঃপুনঃ গর্জন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অন্য শত্রুদের প্রতি ধাবিত হল।

প্রজঙ্ঘসহিতো বীরো যূপাক্ষস্তু ততো বলী।
রথেনাভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্॥ ১২

বলবান বীর যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে মহাবলশালী বালিপুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হল।

আয়সীং তু গদাং গৃহ্য স বীরঃ কনকাঙ্গদঃ।
শোণিতাক্ষঃ সমাশ্বস্য তমেবানুপপাত হ॥ ১৩

ইতিমধ্যে সোনার কড়া ধারণকারী বীর শোণিতাক্ষ আশ্বস্ত হয়ে (নিজেকে একটু সামলে নিয়ে) লৌহনির্মিত গদা নিয়ে অঙ্গদকে অনুসরণ করল।

প্রজঙ্ঘস্তু মহাবীরো যূপাক্ষসহিতো বলী।
গদয়াভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্॥ ১৪

এদিকে যূপাক্ষের সঙ্গে বলবান মহাবীর প্রজঙ্ঘ ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবলশালী বালিকুমারকে গদা নিয়ে আক্রমণ করল।

তয়োর্মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠঃ শোণিতাক্ষপ্রজঙ্ঘয়োঃ।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ॥ ১৫

প্রজঙ্ঘ এবং শোণিতাক্ষ—এই দুই রাক্ষসবীরের মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা লাভ করছিল।

অঙ্গদং পরিরক্ষন্তৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
তস্য তস্থতুরভ্যাশে পরস্পরদিদৃক্ষয়া॥ ১৬

তখন অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য দ্বিবিদ এবং মৈন্দ নামক বানরদ্বয় তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ প্রতি যোদ্ধার অনুসন্ধান করতে লাগল।

অভিপেতুর্মহাকায়াঃ প্রতিযত্তা মহাবলাঃ।
রাক্ষসা বানরান্ রোষাদসিবাণগদাধরাঃ॥ ১৭

ইতিমধ্যে মহাবলশালী, বিশালকায় রাক্ষসেরা তলোয়ার, বাণ এবং গদা নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে বানরদের আক্রমণ করল।

ত্রয়াণাং বানরেন্দ্রাণাং ত্রিভী রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
সংসক্তানাং মহদ্ যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্॥ ১৮

তিন বানর সেনাপতির সঙ্গে তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের সংঘর্ষে ভয়ানক, রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তে তু বৃক্ষান্ সমাদায় সম্প্রচিক্ষিপুরাহবে।
খড়্গেন প্রতিচিক্ষেপ তান্ প্রজঙ্ঘো মহাবলঃ॥ ১৯

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা বৃক্ষ নিয়ে রাক্ষসদের উপর নিক্ষেপ করলে মহাবলী প্রজঙ্ঘ তলোয়ার দিয়ে সেই বৃক্ষগুলিকে খণ্ডিত করল।

রথানশ্বান্ দ্রুমাঞ্ছৈলান্ প্রতিচিক্ষিপুরাহবে।
শরৌঘৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ তান্ যূপাক্ষো মহাবলঃ॥ ২০

বানরেরা রথ এবং অশ্বের উপরে গাছ, শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করতে লাগলে মহাবলশালী যূপাক্ষ শরক্ষেপণ করে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে দিল।

সৃষ্টান্ দ্বিবিদমৈন্দাভ্যাং দ্রুমানুৎপাট্য বীর্যবান্।
বভঞ্জ গদয়া মধ্যে শোণিতাক্ষঃ প্রতাপবান্॥ ২১

দ্বিবিদ এবং মৈন্দের নিক্ষিপ্ত বৃক্ষগুলিকে বীর্যবান এবং প্রতাপবান শোণিতাক্ষ গদার আঘাতে ভেঙে ফেলল।

উদ্যম্য বিপুলং খড়্গং পরমর্মবিদারণম্।
প্রজঙ্ঘো বালিপুত্রায় অভিদুদ্রাব বেগিতঃ॥ ২২

শত্রুর মর্মবিদারক এক বিশাল তলোয়ার নিয়ে প্রজঙ্ঘ বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি সবেগে ধাবিত হল।

তমভ্যাশগতং দৃষ্ট্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ।
আজঘানাশ্বকর্ণেন দ্রুমেণাতিবলস্তদা॥ ২৩
বাহুং চাস্য সনিস্ত্রিংশমাজঘান স মুষ্টিনা।
বালিপুত্রস্য ঘাতেন স পপাত ক্ষিতাবসিঃ॥ ২৪

তাকে নিকটে আসতে দেখে অতি বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অশ্বকর্ণ নামক বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করল। একইসঙ্গে তার তলোয়ারধারী হাতে একটি মুষ্ট্যাঘাত করলে বালিপুত্রের সেই আঘাতে তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেল।

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ খড়্গং মুসলসন্নিভম্।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ॥ ২৫

মুষল-তুল্য সেই তলোয়ারকে ভূপতিত হতে দেখে মহাবলী প্রজঙ্ঘ তার বজ্রতুল্য মুষ্টি উদ্যত করে সঞ্চালন করতে লাগল।

স ললাটে মহাবীর্যমঙ্গদং বানরর্ষভম্।
আজঘান মহাতেজাঃ স মুহূর্তং চচাল হ॥ ২৬

সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর

অঙ্গদের ললাটে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করলে অঙ্গদ মুহূর্তের জন্য বিচলিত হল।

স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
প্রজঙ্ঘস্য শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস মুষ্টিনা॥ ২৭

তেজস্বী, প্রতাপবান বালিপুত্র অঙ্গদ মুহূর্তকালের মধ্যেই সুস্থির হয়ে একটি ঘুসি মারলে তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

স যূপাক্ষোঽশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পিতৃব্যে নিহতে রণে।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং ক্ষীণেষুঃ খড়্গমাদদে॥ ২৮

যুদ্ধে পিতৃব্যকে নিহত হতে দেখে যূপাক্ষের অক্ষিযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। শরসমূহ নিঃশেষ হওয়ায় সে দ্রুত রথ থেকে অবতরণ করে তলোয়ার গ্রহণ করল।

তামপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য যূপাক্ষং দ্বিবিদস্ত্বরন্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো জগ্রাহ চ বলাদ্ বলী॥ ২৯

যূপাক্ষকে আক্রমণোদ্যত দেখে বলশালী দ্বিবিদ ক্রুদ্ধ হয়ে অতিসত্বর তাকে ধরে ফেলে সজোরে তার বুকে আঘাত করল।

গৃহীতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো মহাবলঃ।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদং ততঃ॥ ৩০

ভাইকে আক্রান্ত দেখে মহাতেজস্বী এবং মহাবলশালী শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষদেশে সবলে গদা দিয়ে আঘাত করল।

স ততোঽভিহতস্তেন চচাল চ মহাবলঃ।
উদ্যতাং চ পুনস্তস্য জহার দ্বিবিদো গদাম্॥ ৩১

মহাবলী দ্বিবিদ সেই প্রহারে সাময়িকভাবে বিচলিত হলে, যখন রাক্ষস তাকে পুনরায় প্রহারোদ্যত হল তখন বানরবীর তার গদা কেড়ে নিল।

এতস্মিন্নন্তরে মৈন্দো দ্বিবিদাভ্যাশমাগমৎ।
যূপাক্ষং তাড়য়ামাস তলেনোরসি বীর্যবান্॥ ৩২

ইতিমধ্যে পরাক্রমী বীর মৈন্দও দ্বিবিদের নিকটে এসে উপস্থিত হয়ে যূপাক্ষের বক্ষদেশে করতল দিয়ে প্রবল আঘাত করল।

তৌ শোণিতাক্ষযূপাক্ষৌ প্লবঙ্গাভ্যাং তরস্বিনৌ।
চক্রতুঃ সমরে তীব্রমাকর্ষোৎপাটনং ভৃশম্॥ ৩৩

দুই বেগসম্পন্ন বীর রাক্ষস শোণিতাক্ষ এবং যূপাক্ষ দুই বানর দ্বিবিদ এবং মৈন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ এবং নিক্ষেপ করতে লাগল।

দ্বিবিদঃ শোণিতাক্ষং তু বিদদার নখৈর্মুখে।
নিষ্পিপেষ স বীর্যেণ ক্ষিতাবাবিধ্য বীর্যবান্॥ ৩৪

বীর্যবান দ্বিবিদ নখ দিয়ে শোণিতাক্ষের মুখ বিদীর্ণ করে বলপূর্বক ভূপাতিত করল এবং সজোরে পিষে দিল।

যূপাক্ষমভিসংক্রুদ্ধো মৈন্দো বানরপুঙ্গবঃ।
পীড়য়ামাস বাহুভ্যাং পপাত স হতঃ ক্ষিতৌ॥ ৩৫

আর বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে যূপাক্ষকে দুই বাহু দিয়ে এমন ভাবে পীড়ন করল যে সে নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

হতপ্রবীরা ব্যথিতা রাক্ষসেন্দ্রচমূস্তথা।
জগামাভিমুখী সা তু কুম্ভকর্ণাত্মজো যতঃ॥ ৩৬

এইসব প্রমুখ বীরদের নিহত হতে দেখে রাক্ষসসৈন্যরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কুম্ভকর্ণের পুত্র যেখানে অবস্থান করছে সেইদিকে প্রস্থান করল।

আপতন্তীং চ বেগেন কুম্ভস্তাং সান্ত্বয়চ্চমূম্।
অথোৎকৃষ্টং মহাবীর্যৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ॥ ৩৭

সবেগে পলায়নোদ্যত সেই সৈন্যবাহিনীকে কুম্ভ সান্ত্বনা দিল। অপরদিকে মহাপরাক্রমী বানরেরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

নিপাতিতমহাবীরাং দৃষ্ট্বা রক্ষশ্চমূং তদা।
কুম্ভঃ প্রচক্রে তেজস্বী রণে কর্ম সুদুষ্করম্॥ ৩৮

রাক্ষস সৈন্যদের মহা মহা বীরকে নিহত হতে দেখে তেজস্বী কুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত দুরূহ কর্ম করতে আরম্ভ করল।

স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য সুসমাহিতঃ।
মুমোচাশীবিষপ্রখ্যাঞ্ছরান্ দেহবিদারণান্॥ ৩৯

ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে একাগ্রচিত্ত কুম্ভ ধনুক ধারণ করে শরীর বিদীর্ণকারী সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করল।

তস্য তচ্ছুশুভে ভূয়ঃ সশরং ধনুরুত্তমম্।
বিদ্যুদৈরাবতার্চিষ্মদ্দ্বিতীয়েন্দ্রধনুর্যথা॥ ৪০

তার সেই বাণযুক্ত উত্তম ধনুকটি বিদ্যুৎ এবং

শরৎকালের প্রভাযুক্ত হয়ে দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা বর্ধন করেছিল।

আকর্ণকৃষ্টমুক্তেন জঘান দ্বিবিদং তদা।
হাটকপুঙ্খেন পত্রিণা পত্রবাসসা॥ ৪১

সোনার পুঙ্খের পত্রশোভিত বাণ দ্বারা ধনুককে কান পর্যন্ত আকর্ষণ করে ছেড়ে দিলে দ্বিবিধকে সেই শর আঘাত করল।

সহসাভিহতস্তেন বিপ্রমুক্তপদঃ স্ফুরন্।
নিপপাত ত্রিকূটাভো বিহ্বলন্ প্লবগোত্তমঃ॥ ৪২

সহসা নিক্ষিপ্ত তার সেই শরাঘাতে ত্রিকূট পর্বততুল্য বিশালকায় বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ বিহ্বল হয়ে হস্তপদাদি প্রসারিত করে শিথিলভাবে ভূমিতে শায়িত হল।

মৈন্দস্তু ভ্রাতরং তত্র ভগ্নং দৃষ্ট্বা মহাহবে।
অভিদুদ্রাব বেগেন প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্॥ ৪৩

মহাযুদ্ধে আপন ভাইকে আহত অবস্থায় পতিত হতে দেখে মৈন্দ বিশাল এক শিলা নিয়ে সবেগে ধাবিত হল।

তাং শিলাং তু প্রচিক্ষেপ রাক্ষসায় মহাবলঃ।
বিভেদ তাং শিলাং কুম্ভঃ প্রসন্নৈঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ৪৪

মহাবলী বানরবীর রাক্ষসের ওপরে সেই শিলা নিক্ষেপ করলে কুম্ভ উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ পাঁচটি শরের আঘাতে সেটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

সন্ধায় চান্যং সুমুখং শরমাশীবিষোপমম্।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদাগ্রজম্॥ ৪৫

সুন্দর মুখযুক্ত বিষধর সর্পতুল্য অপর একটি বাণ ধনুকে সন্ধান করে মহাতেজস্বী দ্বিবিদের অগ্রজের (মৈন্দ) বক্ষদেশে সজোরে আঘাত করল।

স তু তেন প্রহারেণ মৈন্দো বানরযূথপঃ।
মর্মণ্যভিহতস্তেন পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৬

বানরযূথপতি মৈন্দ সেই ভয়ানক শর প্রহারে মর্মস্থলে আঘাত পেয়ে মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হল।

অঙ্গদো মাতুলৌ দৃষ্ট্বা মথিতৌ তু মহাবলৌ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভমুদ্যতকার্মুকম্॥ ৪৭

মহাবলশালী দুই মাতুলকে (মৈন্দ এবং দ্বিবিদ—এই দুজন অঙ্গদের মামা) আহত হতে দেখে অঙ্গদ ধনুর্ধারী কুম্ভের প্রতি সবেগে ধাবিত হল।

তমাপতন্তং বিব্যাধ কুম্ভঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শিতৈর্বাণৈর্মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ।
সোঽঙ্গদং বহুভির্বাণৈঃ কুম্ভো বিব্যাধ বীর্যবান্॥ ৪৮

তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে কুম্ভ লৌহনির্মিত পাঁচটি বাণ দিয়ে তাকে আঘাত করল। যেমনভাবে হাতিকে অঙ্কুশ দ্বারা প্রহার করা হয় কুম্ভ পুনরায় তাকে অপর তিনটি বাণ দ্বারা প্রহার করল। এইভাবে মহাবলশালী কুম্ভ অঙ্গদকে বহুবিধ শরে বিদ্ধ করল।

অকুণ্ঠধারৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রো ন কম্পতে॥ ৪৯

অকুণ্ঠিত ধার-বিশিষ্ট তথা সুবর্ণ-ভূষিত সুতীক্ষ্ণ-বাণরাশি অঙ্গদের প্রতিটি অঙ্গকে বিদ্ধ করলেও বালিপুত্র অঙ্গদ বিন্দুমাত্র কম্পিত হল না।

শিলাপাদপবর্ষাণি তস্য মূর্ধ্নি ববর্ষ হ।
স প্রচিচ্ছেদ তান্ সর্বান্ বিভেদ চ পুনঃ শিলাঃ॥ ৫০
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমান্ বালিপুত্রসমীরিতান্।

সে রাক্ষসের মস্তকে শিলা এবং বৃক্ষরাজি বর্ষণ করতে লাগল। কুম্ভকর্ণপুত্র শ্রীমান কুম্ভ বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বৃক্ষপর্বতাদি ছিন্নভিন্ন করে দিল।

আপতন্তং চ সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভো বানরযূথপম্॥ ৫১
ভ্রুবৌ বিব্যাধ বাণাভ্যামুল্কাভ্যামিব কুঞ্জরম্।

অতঃপর বানর দলপতি অঙ্গদকে তার দিকে আসতে দেখে দুটি বাণ মেরে কুম্ভ তার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করল যেন উল্কা দ্বারা হাতিকে প্রহার করা হল।

তস্য সুস্রাব রুধিরং পিহিতে চাস্য লোচনে॥ ৫২
অঙ্গদঃ পাণিনা নেত্রে পিধায় রুধিরোক্ষিতে।
সালমাসন্নমেকেন পরিজগ্রাহ পাণিনা॥ ৫৩
সম্পীড্যোরসি সস্কন্ধং করেণাভিনিবেশ্য চ।
কিঞ্চিদভ্যবনম্যৈনমুন্মমাথ মহারণে॥ ৫৪

অঙ্গদের নেত্র যুগল মুদিত হল এবং ভ্রূকুটি থেকে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হল। সে এক হাতে রক্ত-সিক্ত চোখ দুটি ঢেকে অন্য হাতে পার্শ্বস্থ একটি শালগাছকে ধরে নিয়ে সজোরে সেটিকে বুকে চেপে ধরে উপড়ে নিল।

তমিন্দ্রকেতুপ্রতিমং বৃক্ষং মন্দরসন্নিভম্।
সমুৎসৃজত বেগেন মিষতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ৫৫

সেই বৃক্ষ ছিল ইন্দ্রধ্বজা তথা মন্দর পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ। অঙ্গদ সেটিকে স্পর্ধিত রাক্ষসদের দিকে সবেগে নিক্ষেপ করল।

স চিচ্ছেদ শিতৈর্বাণৈঃ সপ্তভিঃ কায়ভেদনৈঃ।
অঙ্গদো বিব্যথেঽভীক্ষ্ণং স পপাত মুমোহ চ॥ ৫৬

তখন কুম্ভ দেহ-বিদারক সাতটি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বৃক্ষটিকে টুকরো টুকরো করে দিল। তাতে অঙ্গদ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হল।

অঙ্গদং পতিতং দৃষ্ট্বা সীদন্তমিব সাগরে।
দুরাসদং হরিশ্রেষ্ঠা রাঘবায় ন্যবেদয়ন্॥ ৫৭

দুর্জয় বীর অঙ্গদকে সমুদ্রে নিমজ্জমানের মতো ভূপতিত হতে দেখে বানর প্রধানেরা শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে নিবেদন করলেন।

রামস্তু ব্যথিতং শ্রুত্বা বালিপুত্রং মহাহবে।
ব্যাদিদেশ হরিশ্রেষ্ঠাঞ্জাম্ববৎ প্রমুখাংস্ততঃ॥ ৫৮

বালিপুত্র অঙ্গদ মহাসমরে এইরূপ বিধ্বস্ত হয়েছেন শুনে শ্রীরাম জাম্ববান প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলেন।

তে তু বানরশার্দূলাঃ শ্রুত্বা রামস্য শাসনম্।
অভিপেতুঃ সুসংক্রুদ্ধাঃ কুম্ভমুদ্যতকার্মুকম্॥ ৫৯

রামচন্দ্রের আদেশ শুনে শ্রেষ্ঠ বানরবীরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্যতধনু কুম্ভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ততো দ্রুমশিলাহস্তাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ।
রিরক্ষিসন্তোঽভ্যপতন্নঙ্গদং বানরর্ষভাঃ॥ ৬০

অতঃপর মুখ্য বানরবীরেরা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য গাছ এবং পাথর হাতে নিয়ে ধাবিত হল।

জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
কুম্ভকর্ণাত্মজং বীরং ক্রুদ্ধাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ॥ ৬১

জাম্ববান, সুষেণ এবং বেগদর্শী কুপিত হয়ে বীর কুম্ভকর্ণপুত্রের প্রতি ধাবিত হল।

সমীক্ষ্যাপততস্তাংস্তু বানরেন্দ্রান্ মহাবলান্।
আববার শরৌঘেণ নগেনেব জলাশয়ম্॥ ৬২

এই মহাবলশালী বানরশ্রেষ্ঠদের আক্রমণ করতে দেখে পর্বত দ্বারা জলপ্রবাহকে রুদ্ধ করার মতো কুম্ভ শরসমূহ দ্বারা তাদের গতিরুদ্ধ করল।

তস্য বাণপথং প্রাপ্য ন শেকুরপি বীক্ষিতুম্।
বানরেন্দ্রা মহাত্মানো বেলামিব মহোদধিঃ॥ ৬৩

কুম্ভের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সম্মুখে বানরদের যেন দৃষ্টিও লুপ্ত হল। সমুদ্র যেমন তার বেলাভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না, বানরেরা সেইরকম অগ্রসর হতে পারল না।

তাংস্তু দৃষ্ট্বা হরিগণান্ শরবৃষ্টিভিরর্দিতান্।
অঙ্গদং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভ্রাতৃজং প্লবগেশ্বরঃ॥ ৬৪
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণাত্মজং রণে।
শৈলসানুচরং নাগং বেগবানিব কেশরী॥ ৬৫

কুম্ভের শরবর্ষণে বানরদের পীড়িত হতে দেখে বানররাজ সুগ্রীব স্বয়ং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে আড়াল করে গিরিশৃঙ্গে বিচরণরত হাতির উপরে বেগবান সিংহের আক্রমণ করার মতো কুম্ভকর্ণপুত্রকে আক্রমণ করলেন।

উৎপাট্য চ মহাবৃক্ষানশ্বকর্ণাদিকান্ বহূন্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষাংশ্চিক্ষেপ স মহাকপিঃ॥ ৬৬

মহাকপি সুগ্রীব অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ ও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাং ছাদয়ন্তীমাকাশং বৃক্ষবৃষ্টিং দুরাসদাম্।
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ॥ ৬৭

সেই ভয়ানক বৃক্ষবৃষ্টি আকাশকে আচ্ছাদিত করেছিল ; কিন্তু কুম্ভকর্ণপুত্র শ্রীমান কুম্ভ নিজের সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দিল।

অভিলক্ষ্যেণ তীব্রেণ কুম্ভেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আচিতাস্তে দ্রুমা রেজুর্যথা ঘোরাঃ শতঘ্নয়ঃ॥

কুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণরাশি লক্ষ্যভেদে সফল হয়ে তীব্র বেগে ব্যাপ্ত হয়ে ভয়ানক শতাঘ্নির ন্যায় সুশোভিত হয়ে বৃক্ষসমূহ ছেদন করতে লাগল।

দ্রুমবর্ষং তু তদ্ ভিন্নং দৃষ্ট্বা কুম্ভেন বীর্যবান॥ ৬৮
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ মহাসত্ত্বো ন বিব্যথে।

ভয়াবহ বৃক্ষবৃষ্টিকে কুম্ভ নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে খণ্ডিত হতে দেখে বানররাজ মহাশক্তিশালী সুগ্রীব ব্যথিত হলেন না।

স বিধ্যমানঃ সহসা সহমানস্তু তাঞ্ছরান্॥ ৬৯
কুম্ভস্য ধনুরাক্ষিপ্য বভঞ্জেন্দ্রধনুঃপ্রভম্।
অবপ্লুত্য ততঃ শীঘ্রং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্॥ ৭০
অব্রবীৎ কুপিতঃ কুম্ভং ভগ্নশৃঙ্গমিব দ্বিপম্।

তিনি ওই শরাঘাতে আহত হয়ে এবং সহ্য করে কুম্ভের ইন্দ্রধনু তুল্য ধনুকটি সহসা লাফিয়ে উঠে কেড়ে নিলেন এবং সেই ভয়ানক ধনুকটিকে তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেললেন। অত্যন্ত দুষ্কর এই কর্মটি করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে দাঁত ভাঙা হাতির মতো তিনি কুম্ভকে বললেন—

নিকুম্ভাগ্রজ বীর্যং তে বাণবেগং তদদ্ভুতম্॥ ৭১
সন্নতিশ্চ প্রভাবশ্চ তব বা রাবণস্য বা।
প্রহ্লাদবলিবৃত্রঘ্নকুবেরবরুণোপম ॥ ৭২

'ওহে নিকুম্ভের অগ্রজ ! তোমার পরাক্রম এবং বাণের বেগ অদ্ভুত। তোমার বিনয় এবং প্রভাব রাবণের মতো। তুমি প্রহ্লাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের এবং বরুণের সঙ্গে তুলনীয়।

একস্ত্বমনুজাতোঽসি পিতরং বলবত্তরম্।
ত্বামেবৈকং মহাবাহুং শূলহস্তমরিন্দমম্॥ ৭৩
ত্রিদশা নাতিবর্তন্তে জিতেন্দ্রিয়মিবাধয়ঃ।
বিক্রমস্ব মহাবুদ্ধে কর্মাণি মম পশ্য চ॥ ৭৪

'তোমার বলশালী পিতাকে একমাত্র তুমিই অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছ। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসিক বেদনায় কাতর হন না তেমনি শত্রুদমনকারী, শূলধারী, মহাবীর একমাত্র তোমাকেই দেবতারাও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না। মহাযুদ্ধে তোমার বিক্রম প্রকাশ করো এবং আমার বিক্রমও দেখো।

বরদানাৎ পিতৃব্যস্তে সহতে দেবদানবান্।
কুম্ভকর্ণস্তু বীর্যেণ সহতে চ সুরাসুরান্॥ ৭৫

'তোমার পিতৃব্য (রাবণ) কেবল বরদানের প্রভাবেই দেবতা ও দানবদের শক্তি সহ্য করতে সক্ষম। আর তোমার পিতা (কুম্ভকর্ণ) নিজের বল-পরাক্রমেই দেবতা ও অসুরদের মুখোমুখি হতে সক্ষম ছিলেন।

ধনুষীন্দ্রজিতস্তুল্যঃ প্রতাপে রাবণস্য চ।
ত্বমদ্য রক্ষসাং লোকে শ্রেষ্ঠোঽসি বলবীর্যতঃ॥ ৭৬

'তুমি ধনুর্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের তুল্য এবং প্রতাপে রাবণের তুল্য। রাক্ষস সমাজে বল-বিক্রমের দৃষ্টিতে তুমিই শ্রেষ্ঠ।

মহাবিমর্দং সমরে ময়া সহ তবাদ্ভুতম্।
অদ্য ভূতানি পশ্যন্তু শক্রশম্বরয়োরিব॥ ৭৭

'আজ এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণীরা ইন্দ্র ও সম্বরাসুরের তুল্য তোমার ও আমার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে।

কৃতমপ্রতিমং কর্ম দর্শিতং চাস্ত্রকৌশলম্।
পতিতা হরিবীরাশ্চ ত্বয়ৈতে ভীমবিক্রমাঃ॥ ৭৮

'তুমি অতুলনীয় কর্ম সম্পাদন করেছ। তুমি তোমার অস্ত্রকৌশল দেখিয়েছ। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেই এই বীর বানরেরা ধরাশায়ী হয়েছে।

উপালম্ভভয়াচ্চৈব নাসি বীর ময়া হতঃ।
কৃতকর্মপরিশ্রান্তো বিশ্রান্তঃ পশ্য মে বলম্॥ ৭৯

'বীর ! লোকনিন্দার ভয়ে (বানররাজ সুগ্রীব মহাবীর কুম্ভকে স্বাভাবিক অবস্থায় নয় রণক্লান্ত অবস্থায় বধ করেছে।) তোমাকে এখনও আমি হত্যা করিনি। তুমি এখন পরিশ্রান্ত, আগে বিশ্রাম নাও পরে আমার বিক্রম দেখো।'

তেন সুগ্রীববাক্যেন সাবমানেন মানিতঃ।
অগ্নেরাজ্যহুতস্যেব তেজস্তস্যাভ্যবর্ধত॥ ৮০

সুগ্রীবের এই অবমাননাকর উক্তি শুনে কুম্ভ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন তেজোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে কুম্ভও তদনুরূপ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

ততঃ কুম্ভস্তু সুগ্রীবং বাহুভ্যাং জগৃহে তদা।
গজাবিবাতীতমদৌ নিঃশ্বসন্তৌ মুহুর্মুহুঃ॥ ৮১
অন্যোন্যগাত্রগ্রথিতৌ ঘর্ষন্তাবিতরেতরম্।
সধূমাং মুখতো জ্বালাং বিসৃজন্তৌ পরিশ্রমাৎ॥ ৮২

অতঃপর কুম্ভ দুই বাহু দ্বারা সুগ্রীবকে জাপটে ধরল। দুই মদমত্ত হস্তির ন্যায় তারা ঘনঘন শ্বাস মোচন ও গ্রহণ করতে লাগল। একে অপরের শরীরে লেপ্টে গিয়ে পরস্পরকে ঘর্ষণ করতে লাগল। পরিশ্রমের ফলে তাদের মুখ থেকে ধূমসহ অগ্নি নির্গত হচ্ছিল।

তয়োঃ পাদাভিঘাতাচ্চ নিমগ্না চাভবন্মহী।
ব্যাঘূর্ণিততরঙ্গশ্চ চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ॥ ৮৩

তাদের পারস্পরিক পদাঘাতে মাটি নীচে বসে গেল।

তরঙ্গ ঘূর্ণিত হওয়ায় সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

ততঃ কুম্ভং সমুৎক্ষিপ্য সুগ্রীবো লবণাম্ভসি।
পাতয়ামাস বেগেন দর্শয়ন্নুদধেস্তলম্॥ ৮৪

অতঃপর সুগ্রীব কুম্ভকে তুলে নিয়ে সজোরে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলে রাক্ষসবীর সমুদ্রের তলদেশ দেখতে পেল।

ততঃ কুম্ভনিপাতেন জলরাশিঃ সমুত্থিতঃ।
বিন্ধ্যমন্দরসংকাশো বিসসর্প সমন্ততঃ॥ ৮৫

কুম্ভের পতনের কারণে প্রচুর জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হল—যা ছিল মন্দরপর্বত অথবা বিন্ধ্যপর্বতের ন্যায় সুউচ্চ।

ততঃ কুম্ভঃ সমুৎপত্য সুগ্রীবমভিপাত্য চ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা॥ ৮৬

অতঃপর কুম্ভ সহসা লাফিয়ে এগিয়ে এসে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সুগ্রীবের বক্ষদেশে বজ্রতুল্য মুষ্ট্যাঘাত করল।

তস্য বর্ম চ পুস্ফোট সংজজ্ঞে চাপি শোণিতম্।
তস্য মুষ্টির্মহাবেগঃ প্রতিজঘ্নেঽস্থিমণ্ডলে॥ ৮৭

সেই আঘাতে বানররাজের বর্ম চূর্ণ হয়ে গেল। বক্ষদেশের অস্থিমণ্ডলে সেই মহাবেগশালী মুষ্টির ফলে তার বুক থেকে রক্তধারা নিঃসৃত হল।

তস্য বেগেন তত্রাসীৎ তেজঃ প্রজ্বলিতং মহৎ।
বজ্রনিষ্পেষসংজাতা জ্বালা মেরোর্যথা গিরেঃ॥ ৮৮

মুষ্ট্যাঘাতের বেগে তাঁর বক্ষদেশে তীব্র জ্বালা অনুভূত হল যেন মেরুপর্বতের শৃঙ্গে বজ্রাঘাত হয়েছে।

স তত্রাভিহতস্তেন সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ॥ ৮৯
অর্চিঃসহস্রবিকচরবিমণ্ডলবর্চসম্ ।
স মুষ্টিং পাতয়ামাস কুম্ভস্যোরসি বীর্যবান্॥ ৯০

কুম্ভ কর্তৃক এইরূপ আহত হয়ে বীর্যবান মহাবলী বানররাজ সুগ্রীব তাঁর বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা প্রহার করলেন। সেই মুষ্ট্যাঘাত কুম্ভের বক্ষদেশে পতিত হয়ে সহস্র অরুণ কিরণের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে সূর্যমণ্ডলের সমান উদ্দীপ্ত হল।

স তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলো ভৃশপীড়িতঃ।
নিপপাত তদা কুম্ভো গতার্চিরিব পাবকঃ॥ ৯১

সেই আঘাতে কুম্ভ অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে উঠল এবং ভয়ানক পীড়িত অবস্থায় নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল।

মুষ্টিনাভিহতস্তেন নিপপাতাশু রাক্ষসঃ।
লোহিতাঙ্গ ইবাকাশাদ্ দীপ্তরশ্মির্যদৃচ্ছয়া॥ ৯২

সুগ্রীবের মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষস যখন ধরাশায়ী হল তখন মনে হল যেন দীপ্তরশ্মিপূর্ণ মঙ্গলগ্রহের পতন হল।

কুম্ভস্য পততো রূপং ভগ্নস্যোরসি মুষ্টিনা।
বভৌ রুদ্রাভিপন্নস্য যথা রূপং গবাং পতেঃ॥ ৯৩

বানররাজের প্রহারে যার বক্ষদেশ চূর্ণ হয়েছিল, সেই কুম্ভ যখন নীচে পড়ছিল তখন তাকে রুদ্রদেবের দ্বারা অভিভূত সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল।

তস্মিন্ হতে ভীমপরাক্রমেণ
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
মহী সশৈলা সবনা চচাল
ভয়ং চ রক্ষাংস্যধিকং বিবেশ॥ ৯৪

ভয়ানক পরাক্রমী বানররাজ সুগ্রীবের দ্বারা যুদ্ধে সেই রাক্ষসের মৃত্যু হলে বন ও পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হল আর রাক্ষসেরা অধিকতর ভীত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৭)

হনুমান কর্তৃক নিকুম্ভ বধ

নিকুম্ভো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবেণ নিপাতিতম্।
প্রদহন্নিব কোপেন বানরেন্দ্রমুদৈক্ষত॥ ১

সুগ্রীবের হাতে ভাই কুম্ভকে নিহত হতে দেখে নিকুম্ভ বানররাজের প্রতি এমন দৃষ্টিপাত করল যেন ক্রোধের দ্বারা তাঁকে দগ্ধ করবে।

ততঃ স্রগ্দামসন্নদ্ধং দত্তপঞ্চাঙ্গুলং শুভম্।
আদদে পরিঘং ধীরো মহেন্দ্রশিখরোপমম্॥ ২

অনন্তর সেই ধীর বীর মহেন্দ্র পর্বতের শিখরতুল্য একটি পরিঘ হাতে তুলে নিল, যা ছিল পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত এবং পাঁচ-পাঁচ আঙুল প্রস্থবিশিষ্ট লৌহপত্র মণ্ডিত।

হেমপট্টপরিক্ষিপ্তং বজ্রবিদ্রুমভূষিতম্।
যমদণ্ডোপমং ভীমং রক্ষসাং ভয়নাশনম্॥ ৩

স্বর্ণপত্র মণ্ডিত তথা হীরক, প্রবলাদি খচিত সেই পরিঘ ছিল যমদণ্ডের মতো ভয়ানক এবং রাক্ষসদের ভয় বিনাশক।

তমাবিধ্য মহাতেজাঃ শক্রধ্বজসমৌজসম্।
বিননাদ বিবৃতাস্যো নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ॥ ৪

মহাতেজস্বী, ভয়ানক পরাক্রমী নিকুম্ভ ইন্দ্রধ্বজাতুল্য তেজসম্পন্ন সেই পরিঘটিকে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ বিস্তারিত করে তীব্র গর্জন করতে লাগল।

উরোগতেন নিষ্কেণ ভুজস্থৈরঙ্গদৈরপি।
কুণ্ডলাভ্যাং চ চিত্রাভ্যাং মালয়া চ সচিত্রয়া॥ ৫
নিকুম্ভো ভূষণৈর্ভাতি তেন স্ম পরিঘেণ চ।
যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্॥ ৬

বক্ষস্থলে স্বর্ণপদক, বাহুতে অঙ্গদ, কানে বিচিত্র কুণ্ডল, কণ্ঠে উজ্জ্বল বিচিত্র মালা। এইসমস্ত অলংকারে সজ্জিত নিকুম্ভ পরিঘ হস্তে বিশেষ শোভা লাভ করেছিল। মনে হচ্ছিল যেন গর্জন এবং বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ ইন্দ্রধনুর দ্বারা শোভিত।

পরিঘাগ্রেণ পুস্ফোট বাতগ্রন্থির্মহাত্মনঃ।
প্রজজ্বাল সঘোষশ্চ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ৭

মহাশক্তিধর রাক্ষসের পরিঘের অগ্রভাগ সাতটি মহাবায়ুস্তর (প্রবহ-আবহ প্রভৃতি) ভেদ করে ভয়ানক গর্জন সহযোগে ঘূর্ণিত হতে হতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

নগর্যা বিটপাবত্যা গন্ধর্বভবনোত্তমৈঃ।
সতারাগণনক্ষত্রং সচন্দ্রসমহাগ্রহম্।
নিকুম্ভপরিঘাঘূর্ণং ভ্রমতীব নভস্থলম্॥ ৮

নিকুম্ভের পরিঘ ঘূর্ণনের ফলে বিটপাবতী নগরী (অলকাপুরী) গন্ধর্বদের উত্তম ভবন, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্রমা তথা বড় বড় গ্রহসহ সমগ্র নভমণ্ডল যেন ঘূর্ণিত হতে লাগল।

দুরাসদশ্চ সংজজ্ঞে পরিঘাভরণপ্রভঃ।
ক্রোধেন্ধনো নিকুম্ভাগ্নির্যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ৯

পরিঘ এবং অলংকার ছিল তার প্রভা, ক্রোধ ছিল তার জ্বালানি কাঠ, নিকুম্ভ নামক সেই আগুন প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য দুর্জয়রূপে জ্বলে উঠল।

রাক্ষসা বানরাশ্চাপি ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
হনুমাংস্তু বিবৃত্যোরস্তস্থৌ প্রমুখতো বলী॥ ১০

তখন রাক্ষস এবং বানরেরা ভয়ে কাঁপতেও পারছিল না। কেবল বলবান হনুমান বক্ষদেশ প্রসারিত করে সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন।

পরিঘোপমবাহুস্তু পরিঘং ভাস্করপ্রভম্।
বলী বলবতস্তস্য পাতয়ামাস বক্ষসি॥ ১১

নিকুম্ভের বাহুযুগল ছিল পরিঘতুল্য শক্তিশালী। এই মহাবলী রাক্ষস তখন তার সূর্যতুল্য তেজস্বী পরিঘ দিয়ে বলশালী হনুমানের বক্ষদেশে আঘাত করল।

স্থিরে তস্যোরসি ব্যূঢ়ে পরিঘঃ শতধা কৃতঃ।
বিকীর্যমাণঃ সহসা উল্কাশতমিবাম্বরে॥ ১২

তাঁর দৃঢ়, শক্তিশালী, স্থির বক্ষদেশে আঘাত করে পরিঘটি শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আকাশ থেকে শত শত উল্কার ন্যায় পতিত হল।

স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল মহাকপিঃ।
পরিঘেণ সমাধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ॥ ১৩

ভূমিকম্প হলেও পর্বত যেমন অচল থাকে তেমনি মহাকপি পরিঘের সেই আঘাতে বিচলিত হলেন না।

স তথাভিহতস্তেন হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ।
মুষ্টিং সংবর্তয়ামাস বলেনাতিমহাবলঃ॥ ১৪

অত্যন্ত মহান বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এইরূপ ভয়ানক আঘাত পেয়েও মুষ্টি ঘোরাতে লাগলেন।

তমুদ্যম্য মহাতেজা নিকুম্ভোরসি বীর্যবান্।
অভিচিক্ষেপ বেগেন বেগবান্ বায়ুবিক্রমঃ॥ ১৫

মহান তেজস্বী, বীর্যবান, বেগবান এবং বায়ুতুল্য বলবিক্রমসম্পন্ন হনুমান নিকুম্ভের বক্ষদেশে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

তত্র পুস্ফোট বর্মাস্য প্রসুস্রাব চ শোণিতম্।
মুষ্টিনা তেন সংজজ্ঞে মেঘে বিদ্যুদিবোত্থিতা॥ ১৬

সেই আঘাতে তার বর্ম ভেঙে গেল এবং বক্ষদেশ থেকে রক্তধারা নির্গত হল ; যেন মনে হচ্ছে মেঘের বুকে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে।

স তু তেন প্রহারেণ নিকুম্ভো বিচচাল চ।
স্বস্থশ্চাপি নিজগ্রাহ হনূমন্তং মহাবলম্॥ ১৭

সেই আঘাতে নিকুম্ভ বিচলিত হয়ে উঠল ; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে মহাবলশালী হনুমানকে ধরে ফেলল।

চুক্রুশুশ্চ তদা সংখ্যে ভীমং লঙ্কানিবাসিনঃ।
নিকুম্ভেনোদ্যতং দৃষ্ট্বা হনূমন্তং মহাবলম্॥ ১৮

যুদ্ধক্ষেত্রে নিকুম্ভের দ্বারা মহাবলশালী হনুমানকে ধৃত অবস্থায় দেখে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা ভয়ানক স্বরে গর্জন করে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

স তথা হ্রিয়মাণোঽপি হনূমাংস্তেন রক্ষসা।
আজঘানানিলসুতো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা॥ ১৯

রাক্ষসের দ্বারা এইভাবে অপহৃত হয়েও পবনপুত্র হনুমান নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা তাকে আঘাত করলেন।

আত্মানং মোক্ষয়িত্বাথ ক্ষিতাবভ্যবপদ্যত।
হনূমানুন্মমাথাশু নিকুম্ভং মারুতাত্মজঃ॥ ২০

নিজেকে মুক্ত করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পবনপুত্র হনুমান নিকুম্ভকে ভূপতিত করে মথিত করতে লাগলেন।

নিক্ষিপ্য পরমায়ত্তো নিকুম্ভং নিষ্পিপেষ চ।
উৎপত্য চাস্য বেগেন পপাতোরসি বেগবান্॥ ২১
পরিগৃহ্য চ বাহুভ্যাং পরিবৃত্য শিরোধরাম্।
উৎপাটয়ামাস শিরো ভৈরবং নদতো মহৎ॥ ২২

সবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করে পুনঃপুনঃ নিষ্পেষণ করতে করতে হনুমান অত্যন্ত বেগে নিকুম্ভের বক্ষদেশে লাফিয়ে উঠলেন এবং দুই হাত দিয়ে তার গলদেশ মর্দন করতে করতে দেহ থেকে মস্তক উৎপাটিত করলেন। কণ্ঠমর্দনকালে রাক্ষস ভয়ানক আর্তনাদ করছিল।

অথ নিনদতি সাদিতে নিকুম্ভে
পবনসুতেন রণে বভূব যুদ্ধম্।
দশরথসুতরাক্ষসেন্দ্রসূন্বো-
র্ভৃশতরমাগতরোষয়োঃ সুভীমম্॥ ২৩

এইরূপ গর্জনরত নিকুম্ভকে পবনপুত্র হনুমান যুদ্ধে হত্যা করলে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসপুত্র মকরাক্ষের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল।

ব্যপেতে তু জীবে নিকুম্ভস্য হৃষ্টা
বিনেদুঃ প্লবঙ্গা দিশঃ সস্বনুশ্চ।
চচালেব চোর্বী পপাতেব সা দ্যৌ-
র্বলং রাক্ষসানাং ভয়ং চাবিবেশ॥ ২৪

নিকুম্ভ নিহত হলে বানরেরা আনন্দে দশদিক নিনাদিত করে গর্জন করতে লাগল। গগনবিদারী সেই চিৎকারে পৃথিবী যেন প্রকম্পিত হল, রাক্ষস সৈন্যরা যেন ভয়ে বিবশ হয়ে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৮)

রাবণের নির্দেশে মকরাক্ষের যুদ্ধ-যাত্রা

নিকুম্ভং নিহতং শ্রুত্বা কুম্ভং চ বিনিপাতিতম্।
রাবণঃ পরমামর্ষী প্রজজ্বালানলো যথা॥ ১

নিকুম্ভ এবং কুম্ভের নিধনবার্তা শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

নৈর্ঋতঃ ক্রোধশোকাভ্যাং দ্বাভ্যাং তু পরিমূর্ছিতঃ।
খরপুত্রং বিশালাক্ষং মকরাক্ষমচোদয়ৎ॥ ২

ক্রোধে এবং শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বিশাল নেত্রবিশিষ্ট খরপুত্র মকরাক্ষকে বললেন—

গচ্ছ পুত্র ময়াঽঽজ্ঞপ্তো বলেনাভিসমন্বিতঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব জহি তৌ সবনৌকসৌ॥ ৩

'বৎস ! বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার নির্দেশে তুমি যুদ্ধযাত্রা করো এবং বনবাসী বানরদের সঙ্গে রাম, লক্ষ্মণ—দুই ভাইকে তুমি হত্যা করো।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শূরমানী খরাত্মজঃ।
বাঢমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো মকরাক্ষো নিশাচরম্॥ ৪

সোঽভিবাদ্য দশগ্রীবং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নির্জগাম গৃহাচ্ছুভ্রাদ্ রাবণস্যাজ্ঞয়া বলী॥ ৫

রাবণের আদেশ শুনে শূরবীর অভিমানী খরপুত্র মকরাক্ষ সানন্দে বলল—'বেশ তাই হোক।' এই বলে বলবান রাক্ষসবীর নিশাচররাজ রাবণকে প্রণামপূর্বক প্রদক্ষিণ করে তাঁর আদেশ নিয়ে উজ্জ্বল প্রাসাদ থেকে নির্গত হল।

সমীপস্থং বলাধ্যক্ষং খরপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ।
রথমানীয়তাং তূর্ণং সৈন্যং ত্বানীয়তাং ত্বরাৎ॥ ৬

নিকটস্থ সৈন্যাধ্যক্ষকে খরপুত্র মকরাক্ষ বলল—'সত্বর সৈন্য এবং রথ নিয়ে এসো'।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো নিশাচরঃ।
স্যন্দনং চ বলং চৈব সমীপং প্রত্যপাদয়ৎ॥ ৭

তার সেই কথা শুনে রাক্ষস সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তার নিকটে রথ এবং সৈন্য নিয়ে এল।

প্রদক্ষিণং রথং কৃত্বা সমারুহ্য নিশাচরঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং বৈ রথমাবহ॥ ৮

তখন নিশাচর মকরাক্ষ রথকে প্রদক্ষিণ করে তাতে আরোহণ করল এবং সারথিকে আদেশ করল—'শীঘ্র রথ নিয়ে চলো।'

অথ তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ মকরাক্ষোঽব্রবীদিদম্।
যূয়ং সর্বে প্রযুধ্যধ্বং পুরস্তান্মম রাক্ষসাঃ॥ ৯

অতঃপর মকরাক্ষ সকল রাক্ষসকে বলল—'রাক্ষসগণ ! তোমরা সকলে আমার সম্মুখ ভাগে থেকে যুদ্ধ করবে।

অহং রাক্ষসরাজেন রাবণেন মহাত্মনা।
আজ্ঞপ্তঃ সমরে হন্তুং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১০

'রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ আমাকে যুদ্ধে রাম এবং লক্ষ্মণ—এই দুইভাইকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

অদ্য রামং বধিষ্যামি লক্ষ্মণং চ নিশাচরাঃ।
শাখামৃগং চ সুগ্রীবং বানরাংশ্চ শরোত্তমৈঃ॥ ১১

'রাক্ষসগণ ! আজ আমি রাম, লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীব তথা অন্যান্য বানরদের আমার উত্তম বাণ দ্বারা বধ করব।

অদ্য শূলনিপাতৈশ্চ বানরাণাং মহাচমূম্।
প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তাং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ॥ ১২

'আগুন যেমন শুকনো কাঠকে দগ্ধ করে, তেমনি আজ আমি বিশাল বানরবাহিনীকে শূলপ্রহারে দগ্ধ করব।'

মকরাক্ষস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং তে নিশাচরাঃ।
সর্বে নানায়ুধোপেতা বলবন্তঃ সমাহিতাঃ॥ ১৩

বলবান রাক্ষসেরা মকরাক্ষের এই কথা শুনে একাগ্রচিত্তে নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

তে কামরূপিণঃ ক্রূরা দংষ্ট্রিণঃ পিঙ্গলেক্ষণাঃ।
মাতঙ্গা ইব নর্দন্তো ধ্বস্তকেশা ভয়াবহাঃ॥ ১৪

পরিবার্য মহাকায়া মহাকায়ং খরাত্মজম্।
অভিজগ্মুস্ততো হৃষ্টাশ্চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥ ১৫

ইচ্ছামতো রূপধারণকারী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, পিঙ্গলচক্ষু, ভয়ানক বিশাল দন্তবিশিষ্ট ভয়ংকর এই রাক্ষসদের কেশরাশি অবিন্যস্ত। তারা হাতির মতো গর্জন করছে। বিশালদেহী এই রাক্ষসেরা—খরপুত্র, মহাকায় মকরাক্ষকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে মহানন্দে যুদ্ধযাত্রা করল।

শঙ্খভেরীসহস্রাণামাহতানাং সমন্ততঃ।
ক্ষ্বেলিতাস্ফোটিতানাং চ তত্র শব্দো মহানভূৎ॥ ১৬

সব দিকে হাজার হাজার শঙ্খ, ভেরী নিনাদিত হতে লাগল। তৎসহ সৈন্যদের আস্ফালনপূর্বক সঞ্চালনের ফলে

সেখানে মহা কোলাহল সৃষ্টি হল।

প্রভ্রষ্টোঽথ করাৎ তস্য প্রতোদঃ সারথেস্তদা।
পপাত সহসা দৈবাদ্ ধ্বজস্তস্য তু রক্ষসঃ॥ ১৭

সহসা তার সারথির হাত থেকে চাবুক খসে পড়ল। দৈববশে সেই রাক্ষসের রথধ্বজাও ভূপতিত হল।

তস্য তে রথসংযুক্তা হয়া বিক্রমবর্জিতাঃ।
চরণৈরাকুলৈর্গত্বা দীনাঃ সাস্রমুখা যযুঃ॥ ১৮

তার রথসংযুক্ত ঘোড়াগুলিও বলবিক্রম হারিয়ে ফেলল। স্খলিত পদক্ষেপে, অত্যন্ত দৈন্যদশা এবং অশ্রুধারায় তাদের মুখ মলিন হয়ে গেল।

প্রবাতি পবনস্তস্মিন্ সপাংসুঃ খরদারুণঃ।
নির্যাণে তস্য রৌদ্রস্য মকরাক্ষস্য দুর্মতেঃ॥ ১৯

দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন সেই ভয়ংকর রাক্ষস মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রাকালে প্রবল ধুলো উড়িয়ে অতিশয় রুক্ষ বায়ু প্রবহমান হল।

তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি রাক্ষসা বীর্যবত্তমাঃ।
অচিন্ত্য নির্গতাঃ সর্বে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২০

এইসব দুর্লক্ষণ দেখেও মহাবলশালী রাক্ষসেরা কোনোরকম চিন্তা না করেই সকলে মিলে যেখানে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ বিরাজমান, সেদিকে যাত্রা করল।

ঘনগজমহিষাঙ্গতুল্যবর্ণাঃ
সমরমুখেষ্বসকৃদ্‌গদাসিভিন্নাঃ।
অহমহমিতি যুদ্ধকৌশলাস্তে
রজনিচরাঃ পরিবভ্রমুর্নদন্তঃ॥ ২১

রাক্ষসদের গাত্রবর্ণ ছিল মেঘ, হাতি এবং মোষের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বহু যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ায় তাদের শরীরে ছিল গদা, তরবারি ইত্যাদির ক্ষতচিহ্ন। যুদ্ধকৌশলী সেই রাক্ষসেরা 'আমি আগে যাব, আমি আগে যুদ্ধ করব' বারবার এইসব কথা বলে চারদিকে ছুটতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৮॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ (৭৯)

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা মকরাক্ষের বধ

নির্গতং মকরাক্ষং তে দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ।
আপ্লুত্য সহসা সর্বে যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ॥ ১

প্রধান প্রধান বানরপুঙ্গবেরা মকরাক্ষকে নির্গত হতে দেখে, সহসা লাফিয়ে উঠে যুদ্ধকামনায় অবস্থান করতে লাগল।

ততঃ প্রবৃত্তং সুমহৎ তদ্ যুদ্ধং লোমহর্ষণম্।
নিশাচরৈঃ প্লবঙ্গানাং দেবানাং দানবৈরিব॥ ২

অতঃপর রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, যা ছিল দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের মতো রোমহর্ষক।

বৃক্ষশূলনিপাতৈশ্চ গদাপরিঘপাতনৈঃ।
অন্যোন্যং মর্দয়ন্তি স্ম তদা কপিনিশাচরাঃ॥ ৩

বানরেরা এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে বৃক্ষ, শূল, গদা এবং পরিঘ প্রহারে মর্দিত করতে লাগল।

শক্তিখড়্গগদাকুন্তৈস্তোমরৈশ্চ নিশাচরাঃ।
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণপাতৈঃ সমন্ততঃ॥ ৪
পাশমুদ্গরদণ্ডৈশ্চ নির্ঘাতৈশ্চাপরৈস্তথা।
কদনং কপিসিংহানাং চক্রুস্তে রজনীচরাঃ॥ ৫

রাক্ষসেরা শক্তি, গদা, তরবারি, ভল্ল, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, শরাঘাত, পাশ, মুদগর, দণ্ড তথা অন্যান্য শস্ত্রনিপাতে বানরবীরদের সংহার করতে লাগল।

বাণৌঘৈরর্দিতাশ্চাপি খরপুত্রেণ বানরাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে দুদ্রুবুর্ভয়পীড়িতাঃ॥ ৬

খরপুত্র মকরাক্ষ বাণসমূহ দ্বারা বানরদের মথিত হওয়ায় তারা সকলে মনে মনে ভীত হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে দ্রবমাণান্ বনৌকসঃ।
নেদুস্তে সিংহবদ্ দৃপ্তা রাক্ষসা জিতকাশিনঃ॥ ৭

সকল বানরকে পালিয়ে যেতে দেখে যুদ্ধবিজয়ী রাক্ষসেরা উল্লাসে দৃপ্ত সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল।

বিদ্রবৎসু তদা তেষু বানরেষু সমন্ততঃ।
রামস্তান্ বারয়াবাস শরবর্ষেণ রাক্ষসান্॥ ৮

সকল বানরকে চারিদিকে পালিয়ে যেতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসদের প্রতি শরবর্ষণ করে তাদের পলায়ন করতে বারণ করলেন।

বারিতান্ রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
কোপানলসমাবিষ্টো বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৯

রাক্ষস সৈন্যদের নিবারিত হতে দেখে রাক্ষস মকরাক্ষের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হল, তখন সে এইরূপ বলল—

তিষ্ঠ রাম ময়া সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং ভবিষ্যতি।
ত্যাজয়িষ্যামি তে প্রাণান্ ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ১০

'ওহে রাম ! তুমি থামো, আমার সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। আমার ধনুর্নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে তোমার প্রাণসংহার করব।

যৎ তদা দণ্ডকারণ্যে পিতরং হতবান্ মম।
তদগ্রতঃ স্বকর্মস্থং স্মৃত্বা রোষেঽভিবর্ধতে॥ ১১

'যেদিন তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে হত্যা করেছিলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তুমি স্বকর্মে (রাক্ষসবধ কর্মে) নিরত রয়েছ— এই কথা স্মরণ করে তোমার প্রতি আমার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দহ্যন্তে ভৃশমঙ্গানি দুরাত্মন্ মম রাঘব।
যন্ময়াসি ন দৃষ্টস্ত্বং তস্মিন্ কালে মহাবনে॥ ১২

'ওহে দুরাত্মা রাম ! তখন সেই মহাবনে আমি তোমায় দেখতে পাইনি, এইজন্য অত্যন্ত ক্রোধে আমার সকল অঙ্গসমূহ প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে।

দিষ্ট্যাসি দর্শনং রাম মম ত্বং প্রাপ্তবানিহ।
কাংক্ষিতোঽসি ক্ষুধার্তস্য সিংহস্যোবেতরো মৃগঃ॥ ১৩

'রাম ! সৌভাগ্যবশত এখানেই আমি তোমার দর্শন পেলাম। ক্ষুধার্ত সিংহের সম্মুখে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত পশুর মতোই তুমি আমার নিকট বাঞ্ছিত।

অদ্য মদ্বাণবেগেন প্রেতরাড়্বিষয়ং গতঃ।
যে ত্বয়া নিহতাঃ শূরাঃ সহ তৈশ্চ বসিষ্যসি॥ ১৪

'আজ আমার বাণের বেগে প্রেতলোকে গমন করে তোমার দ্বারা নিহত সকল রাক্ষসবীরদের সঙ্গেই তুমি সেখানে বসবাস করবে।

বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু রাম বচো মম।
পশ্যন্তু সকলা লোকাস্ত্বাং মাং চৈব রণাজিরে॥ ১৫

'ওহে রাম ! এখন অধিক কথায় কী হবে ? আমার কথা শোনো। এই যুদ্ধক্ষেত্রে সকলে সমবেত হয়ে তোমার-আমার যুদ্ধ দেখুক।

অস্ত্রৈর্বা গদয়া বাপি বাহুভ্যাং বা রণাজিরে।
অভ্যস্তং যেন বা রাম বর্ততাং তেন বা মৃধম্॥ ১৬

'রাম ! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র, গদা অথবা দুই বাহু দ্বারা যেভাবে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত সেইভাবেই তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে।'

মকরাক্ষবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যমুত্তরোত্তরবাদিনম্॥ ১৭

দশরথনন্দন শ্রীরাম মকরাক্ষের এই কথা শুনে হাসতে হাসতে উত্তরোত্তর বাক্‌পটু সেই রাক্ষসকে বললেন—

কত্থসে কিং বৃথা রক্ষো বহূন্যসদৃশানি তে।
ন রণে শক্যতে জেতুং বিনা যুদ্ধেন বাগ্বলাৎ॥ ১৮

'রাক্ষস ! কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করছো ? এইসব কথা তোমায় শোভা পায় না। যুদ্ধ ব্যতীত বাক্য ব্যয় দ্বারা যুদ্ধ জয় করা যায় না।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ত্বৎপিতা চ যঃ।
ত্রিশিরা দূষণশ্চাপি দণ্ডকে নিহতো ময়া॥ ১৯
স্বাশিতাশ্চাপি মাংসেন গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যদ্য বৈ পাপ তীক্ষ্ণতুণ্ডনখাঙ্কুশাঃ॥ ২০

'চোদ্দো হাজার রাক্ষসসহ তোমার পিতা খর, তথা দূষণ এবং ত্রিশিরাকে আমি দণ্ডকারণ্যে বধ করেছি। ওরে পাপী, তখন তীক্ষ্ণ-চঞ্চু এবং অঙ্কুশের মতো নখবিশিষ্ট বহুসংখ্যক শেয়াল, শকুন এবং কাক তাদের মাংস ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছিল। আজও তারা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে।'

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু মকরাক্ষো মহাবলঃ।
বাণৌঘানমুচৎ তস্মৈ রাঘবায় রণাজিরে॥ ২১

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে মহাবলশালী মকরাক্ষ রণভূমিতে তাঁর উপরে শরবর্ষণ আরম্ভ করল।

তাঞ্ছরাঞ্ছরবর্ষেণ রামশ্চিচ্ছেদ নৈকধা।
নিপেতুর্ভুবি বিচ্ছিন্না রুক্মপুঙ্খাঃ সহস্রশঃ॥ ২২

রামচন্দ্রও প্রভূত শর নিক্ষেপ করে ওইসমস্ত বাণসমূহকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। সুদৃশ্য পুচ্ছবিশিষ্ট সহস্র সহস্র বানরাজি ভূমিতে পতিত হল।

তদ্ যুদ্ধমভবৎ তত্র সমেত্যান্যোন্যমোজসা।
খররাক্ষসপুত্রস্য সূনোর্দশরথস্য চ॥ ২৩

দশরথপুত্র শ্রীরাম এবং রাক্ষস খরের পুত্র মকরাক্ষ একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে প্রবল বল-বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

জীমূতয়োরিবাকাশে শব্দো জ্যাতলয়োরিব।
ধনুর্মুক্তঃ স্বনোঽন্যোন্যং শ্রূয়তে চ রণাজিরে॥ ২৪

উভয়ে পরস্পরের প্রতি ধনুর্মুক্ত শরনিক্ষেপ করতে লাগলে তাঁদের ধনুকের টংকারধ্বনিতে আকাশ মেঘগর্জনের মতো গর্জিত হচ্ছিল।

দেবদানবগন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ।
অন্তরিক্ষগতাঃ সর্বে দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্॥ ২৫

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহানাগ— সকলেই এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখার জন্য অন্তরীক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

বিদ্ধমন্যোন্যগাত্রেষু দ্বিগুণং বর্ধতে বলম্।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং কুরুতাং তৌ রণাজিরে॥ ২৬

উভয়ের শরীরই বাণবিদ্ধ হয়েছে তথাপি তাঁদের দুজনেরই বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে একে অপরের অস্ত্রকে প্রতিহত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

রামমুক্তাংস্তু বাণৌঘান্ রাক্ষসস্ত্বচ্ছিনদ্ রণে।
রক্ষোমুক্তাংস্তু রামো বৈ নৈকধা প্রাচ্ছিনচ্ছরৈঃ॥ ২৭

সেই রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শরগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে টুকরো টুকরো করে দিল। আবার রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত বাণগুলিকেও আপন শরাঘাতে রামচন্দ্র নানাভাবে ধ্বংস করে দিলেন।

বাণৌঘবিততাঃ সর্বা দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
সংছন্না বসুধা চৈব সমন্তান্ন প্রকাশতে॥ ২৮

সকল দিগ্বিদিক্সহ সমগ্র পৃথিবী বাণসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেল। চতুর্দিকে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে।
অষ্টাভিরথ নারাচৈঃ সূতং বিব্যাধ রাঘবঃ॥ ২৯

অতঃপর মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ওই রাক্ষসের ধনুকটি ভেঙে দিয়ে তার সারথিকে আটটি নারাচ দিয়ে বিদ্ধ করলেন।

ভিত্ত্বা রথং শরৈ রামো হত্বা অশ্বানপাতয়ৎ।
বিরথো বসুধাস্থঃ স মকরাক্ষো নিশাচরঃ॥ ৩০

অনন্তর বহুসংখ্যক বাণ দ্বারা রথটি বিদীর্ণ করে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বগুলিকেও বধ করলেন। তখন রাক্ষস মকরাক্ষ রথহীন হয়ে ভূমিকে আশ্রয় করল।

তত্তিষ্ঠদ্ বসুধাং রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্॥ ৩১

পৃথিবীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান সেই রাক্ষস হাতে শূল নিয়ে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে সমস্ত প্রাণীকুলকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

দুরবাপং মহচ্ছূলং রুদ্রদত্তং ভয়ংকরম্।
জাজ্বল্যমানমাকাশে সংহারাস্ত্রমিবাপরম্॥ ৩২

ভগবান রুদ্রদেব প্রদত্ত সুদুর্লভ সেই মহান শূল ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। সংহারের অপর অস্ত্র রূপে সেটি আকাশে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

যং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা ভয়ার্তা বিদ্রুতা দিশঃ।
বিভ্রাম্য চ মহচ্ছূলং প্রজ্বলন্তং নিশাচরঃ॥ ৩৩
স ক্রোধাৎ প্রাহিণোৎ তস্মৈ রাঘবায় মহাহবে।

যা দেখে সকল দেবতা ভয়ে কাতর হয়ে সব দিকে পলায়ন করলেন। সেই রাক্ষস প্রজ্বলিত মহান শূল ক্রুদ্ধভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করল।

তমাপতন্তং জ্বলিনং খরপুত্রকরাচ্চ্যুতম্॥ ৩৪
বাণৈশ্চতুর্ভিরাকাশে শূলং চিচ্ছেদ রাঘবঃ।

খরপুত্র মকরাক্ষের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত সেই শূলকে নিজের দিকে আসতে দেখে রামচন্দ্র চারটি শরের আঘাতে আকাশেই সেটিকে কেটে ফেললেন।

স ভিন্নো নৈকধা শূলো দিব্যহাটকমণ্ডিতঃ।
ব্যশীর্যত মহোল্কেব রামবাণার্দিতো ভুবি॥ ৩৫

দিব্য সুবর্ণমণ্ডিত সেই শূল শ্রীরামের শরাঘাতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভয়ানক উল্কার ন্যায় ভূমিতে পতিত হল।

তচ্ছূলং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি ব্যাহরন্তি নভোগতাঃ॥ ৩৬

মহান কর্মকুশল শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সেই শূলকে খণ্ডিত হতে দেখে আকাশস্থ সকল প্রাণী তাঁকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করলেন।

তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূলং মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
মুষ্টিমুদ্যম্য কাকুৎস্থং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৩৭

রাক্ষস মকরাক্ষ সেই শূলকে ধ্বংস হতে দেখে মুষ্টি উদ্যত করে রামচন্দ্রকে বলল— 'দাঁড়াও দাঁড়াও'।

স তং দৃষ্ট্বা পতন্তং তু প্রহস্য রঘুনন্দনঃ।
পাবকাস্ত্রং ততো রামঃ সন্দধে তু শরাসনে॥ ৩৮

তাকে আক্রমণ করতে দেখে রামচন্দ্র হাসতে হাসতে ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করলেন।

তেনাস্ত্রেণ হতং রক্ষঃ কাকুৎস্থেন তদা রণে।
সংছিন্নহৃদয়ং তত্র পপাত চ মমার চ॥ ৩৯

সেই অস্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষস আঘাতপ্রাপ্ত হল, তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে সেই ভূপতিত হল এবং মারা গেল।

দৃষ্ট্বা তে রাক্ষসাঃ সর্বে মকরাক্ষস্য পাতনম্।
লঙ্কামেব প্রধাবন্ত রামবাণভয়ার্দিতাঃ॥ ৪০

মকরাক্ষকে ভূতলশায়ী হতে দেখে সব রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রের বাণের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

দশরথনৃপসূনুবাণবেগৈ
রজনিচরং নিহতং শরাঙ্গজং তম্।
প্রদদৃশুরথ দেবতাঃ প্রহৃষ্টা
গিরিমিব বজ্রহতং যথা বিকীর্ণম্॥ ৪১

দশরথনন্দন রামচন্দ্রের দুর্জয় বাণে খরপুত্র রাক্ষস মকরাক্ষ নিহত হল। বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতের মতো তার সেই অবস্থা দেখে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৯॥

অশীতিতমঃ সর্গঃ (৮০)

রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ, তার বিনাশের জন্য শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের পরামর্শ

মকরাক্ষং হতং শ্রুত্বা রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো দন্তান্ কটকটায্য চ॥ ১

সমরবিজয়ী রাবণ মকরাক্ষের নিধন-বার্তা জেনে ভয়ানক ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন।

কুপিতশ্চ তদা তত্র কিং কার্যমিতি চিন্তয়ন্।
আদিদেশাথ সংক্রুদ্ধো রণায়েন্দ্রজিতং সুতম্॥ ২

কুপিত হয়ে তিনি তখন কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে তিনি তখন পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করতে আদেশ দিলেন।

জহি বীর মহাবীর্যৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অদৃশ্যো দৃশ্যমানো বা সর্বথা ত্বং বলাধিকঃ॥ ৩

'ওহে বীর ! তুমি অতিশয় বলবান। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তুমি মহাপরাক্রমী রাম এবং লক্ষ্মণ—এই দুই ভাইকে বধ করো।

ত্বমপ্রতিমকর্মাণমিন্দ্রং জয়সি সংযুগে।
কিং পুনর্মানুষৌ দৃষ্ট্বা ন বধিষ্যসি সংযুগে॥ ৪

'অতুলনীয় পরাক্রমী ইন্দ্রকেও তুমি যুদ্ধে পরাস্ত করেছ। তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুজন মানুষকে দেখে কেন বধ করবে না।'

তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রতিগৃহ্য পিতুর্বচঃ।

যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহুবেন্দ্রজিৎ॥ ৫

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বললে ইন্দ্রজিৎ পিতার আদেশ শিরোধার্য করে যজ্ঞভূমিতে অগ্নিস্থাপন করে বিধিপূর্বক আহুতি প্রদান করলেন।

জুহুতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ॥ ৬

রাবণপুত্রের এই আহুতি প্রদানকালে—যে স্থানে তিনি হবন করছিলেন, সেইখানে রক্ত উষ্ণীষধারী বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক বিভ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হল।

শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা॥ ৭

যজ্ঞে কুশাস্তরণের মতো করে শস্ত্রগুলিকে (তলোয়ার প্রভৃতি) বিস্তারিত করা হল। যজ্ঞ বস্তুসমূহ যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, সমিধ, রক্তবস্ত্র এবং লৌহনির্মিত যজ্ঞপাত্র প্রভৃতি ব্যবহার্য হল।

সর্বতোঽগ্নিং সমাস্তীর্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য সর্বকৃষ্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ॥ ৮

সেখানে তোমর-সহ নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র আগুনের চারদিকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের একটি জীবন্ত ছাগলের গলা ধরে তাকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল।

সকৃদ্ধোমসমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ।
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং দর্শয়ন্তি চ॥ ৯

একবার আহুতি দেওয়ামাত্র ধূমশূন্য উজ্জ্বলশিখায় অগ্নি জ্বলে উঠল। এইভাবে নানাবিধ বিজয়সূচক লক্ষণ প্রকটিত হল।

প্রদক্ষিণাবর্তশিখস্তপ্তহাটকসন্নিভঃ।
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ॥ ১০

তপ্তকাঞ্চনতুল্য কান্তিমান অগ্নিদেব দক্ষিণাবর্তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং যজ্ঞের হবি গ্রহণ করলেন।

হুত্বাগ্নিং তর্পয়িত্বাথ দেবদানবরাক্ষসান্।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠমন্তর্ধানগতং শুভম্॥ ১১

প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেবতা, দানব এবং রাক্ষসদের তৃপ্তির জন্য আহুতি প্রদান করে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হওয়ার শক্তিসম্পন্ন শুভলক্ষণযুক্ত একটি রথে আরোহণ করলেন।

স বাজিভিশ্চতুর্ভিস্তু বাণৈস্তু নিশিতৈর্যুতঃ।
আরোপিতমহাচাপঃ শুশুভে স্যন্দনোত্তমঃ॥ ১২

চারটি ঘোড়া, তীক্ষ্ণ শর তথা সুবিশাল ধনুকযুক্ত সেই উত্তম রথ অধিকতর শোভা ধারণ করল।

জাজ্বল্যমানো বপুষা তপনীয়পরিচ্ছদঃ।
মৃগৈশ্চন্দ্রার্ধচন্দ্রৈশ্চ স রথঃ সমলঙ্কৃতঃ॥ ১৩

সুবর্ণশোভিত জাজ্বল্যমান সেই রথ উজ্জ্বল স্বর্ণে আচ্ছাদিত হয়েছিল। তাতে চিত্রিত মৃগ, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র তাকে অধিকতর সুসজ্জিত করেছিল।

জাম্বূনদমহাকম্বুর্দীপ্তপাবকসন্নিভঃ।
বভূবেন্দ্রজিতঃ কেতুর্বৈদূর্যসমলঙ্কৃতঃ॥ ১৪

ইন্দ্রজিতের রথের ধ্বজা ছিল প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি স্বর্ণনির্মিত এবং বৈদূর্যমণিশোভিত অলংকারে ভূষিত হয়েছিলেন।

তেন চাদিত্যকল্পেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ পালিতঃ।
স বভূব দুরাধর্ষো রাবণিঃ সুমহাবলঃ॥ ১৫

সূর্যতুল্য তেজস্বী সেই রথে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত মহাবলশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রতিপক্ষের নিকট দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

সোঽভিনির্যায় নগরাদিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
হুত্বাগ্নিং রাক্ষসৈর্মন্ত্রৈরন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ॥ ১৬

যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ নগর থেকে বেরিয়ে নৈর্ঋতি দেবতার মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন এবং অন্তর্ধান করার শক্তিসম্পন্ন হয়ে এইরূপ বললেন—

অদ্য হত্বা রণে যৌ তৌ মিথ্যা প্রব্রজিতৌ বনে।
জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণেঽধিকম্॥ ১৭

'মিথ্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী ভ্রাতৃদ্বয় তোমাদের বনে আগমন বৃথা, তোমাদের দুজনকে জয় করে আমি পিতা রাবণের জন্য উৎকৃষ্ট জয় প্রদান করব।

অদ্য নির্বানরামুর্বীং হত্বা রামং চ লক্ষ্মণম্।
করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত॥ ১৮

'আজ রাম এবং লক্ষ্মণকে হত্যা করে এবং পৃথিবীকে বানরশূন্য করে আমি পিতার পরম প্রীতি উৎপন্ন করব।' এই কথা বলে তিনি সহসা অদৃশ্য হলেন।

...পাতাথ সংক্রুদ্ধো দশগ্রীবেণ চোদিতঃ।
তীক্ষ্ণকার্মুকনারাচৈস্তীক্ষ্ণস্ত্বিন্দ্ররিপূ রণে॥ ১৯

দশানন রাবণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ইন্দ্রশত্রু ধনুক এবং তীক্ষ্ণ নারাচ হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

স দদর্শ মহাবীর্যৌ নাগৌ ত্রিশিরসাবিব।
সৃজন্তাবিষুজালানি বীরৌ বানরমধ্যগৌ॥ ২০

রণক্ষেত্রে তিনি দেখলেন বানরদের মধ্যে অবস্থিত হয়ে দুই মহাবীর শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ ত্রিশির নাগের মতো (সুউচ্চ এবং স্থূল স্কন্ধবিশিষ্ট) শরবর্ষণ করছেন।

ইমৌ তাবিতি সঞ্চিন্ত্য সজ্যং কৃত্বা চ কার্মুকম্।
সন্ততানেষুধারাভিঃ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥ ২১

'এঁরাই সেই দুজন' এইরূপ চিন্তা করে তিনি ধনুকে শরসন্ধান করলেন এবং বর্ষণকারী মেঘের মতো শরবৃষ্টি করতে লাগলেন।

স তু বৈহায়সরথো যুধি তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অচক্ষুর্বিষয়ে তিষ্ঠন্ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২২

আকাশচারী রাক্ষস অদৃশ্য থেকে রণভূমিতে অবস্থিত দুই মহাবীর—রাম এবং লক্ষ্মণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তৌ তস্য শরবেগেন পরীতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ধনুষী সশরে কৃত্বা দিব্যমস্ত্রং প্রচক্রতুঃ॥ ২৩

তাঁর সেই বাণের বেগে ব্যাপ্ত হয়ে শ্রীরাম এবং মহাত্মা লক্ষ্মণ নিজ নিজ ধনুকে শরসন্ধান করে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করতে লাগলেন।

প্রচ্ছাদয়ন্তৌ গগনং শরজালৈর্মহাবলৌ।
তমস্ত্রৈঃ সূর্যসংকাশৈর্নৈব পস্পর্শতুঃ শরৈঃ॥ ২৪

রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সূর্যতুল্য উজ্জ্বল তেজস্বী বাণ দ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করে ফেললেন কিন্তু ইন্দ্রজিতের বাণসমূহকে সেগুলি স্পর্শ করতে পারল না।

স হি ধূমান্ধকারং চ চক্রে প্রচ্ছাদয়ন্নভঃ।
দিশশ্চান্তর্দধে শ্রীমান্ নীহারতমসা বৃতাঃ॥ ২৫

ইন্দ্রজিৎ ধোঁয়ার অন্ধকারে আকাশ আচ্ছাদিত করে ফেললেন। সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল কুয়াশার আঁধারে আবৃত হল।

নৈব জ্যাতলনির্ঘোষো ন চ নেমিখুরস্বনঃ।
শুশ্রুবে চরতস্তস্য ন চ রূপং প্রকাশতে॥ ২৬

সেই অন্ধকারে তাঁর ধনুকের টংকারধ্বনি এমনকী রথের অশ্বখুরধ্বনিও শ্রুতিগোচর হচ্ছিল না ; তাঁর আকৃতিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

ঘনান্ধকারে তিমিরে শিলাবর্ষমিবাদ্ভুতম্।
স ববর্ষ মহাবাহুর্নারাচশরবৃষ্টিভিঃ॥ ২৭

ঘন অন্ধকারে সব দিক সমাচ্ছন্ন হয়ে গেলে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদ্ভুত শিলাবৃষ্টির মতো নারাচ নামক বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

স রামং সূর্যসংকাশৈঃ শরৈর্দত্তবরৈর্ভৃশম্।
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাবণিঃ॥ ২৮

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বরস্বরূপ প্রাপ্ত সূর্যতুল্য উজ্জ্বল এবং ভয়ানক তেজস্বী বাণ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন।

তৌ হন্যমানৌ নারাচৈর্ধারাভিরিব পর্বতৌ।
হেমপুঙ্খান্ নরব্যাঘ্রৌ তিগ্মান্ মুমুচতুঃ শরান্॥ ২৯

বৃষ্টিধারায় নিস্নাত দুটি পর্বতের ন্যায় ওই দুই ভাই শরবর্ষণে স্নাত হচ্ছিলেন। ওই অবস্থাতেই বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সোনার পুঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণরাশি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

অন্তরিক্ষে সমাসাদ্য রাবণিং কঙ্কপত্রিণঃ।
নিকৃত্য পতগা ভূমৌ পেতুস্তে শোণিতাপ্লুতাঃ॥ ৩০

কঙ্কপত্রযুক্ত সেই বাণগুলি অন্তরীক্ষে অবস্থিত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূপতিত হচ্ছিল।

অতিমাত্রং শরৌঘেন দীপ্যমানৌ নরোত্তমৌ।
তানিষূন্ পততো ভল্লৈরনেকৈর্বিচকর্ততুঃ॥ ৩১

উজ্জ্বল বাণসমূহ অপেক্ষাও দেদীপ্যমান নরোত্তম ভ্রাতৃদ্বয় সেই শররাজিকে বহুসংখ্যক ভল্ল দ্বারা কেটে ফেললেন।

যতো হি দদৃশাতে তৌ শরান্ নিপতিতাঞ্ছিতান্।
ততস্তু তৌ দাশরথী সসৃজাতেঽস্ত্রমুত্তমম্॥ ৩২

ওই তীক্ষ্ণ বাণসমূহকে যেদিক থেকে এবং যতদূর থেকে আসতে দেখছিলেন দশরথকুমারদ্বয় সেদিকেই নিজেদের উজ্জ্বল অস্ত্র চালনা করছিলেন।

রাবণিস্তু দিশঃ সর্বা রথেনাতিরথোঽপতৎ।

বিব্যাধ তৌ দাশরথী লঘ্বস্ত্রো নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৩

অতিরথী বীর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সব দিকে রথ ছুটিয়ে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।

তেনাতিবিদ্ধৌ তৌ বীরৌ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুসংহতৈঃ।
বভূবতুর্দাশরথী পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥ ৩৪

দশরথের বীর পুত্রদ্বয় সুবর্ণমণ্ডিত অথচ দৃঢ় সায়ক দ্বারা অত্যন্ত আহত হয়েও পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের মতো শোভা লাভ করেছিলেন।

নাস্য বেগগতিং কশ্চিন্ন চ রূপং ধনুঃ শরান্।
ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে॥ ৩৫

ইন্দ্রজিতের দ্রুতগতি, রূপ, ধনু, শর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না— যেমন মেঘে ঢাকা সূর্যের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

তেন বিদ্ধাশ্চ হরয়ো নিহতাশ্চ গতাসবঃ।
বভূবুঃ শতশস্তত্র পতিতা ধরণীতলে॥ ৩৬

সেই অস্ত্রের আঘাতে বহুসংখ্যক বানর আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। শতসহস্র যোদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ভূতলশায়ী হয়েছিল।

লক্ষ্মণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রযোক্ষ্যামি বধার্থং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩৭

তখন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্রজকে বললেন — 'সমস্ত রাক্ষসকে বধ করার জন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব।'

তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি॥ ৩৮

তাঁর এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বললেন—'একজনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষস হত্যা করা তোমার উচিত নয়।

অযুধ্যমানং প্রচ্ছন্নং প্রাঞ্জলিং শরণাগতম্।
পলায়মানং মত্তং বা ন হন্তুং ত্বমিহার্হসি॥ ৩৯
তস্যৈব তু বধে যত্নং করিষ্যামি মহাভুজ।
আদেক্ষ্যাবো মহাবেগানস্ত্রানাশীবিষোপমান্॥ ৪০

'যে যুদ্ধ করছে না, লুকিয়ে আছে, করজোড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, পলায়ন করছে অথবা যে উন্মত্ত এদেরকে তুমি হত্যা করতে পারো না। হে মহাবাহো! এখন আমি ইন্দ্রজিৎকেই বধ করতে সচেষ্ট হব। এসো, আমরা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ভয়াবহ তথা অত্যন্ত বেগশালী অস্ত্র প্রয়োগ করি।

তমেনং মায়িনং ক্ষুদ্রমন্তর্হিতরথং বলাৎ।
রাক্ষসং নিহনিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ॥ ৪১

'এই নীচ মায়াবী রাক্ষস অন্তর্ধানকারী শক্তির বলে নিজের রথসহ লুকিয়ে আছে। যদি বানরযূথপতিরা একে দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই হত্যা করবে।

যদ্যেষ ভূমিং বিশতে দিবং বা
রসাতলং বাপি নভস্তলং বা।
এবং বিগূঢ়োঽপি মমাস্ত্রদগ্ধঃ
পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসুঃ॥ ৪২

'যদি এই রাক্ষস ভূমিতে (পৃথিবীতে), স্বর্গে (দিব্যলোকে), রসাতলে (পাতালে) অথবা আকাশেও প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রাঘাতে লুক্কায়িত সে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগপূর্বক ভূতলশায়ী হবে।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
রঘুপ্রবীরঃ প্লবগর্ষভৈর্বৃতঃ।
বধায় রৌদ্রস্য নৃশংসকর্মণ-
স্তদা মহাত্মা ত্বরিতং নিরীক্ষতে॥ ৪৩

এইরূপ মহান অর্থযুক্ত বাক্য বলে বানরদলপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্র নিষ্ঠুরকর্মা ভয়ানক সেই রাক্ষসকে বধের জন্য দ্রুত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮১)

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াময়ী সীতার বধ

বিজ্ঞায় তু মনস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
স নিবৃত্যাহবাৎ তস্মাৎ প্রবিবেশ পুরং ততঃ॥ ১

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

সোঽনুস্মৃত্য বধং তেষাং রাক্ষসানাং তরস্বিনাম্।
ক্রোধতাম্রেক্ষণঃ শূরো নির্জগামাথ রাবণিঃ॥ ২

কিন্তু সেখানে গিয়ে দ্রুতগামী রাক্ষসদের বধবৃত্তান্ত স্মরণ করে রাবণপুত্র শূরবীর ইন্দ্রজিৎ আরক্ত নয়নে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রত্যাবর্তন করলেন।

স পশ্চিমেন দ্বারেণ নির্যয়ৌ রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
ইন্দ্রজিৎ সুমহাবীর্যঃ পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ॥ ৩

পুলস্ত্যকুলজাত মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ছিলেন দেবতাদের নিকট কণ্টকতুল্য। সেই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নগরীর পশ্চিমদ্বার দিয়ে নির্গত হলেন।

ইন্দ্রজিত্তু ততো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
রণায়াভ্যুদ্যতৌ বীরৌ মায়াং প্রাদুষ্করোৎ তদা॥ ৪

বীর ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে ইন্দ্রজিৎ তাঁর মায়াশক্তি প্রকটিত করলেন।

ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ॥ ৫

মায়াসীতা নির্মাণ করে তাকে রথে বসিয়ে ইন্দ্রজিৎ বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন।

মোহনার্থং তু সর্বেষাং বুদ্ধিং কৃত্বা সুদুর্মতিঃ।
হন্তুং সীতাং ব্যবসিতো বানরাভিমুখো যযৌ॥ ৬

সেই দুর্বুদ্ধিপরায়ণ রাক্ষস সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য সীতাবধ নিশ্চিত করে সেই উদ্দেশ্যে বানরদের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তং দৃষ্ট্বা ত্বভিনির্যান্তং সর্বে তে কাননৌকসঃ।
উৎপেতুরভিসংক্রুদ্ধাঃ শিলাহস্তা যুযুৎসবঃ॥ ৭

ইন্দ্রজিৎকে পুনরায় নির্গত হতে দেখে সব বানরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের ইচ্ছায় হাতে শিলা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

হনূমান্ পুরতস্তেষাং জগাম কপিকুঞ্জরঃ।
প্রগৃহ্য সুমহচ্ছৃঙ্গং পর্বতস্য দুরাসদম্॥ ৮

কপিকুঞ্জর (বানরবীর) হনুমান অন্য কারও অসাধ্য এমনই একটি সুবিশাল পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে সকলের পুরোভাগে (আগে) থেকে অগ্রসর হলেন।

স দদর্শ হতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে।
একবেণীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্॥ ৯

তিনি ইন্দ্রজিতের রথে উপবিষ্টা নিরানন্দা, একবেণীধারিণী, দীনা, উপবাসের কষ্টে মলিনবদনা সীতাকে দেখতে পেলেন।

পরিক্লিষ্টৈকবসনামমৃজাং রাঘবপ্রিয়াম্।
রজোমলাভ্যামালিপ্তৈঃ সর্বগাত্রৈর্বরস্ত্রিয়ম্॥ ১০

একটিমাত্র মলিনবস্ত্র পরিহিতা সীতার দেহে পরিচর্যার অভাব স্পষ্ট। রামচন্দ্র পত্নীর সারা শরীর ধুলো ময়লায় লিপ্ত। তথাপি তাঁর সৌন্দর্য যেন অস্তমিত হয়নি।

তাং নিরীক্ষ্য মুহূর্তং তু মৈথিলীমধ্যবস্য চ।
বভূবাচিরদৃষ্টা হি তেন সা জনকাত্মজা॥ ১১

মুহূর্তমাত্র নিরীক্ষণ করে মিথিলানন্দিনী সীতাকে হনুমান চিনতে পারলেন। জনকতনয়াকে তিনি কিছু পূর্বেই দেখেছিলেন সেইজন্যই তিনি সহজেই তাঁকে চিনেছিলেন।

অব্রবীৎ তাং তু শোকার্তাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।
দৃষ্ট্বা রথস্থিতাং দীনাং রাক্ষসেন্দ্রসুতশ্রিতাম্॥ ১২

সেই শোকার্তা, নিরানন্দা, তপস্বিনী, দীনা, রাক্ষস-রাজপুত্রের আশ্রিতা, তাঁর রথে উপবিষ্টা সীতাকে তিনি দেখলেন।

কিং সমর্থিতমস্যেতি চিন্তয়ন্ স মহাকপিঃ।
সহ তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরভ্যধাবত রাবণিম্॥ ১৩

মহাকপি হনুমান চিন্তা করতে লাগলেন যে রাক্ষসের অভিপ্রায় কী ? এই চিন্তা করতে করতেই মুখ্য বানরদের নিয়ে তিনি রাবণপুত্রের উদ্দেশে ধাবিত হলেন।

তদ্ বানরবলং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
কৃত্বা বিকোশং নিস্ত্রিংশং মূর্ধ্নি সীতামকর্ষয়ৎ॥ ১৪

বানরদের এই সৈন্যবল দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তরবারি কোষমুক্ত করে তিনি সীতার চুল ধরে টানতে লাগলেন।

তাং স্ত্রিয়ং পশ্যতাং তেষাং তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি মায়য়া যোজিতাং রথে॥ ১৫

রথস্থিতা মায়াময়ী সীতা 'হা রাম, হা রাম' বলে চিৎকার করতে লাগলে রাক্ষস সবাইকে দেখিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন।

গৃহীতমূর্ধজাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ দৈন্যমাগতঃ।
দুঃখজং বারি নেত্রাভ্যামুৎসৃজন্ মারুতাত্মজঃ॥ ১৬

কেশধৃতা সীতাকে দেখে হনুমান অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর আঁখিযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধাদ্ রক্ষোধিপাত্মজম্॥ ১৭

শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়াকে এই অবস্থায় দেখে হনুমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসরাজপুত্রকে কঠোর ভাষায় বললেন—

দুরাত্মন্নাত্মনাশায় কেশপক্ষে পরামৃশঃ।
ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জাতো রাক্ষসীং যোনিমাশ্রিতঃ॥ ১৮

'ওহে দুরাত্মা ! নিজের বিনাশের জন্যই তুমি এইরূপ কেশাকর্ষণ করছ। ব্রহ্মর্ষিদের বংশে জন্মগ্রহণ করেও রাক্ষসদের স্বভাবোচিত আচরণ করছ।

ধিক্ ত্বাং পাপসমাচারং যস্য তে মতিরীদৃশী।
নৃশংসানার্য দুর্বৃত্ত ক্ষুদ্র পাপপরাক্রম।
অনার্যস্যেদৃশং কর্ম ঘৃণা তে নাস্তি নির্ঘৃণ॥ ১৯

'ওরে দুর্মতিপরায়ণ ! তোর মতো পাপাচারীকে ধিক্কার। ওরে নৃশংস ! অনার্য ! দুর্বৃত্ত ! নীচ ! পাপপূর্ণ-পরাক্রমী তোর অনার্যসুলভ ঘৃণিত এই কর্মকে ধিক্। তোর মনে দয়ামায়া বলে কিছুই নেই।

চ্যুতা গৃহাচ্চ রাজ্যাচ্চ রামহস্তাচ্চ মৈথিলী।
কিং তবৈষাপরাদ্ধা হি যদেনাং হংসি নির্দয়॥ ২০

'মিথিলাকুমারী আজ গৃহ থেকে, রাজ্য থেকে এমনকী শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্য থেকেও বিচ্যুত হয়েছেন। ওরে নিষ্ঠুর ! ইনি কি অপরাধ করেছেন যে এঁকে তুই এইরকম নির্দয়ভাবে প্রহার করছিস ?

সীতা হত্বা তু ন চিরং জীবিষ্যসি কথঞ্চন।
বধার্হ কর্মণা তেন মম হস্তগতো হ্যসি॥ ২১

'সীতাকে হত্যা করে তুই কিছুতেই দীর্ঘকাল বাঁচতে পারবি না। বধযোগ্য নীচ ! তুই আপন কর্মদোষেই আমার হাতে এসে পড়েছিস।

যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকবধ্যৈশ্চ কুৎসিতাঃ।
ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেত্য তান্ প্রতি লপ্স্যসে॥ ২২

'কুৎসিত আচরণকারী, নরহত্যাকারী এবং স্ত্রীঘাতীরা যে লোকে গমন করে প্রাণত্যাগ করে তুইও সেই নরকেই গমন করবি।'

ইতি ব্রুবাণো হনুমান্ সায়ুধৈর্হরিভির্বৃতঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি॥ ২৩

এই বলে হনুমান অত্যন্ত কুপিত হয়ে অস্ত্রাদি ধারণ করে এবং বানরবীরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাক্ষসরাজপুত্রের প্রতি ধাবিত হলেন।

আপতন্তং মহাবীর্যং তদনীকং বনৌকসাম্।
রক্ষসাং ভীমকোপানামনীকেন ন্যবারয়ৎ॥ ২৪

বনবাসী বানরদের অত্যন্ত বলশালী সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেনাদের নিয়ে ইন্দ্রজিৎ তাদের গতিরোধ করলেন।

স তাং বাণসহস্রেণ বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্।
হনূমন্তং হরিশ্রেষ্ঠমিন্দ্রজিৎ প্রত্যুবাচ হ॥ ২৫

হাজার হাজার বাণ দ্বারা বানরবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ইন্দ্রজিৎ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বললেন—

সুগ্রীবস্ত্বং চ রামশ্চ যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তাং বধিষ্যামি বৈদেহীমদ্যৈব তব পশ্যতঃ॥ ২৬

ইমাং হত্বা ততো রামং লক্ষ্মণং ত্বাং চ বানরঃ।
সুগ্রীবং চ বধিষ্যামি তং চানার্যং বিভীষণম্॥ ২৭

'বানর ! সুগ্রীব, রাম এবং তুমি যেজন্য এখানে এসেছ, সেই বৈদেহী সীতাকে আজকেই তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই হত্যা করব। একে বধ করেই একে একে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব সহ তোমাকে তথা অনার্য বিভীষণকেও হত্যা করব।

ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্তব্যমেব তৎ॥ ২৮

'ওহে বানর ! তুমি যে বলছো, স্ত্রীলোককে হত্যা করা উচিত নয়, তার উত্তরে বলি, শত্রুর পক্ষে যা অধিক কষ্টকর, তাই কর্তব্য।'

তমেবমুক্ত্বা রুদতীং সীতাং মায়াময়ীং চ তাম্।
শিতধারেণ খড়্গেন নিজঘানেন্দ্রজিৎ স্বয়ম্॥ ২৯

এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ নিজেই ধারালো খড়্গ দিয়ে রোদনরতা মায়াময়ী সীতাকে ঘাতক প্রহার করল।

যজ্ঞোপবীতমার্গেণ ছিন্না তেন তপস্বিনী।
সা পৃথিব্যাং পৃথুশ্রোণী পপাত প্রিয়দর্শনা॥ ৩০

যজ্ঞোপবীত ধারণের যে স্থান সেই স্থান দিয়ে তাকে কেটে ফেললে সেই রূপবতী, তপস্বিনী, গুরুনিতম্বিনী প্রিয়দর্শনা, তপস্বিনী ভূমিতে পতিত হলেন।

তামিন্দ্রজিৎ স্ত্রিয়ং হত্বা হনূমন্তমুবাচ হ।
ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্।
এষা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ॥ ৩১

সেই স্ত্রীমূর্তিকে হত্যা করে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বললেন—'দেখো ! রামের প্রিয়াকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করেছি। এই সেই খণ্ডিতা বৈদেহী, তোমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।'

ততঃ খড্গেন মহতা হত্বা তামিন্দ্রজিৎস্বয়ম্।
হৃষ্টঃ স রথমাস্থায় ননাদ চ মহাস্বনম্॥ ৩২

এইভাবে সুবিশাল খড়্গ দিয়ে মায়াসীতাকে হত্যা করে ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং মহানন্দে রথে আরোহণপূর্বক সজোরে গর্জন করতে লাগলেন।

বানরাঃ শুশ্রুবুঃ শব্দমদূরে প্রত্যবস্থিতাঃ।
ব্যাদিতাস্যস্য নদতস্তদ্দুর্গং সংশ্রিতস্য তু॥ ৩৩

ইন্দ্রজিৎ সেই দুর্গম রথে উঠে মুখ হাঁ করে বিকট গর্জন করতে লাগলেন। সন্নিকটে স্থিত বানরেরা তা শুনতে লাগল।

তথা তু সীতাং বিনিহত্য দুর্মতিঃ
প্রহৃষ্টচেতাঃ স বভূব রাবণিঃ।
তং হৃষ্টরূপং সমুদীক্ষ্য বানরা
বিষণ্ণরূপাঃ সমভিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ৩৪

দুর্মতিপরায়ণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইভাবে মায়াসীতাকে হত্যা করে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁকে উৎফুল্ল দেখে বানরেরা বিষণ্ণচিত্তে পলায়ন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮২)

হনুমানের নেতৃত্বে বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হনুমানের প্রত্যাবর্তন এবং নিকুম্ভিলা মন্দিরে গিয়ে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞারম্ভ

শ্রুত্বা তু ভীমনির্হ্রাদং শক্রাশনিসমস্বনম্।
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বা দুদ্রুবুর্বানরা ভৃশম্॥ ১

ইন্দ্রের বজ্রের মতো ভয়ানক গর্জন করতে শুনে বানরেরা সবদিকে তাকিয়ে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল।

তানুবাচ ততঃ সর্বান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বিষণ্ণবদনান্ দীনাংস্ত্রস্তান্ বিদ্রবতঃ পৃথক্॥ ২

তখন এইসব বিষাদগ্রস্ত, দীন, পলায়নোদ্যত ভীত বানরদের পবনপুত্র হনুমান বললেন—

কস্মাদ্ বিষণ্ণবদনা বিদ্রবধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।
ত্যক্তযুদ্ধসমুৎসাহাঃ শূরত্বং ক্ব নু বো গতম্॥ ৩

'ওহে বানরেরা ! কেন তোমরা বিষণ্ণবদন হয়েছে। যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়ে কেন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ? তোমাদের বীরত্ব কোথায় গেল ?

পৃষ্ঠতোঽনুব্রজধ্বং মামগ্রতো যান্তমাহবে।
শূরৈরভিজনোপেতৈরযুক্তং হি নিবর্তিতুম্॥ ৪

'আমি যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। উচ্চবংশজাত শূরবীরদের যুদ্ধে পশ্চাৎ প্রদর্শন অযৌক্তিক।'

এবমুক্তাঃ সুসংক্রুদ্ধা বায়ুপুত্রেণ ধীমতা।
শৈলশৃঙ্গান্ দ্রুমাংশ্চৈব জগৃহুর্হৃষ্টমানসাঃ॥ ৫

বুদ্ধিমান পবনপুত্র হনুমান এইরূপ বললে বানরেরা প্রসন্নচিত্তে রাক্ষসদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতশৃঙ্গ

এবং বৃক্ষাদি হাতে তুলে নিল।

অভিপেতুশ্চ গর্জন্তো রাক্ষসান্ বানরর্ষভাঃ।
পরিবার্য হনূমন্তমন্বয়ুশ্চ মহাহবে॥ ৬

শ্রেষ্ঠ বানরবীরেরা হনুমানকে বেষ্টন করে গর্জন করতে করতে মহাসমরে অগ্রসর হয়ে রাক্ষসদের উপর লাফিয়ে পড়ল।

স তৈর্বানরমুখ্যৈস্তু হনূমান্ সর্বতো বৃতঃ।
হুতাশন ইবার্চিষ্মানদহচ্ছত্রুবাহিনীম্॥ ৭

প্রধান প্রধান বানরবীরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হনুমান প্রজ্বলিত অগ্নির মতো শত্রুবাহিনীকে দগ্ধ করতে লাগলেন।

স রাক্ষসানাং কদনং চকার সুমহাকপিঃ।
বৃতো বানরসৈন্যেন কালান্তকয়মোপমঃ॥ ৮

বানরসৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাকপি হনুমান কালান্তক যমরাজের মতো রাক্ষসদের হত্যা করতে লাগলেন।

স তু শোকেন চাবিষ্টঃ কোপেন মহতা কপিঃ।
হনূমান্ রাবণিরথে মহতীং পাতয়চ্ছিলাম্॥ ৯

গভীর শোকে কাতর তথা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হনুমান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের রথে একটি বিশাল শিলা নিক্ষেপ করলেন।

তামাপতন্তীং দৃষ্ট্বৈব রথঃ সারথিনা তদা।
বিধেয়াশ্বসমাযুক্তঃ বিদূরমবাহিতঃ॥ ১০

সেটিকে পতিত হতে দেখে সারথি তৎক্ষণাৎ নিজেদের অধীনস্থ, বিশ্বস্ত ঘোড়াসহ রথটি নিয়ে দূর চলে গেল।

তমিন্দ্রজিতমপ্রাপ্য রথস্থং সহসারথিম্।
বিবেশ ধরণীং ভিত্ত্বা সা শিলা ব্যর্থমুদ্যতা॥ ১১

সারথিসহ রথস্থ ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করতে না পেরে সেই শিলা ধরণী বিদীর্ণ করে ভিতরে প্রবেশ করল। শিলা নিক্ষেপের উদ্যোগ ব্যর্থ হল।

পতিতায়াং শিলায়াং তু ব্যথিতা রক্ষসাং চমূঃ।
নিপতন্ত্যা চ শিলয়া রাক্ষসা মথিতা ভৃশম্॥ ১২

সেই শিলার পতনে রাক্ষসসৈন্যরা অত্যন্ত ব্যথিত হল। পতিত শিলার আঘাতে বহুসংখ্যক রাক্ষস মথিত হয়ে গেল।

তমভ্যধাবন্ শতশো নদন্তঃ কাননৌকসঃ।
তে দ্রুমাংশ্চ মহাকায়া গিরিশৃঙ্গানি চোদ্যতাঃ॥ ১৩

অতঃপর বিশালকায় শত শত বানর বৃক্ষ এবং পর্বতশৃঙ্গ হাতে নিয়ে গর্জন করতে করতে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হল।

ক্ষিপুস্তীন্দ্রজিতঃ সংখ্যে বানরা ভীমবিক্রমাঃ।
বৃক্ষশৈলমহাবর্ষং বিসৃজন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৪
শত্রূণাং কদনং চক্রুর্নেদুশ্চ বিবিধৈঃ স্বনৈঃ।

ভয়ানক পরাক্রমী বানরবীরেরা ইন্দ্রজিতের উপরে শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগল। বানরেরা এইরূপ ভয়ানক অস্ত্রবর্ষণ করে শত্রু সংহার করে নানাবিধ ভয়ানক স্বরে গর্জন করতে লাগল।

বানরৈস্তৈর্মহাভীমৈর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ॥ ১৫
বীর্যাদভিহতা বৃক্ষৈর্ব্যচেষ্টন্ত রণক্ষিতৌ।

সেই মহাভয়ানক বানরেরা বৃক্ষ দ্বারা অতিকায় ভয়ংকর রাক্ষসদের বলপূর্বক আঘাত করতে লাগলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল।

স সৈন্যমভিবীক্ষ্যাথ বানরার্দিতমিন্দ্রজিৎ॥ ১৬
প্রগৃহীতায়ুধঃ ক্রুদ্ধঃ পরানভিমুখো যযৌ।

বানরদের দ্বারা নিজের সৈন্যদের পীড়িত হতে দেখে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুদের সম্মুখবর্তী হলেন।

স শরৌঘানবসৃজন্ স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ॥ ১৭
জঘান কপিশার্দূলান্ সুবহূন্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
শূলৈরশনিভিঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈঃ শূলমুদ্গরৈঃ॥ ১৮

আপন রাক্ষস সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দৃঢ় পরাক্রমী সেই বীর রাক্ষস বাণবর্ষণ করে এবং শূল, বজ্র, তরবারি, পট্টিশ তথা মুদগরের আঘাতে বহুসংখ্যক বানরবীরকে হতাহত করলেন।

তে চাপ্যনুচরাংস্তস্য বানরা জঘ্নুরাহবে।
সুস্কন্ধবিটপৈঃ শৈলৈঃ শিলাভিশ্চ মহাবলঃ॥ ১৯
হনূমান্ কদনং চক্রে রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।

বানরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের অনুচরদের বধ করল। মহাবলশালী হনুমান সুন্দর শাখাযুক্ত বৃক্ষকাণ্ড, পর্বত এবং শিলারাশির দ্বারা ভীষণকর্মা রাক্ষসদের ধ্বংস করতে লাগলেন।

সন্নিবার্য পরানীকমব্রবীৎ তান্ বনৌকসঃ॥ ২০
হনূমান্ সন্নিবর্তধ্বং ন নঃ সাধ্যমিদং বলম্।

শত্রুসৈন্যদের নিবারিত করে হনুমান সেই

বানরদের বললেন—'এখন তোমরা নিবৃত্ত হও, এই সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই।

ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিচেষ্টন্তো রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২১
যন্নিমিত্তং হি যুধ্যামো হতা সা জনকাত্মজা।

'রামচন্দ্রের প্রিয়কর্ম সাধনের জন্য এবং আমরা যার জন্য জীবনের আশা ত্যাগ করেও চেষ্টা করেছি, সেই জনকতনয়া সীতা নিহত হয়েছেন।

ইমমর্থং হি বিজ্ঞাপ্য রামং সুগ্রীবমেব চ॥ ২২
তৌ যৎ প্রতিবিধাস্যেতে তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।

'এই বার্তা শ্রীরামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে জানিয়ে তারপর তাঁদের আদেশ অনুসারে আমরা কাজ করব।'

ইত্যুক্ত্বা বানরশ্রেষ্ঠো বারয়ন্ সর্ববানরান্॥ ২৩
শনৈঃ শনৈরসংত্রস্তঃ সবলঃ সন্ন্যবর্তত।

এই বলে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সব বানরকে নিবৃত্ত করে ধীরে ধীরে নির্ভয়ে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন।

ততঃ প্রেক্ষ্য হনূমন্তং ব্রজন্তং যত্র রাঘবঃ॥ ২৪
স হোতুকামো দুষ্টাত্মা গতশ্চৈত্যং নিকুম্ভিলাম্।

রামচন্দ্রের নিকটে হনুমানকে যেতে দেখে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ হোম করার ইচ্ছায় নিকুম্ভিলা মন্দিরে যাত্রা করলেন।

নিকুম্ভিলামধিষ্ঠায় পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ॥ ২৫
যজ্ঞভূম্যাং ততো গত্বা পাবকস্তেন রক্ষসা।
হূয়মানঃ প্রজজ্বাল হোমশোণিতভুক্ তদা॥ ২৬
সার্চিঃপিনদ্ধো দদৃশে হোমশোণিততর্পিতঃ।
সন্ধ্যাগত ইবাদিত্যঃ সুতীব্রোঽগ্নিঃ সমুত্থিতঃ॥ ২৭

নিকুম্ভিলায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন। অতঃপর রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে গিয়ে হোম করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করলেন। হোমশোণিতভুক্ অগ্নি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। হোম-শোণিতে তৃপ্ত হয়ে অগ্নিদেব তাঁর শিখা বিস্তার করে সন্ধ্যাকালীন সূর্যদেবের মতো উজ্জ্বলরূপ ধারণ করলেন।

অথেন্দ্রজিদ্ রাক্ষসভূতয়ে তু
জুহাব হব্যং বিধিনা বিধানবিৎ।
দৃষ্ট্বা ব্যতিষ্ঠন্ত চ রাক্ষসাস্তে
মহাসমূহেষু নয়ানয়জ্ঞাঃ॥ ২৮

অতঃপর যজ্ঞের বিধানবিদ্ ইন্দ্রজিৎ সকল রাক্ষসের কল্যাণসাধনের জন্য বিধিপূর্বক আহুতি প্রদান করতে লাগলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞাতা রাক্ষসেরা দণ্ডায়মান হয়ে অবস্থান করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৩)

সীতার মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে শ্রীরামের মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণ কর্তৃক তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পুরুষার্থ প্রয়োগের উদ্যম

রাঘবশ্চাপি বিপুলং তং রাক্ষসবনৌকসাম্।
শ্রুত্বা সংগ্রামনির্ঘোষং জাম্ববন্তমুবাচ হ॥ ১

রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে প্রবল সংগ্রামের মহা নির্ঘোষ শুনে রামচন্দ্র জাম্ববানকে বললেন—

সৌম্য নূনং হনূমতা কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্।
শ্রূয়তে চ যথা ভীমঃ সুমহানায়ুধস্বনঃ॥ ২

'হে সৌম্য ! হনুমান নিশ্চয়ই কোনো দুষ্কর কর্ম করেছে। কারণ তার অস্ত্র-শস্ত্রের মহাভয়ানক শব্দ সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হচ্ছে।

তদ্ গচ্ছ কুরু সাহায্যং স্ববলেনাভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমৃক্ষপতে তস্য কপিশ্রেষ্ঠস্য যুধ্যতঃ॥ ৩

'হে ঋক্ষরাজ ! তুমি তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে

শীঘ্রই গমন করো এবং যুদ্ধরত বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সাহায্য করো।'

ঋক্ষরাজস্তথেত্যুক্ত্বা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ।
আগচ্ছৎ পশ্চিমং দ্বারং হনুমান্ যত্র বানরঃ॥ ৪

ঋক্ষরাজও 'তাই হোক' বলে আপন সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারে—যেখানে বানরবীর হনুমান অবস্থান করছিলেন, সেখানে গেলেন।

অথায়ান্তং হনূমন্তং দদর্শর্ক্ষপতিস্তদা।
বানরৈঃ কৃতসংগ্রামৈঃ শ্বসদ্ভিরভিসংবৃতম্॥ ৫

সেইসময় ঋক্ষরাজ রণক্লান্ত, প্রত্যাবর্তনরত এবং দীর্ঘশ্বাসগ্রহণরত বানরদের সঙ্গে হনুমানকে ফিরে আসতে দেখলেন।

দৃষ্ট্বা পথি হনূমাংশ্চ তদৃক্ষবলমুদ্যতম্।
নীলমেঘনিভং ভীমং সন্নিবার্য ন্যবর্তত॥ ৬

পথে নীল মেঘের মতো ভয়ানক যুদ্ধোদ্যত ভল্লুক সেনাদের দেখে হনুমান তাদেরকে নিবৃত্ত করে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

স তেন সহ সৈন্যেন সন্নিকর্ষং মহাযশাঃ।
শীঘ্রমাগম্য রামায় দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭

মহাযশস্বী হনুমান ওই সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে বললেন—

সমরে যুধ্যমানানামস্মাকং প্রেক্ষতাং চ সঃ।
জঘান রুদতীং সীতামিন্দ্রজিদ্ রাবণাত্মজঃ॥ ৮

'রণক্ষেত্রে আমরা যখন যুদ্ধ করছিলাম, হে প্রভু ! তখন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রোদনরতা সীতাকে হত্যা করল।

উদ্ভ্রান্তচিত্তস্তাং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণোঽহমরিন্দম।
তদহং ভবতো বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমাগতঃ॥ ৯

'হে অরিন্দম্ ! (শত্রুদমনকারী) তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে আমার মন উদ্ভ্রান্ত এবং বিষণ্ণ। ভারাক্রান্ত মনে আপনাকে এই বার্তা জ্ঞাপনের নিমিত্ত আমি এখানে এসেছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ।
নিপপাত তদা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ১০

হনুমানের এই কথা শুনে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো তৎক্ষণাৎ তিনি ভূপতিত হলেন।

তং ভূমৌ দেবসংকাশং পতিতং দৃশ্য রাঘবম্।
অভিপেতুঃ সমুৎপত্য সর্বতঃ কপিসত্তমাঃ॥ ১১

দেবতুল্য শ্রীরামচন্দ্রকে ভূপতিত অবস্থায় দেখে শ্রেষ্ঠ বানরবীর-সকল লাফিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

আসিঞ্চন্ সলিলৈশ্চৈনং পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ।
প্রদহন্তমসংহার্যং সহসাগ্নিমিবোত্থিতম্॥ ১২

সহসা প্রজ্বলিত দহনরত ও অনিবার্য অগ্নির মতো উজ্জ্বলদেহী শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে তারা শ্বেতপদ্ম এবং রক্তপদ্মের সুগন্ধি জল সিঞ্চন করতে লাগল।

তং লক্ষ্মণোঽথ বাহুভ্যাং পরিষ্বজ্য সুদুঃখিতঃ।
উবাচ রামমস্বস্থং বাক্যং হেত্বর্থসংযুতম্॥ ১৩

অত্যন্ত দুঃখিত লক্ষ্মণ দুই বাহু দিয়ে অসুস্থ রামচন্দ্রকে বসিয়ে হেতুপূর্ণ বাক্যে এইরূপ বললেন—

শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ॥ ১৪

'হে আর্য ! আপনি কল্যাণের পথেই থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয় তথাপি এই অনর্থ থেকে ধর্ম আপনাকে রক্ষা করতে পারলেন না, অতএব ধর্ম নিরর্থক।

ভূতানাং স্থাবরাণাং চ জঙ্গমানাং চ দর্শনম্।
যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ॥ ১৫

'স্থাবর এবং জঙ্গম পশু আদিও সুখ ভোগ করে কিন্তু এতে ধর্মের কোনো হাত নেই (কেননা তাদের মধ্যে ধর্মাচরণের শক্তিও নেই এবং অধিকারও নেই) তাই আমার মনে হচ্ছে ধর্ম সুখের সাধন নয়।

যথৈব স্থাবরং ব্যক্তং জঙ্গমং চ তথাবিধম্।
নায়মর্থস্তথা যুক্তস্ত্বদ্বিধো ন বিপদ্যতে॥ ১৬

'ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন স্থাবর এবং জঙ্গম (অর্থাৎ স্থিরবস্তুসমূহ এবং প্রাণীসকল) যেমন সুখী দেখাচ্ছে, ধর্মযুক্তকে কিন্তু তেমন দেখাচ্ছে না। যদি তা না হত তাহলে আপনার মতো ধর্মাত্মাকে এমন বিপন্ন হতে হত না।

যদ্যধর্মো ভবেদ্ ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ।
ভবাংশ্চ ধর্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭

'যদি অধর্মই দুঃখের কারণ হত তাহলে রাবণকে যেতে হত নরকে আর আপনার মতো ধর্মপ্রাণ পুরুষ কোনো দুঃখই পেতেন না।

তস্য চ ব্যসনাভাবাদ্ ব্যসনং চাগতে ত্বয়ি।

ধর্মো ভবত্যধর্মশ্চ পরস্পরবিরোধিনৌ।। ১৮

'রাবণের কোনো দুঃখই নেই কিন্তু আপনি দুঃখে নিমজ্জিত। ধর্ম এবং অধর্ম পরস্পরবিরোধী হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধার্মিক হচ্ছে দুঃখী আর অধার্মিক হচ্ছে সুখী।

ধর্মেণোপলভেদ্ ধর্মমধর্মং চাপ্যধর্মতঃ।
যদ্যধর্মেণ যুজ্যেয়ুর্যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।। ১৯
ন ধর্মেণ বিযুজ্যেরন্নাধর্মরুচয়ো জনাঃ।
ধর্মেণাচরতাং তেষাং তথা ধর্মফলং ভবেৎ।। ২০

'যদি ধর্মের দ্বারাই ধর্মফল (সুখ) আর অধর্মের দ্বারা অধর্মফল (দুঃখ) লাভ হয় তাহলে যারা অধর্মে প্রতিষ্ঠিত তারা অধর্মের ফলে যুক্ত হয়ে দুঃখী হত। অধর্মে যাঁদের রুচি নেই তাঁরা কখনোই ধর্ম থেকে এবং ধর্মের ফলভূত সুখ থেকে বঞ্চিত হতেন না। ধর্মের পথ অবলম্বনকারী এই লোকেরা সর্বদাই ধর্মের ফলস্বরূপ সুখ লাভ করতেন।

যস্মাদর্থা বিবর্ধন্তে যেষ্বধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ক্লিশ্যন্তে ধর্মশীলাশ্চ তস্মাদেতৌ নিরর্থকৌ।। ২১

'কিন্তু যে অধর্মে প্রতিষ্ঠিত তারই ধনসম্পদ বৃদ্ধিলাভ করছে! আর যাঁরা ধর্মপরায়ণ তাঁরাই অধিক কষ্ট লাভ করছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে এই ধর্ম এবং অধর্ম —দুই-ই নিরর্থক।

বধ্যন্তে পাপকর্মাণো যদ্যধর্মেণ রাঘব।
বধকর্মহতোহধর্মঃ স হতঃ কং বধিষ্যতি।। ২২

'হে রাঘব! পাপাচারী পুরুষ যদি ধর্ম অথবা অধর্মের দ্বারা নিহত হয় তাহলে ধর্ম বা অধর্ম কর্মজনিত হওয়ায় (আদি, মধ্য ও অন্ত) তিন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্র অবস্থান করে। পরক্ষণেই (চতুর্থক্ষণেই) ধর্ম বা অধর্ম নিজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে বিনষ্টশীল ধর্ম বা অধর্ম কাকে হত্যা করবে?

অথবা বিহিতেনায়ং হন্যতে হন্তি চাপরম্।
বিধিঃ স লিপ্যতে তেন ন স পাপেন কর্মণা।। ২৩

'অথবা যদি এই জীব বিধিপূর্বক সম্পন্ন কর্মবিশেষ (শ্যেনযাগ আদি) দ্বারা নিহত হয় অথবা স্বয়ং সেরূপ কর্মবিশেষ দ্বারা অপরকে হত্যা করে তাহলে (বিধি বিহিত কর্মজনিত অদৃষ্ট)-কেই হত্যারূপী দোষে লিপ্ত হওয়া উচিত, কর্মের দ্বারা যুক্ত সেই পুরুষের দোষভাগী হওয়া উচিত নয় (কেননা পুত্রের দ্বারা ঘটিত অপরাধের ফল পিতা ভোগ করে না)।

অদৃষ্টপ্রতিকারেণ অব্যক্তেনাসতা সতা।
কথং শক্যং পরং প্রাপ্তুং ধর্মেণারিবিকর্শণ।। ২৪

'হে শত্রুদমনকারী! যা প্রতিকারের জ্ঞানশূন্য, যা অব্যক্তি, যা অ-সতের মতো বিদ্যমান, সেই ধর্ম-গুণসম্পন্ন দ্বারা অপর (পাপাত্মা)-কে বধ্যরূপে হওয়া কীরূপে সম্ভব?

যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন।
ত্বয়া যদীদৃশং প্রাপ্তং তস্মাৎ তন্নোপপদ্যতে।। ২৫

'হে সজ্জনপ্রধান! যদি সৎকর্মজনিত অদৃষ্ট শুভই হয় তাহলে তো আপনি কোনো দুঃখই পেতেন না। আর যদি আপনাকেই এইরূপ দুঃখ পেতে হয় তাহলে সৎকর্মজনিত অদৃষ্ট সৎ— এই বাক্যটির কোনো সঙ্গতি থাকে না।[1]

অথবা দুর্বলঃ ক্লীবো বলং ধর্মোঽনুবর্ততে।
দুর্বলো হৃতমর্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ।। ২৬

'যদি দুর্বল অথবা কাতর অবস্থায় ধর্ম-পুরুষার্থের অনুসরণ করে তাহলে এরূপ দুর্বল এবং ফলদানের মর্যাদাশূন্য ধর্মের সেবন না করাই উচিত—এটি হল আমার স্পষ্ট অভিমত।

বলস্য যদি চেদ্ ধর্মো গুণভূতঃ পরাক্রমৈঃ।
ধর্মমুৎসৃজ্য বর্তস্ব যথা ধর্মে তথা বলে।। ২৭

'ধর্ম যদি পরাক্রম এবং শক্তির (অঙ্গ অর্থাৎ উপকরণমাত্র হয় তাহলে ধর্মকে ত্যাগ করে শক্তিরই সাধনা করা উচিত। আপনি যেমন ধর্মের অনুসরণ করছিলেন

[1] এই অধ্যায়ের চতুর্দশ থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীলক্ষ্মণ ধর্ম এবং অধর্মের সত্তার যে খণ্ডন করেছেন তা শ্রীরামকে দুঃখী দেখে অধিকতর দুঃখী হয়ে করেছেন। পরাৎপর শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া সীতাদেবীর মায়া-মূর্তির বধ দেখে শোকে-ক্ষোভে অভিভূত হওয়া যেমন প্রেমের লীলামাত্র, তদনুরূপ প্রিয়তম প্রভুকে দুঃখে অভিভূত দেখে অধিকতর দুঃখাবেশে এরূপ অসঙ্গত কথাবার্তা বলা প্রেমজনিত কাতর-ভাবেরই পরিচায়ক। দুঃখের আবেশ কিছুটা প্রশমিত হলে পরবর্তী চুয়াল্লিশতম শ্লোকে শ্রীলক্ষ্মণ স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন যে, তিনি শ্রীরামের শোক অপনোদন করে তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলেছিলেন।

এখন তেমন শক্তিরই সাধনা করুন।

অথ চেৎ সত্যবচনং ধর্মঃ কিল পরন্তপ।
অনৃতং ত্বয্যকরণে কিং ন বদ্ধস্ত্বয়া বিনা॥ ২৮

'শত্রুদের তাপ প্রদানকারী হে রঘুনন্দন ! যদি আপনি সত্যপালনরূপ ধর্মের পালন করতেন অর্থাৎ পিতার আদেশ স্বীকার করে তাঁর সত্যরূপী ধর্মের অনুষ্ঠান করতেন তাহলে জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার যে কথাটি পিতা বলেন, সেই সত্যের পালন না করায় পিতার যে অসত্যরূপ ধর্ম প্রাপ্ত হয় তার ফলেই আপনার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় আপনি কি পিতার পূর্বকথিত অভিষেক-সম্পর্কিত বাক্যে আবদ্ধ ছিলেন না ? অর্থাৎ সেই সত্য পালনের জন্য কি বাধ্য ছিলেন না ? (যদি আপনি পিতার বাক্য পালন করে যুবরাজ পদ গ্রহণ করতেন তাহলে পিতার মৃত্যুও হত না এবং সীতা-হরণরূপ অনর্থও সংঘটিত হত না।)

যদি ধর্মো ভবেদ্ ভূত অধর্মো বা পরন্তপ।
ন স্ম হত্বা মুনিং বজ্রী কুর্যাদিজ্যাং শতক্রতুঃ॥ ২৯

'হে শত্রুতাপন ! যদি কেবল ধর্ম অথবা অধর্মই প্রধানরূপে অনুষ্ঠানের যোগ্য হত তাহলে বজ্রধারী ইন্দ্র বিশ্বরূপ মুনিকে হত্যা করে (অধর্ম) পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠানের (ধর্ম) আয়োজন করতেন না।

অধর্মসংশ্রিতো ধর্মো বিনাশয়তি রাঘব।
সর্বমেতদ্ যথাকামং কাকুৎস্থ কুরুতে নরঃ॥ ৩০

'হে রাঘব ! পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শত্রুদমনে সক্ষম হয়। অতএব হে কাকুৎস্থ ! প্রয়োজনমতো মানুষ এই দুটির (ধর্ম এবং পৌরুষ) অনুষ্ঠান করে।

মম চেদং মতং তাত ধর্মোঽয়মিতি রাঘব।
ধর্মমূলং ত্বয়া ছিন্নং রাজ্যমুৎসৃজতা তদা॥ ৩১

'তাত রাঘব ! আমার মতে এইটিই ধর্ম। আপনি যেদিন রাজ্য ত্যাগ করেছেন সেই দিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেছেন।

অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ॥ ৩২

'যেমন পর্বত থেকে নদীসমূহ নির্গত হয় তেমনি নানা দেশ থেকে সংগৃহীত প্রভূত ধনরাশির দ্বারা সকল কার্য (সকাম ভাবের ফলে ভোগপ্রধান ও নিষ্কাম ভাবের ফলে যোগপ্রধান) সম্পন্ন হয়।

অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পতেজসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ ৩৩

'গ্রীষ্মকালে ছোট নদীগুলি যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি অর্থহীন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সব কাজই পণ্ড হয়।

সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ।
পাপমারভতে কর্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ততে॥ ৩৪

'সুখেই বর্ধিত এবং সুখাভিলাষী ব্যক্তি যদি ঐশ্বর্য ত্যাগপূর্বক সেই সুখের অনুসন্ধানে অন্যায়পূর্বক অর্থোপাদনে রত হয় তাহলে সে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তজ্জনিত দোষও তার মধ্যে লক্ষিত হয়।

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৫

'যার অর্থ আছে তার বন্ধু আছে। যার ধন আছে তার আত্মীয় মিত্র সবাই আছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সেই পণ্ডিত।

যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥ ৩৬

'যার অর্থ সম্পদাদি বিদ্যমান সেই পরাক্রমী, সেই বুদ্ধিমান, সেই-ই মহাভাগ্যবান এবং অধিকতর গুণসম্পন্ন।

অর্থস্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া।
রাজ্যমুৎসৃজতা বীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা॥ ৩৭

'অর্থ পরিত্যাগে যে দোষ উৎপন্ন হয়, তা আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। আপনি আপনার বুদ্ধি অনুসারে কেন রাজ্য ত্যাগ করেছেন তা আমি জানি না।

যস্যার্থা ধর্মকামার্থাস্তস্য সর্বং প্রদক্ষিণম্।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিন্বতা॥ ৩৮

'যার অর্থ আছে তার সহজেই ধর্ম কামাদি ত্রিবর্গ লাভ হয়, কারণ সবকিছুই তার অনুকূল থাকে। নির্ধন ব্যক্তির অর্থাদির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পুরুষার্থ ব্যতীত তা লাভ করা যায় না।

হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ॥ ৩৯

'হে নরপতি ! আনন্দ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম এবং দম—এই সবই ধনের দ্বারা সম্ভব হয়।

যেষাং নশ্যত্যয়ং লোকশ্চরতাং ধর্মচারিণাম্।

...র্থস্ত্বয়ি ন দৃশ্যন্তে দুর্দিনেষু যথা গ্রহাঃ॥ ৪০

'যাঁরা তপস্যারত হয়ে কেবল ধর্মাচরণই করেন তাঁরা লৌকিক সুখ থেকে বঞ্চিত হন। দুর্দিনে যেমন গ্রহসমূহের দর্শন লাভ হয় না তেমনি আপনার সেই অর্থও কোনো কাজে লাগছে না।

ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব॥ ৪১

'হে বীর! পিতৃবাক্য পালনের জন্য আপনি বনবাসী হয়েছেন আর আপনার প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নী রাক্ষসদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছেন।

তদদ্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্।
কর্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব॥ ৪২

'হে রঘুনন্দন বীর! আপনি চিন্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আজ ইন্দ্রজিৎ যে ভয়ানক দুঃখ আমাদের দিয়েছে আমি আপন পরাক্রমেই তা দূর করব।

উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত।
কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে॥ ৪৩

'নরশ্রেষ্ঠ! ব্রতনিষ্ঠ মহাবাহো! আপনি বুদ্ধিমান এবং মহাত্মা পুরুষ হয়েও কেন নিজেকে বুঝতে পারছেন না? আপনি উঠে দাঁড়ান।

অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিয়ার্থং
জনকসুতানিধনং নিরীক্ষ্য রুষ্টঃ।
সহয়গজরথাং সরাক্ষসেন্দ্রাং
ভৃশমিষুভির্বিনিপাতয়ামি লঙ্কাম্॥ ৪৪

'হে নিষ্পাপ রঘুবীর! আমি যা বলেছি সবই আপনার প্রিয় করার জন্যই বলেছি, আপনাকে নতুন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য। জনকনন্দিনী নিধন বৃত্তান্ত জেনে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছি। অতএব আজ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং রাক্ষসরাজ রাবণসহ সমগ্র লঙ্কাকে আমি ভয়ানকভাবে ধ্বংস করব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৪)

বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের মায়া সীতার রহস্য-উদ্‌ঘাটন এবং সীতার জীবিত থাকার বার্তা জ্ঞাপন, এই সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের আস্থা-স্থাপন ও লক্ষ্মণকে সসৈন্যে নিকুম্ভিলা মন্দিরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ

রামমাশ্বাসমানে তু লক্ষ্মণে ভ্রাতৃবৎসলে।
নিক্ষিপ্য গুল্মান্ স্বস্থানে তত্রাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ॥ ১

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে এইভাবে আশ্বস্ত করছেন তখন বিভীষণ সৈন্যদের নিজ নিজ স্থানে সন্নিবিষ্ট করে সেখানে এলেন।

নানাপ্রহরণৈর্বীরৈশ্চতুর্ভিরভিসংবৃতঃ।
নীলাঞ্জনচয়াকারৈর্মাতংগৈরিব যূথপৈঃ॥ ২

বিভীষণ নানাবিধ অস্ত্রধারী চার রাক্ষসবীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে রয়েছেন, রাক্ষসদের দেহ ঘন নীল কাজলের মতো। দেখে মনে হচ্ছে যেন চারটি গজযূথপতি।

সোঽভিগম্য মহাত্মানং রাঘবং শোকলালসম্।
বানরাংশ্চাপি দদৃশে বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণান্॥ ৩

সেখানে এসে তিনি দেখলেন রঘুকুলনন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণ শোকে আকুল হয়ে আছেন আর বানরদের চোখও অশ্রুপূর্ণ।

রাঘবং চ মহাত্মানমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্।
দদর্শ মোহমাপন্নং লক্ষ্মণস্যাঙ্কমাশ্রিতম্॥ ৪

তিনি ইক্ষ্বাকুবংশজাত মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্ছিত হয়ে লক্ষ্মণের অঙ্কশায়ী অবস্থায় দেখলেন।

ব্রীড়িতং শোকসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা রামং বিভীষণঃ।
অন্তর্দুঃখেন দীনাত্মা কিমেতদিতি সোঽব্রবীৎ॥ ৫

রামচন্দ্রকে লজ্জিত তথা শোকসন্তপ্ত অবস্থায় দেখে বিভীষণের হৃদয় আন্তরিক দুঃখে পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন—'ব্যাপার কী?'

বিভীষণমুখং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবং তাংশ্চ বানরান্।
লক্ষ্মণোবাচ মন্দার্থমিদং বাষ্পপরিপ্লুতঃ॥ ৬

তখন লক্ষ্মণ বিভীষণের মুখের দিকে তাকিয়ে সুগ্রীবসহ অন্যান্য বানরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অশ্রুমোচন করতে করতে মন্দস্বরে বললেন—

হতা ইন্দ্রজিতা সীতা ইতি শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
হনূমদ্বচনাৎ সৌম্য ততো মোহমুপাশ্রিতঃ॥ ৭

'হে সৌম্য ! হনুমানের মুখে "ইন্দ্রজিতের দ্বারা সীতা নিহত হয়েছেন" এই কথা শুনে রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়েছেন।'

কথয়ন্তং তু সৌমিত্রিং সন্নিবার্য বিভীষণঃ।
পুষ্কলার্থমিদং বাক্যং বিসংজ্ঞং রামমব্রবীৎ॥ ৮

লক্ষ্মণ এইরূপ বলতে থাকলে বিভীষণ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হতচেতন রামচন্দ্রকে দৃঢ় বাক্যে বললেন—

মনুজেন্দ্রার্তরূপেণ যদুক্তস্ত্বং হনূমতা।
তদযুক্তমহং মন্যে সাগরস্যেব শোষণম্॥ ৯

'মহারাজ ! হনুমান শোকার্ত হয়ে আপনাকে যা বলেছেন সেটি সমুদ্রের শুকিয়ে যাওয়ার মতোই অসম্ভব বলে মনে করি।

অভিপ্রায়ং তু জানামি রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
সীতাং প্রতি মহাবাহো ন চ ঘাতং করিষ্যতি॥ ১০

'মহাবাহো ! সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের কী ভাব তা আমি জানি। তিনি কখনোই তাঁকে বধ করবেন না।

যাচমানঃ সুবহুশো ময়া হিতচিকীর্ষুণা।
বৈদেহীমুৎসৃজস্বেতি ন চ তৎ কৃতবান্ বচঃ॥ ১১

'আমি তাঁর হিতকামনায় বহুবার বৈদেহীকে মুক্তিদানের অনুরোধ করেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা শোনেননি।

নৈব সাম্না ন দানেন ন ভেদেন কুতো যুধা।
সা দ্রষ্টুমপি শক্যেত নৈব চান্যেন কেনচিৎ॥ ১২

'সীতাকে কেউই সাম, দান, ভেদ নীতির দ্বারাও দেখতে সক্ষম নয়। তাহলে যুদ্ধের দ্বারা তাকে কী করে দেখা সম্ভব ?

বানরান্ মোহয়িত্বা তু প্রতিয়াতঃ স রাক্ষসঃ।
মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্॥ ১৩

'হে মহাবাহো ! রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ বানরদের মোহিত করে চলে গিয়েছে। আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন, যে সীতাকে সে হত্যা করেছে সেটি মায়া সীতা।

চৈত্যং নিকুম্ভিলামদ্য প্রাপ্য হোমং করিষ্যতি।
হুতবানুপয়াতো হি দেবৈরপি সবাসবৈঃ॥ ১৪
দুরাধর্ষো ভবত্যেষ সংগ্রামে রাবণাত্মজঃ।

'ইন্দ্রজিৎ এখন নিকুম্ভিলা মন্দিরে গিয়ে যজ্ঞ করবে। হোম করে ফিরে আসার পর সে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতাদের নিকটেও অপরাজেয় হয়ে উঠবে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন সংগ্রামে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে।

তেন মোহয়তা নূনমেষা মায়া প্রয়োজিতা॥ ১৫
বিঘ্নমন্বিচ্ছতা তত্র বানরাণাং পরাক্রমে।

'বানরদের এরূপ পরাক্রম চলতে থাকলে তার কাজে বিঘ্ন হতে পারে তাই সেই আশঙ্কায় আমাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্যই সে এই মায়ার প্রয়োগ করছে।

সসৈন্যাস্তত্র গচ্ছামো যাবত্তন্ন সমাপ্যতে॥ ১৬
ত্যজেমং নরশার্দূল মিথ্যা সন্তাপমাগতম্।

'হোমকর্ম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আমরা সসৈন্যে সেখানে যাব। হে নরশ্রেষ্ঠ ! মিথ্যা প্রচারে আপনি বিভ্রান্ত হবেন না।

সীদতে হি বলং সর্বং দৃষ্ট্বা ত্বাং শোককর্শিতম্॥ ১৭
ইহ ত্বং স্বস্থহৃদয়স্তিষ্ঠ সত্ত্বসমুচ্ছ্রিতঃ।
লক্ষ্মণং প্রেষয়াস্মাভিঃ সহ সৈন্যানুকর্ষিভিঃ॥ ১৮

'আপনাকে শোকাকুল দেখে আপনার সৈন্যবাহিনী ভেঙে পড়েছে। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। স্থির চিত্তে আপনি এখানেই অবস্থান করুন। আমরা সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করছি। আপনি আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিন।

এষ তং নরশার্দূলো রাবণিং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ত্যাজয়িষ্যতি তৎকর্ম ততো বধ্যো ভবিষ্যতি॥ ১৯

'এই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাবণপুত্রকে তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করে যজ্ঞ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে, আমরা সেই সুযোগে তাকে বধ করব।

তস্যৈতে নিশিতাস্তীক্ষ্ণাঃ পত্রিপত্রাঙ্গবাজিনঃ।
পতত্রিণ ইবাসৌম্যাঃ শরাঃ পাস্যন্তি শোণিতম্॥ ২০

'পাখির পাখাযুক্ত লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বেগশালী বাণগুলি পাখিদের মতো ইন্দ্রজিতের রক্ত পান করবে।

তং সন্দিশ মহাবাহো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
রক্ষসো বিনাশায় বজ্রং বজ্রধরো যথা॥ ২১

'হে মহাবাহো ! দৈত্যদের বিনাশের জন্য ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করেন, তেমনিই এই রাক্ষসকে বধের জন্য শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিন।

মনুজবর ন কালবিপ্রকর্ষো
রিপুনিধনং প্রতি যৎক্ষমোঽদ্য কর্তুম্।
ত্বমতিসৃজ রিপোর্বধায় বজ্রং
দিবিজরিপোর্মথনে যথা মহেন্দ্রঃ॥ ২২

'হে নরবর ! শত্রু বিনাশের জন্য আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। দেবশত্রু দৈত্যদের বিনাশের জন্য ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনিভাবে আপনি শত্রুবধের জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করুন।

সমাপ্তকর্মা হি স রাক্ষসর্ষভো
ভবত্যদৃশ্যঃ সমরে সুরাসুরৈঃ।
যুযুৎসতা তেন সমাপ্তকর্মণা
ভবেৎ সুরাণামপি সংশয়ো মহান্॥ ২৩

'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যদি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে সে দেবতা এবং অসুরদের নিকটেও অদৃশ্য থাকবে। অতএব যজ্ঞ সমাপ্ত করে যদি সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে দেবতাদেরও প্রাণ সংকট উপস্থিত হবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৫)

বিভীষণের অনুরোধে ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য শ্রীরামের লক্ষ্মণকে আদেশ, সৈন্যদের সঙ্গে লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা-মন্দিরে গমন

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোককর্শিতঃ।
নোপধারয়তে ব্যক্তং যদুক্তং তেন রক্ষসা॥ ১

শোকাতুর শ্রীরামচন্দ্রকে রাক্ষস বিভীষণ যা কিছু বললেন তা তিনি ভালো বুঝতে পারলেন না।

ততো ধৈর্যমবষ্টভ্য রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
বিভীষণমুপাসীনমুবাচ কপিসন্নিধৌ॥ ২

সেইজন্য শত্রুনগরীজয়ী শ্রীরাম ধৈর্য ধারণ করে বানরদের নিকটে উপবিষ্ট বিভীষণকে বললেন—

নৈর্ঋতাধিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ।
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্॥ ৩

'রাক্ষসরাজ বিভীষণ ! আপনি যা বললেন, তা আমি পুনরায় শুনতে চাই। আপনি যা বলতে চান তা বলুন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
যৎ তৎ পুনরিদং বাক্যং বভাষেঽথ বিভীষণঃ॥ ৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বাক্‌পটু বিভীষণ যা বলেছিলেন তা পুনরায় এইরূপে বললেন—

যথাঽঽজ্ঞপ্তং মহাবাহো ত্বয়া গুল্মনিবেশনম্।
তৎ তথানুষ্ঠিতং বীর ত্বদ্বাক্যসমনন্তরম্॥ ৫

'মহাবাহো ! সৈন্য সন্নিবেশের যে আদেশ আপনি দিয়েছিলেন, হে বীর ! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তা সম্পূর্ণ করেছি।

তান্যনীকানি সর্বাণি বিভক্তানি সমন্ততঃ।
বিন্যস্তা যূথপাশ্চৈব যথান্যায়ং বিভাগশঃ॥ ৬

'সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে তাদের সমস্ত দিকে স্থাপিত করেছি এবং নিয়মানুসারে পৃথক পৃথক দলপতিও নিযুক্ত করেছি।

ভূয়স্তু মম বিজ্ঞাপ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রভো।
ত্বয্যকারণসন্তপ্তে সন্তপ্তহৃদয়া বয়ম্॥ ৭

'হে মহারাজ ! আমার আরও কিছু নিবেদন করার আছে, আপনি শুনুন। অকারণেই আপনি সন্তপ্ত হওয়ায়

আমাদের হৃদয় পীড়িত হচ্ছে।

ত্যজ রাজন্নিমং শোকং মিথ্যা সন্তাপমাগতম্।
যদিয়ং ত্যজ্যতাং চিন্তা শত্রুহর্ষবিবর্ধিনী॥ ৮

'হে রাজন্! এই শোকপ্রাপ্তি মিথ্যা! আপনি এই সন্তাপ ত্যাগ করুন। শত্রুর আনন্দবর্ধনকারী এরূপ চিন্তাও আপনি ত্যাগ করুন।

উদ্যমঃ ক্রিয়তাং বীর হর্ষঃ সমুপসেব্যতাম্।
প্রাপ্তব্যা যদি তে সীতা হন্তব্যাশ্চ নিশাচরাঃ॥ ৯

'যদি আপনি রাক্ষসদের বধ করতে এবং সীতাকে লাভ করতে আগ্রহী তাহলে উৎসাহিত এবং আনন্দিত চিত্তে উদ্যোগ করুন।

রঘুনন্দন বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মে হিতং বচঃ।
সাধ্বয়ং যাতু সৌমিত্রির্বলেন মহতা বৃতঃ॥ ১০
নিকুম্ভিলায়াং সম্প্রাপ্তং হন্তুং রাবণিমাহবে।

'হে রঘুনন্দন! আমি যে হিতকর বাক্য বলব আপনি তা শুনুন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এখন নিকুম্ভিলা মন্দিরে অবস্থিত। তাকে হত্যা করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত হয়ে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের এখনই আক্রমণ করা মঙ্গলজনক।

ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ ॥ ১১
শরৈর্হন্তুং মহেষ্বাসো রাবণিং সমিতিঞ্জয়ঃ।

'যুদ্ধবিজয়ী মহাধনুর্ধর লক্ষ্মণ তাঁর ধনুর্মণ্ডল থেকে বিষধর সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা রাবণপুত্রকে বধ করতে সক্ষম হবেন।

তেন বীরেণ তপসা বরদানাৎ স্বয়ংভুবঃ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরঃ প্রাপ্তং কামগাশ্চ তুরঙ্গমাঃ॥ ১২

'বীর ইন্দ্রজিৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরলাভ করে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র এবং ইচ্ছানুরূপ গতিসম্পন্ন অশ্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

স এষ কিল সৈন্যেন প্রাপ্তঃ কিল নিকুম্ভিলাম্।
যদ্যুত্তিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম হতান্ সর্বাংশ্চ বিদ্ধি নঃ॥ ১৩

'সে অবশ্যই সসৈন্যে নিকুম্ভিলাতে উপস্থিত হয়েছে। যদি সে হবন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তাহলে জানবেন আমরা তার হাতেই মারা যাব।

নিকুম্ভিলামসম্প্রাপ্তমকৃতাগ্নিং চ যো রিপুঃ।
ত্বামাততায়িনং হন্যাদিন্দ্রশত্রো স তে বধঃ॥ ১৪
বরো দত্তো মহাবাহো সর্বলোকেশ্বরেণ বৈ।
ইত্যেবং বিহিতো রাজন্ বধস্তস্যৈষ ধীমতঃ॥ ১৫

'হে মহাবীর! সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বরদানকালে বলেছিলেন, "ওহে ইন্দ্রশত্রু! নিকুম্ভিলায় পৌঁছে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করার পূর্বেই যদি কোনো শত্রু এসে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাহলে সেই তোমাকে বধ করবে।" রাজন্! ধীমান্ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর বিধানই এইরূপ।

বধায়েন্দ্রজিতো রাম সন্দিশস্ব মহাবলম্।
হতে তস্মিন্ হতং বিদ্ধি রাবণং সসুহৃদ্‌গণম্॥ ১৬

'অতএব হে রাম! ইন্দ্রজিতকে বধের জন্য মহাবলী লক্ষ্মণকে আদেশ করুন। তার মৃত্যু হলে সুহৃদ্‌সহ রাবণকে মৃত বলেই জানবেন।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্যপরাক্রম॥ ১৭

বিভীষণের কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন—'সত্যপরাক্রমী বিভীষণ! সেই ভয়ংকর রাক্ষসের মায়া সম্বন্ধে আমি অবগত।

স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো মহামায়ো মহাবলঃ।
করোত্যসংজ্ঞান্ সংগ্রামে দেবান্ সবরুণানপি॥ ১৮

'সে ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার জানে, বুদ্ধিমান, মহামায়াবী এবং বরুণসহ সকল দেবতাদের যুদ্ধে অচেতন করতে সক্ষম।

তস্যান্তরিক্ষে চরতঃ সরথস্য মহাযশঃ।
ন গতির্জ্ঞায়তে বীর সূর্যস্যেবাভ্রসম্প্লবে॥ ১৯
রাঘবস্তু রিপোর্জ্ঞাত্বা মায়াবীর্যং দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণং কীর্তিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২০

'মহাযশস্বী বীর! ইন্দ্রজিৎ যখন রথসহ আকাশে বিচরণ করে তখন মেঘাবৃত সূর্যের মতো তার গতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।' ভগবান রামচন্দ্র তাঁর শত্রু দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের বীরত্ব এবং মায়াশক্তির কথা জেনে কীর্তিমান বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ বললেন—

যদ্ বানরেন্দ্রস্য বলং তেন সর্বেণ সংবৃতঃ।
হনূমৎপ্রমুখৈশ্চৈব যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ॥ ২১
জাম্ববেনর্ক্ষপতিনা সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
জহি তং রাক্ষসসুতং মায়াবলসমন্বিতম্॥ ২২

'হে লক্ষ্মণ! বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্য নিয়ে, হনুমান প্রভৃতি যূথপতি তথা ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে তুমি মায়াবলসমন্বিত রাক্ষসরাজকুমার ইন্দ্রজিৎকে বধ করো।

অয়ং ত্বাং সচিবৈঃ সার্ধং মহাত্মা রজনীচরঃ।

প্রতিজ্ঞস্য মায়ানাং পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি॥ ২৩

'এই মহাত্মা রাক্ষসরাজ বিভীষণ সেই মায়াবী রাক্ষসের মায়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তিনি তাঁর সচিবদের নিয়ে তোমাকে অনুগমন করবেন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ।
জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ॥ ২৪

রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বিভীষণসহ লক্ষ্মণ তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনুক হাতে তুলে নিলেন।

সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী সশরী বামচাপভৃৎ।
রামপাদাবুপস্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ॥ ২৫

তিনি বর্ম পরিধান করে তলোয়ার, শর এবং বাম হাতে ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন। অতঃপর আনন্দিত চিত্তে শ্রীরামের চরণ স্পর্শ করে লক্ষ্মণ বললেন—

অদ্য মৎকার্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
লঙ্কামভিপতিষ্যন্তি হংসাঃ পুষ্করিণীমিব॥ ২৬

'হাঁস যেমন পুষ্করিণীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি আজ আমার ধনুক থেকে মুক্ত শরগুলি রাবণপুত্রের শরীর বিদীর্ণ করে লঙ্কায় গিয়ে পতিত হবে।

অদ্যৈব তস্য রৌদ্রস্য শরীরং মামকাঃ শরাঃ।
বিধমিষ্যন্তি ভিত্ত্বা তং মহাচাপগুণচ্যুতাঃ॥ ২৭

'এই বিশাল ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত আমার শরগুলি আজই সেই ভয়ংকর রাক্ষসের শরীর বিদীর্ণ করে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবে।'

এবমুক্ত্বা তু বচনং দ্যুতিমান্ ভ্রাতুরগ্রতঃ।
স রাবণিবধাকাংক্ষী লক্ষ্মণস্ত্বরিতং যযৌ॥ ২৮

ইন্দ্রজিৎকে বধ করার বাসনায় দীপ্তিমান লক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামের সম্মুখে এইরূপ বলে দ্রুত সেখান থেকে রওনা হলেন।

সোঽভিবাদ্য গুরো পাদৌ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নিকুম্ভিলামভিযযৌ চৈত্যং রাবণিপালিতম্॥ ২৯

সর্ব প্রথমেই অগ্রজ রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে রাবণকুমার দ্বারা পালিত যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলার উদ্দেশে তিনি যাত্রা করলেন।

বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো ভ্রাত্রা লক্ষ্মণস্ত্বরিতো যযৌ॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা স্বস্তিবাচনের পর প্রতাপবান রাজকুমার লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত যাত্রা করলেন।

বানরাণাং সহস্রৈস্তু হনুমান্ বহুভির্বৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সামাত্যো লক্ষ্মণং ত্বরিতং যযৌ॥ ৩১

সহস্র-সহস্র বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে হনুমান এবং অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গে বিভীষণ দ্রুত লক্ষ্মণকে অনুসরণ করলেন।

মহতা হরিসৈন্যেন সবেগমভিসংবৃতঃ।
ঋক্ষরাজবলং চৈব দদর্শ পথি বিষ্ঠিতম্॥ ৩২

বিশাল বানরসৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সবেগে অগ্রগামী হলে তিনি পথিমধ্যে ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সসৈন্যে অবস্থানরত দেখলেন।

স গত্বা দূরমধ্বানং সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
রাক্ষসেন্দ্রবলং দূরাদপশ্যদ্ ব্যূহমাশ্রিতম্॥ ৩৩

বহুদূরত্ব অতিক্রম করে বন্ধুদের আনন্দদানকারী লক্ষ্মণ দূর থেকে রাক্ষসরাজ রাবণের ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনীকে দেখতে পেলেন।

স সম্প্রাপ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ॥ ৩৪

শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার বিধান অনুসারে মায়াবী রাক্ষসকে জয় করার জন্য হাতে ধনুক নিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ॥ ৩৫

প্রতাপবান রাজকুমার লক্ষ্মণের সঙ্গে তখন বিভীষণ, অঙ্গদ এবং বায়ুপুত্র হনুমানও উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধমমলশস্ত্রভাস্বরং তদ্
ধ্বজগহনং গহনং মহারথৈশ্চ।
প্রতিভয়তমমপ্রমেয়বেগং
তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ॥ ৩৬

সৈন্যদের নানাবিধ অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত ধ্বজা এবং মহারথীদের সমাবেশ জনাকীর্ণ, অতুলনীয় উৎসাহে যা পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন জমকালো বেশভূষায় পরিলক্ষিত অন্ধকারতুল্য সেই ভয়ানক শত্রুসেনার মধ্যে বিভীষণসহ শ্রীলক্ষ্মণ সবেগে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ (৮৬)

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধ, হনুমান কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার, হনুমান কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে আসা

**অথ তস্যামবস্থায়াং লক্ষ্মণং রাবণানুজঃ।
পরেষামহিতং বাক্যমর্থসাধকমব্রবীৎ॥ ১**

এরূপ পরিস্থিতিতে রাবণানুজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে যেকথা বললেন—তা শত্রুর পক্ষে অহিতকর হলেও নিজেদের অভীষ্ট পূরণে সহায়ক।

**যদেতদ্ রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
এতদায়োধ্যতাং শীঘ্রং কপিভিশ্চ শিলায়ুধৈঃ॥ ২
তস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত লক্ষ্মণ।
রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যত্র ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি॥ ৩**

'এই যে মেঘতুল্য শ্যামবর্ণের রাক্ষসসৈন্যবাহিনী দেখা যাচ্ছে, শিলারূপ অস্ত্রধারী বানরসৈন্যদের সাহায্যে শীঘ্র এদের আক্রমণ করুন। আপনি এই বিশাল বাহিনীকে ভেদ করতে সচেষ্ট হোন। এই ব্যূহ ভেদ করতে পারলে রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাবে।

**স ত্বমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যৈঃ শরৈরবকিরন্ পরান্।
অভিদ্রবাশু যাবদ্ বৈ নৈতৎ কর্ম সমাপ্যতে॥ ৪**

'ইন্দ্রজিতের হবন-ক্রিয়া সমাপ্তির পূর্বেই আপনি বজ্রতুল্য বাণরাশি বর্ষণ করে শত্রু-সৈন্যদের পর্যুদস্ত করুন।

**জহি বীর দুরাত্মানং মায়াপরমধার্মিকম্।
রাবণিং ক্রূরকর্মাণং সর্বলোকভয়াবহম্॥ ৫**

'হে বীর ! আপনি এই অধার্মিক, মায়াবী, দুরাত্মা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে সংহার করুন। সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং সকলের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক।'

**বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি॥ ৬**

শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ বিভীষণের কথা শুনে রাক্ষসরাজপুত্রের প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ করলেন।

**ঋক্ষাঃ শাখামৃগাশ্চৈব দ্রুমপ্রবরযোধিনঃ।
অভ্যধাবন্ত সহিতাস্তদনীকমবস্থিতম্॥ ৭**

সেই স্থানে অবস্থিত রাক্ষসসৈন্যদের প্রতি বানর এবং ভল্লুকেরা বৃহদাকৃতি বৃক্ষসমূহ নিয়ে ধাবিত হল।

**রাক্ষসাশ্চ শিতৈর্বাণৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
অভ্যবর্তন্ত সমরে কপিসৈন্যজিঘাংসবঃ॥ ৮**

রাক্ষসেরাও বানর সেনাদের সংহার করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ-বাণ, তরোয়াল, শক্তি এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ধাবিত হল।

**স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
শব্দেন মহতা লঙ্কাং নাদয়ন্ বৈ সমন্ততঃ॥ ৯**

এইভাবে রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রবল কোলাহল লঙ্কা নগরীর চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

**শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ পাদপৈঃ।
উদ্যতৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ ঘোরৈরাকাশমাবৃতম্॥ ১০**

নানাবিধ শস্ত্র যথা সুতীক্ষ্ণ বাণ, উৎপাটিত বৃক্ষরাজি, ভয়ানক পর্বতশৃঙ্গসমূহ দ্বারা আকাশ আবৃত হয়ে গেল।

**রাক্ষসা বানরেন্দ্রেষু বিকৃতাননবাহবঃ।
নিবেশয়ন্তঃ শস্ত্রাণি চক্রুস্তে সুমহদ্ভয়ম্॥ ১১**

বিকটমুখ এবং বিকৃতবাহুবিশিষ্ট রাক্ষসেরা নানাবিধ শস্ত্রপ্রহারের দ্বারা বানরযূথপতিদের নিদারুণ ভীত করে দিল।

**তথৈব সকলৈর্বৃক্ষৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বানরাঃ।
অভিজঘ্নুর্নিজঘ্নুশ্চ সমরে সর্বরাক্ষসান্॥ ১২**

বানরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে তদনুরূপ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা রাক্ষসদের আঘাত করতে এবং ধ্বংস করতে লাগল।

**ঋক্ষবানরমুখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলৈঃ।
রক্ষসাং যুধ্যমানানাং মহদ্ভয়মজায়ত॥ ১৩**

বিশালাকৃতি এবং মহাশক্তিসম্পন্ন ভল্লুক এবং বানরদলপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রাক্ষসকুল অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল।

স্বমনীকং বিষণ্ণং তু শ্রুত্বা শত্রুভিরর্দিতম্।

প্রতিষ্ঠিত দুর্ধর্ষঃ স কর্মণ্যননুষ্ঠিতে॥ ১৪

শত্রুসৈনাদের প্রহারে নিজের সৈন্যরা বিষণ্ণ হয়েছে শুনে সেই দুর্ধর্ষ রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞকর্ম অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন।

বৃক্ষান্ধকারান্নির্গত্য জাতক্রোধঃ স রাবণিঃ।
আরুরোহ রথং সজ্জং পূর্বযুক্তং সুসংযতম্॥ ১৫

বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত অন্ধকার স্থান থেকে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ নির্গত হলেন। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্ব থেকেই সংযোজিত এবং সুসজ্জিত রথে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করলেন।

স ভীমকার্মুকশরঃ কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমঃ।
রক্তাননয়নো ভীমো বভৌ মৃত্যুরিবান্তকঃ॥ ১৬

তাঁর গাত্রবর্ণ কালো কাজলের মতো। হাতে ভয়ানক ধনুর্বাণ। তাঁর মুখমণ্ডল এবং নেত্রযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ। তাঁকে দেখে মৃত্যুর দেবতা ভয়ানক যমের মতোই মনে হচ্ছিল।

দৃষ্ট্বৈব তু রথস্থং তং পর্যবর্তত তদ্ বলম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং লক্ষ্মণেন যুযুৎসতাম্॥ ১৭

ইন্দ্রজিৎকে রথাসীন দেখে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধকামী ভয়ানক বেগসম্পন্ন রাক্ষসেরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান হল।

তস্মিংস্তু কালে হনুমানরুজৎ স দুরাসদম্।
ধরণীধরসংকাশো মহাবৃক্ষমরিন্দমঃ॥ ১৮

সেই সময়ে শত্রুদমনকারী হনুমান পর্বতাকৃতি সুবিশাল একটি বৃক্ষকে—যা উৎপীড়ন করা সুকঠিন, এমন বিশাল একটি বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করলেন।

স রাক্ষসানাং তৎ সৈন্যং কালাগ্নিরিব নির্দহন্।
চকার বহুভির্বৃক্ষৈর্নিঃসংজ্ঞং যুধি বানরঃ॥ ১৯

অতঃপর সেই বানরবীর প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক বৃক্ষের প্রহারে রাক্ষসসেনাদের ধ্বংস করতে লাগলেন।

বিধ্বংসয়ন্তং তরসা দৃষ্ট্বৈব পবনাত্মজম্।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি হনূমন্তমবাকিরন্॥ ২০

পবনপুত্র হনুমান দ্রুতবেগে রাক্ষস সৈন্যদের সংহার করছেন দেখে হাজার-হাজার রাক্ষস তাঁর উপরে অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন।

শিতশূলধরাঃ শূলৈরসিভিশ্চাসিপাণয়ঃ।
শক্তিহস্তাশ্চ শক্তীভিঃ পট্টিশৈঃ পট্টিশায়ুধাঃ॥ ২১

উজ্জ্বল শূল, তরবারিধারী রাক্ষস, শক্তি এবং পট্টিশ সহযোগে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন।

পরিঘৈশ্চ গদাভিশ্চ কুন্তৈশ্চ শুভদর্শনৈঃ।
শতশশ্চ শতঘ্নীভিরায়সৈরপি মুদ্গরৈঃ॥ ২২
ঘোরৈঃ পরশুভিশ্চৈব ভিন্দিপালৈশ্চ রাক্ষসাঃ।
মুষ্টিভির্বজ্রকল্পৈশ্চ তলৈরশনিসন্নিভৈঃ॥ ২৩
অভিজগ্মুঃ সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্বতোপমম্।
তেষামপি চ সংক্রুদ্ধশ্চকার কদনং মহৎ॥ ২৪

বহুসংখ্যক পরিঘ, গদা, সুদর্শন ভল্ল, শত শত শতঘ্নী, লৌহময় মুদগর, ভয়ানক কুঠার, ভিন্দিপাল, বজ্রতুল্য মুষ্ট্যাঘাত এবং অশনিতুল্য করতল প্রহারে তারা পর্বততুল্য হনুমানের সন্নিকট হয়ে একসঙ্গে তাঁকে প্রহার করতে লাগল। হনুমানও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে ভয়ানকভাবে সংহার করতে লাগলেন।

স দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠমচলোপমমিন্দ্রজিৎ।
সূদমানমসংত্রস্তমমিত্রান্ পবনাত্মজম্॥ ২৫

ইন্দ্রজিৎ দেখলেন বানরশ্রেষ্ঠ পবনপুত্র হনুমান পর্বতের মতো নিশ্চলভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুদের বিনাশ করছেন।

স সারথিমুবাচেদং যাহি যত্রৈষ বানরঃ।
ক্ষয়মেব হি নঃ কুর্যাদ্ রাক্ষসানামুপেক্ষিতঃ॥ ২৬

তিনি তখন সারথিকে বললেন—'ওই বানর যেদিকে আছে সেদিকে চলো। একে উপেক্ষা করলে সে আমার সমস্ত রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস করে দেবে।'

ইত্যুক্তঃ সারথিস্তেন যযৌ যত্র স মারুতিঃ।
বহন্ পরমদুর্ধর্ষং স্থিতমিন্দ্রজিতং রথে॥ ২৭

এই কথা বলামাত্রই সারথি রথে উপবিষ্ট অত্যন্ত দুর্ধর্ষ বীর ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, যেখানে হনুমান অবস্থান করছেন।

সোঽভ্যুপেত্য শরান্ খড়্গান্ পট্টিশাংশ্চ পরশ্বধান্।
অভ্যবর্ষত দুর্ধর্ষঃ কপিমূর্ধনি রাক্ষসঃ॥ ২৮

সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্জয় রাক্ষস হনুমানের

মস্তকে শর, তলোয়ার, পট্টিশ এবং কুঠার বর্ষণ করতে লাগলেন।

তানি শস্ত্রাণি ঘোরাণি প্রতিগৃহ্য স মারুতিঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ২৯

সেইসব ভয়ানক অস্ত্র নিজদেহে প্রতিগ্রহ করে মরুৎপুত্র হনুমান মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে এইরূপ বললেন—

যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি রাবণাত্মজ দুর্মতে।
বায়ুপুত্রং সমাসাদ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি॥ ৩০

'ওরে দুর্মদ রাবণপুত্র ! যদি বড়ো শূরবীর হয়ে থাকো তাহলে এসে যুদ্ধ করো। বায়ুপুত্রের কাছে এসে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বাহুভ্যাং সম্প্রযুধ্যস্ব যদি মে দ্বন্দ্বমাহবে।
বেগং সহস্ব দুর্বুদ্ধে ততস্ত্বং রক্ষসাং বরঃ॥ ৩১

'ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ ! বাহুদ্বয় দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করো। এই বাহুযুদ্ধে যদি আমার বেগ তুমি সহ্য করতে পারো তাহলেই জানব তুমি রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

হনূমন্তং জিঘাংসন্তং সমুদ্যতশরাসনম্।
রাবণাত্মজমাচষ্টে লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ॥ ৩২

হনুমানকে বধ করার জন্য ইন্দ্রজিৎ ধনুক তুলে করলে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন—

যঃ স বাসবনির্জেতা রাবণস্যাত্মসম্ভবঃ।
স এষ রথমাস্থায় হনূমন্তং জিঘাংসতি॥ ৩৩

তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রুনিবারণৈঃ।
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জহি॥ ৩৪

'লক্ষ্মণ ! রাবণের যে পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করেছে সেই ইন্দ্রজিৎ রথে উপবিষ্ট হয়ে হনুমানকে বধ করতে যাচ্ছে। আপনি অনুপম আকৃতিবিশিষ্ট, শত্রুধ্বংসকারী প্রাণঘাতী বাণ দ্বারা রাবণপুত্রকে হত্যা করুন।'

ইত্যেবমুক্তস্তু তদা মহাত্মা
বিভীষণেনারিবিভীষণেন।
দদর্শ তং পর্বতসন্নিকাশং
রথস্থিতং ভীমবলং দুরাসদম্॥ ৩৫

শত্রুদের ভীতি উদ্রেককারী বিভীষণ এইরূপ বললে, মহাত্মা লক্ষ্মণ রথে উপবিষ্ট সেই ভয়ানক বলশালী, পর্বতকায়, দুর্জয় রাক্ষস ইন্দ্রজিতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৭)

বিভীষণ এবং ইন্দ্রজিতের ক্রুদ্ধ বাক্য-বিনিময়

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং জাতহর্ষো বিভীষণঃ।
ধনুষ্পাণিং তমাদায় ত্বরমাণো জগাম সঃ॥ ১

এই কথা বলে আনন্দচিত্ত বিভীষণ ধনুর্ধারী সৌমিত্রিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন।

অবিদূরং ততো গত্বা প্রবিশ্য তু মহদ্ বনম্।
অদর্শয়ত তৎকর্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ॥ ২

কিছুদূর গিয়ে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে বিভীষণ লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সেই কর্মানুষ্ঠান (যজ্ঞ কর্ম) দেখালেন।

নীলজীমূতসংকাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্।
তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ষ্মণায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৩

রাবণানুজ তেজস্বী বিভীষণ লক্ষ্মণকে মেঘতুল্য ঘন নীল বর্ণের একটি ভয়ানক আকৃতির বটবৃক্ষ দেখালেন এবং বললেন—

ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে॥ ৪

'লক্ষ্মণ ! রাবণপুত্র বলবান ইন্দ্রজিৎ পূর্বে এখানে ভূতগণকে উপহার নিবেদন করে অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হত।

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ।
নিহন্তি সমরে শত্রূন্ বধ্নাতি চ শরোত্তমৈঃ॥ ৫

'এইজন্যই সমরাঙ্গনে সেই রাক্ষস সকল প্রাণিদের থেকে অদৃশ্য হয়ে উত্তম শর দ্বারা সকল শত্রুদের হত্যা করত।

তমপ্রবিষ্টং নাগ্রোধং বলিনং রাবণাত্মজম্।
বিধ্বংসয় শরৈর্দীপ্তৈঃ সরথং সাশ্বসারথিম্॥ ৬

'বলবান রাবণপুত্র এই বটবৃক্ষের স্থানে প্রবেশ করার পূর্বেই উত্তম বাণ দ্বারা তাকে রথ, অশ্ব, সারথি সহ হত্যা করুন।'

তথেত্যুক্ত্বা মহাতেজাঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ॥ ৭

'তাই হোক' — এই বলে মিত্রদের আনন্দবর্ধক, মহাতেজস্বী সুমিত্রানন্দন তাঁর বিচিত্র ধনুকে টংকার দিয়ে সেই স্থানেই অবস্থিত হলেন।

স রথেনাগ্নিবর্ণেন বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী সধ্বজঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৮

এদিকে বলবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে অগ্নিবর্ণের রথে বর্মাবৃত হয়ে খড়্গহস্তে ধ্বজাধারী অবস্থায় দেখা গেল।

তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্।
সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্ যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে॥ ৯

মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ পুলস্ত্যবংশীয় অপরাজেয় ইন্দ্রজিৎকে বললেন—'আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি। তুমি আমার সঙ্গে সম্যক্‌রূপে যুদ্ধ করো।'

এবমুক্তো মহাতেজা মনস্বী রাবণাত্মজঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্॥ ১০

লক্ষ্মণ এইরূপ বললে, মনস্বী তথা মহাতেজস্বী রাবণনন্দন সেখানে বিভীষণকে উপস্থিত দেখে কঠোর বাক্যে বললেন—

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা পিতুর্মম।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস॥ ১১

'হে রাক্ষস ! এই বংশেই তোমার জন্ম, এখানেই তুমি বড়ো হয়েছ। আমার পিতা তোমার ভাই, তুমি আমার কাকা। তাহলে কেন তুমি তোমার সন্তানের (আমার) বিরুদ্ধাচরণ করছো ?

ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ॥ ১২

'ওহে দুর্মতে ! তোমার জ্ঞাতিপ্রেম, সৌহার্দ, জাতির গৌরব—এসব কিছুই নেই। ভ্রাতৃর প্রেমও তোমার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না। তুমি ধর্মকে দূষিত করেছ।

শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥ ১৩

'হে দুর্বুদ্ধে ! তুমি আত্মজনেদের পরিত্যাগ করে অপরের ভৃত্য হয়েছ। তোমার এই কাজ শোকের যোগ্য। তুমি সাধুজনেদের দ্বারা নিন্দনীয়।

নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচ পরাশ্রয়ঃ॥ ১৪

'ওহে নীচ ! কোথায় আত্মজনের সঙ্গে বসবাস ? আর কোথায়ই বা পরের আশ্রয় ? এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান তোমার শিথিল বুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে না।

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥ ১৫

'গুণহীন স্বজন এবং গুণবান শত্রু উভয়ের মধ্যে নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়ঃ। কারণ পরজন বা শত্রু চিরকাল পরই থাকে।

যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।
স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাৎ তৈরেব হন্যতে॥ ১৬

'যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ত্যাগ করে অপরপক্ষের তথা শত্রুপক্ষের সেবা করে, তার আত্মপক্ষ ধ্বংস হলে সেও তাদের দ্বারা হত হয়।

নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর।
স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ॥ ১৭

'হে রাবণানুজ রাক্ষস ! আমার বধের জন্য লক্ষ্মণকে এই স্থানে নিয়ে এসে তুমি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছ, স্বজন হয়ে এইরকম নির্দয় পৌরুষ আর কেউ দেখায়নি।'

ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেণ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকত্থসে॥ ১৮

আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট এইরূপ বাক্য শুনে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—'রাক্ষস ! তুমি আমার স্বভাব সম্পর্কে না জেনেই এইরূপ মন্দ কথা বলছো।

রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ।
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।

গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্॥ ১৯

'ওরে অসাধু ! রক্ষোরাজপুত্র ! তোমার এই গৌরব বোধজাত কঠোরতা ত্যাগ করো। যদিও আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তথাপি আমার স্বভাব রাক্ষসসুলভ নয়। মানুষের যা প্রধানগুণ আমি সেটিই আশ্রয় করেছি।

ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে।
ভ্রাত্রা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে॥ ২০

'নিষ্ঠুর কর্মে আমার মন নেই। অধর্মেও আমার রুচি হয় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার শীল-স্বভাব যদি মনের মতো না হয় তাহলেও কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করতে পারে ? (কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে, তাহলে আমি অপর সৎ-পুরুষের আশ্রয় কেন গ্রহণ করব না ?)

ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা॥ ২১

'ধর্ম থেকে যে চ্যুত হয়েছে, পাপে যে সংকল্পবদ্ধ এমন মানুষকে ত্যাগ করলে যে আনন্দ হয়, সেটি সর্পত্যাগের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে।

পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্।
ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা॥ ২২

'যে অপরের সম্পদ অপহরণ করে, যে পরস্ত্রীর ওপরে অত্যাচার করে, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের মতো পরিত্যাগ করা উচিত।

পরস্বানাং চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্।
সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ॥ ২৩

'পরসম্পদ অপহরণ, পরস্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, সুহৃদজনের প্রতি অবিশ্বাস তথা আশঙ্কা—এই তিনটি দোষকে বিনাশের কারণ বলে জানানো হয়েছে।

মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ।
অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরিত্বং প্রতিকূলতা॥ ২৪
এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ।
গুণান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানিব তোয়দাঃ॥ ২৫

'মহর্ষিদের নির্মমভাবে হত্যা, সকল দেবগণের সঙ্গেই বিরোধ, অভিমান, রোষ, বৈরিতা, ধর্মের প্রতিকূলতা—এই সমস্ত দোষগুলি আমার ভাইয়ের জীবন এবং ঐশ্বর্যকে বিনষ্ট করবে। বর্ষার মেঘ যেমন পর্বতকে আচ্ছাদিত করে তেমনি তাঁর এই দোষগুলিও তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে আবৃত করেছে।

দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা॥ ২৬

'এই সমস্ত দোষের কারণেই তোমার পিতা অর্থাৎ আমার ভাইকে ত্যাগ করেছি। এখনতো না তুমি, না তোমার পিতা এবং না লঙ্কাপুরী—কোনো কিছুই আর অবশেষ থাকবে না।

অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্বিনীতশ্চ রাক্ষস।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি॥ ২৭

'ওহে রাক্ষস ! তুমি অত্যন্ত অভিমানী, দুর্বিনীত এবং শিশুসুলভ মতিসম্পন্ন (মূর্খ), কালপাশে বদ্ধ হয়েছ তুমি। অতএব তোমার যা খুশী বলে যাও।

অদ্যেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যন্মাং পরুষমুক্তবান্।
প্রবেষ্টুং ন ত্বয়া শক্যং ন্যগ্রোধং রাক্ষসাধম॥ ২৮

'রাক্ষসাধম ! তুমি যে কঠোরবাক্য আমায় বলছ তার ফলে তুমি ভীষণভাবে সংকটাপন্ন হবে। ফলে তুমি আর বটবৃক্ষতলে পৌঁছতে পারবে না।

ধর্ষয়িত্বা চ কাকুৎস্থং ন শক্যং জীবিতুং ত্বয়া।
যুধ্যস্ব নরদেবেন লক্ষ্মণেন রণে সহ।
হতস্ত্বং দেবতাকার্যং করিষ্যসি যমক্ষয়ম্॥ ২৯

'লক্ষ্মণকে তিরস্কারের ফলে তুমি আর জীবিত থাকতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে নরদেব লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করো এবং মরণান্তে যমলোকে গিয়ে দেবকার্য সম্পন্ন করে তাদের সন্তুষ্ট করো।

নিদর্শয়স্বাত্মবলং সমুদ্যতং
কুরুষ্ব সর্বায়ুধসায়কব্যয়ম্।
ন লক্ষ্মণস্যৈত্য হি বাণগোচরং
ত্বমদ্য জীবন্ সবলো গমিষ্যতি॥ ৩০

'আজ যদি তুমি আত্মশক্তি প্রদর্শন করে সকল আয়ুধ এবং বাণ প্রয়োগ করো তথাপি তুমি লক্ষ্মণের সম্মুখে এসে সসৈন্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৮)

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় এবং ঘোর যুদ্ধ

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধেনাভ্যুৎপপাত চ॥ ১

বিভীষণের কথা শুনে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কঠোর বাক্য বলে ক্রোধে লাফিয়ে সামনে এসে পড়লেন।

উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কৃতে।
কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ॥ ২

তিনি খড়্গ এবং অন্য অস্ত্র নিয়ে সুচারু রূপে অলংকৃত হয়ে রথে আরোহণ করলেন এবং রথের অশ্বগুলি কৃষ্ণবর্ণের, রথারূঢ় তাঁকে কালান্তক যমের মতো মনে হচ্ছিল।

মহাপ্রমাণমুদ্যম্য বিপুলং বেগবদ্ দৃঢ়ম্।
ধনুর্ভীমবলো ভীমং শরাংশ্চামিত্রনাশনান্॥ ৩

সেই ভয়ানক বলশালী রাক্ষস বিশালাকৃতি সম্পন্ন, দৃঢ় এবং বেগসম্পন্ন ভয়ংকর ধনুক তথা শত্রুবিনাশক শররাশি নিয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন।

তং দদর্শ মহেষ্বাসো রথস্থঃ সমলঙ্কৃতঃ।
অলঙ্কৃতমমিত্রঘ্নো রাবণস্যাত্মজো বলী॥ ৪
হনূমৎপৃষ্ঠমারূঢ়মুদয়স্থরবিপ্রভম্ ।

সম্যক্‌রূপে অলংকৃত হয়ে রথোপবিষ্ট সেই মহাধনুর্ধর, বলবান, শত্রুনাশক, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ দেখতে পেলেন লক্ষ্মণ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়েছেন। তিনি আপন তেজে উদয়াচলে অবস্থিত সূর্যদেবের ন্যায় দীপ্তিমান।

উবাচৈনং সুসংরব্ধঃ সৌমিত্রিং সবিভীষণম্॥ ৫
তাংশ্চ বানরশার্দূলান্ পশ্যধ্বং মে পরাক্রমম্।
অদ্য মৎকার্মুকোৎসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্॥ ৬
মুক্তবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যথ সংযুগে।

লক্ষ্মণসহ বিভীষণকে এবং সব বানরদেরকে তিনি বললেন—'এই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত সব বানরেরা ! তোমরা সকলে আমার পরাক্রম দেখো। বৃষ্টির ধারার মতো দুর্ধর্ষ আমার শরবর্ষণ দেখো। আপন দেহে এই দুঃসহ বর্ষণ ধারণ করো।

অদ্য বো মামকা বাণা মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ।
বিধমিষ্যন্তি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ॥ ৭

'অগ্নি যেমন তুলারাশিকে দগ্ধ করে তেমনি এই বিশাল ধনুক নিঃসৃত বাণগুলি তোমাদের শরীর বিদীর্ণ করবে।

তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিন্নান্ শূলশক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
অদ্য বো গময়িষ্যামি সর্বানেব যমক্ষয়ম্॥ ৮

'আজ শূল শক্তি, ঋষ্টি এবং তোমর তথা তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তোমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে সবাইকে যমলোকে পাঠিয়ে দেব।

সৃজতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিপ্রহস্তস্য সংযুগে।
জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ॥ ৯

'যুদ্ধক্ষেত্রে মেঘের মতো গর্জন করতে-করতে ক্ষিপ্র হস্তে আমি যখন শরবর্ষণ আরম্ভ করব তখন আমার সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে ?

রাত্রিযুদ্ধে তদা পূর্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ তৌ ময়া ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ॥ ১০
স্মৃতির্নতেঽস্তি বা মন্যে ব্যক্তং যাতো যমক্ষয়ম্।
আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যন্মাং যোদ্ধুমুপস্থিতঃ॥ ১১

'ওহে লক্ষ্মণ ! পূর্বে রাত্রিযুদ্ধে আমার নিক্ষিপ্ত বজ্র এবং অশনিতুল্য শরজালে বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হয়েছিলে এবং তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মূর্ছিত হয়েছিলে। মনে হয় সে কথা তোমাদের স্মরণে নেই। বিষধর সাপের মতো আমি এখন ক্রুদ্ধ হয়েছি। আমার সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে এসেছ, তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে তুমি নিশ্চয়ই যমালয়ে যেতে উদ্যত হয়েছ।'

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য গর্জিতং রাঘবস্তদা।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২

রাক্ষসরাজপুত্রের এইরূপ গর্জন শুনে রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণ নির্ভয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে রাবণপুত্রকে এইরূপ বললেন—

উক্তশ্চ দুর্গমঃ পারঃ কার্যাণাং রাক্ষস ত্বয়া।
কার্যাণাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্॥ ১৩

'ওহে রাক্ষস ! তুমি কেবল বাক্যের দ্বারাই কঠিন কার্য সমাধান করে ফেললে, যিনি ক্রিয়া দ্বারা কর্মের পারে উপস্থিত হন (কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন), তিনিই

বুদ্ধিমান।

স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ।
বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্মতে॥ ১৪

'দুর্মতে ! কারো দ্বারা যে কাজ করা কঠিন, তুমি কেবল কথার দ্বারাই সেই কাজ সম্পন্ন করছো জেনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছো।

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ॥ ১৫

'অন্তর্হিত হয়ে তুমি যে কাজ করেছ তাতে তুমি চৌর্যমার্গ (চোরের পথ) অবলম্বন করেছ। বীরপুরুষ কদাচ এইরকম করে না।

যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে॥ ১৬

'ওহে রাক্ষস ! আমি যেমন তোমার বাণপথে স্থিত হয়েছি, তুমিও তদনুরূপভাবে তোমার তেজ দেখাও। কেবল বাক্যের দ্বারা কিই বা বোঝাতে চাইছ ?'

এবমুক্তো ধনুর্ভীমং পরামৃশ্য মহাবলঃ।
সসর্জ নিশিতান্ বাণানিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১৭

এইরূপ বললে মহাবলশালী যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ নিজের ভয়ানক ধনুকটি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে সুতীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ॥ ১৮

তাঁর নিক্ষিপ্ত মহাবেগসম্পন্ন বাণগুলি ছিল সর্পবিষতুল্য। লক্ষ্মণের শরীরে পতিত হয়ে সেগুলি যেন তাঁকে গর্জনরত সর্পের ন্যায় দংশন করছিল।

শরৈরতিমহাবেগৈর্বেগবান্ রাবণাত্মজঃ।
সৌমিত্রিমিন্দ্রজিদ্ যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্॥ ১৯

বেগবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই অত্যন্ত বেগশালী বাণ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।

স শরৈরতিবিদ্ধাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
শুশুভে লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২০

শরাঘাতে তাঁর শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। শোণিতধারায় তিনি স্নাত হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীমান লক্ষ্মণ ধূমরহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ।
বিনদ্য সুমহানাদমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২১

ইন্দ্রজিৎ নিজের এই পরাক্রম দেখিয়ে লক্ষ্মণের নিকটে গিয়ে বিকট গর্জন করে বললেন—

পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকার্মুকচ্যুতাঃ।
আদাস্যন্তেঽদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ॥ ২২

'সুমিত্রানন্দন ! আমার ধনুক থেকে বিচ্যুত পক্ষযুক্ত, তীক্ষ্ণ এবং ধারালো বাণগুলি শত্রুর প্রাণঘাতী ; এইগুলি আজ তোমার প্রাণ সংহার করবে।

অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষ্মণ।
গৃধ্রাশ্চ নিপতন্তু ত্বাং গতাসুং নিহতং ময়া॥ ২৩

'ওহে লক্ষ্মণ ! আজ আমার দ্বারা তুমি নিহত হবে, তোমার প্রাণহীন দেহের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন, শেয়াল, বাজ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্ষত্রবন্ধুং সদানার্যং রামঃ পরমদুর্মতিঃ।
ভক্তং ভ্রাতরমদ্যৈব ত্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া॥ ২৪

'পরমদুর্মতি রাম তোমার মতো সর্বদাই অনার্য, ক্ষত্রিয়াধম এবং ভ্রাতৃভক্ত ভাইকে আজই আমার দ্বারা নিহত হতে দেখবে।

বিস্রস্তকবচং ভূমৌ ব্যপবিদ্ধশরাসনম্।
হৃতোত্তমাঙ্গং সৌমিত্রে ত্বামদ্য নিহতং ময়া॥ ২৫

'ওহে সৌমিত্র ! তোমার বর্ম ভগ্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হবে। ধনুর্বাণ ভগ্ন হয়ে যাবে। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার হাতেই আজ তোমার মৃত্যু হবে।'

ইতি ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাত্মজম্।
হেতুমদ্ বাক্যমর্থজ্ঞো লক্ষ্মণঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ২৬

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইরূপ কঠোরবাক্য বললে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তি যুক্ত বাক্যের দ্বারা বললেন—

বাগ্বলং ত্যজ দুর্বুদ্ধে ক্রূরকর্মন্ হি রাক্ষস।
অথ কস্মাদ্ বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্মণা॥ ২৭

'ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ, ক্রূরকর্মা, রাক্ষস ! বাগাড়ম্বর ত্যাগ করো। এইসব কথা তুমি কেন বলছো ? কাজ করে দেখাও।

অকৃত্বা কথসে কর্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস।
কুরু তৎ কর্ম যেনাহং শ্রদ্দধ্যাং তব কত্থনম্॥ ২৮

'ওহে রাক্ষস ! যে কাজ এখনো করোনি তার জন্য কেন তুমি মিথ্যা গর্ব করছো। সেই কাজ করে দেখাও যাতে

বুদ্ধিমান।

স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ।
বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্মতে॥ ১৪

'দুর্মতে ! কারো দ্বারা যে কাজ করা কঠিন, তুমি কেবল কথার দ্বারাই সেই কাজ সম্পন্ন করছো জেনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছো।

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ॥ ১৫

'অন্তর্হিত হয়ে তুমি যে কাজ করেছ তাতে তুমি চৌর্যমার্গ (চোরের পথ) অবলম্বন করেছ। বীরপুরুষ কদাচ এইরকম করে না।

যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে॥ ১৬

'ওহে রাক্ষস ! আমি যেমন তোমার বাণপথে স্থিত হয়েছি, তুমিও তদনুরূপভাবে তোমার তেজ দেখাও। কেবল বাক্যের দ্বারা কিই বা বোঝাতে চাইছ ?'

এবমুক্তো ধনুর্ভীমং পরামৃশ্য মহাবলঃ।
সসর্জ নিশিতান্ বাণানিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১৭

এইরূপ বললে মহাবলশালী যুদ্ধজয়ী ইন্দ্রজিৎ নিজের ভয়ানক ধনুকটি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে সুতীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ॥ ১৮

তাঁর নিক্ষিপ্ত মহাবেগসম্পন্ন বাণগুলি ছিল সর্পবিষতুল্য। লক্ষ্মণের শরীরে পতিত হয়ে সেগুলি যেন তাঁকে গর্জনরত সর্পের ন্যায় দংশন করছিল।

শরৈরতিমহাবেগৈর্বেগবান্ রাবণাত্মজঃ।
সৌমিত্রিমিন্দ্রজিদ্ যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্॥ ১৯

বেগবান রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেই অত্যন্ত বেগশালী বাণ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন।

স শরৈরতিবিদ্ধাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
শুশুভে লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২০

শরাঘাতে তাঁর শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। শোণিতধারায় তিনি স্নাত হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীমান লক্ষ্মণ ধূমরহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ ত্বাত্মনঃ কর্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ।
বিনদ্য সুমহানাদমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২১

ইন্দ্রজিৎ নিজের এই পরাক্রম দেখিয়ে লক্ষ্মণের নিকটে গিয়ে বিকট গর্জন করে বললেন—

পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকার্মুকচ্যুতাঃ।
আদাস্যন্তেঽদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ॥ ২২

'সুমিত্রানন্দন ! আমার ধনুক থেকে বিচ্যুত পঙ্খযুক্ত, তীক্ষ্ণ এবং ধারালো বাণগুলি শত্রুর প্রাণঘাতী ; এইগুলিই আজ তোমার প্রাণ সংহার করবে।

অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষ্মণ।
গৃধ্রাশ্চ নিপতন্তু ত্বাং গতাসুং নিহতং ময়া॥ ২৩

'ওহে লক্ষ্মণ ! আজ আমার দ্বারা তুমি নিহত হবে, তোমার প্রাণহীন দেহের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন, শেয়াল, বাজ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্ষত্রবন্ধুং সদানার্যং রামঃ পরমদুর্মতিঃ।
ভক্তং ভ্রাতরমদ্যৈব ত্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া॥ ২৪

'পরমদুর্মতি রাম তোমার মতো সর্বদাই অনার্য, ক্ষত্রিয়াধম এবং ভ্রাতৃভক্ত ভাইকে আজই আমার দ্বারা সে নিহত হতে দেখবে।

বিস্রস্তকবচং ভূমৌ ব্যপবিদ্ধশরাসনম্।
হৃতোত্তমাঙ্গং সৌমিত্রে ত্বামদ্য নিহতং ময়া॥ ২৫

'ওহে সৌমিত্র ! তোমার বর্ম ভগ্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হবে। ধনুর্বাণ ভগ্ন হয়ে যাবে। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার হাতেই আজ তোমার মৃত্যু হবে।'

ইতি ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাত্মজম্।
হেতুমদ্ বাক্যমর্থজ্ঞো লক্ষ্মণঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ২৬

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এইরূপ কঠোরবাক্য বললে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তি যুক্ত বাক্যের দ্বারা বললেন—

বাগ্বলং ত্যজ দুর্বুদ্ধে ক্রূরকর্মন্ হি রাক্ষস।
অথ কস্মাদ্ বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্মণা॥ ২৭

'ওরে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ, ক্রূরকর্মা, রাক্ষস ! বাগাড়ম্বর ত্যাগ করো। এইসব কথা তুমি কেন বলছো ? কাজ করে দেখাও।

অকৃত্বা কত্থসে কর্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস।
কুরু তৎ কর্ম যেনাহং শ্রদ্দধেয়ং তব কত্থনম্॥ ২৮

'ওহে রাক্ষস ! যে কাজ এখনো করোনি তার জন্য কেন তুমি মিথ্যা গর্ব করছো। সেই কাজ করে দেখাও যাতে

তোমার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মায়।

অনুক্ত্বা পরুষং বাক্যং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপন্।
অবিকত্থন্ বধিষ্যামি ত্বাং পশ্য পুরুষাদন॥ ২৯

'নরভোজী ! তুমি দেখবে ! কোনোরকম কঠোর বাক্য না বলে, কারও নিন্দা না করেও, এমনকী কোনও রকম আত্মপ্রশংসা ব্যতিরেকেই কেমন করে তোমাকে বধ করি।'

ইত্যুক্ত্বা পঞ্চ নারাচানাকর্ণাপূরিতান্ শরান্।
নিজঘান মহাবেগাল্লক্ষ্মণো রাক্ষসোরসি॥ ৩০

এই বলে ধনুকের জ্যা আকর্ণ বিস্তৃত করে লক্ষ্মণ অত্যন্ত দ্রুতবেগে রাক্ষসের বক্ষদেশে পাঁচটি নারাচ নিক্ষেপ করলেন।

সুপত্রবাজিতা বাণা জ্বলিতা ইব পন্নগাঃ।
নৈর্ঋতোরস্যভাসন্ত সবিতূ রশ্ময়ো যথা॥ ৩১

সুপত্রযুক্ত হওয়ায় অত্যন্ত বেগবান এবং উজ্জ্বল সর্পের মতো দৃশ্যমান বাণরাশি সূর্যকিরণের ন্যায় রাক্ষসের বক্ষদেশে শোভা লাভ করছিল।

স শরৈরাহতস্তেন সরোষো রাবণাত্মজঃ।
সুপ্রযুক্তৈস্ত্রিভির্বাণৈঃ প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্॥ ৩২

শরবিদ্ধ ক্রুদ্ধ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সুপ্রযুক্ত তিনটি বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে প্রত্যাঘাত করলেন।

স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।
বিমর্দস্তুমুলো যুদ্ধে পরস্পরজয়ৈষিণোঃ॥ ৩৩

সিংহতুল্য বিক্রমশালী দুই যোদ্ধা দুজনেই বিজয় অভিলাষী। যুদ্ধক্ষেত্রে নরবীর এবং রাক্ষসবীরের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।
উভৌ পরমদুর্জেয়াবতুল্যবলতেজসৌ॥ ৩৪

উভয় বীরই মহাপরাক্রমী, বলসম্পন্ন, বিক্রমশালী অতুলনীয় শক্তি এবং তেজসম্পন্ন হওয়ায় দুজনেই অত্যন্ত দুর্জয়।

যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ।
বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুষ্প্রধর্ষণৌ॥ ৩৫

আকাশস্থিত দুই গ্রহের সংঘর্ষের মতো সেই দুই বীর যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের দুজনকে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের মতো দুর্ধর্ষ মনে হচ্ছিল।

যুযুধাতে মহাত্মানৌ তদা কেসরিণাবিব।
বহূনবসৃজন্তৌ হি মার্গণৌঘানবস্থিতৌ।
নররাক্ষসমুখ্যৌ তৌ প্রহৃষ্টাবভ্যযুধ্যতাম্॥ ৩৬

দুই মহাত্মা রণক্ষেত্রে দুটি সিংহের মতো যুদ্ধ করছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দুজনেই অত্যন্ত আনন্দের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বহু বাণ নিক্ষেপ করছিলেন।

ততঃ শরান্ দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ।
সসর্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্॥ ৩৭

অতঃপর দশরথনন্দন, শত্রুসূদন লক্ষ্মণ সর্পের মতো দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ধনুকে শরসন্ধান করে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের উপরে নিক্ষেপ করলেন।

তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং স শ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত॥ ৩৮

তাঁর ধনুকের টংকার শুনে রাক্ষসাধিপতি ইন্দ্রজিৎ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নীরবে লক্ষ্মণকে দেখতে লাগলেন।

বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাবণাত্মজম্।
সৌমিত্রিং যুদ্ধসংযুক্তং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ॥ ৩৯

রাক্ষস-রাজপুত্র ইন্দ্রজিতের বিশুষ্ক বদন দেখে এবং মহোৎসাহে লক্ষ্মণকে যুদ্ধে ব্যস্ত দেখে বিভীষণ বললেন—

নিমিত্তান্যুপপশ্যামি যান্যস্মিন্ রাবণাত্মজে।
ত্বর তেন মহাবাহো ভগ্ন এষ ন সংশয়ঃ॥ ৪০

'হে মহাবাহো ! এই রাবণ-নন্দনের মধ্যে যেসব লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে এর বিদায় নিশ্চিত আসন্ন। শীঘ্রই একে বধ করো।'

ততঃ সন্ধায় সৌমিত্রিঃ শরানাশীবিষোপমান্।
মুমোচ বিশিখাংস্তস্মিন্ সর্পানিব বিষোল্বণান্॥ ৪১

অতঃপর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বিষধর সর্পতুল্য ভয়ানক বাণ সন্ধান করে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই বাণগুলিকে বিষোদ্গারী সর্পের মতো ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ।
মুহূর্তমভবন্মূঢ়ঃ সর্বসংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪২

ইন্দ্রের বজ্রতুল্য স্পর্শবিশিষ্ট শরের কঠিন আঘাতে ইন্দ্রজিৎ মুহূর্তের জন্য মূর্ছিত হয়ে গেলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

উপলভ্য মুহূর্তেন সংজ্ঞাং প্রত্যাগতেন্দ্রিয়ঃ।
দদর্শাবস্থিতং বীরমাজৌ দশরথাত্মজম্।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং রোষাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ৪৩

অল্পক্ষণ পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে দশরথনন্দন বীর লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখে তাঁর নেত্রযুগল আরক্তিম হয়ে উঠল, তিনি তাঁর নিকটে অগ্রসর হলেন।

অব্রবীচ্চৈনমাসাদ্য পুনঃ স পরুষং বচঃ।
কিং ন স্মরসি তদ্ যুদ্ধে প্রথমে মৎপরাক্রমম্।
নিবদ্ধস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা যদা যুধি বিচেষ্টসে॥ ৪৪

লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় কঠোর বাক্যে বললেন—'সুমিত্রানন্দন! প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রমের কথা কি তোমার স্মরণে নেই? যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে আমার হাতে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করছিলে।

যুবাং খলু মহাযুদ্ধে বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ প্রথমং ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ॥ ৪৫

'সেই মহাযুদ্ধে বজ্র এবং অশনিতুল্য শরের আঘাতে অগ্রগামী সৈন্য সহ তোমরা দুই ভাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলশায়ী হয়েছিলে।

স্মৃতির্বা নাস্তি তে মন্যে ব্যক্তং বা যমসাদনম্।
গন্তুমিচ্ছসি যস্মাৎ ত্বমাধর্ষয়িতুমিচ্ছসি॥ ৪৬

'অথবা তোমার এইসব কথা স্মৃতিতে নেই বলেই মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করছ, তাই আমার এইরূপ প্রতীতি হচ্ছে যে, তুমি যমালয়ে যেতে চাইছ।

যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মৎপরাক্রমঃ।
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৭

'যদি তুমি প্রথমযুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখে থাকো, তবে এখন সুস্থির হয়ে দাঁড়াও। আজই তোমাকে সেই পরাক্রম দেখাচ্ছি।'

ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্।
দশভিস্তু হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ॥ ৪৮

এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ উত্তম ধারযুক্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে এবং দশটি বাণ দ্বারা হনুমানকে প্রহার করলেন।

ততঃ শরশতেনৈব সুপ্রযুক্তেন বীর্যবান্।
ক্রোধাদ্ দ্বিগুণসংরব্ধো নির্বিভেদ বিভীষণম্॥ ৪৯

অতঃপর দ্বিগুণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে বীর্যবান রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ সুপ্রযুক্ত শত শত বাণদ্বারা বিভীষণকে ক্ষতবিক্ষত করলেন।

তদ্ দৃষ্ট্বেন্দ্রজিতা কর্ম কৃতং রামানুজস্তদা।
অচিন্তয়িত্বা প্রহসন্নৈতৎ কিঞ্চিদিতি ব্রুবন্॥ ৫০

ইন্দ্রজিতের এইরূপ কর্ম দেখে রামানুজ লক্ষ্মণ কোনো কিছু চিন্তা না করেই হাসতে হাসতে বললেন—'এ আর এমন কী?'

মুমোচ চ শরান্ ঘোরান্ সংগৃহ্য নরপুঙ্গবঃ।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং লক্ষ্মণো যুধি॥ ৫১

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ নির্ভীকমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে কুপিত হয়ে ভয়ানক শরসমূহ হাতে নিয়ে রাবণপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

নৈবং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর।
লঘবশ্চাল্পবীর্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব॥ ৫২

তিনি বললেন— 'নিশাচর! যুদ্ধ মধ্যে শূরবীরেরা এইরূপ প্রহার করে না। তোমার এই বাণ অত্যন্ত লঘু এবং অল্পবীর্য (দুর্বল)। এগুলি ক্লেশের পরিবর্তে আমাদের সুখই প্রদান করে।

নৈবং শূরাস্তু যুধ্যন্তে সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইত্যেবং তং ব্রুবন্ ধন্বী শরৈরভিববর্ষ হ॥ ৫৩

'যুদ্ধকামী শূরবীরেরা রণক্ষেত্রে এইভাবে যুদ্ধ করে না।' তাঁকে এইভাবে বলে ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

তস্য বাণৈঃ সুবিধ্বস্তং কবচং কাঞ্চনং মহৎ।
ব্যশীর্যত রথোপস্থে তারাজালমিবাম্বরাৎ॥ ৫৪

তাঁর বাণের আঘাতে ইন্দ্রজিতের সুবর্ণ নির্মিত মহান কবচ বিদীর্ণ হয়ে রথোপরি পতিত হল, মনে হল যেন আকাশ থেকে তারাগুলি মাটিতে নেমে এল।

বিধূতবর্মা নারাচৈর্বভূব স কৃতব্রণঃ।
ইন্দ্রজিৎ সমরে বীরঃ প্রত্যূষে ভানুমানিব॥ ৫৫

বর্মহীন ইন্দ্রজিতের শরীর নারাচের আঘাতে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল।

ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ।
বিভেদ সমরে বীরো লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমঃ॥ ৫৬

তখন ভয়ানক পরাক্রমী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে সহস্রাধিক শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন।

রাগীর্যত মহদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য তু।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং বভূবতুররিন্দমৌ॥ ৫৭

এর ফলে লক্ষ্মণেরও মহান এবং দিব্য কবচ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। শত্রুদমনকারী দুই বীর যোদ্ধা একে অপরকে প্রহার করতে লাগলেন।

অভীক্ষ্ণং নিঃশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যেতাং তুমুলং যুধি।
শরসংকৃত্তসর্বাঙ্গৌ সর্বতো রুধিরোক্ষিতৌ॥ ৫৮

রণভূমিতে দুজনেই প্রবল যুদ্ধ করতে করতে বারংবার শ্বাসগ্রহণ এবং মোচন করতে লাগলেন। শরঘাতে তাঁদের দুজনেরই সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তলিপ্ত।

সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততক্ষতুর্মহাত্মানৌ রণকর্মবিশারদৌ।
বভূবতুশ্চাত্মজয়ে যত্তৌ ভীমপরাক্রমৌ॥ ৫৯

যুদ্ধকর্মে নিপুণ দুই মহাত্মা বীর দীর্ঘক্ষণ ধরে একে অপরকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। ভয়ানক পরাক্রমের দ্বারা নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করতে যত্নবান হলেন।

তৌ শরৌঘৈস্তথাকীর্ণৌ নিকৃত্তকবচধ্বজৌ।
সৃজন্তৌ রুধিরং চোষ্ণং জলং প্রস্রবণাবিব॥ ৬০

তাঁদের দুজনেরই শরীর বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ। উভয়েরই কবচ এবং ধ্বজা বিনষ্ট হয়েছে। ঝর্ণা থেকে নির্গত বারিধারার মতো তাঁদের শরীর থেকে শোণিতধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

শরবর্ষং ততো ঘোরং মুঞ্চতোর্ভীমনিঃস্বনম্।
সাসারয়োরিবাকাশে নীলয়োঃ কালমেঘয়োঃ॥ ৬১

দুজনেই ভয়ানক গর্জন করতে করতে শরবর্ষণ করতে লাগলেন, মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কালীন নীল মেঘ আকাশ থেকে জলধারা বর্ষণ করছে।

তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমং চাপ্যুপজগ্মতুঃ॥ ৬২

বহু সময় অতিক্রান্ত হলেও যুযুধান দুই বীর যুদ্ধবিমুখ হলেন না এবং ক্লান্তিও বোধ করলেন না।

অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দর্শয়ন্তৌ পুনঃ পুনঃ।
শরানুচ্চাবচাকারানন্তরিক্ষে ববন্ধতুঃ॥ ৬৩

দুই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্ বারবার নিজেদের অস্ত্র প্রদর্শন করছিলেন। তাঁরা আকাশে ছোট বড় যেন তীরের জাল-বন্ধন করলেন।

ব্যপেতদোষমস্যন্তৌ লঘু চিত্রং চ সুষ্ঠু চ।
উভৌ তু তুমুলং ঘোরং চক্রতুর্নররাক্ষসৌ॥ ৬৪

মানুষ এবং রাক্ষস—এই দুই বীর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দরভাবে শরপ্রহার করতে লাগলেন। নির্দোষ, দ্রুতগামী, বিচিত্র এবং উত্তম বাণসহযোগে তাঁরা তুমুল যুদ্ধে রত হলেন।

তয়োঃ পৃথক্ পৃথগ্ ভীমঃ শুশ্রুবে তলনিস্বনঃ।
স কম্পং জনয়ামাস নির্ঘাত ইব দারুণঃ॥ ৬৫

সেই সময় তাঁদের করতল থেকে পৃথক পৃথক ভাবে ভয়ানক শব্দ উত্থিত হল। বজ্রতুল্য ভয়ানক সেই শব্দে সাধারণের হৃদয় প্রকম্পিত হল।

তয়োঃ স ভ্রাজতে শব্দস্তথা সমরমত্তয়োঃ।
সুঘোরযোর্নিষ্টনতোর্গগনে মেঘয়োরিব॥ ৬৬

রণোন্মত্ত দুই বীরযোদ্ধায় সেই শব্দ ছিল আকাশস্থিত মেঘের ভয়ংকর গর্জনতুল্য।

সুবর্ণপুংখৈর্নারাচৈর্বলবন্তৌ কৃতব্রণৌ।
প্রসুস্রুবাতে রুধিরং কীর্তিমন্তৌ জয়ে ধৃতৌ॥ ৬৭

স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত নারাচসমূহ দুই বলশালী যোদ্ধার শরীরে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করছিল এবং তা থেকে শোণিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু দুই কীর্তিমান যোদ্ধাই ছিলেন নিজেদের জয়ের জন্য দৃঢ়নিশ্চিত।

তে গাত্রয়োর্নিপতিতা রুক্মপুংখাঃ শরা যুধি।
অসৃগ্দিগ্ধা বিনিষ্পেতুর্বিবিশুর্ধরণীতলম্॥ ৬৮

তাঁদের নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপঙ্খযুক্ত বাণরাজি পরস্পরের শরীরে পতিত হয়ে রক্তলিপ্ত অবস্থায় নিষ্কাশিত হয়ে মাটিতে প্রবেশ করছিল।

অন্যে সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈরাকাশে সঞ্জঘট্টিরে।
বভঞ্জুশ্চিচ্ছিদুশ্চৈব তয়োর্বাণাঃ সহস্রশঃ॥ ৬৯

হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ বাণ আকাশে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

স বভূব রণো ঘোরস্তয়োর্বাণময়শ্চয়ঃ।
অগ্নিভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সত্রে কুশময়শ্চয়ঃ॥ ৭০

যজ্ঞে যেমন দুটি অগ্নিকুণ্ডের সাথে কুশরাশি বিছিয়ে

রাখা হয়, তেমনি তাঁদের দুজনের সেই ভয়ংকর যুদ্ধে বাণরাশি বিস্তারিত হয়েছিল।

তয়োঃ কৃতব্রণৌ দেহৌ শুশুভাতে মহাত্মনোঃ।
সুপুষ্পাবিব নিস্পত্রৌ বনে কিংশুকশাল্মলী॥ ৭১

দুই মহাত্মার ক্ষত-বিক্ষত শরীর যেন বনের নিস্পত্র অথচ শিমুল-পলাশ পুষ্পে সুসজ্জিত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করেছিল।

চক্রতুস্তুমুলং ঘোরং সন্নিপাতং মুহুর্মুহুঃ।
ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণশ্চৈব পরস্পরজয়ৈষিণৌ॥ ৭২

একে অপরকে পরাজিত করার ইচ্ছায় ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ পরস্পরকে বারবার ভয়ানক প্রহার করছিলেন।

লক্ষ্মণো রাবণিং যুদ্ধে রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্।
অন্যোন্যং তাবভিঘ্নন্তৌ ন শ্রমং প্রতিপদ্যতাম্॥ ৭৩

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণপুত্র লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করছিলেন। এইভাবে একে অপরকে প্রহার করেও তাঁরা শ্রান্ত হচ্ছিলেন না।

বাণজালৈঃ শরীরস্থৈরবগাঢৈস্তরস্বিনৌ।
শুশুভাতে মহাবীর্যৌ প্ররূঢাবিব পর্বতৌ॥ ৭৪

ওই দুই মহাবেগশালী সুমহান যোদ্ধার শরীরে অসংখ্য বাণ-গ্রথিত হওয়ায় তাঁদের দেহ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুসজ্জিত পর্বতের ন্যায় শোভা লাভ করেছিল।

তয়ো রুধিরসিক্তানি সংবৃতানি শরৈর্ভৃশম্।
বভ্রাজুঃ সর্বগাত্রাণি জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ॥ ৭৫

শররাজি দ্বারা আবৃত এবং রুধির সিক্ত তাঁদের দুজনের সর্বাঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্ যুধ্যমানয়োঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমং চাপ্যভিজগ্মতুঃ॥ ৭৬

এইভাবে যুদ্ধ করতে-করতে দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে কেউই যুদ্ধ থেকে বিমুখ হলেন না বা পরিশ্রান্ত হলেন না।

অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তুং
সমরমুখেষ্বজিতস্য লক্ষ্মণস্য।
প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্ মহাত্মা
সমরমুপেত্য বিভীষণোঽবতস্থে॥ ৭৭

অতঃপর যুদ্ধমধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্য, তাঁর প্রিয় এবং হিত সাধনের জন্য মহাত্মা বিভীষণ রণভূমিতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৮॥

একোননবতিতম সর্গ (৮৯)

রাক্ষসদের উপর বিভীষণের প্রহার, বানরদলপতিদের উৎসাহ দান, লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের সারথির বিনাশ এবং বানরদের দ্বারা তাঁর অশ্বসমূহ নিধন

যুধ্যমানৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রসক্তৌ নররাক্ষসৌ।
প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ॥ ১

তয়োর্যুদ্ধং দ্রষ্টুকামো বরচাপধরো বলী।
শূরঃ স রাবণভ্রাতা তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি॥ ২

যুযুধান এবং বিজয়কামী দুজন— একজন মানব ও অপর রাক্ষসকে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধ করতে দেখে রাবণের বলবান ভাই শূরবীর বিভীষণ সুন্দর ধনুক হাতে নিয়ে যুদ্ধমধ্যে এসে দণ্ডায়মান হলেন, এই যুদ্ধকে ভাল ভাবে দেখার জন্য।

ততো বিস্ফারয়ামাস মহদ্ ধনুরবস্থিতঃ।
উৎসসর্জ চ তীক্ষ্ণাগ্রান্ রাক্ষসেষু মহাশরান্॥ ৩

সেইখানে অবস্থিত হয়ে তিনি নিজের সুবিশাল ধনুকে জ্যা-আকর্ষণ করে সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট বড় বড় শর রাক্ষসদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তে শরাঃ শিখিসংস্পর্শা নিপতন্তঃ সমাহিতাঃ।
রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাসুর্বজ্রাণীব মহাগিরীন্॥ ৪

বজ্র যেমন সুবিশাল পর্বতকে বিদীর্ণ করে, তেমনি বিভীষণ নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শতুল্য জ্বলনশীল বাণগুলি রাক্ষসদের শরীর বিদারিত করতে লাগল।

বিভীষণস্যানুচরাস্তেঽপি শূলাসিপট্টিশৈঃ।
চিচ্ছিদুঃ সমরে বীরান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসোত্তমাঃ॥ ৫

বিভীষণের অনুচরেরাও ছিল রাক্ষসদের মধ্যে উত্তম যোদ্ধা ; তারাও রণক্ষেত্রে শূল, অসি এবং পট্টিশ দ্বারা বীর রাক্ষসদের সংহার করতে লাগল।

রাক্ষসৈস্তৈঃ পরিবৃতঃ স তদা তু বিভীষণঃ।
বভৌ মধ্যে প্রধৃষ্টানাং কলভানামিব দ্বিপঃ॥ ৬

মত্ত গজশাবকদের মধ্যে গজরাজ যেমন শোভা পায়, রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিভীষণও তদনুরূপ শোভা লাভ করেছিলেন।

ততঃ সঞ্চোদমানো বৈ হরীন্ রক্ষোবধপ্রিয়ান্।
উবাচ বচনং কালে কালজ্ঞো রক্ষসাং বরঃ॥ ৭

রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভীষণ তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কাজেই যে-সকল বানরদের রাক্ষস বধ ছিল অত্যন্ত প্রিয় কার্য ; তাদের উৎসাহিত করে বিভীষণ বললেন—

একোঽয়ং রাক্ষসেন্দ্রস্য পরায়ণমবস্থিতঃ।
এতচ্ছেষং বলং তস্য কিং তিষ্ঠত হরীশ্বরাঃ॥ ৮

'হে বানর মুখ্যগণ ! রাক্ষসরাজ রাবণের এই শেষ বল (সৈন্য) যা তোমাদের সামনে উপস্থিত। অতএব তোমরা কেন হতোদ্যম হচ্ছ।

অস্মিংশ্চ নিহতে পাপে রাক্ষসে রণমূর্ধনি।
রাবণং বর্জয়িত্বা তু শেষমস্য বলং হতম্॥ ৯

'যুদ্ধমধ্যে এই পাপী রাক্ষস নিহত হলে রাবণ ব্যতীত তার অবশিষ্ট সব সৈন্যকে মৃত বলেই মনে করো।

প্রহস্তো নিহতো বীরো নিকুম্ভশ্চ মহাবলঃ।
কুম্ভকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চ ধূম্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ॥ ১০

'বীর প্রহস্ত, মহাবলশালী নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ এবং ধূম্রাক্ষ এইসব রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে।

জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্ণবেগোঽশনিপ্রভঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ বজ্রদংষ্ট্রশ্চ রাক্ষসঃ॥ ১১
সংহ্রাদী বিকটোঽরিঘ্নস্তপনো মন্দ এব চ।
প্রঘাসঃ প্রঘসশ্চৈব প্রজঙ্ঘো জঙ্ঘ এব চ॥ ১২
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ বীর্যবান্।
বিদ্যুজ্জিহ্বো দ্বিজিহ্বশ্চ সূর্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ॥ ১৩
অকম্পনঃ সুপার্শ্বশ্চ চক্রমালী চ রাক্ষসঃ।
কম্পনঃ সত্ত্ববন্তৌ তৌ দেবান্তকনরান্তকৌ॥ ১৪

'জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, পরাক্রমী রশ্মিকেতু, বিদ্যুদ্‌জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, রাক্ষস সূর্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, নিশাচর চক্রমালী, কম্পন, তথা শক্তিশালী দুই রাক্ষস দেবান্তক এবং নরান্তক—এরা সকলেই নিহত হয়েছে।

এতান্ নিহত্যাতিবলান্ বহূন্ রাক্ষসসত্তমান্।
বাহুভ্যাং সাগরং তীর্ত্বা লঙ্ঘ্যতাং গোষ্পদং লঘু॥ ১৫

'এইসব অত্যন্ত বলশালী বহুসংখ্যক রাক্ষস প্রধানদের হত্যা করে তোমরা উভয় হস্তদ্বারা সাগর অতিক্রম করেছ, এখন এই গোষ্পদতুল্য ইন্দ্রজিৎকেও লঙ্ঘন করো।

এতাবদেব শেষং বো জেতব্যমিতি বানরাঃ।
হতাঃ সর্বে সমাগম্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ॥ ১৬

'বানরগণ ! এই কয়েকজন মাত্র রাক্ষসই অবশিষ্ট আছে যাদের জয় করতে হবে। অপরাপর বলদর্পিত সব রাক্ষসেরাই নিহত হয়েছে।

অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্॥ ১৭

'আমার পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎকে বধ করা আমার পক্ষে অনুচিত। তথাপি রামচন্দ্রের কারণে সেই দয়া অপসারণ করে আমি ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত।

হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি॥ ১৮

'আমি একে হত্যা করতে চাইলেও অশ্রুবারি আমার নয়নযুগলকে বাষ্পরুদ্ধ করছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণই একে বধ করুন।

বানরা ঘ্নত সম্ভূয় ভৃত্যানস্য সমীপগান্।
ইতি তেনাতিয়শসা রাক্ষসেনাভিচোদিতাঃ॥ ১৯
বানরেন্দ্রা জহৃষিরে লাঙ্গূলানি চ বিব্যধুঃ।

'বানরগণ তোমরা দলবদ্ধভাবে এর নিকটবর্তী

সেবকদের হত্যা করো।' এইভাবে অত্যন্ত যশস্বী রাক্ষস বিভীষণ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলে বানরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দে লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল।

ততস্তু কপিশার্দূলাঃ ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ।
মুমুচুর্বিবিধান্ নাদান্ মেঘান্ দৃষ্ট্বেব বর্হিণঃ॥ ২০

সিংহতুল্য পরাক্রমী বীর বানরমুখ্যগণ সানন্দে গর্জন করতে লাগল। যেন মেঘ দেখে ময়ূরেরা সমবেতভাবে ধ্বনি আনন্দ প্রকাশ করছে।

জাম্ববানপি তৈঃ সর্বৈঃ স্বযূথ্যৈরভিসংবৃতঃ।
তেঽশ্মভিস্তাড়য়ামাসুর্নখৈর্দন্তৈশ্চ রাক্ষসান্॥ ২১

তখন জাম্ববানও সদলবলে পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হল এবং বানরদের সাথে একত্রে পাথর, নখ এবং দাঁত দিয়ে রাক্ষসদের তাড়িত করল।

নিঘ্নন্তমৃক্ষাধিপতিং রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ।
পরিবব্রুর্ভয়ং ত্যক্ত্বা তমনেকবিধায়ুধাঃ॥ ২২

নিজেদের মার খেতে দেখে ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে মহাবলশালী রাক্ষসেরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

শরৈঃ পরশুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ পট্টিশৈর্যষ্টিতোমরৈঃ।
জাম্ববন্তং মৃধে জঘ্নুর্নিঘ্নন্তং রাক্ষসীং চমূম্॥ ২৩

রাক্ষসসৈন্য সংহারকারী জাম্ববানকে রাক্ষসেরা বাণ, তীক্ষ্ণ কুঠার, পট্টিশ, লাঠি এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সহযোগে প্রহার করতে লাগল।

স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
দেবাসুরাণাং ক্রুদ্ধানাং যথা ভীমো মহাস্বনঃ॥ ২৪

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে দেবাসুরের দ্বন্দ্বের মতো তুমুল সেই যুদ্ধে একে অপরকে প্রহার করে উভয়পক্ষই ভয়ানক শব্দ করতে লাগল।

হনূমানপি সংক্রুদ্ধঃ সালমুৎপাট্য পর্বতাৎ।
স লক্ষ্মণং স্বয়ং পৃষ্ঠাদবরোপ্য মহামনাঃ॥ ২৫
রক্ষসাং কদনং চক্রে দুরাসাদঃ সহস্রশঃ।

মহামনস্বী হনুমান তখন লক্ষ্মণকে পিঠ থেকে নামিয়ে পর্বত শিখর থেকে শালবৃক্ষ উৎপাটিত করে শত্রুসংহার করতে লাগলেন। শত্রুদের পক্ষে তাঁকে পরাস্ত করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠল।

স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং পিতৃব্যস্যেন্দ্রজিদ্ বলী॥ ২৬
লক্ষ্মণং পরবীরঘ্নঃ পুনরেবাভ্যধাবত।

শত্রুবীর সংহারক বলবান ইন্দ্রজিৎ তাঁর কাকা বিভীষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করতে করতে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন।

তৌ প্রযুদ্ধৌ তদা বীরৌ মৃধে লক্ষ্মণরাক্ষসৌ॥ ২৭
শরৌঘানভিবর্ষন্তৌ জঘ্নতুস্তৌ পরস্পরম্।

রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পরের প্রতি শররাশি নিক্ষেপ করে একে অপরকে আহত করতে লাগলেন।

অভীক্ষ্ণমন্তর্দধতুঃ শরজালৈর্মহাবলৌ॥ ২৮
চন্দ্রাদিত্যাবিবোষ্ণান্তে যথা মেঘৈস্তরস্বিনৌ।

দুই মহাবীর শরজাল বিস্তার করে একে অপরকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা সেই শরজালে আবৃত হয়ে গেলেন। যেমন, গ্রীষ্মের পরে বর্ষার আগমনে বেগশালী চন্দ্র এমনকি সূর্যও মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

নহ্যাদানং ন সন্ধানং ধনুষো বা পরিগ্রহঃ॥ ২৯
ন বিপ্রমোক্ষো বাণানাং ন বিকর্ষো ন বিগ্রহঃ।
ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানং ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনম্॥ ৩০
অদৃশ্যত তয়োস্তত্র যুধ্যতোঃ পাণিলাঘবাৎ।

যুদ্ধরত ঐ দুই বীর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কখনো হাতে বাণ তুলে নিচ্ছেন, কখনো শরসন্ধান করছেন, কখনো বা এক হাত থেকে অন্য হাতে ধনুক ধারণ করছেন, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করছেন, আবার কখনো ধনুকের জ্যা কান পর্যন্ত আকর্ষণ করছেন, শরনিক্ষেপ করে লক্ষ্য ভেদ করছেন। এবং তা এত দ্রুত করছেন যে, এগুলি কারও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

চাপবেগপ্রযুক্তৈশ্চ বাণজালৈঃ সমন্ততঃ॥ ৩১
অন্তরিক্ষেঽভিসম্পন্নে ন রূপাণি চকাশিরে।

সবেগে ধনুক আকর্ষণ করে নিক্ষিপ্ত বাণরাশির দ্বারা আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফলে আকাশস্থিত অন্য সব কিছু (গ্রহ নক্ষত্রাদি) আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাপ্য রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্॥ ৩২
অব্যবস্থা ভবত্যুগ্রা তাভ্যামন্যোন্যবিগ্রহে।

লক্ষ্মণ রাবণপুত্রকে পেয়ে এবং রাবণপুত্র লক্ষ্মণকে পেয়ে পরস্পরের প্রতি শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের দুজনের ভয়ানক যুদ্ধে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হল। বোঝা যাচ্ছিল না যে যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হবে!

তাভ্যামুভাভ্যাং তরসা প্রসৃষ্টৈর্বিশিখৈঃশিতৈঃ॥ ৩৩
নিরন্তরমিবাকাশং বভূব তমসা বৃতম্।

তাঁদের দুজনের নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ এবং বেগশালী শরসমূহের দ্বারা আকাশ নিরন্তর অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল।

তৈঃ পতদ্ভিশ্চ বহুভিস্তয়োঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ॥ ৩৪
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসংকুলাঃ।

রণভূমিতে নিক্ষিপ্ত এবং পতিত শত-শত সুতীক্ষ্ণ বাণ এবং অস্ত্রের দ্বারা সমগ্র দিক্ বিদিক্ ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

তমসা পিহিতং সর্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ॥ ৩৫
অস্তং গতে সহস্রাংশৌ সংবৃতে তমসা চ বৈ।
রুধিরৌঘা মহানদ্যঃ প্রাবর্তন্ত সহস্রশঃ॥ ৩৬

সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হল। সমস্ত দিক অন্ধকারে আবৃত করে সূর্য অস্তাচলে চলে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র শত-শত রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হল।

ক্রব্যাদা দারুণা বাগ্‌ভিশ্চিক্ষিপুর্ভীমনিঃস্বনান্।
ন তদানীং ববৌ বায়ুর্ন চ জজ্বাল পাবকঃ॥ ৩৭

মাংসভোজী পশুরা ভয়ানক শব্দে চিৎকার করতে লাগল। তখন বায়ুর গতি স্তব্ধ হয়েছিল, অগ্নিও প্রজ্বলিত হচ্ছিল না।

স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্য ইতি জজল্পুস্তে মহর্ষয়ঃ।
সম্পেতুশ্চাত্র সন্তপ্তা গন্ধর্বাঃ সহ চারণৈঃ॥ ৩৮

মহর্ষিগণ বলে উঠলেন—'সংসারের কল্যাণ হোক।' চারণদের সঙ্গে গন্ধর্বগণও অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অথ রাক্ষসসিংহস্য কৃষ্ণান্ কনকভূষণান্।
শরৈশ্চতুর্ভিঃ সৌমিত্রির্বিব্যাধ চতুরো হয়ান্॥ ৩৯

অতঃপর লক্ষ্মণ চারটি শর দিয়ে রাক্ষস সৈন্যদের স্বর্ণাভরণে ভূষিত চারটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্বকে বিদ্ধ করলেন।

ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
সম্পূর্ণায়তমুক্তেন সুপত্রেণ সুবর্চসা॥ ৪০
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন সূতস্য বিচরিষ্যতঃ।
স তেন বাণাশনিনা তলশব্দানুনাদিনা॥ ৪১
লাঘবাদ্ রাঘবঃ শ্রীমান্ শিরঃ কায়াদপাহরৎ।

অনন্তর রঘুকুলনন্দন শ্রীমান লক্ষ্মণ অপর একটি উজ্জ্বল পীতবর্ণের, সুতীক্ষ্ণ, সুন্দর পক্ষযুক্ত ভল্ল কান পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিক্ষেপ করলেন। বজ্রতুল্য সেই বাণ করতলের শব্দের ন্যায় অনুনাদিত হয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণরত ইন্দ্রজিতের সারথির মস্তক তৎক্ষণাৎ দেহ থেকে পৃথক করে দিল।

স যন্তরি মহাতেজা হতে মন্দোদরীসুতঃ॥ ৪২
স্বয়ং সারথ্যমকরোৎ পুনশ্চ ধনুরস্পৃশৎ।
তদদ্ভুতমভূৎ তত্র সারথ্যং পশ্যতাং যুধি॥ ৪৩

এভাবে সারথির মৃত্যু হলে মন্দোদরী পুত্র মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ নিজেই সারথির কার্যভার গ্রহণ করলেন। নিজেই সারথির দায়িত্ব পালন করেও ধনুর্বাণ সঞ্চালনে বিরত হলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সারথ্য গ্রহণ দেখে সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

হয়েষু ব্যগ্রহস্তং তং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধনুষ্যথ পুনর্ব্যগ্রং হয়েষু মুমুচে শরান্॥ ৪৪

তিনি যখন অশ্ব সামলাতে ব্যস্ত তখন লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাকে বিদ্ধ করছিলেন। আর যখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য ধনুক উদ্যত করছেন তখন তিনি ঘোড়াগুলিকে শরপ্রহার করছিলেন।

ছিদ্রেষু তেষু বাণৌঘৈর্বিচরন্তমভীতবৎ।
অর্দয়ামাস সমরে সৌমিত্রিঃ শীঘ্রকৃত্তমঃ॥ ৪৫

এই ছিদ্রমধ্যে (বাণ প্রহারের অবসরে) ত্বরিৎকর্মা লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে নিজ শরসমূহ দ্বারা নিদারুণভাবে পীড়িত করতে লাগলেন।

নিহতং সারথিং দৃষ্ট্বা সমরে রাবণাত্মজঃ।
প্রজহৌ সমরোদ্ধর্ষং বিষণ্ণঃ স বভূব হ॥ ৪৬

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধাঙ্গনে সারথির প্রাণ ত্যাগের দৃশ্য দেখে যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং হরিযূথপাঃ।
ততঃ পরমসংহৃষ্টা লক্ষ্মণং চাভ্যপূজয়ন্॥ ৪৭

বানরদলপতিরা রাক্ষসের মুখে বিষণ্ণতা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

ততঃ প্রমাথী রভসঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
অমৃষ্যমাণাশ্চত্বারশ্চক্রুর্বেগং হরীশ্বরাঃ॥ ৪৮

তদনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ এবং গন্ধমাদন—এই

চার বানরশ্রেষ্ঠ সরোষে নিজেদের মহান বেগ প্রকট করলেন।

তে চাস্য হয়মুখ্যেষু তূর্ণমুৎপত্য বানরাঃ।
চতুর্ষু সুমহাবীর্যা নিপেতুর্ভীমবিক্রমাঃ॥ ৪৯

সেই বানরমুখ্যগণ ছিল মহাবলশালী এবং মহান পরাক্রমী। তারা সহসা লাফিয়ে উঠে চারটি ঘোড়ার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

তেষামধিষ্ঠিতানাং তৈর্বানরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
মুখেভ্যো রুধিরং ব্যক্তং হয়ানাং সমবর্তত॥ ৫০

সেই পর্বতপ্রমাণ বানরদের দেহভারে ঘোড়াগুলির মুখ থেকে শোণিতধারা নির্গত হতে লাগল।

তে হয়া মথিতা ভগ্না ব্যসবো ধরণী গতাঃ।
তে নিহত্য হয়াংস্তস্য প্রমথ্য চ মহারথম্।
পুনরুৎপত্য বেগেন তস্থুর্লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ॥ ৫১

সেই ঘোড়াগুলি বিধ্বস্ত অবস্থায়, অঙ্গ ভঙ্গ হয়ে, প্রাণ ত্যাগ করে, ভূতলশায়ী হল। এইভাবে ঘোড়াদের হত্যা করে তারা ইন্দ্রজিতের মহারথটিকে মথিত করে লাফিয়ে উঠে লক্ষ্মণের পাশে এসে উপস্থিত হল।

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্মথিতসারথিঃ।
শরবর্ষেণ সৌমিত্রিমভ্যধাবত রাবণিঃ॥ ৫২

সারথি এবং অশ্ব হারিয়ে রাবণপুত্র রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে শরবর্ষণ করতে করতে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন।

ততো মহেন্দ্রপ্রতিমঃ স লক্ষ্মণঃ
পদাতিনং তং নিশিতৈর্হয়োত্তমৈঃ।
সৃজন্তমাজৌ নিশিতান্ শরোত্তমান্
ভৃশং তদা বাণগণৈর্ব্যদারয়ৎ॥ ৫৩

তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী লক্ষ্মণ হতাশ্ব, পদাতিক, তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপণকারী ইন্দ্রজিৎকে ভয়ানক শরপ্রহারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৯॥

নবতিতমঃ সর্গঃ (৯০)

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ এবং লক্ষ্মণের দ্বারা ইন্দ্রজিতের নিধন

স হতাশ্বো মহাতেজা ভূমৌ তিষ্ঠন্ নিশাচরঃ।
ইন্দ্রজিৎ পরমক্রুদ্ধঃ সম্প্রজজ্বাল তেজসা॥ ১

অশ্ব নিহত হলে মহাতেজস্বী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে ভয়ানক ক্রোধে আপন তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

তৌ ধন্বিনৌ জিঘাংসন্তাবন্যোন্যমিষুভির্ভৃশম্।
বিজয়েনাভিনিষ্ক্রান্তৌ বনে গজবৃষাবিব॥ ২

একে অপরকে জয় করার জন্য বন থেকে নির্গত দুই শ্রেষ্ঠ গজরাজের মতো দুই প্রবল ধনুর্ধর ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার জন্য তীব্র শরাঘাত করতে লাগলেন

নিবর্হয়ন্তশ্চান্যোন্যং তে রাক্ষসবনৌকসঃ।
ভর্তারং ন জহুর্যুদ্ধে সম্পতন্তস্ততস্ততঃ॥ ৩

বানরেরা এবং রাক্ষসেরা একে অপরকে হত্যা করার জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হলেও স্ব স্ব প্রভু থেকে দূরে সরে যায়নি।

ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ রাবণাত্মজঃ।
স্তুবানো হর্ষমাণশ্চ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪

তদনন্তর রাবণনন্দন প্রসন্ন হয়ে সকল রাক্ষসের আনন্দ বর্ধনের জন্য প্রশংসা করে এইরূপ বললেন—

তমসা বহুলেনেমাঃ সংসক্তাঃ সর্বতো দিশঃ।
নেহ বিজ্ঞায়তে স্বো বা পরো বা রাক্ষসোত্তমাঃ॥ ৫

'শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ ! চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে অতএব কে যে আপন আর কে অপর তা বোঝা যাচ্ছে না।

ধৃষ্টং ভবন্তো যুধ্যন্তু হরীণাং মোহনায় বৈ।
অহং তু রথমাস্থায় আগমিষ্যামি সংযুগে॥ ৬

তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু যথেমে হি বনৌকসঃ।
ন যুধ্যেয়ুর্মহাত্মানঃ প্রবিষ্টে নগরং ময়ি॥ ৭

'তোমরা বানরদের মোহিত করে ফেলার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ করো, আমি পুনরায় রথে সংস্থাপিত হয়ে যুদ্ধ করতে আসছি। তোমরা বনবাসী বানরদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করো যাতে আমার নগরে প্রবেশ করার সময়ে ওই মহামনস্বী বানর আমার প্রতিপক্ষে না আসতে পারে।'

ইত্যুক্ত্বা রাবণসুতো বঞ্চয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রথহেতোরমিত্রহা॥ ৮

এই বলে শত্রুহন্তারক রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদেরকে বঞ্চনা করে রথের জন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

স রথং ভূষয়িত্বাথ রুচিরং হেমভূষিতম্।
প্রাসাসিশরসংযুক্তং যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ৯
অধিষ্ঠিতং হয়জ্ঞেন সূতেনাপ্তোপদেশিনা।
আরুরোহ মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১০

তিনি স্বর্ণমণ্ডিত সুন্দর একটি রথকে সুসজ্জিত করে তাতে প্রাস, অসি এবং শর প্রভৃতি স্থাপন করে, উত্তম অশ্ব যুক্ত করলেন। সেই রথে অশ্ব চালানো অভিজ্ঞ এবং যথাযথ উপদেশ দানকারী সারথিকে নিয়ে মহাতেজস্বী, সমরবিজয়ী রাবণপুত্র নিজে আরোহণ করলেন।

স রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্দোদরীসুতঃ।
নির্যয়ৌ নগরাদ্ বীরঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ॥ ১১

পুনরায় মন্দোদরীপুত্র বীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসপ্রধানদের সঙ্গে নিয়ে কাল প্রেরিত হয়ে নগরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সোঽভিনিষ্ক্রম্য নগরাদিন্দ্রজিৎ পরমৌজসা।
অভ্যায়াজ্জবনৈরশ্বৈর্লক্ষ্মণং সবিভীষণম্॥ ১২

নগরের বাইরে এসে ইন্দ্রজিৎ বেগশালী অশ্বদ্বারা বেগপূর্বক বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন।

ততো রথস্থমালোক্য সৌমিত্রী রাবণাত্মজম্।
বানরাশ্চ মহাবীর্যা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ১৩
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্লাঘবাৎ তস্য ধীমতঃ।

রাবণপুত্রকে রথারূঢ় অবস্থায় দেখে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং মহাপরাক্রমী বানরেরা তথা রাক্ষস বিভীষণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বুদ্ধিমান সেই রাক্ষসের ক্ষিপ্রতা দেখে তাঁরা চমকিত হলেন।

রাবণিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রণে বানরযূথপান্॥ ১৪
পাতয়ামাস বাণৌঘৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।

অতঃপর ভয়ানক ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে রাবণপুত্র বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত সহস্র বানরবীরদের হত্যা করতে লাগলেন।

স মণ্ডলীকৃতধনু রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১৫
হরীনভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ পরং লাঘবমাস্থিতঃ।

যুদ্ধবিজয়ী রাবণপুত্র তাঁর ধনুক আকর্ষণ করে সেটিকে মণ্ডলাকার বানিয়ে ফেললেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বানর সংহার আরম্ভ করলেন।

তে বধ্যমানা হরয়ো নারাচৈর্ভীমবিক্রমাঃ॥ ১৬
সৌমিত্রিং শরণং প্রাপ্তাঃ প্রজাপতিমিব প্রজাঃ।

ভয়ানক পরাক্রমী বানরেরা তাঁর নারাচ প্রহারে বিধ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণের শরণাগত হল, যেমনভাবে প্রজারা প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়।

ততঃ সমরকোপেন জ্বলিতো রঘুনন্দনঃ।
চিচ্ছেদ কার্মুকং তস্য দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্॥ ১৭

এভাবে শত্রুকে যুদ্ধ করতে দেখে রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাক্ষসের ধনুকটিকে ভগ্ন করলেন।

সোঽন্যৎকার্মুকমাদায় সজ্যং চক্রে ত্বরন্নিব।
তদপ্যস্য ত্রিভির্বাণৈর্লক্ষ্মণো নিরকৃন্তত॥ ১৮

ইন্দ্রজিৎ দ্রুততার সঙ্গে অন্য একটি ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলে লক্ষ্মণ তিনটি শরের আঘাতে সেটিকেও ভগ্ন করলেন।

অথৈনং ছিন্নধন্বানমাশীবিষবিষোপমৈঃ।
বিব্যাধোরসি সৌমিত্রী রাবণিং পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ১৯

ধনুক ভঙ্গ করে সুমিত্রানন্দন রাবণপুত্রের বিষধর সর্পতুল্য পাঁচটি ভয়ানক বাণ দিয়ে বক্ষদেশে গভীর আঘাত করলেন।

তে তস্য কায়ং নির্ভিদ্য মহাকার্মুকনিঃসৃতাঃ।
নিপেতুর্ধরণীং বাণা রক্তা ইব মহোরগাঃ॥ ২০

লক্ষ্মণের বিশাল ধনুক থেকে নির্গত সেই শরগুলি ইন্দ্রজিতের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তলিপ্ত হয়ে রক্ত বর্ণের সুবিশাল সর্পের মতো মাটিতে এসে পড়ল।

স ছিন্নধন্বা রুধিরং বমন্ বক্ত্রেণ রাবণিঃ।
জগ্রাহ কার্মুকশ্রেষ্ঠং দৃঢ়জ্যং বলবত্তরম্॥ ২১

ইন্দ্রজিতের ধনুক ছিন্ন হয়েছে, তিনি রক্ত বমি করতে করতে একটি অধিকতর শক্তিশালী ধনুক গ্রহণ করলেন যার জ্যা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

স লক্ষ্মণং সমুদ্দিশ্য পরং লাঘবমাস্থিতঃ।

ববর্ষ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ॥ ২২

ইন্দ্র যেমন বারি বর্ষণ করেন তেমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

মুক্তমিন্দ্রজিতা তত্তু শরবর্ষমরিন্দমঃ।
আবারয়দসন্ত্রান্তো লক্ষ্মণঃ সুদুরাসদম্॥ ২৩

ইন্দ্রজিতের এই শরবর্ষণকে প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন হলেও শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ নির্ভীকভাবে তা প্রতিরোধ করলেন।

সন্দর্শয়ামাস তদা রাবণিং রঘুনন্দনঃ।
অসম্ভ্রান্তো মহাতেজাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ২৪

রঘুকুলনন্দন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ একেবারে নির্ভীক চিত্তে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে নিজের অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশল দেখালেন।

ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বাংস্ত্রিভিরেকৈকমাহবে।
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রাস্ত্রং সম্প্রদর্শয়ন্।
রাক্ষসেন্দ্রসুতং চাপি বাণৌঘৈঃ সমতাডয়ৎ॥ ২৫

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রতিটি রাক্ষসকেই তিনটি করে শরে বিদ্ধ করে প্রায় সবাইকে আহত করলেন। রাক্ষসরাজপুত্রকেও আপন শরাঘাতে আহত করলেন।

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুঘাতিনা।
অসক্তং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণায় বহূন্ শরান্॥ ২৬

শত্রুহন্তারক বলবান শত্রু লক্ষ্মণের শরাঘাতে আহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের প্রতি অবিরাম শরবর্ষণ করতে লাগলেন।

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা।
সারথেরস্য চ রণে রথিনো রথসত্তমঃ॥ ২৭
শিরো জহার ধর্মাত্মা ভল্লেনানতপর্বণা।

শত্রুবীর হন্তারক লক্ষ্মণ সেই তীরগুলিকে তাঁর নিকটে আসার পূর্বেই তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ছেদন করতে লাগলেন। রথারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ অতঃপর যুদ্ধে আনতপর্ব ভল্লের দ্বারা ইন্দ্রজিতের সারথির মস্তক ছেদন করলেন।

অসূতাস্তে হয়াস্তত্র রথমূহুরবিক্লবাঃ॥ ২৮
মণ্ডলান্যভিধাবন্তি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।

সারথিহীন হয়েও অশ্বগুলি শান্ত, অবিচলিত ভাবে রথ বহন করছিল। তারা মণ্ডলাকার গতিতে দৌড়চ্ছিল, এই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত।

অমর্ষবশমাপন্নঃ সৌমিত্রির্দৃঢবিক্রমঃ॥ ২৯
প্রত্যবিধ্যদ্ধয়াংস্তস্য শরৈর্বিত্রাসয়ন্ রণে।

দৃঢ় পরাক্রমী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বগুলিকে সন্ত্রস্ত করার জন্য তাদের শরবিদ্ধ করতে লাগলেন।

অমর্ষমাণস্তৎকর্ম রাবণস্য সুতো রণে॥ ৩০
বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সৌমিত্রিং তমমর্ষণম্।

রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে লক্ষ্মণের এই পরাক্রম দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুমিত্রা পুত্রকে দশটি বাণদ্বারা আঘাত করলেন।

তে তস্য বজ্রপ্রতিমাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাগত্য কবচং কাঞ্চনপ্রভম্॥ ৩১

বজ্রতুল্য তেজস্বী, সর্পবিষতুল্য প্রাণঘাতী সেই বাণগুলি লক্ষ্মণের স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল বর্মে আঘাত করে বিনষ্ট হল।

অভেদ্যকবচং মত্বা লক্ষ্মণং রাবণাত্মজঃ।
ললাটে লক্ষ্মণং বাণৈঃ সুপুঙ্খৈস্ত্রিভিরিন্দ্রজিৎ॥ ৩২
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রং প্রদর্শয়ন্।
তৈঃ পৃষৎকৈর্ললাটস্থৈঃ শুশুভে রঘুনন্দনঃ॥ ৩৩
রণাগ্রে সমরশ্লাঘী ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।

লক্ষ্মণের কবচকে[১] অভেদ্য মনে করে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত তিনটি শর দ্বারা তাঁর ললাটে আঘাত করলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে তিনি তাঁর ললাট শরবিদ্ধ করলেন। রণ শ্লাঘায় উদ্দীপ্ত রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণকে সেই আঘাতকে অগ্রভাগে অবস্থিত তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

স তথাপ্যর্দিতো বাণৈ রাক্ষসেন তদা মৃধে॥ ৩৪
তমাশু প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
বিকৃষ্যেন্দ্রজিতো যুদ্ধে বদনে শুভকুণ্ডলে॥ ৩৫

যুদ্ধে রাক্ষসের দ্বারা শরপ্রহারে এইরূপ পীড়িত হয়ে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ পাঁচটি শর আকর্ষণ করে ইন্দ্রজিতের কুণ্ডলশোভিত মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করলেন।

লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ বীরৌ মহাবলশরাসনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ বিশিখৈর্ভীমবিক্রমৌ॥ ৩৬

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ — উভয়েই মহাবলশালী বীর। ভয়ানক পরাক্রমী দুজনেই খুব বড় ধনুর্ধর। তাঁরা একে

[১]ইতিপূর্বে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর লক্ষ্মণ পুনরায় অন্য একটি কবচ ধারণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ থেকে এটিই বোঝা যাচ্ছে।

অপরকে শর দ্বারা তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন।

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥ ৩৭

লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ — তাঁদের দুজনেরই শরীর রক্তলিপ্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বীরই পুষ্পিত পলাশ ফুলের মতো শোভা লাভ করেছেন।

তৌ পরস্পরমভ্যেত্য সর্বগাত্রেষু ধন্বিনৌ।
ঘোরৈর্বিবিধতুর্বাণৈঃ কৃতভাবাবুভৌ জয়ে॥ ৩৮

ধনুর্ধারী দুই মহাবীরই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য একে অপরের প্রতি সর্বাঙ্গে শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

ততঃ সমরকোপেন সংযুতো রাবণাত্মজঃ।
বিভীষণং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ বদনে শুভে॥ ৩৯

ইতিমধ্যে সমরোচিত ক্রোধে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের সুন্দর মুখে তিনটি শর দিয়ে তীব্র আঘাত করলেন।

অয়োমুখৈস্ত্রিভির্বিদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
একৈকেনাভিবিব্যাধ তান্ সর্বান্ হরিযূথপান্॥ ৪০

লৌহমুখবিশিষ্ট ওই তিনটি শরাঘাতে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আহত করে ইন্দ্রজিৎ সকল বানরদলপতিদের এক-একটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন।

তস্মৈ দৃঢ়তরং ক্রুদ্ধো জঘান গদয়া হয়ান্।
বিভীষণো মহাতেজা রাবণেঃ স দুরাত্মনঃ॥ ৪১

মহাতেজস্বী বিভীষণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়াগুলিকে গদাঘাতে হত্যা করলেন।

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্নিহতসারথেঃ।
অথ শক্তিং মহাতেজাঃ পিতৃব্যায় মুমোচ হ॥ ৪২

রথের সারথি এবং অশ্ব নিহত হওয়ায় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁর পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈর্দশধাপাতয়দ্ ভুবি॥ ৪৩

সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী লক্ষ্মণ ওই শক্তি অস্ত্রকে আসতে দেখে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই অস্ত্রকে দশটুকরো করে ভূপাতিত করলেন।

তস্মৈ দৃঢ়ধনুঃ ক্রুদ্ধো হতাশ্বায় বিভীষণঃ।
বজ্রস্পর্শসমান্ পঞ্চ সসর্জোরসি মার্গণান্॥ ৪৪

দৃঢ় ধনুর্ধারী বিভীষণ হতাশ্ব ইন্দ্রজিতের প্রতি কুপিত হয়ে তাঁর বক্ষদেশে বজ্রস্পর্শতুল্য পাঁচটি শর নিক্ষেপ করলেন।

তে তস্য কায়ং ভিত্ত্বা তু রুক্মপুঙ্খা নিমিত্তগাঃ।
বভূবুর্লোহিতাদিগ্ধা রক্তা ইব মহোরগাঃ॥ ৪৫

সোনার পুঙ্খযুক্ত, লক্ষ্যভেদী সেই বাণগুলি ইন্দ্রজিতের শরীর বিদীর্ণ করে রক্তস্নাত হয়ে রক্তবর্ণের সুবিশাল সর্পের ন্যায় শোভা ধারণ করল।

স পিতৃব্যস্য সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিচ্ছরমাদদে।
উত্তমং রক্ষসাং মধ্যে যমদত্তং মহাবলঃ॥ ৪৬

মহাবলী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের (কাকার) প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসদের সম্মুখেই যমরাজ প্রদত্ত উত্তম শর হাতে নিলেন।

তং সমীক্ষ্য মহাতেজা মহেষুং তেন সংহিতম্।
লক্ষ্মণোঽপ্যাদদে বাণমন্যদ্ ভীমপরাক্রমঃ॥ ৪৭

ইন্দ্রজিতকে সেই মহান শর ধনুকে সংযোজিত করতে দেখে মহাতেজস্বী তথা ভয়ানকপরাক্রমী লক্ষ্মণও অন্য শর গ্রহণ করলেন।

কুবেরেণ স্বয়ং স্বপ্নে যদ্ দত্তমমিতাত্মনা।
দুর্জয়ং দুর্বিষহং চ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৪৮

মহাত্মা কুবের স্বপ্নে লক্ষ্মণকে এই বাণের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এই বাণ অসুরদের তথা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের জন্যও দুর্বিষহ এবং দুর্জয়।

তয়োস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ।
বিকৃষ্যমাণে বলবৎ ক্রৌঞ্চাবিব চুকূজতুঃ॥ ৪৯

তাঁদের দুজনের পরিঘতুল্য স্থূল এবং বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা সজোরে আকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ধনুক থেকে দুটি ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শব্দ নির্গত হতে লাগল।

তাভ্যাং তু ধনুষি শ্রেষ্ঠে সংহিতৌ সায়কোত্তমৌ।
বিকৃষ্যমাণৌ বীরাভ্যাং ভৃশং জজ্বলতুঃ শ্রিয়া॥ ৫০

এই দুই বীরের আপন-আপন শ্রেষ্ঠ ধনুকে উত্তম দুই শর সন্ধান করে আকর্ষণ করা মাত্রই অস্ত্র দুটি অত্যন্ত তেজে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

তৌ ভাসয়ন্তাবাকাশং ধনুর্ভ্যাং বিশিখৌ চ্যুতৌ।
মুখেন মুখমাহত্য সন্নিপেততুরোজসা॥ ৫১

ওই দুটি বাণ একই সঙ্গে ধনুক থেকে নির্গত হয়ে আপন প্রভায় আকাশকে আলোকিত করে তুলল। উভয়ের মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে দুটি অস্ত্রই সবেগে ভূপতিত হল।

সন্নিপাতস্তয়োশ্চাসীচ্ছরয়োর্ঘোররূপয়োঃ।
সধূমবিস্ফুলিঙ্গশ্চ তজ্জোঽগ্নির্দারুণোঽভবৎ॥ ৫২

ওই দুই ভয়ানক বাণের সংঘর্ষে ধোঁয়া এবং স্ফুলিঙ্গ সহযোগে দারুণভাবে আগুন জ্বলে উঠল।

তৌ মহাগ্রহসংকাশাবন্যোন্যং সন্নিপত্য চ।
সংগ্রামে শতধা যাতৌ মেদিন্যাং চৈব পেততুঃ॥ ৫৩

ওই শর দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে মহান গ্রহের মতো নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শত শত টুকরো হয়ে ভূপতিত হল।

শরৌ প্রতিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ রণমূর্ধনি।
ব্রীড়িতৌ জাতরোষৌ চ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ তদা॥ ৫৪

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের শরকে প্রতিহত হতে দেখে লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ—দুজনেই লজ্জিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ একে অপরের প্রতি রোষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন।

সুসংরব্ধস্তু সৌমিত্রিরস্ত্রং বারুণমাদদে।
রৌদ্রং মহেন্দ্রজিদ্ যুদ্ধেঽপাসৃজদ্ যুধি নিষ্ঠিতঃ॥ ৫৫

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে বারুণাস্ত্র গ্রহণ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ করে বারুণাস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য নিক্ষেপ করলেন।

তেন তদ্বিহিতং শস্ত্রং বারুণং পরমাদ্ভুতম্।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
আগ্নেয়ং সন্দধে দীপ্তং স লোকং সংক্ষিপন্নিব॥ ৫৬

সেই অস্ত্রের প্রভাবে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে বারুণাস্ত্র প্রশমিত হল। অতঃপর মহাতেজস্বী যুদ্ধবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশ করার জন্য দীপ্তিমান আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করলেন।

সৌরেণাস্ত্রেণ তদ্ বীরো লক্ষ্মণঃ পর্যবারয়ৎ।
অস্ত্রং নিবারিতং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৫৭

কিন্তু বীর লক্ষ্মণ সৌরাস্ত্রের দ্বারা সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করলেন। আপন অস্ত্রকে প্রতিহত হতে দেখে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন।

আদদে নিশিতং বাণমাসুরং শত্রুদারণম্।
তস্মাচ্চাপাদ্ বিনিষ্পেতুর্ভাস্বরাঃ কূটমুদ্গরাঃ॥ ৫৮
শূলানি চ ভুশুণ্ড্যশ্চ গদাঃ খড়্গাঃ পরশ্বধাঃ।

তিনি তখন শত্রুবিনাশক আসুর নামক তীক্ষ্ণ বাণ তুলে নিলেন। তারপরেই তাঁর ধনুক থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে কূট, মুদগর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ, কুঠার প্রভৃতি ভয়ানক অস্ত্র নির্গত হল।

তদ্ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ সংখ্যে ঘোরমস্ত্রমথাসুরম্॥ ৫৯
অবার্যং সর্বভূতানাং সর্বশস্ত্রবিদারণম্।
মাহেশ্বরেণ দ্যুতিমাংস্তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ॥ ৬০

যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আসুর নামক অস্ত্রকে প্রকটিত হতে দেখে তেজস্বী লক্ষ্মণ সকল অস্ত্র-শস্ত্র বিদীর্ণকারী এবং সকল প্রাণীর দ্বারাও অপ্রতিরোধ্য মাহেশ্বরাস্ত্র দ্বারা সেই আসুরাস্ত্রকে ধ্বংস করলেন।

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
গগনস্থানি ভূতানি লক্ষ্মণং পর্যবারয়ন্॥ ৬১

তখন তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। আকাশস্থিত সকল প্রাণিরা এসে লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে দণ্ডায়মান হলেন।

ভৈরবাভিরুতে ভীমে যুদ্ধে বানররক্ষসাম্।
ভূতৈর্বহুভিরাকাশং বিস্মিতৈরাবৃতং বভৌ॥ ৬২

বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তুমুল শব্দ উত্থিত হল। বহুসংখ্যক (দিব্য) প্রাণী তখন বিস্মিত হয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হয়ে আকাশ আবৃত করলেন।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্বগরুড়োরগাঃ।
শতক্রতুং পুরস্কৃত্য ররক্ষুর্লক্ষ্মণং রণে॥ ৬৩

দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরোভাগে রেখে ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, নাগসমূহ সহ গরুড় যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে লাগলেন।

অথান্যং মার্গণশ্রেষ্ঠং সন্দধে রাঘবানুজঃ।
হুতাশনসমস্পর্শং রাবণাত্মজদারণম্॥ ৬৪

অতঃপর লক্ষ্মণ অপর এক উত্তম বাণ ধনুকে সংযোজিত করলেন, যার স্পর্শ ছিল অগ্নিতুল্য। রাবণপুত্রকে বিদীর্ণ করার মতো এই বাণে ছিল শক্তি।

সুপত্রমনুবৃত্তাঙ্গং সুপর্বাণং সুসংস্থিতম্।
সুবর্ণবিকৃতং বীরঃ শরীরান্তকরং শরম্॥ ৬৫
দুরাবারং দুর্বিষহং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।
আশীবিষবিষপ্রখ্যং দেবসংঘৈঃ সমর্চিতম্॥ ৬৬
যেন শক্রো মহাতেজা দানবানজয়ৎ প্রভুঃ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বীর্যবান্ হরিবাহনঃ॥ ৬৭
অথৈন্দ্রমস্ত্রং সৌমিত্রিঃ সংযুগেষ্বপরাজিতম্।
শরশ্রেষ্ঠং ধনুশ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ॥ ৬৮
লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণো বাক্যমর্থসাধকমাত্মনঃ।
ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্॥ ৬৯

বীর লক্ষ্মণ কর্তৃক গৃহীত শরটির পর্ব এবং পত্র ছিল

পুঙ্খে, তার অঙ্গ ছিল সুডোল গোলাকার এবং স্বর্ণমণ্ডিত। শরীর বিদীর্ণকারী এই বাণকে প্রতিহত করা বা এর আঘাত সহ্য করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। রাক্ষসদের পক্ষে ভয়াবহ তথা বিষধর সর্পের বিষতুল্য শত্রুর প্রাণসংহারক এই বাণ ছিল দেবতাদের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চিত। পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে মহাতেজস্বী হরিদ্‌বর্ণের অশ্ববাহী রথে আরোহণ করে মহাপরাক্রমী দেবরাজ ইন্দ্র এই বাণদ্বারাই দানবদের জয় করেছিলেন। ইন্দ্রাস্ত্র নামক এই অস্ত্রটি যুদ্ধে অপরাজেয়। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এই উত্তম শর গ্রহণ করে উত্তম ধনুতে সন্ধান করে জ্যা আকর্ষণ করতে করতে বলে উঠলেন — 'যদি দশরথনন্দন শ্রীরাম ধর্মাত্মা এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হন তথা পুরুষার্থে যদি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন তাহলে হে অস্ত্র ! তুমি আজ এই রাবণপুত্রকে বধ করো।'

উক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জেন্দ্রজিতং প্রতি।
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমাযুজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ৭০

যুদ্ধক্ষেত্রে এই বলে শত্রুবীর হন্তারক বীর লক্ষ্মণ সরল পথে ধাবিত হওয়ার গুণসম্পন্ন এই বাণটিকে আকর্ণ আকর্ষণ করে ঐন্দ্রাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

ছিন্নঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৭১

ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েই উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত সেই দিব্যাস্ত্রটি ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ সহ মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভূপাতিত করল।

তদ্ রাক্ষসতনূজস্য ভিন্নস্কন্ধং শিরো মহৎ।
তপনীয়নিভং ভূমৌ দদৃশে রুধিরোক্ষিতম্॥ ৭২

রাক্ষসপুত্র ইন্দ্রজিতের স্কন্ধবিচ্ছিন্ন বিশাল মস্তক রক্ত লিপ্ত অবস্থায় স্বর্ণতুল্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভূমির উপরে পরিলক্ষিত হতে লাগল।

হতঃ স নিপপাতাথ ধরণ্যাং রাবণাত্মজঃ।
কবচী সশিরস্ত্রাণো বিপ্রবিদ্ধশরাসনঃ॥ ৭৩

শিরস্ত্রাণ, মস্তক, কবচাবৃত সহ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়ে ভূতলশায়ী হলে তাঁর ধনকুটিও দূরে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।

চুক্রুশুস্তে ততঃ সর্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ।
হৃষ্যন্তো নিহতে তস্মিন্ দেবা বৃত্রবধে যথা॥ ৭৪

বৃত্রাসুর বধের পর দেবতারা যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি ইন্দ্রজিতকে নিহত হতে দেখে বিভীষণ সহ বানরেরা আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

অথান্তরিক্ষে দেবানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
জজ্ঞেঽথ জয়সন্নাদো গন্ধর্বাপ্সরসামপি॥ ৭৫

আকাশেও দেবতাদের, মহাত্মা ঋষিদের, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদেরও বিজয়জনিত হর্ষনাদ ধ্বনিত হল।

পতিতং সমভিজ্ঞায় রাক্ষসী সা মহাচমূঃ।
বধ্যমানা দিশো ভেজে হরিভির্জিতকাশিভিঃ॥ ৭৬

ইন্দ্রজিতকে নিহত জেনে রাক্ষসদের বিশাল বাহিনী বিজয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত বানরদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে দিশাহারা অবস্থায় পলায়ন করল।

বানরৈর্বধ্যমানাস্তে শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য রাক্ষসাঃ।
লঙ্কামভিমুখাঃ সস্রুর্নষ্টসংজ্ঞাঃ প্রধাবিতাঃ॥ ৭৭

বানরদের দ্বারা আহত হয়ে রাক্ষসেরা অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিয়ে হতচেতন অবস্থায় লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করল।

দুদ্রুবুর্বহুধা ভীতা রাক্ষসাঃ শতশো দিশঃ।
ত্যক্ত্বা প্রহরণান্ সর্বে পট্টিশাসিপরশ্বধান্॥ ৭৮

অত্যন্ত ভীত শত-শত রাক্ষস দিশাহারা হয়ে পরশু, পট্টিশ, খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র ফেলে দিয়ে সকলে একসাথে সব দিকে পলায়ন করতে লাগল।

কেচিল্লঙ্কাং পরিত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা বানরার্দিতাঃ।
সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্বতমাশ্রিতাঃ॥ ৭৯

বানরদের দ্বারা পীড়িত হয়ে ভয়ানক ত্রস্ত হয়ে কেউ বা লঙ্কায় প্রবেশ করল, আবার কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, কেউ-কেউ পর্বতে আশ্রয় নিল।

হতমিন্দ্রজিতং দৃষ্ট্বা শয়ানং চ রণক্ষিতৌ।
রাক্ষসানাং সহস্রেষু ন কশ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৮০

ইন্দ্রজিত মৃত অবস্থায় রণভূমিতে শায়িত, এই দৃশ্য দেখে হাজার-হাজার রাক্ষসের মধ্যে একজনও সেখানে স্থির থাকতে পারল না।

যথাস্তং গত আদিত্যে নাবতিষ্ঠন্তি রশ্ময়ঃ।
তথা তস্মিন্ নিপতিতে রাক্ষসাস্তে গতা দিশঃ॥ ৮১

সূর্য অস্তমিত হলে যেমন কিরণরাজি সেখানে থাকতে পারে না তদনুরূপ ভাবে ইন্দ্রজিৎ ভূপতিত হলে রাক্ষসেরাও সেখানে থাকতে না পেরে দিশাহারা হয়ে পলায়ন করল।

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুর্ব্যপাস্তগতজীবিতঃ॥ ৮২

মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ প্রাণহীন হয়ে গেলে, শান্ত

কিরণবিশিষ্ট সূর্য অথবা নিভন্ত আগুনের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল।

প্রশান্তপীড়াবহুলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্ষবান্।
বভূব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেন্দ্রসুতে তদা॥ ৮৩

রাক্ষসরাজ পুত্র যুদ্ধে নিহত হলে জগতের অধিকাংশ পাপ বিনষ্ট হল। সকলের শত্রু নিহত হলোএবং তারা আনন্দিত হল।

হর্ষং চ শক্রো ভগবান্ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগাম নিহতে তস্মিন্ রাক্ষসে পাপকর্মণিঃ॥ ৮৪

সেই পাপাচারী রাক্ষসের মৃত্যু হতে দেখে সকল মহর্ষিদের সঙ্গে ভগবান ইন্দ্রও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আকাশে চাপি দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ॥ ৮৫

আকাশে দেবতাদের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হল, মহাত্মা গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরারাও নৃত্য-গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
প্রশশাম হতে তস্মিন্ রাক্ষসে ক্রূরকর্মণি॥ ৮৬

দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগযেন। ক্রূরকর্মা সেই রাক্ষস নিহত হলে ধুলিকণাপূর্ণ বায়ুও শান্ত হয়ে গেল।

শুদ্ধা আপো নভশ্চৈব জহৃষুর্দৈবদানবাঃ।
আজগ্মুঃ পতিতে তস্মিন্ সর্বলোকভয়াবহে॥ ৮৭
ঊচুশ্চ সহিতাস্তুষ্টা দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
বিজ্বরাঃ শান্তকলুষা ব্রাহ্মণা বিচরন্ত্বিতি॥ ৮৮

সর্বলোকের ভীতি প্রদানকারী রাক্ষস নিহত হয়ে ভূপতিত হলে জল হল শুদ্ধ আর আকাশ হয়ে গেল নির্মল। দেবতাগণ, গন্ধর্বগণ এমনকী দানবগণও সম্মিলিতভাবে উৎফুল্ল হয়ে সেখানে এসে বললেন — 'ব্রাহ্মণেরা এখন এখানে এসে শান্ত ভাবে নিশ্চিন্তে বিচরণ করুণ।'

ততোঽভ্যনন্দন্ সংহৃষ্টাঃ সমরে হরিযূথপাঃ।
তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা হতং নৈর্ঋতপুঙ্গবম্॥ ৮৯

যুদ্ধে অসামান্য বলশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে নিহত হতে দেখে আনন্দে পরিপূর্ণ বানরদলপতিরা লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করল।

বিভীষণো হনূমাংশ্চ জাম্বমাংশ্চর্ক্ষযূথপঃ।
বিজয়েনাভিনন্দন্তস্তুষ্টুবুশ্চাপি লক্ষ্মণম্॥ ৯০

বিভীষণ, হনুমান এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান ওই জয়ের জন্য লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লব্ধলক্ষা রঘুসুতং পরিবার্যোপতস্থিরে॥ ৯১

বানরেরা আনন্দে মুখ দিয়ে অব্যক্ত ধ্বনি মোচন করতে লাগল, লাফাতে লাগল এবং গর্জন করতে লাগল। তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ায় সকলে আনন্দে লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করল।

লাঙ্গুলানি প্রবিধ্যন্তঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ বানরাঃ।
লক্ষ্মণো জয়তীত্যেব বাক্যং বিশ্রাবয়ংস্তদা॥ ৯২

এই সময় তারা নিজেদের লাঙ্গুল নাড়িয়ে, আইড়ে 'লক্ষ্মণের জয় হোক' এই বলে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

অন্যোন্যং চ সমাশ্লিষ্য হরয়ো হৃষ্টমানসাঃ।
চক্রুরুচ্চাবচগুণা রাঘবাশ্রয়সংকথাঃ॥ ৯৩

বানরেরা আনন্দিত চিত্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল। বিবিধ গুণবিশিষ্ট বানরেরা রামচন্দ্রের সম্বন্ধে শুভ বাক্য বলতে লাগল।

তদসুকরমথাভিবীক্ষ্য হৃষ্টাঃ
প্রিয়সুহৃদো যুধি লক্ষ্মণস্য কর্ম।
পরমমুপলভন্মনঃপ্রহর্ষং
বিনিহতমিন্দ্ররিপুং নিশম্য দেবাঃ॥ ৯৪

যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণের প্রিয় সুহৃদ বানর তাঁর অত্যন্ত দুষ্কর এবং মহান পরাক্রম দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হল। দেবতারাও ইন্দ্রশত্রু এই রাক্ষসের নিধন দেখে মনে অত্যন্ত আনন্দের অনুভব করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯০॥

একনবতিতমঃ সর্গঃ (৯১)

লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ প্রমুখের শ্রীরামচন্দ্র সকাশে ইন্দ্রজিৎ-এর নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা, প্রসন্ন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আলিঙ্গনপূর্বক লক্ষ্মণের প্রশংসা এবং সুষেণের দ্বারা লক্ষ্মণাদির চিকিৎসা

রুধিরক্লিন্নগাত্রস্তু লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
বভূব হৃষ্টস্তং হত্বা শক্রজেতারমাহবে॥ ১

সংগ্রামভূমিতে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রজিৎকে বধ করে রুধিরাক্ত শরীরে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ খুব প্রসন্ন হলেন।

ততঃ স জাম্ববন্তং চ হনূমন্তং চ বীর্যবান্।
সন্নিপত্য মহাতেজাস্তাংশ্চ সর্বান্ বনৌকসঃ॥ ২
আজগাম ততঃ শীঘ্রং যত্র সুগ্রীবরাঘবৌ।
বিভীষণমবষ্টভ্য হনূমন্তং চ লক্ষ্মণঃ॥ ৩

বলবিক্রমসম্পন্ন মহাতেজা সৌমিত্রি অতিশীঘ্র জাম্ববান ও শ্রীহনুমানের নিকট এলেন এবং সকল বানরদেরকে নিয়ে সুগ্রীব ও রাঘব যেখানে বিরাজমান সেই স্থলে এলেন। সেই সময়ে বিভীষণ এবং শ্রীহনুমানকে অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ততো রামমভিক্রম্য সৌমিত্রিরভিবাদ্য চ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থঃ শক্রস্যেন্দ্রানুজো যথা॥ ৪

তদনন্তর, শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে এসে প্রণামপূর্বক তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণ (ইন্দ্রের পার্শ্বে) ইন্দ্রানুজের ন্যায় শোভিত হলেন।

নিষ্টনন্নিব চাগত্য রাঘবায় মহাত্মনে।
আচচক্ষে তদা বীরো ঘোরমিন্দ্রজিতো বধম্॥ ৫

সেই ক্ষণে বীর বিভীষণ প্রসন্নবদনে শত্রুনিধনের বার্তা বহন করে মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে বললেন— 'প্রভো ! ইন্দ্রজিতের নিধনরূপ ভয়ংকর কর্ম সমাধা হয়েছে।'

রাবণেস্তু শিরশ্ছিন্নং লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
ন্যবেদয়ত রামায় তদা হৃষ্টো বিভীষণঃ॥ ৬

বিভীষণ অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করলেন যে মহাত্মা লক্ষ্মণ রাবণকুমার ইন্দ্রজিতের মস্তক ছেদন করেছেন।

শ্রুত্বৈব তু মহাবীর্যো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্বধম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ৭

মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিধন সংবাদ শুনে অনুপম আনন্দ অনুভব করলেন এবং বললেন—

সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম চাসুকরং কৃতম্।
রাবণের্হি বিনাশেন জিতমিত্যুপধারয়॥ ৮

'সাবাস ! লক্ষ্মণ ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ তুমি বড় দুষ্কর কর্ম করেছ। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই আমাদের বিজয় সূচিত হয়েছে বলে বুঝে নাও।'

স তং শিরস্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণং কীর্তিবর্ধনম্।
লজ্জমানং বলাৎ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য বীর্যবান্॥ ৯
উপবেশ্য তমুৎসঙ্গে পরিষ্বজ্যাবপীড়িতম্।
ভ্রাতরং লক্ষ্মণং স্নিগ্ধং পুনঃ পুনরুদৈক্ষত॥ ১০

(ইন্দ্রজিতের মতো বীরের নিধনে অধিকতর কীর্তিমান এবং নিজের প্রশংসা শুনে) সলজ্জ লক্ষ্মণকে মস্তক আঘ্রাণ করে বলবান শ্রীরামচন্দ্র সস্নেহে তাকে ক্রোড়ে টেনে নিয়ে বসালেন। শস্ত্রের আঘাতে পীড়িত স্নেহী বন্ধু ও নিজের ক্রোড়ে উপবিষ্ট লক্ষ্মণকে বক্ষে আলিঙ্গনপূর্বক তিনি অনুজকে বারংবার দেখতে লাগলেন।

শল্যসম্পীড়িতং শস্তং নিঃশ্বসন্তং তু লক্ষ্মণম্।
রামস্তু দুঃখসন্তপ্তং তং তু নিঃশ্বাসপীড়িতম্॥ ১১
মূর্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় ভূয়ঃ সংস্পৃশ্য চ ত্বরন্।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যমাশ্বাস্য পুরুষর্ষভঃ॥ ১২

লক্ষ্মণ যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে জর্জরিত ও বিষণ্ণ ছিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করছিলেন। তদবস্থায় পুরুষোত্তম শ্রীরাম সস্নেহে মস্তক আঘ্রাণপূর্বক অনুজকে বহুবার সর্বাঙ্গে করস্পর্শ দিয়ে আশ্বাসিত করলেন এবং বললেন—

কৃতং পরমকল্যাণং কর্ম দুষ্করকর্মণা।
অদ্য মন্যে হতে পুত্রে রাবণং নিহতং যুধি॥ ১৩
অদ্যাহং বিজয়ী শত্রৌ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণস্য নৃশংসস্য দিষ্ট্যা বীর ত্বয়া রণে॥ ১৪
ছিন্নো হি দক্ষিণো বাহুঃ স হি তস্য ব্যপাশ্রয়ঃ।

'দুঃসাহসী বীর ! তুমি পরম কল্যাণকর কর্ম সমাধা করেছ। ইন্দ্রজিতের তুল্য বীর পুত্র যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, আজ মনে হচ্ছে স্বয়ং রাবণই যেন নিহত হয়েছে। আমি (শ্রীরামচন্দ্র) বস্তুতঃ আজই যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি ; যেহেতু, দুরাত্মা শত্রুর নিধন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যের কথা যে তুমি রণাঙ্গনে ইন্দ্রজিৎকে বধ করে নিষ্ঠুর নিশাচর

রাবণের দক্ষিণ বাহু যেন কর্তিত করেছ ; কেননা, সে ছিল রাবণের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়।

বিভীষণহনুমদ্ভ্যাং কৃতং কর্ম মহদ্ রণে॥ ১৫
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথংচিদ্ বিনিপাতিতঃ।
নিরমিত্রঃ কৃতোঽস্ম্যাদ্য নির্যাস্যতি হি রাবণঃ॥ ১৬

'বিভীষণ এবং হনুমানও সমরে ভীষণ পরাক্রম দেখিয়েছে। তোমরা সবাই মিলে তিন দিন ও তিন রাত্রি যুদ্ধ করে কোনোক্রমে ওইরূপ বীর রাক্ষসকুমারকে নিধন করেছ। এখন, রাবণ (স্বয়ং) যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হবে।

বলব্যূহেন মহতা নির্যাস্যতি হি রাবণঃ।
বলব্যূহেন মহতা শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্॥ ১৭

'বিশাল সৈন্যদলসহ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ বৃহৎ সৈন্য সমুদায় সহ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হবে।

তং পুত্রবধসন্তপ্তং নির্যান্তং রাক্ষসাধিপম্।
বলেনাবৃত্য মহতা নিহনিষ্যামি দুর্জয়ম্॥ ১৮

'পুত্রের সংহারে দুঃখিত হয়ে যুদ্ধার্থে নিষ্ক্রান্ত দুর্জয় রাক্ষস রাবণকে আমি বৃহৎ সৈন্যদল দ্বারা পরিবৃত করে নিধন করব।

ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে।
ন দুষ্প্রাপা হতে তস্মিন্ শক্রজেতরি চাহবে॥ ১৯

'লক্ষ্মণ ! ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল। ওইরূপ বীর রাক্ষসকুমার যুদ্ধে নিহত হয়েছে ; তোমার মতো রক্ষক ও সহায়ক থাকতে সীতা অথবা বিশাল পৃথিবী—কিছুই আমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নয়।'

স তং ভ্রাতরমাশ্বাস্য পরিষ্বজ্য চ রাঘবঃ।
রামঃ সুষেণং মুদিতঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ॥ ২০

এইরূপে অনুজ লক্ষ্মণকে আশ্বাসিত করে রঘুকুল-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে স্ববক্ষে আশ্লিষ্ট করলেন এবং সানন্দে সুষেণকে ডেকে বললেন—

বিশল্যোঽয়ং মহাপ্রাজ্ঞ সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ।
যথা ভবতি সুস্বস্থস্তথা ত্বং সমুপাচর॥ ২১

'পরম বুদ্ধিমান সুষেণ ! তুমি শীঘ্র এমন ব্যবস্থা করো যাতে মিত্রবৎসল সৌমিত্রি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে এবং শরীর থেকে বহির্গত বাণের ক্ষত স্থান নিশ্চিহ্ন হয়।

বিশল্যঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সৌমিত্রিঃ সবিভীষণঃ।
ঋক্ষবানরসৈন্যানাং শূরাণাং দ্রুমযোধিনাম্॥ ২২
যে চাপ্যন্যেঽত্র যুধ্যন্তি সশল্যা ব্রণিনস্তথা।
তেঽপি সর্বে প্রযত্নেন ক্রিয়ন্তে সুখিনস্ত্বয়া॥ ২৩

'সৌমিত্রি লক্ষ্মণ ও বিভীষণের শরীর থেকে তুমি শীঘ্র বাণ নির্গত করো এবং সুস্থ করে দাও। বৃক্ষ দ্বারা যুধ্যমান বিক্রান্ত ভল্লুক ও বানরসৈন্যদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা শরে বিদ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে, তাদের সকলকেও সুস্থ তথা সুখী করার ব্যবস্থা করো।'

এবমুক্তঃ স রামেণ মহাত্মা হরিযূথপঃ।
লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ পরমৌষধম্॥ ২৪

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র যখন এইরূপ বললেন—তখন বানরযূথপতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় একপ্রকার উত্তম ঔষধ প্রলিপ্ত করে দিলেন।

স তস্য গন্ধমাঘ্রায় বিশল্যঃ সমপদ্যত।
তদা নির্বেদনশ্চৈব সংরূঢ়ব্রণ এব চ॥ ২৫

সেই ঔষধির আঘ্রাণে লক্ষ্মণের শরীর থেকে বাণ নির্গত হল এবং তিনি বেদনাহীন ও ক্ষতশূন্য হয়ে গেলেন।

বিভীষণমুখানাং স সুহৃদাং রাঘবাজ্ঞয়া।
সর্ববানরমুখ্যানাং চিকিৎসামকরোৎ তদা॥ ২৬

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুসারে সুষেণ তখন বিভীষণ প্রমুখ সখা এবং সকল বানরশিরোমণিগণের চিকিৎসা করতে লাগলেন।

ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো হৃতশল্যো গতক্লমঃ।
সৌমিত্রির্মুমুদে তত্র ক্ষণেন বিগতজ্বরঃ॥ ২৭

কিছুক্ষণের মধ্যে বাণ নির্গত হয়ে গেলে এবং বেদনার ক্লেশ অপনোদিত হলে সৌমিত্রি সুস্থ ও নীরোগ শরীরে আরাম অনুভব করলেন।

তদৈব রামঃ প্লবগাধিপস্তথা
বিভীষণশ্চর্ক্ষপতিশ্চ বীর্যবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমরোগমুত্থিতং
মুদা সসৈন্যাঃ সুচিরং জহর্ষিরে॥ ২৮

সেই সময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণ তথা পরাক্রমী ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুস্থ শরীরে লক্ষ্মণকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সসৈন্য আনন্দানুভব করলেন।

কৃতদুষ্করং কর্ম স লক্ষ্মণস্য
সুদুষ্করং দাশরথির্মহাত্মা।
বভূব হৃষ্টো যুধি বানরেন্দ্রো
নিশম্য তং শক্রজিতং নিপাতিতম্ ॥ ২৯

দশরথনন্দন মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতি কঠিন কর্মের বারংবার সাতিশয় প্রশংসা করতে লাগলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছে শুনে বানররাজ সুগ্রীবও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯২)

রাবণের শোক এবং সুপার্শ্বের উপদেশে সীতাকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হওয়া

ততঃ পৌলস্ত্যসচিবাঃ শ্রুত্বা চেন্দ্রজিতো বধম্।
আচচক্ষুরভিজ্ঞায় দশগ্রীবায় সত্বরাঃ ॥ ১

রাবণের মন্ত্রিগণ যখন ইন্দ্রজিৎ-এর নিধন-সমাচার শুনল, তখন তারা নিজেদের চোখে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে শীঘ্রই রাবণের কাছে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করল।

যুদ্ধে হতো মহারাজ লক্ষ্মণেন তবাত্মজঃ।
বিভীষণসহায়েন মিষতাং নো মহাদ্যুতিঃ ॥ ২

তারা বলল—'মহারাজ ! লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়তায় আপনার মহাতেজস্বী পুত্রকে যুদ্ধে (আমাদের) সৈন্যদলের সম্মুখেই নিধন করেছে।

শূরঃ শূরেণ সংগম্য সংযুগেষ্বপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণেন হতঃ শূরঃ পুত্রস্তে বিবুধেন্দ্রজিৎ ॥ ৩
গতঃ স পরমাঁল্লোকান্ শরৈঃ সন্তর্প্য লক্ষ্মণম্।

'যে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল এবং যুদ্ধে কখনও পরাজিত হয়নি, আপনার সেই শূরবীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ বীর লক্ষ্মণের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। সে (অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ) বাণবর্ষণে লক্ষ্মণকে বিধ্বস্ত করে উত্তম লোকে গমন করেছে।'

স তং প্রতিভয়ং শ্রুত্বা বধং পুত্রস্য দারুণম্ ॥ ৪
ঘোরমিন্দ্রজিতঃ সংখ্যে কশ্মলং প্রাবিশন্মহৎ।

যুদ্ধে নিজ পুত্র ইন্দ্রজিতের ভয়াবহ নিধনের ঘোর এবং নিষ্ঠুর সমাচার শুনে রাবণ মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন।

উপলভ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং রাজা রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ৫
পুত্রশোকাকুলো দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

দীর্ঘ সময় পরে জ্ঞান ফিরলে রাক্ষসপ্রবর রাজা রাবণ ইন্দ্রিয়শৈথিল্যে দীনভাবে পুত্রশোকাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

হা রাক্ষসচমূমুখ্য মম বৎস মহাবল ॥ ৬
জিত্বেন্দ্রং কথমদ্য ত্বং লক্ষ্মণস্য বশং গতঃ।

'হা পুত্র ! হা রাক্ষস-সৈন্যগণে বীর কর্ণধার ! তুমি ইতঃপূর্বে ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছ, তবে আজ কেন লক্ষ্মণের বশীভূত হলে ?

ননু ত্বমিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ভিন্দ্যাঃ কালান্তকাবপি ॥ ৭
মন্দরস্যাপি শৃঙ্গানি কিং পুনর্লক্ষ্মণং যুধি।

'পুত্র ! তুমি কুপিত হলে কাল এবং অন্তককেও শরক্ষেপে বিদীর্ণ করতে পার, মন্দারপর্বতের শৃঙ্গসমূহ বিচূর্ণ করতে পার, যুদ্ধে লক্ষ্মণকে পর্যুদস্ত করা তোমার পক্ষে কি কোনো কঠিন কর্ম ছিল ?

অদ্য বৈবস্বতো রাজা ভূয়ো বহুমতো মম ॥ ৮
যেনাদ্য ত্বং মহাবাহো সংযুক্তঃ কালধর্মণা।

'মহাবাহো ! এখন আমি সূর্যসূত যমরাজের মহিমা বহুলাংশে বুঝতে পেরেছি, যিনি আজ যুদ্ধে তোমাকেও কালের করালগ্রাসের অন্তর্গত করেছেন।

এষ পন্থাঃ সুযোধানাং সর্বামরগণেষ্বপি।
যঃ কৃতে হন্যতে ভর্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি ॥ ৯

'সকল দেবতাদের মধ্যেও এটি হল অতি উত্তম

মার্গ। যিনি প্রভুর হিতার্থে নিহত হন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন।

অদ্য দেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ।
হতমিন্দ্রজিতং শ্রুত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ॥ ১০

'আজ সমস্ত দেবতাকুল, লোকপাল এবং মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিতের নিধন সমাচার শুনে নির্ভয়ে সুখনিদ্রা যাবেন।

অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকানন।
একেনেন্দ্রজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে॥ ১১

'ত্রিভুবন, বনরাজিশোভিত নিখিল ভূমণ্ডলাদি শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতের বিহনে আমার কাছে আজ শূন্য মনে হচ্ছে।

অদ্য নৈর্ঋতকন্যানাং শ্রোষ্যাম্যন্তঃপুরে রবম্।
করেণুসঙ্ঘস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে॥ ১২

'গজরাজের মৃত্যুতে গিরিকন্দরে যেরূপ হস্তিশাবকগণের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়, রাক্ষস-কন্যাগণের সেইরূপ ক্রন্দনরোল আজ অন্তঃপুরে আমাকে শুনতে হবে।

যৌবরাজ্যং চ লঙ্কাং চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।
মাতরং মাং চ ভার্যাশ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥ ১৩

'শত্রুসূদন পুত্র আমার! আজ তুমি যুবরাজের মর্যাদা, লঙ্কাপুরী, রাক্ষসকুল, নিজ মাতা, আমাকে এবং পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে?

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্যাণি কার্যাণি বিপরীতে হি বর্তসে॥ ১৪

'হে বীরপুত্র! আমার প্রথমে মৃত্যু হলে তুমি আমার শেষকৃত্যাদি করবে ভেবেছিলাম, আজ আমাকে একি বিপরীত অবস্থায় ফেললে!

স ত্বং জীবতি সুগ্রীবে লক্ষ্মণে চ সরাঘবে।
মম শল্যমনুদ্ধৃত্য ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥ ১৫

'হায়! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব এখনও জীবিত থাকতে, আমার পথ কণ্টকশূন্য না করেই সেই তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে?'

এবমাদিবিলাপার্তং রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
আবিবেশ মহান্ কোপঃ পুত্রব্যসনসম্ভবঃ॥ ১৬

এইরূপ আর্ত বিলাপ করতে করতে রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত ভয়ানক ক্রোধ উৎপন্ন হল।

প্রকৃত্যা কোপনং হ্যেনং পুত্রস্য পুনরাধয়ঃ।
দীপ্তং সন্দীপয়ামাসুর্ঘর্মেঽর্কমিব রশ্ময়ঃ॥ ১৭

গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্যকে যেমন করে প্রখর রশ্মিরাজি প্রচণ্ড করে দেয় (ঠিক তেমনি) পুত্র হারানোর বেদনা কোপন স্বভাব রাবণকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করে তুলল।

ললাটে ভ্রুকুটীভিশ্চ সংগতাভির্ব্যরোচত।
যুগান্তে সহ নক্রৈস্তু মহোর্মিভিরিবোদধিঃ॥ ১৮

ললাটের কুটিল ভ্রূকুটি রেখাতে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রলয়কালীন হিংস্র জলচর ও সু-উচ্চ ঊর্মিমালা সমন্বিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

কোপাদ্ বিজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রাদ্ ব্যক্তমিব জ্বলন্।
উৎপপাত সধূমাগ্নির্বৃত্রস্য বদনাদিব॥ ১৯

বৃত্রাসুরের মুখগহ্বর হতে প্রকটিত ধূমায়িত অগ্নির মতো, ক্রোধে জৃম্ভমান রাবণের মুখ থেকে জ্বলন্ত অগ্নি বিনির্গত হতে লাগল।

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা বৈদেহ্যা রোচয়দ্ বধম্॥ ২০

পুত্রের নিধনে বীর রাবণ ক্রোধের বশীভূত হয়ে বিচার-বিবেচনাপূর্বক বৈদেহীকে হত্যা করাই শ্রেয় মনে করল।

তস্য প্রকৃত্যা রক্তে চ রক্তে ক্রোধাগ্নিনাপি চ।
রাবণস্য মহাঘোরে দীপ্তে নেত্রে বভূবতুঃ॥ ২১

রাবণের নেত্রদ্বয় প্রকৃতিগতভাবেই রক্তবর্ণ; ক্রোধাগ্নির কারণে সেগুলি আরও রক্তাভ হয়ে উঠল এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্রদ্বয় ভীষণ ভয়ংকর দেখাতে লাগল।

ঘোরং প্রকৃত্যা রূপং তৎ তস্য ক্রোধাগ্নিমূর্চ্ছিতম্।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব দুরাসদম্॥ ২২

রাবণের রূপ স্বভাবতঃ ভয়ংকর ছিল। ক্রোধাগ্নির প্রভাবে সেই রূপ আরও ভয়ানক হয়ে উঠল এবং তা ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় দুর্জয় মূর্তিতে প্রকটিত হতে লাগল।

তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপাভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ॥ ২৩

ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজের নেত্রদ্বয় থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু

জ্বল, প্রদীপ্ত প্রদীপদ্বয় থেকে জ্বলন্ত তৈলবিন্দুর মতো ঝরে পড়তে লাগল।

দন্তান্ বিদশতস্তস্য শ্রূয়তে দশনস্বনঃ।
যন্ত্রস্যাকৃষ্যমাণস্য মথ্নতো দানবৈরিব॥ ২৪

আক্রোশে রাবণ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগল এবং সেই দন্তঘর্ষণের শব্দ সমুদ্রমন্থনে দানবগণ কর্তৃক মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহৃত মন্দার-পর্বতের ধ্বনির ন্যায় শোনাচ্ছিল।

কালাগ্নিরিব সংক্রুদ্ধো যাং যাং দিশমবৈক্ষত।
তস্যাং তস্যাং ভয়ত্রস্তা রাক্ষসাঃ সংবিলিল্যিরে॥ ২৫

কালাগ্নির তুল্য অত্যন্ত কুপিত রাবণ যেদিকে-যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সেই সেই দিকে দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা ভয়বিহ্বলতায় নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলছিল।

তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং চরাচরচিখাদিষুম্।
বীক্ষমাণং দিশঃ সর্বা রাক্ষসা নোপচক্রমুঃ॥ ২৬

চরাচর গ্রাস করতে ইচ্ছুক মহাকালের ন্যায় ক্রুদ্ধ এবং চতুর্দিকে করাল দৃষ্টি নিক্ষেপকারী রাবণের সন্নিকটস্থ হতে কোন রাক্ষসই সাহস করল না।

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীদ্ রক্ষসাং মধ্যে সংস্তম্ভয়িষুরাহবে॥ ২৭

তদনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণকে যথাস্থানে নিয়োগেচ্ছু এবং সাতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ রাক্ষসগণের মধ্যস্থিত হয়ে বলল—

ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমং তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতঃ॥ ২৮

'নিশাচরগণ! আমি সহস্র বৎসরের নানাবিধ কঠোর তপস্যার সুযোগে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেছি।

তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ংভুবঃ।
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন॥ ২৯

'সেই তপস্যার ফলস্বরূপ এবং ব্রহ্মার কৃপায় দেবতা অথবা অসুরের থেকে আমার কোনোপ্রকার ভয় নেই।'

কবচং ব্রহ্মদত্তং মে যদাদিত্যসমপ্রভম্।
দেবাসুরবিমর্দেষু ন ছিন্নং বজ্রমুষ্টিভিঃ॥ ৩০

'আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত সূর্যতুল্য জ্যোতিষ্মান কবচ লাভ করেছি। দেবতা অথবা অসুরের সাথে যুদ্ধে এই কবচ বজ্রের প্রহারেও বিদীর্ণ হয় না।'

তেন মামদ্য সংযুক্তং রথস্থমিব সংযুগে।
প্রতীয়াৎ কোঽদ্য মামাজৌ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ॥ ৩১

'অতএব আজ যদি আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রথোপরি সংগ্রামে অবতীর্ণ হই, তাহলে কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে? সাক্ষাৎ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কেউ করবে না।

যৎ তদাভিপ্রসন্নেন সশরং কার্মুকং মহৎ।
দেবাসুরবিমর্দেষু মম দত্তং স্বয়ংভুবা॥ ৩২
অদ্য তূর্যশতৈর্ভীমং ধনুরুত্থাপ্যতাং মম।
রামলক্ষ্মণয়োরেব বধায় পরমাহবে॥ ৩৩

'একদা দেবাসুর সংগ্রামে প্রসন্ন হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে যে বিশাল ধনুর্বাণ প্রদান করেছিলেন, আজ শত তূর্যের মঙ্গল ধ্বনিতে সেই বিশালাকার ধনুক মহাসমরে রাম-লক্ষ্মণের নিধনের জন্য উদ্যত করব।'

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত॥ ৩৪

পুত্রের নিধনে সন্তপ্ত নিষ্ঠুর রাবণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে সক্রোধে চিন্তা-ভাবনা করে সীতাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রত্যবেক্ষ্য তু তাম্রাক্ষঃ সুঘোরো ঘোরদর্শনঃ।
দীনো দীনস্বরান্ সর্বাংস্তানুবাচ নিশাচরান্॥ ৩৫

রাবণের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ এবং আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল। পুত্রশোকে দুঃখিত সে সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্ষীণস্বর নিশাচরবৃন্দকে বলল—

মায়য়া মম বৎসেন বঞ্চনার্থং বনৌকসাম।
কিঞ্চিদেব হতং তত্র সীতেয়মিতি দর্শিতম্॥ ৩৬

'বানরদেরকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে একটি শরীরকে সীতা রূপে উপস্থাপিত করেছিল এবং সকলের সম্মুখে তাকে হত্যা করেছিল।

তদিদং তথ্যমেবাহং করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ।
বৈদেহীং নাশয়িষ্যামি ক্ষত্রবন্ধুমনুব্রতাম্॥ ৩৭

'সেই মিথ্যাকে আজ সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে নিজের প্রিয় কাজ সম্পাদন করব। ক্ষত্রিয়াধম রামের প্রতি অনুরক্ত সীতাকে আমি আজ হত্যা করব।'

ইত্যেবমুক্ত্বা সচিবান্ খড়্গমাশু পরামৃশৎ।
উদ্ধৃত্য গুণসম্পন্নং বিমলাম্বরবর্চসম্॥ ৩৮
নিষ্পপাত স বেগেন সভার্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ।
রাবণঃ পুত্রশোকেন ভৃশমাকুলচেতনঃ॥ ৩৯

মন্ত্রিদের প্রতি এইরূপ বলার পর রাবণ মুহূর্ত মধ্যে বিমলাম্বরের তুল্য জ্যোতিষ্মান রাজকীয় তরবারি কোষমুক্ত করল এবং পত্নীগণ ও মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হল। পুত্রশোকে তার বিবেক সাতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সংক্রুদ্ধঃ খড়্গমাদায় সহসা যত্র মৈথিলী।
ব্রজন্তং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য সিংহনাদং বিচুক্রুশুঃ॥ ৪০

সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারি হস্তে সীতার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল। রাবণকে গমনোদ্যত দেখে মন্ত্রিবর্গ সিংহনাদ করতে লাগল।

ঊচুশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য সংক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্।
অদ্যৈনং তাবুভৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ প্রব্যথিষ্যতঃ॥ ৪১

ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখে রাক্ষসেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগল — 'আজ রাক্ষসাধিপকে দেখলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই কাতর হয়ে পড়বে।

লোকপালা হি চত্বারঃ ক্রুদ্ধেনানেন নির্জিতাঃ।
বহবঃ শত্রবশ্চান্যে সংযুগেষ্বভিপাতিতাঃ॥ ৪২

'যেহেতু, রাবণরাজ রোষান্বিত হয়ে ইন্দ্রপ্রমুখ চারজন লোকপালকে জয় করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক অন্যান্য শত্রুদেরকেও সমরাঙ্গনে ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন।

ত্রিষু লোকেষু রত্নানি ভুঙ্‌ক্তে আহৃত্য রাবণঃ।
বিক্রমে চ বলে চৈব নাস্ত্যস্য সদৃশো ভুবি॥ ৪৩

'ত্রিভুবনে বহুমূল্য রত্নাদি জয়পূর্বক রাক্ষসরাজ ভোগ করেন এবং বীরত্ব ও শক্তিতে ভূমণ্ডলে তার তুল্য অন্য কেউ নেই।'

তেষাং সংজল্পমানানামশোকবনিকাং গতাম্।
অভিদুদ্রাব বৈদেহীং রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৪

রাক্ষসেরা যখন এবংবিধ জল্পনা করছিল, তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হয়ে অশোকবাটিকায় সীতার উদ্দেশ্যে সবেগে ধাবিত হল।

বার্যমাণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সুহৃদ্ভির্হিতবুদ্ধিভিঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ খে গ্রহো রোহিণীমিব॥ ৪৫

শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ রাবণকে বারণ করলেও সে গ্রহমণ্ডলে রোহিণী নক্ষত্রের প্রতি অন্য গ্রহের পশ্চাদ্ধাবনের ন্যায় দ্রুততায় সীতার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল।

মৈথিলী রক্ষ্যমাণা তু রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্॥ ৪৬
তং নিশম্য সনিস্ত্রিংশং ব্যথিতা জনকাত্মজা।
নিবার্যমাণং বহুশঃ সুহৃদ্ভিরনিবর্তিনম্॥ ৪৭

তখন সতীসাধ্বী সীতা রাক্ষসীদের প্রহরায় বিরাজ করছিলেন; তিনি দেখলেন—সাতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস (রাবণ) বিশালাকার তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যদিও তার সুহৃদবৃন্দ তাকে বারংবার নিষেধ করছিল, তবুও সে প্রত্যাবৃত হল না। এমতাবস্থায়, বৃহৎ তলোয়ারধারী রাবণকে আগমন করতে দেখে জনকনন্দিনী অন্তরে ভীষণ ব্যথিতা হলেন।

সীতা দুঃখসমাবিষ্টা বিলপন্তীদমব্রবীৎ।
যথায়ং মামভিক্রুদ্ধঃ সমভিদ্রবতি স্বয়ম্॥ ৪৮
বধিষ্যতি সনাথাং মামনাথামিব দুর্মতিঃ।

গভীর দুঃখে নিমগ্না সীতা বিলাপ করতে করতে বললেন— 'এই দুর্মতি রাক্ষস যেভাবে সক্রোধে আমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন আমার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্র বর্তমান থাকতেই আমাকে সে অসহায় অবস্থায় হত্যা করবে।'

বহুশশ্চোদয়ামাস ভর্তারং মামনুব্রতাম্॥ ৪৯
ভার্যা মম ভবস্বেতি প্রত্যাখ্যাতো ধ্রুবং ময়া।

'আমি আমার পতিদেবের প্রতি অনুরক্তা হলেও রাবণ বহুবার আমাকে তার পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করেছে, কিন্তু সর্বতোভাবে সে আমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

সোঽয়ং মামনুপস্থানে ব্যক্তং নৈরাশ্যমাগতঃ॥ ৫০
ক্রোধমোহসমাবিষ্টো ব্যক্তং মাং হন্তুমুদ্যতঃ।

'আমার দ্বারা এইরূপে নিরাকৃত হওয়ায় রাবণ স্পষ্টতঃ হতাশ হয়েছে এবং আমাকে সত্যসত্যই বধ

করতে উদ্যত হয়েছে।

অথবা তৌ নরব্যাঘ্রৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৫১
মন্নিমিত্তমনার্যেণ সমরেঽদ্য নিপাতিতৌ।

'অথবা এই নীচ রাক্ষস আমার জন্য আজ সমরাঙ্গনে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই পুরুষশার্দূলকে নিপাতিত করেছে।

ভৈরবো হি মহান্ নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতো ময়া॥ ৫২
বহূনামিহ হৃষ্টানাং তথা বিক্রোশতাং প্রিয়ম্।

'কেননা, আমি ইত্যবসরে রাক্ষসদের বড় ভয়ানক সিংহগর্জন শ্রবণ করেছি ; আনন্দে বহুসংখ্যক রাক্ষস প্রিয়জনদের চিৎকার করে ডাকছে, তাও শুনেছি।

অহো ধিঙ্মন্নিমিত্তোঽয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ॥ ৫৩
অথবা পুত্রশোকেন অহত্বা রামলক্ষ্মণৌ।
বিধমিষ্যতি মাং রৌদ্রো রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ॥ ৫৪

'হায় ! যদি আমার জন্য রাজপুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। অথবা, এও হতে পারে যে—রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করতে অসমর্থ পুত্রশোকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এই ক্রুদ্ধ রাক্ষস আমাকেই হত্যা করবে।

হনূমতস্তু তদ্ বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া।
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জিতা॥ ৫৫
নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্তুরঙ্কগতা সতী।

'আমার মতো অজ্ঞ ক্ষুদ্র নারী শ্রীহনুমানের বাক্যে সম্মতি দেয়নি। যদি তখন আমি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বিজিতা না হয়েও শ্রীহনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রস্থান করতাম, তাহলে পতির অঙ্কে আশ্রয় পেয়ে আজ আমাকে এইরূপে বারম্বার শোক করতে হত না।

মন্যে তু হৃদয়ং তস্যাঃ কৌসল্যায়াঃ ফলিষ্যতি॥ ৫৬
একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি।

'যদি যুদ্ধে একমাত্র পুত্রের (অর্থাৎ শ্রীরামের) নিধন সমাচার মহারাণী কৌশল্যাকে শুনতে হয়, তাহলে তাঁর হৃদয় নিঃসন্দেহে বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

সা হি জন্ম চ বাল্যং চ যৌবনং চ মহাত্মনঃ॥ ৫৭
ধর্মকার্যাণি রূপং চ রুদতী সংস্মরিষ্যতি।

'তিনি (কৌশল্যা) ক্রন্দন করতে করতে নিজের মহৎ পুত্রের জন্ম, বাল্যাবস্থা, যৌবন, ধর্ম-কর্ম এবং রূপের চিন্তন করতে থাকবেন।

নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্ত্বা শ্রাদ্ধমচেতনা॥ ৫৮
অগ্নিমারোক্ষ্যতে নূনমপো বাপি প্রবেক্ষ্যতি।

'আত্মজের নিধনে হতাশ ও বিমূঢ় রাণী কৌশল্যা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন অথবা সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন দেবেন।

ধিগস্তু কুব্জামসতীং মন্থরাং পাপনিশ্চয়াম্॥ ৫৯
যন্নিমিত্তমিমং শোকং কৌসল্যা প্রতিপৎস্যতে।

'পাপ-চিন্তাকারিণী সেই দুষ্টা ও কুব্জা মন্থরাকে ধিক্কার, যার কারণে আমার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যাকে পুত্রশোক সহ্য করতে হবে।'

ইত্যেবং মৈথিলীং দৃষ্ট্বা বিলপন্তীং তপস্বিনীম্॥ ৬০
রোহিণীমিব চন্দ্রেণ বিনা গ্রহবশং গতাম্।
এতস্মিন্নন্তরে তস্য অমাত্যঃ শীলবান্ শুচিঃ॥ ৬১
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং রক্ষসাং বরম্।
নিবার্যমাণঃ সচিবৈরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬২

চন্দ্রমা থেকে বিরহিত এবং অন্য কোন ক্রূর গ্রহের বশীভূত রোহিণীর তুল্য তপস্বিনী সীতাকে এইভাবে বিলাপ করতে দেখে রাবণের সুশীল ও শুদ্ধাচারী সুপার্শ্ব নামক বুদ্ধিমান মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রিগণের নিষেধ সত্ত্বেও সেইক্ষণে রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বলল—

কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্বৈশ্রবণানুজ।
হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ ধর্মমপাস্য চ॥ ৬৩

'মহারাজ দশগ্রীব ! তুমি কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা ; কিন্তু ক্রোধের কারণে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেহ-রাজকুমারীর নিধনে কেন উদ্যত হয়েছ ?

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর॥ ৬৪

'বীর রাক্ষসরাজ ! তুমি ব্রহ্মচর্যব্রত পালনপূর্বক গুরুকুলে বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ করেছ এবং তারপর থেকে নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকেছ ; তাহলে কি কারণে স্ত্রীলোকের নিধন উচিত মনে করছ ?

মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষস্ব পার্থিব।
তস্মিন্নেব সহাস্মাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ॥ ৬৫

'হে পৃথিবীপতি ! মিথিলা রাজকুমারীর দিব্য রূপ নিরীক্ষণ করো (এবং দয়া করো) তথা আমাদের সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধে রামের উপরে তোমার ক্রোধ প্রকট করো।

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ॥ ৬৬

'আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। অতএব যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আগামীকাল অমাবস্যায় সসৈন্যে বিজয়-অভিযানে গমন করো।

শূরো ধীমান্ রথী খড়্গী রথপ্রবরমাস্থিতঃ।
হত্বা দাশরথিং রামং ভবান্ প্রাপ্স্যতি মৈথিলীম্॥ ৬৭

'তুমি শূরবীর, বুদ্ধিমান এবং মহারথী। উত্তম রথোপরি আরূঢ় হয়ে খড়্গায়ুধ হয়ে যুদ্ধ করো। দশরথনন্দন রামকে নিধন করে তুমি মিথিলেশকুমারী সীতাকে লাভ করবে।'

স তদ্ দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্মাং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাথ ততশ্চ বীর্যবান্
পুনঃ সভাং চ প্রযয়ৌ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৬৮

মিত্র কর্তৃক উচ্চারিত সেই উত্তম ও ধর্মানুকূল বচনসমূহ স্বীকার করে নিয়ে বলবান দুরাত্মা রাবণ প্রাসাদে প্রত্যাবৃত হল এবং পুনরায় সুহৃদবৃন্দ পরিবৃত হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৩)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার

স প্রবিশ্য সভাং রাজা দীনঃ পরমদুঃখিতঃ।
নিষসাদাসনে মুখ্যে সিংহঃ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্॥ ১

রাজসভায় প্রবেশ করে রাক্ষসরাজ অত্যন্ত দুঃখী তথা বিষণ্ণ বদনে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হল এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

অব্রবীচ্চ স তান্ সর্বান্ বলমুখ্যান্ মহাবলঃ।
রাবণঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুত্রব্যসনকর্শিতঃ॥ ২

মহাবলী সেই রাক্ষসাধিশ রাবণ পুত্রশোকে জর্জরিত হয়ে সৈন্যদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদেরকে করজোড়ে বলল—

সর্বে ভবন্তঃ সর্বেণ হস্ত্যশ্বেন সমাবৃতাঃ।
নির্যান্তু রথসঙ্ঘৈশ্চ পাদাতৈশ্চোপশোভিতাঃ॥ ৩
একং রামং পরিক্ষিপ্য সমরে হন্তুমর্হথ।
বর্ষন্তঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃট্‌কাল ইবাম্বুদাঃ॥ ৪

'বীরগণ ! তোমরা সকলে সমস্ত হস্তী, অশ্ব, রথসমুদায় তথা পদাতিক সৈন্যদল পরিবৃত ও সমরসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে নগর থেকে যুদ্ধাভিযানে যাও এবং বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় রণভূমিতে শরবর্ষণ করতে করতে একমাত্র রামকেই চতুর্দিক থেকে আক্রমণপূর্বক হত্যা করো।

অথবাহং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্নগাত্রং মহাহবে।
ভবদ্ভিঃ শ্বো নিহন্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতঃ॥ ৫

'অথবা আমি আগামী কালের মহাসমরে তোমাদের সাথে নিয়ে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রামের শরীরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে সকলের চোখের সামনে তাকে বধ করব।'

ইত্যেতদ্ বাক্যমাদায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।
নির্যযুস্তে রথৈঃ শীঘ্রৈর্নানানীকৈশ্চ সংযুতাঃ॥ ৬

রাক্ষসরাজেরএই আদেশ শিরোধার্য করে সেই সকল রাক্ষসগণ দ্রুতগামী রথসমুদায় এবং নানাজাতির পারঙ্গম যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাপুরী থেকে

নির্গত হল।

পরিঘান্ পট্টিশাংশ্চৈব শরখড়্গপরশ্বধান্।
শরীরান্তকরান্ সর্বে চিক্ষিপুর্বানরান্ প্রতি॥ ৭
বানরাশ্চ দ্রুমান্ শৈলান্ রাক্ষসান্ প্রতি চিক্ষিপুঃ।

সেই সকল রাক্ষসগণ বানরসৈন্যদের দিকে পরিঘ (লৌহ গদার অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ), পট্টিশ (তীক্ষ্মমুখ শস্ত্র প্রকার), শরসমূহ, তরবারি ও কুঠারাদি ঘাতক অস্ত্র প্রক্ষেপ করতে লাগল এবং বানরগণও রাক্ষসদের উপরে বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি প্রতি প্রহার করতে লাগল।

স সংগ্রামো মহাভীমঃ সূর্যস্যোদয়নং প্রতি॥ ৮
রক্ষসাং বানরাণাং চ তুমুলঃ সমপদ্যত।

সূর্যোদয়কালে রাক্ষসসৈন্য ও বানরসৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ মহাভয়ংকর হয়ে উঠল।

তে গদাভিশ্চ চিত্রাভিঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ॥ ৯
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তদা বানররাক্ষসাঃ।

বানর এবং রাক্ষস তখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচিত্র গদা, প্রাস, তলোয়ার ও কুঠারাদি দিয়ে একে অন্যকে নিধন করতে লাগল।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে হ্যদ্ভুতং সুমহদ্রজঃ॥ ১০
রক্ষসাং বানরাণাং চ শান্তং শোণিতবিস্রবৈঃ।

এইভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে যে আশ্চর্যজনক ও সর্বব্যাপী ধূলিরাশি উড়ছিল তা রাক্ষস ও বানরগণের রুধির প্রবাহে শমীভূত হয়ে গেল।

মাতঙ্গরথকূলাশ্চ শরমৎস্যা ধ্বজদ্রুমাঃ॥ ১১
শরীরসংঘাটবহাঃ প্রসস্রুঃ শোণিতাপগাঃ।

রণভূমিতে রক্তের নদীসমূহ প্রবাহিত হতে লাগল, যেখানে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শরীরসমুদায় ভাসমান ছিল। নিহত হস্তিসকল ও ধ্বস্ত রথসমূহের চূড়াগুলি নদীর তীররেখার ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছিল। ভাসমান শরগুলি মৎস্যের সদৃশ ছিল এবং রথের উঁচু উঁচু ধ্বজাগুলি তটবর্তী বৃক্ষরাজির মতো শোভা পাচ্ছিল।

ততস্তে বানরাঃ সর্বে শোণিতৌঘপরিপ্লুতাঃ॥ ১২
ধ্বজবর্মরথানশ্বান্ নানাপ্রহরণানি চ।
আপ্লুত্যাপ্লুত্য সমরে বানরেন্দ্রা বভঞ্জিরে॥ ১৩

যুদ্ধে বানরগণ রক্তাপ্লুত অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে সমরাঙ্গনে প্রতিপক্ষ রাক্ষসদের ধ্বজ, কবচ, রথ, অশ্বাদি ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বিনাশ করতে লাগল।

কেশান্ কর্ণললাটং চ নাসিকাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষসাং দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈশ্চাপি ব্যকর্তয়ন্॥ ১৪

বানরগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখের দ্বারা নিশাচরদের কেশ, কান, ললাট এবং নাসিকা কর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

একৈকং রাক্ষসং সংখ্যে শতং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভ্যধাবন্ত ফলিনং বৃক্ষং শকুনয়ো যথা॥ ১৫

যেমন করে ফলন্ত বৃক্ষের দিকে শত শত বানরগণ ধাবিত হয়, তেমন করেই এক এক জন রাক্ষসের দিকে বহুসংখ্যক বানর ধাবিত হতে লাগল।

তদা গদাভির্গুর্বীভিঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্জঘ্নুর্বানরান্ ঘোরান্ রাক্ষসাঃ পর্বতোপমাঃ॥ ১৬

এই সুযোগে পর্বতাকার রাক্ষসেরাও ভারী গদা, প্রাস, তরোয়াল ও কুঠারাদি দিয়ে ভয়ঙ্কর বানরদের হত্যা করতে লাগল।

রাক্ষসৈর্বধ্যমানানাং বানরাণাং মহাচমূঃ।
শরণ্যং শরণং যাতা রামং দশরথাত্মজম্॥ ১৭

রাক্ষসগণ কর্তৃক হন্যমান বানরসৈন্যদের বিশাল বাহিনী শরণাগতবৎসল দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হল।

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্যবান্।
প্রবিশ্য রাক্ষসং সৈন্যং শরবর্ষং ববর্ষ চ॥ ১৮

এই পরিস্থিতিতে বলশালী মহাতেজস্বী শ্রীরাম ধনুর্বাণ হাতে রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে বাণবর্ষণ আরম্ভ করলেন।

প্রবিষ্টং তু তদা রামং মেঘাঃ সূর্যমিবাম্বরে।
নাভিজগ্মুর্মহাঘোরা নির্দহন্তং শরাগ্নিনা॥ ১৯

আকাশের মেঘমালা যেমন দাবদাহযুক্ত সূর্যকে আক্রমণ করতে পারে না, সেইরূপ শরাগ্নির তাপে রাক্ষস সেনাদের দহনকারী সৈন্যদের মধ্যে স্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে অতিশয় বিকটাকৃতি নিশাচরবৃন্দ সংযত করতে অসমর্থ হল।

কৃতান্যেব সুঘোরাণি রামেণ রজনীচরাঃ।
রণে রামস্য দদৃশুঃ কর্মাণ্যসুকরাণি তে॥ ২০

নিশাচর রাক্ষসগণ রণভূমিতে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত অত্যন্ত ভয়ানক ও সুকঠিন কর্মের সাক্ষী হল,

(কিন্তু ভগবান রামের স্বরূপ বুঝতে পারল না)।

চালয়ন্তং মহাসৈন্যং বিধমন্তং মহারথান্।
দদৃশুস্তে ন বৈ রামং বাতং বনগতং যথা॥ ২১

জঙ্গলের বনস্পতিরাজি লণ্ডভণ্ডকারী প্রভঞ্জনকে যেমন চোখে দেখা যায় না, সেইরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিশাচরদের বিশাল সেনানীকে যুদ্ধে বিচলিত করতে করতে বহুসংখ্যক মহারথীর রথ-ধ্বজা বিচূর্ণ করলেও তিনি রাক্ষসপক্ষের চক্ষুগোচর হলেন না।

ছিন্নং ভিন্নং শরৈর্দগ্ধং প্রভগ্নং শস্ত্রপীড়িতম্।
বলং রামেণ দদৃশুর্ন রামং শীঘ্রকারিণম্॥ ২২

রাক্ষসপক্ষের সৈন্যরা শ্রীরাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহে স্বপক্ষের সৈন্যদলকে ছিন্ন-ভিন্ন, দগ্ধ, ভগ্ন এবং আহত হতে দেখল ; কিন্তু সাতিশয় ক্ষিপ্রতায় যুদ্ধরত হওয়ায় শ্রীরাম তাদের দৃষ্টিগোচর হলেন না।

প্রহরন্তং শরীরেষু ন তে পশ্যন্তি রাঘবম্।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু তিষ্ঠন্তং ভূতাত্মানমিব প্রজাঃ॥ ২৩

শত্রুপক্ষীয় সেনাগণের শরপ্রহারক শ্রীরঘুনাথকে তারা চোখে দেখতে পেল না ; যেমন করে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত জীবগণ সকল চরাচরে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

এষ হন্তি গজানীকমেষ হন্তি মহারথান্।
এষ হন্তি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পদাতীন্ বাজিভিঃ সহ॥ ২৪
ইতি তে রাক্ষসাঃ সর্বে রামস্য সদৃশান্ রণে।
অন্যোন্যং কুপিতা জঘ্নুঃ সাদৃশ্যাদ্ রাঘবস্য তু॥ ২৫

এই রাম গজারূঢ় সৈন্য নিধন করছে, ওই সেইখানেও রাম মহারথীদের বধ করছে, তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে অশ্বসহিত পদাতিক সৈন্যদের হত্যা করছে, তাও রামই' এইভাবে শত্রুপক্ষীয় রাক্ষসসৈন্যগণ নিজেদের সঙ্গে রামের অবিকল সাদৃশ্যবশতঃ যুদ্ধে ক্রোধান্বিত হয়ে পরস্পরকে অর্থাৎ রামের প্রতিরূপ নিজেদেরকে হত্যা করতে লাগল।

ন তে দদৃশিরে রামং দহন্তমপি বাহিনীম্।
মোহিতাঃ পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাত্মনা॥ ২৬

মহাত্মা রামচন্দ্র কর্তৃক গান্ধর্ব, অস্ত্রে মোহিত হওয়ায় রাক্ষস সৈন্যগণ বাণাগ্নিতে শত্রুবাহিনীকে দগ্ধকারী রামকে চাক্ষুষ করতে পারল না।

তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
পুনঃ পশ্যন্তি কাকুৎস্থমেকমেব মহাহবে॥ ২৭

এইভাবে যুদ্ধে রাক্ষসেরা কখনও কখনও হাজার হাজার রামকে দেখতে লাগল, কখনও একক রামচন্দ্রকে দেখল।

ভ্রমন্তীং কাঞ্চনীং কোটিং কার্মুকস্য মহাত্মনঃ।
অলাতচক্রপ্রতিমাং দদৃশুস্তে ন রাঘবম্॥ ২৮

তারা কার্মুকের হৈম কোটি অর্থাৎ ধনুকের প্রান্তকে অলাতচক্রের (অর্থাৎ বহ্নিচক্রের) ন্যায় দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হতে দেখছিল, কিন্তু রঘুনাথকে সশরীরে দেখতে পাচ্ছিল না।

শরীরনাভি সত্ত্বার্চিঃ শরারং নেমিকার্মুকম্।
জ্যাঘোষতলনির্ঘোষং তেজোবুদ্ধিগুণপ্রভম্॥ ২৯
দিব্যাস্ত্রগুণপর্যন্তং নিঘ্নন্তং যুধি রাক্ষসান্।
দদৃশূ রামচক্রং তৎ কালচক্রমিব প্রজাঃ॥ ৩০

রণাঙ্গনে রাক্ষসসেনানীকে সংহারকারী শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ অতি বেগবান চক্রসদৃশ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শরীরের মধ্যভাগ, অর্থাৎ নাভি, চক্রের নাভি সদৃশ ছিল, বল-বীর্য চক্রের ঘূর্ণন জনিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ ছিল, শরসমূহ অরসমুদায় তুল্য, ধনুক চক্রের নেমির ন্যায় এবং ধনুকের টংকার ও তলধ্বনি চক্রের বেগসম্ভূত ঘর্ঘর ধ্বনির তুলনীয়, রামচন্দ্রের তেজ, বুদ্ধি ও কান্তি প্রভৃতি গুণাবলী চক্রের দীপ্তি তথা দিব্যাস্ত্রের গুণপ্রভাব চক্রের নিশিত অংশ (অর্থাৎ 'ধার') ছিল। প্রলয়কালে যেমন প্রজা কালচক্রের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ রাক্ষসেরা সেক্ষণে শ্রীরামরূপী বেগবান চক্রকে সাক্ষাৎ করছিল।

অনীকং দশসাহস্রং রথানাং বাতরংহসাম্।
অষ্টাদশ সহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্॥ ৩১
চতুর্দশ সহস্রাণি সারোহাণাং চ বাজিনাম্।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে রাক্ষসানাং পদাতিনাম্॥ ৩২
দিবসস্যাষ্টভাগেন শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং কামরূপিণাম্॥ ৩৩

দিবসের অষ্টম প্রহরে শ্রীরামচন্দ্র একাই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সদৃশ শরসমূহে বহুরূপী রাক্ষসদের, বায়ুর সদৃশ বেগশালী দশহাজার রথ, অষ্টাদশ সহস্র বেগবান হস্তী, চতুর্দশ সহস্র অশ্ব সহিত অশ্বারোহী এবং দু'লাখ পদাতিক নিশাচর সৈন্যদেরকে সংহার করলেন।

তে হতাশ্বা হতরথাঃ শান্তা বিমথিতধ্বজাঃ।

অভিপেতুঃ পুরীং লঙ্কাং হতশেষা নিশাচরাঃ॥ ৩৪

জীবিতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা রথ-অশ্বাদি সমরশক্তির বিনাশ তথা পতাকা-ধ্বজা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় নিরাশ হয়ে লঙ্কাপুরী অভিমুখে প্রস্থান করল।

হতৈর্গজপদাতাশ্বৈস্তদ্ বভূব রণাজিরম্।
আক্রীড়ভূমিঃ ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ॥ ৩৫

নিহত হস্তি-অশ্ব-পদাতিকদের শবসমুদায়ে পরিপূর্ণ সেই রণভূমি ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমিতুল্য প্রতীত হতে লাগল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সাধু সাধ্বিতি রামস্য তৎ কর্ম সমপূজয়ন্॥ ৩৬

তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ 'সাধু-সাধু' উচ্চারণে শ্রীরামচন্দ্রের সেই কর্মকে প্রশংসা করলেন।

অব্রবীচ্চ তদা রামঃ সুগ্রীবং প্রত্যনন্তরম্।
বিভীষণং চ ধর্মাত্মা হনূমন্তং চ বানরম্॥ ৩৭
জাম্ববন্তং হরিশ্রেষ্ঠং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
এতদস্ত্রবলং দিব্যং মম বা ত্র্যম্বকস্য বা॥ ৩৮

সেইসময় ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান সুগ্রীব, বিভীষণ, কপিবর হনুমান, জাম্ববান, কপিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে বললেন — এই দিব্যাস্ত্রের শক্তি যেমন আমার মধ্যে তেমনি স্বয়ং ভগবান শঙ্করের মধ্যেও আছে।

নিহত্য তাং রাক্ষসরাজবাহিনীং
রামস্তদা শক্রসমো মহাত্মা।
অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু জিতক্লমশ্চ
সংস্তূয়তে দেবগণৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ॥ ৩৯

তখন অস্ত্র-শস্ত্রের সঞ্চালনে অবিশ্রান্ত ও ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যদলকে সংহার করে প্রহৃষ্ট দেবতাগণের দ্বারা সুপ্রশংসিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ (৯৪)

রাক্ষসীগণের বিলাপ

তানি নাগসহস্রাণি সারোহাণি চ বাজিনাম্।
রথানাং ত্বগ্নিবর্ণানাং সধ্বজানাং সহস্রশঃ॥ ১
রাক্ষসানাং সহস্রাণি গদাপরিঘযোধিনাম্।
কাঞ্চনধ্বজচিত্রাণাং শূরাণাং কামরূপিণাম্॥ ২
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
রাবণেন প্রযুক্তানি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৩
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ সম্ভ্রান্তা হতশেষা নিশাচরাঃ।
রাক্ষস্যশ্চ সমাগম্য দীনাশ্চিন্তাপরিপ্লুতাঃ॥ ৪

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক যুদ্ধার্থে প্রেরিত হাজার হাজার হস্তী, অশ্বারোহী সৈন্যসহ হাজার হাজার অশ্ব, ধ্বজায় সুশোভিত অগ্নিপ্রভার তুল্য দেদীপ্যমান হাজার-হাজার রথসমুদায় এবং গদা ও পরিঘাদি সমেত যুদ্ধকারী হাজার-হাজার শূরবীর রাক্ষসসৈন্য অনায়াসে কর্মকারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ও সুবর্ণমণ্ডিত দীপ্তিমান শরসমূহে নিহত হলে অবশিষ্ট জীবিত রাক্ষসেরা ভয়বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং লঙ্কায় গিয়ে রাক্ষসীদের কাছে গভীর দুঃখ এবং চিন্তা প্রকাশ করল।

বিধবা হতপুত্রাশ্চ ক্রোশন্ত্যো হতবান্ধবাঃ।
রাক্ষস্যঃ সহ সঙ্গম্য দুঃখার্তাঃ পর্যদেবয়ন্॥ ৫

যাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু প্রমুখ যুদ্ধে নিহত

হয়েছে, সেইসকল অনাথ রাক্ষসীগণ দলে দলে একত্রিত হয়ে দুঃখে বিলাপ করতে লাগল—

কথং শূর্পনখা বৃদ্ধা করালা নির্ণতোদরী।
আসসাদ বনে রামং কন্দর্পসমরূপিণম্‌॥ ৬

'হায় ! ভীষণদর্শনা বৃদ্ধা নতোদরী শূর্পণখা অরণ্যমধ্যে কামদেবের তুল্য রূপবান শ্রীরাম সন্নিধানে কামার্তা হয়ে কেন অভিসার করল— অর্থাৎ কিভাবে তার এই সাহস হল ?

সুকুমারং মহাসত্ত্বং সর্বভূতহিতে রতম্‌।
তং দৃষ্ট্বা লোকবধ্যা সা হীনরূপা প্রকামিতা॥ ৭

'ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুকুমার ও মহান বলশালী এবং তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন, তাঁকে দেখে কুরূপা রাক্ষসী শূর্পণখা তাঁর প্রতি কামভাবাপন্না হয়ে গেল— ইহা দুঃসাহস মাত্র ! এই দুষ্টা রাক্ষসী সকলের বধার্হা।

কথং সর্বগুণৈর্হীণা গুণবন্তং মহৌজসম্‌।
সুমুখং দুর্মুখী রামং কাময়ামাস রাক্ষসী॥ ৮

'কোথায় সর্বাগুণান্বিত, মহাবলশালী তথা সুমুখশ্রীসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র আর কোথায় সর্বপ্রকারে গুণহীনা, কুৎসিৎ মুখশ্রী রাক্ষসী ! কি বুদ্ধিতে সে শ্রীরামকে কামনা করল ?॥

জনস্যাস্যাল্পভাগ্যত্বাদ্‌ বলিনী শ্বেতমূর্ধজা।
অকার্যমপহাস্যং চ সর্বলোকবিগর্হিতম্‌॥ ৯
রাক্ষসানাং বিনাশায় দূষণস্য খরস্য চ।
চকারাপ্রতিরূপা সা রাঘবস্য প্রধর্ষণম্‌॥ ১০

'লঙ্কানিবাসী জনগণের দুর্ভাগ্য যে বয়সোচিত বলি ও পলিতে আক্রান্তা রাক্ষসী— যে কোনভাবেই শ্রীরামের যোগ্যা নয়, সেই খর, দূষণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের বিনাশের হেতু শ্রীরামকে স্পর্শ করার প্রয়াস-রূপ সর্বপুরবাসিদের নিন্দাযোগ্য উপহাস্যকর কুৎসিত কর্ম করেছে।

তন্নিমিত্তমিদং বৈরং রাবণেন কৃতং মহৎ।
বধায় সীতা সাহঽনীতা দশগ্রীবেণ রক্ষসা॥ ১১

'তার (অর্থাৎ, শূর্পণখার) কারণেই রাক্ষস রাবণ এই মহাবৈরিতা সৃষ্টি করেছে রাঘবের সাথে এবং নিজের ও রাক্ষসকুলের বিনষ্টির হেতু দশানন সীতাদেবীকে অপহরণ করে এনেছে।

ন চ সীতাং দশগ্রীবঃ প্রাপ্নোতি জনকাত্মজাম্‌।
বদ্ধং বলবতা বৈরমক্ষয়ং রাঘবেণ চ॥ ১২

'সীতাকে দশমুখ রাক্ষস রাবণ কোনভাবে (পত্নীরূপে) লাভ করতে পারবে না, পরন্তু সে বলবান রঘুনাথের সঙ্গে চিরন্তন শত্রুতায় আবদ্ধ হয়েছে।

বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্‌।
হতমেকেন রামেণ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্‌॥ ১৩

'বৈদেহীকে কামনাকারী বিরাধ নামক রাক্ষসকে শ্রীরামচন্দ্র একাই হত্যা করলেন — এই দৃষ্টান্ত দেখে শ্রীরামের শক্তি সম্পর্কে রাবণের শিক্ষা নেওয়ার দরকার ছিল।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্‌।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ১৪
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা।
শরৈরাদিত্যসংকাশৈঃ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্‌॥ ১৫

'জনস্থান-এ শ্রীরাম চতুর্দশ সহস্র অসীম সাহসী রাক্ষসকে অগ্নিশিখাতুল্য বাণসমূহের দ্বারা হত্যা করেছিলেন। সেই যুদ্ধে খর, দূষণ এবং ত্রিশির নামে রাক্ষসেরা সূর্যতুল্য তেজস্বী শরসমূহে নিহত হয়েছিল। এই দৃষ্টান্তই রাবণের চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

হতো যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো রুধিরাশনঃ।
ক্রোধান্নাদং নদন্‌ সোঽথ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্‌॥ ১৬

'পুনশ্চ সেই কবন্ধ, যার প্রত্যেক বাহু এক-এক যোজন দীর্ঘ ছিল, যার খাদ্য ছিল শোণিত এবং ক্রুদ্ধ হলে যে উচ্চ গর্জন করত, সেও শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছিল—এই দৃষ্টান্তও যথেষ্ট ছিল।

জঘান বলিনং রামঃ সহস্রনয়নাত্মজম্‌।
বালিনং মেরুসংকাশং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্‌॥ ১৭

'মেরুপর্বতের সমান মহাকায় বলবান ইন্দ্রপুত্র বালীকে শ্রীরামচন্দ্র একটি শরক্ষেপে হত্যা করেছিলেন —এই দৃষ্টান্তও (রাবণের পক্ষে) যথেষ্ট ছিল।

ঋষ্যমূকে বসংশ্চৈব দীনো ভগ্নমনোরথঃ।
সুগ্রীবঃ প্রাপিতো রাজ্যং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্‌॥ ১৮

'সুগ্রীব অত্যন্ত দুঃখ ও নিরাশা নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতোপরি বাস করত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। শ্রীরামের শক্তির পরিমাপ অনুমান করার জন্য এই ঘটনাও দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

ধর্মার্থসহিতং বাক্যং সর্বেষাং রক্ষসাং হিতম্।
যুক্তং বিভীষণেনোক্তং মোহাৎ তস্য ন রোচতে॥ ১৯
বিভীষণবচঃ কুর্যাদ্ যদি স্ম ধনদানুজঃ।
শ্মশানভূতা দুঃখার্তা নেয়ং লঙ্কা ভবিষ্যতি॥ ২০

'বিভীষণ যে ধর্ম ও অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োজনাত্মক) কথা বলেছিল, তা রাক্ষসকুলের জন্য মঙ্গলকর ও যুক্তিযুক্ত ছিল; কিন্তু মোহাচ্ছন্ন রাবণের সে কথা ভালো লাগেনি। যদি কুবের-এর অনুজ রাবণ বিভীষণের কথায় সম্মত হত, তাহলে এই লঙ্কাপুরী দুঃখক্লিষ্ট শ্মশানপ্রায় হয়ে যেত না।

কুম্ভকর্ণং হতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাবলম্।
অতিকায়ং চ দুর্মর্ষং লক্ষ্মণেন হতং তদা।
প্রিয়ং চেন্দ্রজিতং পুত্রং রাবণো নাববুধ্যতে॥ ২১

'মহাবলী, কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের হাতে মৃত্যুবরণ করল। দুর্দান্ত বীর অতিকায় কে লক্ষ্মণ নিধন করলেন এবং রাবণের প্রিয় ইন্দ্রজিৎ-কেও লক্ষ্মণ বধ করলেন, তথাপি রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিমত্তা বুঝতে পারল না।

মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্তা রণে হতঃ।
ইত্যেষ শ্রূয়তে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলে কুলে॥ ২২

'হায়! আমার পুত্র নিহত হয়েছে'; হায় হায়! আমার ভাই-এর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে; হায়রে! আমার স্বামী আর বেঁচে নেই; লঙ্কার ঘরে ঘরে রাক্ষসীগণের এইরূপ হাহাকার শ্রবণগোচর হচ্ছিল।

রথাশ্বনাগাশ্চ হতাস্তত্র সহস্রশঃ।
রণে রামেণ শূরেণ হতাশ্চাপি পদাতয়ঃ॥ ২৩

'রণাঙ্গনের সর্বত্র হাজার-হাজার বিজিত রথ, নিহত অশ্ব ও গজ পড়েছিল এবং বহু পদাতিক সৈন্যও বীর রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

রুদ্রো বা যদি বা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রো বা শতক্রতুঃ।
হন্তি নো রামরূপেণ যদি বা স্বয়মন্তকঃ॥ ২৪

'মনে হচ্ছিল যেন রামচন্দ্রের রূপ ধরে স্বয়ং ভগবান রুদ্র অথবা বিষ্ণু কিংবা শতক্রতু ইন্দ্র বা মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং যমরাজ আমাদেরকে (অর্থাৎ, রাক্ষস সৈন্যদেরকে) হত্যা করেছিলেন।

হতপ্রবীরা রামেণ নিরাশা জীবিতে বয়ম্।
অপশ্যন্তো ভয়স্যান্তমনাথা বিলপামহে॥ ২৫

'মদীয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরেরা রামের হাতে নিহত হয়েছে। এখন আমরা জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছি। আমরা এই ভয়ের শেষ দেখতে পাচ্ছি না, তাই অনাথের মতো ক্রন্দন করছি।

রামহস্তাদ্ দশগ্রীবঃ শূরো দত্তমহাবরঃ।
ইদং ভয়ং মহাঘোরং সমুৎপন্নং ন বুধ্যতে॥ ২৬

'দশানন রাবণ শূরবীর। তাকে পিতামহ ব্রহ্মা মহাবর দান করেছেন। এই অহংকারে রাবণ শ্রীরামের কাছ থেকে উৎপন্ন মহাঘোর ভয়কে দেখতে পাচ্ছে না।

তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
উপসৃষ্টং পরিত্রাতুং শক্তা রামেণ সংযুগে॥ ২৭

'যুদ্ধস্থলে শ্রীরাম যাকে বধ করতে উদ্যত, তাকে দেব-গন্ধর্ব-রাক্ষস-পিশাচদের মধ্যে কেউই রক্ষা করতে পারে না।

উৎপাতাশ্চাপি দৃশ্যন্তে রাবণস্য রণে রণে।
কথয়ন্তি হি রামেণ রাবণস্য নিবর্হণম্॥ ২৮

'রাবণের বিভিন্ন দিনের যুদ্ধে যেসকল অশুভ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, সেগুলি শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বধকে সূচিত করছে।

পিতামহেন প্রীতেন দেবদানবরাক্ষসৈঃ।
রাবণস্যাভয়ং দত্তং মনুষেভ্যো ন যাচিতম্॥ ২৯

'প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে রাবণকে দেবতা, দানব এবং রাক্ষসদের হাত থেকে অভয় প্রদান করেছেন। কিন্তু রাবণ মনুষ্যদের থেকে ব্রহ্মার কাছে অভয় প্রার্থনা করেনি।

তদিদং মানুষং মন্যে প্রাপ্তং নিঃসংশয়ং ভয়ম্।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রক্ষসাং রাবণস্য চ॥ ৩০

'অতএব, মনে হচ্ছে রাবণের নিঃসন্দেহে মনুষ্যদের থেকে ভীষণ ভয়ের আশঙ্কা রয়েছে, যা

রাক্ষসকুলের তথা রাবণের জীবনাবসান ঘটাতে পারে।

পীড্যমানাস্তু বলিনা বরদানেন রক্ষসা।
দীপ্তৈস্তপোভির্বিবুধাঃ পিতামহমপূজয়ন্॥ ৩১

'বলবান রাক্ষস রাবণ যখন ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবতাদেরকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করে, তখন দেবতাগণ তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মার অর্চনা করেন।

দেবতানাং হিতার্থায় মহাত্মা বৈ পিতামহঃ।
উবাচ দেবতাস্তুষ্ট ইদং সর্বা মহদ্‌বচঃ॥ ৩২

'দেবতাদের পূজার্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের মঙ্গলার্থে তাঁদেরকে এইরূপ মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেন—

অদ্যপ্রভৃতি লোকাংস্ত্রীন্ সর্বে দানবরাক্ষসাঃ।
ভয়েন প্রভৃতা নিত্যং বিচরিষ্যন্তি শাশ্বতম্॥ ৩৩

'আজ থেকে সকল দানব ও রাক্ষসবর্গ সদা ভয়যুক্ত হয়ে আবহমান কাল ত্রিভুবনে বিচরণ করবে।'

দৈবতৈস্তু সমাগম্য সর্বৈশ্চেন্দ্রপুরোগমৈঃ।
বৃষধ্বজস্ত্রিপুরহা মহাদেবঃ প্রতোষিতঃ॥ ৩৪

তদনন্তর ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণ একত্রে মিলে ত্রিপুরবিনাশক বৃষধ্বজ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করলেন।

প্রসন্নস্তু মহাদেবো দেবানেতদ্ বচোঽব্রবীৎ।
উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা॥ ৩৫

দেবতাদের উপরে প্রীত হয়ে ভগবান মহাদেব তাদের বললেন— 'তোমাদের মঙ্গলার্থে এক দিব্য নারীর আবির্ভাব হবে, যিনি সকল রাক্ষসের বিনাশের কারণভূতা হবেন।

এষা দেবৈঃ প্রযুক্তা তু ক্ষুদ্ যথা দানবান্ পুরা।
ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্বান্ রাক্ষসঘ্নী সরাবণান্॥ ৩৬

'পুরাকালে যেরূপ দেবতাদের দ্বারা প্রচোদিত হয়ে ক্ষুধা দানবদের ভক্ষণ করেছিল, সেইরূপে সেই নিশাচরদলনী সীতা রাবণসহিত সকল রাক্ষসদেরকে গ্রাস করবে।

রাবণস্যাপনীতেন দুর্বিনীতস্য দুর্মতেঃ।
অয়ং নিষ্টানকো ঘোরঃ শোকেন সমভিপ্লুতঃ॥ ৩৭

'উদ্দণ্ড ও দুর্বুদ্ধি রাবণের কৃত অন্যায় হেতু এই শোকাবহ ভয়ংকর বিনাশ আমাদেরকে গ্রাস করছে।

তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ।
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে॥ ৩৮

'জগতে এমন কোন পুরুষ ব্যক্তিত্ব দেখছি না, যিনি মহাপ্রলয়ের সময়ে কালের মতো, রাঘবের সৃষ্ট সংকটে রাক্ষসীদের আশ্রয়ভূত হতে সক্ষম।

নাস্তি নঃ শরণং কিঞ্চিদ্ ভয়ে মহতি তিষ্ঠতাম্।
দাবাগ্নিবেষ্টিতানাং হি করেণূনাং যথা বনে॥ ৩৯

'দাবানল বেষ্টিত হস্তিনীগণের বনমধ্যে কোনপ্রকার আশ্রয়স্থল থাকে না, তদ্রূপ সাতিশয় ভয়জনক অবস্থায় পতিত আমাদেরও এখন সেই অবস্থা হয়েছে।

প্রাপ্তকালং কৃতং তেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।
যত এব ভয়ং দৃষ্টং তমেব শরণং গতঃ॥ ৪০

'মহাত্মা পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণ সময়ানুরূপ কাজ করেছিলেন। তিনি যাঁর কাছ থেকে আমাদের ত্রাস আছে বলে বুঝিয়েছেন, আমরা তাঁরই শরণাগত হচ্ছি।'

ইতীব সর্বা রজনীচরস্ত্রিয়ঃ
পরস্পরং সম্পরিরভ্য বাহুভিঃ।
বিষেদুরার্তাতিভয়াভিপীড়িতা
বিনেদুরুচ্চৈশ্চ তদা সুদারুণম্॥ ৪১

এইপ্রকারে নিশাচরগণের স্ত্রীগণ পরস্পরকে বাহুতে আলিঙ্গন করে সাতিশয় ত্রাসে আর্ত অবস্থায় বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং উচ্চস্বরে ভয়ংকর ক্রন্দন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৪॥

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৫)

রাবণ কর্তৃক মন্ত্রিগণকে আহ্বান করে শত্রুনিধন বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ এবং সকলের সঙ্গে রণভূমিতে এসে পরাক্রম প্রদর্শন

আর্তানাং রাক্ষসীনাং তু লঙ্কায়াং বৈ কুলে কুলে।
রাবণঃ করুণং শব্দং শুশ্রাব পরিদেবিতম্॥ ১

রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে শোকাকুল রাক্ষসীগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করল।

স তু দীর্ঘং বিনিঃশ্বস্য মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
বভূব পরমক্রুদ্ধো রাবণো ভীমদর্শনঃ॥ ২

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত ধ্যানমগ্ন থেকে কিছু চিন্তা করল ; তখন অত্যন্ত কুপিত হওয়ায় রাবণকে বড় ভয়ানক দেখাতে লাগল।

সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
রাক্ষসৈরপি দুর্দর্শঃ কালাগ্নিরিব মূর্তিমান্॥ ৩

সে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠদেশ দংশন করল এবং তার নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। তাকে মূর্তিমান প্রলয়াগ্নির মতো দেখাতে লাগল। রাক্ষসদের পক্ষেও রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কঠিন হয়ে পড়ল।

উবাচ চ সমীপস্থান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসেশ্বরঃ।
ক্রোধাব্যক্তকথস্তত্র নির্দহন্নিব চক্ষুষা॥ ৪

রাক্ষসরাজ নিজের কাছাকাছি উপস্থিত রাক্ষসদেরকে অস্ফুটস্বরে কিছু বলল। সেইক্ষণে সে দৃষ্টি ক্ষেপে যেন সবকিছু দগ্ধ করে ফেলছিল।

মহোদরং মহাপার্শ্বং বিরূপাক্ষং চ রাক্ষসম্।
শীঘ্রং বদত সৈন্যানি নির্যাতেতি মমাজ্ঞয়া॥ ৫

সে বলল— 'নিশাচরগণ ! মহোদর, মহাপার্শ্ব তথা রাক্ষস বিরূপাক্ষকে শীঘ্র গিয়ে বল আমার আদেশে সৈন্যগণ যেন শীঘ্র যুদ্ধার্থে যাত্রা করে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে ভয়ার্দিতাঃ।
চোদয়ামাসুরব্যগ্রান্ রাক্ষসাংস্তান্ নৃপাজ্ঞয়া॥ ৬

রাবণের সেই কথা শুনে ত্রস্ত রাক্ষসেরা রাক্ষসরাজের আদেশানুসারে নির্ভীক নিশাচরদেরকে উক্ত কার্য করবার জন্য উৎসাহিত করল।

তে তু সর্বে তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে তে রণাভিমুখা যযুঃ॥ ৭

'তাই হোক' এই কথা বলে ভয়ানক দর্শন সেইসকল রাক্ষসগণ মঙ্গলার্থে স্বস্তিবাচনপূর্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করল।

প্রতিপূজ্য যথান্যায়ং রাবণং তে মহারথাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৮

প্রভুর বিজয় কামনায় সেই সকল মহারথী রাক্ষসবীরগণ যথোচিত রীতিতে রাবণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব তার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হল।

ততোবাচ প্রহস্যৈতান্ রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ বিরূপাক্ষং চ রাক্ষসম্॥ ৯

তদনন্তর রাবণ ক্রোধান্ধ হয়ে অট্টহাস্যে 'মহোদর', 'মহাপার্শ্ব', তথা 'বিরূপাক্ষ'কে বলল—

অদ্য বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণং চৈব নেষ্যামি যমসাদনম্॥ ১০

'আজকের যুদ্ধে প্রলয়কালীন সূর্যতুল্য জ্যামুক্ত তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আমি রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠাব।

খরস্য কুম্ভকর্ণস্য প্রহস্তেন্দ্রজিতোস্তথা।
করিষ্যামি প্রতীকারমদ্য শত্রুবধাদহম্॥ ১১

'আজ শত্রুবধ করে আমি খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত তথা ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো ন চ দ্যৌর্নাপি সাগরাঃ।
প্রকাশত্বং গমিষ্যন্তি মদ্বাণজলদাবৃতাঃ॥ ১২

'আমার শরজাল মেঘের ঘনঘটার মতো সর্বত্র ছেয়ে ফেলবে ; সেহেতু অন্তরিক্ষ দিক্‌সমূহ, আকাশ তথা সমুদ্র কোনকিছুই দেখা যাবে না।

অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ।
ধনুষা শরজালেন বধিষ্যামি পতত্রিণা॥ ১৩

'আজ রণাঙ্গণে কার্মুক থেকে পক্ষযুক্ত বাণসমূহ জালের মতো বিস্তার করব এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হত্যা করব।

অদ্য বানরসৈন্যানি রথেন পবনৌজসা।
ধনুঃসমুদ্রাদুদ্ভূতৈর্মথিষ্যামি শরোর্মিভিঃ॥ ১৪

'আজ বায়ু তুল্য বেগবান রথারূঢ় হয়ে আমি নিজের

কার্মুকরূপ সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গাভিঘাতে বানরসৈন্যদের দলিত-মথিত করে ফেলব।

ব্যাকোশপদ্মবক্ত্রাণি পদ্মকেসরবর্চসাম্।
অদ্য যূথতটাকানি গজবৎ প্রমথামাহম্॥ ১৫

'কমল-কেশরের কান্তিসম্পন্ন বানরের দল সরোবর সদৃশ এবং বানরগণের মুখমণ্ডল সরোবরের জলে পদ্মের ন্যায় শোভিত হয়। আজ আমি কমলবনে প্রবিষ্ট হস্তীর মতো বানরের যূথরূপী সরোবরকে মথিত করে দেব।

সশরৈরদ্য বদনৈঃ সংখ্যে বানরযূথপাঃ।
মণ্ডয়িষ্যন্তি বসুধাং সনালৈরিব পঙ্কজৈঃ॥ ১৬

'আজ রণভূমিতে নিপাতিত বানরযূথপতিগণ নিজেদেরকে বাণবিদ্ধ মুখমণ্ডলে মৃনালযুক্ত পদ্মের মতো বসুধার শোভা বর্ধন করবে।

অদ্য যূথপ্রচণ্ডানাং হরীণাং দ্রুমযোধিনাম্।
মুক্তেনৈকেষুণা যুদ্ধে ভেৎস্যামি চ শতং শতম্॥ ১৭

'অদ্যকার রণে জ্যামুক্ত এক এক বাণে হস্তে বৃক্ষধারী শত শত প্রচণ্ড যোদ্ধা বানরগণকে বিদ্ধ করব।

হতো ভ্রাতা চ যেষাং বৈ যেষাং চ তনয়ো হতঃ।
বধেনাদ্য রিপোস্তেষাং করোম্যশ্রুপ্রমার্জনম্॥ ১৮

'রাক্ষসকুলে যাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছে, যাদের সন্তান নিহত হয়েছে, আজ শত্রু-বধ করে আমি তাদের অশ্রু মুছিয়ে দেব।

অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈঃ প্রস্তীর্ণৈর্গতচেতনৈঃ।
করোমি বানরৈর্যুদ্ধে যত্নাবেক্ষ্যতলাং মহীম্॥ ১৯

'আজ আমার বানসমূহে নিহত ছিন্ন-ভিন্ন বানরগণের শরীরসমুদায়ে সম্পূর্ণ রণাঙ্গনের ভূতলদেশ আবৃত হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যাবে।

অদ্য কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ যে চ মাংসাশিনোঽপরে।
সর্বাংস্তাংস্তর্পয়িষ্যামি শত্রুমাংসৈঃ শরাহতৈঃ॥ ২০

'আমার শরক্ষেপে নিহত শত্রুদের মাংস আজ কাক, শকুন এবং অন্যান্য মাংসাশী জন্তুদের তৃপ্ত করবে।

কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্রমানীয়তাং ধনুঃ।
অনুপ্রয়ান্তু মাং যুদ্ধে যেঽত্র শিষ্টা নিশাচরাঃ॥ ২১

'শীঘ্রই আমার রথ প্রস্তুত করো, এখনই ধনুর নিয়ে এস এবং যুদ্ধাবশিষ্ট রাক্ষসদেরকে আদেশ জানাও আজ আমার যুদ্ধযাত্রায় অনুগমন করতে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহাপার্শ্বোঽব্রবীদ্ বচঃ।
বলাধ্যক্ষান্ স্থিতাংস্তত্র বলং সংত্বর্যতামিতি॥ ২২

রাক্ষসরাজের আজ্ঞামাত্র মহাপার্শ্ব সেখানে উপস্থিত সেনাপতিগণকে বলল— 'ত্বরায় নিজ নিজ সৈন্যদল প্রস্তুত করো।'

বলাধ্যক্ষাস্তু সংযুক্তা রাক্ষসাংস্তান্ গৃহে গৃহে।
চোদয়ন্তঃ পরিযযুর্লঙ্কাং লঘুপরাক্রমাঃ॥ ২৩

ক্ষিপ্রপরাক্রমী সেনাধ্যক্ষগণ এইরূপে আদিষ্ট হয়ে গৃহে গৃহে রাক্ষসদেরকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুতির আজ্ঞা দিতে দিতে লঙ্কার সকল দিকে ঘোষণা করতে লাগল।

ততো মুহূর্তান্নিষ্পেতু রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
নদন্তো ভীমবদনা নানাপ্রহরণৈর্ভুজৈঃ॥ ২৪

স্বল্পকালের মধ্যেই ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল ও আকৃতিবিশিষ্ট রাক্ষসেরা গর্জন করতে করতে সেখানে সমবেত হল। তাদের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ছিল।

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভির্মুসলৈর্হলৈঃ।
শক্তিভিস্তীক্ষ্ণধারাভির্মহদ্ভি কূটমুদ্গরৈঃ॥ ২৫
যষ্টিভির্বিবিধৈশ্চক্রৈর্নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
ভিন্দিপালৈঃ শতঘ্নীভিরন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ॥ ২৬

তলোয়ার, পট্টিশ, শূল, গদা, মুসল, হল (অর্থাৎ, লাঙল সদৃশ অস্ত্র), খরধার শক্তি, বড় বড় কূটমুদ্গর, লাঠি, বিবিধপ্রকারচক্র, তীক্ষ্ণ কুঠার, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী তথা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্রে সেই সকল রাক্ষসের সুসজ্জিত ছিল।

অথানয়ন্ বলাধ্যক্ষাশ্চত্বারো রাবণাজ্ঞয়া।
রথানাং নিযুতং সাগ্রং নাগানাং নিযুতত্রয়ম্॥ ২৭
অশ্বানাং ষষ্টিকোট্যস্তু খরোষ্ট্রাণাং তথৈব চ।
পদাতয়স্ত্বসংখ্যাতা জগ্মুস্তে রাজশাসনাৎ॥ ২৮

রাবণের আদেশে চার সেনাপতি এক লক্ষের কিছু অধিক সংখ্যক রথ, তিন লক্ষ হস্তী, ষাটকোটি অশ্ব, সমসংখ্যক গদা, উট এবং অসংখ্য পদাতিক যোদ্ধাগণকে নিয়ে এসে পৌঁছল।

বলাধ্যক্ষাশ্চ সংস্থাপ্য রাজ্ঞঃ সেনাং পুরঃস্থিতাম্।
এতস্মিন্নন্তরে সূতঃ স্থাপয়ামাস তং রথম্॥ ২৯

এইরূপে সেনাপতিগণ রাক্ষসরাজের সম্মুখে বিশাল সেনাদল সমবেত করল। ইতিমধ্যে সারথি রথ প্রস্তুত করে উপস্থাপিত করল।

দিব্যাস্ত্রবরসম্পন্নং নানালঙ্কারভূষিতম্।
নানায়ুধসমাকীর্ণং কিঙ্কিণীজালসংযুতম্॥ ৩০

সেই রথে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দিব্যাস্ত্র মজুত ছিল ; বহুপ্রকার অলংকরণে সেই রথকে সজ্জিত করা হয়েছিল। তাহা বিবিধ হাতিয়ারে পরিপূর্ণ এবং চৌদিকে ঘুঙুর দেওয়া ঝালরে সুশোভিত ছিল।

নানারত্নপরিক্ষিপ্তং রত্নস্তম্ভৈর্বিরাজিতম্।
জাম্বূনদময়ৈশ্চৈব সহস্রকলশৈর্বৃতম্॥ ৩১

সেই রথে নানা প্রকার রত্ন-খচিত ছিল। রত্নমণ্ডিত স্তম্ভগুলি সেই রথের শোভা বর্ধন করছিল এবং বহু সোনার কলসে সেইটি অলংকৃত করা হয়েছিল।

তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩২
কোটিসূর্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
দ্রুতং সূতসমাযুক্তং যুক্তাষ্টতুরগং রথম্।
আরুরোহ তদা ভীমং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৩৩

এরূপ রথ দেখে সকল রাক্ষস খুব আশ্চর্যান্বিত হল এবং রথের প্রতি দৃক্‌পাতপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা দণ্ডায়মান হল। রথটি কোটি সূর্যের সমান তেজস্বী তথা প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দীপ্তিমান ছিল। অষ্টাশ্বযুক্ত ও সসারথি সেই রথ স্বকীয় তেজে প্রকাশিত হচ্ছিল। রাবণ অতিশীঘ্রতায় সেই রথে আরোহণ করল।

ততঃ প্রযাতঃ সহসা রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
রাবণঃ সত্ত্বগাম্ভীর্যাদ্ দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৩৪

তদনন্তর বহুসংখ্যক রাক্ষসে পরিবৃত হয়ে রাবণ সহসা যুদ্ধার্থে প্রস্থান করল। সে নিজের বলদর্পে যেন মেদিনী বিদীর্ণ করতে করতে যুদ্ধ-যাত্রা করছিল।

ততশ্চাসীন্মহানাদস্তূর্যাণাং চ ততস্ততঃ।
মৃদঙ্গৈঃ পটহৈঃ শঙ্খৈঃ কলহৈঃ সহ রক্ষসাম্॥ ৩৫

তখন চারদিকে রণতূর্যের মহাধ্বনি মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ তথা রাক্ষসদের কলহ কলরবের সঙ্গে মিশে গেল।

আগতো রক্ষসাং রাজা ছত্রচামরসংযুতঃ।
সীতাপহারী দুর্বৃত্তো ব্রহ্মঘ্নো দেবকণ্টকঃ।
যোদ্ধুং রঘুবরেণেতি শুশ্রুবে কলহধ্বনিঃ॥ ৩৬

'সীতাপহরণকারী, দুরাচারী, ব্রহ্মহত্যাকারী তথা দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ছত্র ও চমরে শোভিত হয়ে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বহির্গত হয়েছে'— এবংবিধ কলহধ্বনি শ্রবণগোচর হচ্ছিল।

তেন নাদেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত।
তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা বানরা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ॥ ৩৭

সেই মহানাদে পৃথিবী কেঁপে উঠল। ভয়ংকর সেই শব্দ শ্রবণে সকল বানরগণ সভয়ে পলায়ন করতে লাগল।

রাবণস্তু মহাবাহুঃ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।
আজগাম মহাতেজা জয়ায় বিজয়ং প্রতি॥ ৩৮

মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত মহাবাহু রাবণ যুদ্ধে বিজয় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে।

রাবণেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুর্ধর্ষো রথানারুরুহুস্তদা॥ ৩৯

রাবণের আজ্ঞায় সেক্ষণেই মহাপার্শ্ব, মহোদর তথা দুর্জয় বীর বিরূপাক্ষ—তিন জন রথত্রয়ে আরোহণ করল।

তে তু হৃষ্টাভিনর্দন্তো ভিন্দন্ত ইব মেদিনীম্।
নাদং ঘোরং বিমুঞ্চন্তো নির্যযুর্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪০

তারা আনন্দে ও সশব্দে এমন দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছিল যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। বিজয় লাভের প্রবল ইচ্ছায় সিংহগর্জন করতে করতে তারা পুরী থেকে বহির্গত হল।

ততো যুদ্ধায় তেজস্বী রক্ষোগণবলৈর্বৃতঃ।
নির্যয়াবুদ্যতধনুঃ কালান্তকযমোপমঃ॥ ৪১

অতঃপর রাক্ষসসৈন্যপরিবৃত কালান্তক যমরাজের তুল্য ভয়ঙ্কর ও তেজস্বী উদ্যতকার্মুক রাক্ষসরাজ যুদ্ধের জন্য অভিযান করল।

ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন স মহারথঃ।
দ্বারেণ নির্যযৌ তেন যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২

তখন দ্রুতগামী অশ্বযুক্ত রথে মহারথী রাবণ লঙ্কানগরীর সেই দ্বার দিয়ে নির্গত হল যেখানে রাম-লক্ষ্মণ বিরাজ করছিলেন।

ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্যো দিশশ্চ তিমিরাবৃতাঃ।

দ্বিজাশ্চ নেদুর্ঘোরাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী॥ ৪৩

সেইক্ষণে সূর্যের দীপ্তি নিষ্প্রভ হল, চতুর্দিক অন্ধকারে ঢেকে গেল, বিহগকুল তীব্রস্বরে ডাকতে লাগল এবং পৃথিবী টলমল করে উঠল।

ববর্ষ রুধিরং দেবশ্চস্খলুশ্চ তুরঙ্গমাঃ।
ধ্বজাগ্রে নাপতদ্ গৃধ্রো বিনেদুশ্চাশিবং শিবাঃ॥ ৪৪

মেঘ রক্তবৃষ্টি করল, অশ্বগুলির পদস্খলন ঘটল, ধ্বজার উপরে শকুন স্থান গ্রহণ করল, শৃগালেরা অমঙ্গলসূচক চিৎকার করতে লাগল।

নয়নং চাস্ফুরদ্ বামং বামো বাহুরকম্পত।
বিবর্ণবদনশ্চাসীৎ কিঞ্চিদভ্রশ্যত স্বনঃ॥ ৪৫

বাম নেত্র স্ফুরিত হতে লাগল, বাম বাহু কম্পিত হল, রাক্ষসরাজের মুখমণ্ডল ম্লান ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হল।

ততো নিপততো যুদ্ধে দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
রণে নিধনশংসীনি রূপাণ্যেতানি জজ্ঞিরে॥ ৪৬

যুদ্ধার্থে বিনির্গত রাক্ষস দশাননের রণাঙ্গনে আসন্ন মৃত্যুর অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ প্রকটিত হতে লাগল।

অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা নির্ঘাতসমনিঃস্বনা।
বিনেদুরশিবা গৃধ্রা বায়সৈরভিমিশ্রিতাঃ॥ ৪৭

আকাশ থেকে বজ্রনির্ঘোষে উল্কা খসে পড়তে লাগল। শকুন ও বায়সসমূহ অমঙ্গলসূচক শব্দে ডাকতে শুরু করল।

এতানচিন্তয়ন্ ঘোরানুৎপাতান্ সমবস্থিতান্।
নির্যয়ৌ রাবণো মোহাদ্ বধার্থং কালচোদিতঃ॥ ৪৮

প্রকটিত এইসকল ভয়াবহ অমঙ্গলের ইঙ্গিতকে গুরুত্ব না দিয়েই যেন মোহাচ্ছন্ন রাবণ কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মৃত্যুর জন্য নির্গত হল।

তেষাং তু রথঘোষেণ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
বানরাণামপি চমূর্যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্তত॥ ৪৯

মহাকায় সেই রাক্ষসগণের রথের গম্ভীর ঘর্ঘর নিনাদে বানরসৈন্যগণ যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হল।

তেষাং তু তুমুলং যুদ্ধং বভূব কপিরক্ষসাম্।
অন্যোন্যমাহ্বয়ানানাং ক্রুদ্ধানাং জয়মিচ্ছতাম্॥ ৫০

তখন বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। একে অন্যকে পরাজিত করতে ক্রুদ্ধ আহ্বান করতে লাগল।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
বানরাণামনীকেষু চকার কদনং মহৎ॥ ৫১

তদনন্তর দশানন রাবণ সুবর্ণভূষিত বাণবর্ষণে বানরসৈন্যদের সাথে রোষভরে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করল।

নিকৃত্তশিরসঃ কেচিদ্ রাবণেন বলীমুখাঃ।
কেচিদ্ বিচ্ছিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছ্রোত্রবিবর্জিতাঃ॥ ৫২

কোন কোন বানরের মাথা কাটা পড়ল, কারো কারো বক্ষদেশ বিদ্ধ হয়ে গেল, আবার কিছু কিছু বানর সৈন্যদের কান শরাঘাতে বিচ্ছিন্ন হল।

নিরুচ্ছ্বাসা হতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পার্শ্বেষু দারিতাঃ।
কেচিদ্ বিভিন্নশিরসঃ কেচিচ্চক্ষুর্বিনাকৃতাঃ॥ ৫৩

বহু বানর শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করল, দশানন অনেকের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল, আবার কারো কারো মস্তক বিচূর্ণ হল, কিছু কিছু বানর চক্ষুতে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

দশাননঃ ক্রোধবিবৃত্তনেত্রো
যতো যতোঽভ্যেতি রথেন সংখ্যে।
ততস্ততস্তস্য শরপ্রবেগং
সোঢুং ন শেকুর্হরিযূথপাস্তে॥ ৫৪

ক্রোধঘূর্ণিতনেত্র দশমুখ রাবণ রণাঙ্গনে যেখানে যেখানে যেতে লাগল, সেখানে সেখানে বানরদলপতিগণ তার শরক্ষেপের বেগ সহ্য করতে অসমর্থ হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৫॥

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ (৯৬)

সুগ্রীব কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার এবং বিরূপাক্ষ-বধ

তথা তৈঃ কৃত্তগাত্রৈস্তু দশগ্রীবেণ মার্গণৈঃ।
বভূব বসুধা তত্র প্রকীর্ণা হরিভিস্তদা॥ ১

এইরূপে দশাননের শরে ছিন্ন-ভিন্ন নিহত বানরসৈন্যের শরীরে শরীরে রণভূমি ঢাকা পড়ল।

রাবণস্যাপ্রসহ্যং তং শরসম্পাতমেকতঃ।
ন শেকুঃ সহিতুং দীপ্তং পতঙ্গা জ্বলনং যথা॥ ২

রাবণের অসহনীয় শরপ্রক্ষেপকে সেই সকল কপি সৈন্য মুহূর্তমাত্রও সহ্য করতে পারল না, যেমন করে প্রদীপ্ত বহ্নির স্পর্শমাত্রও পতঙ্গেরা সহ্য করতে পারে না।

তেঽর্দিতা নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রোশন্তো বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
পাবকার্চিঃ সমাবিষ্টা দহ্যমানা যথা গজাঃ॥ ৩

বনে যেমন দাবানলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দহ্যমান হস্তিকুল চিৎকার করতে করতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ রাক্ষসরাজের তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে ক্লিষ্ট বানরেরা উচ্চ রবে পলায়ন করতে লাগল।

প্লবঙ্গানামনীকানি মহাভ্রাণীব মারুতঃ।
সংযযৌ সমরে তস্মিন্ বিধমন্ রাবণঃ শরৈঃ॥ ৪

যেমন করে বায়ুবেগ বিশাল মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ রাবণ নিজের বাণ প্রক্ষেপে বানরসৈন্যদেরকে সংহার করতে-করতে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগল।

কদনং তরসা কৃত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বনৌকসাম্।
আসসাদ ততো যুদ্ধে ত্বরিতং রাঘবং রণে॥ ৫

প্রচণ্ড দ্রুততায় বানরসৈন্য সংহারপূর্বক রাক্ষসরাজ ত্বরায় যুদ্ধার্থে সমরাঙ্গনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটস্থ হল।

সুগ্রীবস্তান্ কপীন্ দৃষ্ট্বা ভগ্নান্ বিদ্রাবিতান্ রণে।
গুল্মে সুষেণং নিক্ষিপ্য চক্রে যুদ্ধে দ্রুতং মনঃ॥ ৬

সুগ্রীব বানরদেরকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে, পলায়মান তাদেরকে সুস্থির করার দায়িত্ব সুষেণকে অর্পণ করল এবং স্বয়ং মহাসমরে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করল।

আত্মনঃ সদৃশং বীরং স তং নিক্ষিপ্য বানরম্।
সুগ্রীবোঽভিমুখং শত্রুং প্রতস্থে পাদপায়ুধঃ॥ ৭

নিজের তুল্য পরাক্রমী বীর সুষেণকে বানরসৈন্য রক্ষার ভার বুঝিয়ে দিয়ে সুগ্রীব স্বয়ং বৃক্ষ উৎপাটিত করে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হল।

পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাস্য সর্বে বানরযূথপাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাশৈলান্ বিবিধাংশ্চ বনস্পতীন্॥ ৮

সুগ্রীবের আশে-পাশে ও পিছনে-পিছনে সকল বানরদলপতি বৃহৎ-বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এবং বিবিধ প্রকার উৎপাটিত বনস্পতি হস্তে নিয়ে অনুসরণ করতে লাগল।

ননর্দ যুধি সুগ্রীবঃ স্বরেণ মহতা মহান্।
পোথয়ন্ বিবিধাংশ্চান্যান্ মমন্থোত্তমরাক্ষসান্॥ ৯
মমর্দ চ মহাকায়ো রাক্ষসান্ বানরেশ্বরঃ।
যুগান্তসময়ে বায়ুঃ প্রবৃদ্ধানগমানিব॥ ১০

অতঃপর সুগ্রীব যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চৈস্বরে গর্জন করতে লাগল এবং যুগান্ত প্রলয়ে বড় বড় বনস্পতিকে উন্মূলনকারী বায়ুদেবের ন্যায় বিশালকায় বানররাজ সুগ্রীব বিশাল বিশাল রাক্ষসদেরকে দলিত-মথিত করে দিল।

রাক্ষসানামনীকেষু শৈলবর্ষং ববর্ষ হ।
অশ্মবর্ষং যথা মেঘঃপক্ষিসঙ্ঘেষু কাননে॥ ১১

মেঘ যেমন করে অরণ্যে পক্ষিকুলের উপর করকাবর্ষণ করে, তদ্রূপ সুগ্রীব রাক্ষসদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগল।

কপিরাজবিমুক্তৈস্তৈঃ শৈলবর্ষৈস্তু রাক্ষসাঃ।
বিকীর্ণশিরসঃ পেতুর্বিকীর্ণা ইব পর্বতাঃ॥ ১২

বানররাজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শৈলখণ্ডের বর্ষণে রাক্ষসদের মাথাগুলি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল এবং তারা স্খলিত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হতে লাগল।

অথ সংক্ষীয়মাণেষু রাক্ষসেষু সমন্ততঃ।
সুগ্রীবেণ প্রভগ্নেষু নদৎসু চ পতৎসু চ॥ ১৩

বিরূপাক্ষঃ স্বকং নাম ধন্বী বিশ্রাব্য রাক্ষসঃ।
রথাদাপ্লুত্য দুর্ধর্ষো গজস্কন্ধমুপারুহৎ॥ ১৪

এভাবে রণাঙ্গনের চতুর্দিকে সুগ্রীব কর্তৃক রাক্ষস-সৈন্যদের নিধন হতে থাকলে তারা আর্ত-চিৎকারে পলায়ন করতে করতে ভূলুণ্ঠিত হতে লাগল ; তখন বিরূপাক্ষ নামে দুর্জয় রাক্ষস ধনুর্বাণ হস্তে স্বনাম ঘোষণা করতে-করতে রথ হতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করল।

স তং দ্বিপমথারুহ্য বিরূপাক্ষো মহাবলঃ।
ননর্দ ভীমনির্হ্রাদং বানরানভ্যধাবত॥ ১৫

গজারূঢ় মহাবলী বিরূপাক্ষ অতি ভয়ংকর গর্জন করল এবং বানরদের প্রতি সবেগে ধাবিত হল।

সুগ্রীবে স শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে।
স্থাপয়ামাস চোদ্বিগ্নান্ রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ১৬

সে সেনানীর অগ্রভাবে বিরাজমান সুগ্রীবকে লক্ষ্য করে অতি ভয়ানক শরসমূহ প্রক্ষেপ করল এবং ত্রস্ত রাক্ষসসৈন্যের আনন্দবর্দ্ধন করে তাদেরকে সমরে সুস্থির করল।

সোঽতিবিদ্ধঃ শিতৈর্বাণৈঃ কপীন্দ্রস্তেন রক্ষসা।
চুক্রোশ চ মহাক্রোধো বধে চাস্য মনো দধে॥ ১৭

বিরূপাক্ষের তীক্ষ্ণ শরসমূহে অতিশয় আহত বানররাজ সুগ্রীব মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে ভীষণ গর্জন করল এবং বিরূপাক্ষকে নিধন করতে মনঃস্থির করল।

ততঃ পাদপমুদ্ধৃত্য শূরঃ সম্প্রধনো হরিঃ।
অভিপত্য জঘানাস্য প্রমুখে তং মহাগজম্॥ ১৮

অতঃপর শূরবীর সুগ্রীব—যে বিবিধপ্রকার যুদ্ধকৌশলে ও পারঙ্গম ছিল, এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে অগ্রে ধাবিত হল এবং নিজের সম্মুখে বিরাজমান বিরূপাক্ষের বিশাল হস্তীকে সজোরে আঘাত করল।

স তু প্রহারাভিহতঃ সুগ্রীবেণ মহাগজঃ।
অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ ননাদ চ॥ ১৯

সুগ্রীবের প্রহারে অতিশয় আহত সেই মহাগজ এক ধনুক পরিমাণ জমি পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

গজাৎ তু মথিতাৎ তূর্ণমপক্রম্য স বীর্যবান্।
রাক্ষসোঽভিমুখঃ শত্রুং প্রত্যুদ্গম্য ততঃ কপিম্॥ ২০
আর্ষভং চর্ম খড়্গং চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ।
ভৎর্সয়ন্নিব সুগ্রীবমাসসাদ ব্যবস্থিতম্॥ ২১

পরাক্রমী রাক্ষস বিরূপাক্ষ আহত হস্তীর পীঠ থেকে ত্বরায় লাফিয়ে পড়ল এবং ঢাল তরোয়াল হাতে অতি শীঘ্র নিজের শত্রু সুগ্রীবের দিকে অগ্রসর হল। সুগ্রীব স্বস্থানে অবিচল ছিল, পরন্তু বিরূপাক্ষ আস্ফালন করতে করতে নিকটে এসে পড়ল।

স হি তস্যাভিসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্।
বিরূপাক্ষস্য চিক্ষেপ সুগ্রীবো জলদোপমাম্॥ ২২

এই দেখে সুগ্রীব এক বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড তুলে নিল যেটি মেঘমালার ন্যায় বিশালাকার ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল ; সে সক্রোধে বিরূপাক্ষের উপরে সেই প্রস্তরটি নিক্ষেপ করল।

স তাং শিলামাপতন্তীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অপক্রম্য সুবিক্রান্তঃ খড়্গেন প্রাহরৎ তদা॥ ২৩

রাক্ষসপুঙ্গব সেই প্রস্তরখণ্ডকে নিজের দিকে আসতে দেখে কিছুটা পিছু হটে নিজেকে রক্ষা করল এবং সুগ্রীবকে তরোয়াল দ্বারা আক্রমণ করল।

তেন খড়্গপ্রহারেণ রক্ষসা বলিনা হতঃ।
মুহূর্তমভবদ্ ভূমৌ বিসংজ্ঞ ইব বানরঃ॥ ২৪

সেই বলশালী রাক্ষসের তরোয়ালের আঘাতে আহত সুগ্রীব সংজ্ঞাহীন হয়ে মুহূর্তমাত্র ধরাশায়ী হয়ে রইল।

সহসা স তদোৎপত্য রাক্ষসস্য মহাহবে।
মুষ্টিং সংবর্ত্য বেগেন পাতয়ামাস বক্ষসি॥ ২৫

পুনশ্চ সহসা বেগে উত্থিত হয়ে বদ্ধমুষ্টি সুগ্রীব বিরূপাক্ষের বক্ষদেশে সজোরে এক মুষ্টিপ্রহার করল।

মুষ্টিপ্রহারাভিহতো বিরূপাক্ষো নিশাচরঃ।
তেন খড়্গেন সংক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য চমূমুখে॥ ২৬
কবচং পাতয়ামাস পদ্ভ্যামভিহতোঽপতৎ।

সুগ্রীবের মুষ্টির আঘাতে নিশাচর বিরূপাক্ষের ক্রোধ আরও বর্ধিত হল এবং সে সেনাগ্রভাগে বিরাজমান

সুগ্রীবের কবচ তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে তার পদাঘাতে সুগ্রীব ধরাশায়ী হল।

স সমুত্থায় পতিতঃ কপিস্তস্য ব্যসর্জয়ৎ॥ ২৭
তলপ্রহারমশনেঃ সমানং ভীমনিঃস্বনম্।

ধরাশায়ী সুগ্রীব পুণরুত্থান করে রাক্ষসকে বজ্রনিনাদ তুল্য এক সশব্দ চপেটাঘাত হানল।

তলপ্রহারং তদ্ রক্ষঃ সুগ্রীবেণ সমুদ্যতম্॥ ২৮
নৈপুণ্যান্মোচয়িত্বৈনং মুষ্টিনোরসি তাড়য়ৎ।

সুগ্রীব কর্তৃক উদ্যত সেই করলতলের আঘাতকে রণকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বিরূপাক্ষ তার বক্ষদেশে মুষ্টির আঘাত করল।

ততস্তু সংক্রুদ্ধতরঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ॥ ২৯
মোক্ষিতং চাত্মনো দৃষ্ট্বা প্রহারং তেন রক্ষসা।
স দদর্শান্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ॥ ৩০

তখন বানররাজ সুগ্রীবের ক্রোধের সীমা রইল না। সে দেখল যে রাক্ষস তার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত মুষ্টিপ্রহার ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং নিজেকে মুষ্টির স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন সে পুনরায় বিরূপাক্ষের উপর প্রহার করার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

ততোঽন্যং পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছঙ্খদেশে মহাতলম্।
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন তলেনাভিহতঃ ক্ষিতৌ॥ ৩১
পপাত রুধিরক্লিন্নঃ শোণিতং হি সমুদ্গিরন্।
স্রোতোভ্যস্তু বিরূপাক্ষো জলং প্রস্রবণাদিব॥ ৩২

সুগ্রীব এবার বিরূপাক্ষের ললাটে সক্রোধে বিশাল চপেটাঘাত করল ; ইন্দ্রের বজ্রতুল্য সেই আঘাতে বিরূপাক্ষ রুধিরাক্ত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। তার সর্বাঙ্গ রক্তে ভিজে গেল এবং সকল ইন্দ্রিয়দ্বার হতে রক্তের প্রস্রবণ বইতে লাগল।

বিবৃত্তনয়নং ক্রোধাৎ সফেনং রুধিরাপ্লুতম্।
দদৃশুস্তে বিরূপাক্ষং বিরূপাক্ষতরং কৃতম্॥ ৩৩
স্ফুরন্তং পরিবর্তন্তং পার্শ্বেন রুধিরোক্ষিতম্।
করুণং চ বিনর্দন্তং দদৃশুঃ কপয়ো রিপুম্॥ ৩৪

সেই রাক্ষসের নেত্রদ্বয় ক্রোধে বিঘূর্ণিত হচ্ছিল, সে সফেন রুধিরে নিমজ্জিত প্রায় হয়ে পড়ে রইল। বানরযূথপতি দেখল বিরূপাক্ষ রাক্ষস বিকৃত নেত্র হয়ে তার নামের সদৃশ হয়ে গেছে। রক্তে মাখামাখি হয়ে সে ছটপট করতে করতে পার্শ্ব পরিবর্তন করছে এবং করুণ আর্তনাদ করছে।

তথা তু তৌ সংযতি সম্প্রযুক্তৌ
তরস্বিনৌ বানররাক্ষসানাম্।
বলার্ণবৌ সস্বনতুশ্চ ভীমৌ
মহার্ণবৌ দ্বাবিব ভিন্নসেতূ॥ ৩৫

এইভাবে বেগশালী বানর ও রাক্ষসেরা যুযুধান হয়ে দুই মহাসৈন্য সমুদ্র নিজ নিজ সীমা অতিক্রম করে বাঁধভাঙ্গা দুই মহাসমুদ্রের মতো রণাঙ্গনে তুমুল রবে কোলাহল করতে লাগল।

বিনাশিতং প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রং
মহাবলং তং হরিপার্থিবেন।
বলং সমেতং কপিরাক্ষসানা-
মুদ্বৃত্তগঙ্গাপ্রতিমং বভূব॥ ৩৬

বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক মহাবলী বিরূপাক্ষের নিধন প্রত্যক্ষ করে বানর ও রাক্ষস সৈন্যগণ একত্রে কূলপ্লাবিনী গঙ্গার সদৃশ উদ্বেল হয়ে পড়ল (একদিকে আনন্দজনিত কোলাহল, অন্যপক্ষে শোকের আর্তনাদ হতে লাগল)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৭)

সুগ্রীবের সাথে মহোদরের ঘোরতর যুদ্ধ এবং মহোদরের নিধন

হন্যমানে বলে তূর্ণমন্যোন্যং তে মহামৃধে।
সরসীব মহাঘর্মে সূপক্ষীণে বভূবতুঃ॥ ১

সেই মহাযুদ্ধে দুই পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের হত্যালীলার ফলে গ্রীষ্মকালীন সরোবরের মতো দ্রুত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল।

স্ববলস্য তু ঘাতেন বিরূপাক্ষবধেন চ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ২

আত্মপক্ষীয় সৈন্যদের বিনাশ এবং বিরূপাক্ষের নিধনে রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্ধিত হল।

প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ।
বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্যয়ম্॥ ৩

বানরসৈন্যের প্রহারে নিজের সৈন্যসামন্তদের সংখ্যা হ্রাসমান দেখে এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে যুদ্ধস্থলে রাবণের মনে ব্যথার সঞ্চার হল।

উবাচ চ সমীপস্থং মহোদরমনন্তরম্।
অস্মিন্ কালে মহাবাহো জয়াশা ত্বয়ি মে স্থিতা॥ ৪

তিনি দণ্ডায়মান সহোদরকে বললেন — 'এক্ষণে আমার বিজয়ের আশা তোমার উপরই নির্ভর করছে।

জহি শত্রুচমূং বীর দর্শয়াদ্য পরাক্রমম্।
ভর্তৃপিণ্ডস্য কালোঽয়ং নির্বেষ্টুং সাধু যুধ্যতাম্॥ ৫

'বীর ! আজ তোমার পরাক্রম প্রকটিত করো এবং শত্রুসৈন্যের নিধন করো। এটিই প্রভুর (অর্থাৎ রাবণের) অন্নের প্রতিদানের অবসর। অতএব বীরভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হও।'

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহোদরঃ।
প্রবিবেশারিসেনাং স পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ৬

রাবণ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে বীর রাক্ষস মহোদর 'তাই হবে' এই কথা বলে অর্থাৎ রাবণের আজ্ঞা শিরোধার্য করে অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় শত্রু সেনাগণের মধ্যে প্রবেশ করল।

ততঃ স কদনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ।
ভর্তৃবাক্যেন তেজস্বী স্বেন বীর্যেণ চোদিতঃ॥ ৭

সেনাগণের মধ্যে প্রবেশ করে তেজস্বী ও মহাবলী মহোদর রাজাজ্ঞা অনুসারে স্বশক্তিতে বানরসৈন্য সংহার করতে লাগল।

বানরাশ্চ মহাসত্ত্বাঃ প্রগৃহ্য বিপুলাঃ শিলাঃ।
প্রবিশ্যারিবলং ভীমং জঘ্নুস্তে সর্বরাক্ষসান্॥ ৮

মহাশক্তিশালী বানরগণ-ও হাতে বিশাল-বিশাল প্রস্তর নিয়ে বিপক্ষের ভয়ংকর সেনাদের সমাবেশে প্রবেশ করে সকল রাক্ষসদের নিধন শুরু করল।

মহোদরঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
চিচ্ছেদ পাণিপাদোরু বানরাণাং মহাহবে॥ ৯

মহোদর অত্যন্ত কুপিত হয়ে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত শরসমূহে ঘোরতর যুদ্ধে বানরসৈন্যদের উরু ও হস্তপদাদি ছিন্ন করল।

ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসৈরর্দিতা ভৃশম্।
দিশো দশ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুগ্রীবমাশ্রিতাঃ॥ ১০

অতঃপর রাক্ষস মহোদর কর্তৃক অতিশয় পীড়িত সকল বানরেরা দশদিকে পলায়ন করতে লাগল ; অবার বহু বানর সুগ্রীবের কাছে আশ্রয় নিল।

প্রভগ্নং সমরে দৃষ্ট্বা বানরাণাং মহাবলম্।
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবো মহোদরমনন্তরম্॥ ১১

বানরদের বিশাল সেনাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে সুগ্রীব তার নিকেট বিরাজমান মহোদরকে আক্রমণ করল।

প্রগৃহ্য বিপুলাং ঘোরাং মহীধরসমাং শিলাম্।
চিক্ষেপ চ মহাতেজাস্তদ্‌বধায় হরীশ্বরঃ॥ ১২

বানররাজ অতি তেজস্বী, তাই পর্বতসদৃশ বিশাল এবং ভয়ংকর শিলা তুলে মহোদরের প্রতি নিক্ষেপ করল।

তামাপতন্তীং সহসা শিলাং দৃষ্ট্বা মহোদরঃ।
অসম্ভ্রান্তস্ততো বাণৈর্নির্বিভেদ দুরাসদাম্॥ ১৩

সেই দুর্জয় শিলাকে সহসা নিজের দিকে আসতে দেখেও মহোদর ত্রস্ত হল না ; বরং বানপ্রক্ষেপে শিলাকে খণ্ড-খণ্ড করে দিল।

রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃত্তা সা সহস্রধা।

প্রপপাত তদা ভূমৌ গৃধ্রচক্রমিবাকুলম্॥ ১৪

রাক্ষসের সেই বানরসমুদায়ের আঘাতে পর্বতাকার শিলা সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আকুলিত গৃধ্রদের মতো ঘুরপাক খেয়ে ভূমিতে এসে পড়ল।

তাং তু ভিন্নাং শিলাং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সালমুৎপাট্য চিক্ষেপ তং স চিচ্ছেদ নৈকধা॥ ১৫

বিশাল শিলাকে বিদীর্ণ হতে দেখে ক্রোধাচ্ছন্ন সুগ্রীব শাল বৃক্ষ উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করল, কিন্তু রাক্ষস মহোদর সেটিকেও বহুভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল।

শরৈশ্চ বিদদারৈনং শূরঃ পরবলার্দনঃ।
স দদর্শ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরিঘং পতিতং ভুবি॥ ১৬

অরিন্দম বীর মহোদর শরবর্ষণে সাল বৃক্ষটিকে বিদীর্ণ করে দিলে ক্রুদ্ধ সুগ্রীব রণভূমিতে পড়ে থাকা এক পরিঘ দেখতে পেল।

আবিধ্য তু স তং দীপ্তং পরিঘং তস্য দর্শয়ন্।
পরিঘেণোগ্রবেগেন জঘানাস্য হয়োত্তমান্॥ ১৭

উজ্জ্বল পরিঘটিকে শরীরের চৌদিকে ঘূর্ণিত করে মহোদরের চোখের সামনে তার শ্রেষ্ঠ অশ্বটিকে পরিঘ-প্রহারে সুগ্রীব হত্যা করল।

তস্মাদ্ধতহয়াদ্ বীরঃ সোঽবপ্লুত্য মহারথাৎ।
গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোঽথ মহোদরঃ॥ ১৮

ঘোটকের নিধনে বীর রাক্ষস মহোদর নিজের বিশাল রথ হতে লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্রোধভরে হাতে গদা তুলে নিল।

গদাপরিঘহস্তৌ তৌ যুধি বীরৌ সমীয়তুঃ।
নর্দন্তৌ গোবৃষপ্রখ্যৌ ঘনাবিব সবিদ্যুতৌ॥ ১৯

পরিঘ হাতে সুগ্রীব এবং গদা হাতে মহোদর রণাঙ্গনে দুইটি প্রবল বৃষভের ন্যায় অথবা বজ্রগর্ভ দুটি মেঘখণ্ডের ন্যায় গর্জন করতে করতে পরস্পরকে আক্রমণ করল।

ততঃ ক্রুদ্ধো গদাং তস্মৈ চিক্ষেপ রজনীচরঃ।
জ্বলন্তীং ভাস্করাভাসাং সুগ্রীবায় মহোদরঃ॥ ২০

তদনন্তর, ক্রুদ্ধ নিশাচর মহোদর সূর্যকান্তি প্রভায় দেদীপ্যমান গদা সুগ্রীবের উপর প্রহার করল।

গদাং তাং সুমহাঘোরামাপতন্তীং মহাবলঃ।
সুগ্রীবো রোষতাম্রাক্ষঃ সমুদ্যম্য মহাহবে॥ ২১
আজঘান গদাং তস্য পরিঘেন হরীশ্বরঃ।
পপাত তরসা ভিন্নঃ পরিঘস্তস্য ভূতলে॥ ২২

সেই মহাভয়ংকর গদাকে নিজের দিকে আসতে দেখে মহাবলী বানররাজ সুগ্রীবের নেত্র ক্রোধ ধারণ করল এবং সেই গদাকে হস্তধৃত পরিঘ দিয়ে আঘাত করল ; কিন্তু তার পরিঘ ভগ্ন হয়ে সবেগে মাটিতে পড়ল।

ততো জগ্রাহ তেজস্বী সুগ্রীবো বসুধাতলাৎ।
আয়সং মুসলং ঘোরং সর্বতো হেমভূষিতম্॥ ২৩

তখন তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হতে ভয়ংকর এক হেমমণ্ডিত লৌহ মুসল হাতে নিল।

স তমুদ্যম্য চিক্ষেপ সোঽপ্যস্য প্রাক্ষিপদ্ গদাম্।
ভিন্নাবন্যোন্যমাসাদ্য পেততুস্তৌ মহীতলে॥ ২৪

সুগ্রীব সেই লৌহ মুসল উদ্যত করে নিক্ষেপ করল এবং মহোদরও সাথে সাথে গদা প্রহার করল। এমতাবস্থায় অস্ত্রদ্বয় পরস্পরের আঘাতে খণ্ড-খণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ল।

ততো ভিন্নপ্রহরণৌ মুষ্টিভ্যাং তৌ সমীয়তুঃ।
তেজোবলসমাবিষ্টৌ দীপ্তাবিব হুতাশনৌ॥ ২৫

তেজস্বী ও শক্তিমান বীরদ্বয় অস্ত্র-শস্ত্র বিরহিত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পরস্পর মুষ্টিতে মুষ্টিতে যুদ্ধ করতে লাগল।

জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং নদন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।
তলৈশ্চান্যোন্যমাসাদ্য পেততুশ্চ মহীতলে॥ ২৬

তখন পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে করতে দুই যোদ্ধা একে অন্যকে করতলাঘাত করে উভয়েই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

উৎপেততুস্তদা তূর্ণং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্।
ভুজৈশ্চিক্ষিপতুর্বীরাবন্যোন্যমপরাজিতৌ॥ ২৭

পরস্পরকে আঘাত করতে-করতে আবার দুই বীর দণ্ডায়মান হল। দু'জনের কেউই হার মানল না, পরন্তু দু'জন দুজনকে হাত দিয়ে প্রহার শুরু করল।

জগ্মতুস্তৌ শ্রমং বীরৌ বাহুযুদ্ধে পরন্তপৌ।
আজহার তদা খড়্গামদূরপরিবর্তিনম্॥ ২৮
রাক্ষসশ্চর্মণা সার্ধং মহাবেগো মহোদরঃ।

তথৈব চ মহাখড়্গং চর্মণা পতিতং সহ।
জগ্রাহ বানরশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবো বেগবত্তরঃ॥ ২৯

শত্রুতাপন দুই বীর বাহুযুদ্ধের পরিশ্রমে ক্লান্ত হল এবং নিকটেই পড়ে থাকা খড়্গ ও চর্মনির্মিত ঢাল একদিকে বেগবান রাক্ষস মহোদর তুলে নিল, অন্যদিকে বেগশালী কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবও রণভূমি থেকে বিশাল খড়্গ ঢাল সমেত হাতে নিয়ে নিল।

ততো রোষপরীতাঙ্গৌ নদন্তাবভ্যধাবতাম্।
উদ্যতাসী রণে হৃষ্টৌ যুধি শস্ত্রবিশারদৌ॥ ৩০

মহোদর এবং সুগ্রীব দুজনেই রণাঙ্গনে শস্ত্রচালনায় পারদর্শী ছিল তথা দুজনের সর্বাঙ্গ ক্রোধে আচ্ছন্ন ছিল ; অতএব তারা সমরে সোৎসাহে গর্জন করতে-করতে উদ্যত তরবারি নিয়ে একে অন্যের প্রতি ধাবিত হল।

দক্ষিণং মণ্ডলং চোভৌ সুতূর্ণং সম্পরীয়তুঃ।
অন্যোন্যমভিসংক্রুদ্ধৌ জয়ে প্রণিহিতাবুভৌ॥ ৩১

তারা উভয়েই অতি শীঘ্র প্রদক্ষিণ করতে করতে যুদ্ধ করতে লাগল। তাদের পারস্পরিক ক্রোধ অতি তীব্র ছিল এবং জয়ের ব্যাপারে উভয়েই ছিল অত্যন্ত আশাবাদী।

স তু শূরো মহাবেগো বীর্যশ্লাঘী মহোদরঃ।
মহাবর্মণি তং খড়্গং পাতয়ামাস দুর্মতিঃ॥ ৩২

বলদর্পিত মহাবেগবান এবং দুর্মতি মহোদর নিজের তরবারি দিয়ে সুগ্রীবের বিশাল কবচে আঘাত করল।

লগ্নমুৎকর্ষতঃ খড়্গং খড়্গেন কপিকুঞ্জরঃ।
জহার সশিরস্ত্রাণং কুণ্ডলোপগতং শিরঃ॥ ৩৩

সুগ্রীবের কবচে আটকে থাকা তলোয়ার যখন সেই রাক্ষস আকর্ষণ করতে লাগল, তখনই কপিকুঞ্জর সুগ্রীব শিরস্ত্রাণ পরিহিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মহোদরের মস্তক তরবারির আঘাতে ছেদন করল।

নিকৃত্তশিরসস্তস্য পতিতস্য মহীতলে।
তদ্ বলং রাক্ষসেন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র ন দৃশ্যতে॥ ৩৪

ছিন্নমস্তক মহোদর ভূলুণ্ঠিত হল। তা দেখে সেই রাক্ষসের অনুচর সৈন্যরা সে-স্থলে আর চক্ষুগোচর হল না।

হত্বা তং বানরৈঃ সার্ধং ননাদ মুদিতো হরিঃ।
চুক্রোধ চ দশগ্রীবো বভৌ হৃষ্টশ্চ রাঘবঃ॥ ৩৫

মহোদরকে হত্যা করে আনন্দিত বানররাজ সুগ্রীব অন্যান্য বানরদের সঙ্গে নিয়ে গর্জন করতে লাগল। এই দেখে দশমুখ রাবণের ভীষণ ক্রোধ হল এবং শ্রীরঘুনাথ আনন্দিত হলেন।

বিষণ্ণবদনাঃ সর্বে রাক্ষসা দীনচেতসঃ।
বিদ্রবন্তি ততঃ সর্বে ভয়বিত্রস্তচেতসঃ॥ ৩৬

সে-ক্ষণে সকল রাক্ষসেরা বিষণ্ণ ও দুঃখিত হল। সকলের মুখচ্ছবি বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল এবং তারা ভীত মনে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করল।

মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ
মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্।
সূর্যাত্মজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা
সূর্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষ্যঃ॥ ৩৭

মহোদরের শরীর বিশাল পর্বতের ধ্বস্ত একটি শৃঙ্গের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল। তাকে পৃথ্বীতে লুটিয়ে দিয়ে সূর্যপুত্র সুগ্রীব বিজয়লক্ষ্মীর শ্রীমণ্ডিত হল, যেন খরতর সূর্য স্বকীয় তেজে প্রকাশিত হলেন।

অথ বিজয়মবাপ্য বানরেন্দ্রঃ
সমরমুখে সুরসিদ্ধযক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ-
র্হর্ষসমাকুলিতৈর্নিরীক্ষ্যমাণঃ ॥ ৩৮

এই প্রকারে বানররাজ সুগ্রীব সমরে বিজয়ী হয়ে অতিশয় শোভিত হচ্ছিল। তখন দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ তথা মর্ত্যবাসী প্রাণিগণ ও সাতিশয় আনন্দে তাকে দেখতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৮)

অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্শ্বের নিধন

মহোদরে তু নিহতে মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
সুগ্রীবেণ সমীক্ষ্যাথ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ১

সুগ্রীব কর্তৃক মহোদর নিহত হয়েছে জেনে মহাবলী মহাপার্শ্বের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল।

অঙ্গদস্য চমূং ভীমাং ক্ষোভয়ামাস মার্গণৈঃ।
স বানরাণাং মুখ্যানামুত্তমাঙ্গানি রাক্ষসঃ॥ ২
পাতয়ামাস কায়েভ্যঃ ফলং বৃন্তাদিবানিলঃ।

তদনন্তর সে শরবর্ষণে অঙ্গদের ভয়ংকর সৈন্যদের মধ্যে হৈ-চৈ ফেলে দিল। রাক্ষস মহাপার্শ্ব প্রধান প্রধান বানরগণের শিরচ্ছেদ করে, বায়ুপ্রবাহে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় তাদের ভূলুণ্ঠিত করতে লাগল।

কেষাংচিদিষুভির্বাহূংশ্চিচ্ছেদাথ স রাক্ষসঃ॥ ৩
বানরাণাং সুসংরব্ধঃ পার্শ্বং কেষাংচিদাক্ষিপৎ।

ক্রোধান্বিত মহাপার্শ্ব শরপ্রক্ষেপে বহুসংখ্যক বানরের বাহু কর্তন করল, আবার অনেকের শরীরের পার্শ্বদেশ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

তেঽর্দিতা বাণবর্ষেণ মহাপার্শ্বেন বানরাঃ॥ ৪
বিষাদবিমুখাঃ সর্বে বভূবুর্গতচেতসঃ।

মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে পীড়িত হয়ে বানরেরা বহু সংখ্যায় যুদ্ধবিমুখ, হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল।

নিশম্য বলমুদ্বিগ্নমঙ্গদো রাক্ষসার্দিতম্॥ ৫
বেগং চক্রে মহাবেগঃ সমুদ্র ইব পর্বসু।

সেই রাক্ষসকর্তৃক পীড়িত বানরসৈন্যদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হতে দেখে মহাবেগবান অঙ্গদ পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রের ন্যায় নিজের ক্ষিপ্রতা প্রকটিত করল।

আয়সং পরিঘং গৃহ্য সূর্যরশ্মিসমপ্রভম্॥ ৬
সমরে বানরশ্রেষ্ঠো মহাপার্শ্বে ন্যপাতয়ৎ।

বানরশিরোমণি সূর্যকিরণের তুল্য প্রদীপ্ত এক লৌহ পরিঘ তুলে মহাপার্শ্বের উপরে নিক্ষেপ করল।

স তু তেন প্রহারেণ মহাপার্শ্বো বিচেতনঃ॥ ৭
সসূতঃ স্যন্দনাৎ তস্মাদ্ বিসংজ্ঞশ্চাপতদ্ ভুবি।

সেই পরিঘ প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞাহীন ও অচৈতন্য হয়ে সারথির সাথে রথ থেকে ভূমিতে পড়ে গেল।

তস্যর্ক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ॥ ৮
নিষ্পত্য সুমহাবীর্যঃ স্বযূথান্মেঘসন্নিভাৎ।
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভাং ক্রুদ্ধঃ স বিপুলাং শিলাম্॥ ৯
অশ্বাঞ্জঘান তরসা বভঞ্জ স্যন্দনং চ তম্।

তখন, কাজলের স্তূপের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেজস্বী বীর ঋক্ষরাজ জাম্ববান বিশাল মেঘের ঘনঘটা তুল্য নিজের বৃহৎ সৈন্য সামন্তদের মধ্যে হতে বাহিরে এসে গিরিশৃঙ্গের সদৃশ বিশাল শিলা তুলে সক্রোধে রথের অশ্বগুলিকে হত্যা করল এবং রথটিকেও বিচূর্ণ করে দিল।

মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু মহাপার্শ্বো মহাবলঃ॥ ১০
অঙ্গদং বহুভির্বাণৈর্ভূয়স্তং প্রত্যবিধ্যত।
জাম্ববন্তং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে॥ ১১

মুহূর্তের মধ্যে মহাবলী মহাপার্শ্ব বহুসংখ্যক বাণপ্রক্ষেপে আবার অঙ্গদকে বিদ্ধ করতে লাগল এবং জাম্ববানের বক্ষের মধ্যভাগে তিনটি বাণ মারল।

ঋক্ষরাজং গবাক্ষং চ জঘান বহুভিঃ শরৈঃ।
গবাক্ষং জাম্ববন্তং চ স দৃষ্ট্বা শরপীড়িতৌ॥ ১২
জগ্রাহ পরিঘং ঘোরমঙ্গদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।

অধিকন্তু সে ঋক্ষরাজ গবাক্ষকেও বাণে বাণে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। গবাক্ষ ও জাম্ববানকে শরাঘাতে পীড়িত হতে দেখে অঙ্গদের ক্রোধের সীমা রইল না। সে ভয়ঙ্কর পরিঘ হাতে তুলে নিল।

তস্যাঙ্গদঃ সরোষাক্ষো রাক্ষসস্য তমায়সম্॥ ১৩
দূরস্থিতস্য পরিঘং রবিরশ্মিসমপ্রভম্।
দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং সংগৃহ্য ভ্রাময়িত্বা চ বেগবৎ॥ ১৪
মহাপার্শ্বস্য চিক্ষেপ বধার্থং বালিনঃ সুতঃ।

তার সেই পরিঘ সূর্যকিরণের মতো দীপ্তি বিকিরণ করছিল এবং বালিপুত্র অঙ্গদের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। সে লৌহ পরিঘকে হস্তদ্বয়ে ধরে সবেগে বিঘূর্ণিত করল এবং মহাপার্শ্বকে বধের জন্য নিক্ষেপ করল।

স তু ক্ষিপ্তো বলবতা পরিঘস্তস্য রক্ষসঃ॥ ১৫
ধনুশ্চ সশরং হস্তাচ্ছিরস্ত্রাণং চ পাতয়ৎ।

বলবান বীর অঙ্গদকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত সেই পরিঘ রাক্ষস মহাপার্শ্বের ধনুর্বাণ হস্তচ্যুত করে শিরস্ত্রাণও ভূমিতে ফেলে দিল।

তং সমাসাদ্য বেগেন বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৬
তলেনাভাহনৎ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমূলে সকুণ্ডলে।

পুনরায় প্রতাপান্বিত বালিপুত্র অঙ্গদ সবেগে তার নিকটে এসে সাতিশয় রাগে তার কুণ্ডলযুক্ত কর্ণমূলে চপেটাঘাত করল।

স তু ক্রুদ্ধো মহাবেগো মহাপার্শ্বো মহাদ্যুতিঃ॥ ১৭
করেণৈকেন জগ্রাহ সুমহান্তং পরশ্বধম্।

তখন মহাবেগশালী মহাতেজস্বী মহাপার্শ্ব কুপিত হয়ে এক হাতে বৃহৎ কুঠার ধারণ করল।

তং তৈলধৌতং বিমলং শৈলসারময়ং দৃঢ়ম্॥ ১৮
রাক্ষসঃ পরমক্রুদ্ধো বালিপুত্রে ন্যপাতয়ৎ।

সেই উত্তম কুঠারটি ছিল তৈলবিধৌত এবং উচ্চ মানের লৌহে তৈরি। অতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেটি বালিপুত্র অঙ্গদের দেহে নিক্ষেপ করল।

তেন বামাংসফলকে ভৃশং প্রত্যবপাতিতম্॥ ১৯
অঙ্গদো মোক্ষয়ামাস সরোষঃ স পরশ্বধম্।

অঙ্গদের বাম স্কন্ধ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত সেই কুঠারটিকে ক্রোধান্বিত অঙ্গদ সুকৌশলে নিজের দেহ হেলিয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিল।

স বীরো বজ্রসংকাশমঙ্গদো মুষ্টিমাত্মনঃ॥ ২০
সংবর্তয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ।

তারপর, অতিশয় ক্রুদ্ধ বীর ও পিতার সদৃশ পরাক্রমী অঙ্গদ বজ্রতুল্য মুষ্টি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করল।

রাক্ষসস্য স্তনাভ্যাশে মর্মজ্ঞো হৃদয়ং প্রতি॥ ২১
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং স মুষ্টিং বিন্যপাতয়ৎ।

অঙ্গদ রাক্ষসের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থান লক্ষ্য করে স্তনবৃন্তের নিকটস্থ স্থানে অতি বেগে মুষ্টি প্রহার করল, যেটির স্পর্শ ইন্দ্রের অশনির মতো অসহনীয় ছিল।

তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে॥ ২২
পফাল হৃদয়ং চাস্য স পপাত হতো ভুবি।

তার সেই মুষ্টিপ্রহারে রাক্ষস মহাপার্শ্বের হৃদয় ফেটে গেল এবং সে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তস্মিন্ বিনিহতে ভূমৌ তৎ সৈন্যং সম্প্রচুক্ষুভে॥ ২৩
অভবচ্চ মহান্ ক্রোধঃ সমরে রাবণস্য তু।

রাক্ষস নিহত হয়ে পড়ে যাওয়ার পর তার সৈন্যবৃন্দ সমরে চঞ্চল ও বিমূঢ় হয়ে গেল এবং রাবণেরও ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হল।

বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং সিংহনাদঃ সুপুষ্কলঃ॥ ২৪
স্ফোটয়ন্নিব শব্দেন লঙ্কাং সাট্টালগোপুরাম্।
সহেন্দ্রেণেব দেবানাং নাদঃ সমভবন্মহান্॥ ২৫

সেক্ষণে আনন্দিত বানরদের মধ্যে মহা সিংহনাদ উঠল। সেই নাদ লঙ্কাপুরীর অট্টালিকা ও তোরণগুলিকে যেন বিদীর্ণ করে দিল অথবা সেই নাদ ইন্দ্রসহ সকল দেবগণের আনন্দোল্লাসের ন্যায় প্রতীয়মান হল।

অথেন্দ্রশত্রুস্ত্রিদশালয়ানাং
বনৌকসাং চৈব মহাপ্রণাদম্।
শ্রুত্বা সরোষং যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ
পুনশ্চ যুদ্ধাভিমুখোঽবতস্থে॥ ২৬

যুদ্ধস্থলে দেবতা তথা বানরগণের সেই গম্ভীর নির্ঘোষ শুনে ইন্দ্রদ্রোহী রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে পুনর্যুদ্ধের ঔৎসুক্য সত্ত্বেও তথায় স্থির হয়ে থাকল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৮॥

একোনশততমঃ সর্গঃ (৯৯)

শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধ

মহোদরমহাপার্শ্বৌ হতৌ দৃষ্ট্বা স রাবণঃ।
তস্মিংশ্চ নিহতে বীরে বিরূপাক্ষে মহাবলে॥ ১
আবিবেশ মহান্ ক্রোধো রাবণং তু মহামৃধে।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ২

মহাবলী বীর বিরূপাক্ষ আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, মহোদর এবং মহাপার্শ্বকেও কালের করাল গ্রাসে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল — মহাসমরে এই সকল নিরীক্ষণ করে রাবণের হৃদয়ে সাতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হল। সে সারথিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়ে বলল যে—

নিহতানামমাত্যানাং রুদ্ধস্য নগরস্য চ।
দুঃখমেবাপনেষ্যামি হত্বা তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩

'সূত ! আমার মন্ত্রিগণ নিহত হয়েছে এবং লঙ্কাপুরী চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ; এজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আজকের রণে রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করে আমি আমার দুঃখ অপনোদন করব।

রামবৃক্ষং রণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্।
প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ॥ ৪
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ।
হনূমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বে চ হরিযূথপাঃ॥ ৫

'রণভূমিতে রামরূপী বৃক্ষকে উন্মূলিত করব, যে বৃক্ষ সীতারূপী পুষ্প ও ফলদায়ক তথা সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান এবং সুষেণ প্রমুখ সকল বানর-যূথপতি যার শাখা-প্রশাখা।'

স দিশো দশ ঘোষেণ রথস্যাতিরথো মহান্।
নাদয়ন্ প্রযযৌ তূর্ণং রাঘবং চাভ্যধাবত॥ ৬

এইকথা বলে মহান অতিরথী বীর রাবণ নিজের রথ-ঘর্ঘরে দশদিক ধ্বনিত করতে করতে সাতিশয় ত্বরায় শ্রীরঘুনাথের দিকে অগ্রসর হল।

পূরিতা তেন শব্দেন সনদীগিরিকাননা।
সঞ্চচাল মহী সর্বা ত্রস্তসিংহমৃগদ্বিজা॥ ৭

রথ-নির্ঘোষে নদী, পর্বত ও জঙ্গল সহ তথাকার সমস্ত ভূখণ্ড পরিপূর্ণ হল, পৃথিবী প্রকম্পিত হল এবং রণাঙ্গনের আশে পাশে সকল পশু-পক্ষী ত্রস্ত হয়ে গেল।

তামসং সুমহাঘোরং চকারাস্ত্রং সুদারুণম্।
নির্দদাহ কপীন্ সর্বাংস্তে প্রপেতুঃ সমন্ততঃ॥ ৮

তখন রাবণ 'তামস'[১] নামক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও মহাঘোর অস্ত্রের ব্যবহার করে সমস্ত বানরদেরকে ভস্মীভূত করতে লাগল। সকল দিকে নিহত বানরদের শবদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল।

উৎপপাত রজো ভূমৌ তৈর্ভগ্নৈঃ সম্প্রধাবিতৈঃ।
নহি তৎ সহিতুং শেকুর্ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বয়ম্॥ ৯

বানরেরা স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত 'তামস' অস্ত্রের প্রহার সহ্য করতে না পারায়, যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন করতে লাগল, তখন তাদের দ্বারাও রণভূমিতে অত্যধিক ধূলি উড়তে লাগল।

তান্যনীকান্যনেকানি রাবণস্য শরোত্তমৈঃ।
দৃষ্ট্বা ভগ্নানি শতশো রাঘবঃ পর্যবস্থিতঃ॥ ১০

রাবণের শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে শত শত বানরসৈন্যদেরকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে যুদ্ধার্থে উদ্যত ভগবান শ্রীরাম শান্তভাবে বিবেচনা করলেন।

ততো রাক্ষসশার্দূলো বিদ্রাব্য হরিবাহিনীম্।
স দদর্শ ততো রামং তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্॥ ১১
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা।
আলিখন্তমিবাকাশমবষ্টভ্য মহদ্ ধনুঃ॥ ১২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্।

তদনন্তর, রাক্ষসশার্দূল রাবণ বানর সৈন্যদের বিতাড়ন শেষে অপরাজেয় শ্রীরামকে অনুজ লক্ষ্মণের সাথে, বিষ্ণু সহ ইন্দ্রের ন্যায় সমরে দণ্ডায়মান দেখল। শ্রীরামচন্দ্র নিজের বৃহৎ কার্মুক উদ্যত করে যেন

[১]এই অস্ত্রের দেবতা হল রাহু, তাই এটিকে তামস বলা হয়।

আকাশচুম্বী রেখাঙ্কণ করছিলেন ; তাঁর নেত্রযুগল ফুল্লকমলদলের ন্যায় আয়ত এবং দীর্ঘ বাহুদ্বয় শত্রুদমনে পূর্ণরূপে সমর্থ ছিল।

ততো রামো মহাতেজাঃ সৌমিত্রিসহিতো বলী॥ ১৩
বানরাংশ্চ রণে ভগ্নানাপতন্তং চ রাবণম্।
সমীক্ষ্য রাঘবো হৃষ্টো মধ্যে জগ্রাহ কার্মুকম্॥ ১৪

তখন লক্ষ্মণসহ রণভূমিতে বিরাজমান মহাতেজা ও মহাবলী শ্রীরাম পলায়নরত বানরদেরকে দেখে এবং রাবণকে অগ্রসর হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ধনুকের মধ্যভাগে দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করলেন।

বিস্ফারয়িতুমারেভে ততঃ স ধনুরুত্তমম্।
মহাবেগং মহানাদং নির্ভিন্দন্নিব মেদিনীম্॥ ১৫

অতঃপর, তিনি নিজের শ্রেষ্ঠ কার্মুক আকর্ষণ করতে লাগলেন ; তখন কার্মুকের বেগধ্বনি ও টংকারগর্জন যেন পৃথিবী বিদীর্ণ করতে লাগল।

রাবণস্য চ বানৌঘৈ রামবিস্ফারিতেন চ।
শব্দেন রাক্ষসাস্তেন পেতুশ্চ শতশস্তদা॥ ১৬

রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণে তথা শ্রীরামের কার্মুক টংকারে সমুত্থিত ভয়ংকর শব্দে ত্রস্ত শত শত রাক্ষস ধরাশায়ী হল।

তয়োঃ শরপথং প্রাপ্য রাবণো রাজপুত্রয়োঃ।
স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশিসূর্যয়োঃ॥ ১৭

সেই দুই রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণের শরের লক্ষ্যের অন্তর্গত রাবণ চন্দ্র ও সূর্যের সন্নিকটস্থ রাহুর মতো শোভিত হল।

তমিচ্ছন্ প্রথমং যোদ্ধুং লক্ষ্মণো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মুমোচ ধনুরায়ম্য শরানগ্নিশিখোপমান্॥ ১৮

লক্ষ্মণ তার সাথে প্রথমে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় ধনুক আকর্ষণপূর্বক অগ্নি শিখার তুল্য তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তান্ মুক্তমাত্রানাকাশে লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা।
বাণান্ বাণৈর্মহাতেজা রাবণঃ প্রত্যবারয়ৎ॥ ১৯

সেই সকল শরসমুদায়কে নিক্ষেপমাত্রই মহাতেজা রাবণ নিজের সায়ক প্রহারে আকাশে কেটে ফেলল।

একমেকেন বাণেন ত্রিভিস্ত্রীন্ দশভির্দশ।
লক্ষ্মণস্য প্রচিচ্ছেদ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্॥ ২০

সে নিজ হস্তের দ্রুততা প্রদর্শন করে লক্ষ্মণের একটি বাণকে নিজের একটি বাণে, তিনটি বাণকে তিন বাণে এবং দশটি বাণকে দশ বাণে কেটে দিল।

অভ্যতিক্রম্য সৌমিত্রিং রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
আসসাদ রণে রামং স্থিতং শৈলমিবাপরম্॥ ২১

এইভাবে সমরবিজয়ী রাবণ সৌমিত্রিকে অতিক্রম করে সমরাঙ্গণে দ্বিতীয় পার্বত্য বাধার তুল্য অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে পড়ল।

স রাঘবং সমাসাদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ব্যসৃজচ্ছরবর্ষাণি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ২২

শ্রীরঘুনাথের মুখোমুখি হয়ে ক্রোধে আরক্ত নয়ন রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর উপর বাণবর্ষণ শুরু করল।

শরধারাস্ততো রামো রাবণস্য ধনুশ্চ্যুতাঃ।
দৃষ্ট্বৈবাপতিতাঃ শীঘ্রং ভল্লাঞ্জগ্রাহ সত্বরম্॥ ২৩

রাবণের জ্যামুক্ত বাণবর্ষণ লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন শ্রীরামচন্দ্র সত্বর কিছু 'ভল্ল' হাতে নিয়ে নিলেন।

তাঞ্জরৌঘাংস্ততো ভল্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।
দীপ্যমানান্ মহাঘোরাঞ্জরানাশীবিষোপমান্॥ ২৪

রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বিষধর সর্পতুল্য মহাভয়ংকর ও দীপ্তিমান বাণসমুদায় সুতীক্ষ্ণ ভল্ল-নিক্ষেপে কেটে দিতে লাগলেন।

রাঘবো রাবণং তূর্ণং রাবণো রাঘবং তথা।
অন্যোন্যং বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈর্ববর্ষতুঃ॥ ২৫

পুনরায় শ্রীরাম রাবণকে এবং রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের লক্ষ্যভূত করলেন এবং যুযুধান বীরদ্বয় একে অন্যের উপর বিভিন্ন প্রকার তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

চেরতুশ্চ চিরং চিত্রং মণ্ডলং সব্যদক্ষিণম্।
বাণবেগাৎ সমুৎক্ষিপ্তাবন্যোন্যমপরাজিতৌ॥ ২৬

সেখানে দুই বীর বহুক্ষণ বিচিত্রভাবে দক্ষিণে বামে ঘুরে-ঘুরে যুদ্ধ করতে লাগলেন ; সুতীক্ষ্ণ তীরের বেগে পরস্পরকে আঘাত করলেও বীরদ্বয়ের কেউই পরাজয় স্বীকার করলেন না।

তয়োর্ভূতানি বিত্রেসুর্যুগপৎ সম্প্রযুধ্যতোঃ।

রৌদ্রয়োঃ সায়কমুচোর্যমান্তকনিকাশয়োঃ ॥ ২৭

পরস্পর বাণবর্ষণে যুদ্ধরত ক্রুদ্ধ বীরদ্বয় শ্রীরাম ও রাবণ যমরাজ এবং অন্তক সদৃশ ভীষণাকার প্রতীয়মান হচ্ছিলেন ; সেইহেতু প্রাণিকুল ভয়ে থর-থর কাঁপছিল।

ততঃ বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং তদা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে বিদ্যুন্মালাসমাকুলৈঃ ॥ ২৮

বর্ষা-ঋতুতে বজ্রগর্ভ মেঘের ঘনঘটায় যেমন আকাশ আচ্ছাদিত হয়ে থাকে, তেমন করেই সেক্ষণে নানা প্রকার বাণে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল।

গবাক্ষিতমিবাকাশং বভূব শরবৃষ্টিভিঃ।
মহাবেগৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্গৃধ্রপত্রৈঃ সুবাজিতৈঃ ॥ ২৯

সুতীক্ষ্ণাগ্রভাগযুক্ত ও শকুনের পালকে সুসজ্জিত নিম্নভাগ সমন্বিত খরধার ও বেগবান শরসমূহের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণে আকাশের গায়ে যেন অসংখ্য গবাক্ষ বিরচিত হয়েছিল।

শরান্ধকারমাকাশং চক্রতুঃ পরমং তদা।
গতেঽস্তং তপনে চাপি মহামেঘাবিবোত্থিতৌ ॥ ৩০

বিশালাকার মেঘখণ্ডের তুল্য শ্রীরাম ও রাবণ নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সূর্যকে অস্ত ও উদিত কাল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন।

তয়োরভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাংক্ষিণোঃ।
অনাসাদ্যমচিন্ত্যং চ বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৩১

শ্রীরাম ও রাবণ একে অন্যকে বধ করতে উদ্যত ; অতএব বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধের মতো সেই দুই বীরের দুর্লভ ও অচিন্ত্য মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল।

উভৌ হি পরমেষ্বাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
উভাবস্ত্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধে বিচেরতুঃ ॥ ৩২

দুই জনেই মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে দুজনেই শ্রেষ্ঠ। অতএব সোৎসাহে তাঁরা রণাঙ্গণে বিচরণ করতে লাগলেন।

উভৌ হি যেন ব্রজতস্তেন তেন শরোর্ময়ঃ।
ঊর্ময়ো বায়ুনা বিদ্ধা জগ্মুঃ সাগরয়োরিব ॥ ৩৩

তাঁরা যেই-যেই মার্গে বিচরণ করছিলেন, তথায়-তথায় শরসমূহের ঢেউ খেলতে লাগল, যেমন করে দুই সাগরের ঊর্মিমালা বায়ুতাড়িত হয়ে মহাসাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ তোলে।

ততঃ সংসক্তহস্তস্তু রাবণো লোকরাবণঃ।
নারাচমালাং রামস্য ললাটে প্রত্যমুঞ্চত ॥ ৩৪

তদনন্তর, যার হাত বাণ নিক্ষেপে লিপ্ত এবং যে সমস্ত প্রজার ক্রন্দনের হেতু সেই রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের ললাটে যেন শুভ্র লৌহের (অর্থাৎ ইস্পাতের) তৈরী শরসমুদায়ের মালা নিক্ষেপ করল।

রৌদ্রচাপপ্রযুক্তাং তাং নীলোৎপলদলপ্রভাম্।
শিরসাধারয়দ্ রামো ন ব্যথামভ্যপদ্যত ॥ ৩৫

রাবণের ভয়ঙ্কর ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত এবং নীল কমলদল তুল্য শ্যাম কান্তিমান সেই নারাচ মালাকে শ্রীরামচন্দ্র মস্তকে ধারণ করলেন, কিন্তু তার ব্যথার অনুভূতি হল না।

অথ মন্ত্রানপি জপন্ রৌদ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্।
শরান্ ভূয়ঃ সমাদায় রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৩৬

অতঃপর ক্রোধান্বিত শ্রীরাম পুনরায় বহুসংখ্যক বাণ অভিমন্ত্রিত করে রৌদ্রাস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

মুমোচ চ মহাতেজাশ্চাপমায়ম্য বীর্যবান্।
তান্ শরান্ রাক্ষসেন্দ্রায় চিক্ষেপাচ্ছিন্নসায়কঃ ॥ ৩৭

মহাতেজা, মহাপরাক্রমী এবং অক্লান্তবাণবর্ষণকারী শ্রীরঘুবীর আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ করে সেই সমস্ত বাণসমুদায় রাক্ষসরাজ রাবণের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

তে মহামেঘসংকাশে কবচে পতিতাঃ শরাঃ।
অবধ্যে রাক্ষসেন্দ্রস্য ন ব্যথাং জনয়ংস্তদা ॥ ৩৮

সেই সকল বাণ রাক্ষসরাজ রাবণের মহামেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অভেদ্য কবচে আঘাত করল সেইহেতু রাবণকে তৎক্ষণে কোনোভাবে ব্যথিত করল না।

পুনরেবাথ তং রামো রথস্থং রাক্ষসাধিপম্।
ললাটে পরমাস্ত্রেণ সর্বাস্ত্রকুশলোঽভিনৎ ॥ ৩৯

সকল প্রকার রণকৌশলে দক্ষ ভগবান শ্রীরাম রথারূঢ় রাক্ষসরাজকে অতঃপর পুনরায় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের দ্বারা ললাটে আঘাত করলেন।

তে ভিত্ত্বা বাণরূপাণি পঞ্চশীর্ষা ইবোরগাঃ।
শ্বসন্তো বিবিশুর্ভূমিং রাবণপ্রতিকূলিতাঃ ॥ ৪০

সেই শ্রেষ্ঠ বাণৌঘ রাবণকে আহত করল এবং

তৎপরে রাবণকর্তৃক নিবারিত হয়ে সীৎকার করতে করতে পঞ্চশীর্ষ সর্পের সদৃশ ভূতলে প্রবেশ করল।

নিহত্য রাঘবস্যাস্ত্রং রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
আসুরং সুমহাঘোরমস্ত্রং প্রাদুশ্চকার সঃ॥ ৪১

শ্রীরঘুনাথের নিক্ষিপ্ত শরসমুদায়কে নিবারিত করে ক্রোধাচ্ছন্ন রাবণ 'আসুর' নামক অন্য এক মহাভয়ংকর অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটাল।

সিংহব্যাঘ্রমুখাংশ্চাপি কঙ্ককোকমুখানপি।
গৃধ্রশ্যেনমুখাংশ্চাপি শৃগালবদনাংস্তথা॥ ৪২
ঈহামৃগমুখাংশ্চাপি ব্যাদিতাস্যান্ ভয়াবহান্।
পঞ্চাস্যাঁল্লেলিহানাংশ্চ সসর্জ নিশিতান্ শরান্॥ ৪৩
শরান্ খরমুখাংশ্চান্যান্ বরাহমুখসংশ্রিতান্।
শ্বানকুক্কুটবক্ত্রাংশ্চ মকরাশীবিষাননান্॥ ৪৪
এতাংশ্চান্যাংশ্চ মায়াভিঃ সসর্জ নিশিতাঞ্ছরান্।
রামং প্রতি মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্॥ ৪৫

রাবণ সিংহ, বাঘ, কঙ্ক, চক্রবাক, শকুন, বাজ, শৃগাল, ঈহামৃগ, গর্দভ, শূকর, কুকুর, কুম্ভীর এবং বিষধর সর্পের করাল মুখের সদৃশ বাণসমূহের বৃষ্টি করতে লাগল। সেই সকল বাণ করাল মুখ বিস্তার লেলিহান পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় প্রতীত হতে লাগল। উদ্যত ফণাধর গর্জনকারী সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ মহাতেজস্বী রাবণ এবম্বিধ তথা অন্যবিধ তীক্ষ্ণ বাণের প্রয়োগও শ্রীরামচন্দ্রের উপর করতে লাগল।

আসুরেণ সমাবিষ্টঃ সোঽস্ত্রেণ রঘুপুঙ্গবঃ।
সসর্জাস্ত্রং মহোৎসাহং পাবকং পাবকোপমঃ॥ ৪৬

আসুরাস্ত্রে আবৃত অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাউৎসাহী রঘুকুলতিলক শ্রীরাম তখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

অগ্নিদীপ্তমুখান্ বাণাংস্তত্র সূর্যমুখানপি।
চন্দ্রার্ধচন্দ্রবক্ত্রাংশ্চ ধূমকেতুমুখানপি।
গ্রহনক্ষত্রবর্ণাংশ্চ মহোল্কামুখসংস্থিতান্॥ ৪৭
বিদ্যুজ্জিহ্বোপমাংশ্চাপি সসর্জ বিবিধাঞ্ছরান্।

আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা শ্রীরাম অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, ধূমকেতু, গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা এবং বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডলসম্পন্ন নানা প্রকারের বাণসমূহ প্রকট করলেন।

তে রাবণশরা ঘোরা রাঘবাস্ত্রসমাহতাঃ॥ ৪৮
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে জঘ্নুশ্চৈব সহস্রশঃ।

শ্রীরঘুনাথের আগ্নেয়াস্ত্রে আহত হয়ে রাবণের সেই সকল শরগুলি আকাশে বিলীন হয়ে গেল, তৎসত্ত্বেও সেই সকল বানের আঘাতে হাজার হাজার বানরসৈন্যের মৃত্যু ঘটল।

তদস্ত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৪৯
হৃষ্টা নেদুস্ততঃ সর্বে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
সুগ্রীবাভিমুখা বীরাঃ সম্পরিক্ষিপ্য রাঘবম্॥ ৫০

অনায়াসে কঠিন কর্ম করার যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রীরাম সেই আসুর অস্ত্রকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন — এই দেখে স্বেচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সুগ্রীব প্রমুখ সকল বানর বীরেরা শ্রীরামকে পরিবেষ্টিত করে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন।

ততস্তদস্ত্রং বিনিহত্য রাঘবঃ
প্রসহ্য তদ্ রাবণবাহুনিঃসৃতম্।
মুদান্বিতো দাশরথির্মহাত্মা
বিনেদুরুচ্চৈর্মুদিতাঃ কপীশ্বরাঃ॥ ৫১

দাশরথি মহাত্মা শ্রীরাম রাবণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই আসুর অস্ত্রকে বলপূর্বক বিনষ্ট করে পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং বানরযূথপতিবৃন্দ হৃষ্ট চিত্তে উচ্চস্বরে সিংহনাদ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনশততমঃ সর্গঃ॥ ৯৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে একোনশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৯॥

শততমঃ সর্গঃ (১০০)

রাম ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা এবং রাবণের রণাঙ্গন থেকে সভয়ে প্রত্যাবর্তন

তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধং চ দ্বিগুণং চক্রে ক্রোধাচ্চাস্ত্রমনন্তরম্॥ ১
ময়েন বিহিতং রৌদ্রমন্যদস্ত্রং মহাদ্যুতিঃ।
উৎস্রষ্টুং রাবণো ভীমং রাঘবায় প্রচক্রমে॥ ২

প্রহৃত স্বীয় অস্ত্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধ প্রকাশ করল। ক্রোধের বশে সে শ্রীরামচন্দ্রের উপর মায়াসুর নির্মিত অন্য এক ভয়ংকর অস্ত্র নিক্ষেপের আয়োজন করল।

ততঃ শূলানি নিশ্চেরুর্গদাশ্চ মুসলানি চ।
কার্মুকাদ্ দীপ্যমানানি বজ্রসারাণি সর্বশঃ॥ ৩
মুদ্গরাঃ কূটপাশাশ্চ দীপ্তাশ্চাশনয়স্তথা।
নিষ্পেতুর্বিবিধাস্তীক্ষ্ণা বাতা ইব যুগক্ষয়ে॥ ৪

সেক্ষণে রাবণের কার্মুক থেকে সর্বাংশে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও দীপ্তিমান শূল, গদা, মুসল, মুদ্গর, কূটপাশ তথা বিদ্যুচ্চমকের তুল্য বিবিধ প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রলয়কালীন বায়ুর ন্যায় সবেগে উৎসারিত হতে লাগল।

তদস্ত্রং রাঘবঃ শ্রীমানুত্তমাস্ত্রবিদাং বরঃ।
জঘান পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্বেণ মহাদ্যুতিঃ॥ ৫

অস্ত্রবিশারদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী শ্রীমান রঘুনাথ গান্ধার্ব নামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের দ্বারা রাবণের সেই অস্ত্রকে প্রশমিত করে দিলেন।

তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাঘবেণ মহাত্মনা।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সৌরমস্ত্রমুদীরয়ৎ॥ ৬

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের দ্বারা সেই অস্ত্র প্রতিহত হলে রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং সে সূর্যাস্ত্রের প্রয়োগ করল।

ততশ্চক্রাণি নিষ্পেতুর্ভাস্বরাণি মহান্তি চ।
কার্মুকাদ্ ভীমবেগস্য দশগ্রীবস্য ধীমতঃ॥ ৭

পুনরায় অত্যন্ত বেগবান ও বুদ্ধিমান রাক্ষস দশগ্রীবের ধনুক থেকে প্রবল তেজোদ্দীপ্ত চক্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

তৈরাসীদ্ গগনং দীপ্তং সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
পতদ্ভিশ্চ দিশো দীপ্তাশ্চন্দ্রসূর্যগ্রহৈরিব॥ ৮

চন্দ্র ও সূর্য সদৃশ আকৃতির সেই সকল দীপ্তিমান অস্ত্র-শস্ত্র সকল দিকে উৎক্ষিপ্ত এবং পতিত হচ্ছিল ; এইসময়ে সেগুলির দ্বারা নভঃস্থল ও দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল।

তানি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈশ্চক্রাণি তু স রাঘবঃ।
আয়ুধানি চ চিত্রাণি রাবণস্য চমূমুখে॥ ৯

রাক্ষস সেনার সম্মুখে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু স্বীয় শরসন্ধানে রাবণের সেই সকল চক্রসমূহ ও বিবিধ বিচিত্র অস্ত্রগুলিকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলেন।

তদস্ত্রং তু হতং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈ রামং সর্বেষু মর্মসু॥ ১০

এইভাবে অস্ত্রকে বিনষ্ট হতে দেখে রাক্ষসাধিপ রাবণ দশ বাণে শ্রীরামের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে বিদ্ধ করল।

স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মহাকার্মুকনিঃসৃতৈঃ।
রাবণেন মহাতেজা ন প্রাকম্পত রাঘবঃ॥ ১১

রাবণের সুবিশাল কার্মুকচ্যুত সেই দশটি বাণে বিদ্ধ মহাতেজস্বী রঘুনাথ কিন্তু বিচলিত হলেন না।

ততো বিব্যাধ গাত্রেষু সর্বেষু সমিতিঞ্জয়ঃ।
রাঘবস্তু সুসংক্রুদ্ধো রাবণং বহুভিঃ শরৈঃ॥ ১২

তখন, সমরে অপরাজিত শ্রীরঘুনাথ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বহুসংখ্যক বাণে রাবণকে সর্বাঙ্গে আহত করলেন।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো রাঘবস্যানুজো বলী।
লক্ষ্মণঃ সায়কান্ সপ্ত জগ্রাহ পরবীরহা॥ ১৩

ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষীয় বীরগণের সংহারকারী রামানুজ বলবান লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে সাতটি বাণ হাতে তুলে নিলেন।

তৈঃ সায়কৈর্মহাবেগৈ রাবণস্য মহাদ্যুতিঃ।
ধ্বজং মনুষ্যশীর্ষং তু তস্য চিচ্ছেদ নৈকধা॥ ১৪

বেগবান সেই সকল তীরে মহাতেজা সৌমিত্রি নরমুণ্ড চিহ্নিত রাবণের ধ্বজাকে অনেক ভাগে ছিঁড়ে দিলেন।

সারথেশ্চাপি বাণেন শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
জহার লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নৈর্ঋতস্য মহাবলঃ॥ ১৫

তদনন্তর মহাবলী শ্রীমান লক্ষ্মণ একটি বাণে রাবণের সারথির উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করলেন।

তস্য বাণৈশ্চ চিচ্ছেদ ধনুর্গজকরোপমম্।

লক্ষ্মণো রাক্ষসেন্দ্রস্য পঞ্চভির্নিশিতৈস্তদা॥ ১৬
অধিকন্তু পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে লক্ষ্মণ রাক্ষসাধিপের হস্তিশুণ্ডের তুল্য পৃথুল ধনুক কর্তন করলেন।

নীলমেঘনিভাংশ্চাস্য সদশ্বান্ পর্বতোপমান্।
জঘানাপ্লুত্য গদয়া রাবণস্য বিভীষণঃ॥ ১৭
এবার, বিভীষণ এক লাফে স্বীয় গদাঘাতে রাবণের নীলমেঘবর্ণ ও সুন্দর পর্বত তুল্য সু-উচ্চ অশ্বকে নিধন করলেন।

হতাশ্বাৎ তু তদা বেগাদবপ্লুত্য মহারথাৎ।
কোপমাহারয়ৎ তীব্রং ভ্রাতরং প্রতি রাবণঃ॥ ১৮
ঘোটকের নিধনে রাবণ নিজের সুবিশাল রথ হতে রণাঙ্গণে লাফিয়ে পড়ল এবং নিজ ভ্রাতার প্রতি তার সুতীব্র ক্রোধ প্রকাশ করল।

ততঃ শক্তিং মহাশক্তিঃ প্রদীপ্তামশনীমিব।
বিভীষণায় চিক্ষেপ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৯
অতঃপর সেই মহাশক্তিশালী প্রতাপী রাক্ষসাধিপ বিভীষণকে হত্যার জন্য বজ্রতুল্য এক প্রজ্জ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করল।

অপ্রাপ্তামেব তাং বাণৈস্ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
অথোদতিষ্ঠৎ সন্নাদো বানরাণাং মহারণে॥ ২০
সেই শক্তি বিভীষণ পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই লক্ষ্মণ বাণত্রয়ে সেটির গন্তব্যপথে ছেদন করে দিলেন এবং তারপরেই বানরসৈন্যদের মধ্যে প্রবল হর্ষরব উঠল।

সম্পপাত ত্রিধা ছিন্না শক্তিঃ কাঞ্চনমালিনী।
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা॥ ২১
স্বর্ণমালিকায় অলংকৃতা সেই 'শক্তি' ত্রিধা বিভক্ত হয়ে ভূতলে পড়ল যেন আকাশে প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার স্ফুলিঙ্গচিহ্ন ধরায় দৃশ্যমান হল।

ততঃ সম্ভাবিততরাং কালেনাপি দুরাসদাম্।
জগ্রাহ বিপুলাং শক্তিং দীপ্যমানাং স্বতেজসা॥ ২২
অতঃপর, রাবণ বিভীষণের নিধনার্থে এমন এক 'শক্তি' হাতে নিল যেটি অব্যর্থতার জন্য বিখ্যাত এবং কালও সেটির বেগ সহ্য করতে অসমর্থ। সেই 'শক্তি' স্বকীয় তেজোদ্দীপ্তিতে অত্যুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সা বেগিতা বলবতা রাবণেন দুরাত্মনা।
জজ্বাল সুমহাতেজা দীপ্তাশনিসমপ্রভা॥ ২৩
দুরাত্মা বলবান রাবণকর্তৃক হস্তে ধৃত সেই বেগশালিনী, মহাতেজস্বিনী এবং বজ্রতুল্য দীপ্তিময়ী 'শক্তি' স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণস্তং বিভীষণম্।
প্রাণসংশয়মাপন্নং তূর্ণমভ্যবপদ্যত॥ ২৪
বিভীষণের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে, এমন সময়ে বীর লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র তার রক্ষার্থে ছুটে গেলেন।

তং বিমোক্ষয়িতুং বীরশ্চাপমায়ম্য লক্ষ্মণঃ।
রাবণং শক্তিহস্তং বৈ শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ২৫
বিভীষণকে রক্ষা করার জন্য বীর লক্ষ্মণ কার্মুক আকর্ষণ করে শক্তি হস্তে দণ্ডায়মান রাবণের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

কীর্যমাণঃ শরৌঘেণ বিসৃষ্টেন মহাত্মনা।
ন প্রহর্তুং মনশ্চক্রে বিমুখীকৃতবিক্রমঃ॥ ২৬
মহাত্মা লক্ষ্মণের বাণসমুদায়ের লক্ষ্যভূত হয়ে রাবণের অনুজ ভ্রাতাকে হত্যার চেষ্টা পরিত্যক্ত হল এবং 'শক্তি' নিক্ষেপ করায় মনোযোগে অক্ষম হল।

মোক্ষিতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণেন স রাবণঃ।
লক্ষ্মণাভিমুখস্তিষ্ঠন্নিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৭
ভ্রাতা বিভীষণকে লক্ষ্মণকর্তৃক রক্ষা পেতে দেখে, লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে রাবণ এই কথাগুলি বলল—

মোক্ষিতস্তে বলশ্লাঘিন্ যস্মাদেবং বিভীষণঃ।
বিমুচ্য রাক্ষসং শক্তিস্ত্বয়ীয়ং বিনিপাত্যতে॥ ২৮
'ওহে বলদর্পী লক্ষ্মণ ! তুমি যেহেতু এইভাবে বিভীষণকে রক্ষা করেছ, সেইহেতু রাক্ষস বিভীষণকে ছেড়ে এই শক্তি তোমার উপরই নিক্ষেপ করছি।'

এষা তে হৃদয়ং ভিত্ত্বা শক্তির্লোহিতলক্ষণা।
মদ্বাহুপরিঘোৎসৃষ্টা প্রাণানাদায় যাস্যতি॥ ২৯
'এই 'শক্তি' স্বভাবতঃই শত্রুর রুধিরে স্নানে সামর্থ, গদাতুল্য মদ্বাহুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ প্রাণ সংহার করবে।'

ইত্যেবমুক্ত্বা তাং শক্তিমষ্টঘণ্টাং মহাস্বনাম্।
ময়েন মায়াবিহিতামমোঘাং শত্রুঘাতিনীম্॥ ৩০
লক্ষ্মণায় সমুদ্দিশ্য জ্বলন্তীমিব তেজসা।
রাবণঃ পরমক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ৩১
এই কথা বলে সাতিশয় কুপিত রাবণ ময়াসুরের মায়ায় নির্মিত আটটি ঘণ্টা দ্বারা অলঙ্কৃত, মহানাদী সেই অব্যর্থ ও শত্রুঘাতী ও তেজোদ্দীপ্ত 'শক্তি'-কে লক্ষ্মণের

ভয়ঙ্করশো নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করে উঠল।

সা ক্ষিপ্তা ভীমবেগেন বজ্রাশনিসমস্বনা।
শক্তিরভ্যপতদ্ বেগাল্লক্ষ্মণং রণমূর্ধনি॥ ৩২

সেই 'শক্তি' ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অশনি সংকেত ও সুতীব্র গর্জনে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক বেগে লক্ষ্মণের উপর গিয়ে পড়ল।

তামনুব্যাহরচ্ছক্তিমাপতন্তীং স রাঘবঃ।
স্বস্ত্যস্তু লক্ষ্মণায়েতি মোঘা ভব হতোদ্যমা॥ ৩৩

লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান 'শক্তি'-কে দেখে শ্রীরামচন্দ্র বলতে লাগলেন — 'লক্ষ্মণের মঙ্গল হোক, প্রাণবিনাশক এই উদ্যোগ বিনষ্ট হোক, এবম্প্রকারে এই অস্ত্র ব্যর্থ হোক।'

রাবণেন রণে শক্তিঃ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমা।
মুক্তাঽঽশূরস্যাভীতস্য লক্ষ্মণস্য মমজ্জ সা॥ ৩৪

সেই শক্তি বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ংকর ছিল। রণভূমিতে কুপিত হয়ে রাবণ যখন সেটি নিক্ষেপ করল, তখন তা নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষদেশ বিদ্ধ করল।

ন্যপতৎ সা মহাবেগা লক্ষ্মণস্য মহোরসি।
জিহ্বেবোরগরাজস্য দীপ্যমানা মহাদ্যুতিঃ॥ ৩৫

ততো রাবণবেগেন সুদূরমবগাঢ়য়া।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ঃ পপাত ভুবি লক্ষ্মণঃ॥ ৩৬

নাগরাজ বাসুকির জিহ্বা সদৃশ দেদীপ্যমান সেই মহাতেজবান ও মহাবেগবান 'শক্তি' নামক শস্ত্র যখন লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষদেশে এসে পড়ল, রাবণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অধিকতর বেগে সুগভীর ভাবে বক্ষে প্রোথিত হল তখন 'শক্তি'-র দ্বারা বিদীর্ণহৃদয় লক্ষ্মণ রণভূমিতে পতিত হলেন।

তদবস্থং সমীপস্থো লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
ভ্রাতৃস্নেহান্মহাতেজা বিষণ্ণহৃদয়োঽভবৎ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে তদবস্থায় দেখে ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হৃদয় হয়ে গেলেন।

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
বভূব সংরব্ধতরো যুগান্ত ইব পাবকঃ॥ ৩৮

তিনি দু'দণ্ড চিন্তা মগ্ন থেকে পুনরায় অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো অত্যন্ত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
চক্রে সুতুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য বধে ধৃতঃ।
সর্বযত্নেন মহতা লক্ষ্মণং পরিবীক্ষ্য চ॥ ৩৯

'এখন বিষাদের সময় নয়' — এইরূপ ভেবে রাবণের নিধনে দৃঢ়সঙ্কল্প রাঘব অতি প্রযত্নসহকারে অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং লক্ষ্মণের প্রতিও দৃষ্টি রাখলেন।

স দদর্শ ততো রামঃ শক্ত্যা ভিন্নং মহাহবে।
লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্॥ ৪০

শ্রীরামচন্দ্র তখন মহাসমরে শক্তিশেল দ্বারা বিদ্ধহৃদয় রুধিরাক্ত লক্ষ্মণকে সর্পযুক্ত পর্বতের ন্যায় দেখলেন।

তামপি প্রহিতাং শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
যত্নতস্তে হরিশ্রেষ্ঠা ন শেকুরবমর্দিতুম্॥ ৪১

রাবণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত 'শক্তি' সেই অত্যন্ত বলশালী লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে নির্গত করার বহু চেষ্টা করেও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বানরগণ সফল হল না।

অর্দিতাশ্চৈব বাণৌঘৈস্তে প্রবেকেণ রক্ষসাম্।
সৌমিত্রেঃ সা বিনির্ভিদ্য প্রবিষ্টা ধরণীতলম্॥ ৪২

কেননা, সেই সকল বানরগণও রাক্ষসরাজ রাবণের বাণে জর্জরিত ছিল এবং 'শক্তি' নামক শস্ত্রটিও সুমিত্রাকুমারের শরীর বিদীর্ণ করে মাটি পর্যন্ত প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

তাং করাভ্যাং পরামৃশ্য রামঃ শক্তিং ভয়াবহাম্।
বভঞ্জ সমরে ক্রুদ্ধো বলবান্ বিচকর্ষ চ॥ ৪৩

তখন, মহাবলী শ্রীরঘুনাথ ভয়ংকর সেই 'শক্তি'-কে নিজের দুই হাতে আকর্ষণ করে লক্ষ্মণের শরীর থেকে নির্গত করলেন এবং কুপিত হয়ে সেটিকে সমরাঙ্গনে ভেঙ্গে ফেললেন।

তস্য নিষ্কর্ষতঃ শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
শরাঃ সর্বেষু গাত্রেষু পাতিতা মর্মভেদিনঃ॥ ৪৪

শ্রীরামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণের শরীর হতে 'শক্তি' আকর্ষণ করছিলেন, তদবসরে মহাবলী রাবণ তাঁর সর্বাঙ্গে মর্মভেদী শরসমূহ বর্ষণ করতে লাগল।

অচিন্তয়িত্বা তান্ বাণান্ সমাশ্লিষ্য চ লক্ষ্মণম্।
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং সুগ্রীবং চ মহাকপিম্॥ ৪৫

কিন্তু সেই সকল বাণবর্ষণের চিন্তা না করে লক্ষ্মণকে বক্ষে জড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র হনুমান ও মহাকপি সুগ্রীবকে

বললেন—

লক্ষ্মণং পরিবার্য়েবং তিষ্ঠধ্বং বানরোত্তমাঃ।
পরাক্রমস্য কালোঽয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেপ্সিতঃ॥ ৪৬

'কপিবরগণ ! তোমরা এইভাবে লক্ষ্মণকে চতুর্দিকে পরিবৃত করে দণ্ডায়মান থাক। এখন আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ এসেছে।

পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্॥ ৪৭

'এই পাপাত্মা পাপপূর্ণ চিন্তনে অভ্যস্ত দশমুখ রাবণকে হত্যা করাই উচিত। যেমন করে 'চাতক' পাখি গ্রীষ্মাবসানে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেইমতো আমিও এই রাক্ষসরাজকে হত্যার জন্য বহুকাল যাবৎ ইহার দর্শনেচ্ছু ছিলাম।

অস্মিন্ মুহূর্তে নচিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ ৪৮

'বানরগণ ! আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি যে কিছুক্ষণের মধ্যে এই জগৎকে তোমরা রাবণ অথবা রাম শূণ্য দেখতে পাবে।

রাজ্যনাশং বনে বাসং দণ্ডকে পরিধাবনম্।
বৈদেহ্যাশ্চ পরামর্শো রক্ষোভিশ্চ সমাগমম্॥ ৪৯
প্রাপ্তং দুঃখং মহাঘোরং ক্লেশশ্চ নিরয়োপমঃ।
অদ্য সর্বমহং ত্যক্ষ্যে নিহত্বা রাবণং রণে॥ ৫০

'রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে ব্যস্ততার পরিশ্রম, রাক্ষসকর্তৃক বৈদেহীর অপহরণ তথা রাক্ষসদের সাথে সমর— এই সকল কারণে আমাকে মহা দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে ; কিন্তু সমরে রাবণকে বধ করে আজ অমি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হব।

যদর্থং বানরং সৈন্যং সমানীতমিদং ময়া।
সুগ্রীবশ্চ কৃতো রাজ্যে নিহত্বা বালিনং রণে।
যদর্থং সাগরঃ ক্রান্তঃ সেতুর্বদ্ধশ্চ সাগরে॥ ৫১
সোঽয়মদ্য রণে পাপশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
চক্ষুর্বিষয়মাগত্য নায়ং জীবিতুমর্হতি॥ ৫২

'যার উদ্দেশ্যে এই বানরসৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, যার জন্য বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছি, এবং যার কারণে সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে মহার্ণব অতিক্রম করেছি, সেই পাপী রাবণ আজকের যুদ্ধে আমার চোখের সামনে উপস্থিত। আমার দৃষ্টির গোচরীভূত রাবণের আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই।

দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম রাবণঃ।
যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ॥ ৫৩

'দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিষ সঞ্চার করে সংহারে সর্পের চোখে পড়লে যেমন কোন মানুষেরই জীবিত অবস্থায় পলায়নের সাধ্য থাকে না অথবা যেমন করে বৈনতেয় গরুড়ের সামনে এসে যত বড় সাপই হোক না কেন, বাঁচতে পারে না ; সেইভাবে আজকের যুদ্ধে আমার সম্মুখে বিরাজমান রাবণ জীবিত বা সুস্থ অবস্থাতে ফিরে যেতে পারবে না।

সুখং পশ্যত দুর্ধর্ষা যুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।
আসীনাঃ পর্বতাগ্রেষু মমেদং রাবণস্য চ॥ ৫৪

'দুর্ধর্ষ বানরশিরোমণি ! এবার তোমরা পর্বত শিখরে বসে আমার এবং রাবণের যুদ্ধ উপভোগ করো।

অদ্য পশ্যন্তু রামস্য রামত্বং মম সংযুগে।
ত্রয়ো লোকাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাঃ সর্ষিচারণাঃ॥ ৫৫

'আজ সংগ্রামে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি এবং চারণাদি ত্রিভুবনবাসী প্রাণী রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করুন।

অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ।
সদেবা কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
সমাগম্য সদা লোকে যথা যুদ্ধং প্রবর্তিতম্॥ ৫৬

'আজ আমি এমন পরাক্রম প্রকটিত করব, যার কাহিনী, যতদিনি ধরিত্রী থাকবে, ততদিন চরাচরের জীবকুল এবং দেবতাগণও সমবেত হয়ে সর্বদা চর্চা করবে, যুদ্ধের প্রখরতা একে অন্যকে শ্রবণ করাবে।'

এবমুক্ত্বা শিতৈর্বাণৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ॥ ৫৭

এইরূপ বলে ভগবান শ্রীরাম সতর্কতার সঙ্গে স্বর্ণ সুবর্ণমণ্ডিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমরে দশানন রাবণকে প্রহার করতে লাগলেন।

তথা প্রদীপ্তৈর্নারাচৈর্মুসলৈশ্চাপি রাবণঃ।
অভ্যবর্ষৎ তদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ॥ ৫৮

মেঘ যেমন করে জলধারা বর্ষণ করে, সেইভাবে রাবণও শ্রীরামচন্দ্রের উপর দীপ্তিমান নারাচ-অস্ত্রসমূহ এবং মুসল সমুদায় বর্ষণ করতে লাগল।

রামরাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্
বরাণাং চ শরাণাং চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ৫৯

একে অন্যকে আক্রমণে আক্রমণে জর্জরিত করতে থাকলে শ্রীরাম ও রাবণের জ্যা-মুক্ত শ্রেষ্ঠ বাণৌঘের ক্ষেপে বড় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হল।

ছিন্নাশ্চ বিকীর্ণাশ্চ রামরাবণয়োঃ শরাঃ।
অন্তরিক্ষাৎ প্রদীপ্তাগ্রা নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৬০

শ্রীরাম এবং রাক্ষস রাবণের বাণগুলি পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে আকাশ হতে ভূতলে এসে পড়ছিল। সেক্ষণে বাণগুলির অগ্রভাগ থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

তয়োর্জ্যাতলনির্ঘোষো রামরাবণয়োর্মহান্।
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং সম্ভূবাদ্ভুতোপমঃ॥ ৬১

শ্রীরাম এবং রাবণের পৌনঃপুনিক ধনুরাকর্ষণে উত্থিত জ্যাদ্বয়ের মহাটংকার সমস্ত প্রাণীর মনে ত্রাস সঞ্চার করে অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল।

স কীর্যমাণঃ শরজালবৃষ্টিভি-
র্মহাত্মনা দীপ্তধনুষ্মতার্দিতঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব সমেত্য রাবণো
যথানিলেনাভিহতো বলাহকঃ॥ ৬২

যেরূপে বায়ু তাড়িত হয়ে মেঘের ঘনঘটা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, সেইপ্রকারে দীপ্তিমান কার্মুক ধারণকারী মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বাণসমুদায়ের বর্ষণে আহত এবং জর্জরিত রাবণ সভয়ে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ॥ ১০০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০১)

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক আনীত ঔষধিতে সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণের চেতনা প্রাপ্তি

শক্ত্যা নিপাতিতং দৃষ্ট্বা রাবণেন বলীয়সা।
লক্ষ্মণং সমরে শূরং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্॥ ১
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
বিসৃজন্নেব বাণৌঘান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ॥ ২

মহাবলী রাবণ শূরবীর লক্ষ্মণকে স্বীয় 'শক্তি' নামক শস্ত্রে সমরে ধরাশায়ী করল। তিনি রক্ত প্রবাহে স্নাত হয়ে গেলেন। এই দেখে ভগবান শ্রীরাম দুরাত্মা রাবণের সাথে ঘোরতর যুদ্ধে বাণবর্ষণ করতে করতে সুষেণকে বললেন—

এষ রাবণবীর্যেণ লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি।
সর্পবচ্চেষ্টতে বীরো মম শোকমুদীরয়ন্॥ ৩

'এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের পরাক্রমে আহত হয়ে সমরাঙ্গণে শায়িত আছে এবং আহত সর্পের মতো ছটফট করছে। তাকে এই অবস্থায় দেখে আমার শোক বর্ধিত হচ্ছে।

শোণিতার্দ্রমিমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম।
পশ্যতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুং পর্যাকুলাত্মনঃ॥ ৪

'বীর সুমিত্রাকুমার আমার কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, একে রুধিরক্তি দেখে আমার মন আকুলিত ; এমতাবস্থায় আমি যুদ্ধ করার উৎসাহ কীভাবে পাব ?

অয়ং স সমরশ্লাঘী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা॥ ৫

'আমার শুভলক্ষণযুক্ত ও যুদ্ধার্থে সদা সমর্থ এই অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যদি প্রাণ ত্যাগ করে তাহলে আমার জীবিত থাকার অথবা সুখ ভোগের আর প্রয়োজন কী !

লজ্জতীব হি মে বীর্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ ধনুঃ।
সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্পবশং গতা॥ ৬

'এই অবস্থায় আমার পরাক্রম যেন লজ্জিত, হাত থেকে কার্মুক যেন স্খলিত হচ্ছে, আমার শায়ক শিথিল হয়ে পড়ছে এবং চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুজল নেমে আসছে।

অবসীদন্তি গাত্রাণি স্বপ্নযানে নৃণামিব।
চিন্তা মে বর্ধতে তীব্রা মুমূর্ষাপি চ জায়তে॥ ৭
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাবণেন দুরাত্মনা।

বিষ্টনন্তং তু দুঃখার্তং মর্মণ্যভিহতং ভৃশম্‌॥ ৮

'যেমন করে স্বপ্নমধ্যে মানব শরীর শিথিল হয়ে পড়ে, সেইরূপ অবস্থা হয়েছে আমার হস্তপদাদি অঙ্গের। আমার দুঃশ্চিন্তা বাড়ছে এবং দুরাত্মা রাবণকর্তৃক ভীষণভাবে আহত হয়ে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত এবং দুঃখার্ত অনুজ লক্ষ্মণকে ছটফট্‌ করতে দেখে আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না।'

রাঘবো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং প্রাণং বহিশ্চরম্‌।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ধ্যানশোকপরায়ণঃ॥ ৯

শ্রীরঘুনাথ বাহ্য-চলমান প্রাণ সদৃশ অনুজ ভ্রাতা প্রিয় লক্ষ্মণকে তদবস্থায় দেখে মহাদুঃখে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং দুঃশ্চিন্তা ও শোকে নিমগ্ন হলেন।

পরং বিষাদমাপন্নো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং রণপাংসুষু॥ ১০

তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তিনি রণভূমির ধূলায় অতীব ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন।

বিজয়োঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে।
অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি॥ ১১

'শূরবীর ! সংগ্রামে এমতাবস্থায় যদি বিজয় লাভ করি তাহলেও আমার প্রসন্নতা হবে না। অন্ধের সম্মুখে চন্দ্রমা নিজের জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করলেও তা তার (অন্ধের) মনে কিরূপে আহ্লাদ উৎপন্ন করবে ?

কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্যং ন বিদ্যতে।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্ধনি লক্ষ্মণঃ॥ ১২

'এখন এই যুদ্ধে অথবা প্রাণের সুরক্ষায় আমার আর কী প্রয়োজন ? এহেন যুদ্ধেরই বা কী প্রয়োজন ? যখন লক্ষ্মণ যুদ্ধমুখে চির শয্যায় শায়িত।

যথৈব মাং বনং যান্তমনুয়াতি মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুয়াস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্‌॥ ১৩

'বনবাসে যাত্রা করার সময় লক্ষ্মণ আমাকে অনুসরণ করেছিল, অতএব আমিও যমলোকে লক্ষ্মণের অনুগমন করব।

ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং স নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামবস্থাং গমিতো রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ॥ ১৪

'হায় ! যে লক্ষ্মণ সর্বদা আমার অনুরাগী বন্ধু ছিল, কূটকৌশলে যুদ্ধ করে রাক্ষসেরা আজ তার এই অবস্থা করেছে।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ ১৫

'প্রত্যেক দেশে জায়া মিলতে পারে, দেশে-দেশে বন্ধু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এমন কোন দেশ দেখা যায় না যেখানে খুঁজলে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাবে।

কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষলক্ষ্মণেন বিনা মম।
কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্‌॥ ১৬

'দুর্ধর্ষ বীর লক্ষ্মণ যদি বর্তমান না থাকে, তবে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন ? পুত্রস্নেহপরায়ণা মাতা সুমিত্রার সাথেই বা আমি কিরূপে বার্তালাপ করব ?

উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢ়ুং দত্তং সুমিত্রয়া।
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিং নু কৈকেয়ীম্‌॥ ১৭

'মাতা সুমিত্রার (আমার প্রতি) তিরস্কার কিভাবে সহ্য করব ? মাতা কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকেই বা কী উত্তর দেব ?

ভরতং কিং নু বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং চ মহাবলম্‌।
সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্‌॥ ১৮

'ভরত ও মহাবলী শত্রুঘ্ন যখন প্রশ্ন করবে যে লক্ষ্মণের সঙ্গে তুমি বনে গিয়েছিলে, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়াই কি করে ফিরে এলে, তখন আমি জবাব দেব ?

ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বন্ধুবিগর্হণম্‌।
কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি॥ ১৯
যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ।

'ভাই-বন্ধুদের মাঝে ফিরে গিয়ে তাদের অপ্রিয় কথা শোনার চেয়ে বরং আমার এখানেই মৃত্যুবরণ করা ভালো। আমি পূর্বজন্মে কী পাপ করেছিলাম, যেকারণে আমার ধর্মাত্মা ভ্রাতা লক্ষ্মণ নিহত হয়ে সম্মুখে পড়ে আছে!

হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো॥ ২০
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি।

'হায় ভাই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! হায় প্রতাপবান শূরপ্রবর ! আমাকে একাকী রেখে তুমি কেন পরলোকে যাচ্ছ ?

বিলপন্তং চ মাং ভ্রাতঃ কিমর্থং নাবভাষসে॥ ২১
উত্তিষ্ঠ পশ্য কিং শেষে দীনং মাং পশ্য চক্ষুষা।

'হা ভ্রাত নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! আমি তোমাকে হারিয়ে কাঁদছি। কেন তুমি কথা বলছ না ? উঠে দেখ ; কেন শুয়ে

আছ ! চোখ মেলে দেখ, আমি কেমন দুর্দশায় পড়েছি !

শোকার্তস্য প্রমত্তস্য পর্বতেষু বনেষু চ॥ ২২
বিষণ্ণস্য মহাবাহো সমাশ্বাসয়িতা মম।

'মহাবাহো ! আমি যখন পর্বতে-পর্বতে, বনে-বনে ঘুরে পাগলপ্রায় ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে যেতাম, তখন তুমিই আমাকে আশ্বাসিত করতে (তাহলে এখন কেন সান্ত্বনা দিচ্ছ না ?)'

রামমেবং ব্রুবাণং তু শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্॥ ২৩
আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং সুষেণঃ পরমং বচঃ।

এইভাবে বিলাপ করতে করতে ভগবান শ্রীরামের সকল ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেক্ষণে সুষেণ তাঁকে আশ্বাসিত করে প্রয়োজনীয় কথা শোনাল—

ত্যজেমাং নরশার্দূল বুদ্ধিং বৈক্লব্যকারিণীম্॥ ২৪
শোকসঞ্জননীং চিন্তাং তুল্যাং বাণৈশ্চমূমুখে।

'হে পুরুষসিংহ ! বুদ্ধির বিহ্বলতা হেতু এমন সন্তাপজনক দুঃশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুণ, কেননা সমরাঙ্গণে এইসকল চিন্তা কেবল শায়কের ন্যায় নিজেকে বিদ্ধ করে।

নৈব পঞ্চত্বমাপন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ॥ ২৫
হ্যস্য বিকৃতং বক্ত্রং ন চ শ্যামত্বমাগতম্।
সুপ্রভং চ প্রসন্নং চ মুখমস্য নিরীক্ষ্যতাম্॥ ২৬

'আপনার ভ্রাতা সুদর্শন লক্ষ্মণ মৃত নয় ; দেখুন এখনও তাঁর মুখবিকৃতি ঘটেনি, কিংবা তাঁর শরীরে মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েনি। উপরন্তু তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত দেখাচ্ছে।

পদ্মপত্রতলৌ হস্তৌ সুপ্রসন্নে চ লোচনে।
নেদৃশং দৃশ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাং পতে॥ ২৭

'লক্ষ্মণের করতল এখনও পদ্ম-দলের ন্যায় কোমল, নেত্রযুগল স্বচ্ছ ও সুপ্রসন্ন। প্রাণনাথ ! নিহত প্রাণীতে এই প্রকার জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না।

বিষাদং মা কৃথা বীর সপ্রাণোঽয়মরিন্দম।
আখ্যাতি তু প্রসুপ্তস্য স্রস্তগাত্রস্য ভূতলে॥ ২৮
সোচ্ছ্বাসং হৃদয়ং বীর কম্পমানং মুহূর্মুহুঃ।

'হে বীর অরিন্দম্ ! আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না। লক্ষ্মণের শরীরে প্রাণ রয়েছে ; শরীর শিথিল হয়ে যাওয়ায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছেন। প্রশ্বাস-নিশ্বাসে তাঁর বক্ষদেশ মুহুর্মুহু আন্দোলিত হচ্ছে — প্রাণবায়ুর গতি বন্ধ হয়ে যায়নি।'

এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুষেণো রাঘবং বচঃ॥ ২৯
সমীপস্থমুবাচেদং হনূমন্তং মহাকপিম্।

শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলে পরম বুদ্ধিমান সুষেণ নিকটেই বিরাজমান শ্রীহনুমানকে বলল— ॥

সৌম্য শীঘ্রমিতো গত্বা পর্বতং হি মহোদয়ম্॥ ৩০
পূর্বং তু কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্ববতা তব।
দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয়॥ ৩১
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা।
সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীং চ মহৌষধীম্॥ ৩২
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য ত্বমানয়।

'সৌম্য ! তুমি জাম্ববান কর্তৃক পূর্বেই কথিত মহোদয় নামক পর্বতে ত্বরায় যাও ; তার দক্ষিণ শিখরে উপজাত বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী তথা সন্ধানী নামক বিশ্রুত মহৌষধিসমূহ শীঘ্রই আনয়ন করো। বীর ! সেই সকল প্রয়োগে লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা পাবে।' ('বিশল্যকরণী'— শরীরে বিদ্ধ বাণসমূহ নির্গত করে ক্ষত পূরণ ও ব্যথা দূরকারী ; 'সাবর্ণ্যকরণী' — শরীরে পূর্বের ন্যায় কান্তি প্রদানকারী ; 'সঞ্জীবকরণী' — মূর্চ্ছা দূর করে চেতনা প্রদানকারী ; 'সন্ধানী' — ভগ্ন অস্থিকে পুনরায় সংযোগকারী)

ইতোবমুক্তো হনূমান্ গত্বা চৌষধিপর্বতম্।
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংস্তা মহৌষধীঃ॥ ৩৩

এইরূপে উক্ত হয়ে শ্রীহনুমান ওষধিপর্বত মহোদয়গিরিতে গমন করলেন ; কিন্তু নির্দিষ্ট মহৌষধিকে চিনতে না পারায় দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ।
ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ॥ ৩৪

সহসা অমিততেজস্বী শ্রীহনুমানের হৃদয়ে সমস্যার সমাধান উত্থিত হল যে 'আমি পর্বতের সমগ্র শিখরটিকেই সঙ্গে নিয়ে যাব।

অস্মিংস্তু শিখরে জাতামোষধীং তাং সুখাবহাম্।
প্রতর্কেণাবগচ্ছামি সুষেণো হ্যেবমব্রবীৎ॥ ৩৫

'এই শিখরোপরি সেই সমস্ত নিরাময় ওষধি উৎপন্ন হয়— এইরকম অনুমান হচ্ছে ; যেহেতু সুষেণ এই কথা বলেছিল।

অগৃহ্য যদি গচ্ছামি বিশল্যকরণীমহম্।
কালাত্যয়েন দোষঃ স্যাদ্ বৈক্লব্যং চ মহদ্ ভবেৎ॥ ৩৬

Scanned with CamScanner

'যদি আমি বিশল্যকরণী ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সময় নষ্ট করার দোষে দোষী হব এবং তা চরম বুদ্ধিহীনতার কাজ হবে।'

ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ গত্বা ক্ষিপ্রং মহাবলঃ।
আসাদ্য পর্বতশ্রেষ্ঠং ত্রিঃ প্রকম্প্য গিরেঃ শিরঃ॥ ৩৭
ফুল্লনানানাতরুগণং সমুৎপাট্য মহাবলঃ।
গৃহীত্বা হরিশার্দূলো হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ॥ ৩৮

এইরূপে ভেবে শ্রীহনুমান দ্রুততায় সেই উত্তম পর্বতের সন্নিকটস্থ হলেন এবং শিখরকে তিনবার ইতস্ততঃ আন্দোলিত করে উৎপাটিত করলেন। সেই শিখরোপরি নানা প্রকারের তরুগুল্মাদি প্রস্ফুটিত কুসুমরাজিতে শোভা পাচ্ছিল। বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান এহেন শিখরকে হস্তদ্বয়ে ধারণ করলেন।

স নীলমিব জীমূতং তোয়পূর্ণং নভস্তলাৎ।
উৎপপাত গৃহীত্বা তু হনূমান্ শিখরং গিরেঃ॥ ৩৯

জলপূর্ণ কৃষ্ণমেঘ সদৃশ সেই গিরিশৃঙ্গ হাতে নিয়ে শ্রীহনুমান আকাশমার্গে আরোহণ করলেন।

সমাগম্য মহাবেগঃ সন্ন্যস্য শিখরং গিরেঃ।
বিশ্রম্য কিঞ্চিদ্ধনুমান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ॥ ৪০

মহাবেগে শ্রীহনুমান সেই পর্বতশিখরকে 'সুষেণ'-এর নিকট ধরাতলে ন্যস্ত করলেন এবং কিছুটা বিশ্রামের পর সুষেণকে বললেন—

ঔষধীর্নাবগচ্ছামি তা অহং হরিপুঙ্গব।
তদিদং শিখরং কৃৎস্নং গিরেস্তস্যাহৃতং ময়া॥ ৪১

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি নির্দিষ্ট ওষধি চিনতে পারিনি, তাই সেই পর্বতের সমগ্র শিখরদেশ নিয়ে এসেছি।'

এবং কথয়মানং তু প্রশস্য পবনাত্মজম্।
সুষেণো বানরশ্রেষ্ঠো জগ্রাহোৎপাট্য চৌষধীঃ॥ ৪২

শ্রীহনুমান যখন সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর ভূরি-ভূরি প্রশংসা করে সুষেণ প্রয়োজনীয় ওষধি উন্মূলিত করে হাতে নিল।

বিস্মিতাস্তু বভূবুস্তে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
দৃষ্ট্বা তু হনুমৎকর্ম সুরৈরপি সুদুষ্করম্॥ ৪৩

শ্রীহনুমানের এই প্রকারের অভূতপূর্ব কার্য দেখে সকল বানরপুঙ্গগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন, কেননা এইরূপ কাজ দেবতাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন।

ততঃ সংক্ষোদয়িত্বা তামোষধীং বানরোত্তমঃ।
লক্ষ্মণস্য দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ সুমহাদ্যুতিঃ॥ ৪৪

মহাতেজস্বী কপিশ্রেষ্ঠ সুষেণ সেই ওষধিকে পেষণ করে লক্ষ্মণের নাসিকাগ্রে প্রয়োগ করল।

সশল্যঃ স সমাঘ্রায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
বিশল্যো বিরুজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠন্মহীতলাৎ॥ ৪৫

শত্রুদমনকারী শস্ত্রবিদ্ধ লক্ষ্মণ ঔষধির আঘ্রাণে বিশল্য ও বিরুজ (অর্থাৎ, শরীর থেকে নির্গত-অস্ত্র ও ব্যথা-বেদনারহিত) হয়ে অচিরে ভূতল হতে গাত্রোত্থান করলেন।

তমুত্থিতং তু হরয়ো ভূতলাৎ প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণম্।
সাধুসাধ্বিতি সুপ্রীতা লক্ষ্মণং প্রত্যপূজয়ন্॥ ৪৬

লক্ষ্মণকে ধরা হতে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেই সকল বানরগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 'সাধু-সাধু' রবে তাঁর বহু বহু প্রশংসা করতে লাগলেন।

এহ্যেহীত্যব্রবীদ্ রামো লক্ষ্মণং পরবীরহা।
সস্বজে গাঢ়মালিঙ্গ্য বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ॥ ৪৭

তখন শত্রুবীরসংহারক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে 'এসো এসো' এইরূপ বলে দুই বাহুতে সস্নেহে জড়িয়ে বুকে নিয়ে নিলেন এবং তাঁর নেত্রযুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

অব্রবীচ্চ পরিষ্বজ্য সৌমিত্রিং রাঘবস্তদা।
দিষ্ট্যা ত্বাং বীর পশ্যামি মরণাৎ পুনরাগতম্॥ ৪৮

সুমিত্রাকুমারকে হৃদয়ে জড়িয়ে শ্রীরঘুনাথ অতঃ বললেন — 'বীর ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আমি তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাবৃত দেখছি।

নহি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা।
কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে॥ ৪৯

'তোমাকে হারালে আমার জীবন ব্যর্থ হত, সীতা উদ্ধরণ অথবা যুদ্ধজয়েরও কোন অর্থ হত না। তুমি না থাকলে এই জীবন ধারণ করাই বৃথা।'

ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
খিন্নঃ শিথিলয়া বাচা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫০

মহাত্মা রঘুনাথ এইরূপ বলতে থাকলে লক্ষ্মণ ক্ষীণ ও দুর্বল কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বললেন—

তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম।
লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ৫১

'আর্য ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ; আপনি রাবণকে ব

করে বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়ে, অধুনা দুর্বলচিত্তের ন্যায় কথা বলা আপনাকে মানায় না।

নহি প্রতিজ্ঞাং কুর্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ।
লক্ষণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্॥ ৫২
নৈরাশ্যমুপগন্তুং চ নালং তে মৎকৃতেঽনঘ।
বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞামনুপালয়॥ ৫৩

'সত্যসন্ধ পুরুষ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে না। প্রতিজ্ঞা রক্ষা মহদ্গণের লক্ষণ। আপনি নিষ্পাপ, আমার জন্য আপনি নৈরাশ্য প্রকাশ করবেন না। আজকের সমরে রাবণকে বধ করে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন।

ন জীবন্ যাস্যতে শত্রুস্তব বাণপথং গতঃ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য সিংহস্যেব মহাগজঃ॥ ৫৪

'আপনার জন্য শরমার্গের লক্ষ্যভূত হয়ে শত্রুজীবিত ফিরে যেতে পারে না, যেমন করে গর্জনকারী তীক্ষ্ণদন্ত সিংহের লক্ষ্য থেকে গজরাজ নিস্তার পায় না।

অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্মা দিবাকরঃ॥ ৫৫

'আকাশ পরিক্রমণ করে সূর্য অস্তাচলে চলে যাওয়ার আগেই আমি (লক্ষ্মণ) ত্বরায় এই দুরাত্মা রাবণের নিধন দেখতে চাই।

যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে
যদি চ কৃতাং হি তবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।
যদি তব রাজসুতাভিলাষ আর্য
কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর॥ ৫৬

'আর্য! বীরবর! যদি আপনি সমরে রাবণের নিধন চান, যদি আপনার মনে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের ইচ্ছা থাকে এবং রাজকুমারী সীতাকে ফিরে পাওয়ার অভিলাষ থেকে থাকে, তাহলে আজকের যুদ্ধে রাবণকে নিধন করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০১॥

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০২)

ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত রথে আরূঢ় হয়ে শ্রীরামের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ

লক্ষ্মণেন তু তদ্ বাক্যমুক্তং শ্রুত্বা স রাঘবঃ।
সন্দধে পরবীরঘ্নো ধনুরাদায় বীর্যবান্॥ ১

লক্ষ্মণের কথা শুনে শত্রুবীরসংহারক পরাক্রমী শ্রীরাম কার্মুক হাতে নিয়ে তাতে শরসন্ধান করলেন।

রাবণায় শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ চমূমুখে।
অথান্যং রথমাস্থায় রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ২
অভ্যধাবত কাকুৎস্থং স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্।

তিনি সেনাগ্রভাগে থেকে রাবণের উপর ঘোরতর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণও নিজ রথে আরোহণ করে সূর্যের অভিমুখে রাহুর ন্যায় ধাবিত হল।

দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ।
আজঘান মহাশৈলং ধারাভিরিব তোয়দঃ॥ ৩

যেমন করে জলপূর্ণ মেঘ গিরিরাজকে ধারাবর্ষণে সিক্ত করে, তেমনি দশমুখ রাবণ রথারূঢ় হয়ে বজ্রতুল্য শরসমূহে শ্রীরামচন্দ্রকে আহত করতে লাগল।

দীপ্তপাবকসংকাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
অভ্যবর্ষদ্ রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ॥ ৪

রণাঙ্গণে শ্রীরামচন্দ্রও একাগ্রচিত্তে দশমুখ রাবণকে প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য, তেজস্বী ও সুবর্ণমণ্ডিত শরক্ষেপণে জর্জরিত করতে লাগলেন।

ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য ন রক্ষসঃ।
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেবগন্ধর্বকিন্নরাঃ॥ ৫

শ্রীরঘুনাথ রণাঙ্গণের ভূমিতে যুদ্ধরত, অন্যদিকে

রাবণ রথারূঢ়, এমতাবস্থায় পরস্পরের যুদ্ধ অসমান হয়ে পড়ছে'—আকাশে বিরাজমান দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নর এই ধরণের বার্তালাপ করতে লাগলেন।

ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৬

তাঁদের অমৃতোপম মধুর বার্তালাপ শুনে তেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মালতিকে ডেকে নিয়ে বললেন—

রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
আহূয় ভূতলং যাত কুরু দেবহিতং মহৎ॥ ৭

'সারথে ! শ্রীরামচন্দ্র ভূতলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন ; আমার রথ নিয়ে তুমি শীঘ্র তাঁর নিকটে যাও। পৃথিবীর সেই রণভূমিতে পৌঁছে শ্রীরামচন্দ্রকে উচ্চস্বরে আহ্বানপূর্বক বল—"এই রথ দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সেবার্থে প্রেরণ করেছেন।" এইপ্রকারে শ্রীরামকে রথে অধিষ্ঠিত করে তুমি দেবতাদের মঙ্গলজনক কর্ম সম্পন্ন করো।'

ইত্যুক্তো দেবরাজেন মাতলির্দেবসারথিঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং ততো বচনমব্রবীৎ॥ ৮

দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে দেব-সারথি মাতলি তাঁকে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্বক বলল—

শীঘ্রং যাস্যামি দেবেন্দ্র সারথ্যং চ করোম্যহম্।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্॥ ৯

'দেবেন্দ্র ! আমি শীঘ্রই আপনার শ্রেষ্ঠ রথে সবুজ অশ্বসমুদায় সংযোজিত করে যাত্রা করছি এবং শ্রীরঘুনাথের সারথ্যও আমিই করব।'

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিঙ্কিণীশতভূষিতঃ।
তরুণাদিত্যসংকাশো বৈদূর্যময়কূবরঃ।
সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্যুক্তঃ শ্বেতপ্রকীর্ণকৈঃ॥ ১০
হরিভিঃ সূর্যসংকাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ।
রুক্মবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ॥ ১১
দেবরাজেন সন্দিষ্টো রথমারুহ্য মাতলিঃ।
অভ্যবর্তত কাকুৎস্থমবতীর্য ত্রিবিষ্টপাৎ॥ ১২

তদনন্তর ইন্দ্রের দীপ্তিমান শ্রেষ্ঠ রথ এসে পড়ল, যার সুবর্ণময় গাত্রদেশ চিত্র-বিচিত্র শোভায় উদ্ভাসিত ছিল, যেটিকে শত শত নিক্কনে সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং বৈদূর্যমণি মণ্ডিত হওয়ায় যা অরুণার্কের শোভা বিকিরণ করছিল। রথে সংযোজিত শ্রেষ্ঠ শ্যামল ঘোটকগুলি শুভ্র চামরে এবং সূর্যকিরণতুল্য হৈমজালিকায় অলংকৃত ছিল। রথের ধ্বজদণ্ডটি স্বর্ণবেণু নির্মিত হওয়াতে অতিশয় শোভা বর্ধন করছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে এহেন রথে আরোহণপূর্বক সারথি মাতলি স্বর্গ হতে সমরাঙ্গনে অবতরণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করল।

অব্রবীচ্চ তদা রামং সপ্রতোদো রথে স্থিতঃ।
প্রাঞ্জলির্মাতলির্বাক্যং সহস্রাক্ষস্য সারথিঃ॥ ১৩

অশ্বচালনার চাবুক হাতে সেই রথোপরি উপবিষ্ট সারথি মাতলি কৃতাঞ্জলি হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল—

সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোঽয়ং বিজয়ায় তে।
দত্তস্তব মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ শত্রুনিবর্হণ॥ ১৪

'মহাবলী অরিসূদন শ্রীমান রঘুবীর ! সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধজয়ের জন্য আপনাকে এই রথ প্রদান করেছেন।

ইদমৈন্দ্রং মহচ্চাপং কবচং চাগ্নিসন্নিভম্।
শরাশ্চাদিত্যসংকাশাঃ শক্তিশ্চ বিমলা শিবা॥ ১৫

'এখানে আছে ইন্দ্রের বিশাল কার্মুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী কবচ, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বাণসমূহ এবং নিক্ষেপযোগ্য শক্তি নামক শস্ত্র, যেটি নির্মল ও পবিত্র।

আরুহ্যেমং রথং বীর রাক্ষসং জহি রাবণম্।
ময়া সারথিনা দেব মহেন্দ্র ইব দানবান্॥ ১৬

'আমাকে সারথি করে আপনি এই রথে আরোহণ করে ইন্দ্রকর্তৃক দানবগণের নিধনের মতো, রাক্ষস রাবণকে পরাজিত করুন।'

ইত্যুক্তঃ সম্পরিক্রম্য রথং তমভিবাদ্য চ।
আরুরোহ তদা রামো লোকাঁল্লক্ষ্ম্যা বিরাজয়ন্॥ ১৭

মাতলি এইরূপ বলার পর শ্রীরামচন্দ্র সেই রথকে পরিক্রমণ করে প্রণামপূর্বক তাতে আরোহণ করলেন। তখন তিনি স্বীয় দীপ্তিতে যেন ত্রিভুবন আলোকিত করছিলেন।

তদ্ বভৌ চাদ্ভুতং যুদ্ধং দ্বৈরথং রোমহর্ষণম্।
রামস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ রক্ষসঃ॥ ১৮

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীরাম এবং রাক্ষস রাবণের মধ্যে অত্যাশ্চর্য ও রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ আরম্ভ হল।

স গান্ধর্বেণ গান্ধর্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ।
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ॥ ১৯

অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী শ্রীরাম রাক্ষসরাজকর্তৃক নিক্ষিপ্ত গান্ধর্ব-অস্ত্রকে গান্ধর্বের দ্বারা এবং দৈব অস্ত্রকে দৈব অস্ত্র

দ্বারা বিনষ্ট করে দিলেন।

অস্ত্রং তু পরমং ঘোরং রাক্ষসং রাক্ষসাধিপঃ।
সসর্জ পরমক্রুদ্ধঃ পুনরেব নিশাচরঃ॥ ২০

তখন রাক্ষসাধিক রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় অতি ভয়ংকর রাক্ষস-অস্ত্রের প্রয়োগ করল।

ততো রাবণধনুর্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
অভ্যবর্তন্ত কাকুৎস্থং সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ॥ ২১

সেই সমস্ত সুবর্ণমণ্ডিত শর রাবণের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অতি বিষধর সর্পের আকারে শ্রীরামচন্দ্রের উপরে এসে পড়তে লাগল।

তে দীপ্তবদনা দীপ্তং বমন্তো জ্বলনং মুখৈঃ।
রামমেবাভ্যবর্তন্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ॥ ২২

সেই সকল ভয়ংকর জ্বালামুখী সর্প মুখগহ্বর হতে লেলিহান অগ্নি বমন করতে করতে মুখবিস্তার করে শ্রীরামের দিকে ধাবিত হল।

তৈর্বাসুকিসমস্পর্শৈর্দীপ্তভোগৈর্মহাবিষৈঃ।
দিশশ্চ সন্ততাঃ সর্বা বিদিশশ্চ সমাবৃতাঃ॥ ২৩

সেই সকল নাগের স্পর্শ বাসুকির স্পর্শের ন্যায় অসহ্য ছিল এবং তাদের দেদীপ্যমান ফণাগুলি তীব্র বিষে পরিপূর্ণ ছিল। এমত সর্পসমূহে দিগ্-বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

তান্ দৃষ্ট্বা পন্নগান্ রামঃ সমাপতত আহবে।
অস্ত্রং গারুত্মতং ঘোরং প্রাদুশ্চক্রে ভয়াবহম্॥ ২৪

যুদ্ধস্থলে এবংবিধ সর্পের উৎপাতে শ্রীরাম অতি ভয়ানক গারুড়াস্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

তে রাঘবধনুর্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিখিপ্রভাঃ।
সুপর্ণাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেরুঃ সর্পশত্রবঃ॥ ২৫

এবার শ্রীরঘুনাথের কার্মুকনির্গত স্বর্ণপক্ষযুক্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহ সর্পের শত্রুভূত সুবর্ণময় গরুড় হয়ে সকল দিকে বিচরণ করতে লাগল।

তে তান্ সর্বান্ শরাঞ্জঘ্নুঃ সর্পরূপান্ মহাজবান্।
সুপর্ণরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরূপিণঃ॥ ২৬

শ্রীরামের ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তরে সক্ষম সেই সকল গরুড়াকার বাণ রাবণের মহাবেগবান সর্পাকৃতি শরগুলিকে সংহার করে ফেলল।

অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অভ্যবর্ষৎ তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ॥ ২৭

এইভাবে স্বীয় অস্ত্র প্রতিহত হতে দেখে ক্রোধে প্রজ্বলিত রাবণ তখন শ্রীরঘুনাথের উপর বাণবর্ষণ শুরু করল।

ততঃ শরসহস্রেণ রামমক্লিষ্টকারিণম্।
অর্দয়িত্বা শরৌঘেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত॥ ২৮

অনায়াসকর্মকারী শ্রীরামকে হাজার হাজার বাণসমুদায়ে জর্জরিত করে রাবণ রামের সারথি মাতলিকেও বহু বাণে বিদ্ধ করল।

চিচ্ছেদ কেতুমুদ্দিশ্য শরেণৈকেন রাবণঃ।
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথাৎ কেতুং চ কাঞ্চনম্॥ ২৯
ঐন্দ্রানপি জঘানাশ্বান্ শরজালেন রাবণঃ।

তদনন্তর রাবণ ইন্দ্রের রথধ্বজা লক্ষ্য করে একটি বাণে ধ্বজাটি কর্তিত করল। রথের উপর থেকে হৈম ধ্বজা রথের নিম্নতর অংশে পাতিত করে রাবণ শরজালে ইন্দ্রের অশ্বগুলিকেও ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

বিষেদুর্দেবগন্ধর্বচারণা দানবৈঃ সহ॥ ৩০
রামমার্তং তদা দৃষ্ট্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ॥ ৩১

এই দৃশ্য দেখে দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ ও দানবেরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকে শর-পীড়িত দেখে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মনোবেদনা অনুভব করলেন। বিভীষণসহ সকল যূথপতিও সাতিশয় দুঃখিত হল।

রামচন্দ্রমসং দৃষ্ট্বা গ্রস্তং রাবণরাহুণা।
প্রাজাপত্যং চ নক্ষত্রং রোহিণীং শশিনঃ প্রিয়াম্॥ ৩২
সমাক্রম্য বুধস্তস্থৌ প্রজানামহিতাবহঃ।

শ্রীরামচন্দ্ররূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুর গ্রাসে দেখে 'বুধ' গ্রহ চন্দ্রের প্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করল। রোহিণীর উপর বুধের আক্রমণ প্রজাবর্গের জন্য অমঙ্গলের সূচনা করল।

সধূমপরিবৃত্তোর্মিঃ প্রজ্বলন্নিব সাগরঃ॥ ৩৩
উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধঃ স্পৃশন্নিব দিবাকরম্।

সধূম ঊর্মিমালা পরিবৃত সাগর যেন প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং ক্রোধে উচ্ছলিত হয়ে যেন সূর্যকে স্পর্শ করতে চাইছিল।

শস্ত্রবর্ণঃ সুপরুষো মন্দরশ্মির্দিবাকরঃ॥ ৩৪
অদৃশ্যত কবন্ধাঙ্কঃ সংসক্তো ধূমকেতুনা।

সূর্যের কিরণ মন্দীভূত হয়ে পড়ল। তার দীপ্তি ঘাতক

তরবারি তুল্য কৃষ্ণাভা ধারণ করল। সূর্যকে যেন কবন্ধ চিহ্ন দ্বারা আক্রান্ত ও 'ধূমকেতু' নামক উৎপাতে প্রপীড়িত মনে হতে লাগল।

কোসলানাং চ নক্ষত্রং ব্যক্তমিন্দ্রাগ্নিদৈবতম্‌॥ ৩৫
আহত্যাঙ্গারকস্তস্থৌ বিশাখমপি চাম্বরে।

ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতার নক্ষত্র 'বিশাখা' ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দের জন্ম-নক্ষত্র ; এমত বিশাখা নক্ষত্রকে 'মঙ্গল' গ্রহ আক্রমণ করতে লাগল।

দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ॥ ৩৬
অদৃশ্যত দশগ্রীবো মৈনাক ইব পর্বতঃ।

এমতাবস্থায় দশ মস্তক এবং বিংশতিবাহুসম্পন্ন দশগ্রীব রাবণ কার্মুকহস্তে মৈনাক পর্বত-সদৃশ প্রতীয়মান হতে লাগল।

নিরস্যমানো রামস্তু দশগ্রীবেণ রক্ষসা॥ ৩৭
নাশক্নোদভিসংধাতুং সায়কান্‌ রণমূর্ধনি।

রাক্ষস রাবণের বাণে বার বার আহত হওয়ায় সৈন্যাগ্রে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্র শরসন্ধান করতে পারছিলেন না।

স কৃত্বা ভ্রুকুটিং ক্রুদ্ধঃ কিঞ্চিৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ৩৮
জগাম সুমহাক্রোধং নির্দহন্নিব রাক্ষসান্‌।

তদনন্তর ভ্রূকুটিকুঞ্চিত রক্তাভ নয়নে শ্রীরামচন্দ্র এমন সুতীব্র ক্রোধ প্রকাশ করলেন যে মনে হল তিনি সকল রাক্ষসদের ভস্মীভূত করে ফেলবেন।

তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী॥ ৩৯

বুদ্ধিমান শ্রীরামের সংক্রুদ্ধ মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে তখন নিখিল প্রাণীকুল ভয়ার্ত হল এবং পৃথিবী কম্পিত হল।

সিংহশার্দূলবাঞ্শৈলঃ সঞ্চচাল চলদ্‌ ক্রমঃ।
বভূব চাপি ক্ষুভিতঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ৪০

সেই ভূকম্পে সিংহ-শার্দূল-শ্বাপদাদিতে পরিপূর্ণ পর্বত টলমল করল, বৃক্ষরাজি দুলে উঠল, সরিৎপতি সমুদ্র সংক্ষোভিত হল।

খরাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ।
ঔৎপাতিকাশ্চ নর্দন্তঃ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ॥ ৪১

আকাশের চারিদিকে উৎপাতসূচক নির্জলা মেঘ গর্দভতুল্য কর্কশ নিনাদে ভেসে বেড়াতে লাগল।

রামং দৃষ্ট্বা সুসংক্রুদ্ধমুৎপাতাংশ্চৈব দারুণান্‌।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি রাবণস্যাভবদ্‌ ভয়ম্‌॥ ৪২

শ্রীরামচন্দ্রকে সংক্রুদ্ধ দেখে এবং অমঙ্গলসূচক উৎপাতসমূহ নিরীক্ষণ করে প্রাণীকুল ভয়ার্ত হল এবং রাবণের অন্তরেও ত্রাসের সঞ্চার হল।

বিমানস্থাস্তদা দেবা গন্ধর্বাশ্চ মহোরগাঃ।
ঋষিদানবদৈত্যাশ্চ গরুত্মন্তশ্চ খেচরাঃ॥ ৪৩
দদৃশুস্তে তদা যুদ্ধং লোকসংবর্তসংস্থিতম্‌।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈঃ শূরয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ॥ ৪৪

তখন বিমানে উপবিষ্ট দেবতা, গন্ধর্ব, বিশাল নাগ, ঋষি, গরুড় ও দৈত্য-দানবগণ আকাশ থেকে যুযুধান শূরবীর শ্রীরাম এবং রাবণের ত্রিভুবন প্রলয়ংকর এবং বিবিধপ্রকার ঘাতক প্রহরণ প্রযুক্ত সেই ভয়ানক যুদ্ধ-দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

উচুঃ সুরাসুরাঃ সর্বে তদা বিগ্রহমাগতাঃ।
প্রেক্ষমাণা মহাযুদ্ধং বাক্যং ভক্ত্যা প্রহৃষ্টবৎ॥ ৪৫

ইত্যবসরে যুদ্ধ দেখার জন্য আগত সমস্ত দেবতা এবং অসুরকুল সেই মহাসমর প্রত্যক্ষ করে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে বার্তালাপ করতে লাগলেন।

দশগ্রীবং জয়েত্যাহুরসুরাঃ সমবস্থিতাঃ।
দেবা রামমথোচুস্তে ত্বং জয়েতি পুনঃ পুনঃ॥ ৪৬

তথায় বিরাজমান অসুরগণ দশগ্রীবকে সম্বোধিত করে বলল— 'রাবণ, তোমার জয় হোক।' অন্যদিকে দেবতাগণ শ্রীরামকে আশীর্বাদ করে বারংবার বলতে লাগলেন— 'রঘুনন্দন ! আপনার জয় হোক, জয় হোক।'

এতস্মিন্নন্তরে ক্রোধাদ্‌ রাঘবস্য চ রাবণঃ।
প্রহর্তুকামো দুষ্টাত্মা স্পৃশন্‌ প্রহরণং মহৎ॥ ৪৭

এই সময়ে দুষ্টাত্মা রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীরামের উপর প্রহার করার জন্য একটি বিশাল প্রহরণ ধারণ করল।

বজ্রসারং মহানাদং সর্বশত্রুনিবর্হণম্‌।
শৈলশৃঙ্গনিভৈঃ কূটৈশ্চিত্তদৃষ্টিভয়াবহম্‌॥ ৪৮
সধূমমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যুগান্তাগ্নিচয়োপমম্‌।
অতিরৌদ্রমনাসাদ্যং কালেনাপি দুরাসদম্‌॥ ৪৯

বজ্রতুল্য শক্তিশালী সেই ত্রিশূল, শত্রুসংহারক ও প্রহারকালে ভয়ানক নিনাদকারী ছিল। তার অগ্রভাগগুলি শৈল শৃঙ্গের তুল্য এবং মন ও চোখের পক্ষে ভয়াবহ ছিল। সুতীক্ষ্ণ ও ধারাল সেই প্রহরণ প্রলয়কালীন সধূম অগ্নি সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তাকে প্রতিহত বা বিনষ্ট করা

স্বয়ং কালের পক্ষেও সুকঠিন ও অসম্ভব ছিল।

ত্রাসনং সর্বভূতানাং দারণং ভেদনং তথা।
প্রদীপ্ত ইব রোষেণ শূলং জগ্রাহ রাবণঃ॥ ৫০

সেই শূল সমস্ত প্রাণীকুলকে ছিন্নভিন্ন করে ত্রস্ত করতে সমর্থ ছিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত রাবণ সেই শূলকে হস্তে ধারণ করল।

তচ্ছূলং পরমক্রুদ্ধো জগ্রাহ যুধি বীর্যবান্।
অনীকৈঃ সমরে শূরৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ॥ ৫১

সমরভূমিতে বহুভাগে বিভক্ত শূরবীর বলবান রাক্ষস সৈন্যগণ পরিবৃত হয়ে বলবান রাক্ষসরাজ রাবণ তীব্র ক্রোধে সেই শূল প্রহরণটি উদ্যত করল।

সমুদ্যম্য মহাকায়ো ননাদ যুধি ভৈরবম্।
সংরক্তনয়নো রোষাৎ স্বসৈন্যমভিহর্ষয়ন্॥ ৫২

প্রহরণ তুলে নিয়ে বিশালাকার রাক্ষসরাজ ঘোর গর্জন করে উঠল। তার নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং এমতাবস্থায় তার সৈন্যবর্গ সাতিশয় আনন্দিত হল।

পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
প্রাকম্পয়ৎ তদা শব্দো রাক্ষসেন্দ্রস্য দারুণঃ॥ ৫৩

রাক্ষসাধিপ রাবণের সেই ভয়ানক সিংহগর্জনে পৃথিবী, আকাশ এবং দিক্-বিদিক্ (সর্বদিক) প্রকম্পিত হল।

অতিকায়স্য নাদেন তেন তস্য দুরাত্মনঃ।
সর্বভূতানি বিত্রেসুঃ সাগরশ্চ প্রচুক্ষুভে॥ ৫৪

মহাকায় দুরাত্মা রাবণের ভৈরবনাদে সমস্ত প্রাণিগণ কম্পিত হতে লাগল এবং সাগর সংক্ষোভিত হয়ে উঠল।

স গৃহীত্বা মহাবীর্যঃ শূলং তদ্ রাবণো মহৎ।
বিনদ্য সুমহানাদং রামং পরুষমব্রবীৎ॥ ৫৫

সেই বিশাল শূল উদ্যত করে মহাপরাক্রমী রাবণ সজোরে গর্জনপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে কর্কশ বচনে বলল—

শূলোঽয়ং বজ্রসারস্তে রাম রোষান্ময়োদ্যতঃ।
তব ভ্রাতৃসহায়স্য সদ্যঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৫৬

'রাম ! এই শূল বজ্রতুল্য শক্তিশালী এবং আমি সাতিশয় ক্রোধে এটি প্রহরণ উদ্যত করেছি। এই শূল অনুজ লক্ষ্মণসহিত আজ তোমার প্রাণ হরণ করবে।

রক্ষসামদ্য শূরাণাং নিহতানাং চমূমুখে।
ত্বাং নিহত্য রণশ্লাঘিন্ করোমি তরসা সমম্॥ ৫৭

'যুদ্ধগর্বে গর্বিত রাম ! আজ তোমাকে বধ করে আমি সেনাদলের অগ্রভাগে নিহত শূরবীর রাক্ষসদের হত্যার প্রতিশোধ নেব।

তিষ্ঠেদানীং নিহন্মি ত্বামেষ শূলেন রাঘব।
এবমুক্ত্বা স চিক্ষেপ তচ্ছূলং রাক্ষসাধিপঃ॥ ৫৮

'রঘুবংশতিলক ! একটু অপেক্ষা করো, এখনই এই শূল দিয়ে তোমাকে বিনাশ করব।'

তদ্ রাবণকরামুক্তং বিদ্যুন্মালাসমাবৃতম্।
অষ্টঘণ্টং মহানাদং বিয়দ্গতমশোভত॥ ৫৯

রাবণের হস্ত হতে বিমুক্ত সেই অষ্ট ঘণ্টা যুক্ত শূল আকাশে বিদ্যুৎমালার ন্যায় চমকিত হয়ে ঘোর গর্জনে প্রকটিত হল।

তচ্ছূলং রাঘবো দৃষ্ট্বা জ্বলন্তং ঘোরদর্শনম্।
সসর্জ বিশিখান্ রামশ্চাপমায়ম্য বীর্যবান্॥ ৬০

পরম পরাক্রমী রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম সেই ভয়ংকর ও প্রজ্জ্বলিত শূলকে নিজের দিকে আসতে দেখে ধনুরাকর্ষণ করে বাণবর্ষণ শুরু করলেন।

আপতন্তং শরৌঘেন বারয়ামাস রাঘবঃ।
উৎপতন্তং যুগান্তাগ্নিং জলৌঘৈরিব বাসবঃ॥ ৬১

শ্রীরঘুনাথ বাণসমষ্টির আঘাতে নিজের দিকে ধাবমান শূলকে নিবৃত্ত করতে লাগলেন, যেমন করে অভিবর্ধিত ও ঊর্ধ্বশিখ প্রলয়াগ্নিকে দেবরাজ জলভরা মেঘের বর্ষণে প্রশমিত করেন।

নির্দদাহ স তান্ বাণান্ রামকার্মুকনিঃসৃতান্।
রাবণস্য মহান্ শূলঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ॥ ৬২

কিন্তু অগ্নি যেমন অনয়াসে পতঙ্গগণকে দহন করে, সেইরূপে রাবণের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভীষণকার শূল শ্রীরামচন্দ্রের কার্মুক-চ্যুত বাণ সমষ্টিকে ভস্মীভূত করল।

তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতান্ শূলসংস্পর্শচূর্ণিতান্।
সায়কানন্তরিক্ষস্থান্ রাঘবঃ ক্রোধমাহরৎ॥ ৬৩

শ্রীরঘুনাথ যখন দেখলেন যে তাঁর বাণগুলি অন্তরিক্ষে শূলের সংস্পর্শে এসে চুরমার হয়ে ছাই হয়ে গেছে, তখন তাঁর যৎপরনাস্তি ক্রোধ উৎপন্ন হল।

স তাং মাতলিনা নীতাং শক্তিং বাসবসম্মতাম্।
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধো রাঘবো রঘুনন্দনঃ॥ ৬৪

অতি ক্রোধে রঘুবংশতিলক শ্রীরঘুনাথ মাতলিকর্তৃক আনীত দেবেন্দ্র-অনুমোদিত 'শক্তি'-কে হাতে ধারণ করলেন।

সা তোলিতা বলবতা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা।

নভঃ প্রজ্বালয়ামাস যুগান্তোল্কেব সপ্রভা॥ ৬৫

বলবান শ্রীরামকর্তৃক উদ্যত সেই 'শক্তি' প্রলয়কালীন উল্কার ন্যায় জ্বলছিল। সেই শস্ত্র সারা আকাশকে ঘণ্টানাদের সঙ্গে সশব্দ প্রভায় ভরিয়ে তুলল।

সা ক্ষিপ্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য তস্মিঞ্ছূলে পপাত হ।
ভিন্নঃ শক্ত্যা মহান্ শূলো নিপপাত গতদ্যুতিঃ॥ ৬৬

শ্রীরামকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষস রাবণের পূর্বোক্ত শূলের উপর গিয়ে পড়ল এবং সেই প্রহারে টুকরো-টুকরো গতিহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই শূল ভূতলে এসে পড়ল।

নির্বিভেদ ততো বাণৈর্হয়ানস্য মহাজবান্।
রামস্তীক্ষ্ণৈর্মহাবেগৈর্বজ্রকল্পৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬৭

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঋজুগতি, মহাবেগবান বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ রাবণের অতি বেগবান সমরাশ্বগুলিকে বিদ্ধ করল।

নির্বিভেদোরসি তদা রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাঘবঃ পরমায়ত্তো ললাটে পত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৬৮

এমতাবস্থায়, অতি সাবধানে শ্রীরাম তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা রাবণের বক্ষদেশ বিদ্ধ করলেন এর অন্য তিনটি শাণিত বাণে রাবণের কপালে আঘাত হানলেন।

স শরৈর্ভিন্নসর্বাঙ্গো গাত্রপ্রস্রুতশোণিতঃ।
রাক্ষসেন্দ্রঃ সমূহস্থঃ ফুল্লাশোক ইবাবভৌ॥ ৬৯

সেই সকল বাণের আঘাতে রাবণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল এবং সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। ইহাতে সৈন্যসমূহ পরিবৃত রাক্ষসরাজ পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভিত হতে লাগল।

স রামবাণৈরতিবিদ্ধগাত্রো
নিশাচরেন্দ্রঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ।
জগাম খেদং চ সমাজমধ্যে
ক্রোধং চ চক্রে সুভৃশং তদানীম্॥ ৭০

শ্রীরামচন্দ্রের বাণে যখন তার শরীর অত্যন্ত আহত ও রক্তাক্ত হয়ে গেল, তখন সমরাঙ্গনে নিশাচররাজ রাবণের অতি দুঃখ হল এবং সে ভীষণভাবে ক্রোধ প্রকাশ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্ব্যধিকতমঃ সর্গঃ॥ ১০২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্ব্যধিকতম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৩)

শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে আক্রমণ এবং আহত রাবণকে নিয়ে সারথির রণভূমি হতে বহির্গমন

স তু তেন তদা ক্রোধাৎ কাকুৎস্থেনার্দিতো ভৃশম্।
রাবণঃ সমরশ্লাঘী মহাক্রোধমুপাগমৎ॥ ১

ক্রুদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়ে জিগীষু রাবণের মনে ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হল।

স দীপ্তনয়নোঽমর্ষাচ্চাপমুদ্যম্য বীর্যবান্।
অভ্যর্দয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো রাঘবং পরমাহবে॥ ২

অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্রযুক্ত শক্তিশালী রাবণ তখন মহাসমরে অমর্ষপূর্বক কার্মুক উদ্যত করে শ্রীরঘুনাথকে বাণে বাণে জর্জরিত করতে লাগল।

বাণধারাসহস্রৈস্তৈঃ স তোয়দ ইবাম্বরাৎ।
রাঘবং রাবণো বাণৈস্তটাকমিব পূরয়ন্॥ ৩

যেমন করে মেঘমালা আকাশ থেকে জলধারায় পুষ্পকিরণী পরিপূর্ণ করে, তেমনিভাবে রাবণ সহস্র-সহস্র বাণসমূহের বর্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে দিল।

পূরিতঃ শরজালেন ধনুর্মুক্তেন সংযুগে।
মহাগিরিরিবাকম্প্যঃ কাকুৎস্থো ন প্রকম্পতে॥ ৪

যুদ্ধস্থলে রাবণের কার্মুকচ্যুত বাণে-বাণে পরিব্যাপ্ত হয়ে শ্রীরঘুনাথ বিচলিত হলেন না ; তিনি মহান পর্বতের ন্যায় সুস্থির হয়ে বিরাজমান ছিলেন।

স শরৈঃ শরজালানি বারয়ন্ সমরে স্থিতঃ।

রশ্মীনিব সূর্যস্য প্রতিজগ্রাহ বীর্যবান্॥ ৫

তিনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা রাবণের বাণসমূহকে নিবারণ করতে করতে সুস্থির রইলেন ; পরাক্রমী রঘুবীর সূর্যের কিরণের ন্যায় শত্রুর বাণসমূহকে শান্তভাবে প্রতিগ্রহণ করছিলেন।

ততঃ শরসহস্রাণি ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ।
নিচখানোরসি ক্রুদ্ধো রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ৬

তদনন্তর শরসন্ধানে ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস রাবণ ক্রোধান্বিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরামের বক্ষে হাজার-হাজার বাণ বর্ষণ করল।

স শোণিতসমাদিগ্ধঃ সমরে লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দৃষ্টঃ ফুল্ল ইবারণ্যে সুমহান্ কিংশুকদ্রুমঃ॥ ৭

সমরাঙ্গণে সেই সকল বাণে আহত লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম রক্ত-স্নাত হয়ে গেলেন এবং তদবস্থায় তিনি জঙ্গলে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগলেন।

শরাভিঘাতসংরব্ধঃ সোঽভিজগ্রাহ সায়কান্।
কাকুৎস্থঃ সুমহাতেজা যুগান্তাদিত্যবর্চসঃ॥ ৮

রাবণের বাণের আঘাতে ক্রুদ্ধ মহাতেজা শ্রীরাম প্রলয়ঙ্কর সূর্যের তুল্য দীপ্তিমান শরসমূহ তুলে নিলেন।

ততোঽন্যোন্যং সুসংরব্ধৌ তাবুভৌ রামরাবণৌ।
শরান্ধকারে সমরে নোপলক্ষয়তাং তদা॥ ৯

তখন শ্রীরাম ও রাবণ দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বাণে-বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সমরাঙ্গনে শরজালের অন্ধকারে একে অন্যকে দেখতে পেলেন না।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ।
উবাচ রাবণং বীরঃ প্রহস্য পরুষং বচঃ॥ ১০

এমন সময়ে ক্রুদ্ধ বীর দশরথকুমার শ্রীরাম রাবণকে হাসতে-হাসতে বললেন—

মম ভার্যা জনস্থানাদজ্ঞানাদ্ রাক্ষসাধম।
হৃতা তে বিবশা যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং নাসি বীর্যবান্॥ ১১

'নীচ রাক্ষস ! যেহেতু তুমি আমার অজ্ঞাতে জনস্থান থেকে আমার একাকিনী ভার্যাকে অপহরণ করেছ সেহেতু তুমি বলবান বা পরাক্রমী নও।

ময়া বিরহিতাং দীনাং বর্তমানাং মহাবনে।
বৈদেহীং প্রসভং হৃত্বা শূরোঽহমিতি মন্যসে॥ ১২

'বিশাল বনমধ্যে আমার থেকে দূরে অবস্থানকারিণী দীন অসহায়া বিদেহকুমারীকে বলপূর্বক অপহরণ করে, তুমি নিজেকে বীর বলে মনে করছো।

স্ত্রীষু শূর বিনাথাসু পরদারাভিমর্শনম্।
কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে॥ ১৩

'অসহায়া অবলার উপর বীরত্ব প্রদর্শনকারী নিশাচর ! পরস্ত্রী অপহরণের তুল্য কাপুরুষোচিত কর্ম করে তুমি নিজেকে শূরবীর ভাবছো !

ভিন্নমর্যাদ নির্লজ্জ চারিত্রেষ্বনবস্থিত।
দর্পান্মৃত্যুমুপাদায় শূরোঽহমিতি মন্যসে॥ ১৪

'ধর্মের সীমা লঙ্ঘনকারী পাপী, নির্লজ্জ ও চরিত্রহীন নিশাচর ! তুমি বলদর্পে বৈদেহীরূপিণী মৃত্যুকে আহ্বান করে নিজেকে বীর বলে আখ্যা দিতে চাইছো !

শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ।
শ্লাঘনীয়ং মহৎকর্ম যশস্যং চ কৃতং ত্বয়া॥ ১৫

'তুমি অতিশক্তিশালী বীর এবং কুবের-এর সাক্ষাৎ ভ্রাতা। এইজন্যই কি তুমি পরম প্রশংসার যোগ্য ও খ্যাতিবর্ধক এই কাজ করেছো !

উৎসেকেনাভিপন্নস্য গর্হিতস্যাহিতস্য চ।
কর্মণঃ প্রাপ্নুহীদানীং তস্যাদ্য সুমহৎ ফলম্॥ ১৬

'অহংকারপূর্বক কৃত নিন্দিত ও ঘোর পাপের এই যে শাস্তি, তা-ই এখন তুমি গ্রহণ করো।

শূরোঽহমিতি চাত্মানমবগচ্ছসি দুর্মতে।
নৈব লজ্জাস্তি তে সীতাং চৌরবদ্ ব্যপকর্ষতঃ॥ ১৭

'দুর্মতি নিশাচর ! তুমি নিজেকে বীরপুরুষ বলে মনে করো। কিন্তু সীতাকে চোরের মতো চুরি করে নিয়ে যেতে তোমার একটুও লজ্জা হল না।

যদি মৎসন্নিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাৎ ত্বয়া বলাৎ।
ভ্রাতরং তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ॥ ১৮

'যদি আমার উপস্থিতিতে সীতাকে ছলে-বলে অপহরণ করতে, তাহলে ইতিমধ্যে আমার বাণে নিহত হয়ে নিজের ভাই খর-এর দর্শন লাভ করতে।

দিষ্ট্যাসি মম মন্দাত্মংশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥ ১৯

'মন্দবুদ্ধি রাক্ষস ! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি আমার চোখের সামনে এসে পড়েছো। আমি এক্ষুনি তোমাকে আমার শানিত শায়কে যমের দুয়ারে পাঠাব।

অদ্য তে মচ্ছরৈশ্ছিন্নং শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।

ক্রব্যাদা ব্যপকর্ষন্তু বিকীর্ণং রণপাংসুষু॥ ২০

'আজকের সমরে আমার বাণে কর্তিত রণাঙ্গণের ধূলিধূসরিত ও উজ্জ্বল কুণ্ডল যুক্ত তোমার মাথা মাংসাশী জীব-জন্তুরা টানটানি করবে।

নিপত্যোরসি গৃধ্রাস্তে ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তস্য রাবণ।
পিবন্তু রুধিরং তর্ষাদ্ বাণশল্যান্তরোত্থিতম্॥ ২১

'রাবণ ! ভূতলে পাতিত তোমার শব-শরীরের বক্ষদেশে বহু সংখ্যায় শকুন উড়ে এসে বসবে এবং আমার বাণের তীক্ষ্ণাগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ ক্ষতজ রুধির তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করবে।'

অদ্য মদ্‌বাণভিন্নস্য গতাসোঃ পতিতস্য তে।
কর্ষন্ত্বন্ত্রাণি পতগা গরুত্মন্ত ইবোরগান্॥ ২২

'আজ আমার শরসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন প্রাণহীন তোমার শরীরের নাড়ী-ভুঁড়ি — পক্ষিকুল গরুড় যেমন সর্পকে টানাটানি করে, তেমনভাবে চঞ্চু দিয়ে টেনে টেনে বার করবে।'

ইত্যেবং স বদন্ বীরো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রং সমীপস্থং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ২৩

এইরূপ বলতে-বলতে অরিন্দম শ্রীরাম অনতিদূরে বিরাজমান রাক্ষসরাজ রাবণের উপর বাণসমুদায়ের বর্ষণ আরম্ভ করলেন।

বভূব দ্বিগুণং বীর্যং বলং হর্ষশ্চ সংযুগে।
রামস্যাস্ত্রবলং চৈব শত্রোর্নিধনকাংক্ষিণঃ॥ ২৪

তখন যুদ্ধভূমিতে শত্রু বিজয়েচ্ছুক শ্রীরামের বল, পরাক্রম, উৎসাহ এবং অস্ত্র-শক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হল।

প্রাদুর্বভূবুরস্ত্রাণি সর্বাণি বিদিতাত্মনঃ।
প্রহর্ষাচ্চ মহাতেজাঃ শীঘ্রহস্ততরোঽভবৎ॥ ২৫

আত্মজ্ঞানী শ্রীরঘুনাথের কাছে অস্ত্র, সকল স্বয়ং প্রকটিত হতে লাগল এবং হর্ষে ও আনন্দে মহাতেজা শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত সবেগে চলতে লাগল।

শুভান্যেতানি চিহ্নানি বিজ্ঞায়াত্মগতানি সঃ।
ভূয় এবার্দয়দ্ রামো রাবণং রাক্ষসান্তকৃৎ॥ ২৬

এই সকল শুভ লক্ষণসমূহকে স্বয়ং প্রকটিত হতে দেখে রাক্ষসহন্তা ভগবান শ্রীরাম বহুভাবে রাবণকে জর্জরিত করতে লাগলেন।

হরীণাং চাশ্মনিকরৈঃ শরবর্ষৈশ্চ রাঘবাৎ।
হন্যমানো দশগ্রীবো বিঘূর্ণহৃদয়োঽভবৎ॥ ২৭

বানরসৈন্যদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহে এবং শ্রীরামচন্দ্রের কার্মুকচ্যুত শরবর্ষার আঘাতে আহত রাবণের হৃদয় বিঘূর্ণিত হতে লাগল।

যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা॥ ২৮
ক্ষিপ্তাশ্চাশু শরাস্তেন শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মরণার্থায় বর্তন্তে মৃত্যুকালোঽভ্যবর্তত॥ ২৯
সূতস্তু রথনেতাস্য তদবস্থং নিরীক্ষ্য তম্।
শনৈর্যুদ্ধাদসম্ভ্রান্তো রথং তস্যাপবাহয়ৎ॥ ৩০

এমতাবস্থায় হৃদয়ের বিহ্বলতা হেতু রাবণের অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা, ধনুরাকর্ষণের ক্ষমতা অথবা শ্রীরামের আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি আর রইল না। যখন শ্রীরামকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বেগবান শরসমুদায় তথা বিবিধপ্রকার শস্ত্রাদি তার অবধারিত মৃত্যুর সাধন হয়ে উঠল, তখন মরণাপন্ন অবস্থা বুঝতে পেরে রাবণের রথচালক সারথি অনন্যোপায় হয়ে দ্রুতভাবে রাবণকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে প্রস্থান করল।

রথং চ তস্যাথ জবেন সারথি-
র্নিবার্য ভীমং জলদস্বনং তদা।
জগাম ভীত্যা সমরান্মহীপতিং
নিরস্তবীর্যং পতিতং সমীক্ষ্য॥ ৩১

নিজের প্রভুকে শক্তিহীন হয়ে রথোপরি পড়ে থাকতে দেখে, রাবণের সারথি মেঘের মতো গম্ভীর গর্জনকারী রথকে প্রত্যাবৃত করে সভয়ে রণাঙ্গন থেকে সরে গেল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৪)

রাবণ কর্তৃক সারথিকে তিরস্কার এবং সারথিকর্তৃক প্রত্যুত্তর দানে রাবণকে তুষ্ট করে তার রথকে রণাঙ্গনে উপনীত করা

স তু মোহাৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো রাবণঃ সূতমব্রবীৎ॥ ১

রাবণ মৃত্যুর দেবতাকর্তৃক বলপূর্বক পরিচালিত হচ্ছিল ; অতএব সে মোহবশে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে রক্তবর্ণনয়নে সারথিকে বলল—

হীনবীর্যমিবাশক্তং পৌরুষেণ বিবর্জিতম্।
ভীরুং লঘুমিবাসত্ত্বং বিহীনমিব তেজসা॥ ২
বিমুক্তমিব মায়াভিরস্ত্রৈরিব বহিষ্কৃতম্।
মামবজ্ঞায় দুর্বুদ্ধে স্বয়া বুদ্ধ্যা বিচেষ্টসে॥ ৩

'দুর্বুদ্ধে ! তুই কি আমাকে পরাক্রমশূণ্য, অসমর্থ, পুরুষার্থশূন্য, ভীরু, গুরুত্বহীন, নিরুৎসাহ, নিস্তেজ, মায়িক কৌশল বিরহিত এবং অসজ্ঞানবিহীন মনে করছিস, যেহেতু আমাকে উপেক্ষাপূর্বক নিজের বুদ্ধিতে আপন মনে কাজ করেছিস (অর্থাৎ, রণভূমি থেকে বহির্গমনের আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিসনি কেন?)।

কিমর্থং মামবজ্ঞায় মচ্ছন্দমনবেক্ষ্য চ।
ত্বয়া শত্রুসমক্ষং মে রথোহয়মপবাহিতঃ॥ ৪

'আমার অভিপ্রায় না জেনেই, আমাকে অবহেলা করে তুই কি কারণে শত্রুর সম্মুখ সমর থেকে আমার রথ এখানে নিয়ে চলে এসেছিস।

ত্বয়াদ্য হি মমানার্য চিরকালমুপার্জিতম্।
যশো বীর্যং চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিতঃ॥ ৫

'অনার্য ! আজ তুই আমার বহুকাল অর্জিত যশ, পরাক্রম, তেজ ও আত্মপ্রত্যয় নষ্ট করেছিস।

শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্যস্য রঞ্জনীয়স্য বিক্রমৈঃ।
পশ্যতো যুদ্ধলুব্ধোহহং কৃতঃ কাপুরুষস্ত্বয়া॥ ৬

'আমার শত্রুর বল-পরাক্রম সর্বত্র বিখ্যাত। শত্রুকে শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা প্রতিস্পর্ধা করা আমার কর্তব্য এবং আমি রণলোলুপ। এমত অবস্থায় তুই আমার রথ রণাঙ্গণ থেকে প্রত্যাবৃত করে আমাকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করেছিস।

যৎ ত্বং কথমিদং মোহান্ন চেদ্ বহসি দুর্মতে।
সত্যোহয়ং প্রতিতর্কো মে পরেণ ত্বমুপস্কৃতঃ॥ ৭

'দুর্মতে ! যদি তুই আমার রথকে মোহবশে যে কোন উপায়ে শত্রুর সম্মুখীন না করিস, তাহলে মনে হয় শত্রু-পক্ষ উপঢৌকন দিয়ে তোকে বশ করেছে।

নহি তদ্ বিদ্যতে কর্ম সুহৃদো হিতকাংক্ষিণঃ।
রিপূণাং সদৃশং হ্যেতদ্ যৎ ত্বয়েতদনুষ্ঠিতম্॥ ৮

'হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্রের এই কাজ শোভা পায় না। তুই যে কাজ করেছিস তা শত্রুপক্ষ করে থাকে।

নিবর্তয় রথং শীঘ্রং যাবন্নাপৈতি মে রিপুঃ।
যদি বাধ্যুষিতোহসি ত্বং স্মর্যতে যদি মে গুণঃ॥ ৯

'যদি তুই লঙ্কায় বহুদিন আমার সাহচর্য পেয়ে থাকিস এবং যদি আমার গুণাবলী জানিস, তাহলে শত্রুরা রণভূমি ত্যাগ করার আগেই দ্রুততার সঙ্গে আমার রথ সমরাভিমুখে চালনা কর।'

এবং পরুষমুক্তস্তু হিতবুদ্ধিরবুদ্ধিনা।
অব্রবীদ্ রাবণং সূতো হিতং সানুনয়ং বচঃ॥ ১০

যদিও সারথির মাথায় রাবণের মঙ্গলচিন্তা ছিল, তথাপি মূর্খ রাবণ যখন তাকে কঠোর বাক্যে বিদ্ধ করল, তখন সারথি সাতিশয় বিনয়সহকারে এইরূপ হিতকর বচন বলল—

ন ভীতোহস্মি ন মূঢ়োহস্মি নোপজপ্তোহস্মি শত্রুভিঃ।
ন প্রমত্তো ন নিঃস্নেহো বিস্মৃতা ন চ সৎক্রিয়া॥ ১১

'মহারাজ ! আমি ভীত হইনি। আমার বিবেক-ও নষ্ট হয়নি এবং শত্রুপক্ষও আমাকে উপকৃত করেনি, আমি অসাবধানও নই। আপনার প্রতি আমার স্নেহের আকর্ষণ কিছু কমেনি তথা আপনি আমার যে ভরণ-পোষণ করেছেন, সেগুলি আমি ভুলে যাইনি।

ময়া তু হিতকামেন যশশ্চ পরিরক্ষতা।
স্নেহপ্রস্কন্নমনসা হিতমিত্যপ্রিয়ং কৃতম্॥ ১২

'আমি সর্বদা আপনার মঙ্গলেচ্ছু এবং আপনার যশ রক্ষার্থে যত্নশীল। আপনার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহার্দ্র। এইরূপ (রথ যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনলে) করলে আপনার তাৎক্ষণিক মঙ্গল হবে, এই ভেবে আমি তদ্রূপ করেছিলাম। পরন্তু (অজ্ঞানবশতঃ) আপনার মনোমত কাজ

হয়নি।

নাস্মিন্নর্থে মহারাজ ত্বং মাং প্রিয়হিতে রতম্।
কশ্চিল্লঘুরিবানার্যো দোষতো গন্তুমর্হসি॥ ১৩

'মহারাজ ! আমি আপনার প্রিয় ও মঙ্গল কর্মে সদা তৎপর থাকি, অতএব আমার এই কাজে আপনি অন্য লঘুচিত্ত ও অভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য করবেন না (আমার প্রতি দোষারোপ করবেন না)।

শ্রূয়তাং প্রতি দাস্যামি যন্নিমিত্তং ময়া রথঃ।
নদীবেগ ইবাম্ভোভিঃ সংযুগে বিনিবর্তিতঃ॥ ১৪

'যেমন করে চন্দ্রোদয়ের কারণে সমুদ্রের স্ফীত জলরাশি নদীস্রোতকে পশ্চাতে ঠেলে নিয়ে যায়, সেইরূপ আমি কী কারণে আপনার রথকে রণাঙ্গন থেকে নিষ্ক্রান্ত করেছি, তাই নিবেদন করব—

শ্রমং তবাবগচ্ছামি মহতা রণকর্মণা।
নহি তে বীর্যসৌমুখ্যং প্রকর্ষং নোপধারয়ে॥ ১৫

'সেইসময়ে আমি ভেবেছিলাম যে মহাসমরে আপনি রণ-ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার মধ্যে শত্রুর তুলনায় প্রবলতা বা উৎকর্ষ স্তিমিত হয়ে পড়ছিল।

রথোদ্বহনখিন্নাশ্চ ভগ্না মে রথবাজিনঃ।
দীনা ঘর্মপরিশ্রান্তা গাবো বর্ষহতা ইব॥ ১৬

'আমার রথাশ্বগুলিও রথ টেনে টেনে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের পদক্ষেপ স্খলিত হচ্ছিল। রৌদ্রে পীড়িত ও বর্ষায় সিক্ত গাভীদের মতো সেগুলি (অর্থাৎ অশ্বগুলি) দুঃখী দেখাচ্ছিল।

নিমিত্তানি চ ভূয়িষ্ঠং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ।
তেষু তেষ্বভিপন্নেষু লক্ষয়াম্যপ্রদক্ষিণম্॥ ১৭

'অধিকন্তু এখন আমার সমক্ষে যে-সকল লক্ষণ প্রকট হচ্ছে, সেগুলি যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে আমাদের অমঙ্গল সূচিত করছে।

দেশকালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণানীঙ্গিতানি চ।
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ বলাবলম্॥ ১৮

'সারথিকে দেশ-কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, রথীর উৎসাহ-অনুৎসাহ, ক্লান্তি-শ্রান্তি তথা ভালো-মন্দের ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হয়।

স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ।
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্॥ ১৯

'রণভূমিতে যে উচ্চাবচ, সমান-অসমান স্থানগুলি আছে সেটিকে লক্ষ্য করে রথ চালনা করতে হয়। যুদ্ধের উপযুক্ত সুযোগ এবং শত্রুপক্ষের দুর্বলতার সময়জ্ঞানও সারথিকে নজরে রাখতে হয়।

উপয়ানাপয়ানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্।
সর্বমেতদ্ রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা॥ ২০

'শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, দূরে সরে যাওয়া, দৃঢ়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং যুদ্ধভূমি থেকে নিজেকে মুক্ত করার কখন কখন প্রয়োজন—সবকিছু বুঝে নেওয়া সারথির কর্তব্য কর্ম।

তব বিশ্রামহেতোস্তু তথৈষাং রথবাজিনাম্।
রৌদ্রং বর্জয়তা খেদং ক্ষমং কৃতমিদং ময়া॥ ২১

'আপনাকে ও আপনার রথাশ্বগুলিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য আমি আজ যে কাজ করেছি, সেটি সর্বপ্রকারে উচিত বলে মনে হয়।

স্বেচ্ছয়া ন ময়া বীর রথোঽয়মপবাহিতঃ।
ভর্তুঃ স্নেহপরীতেন ময়েদং যৎ কৃতং প্রভো॥ ২২

'বীর ! প্রভো ! আমি নিজের ইচ্ছামত এ-কাজ করিনি। প্রভুর প্রতি স্নেহাকর্ষণে তাঁর সুরক্ষার্থর কথা ভেবে রথকে দূরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

আজ্ঞাপয় যথাতত্ত্বং বক্ষ্যস্পরিনিষূদন।
তৎ করিষ্যাম্যহং বীর গতানৃণ্যেন চেতসা॥ ২৩

'শত্রুসূদন বীর ! এখন আদেশ করুন। আপনি যা ভালো বুঝবেন, আমি আপনার ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার ভাবনায় সেইরকমই করব।'

সন্তুষ্টস্তেন বাক্যেন রাবণস্তস্য সারথেঃ।
প্রশস্যৈনং বহুবিধং যুদ্ধলুব্ধোঽব্রবীদিদম্॥ ২৪

সারথির এইরূপ কথায় রাবণ নিরতিশয় সন্তুষ্ট হল এবং নানাভাবে সারথির প্রশংসাপূর্বক যুদ্ধের জন্য প্রবল ইচ্ছায় বলল—

রথং শীঘ্রমিমং সূত রাঘবাভিমুখং নয়।
নাহত্বা সমরে শত্রূন্ নিবর্তিষ্যতি রাবণঃ॥ ২৫

'সূত ! এখন তুমি আমার রথ শীঘ্র রামের সম্মুখে নিয়ে চল। যুদ্ধে শত্রুকে নিধন না করে রাবণ ঘরে ফেরে না।'

এবমুক্ত্বা রথস্থস্য রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
দদৌ তস্য শুভং হ্যেকং হস্তাভরণমুত্তমম্।
শ্রুত্বা রাবণবাক্যানি সারথিঃ সন্ন্যবর্তত॥ ২৬

এই কথা বলে রাক্ষসরাজ রাবণ নিজের বাহু থেকে এক সুন্দর অলংকার খুলে নিয়ে সারথিকে প্রদান করল। রাবণের আদেশ পেয়ে সারথি পুনরায় রথের মুখ যুদ্ধভূমির দিকে ঘুরিয়ে দিল।

ততো দ্রুতং রাবণবাক্যচোদিতঃ
প্রচোদয়ামাস হয়ান্ স সারথিঃ।
স রাক্ষসেন্দ্রস্য ততো মহারথঃ
ক্ষণেন রামস্য রণাগ্রতোঽভবৎ ॥ ২৭

রাবণের আদেশানুসারে প্রচোদিত হয়ে সারথি স্বরায় রথাশ্বগুলি পরিচালিত করল এবং পুনরায় রাক্ষসরাজের বিশালাকার রথ মুহূর্তমধ্যে সেনাগ্রভাগে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রের মুখোমুখি হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৫)

বিজয়ের জন্য শ্রীরাম কর্তৃক 'আদিত্যহৃদয়'(১) স্তোত্র পাঠে অগস্ত্যমুনির সম্মতি

ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥ ১
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্।
উপগম্যাব্রবীদ্ রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা॥ ২

অতঃপর যুদ্ধ পরিশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় রাবণকে যুদ্ধের জন্য সম্মুখে দেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। দেবগণও একত্রিত হয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে এলেন। তখন ভগবান অগস্ত্য কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে রামকে বললেন—

রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।

---

(১)কথিত 'আদিত্যহৃদয়' নামক স্তোত্রের বিনিয়োগ এবং ন্যাসবিধি নিম্নরূপ—

বিনিয়োগ

ওঁ অস্য আদিত্যহৃদয়স্তোত্রস্যাগস্ত্যঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ, আদিত্যহৃদয়ভূতো ভগবান্ব্রহ্মা দেবতা নিরস্তাশেষবিঘ্নতয়া ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধৌ সর্বত্র জয়সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ, শিরসি। অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, মুখে। আদিত্যহৃদয়ভূতব্রহ্মাদেবতায়ৈ নমঃ, হৃদি। ওঁ বীজায় নমঃ, গুহ্যে। রশ্মিমতে শক্তায় নমঃ, পাদয়োঃ, ওঁ তৎসবিতুরিত্যাদিগায়ত্রীকীলকায় নমঃ, নাভৌ।

করন্যাস

এই স্তোত্রের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস তিন প্রকারে করা হয়। কেবলমাত্র প্রণবের দ্বারা, গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা অথবা 'রশ্মিমতে নমঃ' ইত্যাদি ছয়টি নাম-মন্ত্রের দ্বারা। এখানে নাম-মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত ন্যাসের প্রকার বলা হচ্ছে—

ওঁ রশ্মিমতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সমুদ্যতে তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিবস্বতে অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভাস্করায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভুবনেশ্বরায় করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস

ওঁ রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ সমুদ্যতে শিরসে স্বাহা। ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বিবস্বতে কবচায় হুম্। ওঁ ভাস্করায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভুবনেশ্বরায় অস্ত্রায় ফট্। এভাবে ন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ভগবান সূর্যের ধ্যান ও নমস্কার করা উচিত—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

তৎপশ্চাৎ 'আদিত্যহৃদয়' স্তোত্রের পাঠ করা উচিত।

যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥ ৩

'সবার হৃদয়ে রমণকারী মহাবাহো রাম ! এই শাশ্বত ও গুহ্য স্তোত্র শ্রবণ করো। এই স্তোত্র জপের দ্বারা তুমি সমরে সকল শত্রুদের জয় করতে পারবে।

আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্॥ ৪
সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥ ৫

'এই গোপনীয় স্তোত্রের নাম 'আদিত্য হৃদয়'। ইহা পরম পবিত্র এবং সকল শত্রুর বিনাশকারী। ইহার জপের দ্বারা সর্বদা শত্রুজয় সম্ভব। নিত্য অক্ষয় এবং পরম কল্যাণময় এই স্তোত্র। ইহার দ্বারা সকল পাপীর বিনাশ হয়। পবিত্র স্তোত্রটি চিন্তা ও শোক নাশক এবং আয়ু বর্ধনকারী।

রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্।
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্॥ ৬

'ভগবান সূর্য আপনি অনন্ত কিরণে সুশোভিত (রশ্মিমান), নিত্য উদীয়মান (সমুদ্যন), দেবতা ও অসুরগণকর্তৃক নমস্কৃত, বিবস্বান নামে প্রসিদ্ধ, প্রভার বিস্তারকারী (ভাস্কর) এবং সংসারের প্রভু (ভুবনেশ্বর)। আপনি এই নাম-মন্ত্রগুলিকে অর্চনা করুন (অর্থাৎ, রশ্মিমতে নমঃ, বিবস্বতে নমঃ, ভাস্করায় নমঃ, ভুবনেশ্বরায় নমঃ—এই সকল নামমন্ত্রে প্রণাম করুন।)

সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণাঁল্লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ॥ ৭

'সকল দেবগণই সূর্যের স্বরূপ। ইনি তেজোরাশি তথা স্বীয় কিরণসমূহে জগৎকে জীবন ও উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি রশ্মিজাল প্রসারিত করে দেবতা ও অসুরসহিত ত্রিভুবনের পালন করেন।

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ॥ ৮
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ॥ ৯

'ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, প্রজাপতি, ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্রমা, বরুণ, পিতৃগণ, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার, মরুদ্গণ, মনু, বায়ু, অগ্নি, প্রজা, প্রাণ, ঋতুচক্রের প্রভু এবং প্রভার পুঞ্জীভূত মূর্তি।

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ॥ ১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চি সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্তণ্ডকোংহংশুমান্॥ ১১
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ॥ ১২
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্যজুঃসামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গমঃ॥ ১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্বতাপনঃ।
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ভবঃ॥ ১৪
নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥ ১৫

'ইহার নাম আদিত্য (অদিতিপুত্র), সবিতা (জগৎ-প্রসবিনী শক্তি), সূর্য (সর্বব্যাপক), খগ (আকাশে বিচরণকারী), পূষা (পোষণকারী), গভস্তিমান (প্রকাশমান), সুবর্ণসদৃশ, ভানু (প্রকাশক), হিরণ্যরেতা (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বীজ), দিবাকর (রাত্রির তমসা দূর করে দিবসের আলোকদাতৃ), হরিদশ্ব (চতুর্দিকে হরিৎ রঙের অশ্বের অশ্বপতি), সহস্রাচি (হাজার-হাজার কিরণে সুশোভিত), সপ্তসপ্তি (সপ্ত অশ্বারোহী), মরীচিমান্ (কিরণমালা সুশোভিত), তিমিরোন্মথন (অন্ধকার নাশকারী), শম্ভু (মঙ্গলের উৎসস্থান), ত্বষ্টা (ভক্তদের দুঃখ দূরকারী অথবা জগৎ সংহারকারী), মার্তণ্ডক (ব্রহ্মাণ্ডের জীবনদাতৃ), অংশুমান্ (কিরণ ধারণকারী), হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), শিশির (স্বভাবতঃ সুখদাতৃ), তপন (তাপদানকারী), অহস্কর (দিনকর), রবি (সবার স্তুতির যোগ্য), অগ্নিগর্ভ (অগ্নিকে গর্ভে ধারণকারী), অদিতিপুত্র, শঙ্খ (আনন্দস্বরূপ ও ব্যাপক), শিশিরনাশন (শৈত্য বিনাশকারী), ব্যোমনাথ (আকাশের প্রভু), তমোভেদী (অন্ধকারনাশক) ঋগ্, যজুঃ এবং সামবেদের পারঙ্গম, ঘনবৃষ্টি (ঘোর বৃষ্টির কারণ), অপাং মিত্র (জলদাতৃ), বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গম (আকাশে তীব্রগামী), আতপী (ঘর্ম উৎপাদনকারী), মণ্ডলী (কিরণসমূহের ধারক), মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ), পিঙ্গল (পিঙ্গলবর্ণ), সর্বতাপন (সকলকে তাপদানকারী), কবি (ত্রিকালদর্শী), বিশ্ব (সর্বস্বরূপ), মহাতেজস্বী, রক্ত (লাল বর্ণ যুক্ত), সর্বভবোদ্ভব (সবার উৎপত্তির কারণ), গ্রহ-নক্ষত্র-তারকার প্রভু, বিশ্বভাবন (জগতের রক্ষাকারী), তেজস্বিগণের মধ্যে তেজস্বিতম

তথা ব্রহ্মশাত্মা (বরাহস্বরূপে অভিব্যক্ত)—এই সকল পবিত্র নামে বিশ্রুত সূর্যদেব !) আপনাকে নমস্কার।

নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ॥ ১৬

'পূর্বগিরি উদয়াচল তথা পশ্চিমগিরি অস্তাচল, আপনাকে নমস্কার। সমস্ত গ্রহ-তারকাদি জ্যোতির্গণের স্বামী তথা দিবসের অধিপতি আপনাকে প্রণাম।

জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্যশ্বায় নমো নমঃ।
নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ॥ ১৭

'আপনি জয়স্বরূপ তথা বিজয় ও কল্যাণদাতৃ। আপনার রথে হরিদাশ্ব সংযোজিত থাকে। আপনাকে বারংবার নমস্কার। সহস্রাংশু ভগবান সূর্য, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। আপনি অদিতির পুত্র হওয়াতে আদিত্য নামে বিখ্যাত, আপনাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম।

নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তু তে॥ ১৮

'উগ্র (অভক্তদের জন্য ভয়ংকর), বীর (শক্তি-সম্পন্ন) এবং সারঙ্গ (শীঘ্রগামী) সূর্যদেবকে নমস্কার। কমলদলকে প্রস্ফুটিতকারী প্রচণ্ড তেজস্বী মার্কণ্ডকে প্রণাম।

ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চসে।
ভাস্বতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ॥ ১৯

'(পরাৎপররূপে) আপনি আদ্যা, শিব ও বিষ্ণুরূপেও আমাদের প্রভু। সূর আপনার সংজ্ঞা, সূর্যমণ্ডল আপনার তেজস্বরূপ, আপনি স্বতঃ প্রকাশিত, সবকিছু স্বাহা-মন্ত্রে ভক্ষয়িতৃ অগ্নি আপনার স্বরূপ, আপনি রৌদ্ররূপী—আপনাকে নমস্কার।

তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥ ২০

'আপনি অজ্ঞান ও অন্ধকারের নাশকারী, জড়তা ও শৈত্যের নিবারক তথা শত্রুবিনাশী, আপনার স্বরূপ অপরিমিত। আপনি কৃতঘ্নকে নাশ করেন, সকল জ্যোতির জ্যোতি ও দেবস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।

তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে।
নমস্তমোঽভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে॥ ২১

'আপনার প্রভাব তপ্তকাঞ্চন তুল্য, আপনি হরি (অজ্ঞান হরণকারী) এবং বিশ্বকর্মা (চরাচরের সৃষ্টিকর্তা), তমোনাশক, স্বপ্রকাশ এবং জগতের সাক্ষী— আপনাকে নমস্কার।

নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥ ২২

'রঘুনন্দন ! এই সূর্যদেব পঞ্চভূতের সংহার, সৃষ্টি ও পালক। তিনি নিজের রশ্মিজালের দ্বারা গ্রীষ্ম আনয়ন করেন এবং বর্ষা প্রদান করেন।

এষ সুপ্তেষু জাগর্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।
এষ চৈবাগ্নিহোত্রং চ ফলং চৈবাগ্নিহোত্রিণাম্॥ ২৩

'তিনি নিখিল চরাচরের অন্তর্যামীরূপে প্রাণীকুলের নিদ্রিত অবস্থায়ও জাগ্রত থাকেন। তিনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীগণের মিলনের ফলস্বরূপ।

দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেব চ।
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্বেষু পরমপ্রভুঃ॥ ২৪

'আপনিই যজ্ঞের ভাগগ্রহণকারী দেবতা, যজ্ঞ ও যজ্ঞসমূহের ফলস্বরূপ। ত্রিভুবনে সকল কর্মের ফলদাতৃ।

এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
কীর্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব॥ ২৫

'রাঘব ! বিপদে, ক্লেশে, দুর্গম যাত্রাপথে তথা কোনপ্রকার ভয়ের অবসরে যে ব্যক্তি সূর্যদেবতার গুণকীর্তন করেন, তাকে দুঃখভাগী হতে হয় না।

পূজয়স্বৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্।
এতৎ ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা বিজয়িষ্যতি॥ ২৬

'অতএব, আপনি একাগ্রচিত্তে এই বিশেষ দেবতা জগদীশ্বরের পূজা করুন। এইভাবে আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের তিনবার জপ করলে যুদ্ধে বিজয় লাভ হবে।

অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্॥ ২৭

'মহাবাহো ! আপনি সেই ক্ষণেই রাবণকে বধ করতে পারবেন।'— এই সকলকথা বলার পর অগস্ত্য যেভাবে এসেছিলেন, সেভাবেই প্রস্থান করলেন।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোঽভবৎ তদা।
ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্॥ ২৮
আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বেদং পরং হর্ষমবাপ্তবান্।
ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্যবান্॥ ২৯
রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ।
সর্বযত্নেন মহতা বৃতস্তস্য বধেঽভবৎ॥ ৩০

অগস্ত্যের উপদেশে মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্রের শোক

দূরীভূত হল। তিনি প্রসন্নচিত্তে ও শুদ্ধমনে আদিত্যহৃদয় স্তোত্রকে গ্রহণপূর্বক তিনবার আচমন করে পবিত্রতা সহকারে সূর্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি করে তিনবার 'আদিত্যহৃদয়' জপ করলেন। এইভাবে তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে গেল। পুনরায় উদ্যতকার্মুক পরাক্রমী শ্রীরঘুনাথ রাবণকে দেখলেন এবং সোৎসাহে শত্রুজয়ার্থে অগ্রসর হলেন। তিনি রাবণকে বধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা সিদ্ধান্ত নিলেন।

অথ রবিরবদন্নিরীক্ষ্য রামং
মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ।
নিশিচরপতিসংক্ষয়ং বিদিত্বা
সুরগণমধ্যগতো বচস্ত্বরেতি॥ ৩১

সেক্ষণে দেবতাদের মধ্যে বিরাজমান সূর্যদেব ভগবান সূর্য শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং রাক্ষসরাজ নিধনকাল আসন্ন ভেবে সানন্দে বললেন —'রঘুনন্দন ! এবার আর দেরী করো না।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৫॥

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৬)

রাবণের রথকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে শ্রীরামের সারথি মাতলিকে সতর্ক করা, রাবণের পরাজয়সূচক অশুভ লক্ষণ প্রকট হওয়া এবং শ্রীরামের বিজয়সূচক শুভলক্ষণ সূচিত হওয়া

সারথিঃ স রথং হৃষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্।
গন্ধর্বনগরাকারং সমুচ্ছ্রিতপতাকিনম্॥ ১
যুক্তং পরমসম্পন্নৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ।
যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণং পতাকাধ্বজমালিনম্॥ ২
গ্রসন্তমিব চাকাশং নাদয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
প্রণাশং পরসৈন্যানাং স্বসৈন্যস্য প্রহর্ষণম্॥ ৩
রাবণস্য রথং ক্ষিপ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ।

রাবণের সারথি হর্ষ এবং উৎসাহে রাবণের রথকে ত্বরায় পরিচালিত করল। শত্রুঘাতক, গন্ধর্বনগর সদৃশ আত্যাশ্চর্য, সু-উচ্চ পতাকা চিহ্নিত সেই রথে অতি শক্তিশালী ও হৈমজালিকা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সুসজ্জিত ছিল বেং সেই সুন্দর রথ ধ্বজা-পতাকাগুলিকে মাল্যের ন্যায় পরিধান করেছিল। সেটি যেন উচ্চতায় আকাশকে গ্রাস করছিল এবং বসুধাকে প্রকম্পিত করছিল। অতএব রাক্ষসরাজের রথ শত্রুসৈন্যগণের প্রণাশক এবং স্বপক্ষীয় রাক্ষস সৈন্যদের আনন্দ বর্ধকরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল।

তমাপতন্তং সহসা স্বনবন্তং মহাধ্বজম্॥ ৪
রথং রাক্ষসরাজস্য নররাজো দদর্শ হ।

নররাজ শ্রীরামচন্দ্র সহসা রণাঙ্গণে ঘোরনাদী ও মহাধ্বজযুক্ত রাক্ষসরাজের সেই রথটিকে দেখলেন।

কৃষ্ণবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রৌদ্রেণ বর্চসা॥ ৫
দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানং সূর্যবর্চসম্।

রাক্ষরাজের রথে ভয়ঙ্করদর্শন কৃষ্ণবর্ণের অশ্বসমূহ যুক্ত ছিল। তা আকাশে প্রকটিত সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমানের সদৃশ দেখাচ্ছিল।

তড়িৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্। ৬
শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাধরমিবাম্বুদম্।

রথোপরি উড্ডীন পতাকাগুলি বিদ্যুতের ন্যায় প্রতীয়মান ছিল। সেখানে রাবণের ধনু ছিল আকাশের ইন্দ্রধনুর তুল্য বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণকারী ও জলধারাবর্ষণকারী তোয়দের তুল্য নিরবচ্ছিন্ন শরধারাবর্ষী।

স দৃষ্ট্বা মেঘসংকাশমাপতন্তং রথং রিপোঃ॥ ৭
গিরের্বজ্রাভিমৃষ্টস্য দীর্যতঃ সদৃশস্বনম্।
বিস্ফারয়ন্ বৈ বেগেন বালচন্দ্রানতং ধনুঃ॥ ৮
উবাচ মাতলিং রামঃ সহস্রাক্ষস্য সারথিম্।

বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় বিকটশব্দে সু-উচ্চ

মেঘসদৃশ শত্রুর (অর্থাৎ রাবণের) রথকে এগিয়ে আসতে দেখে শ্রীরাম দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো রক্তিম কার্মুক সবেগে আকর্ষণপূর্বক সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সারথি মাতলিকে বললেন—

মাতলে পশ্য সংরব্ধমাপতন্তং রথং রিপোঃ॥ ৯
যথাপসব্যং পততা বেগেন মহতা পুনঃ।
সমরে হন্তুমাত্মানং তথানেন কৃতা মতিঃ॥ ১০

'মাতলে ! দেখ, আমার শত্রু রাবণের রথ বড় বেগে বামভাব থেকে দক্ষিণাভিমুখে পুনরায় ধেয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যে, রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার হাতে নিজের বধ নিশ্চিত করে ফেলেছে।

তদপ্রমাদমাতিষ্ঠ প্রত্যুদ্গচ্ছ রথং রিপোঃ।
বিধ্বংসয়িতুমিচ্ছামি বায়ুর্মেঘমিবোত্থিতম্॥ ১১

'অতএব, তুমি এখন নির্ভুল নিশানায় শত্রুর রথাভিমুখে অশ্বপরিচালনা করো ; কেননা আমি শত্রুর রথকে বায়ুতাড়িত উদিতমেঘমালার তুল্য ধ্বংস করতে চাই।

অবিক্লবমসম্ভ্রান্তমব্যগ্রহৃদয়েক্ষণম্।
রশ্মিসঞ্চারনিয়তং প্রচোদয় রথং দ্রুতম্॥ ১২

'ভীতি ও বিহ্বলতা পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় মন ও লক্ষ্য স্থির রেখে এবং রথাশ্বগুলির লাগাম নিয়ন্ত্রিত করে সবেগে রথ চালাও।

কামং ন ত্বং সমাধেয়ঃ পুরন্দররথোচিতঃ।
যুযুৎসুরহমেকাগ্রঃ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে॥ ১৩

'দেবেন্দ্রের রথ পরিচালনার অভিজ্ঞতা তোমার আছে, তাই আমার তোমাকে বলার কিছু নেই। আমি কায়মনোবাক্যে যুদ্ধ করতে চাই, তাই তোমার কর্তব্যাকর্তব্য একবার স্মরণ করালাম মাত্র ; তোমাকে আমি নতুন কিছু শিক্ষা দিতে চাই না।'

পরিতুষ্টঃ স রামস্য তেন বাক্যেন মাতলিঃ।
প্রচোদয়ামাস রথং সুরসারথিরুত্তমঃ॥ ১৪
অপসব্যং ততঃ কুর্বন্ রাবণস্য মহারথম্।
চক্রসমুত্থিতরজসা রাবণং ব্যবধূনয়ৎ॥ ১৫

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথায় দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ সারথি মাতলি আহ্লাদিত হলেন এবং রাবণের বিশাল রথকে ডানদিকে রেখে শ্রীরামের রথকে অগ্রসর করালেন। সেইক্ষণে রথচক্র থেকে উত্থিত ধূলিতে রাবণ প্রকম্পিত হল।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবস্তাম্রবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রথপ্রতিমুখং রামং সায়কৈরবধূনয়ৎ॥ ১৬

এতে দশমুখ রাবণের ক্রোধ উৎপন্ন হল। তাম্র বর্ণের চক্ষু বিস্ফারিত করে, স্বীয় রথের সম্মুখস্থ রথারূঢ় শ্রীরামকে সে শরবৃষ্টিতে কম্পিত করে দিল।

ধর্ষণামর্ষিতো রামো ধৈর্যং রোষেণ লঙ্ঘয়ন্।
জগ্রাহ সুমহাবেগমৈন্দ্রং যুধি শরাসনম্॥ ১৭

রাবণের শরবর্ষণে কুপিত শ্রীরাম ক্রোধ সংযমিত ও ধৈর্য ধারণপূর্বক অত্যন্ত বেগবান ইন্দ্রের কার্মুক যুদ্ধার্থে হস্তে ধারণ করলেন।

শরাংশ্চ সুমহাবেগান্ সূর্যরশ্মিসমপ্রভান্।
তদুপোঢ়ং মহদ্ যুদ্ধমন্যোন্যবধকাংক্ষিণোঃ।
পরস্পরাভিমুখয়োর্দৃপ্তয়োরিব সিংহয়োঃ॥ ১৮

কার্মুকের সাথে শ্রীরাম সূর্যকিরণ তুল্য দেদীপ্যমান বাণসমূহও গ্রহণ করলেন। অতঃপর পরস্পরের সম্মুখীন তেজস্বী সিংহদ্বয়ের ন্যায় একে অন্যকে সমরে নিধনেচ্ছু শ্রীরাম ও রাবণের মহাসমর আরম্ভ হল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সমীয়ুর্দ্বৈরথং দ্রষ্টুং রাবণক্ষয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৯

তখন যুদ্ধে রাবণবধের জন্য আশাবাদী দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ বীরদ্বয়ের দ্বৈরথ দেখতে তথায় একত্রিত হলেন।

সমুৎপেতুরথোৎপাতা দারুণা রোমহর্ষণাঃ।
রাবণস্য বিনাশায় রাঘবস্যোদয়ায় চ॥ ২০

সেই সময়ে বহুবিধ শুভ ও অশুভ রোমহর্ষক লক্ষণ সূচিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ও রাক্ষসরাজের বিনাশের ইঙ্গিত বহন করতে লাগল।

ববর্ষ রুধিরং দেবো রাবণস্য রথোপরি।
বাতা মণ্ডলিনস্তীব্রা অপসব্যং প্রচক্রমুঃ॥ ২১

মেঘ রাবণের রথের উপরে রক্তবর্ষণ করল এবং তীব্র বাত্যার কুণ্ডলী বামাবর্তে ঘুরতে লাগল।

মহদ্গৃধ্রকুলং চাস্য ভ্রমমাণং নভস্থলে।
যেন যেন রথো যাতি তেন তেন প্রধাবতি॥ ২২

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে-যেখানে রাবণের রথ ধাবিত হচ্ছিল সেই সেই নভঃস্থলে শকুনের বিশাল বাহিনী আকাশমার্গে অনুগমনপূর্বক চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সন্ধ্যায়া চাবৃতা লঙ্কা জপাপুষ্পনিকাশয়া।
দৃশ্যতে সম্প্রদীপ্তেব দিবসেঽপি বসুন্ধরা॥ ২৩

দিবাভাগে 'জপা' পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ অকাল-সন্ধ্যায় লঙ্কাপুরী প্রজ্বলন্ত প্রতীত হচ্ছিল।

সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ সম্প্রপেতুর্মহাস্বনাঃ।
বিষাদয়ংস্তে রক্ষাংসি রাবণস্য তদাহিতাঃ॥ ২৪

রাবণের সম্মুখে বজ্রপাতের সদৃশ ঝলকানি ও গুরু-গুরু নিনাদে বড় বড় উল্কাপাত হতে লাগল। সেই সকল উল্কাপতি রাক্ষসসৈন্যদেরকে বিষাদগ্রস্ত করে রাবণের অমঙ্গলে সূচনা দিতে লাগল।

রাবণশ্চ যতস্তত্র প্রচচাল বসুন্ধরা।
রক্ষসাং চ প্রহরতাং গৃহীতা ইব বাহবঃ॥ ২৫

যেখানে-যেখানে রথারূঢ় রাক্ষসরাজ উপস্থিত হচ্ছিল, তথাকার ভূমি প্রকম্পিত হয়ে যুদ্ধে অস্ত্রোদ্যত রাক্ষস সৈন্যদের বাহুকে এমনভাবে লক্ষ্যচ্যুত করছিলন যেন কেউ তাদের উদ্যত হস্তকে (অদৃশ্যভাবে) বাধা প্রদান করছে।

তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ শ্বেতাঃ পতিতাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ।
দৃশ্যন্তে রাবণস্যাগ্রে পর্বতস্যেব ধাতবঃ॥ ২৬

রাবণের সম্মুখে সূর্যের কিরণপাতে নানাবিধ পার্বত্যধাতু ন্যায় লাল, নীল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের আকার ধারণ করছিল।

গৃধ্রৈরনুগতাশ্চাস্য বমন্ত্যো জ্বলনং মুখৈঃ।
প্রণেদুর্মুখমীক্ষন্ত্যঃ সংরব্ধমশিবং শিবাঃ॥ ২৭

রাবণের কুপিত মুখের দিকে দেখতে দেখতে এবং নিজ নিজ মুখের অগ্নি বমন করতে করতে শৃগালেরা অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করছিল। দলে-দলে শকুনেরা শিবাদলের অনুসরণ করছিল।

প্রতিকূলং ববৌ বায়ূ রণে পাংসূন্ সমুৎকিরন্।
তস্য রাক্ষসরাজস্য কুর্বন্ দৃষ্টিবিলোপনম্॥ ২৮

রণভূমিতে প্রবাহিত বায়ু ধূলি উড়িয়ে রাবণের দৃষ্টিবিলোপ ঘটাচ্ছিল এবং প্রতিকূল আবহের ইঙ্গিত করছিল।

নিপেতুরিন্দ্রাশনয়ঃ সৈন্যে চাস্য সমন্ততঃ।
দুর্বিষহ্যস্বরা ঘোরা বিনা জলধরোদয়ম্॥ ২৯

রাবণের সৈন্যদলের উপর সবদিক অসহ্য নিঃস্বনে বিনা মেঘে ভয়ংকর বজ্রপাত হচ্ছিল।

দিশশ্চ প্রদিশঃ সর্বা বভূবুস্তিমিরাবৃতাঃ।
পাংসুবর্ষেণ মহতা দুর্দর্শং চ নভোঽভবৎ॥ ৩০

দিগ্বিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ধূলির ভীষণ বর্ষণে আকাশও দেখা যাচ্ছিল না।

কুর্বন্ত্যঃ কলহং ঘোরং সারিকাস্তদ্রথং প্রতি।
নিপেতুঃ শতশস্তত্র দারুণা দারুণারুতাঃ॥ ৩১

ভীষণভাবে কলহরত শত-শত ভয়ংকর সারিকা পাখিরা অসহ্য চিৎকারে রাবণের রথের উপর এসে পড়তে লাগল।

জঘনেভ্যঃ স্ফুলিঙ্গাশ্চ নেত্রেভ্যোঽশ্রূণি সন্ততম্।
মুমুচুস্তস্য তুরগাস্তুল্যমগ্নিং চ বারি চ॥ ৩২

রাবণের রথাশ্বগুলির জঙ্ঘাদেশ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল এবং চক্ষু থেকে নিরন্তর অশ্রু ঝরতে লাগল। এইভাবে যুগপৎ অগ্নি ও বারি মোচনে অশুভ ইঙ্গিত প্রকটিত হচ্ছিল।

এবংপ্রকারা বহবঃ সমুৎপাতা ভয়াবহাঃ।
রাবণস্য বিনাশায় দারুণাঃ সম্প্রজজ্ঞিরে॥ ৩৩

এইরূপে বহুবিধ দারুণ ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল রাবণের নিধন সূচিত করছিল।

রামস্যাপি নিমিত্তানি সৌম্যানি চ শিবানি চ।
বভূবুর্জয়শংসীনি প্রাদুর্ভূতানি সর্বশঃ॥ ৩৪

শ্রীরামের সমক্ষেও বহু লক্ষণ প্রকটিত হল, যেগুলি শুভ, মঙ্গলকর ও বিজয়সূচক ছিল।

নিমিত্তানীহ সৌম্যানি রাঘবঃ স্বজয়ায় বৈ।
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টো হতং মেনে চ রাবণম্॥ ৩৫

শ্রীরঘুনাথ নিজের বিজয়সূচক সেই সকল শুভ লক্ষণগুলির দর্শনে ভীষণ আনন্দিত হলেন এবং বুঝলেন যে রাবণের নিধন সময়ের অপেক্ষামাত্র।

ততো নিরীক্ষ্যাত্মগতানি রাঘবো
রণে নিমিত্তানি নিমিত্তকোবিদঃ।
জগাম হর্ষং চ পরাং চ নির্বৃতিং
চকার যুদ্ধে হ্যধিকং চ বিক্রমম্॥ ৩৬

অতঃপর লক্ষণালক্ষণজ্ঞ রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় শুভলক্ষণগুলি নিরীক্ষণ করে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। অতএব সমরে তিনি অধিকতর পরাক্রম প্রকাশ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৭)

শ্রীরাম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ

ততঃ প্রবৃত্তং সুক্রূরং রামরাবণয়োস্তদা।
সুমহদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্॥ ১

তদনন্তর শ্রীরাম ও রাবণের অতি নিষ্ঠুর কৌশলপূর্ণ এবং ত্রিভুবনের ত্রাসজনক মহাদ্বৈরথ (সমর) আরম্ভ হল।

ততো রাক্ষসসৈন্যং চ হরীণাং চ মহদ্বলম্।
প্রগৃহীতপ্রহরণং নিশ্চেষ্টং সমবর্তত॥ ২

সেইসময়ে রাক্ষস এবং বানরগণের বিশাল সৈন্যসামন্ত প্রহরণ হাতে নিয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল (অর্থাৎ অবাক বিস্ময়ে কেউ কাউকে আক্রমণ করতে চাইল না)।

সম্প্রযুদ্ধৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা বলবন্নররাক্ষসৌ।
ব্যাক্ষিপ্তহৃদয়াঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ॥ ৩

মনুষ্য এবং রাক্ষস দুই বীরকে সমানে-সমানে যুদ্ধরত দেখে নিবদ্ধহৃদয়ে সকলে নিরতিশয় আশ্চর্যান্বিত হল।

নানাপ্রহরণৈর্ব্যগ্রৈর্ভুজৈর্বিস্মিতবুদ্ধয়ঃ।
তস্থুঃ প্রেক্ষ্য চ সংগ্রামং নাভিজগ্মুঃ পরস্পরম্॥ ৪

দুই পক্ষের সেনানীদের উদ্যত হাতে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই অদ্ভুত সংগ্রাম দেখে বিস্ময়াপন্নচিত্ত তারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইল, একে অন্যকে আঘাত করতে এগিয়ে গেল না।

রক্ষসাং রাবণং চাপি বানরাণাং চ রাঘবম্।
পশ্যতাং বিস্মিতাক্ষাণাং সৈন্যং চিত্রমিবাবভৌ॥ ৫

রাক্ষসসৈন্যেরা রাবণকে এবং বানরসৈন্যেরা শ্রীরামকে নির্নিমেষ দেখতে-দেখতে বিস্মিতনেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় হয়ে রইল।

তৌ তু তত্র নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা রাঘবরাবণৌ।
কৃতবুদ্ধী স্থিরামর্ষৌ যুযুধাতে হ্যভীতবৎ॥ ৬

রণভূমিতে প্রকটিত লক্ষণগুলির ইঙ্গিতে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় রাবণ এবং শ্রীরাম নির্ভয়ে জীবনপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন।

জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্তব্যমিতি রাবণঃ।
ধৃতৌ স্ববীর্যসর্বস্বং যুদ্ধেঽদর্শয়তাং তদা॥ ৭

শ্রীরাম যুদ্ধে জয়লাভের আশায় এবং রাবণ 'মরতে হবে' এই আশঙ্কায় নিজেদের সমস্ত পরাক্রম উজাড় করে দিলেন।

ততঃ ক্রোধাদ্ দশগ্রীবঃ শরান্ সন্ধায় বীর্যবান্।
মুমোচ ধ্বজমুদ্দিশ্য রাঘবস্য রথে স্থিতম্॥ ৮

সেই সময় পরাক্রমী দশানন ক্রোধে শরসন্ধান করে শ্রীরামের রথধ্বজাভিমুখে বাণ নিক্ষেপ করল।

তে শরাস্তমনাসাদ্য পুরন্দররথধ্বজম্।
রথশক্তিং পরামৃশ্য নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৯

কিন্তু রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ ইন্দ্ররথের ধ্বজা পর্যন্ত ধাবিত হতে পারল না, কেবলমাত্র 'রথশক্তি'কে (অর্থাৎ, রথোপরি কলসীমধ্যে প্রোথিত ধ্বজদণ্ডকে) স্পর্শ করেই ভূমিতে নিপতিত হল।

ততো রামোঽপি সংক্রুদ্ধশ্চাপমাকৃষ্য বীর্যবান্।
কৃতপ্রতিকৃতং কর্তুং মনসা সম্প্রচক্রমে॥ ১০

তখন মহাবলী শ্রীরামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুরাকর্ষণপূর্বক প্রতিশোধ নিতে চাইলেন (অর্থাৎ, রাবণের রথধ্বজা কেটে ফেলতে চাইলেন)।

রাবণধ্বজমুদ্দিশ্য মুমোচ নিশিতং শরম্।
মহাসর্পমিবাসহ্যং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা॥ ১১

রাবণের রথধ্বজা লক্ষ্য করে তিনি বিশাল সর্পতুল্য অসহ্য ও তেজোদীপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন।

রামশ্চিক্ষেপ তেজস্বী কেতুমুদ্দিশ্য সায়কম্।
জগাম স মহীং ছিত্ত্বা দশগ্রীবধ্বজং শরঃ॥ ১২

তেজস্বী শ্রীরাম সেই ধ্বজাকে লক্ষীভূত করে নিজের বাণ নিক্ষেপ করলে দশাননের রথধ্বজা কর্তিত হয়ে ভূপাতিত হল।

স নিকৃত্তোঽপতদ্ ভূমৌ রাবণস্যন্দনধ্বজঃ।
ধ্বজস্যোন্মথনং দৃষ্ট্বা রাবণঃ স মহাবলঃ॥ ১৩
সম্প্রদীপ্তোঽভবৎ ক্রোধাদমর্ষাৎ প্রদহন্নিব।
স রোষবশমাপন্নঃ শরবর্ষং ববর্ষ হ॥ ১৪

রাবণের রথের সেই ধ্বজা কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়ল। শ্রীরামের বাণে ধ্বজা উড়ে যাওয়ায় মহাবলী রাবণ ক্রোধে জ্বলে উঠল যেন শত্রুপক্ষকে পুড়িয়ে দেবে। ক্রোধের বশীভূত হয়ে সে বাণবর্ষণ করতে লাগল।

রামস্য তুরগান্ দীপ্তৈঃ শরৈর্বিব্যাধ রাবণঃ।
তে দিব্যাঃ হরয়স্তত্র নাস্খলন্নাপি বভ্রমুঃ॥ ১৫
বভূবুঃ স্বস্থহৃদয়াঃ পদ্মনালৈরিবাহতাঃ।

রাবণ শাণিত বাণসমূহে শ্রীরামচন্দ্রের রথাশ্বগুলিকে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু সেই দিব্য ঘোটকগুলি স্খলিতপদ বা কোনপ্রকারে স্বস্থানচ্যুত হল না। তারা বরং পূর্ববৎ বহাল রইল যেন কেউ কমলের নাল দিয়ে তাদের প্রহার করছে—এইরূপ অনুভবে।

তেষামসম্ভ্রমং দৃষ্ট্বা বাজিনাং রাবণস্তদা॥ ১৬
ভূয় এব সুসংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষং মুমোচ হ।
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব চক্রাণি মুসলানি চ॥ ১৭
গিরিশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ তথা শূলপরশ্বধান্।
মায়াবিহিতমেতৎ তু শস্ত্রবর্ষমপাতয়ৎ।
সহস্রশস্তদা বাণানশ্রান্তহৃদয়োদ্যমঃ॥ ১৮

ঘোটকগুলিকে অবিচলিত দেখে রাবণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল। সে তখন পুনরায় বাণবর্ষণ করতে লাগল। গদা, চক্র, পরিঘ, মুষল, পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, কুঠার তথা মায়ানির্মিত অন্যান্য শস্ত্রের বৃষ্টি করতে লাগল। অন্তরে ক্লান্তি অনুভব না করে রাবণ হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল।

তুমুলং ত্রাসজননং ভীমং ভীমপ্রতিস্বনম্।
তদ্ বর্ষমভবদ্ যুদ্ধে নৈকশস্ত্রময়ং মহৎ॥ ১৯

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকানেক শস্ত্রের সেই মহাবর্ষণ অতি ভয়ংকর, তুমুল, ত্রাসজনক ও ঘোর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ ছিল।

বিমুচ্য রাঘবরথং সমন্তাদ্ বানরে বলে।
সায়কৈরন্তরিক্ষং চ চকার সুনিরন্তরম্॥ ২০
মুমোচ চ দশগ্রীবো নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা।

রাবণ কর্তৃক শরবর্ষণ শ্রীরামের রথকে স্পর্শনা করে চতুর্দিকে বানরসৈন্যদের উপর গিয়ে পড়তে লাগল এবং নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দশমুখ রাবণ শরনিক্ষেপ করতে লাগল এবং বাণে-বাণে সেথায় আকাশকে সংপৃক্ত করে তুলল।

ব্যায়চ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা তৎপরং রাবণং রণে॥ ২১
প্রহসন্নিব কাকুৎস্থঃ সন্দধে নিশিতান্ শরান্।
স মুমোচ ততো বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২২

অনন্তর সমরাঙ্গণে শরনিক্ষেপণে রাবণকে অতিশয় পরিশ্রম করতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের সন্ধান করলেন এবং শত শত ও হাজারে হাজারে শরমোচন করলেন।

তান্ দৃষ্ট্বা রাবণশ্চক্রে স্বশরৈঃ খং নিরন্তরম্।
তাভ্যাং নিযুক্তেন তদা শরবর্ষেণ ভাস্বতা॥ ২৩
শরবদ্ধমিবাভাতি দ্বিতীয়ং ভাস্বদম্বরম্।

সেই দেখে রাবণও পুনরায় বাণবর্ষণে আকাশকে এত পরিপূর্ণ করে দিল যে সেখানে তিলধারণের স্থান রইল না। দুই বীরের প্রদীপ্ত বাণবর্ষণে সমরাঙ্গণের প্রকাশমান আকাশ বাণবিদ্ধ দ্বিতীয় কোন আকাশের মতো প্রতীত হচ্ছিল।

নানিমিত্তোঽভবদ্ বাণো নানির্ভেত্তা ন নিষ্ফলঃ॥ ২৪
অন্যোন্যমভিসংহত্য নিপেতুর্ধরণীতলে।
তথা বিসৃজতোর্বাণান্ রামরাবণয়োর্মৃধে॥ ২৫

তাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও অকারণ হয় না, কখনও লক্ষ্যভেদ না করে ক্ষান্ত হয় না অথবা নিষ্ফল হয় না। এমনতর ঘোর যুদ্ধে শস্ত্রবর্ষণরত শ্রীরাম ও রাবণের বাণসমুদায় পরস্পরকে আঘাত করে ধরাতলে এসে পড়েছিল।

প্রাযুধ্যেতামবিচ্ছিন্নমসাস্তৌ সব্যদক্ষিণম্।
চক্রতুশ্চ শরৈর্ঘোরৈর্নিরুচ্ছ্বাসমিবাম্বরম্॥ ২৬

সেই দুই যোদ্ধা (শ্রীরাম ও রাবণ) দক্ষিণে-বামে শরক্ষেপন করতে-করতে অনবরত যুদ্ধ করতে লাগলেন। বীরদ্বয় নিজ-নিজ ভয়ংকর বাণসমষ্টিতে আকাশকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করেছিলেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশ পর্যন্ত ছিল না।

রাবণস্য হয়ান্ রামো হয়ান্ রামস্য রাবণঃ।
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং কৃতানুকৃতকারিণৌ॥ ২৭

শ্রীরাম রাবণের রথাশ্বগুলিকে এবং রাবণ শ্রীরামের

রথাশ্বগুলিকে জর্জরিত করে দিয়েছিলেন। দুইজনই আক্রমণে ও প্রতি-আক্রমণে পরস্পরকে আঘাত করতে ব্যস্ত ছিলেন।

এবং তু তৌ সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্।
মুহূর্তমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্॥ ২৮

এইভাবে দুজনই সাতিশয় ক্রোধে তুমুল যুদ্ধ করছিলেন। প্রায় দু'দণ্ড পরস্পরের ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর সংগ্রাম চলতে লাগল।

তৌ তথা যুধ্যমানৌ তু সমরে রামরাবণৌ।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি বিস্মিতেনান্তরাত্মনা॥ ২৯

এইরূপ যুধ্যমান শ্রীরাম ও রাবণকে সমস্ত প্রাণীকুল বিস্মিতহৃদয়ে দেখতে লাগল।

অর্দয়ন্তৌ তু সমরে তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ।
পরস্পরমভিক্রুদ্ধৌ পরস্পরমভিদ্রুতৌ॥ ৩০

বীরদ্বয়ের রথদ্বয় সমরাঙ্গণে সাতিশয় ক্রোধে পরস্পরকে জর্জরিত করতে লাগল এবং কখনও বা পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছিল।

পরস্পরবধে যুক্তৌ ঘোররূপৌ বভূবতুঃ।
মণ্ডলানি চ বীথীশ্চ গতপ্রত্যাগতানি চ॥ ৩১
দর্শয়ন্তৌ বহুবিধাং সূতৌ সারথ্যজাং গতিম্।

একে অন্যকে বধ করার চেষ্টায় নিরত বীরদ্বয় ভীষণাকৃতি ধারণ করলেন। সেই দু'জনের দুই সারথি কখনও রথকে চক্রাকারে, কখনও ঋজুগতিতে, আবার প্রয়োজন অনুসারে অগ্রে বা পশ্চাতে পরিচালিত করতে-করতে উত্তম সারথিসুলভ বহুবিধ রথপরিচালনা প্রদর্শন করতে লাগল।

অর্দয়ন্ রাবণং রামো রাঘবং চাপি রাবণঃ॥ ৩২
গতিবেগং সমাপন্নৌ প্রবর্তননিবর্তনে।

শ্রীরাম রাবণকে রণে জর্জরিত করলে রাবণও রামকে প্রত্যাঘাত করতে লাগল। এবম্প্রকারে যুদ্ধে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে দুই বীর প্রয়োজনানুগ গতিবেগের আশ্রয় নিতে লাগলেন।

ক্ষিপতোঃ শরজালানি তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ॥ ৩৩
চেরতুঃ সংযুগমহীং সাসারৌ জলদাবিব।

শরবর্ষণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়ের রথ দুটি ধারাবর্ষণকারী দুই খণ্ড জলদের ন্যায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করতে লাগল।

দর্শয়িত্বা তদা তৌ তু গতিং বহুবিধাং রণে॥ ৩৪
পরস্পরস্যাভিমুখৌ পুনরেব চ তস্থতুঃ।

সেই দুটি যুদ্ধরথ বহুবিধ গতির প্রদর্শন করতে-করতে পুনরায় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল।

ধুরং ধুরেণ রথয়োর্বক্ত্রং বক্ত্রেণ বাজিনাম্॥ ৩৫
পতাকাশ্চ পতাকাভিঃ সমীয়ুঃ স্থিতয়োস্তদা।

সেই ক্ষণে দুটি রথের যুগন্ধর যুগন্ধরের সঙ্গে, রথাশ্বের মুখ বিপক্ষীয় অশ্বের মুখের সঙ্গে, পতাকা পতাকার সাথে সমতা লাভ করল।

রাবণস্য ততো রামো ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৬
চতুর্ভিশ্চতুরো দীপ্তান্ হয়ান্ প্রত্যপসর্পয়ৎ।

তখন শ্রীরামের কার্মুকচ্যুত শরচতুষ্টয়ের তীক্ষ্ণ আঘাতে রাবণের চারটি তেজস্বী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

স ক্রোধবশমাপন্নো হয়ানামপসর্পণে॥ ৩৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাঘবায় দশাননঃ।

ঘোটকের পশ্চাদপসরণে কুপিত রাবণ শ্রীরামের উপরে বাণবর্ষণ আরম্ভ করল।

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দশগ্রীবেণ রাঘবঃ॥ ৩৮
জগাম ন বিকারং চ ন চাপি ব্যথিতোঽভবৎ।

বলবান দশানন কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হলেও শ্রীরামচন্দ্রের শরীরাকৃতিতে বিকৃতি বা ব্যথা অনুভূত হল না।

চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ বজ্রসারসমস্বনান্॥ ৩৯
সারথিং বজ্রহস্তস্য সমুদ্দিশ্য দশাননঃ।

অনন্তর রাবণ দেবেন্দ্রসারথি মাতলিকে লক্ষ্য করে বজ্র তুল্য নিনাদকারী বাণ নিক্ষেপ করল।

মাতলেস্তু মহাবেগাঃ শরীরে পতিতাঃ শরাঃ॥ ৪০
ন সূক্ষ্মমপি সম্মোহং ব্যথাং বা প্রদদুর্যুধি।

সেই মহাবেগবান শর সমরাঙ্গণে মাতলির শরীরে এসে পড়ল, কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে বা ব্যথা দিতে সমর্থ হল না।

তয়া ধর্ষণয়া ক্রুদ্ধো মাতলের্ন তথাঽঽত্মনঃ॥ ৪১

চকার শরজালেন রাঘবো বিমুখং রিপুম্।

রাবণ কর্তৃক মাতলির উপরে আক্রমণে শ্রীরামচন্দ্রের এমন ক্রোধ জন্মাল যা তাঁর নিজের উপর রাবণের আক্রমণেও হয়নি। তজ্জন্য রাঘব সমরে শরজালে শত্রুকে যুদ্ধবিমুখ করে তুললেন।

বিংশতিং ত্রিংশতিং ষষ্টিং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪২
মুমোচ রাঘবো বীরঃ সায়কান্ স্যন্দনে রিপোঃ।

বীর রঘুনাথ শত্রুর রথের অভিমুখে বিংশতি, ত্রিংশৎ, ষষ্টি, শত-শত এবং হাজার-হাজার সংখ্যক শর বর্ষণ করলেন।

রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৪৩
গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে।

রথারূঢ় রাক্ষসরাজ রাবণও কুপিত হয়ে গদা, মূসলাদি বর্ষণে শ্রীরামকে পীড়িত করতে লাগল।

তৎ প্রবৃত্তং পুনর্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্॥ ৪৪
গদানাং মুসলানাং চ পরিঘাণাং চ নিঃস্বনৈঃ।
শরাণাং পুঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ॥ ৪৫

এবম্প্রকারে দুই বীরের পুনরায় অতি ভয়ংকর ও রোমহর্ষক যুদ্ধ চলতে লাগল। গদা, মুষল এবং পরিঘ সমুদায়ের ঘোর নিঃস্বনে তথা শরসমূহের পাখার বায়ুতরঙ্গে সপ্ত সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল।

ক্ষুব্ধানাং সাগরাণাং চ পাতালতলবাসিনঃ।
ব্যথিতা দানবাঃ সর্বে পন্নগাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৪৬

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রগুলির নিম্নতম জলভাগে নিবাসকারী সকল দানব এবং সহস্র-সহস্র নাগকুল ব্যথিত হয়ে পড়ল।

চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ॥ ৪৭

পর্বতসমূহ, বনানী এবং সকাননা নিখিল পৃথিবী কম্পিত হল, সূর্য জ্যোতিহীন এবং বায়ুপ্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে গেল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
চিন্তামাপেদিরে সর্বে সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ৪৮

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, কিন্নর এবং বড় বড় নাগগণ সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকাস্তিষ্ঠন্তু শাশ্বতাঃ।
জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ৪৯

সকলে বলতে লাগল — 'গো এবং ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল হোক, চিরন্তন লোকত্রয়ের রক্ষা হোক, শ্রীরঘুনাথের রাবণ-বিজয় সফল হোক।'

এবং জপন্তোঽপশ্যংস্তে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্॥ ৫০

পুনঃ পুনঃ এইপ্রকার বলতে বলতে ঋষিগণসহ দেবতাগণ শ্রীরাম এবং রাবণের ভয়ঙ্কর তথা রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

গন্ধর্বাপ্সরসাং সঙ্ঘা দৃষ্ট্বা যুদ্ধমনূপমম্।
গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ॥ ৫১
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।
এবং ব্রুবন্তো দদৃশুস্তদ্ যুদ্ধং রামরাবণম্॥ ৫২

গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ সেই অতুলনীয় সমর নিরীক্ষণ করে বলতে লাগল — আকাশ আকাশের তুল্য। সমুদ্র সমুদ্রেরই সদৃশ তথা রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের মতই অনুপম (অর্থাৎ এদের কারো সঙ্গে তুলনা হয় না) এইরূপ বলতে বলতে সকলে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে লাগল।

ততঃ ক্রোধান্মহাবাহু রঘূণাং কীর্তিবর্ধনঃ।
সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্॥ ৫৩
রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দচ্ছ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা॥ ৫৪

অতঃপর রঘুকুলের কীর্তিবর্ধনকারী মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র কুপিত হয়ে নিজের কার্মুকে বিষাক্ত সর্পতুল্য একটি শরযোজনা করলেন এবং সেই বাণে রাবণের দেদীপ্যমান কুণ্ডলশোভিত মস্তকগুলির একটি সুন্দর মস্তক কেটে ফেললেন। তাঁর সেই কর্তিত ও ভূপাতিত মস্তক ত্রিভুবনের প্রাণিগণ দেখতে লাগল।

তস্যৈব সদৃশং চান্যদ্ রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ।
তৎ ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্রহস্তেন রামেণ ক্ষিপ্রকারিণা॥ ৫৫
দ্বিতীয়ং রাবণশিরশ্ছিন্নং সংযতি সায়কৈঃ।

রাবণের ছিন্ন শিরের স্থলে অনুরূপ অন্য একটি শির উৎপন্ন হল। তখন ক্ষিপ্রহস্ত ও শীঘ্রকার্যকারী শ্রীরাম পুনরায়

ত্বরায় যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় বাণে রাবণের দ্বিতীয় মস্তকও কর্তিত করলেন।

ছিন্নমাত্রং চ তচ্ছীর্ষং পুনরেব প্রদৃশ্যতে॥ ৫৬
তদপ্যশনিসংকাশৈশ্ছিন্নং রামস্য সায়কৈঃ।

সেইটিও কর্তিত হলে আবার নূতন মস্তক দৃষ্টিগোচর হল, নূতন সেই মস্তকও শ্রীরাম বজ্রতুল্য বাণে কেটে ফেললেন।

এবমেব শতং ছিন্নং শিরসাং তুল্যবর্চসাম্॥ ৫৭
ন চৈব রাবণস্যান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়ে।

এই প্রকারে তেজোদীপ্ত একশত মস্তক শ্রীরাম কর্তৃক কর্তিত হলেও তার জীবননাশের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

ততঃ সর্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ॥ ৫৮
মার্গণৈর্বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।

তদনন্তর মহারানী কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী, সর্বাস্ত্রবেত্তা ও বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের বাণসমূহে সুসজ্জিত বীর রাঘব চিন্তা করতে লাগলেন—

মারীচো নিহতো যৈস্তু খরো যৈস্তু সদূষণঃ॥ ৫৯
ক্রৌঞ্চাবটে বিরাধস্তু কবন্ধো দণ্ডকাবনে।
যৈঃ সালা গিরয়ো ভগ্না বালী চ ক্ষুভিতোঽম্বুধিঃ॥ ৬০
ত ইমে সায়কাঃ সর্বে যুদ্ধে প্রাত্যয়িকা মম।
কিং নু তৎ কারণং যেন রাবণে মন্দতেজসঃ॥ ৬১

'আমি যে বাণে মারীচ, খর এবং দূষণ নামক রাক্ষসদের হত্যা করেছি, ক্রৌঞ্চবনে বিরাধকে বধ করেছি, দণ্ডকারণ্যে কবন্ধকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়েছি, সালবৃক্ষ ও পর্বত বিদীর্ণ করেছি, বালীর প্রাণ নিয়েছি এবং সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করেছি, বহু সংগ্রামে আমার এবংবিধ শরসমূহ অব্যর্থার প্রত্যয় উৎপাদন করেছে। তৎসত্ত্বেও কী কারণে রাবণ বধে এই বাণগুলি তেজোহীনের ন্যায় ব্যর্থায় পর্যবসিত হল ?'

ইতি চিন্তাপরশ্চাসীদপ্রমত্তশ্চ সংযুগে।
ববর্ষ শরবর্ষাণি রাঘবো রাবণোরসি॥ ৬২

এইভাবে চিন্তাগ্রস্ত হলেও শ্রীরঘুনাথ যুদ্ধক্ষেত্রে সতত সাবধান ছিলেন। এবার তিনি রাবণের বক্ষদেশে শরবর্ষণ করলেন।

রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ।
গদামুসলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্ রণে॥ ৬৩

ইহাতে কুপিত রাক্ষসরাজ রাবণ রণভূমিতে শ্রীরামকে গদা এবং মুসলাদি বর্ষণে পীড়িত করতে লাগল।

তৎ প্রবৃত্তং মহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ পুনশ্চ গিরিমূর্ধনি॥ ৬৪

এবার মহাসমর অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। তাই দেখে দর্শকগণের শরীরে রোমরাজি কণ্টকিত হতে লাগল। যুদ্ধ কখনও আকাশে, কখনও ধরায়, কখনও বা গিরিশৃঙ্গও চলতে লাগল।

দেবদানবযক্ষাণাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।
পশ্যতাং তন্মহদ্ যুদ্ধং সর্বরাত্রমবর্তত॥ ৬৫

দেবতা, দানব, যক্ষ, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদের চোখের সামনে সেই মহাসমর অহর্নিশ ঘটতে থাকল।

নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্তং ন চ ক্ষণম্।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি॥ ৬৬

শ্রীরাম এবং রাবণের সেই যুদ্ধ না রাত্রিতে, না দিনে, না দু'দণ্ড, না ক্ষণমাত্র বিরত থাকল (অর্থাৎ, অবিরত চলতে থাকল সেই মহাসমর)।

দশরথসুতরাক্ষসেন্দ্রয়োস্তয়ো-
জয়মনবেক্ষ্য রণে স রাঘবস্য।
সুরবররথসারথির্মহাত্মা
রণরতরামমুবাচ বাক্যমাশু॥ ৬৭

দশরথ তনয় ও রাক্ষসেন্দ্র — এই উভয়ের যুদ্ধে শ্রীরাঘবের বিজয় না দেখতে পেয়ে দেবরাজের সারথি মহাত্মা মাতলি যুদ্ধরত শ্রীরামকে ত্বরায় এইরূপ বলল—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৭॥

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৮)

শ্রীরাম কর্তৃক রাবণের বধ

অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা।
অজানন্নিব কিং বীর ত্বমেনমনুবর্তসে॥ ১

মাতলি শ্রীরঘুনাথকে কিছু (তথ্য) স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলল— 'বীরবর ! কেন আপনি অনভিজ্ঞের মতো এই রাক্ষসকে অনুসরণ করছেন ? (অর্থাৎ, রাক্ষস রাবণ যেমন যেমন অস্ত্র নিক্ষেপ করছে, আপনি সেগুলিকে নিবারণ করার চেষ্টা করছেন মাত্র)।

বিসৃজাস্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো।
বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ততে॥ ২

'প্রভো ! আপনি রাবণের নিধনার্থে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত অস্ত্র প্রয়োগ করুন। দেবতাগণ এই রাক্ষসের বিনাশকাল যেভাবে নির্দেশ করেছেন, সেইসময় সমাগত হয়েছে।'

ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ।
জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্॥ ৩

মাতলির বচনে শ্রীরামচন্দ্রের মনে ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যাপারে স্মৃতি জাগ্রত হল এবং তিনি এক তেজোদ্দীপ্ত বাণ তুলে নিলেন। সেই অস্ত্রটি যেন সর্পের ন্যায় সীৎকার করছিল।

যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ব্রহ্মদত্তং মহদ্ বাণমমোঘং যুধি বীর্যবান্॥ ৪

সেই বিশাল বাণ ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত এবং যুদ্ধে অব্যর্থ ছিল। শ্রীরামের হস্তধৃত বাণ পূর্বে শক্তিশালী ভগবান ঋষি অগস্ত্য শ্রীরঘুনাথকে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বমিন্দ্রার্থমমিতৌজসা।
দত্তং সুরপতেঃ পূর্বং ত্রিলোকজয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫

অমিত তেজস্বী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য সেই বাণ নির্মাণ করেছিলেন এবং ত্রিভুবনজয়েচ্ছুক দেবেন্দ্রকে পুরাকালে প্রদান করেছিলেন।

যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবকভাস্করৌ।
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ॥ ৬

সেই বানের বেগে বায়ুর, তীক্ষ্ণতায় অগ্নি ও সূর্য, শরীর হতে আকাশের এবং ভারবত্তা থেকে মেরু ও মন্দার পর্বতের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

জাজ্বল্যমানং বপুষা সুপুঙ্খং হেমভূষিতম্।
তেজসা সর্বভূতানাং কৃতং ভাস্করবর্চসম্॥ ৭
সধূমমিব কালাগ্নিং দীপ্তমাশীবিষোপমম্।
নরনাগাশ্ববৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকারিণম্॥ ৮

এইরূপ ব্রহ্মাস্ত্র সমস্ত প্রাণীর তেজ-অংশ হতে নির্মিত হয়েছিল। সেইটি ছিল সূর্যতুল্য জ্যোতিষ্মান, সুবর্ণমণ্ডিত, শোভন পাখনায় সুশোভিত, স্বতঃ জাজ্বল্যমান, প্রলয়কালীন সধূম অগ্নির ন্যায় ভয়ংকর, দীপ্তিমান, বিষধর সর্পের সদৃশ বিষাক্ত, মনুষ্য-হস্তী-অশ্বাদিকে বিদীর্ণকারী তথা অতি সত্বর লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ।

দ্বারাণাং পরিঘাণাং চ গিরীণাং চাপি ভেদনম্।
নানারুধিরদিগ্ধাঙ্গং মেদোদিগ্ধং সুদারুণম্॥ ৯
বজ্রসারং মহানাদং নানাসমিতিদারুণম্।
সর্ববিত্রাসনং ভীমং শ্বসন্তমিব পন্নগম্॥ ১০
কঙ্কগৃধ্রবকানাং চ গোমায়ুগণরক্ষসাম্।
নিত্যভক্ষপ্রদং যুদ্ধে যমরূপং ভয়াবহম্॥ ১১

বিশাল বিশাল দরজা, পরিঘ তথা পর্বত সকলকেও দীর্ণ-বিদীর্ণ করার সামর্থ্য উহাতে মজুত ছিল। তার সর্বাঙ্গ নানা শ্রেণীর রক্তে স্নাত ও মেদ-মজ্জায় পরিপুষ্ট ছিল। দেখতে ভয়ঙ্কর, বজ্রসদৃশ কঠোর, ঘোর নিনাদী, অনেকানেক সমরে শত্রুসৈন্যগণকে বিদীর্ণ করার কর্তা, সকলের ত্রাসজনক, সীৎকারী সর্পের ন্যায় ভয়াবহ এবং সমরে সাক্ষাৎ যমের সদৃশ করাল। সমরাঙ্গণে বায়স, গৃধ্র, বগলা, শিবাদল এবং পিশাচগণের সর্বদা ভক্ষ্যদায়ক ছিল।

নন্দনং বানরেন্দ্রাণাং রক্ষসামবসাদনম্।
বাজিতং বিবিধৈর্বাজৈশ্চারুচিত্রৈর্গরুত্মতঃ॥ ১২

সেটি বানর বানরদলপতিগণের আনন্দবর্ধক এবং রাক্ষসগণকে অবসন্নকারী ছিল। গরুড় পক্ষীর সুন্দর সুন্দর পালকে তার পাখনার পংক্তি নির্মিত ছিল।

তমুত্তমেষুং লোকানামিক্ষ্বাকুভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কীর্তিহরণং প্রহর্ষকরমাত্মনঃ॥ ১৩
অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাবলঃ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্মুকে বলী॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ সেই বাণ সমস্ত প্রজাগণের এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ভয়নাশক, শত্রুপক্ষীয়দের

যশোহরণকারী এবং ধনুর্ধরের আনন্দস্বরূপ ছিল। সেই মহাস্ত্রকে বেদোক্ত রীতিতে অভিমন্ত্রিত করে মহাবলী শ্রীরাম স্বীয় কার্মুকে যোজনা করলেন।

তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে।
সর্বভূতানি সংত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা॥ ১৫

শ্রীরঘুনাথ যখন শ্রেষ্ঠ বাণটি শরসন্ধান করলেন তখন প্রাণীকুল থর-থর কাঁপতে লাগল, বসুন্ধরা দুলে উঠল।

স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকম্।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্॥ ১৬

শ্রীরাম সাতিশয় কুপিত হয়ে সযত্নে কার্মুক আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সেই মর্মভেদী বাণ রাবণের উপর নিক্ষেপ করলেন।

স বজ্র ইব দুর্ধর্ষো বজ্রিবাহুবিসর্জিতঃ।
কৃতান্ত ইব চাবার্যো ন্যপতদ্ রাবণোরসি॥ ১৭

বজ্রধারী ইন্দ্রের হস্তচ্যুত বজ্রসদৃশ দুর্ধর্ষ ও মৃত্যুতুল্য অনিবার্য সেই বাণ রাবণের বক্ষে আঘাত হানল।

স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ।
বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৮

শরীরবিনাশক মহা বেগবান শ্রেষ্ঠ বাণ রাবণের বক্ষে আঘাত করে তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিল।

রুধিরাক্তঃ স বেগেন শরীরান্তকরঃ শরঃ।
রাবণস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্॥ ১৯

রাবণের শরীরকে ধ্বংস করে প্রাণসংহারপূর্বক সেই ব্রহ্মাস্ত্র রুধিরাক্ত অবস্থায় সবেগে ধরণীতলে এসে পড়ল।

স শরো রাবণং হত্বা রুধিরার্দ্রকৃতচ্ছবিঃ।
কৃতকর্মা নিভৃতবৎ স তূণীং পুনরাবিশৎ॥ ২০

এবম্প্রকারে রাবণকে বধপূর্বক রক্তাক্ত সেই অস্ত্র কৃতকৃত্য হয়ে বিনীত সেবকের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের তূণে প্রত্যাবর্তন করল।

তস্য হস্তাদ্ধতস্যাশু কার্মুকং তৎ সসায়কম্।
নিপপাত সহ প্রাণৈর্ভ্রশ্যমানস্য জীবিতাৎ॥ ২১

শ্রীরামের শরাঘাতে রাবণের মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রাণত্যাগের সাথে-সাথেই তার হাত হতে সায়ক সহিত কার্মুক স্খলিত হয়ে নীচে পড়ে গেল।

গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈর্ঋতেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ।
পপাত স্যন্দনাদ্ ভূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা॥ ২২

অতি বেগবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ প্রাণহীন হয়ে বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ থেকে ধরায় লুটিয়ে পড়ল।

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তাঃ সর্বতঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৩

রাবণকে ভূলুণ্ঠিত দেখে অবশিষ্ট জীবিত রাক্ষসেরা রক্ষয়িতাবিহীন ও ভয়ত্রস্ত অবস্থায় চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগল।

নর্দন্তশ্চাভিপেতুস্তান্ বানরা দ্রুমযোধিনঃ।
দশগ্রীববধং দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ॥ ২৪

দশমুখ রাবণ নিহত হয়েছে জেনে দ্রুমযোধী বানরেরা গর্জন করতে করতে রাক্ষসদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

অর্দিতা বানরৈর্হৃষ্টৈর্লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ।
হতাশ্রয়ত্বাৎ করুণৈর্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ॥ ২৫

হর্ষোল্লাসিত বানরগণের দ্বারা উৎপীড়িত সেই সকল রাক্ষসেরা ভয়ার্ত হয়ে লঙ্কাপুরীর দিকে পলায়ন করতে লাগল ; কেননা, তাদের রক্ষক রাক্ষসরাজ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তাদের মুখমণ্ডল কারুণ্যের অশ্রুজলে প্লাবিত হচ্ছিল।

ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ।
বদন্তো রাঘবজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্॥ ২৬

বিজয়শ্রী শোভিত বানরেরা সেক্ষণে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসে ভরপুর ছিল এবং তারা শ্রীরঘুনাথের বিজয় তথা রাবণের নিধন ঘোষণা করতে করতে জোরে জোরে গর্জন করতে লাগল।

অথান্তরিক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ।
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ॥ ২৭

তখন আকাশে মধুরস্বরে দেবতাগণের দুন্দুভিসকল বাজতে লাগল। বায়ু দিব্য গন্ধ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে লাগল।

নিপপাতান্তরিক্ষাচ্চ পুষ্পবৃষ্টিস্তদা ভুবি।
কিরন্তী রাঘবরথং দুরাবাপা মনোহরা॥ ২৮

অন্তরীক্ষ থেকে ভূতলে শ্রীরঘুনাথের রথোপরি পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সেই দৃশ্য অত্যন্ত দুর্লভ তথা মনোহর ছিল।

রাঘবস্তবসংযুক্তা গগনে চ বিশুশ্রুবে।
সাধুসাধ্বিতি বাগগ্র্যা দেবতানাং মহাত্মনাম্॥ ২৯

আকাশে মহাত্মা দেবতাগণের মুখ হতে নির্গত

শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিতে যুক্ত সাধুবাদের শ্রেষ্ঠ বাণী শোনা গেল।

আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাং চারণৈঃ সহ।
রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্বলোকভয়ঙ্করে॥ ৩০

ত্রিভুবনের ত্রাসস্বরূপ রৌদ্র রাক্ষস রাবণ নিহত হলে দেবতা ও চারণগণের নিরতিশয় আনন্দানুভব হল।

ততঃ সকামং সুগ্রীবমঙ্গদং চ বিভীষণম্।
চকার রাঘবঃ প্রীতো হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবম্॥ ৩১

শ্রীরঘুনাথ রাক্ষসরাজকে হত্যা করে সুগ্রীব, অঙ্গদ তথা বিভীষণকে সফল মনোরথ করলেন এবং নিজেও অতিশয় প্রসন্ন হলেন।

ততঃ প্রজগ্মুঃ প্রশমং মরুদ্গণা
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলং নভোঽভবৎ।
মহী চকম্পে ন চ মারুতো ববৌ
স্থিরপ্রভশ্চাপ্যভবদ্ দিবাকরঃ॥ ৩২

অতঃপর দেবতাগণ পরম শান্তি লাভ করলেন, দিক্‌সকল প্রসন্ন হল, আকাশ নির্মল হল, ভূকম্পন স্তব্ধ হয়ে গেল, বাতাস স্বচ্ছন্দগতিতে বইতে লাগল, সূর্যের কিরণও স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ততস্তু সুগ্রীববিভীষণাঙ্গদাঃ
সুহৃদ্বিশিষ্টাঃ সহলক্ষ্মণস্তদা।
সমেত্য হৃষ্টা বিজয়েন রাঘবং
রণেঽভিরামং বিধিনাভ্যপূজয়ন্॥ ৩৩

সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ তথা লক্ষ্মণ সুহৃদ্‌গণের সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ জয়ে সাতিশয় প্রসন্ন হলেন। অতঃপর সবাই মিলে নয়নাভিরাম শ্রীরামকে বিধি-অনুসারে পূজা করলেন।

স তু নিহতরিপুঃ স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ
স্বজনবলাভিবৃতো রণে বভূব।
রঘুকুলনৃপনন্দনো মহৌজা-
স্ত্রিদশগণৈরভিসংবৃতো মহেন্দ্রঃ॥ ৩৪

শত্রু-বধ করে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করার পর বন্ধু-বান্ধবসহ সৈন্যপরিবৃত মহাতেজস্বী রঘুকুলরাজকুমার শ্রীরাম রণভূমিতে দেবতাগণ পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভিত হতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৮॥

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৯)

বিভীষণের বিলাপ এবং শ্রীরাম কর্তৃক বিভীষণকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারের আদেশ দান

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা শয়ানং নির্জিতং রণে।
শোকবেগপরীতাত্মা বিললাপ বিভীষণঃ॥ ১

পরাজিত ভ্রাতাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিভীষণের হৃদয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং সে বিলাপ করতে লাগল।

বীরবিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষে নিহতো ভুবি॥ ২

'হে প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী ভ্রাতা দশানন! হায় কার্যকুশলী ও নীতিজ্ঞ! নিত্য বহুমূল্য শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত তুমি আজ কেন মৃত অবস্থায় ধরাশায়ী রয়েছ?

নিক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চসা॥ ৩

'হে বীর! বাজুবন্ধে বিভূষিত তোমার বিশাল বাহুদ্বয় নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তুমি হস্তদ্বয় ছড়িয়ে কেন পড়ে আছ? সূর্যসদৃশ তেজস্বী তোমার মাথার মুকুট এখানে পড়ে আছে।

তদিদং বীর সম্প্রাপ্তং যন্ময়া পূর্বমীরিতম্।
কামমোহপরীতস্য যৎ তন্ন রুচিতং তব॥ ৪

'বীরবর! আমি (বিভীষণ) যে-কথা পূর্বেই বলেছিলাম আজ তোমার সেই দশা ঘটেছে। কাম ও

স্নেহের বশীভূত হওয়ায় আমার সেইসকল সতর্কবাণী সেদিন তোমার ভালো লাগেনি।

ন দর্পাৎ প্রহস্তো বা নেন্দ্রজিন্নাপরে জনাঃ।
ন কুম্ভকর্ণোঽতিরথো নাতিকায়ো নরান্তকঃ
ন স্বয়ং বহু মন্যেথাস্তস্যোদর্কোঽয়মাগতঃ॥ ৫

'অহংকার হেতু প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অন্যসকলে এবং কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক অথবা স্বয়ং তুমিও আমার কথাকে গুরুত্ব দাওনি, তাঁর পরিণাম আজ সংঘটিত হল।

গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মস্য বিগ্রহঃ।
গতঃ সত্ত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহস্তানাং গতির্গতা॥ ৬
আদিত্যঃ পতিতো ভূমৌ মগ্নস্তমসি চন্দ্রমাঃ।
চিত্রভানুঃ প্রশান্তার্চির্ব্যবসায়ো নিরুদ্যমঃ।
অস্মিন্ নিপতিতে বীরে ভূমৌ শস্ত্রভৃতাং বরে॥ ৭

'আজ শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর রাবণ ধরাশায়ী হওয়াতে শোভন রীতি-নীতিতে লোকযাত্রা নির্বাহকারিগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল, ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ অন্তর্হিত হল, সত্ত্ব (বল)-এর দৃষ্টান্ত ধ্বংস হল, ক্ষিপ্রহস্ত বীরগণের আশ্রয়ের বিনাশ ঘটল, সূর্যের ভূতলে পতন হল, চন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, প্রদীপ্ত বহ্নি নির্বাপিত হওয়ায় সকল উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

কিং শেষমিহলোকস্য গতসত্ত্বস্য সম্প্রতি।
রণে রাক্ষসশার্দূলে প্রসুপ্ত ইব পাংসুষু॥ ৮

'সমরাঙ্গনের ধূলিরাশিতে রাক্ষসশিরোমণি রাবণের অন্তিম শয়ানের সাথে সাথে এই বীরশূন্যা বসুন্ধরায় কী আর অবশিষ্ট থাকল ?

ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প-
স্তপোবলঃ শৌর্যনিবদ্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ
সম্মর্দিতো রাঘবমারুতেন॥ ৯

'হায় ! ধৈর্য যার পত্রাঙ্কুর ছিল, সাহসিকতা যার পুষ্পরাজি, তপস্যাই যার বলবত্তা, পরাক্রম যার সুদৃঢ় মূলস্বরূপ—এইরূপ রাক্ষসরাজরূপী বনস্পতিকে আজকের সমরে রাঘবরূপী প্রভঞ্জন নিষ্পেষিত করেছেন।

তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ
কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ।
ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ
সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী॥ ১০

'তেজোরাশি যার দন্তপংক্তি, বিশ্রুত পরম্পরা যার পৃষ্ঠদেশ বা মেরুদণ্ড, ক্রোধ ও প্রসাদ যথাক্রমে নিম্নাঙ্গ (পদাদি) ও (আশীর্বাদক) শুণ্ড ভাগ, সেইরূপ রাবণরূপী গন্ধহস্তী আজ ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রীরামরূপী সিংহের দ্বারা বিদীর্ণশরীরে ভূতলে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে।

পরাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চি-
র্নিঃশ্বাসধূমঃ স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ সংযতি রাক্ষসাগ্নি-
র্নির্বাপিতো রামপয়োধরেণ॥ ১১

'যার পরাক্রম ও উৎসাহ ছিল অভিবর্ধমান অগ্নি শিখাতুল্য, নিঃশ্বাস ধূম, সহজ সত্ত্ব ছিল প্রতাপ। সেই প্রতাপবান রাক্ষসাগ্নি আজ যুদ্ধে শ্রীরামরূপী মেঘবর্ষণে নির্বাপিত হল।

সিংহর্ক্ষলাঙ্গূলককুদ্বিষাণঃ
পরাভিজিদ্‌গন্ধনগন্ধবাহঃ।
রক্ষোবৃষশ্চাপলকর্ণচক্ষুঃ
ক্ষিতীশ্বরব্যাঘ্রহতোঽবসন্নঃ॥ ১২

'রাক্ষস সৈনিক যার পুচ্ছ-ককুদ-শিঙ্ স্বরূপ ছিল, সেই শত্রুবিজয়ী তথা পরাক্রম ও উৎসাহ প্রকাশে বায়ুসদৃশ ক্ষিপ্র এবং চপলতারূপী চক্ষু-কর্ণ সম্পন্ন রাক্ষসরাজ রাবণরূপী বৃষভ আজ শ্রীরামরূপী ব্যাঘ্রকর্তৃক নিহত ও নিথর হয়ে গেছে।'

বদন্তং হেতুমদ্বাক্যং পরিদৃষ্টার্থনিশ্চয়ম্।
রামঃ শোকসমাবিষ্টমিত্যুবাচ বিভীষণম্॥ ১৩

নিশ্চিতার্থপ্রকাশক ও যুক্তিযুক্ত বচনে ভগবান শ্রীরাম শোকাকুল বিভীষণকে তখন বললেন—

নায়ং বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ।
অত্যুন্নতমহোৎসাহঃ পতিতোঽয়মশঙ্কিতঃ॥ ১৪

'বিভীষণ ! রাবণ সমরাঙ্গনে অসমর্থতার কারণে নিহত হয়নি। সে প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শন করেছে ; অত্যুচ্চ ও বিশাল উৎসাহে সে নির্ভীক বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে।

নৈবং বিনষ্টাঃ শোচন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে॥ ১৫

'যে সকল ক্ষত্রিয় অভ্যুদয়ের জন্য যুদ্ধ করে সমরে নিহত হন তাদের বিনাশে এবংবিধ শোক করা উচিত নয়।

যেন সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রাসিতা যুধি ধীমতা।
তস্মিন্ কালসমাযুক্তে ন কালঃ পরিশোচিতুম্॥ ১৬

'যে বুদ্ধিমান বীর দেবেন্দ্র এবং ত্রিভুবনকে যুদ্ধে ত্রস্ত করে দিয়েছিল, সে যদি এক্ষণে কালের গ্রাসে চলে গিয়ে থাকে তবে তার জন্য শোক করার সময় এটা নয়।'

নৈকান্তবিজয়ো যুদ্ধে ভূতপূর্বঃ কদাচন।
পরৈর্বা হন্যতে বীরঃ পরান্ বা হন্তি সংযুগে॥ ১৭

'যুদ্ধে কেউ সর্বদা বিজয়ী হয়েই চলে — এইরূপ অতীতে কখনও ঘটেনি। বীরপুরুষেরা যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক নিহত হয় অথবা স্বয়ং শত্রুকে নিধন করে।

ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১৮

'আজ রাবণ যে গতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেইটি পুরাকালে মহাপুরুষোক্ত উত্তম গতি। ক্ষত্রিয় ধর্মে আশ্রিত বীরপুরুষদের এই রীতি অতি আদরণীয়। ক্ষাত্রধর্মযুক্ত বীর যদি সমরে নিহত হয়, তাহলে সে শোকের যোগ্য নয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

তদেবং নিশ্চয়ং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমাস্থায় বিজ্বরঃ।
যদিহানন্তরং কার্যং কল্প্যং তদনুচিন্তয়॥ ১৯

'শাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত চিন্তনপূর্বক সাত্ত্বিকগুণান্বিত তুমি (অর্থাৎ, বিভীষণ) শান্ত হও এবং এক্ষণে যা কিছু (প্রেত সংস্কার আদি) করণীয়, সেইসব ব্যাপারে চিন্তা করো।'

তমুক্তবাক্যং বিক্রান্তং রাজপুত্রং বিভীষণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতুর্হিতমনন্তরম্॥ ২০

পরম পরাক্রমী রাজকুমার শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ উক্ত হয়ে শোকসন্তপ্ত বিভীষণ অগ্রজ রাবণের প্রশংসায় বলল—

যোঽয়ং বিমর্দেষ্বভগ্নপূর্বঃ
সুরৈঃ সমস্তৈরপি বাসবেন।
ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগ্নো
বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ॥ ২১

'ভগবন্ ! পূর্বে যুদ্ধের সময়ে সমস্ত দেবতাগণ অথবা ইন্দ্র যাকে পরাজিত করতে পারেননি, সেই রাবণ আজকের যুদ্ধে আপনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, বেলাভূমিতে আহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে (অর্থাৎ, ঊর্মিমালার ন্যায় জারিজুরি শেষ হয়ে গেছে)।

অনেন দত্তানি বনীপকেষু
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ।
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি
বৈরাণ্যমিত্রেষু চ যাপিতানি॥ ২২

'রাবণ যাচকগণকে দান দিয়েছে, বহুভাবে জীবনকে ভোগ করেছে, সেবকগণের ভরণ-পোষণও করেছে। মিত্রদিগকে ধনাদি প্রদান করেছে এবং শত্রুদের বৈরিতার প্রতিস্পর্দ্ধা করেছে।

এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং
তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥ ২৩

'রাক্ষসরাজ রাবণ অগ্নিহোত্রী, মহাতপস্বী, বেদান্তবেত্তা এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মসমূহে অত্যন্ত পারঙ্গম। এখন আমি আপনার আশীর্বাদ নিয়ে তার লোকান্তরিত প্রেত-কৃত্যাদি সমাধা করতে চাই।'

স তস্য বাক্যৈঃ করুণৈর্মহাত্মা
সম্বোধিতঃ সাধু বিভীষণেন।
আজ্ঞাপয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ
স্বর্গীয়মাধানমদীনসত্ত্বঃ॥ ২৪

এইরূপে বিভীষণের করুণাজনক বচনসমূহ (রাবণের মাহাত্ম্যাদি) ভালোভাবে বুঝতে পেরে উদারচেতা রাজকুমার মহানুভব শ্রীরাম রাবণের উত্তম লোকে গতির জন্য বিভীষণকে অন্ত্যেষ্টি -কর্মাদি সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করলেন।

মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥ ২৫

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বললেন —'বিভীষণ ! জীবদ্দশাতেই বৈরিতা জন্মায়। (শত্রুপক্ষের) বিনাশের পর শত্রুতার অবসান হয়ে যায়। আমাদের (রাবণবধরূপ) প্রয়োজন সফল হয়েছে। অতএব তুমি ইহার সংস্কার করো। এখন এ যেমন তোমার প্রিয়পাত্র, তেমনি আমারও।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৯॥

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১০)

রাবণের স্ত্রীগণের বিলাপ

রাবণং নিহতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাত্মনা।
অন্তঃপুরাদ্ বিনিষ্পেতু রাক্ষস্যঃ শোককর্শিতাঃ॥ ১

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকর্তৃক রাবণবধের সংবাদ শুনে শোকবিহ্বল রাক্ষসীগণ অন্তঃপুর হতে বেরিয়ে এল।

বার্যমাণাঃ সুবহুশো বেষ্টন্ত্যঃ ক্ষিতিপাংসুষু।
বিমুক্তকেশ্যঃ শোকার্তা গাবো বৎসহতা ইব॥ ২

রাক্ষসগণের বার-বার নিষেধ সত্ত্বেও তারা ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আলুলায়িত কেশে তারা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

উত্তরেণ বিনিষ্ক্রম্য দ্বারেণ সহ রাক্ষসৈঃ।
প্রবিশ্যায়োধনং ঘোরং বিচিন্বন্ত্যো হতং পতিম্॥ ৩

রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়ে নির্গতা রাক্ষসীরা ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে প্রবেশপূর্বক নিজের মৃত পতির অনুসন্ধান করতে লাগল।

আর্যপুত্রেতি বাদিন্যো হা নাথেতি চ সর্বশঃ।
পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কাং মহীং শোণিতকর্দমাম্॥ ৪

'হা আর্যপুত্র ! হা নাথ !' এইরূপে চিৎকার করতে করতে তারা কবন্ধে পরিপূর্ণ ও শোণিতে কর্দমাক্ত রণভূমিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হতে লাগল।

তা বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাঃ।
করিণ্য ইব নর্দন্ত্যঃ করেণ্বো হতযূথপাঃ॥ ৫

তারা পতিবিয়োগের শোকে আকুলিতা হয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে যূথপতির মৃত্যুতে হস্তিনীদের ন্যায় করুণ ক্রন্দন করতে লাগল।

দদৃশুস্তা মহাকায়ং মহাবীর্যং মহাদ্যুতিম্।
রাবণং নিহতং ভূমৌ নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥ ৬

তখন তারা মহাপরাক্রমী এবং মহাতেজস্বী রাবণকে দেখতে পেল, যে মৃত অবস্থায় কালো কয়লার স্তূপের মতো মাটিতে পড়েছিল।

তাঃ পতিং সহসা দৃষ্ট্বা শয়ানং রণপাংসুষু।
নিপেতুস্তস্য গাত্রেষু ছিন্না বনলতা ইব॥ ৭

রণাঙ্গনের ধূলায় ধূসরিত হয়ে নিজেদের মৃত পতিকে পড়ে থাকতে দেখে তারা কর্তিত বনলতারাজির ন্যায় তার শরীরোপরি নিপতিত হল।

বহুমানাৎ পরিষ্বজ্য কাচিদেনং রুরোদ হ।
চরণৌ কাচিদালম্ব্য কাচিৎ কণ্ঠেঽবলম্ব্য চ॥ ৮

তাদের মধ্যে কেউ-কেউ অত্যন্ত আদরে রাবণকে আলিঙ্গন করে, কেউ পদদ্বয় জড়িয়ে, আবার কেউ-কেউ কণ্ঠে ধরে ক্রন্দন করতে লাগল।

উৎক্ষিপ্য চ ভুজৌ কাচিদ্ ভূমৌ সুপরিবর্ততে।
হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ॥ ৯

তাদের একজন দুই হাত উপরে তুলে ভূমিতে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল, অন্য কেউ আবার মৃত স্বামীর মুখদর্শনমাত্র মূর্চ্ছিতা হল।

কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী।
স্নাপয়ন্তী মুখং বাষ্পৈস্তুষারৈরিব পঙ্কজম্॥ ১০

রাক্ষসীদের একজন মৃত পতির মস্তক কোলে নিয়ে তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং পতির মুখকে শিশিরবিন্দুকর্তৃক কমলের ন্যায় নিজ অশ্রুজলে স্নান করাতে-করাতে রোদন করতে লাগল।

এবমার্তাঃ পতিং দৃষ্ট্বা রাবণং নিহতং ভুবি।
চুক্রুশুর্বহুধা শোকাদ্ ভূয়স্তাঃ পর্যদেবয়ন্॥ ১১

এবম্প্রকারে নিজেদের পতিদেব রাবণকে ভূতলে নিহত অবস্থায় শায়িত দেখে সকলে আর্তস্বরে রাক্ষসরাজকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল এবং শোকাবেগে বহুধা বিলাপ করতে লাগল।

যেন বিত্রাসিতঃ শক্রো যেন বিত্রাসিতো যমঃ।
যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেণ বিয়োজিতঃ॥ ১২

গন্ধর্বাণামৃষীণাং চ সুরাণাং চ মহাত্মনাম্।
ভয়ং যেন রণে দত্তং সোঽয়ং শেতে রণে হতঃ॥ ১৩

রাক্ষসীগণ বলতে লাগল— 'হায় ! যিনি যমরাজ এবং ইন্দ্রকেও ত্রস্ত করে রেখেছিলেন, রাজাধিরাজ কুবেরের পুষ্পক বিমানও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তথা গন্ধর্ব, ঋষিগণ তথা মহান দেবতাদেরকেও রণভূমিতেও ভীত-ত্রস্ত করে তুলেছিলেন, হে আমাদের প্রাণনাথ ! এইরকম বীরপুরুষ আপনি আজ নিহত হয়ে রণাঙ্গণে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

অসুরেভ্যঃ সুরেভ্যো বা পন্নগেভ্যোঽপি বা তথা।
ভয়ং যো ন বিজানাতি তস্যেদং মানুষাদ্ ভয়ম্॥ ১৪

'হায় ! যিনি অসুরদের, দেবতাদের তথা নাগগণেরও ভয় করতে জানতেন না, তাঁর আজ মনুষ্য থেকে ভয় এসে গেল।

অবধ্যো দেবতানাং যস্তথা দানবরক্ষসাম্।
হতঃ সোঽয়ং রণে শেতে মানুষেণ পদাতিনা॥ ১৫

'যাঁকে দেবতা, দানব এবং রাক্ষসও মারতে পারেনি, সেই বীর কিনা আজ এক দ্বিপদ মনুষ্যকর্তৃক নিহত হয়ে রণভূমিতে শায়িত আছে!

যো ন শক্যঃ সুরৈর্হন্তুং ন যক্ষৈর্নাসুরৈস্তথা।
সোঽয়ং কশ্চিদিবাসত্ত্বো মৃত্যুং মর্ত্যেন লম্ভিতঃ॥ ১৬

'যে দেবতা, অসুরগণ তথা যক্ষাদিরও অবধ্য, সে কি করে এক অসহায় প্রাণীর মতো মর্ত্য মানবের হাতে নিহত হল!'

এবং বদন্ত্যো রুরুদুস্তস্য তা দুঃখিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভূয় এব চ দুঃখার্তা বিলেপুশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৭

এইভাবে বলতে বলতে রাবণের দুঃখিনী স্ত্রীগণ তথায় করুণস্বরে কাঁদতে লাগল এবং দুঃখ-শোকে কাতর হয়ে বারংবার বহুধা বিলাপ করতে লাগল।

অশৃণ্বতা তু সুহৃদাং সততং হিতবাদিনাম্।
মরণায়াহৃতা সীতা রাক্ষসাশ্চ নিপাতিতাঃ।
এতাঃ সমমিদানীং তে বয়মাত্মা চ পাতিতঃ॥ ১৮

তারা বলতে লাগল—'প্রাণনাথ! আপনি সতত হিতবাদী বন্ধুস্থানীয়গণের কথায় কান দিতেন না; মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। ফলতঃ রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে, আপনি এখন রণভূমিতে ধরাশায়ী এবং আমরাও (অর্থাৎ, আপনার অন্তঃপুরিকাগণ) দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়েছি।

ব্রুবাণোঽপি হিতং বাক্যমিষ্টো ভ্রাতা বিভীষণঃ।
দৃষ্টং পরুষিতো মোহাৎ ত্বয়াঽঽত্মবধকাংক্ষিণা॥ ১৯

'প্রিয় অনুজ বিভীষণ আপনাকে মঙ্গলজনক পরামর্শ দিলেও, মোহবশে আপনি তাকে কটুকথা শুনিয়েছেন। সেইসকল আজ প্রত্যক্ষ ফল দিচ্ছে।

যদি নির্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী।
ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোরমিদং মূলহরং মহৎ॥ ২০

'যদি আপনি মিথিলেশকুমারী সীতাকে শ্রীরামের কাছে ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে সমূলে বিনাশকারী এই অতিঘোর সংকটে আমরা নিমগ্ন হতাম না।

বৃত্তকামো ভবেদ্ ভ্রাতা রামো মিত্রকুলং ভবেৎ।
বয়ং চাবিধবাঃ সর্বাঃ সকামা ন চ শত্রবঃ॥ ২১

'সীতাকে শ্রীরামের কাছে প্রত্যর্পণ করে দিলে আপনার ভ্রাতা বিভীষণের মনোবাসনা পূর্ণ হত, শ্রীরামের সঙ্গে মৈত্রী হয়ে যেত, আমরাও বৈধব্য প্রাপ্ত হতাম না এবং আমাদের শত্রুপক্ষের মনস্কামনাও পূর্ণ হত না।

ত্বয়া পুনর্নৃশংসেন সীতাং সংরুন্ধতা বলাৎ।
রাক্ষসা বয়মাত্মা চ ত্রয়ং তুল্যং নিপাতিতম্॥ ২২

'কিন্তু আপনি এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন যে শক্তিবলে সীতাকে বন্দিনী করলেন তথা রাক্ষসগণকে, আমাদের মতো অন্তঃপুরিকাদেরকে এবং নিজেকেও—এই ত্রয়ীকে একসাথে বিপদে ফেলে দিলেন।

ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।
দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হন্যতে॥ ২৩

'রাক্ষসশিরোমণি! আপনার স্বেচ্ছাচার-ই যে আমাদের বিনাশে একমাত্র কারণ, এমন নয়। দৈব-ই সবকিছুর কর্তা। দৈবের দ্বারা মৃত্যুমুখে আকর্ষিত প্রাণীগণ নিহত হয় অথবা মৃত্যুবরণ করে।

বানরাণাং বিনাশোঽয়ং রাক্ষসানাং চ তে রণে।
তব চৈব মহাবাহো দৈবযোগাদুপাগতঃ॥ ২৪

'মহাবাহো! এই সমরে বানরদের, রাক্ষসদের এবং আপনার বিনাশ দৈবযোগে ঘটেছে।

নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া।
শক্যা দৈবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমুদ্যতা॥ ২৫

'সংসারে ফলদানে উন্মুখ দৈবের বিধান কেউই অর্থের দ্বারা, ইচ্ছার দ্বারা, পরাক্রমে, আজ্ঞাবলে অথবা স্বশক্তিতে পরিবর্তন করতে পারে না।'

বিলেপুরেবং দীনাস্তা রাক্ষসাধিপয়োষিতঃ।
কুরর্য ইব দুঃখার্তা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ॥ ২৬

এই প্রকারে রাক্ষসরাজের স্ত্রীগণ অশ্রু-পূর্ণ নয়নে করুণস্বরে কুররী পক্ষীর ন্যায় বিলাপ করতে লাগল (কুররী হল একপ্রকারের সাদা-বাদামী মৎসভোজী চিলজাতীয় স্ত্রী-পক্ষী)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১১)

মন্দোদরীর বিলাপ তথা রাবণের শবদেহ সৎকার

তাসাং বিলপমানানাং তদা রাক্ষসয়োষিতাম্।
জ্যেষ্ঠপত্নী প্রিয়া দীনা ভর্তারং সমুদৈক্ষত॥ ১
দশগ্রীবং হতং দৃষ্ট্বা রামেণাচিন্ত্যকর্মণা।
পতিং মন্দোদরী তত্র কৃপণা পর্যদেবয়ৎ॥ ২

রাক্ষসপুরঃনারীরা যখন বিলাপ করছিল তখন রাবণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তমা পত্নী অতি দুঃখিতচিত্তে পতিকে দেখতে পেলেন। অভাবনীয় কর্মে কুশল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পতিদেব দশগ্রীব রাবণকে যুদ্ধে নিহত দেখে মন্দোদরী করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন—

ননু নাম মহাবাহো তব বৈশ্রবণানুজ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং ত্রস্যত্যপি পুরন্দরঃ॥ ৩

'মহারাজ কুবেরের অনুজ ভ্রাতা ! মহাবাহু রাক্ষসরাজ ! আপনি ক্ষুব্ধ হলে ইন্দ্রও আপনার সম্মুখীন হতে ভয় পেতেন।

ঋষয়শ্চ মহান্তোঽপি গন্ধর্বাশ্চ যশস্বিনঃ।
ননু নাম তবোদ্বেগাচ্চারণাশ্চ দিশো গতাঃ॥ ৪

'বড়-বড় ঋষি, তপস্বী গন্ধর্ব এবং চারণ-ও আপনার ভয়ে ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করতেন।

স ত্বং মানুষমাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জিতঃ।
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বর॥ ৫

'সেই আপনি আজ যুদ্ধে সামান্য মানুষ রামের হাতে পরাস্ত হলেন। রাজন্ ! আপনার কি এ ব্যাপারে লজ্জা হচ্ছে না? রাক্ষসেশ্বর ! সত্যি বলুন তো, এ কি করে সম্ভব হল ?

কথং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য শ্রিয়া বীর্যেণ চান্বিতম্।
অবিষহ্যং জঘান ত্বাং মানুষো বনগোচরঃ॥ ৬

'ত্রিভুবন জয় করে আপনি ঐশ্বর্যশালী ও পরাক্রমী বলে বিশ্রুত। যুদ্ধে আপনার সদৃশ অসহ্যবিক্রমী বীরকে একজন অরণ্যচারী মানুষ কিরূপে নিধন করল ?

মানুষাণামবিষয়ে চরতঃ কামরূপিণঃ।
বিনাশস্তব রামেণ সংযুগে নোপপদ্যতে॥ ৭

'আপনি এমন জনস্থানেও বিচরণ করতেন যেখানে মানুষ পৌঁছাতেই পারে না। স্বেচ্ছায় অতিমানুষিক বহুবিধ রূপ ধারণে কুশলী আপনার তুল্য বীরের শ্রীরামের হাতে যুদ্ধে নিহত হওয়া সমর্থন করা যায় না।

ন চৈতৎ কর্ম রামস্য শ্রদ্দধামি চমূমুখে।
সর্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্ষণম্॥ ৮

'সংগ্রামে উন্মুখি সকল দিক থেকেই বিজেতা আপনার শ্রীরাম কর্তৃক পরাজয় — এটিকে শ্রীরামের বীরত্ব — একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না (কেননা আপনি রামকে একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন)।

অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ।
মায়াং তব বিনাশায় বিধায়াপ্রতিতর্কিতাম্॥ ৯

'অথবা মূর্তিমান কাল-ই অতর্কিতে মায়া রচনা করে আপনার বিনাশার্থে শ্রীরামের ছদ্মবেশে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল।

অথবা বাসবেন ত্বং ধর্ষিতোঽসি মহাবল।
বাসবস্য তু কা শক্তিস্ত্বাং দ্রষ্টুমপি সংযুগে॥ ১০

মহাবলং মহাবীর্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্।

'মহাবলী বীর ! হয়ত এইটিও সম্ভব যে সাক্ষাৎ ইন্দ্র আপনাকে ধ্বংস করেছেন ; কিন্তু ইন্দ্রের-ই বা শক্তি কোথায় যে যুদ্ধে আপনার দিকে চোখ তুলে দেখতে পারেন ; কেননা আপনি মহাবীর, মহাপরাক্রমী এবং পরম তেজস্বী দেবশত্রু।

ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ১১
অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ১২
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১৩
সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্বানরত্বমুপাগতৈঃ।
সর্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমাঁল্লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ১৪
স রাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্।

'নিশ্চিতভাবে শ্রীরামচন্দ্র মহাযোগী এবং সনাতন পরমাত্মা যিনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন। মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান, তমসার অতীত এবং চরাচরের আত্মাস্বরূপ, পরমেশ্বর, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত-বক্ষদেশ, সদা লক্ষ্মীযুক্ত, অজেয়, সনাতন ও অব্যয় এবং নিখিল চরাচরের অধীশ্বর—এইরূপ সত্যপরাক্রমী ভগবান বিষ্ণু সর্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় মানুষের শরীর ধারণ করে

বানররূপে দেবতাগণের সমভিব্যাহারে সরাক্ষসকুল আপনার (অর্থাৎ, রাবণের) নিধন করেছেন ; কেননা আপনি দেবতাদের শত্রু এবং নিখিল জগতের পক্ষে ত্রাসজনক ছিলেন।

ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া॥ ১৫
স্মরদ্ভিরিব তদ্ বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ।

'প্রাণনাথ ! পূর্বে আপনি ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়েছিলেন, সেই বৈরিতা স্মরণে রেখেই ইন্দ্রিয়গণ এখন আপনাকে পরাস্ত করেছে।

যদৈব হি জনস্থানে রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ১৬
খরস্তু নিহতো ভ্রাতা তদা রামো ন মানুষঃ।

'যখন আমি শুনলাম যে জনস্থান-এ বহুসংখ্যক রাক্ষস দ্বারা পরিবৃত হয়েও আপনার ভ্রাতা খরকে শ্রীরাম নিধন করেছেন, তখন থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ মানব নয়।

যদৈব নগরীং লঙ্কাং দুষ্প্রবেশাং সুরৈরপি॥ ১৭
প্রবিষ্টো হনুমান্ বীর্যাৎ তদৈব ব্যথিতা বয়ম্।

'যে লঙ্কানগরীতে দেবতাগণেরও প্রবেশ করা সুকঠিন, যেখানে শ্রীহনুমান স্বকীয় শক্তিবলে প্রবিষ্ট হয়েছে—সেক্ষণেই আমরা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম।

ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া॥ ১৮
উচ্যমানো ন গৃহ্নাসি তস্যেয়ং ব্যুষ্টিরাগতা।

'আমি বারংবার বলেছিলাম— প্রাণনাথ ! আপনি রঘুনাথের সঙ্গে বৈরিতা করবেন না, কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেননি। আজ তারই ফল ফলেছে।

অকস্মাচ্চাভিকামোঽসি সীতাং রাক্ষসপুঙ্গব॥ ১৯
ঐশ্বর্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ।

'রাক্ষসরাজ ! আপনি নিজের ঐশ্বর্য, শরীর এবং স্বজনদের বিনাশার্থে সহসা সীতাকে কামনা করেছিলেন।

অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে॥ ২০
সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্।
বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম্॥ ২১

'দুর্মতে ! ভগবতী সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষাও অধিকতর পতিব্রতা। তিনি বসুধারও বসুধা এবং শ্রীতমার-ও শ্রীতমা। নিজ পতির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিনী এবং সকলের পূজনীয়া। এইরূপ সীতাদেবীর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত অনুচিৎ কাজ করেছিলেন।

সীতাং সর্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্।
আনয়িত্বা তু তাং দীনাং ছদ্মনাঽঽত্মস্বদূষণম্॥ ২২
অপ্রাপ্য তং চৈব কামং মৈথিলীসঙ্গমে কৃতম্।
পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো॥ ২৩

'হে প্রাণনাথ ! সর্বাঙ্গসুন্দরী শুভলক্ষণা অসহায়া সীতা নির্জন বনে বাস করছিল। আপনি ছল করে তাকে অপহরণ করে আনলেন। এই কাজ আপনার ও স্বকীয় রাক্ষসকুলের পক্ষে কলঙ্কজনক ছিল। মিথিলেশকুমারীর সাথে মিলের যে আসক্তি আপনার মনের মধ্যে ছিল, তা অপূর্ণ থেকে গেল। উপরন্তু সেই পতিব্রতা নারীর তপস্যার আগুনে আপনি অনিবার্যভাবে জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

তদৈব যন্ন দগ্ধস্ত্বং ধর্ষয়ংস্তনুমধ্যমাম্।
দেবা বিভ্যতি তে সর্বে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ২৪

'তন্বঙ্গী সীতাকে অপহরণ করার সময়েই যে আপনি দগ্ধ হয়ে যাননি সেটাই আশ্চর্যের কথা। (অথবা) আপনার যে মহিমাবলে ইন্দ্র ও অগ্নি-আদি সকল দেবতাগণ আপনাকে ভয় করত, তাই সেক্ষণে আপনাকে বাঁচিয়েছিল।

অবশ্যমেব লভতে ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
ভর্তঃ পর্যাগতে কালে কর্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৫

'প্রাণবল্লভ ! এতে কোন সন্দেহ নেই যে উপযুক্ত সময় সমাগত হলে পাপীকে পাপের পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্॥ ২৬

'ভালো কাজ করলে তার ফলভোগ-ও ভালোই হয়, মন্দ কাজ করলে পাপের ফল ভুগতে হয়। সেইহেতু বিভীষণ সুখ পেল, আর আপনাকে ঈদৃশ পাপ ভোগ করতে হল।

সন্ত্যন্যাঃ প্রমদাস্তুভ্যং রূপেণাভ্যধিকাস্ততঃ।
অনঙ্গবশমাপন্নস্ত্বং তু মোহান্ন বুদ্ধ্যসে॥ ২৭

'আপনার অন্তঃপুরে সীতা অপেক্ষা অধিকতরা অন্য সুন্দরী যুবতিগণ আছে ; কিন্তু কামদেবকর্তৃক বশীভূত হয়ে মোহাচ্ছন্ন আপনি এই কথা বুঝতে পারেননি।

ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী।
ময়াধিকা বা তুল্যা বা তৎ তু মোহান্ন বুদ্ধ্যসে॥ ২৮

'মিথিলানন্দিনী সীতা না বংশমর্যাদায়, না রূপলাবণ্যে, না দাক্ষিণ্যাদি গুণে আমার অপেক্ষা অধিকা, অথবা সদৃশা ; কিন্তু আপনি মোহের বশে এ-সকল বুঝতে পারেননি।

সর্বদা সর্বভূতানাং নাস্তি মৃত্যুরলক্ষণঃ।
তব তদ্বদয়ং মৃত্যুর্মৈথিলীকৃতলক্ষণঃ॥ ২৯

'সংসারে সর্বদা কাহারও মৃত্যু অকারণে হয় না। এই নিয়মানুসারে মিথিলার রাজকন্যা সীতা, আপনার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

সীতানিমিত্তজো মৃত্যুস্ত্বয়া দূরাদুপাহৃতঃ।
মৈথিলী সহ রামেণ বিশোকা বিহরিষ্যতি॥ ৩০
অল্পপুণ্যা ত্বহং ঘোরে পতিতা শোকসাগরে।

'সীতার অপহরণ থেকে উদ্ভূত এই মৃত্যুকে আপনি আহ্বান করে এনেছেন। মিথিলাসুন্দরী সীতা এখন মনের সুখে রামের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করবে কিন্তু আমার সঞ্চিত পুণ্য অল্প, সেইহেতু ক্ষীণপুণ্যা আমি (মন্দোদরী) ঘোর শোকসাগরে পতিতা হলাম।

কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে॥ ৩১
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া।
বিমানেনানুরূপেণ যা যাম্যতুলয়া শ্রিয়া॥ ৩২
পশ্যন্তী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তাংশ্চিত্রস্রগম্বরা।
ভ্রংশিতা কামভোগেভ্যঃ সাস্মি বীর বধাৎ তব॥ ৩৩

'বীর ! এই আমি, যে কিনা বিচিত্র বস্ত্রালংকারমাল্যাদির অতুলনীয় শোভায় যথাযোগ্য বিমানে আপনার সমভিব্যাহারে কৈলাস, মন্দারাচল, মেরুপর্বত, চৈত্ররথবন তথা দেবোদ্যানের সকল স্থানে ভ্রমণ এবং অন্যান্য বহু দেশে বিচরণ করতাম, সেই আমি আপনার মৃত্যুতে সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

সৈবান্যেবাস্মি সংবৃত্তা ধিগ্‌রাজ্ঞাং চঞ্চলাং শ্রিয়ম্।
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বক্সমুন্নসম্॥ ৩৪
কান্তিশ্রীদ্যুতিভিস্তুল্যমিন্দুপদ্মদিবাকরৈঃ।
কিরীটকূটোজ্জ্বলিতং তাম্রাস্যং দীপ্তকুণ্ডলম্॥ ৩৫
মদব্যাকুললোলাক্ষং ভূত্বা যৎপানভূমিষু।
বিবিধস্রগ্ধরং চারু বল্গুস্মিতকথং শুভম্॥ ৩৬
তদেবাদ্য তবৈবং হি বক্ত্রং ন ভ্রাজতে প্রভো।
রামসায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ॥ ৩৭
বিশীর্ণমেদোমস্তিষ্কং রূক্ষং স্যন্দনরেণুভিঃ।

'আমি রাণী মন্দোদরী আজ অন্য সকল স্ত্রীলোকের সমতুল্য হয়ে গেলাম। রাজন্যগণের চঞ্চলা লক্ষ্মীশ্রীকে ধিক্ ! হায় রাজন্ ! আপনার যে সুকুমার মুখমণ্ডল, সুন্দর ভ্রূযুগল, মনোহর ত্বক এবং উন্নত নাসিকাযুক্ত কান্তি, সৌন্দর্য ও দীপ্তি — যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য ও কমলকে লজ্জা দিত ; রাজমুকুটের চূড়ার ঔজ্জ্বল্যে আভাসিত তাম্রাভ ও ওষ্ঠাধর ও দেদীপ্যমান কর্ণকুণ্ডলে সুশোভিত মুখশ্রী, মদিরাকুলিত চঞ্চল দৃষ্টি সুস্মিত, শুভ ও সুমিষ্ট স্খলিত বাগ্‌বন্ধন — এই সকল আর সুশোভিত হচ্ছে না ; সেই মুখমণ্ডল শ্রীরামের বাণাঘাতের রুধির প্রবাহে রঞ্জিত ও বিদীর্ণ হয়েছে এবং মেদ ও মস্তিষ্ক বিশীর্ণ হয়ে গেছে ; সৌন্দর্য রথের ধূলায় ধূসরিত হয়ে আছে।

হা পশ্চিমা মে সম্প্রাপ্তা দশা বৈধব্যদায়িনী॥ ৩৮
যা ময়াঽঽসীন্ন সম্বুদ্ধা কদাচিদপি মন্দয়া।

'হায় ! হতভাগিনী আমি যে কথা কোনদিন চিন্তাও করিনি, (আপনার মৃত্যুতে) আমার জীবনের বৈধব্যজনক সেই অন্তিম অবস্থা এসে পড়ল।

পিতা দানবরাজো মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩৯
পুত্রো মে শক্রনির্জেতা ইত্যহং গর্বিতা ভৃশম্।

'পিতা আমার দানবাধিপতি, রাক্ষসরাজ আমার পতি, আমার পুত্র (ইন্দ্রজিৎ) ইন্দ্রজয়ী — এই ভেবে আমি অতিশয় গর্বে দিনাতিপাত করতাম।

দৃপ্তারিমথনাঃ ক্রূরাঃ প্রখ্যাতবলপৌরুষাঃ॥ ৪০
অকুতশ্চিদ্ভয়া নাথা মমেত্যাসীন্মতির্ধ্রুবা।

'আমার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে আমার রক্ষকেরা এমন ক্ষমতাসম্পন্ন যে, দর্পিত শত্রুকেও মথিত করতে সমর্থ, তারা ক্রূর, বল ও পৌরুষে বিশ্রুত এবং কোনকিছুতেই ভীত-ত্রস্ত নয়।

তেষামেবংপ্রভাবাণাং যুষ্মাকং রাক্ষসর্ষভাঃ॥ ৪১
কথং ভয়মসম্বুদ্ধং মানুষাদিদমাগতম্।

'রাক্ষসশিরোমণিগণ ! এইরূপ প্রভাবশালী তোমরা এই মনুষ্য থেকে কী করে অজ্ঞাত ভয় পেয়ে গেলে ?

স্নিগ্ধেন্দ্রনীলনীলং তু প্রাংশুশৈলোপমং মহৎ॥ ৪২
কেয়ূরাঙ্গদবৈদূর্যমুক্তাহারস্রগুজ্জ্বলম্।
কান্তং বিহারেষ্বধিকং দীপ্তং সংগ্রামভূমিষু॥ ৪৩
ভাত্যাভরণভাভির্যদ্ বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ।

তদেবাদ্য শরীরং তে তীক্ষ্ণৈর্নৈকশরৈশ্চিতম্॥ ৪৪
পুনর্দুর্লভসংস্পর্শং পরিষ্বক্তুং ন শক্যতে।

'শান্তোজ্জ্বল ইন্দ্রনীল মণিতুল্য শ্যামবর্ণ, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের ন্যায় বিশাল তথা কেয়ূর, অঙ্গদ প্রভৃতি হস্তাভরণ, বৈদূর্যমণি ও মুক্তাহার এবং পুষ্পমালাদিতে সমুজ্জ্বল, বিহারকালে সৌম্য, কিন্তু সংগ্রামে দেদীপ্যমান আপনার যে অঙ্গসৌষ্ঠব বিদ্যুৎবহ্নিতে মেঘের ন্যায় অলংকারাদির দ্যুতিতে উজ্জ্বল দেখাত, সেই শরীর আজ বহুসংখ্যক শানিত শায়কে পরিকীর্ণ হয়ে গেছে ; অতএব যদিও আপনার শারীরিক স্পর্শ আমার কাছে আজ থেকে দুর্লভ হয়ে যাবে, তথাপি আপনার পার্থিব শরীরকে আমি আলিঙ্গন করতে পারছি না।

শ্বাবিধঃ শললৈর্যদ্বদ্ বাণৈর্লগ্নৈর্নিরন্তরম্॥ ৪৫
স্বর্পিতৈর্মর্মসু ভৃশং সংছিন্নস্নায়ুবন্ধনম্।
ক্ষিতৌ নিপতিতং রাজন্ শ্যামং বৈ রুধিরচ্ছবি॥ ৪৬
বজ্রপ্রহারাভিহতো বিকীর্ণ ইব পর্বতঃ।

'রাজন্ ! যেভাবে সজারুর দেহ কণ্টকে পরিপূর্ণ থাকে, সেইপ্রকার আপনার শরীরে এত সংখ্যক বান বিদ্ধ হয়েছে যে তিলমাত্র স্থান বাদ পড়েনি। বানসমুদায় আপনার মর্মস্থান বিদ্ধ করেছে এবং এই আঘাতে আপনার স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ধরাশায়ী আপনার শ্যামবর্ণ শরীর বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় রুধিরিক্ত হয়ে পড়ে আছে।

হা স্বপ্নঃ সত্যমেবেদং ত্বং রামেণ কথং হতঃ॥ ৪৭
ত্বং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ।

'নাথ ! একি স্বপ্ন না সত্যি ! হায় ! শ্রীরামের হাতে আপনার কীভাবে বিনাশ হল। আপনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ ছিলেন, তাহলে কী করে স্বয়ং মৃত্যুর অধীন হয়ে পড়লেন ?

ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং ত্রৈলোক্যোদ্বেগদং মহৎ॥ ৪৮
জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শংকরস্য চ।
দৃপ্তানাং নিগ্রহীতারমাবিষ্কৃতপরাক্রমম্॥ ৪৯

'আপনি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন, ত্রিভুবনবাসিগণকে মহা-উদ্বেগ দিয়েছেন, রাজন্যদের পরাজিত করেছেন, কৈলাসপর্বতের সাথে শিবকেও উত্তোলিত করেছেন এবং অহংকারী বীরগণকে সমরে বন্দী করে নিজের পরাক্রম প্রকটিত করেছেন।

লোকক্ষোভয়িতারং চ সাধুভূতবিদারণম্।
ওজসা দৃপ্তবাক্যানাং বক্তারং রিপুসন্নিধৌ॥ ৫০

'আপনি সকল চরাচরকে সংক্ষোভিত করেছিলেন, সাধুব্যক্তিবর্গের হিংসাকারী ছিলেন এবং শত্রুদের সন্নিধানে বলদর্পে অহংকারপূর্ণ বাক্য বলতেন।

স্বযূথভৃত্যগোপ্তারং হন্তারং ভীমকর্মণাম্।
হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং যক্ষাণাং চ সহস্রশঃ॥ ৫১

'আপনি আপনার সৈন্যদলকে ও সেবকগণকে রক্ষা করতে সততঃ তৎপর ছিলেন, ভয়ানক পরাক্রমী শত্রুগণের হত্যাকারী ছিলেন। দানবদের মধ্যে উত্তম বীরগণের এবং যক্ষগণের হাজার হাজার শূরসমুদায়ের বিনাশক ছিলেন।

নিবাতকবচানাং তু নিগ্রহীতারমাহবে।
নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং ত্রাতারং স্বজনস্য চ॥ ৫২

'সমরাঙ্গনে নিবাতকবচ নামক দানবদের দমন করেছেন, অনেক যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছেন এবং আত্মীয় স্বজনগণকে বহুভাবে রক্ষা করেছেন।

ধর্মব্যবস্থাভেত্তারং মায়াস্রষ্টারমাহবে।
দেবাসুরনৃকন্যানামাহর্তারং ততস্ততঃ॥ ৫৩

'আপনি ধর্মের অনুশাসনকে মানেননি, সমরে বহুরূপে মায়ার ছলনা সৃষ্টি করেছেন এবং দেবতা, অসুর ও মানব কুমারীদের এখান-ওখান থেকে অপহরণ করে এনেছেন।

শত্রুস্ত্রীশোকদাতারং নেতারং স্বজনস্য চ।
লঙ্কাদ্বীপস্য গোপ্তারং কর্তারং ভীমকর্মণাম্॥ ৫৪
অস্মাকং কামভোগানাং দাতারং রথিনাং বরম্।
এবংপ্রভাবং ভর্তারং দৃষ্ট্বা রামেণ পাতিতম্॥ ৫৫
স্থিরাস্মি যা দেহমিমং ধারয়ামি হতপ্রিয়া।

'আপনি শত্রুপক্ষীয় কুলবধূগণের শোকদাতা, আত্মীয়গণের (অর্থাৎ, রাক্ষসকুলের) নেতা, লঙ্কাদ্বীপের রক্ষায়িতৃ, ভীমকর্মাগণের প্রভু, আমাদের ভোগবিলাসের প্রদাতা এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী। নিজের প্রিয়তম পতিকে শ্রীরাম কর্তৃক ধরাশায়ী দেখেও যে আমি জীবিত রয়েছি—ইহা আমার পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক।

শয়নেষু মহার্হেষু শয়িত্বা রাক্ষসেশ্বর॥ ৫৬
ইহ কস্মাৎ প্রসুপ্তোঽসি ধরণ্যাং রেণুগুণ্ঠিতঃ।

'রাক্ষসরাজ ! মহার্ঘ্য শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত আপনি কি করে ধুলিধূসরিত হয়ে ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করেছেন ?

যদা মে তনয়ঃ শস্তো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্ যুধি॥ ৫৭
তদা ত্বভিহতা তীব্রমদ্য ত্বস্মিন্ নিপাতিতা।

'যেদিন আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হল সেদিন আমি অন্তরে গভীর শোকে আহত হয়েছিলাম ; কিন্তু আজ আপনার মৃত্যুতে আমারও যেন মৃত্যু হল।

সাহং বন্ধুজনৈর্হীনা হীনা নাথেন চ ত্বয়া॥ ৫৮
বিহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ।

'এমতাবস্থায় স্বজনবন্ধুহীন আমি আপনার বিয়োগে ঐশ্বর্যাদি ভোগে বঞ্চিতা হয়ে অনাদিকাল শোক করতে থাকব।

প্রপন্নো দীর্ঘমধ্বানং রাজন্নদ্য সুদুর্গমম্॥ ৫৯
নয় মামপি দুঃখার্তাং ন বর্তিষ্যে ত্বয়া বিনা।

'রাজন্ ! আজ আপনি যে অতি দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথে যাত্রা করেছেন, আমার মতো দুঃখিনীকেও সেই পথেই (সঙ্গে) নিয়ে চলুন। আপনার বিয়োগবিরহে আমি বাঁচতে পারব না।

কস্মাৎ ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গন্তুমিচ্ছসি॥ ৬০
দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিং চ মাং নাভিভাষসে।

'হায় ! আমার মতো সহায়হীনাকে এখানে রেখে আপনি কি কারণে অন্যত্র যাত্রা করছেন ? রোরুদ্যমানা এই দীন অভাগিনীর সঙ্গে কেন আপনি কথা বলছেন না ?

দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্॥ ৬১
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো।

'প্রভো ! আজ আমার মুখমণ্ডল অনবগুণ্ঠিত, আমি নগরদ্বার দিয়ে পদব্রজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি। এতদবস্থায় আমাকে দেখে আপনি কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছেন না ?

পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্॥ ৬২
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি।

'আপনার নিজ স্ত্রীবর্গের প্রতি অতিশয় প্রেম ছিল। আজ আপনার সকল প্রিয় স্ত্রীবৃন্দ লজ্জা ত্যাগ করে ও অগুণ্ঠন ছেড়ে অন্তঃপুর থেকে বাহিরে এখানে এসেছে। তাদের নিরীক্ষণ করে কেন আপনার ক্রোধ হচ্ছে না ?

অয়ং ক্রীড়াসহায়স্তেঽনাথো লালপ্যতে জনঃ॥ ৬৩
ন চৈনমাশ্বাসয়সি কিং বা ন বহুমন্যসে।

'নাথ ! আপনার ক্রীড়াসহচরী এই মন্দোদরী আজ অনাথা হয়ে বিলাপরতা, আপনি কেন তাকে আশ্বস্তা করছেন না অথবা আদরে কাছে ডাকছেন না ?

যাস্ত্বয়া বিধবা রাজন্ কৃতা নৈকাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ॥ ৬৪
পতিব্রতা ধর্মরতা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ।
তাভিঃ শোকাভিতপ্তাভিঃ শপ্তঃ পরবশং গতঃ॥ ৬৫
ত্বয়া বিপ্রকৃতাভিশ্চ তদা শপ্তস্তদাগতম্।

'রাজন্ ! আপনি অনেক পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা, গুরুজনগণের সেবায় নিরতা বহু কুলললনাকে পতিহীন করেছেন এবং অপমানিত করেছেন। অতএব তখন তারা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তাদের অভিশাপের পরিণামস্বরূপ আপনি শত্রু এবং মৃত্যুর অধীন হয়ে পড়েছেন।

প্রবাদঃ সত্যমেবায়ং ত্বাং প্রতি প্রায়শো নৃপ॥ ৬৬
পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রূণি ভূতলে।

'মহারাজ ! পতিব্রতাদের অশ্রুমোচন ধরাতলে কখনও ব্যর্থ হয় না—এই প্রবচন আপনার ব্যাপারেও প্রায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

কথং চ নাম তে রাজঁল্লোকানাক্রম্য তেজসা॥ ৬৭
নারীচৌর্যমিদং ক্ষুদ্রং কৃতং শৌণ্ডীর্যমানিনা।

'রাজন্ ! আপনি স্বকীয় শক্তিতে ত্রিভুবন আক্রমণ করতঃ নিজেকে বিশাল শূরবীর বলে মনে করতেন, তবুও পরস্ত্রীহরণরূপ নীচ কর্ম আপনি কেমন করে করলেন ?

অপনীয়াশ্রমাদ্ রামং যন্মৃগচ্ছদ্মনা ত্বয়া॥ ৬৮
আনীতা রামপত্নী সা অপনীয় চ লক্ষ্মণম্।

'কৌশলে মায়াবী সোনার হরিণ কর্তৃক শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণকে অরণ্যের আশ্রম থেকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে একাকিনী শ্রীরামজায়া সীতাকে অপহরণপূর্বক এখানে নিয়ে আসা হল ; এটি আপনার পক্ষে নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় চারিত্রিক দুর্বলতা।

কাতর্যং চ ন তে যুদ্ধে কদাচিৎ সংস্মরাম্যহম্॥ ৬৯
তৎ তু ভাগ্যবিপর্যাসান্নূনং তে পক্বলক্ষণম্।

'যুদ্ধে আপনার চারিত্রিক কাতরতা দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন সীতা অপহরণের কালে নিশ্চয় আপনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন, যা আপনার আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করছিল।

অতীতানাগতার্থজ্ঞো বর্তমানবিচক্ষণঃ॥ ৭০
মৈথিলীমাহৃতাং দৃষ্ট্বা ধ্যাত্বা নিঃশ্বস্য চায়তম্।

সত্যবাক্ স মহাবাহো দেবরো মে যদব্রবীৎ॥ ৭১
অয়ং রাক্ষসমুখ্যানাং বিনাশঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।

'মহাবাহো ! আমার দেবর বিভীষণ সত্যবাক্, ভূত ও ভবিষ্যতের বিচারে পারদর্শী এবং বর্তমান কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে কুশলী। সে আপনার দ্বারা অপহৃতা মৈথিলীকে দেখে, ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল যে এবার প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের বিনাশকাল আসন্ন। তার কথা সত্য প্রমাণিত হল।

কামক্রোধসমুত্থেন ব্যসনেন প্রসঙ্গিনা॥ ৭২
নিবৃত্তস্ত্বৎকৃতেনার্থঃ সোঽয়ং মূলহরো মহান্।
ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্॥ ৭৩

'কামজ ও ক্রোধজ অত্যাসক্তি হেতু আপনার সকল ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছে এবং মূলঘাতী মহা অনর্থ ঘটে গেছে। আজ আপনি সমগ্র রাক্ষসকুলকে অনাথ করে দিয়েছেন।

নহি ত্বং শোচিতব্যো মে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ।
স্ত্রীস্বভাবাৎ তু মে বুদ্ধিঃ কারুণ্যে পরিবর্ততে॥ ৭৪

'আপনি শক্তি ও পৌরুষের মহিমায় বিখ্যাত ছিলেন, অতএব আপনার জন্য শোক করা সাজে না ; তবু স্ত্রীসুলভ স্বভাববশতঃ আমার বোধবুদ্ধি করুণায় পর্যবসিত হচ্ছে।

সুকৃতং দুষ্কৃতং চ ত্বং গৃহীত্বা স্বাং গতিং গতঃ।
আত্মানমনুশোচামি ত্বদ্বিনাশেন দুঃখিতাম্॥ ৭৫

'আপনি আপনার পাপ-পুণ্য অনুসারে নিজের বীরোচিত গতি লাভ করেছেন। আপনার মৃত্যুতে দুঃখিনী আমার নিজের জন্য বরং শোক হচ্ছে।

সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া।
ভ্রাতৃণাং চৈব কাৎস্ন্যেন হিতমুক্তং দশানন॥ ৭৬

'মহারাজ দশানন ! আপনি না শুনলেন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবদের কথা, না মানলেন আপনার সকল ভাইদের হিতোপদেশ।

হেত্বর্থযুক্তং বিধিবচ্ছ্রেয়স্করমদারুণম্।
বিভীষণেনাভিহিতং ন কৃতং হেতুমৎ ত্বয়া॥ ৭৭

'বিভীষণের বচন যুক্তিযুক্ত, প্রয়োজনাত্মক, শাস্ত্রাদিসম্মত, মঙ্গলজনক এবং সবিনয়ে (আপনার কাছে) নিবেদিত ছিল। কিন্তু বিভীষণের এই সকল উত্তম যুক্তিসঙ্গত কথায় আপনি সম্মত হলেন না।

মারীচকুম্ভকর্ণাভ্যাং বাক্যং মম পিতুস্তথা।
ন কৃতং বীর্যমত্তেন তস্যেদং ফলমীদৃশম্॥ ৭৮

'শক্তি ও শৌর্যের অহংকারে মত্ত আপনি মারীচ, কুম্ভকর্ণ এবং আমার দানবাধিপতি পিতৃদেবের মুখনিঃসৃত বাক্য অনুমোদন করেননি। এই হচ্ছে তার পরিণাম।

নীলজীমূতসংকাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ।
স্বগাত্রাণি বিনিক্ষিপ্য কিং শেষে রুধিরাবৃতঃ॥ ৭৯

'প্রাণনাথ ! নীলমেঘসদৃশ আপনার শ্যাম গাত্রবর্ণ। সেই শরীরে পীতবস্ত্র ও হস্তে বাজুবন্ধে সুসজ্জিত থাকতে অভ্যস্ত আপনি কেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীরে রক্তাক্ত হয়ে ভূমিশয্যায় পড়ে আছেন ?

প্রসুপ্ত ইব শোকার্তাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।

'আমি শোকে পীড়িত হচ্ছি আর আপনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন পুরুষের ন্যায় আমার কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না, নাথ ! এরকম কেন হচ্ছে ?

মহাবীর্যস্য দক্ষস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ॥ ৮০
যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।

'আমি (মন্দোদরী) মহাপরাক্রমী, যুদ্ধকুশল এবং রণভূমিতে অবিচল সুমালী নামে খ্যাত রাক্ষসের দৌহিত্রী (নাতিনী) ; আপনি আমার সঙ্গে কেন কথা বলছেন না ?

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে॥ ৮১
অদ্য বৈ নির্ভয়া লঙ্কাং প্রবিষ্টাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ।

'রাক্ষসরাজ ! ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠুন। শ্রীরাম কর্তৃক অদ্যতন পরাভবের পরেও কেন শায়িত রয়েছ ? আজকেই সূর্যের কিরণজাল নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

যেন সূদয়সে শত্রূন্ সমরে সূর্যবর্চসা॥ ৮২
বজ্রং বজ্রধরস্যেব সোঽয়ং তে সততার্চিতঃ।
রণে বহুপ্রহরণো হেমজালপরিষ্কৃতঃ॥ ৮৩
পরিঘো ব্যবকীর্ণস্তে বাণৈশ্ছিন্নঃ সহস্রধা।

'বীর ! আপনি সমরাঙ্গনে সূর্যতুল্য তেজস্বী যে পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করতেন, বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রের মতো নিয়ত যে পরিঘকে পূজা করতেন, যুদ্ধে বহুপ্রাণহন্ত ও হৈমজালিকায় মণ্ডিত আপনার সেই পরিঘ শ্রীরামের বাণে হাজার হাজার ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে রণভূমিতে ইতস্ততঃ পড়ে আছে।

প্রিয়ামিবোপসংগৃহ্য কিং শেষে রণমেদিনীম্॥ ৮৪
অপ্রিয়ামিব কস্মাচ্চ মাং নেচ্ছস্যভিভাষিতুম্।

'প্রাণনাথ ! আপনি আপনার প্রিয়তমা পত্নীর মতো রণভূমিকে আলিঙ্গন করে কেন শায়িত আছেন ? কেনই

বা অপ্রিয়া মনে করে আমার সঙ্গে বার্তালাপ করতে চাইছেন না ?

দিগস্তু হৃদয়ং যস্যা মমেদং ন সহস্রধা॥ ৮৫
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে ফলতে শোকপীড়িতম্।

'আপনার মৃত্যুতে আমার হৃদয় সহস্রধা বিভক্ত হয়ে যায়নি ; অতএব আমার ন্যায় পাষাণহৃদয় নারীকে ধিক্ !।'

ইত্যেবং বিলপন্তী সা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা॥ ৮৬
স্নেহোপস্কন্নহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ।
কশ্মলাভিহতা সন্না বভৌ সা রাবণোরসি॥ ৮৭
সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা।

এইভাবে বিলাপ করতে করতে মন্দোদরীর নেত্রযুগল অশ্রুসজল হয়ে পড়ল এবং স্নেহার্দ্রহৃদয়ে তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে রাবণের বক্ষোপরি পতিতা হলেন। এমবতাবস্থায় সংজ্ঞাশূন্যা দুঃখিনী মন্দোদরী গোধূলিবেলায় রক্তিম মেঘমালার গায়ে বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভিতা হলেন।

তথাগতাং সমুত্থাপ্য সপত্ন্যস্তাং ভৃশাতুরাঃ॥ ৮৮
পর্যবস্থাপয়ামাসূ রুদত্যো রুদতীং ভৃশম্।

মন্দোদরীর অত্যন্ত শোকাতুরা সপত্নীগণ তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে সমুত্থিত করলেন এবং নিজেরাও ক্রন্দন করতে-করতে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরধ্রুবা॥ ৮৯
দশাবিভাগপর্যায়ে রাজ্ঞাং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ।

সপত্নীগণ (মন্দোদরীকে) বললেন — 'মহারাণী ! আপনি কি জানেন না যে সংসারের স্বরূপ অস্থির। অবস্থার বিপর্যয় হলে রাজলক্ষ্মীও চঞ্চলা হয়ে যান।'

ইত্যেবমুচ্যমানা সা সশব্দং প্ররুরোদ হ॥ ৯০
স্নপয়ন্তী তদাস্রেণ স্তনৌ বক্ত্রং সুনির্মলম্।

সপত্নীগণ এইরূপ বলতে থাকলে মন্দোদরী স্ফুটস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর স্তনযুগল ও সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল অশ্রুজলে স্নাত হয়ে গেল।

এতস্মিন্নন্তরে রামো বিভীষণমুবাচ হ॥ ৯১
সংস্কারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতুঃ স্ত্রীগণঃ পরিসান্ত্ব্যতাম্।

তখন শ্রীরাম বিভীষণকে বললেন — 'এই সকল স্ত্রীগণকে ধৈর্য ধরতে বলো এবং নিজের অগ্রজ ভ্রাতার দাহসংস্কার সমাধা করো।'

তমুবাচ ততো ধীমান্ বিভীষণ ইদং বচঃ॥ ৯২
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা প্রশ্রিতং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।

শ্রীরামের বাক্য শুনে বুদ্ধিমান বিভীষণ (শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ার জন্য) বিচার-বিবেচনাপূর্বক তাঁকে ধর্মার্থযুক্ত বিনীত এবং হিতকর বচন বললেন—

ত্যক্তধর্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা॥ ৯৩
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শনম্।

'ভগবন্ ! যে ধর্ম এবং সদাচার বর্জন করেছিল, যে ছিল ক্রূর, নির্দয়, অসত্যভাষী এবং পরস্ত্রীস্পর্শকারী তাঁর দাহসংস্কার আমার উচিত বলে মনে হয় না।

ভ্রাতৃরূপো হি মে শত্রুরেষ সর্বাহিতে রতঃ॥ ৯৪
রাবণো নার্হতে পূজাং পূজ্যোঽপি গুরুগৌরবাৎ।

'সকলের অমঙ্গলকারী রাবণ আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু। যদিও আমার অগ্রজ হওয়ায় গুরুজনোচিত পূজা তার প্রাপ্য, তথাপি আমার দ্বারা সৎকার পাওয়ার যোগ্য সে নয়।

নৃশংস ইতি মাং রাম বক্ষ্যন্তি মনুজা ভুবি॥ ৯৫
শ্রুত্বা তস্যাগুণান্ সর্বে বক্ষ্যন্তি সুকৃতং পুনঃ।

'শ্রীরাম ! আমার এই উক্তি শুনে পৃথিবীর মনুষ্যকুল আমাকে ক্রূর বলবে। কিন্তু যখন তারা রাবণের দোষসমুদায়ের কথা জানবে, তখন সকলে আমার সিদ্ধান্তকে উচিত বলে ভাববে।'

তচ্ছ্রুত্বা পরমপ্রীতো রামো ধর্মভৃতাং বরঃ॥ ৯৬
বিভীষণমুবাচেদং বাক্যজ্ঞং বাক্যকোবিদঃ।

বিভীষণের এই সকল কথায় শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি বাক্যপ্রয়োগে অভিজ্ঞ ছিলেন ; অতএব কথার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম বিভীষণকে বললেন—

তবাপি মে প্রিয়ং কার্যং ত্বৎপ্রভাবান্ময়া জিতম্॥ ৯৭
অবশ্যং তু ক্ষমং বাচ্যো ময়া ত্বং রাক্ষসেশ্বর।

'রাক্ষসরাজ ! আমার উচিত তোমার-ও হিতসাধন ; কেননা তোমার প্রভাবে আমার বিজয় হয়েছে। আমার অবশ্যই তোমাকে উচিত পরামর্শ দান করা প্রয়োজন।

অধর্মানৃতসংযুক্তঃ কামং ত্বেষ নিশাচরঃ॥ ৯৮
তেজস্বী বলবাঞ্ছূরঃ সংগ্রামেষু চ নিত্যশঃ।

'রাক্ষস রাবণ নিঃসন্দেহে অধার্মিক ও অসত্যভাষী ; সংগ্রামে সদা তেজস্বী, বলবান তথা শূরবীর।

শতক্রতুমুখৈর্দেবৈঃ শ্রূয়তে ন পরাজিতঃ॥ ৯৯
মহাত্মা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ।

'শোনা যায় ইন্দ্রাদিদেবগণও তাকে পরাস্ত করতে

পারেননি। ত্রিভুবনকে কাঁদাতে সক্ষম রাবণ শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্ন ও মহামনস্বী ছিল।

মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্॥ ১০০
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।

'শত্রুতা মৃত্যু পর্যন্তই স্থায়ী হতে পারে, মৃত্যুর পর নয়। আমাদের প্রয়োজন এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব এক্ষণে রাবণ যেমন তোমার ভ্রাতা, তেমনি আমারও ভ্রাতৃপ্রতিম। এখন তুমি তার দাহসংকারাদি সম্পন্ন করো।

ত্বৎসকাশান্মহাবাহো সংস্কারং বিধিপূর্বকম্॥ ১০১
ক্ষিপ্রমর্হতি ধর্মেণ ত্বং যশোভাগ্ ভবিষ্যসি।

'মহাবাহো ! ধর্মানুসারে রাবণ তোমার দ্বারা শীঘ্রই শাস্ত্রানুমোদিত দাহসংস্কার পাওয়ার যোগ্য এবং এই সকল কৃত্য সম্পন্ন করলে তুমি যশোভাগী হবে।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণো বিভীষণঃ॥ ১০২
সংস্কারয়িতুমারেভে ভ্রাতরং রাবণং হতম্।

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শোনার পর বিভীষণ নিহত ভ্রাতা রাবণের মরণান্ত কৃত্যাদি করতে ত্বরায় যত্নবান হলেন।

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ॥ ১০৩
রাবণস্যাগ্নিহোত্রং তু নির্যাপয়তি সত্বরম্।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে রাবণের অগ্নিহোত্রকে বিধিপূর্বক ত্বরায় সমার্পিত করে দিলেন।

শকটান্ দারুরূপাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা॥ ১০৪
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ।
অগরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা॥ ১০৫
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ।

তদনন্তর বিভীষণ শকট, কাষ্ঠকণ্ডসমুদায়, অগ্নিহোত্র থেকে অগ্নিসমূহ, যাজ্ঞিক পুরোহিতবৃন্দ, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য বহুবিধ কাষ্ঠখণ্ডাংশ, সুরভিত অগুরু, অন্য সকল সুগন্ধযুক্ত পদার্থ, মণি, মুক্তা এবং প্রবাল প্রভৃতি একত্রিত করলেন।

আজগাম মুহূর্তেন রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ॥ ১০৬
ততো মাল্যবতা সার্ধং ক্রিয়ামেব চকার সঃ।

রাক্ষসগণপরিবৃত বিভীষণ মুহূর্তমধ্যে ফিরে এলেন এবং মাল্যবানকে সঙ্গে নিয়ে দাহসংস্কারের প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করলেন।

সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্॥ ১০৭
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুবর্ণমুখা দ্বিজাঃ।
তূর্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈঃ স্তবদ্ভিশ্চাভিনন্দিতম্॥ ১০৮

রাক্ষসরাজ রাবণকে বিবিধ বাদ্য নিনাদ সহকারে স্তুতিতে অভিনন্দিত করে, রেশমী বস্ত্রে আবৃত অবস্থায় সোনার দিব্য পাল্কীতে শায়িত করা হলে রাক্ষসবংশীয় ব্রাহ্মণেরা অশ্রুসজল নয়নে তথায় দণ্ডায়মান হলেন।

পতাকাভিশ্চ চিত্রাভিঃ সুমনোভিশ্চ চিত্রিতাম্।
উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তাং তু বিভীষণপুরোগমাঃ॥ ১০৯
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে।

রাবণের শিবিকাকে বিচিত্র পতাকা তথা পুষ্পরাজিতে সজ্জিত করা হলে সেইটি বর্ণময় শোভা ধারণ করল। তখন বিভীষণাদি রাক্ষসবৃন্দ স্কন্ধে তুলে শিবিকা বহন করতে লাগলেন ; অন্যান্যরা শবদাহনার্থে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড হাতে হাতে নিয়ে দক্ষিণদিকে শ্মশানভূমির দিকে অগ্রসর হল।

অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্যুসমীরিতাঃ॥ ১১০
শরণাভিগতাঃ সর্বে পুরস্তাৎ তস্য তে যযুঃ।

যজুর্বেদীয় যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক উদ্দীপিত ত্রিবিধ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সেই অগ্নিসকল মাটির সরায় রাখা ছিল এবং পুরোহিতগণ সেগুলি শবের অগ্রে অগ্রে বহন করতে লাগলেন।

অন্তঃপুরাণি সর্বাণি রুদমানানি সত্বরম্॥ ১১১
পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তানি প্লবমানানি সর্বতঃ।

অন্তঃপুরনারীরা কাঁদতে কাঁদতে স্খলিতপায়ে শবের অনুগমন করতে লাগলেন।

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ॥ ১১২
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
ব্রাহ্ম্যা সংবর্তয়ামাসু রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্॥ ১১৩

অগ্রগামী হয়ে রাবণের শিবিকাকে একটি পূত-পবিত্র পরিসরে নামিয়ে অতিশয় দুঃখিত বিভীষণাদি রাক্ষসেরা মলয়-চন্দন কাষ্ঠে, পদুক, উশীর তথা অন্য নানাবিধ চন্দন দ্বারা বেদবিহিত রীতিতে চিতা নির্মাণ করলেন এবং তদুপরি রংকু নাম মৃগের চর্ম বিস্তৃত করে দিলেন।

প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্।
বেদিং চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানং চ পাবকম্॥ ১১৪
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ।

পাদয়োঃ শকটং প্রাপুরূর্বোশ্চোলূখলং তদা॥ ১১৫

মৃগচর্মোপরি শবদেহকে শায়িত করে বিভীষণাদি রাক্ষসেরা উত্তম রীতিতে শবের পিতৃমেধ (দাহসংস্কার) করলেন; চিতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেদী নির্মাণ করে তদুপরি যথাযথস্থানে অগ্নিত্রয়কে স্থাপন করলেন। এবার দধিমিশ্রিত ঘৃতপূর্ণ স্রুবা রাবণের স্কন্ধোপরি রাখলেন; অনন্তর পদদ্বয়ে শকট এবং জঙ্ঘায় উলূখল রাখলেন।

দারুপাত্রাণি সর্বাণি অরণিং চোত্তরারণিম্।
দত্ত্বা তু মুসলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ॥ ১১৬

তথা কাষ্ঠের সকল পাত্র, অরণি, উত্তরারণি এবং মুসলাদিও যথাযথ স্থানে রেখে তারা চিতাকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ॥ ১১৭
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ॥ ১১৮

বেদোক্ত বিধি এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রণীত কল্পসূত্রানুসারে সকল কার্য সম্পন্ন করা হল। তখন রাক্ষসেরা তাদের প্রথা অনুযায়ী (মেধ্য) পশুকে হত্যা করে রাক্ষসরাজের চিতার উপরে বিছানো মৃগচর্মকে ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত করে দিল এবং পুনরায় রাবণের শবদেবকে চন্দন ও পুষ্পরাজিতে সাজিয়ে সকলে অন্তরে দুঃখানুভব করতে লাগল।

বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তথা॥ ১১৯

অতঃপর বিভীষণ সহ অন্যান্য রাক্ষসেরা চিতার উপরে নানাবিধ বস্ত্র ও খই ছড়িয়ে দিতে লাগল। সেইসময়ে তাদের মুখমণ্ডল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছিল।

স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ।
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্॥ ১২০
উদকেন চ সম্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ১২১

এমন সময়ে বিভীষণ বিধিসম্মত উপায়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে তিনি তিল, কুশল ও জল দ্বারা বিধিবৎ রাবণকে অঞ্জলি করে জল দান করলেন এবং রাবণের স্ত্রীগণকে বারংবার সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে ফেরার অনুরোধ করতে লাগলেন।

গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিবিশুর্নগরং ততঃ।
প্রবিষ্টাসু পুরীং স্ত্রীষু রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রামপার্শ্বমুপাগম্য সমতিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ॥ ১২২

'মহলে ফিরে চলুন' — বিভীষণের এইরূপ আদেশ শ্রবণে স্ত্রীগণ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। স্ত্রীসকল অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে রাক্ষসরাজ বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে বিনীতভাবে এসে দাঁড়ালেন।

রামোঽপি সহ সৈন্যেন সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ।
হর্ষং লেভে রিপুং হত্বা বৃত্রং বজ্রধরো যথা॥ ১২৩

লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সমস্ত সৈন্যদের সাথে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুকে বধ করে অতিশয় আনন্দ অনুভব করলেন, যেমনটি বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিধনের পরে অনুভব করেছিলেন।

ততো বিমুক্ত্বা সশরং শরাসনং
মহেন্দ্রদত্তং কবচং স তন্মহৎ।
বিমুচ্য রোষং রিপুনিগ্রহাৎ ততো
রামঃ স সৌম্যত্বমুপাগতোঽরিহা॥ ১২৪

তদনন্তর ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ধনুঃ, বাণ এবং বিশাল কবচ খুলে এবং শত্রুর মৃত্যু হওয়ায় ক্রোধকেও পরিত্যাগ করে শত্রুসূদন শ্রীরাম শান্তভাব ধারণ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১১॥

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১২)

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক শ্রীহনুমানে মাধ্যমে সীতার প্রতি সন্দেশ প্রদান

তে রাবণবধং দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
জগ্মুঃ স্বৈঃ স্বৈর্বিমানৈস্তে কথয়ন্তঃ শুভাঃ কথাঃ॥ ১

দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণ-বধের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শুভ বার্তালাপ করতে-করতে নিজ-নিজ বিমানের দ্বারা যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাবণস্য বধং ঘোরং রাঘবস্য পরাক্রমম্।
সুযুদ্ধং বানরাণাং চ সুগ্রীবস্য চ মন্ত্রিতম্॥ ২
অনুরাগং চ বীর্যং চ মারুতের্লক্ষ্মণস্য চ।
পতিব্রতাত্বং সীতায়া হনূমতি পরাক্রমম্॥ ৩
কথয়ন্তো মহাভাগা জগ্মুর্হৃষ্টা যথাগতম্।

ঘোর সমরে রাবণের বধ, শ্রীরঘুনাথের পরাক্রম, বানরসৈন্যগণের উত্তম যুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, লক্ষ্মণ ও শ্রীহনুমানের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি তথা এই বীরদ্বয়ের পরাক্রম, সীতার পাতিব্রত্য এবং শ্রীহনুমানের পৌরুষাদির কথা বলতে-বলতে মহাত্মা দেবতাদি যেপ্রকারে এসেছিলেন, সেইপ্রকার প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করলেন।

রাঘবস্তু রথং দিব্যমিন্দ্রদত্তং শিখিপ্রভম্॥ ৪
অনুজ্ঞাপ্য মহাবাহুর্মাতলিং প্রত্যপূজয়ৎ।

তদনন্তর মহাবাহু ভগবান শ্রীরাম অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান ইন্দ্র-প্রদত্ত দিব্য রথকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার আজ্ঞা দিয়ে মাতলিকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন।

রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ॥ ৫
দিব্যং তং রথমাস্থায় দিবমেবোৎপপাত হ।

তখন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আজ্ঞাপিত হয়ে সেই স্বর্গীয় রথোপরি আরূঢ় ইন্দ্রসারথি মাতলি দিব্যলোকে যাত্রা করলেন।

তস্মিংস্তু দিবমারূঢ়ে সরথে রথিনাং বরঃ॥ ৬
রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবং পরিষস্বজে।

রথে আরূঢ় মাতলি দেবলোকে প্রস্থান করলে রথীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী, শ্রীরাম অতিশয় প্রসন্নতায় সুগ্রীবকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

পরিষ্বজ্য চ সুগ্রীবং লক্ষ্মণেনাভিবাদিতঃ॥ ৭
পূজ্যমানো হরিগণৈরাজগাম বলালয়ম্।

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করার পর যখন শ্রীরাম শ্রীমান লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁর চরণযুগলে প্রণত হলেন। পুনরায় বানরসৈন্যগণ কর্তৃক সম্মানিত শ্রীরঘুনাথ সৈন্যনিবাস সমূহে এসে পৌঁছলেন।

অথোবাচ স কাকুৎস্থঃ সমীপপরিবর্তিনম্॥ ৮
সৌমিত্রিং সত্ত্বসম্পন্নং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
বিভীষণমিমং সৌম্য লঙ্কায়ামভিষেচয়॥ ৯
অনুরক্তং চ ভক্তং চ তথা পূর্বোপকারিণম্।

তদনন্তর কাকুৎস্থ নিকটেই দণ্ডায়মান বল ও দীপ্তিতেজসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বললেন — 'সৌম্য ! আমার অনুরক্ত পূর্বোপকারী ভক্ত বিভীষণকে লঙ্কায় রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করো।

এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্॥ ১০
লঙ্কায়াং সৌম্য পশ্যেয়মভিষিক্তং বিভীষণম্।

'সৌম্য ! আমার খুবই ইচ্ছা যে আমি রাবণের অনুজ ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার রাজা রূপে অভিষিক্ত দেখি।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ১১
তথেত্যুক্ত্বা সুসংহৃষ্টঃ সৌবর্ণং ঘটমাদদে।
তং ঘটং বানরেন্দ্রাণাং হস্তে দত্ত্বা মনোজবান্॥ ১২
ব্যাদিদেশ মহাসত্ত্বান্ সমুদ্রসলিলং তদা।

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক এইভাবে উক্ত হয়ে সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ আনন্দিত হলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে 'যথা আজ্ঞা' বলে হৈম কলস হাতে তুলে নিলেন এবং সেই কলস বানরযূথপতিদের কাছে হস্তান্তরিত করে শক্তিশালী ও মনের তুল্য গতিবেগসম্পন্ন বানরগণকে সমুদ্র থেকে জল আনয়ন করতে বললেন।

অতিশীঘ্রং ততো গত্বা বানরাস্তে মনোজবাঃ॥ ১৩
আগতাস্তু জলং গৃহ্য সমুদ্রাদ্ বানরোত্তমাঃ।

মনের তুল্য বেগবান শ্রেষ্ঠ বানরগণ ত্বরায় গিয়ে সমুদ্রের জল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ততস্ত্বেকং ঘটং গৃহ্য সংস্থাপ্য পরমাসনে॥ ১৪

ঘটেন তেন সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
লঙ্কায়াং রক্ষসাং মধ্যে রাজানং রামশাসনাৎ॥ ১৫
বিধিনা মন্ত্রদৃষ্টেন সুহৃদ্গণসমাবৃতম্।
অভ্যষিঞ্চংস্তদা সর্বে রাক্ষসা বানরাস্তথা॥ ১৬

অতঃপর লক্ষ্মণ জলপূর্ণ ঘটটি উত্তম আসনে প্রতিস্থাপিত করলেন এবং সেই ঘটের পবিত্র বারিতে রামের আদেশ অনুসারে বেদোক্তরীতিতে বিভীষণকে অভিষিঞ্চনপূর্বক লঙ্কা নগরীতে রাক্ষসকুলের রাজা রূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন (অর্থাৎ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক করলেন)। তদনন্তর সকল রাক্ষস ও বানরগণও বিভীষণকে অভিষিক্ত করলেন।

প্রহর্ষমতুলং গত্বা তুষ্টুবু রামমেব হি।
তস্যামাত্যা জহৃষিরে ভক্তা যে চাস্য রাক্ষসাঃ॥ ১৭
দৃষ্ট্বাভিষিক্তং লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
রাঘবঃ পরমাং প্রীতিং জগাম সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৮

সকলে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করতে লাগল। রাক্ষসরাজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিসিক্ত দেখে তাঁর মন্ত্রী ও অনুগত অন্যান্যেরা সাতিশয় আনন্দিত হলেন। লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরামচন্দ্রও পরমানন্দ অনুভব করলেন।

স তদ্ রাজ্যং মহৎ প্রাপ্য রামদত্তং বিভীষণঃ।
সান্ত্বয়িত্বা প্রকৃতয়স্ততো রামমুপাগমৎ॥ ১৯

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা বিশাল রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে বিভীষণ প্রজাবৃন্দকে সান্ত্বনা দিলেন এবং শ্রীরঘুনাথের কাছে এলেন।

দধ্যক্ষতান্ মোদকাংশ্চ লাজাঃ সুমনসস্তথা।
আজহ্রুরথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাস্তস্মৈ নিশাচরাঃ॥ ২০

সেক্ষণে আনন্দে পরিপূর্ণ নগরবাসিগণ রাক্ষসরাজ বিভীষণকে প্রদান করার জন্য দই, অক্ষত, মিষ্টান্ন এবং পুষ্পরাজি আনয়ন করল।

স তান্ গৃহীত্বা দুর্ধর্ষো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।
মঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্যবান্॥ ২১

দুর্ধর্ষ বীর বিভীষণ সেই সকল মঙ্গলজনক মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি গ্রহণ করে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কাছে নিবেদন করলেন।

কৃতকার্যং সমৃদ্ধার্থং দৃষ্ট্বা রামো বিভীষণম্।
প্রতিজগ্রাহ তৎ সর্বং তস্যৈব প্রতিকাম্যয়া॥ ২২

শ্রীরঘুনাথ বিভীষণকে কৃতকার্য এবং সফল মনোরথ দেখে বিভীষণের প্রীত্যর্থে সেই সকল মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি গ্রহণ করলেন।

ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাঞ্জলিং প্রণতং স্থিতম্।
উবাচেদং বচো রামো হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্॥ ২৩

তদনন্তর শ্রীরাম করজোড়ে ও বিনীতভাবে দণ্ডায়মান পর্বতাকার বীর শ্রীহনুমানকে বললেন—

অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্য বিভীষণম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ব্রূহি মৈথিলীম্॥ ২৪

'সৌম্য ! তুমি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি সহকারে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে মিথিলেশকুমারী সীতাকে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করো।

বৈদেহ্যৈ মাং চ কুশলং সুগ্রীবং চ সলক্ষ্মণম্।
আচক্ষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ রাবণং চ হতং রণে॥ ২৫
প্রিয়মেতদিহাখ্যাহি বৈদেহ্যাস্ত্বং হরীশ্বর।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশমুপাবর্তিতুমর্হসি॥ ২৬

'এবং সাথে সাথে বৈদেহীকে সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও আমার কুশলবার্তা পৌঁছে দাও। বাক্যনিপুণ হরীশ্বর ! তুমি সীতাকে প্রিয় বার্তা দাও যে যুদ্ধে রাবণের বিনাশ হয়েছে। অতঃপর সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরে এস।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৩)

সীতাদেবীর সহিত বার্তালাপপূর্বক শ্রীহনুমানের প্রত্যাবর্তন এবং সীতাদেবীর সংবাদ শ্রীরামের নিকট নিবেদন

ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ॥ ১

ভগবান শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে রাক্ষসগণের সম্মানিত অতিথি শ্রীহনুমান লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য চ পুরীং লঙ্কামনুজ্ঞাপ্য বিভীষণম্।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো হনূমান্ বৃক্ষবাটিকাম্॥ ২

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে শ্রীহনুমান বিভীষণের অনুমতি চাইলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে অশোকবাটিকায় প্রবেশ করলেন।

সম্প্রবিশ্য যথান্যায়ং সীতায়া বিদিতো হরিঃ।
দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কাং রোহিণীমিব॥ ৩

অশোকবাটিকায় প্রবেশ করে তিনি সীতাদেবীকে যথারীতি নিজের আগমনের সূচনা দিলেন। তদনন্তর নিকটে গিয়ে সীতাকে দর্শন করলেন, যিনি স্নানাদিরহিতা হওয়ায় কিছুটা মালিন্য ও রোহিণীর তুল্যা আশঙ্কিতা প্রতীতা হচ্ছিলেন।

বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ পরীবৃতাম্।
নিভৃতঃ প্রণতঃ প্রহ্বঃ সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ॥ ৪

সীতা তখন নিরানন্দচিত্তে রাক্ষসীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে বসেছিলেন। শ্রীহনুমান শান্ত ও বিনীতভাবে সম্মুখে গিয়ে সীতাদেবীকে প্রণামপূর্বক চুপচাপ দণ্ডায়মান হলেন।

দৃষ্ট্বা তমাগতং দেবী হনূমন্তং মহাবলম্।
তূষ্ণীমাস্ত তদা দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা হৃষ্টাভবৎ তদা॥ ৫

মহাবলী হনুমানকে আসতে দেখে দেবী সীতা তাঁকে চিনতে পেরে মনে-মনে আনন্দিত হলেন। সহসা কিছু বলতে না পেরে নিশ্চুপ থাকলেন।

সৌম্যং তস্যা মুখং দৃষ্ট্বা হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ।
রামস্য বচনং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৬

সীতার মুখমণ্ডলে সৌম্যভাব লক্ষ্য করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কথিত সকল বার্তা সীতার নিকট নিবেদন করতে লাগলেন—

বৈদেহি কুশলী রামঃ সহসুগ্রীবলক্ষ্মণঃ।
কুশলং চাহ সিদ্ধার্থো হতশত্রুরমিত্রজিৎ॥ ৭

'বিদেহনন্দিনি ! লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সহ ভগবান শ্রীরাম কুশলে আছেন। স্বীয় শত্রু রাবণকে নিধন করে সফল মনোরথ শত্রুজয়ী শ্রীরাম আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

বিভীষণসহায়েন রামেণ হরিভিঃ সহ।
নিহতো রাবণো দেবি লক্ষ্মণেন চ বীর্যবান্॥ ৮

'দেবি ! বিভীষণের সহায়তায় বানরগণ ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম শৌর্য-বীর্যবান রাবণকে যুদ্ধে নিধন করেছেন।

প্রিয়মাখ্যামি তে দেবি ভূয়শ্চ ত্বাং সভাজয়ে।
তব প্রভাবাদ্ ধর্মজ্ঞে মহান্ রামেণ সংযুগে॥ ৯
লব্ধোঽয়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা।
রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা॥ ১০

'দেবি সীতে ! আপনি ধর্মজ্ঞা ; আপনি পুনঃ পুনঃ প্রশংসার্হা। আপনাকে শুভ সংবাদ নিবেদন করছি যে আপনার পাতিব্রত্যাদির শক্তিতে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে মহাবিজয় লাভ করেছেন। এবার চিন্তা ত্যাগ করে নিশ্চিত হোন। শত্রু রাবণ নিহত হয়েছে এবং লঙ্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে।

ময়া হ্যলব্ধনিদ্রেণ ধৃতেন তব নির্জয়ে।
প্রতিজ্ঞৈষা বিনিস্তীর্ণা বদ্ধ্বা সেতুং মহোদধৌ॥ ১১

'শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে বার্তা দিয়েছেন যে— দেবি ! আমি (শ্রীরাম) তোমার উদ্ধারার্থে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই হেতু নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক প্রযত্ন করেছি এবং সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে রাবণবধের দ্বারা আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছি।

সম্ভ্রমশ্চ ন কর্তব্যো বর্তন্ত্যা রাবণালয়ে।
বিভীষণবিধেয়ং হি লঙ্কৈশ্বর্যমিদং কৃতম্॥ ১২
তদাশ্বসিহি বিস্রব্ধং স্বগৃহে পরিবর্তসে।
অয়ং চাভ্যেতি সংহৃষ্টস্ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ॥ ১৩

'(আপনি) রাবণের পুরীতে আছেন মনে করে ত্রস্তা হবেন না। লঙ্কার সমগ্র ঐশ্বর্য এখন বিভীষণের অধীন হয়ে গেছে। স্বজনের আশায় আছেন জেনে নিজেকে আশ্বস্ত করুন। বিভীষণ স্বয়ং আনন্দিত চিত্তে আপনার দর্শনার্থে উৎসুক হয়ে এখনই উপস্থিত হবেন।'

এবমুক্তা তু সা দেবী সীতা শশিনিভাননা।
প্রহর্ষেণাবরুদ্ধা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ১৪

শ্রীহনুমানের এইরূপ বচনে চন্দ্রবদনা সীতা নিরতিশয় আনন্দে রুদ্ধবাক্ হয়ে কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না।

ততোঽব্রবীদ্ধরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্।
কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিং চ মাং নাভিভাষসে॥ ১৫

তখন কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান রুদ্ধবাক সীতাকে বললেন— 'দেবি ! আপনি কি চিন্তা করছেন ? কেনই বা আমার সাথে কথা বলছেন না ?'

এবমুক্তা হনুমতা সীতা ধর্মপথে স্থিতা।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ১৬

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হয়ে ধর্মপরায়ণা সীতাদেবী প্রসন্নচিত্তে অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য ভর্তুর্বিজয়সংশ্রিতম্।
প্রহর্ষবশমাপন্না নির্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তরম্॥ ১৭

'স্বীয় পতিদেবের যুদ্ধজয়ের প্রিয়বার্তা পেয়ে আমি আনন্দাতিশয্যে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারিনি।

নহি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম।
আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্॥ ১৮

'বানরবীর ! এত বড় শুভ সমাচার প্রদানকারী তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাই, কিন্তু বহুধা বিচার করেও আমি এক্ষেত্রে যোগ্য কোন বস্তু পুরস্কার রূপে নিরূপণ করতে পারছি না।

ন হি পশ্যামি তৎ সৌম্য পৃথিব্যামপি বানর।
সদৃশং যৎপ্রিয়াখ্যানে তব দত্ত্বা ভবেৎ সুখম্॥ ১৯

'সৌম্য বানরবীর ! এই পৃথিবীতে আমি কোন দ্রব্যাদি দেখতে পাচ্ছি না, যা কিনা তোমার দ্বারা প্রদত্ত এই প্রিয় সন্দেশের পুরস্কার হতে পারে এবং যে বস্তু দান করে আমার সন্তুষ্টি সম্ভব হবে।

হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ।
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু এতন্নার্হতি ভাষিতম্॥ ২০

'স্বর্ণ, রৌপ্য, নানাবিধ রত্নাদি অথবা ত্রিভুবনের রাজ্যপাটও তোমার দেওয়া আনন্দ সংবাদের সমতুল্য নয়।'

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ॥ ২১

বৈদেহী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে বানরবীর শ্রীহনুমানের নিরতিশয় আনন্দানুভব হল। তিনি সীতাদেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

ভর্তুঃ প্রিয়হিতে যুক্তে ভর্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণি।
স্নিগ্ধমেবংবিধং বাক্যং ত্বমেবার্হস্যনিন্দিতে॥ ২২

'পতিদেবের বিজয়াকাঙ্ক্ষিনি এবং সর্বদা পতির প্রিয়কর্মে ও মঙ্গলচিন্তায় নিরত সতী-সাধ্বী দেবি ! আপনার মুখ থেকেই এইরূপ স্নেহার্দ্র বচন নির্গত হতে পারে (অর্থাৎ আপনার সস্নেহ বাক্যে আমি পুরস্কৃত হয়ে গেছি, অন্য পুরস্কারের কী প্রয়োজন)।

তবৈতদ্ বচনং সৌম্যে সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ।
রত্নৌঘাদ্ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে॥ ২৩

'সৌম্যে ! আপনার এই বচন সারগর্ভ এবং স্নেহপূর্ণ এবং সেই কারণে বিবিধপ্রকার রত্নরাশি কিংবা স্বর্গরাজ্য অপেক্ষাও সেটি মহত্তর।

অর্থতশ্চ ময়া প্রাপ্তা দেবরাজ্যাদয়ো গুণাঃ।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিতম্॥ ২৪

'বস্তুতঃ দেবরাজ্যাদির গুণে সমৃদ্ধ পদার্থ সকল আমার প্রাপ্তি হয়েছে, কেননা আমি এখন দেখছি যে শ্রীরাম যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন এবং শত্রুনিধনের পর শ্রীরাম সুস্থ আছেন।'

তস্যা তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্॥ ২৫

তাঁর কথা শুনে মিথিলেশকুমারী জানকী পবনকুমারকে শুভতর বাক্য বললেন—

অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্যগুণভূষণম্।
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্॥ ২৬

'বীরবর ! তোমার উক্তি উত্তম লক্ষণসমূহে সমৃদ্ধ, শ্রুতিনন্দন তথা বুদ্ধির শুশ্রূষাদি অষ্ট গুণসমুদায়ে পরিপূর্ণ।

এমনতর উক্তি তোমার পক্ষেই সম্ভব।

শ্লাঘনীয়োঽনিলস্য ত্বং সুতঃ পরমধার্মিকঃ।
বলং শৌর্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমো দাক্ষ্যমুত্তমম্॥ ২৭
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ স্থৈর্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাস্ত্বয্যেব শোভনাঃ॥ ২৮

'তুমি পবনদেবের প্রশংসিত পুত্র তথা পরম ধর্মাত্মা। শারীরিক শক্তি, শৌর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, মানসিক বল, পরাক্রম, উত্তম দক্ষতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থিরতা, বিনয় এবং অন্য বহুবিধ সুন্দর গুণরাজি তোমার মধ্যে একত্রিত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

অথোবাচ পুনঃ সীতামসম্ভ্রান্তো বিনীতবৎ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ॥ ২৯

তদনন্তর সীতার সম্মুখে দ্বিধাশূন্য শ্রীহনুমান করজোড়ে সবিনয়ে পুনরায় সানন্দে তাঁকে বললেন—

ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা॥ ৩০

'দেবি ! যদি আপনি আদেশ করেন তাহলে আমি এই সমস্ত রাক্ষসীগণকে হত্যা করতে চাই, কেননা কিছুকাল আগে এরা আপনাকে বহুভাবে ভয় দেখিয়েছে এবং নানাভাবে তিরস্কার করেছে।

ক্লিশ্যন্তীং পতিদেবাং ত্বামশোকবনিকাং গতাম্।
ঘোররূপসমাচারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরতরেক্ষণাঃ॥ ৩১
ইহ শ্রুতা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
অসকৃৎপরুষৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া॥ ৩২

'আপনার তুল্য পতিব্রতা দেবী অশোকবাটিকায় বন্দিনী থেকে ক্লেশ ভোগ করেছেন। আর এই সকল ভয়ঙ্কর রূপ ও আচার-আচরণসম্পন্না, ক্রূরদৃষ্টি, করালবদনা নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ কঠোর বাক্যে যে-সকল কথা শোনাত সে-সকল আমি স্বয়ংই শুনেছি।

বিকৃতা বিকৃতাকারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরকচেক্ষণাঃ।
ইচ্ছামি বিবিধৈর্ঘাতৈর্হন্তুমেতাঃ সুদারুণাঃ॥ ৩৩

'এই সকল বিকরাল, ঘোরাকৃতি, ক্রুর, ভয়ংকর কেশ ও নেত্রসম্পন্না, কর্কশচরিত্রা এবং পরুষবাদিনী রাক্ষসীদেরকে বহুধা আঘাতে আমি বধ করতে চাই।

রাক্ষস্যো দারুণকথা বরমেতৎ প্রযচ্ছ মে।
মুষ্টিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈশ্চ বিশালৈশ্চৈব বাহুভিঃ॥ ৩৪
জঙ্ঘাজানুপ্রহারৈশ্চ দন্তানাং চৈব পীড়নৈঃ।
কর্তনৈঃ কর্ণনাসানাং কেশানাং লুঞ্চনৈস্তথা॥ ৩৫
নিপাত্য হন্তুমিচ্ছামি তব বিপ্রিয়কারিণীঃ।
এবং প্রহারৈর্বহুভিঃ সম্প্রহার্য যশস্বিনি॥ ৩৬
ঘাতয়ে তীব্ররূপাভির্যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা।

'আমার ইচ্ছা যে—মুষ্টিপ্রহার, পদাঘাত, বিশাল বাহু দিয়ে জঙ্ঘা ও জানুর আঘাতে পরুষবাদিনী রাক্ষসীদের দাঁত ভেঙ্গে, কান কেটে, কেশ উৎপাটিত করে আপনার প্রতি অন্যায়কারিণী রাক্ষসীদের ধরে ধরে প্রহার করব। যশস্বিনী দেবি ! এইভাবে বহুধা প্রহারে রাক্ষসীগণকে আঘাতে-আঘাতে বধ করব— এই আদেশ আপনি আমাকে প্রদান করুন। কেননা কিছুকাল পূর্বে ঘোররূপা এই রাক্ষসীরা আপনাকে উচ্চৈস্বরে কটু কথা বলেছিল।'

ইত্যুক্তা সা হনুমতা কৃপণা দীনবৎসলা॥ ৩৭
হনুমন্তমুবাচেদং চিন্তয়িত্বা বিমৃশ্য চ।

শ্রীহনুমান কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হয়ে করুণাময়ী দীনবৎসলা সীতা মনে-মনে অনেক বিচার-বিবেচনা করে শ্রীহনুমানকে বললেন—

রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্বতীনাং পরাজ্ঞয়া॥ ৩৮
বিধেয়ানাং চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ্ বানরোত্তম।
ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ॥ ৩৯
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্বং স্বকৃতং হ্যুপভুজ্যতে।
মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ॥ ৪০

'কপিশ্রেষ্ঠ ! এই সকল আজ্ঞাপালন কারিণী রাক্ষসী দাসীবৃন্দ রাজার আশ্রয়াধীনা হওয়ায় রাজার ইচ্ছানুসারে কার্য করে থাকে ; অতএব এদের উপরে রাগ করে কী হবে ! আমার ভাগ্য খারাপ ছিল তাই পূর্বজন্মের পাপ আমাকে ক্লেশ দিয়েছে, সেইহেতু আমি এইসকল ফলভোগ করেছি এবং সকলেই নিজের কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করতে বাধ্য। অতএব মহাবাহো ! তুমি এই রাক্ষসীদেরক মার-ধর করবে না, আমার জন্য দৈবের বিধানই তদ্রূপ ছিল।

প্রাপ্তব্যং তু দশাযোগান্ময়ৈতদিতি নিশ্চিতম্।

দাসীনাং রাবণস্যাহং মর্ষয়ামীহ দুর্বলা॥ ৪১

'আমার পূর্বজন্মকৃত কর্মফল হেতু এই সকল দুঃখদশা অনিবার্য ছিল ; অতএব রাবণের রাক্ষসী পরিচারিকাদের অপরাধ আমি ক্ষমা করছি ; কেননা তাদের প্রতি আমার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের উদ্রেক আমাকে কাতর করে তুলছে।

আজ্ঞপ্তা রাক্ষসেনেহ রাক্ষস্যস্তর্জয়ন্তি মাম্।
হতে তস্মিন্ ন কুর্বন্তি তর্জনং মারুতাত্মজ॥ ৪২

'পবনকুমার ! রাক্ষসরাজ রাবণের দ্বারা আদিষ্টা হয়েই তারা আমাকে পরুষবাক্যে ধমক দিত। কিন্তু রাবণের নিধনের পরে তারা আর ওইরূপ ব্যবহার করেনি।

অয়ং ব্যাঘ্রসমীপে তু পুরাণো ধর্মসংহিতঃ।
ঋক্ষেণ গীতঃ শ্লোকোঽস্তি তং নিবোধ প্লবঙ্গম॥ ৪৩

'বানরবীর ! এ-বিষয়ে একটি পুরাতন ধর্মসম্মত শ্লোক আছে, যেটি কোন ব্যাঘ্রের সন্নিধানে এক ভল্লুক আবৃত্তি করেছিল[১] তুমি সেইটি শ্রবণ করো।

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম্।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ॥ ৪৪

'উত্তম প্রাণীরা অন্যের দ্বারা কৃত পাপ গ্রাহ্য করে না—অর্থাৎ পাপের প্রতিদানে পাপকর্ম সম্পাদন করে না। অতএব নিজের প্রতিজ্ঞা ও সদাচারের সুরক্ষা করাই কর্তব্য ; কেননা উত্তম স্বভাব-চরিত্রই হল সাধু পুরুষের অলংকার স্বরূপ।

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্যং কারুণ্যমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥ ৪৫

'সাধুস্বভাব আর্যচরিত্রের পুরুষেরা পাপী হোক, নির্দোষ হোক অথবা বধযোগ্য হোক— সকলকে করুণা প্রদর্শন করেন। কেননা, এমন কেউ নেই যে জীবনে কোন না কোন অপরাধ করেনি।

লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপকর্মণাম্।
কুর্বতামপি পাপানি নৈব কার্যমশোভনম্॥ ৪৬

'যারা সর্বদা হিংসায় নিরত অথবা পাপাচরণে লিপ্ত, সেইসকল ক্রূরচরিত্র পাপাত্মাদের প্রতিও কখনও হানিকর কর্ম করা উচিত নয়।'

এবমুক্তস্তু হনূমান্ সীতয়া বাক্যকোবিদঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্॥ ৪৭

সীতাদেবী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে বাক্যপটু শ্রীহনুমান সতী-সাধ্বী সীতাকে বললেন—

যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসন্দিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ॥ ৪৮

'দেবি ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বহুগুণান্বিতা ধর্মপত্নী আপনি ; আপনি আমাকে এখন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য মনোমত বার্তা প্রদান করুন, আমি তাই নিয়ে শ্রীরাম সকাশে ফিরে যাব।'

এবমুক্তা হনুমতা বৈদেহী জনকাত্মজা।
সাব্রবীদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং ভক্তবৎসলম্॥ ৪৯

শ্রীহনুমান এইরূপ বলার পর বিদেহনন্দিনী জনকরাজকন্যা প্রত্যুত্তরে বললেন —'আমি ভক্তবৎসল পতিদেবের দর্শন করতে চাই।'

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।

---

[১]পুরাকালের কথা—একটি বাঘ এক ব্যাধকে আক্রমণ করেছিল। ব্যাধটি দৌড়ে এক বৃক্ষে উঠে পড়ে। সেই বৃক্ষে আগে থেকেই একটি নেকড়ে বসে ছিল। বাঘটি বৃক্ষের পাদদেশে গিয়ে সেই নেকড়েকে বলল—'ভাই ! আমরা উভয়েই বন্যপ্রাণী এবং এই ব্যাধটি আমাদের উভয়েরই শত্রু, অতএব তুমি একে নীচে ফেলে দাও।' নেকড়েটি বলল—'ব্যাধটি এই বৃক্ষে আশ্রয় নিয়ে একপ্রকার আমার শরণাগত হয়েছে, অতএব আমি একে নীচে ফেলে দিতে পারি না। যদি একে নীচে ফেলে দিই, তাহলে ধর্মের হানী হবে।' একথা বলে নেকড়েটি শুয়ে পড়ল। তখন সেই বাঘটি বলল—'এই ঘুমন্ত নেকড়েটিকে নীচে ফেলে দাও। আমি তোমাকে রক্ষা করব।' তখন সেই ব্যাধটি নীচে ফেলে দেওয়ার জন্য নেকড়েটিকে ধাক্কা দিল। কিন্তু নেকড়েটি কোনোভাবে বৃক্ষের অপর ডাল ধরে সামলে নিল। তখন বাঘ নেকড়ে বলল—' দেখো ! এই ব্যাধটি তোমাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল, অতএব অপরাধী। সুতরাং এখন একে নীচে ফেলে দাও। এক্ষেত্রে নেকড়েকে উত্তেজিত করলেও সে ব্যাধকে ফেলে দিতে রাজী হল না এবং 'ন পরঃ পাপমাদত্তে' বলে যথোচিত উত্তর দিয়ে দিয়ে বাঘটিকে চুপ করে দিল।'

(একটি প্রাচীন গাথা, রামায়ণভূষণ টীকা থেকে উদ্ধৃত)

হর্ষয়ন্ মৈথিলীং বাক্যমুবাচেদং মহামতিঃ॥ ৫০

সীতার এই কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান পবনকুমার শ্রীহনুমান মিথিলারাজকন্যার আনন্দবর্ধনকরতঃ বললেন—

পূর্ণচন্দ্রমুখং রামং দ্রক্ষ্যসাদ্য সলক্ষ্মণম্।
স্থিতমিত্রং হতামিত্রং শচীবেন্দ্রং সুরেশ্বরম্॥ ৫১

'দেবরাজ ইন্দ্রকে শচীদেবী নিরীক্ষণ করেন তদ্রূপ ফুল্লচন্দ্রবদনে দেবি ! আপনি আজই সলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পাবেন— যাঁদের বান্ধবগণ বিদ্যমান এবং শত্রু নিহত হয়েছে।'

তামেবমুক্ত্বা ভ্রাজন্তীং সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্।
আজগাম মহাতেজা হনূমান্ যত্র রাঘবঃ॥ ৫২

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর তুল্য সৌন্দর্যমণ্ডিতা সীতাকে এইরূপে বলার পর শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথ যেখানে বিরাজিত তথায় ফিরে এলেন।

সপদি হরিবরস্ততো হনূমান্
প্রতিবচনং জনকেশ্বরাত্মজায়াঃ।
কথিতমকথয়দ্ যথাক্রমেণ
ত্রিদশবরপ্রতিমায় রাঘবায়॥ ৫৩

তদনন্তর কপিবর শ্রীহনুমান ত্বরায় ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী শ্রীরঘুনাথকে জনকাত্মজা সীতার প্রদত্ত সন্দেশ ক্রমে ক্রমে শোনাতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৩॥

চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৪)

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিভীষণ কর্তৃক সীতাকে শ্রীরামসকাশে আনয়ন এবং সীতা কর্তৃক প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ সোঽভিবাদ্য প্লবঙ্গমঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বরং সর্বধনুষ্মতাম্॥ ১

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান বানরবীর শ্রীহনুমান সকল ধনুর্দ্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কমলনয়ন শ্রীরামকে প্রণামপূর্বক বললেন—

যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্মণাং যঃ ফলোদয়ঃ।
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্॥ ২

'ভগবন্ ! যাঁর জন্য এই যুদ্ধাদি কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধজয় সেই শোকসন্তপ্তা দেবী মৈথিলীকে আপনি দর্শন দিন।

সা হি শোকসমাবিষ্টা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা।
মৈথিলী বিজয়ং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং ত্বামভিকাঙ্ক্ষতি॥ ৩

'সেই শোকমগ্না সজলনয়না মৈথিলী বিজয়বার্তা শ্রবণ করে আপনার দর্শনে উৎসুক হয়ে আছেন।

পূর্বকাৎ প্রত্যয়াচ্চাহমুক্তো বিশ্বস্তয়া তয়া।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারমিতি পর্যাকুলেক্ষণা॥ ৪

'পূর্বে আমি যখন সীতাদেবের অনুসন্ধান করতে-করতে লঙ্কাপুরীতে এসেছিলাম, সেই পরিচয়ের বলে বিশ্বস্তা সতী-সাধবী সীতা অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে বলেছেন যে তিনি পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে ইচ্ছুক।'

এবমুক্তো হনুমতা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাষ্পপরিপ্লুতঃ॥ ৫

স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য জগতীমবলোকয়ন্।
উবাচ মেঘসংকাশং বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ৬

শ্রীহনুমান এই কথা বলার পর ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সহসা ছল-ছল নেত্রে ধ্যানস্থ হলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসে আনতনয়ন তিনি সমীপবর্তী মেঘবর্ণ বিভীষণকে বললেন—

দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্॥ ৭

'তুমি বিদেহনন্দিনী সীতাকে শিরঃস্নানাদি সম্পন্ন করিয়ে, দিব্য অঙ্গরাগাদি ও দিব্য ভূষণাদিতে সজ্জিত করিয়ে ত্বরায় আমার সকাশে নিয়ে এসো।'

এবমুক্তস্তু রামেণ ত্বরমাণো বিভীষণঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং সীতাং স্ত্রীভিঃ স্বাভিরচোদয়ৎ॥ ৮

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে আজ্ঞাপিত বিভীষণ ত্বরিতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীগণের মাধ্যমে নিজের আগমন বার্তা সীতার কাছে পাঠালেন।

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বোবাচ বিভীষণঃ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রীমান্ বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৯

তদনন্তর মহাশয়া সীতাকে দর্শন করে কপালে করজোড়ে প্রণামপূর্বক রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সবিনয়ে বললেন—

দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা।
যানমারোহ ভদ্রং তে ভর্তা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি॥ ১০

'বিদেহরাজকুমারী ! আপনি স্নানান্তে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য বস্ত্রভূষণাদিতে সুসজ্জিত হয়ে শিবিকায় এসে বসুন। আপনার শুভ কামনা করি ; আপনার পতিদেব আপনার দর্শনে উৎসুক হয়ে আছেন।'

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর॥ ১১

বৈদেহী কিন্তু বিভীষণকে বললেন—'রাক্ষসরাজ ! স্নানের পূর্বেই আমি পতিদেবের দর্শন করতে চাই।'

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
যথাঽঽহ রামো ভর্তা তে তৎ তথা কর্তুমর্হসি॥ ১২

সীতার এই উক্তি শ্রবণে বিভীষণ বললেন—'দেবি ! আপনার পতিদেব শ্রীরামচন্দ্র যেরকম আজ্ঞা করেছেন, আপনার সেইরূপ করা উচিত।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী পতিদেবতা।
ভর্তৃভক্ত্যাবৃতা সাধ্বী তথেতি প্রত্যভাষত॥ ১৩

বিভীষণের অনুরোধে পতিভক্তিপরায়ণা ও শ্রীরামকে দেবতারূপে পূজাকারিণী সাধ্বী সীতা বললেন 'তথাস্তু'।'

ততঃ সীতাং শিরঃস্নাতাং সংযুক্তাং প্রতিকর্মণা।
মহার্হাভরণোপেতাং মহার্হাম্বরধারিণীম্॥ ১৪
আরোপ্য শিবিকাং দীপ্তাং পরার্ধ্যাম্বরসংবৃতাম্।
রক্ষোভির্বহুভির্গুপ্তামাজহার বিভীষণঃ॥ ১৫

তদনন্তর বিদেহকুমারী শিরস্নান ও স্নানান্তিক অঙ্গমার্জনাদি সমাপনের পর অভিসারযোগ্য মহামূল্য আভরণ ও মহার্ঘ্য বস্ত্রাদি পরিধান করে যথাযোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত সুশোভন শিবিকায় আরূঢ়া হলে রাক্ষসবৃন্দের প্রহরায় সুরক্ষিতা দীপ্তিময়ী সীতাকে নিয়ে বিভীষণ (শ্রীরামের সকাশে) উপস্থিত হলেন।

সোঽভিগম্য মহাত্মানং জ্ঞাত্বাপি ধ্যানমাস্থিতম্।
প্রণতশ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রাপ্তাং সীতাং ন্যবেদয়ৎ॥ ১৬

ভগবান শ্রীরাম ধ্যানস্থ হয়ে আছেন জেনেও বিভীষণ সন্নিকটস্থ হয়ে সানন্দে প্রণতিপূর্বক সীতার উপস্থিতির বার্তা তাকে নিবেদন করলেন।

তামাগতামুপশ্রুত্য রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্।
রোষং হর্ষং চ দৈন্যং চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা॥ ১৭

বহুকাল রাক্ষসের পুরীতে বসবাসকারিণী সীতার উপস্থিতি শ্রবণ করে শত্রুসূদন শ্রীরঘুনাথ যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ এবং দুঃখ অনুভব করলেন।

ততো যানগতাং সীতাং সবিমর্শং বিচারয়ন্।
বিভীষণমিদং বাক্যমহৃষ্টো রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ১৮

সীতা শিবিকায় এসেছেন জেনে অপ্রসন্ন শ্রীরাম বহুধা ভেবে বিভীষণকে বললেন—

রাক্ষসাধিপতে সৌম্য নিত্যং মদ্বিজয়ে রত।
বৈদেহী সন্নিকর্ষং মে ক্ষিপ্রং সমভিগচ্ছতু॥ ১৯

'সর্বদা আমার যুদ্ধজয়ের সহায়ক সৌম্য রাক্ষসরাজ ! তুমি বিদেহকুমারীকে বলো ত্বরায় আমার চোখের সামনে আসতে।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য বিভীষণঃ।
তূর্ণমুৎসারণং তত্র কারয়ামাস ধর্মবিৎ॥ ২০

শ্রীরামের এই কথায় ধর্মজ্ঞ বিভীষণ অতিশয় ব্যাগ্রতায় অন্যান্য ব্যক্তিগণকে দূরে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

কঞ্চুকোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।
উৎসারয়ন্তস্তান্ যোধান্ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ॥ ২১

পাগড়ী ও উর্দিপরিহিত বহুসংখ্যক রাজকীয় রাক্ষস হাতের বেত সশব্দে আন্দোলিত করে বানরসৈন্যগণকে দূরে সরিয়ে দিতে-দিতে চারদিকে পায়চারি করতে লাগল।

ঋক্ষাণাং বানরাণাং চ রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।
বৃন্দান্যুৎসার্যমাণানি দূরমুত্তস্থুরস্ততঃ॥ ২২

এইরূপে অপসৃত ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসগণ (অসন্তুষ্ট চিত্তে) শিবিকার নিকট হতে দূরে সরে দাঁড়াল।

তেষামুৎসার্যমাণানাং নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ।
বায়ুনোদ্ধূয়মানস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ২৩

তখন বায়ুবেগে উত্তাল সমুদ্রের গর্জনের তুল্য অপসৃয়মান বানরসৈন্যাদির মধ্যে ঘোর কোলাহল উত্থিত হল।

উৎসার্যমাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সমন্তাজ্জাতসম্ভ্রমান্।
দাক্ষিণ্যাত্তদমর্ষাচ্চ বারয়ামাস রাঘবঃ॥ ২৪

চারিদিকে অপসার্যমান ঋক্ষ-বানরাদির মনোমধ্যে মহা-উদ্বেগ হতে দেখে শ্রীরঘুনাথ সহজ উদারতায় অপসারণকারিদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন।

সংরম্ভাচ্চাব্রবীদ্ রামশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব।
বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞং সোপালম্ভমিদং বচঃ॥ ২৫

সেইসময় শ্রীরাম অপসারণকারী রাজকীয় রাক্ষসগণকে অসন্তুষ্ট চিত্তে দেখতে লাগলেন। এই কাজে তাঁর চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার হল এবং তিনি পরম বুদ্ধিমান বিভীষণকে পরামর্শ দিয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে বললেন—

কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ।
নিবর্তয়েনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম॥ ২৬

'বিভীষণ কি কারণে আমার অনুমতি ছাড়াই সকলকে ক্লেশ দিচ্ছ ; এই উদ্বেগজনক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করো। এখানে যারা এসেছে সকলেই আমার বন্ধু-স্বজন।

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ॥ ২৭

'গৃহ, বস্ত্র এবং গৃহপ্রাচীর প্রভৃতি মহিলাগণের পর্দা হতে পারে না। এইভাবে লোকজনকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতার নামান্তর ; এইরূপে স্ত্রীলোকেদের জন্য আবরণ সৃষ্টি করা যায় না। পতির থেকে প্রাপ্ত সৎকার এবং পত্নীর সচ্চরিত্র— এই দুইই হল স্ত্রীগণের অদৃশ্য আচ্ছাদন।

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ নো বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ॥ ২৮

'বিপদের সময়ে শারীরিক বা মানসিক পীড়ায়, যুদ্ধে, স্বয়ংবর সভায়, যজ্ঞ স্থলে বা বিবাহোৎসবে অন্যদের দ্বারা স্ত্রীগণের দর্শন দোষাবহ হয় না।

সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রেণ চ সমন্বিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥ ২৯

'এখন সীতা বিপদে পড়েছেন, মানসিক কষ্টে ক্লিষ্ট এবং বিশেষতঃ আমার সন্নিকটে। সেইহেতু পর্দার অন্তরাল ছাড়াই সীতার সবার সামনে আসা দোষাবহ নয়।

বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাপসর্পতু।
সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ॥ ৩০

'অতএব জানকী পাল্কী থেকে নেমে পদব্রজে আমার অভিমুখে আসুন যাতে সকল বানরগণ তাঁকে দর্শন করতে পারে।'

এবমুক্তস্তু রামেণ সবিমর্শো বিভীষণঃ।
রামস্যোপানয়ৎ সীতাং সন্নিকর্ষং বিনীতবৎ॥ ৩১

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হলে বিভীষণ ভীষণ চিন্তায় পড়লেন এবং বিনীতভাবে সীতাকে শ্রীরাম সমীপে নিয়ে এলেন।

ততো লক্ষ্মণসুগ্রীবৌ হনূমাংশ্চ প্লবঙ্গমঃ।
নিশম্য বাক্যং রামস্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্॥ ৩২

সেইক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বোক্ত কথা শুনে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব তথা কপিবর শ্রীহনুমান—তিন জনেই অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ ইঙ্গিতৈরস্য দারুণৈঃ।
অপ্রীতমিব সীতায়াং তর্কয়ন্তি স্ম রাঘবম্॥ ৩৩

শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ংকর ইঙ্গিতসমূহ সূচিত করছিল যে তিনি পত্নীর মর্যাদার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। সেইহেতু লক্ষ্মণ প্রমুখ তিনজন (হনুমান, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব) অনুমান করছিলেন যে শ্রীরাম যেন সীতার প্রতি অপ্রসন্ন রয়েছেন।

লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্তারং সাভ্যবর্তত॥ ৩৪

অগ্রে-অগ্রে সীতা যাচ্ছিলেন, বিভীষণ তাঁর অনুগমন করছিলেন। লজ্জাবনতা সীতা নিজের অঙ্গাদি সঙ্কুচিত করে নিয়েছিলেন। এইরূপে সীতা সসঙ্কোচে পতিদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা॥ ৩৫

সীতাদেবীর মুখমণ্ডল ছিল সৌম্যকান্তি ; তিনি নিজ পতিকে দেবতা রূপে জ্ঞান করতেন। সেইহেতু বিস্ময় ও হর্ষে স্বীয় পতির মনোহর মুখচন্দ্র সস্নেহে দর্শন করলেন।

অথ সমপনুদন্মনঃক্লমং সা

সুচিরমদৃষ্টমুদীক্ষ্য বৈ প্রিয়স্য।
বদনমুদিতপূর্ণচন্দ্রকান্তং
বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাঽঽসীৎ ॥ ৩৬

তদনন্তর, বহুদিন প্রিয়তমের অদর্শনজনিত মনঃকষ্ট ভুলে সীতা দেবতুল্য পতির উদয়কালীন পূর্ণচন্দ্রের মতো কান্তিমান মুখসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলেন এবং সাথে-সাথেই তাঁর স্বীয় মুখশ্রী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার সদৃশ সৌম্যদীপ্তিতে পরিপূরিত হয়ে উঠল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৫)

সীতার চরিত্রে সন্দিগ্ধ শ্রীরাম কর্তৃক সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং অন্যত্র যেতে বলা

তাং তু পার্শ্বে স্থিতাং প্রহ্বাং রামঃ সম্প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্।
হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥ ১

পার্শ্বে বিনীতা সীতাকে দেখে শ্রীরাম হৃদয়ান্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন—

এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে।
পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম্ ॥ ২

'ভদ্রে! যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে আমি তোমাকে রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি। পৌরুষের দ্বারা যা-যা করা যায়, আমি সবকিছুই করেছি।

গতোঽস্ম্যন্তমমর্ষস্য ধর্ষণা সম্প্রমার্জিতা।
অবমানশ্চ শত্রুশ্চ যুগপন্নিহতৌ ময়া ॥ ৩

'আমি ক্রোধের শেষ সীমায় গিয়ে মদুপরি আরোপিত কলঙ্কের অপনোদন করেছি। অপমানের প্রতিশোধ এবং শত্রুর যুগপৎ নিধন সম্পন্ন করেছি।

অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ ॥ ৪

'আজ আমার পৌরুষের পরীক্ষা হয়েছে। এখন পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞাপূরণপূর্বক আমি স্বমহিমায় বিরাজ করছি।

যা ত্বং বিরহিতা নীতা চলচিত্তেন রক্ষসা।
দৈবসম্পাদিতো দোষো মানুষেণ ময়া জিতঃ ॥ ৫

'যখন তুমি আশ্রমে একাকিনী ছিলে, সেই সময় চপল রাক্ষস তোমাকে অপহরণ করেছিল। দৈববশে যে কলঙ্ক আমাতে আরোপিত হয়েছিল, আমি তা মনুষ্যোচিত পুরুষার্থের বলে মুছে দিয়েছি।

সম্প্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জতি।
কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ ॥ ৬

'যে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের বলে তদুপরি আরোপিত অপমানের দূরীকরণ করতে পারে না, তাহার মত কাপুরুষের বিশাল পৌরুষেও কী লাভ?

লঙ্ঘনং চ সমুদ্রস্য লঙ্কায়াশ্চাপি মর্দনম্।
সফলং তস্য চ শ্লাঘ্যমদ্য কর্ম হনূমতঃ ॥ ৭

'হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করেছে এবং লঙ্কাকে ধ্বংসস্যাৎ করেছে। সেই সকল প্রশংসাই কর্মও আজ সফলতা লাভ করল।

যুদ্ধে বিক্রমতশ্চৈব হিতং মন্ত্রয়তস্তথা।
সুগ্রীবস্য সসৈন্যস্য সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ ॥ ৮

'সসৈন্য সুগ্রীব যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করেছেন তথা সময়ে-সময়ে আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছে, তার পরিশ্রমও সার্থক হয়েছে।

বিভীষণস্য চ তথা সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ।
বিগুণং ভ্রাতরং ত্যক্ত্বা যো মাং স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ৯

'বিভীষণেরও পরিশ্রম এবার সফল হল। সে বিপরীত গুণসমূহে পরিপূর্ণ অগ্রজ ভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।'

ইত্যেবং বদতঃ শ্রুত্বা সীতা রামস্য তদ্ বচঃ।

মৃগীবোৎফুল্লনয়না বভূবাশ্রুপরিপ্লুতা॥ ১০

শ্রীরামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত এইসকল বচন শ্রবণে হরিণীর তুল্য উৎফুল্লনয়না সীতা আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হলেন।

পশ্যতস্তাং তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।
জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা॥ ১১

প্রাণপ্রিয়া সীতাকে নিজের নিকটে দেখেও লোকাপবাদের ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

সীতামুৎপলপত্রাক্ষীং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজাম্।
অবদদ্ বৈ বরারোহাং মধ্যে বানররক্ষসাম্॥ ১২

তিনি বানর ও রাক্ষসদের সমাবেশের মধ্যেই পদ্মদলের ন্যায় আয়তনয়না ও কৃষ্ণকুঞ্চিতকুন্তলা সীতাকে বললেন—

যৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা॥ ১৩

'নিজ অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ মনুষ্যের যাহা কর্তব্য, আত্মসম্মানরক্ষার্থে রাবণের নিধন করে আমি সেই সকল কর্তব্য সম্পন্ন করেছি।

নির্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্॥ ১৪

'পুরকালে বাতাপি ও ইল্বল রাক্ষসদ্বয়ে ত্রাসে সকল জীবের অগম্য দক্ষিণ দিক যেমন করে তপস্যালব্ধ শক্তিতে অগস্ত্য মুনি জয় করেছিলেন, সেইভাবেই আমি রাবণের হাতে বন্দিনী তোমাকে উদ্ধার করেছি। (সিংহিকার গর্ভজাত বিপ্রচিত্তির পুত্র হল 'বাতাপি' ও অনুজ 'ইল্বল')।

বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥ ১৫

'তোমার কল্যাণ হোক। তোমার জানা উচিত যে সকল মিত্রের সমবেত পরাক্রমে এই যে (আমার) যুদ্ধজয় তা বস্তুতঃ তোমার জন্য সম্পন্ন করিনি।

রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥ ১৬

'যথোপযুক্ত আচরণের প্রতিষ্ঠা, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া অপবাদের নিবৃত্তি এবং ইক্ষ্বাকু বংশের নামে কলঙ্ক পরিমার্জনার্থে আমি যুদ্ধবিজয়াদি সকল কর্ম সম্পূর্ণ করেছি।

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥ ১৭

'তোমার চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ; এমতাবস্থায় তুমি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু নেত্ররোগী যেরূপ দীপালোক সহ্য করতে পারে না, সেইভাবেই আমিও তোমাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥ ১৮

'অতএব জনককুমারী ! তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমার ইচ্ছামত আশ্রয়ে চলে যাও। ভদ্রে ! দশ দিক তোমার জন্য অবারিত ; তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নেই।

কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা॥ ১৯

'সদ্বংশজাত এমন কোন তেজস্বী পুরুষ নেই যে দীর্ঘকাল পরগৃহে বসবাসের পর প্রত্যাবৃত্তা স্ত্রীকে কেবলমাত্র পূর্ব সৌহার্দ্যের কারণে পুনরায় গ্রহণ করে!

রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ॥ ২০

'রাক্ষস রাবণ তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে অপহরণ করেছে এবং তোমার সর্বাঙ্গে তার কলুষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, এই পরিস্থিতিতে ইক্ষ্বাকুবংশমর্যাদার উদ্‌গাতা আমি তোমাকে কীকরে আবার স্ত্রীরূপে স্বীকার করব!

যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি॥ ২১

'অতএব যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমি তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমার আর তোমার প্রতি মমত্ব বা আসক্তি নেই ; তোমার যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাও।

তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্॥ ২২

'ভদ্রে ! আমি সেইহেতু অবিচল বোধবুদ্ধিতে আজ বলছি যে, ইচ্ছে করলে তুমি লক্ষ্মণ বা ভরতের রক্ষণাবেক্ষণে সুখে থাকার কথা ভাবতে পারো।

শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা॥ ২৩

'শত্রুঘ্ন, বানররাজ সুগ্রীব অথবা রাক্ষসরাজ বিভীষণের কাছে মন নিবেদন করতে পারো ; কিংবা তুমি যেখানে সুখে থাকবে মনে কর, সেখানেই যেতে পারো।

নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়েৎ চিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্॥ ২৪

'সীতে ! স্বর্গীয় সুষমায় ভূষিত তোমার তুল্য চিত্তাকর্ষক নারীকে নিজালয়ে বসবাস করতে দেখে রাবণ এতদিন হয়ত তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি (এমত সন্দেহ হচ্ছে)।'

ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পং রুদতী তদা ভৃশং
গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী॥ ২৫

তদনন্তর, কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শ্রবণে অভ্যস্ত চিরাভিমানিনী সীতা প্রাণপ্রিয়ের মুখনিঃসৃত ঘোর অপ্রিয়বাক্য শ্রবণে বন্যগজপতির করপ্রহারে বলবল্লরীর ন্যায় বিহ্বল হয়ে উচ্চৈস্বরে অবিরল অশ্রুধারায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৬)

সীতার শ্রীরামচন্দ্রকে তিরস্কারসূচক উত্তর দান এবং নিজের সতীত্বের পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য অগ্নিপ্রবেশ

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুষং রোমহর্ষণম্।
রাঘবেণ সরোষেণ শ্রুত্বা প্রব্যথিতাভবৎ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্ঠুর ও ঘোরতর বাক্যবাণে শিহরিত হয়ে সীতা সাতিশয় ব্যথিতা হলেন।

সা তদাশ্রুতপূর্বং হি জনে মহতি মৈথিলী।
শ্রুত্বা ভর্তুর্বচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ॥ ২

বিশাল জনসমাবেশে পতি শ্রীরামের ভয়ংকর ও অশ্রুতপূর্ব বাক্য শ্রবণে সীতা লজ্জায় অধোবদনা হয়ে গেলেন।

প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা।
বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥ ৩

এইভাবে শানিত বাক্যবাণে পীড়িতা হয়ে সংকুচিত গাত্রে জনকনন্দিনী সীতা অবিরল অশ্রুবর্ষণে অতিশয় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

ততো বাষ্পপরিক্লিন্নং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥ ৪

অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলে মুছতে মুছতে তিনি বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে পতিদেবকে বললেন—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥ ৫

'বীর ! আপনি এমন নিষ্ঠুর, অনুচিত, শ্রুতিকটু এবং রূক্ষ কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন একজন অতি সাধারণ মানুষ তার সামান্যা স্ত্রীকে এইভাবে অভিহিত করছে।

ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥ ৬

'মহাবাহো ! আপনি আমাকে যেরূপ ভাবছেন আমি সেইরকম নই। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি আমার সচ্চরিত্রের দিব্যি দিচ্ছি, আমি সন্দেহযোগ্যা নারী নই।

পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কাং তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা॥ ৭

'অন্যাবিধ স্ত্রীলোকেদের দৃষ্টান্তে আপনি স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করছেন ; যদি আপনি আমাকে ইতঃপূর্বেই বহুভাবে পরীক্ষা করে থাকেন, তাহলে এইরূপ আশঙ্কা

ত্যাগ করুন।

যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥ ৮

'প্রভো ! যদি বা (অপহরণকালে) রাবণের গাত্রসংস্পর্শ হয়ে ঘটে থাকে, তাহলে জানবেন আমি তখন অবলা অসহায় ছিলাম। সেই ঘটনার কর্ত্রী আমি নয়, আমার দুর্ভাগ্যই সেজন্য দায়ী।

মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥ ৯

'আমার এই হৃদয় আমার অধীন এবং তা আপনার চিন্তায় সদা মগ্ন থাকে। কিন্তু অপহরণের ঘটনায় অসহায়া আমি শরীরের নিয়ন্ত্রী ছিলাম না, এমতাবস্থায় আমরা করার কিছুই ছিল না।

সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥ ১০

'অন্যের প্রতি মানদ প্রাণনাথ ! এতদিনের যুগলজীবনে পরস্পরের মনোবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়েছে, তৎসত্ত্বেও আমরা যদি পরস্পরকে না বুঝে থাকি, তাহলে আমি চির অভাগিনী।

প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জিতা॥ ১১

'মহারাজ ! লঙ্কানগরীতে আমার অনুসন্ধানার্থে যখন শ্রীহনুমানকে প্রেরণ করেছিলেন, তথায় অবস্থিতা আমাকে সেইসময়েই কেন পরিত্যাগ করেননি ?

প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয়া সংত্যক্তয়া বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া॥ ১২

'সেই সময় বানরবীর শ্রীহনুমানের মুখ থেকে আপনার দ্বারা পরিত্যাগের বার্তা পেলে হনুমানের সমক্ষেই আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম।

ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব॥ ১৩

'এইরূপ হলে আপনাকে নিজের জীবন সংকটাপন্ন করে যুদ্ধার্থে অকারণ পরিশ্রম করতে হত না এবং আপনার মিত্রবর্গেরও অযথা কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন হত না।

ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুবর্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্॥ ১৪

'নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি চপল মানুষের মতো ক্রোধের বশীভূত হয়ে আমার জ্ঞাতপূর্ব স্বভাবচরিত্রের কথা ভুলে, নীম্ন শ্রেণীর স্ত্রীর স্বভাবকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

অপদেশেন জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥ ১৫

'হে সদসচ্চরিত্রবেত্তা ! রাজা জনকের যজ্ঞভূমি থেকে আবির্ভূতা হওয়ায় আমি "জানকী" নামে বিখ্যাত, আমি জনকাত্মজা নই, ধরণীর গর্ভ হতে উত্থিতা অসামান্যা রাজকন্যা, সাধারণের থেকে বিলক্ষণ স্বর্গীয় জীবন আমার।

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥ ১৬

'আমার বাল্যাবস্থায় আপনি আমাকে বিবাহ করেছেন, তার কোন ছায়া আপনার আজকের কথার মধ্যে নেই। আপনার প্রতি আমার বহুদিনের ভক্তি ও পতিব্রত্য যেন অতীত কালের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে।'

ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্॥ ১৭

এইরূপ বলতে বলতে ক্রন্দনরতা সীতার কণ্ঠ অশ্রুনিরুদ্ধ হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় তিনি সাতিশয় দুঃখিত এবং চিন্তিত লক্ষ্মণকে বললেন—

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ১৮

'সুমিত্রানন্দন ! আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করো ; মিথ্যাপবাদ নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না। এখন চিতাই আমার দুঃখের প্রতিকারক।

অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্রা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্॥ ১৯

'আমার গুণে অসন্তুষ্ট আমার স্বামী আমাকে জনসভায় সর্বসমক্ষে পরিত্যাগ করেছেন। অতএব, এইক্ষণে আমার করণীয় উপায় চিন্তাপূর্বক আমি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করব।'

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অমর্ষবশমাপন্নো রাঘবং সমুদৈক্ষত॥ ২০

সীতা কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ শত্রুঘাতক লক্ষ্মণ অমর্ষাপন্ন হয়ে (ক্ষুব্ধচিত্তে) শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করতে লাগলেন— (সীতার প্রতি এই অপমান তাঁর সহ্য হচ্ছিল না)।

স বিজ্ঞায় মনশ্ছন্দং রামস্যাকারসূচিতম্।
চিতাং চকার সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্যবান্॥ ২১

তবুও শ্রীরামের আকারে-ইঙ্গিতে সম্মতিসূচক মনোভাব বুঝতে পেরে পরাক্রমী লক্ষ্মণ শ্রীরামের মতনুসারে চিতা প্রস্তুত করলেন।

নহি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকয়মোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ॥ ২২

সেই সময়ে শ্রীরাম প্রলয়ান্তক যমরাজের সদৃশ প্রতীত হচ্ছিলেন। তাঁর কোন মিত্র তাঁকে বোঝাতে কিংবা কিছু বলতে অথবা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সাহস করল না।

অধোমুখং স্থিতং রামং ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
উপাবর্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হুতাশনম্॥ ২৩

ভগবান শ্রীরাম নতশিরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সীতা পতিকে পরিক্রমা করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সমীপবর্তিনী হলেন।

প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ॥ ২৪

তদনন্তর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করে মৈথিলী কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির (অগ্নিদেবের) সমীপে বললেন—

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৫

'যদি আমার হৃদয় কখনও এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীরঘুনাথের থেকে বিচ্যুত না হয়ে থাকে, তাহলে জগতের সাক্ষীভূত অগ্নিদেব আমাকে সর্বতঃ সুরক্ষা প্রদান করুন।

যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৬

'যদি শ্রীরাম কর্তৃক কলঙ্কিতা রূপে সন্দিগ্ধা আমি প্রকৃতপক্ষে সতী-সাধবী ও পূতচরিত্রা হয়ে থাকি, তাহলে নিখিল জগতের সাক্ষীস্বরূপ অগ্নিদেব আমার দশ-দিক্ থেকে রক্ষা করুন।

কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥ ২৭

'আমি যদি কদাপি মন,বাক্ অথবা ক্রিয়ার দ্বারা ধর্মবেত্তা রাঘবকে অতিক্রম না করে থাকি, তবে অগ্নিদেব যেন আমাকে রক্ষা করেন।

আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।
যথান্যেঽপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্॥ ২৮

'যদি ভগবান সূর্য, বায়ু, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রমা, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয়, পৃথিবী দেবী এবং অন্যান্য সকল দেবতাবৃন্দও আমাকে শীলবতী বলে জেনে থাকেন, তাহলে অগ্নিদেব যেন আমাকে সকল প্রকারে রক্ষা করুন।'

এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা॥ ২৯

এইরূপ বলার পর বিদেহরাজকুমারী অগ্নিকে পরিক্রমণ করে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ।
দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥ ৩০

আবালবৃদ্ধসমুদায়ে পরিপূর্ণ মহতী জনতা তখন দীপ্তিময়ী মিথিলেশকুমারীকে দেদীপ্যমান অগ্নিতে প্রবেশ করতে দেখল।

সা তপ্তনবহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্বলোকস্য সন্নিধৌ॥ ৩১

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এবং শুদ্ধ হেমালংকারে ভূষিতা সীতা এইভাবে সর্বজনসমক্ষে দীপ্তাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন।

দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হব্যবাহনম্।
সীতাং সর্বাণি রূপাণি রুক্মবেদিনিভাং তদা॥ ৩২

স্বর্ণবেদিকার সদৃশ হেমকান্তি ও আয়তলোচনা সীতাকে সেইক্ষণে ত্রিভুবন অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টা দেখতে পেল।

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব॥ ৩৩

ঋষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণও অগ্নিতে প্রবেশোদ্যতা সীতাকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতির মতো অবলোকন করতে লাগলেন।

প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে॥ ৩৪

যাগযজ্ঞে যেমন মন্ত্রসমূহের দ্বারা সংস্কৃত বসুধারার (অর্থাৎ, নিরবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারার) আহুতি দেওয়া হয়, তৎসদৃশ সালংকারা সীতাকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে দেখে সমবেত স্ত্রীলোকেরা চিৎকার করে উঠলেন।

দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্ দেবতামিব॥ ৩৫

ত্রিভুবনের দেব-দানব-গন্ধর্ব প্রমুখ দিব্য প্রাণিগণ

শাপগ্রস্তা কোন এক দেবীকে স্বর্গচ্যুতা হয়ে নরকে নিপাতিতা হওয়ার সদৃশ ভগবতী সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করতে দেখলেন।

তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাং তু হাহেতি বিপুলঃ স্বনঃ।
রক্ষসাং বানরাণাং চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥ ৩৬

সীতার অগ্নিপ্রবেশের মুহূর্তে সমবেত রাক্ষস এবং বানরগণের মধ্যে উচ্চস্বরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল; সেই অদ্ভুত ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৭)

ভগবান শ্রীরামের সমীপে দেবতাগণের আগমন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীরামের দেবত্ব প্রতিপাদন ও স্তুতি

ততো হি দুর্মনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং গিরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্তং ধর্মাত্মা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ॥ ১

তদনন্তর হাহাকারকারী বানর এবং রাক্ষসদের বার্তালাপ শ্রবণ করে মনে-মনে দুঃখিত শ্রীরামচন্দ্র অশ্রুসজলনেত্রে দু'দণ্ড চিন্তা করলেন।

ততো বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ॥ ২
ষড়র্ধনয়নঃ শ্রীমান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।
কর্তা সর্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ॥ ৩
এতে সর্বে সমাগম্য বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ।
আগম্য নগরীং লঙ্কামভিজগ্মুশ্চ রাঘবম্॥ ৪

সেই সময়ে বিশ্রবার পুত্র যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণ সহিত যমরাজ, দেবরাজ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, বারিরাজ বরুণ, শ্রীমান বৃষধ্বজ ত্রিনেত্র মহাদেব এবং নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ব্রহ্মবিদ্‌গণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা সকল দেবতাগণ সূর্যসদৃশ বিমানে লঙ্কাপুরীতে এসে শ্রীরঘুনাথের সমীপে সমাগত হলেন।

ততঃ সহস্তাভরণান্ প্রগৃহ্য বিপুলান্ ভুজান্।
অব্রুবংস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠা রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্॥ ৫

অতঃপর সেই সকল দেবতাগণ অলংকৃত দীর্ঘবাহুসমূহ উত্তোলিত করে যুক্তকরপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীরামকে বললেন—

কর্তা সর্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিভুঃ।
উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হব্যবাহনে।
কথং দেবগণশ্রেষ্ঠমাত্মানং নাববুধ্যসে॥ ৬

'শ্রীরাম ! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বের স্রষ্টা, জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বব্যাপক। তাহলে কি করে অগ্নিমধ্যে নিপতিতা সীতাকে উপেক্ষা করছেন ? আপনি সকল দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু — এই কথা কেন বুঝতে পারছেন না ?

ঋতধামা বসুঃ পূর্বং বসূনাং চ প্রজাপতিঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥ ৭

'পুরাকালে আপনি বসুগণের প্রজাপতি ঋতধামা নামে বসু ছিলেন। আপনিই ত্রিভুবনের আদিকর্তা স্বয়ম্ভূ।

রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ।
অশ্বিনৌ চাপি কর্ণৌ তে সূর্যাচন্দ্রমসৌ দৃশৌ॥ ৮

'রুদ্রগণের মধ্যে অষ্টম রুদ্র আপনি এবং সাধ্যগণের মধ্যে পঞ্চম সাধ্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ এবং সূর্য ও চন্দ্র আপনার নেত্রযুগল।

অন্তে চাদৌ চ মধ্যে চ দৃশ্যসে চ পরন্তপ।
উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা॥ ৯

'অরিন্দম্ ! সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে আপনিই

বিরাজিত থাকেন। তৎসত্ত্বেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আপনি কেন সীতাকে উপেক্ষা করছেন ?'

ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ।
অব্রবীৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্মভৃতাং বরঃ॥ ১০

ত্রিভুবনের পালনকারী দেবগণ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে ধর্মাত্মা গণের শ্রেষ্ঠ লোকনাথ শ্রীরঘুনাথ রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ- শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দকে বললেন—

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে॥ ১১

'পূজ্য দেবতাগণ ! আমি নিজেকে মানব দাশরথি রাম বলে বুঝেছি। ভগবন্ ! আমি যেই হই অথবা আমার উৎস যাই হয়ে থাকুক—সবকিছু আপনারা আমার বোধগম্য করুণ।'

ইতি ব্রুবাণং কাকুৎস্থং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
অব্রবীচ্ছৃণু মে বাক্যং সত্যং সত্যপরাক্রম॥ ১২

শ্রীরঘুনাথ এইরূপ বলতে থাকলে ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—'সত্যপরাক্রমী রঘুবীর ! আপনি আমার সত্য কথন শ্রবণ করুন।

ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥ ১৩

'আপনি চক্রধারী সর্বশক্তিমান শ্রীমান ভগবান শ্রীনারায়ণ ; ধরণীধারণকারী একশৃঙ্গ বরাহাবতার এবং দেবগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ শত্রুজিৎ।

অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৪

'রঘুনন্দন ! আপনি অবিনাশী পরম ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে সত্যস্বরূপে বিরাজমান। পরম ধর্মস্বরূপ আপনি সর্বব্যাপক তথা চতুর্ভুজ শ্রীহরি।

শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥ ১৫

'আপনি শার্ঙ্গকার্মুকধারী, হৃষীকেশ (অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রভু), বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা, পুরুষোত্তম (সকলের শ্রেষ্ঠ), অজেয়, খড়্গধারী বিষ্ণু এবং সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ।

সেনানীর্গ্রামণীশ্চ ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বং ক্ষমা দমঃ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ ত্বমুপেন্দ্রো মধুসূদনঃ॥ ১৬

'আপনি দেব সেনাপতি, গ্রামসমূহের মুখ্য কর্তা। আপনি বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রশমক দম নামে জ্ঞাত। সমস্ত কিছুর উৎস ও প্রলয়। আপনি উপেন্দ্র বামনাবতার এবং মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যের সংহারক)।

ইন্দ্রকর্মা মহেন্দ্রস্ত্বং পদ্মনাভো রণান্তকৃৎ।
শরণ্যং শরণং চ ত্বামাহুর্দিব্যা মহর্ষয়ঃ॥ ১৭

'ইন্দ্রেরও সৃষ্টিকর্তা মহেন্দ্র আপনি এবং যুদ্ধের শমনকারী শান্তস্বরূপ পদ্মনাভও আপনি। দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকে শরণপ্রদানকারী ও শরণাগতবৎসল নামে অভিহিত করেন।

সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ।
ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥ ১৮

'আপনি হাজার হাজার শাখায় বিস্তৃত এবং শত শত বিধিবাক্যরূপ শীর্ষযুক্ত বেদরূপী মহাবৃষভ ; ত্রিভুবনের আদিকর্তা স্বয়ম্ভু।

সিদ্ধানামপি সাধ্যানামাশ্রয়শ্চাসি পূর্বজঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ॥ ১৯

'আপনি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয়ভূত এবং পূর্বজ। যজ্ঞ, বষটকার এবং ওঁকার আপনিই। আপনি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা।

প্রভবং নিধনং চাপি নো বিদুঃ কো ভবানিতি।
দৃশ্যসে সর্বভূতেষু গোষু চ ব্রাহ্মণেসু চ॥ ২০

'আপনার আবির্ভাব অথবা তিরোভাব কেউ জানে না। আপনি কে এ-ব্যাপারেও কেউ অবগত নয়। সমস্ত প্রাণীতে, গাভীগণমধ্যে তথা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দিক্ষু সর্বাসু গগনে পর্বতেষু নদীষু চ।
সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্॥ ২১

'সকল দিক্সমূহে, আকাশে, পর্বত সমুদায়ে এবং নদী প্রবাহগুলিতে আপনার সত্তা বিরাজমান। আপনার সহস্র-সহস্র চরণ, শত-শত শীর্ষ এবং হাজার-হাজার নেত্র বর্তমান।

ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীং সর্বপর্বতান্।
অন্তে পৃথিব্যাঃ সলিলে দৃশ্যসে ত্বং মহোরগঃ॥ ২২

'আপনি সকল প্রাণিগণকে, পৃথিবীকে এবং পর্বতাদিকে ধারণ করেন। পৃথিবীর প্রলয় হলেও আপনি সলিলে সর্পরূপে বিরাজ করেন— অর্থাৎ শেষনাগরূপে অবস্থান করেন।

ত্রীল্লোঁকান্ ধারয়ন্ রাম দেবগন্ধর্বদানবান্।
অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী॥ ২৩

'শ্রীরাম ! আপনি ত্রিভুবনের তথা দেবতা-দানব-গন্ধর্বদের ধারক বিরাট পুরুষ— নারায়ণ। সকলের হৃদিস্থ পরমাত্মা। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার হৃদয় এবং দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা।

দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ প্রভো।
নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা॥ ২৪

'প্রভো ! আমি পিতামহ ব্রহ্মা যে সকল দেব- দেবীর সৃষ্টির কারণ, সেই সকল দেবতাগণ আপনার বিরাট শরীরস্থ রোমরাজি। আপনার নিমেষ ও উন্মেষে যথাক্রমে রাত্রি ও দিন।

সংস্কারাস্ত্বভবন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা।
জগৎ সর্বং শরীরং তে স্থৈর্যং তে বসুধাতলম্॥ ২৫

'বেদ আপনার সংস্কার। আপনি ছাড়া জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। নিখিল বিশ্বচরাচর আপনার শরীরস্বরূপ। বসুধাতল আপনার স্থৈর্য।

অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণঃ।
ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরা স্বৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ॥ ২৬

'অগ্নি আপনার ক্রোধ এবং চন্দ্রমা প্রসন্নতা। বক্ষদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবান বিষ্ণুও আপনি পুরাকালে (বামনাবতারে) তিন পদক্ষেপে তিন ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) পরিব্যাপ্ত করেছিলেন।

মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বদ্ধা সুদারুণম্।
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ॥ ২৭

'আপনি অত্যন্ত পরাক্রমী দৈত্যরাজ বলিকে বন্দি করে দেবরাজ ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজা করেছিলেন। সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনি মূর্তিমান নারায়ণ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রজাপতি।

বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
তদিদং নস্ত্বয়া কার্যং কৃতং ধর্মভৃতাং বর॥ ২৮

'ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ রঘুবীর। রাবণের বধার্থে আপনি ধরায় মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের স্বার্থ আপনি সম্পাদন করেছেন।

নিহতো রাবণো রাম প্রহৃষ্টো দিবমাক্রম।
অমোঘং দেব বীর্যং তে ন তে মোঘাঃ পরাক্রমাঃ॥ ২৯

'শ্রীরাম ! আপনার দ্বারা রাবণ নিহত হয়েছে। এবার আপনি সুপ্রসন্নচিত্তে দিব্য ধামে আগমন করুন। দেব ! আপনার পরাক্রম অব্যর্থ। আপনার প্রকটিত পরাক্রম কখনও ব্যর্থ হয় না।

অমোঘং দর্শনং রাম অমোঘস্তব সংস্তবঃ।
অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তো নরা ভুবি॥ ৩০

'শ্রীরাম ! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ফল অমোঘ। স্বপ্নেও আপনার দর্শন অমোঘ এবং আপনার ভক্তেরাও পৃথিবীতে অমোঘ।

যে ত্বাং দেবং ধ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
প্রাপ্নুবন্তি তথা কামানিহ লোকে পরত্র চ॥ ৩১

'আপনি পুরুষোত্তম । দিব্যলাবণ্যে শোভিত পরমাত্মা। যারা আপনার ভক্ত, পরলোকে তাহাদের সকল মনোরথ সফল হবে।'

ইমমার্ষং স্তবং দিব্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
যে নরাঃ কীর্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ॥ ৩২

এই হল পরম ঋষি ব্রহ্মা কথিত দিব্য স্তোত্র এবং পুরাণস্থ ইতিহাস ; যেসকল মনুষ্য ভক্তিভরে এই স্তুতি কীর্তন করবে তাহাদের কখনও পরাভব হবে না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৮)

অগ্নিশিখা থেকে সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের সীতার সঙ্গে প্রকট হয়ে সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পণপূর্বক তাঁর পবিত্রতার প্রমাণীকরণ তথা শ্রীরাম কর্তৃক সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করা

এতচ্ছুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহসমীরিতম্।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ॥ ১

পিতামহ ব্রহ্মার এবংবিধ কথা শুনে মূর্তিমান অগ্নিদেব বিদেহনন্দিনী সীতাকে (পিতৃস্নেহে) ক্রোড়ে নিয়ে চিতার অগ্নিশিখা হতে উত্থিত হলেন।

বিধূয়াথ চিতাং তাং তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ।
উত্তস্থৌ মূর্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্॥ ২

সেই চিতাকে ইতস্ততঃ আন্দোলিত করে দিব্য শরীরী অগ্নিদেব বৈদেহী সীতার সঙ্গে ত্বরায় দণ্ডায়মান হলেন।

তরুণাদিত্যসংকাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজাম্॥ ৩
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্।
দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ॥ ৪

অরুণাদিত্য তুল্য গাত্রবর্ণা, শুদ্ধকাঞ্চনালংকারে বিভূষিতা, রক্তবর্ণবসনে সুসজ্জিতা, কৃষ্ণকুঞ্চিতকুন্তলা অনিন্দ্যসুন্দরী সীতা প্রস্ফুটিত পুষ্পমাল্যগলে অগ্নির সহিত আবির্ভূতা হলেন এবং সাক্ষাৎ অগ্নিদেব বৈদেহীকে ক্রোড়ে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন।

অব্রবীৎ তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥ ৫

তদনন্তর লোকসাক্ষী অগ্নি শ্রীরামকে বললেন —'শ্রীরাম ! ইনি আপনার ধর্মপত্নী বিদেহরাজকুমারী সীতা। ইনি নিষ্পাপ ও কলঙ্কলেশশূন্যা।

নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা॥ ৬

'শ্রেষ্ঠাচারসম্পন্না এই শুভলক্ষণা সতী মন, বাক্য, বুদ্ধি অথবা দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের আশ্রয়ে যাননি। ইনি সদাচারপরায়ণ এবং নিত্য আপনার আরাধনা করেছেন।

রাবণেনাপনীতৈষা বীর্যোৎসিক্তেন রক্ষসা।
ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জনে সতী॥ ৭

'নিজের বলদর্পে দর্পিত রাক্ষস রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল, তখন অবলা বৈদেহী শূন্য আশ্রমে একাকিনী ছিলেন—আপনি নিকটে ছিলেন না ; এমতাবস্থায় ইনি বিবশ ছিলেন।

রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ॥ ৮

'সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে রাবণ অন্তঃপুরে অবিবেকী করাল রাক্ষসীদের প্রহরায় তাঁকে বন্দিনী করে রেখেছিল। কিন্তু সীতা সর্বদা ছিলেন আপনার প্রতি অনুরক্তা ও আপনার চিন্তায় নিমগ্না।

প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা॥ ৯

'অতঃপর রাক্ষস কর্তৃক প্রলোভ্যমানা এবং বহুপ্রকারে ভর্ৎসিতা হওয়া সত্ত্বেও পতিগতপ্রাণা মৈথিলী রাক্ষস রাবণকে মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র স্থান দেননি।

বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব মৈথিলীম্।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ১০

'অতএব নির্মলহৃদয়া অপাপবিদ্ধা মৈথিলীকে আপনি সাদরে গ্রহণ করুন এবং আমি আজ্ঞা করছি যে আপনি সীতাকে কোনপ্রকারের কটু বাক্য বলা থেকে বিরত থাকুন।'

ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্তং ধর্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ॥ ১১

অগ্নিদেবের এই কথা শুনে বক্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। আনন্দাশ্রুতে তাঁর নেত্রযুগল সজল হয়ে গেল এবং তিনি কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন।

এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ॥ ১২

তখন মহাতেজস্বী, ধৈর্যবান, মহান পরাক্রমী তথা ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দেবশিরোমণি

অগ্নিদেবকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা॥ ১৩

'ভগবন্ ! মানুষের মনে সীতার পবিত্রতা বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনার্থে পবিত্রতার এই পরীক্ষা আবশ্যক ছিল ; কেননা, সুলক্ষণা সীতা বহুদিন যাবৎ অসহায় অবস্থায় রাবণের অন্তঃপুরে বন্দিনী ছিলেন।

বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি॥ ১৪

'আজ সীতার পবিত্রতা পরীক্ষিত না হলে লোকেরা বলত যে দশরথপুত্র শ্রীরাম অতি মূঢ় এবং বাসনাসক্ত।

অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥ ১৫

'আমি (শ্রীরাম) ভালোভাবে অবগত আছি যে সীতার হৃদয় সর্বদা আমাতেই নিবদ্ধ এবং তিনি সদা আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী।

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্তেন বেলামিব মহোদধিঃ॥ ১৬

'আয়তলোচনা সীতা স্বকীয় তেজোদীপ্তিতে স্বয়ং সুরক্ষিতা। অতএব সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করতে পারে না, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণও সীতার মর্যাদা লঙ্ঘন করতে অসমর্থ।

প্রত্যয়ার্থং তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ।
উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥ ১৭

'তথাপি কেবলমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করে জনগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদনার্থে আমি অগ্নিতে প্রবেশে উদ্যতা সীতাকে নিষেধ করিনি।

ন হি শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ ১৮

'মিথিলেশকুমারী সীতা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য দুর্ধর্ষ ও অন্যের পক্ষে দুর্লভ। দুষ্টাত্মা রাবণ মানসিকভাবেও সীতার উপর অত্যাচার করতে অসমর্থ।

নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥ ১৯

'রাবণের অন্তঃপুরে নিবাস করেও সীতার মধ্যে কোনপ্রকার বিহ্বলতা স্থান পায়নি। কেননা, সূর্যদেব ও তাঁর জ্যোতি যেমন অভিন্ন, তেমনই আমি ও সীতা একাত্মা।

বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা॥ ২০

'জনকাত্মজা মৈথিলী ত্রিভুবনে পরম পবিত্রা। সেইকারণে আপন কীর্তির মতো সীতাকেও আমি পরিত্যাগ করতে সমর্থ নই। আমার কীর্তি যেমন আমাকে যশস্বী করেছে, তেমনি সীতার নিষ্কলুষ পবিত্রতা আমাকে মহিমান্বিত ও বিশ্রুত করে তুলেছে।

অবশ্যং চ ময়া কার্যং সর্বেষাং বো বচো হিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবং চ বদতাং হিতম্॥ ২১

'আপনাদের সদৃশ লোকপালক আমার হিতার্থেই এবংবিধ কথাবার্তা বলছেন ; আপনারা আমাকে সাতিশয় স্নেহ করেন। অতএব আপনাদের মতো সকল দেবতাদের হিতকর বাক্য আমার অবশ্য পালনীয়।'

ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্মণা।
সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ
সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ॥ ২২

এইরূপ বলে নিজ কৃত পরাক্রমে প্রশংসিত মহাবলী, মহাযশস্বী, বিজয়ী বীর রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রিয়তমা সীতার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং স্বয়ং সুখাস্পদ সাতিশয় সুখানুভব করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৮॥

একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১১৯)

মহাদেবের আদেশে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বিমানে সমুপাগত দশরথের প্রতি প্রণাম নিবেদন এবং পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আবশ্যিক উপদেশ প্রদান করে দশরথের ইন্দ্রলোকে প্রস্থান

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রাঘবেণানুভাষিতম্।
ততঃ শুভতরং বাক্যং ব্যাজহার মহেশ্বরঃ॥ ১

শ্রীরঘুনাথ কর্তৃক উচ্চারিত শুভ বচন শুনে স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর শুভতর বাক্যসমুদায় বলতে লাগলেন—

পুষ্করাক্ষ মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরন্তপ।
দিষ্ট্যা কৃতমিদং কর্ম ত্বয়া ধর্মভৃতাং বর॥ ২

'অরিন্দম, কমলাক্ষ, দীর্ঘবাহু ও আয়তবক্ষ ! আপনি ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি রাবণকে নিধন করেছেন— এটি মহা সৌভাগ্যের বিষয়।

দিষ্ট্যা সর্বস্য লোকস্য প্রবৃদ্ধং দারুণং তমঃ।
অপবৃত্তং ত্বয়া সংখ্যে রাম রাবণজং ভয়ম্॥ ৩

'শ্রীরাম ! রাবণের থেকে উদ্ভূত ত্রাস ত্রিলোকের পক্ষে পুঞ্জীভূত ঘোর অন্ধকারের তুল্য ছিল, সেই তমসা আপনি যুদ্ধ জয়ের দ্বারা বিদূরিত করেছেন।

আশ্বাস্য ভরতং দীনং কৌসল্যাং চ যশস্বিনীম্।
কৈকেয়ীং চ সুমিত্রাং চ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতরম্॥ ৪
প্রাপ্য রাজ্যময়োধ্যায়াং নন্দয়িত্বা সুহৃজ্জনম্।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে বংশং স্থাপয়িত্বা মহাবল॥ ৫
ইষ্ট্বা তুরগমেধেন প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা ত্রিদিবং গন্তুমর্হসি॥ ৬

'মহাবলী বীর ! এক্ষণে, বিনয়ী ভরতকে আশ্বাসিত করে, যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী তথা লক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রা সম্রাজ্ঞীগণকে নিরীক্ষণপূর্বক মিত্রগণের আনন্দবর্ধন করে অযোধ্যা নগরীতে ইক্ষ্বাকু কুল-বংশ স্থাপিত করুন। তৎপশ্চাৎ অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করে অতুলনীয় যশস্বী আপনি ব্রাহ্মণগণকে ধনৈশ্বর্যাদি বিতরণপূর্বক সশরীরে স্বর্গলোকে গমন করুন।

এষ রাজা দশরথো বিমানস্থঃ পিতা তব।
কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাযশাঃ॥ ৭

'কাকুৎস্থকুলনন্দন ! অবলোকন করুণ, আপনাদের পিতা দশরথ বিমানোপরি অবস্থান করছেন। মর্ত্যধামে অবস্থান কালে ইনিই ছিলেন আপনার মহাযশস্বী গুরু।

ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা ত্বমেনমভিবাদয়॥ ৮

'এই শ্রীমান সম্রাট এখন ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েছেন ; আপনার তুল্য সুপুত্র ইঁনাকে (দশরথকে) সংসার হতে পরিত্রাণ করিয়েছেন। অতএব আপনি অনুজ লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে ইঁনাকে প্রণাম করুন।'

মহাদেববচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিমানশিখরস্থস্য প্রণামমকরোৎ পিতুঃ॥ ৯

ভগবান মহাদেবের বচন শুনে লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম বিমানোপরি বিরাজমান পিতৃদেব দশরথকে প্রণাম করলেন।

দীপ্যমানং স্বয়া লক্ষ্ম্যা বিরজোঽম্বরধারিণম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দদর্শ পিতরং প্রভুঃ॥ ১০

সলক্ষ্মণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শুচিশুভ্রাম্বর পরিহিত দশরথকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান দেখলেন।

হর্ষেণ মহতাঽঽবিষ্টো বিমানস্থো মহীপতিঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট্বা পুত্রং দশরথস্তদা॥ ১১

বিমানে অধিষ্ঠিত রাজা দশরথ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র শ্রীরামের দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

আরোপ্যাঙ্কে মহাবাহুর্বরাসনগতঃ প্রভুঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ততো বাক্যং সমাদদে॥ ১২

শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট দীর্ঘবাহু রাজা দশরথ শ্রীরামকে ক্রোড়ে নিয়ে দুই হাতে আলিঙ্গনপূর্বক বললেন—

ন মে স্বর্গো বহু মতঃ সম্মানশ্চ সুরর্ষভৈঃ।
ত্বয়া রাম বিহীনস্য সত্যং প্রতিশৃণোমি তে॥ ১৩

'রাম ! তোমার কাছে সত্য বলছি, তোমার কাছ থেকে বিরহিত হয়ে আমার স্বর্গসুখ এবং দেবতাগণের প্রদত্ত সম্মান কোনকিছুই ভালো লাগছে না।

অদ্য ত্বাং নিহতামিত্রং দৃষ্ট্বা সম্পূর্ণমানসম্।
নিস্তীর্ণবনবাসং চ প্রীতিরাসীৎ পরা মম॥ ১৪

'শত্রুকে বধপূর্বক সফল মনোরথ এবং বনবাসকাল হতে উত্তীর্ণ তোমাকে দেখতে পেয়ে আজ আমার যৎপরনাস্তি আনন্দ হচ্ছে।

কৈকেয্যা যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর।
তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম॥ ১৫

'বক্তৃগণের শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীরাম! তোমাকে বনবাসে প্রেরণের উদ্দেশ্যে রাণী কৈকেয়ী যেসকল বাক্য বলেছিলেন সেগুলি আজও আমার হৃদয়কে পীড়িত করে।'

ত্বাং তু দৃষ্ট্বা কুশলিনং পরিষ্বজ্য সলক্ষ্মণম্।
অদ্য দুঃখাদ্ বিমুক্তোঽস্মি নীহারাদিব ভাস্করঃ॥ ১৬

'সলক্ষ্মণ তোমাকে কুশল দেখে এবং আলিঙ্গন করে কুজ্ঝটিকামুক্ত চন্দ্রের সদৃশ আমি আজ সকল মনঃপীড়া হতে মুক্তিলাভ করলাম।

তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা।
অষ্টাবক্রেণ ধর্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা॥ ১৭

'অষ্টাবক্রমুনি যেমন নিজ ধর্মাত্মা পিতৃদেব কহোলকে (মর্ত্য থেকে) পরিত্রাণ করেছিলেন, সেইরূপ তুমি আমার ধার্মিক পুত্র, আমাকেও তুমি পরিত্রাণ করেছ।

ইদানীং চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ বিহিতং পুরুষোত্তমম্॥ ১৮

'সৌম্য! আমি দেবতাগণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে রাবণের নিধনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং নারায়ণই তোমাররূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'

সিদ্ধার্থা খলু কৌসল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতম্।
বনান্নিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রুসূদনম্॥ ১৯

'শ্রীরাম! কৌশল্যার জীবন সার্থক; যেহেতু তিনি বনবাস হতে প্রত্যাবৃত্ত তোমার মতো অরিন্দম পুত্রকে নিজের প্রাসাদে সানন্দে নিরীক্ষণ করবেন।

সিদ্ধার্থাঃ খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্।
রাজ্যে চৈবাভিষিক্তং চ দ্রক্ষ্যন্তে বসুধাধিপম্॥ ২০

'রঘুনন্দন! অযোধ্যাবাসীদের জীবন ধন্য যারা তোমাকে রাজসিংহাসনে রাজারূপে অভিষিক্ত হতে দেখবে।

অনুরক্তেন বলিনা শুচিনা ধর্মচারিণা।
ইচ্ছেয়ং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম্॥ ২১

'পুত্র ভরত অতিশয় ধর্মাত্মা, পবিত্র ও বলবান। সে তোমার প্রকৃত অনুরাগী। আমি ভরতের সহিত ত্বরায় তোমার মিলনোৎসব দেখতে চাই।

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্যাতিতাস্ত্বয়া।
বসতা সীতয়া সার্ধং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ॥ ২২

'সৌম্য! পিতৃসত্যপালনের জন্য তুমি, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছ।

নিবৃত্তবনবাসোঽসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
রাবণং চ রণে হত্বা দেবতাঃ পরিতোষিতাঃ॥ ২৩

'এতদিন পর তোমার বনবাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে; তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছ এবং রাবণকে বধ করে দেবতাগণকেও প্রসন্ন করেছ।

কৃতং কর্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥ ২৪

'শত্রুসূদন! তুমি এইসকল কার্য সম্পন্ন করেছ এবং তজ্জনিত প্রশংসনীয় যশোগৌরব লাভ করেছ। এবার তুমি ভ্রাতৃগণের সাথে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করো।'

ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ॥ ২৫

বিমানস্থ রাজা দশরথ এইরূপ বললে শ্রীরাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—'পিতঃ! ধর্মজ্ঞ মহারাজ আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতিও প্রসন্ন হউন এবং দুজনকেই আশীর্বাদ করুন।

সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কৈকয়ী ত্বয়া।
স শাপঃ কৈকেয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশেৎ প্রভো॥ ২৬

'প্রভো! পূর্বে আপনি কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে—কৈকেয়ী! তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে আমি পরিত্যাগ করলাম, আপনার সেই মহাভিশাপ কৈকেয়ী এবং তাঁর পুত্র ভরতকে যেন স্পর্শ না করে।'

তথেতি স মহারাজো রামমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিম্।
লক্ষ্মণং চ পরিষ্বজ্য পুনর্বাক্যমুবাচ হ॥ ২৭

মহারাজ দশরথ "তথাস্তু" বলে শ্রীরামের প্রার্থনা স্বীকার করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপূর্বক দণ্ডায়মান লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন—

রামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া।
কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলং চ তে॥ ২৮

'বৎস লক্ষ্মণ! তুমিও ভক্তিপূর্বক বিদেহকুমারী সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বহুবিধ সেবায় নিযুক্ত ছিলে—এইহেতু আমি অতিশয় প্রসন্ন হয়েছি। তুমি ধর্মের ফল পেয়েছ।

ধর্মং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ যশশ্চ বিপুলং ভুবি।
রামে প্রসন্নে স্বর্গং চ মহিমানং তথোত্তমম্॥ ২৯

'ধর্মজ্ঞ ! ভবিষ্যতেও তুমি ধর্মের সুফল পাবে এবং পৃথিবীতে বিপুল যশের অধিকারী হবে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতায় তোমার উত্তম স্বর্গ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তি হবে।

রামং শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্ধন।
রামঃ সর্বস্য লোকস্য হিতেষ্বভিরতঃ সদা॥ ৩০

'সুমিত্রার আনন্দবর্ধক লক্ষ্মণ ! তোমার মঙ্গল হোক। তুমি নিরন্তর শ্রীরামের সেবায় রত থাকো। শ্রীরামচন্দ্র সর্বদাই প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ।

এতে সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অভিবাদ্য মহাত্মানমর্চন্তি পুরুষোত্তমম্॥ ৩১

'দেখো ! ইন্দ্রসহিত ত্রিভুবন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণও পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তম রামকে প্রণামপূর্বক অর্চনা করছেন।

এতৎ তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরন্তপঃ॥ ৩২

'সৌম্য ! অরিন্দম এই শ্রীরামচন্দ্র দেবতাগণের হৃদয় এবং দেবগণের অন্তর্হিত গুহ্যতম তত্ত্ব। শ্রীরাম বেদপ্রতিপাদিত অব্যক্ত ও অবিনাশী ব্রহ্ম।

অবাপ্তধর্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া।
এবং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া॥ ৩৩

'অবিচলতাচিত্তে বিদেহনন্দিনী সীতাসহ শ্রীরামের সেবা-শুশ্রূষা করতে-করতে তোমার সুকর্মের ফল সঞ্চিত হয়েছে এবং তুমি যশোগৌরব লাভ করেছ।'

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রাজা স্নুষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাম্।
পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ॥ ৩৪

লক্ষ্মণের প্রতি এইরূপে রাজা দশরথ যুক্ত করে বিরাজমানা সীতাদেবীকে 'কণ্যে' সম্বোধনে অভিহিত করলেন এবং মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—

কর্তব্যো ন তু বৈদেহি মন্যুস্ত্যাগমিমং প্রতি।
রামেণেদং বিশুদ্ধ্যর্থং কৃতং বৈ ত্বদ্ধিতৈষিণা॥ ৩৫

'বিদেহনন্দিনী ! শ্রীরামের দ্বারা তোমার পরিত্যাগের বিষয়ে তুমি তাঁর প্রতি ক্রোধিত হবে না ; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সমাজে তোমার পবিত্রতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবহার করেছে।

সুদুষ্করমিদং পুত্রি তব চারিত্রলক্ষণম্।
কৃতং যৎ তেঽন্যনারীণাং যশো হ্যভিভবিষ্যতি॥ ৩৬

'পুত্রি ! তুমি তোমার চরিত্রের পবিত্রতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করেছ ; এই কাজ অন্য নারীগণের পক্ষে দুষ্কর। তোমার এই দুঃসাহস অন্য সকল নারীর যশকে অভিভূত করে দেবে।

ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্তৃশুশ্রূষণং প্রতি।
অবশ্যং তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরম্॥ ৩৭

'পতিসেবার বিষয়ে নিঃসন্দেহে তোমাকে কোন উপদেশ-দানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই কথা আমার অবশ্যই বলে দেওয়া উচিত যে শ্রীরামই হলেন তোমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা।'

ইতি প্রতিসমাদিশ্য পুত্রৌ সীতাং চ রাঘবঃ।
ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ॥ ৩৮

এবম্প্রকারে পুত্রদ্বয় এবং সীতাদেবীকে আদেশ ও উপদেশ দানপূর্বক রঘুবংশীয় রাজা দশরথ বিমানোপরি আরূঢ় অবস্থায় ইন্দ্রলোকের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বিমানমাস্থায় মহানুভাবঃ
শ্রিয়া চ সংহৃষ্টতনুর্নৃপোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য পুত্রৌ সহ সীতয়া চ
জগাম দেবপ্রবরস্য লোকম্॥ ৩৯

এইভাবে দিব্য সৌন্দর্যের দীপ্তিতে পুলকিতশরীর মহানুভব নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ রাম-লক্ষ্মণ এবং সীতার নিকট হতে বিদায়গ্রহণপূর্বক স্বর্গীয় বিমানে ইন্দ্রলোকের পথে যাত্রা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একোনবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৯॥

বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২০)

শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বানরসৈন্যগণকে জীবন দান, দেবতাগণের প্রস্থান, তদনন্তর বানরসৈন্যগণের বিশ্রামলাভ

প্রতিপ্রয়াতে কাকুৎস্থে মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্॥ ১

মহারাজ দশরথ প্রস্থান করলে পাকশাসন ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে করজোড়ে শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

অমোঘং দর্শনং রাম তবাস্মাকং নরর্ষভ।
প্রীতিযুক্তাঃ স্ম তেন ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্॥ ২

'নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ! তুমি যে আমাদের দর্শন করেছ, তার সুফল অব্যর্থ ও অনিবার্য। আমরা সকল দেবতাগণ তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন তুমি তোমার কাঙ্খিত মনোবাসনার কথা প্রকাশ করো, যা আমাদের আশির্বাদে অবশ্যই পূর্ণ হবে।'

এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ প্রসন্নেন মহাত্মনা।
সুপ্রসন্নমনা হৃষ্টো বচনং প্রাহ রাঘবঃ॥ ৩

এইরূপে মহানুভব দেবরাজ কর্তৃক সুপ্রসন্নভাবে অভিহিত হলে প্রফুল্লচিত্ত শ্রীরামচন্দ্র দেবরাজকে আনন্দে বললেন—

যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না ময়ি তে বিবুধেশ্বর।
বক্ষ্যামি কুরু মে সত্যং বচনং বদতাং বর॥ ৪

'বক্তৃশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, তা যেন পূর্ণ হয়।

মম হেতোঃ পরাক্রান্তা যে গতা যমসাদনম্।
তে সর্বে জীবিতং প্রাপ্য সমুত্তিষ্ঠন্তু বানরাঃ॥ ৫

'যে-সকল বানর আমার পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তারা যেন নবজীবন লাভ করে।

মৎকৃতে বিপ্রযুক্তা যে পুত্রৈর্দারৈশ্চ বানরাঃ।
তান্ প্রীতমনসঃ সর্বান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ॥ ৬

'স্নেহশীল দেবেন্দ্র ! যে সকল বানরগণ আমার জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের সবাইকে দেখে আমি আনন্দ পেতে চাই।

বিক্রান্তাশ্চাপি শূরাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ।
কৃতযত্না বিপন্নাশ্চ জীবয়ৈতান্ পুরন্দর॥ ৭

'পূজনীয় পুরন্দর ! তারা ছিল পরাক্রমী শূরবীর এবং মৃত্যুকেও নগন্য মনে করত ; আমার জন্য যুদ্ধ করে তারা কালের কবলে চলে গেছে। আপনি এদের সকলকে জীবিত করে তুলুন।

মৎপ্রিয়েষ্বভিরক্তাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি যে।
ত্বৎ প্রসাদাৎ সমেয়ুস্তে বরমেতমহং বৃণে॥ ৮

'যে-সকল বানরগণ আমার হিতসাধনে ব্রতী হয়ে মৃত্যুকেও তুচ্ছ মনে করত, তারা সবাই আপনার বরে আমার সঙ্গে মিলিত হোক—এই বর প্রার্থনা করি।

নীরুজো নির্ব্রণাংশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষান্।
গোলাঙ্গুলাংস্তথর্ক্ষাংশ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ॥ ৯

'মানদ দেবরাজ ! আমি সেই সকল বানর-ঋক্ষসমুদায়কে নীরোগ, ক্ষতশূন্য এবং বলবীর্যসম্পন্ন দেখতে চাই।

অকালে চাপি পুষ্পানি মূলানি চ ফলানি চ।
নদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র তিষ্ঠেয়ুর্যত্র বানরাঃ॥ ১০

'যে যে বানরগণ যথায়-যথায় আছে, সেখানে অসময়েও যেন পুষ্পরাশি এবং ফল-মূলাদি খাদ্যসম্ভারের প্রাচুর্য্য হোক তথা নদীর জল সুনির্মল ও সুপেয় হয়ে উঠুক।'

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
মহেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং প্রীতিসংযুতম্॥ ১১

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের এইরূপ উক্তি শুনে সুপ্রসন্ন মহেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বললেন—

মহানয়ং বরস্তাত যস্ত্বয়োক্তো রঘূত্তম।
দ্বির্ময়া নোক্তপূর্বং চ তস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি॥ ১২

'তাত ! রঘুবংশবিভূষণ ! আপনি যে বর প্রার্থনা করেছেন তা অতিশয় গুরুতর। তবুও যেহেতু আমি কখনও দু'রকম কথা বলিনি, সেহেতু তোমার প্রার্থিত বর অবশ্যই সফল হবে।

সমুত্তিষ্ঠন্তু তে সর্বে হতা যে যুধি রাক্ষসৈঃ।
ঋক্ষাশ্চ সহ গোপুচ্ছৈর্নিকৃত্তাননবাহবঃ॥ ১৩

'যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে সেই সকল ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু ভল্লুক-বানর প্রভৃতি জীবিত হোক।

নীরুজো নির্ব্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষাঃ।

সমুত্থাস্যন্তি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা॥ ১৪

'নীরোগ, অক্ষত ও বল-পৌরুষ সম্পন্ন অবস্থায় (নিহত) বানরসৈন্যগণ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্জীবন লাভ করুক।

সুহৃদ্ভির্বান্ধবৈশ্চৈব জ্ঞাতিভিঃ স্বজনেন চ।
সর্ব এব সমেষ্যন্তি সংযুক্তাঃ পরয়া মুদা॥ ১৫

'এরা সকলেই সুহৃদ, বান্ধব, জ্ঞাতি, ভ্রাতা তথা স্বজনগণের সহিত আনন্দের সঙ্গে মিলিত হোক।

অকালে পুষ্পশবলাঃ ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহেষ্বাস নদ্যশ্চ সলিলায়ুতাঃ॥ ১৬

'এই সকল বানরগণ যেখানে-যেখানে বিরাজ করবে তথায়-তথায় অসময়েও বৃক্ষাদি ফল ও পুষ্পরাশিতে ভরে উঠবে এবং তথাকার নদীগুলি নির্মল জলপ্রবাহে বইতে থাকবে।'

সব্রণৈঃ প্রথমং গাত্রৈরিদানীং নির্ব্রণৈঃ সমৈঃ।
ততঃ সমুত্থিতাঃ সর্বে সুপ্ত্বেব হরিসত্তমাঃ॥ ১৭

(দেবরাজের বরে) অতঃপর শ্রেষ্ঠ বানরগণ যারা ক্ষত-বিক্ষত শরীরে মৃত্যুবরণ করেছিল, তারা সকলেই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান হয়ে পড়ল।

বভূবুর্বানরাঃ সর্বে কিং ত্বেতদিতি বিস্মিতাঃ।
কাকুৎস্থং পরিপূর্ণার্থং দৃষ্ট্বা সর্বে সুরোত্তমাঃ॥ ১৮
অব্রুবন্ পরমপ্রীতাঃ স্তুত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।
গচ্ছায়োধ্যামিতো রাজন্ বিসর্জয় চ বানরান্॥ ১৯

নিহত বানরসৈন্যগণকে পুনরায় জীবিত হতে দেখে অন্য সকল বানরেরা—'এ কি হল, এ কি হল' এই ভাবনায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল এবং কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে বুঝতে পেরে সাতিশয় আনন্দিত দেবগণ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের স্তুতিপূর্বক (তাঁকে) বললেন—'রাজন্! বানরবৃন্দকে বিদায় জানিয়ে এখান থেকে অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন।

মৈথিলীং সান্ত্বয়স্বৈনামনুরক্তাং যশস্বিনীম্।
ভ্রাতরং ভরতং পশ্য ত্বচ্ছোকাদ্ ব্রতচারিণম্॥ ২০

'মিথিলানন্দিনী যশস্বিনী সীতা সর্বদাই আপনাতে অনুরক্তা, তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং যে ভ্রাতা ভরত আপনার অদর্শনে দীর্ঘকাল ব্রতানুপালন করছেন, ত্বরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হউন।

শত্রুঘ্নং চ মহাত্মানং মাতৃঃ সর্বাঃ পরন্তপ।
অভিষেচয় চাত্মানং পৌরান্ গত্বা প্রহর্ষয়॥ ২১

'পরন্তপ! আপনি শত্রুঘ্ন ও সকল মাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করুন। নিজেকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়ে প্রজাবর্গকে আনন্দ দান করুন।'

এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো রামং সৌমিত্রিণা সহ।
বিমানৈঃ সূর্যসংকাশৈর্যয়ৌ হৃষ্টঃ সুরৈঃ সহ॥ ২২

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপে বলে দেবরাজ ইন্দ্র সকলদেবতা সমভিব্যাহারে তেজস্বী বিমান দ্বারা সানন্দে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

অভিবাদ্য চ কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তাংস্ত্রিদশোত্তমান্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বাসমাজ্ঞাপয়ৎ তদা॥ ২৩

সেইসময়ে সকল প্রধান-প্রধান দেবতাগণকে প্রণামপূর্বক সলক্ষ্মণ শ্রীরাম উপস্থিত সবাইকে বিশ্রাম করার আদেশ দিলেন।

ততস্তু সা লক্ষ্মণরামপালিতা
মহাচমূর্হৃষ্টজনা যশস্বিনী।
শ্রিয়া জ্বলন্তী বিররাজ সর্বতো
নিশা প্রণীতেব হি শীতরশ্মিনা॥ ২৪

অতঃপর, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রতিপালিত, হৃষ্ট-পুষ্ট সৈন্যপরিপূর্ণ কীর্তিমান যোদ্ধবাহিনী শীতাংশু চন্দ্রিমার উদ্ভাসে সুশোভিত রাত্রির সদৃশ বিরাজ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২০॥

একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২১)

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা গমনের প্রস্তুতি এবং তাঁর আদেশে বিভীষণ কর্তৃক পুষ্পকবিমান আনয়ন

তাং রাত্রিমুষিতং রামং সুখোদিতমরিন্দমম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং জয়ং পৃষ্ট্বা বিভীষণঃ॥ ১

রাত্রিকালীন বিশ্রামের পর শত্রুসূদন শ্রীরাম প্রাতে সুখনিদ্রা হতে উত্থিত হলে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বিভীষণ করজোড়ে বললেন—

স্নানানি চাঙ্গরাগাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ॥ ২

'রঘুনন্দন ! স্নানের জন্য জল, অঙ্গরাজ, বস্ত্র, আভূষণ, চন্দন এবং বিবিধ দিব্য-মালা আপনার সেবার্থে প্রস্তুত করা হয়েছে।

অলঙ্কারবিদশ্চৈতা নার্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ।
উপস্থিতাস্ত্বাং বিধিবৎ স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব॥ ৩

'রঘুবীর ! অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণাদি শৃঙ্গারকলা পারদর্শিনী, কমলনয়না নারীগণ আপনার সেবায় উপস্থিত। তারা আপনাকে যথারীতি অবগাহন করাবে।'

এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
হরীন্ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং স্নানেনোপনিমন্ত্রয়॥ ৪

বিভীষণ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত শ্রীরাম তাঁকে বললেন—'মিত্র ! তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণকেও স্নানের জন্য অনুরোধ করো।

স তু তাম্যতি ধর্মাত্মা মম হেতোঃ সুখোচিতঃ।
সুকুমারো মহাবাহুর্ভরতঃ সত্যসংশ্রয়ঃ॥ ৫

'আমার জন্য ইতিমধ্যে সতব্রতী মহাবাহু ধর্মাত্মা ভরত বহু ক্লেশ সহ্য করেছে। সে বয়সে নবীন এবং সুখাস্বাদনের যোগ্য পাত্র।

তং বিনা কৈকেয়ীপুত্রং ভরতং ধর্মচারিণম্।
ন মে স্নানং বহু মতং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥ ৬

'এইরূপ চরিত্রবান ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্নানে রুচি নেই তথা বস্ত্রালংকারাদিতেও ইচ্ছা নেই।

এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্রং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্।
অযোধ্যাং গচ্ছতো হ্যেষ পন্থাঃ পরমদুর্গমঃ॥ ৭

'এখন তুমি ব্যবস্থা করো, যাতে আমি ত্বরায় অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি ; কেননা হেথা হতে পদব্রজে অযোধ্যায় যাত্রা করা, পথের দুর্গমতা ও দৈর্ঘ্যের কারণে বহু সময় সাপেক্ষ।'

এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
অহ্না ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্থিবাত্মজ॥ ৮

শ্রীরাম এইকথা বললে বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—'রাজকুমার ! এব্যাপারে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। আমি একদিনের মধ্যে আপনাকে অযোধ্যাপুরীতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্যসন্নিভম্।
মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা॥ ৯
হৃতং নির্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমম্।
ত্বদর্থং পালিতং চেদং তিষ্ঠত্যতুলবিক্রম॥ ১০

'হে অতুলপরাক্রম শ্রীরাম ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের-এর সূর্যতুল্য দীপ্তিমান পুষ্পক বিমান প্রস্তুত আছে ; অগ্রজ কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাবণ এই বিমানটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। আপনার শুভ হোক ! স্বেচ্ছায় বিহারযোগ্য এই শ্রেষ্ঠ ও স্বর্গীয় বিমান আমি এখন আপনার যাত্রার্থে সুরক্ষিত রেখেছি।

তদিদং মেঘসংকাশং বিমানমিহ তিষ্ঠতি।
যেন যাস্যসি যানেন ত্বমযোধ্যাং গতজ্বরঃ॥ ১১

'মেঘমালা সদৃশ বিশাল আয়তন দিব্য বিমানটি এখানে বিরাজমান, যাতে করে আপনি অক্লেশে অযোধ্যাপুরীতে প্রস্থান করতে পারবেন।

অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্।
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি ময়ি সৌহৃদম্॥ ১২
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা ভার্যয়া সহ।
অর্চিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি॥ ১৩

'শ্রীরাম ! যদি আমাকে আপনি আপনার কৃপার যোগ্য মনে করেন এবং যদি আমার মধ্যে কোনো গুণাদি আছে বলে মনে করেন তথা যদি আমি আপনার স্নেহাস্পদ হয়ে থাকি, তাহলে অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে কিছুকাল এখানে থেকে অভীপ্সিত সম্মাননা ও অর্চনা গ্রহণ করুন। আমার এইরূপ আতিথ্য ও পূজার্চনা গ্রহণ করার পর অযোধ্যায় পদার্পণ করবেন।

প্রীতিযুক্তস্য বিহিতাং সসৈন্যঃ সসুহৃদ্‌গণ।
সৎক্রিয়াং রাম মে তাবদ্ গৃহাণ ত্বং ময়োদ্যতাম্॥ ১৪

'রঘুনন্দন ! আমি সানন্দে আপনার সেবা-সৎকার করতে চাই। আমার দ্বারা প্রস্তুত এই আতিথ্য-সৎকার আপনি সসৈন্যে বন্ধু-স্বজনবর্গের সহিত একত্রে স্বীকার করুন।

প্রণয়াদ্ বহুমানাচ্চ সৌহার্দেন চ রাঘব।
প্রসাদয়ামি প্রেষ্যোঽহং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ১৫

'রঘুবীর ! আমি শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতি, সম্মান ও সৌহার্দের অধিকারে আপনাকে প্রসন্ন করতে চাইছি। কারণ, আমি আপনার বিনীত সেবক ; আপনাকে আদেশ বা আজ্ঞা করার সাধ্য আমার নেই।'

এবমুক্তস্ততো রামঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাং চ সর্বেষামেব শৃণ্বতাম্॥ ১৬

বিভীষণ এইরূপ বলার পর শ্রীরাম সমবেত রাক্ষস ও বানরবৃন্দের সমক্ষে বললেন—

পূজিতোঽস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ।
সর্বাত্মনা চ চেষ্টাভিঃ সৌহার্দেন পরেণ চ॥ ১৭

'বীর বিভীষণ ! আমার পরম সুহৃদ এবং শ্রেষ্ঠ সচিবরূপে তুমি অশেষ প্রযত্নে আমার সম্মাননা ও অর্চনা করেছো।

ন খল্বেতন্ন কুর্যাং তে বচনং রাক্ষসেশ্বর।
তং তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ॥ ১৮
মাং নিবর্তয়িতুং যোঽসৌ চিত্রকূটমুপাগতঃ।
শিরসা যাচতো যস্য বচনং ন কৃতং ময়া॥ ১৯

'রাক্ষসেশ্বর ! তোমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার নেই ; পরন্তু এক্ষণে আমার মন আমার অনুজ ভরতকে দেখার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সে চিত্রকূট পর্যন্ত এসেছিল কিন্তু নতশিরে প্রার্থিত তাহার আবেদন-নিবেদনে আমি সম্মত হতে পারিনি।

কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চ যশস্বিনীম্।
গুহং চ সুহৃদং চৈব পৌরাঞ্জানপদৈঃ সহ॥ ২০

'এছাড়াও মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রবর গুহ, অযোধ্যাবাসিগণ ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে দেখার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

অনুজানীহি মাং সৌম্য পূজিতোঽস্মি বিভীষণ।
মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ সখে ত্বাং চানুমানয়ে॥ ২১

'সৌম্য বিভীষণ ! এখন তুমি আমাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দাও। আমি তোমার দ্বারা বহুভাবে সম্মানিত হয়েছি। সখে ! তুমি এজন্য আমার উপর অসন্তোষ রেখো না ; এ আমার অনুরোধ।

উপস্থাপয় মে শীঘ্রং বিমানং রাক্ষসেশ্বর।
কৃতকার্যস্য মে বাসঃ কথং স্যাদিহ সম্মতঃ॥ ২২

'রাক্ষসেশ্বর ! এবার যথাশীঘ্র আমার যাত্রার্থে পুষ্পক বিমান এখানে আনার ব্যবস্থা করো। আমার এখানে যা-যা কর্তব্য ছিল তা সমস্তই সম্পাদিত হয়েছে ; এখন এখানে (অযথা) অবস্থান করা ঠিক হবে না।'

এবমুক্তস্তু রামেণ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিমানং সূর্যসংকাশমাজুহাব ত্বরান্বিতঃ॥ ২৩

শ্রীরাম কর্তৃক এইভাবে অভিহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণ সাতিশয় শীঘ্রতায় সূর্যসদৃশ তেজস্বী বিমানটিকে আহ্বান করলেন।

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্যমণিবেদিকম্।
কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো রজতপ্রভম্॥ ২৪

হেমমণ্ডিত বর্ণচ্ছটাযুক্ত, বৈদূর্যমণি নির্মিত বেদীসমূহে সুসজ্জিত তথা ইতস্ততঃ গুপ্তকক্ষে সমৃদ্ধ বিমানটি চতুর্দিকে রজতশুভ্র দ্যুতি বিকীর্ণ করছিল।

পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্।
শোভিতং কাঞ্চনৈর্হর্ম্যৈর্হেমপদ্মবিভূষিতৈঃ॥ ২৫

পুষ্পক বিমান শ্বেত-পীত বর্ণময় পতাকা ও ধ্বজাসমুদায়ে অলংকৃত ছিল। বিমানের অভ্যন্তরে স্বর্ণকমলে সুসজ্জিত সুবর্ণহর্ম্যসমূহ শোভা পাচ্ছিল।

প্রকীর্ণং কিঙ্কিণীজালৈর্মুক্তামণিগবাক্ষকম্।
ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্বতো মধুরস্বনম্॥ ২৬

বিমানটির সর্বাঙ্গ নিক্বণখচিত জালিকায় আচ্ছাদিত ছিল, মণিমুক্তাখচিত গবাক্ষ তার শোভাবর্ধন করছিল এবং মধুরধ্বনি সমন্বিত ঘণ্টাসমূহ বিমানের সর্বাংশে ইতস্ততঃ প্রলম্বিত ছিল।

তং মেরুশিখরাকারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
বৃহদ্ভির্ভূষিতং হর্ম্যৈর্মুক্তারজতশোভিতৈঃ॥ ২৭

বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বিমানটি সুমেরু শিখর সদৃশ সু-উচ্চ এবং মুক্তা ও রৌপ্য বিভূষিত বিশাল বিশাল কক্ষে সুবিভক্ত ছিল।

তলৈঃ স্ফটিকচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ॥ ২৮

বিমানস্থ হর্ম্যগুলির তলদেশ বিবিধ বর্ণালীর স্ফটিকমণিমণ্ডিত এবং ভেতরের সিংহাসন মহার্ঘ বৈদূর্যমণিতে নির্মিত ও মহামূল্য শয্যাসন তথায় বিস্তৃত ছিল।

উপস্থিতমনাধৃষ্যং তদ্ বিমান্ মনোজবম্।
নিবেদয়িত্বা রামায় তস্থৌ তত্র বিভীষণঃ॥ ২৯

এবংবিধ মনের তুল্য গতিসম্পন্ন, অনিবার্য ও দুর্জয় পুষ্পক বিমানকে উপস্থাপিত করে শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর নিবেদনপূর্বক বিভীষণ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমান-
মুপস্থিতং ভূধরসন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম
রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্ত্বঃ॥ ৩০

পর্বততুল্য উত্তুঙ্গ ও ইচ্ছানুসারে সঞ্চরণক্ষম সেই পুষ্পক বিমানকে প্রস্তুত থাকতে দেখে লক্ষ্মণসহিত উদারচেতা ভগবান শ্রীরাম সাতিশয় বিস্মিত হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে একবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একবিংশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২২)

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ কর্তৃক বানরবৃন্দের বিশেষ সম্বর্ধনা তথা সুগ্রীব ও বিভীষণসহ বানরগণকে একত্রে নিয়ে পুষ্পকবিমানে অযোধ্যায় প্রস্থান

উপস্থিতং তু তং কৃত্বা পুষ্পকং পুষ্পভূষিতম্।
অবিদূরে স্থিতো রামমিত্যুবাচ বিভীষণঃ॥ ১

পুষ্পরাজিতে সুসজ্জিত পুষ্পকবিমানকে তথায় উপস্থাপিত করে অনতিদূরে বিরাজমান বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু নিবেদন করার কথা ভাবলেন—

স তু বদ্ধাঞ্জলিপুটো বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ।
অব্রবীৎ ত্বরয়োপেতঃ কিং করোমীতি রাঘবম্॥ ২

বিনীত রাক্ষসরাজ করজোড়ে ব্যগ্র হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'প্রভো! এখন আমি কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?'

তমব্রবীন্মহাতেজা লক্ষ্মণস্যোপশৃণ্বতঃ।
বিমৃশ্য রাঘবো বাক্যমিদং স্নেহপুরস্কৃতম্॥ ৩

তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণের সাক্ষাতে স্নেহপূর্ণ বচনে উত্তর দিলেন—

কৃতপ্রযত্নকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ।
রত্নৈরর্থৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্পূজ্যন্তাং বিভীষণ॥ ৪

'বিভীষণ! সকল বানরগণ যুদ্ধকালে সযত্নে বহুবিধ শ্রম করেছে; অতএব তুমি নানা রত্নরাজিত ও ধনৈশ্বর্যাদি দ্বারা এদের আতিথ্য সৎকার করো।

সহামীভিস্ত্বয়া লঙ্কা নির্জিতা রাক্ষসেশ্বর।
হৃষ্টৈঃ প্রাণভয়ং ত্যক্ত্বা সংগ্রামেষ্বনিবর্তিভিঃ॥ ৫

'রাক্ষসেশ্বর! এই বীর বানরগণের সহায়তায় তুমি লঙ্কানগরীতে আধিপত্য লাভ করেছ; কেননা এই বীরেরা সংগ্রামে কখনও পশ্চাদপসরণ করেনি, বরং প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করে সোৎসাহে যুদ্ধ করেছে।

ত ইমে কৃতকর্মাণঃ সর্ব এব বনৌকসঃ।
ধনরত্নপ্রদানৈশ্চ কর্মৈষাং সফলং কুরু॥ ৬

'এই সকল বানরগণ তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে; অতএব এদেরকে ধন-রত্নাদি প্রদানপূর্বক সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান করো।

এবং সম্মানিতাশ্চৈতে নন্দ্যমানা যথা ত্বয়া।
ভবিষ্যন্তি কৃতজ্ঞেন নির্বৃতা হরিযূথপাঃ॥ ৭

'তুমি যথারীতি ইহাদের সম্মাননা ও অভিনন্দন করলে সকল বানরদলপতিবৃন্দ সাতিশয় আনন্দিত হবে।

ত্যাগিনং সংগ্রহীতারং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্।
সর্বে ত্বামভিগচ্ছন্তি ততঃ সম্বোধয়ামি তে॥ ৮

'তোমার এইরূপ কার্যে সকলে অবগত হবে যে বিভীষণ উচিত সময়ে ধনাদি ত্যাগ করতে সক্ষম এবং যথাসময়ে উচিত উপায়ে ধনরত্নাদি সংগ্রহেও সমর্থ ; রাক্ষসরাজ দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয়। এই কারণে আমি উপর্যুক্ত কার্য করতে নিবেদন করছি।

হীনং রতিগুণৈঃ সর্বৈরভিহন্তারমাহবে।
সেনা ত্যজতি সংবিগ্না নৃপতিং তং নরেশ্বর॥ ৯

'নরেশ্বর ! যে নৃপতি সেবকগণের প্রতি দানমানাদি সত্ত্বিক গুণ বিরহিত অথচ সংগ্রামের সময় সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষকে নিধন করতে আদেশ দান করেন, তাকে উদ্বিগ্ন সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে।'

এবমুক্তস্তু রামেণ বানরাংস্তান্ বিভীষণঃ।
রত্নার্থসংবিভাগেন সর্বানেবাভ্যপূজয়ৎ॥ ১০

শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হলে বিভীষণ সেই সকল বানরবৃন্দকে ধনরত্নাদি প্রদানপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করলেন।

ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রত্নার্থৈর্হরিযূথপান্।
আরুরোহ তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্॥ ১১
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং মনস্বিনীম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা॥ ১২

অতঃপর বানরদলপতিগণকে ধনরত্নাদিতে সম্মানিত হতে দেখে শ্রীরাম লজ্জাবনতা সীতাকে অঙ্কে ধারণ করে পরাক্রমী ধনুর্ধর মিত্র অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করলেন।

অব্রবীৎ স বিমানস্থঃ পূজয়ন্ সর্ববানরান্।
সুগ্রীবং চ মহাবীর্যং কাকুৎস্থঃ সবিভীষণম্॥ ১৩

বিমানে অরোহণ করে সকল বানরগণকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ ও মহাপরাক্রমী সুগ্রীবকে লক্ষ্য করে বললেন—

মিত্রকার্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ।
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্বে যথেষ্টং প্রতিগচ্ছত॥ ১৪

'বানরশ্রেষ্ঠ বীরগণ ! তোমরা আমার মতো মিত্রের কার্য মিত্রোচিত মর্যাদায় সুসম্পন্ন করেছ। এখন তোমরা নিজ নিজ অভীষ্টে গন্তব্যে প্রস্থান করো।

যৎ তু কার্যং বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতাধর্মভীরুণা॥ ১৫

'সখে সুগ্রীব ! তুমি হিতৈষীপূর্ণ প্রিয়তম মিত্রোচিত সকল কার্য সম্পূর্ণ করছে ; কেননা, তোমরা সকলেই অধর্মাচরণে ভয় পাও।

কিষ্কিন্ধাং প্রতি যাহ্যাশু স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ।
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং ময়া দত্তে বিভীষণ।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ॥ ১৬

'বানররাজ ! এবার তুমি স্বীয় সৈন্যদের নিয়ে যথাশীঘ্র কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করো। বিভীষণ ! তুমিও মৎপ্রদত্ত লঙ্কারাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো ; আমি সহায় থাকতে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

অযোধ্যাং প্রতি যাস্যামি রাজধানীং পিতুর্মম।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বানামন্ত্রয়ামি বঃ॥ ১৭

'এখন আমিও আমার পিতৃরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করব। তাই সমবেত সকলের কাছ থেকে অনুমতি যাচ্ঞা করছি।'

এবমুক্তাস্তু রামেণ হরীন্দ্রা হরয়স্তথা।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ১৮

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক এইভাবে অভিহিত হলে শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ বানরগণ রাক্ষসরাজ বিভীষণের সঙ্গে একত্রে করজোড়ে বলতে লাগল—

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামঃ সর্বান্ নয়তু নো ভবান্।
মুদ্যুক্তা বিচরিষ্যামো বনান্যুপবনানি চ॥ ১৯

'ভগবন্ ! আমরাও অযোধ্যা নগরীতে গমনেচ্ছুক, আমাদেরকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন। সেখানে আমরা সানন্দে বনোপবনে বিহার করব।

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষেকার্দ্রং কৌসল্যামভিবাদ্য চ।
অচিরাদাগমিষ্যামঃ স্বগৃহান্ নৃপসত্তম॥ ২০

'নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজ্যাভিষেক কালে (মঙ্গল কলসের) মন্ত্রপূত বারিতে সিক্ত আপনাকে দর্শন করে এবং মাতা কৌশল্যার চরণযুগলে নতশিরে প্রণাম করে আমরা সবাই যথা শীঘ্র নিজ নিজ আলয়ে ফিরে আসব।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা বানরৈঃ সবিভীষণৈঃ।

অব্রবীদ্ বানরান্ রামঃ সসুগ্রীববিভীষণান্॥ ২১

বিভীষণসহ সকল বানরগণের এবংবিধ অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণসহ বানরগণকে বললেন—

প্রিয়াৎ প্রিয়তরং লব্ধং যদহং সসুহৃজ্জনঃ।
সর্বৈর্ভবদ্ভিঃ সহিতঃ প্রীতিং লপ্স্যে পুরীং গতঃ॥ ২২

'মিত্রগণ! তোমাদের এইরূপ ইচ্ছা আমার কাছে প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর প্রস্তাব; কেননা, এর ফলে প্রিয় বন্ধুগণের সঙ্গ লাভ হবে এবং তোমাদের সকলের সমভিব্যাহারে রাজধানীতে গিয়ে আমি প্রীতিপূর্ণ আনন্দ লাভ করব।

ক্ষিপ্রমারোহ সুগ্রীব বিমানং সহ বানরৈঃ।
ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ॥ ২৩

'অতএব, সুগ্রীব! তুমি ত্বরায় সকল বানরগণকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে উঠে এস। রাক্ষসরাজ বিভীষণ! তুমিও মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে করে বিমানে চলে এস।'

ততঃ স পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ।
আরুরোহ মুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ॥ ২৪

তদনন্তর বানরগণের সঙ্গে সুগ্রীব এবং মন্ত্রিগণের সাথে বিভীষণ বিমানে আরোহণ করলেন।

তেষ্বারূঢ়েষু সর্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সম্॥ ২৫

এইরূপে সকলেই আরূঢ় হলে কুবেরের শ্রেষ্ঠ পরিবহনস্বরূপ সেই পুষ্পক বিমান শ্রীরঘুনাথের আদেশমাত্র আকাশে উড়ে চলল।

খগতেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা।
প্রহৃষ্টশ্চ প্রতীতশ্চ বভৌ রামঃ কুবেরবৎ॥ ২৬

আকাশে সঞ্চরমান হংসচিহ্নিত সেই ভাস্বর বিমানে যাত্রাকালে পুলকিত ও প্রসন্নচিত্ত শ্রীরাম সাক্ষাৎ ধনরাজ কুবের তুল্য প্রতীত হতে লাগলেন।

তে সর্বে বানরর্ক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ।
যথাসুখমসম্বাধং দিব্যে তস্মিন্নুপাবিশন্॥ ২৭

সকল বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসেরা সেই দিব্য বিমানে যথেষ্ট আরামে অঙ্গাদি প্রসারিত করে সুখোপবেশনে বিরাজ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৩)

অযোধ্যাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীকে যাত্রামার্গের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন

অনুজ্ঞাতং তু রামেণ তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পেয়ে সেই হংসযুক্ত অনুপম বিমান উচ্চ শব্দসহকারে আকাশে উড্ডীন হল।

পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্বতো রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্॥ ২

অতঃপর রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চন্দ্রাননা মিথিলেশকুমারী সীতাকে বললেন—

কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্।
লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা॥ ৩

'বিদেহরাজনন্দিনি! কৈলাসশৃঙ্গাকৃতি ত্রিকূট পর্বতের বিশাল শিখরে অবস্থিত বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত লঙ্কাপুরী কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, নিরীক্ষণ করো।

এতদায়োধনং পশ্য মাংসশোণিতকর্দমম্।
হরীণাং রাক্ষসানাং চ সীতে বিশসনং মহৎ॥ ৪

'এদিকে রণক্ষেত্রও দেখো। সমর ক্ষেত্র যেন রক্ত-মাংসে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। সীতে! এখানেই বহু রাক্ষস ও বানর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

এষ দত্তবরঃ শেতে প্রমাথী রাক্ষসেশ্বরঃ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নিহতো রাবণো ময়া॥ ৫

'আয়তলোচনে! এখানে রাক্ষসরাজ রাবণ ধরাশায়ী হয়েছে। সে অতি হিংস্র এবং ব্রহ্মার বরদানে অমিত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তথাপি তোমার কারণে আমি তার নিধন করেছি।

কুম্ভকর্ণোঽহত্র নিহতঃ প্রহস্তশ্চ নিশাচরঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চাত্র নিহতো বানরেণ হনূমতা॥ ৬

'নিম্নে দৃশ্যমান সমরভূমিতে রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ আমার দ্বারা নিপাতিত হয়েছে। রাক্ষস প্রহস্তকে বধ করেছে বানরসেনাপতি নীল এবং ধূম্রাক্ষকে নিধন করেছে স্বয়ং শ্রীহনুমান।

বিদ্যুন্মালী হতশ্চাত্র সুষেণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিচ্চাত্র রাবণির্নিহতো রণে॥ ৭

'মহাশয় সুষেণ এ-স্থলে বিদ্যুন্মালীকে হত্যা করেছে এবং লক্ষ্মণও এইখানেই রাবণপুত্র বীর ইন্দ্রজিৎকে নিধন করেছে।

অঙ্গদেনাত্র নিহতো বিকটো নাম রাক্ষসঃ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যো মহাপার্শ্বমহোদরৌ॥ ৮

'এই যুদ্ধক্ষেত্রেই বানরবীর অঙ্গদ রাক্ষস বিকটকে বধ করেছে রাক্ষস বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব ও মহোদর প্রভৃতিও এখানেই ধরাশায়ী হয়েছে।

অকম্পনশ্চ নিহতো বলিনোঽন্যে চ রাক্ষসাঃ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ॥ ৯

'অকম্পন এবং অন্যান্য বলবান রাক্ষসাদি—যেমন ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক প্রমুখ এই সমরভূমিতে প্রাণত্যাগ করেছে।

যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ রাক্ষসপ্রবরাবুভৌ।
নিকুম্ভশ্চৈব কুম্ভশ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজৌ বলী॥ ১০

'কুম্ভকর্ণের কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে যুদ্ধোন্মত্ত মদমত্ত বীর পুত্রদ্বয়ও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রশ্চ বহবো রাক্ষসা হতাঃ।
মকরাক্ষশ্চ দুর্ধর্ষো ময়া যুধি নিপাতিতঃ॥ ১১

'বজ্রদংষ্ট্র, দংষ্ট্র এবং দুর্ধর্ষ মকরাক্ষ প্রভৃতি বহু রাক্ষসবীরকে আমি যুদ্ধে নিধন করেছি।'

অকম্পনশ্চ নিহতঃ শোণিতাক্ষশ্চ বীর্যবান্।
যূপাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘশ্চ নিহতৌ তু মহাহবে॥ ১২

'অকম্পন, বীর্যবান শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ আদি রাক্ষসগণও এই মহাসমরে নিহত হয়েছে।

বিদ্যুজ্জিহ্বোঽহত্র নিহতো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।
যজ্ঞশত্রুশ্চ নিহতঃ সুপ্তঘ্নশ্চ মহাবলঃ॥ ১৩

'ঘোরাকৃতি রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এখানে মৃত্যুর করাল গ্রাসে চলে গেছে। যজ্ঞশত্রু ও পরাক্রমী সুপ্তঘ্নও হেথায় মৃত্যুকবলিত হয়েছে।

সূর্যশত্রুশ্চ নিহতো ব্রহ্মশত্রুস্তথাপরঃ।
অত্র মন্দোদরী নাম ভার্যা তং পর্যদেবয়ৎ॥ ১৪
সপত্নীনাং সহস্রেণ সাগ্রেণ পরিবারিতা।

'সূর্যশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রু নামে পিশাচরেরা হেথায় নিহত হয়েছে। নিহত রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নী মন্দোদরী সহস্রাধিক সপত্নী পরিবৃতা হয়ে মৃত পতির জন্য এখানেই বিলাপ করেছে।

এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সমুদ্রস্য বরাননে॥ ১৫
যত্র সাগরমুত্তীর্য তাং রাত্রিমুষিতা বয়ম্।

'সুমুখি! ঐ দেখা যাচ্ছে মহার্ণবের বেলাভূমির সেই স্থান— যেখানে সমুদ্র পেরিয়ে আমি সসৈন্যে নিশিযাপন করেছিলাম।

এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে॥ ১৬
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ।

'লবণাম্বুধিতে নির্মিত এই সেতুটি দেখো। এটি নলসেতু নামে প্রসিদ্ধ। দেবি! তোমার জন্যই এই দুষ্কর সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্॥ ১৭
অপারমিব গর্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্।

'বিদেহনন্দিনি! দুর্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি দাও, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ আদিগন্ত গর্জমান বরুণালয় কেমন শোভা পাচ্ছে।

হিরণ্যনাভং শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনং পশ্য মৈথিলি॥ ১৮
বিশ্রমার্থং হনুমতো ভিত্ত্বা সাগরমুত্থিতম্।

'মিথিলেশকুমারী! স্বর্ণময় হিরণ্যনাভ নামক পর্বতরাজকে দেখতে পাচ্ছ! যা মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে

আকাশে প্লবমান শ্রীহনুমানকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সাগর ভেদ করে উত্থিত হয়েছিল।

এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবারনিবেশনম্॥ ১৯
অত্র পূর্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ বিভুঃ।

'এই দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের মধ্যে বিশাল দ্বীপভূমি, যেখানে আমার সৈন্যদল ছাউনি ফেলেছিল এবং ইতঃপূর্বে স্বয়ম্ভু মহাদেব যে স্থানে আমাকে কৃপা করেছিলেন।

এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥ ২০
সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।

'এবার আমরা দেখছি, সাগরতীরের অংশবিশেষ যেখান থেকে সেতুবন্ধ কর্মের শুভারম্ভ হয়েছিল। এইহেতু এই পবিত্রভূমি সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) নামে ত্রিভুবনে বিশ্রুত ও পূজিত হবে।

এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্॥ ২১
অত্র রাক্ষসরাজোঽয়মাজগাম বিভীষণঃ।

'এই তীর্থ পরম পবিত্র এবং মহাপাপের বিনাশক। এখানেই রাক্ষসরাজ বিভীষণ এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা॥ ২২
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা যত্র বালী ময়া হতঃ।

'সীতে ! এই যে দেখা যায় বিচিত্র বনাঞ্চলে সুশোভিতা বানররাজ সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধানগরী, যেখানে আমি বালিকে বধ করেছিলাম।'

অথ দৃষ্ট্বা পুরীং সীতা কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্॥ ২৩
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রামং প্রণয়সাধ্বসা।

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে বালিপালিত কিষ্কিন্ধা-নগরী দর্শনের অভিলাষে সীতাদেবী প্রেমবিহ্বলস্বরে বিনীতবচনে শ্রীরামকে বললেন—

সুগ্রীবপ্রিয়ভার্যাভিস্তারাপ্রমুখতো নৃপ॥ ২৪
অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্।
গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ॥ ২৫

'মহারাজ ! আমি সুগ্রীবের পত্নী তারা প্রমুখ প্রিয় স্ত্রীগণের তথা অন্যান্য বানরপুঙ্গবগণের ভার্যাগণের সমভিব্যাহারে আপনাকে পাশে নিয়ে অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করি।'[১]

এবমুক্তোঽথ বৈদেহ্যা রাঘবঃ প্রত্যুবাদ তাম্।
এবমস্ত্বিতি কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য সংস্থাপ্য রাঘবঃ॥ ২৬
বিমানং প্রেক্ষ্য সুগ্রীবং বাক্যমেতদুবাচ হ।

বৈদেহী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হলে শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলে তথায় বিমান অবতরণ করালেন এবং সুগ্রীবকে লক্ষ্য করে বললেন—

ব্রূহি বানরশার্দূল সর্বান্ বানরপুঙ্গবান্॥ ২৭
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাঃ সর্বে হ্যযোধ্যাং যান্তু সীতয়া।
তথা ত্বমপি সর্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ মহাবল॥ ২৮
অভিত্বরয় সুগ্রীব গচ্ছামঃ প্লবগাধিপ।

'কপিবর ! তুমি সমস্ত বানরদলপতিগণকে জানিয়ে দাও যে তারা যেন সস্ত্রীক সীতার সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করে এবং তুমিও স্ত্রীবৃন্দ সহ শীঘ্র যাত্রার প্রস্তুতি নাও, যেন আমরা একত্রে ত্বরায় গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারি।'

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণামিততেজসা॥ ২৯
বানরাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং শীঘ্রং তারামুদ্বীক্ষ্য সোঽব্রবীৎ॥ ৩০

অমিতপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বললে বানরপরিবৃত শ্রীমান সুগ্রীব ত্বরায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তারাকে বললেন—

প্রিয়ে ত্বং সহ নারীভির্বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতা মৈথিলীপ্রিয়কাম্যয়া॥ ৩১
ত্বর ত্বমভিগচ্ছামো গৃহ্য বানরযোষিতঃ।
অযোধ্যাং দর্শয়িষ্যামঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ॥ ৩২

'প্রিয়ে ! মিথিলেশকুমারী সীতাদেবীর প্রীত্যর্থে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সকল বানরপুঙ্গবগণের স্ত্রীবৃন্দের সহিত ত্বরায় যাত্রার প্রস্তুতি করো। আমরা এই

[১]রামায়ণ-তিলককারের মতে সীতাদেবীর দ্বারা বানরগণের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করার বিমানটিকে অবতরণ করিয়ে একদিন কিষ্কিন্ধ্যাতে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই মতানুসারে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থান করার পর পঞ্চমীতে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিল। মহাভারতের বনপর্বের ২৯১ অধ্যায়ের ৫৮-৫৯ শ্লোকানুসারে শ্রীরামচন্দ্র সেইদিন (চতুর্থী তিথি) তথায় অবস্থান করে অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

সকল বানরপত্নীদেরকেও একসঙ্গে নিয়ে যাব এবং সকলকে অযোধ্যানগরী ও নৃপতি দশরথের মহারাণীগণের দর্শন করাব।'

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা তারা সর্বাঙ্গশোভনা।
আহূয় চাব্রবীৎ সর্বা বানরাণাং তু যোষিতঃ॥ ৩৩

সুগ্রীবের কথা শুনে সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা সমস্ত বানরপুঙ্গব স্ত্রীগণকে ডেকে বললেন—

সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা গন্তুং সর্বৈশ্চ বানরৈঃ।
মম চাপি প্রিয়ং কার্যমযোধ্যাদর্শনেন চ॥ ৩৪
প্রবেশং চৈব রামস্য পৌরজানপদৈঃ সহ।
বিভূতিং চৈব সর্বাসাং স্ত্রীণাং দশরথস্য চ॥ ৩৫

'সখিগণ ! সুগ্রীবের আদেশানুসারে তোমরা সকল স্ত্রীগণ আপন-আপন পতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রার উদ্দেশ্যে শীঘ্র প্রস্তুতি নাও। অযোধ্যানগরী দর্শনে তোমরা আমারও প্রীতিবির্ধন করবে। পৌরজন সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাবর্তনের শোভাযাত্রা ও মহোৎসব আমরা একত্রে প্রত্যক্ষ করব এবং মহারাজ দশরথের রাণীগণের বৈভব সমারোহ দর্শন করব।'

তারয়া চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্বা বানরযোষিতঃ।
নেপথ্যবিধিপূর্বং তু কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্॥ ৩৬
অধ্যারোহন্ বিমানং তৎ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।

তারার আদেশানুক্রমে সকল বানরপত্নীবৃন্দ যথারীতি অঙ্গসজ্জাপূর্বক তত্রস্থিত পুষ্পকবিমানকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং সীতাদর্শনের ঔৎসুক্যে ত্বরায় বিমানোপরি আরূঢ়া হলেন।

তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ॥ ৩৭
ঋষ্যমূকসমীপে তু বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ।

সবাইকে নিয়ে বিমান আকাশে উড্ডীন হয়ে ঋষ্যমুখের নিকটস্থ হলে শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে বললেন—

দৃশ্যতেঽসৌ মহান্ সীতে সবিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ৩৮
ঋষ্যমূকো গিরিবরঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্বৃতঃ।

'সীতে ! এই যে বিদ্যুৎ-শোভিত মেঘমালার সদৃশ স্বর্ণময় আকরিকে সমৃদ্ধ বিশাল ও সু-উচ্চ পর্বতরাজি দেখা যাচ্ছে, ইহা ঋষ্যমূক নামে বিশ্রুত।

অত্রাহং বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ॥ ৩৯
সময়শ্চ কৃতঃ সীতে বধার্থং বালিনো ময়া।

'আমি এখানে বানরপুঙ্গব সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়ে বালিকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা।
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥ ৪০

'এখানে দেখা যাচ্ছে পম্পা নামক পুষ্করিণী যার তটদেশের চতুর্দিকে বিচিত্র কাননভূমি শোভা পাচ্ছে। আমি এইখানেই তোমার বিরহে কাতর হয়ে বিলাপ করেছিলাম।

অস্যাস্তীরে ময়া দৃষ্টা শবরী ধর্মচারিণী॥ ৪১
অত্র যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো নিহতো ময়া।

'পম্পার তীরে আমি ধর্মপরায়ণা শবরীকে দর্শন করেছিলাম ; আবার যোজন বিস্তৃত বাহুযুক্ত কবন্ধকেও এখানে হত্যা করেছিলাম।'

দৃশ্যতেঽসৌ জনস্থানে শ্রীমান্ সীতে বনস্পতিঃ॥ ৪২
জটায়ুশ্চ মহাতেজাস্তব হেতোর্বিলাসিনি।
রাবণেন হতো যত্র পক্ষিণাং প্রবরো বলী॥ ৪৩

'বিলাসবতী সীতে ! জনস্থান-এ সেই সুশোভিত বনস্পতি দেখা যাচ্ছে, যেখানে বলবান এবং মহাতেজা পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

খরশ্চ নিহতো যত্র দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।
ত্রিশিরাশ্চ মহাবীর্যো ময়া বাণৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৪৪

'এই সেই স্থান যেখানে আমার বেগবান ও ঋজুগতি বাণের আঘাতে খর ও দূষণ নামক রাক্ষসদ্বয় নিপাতিত হয়েছিল এবং মহাপরাক্রমী ত্রিশিরাও যমালয়ে প্রেরিত হয়েছিল।

এতৎ তদাশ্রমপদমস্মাকং বরবর্ণিনি।
পর্ণশালা তথা চিত্রা দৃশ্যতে শুভদর্শনে॥ ৪৫
যত্র ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হৃতা বলাৎ।

'বরবর্ণিনি ! শুভদর্শনে ! এইবার দেখা যাচ্ছে আমাদের সেই আশ্রমস্থলী ও তন্মধ্যস্থ মনোহর পর্ণকুটির যেখানে থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ বলপূর্বক তোমাকে

অপহরণ করেছিল।

এষা গোদাবরী রম্যা প্রসন্নসলিলা শুভা॥ ৪৬
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব দৃশ্যতে কদলীবৃতঃ।

'সীতে ! স্বচ্ছতোয়া মঙ্গলদাত্রী নয়নাভিরাম গোদাবরী নদীতটে কদলীকুঞ্জ পরিবৃত মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমভূমি দেখতে পাচ্ছ !

দীপ্তশ্চৈবাশ্রমে হ্যেষ সুতীক্ষ্ণস্য মহাত্মনঃ॥ ৪৭
দৃশ্যতে চৈব বৈদেহি শরভঙ্গাশ্রমো মহান্।
উপযাতঃ সহস্রাক্ষো যত্র শক্রঃ পুরন্দরঃ॥ ৪৮

'নিম্নে মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ-এর ভাস্বর আশ্রমস্থল। বিদেহনন্দিনী ! ঐখানে দেখো শরভঙ্গ নামক মুনিবরের বিশাল আশ্রম যেখানে স্বয়ং সহস্র দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত হয়েছিলেন।

অস্মিন্ দেশে মহাকায়ো বিরাধো নিহতো ময়া।
এতে তে তাপসা দেবি দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমে॥ ৪৯

'তনুমধ্যমে ! এই সেই ক্ষেত্র যেথায় আমি বিশালাকৃতি বিরাধকে বধ করেছিলাম। যেসকল তাপস-বৃন্দকে আমরা বনবাসে দর্শন করেছিলাম তাঁরাও হেথায় দৃশ্যমান হচ্ছেন।

অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্যবৈশ্বানরোপমঃ।
অত্র সীতে ত্বয়া দৃষ্টা তাপসী ধর্মচারিণী॥ ৫০

'এই তাপসাশ্রম হল সূর্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী কুলপতি মহামুনি অত্রিরনিবাস, যেখানে তুমি ধর্মচারিণী অনসূয়াদেবীকে দর্শন করেছিলেন।

অসৌ সুতনু শৈলেন্দ্রশ্চিত্রকূটঃ প্রকাশতে।
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ॥ ৫১

'সুতনুকে ! ওই যে গিরিরাজ চিত্রকূট প্রকাশমান যেথায় কৈকেয়ীকুমার ভরত আমাকে প্রসন্নতাপূর্বক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে এসেছিল।

এষা সা যমুনা রম্যা দৃশ্যতে চিত্রকাননা।
ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈষ মৈথিলি॥ ৫২

'মিথিলেশকুমারী ! বিচিত্র কাননে সুশোভিতা নিম্নে প্রবাহিতা মনোহরা যমুনা দেখা যাচ্ছে এবং সাথে সাথে ভরদ্বাজ মুনির সুশ্রীমণ্ডিত আশ্রমও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইয়ং চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগা নদী।
নানাদ্বিজগণাকীর্ণা সম্প্রপুষ্পিতকাননা॥ ৫৩

'এই যে পুণ্যসলিলা ত্রিধারা গঙ্গা প্রবাহ চোখে পড়ছে, যেখানে তটে-তটে বিহগকুল কলকাকলি করছে এবং ব্রাহ্মণগণ পুণ্যকর্মে নিরত রয়েছেন। গঙ্গার তীরে পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে স্থানের শোভাবর্ধন পেয়েছে।

শৃঙ্গবেরপুরং চৈতদ্ গুহো যত্র সখা মম।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরয্বূর্যূপমালিনী॥ ৫৪
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম।
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা॥ ৫৫

'এক্ষণে শৃঙ্গবেরপুত্র এর উপর দিয়ে আমাদের বিমান উড্ডীন হচ্ছে। এখানে আমার অন্তরঙ্গ মিত্র গুহ নিবাস করে। ঐদিকে বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত তটিনীর সরযূর পুণ্য দ্বারা, যার তীরে পিতৃদেবের রাজধানী বহুকাল অযোধ্যানগরী অবস্থিতা। বিদেহনন্দিনি ! বহুকাল বনবাসের পর তুমি অযোধ্যায় পুনরাগমন করতে যাচ্ছ সেহেতু গোচরীভূতা নগরীকে প্রণাম করো।'

ততস্তে বানরাঃ সর্বে রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সংহৃষ্টাস্তাং পুরীং দদৃশুস্তদা॥ ৫৬

অযোধ্যা সমিপবর্তী হওয়ায় বিভীষণ সহ বিমানস্থ সকল রাক্ষস ও বানরগণ সাতিশয় আনন্দে উদ্গ্রীব হয়ে সেই পুরীকে দর্শন করতে লাগলেন।

ততস্তু তাং পাণ্ডুরহর্ম্যমালিনীং
বিশালকক্ষ্যাং গজবাজিভির্বৃতাম্।
পুরীমপশ্যন্ প্লবগাঃ সরাক্ষসাঃ
পুরীং মহেন্দ্রস্য যথামরাবতীম্॥ ৫৭

অতঃপর রজতশুভ্রহর্ম্যমালাযুক্ত, সুবিশাল প্রাসাদ কক্ষ সমন্বিত এবং হস্তি-অশ্বাদি সমরবলে সুরক্ষিত দেবরাজের অমরাবতী তুল্য অযোধ্যার ভূমিকে বানর ও রাক্ষসগণ আশ্চর্যান্বিত চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োবিংশশত্যাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৩॥

চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৪)

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবতরণ এবং মহর্ষিকে প্রণামপূর্বক তাঁর নিকট হতে বরপ্রাপ্তি

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥ ১

বনবাসের চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ মহর্ষির আশ্রমে সমাগত শ্রীরামচন্দ্র সংযতচিত্তে মুনিবরকে প্রণাম করলেন।

সোঽপৃচ্ছদভিবাদ্যৈনং ভরদ্বাজং তপোধনম্।
শৃণোষি কচ্চিদ্ ভগবন্ সুভিক্ষানাময়ং পুরে।
কচ্চিৎ স যুক্তো ভরতো জীবন্ত্যপি চ মাতরঃ॥ ২

তপস্বী ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করে শ্রীরাম বললেন —'ভগবন্! আপনি অযোধ্যার বিষয়ে কিছু জানেন বা শুনেছেন? অযোধ্যায় প্রজারা সুখে আছে কিনা? সুস্থ আছে কিনা? ভরত প্রজাপালনে নিরত আছে কিনা অথবা আমার রাজমাতৃগণ জীবিত আছেন কিনা?'

এবমুক্তস্তু রামেণ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ রঘুশ্রেষ্ঠং স্মিতপূর্বং প্রহৃষ্টবৎ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে মহামুনি ভরদ্বাজ স্মিতহাস্যে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে সানন্দে বললেন—

আজ্ঞাবশত্বে ভরতো জটিলস্ত্বাং প্রতীক্ষতে।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য সর্বং চ কুশলং গৃহে॥ ৪

'রঘুনন্দন! ভরত এ-যাবৎ আপনারই আজ্ঞাবহ। সে জটাধারী হয়ে আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে এবং আপনার পাদুকাযুগল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে সকল কর্তব্য সম্পাদন করছে। অযোধ্যার প্রাসাদে সকলেই কুশলে আছেন।

ত্বাং পুরা চীরবসনং প্রবিশন্তং মহাবনম্।
স্ত্রীতৃতীয়ং চ্যুতং রাজ্যাদ্ ধর্মকামং চ কেবলম্॥ ৫
পদাতিং ত্যক্তসর্বস্বং পিতুর্নির্দেশকারিণম্।
সর্বভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্॥ ৬
দৃষ্ট্বা তু করুণাপূর্বং মমাসীৎ সমিতিঞ্জয়।
কৈকেয়ীবচনে যুক্তং বন্যমূলফলাশিনম্॥ ৭

'ইতঃপূর্বে যখন আপনি মহারণ্যে যাত্রা করেছিলেন, তখন চীরবস্ত্রপরিহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তৃতীয়জন কেবলমাত্র সীতাদেবীই ছিলেন। রাজ্য থেকে বঞ্চিত আপনি পিতৃ-আজ্ঞায় ধর্মপালনের ইচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক পদব্রজে বনবাস যাত্রায় চলে গিয়েছিলেন। সর্বসুখ হতে বিচ্যুত আপনাকে তখন স্বর্গচ্যুত দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। শত্রুবিজয়ী বীর! মাতা কৈকেয়ীর বচনানুসারে আপনি বন্য ফলমূল ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছেন। আপনার এমতাবস্থা চিন্তনে আমার মনে অতিশয় করুণার উদ্রেক হয়েছিল।

সাম্প্রতং তু সমৃদ্ধার্থং সমিত্রগণবান্ধবম্।
সমীক্ষ্য বিজিতারিং চ মমাভূৎ প্রীতিরুত্তমা॥ ৮

'এখন কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আপনি শত্রুদের জয় করে সফলকাম হয়েছেন এবং মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেইহেতু আপনাকে দর্শন করে আমার সাতিশয় আনন্দানুভব হচ্ছে।

সর্বং চ সুখদুঃখং তে বিদিতং মম রাঘব।
যৎ ত্বয়া বিপুলং প্রাপ্তং জনস্থাননিবাসিনা॥ ৯

'রঘুবীর! আপনি জনস্থান-এ নিবাসকালে যেরূপ সুকঠিন সুখ-দুঃখ ভোগ করেছেন, সে-সকলই আমি অবগত আছি।

ব্রাহ্মণার্থে নিযুক্তস্য রক্ষতঃ সর্বতাপসান্।
রাবণেন হৃতা ভার্যা বভূবেয়মনিন্দিতা॥ ১০

'অরণ্যের জনস্থান নামক স্থলে আপনি ব্রাহ্মণ ও তপস্বী মহর্ষিগণের সুরক্ষায় সর্বদা নিরত ছিলেন। ইত্যবসরে রাবণ আপনার অনিন্দ্য পত্নীকে অপহরণ করে।

মারীচদর্শনং চৈব সীতোন্মথনমেব চ।
কবন্ধদর্শনং চৈব পম্পাভিগমনং তথা॥ ১১
সুগ্রীবেণ চ তে সখ্যং যত্র বালী হতস্ত্বয়া।
মার্গণং চৈব বৈদেহ্যাঃ কর্ম বাতাত্মজস্য চ॥ ১২
বিদিতায়াং চ বৈদেহ্যাং নলসেতুর্যথা কৃতঃ।
যথা চাদীপিতা লঙ্কা প্রহৃষ্টৈর্হরিযূথপৈঃ॥ ১৩
সপুত্রবান্ধবামাত্যঃ সবলঃ সহবাহনঃ।

যথা চ নিহতঃ সংখ্যে রাবণো বলদর্পিতঃ॥ ১৪
যথা চ নিহতে তস্মিন্ রাবণে দেবকণ্টকে।
সমাগমশ্চ ত্রিদশৈর্যথা দত্তশ্চ তে বরঃ॥ ১৫
সর্বং মমৈতদ্ বিদিতং তপসা ধর্মবৎসল।

'ধর্মাত্মন ! কপট মৃগরূপে মারীচকে অবলোকন, বলপূর্বক সীতাপহরণ, সীতার অনুসন্ধান করা কালে পথে আপনার দ্বারা কবন্ধদর্শন, পম্পা সরোবর তটে অভিগমন, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী, বালিবধ, নিরুদ্দিষ্টা সীতার জন্য চতুর্দিকে সন্ধানকার্য, পবনপুত্র শ্রীহনুমানের অত্যাশ্চর্য কর্ম, সীতার সংবাদ জানার পর মহাসমুদ্রে নলসেতু নির্মাণ, হর্ষ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ বানরযূথপতিগণ কর্তৃক লঙ্কাদহন এবং পুত্র, বন্ধু, মন্ত্রী, সেনা ও পরিবারবর্গের সহিত অহংকারী রাবণের আপনার হাতে নিধন, পরিশেষে দেবতাগণের সহিত মিলন ও আপনার বরপ্রাপ্তি — সকল ঘটনাবলীই আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হয়েছি।

সম্পতন্তি চ মে শিষ্যাঃ প্রবৃত্ত্যাখ্যাঃ পুরীমিতঃ॥ ১৬
অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর।
অর্ঘ্যং প্রতিগৃহাণেদময়োধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি॥ ১৭

'প্রবৃত্তি নামক আমার শিষ্য (আমার) আশ্রম থেকে অযোধ্যানগরীতে যাতায়াত করে, অতএব প্রাসাদের এবং নগরীর সংবাদ সে বহন করে আনত। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনাকে বর প্রদান করতে চাই (তাই আপনার ইচ্ছামতো বর যাচ্ঞা করুন)। আজ অর্ঘ্য এবং আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করে, আগামী কাল অযোধ্যায় যাত্রা করবেন।'

তস্য তচ্ছিরসা বাক্যং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজঃ।
বাঢ়মিত্যেব সংহৃষ্টঃ শ্রীমান্ বরময়াচত॥ ১৮

মহামুনি ভরদ্বাজের সেই বাক্যকে শিরোধার্য করে শ্রীমান রাজকুমার শ্রীরাম সানন্দে বললেন 'তাই ভাল' ; অতএব তিনি মহর্ষির কাছে বর প্রার্থনা করলেন যে—

অকালফলিনো বৃক্ষা সর্বে চাপি মধুস্রবাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহূনি বিবিধানি চ॥ ১৯
ভবন্তু মার্গে ভগবন্নয়োধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ।

'ভগবন্ ! আমার অযোধ্যা যাত্রাপথে সকল বৃক্ষরাজি অকালেও ফলবান ও মধুস্রাবী হয়ে উঠুক। বিবিধ প্রকারের প্রচুর ফলগুলি অমৃতসৌরভে পরিপূরিত হয়ে যাক।'

তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে বচনাৎ সমনন্তরম্॥ ২০
অভবন্ পাদপাস্তত্র স্বর্গপাদপসন্নিভাঃ।

মহর্ষি ভরদ্বাজ 'তথাস্তু' বলে প্রতিজ্ঞা করার সাথে সাথেই শ্রীরামের যাত্রামার্গের বৃক্ষসমুদায় দিব্য বনস্পতি সদৃশ আকৃতি ধারণ করল।

নিষ্ফলাঃ ফলিনশ্চাসন্ বিপুষ্পাঃ পুষ্পশালিনঃ॥ ২১
শুষ্কাঃ সমগ্রপত্রাস্তে নগাশ্চৈব মধুস্রবাঃ।
সর্বতো যোজনাস্তিস্রো গচ্ছতামভবংস্তদা॥ ২২

ফলহীন বৃক্ষরাজি ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, পুষ্পহীন বৃক্ষ-লতা সমূহ পুষ্পিত শোভায় ভরে গেল, শুষ্ক বৃক্ষে বৃক্ষে পত্ররাজির শ্যামলিমা বিকশিত হল এবং বৃক্ষসমুদায় মধুধারা প্রবাহিত করল। অযোধ্যানগরীর ত্রি-যোজন যাত্রাপথের সর্বত্র বনরাজি অকাল-সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়ে গেল।

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ প্লবগর্ষভাস্তে
বহূনি দিব্যানি ফলানি চৈব।
কামাদুপাশ্নন্তি সহস্রশস্তে
মুদান্বিতাঃ স্বর্গজিতো যথৈব॥ ২৩

তদনন্তর সহস্র-সহস্র বানরপুঙ্গবগণ সহর্ষে ও প্রসন্নচিত্তে স্বর্গবাসী দেবতাগণের ন্যায় নিজ নিজ রুচিসম্মত প্রচুর দিব্য ফলাদি ভক্ষ্যরূপে আস্বাদন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৫)

শ্রীহনুমান কর্তৃক নিষাদরাজ 'গুহ' এবং 'ভরত'কে শ্রীরামের শুভাগমনের সূচনা প্রদান এবং আনন্দিত ভরত কর্তৃক শ্রীহনুমানকে উপহার প্রদানের ঘোষণা

অযোধ্যাং তু সমালোক্য চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।
প্রিয়কামঃ প্রিয়ং রামস্ততস্ত্বরিতবিক্রমঃ॥ ১

(ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে অবতরণের পূর্বেই) বিমান হতে অযোধ্যাপুরীকে অবলোকন করতঃ সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে কি করে সবার প্রিয় কার্য সম্পাদন করবেন?

চিন্তয়িত্বা ততো দৃষ্টিং বানরেষু ন্যপাতয়ৎ।
উবাচ ধীমাংস্তেজস্বী হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্॥ ২

এইরূপ বিবেচনা করে তেজস্বী এবং বুদ্ধিমান শ্রীরাম বানরবৃন্দের প্রতি নিরীক্ষণপূর্বক বানরবীর শ্রীহনুমানকে বললেন—

অযোধ্যাং ত্বরিতো গত্বা শীঘ্রং প্লবগসত্তম।
জানীহি কচ্চিৎ কুশলী জনো নৃপতিমন্দিরে॥ ৩

'কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়ে অবগত হও যে রাজপ্রাসাদের সকলে কুশলে আছেন কিনা।

শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহং গহনগোচরম্।
নিষাদাধিপতিং ব্রূহি কুশলং বচনান্মম॥ ৪

'শৃঙ্গবেরপুরে গিয়ে বনবাসী নিষাদরাজ গুহ-এর সহিত সাক্ষাৎ করবে এবং আমার পক্ষ থেকে কুশল জিজ্ঞাসা করবে এবং মদীয় কুশল অবগত করাবে।

শ্রুত্বা তু মাং কুশলিনমরোগং বিগতজ্বরম্।
ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাত্মসমঃ সখা॥ ৫

'আমাকে কুশল, নীরোগ ও নিশ্চিন্ত শুনে নিষাদরাজ গুহের আনন্দ হবে; কেননা সে আমার মিত্র, আমার আত্মার আত্মীয়।

অযোধ্যায়াশ্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিং ভরতস্য চ।
নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ॥ ৬

'তদনন্তর নিষাদরাজ গুহ প্রসন্নচিত্তে তোমাকে অযোধ্যা নগরীর পথ প্রদর্শন করবে এবং ভরতের ভালোমন্দ সমাচার প্রদান করবে।

ভরতস্তু ত্বয়া বাচ্যঃ কুশলং বচনান্মম।
সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সভার্যং সহলক্ষ্মণম্॥ ৭

'ভরতের কাছে পৌঁছে তুমি আমার হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করবে এবং কৃতকার্য হয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যায় সমাগমনের বার্তা জানাবে।

হরণং চাপি বৈদেহ্যা রাবণেন বলীয়সা।
সুগ্রীবেণ চ সংবাদং বালিনশ্চ বধং রণে॥ ৮
মৈথিল্যান্বেষণং চৈব যথা চাধিগতা ত্বয়া।
লঙ্ঘয়িত্বা মহাতোয়মাপগাপতিমব্যয়ম্॥ ৯
উপয়ানং সমুদ্রস্য সাগরস্য চ দর্শনম্।
যথা চ কারিতঃ সেতু রাবণশ্চ যথা হতঃ॥ ১০
বরদানং মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণা বরুণেন চ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ পিত্রা মম সমাগমম্॥ ১১

'বলবান রাবণকর্তৃক সীতাপহরণ, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি, বালিবধ, মৈথিলীর অনুসন্ধান, তোমার দ্বারা অথৈ-অপার সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক সীতার দর্শন, সমুদ্রের তীরে আমার অভিগমন, সাগরের দর্শনদান, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, ইন্দ্রাদিদেবগণের সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি এবং মহাদেব শিবের প্রসাদে পিতা দশরথের আগমন ও দর্শনপ্রদান প্রভৃতি বৃত্তান্ত ভরতকে অবগত করাবে।

উপয়াতং চ মাং সৌম্য ভরতায় নিবেদয়।
সহ রাক্ষসরাজেন হরীণামীশ্বরেণ চ॥ ১২
জিত্বা শত্রুগণান্ রামঃ প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
উপায়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ॥ ১৩

'সৌম্য! পুনশ্চ ভরতকে জানাবে যে সফলমনোরথ শ্রীরাম শত্রুবিজয়পূর্বক যশোগর্বে রাক্ষসরাজ বিভীষণ, বানররাজ সুগ্রীব তথা অন্যসকল মহাবলী মিত্রগণের সমভিব্যাহারে অযোধ্যার সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন।

এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি॥ ১৪

'সকল বৃত্তান্ত শুনে ভরতের শারীরিক ভাষা লক্ষ্য করে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করবে এবং আমার প্রতি ভরতের মনোগত কর্তব্যবোধও অবগত হবে।

জ্ঞেয়াঃ সর্বে চ বৃত্তান্তা ভরতস্যেঙ্গিতানি চ।
তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্ট্যা ব্যাভাষিতেন চ॥ ১৫

'প্রাসাদের সকল বৃত্তান্ত এবং ভরতের প্রতিক্রিয়া

সূচক ইঙ্গিতসমূহ তুমি তত্ত্বতঃ লক্ষ্য করবে। তার মুখশ্রী, দৃষ্টি ও ব্যবহারাদি থেকে প্রকৃত মনোবৃত্তি বুঝার চেষ্টা করবে।

সর্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কস্য নাবর্তয়েন্মনঃ॥ ১৬

'সকল প্রকার মনোহর উপভোগের আস্বাদ, রথ-অশ্ব-গজাদি সুরক্ষাবলে সমৃদ্ধ এবং উত্তরাধিকারক্রমে উপলব্ধ রাজত্ব কার না মনোবিকার ঘটায় ?

সংগত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী স্বয়ং ভবেৎ।
প্রশাস্তু বসুধাং সর্বামখিলাং রঘুনন্দনঃ॥ ১৭

'কৈকেয়ীর সান্নিধ্য এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করার কারণে শ্রীমান রঘুকুলনন্দন ভরত যদি স্বয়ং অযোধ্যার রাজা থাকতে চায়, তাহলে সে নিখিল পৃথিবী শাসন করুক।

তস্য বুদ্ধিং চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ং চ বানর।
যাবন্ন দূরং যাতাঃ স্মঃ ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি॥ ১৮

'বানরবীর ! তুমি ভরতের বিচার ও সংকল্প অবগত হয়ে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করো, যাতে আমরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে প্রস্থান করে অযোধ্যার অধিক সন্নিকটস্থ না হয়ে যাই (অর্থাৎ ভরতের প্রকৃত মনোভাব জানতে পারলে অথবা শুভাশুভ ইঙ্গিত পেলে অযোধ্যা প্রবেশের বেশ কিছু পূর্বেই যেন আমি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি।'

ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
মানুষং ধারয়ন্ রূপমযোধ্যাং ত্বরিতো যযৌ॥ ১৯

শ্রীরঘুনাথ এইভাবে আদেশ করলে শ্রীহনুমান মনুষ্য শরীর ধারণপূর্বক তীব্র বেগে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

অথোৎপপাত বেগেন হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্নুরগোত্তমম্॥ ২০

পক্ষিরাজ গরুড় যেমন করে শ্রেষ্ঠ সর্পকে অপহরণ করার জন্য তীব্র বেগে অভিধাবন করেন, সেইমতো পবনপুত্র শ্রীহনুমানও সবেগে উড়ে চললেন।

লঙ্ঘয়িত্বা পিতৃপথং বিহগেন্দ্রালয়ং শুভম্।
গঙ্গাযমুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্॥ ২১
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য বীর্যবান্।
স বাচা শুভয়া হৃষ্টো হনূমানিদমব্রবীৎ॥ ২২

পিতা পবনদেবের গমন পথ — অন্তরীক্ষ অর্থাৎ পক্ষীরাজ গরুড়ের শুভালয় অতিক্রমপূর্বক গতিশীল গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল অতিক্রমণ করে শৃঙ্গবেরপুরে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীহনুমান নিষাদরাজ গুহ-এর সহিত সাক্ষাৎ করলেন এবং মধুর বচনে বললেন—

সখা তু তব কাকুৎস্থো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সসীতঃ সহ সৌমিত্রিঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ॥ ২৩
পঞ্চমীমদ্য রজনীমুষিত্বা বচনান্মুনেঃ।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞাতং দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব রাঘবম্॥ ২৪

'তোমার মিত্র ককুৎস্থকুলভূষণ সত্যপরাক্রম শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শুভাগমন করছেন, তিনি তৎপূর্বে আমার মাধ্যমে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁরা প্রয়াগে ভরদ্বাজমুনির কথায় আজকের পঞ্চমী (তিথিতে) নিশিযাপন করতঃ আগামীকাল মুনিবরের অনুমতিক্রমে আশ্রম হতে যাত্রা করবেন। এখানেই তোমার সঙ্গে শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।'

এবমুক্ত্বা মহাতেজা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
উৎপপাত মহাবেগাদ্ বেগবানবিচারয়ন্॥ ২৫

গুহকে এই বার্তা দিয়ে মহাতেজা ও বেগবান শ্রীহনুমান সহসা অতিশয় বেগে অগ্রাভিমুখে উড়ে গেলেন। তৎক্ষণে পুলকে তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

সোঽপশ্যদ্ রামতীর্থং চ নদীং বালুকিনীং তথা।
বরূথীং গোমতীং চৈব ভীমং শালবনং তথা॥ ২৬

যাত্রাপথে তিনি পরশুরাম তীর্থ, বালুকিনী নদী, বরূথী, গোমতী এবং গহন শাল-অরণ্য দর্শন করলেন।

প্রজাশ্চ বহুসাহস্রীঃ স্ফীতাঞ্জনপদানপি।
স গত্বা দূরমধ্বানং ত্বরিতঃ কপিকুঞ্জরঃ॥ ২৭
আসসাদ দ্রুমান্ ফুল্লান্ নন্দিগ্রামসমীপগান্।
সুরাধিপস্যোপবনে যথা চৈত্ররথে দ্রুমান্॥ ২৮

অনেক সংখ্যক প্রজাবর্গ তথা সমৃদ্ধ জনপদসমুদায় দেখতে দেখতে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান ত্বরায় দূরত্ব অতিক্রম করে দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকানন ও ধনাধিপতি কুবের-এর চৈত্ররথবন তুল্য নন্দিগ্রাম সন্নিকটস্থ পুষ্পিত তরুরাজির মধ্যবর্তী হলেন।

স্ত্রীভিঃ সপুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ রমমাণৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
ক্রোশমাত্রে ত্বয়োধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্॥ ২৯
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্॥ ৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্মচারিণম্।

সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্।। ৩১
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুন্ধরাম্।। ৩২

সেই সুশোভিত ও সুপুষ্পিত বৃক্ষকাণ্ডলে বহু কুলনারীগণ পুত্র ও পৌত্রগণের সঙ্গে বেশভূষাদিতে সজ্জিত হয়ে বিহাররতা ছিলেন এবং অযোধ্যানগরী হতে ক্রোশমাত্র দূরে শ্রীহনুমান আশ্রমবাসী ভরতকে দেখতে পেলেন, যিনি চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণমৃগের চর্ম পরিহিত অবস্থায় অতি বিষণ্ণ এবং দুর্বল প্রতীয়মান হচ্ছিলেন। তাঁর কেশরাজি জটাকৃতি ধারণ করেছিল, শরীর ছিল ধুলিধূসরিত এবং তিনি অগ্রজের বনবাস চিন্তনে কৃশাঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ভরত ফলমূলাদি আহার করে তপশ্চরণ করতেন এবং ইন্দ্রিয়াদির দমন করে ধর্মাচরণে নিরত ছিলেন। মস্তকে জটাভার সমুন্নত আকার ধারণ করেছিল, বল্কল ও মৃগজিনই ছিল তাঁর পরিধান। শুদ্ধান্তঃকরণহেতু ভাবিতাত্মা ভরতকে ব্রহ্মর্ষি সদৃশ দ্যুতিময় মনে হচ্ছিল এবং অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সম্মুখস্থ সিংহাসনে রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন।

চাতুর্বর্ণস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্বতো ভয়াৎ।
উপস্থিতমমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ।। ৩৩
বলমুখ্যৈশ্চ যুক্তৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ।

ভরত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রজাগণকে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত রাখতেন। তাঁর সভায় বিরাজমান মন্ত্রিগণ, অমাত্যবর্গ, পুরোহিত ও সেনাপতি প্রমুখও যোগীর ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতেন।

নহি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।। ৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবস্যন্তি পৌরা বৈ ধর্মবৎসলাঃ।

অযোধ্যার ধর্মানুরক্ত পুরবাসিগণ তদ্রূপ চীরবাস ও মৃগচর্ম পরিহিত রাজকুমার ভরতকে বাদ দিয়ে সুখবিলাস করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন।

তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবন্তমিবাপরম্।। ৩৫
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।

মনুষ্যদেহী দ্বিতীয় ধর্মমূর্তির সদৃশ ধর্মজ্ঞ সেই ভরত সকাশে এসে পৌঁছে পবনাত্মজ শ্রীহনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্।। ৩৬
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্।। ৩৭
অস্মিন্ মুহূর্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ।

'দেব! আপনি দণ্ডকারণ্যে নিবাসী চীরবাস পরিহিত জটাজুটধারী যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা সতত চিন্তা করেছেন, তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তদীয় কুশল বার্তা প্রেরণ করেছেন। এখন আপনি আত্যন্তিক বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করুন ; আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ দিতে চাই । আপনি শীঘ্রই আপনার অগ্রজের সঙ্গে মিলিত হবেন।

নিহত্য রাবণং রামঃ প্রতিলভ্য মৈথিলীম্।। ৩৮
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা বৈদেহী চ যশস্বিনী।
সীতা সমগ্রা রামেণ মহেন্দ্রেণ শচী যথা।। ৩৯

'ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বধ করে মিথিলানন্দিনীকে উদ্ধারপূর্বক কৃতকার্য হয়ে মহাবলবান মিত্রবর্গের সমভিব্যাহারে সমাগমন করছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহকুমারী সীতাও তাঁহার অনুগমন করছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে শচীর তুল্য সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের পাশে শোভিতা হচ্ছেন।'

এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
পপাত সহসা হৃষ্টো হর্ষান্মোহমুপাগমৎ।। ৪০

শ্রীহনুমান এইরূপ বললে কৈকেয়ীকুমার ভরত সহসা আনন্দাতিশয্যে মূর্ছিত হয়ে ভূতলে নিপতিত হলেন।

ততো মুহূর্তাদুত্থায় প্রত্যাশ্বস্য চ রাঘবঃ।
হনূমন্তমুবাচেদং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্।। ৪১
অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিঙ্গ্য সম্ভ্রমাৎ।
সিষেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রুবিন্দুভিঃ।। ৪২

মুহূর্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে ভরত উত্থিত হলেন। তখন রঘুবংশাবতংস শ্রীমান ভরত প্রিয়বাদী শ্রীহনুমানকে দৃঢ়ভাবে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে অবিরল আনন্দাশ্রুতে ভাবের সিক্ত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন—

দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্।। ৪৩

'সৌম্য ! তুমি দেবতা অথবা মনুষ্য যে-ই হও আমাকে কৃপা করে তুমি এখানে পদার্পণ করেছ। তুমি যে প্রিয় সন্দেহ বর্ণনা করেছ, তার বদলে তোমাকে কীদৃশ প্রিয় উপহার প্রদান করব ?

গবাং শতসহস্রং চ গ্রামাণাং চ শতং পরম্।
সকুণ্ডলাঃ শুভাচারা ভার্যাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ॥ ৪৪
হেমবর্ণাঃ সুনাসোরূঃ শশিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বাভরণসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ কুলজাতিভিঃ॥ ৪৫

'(তবুও) আমি তোমাকে এক লক্ষ গোধন, একশত গ্রাম, শুদ্ধাচারী সকুণ্ডলা ষোড়শজন হেমকান্তি কুমারী কন্যাকে ভার্যারূপে সম্প্রদান করছি। তারা সুনাসিকা ও সুজঙ্ঘা সম্পন্না, তাদের মুখশ্রী জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর, তারা কুলীন কুলোদ্ভবা এবং অলংকারের সুসজ্জিতা।'

নিশম্য রামাগমনং নৃপাত্মজঃ
কপিপ্রবীরস্য তদাদ্ভুতোপমম্।
প্রহর্ষিতো রামদিদৃক্ষয়াভবৎ
পুনশ্চ হর্ষাদিদমব্রবীদ্ বচঃ॥ ৪৬

রাজকুমার ভরত কপিবর শ্রীহনুমানের মুখনিঃসৃত শ্রীরামচন্দ্রের শুভাগমনের বার্তা শুনে তাঁর দর্শন কামে আনন্দাতিশয্যে হৃষ্টচিত্তে পুনরায় বললেন—

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৬)

শ্রীহনুমান কর্তৃক ভরতের সন্নিধানে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর বনবাসকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ

বহূনি নাম বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্।
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্তনম্॥ ১

'আমার প্রভু শ্রীরাম বনবাসের উদ্দেশ্যে বহুদিন মহারণ্যে কাটিয়েছেন। এতদিন পরে আমি তাঁর বিষয়ে আহ্লাদকারী চর্চা শুনতে পেলাম।

কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥ ২

'আজ এই কল্যাণকর লৌকিকী গাথা আমার কাছে যথার্থ মনে হচ্ছে—মনুষ্য যদি দীর্ঘায়ু হয়, তবে শতবর্ষ পরে হলেও জীবনে সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে।

রাঘবস্য হরীণাং চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।
কস্মিন্ দেশে কিমাশ্রিত্য তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ॥ ৩

'সৌম্য ! শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে বানরকুলের মৈত্রী কিভাবে সম্ভব হল ? কোন স্থানে তথা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের হেতু এমন ঘটনা ঘটল ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি জানতে চাই। আমাকে যথাযথরূপে অবগত করো।'

স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ বৃস্যাং সমুপবেশিতঃ।
আচচক্ষে ততঃ সর্বং রামস্য চরিতং বনে॥ ৪

(ভরত কর্তৃক) এইরূপে অভিহিত হলে কুশাসনে উপবেশিত শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে দিনযাপনের সকল বৃত্তান্ত ভরতের নিকট বর্ণনা করলেন।

যথা প্রব্রাজিতো রামো মাতুর্দত্তৌ বরৌ তব।
যথা চ পুত্রশোকেন রাজা দশরথো মৃতঃ॥ ৫
যথা দূতৈস্ত্বমানীতস্তূর্ণং রাজগৃহাৎ প্রভো।
ত্বয়াযোধ্যাং প্রবিষ্টেন যথা রাজ্যং ন চেপ্সিতম্॥ ৬
চিত্রকূটগিরিং গত্বা রাজ্যেনামিত্রকর্শনঃ।
নিমন্ত্রিতস্ত্বয়া ভ্রাতা ধর্মমাচরতা সতাম্॥ ৭
স্থিতেন রাজ্ঞো বচনে যথা রাজ্যং বিসর্জিতম্।
আর্যস্য পাদুকে গৃহ্য যথাসি পুনরাগতঃ॥ ৮
সর্বমেতন্মহাবাহো যথাবদ্ বিদিতং তব।
ত্বয়ি প্রতিপ্রয়াতে তু যদ্ বৃত্তং তন্নিবোধ মে॥ ৯

'প্রভো ! মহাবাহো ! শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস, কৈকেয়ী মাতার (দশরথের নিকট হতে) দুইটি বরপ্রাপ্তি, পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু, রাজগৃহ হতে ত্বরায় আপনাকে (ভরতকে) দূতের মাধ্যমে প্রাসাদে আনয়ন, অযোধ্যায় প্রবেশ করে আপনার সিংহাসনে

আরোহনের অনিচ্ছা প্রকাশ, চিত্রকূট-পর্বতে গিয়ে আপনার দ্বারা অরিন্দম অগ্রজ শ্রীরামকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ, কিন্তু পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীরাম কর্তৃক রাজ্য ত্যাগ এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজের পাদুকাযুগল শিরোধার্য করে অযোধ্যায় আপনার প্রত্যাগমন—এইসকল ঘটনাবলী যেমন যেমন ঘটেছে সেই বৃত্তান্ত আপনি যথার্থভাবে অবগত আছেন। কিন্তু আপনার প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কালে যেমন যেমন বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়েছে সেইসকল আমার নিকট হতে শ্রবণ করুন।

অপয়াতে ত্বয়ি তদা সমুদ্ভ্রান্তমৃগদ্বিজম্।
পরিদ্যূনমিবাত্যর্থং তদ্ বনং সমপদ্যত॥ ১০
তদ্ধস্তিমৃদিতং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রমৃগাকুলম্।
প্রবিবেশাথ বিজনং স মহদ্ দণ্ডকাবনম্॥ ১১

'(চিত্রকূট থেকে) আপনার প্রত্যাবর্তনের পর তথাকার বনাঞ্চল চতুর্দিক থেকে অত্যন্ত বৃক্ষলতাহীন হয়ে যেতে লাগল। সেখানকার পশুপক্ষী আদি ভয়ার্ত হয়ে পড়ল। তখন সেই অরণ্যভূমি ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্র বিশালায়তন ও গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন, যেটি ছিল হস্তিযূথ দ্বারা মথিত, সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসংকুল ও বিজন।

তেষাং পুরস্তাদ্ বলবান্ গচ্ছতাং গহনে বনে।
বিনদন্ সুমহানাদং বিরাধঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১২

'সেই গহন অরণ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা— এই তিনজনের সম্মুখে মহানাদ করতে করতে সহসা বলবান বিরাধ নামক এক রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটল।

তমুৎক্ষিপ্য মহানাদমূর্ধ্ববাহুমধোমুখম্।
নিখাতে প্রক্ষিপন্তি স্ম নদন্তমিব কুঞ্জরম্॥ ১৩

'বাহুদ্বয় উদ্যত করে হস্তীর ন্যায় গর্জনরত আক্রমণকারী সেই রাক্ষসকে প্রত্যাঘাতপূর্বক তাঁরা উত্তোলিত করে বিনাশ করে তাকে গভীর খাদে নিক্ষেপ করলেন।

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সায়াহ্নে শরভঙ্গস্য রম্যমাশ্রমমীয়তুঃ॥ ১৪

'সেই সুকঠিন (রাক্ষসবধরূপ) কার্য সম্পাদন করে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় সায়ংকালে সীতার সঙ্গে শরভঙ্গ মুনির রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
অভিবাদ্য মুনীন্ সর্বাঞ্জনস্থানমুপাগমৎ॥ ১৫

'শ্রীরামচন্দ্রের সমক্ষে শরভঙ্গমুনি স্বর্গলোকে প্রস্থান করলে সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম অন্যান্য মুনিবরদের প্রণামপূর্বক জনস্থান নামক জায়গায় আগমন করলেন।

পশ্চাচ্ছূর্পণখা নাম রামপার্শ্বমুপাগতা।
ততো রামেণ সন্দিষ্টো লক্ষ্মণঃ সহসোত্থিতঃ॥ ১৬
প্রগৃহ্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসং মহাবলঃ।

'জনস্থান-এ আগমনের পরে শূর্পণখা নাম্নী এক রাক্ষসী (কামার্ত হয়ে) শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে এল। তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসীর দণ্ডবিধানের আদেশ দিলেন এবং মহাবলী লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে খড়্গ দ্বারা রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করলেন।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্॥ ১৭
হতানি বসতা তত্র রাঘবেণ মহাত্মনা।

'সেই জনস্থানে নিবাসকালে মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ একাই (শূর্পণখার প্ররোচনায় আসা) বীভৎস কর্মে কুশল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিধন করলেন।

একেন সহ সংগম্য রামেণ রণমূর্ধনি॥ ১৮
অহ্নশ্চতুর্থভাগেন নিঃশেষা রাক্ষসাঃ কৃতাঃ।

'রাক্ষসেরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করলেও শ্রীরামচন্দ্র একাই দিবাভাগের চতুর্থাংশের মধ্যে তাদের সকলকে বধ করেছিলেন।

মহাবলা মহাবীর্যাস্তপসো বিঘ্নকারিণঃ॥ ১৯
নিহতা রাঘবেণাজৌ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।

'তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদনকারী দণ্ডকারণ্যের শক্তিমান রাক্ষসদেরকে রঘুবংশতিলক শ্রীরাম যুদ্ধে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

রাক্ষসাশ্চ বিনিষ্পিষ্টাঃ খরশ্চ নিহতো রণে॥ ২০
দূষণং চাগ্রতো হত্বা ত্রিশিরাস্তদনন্তরম্।

'এইভাবে রণাঙ্গণে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মথিত হয়েছে, খর নিহত হয়েছে, দূষণও শ্রীরাম কর্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হয়েছে। তদনন্তর ত্রিশিরা নামক রাক্ষসও তাঁর হাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

ততস্তেনার্দিতা বালা রাবণং সমুপাগতা॥ ২১

রাবণানুচরো ঘোরো মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
লোভয়ামাস বৈদেহীং ভূত্বা রত্নময়ো মৃগঃ॥ ২২

'এভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সেই মূর্খ রাক্ষসী শূর্পণখা লঙ্কেশ্বর রাবণের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাবণের আদেশে অনুচর মারীচ নামক ভয়ংকর রাক্ষস রত্নময় মৃগের আকৃতি ধারণপূর্বক বিদেহদুহিতা সীতাকে প্রলুব্ধ করেছিল।

সা রামমব্রবীদ্‌ দৃষ্ট্বা বৈদেহী গৃহ্যতামিতি।
অয়ং মনোহরঃ কান্ত আশ্রমো নো ভবিষ্যতি॥ ২৩

'তখন সীতা সেই মৃগকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন যে— আর্যপুত্র ! এই হরিণকে ধরে আনো। এর উপস্থিতিতে আমাদের আশ্রম দ্যুতিময় ও মনোহর হয়ে উঠবে।

ততো রামো ধনুষ্পাণির্মৃগং তমনুধাবতি।
স তং জঘান ধাবন্তং শরেণানতপর্বণা॥ ২৪

'তদনন্তর কার্মুক হাতে শ্রীরাম (ছদ্ম) মৃগকে অনুসরণ করলেন এবং আনতপর্বযুক্ত একটি বাণে বেগবান মৃগটিকে হত্যা করলেন।

অথ সৌম্য দশগ্রীবো মৃগং যাতি তু রাঘবে।
লক্ষ্মণে চাপি নিষ্ক্রান্তে প্রবিবেশাশ্রমং তদা॥ ২৫

'সৌম্য ! যখন শ্রীরঘুনাথ মৃগকে অনুসরণ করছিলেন এবং লক্ষ্মণও শ্রীরামের অনুসন্ধানার্থে আশ্রমের পর্ণকুটির থেকে বাহিরে চলে গিয়েছিলেন সেই সুযোগে রাক্ষস রাবণ সেই আশ্রমে প্রবেশ করে।

জগ্রাহ তরসা সীতাং গ্রহঃ খে রোহিণীমিব।
ত্রাতুকামং ততো যুদ্ধে হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্॥ ২৬
প্রগৃহ্য সহসা সীতাং জগামাশু স রাক্ষসঃ।

'আকাশে মঙ্গলগ্রহ যেমন করে রোহিণী নক্ষত্রের গ্রহণ ঘটায়, সেইভাবে রাক্ষস রাবণ সীতাকে সবলে অধিগ্রহণ করল এবং সীতার রক্ষার্থে অগ্রসর পক্ষিরাজ জটায়ুকে হত্যা করে অচিরে সীতাকে হরণ করল।

ততস্ত্বদ্ভুতসংকাশাঃ স্থিতাঃ পর্বতমূর্ধনি॥ ২৭
সীতাং গৃহীত্বা গচ্ছন্তং বানরাঃ পর্বতোপমাঃ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ২৮

'তদনন্তর পর্বতশিখরবাসী ও পর্বতসদৃশ সুউচ্চ তথা বিশালাকৃতি বানরবৃন্দ আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাক্ষসরাজ কর্তৃক সীতাপহরণের দৃশ্য অবলোকন করল।

ততঃ শীঘ্রতরং গত্বা তদ্‌ বিমানং মনোজবম্।
আরুহ্য সহ বৈদেহ্যা পুষ্পকং স মহাবলঃ॥ ২৯
প্রবিবেশ তদা লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

'অতঃপর সেই রাক্ষসরাজ রাবণ অতি ক্ষিপ্রতায় মনের তুল্য বেগশালী পুষ্পক বিমানের সন্নিকটস্থ হয়ে সীতাসহ বিমানোপরি আরোহণপূর্বক লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করল।

তাং সুবর্ণপরিষ্কারে শুভে মহতি বেশ্মনি॥ ৩০
প্রবেশ্য মৈথিলীং বাক্যৈঃ সান্ত্বয়ামাস রাবণঃ।

'তথায় সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল প্রাসাদে মিথিলেশ কুমারীকে নজরবন্দিনী করে সে তাকে মধুর প্রীতিসম্ভাষণে সান্ত্বনা প্রদান করতে লাগল।

তৃণবদ্‌ ভাষিতং তস্য তং চ নৈর্ঋতপুঙ্গবম্॥ ৩১
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী হ্যশোকবনিকাং গতা।

'অশোককাননে বন্দিনী বিদেহনন্দিনী রাবণের বিভিন্ন তোষামোদকারী বাক্য তথা রাক্ষসাধিপকে তৃণতুল্য মনে করে আদৌ গ্রাহ্য করলেন না।

নাবর্তত তদা রামো মৃগং হত্বা তদা বনে॥ ৩২
নিবর্তমানঃ কাকুৎস্থো দৃষ্ট্বা গৃধ্রং স বিব্যথে।
গৃধ্রং হতং তদা দৃষ্ট্বা রামঃ প্রিয়তরং পিতুঃ॥ ৩৩

'অন্যদিকে শ্রীরাম তখন স্বর্ণমৃগ শিকার করে আশ্রম কুটিরে প্রত্যাবর্তন কালে পথে পিতার চেয়েও প্রিয় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে মৃত অবস্থায় দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন।

মার্গমাণস্তু বৈদেহীং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
গোদাবরীমনুচরন্‌ বনোদ্দেশাংশ্চ পুষ্পিতান্॥ ৩৪

'লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঘুনাথ বিদেহনন্দিনী সীতার অনুসন্ধানে গোদাবরীতটের পুষ্পিত কাননে চিন্তান্বিত হয়ে খুজে বেড়াতে লাগলেন।

আসেদতুর্মহারণ্যে কবন্ধং নাম রাক্ষসম্।
ততঃ কবন্ধবচনাদ্‌ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৩৫
ঋষ্যমূকগিরিং গত্বা সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।

'অনুসন্ধানরত ভ্রাতৃদ্বয় সেই বিশাল অরণ্যমধ্যে কবন্ধ নামক রাক্ষসের সম্মুখীন হলেন। তদনন্তর সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম কবন্ধকে উদ্ধার করলে তার

(কবন্ধের) কথায় কথানুসারে শ্রীরাম ঋষ্যমূকপর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হলেন।

তয়োঃ সমাগমঃ পূর্বং প্রীত্যা হার্দো ব্যজায়ত॥ ৩৬
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সুগ্রীবো বালিনা পুরা।
ইতরেতরসংবাদাৎ প্রগাঢ়ঃ প্রণয়স্তয়োঃ॥ ৩৭

'একে অন্যের প্রতি সৌহার্দের আকর্ষণে সংগঠিত বন্ধুত্ব পরস্পরের সাক্ষাৎ ও বার্তালাপের মাধ্যমে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। ইতঃপূর্বে ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বানররাজ বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হতে বহিষ্কার করেছিলেন।

রামঃ স্ববাহুবীর্যেণ স্বরাজ্যং প্রত্যপাদয়ৎ।
বালিনং সমরে হত্বা মহাকায়ং মহাবলম্॥ ৩৮

'শ্রীরামচন্দ্র স্বশক্তিতে মহাকায় ও মহাবলী বালীকে যুদ্ধে বধ করে সুগ্রীবকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ করলেন।

সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
রামায় প্রতিজানীতে রাজপুত্র্যাস্তু মার্গণম্॥ ৩৯

'শ্রীরাম বানরবর্গের সঙ্গে সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপিত করলেন সুগ্রীবও সীতার অনুসন্ধানকার্যে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন।

আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
দশ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং সর্বাঃ প্রস্থাপিতা দিশঃ॥ ৪০

'তদনুসারে বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব দশ কোটিসংখ্যক বানরকে সীতানুসন্ধানের জন্য সকল দিকে প্রেরণ করলেন।

তেষাং নো বিপ্রকৃষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকাভিতপ্তানাং মহান্ কালোঽত্যবর্তত॥ ৪১

'সেই সকল অনুসন্ধানে রত বানরদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। গিরিরাজ বিন্ধ্য-এর গুহাসমূহের গোলকধাঁধায় পড়ে বেরিয়ে আসার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় আমি একাকী হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় চিন্তাগ্রস্থাবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়।

ভ্রাতা তু গৃধ্ররাজস্য সম্পাতির্নাম বীর্যবান্।
সমাখ্যাতি স্ম বসতীং সীতাং রাবণমন্দিরে॥ ৪২

'তদনন্তর গৃধ্ররাজ জটায়ুর একজন পরাক্রমী ভ্রাতা সম্পাতির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাদের বললেন যে, সীতাদেবী লঙ্কায় রাবণের অশোকবাটিকার প্রাসাদে বিরাজিতা আছেন।'

সোঽহং দুঃখপরীতানাং দুঃখং তজ্জ্ঞাতিনাং নুদন্।
আত্মবীর্যং সমাস্থায় যোজনানাং শতং প্লুতঃ।
তত্রাহমেকামদ্রাক্ষমশোকবনিকাং গতাম্॥ ৪৩

'শোকার্ত আমি নিজ যূথের বন্ধু-বান্ধবগণের কষ্ট লাঘবার্থে স্বকীয় শক্তিসামর্থে ভরসা রেখে শতযোজন মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কার অশোককাননে অসহায়া সীতাকে দেখতে পেলাম।

কৌশেয়বস্ত্রাং মলিনাং নিরানন্দাং দৃঢ়ব্রতাম্।
তয়া সমেতা বিধিবৎ পৃষ্ট্বা সর্বমনিন্দিতান্॥ ৪৪
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং রামনামাঙ্গুলীয়কম্।
অভিজ্ঞানং মণিং লব্ধ্বা চরিতার্থোঽহমাগতঃ॥ ৪৫

'তিনি রেশমী বসন পরিহিতা ছিলেন, ধূলিমলিন ও নিরানন্দ অঙ্গসৌষ্ঠবে তিনি পাতিব্রত্যের দৃঢ়ব্রতে অবিচল ছিলেন। আমি সেই সতী-সাধ্বী দেবীকে যথাবিধি সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলাম এবং পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে শ্রীরামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদান করলাম। সাথে-সাথে সীতাদেবী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চূড়ামণি গ্রহণ করে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলাম।

ময়া চ পুনরাগম্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তমর্চিষ্মান্ স মহামণিঃ॥ ৪৬

'অনায়াসে সুকঠিন কর্মকৃৎ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এসে আমি ওই দ্যুতিময় মহামণির অভিজ্ঞান তাঁর হাতে সমর্পণ করলাম।

শ্রুত্বা তাং মৈথিলীং রামস্ত্বাশশংসে চ জীবিতম্।
জীবিতান্তমনুপ্রাপ্তঃ পীত্বামৃতমিবাতুরঃ॥ ৪৭

'যেমন মরণাপন্ন প্রাণ অমৃতপানে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ সীতার বিয়োগে প্রাণবিসর্জনে কৃতসংকল্প শ্রীরাম শুভ সমাচার শ্রবণে বাঁচার আশায় উদ্দীপিত হলেন।

উদ্যোজয়িষ্যন্নুদ্যোগং দধ্রে লঙ্কাবধে মনঃ।
জিঘাংসুরিব লোকান্তে সর্বাল্লোঁকান্ বিভাবসুঃ॥ ৪৮

'পুনশ্চ যেমন প্রলয়কালে সংবর্তক নামে অগ্নিদেব সর্বলোক ভস্মীভূত করতে উদ্যত হন, তেমন করেই সৈন্যবর্গকে প্রোৎসাহিত করতে করতে শ্রীরাম লঙ্কাপুরী

ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য নলং সেতুমকারয়ৎ।
অতরৎ কপিবীরাণাং বাহিনী তেন সেতুনা॥ ৪৯

'অতঃপর সমুদ্রতটে এসে শ্রীরামচন্দ্র নল নামক বানরকে দিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করালেন এবং সেই সেতু দিয়ে সকল বীর বানর সৈন্যগণ সাগরের পর-পারে গিয়ে পৌঁছুল।

প্রহস্তমবধীন্নীলঃ কুম্ভকর্ণং তু রাঘবঃ।
লক্ষ্মণো রাবণসুতং স্বয়ং রামস্তু রাবণম্॥ ৫০

'তথায় যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে তথা স্বয়ং রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ এবং রাবণকে নিধন করলেন।

স শক্রেণ সমাগম্য যমেন বরুণেন চ।
মহেশ্বরস্বয়ংভূভ্যাং তথা দশরথেন চ॥ ৫১

'তদনন্তর শ্রীরঘুনাথ ক্রমশঃ ইন্দ্র, যম, বরুণ, স্বয়ম্ভূ মহাদেব পিতামহ ব্রহ্মা তথা মহারাজ দশরথ-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

তৈশ্চ দত্তবরঃ শ্রীমানৃষিভিশ্চ সমাগতৈঃ।
সুরর্ষিভিশ্চ কাকুৎস্থো বরাঁল্লেভে পরন্তপঃ॥ ৫২

'তথায় সমাগত ঋষি ও দেবর্ষিগণ শত্রুসন্তাপী শ্রীমান রঘুবীরকে বরপ্রদান করলেন। এইভাবে শ্রীরাম সকলের বর লাভ করলেন।

স তু দত্তবরঃ প্রীত্যা বানরৈশ্চ সমাগতৈঃ।
পুষ্পকেণ বিমানেন কিষ্কিন্ধামভ্যুপাগমৎ॥ ৫৩

'বর পেয়ে প্রসন্নচিত্তে শ্রীরাম বানরগণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে কিষ্কিন্ধ্যায় এলেন।

তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ।
অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ৫৪

'সেখান থেকে ফিরে তিনি গঙ্গানদীর তীরে স্থিত প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বিশ্রাম করছেন। আগামীকাল পুষ্যা নক্ষত্র যোগে আপনি নির্বিঘ্নে শ্রীরামের দর্শন লাভ করবেন।'

ততঃ স বাক্যৈর্মধুরৈর্হনূমতো
নিশম্য হৃষ্টো ভরতঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ বাণীং মনসঃ প্রহর্ষিণীং
চিরস্য পূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ॥ ৫৫

শ্রীহনুমানের মুখে এইরূপে মধুরভাষিত সকল বৃত্তান্ত শুনে ভরত সাতিশয় প্রসন্নতায় করজোড়ে মনোহর বাণীতে বললেন— 'আজ বহুদিন বাদে আমার মনোরথ পূর্ণ হল।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে ষড়বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ষড়বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৭)

অযোধ্যায় শ্রীরামকে স্বাগত করার প্রস্তুতি, ভরতের সঙ্গে অন্যান্যদের শ্রীরামকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করার জন্য প্রত্যুদ্‌গমন, শ্রীরামের সমাগমন, ভরত প্রমুখের সঙ্গে মিলন এবং 'পুষ্পক' বিমানকে কুবেরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হৃষ্টমাজ্ঞাপয়ামাস শত্রুঘ্নং পরবীরহা॥ ১

শ্রীহনুমানের মুখ হতে সেই আনন্দদায়ক সংবাদ শুনে অরিন্দম ও সত্যপরাক্রমী ভরত শত্রুঘ্নকে সানন্দে আজ্ঞা করলেন।

দৈবতানি চ সর্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ।
সুগন্ধমাল্যৈর্বাদিত্রৈরর্চন্তু শুচয়ো নরাঃ॥ ২

'শুচিশুদ্ধ কুলদেবতা তথা নগরীর দেবালয় ও

চৈত্যাদিতে বাদ্যাদিসহ সুগন্ধি পুষ্পরাজিতে পূজা দেওয়া হোক।

সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞাঃ সর্বে বৈতালিকাস্তথা।
সর্বে বাদিত্রকুশলা গণিকাশ্চৈব সর্বশঃ॥ ৩
রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সৈন্যাঃ সেনাঙ্গনাগণাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ সরাজন্যাঃ শ্রেণীমুখ্যাস্তথা গণাঃ॥ ৪
অভিনির্যান্তু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্।

'স্তুতি ও পুরাণজ্ঞ সূতগণ সকল বৈতালিক, বাদ্য-কুশল জনেরা, গণিকাগণ, রাজমহিষীবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ, সেনাসামন্ত, সৈনিকগণের কুলবধূ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথা ব্যবসায়ী সমিতির মুখ্য ব্যক্তিসকল শ্রীরামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে নগরীর বাহিরে বেরিয়ে আসুন।'

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা॥ ৫
বিষ্টীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ।
সমীকুরুত নিম্নানি বিষমাণি সমানি চ॥ ৬

অগ্রজ ভরতের আজ্ঞানুসারে, শত্রুবীরের সংহারে পারদর্শী শত্রুঘ্ন সহস্র-সহস্র শ্রমিককে দলে দলে বিভক্ত করে উচ্চাবচ ভূমিভাগকে সমীকৃত করার কার্যে নিযুক্ত করলেন।

স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃ পরম্।
সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিমশীতেন বারিণা॥ ৭

'অযোধ্যা থেকে নন্দিগ্রাম পর্যন্ত পথ পরিমার্জন এবং আশে-পাশের সকল ভূভাগে শীতল জল সিঞ্চন করা হোক।

ততোঽভ্যবকিরন্ত্বন্যে লাজৈঃ পুষ্পৈশ্চ সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকাস্তু রথ্যাঃ পুরবরোত্তমে॥ ৮

'অন্য শ্রমিকেরা যাত্রাপথের সর্বত্র লাজ (অর্থাৎ 'খৈ') ও পুষ্প ছড়িয়ে দিক। নগরীর রাজপথসমূহে উন্নত পতাকা উড্ডীন করা হোক।

শোভয়ন্তু চ বেশ্মানি সূর্যস্যোদয়নং প্রতি।
স্রগ্দামমুক্তপুষ্পৈশ্চ সুবর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ॥ ৯

'আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে নগরীর সকল ভবনকে মনোহর পুষ্পমাল্যে, পুষ্পস্তবকে, কমলাদির পঙ্ক্তি তথা পঞ্চরঙের হৈমালংকারে সজ্জিত করা হোক।

রাজমার্গমসম্বাধং করন্তু শতশো নরাঃ।
ততস্তচ্ছাসনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মুদান্বিতাঃ॥ ১০

'রাজপথে নাগরিকগণ যাতে ভীড় না করে, তার ব্যবস্থায় কয়েক শত সেবককে নিযুক্ত করা হোক'—শত্রুঘ্নের এইরূপ আদেশে সকল সুরক্ষাধিকারিগণ সানন্দে আদেশ পরিপালনে যত্নবান হলেন।

ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থশ্চার্থসাধকঃ।
অশোকো মন্ত্রপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাপি নির্যযুঃ॥ ১১
মত্তৈর্নাগসহস্রৈশ্চ সধ্বজৈঃ সুবিভূষিতৈঃ।

বৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল এবং সুমন্ত্র— এই আট মন্ত্রী ধ্বজা ও অলংকারে সজ্জিত মদস্রাবী হস্তীগুলিতে আরোহণপূর্বক যাত্রা করলেন।

অপরে হেমকক্ষাভিঃ সগজাভিঃ করেণুভিঃ॥ ১২
নির্যযুস্তুরগাক্রান্তা রথৈশ্চ সুমহারথাঃ।

অন্য অনেক বীর মহারথী সুবর্ণ চাদরে সজ্জিত হস্তিনী, হস্তী, অশ্ব এবং রথাদিতে আরূঢ় হয়ে বহির্গত হলেন।

শক্ত্যৃষ্টিপাশহস্তানাং সধ্বজানাং পতাকিনাম্॥ ১৩
তুরগাণাং সহস্রৈশ্চ মুখ্যৈর্মুখ্যতরান্বিতৈঃ।
পদাতীনাং সহস্রৈশ্চ বীরাঃ পরিবৃতা যযুঃ॥ ১৪

ধ্বজা-পতাকাসমূহে সজ্জিত বহু সহস্র উত্তম উত্তম ও অশ্বারোহী তথা শক্তি, ঋষ্টি ও পাশ ধারণকারী হাজার-হাজার পদাতিক সৈন্য পরিবৃত বীরগণ শ্রীরামচন্দ্রের সমাগমনের অপেক্ষায় নগরী হতে যাত্রা করলেন।

ততো যানান্যুপারূঢ়াঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।
কৌসল্যাং প্রমুখে কৃত্বা সুমিত্রাং চাপি নির্যযুঃ॥ ১৫
কৈকেয্যা সহিতাঃ সর্বা নন্দিগ্রামমুপাগমন্॥ ১৬

অতঃপর রাজা দশরথের সকল মহিষীগণ যথোপযুক্ত পরিবহনে সমারূঢ়া হয়ে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অনুসরণপূর্বক কৈকেয়ীর সঙ্গে একত্রে নন্দিগ্রামে এসে পৌঁছুলেন।

দ্বিজাতিমুখ্যৈর্ধর্মাত্মা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ।
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ মন্ত্রিভির্ভরতো বৃতঃ॥ ১৭
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ।

আর্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্মকোবিদঃ॥ ১৮

উত্তম দ্বিজবৃন্দ, বনিকসমিতির প্রমুখ ব্যক্তিগণ, ব্যবসায়িবৃন্দ এবং মিষ্টান্ন ও পুষ্পমাল্য সহ মন্ত্রিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত ধর্মাত্মা ও ধর্মজ্ঞ ভরত অগ্রজ শ্রীরামের কাষ্ঠ পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করে শঙ্খ ও ভেরীর মঙ্গল নিনাদ সহযোগে যাত্রা করলেন। তখন রাজবন্দিগণ ভরতকে স্তুতিগীতিতে অভিনন্দিত করলেন।

পাণ্ডুরং ছত্রমাদায় শুক্লমাল্যোপশোভিতম্।
শুক্লে চ বাল্যবাজনে রাজার্হে হেমভূষিতে॥ ১৯

অধিকগন্তু, শুভ্রমালাশোভিত রজতশুভ্রচ্ছত্র এবং স্বর্ণমণ্ডিত দুইটি শুভ্রচামরও ভরত নিজের সঙ্গে নিয়ে চললেন।

উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।
ভ্রাতুরাগমনং শ্রুত্বা তৎপূর্বং হর্ষমাগতঃ॥ ২০

ভরতের শরীর উপবাসে কৃশ ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। অগ্রজের সমাগমনের অপেক্ষায় তিনি প্রসন্ন অন্তঃকরণে চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিনেই বিভূষিত ছিলেন।

প্রত্যুদ্যয়ৌ যদা রামং মহাত্মা সচিবৈঃ সহ।
অশ্বানাং খুরশব্দৈশ্চ রথেনমিস্বনেন চ॥ ২১
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেব মেদিনী।
গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ॥ ২২

অতঃপর মহাত্মা ভরত শ্রীরামকে স্বাগত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। অশ্বের টগবগ্‌শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, মঙ্গলশঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদে পৃথিবী দোদুল্যমান প্রতীয়মান হচ্ছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির গম্ভীর ঘোষের সঙ্গে হস্তিবৃংহন সম্মিলিত হয়ে পাতালপুরীকেও প্রকম্পিত করে তুলছিল।

কৃৎস্নং তু নগরং তৎ তু নন্দিগ্রামমুপাগমৎ।
সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্॥ ২৩

অযোধ্যাপুরীর সকল নাগরিককে নন্দিগ্রামে সমবেত হতে দেখে মহাত্মা ভরত পবনপুত্র শ্রীহনুমানকে বললেন—

কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্ততা।
নহি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্যং পরন্তপম্॥ ২৪
কচ্চিন্ন চানুদৃশ্যন্তে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।

'বানরবীর ! বানরগণের চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল হয়। আপনিও সেই গুণের অধিকারী নন তো ? (অর্থাৎ শ্রীরামের আগমনের ভ্রান্ত সংবাদ আপনি গোচরীভূত করেননি তো ?) এতক্ষণ আমি অরিন্দম শ্রীরামকে দর্শন করতে পারলাম না। ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী কপিবৃন্দকেও দেখা যাচ্ছে না।'

অথৈবমুক্তে বচনে হনূমানিদমব্রবীৎ॥ ২৫
অর্থাং বিজ্ঞাপয়ন্নেব ভরতং সত্যবিক্রমম্।

ভরত কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হয়ে শ্রীহনুমান সার্থক এবং যথার্থ কথা অবহিত করাবার জন্য সত্যপরাক্রমী ভরতকে বললেন—

সদাফলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুস্রবান্॥ ২৬
ভরদ্বাজপ্রসাদেন মত্তভ্রমরনাদিতান্।

'ভরদ্বাজ মুনিবরের কৃপায় যাত্রাপথের সমস্ত বৃক্ষরাজি নিত্য ফুল-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সেগুলি হতে মধু ক্ষরিত হচ্ছে। বৃক্ষে-বৃক্ষে মত্ত ভ্রমরকুল নিরন্তর গুঞ্জন করছে। এই দৃশ্য দেখে বানরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তস্য চৈব বরো দত্তো বাসবেন পরন্তপ॥ ২৭
সসৈন্যস্য তদাতিথ্যং কৃতং সর্বগুণান্বিতম্।

'পরন্তপ ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রকে বর প্রদান করেছেন ; সেইকারণে ভরদ্বাজমুনি সসৈন্য শ্রীরামের সর্ববিধ আতিথ্য সৎকার সম্পন্ন করেছেন।

নিঃস্বনঃ শ্রূয়তে ভীমঃ প্রহৃষ্টানাং বনৌকসাম্॥ ২৮
মন্যে বানরসেনা সা নদীং তরতি গোমতীম্।

'রামানুজ ! শুনুন, বানরবৃন্দের মহানন্দ ধ্বনি। মনে হচ্ছে যে, বানরসৈন্য গোমতী নদী অতিক্রম করছে।

রজোবর্ষং সমুদ্ভূতং পশ্য সালবনং প্রতি॥ ২৯
মন্যে সালবনং রম্যং লোলয়ন্তি প্লবঙ্গমাঃ।

'ওই দিকে শালবনভূমিতে দেখুন, ধুলোর মেঘ বনভূমিকে আবৃত করেছে, ধূলিবর্ষা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে বানরগণ রম্য শালবৃক্ষরাজিকে আন্দোলিত করে এগিয়ে আসছে।

তদেতদ্ দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্॥ ৩০
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্।
রাবণং বান্ধবৈঃ সার্ধং হত্বা লব্ধং মহাত্মনা॥ ৩১

'আবার ওদিকে দেখুন ! অবতীর্ণ বিমানকে দূর থেকে চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে। এই স্বর্গীয় পুষ্পক বিমানটি স্ব-কল্পনাশক্তির সাহায্যে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সবান্ধবে নিধন করে এই বিমানের অধিকারী হয়েছেন।

তরুণাদিত্যসংকাশং বিমানং রামবাহনম্।
ধনদস্য প্রসাদেন দিব্যমেতন্মনোজবম্॥ ৩২

'শ্রীরামের বাহনস্বরূপ এই বিমান প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় দ্যুতিমান। এটির গতি মনের গতির তুল্য দ্রুত। এই দিব্য বিমান ব্রহ্মার কৃপায় রাবণের অগ্রজ কুবের লাভ করেছিলেন।

এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা সহ রাঘবৌ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ৩৩

'এই বিমানে সীতাসহ বীর রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়, মহাতেজা সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণও অধিষ্ঠিত আছেন।'

ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্তিতে॥ ৩৪

শ্রীহনুমানের এইরূপ কথার পর, উত্তাল আনন্দ কোলাহল আকাশ স্পর্শ করল ; সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 'ওই যে শ্রীরামচন্দ্র ! ওই যে শ্রীরামচন্দ্র !' এইরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলেন।

রথকুঞ্জরবাজিভ্যস্তেঽবতীর্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে॥ ৩৫

সকলেই হস্তী, অশ্ব এবং রথ থেকে অবতরণপূর্বক ভূতলে দাঁড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে আকাশের চন্দ্রমার ন্যায় দেখতে লাগলেন।

প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
যথার্থেনার্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈস্ততো রামমপূজয়ৎ॥ ৩৬

আনন্দিত ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি দূর থেকেই পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা শ্রীরামের অর্চনা করলেন।

মনসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতাগ্রজঃ।
ররাজ পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাণিরিবামরঃ॥ ৩৭

বিশ্বকর্মার মানস পরিকল্পনায় নির্মিত পুষ্পক বিমানে আরূঢ় ভরতাগ্রজ আয়তাক্ষ ভগবান শ্রীরামকে বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ দেখাচ্ছিল।

ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো ভ্রাতরং তদা।
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্॥ ৩৮

বিমানের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে ভরত বিনীতভাবে শ্রীরামকে গগনস্থ দিবাকরের ন্যায় প্রণাম করলেন।

ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহাবেগং নিপপাত মহীতলম্॥ ৩৯

তদনন্তর শ্রীরামের আজ্ঞায় হংসযুক্ত ও বেগবান সেই বিশাল বিমান পৃথিবীতে অবতরণ করল।

আরোপিতো বিমানং তদ্ ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ॥ ৪০

ভগবান শ্রীরাম সত্যপরাক্রমী অনুজ ভরতকে বিমানে আহ্বান করে নিলেন এবং ভরত শ্রীরঘুনাথের সন্নিকটস্থ হয়ে পরমামোদে শ্রীরামের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন।

তং সমুত্থায় কাকুৎস্থশ্চিরস্যাক্ষিপথং গতম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য মুদিতঃ পরিষস্বজে॥ ৪১

দীর্ঘকাল পরে ভরতকে দেখতে পেয়ে শ্রীরাম তাঁকে অঙ্কে ধারণপূর্বক সানন্দে আলিঙ্গন করলেন।

ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীং চ পরন্তপঃ।
অথাভ্যবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ॥ ৪২

অতঃপর লক্ষ্মণকে কাছে পেয়ে অরিন্দম ভরত তাঁকে প্রণাম করলেন এবং রাজকুমারী সীতাকেও প্রসন্নচিত্তে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিলেন।

সুগ্রীবং কেকয়ীপুত্রো জাম্ববন্তমথাঙ্গদম্।
মৈন্দং চ দ্বিবিদং নীলমৃষভং চৈব সস্বজে॥ ৪৩
সুষেণং চ নলং চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসং চৈব পরিতঃ পরিষস্বজে॥ ৪৪

তদনন্তর কৈকেয়ীকুমার ভরত সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকেও ক্রমান্বয়ে আলিঙ্গন করলেন।

তে কৃত্বা মানুষং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ।

কুশলং পর্যপৃচ্ছংস্তে প্রহৃষ্টা ভরতং তদা॥ ৪৫

তখন ইচ্ছানুসারে মানবরূপ ধারণ করে বানরগণ ভরতের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং সকলে মহোল্লাসে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অথব্রবীদ্ রাজপুত্রঃ সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
পরিষ্বজ্য মহাতেজা ভরতো ধর্মিণাং বরঃ॥ ৪৬

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাতেজস্বী রাজকুমার ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—

ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ।
সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্॥ ৪৭

'সুগ্রীব ! চার ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও আমাদের পঞ্চম ভ্রাতা ; কেননা সস্নেহে উপকারকারী ব্যক্তি বন্ধুরূপেই পরিগণিত হয় (বন্ধুজন ভ্রাতাই হয়ে থাকে)। অপকারকারী ব্যক্তি শত্রুরূপেই চিহ্নিত হয়।

বিভীষণং চ ভরতঃ সান্ত্ববাক্যমথাব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া সহায়েন কৃতং কর্ম সুদুষ্করম্॥ ৪৮

অনন্তর ভরত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — 'রাক্ষসরাজ ! সৌভাগ্যক্রমে আপনার সাহায্যের ফলে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করেছেন।'

শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্।
সীতায়াশ্চরণৌ বীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ॥ ৪৯

এবার বীর শত্রুঘ্নও শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করতঃ সীতার চরণযুগলে বিনীতভাবে অভিবাদন জানালেন।

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্॥ ৫০

মাতা কৌশল্যা শোকতাপে অত্যন্ত কৃশ ও কান্তিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে শ্রীরাম প্রণত হয়ে চরণযুগল ধারণ করলেন এবং মাতার মনে আনন্দের সঞ্চার করলেন।

অভিবাদ্য সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চ যশস্বিনীম্।
স মাতৃশ্চ ততঃ সর্বাঃ পুরোহিতমুপাগমৎ॥ ৫১

পুনশ্চ সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেয়ীকে প্রণাম করে শ্রীরাম সকল মাতৃগণকে অভিবাদন জানালেন। তদনন্তর তিনি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সন্নিকটে উপস্থিত হলেন।

স্বাগতং তে মহাবাহো কৌসল্যানন্দবর্ধন।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে নাগরা রামমব্রুবন্॥ ৫২

সেই ক্ষণে অযোধ্যার সমবেত সকল নাগরিকগণ করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বলে উঠলেন — 'মাতা কৌশল্যাদেবীর আনন্দবর্ধনকারী মহাবাহু শ্রীরাম ! আপনাকে স্বাগত, স্বাগত।'

তান্যঞ্জলিসহস্রাণি প্রগৃহীতানি নাগরৈঃ।
ব্যাকোশানীব পদ্মানি দদর্শ ভরতাগ্রজঃ॥ ৫৩

ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন — প্রস্ফুটিত কমল-রাজির সদৃশ্য নাগরিকদের সহস্র-সহস্র অঞ্জলি তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্।
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ॥ ৫৪
অব্রবীচ্চ তদা রামং ভরতঃ স কৃতাঞ্জলিঃ।

তদনন্তর ধর্মজ্ঞ ভরত স্বয়ং শ্রীরামের পাদুকাযুগল স্বহস্তে চরণদ্বয়ে পরিয়ে দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

এতৎ তে সকলং রাজ্য ন্যাসং নির্যাতিতং ময়া॥ ৫৫
অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ।
যৎ ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্॥ ৫৬

'প্রভো ! আমার উপরে ন্যস্ত রাজ্য আজ সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম। এখন আমার জন্ম সার্থক হল এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হল যখন আপনাকে রাজারূপে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে দেখলাম।

অবেক্ষতাং ভবান্ কোশং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্।
ভবতস্তেজসা সর্বং কৃতং দশগুণং ময়া॥ ৫৭

'আপনি কোষাগার, শস্যাগার, প্রাসাদ ও সৈন্যাদি বল পর্যালোচনা করে দেখে নিন, আপনার রাজ-প্রতাপের গুণে এইগুলি দশগুণ বর্ধিত হয়েছে (কারণ, ভরত ছিলেন শ্রীরামের প্রতিনিধি, প্রকৃত রাজা ছিলেন শ্রীরাম)।'

তথা ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা তং ভ্রাতৃবৎসলম্।
মুমুচুর্বানরা বাষ্পং রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ৫৮

ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে এইরূপে বলতে শুনে

বানরগণ ও রাক্ষসবৃন্দের নেত্র হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ততঃ প্রহর্ষাদ্ ভরতমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ।
যযৌ তেন বিমানেন সসৈন্যো ভরতাশ্রমম্॥ ৫৯

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ ভরতকে সানন্দে ও সস্নেহে অঙ্কে ধারণ করে বিমান দ্বারা তাঁর (ভরতের) আশ্রমের প্রতি যাত্রা করলেন।

ভরতাশ্রমমাসাদ্য সসৈন্যো রাঘবস্তদা।
অবতীর্য বিমানাগ্রাদবতস্থে মহীতলে॥ ৬০

ভরতের আশ্রমে পৌঁছে সসৈন্য শ্রীরঘুনাথ বিমান থেকে অবতরণ করে আশ্রমভূমিতে দণ্ডায়মান হলেন।

অব্রবীৎ তু তদা রামস্তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
বহ বৈশ্রবণং দেবমনুজানামি গম্যতাম্॥ ৬১

তখন শ্রীরাম সেই বিমানের উদ্দেশে বললেন—'বিমানরাজ ! আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি এখন ধনপতি কুবের-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করো।'

ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্ বিমানমনুত্তমম্।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য জগাম ধনদালয়ম্॥ ৬২

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে সেই অতি উৎকৃষ্ট বিমান উত্তরদিক লক্ষ্য করে কুবেররাজ্যের গন্তব্যে উড্ডীন হয়ে গেল।

বিমানং পুষ্পকং দিব্যং সংগৃহীতং তু রক্ষসা।
অগমদ্ ধনদং বেগাদ্ রামবাক্যপ্রচোদিতম্॥ ৬৩

রাক্ষস রাবণ যে স্বর্গীয় বিমানের উপরে বলপূর্বক নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, এখন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে সেই বিমান সবেগে কুবের-এর সেবার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

পুরোহিতস্যাত্মসখস্য রাঘবো
বৃহস্পতেঃ শক্র ইবামরাধিপঃ।
নিপীড্য পাদৌ পৃথগাসনে শুভে
সহৈব তেনোপবিবেশ বীর্যবান্॥ ৬৪

তদনন্তর, বীর্যবান শ্রীরাম তাঁর সখা পুরোহিত বশিষ্ঠের পুত্র সুযজ্ঞের (অথবা নিজের পরম সহায়ক বশিষ্ঠের) চরণ এমনভাবে স্পর্শ করলেন যেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির চরণ স্পর্শ করলেন এবং সুযজ্ঞ (অথবা বশিষ্ঠকে) একটি সুন্দর আসনে উপবিষ্ট করিয়ে, নিজে অন্য একটি আসনে উপবেশন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সপ্ত বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১২৮)

ভরত কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ, শ্রীরামের নগর যাত্রা, রাজ্যাভিষেক, বানরগণকে বিদায় জ্ঞাপন এবং গ্রন্থমাহাত্ম্য

শিরস্যঞ্জলিমাধায় কৈকেয়ীনন্দিবর্ধনঃ।
বভাষে ভরতো জ্যেষ্ঠং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১

অতঃপর কৈকেয়ীনন্দন ভরত কপালে অঞ্জলিবদ্ধ করে সত্যপরাক্রমী অগ্রজ শ্রীরামকে বললেন—

পূজিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি পুনস্তুভ্যং যথা ত্বমদদা মম॥ ২

'আপনি আমার মাতার সম্মানে আমাকে রাজ্য অর্পণ করেছিলেন। আজ আমি সেই প্রদত্ত রাজ্য একইভাবে আপনাকে প্রত্যার্পণ করলাম।

ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোঢুমহমুৎসহে॥ ৩

'অতিশয় বলবান বৃষভ যে গুরুভার বহন করতে

সমর্থ, তা যেমন বৃষভের বৎস বইতে পারে না তেমনি আমিও রাজ্যের এই মহাভার বহনে অশক্ত।

বারিবেগেন মহতা ভিন্নঃ সেতুরিব ক্ষরন্।
দুর্বন্ধনমিদং মন্যে রাজ্যচ্ছিদ্রমসংবৃতম্॥ ৪

'প্রবল জলপ্রবাহের আঘাতে ভগ্ন বাঁধ থেকে নির্গত অনর্গল জলধারাকে যেমন ধরে রাখা কঠিন, সেইরূপ রাজ্য ও রাজত্বের নানা ছিদ্রপথ রোধ করে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব চ বায়সঃ।
নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম॥ ৫

'শত্রুদমনকারী বীর ! গর্দভ যেমন অশ্বের এবং বায়স যেমন হংসের গতি অনুসরণ করতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার রাজ্যশাসনের অনুকরণীয় কৌশল অনুসরণ করার অযোগ্য।

যথা চারোপিতা বৃক্ষো জাতশ্চান্তর্নিবেশনে।
মহানপি দুরারোহো মহাস্কন্ধঃ প্রশাখবান্॥ ৬
শীর্যেত পুষ্পিতো ভূত্বা ন ফলানি প্রদর্শয়ন্।
তস্য নানুভবেদর্থং যস্য হেতোঃ স রোপিতঃ॥ ৭
এষোপমা মহাবাহো ত্বমর্থং বেত্তুমর্হসি।
যদ্যস্মান্ মনুজেন্দ্র ত্বং ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি॥ ৮

'হে মহাবাহো ! নরেন্দ্র ! মনে করুন ভবনের অভ্যন্তরস্থ বাগিচায় একটি বৃক্ষ আরোপিত হল। সেটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বিস্তারিত হল, তাতে ওঠাও কঠিন হয়ে পড়ল। তার কাণ্ড, প্রশাখা, পত্র-পুষ্প পল্লবিতও হল ; কিন্তু সেটি ফলদানের পূর্বেই ভূপাতিত হল। যারা বৃক্ষটি রোপণ করেছিল তারা সেটির ফল আস্বাদন করতে পারল না। এই উপমা সেই রাজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাকে প্রজারা নিজেদের রক্ষণার্থে লালন-পালন করে বড় করেছে কিন্তু প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের সময় উপস্থিত হলে সেই রাজা এই কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়। এই কথার তাৎপর্য আপনি উপলব্ধি করুন। যদি রক্ষক হয়েও আপনি অনুগতদের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে আপনি সেই বৃক্ষের মতোই নিষ্ফল পরিগণিত হবেন।

জগদদ্যাভিষিক্তং ত্বামনুপশ্যতু রাঘব।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যাহ্নে দীপ্ততেজসম্॥ ৯

'রঘুনন্দন ! এখন আমার ইচ্ছা জগতের সকলেই আপনার রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করুক ; মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো আপনার প্রতাপ ও তেজোদীপ্তি বর্ধিত হতে থাকুক।

তূর্যসংঘাতনির্ঘোষৈঃ কাঞ্চীনূপুরনিঃস্বনৈঃ।
মধুরৈর্গীতশব্দৈশ্চ প্রতিবুধ্যস্ব শেষ্ব চ॥ ১০

'আপনি বিবিধ বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি, কাঞ্চী (কটি ও গুচ্ছে বাঁধার জন্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নূপুর সজ্জিত অলংকার) ও নূপুরের নিক্কন তথা সংগীতের মধুর তান শ্রবণ করতে করতে নিদ্রা ও জাগরণের সুখ অনুভব করুন।

যাবদাবর্ততে চক্রং যাবতী চ বসুন্ধরা।
তাবৎ ত্বমিহ লোকস্য স্বামিত্বমনুবর্তয়॥ ১১

'যতদিন গ্রহ-তারা আবর্তিত হচ্ছে এবং যতদিন পৃথ্বী জীবিত আছে ততদিন আপনি নিখিল সংসারে রাজত্ব করুণ।'

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ নিষসাদাসনে শুভে॥ ১২

ভরতের উক্তি শ্রবণ করে, শত্রুনগরবিজয়ী ভগবান শ্রীরাম 'তথাস্তু' বচনে ভরতের অনুমোদনপূর্বক একটি সুন্দর আসনে উপবেশন করলেন।

ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্ধনাঃ।
সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবং পর্যবারয়ন্॥ ১৩

তখন ভরতের আজ্ঞায় নিপুণ ক্ষৌরকারদেরকে আসতে বলা হল, যারা কোমল স্পর্শে ক্ষিপ্র হাতে স্বকর্মে দক্ষ। সেই সকল ক্ষৌরকার শ্রীরামকে পরিবৃত করল।

পূর্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাবলে।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে॥ ১৪
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্॥ ১৫

সর্বপ্রথমে ভরত স্নান করে নিলে, মহাবলী লক্ষ্মণও স্নান সমাপন করলেন। তদনন্তর বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণও স্নান সম্পন্ন করলেন। অতঃপর জটাজুটের কেশবিন্যাস করে শ্রীরামচন্দ্র স্নান সমাধা করলেন এবং বিচিত্র পুষ্পমালা, সুরভিত অনুলেপন ও মহার্ঘ পীতাম্বরে বিভূষিত হয়ে, সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যে সিংহাসনে বিরাজিত হলেন।

প্রতিকর্ম চ রামস্য কারয়ামাস বীর্যবান্।
লক্ষ্মণস্য চ লক্ষ্মীবানিক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ॥ ১৬

ইক্ষ্বাকুকুলের কীর্তিবর্ধন ও পরাক্রমী বীর শত্রুঘ্ন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ রূপচর্চার ব্যবস্থা করলেন।

প্রতিকর্ম চ সীতায়াঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।
আত্মনৈব তদা চক্রুর্মনস্বিন্যো মনোহরম্॥ ১৭

অতঃপর রাজা দশরথের সকল মনস্বিনী রাণীগণ নিজ নিজ হাতে সীতাকে মনোহর অঙ্গসজ্জায় সাজিয়ে দিলেন।

ততো বানরপত্নীনাং সর্বাসামেব শোভনম্।
চকার যত্নাৎ কৌসল্যা প্রহৃষ্টাঃ পুত্রবৎসলা॥ ১৮

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা অত্যন্ত হর্ষ ও আনন্দের সঙ্গে পরম যত্নে সমস্ত বানরপত্নীগণের রূপসজ্জা করে দিলেন।

ততঃ শত্রুঘ্নবচনাৎ সুমন্ত্রো নাম সারথিঃ।
যোজয়িত্বাভিচক্রাম রথং সর্বাঙ্গশোভনম্॥ ১৯

তারপর শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় সারথি সুমন্ত্র সর্বাঙ্গসুন্দর অশ্বসহ একটি রথ প্রস্তুত করে আনলেন।

অগ্ন্যর্কামলসংকাশং দিব্যং দৃষ্ট্বা রথং স্থিতম্।
আরুরোহ মহাবাহূ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ২০

অগ্নি ও সূর্যের সদৃশ দেদীপ্যমান সেই দিব্য রথকে অপেক্ষা করতে দেখে পরপুরন্দর মহাবাহু শ্রীরাম তদুপরি আরোহণ করলেন।

সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতী।
স্নাতৌ দিব্যনিভৈর্বস্ত্রৈর্জগ্মতুঃ শুভকুণ্ডলৌ॥ ২১

ইন্দ্রের তুল্য কান্তিমান সুগ্রীব ও শ্রীহনুমান স্নানান্তে কর্ণে সুন্দর কুণ্ডল ও অঙ্গে দিব্য বস্ত্র পরিধান করে নগরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

সর্বাভরণজুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগরমুৎসুকাঃ॥ ২২

সুগ্রীবের পত্নীগণ এবং সীতাদেবী সর্ববিধ অলংকারে ও কর্ণকুণ্ডলে সুসজ্জিতা নগরদর্শনের ঔৎসুক্যে (পরিবহনে) যাত্রা করলেন।

অযোধ্যায়াং স সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
পুরোহিতং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ামাসুরর্থবৎ॥ ২৩

অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রিবর্গ পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে অগ্রণী করে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বিষয়ের সার্থক আলোচনা করতে লাগলেন।

অশোকো বিজয়শ্চৈব সিদ্ধার্থশ্চ সমাহিতাঃ।
মন্ত্রয়ন্ রামবৃদ্ধ্যর্থমৃদ্ধ্যর্থং নগরস্য চ॥ ২৪

অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ — এই মন্ত্রিত্রয় একাগ্রচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয় ও নগরের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পর মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন।

সর্বমেবাভিষেকার্থং জয়ার্হস্য মহাত্মনঃ।
কর্তুমর্হথ রামস্য যদ্ যন্মঙ্গলপূর্বকম্॥ ২৫

তাঁরা সেবকবৃন্দকে বললেন —'মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সর্বদাই বিজয়প্রাপ্তির যোগ্য ; অতএব, তাঁর অভিষেকের জন্য যা-যা আবশ্যক, সেই সকল কার্য তোমরা সকলে পবিত্রভাবে সম্পন্ন করো।'

ইতি তে মন্ত্রিণঃ সর্বে সন্দিশ্য চ পুরোহিতঃ।
নগরান্নির্যযুস্তূর্ণং রামদর্শনবুদ্ধয়ঃ॥ ২৬

এই আদেশ করে সেই মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত দেব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনেচ্ছায় নগর হতে নির্গত হলেন।

হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবানঘঃ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় রামো নগরমুত্তমম্॥ ২৭

যেমন করে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সবুজ ঘোড়ার রথে আরূঢ় হয়ে যাত্রা করেন, তদ্রূপ নিষ্পাপ শ্রীরাম এক শ্রেষ্ঠ রথোপরি উপবিষ্ট হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ নগরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

জগ্রাহ ভরতো রশ্মীন্ শত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে।
লক্ষ্মণো ব্যজনং তস্য মূর্ধ্নি সংবীজয়ংস্তদা॥ ২৮

এমত-ক্ষণে ভরত সারথি হয়ে অশ্বের লাগাম নিজের হাতে নিলেন, শত্রুঘ্ন ধরলেন রাজছত্র এবং লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকোপরি চামর ব্যজন করতে লাগলেন।

শ্বেতং চ বালব্যজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ।
অপরং চন্দ্রসংকাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ॥ ২৯

চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র অপর একটি চামর (ব্যজন) হস্তে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণের বিপরীত পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন।

ঋষিসঙ্ঘৈস্তদাঽঽকাশে দেবৈশ্চ সমরুদ্গণৈঃ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ॥ ৩০

সেই শুভক্ষণে আকাশে বিরাজমান ঋষি ও মরুদ্‌গণসহ দেবতাবৃন্দ শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গীত স্তুতির মধুর ধ্বনি শুনতে থাকলেন।

ততঃ শত্রুঞ্জয়ং নাম কুঞ্জরং পর্বতোপমম্।
আরুরোহ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ প্লবগর্ষভঃ॥ ৩১

অতঃপর মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক পর্বতাকার গজরাজে আরোহণ করলেন।

নব নাগসহস্রাণি যযুরাস্থায় বানরাঃ।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সর্বাভরণভূষিতাঃ॥ ৩২

অন্য বানরগণ নয় সহস্র হস্তীতে আরোহণ করলেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় মানুষের রূপ পরিগ্রহ করে সর্ববিধ অলংকারে সজ্জিত হয়েছিলেন।

শঙ্খশব্দপ্রণাদৈশ্চ দুন্দুভীনাং চ নিঃস্বনৈঃ।
প্রযযৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তাং পুরীং হর্ম্যমালিনীম্॥ ৩৩

পুরুষসিংহ শ্রীরাম শঙ্খধ্বনি এবং দুন্দুভির গম্ভীর নিনাদে প্রাসাদমালায় অলংকৃত অযোধ্যানগরীর দিকে প্রস্থান করলেন।

দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং সপুরঃসরম্।
বিরাজমানং বপুষা রথেনাতিরথং তদা॥ ৩৪

অযোধ্যাবাসিগণ মহারথী শ্রীরঘুনাথকে রথারূঢ় হয়ে আসতে দেখলেন। তাঁর শ্রীবিগ্রহ দিব্যকান্তিতে ভাস্বর ছিল এবং তাঁর আগে আগে সৈন্য ও সেবকবৃন্দ অগ্রসর হচ্ছিল।

তে বর্ধয়িত্বা কাকুৎস্থং রামেণ প্রতিনন্দিতাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্॥ ৩৫

এদিকে, শ্রীরামের রথের পশ্চাতে অনুসরণকারী নাগরিকগণ ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শ্রীরামকে অভিনন্দিত করলে, শ্রীরামও তাঁদেরকে প্রত্যভিনন্দিত করলেন।

অমাত্যৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব তথা প্রকৃতিভির্বৃতঃ।
শ্রিয়া বিরুরুচে রামো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ॥ ৩৬

যেমন করে নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্র আকাশে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ, ব্রাহ্মণকুল তথা প্রজাবর্গকর্তৃক পরিবৃত শ্রীরাম স্বকীয় দিব্যকান্তিতে শোভা পেতে লাগলেন।

পুরোগামিভিস্তূর্যৈস্তালস্বস্তিকপাণিভিঃ।
প্রব্যাহরদ্ভির্মুদিতৈর্মঙ্গলানি বৃতো যযৌ॥ ৩৭

সর্বাগ্রে বিবিধ বাদ্যের দল ছিল। তারা আনন্দে মগ্ন হয়ে তূর্য, করতাল ও স্বস্তিকে বাজনা বাজাচ্ছিল এবং মাঙ্গলিক গান করছিল। এই সকল গীত-বাদ্য সহযোগে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যানগরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

অক্ষতং জাতরূপং চ গাবঃ কন্যাঃ সহদ্বিজাঃ।
নরা মোদকহস্তাশ্চ রামস্য পুরতো যযুঃ॥ ৩৮

শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখভাগে অক্ষত ও সুবর্ণযুক্ত পাত্রবাহক, গাভীগণ, ব্রাহ্মণকুল, কুমারীকন্যাকাগণ এবং মিষ্টান্ন হস্তে অনেকানেক প্রজা গমনরত ছিল।

সখ্যং চ রামঃ সুগ্রীবে প্রভাবং চানিলাত্মজে।
বানরাণাং চ তৎ কর্ম হ্যাচচক্ষেঽথ মন্ত্রিণাম্॥ ৩৯

শ্রীরামচন্দ্র নিজ মন্ত্রিবর্গের সাক্ষাতে সুগ্রীবের মিত্রতা, শ্রীহনুমানের শক্তিসামর্থ্য এবং বানরবৃন্দের বীরত্বের কথা বর্ণনা করছিলেন।

শ্রুত্বা চ বিস্ময়ং জগ্মুরয়োধ্যাপুরবাসিনঃ।
বানরাণাং চ তৎ কর্ম রাক্ষসানাং চ তদ্ বলম্।
বিভীষণস্য সংযোগমাচচক্ষেঽথ মন্ত্রিণাম্॥ ৪০

বানরগণের বীরত্ব ও পৌরুষের কথা এবং রাক্ষসদের সাহস ও শক্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে অযোধ্যার নাগরিকগণ সাতিশয় বিস্মিত হলেন। অতঃপর, শ্রীরাম বিভীষণের দ্বারা মিলনের ইতিকথাও মন্ত্রিগণকে শোনালেন।

দ্যুতিমানেতদাখ্যায় রামো বানরসংযুতঃ।
হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণামযোধ্যাং প্রবিবেশ সঃ॥ ৪১

এই সকল বৃত্তান্তের পর বানরগণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র স্বাস্থ্যবান নাগরিকে পরিপূর্ণ অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

ততো হ্যভ্যুচ্ছয়ন্ পৌরাঃ পতাকাশ্চ গৃহে গৃহে।
ঐক্ষ্বাকাধ্যুষিতং রম্যমাসসাদ পিতুর্গৃহম্॥ ৪২

তখন পুরবাসিগণ সকলেই নিজ নিজ গৃহস্থ পতাকা উত্তোলিত করে দিলেন ; কেননা, শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের রমণীয় প্রাসাদে এসে পৌঁছেছেন।

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রো ভরতং ধর্মিণাং বরম্।
অর্থোপহিতয়া বাচা মধুরং রঘুনন্দনঃ॥ ৪৩

পিতুর্ভবনমাসাদ্য প্রবিশ্য চ মহাত্মনঃ।
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীমভিবাদ্য চ॥ ৪৪

রঘুকুলনন্দন রাজকুমার শ্রীরাম মহাত্মা পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণামপূর্বক মহাত্মাশ্রেষ্ঠ ভরতকে অর্থপূর্ণ মধুর বাণীতে বললেন—

তচ্চ মদ্ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং মহৎ।
মুক্তাবৈদূর্যসংকীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয়॥ ৪৫

'ভরত ! অশোকবাটিকায় পরিবৃত আমার মুক্তা ও বৈদূর্যমণিখচিত বিশাল ভবনটিতে সুগ্রীবের অবস্থানের ব্যবস্থা করো।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হস্তে গৃহীত্বা সুগ্রীবং প্রবিবেশ তমালয়ম্॥ ৪৬

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পেয়ে সত্যপরাক্রমী ভরত সুগ্রীবের হাত ধরে সেই ভবনে প্রবেশ করলেন।

ততস্তৈলপ্রদীপাংশ্চ পর্যঙ্কাস্তরণানি চ।
গৃহীত্বা বিবিশুঃ ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নেন প্রচোদিতাঃ॥ ৪৭

তদনন্তর শত্রুঘ্নের আজ্ঞানুসারে বহু সেবক তিলতৈলের প্রদীপসমুদায়, পালঙ্ক ও শয্যা নিয়ে ত্বরায় সেখানে উপস্থিত হল।

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ।
অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপয় প্রভো॥ ৪৮

অতঃপর মহাতেজস্বী ভরত সুগ্রীবকে বললেন —'প্রভো ! ভগবান শ্রীরামের অভিষেকের নিমিত্ত পবিত্র উদক সংগ্রহার্থে আপনার দূতগণকে আজ্ঞা দিন।'

সৌবর্ণান্ বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণাং চতুরো ঘটান্।
দদৌ ক্ষিপ্রং সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান্॥ ৪৯

তখন সুগ্রীব চার জন শ্রেষ্ঠ বানরকে বিবিধ রত্নভূষিত চারটি হেমকলস দিয়ে বললেন—

যথা প্রত্যূষসময়ে চতুর্ণাং সাগরাম্ভসাম্।
পূর্ণৈর্ঘটৈঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুত বানরাঃ॥ ৫০

'বানরগণ ! তোমরা কাল সকালে চারটি সমুদ্রের বারিতে পূর্ণ চারটি কলস সহ উপস্থিত হয়ে পরবর্তী আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করবে।'

এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমাঃ।
উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ॥ ৫১

সুগ্রীব এই প্রকার আদেশ দিলে হস্তিপ্রমান বিশালকায়, পক্ষিরাজ গরুড়ের তুল্য শীঘ্রগামী ও মহামনস্বী চারজন বানর তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়ে চললেন।

জাম্ববাংশ্চ হনূমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋষভশ্চৈব কলশাঞ্জলপূর্ণানথানয়ন্॥ ৫২
নদীশতানাং পঞ্চানাং জলং কুম্ভেরুপাহরন্।

জাম্ববান, হনুমান, বেগদর্শী (গবয়) এবং ঋষভ চারটি পৃথক সমুদ্র হতে এবং পাঁচ শত নদী থেকে বহু স্বর্ণকলস জলপূর্ণ করে আনলেন।

পূর্বাৎ সমুদ্রাৎ কলশং জলপূর্ণমথানয়ৎ॥ ৫৩
সুষেণঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্।

যাঁর অধীনে বহু ভল্লুক সৈন্য আছে, সেই শক্তিশালী জাম্ববান রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ কলসে পূর্ব সমুদ্র হতে বারি ভরে নিয়ে এলেন।

ঋষভো দক্ষিণাত্তূর্ণং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ॥ ৫৪
রক্তচন্দনকর্পূরৈঃ সংবৃতং কাঞ্চনং ঘটম্।

ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র থেকে শীঘ্রতাপূর্বক এক স্বর্ণকলসপূর্ণ উদক নিয়ে এলেন। তৎকর্তৃক আনীত কাঞ্চন কলসটি রক্তচন্দন ও কর্পূরে আবৃত ছিল।

গবয়ঃ পশ্চিমাৎ তোয়মাজহার মহার্ণবাৎ॥ ৫৫
রত্নকুম্ভেন মহতা শীতং মারুতবিক্রমঃ।

বায়ুর তুল্য বেগবান গবয় রত্ননির্মিত এক বিশাল কলসে পশ্চিম সমুদ্রের শীতল বারি ভরে আনলেন।

উত্তরাচ্চ জলং শীঘ্রং গরুড়ানিলবিক্রমঃ॥ ৫৬
আজহার স ধর্মাত্মানিলঃ সর্বগুণান্বিতঃ।

গরুড় এবং বায়ুর সদৃশ গতিমান, সর্বগুণান্বিত ধর্মাত্মা পবনপুত্র শ্রীহনুমান ত্বরায় উত্তর সমুদ্রের জল নিয়ে এলেন।

ততস্তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরানীতং প্রেক্ষ্য তজ্জলম্॥ ৫৭
অভিষেকায় রামস্য শত্রুঘ্নঃ সচিবৈঃ সহ।
পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদ্ভ্যশ্চ ন্যবেদয়ৎ॥ ৫৮

সেই সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা আনীত বারি অবলোকন করে সপার্ষদ শত্রুঘ্ন শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত পুরোহিত বশিষ্ঠদেব তথা অন্য মিত্রগণের দায়িত্বে

সেই বারি অর্পণ করলেন।

ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ॥ ৫৯

অতঃপর ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে শুদ্ধচেতা, বরিষ্ঠ বশিষ্ঠ সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে রত্নময় বেদীতে বসালেন।

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ গৌতমো বিজয়স্তথা॥ ৬০
অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা॥ ৬১

অতঃপর অষ্ট বসু যেইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন, তদ্রূপ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ, গৌতম এবং বিজয়— এই আটজন মন্ত্রি স্বচ্ছ ও সুরভিত উদকে সীতার সঙ্গে পুরুষশার্দূল শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করলেন।

ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা।
যোধৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ॥ ৬২
সর্বৌষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ সর্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গতৈঃ॥ ৬৩

(কারা শ্রীরামকে অভিষিক্ত করলেন ?) সর্বপ্রথমে বশিষ্ঠ ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ আনন্দাতিশয্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করলেন ; তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ ষোড়শ কুমারীবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ, যোদ্ধগণ এবং অন্যান্য বণিকমুখ্যেরা সর্বপ্রকার ঔষধির রসমিশ্রিত পূত সিন্ধুবারি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করলেন। সেই ক্ষণে চার লোকপালক দেবতা, অন্যসকল দেবতাদের সঙ্গে আকাশস্থ হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক সুসম্পন্ন করলেন।

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্।
অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্॥ ৬৪
তস্যান্ববায়ে রাজানঃ ক্রমাদ্ যেনাভিষেচিতাঃ।
সভায়াং হেমক্লৃপ্তায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ॥ ৬৫
রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব চিত্রিতায়াং সুশোভনৈঃ।
নানারত্নময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি॥ ৬৬
কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ভূষণৈশ্চৈব সমযোক্ষ্যত রাঘবঃ॥ ৬৭

অতঃপর পিতামহ ব্রহ্মার কল্পনা অনুসারে নির্মিত রত্নশোভিত এবং দিব্য তেজে দেদীপ্যমান কিরীট বিবিধ রত্নরাজিতে চিত্রিত সুবর্ণময় ও মহা ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভাগৃহের রত্নময় বেদীতে সংস্থাপিত করা হল। এই দিব্য কিরীটে পূর্বকালে মনু এবং ক্রমানুসারে মনুর বংশধরগণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব অন্যসকল ঋত্বিক্‌গণের সঙ্গে সেই পবিত্র কিরীট ও অন্যসকল আভরণে শ্রীরঘুনাথকে সমলংকৃত করলেন।

ছত্রং তস্য চ জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
শ্বেতং চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ॥ ৬৮
অপরং চন্দ্রসংকাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।

তখন শত্রুঘ্ন কিরীটোপরি শ্বেতশুভ্র ছত্র ধারণ করলেন। একদিকে বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর এবং অন্যদিকে রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রমা সদৃশ উজ্জ্বল চামর দোলাতে লাগলেন।

মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপুষ্করাম্॥ ৬৯
রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ।
সর্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূষিতম্॥ ৭০
মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ।

ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রেরণায় বায়ুদেব শত সংখ্যক সুবর্ণ শতদলে গ্রথিত একটি দীপ্তিময়ী মালা এবং সকল মাণিমাণিক্যে বিভূষিত মুক্তাহার নরাধিপ রামচন্দ্রকে উপহার দিলেন।

প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৭১
অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ।

যেহেতু ভগবান শ্রীরাম সর্বপ্রকারে এইরূপ রাজসম্মানের যোগ্য অতএব শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক-উৎসবে দেবগন্ধর্বগণ গান গাইতে লাগলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করলেন।

ভূমিঃ সস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ॥ ৭২
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভূবু রাঘবোৎসবে।

শ্রীরঘুনাথের অভিষেক সমারোহে শস্যক্ষেত্র শস্যশ্যামলা, বৃক্ষসকল ফলবান এবং পুষ্পরাজি সুরভিত ও মধুময় হয়ে উঠল।

সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাং চ গবাং তথা॥ ৭৩
দদৌ শতবৃষান্ পূর্বং দ্বিজেভ্যো মনুজর্ষভঃ।

ত্রিংশৎকোটীর্হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ॥ ৭৪
নানাভরণবস্ত্রাণি মহার্হাণি চ রাঘবঃ।

মহারাজ শ্রীরাম তখন সর্বাগ্রে এক লক্ষ অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে সম্প্রদান করলেন এবং তৎসংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী, একশত বৃষভও সম্প্রদান করলেন। উপরন্তু, ত্রিংশ কোটি পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, নানাবিধ মহার্ঘ আভরণ এবং বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করা হল।

অর্করশ্মিপ্রতীকাশাং কাঞ্চনীং মণিবিগ্রহাম্॥ ৭৫
সুগ্রীবায় স্রজং দিব্যাং প্রায়চ্ছন্মনুজাধিপঃ।

অতঃপর, নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র বন্ধু সুগ্রীবকে, সূর্যকিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান একটি মণিমণ্ডিত দিব্য স্বর্ণ মাল্য উপহার দিলেন।

বৈদূর্যময়চিত্রে চ চন্দ্ররশ্মিবিভূষিতে॥ ৭৬
বালিপুত্রায় ধৃতিমানঙ্গদায়াঙ্গদে দদৌ।

ধৈর্যবান শ্রীরঘুবীর প্রসন্নচিত্তে বালিপুত্র অঙ্গদকে দুটি বাহুবন্ধ (অর্থাৎ 'অঙ্গদ' অলংকারে) উপঢৌকন দিলেন। আভরণটি বৈদূর্যমণিমণ্ডিত হওয়ায় বিচিত্র ও চন্দ্রমার রশ্মিতুল্য মাধুর্যে মনোহর ছিল।

মণিপ্রবরজুষ্টং তং মুক্তাহারমনুত্তমম্॥ ৭৭
সীতায়ৈ প্রদদৌ রামশ্চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভম্।
অরজে বাসসী দিব্য শুভান্যাভরণানি চ॥ ৭৮

শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিতে খচিত ও চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর মুক্তাহার সীতার গলায় পরিয়ে দিলেন এবং তাকে সদা অমলিন দিব্য বস্ত্র ও বহুবিধ সুন্দর সুন্দর অলংকারাদি প্রদান করলেন।

অবেক্ষমাণা বৈদেহী প্রদদৌ বায়ুসূনবে।
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী॥ ৭৯
অবৈক্ষত হরীন্ সর্বান্ ভর্তারং চ মুহুর্মুহুঃ।

বিদেহনন্দিনী সীতা পতিদেব শ্রীরামের প্রতি অবলোকন করে পবনাত্মজ শ্রীহনুমানকে কিছু উপহকার প্রদানের কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি নিজের গলা হতে মুক্তাহার হাতে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সকল বানরগণের প্রতি এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

তামিঙ্গিতজ্ঞঃ সম্প্রেক্ষ্য বভাষে জনকাত্মজাম্॥ ৮০
প্রদেহি সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি ভামিনি।

শ্রীরাম সীতার মনোভাব জেনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন— 'সৌভাগ্যশালিনি ! ভামিনি ! তুমি যদি কারও প্রতি সন্তুষ্টা হয়ে থাক, তাহলে তাকে হারটি প্রদান করতে পারো।'

অথ সা বায়ুপুত্রায় তং হারমসিতেক্ষণা॥ ৮১
তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়ো নয়ঃ।
পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধির্যস্মিন্নেতানি নিত্যদা॥ ৮২

তখন কাজলনয়না মাতৃরূপা সীতা, তেজ-ধৃতি-যশ-চতুরতা-শক্তি-বিনয়-নীতি-পুরুষার্থ-পরাক্রম-উত্তম বুদ্ধি প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের একত্রিত আধার-স্বরূপ বায়ুপুত্র শ্রীহনুমানকে সেই দিব্য মুক্তামাল্যটি প্রদান করলেন।

হনূমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ষভঃ।
চন্দ্রাংশুচয়গৌরেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ॥ ৮৩

সেই হারটি ধারণ করে কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান চন্দ্রাংশুমালায় উদ্ভাসিত শুভ্রাভ্রে ঢাকা পর্বতের ন্যায় শোভিত হতে লাগলেন।

সর্বে বানরবৃদ্ধাশ্চ যে চান্যে বানরোত্তমাঃ।
বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব যথার্হং প্রতিপূজিতাঃ॥ ৮৪

এইরূপে প্রধান প্রধান বানরগণের সকলকেই বস্ত্র ও অলংকারাদি প্রদানে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হল।

বিভীষণোঽথ সুগ্রীবো হনূমাঞ্জাম্ববাংস্তথা।
সর্বে বানরমুখ্যাশ্চ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৮৫
যথার্হং পূজিতাঃ সর্বে কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে জগ্মুরেব যথাগতম্॥ ৮৬

সহজে দুষ্করকর্ম করতে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্র, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান তথা জাম্ববান প্রমুখ সকল বানরবীরগণকে নিজ নিজ কাম্যবস্তু এবং প্রচুর রত্নাদি প্রদানে যথাযোগ্য সৎকার করলেন এবং তাঁরা সবাই প্রসন্নমনে যেভাবে আগমন করেছিলেন সেইভাবেই প্রস্থান করলেন।

ততো দ্বিবিদমৈন্দাভ্যাং নীলায় চ পরন্তপঃ।
সর্বান্ কামগুণান্ বীক্ষ্য প্রদদৌ বসুধাধিপঃ॥ ৮৭

অতঃপর অরিন্দম শ্রীরামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক সকলের মনোরথ অনুযায়ী বিবিধপ্রকার শ্রেষ্ঠ রত্নাদি উপহার দিলেন।

দৃষ্টা সর্বে মহাত্মানস্ততস্তে বানরর্ষভাঃ।

বিসৃষ্টাঃ পার্থিবেন্দ্রেণ কিষ্কিন্ধাং সমুপাগমন্॥ ৮৮

এইরূপে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করে মহামনস্বী ও শ্রেষ্ঠ বানরগণ মহারাজ শ্রীরামের নিকট হতে বিদায় নিয়ে কিষ্কিন্ধায় চলে গেলেন।

সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্।
পূজিতশ্চৈব রামেণ কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুরীম্॥ ৮৯

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবও শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সমারোহে যোগদানের পর শ্রীরাম কর্তৃক পূজিত হয়ে কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করলেন।

বিভীষণোঽপি ধর্মাত্মা সহ তৈর্নৈর্ঋতর্ষভৈঃ।
লব্ধ্বা কুলধনং রাজা লঙ্কাং প্রায়ান্মহাযশাঃ॥ ৯০

মহাযশস্বী ধর্মাত্মা বিভীষণও রাক্ষসকুলের ঐশ্বর্যস্বরূপ নিজ রাজত্ব পেয়ে সহযোগী মুখ্য রাক্ষসবৃন্দের সাথে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করলেন।

স রাজ্যমখিলং শাসন্নিহতারির্মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারঃ শশাস পরয়া মুদা।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলঃ॥ ৯১

শত্রুগণকে বধ করে কীর্তিমান উদারচেতা শ্রীরঘুনাথ অতি আনন্দে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অতঃপর ধর্মবৎসল শ্রীরামচন্দ্র একদিন ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বললেন—

আতিষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ময়া সহেমাং
গাং পূর্বরাজাধ্যুষিতাং বলেন।
তুল্যং ময়া ত্বং পিতৃভির্ধৃতা যা
তাং যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব॥ ৯২

'ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ ! আমাদের পূর্বজ রঘুবংশীয় নৃপতিগণ চতুরঙ্গ সমরবলে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন এবং শাসনকালে পিতৃ-পিতামহগণ রাজ্যের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এইরূপ বিশাল রাজ্যের যুবরাজরূপে অভিষিক্ত হয়ে তুমিও রাজ্যভার বহন করো।'

সর্বাত্মনা পর্যনুনীয়মানো
যদা ন সৌমিত্রিরুপৈতি যোগম্।
নিযুজ্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে
ততোঽভ্যষিঞ্চদ্ ভরতং মহাত্মা॥ ৯৩

কিন্তু শ্রীরাম সর্বতোভাবে অনুরোধ করলেও যখন সৌমিত্রি সসাগরা রাজ্যের যুবরাজ রূপে নিযুক্তি স্বীকার করতে চাইলেন না, তখন মহাত্মা শ্রীরাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

পৌণ্ডরীকাশ্বমেধাভ্যাং বাজপেয়েন চাসকৃৎ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পার্থিবাত্মজঃ॥ ৯৪

রাজকুমার মহারাজ শ্রীরাম বহু পৌণ্ডরীক, অশ্বমেধ, বাজপেয় তথা অন্য নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন।

রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ।
শতাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্॥ ৯৫

শ্রীরঘুনাথ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একাদশ সহস্র বৎসর[১] রাজ্য শাসন করলেন এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই সকল যজ্ঞে উত্তম যজ্ঞাশ্ব মোচন করা হয়েছিল ; যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণকেও প্রচুর দক্ষিণা প্রদত্ত হয়েছিল।

আজানুলম্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্॥ ৯৬

শ্রীরাম ছিলেন আজানুলম্বিত বাহু (অর্থাৎ দীর্ঘবাহু)। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বিস্তৃত। তিনি ছিলেন প্রতাপশালী। অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে মহারাজ শ্রীরাম এই পৃথিবী শাসন করলেন।

রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমুহৃজ্জ্ঞাতিবান্ধবঃ॥ ৯৭

নগরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যার রাজা হয়ে ধর্মাত্মা কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধব তথা ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে একসাথে অনেক প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন।

ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৯৮

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনদিন বিধবাদের বিরহ-বিলাপ শোনা যায়নি। সর্পাদি শ্বাপদের ভয় অথবা রোগভয় কখনও প্রাদুর্ভূত হয়নি।

নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে॥ ৯৯

সমগ্র রাজ্যের কোথাও চোর-ডাকাতের নাম পর্যন্ত শোনা যেত না। রাজ্যে কেউ অনর্থকারী কার্যে লিপ্ত হোত না কিংবা বৃদ্ধগণের কদাপি নবীনদের জন্য অন্ত্যেষ্টি সংকার করার প্রয়োজন পড়ত না।

---

[১]অন্যত্র অর্থাৎ ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে 'দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ' বলা হয়েছে। অতএব সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য হেতু এক্ষেত্রে 'দশ' সংখ্যাটিকে 'একাদশ' রূপে ধরে নিতে হবে।

সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্॥ ১০০

সকলে সদা আনন্দে থাকত এবং ধর্মাচরণ করত। শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে একে অন্যকে হিংসা করত না।

আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১০১

শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালে প্রজাগণ সহস্র বৎসর যাবৎ জীবিত থাকত, সহস্র পুত্রের জনক হোত এবং নীরোগ ও শোকশূন্য হয়ে বসবাস করত।

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১০২

রামরাজ্যে প্রজাবর্গের মুখে-মুখে কেবল রাম, রাম নাম এবং রামকথা শোনা যেত। অখিল রাজ্য রামময় হয়ে থাকত।

নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ॥ ১০৩

তথায় বৃক্ষরাজি সর্বত্র ফল-মূল, পত্র-পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। মেঘ প্রয়োজনানুসারে বর্ষিত হোত এবং পবন সদা সুখকর হয়ে প্রবাহিত হোত।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শুদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ॥ ১০৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণের প্রজাই নির্লোভ ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের কর্তব্যে পালনে সুপ্রসন্ন এবং নিজ-নিজ কর্মে রত থাকতেন।

আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ।
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ॥ ১০৫

শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে সকলে ধর্মাচরণে তৎপর ছিলেন। কেউ কখনও মিথ্যা ভাষণ করতেন না। প্রজাগণ সুলক্ষণসম্পন্ন ছিলেন এবং ধর্মপরায়ণ হয়ে জীবিকা-নির্বাহ করতেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ১০৬

এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বর্ষকাল রাজত্ব করেছিলেন।

ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাং চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১০৭

এই বৃত্তান্ত ঋষিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণ নামে বিশ্রুত, যার রচয়িতা ছিলেন আদিকবি বাল্মীকি। এই মহাকাব্য আয়ুষ্কর এবং ধর্ম ও যশোবর্ধনকারী।

যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥ ১০৮
লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপূংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি॥ ১০৯

জগৎসংসারে যে-জন এই রামায়ণী কথা শ্রবণ করে সে পাপমুক্ত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গ শ্রবণে জগতে মনুষ্য পুত্রকামনায় পুত্রলাভ করে এবং ধনেশ্বর কামনা করলে ধনৈশ্বর্যবান হয়। রাজা এই মহাকাব্য শ্রবণ করলে পৃথিবীর অধিপতি হন এবং শত্রুকে নিজের শাসনে রাখতে সক্ষম হন।

রাঘবেণ যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ।
ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবপুত্রাস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ১১০
ভবিষ্যন্তি সদানন্দাঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ।

যেমন করে মাতা কৌশল্যা শ্রীরামকে পেয়ে, সুমিত্রা লক্ষ্মণকে পেয়ে এবং কৈকেয়ী ভরতকে পেয়ে জীবিত পুত্রের মাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তদ্রূপ সংসারের অন্যান্য মাতৃসমা স্ত্রীলোকগণও এই আদিকাব্যের পঠন ও শ্রবণে জীবিত পুত্রের জননী হয়ে সদানন্দমগ্না এবং পুত্র-পৌত্রের দ্বারা পরিবৃত থাকবেন।

শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি॥ ১১১
রামস্য বিজয়ং চেমং সর্বমক্লিষ্টকর্মণঃ।

অক্লেশে কর্ম সম্পাদনে কুশল শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় কথারূপ সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করলে মনুষ্য সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে।

শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১১২
শ্রদ্ধধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ।

বাল্মীকি কর্তৃক পুরাকালে রচিত এই কাব্য যে ব্যক্তি অহিংস ও সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রবণ করে, সে মহা সংকট থেকেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ॥ ১১৩
শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ॥ ১১৪

আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত এই কাব্যকথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে সে প্রবাসজীবনের সমাপনান্তে নিজের ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হয়ে আনন্দানুভব করে। এইরূপ মনুষ্য শ্রীরঘুনাথের কাছ থেকে সর্ববিধ বাঞ্ছিত বর লাভ করে।

শ্রবণেন সুরাঃ সর্বে প্রীয়ন্তে সম্প্রশৃণ্বতাম্।
বিনায়কাশ্চ শাম্যন্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ॥ ১১৫

ইহা শ্রবণ করলে শ্রোতৃগণের প্রতি সকল দেবতাবৃন্দ সুপ্রসন্ন হন এবং যার গৃহে বিঘ্নকারী গ্রহে প্রভাবিত, সেইসকল গ্রহ তথায় শান্ত হয়ে যায়।

বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ।
স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা পুত্রান্ সূয়ুরনুত্তমান্॥ ১১৬

ইহার শ্রবণে নৃপগণ বিজয় লাভ করেন, প্রবাসী মানুষেরা সুস্থ থাকে এবং ঋতুমতী মাতৃগণ রাম-কথা শুনলে শ্রেষ্ঠ পুত্রের জন্ম দান করেন।

পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৭

এই কাব্যরূপ পুরাতনী কথার অর্চনা এবং পঠনে সকলে পাপমুক্ত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

প্রণম্য শিরসা নিত্যং শ্রোতব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্দ্বিজাৎ।
ঐশ্বর্যং পুত্রলাভশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১১৮

ক্ষত্রিয়গণের উচিত প্রত্যহ নতমস্তকে ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত রামায়ণপাঠ শ্রবণ করা। ইহার ফলে ঐশ্বর্য ও পুত্রলাভ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা।
প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ১১৯

যে ব্যক্তি নিত্য সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ এবং পারায়ণ করে, তার প্রতি সনাতন বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান শ্রীরাম সদা প্রসন্ন থাকেন।

আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
সাক্ষাদ্ রামো রঘুশ্রেষ্ঠঃ শেষো লক্ষ্মণ উচ্যতে॥ ১২০

সাক্ষাৎ আদিদেব মহাবাহু পাপহারী প্রভু নারায়ণই হলেন রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান স্বয়ং 'শেষ' হলেন লক্ষ্মণ।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্॥ ১২১

(লবকুশ বলছেন যে—) শ্রোতৃগণ! আপনাদের কল্যাণ হোক। পুরাকালে সংঘটিত এই আখ্যান রামায়ণ কাব্যের আকারে বর্ণিত হয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসে এটির পারায়ণ করুন। এর ফলে আপনাদের মধ্যে বৈষ্ণব-বলের বৃদ্ধি হবে।

দেবাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি গ্রহণাচ্ছ্রবণাৎ তথা।
রামায়ণস্য শ্রবণে তৃপ্যন্তি পিতরঃ সদা॥ ১২২

রামায়ণকে হৃদয়মধ্যে স্থান দিলে এবং শ্রবণ করলে তেত্রিশকোটি দেবতা সন্তুষ্ট হন। পিতৃগণও ইহার শ্রবণে নিত্য তৃপ্ত থাকেন।

ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্।
যে লিখন্তীহ চ নরাস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥ ১২৩

যিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিভাবে মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত এই রামায়ণসংহিতা অনুলিখন করেন তাঁর স্বর্গবাস হয়।

কুটুম্ববৃদ্ধিং ধনধান্যবৃদ্ধিং
স্ত্রিয়শ্চ মুখ্যাঃ সুখমুত্তমং চ।
শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং
প্রাপ্নোতি সর্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিম্॥ ১২৪

মঙ্গলকর এবং মহা তাৎপর্যপূর্ণ এই কাব্য শ্রবণে মনুষ্যের কুটুম্ব ও ধনধান্যাদির বিবৃদ্ধি ঘটে। তাঁর সুন্দরী স্ত্রীলাভ ও শ্রেষ্ঠ সুখপ্রাপ্তি হয় এবং এই পৃথিবীতে সকল মনস্কাম পরিপূর্ণতা পায়।

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভং চ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি-
রাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈঃ ॥ ১২৫

এই কাব্য আয়ু, আরোগ্য, যশ এবং সৌভ্রাতৃত্বের বিবর্ধনকারী, উত্তম বুদ্ধিবৃত্তির জনক ও মঙ্গলকর। অতএব, সুখসমৃদ্ধির কামনায় সৎপুরুষগণের এই উৎসাহব্যঞ্জক ইতিহাস যথানিয়মে শ্রবণ করা কর্তব্য।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৮॥

যুদ্ধকাণ্ড সম্পূর্ণ

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড

প্রথমঃ সর্গঃ (১)

শ্রীরামের দরবারে মহর্ষিগণের আগমন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং শ্রীরামের প্রশ্ন

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্॥ ১

রাক্ষসদের বধ করার পর ভগবান শ্রীরাম যখন তাঁর রাজ্য লাভ করেন, তখন সমস্ত ঋষি ও মহর্ষি শ্রীরঘুনাথকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অযোধ্যাপুরীতে আগমন করেন।

কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ।
কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ॥ ২

যাঁরা প্রধানতঃ পূর্বদিকে বসবাস করতেন, সেই কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব সেখানে পদার্পণ করেন।

স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্ নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা।
অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা॥ ৩
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্।

দক্ষিণ দিকে বসবাসকারী স্বস্ত্যাত্রেয়, ভগবান নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, ভগবান অত্রি, সুমুখ, বিমুখ সকলে মহর্ষি অগস্ত্যের সঙ্গে সেখানে আগমন করেন।

নৃষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ কৌশেয়শ্চ মহানৃষিঃ॥ ৪
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্।

যাঁরা প্রায়শঃ পশ্চিম দিকে বসবাস করতেন, সেই নৃষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য এবং মহর্ষি কৌশের নিজ শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্থানে আসেন।

বসিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ॥ ৫
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা।
উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ॥ ৬

তেমনই উত্তর দিকে নিবাসকারী বশিষ্ঠ[১], কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ— এই সাত ঋষি, যাঁদের সপ্তর্ষি বলা হয়—তাঁরা অযোধ্যাপুরীতে পদার্পণ করলেন।

সম্প্রাপ্যৈতে মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্।
বিষ্ঠিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ॥ ৭
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।

এঁরা সকলেই ছিলেন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম এবং নানা শাস্ত্র বিচারে পারদর্শী। সেই মহাত্মা মুনিগণ শ্রীরঘুনাথের রাজভবনের কাছে এসে নিজেদের আগমনের সূচনা দেবার জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ॥ ৮
নিবেদ্যতাং দাশরথের্ঋষয়ো বয়মাগতাঃ।

ধর্মপরায়ণ মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅগস্ত্য দ্বারপালকে বললেন— 'তুমি দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামকে সংবাদ দাও যে আমরা অনেক ঋষি-মুনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছি।'

---

[১]বশিষ্ঠমুনি একটি দেহে অযোধ্যায় থাকলেও অপর দেহে সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকতেন। এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থানকারী বশিষ্ঠমুনির আগমনের কথা বুঝতে হবে।

প্রতীহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্॥ ৯
সমীপং রাঘবস্যাশু প্রবিবেশ মহাত্মনঃ।
নয়েঙ্গিতজ্ঞঃ সদ্‌বৃত্তো দক্ষো ধৈর্যসমন্বিতঃ॥ ১০

মহর্ষি অগস্ত্যের নির্দেশে দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের নিকটে গেলেন। তিনি নীতিজ্ঞ, ইঙ্গিতে ঘটনার গুরুত্ব অনুভবকারী, সদাচারী, চতুর এবং ধৈর্যশীল ছিলেন।

স রামং দৃশ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্।
অগস্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্॥ ১১

পূর্ণচন্দ্রসম কান্তিমান শ্রীরামকে দর্শন করে তিনি জানালেন—'প্রভো! মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য অনেক ঋষিদের সঙ্গে এখানে পদার্পণ করেছেন।'

শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু বালসূর্যসমপ্রভান্।
প্রত্যুবাচ ততো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাসুখম্॥ ১২

প্রভাত সূর্যের ন্যায় দিব্য তেজে প্রকাশিত হওয়া সেই মুনীশ্বরদের পদার্পণের সমাচার শুনে শ্রীরাম দ্বারপালকে বললেন—'তুমি গিয়ে তাঁদের সবাইকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।'

দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরানর্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্॥ ১৩

(আদেশ লাভ করে দ্বারপাল গিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন) সেই মুনীশ্বরদের আসতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠলেন, অতঃপর পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁদের সসম্মানে পূজা করলেন, পূজা করার আগে তাঁদের সকলকে একটি করে গাভী উপহার দিলেন।

রামোঽভিবাদ্য প্রয়ত আসনান্যাদিদেশ হ।
তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু মহৎসু চ বরেষু চ॥ ১৪
কুশান্তর্ধানদত্তেষু মৃগচর্মযুতেষু চ।
যথার্হমুপবিষ্টাস্তে আসনেষ্বৃষিপুঙ্গবাঃ॥ ১৫

শ্রীরাম আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের প্রণাম করে তাঁদের উপবেশন করার জন্য আসন দিলেন। সেই আসনগুলি ছিল নানা বিচিত্র-আকার সম্পন্ন স্বর্ণনির্মিত। সুন্দর শোভাসম্পন্ন সেই আসন বৃহৎ আকারের ও সুবিস্তৃতও ছিল। সেগুলির ওপর কুশের আসন সর্বোপরি মৃগচর্ম বিছানো ছিল। সেইসকল আসনে মুনিগণ উপবেশন করলেন।

রামেণ কুশলং পৃষ্টাঃ সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।

শ্রীরাম তখন শিষ্য এবং গুরুজন সহ তাঁদের সকলের কুশল-সংবাদ জানতে চাইলেন। তখন সেই বেদবিদ মহর্ষিরা বললেন—।

কুশলং নো মহাবাহো সর্বত্র রঘুনন্দন॥ ১৬
ত্বাং তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবম্।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাজন্ রাবণো লোকরাবণঃ॥ ১৭

'মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদের জন্য তো সর্বত্রই কুশল। সৌভাগ্যের বিষয় হল যে আমরা আপনাকে কুশল দেখছি এবং আপনার সব শত্রু বধ হয়েছে। রাজন্! আপনি সমগ্র লোকের পক্ষে দুঃখপ্রদায়ক রাবণকে বধ করেছেন, সকলের জন্য এটি হল অত্যন্ত আনন্দের কথা।

নহি ভারঃ স তে রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ॥ ১৮

'শ্রীরাম! পুত্র-পৌত্রাদি সহ রাবণ আপনার পক্ষে কোনো ভার ছিল না। আপনি ধনুক নিয়ে দাঁড়ালে যে ত্রিলোক-জয় করতে পারেন, এই ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই।

দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া॥ ১৯

'রঘুনন্দন রাম! আপনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেছেন এবং সীতাদেবীসহ আপনি—এই বিজয়ীকে আজ আমরা কুশল সহ দেখতে পাচ্ছি, এ আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা।

লক্ষ্মণেন চ ধর্মাত্মন্ ভ্রাত্রা ত্বদ্ধিতকারিণা।
মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোঽদ্য বয়ং নৃপ॥ ২০

'ধর্মাত্মা নরেশ! আপনার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সর্বদা আপনার হিতে তৎপর থাকেন। আপনি এঁর এবং ভরত-শত্রুঘ্নও মাতাদের সঙ্গে এখানে আনন্দে বিরাজ করছেন, এইভাবে আপনার দর্শন করা আমাদের পক্ষে মহাভাগ্যের কথা।

দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
অকম্পনশ্চ দুর্ধর্ষো নিহতাস্তে নিশাচরাঃ॥ ২১

'প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং অকম্পনের মতো নিশাচর আপনাদের হাতে বধ হয়েছে, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা।

যস্য প্রমাণাদ্ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।

দিষ্ট্যা তে সমরে রাম কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ॥ ২২

'শ্রীরাম ! দৈহিক উচ্চতা এবং স্থূলতা, যার থেকে বড় আর কিছুই নেই, সেই কুম্ভকর্ণকেও আপনি রণাঙ্গনে মেরে ফেলেছেন, আমাদের কাছে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
দিষ্ট্যা তে নিহতা রাম মহাবীর্যা নিশাচরাঃ॥ ২৩

'শ্রীরাম ! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক — এই মহাপরাক্রমশালী নিশাচরগণও আপনার হাতেই বধ হয়েছে।

কুম্ভশ্চৈব নিকুম্ভশ্চ রাক্ষসৌ ভীমদর্শনৌ।
দিষ্ট্যা তৌ নিহতৌ রাম কুম্ভকর্ণসুতৌ মৃধে॥ ২৪

'রঘুবীর ! যাঁরা দেখতেও বড় ভয়ংকর, কুম্ভকর্ণের সেই দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ রাক্ষসদ্বয়ও যুদ্ধে মারা গেছে।

যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ কালান্তকযমোপমৌ।
যজ্ঞকোপশ্চ বলবান্ ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ॥ ২৫

'প্রলয়কালের সংহারকারী যমরাজের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্ত-ও কালের গ্রাসে চলে গেছেন। বলশালী যজ্ঞকোপ এবং ধূম্রাক্ষ নামক রাক্ষসও যমলোকের অতিথি হয়েছেন।

কুর্বন্তঃ কদনং ঘোরমেতে শস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ।
অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈর্দিষ্ট্যা বিনিহতাস্ত্বয়া॥ ২৬

'এঁরা সকলেই নিশাচর এবং অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং সমগ্র জগতে সন্ত্রাস বিস্তার করেছিলেন ; কিন্তু আপনি মৃত্যুতুল্য বাণের সাহায্যে এঁদের সবাইকে মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিয়েছেন। এতো অত্যন্ত আনন্দের কথা !

দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।
দেবতানামবধ্যেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি॥ ২৭

'রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতাদের পক্ষেও অবধ্য ছিলেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধতে সফল হয়েছেন, আপনি জয়লাভও করেছেন ; এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়।

সংখ্যে তস্য ন কিঞ্চিৎ তু রাবণস্য পরাভবঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হতঃ॥ ২৮

'যুদ্ধে আপনি যে রাবণকে পরাস্ত (সংহার) করেছেন, এটি কোনো বড় ব্যাপার নয় ; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে লক্ষ্মণ যে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছেন, এই হল সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের কথা !

দিষ্ট্যা তস্য মহাবাহো কালস্যেবাভিধাবতঃ।
মুক্তঃ সুররিপোর্বীর প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া॥ ২৯

'মহাবাহু বীর ! কালের ন্যায় আক্রমণকারী ওই দেবদ্রোহী রাক্ষসের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আপনি যে বিজয় প্রাপ্ত করেছেন, তা মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

অভিনন্দাম তে সর্বে সংশ্রুত্যেন্দ্রজিতো বধম্।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মহামায়াধরো যুধি॥ ৩০
বিস্ময়স্ত্বেষ চাস্মাকং তং শ্রুত্বেন্দ্রজিতং হতম্।

'ইন্দ্রজিৎ বধের সংবাদ শুনে আমরা সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, এরজন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওই মহামায়াবী রাক্ষস যুদ্ধে সব প্রাণীদের পক্ষেই অবধ্য ছিলেন। সেই ইন্দ্রজিৎ মারা গেছেন শুনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

এতে চান্যে চ বহবো রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ॥ ৩১
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা বীরা রঘূণাং কুলবর্ধন।

'রঘুকুল বৃদ্ধিকারী শ্রীরাম ! রাবণ এবং আরও বহু ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী বীর রাক্ষসদের আপনি যে বধ করেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা।

দত্ত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্॥ ৩২
দিষ্ট্যা বর্ধসি কাকুৎস্থ জয়েনামিত্রকর্শন।

'বীর ! ককুৎস্থকুলভূষণ ! শত্রুসূদন শ্রীরাম ! জগৎকে এই পরম পুণ্যময় সৌম্য অভয় প্রদান করে জয়লাভ করায় আপনি ধন্যবাদের পাত্র হয়েছে — নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।'

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ৩৩
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।

পবিত্রাত্মা সেই সব মুনিদের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্তঃ কুম্ভকর্ণং রাবণং চ নিশাচরম্॥ ৩৪
অতিক্রম্য মহাবীর্যৌ কিং প্রশংসথ রাবণিম্।

'পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ ! নিশাচর রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ দুজনেই মহাবলপরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁদের দুজনের চাইতেও আপনারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করছেন কেন ?

মহোদরং প্রহস্তং চ বিরূপাক্ষং চ রাক্ষসম্॥ ৩৫
মত্তোন্মত্তৌ চ দুর্ধর্ষৌ দেবান্তকনরান্তকৌ।

অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্॥ ৩৬

'মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত এবং দুর্ধর্ষ বীর দেবান্তক ও নরান্তক— এইসব মহাবীরদের উপেক্ষা করে আপনারা রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতেরই প্রশংসা করছেন কেন ?

অতিকায়ং ত্রিশিরসং ধূম্রাক্ষং চ নিশাচরম্।
অতিক্রম্য মহাবীর্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্॥ ৩৭

'অতিকায়, ত্রিশিরা এবং নিশাচর ধূম্রাক্ষ এই মহা পরাক্রমশালী বীরদের গুরুত্ব না দিয়ে আপনারা শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতেরই প্রশংসা করছেন কেন ?

কীদৃশো বৈ প্রভাবোঽস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ।
কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৮

'তাঁর প্রভাব কেমন ছিল ? তাঁর কীপ্রকার বল ও প্রভাব ছিল ? অথবা কোন কারণে তিনি রাবণের থেকে অধিক বলে প্রমাণিত ?

শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ।
যদি গুহ্যং ন চেদ্ বক্তুং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্॥ ৩৯

'এ বিষয় যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, গোপনীয় না হয়, তাহলে আমি সেটি শুনতে চাই। আপনারা কৃপা করে বলুন, এই হল আমার বিনম্র অনুরোধ। আমি আপনাদের আদেশ করছি না।

শক্রোঽপি বিজিতস্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ।
কথং চ বলবান্ পুত্রো ন পিতা তস্য রাবণঃ॥ ৪০

'এই রাবণপুত্র কীভাবে ইন্দ্রকে জয় করেছেন ? কীভাবে বরপ্রাপ্ত করেছেন ? রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কেমন করে এরূপ মহাবলবান হলেন। আর রাবণ তেমন শক্তিশালী কেন হলেন না ?

কথং পিতুশ্চাপ্যধিকো মহাহবে
শক্রস্য জেতা হি কথং স রাক্ষসঃ।
বরাংশ্চ লব্ধাঃ কথয়স্ব মেঽদ্য
তৎ পৃচ্ছতশ্চাস্য মুনীন্দ্র সর্বম্॥ ৪১

'মুনীশ্বর ! ওই রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ মহাসমরে কীভাবে পিতার থেকে বেশি শক্তিশালী এবং ইন্দ্রকেও জয় করতে সক্ষম হলেন ? কী করে তিনি এত বর লাভ করলেন ? আমি এই সব কিছু জানতে চাই ; তাই বারবার জিজ্ঞাসা করছি। আপনারা আমাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলুন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ (২)

মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক পুলস্ত্যের গুণ এবং তপস্যার বর্ণনা এবং তাঁকে বিশ্রবা মুনির উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের প্রশ্ন শুনে মহাতেজস্বী কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁকে বললেন—

শৃণু রাম তথা বৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ।
জঘান শত্রূন্ যেনাসৌ ন চ বধ্যঃ স শত্রুভিঃ॥ ২

'শ্রীরাম ! ইন্দ্রজিতের মহাবল ও পরাক্রমের কথা জানাচ্ছি, শুনুন, যে কারণে তিনি শত্রুদের মেরে ফেলতেন এবং নিজে কারো হাতে মারা পড়তেন না ; আমি তার বর্ণনা করছি।

তাবৎ তে রাবণস্যেদং কুলং জন্ম চ রাঘব।
বরপ্রদানং চ তথা তস্মৈ দত্তং ব্রবীমি তে॥ ৩

'রঘুনন্দন ! এই বিষয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা করার পূর্বে আমি রাবণের কুল, জন্ম ও বরদান—প্রাপ্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি।

পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ।
পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ॥ ৪

'শ্রীরাম ! প্রাচীনকাল— সত্যযুগের কথা, প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মার এক প্রভাবশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীব্রহ্মার

ন্যায় তেজস্বী ছিলেন।

নানুকীর্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্মতঃ শীলতস্তথা।
প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ॥ ৫

'তাঁর গুণ, ধর্ম এবং শীলের পুরোপুরি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর এই পরিচয়ই পর্যাপ্ত যে তিনি ছিলেন প্রজাপতির পুত্র।

প্রজাপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ।
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্মহামতিঃ॥ ৬

'প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র হওয়ার জন্যই দেবতাগণ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং নিজ উজ্জ্বল গুণাদির জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ।
তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বাপ্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৭

'একবার মুনিবর পুলস্ত্য ধর্মাচরণের জন্য মহাগিরি মেরুর নিকটবর্তী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

তপস্তেপে স ধর্মাত্মা স্বাধ্যায়নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
গত্বাহহশ্রমপদং তস্য বিঘ্নং কুর্বন্তি কন্যকাঃ॥ ৮
ঋষিপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
ক্রীড়ন্ত্যোহপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে॥ ৯

'তাঁর মন সর্বদাই ধর্মে ব্যাপৃত থাকত। তিনি ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রেখে প্রত্যহ বেদের স্বাধ্যায় করতেন এবং তপস্যায় রত থাকতেন। কিন্তু কয়েকজন কন্যা তাঁর আশ্রমে গিয়ে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতেন। ঋষি, নাগ এবং রাজর্ষিদের কন্যাগণ এবং কিছু অপ্সরা—প্রায়ই ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর আশ্রমের দিকে এসে পড়তেন।

সর্বর্তুষূপভোগ্যত্বাদ্ রম্যত্বাৎ কাননস্য চ।
নিত্যশস্তাস্তু তং দেশং গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ॥ ১০

'সেখানকার উপবন সকল ঋতুতেই উপভোগযোগ্য এবং রমণীয় ছিল, তাই এই কন্যাগণ প্রতিদিন সেখানে গিয়ে নানাপ্রকার ক্রীড়া করতেন।

দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ।
গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ॥ ১১
মুনেস্তপস্বিনস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিন্দিতাঃ।

'মহর্ষি পুলস্ত্য যেখানে বাস করতেন, সেই স্থান তো আরোই রমণীয় ছিল, তাই এই সতী-সাধ্বী কন্যাগণ প্রত্যহ সেখানে এসে গান করতেন, বাজনা বাজাতেন ও নৃত্য করতেন। এইভাবে তাঁরা সেই তপস্বী মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতেন।

অথ রুষ্টো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ॥ ১২
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি।

'এর ফলে মহাতেজস্বী পুলস্ত্য একদিন কিছুটা রুষ্ট হয়ে বলেন —'কাল থেকে যে কন্যা এইখানে আমার দৃষ্টিপথে পড়বেন, তিনি অতি অবশ্যই গর্ভধারণ করবেন।

তাস্তু সর্বাঃ প্রতিশ্রুত্য তস্য বাক্যং মহাত্মনঃ॥ ১৩
ব্রহ্মশাপভয়াদ্ ভীতাস্তং দেশং নোপচক্রমুঃ।

'ওই মহাত্মার এই কথা শুনে এই সব কন্যা ব্রহ্মশাপের ভয়ে সেই স্থানে আসা ছেড়ে দিলেন।

তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেস্তনয়া ন শৃণোতি তৎ॥ ১৪
গত্বাহহশ্রমপদং তত্র বিচচার সুনির্ভয়া।

'কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সেই শাপ শুনতে পাননি ; তাই তিনি পরের দিনও অজান্তে সেই আশ্রমে এসে বিচরণ করতে লাগলেন।

ন চাপশ্যচ্চ সা তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্॥ ১৫
তস্মিন্ কালে মহাতেজাঃ প্রাজাপত্যো মহানৃষিঃ।
স্বাধ্যায়মকরোৎ তত্র তপসা ভাবিতঃ স্বয়ম্॥ ১৬

'তিনি সেখানে তাঁর কোনো সখীকে দেখলেন না। সেই সময় প্রজাপতির পুত্র মহাতেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁর তপস্যা থেকে বার হয়ে বেদ অধ্যয়ন করছিলেন।

সা তু বেদশ্রুতিং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বৈ তপসো নিধিম্।
অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা॥ ১৭

'বেদধ্বনি শুনে সেই কন্যা সেইদিকে গিয়ে তপোনিধি শ্রীপুলস্ত্যকে দর্শন করলেন। মহর্ষির দৃষ্টি পড়তেই তাঁর শরীর হলুদবর্ণ হয়ে গেল এবং গর্ভলক্ষণ প্রকটিত হয়ে উঠল।

বভূব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্বা তদ্দোষমাত্মনঃ।
ইদং মে কিংত্বিতি জ্ঞাত্বা পিতুর্গত্বাহহশ্রমে স্থিতা॥ ১৮

'নিজের শরীরের এই অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং 'আমার একী হল ?' এই চিন্তা করতে করতে পিতার আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

তাং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ।
কিং ত্বমেতত্ত্বসদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ॥ ১৯

'নিজ কন্যাকে এমন অবস্থায় দেখে তৃণবিন্দু জিজ্ঞাসা করলেন— 'তোমার শরীরের এমন অবস্থা কী করে হল ? তুমি যেভাবে এই শরীরে পরিবর্তন ঘটিয়েছো, এ তোমার পক্ষে অযোগ্য এবং অনুচিত।'

সা তু কৃত্বাঞ্জলিং দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্।

ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্॥ ২০

বেচারী কন্যা হাত জোড় করে তাঁর পিতা তপোধন মুনিকে বললেন— 'পিতা ! কেন আমার এমন রূপ হল ? আমি এর কারণ বুঝতে পারছি না।

কিং তু পূর্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
পুলস্ত্যস্যাশ্রমং দিব্যমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্॥ ২১

'কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সখীদের অনুসন্ধান করার জন্য পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলাম।

ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্।
রূপস্য তু বিপর্যাসং দৃষ্ট্বা ত্রাসাদিহাগতা॥ ২২

'সেখানে গিয়ে আমি কোনো সখীকেই দেখতে পেলাম না। সেই সময় আমার চেহারা বিপরীত রূপ হয়ে গেল ; তাই দেখে আমি ভীত হয়ে এইখানে চলে এসেছি।'

তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি অপশ্যদৃষিকর্মজম্॥ ২৩

'রাজর্ষি তৃণবিন্দু তপস্যাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে তখনই জানতে পারলেন যে, এসবই মহর্ষি পুলস্ত্যের জন্য হয়েছে।

স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ॥ ২৪

'পবিত্রাত্মা মহর্ষির এই শাপের কথা জেনে তিনি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পুলস্ত্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন—

ভগবংস্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরেব ভূষিতাম্।
ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুদ্যতাম্॥ ২৫

'ভগবন্ ! আমার এই কন্যা নিজগুণেই বিভূষিত। মহর্ষে ! আপনি একে অনিচ্ছায় প্রাপ্ত ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন।

তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে।
শুশ্রূষণপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৬

'আপনি তপস্যায় রত থাকায় হয়তো নিজেকে ক্লান্ত অনুভব করে থাকেন ; এ সদা-সর্বদা কাছে থেকে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবে, এতে কোনো ব্যতিক্রম হবে না।'

তং ব্রুবাণং তু তদ্ বাক্যং রাজর্ষিং ধার্মিকং তদা।
জিঘৃক্ষুরব্রবীৎ কন্যাং বাঢমিত্যেব স দ্বিজঃ॥ ২৭

এমন কথা বলায় ওই ধর্মাত্মাকে দেখে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করার ইচ্ছায় সেই ব্রহ্মর্ষি বললেন—'ঠিক আছে।'

দত্ত্বা তু তনয়াং রাজা স্বমাশ্রমপদং গতঃ।
সাপি তত্রাবসৎ কন্যা তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ॥ ২৮

'তখন সেই মহর্ষি পুলস্ত্যকে তাঁর কন্যাদান করে রাজর্ষি তৃণবিন্দু নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেই কন্যা নিজগুণে তাঁর পতিকে সন্তুষ্ট করে সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

তস্যাস্তু শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২৯

'তাঁর শীল ও সদাচারে সেই মহাতেজস্বী মুনিবর পুলস্ত্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—

পরিতুষ্টোঽস্মি সুশ্রোণি গুণানাং সম্পদা ভৃশম্।
তস্মাদ্ দেবি দদাম্যদ্য পুত্রমাত্মসমং তব॥ ৩০
উভয়োর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিশ্রুতম্।

'সুন্দরি ! আমি তোমার গুণের ঐশ্বর্যে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেবি ! তাই আজ আমি তোমাকে আমার মতো পুত্র প্রদান করছি, যে মাতা ও পিতা উভয় কুলের সম্মানবৃদ্ধি করবে এবং পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হবে।

যস্মাৎ তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম॥ ৩১
তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

'দেবি ! আমি এখানে বেদাধ্যয়ন করছিলাম, তখন তুমি এসে তা বিশেষভাবে শ্রবণ করেছ, তাই তোমার এই পুত্র বিশ্রবা বা বিশ্রবণ নামে পরিচিত হবে, এতে সংশয় নেই।

এবমুক্তা তু সা দেবী প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৩২
অচিরেণৈব কালেনাসূত বিশ্রবসং সুতম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যশোধর্মসমন্বিতম্॥ ৩৩

'প্রসন্নচিত্তে পতি এই কথা বলায় সেই দেবী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কালান্তরে বিশ্রবা নামক পুত্রের জন্ম দেন, যিনি যশ ও ধর্ম সম্পন্ন হয়ে তিন লোকে বিখ্যাত হন।

শ্রুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাচাররতস্তথা।
পিতেব তপসা যুক্তো হ্যভবদ্ বিশ্রবা মুনিঃ॥ ৩৪

'বিশ্রবা মুনি বেদ-বিদ্বান, সমদর্শী, ব্রত-আচার পালনকারী এবং পিতার ন্যায় তেজস্বী হন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ (৩)

বিশ্রবা থেকে বৈশ্রবণের (কুবেরের) উৎপত্তি, তাঁর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি এবং লঙ্কায় নিবাস

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ॥ ১

পুলস্ত্যের পুত্র মুনিবর বিশ্রবা অল্প সময়েই পিতার ন্যায় তপস্যায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

সত্যবান্ শীলবান্ দান্তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
সর্বভোগেষ্বসংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ॥ ২

তিনি সত্যবাদী, শীলবান, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়-পরায়ণ, বাহ্যান্তরে পবিত্র, সমস্ত ভোগে অনাসক্ত এবং সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকতেন।

জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্ বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
দদৌ বিশ্রবসে ভার্যাং স্বসুতাং দেববর্ণিনীম্॥ ৩

বিশ্রবার এই উত্তম আচরণ জেনে মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁর কন্যা—যিনি দেবাঙ্গনার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

প্রতিগৃহ্য তু ধর্মেণ ভরদ্বাজসুতাং তদা।
প্রজান্বেষিকয়া বুদ্ধ্যা শ্রেয়ো হ্যস্য বিচিন্তয়ন্॥ ৪
মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
স তস্যাং বীর্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্॥ ৫
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্।
তস্মিঞ্জাতে তু সংহৃষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ॥ ৬

ধর্মজ্ঞ মুনিবর বিশ্রবা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে ধর্মানুসারে ভরদ্বাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং প্রজা-হিত-চিন্তাকারী বুদ্ধির দ্বারা লোককল্যাণের চিন্তা করে তিনি তাঁর গর্ভে এক অদ্ভুত ও পরাক্রমী পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁর মধ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁর জন্মের ফলে পিতামহ পুলস্ত্য মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি।
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্ধং দেবর্ষিভিস্তদা॥ ৭

তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন —'এই বালকের মধ্যে জগতের কল্যাণ করার প্রবৃত্তি এবং পরে ধনাধ্যক্ষ হওয়ার ক্ষমতা আছে।' তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দে দেবর্ষিদের সঙ্গে তাঁর নামকরণ-সংস্কার করেন।

যস্মাদ্ বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ॥ ৮

'তিনি বলেন— 'বিশ্রবার এই পুত্র যেন বিশ্রবারই সমকক্ষ ; তাই এই পুত্র বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হবে।'

স তু বৈশ্রবণস্তত্র তপোবনগতস্তদা।
অবর্ধতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ॥ ৯

কুমার বৈশ্রবণ আহুতি প্রদানে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সেই তপোবনে বাড়তে লাগলেন এবং মহা তেজসম্পন্ন হয়ে উঠলেন।

তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ।
চরিষ্যে পরমং ধর্মং ধর্মো হি পরমা গতিঃ॥ ১০

আশ্রমে বাস করার জন্য মহাত্মা বৈশ্রবণের মনেও এই চিন্তার জন্ম হয় যে, 'আমি উত্তম ধর্মাচরণ করব ; কারণ ধর্মই হল পরমগতি।'

স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে।
যন্ত্রিতো নিয়মৈরুগ্রৈশ্চকার সুমহত্তপঃ॥ ১১

এই চিন্তা করে তিনি তপস্যার জন্য মহাবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সহস্র বর্ষ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হয়ে ভীষণ তপস্যা করলেন।

পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে তং তং বিধিমকল্পয়ৎ।
জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ॥ ১২
এবং বর্ষসহস্রাণি জগ্মুস্তান্যেকবর্ষবৎ।

তিনি এক-একটি সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলে তপস্যার নব নব বিধি গ্রহণ করতেন। প্রথমে তিনি শুধু জলাহার করতেন। তারপর বায়ু ভক্ষণ করে থাকতেন ; পরে তিনি তা-ও ত্যাগ করেন এবং একেবারে নিরাহারে থাকতেন। এইভাবে তিনি কয়েক সহস্রবর্ষ এক বছরের মতো অতিক্রম করলেন।

অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সেন্দ্রৈঃ সুরগণৈঃ সহ॥ ১৩
গত্বা তস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মেদং বাক্যমব্রবীৎ।

তখন তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহাতেজস্বী শ্রীব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে পদার্পণ করলেন এবং তাঁকে বললেন—

পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস কর্মণানেন সুব্রত॥ ১৪
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বরার্হস্ত্বং মহামতেঃ

'উত্তমব্রত পালনকারী বৎস ! আমি তোমার এই ঘোর তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। মহামতে ! তোমার ভালো হোক। তুমি বর চাও ; কারণ তুমি বর পাবার যোগ্য।'

অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্॥ ১৫
ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং লোকরক্ষণম্।

এই কথা শুনে বৈশ্রবণ তাঁর নিকট দণ্ডায়মান পিতামহকে বললেন— 'ভগবন্ ! আমার চিন্তা হল লোক রক্ষা করার ; সুতরাং আমি লোকপাল হতে চাই।'

অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা॥ ১৬
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধং বাঢ়মিত্যেব হৃষ্টবৎ।

বৈশ্রবণের এই কথায় ব্রহ্মার চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ হল। তিনি সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে বললেন— 'খুব ভালো'।

অহং বৈ লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ॥ ১৭
যমেন্দ্রবরুণানাং চ পদং যৎ তব চেপ্সিতম্।

তারপর তিনি বললেন—'পুত্র ! আমি চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করতে মনস্থ করেছিলাম। যম, ইন্দ্র এবং বরুণের যে পদ প্রাপ্ত, তোমার অভীষ্ট সেইরূপ লোকপাল পদই তুমি প্রাপ্ত হবে।

তদ্ গচ্ছ বত ধর্মজ্ঞ নিধীশত্বমবাপ্নুহি॥ ১৮
শক্রাম্বুপয়মানাং চ চতুর্থস্ত্বং ভবিষ্যসি।

'ধর্মজ্ঞ ! তুমি প্রসন্নতাপূর্বক এই পদ গ্রহণ করো এবং অক্ষয় নিধির স্বামী হয়ে যাও। ইন্দ্র, বরুণ ও যমের সঙ্গে তোমাকে চতুর্থ লোকপাল বলা হবে।

এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্যসন্নিভম্॥ ১৯
প্রতিগৃহ্নীষ্ব যানার্থং ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ।

'এই সূর্যসমান তেজস্বী পুষ্পকবিমান নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করো এবং দেবতাদের সমকক্ষ হয়ে যাও।

স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামঃ সর্ব এব যথাগতম্॥ ২০
কৃতকৃত্যা বয়ং তাত দত্ত্বা তব বরদ্বয়ম্।

'তাত ! তোমার কল্যাণ হোক। আমরা এবার সকলে যেমন এসেছিলাম, তেমনভাবে ফিরে যাব। তোমাকে এই দুটি বর দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতকৃত্য মনে করছি।'

ইত্যুক্ত্বা স গতো ব্রহ্মা স্বস্থানং ত্রিদশৈঃ সহ॥ ২১
গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দেবেষ্বথ নভস্তলম্।
ধনেশঃ পিতরং প্রাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তাত্মবান্॥ ২২
ভগবঁল্লব্ধবানস্মি বরমিষ্টং পিতামহাৎ।

এই কথা বলে শ্রীব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিজ স্থানে গমন করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আকাশপথে গমন করলে, ধনাধ্যক্ষ কুবের—যিনি নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে বশ করেছিলেন পিতাকে হাতজোড় করে বললেন — 'ভগবন্ ! আমি পিতামহ শ্রীব্রহ্মার থেকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করেছি।

নিবাসনং ন মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ॥ ২৩
তং পশ্য ভগবন্ কঞ্চিন্নিবাসং সাধু মে প্রভো।
ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ॥ ২৪

'কিন্তু প্রজাপতিদেব আমার জন্য কোনো নিবাসস্থলের ব্যবস্থা করেননি। অতএব ভগবন্ ! আপনিই আমার থাকার যোগ্য এমন স্থানের সন্ধান দিন, যা সর্বভাবে উপযুক্ত হয়। প্রভো ! সেই স্থান যেন এমন হয়, যেখানে বাস করলে কোনো প্রাণী কষ্ট না পায়।'

এবমুক্তস্তু পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
বচনং প্রাহ ধর্মজ্ঞ শ্রূয়তামিতি সত্তম॥ ২৫
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ।
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা॥ ২৬

পুত্র এই কথা বলায় মুনিবর বিশ্রবা বললেন—'ধর্মজ্ঞ !

রঘুশিরোমণি ! শোনো ! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ত্রিকূট নামক এক পর্বত আছে, যা দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর সমান সম্পদসম্পন্ন, তার শিখরে এক বিশাল পুরী বিদ্যমান।

লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।
রক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥ ২৭

'তার নাম লঙ্কা। বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর সমান এই রমণীয় পুরীর নির্মাণ করেছেন রাক্ষসদের বসবাসের জন্য।

তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে লঙ্কায়াং নাত্র সংশয়ঃ।
হেমপ্রাকারপরিখা যন্ত্রশস্ত্রসমাবৃতা॥ ২৮

'পুত্র ! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি নিঃসন্দেহে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে থাকো। তার চতুর্দিক স্বর্ণনির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

রমণীয়া পুরী সা হি রুক্মবৈদূর্যতোরণা।
রাক্ষসৈঃ সা পরিত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়ার্দিতৈঃ॥ ২৯

'সেই পুরী অত্যন্ত রমণীয়। তার দ্বার স্বর্ণ ও নীলা দ্বারা নির্মিত। পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হয়ে রাক্ষসেরা এই পুরী ত্যাগ করেছিল।

শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ।
শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তস্যা ন বিদ্যতে॥ ৩০

'সেই সব রাক্ষস রসাতলে চলে গেছে, তাই লঙ্কাপুরী শূন্য হয়ে গেছে। এখনও তা শূন্যই, কোনো অধিপতি নেই।

স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।
নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কস্যচিৎ॥ ৩১

'অতএব পুত্র ! তুমি সেখানে বাস করার জন্য সুখে গমন করো। সেখানে বসবাস করতে কোনো অসুবিধা বা অন্তরায় নেই এবং কোনো বাধা-বিঘ্ন আসবে না।'

এতচ্ছ্রুত্বা স ধর্মাত্মা ধর্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ।
নিবাসয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্বতমূর্ধনি॥ ৩২

পিতার এই ধর্মযুক্ত কথা শুনে ধর্মাত্মা বৈশ্রবণ ত্রিকূট পর্বতের শিখরে নির্মিত লঙ্কাপুরীতে নিবাস করতে লাগলেন।

নৈর্ঋতানাং সহস্রৈস্তু হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈঃ সদা।
অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্য শাসনাৎ॥ ৩৩

তিনি নিবাস করায় কিছু দিনের মধ্যেই সেই পুরী সহস্র সহস্র হৃষ্ট পুষ্ট রাক্ষসে ভরে গেল। তাঁর আদেশে রাক্ষসগণ সেখানে এসে আনন্দে বসবাস করতে লাগল।

স তু তত্রাবসৎ প্রীতো ধর্মাত্মা নৈর্ঋতর্ষভঃ।
সমুদ্রপরিখায়াং স লঙ্কায়াং বিশ্রবাত্মজঃ॥ ৩৪

খালরূপী সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই লঙ্কাপুরীতে বিশ্রবার ধর্মাত্মাপুত্র বৈশ্রবণ রাক্ষসদের রাজা হয়ে অতি প্রসন্নতাসহ নিবাস করতে লাগলেন।

কালে কালে তু ধর্মাত্মা পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ।
অভ্যাগচ্ছদ্ বিনীতাত্মা পিতরং মাতরং চ হি॥ ৩৫

ধর্মাত্মা ধনেশ্বর সময়মতো পুষ্পকবিমানে করে তাঁর মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত বিনীত ছিল।

স দেবগন্ধর্বগণৈরভিষ্টুত-
স্তথাপ্সরোনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য ইবাবভাসয়ন্
পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ স বিত্তপঃ॥ ৩৬

দেবতা ও গন্ধর্ব তাঁর স্তুতি করতেন। তাঁর সুন্দর ভবন অপ্সরাদের নৃত্যে সুশোভিত হতো। সেই ধনপতি কুবের একবার স্ব-প্রকাশিত সূর্যের ন্যায় সর্বভাবে জ্যোতি ছড়িয়ে পিতার নিকট গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ (৪)

রাক্ষসবংশের বর্ণনা—হেতি, বিদ্যুৎকেশ ও সুকেশের উৎপত্তি

শ্রুত্বাগস্ত্যেরিতং বাক্যং রামো বিস্ময়মাগতঃ।
কথমাসীৎ তু লঙ্কায়াং সম্ভবো রক্ষসাং পুরা॥ ১

অগস্ত্যমুনির এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, রাক্ষসকুলের উৎপত্তি তো মুনিবর বিশ্রবা থেকেই মনে করা হয়। যদি তাঁরও পূর্বে লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসের অবস্থান ছিল, তবে তাদের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল।

ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহম্।
তমগস্ত্যং মুহুর্দৃষ্ট্বা স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥ ২

আশ্চর্য হয়ে শ্রীরামচন্দ্র মাথা নত করে ত্রিবিধ অগ্নির সমান তেজস্বী শ্রীঅগস্ত্যকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করে মৃদু হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্ পূর্বমপ্যেষা লঙ্কাঽঽসীৎ পিশিতাশিনাম্।
শ্রুত্বেদং ভগবদ্বাক্যং জাতো মে বিস্ময়ঃ পরঃ॥ ৩

'ভগবন্ ! কুবের এবং রাবণের পূর্বেও এই লঙ্কাপুরী মাংসাহারী রাক্ষসদের অধিকারে ছিল, আপনার কাছে এই বিষয় জেনে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছি।

পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্।
ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্তিতস্ত্বয়া॥ ৪

'আমরা তো এই কথাই শুনেছি যে, রাক্ষসদের উৎপত্তি হয়েছে শ্রীপুলস্ত্যের কুল থেকে ; কিন্তু এখন আপনি অন্য কোনো কুল থেকে রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাবের কথা বলছেন।

রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্ বিকটাদপি।
রাবণস্য চ পুত্রেভ্যঃ কিং নু তে বলবত্তরাঃ॥ ৫

'এরা কি আগের রাক্ষস-রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণপুত্রদের থেকেও বেশি বলশালী ছিল ?

ক এষাং পূর্বকো ব্রহ্মন্ কিন্নামা চ বলোৎকটঃ।
অপরাধং চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্॥ ৬

'ব্রহ্মন্ ! তাদের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং সেই ভয়ানক অতি বলশালী পুরুষের নাম কী ? ভগবান বিষ্ণু সেই রাক্ষসদের কোন অপরাধে এবং কীভাবে তাঁদের লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ?

এতদ্ বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ।
কুতূহলমিদং মহ্যং নুদ ভানুর্যথা তমঃ॥ ৭

'নিষ্পাপ মহর্ষে ! আপনি এসব আমাকে বিস্তারিত ভাবে বলুন। এজন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। সূর্যদেব যেমন আঁধার দূর করেন, সেইভাবে আপনি আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্।
অথ বিস্ময়মানস্তমগস্ত্যঃ প্রাহ রাঘবম্॥ ৮

শ্রীরঘুনাথের এই বাণী পদসংস্কার, বাক্যসংস্কার ও অর্থসংস্কার দ্বারা অলংকৃত ছিল। তা শুনে শ্রীঅগস্ত্য এই ভেবে খুবই বিস্মিত হলেন যে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞানের মতো আমার কাছে জানতে চাইছেন। তারপর তিনি শ্রীরামকে বললেন—

প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।
তাসাং গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ॥ ৯

'রঘুনন্দন ! জলে প্রকটিত কমল থেকে উৎপন্ন প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা পূর্বে সমুদ্রগত জল সৃষ্টি করে তার রক্ষার জন্য নানাপ্রকার জলজন্তু উৎপন্ন করেন।

তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দিতাঃ॥ ১০

'সেইসব জন্তু ক্ষুৎ-পিপাসার ভয়ে পীড়িত হয়ে 'এবার আমরা কী করি' এরূপ আলোচনা করতঃ বিনীতভাবে জন্মদাতা শ্রীব্রহ্মার কাছে গেল।

প্রজাপতিস্তু তান্ সর্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদ॥ ১১

'অপরকে সম্মানপ্রদানকারী রঘুবীর ! তাদের আসতে দেখে প্রজাপতি তাদের সম্বোধিত করে হেসে বললেন — 'জল-জন্তুগণ ! তোমরা যত্ন সহকারে এই জলকে রক্ষা করো।'

রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।
ভুক্ষিতাভুক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ॥ ১২

'এই সব জন্তু ক্ষুৎ-পিপাসার্ত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ বলল—'আমরা এই জল রক্ষা করব।' আর অন্যেরা বলল — 'আমরা এর যক্ষণ (পূজা) করব', তখন সেই ভূতেদের সৃষ্টিকারী প্রজাপতি তাঁদের বললেন—

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ॥ ১৩

'তোমাদের মধ্যে যারা রক্ষা করার কথা বলেছ, তারা রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ হও আর যারা যক্ষণ (পূজা) করতে ইচ্ছুক, তারা যক্ষ নামেই বিখ্যাত হবে। (এই ভাবে এই সব জীব, রাক্ষস ও যক্ষ নামে— এই দুই জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল)।

তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসাধিপৌ।
মধুকৈটভসংকাশৌ বভূবতুররিন্দমৌ॥ ১৪

'সেই রাক্ষসদের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভাই ছিলেন, যাঁরা সমস্ত রাক্ষসদের অধিপতি ছিলেন। শত্রুদমন করতে সক্ষম এই দুই বীর মধু ও কৈটভের সমান শক্তিশালী ছিলেন।

প্রহেতির্ধার্মিকস্তত্র তপোবনগতস্তদা।
হেতির্দারক্রিয়ার্থে তু পরং যত্নমথাকরোৎ॥ ১৫

'তাঁদের মধ্যে প্রহেতি ছিলেন ধর্মাত্মা ; সুতরাং তিনি তখনই তপোবনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। আর হেতি নিজের বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

স কালভগিনীং কন্যাং ভয়াং নাম মহাভয়াম্।
উদাবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ॥ ১৬

'তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মবলসম্পন্ন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি নিজেই উদ্যোগ করে কালের কুমারী ভগিনী ভয়ার সঙ্গে বিবাহ করেন। ভয়া ছিলেন অত্যন্ত ভয়ানক।

স তস্যাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্॥ ১৭

'রাক্ষসরাজ হেতি ভয়ার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন করেন ; সেই পুত্র বিদ্যুৎকেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে জন্ম দেওয়ায় হেতিকে পুত্রবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হত।

বিদ্যুৎকেশো হেতিপুত্রঃ স দীপ্তার্কসমপ্রভঃ।
ব্যবর্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্য ইবাম্বুজম্॥ ১৮

'হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হতেন। সেই মহাতেজস্বী বালক জলে কমলের ন্যায় দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।

স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ।
ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্তুং ব্যবসিতঃ পিতা॥ ১৯

'নিশাচর বিদ্যুৎকেশ যখন বড় হয়ে উত্তম যুবক হলেন, তখন তাঁর পিতা রাক্ষসরাজ হেতি পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।

সন্ধ্যাদুহিতরং সোঽথ সন্ধ্যাতুল্যাং প্রভাবতঃ।
বরয়ামাস পুত্রার্থং হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ২০

'রাক্ষসরাজ শিরোমণি হেতি পুত্রের বিবাহের জন্য সন্ধ্যার কন্যা—যাঁর প্রভাব মাতা সন্ধ্যারই সমান ছিল, তাঁকে বরণ করলেন।

অবশ্যমেব দাতব্যা পরস্মৈ সেতি সন্ধ্যয়া।
চিন্তয়িত্বা সুতা দত্তা বিদ্যুৎকেশায় রাঘব॥ ২১

'রঘুনন্দন ! সন্ধ্যা ভাবলেন যে— 'কন্যার বিবাহ কারও সঙ্গে তো দিতেই হবে, তাহলে এর সঙ্গে দেই না কেন ?' এই চিন্তা করে তিনি নিজের কন্যার সঙ্গে বিদ্যুৎ কেশের বিবাহ দিলেন।

সন্ধ্যায়াস্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যুৎকেশো নিশাচরঃ।
রমতে স তয়া সার্ধং পৌলোম্যা মঘবানিব॥ ২২

'সন্ধ্যার কন্যাকে পেয়ে নিশাচর বিদ্যুৎকেশ তাঁর সঙ্গে এমনভাবে বিহার করতে থাকলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমপুত্রী শচীর সঙ্গে বিহার করতেন।

কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম সালকটঙ্কটা।
বিদ্যুৎকেশাদ্ গর্ভমাপ ঘনরাজিরিবার্ণবাৎ॥ ২৩

'শ্রীরাম ! সন্ধ্যার সেই পুত্রীর নাম ছিল সালকটংকটা। কিছু কাল পরে তিনি বিদ্যুৎকেশ হতে তেমন ভাবেই গর্ভ ধারণ করেন, যেমন মেঘমালা সমুদ্র থেকে জল গ্রহণ করে।

ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং ঘনগর্ভসমপ্রভম্।
প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্।
সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যুৎকেশরতার্থিনী॥ ২৪

'তারপর সেই রাক্ষসী মন্দরাচলে গিয়ে বিদ্যুৎসম এক কান্তিমান বালকের জন্ম দেন, যেন গঙ্গা দ্বারা অগ্নিসম বিচ্ছুরিত ভগবান শিবের তেজঃস্বরূপ গর্ভকে (কুমার কার্তিককে) উৎপন্ন করা। সেই নবজাত শিশুকে সেখানে রেখেই সে বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে রতিক্রিয়ার জন্য চলে গেল।

রেমে তু সার্ধং পতিনা বিস্মৃত্য সুতমাত্মজম্।
উৎসৃষ্টস্তু তদা গর্ভো ঘনশব্দসমস্বনঃ॥ ২৫

'নিজের পুত্রকে ভুলে গিয়ে সালকটংকটা পতির সঙ্গে বিহার করতে লাগল। এদিকে তার ছেড়ে আসা সেই নবজাত পুত্র মেঘের মতো গম্ভীর গর্জন করতে লাগল।

তয়োৎসৃষ্টঃ স তু শিশুঃ শরদর্কসমদ্যুতিঃ।
নিধায়াস্যে স্বয়ং মুষ্টিং রুরোদ শনৈস্তদা॥ ২৬

'তার শরীর শরৎকালের সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল। মাতা দ্বারা পরিত্যক্ত সেই শিশু নিজেই তার মুষ্টি মুখে পুরে ধীরে ধীরে কাঁদতে লাগল।

ততো বৃষভমাস্থায় পার্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্॥ ২৭

'সেই সময় ভগবান শংকর পার্বতীর সঙ্গে বৃষভে আরোহণ করে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বালকের কান্নার ধ্বনি শোনেন।

অপশ্যদুময়া সার্ধং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্।
কারুণ্যভাবাৎ পার্বত্যা ভবস্ত্রিপুরসূদনঃ॥ ২৮
তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে মাতুরেব বয়ঃসমম্।

'কান্না শুনে পার্বতী সহ শিব সেই ক্রন্দনরত রাক্ষস কুমারকে দেখলেন। তার সেই নির্মম অবস্থা দেখে মাতা পার্বতীর হৃদয়ে করুণার স্রোত উথলে উঠল এবং তাঁর প্রেরণায় ত্রিপুরসূদন ভগবান শিব সেই রাক্ষস বালককে তার মাতার সমকক্ষ যৌবনে পদার্পণ করিয়ে দিলেন।

অমরং চৈব তং কৃত্বা মহাদেবোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ॥ ২৯
পুরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্বত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া।

'শুধু তাই নয়, পার্বতীকে খুশি করার জন্য অবিনাশী এবং নির্বিকার ভগবান মহাদেব সেই বালককে অমর করে তার থাকার জন্য একটি নগরের সমান আকাশচারী বিমান অর্পণ করলেন।

উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসীনাং নৃপাত্মজ॥ ৩০
সদ্যোপলব্ধির্গর্ভস্য প্রসূতিঃ সদ্য এব চ।
সদ্য এব বয়ঃপ্রাপ্তিং মাতুরেব বয়ঃসমম্॥ ৩১

'রাজকুমার ! পার্বতীও এই বরদান করলেন যে, এখন থেকে রাক্ষসীগণ শীঘ্রই গর্ভধারণ করবে, শীঘ্রই প্রসব করবে এবং তাঁদের জন্ম দেওয়া পুত্র তখনই বড় হয়ে মাতার সমান অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

ততঃ সুকেশো বরদানগর্বিতঃ
শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্শ্বতঃ।
চচার সর্বত্র মহান্ মহামতিঃ
খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা॥ ৩২

'বিদ্যুৎকেশের এই পুত্র সুকেশ নামে প্রসিদ্ধ হয়। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। ভগবান শংকর থেকে বরলাভ করে সে অত্যন্ত গর্বিত হয় এবং পরমেশ্বরের কাছ থেকে অদ্ভুত সম্পত্তি এবং আকাশচারী বিমান প্রাপ্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অবাধ-গতিতে সর্বত্র বিচরণ করতে থাকে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ (৫)

সুকেশের পুত্র মাল্যবান, সুমালী ও মালীর সন্তানদের বর্ণনা

সুকেশং ধার্মিকং দৃষ্ট্বা বরলব্ধং চ রাক্ষসম্।
গ্রামণীর্নাম গন্ধর্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ॥ ১
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী॥ ২
তাং সুকেশায় ধর্মাত্মা দদৌ রক্ষঃশ্রিয়ং যথা।

(শ্রীঅগস্ত্য বললেন— রঘুনন্দন)! তারপর একদিন বিশ্বাবসুর সমান তেজস্বী গ্রামণী নামক গন্ধর্ব রাক্ষস সুকেশকে ধর্মাত্মা এবং বরপ্রাপ্ত বৈভবসম্পন্ন দেখে নিজ কন্যা দেববতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। সেই কন্যা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় দিব্য রূপ, যৌবন সুশোভিত এবং ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মাত্মা গ্রামণী রাক্ষসদের মূর্তিমতী রাজলক্ষ্মীসম দেববতীকে সুকেশের হাতে সমর্পণ করলেন।

বরদানকৃতৈশ্বর্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্॥ ৩
আসীদ্ দেববতী তুষ্টা ধনং প্রাপ্যেব নির্ধনঃ।

বরদানে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন প্রিয়তম পতি লাভ করে দেববতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, যেন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি প্রভূত ধনরাশি লাভ করেছে!

স তয়া সহ সংযুক্তো ররাজ রজনীচরঃ॥ ৪
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তঃ করেণ্বেব মহাগজঃ।

যেমন অঞ্জন নামক দিগ্‌গজ থেকে উৎপন্ন কোনো মহাগজ কোনো হস্তিনীর সঙ্গে শোভা পায়, তেমনই সেই রাক্ষস গন্ধর্ব-কন্যা দেববতীর সঙ্গে শোভায়মান হয়েছিলেন।

ততঃ কালে সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব॥ ৫
ত্রীন্ পুত্রাঞ্জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্।

রঘুনন্দন ! তারপর সময়মতো সুকেশ দেববতীর গর্ভে তিন পুত্রের জন্ম দেন, যাঁরা তিন[১] অগ্নিসম তেজস্বী ছিলেন।

মাল্যবন্তং সুমালিং চ মালিং চ বলিনাং বরম্॥ ৬
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ।

তাঁদের নাম হল— মাল্যবান, সুমালী এবং মালী। মালী ছিলেন শ্রেষ্ঠ বলশালী। এঁরা তিনজনই ছিলেন ত্রিনেত্রধারী মহাদেবের সমান শক্তিশালী। সেই তিনজন রাক্ষসপুত্রদের দেখে রাক্ষসরাজ সুকেশ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রাঃ স্থিতাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ॥ ৭
ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাময়াঃ।

এঁরা ত্রিলোকের ন্যায় সুস্থির, তিন অগ্নির মতো তেজস্বী, তিন মন্ত্রের সমান (শক্তিশালী, অথবা বেদের ন্যায়ত) উগ্র এবং তিন রোগের সমান অত্যন্ত ভয়ংকর ছিলেন।

ত্রয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ॥ ৮
বিবৃদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়োপেক্ষিতা ইব।

সুকেশের এই তিন পুত্র ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। তাঁরা সেখানে এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন, যেমন উপেক্ষাবশত চিকিৎসা না করলে রোগ বৃদ্ধি পায়।

বরপ্রাপ্তিং পিতুস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্যং তপোবলাৎ॥ ৯
তপশ্চর্তুং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।

এঁরা তিনজন যখন জানলেন যে, আমাদের পিতা তপস্যার দ্বারা বরদান ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি করেছেন, তখন তাঁরা তিন ভাই তপস্যা করার জন্য মেরুপর্বতে চলে গেলেন।

প্রগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম॥ ১০
বিচেরুস্তে তপো ঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্।

নৃপশ্রেষ্ঠ ! সেই রাক্ষসেরা ভয়ংকর নিয়মাদি গ্রহণ করে ঘোর তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের সেই তপস্যা সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভীতি প্রদানকারী ছিল।

সত্যার্জবশমোপেতৈস্তপোভির্ভুবি দুর্লভৈঃ॥ ১১
সন্তাপয়ন্তস্ত্রীংল্লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্।

পৃথিবীতে যা দুর্লভ— সেই সত্য, সরলতা, শম-দম ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে তাঁরা তপস্যার দ্বারা দেবতা, অসুর ও মানবজাতি সহ ত্রিলোককে সন্তপ্ত করতে লাগলেন।

ততো বিভুশ্চতুর্বক্ত্রো বিমানবরমাশ্রিতঃ॥ ১২
সুকেশপুত্রানামন্ত্র্য বরদোঽস্মীত্যভাষত।

তখন চর্তুর্মুখ বিশিষ্ট ভগবান ব্রহ্মা একটি শ্রেষ্ঠ বিমানে করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সুকেশের পুত্রদের সম্বোধন করে বললেন— 'আমি তোমাদের বর প্রদান করতে এসেছি'।

ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা সেন্দ্রৈর্দেবগণৈর্বৃতম্॥ ১৩
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে বেপমানা ইব দ্রুমাঃ।

ইন্দ্রাদি দেবতা পরিবৃত হয়ে বরপ্রদায়ক শ্রীব্রহ্মা এসেছেন জেনে তাঁরা সকলে হাত জোড় করে বৃক্ষের ন্যায় কম্পমান হয়ে বললেন—।

তপসাঽঽরাধিতো দেব যদি নো দিশসে বরম্॥ ১৪
অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ।
প্রভবিষ্ণবো ভবামেতি পরস্পরমনুব্রতাঃ॥ ১৫

'দেব ! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় আরাধিত ও সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এমন কৃপা করুন, যাতে আমাদের কেউ পরাস্ত করতে না পারে, আমরা যেন সকল শত্রুদেরই বধ করতে সক্ষম, চিরজীবি এবং প্রভাবশালী হই। সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে যেন প্রেম-প্রীতি বজায় থাকে।'

এবং ভবিষ্যথেত্যুক্ত্বা সুকেশতনয়ান্ বিভুঃ।
স যয়ৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ॥ ১৬

একথা শুনে শ্রীব্রহ্মা বললেন— 'তোমরা তেমনই

---

[১] গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি।

(২) প্রভুশক্তি, উৎসাহ শক্তি এবং মন্ত্র শক্তি—এই তিন শক্তি।

(৩) ঋগ্, সাম, যজু—এই তিন বেদ।

(৪) বাত, পিত্ত ও কফ—এগুলির প্রকোপে উৎপন্ন হওয়া তিন প্রকার রোগ।

হবে।' সুকেশের পুত্রদের এইকথা বলে ব্রাহ্মণবৎসল শ্রীব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

বরং লব্ধ্বা তু তে সর্বে রাম রাত্রিংচরাস্তদা।
সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে বরদানসুনির্ভয়াঃ॥ ১৭

শ্রীরাম ! বরপ্রাপ্ত হয়ে এই নিশাচরগণ সেই বরে অত্যন্ত নির্ভয় হয়ে দেবতা ও অসুরদের অত্যন্ত কষ্ট দিতে আরম্ভ করল।

তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ॥ ১৮

তাদের দ্বারা দেওয়া কষ্টে দেবতা, ঋষিগণ ও চারণগণ নরকে পতিত মানুষের মতো নিজেদের কোনো রক্ষক বা সাহায্যকারী খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অথ তে বিশ্বকর্মাণং শিল্পিনাং বরমব্যয়ম্।
উচুঃ সমেত্য সংহৃষ্টা রাক্ষসা রঘুসত্তম॥ ১৯

রঘুবংশশিরোমণে ! একদিন তাঁরা শিল্প-কর্মের জ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে হর্ষ ও উৎসাহ ভরে এই কথা বললেন—

ওজস্তেজোবলবতাং মহতামাত্মতেজসা।
গৃহকর্তা ভবানেব দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্॥ ২০
অস্মাকমপি তাবৎ ত্বং গৃহং কুরু মহামতে।
হিমবন্তমুপাশ্রিত্য মেরুং মন্দরমেব বা॥ ২১
মহেশ্বরগৃহপ্রখ্যং গৃহং নঃ ক্রিয়তাং মহৎ।

'মহামতে ! যাঁরা ওজঃ, তেজ এবং শক্তিতে অতিশয় বলবান— সেই দেবতাদের জন্য আপনি তাঁদের মনোবাঞ্ছিত ভবনের নির্মাণ করে থাকেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও হিমালয়ে বা মেরুতে অথবা মন্দরাচলে গিয়ে ভগবান শঙ্করের দিব্য ভবনের ন্যায় এক বিশাল নিবাসস্থান তৈরি করে দিন।'

বিশ্বকর্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাভুজঃ॥ ২২
নিবাসং কথয়ামাস শক্রস্যেবামরাবতীম্।

এই কথা শুনে মহাবাহু বিশ্বকর্মা সেই রাক্ষসদের জন্য এমন একটি নিবাসস্থলের ঠিকানা দিলেন যে, যা ইন্দ্রের অমরাবতীকেও লজ্জা প্রদানকারী ছিল।

দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ॥ ২৩
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ।

(তিনি বললেন)—'রাক্ষসপতিগণ ! দক্ষিণে সমুদ্রতটে ত্রিকূট নামক এক পর্বত আছে এবং দ্বিতীয় সুবেল নামে বিখ্যাত শৈল আছে।

শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে॥ ২৪
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নচতুর্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা॥ ২৫
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্মিতা॥ ২৬

'সেই ত্রিকূট পর্বতের মধ্যম শিখর ঘন সবুজ হওয়ার জন্য, যা মেঘের মতো নীল দেখায় এবং যার চতুর্দিক শত কাঁচা তার দিয়ে ঘেরা দেওয়া আছে, তাই সেখানে পক্ষীকুলেরও যাওয়া কঠিন, আমি সেখানে ইন্দ্রের আদেশে লঙ্কা নামক নগরী নির্মাণ করেছি। সেটি ত্রিশ যোজন চওড়া এবং শত যোজন লম্বা। তার চারদিকে স্বর্ণদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্বর্ণদ্বার দ্বারা সুরক্ষিত।

তস্যাং বসত দুর্ধর্ষা যূয়ং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
অমরাবতীং সমাসাদ্য সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ॥ ২৭

দুর্ধর্ষ রাক্ষসশিরোমণিগণ ! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যেমন অমরাবতীপুরীর আশ্রয়ে বাস করেন, তেমনই তোমরাও লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সেখানে বসবাস করো।

লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতাঃ।
ভবিষ্যথ দুরাধর্ষাঃ শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ॥ ২৮

'শত্রুসূদন বীরগণ ! লঙ্কাদুর্গের আশ্রয়ে তোমরা বহু রাক্ষসের সঙ্গে যখন বাস করবে, সেই সময় শত্রুদের পক্ষে তোমাদের জয় করা অত্যন্ত কঠিন হবে।'

বিশ্বকর্মবচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ।
সহস্রানুচরা ভূত্বা গত্বা তামবসন্ পুরীম্॥ ২৯

বিশ্বকর্মার কথা শুনে সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ সহস্র-সহস্র অনুচরদের সঙ্গে সেই পুরীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বৃতাম্।
লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ॥ ৩০

তার পরিখা এবং চারদিক অত্যন্ত মজবুত ছিল। স্বর্ণের শত-শত মহল সেই নগরীর শোভা বৃদ্ধি করছিল। সেই লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সেই নিশাচরেরা অত্যন্ত আনন্দে সেখানে বাস করতে লাগল।

এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামং চ রাঘব।
নর্মদা নাম গন্ধর্বী বভূব রঘুনন্দন॥ ৩১
তস্যাঃ কন্যাত্রয়ং হ্যাসীদ্ হ্রীশ্রীকীর্তিসমদ্যুতি।
জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী॥ ৩২
কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।

রঘুকুলনন্দন ! সেই সময় নর্মদা নামে এক গান্ধর্বী ছিলেন, তাঁর তিনটি কন্যা ছিল, যাঁরা হ্রী, শ্রী এবং কীর্তির[1] মতো শোভাসম্পন্না ছিলেন। যদিও এঁদের মাতা রাক্ষসী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তিনি পছন্দ করে সুকেশের তিন রাক্ষসজাতীয় পুত্রদের সঙ্গে তার কন্যাদের বয়সের ইত্যাদি ক্রম অনুসারে বিবাহ দেন। কন্যারাও অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তাঁদের বদন পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহর ছিল।

ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং তিস্রো গন্ধর্বকন্যকাঃ॥ ৩৩
দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে।

মাতা নর্মদা উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে সেই তিন মহাভাগ্যবতী কন্যাদের সেই তিন রাক্ষসরাজের হাতে সমর্পণ করেন।

কৃতদারাস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা॥ ৩৪
চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ।

শ্রীরাম ! দেবতারা যেমন অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন; তেমনই সুকেশের পুত্রেরা বিবাহের পর নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গে লৌকিক সুখ উপভোগ করতে থাকেন।

ততো মাল্যবতো ভার্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী॥ ৩৫
স তস্যাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ।

তাঁদের মধ্যে মাল্যবানের পত্নীর নাম ছিল সুন্দরী, তিনি তাঁর নামেরই মতো পরম সুন্দরী ছিলেন। মাল্যবান তাঁর গর্ভে যে সন্তানদের জন্ম দেন, তাঁদের কথা বলছি, শুনুন।

বজ্রমুষ্টির্বিরূপাক্ষো দুর্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ॥ ৩৬
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মত্তোন্মত্তৌ তথৈব চ।
অনলা চাভবৎ কন্যা সুন্দর্যাং রাম সুন্দরী॥ ৩৭

বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, রাক্ষস, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত এবং উন্মত্ত— এই সাতটি পুত্র জন্মেছিল। শ্রীরাম ! এছাড়া সুন্দরীর গর্ভে অনলা নামে এক সুন্দরী কন্যাও জন্ম নেন।

সুমালিনোহপি ভার্যাহহসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
নাম্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী॥ ৩৮

সুমালীর পত্নীও অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল কেতুমতী এবং তাঁর মুখ ছিল পূর্ণচন্দ্রের মতো মনোহর, তিনি সুমালীর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিলেন।

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ।
কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্বশঃ॥ ৩৯

মহারাজ ! নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে সন্তানদের জন্ম দেন, ক্রমশঃ তার পরিচয় জানাচ্ছি, শুনুন।

প্রহস্তোহকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্শ্বশ্চ মহাবলঃ॥ ৪০
সংহ্রাদিঃ প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ।
রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব কৈকসী চ শুচিস্মিতাঃ॥ ৪১
কুম্ভীনসী চ ইত্যেতে সুমালেঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪২

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহাবলী সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস এবং রাক্ষস ভাসকর্ণ— এঁরা ছিলেন সুমালী পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী এবং কুম্ভীনসী— এই চারজন হল পবিত্র হাস্যমুখী তাঁর চারটি কন্যা। এঁদের সুমালীর সন্তান বলা হয়।

মালেস্তু বসুদা নাম গন্ধর্বী রূপশালিনী।
ভার্যাসীৎ পদ্মপত্রাক্ষী স্বক্ষী যক্ষীবরোপমা॥ ৪৩

মালীর পত্নী ছিলেন গন্ধর্বকন্যা বসুদা, যিনি তাঁর রূপ-সৌন্দর্যে সুশোভিত ছিলেন। তাঁর চক্ষু প্রফুল্লিত কমলসম বিশাল ও সুন্দর ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ যক্ষ-পত্নীদের মতো সুন্দরী ছিলেন।

সুমালেরনুজস্তস্যাং জনয়ামাস যৎ প্রভো।
অপত্যং কথ্যমানং তু ময়া ত্বং শৃণু রাঘব॥ ৪৪

প্রভো ! রঘুনন্দন ! সুমালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালী বসুদার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করেন, আমি তাঁদের বর্ণনা করছি, আপনি শুনুন।

অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ।
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ॥ ৪৫

অনল, অনিল, হর এবং সম্পাতি— এই চারজন ছিলেন নিশাচর মালীর পুত্র, যিনি সেই সময়ে বিভীষণের মন্ত্রী ছিলেন।

ততস্তু তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো
নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।
সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিনাগযক্ষান্
ববাধিরে তান্ বহুবীর্যদর্পিতাঃ॥ ৪৬

মাল্যবান ইত্যাদি তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ তাঁদের বহু পুত্র এবং অন্যান্য নিশাচরদের সঙ্গে বাহুবলের দম্ভে ইন্দ্রাদি দেবতাদের, ঋষিদের, নাগেদের এবং যক্ষদের

[1] এই তিন দেবীরা ক্রমশঃ লজ্জা, শোভা-সম্পত্তি এবং কীর্তির অধিষ্ঠাত্রী বলে মান্য হতেন।

কষ্ট দিতে লাগলেন।

জগদ্‌ভ্রমন্তোঽনিলবদ্‌ দুরাসদা রণেষু মৃত্যুপ্রতিমানতেজসঃ।
বরপ্রদানাদপি গর্বিতা ভৃশং ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমঙ্করাঃ সদা ॥ ৪৭

তাঁরা বায়ুর মতো সমস্ত জগতে বিচরণ করতেন। যুদ্ধে তাঁদের জয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এঁরা ছিলেন মৃত্যুতুল্য তেজস্বী। বরপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁদের অহংকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল ; তাই এঁরা যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিনাশ করতে অত্যন্ত তৎপর থাকতেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ (৬)

ভগবানের শংকরের পরামর্শে দেবতাদের রাক্ষসদের বধ করার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্বাস লাভ করে ফিরে আসা, রাক্ষসদের দেবতার ওপর আক্রমণ এবং ভগবান বিষ্ণুর তাঁদের সহায়তার জন্য আগমন

**তৈর্বধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
ভয়ার্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্‌॥ ১**

(মহর্ষি অগস্ত্য বলেন—রঘুনন্দন) ! এই রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেবতা এবং তপস্যারত ঋষিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দেবাদিদেব শ্রী মহাদেবের শরণাগত হলেন।

**জগৎসৃষ্ট্যন্তকর্তারমজমব্যক্তরূপিণম্‌ ।
আধারং সর্বলোকানামারাধ্যং পরমং গুরুম্‌॥ ২
তে সমেত্য তু কামারিং ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্‌।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা ভয়গদ্গদভাষিণঃ॥ ৩**

যিনি জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী, অজন্মা, অব্যক্ত-রূপধারী, সমগ্র জগতের আধার, আরাধ্য দেব এবং পরম গুরু, সেই কামনাশক, ত্রিপুরবিনাশক, ত্রিনেত্রধারী ভগবান শিবের কাছে গিয়ে এই সকল দেবতাগণ হাত জোড় করে ভয়ে গদগদভাবে বললেন—

**সুকেশপুত্রৈর্ভগবন্‌ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ।
প্রজাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধনৈঃ॥ ৪**

'ভগবন্‌ ! প্রজানাথ ! শ্রীব্রহ্মার বরে উন্মত্ত হয়ে সুকেশের পুত্র, শত্রুদের ক্লেশদায়ক পথ অবলম্বন করে সমগ্র প্রজাদের অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে।

**শরণ্যান্যশরণ্যানি হ্যাশ্রমাণি কৃতানি নঃ।
স্বর্গাচ্চ দেবান্‌ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ॥ ৫**

'সকলকে আশ্রয়দানের যোগ্য আমাদের যে আশ্রম ছিল, সেই রাক্ষসেরা তা নষ্ট করে দিয়েছে, বসবাসের মতো রাখেনি। দেবতাদের স্বর্গ থেকে উৎখাত করে তারা সেগুলি অধিকার করে নিয়েছে এবং দেবতাদের মতোই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

**অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাড়হম্‌।
অহং যমশ্চ বরুণশ্চন্দ্রোঽহং রবিরপ্যহম্‌॥ ৬
ইতি মালী সুমালী চ মাল্যবাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ।
বাধন্তে সমরোদ্ধর্ষা যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ॥ ৭**

মালী, সুমালী ও মাল্যবান—এই তিনজন রাক্ষস ঘোষণা করেছে যে, 'আমিই বিষ্ণু, আমিই রুদ্র এবং আমিই ব্রহ্মা এবং আমরাই দেবরাজ ইন্দ্র, যমরাজ, বরুণ, চন্দ্র এবং সূর্য'—এইভাবে অহংকারী হয়ে এই রণদুর্জয় নিশাচর এবং তাদের অগ্রগামী সৈনিক আমাদের অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে।

**তন্নো দেব ভয়ার্তানামভয়ং দাতুমর্হসি।
অশিবং বপুরাস্থায় জহি বৈ দেবকণ্টকান্‌॥ ৮**

'দেব ! আমরা তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে আছি, সুতরাং আপনি আমাদের অভয় প্রদান করুন এবং রুদ্র-

রূপ ধারণ করে দেবতাদের কণ্টক ওই রাক্ষসদের সংহার করুন।'

এবমুক্তস্তু সুরৈঃ সর্বৈঃ কপর্দী নীললোহিতঃ।
সুকেশং প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ॥ ৯

সমস্ত দেবতা একথা বলায় নীল ও লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট জটাজুটধারী ভগবান শংকর সুকেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবশতঃ তাঁদের একথা বললেন—

অহং তান্ ন হনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তেঽসুরাঃ।
কিং তু মন্ত্রং প্রদাস্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি॥ ১০

'দেবগণ ! আমি সুকেশের জীবনরক্ষা করেছি। এরা অসুর সুকেশেরই পুত্র ; তাই এরা আমার বধযোগ্য নয় ; তাই আমি এদের বধ করতে পারব না ; কিন্তু আমি তোমাদের এমন একজন পুরুষের কাছে যাবার পরামর্শ দেব, যিনি অবশ্যই এই নিশাচরদের বধ করবেন।

এবমেব সমুদ্যোগং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ॥ ১১

'দেবগণ ও মহর্ষিগণ ! তোমরা সেইমতো প্রস্তুত হয়ে এখনই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হও। এই প্রভু অবশ্যই এদের বিনাশ করবেন।'

ততস্তু জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরম্।
বিষ্ণোঃ সমীপমাজগ্মুর্নিশাচরভয়ার্দিতাঃ॥ ১২

একথা শুনে সমস্ত দেবতা শ্রীমহেশ্বরের জয়ঘোষ করে অভিনন্দন জানিয়ে সেই নিশাচরের ভয়ে পীড়িত হয়ে শ্রীবিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হলেন।

শঙ্খচক্রধরং দেবং প্রণম্য বহুমান্য চ।
ঊচুঃ সম্ভ্রান্তবদ্ বাক্যং সুকেশতনয়ান্ প্রতি॥ ১৩

শঙ্খ, চক্র ধারণকারী নারায়ণদেবকে প্রণাম করে দেবতারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান জানালেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সুকেশের পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁকে জানালেন—

সুকেশতনয়ৈর্দেব ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসন্নিভৈঃ।
আক্রম্য বরদানেন স্থানান্যপহৃতানি নঃ॥ ১৪

'দেব ! সুকেশের তিন পুত্র ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তাঁরা বরপ্রাপ্তিতে বলীয়ান হয়ে আক্রমণ করে আমাদের স্থান থেকে বিতাড়িত করেছে।

লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা।
তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্বান্ নঃ ক্ষণদাচরাঃ॥ ১৫

'ত্রিকূট পর্বতের শিখরে যে লঙ্কা নামক দুর্গম নগরী আছে, সেখানে বাস করে এই নিশাচরগণ আমাদের সকল দেবতাদের কষ্ট দিচ্ছে।

স ত্বমস্মদ্ধিতার্থায় জহি তান্ মধুসূদন।
শরণং ত্বাং বয়ং প্রাপ্তা গতির্ভব সুরেশ্বর॥ ১৬

'মধুসূদন ! আপনি আমাদের হিতের জন্য ওই অসুরদের বধ করুন। দেবেশ্বর ! আমরা আপনার শরণাগত ; আপনি আমাদের আশ্রয়দান করুন।

চক্রকৃত্তাস্যকমলান্ নিবেদয় যমায় বৈ।
ভয়েষ্বভয়দোঽস্মাকং নান্যোঽস্তি ভবতা বিনা॥ ১৭

'আপনি চক্রের দ্বারা তাদের কমলোপম মস্তক কেটে যমরাজকে উপহার দিন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই, যিনি আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারেন।

রাক্ষসান্ সমরে হৃষ্টান্ সানুবন্ধান্ মদোদ্ধতান্।
নুদ ত্বং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ১৮

'দেব ! এই রাক্ষসেরা মদে মত্ত হয়ে আছে। আমাদের কষ্ট প্রদান করে হর্ষে উন্মত্ত হয়ে আনন্দ করছে ; সুতরাং আপনি সমরাঙ্গনে আত্মীয়-বন্ধুসহ তাদের বধ করে, সূর্যদেব যেমন কুয়াশা দূর করে থাকেন, তেমনই আমাদের এই ভীতি দূর করে দিন।'

ইত্যেবং দৈবতৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ।
অভয়ং ভয়দোঽরীণাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ॥ ১৯

দেবতারা এই কথা বলায় শত্রুদের ভয়প্রদানকারী দেবাদিদেব জনার্দন তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন—

সুকেশং রাক্ষসং জানে ঈশানবরদর্পিতম্।
তাংশ্চাস্য তনয়াঞ্জানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্॥ ২০
তানহং সমতিক্রান্তমর্যাদান্ রাক্ষসাধমান্।
নিহনিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ সুরা ভবত বিজ্বরাঃ॥ ২১

'দেবগণ ! আমি সুকেশ নামক রাক্ষসকে জানি। সে ভগবান শংকরের বরে অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তার সেই পুত্রদেরও জানি। এদের মধ্যে মাল্যবান সব থেকে জ্যেষ্ঠ। এই নীচ রাক্ষসেরা ধর্মের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করছে। সুতরাং আমি ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বিনাশ করব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।'

ইত্যুক্তাস্তে সুরাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
যথাবাসং যযুর্হৃষ্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দনম্॥ ২২

সবকিছু করতে সক্ষম ভগবান বিষ্ণু এইভাবে আশ্বাস দেওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। তাঁরা

জনার্দনের ভূয়সী প্রশংসা করে নিজ-নিজ স্থানে চলে গেলেন।

বিবুধানাং সমুদ্যোগং মাল্যবাংস্তু নিশাচরঃ।
শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ বীরাবিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩

দেবতাদের উদ্যোগের এই সংবাদ শুনে নিশাচর মাল্যবান তাঁর দুই বীর ভ্রাতাকে এই কথা বললেন—

অমরা ঋষয়শ্চৈব সংগম্য কিল শঙ্করম্।
অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদং বচনমব্রুবন্॥ ২৪

'শোনা যাচ্ছে যে দেবতা ও ঋষিগণ একত্র হয়ে আমাদের বধ করতে চাইছেন। তার জন্য তাঁরা ভগবান শংকরের কাছে গিয়ে একথা বলেছেন।

সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোদ্ধতাঃ।
বাধন্তেঽস্মান্ সমুদ্দৃপ্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে॥ ২৫

'দেব ! সুকেশের পুত্র আপনার বরপ্রাপ্তির বলে উদ্দণ্ড এবং অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এই ভয়ংকর রাক্ষস পদে পদে আমাদের কষ্ট দিচ্ছে।

রাক্ষসৈরভিভূতাঃ স্মো ন শক্তাঃ স্ম প্রজাপতে।
স্বেষু সদ্মসু সংস্থাতুং ভয়াৎ তেষাং দুরাত্মনাম্॥ ২৬

'প্রজানাথ ! রাক্ষসদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আমরা তাদের ভয়ে নিজ গৃহেও শান্তিতে থাকতে পারছি না।

তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংশ্চ ত্রিলোচন।
রাক্ষসান্ হুংকৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর॥ ২৭

'ত্রিলোচন ! আপনি আমাদের হিতের জন্য ওইসব অসুরদের বধ করুন। দাহকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব ! আপনি নিজ হুংকারেই রাক্ষসদের জ্বালিয়ে ভস্ম করুন।

ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যান্ধকসূদনঃ।
শিরঃ করং চ ধুন্বান ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৮

'দেবতারা একথা বলায় অন্ধকশত্রু ভগবান শিব অস্বীকৃত হয়ে মস্তক ও হস্তের দ্বারা ঈশারায় বলেছেন—

অবধ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে।
মন্ত্রং তু বঃ প্রদাস্যামি যস্তান্ বৈ নিহনিষ্যতি॥ ২৯

'দেবতাগণ ! সুকেশের পুত্র রণভূমিতে আমার হাতে মারা যাবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আমি তোমাদের এমন পুরুষের কাছে যাবার পরামর্শ দেব, যিনি অবশ্যই এদের সবাইকে বধ করে ফেলবেন।

যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দনঃ।
হরির্নারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং তং প্রপদ্যাথ॥ ৩০

'যাঁর হাতে গদা-চক্র সুশোভিত, যিনি পীতাম্বর ধারণ করেন, যাঁকে জনার্দন ও হরি বলা হয় এবং যিনি শ্রীমান নারায়ণ নামে বিখ্যাত, তোমরা সকলে সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করো।'

হরাদবাপ্য তে মন্ত্রং কামারিমভিবাদ্য চ।
নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্বং ন্যবেদয়ন্॥ ৩১

'ভগবান শংকরের কাছে এই পরামর্শ লাভ করে কামদাহক শ্রীমহাদেবকে প্রণাম করে দেবতাগণ শ্রীনারায়ণের ধামে গিয়ে সব কথা তাঁকে জানালেন।

ততো নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত নির্ভয়াঃ॥ ৩২

নারায়ণদেব তখন ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের বললেন —'দেবগণ ! আমি এই দেবদ্রোহীদের বিনাশ করব। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে থাকো।'

দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ।
প্রতিজ্ঞাতো বধোঽস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্ষমম্॥ ৩৩

'রাক্ষসশিরোমণিগণ ! এইভাবে ভীত সন্ত্রস্ত দেবতাদের সামনে শ্রীহরি আমাদের বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন ; সুতরাং এখন আমাদের যা কর্তব্য, তা ভেবে-চিন্তে স্থির করা উচিত।

হিরণ্যকশিপোর্মৃত্যুরন্যেষাং চ সুরদ্বিষাম্।
নমুচিঃ কালনেমিশ্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ॥ ৩৪
রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোঽথ ধার্মিকঃ।
যমলার্জুনৌ চ হার্দিক্যঃ শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভকঃ॥ ৩৫
অসুরা দানবাশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
সর্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তেঽপরাজিতাঃ॥ ৩৬

'হিরণ্যকশিপুর এবং অন্য দেবদ্রোহী দৈত্যদের মৃত্যু এই বিষ্ণুদেবতার হাতেই হয়েছে। নমুচি, কালনেমি, বীরশিরোমণি, সংহ্রাদ, মায়াবী রাধেয়, ধর্মনিষ্ঠ লোকপাল, যমলার্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি মহাবলী শক্তিশালী সমস্ত অসুর এবং দানব রণভূমিতে ভগবানের সম্মুখ সমরে পরাজিত হননি, এমন কথা শোনা যায় না।

সর্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্বে মায়াবিদস্তথা।
সর্বে সর্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্বে শত্রুভয়ঙ্করাঃ॥ ৩৭

'এই সব অসুরগণ নানা যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই মায়া জানতেন। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র কুশল এবং

শত্রুদের জন্য ভয়ংকর ছিলেন।

নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা তু সর্বেষাং ক্ষমং কর্তুমিহার্হথ।
দুঃখং নারায়ণং জেতুং যো নো হন্তুমিহেচ্ছতি॥ ৩৮

'এরূপ শত-সহস্র অসুরদের শ্রীনারায়ণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। এই কথা জেনে আমাদের যা করা উচিত, তাই স্থির করা কর্তব্য। যে নারায়ণদেব আমাদের বধ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।'

ততঃ সুমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ।
ঊচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্॥ ৩৯

মাল্যবানের এই কথা শুনে সুমালী এবং মালী তাঁদের বড় ভাইকে এইভাবে বললেন, যেন দুই অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

স্বধীতং দত্তমিষ্টং চ ঐশ্বর্যং পরিপালিতম্।
আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং সুধর্মঃ স্থাপিতঃ পথি॥ ৪০

তাঁরা বললেন—'রাক্ষসরাজ ! আমরা স্বাধ্যায়, দান এবং যজ্ঞ করেছি। ঐশ্বর্য রক্ষা এবং তা উপভোগও করেছি। আমরা রোগ-ব্যাধি বর্জিত আয়ুলাভ করেছি এবং কর্তব্য-পথে উত্তম-ধর্ম স্থাপন করেছি।

দেবসাগরমক্ষোভ্যং শস্ত্রৈঃ সমবগাহ্য চ।
জিত্বা দ্বিষো হ্যপ্রতিমাস্তন্নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্॥ ৪১

'শুধু তাই নয়, শাস্ত্র বলে আমরা দেবসেনারূপ অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করে এমন সব শত্রুদের ওপর জয় লাভ করেছি, যারা বীরত্বে ছিল অপ্রতিহত ; সুতরাং মৃত্যুতে আমাদের কোনো ভয় নেই।

নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি যমস্তথা।
অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্বে বিভ্যতি সর্বদা॥ ৪২

'নারায়ণ, রুদ্র, চন্দ্র এবং যমরাজ— যেই হোন না কেন, সকলেই আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াতে সর্বদা ভয় পান।

বিষ্ণোর্দ্বেষস্য নাস্ত্যেব কারণং রাক্ষসেশ্বর।
দেবানামেব দোষেণ বিষ্ণোঃ প্রচলিতং মনঃ॥ ৪৩

'রাক্ষসেশ্বর ! বিষ্ণুর মনে আমাদের প্রতি দ্বেষের কোনো কারণ তো নেই। (কারণ আমরা তাঁর প্রতি কোনো অন্যায় করিনি) দেবতাদের প্ররোচনায় তাঁর মন আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

তস্মাদদ্যৈব সহিতাঃ সর্বেঽন্যোন্যসমাবৃতাঃ।
দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দোষঃ সমুত্থিতঃ॥ ৪৪

'সুতরাং আমরা সকলে একত্রে একে অপরকে রক্ষা করে একসঙ্গে চলব। আজই আমরা দেবতাদের বধ করার চেষ্টা করি। চলো, এঁদের জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

এবং সম্মন্ত্র্য বলিনঃ সর্বসৈন্যসমাবৃতাঃ।
উদ্যোগং ঘোষয়িত্বা তু সর্বে নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ॥ ৪৫
যুদ্ধায় নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জম্ভবৃত্রাদয়ো যথা।

এরূপ স্থির করে সেই সকল মহাবলী রাক্ষসপতিগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং সমস্ত সেনা সঙ্গে করে জম্ভ এবং বৃত্র ইত্যাদির ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এলেন।

ইতি তে রাম সম্মন্ত্র্য সর্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ॥ ৪৬
যুদ্ধায় নির্যযুঃ সর্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।

শ্রীরাম ! পূর্বোক্ত মন্ত্রণা করে সেই সমস্ত মহাবলী বিশালকায় রাক্ষসেরা সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং যুদ্ধের জন্য নির্গত হলেন।

স্যন্দনৈর্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ করিসন্নিভৈঃ॥ ৪৭
খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভুজঙ্গমৈঃ।
মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ॥ ৪৮
সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতাঃ সর্বে রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ॥ ৪৯
প্রযাতা দেবলোকায় যোদ্ধুং দৈবতশত্রবঃ।

নিজেদের শক্তির অহংকারী এই সমগ্র দেবদ্রোহী রাক্ষস রথ, হাতি, হাতির সমান ঘোড়া, গাধা, বলদ, উট, শিশুমার, সর্প, মগর, কচ্ছপ, মৎস্য, গরুড়ের ন্যায় পক্ষী, সিংহ, বাঘ, শূকর, মৃগ এবং নীলগাই ইত্যাদি বাহনে করে লঙ্কা থেকে যুদ্ধের জন্য দেবলোকের দিকে রওনা হলেন।

লঙ্কাবিপর্যয়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্যথ॥ ৫০
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ।

লঙ্কানিবাসী যেসব প্রাণী অথবা গ্রামদেবতাগণ ছিলেন, তাঁরা লঙ্কার আসন্ন ধ্বংস কল্পনা করে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেন।

রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৫১
প্রযাতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ।
রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ॥ ৫২

উত্তম রথে আরোহণ করে শত শত, হাজার হাজার

রাক্ষস অতি শীঘ্র দেবলোকের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সেই নগরের দেবতারা রাক্ষসদের মধ্যপথে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ভৌমাশ্চৈবান্তরিক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ।
উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুত্থিতাঃ॥ ৫৩

সেই সময় কালের প্রেরণায় পৃথিবী এবং আকাশে নানাপ্রকার ভয়ংকর উৎপাত দেখা গেল, যাতে রাক্ষসদের আসন্ন বিনাশের সূচনা হতে লাগল।

অস্থীনি মেঘা ববৃষুরুষ্ণং শোণিতমেব চ।
বেলাং সমুদ্রাশ্চোৎক্রান্তাশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ॥ ৫৪

মেঘ থেকে উষ্ণ রক্ত এবং অস্থিবর্ষণ হতে থাকল, সমুদ্র তার সীমা লঙ্ঘন করে বেড়ে চলল, পর্বত নড়ে উঠল।

অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমস্বনাঃ।
বাশ্যন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ॥ ৫৫

মেঘের ন্যায় বিকট ধ্বনিকারী প্রাণী অট্টহাস করতে লাগল এবং ভয়ংকর আকারের শকুন ইত্যাদি পক্ষীগণ ভীষণ আওয়াজ করে চিৎকার করতে লাগল।

সম্পতন্ত্যথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্।
গৃধ্রচক্রং মহচ্চাত্র প্রজ্বালোদ্গারিভির্মুখৈঃ॥ ৫৬
রক্ষোগণস্যোপরিষ্টাৎ পরিভ্রমতি কালবৎ।

পৃথিবী ইত্যাদি সব কিছু পতনোন্মুখ হয়ে বিলীন হতে থাকল। গৃধ্রর বিশাল মুখ থেকে আগুনের শিখা বার হয়ে রাক্ষসদের ওপর কালের ন্যায় দাপাতে থাকল।

কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিদ্রুতা যযুঃ॥ ৫৭
কাকা বাশ্যন্তি তত্রৈব বিড়ালা বৈ দ্বিপাদয়ঃ।

কপোত, তোতা, ময়না ইত্যাদি পক্ষীকূল লঙ্কা ত্যাগ করে পালাতে লাগল। কাক সেখানেই কর্কশ স্বরে ডাকতে থাকল। বিড়াল, হাতি ইত্যাদি পশু সেখানেই আর্তনাদ করতে লাগল।

উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ॥ ৫৮
যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ।

রাক্ষসেরা তাদের শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে ছিল। তারা কালের পাশে বদ্ধ হয়ে ছিল। তাই তারা ওইসব উৎপাত অবহেলা করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে চলল, ফিরে তাকাল না।

মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ মালী চ সুমহাবলঃ॥ ৫৯
পুরস্সরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ।

মাল্যবান, সুমালী এবং মহা বলশালী মালী— এই তিনজন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেহ নিয়ে সমস্ত রাক্ষসদের আগে আগে চলতে লাগলেন।

মাল্যবন্তং তু তে সর্বে মাল্যবন্তমিবাচলম্॥ ৬০
নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেবতাঃ।

দেবতারা যেমন শ্রীব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ওইসব নিশাচরগণ তেমনই মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অবিচল মাল্যবানেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তদ্ বলং রাক্ষসেন্দ্রাণাং মহাভ্রঘননাদিতম্॥ ৬১
জয়েপ্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্।

রাক্ষসদের সেই সেনাদল মহামেঘগর্জনের ন্যায় কোলাহল করে বিজয়লাভের আশায় দেবলোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেই সময় তারা সেনাপতি মালীর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তং তু নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৬২
দেবদূতাদুপশ্রুত্বা চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ।

দেবতাদের দূত মুখে রাক্ষসদের যুদ্ধবিষয়ক প্রস্তুতির কথা শুনে ভগবান নারায়ণও যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

স সজ্জায়ুধতূণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ॥ ৬৩
আসাদ্য কবচং দিব্যং সহস্রার্কসমদ্যুতি।

তিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্ত কবচ ধারণ করে বাণপূর্ণ তূণ নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করলেন।

আবধ্য শরসম্পূর্ণে ইষুধী বিমলে তদা॥ ৬৪
শ্রোণিসূত্রং চ খড়্গং চ বিমলং কমলেক্ষণঃ।

এতদ্ব্যতীত তিনি সায়কপূর্ণ দুটি তূণীর বেঁধে রেখেছিলেন। সেই কমলনয়ন শ্রীহরি নিজ কোমরের পটিতে ধারালো তলবারও নিয়েছিলেন।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাংশ্চৈব বরায়ুধান্॥ ৬৫
সুপর্ণং গিরিসংকাশং বৈনতেয়মথাস্থিতঃ।
রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তূর্ণতরং প্রভুঃ॥ ৬৬

এইভাবে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ-ধনুক ও খড়্গাদি উত্তম অস্ত্র ধারণ করে সুন্দর ডানাবিশিষ্ট পর্বতাকার গরুড়ে আরোহণ করে সেই প্রভু রাক্ষসদের সংহারের জন্য দ্রুত রওনা হলেন।

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ।

কাঞ্চনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িত্তোয়দো যথা॥ ৬৭

গরুড়ে আসীন সেই পীতাম্বরধারী শ্যামসুন্দর শ্রীহরি স্বর্ণময় মেরুপর্বতের শিখরে বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত মেঘের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

সিদ্ধদেবর্ষিমহোরগৈশ্চ
গন্ধর্বযক্ষৈরুপগীয়মানঃ ।
সমাসসাদাসুরসৈন্যশত্রু-
শ্চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশঙ্খপাণিঃ ॥ ৬৮

সেই সময় সিদ্ধ, দেবর্ষি, বিশাল নাগেরা, গন্ধর্ব ও যক্ষ তাঁর গুণগান করছিলেন। অসুর সেনার শত্রু সেই শ্রীহরি তখন হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়গ ও শার্ঙ্গ ধনুক নিয়ে সহসা সেথায় এসে পৌঁছলেন।

সুপর্ণপক্ষানিলনুন্নপক্ষং
ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্।
চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং
চলোপলং নীলমিবাচলাগ্রম্ ॥ ৬৯

গরুড়ের ডানার তীব্র হাওয়ার ঝটকায় সেই সেনা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সৈনিকদের রথের পতাকা উড়তে থাকে এবং সবার হাতের অস্ত্র পড়ে যায়। রাক্ষসরাজ মাল্যবানের সমগ্র সেনা কাঁপতে থাকে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন পর্বতের নীল শিখর থেকে শিলাগুলি নিজে নিজেই পড়ে যাচ্ছে।

ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরূষিতৈ-
র্যুগান্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ ।
নিশাচরাঃ সম্পরিবার্য মাধবং
বরায়ুধৈর্নির্বিভিদুঃ সহস্রশঃ ॥ ৭০

রাক্ষসদের উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র তীক্ষ্ণ, রক্ত-মাংসে লিপ্ত ও প্রলয়কালীন অগ্নিসম দীপ্তিমান ছিল। সেই সহস্র সহস্র নিশাচর ভগবান লক্ষ্মীপতিকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে তাঁকে আঘাত করতে আরম্ভ করল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ (৭)

ভগবান বিষ্ণু দ্বারা রাক্ষসদের সংহার ও পলায়ন

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জন্তো রাক্ষসাম্বুদাঃ ।
অর্দয়ন্তোঽস্ত্রবর্ষেণ বর্ষেণেবাদ্রিমম্বুদাঃ ॥ ১

(প্রভু অগস্ত্য বললেন—রঘুনন্দন) ! যেমন মেঘ জল বর্ষণ দ্বারা কোনো পর্বতকে প্লাবিত করে, তেমনই গর্জন করতে করতে সেই রাক্ষসরূপ মেঘ অস্ত্ররূপ জলবর্ষণ দ্বারা নারায়ণরূপী পর্বতকে পীড়িত করতে লাগল।

শ্যামাবদাতস্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নক্তংচরোত্তমৈঃ ।
বৃতোঽঞ্জনগিরীবায়ং বর্ষমাণৈঃ পয়োধরৈঃ ॥ ২

ভগবান বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে সুশোভিত ছিল এবং অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে গিয়ে তিনি নীল বর্ণের শ্রেষ্ঠ নিশাচররূপে প্রতিভাত হচ্ছিলেন ; সেইজন্য মনে হচ্ছিল যেন অঞ্জনগিরিকে চারদিকে পরিবেষ্টন করে মেঘ তার ওপর জলধারা বর্ষণ করছে।

শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পাবকম্।
যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্॥ ৩
তথা রক্ষোধনুর্মুক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ।
হরিং বিশন্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্যয়ে॥ ৪

পঙ্গপাল যেমন ধানের খেতে, পতঙ্গদল আগুনে, মক্ষিকুল যেমন মধুপূর্ণ ঘড়াতে এবং কুমীর ইত্যাদি সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই রাক্ষসদের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বজ্র, বায়ু ও মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন বাণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করে সেইভাবে লীন হয়ে যাচ্ছিল, যেমন প্রলয়কালে সমস্ত লোক তাঁতেই প্রবিষ্ট হয়।

স্যন্দনৈঃ স্যন্দনগতা গজৈশ্চ গজমূর্ধগাঃ।
অশ্বারোহাস্তথাশ্বৈশ্চ পাদাতাশ্চাম্বরে স্থিতাঃ॥ ৫

রথে আসীন যোদ্ধা রথসহ, হাতিতে উপবিষ্ট যোদ্ধা হাতিসহ, ঘোড় সওয়ার ঘোড়াসহ এবং পদাতিকেরা পায়ে হেঁটেই আকাশে দণ্ডায়মান ছিল।

রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্॥ ৬

সেই রাক্ষসরাজের পর্বত সমান বিশাল দেহ ছিল। তিনি সর্বদিক থেকে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর এবং বাণবর্ষণ করে ভগবান বিষ্ণুর নিঃশ্বাস গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যেমনভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা ব্রাহ্মণেরা নিঃশ্বাস বন্ধ রাখেন, ঠিক তেমনভাবে।

নিশাচরৈস্তাড্যমানো মীনৈরিব মহোদধিঃ।
শার্ঙ্গমায়ম্য দুর্ধর্ষো রাক্ষসেভ্যোঽসৃজচ্ছরান্॥ ৭

মৎস্য যেমন মহাসাগরে প্রহার করে, সেই নিশাচরগণও তেমনভাবে নিজের অস্ত্রের দ্বারা শ্রীহরির দেহে আঘাত করছিলেন। তখন দুর্জয় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর শার্ঙ্গ-ধনুক দ্বারা রাক্ষসদের ওপর বাণ বর্ষাতে আরম্ভ করলেন।

শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বজ্রকল্পৈর্মনোজবৈঃ।
চিচ্ছেদ বিষ্ণুর্নিশিতৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৮

ধনুককে পূর্ণভাবে টেনে এই বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তাই এই বাণগুলি ছিল বজ্রের মতো অসহ্য ও মনের ন্যায় বেগবান। সেই দুঃসহ বাণরাশি দিয়ে ভগবান বিষ্ণু শত-সহস্র নিশাচরকে টুকরো-টুকরো করে দেন।

বিদ্রাব্য শরবর্ষেণ বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতম্।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ॥ ৯

হাওয়া যেমন ধেয়ে আসা মেঘ ও বৃষ্টিকে উড়িয়ে দেয়, তেমনই বাণবর্ষার দ্বারা রাক্ষসদের জয় করে পুরুষোত্তম শ্রীহরি তাঁর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ দ্বারা তুমুল ধ্বনি করলেন।

সোঽম্বুজো হরিণা ধ্মাতঃ সর্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্।
ররাস ভীমনির্হ্রাদস্ত্রৈলোক্যং ব্যথয়ন্নিব॥ ১০

সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি দিয়ে শ্রীহরির বাজানো সেই জল-জনিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভয়ংকর আওয়াজ তিন লোক ব্যথিত করে বেজে উঠল।

শঙ্খরাজরবঃ সোঽথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্।
মৃগরাজ ইবারণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্॥ ১১

যেমন বনে দাপিয়ে বেড়ানো সিংহ মত্ত হাতিদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, তেমনই ওই শঙ্খধ্বনি সমস্ত রাক্ষসদের ভয়ে ত্রস্ত করে দিয়েছিল।

ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ কুঞ্জরাঽভবন্।
স্যন্দনেভ্যশ্চ্যুতা বীরাঃ শঙ্খরাবিতদুর্বলাঃ॥ ১২

সেই শঙ্খধ্বনি শুনে শক্তি ও সাহস হারিয়ে ঘোড়াগুলি আর রণভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, হাতিদের ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেল আর বীর সৈনিকেরা রথের থেকে নীচে পড়ে গেল।

শার্ঙ্গচাপবিনির্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ।
বিদার্য তানি রক্ষাংসি সুপুঙ্খা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্॥ ১৩

সুন্দর পাখাবিশিষ্ট ঐ বাণগুলির মুখ ছিল বজ্রসম কঠিন। সেগুলি শার্ঙ্গ-ধনুক থেকে নির্গত হয়ে রাক্ষসদের বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে ঢুকে যাচ্ছিল।

ভিদ্যমানাঃ শরৈঃ সংখ্যে নারায়ণকরচ্যুতৈঃ।
নিপেতূ রাক্ষসা ভূমৌ শৈলা বজ্রহতা ইব॥ ১৪

যুদ্ধভূমিতে ভগবান বিষ্ণুর নিক্ষিপ্ত বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া নিশাচর বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হতে লাগল।

ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি।
অসৃক্ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণধারা ইবাচলাঃ॥ ১৫

শ্রীহরির চক্রাঘাতে শত্রুদের শরীর থেকে এমনভাবে রক্তধারা বইছিল, যেন পর্বত থেকে জলের ঝর্ণা বইছে।

শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবস্তথা।
রাক্ষসানাং রবাংশ্চাপি গ্রসতে বৈষ্ণবো রবঃ॥ ১৬

শঙ্খরাজের ধ্বনি, শার্ঙ্গ-ধনুকের টংকার এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর গর্জন—এই সব তুমুল নাদে রাক্ষসদের কোলাহল দমিত হয়ে গিয়েছিল।

তেষাং শিরোধরান্ ধূতাঙ্শরধ্বজধনূংষি চ।
রথান্ পতাকাস্তূণীরাংশ্চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ॥ ১৭

ভগবান রাক্ষসদের কম্পমান মস্তক, বাণ, ধ্বজা, ধনুক এবং রথ-পতাকা-তরকস প্রভৃতি তাঁর বাণ দ্বারা কেটে দিচ্ছিলেন।

সূর্যাদিব করা ঘোরা বার্যোঘা ইব সাগরাৎ।
পর্বতাদিব নাগেন্দ্রা ধারৌঘা ইব চাম্বুদাৎ॥ ১৮

তথা শার্ঙ্গবিনির্মুক্তাঃ শরা নারায়ণেরিতাঃ।
নির্ধাবন্তীষবস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৯

যেমন সূর্য হতে দীপ্ত কিরণমালা, সমুদ্রের জলপ্রবাহ, পর্বত থেকে সর্প এবং মেঘ থেকে জল-ধারা পরিলক্ষিত হয়, তেমনই ভগবানের নিক্ষিপ্ত শার্ঙ্গ-ধনুক থেকে বার হওয়া বাণ সকল দিকে দৃষ্ট হতে থাকল।

শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা।
দ্বিরদেন যথা ব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রেণ দ্বীপিনো যথা॥ ২০
দ্বীপিনেব যথা শ্বানঃ শুনা মার্জারকো যথা।
মার্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথাখবঃ॥ ২১
তথা তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দ্রবন্তি দ্রাবিতাশ্চান্যে শায়িতাশ্চ মহীতলে॥ ২২

যেমন শরভ থেকে সিংহ, সিংহ থেকে হাতি, হাতি থেকে বাঘ, বাঘ থেকে চিতা, চিতা থেকে কুকুর, কুকুর থেকে বিড়াল, বিড়াল থেকে সাপ এবং সাপ থেকে ইঁদুর ভয়ে পলায়ন করে, তেমনই এই সব রাক্ষস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মার খেয়ে পালাতে লাগল। আবার পলায়মান বহু রাক্ষস ধরাশায়ী হয়ে গেল।

রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ।
বারিজং পূরয়ামাস তোয়দং সুররাডিব॥ ২৩

সহস্র-সহস্র রাক্ষস বধ করে ভগবান মধুসূদন তাঁর শঙ্খ পাঞ্চজন্যকে এমন গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ করলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র মেঘে জল পূর্ণ করছেন।

নারায়ণশরত্রস্তং শঙ্খনাদসুবিহ্বলম্।
যযৌ লঙ্কামভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্॥ ২৪

ভগবান নারায়ণের বাণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এবং শঙ্খনাদে ব্যাকুল হয়ে রাক্ষস সৈন্য লঙ্কার দিকে পালিয়ে গেল।

প্রভগ্নে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে।
সুমালী শরবর্ষেণ নিববার রণে হরিম্॥ ২৫

নারায়ণের বাণে আহত হয়ে রাক্ষস সেনারা যখন পালাতে লাগল, তখন সুমালী রণভূমিতে বাণ বর্ষণ করে শ্রীহরিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিলেন।

স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্।
রাক্ষসাঃ সত্ত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্যং সমাদধুঃ॥ ২৬

কুয়াশা যেমন সূর্যদেবকে ঢেকে দেয়, তেমনই সুমালী ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তাই দেখে শক্তিশালী রাক্ষসেরা পুনরায় ধৈর্য ধারণ করল।

অথ সোঽভ্যপতদ্ রোষাদ্ রাক্ষসৌ বলদর্পিতঃ।
মহানাদং প্রকুর্বাণো রাক্ষসাঞ্জীবয়ন্নিব॥ ২৭

বলাভিমানী সেই নিশাচরেরা অত্যন্ত জোরে গর্জন করে রাক্ষসদের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করে ক্রোধপূর্বক আক্রমণ করল।

উৎক্ষিপ্য লম্বাভরণং ধুন্বন্ করমিব দ্বিপঃ।
ররাস রাক্ষসো হর্ষাৎ সতডিত্তোয়দো যথা॥ ২৮

হাতি যেমন শুঁড় উঠিয়ে দোলায়, তেমনই ভূষণ পরিবৃত হাত ওপরে তুলে সেই রাক্ষসগণ বিদ্যুৎসহ সজল মেঘের মতো অত্যন্ত আনন্দে গর্জন করতে লাগল।

সুমালের্নর্দতস্তস্য শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
চিচ্ছেদ যন্তুরশ্বাশ্চ ভ্রান্তাস্তস্য তু রক্ষসঃ॥ ২৯

তখন ভগবান তাঁর বাণে গর্জন করতে থাকা সুমালীর সারথির কুণ্ডল মণ্ডিল মাথা কেটে দিলেন। তাতে সেই রাক্ষসের ঘোড়াগুলি বল্গাবিহীন হয়ে চারিদিকে ছুটতে লাগল।

তৈরশ্বৈর্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈঃ সুমালী রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াশ্বৈঃ পরিভ্রান্তৈর্ধৃতিহীনো যথা নরঃ॥ ৩০

ঘোড়াগুলি বল্গাহীন হয়ে ছুটতে থাকায় রাক্ষসরাজ সুমালীও তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। যেমনভাবে অজিতেন্দ্রিয় মানুষ বিষয়ে লিপ্ত থাকা ইন্দ্রিয়াদির পিছনে ছোটে, তদনুরূপ সুমালী অশ্বগুলির পিছনে ছুটতে লাগলেন।

ততো বিষ্ণুং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে।
হৃতে সুমালেরশ্বৈশ্চ রথে বিষ্ণুরথং প্রতি॥ ৩১
মালী চাভ্যদ্রবদ্ যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।

সুমালীর রথ নিয়ে যখন ঘোড়াগুলি এদিক ওদিক ছুটতে থাকে, তখন মালী নামক রাক্ষস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ধনুক নিয়ে গরুড়ের দিকে ছুটে আসে এবং রাক্ষসদের আক্রমণকারী মহাবাহু বিষ্ণুকে আক্রমণ করেন।

মালের্ধনুশ্চ্যুতা বাণাঃ কার্তস্বরবিভূষিতাঃ॥ ৩২
বিবিশুর্হরিমাসাদ্য ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব।

মালীর নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর

শরীরে এমনভাবে ঢুকতে থাকে, যেমন পক্ষীকুল ক্রৌঞ্চ-পর্বতের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

অর্দ্যমানঃ শরৈঃ সোঽথ মালিমুক্তৈঃ সহস্রশঃ॥ ৩৩
চুক্ষুভে ন রণে বিষ্ণুর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসিক দুঃখে কাতর হন না, তেমনই ভগবান শ্রীবিষ্ণু রণভূমিতে মালীর নিক্ষিপ্ত শত-সহস্র বাণে পীড়িত হলেও ক্ষুব্ধ হলেন না।

অথ মৌর্বীস্বনং কৃত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ৩৪
মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সসর্জাসিগদাধরঃ।

তখন খড়্গ ও গদাধারণকারী ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু তাঁর ধনুকে টংকার করে মালীর ওপর বাণ-বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন।

তে মালিদেহমাসাদ্য বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ॥ ৩৫
পিবন্তি রুধিরং তস্য নাগা ইব সুধারসম্।

বজ্র-বিদ্যুৎ সম সেই বাণ মালীর শরীরে ঢুকে তার রক্তপান করতে লাগল, যেন সর্প অমৃতরস পান করছে।

মালিনং বিমুখং কৃত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৩৬
মালিমৌলিং ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ।

শেষকালে মালীকে বিবশ করে শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণকারী ভগবান শ্রীহরি সেই রাক্ষসের মুকুট, ধ্বজা ও ধনুক কেটে ঘোড়াগুলিকেও মেরে ফেললেন।

বিরথস্তু গদাং গৃহ্য মালী নক্তংচরোত্তমঃ॥ ৩৭
আপুপ্লুবে গদাপাণির্গিরিগ্রাদিব কেসরী।

রথচ্যুত হয়ে রাক্ষসপ্রবর মালী গদা হাতে করে লাফিয়ে পড়ল, যেন কোনও সিংহ পর্বত শিখর থেকে লাফ দিয়ে নীচে এসে পড়ল।

গদয়া গরুড়েশানমীশানমিব চান্তকঃ॥ ৩৮
ললাটদেশেঽভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্রো যথাচলম্।

যমরাজ যেমন ভগবান শিবের ওপর গদা এবং ইন্দ্র যেমন পর্বতের ওপর বজ্র প্রহার করেছেন, তেমনই মালী পক্ষীরাজ গরুড়ের ললাটে তাঁর গদা দিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করলেন।

গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভৃশম্॥ ৩৯
রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ।

মালীর গদার আঘাতে অত্যন্ত আহত হয়ে গরুড় বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি তখন যুদ্ধে বিমুখ হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকেও যেন যুদ্ধে বিমুখ করে দিলেন।

পরাঙ্মুখে কৃতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ॥ ৪০
উদতিষ্ঠন্মহান্ শব্দো রক্ষসামভিনর্দতাম্।

মালী যখন গরুড়ের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুকেও যুদ্ধ থেকে বিমুখ করে দিল, তখন সেখানে রাক্ষসদের ভয়ানক গর্জন শোনা গেল।

রক্ষসাং রুবতাং রাবং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ॥ ৪১
তির্যগাস্থায় সংক্রুদ্ধঃ পক্ষীশে ভগবান্ হরিঃ।
পরাঙ্মুখোঽপ্যুৎসসর্জ মালেশ্চক্রং জিঘাংসয়া॥ ৪২

রাক্ষসদের গর্জন করে ওঠা সেই সিংহনাদ শুনে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পক্ষীরাজের পিঠে তির্যকভাবে বসলেন। (তাতে সেই রাক্ষস তাঁকে দেখতে পেল।) তখন অন্যদিকে মুখ করে থাকলেও শ্রীহরি মালীকে বধের জন্য পিছনে ঘুরে তাঁর সুদর্শন চক্র চালালেন।

তৎ সূর্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্ নভঃ।
কালচক্রনিভং চক্রং মালেঃ শীর্ষমপাতয়ৎ॥ ৪৩

সূর্যমণ্ডলের ন্যায় উদ্দীপ্ত কালচক্রসমান সেই চক্র নিজ প্রভায় আকাশকে উদ্দীপ্ত করে মালীর মাথা কেটে দিল।

তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রোৎকৃত্তং বিভীষণম্।
পপাত রুধিরোদ্গারি পুরা রাহুশিরো যথা॥ ৪৪

চক্র দ্বারা কাটা রাক্ষসরাজ মালীর সেই ভয়ংকর মস্তক পূর্বে কাটা রাহুর মাথার মতো রক্তধারাসহ পৃথিবীতে পড়ল।

ততঃ সুরৈঃ সম্প্রহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ।
সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ॥ ৪৫

এতে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা 'সাধু ভগবন্! সাধু।' বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহনাদ করে উঠলেন।

মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মাল্যবানপি।
সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কামেব প্রধাবিতৌ॥ ৪৬

মালী মারা গেছে দেখে দুই রাক্ষস সুমালী ও মাল্যবান শোকে ব্যাকুল হয়ে সেনাসহ লঙ্কার দিকে পালালেন।

গরুড়স্তু সমাশ্বস্তঃ সন্নিবৃত্য যথা পুরা।

রক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ॥ ৪৭

তার মধ্যে গরুড়ের ব্যথা কমে যাওয়ায় তিনি ফিরে এসে আবার ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্বের মতো নিজের ডানার হাওয়ায় রাক্ষসদের তাড়াতে থাকলেন।

চক্রকৃত্তাস্যকমলা গদাসঞ্চূর্ণিতোরসঃ।
লাঙ্গলগ্লপিতগ্রীবা মুসলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ॥ ৪৮

বহু রাক্ষসের মুখ গরুড়ের ডানার আঘাতে কেটে গেল। গদার আঘাতে অনেকের বক্ষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। লাঙলের ফলে বহুজনের গলা কেটে গেল। মুসলের মারে বহুজনের মস্তকের ধ্বজা উড়ে গেল।

কেচিচ্চৈবাসিনা ছিন্নাস্তথান্যে শরতাড়িতাঃ।
নিপেতুরম্বরাৎ তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাম্ভসি॥ ৪৯

তরোয়ালের আঘাতে বহু রাক্ষস টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অনেকে বাণের আঘাতে আকাশ পথে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

নারায়ণোঽপীষুবরাশনীভি-
বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ।
নক্তংচরান্ ধূতবিমুক্তকেশান্
যথাশনীভিঃ সতড়িন্মহাভ্রঃ॥ ৫০

ভগবান বিষ্ণুও তাঁর ধনুক নিক্ষিপ্ত শ্রেষ্ঠ বাণ এবং অশনির সাহায্যে রাক্ষসদের বিদীর্ণ করতে লাগলেন। তখন সেই নিশাচরদের আলুলায়িত কেশ হাওয়ায় উড়ছিল আর পীতাম্বরধারী শ্যাম শ্রীহরির সুন্দর রূপ বিদ্যুৎমালা মণ্ডিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত দেখাচ্ছিল।

ভিন্নাতপত্রং পতমানশস্ত্রং
শরৈরপধ্বস্তবিনীতবেষম্ ।
বিনিঃসৃতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং
বলং তদুন্মত্ততরং বভূব॥ ৫১

রাক্ষসদের সমস্ত সৈন্য উন্মত্তের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল। বাণে তাদের ছত্র কেটে গিয়েছিল, অস্ত্র-শস্ত্র পড়ে গিয়েছিল, সৌম্য বেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সকলে ভয়ে চঞ্চল হয়ে গিয়েছিল।

সিংহার্দিতানামিব কুঞ্জরাণাং
নিশাচরাণাং সহ কুঞ্জরাণাম্।
রবাশ্চ বেগাশ্চ সমং বভূবুঃ
পুরাণসিংহেন বিমর্দিতানাম্॥ ৫২

সিংহ পীড়িত হাতিদের চিৎকার ও পলায়ন যেমন একসঙ্গে হয়, তেমনই সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ নৃসিংহ রূপধারী শ্রীহরির আঘাতে নিশাচারেরা হাহাকার করে উঠছিল।

তে বার্যমাণা হরিবাণজালৈঃ
স্ববাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ।
ধাবন্তি নক্তংচরকালমেঘা
বায়ুপ্রণুন্না ইব কালমেঘাঃ॥ ৫৩

ভগবান বিষ্ণুর বাণে আবৃত হয়ে নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে এই নিশাচরেরা এমন ভাবে পালাল, যেমন হাওয়ার তেজে বর্ষার মেঘ আকাশে উড়ে পালায়।

চক্রপ্রহারৈর্বিনিকৃত্তশীর্ষাঃ
সঞ্চূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ।
অসিপ্রহারৈর্দ্বিবিধাবিভিন্নাঃ
পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ॥ ৫৪

চক্রের আঘাতে রাক্ষসদের মাথা কেটে গিয়েছিল, গদার মারে তাঁদের শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, তলোয়ারের আঘাতে দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে রাক্ষসরাজ ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

বিলম্বমানৈর্মণিহারকুণ্ডলৈ-
র্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ।
নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং
নিপাত্যমানৈরিব নীলপর্বতৈঃ॥ ৫৫

ছড়িয়ে পড়া মণিমণ্ডিত হার এবং কুণ্ডলের সঙ্গে নীল মেঘ সদৃশ সেই নিশাচরদের মৃতদেহে রণভূমি ভরে গিয়েছিল। সেই ধরাশায়ী রাক্ষসদের নীলপর্বতের মতো দেখাচ্ছিল। সেখানকার ভূভাগ এমনভাবে মৃতদেহে আচ্ছাদিত ছিল যে, সেখানে কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ (৮)

মাল্যবানের যুদ্ধ ও পরাজয় এবং সুমালী ইত্যাদি সকল রাক্ষসদের পাতালে প্রবেশ

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ।
মাল্যবান্ সন্নিবৃত্তোঽথ বেলামেত্য ইবার্ণবঃ॥ ১

(শ্রীঅগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন) পদ্মনাভ ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন পলায়নরত রাক্ষস সেনাদের পিছন থেকে মারতে শুরু করেন, তখন মাল্যবান লুটিয়ে পড়েন, যেন মহাসাগর নিজ তটভূমিতে গিয়ে নিবৃত্ত হয়ে গেল।

সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাচ্চলন্মৌলির্নিশাচরঃ।
পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পুরুষোত্তমম্॥ ২

তার চক্ষু লাল হয়ে গিয়েছিল আর মুকুট নড়ছিল। সেই নিশাচর পুরুষোত্তম ভগবান পদ্মনাভকে তখন এইকথা বললেন—

নারায়ণ ন জানীষে ক্ষাত্রধর্মং পুরাতনম্।
অযুদ্ধমনসো ভীতানস্মান্ হংসি যথেতরঃ॥ ৩

'নারায়ণদেব ! মনে হচ্ছে আপনি পুরানো ক্ষাত্রধর্ম একেবারেই জানেন না, তাই সাধারণ মানুষের মতো, যার মন যুদ্ধ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তেমনই আমাদের মতো রাক্ষসদের মারছেন।

পরাঙ্মুখবধং পাপং যঃ করোতি সুরেশ্বর।
স হন্তা ন গতঃ স্বর্গং লভতে পুণ্যকর্মণাম্॥ ৪

'সুরেশ্বর ! যিনি যুদ্ধ বিমুখ সৈনিকদের বধ করার মতো পাপ করেন, সেই ঘাতক এই শরীর ত্যাগ করে পরলোকে পুণ্যকর্মকারী পুরুষদের প্রাপ্তব্য স্বর্গ লাভ করেন না।

যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেঽস্তি শঙ্খচক্রগদাধর।
অহং স্থিতোঽস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যৎ তব॥ ৫

'শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারণকারী দেবতা ! আপনার হৃদয়ে যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, আপনার কত শক্তি ! দেখান, আপনার পরাক্রম।'

মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্।
উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী॥ ৬

মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রাক্ষসরাজ মাল্যবানকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবলী বিষ্ণু তাঁকে বললেন—

যুষ্মত্তো ভয়ভীতানাং দেবানাং বৈ ময়াভয়ম্।
রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুপাল্যতে॥ ৭

'দেবতারা তোমাদের জন্য খুবই ভয় পেয়েছিলেন, আমি রাক্ষসদের সংহার করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁদের অভয় প্রদান করেছি ; তাই আমি সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করছি।

প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্যং দেবানাং হি সদা ময়া।
সোঽহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি॥ ৮

'আমার প্রাণের বিনিময়েও সর্বদা দেবতাদের প্রিয় কাজ করতে হবে ; তাই তোমরা যদি পালিয়ে রসাতলেও চলে যাও, তবু আমি তোমাদের বধ না করে ছাড়ব না।'

দেবদেবং ব্রুবাণং তং রক্তাম্বুরুহলোচনম্।
শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ভুজান্তরে॥ ৯

রক্তকমলসম চক্ষুবিশিষ্ট দেবাদিদেব ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন একথা বলছিলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসরাজ মাল্যবান শক্তিপূর্বক আঘাত করে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে দিলেন।

মাল্যবদ্ভুজনির্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা।
হরেরুরসি বভ্রাজ মেঘস্থেব শতহ্রদা॥ ১০

মাল্যবানের হস্ত নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি ঘণ্টানাদ করে শ্রীহরির বক্ষে লাগল এবং মেঘে আঘাত করে প্রকাশিত বিদ্যুতের মতো শোভা পেতে থাকল।

ততস্তামেব চোৎকৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ।
মাল্যবন্তং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাম্বুরুহেক্ষণঃ॥ ১১

শক্তিধারী কার্তিকেয় যাঁর প্রিয় অথবা যিনি শক্তিধর স্কন্দের প্রিয়তম, সেই ভগবান কমলনয়ন বিষ্ণু সেই শক্তিকে নিজের বক্ষ থেকে তুলে নিয়ে মাল্যবানের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

স্কন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা।
কাংক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়ান্মহোল্কেবাঞ্জনাচলম্॥ ১২

স্কন্দ নিক্ষিপ্ত শক্তির ন্যায় গোবিন্দের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষসকে লক্ষ্য করে ছুটল, যেন অঞ্জনগিরির ওপর কোনো ভারী উল্কাবর্ষণ হল।

সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভারাবভাসিতে।
আপতদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূট ইবাশনিঃ॥ ১৩

...হাতে প্রকাশিত সেই রাক্ষসরাজের বিশাল ...সেই শক্তি দিয়ে আঘাত করল, যেন কোনও পর্বতশিখরে বজ্রপাত হল।

তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রাবিশদ্ বিহ্বলং তমঃ।
মাল্যবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ॥ ১৪

তাতে মাল্যবানের কবচ কেটে গেল এবং তিনি ...মূর্ছায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি পুনরায় ...পরেই নিয়ে পর্বতের মতো অবিচলভাবে ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ততঃ কালায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্।
প্রগৃহ্যাভ্যহনদ্ দেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্॥ ১৫

তারপর তিনি কালো লোহার তৈরি অসংখ্য কণ্টক ...বৃত শূল হাতে নিয়ে ভগবানের বক্ষে গভীর আঘাত করলেন।

তথৈব রণরক্তস্তু মুষ্টিনা বাসবানুজম্।
তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ॥ ১৬

এইভাবে সেই যুদ্ধপ্রেমী রাক্ষস ভগবান বিষ্ণুকে আঘাত করে একটু পিছনে সরে গেলেন।

ততোঽম্বরে মহান্ শব্দঃ সাধুসাধ্বিতি চোত্থিতঃ।
আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ং চাপ্যতাড়য়ৎ॥ ১৭

সেই সময় আকাশে রাক্ষসদের মহাহর্ষনাদ গুঞ্জরিত হল, তারা একসঙ্গে বলে উঠল— 'উত্তম, অতি উত্তম।' ভগবান বিষ্ণুকে ঘুঁষি মেরে সেই রাক্ষস গরুড়কেও প্রহার করল।

বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্।
ব্যপোহদ্ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচয়ং যথা॥ ১৮

তাই দেখে বিনতানন্দন গরুড় কুপিত হয়ে নিজের ডানার প্রবল বাতাসে সেই রাক্ষসকে এমনভাবে উড়িয়ে দিল, যেমন প্রবল ঝড় শুষ্ক পাতার স্তূপকে উড়িয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রপক্ষবাতেন দ্রাবিতং দৃশ্য পূর্বজম্।
সুমালী স্ববলৈঃ সার্ধং লঙ্কামভিমুখো যযৌ॥ ১৯

বড় ভাইকে পক্ষীরাজের ডানার হাওয়ায় উড়ে যেতে দেখে সুমালী তার সৈনিকদের সঙ্গে লঙ্কায় চলে গেলেন।

পক্ষবাতবলোদ্ধূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ।
স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লঙ্কাং হ্রিয়া বৃতঃ॥ ২০

গরুড়ের ডানার হাওয়ায় উড়ে গিয়ে রাক্ষস মাল্যবান অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিজ সেনাদের সঙ্গে লঙ্কার দিকে চলে গেলেন।

এবং তে রাক্ষসা রাম হরিণা কমলেক্ষণ।
বহুশঃ সংযুগে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ॥ ২১

কমলনয়ন শ্রীরাম! এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে রাক্ষসদের অনেকবার যুদ্ধ হয় এবং প্রতিটি সংগ্রামে প্রধান নায়করা মারা যাওয়ায় তারা পালাতে থাকে।

অশক্নুবন্তস্তে বিষ্ণুং প্রতিযোদ্ধুং বলার্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতা বস্তুং পাতালং সহপত্নয়ঃ॥ ২২

তারা কোনো ভাবেই ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখীন হতে পারে না। সর্বদাই তাঁর কাছে পরাস্ত হতে থাকে। অবশেষে সমস্ত নিশাচর লঙ্কা ত্যাগ করে নিজ নিজ পত্নীসহ পাতালে বাস করতে চলে গেলেন।

সুমালিনং সমাসাদ্য রাক্ষসং রঘুসত্তম।
স্থিতাঃ প্রখ্যাতবীর্যাস্তে বংশে সালকটঙ্কটে॥ ২৩

রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই সকল বিখ্যাত পরাক্রমী নিশাচর সালকটংকটবংশে বিদ্যমান রাক্ষস সুমালীর আশ্রয়ে থাকতে লাগল।

যে ত্বয়া নিহতাস্তে তু পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ।
সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ।
সর্ব এতে মহাভাগা রাবণাদ্ বলবত্তরাঃ॥ ২৪

শ্রীরাম! আপনি পুলস্ত্য বংশের যে সকল রাক্ষসদের বিনাশ করেছেন, তার পূর্ববর্তী রাক্ষসদের পরাক্রম আরও অধিক ছিল। সুমালী, মাল্যবান, মালী এবং তাদের পূর্বের যোদ্ধারা—মহাভাগ নিশাচর রাবণের থেকে অধিক বলশালী ছিলেন।

ন চান্যো রাক্ষসান্ হন্তা সুরারীন্ দেবকণ্টকান্।
ঋতে নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ২৫

শঙ্খ, চক্র, গদাধারী ভগবান নারায়ণদেব ছাড়া অন্য কারো পক্ষে দেবতাদের জন্য কণ্টকরূপ সেই দেবদ্রোহী রাক্ষসদের বধ করা সম্ভব ছিল না।

ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্বাহুঃ সনাতনঃ।
রাক্ষসান্ হন্তুমুৎপন্নো হ্যজয্যঃ প্রভুরব্যয়ঃ॥ ২৬

আপনিই চতুর্বাহুধারী সনাতন দেবতা ভগবান নারায়ণ। কেউই আপনাকে পরাস্ত করতে পারে না। আপনি অবিনাশী প্রভু, রাক্ষসদের বধ করার জন্যই ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

নষ্টধর্মব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ।
উৎপদ্যতে দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ॥ ২৭

আপনিই এই প্রজালোকের স্রষ্টা এবং শরণাগতদের ওপর দয়াশীল। যখনই ধর্মব্যবস্থা বিনষ্ট করার জন্য দস্যুর উদ্ভব হয়, তখনই তাদের বধ করার জন্য আপনি অবতার রূপে অবতীর্ণ হন।

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানা-
মুৎপত্তিরদ্য কথিতা সকলা যথাবৎ।
ভূয়ো নিবোধ রঘুসত্তম রাবণস্য
জন্মপ্রভাবমতুলং সসুতস্য সর্বম্॥ ২৮

নরেশ্বর ! আমি এইভাবে আপনাকে রাক্ষসদের উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ শোনালাম। রঘুবংশশিরোমণি ! এবার আপনি রাবণ এবং তাঁর পুত্রদের জন্ম এবং অনুপম প্রভাবের সমস্ত বর্ণনা শুনুন।

চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্ রসাতলং
স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়ার্দিতস্তদা।
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী
ততস্তু লঙ্কামবসদ্ ধনেশ্বরঃ॥ ২৯

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভয়ে ভীত পীড়িত হয়ে রাক্ষস সুমালী নিজ পুত্র-পৌত্রসহ দীর্ঘকাল রসাতলে বিচরণ করছিলেন। এর মধ্যে ধনাধ্যক্ষ কুবের লঙ্কাকে নিজের নিবাস-স্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমঃ সর্গঃ (৯)

রাবণ প্রভৃতির জন্ম এবং তপস্যার জন্য তাঁদের গোকর্ণ আশ্রমে গমন

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ।
রসাতলান্মর্ত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ॥ ১
নীলজীমূতসকাশস্তপ্ত কাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্॥ ২

কিছুকাল পরে নীলমেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্যামবর্ণের রাক্ষস সুমালী, তপ্ত স্বর্ণ কুণ্ডল দ্বারা অলংকৃত নিজ সুন্দরী কন্যা, যাকে কমলবিহীন লক্ষ্মীর মতো দেখাচ্ছিল, সঙ্গে নিয়ে রসাতল থেকে বেরিয়ে সমগ্র মর্ত্যলোকে বিচরণ করতে লাগলেন।

রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে।
তদাপশ্যৎ স গচ্ছন্তং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্॥ ৩
গচ্ছন্তং পিতরং দ্রষ্টুং পুলস্ত্যতনয়ং বিভুম্।
তং দৃষ্ট্বামরসংকাশং গচ্ছন্তং পাবকোপমম্॥ ৪
রসাতলং প্রবিষ্টঃ সন্মর্ত্যলোকাৎ সবিস্ময়ঃ।

ভূতলে বিচরণকালে রাক্ষসরাজ সেইসময় অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং দেবতুল্য শোভাধারণকারী ধনেশ্বর কুবেরকে দেখতে পেলেন, তিনি পুষ্পকবিমানে চড়ে তাঁর পিতা পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবাকে দর্শন করার জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তিনি মর্ত্যলোকে থেকে রসাতলে প্রবেশ করলেন।

ইত্যেবং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামতিঃ॥ ৫
কিং কৃত্বা শ্রেয় ইত্যেবং বর্ধেমহি কথং বয়ম্।

সুমালী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, কী করলে অমাদের রাক্ষসদের ভালো হয় ? কী করে আমাদের উন্নতি হতে পারে ?

অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ॥ ৬
পুত্রি প্রদানকালোঽয়ং যৌবনং ব্যতিবর্ততে।
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈঃ প্রতিগৃহ্যসে॥ ৭

এরূপ চিন্তা করে সেই রাক্ষস নিজ কন্যা, যার নাম কৈকসী, তাকে বললেন—'পুত্রি ! এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত সময় এসে গেছে ; কেননা এখন যৌবনাবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, পাছে তুমি অস্বীকার করো—এই ভয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে বরণ করছেন না।

ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্বে যন্ত্রিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ।
ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীঃ সাক্ষাদিব পুত্রিকে॥ ৮

'পুত্রি ! তুমি যাতে বিশিষ্ট বর প্রাপ্ত হও, তারজন্য

আমরা বহু চেষ্টা করেছি, কারণ কন্যাদানের বিষয়ে আমরা ধর্ম মেনে চলি। তুমি তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সর্বগুণ সম্পন্না (সুতরাং তোমার পতিও সর্বতোভাবে তোমার অনুরূপই হওয়া উচিত)।

কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্।
ন জ্ঞায়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যকে॥ ৯

'পুত্রি ! সম্মানিত সকল পিতার পক্ষেই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখেরই কারণ হয় ; কারণ এটি জানা যায় না যে, কে এবং কেমন প্রকৃতির পুরুষ কন্যাকে বরণ করবে ?

মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীয়তে।
কুলত্রয়ং সদা কন্যা সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি॥ ১০

'মাতা, পিতা এবং যেখানে কন্যা দান করা হয়, সেই পতির কুলকেও কন্যা সর্বদা সংশয়ে রাখে।

সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্।
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্॥ ১১

'সুতরাং পুত্রি ! তুমি প্রজাপতি কুলে উৎপন্ন, শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবাকে স্বয়ং পতিরূপে বরণ করো এবং তাঁর সেবা করো।

ঈদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ।
তেজসা ভাস্করসমো তাদৃশোহয়ং ধনেশ্বরঃ॥ ১২

'পুত্রি ! এরূপ করলে এই ধনেশ্বর কুবের যেমন, তোমার পুত্রও নিঃসন্দেহে তেমনই হবে, তুমি তো প্রত্যক্ষ দেখেছো, ইনি কীরূপ নিজের তেজে সূর্যের সমান উদ্দীপ্ত ?'

সা তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ।
তত্র গত্বা চ সা তস্থৌ বিশ্রবা যত্র তপ্যতে॥ ১৩

পিতার এই কথা শুনে এবং তাঁর গৌরবের কথা চিন্তা করে কৈকসী সেই স্থানে গেলেন, যেখানে মুনিবর বিশ্রবা তপস্যা করছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি এক জায়গায় দাঁড়ালেন।

এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ॥ ১৪

শ্রীরাম ! পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা তখন সায়ংকালের অগ্নিহোত্র করছিলেন। সেই তেজস্বী মুনিকে তখন তিন অগ্নির সঙ্গে তাঁকেও চতুর্থ অগ্নির ন্যায় সমান দেদীপ্যমান দেখাচ্ছিল।

অবিচিন্ত্য তু তাং বেলাং দারুণাং পিতৃগৌরবাৎ।
উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য চরণাধোমুখী স্থিতা॥ ১৫

পিতার গৌরব বৃদ্ধি চিন্তা করে কৈকসী সেই ভয়ংকর বেলার চিন্তা না করে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুখ নীচু করে দাঁড়ালেন।

বিলিখন্তী মুহুর্ভূমিমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভামিনী।
স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্॥ ১৬
অব্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমানাং স্বতেজসা।

সেই নারী নিজের পদাঙ্গুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলেন। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখ এবং সুন্দর কটি সমন্বিত সুন্দরী নারী—যিনি নিজ তেজে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে সেই পরম উদার মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন— ॥

ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা॥ ১৭
কিং কার্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রূহি শোভনে॥ ১৮

'ভদ্রে ! তুমি কার কন্যা ? কোথা থেকে এসেছ, আমার কাছে তোমার কী প্রয়োজন, কী উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ ? শোভনে ! আমাকে সব কথা ঠিক করে বলো।'

এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ।
আত্মপ্রভাবেণ মুনে জ্ঞাতুমর্হসি মে মতম্॥ ১৯
কিং তু মাং বিদ্ধি ব্রহ্মর্ষে শাসনাৎ পিতুরাগতাম্।
কৈকসী নাম নাম্নাহং শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥ ২০

বিশ্রবা জিজ্ঞাসা করায় সেই কন্যা হাত জোড় করে বললেন—'মুনে ! আপনি নিজেই আমার মনোভাব বুঝতে পারবেন ; কিন্তু ব্রহ্মর্ষে ! আমার কাছ থেকে শুধু এটুকুই জেনে নিন যে, আমি আমার পিতার আদেশে আপনার সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আমার নাম কৈকসী। অবশিষ্ট সব কিছু নিজেই জেনে নিতে পারেন (আমাকে দিয়ে বলাবেন না)।'

স তু গত্বা মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতদুবাচ হ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্॥ ২১
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি।
দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাৎ ত্বং মামুপস্থিতা॥ ২২
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশাঞ্জনয়িষ্যসি।

দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্॥ ২৩
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্মণঃ।

এই কথা শুনে মুনি কিছু সময় ধ্যান করলেন, তারপর বললেন— 'ভদ্রে ! তোমার মনের কথা বুঝেছি। মত্ত গজরাজের ন্যায় মন্দগতিতে গতিশীলা সুন্দরি ! তুমি আমার কাছ থেকে পুত্রলাভ করতে চাও, তাই এই প্রতিকূল সময়ে তুমি আমার কাছে এসেছ। তাহলে তুমি একথাও জেনে নাও তোমার পুত্র কেমন হবে ! সুশ্রোণি ! তোমার পুত্র ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন এবং ভয়ংকর আকারের হবে। ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের সঙ্গে তার ভাব হবে। তুমি ক্রূরকর্মকারী রাক্ষসদের জন্মদাত্রী হবে।'

সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্যাব্রবীদ্ বচঃ॥ ২৪
ভগবন্নীদৃশান্ পুত্রাংস্ত্বত্তোঽহং ব্রহ্মবাদিনঃ।
নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ২৫

মুনির এই কথা শুনে কৈকসী তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন —'ভগবন্ ! আপনি ব্রহ্মবাদী মহাত্মা। আমি আপনার থেকে এরূপ দুরাচারী পুত্রদের পাবার আকাঙ্ক্ষা করি না ; আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

কন্যায়া স্ত্বেবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ কৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্॥ ২৬

রাক্ষসকন্যা এই কথা বলায় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুনিবর বিশ্রবা রোহিণী সমান সুন্দরী কৈকসীকে আবার বললেন—

পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ॥ ২৭

'শুভাননে ! তোমার যে সর্বকনিষ্ঠ শেষ পুত্র হবে, সে আমার বংশের মতো ধর্মাত্মা হবে ; তাতে কোনো সংশয় নেই।'

এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্॥ ২৮
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্ধজম্॥ ২৯

শ্রীরাম ! মুনি একথা বলার কিছুকাল পরে কৈকসীর গর্ভে অত্যন্ত ভয়ানক এবং ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন এক রাক্ষসের জন্ম হয়, তাঁর দশটি মস্তক, বিশাল দাঁত, মস্ত ঠোঁট, কুড়িটি বাহু, মস্ত বড় মুখ এবং ঘন কেশ। তাঁর দেহবর্ণ ছিল কয়লার মতো কালো।

তস্মিঞ্জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ।
ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ॥ ৩০

তাঁর জন্ম হতেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ মুখে শেয়ালের দল ও মাংসভক্ষী শকুন আদি পক্ষীকুল ডানদিক থেকে মণ্ডলাকার হয়ে ঘুরতে লাগল।

ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিঃস্বনাঃ।
প্রবভৌ ন চ সূর্যো বৈ মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি॥ ৩১
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ।
অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ৩২

ইন্দ্রদেব রুধির বর্ষণ করতে লাগলেন, মেঘ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল, সূর্য রশ্মির তেজ কমে গেল, পৃথিবীতে উল্কা পাত হতে লাগল, ধরণী কেঁপে উঠল, ভয়ানক ঝঞ্ঝা বইতে থাকল, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি॥ ৩৩

তখন ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী পিতা বিশ্রবামুনি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন— 'দশগ্রীব' কারণ তিনি দশটি গ্রীবা (মস্তক) নিয়ে জন্মেছিলেন।

তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে॥ ৩৪

তারপর জন্ম হয় মহাবলী কুম্ভকর্ণের, তাঁর থেকে বড় শরীর এই জগতে আর কারোরই নেই।

ততঃ শূর্পনখা নাম সংজজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ॥ ৩৫

এরপর বিকট মুখসম্পন্ন শূর্পনখা জন্ম নেন। অতঃপর ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হয়, তিনি ছিলেন কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা।
বাক্যং চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তৎ তদা॥ ৩৬

সেই মহান সাত্ত্বিক পুত্র জন্মালে আকাশে পুষ্পবর্ষণ হয় এবং দেবতাদের দুন্দুভি বেজে ওঠে। সেই সময় অন্তরীক্ষে 'সাধু-সাধু' ধ্বনি শোনা যায়।

তৌ তু তত্র মহারণ্যে ববৃধাতে মহৌজসৌ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ লোকোদ্বেগকরৌ তদা॥ ৩৭

কুম্ভকর্ণ এবং দশগ্রীব — এই দুজন মহাবলী রাক্ষস লোকেদের উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ছিলেন। এঁরা দুজনেই সেই বনভূমিতে লালিত-পালিত হতে লাগলেন।

কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যং নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ॥ ৩৮

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত উন্মত্ত ছিলেন। তিনি আহার করে কখনও তৃপ্ত হতেন না ; তাই ত্রিলোকে ঘুরে ঘুরে তিনি ধর্মাত্মা মহর্ষিদের খেতে লাগলেন।

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মব্যবস্থিতঃ।
স্বাধ্যায়নিয়তাহার উবাস বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৯

বিভীষণ শিশুকাল থেকেই ধর্মাত্মা ছিলেন। তিনি সর্বদা ধর্মে অবস্থান করতেন, স্বাধ্যায় করতেন, নিয়মিত আহার করতেন এবং নিজের ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশে রাখতেন।

অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আগতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ॥ ৪০

কিছুকাল পরে ধনপতি বৈশ্রবণ পুষ্পকবিমানে আরোহণ করে নিজের পিতাকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে সেখানে এলেন।

তং দৃষ্ট্বা কৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা।
আগম্য রাক্ষসী তত্র দশগ্রীবমুবাচ হ॥ ৪১

তিনি নিজ তেজে প্রকাশিত হচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে রাক্ষসকন্যা কৈকসী তাঁর পুত্র দশগ্রীবের কাছে এসে বললেন—

পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসা বৃতম্।
ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্॥ ৪২

'পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখো ! তাকে কেমন তেজস্বী মনে হচ্ছে ? ভাই হওয়ার সুবাদে তুমিও তাঁর সমকক্ষ। কিন্তু দেখো, তোমার কী অবস্থা ?

দশগ্রীব যথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ॥ ৪৩

'অমিত পরাক্রমী দশগ্রীব ! আমার পুত্র ! তুমিও এমন প্রয়াস করো, যাতে বৈশ্রবণের মতোই তেজ ও বৈভব সম্পন্ন হও।'

মাতুস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোৎ তদা॥ ৪৪

মাতার এই কথা শুনে প্রতাপশালী দশগ্রীব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন—

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্গতম্॥ ৪৫

'মা ! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, আমি নিজ পরাক্রম দ্বারা ভাই বৈশ্রবণের সমান অথবা তার থেকেও বড় হয়ে উঠব।'

ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ।
চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম তপসে ধৃতমানসঃ॥ ৪৬
প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
আগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্॥ ৪৭

তখন ক্রোধের আবেশে ভাইদের সঙ্গে দশগ্রীব দুষ্কর কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা রেখে ভাবলেন— 'আমি তপস্যার সাহায্যেই মনোরথ পূর্ণ করতে পারব', এই চিন্তা করে তিনি মনে মনে তপস্যা করাই স্থির করলেন এবং নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গোকর্ণের পবিত্র আশ্রমে চলে গেলেন।

স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা
তপশ্চচারাতুলমুগ্রবিক্রমঃ।
অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং
দদৌ স তুষ্টশ্চ বরাঞ্জয়াবহান্॥ ৪৮

ভাইদের সঙ্গে সেই ভয়ংকর পরাক্রমী রাক্ষস কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। সেই তপস্যায় তিনি ভগবান শ্রীব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তিনি রাবণকে বিজয়ী হওয়ার বরদান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ (১০)

রাবণ প্রভৃতির তপস্যা এবং বর-প্রাপ্তি

অথাব্রবীন্মুনিং রামঃ কথং তে ভ্রাতরো বনে।
কীদৃশং তু তদা ব্রহ্মংস্তপস্তেপুর্মহাবলাঃ॥ ১

এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্! ওই তিন মহাবলী ভ্রাতা বনে কী প্রকারে কেমন তপস্যা করলেন?'

অগস্ত্যস্ত্বব্রবীৎ তত্র রামং সুপ্রীতমানসম্।
তাংস্তান্ ধর্মবিধীংস্তত্র ভ্রাতরস্তে সমাবিশন্॥ ২

শ্রীঅগস্ত্য তখন অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন শ্রীরামকে বললেন—'রঘুনন্দন! ওই তিন ভ্রাতা সেখানে পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মবিধি পালন করলেন।

কুম্ভকর্ণস্ততো যত্তো নিত্যং ধর্মপথে স্থিতঃ।
ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ স্থিতঃ॥ ৩

'কুম্ভকর্ণ তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে প্রতিদিন ধর্মপথে অবস্থান করে গরমের দিনে চার দিকে আগুন জ্বেলে পঞ্চাগ্নি সেবন করতেন।

মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত।
নিত্যং চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ॥ ৪

'আবার বর্ষাকালে খোলা মাঠে বীরাসনে উপবিষ্ট হয়ে মেঘরাশি বর্ষিত জলে ভিজতে থাকতেন এবং শীতকালে প্রত্যহ জলের ভেতর অবস্থান করতেন।

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ॥ ৫

'এইভাবে সন্মার্গে স্থিত হয়ে ধর্মের জন্য যত্নশীল হয়ে কুম্ভকর্ণ দশ হাজার বছর অতিক্রম করলেন।

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মপরঃ শুচিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্॥ ৬

'বিভীষণ তো ধর্মাত্মাই ছিলেন। তিনি নিত্যধর্ম পরায়ণ থেকে শুদ্ধ আচার-বিচার পালন করে পাঁচ হাজার বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সমাপ্তে নিয়মে তস্য নন্বৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পপাত পুষ্পবর্ষং চ তুষ্টুবুশ্চাপি দেবতাঃ॥ ৭

'তাঁদের নিয়ম সম্পূর্ণ হলে অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁদের ওপর পুষ্প-বর্ষণ হতে থাকল এবং দেবতারা তাঁদের স্তুতি করতে থাকলেন।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি সূর্যং চৈবান্ববর্তত।
তস্থৌ চোর্ধ্বশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়ে ধৃতমানসঃ॥ ৮

'তারপর বিভীষণ তাঁর দুই হাত ও মাথা উপরে উঠিয়ে স্বাধ্যায় পরায়ণ হয়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে সূর্যদেবের আরাধনা করেন।

এবং বিভীষণস্যাপি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে।
দশবর্ষসহস্রাণি গতানি নিয়তাত্মনঃ॥ ৯

'মনকে বশে রাখা বিভীষণের দশহাজার বছর বড় সুখে অতিবাহিত হয়, তিনি যেন স্বর্গের নন্দনবনে বিচরণ করছিলেন।

দশবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ জুহাব সঃ॥ ১০

'দশানন রাবণ ক্রমাগত দশহাজার বছর ধরে উপবাস করেছিলেন। প্রত্যেক সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে তিনি নিজের একটি করে মস্তক কেটে আগুনে হোম করতেন।

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ।
শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনম্॥ ১১

'এইভাবে এক এক করে ন'হাজার বছর পার হয় এবং তাঁর নটি মস্তক অগ্নিদেবকে অর্পণ করা হয়।

অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামে দশগ্রীবে প্রাপ্তস্তত্র পিতামহঃ॥ ১২

'দশম বর্ষ যখন পূর্ণ হয়, দশগ্রীব তাঁর দশম মস্তক ছেদ করতে উদ্যত হলে পিতামহ শ্রীব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হন।

পিতামহস্তু সুপ্রীতঃ সার্ধং দেবৈরুপস্থিতঃ।
তব তাবদ্ দশগ্রীব প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত॥ ১৩

'পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দেবতাদের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন। এসেই তিনি বললেন— 'দশগ্রীব! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

শীঘ্রং বরয় ধর্মজ্ঞ বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
কং তে কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ॥ ১৪

'ধর্মজ্ঞ! তোমার মনে যে বর পাওয়ার ইচ্ছা আছে, তা শীঘ্র চেয়ে নাও। বলো, আজ আমি তোমার কোন অভিলাষ পূর্ণ করব? তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না।'

অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা॥ ১৫

'এই কথা শুনে দশগ্রীবের অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়ে গেল। তিনি মাথা নত করে ভগবান শ্রীব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন এবং হর্ষ-গদ্গদ বাক্যে বললেন—

ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নানাত্র মরণাদ্ ভয়ম্।
নাস্তি মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমহং বৃণে॥ ১৬

'ভগবন্! প্রাণীদের মৃত্যু ভিন্ন সর্বদা ভয় প্রদানকারী আর কিছুই নেই ; তাই আমি অমর হতে চাই ; কেননা মৃত্যুর মতো দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।'

এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ।
নাস্তি সর্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃণীষ্ব মে॥ ১৭

এই কথা বলায় শ্রীব্রহ্মা দশগ্রীবকে বললেন—'অমরত্ব লাভ করা সম্ভব নয়, অতএব তুমি অন্য কোনো বর চেয়ে নাও।'

এবমুক্তে তদা রাম ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা।
দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ॥ ১৮

শ্রীরাম! লোকস্রষ্টা ভগবান শ্রীব্রহ্মা এই কথা বলায় দশগ্রীব তার সামনে হাত জোড় করে বললেন—

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাং চ শাশ্বত॥ ১৯

'সনাতন প্রজাপতে! আমি যেন গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবতাদের পক্ষে অবধ্য হই।

নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষ্বমরপূজিত।
তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ॥ ২০

'দেববন্দ্য পিতামহ! অন্য প্রাণীদের জন্য আমার একটুও চিন্তা নেই। মনুষ্য ইত্যাদি অন্য জীবেদের তো আমি তৃণের সমান মনে করি।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ॥ ২১

রাক্ষস দশগ্রীব একথা বলায় দেবতাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—

ভবিষ্যত্যেবমেতৎ তে বচো রাক্ষসপুঙ্গব।
এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ॥ ২২

'রাক্ষসপ্রবর! তোমার এই কথা সত্য হবে।' শ্রীরাম! দশগ্রীবকে এই কথা বলে পিতামহ আবার বললেন—

শৃণু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ শুভো মম।
হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ॥ ২৩
পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব রাক্ষস।
বিতরামীহ তে সৌম্য বরং চান্যং দুরাসদম্॥ ২৪
ছন্দতস্তব রূপং চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্।

'নিষ্পাপ রাক্ষস! শোনো — আমি প্রসন্ন হয়ে পুনরায় তোমাকে এই শুভ বর দিচ্ছি—তুমি অগ্নিতে তোমার যে মস্তকগুলি আহুতি দিয়েছে, সেগুলি পূর্ববৎ তোমার কাছে ফিরে আসবে। সৌম্য! এছাড়া আমি তোমাকে আর একটি দুর্লভ বর দিচ্ছি—তুমি মনে যখন যেরূপ ধারণ করতে চাইবে, ইচ্ছানুযায়ী তখন তোমার তেমনই রূপ হয়ে যাবে।'

এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ॥ ২৫
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি পুনস্তান্যুত্থিতানি বৈ।

পিতামহ ব্রহ্মা একথা বলতেই রাক্ষস দশগ্রীবের সেই মস্তকগুলি — যা তিনি প্রথমে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন, আবার নতুনরূপে প্রকটিত হয়ে গেল।

এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ॥ ২৬
বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ।

শ্রীরাম! দশগ্রীবকে এই কথা বলে লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা বিভীষণকে বলেন—

বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা॥ ২৭
পরিতুষ্টোঽস্মি ধর্মাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত।

'পুত্র বিভীষণ! তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে সংযুক্ত থাকে, তাই আমি তোমার ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। উত্তমব্রত পালনকারী ধর্মাত্মা! তুমি ইচ্ছানুযায়ী কোনো বর চেয়ে নাও।'

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ॥ ২৮
বৃতঃ সর্বগুণৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্যথা।
ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽহং যন্মে লোকগুরুঃ স্বয়ম্॥ ২৯
প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।

তখন কিরণমালা মণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন ধর্মাত্মা বিভীষণ জোড় হস্তে বললেন— 'ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ লোকগুরু, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ। আমার আর কিছু পাওয়ার বাকি নেই। উত্তমব্রত ধারণকারী পিতামহ! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বর প্রদান করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে শুনুন।

পরমাপদ্‌গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ॥ ৩০
অশিক্ষিতং চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্ প্রতিভাতু মে।

'ভগবন্ ! যতো বড় বিপদ আসুক না কেন, আমার বুদ্ধি যেন সর্বদা ধর্মেই ব্যাপৃত থাকে—তার থেকে কখনও বিচ্যুত না হয় এবং বিনা শিক্ষাতেই যেন আমার ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান হয়ে যায়।

যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ॥ ৩১
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মং চ পালয়ে।
এষ মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ॥ ৩২

'যে যে আশ্রমের বিষয়ে আমার যেমন বিচার, তা যেন ধর্মের অনুকূলেই হয় এবং আমি সেই সব ধর্ম যেন পালন করি। আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও অভীষ্ট বর হল এটাই।

নহি ধর্মাভিরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্।
পুনঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমুবাচ হ॥ ৩৩

'কারণ যিনি ধর্মে অনুরক্ত, তাঁর পক্ষে কিছুই দুর্লভ নয়।' একথা শুনে প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা পুনরায় প্রসন্ন হয়ে বিভীষণকে বললেন—

ধর্মিষ্ঠস্ত্বং যথা বৎস তথা চৈতদ্ ভবিষ্যতি।
যস্মাদ্ রাক্ষসয়োনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন॥ ৩৪
নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে।

'বৎস ! তুমি ধর্মে স্থিত থাকা ব্যক্তি ; তাই যা কিছু চাও, তা সবই পূর্ণ হবে। হে শত্রুনাশন্ ! রাক্ষসজন্ম পেয়েও তোমার বুদ্ধি অধর্মপথে যায় না ; তাই আমি তোমাকে অমরত্বের বর প্রদান করছি।'

ইত্যুক্ত্বা কুম্ভকর্ণায় বরং দাতুমবস্থিতম্॥ ৩৫
প্রজাপতিং সুরাঃ সর্বে বাক্যং প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্।

বিভীষণকে একথা বলে যখন শ্রীব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বরপ্রদান করতে উদ্যত হলেন, তখন সব দেবতা হাতজোড় করে তাঁকে বললেন—

ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া॥ ৩৬
জানীষে হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ দুর্মতিঃ।

'প্রভো ! আপনি কুম্ভকর্ণকে বরপ্রদান করবেন না। কারণ আপনি জানেন যে, এই দুর্বুদ্ধি নিশাচর কীভাবে সমস্ত লোককে ত্রাস দিয়ে থাকে !

নন্দনেঽপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ॥ ৩৭
অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্নৃষয়ো মানুষাস্তথা।

'ব্রহ্মন্ ! এই রাক্ষস নন্দনবনের সাতজন অপ্সরা, দেবরাজ ইন্দ্রের দশ অনুচর এবং বহু ঋষি এবং মানুষদের খেয়ে নিয়েছে।

অলব্ধবরপূর্বেণ যৎ কৃতং রাক্ষসেন তু॥ ৩৮
যদ্যেষ বরলব্ধঃ স্যাদ্ ভক্ষয়েদ্ ভুবনত্রয়ম্।

'আগে বর না পেয়েও এই রাক্ষস যখন এইভাবে প্রাণীভক্ষণের মতো ক্রূর কর্ম করেছে, তাহলে এ যদি বর পেয়ে যায়, তাহলে সে তো তিন লোকই গ্রাস করে নেবে।

বরব্যাজেন মোহোঽস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ॥ ৩৯
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ ভবেদস্য চ সম্মতিঃ।

'অমিততেজস্বী দেব ! আপনি বরপ্রদানের নামে একে মোহ প্রদান করুন। তাতে সমস্ত লোকের কল্যাণ হবে এবং এরও সম্মান হবে।'

এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মাচিন্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ॥ ৪০
চিন্তিতা চোপতস্থেঽস্য পার্শ্বং দেবী সরস্বতী।

দেবতারা একথা বলায় কমলযোনি শ্রীব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। তাঁকে চিন্তা করতেই দেবী সরস্বতী উপস্থিত হলেন।

প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী॥ ৪১
ইয়মস্ম্যাগতা দেব কিং কার্যং করবাণ্যহম্।

ব্রহ্মার পাশে দাঁড়িয়ে সরস্বতী জোড় হাত করে বললেন—'দেব ! আমি এসেছি। আমার জন্য কী আদেশ ? আমায় কী করতে হবে ?'

প্রজাপতিস্তু তাং প্রাপ্তাং প্রাহ বাক্যং সরস্বতীম্॥ ৪২
বাণি ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা।

তখন প্রজাপতি সরস্বতী দেবীকে বললেন—'বাণি ! তুমি রাক্ষসরাজ কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় বিরাজ করো ও দেবতাদের অনুকূল বাণীরূপে প্রকটিত হও।'

তথেত্যুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা প্রজাপতিরথাব্রবীৎ॥ ৪৩
কুম্ভকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো মতঃ।

তখন 'যা আজ্ঞা হয়' বলে সরস্বতী দেবী কুম্ভকর্ণের মুখ গহ্বরে স্থান নিলেন। তখন প্রজাপতি ওই রাক্ষসকে বললেন—'মহাবাহু কুম্ভকর্ণ ! তুমি তোমার মনের মতো বর চেয়ে নাও।'

কুম্ভকর্ণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ॥ ৪৪
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি তং চোক্ত্বা প্রায়াদ্ ব্রহ্মা সুরৈঃসমম্॥ ৪৫

তাঁর কথা শুনে কুম্ভকর্ণ বলেন— 'দেবদেব ! আমি বহু বছর ঘুমিয়ে থাকব, এই আমার ইচ্ছা।' তখন 'এবমস্তু (তাই হোক)' বলে শ্রীব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

দেবী সরস্বতী চৈব রাক্ষসং তং জহৌ পুনঃ।
ব্রহ্মণা সহ দেবেষু গতেষু চ নভঃস্থলম্॥ ৪৬
বিমুক্তোঽসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাং চ ততো গতঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥ ৪৭

'তখন দেবী সরস্বতীও সেই রাক্ষস মুখ থেকে বহির্গত হলেন। শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে দেবতারা আকাশ পথে চলে গেলে যখন সরস্বতীও তার থেকে নেমে গেলেন, তখন দুরাত্মা কুম্ভকর্ণের চেতনা হল এবং তিনি দুঃখিত হয়ে চিন্তা করতে থাকলেন।

ঈদৃশং কিমিদং বাক্যং মমাদ্য বদনাচ্চ্যুতম্।
অহং ব্যামোহিতো দেবৈরিতি মন্যে তদাগতৈঃ॥ ৪৮

'আরে ! আমার মুখ থেকে এমন কথা কেন বার হল ? মনে হয় শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে আসা দেবতারাই আমাকে মোহগ্রস্ত করেছিলেন।'

এবং লব্ধবরাঃ সর্বে ভ্রাতরো দীপ্ততেজসঃ।
শ্লেষ্মাতকবনং গত্বা তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্॥ ৪৯

এইভাবে ওই তিন তেজস্বী ভ্রাতা বর লাভ করে শ্লেষ্মাতক বনে (বিশেষ জঙ্গলে) গেলেন এবং সেখানে সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দশম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ (১১)

রাবণের সংবাদ শুনে পিতার আদেশে কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে গমন, লঙ্কায় রাবণের রাজ্যাভিষেক এবং রাক্ষসদের বসবাস করা

সুমালী বরলব্ধাংস্তু জ্ঞাত্বা চৈতান্ নিশাচরান্।
উত্তস্থৌ ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ॥ ১

রাবণ প্রভৃতি নিশাচরেরা বর প্রাপ্ত হয়েছেন জেনে সুমালী নামক রাক্ষস তাঁর অনুচর সহ ভয় ত্যাগ করে রসাতল থেকে বেরিয়ে এলেন।

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
উত্তস্থুস্তে সুসংরব্ধাঃ সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ॥ ২

সেই সঙ্গে মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর ওই রাক্ষসের চার মন্ত্রীও রসাতল থেকে বেরিয়ে এলেন, এঁরা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

সুমালী সচিবৈঃ সার্ধং বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ॥ ৩

শ্রেষ্ঠ রাক্ষস দ্বারা পরিবৃত সুমালী তাঁর সচিবদের সঙ্গে দশগ্রীবের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—

দিষ্ট্যা তে বৎস সম্প্রাপ্তশ্চিন্তিতোঽয়ং মনোরথঃ।
যস্ত্বং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লব্ধবান্ বরমুত্তমম্॥ ৪

'বৎস ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হল যে তুমি ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রহ্মার থেকে উত্তম বর লাভ করেছ, যার জন্য তুমি চিরকাল থেকে আকাঙ্ক্ষিত মনোরথ লাভ করেছ।

যৎকৃতে চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্।
তদ্গতং নো মহাবাহো মহদ্বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্॥ ৫

'মহাবাহো ! যার জন্য আমরা সব রাক্ষস লঙ্কা ত্যাগ করে রসাতলে চলে গিয়েছিলাম, ভগবান বিষ্ণুর থেকে পাওয়া সেই মহাভয় আমাদের দূর হয়েছে।

অসকৃৎ তদ্ভয়াদ্ ভগ্নাঃ পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্।
বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্বে প্রবিষ্টাঃ স্ম রসাতলম্॥ ৬

'আমরা সকলে বারম্বার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হয়ে নিজেদের ঘর ত্যাগ করে পালিয়েছিলাম এবং সকলে একই সঙ্গে রসাতলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম।

অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা।

নিবেশিতা তব ভ্রাত্রা ধনাধ্যক্ষেণ ধীমতা॥ ৭

'এই লঙ্কা নগরী— যেখানে তোমার বুদ্ধিমান ভাই ধনাধ্যক্ষ কুবের বাস করছিলেন, তা আমাদেরই। পূর্বে এখানে রাক্ষসেরাই বসবাস করত।

**যদি নামাত্র শক্যং স্যাৎ সাম্না দানেন বানঘ।
তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ॥ ৮**

'নিষ্পাপ মহাবাহো! যদি সাম, দান অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারাও লঙ্কাকে ফেরত পাওয়া যায়, তবে আমাদের কাজ সিদ্ধ হয়।

**ত্বং চ লঙ্কেশ্বরস্তাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া রাক্ষসবংশোঽয়ং নিমগ্নোঽপি সমুদ্ধৃতঃ॥ ৯**

'তাত! তুমিই যে লঙ্কার প্রভু হবে, এতে কোনো সংশয় নেই; কারণ তুমি এই রাক্ষসবংশকে, যা রসাতলে ডুবে গিয়েছিল, উদ্ধার করেছ।

**সর্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল।
অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম্॥ ১০
বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।**

'মহাবলী বীর! তুমিই আমাদের সকলের রাজা হবে।' এই কথা শুনে দশগ্রীব তাঁর পাশে দাঁড়ানো নিজের মাতামহকে বললেন— 'মাতামহ! ধনাধ্যক্ষ কুবের হলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব তাঁর সম্বন্ধে আপনার এমন কথা বলা উচিত নয়।'

**সাম্না হি রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যাতো গরীয়সা॥ ১১
কিঞ্চিন্নাহ তদা রক্ষো জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্।**

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজের থেকে শান্তচিত্তে এমন হতাশাজনক উত্তর পেয়ে সুমালী বুঝে গেলেন যে, রাবণ কী করতে চান, তাই ওই রাক্ষস চুপ করে গেলেন। আর কিছু বলার সাহসই করলেন না।

**কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য বসন্তং রাবণং ততঃ॥ ১২
উক্তবন্তং তথা বাক্যং দশগ্রীবং নিশাচরঃ।
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যমিদমাহ সকারণম্॥ ১৩**

এভাবে সেখানে বসবাস করতঃ যখন বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হল, তখন রাবণের দ্বারা সুমালীকে কথিত বাক্য স্মরণ করে নিশাচর প্রহস্ত তাকে বিনয়পূর্বক এই যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন—

**দশগ্রীব মহাবাহো নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
সৌভ্রাত্রং নাস্তি শূরাণাং শৃণু চেদং বচো মম॥ ১৪**

'মহাবাহু দশগ্রীব! আপনি আপনার মাতামহকে যা কিছু বলেছেন, তেমন বলা উচিত নয়; কারণ বীরদের মধ্যে এইরূপ ভ্রাতৃভাব নির্বাহ হতে দেখা যায় না। আপনি আমার কথা মন দিয়ে শুনুন।

**অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব ভগিন্যৌ সহিতে হি তে।
ভার্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ॥ ১৫**

'অদিতি এবং দিতি দুজন আপন বোন। এই দুজনই হলেন প্রজাপতি কশ্যপের পরম সুন্দরী পত্নী।

**অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্।
দিতিস্ত্বজনয়দ্ দৈত্যান্ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবান্॥ ১৬**

'অদিতি দেবতাদের জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা এখন ত্রিভুবনের প্রভু আর দিতি উৎপন্ন করেছেন দৈত্যদের। দেবতা এবং দৈত্য উভয়েই মহর্ষি কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র।

**দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা।
সপর্বতা মহী বীর তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ॥ ১৭**

'ধর্মজ্ঞ বীর! প্রথমে পর্বত, বন এবং সমুদ্র সহ সমগ্র পৃথিবী দৈত্যদেরই অধিকারে ছিল, কারণ তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী।

**নিহত্য তাংস্তু সমরে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দেবানাং বশমানীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্॥ ১৮**

'কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু দৈত্যদের মেরে-তাড়িয়ে ত্রিলোকের এই অক্ষয় রাজ্যে দেবতাদের আধিপত্য কায়েম করিয়েছেন।

**নৈতদেকো ভবানেব করিষ্যতি বিপর্যয়ম্।
সুরাসুরৈরাচরিতং তৎ কুরুষ্ব বচো মম॥ ১৯**

'একমাত্র আপনিই এইরূপ বিপরীত কর্ম করেন না। দেবতা এবং অসুরগণও প্রথমে এই নীতিতেই কাজ করেছেন; সুতরাং আপনি আমার কথা মেনে নিন।'

**এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং বৈ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ॥ ২০**

প্রহস্ত এই কথা বলায় দশগ্রীবের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন— 'ভালো কথা (তুমি যেমন বলছ, তেমনই করব)'।

**স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্যবান্।
বনং গতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ॥ ২১**

তারপর সেই দিনই দশানন সানন্দে নিশাচরদের

অপেক্ষা করে লঙ্কার নিকটবর্তী বনে গেলেন।

ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্॥ ২২

সেই সময় নিশাচর দশগ্রীব ত্রিকূট পর্বতে গিয়ে অপেক্ষা করলেন এবং কথাবার্তায় পটু প্রহস্তকে দূত করে পাঠালেন।

প্রহস্ত শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ব্রূহি নৈর্ঋতপুঙ্গবম্।
বচনান্মম বিত্তেশং সামপূর্বমিদং বচঃ॥ ২৩

তিনি বললেন—'প্রহস্ত ! তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং আমার কথানুযায়ী ধনপ্রভু রাক্ষসরাজ কুবেরকে শান্তিপূর্ণভাবে এই কথাগুলি বলো।

ইয়ং লঙ্কা পুরী রাজন্ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
ত্বয়া নিবেশিতা সৌম্য নৈতদ্ যুক্তং তবানঘ॥ ২৪

(তুমি বলবে) 'রাজন্ ! এই লঙ্কাপুরী মহামনা রাক্ষসদের কিন্তু আপনারা সেখানে বাস করছেন। সৌম্য ! নিষ্পাপ যক্ষরাজ ! এটা কি আপনাদের পক্ষে উচিত ?

তদ্ ভবান্ যদি নো হ্যদ্য দদ্যাদতুলবিক্রম।
কৃতা ভবেন্মম প্রীতির্ধর্মশ্চৈবানুপালিতঃ॥ ২৫

'অতুল পরাক্রমশালী ধনেশ্বর ! আপনি যদি এই লঙ্কাপুরী আমাদের ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হব এবং জানব যে আপনি ধর্ম-পালন করেছেন।'

স তু গত্বা পুরীং লঙ্কাং ধনদেন সুরক্ষিতাম্।
অব্রবীৎ পরমোদারং বিত্তপালমিদং বচঃ॥ ২৬

প্রহস্ত তখন কুবের দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে গেলেন এবং অত্যন্ত উদারভাবে সেই বিত্তপালকে বললেন—

প্রহিতোঽহং তব ভ্রাত্রা দশগ্রীবেণ সুব্রত।
ত্বৎসমীপং মহাবাহো সর্বশস্ত্রভৃতাং বর॥ ২৭
তচ্ছ্রূয়তাং মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
বাক্যং মম বিত্তেশ যদ্ ব্রবীতি দশাননঃ॥ ২৮

'উত্তম ব্রত পালনকারী, শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবাহু, মহাপ্রাজ্ঞ ধনেশ্বর ! আপনার ভাই দশগ্রীব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দশানন রাবণ আপনাকে যা বলতে পাঠিয়েছেন, আমি সেই কথা বলছি, আপনি শুনুন।

ইয়ং কিল পুরী রম্যা সুমালিপ্রমুখৈঃ পুরা।
ভুক্তপূর্বা বিশালাক্ষ রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ॥ ২৯
তেন বিজ্ঞাপ্যতে সোঽয়ং সাম্প্রতং বিশ্রবাত্মজ।
তদেষা দীয়তাং তাত যাচতস্তস্য সামতঃ॥ ৩০

'বিশাললোচন বৈশ্রবণ ! এই রমণীয় লঙ্কাপুরী আগে ভয়ানক পরাক্রমী সুমালী ইত্যাদি রাক্ষসদের অধীনে ছিল। তাঁরা বহুদিন ধরে একে উপভোগ করেছেন। এখন দশগ্রীব তাই জানাচ্ছেন যে 'এই লঙ্কা যাদের, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক'। তাত ! শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে পেতে আগ্রহী দশগ্রীবকে আপনি এই পুরী ফিরিয়ে দিন।'

প্রহস্তাদপি সংশ্রুত্য দেবো বৈশ্রবণো বচঃ।
প্রত্যুবাচ প্রহস্তং তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ॥ ৩১

প্রহস্তের কাছে একথা শুনে সেটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভগবান বৈশ্রবন প্রহস্তকে উত্তরে বললেন—

দত্তা মমেয়ং পিত্রা তু লঙ্কা শূন্যা নিশাচরৈঃ।
নিবেশিতা চ মে রক্ষো দানমানাদিভির্গুণৈঃ॥ ৩২

'রাক্ষস ! আমি শুনেছি এই লঙ্কা নিশাচরশূণ্য ছিল। তখন আমার পিতা আমাকে এখানে থাকার আদেশ দেন। আমি দান, মান ইত্যাদি গুণ সহকারে প্রজাদের বসিয়েছি।

ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরী রাজ্যং চ যন্মম।
তবাপ্যেতন্মহাবাহো ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৩৩

'দূত ! তুমি দশাননকে গিয়ে বলো—মহাবাহো ! এই পুরী এবং এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, যা আমার কাছে আছে, এ সব তোমাদেরও। তোমরাও এর উপভোগ করো।

অবিভক্তং ত্বয়া সার্ধং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু।
এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্॥ ৩৪

'আমার রাজ্য এবং সমস্ত ধন তোমাকে ভাগে দেওয়া হয়নি'—এই কথা বলে ধনাধ্যক্ষ কুবের তাঁর পিতা বিশ্রবা মুনির কাছে চলে গেলেন।

অভিবাদ্য গুরুং প্রাহ রাবণস্য যদীপ্সিতম্।
এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্ মম॥ ৩৫
দীয়তাং নগরী লঙ্কা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা।
ময়াত্র যদনুষ্ঠেয়ং তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত॥ ৩৬

সেখানে পিতাকে প্রণাম করে তিনি রাবণের যা ইচ্ছা ছিল, তাঁকে সেই কথা বললেন—'তাত ! আজ দশগ্রীব আমার কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, এই লঙ্কা নগরীতে আগে রাক্ষসেরা থাকত, সুতরাং এটি রাক্ষসদের ফিরিয়ে দাও। সুব্রত ! এখন আপনি কৃপা করে বলুন আমার কী করা উচিত ?'

ব্রহ্মর্ষিস্ত্বেবমুক্তোঽসৌ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাঞ্জলিং ধনদং প্রাহ শৃণু পুত্র বচো মম॥ ৩৭

তিনি একথা বলায় ব্রহ্মর্ষি মুনিবর বিশ্রবা হাত জোড় করে দণ্ডায়মান ধনদ কুবেরকে বললেন— 'পুত্র ! আমার কথা শোনো।

দশগ্রীবো মহাবাহুরুক্তবান্ মম সন্নিধৌ।
ময়া নির্ভৎর্সিতশ্চাসীদ্ বহুশোক্তঃ সুদুর্মতিঃ॥ ৩৮
স ক্রোধেন ময়া চোক্তো ধ্বংসসে চ পুনঃ পুনঃ।

'মহাবাহু দশগ্রীবও আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তার জন্য আমি ওই দুর্বুদ্ধিকে খুব বকেছি, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছি এবং বারবার ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছি— 'আরে এমন করলে তোমার পতন হবে', কিন্তু তার কোনো ফল হয়নি।

শ্রেয়োঽভিযুক্তং ধর্ম্যং চ শৃণু পুত্র বচো মম॥ ৩৯
বরপ্রদানসম্মূঢ়ো মান্যামান্যং সুদুর্মতিঃ।
ন বেত্তি মম শাপাচ্চ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ॥ ৪০

'পুত্র ! এখন তুমিই আমার ধর্মানুকূল এবং কল্যাণকারী কথা মন দিয়ে শোনো। রাবণের বুদ্ধি অত্যন্ত কম। সে বর প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত মদমত্ত হয়ে উঠেছে। বিবেক বিসর্জন দিয়ে বসেছে। আমার শাপের জন্যও তার প্রকৃতি ক্রূর হয়ে গেছে।

তস্মাদ্ গচ্ছ মহাবাহো কৈলাসং ধরণীধরম্।
নিবেশয় নিবাসার্থং ত্যক্ত্বা লঙ্কাং সহানুগঃ॥ ৪১

'অতএব মহাবাহো ! এখন তুমি অনুচরদের নিয়ে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে চলে যাও আর নিজেদের থাকার জন্য সেখানেই একটি নগর স্থাপন করো।

তত্র মন্দাকিনী রম্যা নদীনামুত্তমা নদী।
কাঞ্চনৈঃ সূর্যসংকাশৈঃ পঙ্কজৈঃ সংবৃতোদকা॥ ৪২
কুমুদৈরুৎপলৈশ্চৈব অন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।

'সেইখানে শ্রেষ্ঠ নদী রমণীয় মন্দাকিনী প্রবাহিত, সেখানকার জল সূর্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সেটি সুবর্ণময় কমল, কুমুদ, উৎপল ইত্যাদি নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাপ্সরোরগকিন্নরাঃ॥ ৪৩
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে সর্বদাশ্রিতাঃ।
নহি ক্ষমং তবানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা॥ ৪৪
জানীষে হি যথানেন লব্ধঃ পরমকো বরঃ॥ ৪৫

'সেই পর্বতের ওপর দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ এবং কিন্নরাদি নানা দিব্যপ্রাণী, যাঁদের স্বভাবই হচ্ছে ঘোরা-ফেরা করা, তাঁরা সর্বদা সেখানে থেকে আনন্দ অনুভব করেন। ধনদ ! এই রাক্ষসের সঙ্গে তোমার শত্রুতা করা উচিত নয়। তুমি তো অবগত আছ যে, এঁরা শ্রীব্রহ্মার থেকে কীরূপ উৎকৃষ্ট বর লাভ করেছে।'

এবমুক্তো গৃহীত্বা তু তদ্বচঃ পিতৃগৌরবাৎ।
সদারপুত্রঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ॥ ৪৬

মুনি এই কথা বলায় কুবের পিতার মান রক্ষার জন্য তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র, মন্ত্রী, বাহন ও ধন সঙ্গে নিয়ে লঙ্কা থেকে কৈলাসে চলে গেলেন।

প্রহস্তোঽথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্॥ ৪৭

তখন প্রহস্ত প্রসন্ন হয়ে মন্ত্রী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে উপবিষ্ট মহামনা দশগ্রীবের কাছে গিয়ে বললেন—

শূন্যা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্ত্বৈনাং ধনদো গতঃ।
প্রবিশ্য তাং সহাস্মাভিঃ স্বধর্মং তত্র পালয়॥ ৪৮

'লঙ্কানগরী খালি হয়ে গেছে। কুবের লঙ্কা ত্যাগ করে চলে গেছেন। এখন আপনি আমাদের সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করে নিজের ধর্ম পালন করুন।'

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন মহাবলঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ॥ ৪৯
ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
আরুরোহ স দেবারিঃ স্বর্গং দেবাধিপো যথা॥ ৫০

প্রহস্ত একথা বলায় মহাবলী দশগ্রীব তাঁর সেনা, অনুচর এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে কুবেরের ত্যাগ করা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরীতে বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত করা ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, দেবদ্রোহী রাবণও তেমনই লঙ্কায় পদার্পণ করলেন।

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা
নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।
নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী
নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ॥ ৫১

তখন নিশাচরগণ দশমুখ রাবণের রাজ্যাভিষেক করেন। পরে রাবণ সেই পুরী স্থাপন করেন। ক্রমশঃ লঙ্কাপুরী নীলমেঘের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন রাক্ষসদ্বারা পূর্ণতঃ ভরে ওঠে।

পিতৃবাক্যগৌরবা-

ন্নিবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।

স্বলংকৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং

পুরন্দরস্যেব তদাঽমরাবতীম্ ॥ ৫২

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গলোকে অমরাবতী পুরী স্থাপন করেছিলেন, তেমনি পিতার আদেশকে সম্মান দিয়ে ধনপতি কুবের চন্দ্রসম নির্মল শোভাময় কৈলাস পর্বতে শোভাশালী শ্রেষ্ঠ ভবন ভূষিত অলকাপুরি স্থাপন করেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ (১২)

শূর্পনখা এবং রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার বিবাহ এবং মেঘনাদের জন্ম

রাক্ষসেন্দ্রোঽভিষিক্তস্তু ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।

ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১

(শ্রীঅগস্ত্য বললেন — শ্রীরাম !) নিজের অভিষেক হওয়ার পর রাক্ষসরাজ রাবণ যখন ভ্রাতাদের সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে বাস করতে লাগলেন, তখন তাঁর নিজের ভগিনী রাক্ষসী শূর্পনখার বিবাহের চিন্তা হল।

স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্।

দদৌ শূর্পণখাং নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ ॥ ২

সেই রাক্ষস দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্ব, যিনি কালকার পুত্র ছিলেন, তাঁর সঙ্গে শূর্পনখার বিবাহ দিলেন।

অথ দত্ত্বা স্বয়ং রক্ষো মৃগয়ামটতে স্ম তৎ।

তত্রাপশ্যৎ ততো রাম ময়ং নাম দিতেঃ সুতম্ ॥ ৩

কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।

অপৃচ্ছৎ কো ভবানেকো নির্মনুষ্যমৃগে বনে ॥ ৪

কন্যয়া মৃগশাবাক্ষ্যা কিমর্থং সহ তিষ্ঠসি।

শ্রীরাম ! ভগিনীর বিবাহ দিয়ে রাক্ষস রাবণ এক দিন স্বয়ং শিকারের উদ্দেশ্যে বনে ঘুরছিলেন। সেখানে তিনি দিতির পুত্র ময়কে দেখতে পেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁকে দেখে নিশাচর দশগ্রীব জিজ্ঞাসা করলেন— 'আপনি কে ? মনুষ্য এবং পশুবর্জিত এই শূন্য বনে একাকী ঘুরছেন ? এই মৃগনয়নী কন্যার সঙ্গে কোন উদ্দেশ্যে এখানে বাস করছেন ?'

ময়স্তদাব্রবীদ্ রাম পৃচ্ছন্তং তং নিশাচরম্ ॥ ৫

শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে যথাবৃত্তমিদং তব।

শ্রীরাম ! এইরূপ প্রশ্নকারী সেই নিশাচরকে ময় বললেন— 'শোনো ! আমি সব কথা তোমায় যথাযথভাবে বলছি।

হেমা নামাপ্সরাস্তাত শ্রুতপূর্বা যদি ত্বয়া ॥ ৬

দৈবতৈর্মম সা দত্তা পৌলোমীব শতক্রতোঃ।

তস্যাং সক্তমনা হ্যাসং দশবর্ষশতান্যহম্ ॥ ৭

সা চ দৈবতকার্যেণ গতা বর্ষাশ্চতুর্দশ।

তস্যাঃ কৃতে চ হেমায়াঃ সর্বং হেমময়ং পুরম্ ॥ ৮

বজ্রবৈদূর্যচিত্রং চ মায়য়া নির্মিতং ময়া।

তত্রাহমবসং দীনস্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৯

'তাত ! তুমি হয়তো শুনেছ যে, স্বর্গে হেমা নামে প্রসিদ্ধ এক অপ্সরা থাকেন। তাঁকে দেবতারা আমাকে অর্পণ করেছিলেন, যেমন পুলোম দানবের কন্যা শচীকে দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করা হয়। আমি তাঁতে আসক্ত হয়ে এক সহস্রবর্ষ ধরে তাঁর সঙ্গে বসবাস করি। একদিন তিনি দেবতাদের কার্যে স্বর্গলোকে চলে যান, তারপর চোদ্দ বছর পার হয়ে গেছে। আমি সেই হেমার জন্য মায়াময় এক নগর নির্মাণ করেছি, যা সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণনির্মিত। হীরে ও নীলার সংযোগে তা অনুপম শোভাসম্পন্ন। আমি সেখানেই আজ পর্যন্ত তার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখে দীনভাবে

জীবনযাপন করছিলাম।

তস্মাদ্ পুরাদ্ দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ।
ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষৌ বিবর্ধিতা॥ ১০

'সেখান থেকে এই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বনে এসেছি। এ আমার কন্যা। হেমার গর্ভে এর জন্ম হয়েছে এবং আমার দ্বারা পালিত হচ্ছে।

ভর্তারমনয়া সার্ধমস্যাঃ প্রাপ্তোঽস্মি মার্গিতুম্।
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্॥ ১১
কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি।

'একে সঙ্গে নিয়ে আমি একজন যোগ্য পতির সন্ধানে বেরিয়েছি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রায় সকলের জন্যই কন্যার পিতা হওয়া কষ্টদায়ক (কারণ এরজন্য কন্যার পিতাকে অন্যের সামনে মাথা নত করতে হয়।) কন্যা সর্বদা দুই কুলকে সংশয়ে ফেলে রাখে।

পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্যাং ভার্যায়াং সম্বভূব হ॥ ১২
মায়াবী প্রথমস্তাত দুন্দুভিস্তদনন্তরঃ।

'তাত ! আমার পত্নী হেমার গর্ভে দুই পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছে, প্রথম পুত্রের নাম মায়াবী, দ্বিতীয় পুত্রের নাম দুন্দুভি।

এবং তে সর্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ॥ ১৩
ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি।

'তাত ! তোমার প্রশ্নে আমি তোমাকে আমার সব কথা যথার্থভাবে জানালাম। এবার আমি জানতে চাই যে তুমি কে ? আমি কীভাবে তা জ্ঞাত হতে পারি ?'

এবমুক্তং তু তদ্ রক্ষো বিনীতমিদমব্রবীৎ॥ ১৪
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ।
মুনের্বিশ্রবসো যস্তু তৃতীয়ো ব্রহ্মণোঽভবৎ॥ ১৫

ময়াসুর একথা বলায় রাক্ষস রাবণ বিনীতভাবে বললেন—'আমি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার ছেলে। আমার নাম দশগ্রীব। আমি সেই বিশ্রবা মুনির পুত্র, তিনি শ্রীব্রহ্মার তৃতীয় বংশে জন্মেছেন।'

এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ।
মহর্ষেস্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো হর্ষমুপাগতঃ॥ ১৬
দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ।

শ্রীরাম ! রাক্ষসরাজ একথা বলায় দানব ময় মহর্ষি বিশ্রবার পুত্রের পরিচয় জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজের পুত্রীর বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

করেণ তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা ময়স্তদা॥ ১৭
প্রহসন্ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রমিদং বচঃ।

তারপর দৈত্যরাজ ময় নিজ কন্যাকে রাবণ রাজের হাতে সমর্পণ করে হেসে বললেন—।

ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেময়াপ্সরসা ধৃতা॥ ১৮
কন্যা মন্দোদরী নাম পত্ন্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।

'রাজন্ ! এ আমার কন্যা, একে অপ্সরা হেমা নিজ গর্ভে ধারণ করেছেন। এর নাম মন্দোদরী। একে তুমি তোমার পত্নীরূপে স্বীকার করো।'

বাঢ়মিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোঽভ্যভাষত॥ ১৯
প্রজ্বাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্।

শ্রীরাম ! দশগ্রীব তখন 'ঠিক আছে' বলে ময়াসুরের কথা মেনে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে অগ্নি জ্বালিয়ে মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করলেন।

স হি তস্য ময়ো রাম শাপাভিজ্ঞস্তপোধনাৎ॥ ২০
বিদিত্বা তেন সা দত্তা তস্য পৈতামহং কুলম্।

রঘুনন্দন ! যদিও ময়াসুর জানতেন যে তপোধন বিশ্রবার থেকে রাবণ ক্রূর-প্রকৃতি হওয়ার শাপ পেয়েছেন ; তবুও রাবণকে শ্রীব্রহ্মার কুলের সন্তান জেনে তাঁকে কন্যা দান করলেন।

অমোঘাং তস্য শক্তিং চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতাম্॥ ২১
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবাঁল্লক্ষ্মণং যয়া।

সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট তপস্যা থেকে লাভ করা এক পরম অদ্ভুত অমোঘ শক্তি তাঁকে প্রদান করেন, যাঁর দ্বারা রাবণ লক্ষ্মণকে আহত করেছিলেন।

এবং স কৃত্বা দারান্ বৈ লঙ্কায়া ঈশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ২২
গত্বা তু নগরীং ভার্যে ভ্রাতৃভ্যাং সমুপাহরৎ।

লঙ্কেশ্বর রাবণ এইভাবে দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করে লঙ্কাপুরীতে গেলেন এবং নিজের দুই ভ্রাতারও বিবাহ দিয়ে তাঁদের দুই ভার্যাকে নিয়ে আসেন।

বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ॥ ২৩
তাং ভার্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ।

বিরোচনকুমার বলির দৌহিত্রী, যাঁর নাম ছিল বজ্রজ্বালা, রাবণ তাঁকে কুম্ভকর্ণের পত্নী করেন।

গন্ধর্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ॥ ২৪
সরমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্যাং বিভীষণঃ।

গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা, যাঁর নাম ছিল

সরমা, যিনি ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানী ছিলেন, বিভীষণ তাঁকে নিজ স্ত্রীরূপে লাভ করলেন।

তীরে তু সরসো বৈ তু সংজজ্ঞে মানসস্য হি।। ২৫
সরস্বদা মানসং তু ববৃধে জলদাগমে।
মাতা তু তস্যাঃ কন্যায়াঃ স্নেহেনাক্রন্দিতং বচঃ।। ২৬
সরো মা বর্ধয়স্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ।

মানস সরোবরের তীরে সেই কন্যা উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর যখন জন্ম হয়, তখন বর্ষা আগমন হওয়ায় মানস সরোবর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন সেই কন্যার মাতা পুত্রীর করুণক্রন্দনে দুঃখিত হয়ে সরোবরকে বলেন—'সরো মা বর্ধয়স্ব' (হে সরোবর ! তুমি তোমার জলকে আর বাড়তে দিও না)। তিনি ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন—'সরঃ মা', তাই কন্যার নাম হয় 'সরমা'।

এবং তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ।। ২৬
স্বাং স্বাং ভার্যমুপাদায় গন্ধর্বা ইব নন্দনে।

তিনজন রাক্ষস এইভাবে বিবাহিত হয়ে নিজ পত্নীদের সঙ্গে করে নন্দনবনে বিহারকারী গন্ধর্বদের ন্যায় লঙ্কায় সুখে বিহার করতে থাকেন।

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ।। ২৬
স এষ ইন্দ্রজিন্নাম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।

এর কিছুকাল পরে মন্দোদরী পুত্র সন্তানের মেঘনাদের জন্ম দেন, যাঁকে আপনারা ইন্দ্রজিৎ নামে জানেন।

স এষ ইন্দ্রজিন্নাম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।
জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসূনুনা।। ২৯
রুদতা সুমহান্ মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ।

এই রাবণপুত্র জন্মগ্রহণ করেই কাঁদতে কাঁদতে মেঘের সমান গম্ভীর আওয়াজ করতেন।

জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব।। ৩০
পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্।

রঘুনন্দন ! এই মেঘতুল্য নাদে সমস্ত লঙ্কা জড়বৎ স্তব্ধ থেকে যেত ; তাই পিতা রাবণ নিজেই তাঁর নাম রাখেন মেঘনাদ।

সোঽবর্ধত তদা রাম রাবণান্তঃপুরে শুভে।। ৩১
রক্ষ্যমাণো বরস্ত্রীভিশ্ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ।
মাতাপিত্রোর্মহাহর্ষং জনয়ন্ রাবণাত্মজঃ।। ৩২

শ্রীরাম ! সেই সময় এই রাবণকুমার মেঘনাদ রাবণের সুন্দর অন্তঃপুরে মাতা-পিতাকে অতীব হর্ষান্বিত করে শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে কাষ্ঠ আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বাড়তে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।। ১২ ।।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।। ১২ ।।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ (১৩)

রাবণ দ্বারা নির্মিত শয়নাগারে কুম্ভকর্ণের শয়ন, রাবণের অত্যাচার, কুবেরের দূত পাঠিয়ে তাঁকে বোঝানো এবং কুপিত হয়ে রাবণের সেই দূতকে হত্যা করা

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ।
নিদ্রা সমভবৎ তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী।। ১

(শ্রী অগস্ত্য বললেন—রঘুনন্দন) তারপর কিছুকাল পরে লোকেশ্বর শ্রীব্রহ্মার প্রেরিত নিদ্রা, হাই ইত্যাদি আলস্যরূপ মূর্তিধারণ করে কুম্ভকর্ণের মধ্যে তীব্র বেগে সঞ্চারিত হল।

ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্ বচঃ।
নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্।। ২

তখন কুম্ভকর্ণ তাঁর পাশে উপবিষ্ট ভ্রাতা রাবণকে বললেন—'রাজন্ ! আমাকে নিদ্রা কষ্ট দিচ্ছে ; অতএব আমার শয়নযোগ্য একটি ঘর তৈরি করে দিন।'

বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্মবৎ।
বিস্তীর্ণং যোজনং স্নিগ্ধং ততো দ্বিগুণমায়তম্।। ৩
দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে।
স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈঃ স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্।। ৪

একথা শুনে রাক্ষসরাজ বিশ্বকর্মার মতো সুযোগ্য

শিল্পীদের ঘর তৈরি করার আদেশ দিলেন। সেই শিল্পীগণ দু যোজন লম্বা ও এক যোজন চওড়া সুন্দর ঘর তৈরি করেন, যা দেখার মতো ছিল। সেখানে কোনো বাধা অনুভব হতো না। তাতে সর্বত্র স্ফটিক মণি এবং স্বর্ণ স্তম্ভ লাগানো ছিল, যার জন্য সেই ভবনটির শোভা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বৈদূর্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালকং তথা।
দান্ততোরণবিন্যস্তং বজ্রস্ফটিকবেদিকম্॥ ৫

সেখানে নীলার সিঁড়ি বানানো ছিল। চারদিকে ঘুঙুর দেওয়া ঝালর লাগানো ছিল। সদর ফটক হাতির দাঁতে তৈরি এবং হীরা ও স্ফটিক মণির বেদী ও বারান্দা শোভা দিচ্ছিল।

মনোহরং সর্বসুখং কারয়ামাস রাক্ষসঃ।
সর্বত্র সুখদং নিত্যং মেরোঃ পুণ্যাং গুহামিব॥ ৬

সেই ভবন সর্বপ্রকারে সুখদায়ক ও মনোহর ছিল। মেরুর পুণ্যময় গুহার তুল্য সর্বত্র সুখপ্রদানকারী ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণের জন্য এমনই সুন্দর, সুখদায়ক শয়নাগার তৈরি করা হয়।

তত্র নিদ্রাং সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
বহূন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে॥ ৭

মহাবলী কুম্ভকর্ণ সেই গৃহে কয়েক হাজার বছর নিদ্রায় বশীভূত হয়ে রইলেন, নিদ্রার আবেশ কাটাতেই পারছিলেন না।

নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ।
দেবর্ষিযক্ষগন্ধর্বান্ সংজঘ্নে হি নিরঙ্কুশঃ॥ ৮

কুম্ভকর্ণ যখন নিদ্রাভিভূত, তখন দশানন রাবণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতিগণের উপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন করতে লাগলেন।

উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ।
তানি গত্বা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্তি স্ম দশাননঃ॥ ৯

দেবতাদের নন্দনবন ইত্যাদি যেসব সুন্দর উদ্যান ছিল, দশানন সেখানে গিয়ে সেগুলি নষ্ট করে দিতেন।

নদীং গজ ইব ক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিব ক্ষিপন্।
নগান্ বজ্র ইবোৎসৃষ্টো বিধ্বংসয়তি রাক্ষসঃ॥ ১০

রাক্ষস রাবণ নদীতে নেমে হাতির মতো ক্রীড়া করে নদীর ধারাকে ছিন্ন-ভিন্ন করতেন, বৃক্ষসমূহ ঝাঁকিয়ে তুলে ফেলতেন এবং পর্বতগুলি ইন্দ্রের হস্তচ্যুত বজ্রের ন্যায় টুকরো টুকরো করে দিতেন।

তথাবৃত্তং তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ।
কুলানুরূপং ধর্মজ্ঞো বৃত্তং সংস্মৃত্য চাত্মনঃ॥ ১১
সৌভ্রাত্রদর্শনার্থং তু দূতং বৈশ্রবণস্তদা।
লঙ্কাং সম্প্রেষয়ামাস দশগ্রীবস্য বৈ হিতম্॥ ১২

দশগ্রীবের এই নিরঙ্কুশ আচরণের খবর পেয়ে ধনপতি ধর্মজ্ঞ কুবের কুলের মতো আচার-ব্যবহারের কথা চিন্তা করে উত্তম ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দিয়ে একজন দূতকে লঙ্কায় পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাবণকে হিতের কথা বলে সুপথে নিয়ে আসার।

স গত্বা নগরীং লঙ্কামাসসাদ বিভীষণম্।
মানিতস্তেন ধর্মেণ পৃষ্টশ্চাগমনং প্রতি॥ ১৩

সেই দূত লঙ্কাপুরীতে গিয়ে প্রথমে বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিভীষণ ধর্মানুসারে তাঁর সংকার করেন এবং তাঁর লঙ্কায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাং চ বিভীষণঃ।
সভায়াং দর্শয়ামাস তমাসীনং দশাননম্॥ ১৪

পরে সকলের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করে তিনি সেই দূতকে রাজসভায় নিয়ে গিয়ে রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান।

স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
জয়েতি বাচা সম্পূজ্য তূষ্ণীং সমভিবর্তত॥ ১৫

রাজা রাবণ রাজসভায় নিজ তেজে উদ্দীপিত ছিলেন। দূত তাঁকে দেখে 'মহারাজের জয় হোক' বলে সম্বর্ধনা জানিয়ে, চুপ করে দাঁড়ালেন।

স তত্রোত্তমপর্যঙ্কে বরাস্তরণশোভিতে।
উপবিষ্টং দশগ্রীবং দূতো বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ১৬

পরে একটি সুসজ্জিত পালঙ্কে উপবিষ্ট দশানন রাবণকে সেই দূত একথা বলল—।

রাজন্ বদামি তে সর্বং ভ্রাতা তব যদব্রবীৎ।
উভয়োঃ সদৃশং বীর বৃত্তস্য চ কুলস্য চ॥ ১৭

'বীর মহারাজ ! আপনার ভাই ধনপতি কুবের আপনার কাছে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা মাতা-পিতা

পুরুষের কুল এবং সদাচারের অনুরূপ, আমি সবিস্তারে আপনাকে তা জানাচ্ছি।

পর্যাপ্তমেতাবৎ কৃতাশ্চারিত্রসংগ্রহঃ।
সাধু ধর্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে।। ১৮

(কুবের জানিয়েছেন) 'দশগ্রীব ! তুমি আজ পর্যন্ত যেসব কুকর্ম করেছেন, তা যথেষ্ট হয়েছে। এখন নিজের মঙ্গলের জন্য সদাচারের পথ অবলম্বন করা উচিত। যদি সম্ভব হয়, তবে ধর্মপথে স্থিত হও ; তোমার পক্ষে তাই মঙ্গলকারী হবে।

দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমৃষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ।
দেবতানাং সমুদ্যোগস্ত্বত্তো রাজন্ ময়া শ্রুতঃ।। ১৯

'তুমি নন্দনবন ধ্বংস করেছ — আমি নিজে তা দেখেছি। আমি একথাও শুনেছি যে তুমি অনেক ঋষিকে হত্যা করেছ। রাজন্ ! (এতে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতাগণ প্রস্তুত হয়েছেন, এর বিহিত করার উপায় ভাবছেন) আমি শুনেছি ইতিমধ্যেই দেবতারা তোমার বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন।

নিরাকৃতশ্চ বহুশস্ত্বয়াহং রাক্ষসাধিপ।
অপরাধোহপি বালো হি রক্ষিতব্যঃ স্ববান্ধবৈঃ।। ২০

'রাক্ষসরাজ ! তুমি কয়েকবার আমাকেও তিরস্কার করেছ, তবুও অবোধ বালক অপরাধ করলে বন্ধু-বান্ধবদের তাকে রক্ষা করা উচিত (তাই আমি তোমাকে এই হিতকারী পরামর্শ দিচ্ছি)।

অহং তু হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্মমুপাসিতুম্।
রৌদ্রং ব্রতং সমাস্থায় নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ২১

'আমি শৌচ-সন্তোষ নিয়ম পালন এবং ইন্দ্রিয় সংযম করে 'রৌদ্র-ব্রতে'র আশ্রয় নিয়ে ধর্মানুষ্ঠান করার জন্য হিমালয়ের এক শিখরে গিয়েছিলাম।

তত্র দেবো ময়া দৃষ্ট উময়া সহিতঃ প্রভুঃ।
সব্যং চক্ষুর্ময়া দৈবাৎ তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্।। ২২
কা স্বেষেতি মহারাজ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
রূপং চানুপমং কৃত্বা রুদ্রাণী তত্র তিষ্ঠতি।। ২৩

'সেখানে উমাদেবীসহ ভগবান শ্রীমহাদেবের দর্শন লাভ করি। সেই সময় আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম 'ইনি কে ?' দৈববশতঃ দেবী পার্বতীর ওপর নিজের বাম দৃষ্টি ফেলি। অবশ্যই আমি অন্য কোনো কারণে (বিকার যুক্ত ভাবনায়) তাঁর দিকে তাকাইনি। দেবী রুদ্রাণী তখন অনুপমরূপে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেব্যা দিব্যপ্রভাবেণ দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্।
রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্।। ২৪

'দেবীর দিব্য প্রভাবে তখন আমার বামচক্ষু পুড়ে যায় এবং ডানচক্ষু ধূলোয় ভর্তি হয়ে পিঙ্গল বর্ণের হয়ে যায়।

ততোঽহমন্যদ্ বিস্তীর্ণং গত্বা তস্য গিরেস্তটম্।
তূষ্ণীং বর্ষশতান্যষ্টৌ সমধারং মহাব্রতম্।। ২৫

'তখন আমি পর্বতের অন্য বিস্তৃত তটে গিয়ে আটশো বছর ধরে মৌনভাবে মহাব্রত ধারণ করি।

সমাপ্তে নিয়মে তস্মিংস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
ততঃ প্রীতেন মনসা প্রাহ বাক্যমিদং প্রভুঃ।। ২৬

'সেই নিয়ম সমাপ্ত হলে ভগবান মহেশ্বর আমাকে দর্শন দেন এবং প্রসন্ন মনে বলেন—

প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞ তপসানেন সুব্রত।
ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চৈব ধনাধিপ।। ২৭

'উত্তম ব্রত পালনকারী ধর্মজ্ঞ ধনেশ্বর ! আমি তোমার তপস্যাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এই ব্রত আমি পালন করেছি আর দ্বিতীয় তুমি।

তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ ব্রতমীদৃশম্।
ব্রতং সুদুষ্করং হ্যেতন্ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা।। ২৮

'তৃতীয় আর কোনো পুরুষ নেই, যে এই কঠোর ব্রত পালন করতে পারে, এই অতি দুষ্কর ব্রত পূর্বকালে আমিই প্রকট করেছি।

তৎসখিত্বং ময়া সৌম্য রোচয়স্ব ধনেশ্বর।
তপসা নির্জিতশ্চৈব সখা ভব মমানঘ।। ২৯

'অতএব সৌম্য ধনেশ্বর ! তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর সম্বন্ধ স্থাপন করো, এই সম্পর্ক তোমার পছন্দ হওয়া উচিত। অনঘ ! তুমি তোমার তপে আমাকে জিতে নিয়েছ ; সুতরাং তুমি আমার বন্ধু হয়ে থাকো।

দেব্যা দগ্ধং প্রভাবেণ যচ্চ সব্যং তবেক্ষণম্।
পৈঙ্গল্যং যদবাপ্তং হি দেব্যা রূপনিরীক্ষণাৎ।। ৩০

একাক্ষপিঙ্গলীত্যেব নাম স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
এবং তেন সখিত্বং চ প্রাপ্যানুজ্ঞাং চ শঙ্করাৎ॥ ৩১
আগতেন ময়া চৈবং শ্রুতস্তে পাপনিশ্চয়ঃ।

'দেবী পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করায় দেবীর প্রভাবে তোমার বাম চক্ষু জ্বলে গেছে এবং দ্বিতীয়টিও পিঙ্গলবর্ণ হয়েছে, তাই এবার থেকে তোমার 'একাক্ষপিঙ্গলী' নাম চিরস্থায়ী হবে।' এভাবে ভগবান শংকরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তাঁর আজ্ঞায় আমি যখন ঘরে ফিরি, তখন তোমার পাপপূর্ণ নিশ্চয়ের কথা শুনি।

তদধর্মিষ্ঠসংযোগান্নিবর্ত কুলদূষণাৎ॥ ৩২
চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরৈস্তব।

'সুতরাং এখন তুমি কুলে কলঙ্ক লেপনকারী পাপকর্ম থেকে দূরে থাকো ; কারণ ঋষিদের সঙ্গে দেবতারা তোমাকে বধের উপায় ভাবছেন।'

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ কোপসংরক্তলোচনঃ॥ ৩৩
হস্তান্ দন্তাংশ্চ সম্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।

দূতের মুখে কুবেরের বার্তা শুনে দশানন রাবণের চোখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি হাত কচলিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলেন—।

বিজ্ঞাতং তে ময়া দূত বাক্যং যৎ ত্বং প্রভাষসে॥ ৩৪
নৈব ত্বমসি নৈবাসৌ ভ্রাত্রা যেনাসি চোদিতঃ।

'দূত ! তুমি যা বলছ, তার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি, এখন তুমিও বেঁচে থাকতে পারবে না এবং সেই সঙ্গে ভাইও,—যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

হিতং নৈষ মমৈতদ্ধি ব্রবীতি ধনরক্ষকঃ॥ ৩৫
মহেশ্বরসখিত্বং তু মূঢ়ঃ শ্রাবয়তে কিল।

'ধনরক্ষক কুবের যে সংবাদ দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে হিতকারক নয়। ওই মূঢ় ব্যক্তি আমাকে (ভয় দেখানোর জন্য) শ্রীমহাদেবের সঙ্গে নিজের মিত্রতার কথা জানাচ্ছে ?

নৈবেদং ক্ষমণীয়ং মে যদেতদ্ ভাষিতং ত্বয়া॥ ৩৬
যদেতাবন্ময়া কালং দূত তস্য তু মর্ষিতম্।
ন হন্তব্যো গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি মন্যতে॥ ৩৭

'দূত ! তোমার দ্বারা যে কথা জানানো হয়েছে, তা আমার পক্ষে সহনীয় নয়। কুবের আমার বড় ভাই, তাই তাঁকে বধ করা আমার উচিত নয়—এই কথা ভেবেই আমি এখন পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা করেছি।

তস্য ত্বিদানীং শ্রুত্বা মে বাক্যমেষা কৃতা মতিঃ।
ত্রীঁল্লোঁকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ॥ ৩৮

'কিন্তু এখন তাঁর কথা শুনে আমি স্থির করেছি যে, নিজের বাহুবলের ওপর ভরসা করেই আমি তিন লোক জয় করব।

এতন্মুহূর্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে।
চতুরো লোকপালাংস্তান্ নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্॥ ৩৯

'এই মুহূর্তে একজনের অপরাধে আমি চারজন লোকপালকেই যমলোকে পাঠাব।'

এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্।
দদৌ ভক্ষয়িতুং হ্যেনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্॥ ৪০

একথা বলে লঙ্কেশ রাবণ তরবারি দিয়ে ওই দূতকে দুটুকরো করে ফেললেন এবং তার মৃতদেহ দুরাত্মা রাক্ষসদের খাবার জন্য দিয়ে দিলেন।

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো রথমারুহ্য রাবণঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাংক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ॥ ৪১

তারপর রাবণ স্বস্তিবাচন করে রথে আরোহণ করলেন এবং ত্রিলোকে বিজয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যেখানে কুবের ছিলেন, সেইস্থানে অগ্রসর হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ (১৪)

মন্ত্রীগণ সহ রাবণের যক্ষদের ওপর আক্রমণ এবং তাঁদের পরাজয়

ততঃ স সচিবৈঃ সার্ধং ষড়্ভির্নিত্যবলোদ্ধতঃ।
মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ॥ ১
ধূম্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরগর্দ্ধিনা।
বৃতঃ সম্প্রযযৌ শ্রীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহন্নিব॥ ২

(শ্রীঅগস্ত্য বললেন— রঘুনন্দন!) তারপর শক্তির অহংকারে সর্বদা উন্মত্ত থাকা রাবণ, মহোদর-প্রহস্ত-মারীচ-শুক-সারণ এবং সর্বদা যুদ্ধ অভিলাষী বীর ধূম্রাক্ষ—এই ছয় মন্ত্রীকে নিয়ে লঙ্কা থেকে প্রস্থান করলেন। তখন এমন মনে হচ্ছিল যে রাবণ নিজ ক্রোধে সমগ্র লোক ভস্মীভূত করে ফেলবেন।

পুরাণি স নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ।
অতিক্রম্য মুহূর্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ॥ ৩

অনেক নগর, নদী, পর্বত, বন-উপবন লঙ্ঘন করে তিনি অল্পসময়েই কৈলাস পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন।

সন্নিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রং নিশম্য তু।
যুদ্ধেপ্সুং তং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমন্ত্রিণম্॥ ৪
যক্ষা ন শেকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ।
রাজ্ঞো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ॥ ৫

যক্ষরা যখন শুনলেন যে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হয়ে তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে কৈলাস পর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তাঁরা সেই রাক্ষসের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। ইনি রাজার ভাই— একথা জেনে, ধনপতি কুবের যেখানে ছিলেন, যক্ষেরা সেই স্থানে তাঁর কাছে গেলেন।

তে গত্বা সর্বমাচখ্যুর্ভ্রাতুস্তস্য চিকীর্ষিতম্।
অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে॥ ৬

সেখানে গিয়ে তাঁরা তাঁর ভাইকে সব বিষয় খুলে জানালেন। কুবের সব শুনে যক্ষদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন; যক্ষেরা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রওনা দিলেন।

ততো বলানাং সংক্ষোভো ব্যবর্ধত ইবোদধেঃ।
তস্য নৈর্ঋতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব॥ ৭

সেই সময় যক্ষ রাজার সেনারা সমুদ্রের মতো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সেই বেগে পর্বতও যেন কাঁপতে লাগল।

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসংকুলম্।
ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে॥ ৮

তারপর যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেখানে উপস্থিত রাবণের মন্ত্রিরা কাতর হয়ে পড়লেন।

স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
হর্ষনাদান্ বহূন্ কৃত্বা স ক্রোধাদভ্যধাবত॥ ৯

সৈন্যদের এইরূপ দুর্দশা দেখে নিশাচর দশগ্রীব বারম্বার হর্ষবর্ধক সিংহনাদ করে রোষভরে যক্ষদের দিকে ছুটলেন।

যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ।
তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধয়ৎ॥ ১০

রাক্ষসরাজের সচিবেরা ভয়ংকর পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁদের এক একজন সচিব হাজার-হাজার যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

ততো গদাভির্মুসলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
হন্যমানো দশগ্রীবস্তৎসৈন্যং সমগাহত॥ ১১
স নিরুচ্ছ্বাসবৎ তত্র বধ্যমানো দশাননঃ।
বর্ষদ্ভিরিব জীমূতৈর্ধারাভিরবরুধ্যত॥ ১২

তখন যক্ষেরা জলধারা বর্ষণকারী মেঘের মতো গদা, মুসল, তলোয়ার, শক্তি এবং তোমর বর্ষণ করতে লাগলেন। সেইসব আঘাত সহ্য করে দশগ্রীব শত্রুসেনা মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁর ওপর এতো আঘাত পড়তে লাগল যে, তিনি দম নেবারও অবকাশ পাচ্ছিলেন না। যক্ষেরা তাঁর গতি রুখে দিলেন।

ন চকার ব্যথাং চৈব যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ।
মহীধর ইবাম্ভোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ॥ ১৩

যক্ষদের অস্ত্রাঘাতে আহত হয়েও রাবণ কিছু মনে করলেন না—ঠিক তেমনই যেমন মেঘদ্বারা বর্ষিত জলধারায় সিক্ত হয়েও পর্বত বিচলিত হয় না।

স মহাত্মা সমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্।
প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্॥ ১৪

সেই মহাকায় নিশাচর কালদণ্ডের মতো ভয়ানক গদা

নিয়ে যক্ষসেনা মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের যমলোকে পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুষ্কেন্ধনমিবাকুলম্।
বাতেনাগ্নিরিবাদীপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ॥ ১৫

বায়ুদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় রাবণ শুকনো তৃণের মতো ভীত, আকুল যক্ষসেনাদের জ্বালাতে লাগলেন।

তৈস্তু তত্র মহামাত্যৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ।
অল্পাবশেষাস্তে যক্ষাঃ কৃতা বাতৈরিবাম্বুদাঃ॥ ১৬

বায়ু যেমনভাবে মেঘ উড়িয়ে দেয়, তেমনভাবে সেই মহোদর এবং শুক ইত্যাদি মহামন্ত্রীগণ সেখানে যক্ষদের নিধন করলেন। মাত্র অল্পসংখ্যকই বেঁচে গেল।

কেচিৎ সমাহতা ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ।
ওষ্ঠাংশ্চ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে॥ ১৭

বহু সংখ্যক যক্ষ শস্ত্রাঘাতে অঙ্গ-ভঙ্গ হয়ে সমরাঙ্গনে ধরাশায়ী হয়ে গেল। কত যক্ষ রণভূমিতে কুপিত হয়ে নিজ দাঁত পিষতে লাগল।

শ্রান্তাশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে।
সীদন্তি চ তদা যক্ষাঃ কূলা ইব জলেন হ॥ ১৮

কেউ ক্লান্ত হয়ে একে অন্যের পাশে বসেছে, তাঁদের অস্ত্র পড়ে গেছে এবং রণাঙ্গনে তাঁরা এমন শিথিলভাবে পতিত হচ্ছেন, যেন জলের বেগে নদীর পাড়ে আছড়ে পড়ছে !

হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্।
প্রেক্ষতামৃষিসঙ্ঘানাং ন বভূবান্তরং দিবি॥ ১৯

মরে গিয়ে স্বর্গে গমনরত, যুদ্ধে লিপ্ত থাকা এবং পলায়মান যক্ষদের, আর যুদ্ধ দেখতে উপস্থিত ঋষিদের সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, আকাশে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

ভগ্নাংস্তু তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রাংস্তু মহাবলান্।
ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস যক্ষকান্॥ ২০

মহাবাহু ধনাধ্যক্ষ সেই যক্ষদের পালাতে দেখে অন্য মহাবলী যক্ষরাজাদের যুদ্ধের জন্য পাঠালেন।

এতস্মিন্নন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ।
প্রেষিতো ন্যপতদ্ যক্ষো নাম্না সংযোধকণ্টকঃ॥ ২১

শ্রীরাম ! ইতিমধ্যে কুবের প্রেরিত সংযোধকণ্টক নামক যক্ষ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে বহু সংখ্যক সেনা ও বাহন ছিল।

তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ।
পতিতো ভূতলে শৈলাৎ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহঃ॥ ২২

তিনি এসেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় চক্র দ্বারা রণাঙ্গনে মারীচকে প্রহার করলেন। তাতে আহত হয়ে সেই রাক্ষস কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এমনভাবে পড়লেন, যেমন পুণ্য ক্ষয় হলে স্বর্গবাসী গ্রহ ভূতলে পতিত হয়।

সসংজ্ঞস্তু মুহূর্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ।
তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুদ্রুবে॥ ২৩

প্রায় এক ঘণ্টার পর নিশাচর মারীচের জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বিশ্রাম করে আবার সেই যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই যক্ষ তখন পালিয়ে গেল।

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্যরজতোক্ষিতম্।
মর্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণান্তরমাবিশৎ॥ ২৪

রাবণ তারপর কুবের পুরীর সিংহদ্বারে — যেটি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং নীলা ও রৌপ্য বিভূষিত ছিল, সেখানে প্রবেশ করলেন। সেখানে দ্বারপালদের পাহারা ছিল। সেই দ্বারই ছিল সীমা। তার পরে আর কেউ যেতে পারত না।

তং তু রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্।
সূর্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ॥ ২৫

মহারাজ শ্রীরাম ! নিশাচর দশগ্রীব যখন সেই দ্বারে প্রবেশ করতে গেলেন, তখন সূর্যভানু নামক দ্বারপাল তাঁকে বাধা দিলেন।

স বার্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ।
যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ॥ ২৬
ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তাড়িতঃ।
রুধিরং প্রস্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুস্রবৈরিব॥ ২৭

যক্ষের বাধা দেওয়াতেও যখন নিশাচর থামলেন না এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন দ্বারপাল দ্বারে লাগানো একটি স্তম্ভ ভেঙ্গে দশগ্রীবকে আঘাত করলেন, ফলে তাঁর শরীর থেকে রক্তধারা পড়তে লাগল, যেন কোনো পর্বত থেকে গেরুয়া রং মিশ্রিত জলধারা পড়ছে।

স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ।
জগাম ন ক্ষতিং বীরো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ২৮

পর্বত শিখরের মতো স্তম্ভের আঘাতেও বীর দশগ্রীবের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁকে শ্রীব্রহ্মার বরদানের প্রভাবে মারা সম্ভব ছিল না।

ক্ষণেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ।
তদা যক্ষো ভস্মীকৃততনুস্তদা॥ ২৯

তৎপশ্চাত তিনি তখনই সেই স্তম্ভ তুলে যক্ষকে প্রহার করলেন, এর ফলে যক্ষের শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর শরীরের কোনো অবশিষ্টই পাওয়া গেল না।

প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা রক্ষঃপরাক্রমম্।
ততো নদীর্গুহাশ্চৈব বিবিশুর্ভয়পীড়িতাঃ।
ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাস্তদা॥ ৩০

সেই রাক্ষসের এই পরাক্রম দেখে সকল যক্ষ পালিয়ে গেল। কেউ নদীতে ঝাঁপ দিল, কেউ ভয়ে গুহাতে ঢুকে গেল। সকলেই তাদের অস্ত্রত্যাগ করল। সকলেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মুখকান্তি শুকিয়ে গিয়েছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ (১৫)

মণিভদ্র তথা কুবেরের পরাজয় এবং রাবণ দ্বারা পুষ্পকবিমানের অপহরণ

ততস্তাঁল্লক্ষ্য বিত্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রাংশ্চ সহস্রশঃ।
ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষং মাণিভদ্রমথাব্রবীৎ॥ ১

(মহর্ষি অগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন !) ধনাধ্যক্ষ দেখলেন, হাজার হাজার যক্ষপ্রবর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছেন ; তখন তিনি মণিভদ্র নামক এক মহাযক্ষকে বললেন-

রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্।
শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্॥ ২

'যক্ষপ্রবর ! রাবণ পাপাত্মা এবং দুরাচারী, তুমি একে মেরে ফেল এবং যুদ্ধে শোভাবৃদ্ধিকারী বীর যক্ষদের রক্ষা করো।'

এবমুক্তো মহাবাহুর্মাণিভদ্রঃ সুদুর্জয়ঃ।
বৃতো যক্ষসহস্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সময়োধয়ৎ॥ ৩

মহাবাহু মাণিভদ্র অত্যন্ত দুর্জয় বীর ছিলেন। কুবেরের আদেশ পেয়ে তিনি চার হাজার যক্ষসেনা নিয়ে প্রবেশ পথে গিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

তে গদামুসলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।
অভিঘ্নন্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্॥ ৪

যক্ষযোদ্ধারা তখন গদা, মুসল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গরের দ্বারা প্রহার করতে করতে রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কুর্বন্তস্তুমুলং যুদ্ধং চরন্তঃ শ্যেনবল্লঘু।
বাঢ়ং প্রয়চ্ছ নেচ্ছামি দীয়তামিতি ভাষিণঃ॥ ৫

তাঁরা বাজপক্ষীর মতো তীব্র গতিতে যুদ্ধ করতে করতে সবদিকে বিচরণ করতে লাগলেন। কেউ বলছেন 'আমাকে যুদ্ধ করতে দাও', কেউ বলছেন—'আমি এখান থেকে পিছু সরতে চাই না', আবার অন্য কেউ বলছেন —'আমাকে আমার অস্ত্র দাও'।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
দৃষ্ট্বা তৎ তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্॥ ৬

সেই তুমুল যুদ্ধ দেখে দেবতা, গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন।

যক্ষাণাং তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে।
মহোদরেণ চানিন্দ্যং সহস্রমপরং হতম্॥ ৭

প্রহস্ত সেই রণভূমিতে এক হাজার যক্ষ সংহার করে ফেললেন। পরে মহোদর অপর এক সহস্র প্রশংসনীয় যক্ষদের বিনাশ করলেন।

ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যুযুৎসুনা।
নিমেষান্তরমাত্রেণ দ্বে সহস্রে নিপাতিতে॥ ৮

রাজন্ ! সেই সময় ক্রুদ্ধ রণোৎসুক মারীচ পলক ফেলতে না ফেলতেই অবশিষ্ট দুহাজার যক্ষকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

ক্ব চ যক্ষার্জবং যুদ্ধং ক্ব চ মায়াবলাশ্রয়ম্।
রক্ষসাং পুরুষব্যাঘ্র তেন তেঽভ্যধিকা যুধি॥ ৯

পুরুষসিংহ! কোথায় যক্ষদের কপটশূণ্য যুদ্ধ ? আর কোথায় রাক্ষসদের মায়াময় সংগ্রাম ? তাঁরা নিজ মায়াবলের ভরসাতেই যক্ষদের থেকে বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হলেন।

ধূম্রাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে।
মুসলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চ কম্পিতঃ॥ ১০

সেই মহাসমরে ধূম্রাক্ষ এসে ক্রোধপূর্বক মাণিভদ্রের বুকে মুসলাঘাত করেন ; কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ।
ধূম্রাক্ষস্তাড়িতো মূর্ধ্নি বিহ্বলঃ স পপাত হ॥ ১১

মাণিভদ্রও তখন গদা তুলে সেই রাক্ষস ধূম্রাক্ষের মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। তার আঘাতে ব্যাকুল হয়ে ধূম্রাক্ষ ধরণীর ওপর পড়ে গেলেন।

ধূম্রাক্ষং তাড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্।
অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ॥ ১২

ধূম্রাক্ষকে গদার আঘাতে আহত এবং রক্তে আপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে দশমুখ রাবণ রণভূমিতে মাণিভদ্রকে ধাওয়া করলেন।

সংক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্।
শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিসৃভির্যক্ষপুঙ্গবঃ॥ ১৩

দশাননকে ক্রোধে ধাওয়া করতে দেখে যক্ষপ্রবর মাণিভদ্র তাঁকে একসঙ্গে তিনটি শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন।

তাড়িতো মাণিভদ্রস্য মুকুটে প্রাহরদ্ রণে।
তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটং পার্শ্বমাগতম্॥ ১৪

আঘাত পেয়ে রাবণ রণভূমিতে মাণিভদ্রের মুকুটে আঘাত করলেন। তাঁর আঘাতে মাণিভদ্রের মুকুট খসে তাঁর পাশে পড়ে গেল।

ততঃ প্রভৃতি যক্ষোঽসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল।
তস্মিংস্তু বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি।
সন্নাদঃ সুমহান্ রাজংস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্ধত॥ ১৫

তখন থেকে মাণিভদ্র যক্ষ পার্শ্বমৌলি নামে প্রসিদ্ধ হলেন। মহামনা মাণিভদ্র যক্ষ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলেন। রাজন্! তিনি সরে যেতেই সেই পর্বতের সর্বদিকে রাক্ষসদের মহাসিংহনাদ ছড়িয়ে পড়ল।

ততো দূরাৎ প্রদদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ।
শুক্রপ্রৌষ্ঠপদাভ্যাং চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ॥ ১৬

সেই সময় ধনাধিপতি গদাধারী কুবেরকে দূর থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে শুক্র এবং প্রৌষ্ঠপদ নামক মন্ত্রী এবং শঙ্খ ও পদ্ম নামক ধনের অধিষ্ঠাতা দেবতারাও ছিলেন।

স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্ বিভ্রষ্টগৌরবম্।
উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে॥ ১৭

বিশ্রবা মুনির শাপে ক্রূর প্রকৃতি হয়ে যাওয়ায় যিনি গুরুজনদের প্রণামাদি ব্যবহার করেন না— গুরুজনোচিত শিষ্টাচার থেকেও বঞ্চিত, নিজের ভাই রাবণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখে বুদ্ধিমান কুবের শ্রীব্রহ্মার কুলে উৎপন্ন পুরুষকে (রাবণকে) এই কথা বললেন—

যন্ময়া বার্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্মতেঃ।
পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাস্যসে নিরয়ং গতঃ॥ ১৮

'দুর্বুদ্ধি দশগ্রীব ! আমি নিষেধ করলেও তুমি এখন আমার কথা মান্য করছো না, কিন্তু পরে যখন তুমি এই কুকর্মের ফল পাবে ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে, তখন তোমার আমার কথা মনে পড়বে।

যো হি মোহাদ্ বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্মতিঃ।
স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্মণঃ ফলম্॥ ১৯

'যে মন্দবুদ্ধি পুরুষ মোহবশত বিষপান করেও সেটি বিষ বলে মনে করে না, সে পরিণাম প্রাপ্ত হলে কৃতকর্মের ফল দেখে সজাগ হয়।

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্মযুক্তেন কেনচিৎ।
যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে॥ ২০

'তোমার কোনো কর্মের দ্বারাই— যদি তোমার ধারণায় ধর্মযুক্ত বলে মনে হয়, তাতে দেবগণ প্রসন্নতা লাভ করেন না। সেইজন্য তুমি এমন ক্রূর স্বভাব লাভ করেছ। কিন্তু সেটি তোমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্যং চাবমন্যতে।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ॥ ২১

'যে পুরুষ মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যের অপমান করে, সে যমরাজের বশীভূত হয়ে তার পাপ ভোগ করে।

অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোঽর্জনম্।
স পশ্চাৎ তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো গত্বাঽঽত্মনো গতিম্॥ ২২

'এই শরীর ক্ষণস্থায়ী। একে লাভ করে যে তপ

উপার্জন করে না, সেই মূর্খ মৃত্যুর পর নিজের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে এবং অনুতাপ করতে থাকে।

ধর্মাদ্ রাজ্যং ধনং সৌখ্যমধর্মাদ্ দুঃখমেব চ।
তস্মাদ্ ধর্মং সুখার্থায় কুর্যাৎ পাপং বিসর্জয়েৎ॥ ২৩

'ধর্মের থেকেই রাজ্য, ধন এবং সুখ প্রাপ্তি হয়। অধর্মের দ্বারা শুধুমাত্র দুঃখই ভোগ করতে হয়, সুতরাং সুখের জন্য ধর্মের আচরণ করা উচিত, পাপ সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে।

পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা।
তস্মাদাত্মাপঘাতার্থং মূঢ়ঃ পাপং করিষ্যতি॥ ২৪

'পাপের ফল হলো দুঃখ এবং তা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। তাই যে মূঢ় পাপ করে, সে যেন নিজেকেই নিজে বধ করছে।

কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে॥ ২৫

'কোনো দুর্বুদ্ধি পুরুষের (শুভ কর্মের অনুষ্ঠান এবং গুরুজনের সেবা না করলে) ইচ্ছা হলেই উত্তম বুদ্ধি লাভ হয় না। সে যেমন কর্ম করে, তেমনই তার ফল ভুগতে হয়।

ঋদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ বিত্তং শূরত্বমেব চ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা লোকে নির্জিতং পুণ্যকর্মভিঃ॥ ২৬

'সাংসারিক পুরুষেরা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধি, সুন্দর কান্তি, বল, বৈভব, বীর্য এবং পুত্র ইত্যাদি প্রাপ্তি করেন।

এবং নিরয়গামী ত্বং যস্য তে মতিরীদৃশী।
ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যেঽসদ্বৃত্তেষ্বেষ নির্ণয়ঃ॥ ২৭

'তেমনই নিজের দুষ্কর্মের কারণে তোমাকেও নরকে যেতে হবে ; কারণ তোমার চিন্তাধারা এমনই পাপাসক্ত হয়ে পড়েছে। দুরাচারিদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়, শাস্ত্রের এমনই বিধান। সুতরাং আমিও আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

এবমুক্তাস্ততস্তেন তস্যামাত্যাঃ সমাহতাঃ।
মারীচপ্রমুখাঃ সর্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৮

তিনি রাবণের মন্ত্রীদেরও এই কথা বললেন। তারপর অস্ত্র দিয়ে তাঁদের আঘাত করলেন। আহত হয়ে ঐ মারীচ ইত্যাদি সব রাক্ষস যুদ্ধ থেকে মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে গেলেন।

ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
গদয়াভিহতো মূর্ধ্নি ন চ স্থানাৎ প্রকম্পিতঃ॥ ২৯

তখন মহামনা যক্ষরাজ কুবের গদা দিয়ে রাবণের মস্তকে প্রহার করলেন। আহত হয়েও রাবণ তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না।

ততস্তৌ রাম নিঘ্নন্তৌ তদান্যোন্যং মহামৃধে।
ন বিহ্বলৌ ন চ শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষরাক্ষসৌ॥ ৩০

শ্রীরাম ! তারপর এই দুই যক্ষ ও রাক্ষস— কুবের এবং রাবণ সেই মহাসমরে একে অপরকে প্রহার করতে লাগলেন ; কিন্তু দুজনের কেউই ভয়ও পেলেন না বা ক্লান্তও হলেন না।

আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ স মুমোচ ধনদস্তদা।
রাক্ষসেন্দ্রো বারুণেন তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ॥ ৩১

সেইসময় কুবের রাবণের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেন, কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ বারুণাস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে শান্ত করে দেন।

ততো মায়াং প্রবিষ্টোঽসৌ রাক্ষসীং রাক্ষসেশ্বরঃ।
রূপাণাং শতসাহস্রং বিনাশায় চকার চ॥ ৩২

তারপর সেই রাক্ষসরাজ রাক্ষসী মায়ার আশ্রয় নিয়ে, কুবেরকে বিনাশ করার জন্য লক্ষ লক্ষ রূপ ধারণ করলেন।

ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ।
যক্ষো দৈত্যস্বরূপী চ সোঽদৃশ্যত দশাননঃ॥ ৩৩

সেই সময় দশানন রাবণ বাঘ, শূয়োর, মেঘ, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, যক্ষ, দৈত্য ইত্যাদি সবরূপেই দেখা দিচ্ছিলেন।

বহূনি চ করোতি স্ম দৃশ্যন্তে ন ত্বসৌ ততঃ।
প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ॥ ৩৪
জঘান মূর্ধ্নি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্।

এইভাবে সে বহুরূপ প্রকট করছিল। সে রূপই দেখাচ্ছিল কিন্তু নিজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। শ্রীরাম ! তারপর দশগ্রীব এক বিশাল গদা হাতে নিয়ে, সেটি ঘুরিয়ে কুবেরের মস্তকে আঘাত করলেন।

এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ॥ ৩৫

কৃত্তমূল ইবাশোকো নিপপাত ধনাধিপঃ।

রাবণের গদাঘাতে ধনপতি কুবের রক্তে স্নান করে গেলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে শিকড়মুক্ত অশোক বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলেন।

ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদা বৃতঃ॥ ৩৬
ধনদোচ্ছ্বাসিতস্তৈস্তু বনমানীয় নন্দনম্।

তখন পদ্ম ইত্যাদি নিধির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ সকলে মিলে তাঁকে নন্দনবনে তুলে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর চেতনা ফেরালেন।

নির্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তং ধনদং হৃষ্টমানসঃ॥ ৩৭
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্।

কুবেরকে পরাজিত করে রাক্ষসরাজ রাবণ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজের বিজয়ের চিহ্ন রূপে কুবেরের পুষ্পক বিমান অধিকার করে নিলেন।

কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্যমণিতোরণম্॥ ৩৮
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকালফলদ্রুমম্।

সেই বিমানে সোনার স্তম্ভ এবং বৈদুর্যমণির দরজা লাগানো ছিল, তার সর্বদিকে মুক্তার জাল দিয়ে ঢাকা ছিল। তার মধ্যে এমন সব গাছ লাগানো ছিল যা সব ঋতুতেই ফল দিত।

মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্॥ ৩৯
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্।

সেই বিমানের গতি ছিল মনের সমান তীব্র। সে তার ওপর আরোহিত লোকের ইচ্ছা অনুসারে সর্বত্র যেতে পারত এবং চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী ছোট-বড় রূপ ধারণ করতে পারত। সেই আকাশচারী বিমানে মণি ও স্বর্ণসিঁড়ি ছিল এবং স্বর্ণবেদি নির্মিত ছিল।

দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্॥ ৪০
বহ্বাশ্চর্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্।

এটি দেবতাদেরও বাহন ছিল এবং কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হত না। দেখতেও অতি সুন্দর এবং চিত্ত প্রসন্নকারী ছিল। তার মধ্যে বহুপ্রকার আশ্চর্যজনক চিত্র ছিল। তার দেওয়ালে নানাপ্রকার নকশা তৈরি করা ছিল যার ফলে সেটি অত্যন্ত সুন্দর শোভাসম্পন্ন হয়েছিল। সেটি নির্মাণ করেছিলেন ভগবান ব্রহ্মা (বিশ্বকর্মা)।

নির্মিতং সর্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্॥ ৪১
ন তু শীতং ন চোষ্ণং চ সর্বর্তুসুখদং শুভম্।
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্যনির্জিতম্॥ ৪২
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুর্মতিঃ।
জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ॥ ৪৩

সেই বিমান সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বস্তুসম্পন্ন, মনোহর এবং অতি উত্তম ছিল। তাতে গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই বেশি ছিল না। সর্ব ঋতুতেই সেটি অত্যন্ত আরামদায়ক এবং মঙ্গলকারী ছিল। নিজ পরাক্রম দ্বারা জয় করে ইচ্ছানুযায়ী চালিত সেই বিমানে আরোহণ করে অত্যন্ত ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা রাবণ অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করতে লাগলেন যে, তিনি ত্রিলোক জয় করে নিয়েছেন। এইভাবে বৈশ্রবণদেবকে পরাজিত করে তিনি কৈলাস থেকে নেমে এলেন।

স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং
প্রতাপবান্ বিমলকিরীটহারবান্।
ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো
নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ॥ ৪৪

নির্মল কিরীট এবং হারে বিভূষিত সেই প্রতাপশালী নিশাচর নিজের তেজ দ্বারা সেই সংগ্রামে মহাবিজয় লাভ করে উত্তম বিমানে আরোহণ করে যজ্ঞমণ্ডপে প্রজ্বলিত হওয়া অগ্নিদেবের মতো শোভা পেতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ (১৬)

রাবণকে নন্দীশ্বরের শাপ, ভগবান শংকর কর্তৃক রাবণের মান-ভঙ্গ এবং তাঁর থেকে চন্দ্রহাস নামক খড়্গ প্রাপ্তি

স জিত্বা ধনদং রাম ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ।
মহাসেনপ্রসূতিং তদ্ যযৌ শরবণং মহৎ॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন—) রঘুকুলনন্দন রাম! নিজ ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করে রাক্ষসরাজ দশগ্রীব 'শরবণ' নামে প্রসিদ্ধ সরকণ্ডক পূর্ণ (বিশেষ ধরণের জঙ্গল) বিশাল বনে গেলেন, যেখানে মহাসেন শ্রীকার্তিকেয়র উৎপত্তি হয়েছিল।

অথাপশ্যদ্ দশগ্রীবো রৌক্মং শরবণং মহৎ।
গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্॥ ২

সেখানে পৌঁছে দশগ্রীব সুবর্ণময় কান্তিযুক্ত সেই বিশাল শরবণকে (সরকণ্ডক জঙ্গল) দেখলেন, যা কিরণমণ্ডলে ব্যাপ্ত হওয়ায় দ্বিতীয় সূর্যের মতো উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

স পর্বতং সমারুহ্য কঞ্চিদ্ রম্যবনান্তরম্।
প্রেক্ষতে পুষ্পকং তত্র রাম বিষ্টম্ভিতং তদা॥ ৩

তার কাছেই এক পর্বত ছিল, যার বনাঞ্চল অত্যন্ত রমণীয় ছিল। শ্রীরাম! যখন সে তাতে উঠছিল, তখন দেখল যে পুষ্পক বিমানের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বিষ্টব্ধং কিমিদং কস্মান্নাগমৎ কামগং কৃতম্।
অচিন্তয়দ্ রাক্ষসেন্দ্রঃ সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ॥ ৪
কিংনিমিত্তমিচ্ছয়া মে নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্।
পর্বতস্যোপরিষ্ঠস্য কর্মেদং কস্যচিদ্ ভবেৎ॥ ৫

রাক্ষসরাজ তখন তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন যে, কী কারণে এই পুষ্পক বিমানের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল? এটি তো আরোহীর ইচ্ছানুসারে চলার জন্য তৈরি। তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে না কেন? এমন কী কারণ হল যে, এই বিমান আমার ইচ্ছানুযায়ী চলছে না? সম্ভবতঃ এই পর্বতের ওপরে কেউ বসবাস করে, তার ফলেই এর গতি অবরুদ্ধ হয়েছে।

ততোঽব্রবীৎ তদা রাম মারীচো বুদ্ধিকোবিদঃ।
নেদং নিষ্কারণং রাজন্ পুষ্পকং যন্ন গচ্ছতি॥ ৬

শ্রীরাম! তখন বুদ্ধিমান মারীচ বলল—'রাজন্! এই পুষ্পকবিমান যে এগিয়ে যাচ্ছে না, এর অবশ্যই কোনো কারণ আছে। অকারণে যে এই ঘটনা ঘটেছে, তা নয়।

অথবা পুষ্পকমিদং ধনদান্নান্যবাহনম্।
অতো নিষ্পন্দমভবদ্ ধনাধ্যক্ষবিনাকৃতম্॥ ৭

'অথবা কুবের ভিন্ন এই পুষ্পকবিমান অন্য কারো বাহন হতে পারে না, তাই তাঁর উপস্থিতি ছাড়া এটি নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।
বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী॥ ৮
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ।
নন্দীশ্বরো বচশ্চেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ॥ ৯

তাদের এরূপ কথাবার্তার মধ্যেই ভগবান শংকরের পার্ষদ রাবণের কাছে এলেন, তাঁকে অত্যন্ত বিকট দেখতে ছিল। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল কালো এবং পিঙ্গল, মস্তক ছিল মুণ্ডিত আর ছোট ছোট হাত। সে অত্যন্ত বলবান ছিল। নন্দী নিঃশঙ্ক হয়ে রাক্ষসরাজ দশগ্রীবকে বললেন—

নিবর্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্॥ ১০
সর্বেষামেব ভূতানামগম্যঃ পর্বতঃ কৃতঃ।

'দশগ্রীব! ফিরে যাও। ভগবান শংকর এই পর্বতে ক্রীড়া করছেন। এখানে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব এবং রাক্ষস সকল প্রাণীদের জন্যই আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধাৎ কম্পিতকুণ্ডলঃ॥ ১১
রোষাৎ তু তাম্রনয়নঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।
কোঽয়ং শঙ্কর ইত্যুক্ত্বা শৈলমূলমুপাগতঃ॥ ১২

নন্দীর কথা শুনে দশগ্রীব কুপিত হলেন। তাঁর কানের কুণ্ডল দুলতে লাগল। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পুষ্পক-বিমান থেকে নেমে বললেন—'কে এই শংকর?' এই বলে তিনি পর্বতের মূল ভাগে এলেন।

সোঽপশ্যন্নন্দিনং তত্র দেবস্যাদূরতঃ স্থিতম্।
দীপ্তং শূলমবষ্টভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্॥ ১৩

সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, ভগবান শংকরের থেকে কিছু দূরে হাতে চক্চকে শূল নিয়ে নন্দী দ্বিতীয়

শিবের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ॥ ১৪

তাঁর মুখ বানরের মতো। তাঁকে দেখে সেই নিশাচর তিরস্কার করে সজল মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে তাঁকে ঠাট্টা করে হাসতে লাগলেন।

তং ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ।
অব্রবীৎ তত্র তদ্ রক্ষো দশাননমুপস্থিতম্॥ ১৫

তাই দেখে শিবের দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান নিশাচর দশমুখকে বললেন—

যস্মাদ্ বানররূপং মামবজ্ঞায় দশানন।
অশনীপাতসঙ্কাশমপহাসং প্রমুক্তবান্॥ ১৬

তস্মান্মদ্বীর্যসংযুক্তা মদ্রূপসমতেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ॥ ১৭

'দশানন ! আমাকে বানররূপে দেখে তুমি আমাকে অবহেলা করেছ এবং বজ্রপাতের মতো ভয়ানক অট্টহাস করেছ ; সুতরাং তোমার কুলের বিনাশ করার জন্য আমারই মতো রূপ, পরাক্রম এবং তেজসম্পন্ন বানর উৎপন্ন হবে।

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ ক্রূর মনঃসম্পাতরংহসঃ।
যুদ্ধোন্মত্তা বলোদ্রিক্তাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ॥ ১৮

'ক্রূর নিশাচর ! সেই বানরদের অস্ত্র হবে নখ ও দাঁত এবং তাদের তীব্র বেগ হবে মনের সমান। তারা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত থাকবে এবং অত্যন্ত বলশালী হবে। চলতে ফিরতে তাদের পর্বতের মতো মনে হবে।

তে তব প্রবলং দর্পমুৎসেধং চ পৃথগ্বিধম্।
ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য চ॥ ১৯

'এরা একত্র হয়ে মন্ত্রী ও পুত্রগণ সহ তোমার প্রবল অহংকার ও বিশালকায় হওয়ার গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং হন্তুং ত্বাং হে নিশাচর।
ন হন্তব্যো হতস্ত্বং হি পূর্বমেব স্বকর্মভিঃ॥ ২০

'ওরে নিশাচর ! আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেলার শক্তি রাখি, তবু তোমায় মারছি না ; কারণ তুমি তোমার কুকর্মের জন্য আগেই মরে গিয়েছ (তাই মৃতকে বধ করে কী লাভ ?'

ইত্যুদীরিতবাক্যে তু দেবে তস্মিন্ মহাত্মনি।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা॥ ২১

মহামনা ভগবান নন্দী এই কথা বলতেই দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল এবং আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে থাকল।

অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহাবলঃ।
পর্বতং তু সমাসাদ্য বাক্যমাহ দশাননঃ॥ ২২

কিন্তু মহাবলী দশানন নন্দীর কথার কোনো পরোয়া করলেন না, তিনি সেই পর্বতের কাছে গিয়ে বললেন—

পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে॥ ২৩

'পশুপতে ! যার জন্য যাত্রাকালে আমার পুষ্পক বিমানের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তোমার সেই পর্বত—যা আমার সামনে দণ্ডায়মান, আমি তাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দিচ্ছি।

কেন প্রভাবেণ ভবো নিত্যং ক্রীড়তি রাজবৎ।
বিজ্ঞাতব্যং ন জানীতে ভয়স্থানমুপস্থিতম্॥ ২৪

'কার প্রভাবে শংকর প্রত্যহ রাজার মতো এখানে ক্রীড়া করেন ? তাঁর এটা জানা নেই যে, তাঁর সামনে ভয়ের ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে।'

এবমুক্ত্বা ততো রাম ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্বতে।
তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত॥ ২৫

শ্রীরাম ! দশগ্রীব এইকথা বলে পর্বতের নিম্নভাগে তাঁর হাত লাগিয়ে সেটিকে উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। পর্বত কাঁপতে লাগল।

চালনাৎ পর্বতস্যৈব গণা দেবস্য কম্পিতাঃ।
চচাল পার্বতী চাপি তদাশ্লিষ্টা মহেশ্বরম্॥ ২৬

পর্বত কাঁপতে থাকায় ভগবান শংকরের সমস্ত পার্ষদ কেঁপে উঠলেন। দেবী পার্বতীও বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং ভগবান শংকরকে জড়িয়ে ধরলেন।

ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া॥ ২৭

শ্রীরাম ! তখন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপহারী মহাদেব খেলাচ্ছলে নিজের পায়ের আঙুল দিয়ে সেই পর্বতকে দাবিয়ে রাখলেন।

পীড়িতাস্তু ততস্তস্য শৈলস্তম্ভোপমা ভুজাঃ।
বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ॥ ২৮

তখন দশগ্রীবের বাহুগুলি, যা পর্বতস্তম্ভের মতো

হয়েছিল, পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে গেল। তাই দেখে সেখানে উপস্থিত রাক্ষসের মন্ত্রীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ল।

রক্ষসা তেন রোষাচ্চ ভুজানাং পীড়নাৎ তথা।
মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্॥ ২৯

রাক্ষস তখন অত্যন্ত রোষে এবং বাহুর পীড়ায় অত্যন্ত জোরে রোদন ও আর্তনাদ করে উঠলেন, যাতে ত্রিলোকের প্রাণী কেঁপে ওঠে।

মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং তস্যামাত্যা যুগক্ষয়ে।
তদা বর্ত্মসু চলিতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৩০

তাঁর মন্ত্রীরা বুঝে গেলেন যে, এবার প্রলয়কাল উপস্থিত এবং বিনাশকারী বজ্রপাত শুরু হয়েছে। সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবতা পথমধ্যেই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

সমুদ্রশ্চাপি সংক্ষুব্ধাশ্চলিতাশ্চাপি পর্বতাঃ।
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্॥ ৩১

সমুদ্রে জোয়ার উত্তাল হল। পর্বত দুলতে লাগল এবং যক্ষ, বিদ্যাধর এবং সিদ্ধ একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—'এ কী ঘটতে যাচ্ছে ?'

তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।
তমৃতে শরণং নান্যং পশ্যামোঽত্র দশানন॥ ৩২

দশাননের মন্ত্রীরা তখন তাঁকে বললেন— 'মহারাজ দশানন ! এখন আপনি নীলকণ্ঠ উমাবল্লভ শ্রীমহাদেবকে সন্তুষ্ট করুন। তাঁকে ছাড়া আমরা আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যিনি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারেন।

স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।
কৃপালুঃ শঙ্করস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি॥ ৩৩

'আপনি স্তুতি করে, তাঁকে প্রণাম করে, তাঁরই শরণ গ্রহণ করুন। ভগবান শংকর অত্যন্ত দয়ালু। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে কৃপা করবেন।'

এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।
সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ।
সংবৎসরসহস্রং তু রুদতো রক্ষসো গতম্॥ ৩৪

মন্ত্রীগণ এই কথা বলায় দশানন রাবণ ভগবান বৃষভধ্বজকে প্রণাম করে নানাপ্রকার স্তোত্র এবং সামবেদের মন্ত্র দ্বারা তাঁর স্তব করলেন। এইভাবে হাতে ব্যাথায় ক্রন্দন করতে এবং স্তুতি করতে করতে সেই রাক্ষসের এক হাজার বছর পার হল।

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ।
মুক্ত্বা চাস্য ভুজান্ রাম প্রাহ বাক্যং দশাননম্॥ ৩৫

শ্রীরাম ! তখন সেই পর্বতশিখরে অবস্থানরত ভগবান মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তিনি সেই সঙ্কট থেকে দশগ্রীবের বাহুগুলি মুক্ত করে তাঁকে বললেন—

প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌটীর্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ॥ ৩৬
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥ ৩৭

'দশানন ! তুমি বীর। তোমার পরাক্রমে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি পর্বতে আটকে যাওয়াতে যে ভাবে ভয়ংকর আর্তনাদ করেছিলে, তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ত্রিলোকের প্রাণী ক্রন্দন করে উঠেছিল, সেইজন্য রাক্ষসরাজ ! এবার থেকে তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে।

দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্॥ ৩৮

'দেবতা, মানুষ, যক্ষ এবং অন্য যারা পৃথিবীতে বাস করে, তাদের সকলের ক্রন্দনকারী হওয়ায় তোমাকে (দশগ্রীবকে) রাবণ বলা হবে।

গচ্ছ পৌলস্ত্য বিস্রব্ধং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি।
ময়া চৈবাভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ গম্যতাম্॥ ৩৯

'পুলস্ত্যনন্দন ! এবার তুমি যে পথে যেতে চাও, বিনা বাধায় যেতে পারো। রাক্ষসপতে ! আমিও তোমাকে যাবার আদেশ দিচ্ছি, যাও।'

এবমুক্তস্তু লঙ্কেশঃ শম্ভুনা স্বয়মব্রবীৎ।
প্রীতো যদি মহাদেব বরং মে দেহি যাচতঃ॥ ৪০

ভগবান শংকর এই কথা বলায় লঙ্কেশ্বর বললেন — 'মহাদেব ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে বর দিন। আমি আপনার কাছে বর প্রার্থনা করছি।

অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ।
রাক্ষসৈর্গুহ্যকৈর্নাগৈর্যে চান্যে বলবত্তরাঃ॥ ৪১

'আমি দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ ও অন্য মহাবলশালী প্রাণীদের থেকে অবধ্য হওয়ার বর লাভ করেছি।

মানুষান্ ন গণে দেব স্বল্পাস্তে মম সম্মতাঃ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ মে প্রাপ্তং ব্রহ্মণস্ত্রিপুরান্তক॥ ৪২
বাঞ্ছিতং চায়ুষঃ শেষং শস্ত্রং ত্বং চ প্রযচ্ছ মে।

'দেব ! মানুষকে আমি ধর্তব্যে রাখি না। আমার মতে তাদের শক্তি অত্যন্ত কম। ত্রিপুরান্তক ! আমি শ্রীব্রহ্মার কাছে দীর্ঘায়ু লাভ করেছি। ব্রহ্মার প্রদত্ত আয়ু যতটা নির্দিষ্ট তাতে যেন কোনো ঘাটতি না হয়। এই আমার ইচ্ছা। আপনি তা পূর্ণ করুন। তার সঙ্গে আপনার দিক থেকে আমাকে একটি অস্ত্রও দিন।'

এবমুক্তস্ততস্তেন রাবণেন স শঙ্করঃ॥ ৪৩
দদৌ খড়্গং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্।
আয়ুষশ্চাবশেষং চ দদৌ ভূতপতিস্তদা॥ ৪৪

রাবণ একথা বলায় ভূতনাথ ভগবান শংকর তাঁকে এক অতি দীপ্তিমান চন্দ্রহাস নামক খড়্গ দিলেন এবং তাঁর আয়ুর যতটা পার হয়ে গিয়েছিল, তা-ও ফিরিয়ে দিলেন।

দত্ত্বোবাচ ততঃ শম্ভুর্নাবজ্ঞেয়মিদং ত্বয়া।
অবজ্ঞাতং যদি হি তে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৪৫

সেই খড়্গ দিয়ে ভগবান শিব বললেন— 'তোমার কখনও একে তিরস্কার করা উচিত নয়। তুমি যদি কখনও এর তিরস্কার কর, তবে এ আমার কাছেই ফিরে আসবে ; এতে কোনো সংশয় নেই।'

এবং মহেশ্বরেণৈব কৃতনামা স রাবণঃ।
অভিবাদ্য মহাদেবমারুরোহাথ পুষ্পকম্॥ ৪৬

ভগবান শংকরের কাছে এইরূপ নতুন নাম পেয়ে রাবণ তাঁকে প্রণাম করলেন। পরে তিনি পুষ্পক বিমানে চড়লেন।

ততো মহীতলং রাম পর্যক্রামত রাবণঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাবীর্যান্ বাধমানস্ততস্ততঃ॥ ৪৭

শ্রীরাম ! তারপর রাবণ সমগ্র পৃথিবীতে দিগ্বিজয়ের জন্য ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি নানাদিকে গিয়ে বহু পরাক্রমী ক্ষত্রিয়দের কষ্ট দিতে লাগলেন।

কেচিৎ তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তচ্ছাসনমকুর্বন্তো বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ৪৮

বহু তেজস্বী ক্ষত্রিয়, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষ বীর ও রণোন্মত্ত ছিলেন, রাবণের আদেশ না মানায় সেনা ও পরিবার সহ তারা বিনাশপ্রাপ্ত হন।

অপরে দুর্জয়ং রক্ষো জানন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ।
জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্॥ ৪৯

অন্য ক্ষত্রিয়গণ, যাঁদের বুদ্ধিমান মনে করা হয় এবং ওই রাক্ষসকে অজেয় বলে মানতেন, সেই বলাভিমানীর সামনে নিজেদের পরাজয় মেনে নেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ (১৭)

রাবণের দ্বারা তিরস্কৃত ব্রহ্মর্ষি-কন্যা বেদবতীর তাঁকে অভিশাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করা এবং পরজন্মে সীতার রূপে প্রাদুর্ভূত হওয়া

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ পৃথিবীতলে।
হিমবদ্বনমাসাদ্য পরিচক্রাম রাবণঃ॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন) — রাজন্ ! মহাবাহু রাবণ তারপর ভূতলে বিচরণ করতে করতে হিমালয়ের বনে এসে সেখানে সব দিকে ঘুরতে লাগলেন।

তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
আর্ষেণ বিধিনা চৈনাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব॥ ২

সেখানে তিনি এক তপস্বিনী কন্যাকে দেখতে পেলেন, তিনি নিজ অঙ্গে কালো রংয়ের মৃগচর্ম এবং মস্তকে জটাধারণ করেছিলেন। তিনি ঋষিনির্দিষ্ট বিধিতে তপস্যাতে সংলগ্ন হয়ে দেবাঙ্গনার মতো উদ্দীপ্ত হচ্ছিলেন।

স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং কন্যাং তাং সুমহাব্রতাম্।
কামমোহপরীতাত্মা প্রপচ্ছ প্রহসন্নিব॥ ৩

উত্তম ব্রত পালনকারী এবং রূপ-সৌন্দর্যে সুশোভিত সেই কন্যাকে দর্শন করে রাবণের চিত্ত কামজনিত মোহে

দ্রবীভূত হয়ে গেল। তিনি অট্টহাস্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—

কিমিদং বর্তসে ভদ্রে বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে।
ন হি যুক্তা তবৈতস্য রূপস্যৈবং প্রতিক্রিয়া॥ ৪

'ভদ্রে ! তুমি নিজের যুবাবস্থার বিপরীত এ কেমন আচরণ করছ ? তোমার এই দিব্য রূপের পক্ষে এই আচরণ কখনও সঠিক নয়।

রূপং তেহনুপমং ভীরু কামোন্মাদকরং নৃণাম্।
ন যুক্তং তপসি স্থাতুং নির্গতো হ্যেষ নির্ণয়ঃ॥ ৫

'ভীরু ! তোমার এমন রূপের কোনো তুলনা নেই, এই রূপ পুরুষদের হৃদয়ে কামনার উন্মাদ তৈরি করে। সুতরাং তোমার তপস্যায় যুক্ত হওয়া উচিত নয়। তোমার জন্য আমার মনে এই চিন্তারই উদয় হয়েছে।

কস্যাসি কিমিদং ভদ্রে কশ্চ ভর্তা বরাননে।
যেন সম্ভুজ্যসে ভীরু স নরঃ পুণ্যভাগ্ ভুবি॥ ৬
পৃচ্ছতঃ শংস মে সর্বং কস্য হেতোঃ পরিশ্রমঃ।

'ভদ্রে ! তুমি কার কন্যা ? কী ব্রত পালন করছ ? সুমুখি! তোমার স্বামী কে ? ভীরু ! যার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহা পুণ্যাত্মা। আমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করছি, সেসব আমাকে বলো। কোন ফলের আশায় এই পরিশ্রম করছ ?'

এবমুক্তা তু সা কন্যা রাবণেন যশস্বিনী॥ ৭
অব্রবীদ্ বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোধনা।

রাবণ এইকথা জিজ্ঞাসা করায় সেই যশোস্বিনী তপোধনা কন্যা বিধিমতো আতিথ্য-আপ্যায়ণ করে বললেন—

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ॥ ৮
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ।

'অমিততেজস্বী ব্রহ্মর্ষি শ্রীমান কুশধবজ ছিলেন আমার পিতা, যিনি ছিলেন বৃহস্পতির পুত্র এবং বুদ্ধিতেও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন।

তস্যাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ॥ ৯
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা।

'প্রতিদিন বেদাভ্যাসকারী সেই মহাত্মা পিতার বাঙ্ময়ী কন্যা রূপে আমার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আমার নাম বেদবতী।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥ ১০
তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে।

'আমি যখন বড় হই, তখন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগ, এঁরা সকলেই পিতার কাছে গিয়ে আমাকে কামনা করেন।

ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর॥ ১১
কারণং তদ্ বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ।

'মহাবাহু রাক্ষসেশ্বর ! পিতা তাঁদের কাছে আমাকে সমর্পণ করেননি। এর কী কারণ, তা আপনাকে বলছি, শুনুন।

পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ॥ ১২
অভিপ্রেতস্ত্রিলোকেশস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা।
দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ॥ ১৩
শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোহভবৎ।
তেন রাত্রৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ॥ ১৪

'আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিলোকের স্বামী দেবেশ্বর বিষ্ণু তাঁর জামাতা হন, তাই তিনি অন্য কারোর কাছে আমাকে সমর্পণ করতে চাননি। তাঁর এই অভিপ্রায় শুনে বলাভিমানী দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হয়ে রাত্রে ঘুমের সময় আমার পিতাকে হত্যা করেন।

ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥ ১৫

'এর ফলে আমার মাতা অত্যন্ত দুঃখ পান, তিনি আমার পিতার শব হৃদয়ে ধারণ করে আগুনে প্রবেশ করেন।

ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে॥ ১৬

'আমি তখন প্রতিজ্ঞা করি যে, পিতার ভগবান নারায়ণকে আমার পতিরূপে পাওয়ার যে মনোবাসনা ছিল, তা আমি সফল করব। তাই আমি তাঁকেই আমার হৃদয় মন্দিরে ধারণ করছি।

ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য চরামি বিপুলং তপঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ১৭

সেই প্রতিজ্ঞা করে আমি এই মহান তপ করছি। রাক্ষসরাজ ! আপনি প্রশ্ন করায় আমি সব কথা আপনাকে জানালাম।

নারায়ণো মম পতির্ন ত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।
আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণপরীপ্সয়া॥ ১৮

'নারায়ণই আমার পতি। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত

অন্য কেউ আমার পতি হতে পারেন না। সেই নারায়ণদেবকে পাওয়ার জন্যই আমি এই কঠিন ব্রতের আশ্রয় করেছি।

বিজ্ঞাতস্ত্বং হি মে রাজন্ গচ্ছ পৌলস্ত্যনন্দন।
জানামি তপসা সর্বং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে॥ ১৯

'রাজন্ ! পৌলস্ত্যনন্দন ! আমি আপনাকে চিনি। আপনি যেতে পারেন। ত্রিলোকের সব কিছুই আমি আমার তপস্যা দ্বারা জানতে পারি।'

সোঽব্রবীদ্ রাবণো ভূয়স্তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্।
অবরুহ্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ॥ ২০

এই কথা শুনে কামবাণে পীড়িত রাবণ বিমান থেকে নেমে এলেন এবং সেই মহা উত্তম ব্রত পালনকারিণী কন্যাকে বললেন—

অবলিপ্তাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী।
বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ॥ ২১

'সুশ্রোণী ! মনে হচ্ছে তুমি গর্বীণী, তাই তোমার এমন বুদ্ধি হয়েছে। মৃগশাবকনয়না। এমন ভাবে পুণ্য সংগ্রহ করা বৃদ্ধা নারীদের শোভা পায়, তোমার মতো যুবতীদের নয়।

ত্বং সর্বগুণসম্পন্না নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভীরু যৌবনং তেঽতিবর্ততে॥ ২২

'তুমি সর্বগুণসম্পন্না ত্রিলোকের অদ্বিতীয় সুন্দরী নারী। তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়। ভীরু ! তোমার যৌবনকাল পার হয়ে যাচ্ছে।

অহং লঙ্কাপতির্ভদ্রে দশগ্রীব ইতি শ্রুতঃ।
তস্য মে ভব ভার্যা ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাসুখম্॥ ২৩

'ভদ্রে ! আমি লঙ্কার রাজা। আমার নাম দশগ্রীব। তুমি আমার ভার্যা হও এবং সুখের সঙ্গে উত্তমভোগ ভোগ করো।

কশ্চ তাবদসৌ যং ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষসে।
বীর্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ॥ ২৪
স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেঽঙ্গনে।

'আগে তুমি বলো, তুমি যাকে বিষ্ণু বলছ, তিনি কে ? অঙ্গনে ! ভদ্রে ! তুমি যাঁকে চাইছ, তিনি বল, পরাক্রম, তপ এবং ভোগ-বৈভবে আমার সমকক্ষ হতে পারবেন না।'

ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু বেদবত্যথ সাব্রবীৎ॥ ২৫
মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্।

তিনি এইকথা বলায় কুমারী বেদবতী সেই নিশাচরকে বললেন—'না, না, একথা বলবেন না।

ত্রৈলোক্যাধিপতিং বিষ্ণুং সর্বলোকনমস্কৃতম্॥ ২৬
ত্বদৃতে রাক্ষসেন্দ্রান্যঃ কোঽবমন্যেত বুদ্ধিমান্।

'রাক্ষসরাজ ! ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি। সমগ্র জগৎ তাঁর শ্রীচরণে মস্তক নত করে। আপনি ছাড়া আর কে এমন পুরুষ আছে, যে বুদ্ধিমান হয়েও তাঁকে তাচ্ছিল্য করবে ?'

এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদবত্যা নিশাচরঃ॥ ২৭
মূর্ধজেষু তদা কন্যাং করাগ্রেণ পরামৃশৎ।

বেদবতী এই কথা বলায় সেই রাক্ষস নিজ হাতে সেই কন্যার চুল ধরে নিলেন।

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ॥ ২৮
অসির্ভূত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নাংস্তদাকরোৎ।

বেদবতী তাঁর এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিজের হাতে সেই কেশ কেটে দিলেন। তাঁর হাতকে তলোয়ার করে তখনই তিনি মাথা থেকে চুলগুলি আলাদা করে দিলেন।

সা জ্বলন্তীব রোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্॥ ২৯
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা।

বেদবতী রাগে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। তিনি পুড়ে মরার জন্য উত্তেজিত হয়ে অগ্নি স্থাপন করে সেই নিশাচরকে দগ্ধ করতঃ বললেন—

ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য ন মে জীবিতমিষ্যতে॥ ৩০
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্।

'নীচ রাক্ষস ! তুমি আমাকে অপমান করেছ, সুতরাং আমার আর এই জীবন রাখার কোনো ইচ্ছা নেই। তাই তোমার চোখের সামনেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।

যস্মাৎ তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে॥ ৩১
তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যে হ্যহং পুনঃ।

'তুমি, পাপাত্মা এই বনে আমার অপমান করেছ, তাই আমি তোমাকে বধ করার জন্য আবার জন্ম নেব।

নহি শক্যঃ স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষঃ পাপনিশ্চয়ঃ॥ ৩২
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চ ব্যয়ো ভবেৎ।

'নারী তার দৈহিক শক্তিদ্বারা কোনো পাপাচারী পুরুষকে বধ করতে পারে না। তোমাকে যদি আমি শাপ

তাহলে আমার তপস্যা ক্ষীণ হয়ে যাবে।

যদি হ্যস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা॥ ৩৩
তস্মাৎ ত্বয়োনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্মিণঃ সুতা।

'যদি আমি কোনো সৎকর্ম, দান, হোম করে থাকি তাহলে পর-জন্মে আমি সতী-সাধ্বী অযোনিজা কন্যা রূপে প্রকট হব এবং কোনো ধর্মাত্মা পিতার কন্যা হব।'

এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা জ্বলিতং জাতবেদসম্॥ ৩৪
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।

একথা বলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তখন চারদিক থেকে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।

পুনরেব সমুদ্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা॥ ৩৫
তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পূর্ববৎ তেন রক্ষসা।

তারপর দ্বিতীয় জন্মে সেই কন্যা পুনরায় এক কমল গর্ভকে প্রকটিত হলেন, তাঁর দেহ কান্তি কমলের মতোই সুন্দর ছিল। সেই রাক্ষস আগের মতোই আবার সেখান থেকেও সেই কন্যাকে গ্রহণ করেন।

কন্যাং কমলগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ॥ ৩৬
প্রগৃহ্য রাবণস্ত্বেতাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে।

কমলের মধ্যভাগের ন্যায় সুন্দর কান্তিময় সেই কন্যাকে নিয়ে রাবণ নিজ প্রাসাদে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর মন্ত্রীকে সেই কন্যাকে দেখালেন।

লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্যৈব রাবণং চৈবমব্রবীৎ॥ ৩৭
গৃহস্থৈষা হি সুশ্রোণী ত্বদ্বধায়ৈব দৃশ্যতে।

মন্ত্রী বালক-বালিকাদের লক্ষণ জানতেন। তিনি সেই কন্যাকে ভালোভাবে দেখে রাবণকে বললেন— 'রাজন্! এই সুন্দরী কন্যা যদি আপনার গৃহে থাকে, তবে আপনার বধের কারণ হবে, এর এরূপ লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

এতচ্ছ্রুত্বার্ণবে রাম তাং প্রচিক্ষেপ রাবণঃ॥ ৩৮
সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা।
রাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুত্থিতা সতী॥ ৩৯

শ্রীরাম! এই কথা শুনে রাবণ তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি মাটিতে পৌঁছে রাজা জনকের যজ্ঞ-মণ্ডপের মধ্যবর্তী ভূভাগে পৌঁছান। সেখানে রাজার হলের মুখ্যভাগের ভূভাগে সেই সতী সাধ্বী কন্যা প্রকটিত হলেন।

সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো।
তব ভার্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ॥ ৪০

প্রভো! এই সেই বেদবতী, মহারাজ জনকের পুত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে আপনার পত্নী হয়েছেন। মহাবাহো! আপনিই হলেন সেই সনাতন বিষ্ণু।

পূর্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্যয়াসৌ নিহতস্তয়া।
উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্যমমানুষম্॥ ৪১

এই বেদবতী আগে থেকেই রোষজনিত শাপে আপনার সেই পর্বতাকার শত্রুকে নিহত করেছেন, যাকে আক্রমণ করে আপনি এবার ভবলীলা সাঙ্গ করবেন। প্রভো! আপনার পরাক্রম অলৌকিক।

এবমেষা মহাভাগা মর্ত্যেষূৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা॥ ৪২

এই মহাভাগা দেবী এইভাবে বিভিন্ন কল্পে পুনরায় রাবণ বধের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হতে থাকবেন। যজ্ঞ বেদীতে অগ্নিশিখাসম লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে এর আবির্ভাব হয়েছে।

এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ॥ ৪৩
উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ।
সীতোৎপন্না তু সীতেতি মানুষৈঃ পুনরুচ্যতে॥ ৪৪

এই বেদবতী প্রথমে সত্যযুগে প্রকটিত হয়েছিলেন। পরে ত্রেতাযুগে রাক্ষস রাবণ বধের নিমিত্ত মিথিলার রাজা জনকের কুলের সীতারূপে অবতীর্ণ হন। সীতা (চাষের জন্য কর্ষিত অঙ্কিত রেখা) থেকে উৎপন্ন হওয়ায় মানুষ এঁকে দেবী সীতা বলে থাকেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ (১৮)

রাবণের দ্বারা মরুত্তের পরাজয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের ময়ূর ইত্যাদি পক্ষীদের বর প্রদান করা

প্রবিষ্টায়াং হুতাশং তু বেদবত্যাং স রাবণঃ।
পুষ্পকং তু সমারুহ্য পরিচক্রাম মেদিনীম্॥ ১

মহামুনি অগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন ! বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করলে রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে পৃথিবীর সর্বদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ।
উশীরবীজমাসাদ্য দদর্শ স তু রাবণঃ॥ ২

সেই যাত্রায় উশীরবীজ নামক দেশে পৌঁছে রাবণ দেখলেন রাজা মরুত্ত দেবতাদের সঙ্গে বসে যজ্ঞ করছেন।

সংবর্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ।
যাজয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ॥ ৩

সেইসময় সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ভাই ও ধর্মের মর্মজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত সকল দেবতা পরিবৃত হয়ে সেই যজ্ঞ করাচ্ছিলেন।

দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্ রক্ষো বরদানেন দুর্জয়ম্।
তির্যগ্যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণভীরবঃ॥ ৪

ব্রহ্মার বরদানে যাঁকে জেতা কঠিন হয়ে গিয়েছিল, সেই রাক্ষস রাবণকে সেইস্থানে উপস্থিত দেখে তাঁর আক্রমণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতাগণ তির্যগ-যোনিতে প্রবেশ করেন।

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥ ৫

ইন্দ্র ময়ূরের রূপ, ধর্মরাজ কাক, কুবের গিরগিটি এবং বরুণ হংসরূপ ধারণ করেন।

অন্যেষ্বপি গতেষ্বেবং দেবেষ্বরিনিষূদন।
রাবণঃ প্রাবিশদ্ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ॥ ৬

শত্রুসূদন শ্রীরাম ! এইভাবে অন্য দেবতাগণ যখন নানারূপ ধারণ করেন, তখন রাবণ সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন, যেন এক অপবিত্র কুকুর সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

তং চ রাজানমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জিতোঽস্মীতি বা বদ॥ ৭

রাজা মরুত্তের কাছে গিয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ বললেন—'হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, নয়তো নিজ মুখে বলো যে আমি পরাজিত হয়ে গিয়েছি।'

ততো মরুত্তো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যুবাচ তম্।
অবহাসং ততো মুক্ত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৮

রাজা মরুত্ত তখন জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' তাঁর প্রশ্ন শুনে রাবণ হেসে বললেন॥ ৮॥

অকুতূহলভাবেন প্রীতোঽস্মি তব পার্থিব।
ধনদস্যানুজং যো মাং নাবগচ্ছসি রাবণম্॥ ৯

'ভূপাল ! আমি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ। তবে তুমি আমাকে জানো না এবং আমাকে দেখেও তোমার মনে কোনো কৌতূহল জাগ্রত হয়নি এবং কোনো ভয়ও নয়। তাই আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

ত্রিষু লোকেষু কোঽন্যোঽস্তি যো ন জানাতি মে বলম্।
ভ্রাতরং যেন নির্জিত্য বিমানমিদমাহৃতম্॥ ১০

'ত্রিলোকে তুমি ব্যতীত আর কে এমন রাজা আছে, যে আমার শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়। আমি সেই রাবণ, যে নিজের ভাই কুবেরকে হারিয়ে এই বিমান ছিনিয়ে নিয়েছে।'

ততো মরুত্তঃ স নৃপস্তং রাবণমথাব্রবীৎ।
ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ॥ ১১

তখন রাজা মরুত্ত রাবণকে বললেন—'তুমি ধন্য, যে নিজের বড় ভাইকে রণভূমিতে পরাজিত করেছ।'

ন ত্বয়া সদৃশঃ শ্লাঘ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
কং ত্বং প্রাক্ কেবলং ধর্মং চরিত্বা লব্ধবান্ বরম্॥ ১২

'তোমার মতো স্পৃশণীয় পুরুষ ত্রিলোকে অন্য কেউ নেই। তুমি নিশ্চয়ই পূর্বে কোন শুদ্ধ ধর্মের আচরণ করে বর লাভ করেছ।

শ্রুতপূর্বং হি ন ময়া ভাষসে যাদৃশং স্বয়ম্।
তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্যসি দুর্মতে॥ ১৩
অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্।

'তুমি নিজে যে কথা বলছ, এমন কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। দুর্বুদ্ধে ! একটু দাঁড়াও। আমার হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না। আজ আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে মেরে তোমাকে যমদ্বারে পৌঁছে দেব।'

ততঃ শরাসনং গৃহ্য সায়কাংশ্চ নরাধিপঃ॥ ১৪
রণায় নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ সংবর্তো মার্গমাবৃণোৎ।

তারপর রাজা মরুত্ত ধনুর্বাণ নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু মহর্ষি সংবর্ত তাঁর পথ আটকালেন।

অব্রবীৎ স্নেহসংযুক্তং মরুত্তং তং মহানৃষিঃ॥ ১৫
শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সম্প্রহারো ন তে ক্ষমঃ।

সেই মহর্ষি মহারাজ মরুত্তকে স্নেহ সহকারে বললেন— 'রাজন্ ! যদি আমার কথা শোনার হয় এবং তাতে মন দেওয়া উচিত বলে মনে করো, তাহলে শোনো। তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত নয়।

মাহেশ্বরমিদং সত্রমসমাপ্তং কুলং দহেৎ॥ ১৬
দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রোধিত্বং দীক্ষিতে কুতঃ।

'এই মাহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করা হয়েছে। যদি এটি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে তোমার সমস্ত কুল দগ্ধ করে দেবে। যিনি যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার অবকাশ কোথায় ? যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধের জন্য অবকাশ কোথায় ?

সংশয়শ্চ জয়ে নিত্যং রাক্ষসশ্চ সুদুর্জয়ঃ॥ ১৭
স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যান্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং স্বস্থো মখমুখোঽভবৎ॥ ১৮

'যুদ্ধে কার জয় লাভ হবে, সেই প্রশ্নে সর্বদা সংশয় থেকে থাকে। অন্যদিকে ওই রাক্ষস অত্যন্ত দুর্জয়।' নিজের আচার্যের এই কথায় পৃথিবীপতি মরুত্ত যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে স্বস্থভাবে যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হলেন।

ততস্তং নির্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ।
রাবণো জয়তীত্যুচ্চৈর্হর্ষান্নাদং বিমুক্তবান্॥ ১৯

তখন তিনি পরাজিত হয়েছেন মনে করে শুক এই ঘোষণা করে দিলেন যে, মহারাজ রাবণের জয় হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্।
বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্॥ ২০

সেই যজ্ঞে উপবিষ্ট মহর্ষিদের ভক্ষণ করে তাঁদের তাজা রক্তে পূর্ণতৃপ্ত হয়ে রাবণ আবার পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

রাবণে তু গতে দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চৈব দিবৌকসঃ।
ততঃ স্বাং যোনিমাসাদ্য তানি সত্ত্বানি চাব্রুবন্॥ ২১

রাবণ চলে যাবার পর ইন্দ্রসহ সব দেবতা পুনরায় নিজ স্বরূপে প্রকট হয়ে সেইসব প্রাণীদের (যাঁদের রূপে তাঁরা স্বয়ং প্রকটিত হয়েছিলেন) বরপ্রদান করে বললেন।

হর্ষাৎ তদাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞ ভুজঙ্গাদ্ধি ন তে ভয়ম্॥ ২২

সর্বপ্রথম ইন্দ্র হর্ষপূর্বক নীল পাখাবিশিষ্ট ময়ূরকে বললেন — 'ধর্মজ্ঞ ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমার সর্প থেকে ভয় হবে না।

ইদং নেত্রসহস্রং তু যৎ তদ্ বর্হে ভবিষ্যতি।
বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণাম্॥ ২৩
এবমিন্দ্রো বরং প্রাদান্ময়ূরস্য সুরেশ্বরঃ॥ ২৪

'আমার যে এই সহস্র চক্ষু, তোমার পাখায় এর সমান চিহ্ন প্রকটিত হবে। আমি যখন মেঘরূপ হয়ে বর্ষণ করব, তখন তুমি অত্যন্ত প্রসন্ন হবে। সেই প্রসন্নতা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ ঘোষণা করবে, —দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে ময়ূরকে বরদান করলেন।

নীলাঃ কিল পুরা বর্হা ময়ূরাণাং নরাধিপ।
সুরাধিপাদ্ বরং প্রাপ্য গতাঃ সর্বেঽপি বর্হিণঃ॥ ২৫

নরেশ্বর শ্রীরাম ! এই বরদানের আগে ময়ূরের পাখা শুধু নীল রংয়ের ছিল। দেবরাজের বর লাভ করে সব ময়ূর সেখান থেকে চলে গেল।

ধর্মরাজোঽব্রবীদ্ রাম প্রাগ্‌বংশে বায়সং প্রতি।
পক্ষিংস্তবাস্মি সুপ্রীতঃ প্রীতস্য বচনং শৃণু॥ ২৬

শ্রীরাম ! তারপর ধর্মরাজ প্রাগবংশের[1] ছাতে বসে কাককে বললেন—'পক্ষী ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রসন্নবদনে যা বলছি, শোনো।

যথান্যে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনো ময়া।
তে ন তে প্রভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে ন সংশয়ঃ॥ ২৭

'অন্য প্রাণীদের যেমন আমি নানাপ্রকার রোগে পীড়িত করি, আমার প্রসন্নতার ফলে এই রোগ তোমাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না ; এতে কোনো সংশয় নেই।

মৃত্যুতস্তে ভয়ং নাস্তি বরান্ মম বিহঙ্গম।
যাবৎ ত্বাং ন বধিষ্যন্তি নরাস্তাবদ্ ভবিষ্যসি॥ ২৮

'বিহঙ্গম ! আমার বরদানে তোমার মৃত্যু ভয় হবে না। মানুষ ইত্যাদি প্রাণী যতক্ষণ তোমাদের বধ না করছে,

[1] যজ্ঞশালার পূর্বদিকে যজমান এবং তাঁদের পত্নীদের থাকার জন্য গৃহকে বলা হয় প্রাগ্‌বংশ। এই ঘর হবির্গৃহের পূর্বদিকে হয়।

ততক্ষণ তোমরা জীবিত থাকবে।

যে চ মদ্বিষয়স্থা বৈ মানবাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ।
ত্বয়ি ভুক্তে সুতৃপ্তাস্তে ভবিষ্যন্তি সবান্ধবাঃ॥ ২৯

'আমার রাজ্য—যমলোকে বাসকারী যে সকল মানব ক্ষুধায় পীড়িত, তার পুত্রেরা ভূতলে যখন তোমাকে ভোজন করাবে, তখন তারা (পিতৃপুরুষগণ) বন্ধু-বান্ধবসহ পরম তৃপ্ত হবে'।

বরুণস্ত্বব্রবীদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্।
শ্রূয়তাং প্রীতিসংযুক্তং বচঃ পত্ররথেশ্বর॥ ৩০

তারপর বরুণ গঙ্গাজলে বিচরণকারী হংসকে সম্বোধন করে বললেন—'পক্ষীরাজ! আমার প্রেমপূর্ণ কথা শোনো।

বর্ণো মনোরমঃ সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভঃ।
ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুদ্ধফেনসমপ্রভঃ॥ ৩১

('তোমার দেহবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল এবং শুদ্ধ ফেনার মতো পরম উজ্জ্বল, সৌম্য এবং মনোরম হবে।

মচ্ছরীরং সমাসাদ্য কান্তো নিত্যং ভবিষ্যসি।
প্রাপ্স্যসে চাতুলাং প্রীতিমেতন্মে প্রীতিলক্ষণম্॥ ৩২

'আমার অঙ্গভূত জলের আশ্রয় নিয়ে তুমি সর্বদা কান্তিমান থাকবে এবং অনুপম প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে। এই হল আমার প্রেমের পরিচয় চিহ্ন।'

হংসানাং হি পুরা রাম ন বর্ণঃ সর্বপাণ্ডুরঃ।
পক্ষা নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রীড়াঃ শষ্পাগ্রনির্মলাঃ॥ ৩৩

শ্রীরাম! পূর্বকালে হংসের রং সম্পূর্ণভাবে শ্বেত ছিল না। তাদের পাখার অগ্রভাগ নীল এবং দুই ডানার মধ্যভাগ নবদূর্বাদলের অগ্রভাগের মতো কোমল এবং শ্যামবর্ণে যুক্ত ছিল।

অথাব্রবীদ্ বৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্।
হৈরণ্যং সম্প্রযচ্ছামি বর্ণং প্রীতস্তবাপাহম্॥ ৩৪

তারপর বিশ্রবার পুত্র কুবের পর্বতশিখরে উপবিষ্ট কৃকলাস (গিরগিটি) কে বললেন— 'আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে সোনার মতো সুন্দর রং প্রদান করছি।

সদ্রব্যং চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্।
এষ কাঞ্চনকো বর্ণো মৎপ্রীত্যা তে ভবিষ্যতি॥ ৩৫

'তোমার মাথা সর্বদা সোনার রঙের এবং অক্ষয় হবে। আমার প্রসন্নতায় তোমার এই (কালো) রং স্বর্ণের রংয়ে পরিণত হবে।'

এবং দত্ত্বা বরাংস্তেভ্যস্তস্মিন্ যজ্ঞোৎসবে সুরাঃ।
নিবৃত্তে সহ রাজ্ঞা তে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ॥ ৩৬

এইভাবে তাদের উত্তম বর দিয়ে এই সব দেবতা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে রাজা মরুত্তের সঙ্গে পুনরায় নিজ ভবন অর্থাৎ স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ (১৯)

রাবণ দ্বারা অনরণ্য-বধ এবং তার দ্বারা শাপ প্রাপ্তি

অথ জিত্বা মরুত্তং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ।
নগরাণি নরেন্দ্রাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষী দশাননঃ॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন— রঘুনন্দন!) এভাবে রাজা মরুত্তকে জয় করার পর রাক্ষসরাজ দশগ্রীব অন্য রাজাদের নগরেও যুদ্ধেচ্ছায় গমন করলেন।

সমাসাদ্য তু রাজেন্দ্রান্ মহেন্দ্রবরুণোপমান্।
অব্রবীদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্তু যুদ্ধং মে দীয়তামিতি॥ ২

নির্জিতাঃ স্মেতি বা ব্রূত এষ মে হি সুনিশ্চয়ঃ।
অন্যথা কুর্বতামেবং মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে॥ ৩

মহেন্দ্র এবং বরুণের মতো পরাক্রমী সেই মহারাজাদের কাছে গিয়ে রাক্ষসরাজ বললেন— 'রাজাগণ! তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো অথবা বলে দাও যে, আমরা হেরে গেছি। এই হল আমার স্থির নিশ্চয়। এর বিপরীত হলে তোমরা ছাড় পাবে না।'

বীরবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্থিবা ধর্মনিশ্চয়াঃ।
ততোঽন্যোন্যং রাজানঃ সুমহাবলাঃ॥ ৪
স্মেত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা বরবলং রিপোঃ।

তখন নির্ভয়, বুদ্ধিমান এবং ধর্মভাব পোষণকারী অনেক মহাবলী রাজা পরস্পর পরামর্শ করে শত্রুর ক্ষমতা বুঝে বললেন—'রাক্ষসরাজ! আমরা আপনার কাছে হার মানছি'।

দুষ্মন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরূরবাঃ॥ ৫
এতে সর্বেঽব্রুবংস্তাত নির্জিতাঃ স্মেতি পার্থিবাঃ।

দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, রাজা পুরূরবা—এই সব রাজাগণ তাঁদের রাজত্বকালে রাবণের কাছে নিজেদের পরাজয় মেনে নেন।

অথাযোধ্যাং সমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ৬
সুগুপ্তামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্।
স তং পুরুষশার্দূলং পুরন্দরসমং বলে॥ ৭
প্রাহ রাজানমাসাদ্য যুদ্ধং দেহীতি রাবণঃ।
নির্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি ত্বমেবং মম শাসনম্॥ ৮

এর পর রাক্ষসদের রাজা রাবণ ইন্দ্র দ্বারা সুরক্ষিত অমরাবতীর মতো মহারাজ অনরণ্য দ্বারা পালিত অযোধ্যাপুরীতে এলেন। সেখানে পুরন্দরের (ইন্দ্রের) মতো পরাক্রমী পুরুষসিংহ রাজা অনরণ্যকে এসে বললেন—'রাজন্! তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে অথবা বলে দাও যে 'আমি হেরে গেছি।' এই হল আমার আদেশ।'

অযোধ্যাধিপতিস্তস্য শ্রুত্বা পাপাত্মনো বচঃ।
অনরণ্যস্তু সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাব্রবীৎ॥ ৯

সেই পাপাত্মার কথা শুনে অযোধ্যার রাজা অনরণ্যের অত্যন্ত ক্রোধ হল, তিনি সেই রাক্ষসরাজকে বললেন।

দীয়তে দ্বন্দ্বযুদ্ধং তে রাক্ষসাধিপতে ময়া।
সন্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রমায়ত্তো ভব চৈবং ভবাম্যহম্॥ ১০

'নিশাচরপতি! আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। দাঁড়াও। শীঘ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

অথ পূর্বং শ্রুতার্থেন নির্জিতং সুমহদ্ বলম্।
নিষ্ক্রামৎ তন্নরেন্দ্রস্য বলং রক্ষোবধোদ্যতম্॥ ১১

রাজা প্রথমেই রাবণের দিগ্বিজয়ের কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি সুবৃহৎ সৈন্য একত্র করেছিলেন। নরেশের সেই সব সেনা তখন রাক্ষস বধের জন্য উৎসাহিত হয়ে নগরের বাইরে বার হল।

নাগানাং দশসাহস্রং বাজিনাং নিযুতং তথা।
রথানাং বহুসাহস্রং পত্তীনাং চ নরোত্তম॥ ১২
মহীং সংছাদ্য নিষ্ক্রান্তং সপদাতিরথং রণে।

নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম! দশ হাজার হাতি সেনা, এক লাখ ঘোড়সওয়ার, কয়েক হাজার রথী ও পদাতিক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদিত করে এগিয়ে চলল। রথ ও পদাতিকসহ সমস্ত সেনা রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছাল।

ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদ্ যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ॥ ১৩
অনরণ্যস্য নৃপতে রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্।

যুদ্ধবিশারদ রঘুবীর! তখন রাজা অনরণ্য এবং নিশাচর রাবণের মধ্যে খুবই অদ্ভুত যুদ্ধ হতে লাগল।

তদ্ রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ॥ ১৪
প্রাণশ্যত তদা সর্বং হব্যং হুতমিবানলে।

সেই সময় রাজার সমস্ত সৈন্য রাবণের সেনার সঙ্গে যুদ্ধে সেই ভাবে বিনাশ হতে থাকল, যেমন অগ্নিতে আহুতি দিলে তা ভস্মসাৎ হয়ে যায়।

যুদ্ধ্বা চ সুচিরং কালং কৃত্বা বিক্রমমুত্তমম্॥ ১৫
প্রজ্বলন্তং তমাসাদ্য ক্ষিপ্রমেবাবশেষিতম্।
প্রাবিশৎ সংকুলং তত্র শলভা ইব পাবকম্॥ ১৬

সেই সেনারা বহুক্ষণ যুদ্ধ করে, অত্যন্ত পরাক্রম দেখায়, কিন্তু তেজস্বী রাবণের সম্মুখীন হয়ে তারা অতি অল্প সংখ্যায় বেঁচে যায় এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয়, তেমনই তারা কালগ্রাসে পতিত হয়।

সোঽপশ্যৎ তন্নরেন্দ্রস্তু নশ্যমানং মহাবলম্।
মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগশতং যথা॥ ১৭

রাজা দেখলেন, তাঁর বিশাল সেনা সেইভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেমন জলপূর্ণ শত শত নদী মহাসাগরে গিয়ে বিলীন হয়।

ততঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্।
আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাবণং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৮

মহারাজ তখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাঁর ইন্দ্রধনুকের মতো মহা শরাসন টংকার দিতে দিতে রাবণের সম্মুখীন হলেন।

অনরণ্যেন তেঽমাত্যা মারীচশুকসারণাঃ।
প্রহস্তসহিতা ভগ্না ব্যদ্রবন্ত মৃগা ইব॥ ১৯

তারপর সিংহকে দেখে যেমন মৃগ পলায়ন করে, তেমনই মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত—এই চার রাক্ষস মন্ত্রী রাজা অনরণ্য থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

তত্যে বাণশতান্যষ্টৌ পাতয়ামাস মূর্ধনি।
তস্য রাক্ষসরাজস্য ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ॥ ২০

পরে ইক্ষ্বাকুবংশকে আনন্দ প্রদানকারী রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে আটশত বাণের দ্বারা আঘাত করেন।

তস্য বাণাঃ পতন্তস্তে চক্রিরে ন ক্ষতং ক্বচিৎ।
বারিধারা ইবাভ্রেভ্যঃ পতন্ত্যো গিরিমূর্ধনি॥ ২১

কিন্তু পর্বতশিখরে বর্ষণকারী বৃষ্টি ধারা যেমন পর্বতের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তেমনই সেই বর্ষিত বাণ সেই নিশাচরের দেহে কোনো আঘাত হানতে সক্ষম হল না।

ততো রাক্ষসরাজেন ক্রুদ্ধেন নৃপতিস্তদা।
তলেনাভিহতো মূর্ধ্নি স রথান্নিপপাত হ॥ ২২

তারপর রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার মস্তকে আঘাত করেন। রাজা তাতে আহত হয়ে রথ থেকে নীচে পড়ে যান।

স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলঃ প্রবিবেপিতঃ।
বজ্রদগ্ধ ইবারণ্যে সালো নিপতিতো যথা॥ ২৩

বনে বজ্রপাত হলে যেমন দগ্ধ হওয়া বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়, তেমনই রাজা অনরণ্য ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রক্ষ ইক্ষ্বাকুং পৃথিবীপতিম্।
কিমিদানীং ফলং প্রাপ্তং ত্বয়া মাং প্রতি যুধ্যতা॥ ২৪

তাই দেখে রাবণ জোরে হেসে উঠে সেই ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরেশকে বললেন—'এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি কী ফল পেলে।'

ত্রৈলোক্যে নাস্তি যো দ্বন্দ্বং মম দদ্যান্নরাধিপ।
শঙ্কে প্রসক্তো ভোগেষু ন শৃণোষি বলং মম॥ ২৫

'নরেশ্বর ! ত্রিলোকে এমন কোনো বীর নেই, যে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারে। মনে হয় তুমি ভোগে আসক্ত থাকায় আমার বল-পরাক্রমের কথা শোনোনি।'

তস্যৈবং ব্রুবতো রাজা মন্দাসুর্বাক্যমব্রবীৎ।
কিং শক্যমিহ কর্তুং বৈ কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ২৬

রাজার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি রাবণের এমন কথা শুনে বললেন—'রাক্ষসরাজ ! এখন কী করা যায় ? কারণ কালকে উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত দুষ্কর।

নহ্যহং নির্জিতো রক্ষস্ত্বয়া চাত্মপ্রশংসিনা।
কালেনৈব বিপন্নোঽহং হেতুভূতস্তু মে ভবান্॥ ২৭

'রাক্ষস, তুমি নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করছ ; কিন্তু তুমি আজ যে আমায় পরাজিত করেছ, কালই তার কারণ, বাস্তবে কালই আমাকে মেরেছে। আমার মৃত্যুতে তুমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র হয়েছ।

কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং প্রাণপরিক্ষয়ে।
নহ্যহং বিমুখী রক্ষো যুধ্যমানস্ত্বয়া হতঃ॥ ২৮

'আমার প্রাণ চলে যাচ্ছে, সুতরাং আমি এখন কী করতে পারি ? নিশাচর ! আমি সন্তুষ্ট যে, আমি যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি। যুদ্ধ করতে করতেই আমি তোমার হাতে মারা পড়ছি।

ইক্ষ্বাকুপরিভাবিত্বাদ্ বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস।
যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং তপঃ।
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যং বচোঽস্তু মে॥ ২৯

'কিন্তু রাক্ষস ! তুমি তোমার ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে ইক্ষ্বাকুকুলের অপমান করেছ, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দেব— তোমার পক্ষে অমঙ্গলজনক কথা বলব। আমি যদি দান, পুণ্য, হোম এবং তপস্যা করে থাকি, আমার দ্বারা যদি ধর্ম অনুসারে প্রজাজনের ঠিকমতো পালন হয়ে থাকে, তাহলে আমার কথা সত্য হবে।

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম স তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৩০

'মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশের নরেশের এই বংশেই দশরথনন্দন শ্রীরাম প্রকটিত হবেন, যিনি তোমার প্রাণ হরণ করবেন'।

ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবদুন্দুভিঃ।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা॥ ৩১

রাজা এইরূপ শাপ দিতেই মেঘসমান গম্ভীর নাদে দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ হতে থাকল।

ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র গতঃ স্থানং ত্রিবিষ্টপম্।
স্বর্গতে চ নৃপে তস্মিন্ রাক্ষসঃ সোঽপসর্পত॥ ৩২

রাজাধিরাজ শ্রীরাম ! তারপর রাজা অনরণ্য স্বর্গলোকে গমন করলেন। তিনি স্বর্গগামী হয়ে গেলে রাক্ষস রাবণ সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশঃ সর্গঃ (২০)

শ্রীনারদের রাবণকে বোঝানো, তাঁর কথায় রাবণের যুদ্ধের জন্য যমলোকে গমন এবং শ্রীনারদের এই যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

ততো বিত্রাসয়ন্ মর্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ।
আসসাদ ঘনে তস্মিন্ নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥ ১

(মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বলেন — রঘুনন্দন !) তারপরে রাক্ষসরাজ রাবণ মনুষ্যকুলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। একদিন পুষ্পকবিমানে যাত্রার সময় তিনি অন্তরীক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি শ্রীনারদের সঙ্গে মিলিত হন।

তস্যাভিবাদনং কৃত্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অব্রবীৎ কুশলং পৃষ্ট্বা হেতুমাগমনস্য চ॥ ২

নিশাচর দশগ্রীব তাঁকে অভিবাদন করে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

নারদস্তু মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
অব্রবীন্মেঘপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্॥ ৩

তখন মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে অমিত কান্তিমান মহাতেজস্বী দেবর্ষি নারদ পুষ্পকবিমানে আসীত রাজা রাবণকে বললেন।

রাক্ষসাধিপতে সৌম্য তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ সুত।
প্রীতোঽস্ম্যভিজনোপেত বিক্রমৈরূর্জিতৈস্তব॥ ৪

'উত্তম কুলে উৎপন্ন বিশ্রবণকুমার রাক্ষসরাজ রাবণ! সৌম্য ! দাঁড়াও, আমি তোমার বৃদ্ধি-প্রাপ্ত বল ও বিক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

বিষ্ণুনা দৈত্যঘাতৈশ্চ গন্ধর্বোরগধর্ষণৈঃ।
ত্বয়া সমং বিমর্দৈশ্চ ভৃশং হি পরিতোষিতঃ॥ ৫

'দৈত্য বিনাশকারী অনেক সংগ্রাম করে ভগবান বিষ্ণু ও গন্ধর্ব এবং নাগেদের পদদলিতকারী যুদ্ধদ্বারা তুমি আমাকে সমানরূপে সন্তুষ্ট করেছ।

কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তাবৎ তু শ্রোতব্যং শ্রোষ্যসে যদি।
তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু॥ ৬

'এখন যদি তুমি শুনতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে কিছু শোনার উপযুক্ত কথা বলতে চাই। আমার মুখ নিঃসৃত কথা শোনার জন্য তুমি তোমার চিত্ত একাগ্র করো।

কিময়ং বধ্যতে তাত ত্বয়াবধ্যেন দৈবতৈঃ।
হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ॥ ৭

'তাত ! তুমি দেবতাদের কাছেও অবধ্য হয়ে এই ভূলোকবাসীদের কেন বিনাশ করছ ? এইসব প্রাণী মৃত্যুর অধীন হওয়ায় স্বয়ংই মৃত। তাহলে তুমি এই মৃত প্রাণীদের কেন বধ করছ ?

দেবদানবদৈত্যানাং যক্ষগন্ধর্বরক্ষসাম্।
অবধ্যেন ত্বয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং যোগ্যো ন মানুষঃ॥ ৮

'দেবতা, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসও যাকে মারতে পারে না, এমন বিখ্যাত বীর হয়ে তুমি এই মনুষ্যলোককে কষ্ট দাও, এ কখনও তোমার যোগ্য কাজ নয়।

নিত্যং শ্রেয়সি সম্মূঢ়ং মহদ্ভির্ব্যসনৈর্বৃতম্।
হন্যাৎ কস্তাদৃশং লোকং জরাব্যাধিশতৈর্যুতম্॥ ৯

'যে সর্বদা নিজের কল্যাণ-সাধনে অপারগ, বড় বড় বাধাবিপত্তি যুক্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় বহু অসুখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে, এমন মানুষকে কোনো বীরপুরুষ কীভাবে আঘাত করতে পারে ?

তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ।
মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রণয়ী ভবেৎ॥ ১০

'নানাপ্রকার প্রতিকূলতায় বিভিন্নভাবে যারা পীড়িত, সেই মনুষ্যলোকে এসে কোন বুদ্ধিমান বীর যুদ্ধ করে মনুষ্যবধে অনুরক্ত হবে ?

ক্ষীয়মাণং দৈবহতং ক্ষুৎপিপাসাজরাদিভিঃ।
বিষাদশোকসম্মূঢ়ং লোকং ত্বং ক্ষপয়স্ব মা॥ ১১

'এইসব ব্যক্তি তো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা-ব্যাধিতে ক্ষীয়মাণ হচ্ছে এবং বিষাদ ও শোকগ্রস্ত হয়ে নিজ নিজ বিবেক-বিবেচনা হারিয়ে ফেলছে। তুমি দৈব পীড়িত এই মর্ত্যলোকের বিনাশ কোরো না।

পশ্য তাবন্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্।
মূঢ়মেবং বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ॥ ১২

'মহাবাহু রাক্ষসরাজ ! দেখো, এই মনুষ্যলোকে মানুষ জ্ঞানশূন্য হওয়ায় মূঢ় হয়ে কীভাবে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মজালে আসক্ত হয়ে থাকে। তারা এ-ও জানে না যে কখন দুঃখ উপস্থিত হবে আর কখনো সুখ ভোগ করার

অবসর আসবে!

কচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈর্জনৈঃ।
রুদ্যতে চাপরৈরার্তৈর্ধারাশ্রুনয়নাননৈঃ॥ ১৩

'এখানকার কিছু মানুষ আনন্দে মগ্ন হয়ে হৈ-হুল্লোড় ও নাচ-গানে মত্ত থাকে— তাতেই মজে থাকে, আবার কোথাও কিছু লোক দুঃখে বিহ্বল হয়ে চোখের জলে ভাসতে থাকে।

মাতাপিতৃসুতস্নেহভার্যাবন্ধুমনোরমৈঃ।
মোহিতোঽয়ং জনো ধ্বস্তঃ ক্লেশং স্বং নাববুধ্যতে॥ ১৪

'মাতা, পিতা, পুত্রের স্নেহে এবং পত্নী ও ভাইয়ের সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোরথে এইসব মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা একবারও বন্ধন-জনিত ক্লেশের কথা ভেবে দেখে না।

তৎকিমেবং পরিক্লিশ্য লোকং মোহনিরাকৃতম্।
জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ॥ ১৫

'এইভাবে যারা মোহের (অজ্ঞানতাবশতঃ) জন্য পরম পুরুষার্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, তেমন মানুষদের কষ্ট দিয়ে তুমি কী লাভ করবে ? সৌম্য ! তুমি যে মনুষ্যলোককে জয় করেছ, এতে তো কোনো সংশয় নেই।

অবশ্যমেভিঃ সর্বৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্।
তন্নিগৃহ্নীষ্ব পৌলস্ত্য যমং পরপুরঞ্জয়॥ ১৬
তস্মিঞ্জিতে জিতং সর্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।

'শত্রুনগরী বিজয় করা পুলস্ত্যনন্দন! এই সব মানুষ অবশ্যই যমলোকে যাবে। সুতরাং তোমার যদি শক্তি থাকে, তাহলে তুমি যমরাজকে কাবু করো। তাঁকে পরাজিত করলে তুমি সবাইকে জিতে নিতে পারবে, এতে কোনো সংশয় নেই।'

এবমুক্তস্তু লঙ্কেশো দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ১৭
অব্রবীন্নারদং তত্র সম্প্রহস্যাভিবাদ্য চ।

শ্রীনারদ এমন কথা বলায় লঙ্কাপতি রাবণ নিজের তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে দেবর্ষিকে প্রণাম করে হেসে বললেন।

মহর্ষে দেবগন্ধর্ববিহার সমরপ্রিয়॥ ১৮
অহং সমুদ্যতো গন্তুং বিজয়ার্থং রসাতলম্।

'মহর্ষে ! আপনি দেবতা ও গন্ধর্ব লোকে বিহার করেন, যুদ্ধের দৃশ্য দেখা আপনার অত্যন্ত প্রিয়। আমি এখন দিগ্বিজয়ের জন্য রসাতলে যেতে উদ্যত হয়েছি।

ততো লোকত্রয়ং জিত্বা স্থাপ্য নাগান্ সুরান্ বশে॥ ১৯
সমুদ্রমমৃতার্থং চ মথিষ্যামি রসালয়ম্।

তারপর তিন লোক জয় করে নাগ ও দেবতাদেরকে নিজের বশে এনে অমৃত প্রাপ্তির জন্য রসনিধি সমুদ্রের মন্থন করব।'

অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ২০
ক খল্বিদানীং মার্গেণ ত্বয়েহান্যেন গম্যতে।
অয়ং খলু সুদুর্গম্যঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি॥ ২১
মার্গো গচ্ছতি দুর্ধর্ষ যমস্যামিত্রকর্শন।

সেই কথা শুনে দেবর্ষি ভগবান নারদ বললেন — 'শত্রুসূদন ! তুমি যদি রসাতলে যেতে চাও, তাহলে এখন সেই পথ ছেড়ে অন্য রাস্তায় কোথায় যাচ্ছ ? দুর্ধর্ষ বীর ! রসাতলের এই পথ অতি দুর্গম এবং যমরাজের পুরী হয়েই সেখানে যাওয়া যায়।'

স তু শারদমেঘাভং হাসং মুক্ত্বা দশাননঃ॥ ২২
উবাচ কৃতমিত্যেব বচনং চেদমব্রবীৎ।

শ্রীনারদ এই কথা বলায় দশগ্রীব রাবণ শরৎ-ঋতুর মেঘের ন্যায় নিজের উজ্জ্বল হাস্যমুখ দেখিয়ে বললেন— 'দেবর্ষে ! আমি আপনার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি।' তারপর তিনি বললেন—

তস্মাদেবমহং ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ॥ ২৩
গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্যাত্মজো নৃপঃ।

'ব্রহ্মন্ ! এখন যমরাজকে বধ করার জন্য উদ্যত হয়ে আমি সেই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, যেখানে সূর্যপুত্র যম বাস করেন।

ময়া হি ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা॥ ২৪
অবজেস্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো।

'প্রভো ! ভগবন্ ! আমি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় ক্রোধপূর্বক প্রতিজ্ঞা করেছি যে, চার লোকপালকে পরাস্ত করব।

তদিহ প্রস্থিতোঽহং বৈ পিতৃরাজপুরং প্রতি॥ ২৫
প্রাণিসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা।

'সুতরাং আমি এখান থেকে যমপুরীতে প্রস্থান করছি। জগতের প্রাণীদের মৃত্যুর কষ্ট প্রদানকারী সূর্যপুত্র যমকে আমি নিজেই মৃত্যুপ্রদান করব।'

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাদ্য চ॥ ২৬
প্রযযৌ দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।

এই কথা বলে দশগ্রীব মুনিকে প্রণাম করেন এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন।

...মহাতেজা মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ২৭
চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধূম ইব পাবকঃ।

তিনি চলে গেলে ধূমবর্জিত অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী দেবর্ষি শ্রীনারদ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিশ্যন্তে সচরাচরাঃ॥ ২৮
ক্ষীণে চায়ুষি ধর্মেণ স কালো জেষ্যতে কথম্।

'আয়ু ক্ষয় হলে যিনি ধর্মপূর্বক ইন্দ্রসহ ত্রিলোকের চরাচর প্রাণীদের ক্লেশ প্রদান করে—দণ্ডিত করেন, সেই কালস্বরূপ যমরাজ কীভাবে এই রাবণের দ্বারা পরাভূত হবেন?

দত্তকৃতসাক্ষী যো দ্বিতীয় ইব পাবকঃ॥ ২৯
লব্ধসংজ্ঞা বিচেষ্টন্তে লোকা যস্য মহাত্মনঃ।
যস্য নিত্যং ত্রয়ো লোকা বিদ্রবন্তি ভয়ার্দিতাঃ॥ ৩০
তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ স্বয়মেব গমিষ্যতি।

'যিনি জীবেদের দানাদি ধর্ম এবং কর্মের সাক্ষী, যাঁর তেজ দ্বিতীয় অগ্নির সমকক্ষ, যে মহাত্মার কাছে চেতনা লাভ করে জীব নানাপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টা করে, যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে ত্রিলোকের প্রাণী তাঁর থেকে দূরে পলায়ন করে, রাক্ষসরাজ স্বয়ং তাঁর কাছে কীকরে যাবেন?

যো বিধাতা চ ধাতা চ সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা॥ ৩১
ত্রৈলোক্যং নির্জিতং যেন তং কথং বিজয়িষ্যতে।
অপরং কিং তু কৃত্বৈবং বিধানং সংবিধাস্যতি॥ ৩২

'যিনি ত্রিলোকের ধারণ-পোষণ করেন এবং পুণ্য-পাপের ফল প্রদান করেন এবং যিনি ত্রিলোকের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছেন, সেই কালদেবকে এই রাক্ষস কীভাবে জিতবেন? কালই সকলের ঊর্ধ্বে। এই রাক্ষস কালের অতিরিক্ত অন্য কোন উপায়ে সেই কালের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করবেন?

কৌতূহলং সমুৎপন্নো যাস্যামি যমসাদনম্।
বিমর্দং দ্রষ্টুমনয়োর্যমরাক্ষসয়োঃ স্বয়ম্॥ ৩৩

'এখন আমার মনে তো অত্যন্ত কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছে। অতএব এই যমরাজ ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধ দেখার জন্য আমি স্বয়ং যমলোকে যাব।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিংশতিঃ সর্গঃ॥ ২০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিংশতি সর্গ সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশঃ সর্গঃ (২১)

রাবণের যমলোকের ওপর আক্রমণ এবং তাঁর দ্বারা যমরাজের সৈন্য সংহার

এবং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো জগাম লঘুবিক্রমঃ।
আখ্যাতুং তদ্ যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি॥ ১

(মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বললেন— রঘুনন্দন!) এই চিন্তা করে শীঘ্র গমনকারী বিপ্রবর শ্রীনারদ রাবণের আক্রমণের সংবাদ জানানোর জন্য যমলোকে গমন করলেন।

অপশ্যৎ স যমং তত্র দেবমগ্নিপুরস্কৃতম্।
বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রাণিনো যস্য যাদৃশম্॥ ২

সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যমদেব অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বসে আছেন এবং যে প্রাণী যেমন কর্ম করে, সেই অনুযায়ী ফল প্রদানের ব্যবস্থা করছেন।

স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং মহর্ষিং তত্র নারদম্।
অব্রবীৎ সুখমাসীনমর্ঘ্যমাবেদ্য ধর্মতঃ॥ ৩

মহর্ষি নারদকে আসতে দেখে যমরাজ অতিথি-ধর্ম অনুসারে তাঁর জন্য অর্ঘ্য ইত্যাদি নিবেদন করে বললেন—

কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিদ্ ধর্মো ন নশ্যতি।
কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগন্ধর্বসেবিত॥ ৪

'দেবতা ও গন্ধর্ব দ্বারা সেবিত দেবর্ষি! কুশলে আছেন তো? ধর্মনাশ হচ্ছে না তো? এখানে আজ আপনার শুভ আগমনের কী উদ্দেশ্য?'

অব্রবীৎ তু তদা বাক্যং নারদো ভগবানৃষিঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বিধানং চ বিধীয়তাম্॥ ৫
এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ।
উপযাতি বশং নেতুং বিক্রমৈস্ত্বাং সুদুর্জয়ম্॥ ৬

ভগবান নারদ মুনি বললেন— 'পিতৃরাজ! শুনুন

—আমি একটি প্রয়োজনীয় কথা বলতে এসেছি, আপনি তার প্রতিকারের কোনো উপায় করুন। যদিও আপনাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই দশগ্রীব নামক নিশাচর তার পরাক্রম দিয়ে আপনাকে বশ করার জন্য এখানে আসছেন।

এতেন কারণেনাহং ত্বরিতো হ্যাগতঃ প্রভো।
দণ্ডপ্রহরণস্যাদ্য তব কিং নু ভবিষ্যতি॥ ৭

'প্রভো ! সেইজন্যই আমি আপনাকে শীঘ্র এই সঙ্কটের সূচনা দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু আপনি কালদণ্ডরূপ অস্ত্র ধারণকারী, ওই রাক্ষসের আক্রমণের দ্বারা আপনার কী ক্ষতি হবে।'

এতস্মিন্নন্তরে দূরাদংশুমন্তমিবোদিতম্।
দদৃশুর্দীপ্তমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ॥ ৮

যখন এইরূপ কথা হচ্ছিল, তখনই দূর থেকে সেই রাক্ষসের তেজস্বী বিমানকে উদিত সূর্যের মতো আসতে দেখা গেল।

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত॥ ৯

মহাবলী রাবণ পুষ্পকের প্রভায় সেই সমস্ত অঞ্চল আঁধারশূন্য করে অত্যন্ত কাছে এসে গেলেন।

সোঽপশ্যৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতং চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্॥ ১০

মহাবাহু দশগ্রীব যমলোকে এসে দেখলেন যে, সেখানে বহুপ্রাণী তাদের পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করছে।

অপশ্যৎ সৈনিকাংশ্চাস্য যমস্যানুচরৈঃ সহ।
যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ॥ ১১
দদর্শ বধ্যমানাংশ্চ ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ।
ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্টনতৎপরান্॥ ১২

তিনি যমরাজের সেবকদের সঙ্গে তাঁর সৈন্যদলকেও দেখলেন। তাঁর নজরে যমযন্ত্রণার দৃশ্যও এল। ভয়ংকর রূপধারী উগ্র প্রকৃতি সম্পন্ন ভয়ানক যমদূতেরা বহু প্রাণীকে মারছে এবং কষ্ট দিচ্ছে, যার জন্য তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে ও কাঁদছে।

কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাংশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ।
শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ॥ ১৩

কাউকে পোকায় কামড়াচ্ছে আবার কাউকে ভীষণ কুকুর কামড়াচ্ছে। এইসব প্রাণী দুঃখ-যাতনায় কানকে পীড়াদায়ক ভয়ানক স্বরে চিৎকার করছে।

সন্তার্যমাণান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্।
বালুকাসু চ তপ্তাসু তপ্যমানান্ মুহুর্মুহুঃ॥ ১৪

কাউকে বারংবার রক্তপ্লাবিত বৈতরণী নদী পার হওয়ার জন্য জোর করা হচ্ছে, আবার কাউকে তপ্ত বালিতে হাঁটিয়ে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্যমানানধার্মিকান্।
রৌরবে ক্ষারনদ্যাং চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি॥ ১৫
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি।
শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূর্ধজান্॥ ১৬
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ।
দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৭

কিছু পাপীকে অসিপত্র বনে (যার পাতা তরোয়ালের ধারের মতো তীক্ষ্ণ) বিদীর্ণ করা হচ্ছে। কারোকে রৌরব নরকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কারোকে জলপূর্ণ নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার বহুপ্রাণীকে ছুরির ধারের ওপর দৌড় করানো হচ্ছে। কিছু প্রাণী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করে সামান্য জল-ভিক্ষা করছে। কারোকে শবদেহের মতো কঙ্কাল বিশিষ্ট, দীন, দুর্বল, উদাস খোলাচুলে দেখা যাচ্ছিল। কিছু প্রাণী আবার নিজ অঙ্গে-অঙ্গে নোংরা নিয়ে রুক্ষ দেহে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। এই ভাবে শত-সহস্র জীবকে রাবণ পথের মধ্যে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখলেন।

কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্ রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ ১৮

অন্য দিকে রাবণ দেখলেন কিছু পুণ্যাত্মা জীব তাদের পুণ্যকর্মের প্রভাবে সুন্দর গৃহে থেকে সঙ্গীত-বাদ্যের মনোহর ধ্বনিতে আনন্দ উপভোগ করছে।

গোরসং গোপ্রদাতারো হ্যন্নং চৈবান্নদায়িনঃ।
গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্মফলমশ্নুতঃ॥ ১৯

গোদানকারী ব্যক্তি দুগ্ধ, অন্নদানকারী অন্ন এবং গৃহ দানকারীগণ গৃহ লাভ করে নিজ নিজ সৎকর্মের ফল ভোগ করছে।

সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলঙ্কৃতান্।
ধার্মিকানপরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা॥ ২০

অন্য ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ সেখানে স্বর্ণ-মণি-মুক্তায় অলংকৃত হয়ে যৌবন মদেমত্ত সুন্দরী নারীদের সঙ্গে নিজ নিজ অঙ্গকান্তিতে বাস করছে।

দদর্শ স মহাবাহূ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
তাংস্তান্ ভিদ্যমানাংশ্চ কর্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ ২১
রাবণো মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্ বলী।
প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা॥ ২২

মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই সব দেখলেন। এই শেষে বলবান রাক্ষস দশগ্রীব নিজ নিজ পাপ-কর্মে যন্ত্রণা ভোগকারী প্রাণীদের নিজের পরাক্রমে বলপূর্বক মুক্ত করে দিলেন।

সুখমাপুর্মুহূর্তং তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্।
প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন মহীয়সা॥ ২৩
প্রেতগোপাঃ সুসংক্রুদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রমভিদ্রবন্।

এর জন্যে সেই পাপীদের কিছুক্ষণ একটু সুখ প্রাপ্তি হল, এই সুখ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তাদের ছিল না, আর এই বিষয়ে তারা কিছু ভাবতেও পারেনি। সেই মহান রাক্ষস যখন সকলকে প্রেত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দিলেন, তখন সেই প্রেতদের রক্ষাকারী যমদূত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাক্ষসরাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ততো হলহলাশব্দঃ সর্বদিগ্ভ্যঃ সমুত্থিতঃ॥ ২৪
ধর্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সম্প্রধাবতাম্।

তারপর সমস্ত দিক থেকে আক্রমণকারী ধর্মরাজের শূরবীর যোদ্ধাদের মহা কোলাহল প্রকটিত হল।

তে প্রাসৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্মুসলৈঃ শক্তিতোমরৈঃ॥ ২৫
পুষ্পকং সমধর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ।
আসনানি প্রাসাদান্ বেদিকাস্তোরণানি চ॥ ২৬
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে শীঘ্রং মধুকরা ইব।

ফুলের ওপর যেমন ভ্রমর দলে দলে এসে পড়ে, তেমনই পুষ্পক বিমানের ওপরে শত-সহস্র শূরবীর উঠে পড়ল এবং প্রাস, পরিঘা, শূল, মুসল, শক্তি এবং তোমর দিয়ে সেটিকে তছনছ করতে লাগল। তারা তখনই পুষ্পক বিমানের আসন, প্রাসাদ, বেদী এবং তোরণ ভেঙ্গে ফেলল।

দেবনিষ্ঠানভূতং তদ্ বিমানং পুষ্পকং মৃধে॥ ২৭
ভজ্যমানং তথৈবাসীদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা।

দেবতাদের অধিষ্ঠানভূত সেই পুষ্পকবিমান ভেঙ্গে ফেলা হলেও শ্রীব্রহ্মার প্রভাবে যেমন-কি-তেমনই হয়ে যেত, কারণ তার বিনাশ হওয়া সম্ভব ছিল না।

অসংখ্যা সুমহত্যাসীৎ তস্য সেনা মহাত্মনঃ॥ ২৮
শূরাণামগ্রয়াতৃণাং সহস্রাণি শতানি চ।

মহামনা যমের অসংখ্য সেনাবাহিনী ছিল। তারমধ্যে শত-সহস্র শূরবীর এগিয়ে এসে যুদ্ধ করছিল।

ততো বৃক্ষৈশ্চ শৈলৈশ্চ প্রাসাদানাং শতৈস্তথা॥ ২৯
ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্।
অযুধ্যন্ত মহাবীরাঃ স চ রাজা দশাননঃ॥ ৩০

যমদূতেরা আক্রমণ করলে রাবণের সেই মহাবীর মন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা দশগ্রীবও বৃক্ষ, পর্বতশিখর এবং যমলোকের সহস্র প্রাসাদ উপড়ে নিয়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্বশস্ত্রসমাহতাঃ।
অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরায়োধনং মহৎ॥ ৩১

রাক্ষসরাজের মন্ত্রীদের সর্বাঙ্গ রক্তে প্লাবিত হয়ে গেল। শস্ত্রাঘাতে এঁরা আহত হয়ে গেলেন। তাসত্ত্বেও তাঁরা খুব ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন।

অন্যোন্যং তে মহাভাগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্।
যমস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ মন্ত্রিণঃ॥ ৩২

মহাবাহু শ্রীরাম ! যমরাজ এবং রাবণের এই মহাশক্তিশালী মন্ত্রীগণ একে অপরের ওপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত জোরে আঘাত-প্রত্যাঘাত করতে লাগল।

অমাত্যাংস্তাংস্তু সংত্যজ্য যমযোধা মহাবলাঃ।
তমেব চাভ্যধাবন্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্॥ ৩৩

তারপর যমরাজের মহাবলশালী যোদ্ধাগণ রাবণের মন্ত্রীদের ছেড়ে দশগ্রীবের ওপরই শূল বর্ষণ করতে করতে আক্রমণ করল।

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
ফুল্লাশোক ইবাভাতি পুষ্পকে রাক্ষসাধিপঃ॥ ৩৪

রাবণের সমস্ত শরীর অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল। তিনি রক্তে আপ্লুত হয়ে পুষ্পক বিমানের ওপর ছিন্ন

অশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হতে লাগলেন।

স তু শূলগদাপ্রাসাঙ্‌ক্তিতোমরসায়কান্‌।
মুসলানি শিলাবৃক্ষান্‌ মুমোচাস্ত্রবলাদ্‌ বলী॥ ৩৫

বলশালী রাবণ তখন নিজ অস্ত্রবলে যমরাজের সৈনিকদের ওপর শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, বাণ, মুসল, পাথর এবং বৃক্ষ বর্ষণ করতে লাগলেন।

তরূণাং চ শিলানাং চ শস্ত্রাণাং চাতিদারুণম্‌।
যমসৈন্যেষু তদ্‌ বর্ষং পপাত ধরণীতলে॥ ৩৬

বৃক্ষ, শিলাখণ্ড এবং শস্ত্রাদির সেই ভয়ংকর বৃষ্টি ভূতলে দণ্ডায়মান যমরাজের সৈন্যদের ওপর পড়তে লাগল।

তাংস্তু সর্বান্‌ বিনির্ভিদ্য তদস্ত্রমপহত্য চ।
জঘ্নুস্তে রাক্ষসং ঘোরমেকং শতসহস্রশঃ॥ ৩৭

সেই সৈনিকেরাও শত-শত সংখ্যায় একত্রিত হয়ে তাদের সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন করে তার দ্বারা নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র নিবারণ করে শুধুমাত্র সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকেই আঘাত করতে লাগল।

পরিবার্য চ তং সর্বে শৈলং মেঘোৎকরা ইব।
ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসমপোথয়ন্‌॥ ৩৮

মেঘের রাশি যেমন পর্বতের সর্বদিকে জলধারা বর্ষণ করে, তেমনই যমরাজের সমস্ত সৈনিক রাবণকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে তাঁকে শূল দ্বারা ছেদ করতে আরম্ভ করল। তাঁকে দম নেওয়ারও অবকাশ দিল না।

বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধঃ সিক্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ।
ততঃ স পুষ্পকং ত্যক্ত্বা পৃথিব্যামবতিষ্ঠত॥ ৩৯

রাবণের কবচ ছিঁড়ে পড়ে গেল। তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়াতে থাকল। তিনি সেই রক্তে স্নাত হয়ে ক্রোধে পুষ্পক বিমান ছেড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ততঃ স কার্মুকী বাণী সমরে চাভিবর্ধত।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ॥ ৪০

কিছুক্ষণ পরই তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন। তারপর আবার ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সমরাঙ্গনে কুপিত যমরাজের সামনে দাঁড়ালেন।

ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্মুকে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তানুক্ত্বা তচ্চাপং ব্যপকর্ষত॥ ৪১

রাবণ ধনুকে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্রের সন্ধান করে সৈনিকদের 'দাঁড়াও-দাঁড়াও' বলে সেই ধনুকে টান দিলেন।

আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে।
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শংকরো যথা॥ ৪২

ভগবান শংকর যেমন ত্রিপুরাসুরের ওপরে পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তেমনই এই ইন্দ্রদ্রোহী রাবণ তাঁর ধনুক কান পর্যন্ত টেনে বাণ ছুঁড়লেন।

তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্‌।
বনং দহিষ্যতো ঘর্মে দাবাগ্নেরিব মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৩

তখন তাঁর বাণটি ধোঁয়া ও জ্বালার মণ্ডলে যুক্ত হয়ে গ্রীষ্ম-ঋতুর জঙ্গলকে দগ্ধকারী দাবানলের মতো প্রতীত ভয়াবহ রূপে প্রতীত হতে লাগল।

জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে।
মুক্তো গুল্মান্‌ দ্রুমাংশ্চাপি ভস্ম কৃত্বা প্রধাবতি॥ ৪৪

রণভূমিতে অগ্নি পরিবেষ্টিত সেই বাণ ধনুক থেকে বার হয়ে বৃক্ষসমূহকে জ্বালিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল আর তার পিছনে মাংসাহারী জীব-জন্তু যাচ্ছিল।

তে তস্য তেজসা দগ্ধাঃ সৈন্যা বৈবস্বতস্য তু।
রণে তস্মিন্‌ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ॥ ৪৫

যমরাজের সমস্ত সৈনিক সেই যুদ্ধস্থলে পাশুপত অস্ত্রের তেজে দগ্ধ হয়ে ইন্দ্রধ্বজার মতো নীচে পড়ে গেল।

ততস্তু সচিবৈঃ সার্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্‌॥ ৪৬

তখন সেই ভয়ানক পরাক্রমী রাক্ষস পৃথিবী কম্পিত করে অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ (২২)

যমরাজ ও রাবণের যুদ্ধ, যমরাজ কর্তৃক রাবণ বধের উদ্দেশ্যে তুলে নেওয়া কালদণ্ড শ্রীব্রহ্মার কথায় ফিরিয়ে নেওয়া, বিজয়ী রাবণের যমলোক থেকে প্রস্থান

স তস্য তু মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্॥ ১

(অগস্ত্যমুনি বললেন— রঘুনন্দন!) রাবণের সেই মহানাদ শুনে সূর্যপুত্র ভগবান যম বুঝে গেলেন যে, 'শত্রু জয় লাভ করেছে এবং আমার সৈন্য নিহত হয়েছে।

স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অব্রবীৎ ত্বরিতঃ সূতং রথো মে উপনীয়তাম্॥ ২

'আমার যোদ্ধারা মারা গেছে'—এই জেনে যমরাজের চক্ষু ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি উতলা হয়ে সারথিকে বললেন— 'আমার রথ নিয়ে এসো'।

তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্।
স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্॥ ৩

সারথি তখনই এক বিশাল দিব্য রথ সেইস্থানে উপস্থিত করে, তার সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তখন মহাতেজস্বী যম দেবতা সেই রথে আরোহণ করলেন।

প্রাসমুদ্গরহস্তশ্চ মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
যেন সংক্ষিপ্যতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্॥ ৪

তাঁর সামনে প্রাস ও মুদ্গর হাতে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেবতা উপস্থিত হলেন, যিনি প্রবাহরূপে সর্বদা এই সমগ্র ত্রিভুবনের সংহার করেন।

কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্তিমানস্য চাভবৎ।
যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ॥ ৫

পাশে কালদণ্ড মূর্তিমানরূপে দাঁড়িয়ে ছিল, যা হল যমরাজের মুখ্য এবং দিব্য অস্ত্র। কালদণ্ড স্বতেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল।

তস্য পার্শ্বেষু নিশ্ছিদ্রাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
পাবকস্পর্শসংকাশঃ স্থিতো মূর্তশ্চ মুদ্গরঃ॥ ৬

তাঁর দুই পার্শ্বে মোক্ষম কালপাশ অপেক্ষায় ছিল এবং যার স্পর্শ অগ্নির মতো দুঃসহ, সেই মুদ্গরও মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত ছিল।

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ।
কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্॥ ৭

সমগ্র লোকে ভয়প্রদানকারী সাক্ষাৎ কালকে কুপিত হতে দেখে ত্রিলোকে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সমস্ত দেবতা কম্পিত হয়ে উঠলেন।

ততস্ত্বচোদয়ৎ সূতস্তানশ্বান্ রুচিরপ্রভান্।
প্রযযৌ ভীমসন্নাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ॥ ৮

সারথি তখন সুন্দর কান্তিসম্পন্ন ঘোড়াদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিকট শব্দ করে ওই রথটি মুহূর্তের মধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে গিয়ে পৌঁছাল।

মুহূর্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ।
প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং রণম্॥ ৯

ইন্দ্রের ঘোড়ার মতো তেজস্বী এবং মনের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত রথটি তৎক্ষণাৎ যমরাজকে সেইস্থানে পৌঁছে দিল, যেখানে সেই যুদ্ধ চলছিল।

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ১০

মৃত্যুদেবতাকে নিয়ে সেই বিকট রথকে আসতে দেখে রাক্ষসরাজের সচিবগণ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দিতাঃ।
নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ॥ ১১

তারা ছিল স্বল্প শক্তিসম্পন্ন। তাই ভীত পীড়িত হয়ে তারা নিজেদের হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই 'আমরা যুদ্ধ করতে সক্ষম নই', এই বলে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেলেন।

স তু তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা রথং লোকভয়াবহম্।
নাক্ষুভ্যত দশগ্রীবো ন চাপি ভয়মাবিশৎ॥ ১২

কিন্তু সমগ্র জগৎকে ভীত-সন্ত্রস্তকারী সেই বিকট রথ দেখেও দশগ্রীবের মনে ভয় বা ক্ষোভের উদয় হয়নি।

স তু রাবণমাসাদ্য বাসৃজচ্ছক্তিতোমরান্।
যমো মর্মাণি সংক্রুদ্ধো রাবণস্য ন্যকৃন্তত॥ ১৩

অত্যন্ত ক্রোধে যমরাজ রাবণের কাছে পৌঁছে শক্তি ও তোমর দিয়ে প্রহার করলেন এবং তার মর্মস্থান ছেদ করলেন।

রাবণস্তু ততঃ স্বস্থঃ শরবর্ষং মুমোচ হ।
তস্মিন্ বৈবস্বতরথে তোয়বর্ষমিবাম্বুদঃ॥ ১৪

রাবণ তখন নিজেকে সামলিয়ে যমরাজের রথে বাণের ঝড় তুললেন, যেন মেঘ জলবর্ষণ করছে।

ততো মহাশক্তিশতৈঃ পাত্যমানৈর্মহোরসি।
নাশক্নোৎ প্রতিকর্তুং স রাক্ষসঃ শল্যপীড়িতঃ॥ ১৫

অতঃপর রাবণের বিশাল বক্ষে শত শত মহাশক্তিশালী মার পড়তে লাগল। সেই রাক্ষস শল্যের আঘাতে এতো আহত হয়ে পড়লেন যে, যমরাজকে আঘাত করতে সক্ষম হলেন না।

এবং নানাপ্রহরণৈর্যমেনামিত্রকর্ষিণা।
সপ্তরাত্রং কৃতঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখো রিপুঃ॥ ১৬

শত্রুসূদন যম এইভাবে রণভূমিতে লাগাতার সাত রাত্রি নানা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে গেলেন। তাতে তাঁর শত্রু রাবণ নিজের বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে যুদ্ধ থেকে বিমুখ হয়ে পড়লেন।

তদাহহসীৎ তুমুলং যুদ্ধং যমরাক্ষসয়োর্দ্বয়োঃ।
জয়মাকাংক্ষতোর্বীর সমরেষ্বনিবর্তিনোঃ॥ ১৭

বীর রঘুনন্দন! দুই যোদ্ধাই রণভূমিতে পিছু হটতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং দুজনেই জয়ী হতে চেয়েছিলেন, তাই যমরাজ এবং রাক্ষস দুজনের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ চলতে লাগল।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তদ্রণাজিরে॥ ১৮

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে সামনে করে সেই সমরভূমিতে একত্রিত হলেন।

সংবর্ত ইব লোকানাং যুধ্যতোরভবৎ তদা।
রাক্ষসানাং চ মুখ্যস্য প্রেতানামীশ্বরস্য চ॥ ১৯

সেই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ এবং প্রেতরাজ যম যুদ্ধপরায়ণ হওয়ায়, সমস্ত লোকের মনে হচ্ছিল যে, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে।

রাক্ষসেন্দ্রোহপি বিস্ফার্য চাপমিন্দ্রাশনিপ্রভম্।
নিরন্তরমিবাকাশং কুর্বন্ বাণাংস্ততোহসৃজৎ॥ ২০

রাক্ষসরাজ রাবণও ইন্দ্রের অশনির ন্যায় নিজ ধনুক টেনে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, তাতে আকাশ বাণে পূর্ণ হয়ে গেল, সেখানে তিল ফেলারও জায়গা থাকল না।

মৃত্যুং চতুর্ভির্বিশিখৈঃ সূতং সপ্তভিরার্দয়ৎ।
যমং শতসহস্রেণ শীঘ্রং মর্মস্বতাড়য়ৎ॥ ২১

তিনি চার বাণ মেরে মৃত্যুকে এবং সাত বাণে যমের সারথিকেও আহত করলেন। তারপর অতি শীঘ্র লক্ষ লক্ষ বাণে যমরাজের মর্মস্থানে গভীর আঘাত করলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধস্য বদনাদ্ যমস্য সমজায়ত।
জ্বালামালী সনিশ্বাসঃ সধূমঃ কোপপাবকঃ॥ ২২

তখন যমরাজের ক্রোধের সীমা থাকল না। তাঁর মুখ দিয়ে সেই রোষ অগ্নিরূপে প্রকটিত হল। সেই অগ্নি চতুর্দিক লেলিহান শিখা সমন্বিত, শ্বাসবায়ু সংযুক্ত এবং ধূমে আচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

তদাশ্চর্যমথো দৃষ্ট্বা দেবদানবসন্নিধৌ।
প্রহর্ষিতৌ সুসংরব্ধৌ মৃত্যুকালৌ বভূবতুঃ॥ ২৩

দেবতা ও দানবদের মধ্যে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে, ক্রোধে আবিষ্ট মৃত্যু এবং কালের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

ততো মৃত্যুঃ ক্রুদ্ধতরো বৈবস্বতমভাষত।
মুঞ্চ মাং সমরে যাবদ্ধন্মীমং পাপরাক্ষসম্॥ ২৪

মৃত্যুদেব তারপর অত্যন্ত কুপিত হয়ে বৈবস্বত যমকে বললেন—'আপনি আমাকে ছেড়ে দিন—আদেশ দিন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই পাপী রাক্ষসকে আমি এখনই মেরে ফেলব।

নৈষা রক্ষো ভবেদহ্য মর্যাদা হি নিসর্গতঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীমান্ নমুচিঃ শম্বরস্তথা॥ ২৫
নিসন্দির্ধূমকেতুশ্চ বলির্বৈরোচনোহপি চ।
শম্ভুর্দৈত্যো মহারাজো বৃত্রো বাণস্তথৈব চ॥ ২৬
রাজর্ষয়ঃ শাস্ত্রবিদো গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ঋষয়ঃ পন্নগা দৈত্যা যক্ষাশ্চ হ্যপ্সরোগণাঃ॥ ২৭
যুগান্তপরিবর্তে চ পৃথিবী সমহার্ণবা।
ক্ষয়ং নীতা মহারাজ সপর্বতসরিদ্‌দ্রুমা॥ ২৮

অন্যে চান্যে চ বহবো বলবন্তো দুরাসদাঃ।
বিনিপন্না ময়া দৃষ্টাঃ কিমুতায়ং নিশাচরঃ॥ ২৯

'মহারাজ ! আমি স্বভাববশতঃ এমনই যে, আমার দৃষ্টিতে পড়ে দৃষ্টিহীন হয়ে এই রাক্ষস জীবিত থাকতে পারবে না। দানব হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বিরোচনকুমার বলি, শম্ভু নামক দৈত্য, মহারাজ বৃত্র তথা বাণাসুর, বহু শাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি, গন্ধর্ব, বড় বড় নাগ, ঋষি, সর্প, দৈত্য, যক্ষ, অপ্সরাগণ, যুগান্তকালের সমুদ্ররাশি, পর্বতসমূহ, নদীকূল, বৃক্ষসহ পৃথিবী—এ সবই আমার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এরা এবং অন্য বহু বলশালী ও দুর্জয় বীরও আমার দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, সেখানে এই নিশাচর কোন গণনায় ধর্তব্য হয় ?

মুঞ্চ মাং সাধু ধর্মজ্ঞ যাবদেনং নিহন্ম্যহম্।
নহি কশ্চিন্ময়া দৃষ্টো বলবানপি জীবতি॥ ৩০

'ধর্মজ্ঞ ! আপনি আমাকে যেতে দিন। আমি অবশ্যই একে মেরে ফেলব। আমি যাকেই অবলোকন করি, সে যতই শক্তিশালি হোক না কেন, কোনোমতেই বেঁচে থাকতে পারে না।

বলং মম ন খল্বেতন্মর্যাদৈষা নিসর্গতঃ।
স দৃষ্টো ন ময়া কাল মুহূর্তমপি জীবতি॥ ৩১

'কাল ! আমার নজর পড়লে এই রাবণ মুহূর্তের জন্যও বেঁচে থাকতে পারবে না। আমার এই কথার উদ্দেশ্য শুধু আমার বল প্রকাশ করা নয়, এ হল আমার স্বভাব সিদ্ধ মর্যাদা।'

তস্যৈবং বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ তত্র তং মৃত্যুং ত্বং তিষ্ঠৈনং নিহন্ম্যহম্॥ ৩২

মৃত্যুর এই কথা শুনে প্রতাপশালী ধর্মরাজ তাঁকে বললেন—'তুমি দাঁড়াও, আমিই এঁকে মেরে ফেলব'।

ততঃ সংরক্তনয়নঃ ক্রুদ্ধো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
কালদণ্ডমমোঘং তু তোলয়ামাস পাণিনা॥ ৩৩

তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে সামর্থ্যবান বৈবস্বত যম তাঁর অমোঘকালদণ্ড তুলে নিলেন।

যস্য পার্শ্বেষু নিহিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
পাবকাশনিসংকাশো মুদ্গরো মূর্তিমান্ স্থিতঃ॥ ৩৪

সেই কালদণ্ডের পার্শ্বভাগে কালপাশ সংযুক্ত ছিল এবং বজ্র ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী মুদ্গরও মূর্তিমান হয়ে অবস্থান করছিল।

দর্শনাদেব যঃ প্রাণান্ প্রাণিনামপি কর্ষতি।
কিং পুনঃ স্পৃশমানস্য পাত্যমানস্য বা পুনঃ॥ ৩৫

এই কালদণ্ড নজরে পড়লেই প্রাণীদের প্রাণ অপহরণ হয়ে যায়। আর যার সঙ্গে তার স্পর্শ হয়ে যায় অথবা যার ওপর তার আঘাত পড়ে, সেই পুরুষের যে প্রাণ সংহার হবে, তাতে বলার কী আছে ?

স জ্বালাপরিবারস্তু নির্দহন্নিব রাক্ষসম্।
তেন স্পৃষ্টো বলবতা মহাপ্রহরণোঽস্ফুরৎ॥ ৩৬

অগ্নি পরিবৃত এই কালদণ্ড সেই রাক্ষসকে দগ্ধ করার জন্য উদ্যত ছিল। বলবান যমরাজের হাতে নেওয়া সেই মহা আয়ুধ নিজ তেজে প্রকাশিত হচ্ছিল।

ততো বিদুদ্রুবুঃ সর্বে তস্মাৎ ত্রস্তা রণাজিরে।
সুরাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা দণ্ডোদ্যতং যমম্॥ ৩৭

সেটিকে উদ্যত দেখে সমস্ত সৈনিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। যমরাজকে কালদণ্ড ওঠাতে দেখে সমস্ত দেবতাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

তস্মিন্ প্রহর্তুকামে তু যমে দণ্ডেন রাবণম্।
যমং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ দর্শয়িত্বেদমব্রবীৎ॥ ৩৮

যমরাজ সেই দণ্ড দিয়ে রাবণকে প্রহার করতেই যাচ্ছিলেন, তখনই সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি দর্শন দিয়ে এই কথা বললেন—

বৈবস্বত মহাবাহো ন খল্বমিতবিক্রম।
ন হন্তব্যস্ত্বয়ৈতেন দণ্ডেনৈষ নিশাচরঃ॥ ৩৯

'অমিত পরাক্রমী মহাবাহু বৈবস্বত ! তুমি এই কালদণ্ডের দ্বারা নিশাচর রাবণকে বধ কোরো না।

বরঃ খলু ময়ৈতস্মৈ দত্তস্ত্রিদশপুঙ্গব।
স ত্বয়া নানৃতঃ কার্যো যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ॥ ৪০

'দেবপ্রবর ! আমি একে দেবতাদের দ্বারা মারা না যাওয়ার বর দিয়েছি। আমার মুখ থেকে যে কথা নির্গত হয়েছে, তোমার তা অসত্য করা উচিত নয়।

যো হি মামনৃতং কুর্যাদ্ দেবো বা মানুষোঽপি বা।
ত্রৈলোক্যমনৃতং তেন কৃতং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪১

'যে দেবতা বা মানুষ আমাকে অসত্যবাদী সিদ্ধ

করবে, তাকে সমস্ত ত্রিভুবনে মিথ্যাবাদী হওয়ার ; দোষ স্পর্শ করবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

ক্রুদ্ধেন বিপ্রমুক্তোঽয়ং নির্বিশেষং প্রিয়াপ্রিয়ে।
প্রজাঃ সংহরতে রৌদ্রো লোকত্রয়ভয়াবহঃ॥ ৪২

'এই কালদণ্ড ত্রিলোকের জন্য ভয়ংকর এবং রৌদ্র। তুমি ক্রোধপূর্বক এটি নিক্ষেপ করলে এটি প্রিয় বা অপ্রিয় ভেদ না করে সামনে উপস্থিত সমস্ত প্রজাকে সংহার করে ফেলবে।

অমোঘো হ্যেষ সর্বেষাং প্রাণিনামমিতপ্রভঃ।
কালদণ্ডো ময়া সৃষ্টঃ পূর্বং মৃত্যুপুরস্কৃতঃ॥ ৪৩

'এই অমিত তেজস্বী কালদণ্ডকে পূর্বকালে আমিই প্রস্তুত করেছি। এটি কোনো প্রাণীর ওপরেই ব্যর্থ হয় না। এর আঘাতে সকলেরই মৃত্যু হয়।

তন্ন খল্বেষ তে সৌম্য পাত্যো রাবণমূর্ধনি।
নহ্যস্মিন্ পতিতে কশ্চিন্মুহূর্তমপি জীবতি॥ ৪৪

'সুতরাং সৌম্য ! তুমি রাবণের মস্তকে এটি নিক্ষেপ কোরো না। এটির আঘাত হলে কেউ এক মুহূর্তও জীবিত থাকতে পারে না।

যদি হ্যস্মিন্ নিপতিতে ন ম্রিয়েতৈষ রাক্ষসঃ।
ম্রিয়তে বা দশগ্রীবস্তদাপ্যুভয়তোঽনৃতম্॥ ৪৫

'কালদণ্ডের আঘাতে রাক্ষস রাবণ যদি না মারা যায় অথবা মারা যায়— তাহলে দুই অবস্থাতেই আমার কথা অসত্য হবে।

তন্নিবর্তয় লঙ্কেশাদ্ দণ্ডমেতং সমুদ্যতম্।
সত্যং চ মাং কুরুষ্বাদ্য লোকাংস্ত্বং যদ্যবেক্ষসে॥ ৪৬

'সুতরাং তুলে নেওয়া এই কালদণ্ড তুমি লঙ্কাপতি রাবণের দিক থেকে সরিয়ে নাও। যদি সমস্ত প্রাণীর ওপর তোমার সদয় দৃষ্টি থাকে, তাহলে আজ রাবণকে রক্ষা করে আমাকে সত্যবাদী বলে প্রতিষ্ঠিত করো।'

এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ যমস্তদা।
এষ ব্যাবর্তিতো দণ্ডঃ প্রভবিষ্ণুর্হি নো ভবান্॥ ৪৭

শ্রীব্রহ্মা এই কথা বলায় ধর্মাত্মা যমরাজ বললেন—'যদি তাই হয়, তাহলে আমি এই দণ্ড নিক্ষেপ করা থেকে বিরত হলাম। আপনি আমাদের সকলের প্রভু (সুতরাং আপনার আদেশ পালন করা আমাদের সকলের অবশ্য কর্তব্য)।

কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং রণগতেন হি।
ন ময়া যদ্যয়ং শক্যো হন্তুং বরপুরস্কৃতঃ॥ ৪৮

'কিন্তু বর প্রদানের ফলে যদি আমার দ্বারা এই নিশাচরকে বধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে এর সঙ্গে যুদ্ধ করেই বা আমি কী করব ?

এষ তস্মাৎ প্রণশ্যামি দর্শনাদস্য রক্ষসঃ।
ইত্যুক্ত্বা সরথঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৯

'তাই আমি এর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি', —এই বলে যমরাজ, রথ ও ঘোড়াসহ তখনই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

দশগ্রীবস্তু তং জিত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
আরুহ্য পুষ্পকং ভূয়ো নিষ্ক্রান্তো যমসাদনাৎ॥ ৫০

এইভাবে যমরাজের উপর বিজয় লাভ করে এবং নিজের জয় ঘোষণা করে দশগ্রীব রাবণ পুষ্পক বিমানে করে যমলোকে চলে গেলেন।

স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥ ৫১

তারপর সূর্যপুত্র যমরাজ এবং মহামুনি শ্রীনারদ, শ্রীব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গে প্রসন্নতা সহকারে স্বর্গে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ (২৩)

রাবণের দ্বারা নিবাতকবচদের সঙ্গে মৈত্রী, কালকেয়দের বধ এবং বরুণ পুত্রদের পরাজয়

ততো জিত্বা দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্।
রণশ্লাঘী স্বসহায়ান্ দদর্শ হ॥ ১

(মুনিবর অগস্ত্য বললেন — রঘুনন্দন !) দেবেশ্বর যমকে পরাজিত করে যুদ্ধে মত্ত থাকা দশগ্রীব রাবণ তাঁর সহায়কারীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

রুধিরসিক্তাঙ্গং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্।
রাবণং রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং সমুপাগমন্॥ ২

তাঁর সর্ব অঙ্গ রক্তে স্নাত হয়ে উঠেছিল এবং আঘাতে শরীর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। রাবণকে এই অবস্থায় দেখে রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল।

জয়েন বর্ধয়িত্বা চ মারীচপ্রমুখাস্ততঃ।
পুষ্পকং ভেজিরে সর্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু॥ ৩

'মহারাজের জয় হোক' — এই বলে রাবণের অভ্যুদয় কামনা করে মারীচ ইত্যাদি সব রাক্ষস পুষ্পক বিমানে বসল। রাবণ তখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

ততো রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্।
দৈত্যোরগগণাধ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্॥ ৪

সেই রাক্ষস তখন রসাতলে যাওয়ার জন্য দৈত্য ও নাগেদের দ্বারা সেবিত এবং বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত জলনিধি সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলেন।

স তু ভোগবতীং গত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্।
কৃত্বা নাগান্ বশে হৃষ্টো যয়ৌ মণিময়ীং পুরীম্॥ ৫

নাগরাজ বাসুকি দ্বারা পালিত ভোগবতী পুরীতে প্রবেশ করে তিনি নাগেদের বশ করলেন এবং সেখান থেকে আনন্দে মণিময়ীপুরীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লব্ধবরা বসন্।
রাক্ষসস্তান্ সমাগম্য যুদ্ধায় সমুপাহ্বয়ৎ॥ ৬

সেই পুরীতে নিবাতকবচ নামে এক দৈত্য থাকত, সে শ্রীব্রহ্মার কাছ থেকে উত্তম বর লাভ করেছিল। সেই রাক্ষস সেখানে গিয়ে তাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন।

তে তু সর্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া বলশালিনঃ।
নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ৭

এই সব দৈত্য অত্যন্ত পরাক্রমী এবং বলশালী ছিলেন। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান তারা যুদ্ধের জন্য সর্বদাই উৎসাহিত এবং উন্মত্ত থাকত।

শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশাসিপরশ্বধৈঃ।
অন্যোন্যং বিভিদুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা॥ ৮

রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। সেই রাক্ষস ও দানবেরা ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরকে শূল, ত্রিশূল, বজ্র, পট্টিশ, খড়্গ এবং অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

তেষাং তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
ন চান্যতরতস্তত্র বিজয়ো বা ক্ষয়োঽপি বা॥ ৯

তাদের যুদ্ধ করতে করতে এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেল ; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হল না।

ততঃ পিতামহস্তত্র ত্রৈলোক্যগতিরব্যয়ঃ।
আজগাম দ্রুতং দেবো বিমানবরমাস্থিতঃ॥ ১০

তখন ত্রিভুবনের আশ্রয়দাতা অবিনাশী পিতামহ ভগবান শ্রীব্রহ্মা এক উত্তম বিমানে করে সেখানে উপস্থিত হলেন।

নিবাতকবচানাং তু নিবার্য রণকর্ম তৎ।
বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতার্থবৎ॥ ১১

বৃদ্ধ পিতামহ নিবাতকবচদের সেই যুদ্ধ বন্ধ করলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাদের বললেন—

নহ্যয়ং রাবণো যুদ্ধে শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
ন ভবন্তঃ ক্ষয়ং নেতুমপি সামরদানবৈঃ॥ ১২

'দানবগণ ! সমস্ত দেবতা এবং অসুর একত্র হয়েও এই রাবণকে পরাস্ত করতে পারবে না। তদনুরূপ সব দেবতা ও দানব একসঙ্গে আক্রমণ করলেও তারা তোমাদের সংহার করতে পারবে না।

রাক্ষসস্য সখিত্বং চ ভবদ্ভিঃ সহ রোচতে।
অবিভক্তাশ্চ সর্বার্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩

'(তোমরা উভয়েই বরদানজনিত শক্তি লাভ করে সমান শক্তিসম্পন্ন) তাই আমার মনে হয় যদি তোমাদের সঙ্গে এই রাক্ষসদের মৈত্রী হয়ে যায়, তাহলে ভালো হয়। কারণ যাবতীয় ভোগ্য-বস্তু সুহৃদগণ মিলেমিশে ভোগ করে, সে গুলির ভাগাভাগি চলে না। নিঃসন্দেহে এর

অন্তরায় হয় না।'

**ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ।
নিবাতকবচৈঃ সার্ধং প্রীতিমানভবৎ তদা॥ ১৪**

তখন রাবণ অগ্নিকে সাক্ষী করে নিবাতকবচদের সঙ্গে মৈত্রী করে নিলেন। তাতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

**অর্চিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরমথোষিতঃ।
স্বপুরান্নির্বিশেষং চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ॥ ১৫**

পরে নিবাতকবচেরা উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে সেখানে একবছর থেকে গেলেন। দশাননও নিজের ভোগপুরী লঙ্কার ন্যায় সেখানে ভোগ্য-বস্তু পেতে থাকলেন।

**তত্রোপধার্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্।
সলিলেন্দ্রপুরান্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্॥ ১৬**

রাবণ নিবাতকবচদের থেকে নানাপ্রকার মায়া অর্জন করলেন। তারপর তিনি বরুণের নগরের অনুসন্ধানের জন্য রসাতলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

**ততোঽশ্মনগরং নাম কালকেয়ৈরধিষ্ঠিতম্।
গত্বা তু কালকেয়াংশ্চ হত্বা তত্র বলোৎকটান্॥ ১৭
শূর্পণখাশ্চ ভর্তারমসিনা প্রাচ্ছিনৎ তদা।
শ্যালং চ বলবন্তং চ বিদ্যুজ্জিহ্বং বলোৎকটম্॥ ১৮
জিহ্বয়া সংলিহন্তং চ রাক্ষসং সমরে তদা।**

ঘুরতে ঘুরতে তিনি অশ্ম নামক নগরে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে কালকেয় নামের এক দানব বাস করতেন। কালকেয় ছিলেন অত্যন্ত বলবান। রাবণ সেখানে সকলকে বধ করে শূর্পনখার পতি ভয়ানক বলশালী নিজের ভগিনীপতি বিদ্যুৎজিহ্বকে, — যিনি ওই রাক্ষসকে গলাধঃকরণ করতে চেয়েছিলেন, তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন।

**তং বিজিত্য মুহূর্তেন জঘ্নে দৈত্যাংশ্চতুঃশতম্॥ ১৯
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্।
বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশ্যদ্ রাক্ষসাধিপঃ॥ ২০**

তাঁকে পরাস্ত করে ক্ষণিকের মধ্যে রাবণ চারশত দৈত্যকে মৃত্যু-পথে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বরুণের দিব্যভবন দর্শন করলেন। যা ছিল শ্বেতবর্ণ মেঘের মতো উজ্জ্বল এবং কৈলাস-পর্বতের ন্যায় প্রকাশমান।

**ক্ষরন্তীং চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাম্।
যস্যাঃ পয়োঽভিনিস্পন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ॥ ২১**

সেখানে সুরভি নামক একটি গাভী দণ্ডায়মান ছিল, যার স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হচ্ছিল। কথিত আছে যে, সুরভির দুগ্ধধারা দ্বারাই ক্ষীরসাগর ভর্তি হয়েছে।

**দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্।
যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মির্নিশাকরঃ॥ ২২**

রাবণ মহাদেবের বাহন মহাবৃষভের জননী সুরভিদেবীকে দর্শন করেন, যার থেকে শীতল কিরণসহ নিশাকর চন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হয় (সুরভি থেকে ক্ষীরসমুদ্র এবং ক্ষীরসমুদ্র থেকে চন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে)।

**যং সমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ।
অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধভোজিনাম্॥ ২৩**

সেই চন্দ্রদেবের উৎপত্তিস্থান ক্ষীর সমুদ্রের আশ্রয় নিয়ে ফেন পানকারী মহর্ষি জীবন ধারণ করতেন। সেই ক্ষীর সাগর থেকেই সুধা এবং স্বধাভোজী পিতৃ-পুরুষদের স্বধা প্রকটিত হয়।

**যাং ব্রুবন্তি নরা লোকে সুরভিং নাম নামতঃ।
প্রদক্ষিণং তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাম্।
প্রবিবেশ মহাঘোরং গুপ্তং বহুবিধৈর্বলৈঃ॥ ২৪**

লোকে যাকে সুরভি নামে ডাকে, সেই পরম-অদ্ভুত গোমাতাকে পরিক্রমা করে রাবণ নানাপ্রকার সেনা দ্বারা সুরক্ষিত মহাভয়ংকর বরুণালয়ে প্রবেশ করলেন।

**ততো ধারাশতাকীর্ণং শারদাভ্রনিভং তদা।
নিত্যপ্রহৃষ্টং দদৃশে বরুণস্য গৃহোত্তমম্॥ ২৫**

সেখানে প্রবেশ করে তিনি সর্বদাই আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ বরুণের উত্তম ভবনকে দেখলেন, যা বহু প্রকারের জলের ফোয়ারাতে সজ্জিত এবং মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল।

**ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাড়িতঃ।
অব্রবীচ্চ ততো যোধান্ রাজা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্॥ ২৬**

বরুণের সেনাপতিরা রণাঙ্গনে রাবণকে আক্রমণ করে। তখন রাবণও তাদের সকলকে ক্ষত-বিক্ষত করে সেখানের যোদ্ধাদের বলেন—'তোমরা শীঘ্র গিয়ে রাজা বরুণকে আমার সম্বন্ধে জানাও—'

**যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
বদ বা ন ভয়ং তেঽস্তি নির্জিতোঽস্মীতি সাঞ্জলিঃ॥ ২৭**

'রাজন্ ! রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধের জন্য এসেছে, আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন, অথবা করজোড়ে নিজের পরাজয় স্বীকার করুন। তাহলে আর আপনার কোনো ভয় থাকবে না।'

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রামন্ গৌশ্চ পুষ্কর এব চ॥ ২৮

এর মধ্যে সংবাদ পেয়ে মহাত্মা বরুণের পুত্র এবং পৌত্র ক্রোধান্বিত হয়ে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে 'গৌ' এবং 'পুষ্কর' নামক সেনাধ্যক্ষরা ছিলেন।

তে তু তত্র গুণোপেতা বলৈঃ পরিবৃতাঃ স্বকৈঃ।
যুক্ত্বা রথান্ কামগমানুদ্যদ্ভাস্করবর্চসঃ॥ ২৯

তাঁরা সকলেই সর্বগুণসম্পন্ন এবং উদীয়মান সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। আরোহীর ইচ্ছানুযায়ী চলা রথে উঠে সেনাপরিবৃত হয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন।

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দারুণং রোমহর্ষণম্।
সলিলেন্দ্রস্য পুত্রাণাং রাবণস্য চ ধীমতঃ॥ ৩০

বরুণের পুত্র এবং বুদ্ধিমান রাবণের মধ্যে ভয়ংকর রোমহর্ষণকারী যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অমাত্যৈশ্চ মহাবীর্যৈর্দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বারুণং তদ্ বলং সর্বং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্॥ ৩১

রাক্ষস দশগ্রীবের মহাপরাক্রমশালী মন্ত্রীগণ মুহূর্তের মধ্যেই বরুণের সেনাকে সংহার করলেন।

সমীক্ষ্য স্ববলং সংখ্যে বরুণস্য সুতাস্তদা।
অর্দিতাঃ শরজালেন নিবৃত্তা রণকর্মণঃ॥ ৩২

যুদ্ধে নিজ সৈন্যদের এই অবস্থা দেখে বরুণের পুত্র বাণের আঘাতে আহত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন।

মহীতলগতাস্তে তু রাবণং দৃশ্য পুষ্পকে।
আকাশমাশু বিবিশুঃ স্যন্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ॥ ৩৩

ভূতলে থেকে তিনি যখন রাবণকে পুষ্পকবিমানে বসে থাকতে দেখলেন, তখন শীঘ্রগামী রথে করে তখনই আকাশে গিয়ে পৌঁছালেন।

মহদাসীৎ ততস্তেষাং তুল্যং স্থানমবাপ্য তৎ।
আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেবদানবয়োরিব॥ ৩৪

সমানে-সমানে অবস্থান করায় উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। তাঁদের সেই মহাকাশ যুদ্ধ দেব-দানব-সংগ্রামের মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শরৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ।
বিমুখীকৃত্য সংহৃষ্টা বিনেদুর্বিবিধান্ রবান্॥ ৩৫

সেই বরুণের পুত্রগণ তাঁদের অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণ দ্বারা রাবণকে পরাজিত করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্ষিতম্।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং বীরো যুদ্ধাকাংক্ষী ব্যলোকয়ৎ॥ ৩৬

রাজা রাবণকে অপমানিত হতে দেখে মহোদরের অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি মৃত্যুভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের ইচ্ছায় বরুণ পুত্রদের দিকে তাকালেন।

তেন তে বারুণা যুদ্ধে কামগাঃ পবনোপমাঃ।
মহোদরেণ গদয়া হয়াস্তে প্রযযুঃ ক্ষিতিম্॥ ৩৭

বরুণের ঘোড়াগুলি যুদ্ধে হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছিল এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে চলছিল। মহোদর তাদের গদা দিয়ে আঘাত করলেন। গদার চোটে ঘোড়াগুলি ধরাশায়ী হয়ে গেল।

তেষাং বরুণসূনূনাং হত্বা যোধান্ হয়াংশ্চ তান্।
মুমোচাশু মহানাদং বিরথান্ প্রেক্ষ্য তান্ স্থিতান্॥ ৩৮

বরুণ পুত্রদের যোদ্ধা এবং অশ্বগুলিকে সংহার করে, তাদের রথশূন্য করে মহোদর জোরে জোরে গর্জন করতে লাগলেন।

তে তু তেষাং রথাঃ সাশ্বাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ।
মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে॥ ৩৯

মহোদরের গদার আঘাতে বরুণপুত্রদের রথগুলি ঘোড়া এবং শ্রেষ্ঠ সারথিসহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল।

তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
আকাশে বিষ্ঠিতাঃ শূরাঃ স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ॥ ৪০

মহাত্মা বরুণের এইসব শূরবীর পুত্র সেই সব রথ পরিত্যাগ করে নিজ শক্তিতে তখনই আকাশে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁরা কোনো আঘাতই পাননি।

ধনূংষি কৃত্বা সজ্জানি বিনির্ভিদ্য মহোদরম্।
রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমবারয়ন্॥ ৪১

তখন তাঁরা ধনুকে প্রত্যঞ্চা চড়িয়ে, মহোদরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ক্রুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে রাবণকে ঘিরে ধরলেন।

সায়কৈশ্চাপবিভ্রষ্টৈর্বজ্রকল্পৈঃ সুদারুণৈঃ।
দারয়ন্তি স্ম সংক্রুদ্ধা মেঘা ইব মহাগিরিম্॥ ৪২

তারপর তাঁরা অত্যন্ত কুপিত হয়ে, কোনো মহা পর্বতের ওপর জলপ্রবাহ নির্বাহকারী মেঘের ন্যায় ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বজ্র-তুল্য ভয়ংকর বাণের দ্বারা রাবণকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ।
শরবর্ষং মহাঘোরং তেষাং মর্মস্বপাতয়ৎ॥ ৪৩

তাই দেখে দশগ্রীব প্রলয়কালের অগ্নির মতো রোষে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং বরুণ-পুত্রদের মর্মস্থানে ভয়ংকর বাণ-বর্ষণ করতে লাগলেন।

মুসলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ।
পট্টিশাংশ্চৈব শক্তীশ্চ শতঘ্নীর্মহতীরপি॥ ৪৪
পাতয়ামাস দুর্ধর্ষস্তেষামুপরি বিষ্ঠিতঃ।

পুষ্পক বিমানে বসে সেই দুর্ধর্ষ বীরেরা সকলের ওপর বিচিত্র মুসল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং শতাঘ্নির দ্বারা প্রহার করেন।

অপবিদ্ধাস্তু তে বীরা বিনিষ্পেতুঃ পদাতয়ঃ॥ ৪৫
ততস্তেনৈব সহসা সীদন্তি স্ম পদাতিনঃ।
মহাপঙ্কমিবাসাদ্য কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ॥ ৪৬

সেই অস্ত্র-শস্ত্রে আহত হয়ে এইসব পদাতিক বীর পুনরায় যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেলেন ; কিন্তু পদাতিক হওয়ায় রাবণের অস্ত্র বর্ষণে তাঁরা গভীর কর্দমে ফেঁসে জোয়ান হাতির মতো সংকটাগ্রস্ত হয়ে কষ্ট পেতে লাগলেন।

সীদমানান্ সুতান্ দৃষ্ট্বা বিহ্বলান্ স মহাবলঃ।
ননাদ রাবণো হর্ষান্মহানম্বুধরো যথা॥ ৪৭

বরুণের পুত্রদের দুঃখী সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখে মহাবলী রাবণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিশাল মেঘের মতো গর্জন করতে লাগলেন।

ততো রক্ষো মহানাদান্ মুক্ত্বা হন্তি স্ম বারুণান্।
নানাপ্রহরণোপেতৈর্ধারাপাতৈরিবাম্বুদঃ॥ ৪৮

সজোরে সিংহনাদ করে সেই নিশাচর পুনরায় নানাপ্রকার অস্ত্রদ্বারা বরুণ পুত্রদের মারতে লাগলেন, যেন ধারাবাহিক বর্ষণে বৃক্ষসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

ততস্তে বিমুখাঃ সর্বে পতিতা ধরণীতলে।
রণাৎ স্বপুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহাণ্যেব প্রবেশিতাঃ॥ ৪৯

তখন এই সব বরুণ-পুত্রগণ যুদ্ধে বিমুখ হয়ে ধরাশায়ী হলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সাহায্যকারীরা তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে শীঘ্রই গৃহে পৌঁছে দিল।

তানব্রবীৎ ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্।
রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ॥ ৫০

তারপর সেই রাক্ষস বরুণের সেবকদের বলেন — 'তোমরা এবার বরুণকে গিয়ে বলো, তিনি যেন স্বয়ং যুদ্ধ করতে আসেন।' তখন বরুণের মন্ত্রী প্রভাস রাবণকে জানালেন।

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।
গান্ধর্বং বরুণঃ শ্রোতুং যং ত্বমাহ্বয়সে যুধি॥ ৫১

'রাক্ষসরাজ ! আপনি যাঁকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছেন, সেই জলের প্রভু মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শুনতে ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন।

তৎ কিং তব যথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে।
যে তু সন্নিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে পরাজিতাঃ॥ ৫২

'বীর ! রাজা বরুণের অবর্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যর্থ পরিশ্রম করে তোমার কী লাভ হবে ? তাঁর যেসব বীর পুত্রগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তো তোমার কাছে পরাস্তই হয়েছেন।'

রাক্ষসেন্দ্রস্তু তচ্ছুত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ॥ ৫৩

মন্ত্রীর কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সিংহনাদে নিজের জয় ঘোষ করতে করতে বরুণালয় থেকে বেরিয়ে এলেন।

আগতস্তু পথা যেন তেনৈব বিনিবৃত্য সঃ।
লঙ্কামভিমুখো রক্ষো নভস্তলগতো যযৌ॥ ৫৪

তিনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথ ধরেই আকাশপথে লঙ্কার দিকে চলে গেলেন।[১]

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৩॥

---

[১] ... সর্গের পর পাঁচটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ পাওয়া যায়, যাতে রাবণের দিগ্বিজয় যাত্রার পূর্ণ বর্ণনা আছে।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ (২৪)

রাবণ কর্তৃক অপহৃত দেবতাদের কন্যা এবং স্ত্রীদের বিলাপ এবং অভিশাপ, ক্রন্দনরতা শূর্পনখাকে রাবণের আশ্বাস এবং তাঁকে খরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো

র্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।
হ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ॥ ১

ফিরে আসার সময় রাবণ অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন। পথে তিনি বহু নৃপতি, ঋষি, দেবতা ও দানবদের কন্যাদের অপহরণ করেন।

র্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃ কন্যাং স্ত্রীং বাথ পশ্যতি।
ত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ॥ ২

এই রাক্ষস যে কন্যা বা নারীকে দর্শনীয় রূপ-সৌন্দর্যে যুক্ত দেখতেন, তাকেই তার রক্ষক বা ত্রাতাদের বধ করে বিমানে তুলে নিতেন।

এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।
যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ॥ ৩

এইভাবে তিনি নাগ, রাক্ষস, অসুর, মানুষ, যক্ষ এবং দানবদেরও বহু কন্যাকে অপহরণ করে বিমানে করে তুলে এনেছিলেন।

তা হি সর্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্॥ ৪

তারা সকলে দুঃখে চোখের জল ফেলত। শোকাগ্নি ও ভয়ে পতিত সেই অশ্রুর এক একটি ফোঁটা যেন অগ্নিকণার মতো প্রতীত হতো।

তাভিঃ সর্বানবদ্যাভির্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তদ্ ভয়শোকাশিবাশ্রুভিঃ॥ ৫

নদী যেমন সমুদ্রকে ভরে দেয়, তেমনই ওইসব সুন্দরীদের ভয় ও শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুবারি ওই বিমানকেও ভরে দিয়েছিল।

নাগগন্ধর্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
দৈত্যদানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোঽরুদন্॥ ৬

নাগ, গন্ধর্ব, মহর্ষি, দৈত্য, দানবদের অসংখ্য কন্যা সেই বিমানে ক্রন্দন করছিল।

দীর্ঘকেশ্যঃ সুচার্বঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদিসমপ্রভাঃ॥ ৭
রথকূবরসংকাশৈঃ শ্রোণিদেশৈর্মনোহরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যা নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ॥ ৮

তাদের বড় বড় চুল, মনোহর-কান্তি, মুখকান্তি যেন পূর্ণ চন্দ্রকেও লজ্জিত করে। বক্ষস্থল উন্নত পীনযুক্ত, কটিভাগ হীরের ন্যায় মসৃণ উজ্জ্বল প্রকাশিত, নিতম্ব প্রদেশ রথের কুবর, মনে হতো তাতে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। এই সব নারী দেবাঙ্গনাদের মতো কান্তিমতী এবং তপ্ত স্বর্ণের মতো আভায় উদ্ভাসিত ছিলেন।

শোকদুঃখভয়াত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ সুমধ্যমাঃ।
তাসাং নিঃশ্বাসবাতেন সর্বতঃ সম্প্রদীপিতম্॥ ৯
অগ্নিহোত্রমিবাভাতি সন্নিরুদ্ধাগ্নি পুষ্পকম্।

সুন্দর মধ্যভাগবিশিষ্ট এই সব সুন্দরী শোক, দুঃখ ও ভয়ে ত্রস্ত ও বিহ্বল ছিলেন। তাঁদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে পুষ্পকবিমান সর্বদিকে প্রজ্বলিত বলে মনে হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন গৃহের মধ্যে অগ্নি স্থাপনা করা হয়েছে।

দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্ত শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০
দীনবক্ত্রেক্ষণাঃ শ্যামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব।

দশগ্রীবের বশীভূত এইসব শোকাকুল অবলা নারী সিংহের কব্জায় পড়া হরিণের মতো দুঃখিনী হয়েছিল। তাদের মুখে চোখে দীনভাব ছেয়ে ছিল, সকলেরই বয়স ষোলো বছরের কাছাকাছি ছিল।

কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র কিং নু মাং ভক্ষয়িষ্যতি॥ ১১
কাচিদ্ দধ্যৌ সুদুঃখার্তা অপি মাং মারয়েদয়ম্।

কেউ ভাবছিল, এই রাক্ষস কি আমাকে খেয়ে নেবে ? কেউ অত্যন্ত দুঃখে আর্ত হয়ে চিন্তা করছিল যে, এই নিশাচর কি আমাকে মেরে ফেলবে ?

ইতি মাতৄঃ পিতৄন্ স্মৃত্বা ভর্তৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ॥ ১২
দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

তাঁরা সকলে মাতা, পিতা, ভাই এবং পতিকে স্মরণ করে দুঃখশোকে ডুবে একসঙ্গে করুণার্দ্র সুরে বিলাপ করছিল।

কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা॥ ১৩
কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে।

'হায় ! আমি ছাড়া আমার শিশুপুত্র কেমন করে থাকবে। আমার মায়ের কী অবস্থা হবে, আমার ভাই কত

চিন্তা করবে' এই সব ভেবে এরা শোক সাগরে ডুবে ছিল।

হা কথং নু করিষ্যামি ভর্তুস্তস্মাদহং বিনা॥ ১৪
মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্।
কিং নু তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্॥ ১৫
এবং স্ম দুঃখিতাঃ সর্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে।
ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্যাস্যান্তমাত্মনঃ॥ ১৬

'হায় ! আমার পতিদেবকে ছেড়ে আমি কী করব ? (কেমন করে থাকব)। হে মৃত্যুদেব ! আমার প্রার্থনা হল যে, তুমি প্রসন্ন হও আর আমার মতো দুঃখীকে ইহলোক থেকে তুলে নাও। হায় ! পূর্বজন্মে অন্য দেহে আমি এমন কী পাপ করেছি যে, দুঃখে পীড়িত হয়ে শোক সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এখন আমার এই দুঃখের কোনো অন্ত দেখছি না।

অহো ধিঙ্‌মানুষং লোকং নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ।
যদ্ দুর্বলা বলবতা ভর্তারো রাবণেন নঃ॥ ১৭
সূর্যেণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ।

'অহো ! এই মনুষ্যলোককে ধিক্কার। এর থেকে বড় অধম আর কোনো লোক হয় না ; কারণ এখানে এই বলবান রাবণ আমাদের দুর্বল পতিদের সেইভাবে বিনাশ করেছে, যেভাবে সূর্যদেব উদিত হলেই নক্ষত্রকে অদৃশ্য করে দেয়।

অহো সুবলবদ্ রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে॥ ১৮
অহো দুর্বৃত্তমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে।

'অহো ! এই বলবান রাক্ষস বধ করার বিভিন্ন উপায় অন্বেষণেই আসক্ত থাকে। অহো ! এই পাপী দুরাচারের পথে চালিত হয়েও নিজেকে ধিক্কৃত করে না।

সর্বথা সদৃশস্তাবদ্ বিক্রমোঽস্য দুরাত্মনঃ॥ ১৯
ইদং ত্বসদৃশং কর্ম পরদারাভিমর্শনম্।

'এই দুরাত্মার পরাক্রম এর তপস্যারই অনুরূপ, কিন্তু এ পরনারীদের সঙ্গে যে বলাৎকার করে, সেই দুষ্কর্ম কখনও তার যোগ্য নয়।

যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ॥ ২০
তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ।

'এই নীচ নিশাচর পরস্ত্রীদের সঙ্গে রমণ করে, তাই নারীর জন্যই এই দুর্বুদ্ধি রাক্ষসের বধ হবে।'

সতীভির্বরনারীভিরেবং বাক্যেঽভ্যুদীরিতে॥ ২১
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ খস্থাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।

শ্রেষ্ঠ সতী-সাধ্বী নারীগণ যখন এই কথা বলছিলেন, তখন আকাশে দেবতাদের দুন্দুভি বেজে ওঠে এবং পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে।

শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিষ্প্রভঃ॥ ২২
পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব।

পতিব্রতা সাধ্বী রমণীরা এইভাবে শাপ দেওয়ায় রাবণের শক্তি কমে যায়, তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ২৩
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ।

এইভাবে তাঁদের বিলাপ শুনতে শুনতে রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরদের দ্বারা সম্মানীত হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন।

এতস্মিন্নন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ২৪
সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা।

সেই সময় ইচ্ছানুসারে রূপ গ্রহণকারী ভয়ংকর রাক্ষসী শূর্পনখা, —যিনি রাবণের ভগিনী ছিলেন, সহসা তাঁর সামনে এসে ভূপাতিত হলেন।

তাং স্বসারং সমুত্থাপ্য রাবণঃ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ২৫
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বক্তুকামাসি মাং দ্রুতম্।

রাবণ তাঁর ভগিনীকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ভদ্রে ! তুমি এত শীঘ্রতার সঙ্গে আমাকে কী বলতে এসেছ ?'

সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৬
কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ।

শূর্পনখার চোখে জল ভর্তি, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন— 'রাজন্! তুমি অত্যন্ত বলবান, তাই তো তুমি বলপূর্বক আমাকে বিধবা বানিয়েছ ?

এতে রাজংস্ত্বয়া বীর্যাদ্ দৈত্যা বিনিহতা রণে॥ ২৭
কালকেয়া ইতি খ্যাতাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ।

'রাক্ষসরাজ ! তুমি রণভূমিতে তোমার বল ও পরাক্রমে চতুর্দশ হাজার কালকেয় নামক দৈত্য বধ করেছ।

প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্তা মহাবলঃ॥ ২৮
সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা।

'তাত ! তাদের মধ্যে আমার প্রাণের থেকে বেশি আদরের আমার মহাবলী পতিও ছিলেন। তুমি তাঁকেও বধ করেছ। তুমি নামমাত্রই আমার ভাই, বাস্তবে আমার শত্রু।

প্রাণি নিহতা রাজন্ স্বয়মেব হি বন্ধুনা॥ ২৯
রাজন্ বৈধব্যশব্দং চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতং হ্যহম্।

'রাজন্ ! আপন ভাই হয়েও তুমি নিজেই নিজের হাতে আমাকে (আমার পতিদেবকে) বধ করেছ। এখন তোমার জন্য আমাকে 'বৈধব্য' শব্দ শুনতে হবে, বিধবা হতে হবে।

নু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষ্বপি॥ ৩০
তং ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে।

'ভাই! তুমি আমার পিতৃতুল্য। আমার পতি তোমার জামাই ছিল। তোমার কি যুদ্ধে নিজের জামাই বা ভগিনীপতিকে রক্ষা করা উচিত ছিল না ? তুমি নিজেই যুদ্ধে নিজের জামাতাকে বধ করেছ, তোমার কি এখনও এর জন্য লজ্জা হয় না ?'

এবমুক্তো দশগ্রীবো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া॥ ৩১
অব্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্বমিদং বচঃ।

কাঁদতে থাকা এবং দোষ দিতে থাকা বোনের এই কথা শুনে দশগ্রীব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মধুর বাক্যে বললেন।

অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যং চ সর্বশঃ॥ ৩২
দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ।

'বৎসা ! এখন কান্নাকাটি করা বৃথা। তোমার কোনো ভাবেই ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি দান, মান ও অনুগ্রহ দ্বারা যত্নপূর্বক তোমাকে সন্তুষ্ট করব।

যুদ্ধপ্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপন্ শরান্॥ ৩৩
নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে।
জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্মদঃ॥ ৩৪

'আমি যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আমার চিত্ত স্থির ছিল না, আমার বিজয় লাভের নেশা ধরেছিল, তাই ক্রমাগত বাণবর্ষণ করেছি। রণক্ষেত্রে লড়াই করার সময় আমার আপন-পর জ্ঞান থাকে না। আমি রণে উন্মত্ত হয়ে আঘাত করি, তাই জামাইকে চিনতে পারিনি।

তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্তা তব স্বসঃ।
অস্মিন কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৩৫

'ভগিনী ! এই কারণেই তোমার পতি যুদ্ধে আমার হাতে মারা গেছে। এখন আমার যা কর্তব্য, সেই অনুযায়ী আমি সর্বদা তোমার হিত সাধন করব।

ভ্রাতুরৈশ্বর্যযুক্তস্য খরস্য বস পার্শ্বতঃ।
চতুর্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি॥ ৩৬
প্রভুঃ প্রয়াণে দানে চ রাক্ষসানাং মহাবলঃ।

'তুমি ঐশ্বর্যশালী ভাই খরের পাশে থাকো। তোমার মহাবলী ভাই খর চতুর্দশ হাজার রাক্ষসদের অধিপতি হবে। সে এদের সবাইকে যেখানে চাইবে পাঠাবে আর এদের সকলকে অন্ন-বস্ত্র দিতে সমর্থ হবে।

তত্র মাতৃষ্বসেয়স্তে ভ্রাতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ॥ ৩৭
ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ।

তোমার এই মাসতুতো ভাই নিশাচর খর সব কিছু করতে সক্ষম এবং সর্বদা তোমার আদেশ পালনকারী হয়ে থাকবে।

শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং বীরো দণ্ডকান্ পরিরক্ষিতুম্॥ ৩৮
দূষণোঽস্য বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।

'এই বীর (আমার আদেশে) শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যের রক্ষায় যাবে ; মহাবলী দূষণ হবে তার সেনাপতি।

তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি সদা খরঃ॥ ৩৯
রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি।

'শূরবীর খর সেখানে সর্বদা তোমার আদেশ পালন করবে এবং ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী রাক্ষসদের প্রভু হবে।'

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্যাদিদেশ হ॥ ৪০
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্যশালিনাম্।
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈ রাক্ষসৈর্ঘোরদর্শনৈঃ॥ ৪১
আগচ্ছত খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ।
স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যবসদ্ দণ্ডকে বনে॥ ৪২

এই কথা বলে দশগ্রীব চতুর্দশ হাজার পরাক্রমশালী রাক্ষস সেনাদের খরের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই ভয়ংকর রাক্ষসদের নিয়ে খর শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হয় এবং নির্ভয়ে সেই অকণ্টক রাজ্য ভোগ করতে থাকে। শূর্পনখাও তার সঙ্গে সেই দণ্ডকবনে থেকে যায়।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ (২৫)

যজ্ঞের দ্বারা মেঘনাদের সাফল্য অর্জন, বিভীষণের রাবণকে পরস্ত্রী অপহরণের দোষ জানানো, কুম্ভীনসীকে আশ্বাস দিয়ে মধুকে সঙ্গে করে রাবণের দেবলোক আক্রমণ করা

স তু দত্ত্বা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্য তৎ।
ভগিনীং স সমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ স্বস্থতরোঽভবৎ॥ ১

খরকে রাক্ষসদের ভয়ংকর সৈন্য দিয়ে এবং ভগিনীকে ধৈর্য প্রদান করে রাবণ অত্যন্ত প্রসন্ন এবং স্বস্থচিত্ত হলেন।

ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্।
তদ্ রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ॥ ২

বলবান রাক্ষস তারপর লঙ্কার নিকুম্ভিলা নামক সুন্দর উপবনে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সেবক ছিল।

ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্।
দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্বলন্নিব॥ ৩

রাবণ নিজ তেজে এবং শোভায় অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন। তিনি নিকুম্ভিলাতে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে, যা বহু স্থানে ব্যাপ্ত এবং সুন্দর দেবালয় দ্বারা সুশোভিত।

ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥ ৪

সেখানে তিনি তাঁর পুত্র মেঘনাদকে দেখলেন। যাঁকে কালো মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজধারণ করায় বড় ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

তং সমাসাদ্য লঙ্কেশঃ পরিষ্বজ্যাথ বাহুভিঃ।
অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্তসে ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥ ৫

তাঁর কাছে গিয়ে লঙ্কেশ্বর তাঁকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র ! তুমি এটা কী করছ, ঠিক করে বলো'।

উশনা ত্বব্রবীৎ তত্র যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ॥ ৬

(মেঘনাদ যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী মৌন হয়ে রইলেন) তখন পুরোহিত মহাতপস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য, যিনি যজ্ঞ-সম্পত্তির সমৃদ্ধির জন্য সেখানে এসেছিলেন, রাক্ষস শিরোমণিকে বললেন—

অহমাখ্যামি তে রাজন্ শ্রূয়তাং সর্বমেব তৎ।
যজ্ঞাস্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাস্তে বহুবিস্তরাঃ॥ ৭

'রাজন্ ! আমি সব কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সাত যজ্ঞের আয়োজন করেছে।

অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা॥ ৮
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ॥ ৯

'অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহু সুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ এবং বৈষ্ণব—এই ছয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে সে এখন সপ্তম—মাহেশ্বর যজ্ঞ অনুষ্ঠান আরম্ভ করে, যা অন্যের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ, তখন আপনার পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান পশুপতির কাছে অনেক বর লাভ করে।

কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্।
মায়াং চ তামসীং নাম যয়া সম্পদ্যতে তমঃ॥ ১০

'সেই সঙ্গে ইচ্ছানুসারে গমনকারী একটি দিব্য আকাশগামী রথও লাভ করেছে। এছাড়াও তামসী নামের মায়া উৎপন্ন হয়েছে, যার দ্বারা সবকিছু তমসাচ্ছন্ন করা যায়।

এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর।
প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি জ্ঞাতুং সুরাসুরৈঃ॥ ১১

'রাক্ষসেশ্বর ! সংগ্রামে এই মায়া প্রয়োগ করলে দেবতা এবং অসুরগণও প্রয়োগকারী পুরুষের গতিবিধি জানতে পারবে না।

অক্ষয়াবিষুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সুদুর্জয়ম্।
অস্ত্রং চ বলবদ্ রাজন্ শত্রুবিধ্বংসনং রণে॥ ১২

'রাজন্ ! সে বাণভর্তি দুটি অক্ষয় তূণীর, অটুট ধনুক এবং রণক্ষেত্রে শত্রু বিধ্বংসকারী প্রবল অস্ত্র—এই সবই লাভ করেছে।

এতান্ সর্বান্ বরাঁল্লব্ধ্বা পুত্রস্তেঽয়ং দশানন।
অদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ত্বাং দিদৃক্ষন্ স্থিতো হ্যহম্॥ ১৩

'দশানন ! তোমার পুত্র এই সব মনোবাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞ সমাপ্তির দিন তোমার দর্শন লাভের আশায় এই স্থানে অপেক্ষা করছে।'

ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।
পূজিতাঃ শত্রবো যস্মাদ্ দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৪

এই কথা শুনে দশগ্রীব বলেন— 'পুত্র ! তুমি এটা ভালো করোনি ; কারণ এই যজ্ঞসম্বন্ধী দ্রব্য দ্বারা আমার অনুগত ইন্দ্রাদি দেবতাদের পূজা করা হয়েছে।

ইদানীং কৃতং যদ্ধি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ।
আগচ্ছ সৌম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি॥ ১৫

'ঠিক আছে, যা করেছ, ভালো করেছ, তাতে কোনো সংশয় নেই। সৌম্য ! এখন এসো, চলো। আমরা ঘরে যাই'।

ততো গত্বা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ।
স্ত্রিয়োঽবতারয়ামাস সর্বাস্তা বাষ্পগদ্গদা॥ ১৬

তারপর দশগ্রীব নিজ পুত্র এবং ভ্রাতা বিভীষণের সঙ্গে পুষ্পক বিমান থেকে সেইসব নারীদের নামিয়ে দিলেন, যাদের হরণ করে এনেছিলেন। তারা তখনও অশ্রুপাত করে গদগদ কণ্ঠে বিলাপ করলেন।

লক্ষিণ্যো রত্নভূতাশ্চ দেবদানবরক্ষসাম্।
তস্য তাসু মতিং জ্ঞাত্বা ধর্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৭

এরা সব উত্তম লক্ষণে সুশোভিত এবং দেবতা দানব এবং রাক্ষসদের গৃহরত্ন ছিল। তাদের প্রতি রাবণের আসক্তি জেনে ধর্মাত্মা বিভীষণ বলেন—

ঈদৃশৈস্ত্বং সমাচারৈর্যশোঽর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে॥ ১৮

'রাজন্ ! এই আচরণ যশ, ধন এবং কুলনাশকারী। এর দ্বারা প্রাণীদের যে কষ্ট দেওয়া হয়, তাতে অত্যন্ত পাপ হয়। এ কথা জেনেও আপনি সদাচার উল্লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

জ্ঞাতীংস্তান্ ধর্ষয়িত্বেমাস্ত্বয়াঽঽনীতা বরাঙ্গনাঃ।
ত্বামতিক্রম্য মধুনা রাজন্ কুম্ভীনসী হৃতা॥ ১৯

'মহারাজ ! এই বেচারী অবলাদের বন্ধু-বান্ধবকে মেরে আপনি এদের হরণ করে এনেছেন, আর অন্য দিকে রাক্ষস মধু আপনাকে উল্লঙ্ঘন করে আপনার মাথায় পা রেখে মাসতুতো বোন কুম্ভীনসীকে অপহরণ করেছে।'

রাবণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং নাবগচ্ছামি কিং ত্বিদম্।
কোঽয়ং যস্তু ত্বয়াঽঽখ্যাতো মধুরিত্যেব নামতঃ॥ ২০

রাবণ বললেন— 'আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছ ? যার নাম তুমি বলছ, সে কে ?'

বিভীষণস্তু সংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাগতম্॥ ২১

বিভীষণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভাই রাবণকে বললেন— 'শুনুন ! আপনার এই পাপকর্মের ফল আমরা আমাদের ভগিনীর অপহরণের রূপে প্রাপ্ত হয়েছি।

মাতামহস্য যোঽস্মাকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ।
মাল্যবানিতি বিখ্যাতো বৃদ্ধঃ প্রাজ্ঞো নিশাচরঃ॥ ২২
পিতা জ্যেষ্ঠো জনন্যা নো হ্যস্মাকং চার্যকোঽভবৎ।
তস্য কুম্ভীনসী নাম দুহিতুর্দুহিতাভবৎ॥ ২৩
মাতৃস্বসুরথাস্মাকং সা চ কন্যানলোদ্ভবা।
ভবত্যস্মাকমেবৈষা ভ্রাতৃণাং ধর্মতঃ স্বসা॥ ২৪

'আমাদের মাতামহ সুমালীর বড়ো ভাই, যিনি মাল্যবান নামে বিখ্যাত, বুদ্ধিমান এবং বৃদ্ধ নিশাচর ; তিনি হলেন আমাদের মাতা কৈকসীর জ্যাঠা। সেই হিসাবে তিনি আমাদের বড়ো দাদু। অতএব তাঁর কন্যা অনলা আমাদের মাসী হন। তাঁর কন্যা হলো কুম্ভীনসী। আমাদের মাসী অনলার কন্যা হওয়ায় এই কুম্ভীনসী ধর্মতঃ আমাদের সব ভাইদের ভগিনী হয়।

সা হৃতা মধুনা রাজন্ রাক্ষসেন বলীয়সা।
যজ্ঞপ্রবৃত্তে পুত্রে তু ময়ি চান্তর্জলোষিতে॥ ২৫
কুম্ভকর্ণো মহারাজ নিদ্রামনুভবত্যথ।
নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যানিহ সম্মতান্॥ ২৬

'রাজন্ ! আপনার পুত্র মেঘনাদ যখন যজ্ঞে ব্যস্ত ছিল, আমি তপস্যার জন্য জলের ভিতর অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলাম এবং মহারাজ ! ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যখন নিদ্রা সুখ ভোগ করছিল, সেই সময় মহাবলী মধু এখানে এসে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের, যারা রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাদের মেরে কুম্ভীনসীকে অপহরণ করেছে।

ধর্ষয়িত্বা হৃতা সা তু গুপ্তাপ্যন্তঃপুরে তব।
শ্রুত্বাপি তন্মহারাজ ক্ষান্তমেব হতো ন সঃ॥ ২৭
যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ।

'মহারাজ ! যদিও কুম্ভীনসী অন্তঃপুরে ভালোভাবেই সুরক্ষিত ছিল, তবুও মধু আক্রমণ করে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে। পরে এই ঘটনা শুনেও আমরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মধুকে হত্যা করিনি ; কারণ কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হয়, তখন তাকে কোনো যোগ্য পাত্রের হাতে সমর্পণ করা উচিত। আমাদের ভাইদের অবশ্য এই কাজ আগেই করা উচিত ছিল।

তদেতৎ কর্মণো হ্যস্য ফলং পাপস্য দুর্মতেঃ॥ ২৮

অস্মিন্নেবাভিসম্প্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্তু তে।

'আমাদের এখান থেকে যে কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করা হল, তা আপনারই দূষিত বুদ্ধি ও পাপকর্মের ফল এবং আপনি এই বদনাম অর্জন করেছেন। এই কথা আপনার ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত।'

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ॥ ২৯
দৌরাত্ম্যেনাত্মনোদ্ভূতস্তপ্তাম্ভা ইব সাগরঃ।
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ॥ ৩০

বিভীষণের কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হয়ে তপ্ত জল-সমুদ্রের মতো সন্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন—

কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্তু নঃ।
ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ॥ ৩১
বাহনান্যধিরোহন্তু নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্॥ ৩২
সুরলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌বৃতঃ।

'শীঘ্রই আমার রথ প্রস্তুত করে আবশ্যক সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত করা হোক। আমার শূরবীর সৈনিকগণ রণযাত্রার জন্য প্রস্তুত হোক। ভাই কুম্ভকর্ণ এবং অন্যান্য প্রধান নিশাচর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রথে সওয়ার হবে। আজ রাবণকে সমীহ না করা মধুকে রণক্ষেত্রে বধ করে তারপর যুদ্ধেচ্ছুদের সঙ্গে দেবলোকে যাত্রা করব।'

অক্ষৌহিণীসহস্রাণি চত্বার্যগ্র্যাণি রক্ষসাম্॥ ৩৩
নানাপ্রহরণান্যাশু নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।

রাবণের আদেশে যুদ্ধে উৎসাহী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদের চার হাজার অক্ষৌহিণী সেনা নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শীঘ্রই লঙ্কা থেকে রওনা হল।

ইন্দ্রজিৎ ত্বগ্রতঃ সৈন্যাৎ সৈনিকান্ পরিগৃহ্য চ॥ ৩৪
জগাম রাবণো মধ্যে কুম্ভকর্ণশ্চ পৃষ্ঠতঃ।

মেঘনাদ সব সৈনিকদের নিয়ে আগে আগে চললেন। রাবণ ছিলেন মধ্যভাগে আর কুম্ভকর্ণ চললেন পিছনে।

বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্মমাচরন্॥ ৩৫
শেষাঃ সর্বে মহাভাগা যযুর্মধুপুরং প্রতি।

বিভীষণ ছিলেন ধর্মাত্মা। তাই তিনি লঙ্কায় থেকেই ধর্মের আচরণে ব্যস্ত থাকলেন। বাকী সব মহাভাগ নিশাচর মধুপুরের দিকে রওনা হল।

খরৈরুষ্ট্রৈর্হয়ৈর্দীপ্তৈঃ শিশুমারৈর্মহোরগৈঃ॥ ৩৬
রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্বে কৃত্বাঽঽকাশং নিরন্তরম্।

গাধা, উট, ঘোড়া, শিশুমার এবং বড় বড় নাগ ইত্যাদি দীপ্তিমান বাহনে করে সব রাক্ষস আকাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

দৈত্যাশ্চ শতশস্তত্র কৃতবৈরাশ্চ দৈবতৈঃ॥ ৩৭
রাবণং প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তমন্বগচ্ছন্ হি পৃষ্ঠতঃ।

রাবণকে দেবলোক আক্রমণ করতে দেখে শত শত দৈত্যও তার পিছন পিছন চলল, যারা ছিল দেবতাদের চির শত্রু।

স তু গত্বা মধুপুরং প্রবিশ্য চ দশাননঃ॥ ৩৮
ন দদর্শ মধুং তত্র ভগিনীং তত্র দৃষ্টবান্।

মধুপুরে পৌঁছে দশমুখ রাবণ কুম্ভীনসীর দর্শন পেলেও, মধুর দর্শন পেলেন না।

সা চ প্রহ্বাঞ্জলির্ভূত্বা শিরসা চরণৌ গতা॥ ৩৯
তস্য রাক্ষসরাজস্য ত্রস্তা কুম্ভীনসী তদা।

কুম্ভীনসী তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাত জোড় করে রাক্ষসরাজের চরণে মাথা রাখলেন।

তাং সমুত্থাপয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্॥ ৪০
রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিং চাপি করবাণি তে।

রাক্ষসপ্রবর রাবণ তখন বললেন— 'ভয় পেয়ো না' তিনি কুম্ভীনসীকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন— 'আমি তোমার কোন প্রিয় কাজ করব ?'

সাব্রবীদ্ যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মহাভুজ॥ ৪১
ভর্তারং ন মমেহাদ্য হন্তুমর্হসি মানদ।
নহীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্ত্রীণামিহোচ্যতে॥ ৪২
ভয়ানামপি সর্বেষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ।

কুম্ভীনসী বললেন — 'অপরকে সম্মান প্রদানকারী রাক্ষসরাজ ! মহাবাহো ! আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আপনি আমার পতিদেবকে বধ করবেন না ; কারণ কুলবধূদের জন্য বৈধব্যের মতো অমঙ্গলকারী

কিছু হয় না। বৈধব্যই নারীদের পক্ষে সব থেকে বড় এবং সব থেকে মহান সংকট।

...ভব রাজেন্দ্র মামবেক্ষস্ব যাচতীম্॥ ৪৩
...মহারাজ ন ভেতব্যমিতি স্বয়ম্।

'রাজেন্দ্র ! আপনি সত্যবাদী — আপনার কথার ... রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে পতির জীবন ... করছি। আপনি এই দুঃখী ভগিনীকে দেখুন আর কৃপা ...। মহারাজ ! আপনি নিজেই আমাকে আশ্বাস দিয়ে ...ছেন, 'ভয় পেয়ো না'। সুতরাং আপনি সেই কথার ... রক্ষা করুন।

...ব্রবীদ্‌হৃষ্টঃ স্বসারং তত্র সংস্থিতাম্॥ ৪৪
...সৌ তব ভর্তা বৈ মম শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।
... তেন গমিষ্যামি সুরলোকং জয়ায় হি॥ ৪৫

তার কথা শুনে রাবণ প্রসন্ন হয়ে গেলেন। তিনি ...নে দাঁড়িয়ে থাকা ভগিনীকে বললেন—'তোমার পতি ...য় ? তাকে শীঘ্র আমার কাছে সমর্পণ করো। আমি ...কে সঙ্গে নিয়ে দেবলোক জয় করতে যাব।

... কারুণ্যসৌহার্দান্নিবৃত্তোঽস্মি মধোর্বধাৎ।
...ক্তা সা সমুত্থাপ্য প্রসুপ্তং তং নিশাচরম্॥ ৪৬
...ব্রবীৎ সম্প্রহৃষ্টেব রাক্ষসী সা পতিং বচঃ।

'তোমার প্রতি করুণা ও সৌহার্দবশতঃ আমি মধুকে ...ং করার চিন্তা ত্যাগ করেছি।' রাবণ এই কথা বলায় ...ক্ষস কন্যা কুম্ভীনসী অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে তার শায়িত পতির ...ছে গিয়ে সেই নিশাচরকে উঠিয়ে বলল—

... প্রাপ্তো দশগ্রীবো মম ভ্রাতা মহাবলঃ॥ ৪৭
...লোকজয়াকাঙ্ক্ষী সাহায্যে ত্বাং বৃণোতি চ।
...স্য ত্বং সহায়ার্থং সবন্ধুর্গচ্ছ রাক্ষস॥ ৪৮

'রাক্ষসপ্রবর ! আমার ভাই মহাবলী দশগ্রীব এখানে পদার্পণ করেছেন। তিনি দেবলোক জয় করার আকাঙ্ক্ষায় সেখানে যাচ্ছেন। সেইজন্য তিনি আপনাকে সহায়ক করতে ইচ্ছুক ; সুতরাং আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে এঁকে সাহায্য করতে যান।

স্নিগ্ধস্য ভজমানস্য যুক্তমর্থায় কল্পিতুম্।
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ মধুর্বচঃ॥ ৪৯

'আমার জন্য আপনার ওপর ইনি স্নেহশীল। আপনাকে জামাতা মনে করে ইনি আপনার প্রতি অনুরাগ রাখেন ; অতএব আপনার এঁর কাজ সফল করার জন্য অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।' পত্নীর কথা শুনে মধুরাক্ষস 'তথাস্তু' বলে রাবণকে সাহায্য করতে স্বীকার করে নিল।

দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্য সঃ।
পূজয়ামাস ধর্মেণ রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ৫০

তারপর সে নিয়মমতো রীতিতে নিশাচর শিরোমণি রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং ধর্ম অনুসারে তাঁর স্বাগত-সৎকার করল।

প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্যবান্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য গমনায়োপচক্রমে॥ ৫১

মধুর ভবনে যথোচিত আদর-আপ্যায়ন পেয়ে পরাক্রমী দশগ্রীব সেখানে এক রাত কাটালেন, তারপর সকালে উঠে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্।
রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সেনামুপনিবেশয়ৎ॥ ৫২

মধুপুর থেকে যাত্রা করে মহেন্দ্রর ন্যায় পরাক্রমী রাক্ষসরাজ রাবণ সায়ংকালে কুবেরের নিবাসস্থান কৈলাসপর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি তাঁর সেনাদের শিবির স্থাপনের কথা চিন্তা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশঃ সর্গঃ (২৬)

রাবণের রম্ভার ওপর বলাৎকার করা এবং নলকুবেরের রাবণকে ভয়ংকর শাপ প্রদান

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্যবান্।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ॥ ১

সূর্য অস্ত গেলে পরাক্রমী দশগ্রীব সৈন্যদের সঙ্গে কৈলাসে রাত কাটাতে স্থির করেন।

উদিতে বিমলে চন্দ্রে তুল্যপর্বতবর্চসি।
প্রসুপ্তং সুমহৎ সৈন্যং নানাপ্রহরণায়ুধম্॥ ২

(তিনি সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন), পরে, কৈলাসের মতো শ্বেত কান্তিসম্পন্ন নির্মল চন্দ্রের উদয় হল এবং নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত নিশাচরের বিশাল সৈন্যদল ক্রমে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল।

রাবণস্তু মহাবীর্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্ধনি।
স দদর্শ গুণাংস্তত্র চন্দ্রপাদপশোভিতান্॥ ৩

কিন্তু মহাপরাক্রমী রাবণ সেই পর্বতশিখরে চুপ করে বসে চাঁদের আলোয় সুশোভিত হওয়া সেই পর্বতের বিভিন্ন স্থানের (যা সম্পূর্ণ কামভোগের উপযুক্ত ছিল) নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন।

কর্ণিকারবনৈর্দীপ্তৈঃ কদম্ববকুলৈস্তথা।
পদ্মিনীভিশ্চ ফুল্লাভির্মন্দাকিন্যা জলৈরপি॥ ৪
চম্পকাশোকপুন্নাগমন্দারতরুভিস্তথা।
চূতপাটললোধ্রৈশ্চ প্রিয়ঙ্গ্বর্জুনকেতকৈঃ॥ ৫
নগরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
এতৈরন্যৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিতবনান্তরে॥ ৬

কোথাও দীপ্তিমান কানন শোভা পাচ্ছিল, কোথাও আবার কদম্ব ও বকুল বৃক্ষসমূহ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করছিল, কোথাও বা মন্দাকিনীর জলপূর্ণ প্রফুল্ল কমলে অলংকৃত হয়ে পুষ্করিণী শোভা পাচ্ছিল, কোনও কোনও স্থানে চম্পা, অশোক, নাগকেশর, মন্দার, আম, অর্জুন, কেতক, টগর, নারকেল ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের শোভায় পর্বত-শিখরের বন্যপ্রান্তকে উদ্ভাসিত করছিল।

কিন্নরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সম্প্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্ধনম্॥ ৭

মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট কামার্ত কিন্নর নিজ নিজ কামিনীদের সঙ্গে রাগযুক্ত গান গাইছিল, যা কর্ণে প্রবেশ করে মনের আনন্দ-বৃদ্ধি করছিল।

বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীডুর্জহৃষুশ্চ বৈ॥ ৮

যে মদমত্ত বিদ্যাধর যুবতীদের নেত্র মদের প্রভাবে লাল হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় তারা হর্ষিত হচ্ছিল।

ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণসঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে॥ ৯

সেইস্থান থেকে কুবেরের ভবনে অপ্সরাদের গীত সঙ্গীত মধুর ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনা যাচ্ছিল।

পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চন্তো নগাঃ পবনতাড়িতাঃ।
শৈলং তং বাসয়ন্তীব মধুমাধবগন্ধিনঃ॥ ১০

বসন্ত-ঋতুর পুষ্প-গন্ধযুক্ত সমস্ত বৃক্ষ হাওয়ার বেগে পুষ্প-বর্ষা করে সেই সমগ্র পর্বতকে সুবাসিত করছিল।

মধুপুষ্পরজঃপৃক্তং গন্ধমাদায় পুষ্কলম্।
প্রববৌ বর্ধয়ন্ কামং রাবণস্য সুখোঽনিলঃ॥ ১১

বিবিধ কুসুমের মধুর মকরন্দ এবং পরাগ-মিশ্রিত সুগন্ধ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত বায়ু রাবণের কাম-বাসনা বাড়িয়ে তুলছিল।

গেয়াৎ পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শৈত্যাদ্ বায়োর্গিরের্গুণাৎ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ॥ ১২
রাবণঃ স মহাবীর্যঃ কামস্য বশমাগতঃ।
বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত॥ ১৩

সঙ্গীতের মিষ্টতান, নানাপ্রকার পুষ্পের সমৃদ্ধি, শীতল বায়ুর স্পর্শ, পর্বতের (রমণীয়তা ইত্যাদি) গুণ, রাত্রের মধুর সময় এবং চন্দ্রের উদয়—উদ্দীপনার এই সব উপকরণের জন্য সেই মহাপরাক্রমী রাবণ কামের অধীন হয়ে বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র দিব্যাভরণভূষিতা।
সর্বাপ্সরোবরা রম্ভা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥ ১৪

ইতিমধ্যে অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পূর্ণ চন্দ্রমুখী রম্ভা দিব্য বস্ত্রভূষণে সজ্জিত হয়ে সেই পথে এলেন।

দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী মন্দারকৃতমূর্ধজা।

বাংসবকৃতারম্ভা দিব্যপুষ্পবিভূষিতা॥ ১৫

তাঁর অঙ্গে দিব্য চন্দন লেপন করা ছিল এবং পাশে পারিজাত পুষ্প গাঁথা ছিল। দিব্য পুষ্পে সজ্জিত তিনি প্রিয়-সমাগমরূপে দিব্য উৎসবের জন্য ছিলেন।

নোহরং পীনং মেখলাদামভূষিতম্।
জঘনং রতিপ্রাভৃতমুত্তমম্॥ ১৬

মনোহর নেত্র এবং পীনোন্নত বক্ষ ও জঘন-স্থল উত্তম-উপহার রূপে তিনি ধারণ করেছিলেন।

র্তবিশেষকৈরার্দ্রৈঃ ষড়র্তুকুসুমোত্তবৈঃ।
নাতমেব শ্রীঃ কান্তিশ্রীদ্যুতিকীর্তিভিঃ॥ ১৭

তাঁর কপোল ইত্যাদি হরিচন্দনে চিত্রিত ছিল। তিনি ঋতুতে হওয়া নতুন পুষ্পের আর্দ্রহারে বিভূষিত ছিলেন এবং নিজ অলৌকিক কান্তি, শোভা, দ্যুতি এবং কীর্তিযুক্ত দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মতো শোভিত হচ্ছিলেন।

সতোয়মেঘাভং বস্ত্রং সমবগুণ্ঠিতা।
বক্তুং শশিনিভং ভ্রুবৌ চাপনিভে শুভে॥ ১৮

তাঁর মুখ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর আর দুই সুন্দর ভ্রূ অপূর্ব লাগছিল। তিনি সজল মেঘের মতো নীল শাড়িতে নিজ অঙ্গ ঢেকে রেখেছিলেন।

করিকরাকারৌ করৌ পল্লবকোমলৌ।
সৈন্যমধ্যেন গচ্ছন্তী রাবণেনোপলক্ষিতা॥ ১৯

তাঁর জঙ্ঘের গঠন হাতির শুঁড়ের মতো ছিল। দুটি হাত এতো কোমল, যেন (দেহরূপ রসালের ডালের) নব নব পল্লব। তিনি সৈন্যদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাবণ তাঁকে দেখে ফেলেন।

তাং সমুত্থায় গচ্ছন্তীং কামবাণবশং গতঃ।
করে গৃহীত্বা লজ্জন্তীং স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥ ২০

দেখেই তিনি কামদেবের বাণের শিকার হয়ে গেলেন। অন্যত্র যেতে থাকা রম্ভাকে তিনি হাত ধরে আটকালেন। বেচারী রম্ভা লজ্জায় পড়ে গেলেন ; নিশাচর তখন হেসে বললেন।

ক গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্।
কস্যাভ্যুদয়কালোঽয়ং যস্ত্বাং সমুপভোক্ষ্যতে॥ ২১

'বরারোহে! কোথায় যাচ্ছ ? কার ইচ্ছা পূর্ণ করতে যাচ্ছ ? কার ভাগ্যোদয়ের সময় হয়েছে, যে তোমাকে উপভোগ করবে ?

ত্বদাননরসস্যাদ্য পদ্মোৎপলসুগন্ধিনঃ।
সুধামৃতরসস্যেব কোঽদ্য তৃপ্তিং গমিষ্যতি॥ ২২

'কমল ও পদ্মের সুগন্ধ ধারণকারী তোমার এই মনোহর মুখারবিন্দ রস অমৃতেরও অমৃত। আজ এই অমৃত-রস আস্বাদন করে কে তৃপ্ত হবে ?

স্বর্ণকুম্ভনিভৌ পীনৌ শুভৌ ভীরু নিরন্তরৌ।
কস্যোরঃস্থলসংস্পর্শং দাস্যতস্তে কুচাবিমৌ॥ ২৩

'ভীরু ! পরস্পরকে স্পর্শ করা তোমার সুবর্ণময় কলসের মতো সুন্দর পীনোন্নত বক্ষ কার বক্ষঃস্থলকে স্পর্শ প্রদান করবে ?

সুবর্ণচক্রপ্রতিমং স্বর্ণদামচিতং পৃথু।
অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তেঽদ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম্॥ ২৪

'সোনার রংয়ে বিভূষিত এবং সুবর্ণময় চক্রের সমান, বিপুলভাবে বিস্তারিত তোমার পীন জঘনস্থলে, যা মূর্তিমান স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে, তাতে কে আরোহণ করবে ?

মদ্বিশিষ্টঃ পুমান্ কোঽদ্য শক্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনৌ।
মামতীত্য হি যচ্চ ত্বং যাসি ভীরু ন শোভনম্॥ ২৫

'ইন্দ্র, উপেন্দ্র বা অশ্বিনীকুমার, যেই হোক না কেন, এখন আমার থেকে কোন পুরুষ বড় ? ভীরু ! তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছ, এটা ঠিক হচ্ছে না।

বিশ্রম ত্বং পৃথুশ্রোণি শিলাতলমিদং শুভম্।
ত্রৈলোক্যে যঃ প্রভুশ্চৈব মদন্যো নৈব বিদ্যতে॥ ২৬

'স্থূল নিতম্বসম্পন্ন সুন্দরী ! এই সুন্দর শিলার ওপরে বসে বিশ্রাম করো। এই ত্রিভুবনের যিনি স্বামী, তিনি আমার থেকে আলাদা নন—আমিই এই সম্পূর্ণ জগতের অধিপতি।

তদেবং প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বো যাচতে ত্বাং দশাননঃ।
ভর্তুর্ভর্তা বিধাতা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্ব মাম্॥ ২৭

'ত্রিলোকের স্বামীরও স্বামী অর্থাৎ বিধাতা এই দশমুখ রাবণ আজ বিনীতভাবে হাত জোড় করে তোমাকে চাইছে। সুন্দরি ! তুমি আমাকে স্বীকার করো'।

এবমুক্তাব্রবীদ্ রম্ভা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রসীদ নার্হসে বক্তুমীদৃশং ত্বং হি মে গুরুঃ॥ ২৮

রাবণ এই কথা বলায় রম্ভা কেঁপে উঠে হাত জোড় করে বললেন—'প্রভু ! প্রসন্ন হোন—আমাকে কৃপা করুন। এরূপ কথা আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত নয়। কারণ আপনি আমার গুরুজন—পিতার তুল্য।

অন্যোভ্যোঽপি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপ্নুয়াং ধর্ষণং যদি।
তদ্ধর্মতঃ স্নুষা তেঽহং তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ২৯

'যদি অন্য কোনো পুরুষ আমাকে অপমান করতে আসে, তাহলে তার থেকেও আপনার আমাকে রক্ষা করা উচিত। আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ— আমি আপনাকে সত্য কথা বলছি।'

অথাব্রবীদ্ দশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং স্থিতাম্।
রোমহর্ষমনুপ্রাপ্তাং দৃষ্টমাত্রেণ তাং তদা॥ ৩০

রম্ভা মুখ নীচু করে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাবণের দৃষ্টিপড়া মাত্র ভয়ে তাঁর রোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তখন রাবণ তাঁকে বললেন—

সুতস্য যদি মে ভার্যা ততস্ত্বং হি স্নুষা ভবেঃ।
বাঢ়মিত্যেব সা রম্ভা প্রাহ রাবণমুত্তরম্॥ ৩১

'রম্ভে ! যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, তুমি আমার পুত্রবধূ, তবেই তুমি আমার পুত্রবধূ হবে, অন্যথায় নয়।' তখন রম্ভা 'ঠিক আছে' বলে রাবণকে এই উত্তর দিলেন—

ধর্মতস্তে সুতস্যাহং ভার্যা রাক্ষসপুঙ্গব।
পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য তে॥ ৩২

'রাক্ষস শিরোমণে ! ধর্ম অনুসারে আমি আপনার পুত্রেরই ভার্যা। আপনার বড় ভাই কুবেরের পুত্র আমার প্রাণের থেকেও বেশি প্রিয়।

বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু নলকূবর ইত্যয়ম্।
ধর্মতো যো ভবেদ্ বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্যতো ভবেৎ॥ ৩৩

'তিনি ত্রিলোকে 'নলকুবর' নামে বিখ্যাত, তিনি ধর্ম অনুষ্ঠানের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ এবং পরাক্রমের দৃষ্টিতে ক্ষত্রিয়।

ক্রোধাদ্ যশ্চ ভবেদগ্নিঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধাসমঃ।
তস্যাস্মি কৃতসংকেতা লোকপালসুতস্য বৈ॥ ৩৪

'তিনি ক্রোধে অগ্নি এবং ক্ষমাতে পৃথিবীর সমান, সেই লোকপালকুমার প্রিয়তম নলকুবেরকে আজ আমি মিলনের জন্য সংকেত দিয়েছি।

তমুদ্দিশ্য তু মে সর্বং বিভূষণমিদং কৃতম্।
যথা তস্য হি নান্যস্য ভাবো মাং প্রতি তিষ্ঠতি॥ ৩৫

'এই সমস্ত সাজ-সজ্জা আমি তাঁর জন্যই ধারণ করেছি। তাঁর যেমন আমার প্রতি অনুরাগ, তেমনি আমারও তাঁর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, অন্য কারো প্রতি নয়।

তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্তুমর্হস্যরিন্দম।
স হি তিষ্ঠতি ধর্মাত্মা মাং প্রতীক্ষ্য সমুৎসুকঃ॥ ৩৬

'শত্রু দমনকারী রাক্ষসরাজ ! এই সত্য নজরে রেখে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ধর্মাত্মা প্রিয়তম উৎসুক হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

তত্র বিঘ্নং তু তস্যেহ কর্তুং নার্হসি মুঞ্চ মাম্।
সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব॥ ৩৭

'তাঁর সেবার এই কাজে আপনার বিঘ্ন করা উচিত নয়। আমাকে ছেড়ে দিন। রাক্ষসরাজ ! আপনি সৎপুরুষের দ্বারা আচরিত ধর্ম পথে চলুন।

माननीयो মম ত্বং হি পালনীয়া তথাস্মি তে।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ॥ ৩৮

'আপনি আমার মাননীয় গুরুজন, সুতরাং আপনার আমাকে রক্ষা করা উচিত।' একথা শুনে দশগ্রীব তাঁকে নম্রতা সহকারে উত্তর দিলেন—

স্নুষাস্মি যদবোচস্ত্বমেকপত্নীম্বয়ং ক্রমঃ।
দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা॥ ৩৯
পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ।

'রম্ভে ! তুমি যে নিজেকে আমার পুত্রবধূ বলছ, তা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। এই সব সম্পর্ক সেই নারীদের জন্য, যারা কোনো এক বিশেষ পুরুষদের পত্নী। তোমার তো দেবলোকে অবস্থানই অন্যপ্রকারে। সেখানে সর্বদাই এই নিয়ম চলে আসছে যে, অপ্সরাদের কোনো পতি হয় না। সেখানে কেউ একজন নারীকে বিবাহ করে ঘর করে না'।

এবমুক্ত্বা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে॥ ৪০
কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে।

এই কথা বলে সেই রাক্ষস রম্ভাকে বলপূর্বক শিলায় বসিয়ে, কামভোগে আসক্ত হয়ে তার সঙ্গে সমাগম করেন।

সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা॥ ৪১
গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা নদীবাকুলতাং গতা।

তাঁর পুষ্পহার ছিঁড়ে পড়ে যায়, সমস্ত গহনা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়। উপভোগের পর রাবণ রম্ভাকে ছেড়ে দেন। তাঁর অবস্থা সেই নদীর মতো হয়ে যায়, যাতে কোনো গজরাজ ক্রীড়া করে মন্থন করে ; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

লুলিতাকুলকেশান্তা করবেপিতপল্লবা॥ ৪২
পবনেনাবধূতেব লতা কুসুমশালিনী।

বেণী খুলে যাওয়ার জন্য তাঁর কেশ-রাশি হাওয়ায়

উড়তে লাগল, সাজ সজ্জা নষ্ট হয়ে গেল। হাত কাঁপতে লাগল, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুষ্পশোভিত লতা হাওয়াতে ভেঙ্গে পড়ছে।

সা বেপমানা লজ্জন্তী ভীতা করকৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪৩
নলকুবরমাসাদ্য পাদয়োর্নিপপাত হ।

ভয় ও লজ্জায় তিনি নলকুবেরের কাছে গিয়ে, হাত জোড় করে তাঁর পায়ের ওপর পড়লেন।

তদবস্থাং চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকূবরঃ॥ ৪৪
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে।

রম্ভাকে এই অবস্থায় দেখে মহামনা নলকুবের জিজ্ঞাসা করলেন— 'ভদ্রে ! কী ব্যাপার ? তুমি এইভাবে আমার পায়ের ওপর কেন পড়ে গেলে ?'

সা বৈ নিঃশ্বসমানা তু বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪৫
তস্মৈ সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।

তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে হাত জোড় করে, যা কিছু হয়েছে, তা ঠিক ভাবে বলতে আরম্ভ করেন—

এষ দেব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিবিষ্টপম্॥ ৪৬
তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং পরিণামিতা।

'দেব ! এই দশমুখ রাবণ স্বর্গলোক আক্রমণ করার জন্য এসেছে। এর সঙ্গে অনেক সৈন্য আছে। সে আজকের রাতে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

আয়ান্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম॥ ৪৭
গৃহীতা তেন পৃষ্টাস্মি কস্য ত্বমিতি রক্ষসা।

'শত্রুদমন বীর ! আমি আপনার কাছে আসছিলাম। কিন্তু সেই রাক্ষস আমাকে দেখে আমার হাত ধরে নেয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি কার স্ত্রী ?'

ময়া তু সর্বং যৎ সত্যং তস্মৈ সর্বং নিবেদিতম্॥ ৪৮
কামমোহাভিভূতাত্মা নাশ্রৌষীৎ তদ্ বচো মম।

'আমি তাকে সব সত্য বলেছি, কিন্তু তাঁর হৃদয় কামমোহে আক্রান্ত ছিল, তাই সে আমার কথা শোনেনি।

যাচমানো ময়া দেব স্নুষা তেঽহমিতি প্রভো॥ ৪৯
তৎ সর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্ষিতা।

'দেব ! আমি বারবার প্রার্থনা করতে থাকি যে, প্রভো ! আমি আপনার পুত্রবধূ, আমাকে ছেড়ে দিন ; কিন্তু তিনি আমার কথা শোনেননি এবং বলপূর্বক আমার ওপর অত্যাচার করেছেন।

এবং ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি সুব্রত॥ ৫০
নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য হি।

'উত্তম ব্রতপালনকারী প্রিয়তম ! এই বিবশ অবস্থায় আমার দ্বারা যে অপরাধ হয়েছে, আপনি তা ক্ষমা করুন। সৌম্য ! নারী অবলা হয়ে থাকে, তাদের পুরুষের মতো বল থাকে না (তাই আমি সেই দুষ্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি)।'

এতাচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥ ৫১
ধর্ষণাং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সম্প্রবিবেশ হ।

একথা শুনে বৈশ্রবণ কুমার নলকুবেরের অত্যন্ত ক্রোধ হল। রম্ভার ওপর হওয়া সেই মহা অত্যাচারের কথা শুনে তিনি ধ্যানে বসলেন।

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥ ৫২
মুহূর্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।

দু-দণ্ডেই (প্রায় ৪৮ মিনিট) রাবণের কীর্তিকলাপ জেনে তাঁর চক্ষু ক্রোধে লাল হয়ে গেল, তিনি নিজের হাতে জল নিলেন।

গৃহীত্বা সলিলং সর্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি॥ ৫৩
উৎসসর্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দারুণম্।

জল নিয়ে প্রথমে বিধিপূর্বক আচমন করে চক্ষু ইত্যাদি সর্ব ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শ করার পর তিনি রাক্ষসরাজকে ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন।

অকামা তেন যস্মাৎ ত্বং বলাৎ ভদ্রে প্রধর্ষিতা॥ ৫৪
তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপয়াস্যতি।

তিনি বললেন— 'ভদ্রে ! তোমার ইচ্ছা না থাকতেও রাবণ তোমার ওপর বলপূর্বক অত্যাচার করেছে। অতএব এখন থেকে অন্য যে ওকে চাইবে না, সেই যুবতীর সঙ্গে রাবণ সমাগম করতে পারবে না।

যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্॥ ৫৫
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা।

'যদি সে কামপীড়িত হয়ে তাকে না চাওয়া কোনও যুবতীর ওপর বলাৎকার করে, তবে তৎক্ষণাৎ তার মস্তক সাত টুকরো হবে'।

তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে॥ ৫৬
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা।

নলকুবেরের মুখ থেকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দগ্ধকারী এই শাপ বার হতেই দেবতাদের দুন্দুভি বেজে

ওঠে এবং আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে থাকে।

পিতামহমুখাশ্চৈব সর্বে দেবাঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ৫৭
জ্ঞাত্বা লোকগতিং সর্বাং তস্য মৃত্যুং চ রক্ষসঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব প্রীতিমাপুরনুত্তমাম্॥ ৫৮

ব্রহ্মাদি সকল দেবতা আনন্দিত হলেন। রাবণের দ্বারা জগতের উৎপীড়ন এবং ওই রাক্ষসের মৃত্যুর কথা জেনে ঋষিগণের এবং পিতৃপুরুষদের অত্যন্ত আনন্দ হল।

শ্রুত্বা তু স দশগ্রীবস্তং শাপং রোমহর্ষণম্।
নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্বভ্যরোচয়ৎ॥ ৫৯

এই রোমাঞ্চকারী শাপের কথা জেনে তখন থেকে দশগ্রীব তাঁকে না চাওয়া নারীদের সঙ্গে বলাৎকার করা পরিত্যাগ করে।

তেন নীতাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিমাপুঃ সর্বাঃ পতিব্রতাঃ।
নলকূবরনির্মুক্তং শাপং শ্রুত্বা মনঃপ্রিয়ম্॥ ৬০

সে যেসব পতিব্রতা নারীদের হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের সবার মন নলকুবেরের এই শাপ অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়। এই শাপ শুনে তাঁরা সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ (২৭)

সৈন্যসহকারে রাবণের ইন্দ্রলোকের ওপর আক্রমণ, সাহায্যের জন্য ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা, ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করে বিষ্ণুর ইন্দ্রকে ফেরানো, দেবতা এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ এবং বসুর সাহায্যে সুমালী-বধ

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ।
আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ॥ ১

কৈলাস পর্বত পার হয়ে মহাতেজস্বী দশমুখ রাবণ সৈন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছলেন।

তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপয়াস্যতঃ।
দেবলোকে বভৌ শব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ॥ ২

সব দিক থেকে আসা রাক্ষস সেনাদের কোলাহলে দেবলোকে মনে হচ্ছিল যেন মহাসাগরের মন্থনের শব্দ প্রকট হয়ে উঠেছে।

শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ।
দেবানথাব্রবীৎ তত্র সর্বানেব সমাগতান্॥ ৩

রাবণের আগমনের সংবাদ জেনে ইন্দ্র তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁর সমীপে উপস্থিত সব দেবতাদের বললেন।

আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪

আদিত্য, বসুদেব, রুদ্রদেব, সাধ্যদের এবং মরুদ্দেরও তিনি বললেন—'তোমরা সকলে দুরাত্মা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হও'।

এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি।
সন্নহ্য সুমহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥ ৫

ইন্দ্রের পরাক্রমতার সমকক্ষ মহাবলী দেবতাগণ কবচ ইত্যাদি ধারণ করে যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৬

দেবরাজ ইন্দ্র রাবণকে ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসে বললেন—

বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি।
অহোঽতিবলবদ্ রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ততে॥ ৭

'বিষ্ণুদেব ! আমি রাক্ষস রাবণের প্রতি কী করব ? অহো ! সেই অত্যন্ত বলশালী নিশাচর আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে।

বরপ্রদানাদ্ বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
তৎ তু সত্যং বচঃ কার্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা॥ ৮

'সে একমাত্র ব্রহ্মার বরদানের প্রভাবেই প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্য কোনো কারণে নয়। কমলযোনি শ্রীব্রহ্মা যে বর দিয়েছেন, তার সত্যতা রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

ত্বং যথা নমুচির্বৃত্রো বলির্নরকশম্বরৌ।
ত্বদ্বলং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধাস্তথা কুরু॥ ৯

'অতএব পূর্বে যেমন আপনার বল-ভরসায় আমি নমুচি, বৃত্রাসুর, বলি, নরক এবং শম্বর ইত্যাদি অসুরদের পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তেমনই এই অসুরও যাতে শেষ হয়ে যায়, এমন কোন উপায় আপনিই করুন।

নহ্যন্যো দেবদেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন।
গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১০

'মধুসূদন ! আপনি দেবতাদেরও দেবতা এবং ঈশ্বর। এই ত্রিভুবন চরাচরে আপনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই, যিনি আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম। আপনিই আমাদের পরম আশ্রয়।

ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ॥ ১১

'আপনি পদ্মনাভ—আপনার নাভিকমল থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে। আপনিই সনাতনদেব শ্রীমান নারায়ণ। আপনিই এই ত্রিলোক স্থাপন করেছেন এবং আপনিই আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত করেছেন।

ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ত্বামেব ভগবন্ সর্বে প্রবিশন্তিং যুগক্ষয়ে॥ ১২

'ভগবন্ ! আপনিই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীসহ এই ত্রিলোক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রলয়কালে সম্পূর্ণ প্রাণী আপনাতেই প্রবেশ করে।

তদাচক্ষ্ব যথাতত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।
অসিচক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং প্রতি॥ ১৩

'তাই দেবদেব ! আপনি আমাকে এমন কোনো অমোঘ উপায় বলুন, যাতে আমার বিজয়লাভ হয়। আপনি কি নিজেই চক্র এবং তরোয়াল নিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ?'

এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রূয়তাং চ মে॥ ১৪

ইন্দ্র এই কথা বলায় ভগবান নারায়ণ বললেন —'দেবরাজ ! তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমার কথা শোনো—

ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
হন্তুং চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জয়ঃ॥ ১৫

'প্রথম কথা হল এই দুষ্টাত্মা রাবণকে সম্পূর্ণ দেবতা ও অসুর মিলেও মারতে পারবে না কিংবা পরাস্তও করতে পারবে না। কারণ বরপ্রাপ্ত হওয়ায় সে এখন দুর্জয় হয়ে উঠেছে।

সর্বথা তু মহৎ কর্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ॥ ১৬

'নিজ পুত্রের সঙ্গে আসা এই ভয়ংকর বলশালী রাক্ষস সর্বভাবে মহাপরাক্রম প্রকট করবে। আমি আমার স্বাভাবিক জ্ঞান দৃষ্টিতে এটা দেখতে পাচ্ছি।

যৎ তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর।
নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি॥ ১৭

'সুরেশ্বর ! অন্য যে কথা আমার বলার আছে, তা হল—তুমি যে আমাকে বলছিলে যে ''আপনিই ওর সঙ্গে যুদ্ধ করুন'' তার উত্তরে জানাচ্ছি যে আমি এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষস রাবণের সম্মুখীন হব না।

নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে।
দুর্লভশ্চৈব কামোঽদ্য বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ॥ ১৮

'আমি অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বভাব হল—শত্রুবধ না করে আমি সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যাই না ; কিন্তু রাবণ এখন বরদান দ্বারা সুরক্ষিত। তাই তার বিরুদ্ধে আমার এই বিজয়ের অভিলাষ পূরণ হওয়া কঠিন।

প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্॥ ১৯

'কিন্তু দেবেন্দ্র ! শতক্রতো ! আমি তোমার সামনে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, সময় হলে আমিই এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হব।

অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্॥ ২০

'আমিই রাবণকে তার সঙ্গী সৈনিকদের সঙ্গে নিহত করব এবং দেবতাদের আনন্দ প্রদান করব ; কিন্তু এই কাজ তখনই হবে, যখন তার মৃত্যু সময় উপস্থিত হবে।

এতৎ তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুদ্ধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্ধং মহাবল॥ ২১

'দেবরাজ ! এই সব কথা আমি তোমাকে ঠিক

করে জানালাম।'

ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ।
সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ॥ ২২

তখন রুদ্র, আদিত্য, বসু, মরুৎগণ ও অশ্বিনীকুমার আদি দেবতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অমরাবতী পুরী থেকে বাইরে এলেন এবং রাক্ষসদের সম্মুখিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন।

এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রুবে রজনীক্ষয়ে।
তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রযুদ্ধস্য সমন্ততঃ॥ ২৩

তার মধ্যে রাত্রির শেষ প্রহর যুদ্ধে উদ্যত রাবণের সৈন্যদের মহা কোলাহল শোনা গেল।

তে প্রবুদ্ধা মহাবীর্যা অন্যোন্যামভিবীক্ষ্য বৈ।
সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্তন্ত হৃষ্টবৎ॥ ২৪

সেই মহাপরাক্রমী রাক্ষসসেনা প্রভাতে উঠেই একে অপরকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগল।

ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরমূর্ধনি॥ ২৫

অতঃপর সমরাঙ্গণের অপর প্রান্তে রাক্ষসদের অনন্ত ও বিশাল সৈন্যসম্ভার দেখে দেবতাদের সেনার ক্ষোভ হল।

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দেবদানবরক্ষসাম্।
ঘোরং তুমুলনির্হ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্॥ ২৬

তখন দেবতা, দানব এবং রাক্ষসের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল। ভীষণ কোলাহল শুরু হল, দুদিক থেকে নানাপ্রকারের অস্ত্র বর্ষণ হতে লাগল।

এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।
যুদ্ধার্থং সমবর্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে॥ ২৭

সেই সময় রাবণের মন্ত্রী শূরবীর রাক্ষস, যাকে অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল।

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ॥ ২৮
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ।
জম্বুমালী মহাহ্রাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ॥ ২৯
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ দুর্মুখো দূষণঃ খরঃ।
ত্রিশিরাঃ করবীরাক্ষঃ সূর্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ॥ ৩০
মহাকায়োঽতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
এতৈঃ সর্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্যৈর্মহাবলঃ॥ ৩১
রাবণস্যার্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ।

মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তক—এই সকল মহাপরাক্রমী রাক্ষসে পরিবৃত হয়ে মহাবলী সুমালী, যিনি রাবণের মাতামহ ছিলেন, দেবতাদের সেনায় প্রবেশ করলেন।

স দৈবতগণান্ সর্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ॥ ৩২
ব্যধ্বংসয়ৎ সমং ক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্রে সমস্ত দেবতাদের এমনভাবে মেরে তাড়িয়ে দিলেন, যেমনভাবে বায়ু মেঘরাশিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

তদ্ দৈবতবলং রাম হন্যমানং নিশাচরৈঃ॥ ৩৩
প্রণুন্নং সর্বতো দিগ্‌ভ্যঃ সিংহনুন্না মৃগা ইব।

শ্রীরাম ! নিশাচরদের হাতে মার খেয়ে দেবতাদের সৈন্যদল, সিংহদ্বারা তাড়া খাওয়া মৃগের ন্যায় নানা দিকে পালিয়ে গেল।

এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনামষ্টমো বসুঃ॥ ৩৪
সাবিত্র ইতি বিখ্যাত প্রবিবেশ রণাজিরম্।

তখন বসুদেব অষ্টম বসু, যাঁর নাম সাবিত্র, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ॥ ৩৫
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্।

তিনি নানা শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎসাহিত সৈনিক দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। শত্রুসেনাকে সন্ত্রস্ত করে তিনি রণভূমিতে পদার্পণ করলেন।

তথাদিত্যৌ মহাবীর্যৌ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্॥ ৩৬
নির্ভয়ৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাং রণে।

এছাড়া অদিতির দুই পরাক্রমশালী পুত্র ত্বষ্টা এবং পূষা, তাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন নির্ভয় বীর।

ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ॥ ৩৭
ক্রুদ্ধানাং রক্ষসাং কীর্তিং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।

তখন দেবতাদের সঙ্গে রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। যুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ না হওয়া রাক্ষসদের বর্ধিত কীর্তি কলাপ দেখে ও শুনে দেবতারা তাদের ওপর অত্যন্ত কুপিত হলেন।

ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্॥ ৩৮

নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ।

তারপর সমস্ত রাক্ষস রণভূমিতে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ দেবতাদের নানাপ্রকার ভয়ংকর অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা হত্যা করতে লাগল।

দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্॥ ৩৯
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্।

সেইভাবে দেবতারাও মহাবলশালী পরাক্রমী ভয়ংকর রাক্ষসদের অস্ত্র দ্বারা হত করে যমলোকে পাঠাতে লাগলেন।

এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ॥ ৪০
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎসৈন্যং সোঽভ্যবর্তত।
স দৈবতবলং সর্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ॥ ৪১
ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা।

শ্রীরাম ! এরমধ্যে সুমালী নামক রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার অস্ত্র দ্বারা দেব-সেনাদের উপর আক্রমণ করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রোধে মেঘপুঞ্জ ছিন্ন-ভিন্নকারী হাওয়ার মতো তাঁর ভিন্ন ভিন্ন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা দেবসেনাদের অতিষ্ঠ করে তুললেন।

তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ৪২
হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ।

তাঁর মহান বাণ এবং ভয়ংকর শূল ও প্রাসের বর্ষণে আহত দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা॥ ৪৩
বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ।
সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্॥ ৪৪

সুমালী দেবতাদের বিতাড়িত করায় অষ্টম বসু সাবিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রথে করে সেনাদের সঙ্গে সেই প্রহারকারী নিশাচরদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে।
ততস্তয়োর্মহদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্॥ ৪৫
সুমালিনো বসোশ্চৈব সমরেষ্বনিবর্তিনোঃ।

মহাতেজস্বী সাবিত্র যুদ্ধস্থলে স্ব-পরাক্রমে সুমালীর অগ্রগতি রোধ করেন। সুমালী এবং বসু কেউই যুদ্ধে পিছু হটার পাত্র নয় ; তাই দুজনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল।

ততস্তস্য মহাবাণৈর্বসুনা সুমহাত্মনা॥ ৪৬
নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ।

তারপর মহাত্মা বসু তাঁর বিশাল বাণ দ্বারা সুমালীর সর্প-চালিত রথকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্॥ ৪৭
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা।
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্॥ ৪৮
তাং মূর্ধ্নি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ।

যুদ্ধস্থলে শত শত বাণে সুমালীর রথ নষ্ট করে বসু সেই নিশাচরকে বধের উদ্দেশ্যে কালদণ্ডসম এক ভীষণ গদা তুলে নিলেন, যার অগ্রভাগ ছিল অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত। সেটির দ্বার তিনি সুমালীর মস্তকে আঘাত করলেন।

সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা॥ ৪৯
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ।

তার ওপরে পড়েই সেই গদা উল্কার মত চমকে ওঠে। যেন ইন্দ্রের দ্বারা ছোঁড়া বিশাল বাজ গড়-গড় করে কোনো পর্বত শিখরে পড়ল।

তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা॥ ৫০
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে।

তার আঘাতেই সুমালীর রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল। তাঁর অস্থি, মস্তক বা মাংসের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। সবকিছুই গদার অগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল।

তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ॥ ৫১
ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে॥ ৫২

যুদ্ধে সুমালীকে মারা যেতে দেখে সব রাক্ষস একে অপরকে ডাকতে ডাকতে চার দিকে পালাতে থাকে। বসুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে সেই রাক্ষসেরা আর রণভূমিতে দাঁড়াতে পারল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ (২৮)

মেঘনাদ ও জয়ন্তের যুদ্ধ, জয়ন্তকে পুলোমার অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের পদার্পণ, রুদ্র তথা মরুদ্‌গণ দ্বারা রাক্ষস সেনা সংহার এবং ইন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ

**সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বার্দিতং সুরৈঃ॥ ১
ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সুতস্তদা।
নিবর্ত্য রাক্ষসান্ সর্বান্ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ॥ ২**

সুমালী মারা গেছেন, বসু তাকে ভস্ম করে দিয়েছেন এবং দেবতা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁর সৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে, এই দেখে রাবণের বলবান পুত্র মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত রাক্ষসদের ফিরিয়ে এনে দেবতাদের সঙ্গে প্রতিশোধ নেবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হলেন।

**স রথেনাগ্নিবর্ণেন কামগেন মহারথঃ।
অভিদুদ্রাব সেনাং তাং বনান্যগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৩**

সেই মহারথী বীর, রথীর ইচ্ছানুসারে গতিশীল অগ্নিতুল্য তেজস্বী রথে চড়ে বনে জ্বলে ওঠা দাবানলের মতো দেবসেনাদির দিকে ধাবিত হলেন।

**ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারিণঃ।
বিদুদ্রুবুর্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ॥ ৪**

নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করে তাঁদের সৈন্যদলে প্রবেশকারী মেঘনাদকে দেখেই সর্বদেবতা নানাদিকে পালিয়ে গেলেন।

**ন বভূব তদা কশ্চিদ্ যুযুৎসোরস্য সম্মুখে।
সর্বানাবিধ্য বিত্রস্তাংস্ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ সুরান্॥ ৫**

সেই সময় যুদ্ধের জন্য আগত মেঘনাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। ভয়ভীত সেইসব দেবতাদের ডাক দিয়ে ইন্দ্র বললেন—

**ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্তধ্বং রণে সুরাঃ।
এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ॥ ৬**

'দেবগণ ! ভয় পেয়ো না, যুদ্ধ ছেড়ে যেও না, রণক্ষেত্রে ফিরে এসো। আমার অপরাজেয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধের জন্য রওনা দিচ্ছে।'

**ততঃ শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ।
রথেনাদ্ভুতকল্পেন সংগ্রামে সোঽভ্যবর্তত॥ ৭**

তারপর ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত রথে চড়ে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন।

**ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্বে পরিবার্য শচীসুতম্।
রাবণস্য সুতং যুদ্ধে সমাসাদ্য প্রজঘ্নিরে॥ ৮**

তখন সব দেবতা শচীপুত্র জয়ন্তকে চারদিকে ঘিরে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন এবং রাবণপুত্রকে আঘাত করতে লাগলেন।

**তেষাং যুদ্ধং সমভবৎ সদৃশং দেবরক্ষসাম্।
মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ॥ ৯**

সেই সময় দেবতাদের রাক্ষসদের সঙ্গে এবং মহেন্দ্র কুমারের রাবণপুত্রের সঙ্গে তাঁদের বল-পরাক্রম অনুরূপ যুদ্ধ হতে লাগল।

**ততো মাতলিপুত্রস্য গোমুখস্য স রাবণিঃ।
সারথেঃ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষণান্॥ ১০**

রাবণকুমার মেঘনাদ জয়ন্তের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের ওপর স্বর্ণভূষিত বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

**শচীসুতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিম্।
তং চাপি রাবণিঃ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ প্রত্যবিধ্যত॥ ১১**

শচীপুত্র জয়ন্তও মেঘনাদের সারথিকে আহত করে দিলেন। কুপিত হয়ে তখন মেঘনাদও জয়ন্তকে নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন।

**স হি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ১২**

ক্রোধান্বিত হয়ে বলবান মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে লাগলেন এবং বাণবর্ষণ করে পীড়িত করতে লাগলেন।

**ততো নানাপ্রহরণাঞ্ছিতধারান্ সহস্রশঃ।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্যেষু রাবণিঃ॥ ১৩**

অত্যন্ত কুপিত হয়ে রাবণকুমার দেবসেনাদের ওপর তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন নানাপ্রকারের সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

**শতঘ্নীমুসলপ্রাসগদাখড়্গপরশ্বধান্।
মহান্তি গিরিশৃঙ্গানি পাতয়ামাস রাবণিঃ॥ ১৪**

তিনি শতঘ্নী, মুসল, প্রাস, গদা, খড়্গ এবং বড়-বড় পর্বত-শিখরও বর্ষণ করেন।

**ততঃ প্রব্যথিতাঃ লোকাঃ সংজজ্ঞে চ তমস্ততঃ।
তস্য রাবণপুত্রস্য শক্রসৈন্যানি নিঘ্নতঃ॥ ১৫**

শক্রসেনা সংহারে উদ্যত রাবণকুমারের মায়ায় সেই সময় চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায় ; তাই সমস্ত লোক ব্যথিত হয়ে ওঠে।

ততস্তদ্ দৈবতবলং সমন্তাৎ তং শচীসুতম্।
বহুপ্রকারমস্বস্থমভবচ্ছরপীড়িতম্ ॥ ১৬

শচীকুমারের চারদিকে ঘিরে থাকা দেবসেনাগণ বাণে পীড়িত হয়ে পড়েন।

নাভ্যজানন্ত চান্যোন্যং রক্ষো বা দেবতাথবা।
তত্র তত্র বিপর্যস্তং সমন্তাৎ পরিধাবত॥ ১৭

রাক্ষস ও দেবতারা কেউ কাউকে চিনতে পারছিলেন না। তারা নানাদিকে ছুটতে থাকেন।

দেবা দেবান্ নিজঘ্নুস্তে রাক্ষসান্ রাক্ষসাস্তথা।
সম্মূঢ়াস্তমসাচ্ছন্না ব্যদ্রবন্নপরে তথা॥ ১৮

অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁরা বিবেচনা শক্তিও হারিয়ে বসেছিলেন। তাই দেবতা, দেবতাদের এবং রাক্ষস, রাক্ষসদেরই মারতে লাগলেন। আবার বহুযোদ্ধা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলেন।

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ॥ ১৯

এর মধ্যে পরাক্রমশালী বীর দৈত্যরাজ পুলোমা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শচীপুত্র জয়ন্তকে ধরে সেখান থেকে দূরে নিয়ে গেলেন।

সংগৃহ্য তং তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী॥ ২০

তিনি ছিলেন শচীর পিতা এবং জয়ন্তর দাদু, তাই তিনি নিজের দৌহিত্রকে নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

জ্ঞাত্বা প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্যাথ দেবতাঃ।
অপ্রহৃষ্টাস্ততঃ সর্বা ব্যথিতাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ॥ ২১

দেবতারা যখন জয়ন্তের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানতে পারেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে চারদিকে পালাতে লাগলেন।

রাবণিস্ত্বথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ।
অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্॥ ২২

অন্যদিকে নিজ সৈন্য পরিবৃত রাবণকুমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের আক্রমণ করলেন এবং সজোরে গর্জে উঠলেন।

দৃষ্ট্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্।
মাতলিং চাহ দেবেশো রথঃ সমুপনীয়তাম্॥ ২৩

পুত্র অন্তর্হিত হয়েছেন এবং দেবসেনাদের মধ্যে পলায়ন শুরু হয়েছে—তাই দেখে দেবরাজ ইন্দ্র মাতলিকে বললেন—'আমার রথ নিয়ে এসো'।

স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ।
উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ॥ ২৪

মাতলি একটি সাজানো মহাভয়ংকর, দিব্য ও বিশাল রথ নিয়ে এলেন। তাঁর দ্বারা চালিত সেই রথ অত্যন্ত বেগসম্পন্ন ছিল।

ততো মেঘা রথে তস্মিংস্তড়িত্বন্তো মহাবলাঃ।
অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিঃস্বনাঃ॥ ২৫

তারপর সেই রথের অগ্রভাগে বিদ্যুৎসহ মহাবলী মেঘরাশি বায়ুদ্বারা চঞ্চল হয়ে ভীষণ জোরে গর্জন করতে লাগল।

নানাবাদ্যানি বাদ্যন্ত গন্ধর্বাশ্চ সমাহিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা নির্যাতে ত্রিদশেশ্বরে॥ ২৬

দেবেশ্বর ইন্দ্র বেরিয়ে এলেই নানাপ্রকার বাজনা বেজে উঠল। গন্ধর্ব একাগ্র হয়ে গেলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন।

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং সমরুদ্গণৈঃ।
বৃতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যয়ৌ ত্রিদশাধিপঃ॥ ২৭

অতঃপর রুদ্র, বসু, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ পরিবেষ্টিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-সহ পুরী থেকে নির্গত হলেন।

নির্গচ্ছতস্তু শক্রস্য পরুষঃ পবনো ববৌ।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহোল্কাশ্চ প্রপেদিরে॥ ২৮

ইন্দ্র এসে যেতেই বায়ু প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হতে লাগল। সূর্য রশ্মি কমে গেল এবং আকাশ থেকে বড় বড় উল্কাপাত হতে লাগল।

এতস্মিন্নন্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা॥ ২৯

তার মধ্যে প্রতাপশালী বীর দশগ্রীবও বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্য রথে সওয়ার হলেন।

পন্নগৈঃ সুমহাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ।
যেষাং নিঃশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগে॥ ৩০

সেই রথে রোম হর্ষণকারী এক বিশালকায় সর্প জড়িয়ে ছিল। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে মনে হচ্ছিল সেই রথ

জ্বলে উঠেছে।

দৈত্যৈর্নিশাচরৈশ্চৈব স রথঃ পরিবারিতঃ।
সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্তত॥ ৩১

দৈত্যগণ এবং নিশাচরগণ সেই রথকে সর্বদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলা রাবণের সেই দিব্য রথ মহেন্দ্রর সামনে গিয়ে পৌঁছাল।

পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।
সোঽপি যুদ্ধাদ্ বিনিষ্ক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ॥ ৩২

রাবণ তার পুত্রকে থামিয়ে নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। রাবণপুত্র মেঘনাদ তখন যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে বেরিয়ে চুপচাপ তার রথে গিয়ে বসলেন।

ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তং তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
শস্ত্রাণি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে॥ ৩৩

দেবতাদের সঙ্গে তখন রাক্ষসদের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জলবর্ষণকারী মেঘের মতো দেবতারাও যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র-বর্ষণ করতে লাগলেন।

কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত॥ ৩৪

রাজন্ ! দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তা জানা যাচ্ছিল না। (অর্থাৎ যুদ্ধমত্ত হওয়ায় নিজের এবং অন্যের সকল সৈনিকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলেন)।

দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।
যেন তেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতাঃ॥ ৩৫

তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে দাঁত, লাথি, হাত, শক্তি, তোমর, মুদ্গর ইত্যাদি যা পাচ্ছিলেন, তার দ্বারাই দেবতাদের মারছিলেন।

স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ।
প্রযুদ্ধস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্॥ ৩৬

সেই নিশাচর ভয়ংকর রুদ্রদের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। রুদ্রগণ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন যে, তাঁর শরীরে কোনো স্থানই ক্ষত-চিহ্ন ব্যতীত ছিল না।

বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষরন্নসৃক্।
বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোয়দঃ॥ ৩৭

ক্ষতচিহ্নে জর্জরিত কুম্ভকর্ণের শরীর থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন তাঁকে বজ্র-বিদ্যুৎ-গর্জন যুক্ত জল-বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

ততস্তদ্ রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুদ্ধং সমরুদ্গণৈঃ।
রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা॥ ৩৮

তারপর সেই ঘোর যুদ্ধে রুদ্র ও মরুদ্গণ সেই রাক্ষসসেনাকে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

কেচিদ্ বিনিহতাঃ কৃত্তাশ্চেষ্টন্তি স্ম মহীতলে।
বাহনেষ্বসক্তাশ্চ স্থিতা এবাপরে রণে॥ ৩৯

অনেক নিশাচর মারা যায়, অনেকেই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে এবং বহু রাক্ষস প্রাণহীন অবস্থায় রণভূমিতে নিজ বাহনেই আটকে থাকে।

রথান্ নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা।
শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি॥ ৪০
তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টব্ধাঃ কেচিদুত্থিতাঃ।
দেবৈস্তু শস্ত্রসংভিন্না মম্রিরে চ নিশাচরাঃ॥ ৪১

কিছু রাক্ষস রথ, হাতি, গাধা, উট, সর্প, ঘোড়া, শিশুমার, বরাহ এবং পিশাচমুখ বাহনগুলিকে দুই বাহুতে আঁকড়ে ধরে শেষ হয়ে যায়। বহু রাক্ষস যারা আগে মূর্চ্ছিত হয়েছিল, মূর্চ্ছা দূর হলে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু দেবতাদের অস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যায়।

চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বেষাং রণসম্প্লবঃ।
নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মহীতলে॥ ৪২

এইভাবে যুদ্ধভূমিতে পড়ে থাকা মৃত রাক্ষসদের দেখে যে কোনো জাদু বলে মনে হচ্ছিল।

শোণিতোদকনিষ্পন্দা কাকগৃধ্রসমাকুলা।
প্রবৃত্তা সংযুগমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী॥ ৪৩

যুদ্ধস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হচ্ছিল, যার মধ্যে প্রবাহিত নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রকে গ্রাহ (কুমির) বলে মনে হচ্ছিল। সেই নদীর চারদিকে শকুন এবং কাক ছুটাছুটি করছে।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
নিরীক্ষ্য তু বলং সর্বং দৈবতৈর্বিনিপাতিতম্॥ ৪৪

প্রতাপশালী দশগ্রীব যখন দেখলেন যে, দেবতারা তাঁর সমস্ত সৈনিককে মেরে ফেলেছেন, তখন তাঁর ক্রোধের সীমা থাকল না।

স তং প্রতিবিগাহ্যাশু প্রবৃদ্ধং সৈন্যসাগরম্।

আক্ষিপন্ সমরে নিঘ্নন্ শক্রমেবাভ্যবর্তত॥ ৪৫

তিনি সমুদ্রের মতো বিস্তারিত দেবসেনাদের মধ্যে গিয়ে, (যুদ্ধক্ষেত্রের) মধ্যে দেবতাদের ধরাশায়ী করতে করতে ইন্দ্রের সামনে পৌঁছালেন।

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং বিস্ফার্য সুমহাস্বনম্।
তস্য বিস্ফারনির্ঘোষৈঃ স্তনন্তি স্ম দিশো দশ॥ ৪৬

ইন্দ্র তখন জোরে গর্জনকারী তাঁর বিশাল ধনুকটি টানলেন। সেই টংকার-ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল।

স বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণমূর্ধনি।
পাতয়ামাস স শরান্ পাবকাদিত্যবর্চসঃ॥ ৪৭

সেই বিশাল ধনুক টেনে ইন্দ্র রাবণের মস্তকে অগ্নি ও সূর্যের মতো তেজস্বী বাণ মারলেন।

তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
শক্রং কার্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ৪৮

মহাবাহু নিশাচর দশগ্রীবও সেইভাবে তাঁর ধনুক থেকে বাণ-বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে দিলেন।

প্রযুধ্যতোরথ তয়োর্বাণবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ সর্বং হি তমসা বৃতম্॥ ৪৯

তাঁরা দুজন যখন ঘোর যুদ্ধে তৎপর হয়ে বাণ-বর্ষণ করছিলেন, তখন সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল। কারোরই কাউকে চেনার কোন উপায় ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৮॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ (২৯)

রাবণের দেবসেনার ভিতর দিয়ে নির্গত হওয়া, তাঁকে বন্দী করার জন্য দেবতাদের চেষ্টা, মায়া বিস্তার করে মেঘনাদের ইন্দ্রকে বন্দী করা এবং বিজয়ী হয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন

ততস্তমসি সংজাতে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।
অযুধ্যন্ত বলোন্মত্তাঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্॥ ১

যখন সর্বদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন বলে উন্মত্ত হয়ে এই সকল দেবতা ও রাক্ষস একে অপরকে বধ করার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়।

ততস্তু দেবসৈন্যেন রাক্ষসানাং বৃহদ্ বলম্।
দশাংশং স্থাপিতং যুদ্ধে শেষং নীতং যমক্ষয়ম্॥ ২

সেই সময় দেবসেনাগণের দ্বারা রাক্ষসদের বিশাল সেনাবাহিনীর মাত্র দশ শতাংশই অবশিষ্ট রয়েছিল। বাকী সব রাক্ষসসেনাকে দেবসেনা যমলোকে পৌঁছে দেয়।

তস্মিংস্তু তামসে যুদ্ধে সর্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।
অন্যোন্যং নাভ্যজানন্ত যুধ্যমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধে সমস্ত দেবতা ও রাক্ষস পরস্পরের যুদ্ধে একে-অপরকে চিনতে পারছিল না।

ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিশ্চ মহাবলঃ।
তস্মিংস্তমোজালবৃতে মোহমীযুর্ন তে ত্রয়ঃ॥ ৪

ইন্দ্র, রাবণ এবং রাবণপুত্র মেঘনাদ—এই তিনজনই শুধু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত হননি।

স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ।
ক্রোধমভ্যগমৎ তীব্রং মহানাদং চ মুক্তবান্॥ ৫

রাবণ দেখলেন যে, ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর সমস্ত সেনা মারা গেছে, তখন তাঁর অত্যন্ত ক্রোধ হল এবং তিনি ভয়ানক গর্জন করে উঠলেন।

ক্রোধাৎ সূতং চ দুর্ধর্ষঃ স্যন্দনস্থমুবাচ হ।
পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্॥ ৬

সেই দুর্জয় নিশাচর রথে বসে তাঁর সারথিকে ক্রোধপূর্বক বললেন—'সূত! শত্রুর এই সেনাদল যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, তুমি রথকে তাঁর মধ্যস্থল দিয়ে

নিয়ে যাও।

অদ্যৈতান্ ত্রিদশান্ সর্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়ম্।
নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥ ৭

'আজ আমি নিজ পরাক্রমে নানাপ্রকার অস্ত্রের মুষলাধারায় বর্ষণ করে এই সব দেবতাদের যমলোকে পৌঁছে দেব।

অহমিন্দ্রং বধিষ্যামি ধনদং বরুণং যমম্।
ত্রিদশান্ বিনিহত্যাশু স্বয়ং স্থাস্যাম্যথোপরি॥ ৮

'আমি ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যমকেও বধ করব। সমস্ত দেবতাদের বধ করে আমি স্বয়ং সবার ওপরে অধিষ্ঠান করব।

বিষাদো নৈব কর্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্।
দ্বিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্॥ ৯

'তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। শীঘ্র রথ নিয়ে চলো। আমি তোমাকে পুনরায় বলছি, দেবতাদের সেনা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই পর্যন্ত আমাকে নিয়ে চলো।

অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তাবহে বয়ম্।
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্বতঃ॥ ১০

'এ হল নন্দন বনের এলাকা, এখানে মাত্র আমরা দুজনেই রয়েছি। দেবসৈন্যের বিস্তারের এখান থেকেই আরম্ভ। এখন তুমি আমাকে উদয়াচল পর্যন্ত নিয়ে চলো (নন্দনবন থেকে উদয়াচল পর্যন্ত দেবতাদের সেনা বিস্তৃত ছিল)।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্।
আদিদেশাথ শত্রূণাং মধ্যেনৈব চ সারথিঃ॥ ১১

রাবণের কথা শুনে সারথি মনের মতো গতিসম্পন্ন ঘোড়াগুলিকে শত্রুসৈন্যের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিল।

তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা।
রথস্থঃ সমরস্থস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ১২

সারথির প্রতি রাবণের নির্দেশ অবগত হয়ে রণাঙ্গনে রথে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের বললেন—

সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যৎ তাবন্মম রোচতে।
জীবন্নেব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্॥ ১৩

'দেবগণ ! আমার কথা শোনো ! আমার তো এটাই উপযুক্ত মনে হয় যে, এই নিশাচর দশগ্রীবকে জীবিত অবস্থাতে বন্দী করা হোক।

এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনৌজসা।
গমিষ্যতি প্রবৃদ্ধোর্মিঃ সমুদ্র ইব পর্বণি॥ ১৪

'এই অত্যন্ত বলশালী রাক্ষস বায়ুর ন্যায় বেগবান রথে সেনাদের মধ্য দিয়ে সেইরকমই তীব্রগতিতে এগিয়ে চলবে, যেমন পূর্ণিমার দিন সমুদ্রের তরঙ্গ।

নহ্যেষ হন্তুং শক্যোঽদ্য বরদানাৎ সুনির্ভয়ঃ।
তদ্ গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্তা ভবত সংযুগে॥ ১৫

'একে আজ মারা যাবে না ; কারণ শ্রীব্রহ্মার বরের প্রভাবে সে নির্ভয় হয়ে আছে। সুতরাং আমরা একে ধরে বন্দী করে রাখব। তোমরা সেই চেষ্টাই করো।

যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া।
এবমেতস্য পাপস্য নিরোধো মম রোচতে॥ ১৬

'যেমন রাজা বলির বন্ধনের পর আমি ত্রিলোকের রাজ্য উপভোগ করছি, তেমনই এই পাপী নিশাচরকে বন্দী করা হোক। আমি তেমনই ইচ্ছা করি।'

ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রঃ সংত্যজ্য রাবণম্।
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ন্ রণে॥ ১৭

মহারাজ শ্রীরাম ! এই কথা বলে ইন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিলেন। সমরাঙ্গনের অন্যদিকে গিয়ে তিনি রাক্ষসদের ভীতসন্ত্রস্ত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্তকঃ।
দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ॥ ১৮

যুদ্ধে পশ্চাদ্পদ না হওয়া রাবণ উত্তর দিক থেকে দেবসেনাদের মধ্যে এবং দেবরাজ ইন্দ্র দক্ষিণ দিক থেকে রাক্ষসসেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ১৯

দেবসেনা চারশত ক্রোশ অবধি বিস্তারিত ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ তার মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত দেবসেনাকে বাণবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন।

ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রণষ্টং তু স্বকং বলম্।
ন্যবর্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্॥ ২০

নিজের বিশাল সৈন্য বিনাশ হতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র কোনোপ্রকার ভয় না পেয়ে দশমুখ রাবণের সম্মুখীন

চারদিক দিয়ে ঘিরে তাকে যুদ্ধে বিমুখ করে দিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্॥ ২১

রাবণকে সেই সময় ইন্দ্রের ফাঁদে পড়তে দেখে দানব ও রাক্ষসেরা 'হায় ! আমরা মারা পড়লাম' বলে জোরে জোরে আর্তনাদ করতে লাগল।

ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্॥ ২২

তাই শুনে রাবণপুত্র মেঘনাদ ক্রোধে হতজ্ঞান হয়ে রথে বসে কুপিত হয়ে শত্রুর ভয়ংকর সেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা।
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবৎ॥ ২৩

পূর্বকালে পশুপতি মহাদেবের কাছ থেকে তিনি যে তমোময় মহামায়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাতে প্রবেশ করে তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন এবং অত্যন্ত কুপিত হয়ে শত্রুসেনাতে ঢুকে তাদের মেরে ছত্রভঙ্গ করতে লাগলেন।

স সর্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত।
মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ॥ ২৪

সব দেবতাকে ছেড়ে তিনি ইন্দ্রের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু মহাতেজস্বী ইন্দ্র শত্রুর সেই পুত্রকে দেখতে পেলেন না।

বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ।
ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্যৈর্ন চকার চ কিঞ্চন॥ ২৫

মহাপরাক্রমী দেবতাদের মার খেয়ে যদিও রাবণকুমারের কবচ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তবুও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না।

স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ।
মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ॥ ২৬

তিনি তাঁর সামনে আসা মাতলিকে বাণের আঘাতে ঘায়েল করে বাণের ঝড় তুলে দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছাদিত করলেন।

ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসসর্জ চ সারথিম্।
ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্॥ ২৭

ইন্দ্র তখন রথ ছেড়ে সারথিকে বিদায় করে ঐরাবত হাতিতে চড়ে রাবণকুমারের সন্ধান করতে লাগলেন।

স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ।
ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ॥ ২৮

মেঘনাদ তাঁর মায়ার কারণে অত্যন্ত প্রবল হয়েছিলেন, তিনি অদৃশ্য হয়ে আকাশে বিচরণ করছিলেন এবং ইন্দ্রকে মায়া দ্বারা বিব্রত করে বাণ দিয়ে আক্রমণ করছিলেন।

স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ রাবণিঃ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ॥ ২৯

রাবণকুমার যখন ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তখন তাঁকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে সেনাদের মধ্যে নিয়ে এলেন।

তং তু দৃষ্ট্বা বলাৎ তেন নীয়মানং মহারণাৎ।
মহেন্দ্রমমরাঃ সর্বে কিং নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্॥ ৩০

সেই মহাসমরে মহেন্দ্রকে বলপূর্বক মেঘনাদ দ্বারা নিয়ে যেতে দেখে সমস্ত দেবতা চিন্তা করতে লাগলেন, এবার কী হবে ?

দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বিদ্যাবানপি যেনেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ॥ ৩১

এই যুদ্ধজয়ী মায়াবী অদৃশ্য ছিলেন, তাই তিনি ইন্দ্রকে জয় করতে সফল হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও এই রাক্ষসী মায়া সংহার করার বিদ্যা জানতেন, তবুও এই রাক্ষস মায়ার দ্বারা বলপূর্বক তাঁকে অপহরণ করেছিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্বে সুরগণাস্তদা।
রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৩২

এই সব ভেবে সব দেবতারা রোষে ভরে গেলেন এবং রাবণকে যুদ্ধ থেকে বিমুখ করে তাঁর ওপর বাণের ঝড় বইয়ে দিলেন।

রাবণস্তু সমাসাদ্য আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা।
ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শত্রুভিরর্দিতঃ॥ ৩৩

রাবণ আদিত্যগণ এবং বসুদের সম্মুখীন হয়ে পড়ায় যুদ্ধে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না ; কারণ ইতিপূর্বে শত্রুরা তাঁকে খুবই আহত করে দিয়েছিল।

স তং দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্।

রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেঽদর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্‌॥ ৩৪

মেঘনাদ দেখলেন পিতার শরীর বাণপ্রহারে জর্জর হয়ে গেছে এবং তাঁকে হতাশ মনে হচ্ছে, তখন তিনি অদৃশ্যে থেকেই রাবণকে এইভাবে বললেন—

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম নিবর্ততাম্‌।
জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ॥ ৩৫

'পিতা ! চলে আসুন। এবার আমরা গৃহে চাই। যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমাদের জয় হয়েছে ; সুতরাং আপনি স্বস্থ, নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হোন।

অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।
স গৃহীতো দেববলাদ্‌ ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ॥ ৩৬

'এই যে দেবতাদের সেনা এবং ত্রিলোকের প্রভু ইন্দ্র, এঁকে আমি দেবসেনাদের মধ্যে থেকে বন্দী করে এনেছি। এভাবে আমি দেবতাদের অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছি।

যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্‌ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।
বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্‌॥ ৩৭

'আপনি আপনার শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করে ইচ্ছা অনুসারে ত্রিলোকের রাজ্য ভোগ করুন। এখানে বৃথা শ্রম করে আপনার কী লাভ ? এখন যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই।'

ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্মণঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ॥ ৩৮

মেঘনাদের কথা শুনে সব দেবতা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং ইন্দ্রকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরে গেলেন।

অথ রণবিগতঃ স উত্তমৌজা-
ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।
স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ
সমনুনিশম্য জগাদ চৈব সূনুম্‌॥ ৩৯

সসম্মানে নিবেদিত পুত্রের সেই কথা শুনে মহাবলশালী দেবদ্রোহী এবং সুবিখ্যাত রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন এবং পুত্রকে বললেন—

অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমৈস্ত্বং
মম কুলবংশবিবর্ধনঃ প্রভো।
যদয়মতুল্যবলস্ত্বয়াদ্য বৈ
ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ॥ ৪০

'সামর্থ্যশালী পুত্র ! তোমার বলের অনুরূপ পরাক্রম দেখিয়ে আজ তুমি যে এই অনুপম বলশালী দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করেছ এবং অপর দেবতাদেরও পরাস্ত করেছ, এতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তুমি আমার কুল ও বংশের যশ ও সম্মানবৃদ্ধি করবে।

নয় রথমধিরোপ্য বাসবং
নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃতস্ত্বম্‌।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং
সহ সচিবৈরনুয়ামি হৃষ্টবৎ॥ ৪১

'পুত্র ! ইন্দ্রকে রথে তুলে সৈন্যসহ এখান থেকে লঙ্কাপুরী চলো। আমিও আমাদের মন্ত্রীদের নিয়ে শীঘ্রই প্রসন্নতা সহকারে তোমার পিছন পিছন আসছি'।

অথ স বলবৃতঃ সবাহন-
স্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমধিগম্য বীর্যবান্‌
কৃতসমরান্‌ বিসসর্জ রাক্ষসান্‌॥ ৪২

পিতার আদেশ পেয়ে পরাক্রমী রাবণকুমার মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে সেনাসহ নিজের নিবাসস্থলে চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি যুদ্ধে সাহায্যকারী নিশাচরদের বিদায় জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩০)

শ্রীব্রহ্মার ইন্দ্রজিৎকে বরপ্রদান করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা এবং তাঁর পূর্বকৃত পাপের স্মরণ করিয়ে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলা, সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা॥ ১

রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন অতি বলশালী ইন্দ্রকে পরাজিত করে নিয়ে যান, তখন সব দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করে লঙ্কায় পৌঁছান।

তত্র রাবণমাসাদ্য পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্।
অব্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্বং প্রজাপতিঃ॥ ২

শ্রীব্রহ্মা আকাশে দাঁড়িয়েই পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে উপবিষ্ট রাবণের কাছে গিয়ে কোমল বাক্যে তাঁকে বলতে লাগলেন।

বৎস রাবণ তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে।
অহোঽস্য বিক্রমৌদার্যং তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা॥ ৩

'বৎস রাবণ ! যুদ্ধে তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আহা ! তার এমন পরাক্রম তোমারই সমান, বা তোমার থেকেও অধিক।

জিতং হি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে॥ ৪

'তুমি তোমার তেজে সমস্ত ত্রিলোক জয় করেছ এবং তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে। এজন্য পুত্রসহ তোমার ওপর আমি অত্যন্ত প্রসন্ন।

অয়ং চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ৫

'রাবণ তোমার এই পুত্র অত্যন্ত বলশালী এবং পরাক্রমী। আজ থেকে এই জগতে সে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হবে।

বলবান্ দুর্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ।
যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে॥ ৬

'রাজন্ ! এই রাক্ষস অত্যন্ত বলবান ও দুর্জয়, যার সহায়তায় তুমি সমস্ত দেবতাদের নিজের অধীন করে রেখেছ।

তন্মুচ্যতাং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
কিং চাস্য মোক্ষণার্থায় প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ॥ ৭

'মহাবাহো ! এখন তুমি পাকশাসন ইন্দ্রকে ছেড়ে দাও আর বলো—এর পরিবর্তে দেবতারা তোমায় কী দেবে'।

অথাব্রবীন্মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অমরত্বমহং দেব বৃণে যদ্যেষ মুচ্যতে॥ ৮

যুদ্ধবিজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তখন নিজেই বললেন—'দেব ! যদি ইন্দ্রকে ছাড়তে হয়, তাহলে এর পরিবর্তে আমি অমরত্ব লাভ করতে চাই'।

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা মেঘনাদং প্রজাপতিঃ।
নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভুবি॥ ৯
চতুষ্পদাং খেচরাণামন্যেষাং চ মহৌজসাম্।

তাঁর কথা শুনে মহাতেজস্বী প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা মেঘনাদকে বললেন—'পুত্র ! এই পৃথিবীতে পক্ষী, চতুষ্পদ প্রাণী এবং মহাতেজস্বী মানুষ ইত্যাদি প্রাণীদের মধ্যে কেউই চিরকাল অমর থাকতে পারে না'।

শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভুণাব্যয়ম্॥ ১০
অথাব্রবীৎ স তত্রস্থং মেঘনাদো মহাবলঃ।

ভগবান ব্রহ্মা কথিত এই বাক্য শুনে ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ সেখানে দণ্ডায়মান অবিনাশী ব্রহ্মাকে তখন বললেন—

শ্রূয়তাং যা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে॥ ১১
মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্মন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্।
সংগ্রামমবতর্তুং চ শত্রুনির্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১২
অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেৎ তু বিভাবসোঃ।
তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ॥ ১৩

'ভগবন্ ! (যদি অমরত্ব প্রাপ্তি সর্বতোভাবে অসম্ভব হয়) তাহলে, ইন্দ্রকে মুক্ত করার পরিবর্তে আমার যে দ্বিতীয় শর্ত আছে, —যে দ্বিতীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত করা আমার অভীষ্ট, তা শুনুন। আমার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য এই নিয়ম হোক যে, আমি যখন শত্রু জয়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রামে যাব এবং মন্ত্রঃপূত হব্য দ্বারা আহুতি করে অগ্নিদেবের পূজা করব, তখন অগ্নি থেকে আমার জন্য যেন এমন এক রথ প্রকটিত হয়, যা অশ্ব দ্বারা চালিত হবে এবং যতক্ষণ আমি তাতে আরূঢ় থাকব, ততক্ষণ যেন কেউ আমাকে মারতে না পারে, এই হল আমার সুচিন্তিত বর।

তস্মিন্ যদ্যসমাপ্তে চ জপ্যহোমে বিভাবসৌ।

যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্ বিনাশনম্॥ ১৪

'যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাধিত জপ ও হোম পূর্ণ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই, তাহলে যেন আমার বিনাশ হয়।

সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্।
বিক্রমেণ ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্তিতম্॥ ১৫

'দেব ! সকলে তপস্যা করে অমরত্ব প্রাপ্ত করেন ; কিন্তু আমি পরাক্রমদ্বারা এই অমরত্ব বরণ করেছি'।

এবমস্ত্বিতি তং চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ॥ ১৬

একথা শুনে ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন —'এবমস্তু (তাই হোক)'। তারপর ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্ত করে দিলেন এবং সমস্ত দেবতা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ॥ ১৭

শ্রীরাম ! সেই সময় ইন্দ্রের দেবোচিত তেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি দুঃখিত চিত্তে নিজের পরাজয়ের কারণ চিন্তা করতে লাগলেন।

তং তু দৃষ্ট্বা তথা ভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।
শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্॥ ১৮

ভগবান ব্রহ্মা তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন —'শতক্রতো ! যদি আজ তোমার এই অপমানে শোক ও দুঃখ হয়ে থাকে, তাহলে বলো পূর্বকালে তুমি অত্যন্ত গর্হিত দুষ্কর্ম কেন করেছিলে ?

অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ॥ ১৯

'প্রভো দেবরাজ ! পূর্বে আমি বুদ্ধিপূর্বক যে প্রজাদের সৃষ্টি করেছিলাম, তাদের সবাকার অঙ্গকান্তি, ভাষা, রূপ এবং অবস্থা সব এক প্রকারেরই ছিল।

তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥ ২০

'তাদের রূপ ও রংয়ে পরস্পরের কোনো বিশেষত্ব ছিল না। তখন আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাদের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আনার জন্য চিন্তা করছি।

সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্মমে।
যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তৎ তদুদ্ধৃতম্॥ ২১

'ভেবে-চিন্তে এই সব প্রজাদের থেকে বিশিষ্ট প্রজা উৎপন্ন করার জন্য আমি এক নারীর সৃষ্টি করেছি। প্রজাদের প্রত্যেক অঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য—সারভূত সৌন্দর্য ছিল, তা আমি তাদের অঙ্গে প্রকট করি।

ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ॥ ২২
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥ ২৩

'যে অপূর্ব রূপ-গুণ সম্বলিত নারীকে আমি নির্মিত করেছি, তার নাম অহল্যা। এই জগতে কুরূপতাকে বলা হয় হল, তার থেকে যে নিন্দনীয়তা প্রকট হয়, তার নাম হল্য। যে নারীর মধ্যে হল্য (নিন্দনীয় রূপ) না থাকে, তাকে অহল্যা বলা হয় ; তাই এই নবনির্মিত নারী অহল্যা নামে বিখ্যাত। আমিই তার নাম রেখেছি অহল্যা।

নির্মিতায়াং চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ॥ ২৪

'দেবেন্দ্র ! সুরশ্রেষ্ঠ ! এই নারী যখন নির্মিত হয়ে গিয়েছে, তখন আমার মনে এই চিন্তা হল যে, এ কার পত্নী হবে ?

ত্বং তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর॥ ২৫

'প্রভো ! পুরন্দর ! দেবেন্দ্র ! সেই দিন তুমি নিজের স্থান ও পদের শ্রেষ্ঠতার জন্য আমার অনুমতি ব্যতীতই মনে করেছিলে যে, এ (অহল্যা) আমারই পত্নী হবে।

সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ॥ ২৬

'আমি গচ্ছিত রূপে ওই কন্যাকে মহর্ষি গৌতমের হাতে সমর্পণ করেছি। সে বহুবছর ধরে ওখানে ছিল। পরে গৌতম তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিং চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা॥ ২৭

'মহামুনি গৌতমের এই মহা স্থৈর্য (ইন্দ্রিয় সংযম) এবং তপস্যা বিষয়ক সিদ্ধি জেনে, আমি সেই কন্যাকে পুনরায় তাকে পত্নীরূপে তাকে দিয়ে দিয়েছি।

স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।
আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া॥ ২৮

'ধর্মাত্মা মহামুনি গৌতম সুখপূর্বক তাঁর সঙ্গে বাস করছেন। যখন অহল্যাকে গৌতমের কাছে সমর্পণ করি,

দেবতারা হতাশ হন।

ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংস্ত্বং তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ ২৯

'তোমার ক্রোধের তো কোনো সীমা ছিল না। তোমার মন কামের অধীন হয়ে গিয়েছিল ; তাই তুমি মুনির আশ্রমে গিয়ে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত সেই দিব্য সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে ছিলে।

সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্তেন সমন্যুনা।
দৃষ্টস্ত্বং স তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা॥ ৩০

'ইন্দ্র ! তুমি কুপিত ও কামপীড়িত হয়ে তার সঙ্গে বলাৎকার করেছ। সেই সময় মহর্ষি তোমাকে আশ্রমে দেখতে পান।

ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্যয়ম্॥ ৩১

'দেবেন্দ্র ! ফলে সেই পরম তেজস্বী মহর্ষির অত্যন্ত ক্রোধ হয় এবং তিনি তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। সেই শাপের কারণেই তোমাকে এই বিপরীত দশায় পড়তে হয়েছে, শত্রুর হাতে বন্দী হতে হয়েছে।

যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ।
তস্মাৎ ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি॥ ৩২

'তিনি শাপ দিয়ে বললেন—'বাসব ! শক্র ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পত্নীর সঙ্গে বলাৎকার করেছে ; তাই তুমি যুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দীদশা প্রাপ্ত হবে।

অয়ং তু ভাবো দুর্বুদ্ধে যস্ত্বয়েহ প্রবর্তিতঃ।
মানুষেষ্বপি লোকেষু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৩

'দুর্বুদ্ধে ! তোমার মতো রাজার দোষের ফলে মনুষ্যলোকেও এই জার-ভাব প্রচলিত হবে। তুমি স্বয়ং এরই সূত্রপাত করেছ ; এতে কোনো সংশয় নেই।

তত্রার্ধং তস্য যঃ কর্তা ত্বয্যর্ধং নিপতিষ্যতি।
ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৪

'যে ব্যক্তি জার-ভাবে পাপাচার করবে, সেই পুরুষের ওপর সেই পাপের অর্ধেক ভাগ বর্তাবে আর অর্ধেক বর্তাবে তোমার ওপর ; কারণ তুমিই এই পাপের প্রবর্তক। নিঃসন্দেহে তোমার এই পদ স্থায়ী হবে না।

যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্ ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি।
এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ॥ ৩৫

'এই দেবরাজ পদে যে ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত হবে, সে এই পদে স্থায়ী হবে না। এই অভিশাপ আমি ইন্দ্রমাত্রের জন্যই দিয়ে দিয়েছি।' মুনি এই কথা তোমাকে বলেছেন।

তাং তু ভার্যাং সুনির্ভর্ৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ॥ ৩৬
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাৎ ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাদ্ রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যতি॥ ৩৭

'পরে সেই মহাতপস্বী মুনি তাঁর পত্নীকে শাসন করে ধমক দিয়ে বললেন—'দুষ্ট ! তুমি আমার আশ্রমের কাছেই অদৃশ্য হয়ে থাকো এবং তোমার রূপ-সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাক। রূপ ও যৌবন সম্পন্ন হয়েও তুমি মর্যাদাতে স্থির থাকতে পারোনি, তাই এখন ভূলোকে তুমি একাই রূপবতী থাকবে না (বহু রূপবতী নারী জন্ম নেবে)।

রূপং চ তে প্রজাঃ সর্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যৎ তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ॥ ৩৮

'যে রূপ-সৌন্দর্যের জন্য ইন্দ্রের মনে এই কামবিকার উৎপন্ন হয়েছিল, তোমার সেই রূপ-সৌন্দর্য সমস্ত প্রজাই লাভ করবে ; এতে কোনো সংশয় নেই।'

তদাপ্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা।
সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা॥ ৩৯
অজ্ঞানাদ্ ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ৪০

'তখন থেকে অধিকাংশ প্রজা রূপবতী হতে থাকে। অহল্যা তখন বিনীত বচনে মহর্ষি গৌতমকে প্রসন্ন করে বলেন— 'বিপ্রবর ! ব্রহ্মর্ষে ! দেবরাজ আপনার রূপধারণ করে আমাকে কলঙ্কিত করেছেন। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তাই আমি না জেনে এই অপরাধ করে ফেলেছি, স্বেচ্ছাচারবশতঃ নয়। সেইজন্য আমার উপর অনুগ্রহ করুন।'

অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ।
উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥ ৪১
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপয়াস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥ ৪২
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৪৩

একথা বলায় গৌতম উত্তর দিলেন—'ভদ্রে ! ইক্ষ্বাকু বংশে এক মহাতেজস্বী মহারথী বীর অবতার হবেন, যিনি জগতে শ্রীরাম নামে বিখ্যাত হবেন। মহাবাহু শ্রীরামরূপে

সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুই মনুষ্য-দেহ ধারণ করে প্রকটিত হবেন। তিনি ব্রাহ্মণের (বিশ্বামিত্র আদির) কার্যে তপোবনে পদার্পণ করবেন। তুমি যখন তাঁকে দর্শন করবে, তখনই পবিত্র হয়ে যাবে। তুমি যে পাপ করেছ, তিনিই তোমাকে সেই পাপ থেকে পবিত্র করতে পারবেন।

তস্যাতিথ্যং চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্ধং তদা হি বরবর্ণিনি॥ ৪৪

'বরবর্ণিনি ! তাঁকে আতিথ্য-সৎকার করে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে আর আমার সঙ্গেই থাকবে।'

এবমুক্ত্বা তু বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।
তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৪৫

একথা বলে ব্রহ্মর্ষি গৌতম তাঁর আশ্রমের ভেতর এলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদী মুনির পত্নী অহল্যা কঠোর তপস্যায় রত হলেন।

শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্বমুপস্থিতম্।
তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যৎ ত্বয়া কৃতম্॥ ৪৬

'মহাবাহো ! সেই ব্রহ্মর্ষি গৌতম শাপ দেওয়ার ফলেই তোমার ওপর এই সব সংকট উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং তুমি যে পাপ করেছ, তা স্মরণ করো।

তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নান্যেন বাসব।
শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ॥ ৪৭

'বাসব ! সেই শাপের জন্যই তুমি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয়। সুতরাং এখন একাগ্র চিত্তে শীঘ্রই বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো।

পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ।
পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে॥ ৪৮
নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্যকেণ মহোদধৌ।

'দেবেন্দ্র ! এই যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হয়ে তুমি পুনরায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত করবে। তোমার পুত্র জয়ন্ত এই মহাসমরে মারা যায়নি। তার (দাদু) পুলোমা তাকে মহাসাগরে নিয়ে গেছেন। এখন সে তাঁর কাছেই আছে।'

এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু যজ্ঞমিষ্ট্বা চ বৈষ্ণবম্॥ ৪৯
পুনস্ত্রিদিবমাক্রামদন্বশাসচ্চ দেবরাট্।

শ্রীব্রহ্মার কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে দেবরাজ স্বর্গলোকে গেলেন এবং দেবরাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

এতদিন্দ্রজিতো নাম বলং যৎ কীর্তিতং ময়া॥ ৫০
নির্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ।

রঘুনন্দন ! এই হল ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের বল, যা আমি আপনাকে বর্ণনা করলাম। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করে নিয়েছিলেন ; অন্য প্রাণীদের কথা আর কী বলার আছে।

আশ্চর্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চাব্রবীৎ তদা॥ ৫১
অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদা।

অগস্ত্যের কথা শুনে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বলে উঠলেন—'আশ্চর্য।' সেই সঙ্গে বানর ও রাক্ষসেরাও এই কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়।

বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫২
আশ্চর্যং স্মারিতোঽস্ম্যদ্য যৎ তদ্ দৃষ্টং পুরাতনম্।

তখন শ্রীরামের পাশে উপবিষ্ট বিভীষণ বললেন—'আমি পূর্বে যে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিলাম, আজ মহর্ষি তার স্মরণ করালেন।'

অগস্ত্যং ত্বব্রবীদ্ রামঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতং চ মে॥ ৫৩
এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥ ৫৪

শ্রীরামচন্দ্র তখন অগস্ত্যমুনিকে বললেন— 'আপনার কথা সত্য। আমিও বিভীষণের মুখে এই কথা শুনেছি।' তখন শ্রীঅগস্ত্য বললেন—'শ্রীরাম ! এইভাবে পুত্রসহ রাবণ সমস্ত জগতের জন্য কণ্টকরূপ ছিলেন, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ (৩১)

রাবণের মাহিষ্মতীপুরে গমন এবং সেখানের রাজা অর্জুনকে না পেয়ে মন্ত্রীগণসহ বিন্ধ্যগিরির কাছে নর্মদাতে স্নান করে ভগবান শিবের আরাধনা করা

ততো রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেব হি।
উবাচ প্রণতো বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥ ১

তারপর মহাতেজস্বী শ্রীরাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করে পুনরায় বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদাপ্রভৃতি মেদিনীম্।
পর্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম॥ ২

'ভগবন্ ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ক্রূর নিশাচর রাবণ যখন পৃথিবীকে জয় করে বিচরণ করছিলেন, সেইসময় কি তখনকার সকল ব্যক্তিই শৌর্য-সম্বন্ধীয় গুণশূন্য ছিলেন ?

রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।
ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩

'সেই সময় কি কোনো ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের অতিরিক্ত অধিক শক্তিশালী রাজা ছিলেন না, যার জন্য এই ভূতলে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত অপমানিত হতে হয়নি ?

উতাহো হতবীর্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
বহিষ্কৃতা বরাস্ত্রৈশ্চ বহবো নির্জিতা নৃপাঃ॥ ৪

'অথবা তখনকার সকল রাজাই পরাক্রমশূন্য বা অস্ত্রজ্ঞানহীন ছিলেন, যারজন্য সেই সব বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ভূপালেদের রাবণের কাছে পরাস্ত হতে হয়েছিল।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্॥ ৫

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে ভগবান অগস্ত্যমুনি অট্টহাস্য করে উঠলেন এবং শ্রীব্রহ্মা যেমন শ্রীমহাদেবকে বলেছিলেন, সেইভাবে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—

ইত্যেবং বাধমানস্তু পার্থিবান্ পার্থিবর্ষভ।
চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে॥ ৬

'পৃথিবীনাথ ! ভূপালশিরোমণি ! শ্রীরাম ! এইভাবে সমস্ত রাজাদের কষ্ট দিয়ে এবং পরাজিত করে রাবণ এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্।
সম্প্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং সদাসীদ্ বসুরেতসঃ॥ ৭

'বিচরণ করতে করতে তিনি স্বর্গপুরী অমরাবতীর মতো সুশোভিত মাহিষ্মতী নামক নগরীতে গিয়ে পৌঁছালেন, যেখানে অগ্নিদেব সর্বদা বিরাজ করেন।

তুল্য আসীন্নৃপস্তস্য প্রভাবাদ্ বসুরেতসঃ।
অর্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশয়ঃ সদা॥ ৮

'অগ্নিদেবের প্রভাবেই সেখানে অগ্নির সমান তেজস্বী অর্জুন নামক এক রাজা রাজ্য করতেন, যাঁর রাজ্য কালে কুশাস্তরণ যুক্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্বদা অগ্নিদেব বাস করতেন।

তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্বলী।
অর্জুনো নর্মদাং রন্তুং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ॥ ৯

'রাবণ যেদিন সেখানে পৌঁছালেন, সেই দিন বলবান হৈহয়রাজ রাজা অর্জুন তাঁর পত্নীর সঙ্গে নর্মদা নদীতে জল-ক্রীড়া করতে চলে গিয়েছিলেন।

তমেব দিবসং সোঽথ রাবণস্তত্র আগতঃ।
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত॥ ১০

'সেই দিনই রাবণ মাহিষ্মতীপুরে আসেন এবং রাবণ রাজার মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন—

ক্বার্জুনো নৃপতিঃ শীঘ্রং সম্যগাখ্যাতুমর্হথ।
রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধেপ্সুর্নৃবরেণ হ॥ ১১

'মন্ত্রীগণ ! শীঘ্র এবং ঠিক করে বলো, রাজা অর্জুন কোথায় ? আমি রাবণ, তোমাদের মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এখানে এসেছি।

মমাগমনমপ্যগ্রে যুষ্মাভিঃ সন্নিবেদ্যতাম্।
ইত্যেবং রাবণেনোক্তাস্তেঽমাত্যাঃ সুবিপশ্চিতঃ॥ ১২
অব্রুবন্ রাক্ষসপতিমসান্নিধ্যং মহীপতেঃ।

'তোমরা গিয়ে তাঁকে আমার আগমনের সংবাদ দিয়ে দাও।' রাবণ একথা বলায় রাজার বিদ্বান মন্ত্রীগণ রাক্ষসরাজকে জানালেন যে, তাঁদের মহারাজ সেই সময় রাজধানীতে নেই।

শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনং গতম্॥ ১৩
অপসৃত্যাগতো বিন্ধ্যং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্।

'পুরবাসীদের কাছে রাজা অর্জুনের বাইরে যাওয়ার কথা শুনে বিশ্রবার পুত্র রাবণ সেখান থেকে হিমালয়ের মতো বিশাল বিন্ধ্যগিরিতে এলেন।

স তমভ্রমিবাবিষ্টমুদ্‌ভ্রান্তমিব মেদিনীম্॥ ১৪
অপশ্যদ্ রাবণো বিন্ধ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্।
সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্॥ ১৫

'সেটি এতো উঁচু ছিল যে মনে হতো তার শিখর মেঘের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সেই পর্বত পৃথিবী ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে। মনে হতো বিন্ধ্যের গগনচুম্বী শিখর আকাশে রেখা আঁকছে। রাবণ সেই মহাশৈলকে দেখলেন, সেটি সহস্র শৃঙ্গে সুশোভিত ছিল এবং তার গুহায় সিংহ নিবাস করত।

প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ।
দেবদানবগন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোভিঃ সকিন্নরৈঃ॥ ১৬
স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্।

'তার সর্বোচ্চ শিখরের তট থেকে যে শীতল জল ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যেন সেই পর্বত অট্টহাস করছে। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর — সকলে নিজ নিজ পত্নী এবং অপ্সরাদের সঙ্গে সেখানে ক্রীড়া করছিলেন। সেই অতি-উচ্চ পর্বত নিজ সুগম্য সুষমায় স্বর্গের মতো সুশোভিত হচ্ছিল।

নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্॥ ১৭
ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিতবৎসন্নিভং গিরিম্॥ ১৮

'স্ফটিকের ন্যায় নির্মল জলের স্রোতের ফলে সেই বিন্ধ্যগিরি লেলিহান জিভযুক্ত ফণায়সমৃদ্ধ শেষনাগের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। অত্যন্ত উচ্চতার জন্য মনে হতো তা যেন উর্ধ্বলোকে যাচ্ছে। হিমালয়ের সমান বিশাল ও বিস্তৃত বিন্ধ্যগিরি অনেক গুহায় সমৃদ্ধ ছিল।

পশ্যমানস্ততো বিন্ধ্যং রাবণো নর্মদাং যযৌ।
চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্॥ ১৯
মহিষৈঃ সৃমরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ।
উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্॥ ২০

'বিন্ধ্যাচলের শোভা দেখতে দেখতে রাবণ পুণ্যসলিলা নর্মদা নদীতীরে গেলেন, যাতে শিলাখণ্ডযুক্ত জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই নদী পশ্চিম সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। গরমে তৃষ্ণার্ত মহিষ, হরিণ, সিংহ, বাঘ, কুমীর, গজরাজ জলপানের দ্বারা সেই জলাশয়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল।

চক্রবাকৈঃ সকারণ্ডৈঃ সহংসজলকুক্কুটৈঃ।
সারসৈশ্চ সদা মত্তৈঃ কূজদ্ভিঃ সুসমাবৃতাম্॥ ২১

'সর্বদা কোলাহলকারী চক্রবাক, কারণ্ডব, হাঁস, জলকুক্কুট এবং সারস ইত্যাদি জলপক্ষী নর্মদার জলে ছেয়ে ছিল।

ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্॥ ২২
পুষ্পরেণ্বনুলিপ্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্।
জলাবগাহসুস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্॥ ২৩
পুষ্পকাদবরুহ্যাশু নর্মদাং সরিতাং বরাম্।
ইষ্টামিব বরাং নারীমবগাহ্য দশাননঃ॥ ২৪
স তস্যাঃ পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতে।
উপোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সার্ধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ২৫

'নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্মদা পরম সুন্দরী প্রিয়তমা নারীর মতো প্রতীত হচ্ছিল। প্রস্ফুটিত তটবর্তী বৃক্ষসমূহ যেন তার অলংকার। চক্রবাকের জুড়ি তার দুই স্তনের স্থান নিয়েছিল। উচ্চ ও বিস্তৃত পুলিন নিতম্বের মতো দেখাচ্ছিল। হংসের পংক্তি মোতি নির্মিত মেখলার মতো শোভা দিচ্ছিল। পুষ্পের পরাগ অঙ্গসজ্জা হয়ে তার অঙ্গে অঙ্গে মেখেছিল। জলের উজ্জ্বল ফেনা স্বচ্ছ, সুন্দর, শ্বেত শাড়ির কাজ করছিল। জলে গতি আনাই তার সুখদায়ক সংস্পর্শ ছিল এবং প্রস্ফুটিত কমল মনে হচ্ছিল যেন তার নয়ন। রাক্ষস শিরোমণি রাবণ শীঘ্রই পুষ্পকবিমান থেকে নেমে নর্মদার জলে ডুব দিলেন। তারপর বাইরে এসে নানা মুনি পরিবৃত সেই রমণীয় তটে মন্ত্রীদের সাথে উপবেশন করলেন।

প্রখ্যায় নর্মদাং সোঽথ গঙ্গেয়মিতি রাবণঃ।
নর্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননঃ॥ ২৬

'এ সাক্ষাৎ গঙ্গা' এই বলে দশানন রাবণ নর্মদার প্রশংসা করলেন এবং তা দর্শন করে আনন্দ অনুভব

করলেন।

উবাচ সচিবাংস্তত্র সলীলং শুকসারণৌ।
এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্॥ ২৭
তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ।

'তারপর তিনি সেখানে শুক, সারণ এবং অন্য মন্ত্রীদের লীলাচ্ছলে বললেন— 'এই সূর্যদেব নিজের সহস্র কিরণদ্বারা সমস্ত জগৎকে যেন কাঞ্চনময় করে প্রচণ্ড তাপে এখন আকাশের মধ্যভাগে বিরাজ করছে।

মামাসীনং বিদিত্বৈব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ॥ ২৮
নর্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ।
মদ্ভয়াদনিলো হ্যেষ বাত্যসৌ সুসমাহিতঃ॥ ২৯

'কিন্তু আমি এখানে বসে আছি জেনে চাঁদের মতো শীতল, সুগন্ধপূর্ণ এবং শ্রমনাশক হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মন্দ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

ইয়ং বাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্মদা নর্মবর্ধিনী।
নক্রমীনবিহঙ্গোর্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা॥ ৩০

'নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই নর্মদা নদীও ক্রীড়ারস ও প্রীতি বর্ধন করছে। এর জলস্রোতে কুমীর, মৎস্য এবং জলপক্ষী ক্রীড়া করছে এবং তাদের ভয়ভীত নারীর মতো দেখাচ্ছে।

ভবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি।
চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥ ৩১

'তোমরা রণক্ষেত্রে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী নৃপতিদের দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্রে আহত হয়েছ এবং রক্তে এমনভাবে প্লাবিত হয়েছ, যেন মনে হচ্ছে তোমাদের অঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করা হয়েছে।

তে যূয়মবগাহধ্বং নর্মদাং শর্মদাং শুভাম্।
সার্বভৌমমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ॥ ৩২

'অতএব তোমরা সকলে এই সুখপ্রদায়িনী মঙ্গলকারিণী নর্মদা নদীতে স্নান করে এসো। ঠিক তেমনভাবে, যেমনভাবে সার্বভৌম আদি মহাদিগ্‌গজগণ বিজয়ী হয়ে গঙ্গায় অবগাহন করেন।

অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মনো বিপ্রমোক্ষ্যথ।
অহমপ্যদ্য পুলিনে শরদিন্দুসমপ্রভে॥ ৩৩
পুষ্পোপহারং শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দিনঃ।

'এই মহানদীতে স্নান করলে তোমরা পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমিও আজ শরৎ-ঋতুর চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল নর্মদার তীরে জটাজুটধারী মহাদেবকে ধীরে-সুস্থে ফুল সমর্পণ করব।'

রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ॥ ৩৪
সমহোদরধূম্রাক্ষা নর্মদাং বিজগাহিরে।

রাবণ এই কথা বলায় প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ নর্মদা নদীতে স্নান করলেন।

রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা নর্মদা নদী॥ ৩৫
বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ।

'রাক্ষসরাজের সেনার হাতিরা নর্মদা নদীতে নেমে নদীর জলকে এমনভাবে মন্থন করলেন, যেন বামন, অঞ্জন, পদ্ম ইত্যাদি বিশাল দিগ্‌গজেরা গঙ্গার জলকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়েছে।

ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্মদায়াং মহাবলাঃ॥ ৩৬
উত্তীর্য পুষ্পাণ্যাজহ্রুর্বল্যর্থং রাবণস্য তু।

'তারপর মহাবলী রাক্ষসেরা গঙ্গাস্নান করে বেরিয়ে এলেন এবং রাবণের শিবপূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করতে লাগলেন।

নর্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে॥ ৩৭
রাক্ষসৈস্তু মুহূর্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ।

'শ্বেত মেঘের ন্যায় শুভ্র মনোরম নর্মদাতীরে সেই রাক্ষসেরা ক্ষণিকের মধ্যেই ফুলের পাহাড় বানিয়ে দিলেন।

পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩৮
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ।

'এইভাবে পুষ্পচয়ন হয়ে গেলে রাক্ষসরাজ রাবণ স্নান করতে নর্মদা নদীতে নামলেন, যেন কোন মহান গজরাজ গঙ্গাস্নানে এলেন।

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্॥ ৩৯
নর্মদাসলিলাৎ তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ।

'বিধিপূর্বক স্নান করে রাবণ উত্তম মন্ত্র জপ করলেন। তারপর তিনি জল থেকে বার হলেন।

ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতঃ॥ ৪০
রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমন্বয়ুঃ সর্বরাক্ষসাঃ।
তদ্গতীবশমাপন্না মূর্তিমন্ত ইবাচলাঃ॥ ৪১

'তিনি ভিজে কাপড় ছেড়ে শ্বেত বস্ত্র পরলেন।

তারপর হাত জোড় করে মহাদেবের পূজা করতে এগোলেন। তখন সমস্ত রাক্ষসও তাঁর পিছু ধরলেন, যেন মূর্তিমান পর্বত নিজের গতির অধীন করে সবাইকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে॥ ৪২

'রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানেই যেতেন, সেখানেই এক সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥ ৪৩

'বালির বেদীতে সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করে তিনি চন্দন ও অমৃতসম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁর পূজা করলেন।

ততঃ সতামার্তিহরং পরং বরং বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্।
সমর্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ প্রসার্য হস্তান্ প্রণনর্ত চাগ্রতঃ॥ ৪৪

'যিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রকিরণকে গহনারূপে ধারণ করেন, যিনি সৎপুরুষদের পীড়া হরণ করেন এবং ভক্তদের মনোবাঞ্ছিত বরপ্রদান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট দেবতা ভগবান শংকরকে ভালোভাবে পূজা করে সেই নিশাচর তাঁর সম্মুখে হাত তুলে নাচ-গান করতে লাগলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩২)

অর্জুনের বাহু দ্বারা নর্মদার প্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়া, রাবণের পুষ্পহার প্রবাহিত হয়ে যাওয়া, পরে রাবণ আদি নিশাচরদের অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং অর্জুনের রাবণকে বন্দী করে নিজের নগরে নিয়ে যাওয়া

নর্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স দারুণঃ।
পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্ দেশাদদূরতঃ॥ ১
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে সহ নারীভির্নর্মদাতোয়মাশ্রিতঃ॥ ২

নর্মদাতীরে রাক্ষসরাজ রাবণ যেখানে মহাদবেকে পুষ্প অর্পণ করছিলেন, তার কিছুদূরে বিজয়ী বীর এবং শ্রেষ্ঠ মাহিষ্মতীপুরের শক্তিশালী রাজা অর্জুন তাঁর পত্নীদের সঙ্গে নর্মদানদীতে জলক্রীড়া করছিলেন।

তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ চ তদার্জুনঃ।
করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ॥ ৩

সেই সুন্দরীদের মধ্যে বিরাজমান রাজা অর্জুন সহস্র হস্তিনীর মধ্যভাগে স্থিত গজরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্।
রুরোধ নর্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ৪

অর্জুনের সহস্র বাহু ছিল। তিনি তাঁর বলকে পরখ করার জন্য তাঁর বহু সংখ্যক বাহু দিয়ে নর্মদার বেগ রুদ্ধ করলেন।

কার্তবীর্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্মলম্।
কূলোপহারং কুর্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবতি॥ ৫

কৃতবীর্য-পুত্র অর্জুনের হস্ত দ্বারা রুদ্ধ নর্মদার সেই নির্মল জল ; তীরে পূজা করতে থাকা রাবণের কাছে পৌঁছে উলটো পথে প্রবাহিত হতে লাগল।

সমীননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ।
স নর্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্‌কাল ইবাবভৌ॥ ৬

নর্মদার জলের বেগ মৎস্য, নক্র, কুমীর, ফুল এবং কুশাস্তরণের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাতে বর্ষাকালের মতো বান এসে গেল।

স বেগঃ কার্তবীর্যেণ সম্প্রেষিত ইবাম্ভসঃ।
পুষ্পোপহারং সকলং রাবণস্য জহার হ॥ ৭

জলের সেই বেগ, যাকে কার্তবীর্য অর্জুনেরই প্রেরিত বলা যায়, রাবণের সমস্ত পুষ্প ইত্যাদি ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

রাবণোঽর্ধসমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা।
নর্মদাং পশ্যতে কান্তাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্॥ ৮

রাবণের পূজার কার্য তখন মাত্র অর্ধেকেই সমাপন হয়েছিল, সেই অবস্থায় তিনি তা ছেড়ে কমনীয় কান্তিসম্পন্না প্রতিকূল প্রেয়সীর মতো নর্মদার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্।
বর্ধমানমসৌ বেগং পূর্বামাশাং প্রবিশ্য তু॥ ৯

পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত সেই জলস্রোতকে তিনি পূর্ব দিকে প্রবেশ করে বাড়তে দেখলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রে জোয়ার এসে গেছে।

ততোঽনুদ্ভ্রান্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্।
নির্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্ রাবণো নদীম্॥ ১০

তার ফলে তটবর্তী বৃক্ষে বাসকারী পাখিদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। নদী তার পরম উত্তম স্বাভাবিক গতিতে আগের মতোই স্বচ্ছ এবং নির্মল রূপে ছিল। বর্ষাকালীন বাণের সময় জলে যে মালিন্য বা বিকার দেখা যায়, এই সময় তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। রাবণ এই নদীকে বিকারশূন্য হৃদয়সম্পন্না নারীর মতো দেখেছিলেন।

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা হ্যশব্দাস্যো দশাননঃ।
বেগপ্রভবমন্বেষ্টুং সোঽদিশচ্ছুকসারণৌ॥ ১১

তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বার হল না। তিনি মৌনব্রত রক্ষার জন্য কথা না বলে ডান হাতের আঙুলের সঙ্কেতে শুক ও সারণকে বন্যার কারণ জানার নির্দেশ দিলেন।

তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ।
ব্যোমান্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ॥ ১২

রাবণের আদেশে দুই বীর ভ্রাতা শুক ও সারণ আকাশপথে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করলেন।

অর্ধযোজনমাত্রং তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ।
পশ্যেতাং পুরুষং তোয়ে ক্রীড়ন্তং সমযোষিতম্॥ ১৩

মাত্র অর্ধ যোজন অতিক্রান্ত করতেই সেই দুজন নিশাচর দেখতে পেলেন একজন পুরুষ নারীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করছেন।

বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্ধজম্।
মদরক্তান্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্॥ ১৪

তাঁর দেহ বিশাল শালবৃক্ষের মতো লম্বা, জলে তাঁর কেশ আথালি-পাথালি হচ্ছে, মদগ্রস্ত হওয়ায় নেত্রে লালিমা দেখা যাচ্ছে। তাঁর চিত্তও মনে হয় মদমত্ত হয়ে রয়েছে।

নদীং বাহুসহস্রেণ রুন্ধন্তমরিমর্দনম্।
গিরিং পাদসহস্রেণ রুন্ধন্তমিব মেদিনীম্॥ ১৫

সেই শত্রুমর্দন বীর তাঁর সহস্র বাহুদ্বারা নদীর বেগ রুদ্ধ করে, সহস্র চরণ দ্বারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্।
সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্॥ ১৬

'নব্য সহস্র সুন্দরী তাঁকে এমন ভাবে ঘিরে আছে, যেন সহস্র মদমত্ত হস্তিনী কোনো একজন গজরাজকে ঘিরে রেখেছে।

তমদ্ভুততরং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ॥ ১৭

'সেই পরম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাক্ষস শুক ও সারণ রাবণের কাছে ফিরে এসে বললেন—

বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বর।
নর্মদাং রোধবদ্ রুদ্ধ্বা ক্রীড়াপয়তি যোষিতঃ॥ ১৮

'রাক্ষসরাজ ! এখান থেকে কিছু দূরে শালবৃক্ষ সম বিশালকায় এক পুরুষ, বাঁধের মতো নর্মদার জল রুদ্ধ করে নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন।

তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা নদী।
সাগরোদ্গারসংকাশানুদ্গারান্ সৃজতে মুহুঃ॥ ১৯

'তাঁর সহস্র ভুজাতে নদীর জল রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বারংবার সমুদ্রের জোয়ারের মতো জল বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ।
রাবণোঽর্জুন ইত্যুক্ত্বা স যযৌ যুদ্ধলালসঃ॥ ২০

শুক ও সারণের এই কথা শুনে রাবণ বলে উঠলেন —এই হল 'সেই অর্জুন' এই কথা বলে তিনি যুদ্ধের ইচ্ছায় সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

অর্জুনাভিমুখে তস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে।
চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা॥ ২১

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন অর্জুনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ধূলো ও ভয়ানক কোলাহলের সঙ্গে বায়ু প্রচণ্ড বেগে বইতে লাগল।

সকৃদেব কৃতো রাবঃ সরক্তপৃষতো ঘনৈঃ।
মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ ॥ ২২
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তত্রাগাদ্ যত্র চার্জুনঃ।

রক্তবিন্দু বর্ষণ করে মেঘ অতি জোরে গর্জন করে উঠল। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক ও শারণকে নিয়ে সেই দিকে গেলেন —যেখানে অর্জুন ক্রীড়া করছিলেন।

অদীর্ঘেণৈব কালেন স তদা রাক্ষসো বলী॥ ২৩
তং নর্মদাহ্রদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ।

কাজল অথবা কোকিলের মতো কালো সেই বলবান রাক্ষস অল্প সময়েই নর্মদার সেই ভয়ংকর জলাশয়ের কাছে পৌঁছালেন।

স তত্র স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্॥ ২৪
নরেন্দ্রং পশ্যতে রাজা রাক্ষসানাং তদার্জুনম্।

সেখানে পৌঁছে রাক্ষসদের রাজা রাবণ মৈথুনের ইচ্ছাসম্পন্ন হস্তিনীদল পরিবৃত গজরাজের ন্যায় সুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত মহারাজ অর্জুনকে দেখতে পেলেন।

স রোষাদ্ রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ॥ ২৫
ইত্যেবমর্জুনামাত্যানাহ গম্ভীরয়া গিরা।

তাঁকে দেখেই রাবণের চক্ষু ক্রোধে লাল হয়ে গেল। নিজ শক্তির অহংকারে উদ্দণ্ড রাক্ষসরাজ অর্জুনের মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে গম্ভীর শব্দে বললেন—

অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য বৈ॥ ২৬
যুদ্ধার্থং সমনুপ্রাপ্তো রাবণো নাম নামতঃ।

'মন্ত্রীগণ! তোমরা শীঘ্র হৈহয়রাজকে গিয়ে বলো যে, রাবণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জুনস্য তে॥ ২৭
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তং চ রাবণং বাক্যমব্রুবন্।

রাবণের কথা শুনে অর্জুনের মন্ত্রীগণ সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল এবং রাবণকে বলল—

যুদ্ধস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভো সাধু রাবণ॥ ২৮
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীগতং চৈব যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্।

'বাহ্ রে রাবণ! শাবাস! তোমার যুদ্ধের সময়ের খুব ভালো জ্ঞান আছে। আমাদের মহারাজ যখন মদমত্ত হয়ে পত্নীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন, সেই সময়েই তুমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত হয়েছ?

স্ত্রীসমক্ষগতং যৎ ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপ॥ ২৯
বাসিতামধ্যগং মত্তং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্।

'যেমন কোনো বাঘ কামনাবাসনা মত্ত হস্তিনীদের মধ্যে দাঁড়ানো গজরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তেমনি তুমি নারীদের সামনে ক্রীড়াবিলাসে মত্ত রাজা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগ্রহ দেখাচ্ছ!

ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব উষ্যতাং রজনী ত্বয়া।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা তু যদ্যস্তি শ্বস্তাত সমরেঽর্জুনম্॥ ৩০

'তাত! দশগ্রীব! তোমার হৃদয়ে যদি যুদ্ধের জন্য আগ্রহ থাকে, তাহলে আজকের রাতের জন্য ক্ষমা করে অপেক্ষা করো। তাহলে কাল সকালে তুমি রাজা অর্জুনকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখতে পাবে।

যদি বাপি ত্বরা তুভ্যং যুদ্ধতৃষ্ণাসমাবৃত।
নিপাত্যাস্মান্ রণে যুদ্ধমর্জুনেনোপয়াস্যসি॥ ৩১

'যুদ্ধের তৃষ্ণায় মত্ত রাক্ষসরাজ! তোমার যদি যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি থাকে, তাহলে প্রথমে রণক্ষেত্রে আমাদের মারো। তারপর মহারাজ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে'।

ততস্তে রাবণামাত্যৈরমাত্যাস্তে নৃপস্য তু।
সূদিতাশ্চাপি তে যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ॥ ৩২

এই কথা শুনে রাবণের ক্ষুধার্ত মন্ত্রীগণ রণভূমিতে অর্জুনের অমাত্যদের মেরে খেতে লাগল।

ততো হলহলাশব্দো নর্মদাতীরগো বভৌ।
অর্জুনস্যানুযাত্রাণাং রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্॥ ৩৩

ফলে নর্মদার তীরে অর্জুনের অনুগামী এবং রাবণের মন্ত্রীদের মহাকোলাহল শোনা গেল।

ইষুভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈস্ত্রিশূলৈর্বজ্রকর্ষণৈঃ।
সরাবণানর্দয়ন্তঃ সমন্তাৎ সমভিদ্রুতাঃ॥ ৩৪

অর্জুনের যোদ্ধাগণ বাণ, তোমর, প্রাস, ত্রিশূল এবং বজ্রকর্ষণ নামক শস্ত্রাদি দ্বারা চার দিক থেকে আক্রমণ করে রাবণসহ সমস্ত রাক্ষসদের আঘাত করতে লাগলেন।

হৈহয়াধিপয়োধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ।
সনক্রমীনমকরসমুদ্রস্যেব নিঃস্বনঃ॥ ৩৫

হৈহয়রাজের যোদ্ধাদের আক্রমণ নাক, মৎস্য ও

মকররাজিসহ সমুদ্রের ভয়ানক গর্জনের মতো অত্যন্ত ভয়ংকর মনে হচ্ছিল।

রাবণস্য তু তেঽমাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।
কার্তবীর্যবলং ক্রুদ্ধা নিহন্তি স্ম স্বতেজসা॥ ৩৬

প্রহস্ত, শুক এবং সারণ আদি রাবণের এই মন্ত্রীগণ কুপিত হয়ে তাদের বল-পরাক্রমদ্বারা কার্তবীর্য অর্জুনের সেনা-সংহার করতে লাগলেন।

অর্জুনায় তু তৎকর্ম রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।
ক্রীড়মানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ॥ ৩৭

অর্জুনের সেবকেরা তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে ক্রীড়ামত্ত অর্জুনকে রাবণের মন্ত্রীদের সেই ক্রূর কর্মের কথা জানালেন।

শ্রুত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স তদার্জুনঃ।
উত্তার জলাৎ তস্মাদ্ গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ॥ ৩৮

একথা শুনে অর্জুন তাঁর পত্নীদের বললেন -'তোমরা ভয় পেয়ো না।' তারপর তিনি সকলের সঙ্গে নর্মদা জল থেকে সেইভাবে বাইরে এলেন, যেভাবে কোনো দিগ্‌গজ (হস্তিনী সহ) গঙ্গার জল থেকে বাইরে আসে।

ক্রোধদূষিতনেত্রস্তু স তদার্জুনপাবকঃ।
প্রজজ্বাল মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ॥ ৩৯

তাঁর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই অর্জুনরূপী আগুন তখন প্রলয়কালের মহাভয়ংকর অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্।
অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ॥ ৪০

সুন্দর স্বর্ণ বাজুবন্দ ধারণকারী বীর অর্জুন তখনই গদাতুলে রাক্ষসদের আক্রমণ করলেন — যেন সূর্যদেব অন্ধকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বাহুবিক্ষেপকরণাং সমুদ্যম্য মহাগদাম্।
গারুড়ং বেগমাস্থায় আপপাতৈব সোঽর্জুনঃ॥ ৪১

যা হাতে করে ঘোরানো হয়, সেই বিশাল গদা তুলে গরুড়ের মতো তীব্র বেগের সঙ্গে রাজা অর্জুন তখনই নিশাচরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তস্য মার্গং সমারুদ্ধ্য বিন্ধ্যোঽর্কস্যেব পর্বতঃ।
স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ প্রহস্তো মুসলায়ুধঃ॥ ৪২

'পূর্বকালে যেমন বিন্ধ্যাচল পর্বত সূর্যদেবের পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে মুসলধারী প্রহস্ত অর্জুনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

ততোঽস্য মুসলং ঘোরং লোহবদ্ধং মদোদ্ধতঃ।
প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রুদ্ধো ররাস চ যথান্তকঃ॥ ৪৩

'মদমত্ত প্রহস্ত কুপিত হয়ে অর্জুনকে লৌহ আবৃত এক মুসল দিয়ে ভয়ানক গর্জন সহ আক্রমণ করে।

তস্যাগ্রে মুসলস্যাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ।
প্রহস্তকরমুক্তস্য বভূব প্রদহন্নিব॥ ৪৪

প্রহস্তের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই মুসলের অগ্রভাগে অশোক-পুষ্পের মতো লাল রংয়ের আগুন প্রকটিত হয়, মনে হচ্ছিল তার লেলিহান শিখা যেন পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।

আধাবমানং মুসলং কার্তবীর্যস্তদার্জুনঃ।
নিপুণং বঞ্চয়ামাস গদয়া গতবিক্লবঃ॥ ৪৫

কিন্তু কার্তবীর্য অর্জুন তাতে একটুও ভয় পাননি। তিনি তাঁর দিকে সবেগে আসা সেই মুসলকে গদার আঘাতে বিফল করে দিলেন।

ততস্তমভিদুদ্রাব সগদো হৈহয়াধিপঃ।
ভ্রাময়াণো গদাং গুর্বীং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রয়াম্॥ ৪৬

যে গদাকে পাঁচশত হাত দিয়ে তুলতে হয়, সেই শক্ত সমর্থ ভারী গদা তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে হৈহয়রাজ অর্জুন প্রহস্তের দিকে ছুটলেন।

ততো হতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।
নিপপাত স্থিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা॥ ৪৭

'সেই গদার অত্যন্ত বেগপূর্বক আঘাতে আহত হয়ে প্রহস্ত তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল, যেন কোনো পর্বত বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে উল্টে পড়েছে।

প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ॥ ৪৮

প্রহস্তকে ধরাশায়ী হতে দেখে মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

অপক্রান্তেষ্বমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।
রাবণোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণমর্জুনং নৃপসত্তমম্॥ ৪৯

প্রহস্তের পতন এবং অমাত্যদের পলায়ন দেখে রাবণ নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তখনই আক্রমণ করলেন।

সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশ্চ দারুণম্।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্॥ ৫০

তখন সহস্রবাহু সম্পন্ন নরনাথ অর্জুন এবং কুড়ি হাতসম্পন্ন নিশাচরনাথের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল, যা ছিল অত্যন্ত রোমহর্ষক।

সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ।
তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ॥ ৫১
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ।
মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ॥ ৫২
রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ।
পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্॥ ৫৩

মনে হচ্ছিল যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা দুই সমুদ্র, অথবা কম্পমান দুটি পর্বত, দুই তেজস্বী আদিত্য, কিংবা দুই দগ্ধকারী অগ্নি, বলোম্মত্ত দুই গজরাজ বা কামোন্মত্ত গোরুর জন্য সংঘর্ষকারী দুটি ষাঁড়, বিশাল গর্জনকারী মেঘ, কিংবা অত্যন্ত বলশালী দুটি সিংহ পরস্পর যুদ্ধ করছে। তখন ক্রোধোন্মত্ত রুদ্র ও কালদেবের মতো এই রাবণ এবং অর্জুন গদাহাতে একে অন্যের ওপর গভীর আঘাত করতে আরম্ভ করলেন।

বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিষেহিরে।
গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ॥ ৫৪

পূর্বকালে যেমন পর্বতরাজি বজ্রের ভীষণ আঘাত সহ্য করেছিল, তেমনই অর্জুন ও রাবণ এখানে গদার আঘাত সহ্য করতে লাগলেন।

যথাশনিরবেভ্যস্তু জায়তেঽথ প্রতিশ্রুতিঃ।
তথা তয়োর্গদাপোথৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ॥ ৫৫

বিদ্যুৎ চমকালে যেমন দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনি করে ওঠে, তেমনই এই দুই বীরের গদার আঘাতে সর্বদিক গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল।

অর্জুনস্য গদা সা তু পাত্যমানাঽহিতোরসি।
কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামনী যথা॥ ৫৬

বিদ্যুৎ চমকালে আকাশে যেমন সুন্দর রং দেখা যায়, তেমনই অর্জুনের গদার আঘাতে রাবণের বক্ষে স্বর্ণপ্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল।

তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা মুহুর্মুহুঃ।
অর্জুনোরসি নির্ভাতি গদোল্কেব মহাগিরৌ॥ ৫৭

তেমনই রাবণের দ্বারা অর্জুনের বক্ষে বারংবার গদার আঘাত যেন কোনো মহাপর্বতে পতনশীল উল্কার ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

নার্জুনঃ খেদমায়াতি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ।
সমমাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্বং বলীন্দ্রয়োঃ॥ ৫৮

সেই সময় অর্জুন এবং রাবণ—কেউই ক্লান্তিবোধ করছিলেন না। ইন্দ্র এবং বলির মতো পূর্বে ঘটিত সেই উভয়ের যুদ্ধই সমান-সমান মনে হচ্ছিল।

শৃঙ্গৈরিব বৃষায়ুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ।
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষসসত্তমৌ॥ ৫৯

বৃষভ যেমন তার শিং দ্বারা এবং গজরাজ তার দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে, তেমনই এই নরেশ এবং নিশাচররাজ একে অপরকে গদার দ্বারা আঘাত করছিলেন।

ততোঽর্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা।
স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি॥ ৬০

এর মধ্যে অর্জুন কুপিত হয়ে রাবণের বিশাল বক্ষের মাঝখানে পূর্ণ শক্তি দিয়ে গদার প্রহার করলেন।

বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি।
দুর্বলেব যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ॥ ৬১

কিন্তু বরের প্রভাবে রাবণ সুরক্ষিত ছিলেন, তাই রাবণের বক্ষে সবেগে আঘাত করলেও, সেই গদা দুর্বল গদার ন্যায় তাঁর বক্ষের আঘাতে দু-টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

স ত্বর্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ।
অপাসর্পদ্ ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিষ্টনন্॥ ৬২

তবুও অর্জুনের গদার আঘাতে পীড়িত হয়ে রাবণ এক হাত পিছিয়ে গেলেন এবং আর্তনাদ করে বসে পড়লেন।

স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবং ততোঽর্জুনঃ।
সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্॥ ৬৩

দশগ্রীবকে ব্যাকুল হতে দেখে অর্জুন তখনই লাফিয়ে

তাঁকে ধরে ফেললেন, যেন গরুড় ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো সর্পকে ধরে!

স তু বাহুসহস্রেণ বলাদ্ গৃহ্য দশাননম্।
ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা॥ ৬৪

পূর্বকালে যেমন নারায়ণ বলিকে বেঁধেছিলেন, সেইভাবে বলবান রাজা অর্জুন দশাননকে বলপূর্বক ধরে তাঁর হাজার হাতের সাহায্যে মজবুত দড়ি দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললেন।

বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।
সাধ্বীতি বাদিনঃ পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যর্জুনমূর্ধনি॥ ৬৫

দশগ্রীবকে বাঁধা হলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবতাগণ প্রশংসাসূচক বাক্য বলতে বলতে অর্জুনের মাথায় ফুলবর্ষণ করতে লাগলেন।

ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাড়িব কুঞ্জরম্।
ররাস হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবন্মুহুঃ॥ ৬৬

যেমন বাঘ কোনো হরিণকে ধরে ফেলে বা সিংহ হাতিকে ধরে দাবিয়ে রাখে, তেমনই হৈহয়রাজ অর্জুন রাবণরাজকে নিজের বশে করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মেঘের মতো বারম্বার গর্জন করতে লাগলেন।

প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্।
সহসা রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো হ্যভিদুদ্রাব হৈহয়ম্॥ ৬৭

এর পর প্রহস্তের হুঁশ ফিরে এলো। সে দশগ্রীব রাবণকে বাঁধা হওয়া দেখে সহসা কুপিত হয়ে হৈহয়রাজের দিকে দৌড়াল।

নক্তংচরাণাং বেগস্তু তেষামাপততাং বভৌ।
উদ্ধূত আতপাপায়ে পয়োদানামিবাম্বুধৌ॥ ৬৮

বর্ষার সময় হলে যেমন সমুদ্রে মেঘের বেগবৃদ্ধি পায়, তেমনই আক্রমণকারী সেই নিশাচরদের বেগবৃদ্ধি হয়েছে মনে হল।

মুঞ্চমুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাসকৃৎ।
মুসলানি চ শূলানি সোৎসসর্জ তদা রণে॥ ৬৯

'ছাড়ো, ছাড়ো'! 'দাঁড়াও, দাঁড়াও'! বারম্বার এই কথা বলতে বলতে সেই রাক্ষস অর্জুনের দিকে দৌড়াল। তখন প্রহস্ত রণভূমিতে অর্জুনকে মুসল ও শূল দ্বারা প্রহার করে।

অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাশু অসম্ভ্রান্তস্তদার্জুনঃ।
আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহারিনিসূদনঃ॥ ৭০

অর্জুন কিন্তু হতচকিত হয়ে যাননি। সেই শত্রুসূদন বীর প্রহস্ত ইত্যাদি দেবদ্রোহী নিশাচরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি আঘাত করার পূর্বেই ধরে ফেলেন।

ততস্তৈরেব রক্ষাংসি দুর্ধরৈঃ প্রবরায়ুধৈঃ।
ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব॥ ৭১

তারপর সেই সব দুর্ধর ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে রাক্ষসদের ঘায়েল করে সেইভাবেই তাড়ালেন, যেভাবে জোর হাওয়া মেঘরাশিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্তবীর্যার্জুনস্তদা।
রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৭২

কার্তবীর্য তখন সমস্ত রাক্ষসদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাবণকে বন্দী করে সুহৃদ্‌দের সঙ্গে নগরে ফিরে এলেন।

স কীর্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈ-
র্দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।
ততোঽর্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং
বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ॥ ৭৩

নগরের কাছে আসতেই ব্রাহ্মণ ও পুরবাসীগণ তাঁদের ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী নরেশের ওপর পুষ্প ও অক্ষত বর্ষণ করলেন। সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র যেমন বলিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, রাজা অর্জুনও তেমনই বন্দী রাবণকে নিয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৩)

শ্রীপুলস্ত্যের রাবণকে অর্জুনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করানো

রাবণগ্রহণং তৎ তু বায়ুগ্রহণসন্নিভম্।
ততঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ॥ ১

রাবণকে ধরে ফেলা বায়ুকে ধরে নেওয়ার মতো ক্রমে এই কথা শ্রীপুলস্ত্য স্বর্গের দেবতাদের মুখ থেকে শুনলেন।

ততঃ পুত্রকৃতস্নেহাৎ কম্পমানো মহাধৃতিঃ।
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ॥ ২

এই মহর্ষি যদিও অত্যন্ত ধৈর্যশালী ছিলেন, তবুও সন্তানের প্রতি স্নেহে কৃপাপরবশ হয়ে মাহিষ্মতী নরেশের সঙ্গে দেখা করার জন্য পৃথিবীতে চলে আসেন।

স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ।
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ॥ ৩

তাঁর বেগ ছিল বায়ুর সমান এবং গতি মনের সমান, সেই ব্রহ্মর্ষি বায়ুপথের আশ্রয় নিয়ে মাহিষ্মতীপুরে এলেন।

সোঽমরাবতিসংকাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্।
প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ৪

শ্রীব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীতে প্রবেশ করেন, শ্রীপুলস্ত্য তেমনই মনুষ্য পরিপূর্ণ অমরাবতীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন মাহিষ্মতী নগরীতে প্রবেশ করলেন।

পাদচারমিবাদিত্যং নিষ্পতন্তং সুদুর্দৃশম্।
ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্॥ ৫

আকাশ থেকে নামার সময় তাঁকে পদচারী সূর্যের মতো দেখাচ্ছিল। অত্যন্ত তেজের জন্য তাঁর দিকে তাকানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। অর্জুনের সেবকেরা তাঁকে চিনতে পেরে রাজা মহারাজ অর্জুনকে তাঁর শুভাগমনের সংবাদ জানালেন।

পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাদ্ধৈহয়াধিপঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রত্যুদ্গাচ্ছৎ তপস্বিনম্॥ ৬

সেবকদের কথায় যখন হৈহয়রাজ জানতে পারলেন যে, শ্রীপুলস্ত্য সেখানে পদার্পণ করেছেন, তখন তিনি জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে সেই তপস্বী মুনিকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন।

পুরোহিতোঽস্য গৃহার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব চ।
পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ॥ ৭

রাজা অর্জুনের পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক হাতে নিয়ে তাঁর আগে আগে চললেন, যেন ইন্দ্রের আগে বৃহস্পতি চলেছেন।

ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
অর্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্॥ ৮

মহর্ষিকে উদিত হওয়া সূর্যের ন্যায় তেজস্বী দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে রাজা অর্জুন চমকিত হলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষির চরণে এমন সসম্মানে প্রণাম জানালেন, যেন ইন্দ্র শ্রীব্রহ্মার সামনে মস্তক নত করেন।

স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ।
পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্গদয়া গিরা॥ ৯

ব্রহ্মর্ষিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক এবং গাভী সমর্পণ করে মহারাজ অর্জুন হর্ষ গদ্গদ স্বরে শ্রীপুলস্ত্যকে বললেন—

অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা।
অদ্যাহং তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দৃশম্॥ ১০

'দ্বিজেন্দ্র ! আপনার দর্শন পরম দুর্লভ, তবুও আজ আমি আপনার দর্শন সুখ পেয়েছি। এইভাবে এখানে পদার্পণ করে আপনি মাহিষ্মতী পুরীকে অমরাবতীপুরীর সমান গৌরবশালিনী করে দিলেন।

অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ॥ ১১

যৎ তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব।
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্।
ব্রহ্মন্ কিং কুর্মি কিং কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্॥ ১২

'দেব ! আজ আমি আপনার দেববন্দ্য চরণের বন্দনা করছি, তাই বাস্তবিকপক্ষে আজই সুদিন। আমার ব্রত আজ নির্বিঘ্নে পূর্ণ হল। আজ আমার জন্ম সফল হয়েছে এবং তপস্যাও সার্থক হয়েছে। ব্রহ্মন্ ! এই রাজ্য, এই সব স্ত্রী-পুত্র এবং আমরা সকলে আপনারই। আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা করব ?'

তং ধর্মেঽগ্নিষু পুত্রেষু শিবং পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জুনম্॥ ১৩

শ্রীপুলস্ত্য তখন হৈহয়রাজ অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নি এবং

পুত্রের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বললেন—

নরেন্দ্রাম্বুজপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন।
অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ॥ ১৪

'পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট কমলনয়ন নরেশ! তোমার শক্তির কোনো তুলনা নেই ; কারণ তুমি দশগ্রীবকে পরাস্ত করেছ।

ভয়াদ্ যস্যোপতিষ্ঠেতাং নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ।
সোঽয়ং মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জয়ঃ॥ ১৫

'যার ভয়ে সমুদ্র এবং বায়ুও চঞ্চলতা ত্যাগ করে সেবায় উপস্থিত থাকে, আমার সেই রণদুর্জয় পৌত্রকে তুমি সংগ্রামে বেঁধে ফেলেছ।

পুত্রকস্য যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া।
মদ্বাক্যাদ্ যাচমানোঽদ্য মুঞ্চ বৎস দশাননম্॥ ১৬

'এইভাবে তুমি আমার এই পৌত্রের যশ পান করে সর্বত্র তোমার নামের ঢাক পিটিয়েছ। বৎস ! তুমি এবার আমার কথায় দশগ্রীবকে ছেড়ে দাও। তোমার কাছে এই হল আমার নিবেদন।'

পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যোচে ন কিঞ্চন বচোঽর্জুনঃ।
মুমোচ বৈ পার্থিবেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ॥ ১৭

শ্রীপুলস্ত্যের আদেশ শিরোধার্য করে অর্জুন তার বিপরীতে কোনো কথা বলেননি। সেই সম্রাট অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণকে মুক্ত করে দিলেন।

স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ॥ ১৮

সেই দেবদ্রোহী রাক্ষসকে বন্ধনমুক্ত করে অর্জুন দিব্য অলংকার, মালা, বস্ত্রদ্বারা তাঁর পূজা করেন এবং অগ্নিকে সাক্ষী করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন, যাতে কারো দ্বারা হিংসা না হয় (অর্থাৎ তাঁরা দুজনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, এর পর থেকে এই বন্ধুত্ব স্থাপনের ফলে আমরা এটির প্রয়োগে অপর প্রাণীদের হিংসা করব না)। তারপর রাজা অর্জুন ব্রহ্মপুত্র শ্রীপুলস্ত্যকে প্রণাম করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

পুলস্ত্যেনাপি সংত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
পরিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ॥ ১৯

এইভাবে আতিথ্য সৎকারের পরে রাক্ষসরাজ রাবণকে শ্রীপুলস্ত্য হৃদয়ে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে রইলেন।

পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ।
মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ॥ ২০

দশগ্রীবকে মুক্ত করে শ্রীব্রহ্মার পুত্র মুনিবর পুলস্ত্য পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্তবীর্যাৎ প্রধর্ষণম্।
পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মুক্তো মহাবলঃ॥ ২১

রাবণকে এইভাবে কার্তবীর্য অর্জুনের হাতে পরাজিত হতে হয়েছিল এবং পরে শ্রীপুলস্ত্যের কথায় সেই মহাবলী রাক্ষসের মুক্তি লাভ হয়।

এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন।
নাবজ্ঞা হি পরে কার্যা য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ॥ ২২

'রঘুকুলনন্দন ! জগতে এইভাবে বলবানের থেকে বলবান বীর আছেন ; সুতরাং যিনি নিজের কল্যাণ চান, তাঁর অপরকে অবহেলা করা উচিত নয়।

ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং
সহস্রবাহোরুপলভ্য মৈত্রীম্।
পুনর্নৃপাণাং কদনং চকার
চকার সর্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ॥ ২৩

সহস্র বাহুর মৈত্রী লাভ করে রাক্ষসদের রাজা রাবণ পুনরায় অহংকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকলেন এবং রাজাদের হত্যা করতে থাকলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রয়োস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৪)

বালীর দ্বারা রাবণের পরাজয় এবং রাবণের তাঁকে নিজের বন্ধু করে নেওয়া

**অর্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চচার পৃথিবীং সর্বামনির্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ॥ ১**

অর্জুনের থেকে মুক্তি পেয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বেদরহিত (নিরুৎসাহী না) হয়ে পুনরায় সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

**রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শৃণুতে যং বলাধিকম্।
রাবণস্তং সমাসাদ্য যুদ্ধে হ্বয়তি দর্পিতঃ॥ ২**

রাক্ষস হোক বা মানুষ, বলে (শক্তি) বা সামর্থ্যে যাকেই রাবণ নিজের থেকে বড় মনে করতেন, অভিমানী রাবণ তারই কাছে পৌঁছে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতেন।

**ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধাং নগরীং বালিপালিতাম্।
গত্বাহহ্বয়তি যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্॥ ৩**

তারপর একদিন তিনি বালীর পালিত কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গিয়ে সুবর্ণমাল্যধারী বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন।

**ততস্তু বানরামাত্যাস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ।
উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্॥ ৪**

সেই সময় যুদ্ধের ইচ্ছায় আগত রাবণকে বালীর মন্ত্রী তার অর্থাৎ তারার পিতা, সুষেণ ও যুবরাজ অঙ্গদ এবং সুগ্রীব বললেন—

**রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তে প্রতিবলো ভবেৎ।
কোহন্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ॥ ৫**

'রাক্ষসরাজ ! এখন বালী বাইরে গিয়েছেন। তিনিই আপনার উপযুক্ত হতে পারেন। অন্য কোন বানর আপনার সামনে দাঁড়াতে পারবেন ?

**চতুর্ভ্যোহপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যামন্বাস্য রাবণ।
ইদং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্॥ ৬**

'রাবণ ! চার সমুদ্রের সন্ধ্যা উপাসনা করে বালী এখনই এসে পড়বেন। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

**এতানস্থিচয়ান্ পশ্য য এতে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ।
যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা॥ ৭**

'রাজন্ ! দেখুন, এই যে শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল পাহাড় দেখছেন, বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আগতদের আপনার মতো বীরেদেরই এই পরিণতি হয়েছে। বানররাজ বালীর তেজে সকলেরই অন্ত হয়েছে।

**যদ্যমৃতরসঃ পীতস্ত্বয়া রাবণ রাক্ষস।
তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তং তব জীবিতম্॥ ৮**

'রাক্ষস রাবণ ! আপনি যদি অমৃতরসও পান করে থাকেন, তাহলেও আপনি যখন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, তখন সেটিই হবে আপনার জীবনের অন্তিমকাল।

**পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিমং বিশ্রবসঃ সুত।
ইদং মুহূর্তং তিষ্ঠস্ব দুর্লভং তে ভবিষ্যতি॥ ৯**

'বিশ্রবাকুমার ! বালী আশ্চর্যময় ক্ষমতার পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। আপনি এখন তাঁর দর্শন পাবেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর প্রতীক্ষা করুন, তারপর তো আপনার জীবনের শেষ থাকবে না।

**অথবা ত্বরসে মর্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্।
বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব পাবকম্॥ ১০**

'আর যদি আপনার শীঘ্রই মৃত্যুর ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চলে যান। সেখানে আপনি পৃথিবীতে অবস্থিত অগ্নিদেবের ন্যায় বালীর দর্শন পাবেন।'

**স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য প্রযয়ৌ দক্ষিণার্ণবম্॥ ১১**

তখন জগৎবাসী সকলের পক্ষে দুঃখদায়ক রাবণ তারকে ভালো-মন্দ কথা শুনিয়ে পুষ্পকবিমানে করে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে প্রস্থান করলেন।

**তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।
রাবণো বালিনং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্॥ ১২**

সেখানে গিয়ে রাবণ সুবর্ণ গিরির সম উচ্চ বালীকে সন্ধ্যা-উপাসনা করতে দেখলেন। তাঁর মুখ প্রভাত সূর্যের মতো অরুণ প্রভায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

**পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোহঞ্জনসন্নিভঃ।
গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমব্রজৎ॥ ১৩**

তাঁকে দেখে কাজলের মতো কৃষ্ণবর্ণ রাবণ পুষ্পক বিমান থেকে নেমে বালীকে ধরার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই তাঁর দিকে এগোতে লাগলেন। তিনি এমনভাবে পা ফেলছিলেন, যাতে বালী জানতে না পারে।

যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টো বালিনাপি স রাবণঃ।

পাপাভিপ্রায়কং দৃষ্ট্বা চকার ন তু সম্ভ্রমম্॥ ১৪

দৈবযোগে বালী রাবণকে দেখে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দুরভিসন্ধি জেনেও ভয় পাননি।

শশমালক্ষ্য সিংহো বা পন্নগং গরুড়ো যথা।
ন চিন্তয়তি তং বালী রাবণং পাপনিশ্চয়ম্॥ ১৫

যেমন সিংহ খরগোশকে এবং গরুড় সর্পকে দেখেও ভয় পায় না, তেমনই বালী কু-মতলব পোষণকারী রাবণকে দেখেও সমীহ করেননি।

জিঘৃক্ষমাণমায়ান্তং রাবণং পাপচেতসম্।
কক্ষাবলম্বিনং কৃত্বা গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্॥ ১৬

তিনি ঠিক করেছিলেন যে, পাপাত্মা রাবণ যখন তাঁকে ধরার জন্য কাছে আসবে, তখন তিনি তাঁকে বগলে চেপে ধরবেন এবং সেই অবস্থায় বাকী তিনি মহাসাগরে গিয়ে কৃত্য সম্পন্ন করে ফিরে আসবেন।

দ্রক্ষ্যন্ত্যরিং মমাঙ্কস্থং স্রংসদূরুকরাম্বরম্।
লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়স্যেব পন্নগম্॥ ১৭

তাতে এর জংঘা, হাত-পা এবং কাপড় সব ঘষা খেতে থাকবে। সেই অবস্থায় লোকে আমার শত্রুকে গরুড়ের ফাঁদে পড়া সাপের মতো পড়া অবস্থায় দেখবে।

ইত্যেবং মতিমাস্থায় বালী মৌনমুপাস্থিতঃ।
জপন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রাংস্তস্থৌ পর্বতরাড়িব॥ ১৮

এভাবে চিন্তা করে বালী মৌনই থাকলেন এবং বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে গিরিরাজ সুমেরুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্থিবৌ।
প্রযত্নবন্তৌ তৎ কর্ম ঈহতুর্বলদর্পিতৌ॥ ১৯

এই ভাবে বলের অহংকারী এই বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ একে অন্যকে ধরতে চাইছিলেন। দুজনেই কাজ হাসিল করার ধান্দায় সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।

হস্তগ্রাহ্যং তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্।
পরাঙ্মুখোঽপি জগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ॥ ২০

রাবণের চলার গতি বুঝে বালী জেনে গেলেন যে, রাবণ এবার হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে চাইছে। তারপর অন্য দিকে মুখ থাকা সত্ত্বেও বালী তাঁকে এমনভাবে হঠাৎ ধরে ফেললেন, যেমনভাবে গরুড় সাপকে ধরে নেয়।

গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্॥ ২১

তাকে ধরার ইচ্ছা রাখা সেই রাক্ষসরাজকে বালী নিজেই ধরে তাঁর কক্ষে চেপে নিলেন এবং তীব্র বেগে আকাশে উড়লেন।

তং চ পীডয়মানং তু বিতুদন্তং নখৈর্মুহুঃ।
জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা॥ ২২

রাবণ বারবার তাঁর নখ দিয়ে বালীকে খামচে কষ্ট দিতে থাকলেন, কিন্তু হাওয়া যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনই বালী রাবণকে বগলে চেপে আকাশ-পথে চলে যাচ্ছিলেন।

অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণে দশাননে।
মুমোক্ষয়িষবো বালিং রবমাণা অভিদ্রুতাঃ॥ ২৩

এইভাবে বালী রাবণকে হরণ করায় তাঁর মন্ত্রীরা বালীর থেকে রাবণকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কোলাহল করতে করতে তাঁর পিছন পিছন দৌড়াতে লাগল।

অন্বীয়মানস্তৈর্বালী ভ্রাজতেঽম্বরমধ্যগঃ।
অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্॥ ২৪

পিছন পিছন রাক্ষসরা ছুটছে আর আগে আগে বালী। এই অবস্থায় আকাশের মধ্যভাগে পৌঁছে তিনি মেঘের অনুগত অংশুমালী সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তেঽশকুবন্তঃ সম্প্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ।
তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ॥ ২৫

সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসেরা বহু চেষ্টা করেও বালীর কাছে পৌঁছতে পারল না। বালীর হাত ও পায়ের বেগে উৎপন্ন বায়ুর আঘাতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্বতেন্দ্রাপি গচ্ছতঃ।
কিং পুনর্জীবনপ্রেপ্সুর্বিভ্রদ্ বৈ মাংসশোণিতম্॥ ২৬

বালীকে পথ করে দিতে বড় বড় পর্বতও সরে যায়, তাহলে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণকারী এবং জীবনরক্ষার আকাঙ্ক্ষাকারী প্রাণী যে তাঁর পথ থেকে সরে যাবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেন্দ্রো মহাজবঃ।
ক্রমশঃ সাগরান্ সর্বান্ সন্ধ্যাকালমবন্দত॥ ২৭

যতক্ষণে বালী সমুদ্রতীরে পৌঁছতেন, তীব্রগামী পক্ষীকুলও সেই সময়ে পৌঁছতে পারত না। সেই মহাবেগশালী বানররাজ ক্রমশঃ সব সমুদ্রতটেই পৌঁছে সন্ধ্যাবন্দনা করেন।

সম্পূজ্যমানো যাতস্তু খচরৈঃ খচরোত্তমঃ।

পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ॥ ২৮

সমুদ্রে যাত্রাকালে আকাশচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বালীকে সমস্ত খেচর প্রাণী পূজা ও প্রশংসা করত। বালী রাবণকে বগলে চেপে ধরে পশ্চিম সমুদ্র তীরে এলেন।

তস্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা স্নাত্বা জপ্ত্বা চ বানরঃ।
উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্ বহমানো দশাননম্॥ ২৯

সেখানে স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপ করে বানরবীর দশাননকে নিয়ে উত্তর সমুদ্রতীরে গেলেন।

বহুযোজনসাহস্রং বহমানো মহাহরিঃ।
বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা॥ ৩০

বায়ু এবং মনের ন্যায় গতিসম্পন্ন এই মহাবানর বালী কয়েক সহস্র যোজন পর্যন্ত রাবণকে নিয়ে ভ্রমণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর সেই শত্রুকে বগলে চেপেই উত্তর সমুদ্রের কিনারে এলেন।

উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্।
বহমানোঽগমদ্ বালী পূর্বং বৈ স মহোদধিম্॥ ৩১

উত্তর সাগরের তীরে সন্ধ্যা উপাসনা করে দশাননের ভার বহন করে বালী পূর্ব দিশার মহাসাগরের কিনারে গেলেন।

তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ॥ ৩২

সেখানে সন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন করে এই ইন্দ্রপুত্র বানররাজ বালী দশমুখ রাবণকে বগলে চেপে ধরে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর কাছে এলেন।

চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য বানরঃ।
রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধোপবনেঽপতৎ॥ ৩৩

এইভাবে চার সমুদ্রে সন্ধ্যা-উপাসনা করে রাবণকে বগলে চেপে বয়ে নিয়ে আসার জন্য ক্লান্ত বানররাজ বালী কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে এসে পৌঁছালেন।

রাবণং তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসত্তমঃ।
কুতস্ত্বমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুহুঃ॥ ৩৪

সেখানে এসে কপিশ্রেষ্ঠ বালী রাবণকে নিজের কোমর থেকে নামিয়ে হাসতে হাসতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কী মশাই ! তুমি কোথা থেকে এসেছো'।

বিস্ময়ং তু মহদ্ গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো হরীন্দ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩৫

রাবণের চোখ শ্রমজনিত কারণে চঞ্চল হয়েছিল। বালীর এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে তিনি মহা আশ্চর্য হয়েছিলেন, তাই রাক্ষসরাজ রাবণ বানররাজকে বললেন।

বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোঽস্মি রাবণঃ।
যুদ্ধেপ্সুরিহ সম্প্রাপ্তঃ স চাদ্যাসাদিতস্ত্বয়া॥ ৩৬

'মহেন্দ্রর ন্যায় পরাক্রমী বানরেন্দ্র ! আমি রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এখানে এসেছিলাম, সেই যুদ্ধ আপনার কাছ থেকে পেয়েই গেছি।

অহো বলমহো বীর্যমহো গাম্ভীর্যমেব চ।
যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোঽর্ণবান্॥ ৩৭

'আহা ! আপনার অদ্ভুত বল-পরাক্রম ও আশ্চর্যজনক গাম্ভীর্য। আপনি আমাকে পশুর মতো ধরে চার সমুদ্রের ওপর ঘুরিয়েছেন।

এবমশ্রান্তবদ্ বীর শীঘ্রমেব চ বানর।
মাং চৈবোদ্বহমানস্তু কোঽন্যো বীরো ভবিষ্যতি॥ ৩৮

'বানরবীর ! আপনি ছাড়া আর কে এমন শূরবীর আছে, যে আমাকে এইভাবে অক্লেশে শীঘ্র পরাস্ত করতে পারে।

ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম।
মনোঽনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ॥ ৩৯

'বানররাজ ! শোনা যায় যে এমন গতি তো শুধু মন, বায়ু ও গরুড়—তিন তিনেরই থাকে। এই জগতে নিঃসন্দেহে চতুর্থজন আপনিই এরূপ তীব্র গতিসম্পন্ন।

সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ॥ ৪০

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার বল দেখেছি। এখন আমি অগ্নিকে সাক্ষী করে আপনার সঙ্গে চিরদিনের জন্য স্নেহপূর্বক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছা করি।

দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্।
সর্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর॥ ৪১

'বানররাজ ! স্ত্রী, পুত্র, নগর, রাজ্য, ভোগ, বস্ত্র এবং ভোজন— এই সকল বস্তুর ওপর আমাদের দুজনের একইপ্রকার অধিকার থাকবে'।

ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্॥ ৪২

'তখন বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ উভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে একে অপরের হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে ভাইয়ের সম্পর্ক পাতালেন।

অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরিরাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব॥ ৪৩

'তারপর এই দুজন বানর ও রাক্ষস একে অপরের হাত ধরে অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর মধ্যে গেলেন, যেন দুই সিংহ কোনো গুহায় প্রবেশ করছে।

স তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ।
অমাত্যৈরাগতৈর্নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৪

'সেখানে রাবণ সুগ্রীবের মতো সম্মানিত হয়ে মাসাধিক কাল থাকলেন। পরে ত্রিলোক নষ্ট করার ইচ্ছাকারী তাঁর মন্ত্রী এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

এবমেতৎ পুরা বৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।
ধর্ষিতশ্চ বৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ॥ ৪৫

'প্রভো! এইভাবে এই ঘটনা আগে ঘটেছিল। বালী রাবণকে পরাজিত করেছিলেন, পরে অগ্নিকে সাক্ষী করে তাঁকে নিজের ভাই করে নেন।

বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্।
সোঽপি ত্বয়া বিনির্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা॥ ৪৬

'শ্রীরাম! বালীর মধ্যে অনেক বেশি অনুপম বল ছিল, কিন্তু আপনি তাকেও নিজের বাণাগ্নিতে সেইভাবে দগ্ধ করেছিলেন, যেমনভাবে অগ্নি পতঙ্গকে জ্বালিয়ে দেয়।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চৌত্রিশতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৫)

শ্রীহনুমানের উৎপত্তি, শৈশব অবস্থায় সূর্য, রাহু ও ঐরাবতের ওপর আক্রমণ, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে শ্রীহনুমানের মূর্চ্ছা, বায়ুর কোপে জগতের প্রাণিদের কষ্ট এবং তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য দেবতাগণ সহ শ্রীব্রহ্মার তাঁর কাছে গমন

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রয়ং মুনিম্।
প্রাঞ্জলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ॥ ১

ভগবান শ্রীরাম তখন দক্ষিণ দিকে বসবাসকারী অগস্ত্য মুনিকে হাত জোড় করে বিনয়পূর্বক অর্থযুক্ত এই কথা বলেন—

অতুলং বলমেতদ্ বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
ন ত্বেতাভ্যাং হনুমতা সমং ত্বিতি মতির্মম॥ ২

'মহর্ষে! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বালী ও রাবণের বলের কোনো তুলনা ছিল না। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, এই দুজনের বলও শ্রীহনুমানের বলের সমান হতে পারে না।

শৌর্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ॥ ৩

'শ্রীহনুমানের মধ্যে বীরত্ব, দক্ষতা, বল, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, পরাক্রম এবং প্রভাব— এই সব সদ্‌গুণই বিরাজ করে।

দৃষ্ট্বৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ॥ ৪

'সমুদ্রকে দেখেই বানর সেনা ভয় পেয়েছিল—তাই দেখে এই মহাবাহু বীর তাদের ধৈর্য ধরতে বলে এক লাফেই শতযোজন লঙ্ঘন করেন।

ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা।
দৃষ্টা সম্ভাষিতা চাপি সীতা হ্যাশ্বাসিতা তথা॥ ৫

'পরে লঙ্কাপুরীর আধিদৈবিকরূপকে পরাস্ত করে রাবণের অন্তঃপুরে যান, শ্রীমতী সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁকে ধৈর্য প্রদান করেন।

সেনাগ্রগা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজঃ।
এতে হনুমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ॥ ৬

'অশোকবনে তিনি একাকী রাবণের সেনাপতিদের, মন্ত্রীকুমারদের, কিঙ্করদের এবং রাবণপুত্র অক্ষকে নিহত করেন।

ভূয়ো বন্ধাদ্ বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী॥ ৭

'তারপর তিনি মেঘনাদের নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং স্বয়ংই মুক্ত হয়ে যান। তারপর তিনি রাবণের সঙ্গে কথা বলেন। প্রলয়কালের অগ্নি যেমন সারা পৃথিবী জ্বালিয়েছিল, তেমনভাবে তিনি লঙ্কাপুরীকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন।

ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ॥ ৮

'যুদ্ধে শ্রীহনুমানের যে পরাক্রম দেখা গিয়েছিল, সেইরূপ বীরত্বপূর্ণ কর্ম না কালের, না ইন্দ্রের, না ভগবান বিষ্ণুর, বা বরুণের,—কারোর সম্পর্কেই শোনা যায় না।

এতস্য বাহুবীর্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ॥ ৯

'মুনীশ্বর ! আমি তো এঁর বাহু বলেই বিভীষণের জন্য লঙ্কা, শত্রুদের জয় করা, অযোধ্যার রাজ্য এবং সীতা, লক্ষ্মণ, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণকে লাভ করেছি।

হনূমান্ যদি মে ন স্যাদ্ বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ॥ ১০

'আমি যদি বানররাজ সুগ্রীবের সখা হনুমানকে না পেতাম, তবে জানকীর খবর আনতে আর কে সক্ষম হতো ?

কিমর্থং বালী চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া।
তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধো বীরুধো যথা॥ ১১

'বালী ও সুগ্রীবের সংঘর্ষের সময় তিনি ইচ্ছা করলে বালীকে—দাবানল যেমন বৃক্ষ ভস্মীভূত করে সেভাবে ভস্ম করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

নহি বেদিতবান্ মন্যে হনূমানাত্মনো বলম্।
যদ্ দৃষ্টবাঞ্জীবিতেষ্টং ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্॥ ১২

'আমার মনে হয় সেইসময় হনুমান নিজেই তাঁর শক্তির কথা জানতেন না। সেইজন্য তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট পেতে দেখলেন।

এতন্মে ভগবন্ সর্বং হনূমতি মহামুনে।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত॥ ১৩

'দেববন্দ্য মহামুনি ! ভগবন্ ! আপনি হনুমানের বিষয়ে এই সব কথা যথার্থভাবে বিস্তারপূর্বক আমাকে বলুন।'

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমৃষিস্ততঃ।
হনূমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪

শ্রীরামের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীহনুমানের সামনেই তাঁকে বললেন—

সত্যমেতদ্ রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ ব্রবীষি হনূমতি।
ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ॥ ১৫

'রঘুকুলতিলক শ্রীরাম ! শ্রীহনুমানের বিষয়ে আপনি যা বলছেন, সেসবই সত্য। বল, বুদ্ধি এবং গতিতে তাঁর সমান আর কেউ নেই।

অমোঘশাপৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা।
ন বেত্তা হি বলং সর্বং বলী সন্নরিমর্দন॥ ১৬

'শত্রুসূদন রঘুনন্দন ! যাঁদের শাপের কখনও অন্যথা হয় না, পূর্বকালে সেইসব মুনিগণ শ্রীহনুমানকে শাপ দিয়েছিলেন যে, শক্তি-থাকলেও এঁর নিজের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকবে না।

বাল্যেঽপ্যেতেন যৎ কর্ম কৃতং রাম মহাবল।
তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমিতি বাল্যতয়াস্যতে॥ ১৭

'মহাবলী শ্রীরাম ! ইনি শিশুকালে যেসব মহান কর্ম করেছিলেন, তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি শিশুভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানভাবে থাকতেন।

যদি বাস্তি ত্বভিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব।
সমাধায় মতিং রাম নিশাময় বদাম্যহম্॥ ১৮

'রঘুনন্দন ! শ্রীহনুমানের চরিত্র শোনার জন্য যদি আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে একাগ্র চিত্তে শুনুন। আমি সব বলছি।

সূর্যদত্তবরস্বর্ণঃ সুমেরুর্নাম পর্বতঃ।
যত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যস্য কেসরী নাম বৈ পিতা॥ ১৯

'ভগবান সূর্যের বরে যার স্বরূপ সুবর্ণময় হয়ে গেছে, সেই সুমেরু নামক এক প্রসিদ্ধ পর্বতে শ্রীহনুমানের

পিতা কেসরী রাজত্ব করতেন।

তস্য ভার্যা বভূবেষ্টা অঞ্জনেতি পরিশ্রুতা।
জনয়ামাস তস্যাং বৈ বায়ুরাত্মজমুত্তমম্॥ ২০

'অঞ্জনা নামে তাঁর এক প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে বায়ুদেব এক উত্তম পুত্রের জন্ম দেন।

শালিশূকনিভাভাসং প্রাসূতেমং তদাঞ্জনা।
ফলান্যাহর্তুকামা বৈ নিষ্ক্রান্তা গহনেচরা॥ ২১

'অঞ্জনা যখন তাঁর জন্ম দেন, তখন তাঁর অঙ্গকান্তি শীতে উৎপাদিত হওয়া ধানের অগ্রভাগের মতো পিঙ্গলবর্ণ। একদিন মাতা অঞ্জনা ফল আনার জন্য আশ্রম থেকে বার হয়ে গভীর বনে চলে যান।

এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভৃশার্দিতঃ।
রুরোদ শিশুরত্যর্থং শিশুঃ শরবণে যথা॥ ২২

'সেই সময় মাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় ক্ষুধায় অত্যন্ত কষ্ট পাওয়ায় শিশু হনুমান জোরে কাঁদতে থাকেন, যেমনভাবে পূর্বে শরবনে কুমার কার্তিকেয় কেঁদেছিলেন।

তদোদ্যন্তং বিবস্বন্তং জপাপুষ্পোৎকরোপমম্।
দদর্শ ফললোভাচ্চ হ্যুৎপপাত রবিং প্রতি॥ ২৩

'এর মধ্যেই তিনি জবাকুসুমের মতো লাল রংয়ের সূর্যকে উঠতে দেখলেন। শ্রীহনুমান তাকে দেখে ফল মনে করে তাঁর দিকে উড়ে গেলেন।

বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্।
গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বরমধ্যগঃ॥ ২৪

'সূর্যের দিকে মুখ করে বাল্য হনুমান বাল্য সূর্যকে ধরার ইচ্ছায় আকাশে উড়ে যেতে লাগলেন।

এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনূমতি।
দেবদানবযক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ॥ ২৫

'শৈশবাবস্থায় শ্রীহনুমান যখন এইভাবে উড়তেন, তখন তাঁকে দেখে দেবতা, দানব ও যক্ষগণ অত্যন্ত বিস্মিত হতেন।

নাপ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা।
যথায়ং বায়ুপুত্রস্তু ক্রমতেঽম্বরমুত্তমম্॥ ২৬

'তাঁরা ভাবতেন —'এই বায়ুর পুত্র যেভাবে উচ্চ আকাশে সবেগে উড়ছে, এমন বেগ তো বায়ুরও নেই, গরুড়েরও নেই আর মনেরও নেই।

যদি তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ।
যৌবনং বলমাসাদ্য কথং বেগো ভবিষ্যতি॥ ২৭

'বাল্যাবস্থাতেই যদি এই শিশুর এমন বেগ ও পরাক্রম হয়, তাহলে যৌবন এলে এর বেগ কেমন হবে ?

তমনুপ্লবতে বায়ুঃ প্লবন্তং পুত্রমাত্মনঃ।
সূর্যদাহভয়াদ্ রক্ষংস্তুষারচয়শীতলঃ॥ ২৮

'পুত্রকে সূর্যের দিকে যেতে দেখে তার তাপ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই সময় বায়ুদেবও বরফের স্তূপের মতো ঠাণ্ডা হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।

বহুযোজনসাহস্রং ক্রমত্যেব গতোঽম্বরম্।
পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করাভ্যাশমাগতঃ॥ ২৯

'বালক হনুমান এইভাবে নিজের এবং পিতার বলে কয়েক সহস্র যোজন আকাশ লঙ্ঘন করে সূর্যদেবের কাছে পৌঁছে গেলেন।

শিশুরেষ ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা দিবাকরঃ।
কার্যং চাস্মিন্ সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ॥ ৩০

'সূর্যদেব ভাবলেন যে, এখন তো এ ছেলেমানুষ, এর ভালো-মন্দের জ্ঞান নেই। এর দ্বারা ভবিষ্যতে দেবতাদের অনেক কাজ সম্পন্ন হবে, তাই এঁকে জ্বালানো ঠিক হবে না।

যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ।
তমেব দিবসং রাহুর্জিঘৃক্ষতি দিবাকরম্॥ ৩১

'যে দিন শ্রীহনুমান সূর্যদেবকে ধরার জন্য লাফিয়েছিলেন, সেইদিনই রাহু সূর্যদেবকে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন।

অনেন চ পরামৃষ্টো রাহুঃ সূর্যরথোপরি।
অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ॥ ৩২

'শ্রীহনুমান যখন সূর্যের রথের উপরের অংশে রাহুকে স্পর্শ করেন, তখন চন্দ্র ও সূর্যকে মর্দনকারী রাহু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন।

ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রুকুটিং কৃত্বা দেবং দেবগণৈর্বৃতম্॥ ৩৩

'সিংহিকার সেই পুত্র রাহু ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের ভবনে গেলেন এবং দেবতা পরিবৃত ইন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ বাঁকিয়ে বললেন—

বুভুক্ষাপনয়ং দত্ত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব।
কিমিদং তৎ ত্বয়া দত্তমন্যস্য বলবৃত্রহন্॥ ৩৪

'হে বল ও বৃত্রাসুরের বধকারী বাসব ! আপনি চন্দ্র ও সূর্যকে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার আহার রূপে দিয়েছেন ; কিন্তু এখন আপনি তাদের অন্যকে দিয়ে দিয়েছেন। এটা কী হল ?

অদ্যাহং পর্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্যমাগতঃ।
অথান্যো রাহুরাসাদ্য জগ্রাহ সহসা রবিম্॥ ৩৫

'আজ পর্বের (অমাবস্যার) সময় আমি সূর্যদেবকে গ্রস্ত করার জন্য গিয়েছিলাম। এর মধ্যে অন্য এক রাহু এসে হঠাৎ করে সূর্যকে ধরে ফেলে।

স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সম্ভ্রমান্বিতঃ।
উৎপাতাসনং হিত্বা উদ্বহন্ কাঞ্চনীং স্রজম্॥ ৩৬

'রাহুর কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র হতচকিত হয়ে স্বর্ণ মালা পরিহিত অবস্থায় নিজ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদস্রবম্।
শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্॥ ৩৭
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।
প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্যঃ সহানেন হনূমতা॥ ৩৮

'তারপর কৈলাস-শিখরের মতো উজ্জ্বল, চারটি দাঁতে বিভূষিত, প্রবাহিত মদবারীতে সুবাসিত, নানাপ্রকার শৃঙ্গারযুক্ত, গুরু-গম্ভীর এবং সুবর্ণময় ঘণ্টার নাদরূপ অট্টহাসকারী গজরাজ ঐরাবতে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র রাহুকে নিয়ে সেই স্থানে গেলেন — যেখানে শ্রীহনুমানের সঙ্গে সূর্যদেব বিরাজ করছিলেন।

অথাতিরভসেনাগাদ্ রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্।
অনেন চ স বৈ দৃষ্টঃ প্রধাবন্ শৈলকূটবৎ॥ ৩৯

'তখন রাহু ইন্দ্রকে ছেড়ে একাকী অত্যন্ত বেগে এগিয়ে গেল। সেই সময় পর্বত শিখরসম আকারবিশিষ্ট রাহুকে শ্রীহনুমান ছুটে আসতে দেখলেন।

ততঃ সূর্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেক্ষ্য চ।
উৎপপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্॥ ৪০

'তখন রাহুকেই ফলরূপে মনে করে বালক হনুমান সূর্যদেবকে ছেড়ে সিংহিকা পুত্রকে ধরার জন্য পুনরায় আকাশে ঝাঁপালেন।

উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রধাবন্তং প্লবঙ্গমম্।
অবেক্ষ্যৈবং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ॥ ৪১

'শ্রীরাম ! সূর্যকে ছেড়ে তাঁর দিকে আক্রমণকারী বানর শ্রীহনুমানকে দেখেই রাহু, যার দেহ রূপে শুধুমাত্র মুখ অবশিষ্ট ছিল, পিছনে ঘুরে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্রমাশংসমানস্তু ত্রাতারং সিংহিকাসুতঃ।
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সংত্রাসান্মুহুর্মুহুরভাষত॥ ৪২

'সেই সময় সিংহিকাপুত্র রাহু ভয় পেয়ে তার রক্ষক ইন্দ্রকেই বারবার 'ইন্দ্র ! ইন্দ্র' বলে তাকে রক্ষা করার জন্য ডাকতে লাগল।

রাহোর্বিক্রোশমানস্য প্রাগেবালক্ষিতঃ স্বরম্।
শ্রুত্বেন্দ্রোবাচ মা ভৈষীরহমেনং নিসূদয়ে॥ ৪৩

রক্ষার জন্য রাহুর আর্তঃস্বরে চিৎকার শুনে ইন্দ্র বললেন — 'ভয় পেয়ো না। আমি এই আক্রমণকারীকে এখনই মেরে ফেলব।'

ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহত্তদিদমিত্যপি।
ফলং তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ॥ ৪৪

'তারপর ঐরাবতকে দেখে তাকেও একটি বড় ফল মনে করে সেই গজরাজকে ধরার জন্য বালক শ্রীহনুমান তার দিকে ছুটলেন।

তথাস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া।
মুহূর্তমভবদ্ ঘোরমিন্দ্রাগ্ন্যোরিব ভাস্বরম্॥ ৪৫

'তখন ঐরাবতকে ধরার জন্য ছুটন্ত শ্রীহনুমানের রূপ ক্ষণিকের জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান ও ভয়ংকর হয়ে উঠল।

এবমাধাবমানং তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।
হস্তান্তাদতিমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ॥ ৪৬

'বালক শ্রীহনুমানকে দেখে শচীপতি ইন্দ্রের রাগ হয়নি। তবুও আক্রমণকারী বালক বানরের ওপর তিনি বজ্রনিক্ষেপ করে প্রহার করলেন।

ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাড়িতঃ।
পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজ্যত॥ ৪৭

'ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে বালক হনুমান এক পাহাড়ের ওপর পড়লেন। তাতে তাঁর বাম হনু ভেঙে যায়।

তস্মিংস্তু পতিতে চাপি বজ্রতাড়নবিহ্বলে।
চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ॥ ৪৮

'বজ্রের আঘাতে বালক হনুমান পড়ে যেতেই বায়ুদেব ইন্দ্রের ওপর কুপিত হয়ে উঠলেন। তাঁর এই ক্রোধ প্রজাকুলের পক্ষে অহিতকারক হয়ে ওঠে।

প্রচারং স তু সংগৃহ্য প্রজাস্বন্তর্গতঃ প্রভুঃ।
গুহাং প্রবিষ্টঃ স্বসুতং শিশুমাদায় মারুতঃ॥ ৪৯

'সামর্থ্যসম্পন্ন বায়ুদেব প্রজাকুলের মধ্যে স্থিত থেকেও শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত গতিকে রুদ্ধ করে দিলেন এবং শিশুপুত্র হনুমানকে নিয়ে পর্বতের গুহায় প্রবেশ করলেন।

বিণ্মূত্রাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পরমার্তিকৃৎ।
রুরোধ সর্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ॥ ৫০

'ইন্দ্র যেমন বর্ষা রোধ করেন, তেমনই বায়ুদেব প্রজাগণের মলাশয় ও মূত্রাশয় রুদ্ধ করে তাঁদের অত্যন্ত পীড়িত করে তুললেন। তিনি সম্পূর্ণ প্রাণীদের প্রাণ সঞ্চার অবরোধ করে দিলেন।

বায়ুপ্রকোপাদ্ ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্বতঃ।
সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে॥ ৫১

'বায়ুর প্রকোপে সমস্ত প্রাণীর শ্বাস বন্ধ হতে থাকে, অঙ্গের সন্ধি সকলে ভয়ানক কষ্ট পেতে থাকে এবং সকলে কাঠের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়।

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্।
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ॥ ৫২

'ত্রিলোকের কোথাও বেদের স্বাধ্যায় বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল না। সব ধর্ম-কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিভুবনের প্রাণী যেন নরকের কষ্ট ভোগ করছিল।

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
প্রজাপতিং সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া॥ ৫৩

'তখন গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, মানুষ সমস্ত প্রজা ব্যথিত হয়ে সুখপ্রাপ্তির আশায় প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে ছুটে গেলেন।

ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ।
ত্বয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজা নাথ চতুর্বিধাঃ॥ ৫৪
ত্বয়া দত্তোঽয়মস্মাকমায়ুষঃ পবনঃ পতিঃ।
সোঽস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদেষোঽদ্য সত্তম॥ ৫৫
রুরোধ দুঃখং জনয়ন্নন্তঃপুর ইব স্ত্রিয়ঃ।

'সেই সময় দেবতাদের পেট এমনভাবে ফুলে গিয়েছিল যেন তাঁদের মহোদর রোগ হয়েছে। হাত জোড় করে তাঁরা বললেন—'ভগবন্! স্বামিন্! আপনি চারপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করেছেন। আয়ুর অধিপতি রূপে আপনি আমাদের বায়ুদেবকে অর্পণ করেছেন। সাধু শিরোমণে! এই পবনদেব আমাদের প্রাণের ঈশ্বর, তাহলে কী কারণে তিনি আজ অন্তঃপুরের নারীদের মতো আমাদের দেহস্থ বায়ুর সঞ্চার রুদ্ধ করেছেন এবং আমাদের জন্য দুঃখের কারণ হয়েছেন।

তস্মাৎ ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্॥ ৫৬
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো নুদ দুঃখহন্।

'বায়ুর দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। দুঃখহারী প্রজাপতে! আপনি আমাদের এই বায়ুরোধ জনিত কষ্ট দূর করুন।

এতৎ প্রজানাং শ্রুত্বা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ॥ ৫৭
কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত।

'প্রজাদের এই কথা শুনে তাদের পালক ও রক্ষক শ্রীব্রহ্মা বললেন—'এর কিছু কারণ আছে' এই বলে তিনি প্রজাগণকে বললেন—

যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চুক্রোধ চ রুরোধ চ॥ ৫৮
প্রজাঃ শৃণুধ্বং তৎ সর্বং শ্রোতব্যং চাত্মনঃ ক্ষমম্।

'প্রজাগণ! যে কারণে বায়ুদেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে গতি রোধ করেছেন, তা জানাচ্ছি, শোনো। বায়ুদেবতার ক্রোধের কারণ তোমাদের জানা দরকার এবং উচিতও বটে।

পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ॥ ৫৯
রাহোর্বচনমাজ্ঞায় ততঃ স কুপিতোঽনিলঃ।

'আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর কথায় বায়ুর পুত্রকে বজ্রের দ্বারা আহত করে ভূপতিত করেছেন, তাই তিনি কুপিত হয়েছেন।

অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্॥ ৬০
শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ।

'বায়ুদেব স্বয়ং শরীর ধারণ না করে সমস্ত শরীরে

অবস্থান করে তা রক্ষা করতঃ বিচরণ করেন। বায়ু ছাড়া এই শরীর শুকনো কাঠের মতো হয়ে যায়।

বায়ুঃ প্রাণঃ সুখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ॥ ৬১
বায়ুনা সম্পরিত্যক্তং ন সুখং বিন্দতে জগৎ।

'বায়ুই সকলের প্রাণ। বায়ুই সুখ এবং বায়ুই সম্পূর্ণ জগৎ। বায়ু থেকে রিক্ত হয়ে জগৎ কখনও সুখ পেতে পারে না।

অদ্যৈব চ পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা॥ ৬২
অদ্যৈব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ স্থিতাঃ।

'বায়ুই জগতের আয়ু। এখন বায়ু জগতের প্রাণীদের ত্যাগ করেছেন, তাই সবকিছু নিষ্প্রাণ হয়ে কাঠ ও প্রাচীরবৎ হয়েছে।

তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুক্‌প্রদো হি নঃ।
মা বিনাশং গমিষ্যাম অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতাঃ॥ ৬৩

'অদিতি-পুত্রগণ ! এখন আমাদের সেই স্থানে যেতে হবে, যেখানে সকলের পীড়াদায়ক বায়ুদেব লুকিয়ে আছেন। এমন না হয়ে যায় যে, তাঁকে প্রসন্ন করার পূর্বেই আমাদের সকলের বিনাশ হয়ে যায়'।

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ
সদেবগন্ধর্বভুজঙ্গগুহ্যকৈঃ।
জগাম তত্রাস্যতি যত্র মারুতঃ
সুতং সুরেন্দ্রাভিহতং প্রগৃহ্য সঃ॥ ৬৪

'তখন সকল দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ ও গুহ্যক ইত্যাদি প্রজাদের নিয়ে শ্রীব্রহ্মা সেই স্থানে গেলেন, যেখানে বায়ুদেব ইন্দ্রদ্বারা আহত হওয়া পুত্রকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন।

ততোঽর্কবৈশ্বানরকাঞ্চনপ্রভং
সুতং তদোৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ।
চতুর্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ
সদেবগন্ধর্বর্ষিয়ক্ষরাক্ষসৈঃ॥ ৬৫

'তারপর চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মা দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি এবং যক্ষদের সঙ্গে সেখানে পৌঁছে বায়ুদেবতার ক্রোড়ে শায়িত তাঁর পুত্রকে দেখলেন, যার অঙ্গকান্তি সূর্য, অগ্নি এবং সুবর্ণের মতো প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর এরূপ অবস্থা দেখে শ্রীব্রহ্মার তাঁর ওপর অত্যন্ত দয়া হল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৬)

ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শ্রীহনুমানকে জীবিত করে নানাপ্রকার বর প্রদান করা এবং তাঁকে নিয়ে বায়ুর অঞ্জনার গৃহে গমন, ঋষিদের শাপে শ্রীহনুমানের নিজ শক্তির বিস্মৃতি, শ্রীরামের অগস্ত্য ও ঋষিদের যজ্ঞে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বিদায় জানানো

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দিতঃ।
শিশুকং তং সমাদায় উত্তস্থৌ ধাতুরগ্রতঃ॥ ১

পুত্র মারা যাওয়ায় বায়ুদেব অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। শ্রীব্রহ্মাকে দেখে সেই শিশুকে নিয়েই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

চলকুণ্ডলমৌলিস্রক্ তপনীয়বিভূষণঃ।
পাদয়োর্ন্যপতদ্ বায়ুস্ত্রিরুপস্থায় বেধসে॥ ২

তাঁর কানের কুণ্ডল দুলছিল, মাথায় মুকুট এবং কণ্ঠে হার শোভা পাচ্ছে, তিনি স্বর্ণ অলংকার বিভূষিত ছিলেন। বায়ুদেবতা তিনবার শ্রীব্রহ্মার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা।
বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্॥ ৩

বেদবেত্তা শ্রীব্রহ্মা তাঁর দীর্ঘ অলংকার পরিহিত হস্ত দ্বারা বায়ুদেবতাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোঽথ সলীলং পদ্মজন্মনা।

জলসিক্তং যথা সস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্॥ ৪

জলসিঞ্চন করলে শুকনো জমি যেমন সবুজ ঘাসে ভরে যায়, তেমনই লীলাচ্ছলে কমলযোনি শ্রীব্রহ্মার হাতের স্পর্শ পেয়ে শিশু হনুমান পুনর্জীবিত হয়ে উঠল।

প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা প্রাণো গন্ধবহো মুদা।
চচার সর্বভূতেষু সন্নিরুদ্ধং যথা পুরা॥ ৫

শ্রীহনুমানকে জীবিত দেখে জগতের প্রাণস্বরূপ গন্ধবাহন বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে অবরুদ্ধ প্রাণ পূর্ববৎ সঞ্চার করে দিলেন।

মরুদ্রোধাদ্ বিনির্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতাঽভবন্।
শীতবাতবিনির্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সাম্বুজাঃ॥ ৬

বায়ুর অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত প্রজা প্রসন্ন হয়ে গেল, ঠিক তেমনভাবে, যেমন হিমযুক্ত বায়ুর আঘাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রস্ফুটিত কমলযুক্ত পুষ্পরিণী সুশোভিত হয়ে ওঠে।

ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ ত্রিধামা ত্রিদশার্চিতঃ।
উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া॥ ৭

তারপর তিন যুগ্ম[১]সম্পন্ন, প্রধানতঃ তিন মূর্তি[২] ধারণকারী, ত্রিলোকরূপী গৃহে অবস্থানকারী এবং তিন দশাযুক্ত[৩] দেবতা দ্বারা পূজিত শ্রীব্রহ্মা বায়ুদেবতার প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় দেবতাদের বলেন।

ভো মহেন্দ্রাগ্নিবরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ।
জানতামপি বঃ সর্বং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্॥ ৮

'ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহাদেব এবং কুবের প্রভৃতি দেবতাগণ ! যদিও আপনারা সকলে অবগত আছেন, তবুও আমি আপনাদের হিতকারক সব কথা বলব, শুনুন।

অনেন শিশুনা কার্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি।
তদ্ দদধ্বং বরান্ সর্বে মারুতস্যাস্য তুষ্টয়ে॥ ৯

'ভবিষ্যতে এই বালকের দ্বারা আপনাদের অনেক কাজ সিদ্ধ হবে, সুতরাং বায়ুদেবতার প্রসন্নতার জন্য আপনারা সকলে এঁকে বর দিন।'

ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ।
কুশেশয়ময়ীং মালামুৎক্ষেপ্যেদং বচোঽব্রবীৎ॥ ১০

তখন সহস্র নেত্রধারী সুমুখ ইন্দ্র শিশু হনুমানের গলায় অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ কমলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন—

মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি॥ ১১

'আমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত বজ্রে এই বালকের হনু ভেঙ্গে গেছে ; তাই এই কপিশ্রেষ্ঠর নাম হবে 'হনুমান'।

অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্।
ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি॥ ১২

'তাছাড়াও আমি একে অন্য এক আশ্চর্য বর দিচ্ছি যে, আজ থেকে এই হনুমান আমার বজ্রের আঘাতেও মারা যাবে না।

মার্তণ্ডস্ত্বব্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
তেজসোঽস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্॥ ১৩

'তারপর আঁধার নাশক ভগবান সূর্য বললেন—'আমি একে আমার তেজের শত ভাগ দান করছি।

যদা চ শাস্ত্রাণ্যধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি।
ন চাস্য ভবিতা কশ্চিৎ সদৃশঃ শাস্ত্রদর্শনে॥ ১৪

'এছাড়া যখন এর শাস্ত্রাধ্যয়ন করার যোগ্যতা আসবে, তখন আমিই একে শাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করব, যাতে এ ভাল বক্তা হবে। শাস্ত্রজ্ঞানে কেউই এর সমকক্ষ হতে পারবে না।

বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি॥ ১৫

'তারপর বরুণ বর দিয়ে বললেন—দশ লাখ বছর আয়ু হয়ে গেলেও আমার পাশ এবং জলে এই বালকের মৃত্যু হবে না।

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বং চ দত্তবান্।
বরং দদামি সন্তুষ্ট অবিষাদং চ সংযুগে॥ ১৬
গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি।

---

[১]তিন যুগ্মের তাৎপর্য এখানে ছয় প্রকার ভগ্ (ঐশ্বর্য) যথা—ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় প্রকারের ঐশ্বর্য।

[২]ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মূর্তি।

[৩]বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর—এইগুলি হলো দেবতাদের তিন অবস্থা।

ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ॥ ১৭

'তখন যম বর দিলেন—'এ আমার দণ্ড থেকে অবধ্য এবং নীরোগ হবে।' তারপর পিঙ্গলবর্ণের এক চক্ষুবিশিষ্ট কুবের বললেন— 'আমি সন্তুষ্ট হয়ে এই বর প্রদান করছি যে, যুদ্ধে কখনও এ বিষাদগ্রস্ত হবে না আর আমার এই গদা সংগ্রামে কখনও একে বধ করতে পারবে না।'

মত্তো মদায়ুধানাং চ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ॥ ১৮

তারপর ভগবান শংকর তাকে এই উত্তম বর দিলেন— 'এ আমার এবং আমার অস্ত্রের থেকেও অবধ্য থাকবে'।

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্ট্বেমং বালসূর্যোপমং শিশুম্।
শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদাদ্ বরমস্য মহামতিঃ॥ ১৯

শিল্পীশ্রেষ্ঠ পরম বুদ্ধিমান বিশ্বকর্মা বালসূর্যসম অরুণ কান্তিসম্পন্ন এই শিশুকে দেখে এই বর দিলেন—

মৎকৃতানি চ শস্ত্রাণি যানি দিব্যানি তানি চ।
তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি॥ ২০

'আমার তৈরি করা যতো দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তার থেকে অবধ্য থাকবে এবং চিরঞ্জীবি হবে'।

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্ বচঃ।
সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি॥ ২১

'শেষকালে শ্রীব্রহ্মা সেই বালককে লক্ষ্য করে বললেন —'এই বালক দীর্ঘায়ু, মহাত্মা এবং সর্বপ্রকার ব্রহ্মদণ্ড থেকে অবধ্য হবে'।

ততঃ সুরাণাং তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্।
চতুর্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্‌গুরুঃ॥ ২২

শ্রীহনুমানকে এইভাবে দেবতাদের বরে অলংকৃত হতে দেখে চতুর্মুখ জগদ্‌গুরু শ্রীব্রহ্মার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং তিনি বায়ুদেবকে বললেন—

অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ॥ ২৩

'মারুত ! তোমার এই পুত্র মারুতি শত্রুদের পক্ষে ভয়ংকর এবং মিত্রদের অভয়দাতা হবে। যুদ্ধে কেউ একে পরাজিত করতে পারবে না।

কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাং বরঃ।
ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥ ২৪

'সে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতে পারবে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। তার গতি তার ইচ্ছানুসারে তীব্র বা মন্দ হবে এবং কখনও রুদ্ধ হবে না। এই কপিশ্রেষ্ঠ অত্যন্ত যশস্বী হবে।

রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ।
রোমহর্ষকরাণ্যেব কর্তা কর্মাণি সংযুগে॥ ২৫

'যুদ্ধস্থলে এই বালক রাবণকে সংহার করবে এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতা সম্পাদন করে নানা অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকারী কর্ম সম্পাদন করবে'।

এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং ত্বমরৈঃ সহ।
যথাগতং যযুঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ॥ ২৬

শ্রীহনুমানকে এইভাবে বর প্রদান করে বায়ুদেবতার অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মা আদি দেবতা যেমন এসেছিলেন, সেইভাবে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।

সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ।
অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ॥ ২৭

গন্ধবাহন বায়ুও পুত্রকে নিয়ে অঞ্জনার গৃহে এলেন এবং তাঁকে দেবতাদের বরপ্রদানের কথা বলে ফিরে গেলেন।

প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ।
জবেনাত্মনি সংস্থেন সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ॥ ২৮

শ্রীরাম ! এইভাবে শ্রীহনুমান অনেক বর লাভ করে সেই শক্তিতে সম্পন্ন হলেন এবং নিজের মধ্যে বিদ্যমান অনুপম বেগে পূর্ণ হয়ে মহাসাগরের মতো শোভা পেতে লাগলেন।

তরসা পূর্যমাণোঽপি তদা বানরপুঙ্গবঃ।
আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নির্ভয়ঃ॥ ২৯

তখন বানর শিরোমণি হনুমান বেগে ভরপুর হয়ে নির্ভয়ে মহর্ষিদের আশ্রমে গিয়ে নানাপ্রকার উপদ্রব করতেন।

স্রুগ্‌ভাণ্ডান্যগ্নিহোত্রাণি বল্কলানাং চ সঞ্চয়ান্।
ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধ্বস্তান্ সংশান্তানাং করোত্যয়ম্॥ ৩০

তিনি শান্তচিত্ত মহাত্মাদের যজ্ঞের পাত্রগুলি ভেঙে ফেলতেন, অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত সংগৃহিত স্রুক, স্রুব

বৃক্ষাদি নষ্ট করে দিতেন এবং জড়ো করে রাখা বল্কলসমূহ ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলতেন।

এবংবিধানি কর্মাণি প্রাবর্তত মহাবলঃ।
সর্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যঃ শম্ভুনা কৃতঃ॥ ৩১
জানন্ত ঋষয়ঃ সর্বে সহন্তে তস্য শক্তিতঃ।

মহাবলী পবনকুমার এইরূপ উৎপাত করতে লাগলেন। কল্যাণকারী ভগবান ব্রহ্মা এঁকে সর্বপ্রকার ব্রহ্মদণ্ড থেকে অবধ্য করে দিয়েছেন—সব ঋষিই এই কথা জানতেন ; তাই বিবশ হয়ে তাঁরা তাঁর সমস্ত অপরাধ চুপচাপ সহ্য করতেন।

তথা কেসরিণা ত্বেষ বায়ুনা সোঽঞ্জনীসুতঃ॥ ৩২
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেব বানরঃ।

যদিও কেসরী তথা বায়ুদেবতাও এই অঞ্জনীকুমারকে বারবার বারণ করতেন, কিন্তু বানরবীর সেই মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করতেন।

ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ॥ ৩৩
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুদ্ধাতিমন্যবঃ।

এতে ভৃগু এবং অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন মহর্ষিগণ একবার কুপিত হয়ে ওঠেন। রঘুশ্রেষ্ঠ ! কষ্টের অনুভব করে দুঃখিত হয়ে একবার তারা তাঁকে শাপ দিয়ে বললেন—

বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম॥ ৩৪
তদ্ দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ধতে বলম্॥ ৩৫

'বানরবীর ! তুমি যে বলের আশ্রয়ে আমাদের কষ্ট দিচ্ছ, আমাদের শাপে মোহগ্রস্ত হয়ে তুমি তা দীর্ঘকাল ধরে ভুলে থাকবে—তোমার নিজের শক্তিরও খবর জানা থাকবে না। কেউ যখন তোমাকে তোমার শক্তির কথা জানাবে, তখনই তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।'

ততস্তু হৃততেজৌজা মহর্ষিবচনৌজসা।
এষোঽশ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোঽচরৎ॥ ৩৬

'মহর্ষিদের এই বচনের প্রভাবে তাঁর তেজ ও শক্তি কমে যায়। তারপর তিনি ওই আশ্রমগুলিতে শান্ত হয়ে বিচরণ করতেন।

অথর্ক্ষরজসো নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা।
সর্ববানররাজাসীৎ তেজসা ইব ভাস্করঃ॥ ৩৭

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ছিল ঋক্ষরাজ। তিনি ছিলেন সূর্যের সমান তেজস্বী এবং সমস্ত বানরদের রাজা।

স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং মহেশ্বরঃ।
ততস্ত্বৃক্ষরজা নাম কালধর্মেণ যোজিতঃ॥ ৩৮

এই বানররাজ ঋক্ষরাজ চিরকাল ধরে বানরদের রাজ্য শাসন করে শেষকালে কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত করেন।

তস্মিন্নস্তমিতে চাথ মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
পিত্র্যে পদে কৃতো বালী সুগ্রীবো বালিনঃ পদে॥ ৩৯

তাঁর দেহাবসানের পরে মন্ত্রবিদ মন্ত্রীগণ পিতার স্থানে বালীকে রাজা এবং বালীর স্থানে সুগ্রীবকে যুবরাজ করেন।

সুগ্রীবেণ সমং ত্বস্য অদ্বৈধং ছিদ্রবর্জিতম্।
আবাল্যং সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা॥ ৪০

অগ্নির সঙ্গে বায়ুর যেমন স্বাভাবিক মিত্রতা আছে, তেমনই সুগ্রীবের সঙ্গে বালীর অল্পবয়স থেকেই সখ্যতা ছিল। এঁদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার ভিন্নভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে অটুট ভালোবাসা ছিল।

এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ।
বালিসুগ্রীবয়োর্বৈরং যদা রাম সমুত্থিতম্॥ ৪১
ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোঽপি বালিনা।
দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ॥ ৪২

শ্রীরাম ! পরে যখন বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে বৈরভাব প্রকাশ পেল, তখন শ্রীহনুমান শাপবশতঃ নিজের শক্তি জানতে পারেননি। দেব ! বালীর ভয়ে পালাতে থাকলেও সুগ্রীবেরও শ্রীহনুমানের শক্তির কথা স্মরণ হয়নি এবং স্বয়ং পবনকুমারেরও নিজের ক্ষমতা জানা ছিল না।

ঋষিশাপাহৃতবলস্তদৈব কপিসত্তমঃ।
সিংহঃ কুঞ্জররুদ্ধো বা আস্থিতঃ সহিতো রণে॥ ৪৩

সুগ্রীবের উপর যখন এই বিপদ আসে, সেই সময় ঋষিদের শাপবশতঃ তিনি নিজের শক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই কোনো সিংহ হাতির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনই তিনি বালী ও

সুগ্রীবের যুদ্ধে চুপ করে থেকে তামাশা দেখতে থাকলেন, কিছু করতে পারলেন না।

পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ-
সৌশীল্যমাধুর্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্যচাতুর্যসুবীর্যধৈর্যৈ
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে॥ ৪৪

জগতে এমন কে আছেন, যিনি পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মধুরতা, নীতি-অনীতির বিবেক, গাম্ভীর্য, চতুরতা, উত্তম বল ও ধৈর্যতে শ্রীহনুমানের থেকে বড়ো?

অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ধারয়নপ্রমেয়ঃ॥ ৪৫

এই অসীম শক্তিশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কালে শঙ্কা নিবারণের জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে মহাগ্রন্থ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত যেতেন।

সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিদ্ধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
নহ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব॥ ৪৬

তিনি সূত্র, বৃত্তি, বার্তিক, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহ—এই সব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন। অন্যান্য শাস্ত্রাদির জ্ঞান এবং ছন্দঃ শাস্ত্রের অধ্যয়নে তাঁর সমকক্ষ কোনো বিদ্বান কেউ নেই।

সর্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে
প্রস্পর্ধতেঽয়ং হি গুরুং সুরাণাম্।
সোঽয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা
ব্রহ্মা ভবিষ্যত্যপি তে প্রসাদাৎ॥ ৪৭

সম্পূর্ণ বিদ্যার জ্ঞান এবং তপস্যার অনুষ্ঠানে তিনি বৃহস্পতির সমকক্ষ। নব ব্যাকরণের সিদ্ধান্তে পারঙ্গম। এই শ্রীহনুমান আপনার কৃপায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় আদরণীয় হবেন।

প্রবীবিবক্ষোরিব সাগরস্য
লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য।
লোকক্ষয়েষ্বেব যথান্তকস্য
হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ॥ ৪৮

প্রলয়ের কালে পৃথিবী প্লাবিত করার জন্য ভূমিতে প্রবেশকারী মহাসাগর, সমস্ত জগৎ দগ্ধ করতে উদ্যত সংবর্তক অগ্নি এবং লোকসংহারের জন্য উদ্যত কালের ন্যায় প্রভাবশালী এই শ্রীহনুমানের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?

এষেব চান্যে চ মহাকপীন্দ্রাঃ
সুগ্রীবমৈন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
সতারতারেয়নলাঃ সরম্ভা-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ॥ ৪৯

শ্রীরাম! বাস্তবে ইনি এবং এঁর সমান অন্য অন্য যে সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয় (অঙ্গদ), নল এবং রম্ভ আদি মহাকপীশ্বর আছেন; দেবতারা এঁদের সকলের সৃষ্টি করেছেন আপনারই সহায়তার জন্য।

গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো
মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেন্দ্রৈ-
স্ত্বৎকারণাদ্ রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ॥ ৫০

শ্রীরাম! গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, প্রভ, জ্যোতিমুখ এবং নল—এই সব বানরেশ্বর এবং ভালুকদের আপনার সহযোগিতার জন্যই দেবতারা সৃষ্টি করেছেন।

তদেতৎ কথিতং সর্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হনূমতো বালভাবে কর্মৈতৎ কথিতং ময়া॥ ৫১

রঘুনন্দন! আপনি আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন, সেসবই আপনাকে বলেছি। শ্রীহনুমানের বাল্যচরিত্রও আপনার নিকট বর্ণনা করেছি।'

শ্রুত্বাগস্ত্যস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ॥ ৫২

শ্রীঅগস্ত্যের এই কথা শুনে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বানর ও রাক্ষসগণও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্ রামং সর্বমেতচ্ছ্রুতং ত্বয়া।
দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাসি রাম গচ্ছামহে বয়ম্॥ ৫৩

তারপর শ্রীঅগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—'যোগীদের হৃদয়ে রমণকারী শ্রীরাম। আপনি এই সমস্ত প্রসঙ্গ শুনে নিয়েছেন। আমরা আপনাকে দর্শন করেছি এবং আপনার সঙ্গে বার্তালাপ করে নিয়েছি। তাই এবার আমরা চলে যাচ্ছি'।

শ্রুত্বৈতদ্ রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ॥ ৫৪

উগ্র তেজস্বী শ্রীঅগস্ত্যের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র হাত জোড় করে বিনয়সহকারে সেই মহর্ষিকে এই কথা বললেন—

অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রপিতামহাঃ।
যুষ্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্টাঃ সবান্ধবাঃ॥ ৫৫

'মুনীশ্বর ! আজ আমার ওপর দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং পিতামহ— এঁরা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট। বন্ধু-বান্ধবসহ আমরা আপনার মতো মহাত্মাদের দর্শনলাভে সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকি।

বিজ্ঞাপ্যং তু মমৈতদ্ধি যদ্ বদাম্যাগতস্পৃহঃ।
তদ্ ভবদ্ভির্মম কৃতে কর্তব্যমনুকম্পয়া॥ ৫৬

'আমার মনে এক ইচ্ছার উদয় হয়েছে। আমি তা আপনার সেবায় নিবেদন করছি। আমার ওপর অনুগ্রহ করে আপনারা আমার সেই অভীষ্ট কার্য সম্পূর্ণ করবেন।

পৌরজানপদান্ স্থাপ্য স্বকার্যেষ্বহমাগতঃ।
ক্রতূনহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ ভবতাং সতাম্॥ ৫৭

'আমার ইচ্ছা হল এই যে, পুরবাসী এবং দেশবাসীদের তাঁদের কর্মে নিযুক্ত করে আমি আপনার মতো সৎপুরুষদের প্রভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব।

সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু।
ভবিষ্যথ মহাবীর্যা মমানুগ্রহকাংক্ষিণঃ॥ ৫৮

'আমার সেই যজ্ঞে আপনার মতো মহাশক্তিশালী মহাত্মা অনুগ্রহপূর্বক যেন নিত্য উপস্থিত থাকেন।

অহং যুষ্মান্ সমাশ্রিত্য তপোনির্ধূতকল্মষান্।
অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্বৃতঃ॥ ৫৯

'তপস্যা দ্বারা আপনি নিষ্পাপ হয়ে গেছেন। আমি আপনাদের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট এবং পিতৃ-পিতামহের দ্বারা অনুগৃহীত হব।

তদাগন্তব্যমনিশং ভবদ্ভিরিহ সংগতৈঃ।
অগস্ত্যাদ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৬০
এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য প্রযাতুমুপচক্রমুঃ।

'যজ্ঞ-আরম্ভের সময় সকলে একত্র হয়ে এখানে পদার্পণ করবেন।' শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে কঠোর ব্রত পালনকারী অগস্ত্য আদি মহর্ষি তাঁকে 'এবমস্তু (তাই হবে)' বলে সেখান থেকে যেতে উদ্যত হলেন।

এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্॥ ৬১
রাঘবশ্চ তমেবার্থং চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ।

এইভাবে বার্তালাপ হওয়ায় সব ঋষিগণ যেমন এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে আলোচিত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্॥ ৬২
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ॥ ৬৩

তারপর সূর্যাস্ত হয়ে গেলে রাজা ও বানরদের বিদায় জানিয়ে নরেশ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র বিধিপূর্বক সন্ধ্যা উপাসনা করে রাত্রি হলে অন্তঃপুরে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৭)

সভাসদ্‌গণের সঙ্গে শ্রীরামের রাজসভায় উপবিষ্ট হওয়া

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্মেণ বিদিতাত্মনি।
ব্যতীতা যা নিশা পূর্বা পৌরাণাং হর্ষবর্ধিনী॥ ১

'ককুৎস্থকুলভূষণ আত্মজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপূর্বক রাজ্যাভিষেক হয়ে গেলে পুরবাসীদের হর্ষ বৃদ্ধিকারী তাঁর প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ।
বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি॥ ২

সেই রাত পার হলে যখন প্রভাত হয়, তখন প্রাতঃকালে মহারাজ শ্রীরামকে নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য সৌম্যদর্শন বন্দীরা রাজমহলে উপস্থিত হলেন।

তে রক্তকণ্ঠিনঃ সর্বে কিন্নরা ইব শিক্ষিতাঃ।
তুষ্টুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ॥ ৩

তাঁদের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত মধুর। সংগীত কলায় তাঁরা কিন্নরদের ন্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যথাযথভাবে বীর নরেশ শ্রীরঘুনাথের স্তবগান শুরু করলেন।

বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ব কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধন।
জগদ্ধি সর্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে নরাধিপ॥ ৪

'শ্রীকৌসল্যা মাতার আনন্দবর্ধনকারী সৌম্য-স্বরূপ বীর রঘুবীর ! আপনি জেগে উঠুন। মহারাজ ! আপনি শুয়ে থাকলে সমস্ত জগৎই তো শুয়ে থাকবে (এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সকলে ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হতে পারবে না)।

বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপং চৈবাশ্বিনোরিব।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি॥ ৫

'আপনার পরাক্রম ভগবান বিষ্ণুর সমান এবং রূপ অশ্বিনীকুমারদের সমকক্ষ। বুদ্ধিতে আপনি বৃহস্পতিতুল্য এবং প্রজাপালনে সাক্ষাৎ প্রজাপতিসদৃশ।

ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্যমুদধেরিব॥ ৬

'আপনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং তেজে ভগবান ভাস্করের সমান, বেগে বায়ুতুল্য এবং গাম্ভীর্য সমুদ্রসদৃশ।

অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্।
নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্বং ভবিতারো নরাধিপ॥ ৭

'নরেশ্বর ! আপনি ভগবান শংকরের ন্যায় যুদ্ধে অবিচল। আপনার ন্যায় সৌম্যতা চন্দ্রেই পাওয়া সম্ভব। আপনার মতো রাজা প্রথমেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হবেন না।

যথা ত্বমসি দুর্ধর্ষো ধর্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ।
ন ত্বাং জহাতি কীর্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ॥ ৮

'পুরুষোত্তম ! আপনাকে পরাস্ত করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। আপনি সর্বদা ধর্মে সংলগ্ন থেকে প্রজাদের হিত-সাধনে তৎপর থাকেন, তাই কীর্তি ও লক্ষ্মী আপনাকে কখনও ছেড়ে যায় না।

শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ॥ ৯

'ককুৎস্থকুলনন্দন ! ঐশ্বর্য এবং ধর্ম আপনাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।' বন্দীগণ এইভাবে আরও বহু সুমধুর স্তুতি করেন।

সূতাশ্চ সংস্তবৈর্দিব্যৈর্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্।
স্তুতিভিঃ স্তূয়মানাভিঃ প্রত্যবুধ্যত রাঘবঃ॥ ১০

সূত ও দিব্য স্তুতি দ্বারা শ্রীরঘুনাথকে জাগাতে থাকেন। এইভাবে স্তুতি শুনিয়ে ভগবান শ্রীরামকে তাঁরা জাগালেন।

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাস্তৃতম্।
উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা॥ ১১

পাপহারী ভগবান নারায়ণ যেমন সর্পশয্যা থেকে ওঠেন, তেমনই ইনিও শ্বেত চাদরে আচ্ছাদিত শয্যাত্যাগ করে উঠে বসলেন।

তমুত্থিতং মহাত্মানং প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ।
সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরুপতস্থুঃ সহস্রশঃ॥ ১২

মহারাজ শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করতেই সহস্র সহস্র সেবক বিনয়পূর্বক হাত জোড় করে উজ্জ্বল পাত্রাদিতে জল নিয়ে তাঁর সেবায় উপস্থিত হলেন।

কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হুতহুতাশনঃ।
দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্॥ ১৩

স্নানাদি সমাপন করে শুদ্ধ হয়ে তিনি সময়মতো অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং শীঘ্রই ইক্ষ্বাকুবংশগণের দ্বারা

সেবিত পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হলেন।

> তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি।
> বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ॥ ১৪

সেখানে দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের বিধিমতো পূজা করে তিনি বহু কর্মচারীদের সঙ্গে বেরিয়ে চলে এলেন।

> উপতস্থুর্মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
> বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ॥ ১৫

তখন প্রজ্বলিত অগ্নিসম তেজস্বী বশিষ্ঠ আদি সকল মহাত্মা মন্ত্রী ও পুরোহিত সেখানে উপস্থিত হলেন।

> ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
> রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেব যথামরাঃ॥ ১৬

তারপর বহু জনপদের মালিক মহামনস্বী ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সেইভাবে এসে বসলেন, যেভাবে ইন্দ্রের সমীপে দেবতারা এসে উপবেশন করেন।

> ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ।
> উপাসাংচক্রিরে হৃষ্টা বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্॥ ১৭

মহাযশস্বী ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন — এই তিন ভাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেইভাবে শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত থাকতেন, যেমন বেদত্রয় যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন।

> যাতাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ।
> মুদিতা নাম পার্শ্বস্থা বহবঃ সমুপাবিশন্॥ ১৮

এই সময় মুদিত নামে প্রসিদ্ধ বহু সেবকও, যাঁদের মুখে প্রসন্নতা বিরাজ করত, হাত জোড় করে সভাভবনে শ্রীরঘুনাথের কাছে এসে বসলেন।

> বানরাশ্চ মহাবীর্যা বিংশতিঃ কামরূপিণঃ।
> সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসঃ॥ ১৯

অতঃপর মহাপরাক্রমী মহাতেজস্বী এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী সুগ্রীব ইত্যাদি বিশজন[১] বানরবীর ভগবানের শ্রীরামের কাছে এসে বসলেন।

> বিভীষণশ্চ রক্ষোভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ।
> উপাসতে মহাত্মানং ধনেশমিব গুহ্যকঃ॥ ২০

নিজের চারজন রাক্ষস মন্ত্রীসহ বিভীষণও সেইভাবে মহাত্মা শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত হলেন, যেমন গুহ্যকগণ ধনপতি কুবেরের সেবায় উপস্থিত হতেন।

> তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যে চ মানবাঃ।
> শিরসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ॥ ২১

যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানে বিজ্ঞ এবং কুলীন, সেই বুদ্ধিমান মানুষেরাও মহারাজকে মাথা নত করে প্রণাম করে সেখানে বসলেন।

> তথা পরিবৃতো রাজা শ্রীমদ্ভির্ঋষিভির্বরৈঃ।
> রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈর্বানরৈশ্চ সরাক্ষসৈঃ॥ ২২

এইভাবে বহু শ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী মহর্ষি, মহাপরাক্রমী রাজা, বানর ও রাক্ষস পরিবৃত হয়ে শ্রীরঘুনাথ রাজসভায় শোভা পাচ্ছিলেন।

> যথা দেবেশ্বরো নিত্যমৃষিভিঃ সমুপাস্যতে।
> অধিকস্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্ বিরোচতে॥ ২৩

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্বদা ঋষিদের দ্বারা সেবিত হন, তেমনই মহর্ষি-মণ্ডলী পরিবৃত শ্রীরামচন্দ্র তখন সহস্রলোচন ইন্দ্রের থেকেও বেশি শোভা পাচ্ছিলেন।

> তেষাং সমুপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
> কথ্যন্তে ধর্মসংযুক্তাঃ পুরাণজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ॥ ২৪

সব লোক যখন যথাস্থানে বসে গেলেন, তখন পুরাণবেত্তা মহাত্মাগণ বিভিন্ন ধর্মকথা বলতে লাগলেন[২]।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৭॥

---

[১] সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, সুষেণ, তার, নীল, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, শতবলি, গন্ধমাদন, গজ, গবাক্ষ, গবয়, ধূম্র, রম্ভ ও জ্যোতিমুখ—এই প্রধান কুড়িজন বানর-বীর সভায় উপস্থিত হলেন।

[২] এই সর্গের পরে অন্যান্য কিছু গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রূপে আরও পাঁচ সর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি এবং রাবণের শ্বেতদ্বীপে গমনের ইতিহাস বর্ণিত আছে। সেই ইতিহাসের বক্তাও শ্রীঅগস্ত্যই। কিন্তু এর পূর্বের সর্গেই শ্রীঅগস্ত্যের বিদায় নেওয়ার বর্ণনা এসে গেছে ; সুতরাং এখানে এই সকল সর্গের উল্লেখ অসঙ্গত প্রতীত হয়। তাই এই সর্গগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হয়নি।

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ (৩৮)

শ্রীরাম কর্তৃক রাজা জনক, যুধাজিৎ, প্রতর্দন এবং অন্যান্য নরেশদের বিদায় জানানো

এবমাস্তে মহবাহুরহনাহনি রাঘবঃ।
প্রশাসৎ সর্বকার্যাণি পৌরজানপদেষু চ॥ ১

মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ এইভাবে প্রতিদিন রাজসভায় বসে পুরবাসী ও জনপদবাসীগণের সমস্ত কার্যাদি দেখাশোনা করে শাসনকার্য চালাতেন।

ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২

এভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে শ্রীরামচন্দ্র মিথিলার রাজা বিদেহরাজ শ্রীজনককে হাত জোড় করে বললেন—

ভবান্ হি গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্।
ভবতস্তেজসোগ্রেণ রাবণো নিহতো ময়া॥ ৩

'মহারাজ ! আপনিই আমাদের সুস্থির আশ্রয়। আপনিই সর্বদা আমাদের লালন-পালন করেছেন। আপনারই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত তেজে আমি রাবণকে বধ করেছি।

ইক্ষ্বাকূণাং চ সর্বেষাং মৈথিলানাং চ সর্বশঃ।
অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ॥ ৪

'রাজন্ ! সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় এবং মৈথিল নরেশদের মধ্যে আপসের সম্পর্কের কারণে যে প্রেম সর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই।

তদ্ ভবান্ স্বপুরং যাতু রত্নান্যাদায় পার্থিব।
ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুয়াস্যতি॥ ৫

'পৃথিবীনাথ ! এখন আপনি আমার দ্বারা নিবেদিত এই রত্নসামগ্রী গ্রহণ করে মিথিলার রাজধানীতে পদার্পণ করুন। ভরত (এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুঘ্নও) আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে অনুগমন করবে'।

স তথেতি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি ভবতা রাজন্ দর্শনেন নয়েন চ॥ ৬

জনকরাজা তখন 'ভালো কথা' বলে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন— 'রাজন্ ! আমি আপনার দর্শন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিতানি বৈ।
দুহিত্রে তান্যহং রাজন্ সর্বাণ্যেব দদামি বৈ॥ ৭

'আপনি আমার জন্য যেসব রত্ন একত্রিত করেছেন, সেসব আমি সীতা ও অন্য কন্যাদের সমর্পণ করছি।'

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং জনকো হৃষ্টমানসঃ।
প্রযযৌ মিথিলাং শ্রীমাংস্তমনুজ্ঞায় রাঘবম্॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলে শ্রীমান রাজা জনক প্রসন্ন চিত্তে শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে মিথিলায় গমন করলেন।

ততঃ প্রযাতে জনকে কেকয়ং মাতুলং প্রভুম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯

রাজা জনক চলে যাওয়ার পর শ্রীরঘুনাথ নিজের মাতুল কেকয়-রাজ যুধাজিৎকে, যিনি অত্যন্ত সামর্থ্যশালী ছিলেন, হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন—

ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
আয়ত্তস্ত্বং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষর্ষভ॥ ১০

'রাজন্ ! পুরুষপ্রবর ! এই রাজ্য, আমি স্বয়ং ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন— সবই আপনারই অধীন। আপনিই আমাদের আশ্রয়।

রাজা হি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপয়াস্যতি।
তস্মাদ্ গমনমদ্যৈব রোচতে তব পার্থিব॥ ১১

'মহারাজ কেকয়রাজ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি আপনার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। পৃথ্বীনাথ ! তাই আপনার আজই চলে যাওয়া আমার ভালো মনে হয়।

লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতে।
ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ॥ ১২

'আপনি অনেক ধন এবং নানাপ্রকারের রত্নসহ প্রস্থান করুন। পথে সাহায্য করার জন্য লক্ষ্মণ আপনার সঙ্গে যাবে।'

যুধাজিৎ তু তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘব।
রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয্যেবাক্ষয্যমস্ত্বিতি॥ ১৩

যুধাজিৎ 'তথাস্তু' বলে শ্রীরামচন্দ্রের কথা মেনে নিয়ে বললেন— 'রঘুনন্দন ! এই রত্ন ও ধন সব তোমার কাছেই অক্ষয়রূপে থাকবে'।

প্রদক্ষিণং চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্ধনঃ।
রামেণ চ কৃতঃ পূর্বমভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্॥ ১৪

তখন শ্রীরঘুনাথ মাতুলকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করলেন, অতঃপর কেকয়কুল বৃদ্ধিকারী রাজকুমার যুধাজিৎও রাজা শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করেন।

লক্ষ্মণেন সহায়েন প্রয়াতঃ কেকয়েশ্বরঃ।
তেহসুরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ॥ ১৫

তারপর যেভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে অমরাবতীতে যাত্রা করেছিলেন, সেভাবে কেকয়ের রাজা শ্রীলক্ষ্মণের সঙ্গে সেইভাবে নিজ দেশে প্রস্থান করলেন।

স বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ॥ ১৬

মামাকে বিদায় জানিয়ে সর্বতোভাবে ভয়শূন্য তাঁর মিত্র কাশিরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গন করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ॥ ১৭

'রাজন্ ! আপনি রাজ্যাভিষেকের কাজে ভরতের সঙ্গে পূর্ণরূপে সাহায্য করেছিলেন এবং এই কাজে আপনি মহান প্রেম এবং পরম সৌহার্দের পরিচয় দিয়েছেন।

স ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্॥ ১৮

'কাশীরাজ ! এখন আপনি সুন্দর ও মনোহর প্রবেশ-দ্বারে সুশোভিত এবং আপনার দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় পুরী বারাণসীতে পদার্পণ করুন।'

এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।
পর্যষ্বজত ধর্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্॥ ১৯

এই কথা বলে ধর্মাত্মা শ্রীরাম পুনরায় নিজ উত্তম আসন থেকে উঠে প্রতর্দনকে হৃদয়ে ধরে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

বিসর্জয়ামাস তদা কৌসল্যাপ্রীতিবর্ধনঃ।
রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ॥ ২০
বারাণসীং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জিতঃ।

এইভাবে কৌসল্যার আনন্দবৃদ্ধিকারী শ্রীরাম কাশীরাজকে বিদায় জানালেন। শ্রীরামের অনুমতি পেয়ে তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে কাশীরাজ নির্ভয়ে বারাণসীপুরীতে প্রস্থান করলেন।

বিসৃজ্য তং কাশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্॥ ২১
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্।

কাশীরাজ বিদায় নিয়ে গেলে শ্রীরঘুনাথ হাস্য বদনে অবশিষ্ট তিনশত ভূপালদের মধুর বাক্যে বললেন।

ভবতাং প্রীতিরব্যগ্রা তেজসা পরিরক্ষিতা॥ ২২
ধর্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যং চ ভবতাং সদা।

'আপনারা স্বতেজে আমার প্রতি আপনাদের অবিচল ভালোবাসা রক্ষা করেছেন। আপনাদের মধ্যে সত্য এবং ধর্ম নিয়তরূপে নিত্য-নিরন্তর নিবাস করুক।

যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্॥ ২৩
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ।

'আপনাদের মতো মহাপুরুষদের তেজ ও প্রভাবেই আমার দ্বারা দুর্বুদ্ধি, দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ মারা গিয়েছে।

হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ॥ ২৪
রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রামাত্যবান্ধবঃ।

'রাবণ বধে আমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র ছিলাম। বাস্তবে আপনাদের তেজেই পুত্র, মন্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও সেবকসহ রাবণ মারা গিয়েছে।

ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা॥ ২৫
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাৎ তনয়াং হৃতাম্।

'বন থেকে জনকরাজনন্দিনী সীতার অপহরণের সংবাদ শুনিয়েই মহাত্মা ভরত আপনাদের এখানে ডেকে এনেছিলেন।

উদ্যুক্তানাং চ সর্বেষাং পার্থিবানাং মহাত্মনাম্॥ ২৬
কালোহপ্যতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচয়াম্যতঃ।

'মহামনা আপনারা সকলে রাক্ষসদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের এখানে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, এখন আপনাদের নিজ নিজ নগরে ফিরে যাওয়া উচিত'।

প্রত্যূচুস্তং চ রাজানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ॥ ২৭
দিষ্ট্যা ত্বং বিজয়ী রাম স্বরাজ্যেহপি প্রতিষ্ঠিতঃ।

তখন সেই ভূপালগণ অত্যন্ত হর্ষসহকারে বললেন—'শ্রীরাম ! আপনি জয় লাভ করেছেন এবং নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।

দিষ্ট্যা প্রত্যাহৃতা সীতা দিষ্ট্যা শত্রুঃ পরাজিতঃ॥ ২৮
এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।
যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাত্রবম্॥ ২৯

'আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি সীতাকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং ওই প্রবল শত্রুকে পরাস্ত করেছেন। শ্রীরাম ! এই ছিল আমাদের সব থেকে বড় ইচ্ছা এবং

এটিই আমাদের সব থেকে বড় আনন্দের কথা যে, আমরা সকলে আপনাকে বিজয়ী দেখতে পাচ্ছি আর আপনার শত্রুরা নিহত হয়েছে।

এতৎ ত্বয্যুপপন্নং চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসে।
প্রশংসার্হ ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্তুমীদৃশীম্॥ ৩০

'প্রশংসনীয় শ্রীরাম ! আপনি আমাদের যে প্রশংসা করছেন, তা আপনারই যোগ্য। আমরা এমন প্রশংসার শৈলী জানি না।

আপৃচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিস্থো নঃ সদা ভবান্।
বর্তামহে মহাবাহো প্রীত্যাত্র মহতা বৃতাঃ॥ ৩১
ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা।
বাঢমিত্যেব রাজানো হর্ষেণ পরমান্বিতাঃ॥ ৩২

'এবার আমরা স্বপুরীতে যাবার অনুমতি চাইছি। যেভাবে আপনি আমাদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করেন, হে মহাবাহো ! সেইভাবে আমরা যাতে আপনার প্রেমে যুক্ত থেকে সর্বদা আপনার হৃদয়ে বাস করি, সেইরূপ প্রীতি যেন সর্বদা আমাদের ওপর বজায় থাকে।' শ্রীরঘুনাথ তখন হর্ষভরে রাজাদের বললেন— 'অবশ্যই তা হবে'।

ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে রাঘবং গমনোৎসুকাঃ।
পূজিতাস্তে চ রামেণ জগ্মুর্দেশান্ স্বকান্ স্বকান্॥ ৩৩

তারপর যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে সকলে হাত জোড় করে শ্রীরঘুনাথকে বললেন— 'ভগবন্ ! এবার তবে আমরা আসি।' এইভাবে শ্রীরামের দ্বারা সম্মানিত হয়ে এই সকল রাজন্যবর্গ নিজ নিজ দেশে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৩৯)

রাজাদের শ্রীরামকে উপহার প্রদান এবং শ্রীরামের সেই সব গ্রহণ করে মিত্রগণ, বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসগণের মধ্যে বিতরণ করা এবং বানরাদির সুখপূর্বক অবস্থান করা

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাস্তে প্রহৃষ্টবৎ।
গজবাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥ ১

অযোধ্যা থেকে প্রস্থান করে এই মহামনা ভূপাল সহস্র-সহস্র হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকের সঙ্গে পৃথিবী কম্পিত করে হর্ষপূর্বক এগিয়ে যেতে লাগলেন।

অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।
ভরতস্যাজ্ঞয়ানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনা॥ ২

ভরতের আদেশে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য বহু অক্ষৌহিণী সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সব সৈনিক এবং বাহন হর্ষ ও উৎসাহে ভরপুর ছিল।

ঊচুস্তে চ মহীপালা বলদর্পসমন্বিতাঃ।
ন রাম রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্॥ ৩

তারা সকলেই রাজোচিত গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল— 'আমরা শ্রীরাম এবং রাবণকে কখনোই সামনা-সামনি দাঁড়াতে দেখিনি।

ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্।
হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ৪

'ভরত (আগে তো জানাননি) যুদ্ধ শেষ হবার পর অকারণে, আমাদের পাঠালেন ! যদি সমস্ত রাজন্যবর্গ আসতেন, তাহলে অতি শীঘ্রই রাক্ষসদের সংহার হয়ে যেত।

রামস্য বাহুবীর্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ।
সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেম বিগতজ্বরাঃ॥ ৫

'শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে সুরক্ষিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে সমুদ্রের ওপারে আমরা সুখপূর্বক যুদ্ধ করতে পারতাম।'

এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ॥ ৬

এইভাবে নানাকথা বলতে বলতে সেই সহস্র সহস্র

নরেশ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিজ নিজ রাজ্যে গমন করলেন।

তানি রাজ্যানি মুখ্যানি ঋদ্ধানি মুদিতানি চ।
সমৃদ্ধধনধান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ॥ ৭
যথাপুরাণি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ।
রামস্য প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ॥ ৮
অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।
চন্দনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ৯
মণিমুক্তাপ্রবালাংস্তু দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ।
অজাবিকং চ বিবিধং রথাংস্তু বিবিধান্ বহূন্॥ ১০

তাঁদের নিজ নিজ প্রসিদ্ধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী, সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ, ধন-ধান্য সম্পন্ন এবং ধন-রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। সেই রাজাগণ নিজ নগরে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে খুশি করার জন্য নানাপ্রকার উপহার ও রত্ন পাঠান। ঘোড়া, বাহন, রত্ন, মদমত্ত হাতি, উত্তম চন্দন, দিব্য অলংকার, মণি, মুক্তো আদি, রূপবতী দাসী, নানাপ্রকার ছাগল, ভেড়া ও বিভিন্ন প্রকারের রথ ভেট পাঠান।

ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
আদায় তানি রত্নানি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ॥ ১১
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
তানি রত্নানি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্॥ ১২

মহাবলী ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেই সব রত্ন নিয়ে নিজেদের পুরীতে ফিরে আসেন। রমণীয় পুরী অযোধ্যায় এসে তাঁরা এই সব বিচিত্র রত্ন শ্রীরামকে সমর্পণ করেন।

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ।
সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্মণে॥ ১৩
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ।
রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ যৈর্বৃতো জয়মাপ্তবান্॥ ১৪

সেই সব রত্ন গ্রহণ করে মহাত্মা শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উপকারী বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অন্যান্য রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করলেন ; কারণ তাঁদের সাহায্যে ভগবান শ্রীরাম যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন।

তে সর্বে রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসাঃ।
শিরোভির্ধারয়ামাসুর্ভুজেষু চ মহাবলাঃ॥ ১৫

সেই সব মহাবলী বানর ও রাক্ষসগণ শ্রীরামচন্দ্র প্রদত্ত রত্ন মস্তকে ও বাহুতে ধারণ করে নিলেন।

হনূমন্তং চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
অঙ্গদং চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্যবান্॥ ১৬
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাত্মজঃ॥ ১৭
সুগ্রীবমন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিতে রতৌ।
অর্হতো বিবিধাং পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর॥ ১৮

তারপর ইক্ষ্বাকুর রাজা পরাক্রমী মহারথী কমলনয়ন শ্রীরাম মহাবাহু হনুমান ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে নিয়ে সুগ্রীবকে বললেন— 'সুগ্রীব ! অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং পবনকুমার হনুমান মন্ত্রী। বানররাজ ! এরা দুজন আমার জন্য মন্ত্রীরও কাজ করছে এবং সর্বদা আমার হিতসাধনে ব্যাপৃত। সেইজন্য এবং বিশেষতঃ তোমার মাধ্যমে এরা আমার দ্বারা বিশেষভাবে মান-সম্মান ও উপহার পাওয়ার যোগ্য।'

ইত্যুক্ত্বা ব্যবমুচ্যাঙ্গাদ্ ভূষণানি মহাযশাঃ।
স ববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ॥ ১৯

এই বলে মহাযশস্বী শ্রীরাম শরীর থেকে বহুমূল্য গয়না খুলে অঙ্গদ ও হনুমানকে পরিয়ে দিলেন।

আভাষ্য চ মহাবীর্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্।
নীলং নলং কেসরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্॥ ২০
সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
জাম্ববন্তং গবাক্ষং চ বিনতং ধূম্রমেব চ॥ ২১
বলীমুখং প্রজঙ্ঘং চ সন্নাদং চ মহাবলম্।
দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুং চ যূথপম্॥ ২২
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব।
সুহৃদো মে ভবন্তশ্চ শরীরং ভ্রাতরস্তথা॥ ২৩
যুষ্মাভিরুদ্ধৃতশ্চাহং ব্যসনাৎ কাননৌকসঃ।
ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাং বরৈঃ॥ ২৪

তারপর শ্রীরঘুনাথ মহাপরাক্রমী বানরযূথপতিদের — নীল, নল, কেসরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, মহাবলী সংনাদ, দরীমুখ, দধিমুখ এবং যূথপ ইন্দ্রজানুকে ডেকে তাঁদের পানে প্রেমপূর্ণভাবে দেখতে লাগলেন যেন, তাঁদের চোখ দিয়ে পান করছেন। তিনি স্নেহযুক্ত মধুর স্বরে তাঁদের বললেন — 'বানর-বীরগণ ! আপনারা আমার সুহৃদ, শরীর ও ভাই। আপনারাই আমাকে সংকট থেকে রক্ষা করেছেন। আপনাদের মতো শ্রেষ্ঠ সুহৃদ পেয়ে রাজা সুগ্রীব ধন্য হয়েছেন।'

এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বজ্রানি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ॥ ২৫

এই বলে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ তাঁদের যথাযোগ্য

অলংকার ও বহুমূল্য হীরে দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন।

তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ॥ ২৬

মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণের এই সকল বানর সেখানে সুগন্ধীযুক্ত মধুপান করতেন, রাজোচিত সুখভোগ করতেন এবং স্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ করতেন।

এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্তমিব তে সর্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে॥ ২৭

এইভাবে বানররা সেখানে একমাসের বেশি কাটিয়ে দিল ; কিন্তু শ্রীরঘুনাথের প্রতি ভক্তিবশতঃ এই অবধি তাঁদের কাছে এক মুহূর্তের মতো মনে হচ্ছিল।

রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্যৈর্ঋক্ষৈশ্চৈব মহাবলৈঃ॥ ২৮

শ্রীরামও ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সেইসব বানর, মহাপরাক্রমী রাক্ষস ও মহাবলী রীছেদের সঙ্গে সুখে আনন্দে সময় কাটাতেন।

এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ॥ ২৯
ইক্ষ্বাকুনগরে রম্যে পরাং প্রীতিমুপাসতাম্।
রামস্য প্রীতিকরণৈঃ কালস্তেষাং সুখং যযৌ॥ ৩০

এইভাবে শিশির-ঋতুর দ্বিতীয় মাসও সুখেই কেটে গেল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেশদের সেই সুরম্য রাজধানীতে বানর ও রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে থাকতেন। শ্রীরামের প্রেমপূর্ণ আতিথেয়তায় তারা অতি আনন্দে সময় অতিবাহিত করছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪০)

বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসদের বিদায়

তথা স্ম তেষাং বসতামৃক্ষবানররক্ষসাম্।
রাঘবস্তু মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ১

সেইস্থানে সুখে নিবাসকারী ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে অবস্থানকারী সুগ্রীবকে সম্বোধন করে মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ বললেন—

গম্যতাং সৌম্য কিষ্কিন্ধাং দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ।
পালয়স্ব মহামাত্যো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ২

'সৌম্য ! এখন তুমি দেবতাগণ ও অসুরগণকে নিয়ে দুর্জয় কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে যাও আর সেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করো।

অঙ্গদং চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
পশ্য ত্বং হনুমন্তং চ নলং চ সুমহাবলম্॥ ৩
সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারং চ বলিনাং বরম্।
কুমুদং চৈব দুর্ধর্ষং নীলং চৈব মহাবলম্॥ ৪
বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভং চ মহাবলম্॥ ৫
ঋক্ষরাজং চ দুর্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্।
পশ্য প্রীতিসমাযুক্তো গন্ধমাদনমেব চ॥ ৬

'মহাবাহো ! অঙ্গদ ও হনুমানকেও তুমি অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে। মহাবলী নল, শ্বশুর বীর সুষেণ, বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার, দুর্ধর্ষ বীর কুমুদ, মহাবলী নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবলী শরভ, মহান বল পরাক্রমযুক্ত দুর্জয় বীর ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং গন্ধমাদনের ওপরও তুমি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রাখবে।

ঋষভং চ সুবিক্রান্তং প্লবঙ্গং চ সুপাটলম্।
কেসরিং শরভং শুম্ভং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্॥ ৭

'পরম পরাক্রমী ঋষভ, বানর, সুপাটল, কেসরী,

ভরত, শুভ্র এবং মহাবলী শঙ্খচূড়কেও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে।

যে যে চ সুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
পশ্য ত্বং প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ॥ ৮

'এঁরা ছাড়াও যে সব মহামনস্বী বানরেরা আমার জন্য তাঁদের প্রাণ বাজী রেখেছিল, তাঁদের ওপরেও তুমি প্রেমদৃষ্টি রাখবে। তাঁদের অপ্রিয় কোনো কাজ করবে না।'

এবমুক্ত্বা চ সুগ্রীবমাশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা॥ ৯

এই কথা বলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে বারংবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মধুর বাক্যে বিভীষণকে বললেন—

লঙ্কাং প্রশাধি ধর্মেণ ধর্মজ্ঞস্ত্বং মতো মম।
পুরস্য রাক্ষসানাং চ ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ॥ ১০

'রাক্ষসরাজ ! তুমি ধর্মপূর্বক লঙ্কাশাসন করো। আমি তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলে মনে করি। তোমার নগরের লোকজন, রাক্ষসকুল এবং তোমার ভাই কুবেরও তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলেই মনে করে।

মা চ বুদ্ধিমধর্মে ত্বং কুর্যা রাজন্ কথঞ্চন।
বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্॥ ১১

'রাজন্ ! তুমি কোনোপ্রকার অধর্মে মন দেবে না। যাঁর বুদ্ধি ঠিক থাকে, তিনি অবশ্যই দীর্ঘকাল পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করেন।

অহং চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া।
স্মর্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ॥ ১২

'রাজন্ ! তুমি সুগ্রীবসহ আমাকে সর্বদা স্মরণে রাখবে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে প্রসন্নতাপূর্বক এখান থেকে গমন করো।'

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৩

শ্রীরামের আদেশ শুনে বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসেরা 'ধন্য-ধন্য' বলে বারংবার তাঁর প্রশংসা করলেন।

তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্যমদ্ভুতমেব চ।
মাধুর্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা॥ ১৪

তাঁরা বললেন—'মহাবাহু শ্রীরাম ! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্বভাবে সর্বদা পরম মাধুর্য বর্তমান, আপনার বুদ্ধি ও পরাক্রম অদ্ভুত'।

তেষামেবং ব্রুবাণানাং বানরাণাং চ রক্ষসাম্।
হনূমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫

বানর ও রাক্ষসেরা যখন এই কথা বলছিলেন, শ্রীহনুমান তখন বিনম্রভাবে বললেন।

স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥ ১৬

'মহারাজ ! আপনার প্রতি আমার অতিশয় স্নেহ সদা বজায় থাকবে। বীর ! আপনার প্রতি যেন আমার নিশ্চল ভক্তি থাকে। আপনি ব্যতীত আর কোথাও যেন আমার আন্তরিক অনুরাগ না হয়।

যাবদ্ রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তু প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥ ১৭

'বীর শ্রীরাম ! এই পৃথিবীতে যতদিন রামকথা প্রচলিত থাকবে, ততদিন নিঃসন্দেহে আমার প্রাণ যেন এই শরীরেই বাস করে।

যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥ ১৮

'রঘুকুলনন্দন ! নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ! এই যে আপনার দিব্য চরিত্র ও জীবনের খুঁটিনাটি, তা যেন অপ্সরারা আমায় গেয়ে শোনায়।

তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥ ১৯

'বীর প্রভো ! আপনার সেই চরিতামৃত শুনে আমি নিজের উৎকণ্ঠা সেভাবে দূর করব, যেমন বায়ু মেঘপংক্তিকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়'।

এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনূমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সম্বজে স্নেহাদ্ বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২০

শ্রীহনুমানের এই কথায় শ্রীরঘুনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে হৃদয়ে লাগিয়ে স্নেহপূর্বক এই কথা বললেন—

এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥ ২১
তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা।

লোকা হি যাবৎস্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ ॥ ২২

'কপিশ্রেষ্ঠ ! তাই হবে, এতে কোন সংশয় নেই। জগতে যতদিন আমার কথা (জীবনচরিত) প্রচলিত থাকবে, ততদিন তোমার কীর্তি বজায় থাকবে এবং তোমার শরীরে প্রাণও থাকবে। যতদিন এই লোক বজায় থাকবে, আমার কথাও ততদিন স্থির থাকবে।

একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋষিনো বয়ম্ ॥ ২৩

'কপে ! তুমি যে উপকার করেছ, তার এক-একটির জন্য আমি আমার প্রাণবিসর্জন দিতে পারি। তোমার অন্তিম উপকারের জন্য তো আমি ঋণীই থেকে যাব।

মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যৎ ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্ ॥ ২৪

'কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি এটাই চাই যে, তুমি আমার যা উপকার করেছ, তা যেন আমার ওপরেই বর্তায়। আমি যেন এর প্রতিদান করতে পারি, কারণ উপকারের বদলা বিপদকালেই উপস্থিত হয় (আমি চাই না, তুমি বিপদে পড়ো আর আমি তোমার উপকারের প্রতিশোধ করি)'।

ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ ॥ ২৫

এই বলে শ্রীরঘুনাথ নিজ কণ্ঠ থেকে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হার খুলে, যার মধ্যে বৈদূর্যমণি ছিল, শ্রীহনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন।

তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥ ২৬

বক্ষঃস্থলে সেই বিশাল হার শ্রীহনুমানকে এমনভাবে শোভিত করল, যেন স্বর্ণময় গিরিরাজ সুমেরু শিখরে চন্দ্রোদয় হয়েছে।

শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥ ২৭

শ্রীরঘুনাথের বিদায়দানের কথা শুনে মহাবলী বানরগণ এক এক করে উঠে তাঁর চরণে মাথা নত করে প্রণাম করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

সুগ্রীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা সর্বে তে বাষ্পবিক্লবাঃ ॥ ২৮

সুগ্রীব ও বিভীষণ শ্রীরামকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তখন তাঁদের সকলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে শ্রীরামের ভাবী বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠলেন।

সর্বে চ তে বাষ্পকলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ।
সম্মূঢ়া ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা ॥ ২৯

শ্রীরামকে ছেড়ে যাবার সময় এঁরা দুঃখে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ও অচেতনপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, কারো কণ্ঠে আওয়াজ ছিল না, সকলেরই চোখে জল।

কৃতপ্রসাদাস্তেনৈবং রাঘবেণ মহাত্মনা।
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥ ৩০

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের দ্বারা এভাবে কৃপা ও প্রসন্নতাসহকারে বিদায়দান সম্পন্ন হলে সকলে বিবশ হয়ে নিজ নিজ ঘরে গেলেন, যেমন জীবাত্মা বাধ্য হয়ে দেহ ত্যাগ করে পরলোক গমন করে।

ততস্তু তে রাক্ষসঋক্ষবানরাঃ
প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্ধনম্।
বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ
প্রতিপ্রয়াতাস্তু যথা নিবাসিনঃ ॥ ৩১

এইসব রাক্ষস, ভল্লুক ও বানর রঘুবংশবর্ধন শ্রীরামকে প্রণাম করে অশ্রুপূর্ণ চোখে নিজেদের নিবাসে ফিরে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪১)

কুবেরের প্রেরিত পুষ্পকবিমানের উপস্থিত হওয়া এবং শ্রীরাম দ্বারা পূজিত এবং অনুগৃহীত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ভরত দ্বারা রামরাজ্যের বিশেষ প্রভাবের বর্ণনা

বিসৃজ্য চ মহাবাহুর্ঋক্ষবানররাক্ষসান্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখং সুখী॥ ১

ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষসদের বিদায় জানিয়ে, ভ্রাতাদের সঙ্গে সুখ-স্বরূপ মহাবাহু শ্রীরাম সুখপূর্বক আনন্দসহকারে সেখানে থাকতে লাগলেন।

অথাপরাহ্ণসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরিক্ষান্মহাপ্রভুঃ॥ ২

একদিন অপরাহ্নে (দ্বিপ্রহরের পর) নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে অবস্থানকরতঃ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ এই মধুর আকাশবাণী শুনলেন।

সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্।
কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো॥ ৩

'সৌম্য শ্রীরাম! আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্নতা সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রভো! আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমি হলাম কুবেরের ভবন থেকে ফিরে আসা পুষ্পকবিমান।

তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ভবনং প্রতি।
উপস্থাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত॥ ৪

'নরশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশে আমি কুবেরের সেবার জন্য তাঁর ভবনে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলেন—

নির্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা।
নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ৫

'বিমান! মহাত্মা মহারাজ শ্রীরাম যুদ্ধে দুর্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করে তোমাকে জয় করে নিয়েছেন।

মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণে সগণে চৈব সপুত্রে সহবান্ধবে॥ ৬

'পুত্র, বন্ধু-বান্ধব এবং সেবকগণসহ সেই দুরাত্মা রাবণ মারা যাওয়ায় আমিও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জিতঃ পরমাত্মনা।
বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ৭

'সৌম্য! এরূপে পরমাত্মা শ্রীরাম এভাবে লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে তোমাকেও জয় করে নিয়েছেন; তাই আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি তাঁরই বাহনরূপে তথায় থাকো।

পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্।
বহের্লোকস্য সংযানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৮

'রঘুকুলকে আনন্দপ্রদানকারী শ্রীরাম সমগ্র জগতের আশ্রয়। তুমি তাঁর সেবায় বাহনরূপে নিযুক্ত থাকো। এটিই আমার একমাত্র অভিলাষ। অতএব তুমি নিশ্চিন্তে তথায় যাও'।

সোঽহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্॥ ৯

'আমি এইভাবে কুবেরের নির্দেশেই আপনার কাছে এসেছি। সুতরাং আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে গ্রহণ করুন।

অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া।
চরাম্যহং প্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্॥ ১০

'আমি সর্বপ্রাণীর কাছেই অজেয় এবং কুবেরের আদেশ অনুসারে আপনার আদেশ পালন করে নিজ প্রভাবে সমস্ত লোকে বিচরণ করব'।

এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ।
উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্॥ ১১

পুষ্পকের এই কথায় মহাবলী শ্রীরাম সেই বিমানকে পুনঃ আসতে দেখে তাকে বললেন—

যদ্যেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক।
আনুকূল্যাদ্ ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ॥ ১২

'বিমানরাজ পুষ্পক! যদি তাই হয়, তাহলে আমি

তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কুবেরের স্বীকৃতি থাকায় আমার মর্যাদাভঙ্গের দোষ হবে না'।

লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়িত্বা মহাবাহূ রাঘবঃ পুষ্পকং তদা॥ ১৩

এই কথা বলে মহাবাহু শ্রীরাম পুষ্প, ধূপ, চন্দন ইত্যাদি দিয়ে পুষ্পকের পূজা করলেন।

গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা।
সিদ্ধানাং চ গতৌ সৌম্য মা বিষাদেন যোজয়॥ ১৪
প্রতিঘাতশ্চ তে মা ভূদ্ যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ।

এবং বললেন—'এখন তুমি যাও। আমি যখন স্মরণ করব, তখন চলে এসো। আকাশে অবস্থান করবে এবং আমার বিরহে দুঃখ পেয়ো না (আমি যথোপযুক্ত সময়ে তোমাকে ব্যবহার করব)। স্বেচ্ছায় সর্বদিকে গমনকালে তোমার কারো সঙ্গে কারো যেন ধাক্কা না লাগে এবং তোমার গতি যেন প্রতিহত না হয়।'

এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্॥ ১৫
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা।

পুষ্পক '(এবমস্তু)' 'তাই হবে', বলে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। শ্রীরাম তাঁর পূজা করে এইভাবে যখন তাকে যাওয়ার আদেশ দিলেন, তখন পুষ্পক সেখান থেকে অভীষ্ট দিকে চলে গেল।

এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাত্মনি॥ ১৬
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্।

পুণ্যময় পুষ্পকবিমান এইভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে শ্রীভরত হাত জোড় করে শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

বিবুধাত্মনি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি॥ ১৭
অমানুষাণি সত্ত্বানি ব্যাহৃতানি মুহুর্মুহুঃ।

'বীরবর ! আপনি দেবস্বরূপ ! তাই আপনার শাসনকালে মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও বারম্বার মানুষের মতো সম্ভাষণ করতে দেখা যায়।

অনাময়শ্চ মর্ত্যানাং সাগ্রো মাসো গতো হ্যয়ম্॥ ১৮
জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নায়াতি রাঘব।
অরোগপ্রসবা নার্যো বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ॥ ১৯

'রাঘব ! এক মাসের অধিক আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন, তখন থেকে সকলকেই নীরোগ দেখা যায়। বৃদ্ধ প্রাণীদের কাছেও মৃত্যু আসে না। নারীগণ বিনা কষ্টে প্রসব করছেন। সকল মানুষকেই হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজঞ্জনস্য পুরবাসিনঃ।
কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ॥ ২০

'রাজন্ ! পুরবাসীদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে। মেঘ ঠিক সময়মতো অমৃত সমান জলবর্ষণ করছে।

বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ।
ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বরঃ॥ ২১
কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌরজানপদাস্তথা।

'বায়ু এমনভাবে বইছে যে, তার স্পর্শ শীতল ও সুখদায়ক মনে হচ্ছে। রাজন্ ! নগর ও জনপদের লোকে বলা-বলি করছে যে, পুরীতে চিরকাল ধরে এমনই প্রভাবশালী রাজা যেন থাকেন'।

এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ।
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ॥ ২২

ভরতের কথিত এই সুমধুর কথা শুনে নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪২)

অশোক বনে শ্রীরাম ও সীতার বিহার, গর্ভধারিণী সীতার তপোবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকট করা এবং শ্রীরামের স্বীকৃতি প্রদান করা

স বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং তদা॥ ১

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকবিমান বিদায় করে মহাবাহু শ্রীরাম অশোক বনে (অন্তঃপুরে বিহার যোগ্য উপবনে) প্রবেশ করলেন।

চন্দনাগুরুচূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়কৈরপি।
দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদুপশোভিতাম্॥ ২

চন্দন, অগুরু, আম, নারকেল, রক্তচন্দন এবং দেবদারু-বন সকল দিকে তার শোভা বৃদ্ধি করছিল।

চম্পকাশোকপুন্নাগমধূকপনসাসনৈঃ।
শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ॥ ৩

চম্পা, অশোক, মহুয়া, কাঁঠাল, অসন এবং ধূম্রসহ অগ্নির সমান প্রকাশিত পারিজাতে সেই বাটিকা সুশোভিত ছিল।

লোধ্রনীপার্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ।
মন্দারকদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতাম্॥ ৪

লোধ, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, ছিতবন, অতিমুক্তক, মন্দার, কদলী এবং গুল্ম ও লতাসমূহ তার চারদিকে ব্যাপ্ত ছিল।

প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি।
জম্বূভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্॥ ৫

প্রিয়ঙ্গু, ধূলিকদম্ব, বকুল, জাম, ডালিম এবং কোবিদার ইত্যাদি বৃক্ষ সেই উপবনকে সুশোভিত করে অবস্থান করছিল।

সর্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ॥ ৬

সর্বদা ফুল-ফল প্রদানকারী রমণীয়, মনোরম, দিব্য রস ও গন্ধযুক্ত এবং নব অঙ্কুর ও পল্লবে অলংকৃত বৃক্ষও অশোকবনের শোভাবৃদ্ধি করত।

তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ।
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরসঙ্কুলৈঃ॥ ৭

বৃক্ষরোপণে কুশল মালী দ্বারা তৈরি দিব্য বৃক্ষ —যাতে মনোহর পল্লব ও পুষ্প শোভিত এবং মত্ত ভ্রমর গুঞ্জায়মান, সেই উপবনের শ্রীবৃদ্ধি করছিল।

কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শোভিতাং শতশশ্চিত্রাং চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ॥ ৮

কোকিল, ভৃঙ্গরাজ আদি বিভিন্ন রং-এর নানা পাখী সেই বনের শোভা বৃদ্ধি করে, আমডালে বসে বিচিত্র সুষমা সৃষ্টি করছিল।

শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ।
নীলাঞ্জননিভাশ্চান্যে ভান্তি তত্র স্ম পাদপাঃ॥ ৯

কোনো বৃক্ষ স্বর্ণের মতো, কোনটি অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটি নীল অঞ্জনের মতো শ্যাম, যারা স্বয়ং সুশোভিত হয়ে উপবনের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা॥ ১০

সেখানে বহু প্রকার সুগন্ধী পুষ্প ও মালাগুচ্ছ দৃষ্টিগোচর হত। উত্তম জলে ভর্তি নানা পুকুর দেখা যেত।

মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ॥ ১১

যাতে মাণিক্যের সিঁড়ি ছিল, সিঁড়ির পরে কিছু দূর পর্যন্ত জলের ভিতর মাটি স্ফটিক মণি দিয়ে বাঁধা ছিল। তার মধ্যে প্রস্ফুটিত কমল ও কুমুদ শোভা পেত, চক্রবাকও তার শোভা বাড়াত।

দাত্যূহশুকসংঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ।
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ॥ ১২

পাপিয়া ও তোতা মিষ্ট বাক্য বলছিল। হংস ও সারসের কলরব গুঞ্জন করছিল। ফুলে পূর্ণ তটবর্তী বৃক্ষ তাকে শোভা সম্পন্ন করে তুলেছিল।

প্রাকারৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ।
তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্যমণিসন্নিভৈঃ॥ ১৩
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাং পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্।

সেটি নানাপ্রকার শিলাদ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানে বনের প্রান্তে নীলার মতো রংয়ে সবুজ ঘাস সেই বাটিকার শৃঙ্গার করত। সেখানে বৃক্ষসমূহ ফুলের ভারে নত হয়ে ছিল।

তত্র সংঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্॥ ১৪
প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব।

সেখানে পরস্পর স্পর্ধা করে পুষ্প-বৃক্ষের ঝড়ে পড়া ফুল কালো প্রস্তরের ওপর পড়ে থাকায় মনে হতো যেন তারায় অলংকৃত আকাশ।

নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা॥ ১৫
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্।

ইন্দ্রের যেমন নন্দন বন এবং শ্রীব্রহ্মার নির্মিত কুবেরের চৈত্ররথ বন সুশোভিত, তেমনই সুন্দর ভবনে বিভূষিত শ্রীরামের ক্রীড়া কানন শোভা পাচ্ছিল।

বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাগৃহসমাবৃতাম্॥ ১৬
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।
আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে॥ ১৭
কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।

সেখানে এমন বহু ভবন ছিল, যেখানে বসার জন্য বহু আসন সাজানো ছিল। সেই বাটিকা অনেক লতামণ্ডলে সম্পন্ন দেখাত। সেই সমৃদ্ধিশালিনী অশোকবনে প্রবেশ করে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম পুষ্পরাশি বিভূষিত এক সুন্দর আসনে উপবেশন করলেন, যার ওপর কালীন পাতা ছিল।

সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি॥ ১৮
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শচীকে সুধাপান করাতেন, তেমনই ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম নিজ হাতে পবিত্র পেয় মধু সীতাদেবীকে পান করালেন।

মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ॥ ১৯
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।

সেবকরা শ্রীরামের ভোজনের জন্য শীঘ্রই রাজোচিত ভোগ্য পদার্থ (নানাপ্রকার ব্যঞ্জন) ও নানাপ্রকার ফল নিয়ে আসেন।

উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ॥ ২০
অপ্সরোরগসংঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।

সেই সময় রাজা রামের কাছে নৃত্য-গীত পটিয়সী অপ্সরা ও নাগকন্যাগণ কিন্নরীদের সঙ্গে নৃত্য করতে থাকেন।

দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ॥ ২১
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ।

নৃত্য-গীতে কুশল ও চতুর, বহু রূপবতী নারী মধুপানের আবেশে শ্রীরামের নিকট নিজ নিজ নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে থাকেন।

মনোঽভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ॥ ২২
রময়ামাস ধর্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ।

অপরকে সন্তোষ প্রদানকারী পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা শ্রীরাম সদা উত্তমবস্ত্র ভূষণে ভূষিত হয়ে সেই মনোঽভিরাম রমণীদের উপহার ইত্যাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন।

স তয়া সীতয়া সার্ধমাসীনো বিরราজ হ॥ ২৩
অরুন্ধত্যা ইবাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা।

সেই সময় ভগবান শ্রীরাম সীতাদেবীর সঙ্গে সিংহাসনে বিরাজ করে নিজ তেজে অরুন্ধতীর সঙ্গে বসা শ্রীবসিষ্ঠের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্॥ ২৪
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ।

এইভাবে প্রত্যহ শ্রীরাম দেবতার ন্যায় আনন্দিত থেকে দেবকন্যাসম সুন্দরী বিদেহনন্দিনী সীতার সঙ্গে রমণ করতেন।

তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতারাঘবয়োশ্চিরম্॥ ২৫
অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা।
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ। ২৬

সীতা ও শ্রীরঘুনাথ এইভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বিহার করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সদা ভোগপ্রদানকারী শিশির ঋতুর সুন্দর সময় ব্যতীত হয়ে যায়। নানা ভোগ উপভোগ করতে করতে সেই রাজদম্পতির শিশির কাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

পূর্বাহ্ণে ধর্মকার্যাণি কৃত্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ।
শেষং দিবসভাগার্ধমন্তঃপুরগতোঽভবৎ॥ ২৭

ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম দিনের পূর্বভাগে ধর্ম অনুসারে ধার্মিক কৃত্য করতেন এবং বাকী অর্ধদিন অন্তঃপুরে থাকতেন।

সীতাপি দেবকার্যাণি কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকানি বৈ।
শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্বাসামবিশেষতঃ॥ ২৮

সীতাদেবীও পূর্বাহ্ণে দেবপূজা ইত্যাদি করে সব গুরুজনের সমানভাবে সেবা-পূজা করতেন।

অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরা।
ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী॥ ২৯

তারপর বিচিত্র বস্ত্রভূষণে বিভূষিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যেতেন, ঠিক তেমনভাবে যেমন স্বর্গে শচী সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সেবায় উপস্থিত হতেন।

দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধুসাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥ ৩০

সেই কালে শ্রীরামচন্দ্র পত্নীর গর্ভের মঙ্গলচিহ্ন দেখে অনুপম হর্ষ লাভ করলেন এবং বললেন— 'খুব ভালো, অতি উত্তম'।

উবাচ চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
অপত্যলাভো বৈদেহি ত্বয়ায়ং সমুপস্থিতঃ॥ ৩১
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব।

তখন তিনি দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী সীতাকে বললেন— 'বিদেহনন্দিনী ! তোমার গর্ভ থেকে পুত্র প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হয়েছে। বরারোহে ! বল তোমার কী ইচ্ছা ? আমি তোমার কী মনোস্কামনা পূর্ণ করব ?'

স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ৩২
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্ ॥ ৩৩
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্তিতুম্।
এষ মে পরমঃ কামো যন্মূলফলভোজিনাম্॥ ৩৪
অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে।

সীতাদেবী তখন হেসে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন — 'রঘুনন্দন ! আমার একবার তপোবন দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। দেব ! গঙ্গাতীরে থেকে ফল-মূল আহারকারী যেসব উগ্র তেজস্বী মহর্ষি আছেন, তাঁদের সমীপে কিছুদিন থাকতে চাই। কাকুৎস্থ ! ফল-মূল আহারকারী মহাত্মাদের তপোবনে এক রাত নিবাস করব, এখন এটিই আমার সব থেকে বড় ইচ্ছা।'

তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি শ্বো গমিষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৩৫

মহান কর্মকারী শ্রীরাম অনায়াসেই সীতার এই ইচ্ছা পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেন ও বলেন—'বিদেহনন্দিনী ! নিশ্চিন্তে থাকো। কালই তুমি সেখানে যাবে, এতে কোন সংশয় নেই'।

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৩৬

মিথিলেশকুমারী জানকীকে একথা বলে ককুৎস্থ-কুলনন্দন শ্রীরাম তাঁর মিত্রদের সঙ্গে মধ্য কক্ষে চলে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৩)

ভদ্রের পুরবাসীদের মুখ থেকে সীতার বিষয়ে শোনা অশুভ-চর্চা শ্রীরামকে অবগত করানো

তত্রোপবিষ্টং রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ।
কথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমন্ততঃ॥ ১

সেখানে উপবিষ্ট মহারাজ শ্রীরামের কাছে নানাপ্রকার কথা বলায় কুশল, হাস্যবিনোদকারী সখা সবদিক থেকে এসে উপস্থিত হতেন।

বিজয়ো মধুমত্তশ্চ কাশ্যপো মঙ্গলঃ কুলঃ।
সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দন্তবক্ত্রঃ সুমাগধঃ॥ ২

তাঁদের সকলের নাম এইরূপ ছিল—বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র, সুমাগধ।

এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ।
কথয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

এঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দে শ্রীরঘুনাথের কাছে নানাপ্রকার হাস্যবিনোদ পূর্ণ কথা বলতেন।

ততঃ কথায়াং কস্যাংচিদ্ রাঘবঃ সমভাষত।
কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্তন্তে বিষয়েষু চ॥ ৪

সেই সময় কথা প্রসঙ্গে শ্রীরঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন —'ভদ্র ! আজকাল নগর ও রাজ্যে কোন্ কথা বিশেষভাবে

চর্চিত হচ্ছে ?

মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌরজানপদা জনাঃ।
কিং চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিং চ লক্ষ্মণম্॥ ৫
কিং নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিং নু মাতরম্।
বক্তব্যতাং চ রাজানো বনে রাজ্যে ব্রজন্তি চ॥ ৬

'নগর ও জনপদের লোকেরা আমার, সীতার, ভরতের, লক্ষ্মণের ও শত্রুঘ্ন এবং মাতা কৈকেয়ীর বিষয়ে কী বলে ? কারণ রাজা যদি আচার-বিচারহীন হন, তাহলে তিনি নিজ রাজ্যে এবং বনে (মুনি-ঋষিদের আশ্রমে) ও নিন্দার বিষয় হয়ে ওঠেন—সর্বত্র তাঁর বিষয়ে মন্দ চর্চা হয়'।

এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
স্থিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্॥ ৭

শ্রীরামচন্দ্র একথা বলায় ভদ্র হাত জোড় করে বলেন—'মহারাজ ! আজকাল পুরবাসীদের মধ্যে আপনাকে নিয়ে সদা ভালো চর্চাই হয়।

অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববধার্জিতম্।
ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথ্যন্তে পুরুষর্ষভ॥ ৮

'সৌম্য ! পুরুষোত্তম ! দশগ্রীব-বধ সম্বন্ধী আপনার যে বিষয়গাথা, তাই নিয়ে নগরের লোকেরা অধিক চর্চা করে থাকে।'

এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ॥ ৯
শুভাশুভানি বাক্যানি কান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কুর্যাং ন কুর্যামশুভানি চ॥ ১০

ভদ্র একথা বলায় শ্রীরঘুনাথ বলেন—'পুরবাসিগণ আমার বিষয়ে কী কী শুভ বা অশুভ কথা বলে, তা যথার্থভাবে পূর্ণতঃ বলো। এখন তাঁদের শুভ কথা শুনে, যা তাঁরা শুভ বলে মনে করেন, আমি তদনুরূপ আচরণ করব আর অশুভ কথা—যাকে তাঁরা অশুভ মনে করেন, তা ত্যাগ করব।

কথয়স্ব চ বিস্রব্ধো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ।
কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পাপা জনপদেষু চ॥ ১১

'তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বস্তভাবে ভয় না পেয়ে বলো। পুরবাসী ও জনগণ আমার বিষয়ে কী অশুভ চর্চা করে থাকেন ?'

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ॥ ১২

শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় ভদ্র হাত জোড় করে একাগ্র চিত্তে সেই মহাবাহু শ্রীরামকে এই পরম সুন্দর কথা বললেন—

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
চত্বরাপণরথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ॥ ১৩

'রাজন্ ! শুনুন, পুরবাসিগণ চৌরাস্তায়, বাজারে, রাস্তায় এবং বনে, উপবনেও আপনার বিষয়ে কীরূপ শুভ-অশুভ কথা বলেন, তা বলছি।

দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্।
অশ্রুতং পূর্বকৈঃ কৈশ্চিদ্ দেবৈরপি সদানবৈঃ॥ ১৪

'তাঁরা বলেন—শ্রীরাম সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করে দুষ্কর কর্ম করেছেন। এমন কর্ম তো আগে দেবতা বা দানবও করেছেন বলে শোনা যায়নি।

রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১৫

'শ্রীরাম দুর্ধর্ষ রাবণকে সেনা ও বাহনাদিসহ বধ করেছেন এবং রাক্ষসদের সঙ্গে ভল্লুক ও বানরদেরও বশ করেছেন।

হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ॥ ১৬

'কিন্তু একটি বিষয়ে খট্‌কা লাগে, যুদ্ধে রাবণকে বধ করে শ্রীরঘুনাথ সীতাকে নিজ গৃহে আনেন। তাঁর মনে সীতার চরিত্র নিয়ে রোষ বা অমর্ষ হয়নি।

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্‌ধৃতাম্॥ ১৭
লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎসাতি॥ ১৮
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে॥ ১৯

'সীতা-সম্ভোগজনিত সুখ তাঁর পক্ষে কেমন ? প্রথমে রাবণ বলপূর্বক সীতাকে ক্রোড়ে করে তাঁকে অপহরণ করেন, পরে তাঁকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি তাঁকে অন্তঃপুরের ক্রীড়াকানন অশোকবনে রাখেন। এইভাবে তিনি বহুদিন রাক্ষসদের অধীন থাকেন, তবুও শ্রীরাম তাঁকে হেয় দৃষ্টিতে দেখেন না কেন ? এখন আমাদেরও নারীদের এরূপ ব্যাপার সহ্য করতে হবে;

কারণ রাজা যা করেন, প্রজারাও তার অনুকরণ করতে থাকে।

এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ॥ ২০

'রাজন্ ! সমস্ত নগর ও জনপদের পুরবাসী মানুষ এইভাবে অনেক কথা বলছেন।'

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্বান্ কথমেতদ্ বদন্তু মাম্॥ ২১

ভদ্রের কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত আহত হয়ে সব সুহৃদ্‌দের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারাও আমাকে বলুন, এই কথা কতটা ঠিক'।

সর্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচূ রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ২২

তখন সকলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীরামকে প্রণাম করে দীনভাবে জানালেন—'প্রভো ! ভদ্রের এই কথা ঠিক, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই'।

শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ॥ ২৩

সকলের মুখে এই কথা শুনে শত্রুসূদন শ্রীরাম তখনই সব সুহৃদ্‌দের বিদায় জানালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৪)

শ্রীরামের আহ্বানে সকল ভ্রাতাদের তাঁর সমীপে আসা

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

আত্মীয়-স্বজনদের বিদায় জানিয়ে কর্তব্য স্থির করে শ্রীরঘুনাথ নিকটবর্তী দ্বারপালকে বললেন—

শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্॥ ২

'তুমি শীঘ্রই মহাভাগ ভরত, সুমিত্রানন্দন শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ এবং অপরাজিত বীর শত্রুঘ্নকে এখানে ডেকে আনো'।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বাঃস্থো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শুনে দ্বারপাল হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করেন এবং অবাধে লক্ষ্মণের ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

উবাচ সুমহাত্মানং বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মা চিরম্॥ ৪

সেখানে হাত জোড় করে তাঁর জয়ঘোষ করে তিনি মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলেন—'কুমার ! মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। অতএব শীঘ্র চলুন, দেরী করবেন না।'

বাঢমিত্যেব সৌমিত্রিঃ কৃত্বা রাঘবশাসনম্।
প্রাদ্রবদ্ রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্॥ ৫

সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ তখন 'ঠিক আছে' বলে শ্রীরামের আদেশ শিরোধার্য করে তখনই রথে করে শ্রীরঘুনাথের মহলের উদ্দেশ্যে তীব্রগতিতে গমন করলেন।

প্রয়ান্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা দ্বাঃস্থো ভরতমন্তিকাৎ।
উবাচ ভরতং তত্র বর্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬
বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

লক্ষ্মণ রওনা হলে দ্বারপাল ভরতের কাছে গিয়ে জয়-জয়কার করে বিনীতভাবে বলল—'প্রভো ! মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন'।

ভরতস্তু বচঃ শ্রুত্বা দ্বাঃস্থাদ্ রামসমীরিতম্॥ ৭
উৎপাতাসনাৎ তূর্ণং পদ্ভ্যামেব মহাবলঃ।

শ্রীরাম প্রেরিত দ্বারপালের মুখে এই কথা শুনে মহাবলী ভরত তৎক্ষণাৎ নিজ আসন থেকে উঠে পায়ে

হেঁটেই রওনা হলেন।

দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৮
শত্রুঘ্নভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ।

ভরত চলে গেলে দ্বারপাল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে শত্রুঘ্নের ভবনে গিয়ে হাত জোড় করে বলল—

এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি॥ ৯
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ।

'রঘুশ্রেষ্ঠ ! আসুন, চলুন, রাজা শ্রীরাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। শ্রীলক্ষ্মণ এবং মহাযশস্বী ভরত আগেই তাঁর কাছে গিয়েছেন।'

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য শত্রুঘ্নঃ পরমাসনাৎ॥ ১০
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রযযৌ যত্র রাঘবঃ।

দ্বারপালের কথায় শত্রুঘ্ন তাঁর উত্তম আসন থেকে উঠে ধরণীর ওপর মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে শ্রীরামের বন্দনা করে শীঘ্রই তাঁর বাসস্থানের দিকে রওনা হলেন।

দ্বাঃস্থস্ত্বাগম্য রামায় সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১১
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৃন্ স্বান্ সমুপস্থিতান্।

দ্বারপাল এসে শ্রীরামকে হাত জোড় করে নিবেদন করল— 'প্রভো ! আপনার সকল ভ্রাতা দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।'

কুমারানাগতাঞ্শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১২
অবাঙ্‌মুখো দীনমনা দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ।
প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ॥ ১৩
এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণাঃ প্রিয়া মম।

কুমারদের আগমনের সংবাদ শুনে উদ্বিগ্নচিত্ত শ্রীরাম মুখ নীচু করে দুঃখিত চিত্তে দ্বারপালকে আদেশ দিলেন—'তুমি তিন রাজকুমারকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে এসো। আমার জীবন এঁদের ওপরই নির্ভরশীল। এরা আমার প্রাণস্বরূপ।'

আজ্ঞপ্তাস্তু নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ শুক্লবাসসঃ॥ ১৪
প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ।

মহারাজ শ্রীরামের আদেশে সেই শ্বেতবস্ত্রধারী কুমারগণ মাথা নত করে হাত জোড় করে একাগ্রচিত্তে ভবনে প্রবেশ করলেন।

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা॥ ১৫
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জিতম্।

তাঁরা শ্রীরামের মুখ এমনই বিষণ্ণ দেখলেন, যেন চাঁদে গ্রহণ লেগেছে। তিনি সন্ধ্যাকালীন সূর্যের মতো প্রভাশূন্য হয়েছিলেন।

বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে॥ ১৬

তাঁরা বারবার দেখলেন বুদ্ধিমান শ্রীরামের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং তাঁর মুখপদ্মের শোভা অপহৃত হয়েছে।

ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্তয়ৎ॥ ১৭

তখনই তিন ভ্রাতা শ্রীরামের চরণে মস্তক রেখে প্রণাম করলেন। তারপর তাঁরা সকলে প্রেমে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীরামের চোখ থেকে অনবরত অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ॥ ১৮

মহাবলী শ্রীরঘুনাথ দুহাত দিয়ে তুলে তাঁদের আলিঙ্গন করে বললেন— 'এই আসনে বসো'। তাঁরা সকলে বসলে, তিনি তাঁদের বললেন—

ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম।
ভবদ্‌ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ॥ ১৯

'রাজকুমারগণ ! তোমরা আমার সর্বস্ব। তোমরাই আমার জীবন। তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত এই রাজ্য আমি পালন করছি।

ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সম্ভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ॥ ২০

'নরেশ্বরগণ ! তোমরা সকল শাস্ত্রের জ্ঞাতা, তন্মধ্যে বর্ণিত সকল কর্তব্যের পালনকারী। তোমাদের পরিপক্ব বুদ্ধিসম্পন্ন। এখন আমি তোমাদের যে কাজের দায়িত্ব দেব, তোমাদেরকে সকলে মিলে সেই কর্ম সম্পাদন করতে হবে।'

তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্বে কিং নু রাজাভিধাস্যতি॥ ২১

শ্রীরামের এই কথা শুনে সব ভাই চমকিত হয়ে গেলেন। সকলে উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবতে লাগলেন—'না জানি মহারাজ আমাদের কী বলবেন ?'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥৪৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৫)

প্রজাদের মধ্যে সীতার লোকাপবাদের কথা ভ্রাতাদের জানিয়ে সীতাকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১

সব ভ্রাতা এইভাবে দুঃখিত মনে সেখানে বসেছিলেন। সেই সময় শুষ্ক বদনে শ্রীরাম তাঁদের সামনে বললেন—

সর্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ততে কথা॥ ২

'ভ্রাতা ! তোমাদের কল্যাণ হোক। সকলে একাগ্রচিত্তে আমার কথা শোনো। পুরবাসীদের মধ্যে আমাকে ও সীতাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, সেই কথা বলছি।

পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্মাণি কৃন্ততি॥ ৩

'এখন পুরবাসী এবং জনপদের লোকেরা সীতার সম্পর্কে মহা-অপবাদ ছড়াচ্ছে। আমার প্রতিও তাদের অত্যন্ত ঘৃণাপূর্ণভাব। তাদের এই ঘৃণা আমার মর্মস্থলকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥ ৪

'আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা নরেশদের কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। সীতাও মহাত্মা জনকের উত্তম কুলে জন্মেছেন।

জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।
রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া॥ ৫

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! তুমি তো জানো যে, রাবণ কীভাবে নির্জন দণ্ডকারণ্য থেকে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেই রাবণকে শেষ করে দিয়েছি।

তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি।
অত্রোষিতামিমাং সীতামানয়েয়ং কথং পুরীম্॥ ৬

'তারপর লঙ্কাতেই জানকীর সম্পর্কে আমার অন্তঃকরণে এই চিন্তা হয় যে, তিনি এতদিন এখানে থাকার পর কীভাবে তাঁকে আমি আমার রাজধানীতে নিয়ে যাব !

প্রত্যয়ার্থং ততঃ সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা।
প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনঃ॥ ৭
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা॥ ৮
ঋষীণাং চৈব সর্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্।

'সুমিত্রাকুমার ! তখন নিজের পবিত্রতাকে প্রমাণিত করার জন্য সীতা তোমার সামনেই অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং দেবতাদের সামনেই স্বয়ং অগ্নিদেব তাঁকে নির্দোষ বলে জানান। আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্যও পূর্বোক্ত দেবতা এবং ঋষিদের সামনে জনকনন্দিনীকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।

এবং শুদ্ধসমাচারা দেবগন্ধর্বসন্নিধৌ॥ ৯
লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেশিতা।

'এইভাবে বিশুদ্ধ আচারসম্পন্না সীতাকে দেবতা ও গন্ধর্বদের সম্মুখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে আমার হাতে সমর্পণ করেন।

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥ ১০
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।

'আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধ বলে মনে করে। তাই আমি এই বিদেহনন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় এসেছি।

অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে॥ ১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।

'কিন্তু এখন (সীতাকে নিয়ে) মহা-অপবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। পুরবাসী ও জনপদের লোকেদের মধ্যে আমারও অত্যন্ত নিন্দা হচ্ছে। তার জন্য আমার হৃদয় শোক-সন্তপ্ত হচ্ছে।

অকীর্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥ ১২
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে।

'মানুষের অপকীর্তি সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এবং সে অধম লোকে (নরকে) পতিত হয় আর যতদিন সেই অপযশের আলোচনা হয়, ততদিন সে সেখানেই পড়ে থাকে।

অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে॥ ১৩

কীর্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্।

'দেবগণ স্ব-স্বলোকে অপকীর্তির নিন্দা এবং কীর্তির প্রশংসা করে থাকেন। শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের সমস্ত শুভ আয়োজন উত্তম কীর্তি স্থাপনের জন্যই হয়ে থাকে।

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ॥ ১৪
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।

'নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাগণ ! আমি লোকনিন্দার ভয়ে নিজের প্রাণ এবং তোমাদের সকলকেই ত্যাগ করতে পারি। এমতাবস্থায় সীতাকে ত্যাগ করা এমন কি বড়ো ব্যাপার ?

তস্মাদ্ ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে॥ ১৫
নহি পশ্যাম্যহং ভূতং কিঞ্চিদ্ দুঃখমতোঽধিকম্।

'অতএব তোমরা আমার দিকে চেয়ে দেখো। আমি শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছি। এর থেকেও ভয়ানক দুঃখ আমাকে কখনও সহ্য করতে হয়েছে, তা আমার মনে হচ্ছে না।

শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্॥ ১৬
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।

'অতএব সুমিত্রাকুমার ! কাল সকালে তুমি সারথি সঞ্চালিত রথে আরূঢ় হয়ে সীতাকে নিয়ে তাঁকে এই রাজ্যের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥ ১৭
আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।

'গঙ্গার ওপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে।

তত্রৈতাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥ ১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥ ১৯

'রঘুনন্দন ! সেই আশ্রমের কাছে নির্জন বনে তুমি সীতাকে ছেড়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে। সুমিত্রানন্দন ! আমার এই আদেশ পালন করো। সীতার বিষয়ে তুমি আমাকে অন্য কোনো কথা বলবে না।

তস্মাৎ ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্যা বিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে॥ ২০

'অতএব লক্ষ্মণ ! এবার তুমি যাও। এ-বিষয়ে আর কোনো চিন্তা-ভাবনা কোরো না। আমার এই সিদ্ধান্ত পালনে তুমি যদি কোনো প্রকারে অপরাগ হও, তাহলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবিতেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন॥ ২১
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ।

'আমি তোমাকে আমার চরণ ও জীবনের শপথ দিচ্ছি, আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বোলো না। যে আমার এই কথায় কোনোভাবে অনুনয়-বিনয় করে অন্য কিছু বলবে, আমার অভীষ্ট কাজে বাধা প্রদানের জন্য সে চিরকালের মতো আমার শত্রু হবে।

মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ॥ ২২
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম।

'যদি তোমরা আমাকে সম্মান করো এবং আমার আদেশে থাকতে চাও, তাহলে সীতাকে এখন এখান থেকে বনে নিয়ে যাও। আমার এই আদেশ পালন করো।

পূর্বমুক্তোঽহমনয়া গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্॥ ২৩
পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ততাময়ম্।

'সীতা আগেই আমাকে বলেছিল যে, সে গঙ্গাতীরে ঋষিদের আশ্রম দেখতে চায় ; সুতরাং তার সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।'

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ॥ ২৪
সংবিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ॥ ২৫

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরঘুনাথের দুই চক্ষু জলে ভরে গেল। তারপর ধর্মাত্মা শ্রীরাম নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে মহলে চলে গেলেন। তখন তাঁর হৃদয় শোকে ব্যাকুল ছিল আর তিনি হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৬)

লক্ষ্মণের সীতাকে রথে বসিয়ে বনে ছেড়ে আসার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং গঙ্গাতীরে পৌঁছানো

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্ বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে, লক্ষ্মণ শুষ্ক মুখে সুমন্ত্রকে বললেন—

সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে।
স্বাস্তীর্ণং রাজবচনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্॥ ২
সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমং পুণ্যকর্মণাম্।
ময়া নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ॥ ৩

'সারথে ! একটি উত্তম রথে শীঘ্রগামী ঘোড়া সংযুক্ত করো এবং সেই রথে সীতাদেবীর জন্য সুন্দর আসন বিছিয়ে দাও। আমি মহারাজের নির্দেশে সীতাদেবীকে পুণ্যকর্মা মহর্ষিদের আশ্রমে পৌঁছে দেব। তুমি শীঘ্র রথ নিয়ে এসো।'

সুমন্ত্রস্ত তথেত্যুক্ত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
রথং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সুখশয্যয়া॥ ৪

সুমন্ত্র 'ঠিক আছে' বলে তখনই উত্তম ঘোড়া সংবলিত এক সুন্দর রথ নিয়ে আসেন, যার ওপর সুখদ শয্যাযুক্ত এক সুন্দর বিছানা পাতা ছিল।

আনীয়োবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্ধনম্।
রথোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎকার্যং ক্রিয়তাং প্রভো॥ ৫

সেটি এনে তিনি মিত্রদের মানবর্ধনকারী সুমিত্রাকুমারকে বললেন—'প্রভো ! রথ এসে গেছে। এখন কী করণীয়'।

এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রাজবেশ্মনি লক্ষ্মণঃ।
প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ॥ ৬

সুমন্ত্র একথা বলায় নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাজমহলে সীতার কাছে গিয়ে বলেন—

ত্বয়া কিলৈষ নৃপতির্বরং বৈ যাচিতঃ প্রভুঃ।
নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাজ্ঞপ্তশ্চাশ্রমং প্রতি॥ ৭

'দেবি ! আপনি মহারাজের কাছে মুনিদের আশ্রমে যাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং মহারাজ আপনাকে আশ্রমে পৌঁছানোর জন্য কথা দিয়েছিলেন।

গঙ্গাতীরে ময়া দেবি ঋষীণামাশ্রমান্ শুভান্।
শীঘ্রং গত্বা তু বৈদেহি শাসনাৎ পার্থিবস্য নঃ॥ ৮
অরণ্যে মুনিভির্জুষ্টে অপনেয়া ভবিষ্যসি।

'দেবি ! বিদেহনন্দিনী ! সেই কথা অনুসারে আমি রাজার আদেশে শীঘ্রই গঙ্গাতীরে ঋষিদের সুন্দর আশ্রমে যাব এবং আপনাকে মুনিজন সেবিত বনে পৌঁছে দেব।'

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা॥ ৯
প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনং চাপ্যরোচয়ৎ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ একথা বলায় সীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হন। তিনি যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।

বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ॥ ১০
গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে।
ইমানি মুনিপত্নীনাং দাস্যাম্যাভরণান্যহম্॥ ১১
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ।

বহুমূল্য বস্ত্র এবং নানাপ্রকার রত্ন নিয়ে বৈদেহী সীতা বনে যাত্রার জন্য উদ্যত হলেন এবং লক্ষ্মণকে বললেন—'এই সব বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার ও নানাপ্রকারের রত্ন-ধন আমি মুনী-পত্নীদের দেব'।

সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্॥ ১২
প্রয়যৌ শীঘ্রতুরগং রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্।

লক্ষ্মণ 'ঠিক আছে' বলে মিথিলেশকুমারী সীতাকে রথে তুলে নিলেন এবং শ্রীরঘুনাথের আদেশ স্মরণে রেখে সেই গতিসম্পন্ন ঘোড়াযুক্ত রথে চড়ে বনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অব্রবীচ্চ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্॥ ১৩
অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যদ্য গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে॥ ১৪

সেই সময় সীতাদেবী লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণকে বললেন —'রঘুনন্দন ! আমি অনেক অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। আজ আমার ডান চোখে কম্পন হচ্ছে এবং আমার শরীরে কাঁপুনী দিচ্ছে।

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অস্বস্থমিব লক্ষয়ে।
ঔৎসুক্যং পরমং চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম॥ ১৫

'সুমিত্রাকুমার ! আমার হৃদয় অসুস্থ মনে হচ্ছে। মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আমার অধৈর্য পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেছে।

শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন।
অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল॥ ১৬

'বিশাললোচন লক্ষ্মণ ! আমার পৃথিবীকে শূন্য মনে হচ্ছে। ভ্রাতৃবৎসল ! তোমার ভাই যেন কুশলে থাকেন !

শ্বশ্রূণাং চৈব মে বীর সর্বাসামবিশেষতঃ।
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি॥ ১৭

'বীর ! আমার সব শ্বশ্রূমাতা যেন সমান ভাবে আনন্দে থাকেন। নগর ও জনপদের সমস্ত প্রাণী যেন কুশলে থাকে'।

ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যয়াচত।
লক্ষ্মণোঽর্থং ততঃ শ্রুত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্॥ ১৮
শিবমিত্যব্রবীদ্‌হৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা।

একথা বলতে বলতে সীতাদেবী হাত জোড় করে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন। সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণ মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করে প্রসন্ন হৃদয়ে বললেন—'সকলের কল্যাণ হোক'।

ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে॥ ১৯
প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ।

তারপর গোমতীর তীরে পৌঁছে এক আশ্রমে তাঁরা রাত্রি কাটালেন। প্রভাতে উঠে সুমিত্রাকুমার তাঁর সারথিকে বললেন—

যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমদ্য ভাগীরথীজলম্॥ ২০
শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বক ইবৌজসা।

'সারথে ! শীঘ্র রথ প্রস্তুত করো। আমি আজ ভাগীরথীর জল সেভাবেই মস্তকে ধারণ করব, যেমন ভগবান শংকর নিজ তেজে তাকে মস্তকে ধারণ করেছিলেন'।

সোঽশ্বান্ বিচারয়িত্বা তু রথে যুক্তান্ মনোজবান্॥ ২১
আরোহস্বেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।

সারথি মনের সমান দ্রুতগতি সম্পন্ন চার ঘোড়াকে এনে রথে লাগালেন এবং হাত জোড় করে বিদেহনন্দিনী সীতাকে বললেন—'দেবি ! রথে উঠে পড়ুন'।

সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্॥ ২২
সীতা সৌমিত্রিণা সার্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা।
আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্॥ ২৩

সূত একথা বললে সীতা দেবী সেই উত্তম রথে উঠে বসলেন। সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ এবং বিশাললোচনা সীতা দেবী সুমন্ত্রের সঙ্গে পাপনাশিনী গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন।

অথার্ধদিবসে গত্বা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্।
নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ॥ ২৪

দ্বিপ্রহরে ভাগীরথীর তীরে পৌঁছে লক্ষ্মণ সেই দিকে তাকিয়ে দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন।

সীতা তু পরমায়ত্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্।
উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া॥ ২৫
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাভিলষিতং মম।
হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ॥ ২৬

লক্ষ্মণকে শোকে আতুর দেখে ধর্মজ্ঞ সীতাদেবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁকে বললেন—'লক্ষ্মণ ! এ কী ? তুমি কাঁদছ কেন ? গঙ্গাতীরে এসে আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এই আনন্দের সময় তুমি কেঁদে আমায় দুঃখিত করছ কেন ?

নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্তসে পুরুষর্ষভ।
কচ্চিদ্ বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রং শোকমাগতঃ॥ ২৭

'পুরুষপ্রবর ! তুমি তো সর্বদাই শ্রীরামের কাছে থাকো। মাত্র দুদিনের জন্য তাঁর বিচ্ছেদে তুমি এতো শোকাকুল হয়ে গিয়েছ ?

মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ।
ন চাহমেবং শোচামি মৈবং ত্বং বালিশো ভব॥ ২৮

'লক্ষ্মণ ! শ্রীরাম তো আমারও নিজ প্রাণের থেকে বেশি প্রিয় ; কিন্তু আমি তো তোমার মতো এমনভাবে শোক করছি না। তুমি এমন ছেলেমানুষী কোরো না।

তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।
ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ॥ ২৯

'আমাকে গঙ্গার ওপারে নিয়ে চল এবং তপস্বী মুনিদের দর্শন করাও। আমি তাঁদের বস্ত্র ও অলংকার দান করব।

ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ॥ ৩০

'তারপর মহর্ষিদের যথাযোগ্য সম্মান ও অভিবাদন করে সেখানে এক রাত কাটিয়ে আমরা আবার অযোধ্যাপুরীতে ফিরে যাব।

মমাপি পদ্মপত্রাক্ষং সিংহোরস্কং কৃশোদরম্।
ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং রময়তাং বরম্॥ ৩১

'আমার মনও সিংহের ন্যায় বক্ষ, কৃশ উদর ও কমল নয়ন নেত্রযুক্ত শ্রীরামকে,—যিনি মনকে আনন্দ দিতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে দর্শন করার জন্য উতলা হয়ে

রয়েছে।'

স্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।
নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
ইদং স সজ্জা নৌশ্চেতি দাশাঃ প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্॥ ৩২

সীতাদেবীর কথা শুনে শত্রু সংহারকারী শ্রীলক্ষ্মণ তাঁর সুন্দর চক্ষু মুছে নিয়ে, নাবিকদের ডাকলেন। নাবিকেরা এসে হাত জোড় করে জানাল—'প্রভো ! নৌকা তৈরি আছে।'

তিতীর্ষুর্লক্ষ্মণো গঙ্গাং শুভাং নাবমুপারুহৎ।
গঙ্গাং সন্তারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাং সমাহিতঃ॥ ৩৩

লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হওয়ার জন্য সীতা দেবীর সঙ্গে সেই সুন্দর নৌকায় উঠে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সীতাদেবীকে নিয়ে গঙ্গার অন্য পারে পৌঁছালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৭)

সীতাদেবীকে নৌকায় করে গঙ্গার অন্য পারে পৌঁছে শ্রীলক্ষ্মণের অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ করার কথা জানানো

**অথ নাবং সুবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ।
আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্॥ ১**

নিষাদদের সেই নৌকা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত ছিল। লক্ষ্মণ প্রথমে সীতাদেবীকে তাতে তুললেন, পরে নিজে উঠলেন।

**সুমন্ত্রং চৈব সরথং স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রয়াহীতি চ নাবিকম্॥ ২**

তিনি সুমন্ত্রকে রথসহ সেখানেই অপেক্ষা করতে বললেন এবং শোকসন্তপ্ত হয়ে নাবিককে বললেন —'চলো'।

**ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ।
উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্বাষ্পসংবৃতঃ॥ ৩**

তারপর ভাগীরথীর অন্য তীরে পৌঁছে লক্ষ্মণের চোখে জল ভরে এল, তিনি মিথিলেশকুমারী সীতাদেবীকে হাত জোড় করে বললেন—

**হৃদ্গতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ॥ ৪**

'বিদেহনন্দিনি ! আমার হৃদয়ে সব থেকে বড় কণ্টক এটাই বিদ্ধ করছে যে, শ্রীরঘুনাথ বুদ্ধিমান হয়েও আজ আমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন যে, যার ফলে লোকে আমার অত্যন্ত নিন্দা হবে।

**শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ।
ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্যে নিয়োজ্যো লোকনিন্দিতে॥ ৫**

'এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা হতো বা আমার সাক্ষাৎ মৃত্যুই হয়ে যেত, তবে তা আমার পক্ষে পরম কল্যাণকারী হতো। কিন্তু এই লোকনিন্দিত কাজে আমাকে নিমিত্ত করা উচিত হয়নি।

**প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্তুমর্হসি শোভনে।
ইত্যঞ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ॥ ৬**

'শোভনে ! আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে কোনো দোষ দেবেন না' এই বলে হাত জোড় করে লক্ষ্মণ মাটিতে পড়ে গেলেন।

**রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
মৈথিলী ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭**

লক্ষ্মণ হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। তাই দেখে

মিথিলেশকুমারী সীতাদেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—

কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ।
পশ্যামি ত্বাং ন চ স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ॥ ৮

'লক্ষ্মণ ! কী ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক করে বলো। মহারাজ কুশলে আছেন তো ? আমি দেখছি যে তোমার মন সুস্থ নয়।

শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যৎ ত্বং সন্তাপমাগতঃ।
তদ্ ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ৯

'আমি মহারাজের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, যেজন্য তোমার এতো সন্তাপ হচ্ছে, আমাকে সত্য করে তা বলো, আমি তার জন্য তোমায় আদেশ করছি'।

বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
অবাঙ্মুখো বাষ্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১০

বিদেহনন্দিনী এই ভাবে জোর করায় লক্ষ্মণ দুঃখিত চিত্তে মাথা নত করে অশ্রু গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন—

শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্।
পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে॥ ১১
রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ।

'জনকনন্দিনী ! নগর ও জনপদে আপনার বিষয়ে যে অতি ভয়ংকর অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, রাজসভায় তা শ্রবণ করে শ্রীরঘুনাথের হৃদয় অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি আমাকে সব কথা জানিয়ে ভবনে চলে যান।

ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ॥ ১২
যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎপৃষ্ঠতঃ কৃতঃ।

'দেবি ! রাজা শ্রীরাম যে অপবাদ বচনের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে হৃদয়েই রেখেছেন, আমি সেসব আপনাকে বলতে পারব না। তাই আমি সেসবের চর্চা করা ত্যাগ করেছি।

সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দোষা মম সন্নিধৌ॥ ১৩
পৌরাপবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা।
আশ্রমান্তেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি॥ ১৪
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় তথৈব কিল দৌর্হৃদম্।

'আপনি আমার কাছে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও মহারাজ লোক-অপবাদের ভয়ে আপনাকে ত্যাগ করেছেন। দেবি ! আপনি আর কিছু মনে করবেন না। এখন মহারাজের আদেশ মান্য করে এবং আপনারও তেমনই ইচ্ছা মনে করে আমি আপনাকে আশ্রমের কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানে ছেড়ে আসব।

তদেতজ্জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্॥ ১৫
পুণ্যং চ রমণীয়ং চ মা বিষাদং কৃথাঃ শুভে।

'শুভে ! এখানে গঙ্গার তীরে ব্রহ্মর্ষিদের পবিত্র ও রমণীয় তপোবন আছে। আপনি বিষণ্ণ হবেন না।

রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৬
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।
পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ।
উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে॥ ১৭

'এখানে পিতা রাজা দশরথের ঘনিষ্ঠ মিত্র মহাযশস্বী ব্রহ্মর্ষি মুনিবর বাল্মীকি বাস করেন, আপনি সেই মহাত্মার চরণের আশ্রয় গ্রহণ করে এখানে সুখে বাস করুন। জনকাত্মজে ! আপনি এখানে উপবাস-পরায়ণ এবং একাগ্র হয়ে নিবাস করুন।

পতিব্রতাত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি॥ ১৮

'দেবি ! আপনি সর্বদা শ্রীরঘুনাথকে হৃদয়ে রেখে পাতিব্রত্য অবলম্বন করুন। এতে আপনার পরম কল্যাণ হবে'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ (৪৮)

সীতার দুঃখপূর্ণ বচন, শ্রীরামের জন্য তাঁর সন্দেশ, লক্ষ্মণের ফিরে আসা, সীতার ক্রন্দন

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দারুণং জনকাত্মজা।
পরং বিষাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ॥ ১

শ্রীলক্ষ্মণের কঠোর বাক্য শুনে জনক কিশোরী সীতা অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন। তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

সা মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণা।
লক্ষ্মণং দীনয়া বাচা উবাচ জনকাত্মজা॥ ২

বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চেতনা ফিরল না। তাঁর চোখ থেকে অজস্র ধারা বইতে থাকল। সম্বিত ফিরলে জনকনন্দিনী দীন বাক্যে লক্ষ্মণকে বললেন—

মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেহদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে॥ ৩

'লক্ষ্মণ! বিধাতা নিশ্চয়ই আমার শরীরকে শুধু দুঃখ ভোগ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আজ সমস্ত দুঃখ মূর্তিমান হয়ে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

কিং নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বিযোজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী॥ ৪

'পূর্বজন্মে আমি এমন কী পাপ করেছি বা কাকে স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদ করেছিলাম, যে শুদ্ধ আচরণসম্পন্না হলেও মহারাজ আমাকে ত্যাগ করলেন।

পুরাহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্তিনী।
অনুরুধ্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্তিনী॥ ৫

'সুমিত্রানন্দন! পূর্বে আমি বনবাসের দুঃখ সহ্য করেও শ্রীরামের চরণ অনুসরণ করে আশ্রমে থাকা পছন্দ করেছিলাম।

সা কথং হ্যাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা।
আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা॥ ৬

'কিন্তু সৌম্য! এখন আমি প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী কীভাবে আশ্রমে থাকব? আর দুঃখ পেলে কাকে তা জানাব?

কিং নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম চাসৎকৃতং প্রভো।
কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ৭

'প্রভো! মুনিরা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ কোন অপরাধে আমাকে ত্যাগ করেছেন, তবে আমি তাঁদের কী উত্তর দেব?

ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্তুর্মে পরিহাস্যতে॥ ৮

'সুমিত্রাকুমার! আমি এখনই গঙ্গাজলে নিজের জীবন বিসর্জন করে দিতাম কিন্তু এখন তা করব না; কারণ তাহলে আমার পতিদেবের রাজবংশ নষ্ট হয়ে যাবে।

যথাজ্ঞং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম॥ ৯

'কিন্তু সুমিত্রানন্দন! মহারাজ তোমাকে যেমন আদেশ দিয়েছেন, তুমি তা পালন করো। তুমি এই দুঃখিনীকে এখানে রেখে মহারাজের আদেশ পালনে স্থির থাকো আর আমার এই কথা শুনো।

শ্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্॥ ১০

'আমার সকল শাশুড়ীদের একইভাবে হাত জোড় করে চরণে প্রণাম জানাবে। সেই সঙ্গে মহারাজের চরণেও মস্তক নত করে আমার হয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করবে।

শিরসাভিনতো ব্রূয়াঃ সর্বাসামেব লক্ষ্মণ।
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্মেষু সুসমাহিতঃ॥ ১১

'লক্ষ্মণ! তুমি অন্তঃপুরের সকল বন্দনীয়া নারীদের আমার হয়ে প্রণাম জানিয়ে আমার খবর জানাবে এবং যিনি সদা ধর্ম-পালনে সতর্ক থাকেন, সেই মহারাজকে আমার সন্দেশ জানাবে।

জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ॥ ১২

'রঘুনন্দন! বাস্তবে তো আপনি জানেনই যে, সীতা শুদ্ধ চরিত্রা। সে সর্বদা আপনার হিতে তৎপর থাকে ও আপনার প্রতি প্রেমভক্তিসম্পন্না।

অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৩
ময়া চ পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।

'বীর! আপনি অপযশের ভয়েই আমাকে ত্যাগ করেছেন; তাই লোকের মধ্যে আপনার যে নিন্দা হচ্ছে অথবা আমার জন্য যে অপবাদ ছড়াচ্ছে, তা দূর করা আমারও কর্তব্য; কারণ আপনিই আমার পরম আশ্রয়।'

বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেণ সুসমাহিতঃ॥ ১৪
যথা ভ্রাতৃষু বর্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেষ ধর্মস্তে তস্মাৎ কীর্তিরনুত্তমা॥ ১৫

'লক্ষ্মণ ! তুমি মহারাজকে বলবে যে, আপনি যেমন ধর্মপূর্বক অতি সাবধানে থেকে আপনার ভাইদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তেমনই পুরবাসীদের সঙ্গে আচরণ করবেন। এই হল আপনার ধর্ম, এতেই আপনি পরম উত্তম যশ লাভ করবেন।

যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥ ১৬

'রাজন্ ! পুরবাসীদের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করলে যে পুণ্য প্রাপ্ত হবে, সেটিই আপনার উত্তম ধর্ম ও কীর্তি। পুরুষোত্তম ! আমার শরীরের জন্য কোনো চিন্তা নেই।

যথাপবাদং পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ॥ ১৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ।

'রঘুনন্দন ! পুরবাসীদের অপবাদ থেকে আপনি যেভাবে বাঁচতে পারেন, সেভাবেই থাকুন। পত্নীর জন্য পতিই দেবতা, বন্ধু এবং পতিই গুরু। তাই পত্নীর নিজ প্রাণকে বাজী রেখে বিশেষভাবে পতির প্রিয় করা উচিত।

ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥ ১৮
নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্।

'আমার হয়ে তুমি সব কথা শ্রীরামকে বলবে আর তুমি আমাকে দেখে যাও। আমি এখন ঋতুকাল কাটিয়ে গর্ভবতী হয়েছি।'

এবং ব্রুবন্ত্যাং সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ॥ ১৯
শিরসা বন্দ্য ধরণীং ব্যাহর্তুং ন শশাক হ।

সীতা একথা বলায় লক্ষ্মণের মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। তিনি ধরণীর ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তখন তাঁর মুখ থেকে কোনো বাক্য নিঃসৃত হল না।

প্রদক্ষিণং চ তাং কৃত্বা রুদন্নেব মহাস্বনঃ॥ ২০
ধ্যাত্বা মুহূর্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে।

তিনি জোরে জোরে কেঁদে সীতা মাতাকে পরিক্রমা করে কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে বললেন— 'শোভনে ! আপনি আমাকে একী বলছেন ?

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে॥ ২১
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে।

'নিষ্পাপ পতিব্রতে ! আমি ইতিপূর্বে কখনও আপনার দিকে তাকিয়ে দেখিনি। শুধু আপনার চরণ দর্শন করেছি। তবে আজ এই বনে শ্রীরামের অনুপস্থিতিতে কীভাবে আপনার দিকে তাকাতে পারি ?'

ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য পুনর্নাবমুপারুহৎ॥ ২২
আরুরোহ পুনর্নাবং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ।

একথা বলে তিনি সীতাদেবীকে পুনঃপ্রণাম করে নৌকাতে উঠে গেলেন। নৌকায় উঠে তিনি মাঝিদের নৌকা চালাতে বললেন।

স গত্বা চোত্তরং তীরং শোকভারসমন্বিতঃ॥ ২৩
সম্মূঢ় ইব দুঃখেন রথমভ্যারুহদ্ দ্রুতম্।

শোকাহত লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর তটে পৌঁছে দুঃখে অচেতন প্রায় হয়ে পড়লেন এবং সেই অবস্থাতেই শীঘ্রতাপূর্বক রথের দিকে চলে গেলেন।

মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ॥ ২৪
চেষ্টন্তীং পরতীরস্থাং লক্ষ্মণঃ প্রযযাবথ।

সীতা গঙ্গার অন্য তীরে অনাথের মতো কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। লক্ষ্মণ বারবার মুখ ঘুরিয়ে তাঁকে দেখতে-দেখতে চলে যাচ্ছিলেন।

দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণং চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণাং তূদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ॥ ২৫

রথ ক্রমশঃ লক্ষ্মণকে নিয়ে দূরে চলে গেল। সীতা সেদিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ অদৃশ্য হতেই তিনি গভীর শোকমগ্না হলেন।

সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী॥ ২৬

এখন তাঁর কোনো রক্ষক ছিল না। সুতরাং যশধারণকারী এই যশস্বিনী সীতাদেবী দুঃখের ভারে চিন্তামগ্ন হয়ে ময়ূরের ডাকে গুঞ্জিত সেই বনে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৪৯)

মুনিকুমারদের কাছে সংবাদ পেয়ে বাল্মীকির সীতাদেবীর কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা এবং আশ্রমে নিয়ে আসা

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তে তত্র মুনিদারকাঃ।
প্রাদ্রবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাল্মীকিরগ্রধীঃ॥ ১

সীতাদেবী যেখানে কাঁদছিলেন, সেখান থেকে কিছুদূরে ঋষিদের কয়েকজন বালক অবস্থান করছিল। তারা সীতাদেবীকে কাঁদতে দেখে নিজ আশ্রমে দৌড়ে গেল—যেখানে উগ্র তপস্যায় চিত্ত একাত্ম করে ভগবান বাল্মীকি মুনি বিরাজ করছিলেন।

অভিবাদ্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে।
সর্বে নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্তু রুদিতস্বনম্॥ ২

তারা সকলে মহর্ষির চরণে অভিবাদন করে তাঁকে সীতাদেবীর কান্নার সংবাদ জানাল।

অদৃষ্টপূর্বা ভগবন্ কস্যাপ্যেষা মহাত্মনঃ।
পত্নী শ্রীরিব সম্মোহাদ্ বিরৌতি বিকৃতাননা॥ ৩

তারা বলল— 'ভগবন্! গঙ্গাতীরে কোনো মহাত্মা নরেশের পত্নী— যাঁকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলে মনে হচ্ছে, ব্যাকুল চিত্তে ক্রন্দন করছেন। আমরা পূর্বে তাঁকে কখনও দেখিনি।

ভগবন্ সাধু পশ্যেস্ত্বং দেবতামিব খাচ্চ্যুতাম্।
নদ্যাস্তু তীরে ভগবন্ বরস্ত্রী কাপি দুঃখিতা॥ ৪

'ভগবন্! আপনি নিজে গিয়ে ভালো করে দেখুন। তাঁকে আকাশ থেকে নেমে আসা দেবীর মতো দেখাচ্ছে। প্রভো! গঙ্গাতীরে যে দেবি সুন্দরী বসে আছেন, তিনি অত্যন্ত দুঃখী।

দৃষ্টাস্মাভিঃ প্ররুদিতা দৃঢ়ং শোকপরায়ণা।
অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ॥ ৫

'আমরা নিজের চোখে দেখেছি, তিনি গভীর শোকে ডুবে জোরে জোরে কাঁদছেন। তিনি এতো দুঃখ ও শোক সহ্য করার যোগ্য নয়। তিনি একাকী, দীন এবং অনাথের মতো কাঁদছেন।

ন হ্যেনাং মানুষীং বিদ্মঃ সৎক্রিয়াস্যাঃ প্রযুজ্যতাম্।
আশ্রমস্যাবিদূরে চ ত্বামিয়ং শরণং গতা॥ ৬

'আমাদের মনে হয় ইনি মানবী নন। আপনার এঁকে সৎকার করা উচিত। এই আশ্রমের অল্প দূরে হওয়ায় ইনি বাস্তবে আপনারই শরণাগত।

ত্রাতারমিচ্ছতে সাধ্বী ভগবংস্ত্রাতুমর্হসি।
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্মবিৎ॥ ৭
তপসা লব্ধচক্ষুষ্মান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী।

'ভগবন্! এই সাধ্বী দেবী নিজের জন্য কোনো রক্ষক অন্বেষণ করছেন। সুতরাং আপনি তাঁকে রক্ষা করুন।' মুনিবালকদের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ মহর্ষি ধ্যানস্থ হয়ে প্রকৃত বিষয় জেনে নেন, কেননা তিনি তপস্যা দ্বারা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। সব জেনে তিনি সত্বর সেখানে গেলেন, যেখানে সীতাদেবী বিরাজ করছিলেন।

তং প্রয়ান্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হ্যেনং মহামতিম্॥ ৮
তং তু দেশমভিপ্রেত্য কিঞ্চিৎ পদ্ভ্যাং মহামতিঃ।
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ।
দদর্শ রাঘবস্যেষ্টাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ॥ ৯

পরম বুদ্ধিমান মহর্ষিকে যেতে দেখে তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে অনুগমন করল। কিছুদূরে হেঁটে মহামতি মহর্ষি সুন্দর অর্ঘ্য নিয়ে গঙ্গাতীরে সেই স্থানে এলেন। সেখানে তিনি শ্রীরঘুনাথের প্রিয়পত্নী সীতাদেবীকে অনাথবৎ দেখতে পেলেন।

তাং সীতাং শোকভারার্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ন্নিব তেজসা॥ ১০

শোকভারে পীড়িত সীতাদেবীকে স্বতেজে যেন আনন্দিত করে মুনিবর বাল্মীকি মধুর বাক্যে বললেন—

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে॥ ১১

'পতিব্রতে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, মহারাজ শ্রীরামের পাটরাণী এবং মিথিলারাজ জনকের কন্যা। তোমাকে স্বাগত।

আয়ান্তী চাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্মসমাধিনা।

কারণং চৈব সর্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্॥ ১২

'তুমি যখন এখানে আসছিলে, তখনই ধর্মসমাধি দ্বারা আমি তা জানতে পেরেছি। তোমাকে পরিত্যাগ করার সমস্ত কারণও আমি যোগবলে জেনে গিয়েছি।

তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
সর্বং চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ততে॥ ১৩

'মহাভাগে ! তোমার সবকিছুই আমি যথার্থভাবে জেনে গিয়েছি। ত্রিলোকে যা কিছু হয়, সেসবই আমার বিদিত।

অপাপাং বেদ্মি সীতে তে তপোলব্ধেন চক্ষুষা।
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে॥ ১৪

'সীতে ! তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা আমি জানি যে, তুমি নিষ্পাপ। সুতরাং বিদেহনন্দিনী ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এখন তুমি আমার কাছে রয়েছো।

আশ্রমস্যাবিদূরে মে তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ।
তাস্ত্বাং বৎসে যথা বৎসং পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ॥ ১৫

'পুত্রি ! আমার আশ্রমের কাছেই কিছু তপস্বিনী নারী বাস করেন, যাঁরা তপস্যায় সংলগ্ন। তাঁরা নিজ সন্তানের মতো সর্বদা তোমাকে পালন করবেন।

ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিস্রব্ধা বিগতজ্বরা।
যথা স্বগৃহমভ্যেত্য বিষাদং চৈব মা কৃথাঃ॥ ১৬

'আমার দেওয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো এবং নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। নিজের গৃহেই এসেছ মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়ো না'।

শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলি॥ ১৭

মহর্ষির এই অপূর্ব ভাষণ শুনে সীতা মাথা নত করে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে হাত জোড় করে বললেন— 'যেমন আদেশ'।

তং প্রয়ান্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ।
উপাজগ্মুর্মুদা যুক্তা বচনং চেদমব্রুবন্॥ ১৮

মুনি তখন এগোতে লাগলেন এবং সীতাদেবী হাত জোড় করে তাঁর পিছনে চললেন। বিদেহনন্দিনীকে মহর্ষির সঙ্গে আসতে দেখে মুনিপত্নিগণ তাঁর কাছে এসে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে বললেন—

স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনং চ তে।
অভিবাদয়ামস্ত্বাং সর্বা উচ্যতাং কিং চ কুর্মহে॥ ১৯

'মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে স্বাগত। বহুদিন পর এখানে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আমরা সবাই আপনাকে অভিবাদন করছি। বলুন, আমরা আপনার কী সেবা করব' ?

তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ।
সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ॥ ২০

তাঁদের কথা শুনে শ্রীবাল্মীকি বললেন—'পরম বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরামের ধর্মপত্নী সীতাদেবী এখানে এসেছেন।

স্নুষা দশরথস্যৈষা জনকস্য সুতা সতী।
অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা ময়া সদা॥ ২১

'সতী সীতা রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের কন্যা। নিষ্পাপ হলেও পতি তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তাই আমাদেরই সর্বতোভাবে তাঁকে লালন-পালন করতে হবে।

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি।
গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা বোঽস্তু বিশেষতঃ॥ ২২

'সুতরাং আপনারা সর্বদা এঁর ওপর স্নেহ-দৃষ্টি রাখবেন। আমার কথায় তথা নিজের গৌরবেই ইনি হলেন আপনাদের বিশেষ আদরণীয়া'।

মুহুর্মুহুশ্চ বৈদেহীং পরিদায় মহাযশাঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ॥ ২৩

এইভাবে সীতাদেবীকে মুনিপত্নিদের হাতে সমর্পণ করে মহাযশস্বী এবং মহাতপস্বী বাল্মীকি ঋষি নিজ শিষ্যদের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের উনপঞ্চাশতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫০)

লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্রের মধ্যে কথাবার্তা

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্।
সন্তাপমগমদ্ ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ॥ ১

মিথিলেশকুমারী সীতাদেবী মুনির আশ্রমে স্থান পেলেন দেখে লক্ষ্মণ মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাঁর ভয়ানক সন্তাপ হল।

অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রসারথিম্।
সীতাসন্তাপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথে॥ ২

তখন মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ মন্ত্রণায় সহায়তাকারী সারথি সুমন্ত্রকে বললেন—'সূত ! দেখো, শ্রীরামকে এখন থেকে সীতাদেবীর বিরহজনিত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।

অতো দুঃখতরং কিং নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি।
পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্॥ ৩

'শ্রীরঘুনাথকে এর থেকে বেশি দুঃখ আর কি ভোগ করতে হবে যে, তাঁকে নিজের পবিত্র আচরণকারী ধর্মপত্নী জনককিশোরী সীতাকে পরিত্যাগ করতে হল।

ব্যক্তং দৈবাদহং মন্যে রাঘবস্য বিনাভবম্।
বৈদেহ্যা সারথে নিত্যং দৈবং হি দুরতিক্রমম্॥ ৪

'সারথে ! শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে সীতার এই যে বিয়োগ ঘটেছে, এতে আমি দৈবকেই কারণ মানছি, কারণ দৈববিধান দুর্লঙ্ঘ্য হয়।

যো হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ সহ রাক্ষসৈঃ।
নিহন্যাদ্ রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্যুপাসতে॥ ৫

'যে শ্রীরাম কুপিত হলে দেবগণ, গন্ধর্বগণ এবং রাক্ষসসহ অসুরও সংহার করতে পারেন, তিনিই দৈবের উপাসনা করছেন (তা নিবারণ করতে পারছেন না)।

পুরা রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্ দণ্ডকে বিজনে বনে।
উষিত্বা নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনে॥ ৬

'প্রথমে পিতার আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দশ বছর বিশাল নির্জন দণ্ডকবনে থাকতে হয়েছিল।

ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে॥ ৭

'এখন তার থেকেও বেশি দুঃখের বিষয় হল যে, তাঁকে সীতাদেবীকে নির্বাসন দিতে হল। কিন্তু পুরবাসীদের কথা শুনে তাঁর এই কাজ করা আমার নিকট অত্যন্ত নির্দয়পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ॥ ৮

'সূত ! সীতাদেবীর সম্বন্ধে অন্যায়পূর্ণ কথা বলা এই পুরবাসীদের জন্য, এমন কীর্তিনাশক কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কোন্ ধর্মরাশি উপার্জন করলেন ?'

এতা বাচো বহুবিধাঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ।
সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৯

শ্রীলক্ষ্মণের বলা এই নানাপ্রকার কথা শুনে বুদ্ধিমান সুমন্ত্র শ্রদ্ধাপূর্বক বললেন—

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি।
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ॥ ১০

'সুমিত্রানন্দন ! মিথিলেশকুমারী সীতাদেবীর বিষয়ে আপনার শোক করা উচিত নয়। লক্ষ্মণ ! ব্রাহ্মণগণ একথা আপনার পিতার সামনেই জেনে নিয়েছিলেন।

ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্।
প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্॥ ১১

'সেই সময় শ্রীদুর্বাসা বলেছিলেন যে, শ্রীরাম নিশ্চয়ই অধিকতর দুঃখ পাবেন। তাঁর সৌম্যভাব নষ্ট হবে। মহাবাহু শ্রীরামের শীঘ্রই নিজ প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে।

ত্বাং চৈব মৈথিলীং চৈব শত্রুঘ্নভরতৌ তথা।
স ত্যজিষ্যতি ধর্মাত্মা কালেন মহতা মহান্॥ ১২

'সুমিত্রাকুমার ! ধর্মাত্মা মহাপুরুষ শ্রীরাম বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে তোমাকে, মিথিলেশকুমারীকে এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকেও ত্যাগ করবেন।

ইদং ত্বয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেঽপি বা।
রাজ্ঞা বো ব্যাহৃতং বাক্যং দুর্বাসা যদুবাচ হ॥ ১৩

'দুর্বাসা যে কথা বলেছিলেন, তা মহারাজ দশরথ তোমাকে, শত্রুঘ্নকে এবং ভরতকেও জানাতে নিষেধ করেছেন।

মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরর্ষভ।
ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ॥ ১৪

'নরশ্রেষ্ঠ ! দুর্বাসা মুনি অনেক বড় জনসমাগমের সামনে, আমার সামনে এবং মহর্ষি বসিষ্ঠের কাছে এই কথা বলেছেন।

ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা মামাহ পুরুষর্ষভঃ।
সূত ন ক্বচিদেবং তে বক্তব্যং জনসন্নিধৌ॥ ১৫

'দুর্বাসা মুনির এই কথা শুনে পুরুষপ্রবর দশরথ আমাকে বলেন—'সূত! তোমার অপরের নিকট এই কথা প্রকাশ করা উচিত নয়'।

তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎসুসমাহিতঃ।
নৈব জাত্বনৃতং কুর্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্॥ ১৬

'সৌম্য! লোকপালক শ্রীদশরথের এই কথার আমি উলঙ্ঘন করব না'—এই হল আমার সংকল্প। তাই আমি সর্বদা সতর্ক থাকি।

সর্বথৈব ন বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ।
যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন॥ ১৭

'সৌম্য রঘুনন্দন! যদিও একথা আপনার কাছে একেবারেই বলা উচিত নয়, তবুও আপনার মনে যদি শোনার জন্য শ্রদ্ধা (উৎসুকতা) থাকে, তাহলে শুনুন।

যদ্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতঃ পুরা।
তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দৈবং হি দুরতিক্রমম্॥ ১৮
যেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমন্বিতম্।
ন ত্বয়া ভরতস্যাগ্রে শত্রুঘ্নস্যাপি সন্নিধৌ॥ ১৯

'যদিও পূর্বে মহারাজ এই রহস্য অন্যের কাছে প্রকাশ না করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তবুও আজ আমি সেই কথা বলছি। দৈববিধান লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন, যার জন্য এই দুঃখ ও শোক প্রাপ্ত হয়েছে। ভাই! তোমারও ভরত ও শত্রুঘ্নের সামনে একথা বলা উচিত নয়'।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ।
তথ্যং ব্রূহীতি সৌমিত্রিঃ সূতং তং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২০

সুমন্ত্রের এই গম্ভীর ভাষণ শুনে সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ বললেন—'সুমন্ত্র! যা সত্য কথা, আপনি তা অবশ্যই বলুন'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫১)

সুমন্ত্রের দুর্বাসার মুখ থেকে শোনা ভৃগুঋষির শাপের কথা জানানো এবং ভবিষ্যতের কিছু কথা জানিয়ে দুঃখী লক্ষ্মণকে শান্ত করা

তথা সংচোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
তদ্ বাক্যমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ১

মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রেরণায় তখন সুমন্ত্র দুর্বাসামুনির কথা তাঁকে শোনাতে থাকেন—

পুরা নাম্না হি দুর্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুবাস হ॥ ২

'লক্ষ্মণ! পূর্বকালের কথা, একবার অত্রির পুত্র মহামুনি দুর্বাসা শ্রীবশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে থেকে বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেন।

তমাশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে সুমহাযশাঃ।
পুরোহিতং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্॥ ৩

'একদিন আপনার মহাতেজস্বী এবং মহান যশস্বী পিতা সেই আশ্রমে পুরোহিত মহাত্মা শ্রীবশিষ্ঠকে দর্শন করার জন্য সেই স্থানে গমন করেন।

স দৃষ্ট্বা সূর্যসংকাশং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য সব্যপার্শ্বে মহামুনিম্॥ ৪

'তিনি সেখানে শ্রীবশিষ্ঠের বামভাগে উপবিষ্ট এক মহামুনিকে দেখেন, যিনি নিজ তেজে যেন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন।

তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতো হ্যভ্যবাদয়ৎ।
স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ॥ ৫
পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উবাস মুনিভিঃ সহ।

'রাজা তখন সেই দুই তাপস শিরোমণি মহর্ষিদের বিনয়পূর্বক অভিবাদন করেন। তাঁরাও দুজনে তাঁকে স্বাগত

জানিয়ে আসন, পাদ্য, ফল-মূল সমর্পণ করে সৎকার করেন। তিনি তখন মুনিদের সঙ্গে সেখানে উপবিষ্ট হলেন।

তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ॥ ৬
বভূবুঃ পরমর্ষীণাং মধ্যাদিত্যগতেঽহনি।

'সেখানে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মহর্ষিগণ নানাপ্রকার অত্যন্ত মধুর শাস্ত্রকথা আলোচনা করছিলেন।

ততঃ কথায়াং কস্যাংচিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ॥ ৭
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।

'তখন কোনও এক প্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ হাত জোড় করে অত্রির তপস্বী পুত্র মহাত্মা দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করেন—

ভগবন্ কিংপ্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি॥ ৮
কিমায়ুশ্চ হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ।

'ভগবন্! আমার বংশ কতোদিন থাকবে ? আমার পুত্র রামের আয়ু কত হবে এবং অন্য পুত্রদেরও আয়ু কত হবে ?

রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ুঃ কিয়দ্ ভবেৎ॥ ৯
কাম্যয়া ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতিং মম।

'শ্রীরামের যে পুত্র হবে, তার কত আয়ু হবে ? ভগবন্! আপনি নিঃশঙ্কোচে আমার বংশের স্থিতি বলুন'।

তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞো দশরথস্য তু॥ ১০
দুর্বাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহর্তুমুপচক্রমে।

রাজা দশরথের কথা শুনে মহাতেজস্বী দুর্বাসা বলতে লাগলেন—

শৃণু রাজন্ পুরা বৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি॥ ১১
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভৎর্স্যমানা ভৃগুপত্নীং সমাশ্রিতাঃ।
তয়া দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা॥ ১২

'রাজন্ ! শুনুন, প্রাচীন কালের কথা, একবার দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দৈত্যগণ মহর্ষি ভৃগুপত্নীর শরণ গ্রহণ করেন। ভৃগুপত্নী তখন দৈত্যদের অভয় দেন এবং তারা তাঁর আশ্রমে নির্ভয়ে থাকতে লাগলেন।

তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোঽহরৎ॥ ১৩

'ভৃগুপত্নী দৈত্যদের আশ্রয় দিয়েছেন জেনে কুপিত হয়ে দেবেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন চক্র দিয়ে তাঁর মাথা কেটে নেন।

ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা পত্নীং ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
শশাপ সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুং রিপুকুলার্দনম্॥ ১৪

'পত্নী-বধ হতে দেখে ভার্গববংশের প্রবর্তক ভৃগু কুপিত হয়ে শত্রুকুলনাশন ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন।

যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তস্মাৎ ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দন॥ ১৫
তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহুবার্ষিকম্।

জনার্দন ! আমার পত্নী বধের যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু আপনি ক্রোধবশতঃ তাঁকে বধ করেছেন, অতএব আপনাকে মনুষ্যলোকে জন্মাতে হবে এবং সেখানে বহুবছর ধরে পত্নী-বিয়োগের কষ্ট সহ্য করতে হবে'।

শাপাভিহতচেতাস্তু স্বাত্মনা ভাবিতোঽভবৎ॥ ১৬
অর্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ।

কিন্তু এইভাবে শাপ দিয়ে তাঁর অত্যন্ত অনুতাপ হল। তাঁর অন্তরাত্মা ভগবানকে এই শাপ স্বীকার করানোর জন্য তাঁরই আরাধনা করার জন্য প্রেরিত করেছিল। এইভাবে শাপের বিফলতার ভয়ে পীড়িত ভৃগু তপস্যার দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন।

তপসাঽঽরাধিতো দেবো হ্যব্রবীদ্ ভক্তবৎসলঃ॥ ১৭
লোকানাং সম্প্রিয়ার্থং তু তং শাপং গৃহ্যমুক্তবান্।

'তপস্যা দ্বারা আরাধনা করায় ভগবৎবৎসল শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বলেন—'মহর্ষে ! সর্ব জগতের প্রিয় করার জন্য আমি এই শাপ গ্রহণ করছি'।

ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুণা পূর্বজন্মনি॥ ১৮
ইহাগতো হি পুত্রত্বং তব পার্থিবসত্তম।
রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ॥ ১৯

'এইভাবে পূর্বজন্মে (বামন-অবতার কালে) মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণুকে ভৃগুঋষির শাপ স্বীকার করতে

হয়। অপরকে মান প্রদানকারী নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিলোকে বিখ্যাত সেই রামই আপনার পুত্র রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তৎ ফলং প্রাপ্স্যতে চাপি ভৃগুশাপকৃতং মহৎ।
অযোধ্যায়াঃ পতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি॥ ২০

ভৃগুর শাপে পত্নী-বিয়োগরূপ যে মহাফল, তা তিনি অবশ্যই লাভ করবেন। শ্রীরাম দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যার রাজা হয়ে বিরাজ করবেন।

সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ২১
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি।

তাঁর অনুযায়ীও সুখী ও ধন-ধান্য সম্পন্ন হবেন। শ্রীরাম এগারো হাজার বছর ধরে রাজ্য ভোগ করে শেষে ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠ বা সাকেত ধাম) গমন করবেন।

সমৃদ্ধৈশ্চাশ্বমেধৈশ্চ ইষ্ট্বা পরমদুর্জয়ঃ॥ ২২
রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহূন্ সংস্থাপয়িষ্যতি।
দ্বৌ পুত্রৌ ভবিষ্যেতে সীতায়াং রাঘবস্য তু॥ ২৩

পরম দুর্জয়বীর শ্রীরাম সমৃদ্ধিশালী, বহুবার অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বহুরাজবংশ স্থাপন করবেন। শ্রীরামের দ্বারা সীতার গর্ভে দুই পুত্র হবে।

স সর্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্।
আখ্যায় সুমহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ॥ ২৪

এই সব কথা বলে সেই মহাতেজস্বী মহামুনি রাজবংশের বিষয়ে ভূত-ভবিষ্যের সমস্ত কথা বলে চুপ করলেন।

তূষ্ণীংভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ।
অভিবাদ্য মহাত্মানৌ পুনরায়াৎ পুরোত্তমম্॥ ২৫

দুর্বাসা মুনি চুপ করলে মহারাজ দশরথ দুই মহাত্মাকে প্রণাম করে নিজ উত্তম নগরে ফিরে আসেন।

এতদ্ বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং পুরা।
শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ ভবিষ্যতি॥ ২৬

এভাবে পূর্বকালে দুর্বাসা মুনি কথিত এই কথা আমি সেখানে শুনেছি এবং নিজ হৃদয়ে ধারণ করেছি (কারো কাছে প্রকট করিনি)। এসব কথা অসত্য হবে না।

সীতায়াশ্চ ততঃ পুত্রাবভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ।
অন্যত্র ন ত্বযোধ্যায়াং মুনেস্তু বচনং যথা॥ ২৭

দুর্বাসা মুনির কথা অনুসারে শ্রীরঘুনাথ ও সীতার দুই পুত্রের অভিষেক অযোধ্যার বাইরে সম্পন্ন হবে, অযোধ্যায় নয়।

এবং গতে ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি রাঘব।
সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম॥ ২৮

'নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! বিধাতার এমনই বিধান হওয়ায় আপনার সীতা ও রঘুনাথের জন্য দুঃখ করা উচিত নয়। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন'।

শ্রুত্বা তু ব্যাহৃতং বাক্যং সূতস্য পরমাদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥ ২৯

সূত সুমন্ত্রের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত হর্ষিত হলেন। তিনি বললেন—'ঠিক, ঠিক'।

ততঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি।
অস্তমর্কে গতে বাসং কেশিন্যাং তাবথোষতুঃ॥ ৩০

গমনকালে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ এইভাবে কথা বলতে বলতে সূর্য অস্ত গেল। তখন তাঁরা দুজনে কেশিনী নদীতটে রাত কাটালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫২)

অযোধ্যার রাজভবনে পৌঁছে লক্ষ্মণের দুঃখগ্রস্ত শ্রীরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান

তাং রজনীমুষ্য কেশিন্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা॥ ১

কেশিনী নদীতটে রাত কাটিয়ে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ প্রভাতকালে সেখান থেকে এগিয়ে চললেন।

ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ।
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্॥ ২

দ্বিপ্রহর নাগাদ সেই বিশাল রথ রত্ন-ধন-সম্পন্না, মনুষ্য পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করল।

সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ।
রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ॥ ৩

সেখানে পৌঁছে পরম বুদ্ধিমান সুমিত্রাকুমারের অত্যন্ত দুঃখ হল। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আমি শ্রীরামের চরণে গিয়ে কী বলব ?'

তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য ভবনং শশিসন্নিভম্।
রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যত॥ ৪

তিনি এইভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন, এমন সময় সামনে চাঁদের মতো উজ্জ্বল শ্রীরামের বিশাল রাজভবন দেখা গেল।

রাজ্ঞস্তু ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য নরোত্তমঃ।
অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ॥ ৫

রাজমহলের দ্বারে রথ থেকে নেমে এই নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মাথা নত করে দুঃখিত চিত্তে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ॥ ৬

জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ॥ ৭

তিনি দেখলেন শ্রীরঘুনাথ দুঃখী হয়ে একটি সিংহাসনে বসে রয়েছেন, তাঁর দুই নেত্র অশ্রুতে পরিপূর্ণ। বড় ভাইকে এইভাবে দেখে লক্ষ্মণ দুঃখিত হয়ে তাঁর দু'পা ধরে, হাত জোড় করে চিত্ত একাগ্র করে দুঃখিত চিত্তে বললেন।

আর্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্।
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে॥ ৮

তত্র তাং চ শুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্।
পুনরপ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্॥ ৯

'বীর মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করে আমি সেই শুভ আচরণসম্পন্না, যশস্বিনী জনক কিশোরী সীতাদেবীকে গঙ্গাতটে মহর্ষি বাল্মীকির শুভ আশ্রমের নিকট নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে আপনার শ্রীচরণের সেবায় ফিরে এসেছি।

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ॥ ১০

'পুরুষসিংহ ! আপনি শোক করবেন না। কালের গতি এমনই। আপনার মতো বুদ্ধিমান ও মনস্বী ব্যক্তি শোক করেন না।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥ ১১

'সংসারে যত সঞ্চিত বস্তু আছে, তার সবকিছুর পরিণাম বিনাশ, উত্থানের অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত হল মৃত্যু।

তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্॥ ১২

'সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে বিশেষ আসক্তি রাখা উচিত নয়। কারণ সেসব থেকে বিয়োগ হওয়া নিশ্চিত।

শক্তস্ত্বমাত্মনাঽঽত্মানং বিনেতুং মনসা মনঃ।
লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনঃ শোকমাত্মনঃ॥ ১৩

'ককুৎস্থকুলভূষণ ! আপনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে, মন দ্বারা মনকে এবং সম্পূর্ণ জগৎকেও সংযত রাখতে সক্ষম ; তাহলে নিজ-শোক বশে রাখা আপনার পক্ষে এমন কি বড় কথা ?

নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব॥ ১৪

'আপনার মতো শ্রেষ্ঠ পুরুষ এরূপ পরিস্থিতিতে মোহগ্রস্ত হন না। রঘুনন্দন ! আপনি যদি দুঃখিত থাকেন, তাহলে এই অপবাদ আপনার ওপর আবার ফিরে আসবে।

যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৫

'নরেশ্বর ! যে অপবাদের ভয়ে আপনি মিথিলেশ কুমারীকে ত্যাগ করেছেন, সেই অপবাদ নিঃসন্দেহে এই নগরীতে আবার চর্চা হবে (লোকে বলবে, অন্যের গৃহে থাকা পত্নীকে ত্যাগ করে ইনি রাত-দিন তারই চিন্তায় দুঃখিত থাকেন)।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্যেণ সুসমাহিতঃ।
ত্যজেমাং দুর্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব হ॥ ১৬

'সুতরাং পুরুষসিংহ ! আপনি ধৈর্য সহকারে চিত্ত একাগ্র করে এই দুর্বল শোক-তাপ পরিত্যাগ করুন, সন্তপ্ত হবেন না'।

এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ॥ ১৭

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ বলায় মিত্রবৎসল শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ সুমিত্রাকুমারকে বললেন—

এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্যানুশাসনে॥ ১৮

'নরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ ! তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তুমি যে আমার আদেশ পালন করেছ, এতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।

নিবৃত্তিশ্চাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ।
ভবদ্বাক্যৈঃ সুরুচিরৈরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ॥ ১৯

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! এখন আমি দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পেয়েছি। সন্তাপকে হৃদয় থেকে বার করে দিয়েছি। তোমার সুন্দর কথায় আমি অত্যন্ত শান্তি পেয়েছি'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৩)

শ্রীরামের দ্বারা প্রয়োজন হেতু প্রেরিত পুরুষদের উপেক্ষা করায় রাজা নৃগের শাপগ্রস্ত হওয়া এবং লক্ষ্মণকে তাঁকে দেখাশোনা করার আদেশ

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্।
সুপ্রীতশ্চাভবদ্ রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

লক্ষ্মণের সেই অতি অদ্ভুত কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—

দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।
যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ॥ ২

'সৌম্য ! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তুমি যেভাবে আমার মনকে অনুসরণ করো, এই সময়ে এমন ভাই পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্ বর্ততে শুভলক্ষণ।
তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ্ব বচনং মম॥ ৩

'শুভ লক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ ! এখন আমার মনে যে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, তা শোনো এবং তদনুসারে কাজ করো।

চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ।
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি॥ ৪

'সৌম্য ! সুমিত্রাকুমার ! পুরবাসীদের কোনো প্রয়োজনে উপস্থিত না হয়ে আমার চারদিন পার হয়ে গেছে, তাই আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করছে।

আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা।
কার্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ॥ ৫

'পুরুষপ্রবর ! তুমি প্রজা, পুরোহিত এবং মন্ত্রীদের আসতে বলো। যাদেরই আমাকে কোনো প্রয়োজন থাকে, তাদের উপস্থিত করো।

পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬

'যে নরপতি প্রত্যহ পুরবাসীদের কোনো কাজে আসে না ; তিনি নিঃসন্দেহে সর্বদিক থেকে নিশ্ছিদ্র এবং

রহিত নরক ভোগ করেন।

শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ।
অভূৎ পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৭

'শোনা যায়, পূর্বে এই পৃথিবীতে নৃগ নামে প্রসিদ্ধ এক মহাযশস্বী রাজা রাজ্য করতেন। তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী এবং আচার-বিচারে পবিত্র ছিলেন।

স কদাচিদ্ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ॥ ৮

'সেই রাজা কোনো এক সময় পুষ্করতীর্থে গিয়ে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণে ভূষিত ও বাছুর সহ এক কোটি গোরু দান করেন।

ততঃ সঙ্গাদ্ গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ।
ব্রাহ্মণস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবর্তিনঃ॥ ৯

'নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ! সেই সময় জনৈক দরিদ্র এবং উঞ্ছবৃত্তিতে জীবন-নির্বাহকারী অগ্নিহোত্র পালনকারী ব্রাহ্মণের বাছুর-সহ গোরুটি সেখানে সমবেত গাভীদের সঙ্গে মিশে যায় এবং রাজা নৃগ সঙ্কল্প করে সেটি অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে দেন।

স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্তো বৈ অন্বিষংস্তত্র তত্র হ।
নাপশ্যৎ সর্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্॥ ১০

'বেচারী সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়া গোরুকে বহু বছর ধরে এখানে-সেখানে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না।

ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্।
দদৃশে তাং স্বিকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে॥ ১১

'অবশেষে তিনি একদিন কঙ্খলে পৌঁছে এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজের গোরুটিকে দেখতে পান। গোরুটি নীরোগ ও হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল, কিন্তু তার বাছুরটি অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছিল।

অথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ।
আগচ্ছ শবলেত্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্॥ ১২

'ব্রাহ্মণ তাঁর দেওয়া 'শবলা' নামে তাকে ডাকেন 'শবলা ! এসো, এসো।' গোরুটি তাঁর ডাক শুনতে পায়।

তস্য তং স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধার্তস্য দ্বিজস্য বৈ।
অন্বগাৎ পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছন্তং পাবকোপমম্॥ ১৩

'ক্ষুধাপীড়িত সেই ব্রাহ্মণের পরিচিত স্বর চিনে শবলা গোরুটি সেই অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণকে অনুগমন করতে থাকে।

যোঽপি পালয়তে বিপ্রঃ সোঽপি গামন্বগাদ্ দ্রুতম্।
গত্বা চ তমৃষিং চষ্টে মম গৌরিতি সত্বরম্॥ ১৪
স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দত্তা নৃগেণ হ।

'যে ব্রাহ্মণটি তাকে পালন-পোষণ করতেন, তিনিও সেই গোরুটির পিছনে পিছনে গেলেন এবং সেই ব্রহ্মর্ষিকে বললেন—'ব্রহ্মান্ ! এই গোরু আমার। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা নৃগ এটি আমাকে দান করেছেন'।

তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্ বিপশ্চিতোঃ॥ ১৫
বিবদন্তৌ ততোঽন্যোন্যং দাতারমভিজগ্মতুঃ।

'তখন সেই দুই বিদ্বান ব্রাহ্মণ গোরুটিকে নিয়ে মহাবিবাদ শুরু করলেন। তাঁরা দুজন ঝগড়া করতে করতে দাতা রাজা নৃগের কাছে যান।

তৌ রাজভবনদ্বারি ন প্রাপ্তৌ নৃগশাসনম্॥ ১৬
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ।

'তাঁরা রাজভবনের দ্বারে গিয়ে কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন, কিন্তু রাজার বিচার পেলেন না (তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না)। এতে তাঁদের দুজনের অত্যন্ত ক্রোধ হল।

উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ॥ ১৭
ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।

'তখন এই দুই শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তপ্ত ও কুপিত হয়ে রাজাকে শাপ দিয়ে এই ভয়ানক কথা বললেন—

অর্থিনাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্॥ ১৮
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি।
বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ॥ ১৯
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি।

'রাজন্ ! নিজেদের মধ্যের বিবাদ মেটানোর ইচ্ছায় আগত এই প্রার্থীদের সমস্যার সমাধান হেতু আপনি দেখাই করলেন না ; অতএব আপনি জনসমাগম থেকে দূরে থেকে গিরগিটি হয়ে থাকুন এবং সহস্র বছর ধরে গর্তের গিরগিটি হয়ে অবস্থান করুন।

উৎপৎস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্ধনঃ॥ ২০
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ।
স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি॥ ২১
কৃতা চ তেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি।
ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ॥ ২২
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে।

'যদুকুলের কীর্তি বৃদ্ধিকারী বাসুদেব নামে সুবিখ্যাত

ভগবান শ্রীবিষ্ণু পুরুষরূপে এই জগতে অবতার হয়ে আসবেন, তখন তিনিই এই শাপ থেকে আপনাকে মুক্ত করবেন। অতএব এখন থেকে আপনি গিরগিটি হয়েই অবস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারকালে আপনার উদ্ধার হবে। কলিযুগ আসার কিছু আগে মহাপরাক্রমী নর ও নারায়ণ এই পৃথিবীর ভার লাঘব হেতু অবতীর্ণ হবেন'।

এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ॥ ২৩
তাং গাং হি দুর্বলাং বৃদ্ধাং দদতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ।

'এইভাবে শাপ দিয়ে এই দুই ব্রাহ্মণ শান্ত হলেন। তাঁরা সেই বৃদ্ধ ও দুর্বল গোরুটি অপর কোনো এক ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন।

এবং স রাজা তং শাপমুপভুঙ্‌ক্তে সুদারুণম্॥ ২৪
কার্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে।

'এইভাবে রাজা নৃগ সেই দারুণ শাপ ভোগ করতে থাকেন। সুতরাং বিচারের আশায় আগত পুরুষদের বিবাদের সমাধান না করলে, রাজাদের জন্য সেটি মহাদোষের কারণ হয়ে ওঠে।

তচ্ছীঘ্রং দর্শনং মহ্যমভিবর্তন্তু কার্যিণঃ॥ ২৫
সুকৃতস্য হি কার্যস্য ফলং নাবৈতি পার্থিবঃ।
তস্মাদ্ গচ্ছ প্রতীক্ষস্ব সৌমিত্রে কার্যবাঞ্জনঃ॥ ২৬

'সুতরাং বিবাদ মীমাংসায় আগ্রহী মানুষ শীঘ্র আমার সামনে উপস্থিত হোক। প্রজাপালনরূপ পুণ্যকর্মের ফল কি রাজার হয় না? অবশ্যই হয়। অতএব সুমিত্রানন্দন! তুমি যাও। রাজদ্বারে প্রতীক্ষা করো, দেখো কোনো কার্যার্থী (কোনো কাজের প্রয়োজন নিয়ে আসা) পুরুষ অপেক্ষা করছে কিনা?'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৪)

রাজা নৃগের এক সুন্দর গহ্বর তৈরি করে নিজ পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে সেই গহ্বরে প্রবেশ করে শাপভোগ করা

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্॥ ১

শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করে পরমার্থবেত্তা লক্ষ্মণ দুই হাত জোড় করে উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ।
মহান্ নৃগস্য রাজর্ষের্যমদণ্ড ইবাপরঃ॥ ২

'ককুৎস্থকুলভূষণ ! ওই দুই ব্রাহ্মণ সামান্য অপরাধেই রাজর্ষি নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এমন মহাশাপ দিয়ে দিলেন।

শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভ।
কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমন্বিতৌ॥ ৩

'পুরুষপ্রবর ! নিজেকে শাপগ্রস্ত হওয়া শুনে রাজা নৃগ ওই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণদের কী বললেন?'

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
শৃণু সৌম্য যথা পূর্বং স রাজা শাপবিক্ষতঃ॥ ৪

লক্ষ্মণ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরঘুনাথ তখন বললেন— 'সৌম্য ! শাপগ্রস্ত হয়ে রাজা নৃগ পূর্বকালে যা বলেছেন, তা বলছি, শোনো।

অথাধ্বনি গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় স নৃপস্তদা।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বান্ নৈগমান্ সপুরোধসঃ॥ ৫
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্বাশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
দুঃখেন সুসমাবিষ্টঃ শ্রূয়তাং মে সমাহিতাঃ॥ ৬

'রাজা নৃগ যখন জানতে পারলেন যে, সেই দুই ব্রাহ্মণ চলে গেছেন এবং হয়তো কোথাও পথমধ্যে রয়েছেন, তখন তিনি মন্ত্রীদের, সমস্ত পুরবাসীদের, পুরোহিতদের এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে ডেকে দুঃখে পীড়িত হয়ে বললেন—'আপনাদের সাবধানে আমার কথা শুনতে বলছি—

নারদঃ পর্বতশ্চৈব মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্।
গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতাবনিন্দিতৌ॥ ৭

'নারদ এবং পর্বত— এই দুজন কল্যাণকারী এবং

[illegible] দেবর্ষি আমার কাছে এসেছিলেন। এই দুজন ব্রাহ্মণদের দেওয়া শাপের কথা বলে আমাকে অতিশয় প্রভীত করে বায়ুর ন্যায় তীব্র গতিতে ব্রহ্মালোকে চলে গেছেন।

কুমারোহয়ং বসুর্নাম স চেহাদ্যাভিষিচ্যতাম্।
শ্বভ্রং চ যৎ সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম॥ ৮

'বসু নামের এই যে রাজকুমার, এঁকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করা হোক এবং দক্ষ লোক দিয়ে আমার জন্য এক সুখদায়ক গহ্বর নির্মাণ করা হোক।

যত্রাহং সংক্ষয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্।
বর্ষঘ্নমেকং শ্বভ্রং তু হিমঘ্নমপরং তথা॥ ৯
গ্রীষ্মঘ্নং তু সুখস্পর্শমেকং কুর্বন্তু শিল্পিনঃ।

'ব্রাহ্মণের শাপ আমি এখানে বাস করেই কাটিয়ে দেব। গহ্বরটি এমন হবে যাতে বর্ষায় কষ্ট না হয়। দ্বিতীয়তঃ হিম থেকে রক্ষা করবে এবং শিল্পীরা তৃতীয়তঃ এমন গহ্বর তৈরি করবে যা, উষ্ণতা নিবারণ করবে এবং যার স্পর্শ সুখদায়ক হবে।

ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ॥ ১০
বিরোপ্যন্তাং বহুবিধাশ্ছায়াবন্তশ্চ গুল্মিনঃ।
ক্রিয়তাং রমণীয়ং চ শ্বভ্রাণাং সর্বতোদিশম্॥ ১১
সুখমত্র বসিষ্যামি যাবৎকালস্য পর্যয়ঃ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়ন্তাং তেষু নিত্যশঃ॥ ১২
পরিবার্য যথা মে স্যুরধ্যর্ধং যোজনং তথা।

'ফলদায়ক বৃক্ষ এবং ফুল প্রদানকারী লতা যেন ওই গহ্বরে লাগানো হয়। ঘন ছায়াবিশিষ্ট নানাপ্রকার বৃক্ষ যেন সেখানে রোপণ করা হয়। সেই গহ্বরের বহু যোজন (ছয় ক্রোশ) ভূমি ঘিরে খুব রমণীয় করা হয়। যতদিন শাপের অবধি, আমি যেন সেখানে সুখে থাকি। সেই গহ্বরে প্রতিদিন যেন সুগন্ধ পুষ্প সঞ্চয় করে রাখা হয়'।

এবং কৃত্বা বিধানং স সন্নিবেশ্য বসুং তদা॥ ১৩
ধর্মনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্মেণ পালয়।

'এই ব্যবস্থা করে রাজকুমার বসুকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজা তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তুমি ধর্মপরায়ণ হয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে প্রজা পালন করো।

প্রত্যক্ষং তে তথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ॥ ১৪
নরশ্রেষ্ঠ সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে।

'দুজন ব্রাহ্মণ যেভাবে শাপ দিয়ে আমাকে আঘাত করেছেন, তা তোমার সামনেই হয়েছে। নরশ্রেষ্ঠ ! সামান্য অপরাধেই রুষ্ট হয়ে তাঁরা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

মা কৃথাস্ত্বনুসন্তাপং মৎকৃতে হি নরর্ষভ॥ ১৫
কৃতান্তঃ কুশলঃ পুত্র যেনাস্মি ব্যসনীকৃতঃ।

'পুরুষপ্রবর ! তুমি আমার জন্য শোক কোরো না। পুত্র ! যিনি আমাকে বিলাসী করেছেন, সংকটে ফেলেছেন, নিজের করা সেই প্রাচীন কর্মই অনুকূল-প্রতিকূল ফল প্রদানে সক্ষম হবে।

প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি॥ ১৬
লব্ধব্যান্যেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ।
পূর্বে জাত্যন্তরে বৎস মা বিষাদং কুরুষ্ব হ॥ ১৭

'বৎস ! পূর্বজন্মে কৃত কর্মের অনুসারে মানুষ সেই সব বস্তু লাভ করে, যা পাওয়ার সে অধিকারী। সে সেই স্থানেই গমন করে, যেখানে যাওয়া তার পক্ষে অনিবার্য এবং সেই সব দুঃখ ও সুখ ভোগ করে—যা তার নিয়তি ; সুতরাং তুমি বিষাদ কোরো না।

এবমুক্ত্বা নৃপস্তত্র সুতং রাজা মহাযশাঃ।
শ্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভ॥ ১৮

'নরশ্রেষ্ঠ ! নিজের পুত্রকে এই কথা বলে মহাযশস্বী নরপাল রাজা নৃগ তাঁর থাকার জন্য সুন্দরভাবে নির্মিত গহ্বরে প্রবেশ করলেন।

এবং প্রবিশ্যৈব নৃপস্তদানীং
শ্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ।
সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা
শাপং দ্বিজাভ্যাং হি রুষা বিমুক্তম্॥ ১৯

'এইভাবে সেই রত্নবিভূষিত মহা গর্তে প্রবেশ করে মহাত্মা রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের রোষপূর্বক প্রদান করা শাপভোগ করতে লাগলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৫)

রাজা নিমি এবং বশিষ্ঠের একে অপরের শাপে দেহত্যাগ

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষ্বেহাপরাং কথাম্॥ ১

(শ্রীরাম বললেন —) 'লক্ষ্মণ ! আমি এইভাবে তোমাকে রাজা নৃগের শাপের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে জানালাম। যদি শোনার ইচ্ছা থাকে অন্য কথাও শোনো।'

এবমুক্তস্তু রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ।
তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ॥ ২

শ্রীরাম একথা বলায় সুমিত্রাকুমার বললেন —'নরেশ্বর ! এই আশ্চর্যজনক কথায় আমার কখনও তৃপ্তি হয় না'।

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
কথাং পরমধর্মিষ্ঠাং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ৩

লক্ষ্মণ এই কথা বলায় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন শ্রীরাম পুনরায় উত্তম ধর্মযুক্ত কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

আসীদ্ রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্যে ধর্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৪

'সুমিত্রানন্দন ! মহাত্মা ইক্ষ্বাকু-পুত্রদের মধ্যে নিমি নামক এক রাজা হয়েছিলেন, যিনি ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ[১] পুত্র ছিলেন। পরাক্রম এবং ধর্মে তিনি পূর্ণতঃ স্থির থাকতেন।

স রাজা বীর্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্।
নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাশে গৌতমস্য তু॥ ৫

'সেই পরাক্রমশালী নরেশ সেইসময় গৌতমমুনির আশ্রমের নিকট দেবপুরীর সমান এক নগর স্থাপন করেন।

পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্।
নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ॥ ৬

'মহাযশস্বী রাজর্ষি নিমি যে নগরে নিজের নিবাসস্থল করেন, তার সুন্দর নাম রাখলেন বৈজয়ন্ত। এই নামে সেই নগরী প্রসিদ্ধ হয় (দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদের নামও বৈজয়ন্ত, তারই সমকক্ষ হওয়ায় নিমির নগরীরও এই নাম রাখা হয়)।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্।
যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ॥ ৭

'সেই মহানগর স্থাপন করে রাজার মনে এই চিন্তা আসে যে, পিতার হৃদয়ে আহ্লাদ প্রদানের জন্য এমন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করব, যা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে।

ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুতম্।
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্॥ ৮

অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোনিধিম্॥ ৯

'তারপর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রাজর্ষি নিমি পিতা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে জিজ্ঞাসা করে নিজের যজ্ঞ করাবার জন্য সর্বপ্রথম ব্রহ্মর্ষি শিরোমণি শ্রীবশিষ্ঠকে বরণ করেন। তারপর অত্রি, অঙ্গিরা ও তপোনিধি ভৃগুকেও আমন্ত্রণ জানান।

তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্।
বৃতোঽহং পূর্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয়॥ ১০

'সেই সময় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিমিকে বলেন— 'দেবরাজ ইন্দ্র একটি যজ্ঞের জন্য প্রথম থেকেই আমাকে বরণ করেছেন ; সুতরাং সেই যজ্ঞ যতক্ষণ না সমাপ্ত হয়, ততদিন তুমি আমার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করো'।

অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ॥ ১১

'বশিষ্ঠ চলে যাওয়ার পরে মহান ব্রাহ্মণ মহর্ষি গৌতম এসে তাঁর কাজ পূরণ করে দেন। অন্যদিকে মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে থাকেন।

নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।

---

[১]শ্রীমদ্‌ভাগবত (নবম স্কন্ধ ৬।৪)-এ, বিষ্ণুপুরাণ (৪।২।১১) তে এবং মহাভারত (অনুশাসন পর্বত ২।৫)এ ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ড। এই দৃষ্টিতে নিমি দ্বিতীয় পুত্র প্রমাণিত হন ; কিন্তু এখানে মূলে তাঁকে দ্বাদশ বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ গুণ-বিশেষের কারণে এই তিনজনকে প্রধান বলা হয়েছে আর অবস্থানক্রমে দ্বাদশই হবে।

হিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাকরোৎ॥ ১২

‘নরেশ্বর রাজা নিমি সেই ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে হিমালয়ের কাছে তাঁর নগরের নিকটে যজ্ঞের প্রারম্ভ করেন। রাজা নিমি পাঁচ হাজার বছরের জন্য যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
সকাশমাগতো রাজ্ঞো হৌত্রং কর্তুমনিন্দিতঃ॥ ১৩
তদন্তরমথাপশ্যদ্ গৌতমেনাভিপূরিতম্।

‘অন্যদিকে ইন্দ্র-যজ্ঞ সমাপ্ত হলে অনিন্দ্য ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি রাজা নিমির কাছে হোতৃকর্ম করার জন্য আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন যে, যে সময় পর্যন্ত তিনি প্রতীক্ষা করার জন্য বলেছিলেন, গৌতম এসে সেই সময়ের মধ্যেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন।

কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ১৪
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্তং সমুপাবিশৎ।
তস্মিন্নহনি রাজর্ষির্নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্॥ ১৫

‘তাই দেখে ব্রহ্মকুমার বশিষ্ঠর ক্রোধ হল এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সেদিন রাজর্ষি নিমি অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত হয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন।

ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ১৬

‘রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মহাত্মা বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রাজর্ষিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

যস্মাৎ ত্বমন্যং বৃতবান্ মামবজ্ঞায় পার্থিব।
চেতনেন বিনাভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি॥ ১৭

‘ভূপাল নিমে! তুমি আমাকে অবহেলা করে অন্য পুরোহিত বরণ করেছ, সুতরাং তোমার এই শরীর অচেতন হয়ে পড়ে যাবে।’

ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্।
ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৮

‘তারপর রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি বশিষ্ঠের শাপের কথা শুনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন এবং ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠকে বললেন—

অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদণ্ডমিবাপরম্॥ ১৯

‘আমি আপনার আসার কথা জানতাম না, তাই ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনি ক্রোধে কলুষিত হয়ে আমার ওপর যমদণ্ডের মতো শাপাগ্নি প্রয়োগ করেছেন।

তস্মাৎ তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।
দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২০

‘সুতরাং ব্রহ্মর্ষে! চিরন্তন শোভাযুক্ত আপনার এই শরীরও অচেতন হয়ে পড়ে যাবে—এতে কোনো সংশয় নেই।’

ইতি রোষবশাদুভৌ তদানী-
মন্যোন্যং শপিতৌ নৃপদ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ
তত্তুল্যাধিগতপ্রভাববন্তৌ॥ ২১

‘এইভাবে সেই সময় ক্রোধে বশীভূত হয়ে এই দুই নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র পরস্পরকে শাপ দিয়ে সহসা বিদেহ হয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনেরই প্রভাব ছিল শ্রীব্রহ্মার মতো’।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥
মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৬)

শ্রীব্রহ্মার কথায় বশিষ্ঠের বরুণের বীর্যে আবেশ, বরুণের উর্বশীর সমীপে একটি কুম্ভে নিজের বীর্যের আধান করা এবং মিত্রের শাপে ভূতলে উর্বশীর রাজা পুরূরবার দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করা

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবং দীপ্ততেজসম্॥ ১

শ্রীরামের মুখ নিঃসৃত এই কথা শুনে শত্রুবীর সংহারকারী লক্ষ্মণ উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন শ্রীরঘুনাথকে জোড় হাতে বললেন—

নিক্ষিপ্য দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ॥ ২

'ককুৎস্থকুলভূষণ ! এই ব্রহ্মর্ষি এবং ভূপাল দুজনেই দেবতাদের সম্মান পাত্র ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ শরীর ত্যাগ করে কীভাবে নূতন শরীর গ্রহণ করেন'।

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ॥ ৩

লক্ষ্মণ একথা জিজ্ঞাসা করায় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাতেজস্বী পুরুষপ্রবর শ্রীরাম তাঁকে বললেন—

তৌ পরস্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধার্মিকৌ।
অভূতাং নৃপবিপ্রর্ষী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ॥ ৪

'সুমিত্রানন্দন ! একে অন্যের শাপে দেহত্যাগ করে তপস্যাধনী এই রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বায়ুরূপ হয়ে যান।

অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা জগাম পিতুরন্তিকম্॥ ৫

'মহাতেজস্বী মহামুনি বশিষ্ঠ শরীররহিত হয়ে গেলে দ্বিতীয় শরীর প্রাপ্তির জন্য তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছে গেলেন।

সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্মবিৎ।
পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ॥ ৬

'ধর্মজ্ঞাতা বায়ুরূপ শ্রীবশিষ্ঠ দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মার শ্রীচরণে প্রণাম করে পিতামহকে এই কথা বললেন—

ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহত্বমুপাগমম্।
দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোঽহমণ্ডজ॥ ৭

'ব্রহ্মাণ্ড কটাহ থেকে আবির্ভূত মহাদেব ! ভগবন্ ! আমি রাজা নিমির শাপে দেহহীন হয়েছি ; তাই বায়ুরূপে থাকছি।

সর্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি।
লুপ্যন্তে সর্বকার্যাণি হীনদেহস্য বৈ প্রভো॥ ৮
দেহস্যান্যস্য সদ্ভাবে প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

'প্রভো ! সকল দেহহীনদের মহাদুঃখ হয় এবং হতে থাকবে কারণ দেহ হীন প্রাণীর সকল কার্য লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং অন্য শরীর প্রাপ্তির জন্য আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ংভূরমিতপ্রভঃ॥ ৯
মিত্রাবরুণজং তেজ আবিশ ত্বং মহাযশঃ
অযোনিজস্ত্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম।
ধর্মেণ মহতা যুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্॥ ১০

'তখন অমিত তেজস্বী স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন — মহাযশস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি মিত্র ও বরুণের ত্যাগ করা তেজে (বীর্যে) প্রবিষ্ট হও। সেই স্থান থেকে তুমি অযোনিজরূপেই উৎপন্ন হবে (অর্থাৎ আমার পুত্র হওয়ায় তুমি পূর্ববৎ প্রজাপতি পদ প্রাপ্ত হবে।)

এবমুক্তস্তু দেবেন অভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্।
কৃত্বা পিতামহং তূর্ণং প্রযয়ৌ বরুণালয়ম্॥ ১১

'ব্রহ্মা একথা বলায় তাঁর চরণে প্রণাম ও তাঁকে পরিক্রমা করে বায়ুরূপ শ্রীবশিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণত্বমকারয়ৎ।
ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরৈঃ॥ ১২

'তখন মিত্রদেবতাও বরুণের অধিকার পালন করছিলেন। তিনি বরুণের সঙ্গে থেকে সমস্ত দেবেশ্বর দ্বারা পূজিত হতেন।

এতস্মিন্নেব কালে তু উর্বশী পরমাপ্সরাঃ।
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সখিভির্বৃতা॥ ১৩

'সেই সময় অপ্সরা শ্রেষ্ঠ উর্বশী সখী পরিবৃত হয়ে অকস্মাৎ সেই স্থানে এলেন।

তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে।
তদাবিশৎ পরো হর্ষো বরুণং চোর্বশীকৃতে॥ ১৪

'পরম সুন্দরী সেই অপ্সরাকে ক্ষীরসাগরে স্নান ও জলক্রীড়া করতে দেখে বরুণের মনে উর্বশীর জন্য অত্যন্ত উল্লাস প্রকটিত হল।

স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াপ্সরোবরাম্॥ ১৫

'তিনি প্রফুল্ল কমলসম চক্ষু ও পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট সেই সুন্দরীকে সমাগমের জন্য

...মন্ত্রণ করেন।

প্রত্যুবাচ ততঃ সা তু বরুণং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা।
মিত্রেণাহং বৃতা সাক্ষাৎ পূর্বমেব সুরেশ্বর॥ ১৬

'উর্বশী তখন হাত জোড় করে বরুণকে বললেন —'সুরেশ্বর ! সাক্ষাৎ মিত্রদেব আগেই আমাকে বরণ করে নিয়েছেন'।

বরুণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ইদং তেজঃ সমুৎস্রক্ষ্যে কুম্ভেঽস্মিন্ দেবনির্মিতে॥ ১৭
এবমুৎসৃজ্য সুশ্রোণি ত্বয্যহং বরবর্ণিনি।
কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্॥ ১৮

'তা শুনে বরুণ কামদেবের বাণে পীড়িত হয়ে বললেন—'সুন্দর রূপ রং বিশিষ্ট সুশ্রোণি ! তুমি যদি আমার সঙ্গে সমাগম করতে না চাও, তবে আমি তোমার নিকট এই দেবনির্মিত কুম্ভে নিজ বীর্য স্থাপন করব এবং তাতেই আমি সফল মনোরথ হয়ে যাব'।

তস্য তল্লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্।
উর্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ॥ ১৯

'লোকনাথ বরুণের এই মনোহর কথা শুনে উর্বশী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—

কামমেতদ্ ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্।
ভাবশ্চাপ্যধিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো॥ ২০

'প্রভো ! আপনার ইচ্ছায় তাই হোক। আমার হৃদয় বিশেষতঃ আপনাতে অনুরক্ত এবং আপনার অনুরাগও আমাতে অধিক ; সুতরাং আপনি আমার উদ্দেশ্যে ওই কুম্ভে বীর্যদান করুন। এখন তো এই শরীরে মিত্রের অধিকার হয়ে গিয়েছে'।

উর্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তন্মহদদ্ভুতম্।
জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্ কুম্ভে ন্যবাসৃজৎ॥ ২১

'উর্বশী একথা বলায় বরুণ উজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত নিজের অত্যন্ত অদ্ভুত তেজকে (বীর্যকে) সেই কুম্ভে স্থাপন করলেন।

উর্বশী ত্বগমৎ তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা।
তাং তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্বশীমিদমব্রবীৎ॥ ২২

'তারপর উর্বশী সেখানে গেলেন, যেখানে মিত্রদেবতা বিরাজমান ছিলেন। মিত্র সেই সময় অত্যন্ত কুপিত হয়ে উর্বশীকে বলেন।

ময়াভিমন্ত্রিতা পূর্বং কস্মাৎ ত্বমবসর্জিতা।
পতিমন্যং বৃতবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি॥ ২৩

'দুরাচারিণি ! আমি প্রথমে তোমাকে সমাগমে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ; তাহলে তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করে অন্য পতি বরণ করেছ ?

অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
মনুষ্যলোকমাস্থায় কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যসি॥ ২৪

'তোমার এই পাপের জন্য আমার ক্রোধে কলুষিত হয়ে কিছুকাল তুমি মনুষ্যলোকে গিয়ে বাস করবে।

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ।
তমভ্যাগচ্ছ দুর্বুদ্ধে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি॥ ২৫

'দুর্বুদ্ধে ! বুধের পুত্র এবং কাশীদেশের রাজা সেই রাজর্ষি পুরূরবা, তাঁর কাছেই তুমি চলে যাও, তিনিই তোমার পতি হবেন'।

ততঃ সা শাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ।
প্রতিষ্ঠানে পুরূরবং বুধস্যাত্মজমৌরসম্॥ ২৬

'তখন তিনি শাপদোষে দূষিত হয়ে প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগঝুসীতে) বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার কাছে গেলেন।

তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ।
নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভূবেন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥ ২৭

'উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার শ্রীমান আয়ু নামে মহাবলী পুত্র হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী মহারাজ নহুষ।

বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তেঽথ ত্রিদিবেশ্বরে।
শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্॥ ২৮

'বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা প্রহার করে দেবরাজ ইন্দ্র যখন ব্রহ্মহত্যার ভয়ে দুঃখিত হয়ে লুকিয়ে ছিলেন, তখন নহুষ এক লক্ষ বছর ধরে 'ইন্দ্র' পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিলোকের রাজ্য শাসন করেন।

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং
তদোর্বশী চারুদতী সুনেত্রা।
বহূনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুভ্রূঃ
শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ॥ ২৯

'মনোহর দন্ত ও সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট উর্বশী মিত্রের প্রদত্ত শাপে ভূতলে চলে যান। সেখানে সেই সুন্দরী বহু বছর ধরে থাকেন। পরে শাপ ক্ষয় হলে তিনি ইন্দ্রসভায় চলে যান।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৭)

বশিষ্ঠের নূতন শরীর ধারণ এবং নিমির প্রাণীদের নয়নে স্থান গ্রহণ করা

তাং শ্রুত্বা দিব্যসংকাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্।
লক্ষ্মণঃ পরমপ্রীতো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১

এই দিব্য এবং অদ্ভুত উপাখ্যান শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি শ্রীরঘুনাথকে বললেন—

নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ॥ ২

'কাকুৎস্থ! এই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি নিমি, যাঁরা দেবতাদের দ্বারা সম্মানীয় ছিলেন, নিজ-নিজ শরীর ছেড়ে কীভাবে আবার নূতন শরীরে সংযুক্ত হন' ?

তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

তাঁর প্রশ্ন শুনে সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম মহাত্মা বশিষ্ঠের শরীর গ্রহণ সম্বন্ধীয় সেই কথা পুনরায় বলতে আরম্ভ করেন—

যঃ স কুম্ভো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনোঃ।
তস্মিংস্তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ॥ ৪

'রঘুশ্রেষ্ঠ! মহামনা মিত্র এবং বরুণদেবের তেজ (বীর্য) যুক্ত যে কুম্ভ ছিল, তাতে দুজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রকটিত হলেন। এরা দুজনেই ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পূর্বং সমভবৎ তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
নাহং সুতস্তবেত্যুক্ত্বা মিত্রং তস্মাদপাক্রমৎ॥ ৫

'প্রথমে সেই ঘট থেকে মহর্ষি ভগবান অগস্ত্য উৎপন্ন হন এবং মিত্রকে এই কথা বলে অন্যত্র চলে যান যে 'আমি আপনার পুত্র নই'।

তদ্ধি তেজস্তু মিত্রস্য উর্বশ্যাঃ পূর্বমাহিতম্।
তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণম্॥ ৬

'তা ছিল মিত্রের তেজ, যা উর্বশীর জন্য প্রথমেই সেই কুম্ভে স্থাপন করা হয়েছিল। তারপরে সেই কুম্ভে বরুণদেবের তেজও সম্মিলিত হয়ে যায়।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ।
বসিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্॥ ৭

'তারপর কিছুদিন পরে মিত্রাবরুণের সেই বীর্য থেকে তেজস্বী বশিষ্ঠ মুনি প্রাদুর্ভূত হন। যিনি ইক্ষ্বাকুকুলের দেবতা (গুরু বা পুরোহিত) হন।

তমিক্ষ্বাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্।
বব্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্যাস্য হিতায় নঃ॥ ৮

'সৌম্য লক্ষ্মণ! তথায় জন্মগ্রহণ করা মাত্রই সেই অনিন্দ্যমুনি বশিষ্ঠকে মহাতেজস্বী রাজা ইক্ষ্বাকু আমাদের কুলের হিতের জন্য পুরোহিত পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

এবং ত্বপূর্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
কথিতো নির্গমঃ সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাভবৎ॥ ৯

'সৌম্য! এইভাবে নূতন শরীরযুক্ত বশিষ্ঠ মুনির উৎপত্তির প্রকার বলা হল। এবার নিমির বৃত্তান্ত শোনো।

দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব এব তে।
তং চ তে যাজয়ামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং মনীষিণঃ॥ ১০

'রাজা নিমিকে দেহ থেকে পৃথক হতে দেখে সেই সব মনীষিগণ স্বয়ংই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করে সেই যজ্ঞপূর্ণ করেন।

তং চ দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি স্ম দ্বিজোত্তমাঃ।
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পৌরভৃত্যসমন্বিতাঃ॥ ১১

'সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ পুরবাসী ও সেবকদের সঙ্গে একত্রে গন্ধ, পুষ্প ও বস্ত্রসহ রাজা নিমির শরীরকে তেলের কড়াইতে সুরক্ষিত রাখেন।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ভৃগুস্তত্রেদমব্রবীৎ।
আনয়িষ্যামি তে চেতস্তুষ্টোঽস্মি তব পার্থিব॥ ১২

'তারপর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে, ভৃগু বলেন—'রাজন্! (রাজার শরীরের অভিমানী জীবাত্মন্!) আমি তোমার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, সুতরাং তুমি যদি চাও তবে তোমার জীব চৈতন্যকে আমি পুনরায় এই শরীরে নিয়ে আসব'।

সুপ্রীতাশ্চ সুরাঃ সর্বে নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
বরং বরয় রাজর্ষে ক্ব তে চেতো নিরূপ্যতাম্॥ ১৩

'ভৃগুর সঙ্গে অন্য সব দেবতাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিমির জীবাত্মাকে বলেন— 'রাজর্ষে! বর চাও। তোমার জীব-চৈতন্য কোথায় স্থাপন করতে হবে'।

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেশ্চেতস্তদাব্রবীৎ।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ॥ ১৪

'সমস্ত দেবতা একথা বলায় নিমির জীবাত্মা তাঁদের

বলেন—'সুরশ্রেষ্ঠ ! আমি সমস্ত প্রাণীর নেত্রে নিবাস করতে চাই'।

এবমিত্যেব বিবুধা নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি॥ ১৫

'সমস্ত দেবতারা তখন নিমির জীবাত্মাকে বললেন —'ভালো কথা, এরপর তুমি বায়ুরূপ হয়ে সমস্ত প্রাণীর নেত্রে বিচরণ করতে থাকবে।

ত্বৎকৃতে চ নিমিষ্যন্তি চক্ষূংষি পৃথিবীপতে।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ॥ ১৬

'পৃথ্বীনাথ ! বায়ুরূপে বিচরণ কালে আপনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় যে ক্লান্তি হবে, তা নিবারণ করে বিশ্রাম পাবার জন্য প্রাণীদের চক্ষু বারংবার বন্ধ হতে থাকবে।

এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্বে জগ্মুর্যথাগতম্।
ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমের্দেহং সমাহরন্॥ ১৭
অরণিং তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্রুরোজসা।

'এই বলে সব দেবতা যেমন এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন, তখন মহাত্মা ঋষিগণ নিমির শরীর ধারণ করে অরণি রেখে তাকে বলপূর্বক মন্থন করতে আরম্ভ করেন।

মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্তদা॥ ১৮
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ।
মথনান্মিথিরিত্যাহুর্জননাজ্জনকোঽভবৎ ॥ ১৯
যস্মাদ্ বিদেহাৎ সম্ভূতো বৈদেহস্তু ততঃ স্মৃতঃ।
এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোঽভবৎ।
মিথির্নাম মহাতেজাস্তেনায়ং মৈথিলোঽভবৎ॥ ২০

'পূর্বের মতো মন্ত্রোচ্চারণ করে হোম করতে করতে সেই মহাত্মাগণ যখন নিমির পুত্র উৎপাদনের জন্য অরণিমন্থন আরম্ভ করেন, তখন তার থেকে মহাতপস্বী 'মিথি' উৎপন্ন হন। এই প্রকারের অদ্ভুত জন্মের হেতু হওয়ায় তাঁকে জনক বলা হতো এবং বিদেহ (জীব রহিত শরীর) থেকে প্রকট হওয়ায় তাঁকে বৈদেহীও বলা হতো। এইভাবে প্রথমে বিদেহরাজ জনকের নাম মহাতেজস্বী মিথি হয়, যারজন্য এই জনকবংশকে 'মৈথিল' বলা হয়।

ইতি সর্বমশেষতো ময়া
কথিতং সম্ভবকারণং তু সৌম্য।
নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য
দ্বিজশাপাচ্চ যদদ্ভুতং নৃপস্য॥ ২১

'সৌম্য লক্ষ্মণ ! রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিমির শাপে ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের এবং ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের শাপে রাজা নিমির যেভাবে অদ্ভুত জন্ম সংঘটিত হয়, তার সব বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শোনালাম।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ (৫৮)

যযাতিকে শুক্রাচার্যের অভিশাপ

এবং ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা॥ ১

শ্রীরাম একথা বলায় শত্রুবীর সংহারকারী লক্ষ্মণ যেন তেজে প্রজ্বলিত হয়ে মহাত্মা শ্রীরামকে সম্বোধন করে এই কথা বললেন—

মহদদ্ভুতমাশ্চর্যং বিদেহস্য পুরাতনম্।
নির্বৃত্তং রাজশার্দূল বসিষ্ঠস্য মুনেশ্চ হ॥ ২

'নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজা বিদেহ (নিমি) এবং বশিষ্ঠ মুনির প্রাচীন ঘটনাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক।

নিমিস্তু ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ।
ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ॥ ৩

'কিন্তু রাজা নিমি ক্ষত্রিয়, শূরবীর এবং বিশেষতঃ যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তিনি মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রতি উপযুক্ত আচরণ করেননি।'

এবমুক্তস্তু তেনায়ং রামঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্॥ ৪
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।

লক্ষ্মণ এই কথা বলায় অপরের মনে আনন্দ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম পূর্ণরূপে শাস্ত্রজ্ঞ এবং উদ্দীপ্ত তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই কথা বললেন।

ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে॥ ৫
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা।
সত্ত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ॥ ৬

'হে বীর সুমিত্রাকুমার! রাজা যযাতির মধ্যে যা ছিল, সাধারণভাবে মনুষ্যকুলে এরূপ ক্ষমা দেখা যায় না। রাজা যযাতি সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিয়ে দুঃসহ ক্রোধ দমন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ বলছি, একাগ্র চিত্তে শোনো।

নহুষস্য সুতো রাজা যযাতিঃ পৌরবর্ধনঃ।
তস্য ভার্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥ ৭

'সৌম্য! নহুষের পুত্র রাজা যযাতি ছিলেন পুরবাসী এবং প্রজাগণের বৃদ্ধিকারী। তাঁর দুজন পত্নী ছিলেন, যাঁরা রূপে ছিলেন সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়।

একা তু তস্য রাজর্ষের্নাহুষস্য পুরস্কৃতা।
শর্মিষ্ঠা নাম দৈতেয়ী দুহিতা বৃষপর্বণঃ॥ ৮

'নহুষনন্দন রাজর্ষি যযাতির এক পত্নীর নাম ছিল শর্মিষ্ঠা, যিনি রাজার দ্বারা সম্মানিতা ছিলেন এবং দৈত্যকুলের কন্যা ও বৃষপর্বার পুত্রী ছিলেন।

অন্যা তু শনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুষর্ষভ।
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা॥ ৯
তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ।
শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তদা॥ ১০

'পুরুষপ্রবর! তাঁর অপর পত্নী ছিলেন শুক্রাচার্যের পুত্রী দেবযানী, তিনি সুন্দরী হলেও রাজার তেমন প্রিয় ছিলেন না। তাঁদের দুই পুত্রও অত্যন্ত রূপবান ছিলেন। শর্মিষ্ঠা জন্ম দেন পুরুকে আর দেবযানী যদুকে। এই দুই বালকই সংযমী ছিলেন।

পূরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকৃতেন চ।
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ॥ ১১

'নিজ-মাতার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে এবং স্বগুণে ভূষিত পুরু রাজার অধিক প্রিয় ছিলেন। তাই যদুর মনে দুঃখ ছিল। তিনি একদিন মাতাকে বলেন—

ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
সহসে হৃদ্গতং দুঃখমবমানং চ দুঃসহম্॥ ১২

'মা! তুমি অনায়াসে মহান কর্মকারী দেবস্বরূপ শুক্রাচার্যের কুলে জন্মেছ, তবুও এখানে আন্তরিক দুঃখ ও দুঃসহ অপমান সহ্য করছ।

আবাং চ সহিতৌ দেবি প্রবিশাব হুতাশনম্।
রাজা তু রমতাং সার্ধং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ॥ ১৩

'সুতরাং দেবি! আমরা দুজন একসঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করব। রাজা দৈতকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রমণ করুন।

যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ১৪

'তুমি যদি এই সব সহ্য করতে পারো, তাহলে আমাকে প্রাণত্যাগের অনুমতি দাও। এসব তুমি সহ্য কর, আমি পারব না। আমি নিঃসন্দেহে মৃত্যু বরণ করব।

পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা পরমার্তস্য রোদতঃ।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা॥ ১৫

'অত্যন্ত দুঃখে পুত্র যদুকে ক্রন্দনরত অবস্থায় এইসব বলতে শুনে দেবযানীর অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি তখনই পিতা শুক্রাচার্যকে স্মরণ করলেন।

ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবস্তদা।
আগতস্ত্বরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা॥ ১৬

'শুক্রাচার্য তাঁর পুত্রীর খবর পেয়ে তখনই দেবযানীর নিকট উপস্থিত হলেন।

দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্।
পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ॥ ১৭

'কন্যাকে অসুস্থ, অপ্রসন্ন এবং অচেতনের মতো দেখে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—'বৎস! এ কী ব্যাপার?'

পৃচ্ছন্তমসকৃৎ তং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮
অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিসত্তম।
ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শক্ষ্যামি জীবিতুম্॥ ১৯

'উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন পিতা ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য যখন বারংবার এই ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন দেবযানী অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাঁকে বললেন— 'মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি জ্বলন্ত অগ্নি বা অগাধ জলে প্রবেশ করব অথবা বিষপান করব; কিন্তু এভাবে অপমানিত হয়ে জীবিত থাকব না।

ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামবমানিতাম্।

বৃক্ষস্যাবজ্ঞয়া ব্রহ্মাংশ্ছিদ্যন্তে বৃক্ষজীবিনঃ॥ ২০

'তুমি জানো না যে, আমি এখানে কত দুঃখী ও অপমানিত। ব্রহ্মন্ ! বৃক্ষের প্রতি অবহেলা হলে তার ফুল ও পাতা ছিঁড়ে নষ্ট করা যায় (তেমনই আপনার প্রতি রাজার অবহেলাবশতঃ আমাকে এখানে অপমান করা হচ্ছে)।

অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব।
মযাবজ্ঞাং প্রযুঙ্‌ক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে ॥ ২১

'ভৃগুনন্দন ! রাজর্ষি যযাতি আপনার প্রতি অনাদরের ভাব রাখায় আমারই অবহেলা করছেন, আমাকে যোগ্যযুক্তভাবে সম্মান করছেন না।

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কোপেনাভিপরীবৃতঃ।
ব্যাহর্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্॥ ২২

'দেবযানীর কথা শুনে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্যের অত্যন্ত ক্রোধ হল, তিনি তখন নহুষপুত্র যযাতিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

যস্মান্মামবজানীষে নাহুষ ত্বং দুরাত্মবান্।
বয়সা জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপয়াস্যসি॥ ২৩

'নহুষকুমার ! তুমি দুরাত্মা হওয়ায় আমায় অবহেলা করছ। তাই তোমার অবস্থা জরা-জীর্ণ বৃদ্ধের মতো হবে। তুমি সর্বতোভাবে শিথিল হয়ে যাবে।'

এবমুক্ত্বা দুহিতরং সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ।
পুনর্জগাম ব্রহ্মর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ॥ ২৪

'রাজার উদ্দেশ্যে একথা বলে এবং পুত্রীকে আশ্বস্ত করে মহাযশস্বী ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য নিজের গৃহে চলে গেলেন।

স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যঃ
সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্।
পুনর্যযৌ সূর্যসমানতেজা
দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায়॥ ২৫

'সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং ব্রাহ্মণ শিরোমণির মধ্যে অগ্রগণ্য শুক্রাচার্য দেবযানীকে আশ্বাস দিয়ে নহুষপুত্র যযাতির প্রতি একথা জানিয়ে তাকে পূর্বোক্ত শাপ দিয়ে ফিরে গেলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৮॥

একোনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ (৫৯)

যযাতির নিজ পুত্র পুরুকে বৃদ্ধত্ব দিয়ে পরিবর্তে তার যৌবন গ্রহণ এবং ভোগে তৃপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল পরে পুনরায় পুত্রকে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া, পুরুর পিতার সিংহাসনে অভিষেক এবং যদুকে অভিশাপ

শ্রুত্বা তূশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহুষাত্মজঃ।
জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ॥ ১

'শুক্রাচার্যের কুপিত হওয়ার সংবাদ শুনে নহুষকুমার যযাতির অত্যন্ত দুঃখ হয়। তিনি এমন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, যা অন্যের যৌবনের বিনিময়ে পুনরায় যৌবনে পরিবর্তিত হতে পারত। সেই বিশেষ জরাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুত্র যদুকে বললেন—

যদো ত্বমসি ধর্মজ্ঞো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।
জরা পরমিকা পুত্র ভোগৈ রংস্যে মহাযশঃ॥ ২

'যদো ! তুমি ধর্মের জ্ঞাতা। আমার মহাযশস্বী পুত্র ! তুমি আমাকে যৌবনাবস্থা দিয়ে তার বিনিময়ে আমার শরীরের এই জরাবস্থা গ্রহণ করো। আমি আরও ভোগ করতে ইচ্ছুক—ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হতে চাই।

ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ।
অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্স্যাম্যহং জরাম্॥ ৩

'নরশ্রেষ্ঠ ! এখনও আমি ভোগবিষয়ে তৃপ্ত হইনি। ইচ্ছানুযায়ী বিষয়সুখ অনুভব করে অতঃপর আমার এই বৃদ্ধাবস্থা তোমার থেকে নিয়ে নেব'।

যদুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরর্ষভম্।
পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুঃ প্রতিগৃহ্ণাতু বৈ জরাম্॥ ৪

'তাঁর কথা শুনে যদু নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে বললেন —'আপনার প্রিয় পুত্র পুরুই এই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করুক।

বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু সন্নিকর্ষাচ্চ পার্থিব।
প্রতিগৃহ্ণাতু বৈ রাজন্ যৈঃ সহাশ্নাসি ভোজনম্॥ ৫

'পৃথ্বীনাথ ! আপনি তো আমাকে আপনার ধন-সম্পদ এবং আদর-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, সুতরাং যার সঙ্গে আপনি একত্রে আহার করেন, তার থেকেই যুবাবস্থা গ্রহণ করুন'।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজা পূরুমথাব্রবীৎ।
ইয়ং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৬

'যদুর কথা শুনে রাজা পূরুকে বললেন— 'মহাবাহো ! আমার সুখ-সুবিধার জন্য তুমি এই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করে নাও।'

নাহুষেণৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽস্ম্যগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মি তব স্থিতঃ॥ ৭

'নহুষ-পুত্র যযাতি একথা বলায় পুরু হাত জোড় করে বলেন— 'পিতা ! আপনার সেবার এই সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। আমার ওপর আপনার মহান অনুগ্রহ। আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত'।

পূরোর্বচনমাজ্ঞায় নাহুষঃ পরয়া মুদা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্॥ ৮

'পুরুর এই স্বীকারোক্তি শুনে নহুষকুমার যযাতি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি অনুপম হর্ষ লাভ করে তাঁর বৃদ্ধাবস্থা পুরুর শরীরে সঞ্চারিত করেন।

ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞান্ সহস্রশঃ।
বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্॥ ৯

'তারপর রাজা যযাতি তরুণত্ব লাভ করে সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর লালন-পালন করেন।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পূরুমথাব্রবীৎ।
আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্যাতয়স্ব মে॥ ১০

'এরপর দীর্ঘকাল পার হলে রাজা পুরুকে বলেন — 'পুত্র ! তোমার কাছে গচ্ছিত আমার বৃদ্ধাবস্থা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা।
তস্মাৎ প্রতিগৃহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ॥ ১১

'পুত্র ! আমি বৃদ্ধাবস্থাকে তোমার শরীরে সঞ্চারিত করেছিলাম ; তাই এবার তা ফিরিয়ে নেব। তুমি দুঃখ কোরো না।

প্রীতশ্চাস্মি মহাবাহো শাসনস্য প্রতিগ্রহাৎ।
ত্বাং চাহমভিষেক্ষ্যামি প্রীতিযুক্তো নরাধিপম্॥ ১২

'মহাবাহো ! তুমি আমার আদেশ পালন করেছ, এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এখন আমি অত্যন্ত আনন্দে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব'।

এবমুক্ত্বা সুতং পূরুং যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
দেবযানীসুতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ হ॥ ১৩

'পুত্র পুরুকে এইকথা বলে নহুষকুমার রাজা যযাতি কুপিত হয়ে দেবযানীর পুত্র যদুকে বললেন—

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ।
প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং ত্বং প্রজার্থে বিফলো ভব॥ ১৪

'যদো ! আমি দুর্জয় ক্ষত্রিয় হয়েও তোমার মতো রাক্ষসের জন্ম দিয়েছিলাম। তুমি আমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করেছ ; তাই তুমি তোমার সন্তানদের রাজসিংহাসন লাভের উপযুক্ত করতে সফল হবে না।

পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাৎ ত্বমবমন্যসে।
রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্॥ ১৫

'আমি পিতা, গুরু ; তবুও তুমি আমার অপমান করেছ, তাই তুমি ভয়ংকর রাক্ষসদের ও যাতুধানদের জন্ম দেবে।

ন তু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যতি দুর্মতেঃ।
বংশোঽপি ভবতস্তুল্যো দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি॥ ১৬

'তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মন্দ। তাই তোমার সন্তান সোমকুলে উৎপন্ন বংশ পরম্পরাতে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তোমার সন্তানেরা তোমারই সমান উচ্ছৃঙ্খল হবে'।

তমেবমুক্ত্বা রাজর্ষিঃ পূরুং রাজ্যবিবর্ধনম্।
অভিষেকেণ সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ॥ ১৭

'যদুকে এই কথা বলে রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবৃদ্ধিকারী পুরুকে অভিষেকে সম্মানিত করে বাণপ্রস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥ ১৮

'দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে প্রারব্ধ-ভোগ ক্ষয় হলে নহুষ-পুত্র যযাতি শরীর ত্যাগ করে স্বর্গলোকে গমন করেন।

পূরুশ্চকার তদ্ রাজ্যং ধর্মেণ মহতা বৃতঃ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ॥ ১৯

'তারপর মহাযশস্বী পুরু মহান ধর্মযুক্ত হয়ে কাশিরাজের শ্রেষ্ঠ রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করে সেই রাজ্য পালন করেন।

যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ॥ ২০

'রাজকুল থেকে বহিষ্কৃত যদু নগর ও ক্রৌঞ্চবনে সহস্র-সহস্র যাতুধানেদের জন্ম দেন।

এষ তূশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা।
ধারিতঃ ক্ষত্রধর্মেণ যং নিমিশ্চক্ষমে ন চ॥ ২১

'রাজা যযাতি ক্ষাত্র-ধর্ম অনুসারে শুক্রাচার্য প্রদত্ত এই শাপ গ্রহণ করে নেন। কিন্তু রাজা নিমি শ্রীবশিষ্ঠের শাপ সহ্য করেননি।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্বকারিণাম্।
অনুবর্তামহে সৌম্য দোষো ন স্যাদ্ যথা নৃগে॥ ২২

'সৌম্য ! এই সমগ্র ঘটনাটি আমি তোমাকে শোনালাম। সৎপুরুষ যেভাবে শাস্ত্রানুমোদিত পথে অবস্থান করেন, আমরাও সেরূপ ধর্মপথেই অবস্থান করি। যাতে রাজা নৃগের ন্যায় আমাদের কোনো অপরাধ না হয়।'

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননেন
প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব পূর্বা
কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব ॥ ২৩

চন্দ্রকান্তি শ্রীরাম যখন এই রূপ কথা বলছিলেন, তখন আকাশে দুই একটি নক্ষত্রই অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব দিক সূর্য কিরণে রক্তিম দেখাচ্ছিল, যেন কুসুম রঙে রঞ্জিত অরুণ বস্ত্রে তিনি তার অঙ্গ আচ্ছাদন করেছেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ॥ ৫৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একোনষষ্ঠিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১) [ক]

শ্রীরামের দ্বারে সাক্ষাৎকারী কুকুরের আগমন এবং শ্রীরামের তাকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
ধর্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ॥ ১
রাজধর্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশ্যপেন চ॥ ২

তারপর নির্মল প্রভাতে পূর্বাহ্ন কালোচিত সন্ধ্যা-বন্দনা ইত্যাদি নিত্য কর্ম করে কমলনয়ন রাজা শ্রীরাম রাজধর্ম পালন (প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা) করার জন্য বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং কশ্যপ মুনির সঙ্গে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ন্যায়ের আসনে বিরাজমান হলেন।

মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্মপাঠকৈঃ।
নীতিজ্ঞৈরথ সভ্যৈশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা॥ ৩

সেই সভা জ্ঞানী মন্ত্রিগণ, ধর্মশাস্ত্র পাঠকারী বিদ্বানগণ, নীতিজ্ঞ, রাজা এবং অন্য সভাসদে পূর্ণ ছিল।

সভা যথা মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৪

মহানকর্মকারী রাজসিংহ শ্রীরামকে সেই সভায় সুন্দরভাবে ইন্দ্র, যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভায়মান মনে হচ্ছিল।

অথ রামোঽব্রবীৎ তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্ধন॥ ৫
কার্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্তুং ত্বমুপাক্রম।

[ক] কিছু কিছু পুস্তকে আরও তিনটি সর্গ পাওয়া যায়। সংস্কৃত টিকাকারদের দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা না পাওয়াতে, সেইসকল সর্গকে প্রক্ষিপ্ত বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি সর্গ উপযোগী হওয়ায় অনুবাদসহ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সেখানে বসে শ্রীরাম শুভ লক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে বললেন— 'মাতা সুমিত্রার আনন্দবৃদ্ধিকারী মহাবাহু বীর! তুমি বাইরে গিয়ে দেখো কারা উপস্থিত হয়েছে। সুমিত্রাকুমার তুমি তাদের এক-এক করে আসতে বলো'।

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ॥ ৬
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
ন কশ্চিদব্রবীৎ তত্র মম কার্যমিহাদ্য বৈ॥ ৭

শ্রীরামের আদেশ শুনে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ দ্বারে এসে নিজেই আগন্তুকদের ডাকলেন কিন্তু কেউই কোন অভিযোগের কথা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিল না।

নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পক্বসস্যা বসুমতী সর্বৌষধিসমন্বিতা॥ ৮

শ্রীরামের রাজ্য শাসন কালে কারো কোনো শারীরিক রোগ হত না এবং মানসিক চিন্তাও কষ্ট দিত না। পৃথিবীতে সর্বপ্রকার ওষধি (অন্ন-ফল ইত্যাদি) উৎপন্ন হতো এবং পক্ক শস্য ক্ষেতে শোভা পেত।

ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্মেণ শাসিতং সর্বং ন চ বাধা বিধীয়তে॥ ৯

শ্রীরামের রাজ্যে কোনো বালকের, যুবকের বা মধ্য বয়স্ক পুরুষের (অকালে) মৃত্যু হত না। সকলের প্রতিই ন্যায় করা হত। কারো কখনও কোনো অসুবিধা হত না।

দৃশ্যতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ॥ ১০

শ্রীরামের রাজ্য শাসনকালে দরবারে কখনও কোনো অভিযোগকারী ছিল না। লক্ষ্মণ হাত জোড় করে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যের এই অবস্থা অবগত করালেন।

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।
ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্যিণঃ প্রবিচারয়॥ ১১

তারপর প্রসন্নচিত্তে শ্রীরাম সুমিত্রাকুমারকে পুনর্বার বলেন— 'লক্ষ্মণ! তুমি আবার যাও এবং ভালো করে সন্ধান করো।

সম্যক্‌প্রণীতয়া নীত্যা নাধর্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মাদ্ রাজভয়াৎ সর্বে রক্ষন্তীহ পরস্পরম্॥ ১২

'ভালোভাবে উত্তম নীতি প্রয়োগপূর্বক শাসনে রাজ্যে কোথাও অধর্ম থাকে না। সকলেই রাজার ভয়ে একে অপরকে রক্ষা করে।

বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ॥ ১৩

'যদিও রাজকর্মচারী আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের মতো প্রজারক্ষা করে, তবুও মহাবাহো! তুমি স্বয়ং তৎপর থেকে প্রজা পালন করবে।'

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ শ্বানং তাবদবস্থিতম্॥ ১৪
তমেব বীক্ষমাণং বৈ বিক্রোশন্তং মুহুর্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বাথ লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্যবান্॥ ১৫

শ্রীরাম একথা বলায় সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ রাজভবনের বাইরে গেলেন। বাইরে এসে তিনি দেখলেন, দ্বারে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, যে তাঁর দিকে তাকিয়ে বারবার ডাকছে। তাকে ঐভাবে ডাকতে দেখে পরাক্রমী লক্ষ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

কিং তে কার্যং মহাভাগ ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত॥ ১৬

'মহাভাগ! তুমি নির্ভয়ে বলো, তোমার কী কাজ?' লক্ষ্মণের কথা শুনে সেই কুকুর বলল—

সর্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্মণে।
ভয়েষ্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে॥ ১৭

'যিনি সমস্ত প্রাণীকে শরণ দেন, ক্লেশরহিত কর্ম করেন, যিনি ভয়ের অবকাশেও অভয় দেন, সেই ভগবান শ্রীরামের সামনেই আমি আমার কাজ বলতে ইচ্ছা করি।'

এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।
রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্॥ ১৮

কুকুরের কথা শুনে লক্ষ্মণ শ্রীরামকে জানাতে সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করেন।

নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তদ্ব্রূহি নৃপায় বৈ॥ ১৯

শ্রীরামকে তার কথা বলে লক্ষ্মণ রাজভবনের বাইরে এসে তাকে বললেন— 'যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে গিয়ে রাজাকেই বলো'।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত।
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মসু বৈ তথা॥ ২০
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি।
নাত্র যোগ্যাস্তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা বয়ম্॥ ২১

লক্ষ্মণের কথা শুনে কুকুর বলল— 'সুমিত্রানন্দন! দেবালয়ে, রাজভবনে ও ব্রাহ্মণ গৃহে অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য ও

বায়ু সর্বদা অবস্থান করেন ; তাই আমরা অধম যোনির জীবেরা স্বেচ্ছায় সেখানে যাবার যোগ্য নই।

প্রবেষ্টুং নাত্র শক্ষ্যামি ধর্মো বিগ্রহবান্ নৃপঃ।
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥ ২২

'আমি এই রাজভবনে প্রবেশ করতে পারব না ; কারণ রাজা শ্রীরাম ধর্মের মূর্তিমান স্বরূপ। তিনি সত্যবাদী, সংগ্রামকুশল ও সর্বপ্রাণীর হিতে তৎপর।

ষাড়্গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্তা স রাঘবঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ॥ ২৩

'তিনি সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণের যথাযথ প্রয়োগ জানেন। শ্রীরাম ন্যায়কারী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী। শ্রীরাম অন্যের মন জয়কারী পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদস্তথা।
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্যো বৈ বরুণস্তথা॥ ২৪

'তিনিই চন্দ্র, তিনিই মৃত্যু, তিনিই যম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এবং বরুণ।

তস্য ত্বং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ।
অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্॥ ২৫

'সুমিত্রানন্দন ! শ্রীরঘুনাথ প্রজাপালক। আপনি তাঁকে বলুন, আমি তাঁর আদেশ প্রাপ্ত না হলে এই ভবনে প্রবেশ করতে চাই না।'

আনৃশংস্যান্মহাভাগঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ।
নৃপালয়ং প্রবিশ্যাথ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৬

একথা শুনে মহাতেজস্বী মহাভাগ লক্ষ্মণ দয়াবশতঃ রাজভবনে প্রবেশ করে বললেন—

শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌসল্যানন্দবর্ধন।
যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো॥ ২৭

'কৌসল্যার আনন্দবৃদ্ধিকারী মহাবাহু শ্রীরঘুনাথ ! আমার নিবেদন শুনুন ! আপনার আদেশে আমি বাইরে গিয়ে যদি কোন অভিযোগকারী থাকে তাকে পুনরায় ডেকেছি।

শ্বা বৈ তে তিষ্ঠতে দ্বারি কার্যার্থী সমুপাগতঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্যার্থী যোঽত্র তিষ্ঠতি॥ ২৮

'তখন দরজায় একটি কুকুর দাঁড়িয়েছিল, যে কোনো এক অভিযোগ নিয়ে এসেছিল।' লক্ষ্মণের কথা শুনে শ্রীরাম বললেন—'যেই থাকুক, তাকে শীঘ্র এই সভার ভিতর আনো'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (১)॥ ১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ (১) সমাপ্ত॥ ১॥

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ (২)

কুকুরের প্রতি শ্রীরামের ন্যায়, তার ইচ্ছানুসারে তাকে আঘাতকারী ব্রাহ্মণকে মঠাধীশ করে দেওয়া এবং কুকুরের মঠাধীশ হওয়ার দোষ জানানো

শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা।
শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ১

শ্রীরামের কথা শুনে বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ তখনই সেই কুকুরকে ডাকলেন এবং শ্রীরামকে তার আসার খবর দিলেন।

দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ।
বিবক্ষিতার্থং মে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্॥ ২

সেখানে আসা কুকুরের দিকে তাকিয়ে শ্রীরাম বললেন—'সারমেয় ! তোমার যা বলার আছে, তা আমাকে বলো এখানে তোমার কোনো ভয় নেই।'

অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ।
ততো দৃষ্ট্বা স রাজানং সারমেয়োঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ৩

কুকুরটির মাথা ফেটে গিয়েছিল। সে রাজসভায় বসে মহারাজ শ্রীরামের দিকে তাকিয়ে বলল—

রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ।
রাজা সুপ্তেষু জাগর্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ॥ ৪

'রাজাই সমস্ত প্রাণীদের উৎপাদক ও নায়ক। সকলে ঘুমিয়ে পড়লেও রাজা জেগে থাকেন এবং প্রজাদের পালন করেন।

নীত্যা সুনীতয়া রাজা ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতা।
যদা ন পালয়েদ্ রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ॥ ৫

'রাজা সকলের রক্ষক। তিনি উত্তম নীতি প্রয়োগ করে সকলের রক্ষা করেন। রাজা যদি প্রজাপালন না করেন, তাহলে সকল প্রজা নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

রাজা কর্তা চ গোপ্তা চ সর্বস্য জগতঃ পিতা।
রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্বমিদং জগৎ॥ ৬

'রাজা কর্তা, তিনি রক্ষক ও সম্পূর্ণ জগতের পিতা। রাজা হলে কাল ও যুগ এবং রাজাই এই সম্পূর্ণ জগৎ।

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৭

'ধর্ম সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করে, তাই তার নাম ধর্ম। ধর্মই সমস্ত প্রজাকে ধারণ করে রেখেছে ; কারণ ধর্মই হলো চরাচর প্রাণীসহ সমস্ত ত্রিলোকের আধার।

ধারণাদ্ বিদ্বিষাং চৈব ধর্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৮

'রাজা তাঁর দ্রোহিদেরও ধারণ করেন (অথবা তিনি দুষ্টদেরও মর্যাদাতে স্থাপন করেন) এবং ধর্মের দ্বারা প্রজাদের প্রসন্ন রাখেন ; তাই তাঁর শাসনরূপ কর্মকে ধারণ বলা হয় এবং ধারণই ধর্ম, এই হল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এষ রাজন্ পরো ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব।
নহি ধর্মাদ্ ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ॥ ৯

'রঘুনন্দন ! এই প্রজাপালনরূপ পরম ধর্ম রাজাকে পরলোকে উত্তম ফল প্রদান করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্মের দ্বারা কিছুই দুর্লভ নয়।

দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্।
এষ রাম পরো ধর্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ॥ ১০

'শ্রীরাম ! দান, দয়া, সৎপুরুষদের সম্মান ও ব্যবহারে সারল্য —এই হল পরম ধর্ম। প্রজারক্ষার দ্বারা হওয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম ইহলোক ও পরলোকেও সুখপ্রদানকারী হয়।

ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুব্রত।
বিদিতশ্চৈব তে ধর্মঃ সদ্ভিরাচরিতস্তু বৈ॥ ১১

'উত্তমব্রত পালনকারী রঘুনন্দন ! আপনি সমস্ত প্রমাণেরও প্রমাণ। সৎ পুরুষেরা যে ধর্মের আচরণ করেছেন, আপনি তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

ধর্মাণাং ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ।
অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজমুক্তস্ত্বং রাজসত্তম॥ ১২

'রাজন্ ! আপনি ধর্মের পরম ধাম এবং গুণের সাগর। নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃই আপনার সামনে ধর্মের ব্যাখ্যা করেছি।

প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি।
শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩

'সেইজন্য আমি আপনার চরণে মস্তক রেখে ক্ষমা চাইছি এবং আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি। আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না।' কুকুরের কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ বললেন—

কিং তে কার্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিস্রব্ধ মা চিরম্।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্॥ ১৪

'তুমি নির্ভয়ে বলো। আমি তোমার কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ করব। প্রয়োজন জানাতে বিলম্ব করো না।' শ্রীরামের কথা শুনে কুকুর বলল—

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ।
ধর্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্বভয়াপহঃ॥ ১৫
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রূয়তাং মম রাঘব।

'রঘুনন্দন ! রাজা ধর্মের দ্বারাই রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং ধর্মের দ্বারা তার নিরন্তর পালন করেন। ধর্মের দ্বারাই রাজা সকলকে শরণ দান করেন এবং ভয় দূর করেন। একথা জেনে আপনি আমার কাজের কথা শুনুন।

ভিক্ষুঃ সর্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথে বসন্॥ ১৬
তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ।

'প্রভো ! সর্বার্থসিদ্ধ নামে একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু আছেন, যিনি ব্রাহ্মণদের গৃহে বাস করেন। তিনি আজ আমাকে অকারণে প্রহার করেছেন। আমি তাঁর কোনো অপরাধ করিনি।'

এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃস্থঃ সম্প্রেষিতস্তদা॥ ১৭
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ।

কুকুরের কথা শুনে শ্রীরাম তখনই এক দ্বারপালকে পাঠিয়ে সেই সর্বার্থসিদ্ধ নামক বিদ্বান ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন।

অথ দ্বিজবরস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিঃ॥ ১৮

কিং তে কার্যং ময়া রাম তদ্ ব্রূহি ত্বং মমানঘ।

শ্রীরামকে দেখে সেই মহাতেজস্বী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন— 'নিষ্পাপ রঘুনন্দন ! আমার কাছে আপনার কী প্রয়োজন ?'

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১৯
ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোঽয়ং সারমেয়স্য বৈ দ্বিজ।
কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ॥ ২০

ব্রাহ্মণ এইকথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরাম বললেন — 'ব্রহ্মন্ ! আপনি এই কুকুরের মাথায় যে প্রহার করেছেন, তার কারণ কী ? বিপ্রবর ! ও আপনার কাছে কী অপরাধ করেছে ? যার জন্য আপনি ওকে দণ্ড দিয়ে প্রহার করেছেন।

ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধো মিত্রমুখো রিপুঃ।
ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্বং ক্রোধোঽপকর্ষতি॥ ২১

'ক্রোধ হল প্রাণহরণকারী শত্রু। ক্রোধকে মিত্রমুখ[১] শত্রু বলা হয়। ক্রোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তলোয়ার এবং এই ক্রোধ সমস্ত সদ্গুণকে নষ্ট করে।

তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।
ক্রোধেন সর্বং হরতি তস্মাৎ ক্রোধং বিসর্জয়েৎ॥ ২২

'মানুষ যে তপস্যা করে, যজ্ঞ করে এবং দান করে, সেই সব পুণ্য ক্রোধের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ক্রোধ ত্যাগ করা উচিত।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্।
কুর্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংহৃত্যেন্দ্রিয়গোচরম্॥ ২৩

'দুষ্ট ঘোড়ার মতো বিষয়ের দিকে দৌড়ানো ইন্দ্রিয়কে সেই দিক থেকে সরিয়ে ধৈর্যপূর্বক নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

মনসা কর্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ।
শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে॥ ২৪

'মানুষের উচিত, তার সম্পর্কে আসা মানুষদের মন, বাক্য, ক্রিয়া এবং দৃষ্টি দ্বারা ভালো করা। কাউকে হিংসা না করা। এরূপ করলে সে পাপে লিপ্ত হবে না।

ন তৎ কুর্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।
অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাঽঽত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ॥ ২৫

'নিজের দুষ্ট মন যে ক্ষতি ও অনর্থ করতে পারে, তীক্ষ্ণ তলোয়ার, পদপিষ্ট সর্প অথবা ক্রোধপূর্ণ শত্রুও তা করতে পারে না।

বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।
প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়েন কৃতির্ধ্রুবা॥ ২৬

'যিনি বিনয় শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁরও প্রকৃতি নতুন করে তৈরি হয় না। কেউ যদি তার ক্ষতিকর প্রকৃতি গোপন করতে চায়, তবে সেই প্রকৃতি তার কর্মের মাধ্যমে অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।'

এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
দ্বিজঃ সর্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীদ্ রামসন্নিধৌ॥ ২৭

ক্লেশরহিত কর্মকারী শ্রীরাম একথা বলায় সর্বার্থসিদ্ধ নামক ব্রাহ্মণ তাঁকে একথা বলেন—

ময়া দত্তপ্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে॥ ২৮
রথ্যাস্থিতস্ত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ।
অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু রথ্যান্তে বিষমং স্থিতঃ॥ ২৯

'প্রভো ! আমার মনে ক্রোধ এসে গিয়েছিল, তাই আমি ওকে দণ্ড দিয়ে মেরেছি। ভিক্ষার সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ক্ষুধার্ত থাকায় ভিক্ষা করার জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলাম। এই কুকুর পথিমধ্যে দাঁড়িয়েছিল। আমি বারবার তাকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বলেছি, কিন্তু সে তার ইচ্ছামতো হাঁটছিল ও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোঽস্য রাঘব।
প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্॥ ৩০
ত্বয়া শস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্।

'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তাই ক্রোধ বেড়ে গিয়েছিল। রাজাধিরাজ রঘুনন্দন ! সেই ক্রোধে আমি এর মাথায় দণ্ড দিয়ে মার দিয়েছি। আমি অপরাধী। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। রাজেন্দ্র ! আপনার কাছে শাস্তি পেলে আমার নরকে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব এব সভাসদঃ॥ ৩১
কিং কার্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কোঽস্য পাত্যতাম্।
সম্যক্প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা॥ ৩২

শ্রীরাম তখন সকল সভাসদ্দের জিজ্ঞাসা করলেন — 'আপনারা বলুন, এঁর জন্য কী করা উচিত ? এঁকে কী

[১]যাকে ওপর থেকে মিত্র মনে হয় কিন্তু পরিণামে শত্রু বলে প্রমাণিত হয়, তাকে 'মিত্রমুখ' শত্রু বলা হয়। ক্রোধ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কষ্ট প্রদানে যেন সহায়করূপে উপস্থিত হয়, তাই তাকে মিত্রমুখ বলা হয়।

শাস্তি দেওয়া যায় ! কারণ ঠিকমতো দণ্ডের প্রয়োগ হলে প্রজা সুরক্ষিত থাকে'।

ভৃগ্বাঙ্গিরসকুৎসাদ্যা বসিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ।
ধর্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা॥ ৩৩
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতাঃ।
অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥ ৩৪
ব্রুবতে রাঘবং সর্বে রাজধর্মেষু নিষ্ঠিতাঃ।

সেই সভায় ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ এবং ইত্যাদি মুনি উপস্থিত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র পাঠকারী মুখ্য বিদ্বানেরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী ও মহাজন হাজির ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত সেখানে একত্রিত ছিলেন। রাজধর্মের জ্ঞানে জ্ঞানী এই সকল বিদ্বান শ্রীরঘুনাথকে বললেন — 'ভগবন্ ! ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা অবধ্য, তাঁর শারীরিক দণ্ড পাওয়া উচিত নয়, সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞেরই এই মত।'

অথ তে মুনয়ঃ সর্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা॥ ৩৫
রাজা শাস্তা হি সর্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব।
ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৩৬

অতঃপর তাঁরা শ্রীরামকে বললেন— 'রঘুনন্দন ! রাজা সকলেরই শাসক। বিশেষ করে আপনি তো ত্রিলোক শাসনকারী সাক্ষাৎ সনাতন দেবতা বিষ্ণু'।

এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে রাম যদি দেয়ো বরো মম॥ ৩৭

তাঁরা সকলে এই কথা বলায়, কুকুর বলল —'শ্রীরাম ! যদি আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হন, যদি আমাকে আপনি ইচ্ছানুসারে বর দেন, তাহলে আমার কথা শুনুন।

প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি বিশ্রুতম্।
প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ॥ ৩৮
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্।

'বীর নরেশ্বর ! আপনি প্রতিজ্ঞা করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমি তোমার কাজ সম্পন্ন করব। আপনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তাই আমি বলছি যে, এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি (মহন্ত) করুন। মহারাজ ! এঁকে কালঞ্জরে এক মঠের আধিপত্য (সেখানের মহন্তী) প্রদান করুন'।

এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ॥ ৩৯
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চিতঃ।

তাই শুনে শ্রীরাম তাঁকে কুলপতি পদে অভিষিক্ত করেন। এভাবে পূজিত হয়ে সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হর্ষভরে সেখান থেকে হাতির পিঠে বসে চলে গেলেন।

অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোঽব্রুবন্॥ ৪০
বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে।

তখন শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রী হেসে বললেন — 'মহাতেজস্বী মহারাজ ! এ তো ওঁকে বর দেওয়া হল, শাপ বা দণ্ড নয়'।

এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৪১
ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্।

মন্ত্রী একথা বলায় শ্রীরাম বলেন— 'কোন কর্মের কী পরিণাম হয় বা তাতে জীবের কী গতি হয়, এর তত্ত্ব তোমরা জানো না। ব্রাহ্মণকে কেন মঠাধীশের পদ দেওয়া হল, এই কুকুরটি তার কারণ জানে।'

অথ পৃষ্টস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্॥ ৪২
অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ।
দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব॥ ৪৩
সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা।
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥ ৪৪

তখন শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করায় কুকুর তাঁকে বলল —'রঘুনন্দন ! আমি প্রথম জন্মে কালঞ্জরের মঠের কুলপতি (মঠাধীশ) ছিলাম। সেখানে যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করতাম, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় তৎপর থাকতাম, দাস-দাসীদের তাদের ন্যায়োচিত ভাগ দিতাম, শুভ-কর্মে অনুরক্ত থাকতাম, দেবসম্পত্তি রক্ষা করতাম এবং বিনয় ও শীলসম্পন্ন হয়ে সমস্ত প্রাণীর হিতসাধনে সংলগ্ন থাকতাম।

সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্।
এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্মাহিতে রতঃ॥ ৪৫
ক্রুদ্ধো নৃশংসঃ পরুষ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্মিকঃ।
কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব॥ ৪৬

'তবুও আমার এই ভয়ানক অবস্থা এবং অধম গতি প্রাপ্ত হয়। তাহলে যে এমন ক্রোধী, ধর্ম পরিত্যাগী, অন্যের অহিতে ব্যাপ্ত এবং ক্রূর, কঠোর মূর্খ এবং অধর্মী, সেই ব্রাহ্মণ মঠাধীশ হয়ে নিজের সঙ্গে তাঁর পূর্বের ও পরের সাতপুরুষকে নরকে পতিত করবে।

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ।

ঘমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্॥ ৪৭
দেবেষ্বধিষ্ঠিতং কুর্যাদ্ গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ।

'তাই কোনো অবস্থাতেই মঠাধীশের পদগ্রহণ করা উচিত নয়। যাকে পুত্র, পশু এবং বন্ধু-বান্ধবসহ নরকে পতিত করার ইচ্ছা, তাকে দেবতা, গোরু ও ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠাতা করুন।

ব্রহ্মস্বং দেবতাদ্রব্যং স্ত্রীণাং বালধনং চ যৎ॥ ৪৮
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি।

'যিনি ব্রাহ্মণের, দেবতার, নারীদের এবং বালকদের অর্থ হরণ করেন এবং যিনি নিজের দান করা সম্পত্তি ফিরিয়ে নেন, তিনি স্বজনদের সঙ্গে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব॥ ৪৯
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকেঽবীচিসংজ্ঞকে।

'রঘুনন্দন ! যিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের দ্রব্য কেড়ে নেন, তিনি শীঘ্রই অবীচি নামক ঘোর নরকে পতিত হন।

মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বং চ হরেত্তু যঃ॥ ৫০
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পতত্যেব নরাধমঃ।

'যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি হরণ করার চিন্তা মনেও আনেন, সেই নরাধম অবশ্যই এক নরক থেকে অন্য নরকে পতিত হন।'

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ৫১
শ্বাপাগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ।

'কুকুরের এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষু আশ্চর্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং সেই মহাতেজস্বী কুকুরও যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই চলে গেল।

মনস্বী পূর্বজাত্যা স জাতিমাত্রোঽপদূষিতঃ।
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ॥ ৫২

সে পূর্বজন্মে এক মনস্বী ছিল। কিন্তু এই জন্মে কুকুরের জন্ম হওয়ায় দূষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই মহাভাগ কুকুর কাশীতে গিয়ে প্রায়োপবেশন করে (অন্নজল ত্যাগ করে প্রাণ ত্যাগ করে)।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ ২ সমাপ্ত॥ ২॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬০)

শ্রীরামের দরবারে চ্যবন এবং অন্যান্য ঋষিদের শুভাগমন, শ্রীরামের তাঁদের সৎকারপূর্বক অভীষ্ট কার্যাদি পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা এবং ঋষিগণ দ্বারা তাঁর প্রশংসা

তয়োঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষ্মণয়োস্তদা।
বাসন্তিকী নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্মদা॥ ১

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর আলোচনা করে প্রতিদিন প্রজাপালনের কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। ক্রমশঃ বসন্ত ঋতু এসে গেল, যা অধিক ঠাণ্ডা বা উষ্ণ নয়।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্যবিৎ॥ ২

রাত্রি প্রভাত হলে নির্মল প্রভাতে, পুরবাসীদের কাজকর্ম জানার জন্য শ্রীরঘুনাথ পূর্বাহ্নের নিত্যকর্ম—সন্ধ্যা-বন্দনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে বেরিয়ে এসে প্রজাদের দৃষ্টিগোচর হলেন।

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ॥ ৩
ভার্গবং চ্যবনং চৈব পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
দর্শনং তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ॥ ৪

সেই সময় সুমন্ত্র এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন — 'রাজন্ ! তপস্বী মহর্ষি ভৃগুপুত্র চ্যবন মুনিগণকে অগ্রগামী করে দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ পথে বাধা দিয়েছেন। মহারাজ ! তাঁরা শীঘ্রই আপনার দর্শন পেতে ইচ্ছুক, তাই তাঁদের আসার সংবাদ দিয়ে বারংবার আমাকে পাঠাচ্ছেন।

প্রীয়মাণা নরব্যাঘ্র যমুনাতীরবাসিনঃ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামঃ প্রোবাচ ধর্মবিৎ॥ ৫
প্রবেশ্যন্তাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ।

'পুরুষসিংহ ! এই মহর্ষিগণ যমুনাতটে নিবাস করেন এবং আপনাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেন।' সুমন্ত্রের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম বললেন—'সূত ! ভার্গব, চ্যবন আদি সমস্ত মহাভাগ ব্রহ্মর্ষিদের নিয়ে আসা হোক'।

রাজ্ঞস্ত্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাঃস্থো মূর্ধ্না কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬
প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্।

রাজার আদেশ শিরোধার্য করে দ্বারপাল হাত জোড় করে সেই অত্যন্ত দুর্জয়ী তপস্বীদের রাজভবনে নিয়ে এলেন।

শতং সমধিকং তত্র দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৭
প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাত্মনাম্।
তে দ্বিজাঃ পূর্ণকলশৈঃ সর্বতীর্থাম্বুসৎকৃতৈঃ॥ ৮
গৃহীত্বা ফলমূলং চ রামস্যাভ্যাহরন্ বহু।

সেই তপস্বী মহাত্মাগণ সংখ্যায় শতাধিক ছিলেন। তাঁর সকলেই নিজ তেজে উদ্দীপিত ছিলেন। রাজভবনে প্রবেশ করে তাঁরা সমস্ত তীর্থের জলপূর্ণ ঘটের সঙ্গে ফল-মূল শ্রীরামচন্দ্রকে উপহার দিলেন।

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥ ৯
তীর্থোদকানি সর্বাণি ফলানি বিবিধানি চ।
উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্বানেব মহামুনীন্॥ ১০

মহাবাহু শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে সেই সব উপহার, সমস্ত তীর্থবারি ও ফলমূল গ্রহণ করে মুনিদের বললেন—

ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপবিশ্যতাম্।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ॥ ১১
বৃসীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে।

'মহাত্মাগণ ! এখানে উত্তমোত্তম আসন প্রস্তুত আছে। আপনারা যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন।' শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সকল মহর্ষি রুচিসম্পন্ন স্বর্ণময় আসনে বসলেন।

উপবিষ্টানৃষীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২

মহর্ষিদের আসনে বিরাজমান দেখে শত্রুনগরী জয়কারী শ্রীরঘুনাথ হাত জোড় করে সংযতভাবে বললেন—

কিমাগমনকার্যং বঃ কিং করোমি সমাহিতঃ।
আজ্ঞাপ্যোঽহং মহর্ষীণাং সর্বকামকরঃ সুখম্॥ ১৩

'মহর্ষিগণ ! কী কাজে আপনারা এখানে শুভাগমন করেছেন ? এই সেবক আপনাদের সেবার আদেশ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আদেশ পেলে আমি অত্যন্ত সমাদরে আপনাদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

ইদং রাজ্যং চ সকলং জীবিতং চ হৃদি স্থিতম্।
সর্বমেতদ্ দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ॥ ১৪

'এই সমগ্র রাজ্য, এই হৃদয়কমলে বিরাজমান জীবাত্মা এবং আমার সমস্ত বৈভব ব্রাহ্মণদেরই সেবার জন্য, আপনাদের এই সত্যি কথা বলছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সাধুকারো মহানভূৎ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্॥ ১৫

শ্রীরঘুনাথের কথা শুনে যমুনাতীর নিবাসী তপস্বী মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে সাধুবাদ জানালেন।

উচুশ্চৈব মহাত্মানো হর্ষেণ মহতা বৃতাঃ।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ॥ ১৬

তখন এই সকল মহাত্মাগণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বললেন— 'নরশ্রেষ্ঠ ! এই ভূমণ্ডলে এই কথা আপনারই যোগ্য। অন্য কারো মুখ থেকে এরূপ বাক্য নির্গত হবে না।

বহবঃ পার্থিবা রাজন্নতিক্রান্তা মহাবলাঃ।
কার্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নাভ্যরোচয়ন্॥ ১৭

'রাজন্ ! আমরা বহু মহাবলী রাজাদের কাছে গিয়েছি ; কিন্তু তাঁরা সকল কথা শুনে কাজের গুরুত্ব বুঝে 'করব' বলে স্বীকৃত হননি।

ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং
কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্।
ততশ্চ কর্তা হ্যসি নাত্র সংশয়ো
মহাভয়াৎ ত্রাতুমৃষীংস্ত্বমর্হসি॥ ১৮

'কিন্তু আপনি আমাদের আসার কারণ না জেনেই, শুধু ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান ভাব রাখায় আমাদের কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই এই কাজ যে আপনি সম্পন্ন করবেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আপনিই মহাভয় থেকে ঋষিদের রক্ষা করতে পারেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬১)

ঋষিদের মধু নামক অসুরের বরপ্রাপ্তির সংবাদ এবং লবণাসুরের বল ও অত্যাচারের কথা জানিয়ে তার থেকে ভয় দূর করার জন্য শ্রীরঘুনাথের কাছে প্রার্থনা

ব্রুবদ্ভিরেবমৃষিভিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ।
কিং কার্যং ব্রূত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ॥ ১

ঋষিগণের কথায় প্রেরিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—'মহর্ষিগণ! বলুন, আপনাদের কোন কাজ আমাকে সিদ্ধ করতে হবে। এখন আপনাদের নির্ভয় হওয়া উচিত।'

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ।
ভয়ানাং শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর॥ ২

শ্রীরঘুনাথ এই কথা বলায় ভৃগুপুত্র চ্যবন বললেন—'নরেশ্বর! সমগ্র দেশ এবং আমরা সকলে যে ভয় পাচ্ছি, তার মূল কারণ শুনুন।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ দৈতেয়ঃ সুমহামতিঃ।
লোলাপুত্রোঽভবজ্জ্যেষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ॥ ৩

'রাজন্! পূর্বে সত্যযুগে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান দৈত্য ছিলেন, তিনি ছিলেন লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই মহা অসুরের নাম ছিল মধু।

ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ॥ ৪

'তিনি অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও শরণাগত বৎসল ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল সুস্থির। অত্যন্ত উদার স্বভাবসম্পন্ন দেবতাদের সঙ্গে তাঁর এমন গভীর মিত্রতা ছিল, যার কোনো তুলনা নেই।

স মধুর্বীর্যসম্পন্নো ধর্মে চ সুসমাহিতঃ।
বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ॥ ৫

'মধু ছিলেন বল-বিক্রম সম্পন্ন এবং তিনি একাগ্র চিত্তে ধর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি ভগবান শিবের অত্যন্ত আরাধনা করেছিলেন, যার জন্য শিব তাঁকে একটি অদ্ভুত বর প্রদান করেছিলেন।

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্যং মহাপ্রভম্।
দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যং চৈতদুবাচ হ॥ ৬

'মহামনা ভগবান শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর শূল থেকে এক দেদীপ্যমান পরম শক্তিশালী শূল প্রকট করে মধুকে প্রদান করে বললেন—

ত্বয়ায়মতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ কৃতঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্॥ ৭

'তুমি আমাকে প্রসন্ন করে অত্যন্ত অনুপম ধর্ম করেছ, তাই আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এই উত্তম অস্ত্র দান করছি।

যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরুধ্যের্মহাসুর।
তাবচ্ছূলং তবেদং স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি॥ ৮

'মহান অসুর! যতদিন তুমি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না করবে, ততদিন এই শূল তোমার কাছে থাকবে, অন্যথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে।

যশ্চ ত্বামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ।
তং শূলো ভস্মসাৎকৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্॥ ৯

'যে পুরুষ অকুতভয় হয়ে তোমার কাছে যুদ্ধ করতে আসবে, তাকে ভস্ম করে এই শূল পুনরায় তোমার হাতে ফিরে আসবে'।

এবং রুদ্রাদ্ বরং লব্ধ্বা ভূয় এব মহাসুরঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১০

'ভগবান রুদ্রের কাছে এই বর পেয়ে মহান অসুর মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—

ভগবন্ মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।
ভবেৎ তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি॥ ১১

'ভগবন্! দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত দেবতাদের স্বামী, অতএব আপনার কাছে প্রার্থনা যে, এই পরম উত্তম শূল যেন আমার বংশধরদের কাছেও সর্বদা থাকে।'

তং ব্রুবাণং মধুং দেবঃ সর্বভূতপতিঃ শিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাদেবো নৈতদেবং ভবিষ্যতি॥ ১২

'একথা বলায় সমস্ত প্রাণীর অধিপতি মহাদেবতা ভগবান শিব মধুকে বললেন—এমন তো হতে পারে না।

মা ভূৎ তে বিফলা বাণী মৎপ্রসাদকৃতা শুভা।
ভবতঃ পুত্রমেকং তু শূলমেতদ্ ভবিষ্যতি॥ ১৩

'তবে আমি প্রসন্ন জেনে তোমার মুখ থেকে যে শুভ বাক্য বার হয়েছে, তা নিষ্ফল হবে না, তাই আমি বর দিচ্ছি—তোমার একজন পুত্রের কাছে এই শূল থাকবে।

যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে।

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি॥ ১৪

'যতদিন এই শূল তোমার পুত্রের হাতে থাকবে, ততদিন সে সমস্ত প্রাণীদের কাছে অবধ্য থাকবে'।

এবং মধুর্বরং লব্ধ্বা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্॥ ১৫

'মহাদেবের থেকে এই অত্যন্ত দুর্লভ বর লাভ করে অসুরশ্রেষ্ঠ মধু এক অত্যন্ত সুন্দর দীপ্তিমান ভবন তৈরি করেন।

তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসীতি যা।
বিশ্বাবসোরপত্যং সাপ্যনলায়াং মহাপ্রভা॥ ১৬

'তাঁর প্রিয় পত্নী মহাভাগা কুম্ভীনসী ছিলেন বিশ্বাবসুর সন্তান। তাঁর জন্ম হয় অনলার গর্ভে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কান্তিময়ী।

তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্যো লবণো নাম দারুণঃ।
বাল্যাৎপ্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ॥ ১৭

'তাঁর পুত্র ছিল মহাপরাক্রমশালী লবণ, যার স্বভাব ছিল অতি ভয়ংকর। সে শিশুকাল থেকেই পাপাচারে প্রবৃত্ত ছিল।

তং পুত্রং দুর্বিনীতং তু দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥ ১৮

'নিজ পুত্রকে উৎশৃঙ্খল দেখে মধু ক্রোধে জ্বলে যেতেন। পুত্রের দুষ্কর্ম দেখে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হতো। কিন্তু তাকে কিছু বলতেন না।

স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্।
শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ১৯

'শেষে তিনি রাজ্য ছেড়ে সমুদ্রে থাকার জন্য চলে যান। যাবার সময় সেই শূল লবণকে দিয়ে তাকে বরদানের কথা জানিয়ে দেন।

স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেনাত্মনস্তথা।
সন্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্॥ ২০

'তখন সেই দুষ্ট লবণাসুর সেই শূলের প্রভাবে, ত্রিলোকে—বিশেষ করে তপস্বী মুনিদের অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগল।

এবংপ্রভাবো লবণঃ শূলং চৈব তথাবিধম্।
শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ॥ ২১

'সেই লবণাসুরের এমনই প্রতিপত্তি, উপরন্তু তার কাছে এমন শক্তিশালী শূলও রয়েছে। রঘুনন্দন! এ সব শুনে যথোচিত কাজ করতে একমাত্র আপনিই উপযুক্ত, আপনিই আমাদের পরম গতি।

বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্তৈঋষিভিঃ পুরা।
অভয়ং যাচিতা বীর ত্রাতারং ন চ বিদ্মহে॥ ২২

'শ্রীরাম! ইতিপূর্বে ভীত হয়ে ঋষিগণ বহু রাজার কাছে গিয়ে অভয় ভিক্ষা করেছিলেন ; কিন্তু বীর রঘুনন্দন! এখনও আমরা কোনো রক্ষক পাইনি।

তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সবলবাহনম্।
ত্রাতারং বিদ্মহে তাত নান্যং ভুবি নরাধিপম্।
তৎ পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাদ্ ভয়পীড়িতান্॥ ২৩

'তাত! আমরা শুনেছি যে, আপনি সেনা নিয়ে রাবণের সংহার করেছেন ; তাই আমরা আপনাকেই আমাদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করি, পৃথিবীর আর কোনো রাজাকে নয়। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা যে, আপনি ভীত মহর্ষিদেরকে লবণাসুরের হাত থেকে রক্ষা করুন।

ইতি রাম নিবেদিতং তু তে
ভয়জং কারণমুত্থিতং চ যৎ।
বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ
কুরু তং কামমহীনবিক্রম॥ ২৪

'বল-বিক্রম-সম্পন্ন শ্রীরাম! আমাদের সামনে যে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে, তা আপনাকে নিবেদন করলাম। আপনিই তা দূর করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬২)

শ্রীরামের ঋষিদের কাছে লবণাসুরের আহার-বিহারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ এবং শত্রুঘ্নের আগ্রহ জেনে তাঁকে লবণাসুরকে বধের জন্য প্রেরণ করা

তথোক্তে তানৃষীন্ রামঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক্ব চ বর্ততে॥ ১

ঋষিগণ এইভাবে বলায় শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের হাতজোড় করে লবণাসুরের আহার-বিহার জীবন-যাপনের প্রণালী এবং বাসস্থান সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব এব তে।
ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো ববৃধে যথা॥ ২

শ্রীরঘুনাথের কথা শুনে সেই সব ঋষিগণ লবণাসুর যেরূপ ভাবে আহার-বিহারে পালিত হয়েছিল, সেই সব কথা জানালেন।

আহারঃ সর্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ।
আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা॥ ৩

তাঁরা বললেন — 'প্রভো ! সব প্রাণীই হল তার আহার, কিন্তু বিশেষভাবে সে তপস্বী মুনিদের পছন্দ করে। তার আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রূরতা ও ভয়াবহতা বর্তমান এবং সে সর্বদা মধুবনে বাস করে।'

হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহব্যাঘ্রমৃগাণ্ডজান্।
মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্॥ ৪

'সে প্রতিদিন কয়েক সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী এবং মানুষ মেরে ভক্ষণ করে।'

ততোঽন্তরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ।
সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ॥ ৫

'সংহার কালে মুখব্যাদনকারী সাক্ষাৎ যমরাজের মতো এই মহাবলী অসুর অন্যান্য জীবদেরও খেয়ে থাকে।'

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনীন্।
ঘাতয়িষ্যামি তদ্ রক্ষো ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্॥ ৬

তাঁদের কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ সেই মহামুনিদের বললেন— 'মহর্ষিগণ ! আমি ওই রাক্ষসকে দমন করবো। আপনাদের ভয় দূর হোক।'

প্রতিজ্ঞায় তথা তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্।
স ভ্রাতৄন্ সহিতান্ সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ৭

এইভাবে সেই কঠোর তেজস্বীদের সামনে প্রতিজ্ঞা করে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম সেখানে উপস্থিত সকল ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন—

কো হন্তা লবণং বীরঃ কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্।
ভরতস্য মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ॥ ৮

'ভ্রাতাসকল ! লবণকে কোন বীর বধ করবে ? কাকে ওর জন্য নিযুক্ত করা হবে—মহাবাহু ভরতকে না বুদ্ধিমান শত্রুঘ্নকে ?'

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্॥ ৯

রঘুনাথ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ভরত বললেন — 'ভ্রাতা ! আমি লবণকে বধ করব। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক।'

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্যশৌর্যসমন্বিতম্।
লক্ষ্মণাবরজস্তস্থৌ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্॥ ১০
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্।
কৃতকর্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দন॥ ১১

ভরতের এই ধৈর্য ও বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে শত্রুঘ্ন স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে উঠে শ্রীরামকে প্রণাম করে বললেন — 'রঘুনন্দন ! মহাবাহু মেজো ভাই তো ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছেন'—

আর্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বয়োধ্যা পরিপালিতা।
সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্যস্যাগমনং প্রতি॥ ১২

'আগে যখন অযোধ্যাপুরী শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তখন আপনার আগমনের সময় পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি অযোধ্যাপুরী প্রতিপালন করেছেন।'

দুঃখানি চ বহূনীহ অনুভূতানি পার্থিব।
শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাযশাঃ॥ ১৩
ফলমূলাশনো ভূত্বা জটী চীরধরস্তথা।

'পৃথিবীনাথ ! মহাযশস্বী ভরত নন্দিগ্রামে দুঃখদায়ী শয্যায় শুয়ে আগে অনেক দুঃখভোগ করেছেন। তিনি ফল-মূল খেয়ে থাকতেন এবং মস্তকে জটা ধারণ করে চীরবস্ত্র পরতেন।'

অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেষ রাঘবনন্দনঃ॥ ১৪
প্রেষ্যে ময়ি স্থিতে রাজন্ ন ভূয়ঃ ক্লেশমাপ্নুয়াৎ।

'মহারাজ ! এমন সব দুঃখ ভোগ করে আমার মতো

সেবক থাকতে এই রঘুকুলনন্দন ভরত আর কেন কষ্ট করবেন।'

তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১৫
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্।
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে॥ ১৬

শত্রুঘ্ন একথা বলায় শ্রীরঘুনাথ বললেন—'কাকুৎস্থ! তুমি যা বলছ, তেমনই হোক। তুমিই আমার আদেশ পালন করো। আমি তোমাকে অসুর মধুর সুন্দর নগরে রাজপদে অভিষিক্ত করব।'

নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদ্যবেক্ষসে।
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে॥ ১৭

'মহাবাহো! তুমি যদি ভরতকে কষ্ট দিতে না চাও তাহলে ওঁকে এখানেই থাকতে দাও। তুমি শূরবীর, অস্ত্রজ্ঞ এবং তোমার নূতন নগর নির্মাণ করার শক্তিও আছে।'

নগরং যমুনাজুষ্টং তথা জনপদান্ শুভান্।
যো হি বংশং সমুৎপাট্য পার্থিবস্য নিবেশনে॥ ১৮
ন বিধত্তে নৃপং তত্র নরকং স হি গচ্ছতি।

'তুমি যমুনাতীরে সুন্দর নগর নির্মাণ করতে পারো, উত্তম জনপদ স্থাপন করতে পারো। রাজবংশ উচ্ছেদ করে যে সেই রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থাপন করে না, সে নরকে গমন করে।

স ত্বং হত্বা মধুসুতং লবণং পাপনিশ্চয়ম্॥ ১৯
রাজ্যং প্রশাধি ধর্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে।
উত্তরং চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম॥ ২০
বালেন পূর্বজস্যাজ্ঞা কর্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ।
অভিষেকং চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছস্ব ময়োদ্যতম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিপ্রৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ ২১

'সুতরাং তুমি অসুর মধুর পুত্র পাপাত্মা লবণাসুরকে বধ করে ধর্মপূর্বক সেই রাজ্য শাসন করো। শূরবীর! তুমি যদি আমার কথা মানার যোগ্য মনে করো, তবে আমি যা বলছি, তা স্বীকার করো এ-বিষয়ে তুমি আর কোন কথা বলো না। কনিষ্ঠদের অবশ্যই বড়দের আদেশ পালন করতে হয়। শত্রুঘ্ন! বশিষ্ঠ আদি প্রধান ব্রাহ্মণগণ বিধি ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার অভিষেক করবেন। আমার আদেশে প্রাপ্ত এই অভিষেক তুমি স্বীকার করো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৩)

শ্রীরাম কর্তৃক শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক এবং তাঁকে লবণাসুরের শূল থেকে বাঁচার প্রতিপাদন করা

এবমুক্তস্তু রামেণ পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ।
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো মন্দং মন্দমুবাচ হ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র এরূপ বলায় বল-বিক্রম সম্পন্ন শত্রুঘ্ন অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে আস্তে আস্তে বললেন—

অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর।
কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে॥ ২

'ককুৎস্থকুলভূষণ নরেশ্বর! এই অভিষেক স্বীকার করা আমার কাছে অধর্ম বলে মনে হচ্ছে। বড় ভাইয়েরা থাকতে ছোটোর অভিষেক কীভাবে হতে পারে?

অবশ্যং করণীয়ং চ শাসনং পুরুষর্ষভ।
তব চৈব মহাভাগ শাসনং দুরতিক্রমম্॥ ৩

'তবুও পুরুষপ্রবর! মহাভাগ! আপনার আদেশ আমার অবশ্যই পালন করা উচিত। আপনার নির্দেশ সকলেরই পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য।

ত্বত্তো ময়া শ্রুতং বীর শ্রুতিভাশ্চ ময়া শ্রুতম্।
নোত্তরং হি ময়া বাচ্যং মধ্যমে প্রতিজানতি॥ ৪

'বীর! আমি আপনার কথা বেদবাক্যের মতো মনে করি। বাস্তবিক পক্ষে সেজো ভাই ভরতের কথার মাঝখানে আমার কিছু বলা উচিত হয়নি।

ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে।

প্রলাপং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ॥ ৫

'আমার মুখ থেকে অত্যন্ত অনুচিত শব্দ উচ্চারিত হয়েছে যে আমি লবণকে বিনাশ করব। পুরুষোত্তম ! এই অনুচিত কথারই পরিণামে আমার এইরূপ দুর্গতি হচ্ছে।' (বড়-ভাই থাকতেই আমাকে অভিষিক্ত হতে হচ্ছে)।

উত্তরং নহি বক্তব্যং জ্যেষ্ঠেনাভিহিতে পুনঃ।
অধর্মসহিতং চৈব পরলোকবিবর্জিতম্॥ ৬

'বড় ভাই-এর কথার মাঝখানে আমার উত্তর দেওয়া সমুচিত ছিল না ; (অর্থাৎ ভাই ভরত যখন লবণ বধ করা স্থির করেছিলেন, তখন তাতে আমার দখল দেওয়া ঠিক হয়নি)। কিন্তু আমি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, তাই আপনি এখন (রাজ্যাভিষেকের) আদেশ দিয়েছেন। অধর্মযুক্ত হওয়ায় রাজ্য এটি আমাকে পরলোকের লাভ থেকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু আপনার আদেশ আমার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য। তাই আমাকে তা স্বীকার করতেই হবে।

সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তরম্।
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি মানদ॥ ৭

'কাকুৎস্থ ! এখন আপনার যে আদেশ, আমি তার বিরুদ্ধে কোনো উত্তর দেব না। মানদ ! এমন না হয় যে পুনরায় উত্তর দিলে আমাকে এর থেকেও কঠোর কোনো দণ্ডভোগ করতে হয় !

কামকারো হ্যহং রাজংস্তবাস্মি পুরুষর্ষভ।
অধর্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন॥ ৮

'রাজন্ ! পুরুষপ্রবর রঘুনন্দন ! আমি আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য করব। কিন্তু তাতে আমার যে অধর্ম হবে, আপনি তা বিনাশ করবেন।'

এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতং লক্ষ্মণং তথা॥ ৯

শূরবীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন এই কথা বলায় শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে বললেন—

সম্ভারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ।
অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্॥ ১০

'তোমরা সকলে রাজ্যাভিষেকের সমগ্র সামগ্রী একত্র করো। আমি আজই রঘুকুলনন্দন পুরুষসিংহ শত্রুঘ্নের অভিষেক করব।

পুরোধসং চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃত্বিজস্তথা।
মন্ত্রিণশ্চৈব তান্ সর্বানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া॥ ১১

'কাকুৎস্থ ! আমার নির্দেশ অনুসারে পুরোহিত, বৈদিক বিদ্বান, ঋত্বিক্ ও সমস্ত মন্ত্রীদের ডেকে আনো'।

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথাকুর্বন্মহারথাঃ।
অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্॥ ১২
প্রবিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণাস্তথা।

মহারাজের নির্দেশে মহারথী ভরত ও লক্ষ্মণ তাই করলেন। তাঁরা পুরোহিতগণকে সম্মুখস্থ করে অভিষেকের সকল সামগ্রী নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে বহু রাজা ও ব্রাহ্মণও এসেছিলেন।

ততোঽভিষেকো ববৃধে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩
সম্প্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরস্য চ।

অতঃপর শ্রীরঘুনাথ ও সমস্ত পুরবাসীদের পক্ষে হর্ষবৃদ্ধিকারী মহাত্মা শত্রুঘ্নের বৈভবপূর্ণ অভিষেক আরম্ভ হল।

অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসন্নিভঃ॥ ১৪
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ।

পূর্বকালে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ স্কন্দকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, তেমনই শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে রাজপদে অভিষেক করেন। এইভাবে অভিষিক্ত হয়ে শ্রীশত্রুঘ্ন সূর্যের ন্যায় সুশোভিত হলেন।

অভিষিক্তে তু শত্রুঘ্নে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ১৫
পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।

অক্লান্তকর্মী শ্রীরাম দ্বারা শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক হলে নগর নিবাসীগণ ও ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কেকয়ী তথা॥ ১৬
চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।

সেই সময় কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং রাজভবনের অন্যান্য রাজমহিলাগণ একত্রে মঙ্গলকার্য সম্পন্ন করেন।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ॥ ১৭
হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনাৎ।

শ্রীশত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক হওয়ায় যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিগণ নিশ্চিত হলেন যে এবার লবণাসুর বধ হবে।

ততোঽভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্যাভিপূরয়ন্॥ ১৮

অভিষেকের পর শত্রুঘ্নকে কোলে নিয়ে শ্রীরাম তাঁর

তেজ বৃদ্ধির জন্য মধুর বাক্যে বললেন।

অয়ং শরস্ত্বমোঘস্তে দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অনেন লবণং সৌম্য হন্তাসি রঘুনন্দন॥ ১৯

'রঘুনন্দন ! সৌম্য শত্রুঘ্ন ! আমি তোমাকে এই দিব্য অমোঘ বাণ অর্পণ করছি, তুমি এর দ্বারা অবশ্যই লবণাসুরকে বধ করবে।

সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
স্বয়ংভূরজিতো দিব্যো যং নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ॥ ২০
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ॥ ২১
মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে সর্বরক্ষসাম্।
স্রষ্টু কামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন হতৌ যুধি॥ ২২
তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভং তু মধুং তথা।
অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ॥ ২৩

'কাকুৎস্থ ! পূর্বে প্রলয়কালে অপরাজেয়, অজ (অজন্মা) ও দিব্যরূপধারী ভগবান বিষ্ণু মহা একার্ণবের জলে শায়িত ছিলেন। তখন দেবতা বা অসুর— সকলের কাছেই অদৃশ্য ছিলেন। বীর ! তখন ভগবান নারায়ণ কুপিত হয়ে দুরাত্মা মধু ও কৈটভ ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য এই দিব্য, উত্তম, অমোঘ বাণ সৃষ্টি করেন। যখনই তিনি ত্রিলোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করতেন তখনই মধু, কৈটভ এবং অন্য রাক্ষসেরা তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই ভগবান এই বাণ দিয়েই মধু ও কৈটভকে যুদ্ধে বধ করেন। এই প্রধান বাণের দ্বারা মধু ও কৈটভকে বধ করে ভগবান জীবের কর্মফল ভোগের জন্য বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি করেন।

নায়ং ময়া শরঃ পূর্বং রাবণস্য বধার্থিনা।
মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং মহান্ ত্রাসো ভবেদিতি॥ ২৪

'শত্রুঘ্ন ! আমি রাবণ বধের জন্যও এই বাণের প্রয়োগ করিনি ; কারণ এর দ্বারা বহু প্রাণীর বিনাশের আশঙ্কা ছিল।

যচ্চ তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা।
দত্তং শত্রুবিনাশায় মধোরায়ুধমুত্তমম্॥ ২৫
তৎ সন্নিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমাসাদ্য প্রাপ্নোত্যাহারমুত্তমম্॥ ২৬

'লবণের কাছে মহাদেব প্রদত্ত শত্রুবিনাশকারী অসুর মধুর দিব্য, উত্তম ও শূল আছে, সে প্রতিদিন তাঁর পূজা করে এবং মহলে গুপ্তভাবে রেখে, নানাদিকে গিয়ে নিজের উত্তম আহার সংগ্রহ করে।

যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ কশ্চিদেনং সমাহ্বয়েৎ।
তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ করোতি হি॥ ২৭

'কেউ যখন তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তখন সেই রাক্ষসশূল দ্বারা বিপক্ষীয়দের ভস্ম করে দেয়।

স ত্বং পুরুষশার্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ॥ ২৮

'পুরুষসিংহ ! যখন সে নগর থেকে সুদূরে অবস্থান করবে এবং সেই শূলের নিকট পৌঁছোতে অক্ষম হবে তখনই নগরের দ্বারে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করবে।

অপ্রবিষ্টং চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ।
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্॥ ২৯

'মহাবাহু পুরুষোত্তম ! রাক্ষস মহলে প্রবেশের পূর্বেই যদি তুমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর, তাহলে অবশ্যই তাকে বধ করতে সক্ষম হবে।

অন্যথা ক্রিয়মাণে তু হ্যবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।
যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপয়াস্যতি॥ ৩০

'তা না হলে সে অবধ্যই থাকবে। বীর ! যদি তুমি এভাবে ব্যবস্থা কর তাহলে এই রাক্ষসের বিনাশ হবেই।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং শূলস্য স বিপর্যয়ঃ।
শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কৃতং হি দুরতিক্রমম্॥ ৩১

'আমি তোমাকে এই শূল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানালাম, কেননা শ্রীভগবান নীলকণ্ঠের বিধান পাল্টানো সুকঠিন কাজ'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৪)

শ্রীরামের আদেশ অনুসারে শত্রুঘ্নের সৈন্য পাঠিয়ে একমাস পরে নিজে প্রস্থান করা

এবমুক্ত্বা চ কাকুৎস্থং প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ১

শ্রীশত্রুঘ্নকে এইভাবে বুঝিয়ে এবং বারংবার তাঁর প্রশংসা করে শ্রীরাম পুনরায় এই কথা বললেন—

অশ্বানাং চ সহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।
রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্॥ ২
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং তথৈব নটনর্তকাঃ॥ ৩

'পুরুষপ্রবর! এই চার হাজার ঘোড়া, দু হাজার রথ, এক শত হাতি এবং পথে বিক্রয়যোগ্য বস্তু নিয়ে বণিকবর্গও তোমার সঙ্গে যাবে। সেই সঙ্গে মনোরঞ্জনের জন্য নট ও নর্তকও থাকবে।

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ।
আদায় গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্যাপ্তধনবাহনঃ॥ ৪

'পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন! তুমি দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যাও। পর্যাপ্ত ধন, সৈন্য এবং বাহন যেন নিজের সঙ্গে থাকে।

বলং চ সুভৃতং বীর হৃষ্টতুষ্টমনুদ্ধতম্।
সম্ভাষ্যসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম॥ ৫

'এই সৈন্যদের ভালোভাবে ভরণ-পোষণ করা হয়েছে। এরা হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ, সন্তুষ্ট এবং অনুগত হয়ে সর্বদাই আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকে। এদের মিষ্ট কথা এবং ধন দান করে প্রসন্ন রাখবে।'

ন হ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ।
সুপ্রীতো ভৃতবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব॥ ৬

'অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত সৈন্য-সেবকাদি ঘোর প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যেভাবে পাশে এসে দাঁড়ায় অথবা সাহায্য করে সেভাবে অর্থ, স্ত্রী-আদি পরিবারবর্গ অথবা বন্ধু-বান্ধবও সাহায্য করতে পারে না। (অতএব তুমি তাদের সর্বদাই সন্তুষ্ট রাখবে)।

অতো হৃষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতীং চমূম্।
এক এব ধনুষ্পাণির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্॥ ৭
যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্।
লবণস্তু মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্॥ ৮

'তাই সুগঠিত এই বিশাল সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে, তুমি একাকী ধনুক হাতে মধুবনে যাবে, যাতে মধুপুত্র সন্দেহ না করে যে তুমি যুদ্ধের ইচ্ছায় সেখানে যাচ্ছ। তোমার গতিবিধির খবর যেন সে না পায়।

ন তস্য মৃত্যুরন্যোঽস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ।
দর্শনং যোঽভিগচ্ছেত স বধ্যো লবণেন হি॥ ৯

'পুরুষোত্তম! আমি যা বললাম, এছাড়া ওর মৃত্যুর আর কোনো উপায় নেই ; কারণ শূলসহ লবণাসুরের দৃষ্টিপথে যে আসবে তাকেই সে শূল দিয়ে বধ করবে।

স গ্রীষ্মে অপয়াতে তু বর্ষারাত্র উপাগতে।
হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্য দুর্মতেঃ॥ ১০

'সৌম্য! যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে বর্ষাকাল আসবে, তখনই তুমি লবণাসুরকে বধ করবে। কারণ ওই দুর্বুদ্ধি রাক্ষস বিনাশের সেটিই হল প্রকৃত সময়।

মহর্ষীংস্তু পুরস্কৃত্য প্রয়ান্তু তব সৈনিকাঃ।
যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্॥ ১১

'তোমার সৈনিকেরা মহর্ষিদের অগ্রগামী করে যেন যাত্রা করে, যাতে গ্রীষ্মকাল অতিক্রম করার পূর্বেই তারা গঙ্গানদী পার হয়ে যায়।

তত্র স্থাপ্য বলং সর্বং নদীতীরে সমাহিতঃ।
অগ্রতো ধনুষা সার্ধং গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম॥ ১২

'পরাক্রমী বীর! সমস্ত সৈন্যদের সেই গঙ্গাতীরে রেখে, হাতে শুধুমাত্র ধনুক নিয়ে তুমি একাকী সাবধানে যাবে।'

এবমুক্তস্তু রামেণ শত্রুঘ্নস্তান্ মহাবলান্।
সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ॥ ১৩

শ্রীরামচন্দ্র এইকথা বলায় শ্রীশত্রুঘ্ন তাঁর প্রধান সেনাপতিদের ডেকে বললেন—

এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্যথ।
স্থাতব্যং চাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্যচিৎ॥ ১৪

'দেখো, পথে যে সব স্থানে শিবির করতে হবে, সেস্থান চিহ্নিত করা আছে, তোমরা যেখানেই অবস্থান করবে, মন থেকে বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করবে, যেন কেউ কষ্ট না পায়।'

তথা তাংস্তু সমাজ্ঞাপ্য প্রস্থাপ্য চ মহদ্বলম্।
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১৫

সেনাপতিদের এইভাবে নির্দেশ দিয়ে নিজের

সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে শত্রুঘ্ন কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীকে প্রণাম করেন।

রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
লক্ষ্মণং ভরতং চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৬

পরে শ্রীরামকে পরিক্রমা করে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক রাখেন। অতঃপর হাত জোড় করে ভরত ও লক্ষ্মণের বন্দনা করেন।

পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ শত্রুঘ্নঃ প্রয়তাত্মবান্।
রামেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জগাম মহাবলঃ॥ ১৭

তারপর মনকে সংযত করে শত্রুঘ্ন পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করেন। শ্রীরামের আদেশ লাভ করে তাঁকে পরিক্রমা করে শত্রুতাপনকারী মহাবলী শত্রুঘ্ন অযোধ্যা থেকে যাত্রা করেন।

প্রস্থাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা
গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসঙ্কুলাম্।
উবাস মাসং তু নরেন্দ্রপার্শ্বত-
স্ত্বথ প্রয়াতো রঘুবংশবর্ধনঃ॥ ১৮

গজ এবং শ্রেষ্ঠ অশ্বে পরিবৃত বিশাল সৈন্যদল পূর্বে পাঠিয়ে রঘুবংশবৃদ্ধিকারী শত্রুঘ্ন একমাস মহারাজ শ্রীরামের সন্নিকটে অবস্থান করলেন ; তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৫)

মহর্ষি বাল্মীকির শত্রুঘ্নকে সুদাসপুত্র কল্মাষপাদের আখ্যান শোনানো

প্রস্থাপ্য চ বলং সর্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি।
এক এবাশু শত্রুঘ্নো জগাম ত্বরিতং তদা॥ ১

সেনাদের আগে পাঠিয়ে অযোধ্যাতে এক মাস থাকার পর শত্রুঘ্ন একাকী মধুবনের অভিমুখে দ্রুত গমন করলেন।

দ্বিরাত্রমন্তরে শূর উষ্য রাঘবনন্দনঃ।
বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্॥ ২

রঘুকুল আনন্দিতকারী শূরবীর শত্রুঘ্ন পথে দু রাত্রি কাটিয়ে তৃতীয় দিন মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হন, এটি ছিল সব থেকে উত্তম বাসস্থান।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৩

তিনি সেখানে হাত জোড় করে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে প্রণাম করে বললেন—

ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃত্যাদিহাগতঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্॥ ৪

'ভগবন্ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরঘুনাথের কাজে এখানে এসেছি। আজ রাত্রে এখানে থাকতে চাই, কাল প্রভাতে বরুণদেব নির্দেশিত পশ্চিম দিকে চলে যাব।'

শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং স্বাগতং তে মহাযশঃ॥ ৫

শত্রুঘ্নের কথা শুনে মুনিবর বাল্মীকি হেসে সেই মহাত্মাকে বললেন— 'মহাযশস্বী বীর ! তোমাকে স্বাগত।

স্বমাশ্রমমিদং সৌম্য রাঘবাণাং কুলস্য বৈ।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যং চ নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে॥ ৬

'সৌম্য ! এই আশ্রম রঘুবংশীদের নিজেরই ঘর। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার প্রদত্ত আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য স্বীকার করো।'

প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলং চ ভোজনম্।
ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিং চ পরমাং গতঃ॥ ৭

সেই আতিথেয়তা গ্রহণ করে শত্রুঘ্ন ফল-মূল আহার করেন। তাতে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন।

স ভুক্ত্বা ফলমূলং চ মহর্ষিং তমুবাচ হ।
পূর্বা যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমসমীপতঃ॥ ৮

ফল-মূল খেয়ে তিনি মহর্ষিকে বললেন—'মুনে! এই আশ্রমের নিকটে যে প্রাচীনকালের যজ্ঞ-বৈভব (যূপ ইত্যাদি উপকরণ) দেখা যাচ্ছে, সেগুলি কার ? কোন্ রাজা এখানে যজ্ঞ করেছেন ?'

তং তস্য ভাষিতং শ্রুত্বা বাল্মীকির্বাক্যমব্রবীৎ।
শত্রুঘ্ন শৃণু যস্যেদং বভূবায়তনং পুরা॥ ৯

তার প্রশ্ন শুনে শ্রীবাল্মীকি বললেন — 'শত্রুঘ্ন ! পূর্বকালে যে নরেশের এই যজ্ঞমণ্ডপ ছিল,তা বলছি, শোনো।

যুষ্মাকং পূর্বকো রাজা সুদাসস্তস্য ভূমিপতেঃ।
পুত্রো বীরসহো নাম বীর্যবানতিধার্মিকঃ॥ ১০

'তোমার পূর্বজ রাজা সুদাস এই ভূমণ্ডলের প্রভু হয়েছিলেন। সেই ভূপালের বীরসহ (মিত্রসহ) নামে এক পুত্র হয়, যিনিও অত্যন্ত পরাক্রমী ধর্মাত্মা ছিলেন।

স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে।
চঞ্চূর্যমাণং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্॥ ১১

'সুদাসের সেই শূরবীর পুত্র একদিন বাল্যাবস্থায় শিকার করতে বলে যান। সেখানে তিনি দুটি রাক্ষস দেখেন, যারা চারিদিকে বিচরণ করছিল।

শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ।
ভক্ষমাণাবসংতুষ্টৌ পর্যাপ্তিং নৈব জগ্মতুঃ॥ ১২

'এই দুই রাক্ষস বাঘের রূপ ধারণ করে কয়েক হাজার মৃগ খেয়ে নিয়েছিল ; তবুও সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ তাদের পেট ভরেনি।

স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নির্মৃগং চ বনং কৃতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা॥ ১৩

'সৌদাস সেই দুই রাক্ষসকে দেখলেন। সেই সঙ্গে মৃগ শূন্য বনের অবস্থায়ও দেখলেন। তাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের একজনকে বিশাল বাণ দিয়ে মেরে ফেললেন।

বিনিপাত্য তমেকং তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।
বিজ্বরো বিগতামর্ষো হতং রক্ষো হ্যবৈক্ষত॥ ১৪

'একজনকে ধরাশায়ী করে পুরুষপ্রবর সৌদাস নিশ্চিন্ত হলেন। রাক্ষসকে মৃত দেখে তার বিমর্ষতা দূর হল।

নিরীক্ষমাণং তং দৃষ্ট্বা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ।
সন্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসং চেদমব্রবীৎ॥ ১৫

'রাক্ষসের সেই মৃত সঙ্গীকে সৌদাস যখন দেখছিলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে দ্বিতীয় রাক্ষসটি মনে মনে ঘোর সন্তাপ করে সৌদাসকে বলল—

যস্মাদনপরাধং তং সহায়ং মম জঘ্নিবান্।
তস্মাৎ তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥ ১৬

'মহাপাপী নরেশ ! তুমি আমার নিরপরাধ সঙ্গীকে মেরেছ, তাই আমি এর প্রতিশোধ নেব।'

এবমুক্ত্বা তু তদ্ রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কালপর্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽভবৎ॥ ১৭

এই বলে সেই রাক্ষস অন্তর্ধান করল এবং দীর্ঘকাল পরে সুদাসকুমার মিত্রসহ অযোধ্যার রাজা হলেন।

রাজাপি যজতে যজ্ঞমস্যাশ্রমসমীপতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোঽপ্যপালয়ৎ॥ ১৮

'সেই রাজা মিত্রসহ আশ্রম সমীপে অশ্বমেধ নামের মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি তপোবলে তাঁর সেই যজ্ঞ রক্ষা করতেন।

তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্ বহুবর্ষগণায়ুতঃ।
সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ॥ ১৯

'এই মহাযজ্ঞ বহুবছর ধরে চলেছিল। অতি ধন-সম্পত্তি সম্পন্ন সেই যজ্ঞ দেবতাদের যজ্ঞের সমকক্ষ ছিল।

অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ॥ ২০

'সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পূর্বের শত্রুভাবাপন্ন সেই রাক্ষস বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধারণ করে রাজার কাছে আসে এবং বলে—

অদ্য যজ্ঞাবসানান্তে সামিষং ভোজনং মম।
দীয়তামতিশীঘ্রং বৈ নাত্র কার্যা বিচারণা॥ ২১

'রাজন্ ! আজ যজ্ঞ সমাপ্তির দিন, অতএব তুমি শীঘ্র আজ আমাকে মাংসযুক্ত আহার দাও। এই বিষয়ে কোনো অন্যথা চিন্তা করা উচিত নয়।'

তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা।
সুদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ॥ ২২

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের কথা শুনে রাজা রন্ধনকুশল রাঁধুনিকে বললেন—

হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্।
তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ॥ ২৩

'তোমরা আজ শীঘ্র মাংসযুক্ত হবিষ্য অত্যন্ত সুস্বাদুভাবে তৈরি করো যাতে গুরুদেব সন্তুষ্ট হন।

শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেষমথাকরোৎ॥ ২৪

'মহারাজের আদেশ শুনেই রাঁধুনীদের মনে দ্বিধা উৎপন্ন হল, (ভাবতে লাগল গুরু মহারাজ আজ কী করে অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন ?) তাই দেখে সেই রাক্ষস রাঁধুনীর বেশ ধারণ করল।

স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ।
ইদং স্বাদু হবিষ্যং চ সামিষং চান্নমাহৃতম্॥ ২৫

সে মানুষের মাংস এনে রাজাকে দিয়ে বলল — 'আমি এই মাংসযুক্ত অন্ন ও হবিষ্য প্রস্তুত করেছি, এ অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার।

স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্ধমুপাহরৎ।
মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসা হৃতম্॥ ২৬

'নরশ্রেষ্ঠ ! পত্নী রাণী মদয়ন্তীর সঙ্গে রাজা মিত্রসহ রাক্ষসের আনিত মাংসযুক্ত ভোজন বশিষ্ঠের সামনে রাখেন।

জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভাজনং গতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে॥ ২৭

'থালায় মানব-মাংস পরিবেশন করা হয়েছে জেনে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মহা ক্রোধে ভরে বললেন—

যস্মাৎ ত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্ দাতুমিচ্ছসি।
তস্মাদ্ ভোজনমেতৎ তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৮

'রাজন্ ! তুমি আমাকে এমন আহার দিতে চাও ! সুতরাং এটাই তোমার আহার হোক, এতে কোন সংশয় নেই (অর্থাৎ তুমি মানব ভক্ষণকারী রাক্ষস হয়ে যাবে)।'

ততঃ ক্রুদ্ধস্তু সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
বসিষ্ঠং শপ্তুমারেভে ভার্যা চৈনমবারয়ৎ॥ ২৯

'একথা শুনে সৌদাসও ক্রুদ্ধ হয়ে হাতে জল নিয়ে বশিষ্ঠ মুনিকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন তাঁর পত্নী তাঁকে বিরত করলেন।

রাজন্ প্রভুর্যতোঽস্মাকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
প্রতিশপ্তুং ন শক্তস্ত্বং দেবতুল্যং পুরোধসম্॥ ৩০

'তিনি বললেন — 'রাজন্ ! ভগবান বশিষ্ঠ মুনি আমাদের সকলের প্রভু ; অতএব আপনি আপনার দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিদানে শাপ দিতে পারেন না।'

ততঃ ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্।
ব্যসর্জয়ত ধর্মাত্মা ততঃ পাদৌ সিষেচ চ॥ ৩১

'ধর্মাত্মা রাজা তখন তেজ ও বলে উদ্দীপিত হয়ে সেই ক্রোধযুক্তজল নীচে ফেলে, তাতে নিজের দুই পা ধুয়ে নিলেন।

তেনাস্য রাজস্তৌ পাদৌ তদা কল্মাষতাং গতৌ।
তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ॥ ৩২
কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ।

এই কাজে রাজার দুই পা তখনই যেন কৃষ্ণবর্ণের হয়ে গেল। তখন থেকে মহাযশস্বী রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ হলেন এবং সেই নামেই তিনি খ্যাত হলেন।

স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ।
পুনর্বসিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা॥ ৩৩

'তারপর রাজা সপত্নীক বারংবার প্রণাম করে বশিষ্ঠকে বললেন— 'ব্রহ্মর্ষে ! আপনার রূপ ধারণ করে কেউ আমাকে এরূপ আহার দিতে প্রেরিত করে।'

তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসা বিকৃতং চ তৎ।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বসিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্॥ ৩৪

'রাজাধিরাজ মিত্রসহের কথা শুনে এবং রাক্ষসের কীর্তিকলাপ জেনে বশিষ্ঠ আবার সেই নরশ্রেষ্ঠ নরেশকে বললেন—

ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ।
নৈতচ্ছক্যং বৃথা কর্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্॥ ৩৫

'রাজন্ ! আমি রোষ ভরে যে কথা বলে দিয়েছি, তা ব্যর্থ হতে পারে না ; কিন্তু এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তোমাকে এক বর দেব।'

কালো দ্বাদশবর্ষাণি শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি।
মৎ প্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি॥ ৩৬

'রাজেন্দ্র ! সেই বর হল এইরূপ— এই শাপ বারো বছর থাকবে। তারপর এর অন্ত হবে এবং আমার কৃপায় তোমার এই কথা স্মরণ থাকবে না।'

এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যারিসূদনঃ।
প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাম্বপালয়ৎ॥ ৩৭

'এভাবে সেই শত্রুসূদন রাজা বারো বছর সেই শাপ ভোগ করে পুনরায় নিজ রাজ্য ফিরে পান এবং প্রজাদের প্রতিপালন করেন।

তস্য কল্মাষপাদস্য যজ্ঞস্যায়তনং শুভম্।
আশ্রমস্য সমীপেঽস্য যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব॥ ৩৮

'রঘুনন্দন ! সেই রাজা কল্মাষপাদের যজ্ঞের এ সুন্দর স্থান দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলে।'

তস্য তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্।
বিবেশ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ॥ ৩৯

মহারাজ মিত্রসহের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত আখ্যান শুনে শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে প্রণাম করে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৬)

সীতার দুই পুত্রের জন্ম, বাল্মীকি দ্বারা তাদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং এই সংবাদে প্রসন্ন হয়ে শত্রুঘ্নের সেখান থেকে যমুনাতীরে উপস্থিত হওয়া

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্॥ ১

যে রাত্রে শত্রুঘ্ন পর্ণকুটীরে প্রবেশ করেন, সেই রাত্রে সীতা দুই পুত্রের জন্ম দেন।

ততোঽর্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্॥ ২

পরে অর্ধ রাত্রে কয়েকজন মুনিপুত্র বাল্মীকিকে এসে সীতার প্রসব হওয়ার খবর দেন।

ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।
ততো রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্॥ ৩

'ভগবন্ ! শ্রীরামচন্দ্রের ধর্মপত্নী দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছেন, সুতরাং মহাতেজস্বী মহর্ষি আপনি তাঁদের বালগ্রহজনিত বাধা নিবৃত্ত করে রক্ষা করুন।'

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ।
বালচন্দ্রপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ॥ ৪

মুনিকুমারদের কথা শুনে মহর্ষি সেই স্থানে গেলেন। সীতার দুই পুত্র বাল্যচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও দেবকুমারদের মতো তেজস্বী ছিলেন।

জগাম তত্র হৃষ্টাত্মা দদর্শ চ কুমারকৌ।
ভূতঘ্নীং চাকরোৎ তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্॥ ৫

শ্রীবাল্মীকি প্রসন্নচিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে দুই কুমারকে অবলোকন করলেন এবং তাঁদের জন্য ভূত ও রাক্ষস থেকে তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

কুশমুষ্টিমুপাদায় লবং চৈব তু স দ্বিজঃ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্॥ ৬

ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি এক মুঠি 'কুশ' ও তার 'লব' দ্বারা বালকদের ভূত-বাধা নিবারণের জন্য রক্ষা-বিধির উপদেশ দিলেন।

যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসৎকৃতৈঃ।
নির্মার্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥ ৭
যশ্চাবরো ভবেৎ তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।
নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ॥ ৮

'বয়োজ্যেষ্ঠা নারীদের উচিত যে এই দুই বালকের মধ্যে যে বড় হয়েছে, তাকে মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করে এই কুশ দিয়ে মার্জনা করবে। সেই বালকের নাম হবে 'কুশ' আর যে ছোট, তাকে লব দিয়ে মার্জনা করবে, তার নাম হবে 'লব'।

এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।

মৎকৃতাভ্যাং চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ॥ ৯

'এইভাবে যমজ এই দুই বালকের কুশ ও লব নাম হবে এবং আমার দেওয়া এই নামেই পৃথিবীতে বিখ্যাত হবে।'

তাং রক্ষাং জগৃহুস্তাং চ মুনিহস্তাৎ সমাহিতাঃ।
অকুর্বংশ্চ ততো রক্ষাং তয়োর্বিগতকল্মষাঃ॥ ১০

তাই শুনে নিষ্পাপ প্রধান নারীরা একাগ্রচিত্তে মুনির হাত থেকে সাধনভূত সেই কুশ নিয়ে দুই বালককে মার্জন এবং সংরক্ষণ করলেন।

তথা তাং ক্রিয়মাণাং চ বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ।
সংকীর্তনং চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ॥ ১১
অর্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ॥ ১২

প্রধান নারীগণ মধ্যরাত্রে যখন এভাবে শ্রীরাম ও সীতার নাম, গোত্র উচ্চারণ করে বালকদের রক্ষা করছিলেন, সেই ধ্বনি তখন শত্রুঘ্নের কানে আসে। তখনই তিনি সীতার দুই পুত্রের জন্মদানের সংবাদ অবগত হন। তিনি তখন সীতাদেবীর পর্ণকুটীরে গিয়ে বলেন—'মাতা ! এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা'।

তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা॥ ১৩

প্রসন্নচিত্ত মহাত্মা শত্রুঘ্নের এরূপ কথাবার্তার মধ্যেই সেই বর্ষাযুক্ত শ্রাবণের রাত্রির কখন যেন অবসান হয়ে গেল।

প্রভাতে সুমহাবীর্যঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
মুনিং প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য যযৌ পশ্চান্মুখঃ পুনঃ॥ ১৪

প্রভাত হলে পূর্বাহ্নকালীন সন্ধ্যাবন্দনা করে মহাপরাক্রমী শত্রুঘ্ন করজোড়ে মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন।

স গত্বা যমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।
ঋষীণাং পুণ্যকীর্তীনামাশ্রমে বাসমভ্যয়াৎ॥ ১৫

সাত রাত্রি কাটিয়ে তিনি যমুনাতটে পৌঁছালেন এবং সেখানে পুণ্যকীর্তি মহর্ষিদের আশ্রমে থাকতে লাগলেন।

স তত্র মুনিভিঃ সার্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ।
কথাভিরভিরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ॥ ১৬

মহাযশস্বী রাজা শত্রুঘ্ন চ্যবন ইত্যাদি মুনিদের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে দিন কাটাতে লাগলেন।

স কাঞ্চনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ
রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্।
কথাপ্রকারৈর্বহুভির্মহাত্মা
বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ॥ ১৭

এইভাবে রঘুকুলের প্রমুখ বীর মহাত্মা রাজকুমার শত্রুঘ্ন চ্যবনাদি মুনিদের নানাপ্রকারে উপদেশবার্তা শ্রবণ করে রাত্রি-যাপন করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৭)

চ্যবন মুনির শত্রুঘ্নকে লবণাসুরের শক্তির পরিচয় দিয়ে রাজা মান্ধাতা-বধের প্রসঙ্গ শোনানো

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্।
পপ্রচ্ছ চ্যবনং বিপ্রং লবণস্য যথাবলম্॥ ১
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্বং বিনাশিতাঃ।
অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতাঃ॥ ২

একদিন রাতে শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করেন— 'ব্রহ্মন্ ! লবণাসুর কেমন শক্তিমান ? তার শূলের শক্তি কেমন ? এই উত্তম শূলের দ্বারা যুদ্ধে সে কোন কোন যোদ্ধাদের বধ করেছে ?'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাশ্চাবনো রঘুনন্দনম্॥ ৩

মহাত্মা শত্রুঘ্নের কথা শুনে মহাতেজস্বী চ্যবন রঘুকুলনন্দন রাজকুমারকে বললেন—

অসংখ্যেযানি কর্মাণি যান্যস্য রঘুনন্দন।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবে যদ্ বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে॥ ৪

'রঘুনন্দন ! এই লবণাসুরের অসংখ্য কর্ম। তার মধ্যে একটি কর্মের বর্ণনা করা হচ্ছে, যা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মান্ধাতার বিরুদ্ধে ঘটেছিল। সেটি শোনো।

অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী।
মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্॥ ৫

'পূর্বকালের কথা, অযোধ্যাপুরীতে যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা রাজ্য শাসন করছিলেন। তিনি ত্রিলোকে অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রমীরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

স কৃত্বা পৃথিবীং কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ।
সুরলোকমিতো জেতুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ॥ ৬

'সেই পৃথিবীপতি নরেশ সমগ্র পৃথিবীকে নিজের অধিকারভুক্ত করে দেবলোক বিজয় করতে উদ্যোগী হন।

ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাং চ মহাত্মনাম্।
মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া॥ ৭

'রাজা মান্ধাতা যখন দেবলোক বিজয়ের জন্য উদ্যোগী হন তখন ইন্দ্র ও মহামনস্বী দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হলেন।

অর্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্ধেন চ পার্থিবঃ।
বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামধ্যারোহত॥ ৮

'আমি ইন্দ্রের অর্ধেক সিংহাসন এবং তাঁর অর্ধরাজ্য অধিকার করে পৃথিবীর রাজা হয়ে দেবগণের দ্বারা বন্দিত হয়ে থাকব'—এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি স্বর্গলোক আক্রমণ করলেন।

তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ।
সান্ত্বপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্॥ ৯

'তাঁর এই ক্ষতিকর অভিপ্রায় জেনে পাকশাসন ইন্দ্র, যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁকে শান্তিপূর্বক বুঝিয়ে বলেন—

রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহেচ্ছসি॥ ১০

'পুরুষপ্রবর ! তুমি এখনও সমগ্র মর্ত্যলোকের রাজা হওনি। সমস্ত পৃথিবী বশে না এনে দেবতাদের রাজ্য কী ভাবে নিতে চাইছ ?

যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে।
দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ১১

'বীর ! যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার বশীভূত হয়, তখনই তুমি সেবক, সৈন্য এবং বাহনাদি সহ এই দেবলোকে রাজ্য করবে।'

ইন্দ্রমেবং ব্রুবাণং তং মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ।
ক্ব মে শক্র প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে॥ ১২

এই কথায় ইন্দ্রকে মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবরাজ ! আপনি বলুন, এই পৃথিবীতে কোথায় আমার আদেশের অবহেলা হয় ?'

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।
মধুপুত্রো মধুবনে ন তেঽজ্ঞাং কুরুতেঽনঘ॥ ১৩

ইন্দ্র তখন বলেন—'নিষ্পাপ নরেশ ! মধুবনে মধুর পুত্র লবণাসুর থাকে। সে তোমার আদেশ মানে না।'

তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্।
ব্রীড়িতোঽবাঙ্মুখো রাজা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ১৪

'ইন্দ্রের সেই ভয়ানক অপ্রিয় সত্য কথা শুনে রাজা মান্ধাতার মুখ লজ্জায় নত হয়ে গেল। তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ॥ ১৫

'তিনি নতমস্তক হয়ে ইন্দ্রের থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যলোকে ফিরে এলেন।

স কৃত্বা হৃদয়েঽমর্ষং সভৃত্যবলবাহনঃ।
আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্তুমরিন্দমঃ॥ ১৬

'তাঁর হৃদয় জ্বালায় ভরে গিয়েছিল। তিনি মধুর পুত্রকে বশ করার জন্য সেবক, সৈন্য ও রথ প্রভৃতি নিয়ে রাজধানীর সমীপে উপস্থিত হলেন।

স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ॥ ১৭

'তখন সেই পুরুষপ্রবর নরেশ যুদ্ধের ইচ্ছায় লবণের কাছে নিজের দূত প্রেরণ করেন।

স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহূনি মধুনঃ সুতম্।
বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১৮

'দূত সেখানে গিয়ে মধুর পুত্রকে অনেক কটুবচন শোনায়। এই প্রকার কঠোর বাক্য বলায় সেই রাক্ষস তখনই ওই দূতকে খেয়ে ফেলে।

চিরায়মাণে দূতে তু রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ।
অর্দয়ামাস তদ্ রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ॥ ১৯

'দূতের ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণবর্ষণ করে সেই রাক্ষসকে সর্বদিক থেকে পীড়িত করতে লাগলেন।

ততঃ প্রহস্য তদ্ রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
বধায় সানুবন্ধস্য মুমোচায়ুধমুত্তমম্॥ ২০

'তখন লবণাসুর অট্টহাসি হেসে হাতে শূল নিয়ে সেবকসহ রাজা মান্ধাতাকে বধ করার জন্য সেই শূল তাঁর ওপর ছুঁড়লেন।

তচ্ছূলং দীপ্যমানং তু সভৃত্যবলবাহনম্।
ভস্মীকৃত্বা নৃপং ভূয়ো লবণস্যাগমৎ করম্॥ ২১

'সেই অত্যন্ত দীপ্ত শূল, সেবক-সেনা-রথাদি সহ রাজা মান্ধাতাকে ভস্ম করে লবণাসুরের কাছে ফিরে যায়।

এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ।
শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্॥ ২২

'এইভাবে সমস্ত সেনা ও রথাদিসহ রাজা মান্ধাতার মৃত্যু হয়। সৌম্য ! সেই শ্রেষ্ঠ শূলের শক্তি অসীম।

শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অগৃহীতায়ুধং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব॥ ২৩

'রাজন্ ! কাল প্রভাতেই ওই রাক্ষস শূল গ্রহণের পূর্বেই যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে বধ করতে পারবে এবং অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে।

লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্মণি চ ত্বয়া।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং লবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ২৪
শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরর্ষভ।
বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নেনাভূচ্চ পার্থিব॥ ২৫

'তোমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হলে সমস্ত জগতের কল্যাণ হবে। নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণের সমস্ত শক্তি বলে দিলাম এবং তার শূলেরও ভয়ানক, অসীম শক্তির পরিচয় দিলাম। পৃথ্বীনাথ ! ইন্দ্রের প্রযত্নে ওই শূলের দ্বারাই রাজা মান্ধাতার বিনাশ হয়েছে।

ত্বং শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্
বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে।
শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে
ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র॥ ২৬

'মহাত্মন্ ! কাল প্রাতে যখন সে শূল না নিয়ে মাংস সংগ্রহ করতে বার হবে, তখনই তুমি ওকে বধ করবে, এতে কোনো সংশয় নেই। নরেন্দ্র ! তোমার অবশ্যই বিজয় হবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ (৬৮)

লবণাসুরের আহারের খোঁজে বার হওয়া, শত্রুঘ্নের মধুপুরীর দ্বারে অপেক্ষা করা এবং লবণাসুরের সঙ্গে তাঁর রোষপূর্ণ কথা-বার্তা

কথাং কথয়তাং তেষাং জয়ং চাকাংক্ষতাং শুভম্।
ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥ ১

এইভাবে শুভ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করে সেই সব মুনিদের কথা শুনতে শুনতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই রাত অতিবাহিত হল।

ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ।
নির্গতস্তু পুরাদ্ বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ॥ ২

নির্মল প্রভাতে সেই রাক্ষস খাদ্য পদার্থ সংগ্রহের জন্য নগরের বাইরে এল।

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ শত্রুঘ্নো যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত॥ ৩

এর মধ্যে বীর শত্রুঘ্ন যমুনা নদী পার হয়ে ধনুক হাতে

মধুপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্মা স রাক্ষসঃ।
আগচ্ছদ্ বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্॥ ৪

পরে মধ্যাহ্নকালে সেই নৃশংস রাক্ষস হাজার-হাজার প্রাণীর মৃতদেহ নিয়ে সেইখানে আসে।

ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্।
তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি॥ ৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম।
ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হ্যসি॥ ৬

সে শত্রুঘ্নকে অস্ত্র হাতে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তাই দেখে সেই রাক্ষস তাঁকে বলল। 'নরাধম! এই অস্ত্রের দ্বারা তুমি আমার কী করবে? তোমার মতো হাজার হাজার অস্ত্র-শস্ত্রধারী মানুষদের আমি রোষপূর্বক খেয়ে ফেলেছি। মনে হচ্ছে 'কাল' তোমার মাথায় নৃত্য করছে।

আহারশ্চাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম।
স্বয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য মুখং কথমাসাদ্য দুর্মতে॥ ৭

'পুরুষাধম! আজকের এই আহারও আমার সম্পূর্ণ হয়নি। দুর্মতে! তুমি কীভাবে আমার সামনে উপস্থিত হলে?'

তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবাসৃজৎ॥ ৮

সেই রাক্ষস বারবার হেসে এই কথাগুলি বলছিল। তাই দেখে ক্রোধে পরাক্রমী শত্রুঘ্নের চোখ থেকে জল পড়ছিল।

তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
তেজোময়া মরীচ্যস্তু সর্বগাত্রৈর্বিনিষ্পতন্॥ ৯

রোষে বশীভূত মহামনস্বী শত্রুঘ্নের সর্বঅঙ্গ থেকে তেজোময় কিরণ বার হচ্ছিল।

উবাচ চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্।
যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ॥ ১০

অত্যন্ত কুপিত হয়ে শত্রুঘ্ন তখন সেই নিশাচরকে বললেন—'দুর্বুদ্ধে! আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।

পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ।
শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাংক্ষী তবাগতঃ॥ ১১

'আমি মহারাজ দশরথের পুত্র এবং পরম বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরামের ভাই। আমার নাম শত্রুঘ্ন আর আমি কাজেও শত্রুঘ্নই (শত্রু সংহারকারী)। এখন তোমাকে বধের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।

তস্য মে যুদ্ধকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
শত্রুস্ত্বং সর্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি॥ ১২

'আমি যুদ্ধ করতে চাই, সুতরাং তুমি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার অবকাশ দাও। তুমি সর্বপ্রাণীর শত্রু; অতএব এখন আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।'

তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু রাক্ষসঃ প্রহসন্নিব।
প্রত্যুবাচ নরশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি দুর্মতে॥ ১৩

তাঁর কথা শুনে সেই রাক্ষস হেসে নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে বলল—'দুর্মতে! সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি আমার সম্মুখীন হয়েছে।

মম মাতৃস্বসুর্ভ্রাতা রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
হতো রামেণ দুর্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম॥ ১৪

'স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন নরাধম! রাবণ নামের রাক্ষস আমার মাসী শূর্পনখার ভাই ছিলেন, যাকে তোমার ভাই রাম এক নারীর জন্য বধ করে।

তচ্চ সর্বং ময়া ক্ষান্তং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্।
অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা ময়া যূয়ং বিশেষতঃ॥ ১৫

'শুধু তাই নয়, সে রাবণের কুলও সংহার করেছে, আমি তবুও এসব সহ্য করেছিলাম। তোমাদের করা এইসব অপমান প্রত্যক্ষ করেও তোমাদের সবার প্রতি আমি বিশেষভাবে ক্ষমাভাবের পরিচয় দিয়েছি।

নিহতাশ্চ হি তে সর্বে পরিভূতাস্তৃণং যথা।
ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ যূয়ং চ পুরুষাধমাঃ॥ ১৬

'যেসব নরাধম অতীতে আমার সম্মুখীন হতে এসেছিল, তাদের সবাইকে আমি তৃণজ্ঞানে তিরস্কার করে মেরে ফেলেছি। ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরও এই দশা হবে এবং বর্তমানে আসা তোমার মত নরাধমও আমার হাতে মরবে।

তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্মতে।
তিষ্ঠ ত্বং চ মুহূর্তং তু যাবদায়ুধমানয়ে॥ ১৭

'দুর্মতে! তোমার যুদ্ধের ইচ্ছা আছে তো? আমি এখনই তোমাকে যুদ্ধের অবকাশ দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করো। ততক্ষণে আমি আমার অস্ত্র নিয়ে আসছি।

ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্।
তমুবাচাশু শত্রুঘ্নঃ ক্ব মে জীবন্ গমিষ্যসি॥ ১৮

'তোমাকে বধের জন্য আমার যেমন অস্ত্রের

প্রয়োজন, সেরূপ অস্ত্র আগে ঠিক করে নিই, তারপর যুদ্ধের সম্মুখীন হব।' একথা শুনে শত্রুঘ্ন তক্ষুনি বললেন—'এখন তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে কোথায় যাবে ?

স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মনা।
যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা প্রসরং শত্রবে দিশেৎ।
স হতো মন্দবুদ্ধিঃ স্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা॥ ১৯

'কোনো বুদ্ধিমান পুরুষের তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যে বিচলিত হয়ে শত্রুকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়, সেই মন্দবুদ্ধি পুরুষ কাপুরুষের মতো মারা পড়ে।

তস্মাৎ সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং
শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি।
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং
রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য॥ ২০

'সুতরাং রাক্ষস ! এখন তুমি এই জগৎকে শেষবারের মতো ভালোভাবে দেখে নাও। আমি নানা তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে এখনই তোমার মতো পাপীকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি, কারণ তুমি ত্রিলোকের এবং শ্রীরামেরও শত্রু।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৬৯)

শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ এবং লবণ-বধ

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ১

মহামনা শত্রুঘ্নের কথা শুনে লবণাসুরের অত্যন্ত ক্রোধ হয়, সে বলল—'ওরে ! দাঁড়াও, দাঁড়াও।'

পাণৌ পাণিং চ নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।
লবণো রঘুশার্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ॥ ২

সে হাতের ওপর হাত রগড়ে, দাঁত কিরমির করে রঘুকুলসিংহ শত্রুঘ্নকে বারংবার আহ্বান করতে লাগল।

তং ব্রুবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্।
শত্রুঘ্নো দেবশত্রুঘ্ন ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩

ভয়ংকর লবণকে এইরূপ বলতে দেখে দেবশত্রুদের বিনাশকারী শত্রুঘ্ন বললেন—

শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জিতাস্ত্বয়া।
তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্॥ ৪

'রাক্ষস ! তুমি যখন অন্য বীরেদের পরাজিত করেছিলে, তখন শত্রুঘ্নের জন্ম হয়নি। অতএব এখন আমার বাণের আঘাতে তুমি সোজা যমলোকের পথ ধরো।

ঋষয়োঽপ্যদ্য পাপাত্মন্ ময়া ত্বাং নিহতং রণে।
পশ্যন্তু বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিদশা ইব রাবণম্॥ ৫

'পাপাত্মন্ ! দেবতারা যেমন রাবণকে ধরাশায়ী হতে দেখেছিলেন, তেমনই বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ আজ রণভূমিতে আমার দ্বারা বধ করা তোমার মতো দুরাচারী রাক্ষসকে দেখবেন।

ত্বয়ি মদ্বাণনির্দগ্ধে পতিতেঽদ্য নিশাচর।
পুরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি॥ ৬

'নিশাচর ! আজ আমার বাণে দগ্ধ হয়ে তুমি যখন ধরণীতে পতিত হবে, তখন এই নগর ও জনপদে সকলেরই মঙ্গল হবে।

অদ্য মদ্বাহুনিষ্ক্রান্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ।
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ॥ ৭

'আজ আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত বজ্রসমান মুখবিশিষ্ট বাণ সেই ভাবে তোমার দেহে প্রবেশ করবে, যেভাবে সূর্যকিরণ কমলকোশে প্রবেশ করে।'

এবমুক্তো মহাবৃক্ষং লবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
শত্রুঘ্নোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতধাচ্ছিনৎ॥ ৮

শত্রুঘ্নের এই কথায় লবণাসুর ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায়

হয়ে গেল। সে এক বিশাল বৃক্ষ নিয়ে শত্রুঘ্নের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ছিল ; কিন্তু শত্রুঘ্ন সেটির শতটুকরো করে দিলেন।

তদ্ দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম রাক্ষসঃ পুনরেব তু।
পাদপান্ সুবহূন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নায়াসৃজদ্ বলী॥ ৯

সফল না হওয়ায় সেই বলবান রাক্ষস আবার অনেক বৃক্ষ এনে শত্রুঘ্নের ওপর পরপর আঘাত করতে থাকল।

শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্।
ত্রিভিশ্চতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্বভিঃ॥ ১০

শত্রুঘ্ন অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তিনি তাঁর দিকে আসা সেই বৃক্ষগুলির প্রত্যেকটিকে তিন-চারটি করে বাণের দ্বারা কেটে ফেলেন।

ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্ রাক্ষসোপরি।
শত্রুঘ্নো বীর্যসম্পন্নো বিব্যথে ন স রাক্ষসঃ॥ ১১

পরাক্রমী শত্রুঘ্ন তখন সেই রাক্ষসের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু সেই নিশাচর তাতে ব্যথিত বা বিচলিত হয়নি।

ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্যবান্।
শিরস্যভ্যহনচ্ছূরং স্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ॥ ১২

বল-বিক্রম সম্পন্ন লবণ হেসে এক বৃক্ষ তুলে শূরবীর শত্রুঘ্নের মাথায় আঘাত করল। সেই আঘাতে শত্রুঘ্নের সর্ব অঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ।
ঋষীণাং দেবসংঘানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা॥ ১৩

বীর শত্রুঘ্ন পড়ে যেতেই ঋষিগণ, দেবতাগণ, গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাগণ হাহাকার করে উঠলেন।

তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্।
রক্ষো লব্ধান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্॥ ১৪

নাপি শূলং প্রজগ্রাহ তং দৃষ্ট্বা ভুবি পাতিতম্।
ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তান্ ভক্ষান্ সমুদাবহৎ॥ ১৫

শত্রুঘ্নকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে লবণ ভাবল, তিনি মারা গেছেন, তাই সুযোগ পেয়েও লবণ নিজ গৃহেও যায়নি এবং শূলও নিয়ে আসেনি। তাঁকে ধরাশায়ী দেখে, মৃত মনে করে সে তার ভোজন সামগ্রী একত্র করতে লাগল।

মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু পুনস্তস্থৌ ধৃতায়ুধঃ।
শত্রুঘ্নো বৈ পুরদ্বারি ঋষিভিঃ সম্প্রপূজিতঃ॥ ১৬

ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রুঘ্নের চেতনা ফিরে এল। তিনি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নগর দ্বারে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঋষিগণ তখন তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ততো দিব্যমমোঘং তং জগ্রাহ শরমুত্তমম্।
জ্বলন্তং তেজসা ঘোরং পূরয়ন্তং দিশো দশ॥ ১৭

শত্রুঘ্ন তখন তাঁর দিব্য, অমোঘ এবং উত্তম বাণ হাতে নিলেন, যে বাণ ভয়ানক তেজে দশদিক ব্যাপ্ত করেছিল।

বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুমন্দরসন্নিভম্।
নতং পর্বসু সর্বেষু সংযুগেষ্বপরাজিতম্॥ ১৮

তার মুখ এবং বেগ ছিল বজ্রসমান। সেটি মেরু ও মন্দরাচলের সমান ভারী ছিল। তার গাঁট ছিল নীচে এবং সেটি কোনো যুদ্ধে অসফল হত না।

অসৃক্চন্দনদিগ্ধাঙ্গং চারুপত্রং পতৎত্রিণম্।
দানবেন্দ্রাচলেন্দ্রাণামসুরাণাং চ দারুণম্॥ ১৯

তার সর্ব অঙ্গ রক্তরূপী চন্দনে চর্চিত ছিল, পাখা ছিল অতি সুন্দর। সেই বাণ দানবরাজরূপ পর্বতরাজ ও অসুরদের জন্য ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর।

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতে।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি পরিত্রাসমুপাগমন্॥ ২০

প্রলয়কালে উপস্থিত হওয়া প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায় সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাই দেখে সর্বপ্রাণী ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

সদেবাসুরগন্ধর্বং মুনিভিঃ সাপ্সরোগণম্।
জগদ্ধি সর্বমস্বস্থং পিতামহমুপস্থিতম্॥ ২১

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ সহ সমস্ত জগৎ অস্বস্থ হয়ে শ্রীব্রহ্মার কাছে পৌঁছে যান।

উবাচ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্।
দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সংক্ষয়ং প্রতি॥ ২২

জগতের সেই প্রাণী বরপ্রদানকারী দেবদেবেশ্বর প্রপিতামহ শ্রীব্রহ্মাকে বলেন— 'ভগবন্ ! সমস্ত জগতের সংহারের সম্ভাবনায় দেবগণও ভয়ে বিহ্বল ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

কচ্চিল্লোকক্ষয়ো দেব সম্প্রাপ্তো বা যুগক্ষয়ঃ।
নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং চ ন শ্রুতং প্রপিতামহ॥ ২৩

'দেব ! লোক সংহার হয়ে যাবে না তো অথবা

প্রলয়কাল কি উপস্থিত হয়েছে ? প্রপিতামহ ! জগতের এমন অবস্থা আগে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি।'

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ভয়কারণমাচষ্ট দেবানামভয়ঙ্করঃ॥ ২৪

তাঁদের কথা শুনে দেবতাদের ভীতিদূরকারী লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা ভয়ের কারণ জানিয়ে বলেন—

উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং সর্বদেবতাঃ।
বধায় লবণস্যাজৌ শরঃ শত্রুঘ্নধারিতঃ॥ ২৫
তেজসা তস্য সম্মূঢ়াঃ সর্বে স্ম সুরসত্তমাঃ।

তিনি মধুর বাক্যে বলেন— 'সমগ্র দেবগণ ! আমার কথা শোন। শত্রুঘ্ন আজ যুদ্ধস্থলে লবণাসুরকে বধ করার জন্য যে বাণ হাতে নিয়েছে, আমরা সকলেই তার তেজে মোহিত হয়েছি। এইসব শ্রেষ্ঠ দেবতাও তাতে ভয় পেয়েছেন।

এষ পূর্বস্য দেবস্য লোককর্তুঃ সনাতনঃ॥ ২৬
শরস্তেজোময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাগতম্।

'পুত্রগণ ! এই তেজোময় সনাতন বাণ আদিপুরুষ লোককর্তা ভগবান বিষ্ণুর, যাতে তোমরা ভয় পেয়েছ।

এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ॥ ২৭
সৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থে দৈত্যয়োস্তয়োঃ।

'পরমাত্মা শ্রীহরি মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করার নিমিত্ত এই মহা বাণ সৃষ্টি করেছিলেন।

এক এব প্রজানাতি বিষ্ণুস্তেজোময়ং শরম্॥ ২৮
এষা এব তনুঃ পূর্বা বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ।

'ভগবান বিষ্ণুই এই তেজোময়ের কথা একমাত্র জানেন ; কারণ এই বাণ সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণুরই প্রাচীন মূর্তি।

ইতো গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা॥ ২৯
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্।

'এখন তোমরা ফিরে যাও এবং শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামনস্বী বীর শত্রুঘ্নের হাতে রাক্ষসপ্রবর লবণাসুরকে বধ হতে দেখো।'

তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ॥ ৩০
আজগ্মুর্যত্র যুধ্যেতে শত্রুঘ্নলবণাবুভৌ।

দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা সেই স্থানে এলেন, যেখানে শত্রুঘ্ন ও লবণাসুরের যুদ্ধ হচ্ছিল।

তং শরং দিব্যসংকাশং শত্রুঘ্নকরধারিতম্॥ ৩১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্।

শত্রুঘ্নের ধারণ করা সেই দিব্য বাণটি সকলেই দেখল। সেটি তখন প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল।

আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ॥ ৩২
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা দদর্শ লবণং পুনঃ।

আকাশে দেবগণের ভীড় দেখে রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করে লবণাসুরের দিকে তাকালেন।

আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা॥ ৩৩
লবণঃ ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।

পুনরায় মহাত্মা শত্রুঘ্নের আহ্বান শুনে লবণাসুর ক্রোধপূর্ণ হয়ে যুদ্ধের জন্য তাঁর সম্মুখীন হল।

আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ ধনুর্ধন্বিনাং বরঃ॥ ৩৪
স মুমোচ মহাবাণং লবণস্য মহোরসি।

তখন ধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন তাঁর ধনুক কান পর্যন্ত টেনে সেই মহাবাণ দ্বারা লবণাসুরের বিশাল বক্ষে আঘাত করলেন।

উরস্তস্য বিদার্যাশু প্রবিবেশ রসাতলম্॥ ৩৫
গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবুধপূজিতঃ।
পুনরেবাগমৎ তূর্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্॥ ৩৬

দেবপূজিত সেই বিশাল দিব্য বাণ তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ করে রসাতলে ঢুকে গেল এবং তখনই সেটি শত্রুঘ্নের কাছে ফিরে এল।

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ॥ ৩৭

শত্রুঘ্নের বাণে বিদীর্ণ হয়ে নিশাচর লবণ বজ্রাঘাতে আহত পর্বতের ন্যায় সহসা ধরণীতে পড়ে গেল।

তচ্চ শূলং মহদ্ দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ॥ ৩৮

লবণাসুর মারা যেতেই সেই দিব্য, মহাশূল সব দেবতার চোখের সামনে ভগবান রুদ্রের কাছে চলে গেল।

একেষুপাতেন ভয়ং নিপাত্য
লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ।
বিনির্বভাবুত্তমচাপবাণ-
স্তমঃ প্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ॥ ৩৯

এইভাবে উত্তম ধনুর্ধারী রঘুকুলের প্রমুখ বীর শত্রুঘ্ন

একটি বাণের আঘাতেই ত্রিলোকের ভয় বিনাশ করে, ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর করে সহস্র কিরণধারী সূর্যদেব যেমন প্রকাশিত হন সেইভাবে প্রকাশিত হতে লাগলেন।

ততো হি দেবা ঋষিপন্নগাশ্চ
প্রপূজিরে হ্যপ্সরসশ্চ সর্বাঃ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথেরবাপ্ত-
স্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ॥ ৪০

'সৌভাগ্যের বিষয় যে দশরথনন্দন শত্রুঘ্ন ভীতি ত্যাগ করে বিজয় লাভ করেন এবং সাপের মতো লবণাসুর বধ হয়েছে,—এই কথা বলে দেবতা, ঋষি, নাগ এবং সকল অপ্সরাগণ শ্রীশত্রুঘ্নের ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের উনসত্তর সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৯॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭০)

দেবগণের কাছে বর লাভ করে শত্রুঘ্নের মধুপুরীর স্থাপনা করে দ্বাদশ বর্ষ ধরে সেখান থেকে অতঃপর শ্রীরামের কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
ঊচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্॥ ১

লবণাসুর মারা যাওয়ার পর ইন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি দেবতা শত্রুদের সন্তাপদানকারী শত্রুঘ্নকে মধুর বাক্যে বললেন—

দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বৎস দিষ্ট্যা লবণরাক্ষসঃ।
হতঃ পুরুষশার্দূল বরং বরয় সুব্রত॥ ২

'বৎস ! সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি বিজয় প্রাপ্ত করেছ এবং লবণাসুর নিহত হয়েছে। উত্তম ব্রত পালনকারী পুরুষসিংহ ! তুমি বর প্রার্থনা করো।

বরদাস্তু মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ।
বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তুভ্যমমোঘং দর্শনং হি নঃ॥ ৩

'মহাবাহো ! আমরা সকলে তোমাকে বর দেবার জন্য এখানে এসেছি। আমরা তোমার বিজয় চাই। আমাদের দর্শন অমোঘ। (তাই তুমি কোনো বর চাও)'।

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রয়তাত্মবান্॥ ৪

দেবতাগণের কথা শুনে সংযত চিত্ত শূরবীর মহাবাহু শত্রুঘ্ন করযোড়ে মস্তক স্পর্শ করে বললেন—

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ॥ ৫

'দেবগণ ! দেবনির্মিত এই রমণীয় মধুপুরী শীঘ্রই মনোহর রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার কাছে এটিই শ্রেষ্ঠ বর।'

তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ॥ ৬

দেবতারা তখন রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্নকে প্রসন্ন হয়ে বললেন — 'খুব ভালো, তাই হোক। এই রমণীয় পুরী নিঃসন্দেহে শূর-বীর সৈন্য দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহুস্তদা।
শত্রুঘ্নোঽপি মহাতেজাস্তাং সেনাং সমুপানয়ৎ॥ ৭

একথা বলে মহামনস্বী দেবগণ স্বর্গে গমন করলেন। মহাতেজস্বী শত্রুঘ্নও গঙ্গাতট থেকে তাঁর সেনাদের ডেকে নিলেন।

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্।
নিবেশনং চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ॥ ৮

শত্রুঘ্নের আদেশে সেনারা শীঘ্রই চলে এল। শ্রাবণমাস থেকে শত্রুঘ্ন সেই পুরী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন।

সা পুরা দিব্যসংকাশা বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।
নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ॥ ৯

তখন থেকে বারো বছর ধরে সেই পুরী অর্থাৎ শূরসেন জনপদ পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়। সেখানে কোনো কিছুর ভীতি ছিল না। সেই দেশ নানা সুখ-সুবিধা সম্পন্ন ছিল।

ক্ষেত্রাণি সস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ।
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা॥ ১০

সেখানকার খেত চাষ-বাসে পরিপূর্ণ ছিল। ইন্দ্র সময়মতো বর্ষণ করতেন। শ্রীশত্রুঘ্নের বাহুবলে মধুপুরী সুরক্ষিত, নীরোগ এবং বীর পুরুষ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ।
চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা॥ ১১

সেই পুরী যমুনাতীরে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল এবং বহু সুন্দর গৃহ, চৌরাস্তা, বাজার এবং গলির দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেইস্থানে চার-বর্ণেরই মানুষ বসবাস করত এবং নানাপ্রকার ব্যবসা ও বাণিজ্য নগরীর শোভা বৃদ্ধি করত।

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ।
তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতাম্॥ ১২

লবণাসুর পূর্বে যে গৃহে বাস করত, সেই বিশাল গৃহ ছিল লবণাসুর নির্মিত। সেটির সংস্কার করে শত্রুঘ্ন নানাপ্রকার চিত্রে সুসজ্জিত করে তার শোভাবর্ধন করেন।

আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানাং সমন্ততঃ।
শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথান্যৈর্দৈবমানুষৈঃ॥ ১৩

নানা উদ্যান এবং ভ্রমণের স্থান সবদিক থেকে সেই পুরীকে সুশোভিত করেছিল। দেবতা ও মানুষ সম্বন্ধিত অন্য শোভনীয় পদার্থও নগরীর শোভাবৃদ্ধি করেছিল।

তাং পুরীং দিব্যসংকাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্।
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্॥ ১৪

নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত সেই নগরী নানা দেশ থেকে আগত বণিক গণের দ্বারা শোভা পেত।

তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুজঃ।
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ॥ ১৫

এই নগরীকে পূর্ণতঃ সমৃদ্ধিশালিনী দেখে ভরতানুজ শত্রুঘ্ন সফল মনোরথ হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্।
রামপাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে॥ ১৬

মধুরাপুরী স্থাপন করে কেন যে তাঁর মনে এই চিন্তা এল যে, অযোধ্যা থেকে আসার পর বারো বছর পার হয়ে গেল, এবার আমার সেখানে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল দর্শন করা উচিত।

ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং
নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্।
নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে
দধে মতিং রঘুকুলবংশবর্ধনঃ॥ ১৭

এইভাবে নানাপ্রকারের জনসমাগমে পরিপূর্ণ, দেবপুরীর সমান মনোহর মধুরাপুরী স্থাপন করে রঘুবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা শত্রুঘ্ন শ্রীরামের চরণ দর্শনের কথা ভাবলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সত্তর সর্গ সমাপ্ত॥ ৭০॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭১)

সৈন্যসহ শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় প্রস্থান, পথে বাল্মীকির আশ্রমে রামচরিত গান শুনে সকলের আশ্চর্য হওয়া

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চকমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ॥ ১

তারপর দ্বাদশ বর্ষে অল্পসংখ্যক সেবক ও সৈন্যসহ শ্রীশত্রুঘ্ন শ্রীরামপালিত অযোধ্যায় যাত্রা করার চিন্তা করলেন।

ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্ নিবর্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাং চ শতেন সঃ॥ ২

অতঃপর তিনি প্রধান মন্ত্রীগণ ও সেনাপতিদের পুরীর রক্ষার জন্য রেখে উত্তম অশ্ব ও শতরথ নিয়ে অযোধ্যার দিকে রওনা হলেন।

স গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বাল্মীকাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ॥ ৩

মহাযশস্বী রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন যাত্রার পথে সাত-আট স্থানে যাত্রার বিরতি দিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন।

সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং জগ্রাহ মুনিহস্ততঃ॥ ৪

পুরুষপ্রবর রঘুবীর শ্রীবাল্মীকির শ্রীচরণে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে পাদ্য-অর্ঘাদি আতিথ্য সৎকারের সামগ্রী গ্রহণ করেন।

বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ৫

মহর্ষি বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে নানাপ্রকার সুমধুর গাথা শোনালেন।

উবাচ চ মুনির্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।
সুদুষ্করং কৃতং কর্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া॥ ৬

পরে তিনি লবণবধের বিষয়ে বলেন—'লবণাসুরকে বধ করে তুমি এক অতি দুষ্কর কর্ম করেছ।

বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবলবাহনাঃ।
লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ॥ ৭

'সৌম্য ! মহাবাহো ! লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু মহাবলী নরপতি সেনা ও সওয়ারীসহ মারা গিয়েছে।

স ত্বয়া নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ।
জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা॥ ৮

'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই পাপী লবণাসুর তোমার হাতেই অনায়াসে মারা গিয়েছে। সেই কারণে জগতে যে ভয় ছড়িয়েছিল, তোমার প্রভাবে তা প্রশমিত হয়েছে।

রাবণস্য বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।
ইদং চ সুমহৎকর্ম ত্বয়া কৃতমযত্নতঃ॥ ৯

'বহু প্রয়াসে রাবণের বধ করা হয়েছিল, কিন্তু এই মহাকর্ম তুমি অনায়াসেই সিদ্ধ করেছ।

প্রীতিশ্চাস্মিন্ পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে।
ভূতানাং চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্॥ ১০

'লবণাসুর মারা যাওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। তুমি সমস্ত প্রাণীদের ও সর্ব জগতের প্রিয় কার্য করেছ।

তচ্চ যুদ্ধং ময়া দৃষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব॥ ১১

'নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তখন ইন্দ্রের সভায় ছিলাম। যখন সেই সভা, যুদ্ধ দেখতে বিমানে করে আসে, তখন দেবগণ, আমি সেখানেই তোমার ও লবণাসুরের যুদ্ধ ভালোভাবে দেখেছি।

মমাপি পরমা প্রীতির্হৃদি শত্রুঘ্ন বর্ততে।
উপাঘ্রাস্যামি তে মূর্ধ্নি স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ॥ ১২

'শত্রুঘ্ন ! আমার অন্তর তোমার জন্য প্রেমপূর্ণ হয়ে আছে, তাই আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করব। স্নেহের এই হল পরাকাষ্ঠা।'

ইত্যুক্ত্বা মূর্ধ্নি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামতিঃ।
আতিথ্যমকরোৎ তস্য যে চ তস্য পদানুগাঃ॥ ১৩

একথা বলে পরম বুদ্ধিমান বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মাথার আঘ্রাণ নিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের অতিথি-সৎকার করলেন।

স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্যমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথাক্রমম্॥ ১৪

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন সেখানে আহার করলেন এবং ক্রমশঃ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনা শুনলেন, যা গীতি-মাধুর্যে ছিল অত্যন্ত প্রিয় ও উত্তম।

তন্ত্রীলয়সমাযুক্তং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্।
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্॥ ১৫
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরা কৃতম্।

সেই সময় তিনি যে রামচরিত শুনতে পেলেন, তা আগেই কাব্যবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই কাব্য বীণা সহযোগে গীত হচ্ছিল। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা — এই তিন স্থানে মন্দ্র, মধ্যম এবং তার স্বরের ভেদে উচ্চারিত হচ্ছিল। সংস্কৃত ভাষাতে নির্মিত হয়ে ব্যাকরণ, ছন্দ, কাব্য এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের লক্ষণে সম্পন্ন ছিল এবং গানোচিত তালের সঙ্গে গীত হয়েছিল।

তান্যক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ॥ ১৬
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ।

সেই কাব্যের সমস্ত অক্ষর এবং বাক্য সত্য ঘটনা প্রতিপাদনকারী ছিল। সেই অদ্ভুত কাব্যগান শুনে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলধারা বহিতে লাগল।

স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ॥ ১৭
তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাশৃণোৎ।

তিনি দুঘণ্টা চেতনাহীন হয়ে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। সেই গানে তিনি অতীতের বিষয় বর্তমানের মতো শ্রবণ করলেন।

পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসম্পদম্॥ ১৮
অবাঙ্মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যাশ্চর্যমিতি চাব্রুবন্।

রাজা শত্রুঘ্নের সঙ্গী-সাথীগণও সেই কাব্যগান শুনে দীন ও নতমস্তক হয়ে বললেন — 'এ অত্যন্ত আশ্চর্য কথা'।

পরস্পরং চ যে তত্র সৈনিকাঃ সম্বভাষিরে॥ ১৯
কিমিদং ক্ব চ বর্তামঃ কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্।
অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টস্তমাশ্রমপদে পুনঃ॥ ২০

শত্রুঘ্নের যেসব সৈনা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও বলতে লাগল—'এ কী ব্যাপার ? আমরা কোথায় ? আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো ? যা আমরা পূর্বে দেখেছি, এই আশ্রমে সেটিই তদনুরূপ শুনছি।

শৃণুমঃ কিমিদং স্বপ্নে গীতবন্ধনমুত্তমম্।
বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্॥ ২১

'আমরা কি এই গীতিকাব্য স্বপ্নে শুনছি ? তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তারা শত্রুঘ্নকে বলল—

সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্।
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীৎ সর্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্॥ ২২
সৈনিকা ন ক্ষমোঽস্মাকং পরিপ্রষ্টুমিহেদৃশঃ।
আশ্চর্যাণি বহূনীহ ভবন্ত্যস্যাশ্রমে মুনেঃ॥ ২৩

'নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি মুনিবর বাল্মীকিকে এই বিষয়ে ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করুন।' শত্রুঘ্ন কৌতূহলী সেই সব সৈনিকদের বললেন — 'মুনিবর ! এই আশ্রমে এমন অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। সেই বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হবে না।

ন তু কৌতূহলাদ্ যুক্তমন্বেষ্টুং তং মহামুনিম্।
এবং তদ্ বাক্যমুক্ত্বা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং স্বং নিবেশং যযৌ তদা॥ ২৪

'কৌতূহলবশতঃ মহামুনি বাল্মীকির কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না।' নিজের সৈনিকদের এই কথা বলে রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে প্রণাম করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭২)

মহর্ষি বাল্মীকি থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীশত্রুঘ্নের অযোধ্যায় গিয়ে শ্রীরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সাত দিন সেখানে থেকে পুনরায় মধুপুরীতে প্রস্থান করা

স শয়ানং নরব্যাঘ্রং নিদ্রা নাভ্যাগমৎ তদা।
চিন্তয়ানমনেকার্থং রামগীতমনুত্তমম্॥ ১

শয়নকালে পুরুষসিংহ শত্রুঘ্ন সেই উত্তম শ্রীরামচরিত্র সম্বন্ধীয় গানের বিষয়ে নানাকথা ভাবতে লাগলেন। তাই বহুক্ষণ তাঁর নিদ্রা এল না।

তস্য শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাত্রির্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥ ২

বীণার লয়-সহ রামচরিত গানে সুমধুর শব্দ শুনে মহাত্মা শত্রুঘ্নের অবশেষ রজনী যেন শীঘ্রই অতিবাহিত হল।

তস্যাং রজন্যাং বুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকক্রমম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩

রাত্রি প্রভাত হলে পূর্বাহ্ণকালোচিত নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে শত্রুঘ্ন হাতজোড় করে মুনিবর বাল্মীকিকে বলেন—

ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্।
ত্বয়ানুজ্ঞাতুমিচ্ছামি সহৈভিঃ সংশিতব্রতৈঃ॥ ৪

'ভগবন্ ! এখন আমি রঘুকুলনন্দন শ্রীরঘুনাথের দর্শন পেতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে কঠিন ব্রতপালনকারী এই সঙ্গীদের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যেতে চাই।'

ইত্যেবংবাদিনং তং তু শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্।
বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ স রাঘবম্॥ ৫

এই কথা বলায় বাল্মীকি রঘুকুলভূষণ শত্রুসূদন শত্রুঘ্নকে হৃদয়ে ধারণ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য সুপ্রভম্।
অযোধ্যামগমৎ তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনঃ॥ ৬

শত্রুঘ্ন শ্রীরঘুনাথের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে প্রণাম করে এক সুন্দর দীপ্তিমান রথে চড়ে তৎক্ষণাৎ অযোধ্যার পথে রওনা হলেন।

স প্রবিষ্টঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ॥ ৭

ইক্ষ্বাকুলকে আনন্দিতকারী মহাবাহু শ্রীমান শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমেই রাজমহলে গেলেন, যেখানে মহাতেজস্বী শ্রীরাম বিরাজমান ছিলেন।

স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পশ্যন্নমরমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা॥ ৮
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ৯

সহস্রনেত্রধারী ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে আসীন হন, তেমনি পূর্ণচন্দ্রসম মনোহর মুখবিশিষ্ট ভগবান শ্রীরাম মন্ত্রীগণের মধ্যস্থলে বিরাজ করছিলেন। শত্রুঘ্ন স্বতেজে প্রজ্বলিত সত্যপরাক্রমী মহাত্মা শ্রীরামকে দেখে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললেন—

যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্বং তৎ কৃতবানহম্।
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাস্য নিবেশিতা॥ ১০

'মহারাজ ! আপনি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা সব আমি সম্পন্ন করেছি। পাপী লবণ মারা গেছে, তার পুরীও পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন।
নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ॥ ১১

'রঘুনন্দন ! আপনার দর্শন না পেয়ে এই দ্বাদশ বছর কোনো ভাবে অতিবাহিত হয়েছে ; কিন্তু নরেশ্বর ! আর বেশীদিন আপনার থেকে দূরে থাকার সাহস আমার নেই।

স মে প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্বামিতবিক্রম।
মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসাম্যহম্॥ ১২

'অমিত পরাক্রমী কাকুৎস্থ ! ছোট শিশু যেমন মায়ের থেকে আলাদা থাকতে পারে না, তেমনি আমিও চিরকাল আপনার থেকে দূরে থাকতে পারব না। অতএব আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

এবং ব্রুবাণং শত্রুঘ্নং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শূর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্॥ ১৩

এই কথা বলায় শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে হৃদয়ে ধারণ করে বলেন—'শূরবীর ! দুঃখ কোরো না। ক্ষত্রিয়দের এই প্রকার কাতর হওয়া ঠিক নয়।

নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব।
প্রজা চ পরিপাল্যা হি ক্ষাত্রধর্মেণ রাঘব॥ ১৪

'রঘুকুলভূষণ ! রাজাগণ বিদেশে থাকলেও দুঃখ পান না। রঘুবীর ! রাজার ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে প্রজাদের ভালোভাবে পালন করা উচিত।

কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্।
আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গন্তাসি চ পুরং তব॥ ১৫

'নরশ্রেষ্ঠ বীর ! মাঝে-মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অযোধ্যায় আসবে এবং পরে নিজের পুরীতে ফিরে যাবে।

মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং করণীয়ং চ রাজ্যস্য পরিপালনম্॥ ১৬

'নিঃসন্দেহে তুমিও আমার প্রাণের থেকে প্রিয়। কিন্তু রাজ্যপালন করাও আবশ্যক কর্তব্য।

তস্মাৎ ত্বং বস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ।
ঊর্ধ্বং গন্তাসি মধুরাং সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ১৭

তাই কাকুৎস্থ ! এখন সাতদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তারপর সেবক- সৈন্য এবং রথাদিসহ মধুপুরীতে ফিরে যাবে।'

রামস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং মনোঽনুগম্।
শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢমিত্যেব চাব্রবীৎ॥ ১৮

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা ধর্মযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনুকূল ছিল। তাই শুনে শত্রুঘ্ন শ্রীরামের বিচ্ছেদের ভয়ে দীনস্বরে বললেন — 'প্রভুর যেমন আদেশ'।

সপ্তরাত্রং চ কাকুৎস্থো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া।
উষ্য তত্র মহেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে॥ ১৯

শ্রীরঘুনাথের নির্দেশে মহাধনুর্ধর কাকুৎস্থকুলভূষণ শত্রুঘ্ন সাতদিন অযোধ্যায় থাকার পর সেখান থেকে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

আমন্ত্র্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
ভরতং লক্ষ্মণং চৈব মহারথমুপারুহৎ॥ ২০

সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম, ভরত এবং লক্ষ্মণের থেকে বিদায় গ্রহণ করে শত্রুঘ্ন এক বিশাল রথে আরোহণ করলেন।

দূরং পদ্‌ভ্যামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাশু পুরীং তদা॥ ২১

মহাত্মা লক্ষ্মণ এবং ভরত পদব্রজে তাঁকে বহুদূর পর্যন্ত অনুকরণ করলেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন রথে করে শীঘ্রই তাঁর রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বাহাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৩)

এক ব্রাহ্মণের তাঁর মৃত বালককে নিয়ে রাজদ্বারে আসা এবং রাজাকেই দোষী করে বিলাপ করা

প্রস্থাপ্য তু স শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্॥ ১

শত্রুঘ্নকে মধুরা পাঠিয়ে ভগবান শ্রীরাম ভরত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ধর্মপূর্বক রাজ্যপালনপূর্বক অত্যন্ত আনন্দে থাকতে লাগলেন।

ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জানপদো দ্বিজঃ।
মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ২

কিছুদিন পর জনপদে অবস্থানকারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে রাজদ্বারে আসেন।

রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহদুঃখসমন্বিতঃ।
অসকৃৎ পুত্রপুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৩

তিনি স্নেহ ও দুঃখে কাতর হয়ে নানাকথা বলে কাঁদছিলেন এবং বার বার 'পুত্র ! পুত্র !' বলে ডাক ছেড়ে বিলাপ করছিলেন।

কিং নু মে দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্।
যদহং পুত্রমেকং তু পশ্যামি নিধনং গতম্॥ ৪

'হায় ! আমি পূর্বজন্মে কী এমন পাপ করেছি, যেজন্য আজ আমার সামনেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যু দেখছি।

প্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক॥ ৫

'পুত্র! এখন তুমি বালক। যৌবনও পদার্পণ করোনি। শুধুমাত্র পাঁচ হাজার দিন[১] ছিল তোমার বয়স (তেরো বছর দশ মাস কুড়ি দিন)। এই পর্যন্ত থেকে দুঃখ দেবার জন্য তুমি এই অসময়ে কালের গহ্বরে চলে গেলে।

অল্পৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
অহং চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক॥ ৬

'বৎস ! তোমার শোকে আমি এবং তোমার মাতা দুজনেই কিছু দিনের মধ্যেই মারা যাব, এতে কোনো সংশয় নেই।

ন স্মরামানৃতং হ্যুক্তং ন চ হিংসাং স্মরাম্যহম্।
সর্বেষাং প্রাণিনাং পাপং ন স্মরামি কদাচন॥ ৭

'আমার স্মরণে নেই যে কখনও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বার হয়েছে। কাউকে হিংসা করেছি বা কোনো প্রাণীকে কখনও কষ্ট দিয়েছি।

কেনাদ্য দুষ্কৃতেনায়ং বাল এব মমাত্মজঃ।
অকৃত্বা পিতৃকার্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ৮

'তাহলে আজ কোন পাপে আমার এই পুত্র পিতৃকর্ম না করে এই বাল্যাবস্থাতেই যমরাজের গৃহে চলে গেল !

নেদৃশং দৃষ্টপূর্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্।
মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে হ্যয়ম্॥ ৯

'শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে অকাল-মৃত্যুর এমন ভয়ংকর ঘটনা আগে কখনও দেখিনি আর শুনিওনি।

রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
যথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ॥ ১০

'নিঃসন্দেহে শ্রীরামেরই কোনো মহা দুষ্কর্ম আছে, যাতে ওঁর রাজ্যে বাস করা বালকদের মৃত্যু হচ্ছে।

নহ্যন্যবিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুতো ভয়ম্।
স রাজঞ্জীবয়স্বৈনং বালং মৃত্যুবশং গতম্॥ ১১
রাজদ্বারি মরিষ্যামি পত্ন্যা সার্ধমনাথবৎ।
ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব॥ ১২

'অন্য রাজ্যে বাস করা বালকদের মৃত্যুভয় নেই ; সুতরাং রাজন্ ! মৃত এই বালককে জীবিত করে দিন, নাহলে আমি আমার পত্নীর সঙ্গে এই রাজদ্বারে অনাথের মতো প্রাণত্যাগ করব; এবং শ্রীরাম ! তখন ব্রহ্মহত্যার পাপ নিয়ে আপনি সুখী থাকুন।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যসি।
উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে তবাস্মিন্ সুমহাবল॥ ১৩

'মহাবলী নরেশ ! আমি আপনার রাজ্যে অত্যন্ত সুখে ছিলাম। এখন আপনি ভ্রাতাদের সঙ্গে দীর্ঘজীবী হোন।

ইদং তু পতিতং তস্মাৎ তব রাম বশে স্থিতান্।
কালস্য বশমাপন্নাঃ স্বল্পং হি নহি নঃ সুখম্॥ ১৪

'শ্রীরাম ! আপনার অধীনে থাকা আমাদের ওপর এই বালকের মৃত্যুরূপ দুঃখ সহসা উপস্থিত হয়েছে ফলে আমরাও কালের অধীন হয়ে পড়েছি ; আপনার এই রাজ্যে আমরা একটুও সুখ পাব না।

সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামং নাথমিহাসাদ্য বালান্তকরণং ধ্রুবম্॥ ১৫

'মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেশদের এই রাজ্য এখন অনাথ হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামকে প্রভুরূপে পেয়েও এখানে বালকের মৃত্যুর কোনো প্রতিকার নেই।

রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ।
অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ॥ ১৬

'রাজার দোষে যখন প্রজাদের বিধিমতো পালন হয় না ; তখনই প্রজাদের এইরূপ বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। রাজা দুরাচারী হলেও প্রজার অকালমৃত্যু হয়।

যদ্ বা পুরেষ্বযুক্তানি জনা জনপদেষু চ।
কুর্বতে ন চ রক্ষাস্তি তদা কালকৃতং ভয়ম্॥ ১৭

'অথবা নগর ও জনপদে অবস্থানকারী লোক যখন অনুচিতকর্ম ও পাপাচার করে এবং তাদের থেকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, তাদের অনুচিত কর্মে বাধা দেওয়া হয় না, তখনই দেশে প্রজা অকাল-মৃত্যুর ভয়ে গ্রসিত হয়।

---

[১]মূল শ্লোকে যে 'পঞ্চবর্ষসহস্রকম্' পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বর্ষ শব্দের অর্থ দিন বুঝতে হবে। যেমন '**সহস্রসংবৎসরং সত্রমুপাসিৎ**' ইত্যাদি বিধি-বাক্যে 'সংবৎসর' শব্দ দিবসের বাচক বলে মানা হয়।

সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুরে জনপদে চাপি তথা বালবধো হ্যয়ম্॥ ১৮

'সুতরাং এটা স্পষ্ট যে রাজার দ্বারাই রাজ্যে কোনোও অপরাধ হয়েছে ; তাই বালকের মৃত্যু হয়েছে, এতে কোনো সংশয় নেই।'

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপরুধ্য মুহুর্মুহুঃ।
রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগূহতি॥ ১৯

এইভাবে নানাবাক্যে বারংবার রাজার সম্মুখে নিজের দুঃখ নিবেদন করে, বারবার শোক সন্তপ্ত হয়ে মৃতপুত্রকে তুলে নিজের হৃদয়ে ধারণ করছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তিয়াত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৪)

নারদের শ্রীরামকে এক তপস্বী শূদ্রের অধর্মাচরণের ফলে ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যুর কারণ জানানো

**তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্।
শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্॥ ১**

মহারাজ শ্রীরাম সেই ব্রাহ্মণের এই রূপ দুঃখ ও শোকপূর্ণ করুণ ক্রন্দন শুনলেন।

**স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবং চ ভ্রাতৃংশ্চ সহ নৈগমান্॥ ২**

তিনি তার দুঃখে অত্যন্ত সন্তপ্ত হলেন এবং মন্ত্রীদের ডাকলেন। গুরু বশিষ্ঠ ও বামদেব এবং মহাজনসহ তাঁর ভাইদেরও আমন্ত্রণ জানালেন।

**ততো দ্বিজা বসিষ্ঠেন সার্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ।
রাজানং দেবসংকাশং বর্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্॥ ৩**

বশিষ্ঠের সঙ্গে আটজন ব্রাহ্মণ রাজসভায় প্রবেশ করে সেই দেবতুল্য রাজাকে বললেন — 'মহারাজ ! আপনার জয় হোক'।

**মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা॥ ৪**

সেই আটজনের নাম ছিল— মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম এবং নারদ।

**এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্বে আসনেষূপবেশিতাঃ।
মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫**

এইসকল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উত্তম আসনে বসানো হল। শ্রীরঘুনাথ সেখানে উপস্থিত সব মহর্ষিদের হাত জোড় করে প্রণাম করলেন এবং স্বয়ং আসন গ্রহণ করলেন।

**মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব যথার্হমনুকূলতঃ।
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্॥ ৬
রাঘবঃ সর্বমাচষ্টে দ্বিজোঽয়মুপরোধতে।**

পরে মন্ত্রী ও মহাজনদের সঙ্গে যথাযোগ্য শিষ্টাচার পালিত হল। তেজসম্পন্ন এই সব ব্যক্তি যথাস্থানে উপবেশন করলে শ্রীরঘুনাথ তাঁদের সব ঘটনা জানালেন এবং বললেন— 'এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে ধর্ণা দিয়েছেন'।

**তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ॥ ৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্।**

ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত মহারাজের কথা শুনে সকল ঋষিদের সামনে স্বয়ং নারদ এই শুভ কথা বলেন—

**শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বালস্য সংক্ষয়ঃ॥ ৮
শ্রুত্বা কর্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ্ব রঘুনন্দন।**

'রাজন্ ! যেকারণে এই বালকের অকাল মৃত্যু হয়েছে, তা বলছি, শুনুন। রঘুকুলনন্দন নরেশ ! আমার কথা শুনে যা উচিত হয় তাই করুন।

পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ॥ ৯
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।

'রাজন্ ! পূর্বকালে সত্যযুগে শুধু ব্রাহ্মণরাই তপস্বী হতেন। মহারাজ ! সেই সময় ব্রাহ্মণেতর মানুষ কোনো প্রকার তপস্যায় প্রবৃত্ত হতেন না।

তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে ত্বনাবৃতে॥ ১০
অমৃত্যবস্তদা সর্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।

'সেই যুগ তপস্যার তেজে প্রকাশিত হোত। তাতে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য থাকত। সেই সময় কোথাও অজ্ঞতা ছিল না। তাই সেই যুগের সব মানুষ অকাল-মৃত্যু রহিত এবং ত্রিকালদর্শী হতেন।

ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্॥ ১১
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্বেণ তপসান্বিতাঃ।

'সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হয়। এই যুগে সুদৃঢ় দেহ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য হয় এবং ক্ষত্রিয়গণও সেইপ্রকার তপস্যায় রত থাকেন।

বীর্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ পূর্বজন্মনি॥ ১২
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে।

'কিন্তু ত্রেতাযুগের মহাত্মা পুরুষদের তুলনায় সত্যযুগের লোক তপস্যা ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ তৎ সর্বং যৎ পূর্বমবরং চ যৎ॥ ১৩
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্যসমন্বিতম্।

'দুই যুগের মধ্যে পূর্ব যুগে (সত্যযুগে) যেখানে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় অপকৃষ্ট ছিলেন, ত্রেতাযুগে তাঁরা সমান শক্তিশালী হয়ে গেলেন।

অপশ্যন্তস্তু তে সর্বে বিশেষমধিকং ততঃ॥ ১৪
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্বর্ণ্যস্য সম্মতম্।

'তখন মনু ইত্যাদি সকল ধর্মপ্রবর্তকেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একের থেকে অন্যের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ও ন্যূনাধিকতা না দেখে সর্বলোকসম্মত চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্মভূতে হ্যনাবৃতে॥ ১৫
অধর্মঃ পাদমেকং তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে।
অধর্মেণ হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি॥ ১৬

'ত্রেতাযুগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম-প্রধান। তা ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হোত। ধর্মে বাধাপ্রদানকারী পাপ তখন ছিল না। এই যুগে অধর্ম ভূতলে তার এক পা স্থাপন করে। অধর্ম প্রবেশ করায় তখন লোকের মধ্যে তেজ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আমিষং যচ্চ পূর্বেষাং রাজসং চ মলং ভৃশম্।
অনৃতং নাম তদ্ ভূতং পাদেন পৃথিবীতলে॥ ১৭

'সত্যযুগে জীবিকা অর্জনের সাধন কৃষি ইত্যাদি রজোগুণমূলক কর্মকে 'অনৃত' বলা হোত এবং মলের ন্যায় অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল। সেই অনৃতই অধর্মের এক পদ হয়ে ত্রেতাযুগে এই ভূতলে স্থিত হয়।

অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্মতঃ।
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং পূর্বমায়ুষঃ পরিনিষ্ঠিতম্॥ ১৮

'এইরূপ অনৃত (অসত্য) রূপ এক পদকে ভূতলে স্থাপন করে ত্রেতায় অধর্ম সত্যযুগের অপেক্ষা আয়ুকে সীমিত করে দেয়।

পাতিতে ত্বনৃতে তস্মিন্নধর্মেণ মহীতলে।
শুভান্যেবাচরঁল্লোকঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ॥ ১৯

'পৃথিবীতে অধর্মের এই অনৃতরূপ পা স্থাপিত হওয়ায় সত্যধর্মপরায়ণ পুরুষগণ সেই অনৃতের কুপরিমাণ থেকে রক্ষা পাবার আশায় শুভকর্মের আচরণ করতে থাকেন।

ত্রেতাযুগে চ বর্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোঽতপ্যন্ত তে সর্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ॥ ২০

'কিন্তু ত্রেতাযুগে যেসব ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁরাই সর্বপ্রকারের তপস্যা করতেন। অন্য বর্ণের লোকেরা সেবাকার্য করতেন।

স্বধর্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাং চ সর্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ॥ ২১

'সেই চার বর্ণের মধ্যে বৈশ্য এবং শূদ্রগণ সেবারূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম স্বধর্মরূপে প্রাপ্ত হয় (বৈশ্য কৃষিকার্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যদের সেবা করতে থাকে, এবং) শূদ্র সকল বর্ণের অর্থাৎ বাকি তিন বর্ণের লোকেদের বিশেষরূপে আদর-আপ্যায়ণ, সম্মান, সৎকার আদি করতে থাকে।

এতস্মিন্নন্তরে তেষামধর্মে চানৃতে চ হ।

ততঃ পূর্বে পুনর্হ্রাসমগমদ্যুগসত্তম॥ ২২

'নৃপশ্রেষ্ঠ ! এরই মধ্যে যখন ত্রেতাযুগের অবসান হয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের অধর্মের এক-পাদরূপ অনৃত প্রাপ্তি হতে থাকে, তখন পূর্ববর্ণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ হ্রাস পেতে থাকে (কারণ ওই দুই বর্ণের মধ্যে অবশিষ্ট দুই বর্ণের সঙ্গে সংসর্গজনিত দোষ ঘটে)।

ততঃ পাদমধর্মস্য দ্বিতীয়মবতারয়ৎ।
ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত॥ ২৩

'তখন অধর্ম তার দ্বিতীয় চরণ পৃথিবীতে স্থাপিত করে। দ্বিতীয় চরণ স্থাপিত হওয়ায়, এই যুগের সংজ্ঞা হয় 'দ্বাপর'।

তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্তমানে যুগক্ষয়ে।
অধর্মশ্চানৃতং চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ॥ ২৪

'পুরুষোত্তম ! এই দ্বাপর যুগে অধর্মের দুই-চরণের আশ্রয়—অধর্ম ও অনৃত—উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বৈ তপ আবিশৎ॥ ২৫

'এই দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণও তপস্যারূপ কর্মে যুক্ত হয়। এইভাবে তিন যুগে তিন বর্ণই ক্রমশঃ তপস্যার অধিকার লাভ করে।

ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্মং যুগতস্তু নরর্ষভ॥ ২৬

'তিন যুগে তিন বর্ণের আশ্রিত হয়ে তপস্যারূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় ; কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ ! শূদ্রগণের এই তিন যুগেই তপস্যা রূপ ধর্মের অধিকার লাভ হয় না।

হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রয়োন্যাং হি তপশ্চর্যা কলৌ যুগে॥ ২৭

'নৃপশিরোমণি ! ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হবে, যখন হীন বর্ণের মানুষও ঘোর তপস্যা করবে। কলিযুগ এলে শূদ্রযোনিতে জন্মানো মনুষ্যগণের মধ্যেও তপশ্চর্যার প্রবৃত্তি হবে।

অধর্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ॥ ২৮
অদ্য তপ্যতি দুর্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।

'রাজন্ ! দ্বাপর যুগেও শূদ্রগণের তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়াকে ঘোর অধর্ম বলে মনে করা হয়। (তাহলে কলির ক্ষেত্রে তো কথা নেই)। আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্র ঘোর তপস্যা করছেন, সেই কারণেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে।

যো হ্যধর্মমকার্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু॥ ২৯
করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রং চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ॥ ৩০

'যদি কোনো দুর্বুদ্ধি মানুষ রাজ্য অথবা নগরে অধর্ম অথবা না করার যোগ্য কাজ করেন, তার কার্যে সেই রাজ্যে দারিদ্র নেমে আসে এবং সেই রাজা শীঘ্রই নরকে পতিত হন, এতে কোনো সংশয় নেই।

অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগং তু প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্॥ ৩১

'তেমনই যে রাজা ধর্মপূর্বক প্রজা পালন করেন তিনি প্রজার বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা এবং শুভ কর্মের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন।

ষড্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্।
স ত্বং পুরুষশার্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্॥ ৩২
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর।

'পুরুষসিংহ ! যিনি প্রজাদের শুভকর্মের ষষ্ঠ ভাগের উপভোক্তা হন, তিনি প্রজাদের কেন রক্ষা করবেন না ? সুতরাং আপনি অনুসন্ধান করুন এবং যদি কোথাও দুষ্কর্ম দেখা যায়, তাহলে সেই দুষ্কর্ম বন্ধ করার উপায় করুন।

এবং চেদ্ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ নৃণাং চায়ুর্বিবর্ধনম্।
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্॥ ৩৩

'নরশ্রেষ্ঠ ! এভাবে ধর্মের বৃদ্ধি হবে এবং মানুষদের আয়ু বর্ধিত হবে। সেই সঙ্গে এই বালকও নূতন জীবন লাভ করবে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চুয়াত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৫)

শ্রীরামের পুষ্পকবিমানে করে নিজ রাজ্যের নানা দিকে ঘুরে দুষ্কর্মের অনুসন্ধান করা, সর্বত্র সৎকর্ম দেখা, দক্ষিণদিকে এক শূদ্র তপস্বীর কাছে পৌঁছানো

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীনারদের এই অমৃতময় বাণীশুনে শ্রীরামচন্দ্র অপার আনন্দ লাভ করলেন, তিনি তখন লক্ষ্মণকে এই কথা বললেন—

গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত।
বালস্য চ শরীরং তৎ তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয়॥ ২
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্॥ ৩

'সৌম্য ! যাও ! উত্তম ব্রত পালনকারী এই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সান্ত্বনা দাও এবং তাঁর পুত্রকে উত্তম গন্ধ ও সুগন্ধযুক্ত তৈলপূর্ণ, পাত্রে ডুবিয়ে রেখে দাও এবং এমন ব্যবস্থা করো যাতে বালকের শরীর বিকৃত ও নষ্ট না হয়।

যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু॥ ৪

'শুভ কর্মকারী এই বালকের শরীর যাতে সুরক্ষিত থাকে, নষ্ট বা খণ্ডিত না হয়, তার ব্যবস্থা করো।'

এবং সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ॥ ৫

শুভ লক্ষণ লক্ষ্মণকে এই খবর দিয়ে মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ মনে মনে পুষ্পকের চিন্তা করে বললেন—'চলে এসো'।

ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ।
আজগাম মুহূর্তেন সমীপে রাঘবস্য বৈ॥ ৬

শ্রীরামের অভিপ্রায় বুঝে সুবর্ণভূষিত মুহূর্তমধ্যে পুষ্পকবিমান তাঁর কাছে এসে গেল।

সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ।
বশ্যস্তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ॥ ৭

উপস্থিত হয়ে নতমস্তকে বলল— 'নরেশ্বর ! আমি এসেছি। মহাবাহো ! আমি সর্বদা আপনার অধীনে থাকা কিঙ্কর এবং সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি।'

ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষীন্ স বিমানং সোঽধ্যারোহত॥ ৮

পুষ্পকবিমানের মনোহর বচন শুনে মহারাজ শ্রীরাম মহর্ষিদের প্রণাম করে বিমানে আরূঢ় হলেন।

ধনুর্গৃহীত্বা তূণী চ খড়্গং চ রুচিরপ্রভম্।
নিক্ষিপ্য নগরে বীরৌ সৌমিত্রিভরতাবুভৌ॥ ৯

তিনি ধনুক, বাণে ভর্তি দুটি তরকস এবং একটি ধারালো তরবারী হাতে নিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত— দুই ভ্রাতাকে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

প্রায়াৎ প্রতীচীং হরিতং বিচিন্বংশ্চ ততস্ততঃ।
উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবৃতাম্॥ ১০

শ্রীরাম প্রথমে এদিক-ওদিক খুঁজে পশ্চিম দিকে গেলেন। পরে হিমালয় পরিবৃত উত্তর দিকে গিয়ে পৌঁছালেন।

অপশ্যমানস্তত্রাপি স্বল্পমপ্যথ দুষ্কৃতম্।
পূর্বামপি দিশং সর্বামথাপশ্যন্নরাধিপঃ॥ ১১

ওই দুদিকে যখন কোথাও কোনো দুষ্কর্ম দেখা গেল না, তখন নরেশ্বর শ্রীরাম সমগ্র পূর্বদিকও নিরীক্ষণ করলেন।

প্রবিশুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্মলাম্।
পুষ্পকস্থো মহাবাহুস্তদাপশ্যন্নরাধিপঃ॥ ১২

পুষ্পকে বসে মহাবাহু রাজা শ্রীরাম সেখানেও শুদ্ধ সদাচার পালন হতে দেখেন, সেইদিকও দর্পণের মতো নির্মল ছিল।

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।
শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎসরঃ॥ ১৩

রাজর্ষিনন্দন রঘুনাথ তখন দক্ষিণ দিকে গেলেন। সেখানে শৈবাল পর্বতের উত্তরদিকে তিনি এক মহা সরোবর দেখলেন।

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমাঁল্লম্বমানমধোমুখম্॥ ১৪

সেই সরোবরের তীরে এক তপস্বী গভীর তপস্যা করছিলেন। তিনি মুখ নীচে করে বসেছিলেন। রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত॥ ১৫
কস্যাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্তসে দৃঢ়বিক্রম।
কৌতূহলাৎ ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথির্হ্যহম্॥ ১৬

তাই দেখে রাজা শ্রীরঘুনাথ উগ্র তপস্যাকারী সেই তপস্বীর কাছে এসে বললেন — 'উত্তম ব্রতপালনকারী তাপস ! তুমি ধন্য। তপস্যায় অতি সুদৃঢ় পরাক্রমী পুরুষ। তুমি কোন জাতিতে জন্ম নিয়েছ ? আমি দশরথ কুমার রাম, তোমার পরিচয় জানার কৌতূহলে একথা জিজ্ঞাসা করছি।

কোঽর্থো মনীষিতস্তুভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথবা।
বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্যন্যৈঃ সুদুশ্চরম্॥ ১৭

'তোমার কী বস্তু পাবার ইচ্ছা ? তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া ইষ্টদেবতার থেকে বররূপে তুমি কি পেতে চাও— স্বর্গ না অন্য কোন বস্তু ? এমন কী বস্তু, যার জন্য এই কঠোর তপস্যা করছ—যা অন্যের পক্ষে দুষ্কর ?

যমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস।
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জয়ঃ।
বৈশ্যস্তৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যবাগ্ ভব॥ ১৮

'তাপস ! যে বস্তুর জন্য তুমি তপস্যা করছ, আমি তা জানতে চাই। তাছাড়া তুমি এও বল যে তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জয় ক্ষত্রিয় ? তৃতীয় বর্ণের বৈশ্য না শূদ্র ? তোমার মঙ্গল হোক। ঠিক করে বলো।'

ইতোবমুক্তঃ স নরাধিপেন
অবাক্‌শিরা দাশরথায় তস্মৈ।
উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায়
যৎকারণং চৈব তপঃপ্রযত্নঃ॥ ১৯

মহারাজ শ্রীরাম একথা জিজ্ঞাসা করায়, সেই তপস্বী মাথা নত করে নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন শ্রীরামকে নিজ জাতির পরিচয় দেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা করছিলেন, তাও জানান।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পচাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৬)

শ্রীরামের দ্বারা শম্বূক বধ, দেবগণের দ্বারা তাঁর প্রশংসা, অগস্ত্যাশ্রমে অগস্ত্য দ্বারা তাঁর সৎকার এবং আভূষণ দান

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১

ক্লেশরহিত কর্মকারী ভগবান শ্রীরামের কথা শুনে মাথা নীচু করে বসা সেই তথাকথিত তপস্বী এই কথা বলেন—

শূদ্রয়োন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥ ২

'মহাযশস্বী শ্রীরাম ! আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হয়েছি এবং এই দেহ নিয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে দেবত্বপ্রাপ্তি করতে চাই। তাই এমন উগ্র তপ করছি।

ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বূকং নাম নামতঃ॥ ৩

'ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম ! আমি মিথ্যা বলি না। দেবলোক জয় করার ইচ্ছাতেই তপস্যায় রত হয়েছি। আপনি আমাকে শূদ্র বলে জানুন। আমার নাম শম্বূক'।

ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য কোশাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥ ৪

তিনি যখন এভাবে বলছিলেন, তখনই শ্রীরামচন্দ্র ধারালো তরবারী বার করে তাঁর মাথা কেটে নিলেন।

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসুর্মুহুর্মুহুঃ॥ ৫

সেই শূদ্র বধ হতেই ইন্দ্র ও অগ্নিসহ সব দেবতা 'ঠিক ঠিক' বলে ভগবান শ্রীরামের প্রশংসা করতে লাগলেন।

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্।
পুষ্পাণাং বায়ুমুক্তানাং সর্বতঃ প্রপপাত হ॥ ৬

সেই সময় তাঁর ওপর সবদিক থেকে বায়ুদেবতা হয়ে দিব্য এবং পরম সুগন্ধিত পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।

প্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্।
দেবকার্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে॥ ৭

দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সত্যপরাক্রমী শ্রীরামকে বললেন—'দেব ! মহামতে ! আপনি দেবতাদের কার্যই সম্পন্ন করেছেন।

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাঙ্ নহি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন॥ ৮

'শত্রুদমনকারী রঘুকুলনন্দন সৌম্য শ্রীরাম ! আপনার এই সৎকর্মের জন্যই এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গলোকে যেতে পারেনি। সুতরাং আপনার যা বর ইচ্ছা করেন, চেয়ে নিন'।

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্॥ ৯

দেবতাদের কথা শুনে সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম দুই হাত জোড় করে সহস্রনেত্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু।
দিশন্তু বরমেতং মে ঈপ্সিতং পরমং মম॥ ১০

'যদি দেবতারা আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে সেই ব্রাহ্মণপুত্র জীবিত হয়ে যাক। আমার কাছে সেটিই সব থেকে উত্তম ও অভীষ্ট বর। দেবতারা আমাকে এই বরই প্রদান করুন।

মমাপচারাদ্ বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ১১

'আমারই কোনো অপরাধে ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র পুত্র অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়েছে।

তং জীবয়ত ভদ্রং বো নানৃতং কর্তুমর্হথ।
দ্বিজস্য সংশ্রুতোঽর্থো মে জীবয়িষ্যামি তে সুতম্॥ ১২

'আমি ব্রাহ্মণের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে 'আমি আপনার পুত্রকে জীবিত করে দেব।' সুতরাং আপনাদের কল্যাণ হোক ; আপনারা ওই ব্রাহ্মণ বালককে জীবিত করে দিন। আমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।'

রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।
প্রত্যূচু রাঘবং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমন্বিতম্॥ ১৩

শ্রীরঘুনাথের কথা শুনে সেই বিবুধশিরোমণি দেবতা তাঁকে প্রসন্নতাপূর্বক বলেন—

নির্বৃতো ভব কাকুৎস্থ সোঽস্মিন্নহনি বালকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ॥ ১৪

'ককুৎস্থকুলভূষণ ! আপনি সন্তুষ্ট হোন ! সেই বালক পুনরায় জীবিত হয়ে গেছে এবং তার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

যস্মিন্ মুহূর্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোঽয়ং বিনিপাতিতঃ।
তস্মিন্ মুহূর্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত॥ ১৫

'কাকুৎস্থ ! যে মুহূর্তে আপনি ওই শূদ্রকে ধরাশায়ী করেছেন, সেই মুহূর্তেই সেই বালক বেঁচে উঠেছে।

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সাধু যাম নরর্ষভ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব॥ ১৬
তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাদ্যুতেঃ।
দ্বাদশং হি গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ॥ ১৭

'নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার কল্যাণ হোক। ভালো হোক। এখন আমরা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যাচ্ছি। রঘুনন্দন ! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শন করতে চাই। বারো বছর তিনি জলশয্যায় কাটিয়েছেন। এখন সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষির সেই জল-শয়ন সম্বন্ধী ব্রতের দীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্।
ত্বং চাপি গচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্॥ ১৮

'রঘুনন্দন ! তাই আমরা সেই মহর্ষিকে অভিনন্দন করতে যাব। আপনিও আমাদের সঙ্গে সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করতে চলুন'।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানং তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্॥ ১৯

'ঠিক আছে' বলে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম দেবতাদের সেখানে যাবার কথা দিয়ে সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে উঠলেন।

ততো দেবাঃ প্রযাতাস্তে বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ।
রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্॥ ২০

তখন দেবতারা বহুসংখ্যক বিমানে চড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। শ্রীরামও তখন তাঁদের সঙ্গে শীঘ্রই কুম্ভজ ঋষির তপোবনে রওনা হলেন।

দৃষ্ট্বা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ।
অর্চয়ামাস ধর্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ॥ ২১

দেবতাদের আসতে দেখে তপস্যার নিধি ধর্মাত্মা অগস্ত্য তাঁদের সকলের সমানভাবে পূজা করলেন।

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্।

জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ॥ ২২

তাঁর পূজা গ্রহণ করে, সেই মহামুনিকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই সব দেবতা অনুচরসহ মহানন্দে স্বর্গে গমন করলেন।

গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
ততোঽভিবাদয়ামাস অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥ ২৩

তাঁরা চলে গেলে শ্রীরঘুনাথ পুষ্পকবিমান থেকে নেমে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅগস্ত্যকে প্রণাম করলেন।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ॥ ২৪

নিজ তেজে প্রজ্বলিত হওয়া মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর থেকে উত্তম আতিথ্য লাভ করে নরেশ্বর শ্রীরাম আসন গ্রহণ করলেন।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাতপাঃ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব॥ ২৫

সেই সময় মহাতেজস্বী মহাতপস্বী কুম্ভজমুনি বলেন —'নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! আপনাকে স্বাগত। আপনি এখানে পদার্পণ করেছেন, আমার পক্ষে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।

ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।
অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি স্থিতঃ॥ ২৬

'মহারাজ শ্রীরাম ! বহু উত্তমগুণের জন্য আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি অত্যন্ত সম্মান রয়েছে। আপনি আমার সম্মানীয় অতিথি এবং সর্বদাই আমার মনে বাস করেন।

সুরা হি কথয়ন্তি ত্বামাগতং শূদ্রঘাতিনম্।
ব্রাহ্মণস্য তু ধর্মেণ ত্বয়া জীবাপিতঃ সুতঃ॥ ২৭

'দেবতারা বলছেন যে আপনি অধর্ম পরায়ণ শূদ্রকে বধ করে এসেছেন এবং ধর্ম বলে আপনি ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে জীবিত করে দিয়েছেন'।

উষ্যতাং চেহ রজনীং সকাশে মম রাঘব।
প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তাসি পুরমেব হি॥ ২৮
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ॥ ২৯

'রঘুনন্দন ! আজ রাতে আপনি আমার কাছে এই আশ্রমে বাস করুন। কাল প্রভাতে পুষ্পক বিমানে নগরে ফিরে যাবেন। আপনি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ। সারা জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আপনিই সমস্ত দেবতার প্রভু ও সনাতন পুরুষ।

ইদং চাভরণং সৌম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৩০

'সৌম্য ! এটি বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্য অলংকার, যা নিজ দিব্যরূপ ও তেজে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতিগৃহ্ণীষ কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।
দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে॥ ৩১

'ককুৎস্থকুলভূষণ ! আপনি এটি গ্রহণ করুন এবং আমার মঙ্গল করুন ; কারণ কারো দান করা বস্তু পুনরায় দান করলে মহা ফলের প্রাপ্তি বলা হয়েছে।

ভরণে হি ভবান্ শক্তঃ ফলানাং মহতামপি।
ত্বং হি শক্তস্তারয়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ॥ ৩২
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবৎ তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ।

'শুধু আপনিই এই অলংকার ধারণ করতে সমর্থ এবং সুবিশাল ফল দানের শক্তিও আপনার আছে। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই নরেশ্বর! এই ভূষণ আমি আপনাকেই দেব। আপনি বিধিপূর্বক এটি গ্রহণ করুন।'

অথোবাচ মহাত্মানমিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥ ৩৩
রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।
প্রতিগ্রহোঽয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ॥ ৩৪

তখন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং ইক্ষ্বাকুকুলের মহারথী বীর শ্রীরাম ক্ষত্রিয়ধর্মের বিচার করে মহাত্মা শ্রীঅগস্ত্যকে বললেন —'ভগবন্ ! দানগ্রহণের কাজ তো শুধু ব্রাহ্মণের জন্যই নিন্দাযোগ্য নয় বলা হয়েছে।

ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেৎ ততঃ।
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্ বক্তুমর্হসি।

'বিপ্রবর ! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তো প্রতিগ্রহ স্বীকার করা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলা হয়েছে। তাহলে ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহ-বিশেষ করে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দান কী করে গ্রহণ করবে ? কৃপা করে তা বলুন।'

এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহানৃষিঃ॥ ৩৬
আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে।
অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাণাং তু শতক্রতুঃ॥ ৩৭

শ্রীরাম একথা জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর

লেন— 'রঘুনন্দন ! প্রথমে ব্রহ্মাস্বরূপ সত্যযুগে সকল প্রজাই রাজাবিহীন ছিল, পরে ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজা করা হয়।

ততঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাদ্রবন্।
সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ॥ ৩৮
প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং নরপুঙ্গবম্।
যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধুতপাপাশ্চরেমহি॥ ৩৯

'তারপর সমস্ত প্রজাই দেবদেবেশ্বর ব্রহ্মার কাছে গিয়ে রাজার জন্য বলেন —'দেব ! আপনি ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজার পদে স্থাপন করেছেন। তেমনই আমাদের জন্যও কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষকে রাজা করে দিন, যাঁর পূজা করে আমরা পাপরহিত হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি।

ন বসামো বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ।
ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্॥ ৪০
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত।
ততো দদুর্লোকপালাঃ সর্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ॥ ৪১

'রাজাবিহীন হয়ে বসবাস করব না। এই হল আমাদের উত্তম সিদ্ধান্ত।' সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তখন সমস্ত লোকপালদের আহ্বান করে বললেন—'তোমরা সকলে তোমাদের তেজের এক এক ভাব দাও।' তখন সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের নিজ নিজ তেজের অংশ অর্পণ করলেন।

অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ।
তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ॥ ৪২

'সেই সময় শ্রীব্রহ্মার হাঁচি হয়, এবং তার থেকে ক্ষুপ নামক এক রাজা উৎপন্ন হন। শ্রীব্রহ্মা ওই রাজাকে লোকপালদের অর্পণ করা তেজের সমস্ত ভাগে সংযুক্ত করে দেন।

ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্।
তত্রৈন্দ্রেণ চ ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ॥ ৪৩

'তারপর তিনি ক্ষুপকেই ওই প্রজাগণেদের জন্য তাঁদের শাসক রাজারূপে সমর্পণ করেন। ক্ষুপ তখন রাজা হয়ে ইন্দ্র প্রদত্ত তেজভাগ দ্বারা পৃথিবী শাসন করেন।

বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ।
কৌবেরেণ তু ভাগেন বিত্তপাভাং দদৌ তদা॥ ৪৪
যস্তু যাম্যোঽভবদ্ ভাগস্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ।

'বরুণের তেজ ভাগ দিয়ে তিনি প্রজার শরীর পোষণ করতে থাকেন। কুবেরের তেজ ভাগদ্বারা তিনি তাদের ধনপতির আভা দেন এবং তাঁর মধ্যে যমরাজের যে তেজ-ভাগ ছিল, তার দ্বারা তিনি প্রজাগণ অপরাধ করলে তাদের দণ্ডদান করতেন।

তত্রৈন্দ্রেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন॥ ৪৫
প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে তারণার্থং মম প্রভো।

নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ! আপনিও রাজা হওয়ার কারণে সমস্ত লোকপালদের তেজ দ্বারা সম্পন্ন। অতএব প্রভু ! ইন্দ্র সম্বন্ধীয় তেজোভাগ দ্বারা আপনি আমাকে উদ্ধার করার জন্য এই অলংকার গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক।'

তদ্ রামঃ প্রতিজগ্রাহ মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৪৬
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্।
প্রতিগৃহ্য ততো রামস্তদাভরণমুত্তমম্॥ ৪৭
আগমং তস্য দীপ্তস্য প্রষ্টুমেবোপচক্রমে।

ভগবান শ্রীরাম তখন সেই মহাত্মা মুনি প্রদত্ত সূর্যের মতো দীপ্তিমান, দিব্য, বিচিত্র ও উত্তম আভূষণ গ্রহণ করে তার উপলব্ধির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অত্যদ্ভুতমিদং দিব্যং বপুষা যুক্তমদ্ভুতম্॥ ৪৮
কথং বা ভবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহৃতম্।
কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ॥ ৪৯
আশ্চর্যাণাং বহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্।

'মহাযশস্বী মুনে ! এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও দিব্য আকারযুক্ত আভূষণ আপনি কীভাবে লাভ করেছেন, এটিকে কে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে ? ব্রহ্মন্ ! আমি কৌতূহলী হয়ে এই কথা আপনার কাছে জানতে চাইছি ; কারণ আপনি অনেক আশ্চর্যের উত্তম নিধি।'

এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ৫০
শৃণু রাম যথাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে॥ ৫১

ককুৎস্থকুলভূষণ শ্রীরাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় মুনিবর শ্রীঅগস্ত্য বলেন— 'শ্রীরাম ! পূর্ব চতুর্যুগের ত্রেতা যুগে যা হয়েছিল, তা বলছি শুনুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছিয়াত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৭)

মহর্ষি শ্রীঅগস্ত্যের এক স্বর্গীয় পুরুষের শবভক্ষণের প্রসঙ্গ শোনানো

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্।
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জিতম্॥ ১

(শ্রী অগস্ত্য বললেন) 'শ্রীরাম ! প্রাচীন কালের ত্রেতাযুগের কথা, এক বিশাল জঙ্গল ছিল, তা ছিল চারদিকে শত যোজন ধরে বিস্তৃত, কিন্তু সেই বনে কোন পশু-পক্ষী ছিল না।

তস্মিন্ নির্মানুষেঽরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্।
অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদরণ্যমুপাগমম্॥ ২

'সৌম্য ! একান্তভাবে তপস্যা করার জন্য ঘুরে ঘুরে উপযুক্ত স্থানের খোঁজে আমি সেই নির্জন বনে গিয়েছিলাম।

তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং ন শশাক হ।
ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুরূপৈশ্চ পাদপৈঃ॥ ৩

'সেই বনের রূপ কত সুখদায়ক ছিল, তা জানাতে আমি অসমর্থ। সুখদায়ী স্বাদু ফল-মূল ও নানারূপ-রংয়ের বৃক্ষ তার শোভা বৃদ্ধি করছিল।

তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্॥ ৪

'সেই বনের মাঝে এক সরোবর ছিল, যা ছিল দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক-এক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে বহু সংখ্যক হাঁস, কারণ্ডব ইত্যাদি জলপক্ষী বিচরণ করছিল এবং চক্রবাকের জুড়ি তার শোভা বর্ধন করছিল।

পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্।
তদাশ্চর্যমিবাত্যর্থং সুখাস্বাদমনুত্তমম্॥ ৫

'তাতে পদ্ম ও উৎপল ছেয়ে থাকত। সেই পরম উত্তম সরোবর অত্যন্ত আশ্চর্যময় মনে হচ্ছিল। তার জলও ছিল অত্যন্ত সুখদ ও স্বাদু।

অরজস্কং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিগণাযুতম্।
তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদদ্ভুতমাশ্রমম্॥ ৬
পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জিতম্।

'তাতে কোনো কলুষ ছিল না, সেটি ছিল সর্বতোভাবে নির্মল। কেউ সেটি অতিক্রম করতে পারত না। সুন্দর পাখিরা তাতে সর্বদা কলরব করত। সেই সরোবরের কাছেই এক বিশাল অদ্ভুত এবং অতি পবিত্র পুরানো আশ্রম ছিল, যাতে একজনও তপস্বী ছিলেন না।

তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ॥ ৭
প্রভাতে কল্যমুত্থায় সরস্তদুপচক্রমে।

'পুরুষপ্রবর ! জ্যৈষ্ঠের রাতে আমি সেই আশ্রমে এক রাত অবস্থান করি এবং প্রভাতে উঠে স্নানাদির জন্য সরোবরের তীরে যেতে থাকি।

অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ ক্বচিৎ॥ ৮
তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্তোয়াশয়ে নৃপ।

'তখনই আমি একটি শব দেখতে পাই, যা হৃষ্ট-পুষ্ট এবং অত্যন্ত নির্মল ছিল। তাতে কোনো মালিন্য ছিল না। নরেশ্বর ! সেই জলাশয়ের তীরে শবটি অত্যন্ত শোভা সম্পন্ন হয়ে পড়ে ছিল।

তমর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্তং তত্র রাঘব॥ ৯
বিষ্ঠিতোঽস্মি সরস্তীরে কিং ন্বিদং স্যাদিতি প্রভো।

'প্রভো ! রঘুনন্দন ! আমি শবের বিষয়ে ভাবতে লাগলাম যে 'এটা কী ?' আমি কিছুক্ষণ সেই সরোবরের পাশে বসে রইলাম।

অথাপশ্যং মুহূর্তাৎ তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্॥ ১০
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্।
অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন॥ ১১
উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্।

'তখনই আমি সেখানে এক দিব্য, অদ্ভুত, অতি উত্তম, হংসযুক্ত ও মনসম বেগশালী একটি বিমান নামতে দেখি। রঘুনন্দন ! সেই বিমানে এক স্বর্গবাসী দেবতা বসেছিলেন, যিনি অত্যন্ত রূপবান ছিলেন। বীর ! সেখানে তাঁর সেবায় সহস্র-সহস্র অপ্সরা বসেছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন দিব্য অলংকারে ভূষিতা।

গায়ন্তি কাশ্চিদ্ রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ॥ ১২
মৃদঙ্গবীণাপণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ।
অপরাশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈর্মহাধনৈঃ॥ ১৩
দোধূয়ুর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাঃ।

'তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দর গান করছিলেন, অন্যেরা মৃদঙ্গ, বীণা ইত্যাদি বাজাচ্ছিলেন। অন্য বহু অপ্সরা নাচছিলেন এবং প্রফুল্ল কমলনয়না অন্য অপ্সরাগণ

স্বর্ণময়দণ্ড ভূষিত, চন্দ্রকিরণ সম উজ্জ্বল বহুমূল্য চামর দিয়ে সেই স্বর্গবাসী দেবতার মুখে হাওয়া করছিলেন।

ততঃ সিংহাসনং হিত্বা মেরুকূটমিবাংশুমান্॥ ১৪
পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য চ।
স শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন॥ ১৫

'রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম ! তারপর অংশুমালী সূর্য যেমন মেরু-পর্বতের শিখর ছেড়ে নীচে নামতে থাকেন, তেমনই ওই স্বর্গবাসী পুরুষ বিমান থেকে নেমে আমার সামনেই সেই শবকে ভক্ষণ করেন।

ততো ভুক্ত্বা যথাকামং মাংসং বহু সুপীবরম্।
অবতীর্য সরঃ স্বর্গী সংস্প্রষ্টুমুপচক্রমে॥ ১৬

'সেই সুপুষ্ট মাংস প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করে সেই স্বর্গীয় দেবতা সরোবরে নেমে হাত-মুখ ধুতে থাকলেন।

উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন।
আরোঢুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্॥ ১৭

'রঘুনন্দন ! উত্তমভাবে মুখ ধুয়ে-আচমণ করে সেই স্বর্গবাসী পুরুষ সেই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিমানে উঠতে প্রস্তুত হলেন।

তমহং দেবসংকাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ।
অথাহমব্রুবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ॥ ১৮

'পুরুষোত্তম ! সেই দেবতুল্য পুরুষকে বিমানে চড়তে দেখে আমি তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি।

কো ভবান্ দেবসংকাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ।
ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং বক্তুমর্হসি॥ ১৯

'সৌম্য ! দেবোপম পুরুষ ! আপনি কে এবং এই ঘৃণ্য আহার কেন গ্রহণ করছেন ? কষ্ট করে তা বলবেন ?

কস্য স্যাদীদৃশো ভাব আহারো দেবসম্মতঃ।
আশ্চর্যং বর্ততে সৌম্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
নাহমৌপয়িকং মন্যে তব ভক্ষ্যমিমং শবম্॥ ২০

'দেবতুল্য তেজস্বী পুরুষ ! এমন দিব্য স্বরূপ আর এরূপ ঘৃণ্য আহার কার হতে পারে ? সৌম্য ! আপনার মধ্যে এই দুটি আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ্য করছি, তাই আমি এর প্রকৃত রহস্য জানতে চাই, কারণ এই শব যে আপনার উপযুক্ত আহার, তা আমি মনে করি না।

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী
কৌতূহলাৎ সূনৃতয়া গিরা চ।
শ্রুত্বা চ বাক্যং মম সর্বমেতৎ
সর্বং তথা চাকথয়ন্মমেতি॥ ২১

'নরেশ্বর ! কৌতূহলবশতঃ আমি মিষ্ট বাক্যে সেই স্বর্গীয় পুরুষকে একথা জিজ্ঞাসা করি। আমার কথা শুনে তিনি তখন আমাকে সব কিছু খুলে বললেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সাতাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ (৭৮)

রাজা শ্বেতের শ্রীঅগস্ত্যকে তাঁর ঘৃণ্য আহার প্রাপ্তির কারণ জানাতে গিয়ে শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর বার্তা উপস্থিত করা এবং মহর্ষি অগস্ত্যকে দিব্য অলংকার দান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন॥ ১

(শ্রীঅগস্ত্য বলেন) —'রঘুকুলনন্দন রাম ! আমার সুন্দর কথা শুনে সেই স্বর্গীয় পুরুষ হাত জোড় করে একথা বললেন—

শৃণু ব্রহ্মন্ পুরা বৃত্তং মমৈতৎ সুখদুঃখয়োঃ।
অনতিক্রমণীয়ং চ যথা পৃচ্ছসি মাং দ্বিজ॥ ২

'ব্রহ্মন্ ! আপনি যা জিজ্ঞাস করছেন, সেটি হল অলংঘনীয় আমার সুখ-দুঃখের কারণ, যা পূর্বকালে ঘটেছিল। সেটি আপনাকে জানাচ্ছি, শুনুন।

পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ।
সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্॥ ৩

'পূর্বকালে আমার মহাযশস্বী পিতা বিদর্ভ দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সুদেব। তিনি ছিলেন ত্রিলোকে বিখ্যাত পরাক্রমী।

তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ॥ ৪

'ব্রহ্মন্! তাঁর দুই পত্নী ছিলেন, যাঁদের গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হয়। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলাম। আমি শ্বেত নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম, আমার কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম হল সুরথ।

ততঃ পিতরি স্বর্যাতে পৌরা মামভ্যষেচয়ন্।
তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্যং চ সুসমাহিতঃ॥ ৫

'পিতা স্বর্গলোকে গেলে পুরবাসীরা রাজার পদে আমার অভিষেক করেন। আমি সাবধানে ধর্মের অনুকূলে রাজ্য পালন করতে থাকি।

এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সুব্রত।
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ॥ ৬

'উত্তমব্রত পালনকারী ব্রহ্মর্ষে! এই ভাবে ধর্মপূর্বক প্রজারক্ষা ও রাজ্যশাসন করে আমার এক সহস্র বছর অতিক্রান্ত হল।

সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ বিজ্ঞাতায়ুর্দ্বিজোত্তম।
কালধর্মং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগমম্॥ ৭

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একসময় কোনও এক উপলক্ষণে আমি আমার আয়ুর অবধি জানতে পারি এবং মৃত্যুতিথি স্মরণে রেখে তখনই বনে প্রস্থান করি।

সোঽহং বনমিদং দুর্গং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্।
তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টোঽস্মি সমীপে সরসঃ শুভে॥ ৮

'আমি এই দুর্গম বনে, যেখানে না পশু, না পক্ষী। বনে প্রবেশ করে আমি এই সরোবরের তীরে তপস্যা করতে মনস্থ করি।

ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে অভিষিচ্য মহীপতিম্।
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্॥ ৯

'আমার ভাই সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করে এই সরোবরের কাছে এসে আমি দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করি।

সোঽহং বর্ষসহস্রাণি তপস্ত্রীণি মহাবনে।
তপ্ত্বা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্॥ ১০

'এই বিশাল বনে তিন হাজার বছর ধরে অতি দুষ্কর তপস্যা করে আমি পরম উত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করি।

তস্যোমে স্বর্গভূতস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম।
বাধেতে পরমোদার ততোঽহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পরম উদার মহর্ষে! ব্রহ্মলোকে গেলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিত, ফলে আমার সমগ্র ইন্দ্রিয় ব্যথিত হত।

গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুবাচ হ।
ভগবন্ ব্রহ্মলোকোঽয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জিতঃ॥ ১২
কস্যায়ং কর্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো হ্যহম্।
আহারঃ কশ্চ মে দেব তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১৩

'একদিন আমি ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতা ভগবান শ্রীব্রহ্মাকে বলি—'ভগবন্! এই ব্রহ্মলোক তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিত, কিন্তু এখানেও ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। এ আমার কোন কর্মের ফল? দেব! পিতামহ! আমার আহার কী? আমাকে তা বলুন।'

পিতামহস্তু মামাহ তবাহারঃ সুদেবজ।
স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ॥ ১৪

'তা শুনে শ্রীব্রহ্মা বলেন — 'সুদেবনন্দন! মর্ত্যলোকে স্থিত নিজের শরীরের সুস্বাদু মাংসই রোজ খাবে। সেই হবে তোমার আহার।

স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্বতা তপ উত্তমম্।
অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিন্মহামতে॥ ১৫

'শ্বেত! তুমি উত্তম তপস্যা করে শুধু নিজ শরীরেরই পোষণ করেছ। দানরূপী বীজ বপন না করলে, কিছুই সঞ্চিত হয় না—কোনো ভোজ্য পদার্থ উপলব্ধ হয় না।

দত্তং ন তেঽস্তি সূক্ষ্মোঽপি তপ এব নিষেবসে।
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া॥ ১৬

'তুমি দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের জন্য কখনও কিছু দান করেছ, এমন দেখা যায় না। তুমি শুধু তপস্যাই করেছ। বৎস! তাই ব্রহ্মলোকে এসেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছ।

স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।
ভক্ষয়িত্বামৃতরসং তেন বৃত্তির্ভবিষ্যতি॥ ১৭

'নানাপ্রকার আহারে ভালোভাবে পোষিত হওয়া তোমার পরম উত্তম শরীর অমৃতরসে যুক্ত। তাই সেটি ভক্ষণ করলে তোমার ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হবে।

যদা তু তদ্বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স মহানৃষিঃ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্ বিমোক্ষ্যসে॥ ১৮

'শ্বেত ! ওই বনে যখন দুর্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য পদার্পণ করবেন, তখন তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করবে।

স হি তারয়িতুং সৌম্য শক্তঃ সুরগণানপি।
কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্॥ ১৯

'সৌম্য ! মহাবাহো ! তিনি দেবতাদেরও উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই ক্ষুধা-পিপাসায় বশীভূত তোমার মতো পুরুষকে সংকট থেকে মুক্ত করা তাঁর কাছে কোনো বড় ব্যাপার নয়'।

সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্।
আহারং গর্হিতং কুর্মি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম॥ ২০

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দেবাদিদেব ভগবান ব্রহ্মার এই আশ্বাস শুনে আমি নিজ শরীরেরই এই ঘৃণ্য আহার গ্রহণ করতে থাকি।

বহূন্ বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া।
ক্ষয়ং নাভ্যেতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা॥ ২১

'ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মর্ষে ! বহুবছর ধরে ভক্ষিত এই শরীর নষ্ট হয় না এবং এর দ্বারা পূর্ণতঃ তৃপ্ত হয়ে থাকি।

তস্য মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদস্মাদ্ বিমোক্ষয়।
অন্যেষাং ন গতির্হ্যত্র কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্॥ ২২

'মুনে ! আমি এভাবে সংকটগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছি। আপনি আমার দৃষ্টিতে এসে পড়েছেন, অতএব এই কষ্ট থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি ব্রহ্মর্ষি কুম্ভজ ব্যতীত অন্য কেউ এই নির্জন বনে পৌঁছতে পারে না (অতএব আপনি নিশ্চয়ই কুম্ভযোনি অগস্ত্যই হবেন)।

ইদমাভরণং সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম।
প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ২৩

'সৌম্য ! বিপ্রবর ! আপনার কল্যাণ হোক। আমার উদ্ধার করার জন্য আপনি আমার এই আভূষণের দান গ্রহণ করুন এবং আপনার কৃপাপ্রসাদ যেন আমি লাভ করি।

ইদং তাবৎ সুবর্ণং চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ ব্রহ্মর্ষে দদাত্যাভরণানি চ॥ ২৪

'ব্রহ্মন্ ! এই দিব্য আভূষণ সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভোজ্য, ভক্ষ এবং অন্য নানাপ্রকারের আভরণও প্রদান করে থাকে।

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।
তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ২৫

'মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই আভূষণের মাধ্যমে আমি সমস্ত কামনা (মনোবাঞ্ছিত পদার্থ) এবং ভোগসামগ্রীও আপনাকে প্রদান করছি। ভগবন্ ! আপনি কৃপাপূর্বক আমার উদ্ধার করুন।'

তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্।
তারণায়োপজগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্॥ ২৬

'স্বর্গীয় রাজার এই দুঃখপূর্ণ কথা শুনে আমি তাঁকে উদ্ধার করার জন্য সেই উত্তম আভূষণ গ্রহণ করি।

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে।
মানুষঃ পূর্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ॥ ২৭

'আমি যেমনই সেই শুভ আভূষণের দান গ্রহণ করি, তখনই রাজর্ষি শ্বেতের সেই পূর্ব শরীর (শব) অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রণষ্টে তু শরীরেঽসৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবং সুখম্॥ ২৮

'সেই শব অদৃশ্য হলে রাজর্ষি শ্বেত পরমানন্দে তৃপ্ত হয়ে প্রসন্নমনে সুখময় ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম।
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্॥ ২৯

'কাকুৎস্থ ! সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা শ্বেত ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে সেই অদ্ভুত দর্শন দিব্য আভূষণ আমাকে দান করেছিলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আটাত্তরতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৮॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ (৭৯)

ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা দণ্ডের রাজ্যের বর্ণনা

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ।
গৌরবাদ্ বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে॥ ১

মুনিবর অগস্ত্যের এই অদ্ভুত কথা শুনে শ্রীরঘুনাথের মনে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় এবং তিনি বিস্মিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

ভগবংস্তদ্ বনং ঘোরং তপস্তপ্যতি যত্র সঃ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা কথং তদমৃগদ্বিজম্॥ ২

ভগবন্! এই ভয়ংকর বন, যেখানে বিদর্ভদেশের রাজা শ্বেত ঘোর তপস্যা করতেন, পশু-পক্ষী রহিত হয়েছিল কেন?

তদ্ বনং স কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জিতম্।
তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৩

'বিদর্ভরাজ সেই নির্জন বনে কেন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন? আমি তা যথার্থভাবে শুনতে চাই।'

রামস্য বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
বাক্যং পরমতেজস্বী বক্তুমেবোপচক্রমে॥ ৪

শ্রীরামের কৌতূহলযুক্ত কথা শুনে সেই পরম তেজস্বী মহর্ষি পুনরায় বলতে লাগলেন—

পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুঃ কুলনন্দনঃ॥ ৫

'শ্রীরাম! পূর্বের সত্যযুগের কথা, দণ্ডধারী রাজা মনু এই ভূতল শাসন করতেন। তাঁর এক শ্রেষ্ঠ পুত্র ছিল, নাম হল ইক্ষ্বাকু। রাজকুমার ইক্ষ্বাকু তাঁর কুলকে আনন্দে ভরে রাখতেন।

তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি দুর্জয়ম্।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কর্তেত্যুবাচ তম্॥ ৬

'নিজের জ্যেষ্ঠ এবং দুর্জয় পুত্রকে পৃথিবীর রাজ্যে স্থাপিত করে মনু তাঁকে বললেন— 'পুত্র! তুমি ভূতলে রাজবংশ সৃষ্টি করো'।

তথৈব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব।
ততঃ পরমসন্তুষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ॥ ৭

'রঘুনন্দন! পুত্র ইক্ষ্বাকু পিতার সম্মুখে তাই করার প্রতিজ্ঞা করলেন। তাতে মনু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রকে বললেন—

প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্তা চাসি ন সংশয়ঃ।
দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডমকারণে॥ ৮

'পরম উদার পুত্র! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি যে রাজবংশের সৃষ্টি করবে, তাতে সংশয় নেই। তুমি দণ্ডের দ্বারা দুষ্ট দমন করে প্রজাদের রক্ষা করবে। কিন্তু বিনা অপরাধে কাউকে দণ্ড দেবে না।

অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ।
স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্॥ ৯

'অপরাধী মানুষদের ওপর যে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, সেই বিধিপূর্বক প্রদত্ত দণ্ড রাজাকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয়।

তস্মাদ্ দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক।
ধর্মো হি পরমো লোকে কুর্বতস্তে ভবিষ্যতি॥ ১০

'তাই মহাবাহু পুত্র! তুমি উচিতভাবে দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য যত্নশীল থাকবে। তাহলে তুমি সংসারে পরমধর্ম লাভ করবে।'

ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ১১

'এইভাবে পুত্রকে নানাপ্রকার আদেশ দিয়ে মনু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বর্গে—সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন।

প্রয়াতে ত্রিদিবং তস্মিন্নিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ।
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ১২

'তিনি ব্রহ্মলোক নিবাসী হয়ে গেলে অমিত তেজস্বী রাজা ইক্ষ্বাকু চিন্তাগ্রস্ত হলেন এই ভেবে যে আমি কীভাবে পুত্র উৎপন্ন করব?

কর্মভির্বহুরূপৈশ্চ তৈস্তৈর্মনুসুতস্তদা।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা শতং দেবসুতোপমান্॥ ১৩

'তখন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ নানাকর্ম দ্বারা ধর্মাত্মা ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র উৎপন্ন হল, যাঁরা দেবকুমারদের সমান তেজস্বী ছিলেন।

তেষামবরজস্তাত সর্বেষাং রঘুনন্দন।
মূঢ়শ্চাকৃতবিদ্যশ্চ ন শুশ্রূষতি পূর্বজান্॥ ১৪

'তাত রঘুনন্দন! তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি ছিলেন মূঢ় ও বিদ্যাহীন, তাই তিনি বড়

ভাইদের সেবা করতেন না।

নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽল্পমেধসঃ।
অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেঽস্য ভবিষ্যতি॥ ১৫

'এ শারীরিকভাবে অবশ্যই দণ্ডের ভাগী হবে, এই ভেবে পিতা সেই মন্দবুদ্ধি পুত্রের নাম রাখলেন দণ্ড।

অপশ্যমানস্তং দেশং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব।
বিন্ধ্যশৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যং প্রাদাদরিন্দম॥ ১৬

'শ্রীরাম ! শত্রুদমন নরেশ ! সেই পুত্রের জন্য উপযুক্ত কোন প্রতিকূল স্থান দেখতে না পেয়ে রাজা তাঁকে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যের রাজ্য অর্পণ করেন।

স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্ রম্যে পর্বতরোধসি।
পুরং চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্॥ ১৭

'শ্রীরাম ! দণ্ড পর্বতের সেই রমণীয় প্রান্তের রাজা হলেন। তিনি সেখানে নিজের থাকার জন্য এক অতি উত্তম ও অনুপম নগর নির্মাণ করেন।

পুরস্য চাকরোন্নাম মধুমন্তমিতি প্রভো।
পুরোহিতং তূশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্॥ ১৮

'প্রভো ! তিনি সেই নগরের নাম রাখেন মধুমন্ত এবং উত্তমব্রত পালনকারী শুক্রাচার্যকে পুরোহিত করেন?

এবং স রাজা তদ্ রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ।
প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি॥ ১৯

'এইভাবে স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় ভূতলেও রাজা দণ্ড পুরোহিতের সঙ্গে সবল-সুস্থ মানুষে পূর্ণ এই রাজ্য পালন করতে আরম্ভ করেন।

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
সার্ধং চ তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহান্মহাত্মা
শক্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ॥ ২০

'সেই সময় মহামনস্বী মহারাজকুমার, মহান রাজা দণ্ড শুক্রাচার্যের পরামর্শে নিজ রাজ্যকে সেইভাবে পালন করতে লাগলেন, যেভাবে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে থেকে স্বর্গ রাজ্য পালন করেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊনআশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৯॥

অশীতিতমঃ সর্গঃ (৮০)

রাজা দণ্ডের ভার্গব-কন্যাকে বলাৎকার

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ।
অস্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে॥ ১

মহর্ষি কুম্ভজ শ্রীরামকে এইসব কথা বলে এর অবশিষ্ট অংশ এইভাবে বলতে লাগলেন।

ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণায়ুতম্।
অকরোৎ তত্র দান্তাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ২

'কাকুৎস্থ ! রাজা দণ্ড তারপর মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে বহু বছর রাজত্ব করেন।

অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্ রাজা ভার্গবমাশ্রমম্।
রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রে মাসি মনোরমে॥ ৩

'তারপর কোনো এক সময়ে মনোরম চৈত্রমাসে রাজা শুক্রাচার্যের রমণীয় আশ্রমে তাঁর আগমন হয়।

তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্॥ ৪

'সেখানে শুক্রাচার্যের অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা, ভূতলে যাঁর রূপের কোনো তুলনা নেই, বনপ্রান্তে বিচরণকালে দণ্ড তাঁকে দেখতে পেলেন।

স দৃষ্ট্বা তাং সুদুর্মেধা অনঙ্গশরপীড়িতঃ।
অভিগম্য সুসংবিগ্নাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ॥ ৫

'তাঁকে দেখেই সেই অতি মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, কামদেবের বাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা দণ্ড সেই ভীত কন্যাকে বললেন—

কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য বাসি সুতা শুভে।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং শুভাননে॥ ৬

'সুশ্রোণি ! তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং শুভে ! তুমি কার পুত্রী ? শুভাননে ! আমি কামদেব দ্বারা পীড়িত, তাই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি।'

তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং ত্বিদম্॥ ৭

'মোহে উন্মত্ত হয়ে সেই কামপীড়িত রাজা যখন এইরূপ জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন ভৃগুকন্যা বিনয় সহকারে তাঁকে এই উত্তর দিলেন—

ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্॥ ৮

'রাজেন্দ্র ! তোমার জানা উচিত যে আমি পুণ্যকর্মা শুক্রদেবতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমার নাম অরজা। আমি এই আশ্রমে বাস করি।

মা মাং স্পৃশ বলাদ্ রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্।
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বং চ শিষ্যো মহাত্মনঃ॥ ৯

'রাজন্ ! বলপূর্বক আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি পিতার অধীনে থাকা কুমারী কন্যা। রাজেন্দ্র ! আমার পিতা তোমার গুরু এবং তুমি তার শিষ্য।

ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ।
যদি বান্যন্ময়া কার্যং ধর্মদৃষ্টেন সৎপথা॥ ১০
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্।
অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্॥ ১১

'নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি মহাতপস্বী। কুপিত হলে তিনি তোমাকে ঘোর বিপদে ফেলতে পারেন। যদি আমার থেকে তোমার কাজের প্রয়োজন থাকে (অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে তোমার পত্নী করতে চাও) তাহলে ধর্মশাস্ত্রপথে গিয়ে আমার মহাতেজস্বী পিতার থেকে আমাকে চেয়ে নাও। নাহলে স্বেচ্ছাচারের ফলে তোমাকে ভয়ানক ফল ভোগ করতে হবে।

ক্রোধেন হি পিতা মেহসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ।
দাস্যতে চানবদ্যাঙ্গ তব মা যাচিতঃ পিতা॥ ১২

'আমার পিতা তাঁর ক্রোধাগ্নিতে সমগ্র ত্রিলোক দগ্ধ করতে পারেন ; অতএব সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট নরেশ ! বলপ্রয়োগ কোরো না। তুমি চাইলে পিতা আমাকে অবশ্যই তোমার হাতে সমর্পণ করবেন।'

এবং ব্রুবাণামরজাং দণ্ডঃ কামবশং গতঃ।
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্॥ ১৩

'অরজা যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন কামের অধীন হয়ে দণ্ড মদোন্মত্ত হয়ে দুহাত জোড় করে নিজের মাথার ওপর রেখে বললেন—

প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমর্হসি।
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্যন্তে বরাননে॥ ১৪

'সুন্দরী ! কৃপা করো ! সময় নষ্ট কোরো না। বরাননে ! তোমার জন্য আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্।
ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ভজমানং সুবিহ্বলম্॥ ১৫

'তোমাকে পাবার পর যদি আমার মৃত্যু হয় অথবা আমার অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্তি হয়, তাতেও কোনো চিন্তা নেই। ভীরু ! আমি তোমার ভক্ত। অত্যন্ত ব্যাকুল আমাকে—এই সেবককে স্বীকার করো।'

এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য বলাদ্ বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে॥ ১৬

'এই বলে সেই বলশালী নরেশ ভার্গব-কন্যাকে বলপূর্বক দুই হাতে ধরে নিলেন। কন্যাটি তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট্ করতে লাগলেন, তা সত্ত্বেও ইচ্ছানুসারে তার সঙ্গে সমাগম করলেন।

তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্।
নগরং প্রয়য়াবাশু মধুমন্তমনুত্তমম্॥ ১৭

'সেই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ংকর অনর্থ করে দণ্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর উত্তম নগর মধুমন্তে চলে গেলেন।

অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমস্যাবিদূরতঃ।
প্রতীক্ষতে সুসংত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্॥ ১৮

'অরজা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমের কাছে তাঁর দেবতুল্য পিতার পথ চেয়ে বসে রইলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮১)

শুক্রের অভিশাপে সপরিবার রাজা দণ্ড এবং তাঁর রাজ্যের বিনাশ

স মুহূর্তাদুপশ্রুত্য দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্তঃ সন্ন্যবর্তত॥ ১

স্বল্প পরেই কোনো শিষ্যের কাছ থেকে অরজার ওপর বলাৎকারের কথা শুনে অমিত তেজস্বী মহর্ষি শুক্র ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে শিষ্য পরিবৃত হয়ে নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন।

সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্।
জ্যোৎস্নামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রত্যূষে ন বিরাজতীম্॥ ২

তিনি দেখলেন অরজা দুঃখিত চিত্তে কাঁদছে। তার দেহ ধূলায় ধূসরিত এবং সে প্রভাতের রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের শোভাহীন চাঁদনীর মতো সুশোভিত নয়।

তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ।
নির্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ শিষ্যাংশ্চৈতদুবাচ হ॥ ৩

তাই দেখে বিশেষ করে ক্ষুধায় পীড়িত থাকায় দেবর্ষি শুক্রের ক্রোধ বেড়ে গেল, তিনি যেন ত্রিলোক দগ্ধ করার ন্যায় শিষ্যদের বললেন—

পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ।
বিপত্তিং ঘোরসংকাশাং ক্রুদ্ধাদগ্নিশিখামিব॥ ৪

'দেখো, আমি কুপিত হয়ে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণকারী অজ্ঞানী রাজা দণ্ডকে অগ্নি-শিখার মতো কী ভয়ানক দুরবস্থা করি !

ক্ষয়োঽস্য দুর্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ।
যঃ প্রদীপ্তাং হুতাশস্য শিখাং বৈ স্প্রষ্টুমর্হতি॥ ৫

'সেবকসহ এই দুর্বুদ্ধি এবং দুরাত্মা রাজার বিনাশের সময় এসে গেছে, যে জ্বলন্ত আগুনের জ্বালাকে আলিঙ্গন করতে চায়।

যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্মণঃ॥ ৬

'ওই দুর্বুদ্ধি যখন এইরূপ ভয়ানক পাপ করেছে, তখন তাকে এই পাপকর্মের ফল অবশ্যই পেতে হবে।

সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সপুত্রবলবাহনঃ।
পাপকর্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ॥ ৭

'পাপকর্ম আচরণকারী ওই দুর্বুদ্ধি নরেশ সাত রাতের মধ্যেই পুত্র, সৈন্য ও দলবলসহ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্মতেঃ।
ধক্ষ্যতে পাংসুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ॥ ৮

'মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন এই রাজার রাজ্য — যা সবদিক থেকে শত যোজন লম্বা ও চওড়া, দেবরাজ ইন্দ্র সেটিকে ভীষণ ধূলা বর্ষণ করে বিনাশ করবেন।

সর্বসত্ত্বানি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
মহতা পাংসুবর্ষেণ বিলয়ং সর্বতোঽগমন্॥ ৯

'এখানে যেসব জীব-জন্তু বসবাস করে, এই ভীষণ ধূলি বর্ষণে সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।

দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সর্বং সমুচ্ছ্রয়ম্।
পাংসুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি॥ ১০

'দণ্ডের রাজ্য যতদূর প্রসারিত, সেই স্থানের সমস্ত চরাচর প্রাণী সাত রাত্রি ধরে ধূলোর বর্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাবে'।

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমাশ্রমনিবাসিনম্।
জনং জনপদান্তেষু স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ॥ ১১

'ক্রোধে চক্ষুলাল করে শুক্র সেই আশ্রমে বাসকারী লোকদের বললেন— 'দণ্ডের রাজ্যসীমার শেষে যে দেশ আছে, তাতে গিয়ে বাস করো।'

শ্রুত্বা তূশনসো বাক্যং সোঽশ্রমাবসথো জনঃ।
নিষ্ক্রান্তো বিষয়াৎ তস্মাৎ স্থানং চক্রেঽথ বাহ্যতঃ॥ ১২

'শুক্রাচার্যের কথা শুনে আশ্রমবাসী মানুষেরা সেই রাজ্য থেকে বেরিয়ে, সীমার বাইরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

স তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।
ইহৈব বস দুর্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা॥ ১৩

'আশ্রমবাসী মুনিদের এই কথা বলে শুক্রাচার্য অরজাকে বললেন— 'মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে ! তুমি এই আশ্রমে পরমাত্মার ধ্যানে মন একাগ্র করে বাস করো।

ইদং যোজনপর্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্।
অরজে বিজ্বরা ভুঙ্ক্ষ্ব কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্॥ ১৪

'অরজে ! এখানে যে এক যোজন বিস্তৃত সুন্দর জলাশয় আছে, তুমি নিশ্চিন্তে তা উপভোগ করো আর নিজের অপরাধ নিবৃত্তির জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করতে

থাকো।

ত্বৎসমীপে চ যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি তাং নিশাম্।
অবধ্যাঃ পাংসুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিত্যদা॥ ১৫

'যেসব জীব ওই সকল রাত্রে তোমার কাছে থাকবে, তারা কখনও ধূলার বর্ষণে মারা পড়বে না— সর্বদা বিরাজ করবে'।

শ্রুত্বা নিয়োগং ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশদুঃখিতা॥ ১৬

'ব্রহ্মর্ষির আদেশ শুনে ভৃগুকন্যা অরজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেও পিতাকে বললেন—'ঠিক আছে'।

ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসমন্যত্র সমকারয়ৎ।
তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সভৃত্যবলবাহনম্॥ ১৭
সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা।

'এই কথা বলে শুক্র অন্য রাজ্যে গিয়ে বাস করলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদীর কথা অনুসারে রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সেবক, সেনা ও সওয়ারীসহ সাতদিনে ভস্ম হয়ে গেল।

তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিন্ধ্যশৈবলয়োর্নৃপ॥ ১৮
শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্ম্যে সহিতে কৃতে।
ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে॥ ১৯

'নরেশ্বর ! দণ্ডের রাজ্য ছিল বিন্ধ্য এবং শৈবলগিরির মধ্যস্থলে। কাকুৎস্থ ! ধর্মযুগ কৃতযুগে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করায় ওই ব্রহ্মর্ষি রাজা এবং তাঁর দেশকে শাপ প্রদান করেন। তখন থেকে সেই ভূভাগ দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়।

তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতোঽভবৎ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব॥ ২০

'তপস্বিগণ এই স্থানে এসে বসতি করেন ; তাই এর নাম হয় জনস্থান। রঘুনন্দন ! আপনি যে বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেসব আমি আপনাকে শোনালাম।

সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ততে।
এতে মহর্ষয়ঃ সর্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ॥ ২১
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র আদিত্যং পর্যুপাসতে।

'বীর ! এখন সান্ধ্য উপাসনার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। পুরুষসিংহ ! এইসব মহর্ষিগণ চারিদিক থেকে সমবেত হয়ে স্নান সমাপন করে কলসীভরা জল নিয়ে সূর্যদেবের উপাসনা করছেন।

স তৈর্ব্রাহ্মণমভ্যস্তং সহিতৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
রবিরস্তংগতো রাম গচ্ছোদকমুপস্পৃশ॥ ২২

'শ্রীরাম ! সূর্যদেব এখানে একত্রিত এই উত্তম ব্রহ্মবিদ্‌দের দ্বারা পঠিত ব্রাহ্মণমন্ত্রাদি শুনে এবং সেই রূপে পূজা পেয়ে অস্তাচলে গমন করেছেন। এবার আপনিও যান এবং আচমন ও স্নানাদি সমাপন করুন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাশীতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮২)

শ্রীরামের অগস্ত্য-আশ্রম থেকে অযোধ্যাপুরী ফেরা

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্।
উপাক্রমৎ সরঃ পুণ্যমপ্সরোগণসেবিতম্॥ ১

ঋষির আদেশে শ্রীরামচন্দ্র সান্ধ্য উপাসনা করার জন্য অপ্সরাগণ সেবিত সেই সরোবরের তীরে এলেন।

তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
আশ্রমং প্রাবিশদ্ রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ॥ ২

সেখানে আচমন ও সন্ধ্যা উপসনা করে শ্রীরাম পুনরায় মহাত্মা কুম্ভজের আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

তস্যাগস্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্।
শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকল্পয়ৎ॥ ৩

শ্রীঅগস্ত্য তাঁর আহারের জন্য নানাগুণসমৃদ্ধ কন্দ, মূল, জরাবস্থা নিবারণকার দিব্য ঔষধি, পবিত্র ভাত ইত্যাদি অর্পণ করেন।

স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ॥ ৪

নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম অমৃততুল্য সেই স্বাদু আহার গ্রহণ করে পরম তৃপ্ত ও প্রসন্ন হয়ে সেই রাত্রি সন্তোষপূর্বক অতিবাহিত করলেন।

প্রভাতে কাল্যমুত্থায় কৃত্বাহহ্নিকমরিন্দমঃ।
ঋষিং সমুপচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ॥ ৫

প্রভাত হলে শত্রুদমনকারী রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম নিত্যকর্ম করে সেখান থেকে যাওয়ার জন্য মহর্ষির কাছে গেলেন।

অভিবাদ্যাব্রবীদ্ রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্।
আপৃচ্ছে স্বাং পুরীং গন্তুং মামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ৬

সেখানে মহর্ষি কুম্ভজকে প্রণাম করে শ্রীরাম বলেন—'মহর্ষে ! এবার আমি নিজ পুরীতে যাওয়ার জন্য আপনার আদেশ প্রার্থনা করি। কৃপা করে আমায় আদেশ দিন।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ।
দ্রষ্টুং চৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ॥ ৭

'মহাত্মা আপনাকে দর্শন করে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হয়েছি। নিজেকে পবিত্র করার জন্য পুনরায় আপনাকে দর্শনের জন্য আসব।'

তথা বদতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্মনেত্রস্তপোধনঃ॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র এই অদ্ভুত কথা বলায় ধর্মচক্ষু তপোধন শ্রীঅগস্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—

অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনঃ সর্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন॥ ৯

'শ্রীরাম ! আপনার এই সুন্দর বচন অত্যন্ত অদ্ভুত। রঘুনন্দন ! আপনিই তো সমস্ত প্রাণীদের পবিত্রকারী।

মুহূর্তমপি রাম ত্বাং যেঽনুপশ্যন্তি কেচন।
পাবিতাঃ স্বর্গভূতাশ্চ পূজ্যাস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ॥ ১০

'শ্রীরাম ! যে কেউ এক মুহূর্তের জন্য আপনার দর্শন লাভ করে, সে পবিত্র, স্বর্গের অধিকারী এবং দেবতাদেরও পূজনীয় হয়।

যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভুবি।
হতাস্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ॥ ১১

'এই ভূতলে যে প্রাণী আপনাকে ক্রুর দৃষ্টিতে দেখে, সে যমরাজের দণ্ড দ্বারা পীড়িত হয়ে তখনই নরক গমন করে।

ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্বদেহিনাম্।
ভুবি ত্বাং কথয়ন্তো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘব॥ ১২

'রঘুশ্রেষ্ঠ ! এমন মাহাত্ম্যশালী আপনি যে সমস্ত দেহধারীদের পবিত্রকারী। রঘুনন্দন ! পৃথিবীতে যাঁরা আপনার গুণ গাথা কীর্তন করেন তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন।

ত্বং গচ্ছারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্॥ ১৩

'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গমন করুন। আপনার পথে কোথাও কোন ভয় না থাকে ! আপনি ধর্মপূর্বক রাজ্যশাসন করুন ; কারণ আপনিই জগতের পরম আশ্রয়'।

এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।
অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমৃষিং সত্যশীলিনম্॥ ১৪

মুনি একথা বলায় বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরাম দুহাত তুলে হাত জোড় করে সেই সত্যশীল মহর্ষিকে প্রণাম করলেন।

অভিবাদ্য ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ সর্বাংস্তপোধনান্।
অধ্যারোহৎ তদব্যগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্॥ ১৫

এইভাবে মুনিবর অগস্ত্য এবং অন্য সব তপোধন ঋষিদের যথোচিত অভিবাদন করে তিনি কোনো ব্যগ্রতা না দেখিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করলেন।

তং প্রয়ান্তং মুনিগণা আশীর্বাদৈঃ সমন্ততঃ।
অপূজয়ন্ মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ॥ ১৬

যেমন দেবতা সহস্রনেত্র ধারী ইন্দ্রের পূজা করেন, তেমনই যাত্রার সময় সেই মহেন্দ্রতুল্য তেজস্বী শ্রীরামকে ঋষিগণ সর্বভাবে আশীর্বাদ করলেন।

খস্থঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে।
শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে॥ ১৭

সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পকবিমানে আকাশে অবস্থিত শ্রীরামকে বর্ষাকালের মেঘের নিকটবর্তী চন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

ততোঽর্ধদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ।
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষামবাতরৎ॥ ১৮

তারপর স্থানে স্থানে সম্মান পেয়ে শ্রীরঘুনাথ

মধ্যাহ্নকালে অযোধ্যায় পৌঁছে মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন।

ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্।
বিসর্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্বস্তি তেঽস্তিতি চ প্রভুঃ॥ ১৯

তারপরে ইচ্ছামতো চালিত সেই সুন্দর পুষ্পক-বিমানকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে ভগবান তাকে বললেন —'এবার তুমি প্রস্থান করো। তোমার কল্যাণ হোক'।

কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ।
লক্ষ্মণং ভরতং চৈব গত্বা তৌ লঘুবিক্রমৌ।
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাপয়ত মা চিরম্॥ ২০

তখন শ্রীরাম দ্বারে দণ্ডায়মান দ্বারপালকে শীঘ্র ডেকে বললেন — 'তুমি এখনই গিয়ে শীঘ্র পরাক্রমী ভরত ও লক্ষ্মণকে আমার আগমনের সংবাদ দাও এবং তাঁদের শীঘ্র ডেকে আনো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিরাশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৩)

ভরতের কথায় শ্রীরামের রাজসূয়-যজ্ঞ করার চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ১

ক্লেশরহিত কর্মকারী শ্রীরামের কথা শুনে দ্বারপাল কুমার ভরত এবং লক্ষ্মণকে ডেকে এনে শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত করালেন।

দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ।
পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২

ভরত ও লক্ষ্মণকে আসতে দেখে রঘুকুলতিলক শ্রীরাম দুই ভ্রাতাকে হৃদয়ে জড়িয়ে বললেন—

কৃতং ময়া যথা তথ্যং দ্বিজকার্যমনুত্তমম্।
ধর্মসেতুমথো ভূয়ঃ কর্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ॥ ৩

'রঘুবংশী রাজকুমারগণ ! আমি ব্রাহ্মণের সেই পরম উত্তম কাজ যথাবৎ সম্পন্ন করেছি। এখন আমি পুনরায় রাজধর্মের চরম সীমারূপ-রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চাই।

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্মসেতুর্মতো মম।
ধর্মপ্রবচনং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৪

'আমার বিচারে ধর্মসেতু (রাজসূয়) অক্ষয় এবং অবিনাশী ফলদাতা এবং এটি ধর্মের পোষক এবং সর্ব পাপ বিনাশকারী।

যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্।
সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্মস্তু শাশ্বতঃ॥ ৫

'তোমরা দুজনে আমার আত্মা ; তাই আমার ইচ্ছা তোমাদের সঙ্গে এই উত্তম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা; কারণ তাতে রাজার শাশ্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
সুহুতেন সুযজ্ঞেন বরুণত্বমুপাগমৎ॥ ৬

'শত্রুদের সংহারকারী মিত্রদেবতা উত্তম আহুতি যুক্ত রাজসূয় নামক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মার যজন করে বরুণের পদ লাভ করেছিলেন।

সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্মেণ ধর্মবিৎ।
প্রাপ্তশ্চ সর্বলোকেষু কীর্তিং স্থানং চ শাশ্বতম্॥ ৭

'ধর্মজ্ঞ সোম-দেবতা ধর্মপূর্বক রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সমগ্র লোকে কীর্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত করেছেন।

অস্মিন্নহনি যচ্ছ্রেয়শ্চিন্ত্যতাং তন্ময়া সহ।
হিতং চায়তিযুক্তং চ প্রযতৌ বক্তুমর্হথঃ॥ ৮

'অতএব আজকে আমার সঙ্গে বসে তোমরা চিন্তা করো যে, আমাদের পক্ষে কোন কর্ম লোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হবে ! সংযতচিত্তে তোমরা দুজন এই বিষয়ে

আমাকে পরামর্শ দাও।'

শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৯

শ্রীরঘুনাথের বক্তব্য শুনে বাক্‌বিশারদ শ্রীভরত হাত জোড় করে এই কথা বললেন—

ত্বয়ি ধর্মঃ পরঃ সাধো ত্বয়ি সর্বা বসুন্ধরা।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম॥ ১০

'সাধো! অমিত পরাক্রমী মহাবাহো! আপনার মধ্যে উত্তম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমগ্র পৃথিবী আপনার ওপরেই আধারিত এবং আপনার মধ্যেই যশের প্রতিষ্ঠা।

মহীপালাশ্চ সর্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ।
নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্॥ ১১

'দেবতারা যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকেই মহাত্মা এবং লোকনাথ মনে করেন, তেমনই আমরা এবং সমস্ত ভূপাল আপনাকেই মহাপুরুষ এবং সমগ্র লোকের প্রভু বলে মান্য করি—সেই দৃষ্টিতেই আপনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি।

পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্ রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল।
পৃথিব্যাং গতিভূতোঽসি প্রাণিনামপি রাঘব॥ ১২

'রাজন্! মহাবলী রঘুনন্দন! পুত্র যেমনভাবে পিতার দিকে চেয়ে থাকে, সমস্ত রাজাদেরও আপনার প্রতি সেইরূপভাব। আপনিই সমগ্র পৃথিবী ও সম্পূর্ণ প্রাণীদের আশ্রয়।

স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্তাসি কথং নৃপ।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে॥ ১৩

'নরেশ্বর! তাহলে আপনি এমন যজ্ঞ কীভাবে করতে পারেন, যাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ।
সর্বেষাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্বকোপজঃ॥ ১৪

'রাজন্! এই পৃথিবীতে যত উদ্যমী পুরুষ রয়েছেন, তাঁদের সকলের সবাকার কোপে ওই যজ্ঞে সংহার হয়ে যাবে।

স ত্বং পুরুষশার্দূল গুণৈরতুলবিক্রম।
পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ততে॥ ১৫

'পুরুষসিংহ! অতুল পরাক্রমী বীর! আপনার সদ্‌গুণের কারণে সমগ্র জগৎ আপনার বশীভূত। আপনার জন্য এই পৃথিবীর নিবাসীদের বিনাশ করা উচিত হবে না।'

ভরতস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১৬

ভরতের এই অমৃতপূর্ণ বচন শুনে সত্যপরাক্রমী শ্রীরাম অনুপম হর্ষ লাভ করলেন।

উবাচ চ শুভং বাক্যং কৈকেয্যানন্দবর্ধনম্।
প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টোঽস্মি তবাদ্য বচনেঽনঘ॥ ১৭

তিনি কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এই শুভ কথা বললেন—'নিষ্পাপ ভরত! আজ তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হয়েছি।

ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাগতম্।
ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্॥ ১৮

'পুরুষসিংহ! তোমার মুখনিঃসৃত এই উদার এবং ধর্মসঙ্গত বাক্য সারা পৃথিবীকে রক্ষা করবে।

এষ্যদস্মদভিপ্রায়াদ্ রাজসূয়াৎ ক্রতূত্তমাৎ।
নিবর্তয়ামি ধর্মজ্ঞ তব সুব্যাহৃতেন চ॥ ১৯

'ধর্মজ্ঞ! আমার হৃদয়ে রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প জাগরিত হচ্ছিল; কিন্তু আজ তোমার এই সুন্দর বক্তব্য শুনে আমি সেই উত্তম যজ্ঞের দিক থেকে নিজের মনকে সরিয়ে নিচ্ছি।

লোকপীড়াকরং কর্ম ন কর্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।
বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং লক্ষ্মণপূর্বজ।
তস্মাচ্ছৃণামি তে বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল॥ ২০

'লক্ষ্মণের বড় ভাই! বুদ্ধিমান পুরুষদের এমন কর্ম করা উচিত নয়, যা সমগ্র জগতের পক্ষে পীড়াকারক হয়। বালকদের বলা কথাও যদি ভালো হয়, তাহলে তাও গ্রহণ করা উচিত; সুতরাং মহাবলী বীর! আমি তোমার উত্তম এবং যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছি।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তিরাশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৪)

লক্ষ্মণের দ্বারা অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তাব, ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের প্রসঙ্গ শোনানো, বৃত্রাসুরের তপস্যা এবং ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুকে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য অনুরোধ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি।
লক্ষ্মণোঽথ শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্॥ ১

শ্রীরাম ও ভরতের এইরূপ কথাবার্তা বলার পর লক্ষ্মণ রঘুকুলনন্দন শ্রীরামকে এই শুভ কথা বলেন—

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্।
পাবনস্তব দুর্ধর্ষো রোচতাং রঘুনন্দন॥ ২

'রঘুনন্দন ! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপবিনাশকারী পরম পাবন এবং দুষ্কর। সুতরাং আপনি সেই অনুষ্ঠান পছন্দ (গ্রহণ) করুন।

শ্রূয়তে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাত্মনি।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রো হয়মেধেন পাবিতঃ॥ ৩

'মহাত্মা ইন্দ্রের বিষয়ে এই প্রাচীন ঘটনা শোনা যায় যে, ইন্দ্রের যখন ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল, তখন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পবিত্র হন।

পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে।
বৃত্রো নাম মহানাসীদ্ দৈতেয়ো লোকসম্মতঃ॥ ৪

'মহাবাহো ! পূর্বের কথা, যখন দেবতা ও অসুর পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন, সেই সময় বৃত্র নামক এক প্রভাবশালী অসুর বসবাস করত। জগতে তার অত্যন্ত সম্মান ছিল।

বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্ত্রিগুণং ততঃ।
অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ স্নেহাৎ পশ্যতি সর্বতঃ॥ ৫

'তার আকৃতি ছিল শত যোজন চওড়া ও তিন শত যোজন উচ্চ। সে তিন লোককে আত্মীয় মনে করে ভালোবাসত এবং সকলের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বজায় রাখত।

ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
শশাস পৃথিবীং স্ফীতাং ধর্মেণ সুসমাহিতঃ॥ ৬

'তার যথার্থ ধর্মের জ্ঞান ছিল। সে ছিল কৃতজ্ঞ এবং স্থিরপ্রজ্ঞ ; পূর্ণতঃ সাবধানে থেকে ধন-ধান্য পূর্ণ পৃথিবী ধর্মপূর্বক শাসন করত।

তস্মিন্ প্রশাসতি তদা সর্বকামদুঘা মহী।
রসবন্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ॥ ৭

'তার শাসনকালে পৃথিবী সমগ্র কামনা পূরণ করত। ফল, ফুল, মূল সবকিছুই সরস হতো।

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ।
স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙ্‌ক্তে স্ফীতমদ্ভুতদর্শনম্॥ ৮

'মহাত্মা বৃত্রাসুরের রাজ্যে বীজ বপন ছাড়াই অন্ন উৎপন্ন হতো এবং রাজ্য ধন-ধান্যে সম্পন্ন থাকত। এভাবে সেই অসুর সমৃদ্ধিশালী এবং অনুপম রাজ্য উপভোগ করত।

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্যামনুত্তমম্।
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরৎ সুখম্॥ ৯

'এক সময় বৃত্রাসুরের মনে চিন্তা হল যে, আমি পরম উত্তম তপস্যা করব ; কারণ তপস্যাই পরম কল্যাণের সাধন। অন্য সমস্ত সুখই মোহ প্রদানকারী হয়ে থাকে।

স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্।
তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্বদেবতাঃ॥ ১০

'সে তার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে[১] রাজা করে পুরবাসীদের সমর্পণ করে সমস্ত দেবতাদের তাপিত করে কঠোর তপস্যায় রত হল।

তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্তবৎ।
বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১১

'বৃত্রাসুর তপস্যায় রত হলে ইন্দ্র যেন অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন—

তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্বে বিনির্জিতাঃ।
বলবান্ স হি ধর্মাত্মা নৈনং শক্ষ্যামি শাসিতুম্॥ ১২

'মহাবাহো ! তপস্যা করে বৃত্রাসুর সমস্ত লোক জয় করে নিয়েছেন। এই ধর্মাত্মা অসুর এখন যথেষ্ট শক্তিরও অধিকারী। সুতরাং আমি আর তার ওপর শাসন করতে পারব না।

[১]তিলককার মধুরেশ্বরের অর্থ মধুর নামক রাজা করেছেন। রামায়ণ শিরোমণিকার মধুর শব্দে বক্তাদের ঈশ্বররূপে নির্দেশিত করেছেন এবং রামায়ণভূষণকার মধুর অর্থ সৌম্য স্বভাবের রাজা অথবা মধুর নগরীর প্রভু নির্দেশ করেছেন।

যদ্যসৌ তপ আতিষ্ঠেদ্ ভূয় এব সুরেশ্বর।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদস্য বশানুগাঃ॥ ১৩

'সুরেশ্বর ! সে যদি পুনরায় এরূপ তপস্যা করতে থাকে, তাহলে যতদিন এই তিনলোক থাকবে, ততদিন আমাদের সব দেবতাদের তার অধীন থাকতে হবে।

ত্বং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল।
ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর॥ ১৪

'মহাবলী দেবেশ্বর ! আপনি সেই পরম উদার অসুরকে উপেক্ষা করছেন (তাই সে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে)। যদি আপনি কুপিত হন, তাহলে সে ক্ষণিক সময়ও জীবিত থাকতে পারবে না।

যদা হি প্রীতিসংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতঃ।
তদাপ্রভৃতি লোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্॥ ১৫

'বিষ্ণো ! যখন থেকে আপনার সঙ্গে তার সখ্য হয়েছে, তখন থেকে সে সমগ্র লোকের আধিপত্য লাভ করেছে।

স ত্বং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ।
ত্বৎকৃতেন হি সর্বং স্যাৎ প্রশান্তমরুজং জগৎ॥ ১৬

'সুতরাং আপনি ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে সমস্ত লোকের ওপর কৃপা করুন। আপনি রক্ষা করলেই সমগ্র জগতে শান্তি এবং আরোগ্য বর্তাবে।

ইমে হি সর্বে বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ।
বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্ব হ॥ ১৭

'বিষ্ণো ! এই সব দেবতা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছেন। বৃত্রাসুর-বধ এক মহান কাজ। এই কাজ করে আপনি দেবতাদের উপকার করুন।

ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেষাং মহাত্মনাম্।
অসহ্যমিদমনোযামগতীনাং গতির্ভবান্॥ ১৮

'প্রভো ! আপনি সর্বদা এই মহাত্মা দেবতাদের সাহায্য করেছেন, এই অসুর অন্যের কাছে অজেয় ; সুতরাং আপনি আমাদের মতো নিরাশ্রিত দেবতাদের আশ্রয়দাতা হোন'।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চুরাশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৫)

ভগবান বিষ্ণুর তেজ ইন্দ্রে ও বজ্র ইত্যাদিতে প্রবেশ করা, ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্রাসুরের বধ এবং ব্রহ্মহত্যার পাপে ইন্দ্রের অন্ধকারময় স্থানে গমন করা

লক্ষ্মণস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ কথয়েত্যাহ সুব্রত॥ ১

লক্ষ্মণের কথা শুনে শত্রু সংহারকারী শ্রীরামচন্দ্র বললেন— 'উত্তমব্রত পালনকারী সুমিত্রাকুমার ! বৃত্রাসুর বধের পুরো প্রসঙ্গটি শোনাও'।

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুব্রতঃ॥ ২

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ আদেশ দেওয়ায় উত্তম ব্রতের পালক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পুনরায় সেই দিব্য কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন।

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং চ দিবৌকসাম্।
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্॥ ৩

'প্রভো ! সহস্রনেত্রধারী ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদের এই কথা বললেন—

পূর্বং সৌহৃদবদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্যেহ মহাত্মনঃ।
তেন যুষ্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হন্মি মহাসুরম্॥ ৪

'দেবগণ ! তোমাদের এই প্রার্থনার আগেই আমি মহামনা বৃত্রাসুরকে স্নেহ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছি। তাই তোমাদের জন্য আমি এই মহান অসুরকে বধ করব না।

অবশ্যং করণীয়ং চ ভবতাং সুখমুত্তমম্।
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি॥ ৫

'কিন্তু তোমাদের উত্তম সুখের ব্যবস্থা করাও আমার অবশ্য কর্তব্য ; তাই আমি এমন উপায় করব, যাতে দেবরাজ ইন্দ্র ওকে বধ করতে পারেন।

ত্রেধাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬

'সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আমার স্বরূপভূত তেজ তিন ভাগে বিভক্ত করব, যাতে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারেন।

একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি॥ ৭

'আমার তেজের এক অংশ ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে, দ্বিতীয় বজ্রে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং তৃতীয় ভূতলে চলে যাবে[১]। তখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারবেন।'

তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্।
এবমেতন্ন সন্দেহো যথা বদসি দৈত্যহন্॥ ৮
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ।
ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্বেন তেজসা॥ ৯

'দেবেশ্বর ভগবান বিষ্ণু একথা বলায় দেবতাগণ বলেন— 'দৈত্যবিনাশন আপনি যা বলছেন, কথা ঠিক তেমনই, এতে কোনো সংশয় নেই। আপনার কল্যাণ হোক। আমরা বৃত্রাসুরের বধের ইচ্ছা মনে নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাব। পরম উদার প্রভো ! আপনি আপনার তেজের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুগৃহীত করুন'।

ততঃ সর্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ।
তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ॥ ১০

'তারপর ইন্দ্রাদি মহামনস্বী দেবতাগণ সেই বনে গেলেন, যেখানে সেই মহা অসুর বৃত্র তপস্যা করছিল।

তেঽপশ্যংস্তেজসা ভূতং তপান্তমসুরোত্তমম্।
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাম্বরম্॥ ১১

'তাঁরা দেখলেন, অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর তাঁর নিজের তেজে সর্ব দিক ব্যাপ্ত করে আছে এবং এমন তপস্যা করছে যেন তার দ্বারা তিনলোকের সর্ব স্থান ও আকাশও দগ্ধ করে ফেলবে।

দৃষ্ট্বৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্।
কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ॥ ১২

'সেই অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রকে দেখেই দেবতারা ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলেন— 'আমরা একে কী করে বধ করব ? কী করলে আমরা পরাজয় থেকে রক্ষা পাব ?'

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমূর্ধনি॥ ১৩

'তাঁরা যখন এইরূপ চিন্তা করছিলেন, তখন সহস্র নেত্রধারী ইন্দ্র দুই হাতে বজ্র উঠিয়ে বৃত্রাসুরের মাথায় আঘাত করলেন।

কালাগ্নিনেব ঘোরেণ দীপ্তেনেব মহার্চিষা।
পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ॥ ১৪

'ইন্দ্রের সেই বজ্র প্রলয়কালের অগ্নির সমান ভয়ংকর ও দীপ্তিমান ছিল। তার থেকে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকল। তার আঘাতে যখন বৃত্রাসুরের মাথা কেটে পড়ল, সমস্ত জগৎ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ।
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ॥ ১৫

'নিরপরাধ বৃত্রাসুরকে বধ করা উচিত ছিল না ; তাই মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্বলোকের অন্তিম লোকালোক পর্বতের পরবর্তী অন্ধকার প্রদেশে গমন করলেন।

তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাঽঽশু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অপতচ্চাস্য গাত্রেষু তমিন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ॥ ১৬

'যাবার সময় ব্রহ্মহত্যারূপী পাপ তখনই তাকে স্পর্শ করল এবং তাঁর অঙ্গে আক্রমণ করল। ইন্দ্রের মনে তাতে অত্যন্ত দুঃখ হল।

হতারয়ঃ প্রণষ্টেন্দ্রা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্॥ ১৭

'দেবতাদের শত্রু মারা গিয়েছে, তাই অগ্নি আদি সব দেবতা বারংবার ত্রিভুবনের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি-পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অধিপতি ইন্দ্র অদৃশ্য হয়ে

[১]বৃত্র-বধের পর ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ নিবৃত্তির সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এবং বৃত্র ধরাশায়ী হওয়ার পর তার ভারী শরীর ধারণ করার শক্তি প্রদানের জন্য ভগবানের তেজের তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা ছিল ; তাই এরূপ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

গিয়েছিলেন। (কারণ তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল)।

ত্বং গতিঃ পরমেশান পূর্বজো জগতঃ পিতা।
রক্ষার্থং সর্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্॥ ১৮

(দেবতাগণ বললেন) — 'পরমেশ্বর ! আপনিই জগতের আশ্রয় এবং আদি পিতা। সমস্ত প্রাণীদের রক্ষার জন্য আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করেছেন।

হতশ্চায়ং ত্বয়া বৃত্রো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্।
বাধতে সুরশার্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ॥ ১৯

'আপনিই এই অসুরকে বধ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে কষ্ট দিচ্ছে ; অতএব সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি তাঁর উদ্ধারের কোনো উপায় বলুন।'

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্॥ ২০

'দেবতাদের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বলেন—'ইন্দ্র আমারই ভজনা করেন। আমি ওই বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে পবিত্র করে দেব।

পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ॥ ২১

'পবিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ-পুরুষ আমাকে আরাধনা করে পাকশাসন ইন্দ্র পুনরায় দেবেন্দ্র পদপ্রাপ্ত হবেন এবং তখন তাঁর আর কাউকে ভয় থাকবে না।'

এবং সন্দিশ্য তাং বাণীং দেবানাং চামৃতোপমাম্।
জগাম বিষ্ণুর্দেবেশঃ স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপম্॥ ২২

'দেবতাদের এই অমৃতময় বাণীর সন্দেশ দিয়ে দেবেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্তুতি শুনতে শুনতে পরমধামে গমন করলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঁচাশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ (৮৬)

ইন্দ্রবিহীন জগতে অশান্তি এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তিলাভ

তদা বৃত্রবধং সর্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ।
কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষং প্রচক্রমে॥ ১

বৃত্রাসুর বধের পুরো ঘটনা শুনিয়ে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অবশিষ্ট কথা এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন।

ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে ন বৃত্রহা॥ ২

'দেবতাদের ভীতিপ্রদর্শনকারী মহাপরাক্রমী বৃত্রাসুর মারা যাওয়ায় ব্রহ্মহত্যা পাপে ব্যাপৃত বৃত্র হত্যাকারী ইন্দ্রের বহুক্ষণ চৈতন্য হয়নি।

সোঽন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ।
কালং তত্রাবসৎ কঞ্চিদ্ বেষ্টমান ইবোরগঃ॥ ৩

'পৃথিবীর অন্তিম সীমার আশ্রয় নিয়ে তিনি সাপের মতো এগোতে-এগোতে কিছুক্ষণ সেখানেই অচেতন হয়ে পড়ে রইলেন।

অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ।
ভূমিশ্চ ধ্বস্তসংকাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা॥ ৪
নিঃস্রোতসস্তে সর্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা।
সংক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোঽভবৎ॥ ৫

'ইন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পৃথিবী উজাড় হয়। তার আর্দ্রতা নষ্ট হয় এবং জঙ্গল শুকিয়ে যায়। সমস্ত সরোবর ও জলাশয়ের জলস্রোতের অভাব হয়ে যায় এবং বৃষ্টি না হওয়ায় জীবেদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সম্ভ্রান্তমনসঃ সুরাঃ।
যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং তং যজ্ঞং সমুপানয়ন্॥ ৬

'সমস্ত লোক ক্ষীণ হতে থাকে। সেইজন্য

দেবতাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং যে যজ্ঞের কথা ভগবান বিষ্ণু বলেছিলেন, সেই যজ্ঞের স্মরণ করে।

ততঃ সর্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ।
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ॥ ৭

'তারপর গুরুদেব বৃহস্পতির সঙ্গে ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে সব দেবতা সেই স্থানে গেলেন, যেখানে ইন্দ্র ভয়ে আপ্লুত হয়ে লুকিয়ে ছিলেন।

তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষমাবৃতং ব্রহ্মহত্যয়া।
তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে॥ ৮

'তাঁরা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যায় ভীত দেখে সেই দেবেশ্বরদের সামনে রেখে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে লাগলেন।

ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
ববৃতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বর॥ ৯

'নরেশ্বর ! তখন মহামনস্বী মহেন্দ্রর মহা-অশ্বমেধ যজ্ঞ করা আরম্ভ হয়ে গেল। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করে ইন্দ্রকে পবিত্র করা।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ।
অভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং ক্ব মে স্থানং বিধাস্যথ॥ ১০

'সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে 'ব্রহ্মহত্যা' প্রকটিত হয়ে মহামনস্বী দেবতাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার জন্য কোথায় জায়গা করবে ?'

তে তামূচুস্ততো দেবাস্তুষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ।
চতুর্ধা বিভজাত্মানমাত্মনৈব দুরাসদে॥ ১১

'একথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন চিত্তে দেবতারা তাঁকে বলেন—'দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মহত্যা ! তুমি নিজেই নিজেকে চারভাগে ভাগ করো।'

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনা।
সন্দধৌ স্থানমন্যত্র বরয়ামাস দুর্বসা॥ ১২

'মহামনস্বী দেবতাদের এই বক্তব্য শুনে মহেন্দ্রের শরীরে দুঃখরূপে নিবাসকারী ব্রহ্মহত্যা নিজেকে চার ভাগে ভাগ করে ইন্দ্রের শরীর থেকে অন্যত্র থাকার জন্য স্থান চাইলেন।

একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী॥ ১৩

(তিনি বললেন—) 'আমি আমার এক অংশ দ্বারা বর্ষার চারমাস ধরে জলপূর্ণ নদীতে বাস করব। সেই সময় আমি ইচ্ছামতো বিচরণকারী এবং দর্পদলনকারী হয়ে যাব।

ভূম্যামহং সর্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা।
বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ॥ ১৪

'দ্বিতীয় ভাগে আমি সর্বদা ভূমিতে নিবাস করব, আমি আপনাদের সত্যকথা বলছি, এতে কোনো সংশয় নেই।

যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু।
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী॥ ১৫

'আমার যে তৃতীয় অংশ, তাতে আমি যৌবনাবস্থায় সুশোভিত নারীদের মধ্যে প্রতিমাসে তিন রাত্রি করে বাস করব এবং তাদের দর্প বিনাশ করতে থাকব।

হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ॥ ১৬

'সুরশ্রেষ্ঠগণ ! যাঁরা মিথ্যা বলে কারোকে কলঙ্কিত করেন না,—এমন ব্রাহ্মণদের যেসব লোক বধ করে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাদের আক্রমণ করব'।

প্রত্যূচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্বসে।
তথা ভবতু তৎ সর্বং সাধয়স্ব যদীপ্সিতম্॥ ১৭

'দেবতারা তখন তাঁকে বললেন—'দুর্বসে ! তুমি যা বলছ, সে সব তেমনই হোক। যাও নিজ অভীষ্ট পূরণ করো।'

ততঃ প্রীত্যান্বিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে।
বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত॥ ১৮

'দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্নতাসহ সহস্রলোচন ইন্দ্রের বন্দনা করেন। ইন্দ্র তখন নিশ্চিন্ত, নিষ্পাপ এবং বিশুদ্ধ হয়ে যান।

প্রশান্তং চ জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।
যজ্ঞং চাদ্ভুতসংকাশং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ॥ ১৯

'ইন্দ্র তাঁর পদে প্রতিষ্ঠিত হতেই সম্পূর্ণ জগতে শান্তি ছড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্র তখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী যজ্ঞের ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন।

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন।
যজস্ব সুমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিব॥ ২০

'রঘুনন্দন ! অশ্বমেধ যজ্ঞের এমনই প্রভাব। সুতরাং মহাভাগ ! পৃথিবীনাথ ! আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আরাধনা করুন।'

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং
নৃপতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ
স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ ॥ ২১

লক্ষ্মণের এই উত্তম ও মনোহর কথা শুনে মহাত্মা রাজা রামচন্দ্র—যিনি ছিলেন ইন্দ্রের মতো পরাক্রমী এবং বলশালী, মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছিয়াশিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৭)

শ্রীরামের লক্ষ্মণকে রাজা ইলের কথা শোনানো—ইলের এক-এক মাস ধরে ক্রমশঃ নারীত্ব ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥ ১

লক্ষ্মণের বলা কথা শুনে কথাবার্তায় নিপুণ মহাতেজস্বী শ্রীরঘুনাথ হাস্য বদনে বললেন—

এবমেব নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ বাজিমেধফলং চ যৎ ॥ ২

'নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! বৃত্রাসুরের সব প্রসঙ্গ এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলের তুমি যা বর্ণনা করেছ, তা যথার্থ।

শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥ ৩

'সৌম্য ! শোনা যায় যে পূর্বকালে প্রজাপতি কর্দমের পুত্র শ্রীমান ইল বাহ্লিকদেশের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক রাজা।

স রাজা পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহাযশাঃ।
রাজ্যং চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্যপালয়ৎ ॥ ৪

'পুরুষসিংহ ! এই মহাযশস্বী নরেশ সমগ্র পৃথিবী বশ করে রাজ্যের প্রজাদের পুত্রের ন্যায় পালন করতেন।

সুরৈশ্চ পরমোদারৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাধনৈঃ।
নাগরাক্ষসগন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাত্মভিঃ ॥ ৫
পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্তৈ রঘুনন্দন।
অবিভ্যংশ্চ ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬

'সৌম্য ! রঘুনন্দন ! পরম উদার দেবতা, মহাধনী দৈত্য এবং নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং মহামনস্বী যক্ষ—এরা সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সর্বদা রাজা ইলের স্তুতি-পূজা করতেন এবং সেই মহামনা নরেশ কোনো কারণে রুষ্ট হলে ত্রিলোকের প্রাণী ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠত।

স রাজা তাদৃশোঽপ্যাসীদ্ ধর্মে বীর্যে চ নিষ্ঠিতঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ ॥ ৭

'এরূপ প্রভাবশালী হয়েও বাহ্লিক দেশের প্রভু মহাযশস্বী পরম উদার রাজা ইল ধর্ম ও পরাক্রমে দৃঢ়তাপূর্বক স্থির থাকতেন, তাঁর বুদ্ধিও ছিল স্থির।

স প্রচক্রে মহাবাহুর্মৃগয়াং রুচিরে বনে।
চৈত্রে মনোরমে মাসে সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৮

'কোনো এক সময়ের কথা, মহাবাহু রাজা ইল চৈত্র মাসের মনোরম সময়ে সেবক, সেনাসহ এক সুন্দর বনে শিকারের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

প্রজঘ্নে স নৃপোঽরণ্যে মৃগান্ শতসহস্রশঃ।
হত্বৈব তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯

'রাজা সেই বনে বহু সংখ্যক হিংস্র-জন্তু বধ করেন, কিন্তু এতো জন্তু বধ করেও সেই মহামনস্বী রাজার সন্তুষ্টি হয়নি।

নানামৃগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা।
যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১০

'ফলে তাঁর দ্বারা পুনরায় নানা প্রকারের দশ হাজার

হিংস্র পশু মারা যায়। তারপর তিনি সেই স্থানে যান, যেখানে মহাসেনের (স্বামী কার্তিকেয়র) জন্ম হয়েছিল।

তস্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।
রময়ামাস দুর্ধর্ষঃ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ॥ ১১

'সেখানে দেবতাদের প্রভু দুর্জয় দেবতা ভগবান শিব তাঁর সব সেবকদের সঙ্গে থেকে গিরিরাজকুমারী উমার মনোরঞ্জনে রত থাকতেন।

কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানমুমেশো গোপতিধ্বজঃ।
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সংস্তস্মিন্ পর্বতনির্ঝরে॥ ১২

'যাঁর ধ্বজায় বৃষভ-চিহ্ন সুশোভিত, সেই ভগবান উমাবল্লভ নিজেকে নারীরূপে প্রকট করে দেবী পার্বতীর প্রিয় করার ইচ্ছায় সেখানের পার্বত্য ঝরণার কাছে তাঁর সঙ্গে বিহার করতেন।

যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।
বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনা ভবন্॥ ১৩

'সেই বনের বিভিন্নভাগে—যেখানে যেখানে পুংলিঙ্গ নামধারী জন্তু ও বৃক্ষ ছিল, সেসবই স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হয়েছিল।

যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ॥ ১৪
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে।

'সেখানে যেসব চরাচর প্রাণী ছিল, সব স্ত্রী নামধারী হয়ে ওঠে। সেই সময় কর্দম-পুত্র রাজা ইল সহস্র-সহস্র হিংস্র পশু বধ করতে করতে সেই দেশে উপস্থিত হন।

স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যালমৃগপক্ষিণম্॥ ১৫
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন।

'সেখানে এসে তিনি দেখলেন সর্প, পশু-পক্ষী সহ সেই বনের সমস্ত প্রাণী স্ত্রীরূপ হয়ে রয়েছে। রঘুনন্দন ! তিনি লক্ষ্য করলেন সেবক সহ তিনিও নারীরূপে পরিনত হয়েছেন।

তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্ দৃষ্ট্বাঽঽত্মানং তথাগতম্॥ ১৬
উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ।

'নিজেকে ওই অবস্থায় দেখে রাজার অত্যন্ত দুঃখ হল। এই সবই উমাবল্লভ মহাদেবের ইচ্ছায় হয়েছে জেনে তিনি ভীত হয়ে উঠলেন।

ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্॥ ১৭
জগাম শরণং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ।

'তখন সেবক-সৈন্য-সওয়ারীসহ রাজা ইল জটাজুটধারী মহাত্মা ভগবান নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হলেন।

ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥ ১৮
প্রজাপতিসুতং বাক্যমুবাচ বরদঃ স্বয়ম্।

'তখন পার্বতী দেবীর সঙ্গে বিরাজমান বরদায়ক দেবতা মহেশ্বর হেসে প্রজাপতি পুত্র ইলকে বললেন।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল॥ ১৯
পুরুষত্বমৃতে সৌম্য বরং বরয় সুব্রত।

'কর্দমকুমার মহাবলী রাজর্ষে ! ওঠো উত্তম ব্রত পালনকারী সৌম্য নরেশ ! পুরুষত্ব ব্যতীত, যা চাও, সেই বর চেয়ে নাও'।

ততঃ স রাজা শোকার্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা॥ ২০
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং সুরোত্তমাৎ।

'মহাত্মা ভগবান শঙ্কর পুরুষত্ব দিতে অস্বীকার না করায় স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত রাজা ইল শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবের কাছে অন্য কোনো বর প্রার্থনা করলেন না।

ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ॥ ২১
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বেণৈবান্তরাত্মনা।
ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামসি ভামিনী॥ ২২
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌম্যেন চক্ষুষা।

'তখন মহাশোকে পীড়িত হয়ে রাজা গিরিরাজকুমারী উমাদেবীর চরণে আন্তরিকভাবে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন যে, 'সমস্ত বরের অধিশ্বরী দেবি ! আপনি মানিনী, সমস্ত লোককে বরদানকারী দেবি ! আপনার দর্শন কখনও নিষ্ফল হয় না। সুতরাং আমার প্রতি সৌম্য দৃষ্টিপাত করে অনুগ্রহ করুন।'

হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ॥ ২৩
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা।

'রাজর্ষি ইলের হৃদয়ের অভিপ্রায় জেনে রুদ্রপ্রিয়া দেবী পার্বতী মহাদেবের সমীপে এই শুভ কথা জানালেন-

অর্ধস্য দেবো বরদো বরার্ধস্য তব হ্যহম্॥ ২৪
তস্মাদর্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্যাবদিচ্ছসি।

'রাজন্ ! তুমি পুরুষত্ব-প্রাপ্তি রূপ যে বর চাও, তার অর্ধভাগের দাতা হলেন মহাদেব, আর অবশিষ্ট অর্ধভাগের দাতা আমি, তোমার ইচ্ছামতো বর দিতে পারি (অর্থাৎ তোমার সমস্ত জীবনের যে স্ত্রীত্ব কাল, তার অর্ধেক

আমি পুরুষত্বে পরিবর্তিত করতে পারি)। অতএব তুমি আমার দেওয়া অর্ধবর স্বীকার করো। তুমি কতদিন স্ত্রী ও পুরুষ থাকতে চাও, আমায় তা বলো।'

তদ্ভুততরং শ্রুত্বা দেব্যা বরমনুত্তমম্॥ ২৫
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাব্রবীৎ।
যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি॥ ২৬
মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।

'দেবী পার্বতীর এই পরম উত্তম ও অদ্ভুত বর শুনে রাজা অত্যন্ত হর্ষিত হয়ে বললেন— 'দেবি ! যদি আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হন, তবে একমাস আমি ভূতলে অনুপম রূপবতী নারীরূপে থেকে, একমাস পুরুষ রূপে থাকব।'

ঈঙ্গিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরাননা॥ ২৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি॥ ২৮
স্ত্রীভূতশ্চ পরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্।

'রাজার মনোভাব জেনে সুন্দর মুখধারী দেবী পার্বতী এই সুবচন বলেন— 'তাই হবে ! রাজন্ ! যখন তুমি পুরুষ রূপে থাকবে, তখন তোমার নারী জীবনের কথা মনে থাকবে না, আর যখন স্ত্রীরূপে থাকবে, সেই একমাস পুরুষভাব স্মরণ হবে না।'

এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কার্দমিঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ॥ ২৯

'এইভাবে কর্দমকুমার রাজা ইল এক মাস ধরে পুরুষরূপে এবং পরের একমাস ত্রিলোক সুন্দরী নারী ইলারূপে থাকতে লাগলেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সাতাশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ (৮৮)

ইলা এবং বুধের একে অপরকে দেখা এবং বুধের ওই সকল নারীদের কিংপুরুষী নাম দিয়ে পর্বতের ওপর থাকার জন্য আদেশ

তাং কথামৈলসম্বন্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ॥ ১

শ্রীরাম কথিত ইলের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এই প্রসঙ্গ শুনে লক্ষ্মণ ও ভরত দুজনেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিস্তরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ॥ ২

দুই ভাই শ্রীরামের কাছে মহামনা রাজা ইলের নারী-পুরুষভাবের বিস্তৃত বিষয় জানার জন্য হাতজোড় করে আবার জানতে চাইলেন।

কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্তয়ামাস দুর্গতিঃ।
পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্তয়ত্যসৌ॥ ৩

'প্রভো ! রাজা হল নারী হয়ে তো অত্যন্ত দুর্গতিতে পড়ে গেলেন। সেই সময় তিনি কীভাবে অতিবাহিত করেন এবং যখন পুরুষ হয়ে থাকতেন, কোন বৃত্তির আশ্রয় নিতেন।'

তয়োস্তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগতম্॥ ৪

লক্ষ্মণ ও ভরতের কৌতূহলী কথা শুনে শ্রীরাম রাজা ইলের বৃত্তান্ত, তিনি যা জানতেন, শোনাতে লাগলেন।

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রী ভূত্বা লোকসুন্দরী।
তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেঽস্য পূর্বং পদানুগাঃ॥ ৫
তৎকাননং বিগাহ্যাশু বিজহ্রে লোকসুন্দরী।
দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং পদ্ভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা॥ ৬

'তখন প্রথম মাসেই ইলা ত্রিভুবন সুন্দরী নারী হয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। আগে যে তাঁর পদসেবক

ছিল, সেও নারীরূপে পরিণত হয়েছিল ; সেই সব নারী পরিবৃত হয়ে লোকসুন্দরী কমলাক্ষী ইলা বৃক্ষ-জঙ্গল-লতাপূর্ণ বনে প্রবেশ করে পদব্রজে বেড়াতে লাগলেন।

বাহনানি চ সর্বাণি সংত্যক্ত্বা বৈ সমন্ততঃ।
পর্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা॥ ৭

'সেই সময় সমস্ত বাহনকে ছেড়ে বিস্তৃত পর্বত মালার মধ্যভাগে ইলা ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং নানাপক্ষিগণায়ুতম্॥ ৮

'বনপ্রান্তের পর্বতের কাছে এক সুন্দর সরোবর ছিল, যেখানে নানাপ্রকার পাখী কলরব করত।

দদর্শ সা ইলা তস্মিন্ বুধং সোমসুতং তদা।
জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণং সোমমিবোদিতম্॥ ৯

'সোমপুত্র বুধ সেই সরোবরে তপস্যা করতেন, যিনি তাঁর তেজঃপূর্ণ শরীর থেকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রকাশিত হচ্ছিলেন। ইলা তাঁকে দেখতে পেলেন।[১]

তপন্তং চ তপস্তীব্রমম্ভোমধ্যে দুরাসদম্।
যশস্করং কামকরং তারুণ্যে পর্যবস্থিতম্॥ ১০

'তিনি জলের মধ্যে তীব্র তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে পরাভূত করা কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না। তিনি যশস্বী, পূর্ণকাম ও তরুণ অবস্থায় ছিলেন।

সা তং জলাশয়ং সর্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা।
সহ তৈঃ পূর্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈ রঘুনন্দন॥ ১১

'রঘুনন্দন ! তাঁকে দেখে ইলা চমকিত হলেন এবং যারা আগে পুরুষ ছিলেন সেই (নারীদের) সঙ্গে জলে নেমে সমস্ত জল ক্ষুব্ধ করে তুললেন।

বুধস্তু তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ।
নোপলেভে তদাত্মানং স চচাল তদাম্ভসি॥ ১২

'ইলাকে দেখেই বুধ কামদেবের নিশানায় পড়লেন। তিনি নিজের দেহ-মনের হুঁস হারিয়ে ফেললেন, জলের মধ্যেই তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন।

ইলাং নিরীক্ষমাণস্তু ত্রৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্।
চিন্তাং সমভ্যতিক্রামৎ কা ন্বিয়ং দেবতাধিকা॥ ১৩

'ত্রিলোকে ইলা সর্বাধিক সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে দেখে বুধের মন তাঁতে আসক্ত হয়ে যায়, তিনি ভাবতে থাকেন 'এ কোন নারী, যিনি দেবাঙ্গনাদের থেকেও বেশি রূপবতী ?

ন দেবীষু ন নাগীষু নাসুরীষ্বপ্সরঃসু চ।
দৃষ্টপূর্বা ময়া কাচিদ্ রূপেণানেন শোভিতা॥ ১৪

'দেবনারীগণের মধ্যে, নাগবধূদের মধ্যে, অসুরদের স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং অপ্সরাদের মধ্যেও আমি আগে কখনও এরূপ মনোহর রূপে সুশোভিত নারী দেখিনি।

সদৃশীয়ং মম ভবেদ্ যদি নান্যপরিগ্রহঃ।
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ কূলমুপাগমৎ॥ ১৫

'ইনি যদি অন্যের বিবাহিত না হন তাহলে আমার বিবাহিত পত্নী হবার যোগ্যা। এরূপ চিন্তা করে তিনি জল থেকে বেরিয়ে এলেন।

আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
শব্দাপয়ত ধর্মাত্মা তাশ্চৈনং চ ববন্দিরে॥ ১৬

'আশ্রমে এসে সেই ধর্মাত্মা পূর্বোক্ত সকল নারীদের ডাকলেন, তাঁরা সবাই এসে তাঁকে প্রণাম করেন।

স তাঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী।
কিমর্থমাগতা চৈব সর্বমাখ্যাত মা চিরম্॥ ১৭

'ধর্মাত্মা বুধ তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন— 'এই সুন্দরী নারী কার পত্নী ? কীজন্য এখানে এসেছেন ? সব কথা শীঘ্র আমাকে বলো।'

শুভং তু তস্য তদ্ বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্।
শ্রুত্বা স্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বা ঊচুর্মধুরয়া গিরা॥ ১৮

'বুধের মুখনিঃসৃত সেই সুবচন মধুর পদাবলীযুক্ত ও সুমিষ্ট ছিল। তা শুনে সেই সব নারী মধুর বাক্যে বলেন।

অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ততে সদা।
অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ॥ ১৯

'ব্রহ্মন্ ! এই সুন্দরী আমাদের সবার স্বামী। এনার কোনো পতি নেই। ইনি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বনপ্রান্তে বিচরণ করছেন।'

তদ্ বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য চ।
বিদ্যামাবর্তনীং পুণ্যামাবর্তয়ত স দ্বিজঃ॥ ২০

'সেই নারীদের বক্তব্য সর্বভাবে সুস্পষ্ট ছিল। তা শুনে ব্রাহ্মণ বুধ পুণ্যময় আবর্তনী বিদ্যার আবর্তন

[১]এই সরোবর সেই সীমার বাইরে ছিল—যে সীমা পর্যন্ত প্রাণী শিবের আদেশে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাইজন্য বুধ নারীর রূপ প্রাপ্ত হননি।

(স্মরণ) করেন।

সোঽর্থং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা।
সর্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২১

'সেই রাজার বিষয়ে সমস্ত কথা যথার্থভাবে জেনে মুনিবর বুধ ওইসব নারীদের বললেন—

অত্র কিংপুরুষীর্ভূত্বা শৈলরোধসি বৎস্যথ।
আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্॥ ২২

'তোমরা সকলে কিংপুরুষী (কিন্নরী) হয়ে পর্বতের ধারে থাকবে। শীঘ্রই এই পর্বতের ওপর নিজেদের জন্য নিবাসস্থান তৈরি করে নাও।

মূলপত্রফলৈঃ সর্বা বর্তয়িষ্যথ নিত্যদা।
স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষান্নাম ভর্তৄন্ সমুপলপ্স্যথ॥ ২৩

'পত্র এবং ফল-মূল দিয়েই তোমাদের জীবন-নির্বাহ করতে হবে। পরে তোমরা কিংপুরুষ নামক পতি লাভ করবে।

তাঃ শ্রুত্বা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিংপুরুষীকৃতাঃ।
উপাসাংচক্রিরে শৈলং বহ্ব্যস্তা বহুলাস্তদা॥ ২৪

'কিংপুরুষ নামে প্রসিদ্ধ হওয়া এই নারীগণ সোমপুত্র বুধের কথা অনুসারে সেই পর্বতে থাকতে লাগলেন। সেই নারীগণের সংখ্যা খুবই বেশি ছিল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টআশিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৮॥

একোননবতিতমঃ সর্গঃ (৮৯)

বুধ ও ইলার সমাগম এবং পুরূরবার উৎপত্তি

শ্রুত্বা কিংপুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
আশ্চর্যমিতি চ ভ্রাতামুভৌ রামং জনেশ্বরম্॥ ১

কিংপুরুষজাতির উৎপত্তির এই প্রসঙ্গ শুনে লক্ষ্মণ এবং ভরত দুজনে মহারাজ শ্রীরামকে বলেন— 'এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা'।

অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ।
কথয়ামাস ধর্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ॥ ২

তখন মহাযশস্বী ধর্মাত্মা শ্রীরাম প্রজাপতি কর্দমের পুত্র ইলের কথা পুনরায় এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—

সর্বাস্তা বিদ্রুতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীর্ঋষিসত্তমঃ।
উবাচ রূপসম্পন্নাং তাং স্ত্রিয়ং প্রহসন্নিব॥ ৩

'সেই সব কিন্নরী পর্বত প্রান্তে চলে গেলেন। তাই দেখে মুনিশ্রেষ্ঠ বুধ হেসে সেই রূপবতী নারীকে বললেন—

সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুষা॥ ৪

'সুমুখি ! আমি সোমদেবের পরম প্রিয় পুত্র। বরারোহে ! আমাকে অনুরাগ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আপন করে নাও।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শূন্যে স্বজনবর্জিতে।
ইলা সুরুচিরপ্রখ্যং প্রত্যুবাচ মহাপ্রভম্॥ ৫

'স্বজনবর্জিত সেই শূন্য স্থানে বুধের কথা শুনে ইলা সেই পরম সুন্দর মহাতেজস্বী বুধকে এই কথা বলেন—

অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্তিনী।
প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬

'সৌম্য ! সোমকুমার ! আমি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করি (স্বাধীন), কিন্তু এখন আপনার আদেশের অধীন ; সুতরাং আমাকে উচিত কাজের নির্দেশ দিন এবং আপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।'

তস্যাস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ।
স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চন্দ্রমসঃ সুতঃ॥ ৭

'ইলার এই অদ্ভুত কথা শুনে কামাসক্ত সোমপুত্রের অত্যন্ত হর্ষ হল। তিনি তার সঙ্গে রমণ করতে লাগলেন।

বুধস্য মাধবো মাসস্তামিলাং রুচিরাননাম্।
গতো রময়তোঽত্যর্থং ক্ষণবৎ তস্য কামিনঃ॥ ৮

মনোহর মুখবিশিষ্ট ইলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে রমণকারী কামাসক্ত বুধের বৈশাখ মাস এক মুহূর্তের মতো পার হয়ে গেল।

অথ মাসে তু সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত॥ ৯

'এক মাস পূর্ণ হলে চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট প্রজাপতি পুত্র শ্রীমান ইল নিজের শয্যায় জেগে উঠলেন।

সোঽপশ্যৎ সোমজং তত্র তপন্তং সলিলাশয়ে।
ঊর্ধ্ববাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত॥ ১০

'তিনি দেখলেন, সোমপুত্র বুধ সেখানে জলাশয়ে তপস্যা করছেন। তাঁর হাতদুটি ওপরে ওঠানো আর তিনি নিরাধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন রাজা বুধকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ।
ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্যং ক্ব নু তে মামকা গতাঃ॥ ১১

'ভগবন্ ! আমি আমার সেবকদের সঙ্গে দুর্গম পর্বতে এসে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে আমার সৈন্য দেখা যাচ্ছে না। জানি না, আমার সৈনিকরা কোথায় চলে গেল ?'

তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ পরয়া গিরা॥ ১২

'রাজর্ষি ইলের নারীত্ব-বিষয়ের স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথা শুনে বুধ উত্তম বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এই সুবচন বলেন—

অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
ত্বং চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দিতঃ॥ ১৩

'রাজন্ ! আপনার সব সেবক ভীষণ শীল-বর্ষায় মারা গেছে। আপনিও ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে এই আশ্রমে এসে শুয়ে পড়েছিলেন।

সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
ফলমূলাশনো বীর নিবসেহ যথাসুখম্॥ ১৪

'বীর ! এখন আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে ফল-মূল খেয়ে এখানে সুখপূর্বক বাস করুন।

স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহামতিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ॥ ১৫

'বুধের এ কথায় পরম বুদ্ধিমান রাজা ইল অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু সেবকদের বিনাশ হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, তাই তাঁকে এইকথা বললেন—

ত্যক্ষ্যাম্যহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ।
বর্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৬

'ব্রহ্মন্ ! আমি সেবকরহিত হলেও রাজ্য পরিত্যাগ করব না। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারব না। আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

সুতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ।
শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে॥ ১৭

'ব্রহ্মন্ ! আমার ধর্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত যশস্বী, তার নাম শশবিন্দু। আমি সেখানে গিয়ে তার অভিষেক করলে, তবেই সে রাজ্য গ্রহণ করবে।

নহি শক্ষ্যাম্যহং হিত্বা ভৃত্যদারান্ সুখান্বিতান্।
প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ॥ ১৮

'মহাতেজস্বী মুনে ! দেশে আমার যেসব সেবক, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের লোক সুখে বাস করে, তাঁদের ছেড়ে আমি এখানে থাকতে পারব না। সুতরাং আপনি এমন কোনো অশুভ কথা বলবেন না, যাতে স্বজনদের ত্যাগ করে আমাকে দুঃখপূর্বক এখানে থাকার জন্য বিবশ হতে হয়।'

তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্ভুতম্।
সান্ত্বপূর্বমথোবাচ বাসস্ত ইহ রোচতাম্॥ ১৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্যঃ কার্দমেয় মহাবল।
সংবৎসরোষিতস্যেহ কারয়িষ্যামি তে হিতম্॥ ২০

'রাজেন্দ্র ইল একথা বলায় বুধ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এই অদ্ভুত কথা বলেন— 'রাজন্ ! তুমি প্রসন্নতাপূর্বক এখানে থাকা স্বীকার করো। কর্দমের মহাবলী পুত্র ! তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি যদি এখানে একবর্ষ বাস করো, আমি তাহলে তোমার হিতসাধন করব'।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা॥ ২১

'পুণ্যকর্মা বুধের কথা শুনে সেই ব্রহ্মবাদী মহাত্মার কথা অনুসারে রাজা সেখানে থাকা নিশ্চিত করলেন।

মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ত্যনিশং সদা।
মাসং পুরুষভাবেন ধর্মবুদ্ধিং চকার সঃ॥ ২২

'তিনি নারী হয়ে একমাস ধরে নিরন্তর বুধের সঙ্গে রমণ করতেন এবং একমাস ধরে পুরুষ হয়ে ধর্মানুষ্ঠানে মন লাগাতেন।

ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্।
জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমূর্জিতম্॥ ২৩

'তারপর নবম মাসে সুন্দরী ইলা সোমপুত্র বুধের

দ্বারা এক পুত্রের জন্ম দেন। যিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও বলবান ছিলেন। তার নাম ছিল পুরুরবা।

জাতমাত্রে তু সুশ্রোণী পিতুর্হস্তে ন্যবেশয়ৎ।
বুধস্য সমবর্ণং চ ইলা পুত্রং মহাবলম্॥ ২৪

'তাঁর সেই মহাবলী পুত্রের অঙ্গকান্তি বুধেরই মতো ছিল। তিনি জন্ম নিয়েই উপনয়ন যোগ্য বালকবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই সুন্দরী ইলা তাঁকে পিতার হাতে সমর্পণ করেন।

বুধস্তু পুরুষীভূতং স বৈ সংবৎসরান্তরম্।
কথাভী রময়ামাস ধর্মযুক্তাভিরাত্মবান্॥ ২৫

'বছর পূর্ণ হতে যেকটি মাস বাকি ছিল, সেই সময় রাজা যখনই পুরুষ হতেন, তখনই মনকে বশীভূত রাখা বুধ ধর্মযুক্ত কথায় তাঁর মনোরঞ্জন করতেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঊননব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৯॥

নবতিতমঃ সর্গঃ (৯০)

অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি

তথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্।
উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র পুরুরবার জন্মের অদ্ভুত কাহিনী শোনালে লক্ষ্মণ ও মহাযশস্বী ভরত জিজ্ঞাসা করলেন—

ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা।
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥ ২

'নরশ্রেষ্ঠ ! সোমপুত্র বুধের কাছে একবছর বাস করার পর ইলা কী করলেন ? কৃপা করে তা বলুন।'

তয়োস্তদ্ বাক্যমাধুর্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ।
রামঃ পুনরুবাচেমাং প্রজাপতিসুতে কথাম্॥ ৩

প্রশ্ন করার সময় দুই ভাই-এর কথায় মাধুর্য ছিল। তা শুনে শ্রীরাম প্রজাপতি পুত্র ইলের বিষয়ে বলতে আরম্ভ করেন—

পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্।
সংবর্তং পরমোদারমাজুহাব মহাযশাঃ॥ ৪

'শূরবীর ! ইল যখন একমাসের জন্য পুরুষভাব প্রাপ্ত হলেন তখন পরম বুদ্ধিমান মহাযশস্বী বুধ পরম উদার মহাত্মা সংবর্তকে আহ্বান করেন।

চ্যবনং ভৃগুপুত্রং চ মুনিং চারিষ্টনেমিনম্।
প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্বাসসং মুনিম্॥ ৫

'তার সঙ্গে ভৃগুপুত্র চ্যবন মুনি, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন, মোদকর এবং দুর্বাসা মুনিকেও আহ্বান করেন।

এতান্ সর্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞস্তত্ত্বদর্শনঃ।
উবাচ সর্বান্ সুহৃদো ধৈর্যেণ সুসমাহিতান্॥ ৬

'এঁদের আহ্বান করে বাক্পটিয়সী তত্ত্বদর্শী বুধ ধৈর্যে একাগ্রচিত্তে এইসব সুহৃদদের বললেন—

অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দমস্য ইলঃ সুতঃ।
জানীতৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্॥ ৭

'ইনি হলেন মহাবাহু রাজা ইল, প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। এঁর অবস্থা আপনারা সবাই জানেন। সুতরাং এ বিষয়ে এমন কোনো উপায় করুন, যাতে এঁর কল্যাণ হয়।'

তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ।
কর্দমস্তু মহাতেজাস্তদাশ্রমমুপাগমৎ॥ ৮

'এঁরা সকলে যখন এবিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন মহাত্মা দ্বিজদের সঙ্গে মহাতেজস্বী কর্দমও সেই আশ্রমে এসে পৌঁছলেন।

পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ।
ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্॥ ৯

'সেই সঙ্গে পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার এবং মহাতেজস্বী ওঁকারও সেই আশ্রমে পদার্পণ করলেন।

তে সর্বে হৃষ্টমনসঃ পরস্পরসমাগমে।
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্বাক্যান্যথাব্রুবন্॥ ১০

'পরস্পর একত্রিত হয়ে এই সব মহর্ষিগণ প্রসন্নচিত্তে বাহ্লিকদেশের প্রভু রাজা ইলের হিতের জন্য বিভিন্ন প্রকারের রায় প্রদান করতে লাগলেন।

কর্দমস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্।
দ্বিজাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি॥ ১১

'কর্দম তখন পুত্রের জন্য অত্যন্ত হিতকরা কথা

বলেন — 'ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা আমার কথা শুনুন, যা বর্তমান রাজার জন্য কল্যাণপ্রদ হবে।

নান্যং পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্।
নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ॥ ১২

'আমি ভগবান শঙ্কর ব্যতীত অন্য কারোকে দেখি না, যিনি এই ব্যাধির উপশম করতে পারেন এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞ থেকে বড়ো এমন কোনো যজ্ঞ নেই যা মহাদেবের প্রিয়।

তস্মাদ্ যজামহে সর্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্।
কর্দমেনৈবমুক্তাস্তু সর্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ॥ ১৩
রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং রুদ্রস্যারাধনং প্রতি।

'সুতরাং আমরা সকলে রাজা ইলের হিতের জন্য সেই দুষ্কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব।' কর্দম ঋষি একথা বলায় সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভগবান রুদ্রের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই উচিত মনে করলেন।

সংবর্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১৪
মরুত্ত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ।

'সংবর্তের শিষ্য এবং শত্রুনগরী বিজয় করা সুপ্রসিদ্ধ রাজা মরুত্ত সেই যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ॥ ১৫
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ।

'তখন বুধের আশ্রমের কাছে সেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হল এবং মহাযশস্বী রুদ্রদেব তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা॥ ১৬
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসন্নিধৌ।

'যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পরমানন্দে পরিপূর্ণচিত্তে ভগবান উমাপতি ইলের সামনেই সেই সব ব্রাহ্মণদের বললেন—

প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৭
অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্।

'দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি তোমাদের ভক্তি এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো, আমি বাহ্লিক নরেশ ইলের জন্য কোন্ শুভ ও প্রিয় কার্য করব ?'

তথা বদতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ॥ ১৮
প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুষস্ত্বিলা।

'দেবেশ্বর শিব এই কথা বলায় সব ব্রাহ্মণ তখন একাগ্রচিত্তে সেই দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে নারী ইলা সর্বদার জন্য পুরুষ ইল হয়ে যান।

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ॥ ১৯
ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত।

'তখন প্রসন্ন হয়ে মহাতেজস্বী মহাদেব ইলাকে সর্বদার জন্য পুরুষত্ব প্রদান করে সেখান থেকে অন্তর্ধান করেন।

নিবৃত্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে॥ ২০
যথাগতং দ্বিজাঃ সর্বে তেঽগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ।

'অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর মহাদেব দর্শন দিয়ে যখন অদৃশ্য হয়ে যান, তখন এইসব দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ যেমন এসেছিলেন, তেমনই ফিরে যান।

রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্॥ ২১
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।

'রাজা ইল বাহ্লিকদেশ ত্যাগ করে মধ্যদেশে (গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের কাছে) এক উত্তম ও যশস্বী নগর স্থাপন করেন। তার নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর।[১]

শশবিন্দুশ্চ রাজর্ষির্বাহ্লিং পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ২২
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।

'শত্রুনগরী বিজয়কারী রাজর্ষি শশবিন্দু বাহ্লিকদেশের রাজ্য গ্রহণ করেন এবং কর্দমপুত্র বলবান রাজা প্রতিষ্ঠান পুরের শাসক হন।

স কালে প্রাপ্তবাঁল্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্॥ ২৩
ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্।

'যথা সময়ে রাজা ইল দেহত্যাগ করে পরম উত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং ইলার পুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান-পুরের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভৌ।
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদপি দুর্লভম্॥ ২৪

'পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ ! অশ্বমেধ-যজ্ঞের এমনই প্রভাব। যিনি নারীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই রাজা ইল এই যজ্ঞের প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন এবং আরও নানা দুর্লভ বস্তু লাভ করেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯০॥

---

[১]প্রয়াগের পূর্বে গঙ্গাতটে অবস্থিত বর্তমান ঝূঁসী নামক স্থানই হল প্রাচীন 'প্রতিষ্ঠানপুর'।

একনবতিতমঃ সর্গঃ (৯১)

শ্রীরামের আদেশে অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তুতি

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাতৃভ্যামমিতপ্রভঃ।
লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ॥ ১

নিজের দুই ভাইকে এই কথা শুনিয়ে অমিত তেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় এই ধর্মযুক্ত কথা বলেন।

বসিষ্ঠং বামদেবং চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
দ্বিজাংশ্চ সর্বপ্রবরানশ্বমেধপুরস্কৃতান্॥ ২
এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা॥ ৩

'লক্ষ্মণ ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি এবং কশ্যপাদি সমস্ত দ্বিজকে আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে শুভলক্ষণ সম্পন্ন যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়ব'।

তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্॥ ৪

শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় শীঘ্রগামী লক্ষ্মণ সমস্ত ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলেন।

তে দৃষ্ট্বা দেবসংকাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্।
রাঘবং সুদুরাধর্ষমাশীর্ভিঃ সমপূজয়ন্॥ ৫

ব্রাহ্মণেরা দেখলেন যে দেবতুল্য তেজস্বী ও দুর্জয় শ্রীরাঘবেন্দ্র তাঁদের চরণে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা শুভাশীর্বাদ দ্বারা তখন তাঁর সৎকার করেন।

প্রাঞ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ॥ ৬

তখন রঘুকুলভূষণ শ্রীরাম হাত জোড় করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিষয়ে ধর্মযুক্ত কথা শোনালেন।

তেঽপি রামস্য তচ্ছ্রুত্বা নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্।
অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্বশঃ॥ ৭

সব ব্রাহ্মণেরাও শ্রীরামের কথা শুনে ভগবান শঙ্করকে প্রণাম করে সর্বপ্রকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা করতে লাগলেন।

স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভৃশং প্রীতোঽভবৎ তদা॥ ৮

অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিষয়ে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অদ্ভুত জ্ঞান যুক্ত কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

বিজ্ঞায় কর্ম তৎ তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে॥ ৯
যথা মহদ্ভির্হরিভির্বহুভিশ্চ বনৌকসাম্।
সার্ধমাগচ্ছ ভদ্রং তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্॥ ১০

এই কাজে ব্রাহ্মণদের অনুমতি জেনে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলেন— 'মহাবাহো ! তুমি মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকে এই সংবাদ পাঠাও যে, 'কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি বহু বিশালকায় বনবাসী বানরদের সঙ্গে যজ্ঞ মহোৎসবের আনন্দে সম্মিলিত হতে এখানে এসো। তোমার কল্যাণ হোক।'

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞমায়াত্বতুলবিক্রমঃ॥ ১১

'সেই সঙ্গে অতুল পরাক্রমী বিভীষণকেও সংবাদ দাও যে, তিনি ইচ্ছাগামী বহু রাক্ষসদের নিয়ে আমার এই মহা-অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন পদার্পণ করেন।'

রাজানশ্চ মহাভাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু যজ্ঞং ভূমিনিরীক্ষকাঃ॥ ১২

'এছাড়া আর যে সব মহাভাগ রাজা আমার প্রিয় করার জন্য ইচ্ছাযুক্ত, তাঁরাও যজ্ঞ দেখার জন্য সেবকসহ শীঘ্র যেন এখানে আসেন।

দেশান্তরগতা যে চ দ্বিজা ধর্মসমাহিতাঃ।
আমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ॥ ১৩

'লক্ষ্মণ ! যে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কার্যবশতঃ অন্য দেশে চলে গেছেন, তাঁদেরও সবাইকে অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রণ করো।

ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহূয়ন্তাং তপোধনাঃ।
দেশান্তরগতাঃ সর্বে সদারাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ॥ ১৪

'মহাবাহো ! তপোধন ঋষিদের এবং অন্য রাজ্যে বাস করা পত্নী সহ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের আমন্ত্রণ করো।

তথৈব তালাবচরাস্তথৈব নটনর্তকাঃ।
যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে॥ ১৫
আজ্ঞাপ্যতাং মহাবাহো তদ্ধি পুণ্যমনুত্তমম্।

'মহাবাহো ! রঙ্গভূমিতে সঞ্চরণকারী দক্ষ সূত্রধর

এবং নট ও নর্তকদেরও ডেকে নেবে। নৈমিষারণ্যে গোমতীর তীরে বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি করার নির্দেশ দাও ; কারণ ওই বন অত্যন্ত উত্তম ও পবিত্রস্থান।

শান্তয়শ্চ মহাবাহো প্রবর্তন্তাং সমন্ততঃ॥ ১৬
শতশশ্চাপি ধর্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যমনুত্তমম্।
অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন॥ ১৭

'মহাবাহু রঘুনন্দন ! যজ্ঞ নির্বিঘ্নভাবে সমাপন করার জন্য সর্বত্র শান্তি-বিধান শুরু করে দাও। নৈমিষারণ্যে বহু ধর্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মহাযজ্ঞ দেখে যেন কৃতার্থ হন।

তুষ্টঃ পুষ্টশ্চ সর্বোঽসৌ মানিতশ্চ যথাবিধি।
প্রতিয়াস্যতি ধর্মজ্ঞ শীঘ্রমামন্ত্র্যতাং জনঃ॥ ১৮

'ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ ! শীঘ্র লোকেদের আমন্ত্রণ করো এবং যাঁরা আসবেন, তাঁরা সবাই যেন বিধিপূর্বক, তুষ্ট-পুষ্ট ও সম্মানিত হয়ে ফিরে যান।

শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুষ্মতাম্।
অযুতং তিলমুদ্গস্য প্রয়াত্বগ্রে মহাবল॥ ১৯
চণকানাং কুলিত্থানাং মাষাণাং লবণস্য চ।

'মহাবলী সুমিত্রাকুমার ! লক্ষ লক্ষ বোঝাবহনকারী পশু উত্তম চাল নিয়ে এবং দশ হাজার পশু তিল, মুগ, ছোলা ইত্যাদির বোঝা নিয়ে অগ্রে গমন করুক।

অতোঽনুরূপং স্নেহং চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ॥ ২০
সুবর্ণকোট্যো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে সমাধিনা॥ ২১

'সেইমতো ঘি, তেল, দুধ, দই এবং চন্দন, সুগন্ধিত পদার্থও পাঠাতে হবে। ভরত শতকোটিরও অধিক সোনা-রূপার টাকা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পূর্বেই যেন যাত্রা করে।

অন্তরাপণবীথ্যশ্চ সর্বে চ নটনর্তকাঃ।
সূদা নার্যশ্চ বহবো নিত্যং যৌবনশালিনঃ॥ ২২

'পথে প্রয়োজনীয় বস্তু কেনা-বেচার জন্য স্থানে স্থানে রাজার থাকা প্রয়োজন, সুতরাং ব্যবসায়ী বণিকগণও যেন যাত্রা করে। সমস্ত নট ও নর্তকগণও যায়। বহু রন্ধনকারী সর্বদা সুশোভিত যুবতী নারীরাও যেন যায়।

ভরতেন তু সার্ধং তে যান্তু সৈন্যানি চাগ্রতঃ।
নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতান্॥ ২৩
কর্মান্তিকান্ বর্ধকিনঃ কোশাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্।
মম মাতৃস্তথা সর্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ॥ ২৪
কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ॥ ২৫

'ভরতের অগ্রে যেন সেনারাও যায়। মহাযশস্বী ভরত শাস্ত্রবেত্তা বিদ্বানগণ, বালক, বৃদ্ধ, একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণ, কাজ করার পরিচারক, কোষাধ্যক্ষ, বৈদিকগণ, আমার সব মাতাগণ, কুমারদের অন্তঃপুরচারিণী (কুমারদের পত্নীগণ) আমার পত্নীর স্বর্ণপ্রতিমা এবং যজ্ঞকর্মের দীক্ষা জানা ব্রাহ্মণদের নিয়ে আগেই যাত্রা করে।'

উপকার্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥ ২৬
অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্।

তারপর মহাবলী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেবকসহ মহাতেজস্বী রাজাদের থাকার জন্য বহুমূল্য বাসস্থানের আদেশ দিলেন এবং সেবকসহ সেই মহাত্মা নরেশদের খাওয়া-দাওয়া-বস্ত্র ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করলেন।

ভরতঃ স তদা যাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা॥ ২৭
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্॥ ২৮

তখন শত্রুঘ্নসহ ভরত নৈমিষারণ্যে গমন করলেন। সেখানে যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, সুগ্রীবের সঙ্গে মহাত্মা বানরগণ তাঁদের খাদ্য-পরিবেশন করতেন।

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্॥ ২৯

নারীগণ এবং অনেক রাক্ষসদের সঙ্গে বিভীষণ সকল তপস্বী মহাত্মা মুনিদের আপ্যায়ণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯২)

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের দানাদির বৈশিষ্ট্য

তৎ সর্বমখিলেনাশু প্রস্থাপ্য ভরতাগ্রজঃ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং মুমোচ হ॥ ১

এইভাবে সব সামগ্রী ভালোভাবে পাঠিয়ে ভরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম উত্তম লক্ষণযুক্ত এবং কৃষ্ণসার মৃগের মতো কালো রংয়ের এক অশ্ব ছেড়ে দিলেন।

ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্ধমশ্বে চ বিনিযুজ্য চ।
ততোঽভ্যগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্॥ ২

ঋত্বিক্‌দের সঙ্গে লক্ষ্মণকে ওই অশ্বকে রক্ষার জন্য নিযুক্ত করে শ্রীরঘুনাথ সৈন্যদের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে গেলেন।

যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ॥ ৩

সেখানে প্রস্তুত অত্যন্ত অদ্ভুত যজ্ঞ-মণ্ডপ দেখে মহাবাহু শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন— 'খুব সুন্দর হয়েছে।'

নৈমিষে বসতস্তস্য সর্ব এব নরাধিপাঃ।
আনিন্যুরুপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রত্যপূজয়ৎ॥ ৪

নৈমিষারণ্যে নিবাসকালে ভূমণ্ডলের সব রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নানাপ্রকার উপহার নিয়ে আসেন, শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের সকলকে সাদর আপ্যায়ন করেন।

অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ।
ভরতঃ সহশত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে॥ ৫

তাঁদের অন্ন, পানীয়, বস্ত্র এবং অন্য আবশ্যক জিনিস দেওয়া হয়। শত্রুঘ্নসহ ভরত সেই রাজাদের স্বাগত-সৎকারে নিযুক্ত ছিলেন।

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
পরিবেষণং চ বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে॥ ৬

সুগ্রীব-সহ মহামনস্বী বানর পরম পবিত্র এবং সংযত চিত্ত হয়ে সেই সময় ব্রাহ্মণদের আহার পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত॥ ৭

বহুপ্রকার রাক্ষস পরিবৃত হয়ে বিভীষণ অত্যন্ত সাবধানে থেকে সেই উগ্রতপস্বী ঋষিদের সেবায় রত থাকতেন।

উপকার্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥ ৮

মহাবলী নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সেবকসহ ভূপালদের থাকার জন্য বহুমূল্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এবং সুবিহিতো যজ্ঞো হ্যশ্বমেধো হ্যবর্তত।
লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্যা প্রবর্তত॥ ৯

এইভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হল এবং লক্ষ্মণের সংরক্ষণে থেকে অশ্বের ভূমণ্ডল ভ্রমণও ভালোভাবে সম্পন্ন হল।

ঈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্।
নান্যঃ শব্দোঽভবৎ তত্র হয়মেধে মহাত্মনঃ॥ ১০
ছন্দতো দেহি দেহীতি যাবৎ তুষ্যন্তি যাচকাঃ।
তাবৎ সর্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যে মহাত্মনঃ॥ ১১
বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ।

রাজাদের মধ্যে সিংহসম পরাক্রমী মহাত্মা শ্রীরামের এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উত্তম বিধিতে হতে লাগল। সেই যজ্ঞে শুধুমাত্র একটি কথাই সর্বত্র শোনা যেত যে—যতক্ষণ যাচক সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ তার ইচ্ছানুযায়ী সব বস্তু দিতে থাকো, এছাড়া অন্য কিছু শোনা যেত না। এভাবে মহাত্মা শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে নানাপ্রকার গুড়ের তৈরী খাদ্য নিরন্তর দেওয়া হত, যতক্ষণ না লোকে পূর্ণতঃ সন্তুষ্ট হয়ে বারণ করত।

ন নিঃসৃতং ভবত্যোষ্ঠাদ্ বচনং যাবদর্থিনাম্॥ ১২
তাবদ্ বানররক্ষোভির্দত্তমেবাভ্যদৃশ্যত।

যাচকদের মুখ থেকে যে পর্যন্ত তাদের মনোবাঞ্ছিত বস্তুর কথা প্রকাশ না হত ততক্ষণ পর্যন্ত রাক্ষস ও বানরগণ তাদের অভীষ্ট বস্তু দিতে থাকত। এই ব্যাপারটি সকলেই লক্ষ্য করছিল।

ন কশ্চিন্মলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ॥ ১৩
তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে।

রাজা শ্রীরামের সেই যজ্ঞ হৃষ্ট-পুষ্ট ব্যক্তিতে পূর্ণ ছিল। সেখানে কোনো মলিন, দীন ও দুর্বল মানুষ দেখা যেত না।

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ॥ ১৪
নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলঙ্কৃতম্।

সেই যজ্ঞে যেসব চিরজীবী মহাত্মা মুনি পদার্পণ করেছিলেন, তাঁদের কারোরই এমন উন্মুক্ত দানযুক্ত যজ্ঞের কথা স্মরণে ছিল না। এই যজ্ঞ পূর্ণতঃ দানেই অলংকৃত দেখা যাচ্ছিল।

যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ॥ ১৫
বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।

যাঁর স্বর্ণের প্রয়োজন, তিনি স্বর্ণ পেতেন, ধন আকাঙ্খাকারী ধন পেতেন, রত্ন চাইতেন যিনি, তিনি রত্ন পেয়ে যেতেন।

হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্॥ ১৬
অনিশং দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।

সেখানে সর্বক্ষণ স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, বস্ত্রের বিপুল সম্ভার রাখা ছিল।

ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥ ১৭
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ।

সেখানে আগত তপস্বী মুনিরা বলতেন যে, এমন যজ্ঞ তো পূর্বে ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণের ওখানেও দেখা যায়নি।

সর্বত্র বানরাস্তস্থুঃ সর্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ॥ ১৮
বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্।

বানর ও রাক্ষসকুল সর্বত্র হাতে দান করার সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত থাকত এবং যাচকরা যা চাইত, তার থেকে বেশি দান করত।

ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্বগুণান্বিতঃ।
সংবৎসরমথো সাগ্রং বর্ততে ন চ হীয়তে॥ ১৯

রাজসিংহ ভগবান শ্রীরামের এই সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। সেখানে কখনও কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিল না।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৩)

শ্রীরামের যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন এবং রামায়ণগানের জন্য তাঁর কুশ ও লবকে আদেশ

বর্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে।
সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥ ১

এইভাবে সেই অভূতপূর্ব যজ্ঞকালে ভগবান বাল্মীকিমুনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে পদার্পণ করেন।

স দৃষ্ট্বা দিব্যসংকাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্।
একান্ত ঋষিবাহানাং চকার উটজান্ শুভান্॥ ২

তিনি সেই দিব্য, অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করেন এবং ঋষিদের জন্য যেসকল আশ্রম তৈরি হয়েছিল, তার কাছেই নিজের জন্য এক পর্ণশালা তৈরি করেন।

শকটাংশ্চ বহূন্ পূর্ণান্ ফলমূলাংশ্চ শোভনান্।
বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ॥ ৩

বাল্মীকির সুন্দর পর্ণশালার কাছেই অন্নাদি পরিপূর্ণ পাত্র রাখা হয়েছিল এবং তৎসহ সেখানে উত্তম ফল-মূলও রাখা হয়েছিল।

আসীৎ সুপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্॥ ৪

রাজা শ্রীরাম ও বহুসংখ্যক মহাত্মা মুনির দ্বারা ভালোভাবে পূজিত ও সম্মানিত হয়ে মহাতেজস্বী আত্মজ্ঞানী বাল্মীকি মুনি অত্যন্ত সুখে সেখানে নিবাস করেন।

স শিষ্যাবব্রবীদ্ হৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরয়া মুদা॥ ৫

তিনি তাঁর দুই হৃষ্ট-পুষ্ট শিষ্যকে বলেন— 'তোমরা দুই ভাই একাগ্র চিত্তে সর্বদিক ঘুরে ঘুরে আনন্দের সঙ্গে রামায়ণ কাব্য গান করো।

ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ॥ ৬

ঋষি ব্রাহ্মণদের পবিত্রস্থানে, গলি-রাজপথে, রাজাদের বাসস্থানেও এই কাব্য গান করো।

রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে।

ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ॥ ৭

'শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থানের সন্নিকটস্থিত দ্বারে, ব্রাহ্মণগণ যেখানে যজ্ঞ করছেন, সেখানে ঋত্বিকদের সম্মুখে এই কাব্য গান করো।

ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ।
জাতানি পর্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্॥ ৮

'এখানকার পর্বত শিখরে নানাপ্রকার স্বাদু মিষ্ট ফল আছে, (ক্ষুধা পেলে) সেগুলি উপভোগ করে এই কাব্য গাইতে থাকবে।

ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ।
মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ॥ ৯

'বৎস ! এখানকার সুমধুর ফল-মূল ভক্ষণ করলে তোমাদের ক্লান্তিও আসবে না এবং সুরের মাধুর্যও নষ্ট হবে না।

যদি শব্দাপয়েদ্ রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগ্যং প্রবর্ততাম্॥ ১০

'মহারাজ শ্রীরাম যদি তোমাদের গান শোনাবার জন্য ডাকেন, তাহলে তোমরা তাঁকে এবং সেখানে উপস্থিত সব ঋষি ও মুনিদের সঙ্গে যথাযোগ্য বিনয়পূর্ণ আচরণ করবে।

দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।
প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা॥ ১১

'পূর্বে আমি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাযুক্ত শ্লোকে, রামায়ণ কাব্যের সর্গের যেভাবে উপদেশ দিয়েছি, সেইভাবে প্রতিদিন কুড়িটি করে সর্গ মধুর স্বরে গান করবে।

লোভশ্চাপি ন কর্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া।
কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা॥ ১২

'অর্থের জন্য লোভ কোরো না, আশ্রমবাসীদের, ফল-মূল ভোজনকারীদের, অর্থের কী প্রয়োজন ?

যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবং নরাধিপম্॥ ১৩

'যদি শ্রীরঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন—'বালক ! তোমরা দুজন কার পুত্র ?' তাহলে তোমরা দুজন মহারাজকে এটাই বলবে যে 'আমরা দুভাই মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য।'

ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতজ্বরৌ॥ ১৪

'এই বীণায় সাতটি তার থাকে। এর থেকে অত্যন্ত মধুর আওয়াজ বার হয়। এতে অপূর্ব স্বর প্রদর্শন করা যায়। এর স্বরে ঝংকার করে, সুমধুর সুর মিলিয়ে তোমরা দুভাই কাব্য গান করো এবং সর্বদা নিশ্চিন্তে থাকো।

আদিপ্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্।
পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ॥ ১৫

'প্রারম্ভ থেকেই এই কাব্যের গান করা উচিত। তোমরা এমন কোনো আচরণ কোরো না, যাতে রাজার মানহানি হয় ; কারণ ধর্ম দৃষ্টিতে রাজা সর্বপ্রাণীর পিতা।

তদ্ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।
গায়তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥ ১৬

'সুতরাং তোমরা দুই ভাই প্রসন্ন ও একাগ্রচিত্ত হয়ে কাল প্রভাত থেকেই বীণার মধুর সুরে রামায়ণ-গান আরম্ভ করো।'

ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা।
বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ॥ ১৭

এইভাবে নানা উপদেশ দিয়ে বরুণের পুত্র পরম উদার মহামুনি বাল্মীকি চুপ করলেন।

সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ।
তথৈব করবাবেতি নির্জগ্মতুররিন্দমৌ॥ ১৮

মুনি এইরূপ আদেশ করলে মিথিলেশকুমারী সীতার এই দুই শত্রুদমন পুত্র 'ঠিক আছে, আমরা তাই করব' বলে সেখানে থেকে গমন করলেন।

তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ
নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং
যথাশ্বিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্॥ ১৯

ঋষি কথিত সেই অদ্ভুত বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শুক্রাচার্যের তৈরি করা নীতিসংহিতাধারণকারী অশ্বিনীকুমারদের ন্যায় এই দুই কুমার মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানে সুখপূর্বক রাত্রি যাপন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের তিরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ (৯৪)

লব ও কুশের রামায়ণ-কাব্য গান এবং পরিপূর্ণ সভায় শ্রীরামের সেই গান শ্রবণ করা

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্বং সর্বং তত্রোপগায়তাম্॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে, স্নান-সন্ধ্যা এবং সমিধা-হোম কার্য সমাপ্ত করে এই দুই ভাই ঋষির আদেশ অনুসারে সেখানে রামায়ণ গান করতে লাগলেন।

তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্।
অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্॥ ২

শ্রীরঘুনাথও এই গান শোনেন, যা পূর্ববর্তী আচার্যগণের নিয়মের অনুকূল ছিল। (সেই গানে) সঙ্গীতের বিশেষত্ব যুক্ত স্বরের অপূর্ব শৈলী ছিল।

প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।
বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ॥ ৩

বহুসংখ্যক প্রমাণ— ধ্বনি পরিচ্ছেদের সাধনভূত দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত— এই তিনের আবৃত্তিযুক্ত তথা সপ্তবিধ স্বরাদির সুমধুর ভেদে প্রস্তুত বীণার লয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই দুই বালকের মধুর গান শুনে শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত কৌতূহল হয়।

অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্।
পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা॥ ৪
পৌরাণিকান্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্॥ ৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥ ৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাঞ্জ্যোতিষে চ পরং গতান্।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান্॥ ৭
ভাষাজ্ঞানিঙ্গিতজ্ঞাংশ্চ নৈগমাংশ্চাপ্যশেষতঃ।

তারপর পুরুষসিংহ রাজা শ্রীরামচন্দ্র কর্মানুষ্ঠান থেকে অবকাশ পেয়ে শ্রেষ্ঠ মুনি, রাজা, বেদবেত্তা পণ্ডিত, পৌরাণিক, বয়স্ক ব্রাহ্মণ, স্বর ও লক্ষণের জ্ঞাতা, সংগীত শুনতে উৎসুক দ্বিজ, সামুদ্রিক লক্ষণ ও সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ, বিশেষতঃ নিগমাগমের বিদ্বান পুরবাসী, বিভিন্ন ছন্দের চরণ, তার গুরু-লঘু অক্ষর সমূহ এবং সেই সম্পর্কে জ্ঞানী পণ্ডিত, বৈদিক ছন্দের পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান, স্বরাদির হ্রস্বদীর্ঘ ইত্যাদি মাত্রার বিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষ বিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিত, কার্যকুশল পুরুষ, বিভিন্ন ভাষাবিদ পুরুষ এবং সমস্ত মহাজনদের আহ্বান করলেন।

হেতূপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্॥ ৮
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্।
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্॥ ৯
শাস্ত্রজ্ঞান্ নীতিনিপুণান্ বেদান্তার্থপ্রবোধকান্।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥ ১০

শুধু তাই নয়, তর্কের প্রয়োগে নিপুণ নৈয়ায়িক, যুক্তিবাদী, বহুজ্ঞ বিদ্বান, ছন্দ-পুরাণ-বেদ জ্ঞাতা দ্বিজবরগণ, চিত্রকলার জ্ঞাতা, ধর্মশাস্ত্রের অনুকূল সদাচার জ্ঞাতা, দর্শন ও কল্পসূত্রের বিদ্বান, নৃত্য ও গীতে প্রবীণ পুরুষ, বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞাতা, নীতি-নিপুণ পুরুষ, বেদান্তের অর্থ প্রকাশকারী ব্রহ্মবেত্তাদেরও আহ্বান করলেন। এঁদের সবাইকে একত্র করে ভগবান শ্রীরাম রামায়ণ গীতকারী সেই দুই বালককে সভায় ডেকে বসালেন।

তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥ ১১

সভাসদদের মধ্যে শ্রোতারা হর্ষবৃদ্ধিকারী বার্তালাপ করছিলেন, সেই সময় দুই মুনিকুমার গান গাইতে আরম্ভ করলেন।

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্।
ন চ তৃপ্তিং যয়ুঃ সর্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা॥ ১২

মধুর সঙ্গীতের প্রারম্ভ হল, সেই গান ছিল অত্যন্ত অলৌকিক। গানের কথার বিশিষ্টতার জন্য সকল শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকলেন। কারোরই যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না।

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ॥ ১৩

সকল মুনি এবং মহাপরাক্রমী ভূপালগণ আনন্দমগ্ন হয়ে তাদের দুজনকে বারংবার দেখছিলেন, যেন তাদের গীতি মাধুর্য চোখ দিয়ে পান করছেন।

ঊচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোত্থিতৌ॥ ১৪

তাঁরা সকলে একাগ্রচিত্তে পরস্পরকে বলতে

লাগলেন—'এই দুজন কুমারের আকৃতি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে, যেন বিম্ব থেকে প্রকটিত হওয়া প্রতিবিম্ব।

জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ॥ ১৫

'এদের মাথায় যদি জটা না থাকত এবং পরিধানে বল্কল না হতো, তাহলে আমরা শ্রীরামচন্দ্র এবং গীতিকার এই দুই কুমারের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারতাম না।'

এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ।
প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্বসর্গং নারদদর্শিতম্॥ ১৬

নগর ও জনপদে বসবাসকারী মানুষেরা যখন এই কথা আলোচনা করছিলেন, তখন শ্রীনারদ প্রদর্শিত প্রথম সর্গ মূল রামায়ণের প্রারম্ভ থেকেই গান আরম্ভ হল।

ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্ বিংশত্যগায়তাম্।
ততোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত॥ ১৭
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
অষ্টাদশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনোঃ॥ ১৮
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।

তাঁরা সেখান থেকে কুড়ি সর্গ পর্যন্ত গান করেন। তখন অপরাহ্নকাল উপস্থিত হয়েছিল। কুড়ি সর্গ পর্যন্ত গান শুনে ভ্রাতৃবৎসল শ্রীরঘুনাথ ভাই ভরতকে বললেন — 'কাকুৎস্থ ! তুমি এই দুই মহান বালককে পুরস্কার-রূপে আঠারো হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করো। এছাড়া আর কোনো বস্তুর যদি তাদের প্রয়োজন থাকে, তাও শীঘ্র দাও।'

দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৯
দীয়মানং সুবর্ণং তু নাগৃহ্ণীতাং কুশীলবৌ।

নির্দেশ পেয়ে ভরত শীঘ্রই দুই বালককে আলাদা আলাদা করে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে গেলেন ; কিন্তু কুশ এবং লব সেই সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করলেন না।

ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ॥ ২০
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥ ২১

সেই দুই মহামনস্বী বালক বিস্মিত হয়ে বলেন — 'এই অর্থের কী প্রয়োজন ? আমরা বনবাসী। বনের ফল-মূলে জীবন-নির্বাহ করি। সোনা রূপো বনে নিয়ে গিয়ে কী করব ?'

তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব এব সুবিস্মিতাঃ॥ ২২

তারা এই কথা বলায় সব শ্রোতাদের অত্যন্ত কৌতূহল হল। শ্রোতাগণ ও শ্রীরাম—সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ।
পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ॥ ২৩

শ্রীরামচন্দ্র তখন জানতে উৎসুক হলেন যে, এই কাব্যের উপলব্ধি কোথা থেকে হয়েছে! তিনি তখন সেই মহাতেজস্বী মুনিকুমারদের জিজ্ঞাসা করলেন—

কিংপ্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ।
কর্তা কাব্যস্য মহতঃ ক্ব চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৪

'এই মহাকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা কত ? এর রচয়িতা মহাত্মা কবির বাসস্থান কোথায় ? এই মহাকাব্যের কর্তা কোন মুনীশ্বর ? তিনি কোথায় ?'

পৃচ্ছন্তং রাঘবং বাক্যমূচতুর্মুনিদারকৌ।
বাল্মীকির্ভগবান্ কর্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্॥ ২৫

এইরূপ জিজ্ঞাসায় দুই মুনিকুমার শ্রীরঘুনাথকে বলেন — 'মহারাজ ! যে কাব্যে আপনার সম্পূর্ণ চরিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, তার রচয়িতা ভগবান বাল্মীকি এবং তিনি এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎসহস্রকম্।
উপাখ্যানশতং চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥ ২৬

'সেই তপস্বী কবি রচিত এই মহাকাব্যে চব্বিশ হাজার শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান রয়েছে।

আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥ ২৭

'রাজন্! সেই মহাত্মা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পাঁচশত সর্গ এবং ছয় কাণ্ডের রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি উত্তরকাণ্ডও রচনা করেছেন।

কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব।
প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবৎ তাবৎ সর্বস্য বর্ততে॥ ২৮

'আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকিই এইসব রচনা করেছেন। তিনি আপনার চরিত্রকে মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন। এতে আপনার জীবনের সমস্ত কথাই

বর্ণিত হয়েছে।

যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজন্ শ্রবণায় মহারথ।
কর্মান্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণুষ্ব সহানুজঃ॥ ২৯

'মহারথী নরেশ ! আপনি যদি এটি শোনবার জন্য আগ্রহী হন, তাহলে যজ্ঞ কর্মে অবকাশে নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে বসে নিয়মিত এই গান শুনবেন।'

বাঢমিত্যব্রবীদ্ রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবম্।
প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৩০

শ্রীরামচন্দ্র বলেন—'খুব ভালো। আমি এই কাব্য শুনব।' তারপর শ্রীরঘুনাথের আদেশ নিয়ে দুই ভাই কুশ ও লব প্রসন্নতাসহ যেখানে মুনিবর বাল্মীকি ছিলেন, সেই স্থানে গেলেন।

রামোঽপি মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
শ্রুত্বা তদ্ গীতিমাধুর্যং কর্মশালামুপাগমৎ॥ ৩১

শ্রীরামচন্দ্রও মহাত্মা মুনি এবং রাজাদের সঙ্গে মধুর সঙ্গীত শুনে কর্মশালায় (যজ্ঞমণ্ডপে) চলে গেলেন।

শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তং
কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মানম্॥ ৩২

এইভাবে শ্রীরাম প্রথমদিন কুশ ও লব দ্বারা গীত কয়েকটি সর্গযুক্ত সুন্দর স্বর ও মধুর শব্দপূর্ণ, তাল ও লয় সম্পন্ন এবং বীণা ও নয় ব্যঞ্জনাযুক্ত সেই কাব্যগান শুনলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চুরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৪॥

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৫)

শ্রীরামের সীতার কাছে তাঁর শুদ্ধতা প্রমাণিত করাবার চিন্তা-ভাবনা

রামো বহূন্যহান্যেব তদ্ গীতং পরমং শুভম্।
শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ॥ ১

শ্রীরঘুনাথ ঋষি, রাজা এবং বানরদের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে এই রামায়ণ গান শুনলেন।

তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ॥ ২

দূতান্ শুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া।
মদ্ বচো ব্রূত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে॥ ৩

সেই গাথা শুনে তিনি অবগত হলেন যে 'কুশ ও লব—এই দুই কুমারই সীতার সুপুত্র।' তখন সভার মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ-আচার-বিচারসম্পন্ন দূতেদের ডাকলেন এবং সুবুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করে বললেন—'তোমরা ভগবান বাল্মীকি মুনির কাছে যাও আর তাঁকে আমার এই সংবাদ দাও।

যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥ ৪

'সীতার চরিত্র যদি শুদ্ধ হয় এবং তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পাপ না থাকে, তাহলে তিনি যেন আপনার অর্থাৎ মহামুনির অনুমতি নিয়ে এখানে এসে জনসম্মুখে নিজের শুদ্ধত্ব প্রমাণ করেন।

ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মে লঘু॥ ৫

'তুমি এই বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি ও সীতারও আন্তরিক ইচ্ছা জেনে আমাকে জানাও, তিনি কি এখানে এসে নিজের শুদ্ধি প্রমাণিত করতে আগ্রহী ?

শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতু পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ॥ ৬

'কাল প্রভাতে মিথিলেশকুমারী জানকী যেন পরিপূর্ণ সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে তার কলঙ্ক দূর করার জন্য অঙ্গীকার করেন।'

শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্ বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
দূতাঃ সম্প্রয়যুর্বাঢং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৭

শ্রীরঘুনাথের এই অতি অদ্ভুত কথা শুনে দূত মুনিবর বাল্মীকির সকাশে উপস্থিত হল।

তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্।
ঊচুস্তে রামবাক্যানি মৃদুনি মধুরাণি চ॥ ৮

মহাত্মা বাল্মীকি ছিলেন অমিত তেজস্বী, তিনি স্বতেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিলেন। সেই দূতেরা প্রণাম করে তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের কথা মধুর এবং কোমল শব্দে জ্ঞাপন করে।

তেষাং তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ৯

দূতেদের কথা শুনে এবং শ্রীরামের আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝে সেই মহাতেজস্বী মুনি বললেন—

এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ১০

'তাই হবে, তোমাদের ভালো হোক। শ্রীরঘুনাথ যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, সীতা তাই করবেন ; কারণ পতি স্ত্রীর কাছে দেবতুল্য।'

তথোক্তা মুনিনা সর্বে রাজদূতা মহৌজসম্।
প্রত্যেত্য রাঘবং সর্বং মুনিবাক্যং বভাষিরে॥ ১১

মুনি এই কথা বলায় সব রাজদূতেরা মহাতেজস্বী শ্রীরামের কাছে ফিরে এল। তারা মুনির বলা সমস্ত কথা যথার্থ ভাবে জানাল।

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ।
ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত॥ ১২

মহাত্মা বাল্মীকির কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেখানে আগত ঋষিদের ও রাজাদের বললেন—

ভগবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চৈবান্যোঽপি কাংক্ষতে॥ ১৩

'পূজ্যপাদ মুনিগণ আপনারা শিষ্যসহ সভাতে পদার্পণ করুন। সেবকসহ রাজাগণও উপস্থিত হন এবং অন্যান্য যাঁরা সীতার প্রমাণিত ঘোষণা শুনতে ইচ্ছুক, তাঁরাও আসুন। সকলে এভাবে একত্রে এসে সীতার শপথ-গ্রহণ দেখুন।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১৪

মহাত্মা রাঘবের একথা শুনে সমস্ত মহাত্মাদের মুখ থেকে মহান সাধুধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

রাজানশ্চ মহাত্মানং প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ॥ ১৫

রাজারাও মহাত্মা শ্রীরামের প্রশংসা করে বললেন— 'নরশ্রেষ্ঠ ! এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম কথা শুধু আপনার দ্বারাই সম্ভব। অন্য কারো দ্বারা নয়।'

এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বোভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তাঞ্ছত্রুসূদনঃ॥ ১৬

এইভাবে পরের দিন সীতার প্রমাণ দেওয়া নিশ্চিত করে শত্রুসূদন শ্রীরাম সবাইকে বিদায় জানালেন।

ইতি সম্প্রবিচার্য রাজসিংহঃ
শ্বোভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ মুনীন্ নৃপাংশ্চ সর্বান্
স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ॥ ১৭

পরের দিন প্রাতঃকালে সীতার দ্বারা প্রমাণ দেওয়া নিশ্চিত করে মহানুভব মহাত্মা রাজসিংহ শ্রীরাম সেই সব মুনি ও রাজাদের নিজেদের স্থানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঁচানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৫॥

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ (৯৬)

মহর্ষি বাল্মীকি দ্বারা সীতার শুদ্ধতা সমর্থন

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে মহাতেজস্বী রাজা শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞশালায় পদার্পণ করলেন এবং সব ঋষিদের আহ্বান করলেন।

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতমা দুর্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥ ২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥ ৪
নারদঃ পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ হ্যগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ॥ ৫
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ॥ ৬

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপস্বী দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘজীবী, মহাযশস্বী, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্বত, মহাযশস্বী গৌতম, কাত্যায়ন, সুযজ্ঞ এবং তপোনিধি অগস্ত্য — এঁরা এবং অন্যান্য কঠোর ব্রতপালনকারী বহুসংখ্যক মহর্ষি কৌতূহলবশতঃ সেখানে একত্রিত হলেন।

রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ॥ ৭

মহাপরাক্রমী রাক্ষস এবং মহাবলী বানর—মহামনা সকলে কৌতূহলবশতঃ সেখানে এলেন।

ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ।
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৮

নানা দেশ থেকে আগত তীক্ষ্ণ ব্রতধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সহস্র সহস্র সংখ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন।

জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কর্মনিষ্ঠা যোগনিষ্ঠাস্তথাপরে।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঃ॥ ৯

সীতাদেবীর শপথ-গ্রহণ দেখার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ এবং যোগনিষ্ঠ সর্বপ্রকারের লোক পদার্পণ করেছিলেন।

তদা সমাগতং সর্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥ ১০

রাজসভায় একত্রিত সকলে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছেন জেনে মুনিবর বাল্মীকি সীতাদেবীকে নিয়ে তখুনি সেখানে উপস্থিত হলেন।

তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্‌মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥ ১১

মহর্ষির পিছনে সীতাদেবী মাথা নত করে আসছিলেন। তিনি করবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ছিল। তিনি হৃদয় মন্দিরে স্থিত শ্রীরামের কথা চিন্তা করছিলেন।

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১২

বাল্মীকিকে অনুসরণ করা সীতাদেবীকে শ্রীব্রহ্মার পিছনে অনুসরণকারী শ্রুতির মতো মনে হচ্ছিল। তাই দেখে সেখানে 'ধন্য ধন্য' আওয়াজ গুঞ্জরিত হল।

ততো হলহলাশব্দঃ সর্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥ ১৩

সেইসময় সমস্ত দর্শকদের হৃদয় দুঃখের মহান শোকে ব্যাকুল ছিল। সর্বদিকে কোলাহল ব্যাপৃত হল।

সাধু রামেতি কেচিৎ তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ॥ ১৪

কেউ বলছিলেন — 'শ্রীরাম ! তুমি ধন্য।' অন্য একজন বলছিলেন — 'দেবি সীতা ! তুমি ধন্য।' আবার সেখানে কিছু অন্য দর্শক এমনও ছিলেন ; যাঁরা রাম ও সীতা দুজনকেই উচ্চৈস্বরেঃ সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন।

ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।

সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্॥ ১৫

সেই জনসমুদ্রে সীতাসহ বাল্মীকি প্রবেশ করে শ্রীরঘুবীরকে বললেন—

ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥ ১৬

'দশরথনন্দন ! এই সীতা উত্তমব্রতপালনকারিণী এবং ধর্মপরায়ণা। আপনি লোক অপবাদের ভয়ে এঁকে আমার আশ্রমের কাছে ত্যাগ করে এসেছেন।

লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৭

'মহান ব্রতধারী শ্রীরাম ! লোকপবাদে ভীত আপনাকে সীতা তাঁর শুদ্ধতার প্রমাণ দেবেন। তার জন্য আপনি এঁকে অনুমতি দিন।

ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ১৮

'কুশ ও লব এই দুই কুমার জানকীর গর্ভ থেকে যমজরূপে জন্ম নিয়েছেন। এঁরা আপনারই পুত্র এবং আপনার মতোই দুর্ধর্ষ বীর, আমি আপনাকে সত্য কথা জানাচ্ছি।

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥ ১৯

'রঘুকুলনন্দন ! আমি প্রচেতার (বরুণের) দশম পুত্র। আমার মুখ থেকে কখনও মিথ্যা কথা বার হয়েছে, তা আমার স্মরণ নেই। আমি সত্য বলছি, এই দুজন আপনারই পুত্র।

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥ ২০

'আমি কয়েক সহস্র বছর ধরে ভীষণ তপস্যা করেছি। মিথিলেশকুমারী সীতার যদি কোনো দোষ থাকে, তাহলে আমার সেই তপস্যা যেন নিষ্ফল হয়।

মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥ ২১

'আমি কায়মনোবাক্যে ও ক্রিয়ার দ্বারা আগে কখনও কোনো পাপ করিনি। মিথিলেশকুমারী সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তখনই আমার যেন এই পাপশূন্য পুণ্যকর্মের ফল লাভ হয়।

অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে॥ ২২

'রঘুনন্দন ! আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধির দ্বারা সীতার শুদ্ধতা ভালোভাবে জেনেই এঁকে আমার সংরক্ষণে নিয়েছিলাম। আমি এঁকে জঙ্গলের এক ঝরণার পাশে পেয়েছিলাম।

ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি॥ ২৩

'এঁর আচরণ সর্বতোভাবে শুদ্ধ। পাপ এঁকে ছুঁতেও পারেনি। ইনি পতিকে দেবতা মানেন। সুতরাং লোকাপবাদের ভয়ে ভীত আপনাকে নিজের শুদ্ধতার বিশ্বাস করাবেন।

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রবিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা॥ ২৪

'রাজকুমার ! আমি দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জেনেছি যে, সীতা ভাব ও চিন্তায় পরম পবিত্র ; তাই তিনি আশ্রমে প্রবেশ করতে পেরেছেন। ইনি আপনারও প্রাণের অধিক প্রিয় এবং আপনিও জানেন যে, সীতা সর্বতোভাবে শুদ্ধ, তবুও লোকাপবাদে কলুষিত চিত্ত হয়ে আপনি এঁকে ত্যাগ করেছেন।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ছিয়ানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৭)

সীতার শপথ ও রসাতলে প্রবেশ

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্॥ ১

মহর্ষি বাল্মীকি এরূপ বলায় শ্রীরঘুনাথ সুন্দরী সীতাদেবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সেই জনসমাগমের মধ্যে হাত জোড় করে বললেন—

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ॥ ২

'মহাভাগ! আপনি ধর্মের জ্ঞাতা। সীতার সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, সেসবই ঠিক। ব্রহ্মন্! আপনার কথায় আমার জনকনন্দিনীর শুদ্ধতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে।

প্রত্যয়শ্চ পুরা বৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥ ৩

'আগেও একবার আমি দেবতাদের সামনে বিদেহ কুমারীর শুদ্ধতার প্রমাণ পেয়েছি। সেই সময় সীতা তাঁর শুদ্ধির জন্য শপথ করে বলেছিলেন, যার জন্য আমি ওঁকে নিজ ভবনে স্থান দিয়েছিলাম।

লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৪

'কিন্তু পরে আবার ভীষণভাবে লোকাপবাদের রব ওঠে, তাতে বিবশ হয়ে মিথিলেশকুমারীকে আমি ত্যাগ করি। ব্রহ্মন্! সীতা সর্বদা নিষ্পাপ, একথা জেনেও, শুধু সমাজের ভয়ে আমি এঁকে ছেড়ে দিই। আপনি আমার এই অপরাধকে ক্ষমা করুন।

জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥ ৫

'আমি একথাও জানি যে, এই যমজ কুমারদ্বয় লব ও কুশ আমারই পুত্র, তবুও জনসমগ্রে শুদ্ধ প্রমাণিত হওয়ার পরই মিথিলেশকুমারী আমার হতে পারেন।'

অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ মহেন্দ্রাদ্যা মহৌজসঃ॥ ৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জেনে সীতার শপথ উচ্চারণ কালে মহেন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত প্রধান প্রধান মহাতেজস্বী দেবতা পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্মুখে করে সেখানে উপস্থিত হলেন।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ॥ ৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বে তে সর্বে চ পরমর্ষয়ঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে হৃষ্টমানসাঃ॥ ৮
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ।

আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, সমস্ত সাধ্যদেব, সমস্ত মহর্ষিগণ, নাগ, গরুড় এবং সকল সিদ্ধগণ প্রসন্নচিত্তে সীতাদেবীর শপথ গ্রহণ দেখার উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছোলেন।

দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৯
প্রত্যয়ো মে সুরশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে॥ ১০

দেবতাগণ ও ঋষিগণকে উপস্থিত দেখে শ্রীরঘুনাথ আবার বলেন— 'সুরশ্রেষ্ঠগণ! যদিও মহর্ষি বাল্মীকির বক্তব্যে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তবুও জন-সমাজের মধ্যে বিদেহকুমারী বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে আমি অধিক প্রসন্ন হব'।

ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ।
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্বতঃ॥ ১১

তখন দিব্য সুগন্ধ পরিপূর্ণ, মনকে আনন্দ প্রদানকারী পরম পবিত্র এবং শুভকারক সুরশ্রেষ্ঠ বায়ুদেব মন্দগতিতে সর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উপস্থিত জনসমুদায়কে আহ্লাদ প্রদান করেন।

তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা॥ ১২

সমস্ত রাষ্ট্র থেকে আগত মানুষেরা একাগ্রচিত্তে প্রাচীনকালের সত্যযুগের ন্যায় এই অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ঘটনা স্বচক্ষে দেখলেন।

সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥ ১৩

সীতাদেবী তখন তপস্বিনীদের মতো গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সকলে উপস্থিত জেনে তিনি হাত জোড় করে, মাথা ও দৃষ্টি নীচু করে বললেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ১৪

'আমি শ্রীরঘুনাথ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের (স্পর্শ তো দূরের কথা) মনে মনেও চিন্তা করিনি ; একথা যদি সত্য হয়, তাহলে ভগবতী ধরিত্রী দেবী আমাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান প্রদান করুন।

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ১৫

'আমি যদি মন-বাক্যে ও ক্রিয়ার দ্বারা শুধু শ্রীরামেরই আরাধনা করে থাকি, তাহলে ভগবতী পৃথিবী দেবী আমাকে তাঁর ক্রোড়ে স্থান দিন।

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ১৬

'ভগবান শ্রীরামকে ছাড়া আমি অন্য কোনো পুরুষকে জানি না, আমার বলা এই কথা যদি সত্য হয়, তবে ভগবতী পৃথিবী দেবী আমাকে তাঁর ক্রোড়ে স্থান দিন'।

তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীৎ তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্॥ ১৭

বিদেহকুমারী এইরূপ শপথ-পূর্বক বলামাত্রই ভূতল থেকে এক অনুপম সিংহাসন প্রকটিত হল, যা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং দিব্য।

ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥ ১৮

দিব্য রত্নবিভূষিত মহাপরাক্রমী নাগগণ দিব্যরূপ ধারণ করে এই দিব্য সিংহাসনটি নিজেদের মস্তকে ধারণ করে রেখেছিল।

তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥ ১৯

সিংহাসনের সঙ্গেই পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রিদেবী দিব্য রূপে আবির্ভূতা হলেন। তিনি মিথিলেশকুমারী সীতাকে তাঁর দুহাতে করে ক্রোড়ে উঠিয়ে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে সিংহাসনে বসালেন।

তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥ ২০

সিংহাসনে বসে সীতাদেবী যখন রসাতলে প্রবেশ করতে থাকেন, তখন দেবতারা তাকে অবলোকন করলেন। আকাশ থেকে তখন তাঁর ওপর ক্রমাগত পুষ্পবর্ষণ হচ্ছিল।

সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্॥ ২১

দেবতাদের মুখ থেকে 'ধন্য-ধন্য' মহাশব্দ উচ্চারিত হল। তাঁরা বলতে থাকেন — 'সীতা ! তুমি ধন্য, ধন্য। তোমার স্বভাব-চরিত্র এতো সুন্দর আর এমনই পবিত্র !

এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্॥ ২২

সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করতে দেখে আকাশে দণ্ডায়মান দেবতারা প্রসন্নচিত্তে নানা কথা বলতে লাগলেন।

যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥ ২৩

যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত সকল মুনি ও নরশ্রেষ্ঠ নরেশগণও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।

অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥ ২৪

অন্তরিক্ষে এবং ভূতলের সব চরাচর প্রাণী এবং পাতালের বিশালকায় দানব ও নাগরাজও আশ্চর্যচকিত হলেন।

কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥ ২৫

কেউ হর্ষনাদ করছিল, কেউ ধ্যান মগ্ন হল, কেউ শ্রীরামকে দেখতে থাকলেন আর কেউ হতচকিত হয়ে সীতা দেবীকে দেখছিলেন।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥ ২৬

সীতাদেবীকে ভূতলে প্রবেশ করতে দেখে সেখানে আগত সকলে হর্ষ ও শোকে ডুবে গেল। দু'দণ্ড (প্রায় ৪৮ মিনিট) ধরে সমগ্র জনতা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সাতানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ (৯৮)

সীতার জন্য শ্রীরামের দুঃখ, শ্রীব্রহ্মার তাঁকে বোঝানো এবং উত্তরকাণ্ডের বাকী অংশ শোনার জন্য প্রেরণা-দান

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ববানরাঃ।
চুক্রুশুঃ সাধুসাধ্বীতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ॥ ১

বিদেহকুমারী সীতা রসাতলে প্রবেশ করলে শ্রীরামের নিকটে উপবিষ্ট সমস্ত বানর এবং ঋষি-মুনিগণ বলতে লাগলেন—'সাধ্বী সীতা! তুমি ধন্য'।

দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ॥ ২

কিন্তু ভগবান শ্রীরাম অত্যন্ত দুঃখী হলেন। তাঁর মন অবসাদে ভরে গেল এবং তিনি দণ্ডের সাহায্যে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল।

স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩

অনেকক্ষণ ধরে অশ্রুপাত হওয়ায় ক্রোধ ও শোকে যুক্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

অভূতপূর্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥ ৪

'আজ আমার মন অভূতপূর্ব শোকে নিমজ্জিত কারণ আমার চোখের সামনে থেকেই মূর্তিমতী লক্ষ্মীসম সীতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ।
ততশ্চাপি ময়াহহনীতা কিং পুনর্বসুধাতলাৎ॥ ৫

'প্রথম বার সীতা সমুদ্রের অপর পারে স্থিত লঙ্কাতে গিয়ে আমার চোখের আড়াল হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন সেখান থেকে ওঁকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তাঁকে নিয়ে আসা, এমন কি বড় ব্যাপার?'

বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্যাত্যতাং মম।
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি॥ ৬

(এই কথা বলে তিনি পৃথিবীকে বললেন —) 'পূজনীয় ভগবতি বসুন্ধরা! সীতাকে ফিরিয়ে দিন; নাহলে আমার ক্রোধের ফল পাবেন। আমার প্রভাব আপনার অজানা নয়।

কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাৎ তু মৈথিলী।
কর্ষতা ফালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা॥ ৭

'দেবি! বাস্তবে আপনিই আমার শ্বশ্রূমাতা। রাজা জনক লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করছিলেন, যার ফলে আপনার থেকেই সীতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে।

তস্মান্নির্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া॥ ৮

'অতএব হয় আপনি সীতাকে ফিরিয়ে দিন, নচেৎ আমাকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দিন; কারণ পাতাল হোক বা স্বর্গ, আমি সীতার সঙ্গেই থাকব।

আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোহহং মৈথিলীকৃতে।
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে॥ ৯
সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং বিধমিষ্যামি তে স্থিতিম্।
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্বমাপো ভবন্ত্বিহ॥ ১০

'আপনি আমার সীতাকে নিয়ে আসুন। আমি মিথিলেশকুমারীর জন্য যেন সংজ্ঞাশূন্য হয়ে গেছি। আপনি যদি এই ধরাতলে সীতাকে ওইরূপে ফিরিয়ে না দেন, তাহলে আমি পর্বত ও বনসহ আপনার অবস্থান নষ্ট করব। সমস্ত ভূমি বিনাশ করব। তাতে যদি সবকিছু জলমগ্নও হয়ে যায় (তবুও আমি ক্ষান্ত হব না)।'

এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্॥ ১১

শ্রীরঘুনাথ যখন ক্রোধ ও শোকযুক্ত হয়ে এই কথা বলছিলেন, তখন দেবতাসহ শ্রীব্রহ্মা রঘুকুলনন্দনকে বললেন—

রাম রাম ন সন্তাপং কর্তুমর্হসি সুব্রত।
স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবং মন্ত্রং চামিত্রকর্শন॥ ১২

'উত্তমব্রত পালনকারী শ্রীরাম! আপনি দুঃখ করবেন না। শত্রুসূদন! আপনি আপনার পূর্বস্বরূপ স্মরণ করুন।

ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
ইমং মুহূর্তং দুর্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্॥ ১৩

'মহাবাহো! আমি আপনাকে আপনার পরম উত্তম স্বরূপের স্মরণ করাচ্ছি না। দুর্ধর্ষ বীর! শুধু এই অনুরোধ

করছি যে আপনি এখন ধ্যানের সাহায্যে নিজ বৈষ্ণব স্বরূপ স্মরণ করুন।

সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াৎ ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ॥ ১৪

'সাধ্বী সীতা সর্বতোভাবে শুদ্ধ। তিনি প্রথম থেকেই আপনার পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর তপোবলের কারণ হল আপনার অনন্য আশ্রয় গ্রহণ। তাঁর জন্যই তিনি সুখপূর্বক নাগলোকের অছিলায় আপনার পরম-ধামে গমন করেছেন।

স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অস্যাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ ব্রবীমি নিবোধ তৎ॥ ১৫

'পুনরায় সাকেতধামে তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে ; এতে কোনো সংশয় নেই। এখন এই সভামধ্যে আমি আপনাকে যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।
সর্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬

'আপনার চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এই কাব্য —আপনি যা শুনেছেন, সব কাব্যের মধ্যে উত্তম। শ্রীরাম ! এটি নিঃসন্দেহে আপনার সর্বজীবন-বৃত্তান্তের উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করবে।

জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরং চেহ সর্বং বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১৭

'বীর ! আবির্ভাব কাল থেকেই আপনার যে সুখ-দুঃখ (স্বেচ্ছায়) ভোগ হয়েছে, সেসব এবং সীতার অন্তর্ধানের পর ভবিষ্যতে যা হবে— সবই মহর্ষি বাল্মীকি তাকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।

আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নহ্যন্যোঽর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে॥ ১৮

'শ্রীরাম ! এটি আদিকাব্য। এই সম্পূর্ণ কাব্যের আধারশিলা আপনিই— আপনার জীবনবৃত্তান্ত নিয়েই এই কাব্য রচিত হয়েছে। রঘুকুলের শোভাবৃদ্ধিকারী আপনি ব্যতীত এরূপ আর কোনো যশস্বী পুরুষ নেই, যিনি এইরূপ কাব্যের নায়ক হওয়ার অধিকারী।

শ্রুতং তে পূর্বমেতদ্ধি ময়া সর্বং সুরৈঃ সহ।
দিব্যমদ্ভুতরূপং চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্॥ ১৯

'সর্বপ্রথম দেবতাদের সঙ্গে আমি, আপনার সঙ্গে সম্পর্কিত এই সম্পূর্ণ কাব্য শ্রবণ করেছি। এ অতি দিব্য ও অদ্ভুত। এতে কোন কিছুই গোপন করা হয়নি। এখানে উল্লিখিত সকল কথাই সত্য।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধর্মেণ সুসমাহিতঃ।
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু॥ ২০

'পুরুষসিংহ ! রঘুনন্দন ! আপনি ধর্মপূর্বক একাগ্র চিত্তে রামায়ণের ভবিষ্যতের অবশিষ্ট অংশ কাব্যে শুনে নিন।

উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্ধমুত্তমম্॥ ২১

'মহাযশস্বী এবং মহাতেজস্বী শ্রীরাম ! এই কাব্যের অন্তিম ভাগের নাম উত্তরকাণ্ড। এই উত্তম ভাগ আপনি ঋষিদের সঙ্গে বসে শ্রবণ করুন।

ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্।
পরম ঋষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন॥ ২২

'কাকুৎস্থবীর রঘুনন্দন ! আপনি সর্বোৎকৃষ্ট রাজর্ষি। তাই আপনারই সর্বপ্রথম এই উত্তম কাব্য শোনা উচিত, অন্যের নয়'।

এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ॥ ২৩

এই বলে ত্রিলোকের প্রভু শ্রীব্রহ্মা দেবতা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিজেদের লোকে চলে গেলেন।

যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা ন্যবর্তন্ত মহৌজসঃ॥ ২৪
উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে।

সেখানে ব্রহ্মলোকবাসী মহাতেজস্বী মহাত্মা ঋষিগণও ছিলেন, তাঁরা শ্রীব্রহ্মার নির্দেশ পেয়ে অবশিষ্ট বৃত্তান্তযুক্ত উত্তরকাণ্ড শোনার ইচ্ছায় (তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মলোকে না থেকে) ফিরে এলেন।

ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবস্য ভাষিতাম্॥ ২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।

তারপর দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মা কথিত সেই শুভবাণী স্মরণ করে পরম তেজস্বী শ্রীরাম মহর্ষি বাল্মীকিকে একথা বলেন।

ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ॥ ২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে সম্প্রবর্ততাম্।

'ভগবন্ ! এই ব্রহ্মলোক নিবাসী মহর্ষিগণ আমার

ভাবী চরিত্রযুক্ত উত্তরকাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ শুনতে আগ্রহী। তাই কাল প্রভাত থেকে তার গান আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হোক।'

এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশীলবৌ॥ ২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ।
তামেব শোচতঃ সীতা সা ব্যতীতা চ শর্বরী॥ ২৮

এরূপ ব্যবস্থা করে শ্রীরাম জনসমূহকে বিদায় জানালেন এবং কুশ ও লবকে সঙ্গে করে নিজ পর্ণশালায় এলেন। সেখানে সীতার চিন্তনে তিনি রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আটানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৮॥

একোনশততমঃ সর্গঃ (৯৯)

সীতার রসাতল-প্রবেশের পর শ্রীরামের জীবন চর্যা, রামরাজ্যের স্থিতি এবং মাতৃগণের পরলোক-গমন আদির বর্ণনা

রজন্যাং তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।
গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ॥ ১

রাত্রি প্রভাত হলে শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মুনিদের আহ্বান করে তাঁর দুই পুত্রকে বললেন— 'এখন তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে অবশিষ্ট রামায়ণের গান করো।'

ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু।
ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশীলবৌ॥ ২

মহাত্মা মহর্ষিগণ যথাস্থানে বসলে কুশ ও লব ভগবানের ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধিত উত্তরকাণ্ডের—যা সেই মহাকাব্যেরই অংশ, সেই গান আরম্ভ করলেন।

প্রবিষ্টায়াং তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা।
তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরমদুর্মনাঃ॥ ৩

এদিকে নিজের সত্যনিষ্ঠার বলে সীতাদেবী রসাতলে প্রবেশ করায় যজ্ঞের অন্তে ভগবান শ্রীরাম অত্যন্ত দুঃখী হন।

অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ॥ ৪

বিদেহকুমারীকে না দেখে সমগ্র জগত তাঁর কাছে শূন্য মনে হচ্ছিল। শোকে ব্যথিত হওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না।

বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্বানৃক্ষবানররাক্ষসান্।
জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্বং বিসৃজ্য চ॥ ৫
এবং সমাপ্য যজ্ঞং তু বিধিবৎ স তু রাঘবঃ।
ততো বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ॥ ৬
হৃদি কৃত্বা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ।

তারপর শ্রীরঘুনাথ সব রাজাদের, ভালু-বানর ও রাক্ষস জনগণ এবং প্রধান ব্রাহ্মণদের অর্থ দিয়ে বিদায় জানান। এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করে কমলনয়ন শ্রীরাম সবাইকে বিদায় জানিয়ে সীতাদেবীকে মনে মনে স্মরণ করতে করতে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন।

ইষ্টযজ্ঞো নরপতিঃ পুত্রদ্বয়সমন্বিতঃ॥ ৭
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ॥ ৮

যজ্ঞ সমাপ্ত করে রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম নিজের দুই পুত্রের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি সীতা ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। প্রত্যেক যজ্ঞে যখনই ধর্মপত্নীর প্রয়োজন হত, তিনি সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা তৈরি করাতেন।

দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধানথাকরোৎ।
বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্॥ ৯

তিনি দশহাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছেন। বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তার দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেছেন এবং তাতে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়েছেন।

**অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ॥ ১০**

শ্রীরাম পর্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং অন্যান্য বড়-বড় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাতে বহু ধন খরচ হয়েছে।

**এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য ব্যতীয়াদ্ রাঘবস্য চ॥ ১১**

এইভাবে রাজ্যশাসন কালে মহাত্মা ভগবান শ্রীরঘুনাথের দীর্ঘকাল ধর্মপালনেই অতিবাহিত হয়েছে।

**ঋক্ষবানররক্ষাংসি স্থিতা রামস্য শাসনে।
অনুরঞ্জন্তি রাজানো হ্যহন্যহনি রাঘবম্॥ ১২**

ভালু, বানর ও রাক্ষসগণ শ্রীরামের আজ্ঞার অধীনে থাকত। পৃথিবীর সকল রাজা প্রতিদিন শ্রীরঘুনাথকে প্রসন্ন রাখতেন।

**কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং জনপদাস্তথা॥ ১৩**

শ্রীরামের রাজ্যে সময়মতো মেঘ জলবর্ষণ করত। সর্ব ঋতু অনুকূল ছিল, কখনও আকাল পড়ত না। সর্বদিক প্রসন্ন থাকত এবং নগর ও জনপদ স্বাস্থ্যপূর্ণ মানুষে ভরে থাকত।

**নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা।
নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৪**

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে কারো অকাল-মৃত্যু হতো না। প্রাণীরা কোনো অসুখে কষ্ট পেত না, সংসারে কোনো উপদ্রব হতো না।

**অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্মমুপাগমৎ॥ ১৫**

এর পর দীর্ঘসময় পরে পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত হয়ে পরম যশস্বিনী শ্রীরামজননী-কৌসল্যা কালধর্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হন।

**অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদেবে পর্যবস্থিতা॥ ১৬
সর্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সমাগতা মহাভাগাঃ সর্বধর্মং চ লেভিরে॥ ১৭**

দেবী সুমিত্রা এবং যশস্বিনী দেবী কৈকেয়ীও তাঁর পথ অনুসরণ করেন। এই রাণীগণ জীবনকালে নানাবিদ ধর্মানুষ্ঠান করে অন্তকালে সাকেত ধাম প্রাপ্ত হন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে সেখানে দশরথের সঙ্গে মিলিত হন। সেই সব মহাভাগা রাণীগণ সবধর্মের পূর্ণ ফল লাভ করেন।

**তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি।
মাতৃণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু॥ ১৮**

শ্রীরঘুনাথ মাঝে মধ্যেই তাঁর মাতাদের জন্য কোনো ভেদভাব না রেখে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বিশাল দান করতেন।

**পিত্র্যাণি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।
চকার রামো ধর্মাত্মা পিতৃন্ দেবান্ বিবর্ধয়ন্॥ ১৯**

ধর্মাত্মা শ্রীরাম শ্রাদ্ধ উপযোগী উত্তম বস্তু ব্রাহ্মণদের অর্পণ করতেন এবং পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বড় বড় (পিণ্ডাত্মক) পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন।

**এবং বর্ষসহস্রাণি বহূন্যাথ যযুঃ সুখম্।
যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্মং বর্ধয়ানস্য সর্বদা॥ ২০**

এইভাবে যজ্ঞ এবং অন্যান্য বিবিধ ধর্ম পালন করে শ্রীরঘুনাথ কয়েক সহস্র বর্ষ সুখপূর্বক অতিবাহিত করেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একোনশততমঃ সর্গঃ॥ ৯৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নিরানব্বইতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৯॥

শততমঃ সর্গঃ (১০০)

কেকয়দেশ থেকে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের উপহার নিয়ে আসা এবং তাঁর সন্দেশ অনুসারে কুমারগণসহ ভরতের গন্ধর্বদেশে আক্রমণের জন্য প্রস্থান করা

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে॥ ১
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।

কিছুকাল পরে কেকয়দেশের রাজা যুধাজিৎ তাঁর পুরোহিত অমিত অঙ্গিরার পুত্র তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি গার্গকে মহাত্মা শ্রীরঘুনাথের কাছে পাঠান।

দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্॥ ২
কম্বলানি চ রত্নানি চিত্রবস্ত্রমথোত্তমম্।
রামায় প্রদদৌ রাজা শুভান্যাভরণানি চ॥ ৩

শ্রীরামচন্দ্রকে অর্পণ করার জন্য প্রেমোপহার রূপে তাঁকে দশহাজার ঘোড়া, বহু কম্বল (শাল ইত্যাদি) নানা প্রকার রত্ন, বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও মনোহর অলংকার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিং গার্গ্যমাগতম্।
মাতুলস্যাশ্বপতিনঃ প্রহিতং তন্মহাধনম্॥ ৪
প্রত্যুদ্গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।
গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্॥ ৫

পরম বুদ্ধিমান শ্রীমান রাঘবেন্দ্র যখন শুনলেন যে, মামা অশ্বপতি পুত্র যুধাজিৎ প্রেরিত মহর্ষি গার্গ্য বহুমূল্য উপহার নিয়ে অযোধ্যায় আসছেন, তখনি তিনি ভ্রাতাগণ সহ এক ক্রোশ এগিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পূজা করতেন, সেইভাবে মহর্ষি গার্গ্যের পূজা এবং স্বাগত-সৎকার করলেন।

তথা সম্পূজ্য তমৃষিং তদ্ ধনং প্রতিগৃহ্য চ।
পৃষ্ট্বা প্রতিপদং সর্বং কুশলং মাতুলস্য চ॥ ৬
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে।

এইভাবে মহর্ষির সাদর সৎকার করে ধনগ্রহণের পর তাঁর এবং মাতুল-গৃহের কুশল সংবাদ নেন। পরে যখন মহাভাগ মহর্ষি আসনে বিরাজমান হলেন, শ্রীরাম তখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ॥ ৭
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ।

'ব্রহ্মর্ষে! আমার মামা কী সংবাদ পাঠিয়েছেন, যার ফলে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বাক্যবেত্তা শ্রেষ্ঠ আপনি পূজ্যপাদ মহর্ষি কষ্ট করে পদার্পণ করেছেন।'

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্যবিস্তরম্॥ ৮
বক্তুমদ্ভুতসংকাশং রাঘবায়োপচক্রমে।

শ্রীরামের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি সেই অদ্ভুত কার্যের বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করলেন।

মাতুলস্তে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ॥ ৯
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে।

'মহাবাহো! আপনার মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ প্রেমপূর্বক যে সংবাদ দিয়েছেন, তা যদি আপনার রুচিসম্মত মনে হয়, তাহলে শুনুন।

অয়ং গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ॥ ১০
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।

'তিনি বলেছেন যে সিন্ধু নদীর দুই পারে অবস্থিত ফল-মূল সুশোভিত গন্ধর্বদেশ অতি সুন্দর প্রদেশ।

তং চ রক্ষন্তি গন্ধর্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ॥ ১১
শৈলূষস্য সুতা বীর ত্রিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ।

'বীর রঘুনন্দন! গন্ধর্বরাজ শৈলুষের তিন কোটি যুদ্ধকুশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সম্পন্ন মহা বলশালী গন্ধর্ব দেশকে সর্বদা রক্ষায় নিযুক্ত।

তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্বনগরং শুভম্॥ ১২
নিবেশয় মহাবাহো স্বে পুরে সুসমাহিতে।
অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ।
রোচতাং তে মহাবাহো নাহং ত্বামহিতং বদে॥ ১৩

'কাকুৎস্থ! মহাবাহো! আপনি সেই গন্ধর্বদের জয় করে সুন্দর গন্ধর্বনগর স্থাপিত করুন। নিজের জন্য উত্তম-সাধন-সম্পন্ন দুই নগরী নির্মাণ করুন। সেই দেশ অত্যন্ত সুন্দর। সেখানে কারো গতি নেই। আপনি সেটি নিজের

অধিকারে নেওয়ার অঙ্গীকার করুন। আমি আপনাকে এমন পরামর্শ দেব না, যা অহিতকারক হয়।'

তচ্ছুত্বা রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্মাতুলস্য চ।
উবাচ বাঢমিত্যেব ভরতং চান্বৈক্ষত॥ ১৪

মহর্ষি এবং মামার কথা শুনে শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি 'খুব ভালো' বলে ভরতের দিকে তাকালেন।

সোঽব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ সাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্।
ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিষ্যতঃ॥ ১৫
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ।
মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্মেণ সুসমাহিতৌ॥ ১৬

তখন শ্রীরাঘবেন্দ্র প্রসন্নতাসহ সেই ব্রহ্মর্ষিকে হাত জোড় করে বললেন— 'ব্রহ্মর্ষে! এই দুই কুমার তক্ষ ও পুষ্কল হল ভরতের বীর পুত্র। তাঁরা ওই দেশ পরিদর্শন করবে এবং মামাদ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ধর্মপূর্বক একাগ্রচিত্তে সেই দেশ শাসন করবে।

ভরতং চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ।
নিহত্য গন্ধর্বসুতান্ দ্বে পুরে বিভজিষ্যতঃ॥ ১৭

'এই দুই কুমার ভরতকে অগ্রগামী করে সেনা ও সেবকসহ সেখানে যাবে এবং গন্ধর্বপুত্রদের সংহার করে পৃথক পৃথক দুই নগর স্থাপন করবে।

নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ।
আগমিষ্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্মিকঃ॥ ১৮

'দুটি শ্রেষ্ঠ নগর স্থাপন করে দুই পুত্রকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে অত্যন্ত ধর্মাত্মা ভরত আমার কাছে ফিরে আসবে।'

ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতং সবলানুগম্।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ॥ ১৯

ব্রহ্মর্ষিকে এইকথা বলে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সেনাসহ যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, প্রথমেই দুই কুমারের তখনই রাজ্যাভিষেক করালেন।

নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃসুতম্।
ভরতঃ সহ সৈন্যেন কুমারাভ্যাং বিনির্যযৌ॥ ২০

তারপর সৌম্য নক্ষত্রে (মৃগশিরাতে) অঙ্গীরার পুত্র মহর্ষি গার্গ্যকে অগ্রগামী করে সেনা ও কুমারসহ ভরত যাত্রা করলেন।

সা সেনা শক্রযুক্তেন নগরান্নির্গতাবশ।
রাঘবানুগতা দূরং দুরাধর্ষা সুরৈরপি॥ ২১

ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত দেবসেনাসম সেই সেনা নগর থেকে নির্গত হল। ভগবান শ্রীরামও কিছুদূর নিয়ে তাঁদের এগিয়ে দিলেন। সেই সৈন্যবল ছিল দেবতাদের দুর্জয়।

মাংসাশিনশ্চ যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সুমহান্তি চ।
অনুজগ্মুর্হি ভরতং রুধিরস্য পিপাসয়া॥ ২২

মাংসাশী জন্তু এবং বড় রাক্ষসেরা যুদ্ধে রক্তপানের ইচ্ছায় ভরতের পিছনে পিছনে গেল।

ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ।
গন্ধর্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ॥ ২৩

অত্যন্ত ভয়ংকর কয়েক সহস্র মাংসভক্ষী পশু গন্ধর্ব-পুত্রদের মাংস খাবার জন্য সেই সৈন্যদের অনুগমন করল।

সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং খেচরাণাং চ পক্ষিণাম্।
বহূনি বৈ সহস্রাণি সেনায়া যযুরগ্রতঃ॥ ২৪

হাজার হাজার সিংহ, বাঘ, শূকর ও আকাশচারী পাখি সেনাদের সঙ্গে চলল।

অধ্যর্থমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ॥ ২৫

দেড় মাস অতিবাহিত করে হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষসহ সেই সেনা কুশলে কেকয়দেশে পৌঁছাল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ॥ ১০০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০১)

ভরতের গন্ধর্বদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের সংহার করে সেখানে দুটি সুন্দর নগর স্থাপন করে নিজ দুই পুত্রকে সমর্পণ করা এবং অযোধ্যায় ফিরে আসা

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ।
যুধাজিদ্ গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ॥ ১

কেকয়রাজ যুধাজিৎ যখন শুনলেন যে মহর্ষি গার্গ্যের সঙ্গে স্বয়ং ভরত সেনাপতি হয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ।
ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্বান্ কামরূপিণঃ॥ ২

সেই কেকয়রাজা অসংখ্য জনগণের সঙ্গে উৎসাহপূর্বক ভরতের সঙ্গে দেখা করে ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণকারী গন্ধর্বের দেশের দিকে চললেন।

ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৈঃ।
গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ॥ ৩

ভরত এবং যুধাজিৎ তীব্রগতিতে সৈন্য ও বাহকসহ গন্ধর্বদের রাজধানীর ওপর আক্রমণ করলেন।

শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্বাস্তে সমাগতাঃ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ॥ ৪

ভরতের আগমনের খবর পেয়ে মহাপরাক্রমী গন্ধর্বগণ যুদ্ধেচ্ছায় একত্রিত হয়ে সর্বদিকে জোরে গর্জন করতে লাগল।

ততঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ঃ॥ ৫

পরে দুই সেনার মধ্যে রোমহর্ষণকারী যুদ্ধ বেধে গেল। সেই মহাভয়ংকর সংগ্রাম সাতরাত্রি চললেও, দুপক্ষের কেউই জিততে পারল না।

খড়্গশক্তিধনুর্গ্রাহা নদ্যঃ শোণিতসংস্রবাঃ।
নৃকলেবরবাহিন্যঃ প্রবৃত্তাঃ সর্বতোদিশম্॥ ৬

চারদিকে রক্তের নদী প্রবাহিত হল। সেই রক্ত নদীতে তলোয়ার, শক্তি, ধনুক আদি বিচরণ করা পশুর ন্যায় মনে হচ্ছিল, সেই রক্ত ধারায় মানুষের লাশও ভেসে যাচ্ছিল।

ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্।
সংবর্তং নাম ভরতো গন্ধর্বেষ্বভ্যচোদয়ৎ॥ ৭

রামানুজ ভরত অত্যন্ত কুপিত হয়ে তখন কালদেবতার ভয়ংকর অস্ত্র — যা সংবর্ত নামে প্রসিদ্ধ, গন্ধর্বদের ওপর প্রয়োগ করেন।

তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্তেন বিদারিতাঃ।
ক্ষণেনাভিহতাস্তেন তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনা॥ ৮

মহাত্মা ভরত এইভাবে ক্ষণকালের মধ্যে তিন কোটি গন্ধর্বদের সংহার করেন। এই গন্ধর্বগণ কালপাশে বদ্ধ হয়ে সংবর্ত-অস্ত্রে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তদ্ যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তাদৃশানাং মহাত্মনাম্॥ ৯
হতেষু তেষু সর্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥ ১০

এরূপ ভয়ংকর যুদ্ধ পূর্বে দেবতারা কখনও দেখেননি আর তাঁদের স্মরণেও নেই। পলকের মধ্যে পরাক্রমী মহামনস্বী গন্ধর্ব সংহার হয়ে যাওয়ায় কৈকেয়ীকুমার ভরত সেখানে দুটি সমৃদ্ধিশালী সুন্দর নগর স্থাপন করলেন।

তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥ ১১

মনোহর গন্ধর্বদেশে তক্ষশিলা নামের নগরী স্থাপন করে তিনি তক্ষকে তথাকার রাজা করেন এবং গান্ধারদেশে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করে সেখানকার রাজা পুষ্কলকে সমর্পণ করেন।

ধনরত্নৌঘসংকীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে।
অন্যোন্যসংঘর্ষকৃতে স্পর্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ॥ ১২

এই দুই নগর ধন-ধান্যে এবং রত্নসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। বহু সুন্দর কানন এর শোভা বৃদ্ধি করত। গুণবিস্তারের দৃষ্টিতে এরা একে অন্যকে টক্কর দিত।

উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে॥ ১৩

দুই নগরীর শোভা ছিল অতীব মনোহর। উভয় স্থানের ব্যবসা ছিল নিষ্কপট, শুদ্ধ এবং সরল, দুই নগরী উদ্যান ও নানা প্রকার যানবাহনপূর্ণ ছিল। বহু প্রকারের ব্যবসাকেন্দ্রে তা পরিপূর্ণ ছিল।

উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে॥ ১৪

দুই শ্রেষ্ঠ পুরের রমণীয়তা ছিল দেখার মতো। বহু অভিনব বস্তু তার শোভা বৃদ্ধি করত—যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়নি। বহু সুন্দর প্রাসাদ ও অনেক সাতমহলা অট্টালিকা নগরীর শোভাবর্ধন করত।

শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে ॥ ১৫

অনেক শোভাসম্পন্ন দেবমন্দির এবং তাল-তমাল-তিলক ইত্যাদি বৃক্ষে এই দুই নগরীর শোভা ও রমণীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ীসুতঃ॥ ১৬

পাঁচ বছর ধরে রাজধানীগুলিকে ভালোভাবে ব্যবস্থিত করে শ্রীরামের ছোটভাই কৈকেয়ীকুমার মহাবাহু ভরত অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্মমিবাপরম্।
রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥ ১৭

অযোধ্যায় এসে শ্রীমান ভরত দ্বিতীয় ধর্মরাজের সমান মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে সেইভাবে প্রণাম করেন, যেমন ভাবে ইন্দ্র শ্রীব্রহ্মাকে প্রণাম করেন।

শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ববধমুত্তমম্।
নিবেশনং চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতোঽস্য রাঘবঃ॥ ১৮

তারপর তিনি গন্ধর্ব বধ এবং সেই দেশে সমুচিত ব্যবস্থা স্থাপনের সমাচার জানালেন। তাঁর কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০১॥

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০২)

শ্রীরামের নির্দেশে ভরত ও লক্ষ্মণ কর্তৃক কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুকে কারুপথ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ করা

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বাক্যং চাদ্ভুতসংকাশং ভ্রাতৃন্ প্রোবাচ রাঘবঃ॥ ১

ভরতের মুখ থেকে গন্ধর্বদেশের সংবাদ শুনে ভ্রাতাসহ শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর শ্রীরাঘবেন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের এই অদ্ভুত কথা বলেন—

ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্মবিশারদৌ।
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢ়বিক্রমৌ॥ ২

'সুমিত্রানন্দন! তোমাদের এই দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ। এঁদের মধ্যে রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত দৃঢ়তা ও পরাক্রম রয়েছে।

ইমৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাম্।
রমণীয়ো হ্যসম্বাধো রমেতাং যত্র ধন্বিনৌ॥ ৩

'সুতরাং আমি এঁদেরও রাজ্যাভিষেক করাব। তুমি এঁদের জন্য কোনো সুন্দর দেশ অনুসন্ধান করো, যা রমণীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাধা-বিঘ্ন রহিত হয় আর যেখানে এই ধনুর্ধর বীরদ্বয় আনন্দে থাকতে পারে।

ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্যান্নাশ্রমাণাং বিনাশনম্।
স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা॥ ৪

'সৌম্য! এমন দেশ দেখো, যেখানে নিবাস করলে অন্য রাজাদের পীড়া বা উদ্বেগ না হয়, আশ্রমের বিনাশ না করতে হয় এবং কারো দৃষ্টিতে আমাদের অপরাধী না হতে হয়।'

তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ॥ ৫

শ্রীরামচন্দ্র একথা বলায় ভরত উত্তর দিলেন—'আর্য! কারুপথ নামক দেশটি বড় সুন্দর রয়েছে। সেখানে কোনো রোগ-ব্যাধির ভয় নেই।

নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদস্য মহাত্মনঃ।

চন্দ্রকেতোঃ সুরুচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্॥ ৬

'সেখানে মহাত্মা অঙ্গদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করা হোক এবং চন্দ্রকেতুর (বা চন্দ্রকান্তের) জন্য 'চন্দ্রকান্ত' নামে নগর নির্মাণ করা হোক, তা যেন সুন্দর আরোগ্যবর্ধক হয়।'।

তদ্ বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
তং চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ॥ ৭

ভরতের কথা শ্রীরঘুনাথ মেনে নিলেন এবং তিনি কারুপথ দেশ অধিকার করে অঙ্গদকে সেখানকার রাজা করেন।

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।
রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা॥ ৮

ক্লেশরহিত কর্মকারী ভগবান শ্রীরাম অঙ্গদের জন্য 'অঙ্গদীয়া' নামে এক রমণীয় পুরী স্থাপন করেন, যেটি পরম সুন্দর এবং সর্বভাবে সুরক্ষিত ছিল।

চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা॥ ৯

চন্দ্রকেতুর দেহ মল্লদের মতো হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল, তাঁর জন্য মল্ল দেশে 'চন্দ্রকান্তা' নামে বিখ্যাত দিব্য পুরী নির্মাণ করা হয়, যা ছিল স্বর্গের অমরাবতী নগরীর মতো সুন্দর।

ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকং চ চক্রিরে॥ ১০

এর ফলে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত— তিন জনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই সকল রণদুর্জয় বীরগণ নিজেরাই সেই কুমারদের অভিষেক করান।

অভিষিচ্য কুমারৌ দ্বৌ প্রস্থাপ্য সুসমাহিতৌ।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমুদঙ্মুখম্॥ ১১

একাগ্রচিত্ত এবং সাবধানে থাকা ওই দুই কুমারের অভিষেক করে অঙ্গদকে পশ্চিমদিকে এবং চন্দ্রকেতুকে পশ্চিমদিকে পাঠান হয়।

অঙ্গদং চাপি সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
চন্দ্রকেতোস্তু ভরতঃ পার্ষ্ণিগ্রাহো বভূব হ॥ ১২

অঙ্গদের সঙ্গে স্বয়ং লক্ষ্মণ গেলেন এবং চন্দ্রকেতুর সহায়ক বা পার্শ্বিক হলেন শ্রীভরত নিজে।

লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।
পুত্রে স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ॥ ১৩

লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া পুরীতে এক বছর বাস করলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ পুত্র অঙ্গদ যখন দৃঢ়তা সহকারে রাজ্য পরিচালনা করতে সমর্থ হলেন, তখন লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

ভরতোঽপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোঽধিকম্।
অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ॥ ১৪

তদনুরূপ ভরত চন্দ্রকান্তা নগরীতে এক বছরের কিছু অধিক সময় অবস্থান করে, যখন চন্দ্রকেতুর রাজ্যও স্বনির্ভর হয়ে উঠল, তখন তিনিও অযোধ্যায় ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করতে লাগলেন।

উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাবনুব্রতৌ।
কালং গতমপি স্নেহান্ন জজ্ঞাতেঽতিধার্মিকৌ॥ ১৫

লক্ষ্মণ এবং ভরত দুজনেরই শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অনন্য অনুরাগ ছিল। শ্রীরামের সেবায় তাঁদের বহু সময় অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু স্নেহের আধিক্যে তাঁদের তা খেয়াল থাকে না।

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেষাং যযুস্তদা।
ধর্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্যেষু নিত্যদা॥ ১৬

এই তিন ভ্রাতা সর্বদাই পুরবাসীদের হিতসাধনে সংলগ্ন থাকতেন এবং ধর্মপালনের জন্য যথেষ্ট প্রযত্নশীল ছিলেন। এই ভাবে দশহাজারবছর পার হয়ে যায়।

বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ
শ্রিয়া বৃতা ধর্মপুরে চ সংস্থিতাঃ।
ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসো
হুতাগ্নয়ঃ সাধুমহাধ্বরে ত্রয়ঃ॥ ১৭

ধর্মপালনের স্থানভূত এই অযোধ্যাপুরীতে বৈভবসম্পন্ন হয়ে এই তিন ভাই সময়মতো প্রজাদের দেখাশোনা করতেন। তাঁদের সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। মহাযজ্ঞে আহুতি লাভ করে তাঁরা প্রজ্বলিত দীপ্ত তেজস্বী গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ নামক ত্রিবিধ অগ্নির সমান প্রকাশিত হতেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০২॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৩)

শ্রীরামের কাছে কালের আগমন এবং একটি কঠোর শর্তের সঙ্গে তাঁর সাথে বার্তালাপের জন্য প্রস্তুত হওয়া

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য রামে ধর্মপরে স্থিতে।
কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ১

তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হলে, ভগবান শ্রীরাম যখন ধর্মপূর্বক অযোধ্যারাজ্য পালন করছিলেন, তখন সাক্ষাৎ কাল একদিন তপস্বীরূপে রাজভবনে এলেন।

সোঽব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তং যশস্বিনম্।
মাং নিবেদয় রামায় সম্প্রাপ্তং কার্যগৌরবাৎ॥ ২

তিনি রাজদ্বারে দণ্ডায়মান ধৈর্যবান ও যশস্বী লক্ষ্মণকে বলেন— 'আমি এক বিশেষ কাজে এসেছি, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে আমার আগমন বার্তা দাও।

দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ।
রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্যেণ হি মহাবল॥ ৩

'মহাবলী লক্ষ্মণ ! আমি অতীব তেজস্বী মহর্ষি অতিবলের দূত এবং একটি আবশ্যক কাজের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্॥ ৪

তাঁর এই কথা শুনে সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ভিতরে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর আগমনের বার্তা জানালেন—

জয়স্ব রাজধর্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে।
দূতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপসা ভাস্করপ্রভঃ॥ ৫

'মহাতেজস্বী মহারাজ ! আপনি আপনার রাজধর্মের প্রভাবে ইহলোক ও পরলোকেও বিজয়ী হোন ! এক মহর্ষি দূতের রূপে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি তপস্যাজনিত তেজে যেন সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছেন।'

তদ্ বাক্যং লক্ষ্মণোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ।
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যধৃক্॥ ৬

লক্ষ্মণের কথা শুনে শ্রীরাম বললেন— 'তাত ! যিনি তাঁর প্রভুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন, সেই মহাতেজস্বী মুনিকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়ত তং মুনিম্।
জ্বলন্তমেব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংশুভিঃ॥ ৭

তখন 'যথা আদেশ' বলে সুমিত্রাকুমার সেই মুনিকে ভিতরে নিয়ে এলেন। তাকে স্বতেজে প্রজ্বলিত হয়ে নিজের প্রখর কিরণে দগ্ধকারীর মতো মনে হচ্ছিল।

সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্॥ ৮

নিজ তেজে দীপ্তিমান সেই ঋষি রঘুকুলতিলক শ্রীরামের কাছে গিয়ে মধুর বাক্যে বললেন— 'রঘুনন্দন ! আপনার অভ্যুদয় হোক'।

তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্।
দদৌ কুশলমব্যগ্রং প্রষ্টুং চৈবোপচক্রমে॥ ৯

মহাতেজস্বী শ্রীরাম তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি পূজা উপচার সমর্পণ করে শান্তভাবে তাঁর কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন।

পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ।
আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাযশাঃ॥ ১০

শ্রীরামের জিজ্ঞাসায় বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী মুনি কুশল সংবাদ জানিয়ে স্বর্ণময় দিব্য আসনে বিরাজমান হলেন।

তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে।
প্রাপয়স্ব চ বাক্যানি যতো দূতস্ত্বমাগতঃ॥ ১১

তখন শ্রীরাম তাঁকে বললেন—'মহামতে ! আপনাকে স্বাগত। আপনি যাঁর দূত হয়ে এখানে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সংবাদ বলুন।'

চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত।
দ্বন্দ্বে হ্যেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদ্যবেক্ষসে॥ ১২

রাজসিংহ শ্রীরামের এরূপ জিজ্ঞাসায় মুনি বলেন —'আপনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হন তবে শুধু আপনার ও আমার উপস্থিতিতেই এই কথা বলা উচিত হবে।

যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্ বা স বধ্যো ভবিতা তব।
ভবেদ্ বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে॥ ১৩

'যদি আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ অতিবলের কথা গ্রাহ্য করেন, তাহলে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে যে, কোনো মানুষ যদি আমাদের দুজনের বার্তালাপ করতে দেখে বা শুনে নেয়, তবে সে আপনার (শ্রীরামের) দ্বারা বধ্য হবে।'

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জয়॥ ১৪

শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং লক্ষ্মণকে বলেন— 'মহাবাহো ! দ্বারপালকে যেতে বলো

এবং নিজে দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও।

স মে বধ্যঃ খলু ভবেদ্ বাচং দ্বন্দ্বসমীরিতম্।
ঋষের্মম চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্ বা শৃণুয়াচ্চ যঃ॥ ১৫

'সুমিত্রানন্দন ! যে আমাদের (ঋষি ও আমার) দুজনের কথাবার্তা শুনবে বা আমাদের কথা বলতে দেখবে, তাহলে সে আমার দ্বারা বধ্য হবে।'

ততো নিক্ষিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং দ্বারি সংগ্রহম্।
তমুবাচ মুনে বাক্যং কথয়স্বেতি রাঘবঃ॥ ১৬
তৎ তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ।
কথয়স্বাবিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ততে॥ ১৭

এইভাবে এই কথাটি অঙ্গীকার করিয়ে লক্ষ্মণকে দ্বারে বসিয়ে শ্রীরঘুনাথ আগত মহর্ষিকে বলেন— 'মুনে ! এবার আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই কথা বলুন, যা আপনি বলতে চান অথবা যা বলার জন্য আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমার হৃদয়ও তা শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৪)

শ্রীরামচন্দ্রকে কালের শ্রীব্রহ্মার সংবাদ শোনানো এবং শ্রীরামের তা স্বীকার করা

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল॥ ১

মহাবলী মহান সত্ত্বশালী মহারাজ ! পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং যার জন্য আমি এসেছি, সে সব বলছি, শুনুন।

তবাহং পূর্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্বসমাহরঃ॥ ২

'শত্রুনগরী বিজয়কারী বীর ! পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির সময় আমি মায়া দ্বারা আপনার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছি, তাই আপনার পুত্র আমাকে সর্বসংহারকারী কাল বলা হয়।

পিতামহশ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ।
সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্॥ ৩

'লোকনাথ প্রভু ভগবান পিতামহ বলেছেন যে— 'সৌম্য ! আপনি লোক রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে।

সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ মায়য়া স্বয়মেব হি।
মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্বমজীজনঃ॥ ৪

'পূর্বকালে সমগ্র লোককে মায়া দ্বারা স্বয়ংই নিজেতে লীন করে আপনি মহাসমুদ্র জলে শয়ন করেছিলেন। অনন্তর এই সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম আমাকে উৎপন্ন করেন।

ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্।
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ চ সত্ত্বৌ মহাবলৌ॥ ৫
মধুং চ কৈটভং চৈব যয়োরস্থিচয়ৈর্বৃতা।
ইয়ং পর্বতসম্বাধা মেদিনী চাভবৎ তদা॥ ৬

'তারপর বিশাল ফণা এবং দেহসম্পন্ন এবং জলে শয়নকারী 'অনন্ত' সংজ্ঞক নাগকে মায়াদ্বারা প্রকট করে দুই মহাবলী জীবের জন্ম দেন— তাদের নাম ছিল মধু ও কৈটভ ; এদেরই অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ পর্বতসহ এই পৃথিবী তখনই প্রকটিত হয়, যাকে 'মেদিনী' বলা হয়।

পদ্মে দিব্যেঽর্কসংকাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি।
প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম ময়ি সর্বং নিবেশিতম্॥ ৭

'আপনার নাভি থেকে সূর্য-তুল্য তেজস্বী দিব্য কমল প্রকটিত হয়, যাতে আপনি আমাকে (ব্রহ্মা) উৎপন্ন করেন এবং প্রজাসৃষ্টি করার সমস্ত কার্যভার আমাকেই সমর্পণ করেন।

সোঽহং সন্ন্যস্তভারো হি ত্বামুপাস্য জগৎপতিম্।

রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্॥ ৮

'আমার ওপর যখন এই ভার সমর্পণ করা হয়, তখন আমি জগদীশ্বর আপনাকে উপাসনা করে প্রার্থনা করি—'প্রভো আপনি সর্বভূতে থেকে তাঁদের রক্ষা করুন ; কারণ আপনিই হলেন আমাকে তেজ (জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তি) প্রদানকারী।

ততস্ত্বমসি দুর্ধর্ষাৎ তস্মাদ্ ভাবাৎ সনাতনাৎ।
রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্॥ ৯

'আপনি তখন আমার প্রার্থনা স্বীকার করে প্রাণীদের রক্ষার জন্য অপরিমেয় সনাতন পুরুষ জগৎপালক বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হন।

অদিত্যাং বীর্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৄণাং বীর্যবর্ধনঃ।
সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে॥ ১০

'পরে আপনিই অদিতির গর্ভ থেকে পরম পরাক্রমী বামনরূপে অবতার গ্রহণ করেন। তখন থেকে আপনি ভাই ইন্দ্রাদি দেবতাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে তাঁদের রক্ষার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

স ত্বং বিত্রাস্যমানাসু প্রজাসু জগতাং বর।
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ॥ ১১

'জগদীশ্বর ! যখন রাবণ কর্তৃক প্রজাবিনাশ হতে থাকে, তখন আপনি সেই নিশাচরকে বধের ইচ্ছায় মনুষ্য-শরীরে অবতার গ্রহণ করা স্থির করেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা॥ ১২

'নিজেই এগারো হাজার বর্ষ পর্যন্ত মর্ত্যলোকে থাকা স্থির করেন।

স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুর্মানুষেষ্বিহ।
কালোঽয়ং তে নরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্তিতুম্॥ ১৩

'নরশ্রেষ্ঠ আপনি নিজের সংকল্পেই মনুষ্য-লোকে কারও পুত্ররূপে প্রকট হন। এই অবতারে আপনি যে আয়ু-নিশ্চিত করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়ে গেছে ; তাই এখন আপনার আমাদের সমীপে আসার সময় উপস্থিত হয়েছে।

যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপাসিতুম্।
বস বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ॥ ১৪
অথ বা বিজিগীষা তে সুরলোকায় রাঘব।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥ ১৫

'বীর মহারাজ ! আপনার যদি আরও অধিক কাল পর্যন্ত এখানে থেকে প্রজাপালন করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি থাকতে পারেন। আপনার কল্যাণ হোক। রঘুনন্দন ! আর যদি পরমধামে আসার চিন্তা-ভাবনা থাকে, তবে অবশ্যই আসবেন। আপনি বিষ্ণুদেবের স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র দেবতা সনাথ এবং নিশ্চিন্ত হবেন— পিতামহ একথাই বলেছেন।'

শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্।
রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ॥ ১৬

কালের মুখে পিতামহ ব্রহ্মার এই বার্তা শুনে শ্রীরঘুনাথ হেসে সর্বসংহারী কালকে বলেন—

শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্।
প্রীতির্হি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা॥ ১৭

'কাল ! দেবাদিদেব শ্রীব্রহ্মার এই পরম অদ্ভুত বাক্য শুনতে পেলাম ; তাই তুমি আসায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থং মম সম্ভবঃ।
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ॥ ১৮

'ত্রিলোকের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আমার এই অবতার হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য এখন পূর্ণ হয়েছে ; অতএব তোমার কল্যাণ হোক ; এখন আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাব।

হৃদ্গতো হ্যসি সম্প্রাপ্তো ন মে তত্র বিচারণা।
ময়া হি সর্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্তিনা।
স্থাতব্যং সর্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ॥ ১৯

'কাল ! আমি মনে মনে তোমার চিন্তা করছিলাম। সেইজন্যই তুমি এখানে এসেছো ; তাই এই নিয়ে আমার মনে কোনো চিন্তা নেই। সর্বসংহারকারী কাল ! পিতামহ যেমন বলেছেন আমাকে, তেমনভাবে সকল কার্যে সর্বদা দেবতাদের বশবর্তী হয়ে থাকা উচিত।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৪॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৪॥

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৫)

দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণের নিয়ম ভঙ্গ করে শ্রীরামের কাছে তাঁর আগমনের সংবাদ দিতে যাওয়া, শ্রীরামের দুর্বাসা মুনিকে আহার করানো এবং তাঁর যাওয়ার পরে লক্ষ্মণের জন্য চিন্তিত হওয়া

তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্বাসা ভগবানৃষিঃ।
রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ॥ ১

এই দুজনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন সময় দুর্বাসা মুনি রাজদ্বারে এসে পৌঁছলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন।

সোঽভিগম্য তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ।
রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেঽর্থোঽতিবর্ততে॥ ২

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বললেন—'তুমি শীঘ্রই আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে আমার একটি কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে'।

মুনেস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৩

মুনির কথা শুনে শত্রুবীর সংহারকারী লক্ষ্মণ সেই মহাত্মাকে প্রণাম করে বললেন—

কিং কার্যং ব্রূহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোম্যহম্।
ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্তং পরিপাল্যতাম্॥ ৪

'ভগবন্! বলুন, আপনার কী কাজ? কী প্রয়োজন? আমি আপনার কী সেবা করব? ব্রহ্মন্! এখন শ্রীরঘুনাথ অন্য কাজে ব্যস্ত। দুদণ্ড (প্রায় ৪৮ মিনিট) আপনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করুন।'

তচ্ছ্রুত্বা ঋষিশার্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহন্নিব চক্ষুষা॥ ৫

এই কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং লক্ষ্মণের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন চোখের আগুনে তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। তিনি তখন তাঁকে বললেন—

অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়।
অস্মিন্ ক্ষণে গাং সৌমিত্রে ন নিবেদয়সে যদি।
বিষয়ং ত্বাং পুরং চৈব শপিষ্যে রাঘবং তথা॥ ৬
ভরতং চৈব সৌমিত্রে যুষ্মাকং যা চ সন্ততিঃ।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি॥ ৭

'সুমিত্রাকুমার! এক্ষুণি শ্রীরামকে আমার আসার সংবাদ দাও। যদি এখনই তাঁকে আমার আগমনের খবর না জানাও, তবে আমি এই রাজ্যকে, নগরকে, তোমাকে, শ্রীরামকে, ভরতকে এবং তোমাদের যত সন্তান আছে, সবাইকে অভিশাপ দেব। আমি আমার ক্রোধ ধরে রাখতে পারছি না।'

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসংকাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্॥ ৮

মহাত্মার এই ভয়ানক কথা শুনে, তাঁর বাক্যে যে ভাব প্রকাশিত হচ্ছিল, লক্ষ্মণ তা মনে মনে ভেবে দেখলেন।

একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৯

'একাকী আমার মৃত্যু হোক, তা ঠিক আছে, কিন্তু সকলের বিনাশ হওয়া উচিত নয়'—বিচার-বিবেচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লক্ষ্মণ শ্রীরঘুনাথকে দুর্বাসার আগমনের সমাচার জানালেন।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ।
নিঃসৃত্য ত্বরিতো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ॥ ১০

লক্ষ্মণের কথা শুনে রাজা শ্রীরাম কালকে বিদায় জানিয়ে তৎক্ষণাৎ এসে অত্রিপুত্র দুর্বাসার সঙ্গে দেখা করলেন।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
কিং কার্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১১

নিজের তেজে প্রজ্বলিত হতে থাকা মহাত্মা দুর্বাসাকে প্রণাম করে শ্রীরঘুনাথ হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহর্ষে! আমার জন্য কী আদেশ?'

তদ্ বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ।
প্রত্যাহ রামং দুর্বাসাঃ শ্রূয়তাং ধর্মবৎসল॥ ১২

শ্রীরঘুনাথের বলা কথা শুনে প্রভাবশালী মুনিবর দুর্বাসা বললেন—'ধর্মবৎসল! শুনুন।

অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্মম রাঘব।
সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ॥ ১৩

'নিষ্পাপ রঘুনন্দন! আমি একহাজার বর্ষ ধরে উপবাস করেছি। আজ আমার ব্রতের সমাপ্তির দিন। তাই এখন আপনার এখানে যে ভোজন প্রস্তুত করা আছে, আমি

তা গ্রহণ করতে চাই'।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ।
ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপাহরৎ॥ ১৪

একথা শুনে রাজা শ্রীরঘুনাথ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে তৈরি করা আহার পরিবেশন করলেন।

স তু ভুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
সাধু রামেতি সম্ভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ॥ ১৫

সেই অমৃতসম খাদ্য গ্রহণ করে দুর্বাসা মুনি তৃপ্ত হলেন এবং শ্রীরঘুনাথকে সাধুবাদ জানিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

তস্মিন্ গতে মুনিবরে স্বাশ্রমং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ॥ ১৬

মুনিবর দুর্বাসা তাঁর আশ্রমে চলে গেলে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম কালের সেই কথা স্মরণ করে দুঃখবোধ করলেন।

দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্‌ঘোরদর্শনম্।
অবাঙ্‌মুখো দীনমনা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ১৭

কালের নিকট দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দৃষ্টিপথে ভেসে আসা মাত্র আসন্ন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা চিন্তা করে শ্রীরামের মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। তাঁর মাথা নত হয়ে গেল, তিনি বাক্‌রুদ্ধ হলেন।

ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ।
নৈতদস্তীতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ॥ ১৮

তারপর বুদ্ধিসহ কালের বক্তব্য চিন্তা-ভাবনা করে মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে 'এখন আর এইসব কিছুই থাকবে না।' এই চিন্তা করে তিনি চুপ করে গেলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৫॥

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৬)

শ্রীরামের দ্বারা ত্যক্ত হয়ে লক্ষ্মণের সশরীরে স্বর্গগমন

অবাঙ্‌মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপরিপ্লুতম্।
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হৃষ্টো মধুরমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীরামচন্দ্র রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় দীন হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে মাথা নত করে দুঃখ করতে দেখে লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মধুর বাক্যে বললেন—

ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী॥ ২

'মহাবাহো! আপনার আমার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়; কারণ পূর্বজন্মের কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় কালের এমনই স্বাভাবিক গতি।

জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রয়ান্তি নরকং নরাঃ॥ ৩

'সৌম্য! আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে বধ করুন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কাকুৎস্থ! প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মানুষ নরকে গমন করে।

যদি প্রীতির্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্মং বর্ধয় রাঘব॥ ৪

'মহারাজ! আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা থাকে এবং আপনি যদি আমাকে কৃপাপাত্র মনে করেন, তবে নিঃশঙ্ক হয়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। রঘুনন্দন! আপনি ধর্মের বৃদ্ধি করুন।'

লক্ষ্মণেন তথোক্তস্তু রামঃ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্ত্রিণঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসম্॥ ৫
অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মধ্যে স রাঘবঃ।
দুর্বাসোঽভিগমং চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ॥ ৬

লক্ষ্মণ একথা বলায় শ্রীরামের ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হয়ে

ওঠে। তিনি বিচলিত হয়ে গেলেন এবং মন্ত্রীগণ ও পুরোহিতকে ডেকে তাঁদের মধ্যে এই সব কথা বলতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দুর্বাসার আগমন এবং তাপসরূপধারী কালের সামনে করা প্রতিজ্ঞার কথাও জানালেন।

তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে সোপাধ্যায়াঃ সমাসত।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৭

একথা শুনে সকল মন্ত্রী এবং উপাধ্যায় চুপ করে বসে রইলেন (কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না)। তখন মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ বললেন।

দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্।
লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ॥ ৮

'মহাবাহো ! মহাযশস্বী শ্রীরাম ! এখন যে রোমাঞ্চকারী বিকট বিনাশ আসছে (তোমার সঙ্গে বহু প্রাণীর যে সাকেত-ধামে যাওয়ার আছে) এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হচ্ছে— সেসব আমি পূর্বেই তপোবলের সাহায্যে জেনেছি।

ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ॥ ৯

'কাল অত্যন্ত প্রবল। তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করো। প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কোরো না ; কারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে ধর্মলোপ হয়ে যাবে।

ততো ধর্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সদেবর্ষিগণং সর্বং বিনশ্যেৎ তু ন সংশয়ঃ॥ ১০

'ধর্মলোপ হলে চরাচর প্রাণী, দেবতা এবং ঋষি-সহ সমগ্র ত্রিলোক বিনাশ হয়ে যাবে— এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স ত্বং পুরুষশার্দূল ত্রৈলোক্যস্যাভিপালনাৎ।
লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য জগৎ স্বস্থং কুরুষ্ব হ॥ ১১

'অতএব পুরুষসিংহ ! তুমি ত্রিভুবনের রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে লক্ষ্মণকে ত্যাগ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে ধর্মে অবিচল থেকে সমগ্র জগৎকে স্বস্থ ও সুখী করো'।

তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্মার্থসংহিতম্।
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১২

সেখানে একত্রিত মন্ত্রী, পুরোহিত আদি সব সভাসদদের উপস্থিতিতে বশিষ্ঠ মুনির বলা সেই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—

বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং তূভয়ং সমম্॥ ১৩

'সুমিত্রানন্দন ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করছি, যাতে ধর্ম লোপ না হয়। সাধু পুরুষদের ত্যাগ করা বা বধ করা—দুই-ই সমান।'

রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ॥ ১৪

শ্রীরাম একথা বলতেই লক্ষ্মণের চোখে জল ভরে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রওনা হলেন। নিজের গৃহেও গেলেন না।

স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ॥ ১৫

তিনি সরযূ নদীর তীরে গিয়ে আচমন করে হাত জোড় করে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় বশে করে প্রাণবায়ু রুদ্ধ করলেন।

অনিঃশ্বসন্তং যুক্তং তং সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা॥ ১৬

লক্ষ্মণ যোগযুক্ত হয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা বন্ধ করলেন—তাই দেখে ইন্দ্রাদি সব দেবতা, ঋষি ও অপ্সরাগণ তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

অদৃশ্যং সর্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্।
প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ॥ ১৭

মহাবলী লক্ষ্মণ সদেহে সব মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম রাঘবম্॥ ১৮

ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ লক্ষ্মণকে আসতে দেখে সকল দেবতা আনন্দে ভরে উঠলেন এবং প্রসন্নতা সহকারে লক্ষ্মণের পূজা করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৭)

শ্রীবশিষ্ঠের কথায় শ্রীরামের পুরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা এবং কুশ ও লবের রাজ্যাভিষেক করা

**বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
পুরোধসং মন্ত্রিণশ্চ নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ॥ ১**

লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে শ্রীরাম দুঃখ-শোকে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং পুরোহিত, মন্ত্রী এবং মহাজনদের এই কথা বললেন—

**অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্মবৎসলম্।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাস্যাম্যহং বনম্॥ ২**

'আজ আমি অযোধ্যা রাজ্যে ধর্মবৎসল ভাই বীর ভরতকে রাজার পদে অভিষিক্ত করব। তারপরে বনে চলে যাব।

**প্রবেশয়ত সম্ভারান্ মা ভূৎ কালাত্যয়ো যথা।
অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্॥ ৩**

'শীঘ্র সব সামগ্রী জোগাড় করো, যেন বিলম্ব না হয়। আমি আজই লক্ষ্মণের পথ অনুসরণ করব'।

**তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং সর্বাঃ প্রকৃতয়ো ভৃশম্।
মূর্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্॥ ৪**

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সব প্রজাগণ ধরণীর বুকে মাথা ঠুকে পড়ে গেলেন এবং প্রাণহীনের মতো হয়ে রইলেন।

**ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৫**

শ্রীরামের কথা শুনে ভরতের তো হুঁশই চলে গেল। তিনি রাজ্যকে নিন্দা করে বলতে লাগলেন—

**সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন॥ ৬**

'রাজন্! রঘুনন্দন! আমি সত্য শপথ করে বলছি যে আপনাকে ছাড়া আমার রাজ্য চাই না, স্বর্গের ভোগও চাই না।

**ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিঞ্চ নরাধিপ।
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্॥ ৭**

'রাজন্! নরেশ্বর! আপনি কুশ ও লবের রাজ্যাভিষেক করুন। দক্ষিণ কোশলে কুশকে এবং উত্তর কোশলে লবকে রাজা করুন।

**শত্রুঘ্নস্য চ গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতবিক্রমাঃ।
ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্॥ ৮**

'দ্রুতগামী দূত শীঘ্র শত্রুঘ্নের কাছে গিয়ে আমাদের এই মহাযাত্রার বিবরণ শোনাক। এতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।'

**তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্।
পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯**

ভরতের কথা শুনে এবং পুরবাসীদের অবনত মুখে দুঃখে সন্তপ্ত হতে দেখে মহর্ষি বশিষ্ঠ বললেন—

**বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণিং প্রকৃতীর্গতাঃ।
জ্ঞাত্বৈষামীপ্সিতং কার্যং মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ॥ ১০**

'বৎস শ্রীরাম! ভূমিতে পতিত এই প্রজাসকলের দিকে তাকাও। এদের অভিপ্রায় জেনে সেই অনুযায়ী কাজ করো। এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে এদের দুঃখ দিও না।'

**বসিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্।
কিং করোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্বান্ বচনমব্রবীৎ॥ ১১**

বশিষ্ঠের কথায় শ্রীরঘুনাথ প্রজাদের উঠিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন— 'আমি আপনাদের কোন কার্য সিদ্ধি করব?'

**ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রুবন্।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি॥ ১২**

প্রজাবর্গের সকলে তখন বলল— 'রঘুনন্দন! আপনি যেখানেই যাবেন, আপনার পিছন পিছন আমরা সেখানেই যাব।

**পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থ সমং গচ্ছাম সৎপথম্॥ ১৩**

'কাকুৎস্থ! যদি পুরবাসীদের ওপর আপনার প্রেম থাকে আর আমাদের ওপর আপনার উত্তম স্নেহ থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমরা স্ত্রী-পুত্র সহ আপনার সঙ্গে সম্মার্গে যেতে উদ্যত।

**তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা।
বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্বান্নো নয় ঈশ্বর॥ ১৪**

'স্বামীন্! আপনি তপোবনে বা কোনো দুর্গম স্থানে বা নদী, সমুদ্র যেখানেই যান, আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আপনি আমাদের ত্যাগ করার যোগ্য না মনে করেন, তাহলে এমনই করুন।

এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ।
হৃদ্গতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ॥ ১৫

'আমাদের ওপর তাহলে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকম্পা হবে এবং আমাদের জন্য এটাই হবে আপনার পরম উত্তম বর। আপনাকে অনুগমন করলে আমরা সর্বদাই প্রসন্ন থাকব।'

পৌরাণাং দৃঢ়ভক্তিং চ বাঢমিত্যেব সোঽব্রবীৎ।
স্বকৃতান্তং চান্ববেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ॥ ১৬
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥ ১৭
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুর্মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় চাসকৃৎ॥ ১৮

পুরবাসীদের দৃঢ় ভক্তি দেখে শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলে তাঁদের ইচ্ছা মেনে নিলেন এবং নিজ কর্তব্য স্থির করে শ্রীরঘুনাথ সেইদিন দক্ষিণ কোশল রাজ্যে বীর কুশকে এবং উত্তর কোশল রাজসিংহাসনে লবকে অভিষিক্ত করেন। অভিষিক্ত হওয়া দুই মহামনস্বী পুত্র কুশ ও লবকে কোলে করে গাঢ় আলিঙ্গন করে মহাবাহু শ্রীরাম বারংবার তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁদের রাজধানীতে পাঠালেন।

রথানাং তু সহস্রাণি নাগানাময়ুতানি চ।
দশাযুতানি চাশ্বানামেকৈকস্য ধনং দদৌ॥ ১৯

তিনি তার প্রতিটি পুত্রকে কয়েক হাজার রথ, দশ হাজার হাতি ও এক লাখ ঘোড়া দিলেন।

বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ।
স্বে পুরে প্রেষয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ॥ ২০

লব ও কুশ ভ্রাতাদ্বয় প্রচুর রত্ন ও ধন সম্পন্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। শ্রীরাম তাঁদের দুজনকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন।

অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা।
দূতান্ সম্প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ২১

এইভাবে এই দুই বীরকে অভিষিক্ত করে তাঁদের নিজ নিজ নগরে পাঠিয়ে শ্রীরঘুনাথ মহাত্মা শত্রুঘ্নের কাছে দূত পাঠালেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৭॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৭॥

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৮)

ভ্রাতাগণ, সুগ্রীব ইত্যাদি বানর এবং ভল্লুকদের সঙ্গে শ্রীরামের পরমধামে যাওয়া স্থির করা এবং বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে এই পৃথিবীতে থাকার আদেশ করা

তে দূতা রামবাক্যেন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ।
প্রজগ্মুর্মধুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসং ন চাধ্বনি॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ লাভ করে শীঘ্রগামী দূত শীঘ্রই মধুরাপুরীতে চলে গেল। সে পথে কোথাও থামেনি।

ততস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ সম্প্রাপ্য মধুরামথ।
শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যুঃ সর্বমেব তৎ॥ ২

একনাগাড়ে তিনদিন তিনরাত ধরে যাত্রাপথ অতিক্রম করে সেই দূত মধুরাতে পৌঁছে অযোধ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থভাবে শত্রুঘ্নকে জানাল।

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
পুত্রয়োরভিষেকং চ পৌরানুগমনং তথা॥ ৩
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা॥ ৪

শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, শ্রীরামের দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক এবং পুরবাসীদের শ্রীরামের সঙ্গে যাওয়া স্থির করা ইত্যাদি সব কথা বলে দূত একথাও জানাল

যে 'পরম বুদ্ধিমান ভগবান শ্রীরাম কুশের জন্য বিন্ধ্যপর্বতের তটে কুশাবতী নামক এক রমণীয় নগরী নির্মাণ করিয়েছেন।

শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ।
অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা॥ ৫
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ।
এবং সর্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ৬
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্ত্বর রাজেতি চাব্রুবন্।

'তেমনই লবের জন্য শ্রাবস্তী নামে প্রসিদ্ধ সুন্দর নগরী স্থাপন করেছেন। শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীভরত দুই মহারথী বীর অযোধ্যাকে শূন্য করে সাকেত ধামে যাওয়ার মনস্থ করছেন।' মহাত্মা শত্রুঘ্নকে সকল কথা জানিয়ে দূত বলল—'রাজন্! তাড়াতাড়ি করুন।' বলে সে চুপ করল।

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসংকাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্॥ ৭
প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনং চ পুরোধসম্।
তেষাং সর্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ॥ ৮

নিজের কুলের ভয়ংকর সংহার উপস্থিত জেনে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সমস্ত প্রজা এবং কাঞ্চন নামক পুরোহিতকে ডেকে সব কথা জানালেন।

আত্মনশ্চ বিপর্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চন্নরাধিপঃ॥ ৯

তিনি একথাও বললেন যে, 'ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার শরীরও বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।' বীর রাজা শত্রুঘ্ন তারপর তাঁর দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক করালেন।

সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ধনং চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১০

সুবাহু পেলেন মধুরার রাজ্য এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজ্য। মধুরার সেনাকে দুই ভাগ করে রাজা শত্রুঘ্ন দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ভাগ করার মতো উপযুক্ত ধনরাশিও দুই পুত্রকে ভাগ করে দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ রাজধানীতে স্থাপন করলেন।

সুবাহুং মধুরায়াং চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্।
যযৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ॥ ১১

এইভাবে সুবাহুকে মধুরাতে এবং শত্রুঘাতিকে বিদিশাতে স্থাপিত করে রঘুকুলনন্দন শত্রুঘ্ন একটিমাত্র রথে আরোহণ করে অযোধ্যায় গেলেন।

স দদর্শ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সূক্ষ্মক্ষৌমাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্ধমক্ষয়ৈঃ॥ ১২

সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মহাত্মা শ্রীরাম নিজ তেজে প্রজ্বলিত অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর শরীরে মিহি রেশমবস্ত্র শোভা পাচ্ছে এবং অবিনাশী মহর্ষিদের সঙ্গে তিনি বিরাজ করছেন।

সোঽভিবাদ্য ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞঃ ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্॥ ১৩

কাছে গিয়ে হাত জোড় করে তিনি শ্রীরঘুনাথকে প্রণাম করলেন এবং ধর্ম চিন্তা করে ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করে ধর্মের জ্ঞাতা শ্রীরামকে বললেন।

কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ১৪

'রঘুকুলনন্দন! আমি আমার দুই পুত্রের রাজ্যাভিষেক করে এসেছি। রাজন্! আপনি আমাকেও আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে করুন।

ন চান্যদদ্য বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্।
বিহন্যমানমিচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ॥ ১৫

'বীর! আজ আপনি আমাকে এর বিপরীত কিছু বলবেন না; কারণ তার থেকে বড় শাস্তি আমার কাছে আর কিছু হবে না। আমি চাই না কারো দ্বারা, বিশেষ করে আমার মতো সেবক দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘন হোক।'

তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ।
বাঢ়মিত্যেব শত্রুঘ্নং রামো বাক্যমুবাচ হ॥ ১৬

শত্রুঘ্নের এই দৃঢ় নিশ্চয় জেনে শ্রীরঘুনাথ তাঁকে বললেন—'ঠিক আছে'।

তস্য বাক্যস্য বাক্যান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ।
ঋক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ॥ ১৭

তাঁর কথা শেষ হতেই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী বানর, ভাল্লুক এবং রাক্ষসগণ বহু বড় সংখ্যায় সেখানে এসে পৌঁছল।

সুগ্রীবং তে পুরস্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ।
তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং স্থিতম্॥ ১৮

সাকেত-ধামে যাওয়ার জন্য উদ্যত শ্রীরামের দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করে এই সব বানর সুগ্রীবকে অগ্রগামী করে সেখানে পৌঁছাল।

দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্বাণাং সুতাস্তথা।
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব এব সমাগতাঃ॥ ১৯
তে রামমভিবাদ্যোচুঃ সর্বে বানররাক্ষসাঃ।

তার মধ্যে বহু দেবতাদের পুত্র ছিলেন, ছিলেন বহু ঋষি বালক এবং বহু গন্ধর্ব বালকও। শ্রীরঘুনাথের লীলাসংবরণের সময় জেনে এঁরা সকলেই সেখানে এসেছিলেন। সেই সব বানর এবং রাক্ষসেরা শ্রীরামকে প্রণাম করে বলেন—

তবানুগমনে রাজন্ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সমাগতাঃ॥ ২০
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষোত্তম।
যমদণ্ডমিবোদাম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ॥ ২১

'রাজন্ ! আমরাও সকলে আপনার সঙ্গে যাওয়া নিশ্চিত করে এখানে এসেছি। পুরুষোত্তম শ্রীরাম ! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে না যান, তাহলে আমরা মনে করব যে আপনি যমদণ্ড দিয়ে আমাদের মেরে দিয়েছেন।'

এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ।
প্রণম্য বিধিবদ্ বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ॥ ২২

মহাবলী সুগ্রীবও বিধিপূর্বক শ্রীরামকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় জানাতে উদ্যত হলেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ২৩

'নরেশ্বর ! আমি বীর অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক করে এসেছি। আপনি জেনে নিন যে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে স্থির নিশ্চয় করেছি।'

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রামো রময়তাং বরঃ।
বানরেন্দ্রমথোবাচ মৈত্রং তস্যানুচিন্তয়ন্॥ ২৪

তাঁর কথা শুনে আনন্দ প্রদানকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের মিত্রতার কথা চিন্তা করে তাঁকে বললেন—

সখে শৃণুষ্ব সুগ্রীব ন ত্বয়াহং বিনাকৃতঃ।
গচ্ছেয়ং দেবলোকং বা পরমং বা পদং মহৎ॥ ২৫

'সখা সুগ্রীব ! আমার কথা শোনো ! আমি তোমাকে ছাড়া দেবলোকে এবং মহা পরমপদ বা পরমধামেও যেতে পারি না।'

তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢ়মিত্যব্রবীৎ স্ময়ন্।
বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাযশাঃ॥ ২৬

পূর্বোক্ত বানর এবং রাক্ষসদের সকল কথা শুনে মহাযশস্বী শ্রীরঘুনাথ 'ঠিক আছে' বলে হেসে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বললেন—

যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ।
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি॥ ২৭

'মহাপরাক্রমী রাক্ষসরাজ বিভীষণ ! প্রজা জগতে যতদিন জীবন ধারণ করবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় নিজের শরীর ধারণ করে থাকবে।

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবদ্ রাজ্যং তবাস্ত্বিহ॥ ২৮

'যতদিন সূর্য-চন্দ্র থাকবে, যতদিন পৃথিবী থাকবে এবং পৃথিবীতে যতদিন আমার কথা প্রচলিত থাকবে, ততদিন এই ভূতলে তোমার রাজ্য থাকবে।

শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্যং তে মম শাসনম্।
প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি॥ ২৯

'আমি মিত্রভাবে তোমাকে এইকথা বলেছি। তোমাকে এই আদেশ পালন করতে হবে। তুমি ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করো। এখন আমি যা কিছু বলছি, তোমার তা প্রতিবাদ করা উচিত নয়।

কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল।
আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্॥ ৩০
আরাধনীয়মনিশং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।

'মহাবলী রাক্ষসরাজ ! এছাড়া আমি তোমাকে আরও একটি কথা বলতে চাই। আমাদের ইক্ষ্বাকুকুলের দেবতা হলেন ভগবান জগন্নাথ (শ্রীশেষশায়ী ভগবান বিষ্ণু)। ইন্দ্রাদি দেবতারাও নিরন্তর তাঁর আরাধনা করে থাকেন। তুমিও সর্বদা তাঁর পূজা করবে।'

তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ॥ ৩১
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ শ্রীরঘুনাথের এই নির্দেশ হৃদয়ে ধারণ করে 'ঠিক আছে' বলে তা পালন করা স্বীকার করলেন।

তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৩২
জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।

বিভীষণকে এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বললেন— 'তুমি দীর্ঘকাল জীবিত থাকার নিশ্চয় করেছ, তোমার এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কোরো না।

মৎকথাঃ প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বর॥ ৩৩
তাবদ্ রমস্ব সুপ্রীতো মদ্বাক্যমনুপালয়ন্।

'হরীশ্বর ! যতদিন জগতে আমার কথার প্রচার থাকবে, ততদিন তুমি আমার নির্দেশ পালন করে প্রসন্নতা সহকারে জগতে বিচরণ করতে থাকো'।

এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ৩৪
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ।

মহাত্মা শ্রীরঘুনাথ একথা বলায় হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—

যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী॥ ৩৫
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্।

'ভগবন্! জগতে যতদিন আপনার পবিত্র কথার প্রচার থাকবে, ততদিন আপনার আদেশ পালন করে আমি পৃথিবীতেই থাকব'।

জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা॥ ৩৬
মৈন্দং চ দ্বিবিদং চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ।
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্বদা॥ ৩৭

এরপর ভগবান ব্রহ্মার পুত্র বৃদ্ধ জাম্ববান তথা মৈন্দ এবং দ্বিবিদকেও বলেন – 'জাম্ববানসহ তোমরা পাঁচজন (জাম্ববান, বিভীষণ, হনুমান, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ) যতদিন প্রলয় বা কলিযুগ না আসে, তোমরা ততদিন জীবিত থাকো' (এর মধ্যে হনুমান ও বিভীষণের তো প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকার আদেশ লাভ হয় আর বাকী তিনজন কলি ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময় মারা যায় বা দেহত্যাগ করে)।

তানেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সর্বাংস্তানৃক্ষবানরান্।
উবাচ বাঢ়ং গচ্ছধ্বং ময়া সার্ধং যথোদিতম্॥ ৩৮

তাঁদের সকলকে এই কথা বলে শ্রীরঘুনাথ বাকী সব ভল্লুক এবং বানরদের বললেন— 'ঠিক আছে, তোমাদের কথা আমি মেনে নিচ্ছি, তোমরা সকলে নিজ নিজ কথানুসারে আমার সঙ্গে চলো।'

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৮॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতআটতম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৮॥

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ (১০৯)

পরমধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত শ্রীরামের সঙ্গে সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের গমন

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ॥ ১

রাত্রি পার হয়ে যখন প্রভাত হয়, তখন বিশাল বক্ষ বিশিষ্ট মহাযশস্বী কমলনয়ন শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিতকে বলেন—

অগ্নিহোত্রং ব্রজত্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ।
বাজপেয়াতপত্রং চ শোভমানং মহাপথে॥ ২

'আমার অগ্নিহোত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আগে আগে যাবে। মহাপ্রয়ানের পথে এই যাত্রার সময় আমার বাজপেয়-যজ্ঞের সুন্দর ছাতাও সঙ্গে যাবে।'

ততো বসিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ।
চকার বিধিবদ্ ধর্মং মহাপ্রাস্থানিকং বিধিম্॥ ৩

তিনি একথা বলায় তেজস্বী বশিষ্ঠ মুনি মহাপ্রস্থান কালের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধার্মিক ক্রিয়া বিধিপূর্বক পূর্ণতঃ অনুষ্ঠান করেন।

ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্তয়ন্ পরম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রয়যাবথ॥ ৪

তখন ভগবান শ্রীরাম সূক্ষ্মবস্ত্র ধারণ করে দুই হাতে কুশ নিয়ে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদ-মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে করতে সরযূতটে গেলেন।

অব্যাহরন্ ক্বচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি।
নির্জগাম গৃহাৎ তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংশুমান্॥ ৫

সেই সময় তিনি বেদপাঠ ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। গমনরূপী ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না এবং লৌকিক সুখত্যাগ করে তিনি দীপ্তমান সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে গৃহ থেকে বেরিয়ে গন্তব্য পথে এগোতে থাকেন।

রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সপদ্মা শ্রীরুপাশ্রিতা।
সব্যেঽপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ॥ ৬

ভগবান রামের ডানদিকে শ্রীদেবী হাতে পদ্ম নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বামদিকে ভূদেবী বিরাজমান ছিলেন এবং আগে যাচ্ছিলেন তাঁর ব্যবসায় অর্থাৎ সংহার শক্তি।

শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়তমুত্তমম্।
তথায়ুধাশ্চ তে সর্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ॥ ৭

নানা প্রকারের বাণ, বিশাল- উত্তম ধনুক এবং নানাপ্রকার অন্যান্য অস্ত্র—সকল পুরুষ শরীর ধারণ করে ভগবানের সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্বরক্ষিণী।

ওঙ্কারোঽথ বষট্‌কারঃ সর্বে রামমনুব্রতাঃ॥ ৮

চার বেদ ব্রাহ্মণের রূপধারণ করে চলছিলেন। সবাকার রক্ষাকর্ত্রী গায়ত্রীদেবী, ওঁকার এবং বষট্‌কার সকলেই ভক্তিভাবে শ্রীরামকে অনুসরণ করছিলেন।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব এব মহীসুরাঃ।
অন্বগচ্ছন্ মহাত্মানং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্॥ ৯

মহাত্মা ঋষি এবং সকল ব্রাহ্মণও ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামকে অনুসরণ করলেন।

তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হ্যন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সবৃদ্ধবালদাসীকাঃ সবর্ষবরকিঙ্করাঃ॥ ১০

অন্তঃপুরের নারীগণ ও বালক, বৃদ্ধ, দাসী, অন্বেষণকারী সেবকগণও বার হয়ে শ্রীরামের পিছন পিছন সরযূতটে যাচ্ছিলেন।

সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
রামং গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুব্রতাঃ॥ ১১

ভরত এবং শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে তাঁদের আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের শ্রীরামের—যিনি অগ্নিহোত্রের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করছিলেন।

তে চ সর্বে মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুর্মহামতিম্॥ ১২

এই সব মহামনস্বী শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে এই মহাযাত্রায় সম্মিলিত হয়ে পরম বুদ্ধিমান শ্রীরঘুনাথের অনুগমন করছিলেন।

মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্রপশুবান্ধবাঃ।
সর্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ॥ ১৩

সমস্ত মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গও তাঁদের পুত্র, পশু, বন্ধু ও অনুচরসহ হর্ষপূর্বক শ্রীরামের পিছন পিছন যাচ্ছিলেন।

ততঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ॥ ১৪
ততঃ সস্ত্রীপুমাংসস্তে সপক্ষিপশুবান্ধবাঃ।
রাঘবস্যানুগাঃ সর্বে হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ॥ ১৫

হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষে পরিপূর্ণ সমস্ত প্রজা শ্রীরঘুনাথের গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, বন্ধু-বান্ধবসহ এই মহাযাত্রায় শ্রীরামের অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁদের সবার হৃদয়ে প্রসন্নতা ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন পাপরহিত।

স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ বানরাঃ।
দৃঢ়ং কিলকিলাশব্দৈঃ সর্বং রামমনুব্রতম্॥ ১৬

সমস্ত হৃষ্ট-পুষ্ট বানরেরাও স্নান করে অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে ভগবান শ্রীরামের সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা সকলেই শ্রীরামের ভক্ত ছিল।

ন তত্র কশ্চিদ্ দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ।
হৃষ্টং সমুদিতং সর্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্॥ ১৭

তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে দীন-দুঃখী বা লজ্জিত। সেখানে একত্রিত সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ ছেয়ে ছিল। এই প্রকার সেই জনসমুদায়কে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিল।

দ্রষ্টুকামোঽথ নির্যান্তং রামং জানপদো জনঃ।
যঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি দৃষ্ট্বৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ॥ ১৮

জনপদের লোকেরা— যারা শ্রীরামের যাত্রা দেখতে এসেছিল, তারাও এই সমারোহ দেখে ভগবানের সঙ্গে পরমধামে যেতে প্রস্তুত হল।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।
আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ॥ ১৯

ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসী মানুষ অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের পিছনে একাগ্রচিত্তে চলে এসেছিল।

যানি ভূতানি নগরেঽপ্যন্তর্ধানগতানি চ।
রাঘবং তান্যনুযযুঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্॥ ২০

অযোধ্যাধামে যেসব অদৃশ্যপ্রাণী ছিল, তারাও সাকেতধামে যেতে উদ্যত হয়ে শ্রীরামের পিছনে যাত্রা করল।

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্বাণি রামগমনে অনুজগ্মুর্হি তান্যপি॥ ২১

চরাচর প্রাণী— যারাই শ্রীরঘুনাথকে যেতে দেখল, তারাও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে থাকল।

নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে।
তির্যগ্যোনিগতাশ্চৈব সর্বে রামমনুব্রতাঃ॥ ২২

সেই সময় অযোধ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত কোনো প্রাণীই পড়ে থাকল না। তির্যক যোনির সমস্ত জীবও শ্রীরামে ভক্তিভাব নিয়ে তাঁকে অনুগমন করতে লাগল।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৯॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতনয়তম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৯॥

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১০)

ভ্রাতাদের সঙ্গে শ্রীরামের বিষ্ণুস্বরূপে প্রবেশ এবং সঙ্গে আগত সব লোকের সন্তানক-লোক প্রাপ্তি

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ॥ ১

অযোধ্যা থেকে দেড় যোজন দূরে গিয়ে রঘুকুলনন্দন ভগবান শ্রীরাম পশ্চিমাভিমুখ হয়ে নিকটস্থ পুণ্যসলিলা সরযূ নদী দর্শন করেন।

তাং নদীমাকুলাবর্তাং সর্বত্রানুসরন্ নৃপঃ।
আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ॥ ২

সরযূনদীর চারদিকে ভ্রমর উঠছিল। সেখানে সবদিকে ঘুরে ফিরে রঘুনন্দন রাজা শ্রীরাম প্রজাগণের সঙ্গে এক উত্তম স্থানে এলেন।

অথ তস্মিন্ মুহূর্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ॥ ৩
আযয়ৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ।
বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ ॥ ৪

সেই সময় লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা সকল দেবতা ও মহাত্মা ঋষি-মুনি পরিবৃত হয়ে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন — যেখানে পরমধামে যাবার জন্য শ্রীরঘুনাথ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান শোভা পাচ্ছিল।

দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।
স্বয়ংপ্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ॥ ৫

সমগ্র আকাশমণ্ডল দিব্য তেজে ব্যাপ্ত হয়ে অত্যন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। পুণ্যকর্মকারী স্বর্গবাসীগণের স্বয়ং প্রকাশিত নিজ তেজে সেই স্থান উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল।

পুণ্যা বাতা ববুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ।
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দেবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ॥ ৬

পরম পবিত্র, সুগন্ধিত ও সুখদায়িনী বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। দেবতাদের দ্বারা রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ হচ্ছিল।

তস্মিংস্তূর্যশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্বাপ্সরসংকুলে।
সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে॥ ৭

সেই সময় নানা প্রকার বাজনা বাজতে লাগল এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। এর মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র সরযূনদীতে প্রবেশ করার জন্য পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন।

ততঃ পিতামহো বাণীং ত্বন্তরিক্ষাদভাষত।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব॥ ৮

শ্রীব্রহ্মা তখন আকাশ থেকেই বললেন— 'শ্রীবিষ্ণু স্বরূপ রঘুনন্দন ! আসুন, আপনার কল্যাণ হোক। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আপনি নিজ পরমধামে পদার্পণ করছেন।

ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্।
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্॥ ৯

'মহাবাহো ! আপনি দেবতুল্য তেজস্বী ভ্রাতাদের সঙ্গে নিজ স্বরূপভূত লোকে প্রবেশ করুন। আপনি যে স্বরূপে প্রবেশ করতে চান, সেই স্বরূপেই আপনি প্রবেশ করুন।

বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাঽঽকাশং সনাতনম্।
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে॥ ১০
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্বপরিগ্রহাম্।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্॥ ১১

'মহাতেজস্বী পরমেশ্বর ! আপনার ইচ্ছা হলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপেই প্রবেশ করুন অথবা নিজের সনাতন আকাশময় অব্যক্ত ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করুন। দেব ! আপনিই সমস্ত লোকের আশ্রয়। আপনার প্রাচীন পত্নী যোগমায়া (হ্লাদিনী-শক্তি) স্বরূপা, যিনি বিশালনয়না সীতাদেবী, তিনি ছাড়া অন্য কেউ আপনাকে যথার্থরূপে জানে না, কারণ আপনি অচিন্ত্য, অবিনাশী এবং জরাদি অবস্থা রহিত পরব্রহ্ম ; তাই মহাতেজস্বী রাঘবেন্দ্র ! আপনি যা চান, সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।'

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ॥ ১২

পিতামহ শ্রীব্রহ্মার কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান শ্রীরঘুনাথ স্থির চিত্তে ভ্রাতাদের সঙ্গে সশরীরে স্ব-বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করলেন।

ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ।
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ১৩

তখন ইন্দ্র-অগ্নি সব দেবতা, সাধ্য ও মরুদ্গণও বিষ্ণুরূপস্থিত ভগবান শ্রীরামের পূজা (স্তুতি-প্রশংসা)

করতে লাগলেন।

যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যাঃ।
সুপর্ণনাগয়ক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ॥ ১৪

তারপর যত দিব্য ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস ছিল, তারাও ভগবানের গুণগান করতে থাকে।

সর্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্।
সাধুসাধ্বিতি তৈর্দেবৈস্ত্রিদিবং গতকল্মষম্॥ ১৫

(তারা বলে) 'প্রভো !.আপনি এখানে পদার্পণ করায় দেববাসীগণ সকলে সফল মনোরথ হওয়ায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও আনন্দমগ্ন হয়েছেন। সবার পাপবিনাশ হয়েছে। প্রভো ! আপনাকে আমাদের শতশঃ সাধুবাদ।' সেই দেবতাগণ এই কথা বললেন।

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
এষাং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত॥ ১৬

তারপর বিষ্ণুরূপে বিরাজমান মহাতেজস্বী শ্রীরাম ব্রহ্মাকে বললেন— 'উত্তমব্রতপালনকারী পিতামহ ! এই সম্পূর্ণ জনসমগ্রকে আপনি উত্তম লোক প্রদান করুন।

ইমে হি সর্বে স্নেহান্মামনুয়াতা যশস্বিনঃ।
ভক্তা হি ভজিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে॥ ১৭

'এরা সকলে স্নেহবশতঃ আমার সঙ্গে এসেছে। এঁরা সকলেই যশস্বী এবং আমার ভক্ত। এঁরা আমার জন্য আপন লৌকিক সুখ পরিত্যাগ করেছেন, তাই এঁরা সর্বতোভাবে আমার অনুগ্রহের পাত্র।'

তচ্ছুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।
লোকান্ সান্তানিকান্ নাময়াস্যন্তীমে সমাগতাঃ॥ ১৮

ভগবান বিষ্ণুর কথা শুনে লোকগুরু ভগবান শ্রীব্রহ্মা বলেন—'ভগবন্ ! এখানে আগত এই সব লোক 'সন্তানক' নামক লোকে যাবেন।

যচ্চ তির্যগ্গতং কিঞ্চিৎ ত্বামেবমনুচিন্তয়ৎ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি॥ ১৯
সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে।

'পশু-পক্ষী যোনিতে থাকা জীবেদের মধ্যে যে কেউ (ভবিষ্যতেও) ভক্তিভাবে চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করবে, সেও সন্তানক লোকেই বাস করবে। এই সন্তানকলোক ব্রহ্মলোকেরই নিকটে (সাকেত-ধামেরই অঙ্গ)। সেটি ব্রহ্মার সত্য-সংকল্পত্ব ইত্যাদি সকল উত্তম গুণ যুক্ত। সেখানে আপনার এইসকল ভক্তগণ নিবাস করবে।

বানরাশ্চ স্বিকাং যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ॥ ২০
যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্বে সুরেভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ।
তেষু প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্যমণ্ডলম্॥ ২১
পশ্যতাং সর্বদেবানাং স্বান্ পিতৃন্ প্রতিপেদিরে।

'যেসব বানর ও ভল্লুকদের দেবতাদের থেকে উৎপত্তি হয়েছিল, তারা নিজ নিজ যোনিতেই মিশে গেছে, যাঁরা দেবতা থেকে প্রকটিত হয়েছিল, তারাও তাঁতেই প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন। এইরূপ অন্য বানরেরাও সব দেবতাদের চোখের সামনে নিজ নিজ পিতার স্বরূপ লাভ করে।'

তথা ব্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ॥ ২২
ভেজিরে সরযূং সর্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ।

দেবেশ্বর শ্রীব্রহ্মা যখন সন্তানক লোকের প্রাপ্তির ঘোষণা করেন, তখন সরযূর গোপ্রতারঘাটে আগত সকলে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে সরযূর জলে স্নান করল।

অবগাহ্যাপ্সু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ॥ ২৩
মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোঽধ্যরোহত।

যারা যারা জলে ডুব দিয়ে স্নান করল, তারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রাণ ও মানব শরীর ত্যাগ করে বিমানে গিয়ে বসল।

তির্যগ্যোনিগতানাং চ শতানি সরযূজলম্॥ ২৪
সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাসুরবপূংষি তু।
দিব্যা দিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্॥ ২৫

পশু-পক্ষীর যোনিতে থাকা বহু প্রাণী সরযূর জলে ডুব খেয়ে তেজস্বী শরীর ধারণ করে দিব্যলোকে গিয়ে পৌঁছাল। তারা দিব্য শরীর ধারণ করে দিব্যাবস্থায় স্থিত হয়ে দেবতাদের সমান দীপ্তিমান হয়ে গেল।

গত্বা তু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণি চ।
প্রাপ্য তত্তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্॥ ২৬

স্থাবর ও জঙ্গম সর্বপ্রকারের প্রাণী সরযূর জলে প্রবেশ করে, তাতে শরীর সিক্ত করে দিব্যলোকে গিয়ে পৌঁছাল।

তস্মিন্ যেঽপি সমাপন্না ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
তেঽপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্ নিক্ষিপ্য চাম্ভসি॥ ২৭

তখন যে সকল ভল্লুক, বানর এবং রাক্ষস সেখানে এসেছিল, তারা সকলেই তাঁদের শরীর সরযূ নদীর জলে নিমজ্জিত হয়ে ভগবানের পরম ধামে গিয়ে পৌঁছাল।

ততঃ সমাগতান্ সর্বান্ স্থাপ্য লোকগুরুর্দিবি।

হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জগাম ত্রিদিবং মহৎ॥ ২৮

এইভাবে সেখানে আগত সমস্ত প্রাণীকে সন্তানক লোকে স্থান দিয়ে লোকগুরু শ্রীব্রহ্মা হর্ষ ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর মহান ধামে গমন করলেন।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১০॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতদশতম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ (১১১)

রামায়ণ-কাব্যের উপসংহার এবং তাঁর মহিমা

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।
রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১

(কুশ এবং লব বলেন)—মহর্ষি বাল্মীকি দ্বারা নির্মিত এই রামায়ণ নামক শ্রেষ্ঠ আখ্যান উত্তরকাণ্ডসহ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীব্রহ্মাও একে সম্মান করেছেন।

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ২

ভগবান শ্রীরাম এইভাবে আগের মতো নিজ বিষ্ণুস্বরূপেই পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর দ্বারা চরাচর প্রাণীসহ এই সমগ্র ত্রিলোক ব্যাপ্ত।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি॥ ৩

এই ভগবানের পবিত্র চরিত্রে যুক্ত থাকায় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষি সর্বদা প্রসন্নতা সহকারে দেবলোকে এই রামায়ণকাব্য শ্রবণ করেন।

ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।
রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ॥ ৪

এই প্রবন্ধকাব্য আয়ু এবং সৌভাগ্যবৃদ্ধি করে এবং পাপ বিনাশ করে। রামায়ণ বেদের সমকক্ষ, বিদ্বান পুরুষদের এটি শ্রাদ্ধে পাঠ করে শোনানো উচিত।

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥ ৫

এটি পাঠ করলে পুত্রহীন পুত্র এবং ধনহীন ধন লাভ করেন। যিনি প্রতিদিন এর শ্লোকের একটি পংক্তিও পাঠ করেন, তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

পাপান্যপি চ যঃ কুর্যাদহন্যহনি মানবঃ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে॥ ৬

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাপ কর্মে রত, তিনিও যদি এর একটি শ্লোক নিত্য পাঠ করেন, তবে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

বাচকায় চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুর্হিরণ্যকম্।
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ॥ ৭

যিনি এটি পাঠ করেন, তাঁকে বস্ত্র, গাভী, স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া উচিত। বক্তা খুশি হলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য চেহ মহীয়তে॥ ৮

রামায়ণ নামক এই কাব্য আয়ুবৃদ্ধিকারী। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এটি পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে পুত্র-পৌত্র প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও অত্যন্ত সম্মান লাভ করেন।

রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ।
সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্ নাবসীদতি॥ ৯

যিনি প্রতিদিন একাগ্রচিত্তে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে বা সায়ংকালে রামায়ণপাঠ করেন, তাঁর কখনও দুঃখ হয় না।

অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্।
ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপয়াস্যতি॥ ১০

(শ্রীরঘুনাথের পরম ধাম গমনের পরে) রমণীয় অযোধ্যা নগরীও বহু বছর ধরে জনশূন্য হয়ে থাকবে। পরে রাজা ঋষভদেবের সময়ে এখানে লোকালয় স্থাপিত হবে।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ ব্রহ্মাপ্যন্বমন্যত॥ ১১

প্রচেতার পুত্র মহর্ষি বাল্মীকি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পরের গাথা এবং উত্তরকাণ্ডসহ রামায়ণ নামক এই ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। ব্রহ্মাও এর অনুমোদন করেন।

অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ।
লভতে শ্রবণাদেব সর্গস্যৈকস্য মানবঃ॥ ১২

এই কাব্যের একটি সর্গ শ্রবণ করলেই মানুষ এক হাজার অশ্বমেধ এবং দশ হাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।

প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি॥ ১৩
গতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্।

যিনি ইহলোকে রামায়ণের কথা শুনেছেন, তিনি যেন প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গা আদি পবিত্র নদী, নৈমিষারণ্য আদি বন এবং কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্রের যাত্রা সম্পূর্ণ করেছেন।

হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি॥ ১৪
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সদৃশাবুভৌ।

যিনি সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণদান করেন এবং যিনি প্রত্যহ রামায়ণ শোনেন, এঁরা দুজনেই সমান পুণ্যের ভাগী হন।

সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তঃ শৃণুতে রাঘবীং কথাম্॥ ১৫
সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

যিনি উত্তম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে শ্রীরঘুনাথের কথা শোনেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণু লোকে গমন করেন।

আদিকাব্যমিদং ত্বার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১৬
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং তনুম্।

যিনি পূর্বকালে বাল্মীকি দ্বারা রচিত এই আর্ষরামায়ণ আদিকাব্য সর্বদা ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

পুত্রদারাশ্চ বর্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা॥ ১৭
সত্যমেতদ্ বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ।
গায়ত্র্যাশ্চ স্বরূপং তদ্ রামায়ণমনুত্তমম্॥ ১৮

এঁর শ্রবণে স্ত্রী-পুত্র প্রাপ্তি হয়, ধন ও সন্ততি বৃদ্ধি পায়। একে পূর্ণতঃ সত্য মনে করে মনকে বশে রেখে এটি শ্রবণ করা উচিত। এই পরম উত্তম রামায়ণ-কাব্য গায়ত্রীর স্বরূপ।

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং চরিতং রাঘবস্য হ।
ভক্ত্যা নিষ্কল্মষো ভূত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিভাবে শ্রীরঘুনাথের এই চরিত শোনেন বা পড়েন, তিনি নিষ্পাপ হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি।
শ্রাবয়েদিদমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে॥ ২০

যিনি কল্যাণ-প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখেন, তাঁর নিত্য-নিরন্তর শ্রীরঘুনাথের চিন্তন করা উচিত। ব্রাহ্মণদের প্রতিদিন এই প্রবন্ধকাব্য শোনানো উচিত।

যস্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ।
সোঽসুক্ষয়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ২১

যিনি এই শ্রীরঘুনাথ-চরিত্র-পাঠ পূর্ণ করেন, তিনি প্রাণত্যাগ করলে যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামেই যান, তাতে কোনো সংশয় নেই।

পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ॥ ২২

শুধু তাই নয়, তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ এবং তাঁরও পিতা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত করেন, এতে কোনো সংশয় নেই।

চতুর্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু।
তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা॥ ২৩

শ্রীরাঘবেন্দ্রর এই চরিত্র সর্বদা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ প্রদানকারী। তাই প্রতিদিন যত্নপূর্বক এই উত্তম কাব্য শ্রবণ করা উচিত।

শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা॥ ২৪

যিনি রামায়ণকাব্যের শ্লোকের এক চরণ বা এক পদ ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মার ধামে গমন করেন।

এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্॥ ২৫

এই পুরাতন উপাখ্যান এইভাবে বিশ্বাসপূর্বক পাঠ করবেন। আপনাদের কল্যাণ হোক এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বলের জয় হোক।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একশতএকাদশতম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১১॥

উত্তরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্

শ্রীমদ্বাল্মীকীয়রামায়ণং সম্পূর্ণ